"শ্রীধাম"
টেলিগ্রাফ— নবদ্বীপ

SRI CHAITANYA VIDYANIDHI
DACCA
Malakartola

Reg No C.1544

সাধারণের ৩য়
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵১

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে ফাল্গুন বুধবার ১৩০৭, ৫ই মার্চ্চ, ১৯০১

ন্না কথা

টের সহিত মহাত্মা-
৩৷৷০ ঘণ্টা আলোচনা
মার্চ্চের সংবাদ প্রকাশ,
গান্ধী, অপরাহ্ণে আড়াইটার
ড়লাটের ভবনে আগমন করেন
ন্তা এডীসি ক্যাপ্টেন পামার
।
লোচনা অনেকক্ষণ চলে।
কারণ সকলেই এই মনে
ছেন যে, সুবিখ্যাত মহাত্মা
নিকট যে সরকারী চিঠি
হইয়াছিল তাহার উত্তর সম্বন্ধে
ী ওয়ার্কিং কমিটীর পক্ষ
আর একটী সুন্দর প্রস্তাব
টের নিকট উপস্থাপন করিলে
ক্ষে উভয়ের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ
চনা হয়। প্রকাশ, ১লা
আলোচনার পূর্ব্বে গান্ধীজী
সাত্রই এম্বাসিডর নিকট
া হইয়াছিল। পুনরায় আলো-
ারম্ভ করিবার জন্য তাঁহার
াত্রেই লর্ড বড়লাটের ভবনে
ন্দিবার কথা হয়।
লোচনা বহুকাল স্থায়ী
কলে অন্যান্যবারের ন্যায়
পুরুকথাদিতে হইয়াছে।
পি সকলের মনেই উদ্বেগ
ন করিয়া কথাবার্ত্তা

বাঙ্গালার প্রতি গান্ধীর বাণী

বড়লাটের সহিত গান্ধীজীর ৩৷৷০ ঘণ্টা আলোচনা

গান্ধী আরউইন শান্তি বৈঠক

দস্যু কর্ত্তৃক নিদ্রিত ম্যানেজার নৃশংস ভাবে

রাষ্ট্রীয়পরিষদের অধি

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি

বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার

বিক্রমপুরে গ্রামে গ্রামে সভা

বোম্বাইয়ে লবণআইন ভঙ্গ

কাপড়ের দোকানে পিকেটিং—

মাদ্রাজে ৬ জন গ্রেপ্তার

ব্যবস্থার চরম সীমায় উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে শান্তির কোন পথই যাহাতে অনাবিষ্কৃত না থাকে তজ্জন্য সকলেই খুব ইচ্ছুক।

বাঙ্গলার প্রতি গান্ধীজীর বাণী

ভাষণ

শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ গান্ধীজীর নিকট বাঙ্গলার জন্য আশা ও বাণী প্রার্থনা করিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। মহাত্মা বলিয়াছেন—

"বাঙ্গলার কাছে আমি সব সময় অনেক আশা করিয়াছি, নিরাশ হইবার কোন কারণ আমার নাই। তবে আমি বলিতে যে, বাঙ্গলার তরুণরা যদি অহিংসাকে কেবল নীতি বলিয়া না মানিয়া উহাতে বিশ্বাসও করে তাহা হইলে তাহারা আরও অনেক কিছু করিতে পারিবে। বাঙ্গলার "অহিংসা বিরোধী বন্ধুদের হুমকী সত্ত্বেও আমি নিরাশ হই নাই।"

গান্ধী-আরউইন শান্তি

বৈঠক

'রেলোসিপ অব রিকনসিলিয়েসন'

আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠা কারী সমিতির নিমন্ত্রণে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ এক তার করিয়া জানাইয়াছিলেন, ভারতে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, ভারত ও বৃটেনের মধ্যে নূতন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে এবং আশাজনক আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে। এ সময়ে গান্ধী-আরউইন শান্তি বৈঠকের সাফল্য কামনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

এক তার পাইয়া উপরি উক্ত সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ মিনিষ্টার ইম্প্রেষ্যারক মেলবার্ণ অব্রে, উইলিয়াম ম্যাক্‌কেনজি ফ্রেডারিক নরউড, হাবর্ট ওয়ার্কমেন ব্রেং এ, এইচ, গ্রে প্রভৃতির নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে ইহারা সমগ্র উপনিবেশের খৃষ্টানগণের নিকট এক আবেদন প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন, গান্ধী-আরউইন আলোচনার সাফল্যের জন্য ১লা মার্চ্চ রবিবার এবং পরবর্ত্তী সপ্তাহের রবিবার দিবস গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় প্রার্থনার আয়োজন করা উচিত।

পারিব না? আমাদের অন্নবস্ত্রসমস্যা আমরাই সমাধান করিব!"—এইরূপ ভোগ-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জীবগণ বর্ত্তমানে যে ত্যাগ-স্বীকার দেখাইতেছেন, তাহা জগদ্বন্দিচ্ছারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইতেছে মাত্র, উহাতে জীবের আত্মম্ভরিতা বা নাস্তিকতাই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভগবদুপাসনাই জীবের একমাত্র কৃত্য, তাহাতে ভগবদিচ্ছার উপর নির্ভরতা ব্যতীত জগৎকে ভোগ বা ত্যাগ করার কর্তৃত্ব বরণ করা রূপ অহমিকা—যাহা সকল প্রকার অনর্থের মূলীভূত কারণ, তাহা নাই। ভগবৎসেবাকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া তদনুকূলে যে-সকল কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাতে বর্ত্তমান জগতের অন্নবস্ত্রাদির সকল সমস্যা অনায়াসে সম্পাদিত হয়। ভগবৎকৈঙ্কর্য্যের নাম 'কুড়েমি' নহে বা 'দাস'ভাবাত্মক শূদ্রত্বের আবাহন নহে। সর্ব্বেন্দ্রিয়কে তৎপতির সেবায় সর্ব্বতোভাবে চালন করাকে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া বলে না। এজগতে যে অনিত্য রক্তমাংসপিণ্ডকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহার সহিত পরজগতের নিত্যপ্রভুর নিত্যভৃত্যত্ব এক নহে। এজগতে যাহা হেয়—অনুপাদেয়, পরজগতে—গোলোক-বৈকুণ্ঠে তাহাই পরম উপাদেয় বলিয়া স্বীকৃত। এ জগতের যজ্ঞহোতৃগণ যে শকারের বড়াই করেন, তাহা অল্পায়াসেই নিষ্কাশিত হইয়া পড়ে, তাহা একটী আত্মপর-বঞ্চনার কৌশল মাত্র; কিন্তু পরজগতের অগ্নিহোত্রগণ যে সাত্ত্বিক যজ্ঞ করেন, তদ্দ্বারা অক্ষয় অব্যয় নিত্যসুখদায়ক কৃষ্ণপ্রেম লব্ধ হয়। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; তাহাতে চেতোদর্পণ-মার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ, শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণ, বিদ্যাবধূ-জীবন, আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন, প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন এবং সর্ব্বাত্মস্নপন—এই সপ্তার্থ প্রকাশিত হইয়া জীবের সপ্তপ্রকার ফল প্রদান করেন। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ-প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেই—তাঁহাদের মহাবদান্যতা অনুশীলন করিবার বিচারপর হইলেই জগতের সর্ব্ববিধ সমস্যার এককালে অতি অদ্ভুত উপায়ে সমাধান হইবে।'

সেই উদ্দেশ্যেই 'শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের এই পরম কল্যাণময়ী অনর্পিতচরী বাণী প্রচার করিতে গিয়া জগতের কি মহদুপকার সাধন করিতেছেন, তাহা সারগ্রাহী সজ্জনমাত্রেরই উপলব্ধির বিষয় হইতেছে। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণকাম-চরিতামৃত জনগণ জগতে শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীকাম সেবার নামে যে সকল অনর্থ উপস্থিত করিয়া শুদ্ধভক্তিপথকে কণ্টকাকীর্ণ করিবার প্রয়াস করিতেছে, তাহাদের দুরভিসন্ধি জগতে প্রচার করা নদীয়া-প্রকাশের একটি প্রধান কার্য্য। "পাষণ্ডদলন আর প্রেম-প্রচারণ। দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥" পাষণ্ডদলন না করিয়া প্রেমের সম্যক্ প্রচার হইতে পারে না। তাই অন্তর্মুখে তাঁহার কার্য্য যেমন প্রেম-প্রচার, বাহিরেরমুখে তেমন পাষণ্ডদলনও তাঁহার অন্যতম কার্য্য। বাহিরের প্রচারক নিজ মাৎসর্য্য বিচারে প্রচারের সার্ব্বাঙ্গীন বৈশিষ্ট্য বা শুদ্ধতা রক্ষা হইতে পারে না। নিরপেক্ষ না হইলে সত্যের প্রচার কখনই সম্ভব হয় না। "সত্যং ব্রূয়াৎ সত্যস্য পরম্"—এই নৈতিক নিষ্ঠা-ব্যতীত সত্যের প্রচার-সম্ভব নহে। প্রত্যক্ষ নিষ্ঠাবিহীন জীব প্রাকৃত ব্যবহারিক বিচার-প্রণালীতে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না বলিয়া সত্যের প্রচার বন্ধ হইতে পারে না। বরং সত্যের বহুল প্রাদর্শিক জীবগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে হইতে একদিন না একদিন তাঁহাদের চেতনোদয় হইবে। সকল সময়ে অনেক লোক যে সত্যবাদীর নিন্দা করিয়াছেন, সত্যের অন্তর্দেশ বীরবাণী শুনিয়াছেন তাঁহারা। জীবন স্মরণে সেই সত্যের স্মরণ করিবেন। তাই নদীয়া-প্রকাশ বাহ্য বা মৌক্তিকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বাস্তবসত্যের প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নিষ্কপটরূপে বাস্তবসত্য-প্রচার-রত। অতএব তাঁহার সহযোগে ধন্যবাদ করিতে পারিলে আর কৃপালেশ আত্মবাণীর প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইবেন না।

আজ বর্ষারম্ভে আমরা নদীয়া-প্রকাশের সেবায় যে যেখানে যেরূপে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক অভিবাদন জানাইতেছি এবং নদীয়া-প্রকাশের শুভকামনা জানাইয়া সেবায় যাহাতে আমাদের দেহ-মনঃপ্রাণ সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীচরণে সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছি। নদীয়া বা নবদ্বীপ শ্রীভগবানের উদারলীলা-বিলাস-ক্ষেত্র। অতএব অনুদার ভাব আসিলে আমাদের হৃদয়ে সেই নদীয়ার প্রকাশ হইতে পারে না। আমরা যখন উদার হইতে পারিব না, উদার না হইতে পারিলে উদার পাত্রের সৌভাগ্য ঘটিবে না, চিরজীবন সঙ্কীর্ণ অন্ধকারে থাকিয়া মরণাপন্ন হইয়া পড়িব। সেই নদীয়াকে যিনি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ করাইয়া মহাবদান্যশীল শ্রীগৌরপাদপদ্মের উদয় করাইতে পারেন, আজ গৌরাবির্ভাব-দিবসে সেই নদীয়া-প্রকাশক, শ্রীচৈতন্যবাণীর সাক্ষাৎ মূর্ত্ত-বিগ্রহ অভিন্ন নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমরা পুনঃপুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া নদীয়া-প্রকাশের নিষ্কপট সেবা প্রার্থনা করিতেছি। নদীয়া-প্রকাশ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাদের দীন সেবা গ্রহণ করুন, সপার্ষদ শ্রীগুরুদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নদীয়া-প্রকাশের সেবায় বলদান করুন, বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় যোগ্যতা প্রদান করুন, বর্ষারম্ভে ইহাই আমাদের নিবেদন।

শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-বন্দনা

(শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর)

শ্রীগুরু-চরণ-ধন   বন্দি আমি পুনঃ পুনঃ,
সর্ব্বসিদ্ধি যাঁহার স্মরণে।
যাঁহার শ্রীমুখ-বাণী   চৈতন্য-স্বরূপ মানি,
স্ফূর্ত্তি হয়ে নাশয়ে অজ্ঞান॥
হৃদয়ের অন্ধ ঘোর   কভু দূর হবে কোনপথ,
সেই বাণী তোষিতে অন্তর।
মোর মতি অন্ধ-প্রায়   কেমনে হবে উপায়,
কবে পাব দয়া অগোচর?
চৈতন্যের কৃপা বিনা   তোমারে না যায় জানা,
শ্রীচৈতন্য করুণাসাগর।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথি   যেবা হয় শুভযোগ,
শুক্লা যে সর্ব্বদেবময়॥
চৌদ্দশত সাত শক,   যবে হয়ে সর্ব্বলোক,
এই বর্ষ বর্ষ-মধ্যে ধন্য।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যা   এই মধ্যে সন্ধ্যা যেথা,
যাঁহা অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ॥
সেই এই আদি পুনঃ   সদা মাঝে অবতীর্ণ,
মায়াপুর প্রকট হইল।
শচীর অঙ্গন-মাঝে   বাসন্তী পূর্ণিমা-সাঁঝে
গৌরশশী জন্ম প্রকাশিল॥
সকলই নিরখিয়া   গোলোক ছাড়িয়া গায় সুখ
সর্ব্বলোক জগন্নাথ পুরে।
আজো সেই দিন হেরে   সব অনুভব হইছে,
প্রেম-গীতা গেয়ে নৃত্য করে॥
মায়াপুর-প্রাঙ্গণে   দেখি সবে আনন্দে
সুখে গায় গৌরজন্ম-লীলা।
শচীর অঙ্গনে পুনঃ   উঠে মহাসংকীর্ত্তন,
দেব-নরে মিশামিশি হেলা॥
দেবে গায় গন্ধর্ব্বাদি   শুনে সব মুগ্ধ হ'য়ে,
সে আনন্দ না যায় বর্ণন।
শোভে নিত্যকুঞ্জ-মূলে   শচী-জগন্নাথ-কোলে
স্বর্ণ জিনি শিশু অনুপম॥
গৌরজন্ম নিরখিয়া   আনন্দে উথলে হিয়া,
বন্দু সেই সর্ব্বপার্ষদগণে।
বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া   উঠে হরিবোল,
তার অন্ত কেহ নাহি মানে॥
কৃষ্ণজন্ম কারাগারে   মহানিশা-অন্ধকারে
কেহ তাহা লখিতে না পারে।
সন্ধ্যা পূর্ণিমা-সাঁঝে   প্রকাশিত জনারণ্যে
দেখে সবে গৌরশশধরে॥
পাষণ্ড-পতিতোদ্ধার-   হেতু গৌর-অবতার
গৌরজন্ম সর্ব্বশুভঙ্কর।
ধন্য মায়াপুর ধাম,   ধন্য শ্রীশচীর অঙ্গ
ধন্য গৌরজন্ম-তিথিবর॥
সেই মহাজন ধন্য   মায়াপুরে গৌরকৃপা
করি' পুনঃ প্রকাশিল।
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী   সাক্ষাৎ শ্রীগৌরশক্তি
তাহা সর্ব্বলোকে দেখাইল॥
শচীকোলে গৌরচন্দ্র   সর্ব্বশুভাকর-
না হেরিনু মুই দুরাচার।
গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাহীন,   গৌরতিথি-দিনে
সেবা হল না কিছু আর॥

ম-মায়াপুরে তাড়দালোক

কৃষ্ণকথার কৃপাপ্রাপ্ত জনগণ কৃষ্ণলোকের কার্য্য করে সদা প্রত্যেক মনুষ্যকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হন। চৈতন্যসম্প্রদায় কৃষ্ণপ্রীতির অনুশীলনের জন্যই লোকসকলে দর্শন করেন। বস্তুকে সম্ভোগ-মনোবৃত্তিতে এবং তাহার বর্ত্তমান ভক্তিভাবের নিজ ইন্দ্রিয়-প্রীতি বলিয়া আমরা নিষ্কামে ভগবৎসেবাযোগ্য কোন প্রকারে স্বীকার করেন না। ভগবদ্বহির্মুখ জগতে সমস্ত বস্তুকে সুখীভূত-করণরূপে আনিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোক্তারূপে ভগবানকে স্বীকার করিয়া শ্রীভগবানের জীবের বুদ্ধিবৃত্তি চিদ্ভাবনার সহিত উহার উপর নির্ভর করে। উন্নত এবং আনন্দের অনুরাগে বাদের সঙ্গমবতী উপাসিকে দর্শনের পরিবর্তে সঙ্গ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ভোগ-কামনা অতি বা নিজে প্রবৃত্ত হইয়া জগতকে কখনও ভোগ বা ত্যাগ করিবার বুদ্ধি হইতেছে, তাহাতে তাঁহার প্রমাণিত হইতেছে মাত্র। জগতের মনুষ্যের এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির লক্ষ্য প্রত্যেক বস্তুর প্রভুত্ব যে সমূহ এবং যাহাতে যে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য আছে, তাহা যুক্ত জন্য ভোগী বা ত্যাগীর ত্যাগ করিবার সময় বস্তুকেই

সেবায় নিযুক্ত করিয়া "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।" —এই ঈশোপনিষদ্‌বাক্যের তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করেন।

পরমভাগবত শ্রীপাদ সনীচরণ তার ভক্তিবিজয় মহোদয় ভগবদিচ্ছায় আবিষ্কৃত তড়িৎ বিজ্ঞানকে মনুষ্য জাতির ভোগ্য রূপে দর্শনের পরিবর্ত্তে ভগবৎসেবোপকরণ জ্ঞানে শ্রীভগবৎপ্রীতিকামনায় শ্রীধাম মায়াপুরে ভগবৎ-ভাগবত-সেবায় নিযুক্ত করিয়া উহার আবিষ্কৃত তড়িতের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। গত ১৭ই ফাল্গুন রবিবার গোবিন্দ-দ্বাদশী-দিবস সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠে সর্ব্বসাধারণে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গজয়ন্তিকা তিথিপূজার শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির-প্রাঙ্গণে তড়িদালোক প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীমন্দিরে যখন তড়িদালোক প্রজ্বলিত হইল, তখন ভক্তগণ সম্মিলিত কণ্ঠে সমস্বরে মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গজয়ন্তিকা-তিথি-পূজার ও তাহারই কারণস্বরূপ আবির্ভাব-তিথি-পূজার প্রভু জগায় করিতে লাগিলেন।

জগচ্চক্ষুস্বরূপ ভাই চৈতন্য-নিত্যানন্দ যখন জীবের হৃদয়-গহ্বরে প্রবেশ পূর্ব্বক তথাকার যাবতীয় কৃষ্ণ-ভক্তিবাধক অন্ধকারসমূহ দূর করিয়া স্বস্বরূপ প্রকাশ করেন অর্থাৎ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় যখন জীবের নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপ-ধর্ম্ম সেবা-প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয়, তখন তিনি জগৎ ভোগ বা ত্যাগের দ্বন্দ্ব হইতে চিরতরে হরিয়া সকলকে দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণে নিযুক্ত করেন। জীবের যতক্ষণ নিজের এবং জগতের উপর প্রভুত্বাভিমান বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ ভগবান্ তাহার সেবায় তুষ্ট হইতে পারেন না। বলিমহারাজ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। বলি দান করিতে বসিয়াছেন শুনিয়া শ্রীভগবান্ বটু-বামনরূপে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রার্থনা ভূমি মাত্র যাচ্ঞা করিলেন। বলি বটু-বামনকে আরও বেশী করিয়া চাহিতে অনুরোধ করিলেও বামনদেব একটুকুও বেশী চাহিলেন না। বলি যখন তাহাই দান করিতে স্বীকৃত হইলেন, তখন বামনদেব তাঁহার দুই পদ দ্বারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আক্রমণ করিয়া তৃতীয় পদের স্থানের জন্য বলির নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। বলি ভগবানের কৃপায় বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেই ভগবান্ তুষ্ট হইলেন। এস্থলে শ্রীভগবান্ বলিকে উপলক্ষ্য করিয়া এই শিক্ষা প্রদান করিলেন যে, মানুষকে ভগবান্ যে একটী স্বাধীনতা রত্ন দান করিয়াছেন, স্বাধীনতা-মূলে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে আত্মনিবেদনটীকেই শ্রীভগবান্ জীবের নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। তাহা না দেওয়া পর্য্যন্ত কেহই কার্পণ্যদোষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না। নিজলাভ-পরিপূর্ণ ভগবান্ দরিদ্রাভিমানী জীবের পত্রপুষ্পাদিও গ্রহণ করেন না আবার ধনী অভিমানীর ষোড়শোপচারের পূজাও গ্রহণ করিতে তিনি লালায়িত নহেন। ভক্তিবশ ভগবান্, ভক্তি-ধন ব্যতীত তাঁহার সহিত আদান প্রদানের আর কোন বস্তু নাই। যাহার বস্তু, তিনিই তাঁহার ইচ্ছামত তাহা ভোগ করিতে পারেন, তাহাতে আর দাতার কৃতিত্ব কোথায়? যতক্ষণ না আমরা ভগবান্ কই নিখিল বস্তুর ভোক্তৃরূপে দেখিতে পাই, ততক্ষণই আমাদের ভগবান্‌কে 'এটা দিয়েছি, ওটা দিয়েছি' এইরূপ একটা অভিমান থাকে; শ্রীভগবৎপ্রেষ্ঠ সাধুগুরুর কৃপায় জীবের এই অভিমানটী বিদূরিত হইলে তিনি যখন তাঁহাকেই ভগবানের বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখন তিনি কি দিয়া যে ভগবানকে সেবা করিবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, সকল দিয়া সেবা করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। ভগবান্ ভক্তের এইরূপ অতৃপ্তি—সেবা করিবার প্রবল আগ্রহ—দাতৃত্ব-অভিমানের পরম সন্তুষ্ট হন। অতএব যাঁহারা ভগবান্‌কে তাঁহাদের অনুগ্রহ-প্রার্থীরূপে কিছু দিয়া কৃতার্থ করিতে চাহেন, তাঁহাদের কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।

আজ ভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীশ্রীরূপানুগবর্য্য গুরুদেবের "শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন" —এই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পাদপদ্মকে তাঁহার হৃদয়ে সম্বন্ধ করিতে পারিয়াছেন, তাই জগতের সকলপ্রকার বিচিত্রতা কৃষ্ণেন্দ্রিয় কৃষ্ণ-সেবোপকরণরূপে প্রকটিত বুঝিতে পারিয়া তাহা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না দেখা পর্য্যন্ত তাঁহার স্বস্তি নাই। তাই তিনি কতকগুলি সেবোপকরণসমূহ আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের সদ্ব্যবহার তোষণ করিতে—তাহা ভক্ত কিছুতেই বন্ধ করিতে পারেন না। তাই তিনি তৎসমুদয়কে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া জগজ্জীবের মঙ্গল-বিধান করিয়া যাইবেন।

আমরা নিজেদের ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যবহার দেখাইয়া কৃষ্ণে প্রেম-তর্পণ-ব্যাপারে যে কার্পণ্য দেখাইতে চাই, তাহা ভক্তের বাঞ্ছনীয় নহে। কৃষ্ণকে লইয়াই তাঁহার সংসার, তাই জগতে যত কিছু ভাল জিনিষ এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সমস্তটিকেই কিসে তাঁহার কৃষ্ণকে নিবেদন করিতে হয়, তাহা করেন। উহাতে তাঁহার শ্রম-বোধ নাই, কৃষ্ণভোগ্যকে একটা বৃথা কাজ বলিয়া জ্ঞান নাই। আমাদের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সংসারের কার্য্যকেই যেমন আমরা মুখ্য বলিয়া বিচার করি, কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণকার্য্যের সংসারকার্য্যকেই তেমন মুখ্য বলিয়া মনে করেন। কৃষ্ণে তাঁহাদের স্বাভাবিকী প্রীতি বর্ত্তমান।

শ্রীমাধব পণ্ডিতের সেবায় আমরা দেখিতে পাই, শ্রীরাধা অধিক মূল্য দিয়া দূরস্থান হইতে ডাব আনিয়া তাঁহার প্রাণ-প্রভুকে নিবেদন করিতেন, তাহাতে তাঁহার ব্যয়-বাহুল্য বা শ্রম-বোধ ছিল না। প্রীতির স্বভাবই এই। বিশ্বজন তাঁহার বিশ্বের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য ক্লেশকে আদৌ 'ক্লেশ' বলিয়া মনে করেন না। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ বেলুনার আসিয়া গোপী-নাথের ক্ষীরভোগ কিরূপ হয়, তাহা আস্বাদন করিয়া তদনুরূপ ভোগ তাঁহার গোপালকে লাগাইবেন এই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইহজগতে দেখা যায়, শিশু-মাতা যখন কোন স্থানে কোন ভাল জিনিষটি দেখিয়া তাহা তাঁহার সন্তানের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিলে তখন তাহা সামর্থ্য থাকিলে তাহা সংগ্রহও করেন, সেইরূপ কৃষ্ণভক্তও কৃষ্ণ-তর্পণের অনুকূল ভাল জিনিষটের তাঁহার কৃষ্ণ সেবার উপকরণরূপে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন। অনেক সময় দেখা যায় কৃষ্ণ-সেবার ইচ্ছা হইলে কৃষ্ণ স্বয়ংই তাঁহার ভক্তের সে ইচ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন। অন্যান্য সাধারণ লোকের নিকট যাহা প্রাকৃত সাধারণরূপে বর্ত্তমান। পরমভক্ত উদ্ধব-প্রভু শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী গোপীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্রজে গমন করিলেন—"ঠাকুরের নাগাল্ পেলে ঠাকুর হয় যা কয়। তবে এই দাসী মুক্তা পায় যদি গায়ে সয়" ভক্তের কৃষ্ণ-পূজার্থ ভগবান্ তাঁহার ভক্তের কাছে—সেই কাজে স্বয়ং যাচিয়া সব দেন—"বালকালে মাতা যেন পায় ছিঁড়ে করি'। মুক্তা পাত্র ভরি' দেন ক্ষীর ননী ছিঁড়ে আগে সেই ক্ষীর ননী মুক্তা পাছে যায় চাহিয়াছে যেন। সেই স্বপ্নাদেশ যাহাকে করেন। সেদিন রাত্রি সহ মন্দিরে আসিয়া তাঁহার নাসায় ছিদ্রদেশে সজোরে মুক্তা দিলেন।

ভক্তিবিজয় প্রভুর আনন্দ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল, গৌরজয়ন্তী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ জয়ন্তিকা-তিথিপূজার সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাই ভগবান্‌ও আজ তাঁহার সেবা-ত্রুটি পূর্ণ করিলেন। একদিবস তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটী সুবৃহৎ অশ্বত্থের বিরল ছায়া বিস্তার করিয়া দিতেছেন। তাহার কার্য্যও প্রায় সমাপ্ত হইল। গৌরজন্মোৎসবের সময়ই তাহা ব্যবহার-যোগ্য হইবে। শ্রীযে গপীঠে শ্রীগৌরকৃষ্ণের চতুষ্পার্শ্বে বাঁধাঘর স্থানে স্থানে ঘাট নির্ম্মাণেরও সঙ্কল্প তিনি করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁহাকে নিত্য নূতন নূতন সেবার 'যুক্তি' তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাইয়া দিতেছেন। এমন সেবা-বিগ্রহের গুণগান লেখনী তাঁহার সে সেবা-চেষ্টার কিঞ্চিন্মাত্রও বর্ণনে সমর্থ নহে।

"সোনার সম্পদ" দেখিয়া আজ গৌর-নিজজনগণের আনন্দের আর সীমা নাই। কিন্তু উহা পরম-লক্ষ্য কৃষ্ণকাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণনাম-বিরোধিগণ তাহা কিছুতেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। "কি সুখে আসিল জীব গৌরাঙ্গের নাচে। দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥"

গৌর-কামনায় ভক্তগণ গোদ্রুম শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া বাসের ব্যবস্থা করিতেছেন। চতুঃসীমাব্যাপী স্থানের মনোরম-সম্পদ আবার গৌরেচ্ছায় প্রকটিত দেখিবার সৌভাগ্য হইবে—ভক্তগণ এই আশা পোষণ করিতেছেন। কতকগুলি লোকানুষ্ঠান ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ লোক-কোলাহল স্তব্ধ হওয়াই গৌরভক্তগণের কাঙ্ক্ষিত বিষয় নহে, পরন্তু সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌরনিত্যানন্দের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহলে দশদিগন্ত মুখরিত হউক—কৃষ্ণেতর বিষয় কোলাহল থামিয়া যাউক, ইহাই গৌরভক্তগণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

মাদ্রাজ হইতে প্রেস টেলিগ্রাম

[illegible]

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

শ্রীচৈতন্য মঠ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধামমায়াপুরীর ঈশোদ্যান পার্শ্বে ঈশ ১০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ বিরাজমান।

এই মহাতীর্থে শ্রীযোগপীঠ, পরমসিদ্ধ পীঠ বা নিত্যসিদ্ধ ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীচৈতন্য-নামমূলক আকরগ্রন্থ-বেদান্তসূত্র, তদ্বিচারের অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-শিরোমণি-গীতা-ভাগবত-চতুঃশ্লোকী অর্থাৎ ঐ অর্থাপনা এবং তদ্ব্যায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ পাঞ্চরাত্রিক-বিধিমত ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মহাতীর্থে পারমার্থিক দৈবিকবর্ণ সাত্বত সম্প্রদায়ের অভ্রান্ত ও সুপ্রাচীন প্রথানুযায়ী পঞ্চরাত্রের 'গৌড়ীয়-প্রকাশ' গ্রন্থানুসারে পরিচালিত হইয়াছেন। প্রাতঃকালের শ্রীধাম-পরিক্রমাদিক্রমে ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীর কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দিবসাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক - ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী - শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী সার্বভৌম, শ্রীপাদ দীনবন্ধু ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিদাস চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন-সি, সি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুভ-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্য্যের যাবতীয় প্রচারণীয় সুপ্রচারোদ্দেশে, শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয় প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রৈমাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রসঙ্গ-চতুষ্টয়-বেলান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তদ্গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণকারুণ্য বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ প্রেমানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ জগন্নাথ রাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ নবগোপাল রাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদামকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যাসংস্কার ভক্তিশাস্ত্রীপ্রভৃতি।

(২) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ ব্রহ্মচারী। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, দেবদত্ত শ্রীহরিব্রহ্ম।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ ব্রহ্মচারী। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, দেবদত্ত শ্রীহরিব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার স্থানস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

—প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঔঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

নবদ্বীপধাম।

রক্ষক—শ্রীযতনন্দন ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ, বর্দ্ধমান

শ্রীল নরহরিদাস প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দানেশজ, এলাগঞ্জ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র—

মাটিগাছি, জামগড়, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসপণ্ডিতের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আশ্রম

শ্রীমদ্ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-শিক্ষায় গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

চেলাগাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগোর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বাঁশতলী, ঢাকা।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-বিহারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরমানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া গ্রন্থাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীবল্লভ-প্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগন্নাথলস্কর লেন, কাশী।

যোগপীঠাধীশ্বর সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজ্ঞানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীধুনাবাগান কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগুণগ্রাহিদাস ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিগ্রহসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়-মঠ

চুয়াডাঙ্গা, চিরকুন্ড, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম জীর দোষরিয়ার।

(২৬) শ্রীশ্যামগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পাঞ্জাব। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-শ্যামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) শ্রীআশ্বপাড়া গ্রন্থাশ্রম-মঠ

শ্রীআশ্বপাড়া, পোঃ মাহু, চাবড়া

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮বেণু স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধাগোবিন্দানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া গ্রন্থাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অন্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পাঠকা, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের দুর্ব্বাজ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সর্ব্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? দেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় সমাজসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্প্র, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্রয়বহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(শ্রীশ্রীগৌরকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। পারিষদগণের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০ ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন্, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ৪৲ টাকা

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯, নং চক্রবর্ত্তী লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

গীতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহা নিকট কল্যাণ কামন করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কিন্তু আমরা সেই কল্যাণ ও সমর্থ হইব, এই সকল কথা [illegible] লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেকের নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণ মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুষঙ্গিক দেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :- আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত; পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীহাটপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুকণ্ঠনিঃসৃত সুবিদ্ধ সুসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী স্থূল কারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বর ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুদর্শন, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible]"

পুরুষত্ব [illegible] রোগে [illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য [illegible] টাকা।

"[illegible] বটিকা"

বীর্য্যধারণ [illegible] বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য [illegible] এক টাকা।

[illegible]

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক | সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তি-কুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
পত্রাঙ্ক-
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫৲

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২য় সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর - ২২শে ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৭, ৬ই মার্চ্চ, ১৯৩১

নেতৃবৃন্দের দিল্লী ত্যাগ

গান্ধী-আরউইন সন্ধি সাফল্য মণ্ডিত

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর

ওয়ার্কিং কমিটীর সমর্থন—সন্ধির সর্ত্ত প্রকাশ

আশার মধ্যে নিরাশা

প্যালেষ্টাইনে স্বদেশী আন্দোলন

ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উধাও

কুষ্টিয়া রেলওয়ে হাঙ্গামার মামলা

বর্ম্মা বিপ্লব নিবারণ বিল

নানা কথা

গান্ধী আরউইন সন্ধি

সাফল্য মণ্ডিত

বুধবার বেলা ৯৷৩০ টার সময় নয়া দিল্লী হইতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় টেলিফোন যোগে খবর পান যে, গান্ধী-আরউইন আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। উভয় পক্ষই সন্ধিতে সম্মত হইয়াছেন।

ওয়ার্কিং কমিটীর সমর্থন

সন্ধির সর্ত্ত প্রকাশ

গত ৪ঠা মার্চ্চ ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় গান্ধী-আরউইন সন্ধি প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। তাহার পর মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের বাড়ীতে গমন করেন ও ৫ মিনিটের মধ্যে সন্ধির সর্ত্ত সমর্থিত হয়। ঐ বিবরণ নাকি খুব দীর্ঘ হইবে।

বড়লাটের গৃহাভিমুখে মহাত্মা

৪ঠা মার্চ্চ সকাল পৌনে ১২টার সময় মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করেন—এতদিন যে সন্ধি আলোচনা চলিতেছে, শেষ করাই মহাত্মাজীর গমনের উদ্দেশ্য।

প্রকাশ, সার তেজ বাহাদুর বুধবার ভোরে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সন্ধির একখানি খসড়া সঙ্গে করিয়া ডাক্তার আনসারীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। ঐ সন্ধি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড আরউইন এক মত হইয়াছেন। খসড়াটি ওয়ার্কিং কমিটির সভায় উপস্থিত করা হয় এবং ৩ ঘণ্টাকাল আলোচনার পর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ইহাতে সম্মত হন।

নেতৃবৃন্দের দিল্লী ত্যাগ

৪ঠা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিঃ মেরওয়ালা এবং শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ যুক্তপ্রদেশে রওনা হইয়াছেন। শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাইয়ে এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এলাহাবাদ যাত্রা করিবেন।

শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত এবং শ্রীমতী নাইডু আরও দুই একদিন সেখানে থাকিবেন।

সন্ধীপত্রে মহাত্মা ও বড়লাটের স্বাক্ষর

বুধবারের সংবাদে প্রকাশ মহাত্মাজী পত্র লইয়া বড়লাটের বাড়ীতে গিয়াছেন—তথায় বড়লাট ও মহাত্মা গান্ধী উভয়ে ঐ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। উহা প্রকাশের পূর্ব্বে ভারতসচিবের নিকট হইতে উহা সমর্থন করাইয়া লওয়া হইবে।

প্রকাশ, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহের নিকট হইতে রাজনীতিক বন্দীদের তালিকা চাওয়া হইয়াছে। রাজবন্দীদের মুক্তি প্রদান, মামলা ও অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার প্রভৃতি কার্য্যের জন্য প্রাদেশিক সরকার-সমূহকে প্রস্তুত থাকিতে বলা হইয়াছে।

আশার মধ্যে নিরাশা

বিবৃতি প্রকাশ স্থগিদ

বড়লাট প্রাসাদে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর সহিত সাতঘণ্টা ব্যাপী আলোচনার পর মহাত্মা গান্ধী প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আলোচনার ফল সম্বন্ধে কংগ্রেস মহলে উদ্বেগ প্রকাশ পায়। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি—এই দুইটি বিষয় লইয়াই প্রধানতঃ আলোচনা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য একটা [illegible] বাধাইয়াছিল। তবে বিশেষ [illegible] জানা গিয়াছে, ইতিমধ্যেই [illegible] হইয়া গিয়াছে, তাহা [illegible] কোন কথাবার্ত্তা [illegible] মহাত্মা গান্ধী সার তেজ [illegible] শ্রীযুত জয়াকর [illegible] সহিত [illegible] তিনি বিষয়ে [illegible] পত্র লিখিতেছে

বিবিধ সংবাদ

কুষ্টিয়া রেলওয়ে হাঙ্গামার মামলা

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য মৌলবী সামসুদ্দিন আমেদের অভ্যর্থনা উপলক্ষে কুষ্টিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যে হাঙ্গামা হয় তজ্জন্য দণ্ডবিধির ১৪৭ এবং ৩২৩ ধারানুযায়ী ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত ২রা মার্চ্চ মহকুমা হাকিমের এজলাসে তাহাদের মামলা রুজু হইয়াছে।

শ্রীযুত পুলিন বিহারী ধর কারামুক্ত

"ফরিদপুর" পত্রিকার মুদ্রাকর শ্রীযুত পুলিন বিহারী ধর মহাশয় এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এর মধ্যে ৯ মাস কাল কারাগারে থাকার পর তিনি দমদম সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি জেলের দ্বারে উপস্থিত থেকে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়াছেন।

মাদ্রাজে মহিলাদের দণ্ড

গত ৩রা মার্চ্চে যে সকল মহিলা পিকেটারের কারাদণ্ড হইয়াছে তাহাদিগকে গত শনিবার মাদ্রাজের এগ্মোর যে গো জেলখানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে, সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে অগণ্য লোক সমবেত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বহু মহিলাও ছিলেন কিন্তু দণ্ডিত মহিলাগণকে বেলিন ষ্ট্রিট ষ্টেশনে নামিতে দেওয়া হইবে না, সেখান হইতে তাঁহাদিগকে ট্রেণে উঠান হয়। কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থার পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়া বহু লোক উক্ত ষ্টেশনেও সমবেত হইয়াছিল। সেখানে পুলিসেরও খুব আড়ম্বর ছিল। "গান্ধীজীকি জয়" ধ্বনির মধ্যে মহিলাগণ ট্রেণে আরোহণ করেন।

প্যালেষ্টাইনে স্বদেশী আন্দোলন

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড সম্প্রতি ডঃ ওইজমানের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার বিষয় আলোচনা করিবার জন্য আরব সমিতির এক সভা হইয়াছিল। বহুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর স্থির হয় যে, প্যালেষ্টাইনে স্বদেশী আন্দোলন চালাইতে হইবে।

আরবগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহুদীগণের সহিত আপোষ মীমাংসার কোন আলোচনা করা হইবে না ইহুদীগণ ইতিমধ্যেই আবার বয়কট আন্দোলন আরম্ভ করিবেন।

বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিয়া আরবগণ বস্ত্র, গুড় প্রভৃতি স্বদেশে প্রস্তুত করিতে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে।

ইহুদীগণের বাসস্থানের জন্য এখনও প্যালেষ্টাইনে জমি ক্রয় করা হইতেছে। এরূপভাবে জমি ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হইবে

বরিশালে বিস্ফোরক দ্রব্যের জের

মিঃ শিশুপালের বাড়ীতে এলুমিনিয়াম পাত্রে বিস্ফোরক দ্রব্য আছি সম্পর্কে বেতকালীর থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট বিবৃতি প্রদান করিবার জন্য সহরের কয়েকজন যুবকের উপর সমন জারি হইয়াছে। কয়েকজন যুবক থানায় উপস্থিত হইয়া বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। বেচুয়া বাজার বোমার মামলার আসামী সুচির আইচের ছই ভ্রাতা হেমেন্দ্র কুমার আইচ এবং বিপুল চন্দ্র আইচ ও থানায় উপস্থিত হইয়া বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, নিম্নলিখিত নিখিলমুক্ত কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করায় তাহাদের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় আদেশ প্রত্যাহৃত হইয়াছে, তাহাদের নিউ রাইটার্স বিল্ডিংস ও লালবাজার ডালহৌসী স্কোয়ার টকনমিল ও কার ঢাকেশ্বরী কটনমিল মিল এবং আমার ৪টী কাপড়ের কল।

মালাবারের মেসার্স সি আরাপ এণ্ড সন্সের নিকট হইতে সম্প্রতি এক চিঠী আসিয়াছে। তাহাতে মেসার্স সি আরাপ এণ্ড সন্স কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ঐ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতিপত্র পাওয়া গেলেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইবে ঐ ফার্ম্মের একজন অংশীদার আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে এক্ষণে কারাগারে রহিয়াছেন, সেই হেতু ফার্ম্ম সংক্রান্ত বিবরণের অভাব জন্য ফার্ম্মের নাম বয়কট তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উধাও

এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখা হইতে ১০২০০ টাকা উধাও হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, ঐ টাকা ৭ মোটের তাড়াগুলি চট্টগ্রাম কালেক্টরী কাশবেশ বিলের ছিল এই সংবাদ পাইবামাত্র পুলিশ কর্ম্মচারিগণ ও মহকুমা হাকিম কাছারী বিলের নিম্ন অধস্তন ব্যাঙ্কে উপস্থিত হন।

বর্ম্মা বিপ্লব নিবারণ বিল

গত ৪ঠা মার্চ্চ বর্ম্মা ব্যবস্থাপক সভায় ৭ ভোটের আধিক্যে সংশোধিত ফৌজদারী আইন বিল নামঞ্জুর হইয়াছে। বর্ম্মা বিপ্লব নিবারণ অর্ডিনান্সটিকে সাধারণ আইনে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য স্যার্ষ্ট সাচব এই বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন।

"বাঙ্গলার বিপ্লববাদীদল" সরকারী সদস্যের বর্ণনা

গত ৪ঠা মার্চ্চ বর্ম্মা ব্যবস্থাপক সভায় "বর্ম্মা ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল" সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয়। মিঃ রফি এক আইনগত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন,—সদস্যগণ এই বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিবেন না, এই বিলে উল্লিখিত একটি মামলা এখন বিচারাধীন, সভাপতি এই আপত্তি অগ্রাহ্য করেন।

কর্ণেল ওমেলাগেণ বলেন, তিনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্ম্মার বঙ্গীয় বিপ্লববাদীদলের ক্রমোন্নতি লক্ষ করিতেছেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন বিপ্লবী নেতা বর্ম্মায় আসেন এবং ইহাদলে তাঁহাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৩০ সালে জোর প্রচার কার্য্য চলে। বিপ্লবীগণ স্থির করে যে, সশস্ত্র বিদ্রোহের সাহায্যমূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বর্ম্মীদের মধ্যে ইহা আলোড়ন তোলা হয়।

মিঃ এস, আই, খাঁ বিলের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, কথাকথিত বিপ্লবী-দলের কার্য্যাবলীতে কি গবর্ণমেণ্ট, আর কি জনসাধারণ—কেহই বিপন্ন হইয়া পড়ে নাই। মিঃ বি, এল, দাস বলেন, তাঁহার মনে হয়, গবর্ণমেণ্ট মিঃ এডগার ওয়ালেসের ন্যায় উদ্ভট কল্পনা রোগে ভুগিতেছেন।

স্যার অস্কার ডগলাস বিলটির সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে মিঃ আর, কে, ঘোষ; ইউ, বাপেপ; ইউ, মিং মং গাই এবং ইউ, বা, সিন বিলের প্রতিবাদ করেন।

বিলটি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল—এই প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইলে ৩৯—৪৬ ভোটে উহা অগ্রাহ্য হয়।

ব্রহ্ম বিচ্ছেদের প্রতিবাদ

বিশ্ব উত্তম ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন তিনি বলেন যে, উহা মাতার কোল হইতে শিশুকে ছিনাইয়া লওয়ার সামিল হইবে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতেই তাহার ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি একথায় উহা ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তাহা হইলে ঐ দেশ একটী ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হইবে এবং ইংরাজগণ অবাধে উহার ধনসম্পদ আহরণ করিতে পারিবে।

ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রত্যাহৃত

শ্রমিক ও ধনিকের বিরোধ সংক্রান্ত আইন পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণ ধর্ম্মঘট করা বে-আইনী হইবে না, এই বিধান করিবার জন্য ম্যাকডোনাল্ড গবর্ণমেণ্ট কমন্স সভায় এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন। কমন্স সভায় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে আলোচনা করার সময় এই বিধান সম্বন্ধে সরকার পক্ষ পরাজিত হন। গবর্ণমেণ্টের শেষ সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য তখন কমিটির অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়। অতঃপর সংবাদ পাওয়া গেল যে, শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রত্যাহার করিয়াছেন।

বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান ইচ্ছামত প্রস্তাব উঠাইবার অধিকার

নূতন গোলটেবিল বৈঠকে কিরূপ পদ্ধতিতে কাজ আরম্ভ হইবে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এক্ষণে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত আছেন।

কংগ্রেস মহলের অভিমত এই যে, তাঁহারা গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন। সাধ্যর সর্ত্তগুলি প্রকাশ্যভাবে এই সমস্ত সর্ত্ত অনুসারে বৈঠকের আলোচনার বিষয় পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক হইবে এবং সংযুক্ত রাষ্ট্র, গবর্ণমেণ্ট পরিচালনে কারহস্তক্ষেপ বন্ধ, এবং ভারতের স্বার্থরক্ষার বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হইবে। প্রকাশ, এই সর্ত্তবলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বৈঠকে রাষ্ট্র তন্ত্র সম্পর্কে যে কোন নূতন প্রস্তাব উঠাইতে পারিবেন।

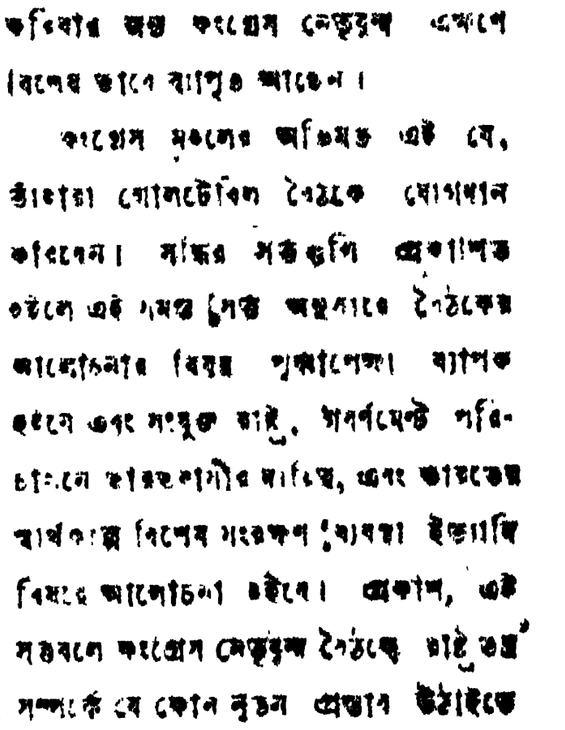

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর - ২২শে ফাল্গুন, শুক্রবার—১৩৩৭

পরিক্রমণ-প্রসঙ্গ

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ১৫ই ফাল্গুন শুক্রবার দিবস ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা কোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় চম্পহট্ট শ্রীগৌরগদাধর মঠে উপস্থিত হন। বেথন যৌদ্রে গমন করা দুষ্কর সত্ত্বেও যাত্রিগণের কাহারও মুখে কোন ক্লেশের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক শ্রীগৌরগদাধরের মহাপ্রসাদ সম্মান করিতে করিতে সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

শ্রীগৌরগদাধরের সন্ধ্যারাত্রিকের পর মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের পরিষ্কারে একটী বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ সেই সভার মধ্যে কলিযুগপাবনাবতার, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ণ নবদ্বীপের তাৎকালিক অবস্থা, তথায় শারদ পূর্ণিমার পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সমগ্র নবদ্বীপকে সমস্ত লোকের মনে উদ্ভাসিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] নিমাইকে বর্ণন করিবার জন্য তাঁহার মনুষ্যলীলা [illegible] শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের [illegible] শ্রীশচীদেবীর নিকট [illegible] দীক্ষা-লীলা-বর্ণন, শ্রীনবদ্বীপ কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা ও সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত অলৌকিক লীলা-চরিত্রের কথা [illegible] প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী তাহাতে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তদনন্তর মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া সকলেই সেই রাত্রি তথায় বিশ্রাম লাভ করেন।

১৬ই ফাল্গুন শনিবার দিবস প্রাতঃকালে গৌরগদাধরের মঙ্গলারাত্রিকের পর বহুক্ষণ প্রভাতীসুরে পদাবলী কীর্ত্তন হয়। সেই দিবস আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অল্প অল্প পতিত হইতেছিল। মধ্যাহ্নে যাত্রিগণ মহাপ্রসাদ সম্মান-পূর্ব্বক কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় আকাশ পরিষ্কার হইলে পরিক্রমার শোভাযাত্রা চম্পহট্ট শ্রীগৌরগদাধরের মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া ঋতুদ্বীপ পরিক্রমা করিতে করিতে সমুদ্রগড় স্থানে উপস্থিত হন। তথায় একটী বৃক্ষতলে যাত্রিগণ সকলেই উপবেশন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ কীর্ত্তনমুখে প্রায় এক ঘটিকাকাল ভীমবিজয়-প্রসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত শ্রীমদ্ভ সেন রাজার বিবরণ পাঠ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'সমুদ্রগড়ি' ও 'চম্পহট্ট' নামের কারণ এবং মাহাত্ম্যও সকলেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যপ্রভু তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ রামানন্দের সহিত রাত্রিদিন যে শ্রীগৌরলীলারস আস্বাদন করিতেন, সেই 'শ্রীগৌরলীলিক'-প্রণেতা মহাকবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজরূপে চম্পহট্টে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণও শ্রীল গিরিমহারাজ কীর্ত্তনমুখে পাঠ করিয়া সমবেত যাত্রিগণের বিশেষ প্রীতি বর্দ্ধন করেন।

অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ সকলের যাত্রিগণের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ঋতুদ্বীপ-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিলেন তাহা শ্রবণ করিলে গুরুগৌরাঙ্গের কৃপা-বলে কেন পুরুষ পরিক্রমার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যপ্রভু তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ রামানন্দের সহিত রাত্রিদিন যে শ্রীগৌরলীলারস আস্বাদন করিতেন, সেই 'শ্রীগৌরলীলিক'-প্রণেতা মহাকবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজরূপে চম্পহট্টে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণও শ্রীল গিরিমহারাজ কীর্ত্তনমুখে পাঠ করিয়া সমবেত যাত্রিগণের বিশেষ প্রীতি বর্দ্ধন করেন।

যাত্রিগণ চম্পহট্ট শ্রীগৌরগদাধরমঠে পৌঁছিলে মন্দির-প্রাঙ্গণে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনারম্ভ হয়। তৎপরে শ্রীগৌরগদাধরের সন্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন করিয়া ভক্তগণ পাঠ-কীর্ত্তনের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। ক্রমে বৃষ্টি ঘন হওয়ায় সেই রাত্রিতে পাঠ-কীর্ত্তন বন্ধ থাকিল। স্থানাভাবে ও অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ার দরুণ পরিক্রমার যাত্রিগণের বিশেষ অসুবিধা ভোগের কারণ পরিলক্ষিত হইলে চম্পহট্ট গ্রামের অধিবাসিগণ যাত্রিগণকে সুবিধাজনক বাসস্থান প্রদান করিলেন। এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও যাত্রিগণ শ্রীগৌরধাম পরিক্রমায় যেরূপ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের শ্রীগৌরনিষ্ঠা ও শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধার জাজ্বল্যমান নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আমরা তজ্জন্য যাত্রিগণকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

১৭ই ফাল্গুন রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৯ ঘটিকার সময় পরিক্রমার সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা চম্পহট্ট শ্রীগৌরগদাধর মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া বিদ্যানগরাভিমুখে অভিযান করেন। সর্ব্বাগ্রে শিরোদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপসনাতন-বিগ্রহদ্বয়, তৎপশ্চাতে ধ্বজাঙ্কিত হরি, 'শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা' মণ্ডিত পতাকা, শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমায়াপুরের মঠাঙ্কিত আড়ম্বরী, বৈষ্ণব পতাকা, মাদল, মন্দিরা, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্য, হরিধ্বনি, পাশ্চাত্য ইংরাজীবাদ্য, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের [illegible] ভক্তবৃন্দ ও ভক্তাঙ্গনাগণ [illegible] ক্রমে পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীবিদ্যানগরের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের সমাধিস্থান আবিষ্কার নৈষ্ঠিক পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় নির্দ্দেশের স্থান করি। নির্দ্দেশকে আর্য্য অর্পণ করিতেন। যাত্রিগণ সকলেই এই স্থানে উপবেশন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি এম, এ, বি, এল মহোদয় শ্রীবিদ্যানগর ও শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত কীর্ত্তনমুখে বর্ণন করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনোম মহারাজ যাত্রিগণের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল শুদ্ধভক্তিময়ী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়া বিদ্যানগরের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। তৎশ্রবণে সমবেত যাত্রিগণ বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা তথা হইতে শ্রীসোনার-গৌরাঙ্গাভিমুখে অভিযান করিয়া পথিমধ্যে শ্রীভক্তকূপ পরিক্রমা ও যথা বিহিত পাঠ-কীর্ত্তন করিয়া বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় মামগাছি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই দিবস শ্রীহরিবাসর ছিল। যাত্রিগণ শুদ্ধভক্তসঙ্গে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নাম-গুণ-লীলাদি কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

(লেখিকা শ্রীমতী সুষমা দেবী)

(১)

নিখিল ধাম হইতে শ্রেষ্ঠ করি'
উঠি গেছে জয়গান।
সর্ব্বতীর্থের সেরা তীর্থ
(আজি) আবির্ভূত ভুবনে।
কলি-কালিমার মলিন রেখা।
ধীরের মানসপুত্র।
পীড়িত জাতির সহোদর ভাই,
এমন সৌভাগ্যবর॥
ভকতি তপন আড়ালিত মেঘে
কলির অন্ধ-ভারে।
লোকের নিধি নিজভক্তিরস
বিলান ভীমের তরে॥
মানবের বেশে ভুলিয়া জগৎ
কত [illegible] ঐ মক্ত।
জ্ঞান [illegible] ভাব শেষে
দুঃখহীন নিজগতা॥
[illegible] অবিরোধে প্রেম সাধে সাধে,
স্থাপিবে ধর্ম্মরাজ্য।
ধরাধামে হরিনাম, আনন্দ
প্রেমে হবে সবে মত্ত॥
বঞ্চিতবন্ধু অজিবার দিনে
লভিল অতুল ধন,
গুপ্ত যা ছিল সুকৃতি-বলেতে
ব্যক্ত সে আজিকে॥
সেবের দুঃখ ও প্রেমভক্তিরস
বিতরিতে ধরাতে হন।
পাপ-শিখা আজি নাশিয়া শ্রীহরি
লাভে নিজ সঙ্কীর্ত্তন॥
উঠে ওঠ হরি-ধ্বনি ভক্তকণ্ঠে,
নাচাও তাহে করতাল।
[illegible] শ্রীচৈতন্য মনঃ
মধু উৎসব হোক॥
ও ইন্দুকণা মান করি' রূপে
সমুদিত গৌর শশী।
প্রভু গুণরাশি প্রকাশ-পুলকে
বিভল পৌর্ণমাসী॥

(২)

ভকত-মানস-চকোর আজিকে
নব সুধাপানে মত্ত।
"বাসন্তী পূর্ণিমা" ধন্য হইল
লভিয়া অতুল বিত্ত।
(গৌরার) চরণকমল-পরশে ত্রিলোক'
সুখে সুরভিত রয়।
শতবীচিভঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া
প্রভুগুণগাথা গায়॥

আজি কি বিপুল পুলক-প্রবাহ,
একি আনন্দ-রোল।
মধু-মাধবের হৃদয় মথিয়া
একি কল-কল্লোল !!
পিককুল গায় উল্লাস-গীতি
তুলিয়া পঞ্চম তান।
চূতমঞ্জরীর পেলব-সুরভি
অরঘ করিছে দান॥
অযুত কুসুম উঠেছে বিকশি'
হৃদয়ে সুবাস ধন।
অমল প্রাণের পূত উপচারে
পূজিবারে শ্রীচরণ॥
মধুস্বরে মাধবের বীণকার
সুললিত গান গায়।
গৌরচাঁদেরে ব্যজন করিয়া
মলয় অনিল বয়॥
পাপিয়া বরিষে সুধার সুধারা
নব উন্মাদনাময়।
রাজ-রাজেশের বৈতালিক সে যে !
মধুর বন্দনায়॥
আজি উতরোল মাধবী রজনী
লভিয়া গৌরাঙ্গশশী।
চাঁদিমার আলো কোটী গুণ করি'
গোরার অমিয়-হাসি॥
যত কিছু শোভা আছে ধরণীতে
মধুর মধুরতর।
সকল মাধুরী সার্থক তার
সেবিয়া প্রাণেশ্বর॥
মহা যোগপীঠে শচীর অঙ্গনে
অযুত বিভল হিয়া।
বদনে গাহিছে প্রভু-গুণ-গাথা
কি চিন্ময় সুধা পিয়া॥
সে হরষ রবে পূর্ণ অবনী
আকুল গো চরাচর॥
যে যথায় ছিল পামর অধম
আসে কৃপা-যষ্টিভর॥
মহাপ্রসাদ পাই' ধামরেণু সেবি'
মানব জীবন ধন্য।
পূর্ণ হইল রিক্ত প্রাণের
আধার সকল শূন্য॥

(যখন)

কপট বৈষ্ণব মুখে গোরা ভজে
অন্তরে বিষম বিষ।
সরল বিশ্বাসী জনেরে ভুলায়,
অবশ্যে ছাইল দেশ॥
ছিন্ন করিল শঠের কুহক
[illegible] অবোধ জন।
নিত্যানন্দের অভিন্ন স্বরূপ
[illegible] মহাজন॥
ভাগবত [illegible] ফাঁদানো
শ্রীবিগ্রহ দেখাতে ভেট।
[illegible] "গুরুদেব সাজি'
[illegible] অর্থে ভরে না পেট।

শ্রীধাম-বিরোধী ধর্ম্মধ্বজী দল
মিথ্যা নিশান বহি'।
শ্রীগৌর বিদ্বেষ ঘোষিছে ধরায়
অসত্য বাণী কহি'॥

(এবে)

সাধুর মুখোস পড়েছে খসিয়া
স্বরূপ উদ্ঘাটিত !
বঞ্চক বাণী শোনে না জগৎ
শ্রীধামে শরণাগত॥

(আজ)

নিতাই কৃপায় সুকৃত মানব
পাইয়া অমূল্য ধন।
শ্রীগৌরহরির রাতুল চরণে
করে আত্ম-নিবেদন॥
জয় 'শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী' জয়
পতিতপাবন তুমি।
তব কৃপাবলে তরিল পৃথিবী
পতিতের তুমি স্বামী॥

শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর বন্দন

অদ্বৈতাচার্য্য বন্দি শান্তিপুর-নাথ।
যাঁহার সেবনে জানি অদ্বৈত-তত্ত্ব॥
যাঁহার হুঙ্কারে চৈতন্যের অবতার।
উপাদান-কারণ অদ্বৈত-তত্ত্ব সার॥
ভক্তিসত্ত্ব-প্রকাশ সে জ্ঞানের স্বভাব।
ভক্তি বিনা জ্ঞানী নাহি হয় ত' সম্ভব॥
অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ হ'ন সত্যের স্বরূপ।
সেবাবিগ্রহ তিনি সচ্চিদানন্দরূপ॥
চিন্ময় বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণবৈভব-স্বরূপ।
অচিদ্ব্রহ্মাণ্ড—কৃষ্ণের বহিরঙ্গ-রূপ॥
মূলে কৃষ্ণ—ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-কারণ।
কারণ-উপাদান হৈতে তথাপি বিভিন্ন॥
জগৎ নহে বিষ্ণু, বিষ্ণু হৈতে ভিন্ন নহে।
কৃষ্ণসেবার উপকরণ, বেদে ইহা কহে॥
জড়বিশ্বে চিন্ময় উপাদানের সঞ্চার।
অদ্বৈত-ইচ্ছায় হয়,—এই তত্ত্ব-সার॥
কাষ্ঠের উদয়ে হয় কৃষ্ণের অবতার।
বদ্ধজীবের নহে কৃষ্ণসেবায় অধিকার॥
কৃষ্ণসেবা প্রদানের কৃষ্ণ—অধিকারী।
গুরুরূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণ গৌরহরি॥
অদ্বৈতের কৃপা ইহা জানি সুনিশ্চয়।
বদ্ধজীব-উদ্ধারের অদ্বৈত উপায়॥
অদ্বৈত মোহয়ে জীবে, অদ্বৈত উদ্ধরে'।
—এই গূঢ় তত্ত্ব কেবা বুঝিবারে পারে ?
জীবের জ্ঞান-অজ্ঞানের কারণ—অদ্বৈত।
তথাপি অজ্ঞানী নাহি জানে তাঁর তত্ত্ব॥
অদ্বৈতের তত্ত্ব-ভ্রান্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
অদ্বৈতে না মানি' সবে পায় মহা-দুঃখ॥
এই দুঃখে অদ্বৈত আপনে অবতরি'।
প্রকাশেন নিজতত্ত্ব আপনি আচরি'॥
অদ্বৈত-তত্ত্ব মানে', বিষ্ণু নাহি পূজে'।
সেই অধম অদ্বৈত-তত্ত্ব কভু নাহি বুঝে'॥
মহা-বিষ্ণু অদ্বৈত— সর্ব্বজীব-পূজ্য।
জীবে ঈশ্বরে নহে সম্বন্ধ-সাযুজ্য॥

যদ্যপি শিব হ'ন মায়া-শক্তিধর।
তথাপি জীব নহে সমকক্ষ তাঁর॥
মায়ার অধীন সদাশিব কভু নহে।
মায়া-বশ্য জীবে অহঙ্কারে মাত্র মোহে'॥
বিষ্ণু-তত্ত্বের আভাস অচিন্ত্যশক্তিক্রমে।
মায়ার সহিত যবে বিহরয়ে রঙ্গে॥
তবে শিব-শক্তি-তত্ত্বের হয় ত' উদয়।
শিব-শক্তি অহঙ্কারের মূলীভূত হয়॥
জড়-অহঙ্কার-তত্ত্ব ভোক্তৃ অভিমানে।
আপনারে মায়ার কর্ত্তা করি' জানে'॥
বস্তুতঃ সদাশিব বিষ্ণুতত্ত্ব হন।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় মায়ার সহিত রমণ॥
মায়া-সঙ্গে শিবের হয় ত' মিলন।
অধিকারী বিষ্ণুদাস হন অগ্রগণ্য॥
বৈষ্ণবপ্রধান শম্ভু সেবা নাহি মানে'।
মঙ্গল শঙ্করতত্ত্ব কভু নাহি জানে॥
সদাশিব হন, ভাই, মহা-বিষ্ণু-অংশ।
বিষ্ণুর ইচ্ছায় জীবের বিরূপের উৎস॥
মায়ার সহিত শিবের বিহারের মর্ম্ম।
ইহা নাহি জানি' জীব আচরে' অধর্ম্ম॥
আপনারে শিব-জ্ঞানে মায়া-ভোগ বাঞ্ছে'।
ইন্দ্রিয়ের সুখ সাধি' নরকেতে মজে॥
মায়ার সহিত জীবের অপূর্ব্ব মিলন।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় হয় মঙ্গল-কারণ॥
নীলকণ্ঠ বিষপানে হন অধিকারী।
মায়া-সঙ্গে রহি' জীব হয় অনাচারী॥
জীব শিব কভু ভাই, নহে একতত্ত্ব।
অদ্বৈত-কৃপায় জানি শিবের মহত্ত্ব॥
অদ্বৈত-কৃপায় জানি, শিব জগদ্গুরু।
পরম বৈষ্ণব শম্ভু—বাঞ্ছা-কল্পতরু॥
অদ্বৈত-কৃপায় মাত্র বিষ্ণু-ভক্তি হয়।
মহা-বিষ্ণু ভজিলে কৃষ্ণ হয়েন সদয়॥
জীব-শিব 'এক' নহে, ভেদাভেদ-তত্ত্ব।
গুরু শিষ্য 'এক' নহে, গুরুতত্ত্ব নিত্য॥
গুরুতত্ত্ব সদাশিব নিত্য পূজ্য ভাই।
শিবে পূজাবুদ্ধি যাঁর কৃষ্ণভক্ত সেই॥
শিব-বিষ্ণু পরস্পর হন ভিন্নাভিন্ন।
মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অধিকারী ধন্য॥
শিবের অধিকার জীবে কভু না সম্ভব।
শিবে পূজাবুদ্ধি হৈলে হয় অনুভব॥
শিব-সহ আপনার সমবুদ্ধি যার।
সে অধম কভু নাহি যায় মায়া-পার॥
শুদ্ধাদ্বৈত-তত্ত্ব মান' ছাড়ি' মায়াবাদ।
কুসিদ্ধান্ত ছাড়ি' লভ' শিবের প্রসাদ॥
অদ্বৈত-কৃপায় অদ্বৈত-তত্ত্ব জানি।
অদ্বৈত-পূজনে ভাই বিষ্ণুভক্তি মানি॥
জগদ্গুরু অদ্বৈত—মহা-বিষ্ণু অবতার।
অদ্বৈতের চরণে বন্দে' এ অধম ছার॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ-মহিমা

(নববর্ষারম্ভে)

প্রভো নদীয়া-প্রকাশ !
নদীয়া-আকাশে তোমার প্রকাশে
চিত্ততমো (হৈল) নাশ॥
করুণা করিয়া প্রকাশি' নদীয়া
প্রকাশ নিজ-মহিমা।
পাঁচটী বছরে জগত-জীবেরে
দেখা'লে কৃপার সীমা॥
তোমার উদয়ে জীব সমুদয়ে
উত্তরিল ভব-সিন্ধু।
নাহি কোন ভয় ভীত সব ভয়
দেখে' পাপী-তাপী-বন্ধু॥
পত্রিকা-আকারে আমাদেরি ঘরে
প্রত্যহ উদিত হও।
বৈকুণ্ঠ-বারতা শ্রীচৈতন্য-কথা
নিত্য নবভাবে কও॥
তোমার অক্ষর নহে কভু ক্ষর,
অক্ষরে 'অক্ষর' সেবে।
(তব) অক্ষরে 'অক্ষর' বুদ্ধি যার ক্ষর
সেইত অভাগা ভবে॥
নিজ হিত লাগি' যেবা মনোযোগী
সেজন তোমায় চায়।
তুমি ত তাঁহার সেই ত তোমার
(তাঁর) তোমাতেই চিত্ত কায়॥
কর্ম্মের তাড়না যোগের ছলনা
জ্ঞানের ফল্গুতা যাহা।
তাপসের তপ সকলি কৈতব
সহজে জানালে তাহা॥
অনন্য ভকতি শুদ্ধা সরস্বতী
ভকতিসিদ্ধান্ত-বাণী।
তোমার প্রসাদে জানিল অবাধে
প্রতি দিন শুনি' শুনি'॥
যাঁর আবির্ভাবে প্রকটিত ভবে
উজ্জ্বল ভকতি রস।
তুমি ত তাঁহার অভিন্নাবতার
তোমাতেই সে প্রেমরস॥
নামরূপে হরি প্রকটে বিহরি
অযাচকে প্রেম যাচে।
কে আছে এমন অধম তারণ
ছোট বড় নাহি বাছে॥
সেই মূঢ় অজ্ঞ অতি অকৃতজ্ঞ
জেনে শুনে জ্বলে মরে।
নদীয়াপ্রকাশ প্রেমের বিকাশ
যদি না দেখিতে পারে॥
গ্রাম্যবার্ত্তা পাঠ কুনটের নাট
নিত্য-বার্ত্তা তাহা নয়।
গ্রাম্য নিত্য দুটী ধরায় প্রকটি,
জানাও জগতময়॥
আলো অন্ধকার ভেদ কি প্রকার
প্রদর্শিতে কেবা আর।
তোমার যতন করিয়া যতন
(করে) ঘরে ঘরে পর চার॥
তব জয়ডঙ্কা নিনাদিতে শঙ্কা
যাহার হৃদয়ে জ্বল।
সেইত দুরন্ত তাহাকে কৃতান্ত
লয়ে যাবে নিজালয়॥
হে নদীয়া-প্রকাশ ! কর দাস-দাস
(যেন) নিরাশ না হই কভু।
জন্ম জন্ম লাগি এই সেবা মাগি
(হোক) তব দাস মোর প্রভু॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীগৌরজন্মোৎসবে পলক্ষে গত বৃহস্পতিবারে নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ বন্ধ থাকায় পত্রিকা প্রকাশ হইতে পারেন নাই।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমাল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা /১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
২৭। শরণাগতি
২৮। গীতাবলী
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ
৩০। সাধনকণ /
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩২। নবদ্বীপশত /
৩৩। অর্থপঞ্চক /০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ।১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১ মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী /০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ
৫৬। সারাংশবর্ণনম্

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী /১
৬৭। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিস্মৎসর সমালোচক' অক্ষয়জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সঙ্ঘপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সসঙ্ঘসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১।০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ৩০ শে ফাল্গুন উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রকাশমান।

এই প্রাচীন মায়াপুর-নবদ্বীপ, পরব্যোমপীঠ বা সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনস্থলী। এই মহাপীঠে শ্রীগৌর-নিত্যসিদ্ধ পার্ষদবৃন্দের নিত্য-লীলা-সমূহ, পরব্যোমের অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা কথিত ইতিহাস ও পুরাণ-শাস্ত্রের চতুষ্টয়ের অপ্রাকৃত ও অলৌকিক এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণবিগ্রহের ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের তথাকথিত বৈষ্ণবের নিকট নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজ পারমার্থিক দৈনিকপত্র সর্বত্র প্রকাশক ও সুপ্রচারক শ্রীগুরুবর্গ প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাদের শ্রীধাম-পরিক্রমোপলক্ষে ও অন্যান্য শুভযোগে ও উৎসবাদি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণকিশোর। সহকারী—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নবীগোপাল [illegible], শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্মল ভাগবত-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুভ-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সমীপে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি [illegible] মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সান্ধ্যভান-চতুষ্টয়-বেশাদি, শ্রীবিগ্রহের, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-কৃষ্ণ-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাশ্রিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য ত্রি-দ, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ পরিব্রাজকবিনোদ ত্রি-দ, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস ভক্তাধিকারী ত্রি-দ, শ্রীযুক্ত নবগোপাল ভক্তাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত [illegible], ব্রহ্মচারী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকীর্তন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ সমাধির

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীগঙ্গা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীগৌরাঙ্গের এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীমাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—[illegible] নাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত [illegible] ও শ্রীযুক্ত [illegible]। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীনিত্যানন্দ আশ্রম [illegible] সেবা বর্তমান।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা [illegible] শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তি, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

[illegible] স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রী [illegible] কাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) [illegible]

[illegible]

(৮) শ্রীগোরাঙ্গমন্দির মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রীযুক্ত [illegible] এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীনিকুঞ্জ অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌরাঙ্গমন্দির মঠ

চাঁপাহাটী, সাঁতরাগাছি, (হাওড়া)

শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামিপ্রভুর [illegible] গৌরাঙ্গমন্দির। রক্ষক—শ্রীযুক্ত [illegible]।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র—

মাটিগাছা, আমগাছি, নদীয়া।

[illegible] কুঞ্জ পুনরুদ্ধারের স্থান।

রক্ষক—[illegible] বাবাজী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত প্রচারণী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ মাধুর্য-বিগ্রহের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগোর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

[illegible] প্রচারিণী সভা, কলিকাতা, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ [illegible] সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপদ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

কাগদা, বাঙ্গাদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌ [illegible] বিগ্রহের নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীযুক্ত শ্রীজগন্নাথানন্দজী। ব্রহ্মচারী পদ্মানন্দ

১৮. আমলাবোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ পঞ্চমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাকান্ত গিরিধারী, [illegible]। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীহরিপদ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

গম্ভীরা, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

জগন্নাথবল্লভ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীগোপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরাধামাধবজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জগন্নাথপুর, কাশী।

গৌর-পঞ্চাঙ্গপূর্ণ সনাতন-শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনবদ্বীপ কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুঁচুড়াকুঁড়া, চাঁচকুঁড়া, মানভূম। ইহা চৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীচৈতন্যানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরামনাথ দে অধিকারী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-ধামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দরানন্দজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দ, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) বিল্বা গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ জোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবিহারীনন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাযোগেশ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

ধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধাভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আল্লাহ প্রভৃতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শাস্ত্রমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় মাতৃসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪-৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্প্র, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্রয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০ ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

ভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ১৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯১ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

গীতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে [illegible] এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল পাঠ লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহার নামটিও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যাধাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে অতি ফলপ্রদ।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মঞ্জুল বটিকা—ইহা সেবনে প্রীহা ও তদনুসঙ্গিক দোষ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি নিঃসন্দেহ হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত এক নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামী-দের কথা ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর করে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালিতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত; মাত্র ৬ পয়সার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুরুদেবের আট ভজন শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুবর্ণনিঃসৃত প্রার্থনা, প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা প্রেমভক্তির সূচি ও গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। বহু সাধকের ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

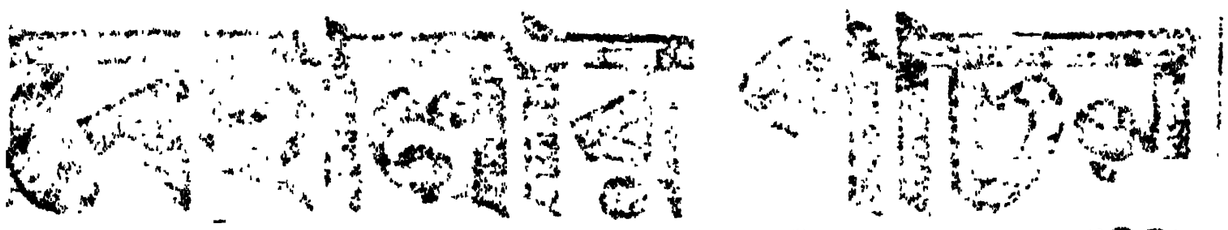

মফঃস্বলের গুণগ্রাহী জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁচটি ৷৵০ আনা, বোতল ১৲০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

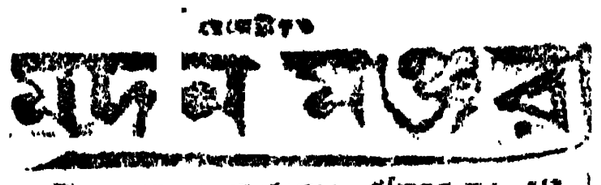

ইহাতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের, চিত্তবিকলতা হইতে প্রস্রাবের সঙ্গে শুক্রপাত, অসাড়তা, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, আলস্য প্রভৃতি সকল রকম বিশ্রী রোগ আরোগ্য হয়। মদ, গাঁজা, খেয়ে চুর হইতে অধিকক্ষণ হইবে; মূল্য ১০ ঘটী ১৲ এক টাকা।

ডাক্তারখানা—শ্রীরামচন্দ্র ঔষধালয়, বেলেঘাটা, ৫নং প্রতাপচন্দ্র রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং ৩টন ষ্ট্রীট, বহুবাজার,

কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

ধাতুর ও অঙ্গভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৲০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৲০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটকাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহাউপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সুন্দর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মোটরে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অকালে মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায় অবলম্বিত সাময়িক সুখ করিয়া জীবনে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, নপুংসকত্ব, ধাতুস্রাব, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের নানা প্রকার বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, গর্ভস্রাব, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, কিম্বা ঐরূপ কোন রোগে দুঃখময় জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমোঘফল শুক্রাগদ্ধ ডাক্তার পেটাল সংযোগে আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অর্থাভাবে বহুবার ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। একটী মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৲০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজস্ক্বয়ার, গোল্ডীঘি রোড, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
[illegible]
[illegible]
[illegible]
দ্বিতীয় কলাম ২৲
চতুর্থ বার
স্বতন্ত্র।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩য় সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৭, ৭ই মার্চ্চ, ১৯৩১

নানা কথা

অহিংস পিকেটিং সম্বন্ধে
গান্ধীজীর উপদেশ

মদ ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিংয়ের সময় স্বেচ্ছাসেবকদের কিরূপ নীতি অবলম্বন করা উচিত, তাহা ব্যক্ত করিয়া গান্ধীজী লিখিতেছেন—

(১) ক্রেতা বা বিক্রেতাদের প্রতি দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করা চলিবে না।

(২) দোকান বা গাড়ীর সম্মুখে স্বেচ্ছাসেবকগণ শয়ন করিবেন না।

(৩) শোকের সময় যেরূপ ধ্বনি করা হয়, (হায় হায় রব) তাহা করা চলিবে না।

(৪) পুতুলিকা দাহ বা লম্ফঝম্ফ করা চলিবে না।

(৫) ক্রেতা বা বিক্রেতাকে যদি বর্জ্জন করাই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের খাদ্যদ্রব্য বা আবশ্যকীয় সামগ্রী বন্ধ করা উচিত হইবে না। তবে কেহ তাহার নিকট আহার করিতে পারিবে না এবং তাহার উপকার গ্রহণ করাও চলিবে না।

(৬) কোন অবস্থায় উপবাস বা প্রায়োপবেশন করা চলিতে পারে না। কোন কোন প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি উপেক্ষিত হইলে কিম্বা যেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে স্নেহ বা শ্রদ্ধার ভাব আছে, সেইখানে উপবাস করা চলিতে পারে।

বিপ্লবীদের প্রতি গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে ভারতীয় ও বিদেশী সংবাদপত্র সেবীদের সম্মুখে এক ঘণ্টারও অধিক কাল বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি লর্ড আরউইনের অপরিসীম সহিষ্ণুতা শ্রমশীলতা এবং সৌজন্যের সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস তাহাদের পূর্ণ স্বরাজ রূপ লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিতেছে। গত বৈঠকে তাহাদিগকে অর্দ্ধপথও লইয়া যায় নাই। অমিশ্র স্বেচ্ছাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সম্মিলন ঘটিলে বিস্ফোরণ হইবে। কংগ্রেস সমগ্র ভারতের জনসাধারণের মুখপত্র রূপে বিরাজ করিবে। তিনি আশা করেন, রাজন্যগণ তাঁহাদের রাজ্য বৃটিশ ভারতের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী উন্নীত করিবার অনুরোধে কর্ণপাত করিবেন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যান্য সমস্ত দলের রাজন্যদের এবং ইংরাজদের সাহায্য আবশ্যক। অতএব তিনি 'দেশ-বাসীকে 'কংগ্রেসের ও সরকারের মধ্যে প্রাথমিক মীমাংসার সর্ত্ত পালন করিয়া কংগ্রেসকে তাহাদের লক্ষ্যে পৌঁছিবার চাপ দিবার জন্য অপরিসীম সম্মান প্রদান করেন।

উহার পর সকল রাজনীতিক বন্দীকে, এমন কি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীদিগকেও মুক্তিপ্রদান করা হইবে; তিনি তাহাদের সংগ্রামে বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের আগ্রহ ও আমেরিকার সহানুভূতির বিষয় স্বীকার করিয়া বলেন, ভবিষ্যৎ কষ্টসাধ্য কার্য্যে উক্ত সহানুভূতি আরও বর্দ্ধিত হইবে, উক্ত কার্য্য সফল হইলে জগতে শান্তির পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে।

আইন অমান্য বন্ধ

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং-কমিটী আইন অমান্য আন্দোলন, করবন্ধ আন্দোলন ঐরূপ অন্যান্য কার্য্যাবলী বন্ধ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন

গান্ধীজী

অহিংস পিকেটিং সম্বন্ধে গান্ধীজীর উপদেশ

আইন অমান্য বন্ধ

কংগ্রেস ও কাপড়ের কলের সহিত মিটমাট

লর্ড আরউইনের সাহায্য

আগ্রা দরবারে পিকেটিংএ গ্রেপ্তার

বে-আইনী লবণ বিক্রয়

ট্যাক্স আদায়ে বাধা—জৈনসর কর্ম্মীদের কারাদণ্ড

ট্যাক্স প্রদানে নোটিশ

মহিলাদের প্রতি ব্যবহারের প্রতিবাদ

বিবিধ সংবাদ

কংগ্রেস ও কাপড়ের কল আরও মিটমাট

নূতন দিল্লীর কংগ্রেসের সম্পাদক প্রকাশ করিয়াছেন যে, হাথরাসের নূতন রামচাঁদ কটন মিল এবং লালমন হরদেও দাস কটন মিল, ঢাকার ঢাকেশ্বরী কটন মিল এবং আগ্রার ৫টি কটন মিল কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করায় তাঁহাদের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, কংগ্রেস তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

মালাবারের আরাণ এণ্ড সন্স ও কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করিবার ইচ্ছা জানাইয়া সম্পাদক এক পত্র লিখিয়াছেন। এই কারখানার একজন অংশীদার আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে জেল ভোগ করিতেছেন। প্রকৃত সংবাদ জানা না যাওয়ায় ইঁহাদের নাম বর্জ্জন তালিকায় স্থান পাইয়াছিল।

লর্ড আরউইনের সাহায্য

'হিন্দু' পত্রিকা বলেন, দেশবাসিগণের বিশেষ আশা, লর্ড আরউইন ভারতের বড়লাটের পদ পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর স্বাধীনতা ও উৎসাহ সহকারে ভারতবাসীদিগের জাতীয় শাসনপদ্ধতি সম্পূর্ণ করিতে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবেন।

জাতীয় পতাকা উত্তোলনে গ্রেপ্তার

গত ৩রা মার্চ্চ সকালে বুদ্ধরাজ পাহাড়ের নিকট আদিম অধিবাসীদিগের এক সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত ভাগীরথী পাঠক ত্রিবর্ণচিত্রিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি সভায় বক্তৃতা করিবার সময় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হন। অতঃপর পুলিস জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে। শ্রীযুত সুধাংশুশেখর গুপ্ত, দুর্গাপ্রসাদ গুরু, বিনায়ক পাধি পুলিসকে বাধা প্রদান করিবার জন্য ধৃত হইয়াছেন।

মহিলাদের প্রতি ব্যবহারের প্রতিবাদ

সাগর বনিতা-সমাজের উদ্যোগে হর্দ্দিকর হলে সাগরের মহিলাদের একটি সভা হয়। গত ২১শে জানুয়ারী তারিখে বোরসাদের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ করিয়া সভায় একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব উত্থাপনকারিণী বোরসাদ মহিলাদের ধৈর্য্যের প্রশংসা করিয়া সকলকে তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার কথা বলেন।

আগ্রা দরবারে পিকেটিংএ গ্রেপ্তার

গত ৪ঠা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, আগ্রা বিভাগের কমিশনার মিঃ গ্রাণ্টের অবসর লইয়া যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যে দরবার হইয়াছিল, তাহাতে পিকেটিংএর অভিযোগে ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

বে আইনী লবণ বিক্রয়

আগ্রাতে যখন দরবার হইতেছিল, সেই সময় স্বেচ্ছাসেবকগণ কালেক্টর এবং কমিশনারের বাংলোগুলির নিকটে বে-আইনী লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় করেন।

স্বেচ্ছাসেবকগণ যখন লবণ তৈয়ারী ও দরবারে পিকেটিং করিতেছিলেন, সেই অবসরে কয়েকজন মিলিয়া কালেক্টরের আদালত এবং জিলা ও দায়রা জজের আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

দরবার শেষ হইয়া গেলে ধৃত স্বেচ্ছাসেবকদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

শ্রীমতী আনন্দী দেবী সেই সময় অন্যান্য মহিলাদের সহিত জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাজারের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

করাচী কংগ্রেসের আয়োজন

লর্ড আরউইন এবং মহাত্মা গান্ধী আপোষ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন, দিল্লী হইতে এইরূপ সংবাদ পাইয়া মার্চ্চের শেষে করাচীতে যে কংগ্রেস হইবে, তাহার আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইবে।

ট্যাক্স দিবার জন্য নোটীশ

প্রকাশ যে, জৈনসর য়ুনিয়ান বোর্ডের ৮ শত করদাতৃগণের উপর এই মর্ম্মে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে ১ পক্ষ কালের মধ্যে টেক্স প্রদান করিতে হইবে। করদাতৃগণ এই আদেশ অনুযায়ী কার্য্য না করায় তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সভাপতি ক্রোকী পরোয়ানা প্রচার করিয়াছেন

ট্যাক্স আদায়ে বাধা জৈনসর কর্ম্মীদের কারাদণ্ড

বে-আইনী জনতা করিয়া য়ুনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায়ে বাধা জন্মাইবার অভিযোগে জৈনসর কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবক কালীপদ বন্দোপাধ্যায়, দক্ষিণাচরণ চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্লকুমার গুহ, আশুতোষ সেন, গুরুপদ দত্ত, মধুসূদন দে এবং আশুতোষ দেকে গত মঙ্গলবার মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিমের আদালতে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ ধারা অনুসারে উঁহাদের সকলকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং গুরুপদ ব্যতীত আর সকলকে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন, গুরুপদর বয়স অল্প বলিয়া তাহার প্রতি ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই; কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়া মুক্তিলাভ করিতেও তাঁহারা অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

অর্ডিনান্স সমূহ প্রত্যাহার

৫ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, সকাউন্সিল বড়লাট আগামী কল্য প্রচলিত অর্ডিনান্স সমূহ অর্থাৎ অবৈধ প্ররোচনা অর্ডিনান্স, প্রেস অর্ডিনান্স ও বে-আইনী জনতা সম্পর্কীয় অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সত্ত্বপূরণের জন্য সরকারের অন্যান্য কার্য্য প্রাদেশিক সরকার সমূহ কর্ত্তৃক প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত হইলেই সম্পন্ন হইবে। বহু সংখ্যক বন্দীকে মুক্তি প্রদানের জন্য শাসন বিভাগীয় বন্দোবস্ত করিতে কয়েক দিন সময় লাগিবে; কিন্তু তাঁহারা প্রতিদানমূলক কার্য্য অতি সত্বর সম্পন্ন করিবেন।

বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ

গত ৩রা মার্চ্চ সকালে সলাপে বৃষ্টি ও বজ্রপাত সহ ঝড় হইয়া গিয়াছে এবং বজ্রাঘাতে একজন মারা গিয়াছে। প্রকাশ যে, সলাপের নিকটবর্ত্তী মাটিকোরা গ্রামের কোরাল আলি নামক জনৈক মুসলমানের বাড়ীর বারান্দার বাঁশের খুটির উপর বজ্র ঘাতে তাহার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। বাটীস্থ আরও ৩জন লোক আহত হইয়াছে।

উকীলের বিপত্তি

করবন্ধ আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থাকার সন্দেহে বহরমপুরের মোক্তার ও জিলা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকারকে ব্যবহারাজীবী আইন অনুসারে অস্থায়ীভাবে সাসপেণ্ড করা হইয়াছিল। জিলা এবং দায়রা জজের এজলাসে তাঁহার পক্ষে এবং বিপক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইয়াছে।

স্থানীয় বারের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, শশাঙ্কশেখর সান্যাল উকীলের বিরুদ্ধে ব্যবহারাজীবী আইন অনুসারে আনিত অভিযোগের শুনানী গত ৬ই মার্চ্চ আরম্ভ হইয়াছে।

বহু স্বেচ্ছাসেবিকা সংগৃহীত

বিক্রমপুর নারী সত্যাগ্রহ সমিতি হইতে শ্রীযুক্তা আশালতা সেন, সরযূবালা সেন, সুনীতিবালা বসু মজুমদার এবং কামিনী বসু নানাস্থানে ভ্রমণ করতঃ বহু প্রধান গ্রামে সভায় বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত লৌহজঙ্গ, চয়ালী, বাহার, হাল দিয়া, কনকসার, বজ্রযোগিনী আমতলী এবং আরও অনেক স্থানে জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন এবং বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবিকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

কাশী কর্ম্মিদ্বয় মুক্ত

দেশবন্ধু পার্ক সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কাশী টাউন কংগ্রেস কমিটি ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ ক্ষেত্রীর প্রতি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড, ৩ শত টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তিনমাস কারাদণ্ড ভোগের পর ফতেপুর জেল হইতে মুক্ত হইয়া তিনি কাশীতে পৌঁছিয়াছেন। পুলিস জরিমানার টাকা পূর্ব্বেই জিনিষপত্র ক্রোকের দ্বারা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

কাশী বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ীও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর গোণ্ডা জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলে বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটির সভ্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

জনসভায় ভারত প্রসঙ্গের আলোচনা

ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে মিঃ বলডুইন অধুনা যে মনোভাব ধারণ করিয়াছেন তাহাতে রক্ষণশীলদলের অনেক সদস্য অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা বলিতেছেন যে, এ সময়ে পরিষ্কার করিয়া মতামত প্রকাশ করা মিঃ বলডুইনের কর্ত্তব্য।

শুক্রবার দিন ডিভলসায়ারে মিঃ বলডুইন যে বক্তৃতা করিবেন সেই বক্তৃতায় তিনি ভারত প্রসঙ্গের আলোচনা করিবেন, এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

জেলে খাদ্য ব্যবস্থায় আপত্তি

প্রকাশ, মুন্সীগঞ্জ সাবজেলে আসিয়া পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ খাদ্য গ্রহণ করেন নাই; কেন না, তাঁহাদের যে প্রকার খাদ্য দেওয়া হয়, তাহা ভাল নহে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ২৩শে ফাল্গুন, শনিবার—১৩৩৭

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

গত ১৮ই ফাল্গুন প্রাতঃ ৮ পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীগৌর-বিগ্রহ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া শ্রীমোদদ্রুম-ভদ্র হইতে বহির্গত হইলেন এবং নামগাছি গ্রাম পরিক্রমা করিতে করিতে বকুল-তলায় উপস্থিত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ 'মোদদ্রুম' দ্বীপের জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থ হইতে কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ঐ কীর্ত্তনের তাৎপর্য্য সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন।

পরিক্রমাকারিগণ ক্রমে শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এস্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবকগণের চেষ্টায় একটী মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। শীঘ্রই তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হইবার আশা আছে। বাঙ্গলার আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের স্থানে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তাহার সারমর্ম্ম এই যে, শ্রীচৈতন্যদেবের বিষয় জানিতে হইলে বৃন্দাবন ঠাকুরের চরণে শরণাগত হওয়া আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তত্ব বৃন্দাবন-মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।

যাত্রিগণ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মহিমা শ্রবণ পূর্ব্বক ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণোদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে পরিক্রমা করিতে করিতে মোদদ্রুম ফিরিয়া আসিলেন এবং স্নানাদি পূর্ব্বক প্রসাদ সম্মান করিলেন। তাহার শ্রীনাম সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। রাত্রিক সমাপ্তি হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ রাচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসমূহ প্রদর্শন শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমী মহারাজ তাহা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া জনগণকে বুঝাইয়া দিতে শুধু পরিক্রমার যাত্রীমাত্র নামগাছি ও নিকটস্থ গ্রামের বহুলোক ছায়াচিত্রে মহাপ্রভুর লীলামাহাত্ম্য দর্শন ও শ্রবণ করিয়া পরম কিত হইলেন। অতঃপর পরিক্রমার যাত্রিগণ ও সমাগত জনগণ সকলেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান পূর্ব্বক স্ব-স্ব-স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার প্রাতঃকালে পরিক্রমার যাত্রিগণ পূর্ব্ববৎ শ্রীবিগ্রহগণকে অগ্রে করিয়া পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন এবং মহৎপুর বা মাতাপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যে স্থানে যাত্রিগণ সমবেত হইয়া মহৎপুরের মহিমা শ্রবণ করিতেন, তাহা গঙ্গাদেবী আত্মসাৎ করায় তাহা হইতে কিঞ্চিৎদূরে পরিক্রমার যাত্রিগণ উপবেশন করিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি-মহারাজ মহৎপুরের জ্ঞাতব্য বিষয় ও মহিমার কথা কীর্ত্তন করিলে যাত্রিগণ গঙ্গানদী পার হইয়া নিদয়ার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ আকাশ বিপুল মেঘাগমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। সকলেই বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করিয়া দ্রুতবেগে নিকটস্থ গ্রামে আশ্রয়ার্থ গমন করিতে লাগিলেন, প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টিপাতে কিছুক্ষণ পরিক্রমার বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল, কিন্তু ভগবৎকৃপায় কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। মেঘাদি অপসৃত হইয়া সূর্য্যোদয় হইলে যাত্রিগণ শ্রীরুদ্রদ্বীপ দিয়া শ্রীযোগপীঠে আগমন করিলেন এবং নিম্ববৃক্ষতলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সূতিকা-গৃহ পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বন্ধু

(শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস অধিকারী)

যিনি আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, উৎসবে ব্যসনে ব্যথার ব্যথী, দুর্ভিক্ষে অন্নদাতা, রাষ্ট্রবিপ্লবে উদ্ধারকারী, রাজদ্বারে কিম্বা শ্মশানে সর্ব্বত্রই সুহৃদ্ ও দুঃখমোচনে যত্নশীল, তিনিই বান্ধব। যাঁহারা এই দুঃখময় সংসারে আমার জন্য কোন একটু ভোগোপকরণ সংগ্রহের সাহায্য করেন, পীড়ায় শুশ্রূষা করেন, বিপদে উদ্ধার করেন, অর্থাভাবের সময় অর্থ সাহায্য করেন, তাঁহাদিগকে পরমাত্মীয় বন্ধু, মিত্র, পরোপকারী, হিতৈষী প্রভৃতি বলিয়া থাকি। কিন্তু ইহারা কেহই আমাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন।

একমাত্র ভগবানের কৃপায় মায়ার বন্ধন মুক্ত হইয়া জীব অমৃত লাভ করিতে পারে। সেই ভগবৎকরুণালাভের উপায় দীনজনবান্ধব সর্ব্বজীবসুহৃদ্ হরিভক্তগণ আশ্রিত প্রপন্ন জনগণকেই জানাইয়া থাকেন। সাধুগণের কৃপায় নিত্যানন্দ লাভ হয়। তাঁহারা আমাদিগকে সমুপেত মৃত্যু এমন কি জরামৃত্যু, শোক-মোহ, রাগ-দ্বেষ, সুখদুঃখ ভয়, ও উদ্বেগপরিপূর্ণ সংসার হইতে উদ্ধার করিতে পারেন।

ভক্তগণের কৃপায় নিত্যানন্দ লাভ করিলে শ্রীচৈতন্যদেব অমন্দোদয়-দয়া বিতরণে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করেন, তখন জীবের আর কোন অভাব বা ভয় থাকে না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গাহিয়াছেন।

সেবকবৎসল প্রভু নিত্যানন্দরায়।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভরস ঈঙ্গিতে ভুঞ্জায়॥
ভজ ভজ ভাই হেন প্রভু নিত্যানন্দ
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র॥
ভজ ভজ আরে ভাই চৈতন্যচরণে।
অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডে যাহার শ্রবণে॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকৃৎ যে গায়।
সংসার-সাগর তবে বৎসপদ প্রায়॥
শ্রীচৈতন্যনারায়ণ করুণা সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বশে।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেকে না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে॥

নবপ্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থ

১। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা—এই গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আর কোথায়ও মুদ্রিত হয় নাই। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থের একখানা আদর্শলিপি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে অতি মনোরম শ্লোক ও ভক্তিবিষয়ক উপদেশ গ্রথিত হইয়াছে। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে 'সঙ্গিনী' নামক পত্রিকায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই গ্রন্থের মূল মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবপ্রকাশিত সংস্করণে বঙ্গানুবাদের সহিত এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটী চতুর্দ্দশ স্তবকে সংযুক্ত। ১ম স্তবকে—একমাত্র ভজনীয় বাসুদেব ও তদীয়গণের মহিমা, ভগবদ্বিমুখতার কারণ, কৃষ্ণসেবালাভের উপায় ও কৃষ্ণসেবা-মহিমা। ২য় স্তবকে—গোপীগণের স্তুতি, নবধা ভক্তির কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, প্রেমলক্ষণা ও নির্গুণা ভক্তির বৈশিষ্ট্য-বিচার। ৩য় স্তবকে—আশ্রয়-প্রার্থনা, মনঃশিক্ষা, লালসা, শ্রীহরির সেবার অনুকূল যাবতীয় বিষয় গ্রহণে আদর। ৪র্থ স্তবকে—শ্রবণ ও কীর্ত্তনের মহিমা। ৫ম স্তবকে—নিত্যশ্রবণীয় ও কীর্ত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা-চরিতাদি। ৬ষ্ঠ স্তবকে—শ্রীহরির নাম-রূপ ধ্যানের প্রণালী ও ফল। ৭ম স্তবকে—রাজোচিত উপচার-সমূহের দ্বারা শ্রীহরির পরিচর্য্যা। ৮ম স্তবকে—পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুযায়ী শ্রীহরির অর্চ্চনাদি বিচার। ৯ম স্তবকে—ভগবৎপাদপদ্মের বন্দন-প্রণালী। ১০ম স্তবকে—ভগবদ্দাস্যের প্রণালী ও প্রকার-সমূহ। ১১শ স্তবকে—সখ্যপ্রেম ও তদাশ্রিত ভক্তগণের স্বভাব-বর্ণন। ১২শ স্তবকে—আত্মনিবেদনমহিমা। ১৩শ স্তবকে—শুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ ও ফল এবং ১৪শ স্তবকে—অন্যান্য অভিধেয়ের নিরর্থকতা বর্ণন।

এই গ্রন্থখানি শুদ্ধাদ্বৈতবিচারপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলেন ইহা রামানন্দী কোন বৈষ্ণবের লিখিত পুস্তক। শ্রীল প্রভুপাদ কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক উদাসীন রামানন্দী বৈষ্ণবের নিকট এই গ্রন্থের একখানি প্রতিলিপি দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই গ্রন্থে এমন অনেক সুন্দর সুন্দর শ্লোক আছে—যাহা ভক্তিরাজী বৈষ্ণবগণের হৃদয় আকর্ষণ করে এবং সেই সকল শ্লোক কণ্ঠস্থ না করিয়া থাকা যায় না। আমরা ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিমাত্রকেই 'শ্রীহরিভক্তি-কল্পলতিকা' গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থখানি ডবলক্রাউন ১৬ পেজি আকারে সুন্দর কাগজে ১৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল শ্লোকগুলি পাইকা টাইপে এবং তন্নিম্নে বঙ্গানুবাদ নূতন স্মলপাইকা টাইপে মুদ্রিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের বিশিষ্ট পরিচয়, ইতিহাস ও বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র ॥০ আট আনা।

প্রাপ্তি স্থান—গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

২। **শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী**—এই অমূল্য ও অভূতপূর্ব্ব গ্রন্থের পরিচয় দিতে হইলে অল্প কথায় বলিতে হয় যে, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তরত্নমালার মধ্যে এই গ্রন্থখানি কৌস্তুভমণি, আর সেবাকুসুম-গুচ্ছের মধ্যে এই গ্রন্থখানি কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম। এই বক্তৃতাবলীর মধ্যে নিখিল বৈষ্ণব-দর্শনের সিদ্ধান্ত ও সার-নির্য্যাস, পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি, সাধনরাজ্যের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ, সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যরাজি, পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়, আচার্য্যগণের জীবনচরিত-শিক্ষা; চিদ্-বিলাস, চিন্মাত্র ও অচিন্মাত্র বিচার, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক বিচার-সমূহ এবং সম্বন্ধ, অভিধেয়ের ও প্রয়োজন-তত্ত্বের যাবতীয় সিদ্ধান্ত-স্বর্নদী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ত্রিবেণীধারার ন্যায় প্রবাহিত রহিয়াছে। বক্তৃতাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নলিখিত বক্তৃতাবলী গুম্ফিত হইয়াছে,—

প্রথম খণ্ড—

(১) বৈষ্ণবদর্শন, (২) শ্রীগুরুতত্ত্ব, (৩) কালধর্ম্ম, (৪) শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার উদ্দেশ্য, (৫) শ্রীনন্দোৎসব, (৬) শ্রীবর্ষভানবী, (৭) শ্রীমধ্বাবির্ভাব, (৮) ধর্ম্মজগতে বৈষ্ণবদর্শনের স্থান, (৯) শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর, (১০) শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, (১১) শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত, (১২) বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম, (১৩) শ্রীল রসিকানন্দ প্রসঙ্গ, (১৪) শ্রীব্যাসপূজায় প্রত্যভিভাষণ (১৫) শ্রীরূপসনাতন প্রসঙ্গ, (১৬) পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, (১৭) আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, (১৮) শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, (১৯) অপ্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম এবং (২০) পুষ্টিমার্গ।

২য় খণ্ডে—

(১) শুদ্ধা ও বিদ্ধাভক্তি, (২) আত্মার নিত্যবৃত্তি, (৩) মনুষ্যের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা কোথায়? (৪) শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী, (৫) শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, (৬) শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, (৭) শ্রীচৈতন্যের দয়া, (৮) গৌর-করুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, (৯) ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণনামকীর্ত্তন, (১০) শ্রীব্যাস-পূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, (১১) শ্রীগৌরধামের মহিমা, (১২) মহাপ্রসাদ, (১৩) শ্রীগোবিন্দ, (১৪) শ্রীরূপানুগ-ভজন-পথ।

এই সকল বক্তৃতা বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন বিদ্বৎসভায় শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা কথিত হইয়াছিল। শ্রুতলিখন-প্রণালী এবং সাঙ্কেতিক লিখন-প্রণালী দ্বারা যতদূর সম্ভব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিয়া এই সকল বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। অতিমর্ত্ত্য একান্ত পারমার্থিক মহাপুরুষের বাণী বঙ্গ-ভাষায় সাঙ্কেতিক ও শ্রুতলিখন প্রণালীতে সংগ্রহ করিয়া এই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইল। আমরা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অন্যাভিলাষী এবং অনৈকান্তিক মনীষী ও নায়কগণের উক্তি-সমূহ বক্তৃতাকারে প্রকাশিত দেখিতে পাইলেও একান্ত পারমার্থিকগণের পিপাসা-পরিতৃপ্তি এবং বিশ্ব-মানবের একান্ত মঙ্গলের জন্য এইরূপ বাণীর দুর্ভিক্ষই লক্ষ্য করি। শ্রীচৈতন্যবাণীর দুর্ভিক্ষ অপনোদনকল্পে পরমার্থিগণের আগ্রহে 'শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী' খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছেন, দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছেন। ঢাকা মনোমোহন-প্রেসের সত্ত্বাধিকারী ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে মহাশয় এই অমূল্য গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া সমগ্র বৈষ্ণবজগতের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা উভয়ই সুন্দর। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি সাইজের ১০ ফর্ম্মায় বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড এবং ১১ ফর্ম্মায় ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিবর্ণরঞ্জিত একটী আলেখ্য ও প্রকাশকের নিবেদন-শীর্ষক বিস্তৃত ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—ভক্তি গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমায়াপুরের দ্রষ্টব্য স্থান ও তাহার বিবরণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯৮ সংখ্যার পর)

(ক) **বল্লালঢিবি**—সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ অধুনা 'বল্লালঢিবি' নামে খ্যাত। এইস্থান বর্ত্তমান সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক রক্ষিত। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে কতিপয় কাষ্ঠনির্ম্মিত বারকোশ ও একটী বল্মীকদষ্ট ভগ্নসিন্দুক আবিষ্কৃত হয়। এই কাষ্ঠসিন্দুক হইতে কয়েকখানি জীর্ণশাল, পশমী পোষাকের ছিন্নাংশ ও কতিপয় রৌপ্যমুদ্রা বহির্গত হয়।

(খ) **শ্রীধর-অঙ্গন**—শ্রীধাম মায়াপুর ও গাদিগাছার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। শ্রীধাম নবদ্বীপে কদলীকানন মধ্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পরমপ্রিয় নিষ্কিঞ্চন ভক্তরাজ শ্রীধরের গৃহ ছিল। শ্রীমায়াপুরের এক প্রান্তে এবং চাঁদকাজীর সমাধির দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে শ্রীধর অঙ্গন অবস্থিত। ইহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। শ্রীধর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, ব্রজের কুসুমাসব গোপাল, বিষয়মদান্ধ ব্যক্তিগণের চক্ষে ব্যবহারিক দুঃখে প্রপীড়িত বলিয়া বিশ্বম্ভর-ভক্তগণের অসমোর্দ্ধ মহত্ত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ শ্রীধর নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কাজীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পরিশ্রান্ত হইবার লীলা অভিনয় করিয়া ভক্তরাজ শ্রীধরের দ্বারে উপনীত হইলেন। শ্রীধরের ভাঙ্গা ঘর, চালে খড় নাই, ঘরে আসবাব পত্র কিছুই নাই। প্রভু শ্রীধরের অঙ্গনে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের গৃহের ক্ষুদ্র বারান্দায় এক ভগ্ন লৌহপাত্র ছিল। উহার কতস্থানে যে তালি দেওয়া, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রভু তাহা দেখিতে পাইয়া হস্তে তুলিয়া লইলেন এবং তন্মধ্যস্থ জলপান করিতে লাগিলেন। শ্রীধর দূর হইতে দেখিয়া 'হায়! হায়!' করিতে লাগিলেন এবং 'মলা'ম ম'লাম' বলিয়া কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। 'প্রভু আমাকে মারিবার জন্য আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন'—এই বলিয়া শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু শ্রীধরের হাত ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন,—"শ্রীধর, তোমার জলপান করিয়া আমার দেহ পবিত্র হইল। কৃষ্ণের চরণে আজি আমার ভক্তি লাভ হইল।" 'বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণুভক্তি হয়'—ভক্তবৎসল প্রভু এই তথ্য জ্ঞাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে বৈষ্ণব মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকবৃন্দ এই শ্রীধর-অঙ্গনে শ্রীগৌর-পাদপীঠ সংস্থাপন করিবার যত্ন করিতেছেন।

মাদ্রাজ-প্রসঙ্গ

মাদ্রাজের ইংরাজী দৈনিক "হিন্দু" পত্রিকার বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের স্তম্ভে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে :—

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, উত্তরগোপাল-পুরম্ মাদ্রাজ ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় স্থানীয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ "শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত অধীতী কে?" এই বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিবেন। শ্রীযুক্ত শঙ্করনারায়ণ আয়ার তামিল ভাষায় ঐ বক্তৃতার ব্যাখ্যা করিবেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তিত হইবেন।

(২) আন্তর্ধার্ম্মিক অধীতি-সঙ্ঘ—বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী সাং ছয় ঘটিকার সময় মাদ্রাজ ১৭ নং অঙ্গপ্পানায়ক ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত কিব্‌লস্ মহোদয়ের ভবনে উত্তর গোপালপুরম্ এ অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বামীজী "শ্রীগৌড়ীয়মঠ, তদুৎপত্তি ও তল্লক্ষ্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় ও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বহু ভদ্র মহোদয়-মহোদয়া সম্মিলিত হইয়া স্বামীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতামুখে স্বামীজী এই তথ্য দুইটী বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করেন যে, যতদিন জগৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরক্ষেত্রে বিচরণ করিবে, ততদিন পবিত্র প্রেমা ও প্রকৃত ভ্রাতৃভাব সম্ভবপর নহে এবং ভগবৎপ্রেম-লাভে স্ত্রী-পুং-বিচার আদৌ প্রয়োজনীয় নহে, যেহেতু উহা যৌন-বিচারের ধারণাতীত।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

মহোৎসব

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বুধবার সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর অপ্রকট তিথির স্মরণার্থে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে একটি বিশেষ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। ঐদিন শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরমণজিউ কি যে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। এবিষয়ে শ্রীপাদ পরেশানুভব ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ গদাধর ব্রহ্মচারী মধুর কণ্ঠে গুর্ব্বষ্টক ও কয়েকটী মহাজন পদাবলী সংকীর্ত্তন করেন। তৎপরে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ভক্তিসুধাকর শ্রীপাদ নারায়ণ দাসাধিকারী এম, এ, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় বৈষ্ণবের অপ্রকট তিথি আমাদের কেন পালনীয়, তৎসম্বন্ধে প্রায় দুইঘণ্টা কালব্যাপী এক গভীর গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে পরম প্রীত হন। অনেকে মনের আবেগে বলিয়াছিলেন যে, কটকের ভাগ্যে শ্রীভগবানের অদ্ভুত দান—এই ভক্তিসুধাকর প্রভু। যাঁহারা—ইঁহাকে এখনও তাঁহাদেরই মত একটা মনুষ্য মাত্র ভাবিতেছেন, তাঁহাদের কি দুর্দ্দৈব জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—যাহাতে জাগা লোকে ভরপুর হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয়-দয়া হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন; সেই সকল অনর্থরাশিকে এই মহাপুরুষ যে অতিমর্ত্ত্য পুরুষের স্পর্শে এমন নির্ম্মলভাবে পদাঘাত করিতে পারিয়াছেন, না জানি তাঁহার কি প্রভাব!

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমাত্রিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশত ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৻১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অক্ষয়জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সঙ্ঘপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সসঙ্ঘসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদান্ত সমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সাপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

প্রসঙ্গ, (১৪) শ্রীব্যাসপ্রভু

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভূমিকা সংযোজিত [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কপাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮দেশ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈব

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধাভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় স্বাধিকার এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় এমনি সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্প্র, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্রয়সহ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

ভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! . . . . সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্‌সনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

নবদ্বীপগীতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

ব্যবহারকারীরা শুণ মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া দেখুন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্ত প্রদর প্রভৃতি রোগে অতি ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মতুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও যকৃদ্ঘটিত রোগ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও পুষ্টি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৸০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিদ্যায় ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ সম্বন্ধীয়। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভাষে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উৎকৃষ্ট রোজ-ষ্ট কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রবণে কীর্ত্তন দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। সকলেরই।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস শ্রীনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বকৃতনিয়মিত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুখ্যাতি ও গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। মূল্য ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

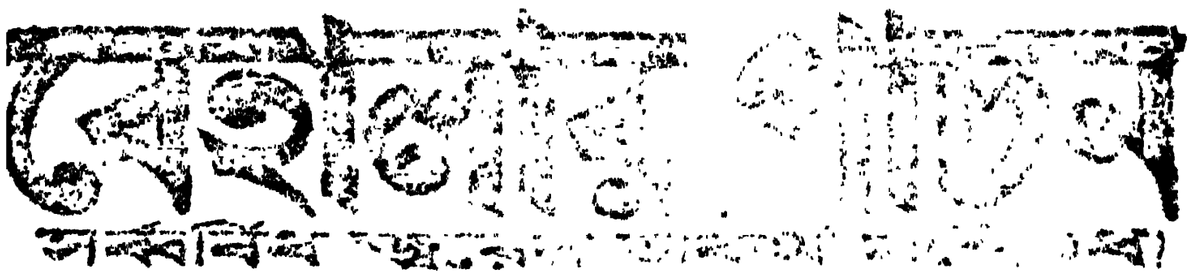

সর্ব্ববিধ কেশরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৸০ আনা, বোতল ১৲০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

মদ জ্বরী

বটিকা বল ও বাতবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহে শুক্রপাত, ধ্বজভঙ্গ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অম্বিত্ব প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৩০ বটী ২৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী ঘৃত"

পুরাতন বেগবতী রোগে বাজীকরণের দ্বারা আরোগ্য করিয়া শতবর্ষজীবী করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"কুসুমকান্তিবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করিতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতা উৎপত্তি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৩০ বটী ২৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—**আরোগ্যকুটীর, হেডঅফিস ঔষধালয়**

১৩নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এম, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

১। **মূলাঘাত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ আনা, বড় ১৲০ আনা। মাশুল পৃথক।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পেষ্টাই**

প্রমেহ ও অকালজের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৲০ আনা। মাশুল পৃথক।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৲০ আনা। মাশুল পৃথক।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৸০ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহাপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—**মনোমোহন প্রেস,**

১৩নং শাঁখারিপুকুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যখন অন্যান্য সকল মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই বলা, এমনকি ডাক্তারেরা নানাবিধ অনিয়মিত উপায় অবলম্বিত করিয়া শেষে মরা বলিয়া রোগীকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং আশা থাকার মেহ, প্রমেহ শুক্রমন্দতা, অস্বাভাবিক স্বপ্নদোষ, বহুমূত্র, ধাতুস্বপ্ন, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় যোনি রোগ, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটন সাহেবের আবিষ্কৃত, **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের আরোগ্যোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৲০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

গ্রাম মায়াপুর হইতে প্রকাশ প্রেমী পরিবার হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ভক্তিকুসুম দাস, এম্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীরাম"
টেলিগ্রাফ—
নবদ্বীপ

Reg No C.154

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাধারণের স্থান
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵১

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গের প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪র্থ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীরাম নবদ্বীপ— ২৫শে ফাল্গুন সোমবার ১৩৩৭, ৯ই মার্চ্চ, ১৯৩১

নানা কথা

তুরস্কে সাধারণ নির্ব্বাচন

মুস্তাফা কামাল প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এ সময়ে তুরস্কের পার্লামেণ্ট সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের আয়োজন করা কর্ত্তব্য। তুরস্কের জাতীয় পরিষদ্ এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন।

মুস্তাফা কামাল পাশা সম্প্রতি তুরস্কের অধিবাসীবর্গের নিকট এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণ নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিয়া তুরস্কের অধিবাসীদিগকে বিপ্লবগামী করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ সময়ে দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাহাতে দেশবাসীর কতটুকু সমর্থন আছে—তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যই সাধারণ নির্ব্বাচনের আয়োজন করা হইয়াছে।

শ্রমিক দলে আরও

কয়েকজনের পদত্যাগ

লেডি সিন্থিয়া মসলি এবং মিঃ ডব্লিউ, জে, ব্রাউন শ্রমিক দলের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়াছেন; মিঃ ব্রাউন লিখিয়াছেন, ক্রমাগত কোনও দলবিশেষের সদস্য হইয়া থাকিলে মানসিক স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীন চিন্তার বিঘ্ন হয়।

মাদ্রাজে স্পেশাল পুলিশ

প্রত্যাহৃত

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্ত্তৃক পিকেটিং সম্পর্কে সহরে মোতায়েন ছিল। সন্ধির ফলে তাহা সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

তুরস্কে সাধারণ নির্ব্বাচন

শ্রমিকদলে আরও কয়েকজনের পদত্যাগ

স্পেশাল পুলিশ প্রত্যাহৃত

বোম্বাই মহিলাদের নামে মামলা প্রত্যাহার

গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা

মাদ্রাজে ১১৫ জন স্বেচ্ছাসেবকের মুক্তি

জিয়াগঞ্জে ভীষণ শিলাবর্ষণ

বর্ম্মী সমিতির সভাপতি সশস্ত্র ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত

বৃটিশ নৌবিভাগের বাজেট

পটুয়াখালিতে ১৫৮ ধারার মামলা

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা

বোম্বাইয়ের সরকারী গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে,—১৯৩০ সালের ১৯শে আগষ্ট হইতে ১২৩১ সালের ১৮২ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সংশোধিত ফৌজদারী আইন বলে যে সকল কংগ্রেস ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা জারী হইয়াছিল, তাহা বাতিল করা হইল ১৪৪ ধারা অনুসারে সময়ে সময়ে যে সকল নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল, তাহাও বাতিল করিয়া উক্ত গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে।

বোম্বাই মহিলাদের নামে মামলা

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রত্যাহার

ফৌজদারী সংশোধিত আইনের ১৭ ধারা অনুযায়ী অখিল ভারত স্বদেশী সভায় শ্রীমতী জিন্নাহ্‌কে যোশী এবং অপর পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছিল। আপোষ হইয়া যাওয়ায় উক্ত মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। তাঁহারা বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্য বিভিন্ন নাম দিয়া পরিচালন করিতেন।

মাদ্রাজে ১১৫ জন স্বেচ্ছাসেবকের মুক্তি

গান্ধী আরউইন সাক্ষর সত্ত্বেও যথা সম্ভব শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল মুক্তি পাইবার অধিকারী তাহাদের তালিকা প্রদানের জন্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে বলা হইয়াছে। সপ্তাহে প্রায় ১১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছিলেন; ৬ই মার্চ্চ তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বিবিধ সংবাদ

জিয়াগঞ্জে ভীষণ শিলাবৃষ্টি

গত ৩রা মার্চ রাত্রি ২৭০ টার সময় এখানে ভীষণভাবে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এখন পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে জমাট শিল দেখা যাইতেছে। এইরূপ শিলাবৃষ্টি ইতিপূর্ব্বে এইস্থানে আর কখনও হয় নাই।

পটুয়াখালীতে ১৫৮ ধারার মামলা

যে দশজন স্বেচ্ছাসেবক পটুয়াখালিতে ফৌজদারী আইনের ১৪৮ ধারার গত আগষ্ট মাসে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, ছয় মাস পরে ৩রা মার্চ তারিখে তাঁহারা মামলায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

রাজবন্দীর মুক্তির সম্ভাবনা বড়লাটের নিকট তার

ভারতীয় দেশীয় রাজ্য রাজ্যসমূহ সেক্রেটারী মিঃ কে. টি, মাথু বড়লাটকে তারযোগে জানাইয়াছেন যদি বৃটিশ ভারতে সকল রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশীয় রাজ্যের রাজনীতিক বন্দীদিগকেও যেন মুক্তি দেওয়া হয়।

খুলনার কংগ্রেস কর্ম্মিদের কারামুক্তি

খুলনা জেলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের পুত্র শ্রীমান জগদীশচন্দ্র ঘোষ দমদম সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ৫ই মার্চ খুলনা পৌঁছিয়াছেন।

চট্টগ্রামে ভীষণ ডাকাতি ২৫০০৲ টাকা লইয়া উধাও

বদরখালি কোন-অপারেটিভ ষ্টোরের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাস ৩রা ফেব্রুয়ারীর রাত্রে দোকানে কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হন। তাহারা মনোরঞ্জন বাবুর গলায় ভীষণ আঘাত করিয়া ২৫০০৲ টাকা লইয়া পলায়ন করে। শ্রীযুক্ত দাসকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়—সেখানে তিনি সঙ্কটজনক অবস্থায় আছেন।

বর্ম্মী সমিতির সভাপতি সশস্ত্র ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত

বর্ম্মী সমিতির সাধারণ পরিষদের সভাপতি মিঃ ইউ, সু ওয়ারেট চং নামক স্থানে তাঁহার বাগানবাড়ীতে আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মিঃ ইউ, সু সন্ধ্যার সময় কূপের নিকট ছিলেন, এমন সময় তিনজন বর্ম্মী চিমটা এবং বল্লম লইয়া তথায় উপস্থিত হয় এবং তাঁহার মাথা ও মুখের উপর একখানি তোয়ালে চাপিয়া তাঁহাকে একেবারে হতভম্ব করিয়া ফেলে। ডাকাতগণ অতঃপর তাঁহার গৃহ আক্রমণ করে এবং ৬ হাজার টাকা মূল্যের জিনিষ লইয়া চম্পট দেয়। পুলিশ ডাকাতদের খোঁজ করিতেছে।

পরিষদে আয়কর বৃদ্ধি বোম্বাই কেরাণী সঙ্ঘের প্রতিবাদ

বোম্বাই কেরাণী সঙ্ঘের সেক্রেটারী ব্যবস্থাপরিষদের জাতীয় দলের সভাপতির নিকট এক তার করিয়াছেন যে, ২০০০৲ টাকা হইতে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয়করের উপর টাকা প্রতি ৪ পাই হিসাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বোম্বাই কেরাণী সঙ্ঘের ম্যানেজিং কমিটি আপনাকে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন। কেননা, এই বৃদ্ধিতে মধ্যবিত্ত চাকুরীয়াদের ক্ষতি হইবে।

রেঙ্গুণ টার্ফ ক্লাবের মামলা ৩৫,০০০ টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী

সংবাদপত্রসেবী ও বেলোয়ার মিঃ লেওয়েলিন জোন্স রেঙ্গুণ টার্ফ ক্লাবের বিরুদ্ধে মানহানি এবং প্রহারের অভিযোগ উপস্থিত করিয়া ৩৫০০০ টাকার একটি ক্ষতিপূরণের মামলা আনিয়াছিলেন। বিচারপতি মিঃ সেন এই দাবী অগ্রাহ্য করেন। ইহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের আপীল বিভাগে মিঃ জোন্স এক আপীল দায়ের করেন। অভিযুক্তগণ বলেন যে, ক্লাবের নোটীশ বোর্ডে মিঃ জোন্সের সম্বন্ধে যে বিবরণ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সত্য ঘটনার উপর অবস্থিত। তাঁহারা প্রহারের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

শুনানী স্থগিত আছে।

বিনা লাইসেন্সে রিভলভার দুইজন মুসলমান গ্রেপ্তার

মহম্মদ হোসেন এবং সেখ সিদ্দিক নামক দুইজন মুসলমান রাজমিস্ত্রিকে পুলিশ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে একটা বস্তিতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া একটী সাত ঘরা রিভলভার ও আটটি কার্ত্তুজ পাইয়াছে। লোক দুইটীকে হাজতে রাখা হইয়াছে, এদিকে তদন্ত চলিতেছে।

চট্টগ্রামে আশ্চর্য্য চুরি

প্রকাশ যে, পিওন রমেশ চক্রবর্ত্তী যখন ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া আসিতেছিল, তখন তাহার মধ্য হইতে ১০২০০৲ টাকা চুরি যাওয়াতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও আমলাদের মাহিনা দিতে পারা যায় নাই। এই ঘটনার পরেই বহুস্থান খানাতল্লাস হয় এবং পিওনটীকে হাজতে রাখা হয়।

কলিকাতা অধ্যাপকের সম্মান

গত ৬ই মার্চ সন্ধ্যায় সিনেটের সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণন ৩৩২৮ ভোটে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বৃটিশ নৌবিভাগের বাজেট

বৃটিশ নৌবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ আলেকজেণ্ডার আগামী বর্ষের বাজেট উপস্থিত করিয়া কমন্স সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব আছে। লণ্ডনের নৌচুক্তি অনুসারে তিনখানি যুদ্ধ জাহাজ এবং একখানি ক্রুজার নির্ম্মাণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং দুইখানি যুদ্ধ জাহাজকে সাধারণ জাহাজে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৯৩১-৩২ সালে নৌবিভাগের জন্য ৫১,৬০৫,০০০ পাউণ্ড ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এই ব্যয় ৩৪১২০০ পাউণ্ড কম করিয়া করা হইয়াছে।

মোটের উপর কর্ম্মচারীদের বেতন ও ভাতা হইতে ৫০০,০০০ পাউণ্ড কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। খাদ্য সামগ্রীর মূল্য হ্রাসের জন্যই এরূপভাবে ভাতা ও বেতন হ্রাস সম্ভবপর হইয়াছে।

চীন দেশের নৌবাহিনীকে শিক্ষিত করিবার জন্য কয়েকজন বৃটিশ কর্ম্মচারী প্রেরণ করা হইবে, চীন দেশ হইতে কতিপয় কর্ম্মচারী বৃটেনে আসিয়া নৌচালন এবং নৌযুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করিবেন।

আগামী বর্ষে নূতন করিয়া যে সমস্ত রণতরী নির্ম্মিত হইবে তাহার তালিকার মধ্যে তিনখানা নূতন ক্রুজার, আটখানা ডেষ্ট্রয়ার এবং তিনখানা সাবমেরিণ নির্ম্মাণের কথা আছে।

নৌবিভাগের সৈনিক ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৩৪০০ জন হ্রাস করা হইবে এবং আলোচ্য বর্ষে নৌবিভাগের সৈনিক ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৯৩৬৫০ জনে পরিণত হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে ১৯২৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩২ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত নৌবিভাগের সৈন্য ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা দশ হাজার হ্রাস করা হইবে।

ঢাকার জনসংখ্যার বৃদ্ধি দশ বৎসরে তেইশ সহস্র লোক বাড়তি

ঢাকা সহরের আদমসুমারীর সংখ্যা গণনা করিয়া দেখা যায় যে গত দশ-বৎসরে ঢাকার আন্দাজ তেইশ সহস্র লোক বাড়িয়াছে!

পলাতক আসামীদের সন্ধান

সোয়ালখালি থানার অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পলাতক আসামীদের খোঁজ করিবার কালে শ্রীপুর, সর্ব্বতলা, কানুনগো পাড়ার কয়েকজন যুবাকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া কিছুকাল আটক করিয়া রাখিয়াছিল। সর্ব্বতলা এবং কানুনগো পাড়ার বাড়ীগুলিতে রাত্রিতে খুব ভাল করিয়া খানাতল্লাস করা হইয়াছিল। পুলিসের দল সহরে ফিরিয়া গিয়াছে।

চট্টগ্রামের লোকসংখ্যা

এ বৎসরের লোক গণনার ফলে জানা যায় যে, চট্টগ্রাম সহরের লোকসংখ্যা গত ১০ বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি হইয়া ৩৬ হাজার হইতে ৫২ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। চট্টগ্রাম জিলার লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ হইতে ১৮ লক্ষ হইয়াছে।

মাদ্রাজে পিকেটীংএ ৫ জন আহত

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সম্পর্কে ৩রা মার্চ সহরে আবার পিকেটীং আরম্ভ হয়। গোডাউন ষ্ট্রীট এবং রতনবাজারে ১২ জন স্বেচ্ছাসেবক বিদেশী বস্ত্রের দোকানগুলিতে পিকেটীং করেন। পুলিস তাঁহাদের উপর বেত্রাঘাত করে। এবং পুলিসের তাড়ায় তাঁহাদের বিক্ষিপ্ত হইতে হয়। ফলে পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক আহত হন; তাঁহাদের কংগ্রেস হাসপাতালে ভর্ত্তি করিতে হইয়াছে।

প্রকাশ, যে সকল পিকেটকারিণী দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সন্ধ্যাকালে বাঙ্গালোর এক্সপ্রেসে ভেলোর প্রেরণ করা হইয়াছে।

টেলিগ্রাফের তারকাটা

মৈমনসিং হইতে গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত যে টেলিগ্রাফ লাইন গিয়াছে, সেই লাইনটা সোনার বাজার ডাকঘরের নিকটে কয়েক স্থানে কাটা দেখা গেল।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে ফাল্গুন, সোমবার—১৩৩৭

জন্মোৎসব-প্রসঙ্গ

গত ১৯শে ফাল্গুন বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তন হইতে লাগিল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ফরিদপুর, যশোহর, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মানভূম, সিংহভূম, পাবনা, রংপুর, এলাহাবাদ, সাঁওতাল-পরগণা, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী আসিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরে আজ সর্ব্বত্রই কৃষ্ণকোলাহলে মুখরিত।

সন্ধ্যাকালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য মঠে প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্রীনামের মহিমা অভিনবভাবে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারই আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য মঠের সারস্বতনাট্য-মন্দিরে সুগভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

২০শে ফাল্গুন বুধবার দিবস শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাব তিথি ছিল। ঐদিবস ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি শেষ হইবামাত্র শ্রীযোগপীঠে ও শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ক্রমে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয় স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-বিষয় পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইতে লাগিল। ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মলীলার তাৎপর্য্য সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

ঐদিন বেলা ১১টার সময় শ্রীপাদ সখী-চরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের নবনির্ম্মিত ভবনে প্রথম প্রবেশ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের অঙ্কে শ্রীবিগ্রহকে স্থাপন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তিবিজয় ভবনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সবিগ্রহ প্রভুপাদ ও সমবেত ব্যক্তিগণের ফটো তোলা হইল। তৎপরে প্রভুপাদ শ্রীবিগ্রহকে অগ্রে করিয়া ভক্তিবিজয়-ভবনে প্রবেশ করিলেন। বিপুলভাবে সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। শুদ্ধভক্তমুখে সঙ্কীর্ত্তন-বাণীর রোলে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। ভক্তিবিজয় প্রভুর অর্থ, বুদ্ধি-বাক্য যোগে প্রাণঢালা সেবার ফল আজ সার্থক হইল।

বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। শুদ্ধভক্তমাত্রেই সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। সমাগত ইতর সাধারণ ও ভদ্রলোকগণ মধ্যাহ্নে শ্রীমহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রীমায়াপুর ও নিকটস্থ বহু গ্রামের অধিবাসিগণ মহা-প্রসাদ পাইবার অপূর্ব্ব সুযোগ না ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হন। সকলকেই প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় সমস্ত দিন মহাপ্রসাদ বিতরণ চলিতে লাগিল। অপরাহ্নকালে শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-দেবের জন্মলীলা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে আবির্ভাবের নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জন্মলীলা সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অন্যদিকে একটী নব তুলসী মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য চলিতে লাগিল। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নাট্য মন্দিরের অনতিদূরে একটী তুলসীমঞ্চ রজনী দাসী নাম্নী কোনও ভক্তিমতী মহিলার সেবানুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরিবিদ্যাভূষণ প্রভু সুললিত স্বরে "নমো নমো তুলসী মহারাণী" গানটী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। স্বয়ং প্রভুপাদ উপস্থিত থাকিয়া যথাবিহিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা তুলসী প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা হইল। শ্রীচৈতন্যদেবের ভোগ-রাগ ও আরতি শেষ হইলে সমস্ত দিন অভুক্ত ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং অন্যান্য বহু লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইল।

শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে

"গীতাঞ্জলী"

(ভক্তিরত্ন শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

এইতো শ্রীমায়াপুর শ্রীগৌরাঙ্গধাম।
যেথায় প্রকটিত কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা এই শুভ-তিথি যোগে।
প্রকটিল গোরাচাঁদ নাম নিয়ে আগে॥
মায়াপুরে যোগপীঠে জগন্নাথালয়।
কৃপা করি আবির্ভূত গোরা দয়াময়॥
এই সেই নিম্ববৃক্ষতলদেশে শোভে।
নিমাইর সূতিকা গৃহ দেখ এসে সবে॥
মিশ্র পুরন্দর এথা নিত্য বিষ্ণু পূজি'।
করিত অতিথি সেবা মহানন্দে মজি।
এই স্থানে বালক নিমাই কৃপা ক'রে।
দেখায়েছে নিজ-রূপ তৈথিক বিপ্রেরে॥
এস্থানে অচ্ছেদ্য তুলসী-বন যে বিরাজে।
যাহা দেখি আনন্দিত সজ্জন সমাজে॥
ভূ-শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তিস্বরূপিণী।
শ্রীগৌরাঙ্গ-বামভাগে শোভিছেন যিনি॥
দক্ষিণে শ্রীশক্তি শোভে লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম।
লীলা বা দুর্গাশক্তিরূপিণী শ্রীধাম॥
চিন্তামণি ভূমিরূপে শ্রীধাম থাকিয়া।
গৌরপাদপদ্মালিঙ্গিতা সেবা লাগিয়া॥
ঈশান কোণেতে শোভে ক্ষেত্রপাল শিব।
যাঁহার প্রণামে নাশে সকল অশিব॥
ভাগীরথী দেবী হ'য়ে সতত চঞ্চলা।
বহু জনাকীর্ণ পল্লী গর্ভস্থ করিলা॥
কৃষ্ণগৃহ পরিত্যজি শ্রীদ্বারকা পুরী।
জলমগ্ন হয়, কথা ভাগবতে হেরি॥
সেই মত মহাযোগপীঠ মায়াপুর।
অটুট রাখিয়া ভাগীরথী গেল দূর॥
একেবল কল্পনা বা অনুমান নয়।
অকপট সত্য ইহা জানিনু নিশ্চয়॥
মায়াপুরে যোগপীঠে ভক্তসঙ্গ করি,
যেজন দেখয়ে গৌর ঐশ্বর্য্য মাধুরী।
মায়াপুর চন্দ্র গৌরহরি কৃপা ক'রে।
স্ফুরান সকল তত্ত্ব তাঁহার অন্তরে॥
সেই ত চৈতন্যভক্ত মহা ভাগ্যবান্।
যাঁহার হৃদয়ে জাগে গৌরভগবান্॥
আর সব অচৈতন্য সংসার ভিতরে।
গৌরধাম-কৃপা ভিক্ষা যেবা নাহি করে॥
গৌরনাম গৌরধাম গৌরকাম যাঁর।
শ্রীরাধাচরণ মাগে পদজল তাঁর॥

দ্বাদশ পদাবলী

(দৈন্যোক্তি দ্ব-নিন্দা)

(শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী)

অ—অলস হইয়া পরমার্থ হারাইনু,
অসত্য অসৎজনে আপন মানিনু।
আ—আপন করম দোষে গরল খাইনু,
আচার্য্যের হিত-কথা কভু না শুনিনু।
ই—ইহা মম ইহা মম দিবানিশি বলি,
ইহাতে মমতা করি আছি পথ ভুলি।'
ঈ—ঈশ-কথা কর্ণপুটে কখন না তুলি,
ঈদৃশ স্বভাবে আমি দিবানিশি জ্বলি।
উ—উদাম নাহিক মম শ্রীহরিভজনে,
উদর ভরণে চেষ্টা আছে নিশিদিনে।
ঊ—ঊরুস্তম্ভা ন্যায় আছি বাঁচিয়া জীবনে,
ঊষর হৃদয় মম বিষয়-চিন্তনে।
ঋ—ঋষি-বাক্য না শুনিনু দেহের গুমানে,
ঋতিঙ্কর উপদেশ ত্যজিনু যতনে।
ৠ—ৠকার বাণী মম না পাশে শ্রবণে,
বেদ-ভগবৎ-বাক্য জানিব কেমনে?
এ—এড়াইতে না পারিব শমনের হাতে,
একাকী যাইতে হবে সুদুর্গম পথে।
ঐ—ঐহিক ঐশ্বর্য্যে কভু না পারে রাখিতে,
ঐকান্তিক শরণ বিনা শ্রীগুরু-কৃষ্ণেতে।
ও—ওষ্ঠাগত প্রাণ যবে হইবে আমার,
ওঝা-বৈদ্য বন্ধু আদি হইবে অসার।
ঔ—ঔষধ কেবল 'নাম' কবে জানিব সার,
ঔদার্য্যবিগ্রহ গুরু কৃপাপারাবার।

জীবে বা নহে, জীবে দয়া

(শ্রীঅপর্ণা দেবী লিখিত)

বিশ্ব-মানবের আশ্রয়তীর্থ, শ্রীনাম-কীর্ত্তনস্থলী শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিপুল বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দেহমনোধর্ম্মী-জীবী অনেকেই বর্ত্তমান সময়ে প্রশ্ন করেন যে, 'সমসাময়িক অন্যান্য সেবকসঙ্ঘের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে জীবসেবার বন্দোবস্ত আছে কি না? দেশবাসীর স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টাতে মঠবাসিগণের প্রকৃত সহানুভূতি আছে কিনা? তথায় রোগ-ক্ষিপ্ত জনের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বন্যাপীড়িত জনমণ্ডলীর অভাব মোচন এবং প্রবলকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত দুর্ব্বল শ্রমিকগণের সুখ সুবিধা ও শিক্ষাবিধানের জন্য আন্তরিক আগ্রহ তাঁহাদের প্রতি কার্য্যে পরিলক্ষিত হয় কি না?

জনসাধারণের পার্থিব উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ আরও বলেন,—'সমগ্র দেশ আজ পরাধীনতার গুরুভারে অবসন্ন, সন্তান-ক্লেশবিধুরা দেশজননীর বক্ষে আজ গভীর মর্ম্মন্তুদ ক্ষতব্যথা। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অভাব, স্বাধীনতার অভাব প্রভৃতি সহস্র সহস্র অভাব বিকট-দর্শন দানবের মত সমগ্র দেশের আর্ত্ত জনসাধারণের বুকের উপর তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে। বর্ত্তমানে দেশ বড়ই বিপন্ন, দেশমাতৃকার সন্তানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না। সমস্ত প্রকার অভিযোগের মূল কারণ পরাধীনতা শৃঙ্খল যখন দূরীকৃত হইবে, তখন আমরা সকলেই নির্ভাবনায় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইতে পারিব। এক্ষণে আমরা দেশবাসী প্রত্যেককে

জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করি। আমরা প্রথমে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা চাই, আর চাই স্বাধীনতার মুক্তবায়ুতে পরিবর্দ্ধিত আনন্দপূর্ণ উজ্জ্বল পরমায়ু। যাঁহারা দেশবাসীর এই প্রকার নবীন জীবন লাভের সহায়তা করেন, দেশস্থ যে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান সমগ্র বুদ্ধি, বাক্য, অর্থ ও দৈহিক বলের দ্বারা জনসেবা করেন, তাহাকেই আমরা শ্রদ্ধা করিব, মান্য করিব, প্রীতির অর্ঘ্যাঞ্জলীদানে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিব।'

দেশহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গের এসকল বাক্য যে গতানুগতিক জনসমাজের মনোভাব-জ্ঞাপক, তদ্বিষয়ে বোধ হয় অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া সাময়িক প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনকেই চরম প্রয়োজন জ্ঞান করিতেছি, বিবর্ত্তবাদের একনিষ্ঠ উপাসক আমাদের নিকট দেহ ও মনই সর্ব্বস্বধন, তাই, নিত্যধন লাভের যথার্থ উপায় আত্মবৃত্তির অনুশীলনে বহির্ম্মুখ আমাদের বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই। স্বরূপ-বিস্মৃত আমরা দেহ মনোহতীত চেতন বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান-চিত্ত বলিয়াই অশেষবিধ অভাবসমূহকে বহুমানন করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আর সেই নিমিত্তই দেহমনের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাইবার জন্য নিয়ত নূতন নূতন অভাবের আবাহন করিতেছি মাত্র। যাঁহারা আমাদের স্থূলদেহের অথবা দশেন্দ্রিয়াধিপতি মনের অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা 'জন-সেবক' আখ্যায় অভিহিত করি, এবং তাঁহাদের এই যে সাময়িক ক্লেশ-মোচন-চেষ্টা, এই প্রাকৃত চেষ্টাকেই দয়াবৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের অনন্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা এ ক্ষণিক সাহায্যে দূর হয় কি? দেহ মনের প্রীতি-সাধনই কি যথার্থ পরোপকার? জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মফল-জর্জ্জরিত, ভবব্যাধি-পীড়িত জনমণ্ডলীর মর্ম্মভেদী হাহাকার কোনও কর্ম্মশ্রেষ্ঠ নিত্যকালের নিমিত্ত দূরীকৃত করিতে পারেন কি? নিত্য অভাবপিষ্ট জড়পিপাসাতুর দেহ-মনের রাক্ষসী ক্ষুধা মিটাইবার মত কোনও অপার্থিব অমৃতনিধি প্রাকৃত জনসেবকগণের ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে কি? হায়! আমাদের ক্ষুধার্ত্ত দেহ মনের অধিষ্ঠাত্রী কামনা-পিশাচীর অসত্তুষ্ট নিবারণের জন্য জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপিয়া কতই না প্রাণপাত যত্ন করিলাম; তবে এ পিপাসা দূর হয় না কেন? দৈহিক ব্যাধি শান্তির জন্য তো ঔষধ সংগ্রহের শিথিলতা নাই, তবে পুনঃ পুনঃ পীড়াক্রান্ত হই কেন? দেশবাসীর অন্নকষ্ট নিবারণ জন্য অর্থ নৈতিক বিধি পরিবেষ্টিত আলোচনা সমিতিরও অভাব নাই, তবে আবার দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া-পাত হয় কেন?

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও স্পর্শে-ন্দ্রিয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আজীবন কত ব্যাকুলভাবে ভ্রমণ করিতেছি, বাক্য ও উদরের ক্ষুধা মিটাইবার জন্যও সর্ব্বক্ষণই প্রমত্ত হইয়া রহিয়াছি, তবে অজস্র প্রকার অতৃপ্তির বিভীষিকা প্রতিমুহূর্ত্তে আমা-দিগের ভীতি উৎপাদন করে কেন?

যাঁহার প্রকৃত প্রচেষ্টায়, যাঁহার স্বতন্ত্রতাপূর্ণ দয়াপ্রকাশে, বিভিন্ন জর্জ্জরিত জীবকুল, অনন্ত দুঃখ-দৈন্যপূর্ণ জন্মমরণ-মালার দৃঢ়পাশ হইতে উদ্ধার পাইয়া, পরিপূর্ণ আনন্দ নিকেতন স্থান পাইয়াছেন, এরূপ কোনও প্রকৃত শক্তিমান কর্ম্মবীরের যশোগাথায় বিশ্বের ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল হইয়াছে কি?

আমাদের অনেক ভ্রাতা ভগিনীই প্রাকৃত জন-সেবাকে চরম আদর্শরূপে স্থাপন করিয়া, উহার অনুশীলনকারী সেবকসঙ্ঘকে প্রকৃত [illegible], পরোপকারী সুহৃৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। যাঁহারা আমাদের জড় দেহমনের সাময়িক অভাব মোচনের জন্য [illegible], তাঁহারাই একমাত্র [illegible]? তাঁহাদের প্রাকৃত দয়াই কি যথার্থ জীবে দয়া?

(ক্রমশঃ)

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে

মহামহোৎসব

(কটক হইতে প্রেরিত)

আজ কি এক অজানা ভাবে মঠসেবকগণ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছেন। পর পর দুই দিন উপবাস, কিন্তু কৈ, কাহারও ত কোন অবসাদ দেখিতেছি না। না জানি কোন রস পান করিয়া তাঁহারা আজ এত প্রফুল্ল। বালকগণেরই বা কি আনন্দ, তাহারা স্নান, আহার ভুলিয়া নানাবিধ কারুকার্য্যে মঠগৃহ সজ্জিত করিতেছে। সাজাইয়া তাহাদের যেন মন প্রাণ পুরিতেছে না। এত দ্রব্য সম্ভারই বা কে পাঠাইতেছে, মঠভাণ্ডার যে ভরিয়া গেল।

অপরাহ্ণে মধুর মৃদঙ্গ তাথৈ রবে বাজিয়া উঠিল। শ্রীপাদ গদাধর ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই মহা আনন্দে যোগ দিলেন।

কলেজে পুরাতন ছাত্রসম্মিলনী হওয়ায় মনে হইয়াছিল, আজ বুঝি তেমন লোক-সমাগম হইবে না, কিন্তু কৈ, সে উৎসব যেন এ উৎসবের কোন অঙ্গহানি করিতে পারিল না; চারিদিক হইতে বহু বিশিষ্ট শিক্ষিত গণ্যমান্য ভদ্রলোক আসিয়া যোগ-দান করিলেন; ডেপুটি শ্রীযুক্ত লোক-নাথ ভট্টনায়ক, উকীল শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত অন্তর্যামী দাস, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় একাউণ্ট্যাণ্ট, শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিমলবিহারী রায়, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ প্রামাণিক বি, এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দত্ত বি, এ, য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট একাউণ্ট্যাণ্ট শ্রীযুক্ত শশধর গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অপরাহ্ণ সংকীর্ত্তনের পর সন্ধ্যা আরাত্রি-কের মধুর শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আরাত্রিকের পর শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে একটি বিশেষ অধিবেশন হইল। সংকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ গদাধর ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা পাঠ করেন এবং তাঁহার লীলার প্রধান দুই কার্য্য 'পাষণ্ডদলন ও ভক্তিপ্রচারণ' বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। তদন্তে তিনি গৃহস্থ ভক্তদিগকে আজ এই মহান দিবসে হরিকথা কীর্ত্তনের সুযোগ দেওয়ার মানসে শ্রীপাদ সুদর্শন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বিলাস-বিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ নারায়ণ দাসাধিকারী এম, এ, ভক্তি-সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়গণকে এতৎ-প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন।

শ্রীপাদ সুদর্শন দাসাধিকারী ভক্তি-শাস্ত্রী মহাশয় সংক্ষেপে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বিবৃত করেন এবং শ্রীগুরুতত্ত্ব শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ আশ্রয় ব্যতীত শ্রীভগবানের কৃপা-লাভের সম্ভাবনা নাই এই বলিয়া উপসংহার করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসা-ধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—শ্রীপাদ সুদর্শন প্রভু ত আমাদের উদ্ধারের উপায় বলিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের উদ্ধারের যে কোন প্রয়োজন আছে, তাহা ত আদৌ বোধ হইতেছে না। কারণ আমাদের খাওয়া, দাওয়া, থাকা, ইন্দ্রিয়তর্পণ, যেটী আমাদের একান্ত প্রয়োজন, সেটী ত বেশ অবাধে চলিয়া যাইতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর সেবা করিয়া তাহার কোন যে একটা সুবিধা হইবে, তাহা ত আদৌ মনে হইতেছে না, বরং দেখিতে পাই, যাহারা নিত্যানন্দ প্রভুর সেবায় একান্ত অনুরক্ত, তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমরা ভালই আছি, তবে আর একটা নূতন কেন করিব? যখন অভাব নাই, তখন প্রয়ো-জনও নাই।

বাস্তবিকই কি তাই? আশা করি, প্রত্যেকেই দেখিবেন, কেন আমরা ত্রিতাপ দ্বারা ক্লিষ্ট হইতেছি? কি ধনী, কি দরিদ্র, কি রাজা, কি প্রজা, কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল—সকলের কি আমরা এই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিতাপে ক্লিষ্ট নহি? সুখ, সুখ করিয়া এক আশা-মরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান হইতেছি বটে, কিন্তু বাস্তবিকই কি সুখ পাইতেছি। যাহাতে সুখী হইব ভাবিতেছি, তাহা প্রাপ্তে কি প্রকৃতপক্ষে সুখী হইতেছি? বোধ হয় আমরা সকলেই এ বিষয়ে এক মত। তাহা হইলে বুদ্ধি-মান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে কি এই অভাবের রাজ্য হইতে স্বভাবের রাজ্যে ফিরিয়া যাওয়া?

বর্ত্তমানে আমরা দেহ ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ। দেহ ও মন অনিত্য বস্তু, সুতরাং তাহাদের প্রয়োজন সাধনে তৎপর হওয়ায় আমরা নিত্য সুখের সন্ধান পাইতেছি না। তাহা হইলে আমাদের নিত্য বলিতে কি? গীতা বলিয়াছেন দেহ, মন ও আত্মা—এই তিনটীর মধ্যে একমাত্র আত্মাই নিত্য। সুতরাং আমাদের আত্মার প্রয়োজন যে কি, তাহা অনুসন্ধান করিলেই আমরা নিত্য সুখের সন্ধান পাইব। শাস্ত্র বলেন, অণুর কর্ত্তব্য বৃহত্তর সেবা করা—মায়া-বিক্রমাধীন অণুচিৎ জীব স্বীয় শক্তি-বলে বিভুচিৎ শ্রীভগবানের সন্ধান পাইতে পারে না। তাই সেই পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ জীবের দুঃখে কাতর হইয়া তাঁহার সেবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহাধামে সদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সদ্গুরু—শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন, সুতরাং তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত জীবের চরম ও পরম কল্যাণ লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই।

তৎপরে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভু দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্বোক্ত উভয় বক্তার বক্তৃতা বিশ্লেষণমুখে গভীর গবেষণামূলক দুইঘণ্টাব্যাপী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সংকীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

সভান্তে প্রায় ৩০০ শতের উপর নরনারী প্রসাদ সম্মান করিয়া রাত্রি প্রায় ১১॥০ ঘটিকার সময় মহানন্দে গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
যুক্তিমাহুর্ব্ব গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা)
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশত ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৫৲
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাজ (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৮০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১০
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অক্ষয়জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সঙ্ঘপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সসঙ্ঘসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-এ স্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

( ) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপ্য নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণ প্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীস্বাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধা[illegible]চরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

শ্রীহরিনাম চিন্তামণি

শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, শ্রীগুরু-শিষ্য ও অন্যজনের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বেদোক্তি ও কল্পকালের ভেদ, ইতরাধিকরণ, অদ্বৈতবাদী শুষ্ক ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধ স্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগুরুর অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান রক্ষা বা আত্মার স্বাতন্ত্র্য-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শব্দমধ্যে সাধ্য অভিধেয় কারণ, সম্প্রদায় ভগবৎ-সোপান, শব্দবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সমাধান সাম্প্রদায়ের অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্বাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একখানি গ্রন্থপাঠের পর কোন পারমার্থিক বাক্যের তাৎপর্য্য অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরমগূঢ় ভক্তিবিষয় এত সরল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষা এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলদোষাশ্রয়ী-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার পুনিঃপুনঃ পড়া, কণ্ঠাবার টীকাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিনাট, মন্ত্র, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ৩ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমনঃশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সুন্দর বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আরাধ্য—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সাধারণ করিবার নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি মনোহর শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় যেরূপে যেমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীগুরুপ্রণতি

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে গৌরাঙ্গের যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ পদ্ধতি ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ঈট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীসনাতনপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাঙ্গোপাঙ্গকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রের বাবতীয় শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও বিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

ভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! . . . সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইপার্ক্লোরোকুইনিন্ আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেকশন করিলে একটি বা দুইটী ইঞ্জেকশনের সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৩ হইতে ১২টী ইঞ্জেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইণ্ড-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল লেবরেটারীতে

২৯১ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্তুতি-গ্রন্থাবলী:—

শ্রীগুরুপ্রণতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনন্তাবস্তু লইয়া—উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্বন্ধাভিধেয়রূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ হইতে সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কাহাকে আশ্রয় করিলে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাষায় লিখিত। এই স্তুতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইহা সকলকে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন-

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আধুনিক ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক বেদনা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাধাম নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

দীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-রঙ কালীতে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা—শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ দর্শনে ভাবুক হৃদয়কারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। আট চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগৌরস্তবন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বকণ্ঠনিঃসৃত সুনিষ্ঠাসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুসংগীত গীতাবলী মূল্যাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীর পাঁচন

সর্ব্ববিধ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

হেডঅফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকায় যত ও বাজীকরণে, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অম্বিমা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মাদুর সঞ্জীবনী" পুরুষত্বহানি রোগে বাজীকরণের দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ শিশি ১৲ টাকা।

"সুখশর্ব্বরিলাসিনী বটিকা" বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

ম্যানেজার আয়ুর্ব্বেদ-প্রকাশী, বেঙ্গল-রাজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৬৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

ক্রমের ও স্নায়ুতন্ত্রের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, গোটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সত্বরে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্থাপিত সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি কোন মৃত মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ পাতুরোগ, আয়ুর্বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধাতুস্রব, শিরঃ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কাঁচপুর, পার্কসার্কাস পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখান আমাদের ৮৮ নং এলবার্ট প্লেস্ হইতে ২য় ষ্ট্রীট হইয়া ৪নং হইবে—ডাঃ মুক্তকাশী এম্‌চারী ডাক্তি কুইন এল, এম, এস, কর্ত্তৃক ম্যানেজড্

"শ্রীধাম"
টেলিগ্রাফ—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

...বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর - ২৬শে ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩৭, ১০ই মার্চ্চ, ১৯৩১

আপোষ সম্পর্কে গান্ধীজী

পূর্ণ স্বরাজ সম্বন্ধে গান্ধীজীর উত্তর

জনসভায় গান্ধীজীর বক্তৃতা

গান্ধী-আরউইন আপোষের ফলে কর্ম্মিগণ কারামুক্ত

আপোষ শান্তি নহে

গান্ধী-আরউইনের মীমাংসা—মিঃ জিন্নার অভিমত

লর্ড আর্ণোল্ডের পদত্যাগ

ভারতীয় রাষ্ট্রপরিষদ সম্বন্ধে আলোচনা

বে-আইনী প্রতিষ্ঠান

নানা কথা

পূর্ণ স্বরাজ সম্বন্ধে গান্ধীজীর উত্তর

কতিপয় সংবাদপত্রসেবীর প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী পুনরায় কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "পূর্ণ স্বরাজের অর্থ পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন। পূর্ণ স্বরাজ বলিতে ইংলণ্ড কিম্বা অন্য যে কোন দেশের সহিত বিচ্ছেদ বুঝায় না। পরস্পরের মঙ্গলের জন্য এবং নিজ ইচ্ছামত অন্যের সহিত সম্পর্ক স্থাপন—পূর্ণ স্বরাজে শুধু ইহাই বুঝায়। ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিলেও সেই অবস্থার সহিত পূর্ণ স্বরাজের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকিবে কিন্তু সে অবস্থায় ইংলণ্ডের সহিত আমাদের যে অংশীদার সম্পর্ক হইবে তাহা সম্পূর্ণ সাম্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

আপোষ সম্পর্কে গান্ধীজী

গত ৭ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেন, করাচী কংগ্রেসে তিনি আরউইন-গান্ধী আপোষ অনুমোদিত করাইবেন। কিন্তু উহা যদি দেশবাসীর গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে দেশবাসিগণ ওয়ার্কিং কমিটীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে পারিবেন এবং নিজেরা কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

দিল্লীর জনসভায় গান্ধীজীর বক্তৃতা

মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহু লোক দলে দলে গান্ধী গ্রাউণ্ডে সমবেত হইয়াছিল। ডাঃ আনসারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ সমভিব্যাহারে মহাত্মাজী অপরাহ্নে চারি ঘটিকার সময় সভাস্থলে উপনীত। মৌলানা সওকৎআলি উপস্থিত না হওয়ায় মহাত্মাজী দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন মতবিরোধ থাকিতে পারে কিন্তু তিনি যে বড় ভাই। অতঃপর তিনি হিন্দু মুসলমান একতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া বলেন, হিন্দু মুসলমান মিলন ব্যতীত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান নিরর্থক হইবে। এইজন্য তিনি সকলের, বিশেষ করিয়া মহিলাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, মহিলারা এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন—তাঁহারা তাঁহাদের বিবদমান স্বামী, পিতামাতা পুত্রগণকে বলিতে পারেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের জন্য রন্ধন করিবেন না—তাঁহাদিগকে উপবাসী থাকিতে হইবে। হিন্দুরা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়; সেই হেতু তাহাদের উপর সদয় হওয়া উচিত, কারণ দরকষাকষি বেণিয়াদের স্বভাব।

লাল ইস্তাহারসমূহ সভাস্থানে বিতরিত হইতেছিল। তাহাতে আপোষের নিন্দা করা হইয়াছিল; এবং "তরুণ ভারতের" স্বাক্ষর ছিল। মহাত্মাজী লাল ইস্তাহার সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে একটু ধৈর্য্য ধারণ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন সন্ধির সর্ত্ত ও ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশসমূহ যথারীতি পালিত হইলে তাঁহারা গাড়োয়াল সৈন্যদিগকে ও ভগৎসিং প্রভৃতির প্রাণদণ্ড রহিত করিতে পারিবেন। "তরুণ ভারত" যদি হিংসার পথে স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে একটী ভগৎসিং নহে, সহস্র সহস্র ভগৎসিংকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

উপসংহারে মহাত্মাজী বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন, হিন্দু মুসলমান মিলন, খদ্দর প্রচার ও মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য আবেদন করেন।

বিবিধ সংবাদ

গান্ধী-আরউইন আপোষের ফলে কর্ম্মীদের কারামুক্তি

লাহোর

শ্রীমতী লীলা রাণী কুমারী, ভূপতী কুমারী, মিস স্বদেশ কুমারী প্রমুখ ৩৭জন মহিলা গই মার্চ্চ লাহোর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। দিল্লীর আপোষ-মীমাংসার ফলেই তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য বন্দীগণকেও শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া হইবে।

বোম্বাই

দিল্লীর আপোষ নামা অনুসারে ৭ই মার্চ্চ সকালে বেলায় মেসার্স মেহের আলী, মুলরাজ, কুশলদাস, মেনন এবং 'এ' ও 'বি' শ্রেণীর আরও ২০ জন বন্দী আথার রোড জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

পুণা

৭ই মার্চ্চ গান্ধী আরউইন আপোষের ফলে সকালে যারবেদা জেল হইতে প্রথম দল মহিলা রাজবন্দিনীকে মুক্তিদান করা হইয়াছে। এই দলে ৬৫ জন মহিলা ছিলেন। জেলের সম্মুখে এক বিরাট জনতা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা মহাত্মাজীর স্বাস্থ্যনিবাসে দুই মিনিট নীরবে দাঁড়াইয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহারা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং পরে পুণা কংগ্রেস কমিটী প্রদত্ত এক লরীতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন।

শুনা যায় আরও চারিশত আসামীকে মুক্তিদান করা হইবে।

বোম্বাইয়ে যে ২৬ জন রাজবন্দী আথার রোড জেলে আবদ্ধ আছেন, তন্মধ্যে কয়েকজন সময় পরিষদের সভ্যা সম্পর্কে মিঃ মুকুন্দ চাঁদ বায়ন দাস, মেহের আলী, কে, কে মেনন, শ্রীযুক্ত যমুনা দাস, দ্বারকা দাস, ডাঃ এস, কে সিন্হা এবং শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর দিক্ষীত প্রভৃতি উক্ত ৩৬ জন আসামীও মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

মাদ্রাজে ১১২ জনের মুক্তি

গত কয়েক দিনের মধ্যে সিকেটিং কেসে যে সকল ১১২ জন আসামীকে পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল সরকার পক্ষ মামলা প্রত্যাহার করায় ইহাদিগকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

'আপোষ শান্তি নহে'

যে ফল ষ্টেণ্ট একদল সেবক লইয়া দর্শনার পথের কাজ আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লী গিয়াছিলেন।

গান্ধী-আরউইন আপোষ সম্পর্কে তাঁহার মত জানিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা হইলে তিনি বলেন, উহা আপোষ শান্তি নহে। অনেকেই ধারণা যে বর্ত্তমানে স্বরাজের সমস্ত দাবীই মানিয়া লওয়া হইবে কিন্তু বর্ত্তমানে আপোষ কেবল জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য।

ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের একত্রিত হইবার উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

বোম্বাইয়ে ইস্তাহার

বোম্বাই সরকার বিভাগের ডিরেক্টর সম্প্রতি এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন, পুণের ইস্তাহার দ্বারা যে সকল মহিলা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীগণকে মুক্তি দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল তাঁহাদিগকে গত ৮ই মার্চ্চ সকালে যারবেদা জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় অন্য স্থানের সকলকেই মুক্ত দেওয়া হইবে অবশ্য যে সকল রাজনৈতিক বন্দীকে সহরের জেল হইতে মুক্ত দেওয়া সম্ভব হয় নাই, তাহাদিগকেও গত মার্চ্চ সকালে মুক্ত দান করা হয়।

গান্ধী আরউইনের মীমাংসা
মিঃ জিন্নার অভিমত

"ডেইলীমেলে" এক সংবাদে প্রকাশ মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, "গান্ধী ও আরউইনের মধ্যে যে মীমাংসা হইয়াছে তাহার সর্ত্তগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম। ইহার বেশী আর কিছু যদি কংগ্রেসের দাবী করিবার না ছিল, তাহা হইলে পুণে যখন নিরস্ত্র হইয়াছিলেন তখনই মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে এরূপ মীমাংসায় ঘোষণা করা উচিত ছিল। সে যাহাই হউক, দেরিতে হইলেও কংগ্রেসের সহিত মিটমাট ভালই হইয়াছে।

কারাগৃহের রাষ্ট্রবন্দী নির্দ্ধারণে কংগ্রেস সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন, ইহাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি। এই সঙ্গে আমি বড়লাট ও আরউইনকেও অভিনন্দিত করিতেছি, তিনি যে সাহসের করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। মোটের উপর তিনি মহাত্মাজীর সন্দেহ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখন যদি মহাত্মা গান্ধী হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন তাহা হইলে তিনি এ পর্য্যন্ত যত কাজ করিয়াছেন, তদপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করিতে পারিবেন।

লর্ড আর্ণোল্ডের পদত্যাগ

শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের "পে মাষ্টার জেনারেল" লর্ড আর্ণোল্ড পদত্যাগ করিয়াছেন এই উপলক্ষে তিনি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায়, শারীরিক অসুস্থতার জন্যই তিনি এমময়ে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

লর্ড আর্ণোল্ড আরও জানাইয়াছেন যে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট যখন গঠিত হইয়াছিল তখন লর্ড সভায় বক্তৃতা করিতে সক্ষম সদস্যের সংখ্যা বেশী ছিল না। শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকে একদিন সাহায্য করিবার জন্যই তিনি তখন লেবার পীয়ার জেনারেলের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সেই অভাব দূর হইয়াছে।

পরিশেষে লর্ড আর্ণোল্ড বলিয়াছেন তিনি এখন হইতে অবাধ রাজনীতি ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিবেন এবং শ্রমিক দলের একজন সাধারণ সভ্যরূপে যতদূর সম্ভবপর গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ
বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা

গত ৭ই মার্চ্চ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা হয়।

শ্রীযুক্ত সি, কে, দত্ত বলেন, চিনি ও কেরোসিনের উপর শুল্ক বৃদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিয়া গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে এত অধিক পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্য আমদানী হইয়াছে যে পরে উহা হইতে শুল্ক কমই পাওয়া যাইবে উপসংহারে তিনি বায়সঙ্কোচ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন।

শ্রীযুক্ত মেটা বলেন, মহাত্মা গান্ধীর বয়কট আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে এই বাজেট হইয়াছে। কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন যে, আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির ফলে আমদানী হ্রাস ও আয় কম হইবে আবার দুর্ভিক্ষের ফলও তাহাই হইবে ইহার অধিকাংশই নির্দ্দিষ্ট মাহিনা সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে দিতে হইবে—ব্যবসায়ীদের আয় কমিয়া যাওয়ায় তাহাদের নিকট হইতে আশানুরূপ আয়কর পাওয়া যাইবে না। স্যার বাজপেয়ী জগদীশ প্রসাদ গবর্ণমেণ্টকে সামরিক বিভাগের ব্যয় কমাইতে অনুরোধ করেন। তিনি উচ্চ বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইবার জন্য বলেন। তিনি আরও বলেন যে চিনির উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির ফল ভাল হইবে, কারণ, তাহাতে দেশীয় চিনি শিল্প সংরক্ষিত হইবে, মদের উপর শুল্কও বাড়ান হইয়াছে, কিন্তু কেরোসিনের উপর শুল্ক বৃদ্ধির ফলে দরিদ্রদের কষ্ট হইবে।

স্যার দীনশা ওয়াচা আয়কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেন।

স্যার জর্জ্জ শুষ্টার বিভিন্ন বিষয়ে উত্তর দিবার পর রাষ্ট্রীয়পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী থাকে সোমবার আবার অধিবেশন হওয়ার প্রস্তাব হয়।

বে আইনী প্রতিষ্ঠান

শনিবার অপরাহ্ণ কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ, যে লোটাশের বলে, মেদিনীপুর জিলার, মেদনীপুর জিলা আদেশ অমান্য পরিষদ, তমলুক আইন অমান্য সমিতি, ঘাটাল আইন অমান্য সমিতি, কাঁথি আইন অমান্য সমিতি, বঙ্গীয় কংগ্রেস সমর পরিষদ তরফে বঙ্গীয় কর্ম্ম পরিষদ, নারী সত্যাগ্রহ সমিতি, বড় বাজার কংগ্রেস কমিটী, বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ, আরামবাগ আইন অমান্য কমিটী তরফে বঙ্গের ডাঙ্গল কংগ্রেস আফিস সমূহ ফৌজদারী সংশোধিত দণ্ডবিধির দ্বিতীয় অংশ অনুযায়ী বে আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। সপরিষদ গবর্ণর ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ তারিখ বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

ঢাকা পুলিশের কর্ত্তাবদলে মিঃ কটাম্

গত আগষ্ট মাসে মোডকেল ছাত্রদের মেসে ধুম্রাবহার করার সম্পর্কে ঢাকা সহরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কটামকে কিছুদিন পূর্ব্বে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। তাহাকে আবার ঢাকায় আনা হইয়াছে বোম্বেদাবিভাগের আরেক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে তিনি মিঃ ডাক্ বিল্ডের স্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ ডাক্‌মিল্ড কলিকাতার ডেপুটী কমিশনার মিঃ গর্ডনের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

: : —

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা

গত ২১শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ১০॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার সপ্তত্রিংশদ্বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর বন্দনা করিয়া শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু "কবে হবে বল সেদিন আমার"—এই উদ্বোধন সঙ্গীতটী সুললিত স্বরে মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পঞ্চতীর্থ শ্রীযুত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুদর্শন-বাচস্পতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব করেন যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অদ্যকার সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করুন। সভার পক্ষ হইতে বরিশাল-নিবাসী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয় সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অতঃপর প্রভুপাদ সভাপতির আসন গ্রহণের পূর্ব্বে দৈন্যমুখে বলেন,—শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণীসভার অধিবেশনে সভাপতি হবার যোগ্যতা আমার নাই। বিশেষতঃ ধামপ্রচারকার্য্যে কোন প্রকার যোগ্যতাই আমার নাই। সভাপতি অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত নাই। কেউ একজন সভাপতি অবশ্যই হ'বেন। কাজেই "ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো" বিচারে যদি আমার উপর ঈদৃশ গুরুভার ন্যস্ত হয়, তবে "মাত্রা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচারে আমি আসন গ্রহণ কত্তে বাধ্য হলাম। আজকার সভায় গত বৎসরের শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধিবেশনবিবরণী পাঠ হবে। কিন্তু সভার সম্পাদক মহাশয় কোন অনিবার্য্য কারণে আজকে উপস্থিত হ'তে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য তিনি টেলিগ্রাম দিয়ে ত্রুটী মার্জ্জনা ভিক্ষা চেয়েছেন। সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতিতে গত বৎসরের অধিবেশন-বিবরণীর পাঠ-কার্য্য গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সম্পাদন করুন

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে একটী মালা পরাইয়া দিলে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বৎসরের অধিবেশন-বিবরণী পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সভার পক্ষ হইতে স্বধামগত শ্রেষ্ঠাধ্য শ্রীপাদ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতীমহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কলিবৈরী বেদান্তভূষণ, শ্রীপাদ রাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী মহোদয়গণের জন্য বিরহ প্রকাশ করেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীধাম-সেবা ও শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে বিবিধভাবে আনুকূল্য করায় সভার পক্ষ হইতে বহু ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, উপাধি প্রদান এবং প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পারিতোষিকাদি প্রদান করা হয়। তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর সভাপতিপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ একটী অভিভাষণ প্রদান করিলে নাম-সংকীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য পরীক্ষা

গত শে ও ২১শে ফাল্গুন বুধবার ও বৃহস্পতিবার দিবসে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরে সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য ও ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা হইয়াছে। পরীক্ষার প্রশ্নাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য-পরীক্ষা

পূর্ণ সংখ্যা—১০০, কাল—১৫ দণ্ড

১। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের অর্থ লিখুন —১৫

(ক) শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন, (খ) উজ্জ্বল রস, (গ) অচিন্ত্যভেদাভেদ, (ঘ) প্রাকৃত-সাহজিক, (ঙ) কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি।

২। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের পরস্পর বৈশিষ্ট্য কি? ১৫

(ক) শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, (খ) বৈকুণ্ঠ ও মায়া; (গ) স্মার্ত্ত ও পরমার্থী, (ঘ) আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজ-ভক্তি; (ঙ) কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরোদকশায়িবিষ্ণুতত্ত্ব।

৩। নিম্ন শব্দসমূহের পরস্পর সামঞ্জস্য কি? ১৫

(ক) অজের জন্ম, (খ) প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ও মানসী সেবা; (গ) অধ্যায় ও অপ্রাকৃত; (ঘ) মুখ্য নাম ও বৃক্ষেতর নাম; (ঙ) নির্জ্জন ভজন ও কীর্ত্তন

(৪) জগতের বিভিন্ন আচার্য্যগণ হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কোথায়? ১২

(৫) নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায়? ১০

(ক) পাপনাশন, (খ) ব্রহ্মসংহিতা-সংগ্রহের স্থান, (গ) বদরিকাশ্রম, (ঘ) শুকরতল, (ঙ) সম্বল, (চ) রামানন্দ মিলনস্থল, (ছ) গোকর্ণ, (জ) পিতৃলোক, (ঝ) মায়াবাদীর প্রাপ্য, (ঞ) কর্ম্মীর প্রাপ্য।

৬। বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা ও জাগতিক উন্নতির কামনা—এতদুভয়ের ভেদ কোথায়? তৃতীয় সংস্কার নামগ্রহণের আবশ্যকতা কি? বৈষ্ণবোচিত দৈন্যমুখে কৃপাপ্রদত্ত ভক্তিসূচক সংজ্ঞা গ্রহণ করা বিধেয় কি না? ১২

৭। নিম্নলিখিত ভক্তগণের পাঞ্চরাত্রিক বা ভাগবত অধিকার? ১০

(ক) রামার্চ্চনচন্দ্রিকার সংগ্রহীতা, (খ) রামানন্দ রায়, (গ) ছলারি মৃসিংহাচার্য্য, (ঘ) রসিকানন্দ, (ঙ) লৌকিক গোস্বামি উপাধিধারীগণ, (চ) বাসকৃষ্ণীয়-গণ, (ছ) ত্যাগি-সাধু মহান্তগণ, (জ) বৈখানস সম্প্রদায়, (ঝ) উপরিচর বসু, (ঞ) অপাক্তরতমা।

৮। বৈষ্ণবগণের পরমহংসাধিকার ও বর্ণাশ্রমাধিকারে যোগ্যতা কিরূপ? ১১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা-পরীক্ষা

পূর্ণ সংখ্যা—১০০, সময়—১০ দণ্ড

১। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের অর্থ লিখুন— ২০

(ক) উর্দ্ধ্বা কর্ম্ম, (খ) প্রকৃতি, (গ) উপনিষৎ, (ঘ) অন্ধ বিশ্বাস, (ঙ) মানবে দেবারোপবাদ, (চ) বর্ণাশ্রম, (ছ) চিদ্বিলাস, (জ) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, (ঝ) সাধুসঙ্গ, (ঞ) আরোহবাদ।

২। গুরু কত প্রকার? তাঁহাদের অধিকার কি কি? আহ্নিক ক্রিয়া ও তৎসম্পাদনে কি ফলোদয় হয়? ১৭

৩। যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য কাহাকে বলে? দ্বাদশ জন ভক্তশাস্ত্রকারের উদাহরণ দ্বারা যুক্তবৈরাগ্যের বিষয় বর্ণন করুন ১৩

৪। স্থান, নদী ও পাত্র নির্দ্দেশপূর্ব্বক মহাপ্রভুর ভ্রমণ বর্ণন করুন। ১৩

৫। নিম্নলিখিত ভক্তগণের বিষয় বর্ণন করুন— ১৫

(ক) ঈশান দাস, (খ) পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি, (গ) রসিকানন্দ, (ঘ) আনন্দ-তীর্থ, (ঙ) কূর্ম্মবিপ্র, (চ) অম্বরীষ, (ছ) শচীনন্দন, (জ) নয়নানন্দ, (ঝ) শঙ্করারণ্য, (ঞ) ঠাকুর হরিদাস।

৬। অর্চ্চন কাহাকে বলে এবং কি প্রকারে সাধিত হয়? অর্চ্চন-বিরোধী বিচারের প্রতিপক্ষে কি কি বলিবার আছে? ১৬

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

আমরা শুনিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম যে, বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরে আগামী ৩রা এপ্রিল ২০শে চৈত্র শুক্রবার 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' নামে এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুর অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। পূতসলিলা ভাগীরথীর সুনির্ম্মল মুক্ত বায়ু মায়াপুরের উন্মুক্ত ময়দানকে সর্ব্বদা স্নিগ্ধ করিয়া রাখে, এখানকার নলকূপের বিশুদ্ধ পানীয় জল মায়াপুর ও তৎসন্নিহিত পল্লীসকলের সর্ব্বদা স্বাস্থ্যবিধান করিতেছে। সনাতন ধর্ম্মের আচারপ্রচার-স্থল সর্ব্বজনবিদিত সুবিশাল শ্রীচৈতন্য-মঠের অবস্থান-হেতু এখানকার বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে নিত্য পরিপূর্ণ এবং আধুনিক জগতের কোনপ্রকার দুর্নীতি ইহাকে কলুষিত করিতে পারে নাই। অতএব এখানকার পারিপার্শ্বিকী অবস্থা, কোমলমতি তরুণবয়স্ক শিক্ষার্থিগণের চরিত্র-গঠন, ব্রহ্মচর্য্য সংরক্ষণ, পারমার্থিক শিক্ষা প্রভৃতি মনুষ্যত্বনিকাশের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অনুকূল। এইরূপ স্থলে উক্ত বিদ্যালয়ের সংস্থাপন বিশেষভাবে কাম্য এবং আমরা পরমহংস শ্রীশ্রীগোস্বামী মহারাজের শুভ-সঙ্কল্প সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি।

আমরা আরও জানিলাম যে, এই বিদ্যালয় অবৈতনিক হইবে এবং বিনাব্যয়ে ছাত্রগণের থাকিবার সংস্থান হইবে। সম্প্রতি শ্রীমায়াপুর গ্রামে বহু স্থানের বহু ভদ্রলোক আসিয়া বাস করিতেছেন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের সুশিক্ষিত চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে দাতব্য চিকিৎসালয়ও অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া শুনা যায়।

জীবসেবা নহে, জীবে দয়া

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

হায়! কি দুর্দ্দৈব আমাদের, অনাদি বহির্ম্মুখতারূপ মূল ব্যাধিটীর চিকিৎসা করিয়া যাঁহারা আমাদিগকে অপ্রাকৃত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যময় স্বভাবের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা একমাত্র বান্ধব, একান্ত হিতৈষী আত্মীয় জ্ঞানে সাদরে বরণ করিতেছি না; হরিপদবিহারিণী পূতঃ জাহ্নবীধারা আমাদের স্বাদু লাগিবে কেন! পূতি-গন্ধময় পঙ্কিল বিষগর্ত্তের বিষাক্ত জলেই আমরা আমাদের পিপাসার শান্তি করিব! কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত বিমল জৈবধর্ম্মের আচারবান সুষ্ঠু প্রচারক সর্ব্বাপেক্ষা সুবিজ্ঞ গৌড়ীয়গণ শুধু জড়ভোগাসক্ত প্রাকৃত দেহমনের সেবা করিয়া আত্মঘাতী ও পরঘাতী হ'ন না। যে পরোপকার-বৃত্তির প্রেরণায় তাঁহারা নিত্যমঙ্গল বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া বদ্ধজীবের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতেছেন, সর্ব্বপ্রকার জাগতিক অভ্যুদয়-কামনা পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত প্রকার দুঃখ ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া তাঁহারা যে পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই অপরিসীম জীবেদয়ার ও জীবদুঃখে যথার্থ সহানুভূতির স্বরূপটী পুঞ্জীকৃত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় না হইলে প্রাকৃত ধারণাপর চিত্তের গোচরীভূত হয় না। কর্ম্মজ্ঞান-অনাবৃতা শুদ্ধসেবা-ধর্ম্মের আচারনিষ্ঠ প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ শ্রীশ্রীমদাচার্য্যদেবের শ্রীচরণানুগত্যে পরিচালিত হইয়া সমগ্র সুপ্ত দেশবাসীর অর্গলবদ্ধ হৃদয়-দুয়ারে কিজন্য এত সজোরে করাঘাত করিতেছেন, তাহা যেদিন বুঝিবার সৌভাগ্য হইবে, সেই শুভদিনে আমাদের ভ্রাতা ভগিনীগণ শ্রীমঠবাসীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবার পরিবর্ত্তে, ভব-ব্যাধির একমাত্র সদ্বৈদ্য জ্ঞানে, সমস্ত দুঃখ ক্লেশের একমাত্র প্রতিষেধক মহৌষধি-বিতরণকারী বন্ধু জ্ঞানে, তাঁহাদের নিত্যকল্যাণপ্রদ উপদেশ-বাণীতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন। প্রকৃত পক্ষেই কি আজ অন্নের অভাব ও পরাধীনতার গুরুভারে নিপীড়িত বলিয়াই আমরা হরিভজনে আগ্রহান্বিত হইতেছি না? অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্য ও দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলেই কি আমরা শ্রীহরিনামে রুচিবিশিষ্ট হইতে পারিব? আমাদের অশেষবিধ অভাবের মূলকারণ আমাদের স্বভাবের অর্থাৎ স্বরূপের বিপরীত ভাবে আগ্রহ। স্বরূপের ধর্ম্মই কৃষ্ণদাস্য, মায়ার দাস্য জীবের স্বধর্ম্ম নহে।

অভাব শুধু বাহিরের নহে। প্রকৃত অভাব আমাদের অন্তরের কৃষ্ণ সেবাবৃত্তির। আমরা যদি প্রকৃত আত্মীয়গণের হিতবাণী শিরে ধারণ করিয়া সর্ব্ববিধ অভাবের মূলকারণ শ্রীহরিসেবা-বিমুখতারূপ প্রধান অভাবটী মোচন করিতে দৃঢ়চিত্ত হই তবে জাগতিক কোনও প্রকার বিঘ্নই আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না।

একনিষ্ঠ শ্রীহরিসেবাব্রতধারী নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস যখন পাষণ্ড যবনগণ কর্ত্তৃক বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতে প্রহৃত হইবার লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত বহির্ম্মুখ জগৎকে জীবন্ত নিষ্ঠার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় দেহ প্রাণ।
তথাপি না বদনে ছাড়িব হরিনাম॥"

কবে আমাদের জাগতিক অসুবিধা ও অভাবের ওজর আপত্তি পরিত্যাগ করিয়া নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিবার মত সৌভাগ্য উদয় হইবে? কবে সেই শ্রীপাদপদ্মশোভা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিবে।

ভুবনমঙ্গল হরিকথামৃতই নিত্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত আমাদের প্রাণরক্ষক অন্ন, শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা বা ভাগবতী শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা, হরিকীর্ত্তন-সেবাময়, আত্মার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ভক্ত-জীবনই যথার্থ আনন্দযুক্ত বাস্তব জীবন। আমরা যদি প্রকৃত জীবদুঃখী পতিতপাবন শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে পারি, সমস্ত স্বতন্ত্রতা পরিহার করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশু হইতে পারি, তবে শত সহস্র অভাব-বেদনাভরা এজগতের মধ্যে বাস করিয়া সর্ব্ববিধ অভাব অসুবিধাশূন্য স্বাভাবিক জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইব। ইহা ভিন্ন অন্য কোনও পন্থা নাই, যাহা অবলম্বন করিয়া দাবানল বেষ্টিত ইহজগতের অধীনতা পাশ ছেদন করিতে পারা যায়। কোন্ অধীনতা-শৃঙ্খল সর্ব্বক্ষণ বহির্ম্মুখ আমাদের বক্ষে নিদারুণ বেদনা দিতেছে? অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী আমরা জানিনা কে আমাদের ভাগ্য-বিধাতা। তাই, আশার মোহিনী-বাণী বলে,—ঐযে কর্ম্মী প্রবরের কর্ম্মপ্রচেষ্টা তোমাকে মুক্ত করিবে, যাও তাহার শরণাগত হও; কখনও বা আশা বলে,—জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষপ্রবরের চরণাশ্রয় কর, শৃঙ্খল মোচন হইবে। কখন ও বা নানাবিধ অন্যাভিলাষ উপস্থিত হইয়া মুক্তিকামী আমাদিগকে বঞ্চনা করে। মায়া লোক-বিমোহক বহুবিধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া প্রতিনিয়ত আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছে। সকলেই চাই শান্তি ও সখ, সকলেই চাহি স্বাধীনতার উদার স্পর্শ। পরশান্তিধনপ্রদাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দের করুণা ভিন্ন বিবাদধর্ম্মী জগতের ভাগ্যে কখনই প্রকৃত শান্তি ও স্বাভাবিক স্বাধীনতা মিলিবে না। আত্মীয় পরিজন-শূন্য নির্জ্জন কারাগৃহে বন্দী ব্যক্তির লৌহ-শৃঙ্খল অপসারিত করিয়া স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলে তাহার ব্যথার লাঘব হয় কি? আমরা সে অবস্থাকে দুঃখ-প্রদ জ্ঞানে প্রতিকার চেষ্টা করি, সে অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রার্থিত সুখপ্রদ অবস্থা উপস্থিত হইলেও প্রকৃত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব হয় না। আমাদের পরাধীনতার স্বরূপ—মায়ানুরক্তি। এই বিষম মায়া-সক্তি বশতঃই আমরা সুখদুঃখকে বহু-মানন করিয়া মোহগ্রস্ত হইতেছি। যে সুখের মোহিনীমূর্ত্তি আমাদের প্রার্থিত নিধি, সেই ক্ষণিক সুখের স্পর্শ লাভ করিলেও বঞ্চিত হইবার নিদারুণ শঙ্কা, যেন একটা অতৃপ্তির বিষাদগীতির মূর্চ্ছনায় হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে, অনাগত অবশ্যম্ভাবী দুঃখের করুণ সুর যেন সুখের উচ্ছ্বসিত প্রবাহের মধ্যেও অপূর্ণতার একটা আগমনীর সূচনা আনয়ন করে। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম মহাজন নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরু-দেব অনন্ত অভাবগ্রস্ত, মায়াপীড়াক্রান্ত, আমাদিগকে মায়াধীনতা হইতে উদ্ধার করিয়া, নিত্য স্বভাবের ও স্বাধীনতার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রোগ, শোক, তাপক্লিষ্ট আমাদিগকে শোক-মোহ-ভয়াপহ বৈকুণ্ঠবাণীতে সঞ্জীবিত করিয়া দিব্যচিন্তামণিধামে আশ্রয় প্রদানের জন্য আজ করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে প্রপঞ্চে পতিতপাবন লীলা প্রকাশিত করিয়াছেন। নিত্য দুর্ভিক্ষপীড়িত, কৃষ্ণশিক্ষাহীন জড়শিক্ষা-বিষে জর্জ্জরিত, এবং কর্ম্মজ্ঞানের দূষিত অস্বাস্থ্যে প্রপীড়িত বিমুখ আমাদিগকে অবিনশ্বর প্রাচুর্য্যপূর্ণ নিত্য সম্পদ্ দান করিবার জন্যই তাঁহার এ অমন্দোদয় দয়ার অজস্র বিতরণ।

পতিতের ঠাকুর নিতাইচাঁদ আজ বিপথগামী কলিহত জীবের হরিবিমুখতা-রূপ চরম দুর্দ্দশা দূর করত জীবকুলকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য, বিশ্ববাসী প্রতি অণুচৈতন্য বস্তুকে কৃষ্ণদাস্যরূপ চরম স্বাধীনতা প্রদানার্থে অমৃতের পসরা লইয়া সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পরমকারুণিক নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যদ্ভুত দয়া অপেক্ষাও অধিক দয়া অধিক জীব-হিত আর কেহ করিতে পারেন কি?

যাঁহারা মনে করেন, হরিকীর্ত্তনরূপ হরিসেবা বাদ দিয়া, তাঁহাদের স্বতন্ত্রতার সহযোগে তাঁহারা জীব-জগতের কিছু উপকার করিবেন, জনসেবা দ্বারা জগদ্-বাসীর কিছু সাময়িক দুঃখ দূর করিবেন, তাঁহারা একবার ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন, ঐপ্রকার পরোপকার-চিকীর্ষা দ্বারা প্রকৃত অভাবের মূলকারণটী উৎপাটিত হইবে কিনা।

যাঁহারা জীবের ক্লেশে যথার্থ ব্যথিত হইয়া অনাদি বহির্ম্মুখতারূপ মূল ব্যাধিটীর চিকিৎসা করিবার জন্য জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিতভাবে উপস্থিত হইতেছেন, তাঁহারা দয়াল নহেন, তাঁহাদের দয়ার অপেক্ষা প্রচুর দয়া প্রাকৃত শক্তির দ্বারা বিতরিত হইতে পারে, সমগ্র দেশবাসীর এই প্রকার অস্বাভাবিক ধারণা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই নিত্যমঙ্গল উদিত হইবে না। সান্নিপাত-বিকারগ্রস্ত রোগী সদ্বৈদ্য-ব্যবস্থিত ঔষধ-পথ্য গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে তদীয় বিকৃত রুচি অনুকূল কুপথ্যের প্রতিই লোভপরবশ হইয়া থাকে। চপল-স্বভাব অবাধ্য বালক হিতাকাঙ্ক্ষী জনকের হিতবাণী অপেক্ষা ক্রীড়াসহচর অপরাপর সঙ্গীর অসঙ্গত-বাণীকেই শিরে ধারণ করে। উষ্ট্র পুনঃ পুনঃ কণ্টক চর্ব্বণ করিতেই ভালবাসে। হায় হায়! বিকারগ্রস্ত আমরা, আমাদের একমাত্র দুরিত-দরদী, আত্মীয়গণের মঙ্গল-চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে দিব না, উলূকসদৃশ আমরা তপনের অমলকিরণরশ্মি সহ্য করিতে না পারিয়া বৃক্ষ-কোটরেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিব, অন্ধকারই আমাদের উপযুক্ত, সূর্য্যকিরণ আমাদের দৃষ্টি শক্তির প্রতিবন্ধক। কবে আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি দূর হইয়া সুবুদ্ধির উদয় হইবে। কবে, আমরা প্রকৃত পরোপকারের ও জীবেদয়ার স্বরূপ বুঝিয়া আমাদের আত্মশোধনের জন্য নিষ্কপটে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-সেবকগণের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া ধন্য হইব।

গদাইগৌরাঙ্গমঠে মহোৎসব

শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্ম মহোৎসবোপলক্ষে বার্ষিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্ত সমাগম হইয়াছিল। নাম সংকীর্ত্তন, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীমঠ হইতে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। সমাগত বহু ভক্ত ও কাঙ্গালী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
যুক্তিমল্লিকা ঋণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১ বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশত ৴০
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৻১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০ সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ০।
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১০
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অক্ষয়জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুকদেয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সঙ্ঘপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সসঙ্ঘসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি. পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি. পি. ৩৵০ আনা

পত্র দি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

দ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ দেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগ্রাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবোধন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত— ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অধ্যাত্মজ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, [illegible] বৈধীভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির ভেদ, [illegible] অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তির আলোচনা, [illegible] অধিকার, ভক্তির [illegible] অর্থ [illegible] সার্থকতা, [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্ম, [illegible] ব্রজলীলা, [illegible] ব্রহ্ম ও আত্মার [illegible], শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, [illegible] প্রমাণ, [illegible] তত্ত্ব, [illegible] শক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, [illegible] অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি [illegible] নিগূঢ় রহস্যাবলী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] পারমার্থিক বাক্যের [illegible] সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] অর্থ, [illegible] মূল্য ২, মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

[illegible] বোর্ড বাঁধাই ২, দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পোনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ [illegible] মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ [illegible] নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। [illegible] প্রভৃতি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। [illegible] স্বদেশ, সমাজ, নীতি, [illegible] ইত্যাদি বিষয় [illegible] এমন সুন্দরভাবে [illegible] আলোচিত [illegible] প্রথম [illegible] আরম্ভ [illegible] ছাড়িয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵৹ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা [illegible] তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার [illegible] বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ [illegible] লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪২৪ গৌরাব্দের সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাঠসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রী [illegible] শ্রীনামমাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি [illegible] [illegible] বিচার [illegible] [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] ভিক্ষা [illegible]

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(বৈষ্ণবাভিধান)

[illegible] ও [illegible] সমূহের [illegible] ও [illegible] [illegible] হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৹ ৩য় খণ্ড ৷৹ ৪র্থ খণ্ড ৷৷/৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩, টাকা [illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১, এক টাকা ২য় খণ্ড ১, টাকা— শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের [illegible] গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্রঘুনাথাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান ! সাবধান !!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন
পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, [illegible] কুইনিন্ [illegible] আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ [illegible] বাক্স—মূল্য [illegible] টাকা, [illegible] ২, টাকা

[illegible] কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে
[illegible], কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

গীতাবলী

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আদি [illegible]— [illegible] জীব [illegible] একমাত্র [illegible] শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার [illegible] প্রার্থনা হয় এবং [illegible] নিষ্কপটে [illegible] শরণাপন্ন [illegible] প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা [illegible] অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং [illegible] নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ [illegible] এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু [illegible] সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্ম প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রতিকা বারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে অতি ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুষঙ্গিক দেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তস্থান :— **আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এক নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোরম ভাষে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ২৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-রঙ্গ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপূজন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বকণ্ঠনিঃসৃত অভিষ্টপ্রসূত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুলভাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible] ঔষধ ছাড়িয়া পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

[illegible] ব্যবহারে অল্পদিনে [illegible] নষ্ট হইয়া [illegible] ধারণ করে। মূল্য ৩০ বটী ১, এক টাকা।

[illegible]

[illegible] ভবিষ্যৎ শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলে। মূল্য ৫ তোলা ১ টাকা।

[illegible]

[illegible] ব্যবহারে কয়েক দিনে পুরাতন ঘা ও ক্ষত আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১, এক টাকা।

[illegible]

[illegible] ১৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং বটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও অন্ডভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, চোটকাপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত।

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

২০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি এরূপ মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ শারীরিক দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ্ম এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা যাবক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ফিরিঙ্গিরা প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত সদ্য প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

প্রথম নবাবপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তি কুসুম এল্, এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

টেলিগ্রাফ—

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবার

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৩৲

অর্দ্ধ কলম ৩০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাময়িকের হার

অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸৹

মাসিক ১৲

নগদ

প্রতি সংখ্যা ৵৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সাধারণ মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদা [৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীবাস আঙ্গিনা—২৭শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৭, ১১ই মার্চ্চ, ১৯৩১

নানা কথা

মহাত্মাজীর দিল্লী ত্যাগ

৮ই মার্চ্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটের সময় মহাত্মা গান্ধী বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে আমেদাবাদ মেলে দিল্লী ত্যাগ করেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তাঁহার দলবল সহ উপবেশন করেন। মৌলানা সৌকৎআলি, ডাঃ আনসারী ও অন্যান্য স্থানীয় নেতৃগণ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন।

প্রাতে ডাঃ আনসারীর ভবনে মহাত্মাজী মৌলানা সৌকৎআলি ও অন্যান্য মুসলমান নেতাদের সহিত হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অপরাহ্ণে মহাত্মাজী মহিলাদের এক সভায় বক্তৃতা করেন স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের প্রশংসনীয় কার্য্য সম্বন্ধেই তিনি প্রধানতঃ উল্লেখ করেন এবং তাঁহাদিগকে খদ্দর ব্যবহার করিতে বলেন।

ঐদিন প্রাতে পূর্চ্চাবাগে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু জাতীয় পতাকা করেন এবং সমবেত জনমণ্ডলীকে পতাকার অর্থ বুঝাইয়া দেন।

মহাত্মাজীর দিল্লী ত্যাগ

গান্ধী-আরউইন অ্যাপোযে ডাঃ আন্সারীর বিবৃতি

করাচীতে কংগ্রেসের কার্য্য

দিল্লীতে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা, বড়লাটপত্নীর চেষ্টা

১২০০০ হাজার টাকা লুট

বিভিন্ন জেল হইতে বহু রাজবন্দীর কারামুক্তি

লক্ষ্ণৌয়ে বারশত বন্দীর মুক্তি

যারবেদা জেল হইতে ১৫ শত রাজবন্দীর মুক্তি

ধবড়ীতে আনন্দ প্রকাশ

গান্ধী-আরউইন আপোযে

ডাঃ আন্সারীর বিবৃতি

ডাঃ আনসারী গান্ধী-আরউইন আপোষ সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিতেছেন—কংগ্রেস কেন গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতার পরীক্ষা করিতে ব্রতী হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যে স্মরণীয় বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার উপর আর কিছু বলা অসম্ভব।

"গান্ধীজী চিরদিনই পৌরুষ এবং শ্রদ্ধার মূর্ত্ত বিগ্রহ। সন্ধি দূতরূপে তাঁহার মধ্যে আমাদের যে বিশ্বাস ছিল তিনি নিঃসন্দেহে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন কেন না ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সহিত গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হইয়াছে তাহা গান্ধীজীর রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার বিষয় গৌরব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিরূপে বিপদসঙ্কুল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তিনি সন্ধি স্থাপনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেকেই জানে কিন্তু দিনের পর দিন গুরুতর সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাইতে তাঁহার যে কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা কেহই সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।"

"সহকর্ম্মীদের মতামতে তিনি যেমন কর্ণপাত করিয়াছেন, বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের কথাও তেমনি সুবিবেচনার সহিত তিনি শুনিয়াছেন; ধৈর্য্য এবং বুদ্ধিকৌশল আগাগোড়াই তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে ছিল। অনেক কাজ হইয়া থাকিলেও এখনও অনেক কাজ করা বাকি আছে। বর্ত্তমান সন্ধি আগামী বৈঠকের উপক্রমণিকা মাত্র। প্রকৃত কাজ বৈঠকেই হইবে; কিন্তু বৈঠকের কাজ সফল করিতে হইলে আমাদের সকল জাতি—হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। সতুবা বৈঠকে আমরা একত্র হইয়া কোন কাজ করিতে পারিব না, কাজেই আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন জানাইতেছি তাঁহারা পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেশমাতৃকার মঙ্গলের জন্য সদিচ্ছা ও উদারতায় প্রণোদিত হইয়া মহাত্মা গান্ধীর পতাকাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হউন। দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার শান্তিময় পথ আমরা অঙ্গীকার করিয়াছি। যে পথ এই মাত্র উন্মুক্ত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য।

বিবিধ সংবাদ

কংগ্রেস কর্ম্মির উপর ১৪৪ ধারা

ত্রিপুরার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী মৌলবী আবদুল জলিল আথাউরায় যাইতেছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ষ্টেশনে তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা জারি করিয়া দুই মাসের জন্য তাঁহাকে এই জিলার বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হয়। মৌলবী সাহেব নোটীশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।

বাঙ্গালার রাজবন্দী স্থানান্তরিত

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে হিজলী জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

তিনি ৩রা সেপ্টেম্বর শ্যামবাজার হইতে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

দ্বারবেদা জেলে হইতে পনর শত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি

দ্বারবেদা জেল হইতে পনের শত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে পাঁচ শত জন রাববার প্রাতে বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়াছেন।

কংগ্রেস কর্ম্মিদের কারামুক্তি

কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কুঞ্জবিহারী দাস, বঙ্কিম ঘোষ, বঙ্কিম রাউথ, বীরেন্দ্র বর্ম্মণ, সুশীল ভদ্র, স্বরাজ সাহা, উপেন্দ্র দাস, শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং সুশীল চ্যাটার্জ্জী, পূর্ণকাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া গতকল্য বহরমপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আসিয়াছেন।

ধুবড়ীতে আনন্দ প্রকাশ

গান্ধী-আরউইনের আপোষের সংবাদ পাইয়া ধুবড়ীর জনসাধারণ আনন্দিত হইয়াছেন ব্যবসামহলে অপার আনন্দ হইয়াছে কিন্তু একদল লোক বিশেষ সুখী হইতে পারেন নাই।

মীমাংসার এই শুভ সংবাদ তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

দিল্লীতে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা বড়লাটপত্নীর চেষ্টা

আগামী ১৭ই মার্চ্চ বিকালে ৫টার সময় বড়লাট পত্নী লেডী আরউইনের সভানেত্রীত্বে ইউনিভারসিটি হলে এক সভায় দিল্লীতে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইবে। আজ হইতে ১৭ই মার্চ্চের মধ্যে যে সকল টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা সভায় ঘোষণা করা হইবে। ভূপালের নবাব, সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও বেগম সাহ নওয়াজ সভায় বক্তৃতা করিবেন।

করাচীতে কংগ্রেসের আয়োজন

হরচাঁদ রায় বিষণদাস নগরের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। প্রতিনিধিদের জন্য ৭৫০টি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকদের পাকশালা ও বাজার হইতেছে। মণ্ডপ নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে। টেলিফোন সংযোগ করা হইয়াছে—২১শে মার্চ্চের মধ্যে ইলেকট্রিক সংযোগ কার্য্য শেষ হইবে।

পোষ্টঅফিসের ১২০০০ টাকা লুঠ

গত ৬ই মার্চ্চ রাত্রিতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। শুনা যায় পোষ্ট অফিসের কেরাণী শীতানাথ নন্দী, প্রধান পিয়ন রুসমত আলি এবং পিয়ন হরিদাস দে পোষ্ট অফিসের টাকা ট্রেজারিতে রাখিবার জন্য যখন পোষ্ট অফিস প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হয়, তখন কয়েকজন ডাকাত তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রুসমত আলিকে গুরুতরভাবে আহত করে।

রুসমত আলির নিকট ব্যাগ ছিল, সুতরাং তাহার আঘাতই গুরুতর হইয়াছিল। ডাকাতগণ অপহৃত অর্থ লইয়া পলায়ন করে। অর্থের পরিমাণ বার হাজার টাকা হইবে।

সহরের অনেক বাড়ী খানাতল্লাস করা হয়। রাজেন ঘোষ, পুলিন পাল এবং হরেকৃষ্ণ সাহাকে সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল গান্ধী-আরউইন সন্ধির তাৎপর্য্য

গত ৮ই মার্চ্চ প্রাতে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল মাড্ভিতে এক জনসভায় সংগ্রাম-বিরতির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, সংগ্রাম-বিরতিতে সংগ্রামের শেষ বুঝায় না—ইহা শুধু আপোষের একটা সুযোগ প্রদান করে সংগ্রাম-বিরতি ও সংগ্রাম—সকল সময়েই কংগ্রেসকে সহায়তা করিবার জন্য তিনি জনসাধারণকে অনুরোধ করেন।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আকার সম্বন্ধে সর্দ্দারজী বলেন, কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে সম্মত হইয়া মিলন ও সর্ব্ববিধ প্রগতির জন্য সংযুক্ত রাষ্ট্রের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ সম্বন্ধে তিনি বলেন, এই পরিবর্ত্তনের সময়ে ঐ গুলি প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও কংগ্রেস ভারতের প্রয়োজন ও লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিবেচনা করিবেন।

উপসংহারে সর্দ্দারজী জনসাধারণকে স্মরণ রাখিতে বলেন যে, যাহা হইয়াছে তাহা যুদ্ধ-বিরতি মাত্র। ইহাতে বুঝায় না সংগ্রাম প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে, শান্তি বা সংগ্রাম যে কোন পরিণতির জন্য তিনি স্বেচ্ছাসেবকগণকে প্রস্তুত থাকিতে বলেন।

দমদম স্পেশাল জেল হইতে ২২ জনের মুক্তিলাভ

দমদম স্পেশাল জেল হইতে ২২ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে উক্ত ২২ জনের প্রায় সকলেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর বিশিষ্ট কর্ম্মী। তাঁহারা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর গৃহে একযোগে গ্রেপ্তার হইয়া এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

দমদম এডিসনাল জেল হইতে ৫০ জনের কারামুক্তি

দমদম এডিসনাল জেল হইতে ৫০ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সঙ্গে স্বাধীনতা দিবসে আরাম-বাগে ধৃত বিচারাধীন আসামী শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ দত্ত হরেকৃষ্ণ মিত্র, নরেন্দ্র নাথ ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র শেঠ, বেচারাম পাঠক, করুণা পদ দত্ত, যোগীন্দ্রনাথ রাহোলী এবং অন্যান্যকেও মুক্তিদান করা হয়।

লক্ষ্ণৌয়ে বার শত বন্দীর মুক্তি

লক্ষ্ণৌয়ের ৩টি জেল হইতে ১৬ জন মহিলা ও ১২ শত পুরুষ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। স্থানীয় কংগ্রেসের লোকেরা তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া মোটর গাড়ী ও লরী করিয়া সহরে লইয়া যায় তথায় তাহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পেশোয়ারে মুক্তি

৮ই মার্চ্চ ১০৮ জন পেশোয়ারের বন্দী ও বান্নুর ৮ জন 'সি' শ্রেণীর বন্দী মুক্তি লাভ করিয়াছেন কোহাট হইতে মুক্ত আট ব্যক্তি এখানে আসিয়াছেন।

হুগলীতে ১৬ জনের মুক্তি

৬ই মার্চ্চ ১৪৪ ধারা অমান্যকারী ১৬ জন বিচারাধীন রাজনীতিক বন্দীকে হুগলীর মহকুমা হাকিম মিঃ জে, সি, চ্যাটার্জ্জী মুক্তিদান করিয়াছেন।

সকলের মুক্তি মুক্তির পরেই আশ্রমে গমন

৮ই মার্চ্চ সকালে সবরমতী সেণ্ট্রাল জেল হইতে সকল রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ৪০ জন মহিলা আছেন সহরে যাইবার পূর্ব্বে সকলে মহাত্মাজীর আশ্রমে গমন করেন—তথায় তাহাদের থাকিবার ও আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মাদ্রাজে মহিলা সত্যাগ্রহীদের মুক্তি

৭ই মার্চ্চ মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত সংখ্যা গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা হইল।

বিভিন্ন জেল হইতে বহু মহিলা সত্যাগ্রহী কারামুক্তি লাভ করিয়াছেন।

পাঞ্জাবে নেতাদের মুক্তি

৭ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে গুজরাট জেল হইতে মৌলানা জাফর আলী খাঁ ডাঃ মহম্মদ আলম, ডাঃ গোপীচাঁদ মিঃ তারা প্রভৃতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

লাহোর সেণ্ট্রাল জেল হইতে পণ্ডিত কে, শান্তনম্, লালা দুনীচাঁদ এবং রায় জাদা হংসরাজ প্রভৃতি 'ক' শ্রেণীর বন্দীর মুক্তি পাইয়াছেন।

সাইকেলে এক সহস্র মাইল ভ্রমণের সঙ্কল্প

বরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্যামগোপাল রায় এবং শোভনেন্দু গোস্বামী নামে তিনজন বাঙ্গালী যুবক ৫ই মার্চ্চ সকালে ৪॥ টার সময়ে হাজারীবাগ, গয়া ও পাটনা হইয়া সাইকেলে ভাগলপুর যাত্রা করেন। তাঁহারা ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় আসিতে মনস্থ করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহাদের এক সহস্র মাইল পথ ভ্রমণ করা হইবে।

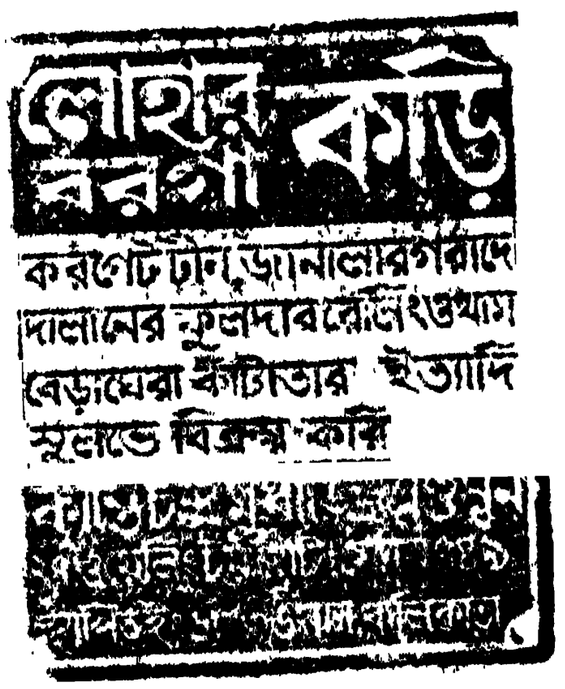

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টান, জানালার গরাদে
দালানের কুলদার রেলিং ও থাম
বেড়া ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ২৭শে ফাল্গুন, বুধবার—১৩৩৭

সাধুসঙ্গ

মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না, স্বতঃই সঙ্গপ্রার্থী, তজ্জন্য সঙ্গবিষয়ে বিশেষ বিচার করা কর্ত্তব্য। সঙ্গ হইতেই স্বভাবের গঠন হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্বজন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মদ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গদ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ। যেরূপ স্ফটিক মণি যে কোন বর্ণের নিকট থাকে, তাহাতেও সেই বর্ণ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ যে পুরুষ যাহার সঙ্গ করে, তাহাতে তদ্বৎ গুণগণ প্রতিভাত হয়। অতি সরলপ্রাণ ব্যক্তিও মূর্খ, অসাধু, তস্কর, মদ্যপাদির সঙ্গক্রমে তত্তদ্দোষে দোষী হইয়া পড়ে এবং তদ্বারা পরিণামে নানাপ্রকার দুর্গতির হস্তে পতিত হয়।

অসৎসঙ্গে মানুষ অসৎ হয় এবং সৎসঙ্গে সৎ হয়। কোন পাপীর সহিত আলাপে, তাহার গাত্র সংস্পর্শে, তাহার নিঃশ্বাস-স্পর্শে, তৎসহ ভোজনে, তাহার সহিত একত্র গমনে, শয়নে, উপবেশনে তাহার পাপরাশি নিষ্পাপ ব্যক্তিতেও সঞ্চারিত হইয়া যায়। পাপের এতদূর প্রভাব। তজ্জন্যই শাস্ত্রে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের কথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত

আবার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধুর সঙ্গক্রমে সাধুর গুণরাশি আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া যায়। তজ্জন্য শ্রীহরিনামচিন্তামণিতে সাধুসঙ্গমহিমা এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

বৈষ্ণব দেহেতে থাকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি।
সেই দেহ স্পর্শে অন্যে হয় কৃষ্ণভক্তি॥
বৈষ্ণব-নিকটে যদি বৈসে কতক্ষণ।
দেহ হৈতে হয় কৃষ্ণশক্তি নিঃসরণ॥
সেই শক্তি শ্রদ্ধাবান্ হৃদয়ে পশিয়া।
ভক্তির উদয় করে দেহ কাঁপাইয়া॥
যে বসিল বৈষ্ণবের নিকটে শ্রদ্ধায়।
তাহার হৃদয়ে ভক্তি হইবে উদয়॥
প্রথমে আসিবে তার মুখে কৃষ্ণনাম।
নামের প্রভাবে পাবে সর্ব্বগুণগ্রাম॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু
বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অসৎসঙ্গ করিলে ঘোর সংসার-রূপ ফল প্রাপ্তি হয়। কে—অসৎ, কে—সৎ,—এ বিচার না করিয়াও সঙ্গফল অবশ্য লাভ হয়। আর সাধুসঙ্গে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়।

অসৎসঙ্গের দোষ বিষয়ে আরও বহু শাস্ত্রবাক্য আছে,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ
শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি
সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু
যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্যাদি সমস্তই অসৎসঙ্গে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাদৃশ অসাধু, অশান্ত, মূঢ়, খণ্ডিতাত্ম ও যোষিৎক্রীড়ামৃগদিগের সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই হইবে না, যত্নপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। অনাদি-বহির্ম্মুখ আমরা যদি বদ্ধাবস্থা বিদূরিত করিয়া নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করি, তবে সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কামক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়।
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥

চৌত্রিশ পদাবলী

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

ক—কৃষ্ণচন্দ্র সেব্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্,
কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাতে অবস্থান।
খ—খোল-করতাল-যোগে কৃষ্ণ-আরাধন,
খল-জনসঙ্গ সদা করিয়া বর্জ্জন।
গ—গৌরহরি কৃপা করি দিল এইশিক্ষা,
গৌরগণ যাঁরা, তাঁরা মাগে এই ভিক্ষা।
ঘ—ঘন ঘন বাজে খোল শ্রীহরিকীর্ত্তনে,
ঘন ঘন 'হরি' বলে গৌরভক্তগণে।
ঙ—সোঙরি গৌরাঙ্গগুণ ভকত বিভোর,
উছলি উছলি উঠে পড়ে আঁখি লোর।
চ—চক্ষুদান দিল যেই, সেই প্রভুবর,
কৃষ্ণসেবা গৌরতত্ত্ব তাঁহারি গোচর।
ছ—ছলনা না করে কভু গুরুদেব যিনি,
আপনি আচরি ভক্তি শিখান আপনি।
জ—জগৎ ভরিয়া তাঁর নাহিক তুলনা,
জগদ্বরেণ্য তিনি, (তাঁর) অপার করুণা।
ঝ—ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যায় গুরুকৃপা হ'লে,
ঝ-মল আঁখি হয় অন্ধ আঁখি খুলে।
ঞ—'ঞ' জগন্নাথপ্রিয় গৌরপ্রেষ্ঠ হন,
ঞিহার মহিমা ঘোষে ভকত সজ্জন।
ট—টলমল তনু তাঁর কৃষ্ণপ্রেমরসে,
কৃষ্ণকামে রত প্রভু রজনী-দিবসে।
ঠ—ঠকিতে হবেনা কভু সে প্রভু-সেবনে,
ঠাকুর ঠেলিয়া হবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে।
ড—ডগমগ গৌরপ্রেমে আচার্য্য ঠাকুর,
গৌরনামে ডঙ্কা দিয়া শঙ্কা কৈল দূর।
ঢ—ঢঙ্গবিপ্র ঢঙ্গ সাজি রহে দূরে দূরে,
ঢলিয়া পড়িছে তারা পড়িয়া ফাঁপরে।
ণ—স্বরূপা দেবী করি তাদেরে মোহিত।
মায়া-ঘানিগাছে জুড়ি রাখে অবিরত।
ত—তত্ত্ব-জ্ঞান যতক্ষণ নাহি লভে জীব,
ততক্ষণ শিব ছাড়ি সেবয়ে অশিব।
থ—থুৎকার করিয়া যবে বিষয়-ভোগেতে,
থাকিতে পারিব পড়ি ভকত-সঙ্গেতে।
দ—দয়া করি গুরুদেব অমায়া হইয়া,
শিখাবেন কৃষ্ণসেবা স্ব-হস্তে ধরিয়া।
ধ—ধন-জন-রূপ-গর্ব্ব কবে হবে হত,
(কবে) বৈষ্ণবের পদরজঃ মাগিব নিয়ত।
ন—নিত্যধন কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-চরণ সেবন,
নিত্যানন্দ-গুরু কৃপায় মিলয়ে সেধন।
প—পতিতপাবন প্রভু নিত্যানন্দ রায়,
গুরুরূপে অবতীর্ণ হন স্ব কৃপায়।
ফ—ফুকারি ফুকারি কয় গৌরহরি-নাম,
কে কোথা দেখেছ বল হেন গুণধাম।
ব—বড় বড় মহাপাপী অপরাধী যত,
বিলাইল জনে জনে প্রেম-ভক্তি কত।
ভ—ভক্তিপ্রেম পেতে বাকি এই কয়জন,
বৈষ্ণবনিন্দায় যারা সতত মগন।
ম—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-নিজ-মুখ-বাণী,
বৈষ্ণব-নিন্দকে ফেলে কুম্ভীপাকে আনি।
য—যজু-ঋক্ সামার্থ্য বেদচতুষ্টয়,
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন-তত্ত্ব কয়।
র—রহিয়াছে তিন তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত যাঁরা,
কৃষ্ণের নৈষ্ঠিক ভক্ত গৌরানুগ তাঁরা।
ল—লইলে তাঁদের নাম গৃহ পূত হয়,
হেন জনে নিন্দে যেই; সেই দুরাশয়।
ব—স্মরিলে নিন্দক-নাম ভক্তি হয় ক্ষয়,
বঞ্চিত বঞ্চক জনে ত্যজিতে নিশ্চয়।
শ—শরণ লইলে গুরু-বৈষ্ণব চরণে,
শত শত বাধা বিঘ্ন পলায় আপনে।
ষ—ষড়্বেগ ষড়্দোষ দমন শোধনে,
ষড়্গুণ দিতে পারে বৈষ্ণব-চরণে।
স—সংসার যাতনা তাঁর সদা হয় ক্ষয়,
সচ্চিদানন্দ তনু করিলে আশ্রয়।
হ—হরিকথা হরিনাম হরিসংকীর্ত্তন,
নাম বিনা কলিকালে নাহি আরাধন।
ক্ষ—ক্ষুদ্র জীব আমি অতি ক্ষীণপুণ্য, হীন,
ক্ষমা কর গুরুদেব! দাস বড় দীন॥

গুলিখোরের আড্ডা

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল)

পারমার্থিক পত্রিকার স্তম্ভে উপরিউক্ত আজগুবী শিরোনামা পারমার্থিকগণের নিকট প্রথম মুখেই অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধু-বৈষ্ণবগণ আমার ন্যায় মোহান্ধ মায়ামুগ্ধ জীবগণকে বাঙ্গ কথার আলোচনামুখে প্রেয়ের মধ্য দিয়া কিরূপভাবে শ্রেয়ের পথে চালিত করিয়া থাকেন, তাহারই নমুনা পাঠকমহোদয়গণকে উপহার দিবার জন্য উপরিউক্ত শিরোনামায় লিখিত প্রবন্ধের অবতারণা।

সেদিন, তারিখটা ঠিক মনে নাই, সন্ধ্যার পর কলিকাতার কোন একটী উপনগরের গলি রাস্তা ধরিয়া একটী হরি-সভার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলাম। হরি-সভার নিকটবর্ত্তী হইলে, সভার ভিতর হইতে বক্তার উচ্চ রব আমার কর্ণগোচর হইল,—'আসে যায়, গুলি খায়, কেউ কা'কে চেনে না।' গাঁজার ধোঁয়া দেখিলে গাঁজাখোর যেমন অস্থির হয়, গুলির আড্ডার অধিবাসী আমিও তদ্রূপ 'গুলি খায়' কথাটী শ্রবণ মাত্রই অস্থির হইয়া পড়িলাম। হরিসভায় গুলিখোরের আড্ডা বা সমাবেশ যে কোনদিন হইতে পারে না, একথাটা আর তখন আমার মাথায় প্রবেশ করিল না।

কৌতূহলী হইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলাম। সভাস্থল লোকে লোকারণ্য। বেদীর উপর একজন সৌম্যমূর্ত্তি ও তেজঃপুঞ্জ বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী মহারাজ

বাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রালোচনায় নিবিষ্টচিত্তা শ্রোতৃবর্গ একমাত্র চিত্তে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে মুহুর্ত্তমধ্যে যেন এক অনির্বচনীয় আত্মপ্রসাদ আনন্দ অনুভূতির লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। সভায় ঐরূপ দৃশ্য দর্শন করিয়া আমিও নিস্তব্ধে এককোণে বসিয়া পড়িলাম।

মহান্ত মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮৪।১৩) 'যাবদাত্মধৃতি কুশলে' ত্রিধাতুকে শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, যাহারা এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে মমত্ববুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া থাকে, তাহাদের গার্হস্থ্যধর্ম্মের মধ্যে গার্হ্য অর্থাৎ অতিশয় নিন্দনীয়। এই দেহ-গেহে আমরা আমরা আমাদের এই স্থূল শরীরকেই আমি, আমার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবারে পরিচিত করিতেছি। তাই এই শরীরের বিনাশে বা বিচ্ছেদে মুহ্যমান হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকি। শ্রীভগবানের বাক্যরূপ মাতার দ্বারা এতই আমরা মুগ্ধ যে, শ্রীগুরু তাঁহার উপদেশ ও সতর্কবাণী আদৌ উপলব্ধি করি বিষয় হয় না। যথা:—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

দেহাত্মবুদ্ধিরূপ মোহ ও আসক্তির হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রের বহু বহু উপদেশ উদ্ধার করিয়া তিনি বুঝাইতে গিয়া বলিলেন পুত্রদারাপ্ত-বন্ধুনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ। অনুদহং নিরন্তোতে স্বপ্না নিদ্রানুগো যথা (ভাঃ ১১।১৭।৫৩) অর্থাৎ এই সংসারে পুত্র, স্ত্রী ও বন্ধুগণের সহিত সঙ্গম পান্থশালায় বাস-কারীগণের সঙ্গমতুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদীভূত পুত্রদারাদির প্রতি-দেহে বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কাহারও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর। তাই, শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—হে জীব, তোমরা অ স্ত্রী-বিয়োগে মুহ্যমান হইয়া শোক করিও না। কারণ, যথা প্রয়াতি সংযাতি স্রোতো-বেগেন বালুকাঃ। সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ (ভাঃ ৩।২।৪৩) অর্থাৎ স্রোতোবেগে বালুকা সকল যেমন চলিয়া যায় এবং পুনরায় সংযুক্ত হয়, তদ্রূপ কালবেগদ্বারা দেহীদিগের সংযোগবিয়োগ হইয়া থাকে মাত্র।

এইরূপ স্থূল শরীর লইয়া আমরা ক্রমাগত সংসারে গতায়াত করিতেছি এবং পরস্পর পরস্পরকে আত্মীয়াভিমানে তাহার সংযোগে হর্ষ ও বিয়োগে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইতেছি। কিন্তু এই শরীরের অভ্যন্তরে শরীরী বা দেহী যে কে, তাহাকে এ পর্য্যন্ত কোনদিন চিনিলাম না বা চিনিবার চেষ্টাও করিলাম না। বাহিরের খোলসটী মাত্র লইয়া মত্ত হইয়া রহিলাম। পাকা স্বর্ণকার মহাশয় বলিতে লাগিলেন যে, ঝিনুকের আড্ডায় যেমন অনেক ঝিনুকের আসা যাওয়া করে এবং ঝিনুক খাইয়া চলিয়া যায়, কিন্তু ঝিনুকের ভিতর বিভোর হইয়া পরস্পরে কেহ কাহারও স্বরূপ চিনিবার জন্য ব্যস্ত হয় না বা কেহ কাহাকেও চিনে না, সেই প্রকার আমাদের এই সংসারটাও যেন একটি ঝিনুকের আড্ডা বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা আসা যাওয়া করিতেছি বটে, কিন্তু সংসারে মায়ামোহে একেই মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি এবং স্থূলশরীরটাকেই এত দৃঢ় আঁকড়িয়া ধরিয়াছি যে, কেহ কাহারও প্রকৃত পরিচয় বা স্বরূপ জানিবার জন্য কোনদিন বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি নাই। অতএব পরস্পর পরস্পরের স্বরূপ অবগত না হইয়া এই সংসারে যাতায়াত করার ফলে এই সংসারটাকে যেন একটা ঝিনুকের আড্ডা বলিয়া মনে হইতেছে।

বিশেষ স্বাভিজ্ঞ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।১৭।৫০) 'ইত্থং অভি-মৃতযুক্ত গৃহেষ্বাশ্রমবন্ধন। ন যুঞ্জীতাস্য বন্ধায় মোক্ষায়ো নিঃসমো নিরহন্তঃ।' এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি এই সংসারকে পশু-শালার ন্যায় বিবেচনা করিয়া অনাসক্ত-ভাবে অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিতে থাকেন, তাঁহাদের ন্যায় মমতা ও অহঙ্কার-শূন্য ব্যক্তি কখনও এরূপ সংসার-কারাগারে আবদ্ধ হন না। কিন্তু এইরূপ আসক্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পরস্পরের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে এবং নিত্যানন্দ ধামের অধিকারী হইতে হইলে, ভাসজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র গুরুবৈষ্ণবের চরণে আত্মনিবেদন করা ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই। কারণ সমস্ত শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত মনোনিজমুক্তিঃ এই শাস্ত্রবচনানুসারী একমাত্র সাধু-বৈষ্ণবগণই শাস্ত্র নিত্যস্বরূপ অগ্নিদ্বারা আমাদের মনের কুবাসনাগুলি সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া, আমাদিগকে নিত্যমঙ্গলের পথে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ, অন্য কেহ নহে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্বামিজী মহারাজ সেদিনকার মত তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ করিলে আমি তাঁহার পরিচয় লইয়া সত্বর গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। পরিচয়ে জানিলাম, তিনি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরের অন্তর্গত আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক-বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহামহোৎসব

শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের শাখামঠ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব বিপুল সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন মহোৎ-সবাদি ভক্তাঙ্গসমূহ সমারোহের সহিত যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রবাসী বহু বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় উক্ত মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পুরী জেলা স্কুলের মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু গগনবিহারী রায়, ইন্সানয়ার শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ ঘোষ, ই, বি, রেলওয়ের হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাটকের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট P. W. D. শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্ব্যতীত আরও বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

প্রাতে আরতি ও অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত নদীয়ানন্দ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সুললিত কণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-বন্দিত সংকীর্ত্তন দ্বারা সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিলেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ও শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের অমধুর অমলীলা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

ধন্য বাহুল্য, কুষ্ঠাশ্রমের কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত বাবু কানাই লাল মিত্র মহোদয়ের আন্তরিক চেষ্টায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব বিশেষ সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল, তাঁহার সেবা-প্রাণতা ও দীনতা প্রশংসার্হ।

মাৎসর্য্যকা কীর্ত্তি

কৈসত্র পহুচ্চ হোনেসে নীচে আ আ
গিরতে থে।
সাথ ছুট জানেসে ওরে সব মারে মারে
ফিরতে থে ॥ ১ ॥
মৈঁনে পুছা (মাৎসর্য্যনে পুছা) কৌনে
পত্তো তুমকে মুঝা কা সোচ নহী
পত্তোনে বোলে নিজ কর্ত্তব্য পালকর
মরণে মেঁ হায় শোক কহী ॥ ২ ॥
দলিত কুসুম সে চর্ণ দরশাকর, পুছা মেঁনে
(মাৎসর্য্য মে পুছা) করকে পায়রুয়া তুম
অপনী মৃত্যু দেখকর করতে থে কুচ সোচ
বিচার।
কুসুমনে কহা নহী নহী উহ বোল উঠা
বস্, দে চুকা সকর্ম মেঁ প্রাণ! কৈয়া কি
পূর্ণ কর্ত্তব্য পালকর মৈঁনে অবকর হুয়া
প্রয়াণ ॥ ৩ ॥
কলে আমনে থকে জনে কো ছায়া দে
বিশ্রাম দিয়া।
কিন্তু ফালা কো কোড্ উন্ হোঁনে আম্র-
বিটপ কো কাট দিয়া ॥ ৪ ॥
মৈঁনে হরুসে বোলা (মাৎসর্য্য মে পুছা) হে
তরুবর, অব ইনমেঁ সে দেনা বিশ্রাম।
উহ বোলা (করুনর জন্য) হট্ মূর্খ!
মেরা কর্ত্তব্য এক ছায় দান ॥ ৫ ॥
মৈঁনে ননহী চীটী সে বোলা (মাৎসর্য্যনে
পুছা) কৈসে করতী ছায় উদ্যাগ।
পাঁয়োসেতো দরসর আতেহী, কব না আতেহী
ইসকা সোচা ॥ ৬ ॥
কিসকার করতী উহ বোলী (চীটীনে
বোলা) কোন দেখ আয়া কভিতা।
জগ মেঁ আকর কিয়া করনা, জোন
কিয়া পুরা করনা ॥ ৭ ॥
আপন গলা বীণা হুয়ী মেঁ একদা
পানী পায়া।
টেকরা কুপ খিলাটসে উস্ বেচারেনে
চুপ পায়া ॥ ৮ ॥
মৈঁনে পুছা (মাৎসর্য্যনে পুছা) তুম কভু,
কাহেসমে চুপ লাভ কিয়া।
উস বোলা (ঘড়েনে বোলা) হিঃ, মৈঁনে
আপনা এক মাত্র কর্ত্তব্য কিয়া ॥ ৯ ॥
তেরা কর্ত্তব্য দেখ সকলা। আছে পুছনা
মুঝকো সরলে ॥ ১০ ॥

শ্রীভাগবত

মহামুনি নারায়ণ কৃত শ্লোকাবলীতে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি হয়। এই জন্য শ্রীমদ্-ভাগবত ব্যতীত আর উপশাস্ত্রের আবশ্যকতা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে সহজ সহজ কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন না পাইয়া ভগবান ভক্তের বাঞ্ছনীয় বস্তুরূপে অবরুদ্ধ হন। যাঁহারা ভগবৎ-কথা শ্রবণ করেন এবং সৌভাগ্যবান্, তাঁহারাই ভগবান্‌কে প্রেমে বাধ্য করেন। যশোদা যেকালে কৃষ্ণকে দামদ্বারা বন্ধন-করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহাতে দামের ব্যাপকতার অভাবে বৈকুণ্ঠবস্তু কৃষ্ণ সীমাবদ্ধ হন নাই। কিন্তু যেকালে তিনি কৃষ্ণের প্রীতিসেবায় ব্যগ্র হইয়া-ছিলেন, সেই সময়েই কৃষ্ণ তাঁহার বাৎসল্য প্রেমাধীন হন। জগতে ঔপাধিক বাক্য সমূহ শ্রবণ করিবার বিশেষ সুযোগ আছে, হরিকথার নিয়ম দুর্ভিক্ষ, সেইজন্য হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু জনগণ নিয়ত কথার নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া শাশ্বত নিত্য সনাতন বস্তুকেই চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের ভজনীয় বস্তুরূপে প্রাপ্ত হন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

ক্ষিরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। মুক্তিমাতৃকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশত ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৫৲
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৫৲

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অক্ষয়জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সঙ্ঘপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সঙ্ঘসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠী ও কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথেশ্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌররূপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচক্র—

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপদ্ম ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম, ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘাটায়।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কলাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীস্বাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈত-সিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধ্যভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সর্ব্ববিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় সমাজসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ভাষ্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪২৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্ব, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নাম্যপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! . . . সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন্, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা, ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে [illegible] কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন-

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন তাহার সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুষঙ্গিক দোষ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আর্তঘ্নি নিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিদ্যার ও লীলাধাম নয়টী দ্বীপ-সম্বন্ধীয়। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বকণ্ঠনিঃসৃত চরিতামৃতসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুসজ্জিত গীতাবলী সুলভাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহান্তক পাচন

সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাড়ন্তিকার, উত্তেজনায় ক্ষয়, প্রমেহে অবসাদ, ধ্বজভঙ্গ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অম্বিয়া প্রভৃতি সকল সময় বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বহুমূত্রসংকটাদ্যারি ঘৃত

পুরাতন রোগে ব্যবহারে ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

শ্বেতপ্রদরচিন্তামণি অভিকাস

ইহা সেবনে সকল প্রকার শ্বেত ও রক্তপ্রদর আরোগ্য হইয়া থাকে। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

হাজরা ঔষধালয়, শ্যামবাজার

১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, আজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার,

কলিকাতা।

১। **শূলাঘ্নবটী**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৩০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধাতুতরলের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

নিম্নত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—**মনোমোহন প্রেস,**

২০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি এরূপ মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া আজ মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার স্নেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় যাবতীয় বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কমলাপুর, ষ্টেশন রোড পোষ্ট, ঢাকা জিলা।

শ্রীরাম মায়াপুর নবনী প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ঘোষচারী ভাক্তারুত্ন এম্, জন্, এম্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলিগ্রাফ— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

॥ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৩৭, ১২ই মার্চ্চ, ১৯৩১

লক্ষ্ণৌয়ে পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা

এলাহাবাদ হইতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু গত ৮ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে লক্ষ্ণৌএ আগমন করিয়াছেন। ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা ও শোভাযাত্রা করিয়া আমিনুল্লা পার্কে লইয়া যাওয়া হয়, তথায় এক বিরাট্ জনসভায় পণ্ডিতজী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় ১১০০ জন সদ্য মুক্ত রাজবন্দী উপস্থিত ছিলেন।

পণ্ডিতজী পূর্ণ একঘণ্টা সময় বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি সন্ধির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, পূর্ণ স্বরাজ ব্যতীত দেশে কোন প্রকারেই শান্তি আসিতে পারে না—এবং সৈন্যবিভাগ, ও অর্থ বিভাগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা যখন আমরা পাইব তখনই উহা হইবে।

অতঃপর তিনি বলেন, যদি গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহা হইলে সানন্দেই তিনি তাহাতে যোগদান করিবেন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এরূপ কোন আশাই তিনি পান নাই।

রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকারের প্রত্যেক বন্দীদেরই মুক্তি দেওয়া উচিত। এমন কি যাহারা হিংসামূলক অপরাধে দণ্ডিত এবং বাঙ্গলার রাজবন্দী ও মিরাট মামলার বন্দীদের ও মুক্তি দেওয়া উচিত।

ভগৎসিং এবং চন্দ্রশেখর আজাদ প্রভৃতিদের সম্বন্ধে তিনি বলেন যদিও তাহাদের অবলম্বিত পথ তিনি অনুমোদন করেন না তথাপি তিনি তাহাদের বীরত্বের যথেষ্ট সম্মান করেন। তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে তিনি সরকারকে বলিতেছেন। কিন্তু যদি সরকার তাহা নাও করিতে পারেন তবে অন্ততঃ তাহাদের ফাঁসি না হয় তাহার চেষ্টা করিবেন।

ধাম-মায়াপুরে

ফি হাই ইংলিশ ল

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"

৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখে খুলিতেছে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা

নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা

ফ্রান্স ও ইটালীতে নৌচুক্তি

যুগোশ্লাভিয়ায় ভূমিকম্প ২৪জন হত ৭০জন আহত

সন্ধির ফলে বন্দীদের মুক্তি

নীলাম ইস্তাহার

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, রাণাঘাট জেলাবোর্ড ইন্‌স্পেক্‌শন বাংলা, ইমারত ইত্যাদি-সহ (with buildings and out houses) ১১৪ নং মৌজার ৫৩২ দাগে -৪২ একর নিষ্কর জমী রাণাঘাট লোক্যাল বোর্ড অফিসে ইং ১৬।৩।৩১ তারিখ বেলা ৪ ঘটিকার সময় নীলামে বিক্রয় হইবে। বিক্রয় মূল্যের এক চতুর্থাংশ নীলাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই দিতে হইবে বাকী টাকা নীলাম ডাকার ১৫ পনর দিনের মধ্যে দিতে হইবে।

জমিটী রাণাঘাট রেলষ্টেশন হইতে ১ এক মাইলের মধ্যে (ই, বি, আর), রাণাঘাট শান্তিপুর রাস্তার উপরে, চূর্ণী নদীর অপরপারে খেওয়াঘাটের নিকটে। স্থানটী খোলা ও খুব বাতাস খেলে।

অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণাদি জানিতে হইলে কৃষ্ণনগরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের নিকট অনুসন্ধান করুন অথবা নীলামের সময় অনুসন্ধান করিলে অবগত হওয়া যাইবে।

এন্, এন্, মুখার্জ্জী
চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতি

আগামী ১৪ই মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরস্থিত নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির একটী সভা হইবে।

বরিশাল সহরে প্রবল ঝড়

অনেকের সমূহ ক্ষতি

গত ৫ই মার্চ বরিশাল সহরে প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হওয়ায় বাড়ী, গাছ পালা এবং শস্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। কয়েকখানি বাড়ী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কয়েকখানি চাল উড়িয়া গিয়াছে। ষ্টীমারঘাট অঞ্চলের পাকাবাড়ীর কয়খানির চাল উড়িয়া যাওয়ায় ঘরের মধ্যে অসংখ্য ইষ্টকাদি পড়িয়া রহিয়াছে। কয়েকখানি নৌকা জলে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। লোক মারা গিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে কিন্তু কতজন মারা গিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। বহু কিছুক্ষণ ভিন্ন এবং সহরের বেশী দূরে পৌঁছায় নাই।

ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে নৌচুক্তি

বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশে বাধা

মিঃ ব্রিয়া মন্ত্রিসভাকে জানাইয়াছেন, গুরুতর রাজনৈতিক কারণে আপাততঃ কিছু নৌ-চুক্তির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হইবে না।

কয়েক দিন সংবাদ পাওয়া যায় যে, নৌবল নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে এক চুক্তির কথা স্থির হইয়াছে। এবিষয়ে ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর্থার হেন্ডারসন এবং নৌবিভাগের প্রধান সেনাপতি মিঃ আলেকজেণ্ডার অবগত হইয়াছিলেন।

চৌপাটি টুডে জন সমাগম

গত ৭ই মার্চ সকালে চৌপাটিতে বহু লোক জমা হইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল পুলিশ গিয়াপতি রোডস্থ কংগ্রেস অফিসের দখল আজই ছাড়িয়া দিবে। স্বেচ্ছাসেবক মিছিল করিয়া আসিয়াছিল—কিন্তু সকলকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে প্রকাশ, ১০ই বা ১২ই মার্চ পুলিশ ঐ বাড়ী কংগ্রেসকে প্রত্যর্পণ করিবে।

---

১৯০ জনের কারামুক্তি

৮ই মার্চ বিসাপুর জেল হইতে ২৯০ জন স্বেচ্ছাসেবক মুক্তি লাভ করিয়া বোম্বাইতে আসিয়াছে। ঐ দলে বোম্বাই ক্রিকেট খেলোয়াড় বিখ্যাত বোলার নাইডুর ভ্রাতা এবং মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সি, কে, নারায়ণস্বামী এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের ভূতপূর্ব্ব কাপ্তেন শ্রীযুক্ত এন, কে, আম্বাবিয়ার আছেন।

মরিশাসে প্রবল ঘূর্ণীবায়ু

বহু সহস্র লোক আশ্রয়-হীন

বিগত ৫ই মার্চ তারিখে মরিশাসের উপর দিয়া প্রবল ঘূর্ণী বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। বায়ুবেগ ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইলের কম ছিল না। ৭ই মার্চ তারিখে আবার ভীষণ ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বারিপাত এবং শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল।

ফলে বিস্তর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। সোয়াশত লোকের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সহস্র সহস্র লোক আশ্রয়হীন হইয়াছে। অনেকগুলি বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। অনেক জাহাজ বিধ্বস্ত হইয়াছে।

গাছ পড়িয়া বহুক্ষেত্রের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। গাছগুলি ধরাশায়ী হইয়াছে, সুতরাং এই সংবাদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। কোন কোন স্থানে শস্যের এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। অনেক স্থানে রেলপথ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জলপ্লাবনে এবং মৃত্তিকা ধ্বসিয়া পড়িয়া ট্রেণ চলাচলের বিঘ্ন ঘটিয়াছে।

পোর্টলুই সহরে বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়া যাওয়ায় সমগ্র সহর অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়াছিল।

দুইখানি বৃটিশ জাহাজ চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছিল কিন্তু বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

যুগোস্লাভিয়ায় ভূমিকম্প

২৪ জন হত এবং ৭০ জন আহত

যুগোস্লাভিয়া ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে বিগত ৬৮ ঘণ্টার মধ্যে ২৪জন নিহত এবং ৭০ জন আহত হইয়াছে। আরও নানাপ্রকার ক্ষতি হইয়াছে। সকল স্থানের সংবাদ পাওয়া যায় নাই আরও অনেক লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

রাজা এবং প্রধান মন্ত্রী, বিপন্ন অধিবাসীদিগকে সাহায্য করিতে গিয়াছেন। সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য দানের বন্দোবস্ত হইয়াছে সকলেই আতঙ্ক গ্রস্ত হইয়া উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে তাবুতে বাস করিতেছে।

এলাহাবাদে দুই শত বন্দীর মুক্তি

৯ই মার্চ পর্য্যন্ত এলাহাবাদ জেলসমূহ হইতে প্রায় দুই শত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। মুক্ত বন্দীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বেঙ্কটেশ নারায়ণ তেওয়ারী ও পেশোয়ের মালব্য অন্যতম।

যুক্ত রাজা গোপালাচারী

মাদ্রাজে অভ্যর্থিত

৮ই মার্চ অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত সি, রাজা গোপালাচারী এখানে আগমন করিয়াছেন। সেন্ট্রাল ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। তামিল ইনাডু কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য জনসাধারণ দলে দলে প্যাণ্ডেলে উপস্থিত হইয়াছিল। ইনুই ভাষায় বক্তৃতা করিয়া তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

বোম্বায়ে ভীষণ ডাকাতি

গত ৮ই মার্চ রাত্রিকে উলফচার্চিলে নামক স্থানে এক ডাকাতি হয়—সেখানে একটি স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিরাট অলঙ্কার প্রদর্শনী হইতেছিল। চারিজন সশস্ত্র ডাকাত প্রদর্শনী ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকাতগণ কয়েকবার গুলী ছোড়—তাহাতেই ভয় আরও বাড়িয়া যায়। একজন সাংঘাতিক আহত হয়। ডাকাতগণ লুটপাট করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীদের বেতন হ্রাস

মধ্য প্রদেশের মন্ত্রীদের বেতনের জন্য বাজেটে ৩৬ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এম, জি, খোলাই উহা হইতে ৪২ হাজার টাকা কমাইয়া দিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। উহা গৃহীত হইয়াছে। ৪২ হাজার টাকা কমিয়া যাওয়ায় মন্ত্রীরা এখানে মাসিক ৪ হাজার টাকার স্থানে ২ হাজার ২ শত ৫০ টাকা বেতন পাইবেন।

গণতান্ত্রিক দল কমানোর পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, এই দল কংগ্রেস মন্ত্রীরা মনোনীত হইয়াছিলেন ঐদিবস বাজেটের আলোচনা শেষ হয়।

বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীর সহিত সংঘর্ষ

গত ৮ই মার্চ রাত্রিতে মুলজীজেটা বাজারে (বিদেশী বস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র) জনৈক বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ী যখন কতিপয় বস্তা সরাইতেছিল, তখন কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক তাহাতে বাধা প্রদান করে ঐ সংঘর্ষের ফলে ৫ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে হাসপাতালে রাখা হইয়াছে। প্রকাশ, অনেক স্বেচ্ছাসেবক উক্ত ব্যবসায়ীর লোক দ্বারা ছুরিকাঘাতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

গান্ধী-আরউইন সন্ধির ফল

ইস্তাহার প্রত্যাহার

আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, নওগাঁ ও শিবসাগর জেলার কয়েকটি কংগ্রেস কমিটি ও অনুরূপ সমিতি যে-আইনী বলিয়া ঠিকপূর্ব্বে যে সকল ইস্তাহার জারী করিয়াছিল, আসাম গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

সীমান্ত প্রদেশে নিষেধাজ্ঞা

সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস ও অন্য কোয়ান ছাত্র সভা এবং অনুরূপ সমিতি সমূহ বে-আইনী বলিয়া ঠিকপূর্ব্বে যে সকল ঘোষণা জারী হইয়াছিল, সীমান্তের সরকারী এজেন্টের আতিরিক্ত সহকারী সেগুলি প্রত্যাহৃত হইল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। পেশোয়ার জেলায় বে-আইনী ঘোষণা অতিরিক্ত জারী হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

নিহারে আদেশ প্রত্যাহার

বিহার ও উড়িষ্যা সরকার এক অতিরিক্ত গেজেট প্রকাশ করিয়া ফৌজদারী সংস্কার আইনের সকল আদেশ বাতিল করিয়াছেন, ঐ সকল আদেশে নিম্নলিখিত স্থানের কংগ্রেস কমিটিকে যে আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল—সারণ, সমস্তীপুর, কটক, মজঃফরপুর, চম্পারণ, মুঙ্গের, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা ভাগলপুর, দেওঘর চম্পারণ, সাহাবাদ পাটনা, হাজারীবাগ, পুর্ণিয়া, সাঁওতালপরগণা জামতাড়া, গয়া, পালুদ, হাজারীবাগ ও পুরী।

পুরাতন কংগ্রেস ভবন প্রত্যর্পণ

৯ই মার্চ অপরাহ্ণে পুলিশ পুরাতন কংগ্রেস গল্পাতি ট্রাষ্ট বোর্ডে সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মথুরা দাস ত্রিকমজীকে প্রত্যর্পণ করেন।

খুলনায় মেল ডাকাতি

সন্তোষকুমার কর গ্রেপ্তার

খুলনার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নির্দ্দেশমত খুলনা বাগেরহাট মেলওয়ে মেল ডাকাতি-সম্পর্কে উকীল নবকুমার করের পুত্র সন্তোষকুমার করকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। নবকুমার গৃহেও পুলিশ খানাতল্লাস করিয়াছিল—কিন্তু কিছুই পায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—::—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ২৮শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

শ্রীএকায়ন মঠ

ই, বি, রেলওয়ের বগুলা ষ্টেসন হইতে নদীয়া জেলার সদর স্থান কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত ১২ মাইল দীর্ঘ একটী অতি প্রাচীন পাকা রাস্তা বর্ত্তমান আছে। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন খুলিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতা হইতে স্থলপথে কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ এবং কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা ও পূর্ব্ববঙ্গ অভিমুখে যাইতে হইলে যাত্রিগণকে এই প্রাচীন রাস্তার উপর দিয়া গমনাগমন করিতে হইত। বগুলা ষ্টেসন হইতে তিন মাইল দূরে এই প্রাচীন পথের ধারে হংসক্ষেত্র (চলিত ভাষায় হাঁসখালি) নামক একটী অতি প্রাচীন গ্রাম অবস্থিত। চূর্ণী নামক একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী হাঁসখালি গ্রামের ভিতর দিয়া প্রবাহিতা। এই চূর্ণীনদীর উত্তর তীরে একটী নীলকুঠী ছিল। কালে নীলকুঠী টোল-গৃহে পরিণত হয়। এই টোলগৃহটী বহু কুঠারী সমন্বিত সুবৃহৎ অট্টালিকা। আন্দাজ পঞ্চাশ বিঘা জমির মধ্যস্থলে টোলগৃহটী নির্ম্মিত। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখারূপে কৃষ্ণনগরে যে একায়ন মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা বর্ত্তমানে হাঁসখালি গ্রামের টোলগৃহে গত [illegible] ান্তরিত

মার্চ্চ শনিবার দিবস বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে হাঁসখালি গ্রামে শুভাগমন পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনমুখে উক্ত টোলগৃহে একায়ন মঠের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। নির্ম্মলতোয়া চূর্ণী নদী দক্ষিণ দিকে অবস্থিত থাকায় একায়ন মঠের শোভা অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছে। হংসক্ষেত্রে স্থিত একায়ন মঠের অতি নিকটে লোকালয় না থাকায়, নির্জ্জনতার বিমলভাব দর্শকমাত্রেরই চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভাষার দ্বারা এই একায়ন মঠের শোভা বর্ণনযোগ্য নহে। ভক্তমাত্রেরই উচিত, মধ্যে মধ্যে হংসক্ষেত্রস্থিত শ্রীএকায়ন মঠে যাইয়া উহার শোভা সন্দর্শন করেন ও চিত্তকে সহজে ভগবদ্ভাবে বিভাবিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।

সাধুর লক্ষণ

আজকাল সাধু চিনিয়া উঠা ভার হইয়াছে। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে সাধুর কতকগুলি লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন। শ্রীভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতির 'কে সাধু, তাহার লক্ষণ কি'—এই প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছেন,—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ
সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি
যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
[illegible]ন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্
মদ্গতচেতসঃ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যাঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥

সেই সাধুর তটস্থ লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন—তাঁহারা হরিকীর্ত্তনে। বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, জীবদুঃখে দয়ার্দ্র, প্রাণিমাত্রেরই নিত্যমঙ্গলবিধাতা; তাঁহারা সর্ব্বজীবকেই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভগবানেরই সেবক বলিয়া জানেন, সুতরাং কাহাকেও শত্রু বলিয়া ভাবেন না; তাঁহারা নিষ্কাম, অতএব শান্ত, শাস্ত্রানুবর্ত্তী এবং সুশীলতাই তাঁহাদের ভূষণস্বরূপ। অতঃপর ঐ সাধুগণের স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন—তাঁহারা আমাকেই একমাত্র ভজনীয় বিষয়-জ্ঞানে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি করিয়া থাকেন, আমার সেবাসুখতাৎপর্য্যার্থে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন—আমার জন্য স্বজন বন্ধুবান্ধবাদি সর্ব্বস্ব [illegible] করিয়া থাকেন; তাঁহারা মদ্বিষয়ক পবিত্র কথা শ্রবণ ও পরস্পর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; মদ্গতচিত্ত এই সকল সাধুগণকে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় ব্যথিত করিতে পারে না। হে সাধ্বি, উক্ত গুণসম্পন্ন এই সকল সাধুগণ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে আসক্তিশূন্য; তাঁহারাই অসৎসংসর্গজনিত দোষ হরণ করিতে সমর্থ; সুতরাং হে মাতঃ, এই প্রকার সাধুগণের সঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহারই অনুধ্বনি করিয়াছেন,—

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন॥
কৃপালু, অকৃত দ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী

উপরিউক্ত লক্ষণ ব্যতীত আমরা কেবল বেশ দেখিয়া কোন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া স্থির করিব না। বেশ দেখিয়া যাহাকে তাহাকে বাহ্যে সাধু বলিয়া সঙ্গ করিলে ক্রমে কপট হইয়া যাইতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠ

(শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী এম, এ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী লিখিত)

শ্রীধামমায়াপুর শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে সমগ্র জগতের ভাগ্যে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকটিত হইয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য শিক্ষা প্রচারের কেন্দ্ররূপে শ্রীচৈতন্যমঠের আবাহন করিয়া জগতের সমুদয় জীবকে পরমার্থ শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের মুখপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পত্রিকা প্রত্যহ আচার্য্যের চৈতন্যবাণী বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে পরিবেশন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে পরবিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও শ্রীগুরুসেবা দ্বারা বাস্তবসত্য অবগত হওয়া যায়। বাস্তবসত্য অবগত হইলে সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। বাস্তবসত্য যাহার অজ্ঞাত, তাহার কোন বিষয়েরই প্রকৃত জ্ঞানলাভ হওয়া সম্ভব নহে। বাস্তবসত্য জড়ীয় বিজ্ঞান কিংবা মনঃকল্পিত দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সত্য-সংজ্ঞাধারী অসত্য নহে। বাস্তবসত্য অসত্যের ভিত্তিও নহে।

পরমার্থ দ্বারা তথাকথিত জাগতিক অর্থ সাধিত হয় না। তথাকথিত জাগতিক অর্থই প্রকৃত অনর্থপদবাচ্য। পরমার্থের আনুকূল্যই একমাত্র প্রকৃত অর্থ। অনর্থের দ্বারা পরমার্থ সাধিত হন না। একমাত্র পরমার্থের অনুকূল চেষ্টাই অর্থ-সংজ্ঞা দ্বারা সজ্ঞিত হইবার যোগ্য। পরবিদ্যাপীঠে অর্থরূপ সাধন দ্বারা পরমার্থরূপ সাধ্য লাভ হইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যমঠ ভোগ কিংবা ত্যাগের আলয় নহে। জাগতিক অর্থ সংগ্রহ কিংবা অনর্থ ত্যাগের অভিনয় মাত্র দ্বারা পরমার্থ সাধিত হইতে পারে না। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তত্ত্বদর্শী শ্রীগুরুর নিকট হইতে পরমার্থের সাধন লাভ হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণ জিউ ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকার নিত্য সেবা-বিরাজিত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-প্রবর্ত্তনের মূল উৎস। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা সম্যক্‌রূপে অবলম্বন না করিলে পরমার্থপথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা দাম্ভিকতা, সঙ্কীর্ণতা কিংবা মনুষ্যপূজা নহে; শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য সেবা পুনঃ প্রকটিত করিয়াছেন; শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এতদ্দ্বারা জগতে শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিত্যসেবিত শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সম্যক্ সেবাসদন। পরবিদ্যাপীঠ, নদীয়া-প্রকাশ পত্র—শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সুষ্ঠু সেবার উপকরণ।

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহাই শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা; শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন কলিযুগে পরমার্থের একমাত্র সাধন পদ্ধতি। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে বেদ ও লৌকিক সাধন পদ্ধতির চরম বাস্তব পরিসমাপ্তি; ইহাই শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পত্রের প্রচার্য্যবিষয়।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট-প্রচারক শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তগণ জয়যুক্ত হউন; শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোভীষ্ট সংস্থাপক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য বর্য্য অষ্টোত্তর-শত শ্রী-শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সর্ব্বোপরি নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন।

শৌক্রবিচারে বর্ণনিরূপণ বিশুদ্ধ নহে

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মিলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-বংশে জন্মিলে বৈশ্য ও শূদ্রবংশে জন্মিলে শূদ্র - এই প্রকার বিচার দ্বারা যথার্থ বর্ণ নিরূপিত হইতে পারে না, কারণ ইহাতে অনেক সময় মিথ্যাচারের অবকাশ ঘটিতে দেখা যায়।

মনুষ্য জাতিতে সকল বর্ণে সাঙ্কর্য্য বশতঃ ব্যক্তিবিশেষের যথার্থ বর্ণ নিরূপণ অসম্ভব। যেহেতু সকল বর্ণের মানবগণ সকল বর্ণের স্ত্রীতেই সন্তান উৎপাদন করিতে সমর্থ। মানবগণের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ সকল বর্ণেরই একই প্রকার।

সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥
(মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০।৩২)

একমাত্র মনুষ্য জাতিতে বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ বিপর্য্যয় সম্ভাবনা আছে বলিয়াই গুণ-কর্ম্ম বিভাগ-অনুসারে বর্ণ বিভাগ হইয়া দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারাও দেখা যায়, এক ব্রাহ্মণপিতার পরিচয়ে চারিটী ভ্রাতা চারি প্রকার স্বভাববিশিষ্ট : কেহ বেদনিষ্ঠ, কেহ বেদবিরোধী, কেহ ক্রূর, কেহ অনাচারী, প্রভৃতি নানাপ্রকার। সুতরাং গায়ের জোরে সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে যাইয়া ভ্রাতৃ কলহ আরম্ভ হইয়া যায়

পূর্ব্বকালে অর্থাৎ সত্য যুগের প্রারম্ভে মানবদিগের "হংস" নামে একটী বর্ণ ছিল। সেই যুগে যে সকল প্রজা জন্মগ্রহণ করিতেন, তাঁহারা কৃতকৃত্য অর্থাৎ স্বধর্ম্মপরায়ণ, আত্মধর্ম্মপরায়ণ থাকিয়া ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালন করিতেন। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিরাট পুরুষ মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে স্ব স্ব আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল ; পরে কর্ম্মদ্বারা বিভিন্ন বর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং
ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮।১০)

অতএব শৌক্রবিচারে বর্ণ নিরূপণ কোন প্রকারেই বিশুদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই কলিকালে কলির অধর্ম্মের একটী প্রধান পুষ্টিবিধান শাঙ্কর্য্য। এ যুগে শৌক্রবিচারে বর্ণ নিরূপণ মিথ্যাচার ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বাঞ্ছনীয় অমৃত কি ?

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবারিধি বি. এল)

অসুরপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট বদ্ধজীব আমি দেবতাগণের উপভোগ্য 'অমৃতের' উপলব্ধি কোনদিন করিতে পারি নাই বা তাহার আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য কোন দিন হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। নৈমিষারণ্যের নিকট মদকচ্ছনের মকেল, বিষয়ী লোকের নিকট এ কথার আলোচনা কিম্বা ভোগবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট কোন গুপ্তধনের সন্ধান যেরূপ তাহাদিগের লালসার বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেইপ্রকার অমর করার অমৃত-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অমৃতের কথা একটা লোভনীয় বস্তু হইয়া থাকে।

দেবাসুরগণের সমুদ্র মন্থন যখন অমৃত উত্থিত হয় তখন অসুরগণ দেবতাদিগকে ঠকাইয়া উহা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ নরলীলা দেবতাগণ ঐ অমৃতের ভাগী হয় এবং অসুরগণ বঞ্চিত হয়। তাই অসুর-মোহকারী শ্রীভগবান মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অসুরকুলকে বঞ্চিত করিয়া দেবতাদিগকে সেই অমৃত পানের সুযোগ দিয়াছিলেন। দেবতাগণ সেই অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু দেবতাগণ পুণ্যের ফলে অমৃত পানের দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়া এবং স্বর্গবাসী হইয়া প্রভূত স্বর্গসুখ লাভ করিলেও তাঁহারা কামক্রোধাদি ষড়রিপুর দাসত্ব হইতে ও ত্রিতাপের হস্ত হইতে যে অব্যাহতি পাইতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ আমরা শাস্ত্রদ্বারে শুনিতে পাই। যে অমৃত পান বা অমরত্ব লাভ বা তৎফলে স্বর্গধামে অবস্থিতির জন্য এত প্রয়াস, সেই স্বর্গসুখভোগটী বা কতকাল স্থায়ী ? শ্রীগীতায় (৯।২১ শ্লোকে) শ্রীভগবানের উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা পুণ্যফলে দেবলোকে দিব্য ভোগসকল প্রাপ্ত হইলে পরে সেই প্রকৃতসুখজনক স্বর্গভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন এবং পুনঃ পুনঃ এই ত্রিতাপময় সংসারে যাতায়াত করিতে থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঐ প্রকার সমুদ্রমন্থনোত্থিত অমৃত-পানের দ্বারা জীবের সাময়িক মঙ্গল বা সাময়িক আনন্দ কিছু ঘটিলেও তদ্দ্বারা তাহার কখনও নিত্য মঙ্গল বা নিত্যানন্দ লাভ হইতে পারে না।

এইরূপে কখনও হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে বহু জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিফলে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জীব যখন কোন সদ্গুরুবৈষ্ণবচরণে প্রপন্ন হয়, তখন সে তাঁহাদের কৃপায় জানিতে পারে যে দেবাসুর-গণের বাঞ্ছনীয় 'অমৃত' নামক আর এক প্রকার 'অমৃতের' সন্ধান আছে, যাহা পান করিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজ নিত্যমঙ্গল ও নিত্যানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং যাহা আমাদের দেবাসুর নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব-সাধারণকে পান করাইবার জন্য স্বয়ং ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহা সেই ভক্তিরসামৃত বা শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনামৃত বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত। শ্রীমদ্ভাগবত-মুক্ত সেবকরূপকল্পতরু ফল, যাহা নীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া পরীক্ষিৎ মহারাজের কর্ণে প্রবেশ করিয়া ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত এবং যাহা পরমানন্দ প্রদায়ক।

এই শ্রীমদ্ভাগবতামৃত শ্রোতার শ্রবণ দ্বারে পানের ফলে ভাল মন্দ সমস্ত বিষয়ের বিস্মৃতি হৈতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কোন বস্তু নাই। ভাগবতামৃত পানের দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ প্রভৃতি নিজেন্দ্রিয়প্রীতিরূপ চেষ্টা অন্তর্হিত হওয়ায় তদ্দ্বারা কখনও ত্রিতাপ নাশ হয় না বা তদ্দ্বারা ষড়রিপুর দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। এই ভাগবতামৃত পানের দ্বারাই জীবের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ হয় এবং ইহাই একমাত্র বিমল বস্তু ; তাই শ্রীল ব্যাসদেব "নৈষ্কর্ম্ম্য কর্ম্মভির্যোগিনিত্যং ফলং" শ্লোকে ইহা মুহুর্মুহুঃ পান করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

পরম করুণাপরিধি শ্রীশুকদেব আমার ন্যায় কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ও অবিদ্যাবন্ধন-প্রাপ্ত জীবকে ঐরূপ শিবদ ভাগবতামৃত পান করিবার জন্য অনবরত উপদেশ প্রদান করিলেও আমার তাহাতে রুচি হয় না। তাই আমি ইহার বিষয়ে রুচি-বিশিষ্ট হইয়া ত্রিতাপদায়ক জন্মমরণময়লা গলায় পরিয়া ঘোরতর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি কৃষ্ণেতর বিষয়ের জন্য লালায়িত হইলেও সেই সেবক-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহার অযাচিত অমন্দোদয়-দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে ভাগবতামৃত পান করাইয়া মুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধবাঞ্ছা প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকরতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য এবং চরণামৃত দানে বিষয় ভুলাইবার জন্য সতত ব্যস্ত। হায়! আমার পোড়া কপাল, আমি তাহা বুঝিলাম না।

এখন আমরা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছি যে, উক্ত প্রকার অমৃতের মধ্যে কোন প্রকার অমৃত বাঞ্ছনীয় এবং কোন্‌টীই বা নিত্য, ত্রিতাপনাশক, নিত্যমঙ্গল ও নিত্যানন্দ-প্রদানকারী। তাই ভক্তবর্গ ও সাধুমহোদয়গণের নিকট আমার করযোড়ে প্রার্থনা, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি তাঁহাদের কৃপায় শ্রেয়াকাঙ্ক্ষী আত্মবৃন্দের আস্বাদনযোগ্য ভাগবতামৃত পান করিয়া ধন্য হইতে পারি।

বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীগৌরজন্ম মহোৎসব

গত বৎসর কার্ত্তিক পূর্ণিমার শ্রীশ্রীরাধা-কুণ্ড অষ্টকালীয় ভজনের পূর্ণাদর্শ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে আবির্ভূত হইয়াছে। সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণগোবিন্দজীউর মঙ্গল আরাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা এবং বৈষ্ণব বন্দনা করা হয়। তৎপর ষড়ঐশ্বর্য্য পূর্ণ শ্রীপাদ বনমালীদাস অধিকারী প্রভু পরিবার বর্গ সহ সাদরে তাঁহার বিরাট ফুলের মালা দ্বারা উপস্থিত সজ্জন বৃন্দকে বিভূষিত করিয়াছিলেন। শ্রীমঠে এবং গিরিতে শ্রীপাদ গণপতি ব্রহ্মচারীজী উপস্থিত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালের পূজাদিনের ন্যায় মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীপাদ বনমালীদাস প্রভু তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তন দ্বারা ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ গণপতি ব্রহ্মচারীজী সঙ্কীর্ত্তনমুখে উপস্থিত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্তপ্রবেশার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
২৭। শরণাগতি
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশত ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴॥
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৫৯। বৈষ্ণবীজম্
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী
৬৭। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক' অক্ষয়জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সঙ্ঘপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সসঙ্ঘসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব বিভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিতাংহন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবধূর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীস্বারিকায়ানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

ভক্তিবিজয়

শ্রীভক্তিবিজয়—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীগুরু-শিষ্য ও অন্তরঙ্গানের ভেদ, প্রতিষ্ঠে শ্রীমায়াপুরের তত্ত্বগত প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মহাপ্রভুর বৈধাভক্তি ও রাগভক্তির ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুষ্ক তার্কিক তাৎপর্য্য, জীবের বর্ত্তমান স্থান ও মুক্তি, বৈষ্ণবগুরুর অধিকার, ভক্তির অধিকারি-বিচার, কর্ম্ম ও কর্ম্মীজনের সাধকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আত্মার প্রকাশ-ভেদ, শ্রীবিষ্ণুপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শব্দ-মন্ত্রের নিত্য অনিত্যের ভাগ, সম্প্রদায় কুলগুরু বোধপম, পরীক্ষা-বিচার, দীক্ষা, শিক্ষা ও গুরুভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয় আলোচনা, প্রয়োজন, শ্রীনামকীর্ত্তন, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ, প্রভৃতি ৪৩ সন্দর্ভে সনাতন গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের অত্যন্ত বিশুদ্ধ সংস্করণ, এবং সহজিয়ার কপোলকল্পিত ভ্রান্তি নিরস্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ের কিছুই অজ্ঞান ও সংশয় থাকিতে পারে না। পরম গুরু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের প্রকাশ-ভরসায় এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-পরমহংসকুলচূড়ামণি মহাভাগবত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই গ্রন্থের রচয়িতা। আকার ডবল ক্রাউন, আটপেজী। বাঁধাই, গঙ্গা, লোহার কলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ১৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

ডবল ক্রাউন [সচিত্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আষাঢ়া—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার নিত্য কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, বস্তু কি? ইত্যাদি বিষয় মীমাংসাতে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

চতুর্থ সংস্করণ

৵০ [সচিত্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আষাঢ়া—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার নিত্য কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, বস্তু কি? ইত্যাদি বিষয় মীমাংসাতে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্যকরে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুকৌশলে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড, অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীনামতত্ত্ব মাহাত্ম্য, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বর্ণিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ার সাহায্যে আদ্যন্ত পরিপাটিরূপে মুদ্রিত। মূল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ মাত্র আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সঙ্কলনাত্মক গ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ। ২। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পত্তির মাহাত্ম্য, ৪। বিভিন্ন বিষয়ে, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের আলোচনা ও বিবরণ। বিভিন্নবিষয়ের মৌলিক ও গবেষণাত্মক আকরগ্রন্থে মূল্যবান কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন

পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আছেন, বাইক্লোরাইড্রোক্লোর কুইনিন আর্সেনিক এবং ষ্ট্রীকনেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন দ্বারা হরেকরকম করিলে একটী বা দুইটী হরেকরকমের সকলপ্রকার কঠিন মা ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী হরেকরকম ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

ও এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও কেমিকাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

২৯।১ নং বেচু চাটার্জ্জির লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা আনতাবস্থ সহজ—তখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিতান্তিক শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাষায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সমাত্মঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা, ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে বিভু বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কে আর আমরা সেই কল্যাণকল্পে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীহাটপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুকণ্ঠনিঃসৃত সুসিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী স্থূলাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্ট্রীকৃত মদন মঞ্জরী

বটিকার জন্য ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মদ্যজন্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্যারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে [illegible] আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible]বিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] নারায়ণ জী, [illegible]
১৭৭নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক | সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী
পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাহ্য বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

প্রধান মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

টেলিগ্রাফ—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণ হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

প্রচার—নদীয়া জেলায় এ

খণ্ড] সম্পাদক- অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর- ২৯শে ফাল্গুন শুক্রবার ১০০৭, ১৩ই মার্চ্চ. ১৯০১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

ফ্রি হাই ইংলিশ স্কুল

বড়ই আনন্দের সংবাদ এই যে, হিন্দুগণের পরম পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র, সপ্ত-মোক্ষদায়িকা নগরীর অন্যতম শ্রীধাম-মায়াপুরে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সজ্জন সপরিকরে বাসার্থ-গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাঁহাদের সন্তানগণের এবং শ্রীধামের অন্তর্গত ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহের বালকগণের সুশিক্ষার নিমিত্ত একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অভাব এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতা নিবন্ধন পল্লী মাত্রেরই জনসাধারণের সন্তানগণকে শিক্ষাদানের অসামর্থ্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আগামী ৩রা এপ্রিল হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে একটী অবৈতনিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে পৃথিবীর অপরাপর দেশবাসিগণের সহিত সর্ব্বপ্রকার ভাব-বিনিময়, এবং বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত ভারতবাসি-গণের ইংরেজী শিক্ষালাভের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়ন এরূপ ব্যয়-সাপেক্ষ যে দারিদ্র্য-কেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ পর্য্যন্ত উহা সঙ্কুলান করিতে অসমর্থ। তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও অধিকাংশ গৃহস্থ অর্থাভাবে তাঁহাদের পুত্রগণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখে কালাতিপাত করিতেছেন। অবৈতনিক 'ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' যে এই শ্রেণীর গৃহস্থগণকে অভাবনীয় সুযোগ দিয়া তাঁহাদের অশেষ উপকার সাধন করিবেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই শ্রেণীর গৃহস্থগণের কেন, সর্ব্বপ্রকার গৃহস্থগণের পক্ষেই 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' একটী মহাদান, কারণ আজকাল প্রায় বিদ্যালয়েই ছাত্রগণের চরিত্রগঠনের কোনও প্রকার ব্যবস্থা নাই অথচ চরিত্রই পরম সম্পৎ—চরিত্রই সর্ব্বসুখের আকর; চরিত্র সংগঠিত হইলে মানব দেবত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বপূজ্য হয় আর চরিত্রহীন মানব পশুর সমান। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে' উচ্চ শিক্ষিত সেব-চরিত্র শিক্ষকগণ শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ছাত্রগণসমক্ষে তাঁহা-দের পবিত্র চরিত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক নানাবিধ বিষয় শিক্ষাপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরিত্র সংগঠনে যত্নবান্ হইবেন।

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাবোৎসব, শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা এবং বৎসরের অন্যান্য সময় শ্রীধাম-মায়াপুরে সমাগত লক্ষ লক্ষ যাত্রী সকলেই অবগত আছেন, শ্রীধাম মায়াপুর অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান। বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত প্রান্তর, তাই স্বাস্থ্যরক্ষার্থ একান্ত প্রয়োজনীয় নির্ম্মল বায়ু সর্ব্বদাই শ্রীধামে প্রবাহিত। এতদ্ব্যতীত হিন্দু-গণের পরম পবিত্র স্বচ্ছতোয় ভাগীরথী ও সরস্বতী (খড়ে) শ্রীধামের মেখলারূপে অবস্থিত হইয়া শ্রীধামের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিতেছেন। বহু সংখ্যক নলকূপ বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহ করিতেছে।

শিক্ষার্থিগণ অভিভাবকগণের অনুমোদন পত্রসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন—

সেক্রেটারী- ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দিল্লী রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য

রক্ষণশীল ভারতের গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাইবেন না, এই সংবাদে দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। এখন জানা যাইতেছে যে, গোলটেবিল বৈঠকের পরবর্ত্তী অধি-বেশনের কার্য্যক্রম-সম্পর্কে সকল বন্দোবস্তই লর্ড আরউইন ঠিক করিয়াছেন এবং তাঁহা যথারীতি ভারতসচিবের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল তথাপি সরকারী-ভাবে ইহা ঘোষণা না করার কারণ এই যে, রক্ষণশীলদলের সহিত শ্রমিকদলের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে কোন ফল হয় নাই, রক্ষণশীল ভারতের বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাইতে অসম্মত হইয়াছেন।

মহাত্মাজীর আর দুইটী পত্র

প্রকাশ যে, মহাত্মাজী দিল্লী ত্যাগের দিন বিশেষ দূত দ্বারা বড়লাটের নিকট আর দুইখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বড়লাটের নিকট হইতে একখানি চিঠিও পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, পত্রে লিখিত বিষয় গোপনীয় বর্ত্তমানে তাহা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

বিবিধ সংবাদ

আমেদাবাদে মহাত্মাজী বানর সেনা সমাবেশ পরিদর্শন

গত ১০ই মার্চ্চ প্রাতে মহাত্মা গান্ধী স্থানীয় 'বানর সেনা' সমাবেশ পরিদর্শন করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বে শত শত লোক ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়াছিল। মহাত্মাজী 'বানর'গণকে সম্বোধন করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

বর্ত্তমান সংগ্রামে প্রশংসনীয় কার্য্য করার জন্য মহাত্মাজী 'বানর'দিগকে অভিনন্দিত এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ কার্য্য করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে যুবকদের বীরোচিত বহু কার্য্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি তাহাদের সম্বন্ধে সকল সময়েই উচ্চ আশা পোষণ করেন। তাঁহাদের এই সংগ্রাম অহিংস এবং এখনও তাঁহাদিগকে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও ত্যাগ সম্বন্ধে সুশিক্ষিত হইতে হইবে।

মহাত্মাজীর বক্তৃতা সমবেত জনমণ্ডলীর পক্ষে শুনা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া পড়িতে থাকায়, তিনি বক্তৃতা শেষ করিয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে অগ্রসর হন। তাহার পর বানর সেনার পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটী সোণার তকলী উপহার দেওয়া হয়।

অপরাহ্ণে পুরুষ ও নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত মহাত্মাজীর সাক্ষাৎ করা স্থির ছিল, কিন্তু বিষম ভিড় ও গোলমাল হওয়ায় এই কার্য্যতালিকা পরিত্যক্ত হয়। মহাত্মাজী এক্ষণে কয়রা ও সুরাট জেলার কর্ম্মীদের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১০ই মার্চ্চ প্রাতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

ডেপুটী পুলিশ কমিশনার মিঃ হ্যানসেনের বিলাত যাত্রা

কলিকাতা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের ডেপুটী কমিশনার মিঃ এইচ হ্যানসেন মঙ্গলবার ডেপুটী কমিশনার মিঃ এস এইচ, নিলসকে কার্য্যভার প্রদান করেন। মিঃ হ্যানসেন ইংলণ্ড যাইবার জন্য সস্ত্রীক হাওড়া হইতে বোম্বাই যাত্রা করেন। বোম্বাই হইতে তাঁহারা ১৬ই মার্চ্চ "তাসকানিয়া" জাহাজে ইংলণ্ড যাইবেন তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য বহু পুলিশ কর্ম্মচারী হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

যশোহরে বিরাট সভা

গান্ধি-আরউইন আপোষের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য শ্রীযুত জীবন রতন ধরের সভাপতিত্বে গত শনিবার অপরাহ্ণে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। যশোহর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত আনন্দমোহন চৌধুরী, উকীল চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রভৃতি আপোষের সর্ত্তে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু কংগ্রেসের নির্দ্দেশ পালন করিয়া তাহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য তাঁহারা সকলকে অনুরোধ করেন।

বাঙ্গলার সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দানের চেষ্টা করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে অনুরোধ করিয়া এবং দেশে প্রকৃত শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য তাহাদিগকে বিনা সর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়ার গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে জানাইয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হন।

রক্ষণশীল দলের গোলটেবিল বৈঠক বর্জ্জন

বৃটিশ পার্লামেণ্টের রক্ষণশীল দল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতে গোলটেবিল বৈঠকের যে অধিবেশন হইবে তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। রক্ষণশীল দলের পক্ষ হইতে এই সভায় কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে না।

৯ই মার্চ্চ কমন্স সভার গৃহে রক্ষণশীল দলের অন্তর্গত ভারত সম্পর্কিত কমিটীর অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভা শেষ হইলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করা হয়।

সভার যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, গান্ধী-আরউইন সন্ধির কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। অতঃপর কমিটী, আনন্দের সহিত মিঃ বলডুইনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রকাশ যে, গান্ধী আরউইন আলোচনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই গত সপ্তাহে মিঃ বলডুইন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। রক্ষণশীল দলের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার সদস্যগণের সহিত আলোচনা করিয়া মিঃ বলডুইন স্থির করেন, অতঃপর ভারতবর্ষে গোলটেবিলের যে অধিবেশন হইবে সেই সভায় রক্ষণশীল দলের কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে না। এই সিদ্ধান্তই অতঃপর যথারীতি ভারত সম্পর্কিত কমিটীর সভায় সমর্থিত হইয়াছে।

রক্ষণশীল দলের সিদ্ধান্তের সংবাদ পাইয়া পার্লামেণ্টের সদস্যগণ বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। মোটের উপর ইহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। এমন কি রক্ষণশীল দলের যে সমস্ত সদস্য ভারত সম্পর্কিত কমিটীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নহেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত এই নির্দ্ধারণের কথা অবগত ছিলেন না।

শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ইহাতে যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, বিগত ৬ই মার্চ্চ তারিখে মিঃ বলডুইন এক সভায় ভারতীয় নীতির কথা বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। সেই সভাতেও তিনি গোলটেবিল বর্জ্জনের কথা বলেন নাই; অথচ ইহার দুইদিন পরেই মিঃ বলডুইন তাঁহার অভিমত প্রচার করিয়াছেন।

রক্ষণশীল দলের ভারত সম্পর্কিত কমিটীর সভায় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আলোচনা হইয়াছিল। মিঃ বলডুইন তখন উপস্থিত ছিলেন না। মিঃ চার্চ্চিল তীব্র ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। লর্ড লয়েড, লর্ড বার্ণহাম প্রভৃতি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১২ই মার্চ্চ তারিখে কমন্স সভায় আলউইন্টটিন ভারত প্রসঙ্গের আলোচনার সূত্রপাত করিবেন, মিঃ চার্চ্চিল তাহাতে যোগদান করিবেন এবং সর্ব্বশেষে সার স্যামুয়েল হোর বক্তৃতা করিবেন।

ফরাসীগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত জার্ম্মাণগণের আতঙ্ক

জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টের সভায় সৈন্য বিভাগের বাজেট আলোচনার সময় দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী জেনারেল গ্রোয়েনার বলেন, বর্ত্তমানে ফরাসী সৈন্যবাহিনী সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়াছে; অন্যান্য সকল জাতির সহিত তুলনা করিলে মনে হয়, যুদ্ধের জন্য ফ্রান্সই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রস্তুত, যে কোন মুহূর্ত্তে ফরাসী সৈন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে।

তিনি আরও বলেন, ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা এই যে, ইতিপূর্ব্বে যে সকল জাতি গায়ে পড়িয়া পররাষ্ট্র আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদেরই সামরিক বল বেশী পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে আমি ইহার প্রতিবাদ করি। জার্ম্মাণী এখন বহুল পরিমাণে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইতঃপূর্ব্বে কখনও জার্ম্মাণী এতটা দুর্ব্বল হয় নাই। এই অবস্থায় ভার্সেলিস সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মাণী নিশ্চয় দাবী করিতে পারে যে এসময়ে অন্যান্য শক্তির সামরিক বলও হ্রাস করা কর্ত্তব্য।

করাচী কংগ্রেস ও গান্ধীজীর সর্ত্ত

১০ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে ফ্রী প্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"করাচী কংগ্রেস যদি গান্ধী-আরউইন আপোষ সমর্থন না করেন তাহা হইলে আপনার পরবর্ত্তী কার্য্য তালিকা কি হইবে? আপনি কি তাহা সত্ত্বেও গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন?"

মহাত্মাজীর উত্তর—"কংগ্রেস যদি আপোষ সমর্থিত না হয়, তাহা হইলে আমাকে গোলটেবিল বৈঠকে আহ্বান করা হইবে না। গান্ধী রূপে নহে, কংগ্রেসের লোক হিসাবেই বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

"কংগ্রেস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আপনি কি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন?

"কংগ্রেসের পর আমি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি না। আশ্রমবাসিগণ আমাকে তাড়াইয়া দিতে পারেন, যেখানে আমার ভিক্ষা পাইব, সেইখানেই যাইব। গোলটেবিল বৈঠক যদি কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্য কোন "স্কীম" উদ্ভব করিতে পারে, তাহা হইলে আবার নিশ্চয়ই গিয়া আশ্রম আমার আবাসস্থান করিব।"

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, বড়লাটের সহিত তাঁহার যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ তিনি প্রকাশ করিতে পারেন না, বড়লাট পারেন বা নাও পারেন।

কর বন্ধ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণ বলিতেছে যে, মহাত্মাজী বা সর্দ্দার বল্লভভাই কর প্রদান করিতে না বলিলে তাহারা কর দিবে না।—এই বিষয় মহাত্মা গান্ধীর গোচর করা হইলে তিনি বলেন, সর্দ্দারজীই ইহার আবশ্যকীয় কার্য্য করিবেন। তিনি স্বয়ং গ্রামসমূহের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিবেন।

সবরমতী জেল হইতে ১৭৫ জনের মুক্তি

৯ই মার্চ্চ সকাল বেলায় সবরমতী জেল হইতে ১৭৫ জন বন্দী (তন্মধ্যে ৯ জন ডিক্টেটর আছেন) মুক্তি পাইয়া সুরাটে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবগণ ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মে তাঁহাদিগকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন। বারবেদার কারামুক্তি বন্দীগণ সুরাট আসিবেন। জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা হইবে।

সময়ের মূল্য

পল, দণ্ড, প্রহর, দিবা রাত্রি, মাস, বৎসর ক্রমে ক্রমে অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না কেন? ইহা বেশ বুঝিতেছি, যে সময় চলিয়া যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য সমস্তই যদি কালের হস্তে সমর্পণ করা যায়, তাহা হইলেও তার বিনিময়ে একটী পল-পরিমিত সময়ও পাওয়া যাইবে না, অনন্তকাল ধরিয়া ক্রন্দন করিলেও তাহা আর ফিরিবে না, ইহা বেশ জানি; তথাপি কি এক মোহ-মদিরা-মত্ত হইয়া চলিয়াছি যে, কি করিলে ঐ ক্ষণভঙ্গুর সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করিতে পারা যায়, তাহা বুঝিয়াও বুঝি না, জানিয়াও জানি না, দেখিয়াও দেখি না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাং উদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃ-

শ্লোকবাদিয়া।

এই সূর্য্য ক্ষিতিজমণ্ডলের উর্দ্ধে উঠিয়া ও নিম্নে গমন করিয়া মানবগণের আয়ু বৃথা ক্ষয়িত হওয়ায় তাহা যেন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেছেন; কিন্তু যিনি উত্তমশ্লোকের কথায় মুহূর্ত্তকালও যাপন করেন, তাঁহার আয়ু তিনি বর্দ্ধন করেন মাত্র, কেন না সেই মুহূর্ত্তকাল পরিমাণ হরিকথাতেও সদ্গতি হয়। কোন বৃক্ষের একটী মাত্র শাখায় ফল ধরিলে যেমন লোকে বৃক্ষকে ফলবান্ হইয়াছে বলিয়া থাকে, তদ্রূপ এক মুহূর্ত্ত-কাল আয়ুও শ্রীহরিকথায় অতিবাহিত হইলে তদ্দ্বারাই তাহার সার্থকতা সফল হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে কি কুরুক্ষেত্রের হরিকথামৃতের আর সমাপ্তি নাই, অর্থাৎ তাঁহাদের কি প্রাণ-বিয়োগ হয় না? তাঁহাদের প্রাণবিয়োগ হয় সত্য, কিন্তু তাঁহার আয়ু কৃষ্ণসাৎকৃত হওয়ায় তজ্জন্য পরবর্ত্তিকালে কৃষ্ণপার্ষদত্ব লাভ করিলে তাঁহার আয়ু অক্ষয় হইয়া থাকে। ইহাকেই কৃষ্ণভক্তের 'আয়ুরনাভাব' বলিয়া থাকে। (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকা)।

তাহা হইলে যে আয়ু আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে বৃথা ব্যয় করিলে তাহার কোন ফলই লাভ হয় না, কিন্তু কৃষ্ণার্থে নিযুক্ত করিলেই তাহার সার্থকতা, তখন বুদ্ধিমান মাত্রেরই ঈদৃশ মূল্যবান্ সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

অনাত্মজ্ঞান

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।"

দেহে আত্মবুদ্ধিই আমাদের প্রধান ভ্রম। আমরা যখন ভগবৎ সান্মুখ্য বর্জ্জন করিয়া ভোগবুদ্ধি আবাহনপূর্ব্বক আমাদের তটস্থ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার—১৩৩৭

অধিকারের অপব্যবহার ও মায়ার বশ্যতা স্বীকার করি, তখনই আমাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। তখন 'আমি কে?' তাহা ভুলিয়া অনাত্মবস্তুতে আত্মবোধ করিয়া বিবর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করি। এই বিবর্ত্তের আশ্রয়েই আমাদের যাবতীয় ক্লেশ। প্রথমে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে আত্মবুদ্ধি করিয়া 'সমস্ত ভাবই আমাদের মনোবলের অধীন' —এই অহঙ্কার আমাদের প্রবল হয়, তাহাতে আমরা আত্মার-পারম্পর্য্যক্রমে প্রাপ্ত অপৌরুষেয় জ্ঞানকে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অজ্ঞজ্ঞানের অধিক সমাদর করিয়া যুক্তিবাদী হইয়া পড়িয়া থাকি। অসৎসঙ্গ-সেবা জ্ঞান। অর্থাৎ অবতরণ মার্গ বা অবরোহ পন্থা আমাদিগের প্রীতিকর থাকে না, শুষ্কতর্কই আমাদের তখন রুচিকর হইয়া পড়ে। মনের নেতৃত্বে আমরা বিভোর হইয়া ঢাক লক্ষন করিতে করিতে ক্রমে ঘূর্ণায়মানচক্রে হইয়া ভগবদ্বিস্মৃতি লাভ করিয়া নরকে প্রাপ্ত হই। ইহা অপেক্ষা জীবের আর অধিক অমঙ্গল কি হইতে পারে? ক্রমশঃ ভগবৎ-সান্নিধ্য হইতে যত বিচ্যুত হইতে থাকি, ততই আমাদের চিত্ত চিৎ হইতে অচিৎ বা জড়ে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকে। ক্রমে দেহাত্মবুদ্ধিই প্রবল হয়। তখন দেহেই আমিত্ব আরোপ করিয়া দেহ সম্পর্কেই সমস্ত আপন পর বিচার করিতে বসি।

যাহারা আমাদের দেহের তুষ্টি সাধন করিতে পারে, তাহারাই আমাদের প্রিয়; যাহারা তাহা করে না, তাহাদিগের প্রতি আমরা উদাসীন, আর যাহারা এই দেহের কোনরূপ অসুবিধা সংঘটন করে, তাহারা আমাদের শত্রু—এই ধারণাই বলবতী হয়। তখন আমরা বিচার করি না যে এই যে দেহরূপী আমি, ইহার সারবত্তা কতটুকু, ইহার স্থায়িত্ব কতক্ষণের, ইহার পরিণাম কি, ইহার পরিণামে কি? তখন এই পাঞ্চ ভৌতিক দেহ অনিত্য সুখের নিলয় দেখিয়া আমরা নিশেষেরা হইয়া পড়ি, আমরা তাহারই সেবায় সকল সময় নিয়োগ করিয়া আমাদের নিত্যমঙ্গলের কথায় উদাসীন হইয়া যাই। এই দেহ এখন এরূপ আছে, কয়েক বৎসর মধ্যে ইহার বিকৃতি সাধিত হইবে—শিথিল চর্ম্ম, পলিত কেশ, গলিত-দন্ত আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ দেহের অনিত্যত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও আমরা তাহাতে কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত হই না। প্রত্যহ শত শত ব্যক্তির দেহত্যাগ দেখিয়াও—দেহের ভঙ্গুরত্ব সম্বন্ধে নিরন্তর প্রমাণ পাইয়াও আমরা দেহকে 'আমি' জ্ঞান করা ছাড়িতে পারি না—আমাদিগের ন্যায় পোথরা বুদ্ধিহীন ভাববাহী পশুই আর কে হইতে পারে? ওলাবিচুতে শত শত দেহকে দুর্গন্ধ আবাসে দেখিয়া, শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য পরিণত জানিয়াও আমাদের কি কোনও জ্ঞানোদয় হইতেছে—আমরা কি দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতেছি? বরং দার্শনিক সাজি। দেহ তত্ত্বের ভারুচ হইয়া দেহকেই সকল পুরুষার্থের ক্ষেত্র মানিয়া তাহারই সেবায় উত্তরোত্তর যত্নবান্ হই।

মনোরূপী সূক্ষ্ম ও বাহ্য স্থূলদেহে 'আমি' বুদ্ধি যতদিন না আমাদিগকে ত্যাগ করিবে, না আত্মজ্ঞানী, নিরন্তর ভগবৎসেবাতৎপর সাধু মহাপুরুষের চরণাশ্রয়ে আমাদের এই দুই প্রকার দেহাত্ম-বুদ্ধির হাত হইতে অবসর পাই, ততদিন নরকবাসীই থাকিয়া যাইব, আমরা নিজেদের মঙ্গললাভে যত্ন করিতে উৎসাহ-বিশিষ্ট হইব না।

কাম ও প্রেম

(শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী)

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

আলোক এবং অন্ধকারে যতটা পার্থক্য, ধনী এবং দরিদ্রে যতটা পার্থক্য, আসমান ও জমীনে যতটা পার্থক্য, সাধু ও অসাধুতে যতটা পার্থক্য, কাম ও প্রেমের মধ্যে

পার্থক্য ইহাদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। কাম—অন্ধতম, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর। কামবশে জীব জড়দেহকে কেন্দ্র করিয়া, দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া তৎসম্পর্কিত অপর বস্তুতে আত্মীয় ভাব আরোপ করে, ফলে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে বহু দূরে অপসারিত হইয়া পড়ে এবং সংসার আবর্ত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জন্ম-মরণ-মালার তার গলদেশে পরিধান করে। পরিশেষে জীবনকে অশান্তিতে করিয়া অনন্তকাল দুঃখ ভোগ করে।

কামনারূপ পাপবীজ হৃদয়ে থাকাকাল-পর্য্যন্ত জীবের সংসারগতি হইতে পরিমুক্তি লাভ ঘটে না। বাসনাত্মিকা কর্ম্মের ক্ষয় করিলে তাহার ফল অনিবার্য্য-রূপে ভোগ করিতে হয়। সুতরাং বাসনা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকা পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্ম ত্যাগ অসম্ভব এবং কর্ম্মফলভোগের হস্ত হইতেও অব্যাহতি লাভ করা সুদূর-পরাহত।

কর্ম্ম আমাদের বন্ধনের কারণ হয় না সেইখানে, যেখানে যাবতীয় কর্ম্ম ভগ-বানের সেবোদ্দেশে কৃত হয়। তাঁহার সেবোদ্দেশে যে কর্ম্ম কৃত হয়, সেইটীকে আর 'কর্ম্ম' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয় না তখন তাহাকে 'ভক্তি' বলা হয়।

যথা—

স্মরণে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ

গরুড় পুরাণে॥

হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকে বৈধীভক্তি বলেন। এই বৈধীভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমাভক্তি লাভ হয়।

কামনার পরিসমাপ্তি সেইখানে, যেখানে কামকে সমস্তকামের অধিদেবতা কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করা হয়। বিন্দুমাত্রও হেয় কামনা সেখানে বর্ত্তমান, সেখানে কামদেবের সেবার ব্যাঘাত অবশ্য থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে কামদেবের সেবা হয় না। একমাত্র নিষ্কিঞ্চন নিষ্কামের সাধুগণই কামদেবের উপাদান-সহায়ে আকর্ষণে সমর্থ এবং শুধু তাঁহাদেরই প্রদত্ত অর্ঘ্য শ্রীভগবান্ সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা মোক্ষাভিলাষীর প্রদত্ত অঞ্জলী শ্রীভগবানের পাদপদ্মে কোনদিনই পৌঁছায় না।

'প্রেম' কথাটি এই প্রাকৃত জগতে প্রচলিত থাকিলেও ইহা প্রাকৃত জগতের কোন বস্তুবিশেষ নহে, ইহা অপ্রাকৃত চিন্ময়রাজ্যের নিত্যসিদ্ধ বস্তুসমূহের চিদ্-বৃত্তিময় আবশ্যকীয় বস্তু। প্রাকৃত জড়-ভোগময় জগতের জীবের প্রেমের পরিচয় জানে না, তাই তাহারা কামকেই প্রেম বলিয়া

মনে করে এবং কামের পরিতৃপ্তি-সাধনে যত্নবান হইয়া অনন্তনরকের যাত্রী হয়।

যতদিন আমরা সত্য সত্যই সাধুগুরু-চরণে প্রপত্তি স্বীকার করিয়া তাঁহারই অভীষ্ট-সম্পাদনে কায়মনোবাক্যে ব্রতী হইতে না পারিব, প্রেমের তাৎপর্য্য সেকাল পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইবে না। প্রেমের তাৎপর্য্য সেইদিন আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব, যে দিন আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিব—

লোক ধর্ম্ম, বেদ ধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম্ম॥
দুস্ত্যাজ্য-আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
এতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর
-(চৈঃ চঃ আদি

কলিকালে বর্ণধর্ম্মের অবস্থা

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

কলিকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণই স্ব স্ব আচার ভ্রষ্ট হইয়া পাপপরায়ণ হইবে।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ
পাপপরায়ণাঃ।
নিজাচারবিহীনাশ্চ ভবিষ্যন্তি
কলৌ যুগে॥
(পাদ্ম ক্রিয়াযোগসারে ১৭শঃ অঃ)

শম, দম, তপঃ শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই কয়েকটী ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্ম। যথা, (গীতা ১৮।৪২)—

শমো দমস্তপঃ শৌচং
ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম-
কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

এখন তদভাবে বিপ্রগণ—বেদবিহীন, যজনাদি অপর পাঁচটী ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল প্রতিগ্রহপরায়ণ দেবল বৃত্তিধারী, অত্যন্ত কামুক ও ক্রূর-স্বভাব বিশিষ্ট। বিশেষতঃ এই কলিকালে ব্রাহ্মণগণ বেদনিন্দক, দ্যূত ক্রীড়া (তাস, পাশা, দাবা, সতরঞ্চ), চৌর্য্যবৃত্তিবিশিষ্ট ও অসত্যভাষী এবং বিধবাসঙ্গলোলুপ। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কোন কোন মহাকপটধর্ম্মী ধর্ম্মধ্বজী ব্রাহ্মণ রক্ত বস্ত্র পরিধান এবং জটিল কেশশ্মশ্রু ধারণ করেন। এই কলিতে ব্রাহ্মণগণ এই প্রকার শূদ্রধর্ম্মে অবস্থান করেন। তৎসম্বন্ধে পদ্মপুরাণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন,—

বিপ্রা বেদবিহীনাশ্চ প্রতিগ্রহপরায়ণাঃ।
অত্যন্ত কামিনঃ ক্রূরা ভবিষ্যন্তি
কলৌ যুগে॥
বেদনিন্দাকরাশ্চৈব দ্যূতচৌর্য্য-করাস্তথা।
বিধবাসঙ্গলুব্ধাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিজাঃ॥
বৃত্ত্যর্থং ব্রাহ্মণাঃ কেচিৎ মহাকপটধর্ম্মিণঃ।
রক্তাম্বরা ভবিষ্যন্তি জটিলাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ
কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রধর্ম্মিণঃ॥
(পাদ্ম ক্রিয়াযোগসারে ১৭শঃ অধ্যায়)

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে
চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্মস্বভাবজম্॥
(গীতা ১৮।৪২)

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান, লোক-নিয়ন্তৃত্ব, এই কয়েকটী ক্ষত্রস্বভাবজ কর্ম্ম। তদভাবে কলিতে ক্ষত্রিয়গণ অধিক সময় ভীরু হইয়া বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হওয়ায় দাসধর্ম্ম-প্রযুক্ত শূদ্রভাবাপন্ন।

কৃষিগোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম
স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥
(গীতা ১৮।৪৪)

কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য এই কয়েকটী বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। তদভাবে বৈশ্যগণও বৈশ্যবৃত্তি হারাইয়া শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মই শূদ্রদিগের স্বভাব। তদভাবে শূদ্রগণ স্বীয় বাস্তব কথা ভুলিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে উচ্চ স্খলতা আনয়ন করিতেছেন।

ইহা ব্যক্তিগত কোন প্রকার দোষ নহে। কলিপ্রভাবে অর্থাৎ ত্রিপাদ ধর্ম্মবিহীন কলিকালে স্বভাবতই মনুষ্য জাতির এই প্রকার বর্ণ-ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় ঘটিয়া অধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইবে। সেই জন্য মনুষ্যজাতি আমরা স্ব-স্ব বৃত্ত-চ্যুত হইয়া অল্পায়ু, যশোবিহীন ও চঞ্চলমতি হইয়াছি। বিষয়ভোগ সম্বন্ধীয় ব্যাপার ব্যতীত কোন আমরা ধারণা করিতে সমর্থ নহি।

দশমূল নির্য্যাস

আম্নায়ঃ প্রাহতত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং যৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরৌ
গৌরচন্দ্রং ভজেতম্॥

সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি, যিনি এই প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার এই যে, আম্নায় অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেই বেদ আমাদিগকে নয়টী প্রমেয় অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দেন।

প্রথম বিষয়। শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। নবজলদকান্তি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই হরিশব্দের বাচ্য। উপনিষদগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীহরির চিদ্বিগ্রহের প্রভামাত্র। কৃষ্ণ হইতে তিনি পৃথক্ তত্ত্ব নন। যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি শ্রীহরির সেই অংশ, যাঁহার ঈক্ষণে অর্থাৎ দৃষ্টিপাতমাত্রে প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার দাস।

দ্বিতীয় বিষয়। সেই শ্রীহরি সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটী অচিন্ত্য পরাশক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গারূপে চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গারূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থারূপে জীবশক্তি। চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি তত্ত্ব, মায়াশক্তি দ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তি দ্বারা অনন্তকোটী জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরাশক্তি [illegible] প্রভাব।

তৃতীয় বিষয়। সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই অখিল রস-সমুদ্র [illegible] বাৎসল্য ও মধুর—এই [illegible] সকল রসের মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুর রসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ দেদীপ্যমান; যথা—(১) সুরম্যাঙ্গ (২) সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান, (৬) কিশোরবয়স-যুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, (১০) বাক্পটু, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭ ধৃতিমান, (২৮) সম, সৌম্যচরিত, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুত, (৩৭) শরণাগতপালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বসুখকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান, (৪৪) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাধুদিগের আশ্রয়, (৪৬) নারীমনোহারী (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই পঞ্চাশটী গুণযুক্ত। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দুবিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটী মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদিদেবতায় বর্ত্তমান; যথা—(১) সর্ব্বদা স্বরূপ সম্প্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনূতন, (৪) সচ্চিদানন্দ ঘনীভূতস্বরূপ; (৫) অখিলসিদ্ধিবশকারী অতএব সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিত। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান আছে, তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি-দেবতা কিম্বা জীবে সেগুণ নাই; যথা—(১) অবিচিন্ত্য মহাশক্তিত্ব, (২) কোটী ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, (৩) সকল অবতারবীজত্ব (৪ হতশত্রুসুগতিদায়কত্ব, (৫) আত্মা-রামগণের আকর্ষকত্ব, এই পাঁচটীগুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। এই ষাট্‌গুণের অতিরিক্ত আর চারিটীগুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই; যথা—(১) সর্ব্বলোকের চমৎকারকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র, (২) শৃঙ্গাররসের অতুল্য প্রেম শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলীগীত গান, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই,—এবম্বিধ রূপসৌন্দর্য্য যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে। এই চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিল রসামৃত-সমুদ্রস্বরূপ।

চতুর্থ বিষয়। পূর্ব্ব তিনটী বিষয়ে ভগবত্তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিষয়ে জীব তত্ত্ব কথিত হইতেছে। চতুর্থে জীবের স্বরূপ বিচার। জীব সেই হরির পরাশক্তির কটস্থবিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দ্বীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিৎস্বরূপ ও চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন। পরাধীন স্বভাব বশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়েই চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু স্বভাববশতঃ যিনি বিভু, মায়ার প্রভু এবং মায়া যাহার নিত্যদাসী, তিনি ঈশ্বর। মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়ার বশযোগ্য ও অণু, তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন। শুদ্ধজীব চিদ্বিগ্রহবিশিষ্ট, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশটীগুণ বিন্দুবিন্দুরূপে আছে। গুণসকল চিন্ময়। শুদ্ধজীবে মায়িকধর্ম্ম বা গুণ নাই। (ক্রমশঃ)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৸০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৴
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশত ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴॥
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৵১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত
(বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ১
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নির্ম্মিৎসর সমালোচক' অক্ষয়জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সঙ্ঘপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সঙ্ঘসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক

প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪০১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তি-সম্প্রদায়ে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর শুদ্ধপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সম্পাদক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতরূপে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রত্যহ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-লীলা ও গ্রন্থরাজের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যাশ্রিত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরমার্থভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ গুণধরানন্দ পরমার্থবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ বাসুদেবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্গুরুদাস ধর্ম্মাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ভক্তগোপাল ধর্ম্মাধিকারী বক্তা, শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীগোরাঙ্গমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীভক্তানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী ব্রহ্ম শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ সাংখ্যবেদান্তার্ত্তিকশাস্ত্রী প্রভৃতি

(২) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহদ্বয় এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীযোগাদ্যাদেবীর নিত্য সেবা হয়। শ্রীমন্দির ও শ্রীযোগাদ্যাদেবীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীপ্রমথনাথ। সহকারী শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীগোপালদাস অধিকারী, সেবাধ্যক্ষা শ্রীগোরব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রঙ্গস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅদ্বৈত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস সেবাধী

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীল কাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবলাই, বহরা

(৭) আনন্দ সুরধুনী কুঞ্জ

শ্রীবোলতলা, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-শক্তিবিশেষ কুলের সমাধি এবং শ্রীগৌরগোপাল এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভাস্কর ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এস)

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহেশগঞ্জ।

রক্ষক—শ্রীমঠের ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীভক্তজন অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

ইস্পাহানী, মহেশগঞ্জ, বঙ্গমান)

শ্রীল বার্ষিণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত গৌরগোপাল-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮৭ নং হাজরা রোড, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র—

মায়াপুর, জাহানগর, বঙ্গমান।

শ্রীগৌরাঙ্গের ঠাকুর পূজারীর স্থান।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীবাসের প্রেম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতশিরোমণি গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅকিঞ্চনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

ইণ্ডিয়ান কলাহাটী সভা, বাসাবাড়ী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, ফেনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহদ্বয়ের নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীজগদানন্দদাসজী। রক্ষকাধী পরমানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবাধিকারী-নিবাসের। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীগোরকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবাণীবরজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দীশানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীবলদেব-সুভদ্রার অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবলিদাসাচারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

ডাঙ্গরাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬৭৷১ গুরুপ্রসন্নলেন, কলিকাতা।

গোড়ীয়-কণ্ঠমণি সম্পাদন-বিদ্যালয়। এখানে গৌরবাণী বক্তৃতা হয়। রক্ষক—শ্রীভক্তিকৌমুদী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীমুরলীবাগান কুঞ্জ, গ্রাম ও পোঃ বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-রমণ-গোবিন্দজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীরাধা-বিনোদ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপ্রেমসরোবর মঠ

গোবিন্দবাগ, মথুরা

এখানে শ্রীহরিকথা পাঠশালা ও শ্রীগোর-বিনোদ বিদ্যালয়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীসুদামানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুঁচুড়া, চিনসুরা, মানকুণ্ড, হুগলী। শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীগৌরপদানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরামই তীর্থ মহারাজ।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

ফুলাচকিয়া, খানেশ্বর, কণ্ডাল। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেব-রাধার সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুপদপদ্মজী।

(২৭) শ্রীপাণিহাটী প্রপন্নাশ্রম-মঠ

শ্রীরাঘবপাট, পোঃ পাণিহাটী, ২৪পরগণা

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ সরাই, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীর

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম, শ্রীঅদ্বৈত-সিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম, বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পাঠকা, মায়াতত্ত্ব, বেধীভক্তি ও কর্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার কর্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রোতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থ দুর্বোধ লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যের কিছুই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় বিষয়ক এইরূপ সরল ও অদ্বয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ১৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভক্তের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় এমনি সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা ছয় গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

চৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা: শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্প্র, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট্ গড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

ভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বিষয়ে হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা শুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা সূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে অতি ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যাশ্চর্য্য নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে স্ত্রীলোক ও তদনুসঙ্গিক সেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আত্মনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ সহ ভিক্ষা ৸৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভঙ্গীতে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।৹

ব্রোঞ্জ-রঙ্গ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক হৃদয়কারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপূজন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বকণ্ঠনিঃসৃত সুনিষ্ঠাসমন্বিত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৹ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥৹ আনা, পাইট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৲৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

এজেন্ট

মদন মঞ্জরী

চুলিবার মূল ও পাকুড়িবার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মুখ দিয়া জল পড়া, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিকার আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১৲ ঘটী ১৲ এক টাকা।

"অমৃতসঞ্জীবনী-সুরা"

পুরাতন রোগে যাহাতে রোগ ধরা আরোগ্য করিয়া শরীর সুস্থ করে। মূল্য ১ বোতল ১৲ টাকা।

"সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার জ্বর স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৲ বটী ১৲ এক টাকা।

ম্যানেজার—শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ, মেডিসিনওয়ালী
৯৯ ১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸৹ বার আনা, বড় ১৷৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও অজতত্বের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ২ ডিব্বা ১৷৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটকাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিব্বা ৷৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া আজ মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার যেমন, প্রমেহ দাতু দাদরা, মানসিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ডায়বেটিস, সায়ু-সংক্রান্ত পীড়া, অশ্ব এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা প্রদর, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে দুর্ভাগ্য জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজস্কয়ার, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

কলিকাতা মহীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি মজুমদার ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এম্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলিগ্রাফ-
নবদ্বীপ

Reg-No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার।
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সকল বঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২রা চৈত্র সোমবার ১৩৩৭, ১৬ই মার্চ্চ, ১৯৩১

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

দেববক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-রত্নমালার মধ্যে কৌস্তুভ-মণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের মধ্যে কৃষ্ণকর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—আচার্য্য-জীবন-চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্র-চিন্মাত্র বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত স্বর্নদী।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাবিভাব, শ্রীবায়ুভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমা-পূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নানা ক

"নও জোয়ান ভারত সভা"

প্রেসিডেণ্ট পদে শ্রীযুত সুভাষ বসু

নও-জোয়ান ভারত সভার আগামী অধিবেশন করাচীতে কংগ্রেস সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু উক্ত অধিবেশনের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবুর বোম্বাই যাত্রা

মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে তার পাইয়া শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু শনিবার বি, এন, আর মেলে বোম্বাই যাত্রা করিবার কথা। প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধি প্রস্তাব আলোচনা করাই তাঁহার গমনের উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মদেশে নূতন অর্ডিন্যান্স

ব্রহ্মে সম্প্রতি যে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে যে সকল বিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে, তাহাদিগের বিচার যাহাতে সত্বর সম্পন্ন হয় তজ্জন্য বড়লাট বাহাদুর ১৯৩১ অব্দের ৩ নং অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন।

এই অর্ডিন্যান্সের বলে ব্রহ্ম সরকার উক্ত অঞ্চলে যে কোন স্থানে একটি স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল বা একাধিক ট্রাইবুন্যাল স্থাপন করিতে পারিবেন। এই ট্রাইবুন্যালের সভাপতি হইবেন একজন রেঙ্গুণ হাইকোর্টের বিচারপতি। অন্যান্য কমিশনারগণও অন্ততঃ ২ বৎসরের অভিজ্ঞ দায়রা জজ হইবেন।

ট্রাইবুন্যালের বিচারে যদি ৫ বৎসরের অধিককালের মিয়াদে কেবল দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা চলিবে। কিন্তু স্পেশাল জজের বিচারে দণ্ডিত আসামী সর্ব্বক্ষেত্রেই আপীল করিবার অধিকার পাইবেন।

৩৫০ জন আসামী দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ও ১২১ (এ) ধারা মতে বর্ত্তমানে অভিযুক্ত হইয়াছে। আসামীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে।

অর্ডিন্যান্স প্রচারের উদ্দেশ্য এই যে, এতদ্দ্বারা মামলার বিচার তাড়াতাড়ি ও সহজসাধ্য হইবে এবং ইহাতে বিদ্রোহের অঞ্চলে অবিলম্বে শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে।

বিবিধ সংবাদ

খুলনায় ভীষণ ডাকাতী গুলিতে নৌকার মাঝি নিহত

গত ৪ঠা মার্চ্চ চাপরাখালি নদীতে সন্ধ্যা ৭টার সময় একখানি নৌকায় ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। একজন মাঝিকে ডাকাতরা খুন করিয়া ফেলিয়াছে অপর তিনজন মাঝি আহত হইয়াছে।

রামপাল থানায় দুইমাইল দূরবর্ত্তী কুমারখালি নদীতে একখানি নৌকা নোঙ্গর করিয়াছিল প্রকাশ, গত ৯ই মার্চ্চ তারিখে ৯ জন ডাকাত ঐ নৌকাখানি আক্রমণ করে। ঐ নৌকার কেহ আহত হয় নাই বা উহা হইতে কোন জিনিসও লুট হয় নাই।

গত ১০ই মার্চ্চ, তারিখে আমডাগাছিয়া থানে রাত্রি ১১টার সময় আর একটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা একখানি নৌকা আক্রমণ করিয়াছিল ঐ নৌকার মাঝিরা কিন্তু পাল্টা আক্রমণ করিয়া ডাকাতদলকে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

রেঙ্গুণে ডাকাতির অভিযোগে ৪ জন বাঙ্গালী অভিযুক্ত

১৩ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে হাইকোর্টের সেসনে আর, এন, রায়, এ, এম, দাস, জে, সি, দত্ত ও এ, কে, দাসের দ্বিতীয় পুনর্ব্বিচার শেষ হইয়াছে। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ আসামী প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিয়াছে। বেঙ্গল একাডেমীর দুই হাজার টাকার একটি ব্যাগ ডাকাতি করার অভিযোগে আসামীগণ অভিযুক্ত হইয়াছেন।

জুরীগণ ৪০ মিনিট পরামর্শ করিবার পর ফিরিয়া আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯১ ও ৩৯২ ধারা অনুসারে অপরাধী বলিয়া একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করেন। নয় জন জুরীর মধ্যে সাতজন দ্বিতীয় ও চতুর্থ আসামীকে দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারা অনুসারে অপরাধী বলিয়া মত প্রদান করেন, তবে দ্বিতীয় আসামীর প্রতি লঘুদণ্ড প্রয়োগ করিবার জন্য তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌয়ে ব্যবস্থাপক সভা বাজেট আলোচনা সমাপ্ত

গত ১০ই মার্চ্চ যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার আলোচনা শেষ হইয়াছে। সকল সদস্যই বাজেটের প্রস্তাব করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এটোয়ায় জনতার উপর পুলিশের গুলী

এটোয়া হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী চাকুকানাংসা নামক গ্রামে পুলিশের গুলীতে ২ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৩ জন আহত হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুলিশের লাঠিদ্বারা আক্রমণের ফলে আরও অনেকে আঘাত পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তবে প্রকাশ, লক্ষ্ণৌ জেল হইতে মুক্ত কতিপয় রাজবন্দীর সম্বর্দ্ধনার জন্য শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হয়, তাহাতে কোনক্রমে পুলিশের সহিত জনসাধারণের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, যখন লাঠিদ্বারা আক্রমণ ব্যর্থ হয় তখন পুলিশ জনতার উপর গুলী চালায় এবং ফলে উপরিউক্ত দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত আর, এস, পণ্ডিতজীকে ঘটনাস্থলে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

পুলিশের ফাঁড়ি আক্রান্ত

এটোয়া জেলার টাবার নামক গ্রামে পুলিশের সহিত গ্রামবাসিদের এক গুরুতর সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ১০ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে একদল লোক পিটুনী পুলিশের ফাঁড়ি আক্রমণ করে তাহাতে পুলিশ গুলী [illegible] দলে তিন জন ব্যক্তি মারা গিয়াছে এবং কতিপয় ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

লবণের উপর অতিরিক্ত শুল্ক

গত ১৩ই মার্চ্চ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সার জর্জ্জ সুষ্টার পরিষদের লবণ শিল্প কমিটীর রিপোর্টটি শ্রীযুক্ত এস চেট্টি, শ্রীযুক্ত বি, দাস, এস সি, সাহানী মিঃ জি, মর্গান, শ্রীযুক্ত আফেল সারিয়া, মিঃ আবদুল্লা হারু, মিঃ হিথকোট, শ্রীযুক্ত সি, সি, বিশ্বাস ও সার জর্জ্জ সুষ্টার কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাস মিঃ মর্গান মিঃ হিথকোট পৃথক মন্তব্য দিয়াছেন। লবণ শিল্প সম্বন্ধে টেরিফ বোর্ডের রিপোর্ট উক্ত কমিটীতে বিবেচিত হইয়াছিল।

সমুদ্রপথে বৃটিশ ভারতে আমদানী ভারতীয় বা বিদেশী সর্ব্ববিধ লবণের উপর প্রতি মণে সাড়ে চারি আনা হিসাবে অতিরিক্ত শুল্ক অবিলম্বে ধার্য্য করিবার জন্য রিপোর্টে প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উহাতে আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিমণে আরও এক আনা পর্য্যন্ত শুল্ক বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন। আমদানী ভারতীয় লবণের উপর প্রস্তাবিত শুল্ক পরিমাণ টাকা ভারতীয় লবণ উৎপাদনকারীরা ছাড় পাইবেন, যদি তাঁহারা টেরিফ বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সঙ্গত মূল্যে গবর্ণমেণ্টকে চুক্তিমত লবণ সরবরাহ করিতে সম্মত হন

প্রস্তাবিত শুল্ক হইতে প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে এই টাকা উত্তর ভারতীয় লবণ খনির উন্নতি সাধন এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা ও পূর্ব্বকূলের লবণ প্রাপ্তির স্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তাহার উৎকর্ষ সাধন এবং যাহাতে দর ঠিক থাকে তাহার আবশ্যকীয় ব্যবস্থার জন্য ব্যয় হইবে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে সকল স্থানে লবণ পাওয়া যায়, যে সকল স্থানের লবণ নিঃশেষ হইয়া যাইবার এবং বিদেশী লবণ উৎপাদনকারীদের হাতে দর নিয়ন্ত্রণের কর্ত্তৃত্ব পুনরায় চলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে পরিণামে লবণ ব্যবসায়ীদের কষ্ট হইতে পারে সেইহেতু কমিটী অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছে।

তীর্থ যাত্রী দণ্ডিত নেপাল হইতে অহিফেন ও গাঁজা আমদানী

শিবরাত্রির সময় যাহারা নেপালে তীর্থ করিতে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ৩৭ জন নেপাল হইতে ইংরাজ রাজত্বের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অহিফেন ও গাঁজা আমদানী করায় মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সকলেই ধৃত হয় তাহাদের জরিমানা ও ২ সপ্তাহ হইতে ২ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইয়াছে।

বঙ্গীয় মুসলমান জাতীয় দলের জনসভা

বঙ্গীয় মুসলমান জাতীয় দলের উদ্যোগে ১৪ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় এলবার্ট হলে এক জনসভা হইবার কথা ছিল। পাঞ্জাবের মৌলানা সৈয়দ সা আতাউল্লা বোখারী বক্তৃতা করিবেন স্থির ছিল।

শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু চৌধুরী হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং উড়িষ্যার কংগ্রেসের ডিক্টেটর শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু চৌধুরী হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে কয়েকজন সহ মুক্ত হইয়াছেন।

গান্ধী-আরউইন সন্ধিতে আমেরিকাবাসীর তীব্র প্রতিবাদ

ইউনিয়ন স্কোয়ারের এক জন-সভায় সহস্র সহস্র আমেরিকাবাসী সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তীব্র ভাষায় গান্ধীআরউইন সন্ধির প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "মহাত্মা গান্ধীর কার্য্যে ভারতের স্বাধীনতার আদর্শ বিপন্ন হইয়াছে। করাচী কংগ্রেসে এই সন্ধির প্রতিবাদ করা ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।"

জয়পুরে বড়লাট

১৩ই মার্চ্চ সকাল ৮।০টায় বড়লাট এবং বড়লাট পত্নী জয়পুরে পৌঁছিয়াছেন জয়পুরের মহারাজা, রাজপুতানাস্থিত বড়লাটের প্রতিনিধি প্রধান প্রধান সর্দ্দার এবং জয়পুরের রাজকর্ম্মিগণ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

বার্দ্দৌলীর পথে মহাত্মা গান্ধী

১৩ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ আগামী কলা সকালে গান্ধীজী নবসারী পৌঁছিবেন। তাহাদিগকে অল্পক্ষণ অবস্থান করার পর তিনি অপরাহ্ণে বার্দ্দৌলি যাত্রা করিবেন। সেখানে পৌঁছিয়াই তিনি স্বেচ্ছাসেবক ও কর্ম্মিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

আগামী ১৫ই মার্চ্চ রবিবার সকালে তিনি এক সভায় বক্তৃতা করিয়া সুরাট অভিমুখে রওনা হইবেন। এই স্থানে অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিটের সময় তিনি বানর, সেবিকা ও কর্ম্মীদের সহিত দেখা করিবেন।

ঐ দিন অপরাহ্ণে তিনি নিকটবর্ত্তী তালুকের গ্রামবাসীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

বোম্বাইয়ে জহুরী নিহত দুইজন আসামী দায়রা সোপর্দ্দ

নেমীচাঁদ ছগনলাল নামক জনৈক হীরক ব্যবসায়ীকে হত্যা করিবার অভিযোগে হাজি আব্বো বেকার এবং নরসিংহরাও মঙ্গায়া নামক দুই ব্যক্তি দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। উভয়েই বৃটিশ প্রজারূপে বিচার দাবী করে এবং বলে যে জুরীদের অধিকাংশই যেন ভারতবাসী হয়। আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

রাজসাহী, বালানগর নিবাসী জাসীরুদ্দিন নামক জনৈক মুসলমান যখন মাঠ হইতে অপর একব্যক্তির সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তখন হঠাৎ বজ্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হয়।

শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ

অনন্ত-কোটি বিশ্বে অনন্ত সেবা-বিস্মৃত অনন্ত-কোটি জীব অনন্ত-সেবা অপ্রাকৃত কামদেবের আসন পরিগ্রহার্থ লুব্ধ হইয়া মোহময় কটাহে নিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং নিয়ত কামাগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদানপূর্বক অনন্ত-প্রকার ক্লেশের আবাহন করত অপার দুঃখ জলধির অতল-তলে নিমজ্জিত হইতেছে। এই সকল অন্ধ বিস্মৃত দুর্ভাগা-জীব বৃন্দের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যাহারা তাহাদিগকে দুঃখ সমুদ্র হইতে উদ্ধারার্থ শ্রীগুরুদেব স্বয়ংরূপে সময়ান্তরে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। মাদৃশ পতিত জনকে তাঁহাদের করুণা-চন্দ্রিকার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া চরণ-প্রান্তে আকর্ষণার্থ তাঁহারাই সর্বশক্তিমান তিনি এবং তাঁহার পারিষদবর্গ মানব মূর্তি ধারণ করিয়া থাকেন। তাই বলি, তাঁহারা যখন নিজেরা আসেন না—তাঁহাদের স্নেহ মাদৃশ শুষ্কহৃদয়ের দেহের দ্বারে ছাড়া আসের পথে নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত, চিন্ময়। অনন্যের আগমন করিয়া আমার সুপ্রতি সম্পাদনার্থ তাঁহারা কোনও সময় অসুস্থ হইবার লীলা অভিনয় করিয়া আমাকে সেবা-সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। নিজ পাদে তাঁহাদের সেবা করিলে তাঁহাদেরই কৃপাময় দিব্য দৃষ্টিতে আমি আমার নিজের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারি, তখন

[illegible] আমার নিত্যসিদ্ধ [illegible] এই নিত্যধামে অবস্থিতিতেই নিত্যানন্দের উদয়।

নিত্যমুক্ত ভগবৎপার্ষদগণ নিত্যলীলার পুষ্টিসাধনার্থ জন্ম নিয়া বাহ্য সকর্দম পূর্বক "তখন না হইল জন্ম, এবে দেহ কিবা কর্ম" প্রভৃতি বিলাপকুসুমাঞ্জলি রচনা করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্য আমি 'এঁচড়ে পাকা' বুদ্ধি লইয়া তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া বলিয়া থাকি,—"আহা! মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় যদি জন্ম লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জীবন সার্থক হইত। কিন্তু সেই সময় জন্মগ্রহণ করিলেও হয়ত মহাপ্রভুকে 'সচ্চিদানন্দের' বলিয়া জানিবার পরিবর্তে তাঁহাকে "শচী পিসির ছেলে" মনে করিয়া তাঁহার সহিত একটা পার্থিব রক্তমাংসের সম্বন্ধ স্থাপনার্থ ব্যস্ত হইতাম। তাহাতে আমার নিরয়-প্রাপ্তিরই বুঝি প্রাপ্ত হইত। সুকৃতিসম্পন্ন জনগণ বর্তমান কালে জন্মগ্রহণ করিয়া দেখিতে পাইতেছেন,—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জগৎকে শ্রীগৌর-সুন্দরের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রদানার্থ শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর তাঁহার সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহার পার্ষদবৃন্দ এবং তাঁহাদের অন্যতম শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু।

[illegible] আ-
[illegible] বিদ্যাভূষণ [illegible] অ-
[illegible] প্রভুকে সমাদরীয় [illegible] মনে করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ [illegible] অনন্ত-নামের পথ পরিষ্কার করিতেছে।

শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীসিদ্ধান্ত-বাণীর বীণা-যন্ত্র; এই বীণা ভক্তিসিদ্ধান্ত-তমালায় সুশোভিত এবং এই বীণার তারে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সর্বদাই ঝঙ্কৃত হইতেছে। এক কথায়—শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগুরুদেব ভক্তিসিদ্ধান্ত। ভক্তিসিদ্ধান্তের সাহায্য না হইলে আমি যে অন্ধ সংসার ঘনীভূত [illegible] যাইব। তাই বিদ্যাভূষণ প্রভু সিদ্ধান্ত-মরীচিকাকে অবলম্বন করিয়া অশান্তির অনল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে। কারুণ্য দুরাশা মরীচিকা কখনও বৈকুণ্ঠের সন্ধান করিতে পারে না। স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরের শুদ্ধনামালোকের জন্য লীলা করিয়া মোহান্ধকার পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। আমরা বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আদর্শ চরিত্রে এই চিরন্তন সত্যের সন্ধান পাই।

অনেক বহির্মুখ অধস্তন প্রতিষ্ঠা-লাভাশায় লোকদেখান প্রতিষ্ঠা-উৎকোচ দান করিয়া শ্রীগুরু-সাধুর গুপ্ত ভাবে অবস্থান করেন, কিন্তু কার্যকালে তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ দৃষ্টে স্বপক্ষমেরীর আলিঙ্গন প্রভৃতিই বৃদ্ধিমানের চক্ষে ধরা পড়িয়া যায়। এই শ্রেণীর বাহ্য শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর ঔদার্য হইতে অনন্তকোটি যোজন দূরে অবস্থান করিলেও বাসুদেব প্রভুর সূক্ষ্ম দর্শনের গতি তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার প্রকৃত প্রকাশ করত নিকপট সরল ব্যক্তিগণকে তাহার দুঃসঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন

অনেক সময় দেখা যায়, লোকের প্রভূত প্রতিষ্ঠাশালিতার ভয় প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপাদর্শ ও নিষ্কপট শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বাসুদেব প্রভুর অপূর্ব বৈষ্ণবচরিত্র জগদ্বাসীর চমৎকারোদ্দীপক প্রকাশে প্রকাশিত করিয়া যত্ন করিয়া বাসুদেব প্রভুর সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখাইয়াছিলেন। শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভু তখন কাম কাঞ্চন হইতে মুক্তের হইতে পেরে নাই। মানুষ দুনিয়ার বাকি কোনও গুণ না থাকে, সে গুণ অপরের প্রশংসা পাইবার নিমিত্ত সকলে লালায়িত, আর আমরা শ্রীগুরু-প্রভুপাদের প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া যাহাতে আমাদের জীবনে আর দুর্দশার [illegible] করিতে পারি, তাহার [illegible] করিলেন। ঔদাসীন্য-অদর্শন-বিদ্বেষ [illegible] মনে হয়, শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু মাদৃশ্যপুত্রীপাদেরই প্রেরণা-প্রসূত। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী স্বয়ং শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—বাসুদেবের মধ্যে কোথাও প্রতিষ্ঠাশার বিন্দুমাত্রও স্থান পায় নাই।

প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে আজ আর বিশেষ কিছু না লিখিয়া গুণী পাঠকগণের নিকট এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি যে, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গবেষণে [illegible] দৈন্যপূর্ণ [illegible] এবং বহু প্রাচীনকাল বৈষ্ণব-প্রাপ্তির কোন্ সময়ের ঐ মাসিকার সংগ্রহ করিতে, অপর দিকে শ্রীল দামোদর গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য তাঁহাকে সমস্ত [illegible] করিয়াছে। 'আমি ভক্ত নিন্দাদায়, ভক্ত বাক্যে যত্ন বস্তু আমার সেবা নহেন, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডও যদি আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তথাপি আমি একান্ত মনে গুরুদেবের সেবা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইব না, এমন কি ত্রিত্রিংকোটি দেবতাও আমাকে তাহা হইতে টলাইতে পারিবে না'—বৈষ্ণবোচিত অভিমানে তিনি সর্বদা অভিমানী।

তিনি শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত একবার আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সংক্ষিপ্তায় অগাধ পাণ্ডিত্যের এবং সুবুদ্ধিত্বের পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার সুমধুর স্বরের ব্যাখ্যানমাধুর্য শ্রবণ-কীর্তনে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে। মুখাবয়ব হইতে, সমস্ত দেহ হইতে যেন অনন্তকোটি-সমন্বিত শুদ্ধ-সত্ত্বের [illegible] বিদ্যা এবং ভক্তি-সিদ্ধান্তের [illegible] করিয়া তিনি কুরুক্ষেত্রে [illegible] কার্যকলাপের নিকট হইতে কুরুক্ষেত্রে [illegible] কোনও।

সাধুসঙ্গ

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই সাধু। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গই সাধুসঙ্গ, তাহাই আমাদের প্রয়োজন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে আমাদের কি সাধন [illegible] বলিয়াছেন,—

তাবদ্ ভাবেন [illegible]

[illegible]

তাবন্মাত্রোল্লসি [illegible]

[illegible]

[illegible] আমাদের [illegible] করিতেছে। আমাদের [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] সর্বদা আছে আছে। আমাদের কি দুর্দশা! হে কৃষ্ণ, কোন

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—১লা চৈত্র, সোমবার—১৩৩৭

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৫, কল্যব্দ ৫০৩১-৩২, শকাব্দ ১৮৫২-৫৩, সম্বৎ ১৯৮৭-৮৮, ভক্তিবিনোদাব্দ ৯২-৯৩, বঙ্গাব্দ ১৩৩৭-৩৮, খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩১-৩২

বিষ্ণু ৮৪৫

ফাল্গুন ১৩৩৭. মার্চ্চ ১৯৩১

১ বিষ্ণু ২১ ফাল্গুন ৫ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার আদি কারণোদশায়ী কৃষ্ণ-প্রেরিত পঞ্চা দি ২।৫২ উত্তরফাল্গুনী অব্যক্ত রা ২।৩৬ শূলযোগ রা ১১।১২ কৌলবকরণ

অমৃতে ১০।৫৩ মৃত্যু ৫।৩৩ স্ফুট রাজ্যাংশ রবি ১০।২১ চন্দ্র ৪।২৮ মঙ্গল ৩।৫ বু ১০।১৭ বৃহস্পতি ২।১৮ শুক্র ৯।৬ শনি ৮।২৬ রাহু ১১।২৫ কেতু ৫।২৫ দিনমান ৬৮।৫৮ উ ৬।২৬ অ ৬।০।

২ বিষ্ণু ২২ ফাল্গুন ৬ মার্চ্চ শুক্র নিধি গর্ভোদশায়ী কৃষ্ণাঙ্গভীরা শ্রীপতি দি ১০।৩৩ হস্তা পুণ্ডরীকাক্ষ রা ১।৩ গণ্ডযোগ রা ৯।১১ গরকরণ দি ১২।৩২ শেষে বণিজকরণ রা ১১।৪৭ গতে বিষ্টিকরণ

অমৃতে ৫।৪১ মৃত্যু ৩।৫৯ স্ফুট রাজ্যাংশ ১০।২২ চ ৫।১২ ম ৩।৫ বু ১০।১৮ শু ৯।৮ শ ৮।২৬ রা ১১।৩৩ কে ৫।২২ দি মা ২৯।১২ উ ৬।২৩ অ ৬।০।

৩ বিষ্ণু ২৩ ফাল্গুন ৭ মার্চ্চ শনি অব্যয় ঋষিকেশাণী কৃষ্ণপত্নী। বিষ্ণু দি ১০।৩০ চিত্রা বিষ্কম্ভ রা ১১।৪২ বৃদ্ধিযোগ সন্ধ্যা ৩।৭ বিষ্টিকরণ দি ১০।৩০ গতে বণিজকরণ

অমৃতে ৫৮।৫৩ মৃত্যু ৩।২৩ স্ফুট রাজ্যাংশ ১০।২৩ চ ৫।২৩ ম ৩।৫ বু ১০।২০ শু ৯।১০ শ ৮।২৬ রা ১১।৩৭ কে ৫।২৫ দি মা ২৯।৫ উ ৬।২০ অ ৬।০।

৪ বিষ্ণু ২৪ ফাল্গুন ৮ মার্চ্চ রবি সর্ব্বা বাসুদেব কৃষ্ণচতুর্থী কন্যা দি ৮।৪২ স্বাতী ব্রহ্ম রা ৯।৪৭ তৈতিলকরণ

অমৃতে ১২।৪৪ মৃত্যু ৫।১৮ স্ফুট রাজ্যাংশ ১০।২৪ চ ৫।৩১ ম ৩।৫ বু ১০।২১ শু ৯।১২ শ ৮।২৬ রা ১১।৪১ কে ৫।২৭ দি মা ২৯।৫৮ উ ৬।১৭ অ ৬।০।

৫ বিষ্ণু ২৫ ফাল্গুন ৯ মার্চ্চ সোম সর্ব্বাশিব সঙ্কর্ষণ কৃষ্ণাকর্ষা শ্রীধর প্রা ৩।৩ ১০।৩৭।৩৫ মৃ ৫।৪৩ রা ৫।২১ বিশাখা সন্ধ্যা রা ৯।৪৮ ব্যাঘাতযোগ দি ৮।৫ তৈতিলকরণ প্রা ৩।৩ ৯।৩৯ গতে গরকরণ সন্ধ্যা ৩।০ গতে বণিজকরণ রা ৫।৪৩ গতে বিষ্টিকরণ

অমৃতে ১২।২৪ মৃত্যু ৫।৫ স্ফুট রাজ্যাংশ ১০।২৫ চ ৫।২৪ ম ৩।৪ বু ১০।২৩ শু ৯।১৩ শ ৮।২৬ রা ১১।৫০ কে ৫।২৮ দি মা ২৯।১২ উ ৬।১৫ অ ৬।০।

৬ বিষ্ণু ২৬ ফাল্গুন ১০ মার্চ্চ মঙ্গল স্বাতু প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণসপ্তমী শ্যামোদর রা ৯।২৬ অতিগণ্ড ছায়া রা ৯।৫৫ ধ্রুবযোগ দি ১০।১৮ বিষ্টিকরণ দি ৪।৫৩ গতে বণিজকরণ

অমৃতে ৫৮।১১ মৃত্যু ৫।২৭ স্ফুট রাজ্যাংশ ১০।২৬ চ ৫।২৬ ম ৩।৩ বু ১০।২৫ শু ৯।১৫ শ ৮।২৬ রা ১১।৫৯ কে ৫।২৯ দি মা ২৯।১৫ উ ৬।১৩ অ ৬।০।

৭ বিষ্ণু ২৭ ফাল্গুন ১১ মার্চ্চ বুধ ভূত অনিরুদ্ধ কৃষ্ণাষ্টমী হৃষীকেশ রা ৮।০ জ্যেষ্ঠা প্রীতি রা ৯।২৯ হর্ষণযোগ দি ৯।১০ বালবকরণ

অমৃতে ৫৮।২৬ মৃত্যু ৫।৪৭ স্ফুট রাজ্যাংশ ১০।২৭ চ ৫।২৪ ম ৩।৪ বু ১০।২৭ শু ৯।১৭ শ ৮।২৬ রা ১২।৮ কে ৫।৩০ দি মা ২৯।১৮ উ ৬।১২ অ ৬।০।

৮ বিষ্ণু ২৮ ফাল্গুন ১২ মার্চ্চ বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী কৃষ্ণনবমী গোবিন্দ রা ৪।৪ মূলা প্রেমবৎ রা ১০।২ অস্বস্থযোগ দি ৭।৪৫ তৈতিলকরণ

অমৃতে ৫৮।২৬ মৃত্যু ৫।৫৭ স্ফুট রাজ্যাংশ ১০।২৮ চ ৫।২৫ ম ৩।৪ বু ১০।২৯ শু ৯।১৯ শ ৮।২৬ রা ১২।১৭ কে ৫।৩১ দি মা ২৯।২২ উ ৬।১১ অ ৬।০।

৯ বিষ্ণু ২৯ ফাল্গুন ১৩ মার্চ্চ শুক্র নিধি গর্ভোদশায়ী কৃষ্ণদশমী মধুসূদন রা ৪।২৯ পূর্ব্বাষাঢ়া প্রেম রা ১১।৩ বাতীপাতযোগ প্রাঃ ৩।৪৩ পরে বরীয়ান্ রা ৬।৩ বণিজকরণ দি ৪।১১ গতে বিষ্টিকরণ রা ৫।৩৯ গতে ববকরণ

অমৃতে ৫৮।২৬ মৃত্যু ৬।৮ স্ফুট রাজ্যাংশ ১০।২৯ চ ৫।২৬ ম ৩।৪ বু ১১।১ শু ৯।২১ শ ৮।২৬ রা ১২।২৫ কে ৫।৩২ দি মা ২৯।২৬ উ ৬।১০ অ ৬।০।

দশমূল নির্য্যাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮ম সংখ্যার পর)

তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়, যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুসঙ্গে নিজ স্বভাবকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গফলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়। ক্রমে প্রেমোদয় হয়। যেমন যে পরিমাণে চিত্ত হইতে অন্য কিছু সেই পরিমাণে মুক্ত অথচ আত্মানুকূল ফলরূপে উপস্থিত হয়।

সপ্তম বিঘা। সপ্তম হইতে নবম বিষয় পর্য্যন্ত আলোচনা হইলে সম্বন্ধজ্ঞান দৃঢ় হয়। সম্বন্ধজ্ঞানের প্রকার হয় প্রশ্ন বিঘা। জিজ্ঞাসু জীব এই প্রশ্ন করেন, (১) আমি কে? (২) আমি কাহার? (৩) এই বিশ্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই তিনটী বিষয়ের যথাযথরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, জীবরূপ আমি অণুচৈতন্য, কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং অখিল জগৎ সেই কৃষ্ণের ভোগের প্রকাশ। কৃষ্ণের একমাত্র সম্বন্ধ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে নিরপেক্ষ ও অদ্বৈধিক। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে জীবসমূহ এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্ এবং অপৃথক্। এই অচিন্ত্য ব্রহ্মাণ্ডে আমার নিত্য অবস্থান নয়। ইহা কারাগৃহ মাত্র। এই জ্ঞান হইতে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

অষ্টম বিষয়। সম্বন্ধজ্ঞান হইয়াছে। অনন্যভক্তির সাধনক্রমে শ্রদ্ধা হইল। এখন কি করিলে কৃষ্ণপ্রেম হয়—এই চিন্তা করিয়া সদ্গুরুর নিকট সদুপায় জিজ্ঞাসা করেন। প্রেমালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়া সদ্গুরু তাঁহাকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন, তাহার লক্ষণ এই—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

আনুকূল্যের সহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ, গুণ ও লীলার অনুশীলনই উত্তমা অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি।

(ক্রমশঃ)

তোমার শুদ্ধভক্তসঙ্গে আমাদের তোমাতে মমতা জন্মে, সেইদিন হইতে আমরা তোমার জনধর্ম্মে বসিতে পারি। সেইদিন হইতে আমাদের রাগাদি প্রবৃত্তি আর চৌরের ন্যায় আচরণ করে না, পরম বন্ধুবৎ আচরণ করিয়া তোমার ভক্তিসেবা দানে ধন্য হয়। সেইদিন হইতে আমাদের গৃহ অগ্রাহ্য হইয়া নিত্যানন্দ দান করে। সেইদিন হইতে আমাদের মোহ কেবল ভক্তিসেবক হইয়া আমাদের আত্মোন্নতি বিধান করে। তজ্জন্যই ব্রহ্মা আবার বলিলেন,—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বাঽন্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাঽহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥

হে কৃষ্ণ, আমি এই ব্রহ্মজন্মেই থাকি বা অন্যজন্মলাভ করি কিম্বা পশু-পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করি, আমার প্রার্থনা এই যে, আমার সেইরূপ ভাগ্যোদয় হউক, যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তজনের মধ্যে একজন হইয়া আপনার পাদপদ্ম সেবা করিতে পারি।

কি কার্য্য করিলে সাধুসঙ্গ হইতে পারে, তাহার বিষয়ে অনেক প্রশ্ন হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, যাহাকে সাধুলক্ষণযুক্ত স্থির করা যায়, তাঁহার নিকটে গিয়া, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার গুণামৃত শ্রবণ, তাঁহার প্রসাদসেবা ও তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। এসমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধুসম্মান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও কোন ফল আছে; কিন্তু তাহাই যে প্রকৃত সাধুসঙ্গ, তাহা নহে। সাধুসঙ্গের প্রকার এই—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণাঢ্যাঃ॥

অদ্ভুতক্রম অর্থে শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার শুদ্ধভক্তগণের নাম অর্থাৎ স্বভাব ও সচ্চরিত্র যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন, তিনি ভগবানের মায়াশক্তিকে জানিতে পারেন; আর কেহ জানিতে পারে না। তিনিই কেবল মায়াশক্তির সম্পূর্ণরূপে পার হইতে সমর্থ। স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর, অন্য পাপজীব ও পশুপক্ষী-আদি, যে কোনও ব্যক্তি শুদ্ধভক্তের শুদ্ধচরিত্র শিক্ষা করিতে পারেন, তিনিই অনায়াসে ভবসাগর পার হইতে পারেন; শাস্ত্রের অধিকারিভেদে শুদ্ধচরিত্র অধ্যয়ন করিয়া যে অনায়াসে সংসার-সাগর পার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহার ফল, সে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিলেও মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না। উত্তম রূপে শুদ্ধ ভাব কাহারও কোন চরম লাভ হয় না। শাস্ত্র বিচার দ্বারা শুষ্ক বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেও সংসার পার হওয়া যায় না। কেবল শুদ্ধভক্ত সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিষ্কপটে তাহা অনুসরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

স্বকাশকের প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০

৪। গৌড়ীয়-গাথিকা ৷৵০

৫। ভজনরহস্য ৷৹

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)

৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
(বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ
(বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৷৹

৯। উপদেশ কেবল মাধুর্য্য-পূর্ণ ৷৹

১০। ব্রাহ্মমাহাত্ম্য অমৃতপ্রবাহ সাধুবাদ
(মাসিক) ২

১১। বেদান্ত-সূত্রের সাধুবাদ
(ব্রাহ্মভাষ্য) ৷৹

১২। বেদান্ত ২৲

১৩। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবমাধুরী
(৮ম সংস্করণ) ৸৹

১৪। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১৫। প্রেমাবতার (৪র্থ সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸৹

১৬। দীন-বন্ধু-দর্শন ৵০

১৭। সাধন পথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০

১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০

১৯। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

২০। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০

২১। গীতমালা ৵১০

২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০

২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০

২৫। শ্রীনবদ্বীপভাব তত্ত্ব

২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ

২৭। শরণাগতি ৵০

২৮। গীতাবলী ৵০

২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹

৩০। সাধনকল্প ৵

৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০

৩২। নবদ্বীপশতক ৵

৩৩। অমৃতরক্ষক ৵৹

৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০

৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ ৵১০

৩৬। মহাজনগীত ৸১০

৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০

৩৮। বৈষ্ণবমহিমা-সমাপ্তি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১

৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹

৪০। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৹

৪১। মনঃশিক্ষা সানুবাদ ৷০

৪২। গোকুলমহোৎসবঃ ৷৹

৪৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতম্
দ্বিতীয় (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৸০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা বা সাধারণধর্মবিচারী ৷০

৪৫। শ্রীশিক্ষাষ্টকম্ সটীক
ঐ (আবাঁধা) ৷০

৪৬। গৌড়ীয়ের কি কর্ত্তব্য ?

৪৭। উপদেশামৃত (সটীক ও সানুবাদ
ভাষ্য এবং বিস্তৃত ও অনুবাদ সহ) ৷০

৪৮। উপদেশ-সার ৵০

৪৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৵০

৫০। ওঁ গৌরাঙ্গায় নমঃ ৵০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্ ৷০

৫২। সটীকং শিক্ষাষ্টকমূলম্ ৷০

৫৩। ভক্তি-সুধাম ৷০

৫৪। সাধন পথাষ্টকম্ ৵০

৫৫। গৌড়ীয় গ্রন্থ পরিচয়ঃ

৫৬। সাধন পথম্

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। Siksastakam ৷০

৫৮। Catechism of Srimad Bhagavatam ৷০

৫৯। Upadesamrita ৷০

৬০। Hour with Gaudiya Math Founder ৵০

৬১। The Harmonist ৷০

৬২। Life and Precepts of Sree Chaitanya Mahaprabhu ৷০

উড়িষ্যা অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷০

৬৪। সাধন পথ ৷০

৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷০

৬৬। গীতাবলী ৵০

৬৭। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিষ্পক্ষপাত সমালোচক' অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-ভী ব একমাত্র অহৈতুক ধরামর, ভক্তিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একাহন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দেবদেবি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিরঞ্জন

সহসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা, ভি. পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ভক্ত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাদৃত গ্রন্থরাজির নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩ টাকা ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি নিম্নের ঠিকানায়—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী খণ্ডের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজাস বাহাদুর

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাক্তন (লাহোর

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের

ও ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং বাগবাজার স্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভু প্রচারিত ভক্তিবিজ্ঞান-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধ-মধ্যস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সমক্ষে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর শুদ্ধপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয় প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি **ভক্তমিষ্ট** মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নয়াদিল্লীস্থান প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রমাণ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণবিজয়, গৌর-লীলা ও তদ্বর্গের সমক্ষ আলোচনা হইয়া থাকে। সভাপতি—আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি কুমুদ বিকাশ মহারাজ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব সার্ব্বভৌম বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থমহারাজ বি-এ, শ্রীপাদ ভক্তিগোপাল ন্যায়াচার্য্য, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ্যাবীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দাবনানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(২) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকন্দ মউয়াজ

ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই মঠে ৩০ শত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীগুরুপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্র শেখর-ভবনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌর মন্দির বিরাজমান।

এই স্থান সাধনের-পীঠ, পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বত জন্মস্থানী। এই মহাপীঠে শ্রীহরি-নাম, কিংবদন্তী-বেদান্তসমূহ, সপ্রমাণ-তর্কাগার কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, কথা শ্রবণ-উপনিষদ্-গীতা-ভাগবত স্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সাহত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠহইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রাকাশিত ও পুরাতন গ্রন্থাবলি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীনবদ্বীপপরিক্রমোপলক্ষে ও অন্যান্য অনুকূলযোগে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দিবসত্রয় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীবাসানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত নবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শচীনন্দনপ্রভুর আবির্ভাব-ধাম মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীকক্ষীয়া ও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াসহ শ্রীগৌরসুন্দরের এবং শ্রীরাধা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা চলিতেছে। শ্রীপঞ্চ-তত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গৌর-আবাহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমা-নাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীগৌরাঙ্গ অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা গৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইচন্দ্র ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীবাসুদেবদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, রামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীমায়াপুর, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীগুরুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি [illegible] শ্রীবিনোদবিহার এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভাস্কর ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এম, এস, এফ

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউপেন্দ্র ভাক্ত-রী, শ্রীউপেন্দ্র অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁদোড়ী, মহুদগড়, (বর্দ্ধমান)

এখানে শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারোগঞ্জ, পুরাণ ইষ্ট, দিল্লী

রক্ষক—শ্রীভক্তিপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীযোগেন্দ্রমঠ—

মাটিয়ারি, আমগাছি, বর্দ্ধমান।

শ্রীগৌরাঙ্গের ২ হস্ত বৃদ্ধাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টালাপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুত [illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) শ্রীমালঞ্চ গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীরাগগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

চন্দ্রিকাকুঞ্জবাড়ী সভা, বাসিরহাট, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজ্ঞানন্দ মঠ

চিকাশয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী ভগবান।

১৮ আমগাছিয়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও [illegible] নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

জগন্নাথ, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদগান্ধর্ব্বজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহা-প্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদগান্ধর্ব্বজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

বনগ্রাম জগন্নাথপুর, কাঁথি।

গো-পদাঙ্কপূত বৃন্দাবন-পিকাঞ্চল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

২৩ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-মহানন্দের সেবা।

রক্ষক—শ্রীঅনন্তবিহারী ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সোমসাবলা, শ্রীরামপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াডাঙ্গা, চিত্রডাঙ্গা, মানভূম, ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমা-নাথ রায়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ মেদিনীপুর।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুলগাছিয়া, পালেশ্বর, কাশীল। এখানে শ্রীগৌরাধনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুরধুনীজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, বাঘড়া

এখানে বহুকুসুমাদি শ্রীগোরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীশ্রীগোকুল-দাস, শ্রীগোপীরমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ সরাই, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাণীকিঙ্করানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাদামোদরচরণপদ্মদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাগোবিন্দ

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈত-সিদ্ধি ও অন্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধী-ভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় ভগবৎ শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় এমনসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

গোপীনাথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্ল, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা। (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌বন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮০ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! . . . সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও সর্ব্ব প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন্, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইণ্ড কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

বেণীগীত

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি পাইয়া আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু। ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণ মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্ম প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে অতি ফলপ্রদ।

২। **সুসুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্রীহা ও তদনুষঙ্গিক দোষ ও পক্কাশয় পাতলা হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিদ্যার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ সমন্বিত। এক নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মহিমা—বাসোপযোগী কে? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। সঙ্গেত দাইজ প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল রোজ-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগৌড়ীয়, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বকণ্ঠনিঃসৃত অতিদুর্লভ প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুন্দাক্ষরে পকেটসাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

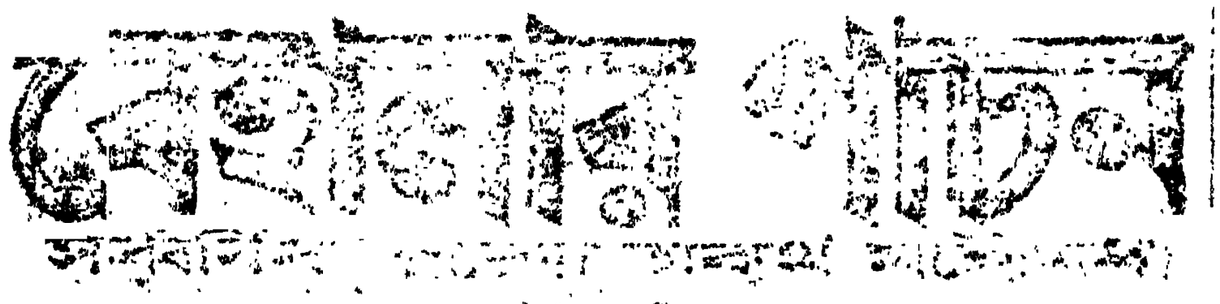

মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা জন্য বা মস্তিষ্কে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—৬১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

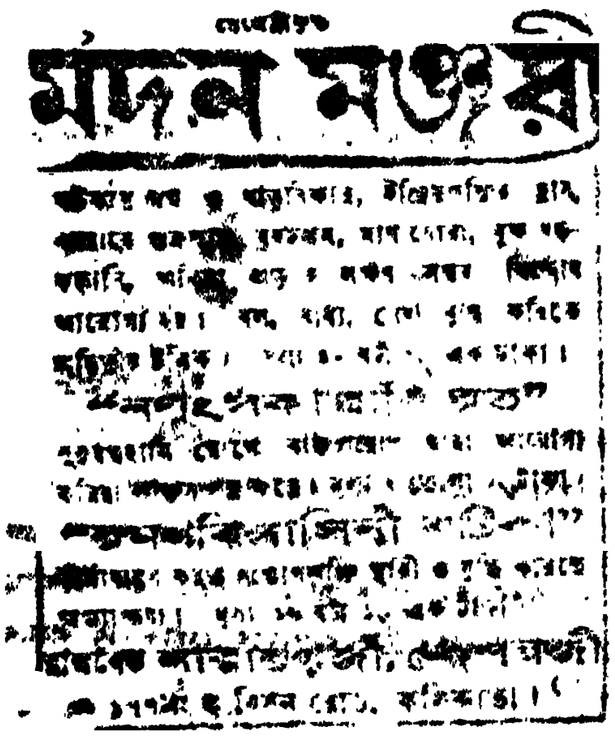

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এম, এম, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও শুক্রতন্তুর একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহাপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**
পোঃ ডয়রী, কমলাপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে লিথোগ্রাফ কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
২০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি এরূপ কোন মরা মানুষ বাঁচাইবার ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি বাঁচিবার নানাবিধ অনিবারিত উপায় আবিষ্কৃত হইয়া ভাবের মরা করিয়া রাখিয়াছে এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ দাতুপীড়া, বায়ুবিষ, উপদংশ, গণ্ডমালা, ক্ষতরোগ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ্ম এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, কিম্বা প্রাক্তন দোষে দুর্ভাগ্য জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেইন্স সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক ফ্লিউডস ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার অল্প দিনের প্রমাণ প্রাপ্ত বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
৮নং কলেজস্কোয়ার, পাস্তেুর ইন্ষ্টিটিউট পোষ্ট, কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মুদ্রক ও প্রকাশক

টেলিগ্রাফ "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
পত্র

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গভাষা-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৩৭, ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩১

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অমিয়া বিগলিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী-কৃষ্ণ-কথা বিদ্ন-মার্জ্জিনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কণ্ঠবিলম্বিত কমনীয়তম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথা—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্তাচিন্তামণি-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীধামভাবনা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সম্বন্ধধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, গুপ্তমাধ্য প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শ্রদ্ধা ও বিদ্বা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনাম স্বাদিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীবাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিতা। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নানা কথা

সুভাষ বাবুর বোম্বাই যাত্রা

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গত শনিবার অপরাহ্ণে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। তথায় তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। মহাত্মাজী বর্ত্তমানে গুজরাটের আহ্মেদাবাদে আছেন। তাঁহার ঐ উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ে আসিবেন।

সুভাষবাবু দুই দিনের অধিক বোম্বাইয়ে থাকিবেন না। সুভাষ বাবু যখন বোম্বাইয়ে যান, তখন হাওড়া ষ্টেশনে বহুলোক উপস্থিত ছিলেন।

বড়বাজারের একদল স্বেচ্ছাসেবক মিলিত হইয়া হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া সুভাষ বাবুকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। সুভাষবাবু আগামী শুক্রবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সুভাষ বাবুর বিবৃতি

গত শনিবার অপরাহ্ণে বোম্বাই যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এইরূপ এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন—

"আমি শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করিব—এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করা যায় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সম্মুখে এমন অবস্থা উপস্থিত যে তাহার ফলে, আমার মনে হয়, আমরা চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব না। আমার সমস্যা এই—বর্ত্তমান অবস্থায় কোন পথ অবলম্বন করিলে আমরা সত্বর স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি এখনও কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।

আমি মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাইতেছি—আমি তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিব। বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্ পথ অবলম্বন করিলে আমরা সকলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবে দেশের সেবা করিতে পারিব—তাহা পরে আমি স্থির করিয়া দেশবাসীকে জানাব।

বহু কর্ম্মী এখনও কারাগারে

আইন অমান্য আন্দোলনে সমস্ত মৃত ও দণ্ডিত বহু কংগ্রেস কর্ম্মী সরকার এখনও মুক্তি প্রদান নাই। নানা [illegible] অপরাধে দণ্ডিত অন্যান্য কর্ম্মীদিগকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

[illegible] ভূমি উপর [illegible] গীর সভাপতি [illegible] ই'য়া [illegible] দেখিলেও তাঁহার [illegible] নীতজ্ঞ, তাহা [illegible] ন বলিয়াছেন,—

বিবিধ সংবাদ

মোটর গ্যারেজ ভস্মীভূত
৯ খানা গাড়ীর ক্ষতি

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর মোটর সার্ভিস কোম্পানীর গ্যারেজে একটি ট্যাক্সি গাড়ীতে পেট্রোল ঢালিবার সময় হঠাৎ উহাতে আগুন লাগিয়া যায়, ফলে সমগ্র গ্যারেজটি ভস্মীভূত হয়। ৭ খানা ট্যাক্সি গাড়ী ও একখানা বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ২০,০০০ হাজার টাকা হইবে। উক্ত ট্যাক্সি চালক সামান্য আহত হইয়াছে। বিষ্ণুপুর মহকুমা হাকিমের মোটরখানা সারাইবার নিমিত্ত ঐ গ্যারেজে ছিল, উক্ত গাড়ীখানারও ক্ষতি হইয়াছে।

নাভসারীতে মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সমভিব্যবহারে মহাত্মা গান্ধী ১৪ই মার্চ্চ প্রাতে নাভসারীতে পৌঁছেন। তাঁহার দর্শনের জন্য তথায় পূর্ব্ব হইতেই বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। মহাত্মাজী ও সর্দ্দার বল্লভভাই তথা হইতে একখানি মোটরে করিয়া তৎক্ষণাৎ করাদী যাত্রা করেন। গত বৎসর এই করাদীতেই মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

এক বিরাট্ জনসভায় মহাত্মাজী বলেন, আমার গ্রেপ্তারের পর জনসাধারণ তাহাদের কাজ চালাইয়া যাওয়ায় ও গুজরাটকে জগদ্বিখ্যাত করায় আমি আনন্দিত হইয়াছি।

অতঃপর মহাত্মাজী বলেন, এখন আপনাদিগকে আর আইন অমান্য করিতে হইবে না,—গঠনমূলক কার্য্য করিতে হইবে। আপনারা যদি ছয় মাস কাল গঠনমূলক কার্য্য করেন, তাহা হইলে স্বরাজ লাভ হইবে। এক্ষণে আপনাদিগকে কারাবিধি করিবার জন্য লবণ প্রস্তুত করিতে হইবে না। যাঁহারা সমুদ্রতীরের নিকট বাস করেন, তাঁহারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য লবণ তৈয়ারী এবং নিজেদের মধ্যে লবণ বিক্রয় করিতে পারেন। দরিদ্র ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুত হইবে—ব্যবসায়ের জন্য নহে। রাজনৈতিক অধিকার যখন প্রাপ্ত হইবেন, তখন ব্যবসায়ের জন্য লবণ প্রস্তুত করিতে [illegible]।

[illegible] মহাত্মাজী বলেন, আপনাদিগকে [illegible] বস্ত্রের দোকানে শান্তিপূর্ণ [illegible] হইতে হইবে। আপনারা [illegible] প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন [illegible] হইলাম। গ্রামে যদি পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে স্বরাজ লাভ করা সহজ সাধ্য হইবে।

জনাইয়ের ১১ জন কর্ম্মীর অব্যাহতি লাভ

জনাই কংগ্রেস কমিটীর ১১ জন কর্ম্মী, শ্রীযুক্ত ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিরাপদ মুখোপাধ্যায়, বসুন্ধর চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র সিমলাই, মুগলকিশোর দাস, অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতির উপর ১০৭ ধারা জারি হইয়াছিল। গত ১১ই মার্চ্চ শ্রীরামপুর কোর্ট হইতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত ধারা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

কালীগঞ্জ, নদীয়া

কালীগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মার্কণ্ডমোহন সরকার এবং অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুত রামপদ মণ্ডল পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগের ছয় সাত দিন পূর্ব্বে দমদম অতিরিক্ত স্পেশাল জেল হইতে মুক্ত হইয়া গত সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছিলে গ্রামবাসীগণ স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে এক বিরাট্ শোভাযাত্রায় তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এ, গ্রামবাসীগণের পক্ষ হইতে এবং সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অচ্ছা দেবী মহিলাগণের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন, সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

মহাত্মাজীর বার্দ্দৌলী যাত্রা

মহাত্মা গান্ধী গত ১৪ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে মোটর-যোগে বার্দ্দৌলী যাত্রা করিয়াছেন এবং পথিমধ্যে শিষোদ্রা নামক স্থানে এক সভায় বক্তৃতা করিবেন। বার্দ্দৌলীর কর্ম্মীদের সহিত তিনি এক বৈঠক করিবেন ও তথায় এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন সন্ধ্যার তথা হইতে সুরাট যাত্রা করিবেন।

করাচী কংগ্রেসে মহাত্মাজী

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী ২৪শে মার্চ্চ তারিখে করাচীতে পৌঁছিবেন এবং কংগ্রেস নগরে বিষয়নির্ব্বাচনী সমিতির মণ্ডপের নিকট বিশেষভাবে নির্ম্মিত এক কুটীরে অবস্থান করিবেন।

ওয়ার্কিং কমিটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দর্শকদের বাসের জন্য হরচাঁদ রায় কিষণ দাস নগরে ব্যবস্থা করা হইবে। সমগ্র কংগ্রেস অধিবেশনকালের জন্য প্রতি দর্শকের বাসাভাড়া সাড়ে চারি টাকা। যাহারা কংগ্রেসে যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন অবিলম্বে তাঁহাদের নাম প্রেরণ করেন, কারণ মাত্র দুই হাজার লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে। সমগ্র কংগ্রেসে অধিবেশন-কালের জন্য প্রত্যেক প্রতিনিধিকে তিন টাকা ভাড়া দিতে হইবে।

ফরিদপুর ও বরিশাল

গত ১১ই মার্চ্চ ফরিদপুরের কংগ্রেস-কর্ম্মীগণ একদলে ১৯ জন বহরমপুর স্পেশ্যাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বরিশালের কর্ম্মীগণ ঐদিবস মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বরিশালের ৫ জন কর্ম্মী এখনও মুক্তি পান নাই। ফরিদপুরের কংগ্রেস কর্ম্মী ডাঃ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য উক্ত জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, কোন অজ্ঞাত কারণে বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট উহাদিগকে আটক রাখিতে আদেশ দিয়াছেন।

রাণাঘাট কর্ম্মীর মুক্তি

গান্ধী-আরউইন সন্ধির ফলে রাণাঘাটের শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ মুস্তফা, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ৭ জন কংগ্রেস কর্ম্মী গত ১১ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে দমদম এডিসনাল স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর সরকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মিত্র ঐ সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন নাই। শ্রীযুক্ত মিত্র ইহাদের সহিত একই সঙ্গে একই কারণে কারাগমন করিলেও কেন যে ইহাদের সহিত মুক্তিলাভ করিলেন না ইহা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না। সকলেই আশা করেন, সরকার অবিলম্বে এই সর্ব্বজনপ্রিয় কর্ম্মীকে মুক্তিপ্রদান করিয়া এখানে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সহায়তা করিবেন।

শ্রীযুত সৈগালের মুক্তি

চাঁদপ্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত আর, সৈগাল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করায় তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সুরাট স্বরাজ আশ্রম প্রত্যর্পণ

গবর্ণমেণ্ট গত ১২ই মার্চ্চ "স্বরাজ আশ্রম"এর অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। উহাকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত দয়াজী ভাই দেশাই গতকল্য সকালে তথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ড
ক্ষতির পরিমাণ অজ্ঞাত

উল্টাডাঙ্গার উজির লেঙ্কার লেনের একটি পাটের গুদামে গত বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯-৩০টায় এক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দমকল যথাকালে ঐ স্থানে আসিয়া মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

সংখ্যায় লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য লর্ড পীলের সমবেদনা

রক্ষণশীলদলের পক্ষ হইতে যাঁহারা লণ্ডনের মন্ত্রণা-সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, লর্ড পীল তাঁহাদের অন্যতম। কেমব্রিজ ইউনিয়নের এক বিতর্ক সভায় তিনি বলেন, সাইমন কমিশনের মধ্যে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ না করার ফলে ভারতবাসীর মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল তাহা লণ্ডন সম্মিলনের পরে দূরীভূত হইয়াছে। লণ্ডন সম্মিলন হইতে যাঁহারা ভারতে ফিরিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বুঝিয়াছেন যে বৃটিশ জাতি ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। বহুদিন যাবৎ বৃটিশের হস্তে ভারতের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। ভবিষ্যতে যে শাসন প্রণালী রচিত হইবে, তাহাতে বহু সংখ্যক সংখ্যায়-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয় তাহার উপায় করা বৃটিশের কর্ত্তব্য।

বরিশাল কংগ্রেসকর্ম্মিগণ গৃহাভিমুখে

শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী, মতিলাল রায়, মহম্মদ ইসমাইল, শ্রীযুত হরিপ্রসাদ গুহরায় সদ্য কারামুক্ত একদল কংগ্রেসকর্ম্মী সহ গত শনিবার রাত্রিতে বরিশাল এক্সপ্রেসে বরিশাল রওনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও সহকর্ম্মিগণ তাঁহাদিগকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়ার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুত ললিতমোহন বর্ম্মণ

শ্রীযুত ললিতমোহন বর্ম্মণ তাঁহার সহকর্ম্মিগণ সহ গত শুক্রবার সকালে চট্টগ্রাম মেলে কুমিল্লা যাত্রা করিয়াছেন। নদীয়ার কংগ্রেস কর্ম্মিগণও ঐদিন নদীয়ায় চলিয়া গিয়াছেন।

৬ষ্ঠবর্ষ ১১শ সংখ্যা]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা চৈত্র, মঙ্গলবার—১৩৩৭

পরনিন্দা ভক্তিপথের কণ্টক

জীবমাত্রেই ভগবদ্দাস। যে সকল জীব অনন্যভাবে নিরন্তর শ্রীভগবৎসেবায় রত আছেন, তাঁহারা ভগবৎ-সেবাবিমুখ জীবগণের আদর্শ-শিক্ষক। ভগবৎ-সেবাবিমুখ জীবগণ যদি ভগবৎ-সেবারত আদর্শ শিক্ষকগণের চরিত্রে গুণ দর্শন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা উত্তরোত্তর ভগবদ্-বৈমুখ্য পরিহার করিতে সমর্থ হন। গুণদর্শনের পরিবর্ত্তে মৎসরতা হেতু যদি তাঁহারা ভগবদ্ভক্তগণের চরিত্রে দোষের আরোপ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে তাঁহারা ক্রমশঃ শয়তানের পদবীতে আরোহণপূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা কোটীগুণ তীব্রবেগে ভগবান্ ও ভক্তগণের বিরুদ্ধাচরণে রত হইতে রতিবিশিষ্ট হইয়া পড়েন। অতএব ভগবদ্ভক্তি-লাভেচ্ছুগণের উচিত ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের চরিত্রে কোন প্রকার ছিদ্র অন্বেষণ না করিয়া সর্ব্বদা গুণ-দর্শনে নিযুক্ত থাকা।

ভগবদ্বিমুখতা হইতেই স্বার্থপরতার উদয় হয়। স্বার্থপরতা মৎসরতার জনক। কাজেই ভগবদ্বিমুখ জীবগণ স্বভাবতঃ মৎসরতা-দোষে দুষ্ট থাকে এবং তদ্ধেতু তাহারা ভগবান্ ও ভক্তচরিত্রে দোষারোপ করিতে উদ্যত হয়। ভগবদ্বিমুখ জীবগণ যদি যত্নসহকারে মৎসরতারূপিণী চণ্ডালিনীকে দমন করিতে রুচিবিশিষ্ট হয় এবং ভগবান্ ও ভক্তচরিত্রে গুণদর্শনে নিযুক্ত থাকে, তবেই তাহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে ও ভক্তমধ্যে গণ্য হইতে পারে, নচেৎ নহে।

ভগবদ্বিমুখ জীবগণ—স্ব-স্বসুখান্বেষী। স্বসুখান্বেষণে যত্নশীল ব্যক্তিগণ অন্যের সুখ-দর্শনে মৎসরতা হেতু গাত্রজ্বালা অনুভব করে এবং গাত্রজ্বালা দূরীকরণের জন্য সেই সুখী ব্যক্তির চরিত্রে দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। সুতরাং মৎসরতারূপিণী চণ্ডালিনীকে দমন করিতে যাহারা অনিচ্ছুক, তাহারা পরশ্রীকাতর ও পরনিন্দক হইতে বাধ্য। যে ব্যক্তি যত অধিক পরশ্রীকাতর ও পরনিন্দা-নিপুণ, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও ভগবদ্ভক্তিরহিত।

ভগবৎসেবারত ভক্তগণ সর্ব্বত্র ভগবান্ ও ভক্তগণের অবস্থান দর্শন করেন এবং আপনাদিগকে ভগবান্ ও ভক্তগণের সুখে সুখী বোধ করা হেতু মৎসরতা-চণ্ডালিনীকে দমন পূর্ব্বক ভগবৎপ্রেমোত্থ বিমল আনন্দ নিত্যকাল আস্বাদনের সুযোগ লাভ করেন।

যখন প্রত্যেক জীবই স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস এবং ভগবানের সুখে সুখ বোধ করা দাসরূপী জীবের স্বরূপনিষ্ঠ-বৃত্তি, তখন প্রত্যেক জীবই যে ভগবৎসেবায় নিত্যকাল রত আছেন ও সেবাদ্বারে বিমল সেবানন্দরস আস্বাদন করিতেছেন, ইহা অনুভব করিবার জন্য যত্ন করা বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যাহারা বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে কথিত প্রকার যত্ন না করে, তাহারা ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব। ভগবানের মায়ানাম্নী বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রবলভাবে প্রপীড়িত হইয়া নির্ব্বেদগ্রস্তচিত্তে সাধু সঙ্গ লাভ না করা পর্য্যন্ত তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইবার নহে।

সর্ব্বত্র ভগবান্ ও ভক্ত-দর্শনকারী ব্যক্তিগণ দৈন্যমুখে আপনাদিগকে ভগবদ্বিমুখ মনে করেন এবং নিজ নিজ অনাদিকাল-পুষ্ট ভগবদ্বিমুখতার খরতর স্রোতকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ ও ভক্তগণের চরিত্রে দোষারোপ না করিয়া সর্ব্বদা গুণদর্শনের জন্য যত্নশীল থাকেন। বৈষ্ণবাপরাধ যাহাতে না হয়, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত জীবন যাপন করিতে থাকেন ও অন্য জীবগণের ভ্রম দূর করিবার জন্য ঘোষণা করিতে থাকেন,—

যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি যায় পাতা।

বৈষ্ণবনিন্দার বিষময় ফলের কথা শ্রবণানন্তর যে ব্যক্তি বৈষ্ণবনিন্দাত্যাগের জন্য যত্নশীল হয় না, সে আত্মঘাত করিতে উদ্যত। আত্মঘাতরূপ পাপ যাহাকে আশ্রয় করে, সেই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে ও অনন্ত ত্রিতাপ জ্বালা নিরন্তর ভোগ করিতে থাকে। অতএব যাহাতে আত্মঘাতরূপ মহাপাপে লিপ্ত না হইতে হয়, তজ্জন্য জীবমাত্রেরই বিশেষভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য। নিজেকে তৃণাদপি সুনীচ ও ভগবৎসেবারত ভাগ্যবান্ জীবকে পূজ্যবুদ্ধি না করিলে জীবের আত্মঘাতরূপ পাপাচরণ অবশ্যম্ভাবী সুতরাং বিবেকী ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত বৈষ্ণবাপরাধ পরিহারের জন্য সমুচিত চেষ্টা করা।

গুরুনিন্দা

দশ নামাপরাধের মধ্যে গুর্ব্ববজ্ঞা তৃতীয় নামাপরাধরূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। গুরুতত্ত্ববিচারে পরম কারুণিক ভুবনপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরহরি শ্রীমুখে আদেশ করিয়াছেন,—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।" যিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবারত, স্বীয় জড়-ভোগ-বাসনা যাহার আদৌ নাই, যিনি নাম-নামী অভিন্ন জানিয়া নিরন্তর নামপরায়ণ ও নামমাহাত্ম্য শিক্ষা দেন, তিনিই সদ্গুরু। বেদে সদ্গুরুর নির্ণয়ে বলিয়াছেন "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।" অর্থাৎ যিনি সম্যক্ বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব শ্রীভগবানে একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত, যিনি অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই একমাত্র তত্ত্ববলিয়া জানেন এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্ বলিতে পরমেশ্বর কৃষ্ণকেই অবগত হইয়া নিয়ত তাঁহারই চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন, তিনিই সদ্গুরু। সদ্গুরু "শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতঃ।" তিনি শ্রীনামকে নামী হইতে অভিন্ন জানিয়া নামাশ্রয়ই জীবের একমাত্র গতি—এই শিক্ষা দেন।

অকিঞ্চন কৃষ্ণৈকশরণ সাধুমহাপুরুষই গুরুরূপে বরণীয়। কৃষ্ণসেবাবিমুখ সংসারকুশল গুরুনামধারী ব্যক্তিসকল অযথা গুরুর আসন ধরিয়া টানাটানি করিয়া গুরুর অবজ্ঞারূপ তৃতীয় অপরাধ নিরন্তর করিতেছেন। তাঁহারা সদ্গুরু নহেন। আর যাঁহারা যোগ-জ্ঞানকে চরম বলিয়া নামাশ্রয়কে অবর স্থান প্রদান করিতেছেন বা কেবলমাত্র উপায়রূপে দর্শন করিতেছেন, তাঁহারাও সদ্গুরু-বাচ্য হইতে পারেন না। যাঁহারা এই সকলকে বহুমানন করিয়া নামদাতা গুরুর প্রতি অসূয়াযুক্ত হন, তাঁহারা গুর্ব্ববজ্ঞা-অপরাধে অপরাধী। আর যাঁহারা নিজের জ্ঞান যথেষ্ট জানিয়া বা পরমার্থ নিরর্থক ভাবিয়া বা অন্য যে কোন কারণে নামাশ্রয়ী সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে বিরত থাকেন, তাঁহারা গুর্ব্ববজ্ঞাকারী নামাপরাধী—তাঁহাদের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ। বেদে "তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" এই বিধি উপদেশ করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই সুরে বলিয়াছেন—"তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত।" এই সংসার-সমুদ্রে নরতনুরূপ ভেলার একমাত্র গুরুই কর্ণধার। এই কর্ণধার ছাড়িয়া ভেলায় উঠিলে আমরা কি তট পাইবার আশা করিতে পারি?

যাহারা জাতিমদে মত্ত হইয়া অবর কুলোৎপন্ন শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষাদি করিতে পরাঙ্মুখ, তাঁহাদের অপরাধের ইয়ত্তা নাই। জাতি লইয়া সমাজ, কিন্তু পরমার্থ সামাজিক ব্যাপার নহে। পরমার্থে ব্যক্তিগত গুণ-বিচারই প্রবল। এ স্থলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ,—"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"—সর্ব্বদা আলোচনা করা উচিত। জাতিমদান্ধ ব্যক্তি গুর্ব্ববজ্ঞা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই কুন্তীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥"

জাতিমদান্ধ, ধনগর্ব্বিত, পাণ্ডিত্যদৃপ্ত ও সৌন্দর্য্যস্ফীত ব্যক্তির হরিভজন হয় না, যেহেতু সে গুর্ব্ববজ্ঞাকারী।

যাঁহারা গুরু-পারম্পর্য্যবিধান-উল্লঙ্ঘন করিয়া স্ব-মনঃকল্পিত আচার প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারাও গুর্ব্ববজ্ঞাকারী। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের প্রশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার অনাচরিত, শুদ্ধবৈষ্ণবের জুগুপ্সিত পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক যাহারা রসাভাসযুক্ত হুড়াগানকে শ্রীতারকব্রহ্ম নামের পরিবর্ত্তে জপ করেন বা করিতে উপদেশ দেন, তাঁহারা গুর্ব্ববজ্ঞাকারী। স্বোক্ত বিধি, মহাজনানুমোদিত প্রণালী লঙ্ঘন করিয়া একটা নূতন কিছু করার দল গুরু-অনুবর্ত্তনের নামে গুরুনিন্দা করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করেন মাত্র। তাঁহাদিগকে বুঝানেও কোনমতে বুঝিতে চাহিতেছেন না, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। আর না হইবেই বা কেন? অপরাধের লক্ষণই হরিভজন হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়া যাওয়া। শাস্ত্রকার ইহাঁদিগকে ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু অপরাধীর সঙ্গক্রমে ইহাঁরা সেগুলি দেখেন না, বা দেখিলেও তাঁহারা যে শাস্ত্রনিষেধের লক্ষীভবা, তাহা বুঝিতে চান না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

...শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ পুরুষাধিম ...ক্ত ...শ্বরি বিনা
ঐকান্তিকী অনন্য ভক্তিযোগ পাইবে
...না।"

শ্রীভক্ত অধিরোহবাদী বা আরোহ-মার্গ-কর্মী নহেন; তিনি শাস্ত্রকির আলোকে ব্যক্তির সাধনের ক্রমোন্নতি উপলব্ধি করিয়া জীবনের সর্ব্বোচ্চ স্তরে ... শ্রীভগবানের চরণ হইতে নিত্য সত্য আস্থা হন; তাঁহার স্বরূপে অধিষ্ঠান নাই, তিনি স্বয়ং কাহারও নিকট হন না। একমাত্র হরি-ভক্তের অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, শুদ্ধভক্তগণের আশ্রয়ে আমাদের নিত্য অধিকার।

মহামায়া ও যোগমায়া

(শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমারী দেবী চট্টোপাধ্যায়)

বিশ্বকমলে পতিত বারিবিন্দু চিনির রস উৎপাদন করে এবং অমলকে পতিত বারিবিন্দু পরম সুস্বাদুযুক্ত মিষ্ট রস উৎপাদন করে। একই বারি আমাদের যেমন মিষ্টরস উৎপাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাভক্ত সৎ ও অসৎ জনে প্রকাশশক্তি মহামায়া ও যোগমায়া-রূপে প্রকাশিতা হইয়া জীবের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। মায়া নিত্যা, শ্রীভগবানেরই অনন্তশক্তির অন্যতমা, বহিরঙ্গা শক্তি। শ্রীভগবান হইতে মায়ার পৃথক্ সত্তা নাই। বহিরঙ্গা কৃষ্ণশক্তির প্রধানতঃ দুইটি বৃত্তি জীবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে, প্রথমটী যোগমায়ারূপে উন্মুখমোহন, দ্বিতীয়টী মহামায়ারূপে বিমুখমোহন। কৃষ্ণ-সেবক জীব যখন কৃষ্ণদাসরূপ স্বরূপ-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করে এবং দেহসম্পর্কিত অনিত্য বস্তুতে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত হয়, তখন সে চিন্তাচিত্ত-জ্ঞানরহিত ও নিত্যানিত্য বিচারশূন্য হইয়া ভোগৈশ্বর্য্যে অনুরাগকে ভোগ করিবার জন্য প্রধাবিত হয়। তৎকালে বিরূপাভিমানী হতভাগ্য জীব-সমীপে কৃষ্ণশক্তি মহামায়ারূপে প্রকটিতা হইয়া কৃষ্ণবিমুখ জীবের সংশোধনার্থ চতুর্দ্দশ ভুবনান্তর্গত এই ভব-কারাগারে যোনীদ্বারে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু মায়া-কবলিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবের তখনও চৈতন্যোদয় হয় না। বরং উত্তরোত্তর কৃষ্ণেতর বিষয়ে মত্ততা প্রবল হইয়া বিবিধ বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হয়। অনিত্য সুখাভিলাষী, জীবগণ দুঃখভোগের পরিবর্ত্তে অনন্ত দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ-যন্ত্রণাকেই কণ্ঠে ধারণ করিতে বাধ্য হয়। অনিত্য বস্তুতে মায়া-মুগ্ধতাই এই অনন্ত দুঃখের মূলীভূত কারণ। আর ঐ মায়া যখন শ্রীভগবানে ও তদীয় অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরু-চরণে স্থান লাভ করে, তখন কৃষ্ণশক্তি মহামায়া-রূপ সম্বরণ করিয়া জীব-সকাশে উন্মুখ-মোহিনী যোগমায়ারূপে প্রকাশিতা হন এবং জীবের একমাত্র চিন্তাবলম্বনীয় শ্রীকৃষ্ণ ও কাম্যবস্তুপাদপদ্মে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া জীবহৃদয়ে ভক্তিবীজ রোপণ করেন। যোগমায়া-কৃপায় ঐ ভক্তিবীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া প্রেমপুষ্পসুশোভিত ভক্তিলতায় পরিণত হয়। যোগমায়া-দেবী এই ভক্তি-লতাকে শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পতরুকে আরোহণ করাইয়া সৌভাগ্যশালী জীব ও শ্রীশ্রীগুরু-গোবিন্দের পাদপদ্মে পরিচর্য্যার সদনে করিয়া থাকেন। যোগমায়াকৃপাপ্রাপ্ত জীব তখন আর অভ্যাভিলাষ-শনির দিগ্‌দৃষ্টিকর তাড়নায় অভিভূত হইয়া কৃষ্ণসেবোপকরণ অর্থাৎ কোকিলকণ্ঠে শোক করিবার বুদ্ধি প্রেরণ করেন না; বা কৃষ্ণ হইতে অন্য কৃষ্ণের কার্য্যকলাপ অর্থাৎ অনিত্য অনন্ত দুঃখের হেতু জানে কদাচ কাহারও আদেশ গ্রহণ করেন না; পরন্তু এই বিশ্বকে লীলা পুরুষোত্তমের স্বচ্ছন্দ বিহারস্থলী নিত্য চিন্ময়ধাম গোলোক বৃন্দাবন-রূপেই দর্শন করিয়া থাকেন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় পদার্থের অন্তর্য্যামী ও ভোক্তারূপে অন্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং পূর্ণ পুরুষকেই দর্শন করিয়া জন্ম ও জীবন সফল করেন;

তখন স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি॥

অর্থাৎ প্রতি জীবদেহে শ্রীবাসুদেবের অধিষ্ঠান জানিয়া প্রতি জীবদেহই শ্রীহরির শ্রীমন্দির ও যাবতীয় পদার্থকে (জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গরূপা পরিণামী অবস্তুরূপে দর্শন না করিয়া) কৃষ্ণোন্মুখবোধনের উপাদান জানিয়া অনুরূপ যত্নোৎসাহে প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধির দ্বারা হৃষীকেশের শ্রীশ্রীপাদপদ্ম-সেবানন্দে নিমগ্ন হন। অবশ্য ভুক্তমুক্তি ও সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় না হইলে জীবের মমতা কৃষ্ণ পাদপদ্মে আশ্রয় পাইতে পারেন না। বলা বাহুল্য, এই পরম মঙ্গলপ্রদ সম্বন্ধজ্ঞান ও পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা একমাত্র গুণাধার্য্য সদ্‌গুরুর শ্রীশ্রীপাদপদ্মাশ্রয়েই লাভ হইয়া থাকে।

১০ বিষ্ণু ৩০ ফাল্গুন ১৪ই মার্চ্চ শনি অমায় ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণৈকাদশী ভূধর রা ৫।৫৪ উত্তরাষাঢ়া ঈশ্বর রা ১২।৩৯ পরিঘযোগ রা ৫।১২ ববকরণ। একাদশী

ল ক্কে দ ৫৮।৪১ স্ফু রা র ১০।৩ চ ৯।০ ম ৩।৪ বু ১১।২ বৃ ২।১৮ শু ৯।১৭ শ ৮।২৭ রা ১১।২৫ কে ৫।২৫ দি মা ২৯।২৯ উ ৩।১৬ অ ৬।৩।

চৈত্র ১৩৩৭

১১ বিষ্ণু ১ চৈত্র ১৫ মার্চ্চ রবি সর্ব্ব বাসুদেব কৃষ্ণদ্বাদশী গদী দিবারাত্র শ্রবণা অপ্রমেয় রা ২।৩৭ শিবযোগ রা ৫।৫৭ কৌলবকরণ **ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরাহনগরে শুভ-বিজয়-মহোৎসব। শ্রীল ঠাকুর গোবিন্দ ঘোষের তিরোভাব।**

ল ক্কে দ ৫৮।৪১ স্ফু রা র ১১।১ চ ৯।১০ ম ৩।৪ বু ১১।৫ বৃ ২।১৮ শু ৯।১৮ শ ৮।২৭ রা ১১।২৫ কে ৫।২৫ দি মা ২৯।৩২ উ ৩।১৫ অ ৬।৩।

১২ বিষ্ণু ২ চৈত্র ১৬ মার্চ্চ সোম সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ ত্রয়োদশী গদী প্রাঃ ৭।১৪ ধনিষ্ঠা হৃষীকেশ রা ৪।২৭ সিদ্ধযোগ দিবাগত ৈতিলকরণ প্রাতঃ ৭।৯ মধ্যে বাসুদেব মহাদ্বাদশীর পারণ

ল ক্কে দ ৫৮।৪৬ স্ফু রা র ১১।৫ চ ৯।২৪ ম ৩।৮ বু ১১।৯ বৃ ২।১৮ শু ৯।১৯ শ ৮।২৭ রা ১১।২৫ কে ৫।২৫ দি মা ২৯।৩৬ উ ৩।১৪ অ ৬।৪।

১৩ বিষ্ণু ৩ চৈত্র ১৭ মার্চ্চ মঙ্গল স্থাণু প্রত্যূষ ত্রয়োদশী শর্ব্বরী দি ৯।৪ শতভিষা পঞ্চমাঙ্ক দিবারাত্র সিদ্ধিযোগ প্রাতঃ ৭।৯ বণিজকরণ দি ৯।৪ পরে বিষ্টিকরণ রা ১০।৩ পরে শকুনিকরণ

ল ক্কে দ ৫৯।৩ স্ফু রা র ১১।৩ চ ১০।৭ ম ৩।১২ বু ১১।১৩ বৃ ২।১৮ শু ৯।২০ শ ৮।২৭ রা ১১।২৫ কে ৫।২৫ দি মা ২৯।৩৯ উ ৩।১২ অ ৬।৫।

১৪ বিষ্ণু ৪ চৈত্র ১৮ মার্চ্চ বুধ পূঃ ফাল্গুনী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী কর্ত্তরী দি ১১।১৩ শতভিষা পঞ্চমাঙ্ক প্রাতঃ ৭।১৩ সাধ্যযোগ ১০।৫ বালবকরণ

ল ক্কে দ ৫৯।১০ স্ফু রা র ১১।৩ চ ১০।১৯ ম ৩।১৫ বু ১১।১৩ বৃ ২।১৮ শু ৯।২১ শ ৮।২৭ রা ১১।২৫ কে ৫।২৫ দি মা ২৯।৪৩ উ ৩।১৩ অ ৬।৬।

১৫ বিষ্ণু ৫ চৈত্র ১৯ মার্চ্চ বৃহস্পতি অমা কার্ষ্ণোদশাব্দী অমাবস্যা চন্দ্রী দি ১১।১৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ অমরপ্রা, দি ১০।১ শুভযোগ প্রাতঃ ৭।২৩ নাগকরণ

ল ক্কে দ ৫৯।১৯ স্ফু রা র ১১।৫ চ ১১।১ ম ৩।১৫ বু ১১।১৩ বৃ ২।১৮ শু ৯।২৩ শ ৮।২৭ রা ১১।২৫ কে ৫।২৫ দি মা ২৯।৪৬ উ ৩।১১ অ ৬।৫।

সম্বৎ ১৯৮৮ আরম্ভ

১৬ বিষ্ণু ৬ চৈত্র ২০ মার্চ্চ শুক্র নিধি গর্ভোদশাব্দী গৌরপতিপদ ব্রহ্মা দি ৩।১৬ উত্তরভাদ্রপদ অগ্রাহ্য দি ১১।৩২ শুক্লযোগ প্রাতঃ ৭।২৩ ববকরণ

ল ক্কে দ ৫৯।২৫ স্ফু রা র ১১।৬ চ ১১।১৩ ম ৩।১৫ বু ১১।১৩ বৃ ২।১৮ শু ৯।২৬ শ ৮।২৭ রা ১১।২৫ কে ৫।২৫ দি মা ২৯।১০ উ ৩।১০ অ ৬।৬।

১৭ বিষ্ণু ৭ চৈত্র ২১ মার্চ্চ শনি অবায় ক্ষীরোদশায়ী গৌরদিগ্বীথা শ্রীপৃথ্বি দি ৩।২৪ রেবতী শাম্ব ৬ দি ২।৪৯ ব্রহ্মযোগ দি ৮।১৩ কৌলবকরণ

ল ক্কে দ ৫৯।৩৮ স্ফু রা র ১১।৭ চ ১১।২৬ ম ৩।১৫ বু ১১।১৬ বৃ ২।১৮ শু ৯।২৯ শ ৮।২৭ রা ১১।২৫ কে ৫।২৫ দি মা ২৯।১৩ উ ৩।৯ অ ৬।৬।

১৮ বিষ্ণু ৮ চৈত্র ২২ মার্চ্চ রবি সর্ব্ব বাসুদেব গৌরতৃতীয়া বিষ্ণু সন্ধ্যা ৩।১১ অশ্বিনী ধাতা দি ৯।৫২ ইন্দ্রযোগ দি ৮।১৬ গরকরণ

ল ক্কে দ ৫৯।৪০ স্ফু রা র ১১।৮ চ ৩।৮ ম ৩।১৫ বু ১১।১৭ বৃ ২।১৮ শু ৯।২৬ শ ৮।২৭ রা ১১।২৫ কে ৫।২৫ দি মা ২৯।১৭ উ ৩।৮ অ ৬।৭।

১৯ বিষ্ণু ৯ চৈত্র ২৩ মার্চ্চ সোম সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ গৌরচতুর্থী কপিল প্রাতঃ ৭।১ ভরণী কৃষ্ণ সন্ধ্যা ৩।৮ বৈধৃতিযোগ প্রাতঃ ৭।৫৯ বণিজকরণ প্রাতঃ ৩।৩১ পরে বিষ্টিকরণ রা ৭।১ পরে ববকরণ

ল ক্কে দ ৫৯।৫৮ স্ফু রা র ১১।৯ চ ৩।২০ ম ৩।১৫ বু ১১।১৮ বৃ ২।১৮ শু ৯।২৭ শ ৮।২৭ রা ১১।২৫ কে ৫।২৪ দি মা ৩০।০ উ ৩।৭ অ ৬।৭।

২০ বিষ্ণু ১০ চৈত্র ২৪ মার্চ্চ মঙ্গল স্থাণু প্রত্যূষ গৌরপঞ্চমী শ্রীধর রা ৭।১৯ কৃত্তিকা সিদ্ধ রা ৭।৪ বিষ্কুম্ভযোগ প্রাতঃ ৭।১০ ববকরণ

ল ক্কে দ ৫৯।৫৫ স্ফু রা র ১১।১০ চ ১।৩ ম ৩।১৫ বু ১১।২০ বৃ ২।১৮ শু ৯।২৯ শ ৮।২৭ রা ১১।২৫ কে ৫।২৪ দি মা ৩০।৩ উ ৩।৬ অ ৬।৭।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমাস্তিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ ৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵
২১। গীতমালা ৴১
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৬৪ গৌরাব্দ)
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশত ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৻১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা ৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৫০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ
৫৬। সারাংশবর্ণনম্

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নির্ভীক সমালোচক' অক্ষয়জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সঙ্ঘপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সঙ্ঘসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার যুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নবহরিজী, সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী, ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত [illegible], শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর চারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কপাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীস্বামিকান্নানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ও অন্নগ্রহণের ভেদ, প্রতিগ্রহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবগ্রন্থের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ঈশ্বরতত্ত্ব, অদ্বৈতবাদী গুরু ত্যাগ, জীবের স্বরূপ, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগুরুর অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে রাসলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আত্মার প্রাকৃত-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ের গুরুত্ব শ্রৌতপন্থ, দীক্ষা-বিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের আধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাম্প্রদায়িক অন্যান্য নিগূঢ় তত্ত্বাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থ পড়িলে কোন জিজ্ঞাসুকে অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে না। সমস্ত পুস্তকে এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগৌড়ীয়-পাত্র-মাত্রেরই অধ্যয়নকল্পে এই গ্রন্থখানি উচিত হইয়াছে। আবার পুনর্মুদ্রণ সময়ে, কথোপকথন ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিনামূল্যে, অথবা, লোকের অনুরোধে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রায় প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় এমনভাবে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিষ্কৃতি হওয়া যায় না।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৯৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সারাংশ, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীহরিনামের শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আকারে সুশৃঙ্খলভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরবিরচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগণ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ ৸০ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের আকর প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅক্ষয়াচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চোকা পিসি ভাদাম তেল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, মাখান তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ৺৺ অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরের কদর্য্যের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

লিখ—জে, বি, দত্ত

কেরাল কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইনা ফ্লোস্ফেট কুইনিন আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই কেরাল কুইনিন্ দ্বারা চতুর্থেকদিন করিলে ৩ বা দুইটি চতুর্থদিনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্সনে ম্যালেরিয়া ৺ উপসর্গ নষ্ট করিয়া থাকে।

৩ গ্রেণপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ২৲ টাকা

বাটক কেমিক্যাল এণ্ড ফ্রিনিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

২৯।১ নং চক্রবেড়িয়া লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

পকেট সংস্করণ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আ.

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্দাবস্থ লইয়া—উহা যখন বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের চরণে তাঁহার কোন অভাব আবেগময়ী প্রার্থনা করে। শ্রীভগবানে সর্ব্বাত্মভাবে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণ লইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও সমর্পণমূলক গান। ভাঙ্গিয়া সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপধাম প্রচা...

পকেট সংস্করণ

কল্যাণকল্পতরু

সপ্তম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা সংসার মরুর অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রেয়ঃ অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ চাই, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং যে আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সুন্দর গানে লিখিত। এই গ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ দানে সমর্থ।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারান্তে যাহারা [illegible] হইয়া যে সময় প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা একত্র করিলে ১৪ খণ্ড পুস্তক হইতে পারে। আমিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। চন্দ্রপ্রভা বটিকা—[illegible] যৌবন যেমন কামদেব তেমন। ইহা মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠাভ্যন্তর [illegible], অম্ল প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের মূর্চ্ছিকা বারণ, [illegible] আশু ফলপ্রদ।

২। কুসুমবিনোদন বটিকা—আরবদেশবাসীদিগের অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মধুর বটিকা—ইহা সেবনে [illegible] ও বলবৃদ্ধিকর দেহ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া [illegible] নিবৃত্তি হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:—আশুতোষ ঔষধালয়
২৩নং বকুলবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ সহ ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ নবদ্বীপ। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বী[illegible]। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধাম পরিক্রমা [illegible] বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্লো-ব্ল কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য, [illegible] শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনিত্রয়ের [illegible] প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির [illegible] স্থলকাগজে পকেট সাইজে মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

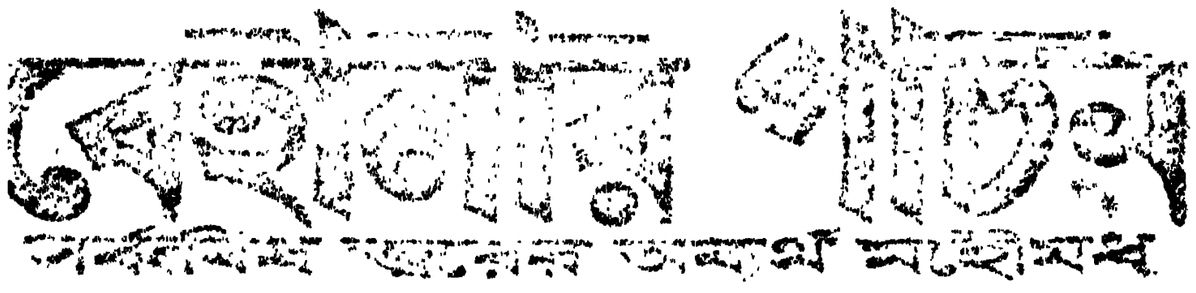

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঔষধের অবস্থার ছোটদের জন্য ৩মাত্রার ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, পোষ্টেজ ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার অম্ল ও বাতবিকার, মস্তিষ্কদৌর্ব্বল্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সময় নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১, এক টাকা।

পুংসবকাম্রাস্ত্র—পুরুষত্বহানি রোগে বাজীকরণ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিমন্ত করে। মূল্য ২ ফোলা ১, টাকা।

ব্রহ্মরাক্ষসী বটিকা—বীর্য্যদোষ নষ্ট করে, শুক্রতারল্য স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১, এক টাকা।

রাজবৈদ্য আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, [illegible]
৩৮নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, হাতজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ১৲ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, টকোদ্গার, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৫০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহাশত্রু ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি বোতল ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর কাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী
৯ নং গোঁসাই উয়ারী, নবাবপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯৩নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি কোন মৃত মনুষ্য বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি ধন্বন্তরি নামাবিধ অনিয়মিত উপায়ে আবিষ্কৃত শাক পত্র করিয়া জগতে মৃতা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ শুক্রতারল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধাতুদৌর্ব্বল্য, পারদের সংসর্গজ পীড়া, অশ্ব এবং স্ত্রীলোকদিগের যোনি যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কুচলা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে দুঃখিনী জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
কলেজপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত সুধাকর দাসের প্রকাশ প্রিং এণ্ড ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য ডক্টর অব্ মেডিসিন, এল্, এম্, এস্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"প্রীধাম"
টেলিগ্রাম—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বাস্তবং
প্রতি সংখ্যা ৫
ভারতের সর্ব্বত্র বিক্রয়—চাকা—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখ
৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাগীশ [১২শ সংখ্যা
শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীবাস ৺ ৯ই চৈত্র বুধবার ১৩৩৭, ১৮ই মার্চ্চ, ১৯৩১

নানা কথা

সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তির জন্য দক্ষিণ কলিকাতা বাসির দাবী

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবী করিয়া রবিবার দক্ষিণ কলিকাতা অধিবাসিগণ এক বিরাট্ শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন। বহু মহিলা ও পুরুষ জাতীয় পতাকা হস্তে কালীঘাট পার্ক হইতে মিছিল করিয়া বাহির হন। মিছিলের পুরোভাগে যতীনদাস মহাশয়, বটুকেশ্বর দত্ত এবং অন্যান্য অনেকের চিত্র নানাবিধ পুষ্পমালায় বিভূষিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। মিছিল দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথগুলি পরিভ্রমণ করিয়া বালিগঞ্জ ট্রামডিপো পার্কে উপস্থিত হয়। তথায় এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়।

'স্বাধীনতা কী জয়' ধ্বনিতে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন।

তাঁহার বক্তৃতার পর স্বামী জ্ঞানানন্দ ও পণ্ডিত জীবন লাল সভায় বক্তৃতা করেন।

তাঁহাদের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিম্নের প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন :-

"আমরা দৃঢ় ভাবে উপলব্ধি করিতেছি যে সত্বর সরকার যদি দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে না হয় তাহা হইলে হিংসাত্মক ও অহিংসাত্মক বিপ্লবের রাষ্ট্রনায়ক ও কর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ ও আলোচনা করিয়া জাতির দাবী সুস্থির করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে এবং শান্তি ও সাম্য স্থাপনের জন্য রাজনৈতিক বন্দী ও নিরাপত্তা বন্দীদের মুক্তিদান, বিনা বিচারে আটক, বন্দী ও হিংসাত্মক রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ডিতদের মুক্তি এবং মীরাট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি মামলায় প্রত্যাহার ও নিরস্ত্র সিভিল কর্ম্মীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দান একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রস্তাবটি সকলের একমতে গৃহীত হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

বোম্বাইয়ে পণ্ডিত জহরলাল

শ্রীমতী কমলা নেহেরু এবং নেহেরু পরিবারের অন্যান্য পরিজনসহ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ১৫ই মার্চ্চ সকালে কলিকাতা মেল ট্রেণে বোম্বাইয়ে পৌঁছান এবং স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মী ও নাগরিকগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। এই সময়ে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, যমুনালাল বাজাজ, নগিনদাস মাষ্টার এবং মথুরা দাস জাজু প্রমুখ কর্ম্মীর নাম উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের সভাপতিকে অভ্যর্থনা করিতে বহু দূর হইতে উৎসাহী লোকজন স্টেশনে ও টাউনহলে আসিয়া একত্র হয়।

ট্রেণ প্ল্যাটফরমে আসিয়া উপস্থিত হইতে "মহাত্মাজী কী জয়" "জহরলালজী কী জয়" ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হয়। নেহেরু পরিবারের সকলের গলায় ফুলের মালা বিভূষিত করা হয়। অভ্যর্থনার সম্মুখে নীত হইলে অভিজ্ঞ জানাইয়া পণ্ডিত জহরলাল সে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে মহাত্মাজী ও দেশবাসীর "আলো" চালনা করিতে বলেন।

সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকটে কোন কিছু বলিতে অস্বীকার করেন। তবে মঞ্চে পরিষ্কার কিনি বোম্বাইয়ে থাকিবেন এবং বোম্বাই সহরে ভারতীয় কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ করিবেন। তিনি একটী সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিবেন তাহা জানা যায়।

থানায় বোমা নিক্ষেপ

গত ১৩ই মার্চ্চ রাত্রে শিমুলিয়া থানায় একটী বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। [illegible] কিছু হয় নাই।

বোম্বাইয়ে মহাত্মা গান্ধী

রাজবন্দীদের মুক্তিতে বিলম্ব—কংগ্রেস সেক্রেটারীর অভিযোগ

রাজস্ববিল সম্বন্ধে ভোট

দিনাজপুর নারী কর্ম্মী সঙ্ঘের অসন্তোষ প্রস্তাব

ডাক্তার আলমের বক্তৃতা

মজঃফরপুর জেলে এখনও ১৯ জন বন্দী

বিবিধ সংবাদ

রাজবন্দীদের মুক্তিতে বিলম্ব
কংগ্রেস সেক্রেটারীর অভিযোগ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির [illegible] সৈয়দ মামুদ এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, [illegible] প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট [illegible] এবং [illegible] সংক্রান্ত চুক্তি [illegible] করিতেছেন।

[illegible] যে রাজবন্দীদের মুক্তিদান সম্পর্কে [illegible] করা হইতেছে [illegible] যে, "[illegible]" [illegible] শুধু [illegible] দেওয়া হইয়াছে।

[illegible] ১২৪ [illegible] এবং ফৌজদারী কার্য্য বিধি [illegible] ব্যক্তি [illegible] হইয়াছেন, তাহাদের মুক্তিদান সম্পর্কে [illegible] এখনও বিবেচনা করিতেছেন। [illegible] রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া [illegible] করা হয়, তাহা হইলে [illegible] কংগ্রেসে যোগদান করা [illegible] অসম্ভব হইবে।

[illegible] মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—[illegible] কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পুনঃ পুনঃ [illegible] সত্ত্বেও [illegible] শিগ্রী মুক্তিদের [illegible] করিতেছিল, [illegible] প্রদেশে এ পর্য্যন্ত মাত্র কয়েকজন বন্দী মুক্তি পাইয়াছে। আমি [illegible] প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ [illegible] আমাদের বিশ্বাস করিয়া শান্তির সংস্থাপনে সহায়তা করিবেন।

[illegible] কংগ্রেস কমিটির [illegible] আব্দুল গফুর খাঁন এবং [illegible] আমন্ত্রিত করিয়া [illegible] এক [illegible] করিয়াছেন।

যুক্ত প্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, দিল্লীর চুক্তি অনুযায়ী সরকার বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিতেছেন না।

সীমান্তনেতার উক্তি
স্বাধীনতাই একমাত্র কাম্য

সীমান্তের শ্রেষ্ঠ নেতা খাঁ আবদুল [illegible] মুক্তি লাভের পর বলিয়াছেন—

"আমি সীমান্তের ঘরে ঘরে মহাত্মাজীর [illegible] প্রচার করিয়া বেড়াইব; কারণ আমার বিশ্বাস তাহাদ্বারাই স্বাধীনতা লাভ হইবে। যদিও আমি অহিংসায় বিশ্বাস করি, তথাপি শুধু অহিংস বন্দীদের মুক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হই নাই। হিংসা-পন্থার পথিকগণও স্বাধীনতা কামনা করেন—তাহাদেরও মুক্তি চাই। মহাত্মাজীর সহিত বড়লাটের সন্ধিতে সীমান্তবাসী [illegible] লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সত্য কিছু না পাইলে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে না। বিদেশীর শাসন হইতে যেমন মুক্ত হওয়া [illegible], তেমনই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়োজন। বিভেদ [illegible] এবং [illegible] ইংরাজের অবস্থানের [illegible] হিন্দু মুসলমান মিলনে এত বিলম্ব হইতেছে।

[illegible] উপদ্রুত সম্বন্ধে সকল কথা আমি [illegible] কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর নিকট প্রকাশ করিব।

গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস [illegible] যোগদান করিলে বিশেষ কিছু ফল হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। দেশকে [illegible] করিয়া ভারতবাসী সকলে একযোগে [illegible] করিবে। [illegible] লাভ অবশ্যম্ভাবী। মহাত্মা গান্ধীর [illegible] যে-সকল [illegible] বিশ্বাস থাকিবে সে বিষয়ে আমার বিন্দু-[illegible] নাই।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মজুমদার

যুক্ত [illegible] কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বহুদিন হইল দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া [illegible] কংগ্রেসের কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। গত ৮ মাস পূর্ব্বে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ধারা অনুযায়ী তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং বিচারে [illegible] ও মাস কারাদণ্ড হইয়াছিল। জেলে থাকা কালীন জেল-আইনের ৫২ ধারা অনুযায়ী আবার তাঁহার ৩ মাস কারাদণ্ড হয়। [illegible] আইন [illegible] তাঁহাকে পুনরায় কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই—৮ মাস পূর্ব্বেই গত ১২ই মার্চ তিনি দমদম জেল হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছেন।

৩১ জন রাজবন্দীর মুক্তি
মজঃফরপুর জেলে এখনও ১৯ জন

মজঃফরপুর জেল হইতে গত ১১ তারিখ ৩১ জন রাজবন্দী মুক্ত হইয়াছেন। প্রকাশ, এখন এই জেলে আর মাত্র ১৯ জন রাজবন্দী আছেন, ইঁহারা [illegible] সম্পর্কে [illegible] হইবে [illegible] মাস [illegible] দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

মিঃ টি আমার আলি
কলিকাতা হাইকোর্টের জজ

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ [illegible] আগামী ১লা মে হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছুটী পাওয়ায় মিঃ টৌফিক আমার আলি তাঁহার স্থানে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সতীশকুমার মজুমদার
সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য এবং [illegible] কংগ্রেস কমিটির [illegible] প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত [illegible] মজুমদার [illegible] সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে মহাত্মা গান্ধী

বোম্বাই হইতে [illegible] মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলকে লইয়া মহাত্মা গান্ধী গোধরা হইতে বোম্বাইতে পৌঁছিয়াছেন। [illegible] সোমবার তাঁহার মৌনব্রত দিবস বলিয়া তিনি [illegible] তাঁহার [illegible] সহিত [illegible] আলাপ করিলেন [illegible] বক্তৃতা করিলেন।

মঙ্গলবার দিন তিনি [illegible] কংগ্রেস কমিটির [illegible] এবং [illegible] দলের সহিত [illegible]। তিনি তাহার মধ্যেই এক [illegible] করিবেন এবং [illegible] সভায় যোগদান করিবেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল স্বদেশী বাজারের উদ্বোধন করিলেন। রবিবার সকালে মহাত্মা গান্ধী [illegible] উদ্যান [illegible] পরিদর্শন করিবেন। সেখানে [illegible] তাঁহাকে একখানি মানপত্র এবং একটী টাকার তোড়া দিবেন। এখানে তিনি বক্তৃতা করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত [illegible] বসু আগামী কল্য সকালে এখানে পৌঁছিবেন এবং সম্মিলিত [illegible] যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

বুধবারে সকল নেতাই করাচীর পথে দিল্লী যাত্রা করিবেন।

স্বাস্থ্য বিল সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ

ব্যবস্থাপরিষদে "[illegible]" যেরূপ [illegible] তাহাতে প্রকাশ, আগামী সপ্তাহে রাজস্ব বিল ও কয়েকটি ট্যাক্স ধার্য্য প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ [illegible] চলিবে।

ব্রহ্মদেশের সদস্য মিঃ [illegible] আলোচনা একদিন মুলতুবী রাখিবার জন্য নোটীশ দিয়াছেন। ব্রহ্মদেশের সদস্যগণ যাহাতে ব্রহ্ম বিচ্ছেদ প্রশ্ন উত্থাপন ও [illegible] পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন, তজ্জন্য উক্তরূপ নোটিশ প্রদত্ত হইয়াছে।

অহিংসাতে অসন্তোষ
দিনাজপুর নারী কর্ম্মীসঙ্ঘের প্রস্তাব

দিনাজপুর নারী-কর্ম্মী সঙ্ঘের এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

দিনাজপুরের এই নারী-কর্ম্মীগণ গান্ধী আরউইন মিলনের ফলেও যে বঙ্গের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি হইল না, [illegible] অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন এবং দেশবাসীগণকে অবিলম্বে বিনা বিচারে বন্দী, দণ্ডিত ও নির্ব্বাসিত বন্দীদিগের মুক্তির জন্য আন্দোলন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

ডাক্তার আলমের বক্তৃতা

লাহোরে ডাক্তার মহম্মদ আলম [illegible] জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া [illegible] এক বক্তৃতা [illegible]:—

"[illegible] লোক এই যুদ্ধ বিরতির [illegible] বুঝিয়া [illegible] কংগ্রেসের নিন্দা করিয়াছেন। ইহার পর যখন [illegible] হইবে, তখন কংগ্রেস [illegible] অনুসন্ধান [illegible] করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের [illegible] নিন্দা করা চলিবে কিন্তু সে [illegible] এখনও হয় নাই। এখন উভয় পক্ষের যুদ্ধ বিরতির সর্ত্তানুযায়ী কাজ করা [illegible]। কিন্তু অনেক স্থলে সরকারী কর্মচারীরা ঐ সর্ত্তমত কাজ করিতেছেন না। এ বিষয়ে সরকার পক্ষের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

সকল রাজবন্দীকে মুক্তি না দেওয়ায় আমি সন্তুষ্ট হই নাই যতদিন একজন রাজবন্দীও জেলে আছেন, ততদিন কাহারও সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে।

[illegible] কর্ম্মীদের মুক্তি
সকল মামলা প্রত্যাহৃত

গত সোমবার দিন [illegible] যুক্ত শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত, [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] ঘোষ, [illegible] দে ও [illegible] মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে মামলা করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে চৈত্র, বুধবার—১৩৩৭

আমিত্বের দ্বিবিধ

মন্বয়দেহে আত্মবুদ্ধি থাকা কালে জীব যে প্রকার অহংতা ও মমতা বুদ্ধি বিশিষ্ট হয়, তাহা জীবের বিশুদ্ধ আত্ম-স্বরূপের অনুভূতিজাত অহংতা ও মমতা বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবাপন্ন। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধজীবের যে 'আমি' তাহা 'আমার আমি' আকারে ভাসিতে থাকে এবং এই 'আমার আমি'র সহিত—সম্বন্ধযুক্ত যে সমুদয় বস্তু, তাহারা মমতাস্পদ নামে খ্যাত। যে কালে কোন বদ্ধজীব বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে দেহে আত্ম-বুদ্ধি ত্যাগ "আমার আমি" ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক "ভগবানের আমি" অর্থাৎ "আমি শ্রবদাস" এবং আমার বলিতে যে সমুদয় বস্তু আছে, তাহারা সকলেই ভগবানের সেবক ও সেবার উপকরণ এবং আমার পূজ্য বস্তু—এবম্বিধ শুদ্ধ আত্মস্বরূপগত অহংতা ও মমতা ভাব অনুভব করেন, সে সময় তিনি দিব্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে, যথাহি মহাজনোক্তি—

"যাহা মম-শব্দ অর্থে ছিল যত কিছু হয়।
অর্পিনু তোমার পদে ওহে দয়াময়॥
আমার আমিত্ব নাথ না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার॥
আমি শব্দে যেই জীব অহংতা ছাড়িল।
তৃতীয়াভিমান আজ হৃদয়ে পশিল॥
আমার সকল দেহ গেহ অনুচর।
ভাই বন্ধু দার সুত দ্রব্য ধন ঘর॥
সে সব হইল তব আমি হৈনু দাস।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস॥
তুমি গৃহস্বামী আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা প্রাণ আমার॥"

"আমার আমি" ভাব ঘুচিয়া "ভগবানের আমি" ভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানই আমার মাতা, পিতা, বন্ধু, পুত্র বা পতি'—ধারণা অনুভূত হয়। তখন "আমার আমি" বুদ্ধিজাত মাতা, পিতা বন্ধু বা পতিকে ভগবানের জন ব্যতীত নিজজন বলিয়া মনে হয় না, যথাহি মহাজনোক্তি—

"আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই॥
বন্ধু দার সুত সুতা তব দাসী দাস।
সেইত সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস॥
ধনজন গৃহ যার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥
প্রকৃত পক্ষে সৃষ্ট পদার্থসমূহ সৃষ্টি নিত্যজন। অজ্ঞব্যক্তি সকলের চক্ষুর ভাহারা ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে অযথা নিজ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক শোক ও ভয়ে অভিভূত হইয়া থাকে, যথাহি মহাজনোক্তি,—

বস্তুতঃ সকলি তব জীব কেহ নয়।
অজ্ঞানমন্ত্রমে তুমি ভোগে শোকভয়॥
অহংমম অভিমান এইমাত্র ধন।
বদ্ধজীব নিজ বলি জানে মনে মন॥
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া।
হাবুডুবু খাই ভবসিন্ধু সাতারিয়া॥

সাধুগুরুর প্রেরণায় ভগবানের চরণে শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত ভবসিন্ধু পার হওয়া সম্ভবপর নহে। যথাহি মহাজনোক্তি—

নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণে।
পতিত অধম আমি জানে ত্রিভুবনে॥
আমা সম পাপী নাহি জগৎ ভিতরে।
মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে॥
তুমি বিনা কার আমি লইব শরণ।
তুমি সর্ব্বেশ্বেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
জগৎ তোমার নাথ তুমি সর্ব্বেশ্বর।
তোমা প্রতি অপরাধ তুমি কর ক্ষয়॥

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে "আমার আমি" ধারণাই সকল দুঃখের মূল। ভগবানের আমি—ইত্যাকার ধারণার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। যিনি দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে ও পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার উচিৎ সদ্-গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক ভগবানের শরণাগত হইবার জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়া। হে পাঠকগণ! আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন যে, আপনাদের আমিত্বের ধারণাতে আপনারা কিপ্রকার ভাব পোষণ করিতেছেন। যদি "ভগবানের আমি" ইত্যাকার ভাব জাগ্রত না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আপনারা 'আমার আমি" ভাবকে জাগাইয়া রাখিয়াছেন এবং সেরূপ অবস্থায় আপনাদের উচিত অচিরে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক "ভগবানের আমি" ভাবকে ফুটাইয়া তুলা।

নদীয়া-প্রকাশ

(শ্রীইন্দু ভূষণ দাস)

যেদিন মোরা বিরাট বিশ্বে,
আত্মস্বরূপ ভুলিয়া সবে।
পাপের অতল সিন্ধু হলে,
স্বেচ্ছায় সবে যাই গো ডুবে॥
দেখিয়া মোদের সে দুর্গতি
অগতির গতি শ্রীভগবান।
এই নদীয়ায় সপার্ষদে,
করলেন শুভ অভিযান॥
আঁধারিয়া অঙ্গকান্তি
হরির নামে মাতান দেশ।
উদ্ধারিয়া পাপী, তাপী,
ঘুচান সবার যত ক্লেশ॥
স্বর্গের সুখ ঘুচিয়া যেদিন
ভিক্ষা মাগিল স্বরপতি।
ব্রহ্মা, রুদ্র, মহেশাদি দেব,
হইবে এই গৌড়বাসী॥
শুনিয়া যাঁহার সংকীর্ত্তন,
যমুনা বহিল উজান বেগে।
কলু (কুলু) রবে ব্যাকুল হয়ে
দুই কুলে ঢেউ কান্দি বেড়ে॥
বনমালা গলে ঝলকা পীত
গোপবেশ নয়নে ভোলাত যে।
সেই এসেছিল এই নদীয়ায়
'গৌরাঙ্গ' নাম, গৌরতনু॥
ভারতের এই বিশেষ-দিনে
আমরাও সেই দিনের মত।
তুলিয়া মোদের বিপদ্-ব্রত,
মরিনু চিরতরের মত॥
গৌরগোষ্ঠ কৃপানুচরের
গোর বাণী করিতে প্রকাশ।
আনিয়া বিশ্বে মোদের তরে,
প্রকাশিল এই নদীয়া-প্রকাশ॥
কলিকোলাহলপূর্ণ বিশ্ব,
নাইগো হরিকথার লেশ।
মত্ত মোরা বিষয়-কথায়,
গ্রাম্যবার্ত্তায় মনোনিবেশ॥
ছাড়িয়া সবে গ্রামের বার্ত্তা,
যাতে আনে সর্ব্বনাশ।
এস সবে মিলি করি গিয়া সেবা
বৈকুণ্ঠের শ্রীনদীয়া-প্রকাশ॥
আনিয়া যে গৌরাঙ্গের দাস,
অভয় দিয়া মাভৈঃ বলে।
এ শুভক্ষণে লুটায়ে সবে
পড়িগে তাঁর চরণতলে॥

পাবনা প্রচার-প্রসঙ্গ

পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত মাখনলাল দত্ত মহোদয় লিখিয়াছেন—

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে পাবনা সহরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার মানসে শুভ আগমন করিয়াছেন। সেই দিন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় পাবনা টাউনহলে একটি মহতী সভা আহূত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু জাহ্নবীচরণ ভৌমিক গভর্ণমেণ্ট প্লীডার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ভূম্যধিকারী শিলাইদহ, শ্রীযুক্ত প্রসন্ন-কুমার চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার ঐ, শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম-এ বি-এল এড্‌ভোকেট্, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বসু বি-এল, শ্রীযুক্ত বিনোদনাথ মৈত্র বি-এল, শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ রায় বি-এল, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সান্যাল বি-এল, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সরকার বি-এল, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বসু প্রফেসার পাবনা কলেজ, শ্রীযুক্ত মাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঐ, ডাঃ যোগেন্দ্র-নাথ সরকার, ডাঃ কুমুদনাথ রায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সরকার এড্‌ভোকেট, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সরকার মোক্তার, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দামক ঐ, শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ ভৌমিক ঐ, শ্রীযুক্ত বিনোদনাথ ভৌমিক বি-এল, শ্রীযুক্ত মণিমোহন ভট্টাচার্য্য কণ্ট্রাক্টার, ডাঃ অতুলচন্দ্র রায় এম-এম.এস, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বসাক মার্চ্চেণ্ট, শ্রীযুক্ত রাধামাধব সাহা ঐ, শ্রীযুক্ত রামদত্ত আগরওয়ালা ঐ, শ্রীযুক্ত শশধরচন্দ্র দত্ত ঐ, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত ঐ, জগদীশচন্দ্র গুহ এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গুহ, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল সরকার ঐ, শ্রীযুক্ত [illegible] লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র [illegible] এম-এ, বি-এল প্রমুখ প্রায় [illegible] ভদ্রমণ্ডলী সমাগত হইয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীচৈতন্যের মহাদান সম্বন্ধে ১॥ ঘণ্টা ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবিমোহিতগণ প্রথমে কিছু বিরোধ-

ভাব পোষণ করলেও স্বল্পক্ষণ বক্তৃতা হবার পর হতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা নিস্তব্ধভাবে সাবহিত চিত্তে শ্রবণ করেন। স্বামিজীর বক্তৃতা সমাপ্ত হলে সভাপতি শ্রীযুক্ত জাহ্নবী চরণ ভৌমিক স্বামিজীর বহু গবেষণাময়ী বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি এরূপ নিরপেক্ষ সারগর্ভ উপদেশ তাঁহার জীবনে আর কখনও শ্রবণ করেন নাই। তাঁহার প্রার্থনায় পাবনা-বাসিগণ স্বামিজীর আগমনের সাকেল্য যোগ যেন পরিত্যাগ না করেন। তিনি স্বামিজীর শ্রীমুখে আরও বক্তৃতা শ্রবণ করিবার বাসনা করেন। সভাপতি মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে স্বামিজী মহারাজ ৯ই মাঘ গোবিন্দবাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিবেন।

"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর"

(শ্রীকৃষ্ণামৃত শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায়)

"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর" এ'একটী 'ডাকের কথা'—প্রায়ই সব লোকের মুখে শুনা যায়। কথা এমন অনেক আছে, যা বহুকালে আমাদিগের চলে আসছে। সে কথাগুলা সবাই খুব মানে। কিন্তু দেখা যায়, বহু স্থলেই ঐ সব সত্য কথার ভিতরে কেউ প্রবেশ না করে কাজে একটা কেবল মনগড়া ভাবই পোষণ করে; আর তাই দিয়ে আপন দুকেরই সান্ত্বনা করে, মনের দুরাকাঙ্ক্ষা বাসিগুলোকে চাপা রাখে। এরূপ করলে লোক আপনিই যে বঞ্চিত হয়,—পরম সত্য বস্তু হ'তে যে চিরদিন দূরেই পড়ে থাকে, তা সে জানতে পারে না।

"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু" একটী কথা আর "তর্কে বহু দূর"—একটী কথা। প্রথমটীতে বলা হচ্ছে "বিশ্বাসেই বস্তু মিলে"—উত্তম। কিন্তু তবে বল দেখি, একটি পাকা চোর সাধুর বেশে, ভাল মানুষ তুমি, তোমার ঘরে এসে তোমার খুব বিশ্বাস উৎপাদন করলে; তুমি মোটেই তার চাতুরী বুঝতে না পেরে তাকে বড় ভক্তি করে স্থান দিলে, পরম মনে সেবা করতে লাগলে; সেও যে সেই সুযোগে ঘরের জিনিষ ভেঙ্গে পড়বার যোগাড় দেখতে লাগল। এখানে এই যে তোমার তার উপর এই প্রাণ বিশ্বাস, এতে কি তোমার বস্তু মিলবে? অল্পকাল পরেই ত দেখবে—সে তোমার কাঁসারের ভেঙ্গে সরে পড়েছে! তখন তোমার মনে হবে,—'দূর কর ছাই, কা'কেও আর ঠাঁই দেওয়া হবে না; যত বেটা চোর শেয়াল মারা সাধু সেজে সংসারটা নষ্ট করছে!' এ'র ফলে, হরি-গুরু-কৃপা-দর্শন-বিহীন বোকা লোক তুমি এতদিন প্রকৃত সাধুকেও লাঞ্ছিত বিতাড়িত ক'রে তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করবে।

আরও দেখ,—এমনি বিশ্বাসে তুমি কাল সাপকে ফুলের মালা, তীব্র গরলকে সুধা, উত্তপ্ত মরু-বিকারিণী মরীচিকাকে স্নিগ্ধ বারিবাহিনী স্রোতস্বিনী শস্যাচ্ছাদিত অঙ্কুরকে শ্যামল শস্যভূমি, কিম্বা ভীষণ বিস্ফোরক বোমাকে তেলের গোলক জ্ঞান করে, মহাবিপদে পড়তে পার; তোমার প্রাণ নষ্ট হ'তে পারে।

সুতরাং তোমার ঐ বিশ্বাস যে কিছুই নয় তা'তে বস্তু যে মিলতেই পারে না, বরং সঙ্গত বিপরীত ফলেরই উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী, এ'বিষয়ে আর না' বলতে পার না।

দ্বিতীয় কথাটী নিয়ে দেখলেও বুঝতে পারবে,—হরি-গুরু-কৃপাবলম্বন বাতিরেকে সহস্র তর্ক যুক্তি বাগ্‌বিতণ্ডা কোটি কল্পেও বস্তু নির্ণয়ে সমর্থ না হ'লেও হরি-গুরু-বৈষ্ণব কৃপা লাভে অনায়াসে বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, এ'বিষয়ে কত দৃষ্টান্ত আছে। কত ভক্তিকথা আলোচনা করে তাদের অপরোক্ষ ভাবে সত্যের পথ সুগম করে দেয়।

তা হ'লে, বেশ বুঝা যাচ্ছে এখন;—ঐ "বিশ্বাস" যে সে বস্তু নয়। ঐ বাক্যের দোহাই দিয়ে, তুমি যে তর্ক তুলছ, বলছ —'বেদ্যার মুখের কীর্ত্তন, বেদ্যাদের হরিলীলাভিনয় শোনা দেখা দোষের কেন?—আমি পরমপাবন হরিনাম হরিলীলার শুনতি দেখতি—এ'বিশ্বাস আমার থাকলে, তা'তে আমার ভাল কি মন্দ কিছু হবে'—এ'সব মোহ, এ'সব ভুল কথা।

শাস্ত্রকার ব'লেছেন,—বৈষ্ণবের মুখের হরিনাম হাজার সম্পাদিত হলেও সত্য পরিত্যাজ্য। তা'তে কোন দিনই কা'রো মঙ্গল হয় নাই, হয় না এবং হবে না। মহাপ্রভাব 'নাম' সমর্থ হ'লেও এরূপক্ষেত্রে ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন ও ভাগবতের দারুণ অপরাধ জন্য দয়া করেন না। এরূপ অবৈধ শ্রবণ কীর্ত্তন অভাকর্ষণ নষ্ট ক'রে কখনও ভক্তিনিষ্ঠাকে আনতে পারে না। কাজেই শ্রেয়ঃলাভও হয় না।

দেবর্ষি নারদ, রাজর্ষি প্রাচীনবর্হিকে ব'লেছিলেন,—

"যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো
বিশদাশয়াঃ।
ভগবদ্‌গুণানুকথন-শ্রবণ-ব্যগ্রচেতসঃ।
তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযুষ শেষ সরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতূড্‌ভয়-
শোক-মোহাঃ॥"
(শ্রীভাঃ ৪।২৯।৪০)।

যে স্থলে (অন্য কোন আশা আকাঙ্ক্ষার কথা কেহ নয়—কেবল) ভগবদ্‌গুণানুকথন-শ্রবণকীর্ত্তনে ব্যগ্রচিত্ত বিশদাশয় ভাগবত মহাত্মারাই বিরাজ করেন, তথায়—সেই মহাতীর্থে তাঁদের শ্রীমুখ-পদ্ম হ'তে যে কৃষ্ণ-নাম-গুণ-মহিমা-অমৃতের অতি নির্ম্মল প্রবাহ চতুর্দ্দিক দিয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় প্রবাহিত হয়; গাঢ়নিবিষ্ট কর্ণ-পাত্রে সেই অমিয়রস যে জন 'আরও দাও' 'আরও দাও' ব'লে অবিরত পান করেন; কোনকালেই 'আর না' এ'কথা বলতে পারেন না; কিম্বা—'এটা এতটুকু, যথেষ্ট হয়েছে,—ওটার আস্বাদ কিছু লওয়া যাক',—এই বুদ্ধিতে কদাচ অগ্রসরই হন না;—সেই কৃষ্ণরস-রসিক মহাশয়কে কোন কথা ক্ষুধা তৃষ্ণা, ভয়, শোক বা মোহ কখনও স্পর্শ করতে পারে না।—ইহাই শুক প্রকট অর্থ।

এই সব আপাত বাক্য ও ক্রিয়াতেও যাহাতে প্রমাদ না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া চাই; নতুবা শ্রোতৃমণ্ডলীর কুটতর্ক বঞ্চনা করতে হ'বে,—তা' হ'লেই বস্তু লাভ হ'বে। ঐ ডাকের কথা এই পরম সত্য-সংবাদই তারস্বরে ঘোষণা করছে। তা'র অপপ্রয়োগের বঞ্চিত হ'ও না তুমি।

দশমূল নির্য্যাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যার পর)

জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাবকে ভজনের অনুকূল করিয়া ভক্তাঙ্গের অনুশীলন করিবে, সুতরাং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বর্জ্জন পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই আনুকূল্যভাব। ইহাতে ভজন-ক্রিয়ায় একটু নিরবচ্ছিন্নী মতির প্রয়োজন। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নিষ্ফল হইবে, এই উদ্দেশে তাহাতে ভজনোন্নতি ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন। জীবন নির্ব্বাহে জ্ঞানচেষ্টা ও কর্ম্মচেষ্টা অবশ্য হইবে, কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ যাহাতে শুদ্ধভক্তিবৃত্তিকে আবরণ করে, তাহা সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিলক্ষণশূন্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা উচিত।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনভেদে ভক্তির অঙ্গ নয় প্রকার। আবার ঐ সকল অঙ্গের মুখ্য প্রকাশ লইয়া ভক্তির অঙ্গ চতুঃষষ্টিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধি-লক্ষণ এবং কতকগুলি নিষেধ-লক্ষণ। বিধিলক্ষণের মধ্যে তুলসী, ভাগবত, ভক্ত-রূপ সেবা, হরিজন সেবা, ও নামাক্ষর শ্রবণ,—এই পাঁচটী মুখ্য। অপরাধ-বর্জ্জন, * যাঁহার সহিত অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ, আপনার শুদ্ধাভিমান রক্ষা করিবার জন্য বহু শিষ্য না করণ, বহু গ্রন্থের অভ্যাস ও ব্যাখ্যা বর্জ্জন, পাখিব হানি লাভে বিষাদ হর্ষত্যাগ, লোক মোহাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্যদেব ও শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ না করা, গ্রাম্যবার্ত্তা অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের চিত্তচাঞ্চল্যমূলক গৃহবার্ত্তা না শুনা ও প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া এই দশটী নিষেধ পালন করা নিতান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণনাম, গুরু, বৈষ্ণব কীর্ত্তনাদি সকল ভক্তাঙ্গে এই দশটী নিষেধ লক্ষণ আছে। এই প্রকার সাধনভক্তি যাহার আছে তাঁর সাধন হলে হবে ভাবভক্তি লাভ হয়। দৃঢ়শ্রদ্ধার সহিত দশমূলে ভাবভক্তির উদয় হয়।

(ক্রমশঃ)

* অপরাধ দুই প্রকার অর্থাৎ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। শ্রীমূর্ত্তি-সেবার সেবাপরাধগুলি বিচার্য্য। নামাপরাধ সাধারণ ভক্তমাত্রের পরিত্যাজ্য। (১) নামাপরাধীর নামের নিন্দা, (২) ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা—এই সকলকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা এবং ভগবান্ হইতে শিবাদি অন্য কেহ পৃথক্ ঈশ্বর আছেন—এরূপ মনে করা, (৩) নামোপদেষ্টা-গুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমা-বাচক শাস্ত্রের অবজ্ঞা, (৫) নামের মহিমা কেবল স্তুতিমাত্র—এরূপ মনে করা, (৬) নামকে কাল্পনিক জ্ঞান করা, (৭) নাম-বলে পাপ করা, (৮) চিন্তামণি চৈতন্যস্বরূপ নামকে জড়াধর্ম্মীয় অন্য পুণ্য বা শুভকর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা এবং অহং মমতারূপ অভিমানের সহিত নাম অনুশীলন করা—এই দশটী নামাপরাধ বড়ই কঠিন, কিছুতেই যায় না। কেবল নিরন্তর নাম করিতে করিতে যায়। শিখা নামগ্রহণমাত্রেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে বল পাইবেন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১০। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১১। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১২। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
(আবাঁধা) ।৵০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২১। গীতমালা ৴১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৭। শরণাগতি ৴০
২৮। গীতাবলী ৴০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩০। সাধনকণ ৴
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩২। নবদ্বীপশত ৴
৩৩। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৩৬। অর্চ্চনকণ ৫৲
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৮
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫০। সংখ্যাবাণী ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৬। সারাংশবর্ণনম্

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ।০
৫৮। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৫৯। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৪। সাধন পথ ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। গীতাবলী ৴১
৬৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিস্পৃহের সমালোচক, অক্ষয়জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সঙ্ঘপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সসঙ্ঘসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনি

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্র দিবিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যা পীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠী ও কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাথড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীস্বাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বৌদ্ধ ও জৈনমতের ভেদ, চতুঃসম্প্রদায়, অদ্বৈতবাদী স্মার্ত্ত ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধ ও মুক্ত, বৈষ্ণবগুরুর অধিকার ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও ভক্তিমার্গের সাধকতা, শাক্তদম্ভ ও বৈষ্ণবদম্ভ, বেদে ব্রহ্মবাদ, কর্ম্মের ব্রহ্মত্ব ও আত্মার ব্রাহ্মণত্ব-ভেদ, ত্রিবিধপুরুষ ও পৌরুষিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সাধুগুরুর সৌভাগ্য, শ্রদ্ধা, বিচার, দীক্ষা, ত্যাগ ও বাহ্যত্যাগ ভক্তি, সদ্ধর্ম্মাঙ্গ, বৈষ্ণবের আদর্শতা, পাষণ্ডিতা, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাধ্যবস্তুর অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুই অজ্ঞাত ও সংশয় থাকিবে না। পরম গুরু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজে এই গ্রন্থের [illegible] করিয়াছেন। অন্যান্য সূচী, কথাসার ও [illegible] বিশেষ সুবিধা করা হইয়াছে। বিশাল গ্রন্থ, মোটা কাগজে পরিষ্কার ছাপা—মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র সাধাই—২৲ দুই টাকা

আরাধা—১৷৹ পৌণে দুই টাকা

বুদ্ধিপূর্ণ সারবত্তা দ্বারা প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য ও জানবা সাধন করা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার [illegible] স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি ও কতটুকু বুঝা দরকার এমন সুন্দরভাবে যুক্তসহকারে আলোচনা হয়াছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত [illegible] করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু

দ্বিতীয় সংস্করণে ৵৹ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও ভগবদ্ বিষয়ক বিষয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৲৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে [illegible] টাকা [illegible] ডাকমাশুল ৵১০ আনা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে [illegible] নামাপরাধ, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের [illegible] বিচার প্রদান করিয়াছেন, এই [illegible] সকল সময়ের সকলের পক্ষে [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। এক সংস্করণ মাত্র আনা মাত্র

বৈষ্ণবস্মৃতি সমাহৃতি

[illegible]-গৌড়ীয়গ্রন্থ।

[illegible]—১। [illegible] ২। [illegible] ৩। বিষ্ণুমন্ত্রসম্পর্কিত [illegible] ৪। বিষ্ণুপূজা [illegible] ৫। বৈষ্ণবগুরু ও প্রবর্ত্তক সম্প্রদায়ের [illegible] ৬। বৈষ্ণবগণের [illegible] বিষয়ের [illegible] বিষয়ের [illegible] পাওয়া যাবে বলে [illegible] ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৷৹, চারখণ্ড একত্রে ৷৹ টাকা। এক খণ্ড বহির্গত।

শ্রীভাক্তসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—

শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পৃষ্ঠায় ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য-সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈলের আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা ভুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নির্ম্মাতা—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, আইওডাইড্‌ অফ্ কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

যা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ ঘণ্টায় ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ট্রাঃ ৵১ টাকা

মাতৃস কেমিকাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ

২৯১।২ এ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নীতি-গ্রন্থাবলী :—

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাষায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

পকেট সাইজ

কল্যাণকল্পতরু

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রতিদিন [illegible] পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণের কথার বলিয়া [illegible] তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার [illegible] ১, কিরূপে মিলিবে যাহাতে কল্যাণ প্রদান [illegible] ধর্ম্মাচরণে [illegible] কল্যাণপ্রাপ্তি এবং কি করিলে কাহার [illegible] হইবে, এই সকল কথা সরল ভাষায় লিখিত। এই [illegible] কল্যাণের অন্বেষণ [illegible] গ্রন্থকে বিনামূল্যে [illegible] হয়।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

(নদীয়া)

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা তাহা মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিতেছেন, তাহা একত্র করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। চন্দ্রপ্রভা বটিকা—ইহার নামটীও যেমন কার্য্যও সেই রকম। ইহা সূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্ম প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে অতি ফলপ্রদ।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যাশ্চর্য্য নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মাতৃর বটিকা—ইহা সেবনে প্রীহা ও তদনুসঙ্গিক দোষ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :— আশুধ্বনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিচার ও পাণ্ডিত্যে নয়টী দ্বীপ-সম্বলিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—রামাপরাধ কি ? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোরম ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

উজল জোড়-র কলিতে ভরম কারণে ।পা— ভিক্ষা ।০

নিকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। মূল্য সংকার

সাধককণ্ঠমণি- শ্রীবেকণ্ঠ ।া, শ্রীনাভাজী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট কবি কতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ৬ গ্রন্থাবলীস্থ ও প্রার্থনা প্রভৃতি চন্দ্রিকা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত গীতাবলী সুলভাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

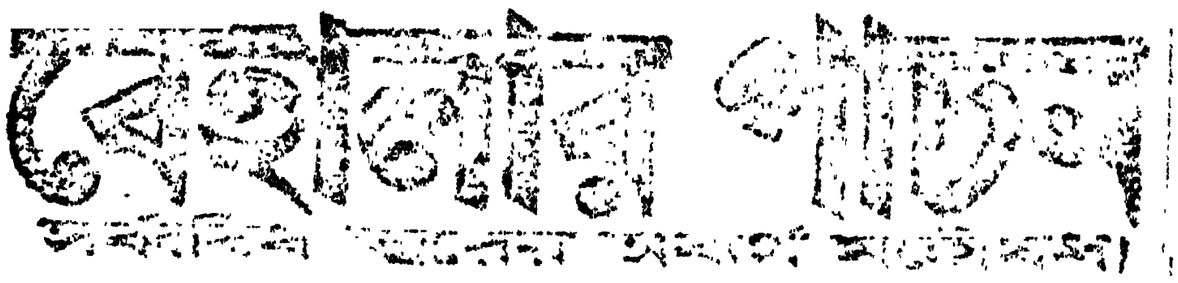

মফঃস্বলের গ্রাহকদের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিরে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমস্তঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁচটী ৷৵০ আনা, ষোলটী ১৲০ আনা।

অফিস—১১নং উলটাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদ মজরা

বটিকার অম্ল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবের জ্বলপাড়া, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

—পুরুষত্বপ্রদায়িনী বটিকা—

পুরুষত্বানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনে। মূল্য ৫ ফোলা ১৲ টাকা।

—স্ত্রীরক্তকফবিনাশিনী বটিকা—

স্ত্রীরোগের ঔষধ সেবনে গর্ভাশয়কে স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

ম্যানেজার—মদমজরী ঔষধালয়

১৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং বটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৲০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

শুক্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৲০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৲০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহাপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকল প্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রেস ও টাইপ ঢালাইয়ের কারখানা

ইত্যাদির জন্য আজই নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১৩নং ... কমলাপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যাবতীয় অসাধ্য রকম মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিবার্য্য উপায়ে অকালে মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া একেবারে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার রোগ, প্রমেহ দাহ্যযন্ত্রণা, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, বহুমূত্র, ডায়বেটিস, পাথুরে সংক্রান্ত পীড়া, অশ্ম এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের অপ্রাপ্তি ডাক্তার পেটেন্ট সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসান ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৲০ টাকা, মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজস্ট্রীট, মার্কেটিং পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

ঢাকা ৩, ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ হইতে—ডাঃ মুকুন্দলাল ভট্টাচার্য্য ভক্তিমুদ্গল এল, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর ৩১ চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩০৭, ১৪ই মার্চ্চ, ১৯০১

নানা কথা

মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহীতা

মহাত্মা গান্ধী কলাট হইতে বম্বেতে ফিরিয়া তাজের অনুষ্ঠিত নানাবিধ সংবর্দ্ধনার পরে আজিকে অপরাহ্ণে বেলাবী মহাজনগণ একটী সভায় মহাত্মাজীকে একখানি অভিনন্দন পত্র ও এক থলি টাকার তোড়া অর্পণ করেন। মহাত্মাজী এই পত্র লইয়া তোমার প্রায় সভাস্থলে নিক্ষেপ করেন এবং মহাজনগণের অর্থের গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে তিনি কিছু গ্রহণ করিবেন না।

মহাত্মাজী এই সভায় বলেন যে, তিনি অন্তরঃ বিদেশী বস্ত্রের ব্যবহার ও প্রার্থনা করিয়াছেন, সুতরাং যদি বিদেশী-বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অভিনন্দন ও তহুপরি অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। তিনি বলেন যে, এই কথাগুলি অত্যন্ত রূঢ় হইল, কিন্তু তিনি স্বয়ং একজন সত্যাগ্রহী, সুতরাং ইহা হইয়া এরূপ কথা বলিতে হইল।

মহাত্মাজী সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবেন, তিনি যদি সংযত আলাপ করেন তাহা হইলে সত্যাগ্রহে কলঙ্কের ছাপ পড়িবে।

মহাত্মাজী পরে আরও বলেন—"আমি যে মহাত্মা এমন বিশ্বাস আমার নাই। অন্য লোকে আমাকে মহাত্মা বলিয়াছে, কিন্তু আমি স্বয়ং কখনো উহা দাবি করিয়াছি। আমি সত্যের কিঞ্চিৎ সেবন করিয়াছি, অপরকেও উহা সেবন করাইয়াছি, আমি আমার পিতা ও স্ত্রীর সহিত বিরোধিতা করিয়াছি, কিন্তু আমি হৃদয়ে প্রেম লইয়া যুদ্ধ করিয়াছি। আপনাদিগকেও আমি সেই প্রেমের জন্যে এই সকল কথা বলিতেছি।

মহাত্মাজী পরিশেষে কলাণজী নামক জনৈক কংগ্রেসকর্ম্মীকে অভিনন্দন পত্র ও টাকার থলিয়া অর্পণ করেন এবং বলেন যে, বম্বে ব্যবসায়ীরা যদি বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ করেন তাহা হইলে তিনি পরে উহা গ্রহণ করিবেন।

মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহীতা

অভিনন্দন ও অর্থ গ্রহণে গান্ধীজীর অসম্মতি

মুক্ত বন্দীদের সম্বর্দ্ধনা

আর্জ্জেন্টাইনে ব্রিটিশ প্রদর্শনী—যুবরাজ কর্ত্তৃক উদ্বোধন

শিষোদ্রায় গান্ধীজী

বিভিন্ন জেল হইতে বন্দীদের করামুক্তি ও সম্বর্দ্ধনা

কঁাথিতে গান্ধী—দিবস

সুরাটে গান্ধী কর্ত্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন

নাটোরে মিছিল ও জনসভা

চামেলীদেবীর মৃত্যুতে হালিডে পার্কে শোক-সভা

অভিনন্দন ও অর্থ গ্রহণে মহাত্মাজীর অসম্মতি

মহাত্মা গান্ধী নাটালদেশ হইতে এই মর্ম্মে তার পাইতেছেন যে, অনেক হাজতবন্দীরা এখনও মুক্তি পাইতেছেন না। মহাত্মাজী তারের উত্তরে জানাইতেছেন যে, সকলে যেন এক বিষয় স্ব স্ব প্রদেশের সরকারের গোচরীভূত করেন। এবং সকলে যেন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকেন।

মুক্ত বন্দীদের সম্বর্দ্ধনা

যে সকল সত্যাগ্রহী কারারুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের অভিনন্দিত করিবার জন্য গতকল্য রাজ কাছারী প্রাঙ্গণে এক বিরাট্ সভার অনুষ্ঠান হয়। কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি চলিয়া যাইবার পর শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুক্ত অটলচন্দ্র বসু, কিশোরীলাল রায়, অরেন্দ্রনাথ অধিকারী, ভগবচ্চন্দ্র দাস, যোগীন্দ্রনাথ পাল, কালীপদ বসু, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন।

মুক্ত বন্দীদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস, শৈলজানন্দ সেন, নগেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন।

আর্জ্জেন্টাইনে ব্রিটিশ প্রদর্শনী যুবরাজ কর্ত্তৃক উদ্বোধন

১৪ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে আর্জ্জেন্টাইন রাজধানী বুয়েনস নগরীর নিকটবর্ত্তী পালারমো পার্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছে। যুবরাজ ডিউক-অব-ওয়েলস্ এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

যুবরাজ ডিউক অব-ইয়র্কসহ আর্জ্জেন্টাইন ও দক্ষিণ আফ্রিকার বহু সংখ্যক ধনী, মানী ও ব্যবসায়ীদের এক সভায় বক্তৃতা করেন।

গ্রেটবৃটেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য উপনিবেশের প্রায় ১০০০টি বড় বড় কারখানার জিনিষ পত্র এই প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার জিনিষের মূল্য প্রায় ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড।

বিবিধ সংবাদ

শিবোদ্রায় গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী এখানে উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। সর্দ্দার বল্লভভাই এক সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "আপনারা আমাদের হস্তপদ, আপনারা এরূপ কাজ করুন যেন জগতের ইতিহাসে আপনারা অমর হইতে পারেন।"

মহাত্মাজী বহুগ্রামে গমন না করা সম্পর্কে সর্দ্দার বল্লভভাই বলেন, আরও অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য মহাত্মাজীকে বক্তৃতা করা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে হইবে। বক্তা বলেন, তিনি (বল্লভভাই) করাচী কংগ্রেসের পর বার্দ্দোলী ও কয়রা জিলায় প্রত্যেক গ্রামে গমন করিবেন।

জনসাধারণের পীড়াপীড়িতে মহাত্মা গান্ধী সভায় কয়েকটী কথা বলেন, অপরাহ্ণে তিনি বার্দ্দোলী যাত্রা করেন।

বাঁকুড়ার নেতৃবর্গের মুক্তির পর সম্বর্দ্ধনা

জিলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ সিংহ, বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়, জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ দমদম জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

বাঁকুড়ার মুক্ত নেতৃবৃন্দের সম্বর্দ্ধনা

জিলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান এবং জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রভূষণ সিংহ, জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ, বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান এবং কংগ্রেসের প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অমলকৃষ্ণ রায়, যুবক সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দাস, যাত্রাখানা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দপদ মল্লিক এবং কর্ম্মী দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য দমদম স্পেশাল জেল হইতে এখানে আগমন করিলে জনসাধারণ তাঁহাদিগকে বিপুল অভ্যর্থনা প্রদান করেন।

নেতৃবৃন্দ ট্রেণ হইতে অবতরণ করা মাত্র তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়। ষ্টেশন হইতে এক মিছিল সহযোগে তাঁহাদিগকে কংগ্রেস অফিসে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য সহরের রাস্তাঘাট ও দোকানপাট সমস্তই সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বালকগণ বন্দেমাতরম্ দ্বারা একটি সুন্দর তোরণ দ্বার নির্ম্মাণ করে। অপরাহ্ণে এক সভায় তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। গান্ধী-আরউইন আপোষের সর্ত্ত মানিয়া লইয়া একটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

নাটোরে মিছিল ও জনসভা

মহাত্মার নির্দ্দেশে চলিতে অনুরোধ

জিলা কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে এখানে 'গান্ধী দিবস' পালিত হইয়াছে। অম্বিকা হল হইতে নর-নারীর এক মিছিল বাহির হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে এক সভা হইয়াছিল শ্রীযুক্তা দক্ষিণাকালী মজুমদার এবং আরও কয়েকজন বক্তা দেশের এই সঙ্কটকালে মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকলকে চলিতে অনুরোধ করেন।

কলিকাতায় ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্

ছায়াচিত্রের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস গত রবিবারে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

আউটরাম ঘাটে জাহাজ ভিড়িবার পূর্ব্বে হইতেই তাঁহার দর্শনলিপ্সুদের ভিড় জমিয়াছিল। তন্মধ্যে ফিরিঙ্গী তরুণীর সংখ্যাই বেশী।

মহাত্মার দীর্ঘজীবন কামনা

কাঁথিতে 'গান্ধীদিবস'

১২ই মার্চ্চ এখানে "গান্ধী দিবস" যথারীতি পালিত হইয়াছে। কয়েক দল যুবা জাতীয় পতাকা সহ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়াছিলেন। বৈকালে এক সভায় সমবেত হইয়া তাঁহারা মহাত্মার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিলেন।

মহাত্মাজী কর্ত্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন

১৪ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, বার্দ্দোলী স্বরাজ আশ্রম প্রত্যার্পণ করা হইয়াছে আগামী কল্য সকালে মহাত্মাজী তথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবেন।

চামেলী দেবীর মৃত্যুতে হ্যালিডে পার্কে শোক সভা

কলিকাতার অন্যতম মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা চামেলী দেবীর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য শনিবার অপরাহ্ণে হ্যালিডে পার্কে এক জনসভা হয়। শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাস, কুমারী শান্তি দাস, শ্রীযুক্তা নির্ম্মারিণী সরকার, শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী শ্রীযুক্তা সুভদ্রা দেবী, শ্রীযুক্তা রতন বেন প্রভৃতি মহিলাগণ ও বহু বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বর্গীয় চামেলী দেবীর দেশপ্রীতির প্রশংসা ও তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া সভায় একটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত বৈজনাথ কেদিয়া, শ্রীযুক্ত সীতারাম সাকসেরিয়া, শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম রায়, শ্রীযুক্তা সুভদ্রা দেবী, শ্রীযুক্তা রতন বেন প্রভৃতি স্বর্গগতা চামেলী দেবীর দেশপ্রীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন।

সেনহাটি, খুলনা

আইন অমান্য সম্পর্কে ধৃত, সেনহাটীর তিনজন বিশিষ্ট কর্ম্মী সম্প্রতি কারামুক্ত হইয়াছেন। বগুড়া কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত কিছুদিন পূর্ব্বে কারামুক্ত হইয়া বগুড়ায়ই অবস্থান করিতেছেন। গত সপ্তাহে কলিকাতা আইন অমান্য সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র সেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়া কলিকাতা বাদি মণ্ডলে যান। তিনি সেখানে আছেন গত ১০ই মার্চ্চ দম দম জেল হইতে খুলনা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দ্বিজরাজ ভট্টাচার্য্য মুক্তি পাইয়া সেনহাটীতে আসিলে সেনহাটির যুবক ও বালকবৃন্দ শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে লইয়া স্থানীয় সমাজপতি মাঠে সমবেত হন। সেখানে সেনহাটী স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার সেন মহাশয় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার ত্যাগ ও কর্ম্মজীবনের বিষয় উল্লেখ করিয়া নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে দ্বিজরাজ বাবু গ্রামবাসীকে মহাত্মা গান্ধীকে অবিচলিত ভাবে অনুসরণ করিতে এবং কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে অনুরোধ করেন।

হুগলীর কর্ম্মীর কারামুক্তি

ঘুটিয়া বাজারের শ্রীযুক্ত গোপেশচন্দ্র মল্লিক ১২৪(ক) ধারানুযায়ী এক দাঙ্গার অভিযোগে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী দমদম স্পেশাল জেল হইতে তিনি সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

মেদিনীপুর কর্ম্মীদের মুক্তি

মেদিনীপুর জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস এবং সহ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ দাস দমদম স্পেশাল জেল হইতে সম্প্রতি মুক্ত হইয়াছেন।

তাঁহারা মেদিনীপুর আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করা হয়। বালিকারা শঙ্খধ্বনি করিয়াছিল। নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করেন তারপর এক বিরাট মিছিল করিয়া তাঁহাদিগকে সহরের বিভিন্ন রাস্তায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

বন্দীর মুক্তিতে বিলম্ব

সুরাটে ঘোর অসন্তোষ

৩২ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি না দেওয়ায় এখানে ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। আপোষ এখানে শান্তি আনিতে পারে নাই। বন্দীদের মুক্তির বিলম্বের সংবাদ মহাত্মাজীকে পাঠান হইয়াছে তিনি সুরাটে আগমন করিলে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানান হইবে।

রাজসাহী কর্ম্মীদের মুক্তি

হাওড়ার শ্রীযুক্ত কান্তিভূষণ রায় পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগ করার পর ১৪ই সকালে মুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটীর সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় কিন্তু গান্ধী-আরউইন আপোষের ফলে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বেলিয়াঘাটার মহিলা সভা

গত রবিবার সন্ধ্যায় বেলিয়াঘাটা বারোয়ারী তলায় নারী সত্যাগ্রহ সমিতির উদ্যোগে এক জনসভার অধিবেশন হয়। কুমারী শান্তিদাস, শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, শ্রীযুক্তা অশোকলতা দেবী, প্রভৃতি মহিলা কর্ম্মীগণ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও মহিলাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বাজেয়াপ্ত বাড়ী প্রত্যার্পণ

মেদিনীপুর জিলা কংগ্রেস কমিটীর বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বেড়ার সমস্ত বাড়ীখানি গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া নিয়াছিলেন, গান্ধী-আরউইন আপোষের ফলে উহা তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার - ১৩৩৭

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান সন্দেহ নাই। পরাধীনতা আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা নহে। জীবাত্মার পক্ষে বদ্ধ ও মুক্ত হইবার নিত্য সম্ভাবনা আছে। যেহেতু জীব স্বরূপতঃ স্বাধীন সেজন্য তিনি নিজে নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী।

স্বাধীনতা চেতনের ধর্ম্ম। চেতনের ধর্ম্ম যে পরিমাণে উন্মুক্ত হয়, সেই পরিমাণে স্বাধীনতা রূপ রত্ন জীবের আকাঙ্ক্ষণীয় হইয়া থাকে। যে পরিমাণে চেতন ধর্ম্ম বিকৃত কিংবা [illegible] হয়, সেই পরিমাণে স্বাধীনতা-বৃত্তিও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। চৈতন্যের পূর্ণ [illegible] হইলেই জীব সম্পূর্ণ স্বাধীন অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হন।

যাহা স্বাভাবিক নহে, তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। কৃত্রিম স্বাধীনতা আংশিক স্বাধীনতা, বিকৃত স্বাধীনতা আত্মার [illegible] করিতে পারে না। চেতনই স্বাধীন, ইহা চেতনের নিত্যধর্ম্ম। ইহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু এই [illegible] বিকৃত হইতে পারে। বিকৃত [illegible] চেতনের স্বাধীনতার অপব্যবহারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ জীবের বদ্ধাবস্থা লাভ হয়।

সুতরাং চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই পরাধীনতা অর্থাৎ অচেতনের দাসত্ব হইতে চেতন উদ্ধার হইতে পারা যায়। উন্মুক্ত চেতনের স্বাধীনতা কৃত্রিম নহে—জড় দেশ, কাল কিম্বা পাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। উহা নিত্য এবং অপরিচ্ছিন্ন।

চেতন নিরঙ্কুশ, অনন্ত সত্যস্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবানের সহিত নিত্য [illegible] প্রীতি-যাজন ধর্ম্মদ্বারা স্বাভাবিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট। ভগবান্ একমাত্র প্রভু। তিনি চেতনের উৎস, বৃহৎ চৈতন্য। জীবও চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু অচেতনদ্বারা অভিভূত হইবার যোগ্য। জীব বৃহৎ চেতন নহে বলিয়া অচেতনের দ্বারা অভিভূতির সম্ভাবনা।

অচৈতন্যশক্তি ভগবানের চেতন-শক্তিরই প্রভাব বিশেষ। চেতনের অপব্যবহার জীবকর্ত্তৃকই সম্ভব। চেতনের অপব্যবহারের ফলদাতা একমাত্র ভগবান। যে শক্তিদ্বারা জীবের বদ্ধাবস্থা বিহিত হয়, ঐ শক্তির সেই পরিচয়ের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা 'মায়া'। জীব-চৈতন্য মায়াকবলিত হইবার যোগ্য। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি শক্তির প্রভু এবং উৎস। তিনি কখনই মায়াবদ্ধ নহেন। ভগবান মায়াকে জীবের অচৈতন্য [illegible] নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছাক্রমে মায়াবদ্ধ জীবকে স্বরূপ-বিস্মৃত করাইয়া সংসার [illegible] রাখায়। জীবের বদ্ধাবস্থাও ভগবদিচ্ছাক্রমেই ঘটিত হয়।

ভগবান জীবকে বদ্ধ [illegible] হইতে বাধ্য করেন না। তিনি [illegible] অবস্থা সম্বন্ধের নিমিত্ত [illegible] সম্বন্ধই প্রকাশ করেন। [illegible] ইচ্ছা করিলে সকলকে [illegible] বদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু করুণাময়। তিনি [illegible] প্রদান করিবার জন্য নিজ [illegible] কৃপাতেই নিত্য স্বাধীন জীবকে গঠিত করিয়াছেন। জীবকর্ত্তৃক ভগবৎসেবার স্বাধীনতার অপব্যবহার হইলেও তিনি জীবের স্বাধীনতা কখনই লোপ করেন না। [illegible] হইয়া যে অবস্থায় [illegible] তাহাকে সেই [illegible] প্রদান করেন।

ভগবানের সেবাবিমুখতাই [illegible] একমাত্র অপরাধ। সুতরাং ভগবানের সর্ব্বতোভাবে অনুশীলন [illegible] জীবের স্বাধীন [illegible]

স্বাধীন হইতেই হইবে। সেই স্বাধীনতা ভগবানের দানরূপ চেতনধর্ম্মের স্বাভাবিক ক্রিয়া। অনিচ্ছাক্রমে ভগবানের, [illegible] সত্ত্বার সেবা হইতে স্বেচ্ছায় বিরতির নাম বদ্ধাবস্থা। বদ্ধাবস্থায় স্বাধীনতার [illegible] হয় না। চেতনের স্বাধীনতার অপব্যবহার মাত্র সম্ভব, ভগবৎকৃপায় তাহার ধ্বংস সম্ভব নহে।

চেতনের পক্ষে অবিদ্যা, অচেতনের অধীনতা স্বীকারই একমাত্র পরাধীনতা। ভগবানের সেবা না করিলে পরাধীনতা স্বাভাবিক। চেতনের পক্ষে অচেতনের দাসত্ব অস্বাভাবিক। ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হইলে মায়াধীনতারূপ একমাত্র সম্ভাব্য পরাধীনতার হস্ত হইতে জীব চিরকালের জন্য মুক্ত হইতে পারে। এক প্রকার অনাত্মার [illegible] ভোগবৃত্তি, অন্য প্রকার অনাত্মের অধীনতা বরণ করিলে উভয় স্থলে পরাধীনতাই সূচিত হয়।

প্রকৃত পক্ষে জীবমাত্রেই স্বাধীন। বদ্ধজীব জীব চেতনরূপে স্বাধীন থাকিতে পারে। স্বাধীনতার [illegible] আছে [illegible]

স্বর্গাদি [illegible] মহাবদান্যতা [illegible]

[illegible]

[illegible] হইতে পারে—

[illegible] স্বাধীনতারত্নদানে [illegible] প্রেমে।

[illegible] কৃষ্ণপ্রেম [illegible] তাঁহারা

কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু [illegible]

সেই সব [illegible] সুমঙ্গল [illegible],

[illegible]

ভগবৎকর্ত্তৃক [illegible] পালন করিলে [illegible] বুদ্ধিপূর্ব্বক স্বাধীনতা [illegible] কোথায় [illegible] পারমার্থিক স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের [illegible] পবিত্র ব্রজভজন সম্ভব হয়। যদি [illegible] প্রীতি লাভ না হইল, তাহা হইলে [illegible] স্বাধীনতা ও [illegible] সকলই [illegible]। সেরূপ সেই স্বাধীনতার কোনই প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মণতা

(লোকনাথাশ্রম পণ্ডিত শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী)

'ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে?'—এ প্রশ্নটী আজ নূতন উঠে নাই, বহু পূর্ব্ব হইতে এটী চলিয়া আসিতেছে। শূদ্র অর্থাৎ যিনি শোকে অভিভূত তাঁহার উপাস্য মায়া বা জড়াধিষ্ঠাত্রী দেবী, আর ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা পরায়ণ বা সেবোন্মুখ তাঁহার উপাস্য ব্রহ্মণ্যদেব বা মায়াধীশ ভগবান্।

"সর্ব্বে ব্রহ্মণঃ জায়ন্তে" অর্থাৎ সকলেই ব্রহ্ম হইতে জাত এবং সর্ব্বজীবেরই ব্রহ্মণ্যদেবের সেবায় অধিকার আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ।

সেইজন্যই স্বরূপে ভগবদ্দাস, 'আবার স্বরূপবিচারে আত্মার সকলেই ব্রহ্মণ্যদেবের নিত্যোপাসক। নিত্য-স্বরূপবিস্মৃতিক্রমে জীবের দ্বিতীয় অভিনিবেশ উপস্থিত হইলে জীব শোকে অভিভূত হয়, তখনই তাহার শূদ্র পরিচয়। কিন্তু সুষুপ্তিকালেও যেরূপ প্রাণিমাত্রের সমস্ত ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ শোকাক্রান্ত জীব 'শূদ্র' নাম ধারণ করিলেও তাহার নিত্য স্বরূপগত ব্রাহ্মণধর্ম্ম তিরোহিত হয় না। সেকালে জীব পুনরায় ব্রহ্মণ্যদেবের সেবোন্মুখ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের নিকট ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার জন্য উপস্থিত হন তখন ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন।

বদ্ধজীবের সর্ব্বপ্রথম অহঙ্কার জন্মের অভিমান। জীব নিত্য স্বরূপ ভুলিয়া দ্বিতীয় অভিনিবেশবশতঃ নিজেকে রক্ত-মাংসের দেহ বলিয়া ধারণা করে, তখনই তাহার জন্মের অভিমান উপস্থিত হয়। এইরূপ অভিমানগ্রস্ত জীবকে বেদে 'শূদ্র' ও ভাগবতে 'গো খর' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম একমাত্র ব্রহ্মণ্যদেবের নিত্য সেবা বা আত্মধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি লাভ।

ভাগবতধর্ম্মকামকুলজগণ কখনই ব্রাহ্মণক্রব নহেন, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র এই কথাই উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন। মাতৃকুক্ষি হইতে প্রাপ্ত জন্ম [illegible] যদি জাতির নিরূপক হয়, হইলে জন্মের ত্রিবিধত্বে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি? পুরাণ বলেন, [illegible] হইতে জাত বলিয়া [illegible] সন্তানসূত্রে ব্রাহ্মণ; কিন্তু [illegible] কতিপয়তঃ কল্পকালে [illegible] বর্ণভেদের [illegible] বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া [illegible] সংস্কারদ্বারাই শৌক্র জন্মের কল্পিত জাতি পরিবর্ত্তিত

হয়। প্রত্যেক জীব ব্রাহ্মণ হইলেও অসংস্কৃত অবস্থায় 'শূদ্র' নামে পরিচিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

"সহজ নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসতি এই যোগ্য স্থান হয়॥
মাৎসর্য্য-চণ্ডালে ইহা কেনে বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কইলে॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

মাৎসর্য্যশূন্য হৃদয়ই ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র পরিচয়, তাহাই প্রেমের একমাত্র বসতি ভূমি।

জাতি কেবল জন্মগত নহে, উহা গুণ-কর্ম্মগত। মহাভারত বনপর্ব্বে দেখা যায় যে, অধিগণের অভিশাপগ্রস্ত হইয়া নহুষ রাজা প্রকাণ্ড সর্প দেহ ধারণ করিয়া হিমালয়ের কোন গুহায় বাস করিতে থাকেন। সেই সময়ে ভীমসেনকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করত গ্রাস করিতে উদ্যত হয়েন, রাজা যুধিষ্ঠির সেই সময়ে সর্পরূপী নহুষের সম্মুখে উপস্থিত হইলে নহুষ তাঁহাকে একটী প্রশ্ন করিয়া বলেন যে, যুধিষ্ঠির যদি তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহোদর ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিবেন। প্রশ্নটী এই :—

"ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্ রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।" হে রাজা যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণই বা কে? বেদ্যই বা কি?

'ব্রাহ্মণ কে?' রাজা যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

সত্যং দানং ক্ষমাশীলং আনৃশংস্যং
তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র! স ব্রাহ্মণ ইতি
স্মৃতঃ॥

যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, চরিত্র, বল, অক্রূরতা, তপস্যা ও দয়া,—এই কয়টী গুণ বর্ত্তমান, তিনিই ব্রাহ্মণ।

সম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এ আস্তিক্যবুদ্ধিই ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃতিবশেই এই সকল গুণ লাভ করিয়া থাকেন।

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব বলেন,—

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ
সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু
কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু
বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং
নিয়চ্ছতি॥

জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি—ইহার কোনটী দ্বিজত্বের কারণ নহে, অর্থাৎ বর্ণাভিব্যক্তির স্বভাবই একমাত্র কারণ। বৃত্তে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রত্ব ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্ত হয়।

পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ
গোত্রিকা।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে
নৃণাম্॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূন জাতিকুলোদ্ভবঃ
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ
(মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ)

'জন' ধাতু ভাবে 'ক্তি' প্রত্যয় করিয়া 'জাতি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ভার্গবীয় মনুসংহিতায় আমরা দেখিতে পাই যে, জীবের জন্ম তিন প্রকার। সেই ত্রিবিধ জন্মের দ্বারা তিন প্রকারে জাতি নির্ণীত হয়। মনুস্মৃতি বিরোধী অপস্বার্থপর সম্প্রদায় যে একদেশদর্শিতা লইয়া 'জাতি' নির্ণয় করেন, তাহা সঙ্গত নহে। মনু বলেন—জীবের ত্রিবিধ জন্ম—শৌক্র সাবিত্র ও দৈক্ষ।

দশমূল-নির্য্যাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ সংখ্যার পর)

ক্তি আছে, তাহা অসাধারণ, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধা। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃত ব্যক্তি তাহার অনুকরণে লোভদ্বারা প্রবৃত্ত হয়। তাঁহার সাধন-ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র সেবা-লোভই তাহার কারণ। এই দুই প্রকার সাধনভক্তিই অভিধেয়ত্ব।

নবম বিষয়—প্রয়োজন। কৃষ্ণ প্রেম নবম বিষয়। শ্রদ্ধাসহকারে অনন্যভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা ব্রজবাসীর অনুগতিপূর্ব্বক সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণবিষয়ে ভাবোদয় হয়। তখন বৈধ-সাধনের চেষ্টাময় অনুশীলন ভাবে নিশ্চিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয়, সেই ভাব অধিকারি-ভেদক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। শান্তরস ব্রজ হইতে দূরে থাকে, ব্রজে দাস্য প্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি—উল্লাসময় ভাববিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণে অনন্য মমতা সংযুক্ত হইলে তাহা প্রেম হয়, এই রসের নাম—দাস্যরস। দাস্যরসে সম্ভ্রম প্রচুররূপে থাকে। সেই মমতাতে সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাস উদয় হইলে তাহা 'প্রণয়' নাম প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম—সখ্য-রস। এই রসে যদি অতিরিক্ত স্নেহ সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে বাৎসল্যরস বলা যায়। বাৎসল্যরসের সমস্ত গুণ অভিলাষময় হইলে তাহাই শৃঙ্গার রসের রূপ ধারণ করে। শৃঙ্গাররস সর্ব্বোপরি রসবিশেষ। ব্রজে অবস্থিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কোন সখীজনের অনুগত পালাভাবে সখা করাই এই রসের আস্বাদন। কৃষ্ণ সচ্চিৎস্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন তত্ত্ব আনন্দই শ্রীমতী রাধিকা। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাঁহার ভাববিশেষ সুতরাং কায়ব্যূহ। সেই সখীগণ পরা-শক্তির কায়ব্যূহ হওয়াতে তাঁহার স্বরূপ-শক্তিগত তত্ত্ব প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ করত জীব নির্ম্মল হইলে সেই সখীদিগের পরিচারিকা-মধ্যে পরিগণিত হন এবং রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দ-সুখ নিত্য সম্ভোগ করেন, ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ইহাই চিত্তত্ত্বের পরম বিচিত্রভাব। নির্ভেদ ব্রহ্মলয়রূপ মুক্তিতে এরূপ বিচিত্রানন্দ নাই। শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রদত্ত ক্রম যথা—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ
ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ
প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ॥
স্যাদ্দৃঢ়ং রতিঃ প্রেম্নাপ্রোদ্যন্ স্নেহঃ
ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো
ভাব ইত্যপি॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড
এব সঃ।
সশর্করা সিতা সা চ স যথা স্যাৎ
সিতোৎপলা॥

প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ হইতে ভজনক্রিয়া, ভজনক্রিয়া হইতে সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি, অনর্থনিবৃত্তি হইতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ক্রমে ভাবের উদয় হয়, ভাব হইতে প্রেম। ভাবের অন্য নাম রতি। রতি গাঢ় হইলে প্রেম, প্রেমবৃদ্ধিরূপ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোৎপল যেরূপ ক্রমে সুস্বাদু হয়, প্রেমের প্রক্রিয়াও সেইরূপ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রূপ-সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই দশমূল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই দশমূলের নির্য্যাস যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমে এই দশমূল নির্য্যাস সেবন করিবেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই নির্য্যাসের মধ্যে সকল তত্ত্ব সংক্ষেপে দেখাইয়া দিবেন। শ্রদ্ধাক্রমে গুরুপাদাশ্রয়। গুরুচরণ হইতে ভজন শিক্ষা। ভজন দ্বারা সকল অনর্থনিবৃত্তি। তবে নিষ্ঠাদি-ক্রমে ভাবের উদয় হয়। ভজনের প্রথমাঙ্গই দশমূল সেবন। দশমূল-নির্য্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চ সংস্কার* করিবেন। দশমূল-পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে না।

(ক্রমশঃ)

* তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমীহি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তি-হেতবঃ॥ ইহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে শিষ্যের যখন কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তিনি সদ্গুরুর নিকট গমন করেন। শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে আসিবার পূর্ব্বেই কিয়ৎ পরিমাণে তাপ অর্থাৎ অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। "ভীষণ সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, হে দীনতারণ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহ নাই"—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে পতিত হন। এরূপ অনুতপ্ত ব্যতীত আর কেহ দীক্ষা লাভের অধিকারী নন, ইহা স্থির রাখিবার জন্য গুরুদেব শিষ্যকে তপ্ত চক্রাদির দ্বারা শিষ্যদেহ অঙ্কিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিষ্কৃত করিয়া হরিমন্দিরাদি তিলক প্রদান করিবেন। অনুতাপকালেই দশমূল জ্ঞানদ্বারা অনুতাপকে স্থায়ী করা আবশ্যক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে দ্বাদশতিলকাদি দান করা উচিত। এই সময়ে শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হইল। সুতরাং ভক্তিসূচক তাঁহাকে একটী নাম দেওয়া উচিত। নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ-সিদ্ধি করাই প্রয়োজন। স্বরূপসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবাচক মন্ত্র দিতে হইবে। মন্ত্রের সারাংশ ভগবন্নাম দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধসিদ্ধ করিবেন। সংসার-সম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণসম্বন্ধে পরিপক্ক করিবার জন্য শালগ্রাম-শ্রীমূর্ত্যাদি-সেবা-রূপ যাগই পঞ্চম সংস্কার। পঞ্চম সংস্কার দ্বিবিধ—প্রাথমিক ও চরম। প্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মানস-সেবাই পরিচর্য্যা। শ্রীপুরুষোত্তম গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চরম উপদেশ দিয়াছিলেন,—"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥" ভাব-প্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শারীরব্যবহারের উপদেশ। শেষ দুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ। অমানিমানদভাবে কৃষ্ণনামগ্রহণই ভজনের বাহ্য প্রকাশ। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবাই পরম গুহ্য। এই সেবা অষ্টকালীন। শ্রীগুরুদেব তত্তৎ শাস্ত্র দৃষ্টে উপদেশ দিবেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তি-ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, ক্রিয়া ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ও অন্যজ্ঞানের ভেদ, প্রকৃতির শ্রীমূর্ত্তিপ্রভৃতির তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মহাভাগবত, বৈধীভক্তি ও তত্ত্বকাণ্ডের ভেদ, ইতরাশ্রমধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুষ্কভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্ত, বৈকুণ্ঠগমনের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের বাধকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেণু কৃষ্ণলীলা, ভগবদ্ব্রহ্ম বা আত্মার প্রকৃতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় ছয়জন গৌতমধর্ম্ম, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুররস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাধ্যবস্তুসমূহের অপ্রাপ্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান ও সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগৌড়ীয়-শাস্ত্র-সংঘের নিয়মকল্পে এই গ্রন্থখানি উচিত হইয়াছেন। আবার তালিকা পত্র, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সুন্দর করা হইয়াছে। ডাঃ মাঃ, মাঃ সহ নগদ মূল্য লেখা ভিক্ষা বাঁধাই ছয় সাড়ে ৷ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সুন্দর বাঁধাই - ২৲ দুই টাকা

আষাঢ়া—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথম ভাগে সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সুমীমাংসিত হইয়াছে ? দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি ? স্বধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি ? তত্ত্বালোচনা বিষয়ে আধুনিক কিরূপ অন্ধকারে যুক্তিশূন্যভাবে আলোচিত হইতেছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া কেহই নিরস্ত হইতে পারেন না।

শ্রীজীবনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে বিশদরূপে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এক প্রকার শ্রীজীবনের অনুকূল ও তাত্ত্বিক বিচার অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে করিয়াছেন। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সাধনের বিষয় বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪র্থ বর্ষ ঋগ্বেদের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ষ্টিফ গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে নামতত্ত্ব, নামমাহাত্ম্য, নামাপরাধ, নামাভাস প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই বিষয় গুলি আর অন্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আকারে পাওয়া যায় না। ডিমাই ষোল পেজী আকারে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব সমাকৃতি

সারস্বতীয়ভাষ্যসহ,

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে বাবদ্ধক শব্দাবলীর অর্থ ২। শ্রীগুরুদেবের লক্ষণাদির বিচার, ৩ বিষ্ণুবৈষ্ণবাপরাধ বিচারের বিবরণ ৪। বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিশেষ দ্রষ্টব্য শ্লোক ও আর্য্যার অক্ষ মূলে যথাস্থান দেওয়া হইয়াছে। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা। এক খণ্ড যন্ত্রস্থ।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ৪র্থ খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস শ্রীগৌড়ীয় গোস্বামীপাদের একটি গ্রন্থ। ইহাই হইতেছে অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৩৩০ ডবল ক্রাউন ৮ খণ্ডে ৩৪ ফর্মা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতী সমন্বিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান ! সাবধান !!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈলের আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আছেন, বাইকার্বোনেটের কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ষ্টীরিকনিন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন যারা এককালীন সেবিলে একটী বা দুইটী ডোজে সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ডোজেনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ গ্রেণপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ট্রাঃ ৵ টাকা

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

৯৮।১ নং হরিসন রোড, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

প্রেম ও মনের চেষ্টা আনতাবস্থ লক্ষণ—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তদ্ভাবে নিষ্কপট প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমূলক গান। ইহারা সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা এখানে নূতন অবস্থায় ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বাপরের কথা বিস্মৃত হইয়া কত কি কামনা করি, কোন্ কামনা বা যথার্থ কল্যাণ প্রদান করে এবং কোন্ বস্তু ও কামনা করিলে কল্যাণলাভ হয় তাহা কিরূপে জানিতে পারা যায়, সেই কল্যাণলাভে যে যে বিঘ্ন হয় এবং সেগুলি কি ভাবে নাশ করিতে হয় তাহা এই গ্রন্থে লিখিত। এই গ্রন্থের বিষয়গুলি কল্যাণেচ্ছু প্রত্যেকের জানা উচিত; তাই প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করিবে।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাগ্রহ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীরাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরপদাশ্রয় এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মরম-সিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধব দাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীভক্তকর্ম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

[illegible]

শ্রীল বাটিনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর।

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুমুদেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা।

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকালয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরমানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌরবিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১৶০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২।	ভাগবত-সার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (সচিত্র সংস্করণ)	৫৲
৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
৫	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)	১৲
৬।	ভৈরবতন্ত্র	২৲
৭।	ব্রাহ্মমন্ত্রিকা গদ্যপদ্যাত্মকঃ সাম্বয়ার্থঃ (মাধ্ব)	২৲
৮	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
৯।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১০।	চিত্রে নবদ্বীপ	॥০
১১।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
১৩।	বৈষ্ণবমহত্ত্ব-সমাজ্ঞাতি প্রথম চাঁদিখণ্ড)	১
১৪	শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম	৸০
১৫।	নবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণ	৸০
১৬।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
১৭।	প্রেমাবতার (তৃতীয় সংস্করণ)	৸০
১৮।	ভজনরহস্য	॥০
১৯।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
২১।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
২।	শ্রীচরিতভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ	॥০
২৩।	বেদান্তদর্শনের সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
২৪।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
২৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶০
২৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৶০
২৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৶০
২৮।	মাধ্বমঞ্জরী সানুবাদ	।০
২৯।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৩০।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	।০
৩১।	শ্রীনবদ্বীপভাবতত্ত্ব	।০
৩২।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৩৩।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৩৪।	ঐ প্রথমখণ্ড	৶০
৩৫।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

	(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
	(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
	(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১॥০
৩৬	নবদ্বীপ পত্রিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৶০
৩৭।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৩৮।	দীপ দিয়া দর্শন	৶০
৩৯।	ভাগবতার্ক (নবদ্বীপ পারক্রমা	৶০
৪০।	গীতমালা	৴১০
৪১।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪২।	নবদ্বীপশতক	৴
৪৩।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪৪।	সাধনকণ	৴
৪৫।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৬।	শরণাগতি	৴০
৪৭।	গীতাবলী	৴০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	
৪৯।	সংখ্যাবাণী	
৫০	অমৃতকণ	৴
	শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী	৴০
৯।	অষ্টকম্	

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১।	শিক্ষাষ্টক-সংস্কৃতীকা-সমন্বিতম্	।০
৫২।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৪।	ভক্ত-সূত্রম্	।০
৫৫।	সারাংশবর্ণনম্	৶০
৫৬।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭।	গৌড়ীয় মঠের পরিচয়ঃ	৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮।	নামকীর্ত্তন	।০
৫৯।	লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬০।	নেক্সাসম	।০
৬১।	দি ভাগবত	।০
৬২।	হরোটিক্ প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড অ্যাপ্লিকেশন্স, ভিভোসন	
৬৩।	কোয়ার্ট গৌড়ীয়মঠ ফর্ম, ডুপ্লং	৴০

উড়িষ্যা অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	
৬৫	কল্যাণ কল্পতরু	
৬৬।	সাধন পথ	
৬৭।	গীতাবলী	
৬৮।	শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বলিষ্ঠ-প্রচারক, সজ্জনসাদৃত, নির্ভীক সমালোচক, অকপট অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, ভাবজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রেম, কাব্য, শিল্প, কৃষি, কারিগর, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবশাস্ত্রি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবারিধি

সহকারিসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ নির্ভর-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাজভসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ ; প্রাক্তন (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া দেখুন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামেও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে অতি ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যসেবীদিগের অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে স্ত্রীলোক ও কদভ্যাসজনিত সেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া প্রভৃতি নিবারিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :- **আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সম্বলিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উৎকৃষ্ট রোজ-রু কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এক গ্রন্থে বর্ণিত। আট আনা মাত্র।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুরুদেব আরোগ্যের সঙ্কীর্তন ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বকণ্ঠনিঃসৃত চিন্তাকর্ষকসম্বলিত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুবিস্তৃত গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

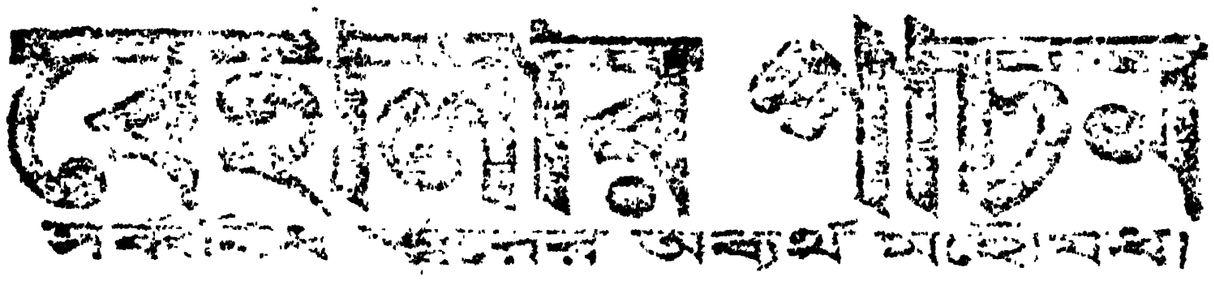

মফঃস্বলের যে কোন স্থানে ৬ আঃ শিশিতে ঘরীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস- ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকায় বল ও বাজিকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বৃদ্ধ বয়স্থানি, অনিদ্রা প্রভৃতি অল্প সময় মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ২৲ এক টাকা।

"অমৃতসঞ্জীবনী সুরা"

পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করে ধাতুদৌর্ব্বল্য দূর করিয়া আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ৫ ছোট ২৲ টাকা।

"সুধাবিনোদিনী বটিকা"

ইহা ব্যবহারে কঠিন সংক্রামক স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ২৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য **নারায়ণচন্দ্র বসু, কেশবভূষণ**

৯১৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৬৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। শূলামৃত

শিরঃশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটকাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা, মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক ষ্টীমে দিবারাত্রে কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—**মনোমোহন প্রেস,**

১০৯নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি একও মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া আগে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার স্নেহ, প্রমেহ পাতু দৌর্ব্বল্য, আনুষঙ্গিক দুরবস্থা, মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডল, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, নিষ্ঠীবিকা প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজপুর, পার্ক-সার্কাস রোড, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

এখান মাসিকপত্র দৈনিক-প্রকাশ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউস হইতে—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক কর্ত্তৃক কুসুম এন্, এন্, প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"প্রতিধ্বনি"
টেলিগ্রাফ—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৫৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর- ৬ই চৈত্র শুক্রবার ১৩৩৭, ২০শে মার্চ্চ, ১৯৩১

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে বোমা

গত ১৭ই মার্চ্চ মঙ্গলবার রাত্র ৯ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরে কোতোয়ালী থানার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাটীতে ও ডি, আই, পি ইন্সপেক্টরের বাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সুখের বিষয় কেহ আহত হয় নাই।

পরদিবস পুলিশ কর্ম্মচারী সহরের বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাস করিয়াছে। ফলাফল পরে প্রকাশ করিবার আশা রহিল।

গান্ধীজীর সহিত সুভাষচন্দ্রের আলোচনা

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সোমবার সকালে বোম্বাইয়ে আসিয়াছেন। সোমবার রাত্রি ১০ টার সময় মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত মহাত্মাজীর সহিত সুভাষ বাবুর আলোচনা চলিয়াছিল। কিন্তু কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে কোনরূপ ঐ দিন অপরাহ্নে সভার পূর্ব্বে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইতে পারেন নাই। আগামী কল্য সোমবারের পূর্ব্বে তিনি মহাত্মাজীর সহিত দিল্লী যাত্রা করিবেন ও দিল্লী হইতে বাহা হিয়া এম্প্রেসে শুক্রবার সাড়ে ৫ টায় বিলাতযাত্রা পৌঁছিবেন। দুইদিনে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা শেষ না হওয়ায় তিনি হয়ত গান্ধীজীর সহিত পুনরায় আলোচনা করিবেন।

কৃষ্ণনগরে বোমা

গান্ধীজীর সহিত সুভাষচন্দ্রের আলোচনা

ভীষণ হত্যাকাণ্ড

বোম্বাইয়ে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

মহাত্মাজীর সহিত জহরলাল প্রভৃতির সাক্ষাৎ

পুলিশকর্ত্তৃক শান্তির সর্ত্তভঙ্গ

ফরিদপুরে আদর্শ বালিকাবিদ্যালয় ভস্মীভূত

জহরলালের উক্তি

রেঙ্গুণ মামলার রায়—একজনের ১০ বৎসর সশ্রম

ভীষণ হত্যাকাণ্ড

মিউনিসিপ্যালগভর্ণমেণ্ট নিহত

মধ্য রাত্রিতে বোম্বাইয়ের নিকটে একখানি যাত্রীপূর্ণ বাসের মধ্যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক আক্রোশ চরিতার্থ করিবার জন্য এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অকস্মাৎ কিছুক্ষণ বোমা ও গুলি চলিবার বিকটরব বাহির হয়। বাসের সমস্ত যাত্রীকে অতিক্রম করিয়া একটি বোমা ড্রাইভারের নিকট হইতে তাহার কাগজ পত্র কাড়িয়া লইয়া আততায়ীরা স্থির করে যে, ইহাকে হত্যা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। তৎক্ষণাৎ রিভলভারের গুলীতে তাহাকে হত্যা করিয়া গুলী করিতে করিতে পলাইয়া যায়। এই সময় একজন মহিলা যাত্রী আহত হন।

আততায়ীরা ফ্রান্সেই হইয়াছে। এপর্য্যন্ত তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুলিশ মনে করে যে, কমিউনিষ্টরা এই হত্যাকাণ্ডের [illegible]

বোম্বায়ে বড়লাট সম্বর্দ্ধনা

মহাত্মা গান্ধীর অভিমত

গত ১৬ মার্চ্চ অপরাহ্নে কার্পোরেশনের সভায় লর্ড আরউইনকে অভিনন্দন প্রদানের প্রস্তাব আলোচিত হইবে বলিয়া বম্বিয়া কার্পোরেশন গৃহের সকল দ্বার তালাবন্ধ করিয়া রাখা হয় ও সকল ফটকে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়।

লর্ড আরউইনকে বিদায় অভিনন্দন প্রস্তাব সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে জাতীয় দল শুধু নীতি হিসাবে ঐ প্রস্তাবে বাধা দান করিবেন। এখন পর্য্যন্ত জাতীয় দল কোন বড়লাট বা গভর্ণরকে আগমন বা গমনের সময় অভিনন্দন প্রদান করেন নাই। এক অসহযোগের অঙ্গ কাইসার-ই-হিন্দ পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত খিজরী বেশ কিছুদিন মহাত্মাজীর নিকট এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্র পাইয়া গান্ধীজীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন—সম্মিলিত ফল যে অবস্থা আসিয়াছে তাহাতে বড়লাটের অভিনন্দন প্রস্তাবে বাধা দেওয়া অন্যায় হইবে। আশা করা যায় ঐ প্রস্তাবের যেন কোনরূপ বিরুদ্ধ চরণ না করেন।

এই বিষয়ের আলোচনার পর [illegible] ৩টা ৪০মিনিটের সময় মধ্যাহ্নভোজ উপলক্ষে মত কার্পোরেশনের এক বিশেষ সভা হইবে, তাহাতে ইংরাজ-বিদ্বেষী নেহেরুজন মহাত্মা গান্ধীকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদানের জন্য প্রস্তাব করিবেন।

বিবিধ সংবাদ

বোম্বাইয়ে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ১৬ই মার্চ্চ সকালে নাগপুর এক্সপ্রেসে বোম্বাই আসিলে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, যুব-সঙ্ঘের কর্ম্মীবৃন্দ ও শ্রমিক দল তাঁহাকে বিপুল-অভ্যর্থনা করিয়াছেন। বহু সংখ্যক কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সারি দিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। ট্রেন হইতে নামিবামাত্র সুভাষ বাবুকে অনেক পুষ্পমালা প্রদান করা হয় ও হাজার হাজার লোক চীৎকার করিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি করে। তিনি মোটরযোগে নিউকুয়েন্স রোডে শ্রীযুত মানেকলাল পারেখের বাটীতে গমন করেন।

তিনি সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট কোন বিবৃতি প্রকাশ করেন নাই। শুধু বলিয়াছেন—আমি মহাত্মাজীর সহিত আলোচনা করিয়া সন্ধির কথা জানিবার জন্য বোম্বাইয়ে আসিয়াছি।

বোম্বাইয়ে গান্ধীজী ও বল্লভভাই প্যাটেল

গুজরাট ভ্রমণ শেষ করিয়া মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১৬ই মার্চ্চ সকালে বোম্বাই আসিয়াছেন। সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা না থাকিলেও গান্ধীজিকে দর্শন করিবার জন্য হাজার লোক বোম্বাই সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিল।

ভিড় এড়াইবার জন্য গান্ধীজি দাদর ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিয়া মোটরযোগে বাবু দেবীতে শ্রীযুত রবীশঙ্কর যোগজীবনের বাটীতে চলিয়া যান। সর্দ্দার বল্লভভাই সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে নামিলে বিরাট সম্বর্দ্ধনা হয়। সর্দ্দারজী স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোডে শ্রীরাম ম্যান্সনে গমন করেন।

বোম্বাইয়ে জহরলালের উক্তি

গত ১৫ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় আজাদ ময়দানে এক জনসভায় প্রায় ৫০ হাজার লোকের সম্মুখে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"আমরা সত্যাগ্রহী, আমাদিগকে সত্য রক্ষা করিতে হইবে। এখন আর অন্যরূপ ব্যবস্থা করা যায় না।

যদি কোন কংগ্রেস কর্ম্মী ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্যের জন্য অগ্রসর হইতে অসমর্থ হন, তবে জাতির অগ্রগমনে বাধা দিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। তাঁহার দৌর্ব্বল্যের জন্য জাতির ক্ষতি হওয়া ঠিক নহে।

পণ্ডিত জহরলাল বলেন—হিংসার জন্য দণ্ডিত বন্দীরাও দেশ প্রেমিক—তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।"

শ্রীযুত নরিম্যান ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজীকে দেখিবার জন্য ভিড়ের মধ্যে যাইয়া কয়েকজন লোক সভায় আহত হইয়াছিলেন।

মহাত্মাজীর সহিত জহরলালের সাক্ষাৎ

কংগ্রেস অফিস পরিদর্শন

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু শ্রীমতী পরীণ কাপ্তেনকে সঙ্গে লইয়া গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। বেলা ১০টায় সুভাষ বাবু কংগ্রেস হাউস দর্শন করেন—তথায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবক-মিছিলে যাইয়া সুভাষ বাবু তাঁহাদের পরিদর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ করিয়াছেন অপরাহ্ণে তিনি কংগ্রেস হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে যান।

লর্ড আরউইনকে মানপত্র দান

প্রকাশ যে, বোম্বাই কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলার লর্ড আরউইনকে অভিনন্দন পত্র দান সম্পর্কে তাঁহার মত জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহার এই উত্তর পাইয়াছেন যে, দিল্লীর আপোষের দরুণ এইরূপ অভিনন্দন পত্র দানে জাতীয়তাবাদী নেতাদের কোন বাধা দেওয়া উচিত নহে।

ফরিদপুরে আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় ভস্মীভূত

১৪ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিটের সময় ফরিদপুর আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে অদ্ভুত রকমে আগুন লাগে। গত বৎসর মাত্র উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে উহা এক ভাড়াটে বাড়ীতে ছিল। ওই বাড়ীতে ২খানা কুড়ে ঘর ও তিনখানি টীনের ঘর ছিল। প্রতিবাসিগণের চীৎকারশব্দে কংগ্রেস ও আইন অমান্য শিবিরের স্বেচ্ছাসেবকগণ ও অন্যান্য অনেক লোক ওই স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহারা আসিবার পূর্ব্বেই ঘর দুই খানা ভস্মীভূত হয়। টীনের চালাগুলিরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বিদ্যালয়টী নূতন হইলেও স্থানীয় মহিলা সমিতির উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে উহাতে বহু ছাত্রী হইয়াছিল।

পুলিশকর্ত্তৃক শান্তির সর্ত্ত ভঙ্গ

বেজওয়াদা হইতে এক সংবাদে প্রকাশ—শান্তি উৎসব উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য মাদ্রাজে যখন একটী সভা হইতেছিল তখন হঠাৎ পুলিশ আসিয়া তিনবার জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইয়া যায়। ২ ঘণ্টা পরে ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে আগমন করেন ও সভাটি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। বক্তাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহারা এখনও হাজতে আছে।

নাসিকমন্দিরে পুনরায় সত্যাগ্রহ

প্রায় ৫ হাজার অস্পৃশ্য কালারাম মন্দিরের সম্মুখে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে। সনাতনীরা মন্দিরের ফটকে তালা দিলে পর অস্পৃশ্যগণ মিছিল করিয়া নদীতীরে গমন করে ও তথায় সভা করে। সভাশেষে জনতার উপর ইট ছোড়া হয়। অস্পৃশ্যরাও ইট ছুড়িতে থাকে। ফলে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হয়। মন্দিরের পাহারায় নিযুক্ত কয়েকজন পুলিশ ও সশস্ত্র প্রহরী আহত হইয়াছে। অতিরিক্ত পুলিশ বসাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কংগ্রেস হাসপাতাল পরিদর্শন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ১৭ই মার্চ্চ সকালে কংগ্রেসের দাতব্য চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির ইতিহাস শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। এখানকার সাধারণের ও কর্ম্মীদের কার্য্যকুশলতার ফলে এই চিকিৎসালয়ের এত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কোন কর্ম্মীই বেতন গ্রহণ করেন না—তাঁহাদের স্বার্থত্যাগের ফলেই সাধারণের এত অধিক সহানুভূতি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

রেঙ্গুণ ডাকাতি মামলার রায়

একজনের দশ বৎসর সশ্রম

গত শুক্রবার ক্রীক ষ্ট্রীট ডাকাতি মামলার চারি জন আসামীকেই জুরীরা দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। ফলে বিচারপতি কানলিফ উক্ত মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন—

শ্রীযুত আর, এন, রায় ১০ বৎসর

শ্রীযুত এ, এন দাস ১০ বৎসর

শ্রীযুত জে, সি, দত্ত ৫ বৎসর

ও শ্রীযুত এ, কে, দাস ৫ বৎসর

সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুত রায়কে দণ্ডদানকালে বিচারপতি বলেন—বাঙ্গালীদের দ্বারা ব্রহ্মদেশ অতীতে উপকৃত হইয়াছে এবং এখনও উপকার পাইতেছে কিন্তু এ শ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রহ্মদেশ চাহে না।

শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার অর্থনৈতিক কংগ্রেসের সভাপতি

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এখন জার্ম্মাণীতে আছেন। মিউনিচ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

এবার ইটালীর রোম নগরীতে লোক সংখ্যা নির্দ্ধারণ সম্পর্কিত গবেষণাকারী আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। এই কংগ্রেসের অর্থনৈতিক শাখার সভাপতি হইবার জন্য শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু দিল্লীর আপোষে অসন্তোষ

গত ১৬ই মার্চ্চ রাত্রে দুইটী শ্রমিক সভায় যোগদান করিবার পর গান্ধীজী রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত কথাবার্ত্তা করেন। আলোচনার ফল এখনও জানা যায় নাই, তবে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আপোষে সন্তুষ্ট নহেন।

৯জন অর্ডিন্যান্স বন্দীর কারাবদল

পূর্ণেন্দু দত্ত রায়, সুশীল রায়, সুবোধ কুমার গুহ (ওরফে সুবুদ্ধি), পান্তিরঞ্জন সমাদ্দার এবং আরও পাঁচজন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স বন্দীকে গত কল্য স্থানীয় জেল হইতে হিজলী জেলে খুলনা মেলে পাঠান হইয়াছে।

[illegible]টিটীন, [illegible]
দালানের ফুলদার রেলিং ও [illegible]
বেড়ামেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয়ী [illegible]

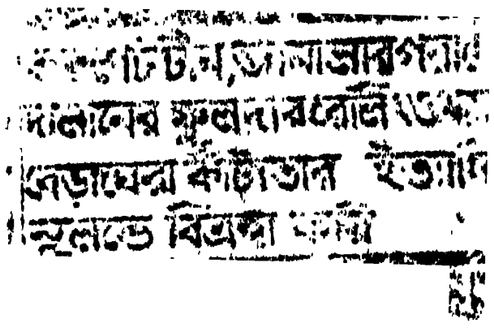

গৌরাঙ্গো জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ৬ই চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৭

উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায় ১৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন—'উপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকশ্চ।'

শৌক্র জন্ম লাভের পর দ্বিতীয় সাবিত্র জন্ম। পরে তৃতীয় দৈক্ষ্য জন্ম লাভ করিলে জীব ভাগবত হন। উপকুর্ব্বাণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত আছে,—গর্ভাধানাদি সংস্কার লাভ করিয়া উপনীত হইবার পর তিনি বেদাধ্যয়ন জন্য আচার্য্যকর্ত্তৃক আহূত হইয়া তৎকুলে বাস করিবেন। মেখলা, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড, অক্ষমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু, অতৈল নিবন্ধন জটা ধারণ, অধৌত দন্ত ও অধৌত পরিধেয় ও কুশ ধারণ করিবেন। রক্তাসনে উপবেশন নিষিদ্ধ। স্নান, ভোজন, হোম এবং জপোচ্চারণ কালে বাগ্‌যত হইবেন। কক্ষোপস্থগত লোম ও নখ ছেদন নিষিদ্ধ। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী রেতস্ত্যাগ করিবেন না। অনিচ্ছায় সেরূপ হইলে জলে অবগাহন পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন। অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, বিপ্র, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবগণকে শৌচ হইয়া উপাসনা করিবেন এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে যতবাক্ হইয়া জপ করিবেন। আচার্য্যকে অভীষ্ট দেব জ্ঞান করিবেন, কখনই অপমান এবং মরণশীল জ্ঞানে অসূয়া করিবেন না। গুরু সর্ব্বদেবময়। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভিক্ষিত ও অন্য দ্রব্য তাঁহাকে নিবেদন করিবেন। তাঁহার অনুজ্ঞাত দ্রব্য সংযত হইয়া গ্রহণ করিবেন। আপনাকে নীচের ন্যায় মনে করিয়া আচার্য্যের সর্ব্বদা সেবা শুশ্রূষা করিবেন। তাঁহার যান, শয্যা ও আসন স্থানের নাতিদূরে কৃতাঞ্জলী হইয়া থাকিবেন। এই প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী ভোগবিবর্জ্জিত হইয়া অখণ্ড-ব্রত ধারণ পূর্ব্বক বিদ্যা সমাপন কালাবধি গুরুকুলে বাস করিবেন। পরে আশ্রমান্তর লাভেচ্ছা হইলে লব্ধবিদ্য হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করা গুর্ব্বভিমতিক্রমে স্নান অর্থাৎ সমাবর্ত্তন করিবেন।

যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তাঁহারা উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় সমাবর্ত্তন করিবেন না, আজীবন ভক্তি যোগদ্বারা নিষ্কাম শুদ্ধান্তঃকরণে বৃহদ্ব্রত ধারণ করিবেন। বৃহদ্ব্রত ধারণ করিলে তাঁহাদের কর্ম্মাশয় দগ্ধ হইয়া আত্মা নির্ম্মলতা লাভ করিবে। ব্রহ্মচারী সকাম হইলে উপকুর্ব্বাণ শ্রেণীস্থ হইবেন। তাঁহারা সমাবর্ত্তন-বিধানক্রমে গৃহস্থের ধর্ম্মাশ্রয় করিবেন। নিষ্কাম হইলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ক্রমে গুরুপাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবেন।

গজেন্দ্র-মোক্ষণ লীলা

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

ক্ষীরোদসাগর-পরিবেষ্টিত অযুতযোজন উচ্ছ্রিত অতি মনোরম-দৃশ্য ত্রিকূট নামক এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের দ্রোণীদেশে মহাত্মা বরুণের ঋতুমৎ নামক উদ্যানে [illegible]। একদা ঐ সরোবরে উক্ত পর্ব্বতবাসী এক যূথপতিকরী করেণুগণ সহ আসিয়া ক্রীড়োন্মত্ত হইলে জলচর জীবকুলের জীবন-সঙ্কট উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই দৈবাৎ একটী বলবান কুম্ভীর আসিয়া ঐ মদমত্ত গজেন্দ্রের পাদদেশ আক্রমণ করিল। অতঃপর গজেন্দ্র এবং নক্রে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহস্র বৎসর ঐরূপে অতিক্রান্ত হইল, তথাপি উভয়ে জীবিত রহিল; কিন্তু গজেন্দ্র ক্রমশঃ হীনবল হইতে থাকিল এবং নক্রের বল, বীর্য্য ও উৎসাহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন গজেন্দ্র নক্রের গ্রাস হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া মৃত্যুভয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা দ্বারা স্থির করিল—

এই জ্ঞাতিগণ যখন আক্রান্ত আমাকে মুক্ত করিতে পারিল না—তখন করিণীগণের কা কথা। অতএব কুম্ভীররূপ বিধাতার পাশে আবদ্ধ আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় স্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করি। যে দুর্জ্ঞেয়-প্রভাব-সম্পন্ন ভগবান্ বলিষ্ঠ ও প্রচণ্ডবেগে ধাবমান অন্তকরূপ মহাসর্প হইতে ভীত অথচ শরণাপন্নদিগকে রক্ষা করেন, মৃত্যুও যাহার ভয়ে পলায়ন করে, আমি তাঁহারই শরণাগত হই। অতঃপর গজেন্দ্র নানাপ্রকারে পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিল এবং তাহার আর্ত্তিতে ব্যাকুল হইয়া পরমেশ্বর চক্রায়ুধধারী ও গরুড়োপরি আসীন হইয়া আকাশে গজেন্দ্রের দৃষ্টিপাথারূঢ় হইলেন। পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিয়া গজেন্দ্র শুণ্ড উত্তোলন দ্বারা তাঁহাকে নমস্কার জানাইলেন এবং পরমেশ্বর গরুড় পৃষ্ঠ হইতে সহসা অবতীর্ণ হইয়া নক্রের সহিত গজেন্দ্রকে সরোবর হইতে উদ্ধৃত করিলেন এবং চক্রদ্বারা নক্রের বদন বিদারিত করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিলেন।

পরমেশ্বরের এই গজেন্দ্র মোক্ষণ লীলা হইতে আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি যে, পরমেশ্বরই জীবের প্রকৃত সুহৃৎ ও রক্ষক। যে সময় গজেন্দ্র নক্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জীবনে হতাশ হইতেছিল, সে সময় স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার আত্মীয়স্বজনগণ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না এবং এহেন বিপদকালে বিপদ-উদ্ধারক পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। গজেন্দ্র যেমন জীবনে হতাশ হইয়া পরমেশ্বরের শরণাগত হইতে বাধ্য হইয়াছিল, আমাদেরও উচিত পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুরূপ মহাবিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য পরমেশ্বরের শরণাগত হওয়া। আমরা যদি পরমেশ্বরের শরণাগত না হই এবং স্ত্রী পুত্রাদিকে রক্ষকরূপে বরণ করিতে থাকি, তাহা হইলে কাল আমাদিগকে অচিরে গ্রাস করিবে ও পুনঃ সংসারাবর্ত্তে ফেলিয়া মৃত্যুযাতনা বার বার ভোগ করিতে বাধ্য করিবে। গজেন্দ্র যখন পশুদেহ লাভ করিয়া পরমেশ্বরের শরণাগত হইতে পারিয়াছিল, হে পাঠকবর্গ! আমরা মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যদি আসন্ন মৃত্যুদর্শনে অচিরে পরমেশ্বরের শরণাগত না হইতে পারি তাহা হইলে ধিক আমাদিগের মনুষ্য দেহ-ধারণে ও পাণ্ডিত্যে।

মাদ্রাজ প্রচার-প্রসঙ্গ

[বোম্বাই সহর হইতে প্রকাশিত 'মধ্ব মুনি দাস' নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি মাসিক পত্রের বর্ত্তমান মার্চ্চ সংখ্যার ২০৩ ও ২০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "North East-West-South" নামক প্রবন্ধের [illegible]]

মাদ্রাজ সহরস্থ মাধ্বসভার উদ্যোগে 'ট্রিপ্লিকেন' নামক পাড়ার 'গঙ্গাই কোতন্ মাণ্ডাপম্' নামক স্থানে সুবৃহৎ জনতার সম্মুখে কলিকাতার গৌড়ীয়মঠের পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ভাগবত সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

বন্দনা এবং সঙ্কীর্ত্তনান্তে স্বামিজী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধারপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণরূপই ভগবানের অপ্রাকৃত দেহের পরিচায়ক। বক্তৃতামুখে তিনি আরও বলিয়াছেন যে অপরাপর শাস্ত্রের প্রথা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত বিশুদ্ধভাবে কেবলমাত্র বাস্তব সত্যের কথাই বর্ণন করিয়াছেন। মুক্তপুরুষগণই একমাত্র বিশ্বস্ত ছাত্র, এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই বেদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুপক্ক ফল ও ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের অসন্দিগ্ধ অকৃত্রিম ভাষ্য। ইহাতে জ্ঞানী, যোগী, ও ভক্তসম্প্রদায়ের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্ ধারণার সামঞ্জস্য বর্ত্তমান এবং অসম্যক্, আংশিক ও পূর্ণদর্শন প্রভাবে যে একই পরতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ও ভগবান্ রূপে দৃষ্ট হন, তাহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। মায়াবাদ বা বাস্তব সত্যের ব্যতিরেকমুখী বা ক্লীব ধারণাটী অক্ষজবিচারগর্ভ নাস্তিক্যবাদের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত। যখন হৃদয় অবিশুদ্ধ, সে সময় জীব কেবলমাত্র নিজ স্বার্থের বিষয়ই অনুভব করে। হৃদয়ের শুদ্ধাবস্থায় আমরা বহুব্যক্তি ও তাহাদিগের স্বার্থের বিষয় অবগত হইতে পারি। এই অবস্থায় নীতি ধর্ম্মের পরিচয় লাভ হয়। পবিত্র ও সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধহীন অন্তঃকরণ সর্ব্বভূতকে একমাত্র ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্টরূপে দর্শন ও আপনাপন স্বার্থকে ভগবানের স্বার্থের সহিত একীভূত করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ইহা বিশুদ্ধ আস্তিক্যবাদের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত—নাস্তিক্যবাদের ভিত্তিতে নহে।

অতঃপর বক্তা সুরতালসহকারে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইলে বক্তৃতার গভীর সুদার্শনিক ভাব ও উচ্ছ্বাসময়ী বাণী-বিলাস লক্ষ করিয়া আর্য্য সুধারাও মহোদয় মাধ্বসভা ও শ্রোতৃবর্গের পক্ষ হইতে বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

"মঠ" ভোগাগার নহে

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী)

মঠ-তত্ত্ব—অভিন্ন [illegible]। মঠে শ্রীকৃষ্ণকাষ্ণ [illegible] বিহার ও ভজন স্থলী। [illegible] কার্য্যগণ ঐকান্তিক [illegible] কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-পর হইয়া ভোগ-ত্যাগতৃষ্ণাদ্বয় ত্যাগ করত

সর্ব্বস্ব দিয়া কৃষ্ণসেবা করেন। মন কৃষ্ণনাম, তাহাতে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকাম ব্যতীত আমার নাম ও কামের অনুশীলন হইয়া আমার ধাম বা ভোগাগার হইবার অবকাশ নাই।

আমি যদি মঠকে জঠরাগ্নি নির্ব্বাপণের একটী আড্ডা বা প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আমার মঠবাস বা মঠসেবার বিনিময়ে অন্য আর একটা কিছু হইয়া যাইবে, আমার গুরুসেবা ও বৈষ্ণব সেবার পরিবর্ত্তে নিজের ইন্দ্রিয়-সেবাই হইবে, আমার জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারিত না হইয়া বিষয় বাণীই নৃত্য করিবে, আমার ইন্দ্রিয় কৃষ্ণকামে রত না থাকিয়া মায়ার কাম অর্জ্জনে ব্যস্ত থাকিবে, আমি কৃষ্ণধাম মঠকে গ্রাম্য-গৃহ-মাত্র বুদ্ধির ফলে মঠ-বাস তো দূরের কথা মঠে প্রবেশের যোগ্যতা হারাইব, শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্টপ্রচারে একমাত্র আমিই পরিপন্থী হইয়া নিরয়গামী হইব ও প্রচার-কেন্দ্র মঠের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ অনর্থজঞ্জাল উপস্থিত করিবার একমাত্র কারণ আমিই হইব, এক কি-এক কথায় বলিতে গেলে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের পরম-স্বরূপ আমিই হইয়া দাঁড়াইব।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠবাড়ী শ্রীচৈতন্যমঠ বা তাঁহার প্রকাশ শাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ অথবা তদাশ্রিত মঠসমূহ ভগবতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ী বা মঠগ্রামের অন্যতম স্থান নহে, আউল বাউল প্রভৃতির আড্ডা নহে। উক্ত শুদ্ধমঠসমূহ গুরুগৌরাঙ্গ সেবক নিষ্ঠ শুদ্ধ ব্রহ্মচারী, বান-প্রস্থী ও ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। তাঁহারা নিরন্তর শুদ্ধ নাম কীর্ত্তন ও ভাগবতাদি শুদ্ধভক্তি গ্রন্থ পাঠ করিয়া জীবন্ত আচার দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট প্রচার করিতেছেন।

কেন্দ্রীয় মঠাশ্রিত মঠে আউল বাউল-গণের কেন আদর নাই। ইহার চতুঃসীমানায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বা কনক-কামিনী-প্রাপ্তির সেবকের স্থান নাই। আমি যদি ভুল বুঝিয়া অজ্ঞাতে শ্রীকৃষ্ণবাড়ী বা মঠগ্রামে গৌড়ীয়মঠাশ্রিত মঠকে গ্রহণ করিয়া একটা ভোগের আড্ডা মনে করি, তাহা হইলে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়া নানা উপায়ে কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সেবার অপমার্গে প্রধাবিত হইব এবং অচিরে ঐ হইয়া জীব-হিংসায় প্রবৃত্ত হইব। হে পতিত পাবন শ্রীগুরুদেব! আপনি কৃপা করুন আপনার তনয় প্রতি-কূল বুদ্ধি যেন কোন জন্মেও আমার উপস্থিত না হয়।

শোলার টোপর

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি-এল)

একটা চলিত কথা আছে যে, কাজ না থাকিলে লোক কাঁথা সেলাই করে, কারণ, শাস্ত্র প্রমাণে মানুষ 'অকর্ম্মকৃৎ' হইয়া নিষ্কেই থাকিতে পারে না, প্রকৃতিজ ত্রিগুণান্তর্গত কোন না কোন গুণ অবশীকৃতভাবে তাহাকে কর্ম্ম করাইবেই করাইবে। তবে যাঁহার সুকৃতি আছে তিনি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, আর যাঁর সেটীর অভাব তিনি অসৎকর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া থাকেন। আজ আমারও সেই অবস্থা। কাজ নাই, তাই 'শোলারটোপরের' কিছু মহিমা বা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

সাধারণের চক্ষে এই জিনিষটীর কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও ইহা হইতে আমি যে পরিমাণে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে বর্ণন করিব মাত্র। বাল্যকালে সংসারে আমরা যে ভাবে বসে কসি তাহাতে সংসারাসক্তি না থাকায় এক প্রকার আনন্দ উপভোগ করা যায় কিন্তু সংসারাসক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই আনন্দ তিরোহিত হইয়া যায় এবং শোক, মোহ ও ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। বাল্য কিম্বা যৌবনের আনন্দের স্মৃতি লইয়া যদি বর্ত্ত-মানসন্তপ্ত জীবনের

আনন্দের ছবি তুলিতে যাই তবে দেখিতে পাই যে আমরা কি ছিলাম এক্ষণে কি হইয়াছি।

যে শোলার টোপর মাথায় দিবার জন্য একদিন লালায়িত হইয়াছিলাম এবং যাহাকে শিরে ধারণ করিয়া কিছুমাত্র ভয় বোধ করি নাই, বরং যাহা মস্তকে ধারণ করিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রীবরকনে আর একটী ভার বহন করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, আজ সেই তুচ্ছ বস্তুর ভার আমাকে নিষ্পেষিত করিয়া এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে যে লোক-লজ্জার ভয়ে আমি তাহা প্রকাশ না করিলেও অন্তর্যামী বৈষ্ণব ঠাকুর তাঁহার অন্তর্যামী ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, যথা :—

'সংসার পাতা'য়ে, তাহার সহিত
কালক্ষয় কৈনু কত।
বহু 'সুত-সুতা, জনম লভিল,
মরমে হইনু হত॥
সংসারের ভার, বাড়ে দিনে দিনে,
অচল হইল গতি।
বার্দ্ধক্য আসিয়া, পেড়িল আমারে,
অধির হইল মতি॥
পীড়ায় অস্থির, চিন্তায় জর্জ্জিত,
অভাবে স্খলিত চিত।
উপায় না দেখি, অন্ধকারময়,
এখন হয়েছি ভীত॥
সংসার তটিনী স্রোত নহে শেষ,
মরণ নিকটে ঘোর।
সব সমাপিয়া, ভজিব তোমায়,
এ আশা বিফল মোর॥'

এই প্রকারে ত্রিতাপ জর্জ্জরিত হইয়া যখন গৃহান্ধকূপে পতিত অবস্থায় কালাতি-পাত করিতেছিলাম, তখন একদিন, জানি না আমার কোন অজ্ঞাত সুকৃতির ফলে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজনগণকে আমার নিকট প্রেরণ করেন। বৈষ্ণবচূড়ামণি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বাবা, তুমি এত মুহ্যমান কেন? তুমি অমৃতের পুত্র, তোমার এতদশা কেন?' আমি বলিলাম, 'প্রভো! উৎসাহের সহিত যে শোলার টোপর মাথায় দিয়াছিলাম, আজ তাহারই ভারে নিষ্পেষিত হইয়া আমার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে।' তাঁহারা আশ্বাসবাণী দিয়া বলিলেন,—

"তুমি এতদিন ছিলে কোথা। আমরা—
কতদিন ধরি মায়া-নিদ্রার সাথি
হরিনাম মহামন্ত্র দিতে তুমি আসি"॥

তুমি সদ্গুরুচরণে প্রপন্ন হও এবং কৃষ্ণসম্বন্ধে সমস্ত বস্তুকে নিযুক্ত করিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সংসারকে ভোগ করিবার অভিলাষ মায়ার দাসত্ব পরিহারপূর্ব্বক শ্রীনামপ্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ কর। ভবব্যাধিগ্রস্ত তোমার ন্যায় কোটি কোটি জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-প্রচারকারী শ্রীরূপানুগ আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ আজ জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিতভাবে এই মহৌষধ মাত্র শ্রদ্ধামূল্যে বিতরণের জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন। তুমি যে ঔষধ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিরপরাধে সেবন করিতে থাকিলে তোমারই আমার এমন দিন আসিবে, যখন তুমিই মহাজনের ভাষায় বলিবে,—

'দারা পুত্রাদিদের কুটুম্ব পালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে॥
কেমনে অজির অর্থ, যশ কিসে পাব।
কন্যা-পুত্র বিবাহ কেমনে সম্পাদিব॥
এবে আত্ম-সমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নিস্তারিবে মোর সংসার তোমার॥

ত্রিতাপে জর্জ্জরীভূত ও গৃহান্ধকূপের নিরয়বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত আমাকে পরি-ত্রাণের জন্য যিনি তাঁহার নিজজনগণকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার কৃপারজ্জুর সন্ধান দিয়াছিলেন, সেই আরাধ্যতম পতিত-পাবন আচার্য্যবর্য্যের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া বলি,—

সংসার-দাবানললীঢ়লোকত্রাণায়
কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে
গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

দশমূল-নির্য্যাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ সংখ্যার পর)

অনর্থ চারি প্রকার অর্থাৎ স্বরূপভ্রম, অসৎতৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য। জীব নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া অন্য রূপের অভি-মানে মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং স্বরূপভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক। স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানু-শীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপজ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরু-কৃপায় স্বরূপজ্ঞান উদিত হয়। কিন্তু বিশেষ যত্ন আত্মস্বরূপ অবগত হইলেন, তথাপি প্রথম অনর্থ দূর হইবে না। প্রথম অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসৎ-তৃষ্ণারূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে। জড়ভোগের নিমিত্ত যে আকাঙ্ক্ষা তাহাই অসত্তৃষ্ণা। স্বর্গসুখ, ব্রহ্মসুখ, ধনজনাদি, সকলেই অসত্তৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ততই বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণ অবশ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ-পরিহারের বিশেষ যত্নের আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি নিশ্চয় লাভ হয় আর্য্য, ইহার নিশ্চয়ের বলীভূতত্ব, লোকবিদ্যার চিত্তবিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কৃপণতা, ভয়, দম্ভ, বিদ্যা, জন, রূপ ও বলের অভিমানে দৈন্য স্বভাব অস্বীকার, অবশ্য-প্রবৃত্তি বা উপদেশদ্বারা প্রচালিত হওয়া কৃষ্ণবিশ্লেষণে অসহ্য ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য্য, অসহিষ্ণুতাদনিত দয়া পরিত্যাগ প্রতিষ্ঠাশা ও পাঠ দ্বারা কৃপা বৈষ্ণবাপরাধ কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাসূত্রাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্যসকলই হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। দশমূলকে সিদ্ধান্ত বলিয়া যিনি সেবা করিবেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনও নষ্ট হইবে না। শ্রীগুরুর নিকট অধিকার লাভ করিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ে পঞ্চসংস্কার দিবার পূর্ব্বে এই দশমূল শিষ্যকে পাঠ করান আবশ্যক। তাহা হইলে আর অনুপযুক্ত লোক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিখিল সম্প্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।

[illegible]

ভক্তি গ্রন্থাবলী

[illegible]

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অধ্যাত্মের ভেদ, শ্রীমহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, [illegible], বৈধী-ভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, [illegible], অদ্বৈতবাদী গুরু ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগুরুর অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যর্থতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, সম্প্রদায়ের সাহচর্য্য [illegible] কারণ, সম্প্রদায় গুরু শ্রোতপথ, পরিবার, দীক্ষা, [illegible] ও রাগানুগা ভক্তি, [illegible], [illegible], পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাম্প্রদায়ের অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্বাবলী অতি সরলভাবে কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় [illegible] এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষ প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] উক্তি করিয়াছেন। আবার [illegible] [illegible] [illegible] ১ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

দ্বিতীয় সংস্করণ

মরক্কো বাঁধাই—২, দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য [illegible] আলোচ্য সামগ্রী করা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম [illegible], সমাজ, নীতি, [illegible] এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত [illegible] না পড়িয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীমনঃশিক্ষা

[illegible] সংস্করণ ৵০ আনা।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে [illegible] হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর [illegible] [illegible] বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪২৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট পত্রের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

[illegible]

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

([illegible])

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১, এক টাকা ; ২য় খণ্ড ১, টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। [illegible] গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। [illegible] প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] [illegible] পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান ! সাবধান !!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন
পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, [illegible] কুইনিন [illegible] এবং [illegible] আছে।

এক ফেরার্স কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা ২টী ইঞ্জেকসনে সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

[illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২, টাকা, [illegible] ৩, টাকা

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ
[illegible], কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

পকেট সাইজ
নূতন সংস্করণ
ভিক্ষা ।০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা বদ্ধ জীব [illegible] পারে, কিন্তু একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] তাহার [illegible] প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-নিবেদনমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ।০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ।০, নবদ্বীপশতক— ।০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
নূতন সংস্করণ
ভিক্ষা ।১০

আমরা [illegible] ও কামনার [illegible] [illegible] কল্যাণ [illegible] [illegible] সময়।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব বিভক্তাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী, সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ হরগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যাসঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ মন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবধূর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ঠাকুর শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এম, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আ

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণ তিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাস্কর-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ১৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমাবতার (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভজনরহস্য ৷৷০
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ৷৷০
২৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ৷০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাব তরঙ্গ ৷০
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১৷৷০
৩৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪০। গীতমালা ৴১০
৪১। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪২। নবদ্বীপশতক ৴
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। সাধনকণ ৴
৪৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৬। শরণাগতি ৴০
৪৭। গীতাবলী ৴০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৯। সাংখ্যবাণী ৴০
৫০। অর্থপঞ্চক ৴০
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী
৫১। অর্চ্চনকণ

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৪। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৫। সারাংশবর্ণনম্
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। নামভজন ৷০
৫৯। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬০। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬১। দি ভাগবত ৷০
৬২। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৩। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷০
৬৬। সাধন পথ ৷০
৬৭। গীতাবলী
৬৮। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অক্ষয়জ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক

সঙ্ঘপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ

সঙ্ঘসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৵০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি পি, ৩৵০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক

প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷৷০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

মহাত্মাজীর বক্তৃতা

গান্ধীজী [illegible] মৃত্যুর [illegible] উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে [illegible] বলেন— এখন [illegible] আমাদের কাজ [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] করিতে হইবে। [illegible] যে [illegible] করিতে [illegible] আমার [illegible] করিয়াছেন। [illegible] কোন [illegible] আমরা [illegible] পারি ; কিন্তু [illegible] নহে।"

সজ্জন সিংহের মৃত্যুদণ্ড

[illegible] কাপ্তান [illegible] সজ্জন সিং [illegible] মৃত্যুদণ্ড আদেশ [illegible] হাইকোর্ট [illegible] করেন। [illegible] মিঃ [illegible] কাহার দিবা [illegible] করিয়া দিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন

গত সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় [illegible] সম্পর্কে [illegible] আলোচনার পর [illegible] সাফল্যজনক হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া [illegible] গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু বলেন, উক্ত আন্দোলনে বাঙ্গালার কোন উৎসাহের কারণ নাই। [illegible] বাঙ্গালার কোন অস্তিত্ব নাই— [illegible] উক্ত আপোষ সমাপ্ত হইয়াছে। অনেকে তাঁহার এই মন্তব্য সমর্থন করেন।

[illegible] আরম্ভ হইবার পূর্বে শ্রীযুক্ত জে, এল, ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত [illegible] বসু ও শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] রাজবন্দীদিগকে [illegible] সহানুভূতি ঘোষণা করেন। তিনি এই [illegible] "[illegible]" যেন যে, [illegible] সরকারের উপর নূতন [illegible] চাপাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

[illegible] শাসন [illegible] আহ্বান [illegible] দেন [illegible] বরণ করেন।

ইহার পর শ্রীযুক্ত [illegible] বসু দ্বিতীয় আপোষ সম্পর্কে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন, [illegible] সমর্থন করেন। মিঃ [illegible] মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার [illegible] সম্বন্ধে উল্লেখ করেন।

ডাঃ নরেন্দ্র [illegible], শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বসু ও শ্রীযুক্ত জে, এল, ব্যানার্জী উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন।

স্বরাষ্ট্র সচিবের উত্তর

স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ [illegible] বলেন [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] সভা [illegible]।

সশস্ত্র ডাকাতি

[illegible] থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের [illegible] একদল ডাকাত [illegible]। রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় ১০।১২ জন দস্যু [illegible] প্রবেশ করে। তৎপরে [illegible] মালিকের [illegible] প্রায় ২ শতের নগদ টাকা এবং ৫০ ভরি সোনার গহনা লইয়া পলায়ন করে। প্রকাশ যে ডাকাতদের হাতে [illegible] ছিল, পুলিশ [illegible] ৬ই মার্চ তারিখে [illegible] গ্রামের [illegible] যুবক গ্রেপ্তার [illegible]। [illegible] ৪ জনকে [illegible] দেওয়া হইয়াছে এবং ২ জনকে বিচারার্থ [illegible] চালান দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাইএ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পৌঁছিবার পরে [illegible] বিশ্রাম করিয়া সকাল বেলা কংগ্রেস অফিস পরিদর্শন করেন। বৈকাল বেলা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কয়েকজন প্রতিনিধির সহিত একটী আলোচনা বৈঠকে যোগদান করেন। এই সভায় [illegible] এবং অন্যান্য শ্রমিক নেতা যোগদান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি টাটা [illegible] মিঃ [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জামসেদপুর শ্রমিক ইউনিয়নের সহিত কর্তৃপক্ষের [illegible] আপোষ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইহার পরে তিনি '[illegible] অব ইণ্ডিয়া' [illegible] পরিদর্শন করেন।

"সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নাই"

রাত্রে [illegible] তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন প্রদান করেন এবং [illegible] আপ্যায়িত করেন। [illegible] শ্রীযুক্ত বসু বর্তমান [illegible] অনুকরণের প্রশংসা করেন কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাহাদিগকে একথাও স্মরণ করাইয়া দেন যে সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নাই। [illegible] বাঙ্গালীর [illegible] অংশ গ্রহণ করিতে হইবে [illegible] বসু আরও বলেন যে [illegible] পশ্চিম দিকের প্রবেশ পথ, [illegible] সেই পথ দিয়া [illegible] বাঙ্গালীদিগকে [illegible] করিতে হইবে। [illegible] উক্তির প্রশংসা [illegible]।

শিল্প শিক্ষা

কর্পূরের খেলনা

উৎকৃষ্ট এঁটেল মাটিতে ছয়টি মাপের ছাঁচ তৈয়ার করিবেন, তাহা ঠিক এমনি ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে তাহা রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। তৎপরে ঐ একটী ছাঁচে কর্পূর চাপে চাপে পুরিয়া অপর ছাঁচ দ্বারা চাপা দিয়া জোড়া মুখ বেশ করিয়া মুড়িকাইয়া বন্ধ করিতে হবে। অনন্তর উনানের মধ্যে ঐ ছাঁচ রাখিয়া অল্প অল্প প্রদীপ ও স্পিরিটের উত্তাপে জাল দিবেন। তাহার পর নিম্ন ছাঁচের কর্পূর বাষ্পাকারে উপরের ছাঁচে লাগিয়া জমিয়া যায়। তদবধি সাবধান করিবে। যতক্ষণ বাষ্প বিদূরিত না হয়, ততক্ষণ ছাঁচ আলগা হয় পরে বাষ্প বিদূরিত হইলে এবং ছাঁচ শীতল হইলে ছুরিদ্বারা আস্তে আস্তে ছাঁচ খুলিয়া খেলনা বাহির করিয়া ফেলিবেন।

অন্ধকারে উজ্জ্বল দৃষ্ট রং

যাহা রাত্রে জলে এরূপ উজ্জ্বল রং প্রস্তুত করিতে তিন প্রকার জিনিষ দরকার। (১) '৪ ভাগ পোটাসিয়াম বাইক্রমেট (২) ৪ ভাগ জিলাটীন ও (৩) ৫০ ভাগ ক্যালসিয়াম সালফাইড। এই তিন প্রকার জিনিষ উত্তম করিয়া গুঁড়াইয়া মিশাইবেন। পরে ২ ভাগ গরম জলের সহিত মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িলে রং হইবে। সেই রং ২১ বার লাগাইয়া দিলে রাত্রে জ্বলিতে থাকিবে। ঘড়ির কাঁটায় লাগাইলে রাত্রে অন্ধকারেও দেখা যাইবে।

নারিকেল তৈল

নারিকেল টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া চাপ দিয়া তৈল বাহির করিবেন। সেই তৈলে [illegible] পদার্থ ও দুর্গন্ধ থাকে। এই দুইটী বাহির করিয়া দিতে পারিলে তৈল ব্যবহার উপযোগী হয়।

ঐ তৈল একটী কড়াতে ঢালিয়া তাহাতে গুড়া খড়ি মিশাইয়া দিবেন। ঐ খড়ি [illegible] পদার্থের সহিত মিশিয়া যাইবে ও কিছুক্ষণ মধ্যে নীচে পড়িয়া যাইবে। উপরের স্বচ্ছ তৈল, তাহা বার ফিল্টার করিলে আরো স্বচ্ছ হইবে। ঐ স্বচ্ছ-তৈলকে গরম করিয়া ফুটাইলে দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া যাইবে। আগুনে বসাইয়া ফুটাইতে চাহেন না। একটী বালতীতে তৈল রাখিয়া সেই বালতীর মধ্যে গরম জল দিয়া [illegible] দিবেন। এই পাত্রের মধ্য দিয়া গরম ষ্টীম চালাইয়া সেই তৈলকে গরম করিতে হইবে। এইরূপে দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া যাইবে।

ঘড়ি মেরামতের তৈল

এই তৈল অতি সহজেই ঘরে প্রস্তুত করা যায়। ঘড়ি আজকাল সকলেরই ঘরে দেখা যায় ও ঘড়িতে তৈল দিবার প্রয়োজন হইলে অধিক দামে বিলাতি শিশি তৈল আনিয়া ব্যবহার করিতে হয়। নিম্নে একটী উপায় দেওয়া গেল।

কিছু বাদাম (olive) তৈল লইয়া ফুটন্ত জলে মিশাইয়া কিছুক্ষণ নাড়িতে থাকিবেন। পরে তৈল পৃথক হইলে তাহাকে বাহির করিয়া সামান্য চুর্ণ বা গুড়া খড়ির সহিত মিশাইয়া ২ সপ্তাহ একটী বোতলে পুরিয়া রৌদ্র ও বাতাসে রাখিয়া দিবেন। অবশ্য যেন ধুলা লাগে না। সে বিষয় দৃষ্টি রাখিবেন। পরে সেই নির্মল তৈলকে ব্লটিং কাগজ দিয়া ২।৪ বার ফিল্টার করিয়া লইবেন। সেইরূপ করিলে সেই তৈল আর কখনও চটচটে বা ঘন হইবে না এবং ঘড়ি মেরামতের পক্ষে উপযুক্ত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ঃ ঃ —

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ৭ই চৈত্র, শনিবার - ১৩৩৭

শ্রীগৌরাব্দ

পৃথিবীর নানা দেশে নানা সভ্য জাতির মধ্যে কোন একটী বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাল-গণনার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্যদেশে খৃষ্ট-জন্ম-কালাবধি বর্ষ-সংখ্যা-গণনা প্রথা খৃষ্টীয় রাজ্যসমূহে প্রচলিত আছে। 'জুলিয়েন ইয়ার' প্রভৃতি আরও কতিপয় অব্দের প্রচার পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশে চক্রবর্ষ প্রভৃতি অব্দ প্রচলিত আছে। মুসলমান রাজ্য-সমূহে মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা প্রস্থান ঘটনার স্মারকস্বরূপ হিজরা বর্ষ গণনা করা হয়। ভারতের প্রদেশসমূহে আরও অসংখ্য অব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক ১৫।২০ প্রকার অব্দের প্রচলন আছে। শ্বেতবরাহ-কল্পাব্দীতাব্দ, মহাপদ্মাব্দীতাব্দ, কলি-গতাব্দ বা কলাব্দ, যুধিষ্ঠিরাব্দ, শকাব্দ-পঞ্চেন্দ্রতীতাব্দ, সম্বৎ বা বিক্রমাব্দ, বঙ্গাব্দ, বিষয়রাজাব্দ বা ত্রিপুরাব্দ, প্রভৃতি বর্ষ গণনা প্রবর্ত্তিত আছে। পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারে অব্দের গণনা প্রবর্ত্তমান অপূর্ণ-বর্ষকে পূর্ণবর্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া ক্রমক্রমে একটী বর্ষ অধিক ধরিয়া লওয়া হয়, কিন্তু এরূপ প্রথা ভারতীয় অব্দ গণনা প্রণালীতে স্থান পায় নাই। যাহারা খৃষ্টীয় পন্থা অবলম্বনে বর্ষপূর্ণ না হইতেই এক বর্ষ হইয়াছে মনে করিয়া লন, তাঁহারাই ভ্রম ক্রমে একটী অধিক বর্ষের প্রক্ষেপ করেন মাত্র। যেরূপ দশটা বাজিয়া দুই সেকেণ্ড অতীত হইলে ১১টা বাজিল মনে করা অসঙ্গত, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট মুহূর্ত্তেই অর্থাৎ ১৪০৭ শকে ২৩শে ফাল্গুন তারিখে বা ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগৌরাব্দ ১ বৎসর হইয়াছে মনে করা অসঙ্গত। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ফাল্গুন পূর্ণিমা অতীত হইলেই শ্রীগৌরাব্দের এক বর্ষ অতীত হইয়াছে বলা সুসঙ্গত। তজ্জন্য প্রকটগম্যাব্দ-সংখ্যাকে প্রকটগতাব্দ বলিয়া ভ্রম করা গণিতশাস্ত্রসিদ্ধ নহে। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ প্রকটগম্যাব্দকে শ্রীগৌরাব্দ বলিয়া চালাইবার উৎকট বাসনা পোষণ করেন। তাহা তাঁহাদের সনাতন-প্রথা ত্যাগ করিবার উদ্যম হইতে প্রসূত। শ্রীগুরু পন্থার অনুগমনে যাঁহারা আর্য্যপথ ত্যাগ করেন অথবা ভ্রমক্রমে যত্নপূর্ব্বক একটী অব্দ অধিক যোগ করিয়া প্রকটগতাব্দের সহিত সম্মেলন প্রয়াস করেন, তাঁহাদের সহিত কোন সত্যপ্রিয় সজ্জনরাজি একমত হইতে পারেন না। তাঁহারা গম্যাব্দ প্রচলনের পক্ষপাতী তাঁহারা কোন দিন হয়ত এক শতাব্দ ক্ষণ করিয়া গতাব্দে সাদৃশ্য বিধান করিবেন।

গম্যাব্দকে কেহ যেন যাদৃশ দ্বারা গুণ করিয়া গৌর-মাস নিরূপণে ভ্রান্ত না হন, অথবা ৩৬৫।২৫।১৫।৩১।১২।৭৪ দিয়া গুণ করিয়া গৌর-সাধনসংখ্যা নির্ণয় না করিয়া ফেলেন। এরূপ সরল বিষয়েও জগতে মতদ্বৈধ উৎপন্ন হয় ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ভ্রান্ত পঞ্জিকাকারগণ এবং গৌরভক্তগণ সকলেই প্রকটগতাব্দ শুদ্ধভাবে ব্যবহার করিয়া জগতে সত্য স্থাপন করুন। নতুবা সামান্য ভ্রমে পতিত হইলে তাঁহাদিগের গণিত-শাস্ত্রে দক্ষতা প্রশ্নের বিষয় হইবে। নব্য গৌরভক্তদলে খৃষ্টীয় পন্থার অনুসরণ আদরের হইতে পারে, কিন্তু উহা কখনই সমীচীন নহে। আমরা আশা করি প্রত্যেক খাঁটী গৌরভক্ত গম্যাব্দকে গতাব্দ মনে করিবেন না। সেইজন্যই নবদ্বীপ পঞ্জিকায় গত প্রকট পূর্ণিমার দিবস পর্য্যন্ত ৪৪৪ প্রকট গতাব্দ বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎপর দিবস গৌরাব্দ ৪৪৫ আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশে, পরলোকগত দীনবন্ধু সেন মহাশয় বঙ্গদেশে শ্রীগৌরাব্দ প্রচলনের সহায়তা করেন। তিনি খ্রীষ্টীয় মিশন আফিসে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া খ্রীষ্টীয় গণনা প্রণালীতে রুচিবিশিষ্ট হওয়ায় এবং ভারতীয় অব্দ-গণনা প্রণালীতে অভিজ্ঞ না থাকায় গৌরাব্দে খ্রীষ্টীয়পন্থা তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত পত্রীতে প্রথমে স্থান পায়। শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকায় ও পি এম্ বাক্‌চীর পঞ্জিকায় শুদ্ধভাবে শ্রীগৌরাব্দ লিপিবদ্ধ হইতেছে। অপরাপর পঞ্জীর গণনা শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

হংসক্ষেত্রে হরিকথা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি মহারাজ সপার্ষদ হংস-ক্ষেত্রে পুরাতন টোলবাড়ীতে অবস্থান করিয়া অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন

রাজর্ষির পত্র

শ্রীশ্রীহরিশরণম্

৪৭এ, পদ্মপুকুর রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা

পরমপূজনীয়

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু—

আজ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা ভূষণ প্রভুর অতি-সংক্ষিপ্ত চরিত-কথা নদীয়া প্রকাশে পাঠ করিয়া পরমানন্দিত, ধন্য, তথা কৃতার্থ হইলাম।

আমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির অভাবেই হইবে, শ্রীযুক্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ সার্ব্বভৌমপ্রভুর চরণ-ধূলি লাভের সৌভাগ্য এই অতীব অধম ও অযোগ্য ব্যক্তির খুব কমই হইয়াছে। তথাপি দুই একবার তাঁহার চরণে প্রণত হইবার সৌভাগ্যে বুঝিয়াছি, বয়সে তরুণ হইলেও ইঁহার ন্যায় কঠোর বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি, ইঁহার ন্যায় জ্ঞানী, ইঁহার ন্যায় ভক্ত অধুনা জগতে দুর্লভ—অতি দুর্লভ।

শ্রীল বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। কোটি কোটি প্রণাম করিয়া আপনাকেও শত শত বার ধন্যবাদ প্রদান করি, সাধুবাদ করি যে আপনি এহেন অলোকসামান্য ব্যক্তির চরিত-কথা নদীয়া-প্রকাশে বাহির করিয়া মাদৃশ গৃহকূপবদ্ধ • • • জীবের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছেন।

আপনি ঠিকই বলিয়াছেন—সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীপরবিদ্যাভূষণ প্রভু অতিমর্ত্ত্য ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর বাণাযন্ত্র স্বরূপ। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতি কঠিন, অতি গুহ্য ও রহস্যপূর্ণ Extremely subtle and difficult উপদেশ ইনি যেরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তদ্রূপ অল্প লোকই পারিয়াছেন। সুতরাং ঈদৃশ ব্যক্তির চরিত-কথা দেশে যতই আলোচিত ও প্রচারিত হয় ততই আমাদের মঙ্গল।

ইহা অতীব সত্য যে ইহাঁদের জীবনকালে ২।৪ জন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন জনসাধারণ ইহাঁদিগকে চিনিতে পারেন না—appreciate করিতে সমর্থ হন না—বুঝিতে পারেন না। ইহা ত' ব্যবহারিক জগতের ইতিহাস। পাঠকমাত্রই বেশ অবগত আছেন। তা তাঁরা নাই পারুন, মহাশয়ের ন্যায় পারমার্থিক সংবাদ-পত্র-সম্পাদকের অন্যতম কর্ত্তব্যই হইতেছে এইরূপ রত্ন জগদ্বাসীর সমক্ষে বাহির করিয়া দেখান, এইরূপ ব্যক্তিদের জগদ্-বাসীদের চিনাইয়া দেওয়া ও জানাইয়া দেওয়া—বিশ্ববাসীকে ইঁহাদের সেবা করিতে বলা—ইহাঁদিগকে স্বীয় জীবনের আদর্শ করিতে আহ্বান করা। ইতি

প্রবন্ধপাঠে বিমোহিত-হৃদয়
ভবদীয় দাস, ভৃত্য ও সেবকাভিমানী
মন্দভাগ্য—শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়

[পেচকধর্ম্মবিশিষ্ট জনগণ সর্ব্বদাই অজ্ঞানান্ধকারে থাকিতে ভাল বাসে। বাস্তব সত্যসূর্য্য শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রখর আলোক তাহাদের চক্ষঃশূল উৎপাদন করে, তাই তাহারা এই সূর্য্যের উদয়ে বাধাপ্রদানের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীনদীয়া প্রকাশ তাহাদের শত সহস্র বাধা পদদলিত করিয়া নিখিল সজ্জন হৃদয়কোণে আলোকিত করিয়া থাকেন। সত্য সূর্য্য মৎসরগ্রস্ত হৃদয়ের ভীতিপ্রদ হইলেও সজ্জনগণের কি প্রকার আনন্দপ্রদ হয় তাহা রাজর্ষি রাজাধিরাজের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ এম্-এ, প্রাজ্ঞ, বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের পত্রখানা পাঠ করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সজ্জনমাত্রই ভগবজ্জ্ঞান-ভাণ্ডারের সন্ধানের নিমিত্ত যত্নবান্। এই জ্ঞানভাণ্ডার গোবিন্দের ঐকান্তিক ভক্তের হৃদয়ে সংরক্ষিত; সুতরাং তাঁহার হৃদয় জগৎ-সমক্ষে যতই প্রকাশিত হইবে জগদ্বাসীর ততই মঙ্গল। মাদৃশ অতি অনিপুণ হস্তে অঙ্কিত বিষ্ণুকুলবরেণ্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর অতি অস্পষ্ট ও অতি সংক্ষিপ্ত চরিত-চিত্র দর্শনেও রাজর্ষি মহোদয়ের হৃদয়ে যে নির্ম্মল আনন্দের উদয় হইয়াছে তাহা তাঁহার মহদন্তঃকরণের পরিচয় সন্দেহ নাই।—নঃ প্রঃ সঃ]

শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ কীর্ত্তন

প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে। ভক্তমাত্রেরই উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

৫ম

বান্ধবর শ্রীযুত শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়! শ্রীচরণে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ পূর্ব্বক নিবেদন এই যে, উড়িষ্যার কটক জেলান্তর্গত যাজপুর সঃ ডিঃ এর মধ্যে বরুয়া পুরুষোত্তমপুর নামক একটী পল্লী-গ্রামে কতকগুলি সরল স্বভাব ব্যক্তি একটী বিশেষ দিন স্থির করিয়া, উক্ত দিনে হরিনাম-সংকীর্ত্তন করিবার উদ্যোগ করিলে শাস্ত্রের বহুবিধ নাম হইতে কোন্ নামটী উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া সংকীর্ত্তন করা হইবে, এই বিষয় লইয়া নানাপ্রকার মতবিরোধ ঘটে। উক্ত গ্রামের জনৈক বিশিষ্ট ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি "হরে কৃষ্ণ হরে রাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" পদটী সংকীর্ত্তনের মূলপদরূপে গাহিতে স্থির করেন। তাহাতে উক্ত গ্রামের কতক-গুলি ব্যক্তি উহা অশাস্ত্রীয় পদ জ্ঞানে নানাপ্রকার যুক্তি-তর্ক করিবার পর ইহাই স্থির হইল যে, কটকের • • • মঠের কোন ভেকধারীকে বোলাইয়া উহার পরামর্শমতে কার্য্য করা হইবে। পরে উক্ত মঠ হইতে কোন একটী বাবাজী পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মতে মত দিয়া পূর্ব্বপ্রস্তাবিত "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" পদটীকেই শাস্ত্রীয় ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কিন্তু উক্ত গ্রামের কোন সরলপ্রাণ ব্যক্তি নিরপেক্ষতা বশতঃ উহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া উহা একটী সিদ্ধান্তবিরোধ এবং রসাভাসদুষ্ট ছড়া গান বোধে আমার নিকট এই বিষয়টীর সুসিদ্ধান্ত মীমাংসা করাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমি জানি, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকল্পিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিদায় মহারাজ একবার ঐগ্রামে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত ছড়া গান যে অশাস্ত্রীয়, তাহা গ্রামবাসীকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল করিয়াছিলেন। কিন্তু কলির প্রভাবে একটী মিছা ভক্ত আবার গ্রাম-বাসীকে ঐ হলাহল প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে পত্রিকার দ্বারা এই বিষয়টীর প্রকৃত শাস্ত্রীয় মীমাংসা হইলে অনেকের মঙ্গল হয়।

শ্রীহরিকথাভিলাষানুদাস
শ্রীকানাইলাল মিত্র, পুরী কুষ্টাশ্রম

উত্তর

কলিযুগের কীর্ত্তনীয় মহামন্ত্র কি, তদ্বিষয়ে শ্রীগৌড়ীয় ও শ্রীনদীয়া প্রকাশ পত্রে বহুবার আলোচনা হইয়াছে নবকল্পিত ছড়াগান সম্বন্ধেও শ্রীগৌড়ীয়পত্রে ৫ম বর্ষ ২০শ সংখ্যার ১০ম পৃষ্ঠায়, ৭ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যার ১৩শ পৃষ্ঠায় এবং ৩৯শ সংখ্যার ১৪শ পৃষ্ঠায় যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু জানা আবশ্যক যে, কলিকালের একমাত্র তারকব্রহ্ম নাম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

—ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির মত। এমন কি, পঞ্জিকার মধ্যে পর্য্যন্ত কলি কালের তারকব্রহ্মনাম এই "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্রের কথা মুদ্রিত হইয়া হাটে, ঘাটে, মাঠে প্রচারিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অন্য নাম বা ছড়া—অশাস্ত্রীয়। তদ্দ্বারা দন্তমূলে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু শ্রীনামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বতন্ত্র কল্পিত নাম বা ছড়া কীর্ত্তনদ্বারা কখনই নামকীর্ত্তনের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তাহাতে নামাক্ষর উচ্চারিত হয় মাত্র। শ্রীনাম—অপ্রাকৃত বস্তু তাহা জাগতিক শব্দমাত্র নহেন। কৈবল্য হইতে আরম্ভ পারম্পর্য্যক্রমে হইয়া থাকেন। তত্ত্ব-পরম্পরাক্রমে তাঁহাই আত্ম-মঙ্গলকামী শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট আগমন করেন তত্ত্বভক্তসমীপে প্রণি-পাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে এই শ্রীনাম গ্রহণ করিলে শ্রীনাম-প্রভু শ্রীকৃষ্ণের কৃপা সুলভ হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রৌত-পন্থাকে অবজ্ঞা করিয়া, শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণাদির মতকে অবহেলা করিয়া, রূপানুগ বৈষ্ণবগণের প্রচারিত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ প্রচারে কতটুকু মঙ্গল লাভ হয়, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

এস্থলে শ্রীঅনন্তসংহিতার প্রমাণটী মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, কলিকালে কীর্ত্তনীয় নাম লইয়া যে দৌরাত্ম্য হইবে, এই গ্রন্থরাজ তাহার আভাস পূর্ব্বেই প্রদান করিয়া প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্-
বর্ণকানি হি।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥
বর্জয়িত্বা তু নামৈতদ্দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাদ্যসেৎ পদম্॥
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরেঃ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেণ শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদ্ভুবনং শ্রৌতপারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ॥
উৎসৃষ্টৈস্তৎমহামন্ত্রং যে স্বয়ং কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ॥
তত্ত্ববিরোধসংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং তদাত্মহিতার্থিনা সদা॥

অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা কলিসন্তরণাদি শ্রুতি'তে পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতি পরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য দীমান নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাঁহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরুলঙ্ঘনকারী। আত্ম-হিতার্থী ব্যক্তির তাদৃশ তত্ত্ববিরোধ-পূর্ণ দুর্জ্জন মত সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমন মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান, তিনি ইচ্ছা করিলে স্বয়ং কোন নাম বা মন্ত্র রচনা করিয়া প্রচার করিতে পারিতেন, কিন্তু সে কার্য্যটীও আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদির অবজ্ঞা না করিয়া গৌড়পন্থা লঙ্ঘন না করিয়া এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রকেই পরম-মঙ্গলের উপায়রূপে প্রচার করিয়াছেন। তদনুগ গোস্বামিগণও তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও শ্রৌত পারম্পর্য্যে আগত এই শ্রীনাম শুদ্ধভক্ত-মুখে সঙ্কীর্ত্তিত হইতেছেন।

অনাসক্ত কে?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

ঈশ্বর আত্ম-লাভ-পূর্ণ। সুতরাং তিনি আনন্দময় বস্তু। সঙ্কল্পশক্তিমত্তা হেতু তিনি সৃষ্ট্যাদিকার্য্য সম্পাদন করেন, কিন্তু কোন সৃষ্ট পদার্থে আসক্ত হন না। যেসকল ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুসরণ করেন ও সেবক-বুদ্ধিতে তাঁহার আজ্ঞাপালনে তৎপর থাকেন, তাঁহারাও বদ্ধ হন না অর্থাৎ কার্য্য করিয়া কোন বিষয়ে আসক্ত হন না, যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোক,—

ঈহতে ভগবান্নীশো নহি তত্র বিসজ্জতে।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদতি
যেঽনু তম্॥

জীব ঈশ্বরের নিত্যদাস। দাসের কর্ত্তব্য স্বীয় প্রভুর অনুসরণ করা। যদি কেহ ঈশ্বরের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীন ভাবে চলিতে থাকে বা কোন ইতর পদার্থের অনুসরণে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে দণ্ডদ্বারা সংশোধন করা কর্ত্তব্য জ্ঞানে ঈশ্বরের মায়ানাম্নী বহিরঙ্গা শক্তি তাহার সংশোধনকার্য্যে নিযুক্তা হয়। মায়াকর্ত্তৃক পিষ্ট জীব যখন নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া সৎসঙ্গ করিতে থাকে ও সেই সঙ্গ-প্রভাবে জানিতে পারে যে ঈশ্বরের অনু-সরণ ও আজ্ঞাপালন ব্যতীত ত্রিতাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই এবং পরমানন্দে চিরনিময় থাকিবার ইহাই একমাত্র উপায়, তখন হইতে সে পূর্ব্ববৎ স্বাধীন বা ইতর-বস্তুর অধীনভাবে জীবন যাপন করিতে সম্মত হয় না এবং অমৃত্যু ঈশ্বরের অনু-সরণ ও আজ্ঞাপালনের জন্য কায়,মন ও বাক্যকে নিযুক্ত করিতে যত্নপরিকর হয়। স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করিলে যে দুঃখের উদয় হয় এবং ঈশ্বরের অনু-সরণ ও আজ্ঞা পালন করিতে থাকিলে যে পরমানন্দের উদয় হয়, তাহা "বহু দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে। সব দুঃখ গেল দূরে ও-পদ বরণে॥" এই মহা-জনোক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যজন্মোৎসব

('শ্রমিক' ৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

বাঙ্গালার প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাব-বাসিকী এস্থানে মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুরের গৌড়ীয় মঠের মাদ্রাজ শাখা মঠে এই উপলক্ষে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। স্থানীয় সরকারী উচ্চ কর্ম্ম-চারিগণ—মাননীয় মন্ত্রিমণ্ডলী, হাই-কোর্টের বিচারপতিগণ, একাউন্টেণ্ট জেনারেল, বিচারপতি বেকট সুব্বা রাও, ডাঃ রঙ্গচারী, বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয় অধ্যাপক, ছাত্রমণ্ডলী, কতিপয় পাশ্চাত্য মহিলা এবং মাদ্রাজের ব্যবসায়ী মহলের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর চেট্টি মহোদয়গণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া ইহার সার্ব্ব-জনীনত্ব প্রতিপন্ন ক'রেছিলেন। স্বামী শিবস্বামী আয়ার. কে, সি, আই,ই মহো-দয় উৎসবের নেতৃত্ব করেন। সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎসাহ দেখা গিয়া-ছিল সব চেয়ে বেশী। প্রাঙ্গণের মধ্য নির্ম্মিত বিরাট মণ্ডপ ও তোরণদ্বার বিচিত্র পতাকারাজি দ্বারা সুসজ্জিত ও উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকমালাযোগে এক মনোরম দৃশ্যে পরিণত হইয়াছিল। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে প্রচুর মহা-প্রসাদ বিতরণ হয়। শ্রীযুক্ত সি, ভি, কৃষ্ণ স্বামী আয়ার ও শ্রীযুক্ত স্বামী নাথ আয়ারের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল এই বিরাট অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

শ্রীভক্তিরহস্য।

শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষ্য—ঠাহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও ত্রৈমিত্তিক ধর্ম্ম, শ্রীগুরু-শিষ্য ও অন্যান্যের ভেদ, প্রতিষ্ঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রমাণ, বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মন্ত্ররহস্য, বৈধা-ভক্তি ও রাগভক্তির ভেদ, উপাসনাধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী গুরু ভক্তির আবশ্যকতা, জীবের বন্ধ ও মুক্ত, বৈষ্ণবকুলের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও ভক্তিজনের সাধকতা, সাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেণে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আত্মার শ্রেষ্ঠাস্তি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, সম্প্রদায়ের সহিত অধিকের কারণ, সম্প্রদায় ব্যতীত সৌভাগ্য, অভিধেয়, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের ব্যাখ্যানী, সাধকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সমাজ সম্প্রদায়ের অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্বাবলী ও সকলতারার কথোপকথনচ্ছলে প্রকটিত হইয়াছে। এই একখানি গ্রন্থপাঠের জন্য লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান ও সংশয় থাকিবে না। সরল সুন্দর সুবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগৌড়ীয়-সার-মতোপনিষদ্-জ্ঞানে যে অত্যন্ত উচিত হইয়াছেন। আকার ডবল ক্রাউন ১৫১, কাগজের উপরে ছাপা বিশেষ সুন্দর করা হইয়াছে। বাঁধাই, ডাঃ, মোটরে জন্য নাম লেখা ইত্যাদি বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ৭ ... মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

৩৫০ পৃষ্ঠা বাঁধাই - ২, দুই টাকা

আর্ষাধা—১৯০ পৌণে দুই টাকা

যাবতীয় শাস্ত্রবাক্য যাহা প্রত্যেক মানবের নিত্য অবশ্যই জানিতে আবশ্যক তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে। তাহের প্রতি উক্তি সকলের শাস্ত্রবাক্য যাহা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? পরমেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় মাত্রেরই এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হয়াছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত না করিয়া উঠিতে পারা যায় না।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

চতুর্থ সংস্করণ

৩৫০ পৃষ্ঠা বাঁধাই - ২, দুই টাকা

আর্ষাধা—১৯০ পৌণে দুই টাকা

যাবতীয় শাস্ত্রবাক্য যাহা প্রত্যেক মানবের নিত্য অবশ্যই জানিতে আবশ্যক তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে। তাহের প্রতি উক্তি সকলের শাস্ত্রবাক্য যাহা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? পরমেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় মাত্রেরই এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হয়াছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত না করিয়া উঠিতে পারা যায় না।

শ্রীসাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সন্নিবেশের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ ও তত্ত্বালোচনা সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে।

৪০৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ভিন্ন খণ্ডের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা বিচার করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সন্নিবিষ্ট আকারের পরিপাটিরূপে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত। এম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ মাত্র আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(শ্রীল গৌরকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে বাদ্য ও সঙ্গীতের অর্থ ২। শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের পরিচয়, ৩। বিষ্ণু বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও বিগ্রহের বিবরণ ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিশেষ লোক ও শাস্ত্রীয় আক মূলে যাহাদের তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩, টাকা (৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১, এক টাকা ২য় খণ্ড ১, টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের অতি গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্ত চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈলের আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নির্ম্মাতা—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন্, ষ্ট্রাইকনাইনোজোলোন কুইনিন্ ম্যালেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এক ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা হজমকরণ করিলে একটী বা দুইটী হজমকরণে সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী হজমকরণে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ গ্রেণপূরণ প্রতি বাক্স—মূল্য ১, টাকা, ডাঃ ৵ টাকা

বাঙ্গ কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

১৯১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভক্তি-প্রস্তাবনা:—

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা আত্মাবদ্ধ করা—তাহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবান সম্বন্ধতত্ত্বে পকেট সে প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তদ্বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তাঁহার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নানা প্রকার ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার বিকট কল্যাণ আহরণ করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং তজ্জন্য যত আমাদের নিত্য কল্যাণপথকে প্রশস্ত করিতে থাকে আমরা সেই অকল্যাণকে সময় হইব, এই সকল কথা সরল ভাষায় লিখিত। এই পুস্তিকার বাস্তবিক কল্যাণের সন্ধান। ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীনবদ্বীপধামস্থ হরিতে গায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাক্ষাৎ-তীর্থ, পরিক্রমাপথ বা সাক্ষাৎ ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-হরিনে চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাক্ষাৎ সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মহাধামে পাক্ষিক দৈনিকপত্র সাক্ষাৎ সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিদাস। সেবকগণ—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরভদ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং বাণিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়মণ্ডলের মজঃপ্রধান নগরী কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুভ-সম্বাদনে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের বাঙ্ময়ী গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌড়ীয় প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ত্রিসপ্তমিহ্নে মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, অপ্রকাশ-চতুষ্টয়-বোধক, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও বিষয়ের সদাই আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্ছরণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ নবগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদারাধ্যেশ, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যাসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্র ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ধাম মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মী-প্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীরাধা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য। প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবায়েত শ্রীভাগবতব্রত।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত গুরু, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুবর্ণ কুঞ্জ

শ্রীগোরুম, মরডাঙ্গা (নদীয়া)

এখানে শ্রীবকুলের ফুল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগোপীনাথের এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—কলিকুসুম ভাঙ্গার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এম, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহম সিংহ।

রক্ষক—শ্রীযুক্ত ভক্তিশ্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাতলী, সমুদ্রগড়, (বর্তমান)

শ্রীল মাধবীদাসের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীচরিদাস আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দাতাগঞ্জ, সদর ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীযোগাদ্যমন্দির—

মাটগাছি, আরপুর, বর্তমান।

শ্রীগান্ধর্বিকা ঠাকুরাণীর কুঞ্জবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবন্ধবরণী ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-নিহিত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

ইণ্ডিয়ান গদাধরী সভা, বাণিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চক্রশালা, বাহাদুরপুর, মোরাদাবাদ।

এখানে শ্রীগুরু-গৌর-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরমানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবাণীবরীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দীশানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবর্টনাথ, ব্রহ্মগিরির পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহা-প্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবাণী-বরীর নিত্যসেবা বর্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগন্নাথবল্লভপুরা, কাঁথি।

গৌ-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাপূর্ণ এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারীদাসজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীমুংরাগাছি, কৃষ্ণ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণমিলনস্থলীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণ বিনোদ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসস্থলীর সেবা বর্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমুংরাগানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াডাঙ্গা, চোরকুড়ি, মানভূম। শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীগোপাল রায়, শ্রীবেদপাদানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীগোপেশ্বর অধিকারী।

(২৬) শ্রীশ্যামগৌড়ীয় মঠ

কৃষ্ণক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-শ্যামের সেবা বর্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণদাসজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, আরড়া

এখানে শ্রীভক্তিমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণ দাস, শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্য

৪৮ বেঙ্গল মেসার্স, দিল্লী দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকার ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনারায়ণজী।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

শ্রীমঠাধ্যক্ষগণের প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১৷৶০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২।	কাব্যগ্রন্থ-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
৫	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ)	২৲
৬।	ভেষজম্	২৲
৭।	ব্রাহ্মমাহুরা অলঙ্কারস্থঃ শাস্ত্রবাদ (মাধ্ব)	২৲
৮।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
৯।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১০।	চিত্রে নবদ্বীপ	১৷৷০
১১।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১৲
১২।	শ্রীমদ্ভাগবতার্কের স্তুতি (বাঁধা)	৸০
	ঐ (আধা)	৸০
১৩	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাজাদি প্রথম চারিখণ্ড	১
১৪	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸
১৫	নবদ্বীপধাম-প্রদীপিকা	৸০
১৬।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
১৭।	প্রেমাবর্ত্ত (কবিতা-পুস্তক)	৸০
১৮।	ভজনরহস্য	৷৷০
১৯।	গুরুর কেবল মাধ্য-ভাষ্য	৷৷০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷৷০
২১।	সাধ্যসাধনমালা (বাঁধা)	৷৷০
২২।	শ্রীগৌড়ীয়কণ্ঠমণিকা সাধুবাদ	৷৷০
২৩।	বেদান্তদর্শনের সাধুবাদ (রামানুজীয়)	৷৷০
২৪।	ব্রহ্মসংহিতা	৷৷০
২৫	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶০
২৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৶০
২৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৶০
২৮।	মাধুমঞ্জরী সাধুবাদ	৷০
২৯।	অমৃতমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৩০।	ঈশোপনিষৎ (বঙ্গানুবাদ ও সায়ণ ভাষ্য এবং বিস্তৃত ভূমিকা সহ)	৷০
৩১।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৴
৩২।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	৷০
৩৩।	শ্রীভুবনেশ্বর	৴০
৩৪।	ঐ প্রমাণপত্র	৴০
৩৫।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৴০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

	(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
	(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
	(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১৷৷০
৩৬	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৶০
৩৭।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৩৮।	দীপ-দিবসোৎসব	৶০
৩৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
৪০।	গীতমালা	৷৷১০
৪১।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৷৷১০
৪২।	নবদ্বীপশতক	৷
৪৩।	সদাচারস্মৃতিঃ	৷০
৪৪।	সাধনকণা	৷
৪৫।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৷০
৪৬।	শরণাগতি	৷০
৪৭।	গীতাবলী	৷০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৷
৪৯।	সংখ্যাবাদী	৷০
৫০	নখপঞ্চক	৷
	শ্রীগৌড়ীয় কণ্ঠমণি	৷০
৫১	আচার্য্য	৷০

দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত

৫২	ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ পূর্ব্ববিভাগঃ	৪০
৫৩	মহাপ্রভুর শিক্ষাধর্ম্মমূলম্	১০
৫৪	ভক্তি-তত্ত্বম্	১০
৫৫	শ্রীনামতত্ত্বম্	৶০
৫৬	শ্রীগুরুবর্গ-শতকম্	৶০
৫৭	শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায় পরিচয়ঃ	৷০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১০
৫৯	লাইফ্ এণ্ড প্রিচেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	১০
৬০	বেদান্তসূত্রম্	১০
৬১	দি আওয়ার	১০
৬২	ইন্ট্রোডাক্টরি প্রিলিমিনারি ষ্টাডি অব্ দি আলোয়ার্স্ ডিভোশন	
৬৩	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ বুক্	৷০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪	শ্রীকৃষ্ণনাম চিন্তামণি	১০
৬৫	কল্যাণ কল্পতরু	১০
৬৬	সাধন পথ	১০
৬৭	গীতাবলী	১
৬৮	নখপঞ্চক	৷০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সজ্জনাদৃত, নিঃসঙ্গ সমালোচক, অসমসাহসী অপরোক্ষ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীব একমাত্র অহৈতুক দরাময়, ত্রিতাপনাশক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রেম, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পাক্ষিকপত্র

সঙ্ঘপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপাণ্ডী, ভাক্তসারঙ্গ

সঙ্ঘসম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩, টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ৩,,
বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্রী। বার্ষিক ভিক্ষা ৩, টাকা, ভি পি, ৩৷৷০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—হারমনিষ্ট

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণাত্মক

ম্যাজেস্টি রাজসাহেব

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ

লাহোর

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক কর্ত্তৃক সম্পাদিত

বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷৷০; ভিঃ পিঃ তে ২, দুই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া দেখুন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাদায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মঞ্জুর বটিকা**—ইহা সেবনে স্ত্রীলোক ও তদনুসঙ্গিক দেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উপরোক্ত প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :- **আশুনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ বহু ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিদ্যার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক ঘাটের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাশ্রয় কি ও ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোজ্ঞ ভাষে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

ইঙ্গিত ব্রোঞ্জ-র কালীতে উত্তম কাঁদতে চাপা—শ্রীনবদ্বীপ ধামে ভাবুক ভ্রমণকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণবনন্দন, শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ৬৬প্রার্থনা সহ ভক্তিরসসম্বন্ধে সঙ্গীত, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত পদাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

স্বাস্থ্যরক্ষক পাচক

সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণের অব্যর্থ মহৌষধ।

মকঃস্বলের সুবিধার জন্য ৯ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলে সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস- ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাজিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর বিদূরিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

এপুহ সক্কাহারি মুত

শুক্রবহাবি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকেন। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

কুঅকপিলোসিনী বটিকা

বীর্য্যবলে কঠিন সংযোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—**আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রালোকাকর, বেলেঘাটা**

১১৭নং আমহার্ষ্টরোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারেন্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

ক্ষয়ের ও অপচয়ের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৲০ আনা। মাশুল পৃথক্

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শ রোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৲০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, অম্বলপিত্ত, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহাশত্রুকারী ও সদ্যঃ আরাম। প্রতি শিশি ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক | সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিশ্বাস

বৈদ্যুতিক্যাল কৌশলে চালান হয় বলিয়া ছাপা পরিষ্কার

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০৮নং কমলাপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

বর্ষার অত্যধিক সর্দ্দি মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কার হয় নাই সত্য, কিন্তু যাহারা নিয়মিত উপায় অবলম্বিত হইয়া সর্দ্দি বন্ধ করিয়া ভাবে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ দাদ্রু দাঁকড়া, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, নপুংসক, উপদংশ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে [illegible] খুসখুসে, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছেন। জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটন সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৲০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি. ডি. হাজরা।

কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল হল, কলিকাতা

ঠিকানা ঠিক করিয়া লিখিবেন

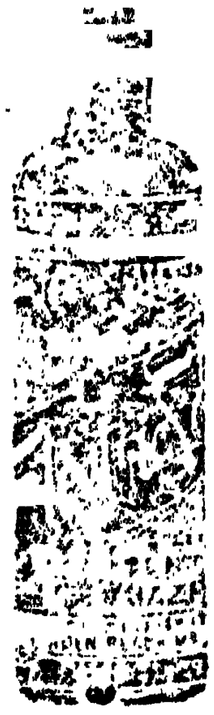

প্রধান সাহায্য : দৈনিক-প্রকাশ প্রিঃ কোং লিঃ হইতে—ডাঃ রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিসুধাকর এম্, এস্, এফ্, বসুক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1514

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গের প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৯ই চৈত্র সোমবার ১৩৩৭, ২২শে মার্চ্চ, ১৯৩১

নানা কথা

দিল্লীতে গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি দিল্লী গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। তদনুযায়ী ঐ দিবস ২-৪৫ মিনিটের সময় মহাত্মাজী দেখা করিতে যাইবার কথা। নৈকাল বেলা মহাত্মা হিন্দু মহাসভা, শিখ ও মুসলমান সমিতির প্রতিনিধিগণের সহিত পৃথক পৃথকভাবে দেখা করিবেন বলিয়াছিলেন। সমস্ত প্রশ্নে উহাদের মতামত শ্রবণ করিবেন। বড়লাটের সহিত মহাত্মাজীর সাক্ষাৎ ও মহাত্মাজীর বৈকালিক কার্য্যতালিকার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে।

বড়লাটের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ

মহাত্মা গান্ধী ১২শে অপরাহ্ণ ২-৪৫ মিনিটের সময় বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন; তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত আলোচনা চলে। মহাত্মাজী অতঃপর গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য লণ্ডনে গমন করেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনে না আসায় তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় বিলম্ব হয়। মহাত্মাজীর বড়লাটের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। মহাত্মাজী ১৪ই তারিখে বড়লাটের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিবেন।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মহাত্মাজী

গান্ধী-আরুইন চুক্তি পালনে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ যেরূপ মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন, ঐ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রে লিখিয়াছেন,—"জনসাধারণের মনে রাখা উচিত যে, এই চুক্তির নিহিত কংগ্রেসের মাত্র বৃহদ্বিষয়ক অন্যান্য সর্ত্তের প্রতিপালন সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

দিল্লীতে গান্ধীজী

গবর্ণরের সহিত শ্রীযুত সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার

গড়ের মাঠে জনসভা

বড়লাটের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ

আমেদাবাদে পিকেটিং

বস্ত্রমিলের কর্ত্তাদের গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মহাত্মাজী

পাটজমি সমস্যা

আয়ুর্ব্বেদোক্ত খাদ্য

কুইনাইন সেবনে মৃত্যু

বস্ত্রমিলের কর্ত্তাদের গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে মিলের কর্ত্তারা একযোগে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের সাহায্যের জন্য ভারতের বাহির হইতে যে মাল ভারতের বাহিরে রপ্তানি ও তৎপরিবর্ত্তে ভারতীয় বস্ত্রের প্রচলনের জন্য তাঁহারা মহাত্মাজীকে অনুরোধ করেন। উক্ত কার্য্য প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া এবং অন্যান্য কার্য্যের সুবিধার জন্য এক কমিটি গঠিত হইয়াছে।

গবর্ণরের সহিত শ্রীযুত সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার

গত শনিবার এবং রবিবার শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বাঙ্গলার গাটের সহিত দেখা করিবেন কথা ছিল, কিন্তু তিনি ইন্ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রীযুত সেনগুপ্ত এখনও সবল হইয়া উঠেন নাই, তথাপি গতকল্য ২৯শে মার্চ্চ রোগের দিক হইতে বিপদটির প্রকৃষ্টরূপে কাটিয়া যাওয়ার সাহসে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে প্রায় ৪৫ মিনিটকাল আলোচনা চলে।

এই দেখা-সাক্ষাতের সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কিছু জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলেন, "আমার মুখ বন্ধ, আমি শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, অন্তরীণ এবং অন্যান্য রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধেই আলোচনা হয়।"

গড়ের মাঠে জনসভা

২০শে মার্চ্চ শুক্রবার বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় মীরাট বন্দীদের কথা স্মরণার্থ গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিকট একটী জনসভা হইয়া গিয়াছে।

আমেদাবাদে পিকেটিং

মেনুচকের বেদেশী বস্ত্রব্যবসায়ীগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, এই মে পর্য্যন্ত তাহারা মজুত মাল বিক্রয় করিবে না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় আবার পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে।

কুর্দ্দি ও তুর্কিদিগের যুদ্ধ

আরারট পর্ব্বতের নিকট পারস্য ও তুরস্কের সীমান্তে কুর্দ্দি ও তুর্কিদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছে। ইহাতে তেহরাণে উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ গত বৎসর কুর্দ্দিগণ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তুর্কি রাজ্যে যে সমস্ত উৎপাত করিয়াছিল, তাহার ফলে তুরস্কের সহিত পারস্যের সম্পর্ক প্রায় ঘুচিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। ভারত প্রকাশ যে, তাব্রিজ ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

কুইনাইন সেবনে মৃত্যু

দ্বারভাঙ্গার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সিংহের দুই বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র প্রত্যেকটি ৫ গ্রেণ ওজনের এমন আটটি কুইনাইনের বড়ী বাড়ীর অপর সকলের অজ্ঞাতে খাইয়া ফেলে, ফলে কিছুকাল পরেই সে মারা যায়।

বাধ্যতামূলক শরীর চর্চ্চা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় ঠিক হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ড্রিল-চর্চ্চা বাধ্যতামূলক করা হইবে। এই নূতন নিয়ম যাহাতে অবশ্য পালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। যে সবছাত্র ড্রিলের সময় অনুপস্থিত থাকিবে তাহাদিগকে জরিমানা করা হইবে।

অসতর্কভাবে মোটর চালনা

ইয়াকুব সেখ বেগে এবং অসতর্কভাবে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়া মোটর চালাইয়া পাঁচু সেখ এবং কুদুসকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া আহত করিয়াছিল। শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার ৭৫ টাকা জরিমানা অকৃথায় ও সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা আদায় হইলে উহা হইতে ১৫ টাকা পাঁচুকে এবং ৩২ টাকা কুদুসকে দেওয়া হইবে।

পাটজমি-সমস্যা

পাটের দর কমিয়া যাওয়ায় কৃষকগণের অতিশয় অসুবিধা হইতেছে। অর্থাভাবে নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও কিনিতে পারিতেছে না। এমন কি অনেক নিঃস্ব কৃষক ডাল, তৈল, তরকারী পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে না পারিয়া শুধু ভাত খাইতেছে। ভারতীয় শিল্পের জন্য যত পরিমাণ পাটের প্রয়োজন তদতিরিক্ত পাট হইলে, ঐ অধিক পরিমাণ পাট বিক্রয়ের জন্য কৃষকগণকে ভারতেতর ব্যবসায়িগণের কৃপা-কটাক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। সুতরাং স্বাবলম্বী হইতে হইলে ভারতীয় কৃষকগণকে ভারতের জন্য যে পরিমাণ পাটের প্রয়োজন, তাহার আবাদ করিয়া অবশিষ্ট পাট-জমিতে অপরাপর নিত্য-প্রয়োজনীয় শস্য অধিক পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন্ জমিতে কি কি শস্য হইতে পারে, কৃষকগণের সুবিধার জন্য নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

পাটের চাষ কম করিতে হইলে পাটের পরিবর্ত্তে নীচু এবং মাঝামাঝি জমিতে খরিপ ফসল হিসাবে একমাত্র ধান চাষ চলিতে পারে। মাঝামাঝি জমিতে কতক পরিমাণে আখ চাষ ও চলিতে পারে। উঁচু জমির অধিকাংশ ভাগেই পাটের পরিবর্ত্তে আখ চাষ প্রচলন হইতে পারে। বস্তুতঃ পাট চাষের বৃদ্ধি হেতু আখের চাষ বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে আখের চাষ এখনকার অপেক্ষা শতকরা ৭০ ভাগ (১৫০০০০ একর) বেশী ছিল এবং পুনরায় সাবেকের মত আখ চাষের পরিমাণ না বাড়িবার কোন কারণ নাই। পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ এই সকল জিলাতে আখ চাষের পরিমাণ বহুল কমিয়া গিয়াছে। এখন আখ চাষের বিস্তার যে কেবলমাত্র এই সকল জেলাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে তাহারও কোন কারণ নাই। কৃষি বিভাগ সকল স্থানেই উপযুক্ত জমিতে যাহাতে আখের চাষ হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতেছে এবং শস্যের পর্য্যায় চাষে যাহাতে আখ একটী প্রধান ফসলরূপে স্থান পায় তাহার চেষ্টা হইতেছে। উঁচু জমিতে অন্যান্য খরিপ ফসলের মধ্যে বেগুন প্রভৃতি তরকারী, মরিচ, হলুদ, আদা এবং ভুট্টা অড়হর এবং পশুখাদ্য শস্য উপযোগী।

রবি ফসলের মধ্যে প্রধান আয়কর ফসল, তামাক। ইহার চাষ নানা রকমের জমিতে বহুল পরিমাণে বাড়াইতে পারা যায়। তৎপরে পুষ্টিকর খাদ্য শস্য, যথা—নানাবিধ কলাই এবং নানাবিধ তরকারী এবং সর্ব্বশেষে অন্যান্য শস্য। সরিষা, তিসি এবং কয়েক প্রকার তিল ও রবিশস্য। রবি ফসলের চাষে এখন বড় বেশী যত্ন করা হয় না, বিশেষতঃ যে অঞ্চলে পাট চাষ প্রচলন আছে। এবিষয়ে একটু অধিক মনোযোগ দিলে আমাদের দৈনিক খাদ্য সামগ্রীর এক অঙ্গ অর্থাৎ বুট, খেঁসারী মাটিকলাই প্রভৃতি কলাই জাতীয় শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। তদ্ব্যতীত তামাক, আলু প্রভৃতি আয়কর ফসলও বহুল পরিমাণে আবাদ হইতে পারে। আর ফুলকপি, বাঁধাকপি, টোমেটো প্রভৃতি শীতের তরকারী চাষের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। এই সকল ফসল খাদ্য হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট।

মরু পরিভ্রমণ

'রুবল খালি' আরব দেশের একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি। মিঃ বার্টাম টমাস নামে একজন ইংরেজ এই মরু পার হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কেহ সরাসরি উহা পার হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। মিঃ বার্টাম টমাস উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ৪ মাস পূর্ব্বে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি যে বিবৃতি পাঠাইয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, তথায় যযাবর জাতির বাস এবং তাহারা আগন্তুক দেখিলেই তাহাকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। এই যযাবর জাতি একমাত্র উষ্ট্রের দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, একশত মাইল ব্যাপী জনশূন্য বালুকারাশি পার হইবার পর তবে তিনি ৭ মাইল লম্বা এক লোনা হ্রদ দেখিতে পান। বর্ত্তমানে যেখানে বালুকারাশি, পূর্ব্বে তথায় জলরাশি, ছিল, তিনি এই অভিজ্ঞতা সম্প্রতি লাভ করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত খাদ্য

যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের দ্রব্যগুণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে ঋষিগণ বিবিধ দ্রব্যের বিবিধ গুণ বর্ণনকালে কোন দ্রব্যকে শীত বীর্য্য কোন দ্রব্যকে উষ্ণ বীর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"শীত ও উষ্ণগুণের আধিক্য হেতু পণ্ডিতেরা বীর্য্যকে দ্বিবিধ বর্ণন করেন, যথা—শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য। কারণ সমস্ত ত্রিভুবনই অগ্নি ও সোমগুণাত্মক।

"উষ্ণবীর্য্য—বাত শ্লেষ্মা নাশক, পিত্তবর্দ্ধক ও জীর্ণতাকারক। শীতবীর্য্য বাত শ্লেষ্মা রোগোৎপাদক ও পিত্তনাশক। আবার অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে শীতবীর্য্য সুখজনক আয়ুষ্কর মলাদি স্তম্ভক এবং রক্তপিত্তের প্রসন্নতাকারক। যার উষ্ণবীর্য্য ভ্রম তৃষ্ণা গ্লানি, স্বেদ, দাহ ও আশু পাককারক এবং বাতশ্লেষ্মা নাশক।"

আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ খাদ্য নির্দ্ধারণে উপরি বর্ণিত দ্রব্যের বীর্য্যগুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা সঙ্গত। আমাদের দেশের জলবায়ু এবং দেহের ধাতের হিসাবে শীত বীর্য্যমূলক দ্রব্যেরই সমধিক ব্যবহার হওয়া সঙ্গত মনে হয়। উষ্ণ বীর্য্যমূলক দ্রব্য অধিক ব্যবহার দ্বারাই আমাদের সভ্য বাবুরা স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছেন। অবশ্য আমরা এমন কথা বলিনা যে উষ্ণ বীর্য্যমূলক দ্রব্য একেবারেই বর্জ্জন করিতে হইবে। উষ্ণ বীর্য্যমূলক বহু দ্রব্যে বহু সারবান উপদেশ রহিয়াছে, তাহা স্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রহ করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু উহা অধিক মাত্রায় গ্রহণ, এই গরম দেশে স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে সভ্য সমাজে বহু সকল লোকের হঠাৎ রক্তের চাপ বা ব্লাডপ্রেসার বাড়িয়া বা হৃদযন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া অকাল মৃত্যুর বাড়াবাড়ির কারণ অনেকটা উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের ব্যবহারাধিক্য বলিয়া মনে হয়। পরমে গা দিয়া যখন ঝরঝর করিয়া ঘাম ঝড়ে, তখনও বাবুদের দুবেলা চা না হইলে চলে না। জামাজুতায় দেহ আটা না থাকিলে সভ্যতা রক্ষা পায় না, আর চপ কাটলেট না হইলে রসনারই তৃপ্তি হয় না। কিন্তু স্বাস্থ্য যে উহাতে দেহের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহা লক্ষ্য করে কে?

যাহা হউক আমাদের দেশে স্বাস্থ্য রক্ষার্থে শীত বীর্য্যমূলক দ্রব্যেরই সমধিক ব্যবহার হওয়া সঙ্গত। সারবান উষ্ণ বীর্য্যমূলক দ্রব্য দেহের অবস্থাভেদে যথাপরিমিত মাত্রায় গৃহীত হওয়াই উচিত। অবশ্য শুধু বীর্য্য-অনুযায়ী খাদ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। উহার বিবিধ গুণের বিচারেই তাহা হইবে, আর তখন যথাসম্ভব 'বীর্য্যের' প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহা করিতে হইবে। উপাদান সংযোগেও বীর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

স্বায়ত্ত শাসন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই চৈত্র, সোমবার—১৩৩৭

আমিই আমার প্রধান শত্রু

আমরা বর্ত্তমানবর্ষের শ্রীনদীয়া-প্রকাশের দ্বাদশ সংখ্যায় 'আমিত্বের দ্বিবিধ পরিচয়' শীর্ষক প্রবন্ধ-পাঠে অবগত হইয়াছি, 'যে আমি' স্বীয় ভগবদ্দাস্য-পরিচয় সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া কায়-মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত, সেই আমি 'ভগবানের আমি' এবং 'যে আমি' সকলের প্রভু, সকল বিষয়ের একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আসন গ্রহণ করিয়া যাবতীয় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ স্বীয় প্রাণনাথের সেবায় নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে নিজে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত, সেই 'আমি' 'আমার আমি'। এই 'আমার আমিই' আমাদের বর্ত্তমান 'আমিই আমার প্রধান শত্রু' শীর্ষক প্রবন্ধের 'আমি'।

বর্ত্তমান ভোগলোলুপ জগৎ ভোগে প্রমত্ত। তাহাদের যাবতীয় শিক্ষা, দীক্ষা,—'ভোগ'কে কেন্দ্র করিয়া। বিজ্ঞানের উন্নতি, কৃষির উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টাও ভোগের আয়তনকে বৃদ্ধি করিবার জন্য। এরোপ্লেন ও জেপেলিনের সৃষ্টির মূলীভূত কারণ ভোগবাসনা। সুতরাং যে স্থলে জড়-ভোগবাসনার এই প্রকার তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, সেই ভোগলোলুপ জগৎ যে এই প্রবন্ধের নাম পাঠমাত্রেই মাদৃশ বিকৃত-মস্তিষ্কের ন্যায় উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না, তাহা জানিয়াও ভোগ-বাসনায় প্রমত্ত হইয়া আমি আমার কি প্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি, তাহা শ্রীগুরুকৃপা-লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে অবগত হইয়া আমারই ন্যায় ভোগপ্রমত্ত ব্যক্তিগণের প্রকৃত মঙ্গলের নিমিত্ত যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

উপরে যাহা লেখা হইল, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, শিক্ষা, দীক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদির ধ্বংস-সাধনই আমার উদ্দেশ্য; আমার উদ্দেশ্য তাহা নহে, কারণ, জগজ্জীবের জন্য ঐ সকলের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, সুতরাং ঐ সকলের উন্নতিরও চেষ্টা হওয়া আবশ্যক; তবে তাহাদের যথার্থ প্রয়োগের অভাবে জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়াছে; সুতরাং কি প্রকারে তাহাদের যথার্থ প্রয়োগ হওয়া উচিত, তাহাই শিক্ষণীয়। রোগের কারণ নির্ণীত হইলে ঔষধ প্রয়োগ অতি সহজেই হইতে পারে। যে কারণের নিমিত্ত আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগ-বিধি যথাযথ হইতেছে না, তাহা অবগত হইলে প্রয়োগের যথার্থ বিধি অতি সহজেই জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ কখনও উচ্চ স্থান হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া, কখনও প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিয়া, কখনও অন্ধকূপে পতিত হইয়া, কখনও বিষধর সর্পের সহিত ক্রীড়া করিতে যাইয়া, কখনও বা হিংস্র জন্তুকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় মৃত্যু আনয়ন করে। এই মৃত্যুর কারণ সে নিজেই। তাহার মৃত্যুর জন্য অপর কাহাকেও দোষী করা যায় না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, এই সংসার-নাট্যশালায় পাঞ্চভৌতিক দেহধারী ব্যক্তিমাত্রেই বিকৃত মস্তিষ্ক; নতুবা নাট্য-ক্ষেত্রে নাট্যার্থ পরিহিত এই পাঞ্চভৌতিক দেহরূপ বেশকে নিজের স্বরূপ বলিয়া ভ্রান্ত কেন? ঈদৃশ বিকৃত-মস্তিষ্ক আমি কখনও অপরা বিদ্যা, প্রাকৃত ধন, কুল বা সম্মানের অভিমান বৃক্ষের শাখা হইতে অপরকে আক্রমণ করিবার জন্য ঝম্প প্রদান করিয়া, কখনও সজ্জন বিদ্বেষানলে প্রবেশ করিয়া; কখনও গৃহমেধীর ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, গৃহান্ধকূপে পতিত হইয়া, কখনও বা অসদ্বার্ত্তা বিষধারিণীর সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া, কখনও বা মুক্তিকথা ব্যাঘ্রীকে আলিঙ্গন করিয়া আমি আমার যে প্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি—অপর কেহই এত অধিক পরিমাণে আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম—আমিই আমার প্রধান শত্রু।

আমি গর্দ্দভেন্দ্রশেখর বলিয়া প্রতিষ্ঠাশা রূপিণী চণ্ডালিনী আমার ভোগপর হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিয়া 'আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্' এই মন্ত্র আমার কাণে প্রদান করিতেছে। আমিও তাহাকে গুরু-রূপে বরণ করিয়া সর্ব্বদাই তাহার প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতেছি; ফলে কেহ আমাকে 'নির্ব্বোধ' বলিলে, এমন কি অপর কাহারও অপেক্ষা আমি কোনও অংশে হীন—এইরূপ বাক্যের আভাস কাহারো নিকট শ্রবণ করিলে আমি ক্রোধে অগ্নি-শর্ম্মা হই। আমি মানুষ বলিয়া অহঙ্কার করি, তাই বর্ত্তমান সভ্যতোচিত বিদ্যা-বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া কখনও পতঙ্গের ন্যায় রূপের পশ্চাৎ প্রধাবিত হইয়া, কখনও মৎস্যের ন্যায় চারের গন্ধে লুব্ধ হইয়া, কখনও ভৃঙ্গের ন্যায় মধুপানে মাতিয়া, কখনও কুরঙ্গের ন্যায় শ্রুতিসুখকর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া, কখনও বা মাতঙ্গের ন্যায় স্পর্শসুখে মুগ্ধ হইয়া মানবোচিত বিবেক-বুদ্ধির বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়া আমার যে অনিষ্ট সাধন করিতেছি, অপর কেহ আমার এরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না।

আমার ঈদৃশ-দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত হইয়া শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ সেবায় নিযুক্তার সার্থকজীবন পরদুঃখদুঃখী নিত্যানন্দ-সেবক বৈষ্ণব চারবর্গ নিত্যানন্দের আদেশে নিত্যানন্দ প্রদানের নিমিত্ত আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক আমার বিকৃত [illegible] দশমূল নির্য্যাস [illegible] করাইবার নিমিত্ত কত যত্ন করিতেছেন। আমার মস্তকে তাঁহাদের সুশীতল হস্ত প্রদান করিতেছেন, বিষ পূর্ণ কর্ণে হরি-রস-সুধা [illegible] দৃষ্টির সম্মুখে শ্রীহরির অলোক সামান্য রূপমাধুরী স্থাপনে প্রয়াস করিতেছেন, [illegible] শ্রীহরির দিব্য-অঙ্গ গন্ধ প্রবেশ করাইতেছেন, জিহ্বায় চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ অপূর্ব্ব আস্বাদ-যুক্ত মহাপ্রসাদ প্রদান করিতেছেন এবং আমাকে সুস্থ করিয়া শিক্ষা দিতেছেন—

তোমার কনক [illegible] জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মানব।
কামিনীর কাম [illegible] নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

হে বুদ্ধিমান্ মানব, কনক-কামিনী তোমার ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হয় নাই, উহাদের মালিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। সুতরাং উহাদিগকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া জীবন সার্থক কর। তোমার শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, তোমার কৃষিজাত দ্রব্য, তোমার শিল্পজাত সামগ্রী, তোমার বাণিজ্যলব্ধ অর্থ, তোমার বিজ্ঞান লব্ধ যাবতীয় জিনিষ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত কর এবং সেবা করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণের জন্য যে জিনিষটুকুর প্রয়োজন, তাহা ভগবৎপ্রসাদ-রূপে গ্রহণ কর, তদতিরিক্ত জিনিষ গ্রহণ করিলে তুমি চোর। ভগবানের সেবা না করিলে তুমি বিষ্ঠার কীট অপেক্ষাও হীন। হে বিজ্ঞ মানব, ভগবানের সেবা কর, বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীকে বিশ্বপতির সেবক-রূপে দর্শন করিতে শিখ, তাহা হইলে দেখিবে, সকলেই তোমার আত্মীয়, সকলেই তোমার পরমাত্মীয়। বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীকে আত্মীয়রূপে দেখিবার সৌভাগ্য পাইলে তুমি আর তাহাদের দুঃখে সুখী, সুখে দুঃখী হইবে না—তখন মৎসরতা তোমাকে চিরতরে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে; তখন তাহাদের দুঃখে তোমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, তাহাদের সুখে, তাহাদের উন্নতিতে তোমার হৃদয় নাচিয়া উঠিবে, তখন বিশ্বে প্রেমানন্দের লহরী খেলিবে, তখন বিশ্ব সর্ব্বসুখের আকর হইবে।

শরণাগত কি দুর্ব্বল?

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

মানুষের বিচার দুই প্রকার। প্রাকৃত ভূমিকায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রাকৃত অস্মিতা লইয়া আমাদের যে বিচার, তাহা [illegible] অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কোন প্রকার বিচার যদি আমরা করিতে যাই, তাহা হইলে ভ্রম, প্রমাদাদি নানাপ্রকার দোষ আসিয়া আমাদিগের সে বিচারের অসম্পূর্ণতা আনিয়া দিবে, আমরা প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে পারিব না।

আমরা দেবীধামের অধিবাসী। যেরূপ জড় বা প্রাকৃত চিন্তাস্রোতের মধ্যে আমরা লালিত, পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি এবং তদ্দ্বারা যতদূর প্রাকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে বাহ্য বিচারে বাহ্য জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, শরণাগত জনগণ নিতান্তই দুর্ব্বল। কারণ যাহারা অল্প শক্তি বা অল্প বুদ্ধি-বিশিষ্ট, তাহারাই অপেক্ষাকৃত শক্তি বা বুদ্ধি বিশিষ্ট প্রাণীগণের নিকট শরণাগত হইতে বাধ্য হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ করিয়া থাকে। মনুষ্য-গণের মধ্যেও এই নিয়মের [illegible] না। প্রজা রাজার নিকট, [illegible], নির্ধন ধনীর, মূর্খ বিদ্বান [illegible] জেতার নিকট শরণাগত, [illegible] প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ শেষোক্ত ব্যক্তিগণের নিকট দুর্ব্বল।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৫০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীপদ্মপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীচৈতন্য-কৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীহরিনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দাদাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাড়িগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

[illegible], বালিয়াটী, ঢাকা

হরিভক্তি

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা।

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌরবিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসাবিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১।৵০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২।	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
৫।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)	২৲
৬।	জৈনধর্ম্ম	২৲
৭।	মুক্তিমাতৃকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
৮।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
৯।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১০।	চিত্রে নবদ্বীপ	১৷৷০
১১।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
১৩।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাজ্ঞাত (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
১৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
১৫।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৬।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	
১৭।	প্রেমাবতার (তৃতীয় সংস্করণ)	৸০
১৮।	ভজনরহস্য	৷৷০
১৯।	গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	৷৷০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷৷০
২১।	সাধককণ্ঠমাল (বাঁধা)	৷৷০
২২।	শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ	৷৷০
২৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷৷০
২৪।	ব্রহ্মসংহিতা	৷৷০
২৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵০
২৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৵০
২৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৵০
২৮।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	৷০
২৯।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৩০।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	৷০
৩১।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
৩২।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	৷০
৩৩।	শ্রীভুবনেশ্বর	৵০
৩৪।	ঐ প্রমাণখণ্ড	৵০
৩৫।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৵০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

	(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
	(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
	(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১৷৷০
৩৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৵০
৩৭।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৩৮।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৩৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৪০।	গীতমালা	৴১০
৪১।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪২।	নবদ্বীপশতক	৴০
৪৩।	সদাচারস্তোত্রঃ	৴০
৪৪।	সাধনকণ্ঠ	৴০
৪৫।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৬।	শরণাগতি	৴০
৪৭।	গীতাবলী	৴০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴০
৪৯।	ঐ	৴০
৫০।	অষ্টপঞ্চক	
	শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী	৴০
৫১।	অষ্টনকং	

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	৷৷০
৫৩।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	
৫৪।	তত্ত্ব-সূত্রম্	
৫৫।	সারাংশ গণনম্	৵০
৫৬।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭।	গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮।	নামভজন	
৫৯।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	
৬০।	বৈষ্ণবাজম্	৷০
৬১।	দি ভাগবত	৷০
৬২।	হরে টিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	
৬৩।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	৷৷০
৬৫।	কল্যাণ কল্পতরু	৷৷০
৬৬।	সাধন পথ	৷০
৬৭।	গীতাবলী	
৬৮।	সরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ

ব্যবহারকারীরা মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্ত প্রদর প্রভৃতি রোগে অতি ফলপ্রদ।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যসেবীর অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মণ্ডুর বটিকা—ইহা সেবনে স্ত্রীলোক ও তদনুসঙ্গিক দেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিবিধ রক্তের পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ সহ ডিক্সা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোরম ভাবে আছে। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ডিক্সা ।০

উৎকল রোড-ই কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর যে প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত।—

সাধ্যসাধনতত্ত্ব শ্রীঠাকুরের স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকসমন্বিত প্রার্থনা, প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ডিক্সা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গল ফার্মেসী

ভারতবিখ্যাত ডাক্তারখানার অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধসমূহ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার মত ও পাতুবিকার, উদ্ভিদশক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অধিক হস্তমৈথুন প্রভৃতি সকল সময় নিশ্চিন্তে আরোগ্য হয়। বল, বীর্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মেঘনাদ মকরধ্বজ বটিকা"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে রোগ আরোগ্য করিয়া শারীরিক করে। মূল্য ১ ডোজা ১৲ টাকা।

"কুসুমবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীলোকদের কঠিন প্রদোষাদি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—আয়ুর্বেদ আরোগ্যশালা, বেলেঘাটা

৫৭ নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারেন্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, নিশ্চিত আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিব্বা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটকাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিব্বা ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সদ্যঃ আরোগ্য। প্রতি শিশি ।০ আনা মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

মানোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অকালে শারীরিক শক্তি নষ্ট করিয়া অকালে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, আনুষঙ্গিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হৃৎস্পন্দ, পার্শ্বশূল, পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা যাবতীয় বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে দুঃখময় জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার্স সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের বাতরোগাদিনাশী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

কলেজ পুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীগোপাল মাহাতপুর ৩৫ ঘুঘুডাঙ্গা হইতে পণ্ডিত ৺হরিদাস হালদার কাব্যব্যাকরণতীর্থ বিদ্যাবিনোদ এম্, এস্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"প্রীতিলাভ"
টেলিগ্রাফ-
নমস্কার

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সকল বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭শ সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১০ই চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৩৭, ২৩শে মার্চ, ১৯৩১;

গ্রাহকগণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

নানা কথা

মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাট

মহাত্মা গান্ধী গত ২০শে মার্চ্চ বেলা সাড়ে দশটার সময় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি বিকানীরের ভবনে যাইয়া ভূপালের নবাব ও বিকানীরের মহারাজার সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। অতঃপর গান্ধীজী আবার বড়লাট-প্রাসাদে যাইয়া গোলটেবিল বৈঠকের কয়েকজন প্রতিনিধির সহিত উপস্থিত ছিলেন। তথায় পরবর্ত্তী গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কের আলোচনা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বৃটিশ প্রতিনিধিদের ভারতে আগমন

গত ২১শে মার্চ্চ গোলটেবিল বৈঠকের কয়েক জন প্রতিনিধি ও মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী এই সময় আলাপ প্রসঙ্গে করিয়াছেন যে, আগামী বৃটিশ প্রতিনিধিদের সময় ভারতবর্ষে আসা উচিত। তাঁহার এই অভিমত সাধারণভাবে সমর্থিত হইয়াছে।

আরও প্রকাশ যে, স্টাফ কোর্ট কমিটী, সীমা-নির্দ্দেশ কমিটী ও সংযুক্ত রাষ্ট্রের অর্থ বিষয়ক তথ্য নির্দ্ধারণ কমিটী অধিবেশন গঠনের প্রস্তাব পূরীত হইয়াছে, পক্ষান্তরে ভোটাধিকার ও নির্ব্বাচন কেন্দ্র সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে এখনও একমত হইতে না পারায় ভোটাধিকার নির্দ্ধারণ কমিটীর নিয়োগ পরে হইবে স্থির হইয়াছে। গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদের ইচ্ছা যে, ফেডারেল বিধান কমিটির অধিবেশন ফুরাইবার অব্যবহিত মাসে নতুন হইতে পারে, কিন্তু ইতোমধ্যে ভারত-সচিব ও অন্যান্য বৃটিশ রাজনীতিকগণ যদি অল্প দিনের জন্য ভারতবর্ষে আসেন, তাহা হইলে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের শেষ অধিবেশনে পরামর্শের মত বুঝিবার সাহায্য হইবে।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী বড়লাট প্রাসাদের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও যোগদান করিয়াছিলেন আলোচনার বিবরণ সম্বন্ধে কোন সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হয় নাই।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা

[illegible] হিন্দু মুসলমান [illegible] না হইলে কংগ্রেস [illegible] গোলটেবিল বৈঠকে [illegible] যাইবেন। আরও প্রকাশ, হিন্দু মুসলমান সমস্যা [illegible] না হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই সম্প্রদায়ের যাহাতে সম্মতি [illegible] ঘোষণা করেন, তাহা করিতে কংগ্রেস পক্ষপাতী হইবেন না। তবে এরূপ আলোচনা হইতেছে যে, পরবর্ত্তী আলোচনার পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমান সমস্যার মীমাংসা করা যাইবে।

কালীগঞ্জে সংবাদে

অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন

সম্প্রতি কালীগঞ্জ [illegible] বাবু, কর্ম্মী শ্রীযুক্ত [illegible] পশুপতি চট্টোপাধ্যায় [illegible] পুত্র

মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাট

কালীগঞ্জ-সংবাদ—অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন, জনসভা, রাজবন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব

সুভাষচন্দ্র ও সন্ধি প্রস্তাব

বৃটীশ প্রতিনিধিদের ভারতে আগমন

মিঃ চার্চ্চহিলাদির আশঙ্কা

দত্ত, পঞ্চানন রায়, ও শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী কালীগঞ্জ পরিদর্শনে যাইলে তাঁহাদিগকে বিপুল-ভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক লোকের এক বিরাট মিছিল কাশিমপুর, কালীগঞ্জ, মোকামপাড়া প্রদক্ষিণ করার পর বারোয়ারীতলা চলে উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় চৌধুরী ও মহিলা সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অচলা দেবী তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন।

জনসভা

তদনন্তর শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সাহার সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার শ্রীযুক্ত গোপেন বাবুর ওজস্বিনী বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হন। শ্রীযুক্ত কালীবিলাস সেন, শ্রীযুক্ত সুশান্তকুমার মল্লিক, যোগেন্দ্রময় ঘোষালী, পঞ্চানন মিত্র ও শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী প্রভৃতি মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী বহুমান করিয়া ও অভিনন্দন ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

রাজবন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত [illegible] কুণ্ডু সমুদয় [illegible] আইন অ [illegible] বন্দীদের মুক্তিদান ও [illegible] দিবার অনুরোধ [illegible] মূলক [illegible] পক্ষে [illegible] উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত [illegible] সমর্থনে [illegible] উহা সভায় [illegible] পূর্ব্বে [illegible] সভাপতি [illegible] প্রস্তাব [illegible] হইয়াছিল। [illegible] সভায় উপস্থিত [illegible]

সুভাষচন্দ্র ও সন্ধি প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধীর সহিত দিল্লী পৌঁছিবার পর ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিয়াছেন—

'মহাত্মাজীর সহিত বোম্বাইয়ে এবং বোম্বাই হইতে দিল্লীতে আসার কালে আমার অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছে। কলিকাতায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত আমি বলিতে পারি না আপোষ সম্পর্কে কি করিব। তবে সর্ব্বসাধারণকে আমি বাঙ্গলার পক্ষ হইতে একটিমাত্র প্রধান অভিযোগের কথা জানাইতে চাহি।

বাঙ্গলায় আটশত রাজনৈতিক বন্দী

আপোষে সরকারপক্ষ কংগ্রেস দলকে যে করুণা দেখাইয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলার শত শত রাজবন্দীর কোন লাভ হয় নাই—এখনও প্রায় ৮ শত রাজবন্দী নিগৃহীত হইতেছেন; ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা কোন হীন উদ্দেশ্য দিয়া তাঁহারা আত্মত্যাগ করেন নাই, দেশের মুক্তির জন্যই তাঁহারা নিপীড়ন সহ্য করিতেছেন। দেশের মুক্তির জন্য তাঁহাদের অনুসৃত উপায় অনেকের মনঃপূত না হইলেও বাঙ্গলার বহুলোক আছেন যাহারা তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত এবং তাঁহাদের স্বার্থত্যাগে সহানুভূতিসম্পন্ন; কাজেই সর্ব্বশ্রেণীর রাজবন্দীর মুক্তি না হইলে বাঙ্গলার জনসাধারণ আপোষের সর্ত্তে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। অবিলম্বে না হোক, গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ব্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের অভিযোগ

এ অভিযোগে কেবল যে বাঙ্গলারই তাহা নয়; আরও অনেক প্রদেশ আছে যথা পাঞ্জাব এবং যুক্ত প্রদেশ,—এই দুইটী স্থানেও সরকারী করুণায় পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে। সাধারণের মনে অসন্তোষ ও বিরক্তি জন্ম হইয়া উঠিতেছে আরও এই কারণে যে, অনেক প্রাদেশিক সরকারই গান্ধী-আরউইন আপোষের মর্ম্ম মানিয়া রাজবন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করিতেছেন না; ফলে, আইন অমান্যকারী বা রাজদ্রোহীদের অনেকেই এখনও জেলে রহিয়াছেন। আপোষের পরও বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে বন্দী করা হইয়াছে। বাঙ্গলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে সতীন সেন প্রভৃতি অনেককে এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নাই। মধ্য প্রদেশে নাগপুরের মিঃ আতরী এবং বেটুল ও মণ্ডলা জিলার ৪ জন সত্যাগ্রহীদিগকে মুক্ত করা হয় নাই। রাজদ্রোহে অপরাধীদের মধ্যে বোম্বাইয়ে রাজা এবং জানি, শোলাপুর এবং চারনারের বন্দিগণ এখনও জেলে পঞ্জাবে বন্দীর সংখ্যা অনেক এবং যুক্তপ্রদেশের কাকোরী ষড়যন্ত্রীদের কথা আমরা ভুলিতে পারি না।

আপোষের সর্ত্তে যাহাই থাকুক না কেন, গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ব্বে দেশে যাহাতে উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তদ্রূপ আমি আশা করি, কি শ্রমিক কি রাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকার বন্দীকে মুক্তিদানের উপায় গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিবেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট ও লর্ড স্যাঙ্কি

বিগত ১৮ই মার্চ্চ তারিখে লর্ড মহাসভায় ডিউক অব মার্লবরাব 'গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে ভারতে শান্তি ও সমৃদ্ধির আশা আছে কি না এবং সেই চুক্তি সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না?—প্রশ্নের জবাবে লর্ড স্যাঙ্কি বলেন যে, ডিউক মহোদয় দুইমাস পূর্ব্বে যখন প্রথম তাঁহার প্রস্তাবের নোটীশ দেন তৎপর হইতে এই সময়ের মধ্যে ভারতের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন বেশ সুফল প্রসব করিয়াছে ও ইহাদ্বারা ভারতে বৃটেনের অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভাবনা। সংযুক্ত রাষ্ট্র-নির্দ্ধারণ কমিটীর রিপোর্টে যে সমস্ত প্রস্তাব আছে সেই গুলিকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে:—

"উপযুক্ত রক্ষামূলক ব্যবস্থার সহিত ভারতকে দায়িত্ব অর্পণ। এই সমস্ত রক্ষামূলক ব্যবস্থা ভারত ও বৃটেন, উভয়ের পক্ষেই হিতকারী।"

রাষ্ট্র কমিটির রিপোর্টে যে সমস্ত রক্ষামূলক ব্যবস্থার কথা আছে সেইগুলি অপরিহার্য্য এবং যদি এইগুলি সন্তোষজনক হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় লোকদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করাই ভাল। লর্ড স্যাঙ্কির মতে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক পন্থা হইতেছে অগ্রসর হওয়া এবং ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র অর্পণ করা। ফলে সমস্ত বিষয়েই এমন পাকা ও নিরাপদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে যে, শান্তি, সুখ, সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা বৃটেনে যেমন প্রসার লাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষেও তেমনিই প্রসার লাভ করিবে।

লর্ড স্যাঙ্কি তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে বলেন, "আমরা ভারতবর্ষে কখনও রাজ্য জয় করিতে যাই নাই। আমাদের জাতির বংশগত যে বাণিজ্য-প্রতিভা আছে, সেই প্রতিভার বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা তথায় গিয়াছিলাম; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমরা একটী সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলাম। ন্যায়ভাবেই হউক, কিম্বা অন্যায়ভাবেই হউক, আমরা সেই সাম্রাজ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবাহিত করিয়াছি। আমরা বারম্বার তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি এবং বারম্বার আশা দিয়াছি। আমাদের সেই বাণিজ্য-প্রতিভা যাহাতে সফল হয়, আমরা তাহা চাই বটে, কিন্তু তদপেক্ষাও আমরা আর একটী জিনিষ বেশী কামনা করি; সেটি হইতেছে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধির সাফল্য, সুতরাং আমাদের উচিত ভারতকে যুক্ত রাষ্ট্রশাসনতন্ত্র অর্পণ করা।"

দিল্লী আপোষের প্রতিবাদ

অমৃতসরের নবগঠিত যুব-সমিতি গত ২০শে মার্চ্চ গান্ধী আরউইন আপোষের প্রতিবাদে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণের পতাকাসমূহ লইয়া এক শোভাযাত্রা বাহির করেন এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী ও অনুরূপ বন্দীদের মুক্তির দাবী করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

লর্ড বার্ণহামের উক্তি

লর্ড বার্ণহাম বলেন, দিল্লীর চুক্তিতে অরাজকতা ও কুতর্কের জয় হইয়াছে বলিতে হইবে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাব

সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, সম্রাটের প্রতিনিধি-রূপে শাসন কার্য্য পরিচালনের জন্য ভারতবর্ষে একটি সুসংবদ্ধ এবং নিরপেক্ষ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় লোককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যদি পদস্থ রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ অধিকতর দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে ভারতের দেশরক্ষার ব্যবস্থা, সংখ্যায় লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ এবং বৃটিশের বিপুল স্বার্থ বিপন্ন হইবে।

প্রতিবাদে আপত্তি

লণ্ডনস্থিত ভারতীয় বণিক সমিতির সভাপতি মিঃ ডি, এস, এরুলকার প্রতিবাদ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু তাঁহাকে জানান হইয়াছিল যে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুযোগও তাঁহাকেও দেওয়া হইবে না।

লণ্ডনে সভা

মিঃ চার্চ্চিলের আশঙ্কা

গত ১৯শে মার্চ্চ ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার সোসাইটীর উদ্যোগে লণ্ডনের আলবার্ট হলে এক সভায় বহুসংখ্যক ভারতবাসী উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিতেছেন, এই মর্ম্মে মিঃ চার্চ্চিল এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, রক্ষণশীল দলকে ভুলাইয়া ভারতে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল, অতঃপর সেই মতলব ব্যর্থ হইয়াছে। এখন সমাজতন্ত্রবাদী দল আবার নূতন করিয়া এক চাল চালিবার আয়োজন করিতেছেন। মিঃ গান্ধী লণ্ডনে আসিতেছেন কেন? বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া নেওয়ার বিশিষ্ট উপায় নির্দ্ধারণের জন্যই তিনি এখানে আসিতেছেন। কিন্তু এবার অত সহজে কাজ হইবে না, রক্ষণশীল দলও প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন।

তদন্ত

সপারিষদ ভারতের বড়লাট ১৯৩০ সনের সংশোধিত দেশীয় ষ্টীম নৌকা (মোটর বোট) আইনের বিধানানুসারে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানের যাত্রীর ভাড়া ও মালের মাশুল নির্দ্ধারিত করিতে পারেন। ১৯৩১ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে উক্ত আইন ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে সিরাজদিঘা, তালতলা ও ঢাকার মধ্যে "পাইওনিয়ার মোটর বোট কোম্পানীর ষ্টীম নৌকা চলাচল করে। সম্প্রতি উক্ত কোম্পানী এই মর্ম্মে একটী অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, আই, জি, এন, রেলওয়ে কোম্পানী ও আর, এস, এন, কোম্পানী ঐ সকল স্থানের মধ্যে যাত্রীদিগের ভাড়া এরূপ হ্রাস করিয়াছেন যে, কোনও দেশীয় কোম্পানীর পক্ষে কার্য্য পরিচালন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমানে উপরোক্ত আইনের ৪৪ (ক) ধারানুযায়ী ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ এই অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের ভার একটি কমিটীর হস্তে প্রদান করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীগৌরাব্দ সাক্ষাপ্তক ১০ই চৈত্র, মঙ্গলবার- ১৩৩৭

ভজন

জীবমাত্রেই ভজন না করিয়া থাকিতে পারে না। 'ভজন'—তাহার স্বভাব। দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকলেই কোন না কোন বস্তুর ভজন করে। তবে তাহার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

ভজন দ্বিবিধ—সৎ ও অসৎ। সদ্-বস্তুর ভজনকে সৎ ও অসদ্বস্তুর ভজনকে অসৎ বলা যায়। অসদ্বস্তুর ভজন অনিত্য, দুঃখপ্রদ ও নিষ্ফল। যেমন আমি একটী পোলাপগাছের সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহাতে প্রত্যহ জল সেচন করি এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করি। যাহাতে তাহার কোনরূপ ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টাযুক্ত থাকি। কিন্তু অকস্মাৎ তাহা কোন প্রাণীদ্বারা ভক্ষিত হইলে অথবা শুষ্ক হইয়া গেলে আমার ভজনও শেষ হইয়া গেল এবং যে কায়-ক্লেশ স্বীকার করিলাম, তাহাও ক্লেশমাত্রই সার হইল। শুধু তাহাই নহে, তাহার জন্য আমার যে সময়টুকু অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহাও বৃথা গেল।

জগতের প্রতি বস্তুই এইরূপ গমনশীল। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলই অনিত্য। সুতরাং এসকলের সেবাও অনিত্য, দুঃখপ্রদ ও নিষ্ফল।

আমরা কামনারা অপশুত-জ্ঞান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কাম্যফলদাতা দেবতাগণের যে ভজন করি, তাহাও অসৎ বা অনিত্য; যথা গীতায়—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্য-
দেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ
স্বয়া॥

* * *

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।

ভোগী জীব অনিত্য জগতে অনিত্য দেহ-বিশিষ্ট ও নিত্য ভোগকামনায় বশবর্ত্তী হইয়া ধন, জন, মান, আরোগ্য, শত্রুবিনাশ প্রভৃতি কামনা পূরক নিজ নিজ রাজসিক তামসিক প্রকৃতিবশে শীঘ্র ফল-প্রদাতা গণেশ, সূর্য্যাদি দেবতাগণের উপাসনা করে। তাহারা তত্তদ্বস্তু লাভ করিয়াও অবশেষে দুঃখই লাভ করে। যেহেতু, ধন কামনা করিয়া ধনপ্রদাতা দেবতার ভজনদ্বারা কিছু ধন লাভ হইল, ধন-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ধন-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইল, দেবতার ভজনও নিষ্ফল হইল, কিন্তু অতি কষ্টে প্রাপ্ত-ধনরাশি ধর্ম্মান্তরে অপহরণ করিয়া লওয়ার অল্পটুকু পরিশ্রম কাজেকাজেই বিফল হইল এবং পরিণামে দুঃখই আনয়ন করিল।

নিত্যবস্তুর ভজন একবিধ নহে। নিত্য বস্তুর ভজন নিত্য, ফলও নিত্য; পরন্তু তাহা দুঃখপ্রদ নহে। শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র নিত্যবস্তু। তাঁহার ভজনও নিত্য। যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদের সেবাচেষ্টাও নিষ্ফল হয় না অথবা কোনদিন তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয় না বা দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। নিত্য জীব নিত্য দেহে নিত্যকাল নিত্যানন্দে বিভোর থাকিয়া নিত্যসেবা শ্রীভগবদ্দাস্যে নিযুক্ত থাকেন।

কোনরূপ কামনা করিয়াও নিত্য বস্তু শ্রীভগবানের সেবা করিলে তাহা অন্তবান্ হয় না অর্থাৎ কোন কামনা পূরক অন্য দেবভজনের ন্যায় ভগবদ্ভজন এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। যেহেতু জীব কোন দুষ্পূরণে অনিত্য ফল কামনা করিয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করিলে তাহার তাদৃশ ফলপ্রাপ্তিতেই ভজনের অবসান হয় না অথবা তুচ্ছ অনিত্য ফল লাভ হয় না। যথা—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিষ্টাপিতেনেহ নিজপাদপল্লবম্॥

কৃষ্ণ প্রার্থিত হইলেই প্রার্থী ব্যক্তিগণের প্রার্থনা পূরণ করেন সত্য, কিন্তু যে অনর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। অতএব কাম হইয়া যাঁহারা কেবল তাঁহার পাদপদ্ম প্রাপ্তির ইচ্ছা না করিয়াও তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অন্য কামনা-পরিত্যাগকারী নিজ পাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন।

অকৃত্রিম-জ্ঞানবিশিষ্ট অনিত্যে ভোগী জীব এই ভগবদ্ভজনের পক্ষপাতী নহে। তাহারা মনে করে যে, এই মায়িক জগতে অনিত্য বস্তুর সেবা করিয়া দুঃখ ভোগই বরণ করিব, কিন্তু কখনই ভগবৎসেবক হইব না। আমি 'দাস' নহি কিন্তু আমি 'প্রভু'। এই মুখগণকে শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন,—

অল্প ক'রি না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান॥
অগ্রে হয় মুক্তি তবে সর্ব্ব বন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
এই বাখ্যা করে ভাগবতের সমাজে।
মুক্ত সব লীলা তত্ত্ব কহি কৃষ্ণ ভজে॥
কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণশক্তি ধরে।

বিজ্ঞপ্তি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ।

অভাব-পীড়নে পীড়িত যে আমি,
সর্ব্বভাবে তাহা জান ওহে স্বামি!
তাই তব পদে বার বার নমি,
মাগি, যাহা মনে হয় অভিলাষ।

বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি ভগবান্
মোর বাঞ্ছা জানি' ওহে দয়াবান্
বাঞ্ছাপূর্ণ লাগি' হই' আগুয়ান্
দাও মোরে তাহা, যাহা মোর আশ॥

কিন্তু প্রভো! দেখি বিচার করিয়া।
পাইয়াছি যাহা করুণা লভিয়া
লও তুমি পুনঃ কর্ষণ করিয়া,
জানাতে তোমার করুণা রহনে।

অভাবের পাছে আছে যে অভাব,
অভাবের বশে না জানি সে ভাব,
ভাবিগ্রাহী তুমি দিতে মোরে ভাব,
ভাবের অভাব বুঝাও যতনে॥

পুনঃ পুনঃ যাতে প্রার্থনা উদয়,
আকুলিত করে জীবের হৃদয়,
হেন যে অর্থ ওহে কৃপাময়;
না দেহ জীবেরে ওহে জীবধানি!

শুধু জীব নহি অধম পতিত,
তব লীলা মোর জ্ঞানের অতীত,
কিন্তু যদি কৃপা করহে স্ফুরিত!
করিতে বুঝিতে পারি প্রভো! আমি॥

জ্ঞান অভিমানে আসক্ত হইয়া,
তব পাশে কেহ যাইতে নাইয়া,
ওহে বিশ্বম্বর, সঙ্কুচিত হইয়া,
তাহার মূর্খতা ক্ষমিয়া তাহারে
তব পদযুগ মদনমোহন!
নাশে জীবচিত্ত-বাসনা-মদন,
বাসনা বিনাশে যায়রাজ্য নাশন;
করি তাঁর চিত্তে সতত বিহারে॥

কি আর চাহিব ওহে দয়াময়,
না চাহিতে তুমি কইয়া সদয়,
কত না দিয়াছ করুণাহৃদয়;
লইতে আমারে তব নিজ পাশ।

মানবজনম, জগতের সার,
তব কৃপাবলে পেয়েছি এবার,
যে জনম লভি' অবনী মাঝার,
অনায়াসে জীব মুক্ত হয় পাশ॥

ইতর যোনিতে যাই যবে আমি,
ভ্রম জ্ঞান নাশি' করে সুখকামী,
ইন্দ্রিয় সেবনে সবকাল ভ্রমি,
ভ্রমেও করি না তোমায় স্মরণ।

দেবরূপে যদি অমর নিবাসে,
যদি কোনকালে নিজ পুণ্যবলে,
অমনি মজিয়া যাই জড়রসে,
রসময় তোমার না সেবি চরণ॥

দেবতারাজিত এজনম হয়,
সংসার তারিতে তরণী করুণ,
তব কর্ণধাররূপে নিযুক্ত,
তোমার করুণা, পতিতপাবন!

দুর্লভ রতনে পেয়ে অযতনে,
সুযোগ পেয়েছি তোমার ভজনে,
কি কাজ আমার ঘরে মননে,
তুমি প্রভো মোর সাধন-সাধন॥

মোর কর্ণমূলে প্রাপ্য মোর মূল্য,
সুখ আর দুঃখ লভিব যে তাহা,
কিন্তু তোমা ছাড়ি না যাইব কোথা,
তুমি হে আমার নিত্য প্রয়োজন॥

কত কৃপা প্রভো করিয়াছ তুমি,
করুণার গুণে সদা বাধ্য আমি,
সেই কৃপা যেন দিবা আর রাতি,
সতত রাখয়ে করি আকর্ষণ॥

ভগবানের মায়া কি?

নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীআন্তরীক্ষ নিমিমহারাজকে বলিলেন, হে মহারাজ! তুমি সমুদয় কামনা অর্পণ করিয়া যে অভিপ্রায় ও বাসনের বিষয়ভোগের নিমিত্ত এই [illegible] মোক্ষের নিমিত্ত এই [illegible] কীটাদি সকলের [illegible] করিয়াছেন, ভগবানের সেই [illegible] শক্তির নাম মায়া।

সর্ব্বভূতের আদি কারণ শ্রীভগবান্ নিজ বহিরঙ্গা মায়াশক্তিদ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং এই বিশ্ব ঐ মায়ারই পরিণাম। মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে ক্রমে ভূত সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। তটস্থা শক্তিসম্ভূত জীব—শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ। ঐ অংশ-ভূত জীবের ভোগ ও মোক্ষের জন্য এই জগতের সৃষ্টি। জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর মায়িক। জীব ঐ মায়িক শরীরের আশ্রয়ে বিষয়সকল ভোগ করিতে করিতে যখন ঐ ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া শ্রীভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার মোক্ষের সূচনা হয়। পরে সাধুসঙ্গপ্রভাবে হরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে স্বরূপ উপলব্ধিরূপ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" (ভাঃ ২।১০।৬) অর্থাৎ বহির্ম্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া হরিভজন করার নামই মুক্তি।

ভগবানের যে শক্তির বলে জীব বহিরঙ্গা মায়াশক্তির কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি পূর্ব্বক শ্রীভগবানের ভজন করেন, সেই শক্তির নাম যোগমায়া বা চিৎশক্তি। এই চিৎশক্তি শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা; ইহার অপর নাম—স্বরূপ-শক্তি, এই অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে পৃথক্। একই শক্তি শ্রীভগবানের চিদঙ্গে চিৎশক্তি ও অচিৎ অঙ্গে অচিৎশক্তি বা মায়াশক্তি। জীব যখন চিৎশক্তির আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তখন তিনি প্রকৃত শাক্ত বা বৈষ্ণব; আর যখন বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা চালিত হইয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হন, তখন তিনি প্রাকৃত শাক্ত বা বিষয়ী।

এই পঞ্চ মহাভূতদ্বারা দেব মনুষ্যাদির শরীরসকল সৃষ্টি করিয়া শ্রীভগবান ভোক্তা জীবের সহিত স্বয়ং পরমাত্মারূপে তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। জীবের মায়া-প্রবেশ ভোগের জন্য। অন্তর্য্যামিরূপে পরমাত্মার জীবাত্মার মধ্যে প্রবেশ জীবের মঙ্গলের জন্য। জীবাত্মা ঐ দেহ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয়সকল ভোগ করিতে থাকেন। পরমাত্মা কিন্তু সেরূপ করেন না। তিনি সাক্ষিস্বরূপে জীবের ঐ ভোগ সকল পরিদর্শন করিয়া থাকেন। যখন কোন সৌভাগ্যশীল জীব বিষয়-ভোগে বিরক্ত হইয়া শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ হন, এবং তাহার ভজনে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি ঐ জীবের ভজন-পরিপাককালে প্রেম সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন,—যথা (মুণ্ডক ৩।১।১)

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যং পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো-
ঽভিচাকশীতি॥

তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্য-ভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী এই দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদ-যুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়া থাকেন, অন্য জন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ দর্শন করেন।

পরমাত্মা অন্তর্য্যামিরূপে জীবশরীরে অবস্থানপূর্ব্বক নিজশক্তিদ্বারা জীবের ইন্দ্রিয় সকলের সজীবতা সম্পাদন করেন। জীব ঐ সজীব ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিতে থাকেন। ভোগ করিতে করিতে ঘোরতর আসক্তি বশতঃ জীবের দেহে আত্মভ্রম ঘটে। তখন জীব ঐ দেহকেই 'আত্মা' ভাবিয়া উহাকে কোন ক্রমেই ত্যাগ করিতে চাহে না। এই প্রকারে তাহার বন্ধন-দশা উপস্থিত হয়। দেহধারী জীব কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা প্রাক্তন বাসনার সহিত কর্ম্মসকল আচরণ করিতে করিতে দুঃখাত্মক সেই সকল কর্ম্মফল ভোগ করিয়া এই সংসারে ভ্রমণ করেন। জীব এইরূপে বিবিধ দুঃখপ্রাপক কর্ম্মগতিতে অর্থাৎ কখনও দেব যোনি, কখনও মনুষ্য যোনি, কখন পশু যোনিতে ভ্রমণ করত প্রলয় পর্য্যন্ত অবসন্ন হইয়া জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হন। পঞ্চ মহাভূতের বিনাশ উপস্থিত হইলে অনাদিনিধন কাল দ্রব্যগুণাত্মক কার্য্যভূত জগৎকে অব্যক্ত হইবার জন্য আকর্ষণ করিতে থাকেন। তৎকালে পৃথিবীতে শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হইবে এবং সূর্য্য অত্যুষ্ণ হইয়া তিন লোক প্রতপ্ত করিবেন। সঙ্কর্ষণের মুখ হইতে অনল উত্থিত হইয়া বায়ুদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া, পাতাল হইতে আরম্ভ করিয়া, সমগ্র বিশ্ব দগ্ধ করিতে করিতে বর্দ্ধিত হইবে। তৎকালে সম্বর্ত্তক নামক মেঘগণ হস্তিশুণ্ড-সদৃশ ধারা সহকারে শতবর্ষ বর্ষণ করিবে, এবং সেই জলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইবে। তখন স্বরাট্ পুরুষ স্বীয় উপাধি ঐ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডকে পরিত্যাগ করিয়া কাষ্ঠ-রহিত অনলের ন্যায় সূক্ষ্ম অব্যক্তে প্রবেশ করিবেন। অপহৃত গন্ধ পৃথিবী জলরূপে পরিণত হয়, পরে ঐ জলের রস হৃত হইলে তাহা তেজরূপে পরিণত হয়। অন্ধকারদ্বারা তেজ বা রূপ হৃত হইলে তেজ বায়ুতে লীন হয়, এবং আকাশদ্বারা বায়ুর গুণ স্পর্শ হৃত হইলে বায়ু আকাশে লীন হয়। পরে কালরূপী ঈশ্বর কর্ত্তৃক আকাশের শব্দগুণ হৃত হইলে আকাশ তামস অহঙ্কারে লীন হয়। ইন্দ্রিয়সকল, বুদ্ধি ও সাত্ত্বিক অহঙ্কার উৎপন্ন দেবগণের সহিত মন,—ইহারা নিজ নিজ কার্য্যের সহিত অহঙ্কারে প্রবেশ করে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে প্রবেশ করে, এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে প্রবেশ করে অর্থাৎ লীন হয়।

গুরুসেবা

(শ্রীপাদ নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী)

যে গুরুশ্চরণং সমবহায় ভগবদন্তর্মুখী-কর্ত্তুং প্রযতন্তে তে তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে, অতো ব্যসন শতান্বিত ভবন্তি অতএবেহসংসারেতিহন্ত্যোর।

(ভঃ সঃ ২০৯ নং)

আমরা এই শ্লোকটী অনেকবার আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু ইহার ভাবার্থ জানিতে পারি নাই। যদি আমরা শ্লোকটীর ভাবার্থ জানিতাম, তাহা হইলে আমাদের শ্লোকোক্ত দুর্দ্দশা হইত না।

আমরা শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে শরণাগত হই শ্রীগুরুদেবের সেবা করিব বলিয়া; শ্রীগুরুদেব আমার সেবায় সন্তোষ লাভ করিয়া আমাকে ভগবদ্বিজ্ঞান উপদেশ দান করেন। যদি আমরা সৌভাগ্যবান হই, তাহা হইলে শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত চেতনবাণী বুঝিতে পারিব। আর যদি ভাগ্যহীন হই, তাহা হইলে ভগবদ্বাণী হইতে বঞ্চিত হইব।

আমরা সৌভাগ্যক্রমে যদি শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবার প্রবৃত্তি শিখিতে হই তাহা হইলে আমাদের কর্ণকুহরে শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃতবাণী প্রবেশ করিবে। তাহাই আমরা সে সমস্ত কথা শুনিতে পারিব ও বুঝিতে পারিব—আমাদের যে অবস্থা, সে অবস্থা হইতে উন্নত হইতে পারিব।

মায়াদেবী আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবদ্বিমুখ করিবার চেষ্টা করিতেছে। যে মুহূর্ত্তে আমরা গুরুদেবের আনুগত্য ত্যাগ করিব, সেই মুহূর্ত্তেই মায়াদেবী আমাদিগকে গ্রাস করিবে, সেই মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়সকল শত্রু হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম ত্যাগ করিয়া আমরা জ্ঞানী কর্ম্মী হইবার প্রয়াস পাইব। যদি আমাদের যথার্থ গুরুমুখনিঃসৃতবাণী শুনিবার জন্য প্রাণ কাঁদে, তাহা হইলে আমরা জানিতে পারিব যে, গুরুপাদপদ্ম নিত্য ও তাঁহার সেবক নিত্য। অতএব শ্রীগুরুদেব একমাত্র চেতনবস্তু আমিও চেতন বস্তু। চেতনবাণী শ্রবণ করা আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেব একমাত্র চেতনবাণী আচার প্রচার করিতেছেন। আমাদের সেই চেতনবাণীর দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। জগতের বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতে হইবে না; কেননা শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ হইতে আবির্ভূত ও তাঁহার মুখনিঃসৃতবাণীও বৈকুণ্ঠবাণী। এই সমস্ত বিষয় আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে। যদি আমরা এজগতের বিষয় লইয়া মাথা ঘামাই, তাহা হইলে চেতনবাণী উপলব্ধি করিতে পারিব না। এজগতে যত কিছু বস্তু আছে, সে সমস্ত বস্তু আমাদের বিপরীত ভাব উদয় করাইয়া থাকে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

(স্বায়ত্ত-শাসন ২রা চৈত্র হইতে উদ্ধৃত)

আমরা শুনিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম যে, বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকপ্রবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরে আগামী ৭রা এপ্রিল ২০শে চৈত্র শুক্রবার 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুর অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। পূতসলিলা ভাগীরথীর সুনির্ম্মল মুক্ত বায়ু মায়াপুরের উন্মুক্ত মদোমকে সর্ব্বদা স্নিগ্ধ করিয়া রাখে, এখানকার নলকূপের বিশুদ্ধ পানীয় জল মায়াপুর ও তৎসন্নিহিত পল্লীসকলের সর্ব্বদা স্বাস্থ্য বিধান করিতেছে। সনাতন ধর্ম্মের আচারপ্রচারস্থল সর্ব্বজগদ্বিখ্যাত সুবিশাল শ্রীচৈতন্যমঠের অবস্থান হেতু এখানকার বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে নিত্য পরিপূর্ণ এবং আধুনিক জগতের কোন প্রকার দুর্নীতি, ইহাকে কলুষিত করিতে পারে নাই। অতএব এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা কোমলমতি তরুণবয়স্ক শিক্ষার্থিগণের চরিত্র গঠন, ব্রহ্মচর্য্য-সংরক্ষণ, পারমার্থিক শিক্ষা প্রভৃতি মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অনুকূল। এইরূপ স্থলে উক্ত বিদ্যালয়ের সংস্থাপন বিশেষভাবে কামনীয় এবং আমরা পরমহংস শ্রীশ্রীগোস্বামী মহারাজের শুভসঙ্কল্প সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছে।

আমরা আরও জানিলাম যে, এই বিদ্যালয়ে বিনা ব্যয়ে ছাত্রগণের থাকিবার সংস্থান হইবে। সম্প্রতি শ্রীমায়াপুর গ্রামে বহু স্থানের বহু ভদ্রলোক আসিয়া বাস করিতেছেন। স্বাস্থ্য রক্ষা ও চিকিৎসার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের সুশিক্ষিত চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে দাতব্য চিকিৎসালয়ও অচিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া শুনা যায়।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অন্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পালকা, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় কৃগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগ ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের তুরাজ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় স্বাবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষ গোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাবার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ১৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষা

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় সমাকুলাবে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, এখন পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ ও উপদেশ বস্তুতত্ত্বাবলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৫ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্প্র, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অপরূপ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও বিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকর মূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইং ৩ উপযুক্ত মাত্রায় আইরন্, বাইকাইড্রোক্লোর কুইনিন আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইণ্ড কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ।০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উভয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ।০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ।০, নবদ্বীপশতক— ।০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ।১০

আমরা প্রত্যহ লক্ষ্য অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল পানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের ঔষধ, ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়)

বৈষ্ণব

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠসমূহ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যপ্রবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যা পীঠ বা সারস্বত জন্মস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ন্যায়, প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-ভাষ্য-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সারস্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সারস্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্র সদ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীর কীর্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সেবকগণ—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীরাধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্মল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বাণীসমূহের সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংস্থাপিত একটী সুবৃহৎ মুদ্রণযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ভাষামিশ্রিত মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রশ্নান-চতুষ্টয়-যোগে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সেবকগণ—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ হরিবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগন্নাথদাস ভাগবতাচার্য বি-এ, শ্রীপাদ নবগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদীযোগেন্দ্র, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিপাত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ মধুসূদন পরবিদ্যারত্নাকর অধিকারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিতাইচাঁদের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য। প্রভু শ্রীরমানাথ। সেবকগণ শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবদত্ত শ্রীচারুব্রত।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅদ্বৈত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) শ্যামসুন্দর-কুঞ্জ

শ্রীগোরুই, পরপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ পরম ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভাকুয়া ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজয়ী এম, এস, ভক্ত।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মরমসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযুক্তবর ভক্তিশ্রী এম, এ, বি, এল, সেবকগণ—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধবকুমার অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাতলি, মেদিনীপুর, (বর্তমান)

শ্রীল বার্ষিণ্যথের প্রতিষ্ঠিত গৌরসেবাশ্রম-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমমহত্ত্ব—

মাউগাছি, কাটোয়া, বর্তমান।

শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবল্লভী ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলাকুড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমায়া গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগোর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

চক্রবর্তিসদাশিনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণ সত্য ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

ঝিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীজগদানন্দদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া শ্রীপদ্মাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীহরিগোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদধামবতীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যাভূষণ, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রপন্নজী। সেবকগণ—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২১) শ্রীসজ্জিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরসনাগরজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদন।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথলস্কর, কাশী।

গৌড়ীয়-পঞ্চাঙ্গপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। তথায় গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনবদ্বীপ ধাম কুল, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সেবা।

রক্ষক—শ্রীমান বিনোদ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিগ্রহের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াডাঙ্গা, চিনাডুঙ্গ, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীতীর্থ তীর্থসেবিগণ।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গনেত্র-গ্রামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুপদপদ্ম।

(২৭) শ্রীব্রাহ্মণপাড়া শ্রীপদ্মাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, কবিরা

এখানে বহুকুক্ষুটি শ্রীগোরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীবিধুমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) বিল্লা গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেস্টিংস রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাণিজ্যরানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাকমলচরণপদ্ম।

(২৯) গোয়ালপাড়া শ্রীপদ্মাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবিনোদ

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। যুক্তিমল্লিকা গুপ্তসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভজনরহস্য ॥০
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ॥০
২৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১॥০
৩৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪০। গীতমালা ৴১০
৪১। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪২। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। সাধনকণ ৴০
৪৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৬। শরণাগতি ৴০
৪৭। গীতাবলী ৴০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। সাংখ্যবাণী ৴০
৫০। অর্থপঞ্চক ৴০
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৴০
৫১। অর্চ্চনকণ ৴১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ৸০
৫৪। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৫। সারাংশ-বর্ণনম্
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। নামভজন ।০
৫৯। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৬০। বৈষ্ণবীজম্
৬১। দি ভাগবত
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলরেড্ ডিভোসন
৬৩। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুয়ং ৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। সাধন পথ ।০
৬৭। গীতাবলী
৬৮। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ।। সুবর্ণ সুযোগ।।।

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণ মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আমাদের ব্যবস্থায় করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও তেমনি। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্ম প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিষের অব্যর্থ প্রতিষেধক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে সুনিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও যকৃতসংক্রান্ত দোষ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও পুষ্টি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :- আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়ের

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রথম খণ্ড [illegible]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ [illegible] এই নগর ও পরিপার্শ্বস্থ প্রাচীন বিবরণ—সত্যযুগে হরিহরক্ষেত্র, ত্রেতায় ইন্দ্রদ্যুম্নপুর, দ্বাপরে চম্পকহট্ট, শ্রীগৌর-লীলাস্থান—বামাপল্লী কই? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুন্দর সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ [illegible]

ভক্তের ভোজন কালীন ভক্তের কাছে ভক্ত [illegible] ধনকড়ীর কি প্রকার ভাবের উদ্ভাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে আছে। [illegible]

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম, শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত সার তত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তত্ত্বসিদ্ধান্ত [illegible] চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী মূলসহ বাঙ্গালা সরল ভাষায় মুদ্রিত। [illegible] ডিক্সা ।০ - ডি আনমাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠহারের

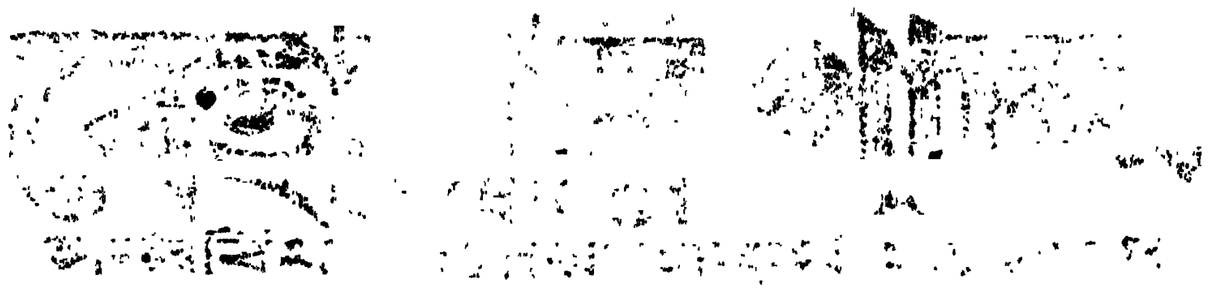

মহাত্মাদের শুভ বিবাহ কার্য্য ও আর পি সেন ও ভাই [illegible] ছোটবেলাকের সমস্তদিন ঔষধ ভাকে পাঠান হয়, হাতে ওষুধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৸৹ আনা, বোতল ১৲ আনা।

অফিস- ১২নং [illegible] রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মেসার্স

মদন মণ্ডল এণ্ড সন্স

বটলার্স, ষ্টক ও ষ্টাম্পবিক্রেতা, ইন্ডেন্টার ব্রোকার এবং কমিশন এজেন্ট।

ওলাউঠা, বসন্ত, মাথাধরা, বুক ধড়ফড়ি, কলেরা প্রভৃতি সকল সময় নিশ্চিন্ত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ১৲ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible]

দুরারোগ্য রোগে ব্যবস্থাপত্র [illegible] করিয়া থাকি। মূল্য ৫ ফোঁটা। [illegible]

[illegible] [illegible] করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৲ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] ১৯নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাদুমন্ত্রের মতোই দিব্য ঔষধাদিতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸৹ বার আনা, বড় ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

শরীর ও স্নায়ুমণ্ডলের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটা

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বাতনাশ পীল

অজীর্ণ, অম্বলপিত্ত, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৸৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহৌষধ ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশ। প্রতি শিশি ৸৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন সেপারেটরী

পোঃ ওয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন পেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈজ্ঞানিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

নিম্নে জানিতে চাহিলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

২৩নং [illegible], ঢাকা।

মৃত মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মানুষ বাঁচিবার কোন উপায় [illegible] এই সময়, এখনো বাঁচাইবার নানাবিধ উপায়ের উদ্ভাবন করিয়া আমেরিকার [illegible] মৃত ব্যক্তির [illegible] প্রকার যেন, প্রাণের সাড় পাওয়া, আমুষঙ্গিক দুর্ঘটনা, পক্ষাঘাত, হৃৎস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস [illegible], অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে যাহা যাহার, যকৃৎ, মূত্রাশয়, পুরুষ, স্নায়ু ও রোগপ্রবণ, বিভিন্নরূপ রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অর্থাভাবে বহুবার ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজপুর, মাণ্ডে-বিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

প্রধান আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়-প্রকাশ [illegible] হইতে—ডাঃ ব্রজকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম্, এস্, এফ, ষড়ঙ্গ ম্যাডেন ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাফ "শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই চৈত্র বুধবার ১৩৪৭, ২৩শে মার্চ, ১৯৪১

নানা কথা

ভারতীয়ের বিমান চালনা

ভারতীয়ের বিমান চালনা শিক্ষার জন্য ক্লাবের বার্ষিক রিপোর্ট নানা কারণে ১৯৩০ অব্দে ৯৩ জনকে বিমান চালনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৯ অব্দে ৭০ জন বিমান চালক বার্ষিক এখন বেশী হওয়ার কারণ পরে আরও দুটী নূতন ক্লাব করিতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভারতীয়গণ স্বয়ং বিমানে ভারত হইতে বিলাতে গিয়াছিলেন। এপ্রিলে মিঃ চড্ডা ১৭ দিনে করাচী হইতে লণ্ডনে গিয়াছিলেন। তিনি গো খঁ পুরস্কার লাভ করেন। ইহা খুবই আশ্চর্য্য যে, মিঃ চড্ডার বিমান চালনার অভিজ্ঞতা মাত্র ১৮ ঘণ্টার, মিঃ ডা'তনিয়ার তাঁহার পাইলট-হইয়া গিয়াছিলেন।

মেয়রের উপর মারপিটের তদন্ত কমিটি

গত ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উৎসবের দিন কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর উপর মারপিট সম্পর্কে তদন্ত জন্য কর্পোরেশন কর্ত্তৃক যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, খুব সম্ভব এই সপ্তাহের মধ্যেই তাহার কার্য্য আরম্ভ হবে।

মিঃ সৈয়দ নৌসের হুসেন ২৮শে মার্চ্চ তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিবেন এবং তিনি অপরাহ্ণের কমিটির অধিবেশনের পৌরোহিত্য করিবেন।

টাইম বলে কমিটীর অধিবেশনসময়ে যে সব সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে তাহাদের নাম ঠিকানা পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইবে না। দর্শকদের স্থানের জন্য ব্যবস্থা করা হইবে এবং বিশিষ্ট দর্শকদের জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব কাইজার-পুত্র প্রহৃত

প্রুশিয়ার ভূতপূর্ব্ব কাইজারের চতুর্থ পুত্র প্রিন্স আগষ্টাস ভিক্টোরিয়স্ এবং বার্লিন সহরের ভূতপূর্ব্ব মেয়র জার্ম্মাণ জাতীয় দলের নেতা ডাঃ গোয়েবেল্স বেলিনমার্গে এক সভায় বক্তৃতা করিতে যাইতেছিলেন। বক্তৃতাস্থলে অল্প লোক করিবার জন্য প্রায় ৮০০ পুলিশ মোতায়েন হইয়াছিল।

পুলিশ উপস্থিত সত্ত্বেও হইতে পারিবে না বলিয়া নিষেধাজ্ঞা জারী করা ছিল। তথাপি কাইজার পুত্র এবং ডাঃ গোয়েবেল্স বক্তৃতা দিতে যাইতেছেন দেখিয়া এক দল পুলিশ বেশে উপস্থিত হয় এবং প্রকাশ করিয়া সমস্ত কার্য্যেই মতভেদী জনগণকে যেমন হইতে বাধা করিয়া দেয়। এই সময়ে কাইজার পুত্র এবং ডাঃ গোয়েবেল্স প্রভৃতির প্রহৃত হইবার ভান করিয়া প্রকাশ। গোলমালের সময় তিন জন পুলিশ আহত হইয়াছে।

পর্ত্তুগাল পরিদর্শনে যুবরাজ প্রিন্স-অব-ওয়েলস্

ভারত আফ্রিকার পথে পর্ত্তুগাল পরিদর্শন করিবার জন্য যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্সকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। যুবরাজ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন পর্ত্তুগালের পররাষ্ট্র সচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী বৎসর প্রিন্স অব ওয়েল্স পর্ত্তুগালে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্স হিসাবে পর্ত্তুগাল পরিদর্শন করিবেন এবং তথায় এক দিন বিশ্রাম করিয়া স্পেন দেশে গমন করিবেন।

মৃত্যুদণ্ড রহিতের অনুরোধে নিরাট্ সভা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির ও কলিকাতা ছাত্র সমিতি বি, সি, এস, এর তত্ত্বাবধানে গোল দিঘির ২৩শে মার্চ্চ তারিখের ফাঁসির হুকুম রহিত করিবার অনুরোধার্থে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক, ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তাগণ বক্তৃতা করেন।

ভারতীয়ের বিমান চালনা

মেয়রের উপরে মারপিটের তদন্ত-কমিটী

ভূতপূর্ব্ব কাইজারপুত্র প্রহৃত

পর্ত্তুগাল পরিদর্শনে যুবরাজ প্রিন্স-অব-ওয়েলস্

নিখিলবঙ্গ অধ্যাপকসম্মেলন

মৃত্যুদণ্ড রহিতের অনুরোধে বিরাট্ সভা

মুক্তির পর গ্রেপ্তার

নড়াইলে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন

বিক্রমপুরে গঠনমূলক কার্য্য

করাচি কংগ্রেসের কারারুদ্ধ রাজবন্দীদের নামের তালিকা

নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলন দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

গত রবিবার এলবার্ট হলে সার সি ভি রমণের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গীয় কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই দিন নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইয়াছে।

(১) গবর্ণমেণ্ট কলেজসমূহকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের বহির্ভূত করা সম্বন্ধে ডেপুটেশনের ফলে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে উত্তর পাওয়া গিয়াছে এই সম্মেলন তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহারই পুনঃ সমর্থন করিতেছে।

(২) "কলেজ কোড" গ্রহণ জন্য এই সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয় ও সিণ্ডিকেটকে ধন্যবাদ দিতেছে, কিন্তু অনেক কলেজে উক্ত "কোড" সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে না। সম্মেলন এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

(৩) পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ স্থায়ী করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরী যাহাতে পাকা হয়, তজ্জন্য এই সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে।

(৪) এই সম্মেলন ১৯৩০-৩১ সনের সরকারী সাহায্য বন্ধ করায় বাঙ্গলার বেসরকারী কলেজসমূহের যে অসুবিধা সাধিত হইয়াছে সেজন্য বিশেষ বিক্ষোভ এবং তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিতেছে এবং ঐ টাকা বাকী দেয় বলিয়া গণ্য করিয়া ১৯৩১—৩২ সালে প্রদান করিবার জন্য সরকারকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাইতেছে।

(৫) এই সম্মেলন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে, আর, ব্যানার্জ্জীর মত একজন প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হইতে সরানোর জন্য তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং এই সম্পর্কে বেসরকারী কলেজ হইতে সিনেটের সভ্যের সংখ্যাল্পতার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

(৬) এই সম্মেলন শিক্ষক এবং ছাত্রদের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করার জন্য শাস্তি প্রদান করা বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে তদনুরূপ নির্দ্দেশ জারী করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

(৭) এই সম্মেলন, "প্রাদেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুবর্ত্তিতা" সম্পর্কে ১৯-৬-৩০ তারিখের সার্কুলার উঠাইয়া লওয়ার জন্য সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি কারণ এই সম্মেলনের মতে ইহা কলেজের আভ্যন্তরীণ কার্য্যপরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে।

(৮) এই সম্মেলনের সংস্কৃত শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য জাতিধর্ম্ম বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিতকেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা উচিত বলিয়া মনে করে।

মৈমনসিং আসামীদের মুক্তিদান

মৈমনসিং আবগারী গুদামের মামলা, ইউরোপীয়ান ক্লাবের মামলা এবং কিশোরগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বাধা প্রদান সম্পর্কিত মামলা—এই সমস্ত মামলার দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে মুক্তি দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন :—

(১) যোগেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী (২) মাণিক (৩) প্রফুল্ল পাণিগ্রাহী (৪) মৌলানা বক্স (৫) জ্ঞানমালী (৬) রোহিণী দে (৭) জগদেও কান্য (৮) নরেন চক্রবর্ত্তী, (৯) প্রহ্লাদ দাস (১০) বসন্ত দাস (১১) অক্ষয় দাস (১২) ধীরেন রায় (১৩) ভূপাল চক্রবর্ত্তী (১৪) ভরণী দে (১৫) হিমাংশু বসু ওরফে ছোটকা (১৬) মাখনলাল দে (১৭) ভক্তিভূষণ সেনগুপ্ত ওরফে হাঁক।

আরও প্রকাশ যে, আবগারী গুদাম সম্পর্কিত মামলার আনুষঙ্গিক মামলার দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে আরও কয়েক জনের মুক্তি সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন।

করাচি কংগ্রেসে কারারুদ্ধ রাজবন্দীদের নামের তালিকা

যে সকল রাজনৈতিক বন্দী এখনও মুক্ত হন নাই, তাঁহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া করাচি কংগ্রেস নগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অফিসে পাঠাইবার জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটীসমূহের সম্পাদকগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

করাচী কংগ্রেসে মাদ্রাজের প্রতিনিধি

শ্রীযুক্ত সকাশন, শাস্ত্রমূর্ত্তি, ডি, এল, শাস্ত্রী, কে, বৈশ্যাল, ডাঃ রাজন, শান্তনম এবং রামিল ও অন্ধ্রের বহু প্রতিনিধি বোম্বাই মেলে করাচী যাত্রা করিয়াছেন।

কংগ্রেস আপোষের সর্ত্তের কোন পরিবর্ত্তন করিবেন কি না শ্রীযুক্ত শাস্ত্রমূর্ত্তিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, গবর্ণমেণ্ট ইত্যবসরে কি করেন তাহার উপরই সমস্ত নির্ভর করে।

বিক্রমপুরে গঠনমূলক কার্য্য

এ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় সমিতির উদ্যোগে বিক্রমপুর মহকুমার যে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন চলিতেছিল, আপোষের সর্ত্তের ফলে তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। নেতৃবৃন্দ বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া গান্ধী-আরউইন সন্ধির অন্তর্নিহিত অর্থ সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন। বর্ত্তমানে যে গঠন মূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন তাহাও তাঁহারা সকলকে জানাইয়া দিতেছেন।

নড়াইলে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন

আগামী ইষ্টারের ছুটীতে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের একাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ বার-এট-ল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে একটি শিক্ষা প্রদর্শনী খোলা হইবে।

মেদিনীপুর হইতে করাচী কংগ্রেসের প্রতিনিধি

মেদিনীপুর জিলা কংগ্রেস কমিটী নিম্নের ব্যক্তিগণকে করাচী কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত আশুতোষ সিং, স্বদেশভূষণ, শচীন্দ্রনাথ মাইতি, মহিমমোহন দাস, ধনঞ্জয় কর, গোপীনাথ পাটী, ললিতমোহন সিংহ, শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাশগুপ্ত, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীপতিচরণ বোস, দেবেন্দ্রলাল খাঁ, কৃষ্ণচরণ গুপ্ত, কালীপদ রায়, মোহনপাটী, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অন্নদাচরণ চৌধুরী, প্রবোধচন্দ্র রায়, পুলিনবিহারী মাইতি, জগদীশচন্দ্র গুরিয়া, শ্রীমতী মনোরমা রায়।

আইন অমান্য আন্দোলনে যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নের ব্যক্তিগণকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইয়াছে :—

শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, কুমারচন্দ্র জানা, রজনীকান্ত প্রামাণিক জীবেশচন্দ্র দেব পট্টনায়ক, বিপ্রচরণ মাইতি, সতীশচন্দ্র সামন্ত, বিশ্বনাথ মুখার্জ্জি, রাম মনোহর সিংহ, সত্যেন্দ্র নাথ দাস, বসন্তকুমার সরকার, শ্রীমতী চারুবালা দেবী, শ্রীযুক্ত মিহিরলাল চ্যাটার্জ্জি, দীনেশচন্দ্র লোধ, হীরালাল লোহিয়া, প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি, অঘোরচন্দ্র দাস, বসন্তকুমার দাস।

মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার গ্রেপ্তার

২৪ পরগণা কাশীপুর নিবাসী কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত শুক্রবার বহরমপুর জেল হইতে সত্যাগ্রহী হিসাবে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে বন্দী হইয়াছেন। তাঁহার মুক্তি সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র স্থানীয় বহু যুবক কংগ্রেস কর্ম্মী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য জেলগেটে সমুপস্থিত হন কিন্তু যতদূর জানা যায়, তাঁহাকে অবিলম্বে পুলিশ-রক্ষী সমভিব্যাহারে বহরমপুর হইতে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করা হয়।

যুক্তপ্রদেশে জেল ব্যয় হ্রাস

যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় জেল ও বিচার বিভাগের ব্যয় মঞ্জুর সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক কারণে জেল বিভাগের ব্যয় ৩২,৬৩,০ হইতে ৫৪৬৫০ টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিচার বিভাগের ব্যয় মঞ্জুর সম্পর্কে আলোচনা শেষ হইতেই সভা সেদিনকার মত মুলতুবী হইয়া যায়।

জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা কালে ছাত্রীর নবাব বলেন যে, ৬টি জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদের মধ্যে ৫টি পদ ভারত সচিব আই, এম, এস, অফিসারগণের জন্য রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছেন।

রাজবন্দীদের প্রতি অমানুষিক ব্যবস্থার বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করার জন্য একটি প্রস্তাব উঠিয়াছিল অতঃপর নবাব বলেন, এখন সব ভুলিয়া যাওয়া উচিত।

সাময়িক আদালত বসাইতে যে ব্যয় হয় তাহা হইতে ১০ হাজার টাকা কমাইবার প্রস্তাব কোটাধিত্যে গৃহীত হইয়াছে।

মোহর কড়ি
করগেটি চান, আলালারগরাদে
দালানের ফুটদার বেলিং ওয়াম
বেড়াঘেরা কাটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

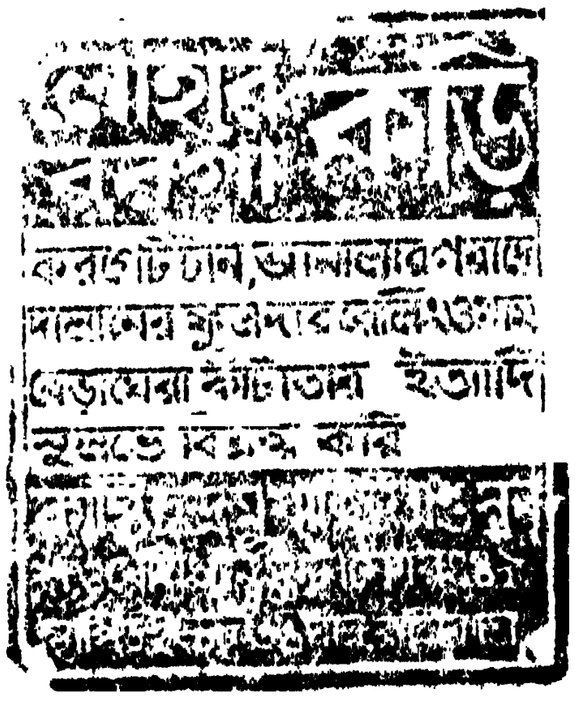

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকা

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীলোক আকাশপুর ১১ই চৈত্র, বুধবার- ১৩৩৭

দয়া

দয়া নাম অবিদিত নহে এ সংসারে।
দুঃখের দয়ায় 'দয়া' নিরূপণ করে॥
পরদুঃখ নিবারিতে হৃদয়ের ভাব।
জীবের সদ্‌গুণে জানায় দয়ার স্বভাব॥
দয়াহীন যতজন বিচরে ভুবনে।
নির্দ্দয় পুরুষ তারে জানে সর্ব্বজনে॥
হেন দয়া প্রদানিতে প্রতিগ্রহে আয়।
প্রবৃত্ত সকলে মন! বিদিত সংসার॥
কিন্তু দেখি চিন্তা করি চিত্তের ভিতরে।
দয়া মোরে দানে মায়া মোর অগোচরে॥
অবিদ্যা—অজ্ঞান সেই চিত্তের বিচারে।
সেই মায়া ছলনেরে 'দয়া' নাম ধরে॥
হায়! হায়! হেন দয়া কত মায়া করি।
যার যাহা মে তে' তারে বঞ্চকরূপ ধরি॥
রোগ আগমনে যবে শয্যার উপরে।
যাতনা যাতয়ে মোরে প্রাণে নাহি তরে॥
এই দয়া আসে তবে শুশ্রূষার ছলে।
কতভাবে স্নেহদানে সান্ত্বয়ে আমারে॥
তাহার মমতা মায়া অলোকের পারি।
বিমুগ্ধ করয়ে মোরে তার রূপ ধরি॥
কত না আশার আশে ভ্রূকুটি করিয়া।
করুণার কণা মাগি চরণে পড়িয়া॥
মনে হয় দয়ামূর্ত্তি মাগে মোর সেবা।
কিন্তু পুনঃ দেহ দে গে বলি দেবদেবা॥
সদ্যোজাত শিশু মা বা দয়া একরসে।
স্নেহ পেয়ে বড় হয়,— বাড়ে দিনে দিনে॥
শৈশব কৌমার ছাড়ি যৌবন দখল করে।
যত্ন যাচে দয়াময়ী মা হেন মা আর॥
কণ্ঠাগারে করে ভোগ কত যন্ত্রণা পরে।
স্ত্রীপুত্রাদ্যে মত্ত হতে আয়ু ক্ষয় করে॥
শুনের মেশার ধন ভাঙ্গ বাদিন।
যুবকে লইয়া যায় করি জ্ঞানহীন॥
দেখ মন! চিন্তা করি দয়া যার নাম॥
সেই সে প্রধানে দুঃখ পূর্ণ নহে কাম॥
কামনা বাসনাগার মনের মন্দনে।
অনুকূল ভোগ দেয় ভোগী আত্মহতে॥
দেহমনোভোগ লাগি জীবের নিচয়।
অন্বেষয়ে করিয়া দয়া দয়ালু হৃদয়॥
কিন্তু দয়া দুঃখনাশে সতত তৎপরা।
দুঃখ নাশি দেয় সুখ শুন রে মানব॥
দুঃখের জলধি হয় বিদিত সংসার।
সেই দুঃখ বিচারিলে নাহি পারাপার॥
হেন দুঃখ নাশিবারে দয়া মায়া করি।
সুখের কল্পনা চিত্র চিত্তে আনে ধরি॥
নিদ্রাযোগে যথা জীব দেখয়ে স্বপন।
নিদ্রাভঙ্গে দুই সত্য না হয় কখন॥
দুঃখ নাশি দয়া মোরে দেয় সুখ ছায়া।
প্রধানে বিদিত দুঃখ নহে কিন্তু মায়া॥
অন্বেষয় উদয় করা যে দয়া তাহে।
কেমনে বলিব তারে দয়ার বিকাশে?
দয়াবৃত্তি সেবা দিল হৃদয়ে আমার।
তাহার দয়ার সীমা নাহি কভু পায়॥

হেন দয়াময় দাতা দয়া পরিহর।
দিতে দেয় না দয়া কি ভুল তাহার?
দয়া করি দয়াময় স্বরূপ ধরিলে।
দয়ার স্বরূপ বলে মায়া নাশিবারে॥
প্রভুর অন্তরঙ্গা রসের সাগর।
প্রেমের বিগ্রহরূপ প্রভু দয়াময়॥
স্বভাব স্বভাবে তাঁর অভাব পালনে।
কত দুঃখ পায় অহো বিপুর তাড়নে॥
অভাব করিতে দূর অভাব লভিয়া।
চিত্তে বড় খেদ হতে যাতনা পাইয়া॥
চৈতন্যের দয়া যদি পায় যেইজন।
চিত্তখেদ দূরে যায় ত তখন॥
বিষয়-বাসনা তাঁরে চিত্তমল হয়।
মল বিক্ষয় নে তাঁর সমল নে নয়॥
হেন মল নাশি দয়া চৈতন্য প্রদানি।
জনম নিষ্ফল করে দুঃখ হয় হানি॥
নিরানন্দ দূরে যায় আনন্দ প্রকাশে।
দুঃখের উদয়হেতু অবিদ্যা বিনাশে॥
শাস্ত্ররূপে ভগবান্ ভবে কৃপা করে।
সাধু সঙ্গে পড়ি শাস্ত্র ভক্তিপথ তরে॥
হেন শাস্ত্র অলোচনে অভিমানী জন।
"পণ্ডিতে পড়য়ে" —এই শাস্ত্রের বচন॥
নাম প্রতিবাদে বা। বেদত বিধানে।
তাহেন উদ্ধারে তবে শুকতা প্রধানে॥
কিন্তু যবে এই দয়া হইয়া সদয়।
শুদ্ধদৃষ্টিপাত করে তার্কিক হৃদয়॥
তর্কের বিনাশ করি শ্রদ্ধাভাব ধরি।
হৃদয় নবীন করে আনয়ে শ্রীহরি॥
হরি রসে পাত্র জীব প্রমত্ত হইয়া।
হরির দয়ার পাত্র শ্রীহরি লভিয়া॥
ভক্তিদেবী [illegible] শূন্য ছাড়াইয়া।
আনন্দময় দেহ তবে সরূপ হইয়া॥
রসের রসিকশূন্য হইয়া তখন।
কৃষ্ণদাস্য কৃষ্ণপ্রেম অমৃত কণন॥
মধুর মধুর কৃষ্ণ, অতি সুমধুর।
[illegible] বিহরে অনে, না রহে বিরহ॥
দয়াময়ে শ্রীচৈতন্য! এ নিশ্চয় মনে।
তোমা বিনা কার কৃপা বিতরণে॥
তোমার করুণা দয়া মোর হৃদে আসি।
সতত কহন বাণী অতুল বিলাসি॥
তুমিত উদয় নাশি সহে দয়াময়!
আমরা উদয়ী দয়া তব দয়া হয়॥

দয়াল দয়ায় দেখি দীনহীন আমি।
আমারে করিতে দয়া দয়ারূপে তুমি॥
মূর্ত্তিমতী দয়া সেই গুরুরূপ ধরি।
ভক্তিদিদিক্ষুরূপে বিশ্বে অবতরি॥
মনের অভীষ্ট তব করিয়া পূরণ।
তুষিছে অনন্ত সুখে তব শ্রীচরণ॥
তব প্রিয় তুলসী সহিত গঙ্গাজলে।
সেবিয়া তোমারে সবে তরে অবহেলে॥
ভক্তিসিদ্ধি শুদ্ধ স্বরূপে সম্বন্ধজ্ঞান ছাড়ি॥
বুদ্ধ জাগ্রদ্বস্থা নাশি [illegible] ভাস্করে।
দেখা দিয়া আপে হরির অন্তরে॥
লীলাময় তব লীলা ক্ষেত্র আছে যত।
তোমার ইচ্ছায় ছিল হইল প্রকাশ॥
সবে তব লীলা সেই রসে প্রকাশিছে॥
কৃষ্ণ ভক্তিরসে সবে প্রেমে ভাসিছে॥
তব কামদেবা লাগি বাঞ্ছা হৃদয়ে।
তে মাস বহে সেবে নামের প্রভাবে॥
"শ্রবণসেবা, ভজনসেবা, নাম সঙ্কীর্ত্তন।"
তোমার শ্রীমুখ বাণী জীবের ভজন॥
সেই বাণী মূর্ত্তিমতী নাম প্রচারণা।
অনেকে করিতে নামসেবায় যোজনা॥
[illegible] আগমন।
একত্র কীর্ত্তন কার আচার্য্য প্রধান॥
সঙ্ঘভাবে ভজনেতে নামেতে মাতি।
সেবানেবক সেবায় প্রদানিছে রতি॥
কৃষ্ণ কার্য্য সেবা বিনা বাঞ্ছি তব দয়া।
আর নাহি বলে কিছু এমনি সদয়া॥
জগা দয়া করি বলে "আমিত
তোমার"।
"কি কাজ অপর ধনে তুমিত আমার"॥
মূর্ত্তিমতী তব দয়া আমি আজ [illegible]
কতভাগ্যে করে দয়া আমারে হেরিয়ে॥
হেন কৃপা কর নাথ মো হে অধমে।
স্বরূপে যে বা নাম তোমার দয়াময়॥

সহজিয়া-সখ

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তিপাণী)

একদা শ্রীমায়াপুরে কথাপ্রসঙ্গে আমার কালে কোন একটী ভদ্রলোক [illegible]

ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, শিরে শিখা, গলদেশে মালিকা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য একটু উৎসাহ হইল, কেননা "বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।"
তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥
—ভগবদ্ভক্তের নিমেষকাল মাত্র সঙ্গলাভ তাঁহার যে অত্যন্ত মঙ্গল সাধিত হয় তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষেরও কিঞ্চিন্মাত্র তুলনা হয় না, মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদির কথা আর অধিক কি বলিব।

তাঁহার সঙ্গে আরও একটী ভদ্রলোক ছিলেন, পরে জানিলাম দুই জনেই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার। কেবার অন্তর্গত দুইটী স্কুলে কার্য্য করেন। ঘটনাক্রমে তাঁহারা আমার নিকটে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। পরস্পর স্কুল সম্বন্ধে কিছু কথা হইবার পর ভাট্টা-টীয়া কীর্ত্তনীয়ার মুখে রাগরাগিণী কথা প্রসঙ্গে বৈষ্ণববেশী মাষ্টারটী বলিলেন যে, চৈতন্য মহাপ্রভু কীর্ত্তনের মধ্যে খুব রাগের কথা প্রচার করেছেন। সেই সময় নানা রকম ভাবতরঙ্গে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে। আমি তখন মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া বলিলাম যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর সুর-তাল-লয় সংযুক্ত গানে যে আসক্তি, সেরূপ রাগের কথা তিনি প্রচার করেন নাই। তিনি বলেছেন যে, সাধুর মুখে ভগবানের কথার কীর্ত্তন শুনিলে নাকি রুচি হয়, ভগবানের পাদপদ্মে সেবা করিবার জন্য আসক্তি বাড়ে, তিনি সেই রাগের কথা বলেছেন। যে সংসার-বন্ধন মুক্ত হয় তেমন ইতর বিষয়ে রাগের কথা বলেন নাই। তিনি সংসার-দুঃখের নিবর্ত্তক ভগবৎসেবোন্মুখী রাগের কথা প্রচার করেছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি প্রত্যেক কথার সঙ্গে হৃদয়ের ভাব-প্রবণতা দেখাইয়া 'আহাহা আহা হা' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেখানে অনেক লোক ছিল, সকলেই তাঁহাকে পরম ভক্ত লোক বলিয়া স্থির করিলেন। পরে তিনি [illegible] প্রচারের আবশ্যকতা জানাইলেন। আমি বলিলাম যে, কলিযুগে গৌড়ীয়-মঠে শত শত লোক সমবেত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা হরে কৃষ্ণ নামই প্রচার করিতেছেন। এত শুনেই তিনি বলিলেন, "মঠের ভাষা আমাদের [illegible] আমার আবশ্যক। [illegible] প্রচার করছেন [illegible] মতের [illegible]

নদীয়া-প্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করিবার কি দরকার। পূর্ব্বে প্রকাশিত গোস্বামিগণের যে পুস্তকাদি আছে তাহাই পড়িবার অবসর নাই, এক গীতার কত প্রকার টীকা বাহির হইয়াছে তাহার কোন্‌টাই বা পড়ি? কত গ্রন্থ আছে। এত লেখালেখি না করে গোস্বামী সকলকে সহজ হরিনাম করবার কথা বলিলেই ত' যথেষ্ট হয়? আর বৈষ্ণব নিন্দা কি ভাল? কোন বৈষ্ণবের বা গোস্বামীর কি গলদ আছে, সেগুলি লোক-সমাজে জানিয়ে দেওয়া কি উচিৎ?

আমি বলিলাম যে মহাশয় আপনি ত' অনেকগুলি কথা একবারে বলিয়া গেলেন। এসকল সন্দেহ দূর করতে হ'লে একটু সময়ের আবশ্যক; যদি একটু ধৈর্য্য সহকারে শুনেন, তা'হলে আমি যতদূর জানি বুঝিয়ে জানাতে চেষ্টা করিব। এই সকল কথা গৌড়ীয়, নদীয়া প্রকাশ বা পুস্তকাদিতে প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে, বহু বহু ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল পত্রিকাদি বা জৈবধর্ম্ম প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলেই আপনার সকল সন্দেহের নিরাশ হইয়া যাইত এবং আরও অনেক ভক্তির তথ্য অবগত হইয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিতেন। আপনি বোধ হয় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের নিকট প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন ক'রে এসকল জানতে চেষ্টা করেন নাই? তর্কপথ-দ্বারা ভক্তিরাজ্যের কথা জানতে পারা যায় না। গীতাতে ভগবান ব'লেছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

অসীম বৈকুণ্ঠ রাজ্যের কথা অনন্ত অনন্তমুখে বর্ণন করেও শেষ করতে পারেন নাই, শিব ব্রহ্মা যার অশেষ লীলা অবধারণ করতে পারেন নাই, বহু-জন্মেতে যাঁর নির্ণয় হয় না, তার কথা আপনি সীমাবদ্ধ ক'রে শেষ করতে চান? তিনি ভক্তগণের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে সেই ভক্তগণের দ্বারা জগতে [illegible] প্রচার করান; আপনি বলেন কি যে আর পত্রিকা গ্রন্থাদি প্রচারের আবশ্যক নাই? বেদের সহিত যদি [illegible] না হত, তাহলে [illegible] বিস্তারিত ব্যাখ্যা না করতেন, ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু বলি প্রকাশ হত না হত, তা' হলে ভক্তিতত্ত্ব আর কে জানতে পারত? তখন তিনি প্রতি কথায় তর্ক উপস্থিত ক'রে বললেন,—ভাল! গ্রন্থাদি ত' আপনাদের হ'ল, নূতন পুস্তক প্রণয়নের কি আবশ্যক?

আমি—পূর্ব্ব গ্রন্থগুলিও ছাপান হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত, হরিভক্তিবিলাস, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ টীকা বিবৃতি ভাষ্য সহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাতেও আপত্তি. বিবৃতি দিয়া পুস্তকের আকার বৃদ্ধি করবার কি দরকার? সাধারণের সহজ বোধগম্য করিয়া ব্যাখ্যা করা কি দোষ বলতে চান?

তিনি বলিলেন বৈষ্ণব নিন্দা নিয়ে বলবার কথা আছে অনেক, আচ্ছা ওকথা ছেড়ে দিন। বৈষ্ণবের নিন্দা করে বৈষ্ণব-গণকে কি শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে না?

আমি বললাম, গৌড়ীয় মঠের লোক [illegible] বৈষ্ণব জগতে যে [illegible] অবস্থিত, তাহা [illegible] মধ্যে যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য [illegible] প্রবন্ধে শাস্ত্রকথা প্রচার করিয়া সাধারণে জানাইয়া দিতেছেন। তাহাতে কতকগুলি বৈষ্ণব-বেশধারী [illegible] লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা [illegible] বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

[illegible] এই দোষের আধার।
[illegible]
[illegible]

কি নিন্দা করা? সাধু [illegible] সাধুর [illegible] কথা নাই।

তিনি বললেন, তবে বাউল নেড়া প্রভৃতিকে অপসম্প্রদায় বলিয়া [illegible] করা কেন? তারা যাহা আছে তাই থাকুক, যে যেমনভাবে ভজন করে করুক না।

আমি বলিলাম যে, কাহাকেও নিন্দা করিতে নাই—

"তৃণ হৈতে [illegible] হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।"

তবে মহাজনগণ [illegible] তাহা জেনে [illegible]। তিনি [illegible] কথায় [illegible] ক'রে [illegible] করতে পারেন কোন [illegible] পরে চেঁচাতে লাগলেন [illegible] লীলাকথা [illegible] করেন না, [illegible] কথা [illegible] করেন, যে তিনি [illegible] না হয় [illegible] কথা [illegible] কোন [illegible] বললেন, [illegible] তখন তিনি বললেন, আচ্ছা এসব কথা থাক, আপনার সাধুদের লীলাকথা কিছু বলুন? আমি বলিলাম, আমরা লীলাকথা, রসকথা, মান, দুয়ার নিত্যলীলা, চণ্ডীদাসের গান হাটে বাজারে যেখানে সেখানে যার তার কাছে কীর্ত্তন হয়, কিন্তু ঐসকল কথা ইন্দ্রিয়াসক্ত লোক শুনিলে লোকের পক্ষে বাধিত হয় তাহাতে পরমার্থপথ হইতে অনেক দূরে চলিয়া যায়। শ্রোতা বক্তার কাহারও মঙ্গল হয় না। আমার মত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির রসকথা আলোচনা করিবার যোগ্যতা নাই।

একটু রেগে বললেন,—তবেত আমরা নিত্যসিদ্ধ হতে পারব না, লীলা-কথা শোনা হলো না; আচ্ছা তবে কথা না হয় আর হরিনামের মাহাত্ম্য বলুন?

আমি বললাম,—সকলেরই হরিনাম গ্রহণ করা [illegible] নাই। অপরাধ [illegible] নাম [illegible]।

[illegible] অপরাধ
[illegible] আমাদের [illegible]
নাম [illegible] কি [illegible]
[illegible] আমাদের [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমি ও [illegible] কথা [illegible] আপনাদের [illegible] হয় না। আপনাদের ভাব [illegible] আপনারা ভজন করুন, আমরা [illegible] থাকি। আমি বলিলাম, আপনি ত [illegible] গোস্বামী [illegible] সম্বন্ধে [illegible] আলোচনা করুন, [illegible] আলোচনা [illegible] করেন, [illegible] কোন কথা নাই [illegible] আনন্দ আছে করিয়া থাকেন। গীতাতে ভগবান্ নিজ-মুখে বলিয়াছেন—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
[illegible]॥"

ঐ সময়ে ষ্টিমার [illegible] ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়ায় তিনি নামিয়া গেলেন, আমিও তাঁহার মঙ্গলপ্রার্থনা করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই কলিতে শ্রীল [illegible] বাবাজী মহারাজ, [illegible] নেড়া, সাধু, জাতগোসাঞি'—ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিলাম।

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্॥

আমার মত যাঁহারা শিখা তিলক মালা বেষ দেখিয়া ভুলিয়া যান, তাঁহারা কিরূপ ভ্রম করেন দেখুন। শুধু বেষ দেখিয়া সাধু নির্ণয় হয় না, আবার অনেকে ঐরূপ ঠকিয়া সত্য সত্যই সাধুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হন।

অনেক লোককে সাধুর বেষে দেখিয়া চাঁদ বাউল ব'লেছেন—

"বেশ ত বেশ করিছ নেড়া
মাথা নেড়া কঠিছ তিলক নাকে
গলায় মালা।
দেখতে বৈষ্ণবের মত আসলে শাক্ত
কাজের বেলা।
বুদ্ধিহীনের কথায় চলে মহাজনকে
নিন্দে করা॥"

[illegible] স্মরণ রাখিতে হইবে—

[illegible] আছে।
[illegible] সাধু [illegible]॥
[illegible] কি বা [illegible]।
[illegible]॥

সংক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পঞ্জিকা

শ্রীগৌরাব্দ [illegible], বঙ্গাব্দ ১৩৩১

২ বিষ্ণু ১১ চৈত্র ২৫ মার্চ্চ বুধ [illegible] [illegible] প্রভু [illegible] [illegible] উপবাস [illegible] রা ৪।৫৭ [illegible] [illegible]।

১১ বিষ্ণু [illegible] চৈত্র [illegible] মার্চ্চ [illegible] [illegible] গোস্বামী [illegible] [illegible] রা [illegible] [illegible] প্রাতঃ [illegible] বণিক [illegible] [illegible] রা [illegible] [illegible]।

১৩ বিষ্ণু [illegible] চৈত্র ২৭ মার্চ্চ [illegible] [illegible] গোস্বামী [illegible] [illegible] রা [illegible] [illegible]।

১৪ বিষ্ণু ১৪ চৈত্র ২৮ মার্চ্চ শনি [illegible] গোস্বামী [illegible] [illegible] রা ১০।৬ [illegible]।

শ্রীরামনবমীর উপবাস, মধ্যাহ্নে জন্মোৎসব।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্ত গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের স্বরূপ, পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, বিদ্যা ও মৌলিক তত্ত্ব, শ্রীগুরু-শিষ্য ও অন্যান্যের প্রেম, প্রতিযোগী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমতত্ত্ব, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, গুরূপদেশ সম্বন্ধে পরিষ্কার পারিভাষিক, মহাজন, বৈষ্ণবদীক্ষা ও শিক্ষাতত্ত্বের ভেদ, ভগবদ্ভক্ত, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতির ভ্রান্তিমূল, জীবের বদ্ধ দশা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগুরুর অধিকার, কৃষ্ণের অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও ভক্তি তত্ত্বের সামঞ্জস্য, সাধুসঙ্গ ও বৈষ্ণবনিন্দা, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ইচ্ছা বা আত্মার প্রধানতঃ-ভেদ, ইতিহাসপুরাণ ও গৌড়ীয়ভাষ্যের প্রমেয়, সম্বন্ধজ্ঞান, বিষয়ভেদে অধিকারী, সাধুবৈষ্ণব, মধ্যম, নবীনপ্রেমে প্রভৃতি সমাধান সাধুসঙ্গের অভাবে চিত্তের দুর্ব্বলতা, অন্য সকলদিকের অযোগ্যতাসত্ত্বে প্রবৃত্তি কেন হয়। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের ছোট বড় অজ্ঞান ও সংশয় সকলেরই পরমগুরু শ্রীবিগ্রহ এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষা এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত-কাল এই গ্রন্থখানি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তৃতীয় সংস্করণ বাহির করিয়াছি। ইহাতে কথাগুলি ঝরঝরে করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে। বিষয়, বস্তু, লেখার ভঙ্গে নাম লেখা হইয়াছে। ডবল ক্রাউন—৩৬৬ পৃষ্ঠা সংখ্যা, ১২ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমস্ত বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাধা—১৸০ দেড়ে দুই টাকা

মূল্যবান গ্রন্থরাজি দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অবশ্য সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় লিখিত হইয়াছে। এইরূপ শ্রেণির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থরাজি দ্বারা সমাজের যে প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। ধর্ম্মের, মনের ও আত্মার তত্ত্ব কি? ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? প্রভৃতি বিষয় মীমাংসা এমন সুন্দরভাবে গ্রন্থকারকে আলোচনা করিতে দেখি, প্রথম পাঠ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিম্নে কোন অংশ পাঠ করা যায় না।

শ্রীসজ্জনতোষণী

দ্বিতীয় সংস্করণ ৸০ আনা

গৌড়ীয় শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভুর উপদেশক্রমে যে সকল কথা বলিতেন, তাহা তাঁর প্রিয় শিষ্যগণের অনুরোধে ও উপদেশে লিখিত হইয়া সজ্জনতোষণীতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা পাঠে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ শিক্ষা ও ভজনের বহুতরো বিষয় জানিতে পারা যায়।

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ প্রতি প্রবন্ধের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত পেস্ট্, অক্ষরে ভবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ইষ্ট গজের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাভাস শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে উচ্চারিত হইয়া নামের মহত্ত্ব, নামাভাস ও নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যে সকল বিচার করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তৃতভাবে এই গ্রন্থে সকল প্রকার সংশয় অপসারিত হইয়াছে। এর সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃত

(সঙ্কলনীয় কার্য্যস্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে আচার্য্য-পরম্পরা ও পাশ্চাত্যদেশের বৈজ্ঞানিক পরম্পরা। শ্রীবন্দির ও বিদ্যালয়ের বিভেদ ও বৈজ্ঞানিকের সাধনমূলের তাৎপর্য্য ও বিশেষ। ২। মহাবিদ্যের কৌতুক পাঠের আকৃষ্ট মূলে ঘটনার কথা। চারখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০ ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা। (এক খণ্ড নাই)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ৮আনা, ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের শ্রীবৈষ্ণবগণ ৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড গাইবেন [illegible] গাহকদিগের নিকট গ্রন্থ। ইহার মূল্যবান অতি সাধারণের নিকট গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবত ভাগ কোটেশন ৮ম খণ্ড ৸০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত সঙ্কলিত

বলিচোরস্তুতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন

পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কথঞ্চিৎ কম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কেরালা কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আছেন, বাঙ্গালিদেহের কুইনিন ম্যালেরিয়ার এই ঔষধটিকেন খাবে।

এক কেরালা কুইনিন খাবা [illegible] একটী বা দুইটী বড়িকাদেহে সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়ার বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী বড়িকাদেহে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া থাকে।

৬ বড়িপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ডাঃ ৸ টাকা

বাহির কোম্পানী ও ফার্ম্মাসী ম্যানেজারের

১৯১ নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নীতি-গ্রন্থাবলী:—

শ্রীশিক্ষাষ্টক

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

ভেক ও মনের ভেদ। অনেকের সন্দেহ—ভেক ধরিলে জীব নিস্তার পায়, কিন্তু মনের ভাব পরিবর্ত্ত শ্রীভগবানের প্রতি ব্যতীত কোন ভাবেই ভাবোন্নতি প্রাপ্তি হয় এবং প্রকৃতপক্ষে সম্বন্ধজ্ঞানের বিকাশে যে ভাবের পরিচয় হইতে হয়, তদাদি বিষয়ক প্রাঞ্জলভাষী প্রাঞ্জল ও আত্মোন্নতিমূলক গান। ছাত্রগণ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

পকেট সাইজ

কল্যাণকল্পতরু

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নানা কার্য্যে ও কামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি, কিন্তু সে প্রার্থনা কল্যাণ বাঞ্ছা হইয়া থাকে এবং তাহা ঈশ্বরের কোন কার্য্যে, কোন কামনায় আমরা কেন কল্যাণকারক এবং কোন কার্য্যে আমরা কেন কল্যাণকারক এই সকল কথা বলিয়া দিয়াছি। এই গ্রন্থখানি আমাদের কল্যাণের কল্পতরু, তার প্রত্যেকে নিজ কল্যাণ করিবার সময়।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ

সর্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর ইসলাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যরাজ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাক্ষাৎ-তীর্থ, পরবিদ্ধ পীঠ বা সাধকের ভজন-স্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীচরিতামৃত ষাবতীয় বাঙ্ময়-বেদ-সমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-পঞ্চরাত্র চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও মাধুর্য-সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের পরিচর্যা নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মহারাজে সারস্বাত দৈনিকগণ সাধুসম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা-গৌর-নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠী-কীর্তন প্রচার-মুখে মহামহোৎসব দিবসাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী। সহকারী—প্রচার [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীবিশ্বানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কানিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাচারিত সুনিশ্চল 'অকিঞ্চন-প্রচারোদ্দেশে' গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীল-কিশোরানন্দ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুভ-সম্প্রদায়ে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-দামোদর আট সপার্ষদ নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী প্রকাণ্ড মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই মঠালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ইহা ব্যতীত মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, সপ্রমাণ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যরাজ শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশবী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামকেশবী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভাগবতাচার্য বি-এ, শ্রীপাদ নবগোপাল ভাগবতাচার্য, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীগোপীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকীর্তন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যোদ্ধার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(২) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীশ্রীরাধা ও শ্রীদামোদরের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—যোগপীঠাধীশ্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য প্রভু শ্রীরামনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী। শ্রীপাদ-দাস অধিকারী, সেবাপরা শ্রীতারাব্রহ্ম।

(৩) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীল পাঠান ব্রহ্মচারী, শ্রীমধু ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস পাবনী।

(৪) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৫) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, রামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬) শ্রীবাসাঙ্গন দুঃখী [illegible]

শ্রীগোকুল, মথুরাপত্তন (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও শ্রীনিতাইগৌর শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীল গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলদাস পাবনী।

(৭) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহেশ গিরি।

রক্ষক—শ্রীমঠের আচার্য [illegible] বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তরাজ অধিকারী প্রভৃতি।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহেশ গিরি।

রক্ষক—শ্রীমঠের আচার্য [illegible] বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তরাজ অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, মহেশগঞ্জ, বরিশাল।

শ্রীল বাসুদেব দত্ত প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীবিশ্বরঞ্জন আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

বাগজুর, পঞ্চসরটী পি[illegible]

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীবাদক্রমমন্দির—

মাউপাড়ি, ভাদগর, বরিশাল।

শ্রীবাসাদিগণের [illegible] স্থান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আশ্রম

শ্রীগদাধর প্রেস, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলাকাড়া, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

১৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগৌর-গোবিন্দ পাঞ্চরাত্রিক বিগ্রহের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

চক্রিকা সদাবিলী সভা, পাবিহাটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা।

রক্ষক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], বাহাদরপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরমানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

ডাকঘর ও পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগ ক্রান্তিকা গভিমাধী[illegible] সেবা। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীভাগবতশেখর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পুরীধাম, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাদামোদরজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যাভূষণ, ব্রহ্মচারী শ্রীনারায়ণ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্দির [illegible] বন্ধ। রক্ষক—ব্রহ্মচারী লোকমেশ্বরী প্রপন্নাশ্রমী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাদামোদরজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনারায়ণ।

(২২) শ্রীনবদ্বীপ-গৌড়ীয় মঠ

৬নং অযোধ্যাবাসপুরা, কাশী।

[illegible] সজ্জন-শিক্ষাগার।

এখানে গোবিন্দের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহবাস কুঞ্জ, শ্যামকুণ্ড, বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-রাধাকান্ত-জীউদ্বয়ের সেবা।

রক্ষক—শ্রীমধু-নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

টেলিয়াকোপা, সাহাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীশ্রী-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনিত্যানন্দ।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুপচুপিয়া, চিরকুড়, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাধা-গোবিন্দ সেবাধিকারী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগোবর্ধনে ব্যাসের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুপদজী।

(২৭) শ্রীজগন্নাথপুরী প্রপন্নাশ্রম-মঠ

শ্রীজগন্নাথপুরী, পোঃ বালু, মালদহ

এখানে বহু ভূসম্পত্তি শ্রীগোবিন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রী নিবারণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) বিদ্যা গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

১৮৫বেণ রোড, সিঁড়ি বিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীনারায়ণ[illegible]

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোপীমোহন

[illegible]

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৩০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১।৵০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২।	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
৫।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)	২৲
৬।	জৈবধর্ম্ম	
৭।	মুক্তিমঞ্জিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
৮।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
৯।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১০।	চিত্রে নবদ্বীপ	১৷৷০
১১।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
১৩।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
১৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
১৫।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৬।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸০
১৮।	ভজনরহস্য	৷৷০
১৯।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	৷৷০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷৷০
২১।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	৷৷০
২২।	শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ	৷৷০
২৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷৷০
২৪।	ব্রহ্মসংহিতা	৷৷০
২৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵০
২৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৵০
২৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৵০
২৮।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	৷০
২৯।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৩০।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	৷০
৩১।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
৩২।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	৷
৩৩।	শ্রীভুবনেশ্বর	৵০
৩৪।	ঐ প্রমাণখণ্ড	৵০
৩৫।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৵০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

	(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
	(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
	(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১৷৷০
৩৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৵০
৩৭।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৩৮।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৩৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৪০।	গীতমালা	৴১০
৪১।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪২।	নবদ্বীপশতক	৴০
৪৩।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪৪।	সাধনকণ	৴০
৪৫।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৬।	শরণাগতি	৴০
৪৭।	গীতাবলী	৴০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴০
৪৯।	সাংখ্যবাণী	৴০
৫০।	অল্পপঞ্চক	৴০
	শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী	৴০
৫১।	অর্চ্চনকণ	৷৷০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	৷৷০
৫৩।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	৷০
৫৪।	তত্ত্ব-সূত্রম্	৷০
৫৫।	সারাংশবর্ণনম্	৵০
৫৬।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭।	গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮।	নামভজন	৷০
৫৯।	লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	৷০
৬০।	বেঞ্চ বীজম্	৷০
৬১।	দি ভাগবত	৷০
৬২।	ইরেটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	
৬৩।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ হজ্ ডুইং	৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	৷৷০
৬৫।	কল্যাণ কল্পতরু	৷৷০
৬৬।	সাধন পথ	
৬৭।	গীতাবলী	
৬৮।	শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণসুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ।। সুবর্ণ সুযোগ।।।

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রী প দের বক্তৃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভাননী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয়খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

কবিরাজগণ যাহা মুক্ত হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে এক বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আমিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হইয়াছি।

১। চন্দ্রপ্রভা বটিকা—ইহার নামটীও যেমন তাহার গুণও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্ম প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রদর রোগে, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি সকল রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিনায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রা রোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মধুর বটিকা—ইহা সেবনে প্লীহা ও অন্ত্রসম্বন্ধিক দোষ ও যকৃৎ পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানগ্রহ ঔষধালয়

২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ সহ ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিকাশ ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—বারাণসীধাম কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণিত। সচিত্র পাকা প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ৷৷০

উৎকৃষ্ট ব্রোঞ্জ-কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—ইহা পাঠে ভক্তের হৃদয়ে কিরূপ ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। মূল্য ১০ আনা।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট কালীয় নাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বকণ্ঠনিঃসৃত প্রার্থনা, মহাজন-পদাবলী, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। ইহার মূল্য ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

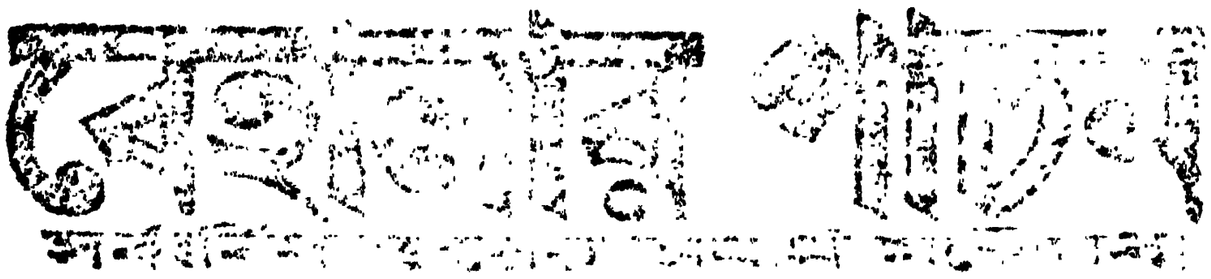

মফঃস্বলের যে সকল ভদ্র ও আঃ শিক্ষিত অবস্থায় ছোটবোতলের সমস্তগুলি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও বাজীকরণ, বীর্য্যশক্তির হ্রাস, অজীর্ণে ভুক্তপাক, অম্লদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অম্বিমান প্রভৃতি সকল রকম বিকার অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। মূল্য, বড়ী ১, এক টাকা।

শ্রীযুক্ত সাক্সেসফুল ফার্মেসী

পূর্ব্বপুরুষ হইতে যে সকল রোগে ঔষধ আরোগ্য করিয়া, সাধারণের নিকট ৫০ বৎসর যাবৎ **প্রসিদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য** হইয়া আসিতেছে। মূল্য ৫ তোলা ১, টাকা।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনের ব্রাহ্মী ঔষধালয়

বীর্য্যহীন ও স্নায়বীয় দুর্ব্বল ও রুগ্ন করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৫ বটী ১, এক টাকা।

ম্যানেজার সাক্সেসফুল ফার্মেসী, হেড অফিস—
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৬৮ নং সুটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

১। শূলান্তক

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

কামেচ্ছা ও শুক্রতারল্যের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অম্বল, টকোদ্গার, পেটফোলার মহৌষধ। ডিবা ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহাশত্রু ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী
পোঃ টয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯৩নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যাদের অকালে সন্তান মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই বলা, তখাপি যাহারা নানাবিধ অনিষ্টকর ঔষধ সেবন করিয়া আজীবন মরা হইয়াছেন। যাহাদের জবা নাশ, শরীর ভেঙ্গে, প্রমেহ পাতলা ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, নপুংসক, ধাতুস্রাব, স্বপ্নদোষ, অল্প বয়ঃ স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হইয়াছে, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
কলেজপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মুখার্জ্জী মাদারীপুর দৈনিক-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত জনচারী ভক্তি কুসুম এম্, এস্, ওক্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নমুনা বর্ত্তমান-

সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৫ শ্রীধাম মায়াপুর ইং ১৫ই চৈত্র রবিবার বঙ্গাব্দ ১৩০৭, ২৭শে মার্চ্চ, ১৯০১

কতিপয় শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ

শ্রীধামমায়াপুরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
* ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৹
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাগবত-সন্দর্ভ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৸৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (দ্বিবাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। বৈষ্ণবগীতা ২৲
৭। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষৎ সায়ণভাষ্য (বাঙ্গালা) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ৸৹
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কল্প ও শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
১৩। বৈষ্ণবমহিমা-সমাজাত (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸৹
১৫। নবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণ ৸৹
১৬। গৌরসুন্দরাষ্টক ৸৹
১৭। প্রেমাবতার (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৹
১৮। ভজনরহস্য ৸৹
১৯। গীতায় কেবল ভাক্ত-ভাব ৸৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৸৹
২১। নামকৌমুদী (বাঁধা) ৸৹
২২। শ্রীগৌড়ীয়কণ্ঠমণিমালা সানুবাদ ৸৹
২৩। গৌরসুন্দরাষ্টক সানুবাদ (ত্রিভাষাযুক্ত) ৸৹

২৪। ব্রহ্মসংহিতা	৸৹
২৫। গৌড়ীয়-গীতাবলী	
২৬। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি	
২৭। সাধনদীপিকা (৩য় সংস্করণ)	৵৹
২৮। মালমঞ্জরী সানুবাদ	
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা সায়বাদশতদূষণী	
৩০। ঈশোপনিষৎ (শ্লোকের ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বঙ্গানুবাদ সহ)	
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর	
৩৪। ঐ ক্রমদর্পণ	
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৵৹

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸৹
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১৷৹

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

নিলাম ইস্তাহার

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

২। ঐ থানার সামিল মলুইপুর মৌজার ৩ খতিয়ানের ৷৷৵০ আনা রকম পত্তনী স্বত্বাংশ উক্ত জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানার অন্তর্গত রঘুনাথপুর গ্রামে বিনোদ বিহারী সাহা দিং সেরেস্তার ৪ খতিয়ান মোল রকমে ও মলুইপুর মৌজার ৷৷৹ আনা অংশ একত্রে দীঘা কারেন্তরীতে মোট ৩৫০৸৵ আনার রাজস্বের একের চার অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৫০)

২২৩৯ মনিজারি ৩০ দাবি ২৭৷৷৹

ডিঃ রামকানাই ভট্টোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা।

দেঃ ভোলা বিবি দিং সাং সিংহাটী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল সিংহাটী গ্রামে ডিক্রীদারগণের সেরেস্তার ১৫৩ ৫২ ২-৬৮ ঃ জমি ১৪৸৵৯ জমা দেঃ ।৵৷৷ ৩৷৷৹ মূল্য আঃ ২৫৲

(১৫১)

২২৫১ মনিজারি ৩০ দাবি ১৪৸৫৸৩৷৬

ডিঃ যাদব চন্দ্র নন্দী সাং বড়াল্লাট নবদ্বীপ

দেঃ দীনেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ সামিল নিজ নবদ্বীপ গ্রামে ৩৭৮ খতিয়ানের ৮০ কাঠা কায়েমী মৌরসী জমি মায় পাকা দ্বিতল কোঠা ও দুই পাইখানা প্রাচীর ইত্যাদি মোল আনা রকম মূল্য আঃ ১০০০৲

(১৫২)

২৪৯ মনিজারি ৩১ দাবি ১১৭৲

ডিঃ বনমালি পাল দিং সাং বেথু ।৵৷৷৹৷৷৹

দেঃ খোকন সেখ মণ্ডল দিং সাং ধাপারিয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন ধাপারিয়া গ্রামে কালীমতি দাসী দিং সরকারে ৭৩৮ খতিয়ানের ১-৭২ শতক জমি ১৷৵৯ রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজার ঐ অধিন ৩৮ ও অধিনস্থ ৪০৯।৪১০ খতিয়ানের ২৭-৭৭ শতক জমি মূল্য আঃ ১০০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজার ঐ জমিদার সরকারে ৩৮২ খতিয়ানের ১২-১০ শতক জমি ১৷৵৯ রায়তী স্থিতিবান জমা মোল আনা মূল্য আঃ ৭৲

৪ ঐ থানার ঐ মৌজার ঐ সরকারে ৩৮৪ খতিয়ানের ৫৯ শতক জমি ১৲ রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজার ঐ সরকারে ৩৮৮ খতিয়ানের ৫৬ শতক জমি ৷৷৵০ রায়তী স্থিতিবান জমা মোল আনা মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ থানার ঐ মৌজার মন্মথনাথ সরকারের অধিন ৭০৭ খতিয়ানের ৩৬ শতক জমি ৷৷৹ রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ৫৲

৭। ঐ মৌজায় রমণীরঞ্জন সিংহ দিং অধিন ৭৩৬ খতিয়ানে ১-১১ শতক জমি রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ৭৲

৮। ঐ মৌজায় ঐ সরকারে ৭৩৭ খতিয়ানের ৩৬ শতক জমি ৩৵ রায়তী স্থিতিবান জমা মোল আনা রকমে মূল্য আঃ ১০৲

(১৫৩)

২২৯৮ মনিজারি ৩০ দাবি ৫৮৵০

ডিঃ কালীচন্দ্র বিশ্বাস সাং জয়পুর

দেঃ তোফাজে সেখ দিং সাং রাধাকান্তপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা কাঁচরাপাড়ার সামিল ৫ক গোবিন্দ মৌজায় কালাচাঁদ সিংহ রায় দিং সেরেস্তার ২৫ খতিয়ানের ২-৯ শতক জমি ৷৷৵৩ রায়তী স্থিতিবান জমা দেঃ মোল আনা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানার অধিন ঐ মৌজায় ঐ মাহেশ অধিন ২৩ খতিয়ানের ৩১২ শতক জমি ৷৷৹ রায়তী স্থিতিবান জমা দেঃ মোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা অতি মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। অতি নিম্ন ব্যবস্থার কারণ মাত্র কটিন।

১। চন্দ্রপ্রভা বটিকা—ইহার নামটিই যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা। মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাকারক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মঞ্জুর বটিকা—ইহা সেবনে প্লীহা ও অন্ত্রঘটিত রোগ, কালীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া, দুর্ব্বলতা দূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :— আশুতোষ ঔষধালয়

২১নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ সহ ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিদ্যার ও লীলার ৯ নয়টী দ্বীপ-পরিচয় এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মায়াপুর—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোরম ভাবে বর্ণিত। সকলের সাধ্য প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।৵০

উজ্জ্বল ব্লেক-রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনব দ্বিপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে আছে। আট আনা মাত্র।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীশ্রীমদনমঞ্জরী, শ্রীশ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধিকার অষ্টনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বরচিত প্রার্থনা, প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির স্বললিত গীতাবলী ছন্দাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। বহুবর্ণরঞ্জিত ভিক্ষা ।৵০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

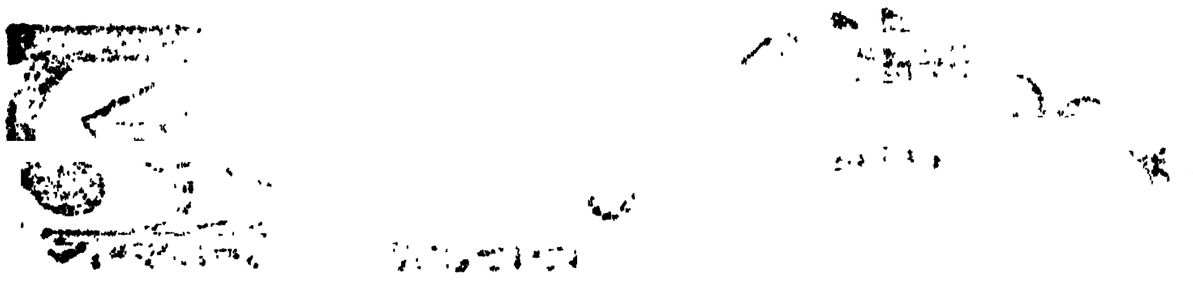

মফঃস্বলের যে কোন স্থানে ডাঃ পিঃ-তে ঘনীভূত ৬ মাত্রায় ছোটরোগীদের জন্য বিশেষ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, পাঁচটি ৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং ভূঁইমাড়াঞ্চা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

প্রস্তুতকারক

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুপরিবর্দ্ধক, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহে শুক্রস্রাব, অসাড়ত্ব, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিবারণে আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মদনমহৌষধি স্নান"

পুরুষত্বহানি রোগে স্নানমাত্রেই রোগ আরোগ্য করিয়া শরীরে বল সঞ্চার করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"মদনমনোবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, বেলেঘাটা

৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারেন্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

রোগের ও স্বাস্থ্যভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অর্শ কাঁকড়া, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহৌষধকালী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক লোকদ্বারা দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

২০নং কমলাপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যে ঔষধ মৃতকল্প রোগী মানুষকে বাঁচাইবার জন্য ঔষধ বিক্রয় হয় নাই বলা, তথাপি যাহারা নানাবিধ অভিজ্ঞতার ফলে অতি নিম্ন শ্রেণীর লোক নহে বলিয়া জানে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার রোগ, প্রমেহ পাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ডায়বিটিস, পায়রিয়া সংক্রান্ত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে দুঃখিতা জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকখরচা সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

জেনারেল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

ফতেপুর, থার্টিনিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

প্রথম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য ভক্তি বুদ্ধম এল্, এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১১ই চৈত্র বৃহস্পতি, ১৩৩১।

শ্রীভগবজ্জন্ম

শ্রীভগবানের জন্ম লীলা মর্ত্তজীবের ন্যায় নহে। উভয়ের জন্মে পার্থক্য আছে। জীব কর্ম্মবশতঃ লিঙ্গ শরীরকে আশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। বাঙ্ক মতে বদ্ধজীবের দেহ ছয়টী বিকার-যুক্ত অর্থাৎ জীব কর্ম্মফলে দেব-মানব-তির্য্যগাদি দেহ লাভ করে। উহা শুক্র-শোণিত-জাত। তাহার জন্ম হইয়াই জলবুদ্বুদের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু কিছুকাল অবস্থান করে। আবার তাহার অবস্থানও বৃক্ষ বস্তুর ন্যায় নহে; তন্মধ্যে বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশরূপ অবস্থাচতুষ্টয় পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে জীবের যে বিশুদ্ধ চিৎ-শরীর, তাহা স্থূল ও লিঙ্গদেহে আবৃত হইয়া যায়।

এইরূপে জীবের ন্যায় কর্ম্মফলসাধ্য হইয়া শ্রীভগবানের জন্ম হয় না। জীব যেরূপ স্ব স্ব-প্রাক্তনফলে ভিন্ন ভিন্ন দেহ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, ভগবান তদ্রূপ নহেন, তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই তিনি প্রপঞ্চে আগমন করিয়া থাকেন। জীববৎ ইঁহার দেহও স্থূল-লিঙ্গ-দেহত্রয়-দ্বারা আবৃত হয় না কিম্বা ইঁহাকে ত্রয় শরীর গ্রহণ করিতে হয় না। জীবের আত্মা ও দেহে পার্থক্য আছে, ভগবানের দেহ ও আত্মাতে পার্থক্য নাই, ইঁহার দেহ-দেহিভেদও নাই। যথা—"দেহদেহি বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে, বিদ্যতে ক্বচিৎ।"

বদ্ধজীব যেরূপ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার বশীভূত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ভগবান্ তদ্রূপ মায়ার অধীন হন না। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের উক্তি—অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

শ্রীভগবান্ সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয় স্বরূপ। তিনি স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয় করিয়া নিজ স্বরূপেই জীবের প্রতি কৃপা করিয়া আবির্ভূত হন। সূর্য্যের উদয়ের ন্যায় ভগবান্ও লোকচক্ষুতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন মাত্র। সূর্য্য আলয়বশে নিয়মিতভাবে উদিত হয়, কিন্তু ভগবান্ স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হন মাত্র। তাঁহার বৈকুণ্ঠাবস্থায় যে নিত্য স্বরূপ, তাহাই প্রাপঞ্চিক জগতে অবতীর্ণাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রাকৃতাতীত মন লোকের নিকট ভগবান্ ধরা দেন কি না, ইহাই শ্রীভগবানের জিজ্ঞাসা। যথা—

"ভক্তানামনুকম্পার্থমাত্মভাবোঽপি যদ্ভবেৎ।
ন মৃত্যুতে সদাস্মাভির্বৃথা দুর্দ্দিতপোব্রতৈঃ॥

তাঁহা শক্তি অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য। তাহা লৌকিক চিন্তার দ্বারা ধারণা করা যায় না অথবা যুক্তিদ্বারা নির্ণয় করা যায় না। অতএব এই মাত্র জানা কর্ত্তব্য—অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ কোন প্রাপঞ্চিক বিষয় বাধ্য নহেন। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব অনায়াসে বিভুরূপে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ করিতে পারেন অথবা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পরিবর্ত্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত সচ্চিদানন্দ ও প্রাপঞ্চিক বিষয় অতীত হইয়াও প্রপঞ্চে পূর্ণরূপে উদিত হইতে পারেন, তাহাতে কোন বাধার কারণ নাই।

ঘোড়ার ডিম

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি. এল)

পাঠকবর্গ! আর আপনারা যে মার দিকে তাকাইয়া সকলেই হাসিবেন এ দুনিয়াশুদ্ধ লোক সবলেই হাসিবে। কিন্তু জিনিষটি এমনি যে, সংসারের প্রত্যেক জীব মাত্রই ইহার সন্ধানে ব্যস্ত। বহু আয়াসসাধ্যও অলভ্য এই দ্রব্যটীর সন্ধানে তৎপর হইয়া যে কত লোকের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করিয়াছে বহু লোকের উপ

ঘোড়ার ডিম কখনও

দেখিলেও নামটী বাল্যকাল হইতেই কর্ণগোচর হইয়াছিল। বাল্যকালে পাঠশালায় গুরুমহাশয় বলিতেন যে, যে সমস্ত প্রাণী ডিম পাড়িয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ না তাহারা ডিম প্রসব করে। জিনিষের নাম প্রচলিত আছে, অথচ জিনিষটার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, এরূপ ধারণা তখন মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। তাই গুরুমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আজ্ঞা ঘোড়া ত ডিম পাড়ে না, তবে সে ডিম পাড়ে কেন?" গুরুমহাশয় কিন্তু বে-আদবী দেখিয়া আমার পৃষ্ঠে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়া প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। তৎকালে বেত্রাঘাতের যাতনায় প্রশ্নটী পলায়নপর করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

কিন্তু জিনিষটীর কথা ভুলিতে পারিলাম না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতে লাগিল, জিনিষের নাম যখন পাওয়া গিয়াছে তখন জিনিষ অবশ্যই মিলিবে। কপালদোষে সদ্গুরু মিলিল না। অগত্যা স্বয়ং সাহায্যে উহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। বহু দেশ বিদেশ এবং বহু বহু লোকের নিকট সন্ধান করিলাম, সকলেই আশ্বাস ও উপহাস করিতে লাগিল এবং পাগল বলিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। এক একবার মনে হইল, তবে কি বাস্তবিকই আমি পাগল হইলাম।

মনটা বড়ই খারাপ হইল। দেশের আর ইষ্টাদি লোকের নিকট না গিয়া বড় বড় সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পণ্ডিত, ব্যবহারজীবি-বিশারদ, রাজনীতি বিশারদ, নৈতিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট গেলাম। কিন্তু তাঁহারাও ঐ বস্তুটীর প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিতে পারিলেন না। সকলেই জিনিষটীর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন এবং নিজ নিজ বিচারানুযায়ী বস্তু-প্রাপ্তির প্রণালী বলিলেন। কিন্তু তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না।

এইরূপভাবে বহু কাল গত হওয়ায় হতাশ হইয়া পড়িলাম। এমন অবস্থায় হঠাৎ একদিন স্বপ্নে দেখিলাম যে, বর্দ্ধমান জেলার তেঁয়া মার্চ্চ গ্রামে প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌর চন্দ্র-প্রেমে মহানাম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং তদুপলক্ষে সেখানে বহু সাধু, বৈষ্ণব ও শুদ্ধভক্তের সমাগম হইবে। মনে হইল, অনেক যায়গায় ত' গেলাম করিয়াছি, একবার শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট গেলে কেমন হয়। সঙ্কল্প করা মাত্রই

সময় আসিতে হইলে হয় যায় ইহাই

যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, জীবনে যে দৃশ্য কখনও দেখি নাই। কত দূরদেশ হইতে বিভিন্ন, মহান্ত ও সজ্জন সম্প্রদায় আসিয়াছেন, লোকে লোকারণ্য, সকলেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক বেশধারী বৈষ্ণবগণের মুখে হরিনামের উচ্চরবে কেবল জয়জয়কার শব্দে নিমগ্ন। সেখানে আর অন্য কোন কথা নাই, কেবলমাত্র হরি নাম, নাম কীর্ত্তি ও গৌর-প্রেমের কথা। স্থানে স্থানে সাধু-সন্তগণ বাহিরাগতকে হরিনামামৃত করাইতেছেন

কোথাও বা শ্রীমঠের অধ্যক্ষবর্য্য পরমহংস গোস্বামী মহারাজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া কৃষ্ণকথা আস্বাদন করিতেছেন। আমার ন্যায় বহির্মুখ জীব যে কখনও স্বপ্নেও হইতে পারে এমন কল্পনা করিতে পারি নাই। 'বৈকুণ্ঠ' কথাটী কেবল মাত্র শোনা কথা বটে, কিন্তু এই স্থানটী দেখিলে মনে হয় যেন ইহা প্রকৃতির অতীত কোন একটী রাজ্য হইবে, ইহা চিন্ময় ধাম না হইয়া যায় না।

যুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে মহতী সভার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে, সেখানে একটী অত্যন্ত মহৎ সম্প্রদায়ের শ্রোতৃবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। সকলেই চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে আবিষ্ট হইয়া হরিকথামৃতপানে মত্ত। স্থানটী একেবারে নিস্তব্ধ এবং সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন কি এক অপূর্ব্ব শান্তি বিরাজমান। দেখিয়া শুনিয়া আমিও বসিয়া পড়িলাম।

বিষয়-বিষ্ঠার কীড়া আমি, পঙ্কফুলের মধ্যে অবস্থিতি আমার ভাল লাগিবে কেন? সেখানে ইতর গ্রাম্য কথা না থাকায় আমার প্রাণটা যেন আন্‌চান্ করিতে লাগিল, আমার শয্যাকণ্টক বোধ হইল। স্বামিজী মহারাজ অনেক শাস্ত্রকথা আলোচনা করিবার পর

নামাশ্রিত বস্তুটীর স্বরূপ অবতারণ করিলেন। আমার আর উঠিয়া যাওয়া হইল না।

স্বামিজী বলিলেন, 'দেখুন, এই সংসারে আমরা সকলেই সুখের আশায় লালায়িত, কিন্তু এত কোনদিন প্রকৃত সুখ পাইয়াছেন কি? যেটীকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকি, সেটী কেবল দুঃখের অভাব মাত্র, প্রকৃত নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিত্যানন্দ নহে। মরীচিকায় জলপ্রাপ্তির আশার ন্যায় এই সংসারমরুতে প্রকৃত সুখ পাইবার আশাও একেবারে বিফল। মায়ুষ বহির্মুখ জীবগণকে রক্তশোষণ করিবার জন্য মায়াদেবী কর্ত্তৃক এই সংসার-কারাগারে রহিয়াছে। বহু লক্ষ দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া মায়াদেবী ব্যতিরেকভাবে আমাদিগকে কৃপা করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না।'

তিনি আরও বলিলেন,—প্রকৃত সুখ বা নিত্যানন্দ লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রে বলিয়াছেন, পরিত্রাণের একমাত্র সদ্গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় লইয়া শ্রীনামাশ্রয় যাচিত কলিযুগে জীবের আর অন্য উপায় নাই। জিনিষটী ঠিক ঘোড়ার ডিমেরই মত নামও মাত্র আছে বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

অল্পাভাবটী হইয়া ঘোড়ার ডিমের প্রকৃত হইতে মত) যে ডিমের ভিন্নের সার্থ-মনে হইতে হয়।

নীলাম-ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই এপ্রিল, ১৯৩১

২৩৯১ খাংজারি ১০ দাবি ১৪৯৸৶৬

ডিঃ অনেন্দ্র মোহন ভাদুড়ী সাং শ্রীরামপুর জেলা হুগলী

দেঃ নেহার সেখ দিং সাং মাঝেরচর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের অন্তর্গত মৌজে মজিদপুর সামিল বনকর তোপাদে মধ্যে ডিক্রীদার সেবেস্থায় দেঃ ২৪৯ খতিয়ানে ২৩।০৸৶০ জমির কাত ৪৪/১৫ দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২)

২৩৬২ খাংজারি ৩০ দাবি ৮৮৶০

ডিঃ অমিয় পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ আক্কেল তরফদার দিং সাং জালালখালি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী সামিল জালালখালি মৌজায় ডিক্রীদার সরকারের দেঃ ৯৮ খতিয়ানে ৬-৯১ শতক জমি ১৭/৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩)

২৩৪৭নং খাংজারি ৩০ দাবি ৫৫৷৶৬

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ ভবতারিণী দাসী দিং সাং খাঁড়ুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের সামিল খাঁপুর মৌজায় ডিক্রীদারের সেরেস্থায় নলদহ মৌজায় ৯৭৭নং খতিয়ানে ১-৩৯ শতক জমি ৫৶০ রায়তি মোকররী জমা। দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

২৩৪৩ খাংজারি ৩০ দাবি ২১৷০

ডিঃ নৃসিংহ পালচৌধুরী দিং সাং চকহাটীশালা

দেঃ মুটু সরদার সাং সোনাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর সামিল সোনাতলা গ্রামে দেঃ ৫০৭ খতিয়ানের ৫০ শতক জমি ২৷৷০ হারে ঐ জমা ২৫ পরিমিত অকৃষ্ণাথ ৮ আনা মূল্য আঃ ৫

(৫)

২৩১৩ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৶০

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ [illegible] পোঃ [illegible]

[illegible] মৌজায় দেঃ ৬৫৩৷৷০ খতিয়ানে ডিক্রীদার সরকারে ৩০৮ শতক জমি ১৶০ জমা তদুপরিস্থ বাড়ীঘর জানালা কপাট ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫৲

(৬)

২৩০৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৯৷৶৯

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ ওলোকেশী [illegible]দিনী সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী সামিল হাঁসাডাঙ্গা মধ্যে রাখালদাস সিংহ দিং অধিন দেঃ ১৭২ খতিয়ানে ০৯৸০ জমি ৮৲ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

২১৩০ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৭৸৶৩

ডিঃ ত্রিগুণাচরণ পালচৌধুরী সাং চকহাটিশালা

দেঃ [illegible]টীন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং হাজরাপোতা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জের এলকাধিন উত্তর হাজরাপোতা গ্রামে দেঃ ৫৮ খতিয়ানে ৭৪ ৸০ জমি ১৷৷৶০ রায়তীস্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

২১৮৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৪৶৩

ডিঃ [illegible] পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ হেমেন্দ্র নারায়ণ দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল মৌজে কেতিয়াও মাজদিয়া প্রভৃতি মৌজায় কেবল কৃষ্ণ আইত্যা ১৷৷ মজো পা [illegible] নামীয় নিষ্কর ব্রহ্মত্তর ভাং বাদ ৩৷৷ জমি মূল্য আঃ ৫০৲

(৯)

২৩০ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৪৶৩

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ গৌরহরি ঘোষ সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল হাঁসাডাঙ্গা মধ্যে রাখাল দাস সিংহ দিং অধিনে দেঃ ৮৬ খতিয়ানে ৫ ৫৫ শতক জমি ডিঃ দেঃ কোঃ দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(১০)

২৩৫৮ খাংজারি ৩০ দাবি ২৭৬/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ দয়াময়ি ঘোষ দিং সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর সামিল হাঁসাডাঙ্গা গ্রামের রাখালদাস সিংহ দিং অধিনে দেঃ ১১৩ খতিয়ানে ৩-১৩ শতক জমি ডিঃ দেঃ কোঃ দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(১১)

২৩০১ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৭৷৶৯

দেঃ মতি প্রসাদ সরদার সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী সামিল হাসাডাঙ্গা গ্রামে রাখালদাস সিংহরায় দেঃ ১৯৬ খতিয়ানে ৯৭ শতক জমি উটবন্দীজোত মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

২১২৭ খাংজারি ৩০ দাবি ৭৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ মতি ঘোষ দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালি সামিল হাঁসাডাঙ্গা মৌজায় রাখালদাস সিংহ দিং সেরেস্তায় দেঃ ১৮৪ খতিয়ানে ১৭ ২৩ শতক জমি ৪ ৶০ জমা ঐ হার ৵১৷৷১৩ দস্তি বাদে নিলামে হইবে মূল্য আঃ ২২৲

(১৩)

২১২৫ খাংজারি ৩০ ৷৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ রাধু সেখ পেয়াদা সাং সরডাঙ্গা পোঃ রামনগর

থানা নবদ্বীপ [illegible] সরডাঙ্গা মধ্যে রাখাল দাস সিংহ দিং সেরেস্তায় দেঃ ৩৮৭ খতিয়ানে ৩-১৯ শতক জমি ১৯৷৷৫ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ।

(১৪)

২০৯২ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৷৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ আবেদালি মণ্ডল দিং সাং সাহেব নগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালি সামিল কৃষ্ণচন্দ্রপুর মধ্যে রাখালদাস সিংহ দিং অধিনে দেঃ ৮০।৯৮ খতিয়ানে ২-৫১ শতক জমি উটবন্দি জোত।

(১৫)

২০৭৮ খাংজারি ৩০ দাবি ১৫৫৷৩

ডিঃ দুর্গেশনাথ বিশ্বাস মথুরিয়া হেলা হুগলী

দেঃ সত্যেন্দ্র প্রসাদ মৈত্র দিং সাং ও পোঃ শান্তিপুর

থানা করিমপুর সামিল ঘুর্ণাকাটালিয়া মৌজায় দেঃ ২১ খতিয়ানভুক্ত, উক্ত মৌজায় ৶০ রকমে ১৷৷৩৷৷৶৷৷০ পত্তনি স্বত্ব মূল্য আঃ ৬০০৲

(১৬)

২০০৮ খাংজারি ৩০ দাবি ১৪৸৶৩

ডিঃ তারাপদ [illegible] মোঃ পোড়াগাছা

দেঃ [illegible] পাটুয়া পোঃ বাজারশিব

থানা কৃষ্ণনগরের এলকাধিন [illegible] মৌজায় শ্যামসুন্দরী দাসী দেবোত্তর দেঃ ৫২২ খতিয়ানে ৮-৮১ শতক জমি ১৬৶৩ রায়তি-স্থিতিবান জমা দেঃ ৷৷০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

১৯১০ খাংজারী ৩০ দাবী ৭৮৷৩

ডিঃ অরুন্ধতীদাসী সাং বোয়ালমারি দেঃ মহিউদ্দিন মণ্ডল সাং সাহেব নগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালি সামিল বুড়ি কৃষ্ণচন্দ্রপুর মধ্যে ডিক্রীদার ও সরোজরঞ্জন সিংহ রায় দিং অধীন দেঃ ১২০ খতিয়ানের ১-৯৩ শতক জমি উটবন্দি জোত দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(১৮)

১৬৭১ খাংজারি ৩০ দাবি ১৬২/৬

ডিঃ মোল্লা মহম্মদ আবদুল হালিম দিং সাং বামুনপুকুর

দেঃ দেলজান মল্লিক দিং সাং এড্রাকপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপের সামিল এড্রাকপুর গ্রামে মেহেরপুর সাবিমের মোহিনী মোহন মল্লিক দিং সরকারে দেঃ ৫৫ খতিয়ানে ৫ ১৫ শতক জমি ১৯/৯ রায়তি-স্থিতিবান জমা, দেঃ ।০ আনা অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲

(১৯)

১০৩৫ খাংজারি ৩০ দাবি ১২১৷৶০

ডিঃ প্রফুল্ল কুমার ঘোষ দিং সাং মাঝেরচর

দেঃ [illegible] ঘোষ সাং মাঝেরচর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির অধিন মৌজে বাহাদুর মাঝেরচর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে দেঃ ১৩২ খতিয়ানে ৯-৯৫ শতক জমি মূল্য আঃ ১০৲

(২০)

১২৯৫ খাংজারি ৩০ দাবি ১২৲৯

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিনগাঁও

দেঃ নিরুপমা দেবী দিং সাং গোয়ালপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল মৌজে গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে দেঃ ১০ খতিয়ানে ৫১ শতক জমি ৪৸৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২১)

১৩৯৬ খাংজারি ৩০ দাবি ৫০৲

ডিঃ ঐ

দেঃ পাটি দাসী দিং সাং আকুড়া পোঃ শান্তিপুর

থানা কোতোয়ালির সামিল ষোলগাছি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে দেঃ ৪৫ খতিয়ানে ৮-৫১ শতক জমি ১৮৶০ জমা। দেঃ ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ১৫৲

(২২)

২২৯৭ খাংজারি ৩০ দাবি ১২০৷৷৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গোপালী বাগদিনী সাং ষোলগাছি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালি সামিল ষোলগাছি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে দেঃ ৩১ খতিয়ানে ২১-১৯ শতক জমি ৪০৲ অর্দ্ধ মূল্য আঃ ৪০৲

(২৩)

২৩৯৮ খাংজারি ৩০ দাবি ১৪৭৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নিরুপমা দেবী দিং সাং গোয়াল-পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর সামিল গোয়াল-পাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে দেঃ ১১ খতিয়ানে ২৬-৬১ শতক ভূমি ৫৯৶০ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(২৪)

১০৪ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৬/০

অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিং সরঙ্গা

দেঃ সিদ্ধ বাগদিনী দিং সাং কুর্শী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালীর সামিল কুরশী গ্রামে অধিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় দিং সেরেস্তার দেঃ ১৫৩ খতিয়ানে ২২ শতক জমি ৬/ রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য ২৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে লাল গোপাল মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় দেঃ ৩০০ খতিয়ানে ৫৪ শতক জমি ১৸০ রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২৫)

১৪১৪ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৬৮/০

ডিঃ নিস্তারিণী দেবী সাং মেহেরপুর

দেঃ কেদারনাথ সেন সাং শ্রীমায়াপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

১। থানা নবদ্বীপের সামিল ঘোষে টোটাগ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার দেঃ ২১১ খতিয়ানে ১-০২ শতক জমি ৬৶৩ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানা বল্লালদিঘী গ্রামে ২০৮ খতিয়ানে ১-৬৬ শতক জমি ২১৸০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানা বামনপুকুর গ্রামে ডিক্রী দার দিং সেরেস্তার ৫৯ খতিয়ান ৪-০৮ শতক জমি ১৫৸১ জমা মূল্য আঃ ৬০৲

(২৬)

৩৬০ খাংজারি ৩১ দাবি ২৫৯৩

ডিঃ অরিন্দম মুখোপাধ্যায় দিং সাং চাঁদসড়ক

দেঃ সত্যচরণ ঘোষ দিং সাং মহিষুরা বাহির চড়া, পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের সামিল গঙ্গাখালি মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৮৯ খতিয়ানে ১-২৩ শতক জমি ৪৸০ দখলী স্বত্ব সূত্র জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৮)

৩৬২ খাংজারি ৩১ দাবি ৮০৯/০

ডিঃ ঐ

দেঃ কাঁসাই চাঁদ দ.বেশ সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের সামিল গঙ্গাখালি মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৩১ খতিয়ানে ৩-০৩ শতক জমি ১১৸০ রায়তী দখলী স্বত্ব সূত্র জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(২৯)

৩৬৪ খাংজারি ৩১ দাবি ৪৭৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ কেশব সরদার সাং গঙ্গাখালি পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ সামিল গঙ্গাখালি মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৪১ খতিয়ানে ২-২৬ শতক জমি ১০৲ রায়তী দখলি স্বত্ব সূত্র জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৩০)

৩৬৩ খাংজারি ৩১ দাবি ২১৩

ডিঃ ঐ

দেঃ

থানা নবদ্বীপের সামিল গঙ্গাখালি মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৪০ খতিয়ানের ৮২ শতক জমি ৩০ রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য ১৫৲

(৩১)

৩৬৫ খাংজারী ৩১ দাবি ৫.৪৬

ডিঃ ঐ

দেঃ অনন্তকুমার সাহা সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের সামিল গঙ্গাখালী মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ২২ খতিয়ানের ৫-২১ শতক জমি ১১৸০ জমা রায়তী দখলি স্বত্ব সূত্র মূল্য ৩৫৲

(৩২)

৩৬৬ খাংজারী ৩১ দাবি ৩২/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ যোগীন সরদার সাং তেঘরি নূতনপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের সামিল গঙ্গাখালি মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৯৯ খতিয়ানের ১ ২৯ শতক জমি ৪৸০ রায়তী স্থিতিবান্ জমা মূল্য ২০৲

(৩৩)

৮ খাংজারী দাবী ১৮২৸৬

ডিঃ অমিয় পাল ও চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ সাগর কর্মকার দিং সাং গঙ্গা-ধাম, পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের সামিল গঙ্গাধামস্থ গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৭ খতিয়ানের ৭-২৯ শতক জমি ২৩৸০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৪)

১৬৯ খাংজারি ৩১ দাবি ৪২,৯

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ বলী কুমারী দাসী দিং সাং পুরাতন কলেজের তাঁতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের সামিল উমিচপুর গ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৩৭২ খতিয়ানে ৭ ৬০ শতক জমি ৬৸০ জমা মূল্য আঃ ৪০

(৩৫)

২৬৪ খাংজারী ৩১ দাবি ২৯/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নিমচাঁদ সরদার সাং ইটনা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী সামিল মৌজে ইটনা গ্রামে ডিক্রীদার অদিনে ১৯৯ খতিয়ানের ৯৯ শতক উটবন্দি জমা সমেত খড়ের ঘর ১ খানা গোয়ালঘর ১ খানা মাঠ সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ২০৲

(৩৬)

১২ খাংজারি ৩১ দাবি ১৭৬৩

ডিঃ হরিদাস মণ্ডল সাং জুড়ানপুর

দেঃ ইন্দ্র মণ্ডল সাং ও পোঃ সুজাপুর জেলা বর্দ্ধমান

থানা কালীগঞ্জের সামীল জুড়ানপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৬৩ খতিয়ানে ১-৩০ শতক জমী ১৸১২ জম মূল্য ১০৲

(৩৭)

১৪ খাংজারি ৩১ দাবি ১৯/৩

ডি ঐ

দেঃ হিরণ্ময়কুমার সাহা সাং মাউগাঁছি পোঃ আরগর

থানা কালীগঞ্জের সামীল জুড়ানপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৮১৪ খতিয়ানে ৫-২৬ শতক জমী ১.০ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৮)

১৫নং খাংজারী ৩১ দাবি ২১৸০

ডি ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের সামীল জুড়ানপুর গ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৮৫২ খতিয়ানে ১-৩২ শতক জমী ।৶০ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৯)

১১ খাংজারী দাবি ১২।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের সামীল জুড়ানপুর গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার ৮৫৮ খতিয়ানে ২-৭৮ শতক জমী ।৶০ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা আকর আওলাদ গাঁ মূল্য ১০৲

)

১৭ খাংজারি ৩১ দাবি ১২৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের সামীল জুড়ানপুর গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার ৮৮০—৮৮৭ খতিয়ানে ৩-১১ শতক জমী ৸০ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪১)

১৭০ খাংজারি ৩১ দাবি ৯২৸৶৩

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং গোড়া-গাছা

দেঃ বিজলাল দাস মোদক সাং গোবরাপোতা, পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের এলেকাধীন খাপুর মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তার দেবোত্তর নামীয় নদীয়া মৌজার ১৭৯ খতিয়ানের ৭-২৬ শতক জমি ১৩৸৶৯ রায়তী স্থিতি-বান্ জমা দেঃ ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৪২)

২১৬ খাংজারি ৩১ দাবী ৬৬।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বসন্তকুমার কর সাং ঘুর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের এলেকাধীন গোবরা-পোতা মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তার ৫—৮ খতিয়ানে ২-২৬ শতক জমি ১০.০ কায়েমী মৌরসী জমা সজল,সফল,সপ্রভা মূল্য ২৫৲

(৪৩)

২৭৭ খাংকারী ৩১ দাবী ১০৫।৶৭

ডিঃ ঐ

দেঃ কালীলাল চট্টোপাধ্যায় সাং ভাণ্ডারকোলা পোঃ নবদ্বীপ

থানা কৃষ্ণনগরের এলেকাধীন আম-লিউড়ি মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তার ১৫০—১৬২ খতিয়ানের ৯-৭৭ শতক জমি ১৬৲ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৪৪)

১৩৩ খাংজারি ৩১ দাবি ১৪১৸৶০

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং গোড়াঘাটা

দেঃ ভোবানি মণ্ডল সাং নলদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের এলেকাধীন নলদহ মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তার ৫৬৭ খতি-য়ানের ১০-৫৫ শতক জমি ২১৸৶৩ রায়তী স্থিতিবান্ জমা দেঃ ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৪৫)

১০৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৮.৩

ডিঃ নিস্তারিণী দেবী ও ৩ জন

দেঃ আশুতোষ সেন দিং সাং গোয়াল-নগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর এ মৌজা ছাতুয়ারা গ্রাম মধ্যে ২৯১ ও ২৯৩ খতিয়ানের ১-৩১ শতক জমি, চৌহদ্দি মত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪১)

১৪৭ খাংজারি ৩১ দাবি ২৫৸৵
ডিঃ ৺নগেন্দ্রনাথ মৈত্র সাং মোয়াড়ী
দেঃ রমেশ সাহা সাং মোয়াড়ী
পোঃ কালিগঞ্জ
থানা কালিগঞ্জের অন্তর্গত মোয়াড়ী গ্রামে ডিক্রীদারের সেরেস্তার ১৪৭ খতিয়ানের ৩৫৸৵ অংশ জমা মূল্য আঃ ৭৲

(৪২)

৪৪৫০ খাংজারি ৩০ দাবি ২৯৲
ডিঃ ৺নাড়িগোপাল পাঠক সাং সাধনপাড়া
দেঃ ভাবদাস বিশ্বাস সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর
থানা কোতোয়ালি সাধনপাড়া মধ্যে ১৯৮ খতিয়ানে ৯·২৪ শতক ব্রহ্মত্র জমি, ৩৪৲ জমা দেঃ ১০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৮)

১ খাংজারি ৩১ দাবি ৫১৯৸৵০
ডিঃ নগেন্দ্র নাথ মজুমদার সাং মোয়াড়ী
দেঃ ক্ষিতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সং মুনিয়াদক পোঃ ঐ
থানা চুয়াডাঙ্গা অধিন মুহুরুক গড়গাড় মৌজায় কালিদাস কুণ্ডু দিং সেরেস্তার ৪৮০ খতিয়ানে ২২ ৩৬ শতক জমি ও ঐ কালুগঞ্জ মৌজায় ১৫ খতিয়ানে ১·৮০ শতক ও ভুমিদিয়া মৌজায় ৬৭ খতিয়ানে ৯·৬২ শতক অধি একুনে ভিন মৌজায় ২৩৮·৫ শতক অধি দেঃ ৷৵০ আনা অংশে ৭৩·১৫ শঃ জমি ৪৩৸১ জমা মূল্য আঃ ৪০০৲

(৪৯)

১০ খাংজারি ৩১ দাবি ৯০·০
ডিঃ ৺পাঁচিরাম পাঠক সাং সাধনপাড়া
দেঃ ভাবাদাস বিশ্বাস সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর
থানা কৃষ্ণনগরের এলেকাধিন সাধনপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার ৫৫৬ খতিয়ানের অংশ ৫৭০ খতিয়ান ২·২৮ শতক জমি ১৩৸৩ জমা ডাহরি বিঘাতান স্বত্ব মূল্য আঃ ৫০৲

(৫০)

৪৫ খাংজারি ৩১ দাবি ৭৭৸১
ডিঃ রামলাল সেন দিং সাং মাটিয়ারী
দেঃ মীর মশাকের আলি দিং সাং মাটিয়ারী পোঃ বেথুয়াডহরী
থানা কালীগঞ্জের অন্তর্গত মাটিয়ারী গ্রামে ২৪১ খতিয়ানে ৪·৬৮ শতক জমি ১১৸৫ জমা ডিক্রীদারগণের সেরেস্তার কিস্তে হয় মূল্য আঃ ৪০৲

(৫১)

১২ খাংজারি ৩১ দাবি ৫২৸০
ডিঃ মন্মথ নাথ সরকার দিং সাং গোবিন্দপুর

(৫২)

১৪৭ খাংজারি ৩১ দাবি ১০৸০
ডিঃ ৺নাড়িগোপাল পাঠক সাং সাধনপাড়া
দেঃ রমেশ সাহা সাং মোয়াড়ী পোঃ কালিগঞ্জ
থানা কালিগঞ্জের অন্তর্গত সাধনপাড়া গ্রামে ডিক্রীদারের সেরেস্তার ১৪৭ খতিয়ানের ১·২৪ শতক জমী ৪৷৵৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৩)

১২৫ খাংজারি ৩০ দাবী ৫৪৷৵১
ডিঃ নারায়ণদাস মোদক সাং নবদ্বীপ
দেঃ কালীচন্দ্রনাথ রায় কর্মকার সাং ও পোঃ নবদ্বীপ
থানা নবদ্বীপের সামীল গাদিগাছা গ্রামের ৬১৬ খতিয়ানের ১·১৮ শঃ জমী মধ্যে ·৫৫ শঃ জমী মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৪)

১৮৮৪ খাংজারী ৩০ দাবী ১০৯৸৵১
৬৩৫।৩১
ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারি
দেঃ বিপিনকুমার রায় দিং সাং নওদাপুর পোঃ দামু হুদা
থানা চাপড়ার সামীল মৌজে গাটিয়া মধ্যে ডিক্রীদার ও সংগ্রামমোহন সিংহ রায় দিং অধীন ·৩২ খতিয়ানের ১১·৪২ শতক জমা উটবন্দী জোত দেঃ আনা অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

(৫৫)

১৭৭০ খাংজারী ৩০
———— দাবী ১৭৸৬
৬১৬।৩১
ডি ঐ
দে. ভজু সেখ সাং কালিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালাঝি
থানা চাপড়ার সামীল মৌজে কালিয়াদহ মধ্যে রাখাল দাস সিংহ দিং অধীন ১৩ খাতিয়ানে ·৬০ শতক জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৫৲

(৫৬)

১৫২৩ খাংজারী ৩০
———— দাবী ২১৷৬
৫৩৮।৩০
ডি ঐ
দেং অতুলচন্দ্র কুণ্ডু সাং বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালাঝি
থানা চাপড়ার সামীল মৌজে বাদাদি মধ্যে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ১৪ খাতিয়ানে ১৩৭১ শতক জমী উটবন্দী কোড় মূল্য আঃ ৯৲

(৫৭)

১২৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৫৸৵
ডিঃ ৺নাড়িগোপাল পাঠক সাং সাধনপাড়া
দেঃ রমেশ সাহা সাং মোয়াড়ী পোঃ কালিগঞ্জ
থানা কালিগঞ্জের অন্তর্গত সাধনপাড়া গ্রামে ডিক্রীদারের সেরেস্তার ১৪৭ খতিয়ানের ১·২৪ শতক জমী ৪৷৵৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৮)

১৩৪২ খাংজারী ৩০
দাবী ৫৩৸৵১
৪৮৫।৩১
ডিঃ হৈমবতীকামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া
দেঃ খুকী বিবি সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাজিতপুর
থানা চাপড়া বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার ৩১৫ খতিয়ানে ৫·০৩ শতক জমী ১৭৸১৫ জমা উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৯)

১৪৫০ খাংজারী ৩০
দাবী ২৪৮৸৵১
৫২৯।৩০
ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং মোং আড়ংঘাটা
দেঃ আশু বিশ্বাস দিং সাং বড়চুবাড়িয়া পোঃ ধর্মদা
থানা ইসলামপুরের সামীল আড়ংঘাটা গ্রামে ডিক্রীদারগণের সেরেস্তার ২১৮ ৩০৪ খাতিয়ানের ৩৮ ৫৮ শতক জমী ৩৪৲০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৬০)

১৬৪৩ খাংজারি ৩০
———— দাবি ৩৮২৸৵১
৫৭৩।৩১
ডিঃ ঐ
দেঃ মোশহেদআলি বিশ্বাস দিং সাং ভড়ইগাছি পোঃ বাজিতপুর

(৬১)

১৬৫৩ খাংজারী
———— দাবী ৬০৪৸৩
৫৭০।৩১
ডিঃ ঐ
দেঃ মোশহেদআলি বিশ্বাস দিং সাং ভড়ইগাছি পোঃ বাজিতপুর

(৬২)

১৮৫০ খাংজারি ৩০ দাবি ৩০৲৵১
ডিঃ রেবতীরমণ চক্রবর্ত্তী সাং ম.টী ১৩।
দেঃ সাহাদত সেখ দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর
থানা কৃষ্ণনগরের সামিল মাটিয়ারী গ্রামে ডিক্রীদার আবদল ১২৯১ খতিয়ানে ·৬৯ শতক জমি ৩৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬৩)

৫২৬ খাংজারি ৩১ দাবি ৮৫৸০
ডিঃ ঐ
দেঃ ৺বছল হোসেন বিশ্বাস সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালাঝি
থানা চাপড়া হা কবপুর গ্রামে ডিক্রীদারগণের ও অন্যান্য অধিনে ৬৮ ও ৮১ খতিয়ানে ৬·৭১ শতক জমি উটবন্দি জোত মাত্র গাড়াস ৫ আনার মূল্য ২ ধার্য্যে ১০৲ ১৫৲-২৫৲

(৬৪)

১৮৫০ খাংজারি ৩০ দাবি ৩০৲৵১
ডিঃ রেবতীরমণ চক্রবর্ত্তী সাং ম.টী ১৩।
দেঃ সাহাদত সেখ দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর
থানা কৃষ্ণনগরের সামিল মাটিয়ারী গ্রামে ডিক্রীদার আবদল ১২৯১ খতিয়ানে ·৬৯ শতক জমি ৩৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬৫)

১৭১৪ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৭৸৵১
৫৯১।৩১
ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং পাতাশীলাড়া
দেঃ ৺নাজাহার কাদির সাং বিজয়পুর পোঃ পাতাশীলাড়া
থানা পাতাশীলাড়ার সামিল বিজয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার আবদল ১·৩১ শতক জমি ঐতি বিঘা ১৸০ ও বিঘে জমি ৪৸০ হিসাবে সিকে এক দেঃ দোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৬৬)

৪৭১ খাংজারি ৩১ দাবি ৮৩৸৩
ডিঃ জানেন্দ্র গোপাল গাঙ্গুলী দিং সাং বেতবাড়িয়া
দেঃ আবাদালি বিশ্বাস সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালাঝি
থানা চাপড়ার সামিল বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং সেরেস্তার ৩১৫ খাতিয়ানে ৬·৮৫ শতক জমি ১৭৸১৫ জমা ২নং দেঃ ৷৵০ অংশ বাদে বিক্রয় হইতে মূল্য আঃ ৩৫৲

(৬৭)

৫৪২ খাংজারি ৩১ দাবি ৫২,৩

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ যশল ঘোষ সাং কান্দোয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল কান্দোয়া গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধিন ১৭১ খতিয়ানে ৩-১১ শতক জমি উটবন্দি জোত মূল্য আঃ ৫৲

(৬৮)

১৮২৩ খাংজারি ৩০ দাবি ৭৫/৩

৬৩৭।৩১

ডিঃ আশুতোষ ধাঁ দিং সাং বীরনগর

দেঃ তেজুল জমাদার দিং সাং নূতনগ্রাম পোঃ ইটাখালি

থানা হাঁসখালির সামিল বেড়গ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩২১—৩৩১ খতিয়ানে ৭ ২২ শতক জমি ১৫।৵৯ রায়তী হিস্তিবান জমা মূল্য আঃ ২৭৲

(৬৯)

১৯৪১ খাংজারি ৩০ দাবি ৪০৫/৬

৬৫৭।৩১

ডিঃ বদরী নারায়ণ বেরাভিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ মেরাজি মণ্ডল দিং সাং বেড়গ্রাম পোঃ ইটাখালি

থানা হাঁসখালির সামিল বেড়গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২০২—২২৭ ও ২২৭—২৩৭ ও ৪৩১—৪৩৪ ও ৮২৯ খতিয়ের মোট ৫০-৭৭ শঃ জমি ৩০/১০ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৩০০৲

(৭০)

১৯৫০ খাংজারি ৩১ দাবি ৫১/০

৬৬০।৩১

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ হরিমোহন চক্রবর্ত্তী দিং সাং ভবানীপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭নং তৌজি মৌজে ভবানীপুর মধ্যে ২১৪, ২১৫, ২১৮, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৭৬ খতিয়ানের ২০-০২ শতক ব্রহ্মত্তর জমি দেঃ ষোল আনা রকম মূল্য আঃ ২৫৲

(৭১)

৬৬১ খাংজারি ৩১ দাবি ২১৬॥৵৩

১৯৫২।৩০

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং বীরনগর

দেঃ আমাবিবি দিং সাং গয়েস পোঃ হাঁসখালি

থানা হাঁসখালির অধিন গয়েস, আতাপোতা, মুড়াগাছা, হলদিপাড়া মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ১৮৭—১৯৬ খতিয়ান ও আতাপোতার ১৬৬ খতিয়ান মুড়াগাছার ৫৫৫ খতিয়ান ও হলদিপাড়া মৌজায় ৫৭১ খতিয়ানের ৪৬ ০ শতক জমি ৬৭।৵০ রায়তী হিস্তিবান জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৭২)

৬৬৫ খাংজারি ৩১ দাবি ৫১৮/০

১৯৬৬।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ চিরানন্দ মণ্ডল দিং সাং চন্দ্রনারায়ণপুর পোঃ বঙ্গলক্ষি

থানা হাঁসখালির অধিন মোঃ [illegible] গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধিন ১৫ ৩ অনিবন্ধ খতিয়ান সহ ৪ ৬৩ শতক জমি ৮৵০ ৬মা মূল্য আঃ ২৫৲

(৭৩)

৬৭৬ খাংজারি ৩১ দাবি ৯২৮/১

১৯৬৭।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ চিরানন্দ মণ্ডল দিং সাং চন্দ্রনারায়ণপুর পোঃ বঙ্গলক্ষি

থানা হাঁসখালির সামিল হলদিপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৮৭২ খতিয়ানের ও অনিবন্ধ খতিয়ান সহ ১৫ ০১ শতক জমি ১৪॥৵৬ জমা মূল্য আঃ ৩৫৲

(৭৪)

৬৭১ খাংজারি ৩১ দাবি ১১৮০

১৯৮১।৩০

ডিঃ নিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় নাকাশীপাড়া

দেঃ আলবর্ট সেখ দিং মোং গোয়াড়ী পোঃ বঙ্গলক্ষি

থানা নাকাশীপাড়ার অধিন পাটুয়াডাঙ্গা মধ্যে ডিক্রীদার অধিন ৫১০ খতিয়ানে ৪-২২ ০৩ জমি মাল ৮ মি ১০ নিরিখে খাজনা দিতে হয়। মূল্য আঃ ৫

(৭৫)

৬৭২ খাংজারি ৩১ দাবি ৪৯।৩

১৯৮২।৩০

ডিঃ হাজারী বাসা দাসী নাং জামরে-ডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গলক্ষি

থানা চাপড়ার সামিল মহেশপুর মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১৬১৮ খতিয়ানে ৮-১৯ শতক জমি ১৮।৵৯ রায়তীহিস্তিবান জমা মূল্য ২৫৲

(৭৬)

৬৭৩ খাংজারি ৩১ দাবি ২৩।৵৬

১৯৯১।৩০

ডিঃ নফর চন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ভজহর ঘোষ সাং পাটুয়াডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধিন পাটুয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৬১২ খতিয়ানে ২০ শতক জমি মূল্য আঃ ৫৲

(৭৭)

৬৮৩ খাংজারি ৩১ দাবি ১৯৷৵৯

২০০৩।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ মেহের খুটান সাং মালোপো পোঃ তেহট্ট

থানা চাপড়ার সামিল ভাতিয়ালাগাছায় ডিক্রীদার অধিন ৬৮৬ খতিয়ান ও ৫৮৫ বন্দি মোট ৩ শতক জমি মূল্য আঃ ১০

১৮৪ খাংজারি ৩০ দাবি ৭৫/৩

২০০৫।৩০

ডিঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায় দিগম্বরপুর

দেঃ সাতকুমার ঘোষ দিং সাং ঐ পোঃ চক্ষগড়

থানা কৃষ্ণনগরের সামিল দিগম্বরপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ৫৭৩ খতিয়ানের ২-৮ ৩ শতক জমি ১।৵০ রায়তী জমা মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানার সাবি গ্রামে কায়েমে ৬২৩ খতিয়ানের ৩৫ শতক জমি ১৲ মূল্য ১০৲

(৭৯)

১০ খাংজারি ৩১ দাবি ১৮৭৷৵৬

২০০৭।৩০

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং বীরনগর

দেঃ বিশ্বম্ভর মণ্ডল দিং সাং [illegible] নবদ্বীপপুর পোঃ বাঙ্গলক্ষি

থানা চাপড়ার সামিল হলুদিপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধিনে ৪৬৩ খতিয়ানের ও অনিবন্ধ খতিয়ানসহ ২৬-১৫ শতক জমি ৩০।১ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৮০)

১ খাংজারি ৩১ দাবি ২৮৮।০

২০০৮।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা হাঁসখালির অধিন হলদিপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৮৭ ও অনিবন্ধ খতিয়ানের ২০-৫৫ শতক জমি ৩।৵৩ ষোল আনা জমা, মধ্য স্বত্ব চিরস্থায়ী স্বত্ব মূল্য আঃ ৫০৲

(৮১)

৭০১ খাংজারি ৩১ দাবি ২৫৯৷৵৩

২০৩৪।৩০

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ রমণী মোহন দিং সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গলক্ষি

থানা চাপড়ার সামিল গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৯২ খতিয়ানে ২-৫৯ শতক জমি ১৷৵ জমা দেঃ ষোল আনা রকম মূল্য আঃ ২০৲

(৮২)

৭০২ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৮৷৵৬

২০৩৫।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ গোকুল গোঃ দিং সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গলক্ষি

থানা চাপড়ার সামিল গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩০৭ খতিয়ানের ২ ৯০ শতক জমি ১৷৵৮ জমা মূল্য ২০৲

(৮৩)

৭০৩ খাংজারি ৩১ দাবি ৬০৷৵৩

২০৩৬।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ রমণী মোহন খুটান সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গলক্ষি

থানা চাপড়ার সামিল গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩০৭ খতিয়ানের ২ ৯০ শতক জমি ১৷৵৮ জমা মূল্য ২০৲

(৮৪)

৭০৫ খাংজারি ৩১ দাবি ৬৪৷৵০

২০৩৮।৩০

ডিঃ দুর্গাদাস দাসী সাং মাধবপুর

দেঃ রসিকচন্দ্র বসী দিং সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গলক্ষি

থানা চাপড়ার সামিল [illegible] মৌজায় [illegible] দেঃ ১৫৷৵০ জমা মূল্য মূল্য ১০৲

(৮৫)

৭১২খাংজারি ৩১ দাবি ৫৫।৩৫

দেঃ রতন বিশ্বাস সাং মাধবপুর পোঃ বঙ্গলক্ষি

১। থানা চাপড়ার সামিল আটপাড়া মৌঃ ডিক্রীদার দিং অধিন ২১৮ খতিয়ান ৫ ৩৩ শতক জমি নিজ মধ্যস্বত্ব ওয়াসিল তহুরি জমা, খাজনা ঐ দাবি মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানার অধিন [illegible] মৌঃ ২৭৭ খতিয়ানের ১৬-১৯ শতক জমি ৯৷৵৩ জমা মূল্য আঃ ৫০

৬২১ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৩৷৵

ডিঃ [illegible] দাসী সাং গোয়ালপাড়া

দেঃ অখিল চন্দ্র দিং সাং বাদিয়াডাঙ্গা পোঃ বঙ্গলক্ষি

থানা চাপড়ার সামিল বালিডাঙ্গা মধ্যে ডিক্রীদার ও সরোজরঞ্জন সিংহ দিং অধিন ১৩০ খতিয়ানে ৭-৯৪ শতক জমি ২০৶১০ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ২৲

(৮৭)

৭০৪ খাংজারি ৩১ দাবি ১৩৯৷৶৬

২০৩৭৷৩০

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটিয়ারি দেঃ সরলাবালা দাসী দিং সাং ঘুগরাগাছি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের অন্তর্গত ঘুগরাগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধিনে ১৯২ খতিয়ানে ২৯-৪৬ শতক জমি ৩০৷৴০ জমা মূল্য ২৫৲

(৮৮)

৭০৬ খাংজারি ৩১ দাবি ৮২৯৸৴৬

২০৪৭৷৩০

ডিঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কোন্নগর হুগলী

দেঃ ফণিভূষণ পাল দিং সাং যুগপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধিক যুগপুর গ্রামে নিষ্কর মহাত্রান সম্পত্তি ১৫২ খতিয়ানে ২-৯৬ শতক জমি মায় বাড়ী ইমারত ইত্যাদি মূল্য ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ধর্ম্মদাস পাল দিং অধিনে ১৯৩ খতিয়ানে ৪-৪৫ শতক জমি ৩৷৷৪ জমা মায় আগাছা সুগাছা বৃক্ষাদি সহ মূল্য আঃ ৫০৲

(৮৯)

৭০৮ খাংজারি ৩১ দাবি ১৬৷৷৶৬

২০৫৩৷৩০

ডিঃ রাজা হৃষীকেশ লাহা মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ রহিম মণ্ডল দিং সাং ও পোঃ হাঁসখালি

থানা হাঁসখালির সামিল হাঁসখালি গ্রামে ডিক্রীদার ও বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া অধিন ৬৪ খতিয়ানে ৫৮ শতক জমি ৷৷৮ সরকারেমী জমা মূল্য আঃ ৫

(৯০)

৭২২ খাংজারি ৩১ দাবি ১৫৩

২০৯৭৷৩০

ডিঃ সরোজরঞ্জন পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা

দেঃ মেহের আবজান বিবি সাং বস্তিপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধিন মালুমগাছ গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধিনে ২৪১ খতিয়ানে ৩-৮৫ শতক জমি ওটবন্দি জোত দেঃ ষোল আনা রকমে মূল্য ৫৲

(৯১)

৭২৯ খাংজারি ৩১ দাবি ৪২৸৴০

২১০৪৷৩০

ডিঃ হিরণ্ময়ী দেবী দিং সাং শিবনিবাস

দেঃ হেয়াতবক্স সেখ দিং সাং পাবাখালি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল পাবাখালি গ্রামে ২৮৯ খতিয়ানে ১-১৬ শতক জমি ১২৲ জমা ডিক্রীদার সেরেস্তায় দিতে হয় মূল্য আঃ ২০৲

(৯২)

৭২৮ খাংজারি ৩১ দাবি ৪১৷৷৶০

ডিঃ পুরাণচন্দ্র সাহা দিং সাং ও পোঃ শান্তিপুর

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল নাংলা গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ১২২ খতিয়ানে ৫-১৯ শতক জমি ৷৷৶০ জমা মূল্য ২৫৲

৯৩)

৬৮৫ খাংজারি ৩১ দাবি ১২১৸৴৯

৷৬৷

ডিঃ সত্য গোপাল রায় সাং দিগম্বরপুর দেঃ ঐকান্ত ঘোষ সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জ সামিল দিগম্বরপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং সরকারে ৬৮ খতিয়ানে ২-৮৩ শতক জমি ১০৷৶ জমা মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানার সামিল ঐ গ্রামে ঐ মালেক সেরেস্তায় ৬৯৯ খতিয়ানে-৬৬ শতক জমি ২৷৷০ জমা মূল্য ১

৩। ঐ থানার অধিন ঐ গ্রামে ঐ সরকারে ৫২৮ খতিয়ানের ৩-৭৩ শতক ব্রহ্মত্তর জমি ১৪৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫

(৯৪)

৭৩১ খাংজারি ৩১ দাবি ১৬৷৷০

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ আমদালি খাঁ দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ২২৬ খতিয়ানে ২০-২৩ শতক ওটবন্দী জোত ৮১৷৶১৫ জমা মূল্য আঃ ৫০

৯৫)

৭৪২ খাংজারি ৩১ দাবি ৩২৯৸৩

২১২৭৷৩০

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন ভাদুড়ী দিং সাং শ্রীরামপুর হুগলী

দেঃ সব্ব বিবি দিং সাং হাঁটরা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল হাঁটরা মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৬৯ খতিয়ানে ৭৩৴৮৷৶ জমির ১১০৶০ জমা দেঃ ৷৷৶০ অংশের ৭৭৸১০ জমা মূল্য ১০০৲

(৯৬)

৮৬৩ খাংজারি ৩১ দাবী ৫৪৶৬

২২০০৷৩০

ডিঃ ষষ্ঠীদাস বক্সী দিং মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ গগণচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল কাঠগড়া মৌজায় ভারত সম্রাট অধিন ২৭৭ খতিয়ানে ১৬-১৯ শতক জমি ৯৸৬ জমা দেঃ ষোল আনা আঃ মূল্য ৫০৲

(৯৭)

৮৬২ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৮৷৶০

২১৯৯৷৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা চাপড়ার সামিল কাঠগড়া মৌজায় ২৭৭ খতিয়ানের ১৬-১৯ শতক জমি ৯৸৬ জমা দেঃ ষোল আনা রকম মূল্য ৫০৲

(৯৮)

৮৬০ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৩৷৷৶৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং নাটুদহ

দেঃ রহিম সেখ সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৩৫৩ খতিয়ানের ১৮৭ শঃ জমি ওটবন্দি জোত মূল্য ১০৲

(৯৯)

৮৫৯ খাংজারি ৩১ দাবি ৮৭৷৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ফটিক সেখ নেড়া সাং মহাখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৩১ খতিয়ানের ৩-৫৯ শতক জমি। ওটবন্দি জোত মূল্য আঃ ২০৲

৮৫৮ খাংজারি ৩১ দাবি ১৮৯৷৷৶৷

ডিঃ ঐ

দেঃ হাবিল মণ্ডল সাং মহাখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল মহাখোলাগ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ২২৪ খতিয়ানের ১২-৪১ শতক জমি ওটবন্দি জোত মূল্য আঃ ৬০৲

(১০১)

৮৫৭ খাংজারি ৩১ দাবি ৯০৸৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নসিবিশ্বাস দিং সাং মহাখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল মহাখোলাগ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১০৭ খতিয়ানের ৩-৬৭ শঃ জমি ওটবন্দি জমা মূল্য ১৫৲

(১০২)

৮৫৬ খাংজারি ৩১ দাবী ৪৮৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ জহির সেখ সাং হাটখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১৮১ খতিয়ানের ১-৪৪ শতক জমি ওটবন্দি জোত মূল্য আঃ ৮৲

(১০৩)

৮০১ খাংজারি ৩১ দাবী ৮৮৸৴৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নটু মণ্ডল দিং সাং ও পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার সামিল বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৩১১ খতিয়ানের ২০-৫৯ শতক জমি অধিনস্থ প্রজা সহ ৩৭৷৷৴১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১০৪)

৭৮৭ খাংজারি ৩১ দাবি ১২৫৷৴৬

ডিঃ ঐ

দেঃ জফর সেখ দিং সাং ও পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার সামিল বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৭ খতিয়ানের ৫-৫১ শতক জমি মূল্য আঃ ২৫৲

(১০৫)

৭৭৯ খাংজারি ৩১ দাবী ১৬৮৶

ডিঃ ঐ

দেঃ তালেকর সেখ তরফদার সাং হাটখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়া সামিল হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ২৮২ খতিয়ানের ৮-৩৯ শতক জমি ওটবন্দি জোত মূল্য ৪০৲

১০৬)

৭৭৩ খাংজারি ৩১ দাবি ১০৬৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ রব্বানি মণ্ডল দিং সাং মহাখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল মহাখোলাগ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৯২ খতিয়ানের ৬-৬৬ শতক জমি ১৪৸৴৯ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য ৩০৲

(১০৭)

৭৭২ খাংজারি ৩১ দাবি ১৮৯৷৬

ডিঃ ঐ

দেঃ আব্বাছ দফাদার দিং সাং হাটখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৯ খতিয়ানের ৬-০৪ শঃ জমি উটবন্দি জোত মূল্য ২৫৲

(১০৮)

৭৭১ খাংজারি ৩১ দাবি ১৪৫৷৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ছোবান সেখ সাং হাটখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৬৩ খতিয়ানের ৪-২৪ শতক জমি। ওটবন্দি জোত মূল্য ২০৲

(১০৯)

২৯০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫২/৬

ডিঃ [illegible] পাল চৌধুরী দিং সাং [illegible] থানা শান্তিপুর

দেঃ [illegible] মণ্ডল দিং সাং সেনপুর পোঃ [illegible]

থানা কোতোয়ালীর সামিল সেনপুর গ্রামে ৫৪৯ খতিয়ানের ১১-৮১ শতক জমি ২০৲ রায়তী স্থিতিবান্ জমা মূল্য ৫০৲

(১১০)

[illegible] খাংজারি ৩১ দাবি ২৪৯।৶৯

২১৯১।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ আব্বাছ মণ্ডল দিং সাং মহাখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৭ খতিয়ানের ৭-৬৯ [illegible]ঃ জমি উটবন্দি জোত মূল্য ৫০৲

(১১১)

৭৬৭ খাংজারি ৩১ দাবি ৬৪॥৶৪

২১৮৮।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ মজেহার মণ্ডল দিং সাং হাটখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩২২ খতিয়ানে -৫৩ শতক জমি উট বন্দি জোত মূল্য ১০৲

(১১২)

৭৬৬ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৯/৯

২১৮৭।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ মোবারিক সেখ দিং সাং হাটখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৩২৮।৩২৯ খতিয়ানে ১-০৪ শতক জমি উটবন্দী জোত মূল্য ৫৲

(১১৩)

৭৬৫ খাংজারি ৩১ দাবি ২০৪৶

২১৮৬।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ আব্বাছ দফাদার দিং সাং হাটখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪০ খতিয়ানে [illegible]৭৩ শতক জমি উটবন্দি জোত মূল্য আঃ ২৫৲

(১১৪)

৩ খাংজারি ৩১ দাবি ১৫৯।/৯

[illegible] সেখ দিং সাং মহাখোলা

থানা চাপড়ার সামিল মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২১৭ খতিয়ানের ৪-৬১ শতক জমি উটবন্দি জোত মূল্য আঃ ২০৲

(১১৫)

৭৬২ খাংজারী ৩১ দাবি ৯০৸৶৬

২১৮৩।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ আব্বাছ মোল্লা দিং সাং হাটখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৩ খতিয়ানের ৫-১২ শতক জমি ১২৸৭ জমা মূল্য ২৫৲

(১১৬)

৭৬১ খাংজারী ৩১ দাবি ৮১৸৶৩

২১৮২।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ ফজর মণ্ডল সাং মহাখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৭৫ খতিয়ানের ৩-৯৮ শতক জমি উটবন্দি জোত মূল্য ২০৲

(১১৭)

৭৬০ খাংজারি ৩১ দাবি ৯২৶৩

২১৮১।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ কছিমদ্দিন মণ্ডল সাং হাটখোলা পোঃ নিশ্চিন্তপুর

থানা চাপড়ার সামিল হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৯৮।২৭২ খতিয়ানের ৪-৩৭ শতক জমি ১৮।/০ জমা মূল্য ১০৲

(১১৮)

৮৪৫ খাংজারি ৩১ দাবি ২৯১॥৩

১২৪।৩১

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ আছমান মণ্ডল দিং সাং কৃষ্ণপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল কৃষ্ণপুর মৌজায় ২৪৬।১৬ খতিয়ানের ২২-৭৮ শতক জমির ৪২৷৯ মোকররী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১১৯)

৭৮২ খাংজারি ৩১ দাবি

২২১২।৩০

ডিঃ ভোলানাথ ঘোষ চৌধুরী দিং সাং ধনঞ্জয়পুর

দেঃ জুড়াম সেখ সাং পারকুলা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল পারকুলা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১২২ খতিয়ানের ১২-৩৬ শতক জমি ২৫।৶১০ জমা [illegible] ১০০৲

(১২০)

৭৯৮ খাংজারি ৩১ দাবি ২৭/০

ডিঃ গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ ফণিমণ্ডল সাং ফুলতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার সামিল ফুলতলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৩৯ খতিয়ানের ১৮ শতক জমি ৩৶৭॥ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১২১)

৭৯৭ খাংজারি ৩১ দাবি ৩২৲৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জমির মণ্ডল সাং ফুলতলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ফুলতলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১২৬ খতিয়ানের -২৬ শতক জমি ৪৲ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১২২)

৮৫৪ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৪৸৶৩

১৩৬।৩১

ডিঃ বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় দিং সাং শিবনিবাস

দেঃ সুরভী দাসী দিং সাং কৃষ্ণপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল কৃষ্ণপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৮২ খতিয়ানের ২ ৯৪ শতক জমি ৪/১০॥ জমা

(১২৩)

৮৬১ খাংজারি ৩১ দাবি ১৩৭।৯

২১৯৭।৩০

ডিঃ বদরী নারায়ণ চেংরাঙ্গিনা মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ সবুর মণ্ডল দিং সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ হাঁসখালী

থানা হাসখালির সামিল মৌরহাট শিবচন্দ্রপুর কৌতুকনগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে মৌরহাট মৌজার ২৫৬—২৬১, শিবচন্দ্রপুরের ১০৩—১২১ ও কৌতুকনগরের ৩০৩।৩০৪ ও ৫২৭ খতিয়ানে মোট ৫২-৭১ শতক জমি ৭৫৶ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য ৩০০৲

(১২৪)

৭৪৭ খাংজারি ৩১ দাবি ৮।৶৬

২১৪৪।৩০

ডিঃ দুর্গা বালা দাসী সাং মাধবপুর

দেঃ রতিকান্ত বক্সী দিং মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার সামিল মাধবপুর মৌজায় ডিক্রীদার দিং অধিনে ২১৯ খতিয়ানের ৫-৫৭ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি মূল্য আঃ ৫৲

(১২৫)

৭৪৮ খাংজারি ৩১ দাবি ৮॥৶৬

২১৪৫।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা চাপড়ার সামিল মাধবপুর মৌজায় গগন চন্দ্র বিশ্বাস ও ডিক্রীদার অধিনে ২২৩ খতিয়ানে ২-৭১ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি মূল্য আঃ ৫৲

(১২৬)

৭৪৯ খাংজারি ৩১ দাবি ৯॥৬

২১৬৬।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা চাপড়ার সামিল মাধবপুর মৌজায় গগন চন্দ্র বিশ্বাস দিং ও ডিক্রীদার অধিনে ৩০ খতিয়ানের ৮৭ শতক জমি ৫/৩ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য ৫৲

(১২৭)

৮৯৫ খাংজারি ৩১ দাবি ১৬৬৸৩

১৮৬।৩১

ডিঃ আশুতোষ হালদার দিং সাং কলিঙ্গা

দেঃ ইয়াকুব চৌধুরী দিং সাং ইছাপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ইছাপুর গ্রামে ডিক্রীদারগণের ৬ খতিয়ানের অধিনে ২৬২৮ খতিয়ানের ১৪-২২ শতক জমি ২৮৶৩ রায়তী মোকররী জমা মূল্য ২৫৲

(১২৮)

৮৯৩ খাংজারি ৩১ দাবি ৫৯।৶০

১৮৪।৩১

ডিঃ ঐ

দেঃ কামিনী কান্ত বক্সী সাং মাধবপুর পোঃ ইছাপুর

থানা চাপড়ার অধিন ইছাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধিনে ৬।২২৯—২৩৫ খতিয়ানের ৬ ৮২ শতক জমি ৮/৩ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১২৯)

৮৯২ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৪০॥০

১৮৩।৩১

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা চাপড়ার সামিল ইছাপুর গ্রামে ডিক্রীদারগণের ৬ খতিয়ানের অধিন ২০৭। ২২৮ খতিয়ানের ৩৫-৮৪ শতক জমি ৪৯॥৬ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(১৩০)

৮৯১ খাংজারি ৩১ দাবি ৭৬৸/৩

১৮২।৩১

ডিঃ ঐ

দেঃ বিলাতালি বিশ্বাস দিং সাং বাঁশবেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ইছাপুর গ্রামে ডিক্রীদারের ৬ খতিয়ানের অধিনে ১৪১—১৪৫ ও ২৮ খতিয়ানের ১১-২০ শতক জমি ১৬৷৵৬ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ষোল আনা রকম মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩১)

২৩৬ খাংজারি ৩১ দাবি ৩১৻৬

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ হাতেমালি সেখ দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামীল রাজীবপুর মধ্যে ডিক্রীদার ও সরোজরঞ্জন সিংহ দিং অধিনে ৩০ খতিয়ানের ১-৯৬ শতক জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৮৲

(১৩২)

১৮৬৬ দেঃজারি ৩০ দাবি ৯৭৬৸/৫

ডিঃ সত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ রণভদ্র চেৎলাঙ্গিয়া দিং মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামীল চন্দননগর গ্রামে ৪০/ বিঘা জমী ২০৲ মৌরশী জমা নদীয়া মহারাজ সেরেস্তায় দিতে হয়। মূল্য আঃ ২০০৲

(১৩৩)

৮০ দেঃজারি ৩১ দাবি ৮২৬৷৴৫

ডিঃ কালীপদ চাকী সাং গোয়াড়ী চাষাপাড়া

দেঃ তেঁতুলচন্দ্র দে দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর সামীল মৌজে গোয়াড়ী গোবিন্দসড়ক চাষাপাড়া মধ্যে ৴৪ জমী ১৸১০ মৌরশী জমা নদীয়া মহারাজ সেরেস্তায় দিতে হয়। মায় খড়ুয়াঘর ১ খান চালাঘর ১ খান, কুয়া, পায়খানা সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য ৪০০৲

(১৩৪)

৩৩৪ দেঃজারী ৩১ দাবি ১১৭৫।০

ডিঃ গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস সাং গোয়াড়ী

দেঃ পাঁচু দাসী সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের অধীন গোয়াড়ী মৌজে ১৬১৮ খতিয়ানের ৴৩ জমী ১৷৴০ কায়েমী মৌরশী জমা উক্ত জমা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সরকারে ৷৴০ ও প্রিয়নাথ গোস্বামী ৷৷০ ও নলিনীকান্ত রায় সরকারে ৷৷০ মোট ১৷৴০ দিতে হয়। মায় তদুপরিস্থিত দক্ষিণদারী ২ কুটারী ঘর একখানা, পশ্চিমদারী ঘর একখানা, রান্নাঘর ইত্যাদি সাজসরঞ্জাম মূল্য ১০০০৲

(১৩৫)

১১৫০ দেঃজারি ৩১ দাবি ১১৬৸৵৬

২১২৮।৩০

ডিঃ আশুতোষ হালদার সাং কলিঙ্গা

দেঃ আছেরদ্দি মণ্ডল সাং ইছাপুর পোঃ মহৎপুর

থানা চাপড়ার সামীল ইছাপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীনে ৬ খতিয়ান ও অধীনস্থ ১৯।২০ খতিয়ানে ১০।১। কাঠা জমী ৯/৬ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৩৬)

১১৫১ দেঃজারি ৩১ দাবি ৩৪৯।১০

ডিঃ রমণীমোহন দত্ত সাং কালিয়াডাঙ্গা

দেঃ বাবুজান সেখ সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামীল নাকাশীপাড়া গ্রামে ১১৮ খতিয়ানের ৮২০ শতক জমী ৯।৴০ জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(১৩৭)

১১৫৩ দেঃজারি ৩১ দাবি ৫১০।৴১৫

৫৯।৩১

ডিঃ হেমন্তকুমার রায় সাং আসপুর

দেঃ শ্রীঃ মুচি দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়ার সামীল মাচপোতা গ্রামে রাখালদাস তরফদার সরকারে ২৭৭ খতিয়ানে ৪৪ শতক জমী ৸৫ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য ৫৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালেক অধীন ২৭৮ খতিয়ানের ১০৭ শতক জমি ৩৶২ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য ২৫

৩। ঐ থানা ঐ গ্রামে নলিনীমণি দেবীর অধীনে ৫৪১ খতিয়ানে ২-২১ শঃ জমী ৬/০ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

(১৩৮)

১১৫২ দেঃজারি ৩১ দাবি ৭৫৫৵৯

১২।৩১

ডিঃ সজিত মণ্ডল সাং নয়পাড়া

দেঃ আরেজ মণ্ডল দিং সাং বুত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামীল বুত্তিহুদা গ্রামে কানাইলাল সিংহ রায় দিং সেরেস্তায় বুত্তিহুদার ৫২২ ও লক্ষ্মীগাছার ৭৬৬ ও তালুকহুদা মৌজার ২০৮ ও অধীনস্থ ২০৯ খতিয়ানের মোট ৪৬-৭২ শতক জমী ৬৬।৶৯ রায়তি স্থিতিবান্ জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০০৲

(১৩৯)

১১৩৪ দেঃজারি ৩১ দাবি ৫০২৲

ডিঃ রববানি মল্লিক সাং ময়ূরহাট

দেঃ লোকমান বিবি দিং সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ হাসখালি

থানা হাসখালির অধিন শিবচন্দ্রপুর গ্রামে শিবকুমারী দেবী দিং সেরেস্তায় আন্দাজ ৩২।৩ কাঠা জমির কাত ২০৲ কায়েমী মৌরশী মোকররী জমা ষোল আনা রকমে মূল্য আঃ ১০০৲

(১৪০)

২০৪৫ মণিজারি ৩০ দাবি ১৪০৸৶০

ডিঃ শ্রীহরি হালদার সাং গোংরা

দেঃ আরমান মণ্ডল দিং সাং গোংরা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল গোংরা মৌজার কার্ত্তিক মুন্সীর অধীনে ৪৫৫ খতিয়ানের ৬-৯ শঃ ব্রহ্মত্তর জমি ৯৲ জমা মায় আম, কাঁঠাল, বাঁশ ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪১)

২৩৫৬ মণিজারি ৩০ দাবি ৫২৶৯

সাং নবদ্বীপ

দেঃ প্রেমদাস বৈরাগী দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ নিজ নবদ্বীপ গ্রামে ডিক্রীদারের সেরেস্তায় ২৬৯২ খতিয়ানের ।০ কাঠা জমি ৫৲ জমা ঘর-বাড়ী ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪২)

২৩৫৫ মণিজারি ৩০ দাবি ৩৪৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ হরগোবিন্দ দাস বৈরাগী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ নিজ নবদ্বীপ গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে ২৬৯২ খতিয়ানের ৴৩ কাঠা জমি ৩৲ জমা মায় ঘরবাড়ী ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪৩)

১০৮৩ মণিজারি ৩০ দাবি ২৭।৶৯

১৯৫৪।৩০

ডিঃ সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায় সাং দিগম্বরপুর

দেঃ গিরিন্দ্রনাথ রায় দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জ অধীন দিগম্বরপুর গ্রামে ইন্দুভূষণ রায় অধীনে ১২৪ খতিয়ানের ১-৪৯ শঃ জমি পত্তনির ৴ অংশ ১৲ জমা ৷৷০ আনা অংশের মূল্য আঃ ১০৲

(১৪৪)

১০৮২ মণিজারি ৩০ দাবি ৫৩৸৶৬

১৯৫৩।৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন দিগম্বরপুর গ্রামে শ্রীশচন্দ্র রায় দিং সরকারে ১২৪ খং ২-৯৮ শঃ জমি ১/৫ রায়তীস্থিতিবান জমা দেঃ অর্দ্ধেক অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪৫)

২২৯২ মণিজারি ৩০ দাবি ১৬৫৸৩

ডিঃ দুর্গাদাসী দেবী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ বিন্দুবাসিনী দেবী সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর সামিল কৃষ্ণনগর মৌজার কমল রায়ের অধীনে ৪৩৪৯ খং ০৭ শঃ ব্রহ্মত্তর মধ্যস্থত্ব চিরস্থায়ী জমি দেঃ ।৵০ আনা অংশে ০৪ শতক জমি মায় ২টা বড় পাকা ঘর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(১৪৬)

১০৮৭ মণিজারি ৩১ দাবি ১০৮১৸৴০

ডিঃ গিরিজা সুন্দরী দেবী সাং মধুসূদন

দেঃ মকবুল দাবক সাং হরিণডেঙ্গী পোঃ হাসখালি

থানা হাসখালির সামিল ভাবনা গ্রামে বসন্তকুমারী দেবী সরকারে ২৪০ খতিয়ানের ৫-২৬ শতক জমি ১১৸৬ রায়তী-স্থিতিবান জমা দেঃ ৸০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(১৪৭)

২০৯৩ মণিজারী ৩০ দাবি ৮১৸০

ডিঃ গুড়চাঁদ মণ্ডল সাং করা

দেঃ আবরাচ গোলদার সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা রাণাঘাটের সামিল চান্দনা গ্রামে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় অধিনে ৩০ খতিয়ানের ৬-৫৮ শতক জমি ১৬৷৶৩ রায়তী স্থিতিবান জমা দেঃ ৷৷০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। থানা কৃষ্ণনগর সামিল করা মৌজার নিলমনি চট্টোপাধ্যায় সেরেস্তায় ১৭১ খতিয়ানের ৬১ শতক জমি ১৸৵০ রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৪৮)

২০৪৬ মণিজারি ৩০ দাবি ১৪৯৶০

ডিঃ বেণারত মণ্ডল দিং সাং ডোমপুকুরিয়া

দেঃ রজনী কান্ত খৃষ্টান সাং আড়ং সরিসা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা কৃষ্ণনগর সামিল আড়ং সরিসা গ্রামে জয়দুর্গা দাসী ও সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং ২ খতিয়ানের অধীন ১৯৮ খতিয়ানের ৬-০৭ শঃ জমি ১৫৸৵৩ রায়তীস্থিতিবান জমা দেঃ ৷৷০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪৯)

১৯১৪ মণিজারি ৩০ দাবি ৩৫৫৸৯

ডিঃ গোবিন্দ চন্দ্র গুপ্ত সাং নবদ্বীপ

দেঃ জ্যোতি প্রসাদ মল্লিক সাং অগ্রদ্বীপ পোঃ পূর্ব্বস্থলি বর্দ্ধমান

১। থানা কালিগঞ্জের সামিল কমলপুর গ্রামের দেঃ ।৵০ আনা অংশ বার্ষিক রাজস্ব ৮৭৮ নদীয়া কালেক্টরীতে দিতে হয়। মায় দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(অতঃপর ১ম

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই চৈত্র শুক্রবার ১৩৩৭, ২৭শে মার্চ্চ, ১৯৩১

নানা

কুষ্টিয়া সংবাদ

ভগৎসিং দিবস উপলক্ষে গত ২৩শে মার্চ্চ অপরাহ্ণে ছাত্র সমিতির উদ্যোগে একটী মিছিল বাহির হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে একটী সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মৃত্যুদণ্ড রহিত না হইলে দেশের যুবকদের পক্ষে গান্ধী-আরউইন চুক্তি নামায় সম্মতি দেওয়া অসম্ভব হইবে।

ভারুইডাঙ্গায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ২৫শে মার্চ্চ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুরের সন্নিকট ভারুইডাঙ্গা গ্রামে সহসা আগুণ লাগিয়া তথাকার কয়েকটী বাড়ী পুড়িয়া একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। দ্রব্যাদি বিশেষ কিছুই রক্ষা হয় নাই। নিকটস্থ গ্রামবাসিগণ আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করে।

কৃষ্ণনগরে কারামুক্ত কর্ম্মীর অভিনন্দন

১৪৪ ধারা অমান্যে দণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসু, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি) ও তাহার ভ্রাতা কাঁথিতে লবণ পাবন অমান্যকারী শ্রীযুক্ত মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়ের কারামুক্তিতে কৃষ্ণনগর বাসিগণ গত ১৩ই মার্চ্চ একটী জনসভায় তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন শ্রীযুক্তা শৈলবালা মজুমদার সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় বিনা বিচারে বন্দীদের মুক্তির দাবী করা হয়।

দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত বিশ্বমোহন সান্যালের কারামুক্তিতে নদীয়ার কর্ম্মীবৃন্দ গত ১১ই মার্চ্চ টাউন হলে একটী সভায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ষ্ঠিয়া সংবাদ

ভগৎসিং প্রভৃতির ফাঁসীতে দেশবাসীর শোকপ্রকাশ

ভারুইডাঙ্গায় অগ্নিকাণ্ড

বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণের করাচী যাত্রা

কলিকাতায় হরতাল ও সভা

কৃষ্ণনগরে কারামুক্ত-কর্ম্মিগণের অভিনন্দন

শতদ্রুতীরে মৃতদেহ ভস্মীভূত

ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রকল প্রতিষ্ঠা

হাওড়া ষ্টেশনে রেলদুর্ঘটনা

অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে বাণিজ্য সন্ধি

ভগৎসিং প্রভৃতির ফাঁসিতে দেশবাসীর শোকপ্রকাশ

সাধারণ হরতাল ব্যতীত লাহোরের ডি, এ, ভি, কলেজ, দয়ালসিং কলেজ ও এফ, সি, কলেজ সমুখ স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহও মৃতের প্রতি শোক প্রকাশের জন্য বন্ধ ছিল।

কংগ্রেস ও নওজোয়ান সভার ঘোষণা অনুযায়ী মৃত যুবকত্রয়ের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লোকসকল অতি প্রত্যূষ হইতেই মিণ্টো পার্কে সমবেত হইতে আরম্ভ করে। ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান জন্য পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল; তন্মধ্যে অনেক মহিলাও ছিলেন।

মৌলানা জাফর আলি জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, ২৩শে মার্চ্চ যখন শ্রীভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গিগণের ফাঁসি হয় এবং তাঁহাদের দেহ শতদ্রু তীরে ভস্মীভূত হয়, তখন ভারতবর্ষ নিজেকে যেরূপ অসহায় অনুভব করিয়াছিল, সেরূপ অসহায় সে তাহার ইতিহাসে কখনও অনুভব করে নাই।

অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় নীলাগাম্বুদ হইতে এক নীরব মিছিল বাহির হয় এবং সন্ধ্যা প্রায় ছয় ঘটিকার সময় মৌরিগেটের বাহিরে আসিয়া শেষ হয়।

নগর কংগ্রেস কমিটি ও পাঞ্জাব সেবাদল তাহাদের পতাকা অর্দ্ধ অবনত করিয়াছিল।

লাহোরের ফাঁসি সম্পর্কে পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে মিছিল, হরতাল ও সভা হইতেছে।

দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি কর্ম্মিগণের কারামুক্তি

দেশবন্ধু পল্লীসংস্কারের খ্যাতনামা কর্ম্মীদ্বয় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভদ্র ও শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পাটনা স্পেশাল ক্যাম্প জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে ১৩৮ ধারানুযায়ী এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতার হরতাল, মিছিল ও সভা

সর্দার ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসীতে কলিকাতার অধিবাসীবৃন্দ স্তম্ভিত হইয়াছেন। গান্ধী-আরউইন সন্ধির ফলে ইহাদের মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে অপর কোন দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে, এরূপ একটা ধারণা অনেকেরই মনে হইয়াছিল। ভগৎ সিং প্রভৃতি ফাঁসীর সংবাদ পাইয়া সকলেই দুঃখিত হন। সমগ্র সহরের বুকে একটা বিষাদের ভাব দেখা দেয়। দোকান পাট বন্ধ হইয়া যায় এবং সমগ্র কলিকাতায় হরতাল প্রতিপালিত হয়।

বড়বাজারে কোন কাজ কর্ম্ম হয় নাই, সমস্ত দোকান পাট বন্ধ ছিল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে সশস্ত্র পুলিশ এবং সাঁজোয়া গাড়ী টহল দিয়া ফিরিতেছিল। উত্তর দক্ষিণ এবং মধ্য কলিকাতায় শান্তিপূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছে।

সকাল বেলায় কৃষ্ণ পতাকা হস্তে অনেকটি নিছিল বাহির হইয়া সহরের বড় বড় রাস্তায় পরিভ্রমণ করিয়াছিল।

বিকাল বেলায় দুইটি সভা হইয়াছিল। কৃষ্ণ পতাকা লইয়া বহু সংখ্যক মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় যথেষ্ট জন-সমাগম হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তার পর বক্তা এই সমস্ত সভায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর ভগৎ সিং প্রভৃতির স্বদেশ প্রেমের প্রশংসা করিয়া এবং সরকারী কার্য্যের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভায় করাচী কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত নয় এবং মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত এরূপ কথা লিখিত ইস্তাহার বিলি হইয়া ছিল।

হাওড়ায়ও দোকান পাট বন্ধ হইয়াছিল। মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের আফিস বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে বাণিজ্য সন্ধি

জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র সচিব ২৩শে মার্চ্চ বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইটালীর রাজদূতকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট তিনি বলেন যে অষ্ট্রিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর যে সন্ধি হইয়াছে তাহাতে আন্তর্জ্জাতিক আইন লঙ্ঘন করা হয় নাই।

জার্ম্মাণীর সংবাদপত্র গুলি গবর্ণমেণ্টের অভিমত সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

কাণপুরে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

যে সকল দোকানে বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে, সেই সকল দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চলিয়াছে।

হাওড়া ষ্টেশনে দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার প্রাতে প্রায় সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় হাওড়া ষ্টেশনে এক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ১৩ নং ডাউন নাগপুর এক্সপ্রেস খানি ৭নং প্লাটফরমের "ডেড্ বাফারে" সজোরে ধাক্কা লাগায় বাফার চুরমার হইয়া যায় এবং কয়েকটি কামরা কাহের জানালাও ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার ফলে ১০।১২ জন আরোহী আহত হন; তন্মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ আহতদের মধ্যে পাঁচজনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই এসম্বন্ধে তদন্ত করিবেন। হাওড়ার ডেপুটী কমিশনার কাদের আলি এই পুলিশ তদন্ত করিতেছেন।

শতদ্রু তীরে মৃতদেহ ভস্মীভূত

লাহোর হইতে সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত হয় যে, ভগৎ সিং রাজগুরু এবং শুকদেবকে সন্ধ্যা সাতটার সময় ফাঁসি দেওয়ার পর শতদ্রু তীরে বসিয়া শিখ ও হিন্দু ধর্ম্ম অনুযায়ী দাহ করা হয়। অস্থিশেষ উক্ত নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

চিতাভস্ম লইয়া মিছিল

২৪শে মার্চ্চ সন্ধ্যার ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের চিতাভস্ম লাহোরে আনীত হয়। এবং মিছিল করিয়া রাবি নদীতে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণের করাচী যাত্রা
হাওড়া ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার, শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার, আসরাফউদ্দিন চৌধুরী, জনৈক নিয়োগী, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস, হেমেন্দ্র ঘোষ, নিখিল রঞ্জন দাশগুপ্ত, যশোদানন্দন গোস্বামী, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয়কুমার হাজরা, পুরুষোত্তম রায়, কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত, অরুণ মজুমদার, নিমল প্রতিভা দেবী, ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কুমারী শান্তি দাস, জ্যোৎস্না মিত্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে তুফান মেলে করাচী যাত্রা করিয়াছেন। উক্ত মেলে বিভিন্ন জিলার আরও প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব হাওড়া ষ্টেশনে বিপুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দান করেন।

ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রকল প্রতিষ্ঠা

বিলাতের "ডেলী হেরাল্ড" নামক পত্রিকায় প্রকাশ যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের কতিপয় প্রধানশালী ভদ্রলোক, যাহাদের তথাকার বস্ত্র কলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে শীঘ্রই ভারতে আসিয়া খুব প্রকাণ্ড একটি কাপড় ও সূতা প্রস্তুতের কল স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ কয়েক জন বিশেষজ্ঞ শীঘ্র ভারতের দিকে রওয়ানা হইতেছেন এবং কোন্ স্থানে কল স্থাপনের সর্ব্বাধিক সুবিধা পাওয়া যাইবে তাহার তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিলেই অচিরে কল স্থাপনের ব্যবস্থা হইবে।

ভারতবর্ষ দিন দিন নূতন নূতন কাপড় ও সূতার কল এবং বিদেশী বস্ত্রের উপর শুল্ক বৃদ্ধি হওয়ায় বিলাতী বস্ত্রের আমদানী দিন দিন হ্রাস হইবার জন্যই এই নূতন পন্থা অবলম্বনের একমাত্র কারণ।

ভবানন্দের মস্তিষ্ক বিকৃতি

শিবপুর বোমার মামলার আসামী ভবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মেণ্ট্রাল জেলে কিছু দিন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে ভুগিতেছিলেন। ইহাতে তাহার মস্তিষ্ক একটু বিকৃত হয়। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার এক আত্মীয়ার মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পান তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক এই শোকাবহ সংবাদ সহ্য করিতে পারে নাই। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি নাকি বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছেন।

পৃথিবী ভ্রমণকারিণী
এ পর্য্যন্ত ৬০,০০০ হাজার মাইল

টরেণ্টো হইতে মিস এ, ওয়াকার বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান নগর সমূহ দর্শন করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন। কলম্বো হইতে তিনি মাদ্রাজে আগমন করিয়াছেন।

প্রায় ২॥০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইয়া এপর্য্যন্ত তিনি ৬০,০০০ হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অধিকাংশ পথই পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে তিনি সরাসরি ইজিপ্ট অভিমুখে রওনা হইবেন এবং আরও ২ই বৎসর মধ্যেই তিনি তাঁহার ভ্রমণ শেষ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেণ

সম্প্রতি "রয়াল স্কট" নামক এক্সপ্রেস ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেণ। ১৯২৮ সালে না থামিয়া একসঙ্গে ৪০০ মাইল অতিক্রম করিয়া এই ট্রেণ বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল। এই ট্রেণ ঘণ্টায় ৯০ মাইল পর্য্যন্ত চলে।

দুর্ঘটনার সময় "রয়াল স্কট" ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে অগ্রসর হইতেছিল এমন সময় অকস্মাৎ দুর্ঘটনা ঘটে। আরোহীরা লাইনস্থাক কামরার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া চীৎকার আরম্ভ করেন।

উদ্ধার কার্য্যের জন্য তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করা হয়।

স্পেনে গণতান্ত্রিক নেতাদের বিচার
১২ জনের কারাদণ্ড

বিগত ডিসেম্বর মাসে স্পেন দেশে বিপ্লব ঘটাইবার জন্য যে ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বলিয়া ১২ জন বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক নেতা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সামরিক আদালতে ইহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে প্রত্যেক আসামীর প্রতি ৬ মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ভারতের লোক সংখ্যা

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ—১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারীর লোক গণনায় ভারতের লোক সংখ্যা (বৃটিশ ভারত ও সামন্ত রাজ্য সমূহ) প্রায় ৩৫ কোটি ১৫ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের গণনায় উহা ৩১ কোটি ৯১ লক্ষ পরিমিত হইয়াছিল।

সকল প্রদেশেই লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা কম বাড়িয়াছে বেলুচিস্থানে আর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাড়িয়াছে দিল্লী প্রদেশে। স্বাধীনরাজ্য সমূহেরও সর্ব্বত্রই লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের লোক সংখ্যা ধরিয়া সমগ্র ভারতে গড়ে শতকরা ১০২ জন লোক বাড়িয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ১৩ই চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৭

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা

সপ্তত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন

বর্ত্তমান ষষ্ঠ বর্ষের নদীয়া-প্রকাশের ৫ম সংখ্যায় ৪৪৫ গৌরাব্দের বর্ষারম্ভ দিবস অর্থাৎ ১লা বিষ্ণু তারিখে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম মায়াপুর মহাযোগপীঠের সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে আহূত অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঁচ ঘণ্টা-ব্যাপী শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সপ্তত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুধী পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত আমরা উক্ত সভার বিস্তৃত বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি।

সভাপতি নির্ব্বাচন

পণ্ডিতবর কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুদর্শনবাচস্পতি কাব্য-ব্যাকরণ-সাখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শ-তীর্থ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, পরম ভক্তিভাজন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিয়া আমাদিগের সকলের অভিলাষ পূর্ণ করুন। বরিশালের স্বনামধন্য পরমভাগবত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয় পণ্ডিত সুদর্শনবাচস্পতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সমর্থনার্থ সভায় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—আমি পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিবার পূর্ব্বে একটুকু সময় গ্রহণ করিতে চাই। আমি আমার জীবনের একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব-সমর্থনকারী হিসাবে আমার পরিচয় শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট জ্ঞাপন করিতেছি। আমি অতি অল্প বয়সে কোন চাকরীতে প্রবেশ করি, সেই চাকরী-সূত্রে কোন কার্য্যোপলক্ষে নৌকা করিয়া একস্থানে যাই। অনেক বর্ষীয়সী মহিলা স্নেহপরবশা হইয়া আমার প্রতি নিজ পুত্রাপেক্ষাও অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতে করিতে আলাপ করিতে থাকেন, এমন সময় একটী লোক আসিয়া আমাকে 'দারোগা বাবু, সেলাম'—এই কথাটী বলিবামাত্র 'বাবা গো!' চীৎকার করিয়া স্ত্রীলোকটী প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া যান। এইরূপ প্রকৃতির কার্য্যে সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষতঃ পরছিদ্র-দর্শনে সুতীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরও যিনি অকৃত্রিমভাবে অর্থাৎ কোন প্রকার বুজ্‌রুগী বা অবান্তর কোন চেষ্টা না দেখাইয়া হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন, সেইরূপ মহাপুরুষ ব্যতীত অন্য কোন যোগ্যতম ব্যক্তি এইরূপ বিদ্বৎসভায় সভাপতি হইবার উপযুক্ত আছেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ। আমি তাঁহার দীক্ষিত শিষ্য নহি, আমি নিরপেক্ষ বিচারে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু অপেক্ষা অন্য কোন যোগ্যতম পুরুষ না দেখিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার এই অধিবেশনে তাঁহার সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিবার প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

সভাপতির আসন গ্রহণ মুখে শ্রীল প্রভুপাদের দৈন্যোক্তি

সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার মুখে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেন,—শ্রীধাম প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা আমার নাই। বিশেষতঃ ধামপ্রচারকার্য্যে আমি কোন সেবাই ক'রে উঠ্‌তে পারি নাই, আর কোন প্রকার যোগ্যতাও আমার নাই। তথাপি শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভাপতি উপস্থিত না থাকায় অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন কর্‌তে হবে—এই বিচারে যদি 'ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো' ব'লে আমাকে নির্ব্বাচিত করা হয়, তা' হ'লে 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া' মনে ক'রে আপনাদের প্রদত্ত পদ গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য হ'লাম।

উদ্বোধন-সঙ্গীত

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর সভাপতি-প্রবর শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পর বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় 'ক'রে হ'বে বল সে-দিন আমার'—এই উদ্বোধন সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন।

রাজর্ষির তড়িদ্বার্ত্তা

তৎপরে সভাপতি প্রভুপাদ বলেন,—কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার সাধারণ সভার সম্পাদক রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় একটী তড়িদ্বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন-

Tribeni 5-3-31

11-10 A.M.

Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj

Mayapur Navadwip

Extremely regret inability to attend meeting tender apologies and pronams to Your Holiness.

Saradindu

ঐ অনুবাদ

ত্রিবেণী, ৫ই মার্চ্চ ১৯৩১,

বেলা ১১টা ১০ মিঃ

শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ

শ্রীমায়াপুর, নবদ্বীপ

সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ এবং ভিক্ষা করিতেছি। পাবনবিগ্রহ প্রভুপাদ, আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

শরদিন্দু

গত বৎসরের বার্ষিক বিবরণীপাঠ

প্রভুপাদ বলেন,—শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত না থাকায় 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক শ্রীমান্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিগত বৎসরের অধিবেশন বিবরণী পাঠ করুন। প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু গত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। (ক্রমশঃ)

ভাগবত-ধর্ম্ম

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিদর্শনকর)

সমগ্র অপৌরুষেয় বেদের সারাংশগুলিকে চয়ন করিয়া ভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীল ব্যাসদেব সূত্রাকারে বেদান্তদর্শন নামক নিজ রচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে লিখিত সূত্রগুলির বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিগম্য অর্থকে পরিস্ফুট করিবার জন্য শ্রীল ব্যাসদেব পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণার্ক প্রকাশ করেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রকার শুদ্ধভক্তির কথা সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত আছে, তাহা শ্রীল ব্যাসদেব রচিত অন্যান্য পুরাণগুলিতে সুষ্ঠুভাবে নিবৃত্ত হয় নাই। সুতরাং সমগ্র অপৌরুষেয় বেদ-প্রতিপাদ্য বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিগম্য শুদ্ধভগবদ্ভক্তির কথা অতি সুস্পষ্টভাবে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত নামক অমল পুরাণেই ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীল ব্যাসদেব কলিযুগের প্রারম্ভে ভারতভূমিতে প্রকট ছিলেন। কলিযুগের উৎপত্তি পাঁচ হাজার বৎসরের কিছু পূর্ব্বে ঘটিয়াছে। সুতরাং শ্রীল ব্যাসদেব-লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থরাজ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রকট লাভ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। যীশুখৃষ্ট প্রায় দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পেয়গম্বর মহম্মদ সাহেব যীশুখৃষ্টের প্রায় সমসাময়িক লোক। যেহেতু এই দুইজন শ্রীল ব্যাসদেবের অনেক পরে জন্ম গ্রহণ করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রচারিত ধর্ম্মকে 'নবীন মত' বলিলে দোষ স্পর্শ করে না। শ্রীল ব্যাসদেব-বর্ণিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের সহিত যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদ কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মের যে যে স্থানে অনৈক্য দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় সিদ্ধান্তকে শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের বাধকজ্ঞানে পরিহার করা নিতান্ত প্রয়োজন। অকরণে শুদ্ধভক্তি হানি হইবে।

শূন্যবাদের প্রবর্ত্তক শ্রীশাক্যসিংহ যীশুখৃষ্টের কিছু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মায়াবাদের প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করাচার্য্য যিশুখ্রীষ্টের প্রায় ৮০০ বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব এই দুইজনের দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্মগুলিও নবীন এবং শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের হানিকারক বলিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক আদৃত হইবার অযোগ্য।

ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—"মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।" অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মহাজনের পথই গ্রহণযোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথাই অতি প্রাচীন অর্থাৎ সনাতন ও প্রামাণিক বলিয়া তাহাকেই মহাজন অনুমোদিত ধর্ম্ম বলিয়া বুঝা সমীচীন। এই মহাজন অনুমোদিত ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ সাহেব, শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য বা পরবর্ত্তী কালে উদ্ভূত অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত ধর্ম্মকে উপধর্ম্ম জ্ঞানে বর্জ্জন করা প্রেয়োগাদেচ্ছু

গণের একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা তাহা না করিবেন, তাঁহারা চরমকল্যাণ লাভে বঞ্চিত হইয়া বারংবার উচ্চ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে ও পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকিবেন।

শ্রীগুরু-স্তোত্র

(শ্রীযমলার্জ্জুন-ভঞ্জন দাস ব্রহ্মচারী)

পতিত-পাবন গুরুদেব নিত্যানন্দ।
তব আগমনে প্রভো সর্ব্বত্র আনন্দ॥
গৌরভক্ত যত আছে তব গুণ গায়।
গৌরাভক্ত যত মত্ত সতত নিন্দায়॥
কৃষ্ণাভিন্ন দেব তুমি গৌর প্রিয়তম॥
তব দরশনে যায় অজ্ঞানান্ধ তমঃ॥
কেমনে জানিবে তা'রা তোমার স্বরূপ।
মায়ার কুহকে ভুলে আপন স্বরূপ॥
জীবের মঙ্গল হেতু এসেছ ধরায়।
সপার্ষদ ভক্তবৃন্দে আনিলা মাতায়॥
পৃথিবী মাঝারে আছে যত তীর্থ যত।
তব আগমনে সব হৈল প্রকাশিত॥
কৃষ্ণপ্রেম দিতে তুমি দয়া-অবতার।
অধমতারণ প্রভো, করুণা-সাগর॥
ভক্তি-হীন-হীন দেখি এ পাপ সংসার।
পুরীতে প্রকট হ'লে হ'রে রূপ নর॥
শ্রীনামকীর্ত্তনে শুদ্ধ কর পাপিচিত্ত।
কলির কল্মষ নাশি' দিতেছ অমৃত॥
কৃপাবিন্দু তুমি যারে দেও একবার।
ঘুচে যায় সে জনের অজ্ঞানান্ধকার॥
শুদ্ধ কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
শুদ্ধরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে।
সেই কালে ভক্তিসূর্য্য হইলে উদয়।
মায়াদেবী লজ্জাভরে পলাইয়া যায়॥
গৌর অবতারে প্রভু তুমি গৌরভূত।
হইয়া করিলে ভবে প্রভুকার্য্য যত॥
বাছাবাছি নাহি কিছু অন্যে কি যবন।
নামামৃত বন্যা আনি ভাসালে ভুবন॥
সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ তুমি দেখের অন্যায়।
হরিনাম-প্রচার বিনা নাহি অন্য কার্য্য॥
তোমার চরণে যেজন অপরাধ করে।
নরকে সে পড়ে, কৃষ্ণ রাখিতে না পারে॥
কৃষ্ণস্থানে ক্ষমা যে আছয়ে বিস্তর।
বৈষ্ণবাপরাধ হৈলে নাহি পরিত্রাণ॥
গোবিন্দ বসতি করে ভক্তের হৃদয়।
ভক্তের হৃদয় চিত্ত ভক্তি রসময়॥
গৌর-প্রিয়তম হেন ভক্তের নিন্দিয়া।
দুষ্টে রসাতল মহা ঘোরে পড়িয়া॥
বৈষ্ণব ধৈর্য্যের কভু নাহিক সীমার।
আপন শ্রীমুখে কৃষ্ণ বলেছেন সার॥
ব্রহ্ম শিব যদি হয় তাহার সহায়।
তথাপি পতন তার (নাহিক সংশয়)
কীট হতে হেয় লোক নয়, পাই বহু ছাথ।
কৃপাদৃষ্টি না করিলে পাষণ্ডীর মুখ॥
গৌর নিত্যানন্দ হে, দাসে কর বল।
অজ্ঞান অধম আমি অতি ভক্তিহীন॥
বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
কেমনে চিনিব আমি অতি দুষ্টমতি॥
ভব-নদী পার করিতে তুমি কাণ্ডারী।
অন্ত তোমার গুণ কহিতে না পারি॥
প্রকাশ করহ চিত্তে চৈতন্য স্বরূপে।
নিসর্গ ছাড়িয়া শুদ্ধ হই যে স্বরূপে॥
কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥
অতএব কৃষ্ণ হৈতে অভিন্ন হে তুমি
তব গুণপনা কিবা জানি আমি?
যা বলাও, তাই বলি নাহি কিছু সাধ্য।
চিরদিন থাকি যেন তব পদে বাধ্য॥
নিজ গুণে কর মাথা হইতে উদ্ধার।
দণ্ডবৎ প্রণতি চরণে তোমার॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

জীবের নিত্য ধর্ম্ম শ্রীভগবানের [illegible] শ্রীভগবানের নামরূপ। [illegible] কামনের বাহিরে তাঁহার নিত্য জীববৃন্দের অন্য কোনও বৃত্তি নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে বহিরঙ্গা মায়া বলে তাহারা ধর্ম্মে উদাসীন হইয়া, নিজের স্বরূপ কথা এবং পর স্বরূপের স্মৃতি হারাইয়া দেহে আত্মবোধে তাহাতেই লোভ সুখে প্রমত্ত।

জগৎ এই ভোগ-সুখময় ক্ষেত্র—বিমুখজনের শান্তির স্থল। কুবেরও এখানে ভীষণ বস্তুটি তুচ্ছ কষ্টোপার্জ্জন করিয়াও অনিত্য বস্তুর মোহে নিমগ্ন। এই দুর্গতির কথা চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।

ভৃত্যকুল প্রভুর সেবায় উদাসীন হইলেও নিত্য প্রভু শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে কৃপা করিতে বৃহত্ত হন নাই। তিনি অনুক্ষণ অন্যান্য ভোগের তাহাদিগকে চরণাশ্রিতকে আকর্ষণ করিতে উদ্যত। এই কৃপা-লীলা-প্রদর্শক কৃপাময় বাবার প্রভু কখনও বা নিজে আসেন কখনও বা আপন পার্ষদকে এই মর্ত্য [illegible] অমর আত্মা এবং অমর প্রভুর সন্ধান প্রদান করেন।

এই সম্বন্ধ-স্থাপই সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেব। ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেবের কার্য্যই—জীবকুলকে নিত্যসত্যে প্রতিষ্ঠিত করা। অনেকে গুরুমহাশয় এই কার্য্যে ব্রতী দেখাইলেও সম্বন্ধের [illegible] না হওয়ায় [illegible]

ধর্ম্ম প্রদর্শন করিতেছেন তাহা [illegible] সুযোগ বুদ্ধিমান্ জনগণের সর্ব্বদাই হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক বাঙ্গালার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অবতারগণের চরিত্রচিত্রণ আমাদিগকে প্রবঞ্চকের হাত হইতে রক্ষা করিতেছে।

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের স্থাপয়িতা আজ বিশ্বের সম্মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত চৈতন্যধর্ম্মের প্রচার করিয়া এই বিবদমান-যুগে এক মহাচিৎসমন্বয়ের অবকাশ দিয়াছেন। তদনুগত এক ভাগ্যবান্ যেই চৈতন্যবাণী দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিয়া গুরুর আদেশপালনে ব্রতী।

শত সহস্র নবদ্বীপধাম পরিক্রমার নিমিত্ত মহোৎসবের অব্যবহিত পরেই শ্রী[illegible] দেবের চরণদেশশিয়ে [illegible] করিয়া পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার মালঞ্চাড়া গ্রামে শুভ পদার্পণ করিলে [illegible] পাশ্চাত্য 'নোভেলেস্থ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। স্থানীয় [illegible] এবং [illegible] অনেকের এই সব কথা শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। প্রচারকালে [illegible] পুলিনবিহারী দে [illegible] কেশবরাম [illegible] ও শ্রীযুক্তের উপস্থিতি এবং আয়োজন বিশেষ প্রশংসনীয়।

আসে না কেন?

[illegible] কারণে নামের প্রেম [illegible] একদিন হইতে [illegible] আসে না কেন? এত কাঁদিতে [illegible] পড়ে, অথচ প্রেম যে কি বস্তু, তাহার [illegible] অনুভব করিতে পারিলাম না। এই চিন্তায় [illegible] একদিন মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম, এর তাৎপর্য্য কি? কৃষ্ণ এই শব্দটী কি আমার মুখে উচ্চারিত হয় না? হইবেই বা কেন? ব্যাপারটি অতিশয় জটিল, ছাড়িবার এত কথা বলিতেছি, অথচ 'কৃষ্ণ' এই শব্দটী উচ্চারণ করিতে পারিব না? উচ্চারিত শব্দের না হয় কিছু আধ্যাত্মিক তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু কই এমন কথা ত শুনি নাই, যে এরূপ তারতম্যে উচ্চারিত নামের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে? যাহা হউক আমাকর্ত্তৃক ইহার মীমাংসা হইবে না ভাবিয়া শ্রীনাম মায়াপুর যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। শ্রীধাম পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম, কিন্তু সংসারের [illegible] ছয় নাই। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া শ্রীধামের যাত্রী হইলাম এবং পর দিবস সন্ধ্যার [illegible] শ্রীধামে পৌঁছিলাম।

পরদিবস প্রাতে সময় বুঝিয়া শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া মনের কথাটী ব্যক্ত করিলাম। তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ বদান্যতার সহিত বলিলেন, উত্তম কথা। আপনি কি আমাদের ছায়াচিত্রে নঙ্গোর না তুলিয়া নৌকা বাহিবার চিত্রটী দেখেন নাই? আমি বলিলাম, দেখিয়াছি; কিন্তু কৈ আমার প্রশ্নের মীমাংসা ত করিতে পারিলাম না। মহারাজ বলিলেন, আপনি যখন তত্ত্বটী জানিবার জন্য এতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তখন আশা করি, দুই একটী অতিরিক্ত কথা শুনিতেও প্রস্তুত আছেন। দেখুন, আমরা যদি মনে করি শ্রীগুরুদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেই আমাদের কার্য্য হইয়া গেল, গুরুগৃহে বাস, সাধুসঙ্গ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা নাই, তাহা হইলে আমাদিগের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। এমন কি, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনুগত্য করিতে চিরদিন বঞ্চিত হইতে হইবে। সেই জন্য আমাদিগের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যদি ঐ ছবি অবহেলা করি, পড়িয়া শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিব না। ঐ চিত্র প্রদর্শনের সময় বিষয়টী বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, অথচ আপনি একবার দেখিতে পারেন নাই।

আমি [illegible] করিতে পারিয়া চোকার মত হাঁ করিয়া রহিলাম। তৎপরে মহারাজ বলিতে লাগিলেন— কৃষ্ণনামের সহিত প্রেম আসে সত্য, কিন্তু নাম উচ্চারিত হইলে ত। অপরাধ-আকালনে প্রকৃত নাম কখনও উচ্চারিত হন না।

জীবাত্মার একমাত্র কার্য্য সর্ব্বক্ষণ পরমাত্মার সেবায় নিযুক্ত থাকা; কিন্তু যখন আমাদের জীবাত্মা অবিদ্যা অর্থাৎ মায়ামোহদ্বারা অভিভূত হইয়া দেহ ও মনো দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন কৃষ্ণনাম আমাদিগের জিহ্বায় উচ্চারিত হন না। তখন যে যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা নামাভাস মাত্র। দেহ ও মনের ধর্ম্ম—সঙ্গদোষ অবশ্যম্ভাবী করা; কারণ জড়রসে পরিতৃপ্ত হইতে যাহারা আমোদ করা উহাদের স্বভাব, অথচ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ না করিলে শ্রীনাম জিহ্বায় উদিত হন না। এই জন্যই গৌর-পার্ষদ পণ্ডিত জগদানন্দ আমাদিগের মঙ্গলার্থে তাঁহার প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে গাহিয়াছেন:—

এমত অপূর্ব্ব নাম সঙ্গযুক্ত যথা।
নীচ শুভ সঙ্গদোষ না হয় সর্ব্বথা॥
দেহ, দৈব, ভোগ, মোক্ষ, পাষণ্ড সঙ্গক্রমে।
ব্যবহিত মন্দে তা'র পড়ে মহা ভ্রমে॥
অতএব সকলের অগ্রে সঙ্গ ত্যজি'।
অনন্য শরণ লভ নাম মাত্র ভজি॥
নাম সঙ্গে চলে তোমা সবার সহিত।
অপরাধ দূরে যাবে হইবেক হিত॥
অপরাধ মুক্ত হয়ে লহ কৃষ্ণনাম।
প্রেম আসি' নাম সহ করিবে বিশ্রাম।

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধাভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় ক্রমগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈদী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় স্ববিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্রমহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ৩৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় সমাজসাধারণে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৸৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে মুক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৫ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্প্র, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে চাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্রয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। ৪র্থ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের পরিচয়, ৩। বিষ্ণুবিষ্ণুসম্পাদিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ বার ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় ব্রুকেন, বাইকাইড্রোক্লোর কুইনিন আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং [illegible] সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমূলক গান। ভাঙ্গা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি করিলে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল পানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সার্দ্ধ-দ্বি-ক্রোশ পরিধি-পীঠ বা সাক্ষাৎ ভজন-স্থলী। এই মহাপীঠে শ্রীহরিনামাত্মক ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত তর্ক, নাট্য, অলঙ্কার, তথা গায়ত্রী-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অপরাপর ও আপনা এবং কৃপায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাক্ষাৎ সম্প্রদায়াচার্য-অবতার-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মহাপীঠে ত্রিসন্ধ্যাপূর্ব দৈনিকপত্র সম্পাদক সম্প্রদায়ের অপৌরুষেয় ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তিগোষ্ঠীর কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিদাস। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরাঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং কালিদাস চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ শ্রীরাধাবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদ নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরবাণী প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ভাষামিশ্রিত মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রত্যয়-চক্রবৃদ্ধি-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্মজ শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীগোকুলানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীগোপীজনবল্লভ, ব্রহ্মচারী শ্রীগোপীজনবল্লভ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরঘুনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীহরেকৃষ্ণদাস অধিকারী, দেবশর্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিতাইনন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাগ্রাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅদ্বৈত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, শ্যামপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, সরডাঙ্গা (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেব এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভারতী ব্রহ্মচারী ভক্তিবাস্তবজী বল, এম, এল।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মরম সিংহ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি কুশলী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীভক্তকমল অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

রাজবেড়িয়া, পঞ্চাগড় ই, আই, রেল

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশেষ ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র—

নাউপাড়া, জারগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসাঙ্গনস্থ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের ন্যায়।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবল্লভী ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-গ্রন্থের গভীরতা প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

২০৮২ বাবুবাজার রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রধান কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ পাদপদ্ম-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দের ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর আবির্ভাবের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগোর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

চরিত্রাক্ষ সপ্তাহনী সভা, বালিহাটী, ঢাকা।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা।

রক্ষক—ইন্দুপ্রিয় ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চকবিরা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মকৈঙ্কর্য-বিলাসীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীজগন্নানন্দজী। রক্ষচারী পরানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দীনানন্দ।

(১৮) শ্রীমায়াপোড়া প্রপন্নাশ্রম

মায়াপুর পোঃ নবদ্বীপ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্মের নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীব্রজকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবাণীবল্লভীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দীনানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী বনমালেশ্বরী প্রভুপাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবাণীবল্লভীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগন্নাথবল্লভপুরা, কাশী।

গৌ-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-প্রেমভক্তির সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণ বিনোদ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

টেপাখোলা, মায়াপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

টুমরকুড়া, চিতরকুড়, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরঘুনাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেখিয়াছি।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গনেত্র-রামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শিবদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ নাহু, জাবড়া

এখানে বহুকুঞ্জময়ী শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) বিল্লা গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেণ রোড, পি-ই বিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবিনোদানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাচরণপদ্মপরাগ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবিনোদ

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)
। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ৵৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৬। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৭। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
২০। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
২১। ভজনরহস্য ॥০
২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৩। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
২৪। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
২৫। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ॥০
২৬। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
২৭। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
২৮। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২৯। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্শন
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(ক) প্রথম খণ্ড
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১॥০
৩৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪০। গীতমালা ৴১০
৪১। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪২। নবদ্বীপশতক ৴
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। সাধনকণ্ঠ ৴০
৪৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৬। শরণাগতি ৴০
৪৭। গীতাবলী ৴০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। সাংখ্যবাণী ৴০
৫০। অর্থপঞ্চক ৴০
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী
৫১। অর্চ্চনকণ

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৩। সটীক শিক্ষা দশমূলম্
৫৪। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৫। সারাংশবর্ণনম্ ৵০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। নামভজন ।০
৫৯। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬০। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৩। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। সাধন পথ ।০
৬৭। গীতাবলী
৬৮। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান :- পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ।। সুবর্ণ সুযোগ।।

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাষ্পভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে অতি ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্ররোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে স্ত্রীলোক ও তদনুসঙ্গিক দেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি দূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও পুষ্টি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-সম্বন্ধীয়। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভাষে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-রঙ্গ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এক গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বকণ্ঠনিঃসৃত স্বরচিতাবলিসম্বলিত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির স্বরলিপি গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

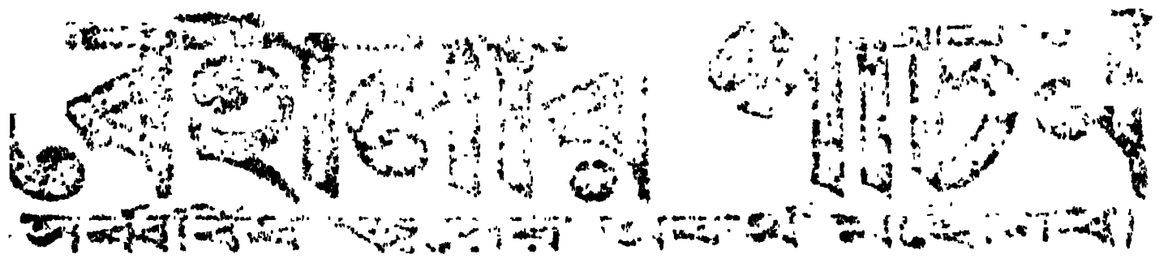

মফঃস্বলের গুণগ্রাহক জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ।৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জ

বটিকার গুণ ও ব্যবহারে, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্লপাক, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার নিশ্চিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মধুমতী সঞ্জীবনী ঘৃত"

পুরাতন রোগে যন্ত্রণাদায়ক ঘা আরোগ্য করিয়া শরীরকে সুস্থ করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"মুক্তাবলিবিলোভিনী বটিকা"

দীর্ঘকাল স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান **আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়**, ২৯নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। শূলায়ুত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধাতুতরলের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, টেকুঁরা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহাপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় শুদ্ধভাবে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১৩নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

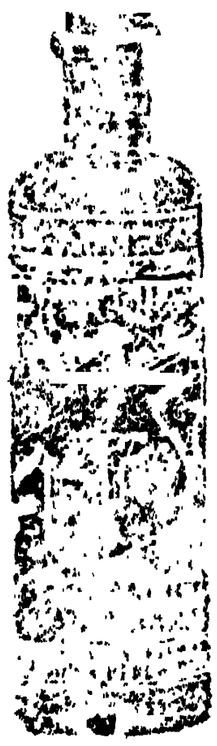

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা সাময়িক অনিবার্য্য উপায় অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া আনিয়াছেন এবং নানা প্রকার যেমন, প্রমেহ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, যকৃৎরোগ, হাইড্রোসিল, পাথুরি-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, কিম্বা অন্যান্য রোগে ভগ্নপ্রায় জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক গলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত বৎসরের পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

জেনারেল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজপুর, পার্কসার্কাস পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৫৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের মুখ
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৪৩] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তচিন্তামণি [২১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীরাম আহারপুর ১৮ই চৈত্র শনিবার ১৩৩৭, ২৮শে মার্চ্চ, ১৯৩১

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

গত ২৪শে মার্চ্চ পুনরায় বিস্ফোরক আইনের ৪ (ক) ধারায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গৃহে খানাতল্লাসী হইয়াছে শ্রীযোগীনাথ মজুমদার, সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার অধিকারী, সমরকুমার মুখোপাধ্যায়।

কাশপুরে ১৪৪ ধারা জারী জনতার উপর সৈনিকের গুলী

অমৃতসর এবং তাহার সন্নিকটবর্ত্তী কাঁসীর সংবাদে কাশপুর সহরে চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়।

এই শোচনীয় ব্যাপারের প্রতিবাদ কল্পে বিষ্ণু-মুদলমানের সব দোকান বন্ধ হইয়া গেল। ওয়ালেন্টিয়ার সংখ্যায় বহুল হাজার হাজার লোকে দোকানপাট বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া ফিরিতেছিল।

বিপ্লবদলের দিকে সরকারী অফিস সকলে দোকানের সংবাদ পাওয়া গেল এবং, অনেক স্থলে উত্তেজিত হইয়া কাছেরী অফিসের সমুদয় সমবেত হয় এবং "ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ" "মুর্দাবাদ" ধ্বনি করিতে থাকে।

ক্রমে ক্রমে এই সকলে পুলিশ সাহেবদের সঙ্গে তাহাদের কথা-বার্ত্তা হইয়া একদল বিদ্রোহী ঈদ্গাহে উপস্থিত হয়। এই সময়ই পোলমাল বাধে। জনতার মধ্য হইতে ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হইলে সৈনিকেরা গুলী চালাইতে সুরু করে, ফলে ২০ জন নিহত এবং ৬০ জন গুরুতররূপে আহত হয়।

শীঘ্রই সহরে ১৪৪ ধারা জারী হয়।

কংগ্রেস শিবিরে নেতৃসম্মেলন

মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কয়েকজন নেতৃবর্গ মঙ্গলবার কলাচীতে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা স্বরাজ "করাচী ক্যাম্প" নামে আশ্রম হইতে ১৩ মাইল দূরে অবস্থান করিতেছেন। ট্রেণ যখন প্ল্যাটফরমে আসিয়া দাঁড়ায় তখন জনতা "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" ধ্বনি করিয়া উঠে। নেতৃবর্গের পুষ্পমাল্যে প্ল্যাটফরম পূর্ণ হইয়া যায়। এই ট্রেণ যাত্রীদের মধ্যে ডাঃ কিচলু, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, ডাঃ সৈফুদ্দীন কিচলু, ডাঃ আন্সারী এবং মিঃ ও মিসেস পঙ্কজ নেহরু প্রভৃতি ছিলেন।

বিশেষ সংখ্যা ট্রেণ ছাড়া আরও অনেক যাত্রী সহ ঐ ট্রেণে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেস সম্পাদকের সাহেব ছুটি লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাগাদ্দ চট্টোপাধ্যায় ও সৈন্য বিভাগ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ ট্রেণে আসিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

কাণপুরে ১৪৪ ধারা জনতার উপর সৈনিকের গুলী

কংগ্রেস শিবিরে নেতৃবর্গ

লাহোরের ছয়শত প্রতিনিধির করাচী যাত্রা

সহরে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন

করাচীতে শ্রীযুত সেনগুপ্ত

মহাত্মাজীর অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা

উদার নৈতিকদলের সিদ্ধান্ত

বোম্বাইয়ে পূর্ণহরতাল—মিছিলের উপর লাঠি চালনা

লাহোরের ছয়শত প্রতিনিধির করাচী যাত্রা

সুভাষচন্দ্রের লাহোর ত্যাগ

পাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশের ছয় শত প্রতিনিধি এবং নেতৃবর্গ [illegible] সঙ্গে [illegible] এই প্রতিনিধি সহ করেন। স্পেশাল ট্রেণ ২০-৩০ মিনিটের সময় লাহোর হইতে যাত্রা করে। গাড়ী ছাড়িবার সময় সকলে বজ্রনির্ঘোষে "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" ধ্বনি করিয়া উঠেন। প্ল্যাটফরমের দুই পার্শ্বের প্ল্যাটফরম পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই ট্রেণ যাত্রীদের মধ্যে ডাঃ কিচলু, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, ডাঃ আন্সারী, ডাঃ সৈফুদ্দীন কিচলু এবং মিঃ ও মিসেস পঙ্কজ নেহরু প্রভৃতি ছিলেন।

বিশেষ সংখ্যা ট্রেণ ছাড়া আরও অনেক যাত্রী সহ ঐ ট্রেণে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেস সম্পাদকের সাহেব ছুটি লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাগাদ্দ চট্টোপাধ্যায় ও সৈন্য বিভাগ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ ট্রেণে আসিয়াছেন।

করাচীতে শ্রীযুত সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত [illegible] সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত [illegible] সহ কংগ্রেস আলোচনা করিতে আসিয়াছেন। সমস্ত [illegible] অনেক আলোচনা করিতে আসিয়াছেন।

সহরে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ

২৪শে মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে কাণপুরের অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া উঠে। মন্দির মসজিদ এবং দোকানপাট লুট করা হইয়াছে।

সহরে ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে এবং পুলিশ ও সৈন্য সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

হাসপাতালের বিবরণীতে জানা যায় ৫০ জনের অধিক আহত হইয়াছে এবং ১৯ জন নিহত হইয়াছে আহত অবস্থায় আরও কয়েকজন রাস্তায় পড়িয়া আছে সেবা সমিতি এবং পুলিশ তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে।

প্রকাশ, সমস্যা সমাধান নিমিত্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নেতাগণকে সমবেত হইতে আহ্বান করিয়াছেন।

সমস্ত সহর পরিত্যক্ত। ষ্টেশনে নূতন কোন যাত্রীর আসিবার উপায় নাই। মিল অঞ্চল এবং ব্যবসায় মহল সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অধিবেশন

বিগত মঙ্গলবার দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মিঃ পি, এন, গুহ প্রস্তাব করেন যে, মণ-প্রতি সাড়ে চারি আনা হারে লবণ শুল্ক বৃদ্ধির জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট যে বিল উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলার দরিদ্র অধিবাসীদের প্রতি অবিচার করা হইবে অতএব এই সভা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ যেন অগৌণে ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই লবণ শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন।

আলোচনার পর এই প্রস্তাটী গৃহীত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সদস্যগণ নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁহারা কোন পক্ষে ভোট দেন নাই।

সরকারী সদস্য মিঃ মার বলেন যে, এই প্রস্তাবের বিবরণ তিনি তারযোগে বড়লাটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

পুলিশের বরাদ্দ

মিঃ গ্রেণ্টিন প্রস্তাব করেন যে, পুলিশের জন্য ১,৯৯,৮৮,০০০ টাকার যে, বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করা হউক।

এই বরাদ্দ না-মঞ্জুর করিবার জন্য এবং হ্রাস করিবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করা হয়। এগুলির আলোচনা শেষ না হইতেই সভার অধিবেশন স্থগিত থাকে।

জেলের বরাদ্দ হ্রাস

মিঃ হাচিন্স প্রস্তাব করেন যে জেলের এবং কয়েদী উপনিবেশের বরাদ্দ ৪১,৯০,০০০ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা কমাইয়া দেওয়া হউক। আলোচনার এই প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। অতঃপর এই বিষয়ে ৩৬,৯০,০০০ টাকা বরাদ্দ মঞ্জুরীর প্রস্তাব পাশ হয়।

ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটির সভা স্থগিদ

নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটীর অধিবেশন হইতেছে। ভগৎ সিং প্রভৃতির প্রাণদণ্ডের প্রতিবাদ কল্পে ২৪শে মার্চ্চ কমিটির ভারতীয় সদস্যগণ উপস্থিত হন নাই। ফলে কমিটীর কার্য্য মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

উদারনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত

বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়া উদারনৈতিক দলের কর্ত্তব্য কিনা, এই বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্য উদারনৈতিক দলের এক সভা হইয়াছিল। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া এই সভায় তর্ক বিতর্ক চলে অতঃপর স্থির হয় যে, শ্রমিক গর্ণমেণ্টের সহিত কোন চুক্তি হইবে না, তবে কয়েকটি সর্ত্তে উদারনৈতিক দল বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিবেন।

এই সর্ত্তগুলি এখনও গোপন রাখা হইয়াছে। শীঘ্রই মিঃ লয়েড জর্জ্জ উদার নৈতিক মতবাদীদের আর এক সভায় তাহা প্রকাশ করিবেন।

করাচী কংগ্রেসের সভাপতি

প্রকাশ করাচী কংগ্রেসের সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্যর সারসফী সার আব্দাররহিম, সার কোরায়েম প্রভৃতি কতিপয় মুসলিম নেতাকে করাচী কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে পূর্ণ হরতাল মিছিলের উপর লাঠি চালনা

ভগৎসিং ও তাঁহার সঙ্গীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ২৪শে মার্চ্চ সহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। বিষাদপূর্ণ সহরের সকল স্থান হইতে "ভগৎসিং", ইনকুইলাব জিন্দাবাদ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুলিশ দলকে রাস্তায় পাহারা দিতে দেখা যায় এবং কড়া পুলিশ বাহিনী বাবু গেনু রোডের নিকট কলবাদেবাতে মোতায়েন রাখা হয়। সমস্ত স্কুল বন্ধ ছিল। প্রাতে শ্রমিক অঞ্চলে এক মিছিল বাহির হইয়াছিল। উক্ত মিছিল শেষে এক সভায় গিয়া শেষ হয়।

পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং লাঠি চালনার সময় আঘাত প্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

সহরে আরও কয়েকটি মিছিল বাহির হইয়াছিল গিরগাঁওয়ে মিছিলের উপর লাঠি চলে। ফলে দুইজন আহত হয় তাহাদিগকে কংগ্রেস হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

সন্ধ্যার কয়েকটি মিছিল ও জনসভার ব্যবস্থা হয়।

মহাত্মাজীর অবস্থা সম্পর্কে অভিমত

করাচী কংগ্রেস মহলে সাধারণ অভিমত এই যে, ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসির ফলে মহাত্মাজীর পক্ষের মুক্তি শক্তি নির্দ্দিষ্টরূপে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

ভক্ত বালকের প্রয়াণ

শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা [illegible] হইতেছেন যে, বৃন্দাবনের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরি দাস মহাশয়ের স্নেহের পুত্র শ্রীমান্ প্রেমানন্দ দাস বেরিবেরি রোগাক্রান্ত হইয়া গত ৮ই চৈত্র সোমবার রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের সময় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীধাম-রজঃ লাভ করিয়াছেন। প্রেমানন্দ বাল্যের প্রথম অবস্থা হইতেই অন্যান্য বালকদের ন্যায় বৃথা খেলাধূলার সময় অতিবাহিত না করিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাই পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমান্ প্রেমানন্দকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি বলহরি বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহাদের এই সুযোগ্য পুত্রের নির্য্যাণে শোক-প্রকাশের পরিবর্ত্তে পুত্রকে ভক্তবোধে তাহার কৃষ্ণাসক্তি স্মরণ করিয়া চিত্তস্থির করিবেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা, তিনি বলহরি বাবু এবং আত্মীয়স্বজন সকলের মনে সেবাবৃত্তি উদয় করাইয়া চিত্তে শান্তি প্রদান করুন।

সহর বৃন্দাবনে বেরি বেরি

সহর বৃন্দাবনে আজ কাল বেরিবেরির আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। তথায় খুব গরম পরিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ষ্টেশনে ষ্টেশনে বিপুল সম্বর্দ্ধনা

মহাত্মাজীর দিল্লী হইতে করাচী যাত্রা কালে পথে বাহাদুরগড়ে, সমিপ্পা, রোটক, [illegible] ভাটিণ্ডা প্রভৃতি ষ্টেশনে তাঁহার [illegible] হয়। ভোর তিনটার সময়ে ভাটিণ্ডায় দুই সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। সকল ষ্টেশনেই ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রাণদণ্ডের সংবাদ উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে অত্যন্ত মর্ম্মাহত করিয়া তুলিয়াছিল। দিল্লী নওজুয়ান সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত চমনলাল প্রত্যেক ষ্টেশনেই জনতাকে শোকযাত্রা গঠন করিতে এবং শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন করিতে অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা দেন। সকলেরই ক্ষোভের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল।

ভাটিণ্ডা ষ্টেশনে ট্রেণেই মহাত্মাজী প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন। শত শত লোক তাহাতে যোগদান করে।

মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির করাচী যাত্রা

গান্ধীজী, পণ্ডিত জহরলাল, পণ্ডিত মালব্য, ডাঃ আন্সারী এবং অন্যান্য যাঁহারা গত ২৩শে মার্চ্চ রাত্রে করাচী যাত্রা করেন, তাঁহারা রেল ষ্টেশনে ভগৎসিং প্রভৃতির প্রাণদণ্ডের কথা শ্রবণ করেন। সকলেই বিশেষতঃ মহাত্মাজী, ইহাতে মুহ্যমান হইয়া পড়েন বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়। মহাত্মাজী এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, সকল মিছিল প্রভৃতিই যেন নীরবে সম্পন্ন হয় এবং সভায় কোন বক্তৃতা না দিয়া একটী মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লক্ষ্ণৌয়ে

ভগৎসিং ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রাণদণ্ডের সংবাদ ২৪শে মার্চ্চ প্রত্যূষে এখানে জানা যায় এবং সহরের সর্ব্বত্রই চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় এবং সকল লোকই এই সংবাদে শোকাহত হইয়া পড়ে। সহরে পূর্ণ হরতাল অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বাবু মোহনলাল সাকসেনা এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের করাচী রওনা হওয়ার কথা ছিল তাঁহারা শোক সূচক মিছিল ও শোক সভায় যোগদান করার জন্য যাত্রা স্থগিদ রাখিয়াছেন।

কানপুর

ভগৎসিং রাজগুরু [illegible] প্রাণদণ্ড রহিতের জন্য [illegible] করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কল্পে সহরে পূর্ণ হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গাড়ী ঘোড়া, এমন কি ট্রামগাড়ী পর্য্যন্ত এক প্রকার অচল হইয়া গিয়াছি অপরাহ্নে একটী মিছিল সহর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রদ্ধানন্দ পার্কে সমবেত হয়। সেখানে সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে বড়লাটের এই কাজ সন্ধি সর্ত্তের প্রতিকূল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই চৈত্র, শনিবার—১৩৩৭

শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ববেদ-উপনিষৎ-স্মৃতি-পুরাণাদির প্রতিপাদ্য পরতত্ত্ব। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অথবা তাঁহার সমান কেহই নাই। কিন্তু অনাদি বহির্ম্মুখ জীবগণ মায়িক জ্ঞানবশে মনোধর্ম্ম বিচারে তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা, মতামত, সমালোচনা ও অনধিকার-চর্চ্চা করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। দেবতাগণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে মোহ-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপ্রথমে "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" বলিয়া তাঁহার বন্দন করিয়াছেন। শ্রুতিতে—"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ", "রক্ষো বৈ পরমং দৈবতম্", "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ" প্রভৃতি, বেদান্তে—"তথান্যপ্রতিষেধাৎ", বিষ্ণুপুরাণে—"যত্রাবতীর্ণ কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ।", শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়", "ত্রিভি-র্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥" প্রভৃতি শ্লোকে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি স্কন্ধে সরলভাবে এবং আরও বহু বহু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ তদ্বিষয়ে যে মোহপ্রাপ্ত হন, তন্নিমিত্ত অনাদি-অজ্ঞানই তাহার কারণ।

আমরা যে বস্তু সচরাচর দেখিতে পাই, তাহার বিষয়ে কতকটা বিচার করিতে আমাদের যোগ্যতা আছে, কিন্তু যে বিষয়ের কোন অনুভূতিই আমাদের নাই, তদ্বিষয়ে আলোচনা, মতামত প্রকাশ বা বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা বা অনধিকার-চর্চ্চা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীকৃষ্ণ—ইন্দ্রিয়জজ্ঞানগম্য নহেন বলিয়াই তাঁহার নাম 'অধোক্ষজ'। শ্রীকৃষ্ণের বিষয় বিতর্ক করা ত দূরের কথা—যাঁহার অংশের অংশ, তাঁহার অংশ, তাঁহার অংশ মহাবিষ্ণু অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড নিজ লোমকূপে রক্ষা করেন, তাঁহার একটী লোমকূপে অবস্থিত একটী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে কত বিভূতি আছে, তাহার ধারণা করিতে গেলে বিরাট্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীম আকাশতলে অবস্থিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া পড়িবে।

মায়িক ব্রহ্মাণ্ড—চতুষ্পাদবিভূতিমান্ শ্রীকৃষ্ণের একপাদ বিভূতির অন্তর্গত মায়িক জগতের যে সমস্ত বিভূতি রহিয়াছে, তাহার ধারণা করিতে না পারিয়া—সারা জীবন জ্ঞানালোচনা করিয়াও কোন কূলকিনারা না পাইয়া কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন,—আমি জ্ঞান-সমুদ্রের কূলে কতকটা উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।

এতাদৃশ কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করিতে আমাদের যোগ্যতা নাই বলিয়াই পরম দয়াল শ্রীভগবান্ নিজতত্ত্ব স্বয়ং বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির কর্ত্তা অপর কেহই নহেন, একমাত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি স্বয়ং তাঁহার বিষয় না জানাইলে আমরা তাঁহাকে কোনক্রমেই জানিতে পারি না। তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া জানাইলেন—

মায়াবদ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রচিত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে আমাদের মোহ হইবে বলিয়া—বিদ্যমান বিচারামৃতের সামঞ্জস্য করা জীবের সামর্থ্যাতীত বলিয়াই তত্ত্ব-বস্তুর জ্ঞানলাভার্থ তিনি তাঁহার তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণের শরণাগত হইবার কথা উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্বত্ব-বিষয়ে অজ্ঞান জীবের যে মোহ হইবে, তাহাও তিনি গীতায় তিনি দ্বাপর যুগে অর্জ্জুন সমীপে গীতা উপদেশচ্ছলে প্রদান করিয়াছেন। যথা—

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ
সর্ব্বমিদং জগৎ
মোহিতং নাভিজানাতি
মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥"

"মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো
মামজমব্যয়ম্॥"

কৃষ্ণ—স্বারাজ্য-সিংহাসনের একচ্ছত্র সম্রাট্, আর মনোধর্ম্মা জীব ত্রিগুণতাড়িত হইয়া মায়িক কারাগারের কয়েদী মাত্র। জেলখানার কয়েদী যেমন সম্রাটের অন্তঃপুরের সন্ধান পায় না, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড-কারাগারে আবদ্ধ মায়ার পদতাড়নে লাঞ্ছিত জীব ও শ্রীকৃষ্ণধামের—শ্রীকৃষ্ণ-গুণের—শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সন্ধান পাইতে পারে না। যতদিন না সাধুপদাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হয়, ততদিন তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিতে হয়

এখন আমরা কাহার কথা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী, না কৃষ্ণমায়াবশদুষ্ট ত্রিগুণতাড়িত নাস্তিক, অজ্ঞানান্ধ বদ্ধজীবের কথা, তদ্বিষয় সুধীগণের বিচার্য্য।

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা

সপ্তত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন

(২)

বর্ত্তমান সভায় নির্ব্বাচিত নব্য সভ্যগণ

অতঃপর বিগতবর্ষীয় শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক সমিতির সভ্যপদে মনোনীত করিবার প্রস্তাব করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাধিকারী শ্রীযুক্ত বিনোদ মোহন দে ভক্তিভূষণ মহোদয় তাহা সমর্থন করেন। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ সভ্যপদে বৃত হন,

(১) শ্রীযুক্ত অদ্বৈত প্রসাদ দে এম-এ, বি-এল, অবসরপ্রাপ্ত মুন্সেফ; (২) এলাহাবাদ প্রবাসী শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র দে অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ অব্ ইণ্ডাষ্ট্রি; (৩) শ্রীযুক্ত ভবিপদ মণ্ডল বি, ই, ডিমনষ্ট্রেটার অব্ ফিজিক্স্ খানদেহন কলেজ মজঃফরপুর; (৪) কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত বালকিষণ দাস কেশুকা; (৫) ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; (৬) কলিকাতানিবাসী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্ট।

বিরহ প্রকাশ

সভাপতি প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়সেবানুষ্ঠাতৃগণের অপ্রকট ও বিয়োগে বিরহ প্রকাশ করা হয়,—

(১) শ্রেষ্ঠ্যাচার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তি-রঞ্জন, (২) শ্রীপাদ কবিবৈরী বেদান্তভূষণ, (৩) ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ, (৪) ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাকান্ত, (৫) দাসাধিকারী শ্রীপদ্মচরণারবিন্দ, (৬) কৃষ্ণকান্তি বাবাজী।

ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু

বৈকুণ্ঠগত শ্রেষ্ঠ্যাচার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যা-বিনোদ প্রভৃতি বলেন,—'শোক-প্রকাশ' প্রভৃতি মাসিক পাশ্চাত্য প্রণালীর অনুকরণে সভা-সমিতি করিয়া প্রাক্তন নায়কগণের সম্বন্ধে যা বিনে ভাপিত হয়, বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিরহানুভূতি সেরূপ ব্যাপার নহে। প্রাক্তন নায়কগণের প্রতি শোকপ্রকাশে বিরহানুভূতি হয় না, তাহাতে সন্তোগ-মূলক প্রেম থাকে, কখনও কখনও বা সন্তোগ-প্রকাশের চেষ্টা দেখাইয়া আমরা সম্ভোগ-স্থান ও সম্ভোগ-সামগ্রী হেতু অধিক প্রেম হইয়া পড়ি। কিন্তু শ্রেষ্ঠ্যাচার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, সেরূপ আদর্শে আমাদের চিত্ত সম্ভোগময়তা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বিরহ বা বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরেই থাকে হয়। শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় নায়কগণের গুণ তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে একটা তড়িচ্চমৎকারিতা অনুভব করিতেন, সেই তড়িচ্চমৎকারিতা মহান্ ব্যক্তির মহাপ্রকাশ। তাঁহার সাক্ষাৎকালে যেমন [illegible] অন্য অভিনয়ের, মনে করা যায় কোন অবসর থাকে না, সেইরূপ তাঁহার অপ্রকটে তাঁহার গুণসমূহ মনে উদিত হইলে তাঁহার অভিনয় দেখাইবার মনে হয়। এবং শ্রীগৌর-মনোভীষ্টপূরণৈকব্রত হইয়া ভক্তিরঞ্জন মহোদয় শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, বিহারে, ভ্রমণে, আহারে, বিহারে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির-নির্ম্মাণের ও উহার পরিপোষণে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া গিয়াছেন। অনেকে পরিবারপোষণে বিধান করেন পূজা গৌড়ীয় ও গুরুপূজার পক্ষপাতী; কিন্তু শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন সরস্বতী গিরি, শ্রীগৌড়ীয়ের ও শ্রীগৌরমনোভীষ্টপূর্ত্তি [illegible] পাদপদ্মের সেবোন্মুখ [illegible] করিয়া-ছিলেন; তাই তিনি [illegible] গুরু-পূজা প্রভৃতি [illegible] দিবসের পূজার জন্য বার্ষিক [illegible] নির্ম্মাণে প্রাণ আকৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বাহ্য বিচারে জড়বিষয়নিপুণ শিক্ষিত

সম্প্রদায়ের ন্যায় লেখাপড়া বা ভাষাবিজ্ঞান লাভ না করিলেও প্রকৃত ভগবদ্‌বিজ্ঞান বা গুরুসেবা বিজ্ঞান তিনিই লাভ করিয়াছিলেন। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মনে করেন যে, যিনি নানা উপায়ে ব্যবসায়াদি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া জীবন-সমাপ্তির মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণাদি-কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া গেলেন, তাঁহার পক্ষে সদ্য সদ্য বৈকুণ্ঠলাভ অতিরঞ্জিত ব্যাপার মাত্র। সম্ভোগবাদী আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের মুখে এরূপ ভগবৎসেবাবিমুখিনী উক্তি শোভা পাইলেও আমরা সার্ব্বদেশিক নিরপেক্ষ বিচারে অন্যরূপ দেখিতে পাই। সুসূক্ষ্ম সুবৈজ্ঞানিক চেতন দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে যাঁহারা বাস্তব দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা ঐরূপ একদেশী বিচার করেন না। গতকল্য শ্রীল প্রভুপাদের চিদ্‌বৈজ্ঞানিক বিচার মধ্যে আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, আমাদের কোন বৃত্তিই নিন্দনীয় নহে; কিন্তু বৃত্তির পরাক্ ও প্রত্যক্ উন্মুখতাই বিচার্য্য। যে বৃত্তি পরাক্ উন্মুখতায় নিন্দনীয়, তাহাই আবার প্রত্যক্ উন্মুখতায় পরম বরণীয়। যে বিদ্যুৎ এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর সমস্ত শোভা-সৌন্দর্য্য এবং শ্রেষ্ঠ অবদানসমূহকে ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারে, সেই বিদ্যুৎই আবার জগতের মহোপকার সাধন করিতে পারে; সুতরাং শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের পার্থিব জীবন সন্ধ্যায় যে প্রবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছিল, সেই প্রবৃত্তি প্রত্যক্ প্রগতিতে পূর্ণপ্রগ্রহ-বৃত্তি লাভ করায় তাঁহার সমগ্র জীবনের যাবতীয় পরিশ্রম, প্রযত্ন—সকলই সেই মূল সেবাকেন্দ্রে সমুপস্থিত হইয়াছে—সেবা-উদ্দেশ্যকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সারাজীবনের অর্থ চেষ্টা, নীতি, অনীতি—সকলই পরমার্থ-চেষ্টা বা ভক্তিনীতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের নিষ্কপট বিরহানুভূতি তখনই হইবে—যখন আমরা তাঁহার সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া আমাদের যাবতীয় চেষ্টাকে চরম সেবাকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ইট, পাটকেল বা মার্ব্বেল পাথরের মন্দির মাত্র করেন নাই, তিনি বাণীহট্টে শ্রীচৈতন্য বাণীর চেতনময় সঙ্কীর্ত্তন মহামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া একাধারে অর্চ্চনের আদর্শ এবং সমর্চ্চন-ফলে সঙ্কীর্ত্তনের আবিষ্কার প্রণালী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি গৃহমেধা হইতে কিরূপে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকিয়া মঠমেধায় মহা সমাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার প্রয়াণের পূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং গুরুপাদপদ্মের প্রেষ্ঠজনের পাদপদ্ম দর্শনের জন্য অত্যন্ত আকুতির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারি। তাঁহার নির্য্যাণের অব্যবহিত পূর্ব্বেও তিনি দৈহিক পরিজনাদির দর্শনের কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ না করিয়া সপার্ষদ গুরুপাদপদ্মকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অসমাপ্ত সেবা কার্য্য যাহাতে পরিসমাপ্ত হয়, তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পরিবারবর্গ ও লৌকিক আত্মীয় স্বজন যাহাতে মঙ্গলের পথে চলিতে পারেন, সেরূপ হরিসেবাময় জীবনবীমা নিজের জীবনে সাধন করিয়া তাহার সেবাদর্শ মূলধনরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবৎসেবায় এতদূর আত্মদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নির্য্যাণের পর তাঁহার বিরহানুভূতি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে পর্য্যন্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। গুরুপাদপদ্মের সেবক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং ভগবদ্‌ভক্ত গৃহস্থগণ তাঁহার দেহ স্কন্ধে বহন করিয়া সঙ্কীর্ত্তনমুখে তাঁহার ভগবৎসেবাময় দেহের অনুগমন পূর্ব্বক 'জগবন্ধুর বিরহে জগৎ প্রভু বন্ধুহীন হইল'—এরূপ আত্মানুভূতিতে [illegible] হইয়াছিলেন। সুতরাং [illegible] জগবন্ধুর বিরহবেদন প্রকাশ করিবার ভাষা জগৎ খুঁজিয়া পাইবে না। আত্মজগতে বিপ্রলম্ভাভিষিক্ত চেতনে কুসুমগুলি সেই বিরহের আরতির কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিতে পারে। শ্রেষ্ঠ্যার্য্য ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু সপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন—প্রতিষ্ঠাকে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে স্বয়ম্বরত্বে লাভ করাইয়া প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পাতিব্রত্য সংরক্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই বিধাতা জগবন্ধুর জন্য প্রতিষ্ঠার পর্ব্বত রচনা করিয়াছিলেন,—

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তা'র হয় বিধাতানির্ম্মিত॥

সম্ভোগবাদী—শৌকরীবিষ্ঠা জড়প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক আর নির্ভোগবাদী শৌকরী বিষ্ঠার প্রতি অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ ক্রোধ প্রদর্শন করিয়াও সম্ভোগাসক্তির পরিচয়প্রদানকারী; কিন্তু বিপ্রলম্ভমূর্ত্তির সেবকগণ কৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠায় অতৃপ্তকামী। আমাদিগের প্রকৃত বিরহ, দৈন্য, 'তৃণাদপি সুনীচতা' হরিকীর্ত্তন সেই দিনই হইবে—যেদিন আমরা কার্ষ্ণকীর্ত্তির কীর্ত্তনকারী হইয়া জগতে বিচরণ করিতে পারিব।

গত বর্ষে নির্য্যাণ-প্রাপ্ত ভক্তগণ

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পরলোকগত কলিবৈরী বেদান্তভূষণ মহোদয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' সঙ্কলন-কালে অনেক সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত, 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' প্রভৃতির সঙ্কলন ও সম্পাদকীয়তায় অনেক সেবা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথের প্রয়াণের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইয়া পড়েন এবং নীরব অশ্রু অভিষেকের মধ্যে অনেক কথা ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাকান্ত চাঁপাহাটী শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-মন্দিরের বিশ্রান্ত সেবা করিয়া ব্রহ্মচারীর আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীধামরজো লাভ করিয়াছেন। শ্রীপাদ অভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমঠের সেবা করিতে করিতে শ্রীধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্ত কৃষ্ণকান্তি বাবাজী গোদ্রুম স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জের রক্ষক ছিলেন। তিনিও বিগত বর্ষে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর [illegible] প্রচার করিতেছেন। গত ৩রা চৈত্র মঙ্গলবার তিনি নগাঁওএ 'ভক্তিধর্ম্ম সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ভক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিয়া ভক্তিই যে আত্মার সহজ ধর্ম্ম, তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে স্থাপন করেন। পরে ভক্তি-জন্মমূল সাধু বা গুরুর লক্ষণের কথা অতিপ্রাঞ্জল ভাষায় এমন সুযুক্তিদ্বারা বুঝাইয়াছিলেন যে, উপস্থিত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সাধুগুরু-নামধারী সাধু গুরুব্রুবগণের এবং লোকপ্রতারক গুরু-ব্যবসায়িগণের প্রতারণা ও কপটতা সহজেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

মায়াবদ্ধ জীব সহজেই ভোগোন্মত্ত। তাহাদিগকে ভোগের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই তাহারা সে কথা শ্রবণে অনিচ্ছুক। এমন কি তথাকথিত ভোগিকুলের ধারণাগত ত্যাগে সূক্ষ্ম-ভোগের ফল্গুনদীর কথা বুঝাইয়া দিলেও তাহারা সন্তুষ্ট নহে। সুতরাং ধর্ম্মের নামে যথেচ্ছা ভোগের অনুমতিপ্রদাতা কপট ভোগী গুরু বা আপাততঃ ত্যাগের আবরণে প্রচ্ছন্ন ভোগের প্রচারক ত্যাগী গুরুর উপদেশ তাহাদিগের বড়ই আদরণীয় বিষয়। কিন্তু ভোগ-ত্যাগে পরম উদাসীন সহজ বৈরাগ্যবান্ আচার্য্য-শিরোমণিই নিত্য কৃষ্ণদাস জীবগণের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। তিনি লোক-বঞ্চক নহেন, পরন্তু লোকরক্ষক লোকনাথ। তিনি ক্ষুদ্র জড়ীয় স্বার্থপর নহেন, কিন্তু নিঃস্বার্থপরকুলের শ্রেষ্ঠ পরার্থ-পরবর এবং একমাত্র স্বার্থগতি শ্রীবিষ্ণু-সেবার মূর্ত্ত বিগ্রহ।

শ্রীগুরুদেব কোন একটী বিশিষ্ট কুলে আবদ্ধ নহেন। তিনি কুল-বংশে আবদ্ধ বুদ্ধি দেহে আত্মাভিমানিগণের জড়াভিমান ধ্বংসকারক এবং চিদনুভূতি-প্রদায়ক। তিনি কামক্রোধপরায়ণ লঘু কুলকে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিজ স্বরূপ গুরুত্বের উপলব্ধিপ্রদাতা। শ্রীভগবানই আচার্য্য-রূপে ভাগ্যবান্ জনসমূহের নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন। জীব নিষ্কপট শরণাগতির দ্বারাই সেই গুরুকৃপা লাভ করিতে সমর্থ হন।

বর্ত্তমান সমস্যায় সমস্যাচ্ছন্ন যুগে সমস্যারূপে মহাসাগরে পতিত বিশ্বমানব যদি শ্রুতিমীমাংসিত সমস্যানাশক "পরীক্ষ্য লোকান কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" মন্ত্রটী কণ্ঠে ধারণ করিতে পারেন তাহা হইলে সেই কণ্ঠে শ্রীচৈতন্য-বাণী অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের সঙ্কীর্ত্তনীয়া করিয়া চতুর্ব্বর্গ-তুচ্ছকারী প্রেমের অধিকারী করেন।

প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ,
চিরুলিয়া, মেদিনীপুর

আগামী ২০শে চৈত্র ৩রা এপ্রিল শুক্রবার হইতে ২২শে চৈত্র ৫ই এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়কাল চিরুলিয়া শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠে শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর পঞ্চম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ২২শে চৈত্র ৫ই এপ্রিল রবিবার দিবস সাধারণ মহামহোৎসব হইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজদ্বয় উৎসব উপলক্ষে শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে শুভাগমন পূর্ব্বক বক্তৃতাদি করিবেন।

সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত
" শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

শ্রীজৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—যাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈত-সিদ্ধি ও অন্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ভগবত্তার প্রমাণ, বৌদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধী-ভক্তি ও রাগভক্তির ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্ত, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও খড়বিজ্ঞানের একতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ও আত্মার প্রকৃতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত মিলের কারণ, সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রৌতপথ, শক্তি-বিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের যাবতীয় গূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। এমন গূঢ় বিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলবেদবিদ্যা-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছে। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। প্লেট, গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—মূল্য সংক্ষেপ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য শ্রেয় ও আনন্দ সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দেহের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? দেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় অতি সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপ মাহাত্ম্য

দ্বিতীয় সংস্করণ ৷৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে সদুপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সর্ব্বসৌরকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ। ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণু বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকার-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিবাদবিশেষে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (এক খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের আদি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৩০০ ডবল ক্রাউন ৮ ফন্টের ৬০০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন

পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন্, বাইক্লাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এক ফেরার্স কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ইং ৩৲ টাকা

বাহুড় কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং গুরু মিশন লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-প্রার্থনা:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা।

দেহ ও মনের যেটা আনতাবস্তু নহয়া—চেষ্টা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র 'নতাবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং স্বরূপতঃ সম্বন্ধানুরূপে নিকপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, এতদাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমূলক গান। দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

শ্রীশ্লোকশতক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

এখানা প্রত্যহ একবার করিয়া পাঠ করিলে ভক্তিবিরোধী কুসংস্কার দূর হয় এবং ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার জন্য যে সকল বিষয় জানা আবশ্যক এবং কোন্ বস্তু ও ভাবের সঙ্গে কোন্ ভাবের কিরূপ সম্বন্ধ এবং কোন্ বস্তু ও ভাবের সঙ্গে কোন্ ভাবের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল ভাষায় লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ পাঠকের কল্যাণের একতম; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠত্রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীজন্মস্থানে আচার্যবর্য শ্রীচৈতন্য-শেষর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-পীঠ, পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বত ভজনস্থলী। এই মহাপীঠে শ্রীভক্তি-নামাশ্রিত সাকলপাণি-বেদাঙ্গসমূহ, পরাবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-ব্রহ্ম-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সারস্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের কৃপায় বিগ্রহের সাক্ষাৎ নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সারস্বত-সম্প্রদায়ের মুখপত্রস্বরূপ ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীগৌর-পার্ষদোৎসব ও অন্যান্য ভক্তিগোষ্ঠির কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী আবরণজীর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ-আনন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্মল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ঐ ভক্তমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তদ্গ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যবর্য শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীদামোদরমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

৪নং কালীঘাট রোড, কলিকাতা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্মল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ঐ ভক্তমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তদ্গ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যবর্য শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীদামোদরমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চ-তত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোক-নাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি রমা-নাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমায়াদাস অধি-কারী, দেবশর্ম্মা শ্রীহরিব্রজ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাগ্রাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, মায়াপুর (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী মুকুন্দজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মরমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল রাধানাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচক্র—

মাউগাছি, আরগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১১) ভাগবত আসন

শ্রীমদ্ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্বাঞ্চলের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগোর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বাসিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা।

রক্ষক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

অগস্তার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমা-নন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহা-প্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী-ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমধাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীউ সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমা-নাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়ার।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, চাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

তন্ত্রমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভজনরহস্য ৷০
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ॥০
২৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৩১ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩২ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৩ শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৩৪ ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১॥০
৩৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪০। গীতমালা ৵১০
৪১। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪২। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৪। সাধনকণ ৵০
৪৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৬। শরণাগতি ৵০
৪৭। গীতাবলী
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵
৪৯। সাংখ্যবাণী ৵০
৫০। অর্থপঞ্চক ৵০
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৵০
৫১। অর্চ্চনকণ ৻১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৪। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৫। সারাংশবর্ণনম ৵০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। নামভজন ।০
৫৯। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬০। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৩। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। সাধন পথ ।০
৬৭। গীতাবলী ৵০
৬৮। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ!—সুবর্ণ-সুযোগ!!—সুবর্ণ-সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া দেখুন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কার্য্যও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্ত প্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক দোষ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া উহাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আশুনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ সহ ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভাষে বর্ণিত। পরেও সাধক প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উত্তম ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনব দ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগৌরচন্দ্রিকা, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুকণ্ঠনিঃসৃত সুনিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলিয়া পটিকা

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

ইহা ধাতুর দৃঢ়তা ও বলবৃদ্ধিকারক, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, স্বপ্নদোষ, অকাল বার্দ্ধক্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি অকাল সত্বর নিশ্চিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ মাত্রা ১৲ এক টাকা।

"অদ্ভুত সকাম্বারি মলম"

পুরাতন ঘা, দাদ, খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি ইহা প্রয়োগে অল্পদিনে আরোগ্য হয়। মূল্য ৩ বোতল ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মকপিলাদ্যগুটিকা"

বীর্য্যবাহক কার্য্য সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ মাত্রা ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—**সকাম্বারি ঔষধালয়**, কেশবচন্দ্রী

৯১নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এম্, ঘোষ (লণ্ডন) অল্পে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। **শূলান্তক**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পেষ্টাই**

প্রমেহ ও স্বপ্নদোষের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটকাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহৌপকারী ও সদ্যঃ আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে বিশ্ব ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

২০নং কমলাপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি এরূপ মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অর্জ্জিত শাক নষ্ট করিয়া আজ মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের বাতরোগোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

জেনারেল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফরেষ্টগেট, পার্ক ষ্ট্রীট পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ বুকক্যাণ্ড ব্রহ্মচারী ভক্তি কুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

টেলি— নবদ্বীপ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি হাফ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১৫ই চৈত্র সোমবার ১৩৩৭, ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৩১

নানা কথা

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ্

২৬শে মার্চ্চ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ বসিলে প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেন যে, বড়লাট জানাইয়াছেন,—ভারতের স্বার্থের খাতিরে এক কোটি টাকা ত্যাগ করা যায় না, কাজেই প্রস্তাবিত বিলটী সভায় গৃহীত হইলে তিনি সুখী হইবেন।

অতঃপর স্যার সুষ্টার এক সংশোধিত প্রস্তাব করেন যে, দুই হাজার হইতে পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত ৬ পাই এবং তদূর্দ্ধ হইতে দশ হাজার পর্য্যন্ত ৯ পাই এবং তদূর্দ্ধ হইতে পনর হাজার পর্য্যন্ত এক আনা হারে ট্যাক্স ধার্য্য করা হউক এবং পনর হাজারের পর হইতে বিলের মতে ট্যাক্স বসান হউক। স্যার জর্জ্জ সুষ্টার তাঁহার সংশোধনের ব্যাখ্যা করিতে উঠিতে মিঃ টি. রঙ্গনচারিয়ার আপত্তি করেন যে, এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য ২ দিন সময় দেওয়া হউক।

প্রেসিডেণ্ট বলেন যে, এরূপ গুরুতর বিষয়ের সংশোধনের প্রস্তাব সভার ইতঃপূর্ব্বেও সময় না দিলেই আলোচিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, স্যার সুষ্টারের প্রস্তাব সভায় আলোচিত হউক, তবে উহা গ্রহণ করা না করা সভার ইচ্ছা।

অতঃপর সংশোধিত প্রস্তাবটীর আলোচনা চলে। এ সম্বন্ধে উভয়পক্ষেই তর্কবিতর্ক চলে। অতঃপর প্রেসিডেণ্ট বিষয়টীর গুরুত্ব অনুভব করিয়া দুই দিন আলোচনা স্থগিত রাখিয়াছেন।

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ

কাণপুরে ১১৫ জন নিহত ও ৫০০ শত জন আহত

কাণপুরের ব্যাপারে গান্ধীজী

জাল হ্যাণ্ডনোটের দায়ে কাবুলীর বিপদ

দুইজন গান্ধীর সমাবেশ

ফেডারেশন কমিটীতে মহিলা পার্লামেণ্ট প্রশ্ন

পুলিশ জমাদারের পদত্যাগ

দিনাজপুর ডাকচুরি—পোষ্টালরাণার আক্রান্ত

চট্টগ্রামে ভীষণ ডাকাতি

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাব

কানপুরে ১১৫ জন নিহত ও ৫০০ শত আহত

কানপুর হইতে এই মর্ম্মে খবর আসিয়াছে যে, ইতস্ততঃ অতর্কিত আক্রমণ জোর চলিয়াছে, তবে এবিষয়ে কোন সরকারী পাকা খবর পাওয়া যায় নাই। ২৬শে মার্চ্চ সকালবেলা পর্য্যন্ত মোট নিহতের সংখ্যা ১১২ ও আহতের সংখ্যা পাঁচ শতে উঠিয়াছে বলিয়া বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে।

কাণপুরের অবস্থা শান্তির জন্য চেষ্টা

বিগত ২৪শে মার্চ্চ হইতে কাণপুরে যে দাঙ্গা, আরম্ভ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে প্রত্যহই শোচনীয় সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ছোরামারা, লুঠতরাজ প্রভৃতির সংবাদে প্রত্যেকের মনেই একটা ভীতির সঞ্চার হইতেছে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতাগণ এই দাঙ্গা শান্ত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। মামুদাবাদের মহারাজের আবাস ভবনে উভয় সম্প্রদায়ের নেতাগণই সমবেত হইয়াছিলেন। গুজবের উপর নির্ভর করিয়া জনসাধারণ যে দাঙ্গাতে প্রবৃত্ত না হন—এই মর্ম্মে তাঁহারা এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন।

জাল হ্যাণ্ডনোটের দায়ে কাবুলীর বিপদ

বারাসাত মহকুমার অধীনে গৌরীপুরে কলে এক দরিদ্র কোয়েরা কাজ করে। মুস্তান খাঁ নামক একজন কাবুলী মহাজন তাহার বিরুদ্ধে ৩৫০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোটের একটি মামলা আনয়ন করে। ঐ মামলায় হ্যাণ্ডনোটখানি জাল বলিয়া প্রমাণিত হয়। বারাসতের মুন্সেফ (যাহার নিকট মামলাটীর বিচার হইয়াছিল) বাদী মুস্তান খাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করিলে তাহাকে আলিপুরের দায়রায় সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাব

প্রকাশ যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে আলোচনার জন্য ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসির প্রতিবাদ সূচক একটী প্রস্তাবের খসড়া তৈয়ার করিয়াছেন। প্রস্তাবটিতে ভগৎ সিং ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের কার্য্য সমর্থন না করিয়া তাহাদের স্বদেশপ্রেম ও [illegible] পরাধীনতার নিগড় হইতে মুক্ত করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করা হইয়াছে এবং উপযুক্ত বিচার না করিয়া উহাদের ফাঁসি দেওয়ার সরকারের নীতির নিন্দা করা হইয়াছে।

দুইজন গান্ধীর সমাবেশ
কংগ্রেস শিবিরে চাঞ্চল্য

করাচী কংগ্রেস শিবিরে এখন দুইজন গান্ধীর সমাবেশ হইয়াছেন। একজন ক্ষুদ্রকায়; কিন্তু অপর ব্যক্তি দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং সৈনিকের মত অবয়ব বিশিষ্ট। এই শেষোক্ত গান্ধীর নাম—সীমান্ত গান্ধী। উহার প্রকৃত নাম আব্দুল গফুর খাঁ।

উহার সঙ্গে শতাধিক লালকুর্ত্তা পরিহিত পেশোয়ারী স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াছে। অকস্মাৎ ইহারা কংগ্রেস নগরীর প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হওয়ায় কেহ কেহ মনে করেন যে, লালকুর্ত্তার দল কংগ্রেস শিবির আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। ইহাতে একটা চাঞ্চল্যের ভাব দেখা দেয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা বাঁশী বাজাইয়া সকলকে সতর্ক করে।

অতঃপর জানা যায় যে ইহারা লালকুর্ত্তা পরিহিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর বিরোধী নহে, সীমান্ত প্রদেশ হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবক মাত্র ইহাদের নাম—"খোদাই খেদমতগার।"

পরিচয় পাওয়ার পর আবদুল গফুর খাঁর সঙ্গে ইহাদিগকে কংগ্রেস শিবিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়।

করাচীতে আসিয়া আবদুল গফুর খাঁ, মিঞা আকব্বর শাহ এবং আবদুল আকব্বর খাঁ এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে,—"লালকুর্ত্তা পরিহিত সীমান্তবাসী স্বেচ্ছাসেবকেরা মহাত্মা গান্ধীকে আক্রমণ করিয়াছিল, এই সংবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। আমরাই এই স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিয়াছি। ইহাদের আসল নাম খোদাই খেদমতগার ইহারা প্রকৃতপক্ষে লালকুর্ত্তার দলের লোক নহে নও-জোয়ান ভারত সভার কতিপয় সদস্য মহাত্মা গান্ধীকে কালো ফুলের মালা দিয়া কিরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছে,—ইহার সহিত খোদাই খেদমতগারগণের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা কংগ্রেসের নীতির সমর্থন এবং মহাত্মা গান্ধীর অনুবর্ত্তী।"

কালীঘাটের মন্দিরে চোর

কৃষ্ণ বর্ণকার কালীঘাটের মন্দিরের প্রাঙ্গণে এক বৃদ্ধার নাতনীর হাত হইতে একগাছি সোনার বালা ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছিল; কিন্তু বৃদ্ধার চীৎকারে সকলে তাহাকে ধরিয়া ফেলে। আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণের প্রতি ৮ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

মোয়াখালীর মুসলমানগণের জাতীয়তার কার্য্যে যোগদান

সম্প্রতি বসিরহাট থানার অধীন খানারহাটে হাজি ডোরার বক্সের উদ্যোগে এক সভা হইয়াছিল। ৫ হাজারের অধিক লোক এই সভাতে যোগদান করিয়াছিল এবং ইহার অধিকাংশই মুসলমান। মৌলানা মনোহর আলী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৌলানা সাওলা, ফেণী জমায়েৎ-উল-উলেমার সভাপতি মৌলবী ইব্রাহিম, কংগ্রেস কর্ম্মী মৌলবী আবদুল রসুল, কীর্ত্তিশচন্দ্র রায় চৌধুরী, জিতেন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন মৌলবী সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মৌলানাগণ বক্তৃতায় বলেন যে, মুসলমানদিগের উচিত সংগ্রামের কার্য্যে যোগদান করা। একটি স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী গঠিত হইয়াছে ও গঠনমূলক কার্য্য করা স্থির হইয়াছে।

দিনাজপুরে ডাক চুরি
পোষ্টাল রাণার আক্রান্ত

দিনাজপুর হেড্ পোষ্টাফিস হইতে যে রাণার দিনাজপুর হাটবাটী পোষ্টাফিসে ডাক লইয়া যায়, বেলা প্রায় ৯টার সময় সংহরের বড়বন্দর অঞ্চলে গুণীপাড়া পুলের নিকট ছদ্মবেশী ২ জন অজ্ঞাত লোক তাহাকে আক্রমণ করে। তন্মধ্যে ১ জন রাণারকে ছোরা লইয়া আক্রমণ করিলে অপর ব্যক্তি মেল ব্যাগ লইয়া যায় পরে উভয়েই নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করে। রাণার তাহাদের নিকট হইতে ছোরা খানা কাড়িয়া লয় তাহাতে তাহার দেহে কিঞ্চিৎ ক্ষত হয়। অতঃপর সেই ব্যাগ জঙ্গলের ভিতর পাওয়া যায়। কিন্তু নগদ ২ শত টাকা ও কতকগুলি রেজেষ্টারী চিঠি পাওয়া যায় নাই। তাহারা একটি কনসিওর করা পার্শেলও ফেলিয়া যায়। দুষ্কৃতিরা এখনও পলাতক।

চট্টগ্রামে ভীষণ ডাকাতি
গৃহবাসী লুণ্ঠিত ও প্রহৃত

হৈরিলা গ্রামের বিখ্যাত মহাজন পরলোকগত শরৎচন্দ্র শর্ম্মার গৃহে একটা ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরে বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত শতাধিক ডাকাত উক্ত গৃহ লুণ্ঠন করিতে থাকে এবং রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করে। তাহার সিন্দুকের চাবির জন্য গৃহস্থদের মারপিট এবং যেখানে টাকা লুকান আছে সেই স্থান দেখাইতে বাধ্য করে। ডাকাতদের মধ্যে একজন গ্রামবাসীদের ভয় দেখাইয়া হটাইয়া দিবার জন্য রাস্তায় পাহারায় নিযুক্ত থাকে। তাহারা নগদ ৪ হাজার টাকা ও সেই পরিমাণ টাকার অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করে।

অনেকগুলি মিলিটারি পুলিশ ঘটনাস্থলে রওনা হইয়াছে।

বালিকা হরণের মামলা

কালীপ্রসাদ সা'র স্ত্রী ধনেশ্বর নাম্নী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকাকে তাহার স্বামীর ইন্টালীস্থিত বাড়ী হইতে গভর্ণমেন্ট ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া যাওয়ার অভিযোগে ২ জন স্ত্রীলোক শিয়ালদহ পুলিশ আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

ফেডারেশন কমিটিতে মহিলা
পার্লামেণ্ট প্রশ্ন

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ কমন্স সভায় মিস রেথ বোনাস জিজ্ঞাসা করেন যে, আগামী গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় মহিলাদের পক্ষ হইতে কোন প্রতিনিধি ডাকা হইবে কিনা উত্তরে ভারত সচিব বলেন যে, ভবিষ্যতে ভারত হইতে কাহাকে কাহাকে প্রতিনিধি করা হইবে, তদ্বিষয়ে তিনি বড়লাটের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন।

মিঃ বেন আরও জানান যে, ভারত সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বাতিল করিতে মনস্থ করিয়াছেন, এরূপ কোন সংবাদ তিনি জানেন না।

---

১৭ বার দণ্ডিত

সেখ কোরবান নামক একজন পুরাতন পাপী শিয়ালদহ ষ্টেশনে অনেক যাত্রীর মালিব্যাগ চুরি করার অভিযোগে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৭৫৲ টাকা জরিমানা অন্যথায় ৬ মাস কারাদণ্ডে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছে।

কানপুরের ব্যাপারে মহাত্মাজী

কানপুরের অবস্থার কথা মহাত্মা গান্ধীকে জানাইলে মহাত্মা অতিমাত্রায় ব্যথিত হন এবং বলেন,—

"এই সঙ্ঘর্ষের যথোচিত নিন্দাবাদ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অবশ্যই এই দাঙ্গার কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন, বিভিন্ন সূত্র হইতে যে খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বোঝা যায় কিরূপ সামান্য কারণেই মানুষ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে। আমি আশা করি এই বিষয়কে লোকের মনের মধ্যে বেশী সময় থাকিতে দেওয়া হইবে না,—জনসাধারণ শান্তভাব ধারণ করিবে এবং সৌহার্দ্য বন্ধন ছিন্ন হইতে দিবে না। যাহারা দেশের স্বাধীনতার গতি দ্রুততর করিতে চাহেন, তাহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই ধরণের সঙ্ঘর্ষের ফলে চরম লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিনতর হইয়া উঠে।"

ফাইনান্স মেম্বরের বিবৃতি

যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় ফাইনান্স মেম্বর কানপুর দাঙ্গা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি দান করেন। তিনি বলেন,—গত ২৪শে সোমবার সমস্ত দিন ধরিয়া দাঙ্গা চলিয়াছে, লক্ষ্ণৌ হইতে ইষ্ট ইয়র্কসায়ার বাহিনীর দুইটী দল স্থানীয় সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিকল্পে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সহরের কেন্দ্রস্থলে বর্ত্তমানে কোন গোলযোগ নাই, কিন্তু বাহিরের মহল্লাগুলিতে এখনও গোলযোগ চলিতেছে রাত্রে সহরের কেন্দ্রস্থলে শক্তিশালী হাইল্যাণ্ডার ও ইষ্ট ইয়র্কসায়ার বাহিনী নিয়োগ করা হয়। বৈকাল বেলা পর্য্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪৯ ও আহতের সংখ্যা ২১৫ ছিল শেষ খবর সরকার পান নাই। এলাহাবাদ বিভাগের কমিশনার, ডেপুটি পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল প্রভৃতি কানপুর চলিয়া গিয়াছেন। অবস্থা এখন অনেকটা শান্ত।

সভা স্থগিতের প্রস্তাব

হোম মেম্বরের বিবৃতির পরই কাফিল্ড হেদায়েৎ হুসেন এই মর্ম্মে সভা স্থগিতের জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চান যে, সরকার কানপুরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারেন নাই।

ফাইনান্স মেম্বর প্রস্তাবটির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, কানপুরে প্রবল বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। সত্বর উহা নির্ব্বাপিত করিবার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন প্রত্যেকটী সরকারী কর্ম্মচারী শান্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন। অধিকাংশ সদস্যের মতে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ায় প্রেসিডেন্ট সভা স্থগিতের প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন ও এটার পর এবিষয়ে আলোচনা হইবে এরূপ নির্দ্দেশ দেন। সকলেই বলাবলি করিতেছিলেন যে, কানপুরের পুলিশের ব্যবস্থা সন্তোষজনক হয় নাই।

পুলিশ জমাদারের পদত্যাগ

ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসির প্রতিবাদে মাদ্রাজে অবস্থিত মালাবার স্পেশাল পুলিশ বাহিনীর জমাদার কুমারনেয়ার পদত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

ইলাম মায়াপুর ১৬ই চৈত্র, সোমবার—১৩৩৭

হংসক্ষেত্র

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ২০শে ফাল্গুন শনিবার তারিখে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভজনপ্রয়াসী জনগণের ভজনোন্নতির জন্য একটী অতিশয় মনোরম ও শান্তিময় ভজন-স্থান প্রকট করিয়াছেন। সেই স্থানটীর নাম—হংসক্ষেত্র গোবিন্দপুর, প্রাকৃত লোকে চলিত ভাষায় ইহাকে হাঁসখালি বলিয়া থাকেন।

স্থানটীর প্রাকৃতিক শোভা

প্রায় ছাপ্পান্ন বিঘা জমির মধ্যে একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা অবস্থিত। তাহার চতুর্দ্দিকে শত সহস্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাপ্রকার দিব্য পত্র, পুষ্প ও ফল-বিশিষ্ট বৃক্ষ, লতা, তৃণরাজি অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিতেছেন, আবার মৃদুমন্দ-সমীরণের সংস্পর্শে তাহারা যেন কি এক আনন্দে মত্ত হইয়া নাচিয়া উঠিতেছে। সেই বৃক্ষাদির শাখা-প্রশাখা এবং বৃক্ষ-লতায় মিলিত হইয়া যে অপূর্ব্ব কুঞ্জ রচিত হইয়াছে, তাহাতে বিহঙ্গকুল আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন এক অসমোর্দ্ধপুরুষের গুণ গান করিতেছে। আবার তাহার দক্ষিণদিকে অতিশয় স্বচ্ছসলিলা চূর্ণীনদী ধীর মন্থর বেগে প্রবাহিতা। কি এক মহান্ উদ্দেশ্যে যে ঐ নদীটী প্রবাহিতা, তাহা মাদৃশ জীবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

সুন্দর শোভাবিশিষ্ট ভবনটীর প্রায় চতুর্দ্দিকে এবং উচ্চতটভূমির উপরে গো, গোবৎসসমূহ বিচরণ করায় এবং নাতিউচ্চ তটভূমি দ্বারা বেষ্টিত থাকায় দর্শকগণের বিশেষতঃ ভজনানন্দিজনের যে অপ্রাকৃতভাবের উদ্দীপনা হয়, তাহা মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তি বর্ণন করিতে অক্ষম।

অহঙ্কারে মত্ত ব্যক্তি উক্ত স্থানের স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন না।

মাদৃশ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতি অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া পড়ে। কখনও মনে করে,—আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি। কখনও ভাবে, আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, কখনও নিজেকে ধনী বা দরিদ্র অভিমান করিয়া সুখ বা দুঃখ প্রকাশ করে; আবার কোন কোন সময় আমি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ভাবিয়া ধরাকে সরার মত দেখি বা পণ্ডিত হইতে না পারায় নিজেকে অধন্য মনে করি; আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্যদেহের অনিত্যরূপগৌরবে প্রমত্ত হই। তাই আমরা অশোক-অভয়ামৃত কোটিচন্দ্রসুশীতল নিত্যানন্দের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিত্যধামের স্বরূপ দর্শন করি না, চিন্তামণি কৃষ্ণচৈতন্যরস-বিগ্রহ পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্ত নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামের নিত্য কীর্ত্তন করি না, রসশাস্ত্রামৃতধাম ও লাবণ্যামৃত জন্মস্থান শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র নিত্যকাল দর্শন করি না এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও লীলার স্ফূর্ত্তি হয় না, শ্রীনামসেবা, শ্রীধামসেবা ও কৃষ্ণকামসেবাই যে আমাদের আত্মার নিত্যবৃত্তি, তাহা আমরা জড় অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বুঝিতে পারি না।

অহঙ্কারোন্মত্ত ব্যক্তির জড় অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য চূর্ণীনদী প্রবাহিতা।

আমরা যতক্ষণ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ কেলখানায় আবদ্ধ থাকি ও জড় বিষয়-অহঙ্কারে প্রমত্ত থাকি, ততক্ষণ এই চূর্ণী নদীর স্বরূপ দর্শন করিতে পারি না বা ইহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারি না; তাই মনে করি, এই নদীটী আমাদের ভোগের বস্তু—ভোগের ইন্ধন যোগাইবার জন্য প্রবাহিতা; গোরু চরিতে যাইবার নদী বিচারে ইহাতে স্নান করিয়া স্নান করা হইল মনে করি—ইহাতে অবগাহন করিয়া জড়দেহের তৃপ্তি বিধানই চরমফল মনে করি, এই প্রকারে আমরা চূর্ণী নদীতে স্নানের অভিনয় করিয়াও মুখ্য ফল লাভে বঞ্চিত হই। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দূর করিবার জন্য শ্রীগুরুদেব ও তদনুগ বৈষ্ণবগণ এই চূর্ণী নদীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—গিরিরাজ এক অংশ চূর্ণীনদীরূপে হংস-ক্ষেত্রের নিকট নিত্য প্রবাহিতা। সুতরাং ইহা অভিন্ন বিরজারূপে ব্রহ্মাণ্ডের অপরপারে অবস্থিত এবং এখানে ব্রহ্মাণ্ডের মত মিশ্র সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণের অবস্থান নাই—ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় এই অপ্রাকৃত সলিল প্রবাহিতা; তাই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ যখন সাধুর মুখে এই চূর্ণী নদীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে যথাফল লাভের আশায় সাধুর আনুগত্যে ইহাতে স্নান করেন, তখন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার জড় অভিমান চূর্ণ নদীর অপ্রাকৃত স্রোতে চূর্ণ বিচূর্ণ বা সম্যক্‌রূপে ধৌত হইয়া যায়, তখন তাঁহারা সাধুগুরুর কৃপায় চূর্ণী বা বিরজা পার হইয়া হংসক্ষেত্রে স্থিত শ্রীবৈকুণ্ঠমঠে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থান পূর্ব্বক ভজনানন্দে নিমগ্ন হন।

হংসক্ষেত্রে স্থিত মঠের নাম শ্রীএকায়নমঠ হইল কেন?

সাধকগণ কুটীচক ও বহূদক বা ব্রহ্মহংস শাখার অবস্থা অতিক্রম করিয়া হংসা বা রসহংসৈকান্তিকতারূপ একায়ন আশ্রয় পূর্ব্বক পরমহংসাবস্থা লাভ করেন, হংসগণের বাসস্থান বলিয়া স্থানের নাম হংসক্ষেত্র এবং হংসগণ যে একায়নাশ্রয় করেন বা এই স্থানের নাম শ্রীবৈকুণ্ঠমঠ। পাঠক! স্থানটী বৈষ্ণবপরমহংসের সুকঠোর সমস্ত মুখরিত ও হরিকথারসের উদ্গার স্থান। এই স্থানের দর্শনে ভক্তমাত্রেরই বৃন্দাবনস্মৃতি হয় বা এই স্থানকে বৃন্দাবনরূপে দর্শন করেন, এই চূর্ণীনদীকে তাঁহারা যমুনারূপে দর্শন করেন পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ ভূমিকে গোবর্দ্ধন দর্শন করেন। তাই বলি হে বিশ্ববাসী ভ্রাতৃবৃন্দ, আসুন! আসুন!! আসুন!!! আমরা সকলে মিলিয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে এই চূর্ণী নদীতে স্নান করিয়া বিদ্বদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত হই এবং অপ্রাকৃত নয়নে এই স্থানের অপ্রাকৃত শোভা দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করি।

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা

আচার্য্যবিগ্রহ প্রভু

অতঃপর নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়সোপানারূঢ়গণকে তাঁহাদের বিভিন্ন দেবার নিমিত্ত উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতি প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু আচার্য্যবিগ্রহ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সেবাচেষ্টার সামান্য দিগ্দর্শন করিয়া বলেন যে, বিগত বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ও সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাদি-মুখে মঠ-প্রবেশ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে অদ্ভুতপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী এবং বিশ্ববৈষ্ণব পারমার্থিক সম্মেলন হইয়াছিল, তন্মূলে আচার্য্যবিগ্রহ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন প্রভুর গুরুসেবৈকপ্রাণতা কেন্দ্ররূপে নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারই অসামান্য সেবোদ্যম, অপ্রতিহত গুরুপাদ-পদ্ম সেবা নিষ্ঠা এবং গুরুমনোভীষ্টপ্রচারার্থ অখিল চেষ্টাফলে বিগত বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সঙ্কীর্ত্তন বিজয় বেজয়ন্তী অনুকূল-ভাবে বিশ্বের সত্যানুসন্ধিৎসুমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ এবং ব্যতিরেকভাবে তৎপ্রতি-কূলাচরণকারিগণের মৎসরতার মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সাফল্য ও পরি-পুষ্টি প্রমাণিত করিয়াছে। কি শ্রেষ্ঠ্যার্থ ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের ইমারতাদি-নির্ম্মাণ, কি ওঁ বাম-মাদ্রাজে শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিবিজয় শ্রীযুক্ত গণেশন্ রায় মহোদয়ের 'ভক্তি-বিজয়ভবন' নির্ম্মাণ এবং বৈদ্যুতিক আলোকমালা সংযোজনাদি কার্য্য, কি অন্যান্য ভক্তদিগকে গুরুসেবায় নিয়োজনাদি ব্যাপার—সর্ব্ববিষয়েই আচার্য্যবিগ্রহ প্রভুর প্রযোজক কর্ত্তৃত্ব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আমরা যেন নিষ্কপট, নির্ম্মৎসর হইয়া সেই গুরুমনোভীষ্টপ্রচারে প্রাণ সহায় শ্রীগুরুদেবের অনুশীলন করিতে পারি।

শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বনমহারাজ

অতঃপর শ্রীশ্রীচৈতন্যবৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক—গৌড়ীয় সম্পাদক-মণ্ডলের সভাপতি শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিমারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের বিগত বর্ষে বিভিন্ন দেশীয় অভিনন্দন-সম্প্রদায় ও রাজপ্রতিনিধি-দেবি মধ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত একটী টেলিগ্রাম সভামধ্যে পাঠ করেন। এই টেলিগ্রামের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই ইণ্ডিয়ান-ডেকাশে প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বনমহারাজ বিগত বর্ষে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] একজন অন্যতম [illegible] করিয়াছেন। তত্রত্য [illegible] মহোদয়ের মহামান্য গভর্ণর His Excellency Lieutenant Colonel the Right

Honourable Sir George Fredric Stenly G. C. I. E. M. C. G. মহোদয়ের দরবারে উক্ত লাট সাহেব বাঙ্গালার গবর্ণরের পদে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের প্রচারের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। মাদ্রাজের গবর্ণর বাহাদুর স্বামিজী মহারাজের মুখে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের এই দেশে আগমন্ত্য প্রেম-প্রচার প্রণালীর কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং সরকার বাহাদুর যেরূপ খ্রীষ্টীয় মিশনারিদের ধর্ম্মপ্রচারে সুযোগ প্রদান করেন, সেই সকল সুযোগ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণকেও প্রদান করিবেন, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কোচিন, মহিশূর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মধ্যে যাঁহাতে মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হয়, তৎসম্বন্ধেও তত্তদ্দেশের রাজন্য-বর্গের নিকট পত্রদ্বারা বাহাদুর মঠের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ কয়েক দিন পূর্ব্বে কোচিন রাজ্যের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং দেওয়ান বাহাদুর প্রভৃতি কতৃক বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হইয়া রাজপরিবার ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি শ্রীগুরুদেবের আদেশে মাদ্রাজে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার শঙ্কর পি, এস্ শিবস্বামী আয়ার কে, সি, আই, ই; সি, আই, ই, মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মবাসরে একটী বিরাট সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া বহু আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে সভায় আকর্ষণ-পূর্ব্বক শ্রীপাদ বন মহারাজের শ্রীগুরু-পাদপদ্মের চেতোমঠী বাণী শ্রবণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর দেওয়ানবাহাদুর রামাইয়ার সি, এস্, সুব্রহ্মণ্য আয়ার অবসর গ্রহণ সম্মানিত করিয়া বন মহারাজের মুখে শ্রীভক্তিবিনোদবাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। গৌড়ীয় মঠের বহু প্রবেশোন্মুখ ব্যক্তিগণ এবং পারমার্থিক প্রদর্শনীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজের দেবাচেষ্টা ও বৈষ্ণবগণকে আকৃষ্ট করিয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে হরিকথা-কীর্ত্তনে অত্যাশ্চর্য্য বাগ্মিতাশক্তি লাভ করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বামিজীর মুখে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী প্রভু-পাদের প্রচার বাণীর একনিষ্ঠ ভাবুক হিসাবে

মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতেছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু

অতঃপর শ্রীনামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু পূজনীয় শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর গুরুপৌর্ণমাসীর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেন,— [illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পৌরমনোহভীষ্ট-প্রচার পথাকার ছয়টী প্রাণস্বরূপ আচার্য্যবিগ্রহ শ্রীপাদ লক্ষ্মীনারায়ণ বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, এবং শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গোস্বামী প্রভুর সেবৈকনিষ্ঠতার কথা কীর্ত্তন-মুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য অধিকার-প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করিতেছে। [illegible] প্রভৃতি [illegible] বিষয়ে [illegible] একক হইলেও উহা সাধারণ কর্ম্ম-জীবনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রভৃতি ব্যাপারের ন্যায় লৌকিকতা ও মৌখিকতা নহে। [illegible] নিত্য ইন্দ্রিয় [illegible] তাঁহাদের [illegible] আমি [illegible] করিতে পারিলে আমার নিত্য [illegible] হইতে পারে। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব অনন্য গুণের মধ্যে কোনটী আমি বাছিয়া বলিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। সেখানে অসংখ্য [illegible]

অমৃতের ন্যায় মধুর [illegible] রহিয়াছে, সেখানে কোন্ বিশেষটী আমি বলিয়া শেষ করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অপ্রাকৃত বৈষ্ণব গুণগান-অবকাশে যে কোন একটী অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগুণের মহিমাকীর্ত্তন বিধান করিতে পারে [illegible] যাঁহার যে কোন একটী মহদ্গুণ আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করিয়াছে বা আমার নিকট দেদীপ্যমান হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যাঁহার নিষ্কপট সরলতা তিনি নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সরল

নিষ্কপটতা কিরূপ নির্ভীকতা প্রকাশ করিয়া বলদেবের কৃপাশক্তিকে আত্মসাৎ করিতে পারে, তাহা ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বৈষ্ণব-চরিত্রে মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। আর একটী শিক্ষা বর্ত্তমান জগৎ এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ জগতে গোস্বামী প্রভুর চরিত্র হইতে নিত্য শিক্ষণীয় নীতি হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বসম্মত্যার মূলীভূত যে অর্থবশ্যতা বা বিত্তপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকটে অনর্থ সমস্যাই অর্থ বা অনর্থ সমস্যার যিনি সহজ সমাধান ও পরমার্থের সহিত সুসমন্বয় করিতে পারিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকপ্রবর ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর গুরুসেবানিষ্ঠা ও অসীম শক্তি এতদ্বিষয়ে উপমানস্বরূপ। ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দারে সেবহ মাধব"—এই সিদ্ধান্ত-বাণীকে নিত্য আরতি করিয়া জগজ্জীবের অর্থাসক্তি, অর্থলিপ্সা কিম্বা অপর ভাষায় অনর্থাসক্তি, অনর্থলিপ্সাকে পরমার্থ-সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া পরার্থের সমাধান করিয়াছেন। রাবণ বা হিরণ্য-কশিপুর মনোভাব লইয়া জগতের বড় হওয়ার বাসনা আজকাল আমরা যে মায়া-সীতা বা মায়ালক্ষ্মীকে হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, শ্রীপাদপদ্ম-পরাকৃপাবলে অদম্য মনোবান্, নির্ভীক, নিরপেক, নিষ্কপট ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সেই লক্ষ্মীকে হরণ করিবার বিশ্ব-বাসিনা প্রবৃত্তিকে পথ প্রতিরোধ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন। তাই বলা যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, মায়াদেবীকে মায়ালক্ষ্মী হরণ করিতে হইতে রক্ষা করিয়া অনন্ত জীবকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত হইবার বর দিতেছেন। মায়ের অধিকার মায়ের হাতেই থাকুক; মায়ের সেবক এখনকার ছেলেরা, যে বিদ্যাবলেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রচার-পতাকা লইয়া ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু অর্থ বা অনর্থের মধ্যে নিষ্কপট-নির্ভীক ভাবে প্রচার করিতেছেন। তাঁহার ভক্তির সার্থকতা, গোস্বামিত্বের সীমা তাঁহার সেবা-চেষ্টা দিগন্তরে হইয়া রহিয়াছে।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ও বিভিন্ন আভ-ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রিদণ্ডিপাদগণ যে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রচার, তাহার মূলেও শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সেবা-চেষ্টাই সক্রিয় ছিল। কি দাক্ষিণাত্যে প্রচার, কি শ্রীপুরুষোত্তমে প্রচার, কি কলিকাতায় প্রচার, কি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রচার—সকলেই শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর অপ্রাকৃত সেবাচেষ্টা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। বিভিন্ন মঠের উৎসব-মহোৎসবের আনুকূল্য সংগ্রহ সেবায় বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয়-মঠ ও শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা উৎসবে শ্রীল গোস্বামিপ্রভুর অক্লান্ত সেবা চিরদিনই অবিস্মরণীয়। আকুমারিকা হিমাচলের বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে মহাপ্রভুর কথা প্রচারের আনুকূল্য-বিধান সেবায় নিয়োগ করিবার শক্তি গুরুকৃপায় শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুরে বাঙ্গালার বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুরের গমন এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা-মহামহোৎসবের অধিকাংশ আনুকূল্য সংগ্রহাদি-ব্যাপারে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর প্রযত্নই প্রধান।

প্রচার-প্রসঙ্গ

সুপ্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ৩রা চৈত্র মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত মাগুমপুর গ্রামে এক পাব্লিসিটীতে "জীবের আত্মধর্ম্ম" সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন। 'ধর্ম্ম' শব্দটী আমাদের বহুকালের নিকটই অতি পরিচিত হইলেও উহার প্রকৃত অর্থ, সকল অনুভূতি সাধারণ লোক তো দূরের কথা,—ধর্ম্মাচরণকারিগণের মধ্যে একজনেরও আছে কিনা সন্দেহ।

প্রচলিত 'ধর্ম্ম' শব্দটী বহুজনসমক্ষে যে ভাব আনয়ন করে, অথবা যে ভাবে গৃহীত হয়, তাহা ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নহে, বাহ্যার্থ মাত্র।

প্রকৃতি-পরিবৃত জীবকুল স্বীয় স্বীয় রুচি অনুযায়ী আলোচনা করিতে যাইয়া ধর্ম্মের আশ্রয় করে। ফলে ধর্ম্মা-চার্য্যকারিগণের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ দলের উৎপত্তি হয় এবং দলপতিগণ স্ব স্ব মতের শ্রেষ্ঠত্ব (?) আরম্ভ করেন, তাহাতে সরল আহার ধর্ম্মপিপাসু-গণ [illegible] হন।

শাস্ত্রে বলেন—'ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব গুহায় নিহিত'। ভাগবত বলেন—'ধর্ম্ম মায়ার ভাবসংগীত'। শ্রুতি বলেন,—'ভাব ভক্তিবিশিষ্ট সমাশাস্ত্রবিৎ আচার্য্যের মহত্তমের নিষ্কপট সেবায় যা জীব সেই ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হন'। সুতরাং ধর্ম্ম-বিষয় সহজলভ্য ব্যাপার নহে।

বস্তুর স্বভাবই—'ধর্ম্ম'। সেই বস্তু নিরূপণ করিতে যাইয়া জীব যখন অনিত্য দেহ ও মনকে 'বস্তু' বিচার করিয়া বসে, তখনই ধর্ম্ম-বিভ্রাট উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন তাঁর চেতন্য-স্বরূপের সন্ধান লাভ করেন, তখন তাহার ধর্ম্ম মহদনুভূতিময় হয়। তিনি পরধর্ম্মকে ভয়াবহ জ্ঞানে পরিহার পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হন। সেই স্বধর্ম্মই 'আত্মধর্ম্ম' বা 'বৈষ্ণবধর্ম্ম', তাহা শ্রীগুরুকৃপৈকলভ্য।

সকলে স্থির চিত্তে স্বামিজীর কথা শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে অনেকেরই চৈতন্যোদয় হইতেছে। কপট ধর্ম্মাচারিগণের কপটতা সকলেই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। এতদ্দর্শনে সকলেই বিশ্বের সর্ব্বত্র নদীয়া-প্রকাশের সুফল প্রচারের আশা করিতেছেন

প্রবীণ ভাক্তবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

ভক্তি

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখনী-প্রসূত। ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও বিহিত ধর্ম্ম, শ্রীগুরু, সিদ্ধি ও অবস্থানের ভেদ প্রভৃতি। গৌরাঙ্গ-প্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বৈধা-ভক্তি ও রাগভক্তির ভেদ, ইতরাশ্রম, অদ্বৈতবাদী শুষ্ক ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্ত, বৈষ্ণবগুরুর অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের মায়িকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় ও গুরু, শ্রৌতপথ, পরিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় মন্তব্যাবলী অতি সরলভাষার কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সুবিষয়ও এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলবেদবাদী-শাস্ত্র-মতোদধি মন্থন-ফলে এই রত্নামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার টীকাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিনাট, গ্লাষ্ট, লোহার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ১৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাধা—১৸৹ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য জ্ঞেয় ও অনিত্য হেয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার সম্বন্ধ কি? ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, বল কি? ইত্যাদি বিষয় যাহা এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হয়াছে যে, প্রথম পাঠক হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করা যায় না।

শ্রীসাধনপদ্ধতি

দ্বিতীয় সংস্করণ ৸৹ আনা

শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এত গূঢ় ভাবে ভাক্তপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট গূঢ় ও গুহ্যতম বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, পদ্যানুবাদ, প্রতি অধ্যায়ের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত পেন্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীনামমাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পদ্যাকারে লিখিত, অশুদ্ধনাম অতি সাবধানে বর্জ্জনীয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। সংস্করণ ভিক্ষা বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাজ্ঞপ্তি

(সংক্ষেপে কার্য্যপত্র)

বিষয়: ১। ভবিষ্যতের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ীর কার্য্য ২। সাম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত বিমন্দির ও বিগ্রহের বিবরণ ৮। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-কর্ত্তৃগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিশেষবিশেষের মৌলিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় কথা। চারিখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (এক খণ্ড বর্ত্তমান)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমচ্ছাঙ্করভাষ্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন

পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে বিন্দুমাত্র মাত্রাধিক আহরণ, বাহ্যাভ্যন্তরে কুইনিন্ বা ধাতুর প্রয়োগ নাই।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেক্‌শন করিলে একটি বা দুইটী ইঞ্জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ ইঞ্জেক্‌সন পূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাহ্য-কর্ম্মিকাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং শুকুরবাগান লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শ্রীগীতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কার্য্যের আবশ্যকতা প্রার্থনা হয় এবং ঐ কার্য্যসাধনে সম্পাদনকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ছাড়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনা করিতেছি, ইহা পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করে এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করে, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল পদ্যে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ পারমার্থিক কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যা পীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি ইরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধুদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসবিতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি পদায়িনী সভা, বানিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেল ফোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীস্বাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (যন্ত্রস্থ) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-প্রদর্শিকা ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভজনরহস্য ৷৷০
১৯। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ৷৷০
২৩। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
২৯। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বঙ্গদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং [illegible] ও অনুবাদ সহ) ৷০
৩১। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ৷০
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডল [illegible] ৷০
৩৩। শ্রীবৃন্দাবন [illegible] ৵০
৩৪। ঐ [illegible] প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপপরিক্রমা ৵০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১৷৷০
৩৬। নবদ্বীপ পত্রিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৮। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৩৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪০। গীতমালা ৵১০
৪১। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪২। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৪। সাধনকল্প ৵০
৪৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৬। শরণাগতি ৵০
৪৭। গীতাবলী ৵০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। সাংখ্যবাণী ৵০
৫০। অর্চ্চনকল্প ৵০
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৵০
৫১। অর্চ্চনকল্প ৷৵১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৪। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৫। সারাংশবর্ণনম্ ৵০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। নামভজন ৷০
৫৯। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬০। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬১। দি ভাগবত ৷০
৬২। ইয়োটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৩। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু
৬৬। সাধন পথ
৬৭। গীতাবলী
৬৮। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণসুযোগ। সুবর্ণসুযোগ।। সুবর্ণসুযোগ।।

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কারুণ্যনিস্যন্দিনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন-চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথমখণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয়খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীহাটপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুকণ্ঠনিঃসৃত সুসিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী স্থূলাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ অঙ্গের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বত্ব ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্যারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রসপ্রবাহিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সন্তোষশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৯ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

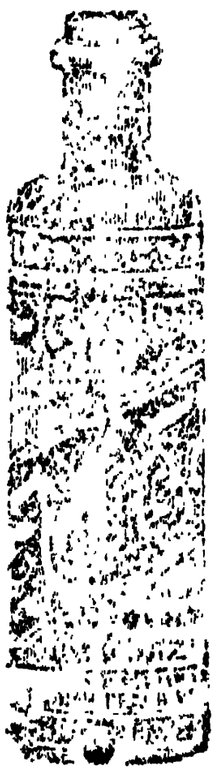

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—[illegible]

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫৲

ভারতের বিকাশ বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

[illegible] খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৩৭, ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৩১

নানা কথা

বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে গ্রেপ্তার ৩ হাজার টাকা জামিনে মুক্তি

কৃষ্ণনগরের উকিল শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মুখার্জ্জীর পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখার্জ্জী গত ২৬শে মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে তিন হাজার টাকা জামিনে মুক্ত হইয়াছেন। সনৎ বাবু ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী, বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে তাঁহার বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইয়াছিল এবং গত ২৪শে তারিখে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

কাণপুরে দুই শত গৃহ ভস্মীভূত

এক সংবাদে প্রকাশ যে কাণপুরের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং যেখানে সেখানে প্রহারের সংখ্যা কমিয়াছে, গৃহে অগ্নিপ্রদান, ও লুঠ তরাজ এখনও চলিতেছে। কয়েকজন হিন্দু স্বর্ণকারের দোকান পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। শেষ খবরে প্রকাশ ১২৪ জন নিহত ও কয়েক শত লোক আহত হইয়াছে। দুই শতের অধিক বাটী পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। অবস্থা অনেকটা শান্ত হইলেও বিরোধ এখনও চলিতেছে প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে অবিশ্বাস করিতেছে।

ভয়ে প্রায় দশ হাজার লোক সহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। দেড় শতের অধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী মহাশয়ের মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায় নাই।

কৃষ্ণনগরে বোমার জের

ভগৎ সিংএর সৃতিপূজা—৫০ হাজার টাকার হল নির্ম্মাণ

হত ইন্সপেক্টরের অবস্থা

কাণপুর দাঙ্গায় মহাত্মাগান্ধীর অভিমত

ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনা

সর্দ্দার প্যাটেলের নূতন সভাপতির আসন গ্রহণ

যুক্তরাষ্ট্রে জনসভার সিদ্ধান্ত

করাচী কংগ্রেস মাঠে সভা—বৃদ্ধ ডাক্তারের মৃত্যু

২০০ শত গৃহ ভস্মীভূত

এলাহাবাদে ১৪৪ ধারা জারী

ভগৎ সিংএর স্মৃতিপূজা

৫০ হাজার টাকার হল নির্ম্মাণ

ভগৎ সিংএর স্মৃতি রক্ষার্থ লাহোর ছাত্র সমিতি উদ্যোগী হইয়াছেন। ৫০ হাজার টাকায় ভগৎ সিংএর নামে একটী হল নির্ম্মাণ করা হইবে। ঐ টাকায় জন্য ছাত্র সমিতি সাধারণের কাছে আবেদন করিয়াছেন।

ডাঃ আলম, গোপীচাঁদ এবং আরও কয়েকজনকে লইয়া একটী অছি বোর্ড গঠন করা হইবে।

আহত ইন্‌স্পেক্টরের অবস্থা

এ্যাসিষ্ট্যান্ট পুলিশ ইন্সপেক্টর শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, যিনি গুলিবিদ্ধ হইয়া এক্ষণে হাসপাতালে আছেন, তাঁহার দেহ হইতে এখনও গুলিটি বাহির করা হয় নাই। প্রকাশ যে, গুলিটি তাঁহার ফুসফুসে লাগিয়াছে, তাঁহার গাত্রোত্তাপ ৯৯ ডিগ্রি এবং তাঁহার শারীরিক অবস্থায় আর একটু উন্নতি হইলেই, তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হইবে। আততায়ীদের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কাণপুর দাঙ্গায় মহাত্মা গান্ধীর অভিমত

কানপুরের অবস্থার কথা মহাত্মা গান্ধীকে জানাইলে মহাত্মা অতিমাত্রায় ব্যথিত হন এবং বলেন,—

"এই সংঘর্ষের যথোচিত নিন্দাবাদ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী অবশ্যই এই দাঙ্গার কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন। বিভিন্ন সূত্র হইতে যে খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বোঝা যায় কিরূপ সামান্য কারণেই মানুষ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে। আমি আশা করি এই বিষয় লোকের মনের মধ্যে বেশী সময় থাকিতে দেওয়া হইবে না—জনসাধারণ শান্তভাব ধারণ করিবে এবং সৌহার্দ্দ্য বন্ধন ছিন্ন হইতে দিবে না। যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার গতি বাড়াইতে চাহেন, তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই ধরণের সংঘর্ষের ফলে চরম লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে।"

কাণপুরের দাঙ্গা সম্পর্কে কলিকাতায় যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কাণপুরে মোট ১১৫ জন লোক নিহত ও পাঁচ শত লোক আহত হইয়াছে। অনেক মৃতদেহ রাজপথে পড়িয়া আছে। সহরে অনেক বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সরকার পক্ষ হইতে যে ৮০টি মৃতদেহ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারা ৪৮ জন মুসলমান ও ৩২ জন হিন্দু সহরের মধ্যভাগে আর হাঙ্গামা নাই। সহরের বাহিরে বিক্ষিপ্ত ভাবে দাঙ্গা চলিতেছে সহস্র সহস্র লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সহর হইতে চলিয়া গিয়াছে।

ট্রেণের সময়ের গোলমাল

কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ যাইতে হইলে ই. বি. রেলের "বগুলা" ষ্টেসনে উঠিতে ও নামিতে হইত; তখন জিলাবোর্ডের কল্যাণে বগুলা ষ্টেসন হইতে কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ যাইবার রাস্তাগুলিতে অনেক গাড়ী যাতায়াত করিত। রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ লাইনে কৃষ্ণনগরে রেলওয়ে ষ্টেসন হওয়ায় বগুলা দিয়া পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রিগণ রাণাঘাট ষ্টেসন পর্য্যন্ত আসিতে বাধ্য হন। তজ্জন্য বগুলা ষ্টেসনের মহিমা রাণাঘাট জংসন ষ্টেশনে গ্রাস করিয়াছে।

বগুলা ষ্টেসন হইতে বেলা ১২টা ৪২ মিঃ এর পরে রাত্রি ৯টা ২৭ মিঃ মধ্যে কোন গাড়ীই কলিকাতায় আসে না। আবার কলিকাতা হইতে সূর্য্যোদয়ের পরে বেলা ২টা ১০ মিঃ পূর্ব্বে কোন গাড়ীই বগুলা পৌঁছে না। এই ৯ ঘণ্টা কালে করিয়া দুইবারে বগুলা ষ্টেসন হইতে আসিতে ও তথায় যাইতে গাড়ী না থাকায় আরোহিগণের বিলক্ষণ অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। নদীয়া জেলা বোর্ড ও বগুলা হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার পথটীকে মেরামত না করায় উহাও পরিত্যক্ত বিজন সরণিতে পরিণত হইয়াছে। বহুদিন পরে এই পথটীর সংস্কার আরম্ভ হইলেও কার্য্য গতিকে উহা সঙ্কীর্ণ করা হইতেছে। ঐ পথে যান বাহনাদি চলাচল সংস্কারাভাবে এক প্রকার বন্ধ হইতেছে। আমরা আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে অনুগ্রহ করিয়া সংস্কার কার্য্য সত্বরে সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিবেন। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ ৮ ঘণ্টাকাল কলিকাতার যাত্রীগণকে দিবাভাগে বসাইয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে চট্টগ্রাম মেলের যাইবার ও আসিবার উভয় সময়ে একমিনিট কাল করিয়া থামাইবার ব্যবস্থা করিলে বগুলা যাত্রিগণের ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারেন। ৮ ঘণ্টার মধ্যে বগুলা ষ্টেশনে কোন ট্রেণ পাওয়া যাইবে না এরূপ ব্যবস্থা সমীচীন নহে। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ বলিতে পারেন যে বগুলার চট্টগ্রাম মেলের গতিরোধ না করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রিগণকে রাণাঘাট হইয়া কৃষ্ণনগরের পথে লইয়া তাহাদের নিকট হইতে অধিক ভাড়া পান, কিন্তু কলিকাতা হইতে যাইবার কালে বগুলা যাত্রীর নিকট হইতে সেরূপ আদায় হয় না—একথাও বিবেচনা করিতে পারেন।

করাচী ওয়ার্কিং কমিটীতে আলোচনা

২৮শে মার্চ্চ প্রাতে সর্দ্দার প্যাটেলের সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা হইয়াছিল। কাণপুরের গোলমাল সম্পর্কে এই সভায় আলোচনা করা হয়। গোলযোগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং পণ্ডিত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর বীরোচিত মৃত্যুতে গৌরব উপলব্ধি করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তদন্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে:—বাবু ভগবান দাস (সভাপতি) শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস টেণ্ডন, মিঃ টি, এ, সেরোয়ানি, লক্ষ্ণৌয়ের খাঁজা জাফ্‌রুল মুল্‌ক্ এবং পণ্ডিত সুন্দর লালজি।

অতঃপর রাজবন্দীর মুক্তি বিষয়ক প্রস্তাবটীর পুনরায় নূতনভাবে রচনা করা হয় বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের নাম এই প্রস্তাবের সহিত এক তালিকায় জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য রাজনৈতিক মামলার আসামীগণের মুক্তির জন্য ও এই প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে।

পরিশেষে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সমর্থনের প্রস্তাব আলোচিত হয়। বহু সংখ্যক সংশোধন প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছিল। আলোচনার পর মোটামুটী একটী খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহাই বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির নিকট উপস্থিত করা হইবে।

সর্দ্দার প্যাটেলের নূতন সভাপতির আসন গ্রহণ

গত শুক্রবার অপরাহ্ণে করাচীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সভাপতির আসন গ্রহণ কালে সর্দ্দারজী বলেন—আমার অনেক অসুবিধা আছে। পণ্ডিতজীর পরিবার রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত কিন্তু তিনি একজন কৃষক মাত্র—তাঁহার কোনরূপ রাজনীতিক জ্ঞান নাই যাহাতে তিনি সভাপতির কার্য্য ভাল করিয়া করিতে পারেন, সে জন্য প্রতিনিধিদের সহযোগ প্রার্থনা করেন তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও মৌলানা মহম্মদ আলীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন ও বলেন—মৌলানা সাহেব এ সময়ে জীবিত থাকিলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হইত। লাহোরের ফাঁসীতে যুবকগণ অশান্ত হইয়াছেন বটে, তবে তিনি সকলকে তাঁহার সহিত সহযোগ ও তাঁহাকে সাহায্য দান করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে জনসভায় সিদ্ধান্ত

গান্ধী-আরউইন চুক্তিনামা লইয়া লীগ এগেন্‌ষ্ট্ ইম্পিরিয়ালিজম্‌এর (সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংঘের) কার্য্যকরী সভা উদ্বেগের মধ্যে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাস যে ভারতীয় কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন এবং ভারতের জনসাধারণের ক্ষতি সাধন করিয়াছেন।

প্রকাশ, যে উক্ত লীগের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা হইতে কংগ্রেসের নাম কাটিয়া দিবার এবং উহার কার্য্যকরী সমিতি হইতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে অপসারিত করার উদ্যোগ চলিতেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডিট্রয়েটের "ভারতবর্ষীয় স্বাধীনতার কেন্দ্রীয় সমিতি"র উদ্যোগে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের প্রতি তাঁহারা সম্পূর্ণ একমত। তাঁহারা গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফলের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসকে সংগ্রাম করিতে অনুরোধ করেন।

করাচী কংগ্রেস মাঠে সভা জনতার চাপে বৃদ্ধ ডাক্তারের মৃত্যু

কংগ্রেসের মাঠে যে সভায় মহাত্মা গান্ধী এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভিড়ের চাপে সিন্ধু হায়দ্রাবাদ নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ডাক্তার চেৎরাম কিষণদাস দম বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশু স্থির হইয়া মহাত্মাজীর বক্তৃতা শুনিয়াছিল, কিন্তু শেষে বাহিরে যাইবার সময় তাড়াতাড়িতে ও ভিড়ে কয়েকজন লোক আহত হয়। প্রায় ১২টি শিশুকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই—তন্মধ্যে একটির বয়স ছয় মাসেরও কম।

এলাহাবাদে ১৪৪ ধারা জারী

কাণপুরের দাঙ্গা সম্পর্কে এলাহাবাদে ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হওয়ায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করেন তাহার ফলে দুই মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে। ইহার দ্বারা এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাটীর এলাকার মধ্যে লাঠি আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোন অস্ত্র বা জনসাধারণের বাহির হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। দুই জন সাব ইন্‌সপেক্টার সহ প্রায় ১২ জন কনষ্টেবল চকে পাহারা দিতেছে।

ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব

দিল্লী আপোষ অনুমোদন, স্বাধীনতার লক্ষ্য পুনঃ সমর্থন, সৈন্য বিভাগ, বৈদেশিক সম্পর্ক ও আর্থিক নীতির উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের দাবী, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন এবং তাঁহাকে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধি মণ্ডলীর নেতা নিয়োগ করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি এবং লাহোর ফাঁসীর ফলে সঞ্জাত বিক্ষুব্ধ মনোভাব শান্ত করিবার জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্ব্বের বা পরের কারাদণ্ডিত অহিংসা ও হিংসামূলক সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করিয়া আর একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আর একটি প্রস্তাবে ব্রহ্মদেশকে আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পৃথক-করণ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ বাসীদের অভিমত নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

আর একটি প্রস্তাবে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহম্মদ আলি ও অন্যান্য অজ্ঞাত কংগ্রেস কর্ম্মিদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

এই প্রস্তাবগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে বিবেচনার্থ উপস্থাপিত হইবে।

স্বাধীন ত্রিপুরায় ভীষণ ডাকাতি একজন লোক আহত

স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত ফটীকছড়ার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের আরগারী দোকানে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। দোকানে যা কিছু ছিল ডাকাতগণ সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং একজন কর্ম্মচারীকে বল্লম দ্বারা আহত করিয়াছে। ডাকাতগণ এখনও ধৃত হয় নাই। বামচিয়া সেকামুড়া এবং আরও ২।৩ আড়লায় এরূপ ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ১৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার ১৩৩৭

নিম্বরক্ষে নৈশ পুষ্প

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের নাম বিশ্বের সুসভ্য সজ্জনমণ্ডলীর নিকট সুবিদিত। এই শ্রীচৈতন্যমঠে এক প্রান্তে 'শ্রীরাধাকুণ্ড' নামক একটী সুদৃশ্য পুষ্করিণী আছে। বস্তুতঃ পক্ষে পুষ্করিণীটী বল্লাল-দীঘিকার একাংশে অবস্থিত। একদা ঋতুরাজ বসন্তের সুস্নিগ্ধ আরামপ্রদ প্রভাতে এই জলাশয়ের সুরম্য বাঁধান-ঘাটে বসিয়া জনৈক বন্ধুর সহিত বিবিধ প্রসঙ্গে আলাপ করিতেছিলাম। কথোপকথনের গতি কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে আমাদের উভয়েরই দৃষ্টি ঘাটের শীর্ষদেশে অবস্থিত নিম্ববৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট একটী সুমধুরকণ্ঠ কোকিলের সুধাবর্ষী কৃষ্ণ-কাকলী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইল। আমরা গভীর মনোযোগের সহিত ধামেশ্বরের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনকারী মহাভাগ্যবান পিক-রাজের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছি, এমন সময় একটী চারি বৎসর বয়স্ক বালক আমার হস্ত আকর্ষণপূর্ব্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ দাদা ঐ গাছের দিকে চাহিয়া আছেন কেন?' আমি তখন তাহাকে কোকিলের সুমধুর কণ্ঠধ্বনি-শ্রবণের কথা বলিলে সে আমার নিকট বৃক্ষটীর নাম জিজ্ঞাসা করিল। তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে সে বাল-সুলভ-চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'হাঁ দাদা, ঐ গাছে সে রাত্রিতে যে সুন্দর ফুলগুলি দেখিয়াছিলাম, ঐ ফুলগুলি কোথায়?' আমি তাহার কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'সে কিরে, রাত্রিকালে কি ফুল দেখেছিলি?' সে তখন নিতান্ত বিজ্ঞের ন্যায় বলিল—তা যদি বল্‌তে [illegible]পনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব কেন? আমি যখন ফুলগুলি দেখেছিলাম, তখন ডাক্তার বাবুও নিকটে ছিলেন। ফুলগুলি এ[illegible]বার দেখা যায়, আবার শীঘ্রই কো[illegible] পালায়, আবার এসে উপস্থিত হয়[illegible] ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেম, তি[illegible] শুধু হাস্‌লেন, কোনও কথার উত্তর [illegible]ন না, আপনিও বুঝি আমাকে ঐ [illegible]র কথা ব'লবেন না ব'লে ঐ প্রকা[illegible] কথা বল্‌ছেন।' আমি তখন ডাক্তার [illegible] নিকট বালকের ঐ কথা জিজ্ঞাসা [illegible]লে তিনি বলিলেন,—'রাত্রিকালে [illegible]গুলি জোনাকী পোকা গাছের পাতা[illegible] চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের আলোক দেখিয়া সুধীর ফুল ম[illegible] করিয়াছিল।' বালক সুধীরকে এই [illegible]কার কথা বলিলে সে বিশ্বাস করিল না, বলিল—পোকা বুঝি ফুলের ন্যায় দেখায়?

এই বালকের ন্যায় অনেক বিজ্ঞাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞান-তিমির নিশায় অক্ষজ-জ্ঞান নিম্ববৃক্ষের বিভিন্ন শাখায় চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমান মোহ-খদ্যোতিকার আপাত মনোমোহকর ক্ষণস্থায়ী পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্যকে বাস্তব জ্ঞান-বৃক্ষের প্রস্ফুটিত মুকুল মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়। বাস্তবসত্য স্বয়ং আসিয়াও যদি তাহাদিগের নিকট অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহাদের ভ্রান্তি দেখাইয়া দেন, তাহারা এমনই দুর্ভাগ্য যে কিছুতেই তাহা স্বীকার করিবে না, বলিবে আমি যে অবিদ্যাসুন্দরীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সারা জীবন অতিবাহিত করিলাম, আপনি বলিতেছেন, তাহা বাস্তবসত্য নহে, আপনি যাহাই বলুন, আমি কিছুতেই একথা স্বীকার করিব না। মোহ-খদ্যোত কি কখনও বাস্তবসত্য-পুষ্পের ন্যায় প্রতীয়মান হয়?

আত্মস্থ হইয়া চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, জগতে উপরিউক্ত উদাহরণের অভাব নাই। সম্প্রতি রাম হরি ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্যক্তি 'বাল্যে শ্রীকৃষ্ণ' নামক একটী ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া বিজ্ঞগণের নিকট ঐ প্রকার একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। শর্করা-বহনকারী গর্দ্দভ যেমন শর্করার স্বাদ-বহনে অসমর্থ, তদ্রূপ পণ্ডাহীন অনেক পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি অনেক শাস্ত্রের ভার শিরে বহন করেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রোদ্দিষ্ট সুমধুর শর্করাস্বাদন তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, শুধু গ্রন্থের পাতা উল্টানই সার হয়; কারণ জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই চতুর্ব্বিধ অভিমানের কোনও একটীতে গর্ব্বিত হইয়া তাঁহারা সদ্‌গুরুর আনুগত্য স্বীকার করে না, অথচ সদ্‌গুরু ব্যতীত অপর কেহই শাস্ত্র মর্ম্ম-শর্করার স্থালীর মুখ উন্মোচন করিতে সমর্থ নহে! সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গ্রন্থখানি রসমালোচনা শ্রীনদীয়া-প্রকাশে ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। আজ তাঁহার লেখনীপ্রসূত একটী মাত্র বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ভূমিকার উপসংহারে লিখিয়াছেন—বৈষ্ণবকবিগণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছেন এবং তিনি তাহা উঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই কথায় তিনি নিজে যে অবৈষ্ণব, তাহা নিজেই প্রতিপন্ন করিলেন। এখন আমরা বৈষ্ণব শব্দের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব, তাহা হইলে আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্বরূপ এবং তাঁহার শাস্ত্রালোচনার যোগ্যতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। 'বিষ্ণু' শব্দে 'ষ্ণ' প্রত্যয়-যুক্ত হইয়া 'বৈষ্ণব' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনিই বিষ্ণু এবং যাঁহারা সর্ব্বত্র বিষ্ণুর অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুর সেবা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব। বিষ্ণুদর্শন একমাত্র বৈষ্ণবেরই সম্ভব, অবৈষ্ণব কখনও তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ নহে এবং একমাত্র বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিতেই বিষ্ণুদর্শনের যোগ্যতা হয়, অন্য কোনও প্রকারে হয় না, সুতরাং বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি বৈষ্ণবের আছে—অবৈষ্ণবের তাহা নাই। যাহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি নাই, তিনি কখনও অপৌরুষেয় বেদ-প্রতিপাদ্য বিষয় অবগত হইতে পারেন না। সুতরাং এহেন ব্যক্তির পক্ষে সাত্বত-শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধের চেষ্টা বাল-ভাষণের ন্যায় হাস্যোদ্দীপক মাত্র।

অজ ভগবান বদ্ধজীবের মঙ্গলার্থ স্বেচ্ছায় ভৌম-জন্ম-লীলাদির অভিনয় করেন, কিন্তু অক্ষজবাদীর আরোহ-চেষ্টায় তাহা বোধগম্য না হওয়ায় অজ্ঞতা-বশতঃ ভগবানকে তাহারই ন্যায় একজন জন্ম মরণ-মালা-পরিহিত জীব বলিয়া ভ্রান্ত হন। কোন জন্মে তাহার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হইলে শুদ্ধ বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় দেখিতে পাইবেন যে, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবগণকে তাঁহার যশোদানন্দনত্বে ও শ্যামসুন্দরত্বে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার সুশীতল-পাদপদ্মপ্রান্তে স্থান প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই স্বীয় অপোক্ষজ-সেবামৃতে স্নান করাইতেছেন। এই প্রকারে স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া এবং অপ্রাকৃত দিব্য-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাদি সন্দর্শন করিয়া চিৎসমালিঙ্গিত করুণার্দ্রচিত্ত বৈষ্ণবগণ মাদৃশ বদ্ধজীবের উদ্ধারার্থ তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থসমূহে লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, একমাত্র বৈষ্ণবগণই জগদ্-বাসীকে শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত প্রদানে সমর্থ, অবৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র লিখিতে যাইয়া তাঁহার অঙ্গে শেল বিদ্ধ করে, ফলে অনন্তকাল রৌরবে থাকিবার সুবিধা হয় মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশন-বিবরণী

[৪]

শ্রীযুত সখীচরণ ভক্তিবিজয়

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের বিগত বর্ষে শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরপ্রিয় সেবানুষ্ঠানের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন,—শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় মহোদয় গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর চৈতন্যমঠে "ভক্তিবিজয়-ভবন" নির্ম্মাণ ও বৈদ্যুতিক আলোকে শ্রীচৈতন্যমঠ উদ্ভাসিত করিয়া ভক্তির বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন-পূর্ব্বক ভক্তিবিজয় সখীচরণ বা গুরুচরণ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। জগতে যিনি যত দানই করুন, যত মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হউক, যত ঐশ্বর্য্যই প্রকাশিত হউক না কেন, একমাত্র আলোকের অভাবে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠে সেই আলোকমালা প্রদান করিয়া গুরু গৌড়ীয়-গৌরসুন্দরের সকল ঐশ্বর্য্যকে জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গের পরম প্রিয় স্থান; তিনি সেই স্থানে শ্রীগুরুদেবের সঙ্কীর্ত্তনস্থলী নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবা করিয়াছেন

শ্রীযুত বিরাজমোহন ভক্তিভূষণ

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের সত্বাধি-কারী শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে ভক্তিভূষণ মহোদয় প্রতি বৎসরই তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র এবং নিজ পরিশ্রমের দ্বারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের একান্ত মনোভীষ্ট ভক্তিগ্রন্থ প্রচার সাধন করিতে বিন্দুমাত্রও কৃপণতা প্রকাশ করেন না। 'মণিমঞ্জরী', 'ভজন-রহস্য', 'ব্রহ্মসংহিতা', 'শ্রীহরিভক্তিকল্প-

লতিকা' এবং শত শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবাদিতে 'শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী' পত্রিকা এবং শত শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীগৌর-প্রকার কাগজপত্রাদি প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ভক্তিকুসুম মহাশয় বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে বিদ্যুতিক আলোক-প্রদান এবং ঢাকা কমলাপুর শ্রীগোপাল-জীউর নূতন অপূর্ব্ব মন্দির-নির্ম্মাণ ও মহামহোৎসব প্রভৃতি স্ব-ব্যয়ে সম্পাদন করিয়া গুরু-গৌড়ীয়গণের প্রিয়ভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া শ্রীধামসেবার প্রতিও মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল ভক্ত্যনুকূল গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জনের সহধর্ম্মিণীদ্বয়

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রেষ্ঠ্যায় শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সহ-ধর্ম্মিণী-দ্বয়ের গৌরপ্রিয়সেবা প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যিনি পতির সহিত ধর্ম্মাচরণ করেন বা পতির অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের সাহায্যকারিণী হন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মিণী। ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী-দ্বয় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ সেবায়, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিপুল সৌধ-মন্দির-নির্ম্মাণে শ্রেষ্ঠ্যায় মহোদয়কে প্রেরণা ও সহায়তা না করিলে অত অল্প সময়ে এরূপ বিপুল কার্য্য সমাধা হইত কি না, সন্দেহ। তাঁহাদের আন্তরিক অভিলাষ, প্রযত্ন, প্রেরণা ও সেবাবুদ্ধি-ফলেই এরূপ বিপুল সেবা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা সত্য সত্যই সহধর্ম্মিণীর আদর্শ এবং সরস্বতী ও লক্ষ্মীর ন্যায় জগতে হরিভক্তিবিদ্যা ও হরিভক্তি-ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের সহায়কারিণী। শ্রীধাম প্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরমায়ুর সার্থকতা

শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি-এল)

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

প্রাণী-সকল প্রত্যহই মৃত্যুপথে পতিত হইতেছে, কিন্তু যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারাই স্থিরত্ব আশা করিয়া বসিয়া আছে অর্থাৎ তাহারা মনে করিতেছে যে, তাহাদিগকে মরিতে হইবে না। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে!

আমাদের আয়ুষ্কাল অত্যল্প হইয়াও আবার অধ্রুব অর্থাৎ এই আছে এই নাই। কবিরাজ শ্রীগোস্বামী আয়ুষ্কাল নির্ণয়ে বলিয়াছেন, —'অন্ত বাল্যকৌমারে বা যুবত্বে বা প্রৌঢ়িমোদ্গমে বা। অশীতিবর্ষা শতবর্ষ পরেই বা নৃণাং প্রয়াণং প্রভবেদ্ধ্রুবং হি॥' অর্থাৎ আশীবর্ষ বা শতবর্ষ পরেই হউক প্রাণিদিগের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেরূপভাবে দেখিতে আমাদের পরমায়ু অতিবাহিত হইতেছে, এবং যে কার্য্যের নিমিত্ত আমরা ঐ পরমায়ু ব্যয়িত করিতেছি, তদ্দ্বারা পরমায়ুর অধ্রুবত্বসহকে আমাদের কোন জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং আমাদের ধারণা—যেন অনন্তকাল পরমায়ু আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে, আমরা ইচ্ছামত উহার ব্যবহার করিতে থাকিব।

আমরা জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতেই পরবর্ত্তী অবস্থাগুলি ভোগের জন্য লালায়িত, বর্ত্তমান অবস্থায় আদৌ সন্তুষ্ট নহি। বালক যৌবনের জন্য, যুবক প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিয়া কর্ম্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, আবার প্রৌঢ় ব্যক্তি শীঘ্র শীঘ্র প্রবীণতা লাভ করিয়া কর্ম্মজগৎ হইতে অবসর লাভপূর্ব্বক আত্মসুখ-উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত। আশা-মরীচিকা ক্রমাগতই যেন লাস্য করিয়া আমাদিগকে কোন অজানা পথে লইয়া যাইতেছে।

কর্ম্মরাজ্যে, প্রবেশ করিয়া কেহ কর্ম্মবীর, কেহ জ্ঞানী, কেহ সাহিত্যিক, কেহ কবি, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ বাগ্মী, কেহ রাজনীতিবিশারদ, কেহ বা ব্যবহারনীতিবিশারদ হইয়া প্রত্যেকেই স্ব-স্ব পরিস্থিত অবস্থায় এই মায়াময় সংসারে অভিনিবিষ্ট হইয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত। আমরা এখানকার জাগতিক বিষয় লইয়া এতই ব্যস্ত যে, এই ভব-সমুদ্র কি করিয়া পার হইব বা ভবিষ্যতে ইহার পরপারে আমাদিগকে কোথায় যাইতে হইবে, তাহা চিন্তা করিবার আদৌ অবসর নাই।

এখানে আমরা এতই উন্মত্ত যে, এই প্রকৃতির অতীত কোন রাজ্যের সংবাদ রাখিবার আবশ্যকতা দেখি না। আমাদের সমুদয় ইন্দ্রিয়চেষ্টা দেহাত্মবুদ্ধিতেই পর্য্যবসিত এবং সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি এই সংসার-কারাগারের রক্ষণিক্রী দেবীর ত্রিগুণনিগড়াবদ্ধ। সুতরাং আমরা আমাদের পরম কল্যাণ বিষয়ে অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত দিব্য বৈকুণ্ঠ জ্ঞান বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ।

চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া আজ যে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি, তাহা যে আবার ভবিষ্যতে লাভ হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই শাস্ত্র বলেন—এই নরতনুই হরিভজনের মূল। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় ভোগ ত' সকলজন্মেই সম্ভবপর এবং ইচ্ছা করিলেই উহা সব জন্মেই ঘটিতে পারে। কিন্তু চরম কল্যাণ সাধনোপযোগী এই দুর্লভ মনুষ্যজীবনের পরমায়ু পরমার্থানুশীলনে নিযুক্ত না করিয়া জড় বিষয় অনুশীলনে নিযুক্ত করিলে তদপেক্ষা আর দুর্ভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে?

পশুদিগের ন্যায় আমরাও যদি কেবল মাত্র আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি কার্য্যে পরমায়ু ব্যয়িত করিতে থাকি, তাহা হইলে মনুষ্যজীবনে আমাদের পরমায়ু বৃথায় অতিবাহিত হইল। ঐরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারে পরমায়ু ব্যয় না করিয়া আমরা যে পরিমাণে উহা ভাগবতধর্ম্মানুশীলনে ব্যয় করিতে সমর্থ, সেই পরিমাণেই আমাদের পরমায়ুর সদ্ব্যয় হইল বুঝিতে হইবে। হরি ভজনের পরিমাণ দ্বারাই আমাদের পরমায়ু নির্ণীত হইবে, কেবলমাত্র পৃথিবীতে বিচরণকাল নির্ণয়দ্বারা নহে। আমরা আমাদের মূল্যবান পরমায়ু কিরূপভাবে অযথা ব্যয় করিতেছি, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে যথা: —

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবাচার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥'

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই শ্লোকেরই অনুধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, —

"ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।"

আমরা অধিক পরমায়ু চাহি বটে, কিন্তু উহার সদ্ব্যবহার আদৌ জানি না। পরমায়ু পরমার্থলাভেই যত্নশীল এবং পরমার্থের সেবাতেই উহার সম্পূর্ণ সার্থকতা। যে পরমায়ু লাভ করিয়া জীব উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করে বা যাঁহার সাহায্যে শ্রীভগবানের সেবা কার্য্য সম্পন্ন হয়, কেবলমাত্র সেই-রূপ পরমায়ুর সার্থকতা জানাইয়া দিবার জন্য পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত বিষয় ভোগ প্রমত্ত আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন :—

'আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাং উদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥
তদ্বয়ং তাবি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তমনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে

হরিরীশ্বরঃ॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ৯ই চৈত্র সোমবার শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার শীতলদা গ্রামে "গৃহস্থের ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। 'গৃহস্থ' শব্দের অর্থ বলিতে যাইয়া স্বামিজী বলেন যে, উপযুক্ত কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া যিনি স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া গৃহে বাস করেন, তিনিই গৃহস্থ। আর দেহরূপ গৃহে অবস্থিত আত্মাও গৃহস্থ। এই দেহস্থিত আত্মাকে অবগত হওয়া অথবা সঙ্গীক গৃহে বসবাসকারী গৃহস্থের আত্মজ্ঞানলাভই গৃহস্থের প্রকৃত ধর্ম্ম।

গৃহ-ধর্ম্মযাজনকারী যদি গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থিত হইয়া অসংযত ব্যক্তিগণের সংযম-শিক্ষাহেলী গৃহে সংযতাত্মা না হইয়া উত্তরোত্তর অসংযমের পথে প্রধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যেমন 'গৃহব্রত' বলা যায়, তেমনি বদ্ধজীবের মুক্তির কারণ স্বরূপ মানবদেহে অবস্থান করিয়া যে জীব দেহ-দারে বিষয়ভোগে রত হইয়া পড়ে, সেও 'গৃহব্রত'।

ভগবদুপাসনা বা সেবাই নৈষধর্ম্ম। সেই জীব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের যে কোন বর্ণে অথবা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস চারি আশ্রমের যে কোন আশ্রমে অবস্থিত হউন না কেন, সেই ভগবদুপাসনাই তাঁহার ধর্ম্ম। ধনী এবং আশ্রমিদিগের পক্ষে যে যে পৃথক ধর্ম্মের কথা বেদাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, সেগুলি পরম ধর্ম্মের অনুকূলে অনুষ্ঠিত হওয়াই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যেখানে ইহার অপ-ব্যবহার বা উদ্দেশ্য অবগতির অন্তরায় উপস্থিত হয়, সেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন 'শ্রম'ফল মাত্র প্রদান করে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-
কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্॥

প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত ভাগবতদাসের আন্তরিক যত্ন ও সেবাচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে তম আদেশ প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীযোগপীঠের প্রকট উৎসবান্তে ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত ধান্যঘাটা গ্রামে গত ১৭ই মার্চ্চ শ্রীপাদ গোপালদাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে এবং ১৮ই মার্চ্চ রাজা হৃষীকেশ লাহা মহোদয়ের কাছারীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং সঙ্কীর্ত্তন করেন। স্বামিজীর পাঠ ও কীর্ত্তনে শ্রোতৃমণ্ডলী একটী নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া অতিশয় লাভ-বান্ হইয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারার্থ গত ২৯শে মার্চ্চ মণিরামবাজারে শুভ বিজয় করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—হাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নিমিত্তক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে অন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তি তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের বিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের একতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়গত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-কর্ত্তা এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বরাট, গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—তৃতীয় সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ,

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

পূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে সরলভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০ আনা

গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে লেখে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৫ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্ল, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান ! সাবধান !!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন্, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

বিলাপগীতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন-

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী, এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগোর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক-ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

	শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমস্ত	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১।৵০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
	কাব্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৷
৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷
৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
৫।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)	২৲
৬।	জৈবধর্ম্ম	২৲
৭।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	
৮।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
৯।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১০।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
১১।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম (বাঁধা)	১৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
১৩।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
১৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
১৫।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৬।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸০
১৮।	ভজনরহস্য	॥০
১৯।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
২১।	মাধুর্য্যকণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
২২।	শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ	॥০
২৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
৪।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
৮।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৯।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৩০।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	।০
৩১।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩২।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
৩৩।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৩৪।	ঐ প্রমাণখণ্ড	৶০
।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

	(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
	(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
	(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১॥০
৩৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৵০
৩৭।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৩৮।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৩৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵
৪০।	গীতমালা	৴১
৪১।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪২।	নবদ্বীপশতক	
৪৩।	সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৪।	সাধনকণ	
৪৫।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৬।	শরণাগতি	
৪৭।	গীতাবলী	
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	
৪৯।	সাংখ্যবাণী	৴০
৫০।	অর্থপঞ্চক	৴০
	শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী	৴০
৫১।	অর্চ্চনকণ	৴১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৩।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৪।	তত্ত্ব-সূত্রম্	।০
৫৫।	সারাংশবর্ণনম্	৶০
৫৬।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭।	গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮।	নামভজন	।০
৫৯।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬০।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬১।	দি ভাগবত	।০
৬২।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	
৬৩।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ হজ্ ডুইং	৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	॥০
৬৫।	কল্যাণ কল্পতরু	॥০
৬৬।	সাধন পথ	।০
৬৭।	গীতাবলী	৴১
৬৮।	শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রী প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া বশ হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন তাহার গুণও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রদর ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে অতি ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যাশ্চর্য নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে স্ত্রীলোক ও তদনুসঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ সহ ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভাবে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ নবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল প্রোজ-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উল্লাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুটপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বকণ্ঠনিঃসৃত সুসিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুলাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীন পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বীর্য্যবৃদ্ধিকল্পে, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণে অনিদ্রায়, মস্তিষ্কের, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মূত্র যন্ত্রাদি, ধাতুগত প্রভৃতি অসংখ্য মহৎ বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ।০ বটী ১৲ এক টাকা।

"বাসন্তী কাশকাঞ্জারি ঘৃত"

পুরাতন কাশরোগে বাসন্তীর দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকিবেন। মূল্য ৩ তোলা ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মচারিণী বিলাসিনী বটিকা"

বন্ধ্যাদোষ হরত সন্তানোৎপত্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বান্ধব ঔষধালয়, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, ৩ ১৭৬নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১।

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনার মাশুল পৃথক।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

বলের ও ধাতুভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনার মাশুল পৃথক।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, টোটকাপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সদ্যঃ আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া কাজে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের যোনি ব্যাপক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

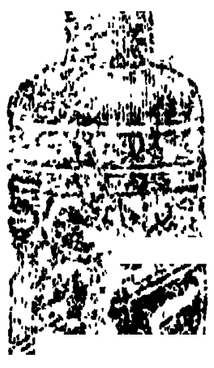

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি. ডি. হাজরা।

কলেজপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

প্রধান নায়াপুর নায়ক-প্রকাশ প্রিং এণ্ড ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ রুদ্রকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তি বুহুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি — "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি হাজার ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলা একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই চৈত্র বুধবার ১৩৩৭, ১লা এপ্রিল, ১৯৩১

নানা কথা

উন্মুক্ত আকাশতলে করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন

উন্মুক্ত আকাশতলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চচত্বারিংশতম অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতের সকল স্থান হইতে প্রায় ষাট হাজার দর্শক ও প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই লোক সকল দলে দলে সভাস্থলে আগমন করিতে থাকে।

বিভিন্ন স্থানে "লাউড স্পীকার" স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে সকলেই সভার কার্য্য অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কংগ্রেস মঞ্চে সভাপতির আগমন

ঠিক ছয় ঘটিকার সময় "বন্দেমাতরম্" "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" ধ্বনির মধ্যে সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সভাস্থলে লইয়া আসা হয়। সভাপতির মিছিলের পুরোভাগে স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং তাহার পর নেতৃগণ দুই একজন করিয়া আগমন করেন। প্রথমে আসেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত শাম্বমূর্ত্তি, তাঁহাদের পর শ্রীযুক্ত প্রকাশম্, ডাঃ কিচলু, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি ডাঃ সত্যপাল, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ কালাম আজাদ ডাঃ আনসারী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, স্বামী গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি আগমন করেন।

ষ্ণনগরে খানাতল্লাস

উন্মুক্ত আকাশতলে করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন

কুষ্ঠিয়ায় ভীষণ ডাকাতি

সভাপতি সর্দ্দার ভল্লভভাই প্যাটেলের অভিভাষণ

সীমান্তে এখনও গোলাবর্ষণ

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পতাকা উত্তোলন

লর্ড আরউইনের বিদায়

গান্ধীজীর প্রস্তাবে বড়লাটের অসম্মতি

কুষ্ঠিয়া ষ্টেশনে দাঙ্গা

করাচীতে সুভাষচন্দ্র বিরোধ মিটাইবার জন্য উৎসুক

বিভিন্ন প্রস্তাব

অভিভাষণ পঠিত হইবার পর সভাপতি মহাশয় তিনটী প্রস্তাব লপস্থাপিত করেন। প্রথম প্রস্তাবে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহম্মদ আলী ও অন্যায় দেশ-প্রেমিকগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি কাণপুর দাঙ্গা এবং তৃতীয় প্রস্তাবটী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে। এই প্রস্তাবগুলি বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে গৃহীত হইয়াছিল।

ভগৎ সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

উপরিউক্ত প্রস্তাব তিনটী গৃহীত হইবার পর পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ভগৎ সিং ও তাঁহার সাথীদ্বয়ের ফাঁসী সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রস্তাবটির সমর্থন করিতে উঠিয়া এরূপ আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অভিভাষণ

করাচীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চচত্বারিংশতম অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁহার অভিভাষণে—

প্রথমেই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহম্মদ আলি, ভগৎসিং প্রভৃতির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি বলেন—"জগতের নিকট ভারতবর্ষ অহিংসার শক্তি প্রমাণ করিয়াছে।" তিনি আমেরিকার সহানুভূতি স্বীকার করেন, গান্ধী আরউইন সন্ধি সমর্থন করেন, সত্যাগ্রহে বিশ্বাস প্রকাশ করেন এবং বলেন—

"যদি গোলটেবিল বৈঠকের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে পূর্ণ স্বরাজের জন্য জাতি আবার আন্দোলন আরম্ভ করিবে।

তিনি সরকারী অর্থবিভাগ, সৈন্য বিভাগ ও পররাষ্ট্র বিভাগে ভারতীয় কর্ত্তৃত্ব দাবী করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগকে প্রাথমিক অধিকার দিয়া তিনি সামন্ত-রাজগণকে ভারতীয়গণের সহিত সংযোগ করিতে বলিয়াছেন।

ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করা ব্যাপারে ব্রহ্মবাসীদের অভিমত জানিয়া তিনি ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে বলিয়াছেন।

তিনি বলেন—"যে কোন প্রকারে হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জাতিকে সন্ধির সর্ত্ত মানিয়া চলিয়া বিদেশী বস্ত্র বয়কট, চরকা প্রচলন ও শান্তিপূর্ণ পিকেটিং দ্বারা সংগ্রাম চালাইতে হইবে।

সর্ব্বশেষে তিনি বলেন—"যতক্ষণ পর্য্যন্ত জমীদার, রাজা ও মহারাজা কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করিবেন, ততক্ষণ আমি তাঁহাদের স্বার্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিব। যাহাতে পদদলিতগণ তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নত হয়, সে বিষয়ে সাহায্য করাই আমার একমাত্র কার্য্য।"

কৃষ্ণনগরে বোমা

ইম্পিরিয়াল ম্যাডিকেল হলে খানাতল্লাস

কৃষ্ণনগরে বোমা বিস্ফোরণ রহস্যের তদন্ত করিতে গোয়েন্দা পুলিশ ইম্পিরিয়াল মেডিকেল হলে গত ২৬শে মার্চ্চ প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরিয়া খানাতল্লাস করিয়াছিল।

কুষ্টিয়ায় ভীষণ ডাকাতি

১২ শত টাকা অপহৃত

কুষ্টিয়া মহকুমার ভেড়ামারা থানার জামাইদহ গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুত রাধাবল্লভ সাহার বাটীতে গত ২৫শে মার্চ্চ মধ্য রাত্রে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। একদল ডাকাত (সংখ্যায় প্রায় ২০ জন) ছোরা, লাঠী জলন্ত টর্চ্চ প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া আসিয়া নগদ ও অলঙ্কারে ১৫ শত টাকা লইয়া গিয়াছে ডাকাতরা গৃহস্থগণকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া গিয়াছে।

কুষ্টিয়া ষ্টেশনে দাঙ্গা

কুষ্টিয়া ষ্টেশনের দাঙ্গা সম্পর্কে স্থানীয় কয়েকজন কর্ম্মী এবং বাহিরের কয়েকটি লোক অভিযুক্ত হইয়াছে গান্ধী আরউইন আপোষ অনুযায়ী তাঁহাদের মামলা প্রত্যাহার করা হইবে কি না তৎসম্বন্ধে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিমত প্রার্থনা করা হইয়াছিল, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন মামলা চলিবে।

মেয়রের উপর মারপিটের জের

গত ২৬শে মার্চ্চ স্বাধীনতা দিবসে মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও অপর ব্যক্তিগণের উপর পুলিশের বারপিটের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, পাটনা হইতে মিঃ সৈয়দ হাসান ইমাম কর্ত্তৃক গত ২৫শে মার্চ্চ শনিবার টাউন হলে তাহার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের পতাকা উত্তোলন

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল কংগ্রেস নগরে আজাদ ময়দানে বিশ সহস্রাধিক নরনারীর সমক্ষে ২৯শে মার্চ্চ প্রত্যূষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তিনি বলেন "অদ্য যে পতাকাকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিতেছি তাহার সম্মান রক্ষা করিবার মত অটুট শক্তি ও অদম্য সঙ্কল্প ঈশ্বর আমাদিগকে দিন। আমাদের পতাকা চিরদিন উচ্চে উড়ুক"। সকল দলের স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদের বিচিত্র পোষাকের সমাবেশে দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল।

ডাকাত কর্ত্তৃক দুইজন নিহত ও দুইজন আহত

প্রকাশ, ছাপরাণে মানঝীখানার অধীন মহম্মদপুর গ্রামের এক মুসলমানের বাড়ীতে সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া একদল ডাকাত ঢুকিয়াছিল। সংখ্যায় তাহারা ছিল প্রায় ২৫ জন।

রবিবার রাত্রিতে ঐ ঘটনা হয়। বাড়ীর লোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিতে ডাকাতরা ভীষণ অত্যাচার শুরু করে বাড়ীর লোক গুরুতররূপে জখম হয়। দুইজন অবিলম্বে মারা গিয়াছে। একজনের অবস্থা সঙ্গীন, মারমিঠ, খুন, জখমের পর তাহারা কয়েক শত টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

ঐ গ্রামেরই মহাবীর সাহা নামক অপর একটী লোকের বাড়ীতেও গত মঙ্গলবার রাত্রিতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে এই বাড়ীতে ডাকাতরা প্রায় ১ হাজার টাকা লুঠ করিয়া নিয়া গিয়াছে।

করাচীতে সুভাষচন্দ্র বসু বিরোধ মিটাইবার জন্য উৎসুক

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এখানে আসিয়া পৌঁছিলে করাচী মিউনিসিপ্যালটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত জামসেদ মেটা, কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার লালওয়ানি, নওজোয়ান ভারত সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী গোবিন্দনন্দ সেক্রেটারী, মিঃ মোবারক আলি, ডাক্তার আলম প্রফেসার আবদুল বারি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। লাহোরে ফাঁসির ফলে কোনরূপ মিছিল করা হয় নাই।

লাহোর হইতে করাচীর পথে সকল ষ্টেশনে সুভাষ বাবুকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে কতকগুলি ষ্টেশনে খুব ভিড় হওয়ায় সুভাষ বাবুকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে সুভাষ বাবু বলিয়াছেন—"সর্দ্দার ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসির ফলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে যাঁহারা এই তিনের জীবন দান করিলেন না তাঁহারা যে স্বেচ্ছায় সকল অধিকার দান করিবেন তাহা স্বপ্নের অতীত। দিন দিন আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, অবিলম্বে আমাদিগকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে।

সুভাষবাবু বলিয়াছেন—"আমি সর্ব্বপ্রথমে কংগ্রেসের দুই দলে মিটমাটের চেষ্টা করিব—একদল দিল্লীর সন্ধির সমর্থনকারী আর অপর দল চরমপন্থী; ঐ চেষ্টার সাফল্যলাভ করিব কি না, তাহা এখন বলা কঠিন।"

কাণপুরের দাঙ্গায় "প্রতাপ" সম্পাদক হত

সংবাদে প্রকাশ যে কাণপুরের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে; মনে হয় শীঘ্রই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আরও প্রকাশ, 'প্রতাপ' সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীযুত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী জনতাকে শান্ত করিতে গিয়াছিলেন, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা হইতে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

'লীডারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—সকল মৃতদেহ হাসপাতালে আসে নাই নিহতের সংখ্যা ১৫০ হইবে।

প্রকাশ "প্রতাপ" পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী কাণপুরে দাঙ্গায় উত্তেজিত জনতা শান্ত করিতে গিয়া নিহত হইয়াছেন এবং তাঁহার মৃতদেহ একটী জ্বলন্ত গৃহে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

লর্ড-আরউইনের বিদায় গ্রহণ

বড়লাট লর্ড আরউইন ব্যবস্থাপরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সংযুক্ত অধিবেশনে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রায় ২ শত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ব্যবস্থাপরিষদের দর্শকের গ্যালারী পূর্ণ ছিল।

বড়লাট মাত্র ১০ মিনিট বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন রাজস্ব বিল সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে তিনি উভয় পরিষদের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিবেন যে সকল সদস্য পরিষদের সদস্য থাকিয়া সাধারণের গালাগালি সত্ত্বেও কাজ করিয়াছেন, বড়লাট তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।

তাহার পর তিনি প্রত্যেক সদস্যের সহিত করমর্দ্দন করিয়া প্রত্যেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

যাইবার পূর্ব্বে বড়লাট বলেন—৫ বৎসরের লাটগীরি তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা হইয়া চিরদিন মনে থাকিবে। যতদিন পরিষদদ্বয় থাকে, ততদিন সদস্যগণের এক মহান কর্ত্তব্য রহিবে—নির্ব্বাচন কেন্দ্রে যাইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচকদিগকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে হইবে তিনি সকলের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করিয়া বিদায় লইয়াছেন।

মহাত্মার প্রস্তাবে বড়লাটের অসম্মতি

প্রকাশ যে, মহাত্মা গান্ধী করাচী কংগ্রেসের পর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভ্রমণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বড়লাটের নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন। বড়লাট নাকি তাহাতে সম্মত হন নাই।

আবার স্পেনে ডিক্টেটর

স্পেনে আবার রাজনৈতিক হাঙ্গামার সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। মাদ্রিদের রাস্তাঘাটে আবার সশস্ত্র সৈনিকদের পাহারা বসিয়াছে আবার সৈন্যদলের কর্ত্তৃত্বের গুজব শোনা যাইতেছে।

স্পেনীয় মুদ্রা পেসেতার মূল্য স্থির রাখিবার জন্য অর্থসচিব আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্ক হইতে এক কোটি বিশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ধার লইয়াছেন, ইহাই হাঙ্গামার সূত্রপাতের আপাত কারণ বলিয়া মনে হয়।

এই সম্পর্কে গণতান্ত্রিক নেতা সিনর ফ্রাঙ্কেজ ও সিনর বার্গামিন সরকারের তীব্র প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া শুনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিগত কোর্ট মার্শালের সভাপতি বৃদ্ধ জেনারেল বাগুঁয়েটু একটী বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, স্পেন পুনর্ব্বার অপর একজন ডিরেক্টরের প্রভুত্ব সহিবে না এই বিবৃতির অর্থ ক, তাহা লইয়া বহু আলোচনা হইতেছে।

সীমান্তে এখনও গোলাবর্ষণ

সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি আমালাল বাদশা এবং সহ সভাপতি আলিগুল খাঁকে আমন্ত্রণ করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী তাঁহাদের সহিত সীমান্তের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

প্রকাশ, সীমান্তের এই দুইজন প্রতিনিধি বলেন যে, সীমান্তে বিশেষ করিয়া আফ্রিদিদিগের অঞ্চলে অবস্থা খুবই খারাপ, কেন না—সরকারী নীতির পরিবর্ত্তন এখনও ঐ অঞ্চলে হয় নাই—মাঝে মাঝে এখনও গোলাগুলী বর্ষণ হয়। সীমান্তে শান্তি স্থাপনের এখন কংগ্রেসের কর্ত্তব্য। কংগ্রেসের উচিত ভারত গবর্ণমেণ্টকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে বলা।

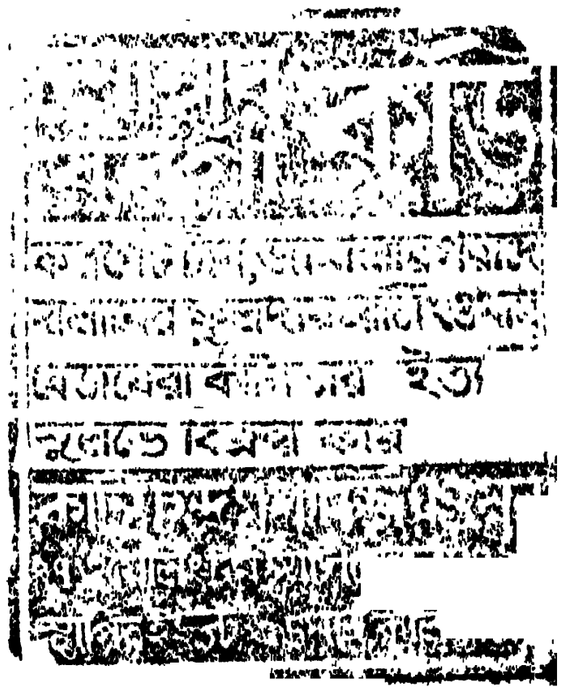

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন-বিবরণী

[৫]

শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী

অতঃপর শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর এম, এ, মহাশয়ের গৌরপ্রিয়-সেবানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভক্তিসুধাকর প্রভু সুসভ্য ও সুশিক্ষিত বিশ্বের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চেতনময়ী বাণী 'প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা'—এই চতুর্ব্বিধভাবে প্রচার করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট—"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক কর করি' পর উপকার॥"—এই উক্তির মর্য্যাদা স্থাপন করিতেছেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান ও প্রবীণ ইতিহাস পরীক্ষক হইয়াও—উচ্চ ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত হইয়াও অর্থাৎ জন্ম-ঐশ্বর্য্য শ্রুত সম্পদের অধিকারী হইয়াও ভক্তিশ্রী বা রূপানুগ সম্পদের জন্য যে আন্তরিক আর্ত্তি ও নিষ্কপট লৌল্যযুক্ত হইয়াছেন এবং প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও ভগবন্নির্ভরতার আদর্শ প্রকাশ করিতে-ছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার মত ভাষা আমার নাই। শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর প্রতি-ষ্ঠিত 'সজ্জনতোষণী' বা 'হারমনিষ্ট' নামক ইংরাজী মাসিক পত্রের সেবা তিনি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও লেখনী দ্বারা সম্পাদন করিয়া বিশ্বে প্রকৃত গুরু-গৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট প্রচার করিতেছেন। একদিকে যেমন গৌড়ীয়ের লেখনীতে প্রভুপাদের চেতন-ময়ী বাণী-সমূহ সংরক্ষিত হইয়া ভারতে প্রচারিত হইতেছে, অপরদিকে তেমনি 'হারমনিষ্ট' পত্রের সাহায্যে প্রভুপাদের বাণী ভারত ও ভারতের অতীত স্থানসমূহে বিঘোষিত হইতেছে। সে-দিনও ব্যাস-পূজায় ভক্তিসুধাকর প্রভুর অকৃত্রিম অর্থা শ্রীল প্রভুপাদের যথেষ্ট প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণা-গতির গীতিগুলি ভক্তিসুধাকর প্রভু ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়া বিশ্বে এক অমূল্য অনুদ্ঘাটিত রত্ন-সম্পুট উদ্ঘাটিত করিতেছেন। আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী—যাহা 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রকা-শিত হইয়াছে এবং যাহা বর্ত্তমানে গ্রন্থা-কারে প্রকাশিত হইতেছে, ভক্তিসুধাকর প্রভু সেই সকল অমূল্য সম্পৎ ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়া সমগ্র শিক্ষিত বিশ্বে বিতরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া-ছেন। সুতরাং শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তি-সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু অশেষ ধন্যবাদ আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী

অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ময়মনসিংহ আনন্দ-মোহন কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, অধ্যাপক যদুবর প্রভু বাণীপীঠের প্রকৃত সেবকসূত্রে গত সরস্বতী-পূজার সময় প্রাকৃত-বাণী পূজকগণের বিপুল চেষ্টার মধ্যে প্রকৃত বাণীপূজা বা শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজার প্রচার করিয়াছেন। তিনি আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর সরস্বতী-পূজার আয়োজনের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজার প্রচেষ্টাকে প্রবল করিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের কৃপা-সম্বর্দ্ধিত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজার পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া কীর্ত্তন-মুখে যথার্থ বাণীপূজা সম্পাদন করিয়া-ছেন। তাঁহার সেই বাণীপূজার প্রণালীতে বহু সত্যানুসন্ধিৎসু কলেজের অধ্যাপক-মণ্ডলী ও ছাত্রসঙ্ঘ আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ আমরা সেই আনন্দ-মোহন কলেজের প্রকৃতিবিজ্ঞান-শাস্ত্রের একজন প্রবীণ অধ্যাপক মহোদয়কে গুরু-পাদপদ্মে দীক্ষিত এবং বৈষ্ণববেষে এই সভামধ্যে উপবিষ্ট দেখিতে পাইতেছি। শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় তাঁহার কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রতি রবি-বারে নিয়মিতভাবে ভাগবত ও ভক্তি-সিদ্ধান্তের আলোচনা, অধ্যাপনা এবং গৌর-বিহিত সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের জন্য একটী স্থায়ী আলোচনা-কেন্দ্র উদ্ঘাটন করিয়া-ছেন। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহ ভাগবত-ব্যাখ্যামুখে কীর্ত্তন করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ছাত্র ও অধ্যাপকগণের হৃৎকর্ণরসায়ন মহৌষধি বিতরণ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের প্রকট-পুণ্যক্ষেত্র ময়মনসিংহ জেলার সদর ময়মনসিংহ সহরে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীপাদ যদু-বর ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল মহা-শয়ের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্বিষয়ে শ্রীপাদ মনোভিরাম দাস-অধিকারী ও শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি গুরুসেবকগণের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারে ঐকান্তিক উৎসাহ, প্রযত্ন, উদ্যম ও আন্তরিকতা আদর্শ-স্থানীয়। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে সত্যসত্যই তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৫—১৮ই চৈত্র, বুধবার ১৩৩৭

শ্রীধাম-বাস

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর)

আমি আমার সেবা অভিজ্ঞতা হইতে শ্রীধামবাস সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইতে ইচ্ছা করি।

নবদ্বীপে বাস না করিলে হরিভজন হয় না, ইহার অর্থ অনেকে বুঝিতে পারেন না। নবদ্বীপ নামক সহরে বাসের নাম কি নবদ্বীপ বাস? গৃহে থাকিয়াও নব-দ্বীপ ধামে বাস করিতে পারা যায় আবার নবদ্বীপ সহরে বাস করিয়াও গৃহে বাস মাত্র লাভ হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে নবদ্বীপ-ধাম সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলাও সঙ্গত মনে করি। যাঁহারা নদীয়া-প্রকাশ-বেষ্টিত শ্রীধাম মায়াপুরকে শ্রীচৈতন্যদেবের স্বীয় ধাম বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহারা বোধ হয় শ্রীধামকে একটি জাগতিক গ্রাম কিংবা সহর মনে করেন। আবার যাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া ধামবাসের অভিপ্রায় করিতেছেন, তাঁহারাও ধামবাসের প্রকৃত অর্থ নদীয়া-প্রকাশের নিকট হইতেই জানিতে পারিয়াছেন সন্দেহ নাই।

নবদ্বীপধামকে কাণা (?) করিবার জন্য মায়াপুর ধাম খাড়া করা হইয়াছে, যাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস, তাঁহারা ধাম অর্থে যাহা বুঝেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে ধাম নহে। যে নবদ্বীপ কাণা হইবার যোগ্য, তাহা নবদ্বীপ ধাম নহে। নবদ্বীপধাম কখনও কাণা হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ যুক্তি অত্যন্ত দুর্কলা সন্দেহ নাই এবং ধামতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক কিংবা ভৌগোলিক গবেষণা দ্বারা শ্রীধামের সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রীধামের সহিত জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীধাম জগতের অতীত রাজ্যের বস্তু। শ্রীধামের স্বরূপ অবগত হইলে শ্রীধাম সম্বন্ধে জাগতিক বুদ্ধি থাকে না। তখনই ধামবাস, ধামসেবা সম্ভব হয়।

আমি তো গৃহে বসিয়াই নিরন্তর ধাম-সেবা করিতেছি। ইহা অবশ্য নদীয়া-প্রকাশেরই কৃপা। নদীয়া-প্রকাশ প্রত্যহই আমার নিকটে ধামের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। আমি নদীয়া-প্রকাশের বিবরণ পাঠ করিয়া ধামসেবা অনুষ্ঠান করি। ভাগ্যে আমার সহর নবদ্বীপে কোন ঘর বাড়ী, জমী জায়গা নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে হয়তো সেই সঙ্কীর্ণ অপস্বার্থ দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া নদীয়া-প্রকাশকে মৎসর বলিয়া মনে করিতাম এবং নদীয়া-প্রকাশের সেব্য শ্রীধাম মায়াপুরকে একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র বিবেচনা করিতাম।

গৃহে থাকিয়া যেমন হরিভজন হয়, সেইরূপ ধামবাসও হয়। আবার নবদ্বীপ সহরে বাস করিয়াও ধামবাস না হইতে পারে।

শ্রীধামবাস লাভ করিতে হইলে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা হওয়া আবশ্যক। ধামের সংবাদ সাধুদিগের নিকট পাওয়া যায়। নদীয়া-প্রকাশ সাধুদিগের কথা প্রত্যহ প্রত্যেকের গৃহে পৌঁছাইয়া দিতেছেন। সুতরাং এখনও যদি বলি যে, ধামের সংবাদ জানি না, তাহা হইলে কপটতা হয়।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ধামবাস সম্বন্ধে সব কথা পরিষ্কাররূপে বলা যায় না। সাধুগণ সর্ব্বক্ষণ ধামবাসী। সাধুগণ যেখানে থাকেন তাহাই প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ধাম। সেবাদ্বারা সাধুসঙ্গ হয় সাধুদিগের নিকট জাগতিক বুদ্ধিতে বাস করিলে সাধুসঙ্গ হয় না সাধুদিগের কথা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণই প্রকৃত সাধুসঙ্গ। সাধুদিগের কথা অশ্রদ্ধ লোক শুনিতে পায় না। মৎসর লোক নদীয়া প্রকাশকেও মৎসর বিবেচনা করে। তাহারা নদীয়া প্রকাশের কথা কখনও কখনও শুনিতে পায় না। সাধু-

গণই একমাত্র নির্ম্মৎসর। সাধুদিগের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় না হইলে তাঁহাদের কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না।

সর্ব্বাগ্রে সশ্রদ্ধ হইয়া সাধুদিগের প্রত্যেক কথা মনোযোগের সহিত শুনিতে হয়। মনোযোগের সহিত শুনিলে ধাম-বাস কাহাকে বলে, ক্রমে বুঝিতে পারা যায়। যে যে পরিমাণে বুঝিতে পারে, তাহার সেই পরিমাণে ধামবাসের আকাঙ্ক্ষা জন্মে; তখন ধামসেবা লাভ হয়। ধাম-সেবাই ধামবাস। ইহার জন্য গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন হয় না।

শ্রদ্ধার সহিত সাধুদিগের আনুগত্যে শ্রীধাম দর্শন ও শ্রীধামে বাস করিতে হয়। সাধুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা না হইলে শ্রীধামের দর্শন হয় না, শ্রীধামে বাসও হয় না। সাধু-দিগের সেবার নাম শ্রীধামবাস। সাধুগণ যদি শ্রীধাম-মায়াপুরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে বলেন, তাহা হইলে ভগবৎ সেবার জন্যই সেখানে বাস করিতে বলেন। সাধুগণই আবার ভগবৎসেবা প্রদানের একমাত্র এবং নিত্য মালিক। সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুরে গৃহ করিয়াও সর্ব্বতো-ভাবে সাধুদিগের অনুগত হইয়া না চলিলে শ্রীধাম দর্শন কিংবা শ্রীধামবাস কোন মতেই সম্ভব হয় না।

আমি শুনিতেছি শ্রীধাম-মায়াপুর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া ধাম-বাস করিবার অভিপ্রায় করিতেছেন। প্রকৃত ধামবাসের ইচ্ছা যাঁহাদের উদয় হইয়াছে, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদের চরণ আশ্রয় করিলে আমাদেরও শ্রীধাম-দর্শন ও শ্রীধামবাস সম্ভব। নদীয়া প্রকাশের ধামে বাস করিবার নিষ্কপট আকাঙ্ক্ষা কবে উদয় হইয়া আমাকে ধামসেবার সৌভাগ্য প্রদান করিবে?

ংসা-ধর্ম্ম

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল

মুক্তাবস্থায় জীব শুদ্ধসত্ত্বময়। কিন্তু অনাদি বহির্ম্মুখ ও মায়াবদ্ধাবস্থায় তাহার শুদ্ধসত্ত্ব ধর্ম্মটী গুণীভূত হইয়া থাকে। সেই সত্ত্বসংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে অভয় এবং তদুদ্দেশে শাস্ত্র যে সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই দৈবী-সম্পৎ এবং যে সকল কার্য্য ঐ প্রকার সত্ত্বসংশুদ্ধির বিঘ্নকারক, তাহারাই আসুরী-সম্পৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। দৈবী-সম্পৎ আশ্রয়ে জীবের নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে এবং আসুরীসম্পৎ হেতুই জীবের বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে।

বেদবহুমাননকারী ব্যক্তিগণ 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' এই বেদবাক্যে শ্রদ্ধা-বান। আবার অন্যদিকে যাঁহারা বেদ মানেন না, যথা বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নিরীশ্বর নৈতিকগণও 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম' রূপ নীতির আদর করিয়া থাকেন। মনুসংহিতাদি স্মৃতি শাস্ত্রেও 'প্রবৃত্তিমূলা হিংসাবিরতি' ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তি সাধনই শ্রেয়ঃ—ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত বা প্রাকৃত বিচারে যে অহিংসা ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কেবল পশুহিংসাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, এরূপই আমরা বুঝিয়া থাকি। তবে যে কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদিতে পশুবধের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা কেবল রাজস ও তামস প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার জন্য শাস্ত্রের কৌশলজাল মাত্র; কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টার মত।

অকৃত বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 'অহিংসা ধর্ম্ম' পালনের দ্বারা তাঁহাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকে কিছু সুবিধা করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত। ইহাতে তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাই ফুটিয়া উঠিয়া তদ্দ্বারা কামদেবের সেবা না করায় জীবের কোন নিত্যমঙ্গল সাধিত হয় না। অকৃত-বাদিগণ ইহাপেক্ষা আর কোন উচ্চতর ধারণা করিতে সমর্থ হয় না।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যানুগত নির্ম্মৎসর ভাগবতগণের বিচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কোন ধর্ম্মের অনুশীলন করেন না। ভগবানের নিত্য উপাসক বলিয়া তাঁহাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানই ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত। ভগবানের প্রীতি-তৎপর্য্যের যাহা অনুকূল, তাহাই তাঁহারা স্বীকার করেন এবং যাহা তদ্বিপ-রীত অর্থাৎ প্রতিকূল, তাহা পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা নিরন্তর-কুহক আত্ম ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা জানেন,—যেখানে নিজের সুবিধাসুবিধা বিচার অর্থাৎ ভদ্রা-ভদ্র বিচার, সেইখানেই মনোধর্ম্ম এবং যেখানে মনোধর্ম্ম, সেখানে ভগবৎপ্রীতির অভাব।

শ্রীচৈতন্যদেব যে অহিংসা-ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, তাহা বুদ্ধদেব ও অন্যান্য নিরীশ্বর নৈতিকগণের প্রচারিত অহিংসা-ধর্ম্মের মত অতটুকু ক্ষুদ্র বা সীমাবদ্ধ নয়। তিনি জীবকে কিরূপ হিংসা-ধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়াছেন? অন্যান্য প্রচারকগণ কোন দিনই শ্রীচৈতন্যদেবের মত জীবের আত্ম-প্রবৃত্তিকে হিংসা-ধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য অহিংসা-ধর্ম্মের প্রচার করেন নাই।

[illegible] কর্ম্ম। ভক্তিলতার উপশাখার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বোধ জন্মে, ইহা তাহার অন্যতম; তাই অহংকার স্ব অবলম্বন না করিলে উপশাখাগুলি অত্যন্ত বাড়িতে থাকিবে এবং মূল ভক্তিলতা শুষ্ক হইয়া বাড়িতে পারিবে না তাহাতে জীবের পরম পুরুষার্থ প্রেমফল লাভ ঘটিবে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তিতে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়:—

"কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥ নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী জীব হিংসন।"

শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়দয়া কেবল মাত্র বাহ্য জগতের চিন্তাস্রোত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নহে। পরমাত্মার সহিত যোগ হইতে, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া আত্মহত্যারূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে, নির্ব্বিশেষ ও পরমাত্মানুশীলন হইতে জীবকে পরিত্রাণ ও রক্ষা করিয়া যিনি তাহাকে ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ অনর্পিতচর প্রেমদানে ধন্য করিতে পারেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের অহিংসা ধর্ম্ম কত বড় এবং সেই ধর্ম্মই বা কত বড় মহাবদান্য!

নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণই একমাত্র অহিংসা ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক। তাঁহারা কাহাকেও অনাদর, অসম্মান বা কাহারও প্রতি হিংসা করেন না। এমন কি তাঁহারা 'প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অহিংসা ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন।

যাঁহাদের বৈষ্ণবতার উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা যতই নৈতিক চরিত্রবান, পরোপকারী, ধার্ম্মিক, সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ও মহৎ প্রভৃতি নামে জগতে পরিচিত হউন না কেন, তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তে বহু বহু জীবের হিংসা করিতেছেন এবং নিজেকে নিজে হিংসা করিতেছেন। এইখানেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত অহিংসা ধর্ম্ম অন্যান্য প্রকার অহিংসা ধর্ম্ম হইতে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

পদার্থতত্ত্ব

(শ্রীপাদ রাধারমণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

'পদার্থ' শব্দের অর্থ—বস্তু। এই জগতে তিনটী বস্তুর কথা জানা যায়। সেই বস্তু তিনটীর নাম ঈশ্বর, চেতন ও জড়। ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের স্রষ্টা। তাহার জড় অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গোচরীভূত হইবার যোগ্য কোন দেহ নাই বলিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি পূর্ণ স্বরূপ ও বিশুদ্ধ চেতন বস্তু তিনি আমাদের সৃষ্টি-কর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা ও নিয়ন্তা। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের কল্যাণ হয় ও তাঁহার ইচ্ছায় আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। তিনি সমস্ত রাজ্যের সমস্ত রাজার রাজা। তাঁহারই ইচ্ছায় সমস্ত জগতের যাবতীয় কার্য্য চলিতেছে। তিনি ভগবৎস্বরূপে নিত্য কাল বৈকুণ্ঠে রাজত্ব করিতেছেন। ঈশ্বর বিশুদ্ধ চেতন বস্তু, তাঁহার শুদ্ধ চেতনময় স্বরূপ ব্যতীত অন্য স্বরূপ নাই।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতি —চেতনবস্তু, যেহেতু ইহাদের ইচ্ছাশক্তি আছে, বিচারশক্তি আছে। তন্মধ্যে মনুষ্য জাতির বিচারশক্তিই অত্যধিক, অপরাপর চেতন পদার্থের অপেক্ষাকৃত কম। আমরা চেতন পদার্থ হইলেও জড়শরীরবিশিষ্ট অর্থাৎ ক্ষিত্যপ-তেজ-মরুদ্ব্যোমাত্মক একটী জড় আবরণের দ্বারা আবৃত-চেতন। আমাদের চেতনময় স্বরূপটী জড়ের স্বরূপের মধ্যে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্ত আমাদের জড়েন্দ্রিয় চক্ষু-কর্ণাদি দ্বারা আমাদের স্বীয় চেতনময় স্বরূপটীও গোচরীভূত করিতে পারিতেছি না। একমাত্র অজ্ঞান অবিদ্যা তিমিরান্ধ-কার বিনাশে সমর্থ সাধুগুরু-প্রসাদে শুদ্ধ লোচন প্রাপ্ত হইলে আত্মস্বরূপ ও ভগবৎস্বরূপ দেখিতে পাই।

মৃত্তিকা, জল, প্রস্তর, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গৃহ বন, ফল, বস্ত্র, দেব প্রভৃতি ইচ্ছাশক্তিরহিত বস্তুর নাম জড়। জড় বস্তু মাত্রেরই স্থূল একটী আকার আছে, যাহা ইন্দ্রিয়বোধগম্য।

যাঁহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে, তাঁহারা জড়ে আসক্ত। তাঁহারা জড়াতীত কোন চেতন বা ঈশ্বর আছেন সে বিষয়ে সন্দেহান থাকিয়া ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না। জন্মান্ধ লোকেরা যেমন সূর্য্য চন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চান না, সেই প্রকার নাস্তিকগণ চেতন বা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। সবই প্রাকৃতিক নিয়মের বাধ্য, প্রকৃতিই সকলের নিয়ন্তা;—জড়বাদী নাস্তিক সম্প্রদায় ইহাই বিচার করেন। বস্তু বা পদার্থতত্ত্বাৎ নাস্তি আখ্যাত হইয়াও অবস্তুতে বস্তু বুদ্ধি করা এরূপ অপদার্থ থাকিতে হয়। চিদনুশীলন-কারী একমাত্র শ্রীগুরুদেবই পদার্থ-তত্ত্বাৎ।

শ্রীরামজন্মোৎসব

গত ২৪ বিষ্ণু ৪ই চৈত্র শনিবার চম্পকহট্ট শ্রীগৌরগদাধর মঠে শ্রীরাম-চন্দ্রের জন্মোপলক্ষে রামচন্দ্রের চরিতা-মৃতাস্বাদন, নামসঙ্কীর্ত্তন ও পদাগত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

পারমার্থিক পত্র

৪৪৫ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ইট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণু বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও বিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবতের গভীরতম প্রদেশে চির প্রবেশ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৩৩০ ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে

অভিমত

বিজ্ঞাপন

সাবধান সাবধান !!

জে. বি. দত্তের ৮ আনা শিশি বাদাম তৈল

আদর ও অকাতরে এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন

পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদাই দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাকে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন, পাইপাচফ্লোরোক্ কুইনিন আর্সেনিক এবং টনিকধর্ম্ম আছে।

এক ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা হস্তেক্সন করিলে একটী বা দুইটী হস্তেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী হস্তেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ট্রেং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হরিমোহন সেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

গীতাবলী

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্দময় হয়—তাহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্বন্ধাভিধেয়রূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তদ্যাবি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-নিবেদনমূলক গান। ছাত্রিশ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।— ৵০, মনঃশিক্ষাসহ।— ৵০

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

কল্যাণকল্পতরু

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে সকলাপকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে ধন্য হইব, এই সকল কথা সরল পদ্যে বোধগম্য ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অন্যান্য গ্রন্থ কিনিবার ঠিকানা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

শ্রীহরিধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের স্বরূপ, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভাগবত-নিন্দা ও অপরাধস্থানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বেধা-ভক্তি ও রাগভক্তির ভেদ, ইতরাশ্রম ধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুষ্ক ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের বাধকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম ও আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ের প্রয়োজন, শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগ ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের আলোচনা, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি নানা সাম্প্রদায়িক অত্যন্ত নিগূঢ় বিষয়াবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থপাঠের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান ও সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় বিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থন-কলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছে। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্রগ্রন্থ বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার নিত্য কি? ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, নিত্য কি? ইত্যাদি বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ শুষ্কভাবে রাজনৈতিক আলোচিত হয়াছে যে, এমন সহজ ভাষায় আর কোথাও এরূপ সরলভাবে বিশ্লেষিত হয় নাই। কায়মনোবাক্যে নিত্য ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে যেসময়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাষ্যসহ অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বলিখিত শিক্ষা ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটিত নবদ্বীপ-মণ্ডলে ঈশোদ্যান নগরে শ্রীবাসাঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-পীঠ, পরানন্দ-পীঠ বা সারস্বত ভজনস্থলী। এই মহাপীঠে শ্রীগৌর-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরাবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তর্ক প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সারস্বত সম্প্রদায়ক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সারস্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীবাদরায়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ স্থাপিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও শাস্ত্রগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জগগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) শ্রীআনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ ৺ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগোকুলদাসের এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাকার ব্রহ্মচারী [illegible]

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবরদর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

৺ল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমমহত্ত্ব—

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীরাধাগোপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহা-প্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথগঞ্জপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল; এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমা-নাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-ধামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, কাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮৫গ ওয়েষ্ট পাটেল নগর, নিউ দিল্লী।

রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ-চরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)	২৲
নৈষধম্	২৲
বাক্যমাল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
চিত্রে নবদ্বীপ	১৷৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১৲
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা	
ঐ (আধাঁধা)	
বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাজ্ঞপ্তি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
শ্রীনামনামাচন্দ্রামাণ	৸০
নবদ্বীপধাম-প্রণামালা	৸০
গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸
প্রেমাবতার (তৃতীয় সংস্করণ)	৸
ভজনরহস্য	৷
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	৷৷০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷৷০
সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	৷৷০
শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ	৷৷০
বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷৷০
ব্রহ্মসংহিতা	
গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	।০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
ঐ প্রমাণখণ্ড	৶০
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১৷৷০
৩৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	
৩৭। সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৩৮। দীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০
৩৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৪০। গীতমালা	৵১০
৪১। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৵১০
৪২। নবদ্বীপশতক	৵
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ	৵০
৪৪। সাধনকণ	৵০
৪৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵০
৪৬। শরণাগতি	৵০
৪৭। গীতাবলী	৵০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৵০
৪৯। সাংখ্যবাণী	৵০
৫০। অথপঞ্চক	৵০
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী	৵০
৫১। অচ্চনক০	৵১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	৷৷০
৫৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্	৷০
৫৪। তত্ত্ব-সূত্রম্	৷০
৫৫। সারাংশবর্ণনম্	৶০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ	৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। নামভজন	।০
৫৯। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬০। বেষ্ণবীজম্	।০
৬১। দি ভাগবত	।০
৬২। হরোটিক্ প্রিন্সিপল্স্ এণ্ড আনেলায়েড্ ডিভোসন	
৬৩। চোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ড্রইং	৵০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	৷৷০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু	৷৷০
৬৬। সাধন পথ	৷০
৬৭। গীতাবলী	৵১
৬৮। শরণাগতি	৵০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথমখণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয়খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মণ্ডুর বটিকা—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীহাটপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুকণ্ঠনিঃসৃত সুসিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী স্থূলাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্ট্রীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বল্প ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাত্তারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি. ডি. হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি কলম ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫৲

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৩৭, ২রা এপ্রিল, ১৯৩১

নানা কথা

কংগ্রেসের তৃতীয় দিনের অধিবেশন

গত ৩১শে মার্চ্চ সন্ধ্যায় কংগ্রেসের তৃতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। দর্শক ও প্রতিনিধিগণের উপস্থিতি পূর্ব্ব দুই দিনের ন্যায়ই অধিক ছিল। প্রথমেই সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজন হইলে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সভার কার্য্য লইয়া শ্রীদিন রাত্রেই অধিবেশন সমাপ্ত করিবার জন্য মনস্থ করা হয়। সভার কার্য্য সত্বর শেষ করিবার জন্য প্রথম সাতটী প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় উপস্থাপিত এবং বিনা বিতর্কে গৃহীত হয়।

তাহার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর লক্ষ্ণৌ ফিরিঙ্গী মহলের মৌলানা ওয়ালীকে কংগ্রেস কার্য্যকালিকায় মুসলমানদের বিশ্বাস জানাইয়া এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘটাইবার জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের কার্য্য নিন্দা প্রকাশ করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করিতে সুযোগ দেওয়া হয়। মৌলানা সাহেব যখন তাঁহার বিবৃতি পাঠ করিতে ছিলেন, তখন চারিদিক হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হয়।

কোর্টের মধ্যে পট্‌কা বিস্ফোরণ

গত সোমবার অপরাহ্ণ আদালত মালখানায় কয়েকটি পট্‌কা হঠাৎ ফাটিয়া যাওয়ার ফলে শ্রীরামপুর (হুগলী) কোর্ট পুলিশের একজন কনষ্টেবল ও একজন কোর্ট সাব্‌ইন্সপেক্টর আহত হইয়াছে। কনষ্টেবলের আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুরে হাইকোর্ট

কংগ্রেসের তৃতীয় দিনের অধিবেশন

কোর্টে পটকা বিস্ফোরণ

গান্ধীর চুক্তিতে বিলাতি মহলে আশঙ্কা

কুকুর বধে মানুষ গুলী

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়মেতাম্

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
১৬ই চৈত্র, ১৩৩৭

বিহিত-সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

মহাশয়, শ্রীধাম-মায়াপুরে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আগামী ২০শে চৈত্র, ৩রা এপ্রিল, ১৯৩১, শুক্রবার দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় জনসাধারণের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল বিধানের জন্য পরমহংস স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইবে। মহাশয় ধর্ম্মপ্রাণ এবং দেশের ও দশের [illegible]। আশা করি, আপনি উক্ত দিবসে উক্ত শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও বাধিত করিবেন। ইতি—

বিনীত নিবেদক—

১। শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্-এ, অধ্যাপক র‍্যাভেন্স কলেজ)।
২। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ (এম্-এ, বি-এল্, অধ্যাপক আনন্দমোহন কলেজ, মৈমনসিং)।
৩। শ্রীনরেশচন্দ্র দাস (বি, এজি, বি টি, শিক্ষক, ধুবড়ি)।
৪। শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্-এ, বি-এল্, কতিপয় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক)।
৫। শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস (বি-এ, প্রধানশিক্ষক, সূত্রাগড় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়)।
৬। শ্রীনন্দলাল রায় (বি-এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর, তমসুক)।
৭। শ্রীহরিপদ মণ্ডল (বি-এস্-সি, অধ্যাপক আনন্দমোহন কলেজ, মৈমনসিং)।

কুকুর বধে মানুষ

সম্বলপুরের ডেপুটী কমিশনার মিঃ এন, সেনাপতি একটা কুকুরকে গুলী করিতে চাহিয়াছিলেন, কারণ কুকুরটা তাঁহার একটা মোরগ খাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়া ৭ বৎসরের একটি বালিকার উরুদেশে লাগিয়া যায়। বালিকাটি পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গোস্বামীর কন্যা। এখানকার চিকিৎসকগণ গুলীটি বাহির করিতে পারেন নাই, কাজেই বালিকাকে কলিকাতায় পাঠান হইয়াছে।

রাজস্ব বিল সম্পর্কে গোলযোগ

রাজস্ব বিল লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বড়লাট বিভিন্ন দলের নেতাদের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। কোন কোন নেতার পরামর্শ অনুসারে আরও অর্দ্ধকোটী টাকা ব্যয় সঙ্কোচের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

প্রকাশ যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সকল দল তাহাতেও রাজী হন নাই। শেষ পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা দ্বারা বড়লাট এই বিল পাশ করাইয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বাঁকুড়ায় কর-বন্ধ আন্দোলন

বাঁকুড়ার যে অঞ্চলে কর-বন্ধ আন্দোলন সুরু হইয়াছিল সে অঞ্চলে আন্দোলন এখন স্থগিত রাখা হইবে বলিয়া বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটী জানাইয়াছেন।

১৮৭৯ সালের বেঙ্গল কাউন্সিলের ৯ আইনের ১০ (এ) ধারা অনুসারে পাওনাদারগণের প্রতি

নোটীশ

যেহেতু বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সংশোধিত ১৮৭৯ সালের বেঙ্গল কাউন্সিলের ৯ আইন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ এক্টর ৭ ও ৩৫ ধারা অনুসারে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ নদীয়া কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়ার সম্পত্তি রক্ষার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এতদ্দ্বারা উক্ত কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ আইনের ১০ (এ) ধারার বিধানমত উক্ত শ্রীযুক্ত বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়ার কিম্বা তাঁহার স্থাবর সম্পত্তির সমস্ত পাওনাদারগণকে অবগত করা যায় যে তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত দাবীর লিখিত বর্ণনা এই নোটীশ প্রচারের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নদীয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট তাঁহার কৃষ্ণনগর কালেক্টরী আফিসে দাখিল করিবেন।

এতদ্দ্বারা পাওনাদারগণকে আরও সতর্ক করা যায় যে তাঁহাদের লিখিত দাবী সকল এই নোটীশ অনুযায়ী দাখিল না হইলে, তাঁহাদের পাওনার সুদের দাবি রহিত হইবে।

স্বাঃ টি, এন, গুপ্ত
for কালেক্টর, নদীয়া
কৃষ্ণনগর
২৬শে মার্চ্চ ১৯৩১।

গান্ধী-চুক্তিতে বিলাতি মহলে আশঙ্কা

বৃটিশ সংবাদপত্রের করাচীস্থ প্রতিনিধির সংবাদে প্রকাশ যে, লাহোরের প্রাণদণ্ডের ফলে কংগ্রেস মহলে ভীষণ বিরোধ ও মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার ফলাফল লইয়া বহু আলোচনা চলিতেছে।

"টাইমস" পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা তার করিয়াছেন—"সকল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিই নিঃসংশয়ে গান্ধীকে সমর্থন করিতেছেন। মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জহরলালের সম্ভাবিত বিরোধ ছাড়া সকল প্রধান নেতাই মহাত্মার দিকে" তিনি আরও বলেন,—"মুসলমান দলের নিকট হইতে আরও বেশী বিরোধ আসিবে। মিঃ বসুর মত দুই একজন নেতা মহাত্মার নেতৃত্ব অস্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। দিল্লীর কথাবার্ত্তার পরে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে তাঁহার চালচলনের অস্থিরতা একটু সমস্যাজনক হইয়া উঠিয়াছে। লাহোরের প্রাণদণ্ডের ফল স্বরূপ করাচী কংগ্রেসে সন্ধিসত্ত গৃহীত হইবে না—এই আশঙ্কা বেশ দৃঢ় হইয়াছে; যদি অল্পসংখ্যক লোকও দৃঢ়ভাবে ইহার বিরোধ করে, তাহাতেও উদ্বেগের বিশেষ কারণ আছে।

লণ্ডনের ভারতীয় মহলে মিঃ সুভাষ বসুকে মিঃ গান্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য সমর্থন করা হইতেছে—যাহাতে মিঃ গান্ধী ভবিষ্যতে চুক্তি করিবার সময়ে অবস্থিত থাকেন।

লিবারেল দলে দলাদলির দরুণ এখনকার রাজনৈতিক অবস্থা পূর্ব্ববৎ অনিশ্চিত ও গোলমেলে ভাবে রহিয়াছে। সার জন্ সাইমন্ লয়েড জর্জ্জের দল হইতে একেবারে সরিয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইহা সাধিত হইলে গবর্ণমেণ্ট লিবারেল দলের সাহায্যের উপরে নির্ভর করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের সম্পর্কে সার অসোয়াল্ড মোজলীর দল গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিবেন স্থির করিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে রাজস্ব বিল

২৮শে মার্চ্চ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে বড়লাটের এক পত্র পঠিত হয়। তাহাতে বড়লাট জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা রাজস্ব বিল পাশ করিতে অসম্মত হইয়াছেন, ইহার ফলে বড়লাট তাহা "সার্টিফাই" করিয়াছেন। বড়লাট মনে করেন যে, তাহার অভিপ্রেত আকারে রাজস্ব বিলটি পাশ করাইয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন। বড়লাট আশা করেন যে, রাষ্ট্রীয় পরিষদ তাঁহার অনুরোধে বিলটি পাশ করিবেন।

রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী সার আর্থার ম্যাক্‌ওয়াটার বলেন—৩০শে মার্চ্চ সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই বিল পাশ করিতে হইবে। তাহা না হইলে এই মাসে গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব আদায় করিয়াছেন তাহার সমস্ত অর্থ ফিরাইয়া দিতে হইবে।

আলোচনার পর সভাপতি নির্দ্দেশ দেন যে, আগামী সোমবার এই বিলের আলোচনা হইবে।

সাম্প্রদায়িক বিরোধে নেতৃবর্গের ইস্তাহার

পণ্ডিত মালব্য, ডাঃ আনসারী, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, মিঃ শেরওয়ানী মৌলানা কিফায়তুল্লা, সর্দ্দার মঙ্গল সিং মৌলবী আবদুল ওয়ালী এবং তারাবাজীর সহিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ১৪ জন সদস্য দেশবাসীর কাছে এক ইস্তাহার পেশ করিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন যে, কাণপুরের দাঙ্গায় পণ্ডিত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর প্রাণনাশ অতীব শোচনীয়। মহানচেতা কর্ম্মীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। যাহাদের জীবন বিপন্ন হইয়াছিল তিনি তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন।

শান্তিপ্রিয় সকলেরই কাছে আমাদের এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সাধন করেন। বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে আমাদের অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হয়।

জাতির এই সন্ধিক্ষণে তুচ্ছ বিবাদকে বড় করিয়া সাম্প্রদায়িক গোল পাকাইবার কোনই প্রয়োজন নাই, এইরূপ দাঙ্গার কালে প্রত্যেক হিন্দুর উচিত তাহার বিপন্ন মুসলমান ভাইকে উদ্ধার করা এবং প্রত্যেক মুসলমানেরও উচিত তাহার হিন্দু ভাইকে রক্ষা করা এইরূপে পরস্পরকে সাহায্যের দ্বারাই একতার ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

নূতন ওয়ার্কিং কমিটীকর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কে কে প্রতিনিধিস্বরূপে যোগদান করিবেন, তাহা নূতন ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক সিদ্ধান্ত হইবে। ৩১শে মার্চ্চ নূতন ওয়ার্কিং কমিটী হইবে।

বাহিরে থাকিয়া শক্তি সংগঠন

প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি খুব সম্ভব স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে তিন মাসের জন্য সিংহলে যাইবেন। তিনি নিম্নলিখিতরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন—তিনি মহাত্মা গান্ধীর কার্য্যে বাধা দিবেন না বটে, তবে বাহিরে থাকিয়া শক্তি সংগঠন করিবেন। প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল স্বাস্থ্যের জন্য ২।৩ মাস সিংহলে অতিবাহিত করিবেন।

ব্রহ্ম বিচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রস্তাব

তাহার পর শ্রীযুক্ত মৌং মাংজী যখন ব্রহ্ম বিচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিতে উঠেন, তখন তিনি বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন। তিনি বলেন, ব্রহ্মের শতকরা ৯০ জন অধিবাসী ভারতবর্ষের সহিত নহে—ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে চাহে, বক্তৃতার সময় প্রায়ই উল্লাসধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রস্তাবটির সমর্থন করিলে পর জনৈক ব্রহ্মদেশীয় ফুঙ্গী প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বক্তৃতা পরে ইংরাজী অনুবাদ করা হয়। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বরিশালে ডাকাতের উপদ্রব

বরিশাল জিলার নানাস্থান হইতে প্রায়ই চুরি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গত মঙ্গলবার রাত্রি ২৪০ টার সময় ৩০ জন ডাকাত সাংঘাতিক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বাখরগঞ্জ থানার অধীন রহমতপুরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ঢুকিয়া তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূকে বাঁধিয়া ফেলে এবং তাঁহার ভগ্নীর হাতে অস্ত্রাঘাত করে; তারপর তাহারা সিন্দুক এবং বাক্স খুলিয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১ হাজার টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে।

স্থানীয় একজন মুসলমানকে এ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে। সতীশ বাবু বরিশালের শ্রীচৈতন্য স্কুলের শিক্ষক।

গত শুক্রবারে রাত্রিতে আর একটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এই ডাকাতি হইয়াছে ঝলাকাঠি থানার অধীন বিনয় কাঠিতে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষের বাড়ীতে। কামিনী বাবু কলিকাতার রিপন কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টার। সশস্ত্র ১৫ জন ডাকাত তাঁহার বাড়ী হইতে নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১ হাজার টাকা লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থা

গবর্ণমেণ্টের মুখপত্র "দিবার্জার" পত্রিকার প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান চুক্তি সংশোধন করিবার জন্য অক্টোবর মাসে প্রিটোরিয়া সহরে ঐ দুই সরকারের পরামর্শ সভা হইবে। কে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি হইবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

সভার অধিবেশন-বিবরণী

[১]

শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সেবা-চেষ্টা কীর্ত্তনমুখে বলেন যে, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী অতীব বাল্যকাল হইতে শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পরিপূরণ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রভুপাদের যথেষ্ট স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছেন। গৌড়ীয়-মঠের প্রবেশ-মহামহোৎসবকালে তিনি উৎকৃষ্ট রথ নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য-প্রদর্শন এবং শ্রীআলালনাথ-মন্দির-সংস্কার-সেবায় বিশেষ সেবোত্তম ও কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীপাদ রাসবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন রাসস্থলী শ্রীবাসঅঙ্গনে একটী সুন্দর ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া গৌরসংকীর্ত্তন রাসে প্রবেশকামী ব্যক্তিগণের সেবা এবং গৌরাঙ্গ মনোভীষ্ট প্রচার পূর্ব্বক 'শ্রীরাস-বিহারী দাসাধিকারী' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। এজন্য শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ আসামদেশীয় ভক্তাগ্রণী পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এস্সি, বি, টি মহোদয়ের গৌরপ্রিয়-সেবানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীপাদ নিমানন্দ প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপাশক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া নির্ভীক নিরপেক্ষ হৃদয়ে মায়াবাদাদি-দুর্গন্ধ-দূষিত মতবাদের মধ্যে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার গুরুসেবা-নিষ্ঠার ফলে আসামদেশীয় বহু সত্যানুসন্ধিৎসু সরল ব্যক্তি তাঁহাদের পূর্ব্ব-ইতিহাস-সমূহ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া গুরুপাদপদ্মের সেবা ও শ্রীগৌর-সুন্দরের মহাবদান্যতা হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছেন। আসামদেশীয় ভক্ত-গণের সরলতা গুরুবৈষ্ণবগণের অতীব প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। এ বিষয়ে শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি আসাম বৈষ্ণব-সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে আসামীদের সত্যানুসন্ধিৎসু জনসাধারণ কর্ত্তৃক সভাপতির পদে বৃত হইলে শ্রীগুরু-পাদপদ্মকেই সভাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গুরুপাদপদ্ম-শ্রুত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর অনুকীর্ত্তন-পূর্ব্বক আসামদেশীয় সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া-ছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এজন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী

অতঃপর শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীযুক্ত জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি, এ মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন—আপনারা যে গৌড়ীয় মঠের বিপুল সৌধ ও মন্দির দর্শন করিতেছেন, সেই মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যের নানাপ্রকার বন্দোবস্ত এবং স্থপতিবিদ্যাবিদ্‌গণের সাহায্যে মন্দিরের নির্ম্মাণ-সংক্রান্ত বিবিধ কার্য, মন্দিরের মাল-মসলা ও ভূমি সংগ্রহাদি ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা নানাভাবে শৌর্য্যবীর্য্য শ্রীল জগবন্ধু ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ-রক্ষকের সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন সাধারণ সংবাদপত্রে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বার্ত্তা-সমূহ প্রকাশিত করিয়া সর্ব্বসাধারণকে গৌড়ীয়মঠের বেদী-মূলে আনিবার সুযোগ প্রদান করিয়া-ছেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর সময় তিনি প্রদর্শনীর বিভিন্ন ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গৌড়ীয়মঠরক্ষকের সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনীর সময়ও তিনি বিভিন্নভাবে সেবা করিয়া-ছেন। বঙ্গের বিভাগীয় মহামান্য কমি-শনার বাহাদুর এবং মাননীয় শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ বসু মহাশয় প্রভৃতির শ্রীধাম-মায়াপুরে অভ্যর্থনাদি-কার্য্যেও তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির প্রধান সভ্যগণের অন্যতমরূপে অক্লান্ত-পরিশ্রম করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীধামে যাত্রিগণের সুবিধার জন্য যাহাতে রাস্তা, ঘাট ও রেলপথাদির বিস্তৃতি হয়, তজ্জন্যও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে-ছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অর্থ ও পরমার্থ

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি-এল)

মানবগণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে যে চতুর্ব্বর্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, 'অর্থ' জিনিষটী তাহাদের অন্যতম। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ জীবের মঙ্গলের জন্য 'ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ'রূপ চতুর্ব্বর্গের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মানব-জীবনে সাধারণতঃ আমরা অন্য তিনবর্গকে উপেক্ষা করিয়া প্রায় 'অর্থ' জিনিষটীকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

শাস্ত্রকারগণ যে ভাবে এই চারিটী জিনিষের ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে 'অর্থ' জিনিষটী ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং 'ধর্ম্ম'কে ১ম স্থান দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ না হইলে আমরা অর্থকেই সর্ব্ব প্রধান বস্তু বলিয়া মনে করিতাম এবং অধর্ম্মের দ্বারাও অর্থ উপার্জ্জন করিতে দ্বিধা বোধ করিতাম না। কিন্তু প্রথমেই 'ধর্ম্মের' স্থান উল্লেখ করায় সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম চর্চ্চারই আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

এই প্রকার শাস্ত্রাচরণের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক যদি আমরা নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি করিতে থাকি, তাহা হইলে পুণ্যের ফলে আমাদের উচ্চতর লোকে বাসের দ্বারা সাময়িক কিছু সুখ সুবিধা ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কি আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হইতে পারে? গীতা বলেন,—'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন' অর্থাৎ ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক হইতে সমস্ত লোকই অনিত্য এবং সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব। যদি তাহাই হয়, তবে অর্থভোগের দ্বারা এই ত্রিতাপক্লিষ্ট জন্ম-মরণমালা বরণ করিয়া লাভ কি হইল? মানবের সেবায় না লাগাইয়া যদি এই অর্থ আমাদের নিজেদের ভোগে লাগাই, তাহা হইলে ইহা দুর্দ্দশা আমাদের অনিবার্য্য।

সাত্বত শাস্ত্র কিন্তু উপরোক্ত প্রকার চতুর্ব্বর্গকে ধিক্কার করিয়া আর একটী পঞ্চম পুরুষার্থের কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে চতুর্ব্বর্গের কথার উল্লেখ আছে, তাহা কৈতবময়; কিন্তু প্রাশ্নিকৈতব শ্রীমদ্ভাগবতেই পঞ্চম পুরুষার্থ বা পরমার্থের কথা বর্ণিত আছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে জীব সমুদয় অভাব-নির্ম্মুক্ত হইয়া চরম কল্যাণ লাভ করিতে পারে এবং পারে। শ্রীভগবানের উক্তি 'যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে'—এই উক্তি অনুযায়ী জীবকে আর সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না।

অর্থ ও পরমার্থ দুইটী জিনিস পরস্পর বিপরীত। অর্থ জিনিষটী প্রাকৃত রাজ্যে অর্থাৎ জীবের প্রাকৃত দেহ ও মনকে আশ্রয় করিয়াই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরমার্থ জিনিষটী এই রাজ্য অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত। অর্থরাজ্যে হিংসা, বিবাদ, সঙ্কীর্ণতা, কামাদি রিপুর বশ-বর্ত্তিতা প্রভৃতি অনেক দুষ্কর্ম্মের অবস্থান আছে। কিন্তু পরমার্থ রাজ্যে সেরূপ অভাব, অভিযোগ, ঈর্ষ্যা বা মৎসরতা নাই। আধ্যাত্মিক বিচারে আমরা অর্থ, কাম ও মুক্তিকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকি, কিন্তু পরমার্থ বিচার যত প্রবল হইতে থাকিবে, অর্থপ্রাপ্তি লালসা ততই ক্ষীণ হইতে থাকিবে।

অর্থরাজ্যে আমাদের অভাব কোন দিনই পূর্ণ হইবে না, কারণ কামকামি-গণের অভাব অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় কোনদিনই শান্তি প্রাপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একমাত্র পরমার্থলাভই আমাদিগকে এই নশ্বরবায়-মান অভাবের রাজ্য হইতে পরিপূর্ণধাম স্বভাবের রাজ্যে লইয়া গিয়া যাবতীয় অভাব হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ।

অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরহরি জীবের চরম কল্যাণপ্রদ এই পরমার্থ প্রচারের জন্যই এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল বিশ্ব-নাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই মতটী উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—'শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং [illegible] পুমর্থো মহান্'—অর্থাৎ [illegible] নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং [illegible] জীবের পরম পুরুষার্থ। এই প্রেম বা পরমার্থই জীবকে চরম কল্যাণরূপ নিত্যধামে বহন করিতে পারে এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে জীবের আর অন্য কোন প্রকার অর্থের প্রয়োজন

থাকে না। একমাত্র ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তগণই এই পরমার্থের অধিকারী, কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁহারাই অন্য সর্ব্ববিধ অর্থকে থুৎকার এবং পঞ্চবিধ মুক্তিকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞপ্তি

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মা-
মনভীক্ষ্ণমুগ্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং
প্রভুমাশ্রয়ামি॥

হে সনাতন প্রভো, হে গুরুদেব, আমি বিষয়ের নানা রঞ্জিত প্রলোভনে সর্ব্বদা মুগ্ধ হইয়া তোমার প্রেমময় মহিমা কীর্ত্তনাস্বাদনে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছি, বিষয়ের জড় রসলহরীতে উন্মত্ত হইয়া তোমাতে একেবারে অন্ধ হইয়া আছি। তুমি দয়াল প্রভু, তুমি আমার নিত্য মঙ্গলকামী প্রভু, তাই অতি অনুগ্রহকারে এই হতভাগ্যের অহৈতুক মঙ্গল উদ্দেশ্যে জন্য বৈরাগ্যযুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণকাম-সেবাময় ভক্তিরস পান করাইবার কতই না চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু হায়, আমি এমনই দুর্ভাগ্য তোমার মুখামৃত-দ্রবসংযুত ভাগবতকথায় রুচিবিশিষ্ট হইতেছি না। সেই পরমার্থ চেষ্টায় আমার প্রবৃত্তিকে প্রত্যহ প্রগতিতে পূর্ণ প্রগ্রহ বৃত্তিতে জাগাইতেছি না; পরন্তু তুমি যে এত যত্ন করিতেছ, তাহারই দক্ষিণাস্বরূপ মুহুর্মুহুঃ নানাভাবে কায়-মনোবাক্যে উদ্বেগ দান করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে সর্ব্বদা প্রচেষ্ট আছি। হে গুরুদেব, আমার নির্ব্বুদ্ধিতার কি শাস্তি আছে জানি না। কৃপা দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া আমার অশেষ মঙ্গল সাধন করুন। আমি জানি, পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিই বারিধি-পানে বাঞ্ছিত হয়; সন্তপ্ত ব্যক্তিই অপর নিজ-জনের নিকট নিজ দুঃখের কাহিনী গাহিয়া সান্ত্বনা লাভ করে; কিন্তু তুমি এমনই কৃপাময় প্রভু, পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক জানিয়া স্বয়ং পারাবারশূন্য গম্ভীর বারিধি হইয়াও অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া প্রেমবারি দান করিয়া মৃতসঞ্জীবনের চেষ্টা করিতেছ। আমার অশেষ ভোগ-যন্ত্রণায় ক্লিষ্টহৃদয়, সন্তপ্ত জানিয়া তুমি নিজ হইতেও নিজ জন বলিয়া স্বয়ং শান্তি-বারি সিঞ্চনে অশেষ জ্বালা-যন্ত্রণা নিবৃত্ত করিয়া সান্ত্বনা দিতেছ। হে গুরুদেব, তোমার মহাবদান্যবরত্বায় চির ঋণী হইয়াও কেবল কৃতঘ্নতায়ই ব্যস্ত আছি; আমার পাষণ্ডতার শাস্তি বিধান কি করিয়া হইবে জানি না। হে গুরুদেব, তোমার শরণাগত হইয়া একান্ত আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তুমি শরণাগতপালক, শরণাগতের রক্ষা বিধান কর; অনন্ত-কোটী জিহ্বা দানে তোমার অপার মহিমা কীর্ত্তনের প্রবৃত্তি জাগাইয়া দাও। এই বিশ্ব চরাচরের মাঝে মায়াপিশাচী-গ্রস্ত হইয়া একাকী নানা প্রলোভনের মধ্যে অন্ধভাবে কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় বাত্যাবিতাড়িত হইয়া উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ভ্রাম্যমান আছি। এহেন দুঃসময়ে প্রবল বাত্যা স্তব্ধ করিয়া দিয়া জ্ঞানালোকের দীপ জ্বালিয়া, তুমি বিনা আর কে দিগ্-দর্শন করাইয়া দিতে সমর্থ, জানি না। তুমি অতিমর্ত্ত্য পুরুষ হইয়াও সেবার মূর্ত্তবিগ্রহ ধারণ করিয়া শিক্ষা দীক্ষা দিতেছ, আমি অন্ধ, অতি পামর কলের মতি; কৃপা করিয়া চক্ষুর্দ্দান কর, তোমার অনমোর্দ্ধরূপমাধুরী দর্শন করিয়া সার্থক হই, হৃদয় নির্ম্মল হইয়া একমাত্র তোমার বসতিস্থল হউক, তোমার চরণাম্বিকে আমার মতি স্থির হউক, তুমি মুকুন্দ শ্রেষ্ঠ, তুমি গৌরশ্রেষ্ঠ, তুমিই এই ধরাধামে অবস্থান করিয়া ব্রজে রাধারুষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার করিতেছ হায়, হায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার কৃপায় গৌর-প্রেমার্ণবে মগ্ন হইতেছে, কেবল আমিই বঞ্চিত হইলাম; মগ্ন হওয়া দূরে থাকুক, এমন কি স্পর্শ মাত্রও লাভ ঘটিল না। হে গুরুদেব, নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে ইহাই প্রার্থনা করি, এই অধম জনের কেশ ধরিয়া তোমার পাদপদ্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়দানে কৃতার্থ কর।

কৃপাভিক্ষু
শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শিক্ষা

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

শিক্ষা দ্বিবিধ; সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা। যে শিক্ষায় আত্মোন্নতি ও পরোন্নতি সাধিত হয়, সেই শিক্ষাই সুশিক্ষা; তদ্ব্যতীত যে শিক্ষায় পরহিংসা ও আত্মহিংসা সাধনের উপায় উদ্ভাবিত হয়, সেই শিক্ষাকে কুশিক্ষা বলা যায়।

সুশিক্ষা লাভ করিতে হইলে বহু অধ্যবসায় ও আদর্শ সৎশিক্ষকের নিতান্ত প্রয়োজন। কুশিক্ষা লাভ অনায়াসেই হয়। কারণ পরিপার্শ্বিক অবস্থা কুরুচি ও কুশিক্ষায় পরিপূর্ণ; আমরা মাতৃ কুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ইন্দ্রিয়-বোধাগমের সঙ্গে সঙ্গে, স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গেই কুশিক্ষাগুলি হৃদয়ের অন্তঃস্তলে শীলাঙ্কের ন্যায় চিহ্নিত করিতে থাকি। এমন কি, শিশুকালের স্মৃতি ও অভ্যাস মরণকাল পর্য্যন্ত বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দূরীভূত করা যায় না।

অধুনা সৎশিক্ষকের অত্যন্ত অভাব দেখা যাইতেছে। সৎশিক্ষকের কাচে অনেকেই অভিনয় করিবার জন্য কার্য্য-মঞ্চে অবতরণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আচারবিহীন আচার্য্যত্বে কতটুকু কৃত-কার্য্য হইতে পারিতেছেন এবং দেশ ও সমাজের কুসংস্কার কতটুকু অপনোদন করিতে পারিতেছেন, সে সম্বন্ধে সুমারী হওয়া কর্ত্তব্য গবেষণাকারী মাত্রেই ইহার প্রমাণ হাতে হাতে পাইবেন।

দেশ ও সমাজকে এই প্রকারে ধ্বংসের পথে প্রধাবিত হইতে দেখিয়া কতিপয় দেশ ও সমাজের পরম হিতৈষী পারমার্থিক সজ্জন ব্যক্তি আজ অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান যুগা-চার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশক্রমে শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে মহান্ আদর্শ শিক্ষক-মণ্ডলী দ্বারা সম্প্রতি একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে যে সকল অধ্যাপক অধ্যাপনা করিবেন, তাঁহারা শুধু বালকের আদর্শ নহেন, পৃথিবীর আবাল বৃদ্ধ সকলেরই আদর্শ। যাঁহারা এই আদর্শ শিক্ষকের নিয়মে নিয়মিত হইয়া স্বজীবন গঠন করিতে সুযোগ পাইবেন, তাঁহারা যে বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এক একটী দেশোজ্জ্বলকারী রত্নস্বরূপ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কোন গ্রামে বা দেশে যদি দুই একটী করিয়া আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি গড়িয়া উঠেন, তাহা হইলেই সেই আদর্শে অনেক চরিত্র গঠিত হইবে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ১০ই ও ১১ই চৈত্র মেদিনী-পুর জেলার রায়চক্ গ্রামে "যুগধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। চতুষ্পার্শ্বস্থিত দূরগ্রামের বহুলোক এই সভায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

বিবদমান বা কলিযুগে বদ্ধজীব স্বীয় বক্তানুভূতিতে যুগধর্ম্মের বক্তা বা প্রচারকের আসন গ্রহণ করিয়া মনঃকল্পিত ধর্ম্মকে যুগোচিত ধর্ম্ম বলিতেছেন। কিন্তু সকলেই বদ্ধ বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া অনিত্য দেহ এবং মনকে আত্মা-জ্ঞানে অনাত্মার ধর্ম্মই প্রচার করিতেছেন। পরিদৃশ্যমান জগৎ পরাৎপর ভগবানের সেবাবিমুখ জীবকুলের সংশোধনক্ষেত্র কিন্তু এখানে মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ হইয়া সদোষ জীবকুল সংশোধনের পরিবর্ত্তে ভোগী হইয়া দোষবৃদ্ধিই করিতেছেন।

পরম করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিজীবকে কলিমল হইতে উদ্ধার করিয়া আত্মস্বরূপের বিজ্ঞানানুভূতির সহজ উপায় আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। জীব যদি সেই কীর্ত্তনময়ী ভগবৎসেবার পথটি পথপ্রদর্শক সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে নিষ্কপটে আশ্রয় করিতে পারে, তবে তাহার সকল অসুবিধা বিদূরিত হইয়া অভিগোপ্য ভক্তি লাভ হয়

অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মের দ্বারা অনাবৃত উত্তমাভক্তিই যুগধর্ম্ম। তবে অন্যান্য যুগের ন্যায় এই ভক্তি যাহতঃ ধ্যানপরা, যজ্ঞপরা এবং অর্চ্চনপরা না দেখা গেলেও সেই কীর্ত্তনময়ী ভক্তি মহা-ধ্যানপরা, মহা-যজ্ঞপরা এবং মহার্চ্চনপরা।

স্বামিজী শাস্ত্র যুক্তিপূর্ণ সরল বাক্যে ধর্ম্মতত্ত্বটী বিশেষভাবে বুঝাইয়া সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২রা চৈত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে তাঁহার সদলবলসহ ২৪ পরগণার অন্তর্গত শান্তঘাটাগ্রামে পরম ভাগবত শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে পদার্পণ করেন, এবং তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে ধ্রুবচরিত্র পাঠ করেন। স্বামিজীর শ্রীমুখবিগলিত হৃদয়গ্রাহী পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃ-মণ্ডলী সকলেই মুগ্ধ হয় এবং প্রকাশ করে যে, এইরূপ পাঠ ও ব্যাখ্যা আমরা আর কখনও শুনি নাই। আশা করি, স্বামিজী কৃপা করিয়া মধ্যে মধ্যে এতদঞ্চলে শুভা-গমন করিয়া পাঠ কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করাইলে কৃতকৃতার্থ হইব।

তৎপরদিবস শ্রীযুক্ত রাজা হৃষিকেশ লাহার শান্তঘাটা কাছারির নায়েব শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহক্রমে স্বামিজী কাছারিতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ করেন। প্রহ্লাদ দৈত্য-বালকদিগকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা স্বামিজী সরল ও সহজভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। নায়েব মহাশয়ের শুদ্ধভক্তি প্রচারে আন্তরিক উৎসাহ ও সরল ব্যবহারে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।

হরিজনকিঙ্কর
শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র দাস

পারমার্থিক পত্র

বিজ্ঞাপন

ভক্তি গ্রন্থাবলী

[illegible]

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত-[illegible] জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও [illegible] কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে [illegible] প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণব-[illegible] স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধা-[illegible] ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ [illegible] জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের [illegible] ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের [illegible], শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান [illegible] আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্ত-[illegible] প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, [illegible] শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা [illegible], সম্বন্ধজ্ঞান, রসজন্মের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর [illegible], লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত গূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। [illegible] গূঢ় স্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-[illegible] এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত [illegible], কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। [illegible] গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—[illegible] সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও [illegible] হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? [illegible], সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় মানুষের [illegible] সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, [illegible] পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না [illegible] নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে [illegible] হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট [illegible] ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্ল, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, । বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

সাবধান সাবধান !!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোব্রোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইণ্ড-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

বন্যাগ্যত

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা আনত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীবকুলতলে আচার্যপ্রবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাক্ষাৎ ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরাবিদ্যার অঙ্গগত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর ও সাক্ষাৎ সম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাপ্তত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'সারস্বত-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, ওঁ শ্রীপাদ গোবিন্দাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীনরেন্দানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের মধ্যপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ১৩৫৬ সালের ১লা মাঘ সন্ধ্যাকালে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ সমক্ষে নিত্য-সেবিকা লাভ করেন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের বাণীর প্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংস্থাপিত একটী সুবৃহৎ মুদ্রণযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এবং যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ত্রয়োমনিষ্ঠ মাসিক পত্রিকা হিন্দী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রশ্নান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয় থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অনন্তদাস দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ নবগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীগোকুলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ

(২) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য প্রভু শ্রীরঘুনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীরাধাদাস অধিকারী, দেবদত্ত শ্রীহরেকৃষ্ণ।

(৩) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅদ্বৈত দাস, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৪) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সে-

(৫) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখবাক্যের সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবনোয়ারিলাল।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, অন্তরীপ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরাঙ্গদাস ও শ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ওঁবিষ্ণুপাদ ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তকান্তিমণি এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীহরক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, মন্ত্রেশ্বর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের পাদপীঠ গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দানাপুর, প্রয়াগ ষ্টেশন, বি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমক্ষেত্র—

মাটিয়ারী, জাহানপুর, বর্দ্ধমান।

শ্রীগদাধরের সাক্ষাৎ বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কু বিহারী ব্রহ্মচারী।

(১১) ভাগবত আশ্রম

শ্রীমদ্ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-নিহিত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীসচ্চানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীঅঘোর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিকথিকসদায়িনী সভা, বালির চাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরমানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীকিশোর কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পুরীধাম, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরসদীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগন্নাথদত্তপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীবৃন্দাবনদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-এজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগুরুদিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পরমহংস ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়-মঠ

টুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেদারানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম হরি দেবশর্মা।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-বাসের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধবডাঙ্গা

এখানে যড়ভুজমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—স্থানবাসী শ্রীরাধাকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

১৮ হেস্থ রোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসবিহারীদাস, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাগোবিন্দ

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৬০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৸৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। মুক্তিমাত্রিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸৹
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
১৭। প্রেমাধবন্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৹
১৮। ভজনরহস্য ৷৹
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৹
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ৷৹
২৩। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৹
২৪। গুরুসংহিতা ৷৹
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৩। শ্রীভূবনেশ্বর ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৫৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৪। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৫। সারাংশবর্ণনম্ ৵০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। নামভজন ।০
৫৯। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৬০। বৈষ্ণবীজম
৬১। দি ভাগবত
৬২। ইয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৩। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷৹
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷৹
৬৬। সাধন পথ ।০
৬৭। গীতাবলী ৵১
৬৮। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। দ্বিতীয়খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুবিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা একত্র করিলে এক বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া দেখুন।

১। চন্দ্রপ্রভা বটিকা—হহার মাহাত্ম্য যেমন নাম তেমন গুণ। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত প্রদর ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। সুবুদ্ধিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক বা মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে শান্তি নিদ্রা হইবে।

৩। মধুর বটিকা—ইহা সেবনে শ্বাস ও কাশ, অজীর্ণ ও পাণ্ডু দূর হইয়া খাওয়া ইত্যাদি নিবৃত্তি হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও পুষ্টি লাভ হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:—আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়

২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। [illegible]

শিরঃরোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। ১ সপ্তাহে উপকার, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৬০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোটলাই

[illegible] ও অজীর্ণের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ ঔষধ

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। [illegible]

[illegible] ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। নূতন ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন ফেন্সরেপ্রী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৴০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডলের। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের মাহাত্ম্য, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—প্রমাণসহ কি প্রকারে বিষয় বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া লেখা হইয়াছে। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ৷০

উৎকৃষ্ট বোর্ড বাঁধাই উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক ভক্তগণের কি প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। আর একথানি

সাধককণ্ঠমণি—

শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ভক্তগণের অমূল্য প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সংগৃহীত পদাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। ২১ পৃষ্ঠা ভিক্ষা ৷০ চারি আনা মাত্র।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার কার্য্য নির্ব্বাহ। বৈদ্যুতিক কৌশলে নিম্নপ্রণালীতে কার্য্য চলিতেছে। বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জন পাঠন

অকালপক্ব কেশের অব্যর্থ মহৌষধ

মস্তকের কেশ বর্দ্ধিত করে ও আর নিশ্চিতে কলপের মত কোন কোন লোকের মত পরিমাণ নিয়মিতভাবে লাগান যায়, ইহাতে উহাদের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

কেশরঞ্জন

মঞ্জরী

[illegible] বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক, বিভিন্ন প্রকার রোগে, মস্তকের গুরুভার, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, শারীরিক অবসাদ প্রভৃতি দূর করে। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অমৃতবল্লী কষায়"

[illegible] রোগে অব্যর্থ আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ১ বোতল ১৲ টাকা।

"অশ্বগন্ধারিষ্ট বটিকা"

[illegible] শক্তি হ্রাস ও পুষ্টি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

বৈদ্যের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, কেশরঞ্জন

৯১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বায়োকেমিক দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৬৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও আমরা মরা মানুষ বাঁচাইতে পারি না, তথাপি যাহারা জীবিত অবস্থায় মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন তাঁহাদের জন্য বাতব্যাধি, বাতজ্বর, শূল, অজীর্ণ, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, পক্ষাঘাত, হিষ্টিরিয়া, বধিরতা, চক্ষুরোগ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মেহ ও প্রমেহ, বিভিন্ন প্রকার রোগে জীবন নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক অলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ আছে বর্ষে পাইয়া থাকেন। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসেই ব্যবহারেপযোগী এক শিশি [illegible]

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরিচ রোড, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য প্রেস [illegible] হইতে—[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"জীবনাম"
টেলি—
নবজীবন

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

যুগান্তর

Reg No C.1544

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নমুনা
প্রতি সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র সহজ প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীরাম সাপুর—২০শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৩৭, ৩রা এপ্রিল, ১৯৩১

নানা কথা

কুষ্টিয়ায় ঘূর্ণিবায়ু

এখানে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু হওয়ায় বহু-বাড়ি ও বহু বৃক্ষ ভূপতিত হইয়াছে। ঝড়টি ১ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

পূর্ণ অধিবেশনে জহরলালের বক্তৃতা

করাচী কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে একটি মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহাই বর্ত্তমান অধিবেশনের মূল প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে দিল্লীর গান্ধী-আরউইন চুক্তি সমর্থন করা হইয়াছে এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য মহাত্মা-জীকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

বক্তৃতা আরম্ভ করিবার সময় ঘড়ির কাঁটা আটটা বাজিয়া ৫ মিনিট হইবার পর পণ্ডিত জহরলাল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

পণ্ডিত জহরলাল

পণ্ডিত জহরলাল বলেন, বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির সভায় মহাত্মাজী স্বয়ং এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার যোগদানের দিন বলিয়া এই প্রস্তাব উত্থাপনের ভার আমার উপর পড়িয়াছে। মহাত্মাজী পরে সভায় আসিয়া তাঁহার যা প্রকাশ করিবেন।

লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইবে, এই সময় প্রকাশ করিয়া পণ্ডিত জহরলাল বলেন আমরা গোলটেবিলে যাইতে রাজী হইয়াছি বটে, তথাপি আমরা ভুলিতে পারিতেছি না যে, যাহারা আমাদের বিরুদ্ধে লাঠি ও ডাণ্ডাবেড়ি চালাইয়াছিল তাহাদের সহিতই আমরা আজ এক টেবিলে বসিয়া আলোচনা করিব।

বিগত ১০ বৎসর যাবিয়া মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আমাদের দেশ কিছু না কিছু করিয়াছে। তাহার ফলও কিছু আমরা পাইয়াছি, তবে এখনও আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী এখন এক নূতন পন্থা গ্রহণ উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার দ্বারা ফল হইবে কিনা জানি না। নিজের দলে অপরকে বলা করিতে না পারিলে কেহই কোনও ক্ষমতা ছাড়িয়া দেয় না। এই হিসাবে মনে হয়, আলোচনা দ্বারা কোন ফল হইবে না। তথাপি একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে যাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহা মানুষ কোন কোন সময়ে করিয়া ফেলে।

আমি আপনাদিগকে আর একটি কথা বলিতেছি। গোল টেবিল বৈঠকে যে যে যাইবেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত যেন সেই

কুষ্ঠিয়ায় ঘূর্ণিবায়ু

পূর্ণ অধিবেশনে জহরলালের বক্তৃতা

নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন

পিকেটিং সম্বন্ধে পুলিশের অন্যায় প্রচার

মার্কিণে ভীষণ ভূমিকম্প

বিদেশী সাংবাদিকের সভায় সুভাষচন্দ্র

বেনারসে ১৪৪ ধারা

ব্যোমপথ ও রেলওয়ের সহিত সংযোগ

রুটেনের অপব্যয়

সম্রাট দম্পতির নূতন মোটর গাড়ী

যাইতে পারেন, সম্প্রতি এইরূপ, আমরা তথায় যাইতে পারি কি না। দিল্লীর চুক্তি সম্পর্কে ইংলণ্ডে নানারূপ আলোচনা হইতেছে। ইহার জন্য মহাত্মা গান্ধী বিনা ওয়ার্কিং কমিটী যাইবেন না। গোলটেবিল বৈঠক দ্বারা কাজ হইবে, এমন প্রতিশ্রুতি আমরা দিতে পারি না। তবে এটুকু বলিতে পারি যে, কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা নিরীহভাবে কংগ্রেসের দাবী উপস্থিত করিবেন। সুতরাং কংগ্রেসের লক্ষ্য বা স্বাধীনতার কথা ঘোষিত হইবে না, তাহা অন্যায় করিবার উপায় নাই, কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাহা করিতে পারিবেন না।

স্বাধীনতা বলিতে আমরা কি চাই—তাহার পরিষ্কার আলোচনা প্রয়োজন। দেশ বিদেশ, ইংলিশম্যান, পায়োনীয়র বিদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবং সেখানে আমাদের আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে এই সমস্ত অধিকার পাওয়া যাইবে না।

ভারতের নাম করিয়া পার্লামেণ্ট যে সমস্ত ঋণ করিয়াছেন তৎসমস্তকে প্রকাশ্য ঘোষণা করিতে হইবে।

পরিশেষে পণ্ডিত জহরলাল অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। এই দেশ ভারতবাসী স্বাধীন হইবেই হইবে।

তাঁহার পরে আর কেহ বক্তৃতা করিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

১৮৭৯ সালের বেঙ্গল কাউন্সিলের ৯ আইনের ১০ (এ) ধারা অনুসারে পাওনাদারগণের প্রতি

নোটীশ

... সংশোধিত ১৮৭৯ সালের বেঙ্গল কাউন্সিলের ৯ আইন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ আইনের ৭ ও ৩২ ধারা অনুসারে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ নদীয়া কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত ... সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এতদ্বারা উক্ত কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ আইনের ১০ (এ) ধারা অনুসারে উক্ত শ্রীযুক্ত ... সম্পত্তির সমস্ত পাওনাদারগণকে ... যে তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত দাবীর লিখিত বর্ণনা এই নোটীশ প্রকাশের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নদীয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট অথবা কৃষ্ণনগর কালেক্টরী আফিসে দাখিল করিবেন।

এতদ্বারা পাওনাদারগণকে আরও সতর্ক করা যায় যে তাঁহারা যদি লিখিত দাবী সকল এই নোটীশ অনুযায়ী দাখিল না করেন, তাঁহাদের পাওনার সুদের দাবী বাতিল হইবে।

আর, ডি, এন, ...
কালেক্টর, নদীয়া
কৃষ্ণনগর
১৬ই মার্চ ১৯৩১।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন

গত ... মার্চ তারিখে ... করাচী ... গান্ধী, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ... মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে মানপত্র প্রদান করা হইয়াছে। বহু সংখ্যক ... এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অভিনন্দনের উত্তরে মহাত্মাজী বলেন, করাচীর ... এইবার ... করাচীর মিউনিসিপ্যালিটি ... অগ্রসর হইতেছে ... কংগ্রেসের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি যে সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন ... মিউনিসিপ্যালিটি ... হইয়াছে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন, ... মিউনিসিপ্যালিটির ... আনন্দ অনুভব করিতেছি। ... মিউনিসিপ্যালিটি, করাচীর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে বলিয়া আশা করি।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁহার বক্তৃতায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথা উল্লেখ করেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বলেন, করাচী মিউনিসিপ্যালিটিকে অভিনন্দিত করিতেছি। আমার বক্তব্য এই যে, নাগরিক ... আমরা জাতীয়তার ... দিকে অগ্রসর হইতে পারি। নাগরিক অধিকার ও রাজনীতি—এই দুই বিষয় পৃথক করিবার যে চেষ্টা তাহা সঙ্গত নহে। ... জীবনকে একসঙ্গে ... পরিপূর্ণ ... হয়।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, এই যুগে সভা সমিতিসমূহের প্রয়োজন খুব বেশী। নাগরিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়া এই সমিতিসমূহ ... আদর্শ প্রচার লাভ করিতে পারে।

পিকেটিং সম্বন্ধে পুলিশের অন্যায় প্রচার

পণ্ডিত ... কাশীতে ... এবং ... বেআইনী ... কংগ্রেসের লোকেরা আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করা বেআইনী নয়। ... তাঁহারা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

... পিকেটিং ... নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

বিদেশী সাংবাদিকের সভায় সুভাষ চন্দ্র

অভ্যর্থনা সমিতির ... প্রচার বিভাগের ... পক্ষ হইতে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকগণকে এই সভায় নিমন্ত্রণ করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ ... সভায় ... ছিলেন।

... শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সভায় উপস্থিত ছিলেন। ... সম্বন্ধে সাংবাদিকগণ ... আলোচনা করিয়াছেন।

নোয়াখালিতে ১৪৪ ধারা

নোয়াখালী ফৌজদারী বিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে নোয়াখালির জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ২ মাসের জন্য রাজপথে লাঠি, বর্শা, ... প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যোমপথ ও রেলওয়ের সংযোগ

ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ নামক ব্যোমপথ সংক্রান্ত কোম্পানী ও বৃটিশ রেলওয়ের মধ্যে এক বন্দোবস্ত হইয়াছে; তাহাতে যুরোপ, মিশর ... আফ্রিকায় প্রায় ১৩০টি ষ্টেশনে ক্রমাগত ... সুবিধা হইবে। এই বন্দোবস্ত অনুসারে ... পৌঁছিতে পারিবে ... পৌঁছিতে ... দিন লাগে।

বৃটেনের অপব্যয়

গত বৎসর ... হিসাব দাখিল করিয়াছিলেন, ... পাউণ্ড উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া তিনি ... কিন্তু ... হইয়াছে। ... পাউণ্ড ... হইয়াছে ... পাউণ্ড ... বলিয়া ... হয়।

সম্রাটের নূতন মোটর গাড়ী

"ডেলী এক্সপ্রেস" পত্রে প্রকাশ এপ্রিল মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জের পাঁচখানি নূতন মোটরগাড়ী প্রস্তুত হইবে। আর সম্রাট সম্প্রতি যে মোটর গাড়ী ব্যবহার করিতেছেন, তাহা ... ব্যবহারার্থ রাখা হইবে।

করাচীতে সুভাষচন্দ্র

নানা স্থানে নিমন্ত্রণ

করাচী মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে অভিনন্দন দেওয়ার কথা হইতেছে। আরও নানা স্থান হইতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ... তিনি ... যাইবেন ... পরিদর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

মার্কিণে ভীষণ ভূমিকম্প

হাজার লোকের মৃত্যু, বহু আহত

ভীষণ ভূমিকম্পে মানাগুয়া নগর ধ্বংস হইয়াছে, যে কয়েকটি গৃহ এখনও আছে তাহাতে আগুন লাগিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, মানাগুয়ায় ভূমিকম্পে প্রায় হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তদ্ব্যতীত বহু সহস্র লোক আহত হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলি আমেরিকান নাবিক ও বালক বালিকা আছেন। অনেক সরকারী লোকের আত্মীয় এবং বৃটিশ ও মার্কিন দূতাবাসের লোক আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে। সরকারী আফিস সকল ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং অধিকাংশ বাড়ী, দোকান ও অফিস ভস্মীভূত হইয়াছে।

মেয়েদের উপর অত্যাচার তদন্তের কমিটিতে মতভেদ

আইনঅমান্য আন্দোলনে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ... উপর অত্যাচার ... যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, গত মঙ্গলবার তাহার সাধারণ অধিবেশন হইয়াছে। ... শ্রীযুক্ত ... কমিটির নিকট ... ঘটনা উপস্থিত করেন। কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগের ... কর্মচারী শ্রীযুক্ত ... চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহা সমর্থন করেন। ... গৃহীত হয়।

ডাকাত কর্তৃক স্ত্রীলোকের সম্পত্তি লুট

লাঠি ছোরা ... লইয়া প্রায় ১০ জন ডাকাত ... শ্রীমতী ... বাড়ীতে দরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়াছিল। ... এবং তাহার বৃদ্ধ মাতাকে ... বাঁধিয়া ... মূল্যবান জিনিষপত্র লইয়া ... ডাকাতেরা মুখে ... আসিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

লর্ড উইলিংডন

সম্রাটের নিকট বিদায় গ্রহণ

লর্ড উইলিংডন ... সম্রাটের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন এবং সম্রাজ্ঞী ... সহিত সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ১৮ই চৈত্র ১লা এপ্রিল বুধবার হংসক্ষেত্র হইতে শ্রীধাম মায়াপুর চৈতন্য মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। বহু শুশ্রূষু ব্যক্তি শ্রীল গোস্বামী মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

চিকাকোলের এসিষ্ট্যাণ্ট্ এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র পাঢ়ি বি-এ বি-ই মহাশয় কটকের ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট্ ও পূর্ত্তবিভাগে বহুদিন কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছেন। কূর্ম্মাচলে শ্রীমহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপন ও সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশে শ্রীযুত পাঢ়ি মহাশয়ই বিশেষ যত্ন করিয়া আসিতেছেন। আমরা তাঁহার কটকে ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার রূপে নিয়োগ-প্রাপ্তি ও আগমন সংবাদে অধিকতর আনন্দিত হইলাম। তিনি পরম ভাগবত ও সদাচার-সম্পন্ন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। তেলেগু, তামিল, উৎকল, বঙ্গভাষা ও ইংরেজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে।

—

"দৈনিক বসুমতী" (১০ই চৈত্র ১৩৩৭) তাঁহার সম্পাদকীয় সংবাদ স্তম্ভে শ্রীধাম-মায়াপুরের মহোৎসবের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশ করিয়াছেন,—

মায়াপুরে মহোৎসব

শ্রীধাম নবদ্বীপের পরপারস্থিত মায়াপুর চৈতন্যমঠে দোলপূর্ণিমার উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিষ্ণুভক্ত পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীদেবের মূর্ত্তিদর্শনে অতি দূর দেশ হইতে অনেকে মায়াপুর ধাম গমন করিয়াছিলেন। সমবেত যাত্রিগণের জন্য ব্যবস্থাও সুন্দর হইয়াছিল। বৃহৎ বৃহৎ ধর্ম্মশালায় বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদিগের জন্য ব্যবস্থা বেশ সুন্দর হইয়াছিল, স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের কোনও সম্পর্ক ছিল না। শ্রীমৎ কীর্ত্তনানন্দ প্রভুর যত্নে ও সেবায় কোন যাত্রীরই কোন কষ্ট হয় নাই। প্রত্যহ সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, প্রসাদ বিতরণ নিয়মিতভাবে হইত। হাজার হাজার যাত্রী এই প্রসাদ প্রাপ্ত হইতেন। ভারতী মহারাজ, সাগর মহারাজ, অরণ্য মহারাজ, কীর্ত্তনানন্দ প্রভু প্রভৃতি এই প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিতেন। এখানে ঘরভাড়া দিতে হয় না, ভেটের ব্যবস্থা নাই; পাণ্ডাদেরও উৎপীড়ন নাই। চৈতন্যমঠের পরিক্রমণের কথাও উল্লেখ-যোগ্য। নয় দিবসকাল ক্রমান্বয়ে শোভাযাত্রা ও কীর্ত্তন-সমভিব্যাহারে ৪।৭ হাজার যাত্রীকে নানাপ্রকার রাস্তা দিয়া পরিচালন করা সহজসাধ্য নহে। পথশ্রান্ত যাত্রীর জলযোগের সুব্যবস্থাও ছিল। কীর্ত্তনানন্দ প্রভু ও রাধারমণ প্রভুই এই পরিক্রমণের প্রধান উদ্যোগী। দোলের পরদিন এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিনামসঙ্কীর্ত্তন, উপাধি বিতরণ প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান এই সভায় হইয়াছিল। অনেক লোকের অনেক নিন্দাবাদ শ্রুতিগোচর হয়, কিন্তু মায়াপুর মঠের কার্য্যাবলী প্রশংসা যোগ্য।

—

গত ৮ই চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত কলিকাতা চেতলার স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য মহাশয়ের ভবনে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমণ্ডিত এক বিরাট্ সভামধ্যে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় "বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে প্রচলিত মত সমূহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের পার্থক্য কোথায়" এই বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয় মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশন-বিবরণী

[৭]

শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীচৈতন্যমঠ—আকর-মঠরাজ। গুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় বিশ্রম্ভতা প্রদর্শন-ফলে শ্রীপাদ নরহরিপ্রভু সেই আকরমঠের রক্ষকের পদে শ্রীগুরুদেবের দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অনলস ও অক্লান্ত হইয়া অনুক্ষণ গুরুগৌরাঙ্গ সেবা করিতেছেন—বিনয়, নম্র-ব্যবহার, বৈষ্ণবোচিত ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা-দ্বারা সকলের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মহানন্দজী শ্রীভাগবত আসন ও শ্রীএকায়ন মঠের স্নিগ্ধ ও বিশ্রম্ভ সেবা করিয়াছেন এবং করিতেছেন ও নানাভাবে শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট-প্রচারের ঔজ্জ্বল্যের জন্য সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী

ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী ছায়ার ন্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভুর অনুগামী। শ্রীধাম-মায়াপুরে যে কীর্ত্তন সৌধ, শ্রীকুলশীর্ষক এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ঘাট প্রভৃতি দর্শন করিতেছেন, ইহা ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজীর সেবা চেষ্টারই নিদর্শন স্বরূপ। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন সেবায় এবং গৌড়ীয়মঠরক্ষককে সর্ব্বভাবে সাহায্য-করণে ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী মঠরক্ষকপ্রভুর দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ।

ব্রহ্মচারী শ্রীহয়গ্রীবজী

ব্রহ্মচারী শ্রীহয়গ্রীবজী দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট প্রচারে বিশেষ উৎসাহ ও বিশ্রম্ভ সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী

ব্রহ্মচারী শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রীজী অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে শ্রীধাম-পরিক্রমার জন্য আনুকূল্য সংগ্রহ এবং শ্রীধাম-পরিক্রমাকালে যাত্রিগণের শয্যা-যান-বাহনাদির সংরক্ষণ ও বন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও আদর্শ সেবা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহনজী

ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন গুরু গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গের যানাদি পরিচালনে বিশেষ কৃতিত্ব ও সেবা চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবকগণ

ব্রহ্মচারী শ্রীনরসিংহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাগানাদি রচনায়, ব্রহ্মচারী শ্রীমদনগোপাল ভাণ্ডার রক্ষণে বিশেষ কৃতিত্ব ও পরিশ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাস বনচারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য ভোগের শাক-শব্জী এবং শ্রীধামোৎপন্ন নানাপ্রকার কৃষি সামগ্রী উৎপাদনে যে অক্লান্ত সেবা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আদর্শ স্থানীয়।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসীজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার দ্রব্যাদি আনয়ন এবং শ্রীধাম পরিক্রমাকালে বাজার হইতে মহোৎসবাদির বিভিন্ন প্রকার সম্ভার-সংগ্রহাদি-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভা এই সকল সেবকগণকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ পাল

কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল বি, এ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবকালে এবং শ্রীধাম-মায়াপুরে কমিশনার বাহাদুরের আগমনকালে মোটর যানাদি প্রদানের দ্বারা বিশেষ সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা এই জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

মিত্র ভ্রাতৃদ্বয়

কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মিত্র ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীগৌরজয়ন্তী শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরকুণ্ডের [illegible] প্রাসাদোপম [illegible] তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পরলোকগত প্রধান সভ্য ভক্তিসুহৃদ্ মহাশয়ের প্রতি অভূতপূর্ব্ব পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ভক্তি-সুহৃদ

ভোরণাদির লৌকিক-বর্ণনা, শ্রীধাম-মায়াপুরে যাত্রা, শ্রীধামে ও শ্রীগোদ্রুমে নিত্য হরিকথা শ্রবণাদি বিষয়ে সুন্দর প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তজ্জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা উক্ত গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র গুহ

কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র গুহ মহাশয় একজন বিশেষ ভক্ত। তিনি ঐশ্বর্য্য ও শ্রীসম্পন্ন হইয়াও বৈষ্ণবের নিকট অমানীমানদ। ইনি কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত বস্ত্রব্যবসায়ী। শীতকালে ভগবৎসেবক গণকে বহু কম্বলাদি শ্রীঅঙ্গের দান করিয়া তিনি অশেষ ভক্তানুগ্রহ সঞ্চয় করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম, তিনি উপস্থিত মায়াপুরে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিবার সাধু সঙ্কল্প করিয়াছেন। গত ফাল্গুন-নবদ্বীপ পরিক্রমাকালে তিনি সেবক সেবিকা সহিত শ্রীধাম পরিক্রমা সেবায় উদ্যোগ দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। বিনীত, ধর্ম্মপ্রচারিণীসভা এই স্নিগ্ধ ভক্ত মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

বৈষ্ণবের চাবুক

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবাঙ্কার, বি.এল্)

চাবুকের যন্ত্রণার কথাটা যখন স্মরণ হয়, তখন প্রাণটা যেন শিহরিয়া উঠে। অহো! মায়া জীবন আর চাবুকের বিভীষিকা ঘুচিল না! শৈশবে মাতার নিকট, বাল্যে পিতার নিকট পঠদ্দশায় পাঠশালার গুরু মহাশয়ের নিকট, যৌবনে সর্ব্বোপার্জ্জনে অক্ষম হইলে গৃহিণীর নিকট, প্রৌঢ়াবস্থায় ও বার্দ্ধক্যে পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়স্বজনগণের মনোরঞ্জনে অক্ষম হইলে তাহাদিগের নিকট ঐ চাবুকের ভয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াই রহিল।

সাঙ্কা-জীবনে মনে করিলাম, উপযুক্ত হইতে সংসার ভার গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম-সুখ লাভ করিব। কিন্তু হায়! এই সংসার-তটিনীর স্রোতের যে শেষ নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মাঝে সংসার ছাড়িবার অভিনয় মাত্র করিলে ত আর সংসারাসক্তি যায় না। আমি মধ্যস্থ সংসার করিতে করিতে ভোর-পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিলে সংসার কাহার ছাড়িবে কেন? যতদিন পর্য্যন্ত ... সাধুসঙ্গে নিজস্বরূপ অবগত হইয়া সংসারে বিরক্তি আসিবে এবং কাঞ্চনের প্রতি ... শ্রীপাদপদ্মে শরণা-গতি লাভ করিতে পারি, ততদিন ... আর আমার উপায় নাই। স্বরূপ-কৃপা ব্যতীত সংসার ছাড়ান যায় না।

তাই জীবন-প্রভাতে ও হৃদয়ে নূতন নূতন আশা লইয়া এই সংসার-মরুতে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের ন্যায় কোন্ অজানা পথে চলিয়া যাইতেছি এবং তাহার ফলে ত্রিতাপানল চাবুকের দ্বারা প্রহৃত হইতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। অপরাধীর চরিত্র সংশোধনে ... একই চাবুকের ব্যবস্থা। যদিও বর্ত্তমানে সভ্যজগতে অপরাধী ব্যক্তির প্রতি চাবুকের ব্যবস্থা দণ্ডবিধি আইনের মধ্যে স্থান পায় নাই, তথাপি মাদৃশ অজ্ঞানান্ধমুগ্ধ বৈষ্ণবাপরাধী ও পাষণ্ডী ব্যক্তিবিশেষের জন্য সাধু বৈষ্ণবগণের নিকট উহার প্রয়োগ অদ্যও স্থগিত

জীবের স্বভাবে ভগবদ্বিমুখতা সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ভগবদ্বিভায় জীব স্বতন্ত্রতার একটী অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছে। তাই তিনি স্বাধীনতার অপব্যবহারকল্পে তাহার নিত্যপ্রভুর নিত্য সেবা ... নিজে ... মাইবার অধিকার করে এবং বিশ্বের যাবতীয় ভোগ্যবস্তুকে পরস্পরগুলি বিশ্বপতির ... লাগাইয়া তুচ্ছ বিষয়ে ভোগাভিমানে স্বয়ং ভোগ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে, তখন কৃষ্ণবহির্ম্মুখী ... শক্তি মায়াদেবী তাহাকে এই সংসার-কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপর ত্রিতাপস্বরূপাত্মক চাবুক প্রয়োগ করিতে থাকেন।

কৃষ্ণবিমুখতার জন্য মায়া কর্ত্তৃক ব্যবহৃত চাবুক জীবের প্রতি কিরূপভাবে প্রযুক্ত হয় এবং জীব কি উপায়েই বা সেই চাবুকের যাতনা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, তাহার একটী বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই যথা,—'এই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥ কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥ তার উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥

হে ভাগ্যবন্ত, মায়াদেবী যখন তাঁহার মনোহারিণী বিভূতি উদ্ভূত করিয়া যাবতীয় চিত্তাকর্ষক ভোগ্যোপযোগী উপাদান ও ধন সৌন্দর্য্যাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ কামনা ... ইন্ধন যোগাইতে দেন, তখনই আমরা মনে করি যে, আমাদের শুভদিন। সংসারে ভোগোন্মত্ত আমরা সাধুসঙ্গের অভাবে মায়াদেবীর এই বঞ্চনাটী বুঝিতে পারি না। উষ্ট্র যেমন কণ্টক চর্ব্বণে ক্ষতবিক্ষত মুখ-গহ্বর হইতে নির্গত নিজ রক্ত আস্বাদন করিতে করিতে আনন্দ লাভ করে, আমরাও তদ্রূপ এই সংসারে ত্রিতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়াও আবার এই সংসার সুখকে বহুমানন করিয়া থাকি।

করিগুরু-বৈষ্ণবের চরণে প্রপন্ন হইয়া বিবেক বিচারের ফলে আমরা যেই দিনকেই আমাদের শুভদিন বলিয়া গণ্য করিতে পারিব, যেদিন সাধু-বৈদ্যগণ আমাদের রাগোপশমের জন্য আমাদিগকে মন্ত্র দানপূর্ব্বক আত্মনিবেদনরূপ চাবুকের দ্বারা দৃঢ়ে কশাঘাত করিতে করিতে মনের যাবতীয় দুষ্কামনাগুলি দূরীভূত করিয়া হরিসেবায় উন্মীলন পূর্ব্বক শিখাইয়া দিবেন,—'অন্য অভিলাষ ত্যাগ এই বিধিরূপ ... সাধু, কৃষ্ণভক্তি ... ॥

গুরুবৈষ্ণবের সেই উপদেশ যখন আমাদের জীবনে কার্য্যে পরিণত হইবে, তখনই আমরা ঐ চাবুকের বিভীষিকা হইতে অব্যাহতি পাইব। উহার প্রকৃত মহিমা উপলব্ধি ... করিব। তখনই চাবুকের ন্যায় বৈষ্ণবের ... ও আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং বোধ-হইবে। ইহা আর উৎপাদক না হইয়া ও ভয়-বিনাশক; এই চাবুকের কৃপা-লাভ করিবার জন্য আমরা কায় মন ... নিয়োজিত করিব; ইহার ... করিবার ভয় আমার নাই। আমার মনে হয়, সাধুর নিকট পাষণ্ডীর কৃপা করিবার জন্য ব্যাকুলতার ... কৃপাময় মহাপ্রভু,—'তবে পাপি মোরো তার শিরের উপরে' এই যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই ভক্ত বৈষ্ণবের চাবুকের মহিমা সম্যক্ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা গুরুপাদপদ্ম কৃপা কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে স্খলিত হইয়া অনন্ত নিরয়-গর্ত্তে পতিত হইতেছি। সংসার সাগরের হাবুডুবু খাইতে খাইতে যখনই আমরা স্খলিতপদ হইয়া গুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হই, তখনই বৈষ্ণবঠাকুর-গণের ঐ চাবুক আমাদিগকে শাসন করেন। আজ বৈষ্ণবের এই চাবুক যদি অহরহঃ আমাদিগকে প্রতি পদে শাসিত না করিত, তাহা হইলে কোনদিন কি আমাদের এই শ্লোক কীর্ত্তন করিবার অবসর হইত;—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা-

ডেষাং আশা মহিষ ন কৃপা ন ত্রপা

নোপশান্তিঃ।

উৎসৃজ্যৈতান্থ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-

স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং

নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ১২ই চৈত্র তারিখে মধ্যাহ্নকালীন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৃহস্থগণ কি ভাবে আত্মীয়স্বজন সহ গৃহে অবস্থান করিয়া আত্মপতনস্থল গৃহান্ধকূপে পতিত না হইয়া সকলেই আনন্দোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সে বিষয় যুধিষ্ঠির-নারদ সংবাদ হইতে এমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সকলে বিষয়ে নিরয় গৃহস্থগণ কৃষ্ণসেবা পথের সন্ধান পাইয়াছেন।

অপার করুণাময় শ্রীভগবান্ জীবকুলের প্রতি যে কত সদয়, তাহা বর্ণিবার ভাষা মানবের নাই। অচৈতন্য বস্তুতে প্রবিষ্ট করিয়া জীবগণকে চৈতন্য প্রদান করিবার ... তিনিই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ভগবদ্বক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্বাসীর দ্বারে দ্বারে স্বীয় সেবোন্মুখগণকে প্রেরণ করিয়া সেই দয়াময় ভগবানের মূর্ত্ত দয়া-বিগ্রহের পরিচয় দিতেছেন। জগতে জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব মোচনের নাম—'দয়া' বলিয়া কথিত হইলেও তাহা ছোপ-রঞ্জিনী মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া—অমলোদয়-কল্প, জীব অনুক্ষণ বুঝিতে যতই এই দয়ার বিচার করিবে, ততই চমৎকৃত হইয়া চৈতন্যচরণে অধিকতরভাবে শরণাগত হইবে।

ঐ অঞ্চলে বেশধারী তথাকথিত সাধুগণ সরল গৃহস্থগণকে 'প্রবঞ্চনা' করিয়া অনন্ত বৈষ্ণবের প্রতি অনাস্থা এবং প্রচারি-গণের মধ্যে ব্যভিচার স্রোত আনয়ন করিয়াছিল, আজ সেই স্রোতধ্বংসকারিণী প্রকৃত সত্যের কথা শ্রবণ করিয়া এক নূতন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠের কথা যাহাতে সুষ্ঠুরূপে প্রচারিত হয় সেজন্য সত্যানুসন্ধিৎসুগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

সর্ব্বত্র শ্রীগৌরকথা প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া ভক্তগণের আনন্দ আর ধরে না। শ্রীভগবানের সেবাধর্ম্ম-বিমুখতাই নিত্য ভগবদ্দাস জীবগণের দুঃখের কারণ। সেই ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনায় জীবের স্বরূপানুভূতিতে নিত্যানন্দ লাভ অতি সহজপ্রাপ্য।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও মিশ্রিত ধর্ম্ম, শ্রীগুরু-শিষ্য ও অন্যতত্ত্বজ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনের তাৎপর্য্য প্রমাণ, বৈধ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবস্মৃতির স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মহাভারত, বৈধী-ভক্তি ও রাগভক্তির ভেদ, ইতিহাস, অদ্বৈতবাদী গুরু-ভক্তে ভেদ, জীবের বদ্ধ দশা ও মুক্ত, বৈষ্ণবগৃহস্থের বিচার, ভক্তির অধিকারি-নির্ণয়, কর্ম্ম ও জ্ঞানিজনের প্রকৃতি, সাধুসঙ্গ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে ঈশ্বরতত্ত্ব, ভগবান ও জীবাত্মার প্রভেদ-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, সম্বন্ধজ্ঞানের সাধন অভিধের কারণ, শ্রবণাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব, সদ্গুরুবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তের আবশ্যকতা, সাধুসঙ্গ, নামাপরাধ, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি এমন সকল সাধ্যসাধনের অত্যন্ত গূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন বিষয়ে কাহারও অজ্ঞতা বা সংশয় থাকিবে না। এমন গূঢ় বিষয়কে এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষা এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীনিবাসগোস্বামী-শ্যাম-মনোমোহিনী-সংবাদে এই গ্রন্থখানি উদিত হইয়াছেন। আবার সূচিপত্র দেখিয়া, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সুগম করা হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—ডবল সাইজ ২৭ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

নূতনপ্রকাশিত—২৲ দুই টাকা

আষাঢ়া—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাধারণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ধর্ম্মের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও সমাধিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার নিত্য কি? ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, নিত্য কি? এতদ্ভিন্ন বিষয় মাত্রেরই এবং পুরুষভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীল গোস্বামী গ্রন্থে শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে আত্মধর্ম্মের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

সম্পাদক

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও পদের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাপরাধ শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে উচ্চারণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু, নামাভাস, নামাপরাধ পরিহার বিষয়ে যে সকল বিচার প্রদান করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে পরিচ্ছেদভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-প্রণীত। ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ এক আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাপ্ত।৩

(সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষার অর্থ ২। পরিপ্রশ্নভাবের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণু এবং সম্পত্তির শ্রীমন্দির ও বিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও ভাগবতমতের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, বিষয়বিশেষের তালিকা ও পরিষ্কার আকারমুখে সারগর্ভ বিষয়। চারিখণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের চরিত গ্রন্থ। ইহার ষট্‌সন্দর্ভের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। গ্রাহকগণ ডবল ক্রাউন ৮ পৃষ্ঠায় ৩৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্কলিত

সাধারণস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

কে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল

আসি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন

পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাজার তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে কে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কলিকাতার কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় লবণ, ম্যাগ্নেসিয়ার কুইনাইন্ পাওয়া যায় এবং ইউনিফেব্রিউজ আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেকশন করিলে এক বা দুটী ইঞ্জেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়ার যন্ত্রণা ও উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

১ ডজনপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাহির কোমফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটরীজ

২৯।১ নং হেদুয়াপুকুর লেন, কলিকাতা।

মোড়ায়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্মৃতি-গ্রন্থাবলী :—

হরিকীর্ত্তন

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্দময় হইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে নমস্কারচ্ছলে নিকপটে যে প্রকারে সমর্পণ হইতে হয়, তদ্বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ভিন্ন সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন ভাবে ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া অপরাপর যে সকলকে কল্যাণ বলিয়া মনে করি, তাহা কি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা স্বয়ং কল্যাণ তাহাকে জানিলে এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণকর তাহাকে জানিলে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাষায় লিখিত। এই পুস্তিকের প্রত্যেক কথাগুলি কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বিশ্ব জসভ দ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীবটপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাম্বন্ধ-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাম্বত ভক্ত-ভূমী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা ন্যায়-বৈশেষিক-যোগ-গীতা-সূত্র-পুরাণ চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং কৃপায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাম্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের কৃপাক্ত বিগ্রহের নিত্য নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাম্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠির কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দিবসকাল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নবকান্তিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, সাহিত্যশাস্ত্রী শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

---

(২) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথেশ্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীকিশোরানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম-দাস অধিকারী, সেবাদাসী শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিতাইচাঁদ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরামধাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, রামচন্দ্রপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী

(৭) খানন্দ সুখদ কুঞ্জ

[illegible] নদীয়া।

[illegible] ব্রহ্মচারী

রক্ষক—[illegible]

(৮) শ্রীগোর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রাণপ্রিয় গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীকবিরাজদাস অধিকারী।

(৯) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দাঁতোগঞ্জ, মেদিনীপুর, পোঃ ও ষ্টেঃ পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমভদ্র—

মাউগাছি, নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান।

শ্রীগদাধরের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-গ্রন্থাদি গৌড়ীয় প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৩. শ্রীএকায়ন মঠ

চৌলাগাড়া, নবদ্বীপধাম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅনুকূলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

[illegible] পুরী।

পুরুষোত্তম প্রচার কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-গিরিধারীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫. শ্রীগোপালজী মঠ

[illegible]

গৌড়ীয় [illegible]

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

---

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ত্রিদণ্ডিস্বামি-প্রাচার্যোত্তমে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তি-সম্ভারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জাতি সমার্থে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের বাঙ্গলীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌড়ীয় প্রচারার্থ এক যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ভাষাসমিষ্টি মাসিক পত্রিকা হিন্দীভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সম্প্রদায়-চতুষ্টয়-বৈষ্ণব, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গীতা-পালা ও কথাগ্রন্থের সমাক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশবজী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ গুণানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ দাসপরাধী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদীশ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীগোপীজনোত্তম, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ কবিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যা-রত্ন পঞ্চানন প্রভৃতি

১৬। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

কলিকাতা পল্লীস্থ সকা, পালির চাঁকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা। রক্ষক শ্রীপূর্ণপদ ব্রহ্মচারী।

১৭। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চকলিয়া, বাসুদেবপুর, মোরলীপুর।

এখানে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীজগন্নানন্দদাসজী। ব্রহ্মচারী পরমানন্দ

১৮ আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগ ক্ষিকা গান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীহরিপদ ঘোষ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পুরীধাম, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরোত্তমানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, অনন্ত [illegible] রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]দেবেশ্বরী প্রাণবল্লভজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসবিহারী

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যা [illegible], পুরী

[illegible] রক্ষক শ্রীগোবিন্দবিনোদদাস [illegible] বর্দ্ধমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনর [illegible]

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথলেনপুরী, কাশী।

গৌ-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

২৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনবদ্বীপধাম কুল, শ্রীরাম বৃন্দাবন।

শ্রীরাধা-শ্রবণমাহাত্ম্যের সেবা। রক্ষক—শ্রীগোপীবিলাস ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বেদান্তাশ্রমের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভক্তিসংরক্ষক ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়রকুণ্ড, চরকুণ্ড, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীহরে-পানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ [illegible]

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গনে [illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]

(২৭) শ্রীমধ্বগৌড়া [illegible]-মঠ

[illegible] পোঃ মাধু, রাজপুতানা

এখানে [illegible] কৃষ্ণমূর্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্তমান। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৮) শিল্পী-গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

[illegible] শিল্পী।

রক্ষক [illegible] শ্রীমাধবানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীম [illegible]

(২৯) গোপালপাড়া [illegible]

রক্ষক—[illegible] শ্রীগোপেশ্বর

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যদ্বয় সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। মুক্তিমঞ্জিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা)
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাজাতি (প্রথম চারিখণ্ড)
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)
১৮। ভজনরহস্য ।০
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ।০
২৩। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ।০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
২৯। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১॥০
৩৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪০। গীতমালা ৴১০
৪১। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪২। নবদ্বীপশতক ৴
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। সাধনকণ্ঠ ৴০
৪৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৬। শরণাগতি
৪৭। গীতাবলী ৴০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। সাংখ্যবাণী ৴০
৫০। অর্থপঞ্চক ৴০
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৴০
। অর্চ্চনকণ্ঠ ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৪। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৫। সারাংশবর্ণনম্ ৵০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৫৭। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। নামভজন
৫৯। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬০। বৈষ্ণবজন ।০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৩। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ।০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু
৬৬। সাধন পথ
৬৭। গীতাবলী
৬৮। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কীর্ত্তি-নন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণকর্ণবিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয়খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীপাদপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী ভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্ম প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রদর ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক বেদনা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিদ্যার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-নবদ্বীপ—মায়াপুরাদি কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভাষে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল রোজ-টু কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধামে বসিয়া ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। আট আনা মাত্র।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গুরুচরিত্রের চরিতাখ্যানসহ প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলোরিন পীচিত

অব্যর্থ নিরাময় ব্যবস্থা আলোকে।

প্রকাশের ও ব্যবহার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মঞ্জরী

বটিকার মত ও বাষ্পাকারে, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস প্রভৃতি রোগে, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, হৃদ্‌কম্পন, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিকার আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মেহনাশক"

পুরাতন রোগে ৩ দিনে ও নূতন রোগে ৭ দিনে আরোগ্য করিতে ৭ বার ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"কুক্কুটালিলোহিনী লাক্ষিকা"

বীর্য্যস্তম্ভন করত পুরুষত্বশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেঙ্গল-ঔষধী

১৩৭।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

ও

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া ইলেক্ট্রিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৬৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোটাই**

প্রমেহ ও অণ্ডকোষের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটফোলার মহৌষধ। ডিবা ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার সুধীজন সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০।৯২ নারিন্দাপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি পৃথিবীর মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি ধাত্রীরা নানাবিধ অনিয়মিত ঔষধ অনভিজ্ঞ লোকে খাইয়া এই কথা বলিয়া থাকে মরা হইয়া গেছিলাম এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ দাঁড় দাদড়া, অম্বুবিক ডিলেরা, নেফ্রাইটিস, হাইড্রোসিল, অণ্ডবৃদ্ধি, অশ্ম এবং স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় যোনি রোগ, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, মৃতবৎসা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ইষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্পেন্সার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সাজিটরন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবায় ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৩৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজপুর, পার্কে-সিং পোঃ, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীশ্যাম মাতৃকা মদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

দৈনিক গৌরা-প্রকাশ

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ ... বিদ্যা... বেদান্তবাচস্পতি [২৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর - ২১শে চৈত্র শনিবার ১৩৩৭, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩১

নাম

শ্রীধাম মায়াপুরে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

... এপ্রিল ২০শে চৈত্র শুক্রবার ... শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ... পরিব্রাজকাচার্য্য ও অষ্টোত্তর ... শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক বিপুল সমারোহে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' নামে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় বহু হিন্দুমুসলমান এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু সম্ভ্রান্ত লোক উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত সম্পূর্ণ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

কুষ্টিয়া ষ্টেশন দাঙ্গা—মামলা প্রত্যাহৃত

কুষ্টিয়া ষ্টেশন দাঙ্গা মামলায় কতিপয় কংগ্রেসকর্ম্মী এবং স্থানীয় অনেকজন লোক ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ও ৩৫৩ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ... অনুযায়ী উক্ত মামলা প্রত্যাহার করা হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ... হইতে তিনি মামলা চালাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি উহা প্রত্যাহার করিবার আদেশ দিয়াছেন।

লণ্ডনে মহাত্মার অভ্যর্থনা

মহাত্মা গান্ধী লণ্ডনে অবতরণ করিলেন, ... তথায় সকলস্থ ভারতীয়গণ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। ভারতীয় গণতন্ত্র-সঙ্ঘের তাঁহা নির্ব্বাহক সমিতিতে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মহাত্মা গান্ধীকে শ্রীতিভরে অভ্যর্থনা করা হইবে এবং তদীয় ইচ্ছানুসারে সকলের কার্য্য সম্পাদিত হইবে। পার্লামেন্ট মহাসভার সদস্য মিঃ পীটার ... উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নিয়ে মীমাংসা প্রার্থনা করায়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রশংসা করিয়া এবং উহার নীতি অনুসারে মীমাংসা সম্পর্কে সকল সভ্যবাদ-স্থানে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া পার্লামেন্ট নির্ব্বাহক সমিতিতে ... পরিগৃহীত হইয়াছে।

লণ্ডনে মহাত্মার অভ্যর্থনা

শ্রীধাম মায়াপুরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

ফাঁসী রদের চেষ্টা

করাচি কংগ্রেস হইতে তারযোগে ৫ লক্ষ সংবাদ প্রেরিত

লাঞ্ছিত কর্ম্মী সম্মিলন

কুষ্টিয়া ষ্টেশন দাঙ্গা মামলা প্রত্যাহার

সতীন্দ্রসেন কারামুক্ত

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর

ফাঁসী রদের চেষ্টা

নীলেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রতি যে ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে তাহা রদ করিবার জন্য সম্প্রতি বরিশালের টাউন হলে ... সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

হাজমারী জিলার খাঙ্গী গ্রামেও এই উদ্দেশ্যে এক মিটিং ... হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ মাজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় এক সুদীর্ঘ এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, নীলেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রতি যে ফাঁসীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে, গভর্ণর যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহা রদ করিয়া দেন।

কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে শ্রীধাম-পুরের এক মিটিং অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সেই সভায়ও উপরোক্ত মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

করাচি কংগ্রেস হইতে তারযোগে ৫ লক্ষ লোক প্রেরিত

করাচীর সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ এবার করাচি কংগ্রেস হইতে মোট ৫ লক্ষ শব্দ তারযোগে প্রেরিত হইয়াছে। এত শব্দগুলি একত্রিত করিলে সাধারণ সংবাদ-পত্রের ৬ শত স্তম্ভ পূর্ণ হইতে পারে। ভারতে এরূপ ব্যাপার আর কখনও হয় নাই।

করাচি হইতে বোম্বাইয়ের পথে বৃটিশ আমেরিকান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে ১০ হাজার শব্দ তারযোগে প্রেরিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র সেন কারামুক্ত বরিশালে প্রবেশ নিষেধ

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন ... জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু কারাগারের দ্বারদেশে ... সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক বরিশালে ... করিতে নিষেধ করায় তিনি ... অনুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি নিষেধাজ্ঞা জারি ...

পুরীর সংবাদ

পুরীর [illegible] দিনের যে [illegible] কোর্টে চলিতেছিল [illegible] খালাস হইয়াছেন। পুরীর [illegible] আধুনিক আচার [illegible] বিরোধী [illegible] করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। [illegible] হিন্দু এবং [illegible] প্রত্যেক [illegible] হিন্দুকে [illegible] অধিকার আছে [illegible] বাধা দিতে পারেন না। [illegible] উপস্থিত [illegible] বাবু [illegible] পক্ষে [illegible] ব্যবসায়ীদের আবেদন [illegible] করিয়া [illegible] দায়ের করিবেন [illegible]।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নব-কলেবর

আগামী [illegible] সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নবকলেবর হইবে। [illegible] বৎসর, কখন কখন [illegible] বৎসর পরে [illegible] নব কলেবর হইয়া থাকে। [illegible] সেই [illegible] পুরীর [illegible] কিন্তু [illegible] একটি [illegible] শ্রীজগন্নাথদেবের [illegible] জন্য [illegible] লোক [illegible] আসিয়াছেন [illegible] সেইদিন হইতে [illegible] পূজা [illegible] থাকিবে। [illegible] নব-কলেবর [illegible] [illegible]

[illegible] ভক্ত [illegible] আসিয়াছিলেন। [illegible] সাধারণ [illegible] সুযোগ [illegible] দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইবে [illegible]।

[illegible] কালের [illegible]

[illegible] যাত্রী [illegible] অনেকে [illegible] করিতেছেন। [illegible] সমুদ্রতীর [illegible] রাখিয়া দিবে। [illegible] কবিতে [illegible] পুরীর [illegible] হইতে পারিবে।

ভুবনেশ্বরের সংবাদ

[illegible] লিঙ্গরাজ [illegible] ভুবনেশ্বরের [illegible] মন্দির [illegible] উৎসব [illegible] জানা গেল।

[illegible] দিন [illegible] বালক [illegible]

[illegible] সাধারণ [illegible] অবস্থা [illegible]

[illegible] মাসে [illegible] ভুবনেশ্বর মন্দিরের [illegible] পুরীর পুলিশ [illegible] টাকা [illegible] মন্দিরের [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কোন আপত্তি না [illegible] মুক্তি পাইয়াছেন।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] রাজনৈতিক [illegible] বন্দীদের [illegible] মুক্তি [illegible]

[illegible] পূর্ণ স্বাধীনতার [illegible] কংগ্রেস [illegible] পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা [illegible]।

[illegible] বন্দীদের প্রতি [illegible] বর্ণনা করেন। [illegible] বন্দী [illegible] মুক্ত করিবার [illegible]

[illegible] রাজনৈতিক [illegible] বন্দী [illegible] প্রস্তাব [illegible]

[illegible] রাজনৈতিক বন্দী [illegible] প্রস্তাব করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীগৌরাব্দ আহাপুর—২১শে চৈত্র, শনিবার—১৪৩৭

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশন-বিবরণী

[৮]

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জনমোহন দে ভক্তিভূষণ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দে মহাশয় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন সেবায়, কমলাপুরের গোপালগাঁটির নূতন শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে, গোপালগাঁটির মহাপ্রবেশ-মহোৎসবকালে, শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাবলী ও পত্রিকাদি মুদ্রণে যে অক্লান্ত পরিশ্রম, অনুরাগ ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধাম প্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ভক্তিভূষণ

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বলেন যে, শিশাচটি-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কোলমাফেট পরম ভাগবত ভক্তিবর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুরে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ দ্বারা শ্রীগৌরপ্রেমকাব্য সুষ্ঠুভাবে একরূপ অসমাপ্তরূপে সেবা করিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। তিনি যে গৌরভক্তের তরে সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার অকপট ভক্তি এবং শ্রীগৌর নাম, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয়। তিনি যে সকল কয়লার খনির স্বত্বাধিকারী, সেই সকল খনি দর্শন করিয়া ওয়েষ্টার্ণ পাশ্চাত্য খনিবিদ্‌গণ একরূপ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ইহা বাস্তবিক coal field এর অংশবিশেষ, তিনি gold field এর অধিকারী। তাঁহার খনির এক এক টুকরা কয়লা এক এক টুকরা সোনার মত মূল্যবান্। যখন শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীধামের ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ-সঙ্কল্প ইঁহার কর্ণগোচর করাইবার জন্য আমরা বিভিন্ন কয়লার খনিতে কয়লা ডিকার্থ গমন করিয়াছিলাম, তখন পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের নিকটও উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি আমাদিগকে এক গাড়ী কয়লা ডিমাণ্ড দেন; কিন্তু কয়লা পাসেঞ্জার ট্রেণে সোথায় পাইব, যখন জানাইয়াছিলাম, তখন স্বভাবতঃই পরমা ভক্তিমতী মাতা ঠাকুরাণী অর্থাৎ আমাদের শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণের সহধর্ম্মিণী মহোদয়া শ্রীধামে কয়লা পাঠাইবার ভাড়া নিজ ব্যক্তিগত তহবিল হইতে প্রদান করেন। সুতরাং ইঁহারা উভয়েই স্ব স্ব ভাবেই ভগবানের প্রতি অনুরাগী। বৈষ্ণবগণের সঙ্গফলে ভক্তিভূষণ ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয় কেবলমাত্র একখানি ইট পোড়াইবার কয়লা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শ্রীমায়াপুর ভক্তিপ্রেমিক ও ভক্তগণের বাসস্থানের জন্য একটী বিপুল ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। 'ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা' নামে শ্রীমায়াপুরের তীরে সেই বিপুল সৌধশোভা পাইতেছে। ইন্দ্রনারায়ণের সেবা এতটুকুতে সমাপ্ত হয় নাই। ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিবার পর তিনি ভগবদ্‌গুরুর পাদপদ্ম হইতে শ্রীচরিতামৃত মন্ত্রমধ্যে দীক্ষিত হইয়া পুনরায় শ্রীঅদ্বৈতভবনে একটী অদ্বৈত-মন্দির ও তোরণ নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা তাহার ভিত্তি সংস্থাপন করাইয়াছেন। তিনি অদ্বৈত শ্রীমন্দির ও তোরণ নির্ম্মাণে সম্পূর্ণ ব্যয়ভার উহাতে এবং ভাগবতসেবায় উৎসাহ দান করিবেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের গৌর-নিত্যানন্দ এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তি স্নেহে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, তিনি প্রবীণ হইয়াও নবীনের ন্যায় উৎসাহে যে সকল সভা যাঁহাকে দেখেন, তাঁহারই নিকট অকপটে প্রচার করিতে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করেন না। তাঁহার এই সকল গৌরকৃষ্ণ কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য শ্রীধাম প্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অদ্বৈত প্রসাদ দে

মেদিনীপুরের অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দে এম. এ, বি, এল মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় হইতে ঈশোদ্যান পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পাকা রাস্তার অভাবে পথচারিগণের শ্রীধাম মায়াপুরে যাতায়াতের ক্লেশ হয়। তিনি পাকা রাস্তা নির্ম্মাণের আনুকূল্যে সহজ-সেবার সুযোগ্য এক প্রকার পথপ্রদর্শনের কার্য্য করায় তদ্বিষয়ে সহলোকের সেবার আদর্শ ও সাফল্যের কারণ হইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এতদ্ব্যতীত অদ্বৈত বাবুকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন

আশা

আশার আশায় ভুল ক'রে
আশার বহি ছড়িয়ে দি;
কালের মুখে আনকো দেখি
জীবন যৌ ন ভরি'খানি।
খেলায় মাতি' ছিলাম যথা
খেলার সাথি নাইকো সেথা;
কে জানে হায় কেমন ছবে
থাকবো নাকো এই ভুবনে।
তখন কত আশার লেখা
মাখিয়েছিল কোমল মন;
ভবিষ্যকালের ভবন কথা
জাগিয়েছিল অনুক্ষণ।
দেখি এবে ভোরের আভা
বিদায়ভেরী দিতেছ ডাকি,
সুখের নামে নিকষে অসুখ
তবুও আশা আমায় ছলো।
অনেক ভেবে দেখ্‌ছি শেষে
শুধু দেবের কৃপা বলে;
আশার মুখে দিবো ছাই
নিরাশ-ভরে হরি বলে'।

যথার্থ জনকের সন্ধান

(শ্রীযুক্তা অর্চ্চনা দেবী-লিখিত)

অনাদি-বৈষ্ণবিতিহ্যের পরিচালিত হওয়ায় যখন যাহাই পাশ্চাত্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের এরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে যে, বিরূপ অবস্থার নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-সমূহকেই অবশ্য ও অবশ্য জ্ঞান করিয়া থাকি। চিরদিনের বদ্ধমূল সংস্কারবশতঃ অতদেহসম্বন্ধীয় বস্তুবান্ধবকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা করা, ও আমাদের ঘুটিকমে জীবন উৎসর্গ করাকেই চরম কর্ত্তব্য—নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। আর সেই জন্যই বৈষ্ণবের নিত্য প্রভাত-বেলা হইতে "পিতা ধর্ম্ম পিতা হি পরমন্তপ" "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" এই শ্লোকটী ভক্তিপ্লাবিত চিত্তে পাঠ করা অথবা কতই না শান্তি অনুভব করিয়া থাকি। মানবজীবনের চরম কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণার বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। যাহা একান্ত পরম, যাহা জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, পরিত্যাগ লৌকিক নীতির বহুমানে আমরা বদ্ধপরিকর। বিনয়াবনের এই উপলক্ষে আমরা, তাই আজ চলে এসেছি শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দের সেবাসোভাগ্যে একমাত্র বাস্য না ভুলিয়া কতদূর হৃদয়ে তথায়ই সমধিক শ্রদ্ধাবিনিত।

নিপুণ-পরাক্রমশালিনী মায়া-বিদ্যা আমাদের এরূপ বদ্ধধারণা উপস্থিত হইয়াছে যে, পরাদৃশ্য দুঃখী নিত্য বান্ধবগণ যখন প্রকৃত নিত্য সেব্য প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করাইবার জন্য নিরন্তরুক বাহুর দ্বারা আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিতে থাকেন। আমাদের চির-আচরিত প্রাকৃত ধারণাযুক্ত কড়া-সন্ধির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাঁহাদের স্বরূপের অনুশীলনের নিমিত্ত আমাদিগকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর হয়েন, তখন ইহাদের অমানব-নর-প্রভৃতি সেই পরম কল্যাণকর কার্য্যে বাধা দিবার জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত পার্ষদিক কৃষ্ণবিদ্বেষোদিত অসংখ্য দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া থাকি। তথাপি পরম কৃপালু বৈষ্ণবঠাকুরগণ আমাদের নিত্য মঙ্গল নিধানের নিবিড় গভীর রবে দিগ্‌বিদিগন্ত কম্পিত করিয়া লোকশিক্ষক, পরম বদান্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের—

"জগতের পিতা কৃষ্ণ সর্ব্ব বেদে কয়।
পিতারে যে ভক্তি করে, সে সুপুত্র হয়॥
সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার।
যেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সফল ব্যর্থ তার॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর ফল জন্ম তাপ॥"

—এই বাক্যের বাণী গাহিতে গাহিতে লৌকিক ধর্ম্মানুরাগী উচ্চশিক্ষিতাভিমানী পাণ্ডিত্যগণ আমাদের হৃদয়ে উদ্বিত হন। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, যেরূপ কৃষ্ণকে দুগ্ধ পান করাইলে তাহার যেরূপ বিষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমাদের ঐ প্রকার উপদেশামৃত আমাদের ক্রোধবিষ তেমনই বৃদ্ধি পায়। তাই ঈর্ষা, অবিশ্বাস, অহঙ্কার প্রভৃতি দোষে দূষিত হইয়া থাকি। তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত অভ্যর্থনা করিবার পরিবর্ত্তে প্রস্তুত হইয়া

আমাদের সমগ্র অন্তর যেন সত্যের বিরুদ্ধাচরণের জন্য একটা তিক্ত উত্তেজনা অনুভব করে। বিশ্বমোহিনী মায়াদেবী তখন আমাদিগকে এই বলে প্ররোচিত করেন "মূর্খ! মানী শুনিস্ না, ইহা যদি যথার্থ ভাবে গ্রহণ করিস্, তবে থেকে আর আমি তার দ্বার প্রান্ত রূপ রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধপূর্ণ এবিধির ভোগলে আনিয়া সুখের স্বপন দেখাইতে পারিব না, আর তোকে প্রেমের পুণ্যতীর্থ পথে পথে ভ্রমণ করাইতে পারিব না। ওরে অসার অনুগৃহীত সন্তান! ভাল করিয়া শুনিস্ বল করিয়া দে, নইলে, কি জানি যদি তোকে বিপথগামী (?) করে, তখন আর আমার কোন ক্ষমতা থাকবে না।"

জগজ্জননীর একান্ত অনুগত সেবক আমরা। তাই মহামায়ার আদেশপালনের

ফলের বিন্দুমাত্র আশাভঙ্গের পরিপূর্ণ, স্বপনকর শাশ্বতীন দৃষ্টি কারাগারে' যদি কোনও বাধা আমাদের দুরন্তগতি গৃহচিত্তে প্রেমময় জনকের ও স্বজনবর্গের মঙ্গল বার্তা লইয়া সমাগত হয়েন, তবে আমরা কতই হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে সেই দরদী বন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি! তখন আমাদের সেই অনন্ত রত্ন-ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিয়া কতযত্নে বাহিরে প্রকাশ হইতে চাই। আত্মজনের দীপান্বিত বন্দীর নিকট যাইয়া যদি কোন ব্যক্তি তাহার মুক্তির উপায়টী তাহাকে শিখাইয়া দেন, তবে কি সে উপকারীর অহিত আচরণ করে? না, পরমদয়াল বান্ধব-জ্ঞানে সেই হিতকারীর বন্দনা করে। কিন্তু আমরা এমনই অভাগাচ্ছন্ন যে, যখনই আমাদের প্রকৃত স্বদেশ গোলোক বৃন্দাবনের একমাত্র আরাধ্য সর্বজনক গোলোকপতির চরন-মঙ্গল উদ্বোধন-মন্ত্র লইয়া প্রকৃত দরদী বন্ধুগণ কারাতুল্য ধরণীতে মায়াবন্দী আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা নরকগমনের প্রশস্ত সেতুস্বরূপ অত্যন্ত ঘৃণ্য আচরণ দ্বারা শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর অসীম করুণাপূর্ণ অমল দানের প্রতিদান প্রদান করিয়া থাকি। বহু বহু জন্মের সুকৃতিফলে যখন আমরা মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিব, তখন বুঝিব আমাদের অপরাধ কত গুরুতর! তখন জানিব আমাদের অন্তরস্থ বেদনার প্রকৃত দরদী সাধু-গুরু-মুখ-বিগলিত উপদেশামৃত, যাহা এতদিন আমরা অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, একান্ত শরণাগত হৃদয়ে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আমাদের কারামুক্তির, যথার্থ জনকের সন্তানপ্রাপ্তির কোনও উপায় নাই।

আর গাব খাব না

এক সময়ে বালকগণ খাইতে খাইতে একটী কাকের পালায় পাকের আঁটি লাগিয়াছিল। কাক বড়ই বিব্রত হইয়া সেই সময়ে গোহত্যা করিল যে,—

"আর গাব খাব না।
গাবতলা দিয়েও যাব না।"

কিছুক্ষণ পরে গাবের আঁটি গলা হইতে বাহির হইয়া পড়ায় সেগুলি যন্ত্রণার অবসান হইল, তখন গাহিল,—

গাব খাব তাতে, দায় কি?
গাবের মত আছে কি?

যদি গাছটী না থাকিত, তবে কি খাইব? খাবার যে ত কিনিয়া খাওয়া যেতে পারে।

কাকের ন্যায় এই সংসারে অনেক লোক একবার দুঃখ পাইয়া দ্বিতীয় বার ভোগ করিতে দুঃখ পাইবে বলিয়া ভোগ পরিত্যাগ করে; কিন্তু দুঃখের অবসান হইলেই তাহারা দুঃখ ভুলিয়া যায় এবং সেই ভোগ পুনঃ করিতে অগ্রসর হয়।

ভোগে তীব্র আসক্তি বশতঃ কতু অভাবগ্রস্ত হইয়া ভোগ সংগ্রহে যত্নবান; কিন্তু অভাবমোচনে যত্নবান; কিন্তু অভাবমোচনে ভোগকে ত্যাগ করে না। অভাব মোচন উদ্দেশ্যই ভোগবাসনার তৃপ্তি করা। নিজের অভাব মোচন করিতেই অধিক, আবার আর একটী অভাবগ্রস্ত জীবকে নিজ ভোগতৃপ্তির জন্য আহ্বান করে অর্থাৎ পুরুষটী গ্রহণ করিয়া মনে করে যে, তাহাকে পাইয়া সে যথেষ্ট ভোগ করিবে; কিন্তু ফলে তাহার নিজের পরিবর্তে অপরের ভোগের উপাদান যোগাইতে যোগাইতে যখন প্রাণান্ত হয়, তখন সে দুঃখ করিয়া বলে,—হায় হায় কেন এমন দুষ্কর্ম করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু এমনি মোহনিদ্রা পানে মত্ত যে, ভোগাশাকে সে ত্যাগ করিতে পারে না, মনে মনে এ আশাটুকু রাখে যে, কোন দিন না কোন দিন অবশ্যই সুখ পাইবে। এইরূপ আশার আশায় থাকিতে থাকিতে একদিন মৃত্যু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দেয়। কিন্তু তাহাতেই শেষ হইল না, আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, আবার মরিবে। এইরূপে ভোগ-মুক্তিবশে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু হইতে তাহার নিস্তার নাই। কিন্তু যদি যাতবিক নির্বেদগ্রস্ত হইয়া কোন দিন সে বলিতে পারে-

কদা নু দিনানং কতি ন ক্ষতিয়া পালিতা
ছবি দেশা-
দেসং তাহা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানিথ যদুপতে সাম্প্রতং
অকুণ্ঠ-
স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং
নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মে॥

তাহা হইলেই সে প্রকৃত সুখের অধি

বোধ কোথায়?

(শ্রীপাদ 'পরমানন্দ প্রেমী দাসাধি কারী'

কথা উপাদ গদাধর ব্রহ্মচারী প্রেমে 'ত কাথো পলকে বহির্গত হইয়া ঢেক ভদ্রলোকের গৃহে উপস্থিত হইলে হাসিয়া বসিলেন, অনেকদিনের কাজে আমাদিগের সহ সাক্ষাৎ নাই। কারণ জানিবা থাকে, আমরা ঠাকুর। শুক্ল-বৈষ্ণবে বিরোধ অনেকটা স্বাভাবিক এবং এদেশে হইয়াই দাঁড়াইয়া আসিতেছে। এমন কি পুরাণে বেদান্ত গীতা চণ্ডীতেও ইহা পাওয়া যায়। উপস্থিত আপনারা অর্থাৎ গৌড়ীয় মঠ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে করিতে বাধিয়া ছেন, তাহাতে আমাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। আপনাদিগের প্রচার-ফলে অনেক শাক্ত বৈষ্ণব হইয়া যাইতেছেন। অতএব আপনাদিগের কার্য্যে সহায়তা করা দূরে থাকুক, বিরোধ করাই আমাদিগের ধর্ম্মসঙ্গত।

ব্রহ্মচারী ঠাকুর ভদ্রলোকের মনোভাব একটু আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আপনার মত স্পষ্টভাষী সরল লোক আমার বড় প্রিয়। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া একটু সময় দেন, তাহা হইলে অদ্যই এই বিরোধটী মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে। এবম্বিধ প্রস্তাবে ভদ্রলোক বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলিলেন, বেশ ত, অদ্য রবিবার, অফিস নাই, আপনি যতটুকু সময় চাহেন, আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

ব্রহ্মচারী ঠাকুর—আপনি যে কথাটী বলিলেন, তাহা ঠিক; কিন্তু আমরা যদি নিরপেক্ষ হইয়া তত্ত্ব-সম্বন্ধে একটু বিচার করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, ভগবৎ শাস্ত্রে বিরোধী বলিয়া কোন কথা নাই। পূর্ণ ঐক্যজ্ঞান সেখায় সদা বর্ত্তমান। বিরোধভাবটা ক্ষুদ্রজ্ঞানে অনভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত হয়। সুষ্ঠু বিচারে যদি দর্শন করা যায়, তাহা হইলে শুদ্ধশাক্ত ও বৈষ্ণবে বিশেষ পার্থক্য নাই। যেহেতু একজন অনন্ত শক্তির উপাসক ও অন্যজন শক্তিমানের উপাসক। শক্তির উপাসক শক্তিমানের সেবক না হইয়া থাকিতে পারেন না, আর শক্তিমানের সেবক সশক্তিক তত্ত্বের উপাসক, তাঁহার উপাস্যতত্ত্ব নিঃশক্তিক নহেন। অতএব "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" এই সিদ্ধান্তে শক্তিশূন্য শক্তিমান উপাসিত হইতে পারেন না, আবার শক্তিমান হইতে পৃথক তত্ত্বরূপে শক্তির উপাসনা কিরূপে হইতে পারে? সুতরাং বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আদিষ্ট শাক্ত ও বৈষ্ণবের পার্থক্য, আদৌ নাই। যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ নিছক নৈসর্গিক কারণ অর্থাৎ ভোগপ্রবৃত্তির অজ্ঞান। ভগবৎ কৃপা যখনই জীবকে কৃতার্থ করিতেছে, তখনই সেই চিন্ময় ভোগ সংসার মুক্ত হইয়া শুদ্ধ ভক্তির সেবা প্রবৃত্তি লাভ করে। ভোগের অবাধে ভক্তি যখন ভোগবৃত্তি ছাড়িয়া ভোগ বৃত্তি করিয়া তখন ভোগোপকরণ স্বরূপ ভক্তি তত্ত্বের নাম হয় শক্তিতত্ত্ব অর্থাৎ ভোগময়ী মায়াশক্তি বেষ্টিতে পারে, শক্তিমানের সন্ধান রাখে না। তাহাতেই বিরোধের সৃষ্টি। নচেৎ, যদি তটস্থ হইয়া বিচার করা যায় যে, শুদ্ধতত্ত্ব স্বয়ংজ্ঞানের কিনা, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, ভগবান্ই একমাত্র শক্তিমান। শক্তিমান ব্যতীত শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর নাই। এক ঈশ্বরে যুগপৎ বিরোধী গৌণ বৈষ্ণব ও গৌণ শাক্ত। এখন বুঝিতে পারিলেন বিরোধ কোথায়।

ভদ্রলোক—হাঁ, অনেকটা পারিয়াছি। একটু অনুগ্রহ করিয়া বলুন,—গৌণ বৈষ্ণব ও গৌণ শাক্ত কাহাকে বলে?

ব্রহ্মচারী ঠাকুর—যাহাদের ভোগীর পর্যায়েই গৌণ বৈষ্ণব বা গৌণ শাক্ত বলা হইয়া থাকে। আপনি যদি অবসর দিবসে আমাদের মঠে অনুগ্রহ করিয়া একটু আসেন, তাহা হইলে এই সকল বিষয়ে আলোচনা হইলে দেখিবেন, কাহারও সহিত আমাদিগের বিরোধ নাই।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি গ্রন্থাবলী

শ্রীজৈবধর্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'জৈবধর্ম'-গ্রন্থে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম, [illegible] ও মহাজনগণের মত, [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের প্রমাণ, বৈধী [illegible], বৈষ্ণবের স্বরূপ, [illegible] [illegible] ভক্তি ও [illegible] [illegible] জীবের [illegible] [illegible] অধিকার-বিচার, কর্ম ও [illegible] শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদ [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি বিষয় [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible]

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
রেক্সিন বাঁধাই—২ দুই টাকা
আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

[illegible] শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আবশ্যক সমস্ত কর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। [illegible] উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার [illegible] [illegible] এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীমনঃশিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষাষ্টক উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে।

৪৪০ গৌরাব্দের
সচিত্র
শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক
ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র
৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও অধ্যায়ের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত, [illegible] অক্ষরে ডবল ক্রাউন [illegible] আকারে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

[illegible] শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীনাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুদ্রিত। [illegible] ভিক্ষা [illegible] আনা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(মহাকোষগ্রন্থ)

[illegible] ১ম খণ্ড ৸৶০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১ এক টাকা; ২য় খণ্ড ১ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। [illegible] পারমার্থিকদের নিত্য গ্রন্থ। [illegible] প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ [illegible] সঙ্কলিত
সদাচারস্মৃতিঃ
ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!
কে, সি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল

পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে কে, সি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কলের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কেয়ার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, [illegible] কুইনাইন [illegible] আছে।

এক কেয়ার্স কুইনিন্ [illegible] সেবন করিলে একটি [illegible] [illegible] হইতে ১২টী [illegible]। ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

[illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২ টাকা, [illegible] ৩ টাকা

[illegible] কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে
২৯। নং [illegible] লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
নূতন সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার [illegible] [illegible] প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে [illegible] [illegible] শরণাপন্ন হইতে হয়, [illegible] বিষয়ক স্বরচিত প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমূলক গান। [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা [illegible] [illegible] কল্যাণ [illegible] [illegible] [illegible] সমর্থ। [illegible]

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—
ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান ও তাঁর ৩০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীবল্লালঢিবে আচার্যবর শ্রীচক্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-পীঠ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাক্ষাৎ ব্রহ্মপুরী। এই মহাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরোমি-বেদ অসমুদ্ধ, পরাবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা গায়ত্রী-উপনিষদ্-গীতা-ব্রহ্মসূত্র-রূপ স্থানে চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধর ও সাক্ষাৎ সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় ও কলিযুগের উপাস্য বিগ্রহের নিত্য সেবা সেবিত হইতেছেন। এই মঠকাশে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাক্ষাৎ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষাশ্রিত ও তথাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমোপলক্ষে ও অন্যান্য শুভযোগে ভক্তগোষ্ঠি-কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি শুভকার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোপালবল্লভী। সেবকাদি—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দাশ্রয় ব্রহ্মচারী ভাগবতরত্নী, শ্রীপাদ গীতজ্ঞ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন নং, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-সদাচারোদ্দেশে গৌড়মণ্ডলের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীকলিবেলাধ আসন স্থাপিত হইয়াছে। এই শুভ-সঙ্ঘাগমে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ শ্রীরাধাবিনোদ জীউ সপরিবারে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য বর্গের যাবতীয় প্রচারাবলীর সুসদাচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংরক্ষণ একটী বৃহৎ গ্রন্থাগারের সংরক্ষিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সকল শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই মঠালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, যে অনুমিষ্টে মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে প্রত্যহ সদাচার, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-ঘোষ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-পাঠ ও তদ্ব্যাখ্যার সদাচার আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যবর্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দী বিশ্বভূষণ। সেবকাদী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদ্মনাভভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরিব্রাজিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ বাসুদেবানী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগন্নাথানন্দ ভাগবতিকারী বি-এ, শ্রীপাদ নবগোপাল ভাগবতিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরীরমণ, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ কবিরত্নী, ব্রহ্মচারী শ্রীবেণুকীর্তনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরিব্রাজকাচার্য ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(২) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীশ্রী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ, শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা ক্রমান্বয়ে উপকরণের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় ব্রহ্মচারী। সেবকাদী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, সেবায়েত শ্রীভাবগ্রাহী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীশ্রী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ, শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা ক্রমান্বয়ে উপকরণের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় ব্রহ্মচারী। সেবকাদী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, সেবায়েত শ্রীভাবগ্রাহী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিতাইয়ের ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅযুত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এইস্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) শ্রীগৌর-আবির্ভাব পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, গ্রাম-পুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্তৃক আবিষ্কৃত।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) শ্রীরূপ সুবর্ণ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীরূপপ্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীগৌরাঙ্গ সেবার সেবা বর্তমান

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরঞ্জন ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ এম, এস, এল।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

পুরী নিম্নে।

রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভর ভক্তিশাস্ত্রী, এ, বি, এল, সেবকাদী—শ্রীউদ্ধব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁদপাড়া, সমুদ্রগড়, (নদীয়া)

শ্রীগৌরাঙ্গের কতিপয় পার্ষদের গৌরাঙ্গ-সেবা। রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ

বালেশ্বর, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীবিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমাধবেন্দ্রমন্দির—

মাটিয়ারি, ভাগলপুর, বিহার।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর কৃষ্ণ-বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবিষ্ণুদাসী ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আশ্রম

শ্রীনাগরক্ষেত্র, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-বিদ্বান্ ব্রহ্মচারী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীপ্রেম-সুধা মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

১নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীভক্তি বিলাস তীর্থ মহারাজ-গিরিবরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমল পুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীমাধবগোপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

করিমগঞ্জ পাথারকান্দি সড়ক, বাণিয়াচঙ্গ, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

ঢেকশিয়া, বাহাদুরপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগৌর-গান-শ্রবণ-কীর্তনাদি নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীজগানন্দানন্দী। ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যা ভূষণ, ব্রহ্মচারী শ্রীনারায়ণ।

(১৮) শ্রীমল্লাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ নদীয়া।

শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গ শ্রীল ভক্তিকুমুদ সাধুমহারাজের নিত্য সেবা। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরগোপাল।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পুরীধাম, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীর নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যা ভূষণ, ব্রহ্মচারী শ্রীনারায়ণ।

(২০) শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ

আশোরকোলা, ব্রজমণ্ডল পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অন্তর্ধান সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরসমেবধী বাবাজী। সেবকাদী—ব্রহ্মচারী শ্রী বনিতাবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদামোদর।

(২২) শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয় মঠ

৩নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

গৌড়ীয়-সম্পাদক সঙ্ঘাচার্য-পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীকানাইলাল অধিকারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীবৃন্দাবন ধাম, শ্রীরাধা কুণ্ডস্থান।

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-গোরাঙ্গের সেবা।

রক্ষক—নিত্য নিত্য ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

টেংরিয়াপাড়া, মাদারীপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগুরু-বিনোদ বিলাসতীর্থ সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনরহরিদাস ও ব্রহ্মচারী শ্রীনারায়ণদাস।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াডাঙ্গা, টাউনতলা, মাঃ কুষ্টিয়া। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীবলাই চাঁদ, বিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীবলাই চাঁদ অধিকারী।

(২৬) শ্রীবাসগৌড়ীয় মঠ

কুলকোল, পাবনাঘাট, ওয়ান। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুবলচন্দ্রী।

(২৭) শ্রীরাধাকান্তা প্রপন্নাশ্রম-মঠ

শ্রীরাধাকান্তা, পোঃ মাদু, রাজপুতানা

এখানে মধুকুঞ্জধারী শ্রীগোরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীগোবিন্দমন ব্রহ্মচারী।

(২৮) বিদ্যা গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

১৮ নেপ বোস্তার, দিল্লি দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারীদাস, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোপালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোবিন্দগোপাল

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১৷৹

ব্রজাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—প্রথম	৪৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২। ভাগবত-সার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৸৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিদ্যাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	১৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ)	১৲
৬। বেদান্ত	২৲
৭। ব্রাহ্মমাহিকা তর্পণমৌক্তিকঃ সাভাষ্যঃ (সাধ্য)	১৲
৮। খোঁচাপ-করভার	৫৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২
১০। চিত্রে নবদ্বীপ	১৷৹
১১। শ্রীচৈতন্যসারামৃতম্ ও নবদ্বীপ পরিক্রমা (বাঁধা)	১৲
১২। শ্রীবলদেবতত্ত্ব শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
ঐ (আধাই)	৸০
১৩। বেদবেদান্তের সমন্বয় (প্রথম চরিচ্ছেদ)	১৲
১৪। শ্রীবিলাসাষ্টকম্	৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা	৸০
১৬। শ্রীগুরুপ্রণামঃ	৸০
১৭। প্রেমধাম দেব (তৃতীয় সংস্করণ)	৸০
১৮। ভজনরহস্য	৸০
১৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্গীত-পদ্য	৸০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	১০
২১। সাধনকল্পলতা (বাঁধা)	৸০
২২। শ্রীশ্রীবিদগ্ধমাধবনাটকম্ সানুবাদ	৸০
২৩। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ সূত্রসূচী (সাধ্য)	৸০
২৪। প্রপন্নগীতা	৸০
২৫। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি	৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য	৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ	৸০
২৯। ভক্তমালিকা বা সারাবলী-পদ্যাবলী	৸০
৩০। উপদেশামৃত (কলেরা ও মারক ভাষ্য এবং বিস্তৃত ও অনুবাদ সহ)	৸০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাব তত্ত্ব	৹
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	৸০
৩৩। শ্রীভক্তি-সুধাকর	৵০
৩৪। ঐ প্রমাণপত্র	৸০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১৷৹
৩৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৵০
৩৭। সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৩৮। গীতা-দিগ্দর্শনম্	৵০
৩৯। ভাগবতার্কঃ (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	
৪০। গীতমালা	৵১০
৪১। কল্যাণকল্পতরু (পকেট সংস্করণ)	৵১
৪২। নবধাভক্তি	৵
৪৩। সদাচারস্তবঃ	
৪৪। সাধনকণা	৵০
৪৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵০
৪৬। শরণাগতি	৵০
৪৭। গীতাবলী	৵০
৪৮। গৌড়ীয়দের কি করণীয়?	৵০
৪৯। সাধ্য-সাধন	৵০
৫০। অষ্টকম্	৵০
৫১। অষ্টকম্	৵০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২। শিক্ষাষ্টকম্ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোঃ)	৹
৫৩। শ্রীগুরুবন্দনা	৵০
৫৪। দশ-শ্লোকী	৵০
৫৫। শ্রী দশম শ্লোক	৵০
৫৬। সাধুসঙ্গ মহিমা	
৫৭। শ্রীগুরুস্তোত্রম্	

উড়িষ্যা অক্ষরে প্রকাশিত

৫৮। শ্রীনামচিন্তামণি	৷৹
৫৯। কল্যাণকল্পতরু	৷৹
৬০। সাধন পথ	
৬১। শ্রীভক্তিলতা	
৬২। কল্যাণকণা	

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ। সুবর্ণসুযোগ।। সুবর্ণসুযোগ।।

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ্যনিদ্দাদায়িনী জীবস্তু-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সংস্বরূপ—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস চিন্মাত্র-চিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথমখণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর, শ্রীনামতত্ত্বজ্ঞানী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও কর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সঙ্গধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক বক্তৃতা আছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয়খণ্ড**—শুদ্ধা ও মিশ্রা ভক্তি-সম্বন্ধের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব, জীবের স্বরূপ ও স্বরূপান, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, বিপ্রলম্ভ ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনামভজনের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা, নামপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী রাধারাণী-বিনা, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অমূল্য-রত্ন সম্বলিত-বৃহৎ-বিষয়সূচি। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯২১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" নামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইতেছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ৸০ আনা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নস্বাক্ষরিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা আপ্লুত হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা একত্রে করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন মধুর সেই রূপই। ইহা যকৃৎ ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্ত প্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক জ্বর ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ সহ ডিক্সা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এক নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে ঐমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—বামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোরম ভাবে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠা।

।নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ডিক্সা ।০

উজ্জ্বল রোজ-ষ্টা কাগজে উত্তম কাপড়ে ছাপা—শ্রীনব দ্বীপের দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের তরঙ্গ হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। আট চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপরম, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বতঃনিঃসৃত প্রণিপাতসমন্বিত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ডিক্সা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

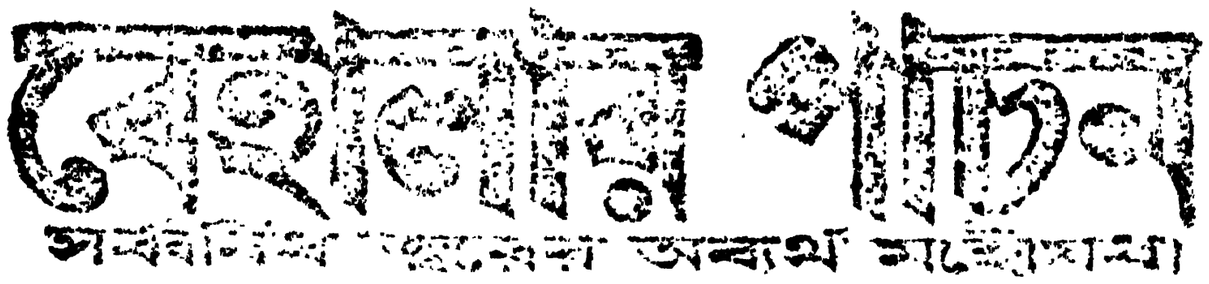

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শশিভূষণ মৃত্যুকালে ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উলটাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

মদন মঞ্জরী

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও শারীরিক অপটুতা, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্লদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি নবীন বয়সে নষ্ট হইবার আশঙ্কা হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুত্রকমহাস্ত্র" পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে ইহা আশ্চর্য্য ফলপ্রদ করিয়া থাকেন। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

"কুমারকল্পদ্রুম" শিশুদিগের কঠিন সন্দোষপ্রসূত দুরারোগ্য ও দুঃসাধ্য রোগে অব্যর্থ। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদাশ্রমশাখা, বেকার্স-বাড়ী ১১৭নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৬৮ নং বটল ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৸০ বার আনা, ডজন ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধাতুতন্ত্রের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অম্বল, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৸০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহাপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৸০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় বসিতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নলাবপুরা, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যাহারা অকালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন, যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অকালে বার্দ্ধক্য আনয়ন করিয়াছেন, যাহারা অকালে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার রোগ, যেমন ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ডায়বিটিস, সায়ুসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের যন্ত্রে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি. হাজরা।

কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেটিং রোড, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
ষ্টাফ কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে চৈত্র সোমবার ১৩৩৭, ৬ই এপ্রিল, ১৯৩১

নানা কথা

মাদ্রাজে বিদ্যুৎ চালিত ট্রেণ

মাদ্রাজ ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মাদ্রাজের সমুদ্রতীরে বিদ্যুৎ পরিচালিত ট্রেণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২রা এপ্রিল মাদ্রাজের লাট সার জর্জ্জ ইয়ানী বীচ ষ্টেশনে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে উহার উদ্বোধন করিয়াছেন. তিনি সদলবলে প্রথম ট্রেণে আরোহণ করিয়া অল্পদূরে তাম্বরম স্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

গোলটেবিলে মহাত্মাজী একমাত্র প্রতিনিধি

লণ্ডন, মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনায় কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হইবেন বলিয়া কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মহাত্মাজী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণ ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লোকের সঙ্গে লইবেন এবং পাল্লী-সাভউইল কন্ফারেন্সের সময় যেরূপ করিয়াছিলেন, সেরূপ সমস্ত পরিকল্পনা পূর্ব্ব হইতে অনুমোদন করিয়া লইবার জন্য তাঁহাদের নিকট উপস্থাপিত করিবেন। আপোষের পক্ষে [illegible] কংগ্রেস [illegible] বিরোধী [illegible] তাহা [illegible] কংগ্রেস [illegible]

মাদ্রাজে বিদ্যুৎ চালিত ট্রেণ

গোলটেবিলে গান্ধীজী একমাত্র প্রতিনিধি

মহাত্মাজী ও লণ্ডনবৈঠক

দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রাণদণ্ড

পুলিশকর্ম্মচারীর দুর্দ্দশা

ভূমিকম্পে ৫০০০ হাজার লোকের মৃত্যু

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষা ও আহারের নিমিত্ত মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেবেন্দ্র ভক্তিবিনোদ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পক্ষে পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন প্রতিনিধি হইতে সক্ষম করিবে। মহাত্মাজী ৬ঠা এপ্রিল এখানে পৌঁছিবেন। তন্মধ্যে সর্ব্বদল মুসলেম সম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতি প্রসিদ্ধ ফতেপুরী মসজিদে অধিবেশন করিয়া তাঁহাদের বার্ষিক সম্মেলন ও মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহাদের কি ভাবে কথাবার্ত্তা হইবে, তাহার পরিকল্পনা স্থির করেন।

মৌলানা মহম্মদ আলি তাঁহার মৃত্যুর পরে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী কার্য্য হইবার জন্য মৌলানা সাহেব আলি আগ্রহান্বিত।

মহাত্মাজী ও লণ্ডন-বৈঠক

"কংগ্রেসের পরে"—এই শীর্ষক একটী প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখিতেছেন যে, কংগ্রেস যে ভাবে শেষ হইয়াছে, তাহা হইতে কি ভাবে তাড়াতাড়ি একটি শান্তিস্থাপন কার্য্য করিতে পারে তাহা [illegible] লিখিতে পারিবেন।

গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে তিনি বলেন, কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পূর্ব্বে আরও অনেক কিছুই ঘটিতে পারে এবং কংগ্রেস-কর্ম্মিগণকে সামরিক মীমাংসার সর্ত্তগুলি বিশ্বস্তভাবে সাধন পালন করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত এই চুক্তিপত্র বলবৎ থাকে ততদিন পর্য্যন্ত আমরা চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারি না। তারপর আমাদিগকে হিন্দু মুসলমান একতা অর্জ্জন করিতে হইবে। তিনি হিন্দুদিগকে এই উপদেশ দেন যে, তাহারা যেন মুসলমানদিগকে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের যাহা চাই তাহা দিয়া দেয়।

দীনেশগুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রাণদণ্ড

এইরূপ শুনা গিয়াছে যে, দীনেশ গুপ্তের প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া আবেদন করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের সলিসিটর মেসার্স টি, এল, উইলসনের নিকট নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে মামলার কাগজ পত্র বিমান ডাকে পাঠান হইবে।

ইতিমধ্যে ব্যারিষ্টার মিঃ এ, সি, মুখার্জ্জী যিনি স্পেশাল ট্রাইবুনালে ও হাইকোর্টে দীনেশের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তিনি সপরিষদ বাঙ্গালার গবর্ণরের নিকট এ বিষয়ে জানাইবার জন্য তারযোগে প্রেরণ করিয়াছেন এবং প্রিভিকাউন্সিলে আপীল সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দীনেশের ফাঁসী স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে দীনেশের মাতা ও ভ্রাতা দীনেশের প্রাণদানের জন্য করুণাভিক্ষা করিয়া সপরিষদ বাঙ্গলার গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বিধবা মাতা করুণা ভিক্ষা করিয়া সপরিষদ গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন এবং উহা দার্জ্জিলিঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। এডভোকেট শ্রীযুক্ত নিখিল চক্রবর্ত্তী উক্ত আবেদনের খসড়া করিয়াছেন।

গত জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে স্পেশাল ট্রাইবুনালে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বিচার কালে, তাঁহার শিক্ষার মৃত্যু হয়। পুত্রের আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় শোক হয় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের পিতাকে অত্যন্ত অভিভূত করিয়াছিল। বিচারের কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হয়। এই সংজ্ঞা তাঁহার আর ফিরিয়া আসে না।

আসন্ন ফাঁসীর শুকুমের মূলে কোন ভিত্তি নাই—এখনও ফাঁসীর কোন দিন স্থগিত হয় নাই।

পুলিশ কর্ম্মচারীর দুরবস্থা

মুর্শীগঞ্জের সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস, এ, এইচ, মঞ্জুর ইসমাইল সরকারী কাজে সিরাজদীখি গিয়াছিলেন। তিনি একটী ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়া আসিতেছেন, এমন সময় এক ঝাঁক মৌমাছি আসিয়া তাঁহাকে দংশনে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। ষ্টেশিগ্রামে সংবাদ পাইয়া স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তার তৎক্ষণাৎ সিরাজদীখি চলিয়া যান। মিঃ ইসমাইলের অবস্থা নাকি আশঙ্কাজনক। প্রবাদ চালার সিভিল সার্জ্জনকেও তার করা হইয়াছে।

ভূমিকম্পে পাঁচ হাজার লোকের মৃত্যু

আমেরিকার অন্তর্গত নিকারাগুয়ার রাজধানী মেনাগুয়া সহর প্রবল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত পাঁচ হাজার লোক মারা গিয়াছে, আরও অনেকের মারা যাইবার সম্ভাবনা আছে।

ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে অনেকে সহর ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিল তাহা না হইলে মৃত্যু সংখ্যা আরও অধিক হইত।

যেসখানা ভূমিসাৎ হওয়ায় ১৫০ জন কয়েদী চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে।

গত মঙ্গলবার বেলা ১ টার সময় অকস্মাৎ ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। কম্পন বেশীক্ষণ স্থায়ী না হইলেও খুব বেশী বেগবান হইয়াছিল।

ভূমিকম্পের যে অগ্নিগর্ভ উপদ্রব তাহা দেখিতে দেখিতে সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। অগ্নি নির্ব্বাপনের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও বিশেষ ফল হয় নাই। প্রবল বাতাসের সাহত নানা স্থানে আগুন ছড়াইয়া পড়ে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মিঃ হুবার সাহায্যের জন্য রেডক্রশ সোসাইটীকে তারযোগে প্রেরণ করিয়াছেন। যথেষ্ট ঔষধ পত্র এবং স্বেচ্ছাসেবক ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়াছেন। বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য করা হইতেছে। পানীয় জলের বড়ই অভাব দেখা দিয়াছে। ফলে পীড়ার বিস্তার হইতেছে।

হোটেল, আদালত এবং দুতাবাস ইত্যাদি ভূমিসাৎ হইয়াছে। এক পাহাড়ের উপর সভাপতির প্রাসাদ অবস্থিত। তাহা সমভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এখন মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হইতেছে। কখন এই বাড়ী ধ্বসিয়া পড়ে তাহার ঠিকানা নাই।

মেনাগুয়া সহরের এত বেশী ক্ষতি হইয়াছে যে, ইহা পুনরায় গঠন করিতে কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, মেণ্ডা নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইবে।

ইতিমধ্যে শুনা রটিয়াছে যে, বিখ্যাত গুণ্ডা সর্দ্দার সান্তিনো'র নেতৃত্বে এক দল ডাকাত সহরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাদের ভয়ে অধিবাসীরা আরও ত্রস্ত হইয়াছে।

একটী হাসপাতালের বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। ইহার নীচে চাপা পড়িয়া ১০০ জন রোগী মারা গিয়াছে।

নিকারাগুয়ার সভাপতি মঙ্গলবার বলেন, ক্ষতির পরিমাণ ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের কম হইবে না।

আমেরিকার মন্ত্রিসভার সভ্য মিঃ ল্যামো এখানে আসিয়াছেন। বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য দানের কার্য্য পরিচালনের ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।

সহরের উপকণ্ঠে ৩০ হাজার বিপন্ন লোক তাবুর মধ্যে বাস করিতেছে।

পার্লামেণ্ট সদস্যের দুশ্চিন্তা

মজুদ বিদেশী বস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চালান দেওয়ার জন্য যে কোম্পানী গঠনের কথা হইয়াছে—তৎসম্পর্কে রক্ষণশীল দলের সদস্য মিঃ হার্কিং পার্লামেণ্ট সভায় ভারত সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

মিঃ হার্কিং মনে করেন, এই ব্যবস্থা দ্বারা গান্ধী-আরউইন চুক্তির সর্ত্ত লঙ্ঘন করা হইয়াছে বিদেশে মজুদ বিদেশী বস্ত্র প্রেরণের যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় এই কোম্পানীতে যোগদান করিবার জন্য ব্যবসায়ীদের উপর জোর জবরদস্তি করা হইবে। এই অবস্থায় প্রস্তাবিত লিমিটেড কোম্পানী গঠন বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। আমি আশা করি, ইষ্টারের ছুটির পর কমন্স সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ল্যাঙ্কাসায়ারের পথ বরফ ভারত হইতে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন, পার্লামেণ্ট সভ্যগণের শুভেচ্ছার কথা মিঃ বেন যদি বড়লাট ও উইলিংডনকে জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে আমরা সকলেই সুখী হইব।

কমাণ্ডার কেনোয়ার্দি বলেন, প্রস্তাবিত এজেন্সীর নিয়মাবলীর মধ্যে আছে যে, যাহারা এই এজেন্সীর সদস্য হইবে তাঁহারা অতঃপর বৃটিশ বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিবে না আমার মনে হয়, এতদ্বারা গান্ধী-আরউইন চুক্তির সর্ত্ত লঙ্ঘন করা হইয়াছে।

অতঃপর তিনি বলেন, যদি একান্তই মজুদ বিদেশী বস্ত্র ক্রয়ের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানেই তাহা করা আবশ্যক, তাহা না করিলে সাধারণ বস্ত্র বিক্রেতাগণের উপর ঘোর অন্যায় হইবে।

মিঃ ওয়েজ-উড্ বেন বলেন, যাহারা ধনিকভাবে ল্যাঙ্কাসায়ারের সঙ্ঘের কথা উল্লেখ করেন তাঁহারা মনে করেন যে, ভারত ও বৃটেনের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইলে ল্যাঙ্কাসায়ারের স্বার্থহানি হইবে।

জয়রামদ্দকলেজে পুলিশের অত্যাচার

অধ্যাপকের অভিযোগ

পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার হার্ডিং ও পুলিশের সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ নীলের বিরুদ্ধে নারায়ের জয়রামদ্দ সাংস্কৃতিবেদিক কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সীতারাম একটী দেওয়ানী মামলা উপস্থিত করিয়াছেন। নারায়ের সিনিয়র সাবজজের আদালতে উক্ত মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

সরকার পক্ষের এডভোকেট বলেন, আসামীর বিরুদ্ধে পুলিশ আইনের ৬২ ধারা ও দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩০ ধারা অনুসারে নোটিশ জারি করা হয় নাই।

ফরিয়াদী পক্ষের ব্যারিষ্টার বলেন, নোটিশখানা যথারীতি প্রেরণ করা হইয়াছে এবং তাঁহারা উহা প্রমাণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত সীতারাম বিগত ৮ই অক্টোবর ঘটনা বিবৃত করিয়া বলেন যে, দুইজন পেয়াদা পুলিশ কর্ম্মচারী বহু পুলিশ সঙ্গে লইয়া সহসা উক্ত কলেজভবনে প্রবেশ করে এবং ছাত্রদিগকে মারিয়া ধরিয়া গ্রেপ্তার করিতে আরম্ভ করে। পুলিশ কোনরূপ সন্ধান না করিয়াই গ্রেপ্তার আরম্ভ করে। বাদী তাহাদের কার্য্যে আপত্তি করায় তাহারা তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করে।

সরকার পক্ষের এডভোকেট বলেন, বিবাদীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না ঘটনাও দেখেন নাই। মামলা চলিতেছে।

'মহারাষ্ট্র' পত্রিকা সম্পাদকের মৃত্যু

মহারাষ্ট্র পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালরাও আগরকর, ডাক্তারের আদেশ অনুসারে কিছু সময়ের জন্য কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভূমিসিয়াস কলিকাতার নিকট তাঁহাকে যখন ডাকযোগে প্রেরণ করা হইতেছিল, তখন অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে চৈত্র, সোমবার—১৩৩৭

৮ম খণ্ড ২৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩রা এপ্রিল ২০শে চৈত্র শুক্রবার দিবস শ্রীধাম মায়াপুরে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ঠাকুর 'ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট' উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে বর্ত্তমান স্কুলগৃহরূপে নির্ব্বাচিত স্থানে গমন করেন। স্থানীয় হিন্দু মুসলমানগণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

সর্ব্ব প্রথমে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বন্দন পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি,এল, মহোদয় "স্মরণে কেন কর বিদ্যার গৌরব" এই গীতিটী সুর-তালযোগে গান করেন। অতঃপর গৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রস্তাব করেন যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অদ্যকার সভার সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিয়া আমাদের অনুগৃহীত করুন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে সভাপতি-প্রবর শ্রীল প্রভুপাদ দণ্ডায়মান হইয়া শিক্ষাবিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তন্মধ্যে তিনি শ্রুতি-স্মৃতির শ্লোকোদ্ধার করিয়া পরবিদ্যা ও অপরবিদ্যার পার্থক্য এবং জগতে বর্ত্তমানে কোনবিদ্যার আবশ্যকতা, তদ্বিষয় সুষ্ঠুরূপে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতার সারাংশ সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসঠাকুরের অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি-এল মহাশয় ঐকান্তিক বৈষ্ণব-গণের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য কি, তদ্বিষয়ে সরলভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন।

তৎপরে রাণাঘাটের হেড মাষ্টার শ্রীযুত বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির অনুরোধক্রমে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, আমি শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন করিবার একটী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এখানে এসেছিলাম, কিন্তু বলিবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসি নাই। তবে আপনার (সভাপতি প্রভুপাদকে লক্ষ্য করিয়া) আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে কিছু বলিবার চেষ্টা করব।" এই বলিয়া তিনি প্রভু-পাদের বক্তৃতার তাৎপর্য্যানুসারে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর অনুমোদন করেন।

অতঃপর আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় বর্ত্তমানে ম্যানেজিং কমিটির মেম্বরগণের নাম প্রস্তাব করেন। তাহা এই,—

(১) পরমহংস স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী (সভাপতি) (২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ—স্থায়ী প্রধান শিক্ষক (৩) বাবু শৌরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় জমিদার, (৪) বাবু জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এস, সি (বেলপুকুর), (৫) বাবু কালীপদ রায় বল্লালদীঘি (৬) আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (৭) শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, (৮) শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, (৯) মিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী, (১০) বাবু যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি. এ, (১১) মিঃ রবীন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, (১২) শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ, (১৩) অধ্যাপক শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, র‍্যাভেন্স কলেজ কটক (১৪) অধ্যাপক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম,-এ, বি, এল্ আনন্দমোহন কলেজ ময়মনসিংহ (১৫) অধ্যাপক শ্রীযুত হরিপদ মণ্ডল বি, এস, সি, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ, (১৬) শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ, হেড্‌মাষ্টার শান্তিপুর, (১৭) পণ্ডিত শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি,এ মহাশয় স্কুলের শিক্ষকগণের নাম-তালিকা প্রস্তাব করিলে শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তাহা সমর্থন করায় তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভাপতি শ্রীমৎ প্রভুপাদ তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতার উপসংহারে আরও কিছু অভিভাষণ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর সমাগত জনগণ ভগবৎপ্রসাদ সম্মান করেন।

সভায় উপস্থিত বহু লোকের মধ্যে নিম্নলিখিতজনগণের নাম উল্লেখযোগ্য।—

কলিকাতা হইতে আগত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ আচার্য্যত্রিক গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পর-বিদ্যাবিনোদ বি, এ, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি, এ, শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি-এল, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র দে (ঢাকা), চম্পকহট্ট শ্রীগৌরগদাধর মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, মোদ-দ্রুম ছত্র হইতে শ্রীপাদ বঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, দিল্লী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, খুলনা হইতে শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, শ্রীযুত অম্বিয় পালচৌধুরী জমিদার, শ্রীযুত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার পালচৌধুরী এবং চেয়ারম্যান চাকদা, শ্রীযুত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য চেয়ারম্যান নবদ্বীপ মিউনিসি-প্যালিটী, শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নায়েব রসড়া এষ্টেট, শ্রীযুত লক্ষ্মণচন্দ্র রায় ম্যাণ্ডলর্ড বামনপুকুর, শ্রীযুত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এজি, বি-টি, হেডমাষ্টার রাণাঘাট হাই স্কুল, মুন্সী নাজিরুদ্দিন সেখ একাউন্ট্যাণ্ট, পালচৌধুরী এষ্টেট, মহেশগঞ্জ, ডাঃ আবদুল রহিম (হোমিও) বামুন-পুকুর, শ্রীযুত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, সরডাঙ্গা, শ্রীযুত ফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরডাঙ্গা, মুন্সী তাইজুদ্দিন সরকার, চৌধুরী সাহেব লোকমান মণ্ডল, মুন্সী নিজামুদ্দি মণ্ডল, শ্রীযুত কালীপদ রায় এস্, ডি, ও পেস্কার, কৃষ্ণনগর, রামপদ বিশ্বাস নিদয়া, হোসেন দফাদার, বামুন-পুকুর-নিবাসী শ্রীযুত মাখনচন্দ্র নাথ, পঞ্চানন মোদক, ডাঃ পশুপতি পাল, শ্রীযুত জীবনহরি চক্রবর্ত্তী, মুরারীমোহন প্রামাণিক, প্রভৃতি; কলিকাতার সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারীগণ—বাবু রামপ্রতাপ, লালকিষেণ, লিসুরাম ও বিশম্ভরলাল, রাণাঘাটের শ্রীযুত ভুজেন্দ্র-নাথ মল্লিক, বাবু মণীন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা। ইত্যাদি বহু ব্যক্তি।

চৈতন্যদেব ও তদীয় অনুচরবর্গ

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ
প্রভুর বক্তৃতার চুম্বক

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলি, সর্ব্বাগ্রে আপনাদের কৃপা, আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি, আপনারা কৃপা করুন যাহে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার অনুচরবর্গের অপ্রাকৃত চরিত্র বর্ণন করিতে পারি। আমরা গত দুই সপ্তাহে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচরবর্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করেছি, আজ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচরবর্গের শিক্ষা আলোচনার তৃতীয় অভিভাষণ। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুচরবর্গের বৈশিষ্ট্য আমরা যতটুকু আলোচনা করেছি, তা'তে বুঝ্‌তে পেরেছি, নামভজনের প্রণালী তাঁরা সর্ব্বতোভাবে যেরূপে গ্রহণ ক'রেছেন, সেইরূপভাবে শিক্ষা ও দীক্ষা আমরা কোন প্রকার মতবাদে দেখ্‌তে পাই না। যাঁরা সনাতনপন্থা স্বীকার করেন, তাঁরা শব্দ প্রণালীর একটা আবশ্যকতা স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হন। আমাদের পূজা-প্রণালী, সাধন প্রভৃতি যাবতীয় পদ্ধতির মধ্যে শব্দের প্রয়োগ আমরা দেখ্‌তে পাই। শব্দ ব্যতীত কোন প্রকারে ভগবদারাধন হয় না। অর্চ্চনে যে মন্ত্র-স্তবাদি দেখ্‌তে পাই, সেখানেও ঐশব্দের প্রয়োগ। আবার যজ্ঞে কর্ম্মের ঘটা থাকা সত্ত্বে সেখানেও দেবতার আবাহন, পূজা, স্তবাদি ঐশব্দের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর অনুচরবর্গের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁদের এই শব্দ—নাম এত শক্তিশালী, যাতে আর কোন প্রকার ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না। নামভজনকারীর অন্য প্রকার ক্রিয়াদির অপেক্ষা নাই। নামভজন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। অনেকে মনে করেন যে, নাম-ভজন কর্‌তে গেলে জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখা যায় না। তাঁরা ধারণা করেন যে, একান্তভাবে যাঁরা নামাশ্রয় করেন, তাঁরা জগতের বিবিধ অনুষ্ঠানে কিরূপে যোগদান কর্‌বেন? কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর অনুচরবর্গের মধ্যে উহার সমাধান রয়েছে। মহাপ্রভু বলেছেন—নাম-ভজনের সার্থকতা সেদিন হবে, যেদিন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি যাবতীয় ইন্দ্রিয় চরিতার্থে কিরূপে নাম-কীর্ত্তন কর্‌তে পারি? নামভজনের চরমোৎকর্ষ আমরা

দেখ্‌তে পাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণের আচরণে। মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গ জগতের সমস্ত লোকের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন ক'রে নির্জ্জন গুহায় আশ্রয় লন নাই। তাঁরা জগতের যাবতীয় দ্রব্যের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা ক'রেছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু তাঁর ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে বল্‌ছেন,—"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে।" আমরা জীবন্মুক্ত তাঁকে বলব—যিনি নামেতে সিদ্ধি লাভ ক'রেছেন, যিনি নামাভাস কর্‌তে পেরেছেন। এরূপ জীবন্মুক্ত যাঁরা, তাঁরা কর্ম্মের দ্বারা, মনের দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা যাবতীয় চেষ্টাকে হরির সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁরা নিখিল অবস্থাতে দেহ-মনের ও বাক্যের ক্রিয়াকে হরির দাস্যে নিযুক্ত ক'রেছেন। তাঁরা দেহের দ্বারা যাহা কিছু কর্‌ছেন, তাহা নামপ্রভুর সেবার জন্য—তাঁরা হেঁটে যাচ্ছেন নাম প্রচারের জন্য। তাঁরা নামসেবাকে সম্রাজ্ঞী ক'রেছেন এবং সেই সম্রাজ্ঞীর সেবার জন্য তাঁরা সকল কাজ কর্‌ছেন। তাঁরা জগতের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে গিরিগুহা আশ্রয় করেন নাই, তাঁরা জগতের সকল ক্রিয়া, সকল চেষ্টা যাতে নামের সেবায় নিযুক্ত হয়, তার জন্য অলৌকিক চেষ্টা করেছেন। এই ভূতাকাশ আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাঁরা এই ভূতাকাশের ভিতরে বৈকুণ্ঠাকাশ প্রকাশিত করেছেন।

যখন আমরা কোন ঘটনা চিন্তা-ভাবনা বা ধ্যান করি, তাহা ঐ শব্দেরই একটা প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রকার বিশ্বের মধ্যে যাঁর যা কিছু চেষ্টা, সাধনা, বৈশিষ্ট্য, সব নামময় হউক, ইহাই ছিল তাঁহাদের ব্রত। তাঁরা সকল বিশ্বকে নামময় করে ভূলোকে গোলোক অবতরণ করিয়ে দেন।

জগতে অনেক প্রকার ধর্ম্ম, মতবাদ রয়েছে, তাতে ক'রে আমাদের একটা আংশিক ও তাৎকালিক মঙ্গল হয়। কিন্তু শব্দরূপী নামপ্রভুর সেবায় জীবের পূর্ণ আত্যন্তিক ও সার্ব্বকালিক মঙ্গল সাধন হয়। শব্দের ক্রিয়া সোজা নয়। উহা সব চেয়ে বড় জিনিষ। এই শব্দ যার মধ্যে নাই, তাকে আমরা চেতনহীন বলি, মৃত বলি। বাইবেলে ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে পাশ্চাত্যবাসিগণ শব্দের অনাদিত্ব স্বীকার ক'রেছেন। যে জগৎ শব্দময়, যে শব্দ বিশ্বকে আক্রমণ করে রেখেছে, সেখানে অন্যান্য সাধনার দ্বারা কিছু সাময়িক মঙ্গল সাধন হতে পারে, কিন্তু সুসূক্ষ্ম বিচারে যদি বিশ্বকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত কর্‌তে চাও, যদি বিশ্বের সার্ব্বকালিক ও আত্যন্তিক মঙ্গল সাধন কর্‌তে চাও, তা হলে নামপ্রভুর বিচার কর্‌তে হবে—শব্দে বিশ্ব প্লাবিত কর্‌তে হবে—একান্তভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নামপ্রভুর সেবা কর্‌তে হবে। এই জন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অনুচরবর্গ এই জগতে নামপ্রভুর স্বরূপ জানিয়ে দিয়েছিলেন। গোলোক এখানে অবতরণ করাতে হবে, এখানে কেবল আবরণটা খুলে দিলেই গোলোক অবতরণ হবে। তখন কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা যাবতীয় ইন্দ্রিয় সেই গোলোকের মালিক অভিন্ন নামী নামপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ লিখিত।)

সংসারে আসিয়া, বিষয়ী হইয়া,
বিষয়-সঙ্গের আশে।
বিবিধ ভাবেতে আসক্তি সহিতে,
ভ্রমি বিষয়ের পাশে॥
বিষয় স্বভাব, দেয় ভোক্তৃভাব,
নিজে ভোগ্যরূপ ধরি।
বিষয়ীরে শেষে অশান্তি অশেষে
জারে মোহবদ্ধ করি॥
মধুগন্ধে যেন, মক্ষিকার গণ,
মধুপানে ধেয়ে যায়।
মধু পান করি, মধু মাঝে মরি,
সুখ আশে দুঃখ পায়॥
আসক্তি প্রবৃত্তি, করি মতে অতি,
অজর অমর পাশ।
জরা-মৃত্যুহীন, মায়াবদ্ধ দীন,
আত্মা গলে দেয় ফাঁস॥
হেন সে আসক্তি, নিত্য আত্মবৃত্তি,
চেতন ধরম হয়।
অনিত্যে প্রয়োগ, দেয় ভবরোগ,
নিত্যে হ'লে সুখোদয়॥
অনিত্য জগতে, প্রকৃতি হইতে
পুরুষ ঈক্ষণ-বলে।
গুণত্রয় ময়, যত দ্রব্য হয়,
নহে চিরস্থায়ী চলে॥
গুণময় ধামে, প্রকৃতি প্রধানে,
গুণাতীত আত্ম-অজে।
গুণপাশে বাঁধে, নিজ কাজ সাধে,
যাহে শোক-ভয়ে মজে॥
বিশ্বে বিশ্বনাথ, নিজ ভক্ত সাথ,
অন্ধকূপ বিশ্বমাঝে।
সঙ্গদান হেতু, সুমঙ্গল-সেতু,
সদা নিত্যরূপে রাজে॥
হেন সঙ্গ বরি, মায়া জয় করি,
মায়াবিষ্ট জীব যত।
অশোক অভয়, অমৃত আলয়,
প্রভুসেবা হয় রত॥
প্রতিগ্রহ, দান, গুহ্যকথা গান,
ভোজন, ভুঞ্জান আর।
সঙ্গের লক্ষণ, শাস্ত্রের ব্যাখ্যান,
ইহা বই নাহি আর॥
যদি হেন সঙ্গ, ভোগসুখে রঙ্গ,
অসাধু জনের সহ।
করে কোন জন, দুর্গতিভাজন,
অচিরে অসাধু সেহ॥
পুনঃ যদি সেই, সাধুসঙ্গে যাই,
অসতে আসক্তি ছাড়ি।
সতে প্রীতি করে, তদাদেশ শিরে,
ধরে সাধু-পায় পড়ি॥
সতের প্রসঙ্গে, কৃষ্ণকথা রঙ্গে,
কৃষ্ণনামে শ্রদ্ধা হয়।
বীর্য্যবতী কথা, কর্ণে পানপ্রথা,
হৃদয় সরল রয়॥
শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়ে, রতির উদয়ে,
বিষয়ে অরতি আসে।
ভক্ত গবানে, ভক্তিবৃত্তি দানে,
সকল অনর্থ নাশে॥
হরিনাম [illegible], মত্ত ভক্ত জনে,
জান ভাগবত বড়।
অসৎপ্রসঙ্গ, দাও ভাই ভঙ্গ,
সব দিয়া তথা পড়॥

— —

সুপুত্র

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী লিখিত)

যদি সাধারণ লোক পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া পরদারানুরক্ত হয় কিংবা নিতান্ত 'মেয়েলী বুদ্ধি'বিশিষ্টা অপদার্থযুক্তা বিবাহিতা পত্নীর স্নেহাসক্ত হইয়া সাংসারিক কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হয়, তবে সমাজে কি প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পিতৃভক্তি, স্বজন-পালন ইত্যাদি নৈতিক কর্ম্মগুলি যদি সামাজিক মানবগণ প্রতিপালন না করিয়া অবৈধাচরণরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেন, তবে জগৎ তাৎকালিক ভাবে শান্তিনিকেতন না হইয়া ভীতিরই লীলাভূমি হইয়া থাকে। অদৈব অসুর-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট জনগণকে নৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ করিতে না পারিলে মানব সমাজে ভয়ঙ্কর অনাচারের উদ্ভব হয়, এইজন্য নৈমিত্তিক নীতিধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা-কল্পে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃঢ় অনুশাসন-বাক্যসমূহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল বিধি নৈমিত্তিক ধর্ম্মযাজী ব্যক্তি-গণের অবশ্য প্রতিপাল্য, এতদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। কর্ম্মজীবনে অবস্থিতিকালে পিতৃমাতৃসেবা ও স্বদেশ-সেবা আমাদের কর্ত্তব্য হইলেও ঐ সকল কর্ম্ম মনুষ্য জীবনের চরম প্রয়োজন লাভের উপায় নহে। মানবের প্রকৃত হিতকামী সাত্বত-শাস্ত্রসমূহ ও করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ হরিভক্ত সাধুগণ বলিতেছেন,—সর্ব্বজনক শ্রীহরির ভক্তিমান্ সুপুত্র হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সমুদয় চেষ্টাদ্বারা পরম পিতার সেবা করাই প্রতি জীবনের চরম সার্থকতা। যদি কেহ সর্ব্বপিতা পরমেশ্বরের সেবায় আগ্রহ না করিয়া শুধু শুক্র শোণিত জাত জড়দেহসম্পর্কিত জনকজননীর সুখবিধানে জীবন নিযুক্ত করেন, তবে তিনিও জনক-জননীর প্রকৃত 'সুপুত্র' নামবাচ্য নহেন। জড়দেহ জনকের আজীবন সেবা ভক্তি করিয়া যদি শ্রীহরির পাদপদ্মপূজায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট না হই, তবে আমরা প্রচ্ছন্নভাবে পরম-শত্রুতা সাধন করি মাত্র। ভাগ্যবান্ জনকজননীর হরিভক্ত পুত্রই যথার্থ সুপুত্র। হরিভক্ত তনয় হরিভজনদ্বারা পিতৃপুরুষের প্রতি যে শ্রদ্ধার তর্পণ নিবেদন করেন, সহস্রবার গয়ায় পিণ্ড দান করিলেও পিতৃভক্ত পুত্রদ্বারা তাহার কোটি অংশের একাংশের তর্পণও সম্ভব নহে। মহাভাগ্যবতী শ্রীশচীমাতার স্নেহের দুলাল, যথার্থ সুপুত্রের লীলাভিনয়-কারী অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি জগজ্জীবকে শিক্ষাদানার্থে শ্রীশচী-মাতাকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে আমাদের ভ্রম দূরীকৃত হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেব সমগ্র অচৈতন্য বিশ্বে পরিপূর্ণ চেতনবাণী পরিবেশন করিয়া বলিয়াছেন,—

"আনের তনয় আনে রজত কাঞ্চন।
আমি আনি দেব মাতঃ কৃষ্ণ প্রেমধন॥

যে কোনও কুলে অথবা যে কোনও দেশে বৈষ্ণব আবির্ভূত হউন না কেন, শুধু সেই দেশ কিম্বা বংশ যে তজ্জন্য ধন্য, তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবী, এমনকি স্বর্গ-বাসী অমরগণ পর্য্যন্ত গোবিন্দ-প্রিয় বৈষ্ণবের আবির্ভাবে কৃতার্থ হইয়া থাকেন, শাস্ত্র তারস্বরে ইহা কীর্ত্তন করিতেছেন,—

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ম্॥

অর্থাৎ যে কুলে বৈষ্ণব প্রকাশিত হন, সে কুল পবিত্র, তদীয় জননী কৃতার্থা এবং বসুন্ধরা ধন্য হন, আর তাঁহার পিতৃপুরুষগণ তাঁহাদের বংশে একজন বিষ্ণুভক্ত আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া স্বর্গে পরমানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। (ক্রমশঃ)

বিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় ভগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পরমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় সমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪০ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্ব, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৮ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন্, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরাস কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

বৃহদ্গীতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ও শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃ[illegible]

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এ[illegible] সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী [illegible]

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সে[illegible]

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাবোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরাজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কপাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকারামণ ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৩০৲
ঐ (১৪—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১৮৲
২। ভাষ্যধর-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। যুক্তিমাত্রিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ।৷৹
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸৹
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৹
১৮। ভজনরহস্য ।৷৹
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৷৹
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।৷৹
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ।৷৹
২৩। বেদান্তভাষ্যের সানুবাদ (রামানুজীয়) ।৷৹
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ।৷৹
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩২। শ্রীগৌড়ীয়গুণপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৩। শ্রীভূবনেশ্বর ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

৩৬। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১৷৷০
৩৭। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৪০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪১। গীতমালা ৴১০
৪২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৴
৪৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৫। সাধনকণ ৴
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৭। শরণাগতি ৴০
৪৮। গীতাবলী ৴০
৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫০। সাংখ্যবাণী ৵০
৫১। অর্থপঞ্চক ৴০
৫২। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৴০
৫৩। অর্চ্চনকণ ৴১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।৷৹
৫৫। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৬। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০
৫৮। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৯। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। নামভজন ।০
৬১। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬২। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৩। দি ভাগবত ।০
৬৪। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ।০
৬৭। কল্যাণ কল্পতরু ।০
৬৮। সাধন পথ ।০
৬৯। গীতাবলী ।১
৭০। শরণাগতি ।০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণসুযোগ!! সুবর্ণসুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণকর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্. এ. কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেণির টোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন [illegible] করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযুত [illegible] রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) বগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। [illegible] লাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া বশ হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কার্য্যও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্ত প্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যাশ্চর্য্য নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও অন্ত্রসম্বন্ধিক দোষ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ সহ মূল্য ৸৹ আনা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিদ্যার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সম্বলিত এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মূলগ্রন্থের ভাষে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।৹

উৎকৃষ্ট ব্রোঞ্জ-রঙ্গ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুস্তবন, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বরচিত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত পদাবলী স্থূলাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। মূল্য অতি সুলভ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

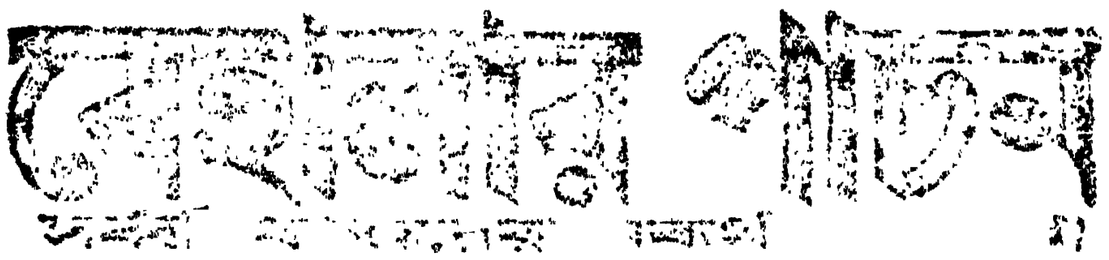

মফঃস্বলের সুবন্দোবস্ত জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ আনা, পাঁচটী ৸৹ আনা, বোতল ১৷৹ আনা।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

মডেল পাঞ্জরী

ঘটিকার বল ও বাড়বিকার, ইন্ফ্লুয়েঞ্জার হেমে প্রত্যহ কুইনাইন, মরফিয়া, ম্যালেরিয়া, বৃক ও যকৃদ্বি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি সকল সময় বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

এন্টিম্যালেরিয়াল ড্রপ্স

পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগে বাহুল্যরূপে ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করা পরীক্ষিত হইয়াছে। মূল্য ৩ ড্রাম ১৲ টাকা।

এন্টিম্যালেরিয়াল ম্যাটিকাপ

ইহা ব্যবহারে অতি সত্বর ম্যালেরিয়া জ্বালা ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—**ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ফেদেশ্বরী**

৩৯ নং হরিতকী বাগান রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বা অস্ত্রোপচারের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸৹ বার আনা, বড় ১৷৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য মল্ল**

প্রমেহ ও অন্ত্রবৃদ্ধির একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহাপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৹ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক ষ্টেশনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং কমলাপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যাহা অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অর্থ মিত শক্তি নষ্ট করিয়া আশে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার রোগ, যেমন শারীরিক দৌর্ব্বল্য, আয়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ডায়বেটিস, পায়রোগ সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ফিরিঙ্গিয় প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী পরীক্ষা করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

প্রধান মাসিকপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ ব্রজকান্ত ভট্টাচার্য্য ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Eg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণতন্ত্র বা
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক
ষাণ্মাসিক
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক
নগদ
প্রতি সংখ্যা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীগৌর মায়াপুর—২৮শে চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৭৭, ৭ই এপ্রিল, ১৯৭১

নানা কথা

মহাত্মাজীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ

গত ৪ঠা এপ্রিল প্রাতে মহাত্মা গান্ধী করাচী কংগ্রেসের কাজ সমাপ্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ডাঃ আনসারী বলিয়াছেন, "মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে; আমি কেন্দ্রীয় সিখ লীগের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন মাস্টার গান্ধীকে তাঁহাদের সভায় যোগদান হইতে অব্যাহতি দেন।"

অতঃপর ডাঃ আনসারী বলিতেছেন যে, গত দুই মাস যাবত, বিশেষতঃ করাচী কংগ্রেসের সময় গান্ধীজীকে যেরূপ পরিশ্রম সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা অলৌকিক, কাজের চাপ অবিলম্বে বিশ্রাম গ্রহণ না করিলে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার অবকাশ ঘটিতে পারে।

দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধী
কংগ্রেস মহলে জল্পনা কল্পনা

হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান না হইলে গান্ধীজী কি মনোভাব অবলম্বন করিবেন এবং তাঁহাকে আগামী জুলাই মাসে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির বৈঠকে একমাত্র কংগ্রেস প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবার উদ্দেশ্য কি—ইত্যাদি বিষয় লইয়া মহাত্মা এখানে আগমন করার পর কংগ্রেস মহলে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। কেহ কেহ মন্তব্য করিতেছেন, ইতিমধ্যে যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়া গেল তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক—সমস্যা মীমাংসার

গান্ধীজীর স্বাস্থ্যভঙ্গ

দিল্লীতে কংগ্রেস মহলে মহাত্মা গান্ধী

স্বরাজের অর্থ

বালক নলিনী চাঁদপুর হত্যা, ডাঃলুঠ

ইত্যাদি সহিত সংশ্লিষ্ট

* *

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্তও হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষা ও আহারের নিমিত্ত মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ

সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

* * *

আশা আকাঙ্ক্ষা করিয়া গিয়াছে, এই সমস্যার মীমাংসা না হইলে গান্ধীজী লণ্ডনে যাইবেন না স্থির করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ বিগত গোলটেবিল বৈঠকে যে পদ্ধতিতে কাজ হইয়াছিল কংগ্রেস মহলের নেতৃগণ তাহা পছন্দ করেন না। তাঁহারা চাহেন মহাত্মা গান্ধী অগ্রে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সহিত দেখা করুন; তাঁহাদের মধ্যে মূল বিষয়ের উপরের মধ্যে একটি মীমাংসা হয় তার বিভিন্ন কমিটিতে খুঁটি নাটি বিষয় লইয়া আলোচনা চলিতে পারে। কিন্তু এরূপ মীমাংসা না হইয়া ঐরূপ আলোচনা চলিতে পারে না। কংগ্রেস মহলের আরও মত এই যে, আগে বৃটীশ কমিটি গুলি জানাইতে আসুন, তারপর ভারতের প্রতিনিধি মণ্ডলী লণ্ডনে গমন করিবেন।

বালক নলিনী সাহানা
চাঁদপুর হত্যা, ডাঃলুঠ প্রভৃতির
সহিত সংশ্লিষ্ট

নলিনী সাহানা ১৪।১৫ বৎসরের বালক। আর অন্যান্য আলোচনা সম্পর্কে সে কতক দিনের জন্য জেল খাটিয়াছে।

গোপাল দাঁ চৌধুরীকে যে নাকি চাঁদপুরে ডাকাতির অভিযোগে কারাগারে আটক করা হইয়াছে। তাহার সাথে নলিনী কয়েকটি টাকা দিল, সেগুলি সে কোথায় পাইয়াছে।

নলিনীকে এখানে আনা হইয়াছে। এ ব্যাপারে বিশেষ তদন্তের জন্য আলোচনা সম্পর্কে নলিনী সিনেমা দেখা, চাঁদপুর হত্যা, ডাঃ লুঠ ইত্যাদি।

ভারতীয় নেতৃবর্গ সম্বন্ধে অভিযোগ
কংগ্রেস তদন্ত কমিটী গঠন

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে, সংবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সেই সমিতির এক অধিবেশনে হই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সাংবাদিকদের দেশে যে জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রচারিত হইতেছে সেই সকল অভিযোগ চক্ষে দেখিয়া তদন্ত করিবে।

কিন্তু এই সঙ্গে এক সংবাদে সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছে যে, উক্ত সভাতে যে ত্রিশ জন সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়াছে তাহা সাম্প্রদায়িক ভাবের পরিচায়ক। তাহাদিগের মধ্যে মাত্র কয়টী মুসলমান ভিন্ন অন্য প্রদেশের জাতীয় নেতৃবর্গের পক্ষে কোন সভ্য নির্ব্বাচিত করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্যের এক কমিটী গঠন করা হইয়াছে যথা: মাদ্রাজের রাজাজী আয়েঙ্গার, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত পট্টভী সীতারামাইয়া, মিঃ এন, কাসিম, মিঃ ডব্লিউ, সি, বানার্জ্জি, মিঃ এস, শোয়েব ও মৌলানা আবুলকালাম আজাদ। ইহাদের মধ্যে কয়জন উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য্য চলিতে পারিবে এবং তাঁহারা পট্টভী সীতারামাইয়াকে নির্ব্বাচিত করিবেন।

জগৎসিং প্রভৃতির কথা

"এই মর্ম্মে এক অভিযোগ করা হইয়াছে যে, সর্দ্দার জগৎসিং রাজগুরু ও সুকদেবের ফাঁসির পরে অমৃতসরে অনেক হিন্দু ও তাহাদিগের পরে প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করা হইয়াছে। কার্য্যকরী সমিতির এই অধিবেশনে এই অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া এক তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছে। যথা—পণ্ডিত সন্তানম, মিঃ আবিদ্রা, কাদের বাক্সী, ডাঃ সাইফুদ্দিন, মালিক বাহাদুর আলি, মিঃ জীবনলাল কাপুর ও মিঃ হরমুখ রায়। আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে এই কমিটীর সভ্যগণকে এই অভিযোগ সম্পর্কে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। ডাঃ সত্যপাল উদ্যোক্তা হইবেন।"

অস্ত্রাইনের অর্থ

"কংগ্রেসের ১৯ নং ধারা (অস্ত্রাইনের সংক্রান্ত) সম্বন্ধে তদন্তকারী কমিটী এলাহাবাদ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী, অন্ধ্রদেশ প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহ করিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য এই অধিবেশনে এক কমিটী গঠন করিয়াছে। এই কমিটীর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া তদন্তকারী কমিটী গঠিত হইয়াছে—মিঃ সি, রাজাগোপালাচারিয়ার, ডাঃ ভট্টনী সীতারামায়া, ম, গঙ্গামূর্ত্তি, ডাঃ পট্টাভি সীতারামাইয়া, অধ্যাপক এন, রঙ্গনারায়ণ শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ। শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ উদ্যোক্তা থাকিবেন এবং তিনজন সভ্য হইলেই সভার কাজ চলিতে পারিবে।

লণ্ডন বৈঠক এবং কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ

কথা রটিয়াছিল যে মহাত্মা গান্ধী আগামী জুন মাসে লণ্ডন যাত্রা করিবেন। গান্ধীজী অনৈক সংবাদ এই প্রতিনিধির নিকট এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠক যোগদান করিবে কিনা তাহা এখনও চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই। যদি কংগ্রেস যোগদান করে তবে প্রতিনিধিগণ কখন লণ্ডন যাত্রা করিবেন তাহা এখনও বলা যায় না।

মেহেরখালিতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড
ক্ষতির পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কালিপুর মেহেরখালির প্রসিদ্ধ হাট বাজারে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি কাপড়ের দোকান ও অন্যান্য দোকানপাট পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ৫০০০০৲ টাকা।

আক্রিদি গ্রামের চারিদিকে
সৈন্য সমাবেশ

পেশোয়ার কোহাট রোডের ঠাঁর আব্দুল গফুর খাঁর নাম একটী আক্রিদি গ্রামে বহু বিদ্রোহীকে গোপনে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া গত ২রা এপ্রিল ভোরে একদল সৈন্য ও একদল স্কাউটের কনষ্টেবুলারী উক্ত গ্রাম ঘিরিয়া ফেলে। উক্ত গ্রাম উপজাতিদের বাসের অযোগ্য বলিয়া সকল আয়োজন খুব সঙ্গোপনে হইয়াছিল।

গ্রামের অধিবাসীগণ খুব ভোরে উঠিবার দরুণ যে, তাহাদের গ্রাম সৈন্য দল ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এই বাহিনীতে কটিয়ার কনষ্টেবুলারী,৪৩ নং ও পাঞ্জাবী সৈন্য এবং বৃটিশ গোলন্দাজ ছিল। সকাল হইবার কিছুক্ষণ পরেই আকাশের বুকে টিকাদল এরোপ্লেন ঘোরে পাসমুখ এক ঘোষণা প্রচার করিয়া অধিবাসীগণকে জানান যে, এইরূপ বিদ্রোহীদের আশ্রয় দান গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর এই গ্রামে প্রায় ২৭ জন বিদ্রোহী অবস্থান করিতেছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। বহু বিতর্কের পর গ্রামবাসীরা স্বীকার করে যে সাতজন বিদ্রোহী তাহাদের গ্রামে অবস্থান করিতেছে। তাহারা ঐ সাতজন বিদ্রোহীকে নির্ব্বাসিত করিবার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং প্রতিভূস্বরূপ ১৯ জন গ্রামবাসীকে সমর্পণ করে। এরোপ্লেনে সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছিল যে গবর্ণমেণ্টের দাবী মানিয়া না লওয়া গ্রামবাসীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। একজন বিদ্রোহী জানালার উপর দিয়া পলায়ন করিবার সময় রাইফেলের গুলীর আঘাতে নিহত হয়। অনাবশ্যক রক্তপাত ও যুদ্ধ যাহাতে না হয় সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। এই সৈন্য সমাবেশ বেশ সফলমণ্ডিত হইয়াছে এবং সীমান্তের অধিবাসীরা বেশ শিক্ষা পাইয়াছে যে বিদ্রোহীগণকে সীমান্ত হইতে বহু উপজাতিদের রাজ্যের মধ্যে খুঁজিতে হইবে—নিকটে আসিতে পারিবে না।

ফরিদপুর জেলা-সম্মেলন

গত ৩১শে মার্চ্চ অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে অভ্যর্থনা সমিতির এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, ফরিদপুর জেলা সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন ফরিদপুর সহরে ১৮ই, ১৯শে এপ্রিল হবে। বিভিন্ন মহকুমা সমিতিও উক্ত সভায় গঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র মৈত্র সভাপতিত্বে ফরিদপুরের যুবকগণের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, ফরিদপুর জেলা ছাত্র সম্মেলনের ৬ষ্ঠ এবং ১৯শে এপ্রিল হবে।

গোলটেবিল বৈঠক
প্রতিনিধিদের নাম পরে প্রকাশ্য

ইহা এক প্রকার স্থিরভাবে জানা গিয়াছে যে, ৩রা মে ইণ্ডিয়ানের সহিত মহাত্মাজীর আলোচনা হওয়ার পূর্ব্বে গোলটেবিল বৈঠকের কংগ্রেস প্রতিনিধিদের নাম প্রকাশিত করা হইবে না।

অন্যান্য নেতৃবর্গ সহ দিল্লীতে
গান্ধীজী

৬ষ্ঠা এপ্রিল সকালবেলা ৭-৪৫ মিনিটের সময় মহাত্মাজী দিল্লীতে পৌঁছিয়াছেন। স্থানীয় নেতৃবর্গ ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। মহাত্মাজীর সহিত শ্রীযুক্তা কস্তুরিবাঈ গান্ধী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, শ্রীযুক্ত দেবদাস, শ্রীযুক্ত রামেশ্বরী নেহরু, শ্রীযুক্ত রামেশ্বরী নেহরু, শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথন, ডাঃ আনসারী, শেঠ যমুনালাল বাজাজ প্রভৃতিও আগমন করিয়াছেন।

ট্রেণ অল্প সময়ের জন্য শকীর সাহেব অসুস্থ থাকিলেও তিনি মুসলমান নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

মুসলমান প্রতিনিধি মণ্ডলী
মহাত্মার সহিত সাক্ষাতের কথা

মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল এবং যমুনালাল বাজাজ প্রমুখ কংগ্রেস প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিখিল ভারত মুস্লিম সম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতির ৬ষ্ঠা এপ্রিল অপরাহ্ণ তাঁহাদের পক্ষে তিনজন বা অতোধিক সদস্য মনোনয়নের কথা আলোচনা করেন।

গান্ধীজী দিল্লীতে পৌঁছামাত্রই মিঃ মৌলত আলী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

মহাত্মাজীর সহিত মুসলমান
নেতাদের সাক্ষাৎ

মুস্লিম সম্মেলনের পক্ষ হইতে সার মহম্মদ যাকি, মিঃ আবদুল লোতাম, মৌলানা শওকৎ আলি ও মিঃ ঈসকল প্রমুখ একুশজন প্রতিনিধি মিঃ সফি লাহুরীর গৃহে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ ও শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার সময় সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণ কে থাকিতে দেওয়া হয় নাই তবে জানা গিয়াছে যে, মহাত্মাজী মুসলমান প্রতিনিধিদিগকে তাঁহাদের সম্মিলিত দাবী উপস্থাপিত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে তিনি সেই দাবী লইয়া হিন্দু নেতাদের সহিত আলাপ করিতে পারিবেন। মুসলমান প্রতিনিধিগণ আশা করিয়াছেন যে, সম্মিলিত দাবী উপস্থাপিত করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে, তবে ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে মুস্লিম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে যে ১৪ দফা দাবীর উল্লেখ ছিল, তাহাই ও তাহাদের অধিকারের মত লইয়া স্থির হইয়াছিল।

এই সময় আলোচনা মুলতুবী থাকে। মহাত্মাজী বাহিরে আসিলে বেঙ্গলের বাঙ্গালীর ব্যারিষ্টার তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিলনের জন্যতম পাশার অনুকরণে মীমাংসা করা হউক।

মহাত্মাজী তদুত্তরে বলিয়া মোটর যোগে প্রস্থান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অপ্রাকৃত ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র মুদ্রিত ও

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে চৈত্র, মঙ্গলবার—১৩৩৭

শ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় অনুচরবর্গ

(২)

যাঁরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ, তাঁরা সাধক ছিলেন না, তাঁরা [illegible]। তবে জগতে এসে তাঁরা সাধকের অভিনয় ক'রে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা নামের প্লাবনে জগৎ প্লাবিত ক'রে দিয়েছিলেন। আমাদের প্রশ্ন হ'তে পারে, তবে কেন জগতের জীব পরম [illegible] গ্রহণ করছেন না? তাহার মীমাংসা ভাগবতে আছে—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥
(ভাঃ ৬।৩।২৫)

ভাগবতশাস্ত্রে দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাদিগের মতি [illegible] দৈবী মায়ায় অতিশয় বিমোহিত হওয়ায় তাঁরা এই নামসংকীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্মকে জানতে পারেন নাই, [illegible] হরি ও নাম—এই [illegible] মনোহর বাক্যেই কর্ত্তৃত্ব ছিল; তাই তাঁরা [illegible], অগ্নিষ্টোম ও [illegible] বিস্তৃত, বহু [illegible], দর্শ, [illegible] প্রভৃতি কর্ম্মের প্রবৃত্ত হ'য়েছেন ও সুখসাধ্য নামকীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই। অর্থাৎ নামে সর্ব্বশক্তি হয়—এই বাক্যকে ভক্তিবাদ মাত্র জেনে তাঁরা নামে নিষ্ঠাযুক্ত হন নাই; পরন্তু বহু আড়ম্বরযুক্ত কর্ম্মকাণ্ড নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি জগতের সকলের সম্মানের পাত্র কিন্তু ভাগবত বলছেন যে, এই সকল মহাজনগণও নামভজনের পথ জানতে পারেন নাই। কারণ এই সনাতন ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবানের প্রণীত। বিদ্যাধরাদি মনুষ্যের কথা কি, দেবতা, ঋষি ও সিদ্ধগণ পর্য্যন্তও জানেন না; তবে জানেন কাহারা?

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো
বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
(ভাঃ ৬।৩।২০)

—এই দ্বাদশ জন মাত্র সনাতন ধর্ম্মের কথা জানেন। নামসংকীর্ত্তনরূপ আত্মধর্ম্মের কথা কেবল উঁহারাই জানেন।

আমাদিগকে যা' ধরে রাখে, তা' ধর্ম। 'ধৃ' ধাতু মন্ করে 'ধর্ম্ম'। আমি যখন আমাকে মানুষ মনে করি, তখন মানুষের ধর্ম্ম, যখন আমি আমাকে 'দেবতা' মনে করি তখন দেবতাদের ধর্ম্ম, এইরূপভাবে যখন যাহা নিরূপিত হয়, তখন তা'র ধর্ম্ম একটা হয়। এই রূপভাবে ধর্ম্ম বহু আছে। কিন্তু সনাতন বা সনাতন ধর্ম্মের অর্থে যে ধর্ম্ম তাহা নিত্যকাল আমাদিগের সাথে থাকবে। এই জগতে বস্তু [illegible] যেমন টেবিল, আলো, পশু প্রভৃতি এখন আছে, পরে থাকবে না। [illegible] আমি থাকলেও তাহা সঙ্গে [illegible] থাকে না। যে আমি আছি, তাও পরি[illegible] হ'য়ে যাবে। যাকে এখানে মানুষ, [illegible], টেবিল, আলো—যা' কিছু তা'র সনাতনত্ব থাকে না। কিন্তু এমন বস্তু যদি পাওয়া যায়, যা' সনাতন, সনাতন, তার ধর্ম্মও সনাতন হবে। এইরূপভাবে জগতে যত [illegible] কথা আছে, দেখতে হ'বে, তাতে সনাতন বস্তুর কথা আছে কিনা। [illegible], [illegible] ক্রিয়াকাণ্ড যাগযজ্ঞাদির কথা [illegible]। আমরা অনেকদিন উক্ত [illegible] ছিলাম, তিনি সৎকার্য্য করবার জন্য, পুণ্য কার্য্য করবার জন্য, [illegible] জন্য উপদেশ দিলেন। [illegible] যে পুণ্য ইহা কি সনাতন [illegible]? [illegible] নিত্যকাল আমাদিগকে ধ'রে রাখতে পারবে? না, তা' পারবে না। [illegible] শাস্ত্র বলছেন,—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি'। এটা সারাদিন [illegible] হয় 'গরু মেরে জুতো দান'। [illegible] পশু বধ ক'রে। একটা [illegible] যাগ ক'রে আমার কিছু [illegible] মঙ্গল না [illegible]। এইজন্য উপনিষদ্ বলেন —"পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"। পাপ এবং পুণ্য এই দুই অবস্থা হ'তে নিষ্কৃতি পেতে হ'বে সনাতন আত্মধর্ম্মের সাধনা দ্বারা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন-বিবরণী

[৯]

শ্রীযুক্ত দিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ঢাকানিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত দিজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচৈতন্যলীলার [illegible] গৌড়মণ্ডলের আদি কবি [illegible] আবির্ভাবভিটায় [illegible] অবস্থায় [illegible], [illegible] সভার [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] বিচিত্র [illegible] এবং পরিক্রমা ও গৌর-[illegible] প্রদর্শন করিয়া [illegible] অর্পণ করিয়াছেন। [illegible] স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম [illegible]

ঢাকানিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত [illegible] বর্গীয় [illegible] শ্রীমন্[illegible] [illegible] চৈতন্য ও [illegible] [illegible] সজ্জ[illegible] করিয়াছেন [illegible] এবং [illegible] ভক্তগণের [illegible] উত্তরাধিকারী [illegible] মহাশয়ের [illegible] মহাশয়কে [illegible] স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রী[illegible] হেমচন্দ্র দত্ত

কলিকাতা [illegible] শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] দিয়া [illegible] বহন করিয়াছেন। [illegible] মহাশয়ের [illegible] [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] স্মৃতিবার স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] [illegible]

শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন গৌরবাণীত স্থান সমূহে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিয়া অচৈতন্য জগতের [illegible] জনগণের [illegible] প্রদান-পূর্ব্বক একাধারে [illegible] ও ভাগবতদের উদ্দীপনার সমন্বয় বিধান করিতেছেন, তাহাতে যে যে অনুরাগী মহাত্মা [illegible], অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সেবা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিশেষ বর্ণে নিম্নলিখিত [illegible] অর্থানুকূল্যের দ্বারা শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের সেবা করিয়াছেন—

[illegible] শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের জননী [illegible], কলিকাতা [illegible] ও [illegible] শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী এবং [illegible] শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের জননী।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু

[illegible] শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ [illegible] মহাশয় [illegible] ধনাঢ্য, [illegible], মনীষী, [illegible] কলি-কাতার [illegible]) শ্রীযুক্ত [illegible] বসু [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] সভার [illegible] সাহায্য করিয়াছেন এবং [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] ও শ্রী[illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible] নামপ্রচারিণী সভা [illegible] কুমারী [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] দেশের [illegible] ও [illegible] প্রদেশ হইতে [illegible] শ্রী[illegible] নামপ্রচারিণী সভার [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] হইয়া [illegible]—

[illegible] ও [illegible] [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible]

বাঙ্গালার প্রতিনিধিরূপে গমন করিয়া পার্লামেন্টের সদস্য ও বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের অন্তরে প্রতি মনোভাবের পরিবর্তনে যে চেষ্টা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সমগ্র [illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বংশমর্যাদা, শিক্ষা, বুদ্ধি, মান, প্রতিপত্তি, ধন-সম্পত্তি—সর্ববিষয়ে বাঙ্গালার একজন অগ্রণী ও নেতৃস্থানীয়। যতীন্দ্র বাবু তাঁহার নির্মল চরিত্র, উদার স্বভাব, সরল ও মধুর অমায়িক ব্যবহারে সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা, কার্যদক্ষতা, সাধু উদ্দেশ্য ও প্রচুর দায়িত্বজ্ঞানের জন্য তিনি সকলেরই বিশ্বাসভাজন। তাঁহার লৌকিক পরোপকার-প্রবৃত্তি ও দয়ার পরিচয় পাইয়া প্রত্যেকেই বিস্মিত হইয়া থাকেন। [illegible] সময় বাড়ীতে [illegible] তাঁহাকে জনসাধারণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরামর্শদানে রত দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নাই—যাহার সহিত যতীন্দ্র বাবু বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট না আছেন। তিনি বহু দিন যাবৎ নিরামিষভোজী, পান-তামাক-মাদকদ্রব্য বর্জিত, [illegible] ও দেশহিতৈষী। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার [illegible] সাত্ত্বিক [illegible] আচার্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের [illegible], গৌড়ীয়ের চরিত্র এবং গৌড়ীয়মঠের প্রচারিত আচার [illegible] যতীন্দ্র বাবুর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা [illegible] করিতেছি। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীমায়াপুরের উৎসব, [illegible] এবং উৎসবাদি অনুষ্ঠানে মাননীয় যতীন্দ্র বাবু [illegible] সাহায্য করিয়া থাকেন। কলিকাতা [illegible] মঠের [illegible] প্রভৃতি [illegible] করিয়া [illegible] 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের [illegible] 'গৌড়ীয়ের বাণী' নামক ক্রমিক বক্তৃতার প্রথম দিন সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। [illegible] কনফারেন্সে [illegible] পূর্বে তিনি [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে আমন্ত্রিত [illegible] ও [illegible] অর্পণ করিয়াছেন। [illegible] পদ হইতে তিনি বিদায় ধন্যবাদার্হ।

যথার্থ পিতার পরিচয়

(শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী-লিখিত)

(২)

বিশ্বাত্মা বিষ্ণুর সেবক বৈষ্ণবগণ সদা সেবা [illegible] আত্মস্বরূপ [illegible] প্রগাঢ় [illegible] করিয়া একমাত্র সেবা [illegible] আত্মানন্দাতেই [illegible] রূপে অধিষ্ঠিত। তিনি পরমার্থরূপ মানবজন্ম লাভ করি। [illegible] কর্তব্য সর্ব প্রাণীর [illegible] উপাসনা করেন, [illegible] হইলেও সেই [illegible] বিদ্যমান [illegible] বাণী। পার্থিব জ্ঞানে, [illegible] প্রতিভাবিত [illegible] পারেন বটে, কিন্তু [illegible] কল্যাণের [illegible] হইতে পারেন না, [illegible] পরিণতি [illegible] হইয়া [illegible]

"সেই দেশে সেই কুলে দৈন্য অবতরে।
তাহার প্রভাবে [illegible] নিস্তারে।
[illegible] বৈষ্ণবগণ যাহেন বিচরে।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্য তীর্থবর॥"
"[illegible] পাদপদ্ম নিত্য ধ্যান করে।
[illegible] অমঙ্গল হরে॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]॥"

এই সত্যটিতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া [illegible] দূর করিলে আমরা [illegible] জানিবার [illegible] হইতে পারি। আমাদের [illegible] হইবে [illegible] জানিবার [illegible] অর্জন করিব, নতুবা অপ্রাকৃত বৈষ্ণবকে [illegible] জীব মনে করিলে [illegible] হইবে মাত্র। আমরা [illegible] হইয়া [illegible] বৈষ্ণবের অসম মহিমা চতুর্মুখ ব্রহ্মাও [illegible] কীর্তন করিতে সমর্থ হন না, আমরা আর [illegible] কতটুকু [illegible] কীর্তন করিতে পারি? বৈষ্ণবগণ স্বকীয় মাহাত্ম্যোপলব্ধি-বিষয়ে কৃপা করিয়া যতটুকু শক্তি দান করেন আমরা ততটুকুই বুঝিতে সমর্থ হই। কৃপাপূর্বক প্রকাশমান না হইলে আমরা আমাদের অজ্ঞানপীড়িত হৃদয়ে তাঁহাদের অশোক অভয় পাদপদ্ম যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না।

"বৈষ্ণবের হৃদয়ের গুণ সকল সঞ্চরে।"

—এই [illegible] আস্থা স্থাপন করিয়া [illegible] সেবা বুদ্ধিসহকারে পরম [illegible] বৈষ্ণব-পাদপদ্মে আশ্রয় করিলে আমরা জানিতে পারিব [illegible] বিষ্ণুভক্তেই [illegible] আছে, সমস্ত সদাচার-যুক্ত তাঁহাদের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়াছে। [illegible] নৈতিকের, [illegible] বিবাদের [illegible] পারে না। [illegible] বৈষ্ণব [illegible] প্রচার করেন, [illegible] সুধীগণ, [illegible] আমাদের [illegible] সংসার [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] উৎপাদন করিয়া [illegible] বিষ্ণু [illegible] ধর্মেরই [illegible] সনাতন ধর্মের প্রচারক [illegible] আমরা কি শুধু অনিত্য লৌকিক ও নৈমিত্তিক ধর্মেরই [illegible] করিব? [illegible] মধুব্রতকুল আমাদের [illegible] বন্দনীয়, স্মরণীয় ও কীর্তনীয় হউন।

"[illegible] তুমি হয় যদি [illegible]।
[illegible] তুমি হয় যদি [illegible]॥
[illegible] কোন [illegible]
[illegible] বলিয়া [illegible] যাচি॥"

সত্য—আর্থিক ও পারমার্থিক

(শ্রীপাদ সুদর্শন[illegible] দাস, ভক্তিশাস্ত্রী)

ভারতবর্ষ পারমার্থিক সত্যের একান্ত উপাসক। কিন্তু আজ আমরা পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। প্রতীচ্যশিক্ষা-সভ্যতা বিভ্রান্ত ভারত এখন ভোগলালসা-প্রজ্বলিত দুর্নিবার বহ্নিমালে [illegible]। ঐহিক সুখ সম্ভোগ হইয়াছে আমাদের শেষ কামনা—জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। বর্তমান সমাজ যথেচ্ছাচারিতাময় ব্যভিচারী জীবনের কলুষ কালিমায় কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি—প্রেয়ঃ মার্গই আসল পথ, আর শ্রেয়ঃ পন্থাই [illegible] পন্থা; তাই মরণের পথই আমাদের বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। পারমার্থিক সত্যস্বরূপ আত্মা—[illegible] বৈচিত্র্য পর্যবসিত হইতেছে। অতএব সত্যানুসন্ধান আমাদের নিকট আকাশ কুসুমের কল্পনা মাত্র। পারমার্থিক মহিমা [illegible] সন্তান আমরা—আজ ভোগ[illegible] অধিকারী। সেই আমরাই আবার [illegible] সমাজের [illegible]। [illegible] কি অদ্ভুত [illegible]!

[illegible] ভারতের অভিব্যক্তি—পারমার্থিক সত্যের [illegible], আর্থিক বা ব্যবহারিক অনুভূত নহে, অতএব [illegible] ভারতে আর্থিকতার স্থান ছিল না, একথা বলা হইতেছে না। তবে পারমার্থিক অনুভূতই ভারতের আত্ম-[illegible] চরম ও পরম [illegible] বিষয়। আর আর্থিক ও ব্যবহারিক তত্ত্ব সেই পারমার্থিক সত্যের ক্রোড়ীভূত ব্যাপার, ইহাই আর্য ভারতের বিশেষত্ব ও [illegible]। আধুনিক [illegible] বিদ্যা-বুদ্ধি [illegible] অভিমানে আর্থিক ও পারমার্থিক সত্যের [illegible] বিচারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন নাই। পড়িয়াছি কেবল আমরাই—[illegible] অতি বুদ্ধিসম্পন্ন অভিমানীর সম্প্রদায়—[illegible] পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে বিজ্ঞান-[illegible] আত্মহত্যা ও বিশৃঙ্খল [illegible] ছায়া—[illegible] নাস্তিকতার প্রভাবিত হইতেছে যাহাদের সমগ্র জীবন। তাই [illegible] প্রত্যেক শক্তি-প্রণালীর [illegible] গতিতে [illegible] উঠিয়াছে [illegible] আত্ম-স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

ভক্তিতত্ত্ববিষয়

শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীগুরুতত্ত্ব নিষ্ঠা ও অন্যজ্ঞানের ভেদ, শ্রীগুরুতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগদ্গুরুত্ব প্রমাণ, বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বৈধী-ভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ভগবন্নাম, অদ্বৈতবাদী শুষ্ক ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্ত, বৈষ্ণবগুরুর অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের সার্থকতা, সাধনধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে ব্রহ্মবাদ, ভগবান ও আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের মায়ার অনির্ব্বচনীয়ত্ব কারণ, সম্প্রদায়ভগত শ্রৌতপথ, দীক্ষাবিচার, দীক্ষা, শিক্ষা ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, ভক্তিরসের আধিকারী, সাধকীরস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের বহুতত্ত্বই অল্পশ্রমে সংগৃহীত হইবে। পরম গূঢ় পুরুষার্থ প্রাপ্তির এরূপ সরল ও অব্যর্থকারী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শিক্ষিতসম্প্রদায়-মধ্যে ইহার যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। আমাদের প্রকাশিত সূচী, কথোপকথন প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিলাট, গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আষাঢ়া—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের কি কর্ত্তব্য ও আবশ্যক সাধারণ ভাষায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেবের, মনের ও আত্মার দাস কি? ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, রুচি কি? এতদ্ভিন্ন বিষয় সাধারণে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হয় নাই যে, প্রথম পাঠে কেহ আকৃষ্ট হইয়া শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া নিরস্ত হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচি

দ্বিতীয় সংস্করণে ৸০ আনা

শ্রীমদ্ ভোরাণী প্রভৃতি শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতির উপদেশসমূহে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে শাস্ত্রপ্রমাণের অনুকূল ও সংযুক্ত বিচার আর সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষার উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পারমার্থিক পত্র

ষষ্ঠত্ব সৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক আলোচনার একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত পাতলা অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে উৎকৃষ্ট পত্রের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৸০ টাকা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

এলাহাবাদ, শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মূলে উৎকলদেশীয় শ্রীযুক্ত রাধা, নামাপরাধ, নামাভাস প্রভৃতি বিষয়ে যেরূপ বিচার করিয়াছিলেন, এই নিম্ন গ্রন্থে সেই সমস্ত বিচার সংক্ষিপ্ত আকারে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। এই সংস্করণ ভিক্ষা ৸০, ডাক আনা ১ মাত্র

বৈষ্ণবস্মৃতি সমাহৃতি

(সংস্কৃত শ্লোকগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। পাঞ্চরাত্রের বৈষ্ণবাগমের নিত্য, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত ঔর্দ্ধ্বদৈহিক ও নিত্যকর্ম্মের বিবরণ ৪। বৈষ্ণবচিহ্ন ও পঞ্চসংস্কারের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিষ্ণুবিশেষের লৌকিক ও পারীয় আকৃতির ধ্যানীয় কথা। চারখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৪র্থ খণ্ড বহুই)

ভাক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের অতি উচ্চ গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বখণ্ডের অধিক পাঠযোগ্য অংশ। প্রায় ৩৫০ ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৩৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য সাহিত্যরত্ন

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

কে, সি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন
পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে কে, সি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কলদরের ভেজাল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে ঔষধ মাত্রায় আইসে, বাইলাহড্রোক্লোর ঘুইনাম আদৌ নাই এবং ইউরিথেন নাই।

এই কেরার্স কুইনিন দ্বারা চেতলা করিলে একটী বা দুইটী ব্লেকপেপারে সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে। ৩ হইতে ১২টী ব্লেকপেপারে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৩ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ডাঃ ৵ টাকা

বাইল-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে
২৯১ নং চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

প্রভুপ্রীতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্দাবহ করা—তাহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্বন্ধজ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্কপটে কি প্রকারে পরমার্থ লাভ হয়, তদ্বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-নিবেদনমূলক গান। ছাব্বিশ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
সপ্তম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা আমাদের সকল অভাব ও কামনার কল্পতরু হইয়া পূর্ণপুরুষ যে শ্রীভগবান্‌কে কল্পনা করিয়া থাকি, তাঁহার যে নিত্য ও মহান্ কল্যাণ প্রদানে অসীম শক্তি আছে, তাহা কি প্রকারে আমরা সেই কল্যাণময়ের শরণ লইব, এই সকল কথা সরল ভাষায় লিখিত। এই পুস্তিকের সাহায্যে কল্যাণ-কল্পতরু ইষ্টদেব শ্রীভগবান্‌কে নিত্যকল্যাণ প্রদানে পারা যায়।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন-

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ ৺ধাম শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটের পর ৩০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীপ্রমণ্ডরে আচার্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই মহা মাহেন্দ্র-তীর্থ, পরাবস্থ পীঠ বা সাধক ভক্ত-স্তুতী। এই মহা তীর্থে শ্রীহরিনামমূল বাক্যপাণি-বেদজ্ঞমূল, পরিপূর্ণ অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-বেদ ন চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং কথায় শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাধক সাম্প্রদায়ের-আচার্য-চূড়া তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সেবিত সেবা সেবিত হইতেছেন। এই মহাধামে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাধক-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' নাম দিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীধাম-পরিক্রমা শুরু ও অন্যান্য মহাগোষ্ঠী। কীর্তন শুদ্ধাদ্বৈত মহামহোৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সভাপতি—ব্রহ্মচারী শ্রীধাম-পরিক্রমীর সহকারী—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ঈশানগোপাল ব্রহ্মচারী নারায়ণগড়ীয়, শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রথম নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই শুভ-সঙ্ঘারম্ভে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-গোবিন্দ ভাই সপার্ষদ নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রায়ন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌড়ীয় প্রচারার্থ এক সপ্তাহের হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দ্বি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রমাণ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-গীতা ও বিষয়ের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। সভাপতি—আচার্যবর্য শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ গুরুপদানন্দ পদবিদ্যালঙ্কার বি-এ, শ্রীপাদ ভক্তি সারঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ বনমালীগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীদামোদর, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রেমানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকীর্তন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি।

(২) শ্রীমধ্বগৌড়ীয় মঠ

৩৫ নং সতীশ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

শ্রীমধ্বগৌড়ীয় আচার্যবর্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীগীতা ও বিষয়ের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। সভাপতি—আচার্যবর্য শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ গুরুপদানন্দ পদবিদ্যালঙ্কার বি-এ, শ্রীপাদ ভক্তি সারঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ বনমালীগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীদামোদর, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রেমানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকীর্তন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি।

(৩) সোপপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শ্রীগৌরাঙ্গের এবং শ্রীগৌরনিতাই ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথ দেবস্বামী ভট্টাচার্য। প্রভু শ্রীরঘুনাথ। সভাপতি শ্রীবিশ্বানন্দ প্রভুবর্য, শ্রীবলদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীরাধাবল্লভ আচারী, দেবদাস শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিতাইয়ের ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) জাহ্নবীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরপার্ষদে শ্রীজাহ্নবাদেবীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবনোবিহারী।

(৭) শ্রীবিল্ব পুষ্কর কুণ্ড

শ্রীগোদ্রুম, অন্তরীপ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিল্বপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরাঙ্গের এবং শ্রীগৌরনিতাইয়ের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভারতী ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি, এস, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মধ্য বিল্ব।

রক্ষক—শ্রীযুক্ত ভাবানন্দ ব্রহ্মচারী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীযুক্ত দাস ভারতী, শ্রীযুক্ত কমল অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-সদাদর-মঠ

চাঁদার টী, সমুদ্রগড়, (বর্তমান)

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গৌরসেবা। রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভর দাস ব্রহ্মচারী

১০) শ্রীরূপ গৌড়ীয়-মঠ

রাজপুর, হুগলী ষ্টে, পি

রক্ষক—শ্রীহরি দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবন

(১১) শ্রীগৌড়ীয়-মঠছত্র—

মাউগাছি, আমঘাটা, বর্তমান।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

(১২) শ্রীগৌরাঙ্গ আসন

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারী প্রচার-সেবা।

রক্ষক—শ্রীবলাই ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলাবাড়ী, গোয়ালী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীবসন্ত দাস ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ পাঞ্চরাত্রিক-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরামাবতার ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

নবাবপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীরাধাগোর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিসভাধিষ্ঠানী সভা, বালির চাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

শিকারপুর, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

১৮ জামনাযোড়া অপপ্রাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্তমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের নিত্যসেবা। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনবীনানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবলিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধব।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগন্নাথলেন, কাশী।

গৌ-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালীদাসজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীবৃন্দাবন ক্রস, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-রমণ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিদ্যামন্দির সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দাবনানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীহরির তীর্থ দেখিবি।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কৃষ্ণকেত, খানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-ধামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া অপপ্রাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, হাবড়া

এখানে কতকগুলি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীগোবিন্দরমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

১৮বেণ রোড়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসিকোত্তমানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণপদ্ম [illegible]

(২৯) গোয়ালপাড়া অপপ্রাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাগোবিন্দ

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
২। ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৶০
৩। ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
৪। কারিকার সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৩
৫। শ্রীচৈতন্য ভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৬। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৭। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ)
৮। ভেদখণ্ড ২৲
৯। ব্রাহ্মমাহিকা তপসৌরভঃ সাহুবাদ (মাঘ) ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৹
১৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা (বাঁধা) ১৲
১৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা ঐ (আধাঁধা) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাজোক্ত (প্রথম ভাগখণ্ড)
১৬। শ্রীচৈতন্যমঠ ও গ্রাম ৷৹
১৭। নবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণ ৷৹
১৮। গৌড়ীয়-গোরব ৷৹
১৯। প্রেমাবতার (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৹
২০। ভজনরহস্য ৸৹
২১। ঈশোপনিষদ্ (কেবল মাত্র মন্ত্র-পাঠ) ৸৹
২২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৸৹
২৩। সাধনকল্পদ্রুম (বাঁধা) ৸৹
২৪। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, সাহুবাদ ৸৹
২৫। বেদান্তদর্শন সাহুবাদ (রামানুজীয়) ৸৹
২৬। ভজনরহস্য ৸৹
২৭। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৹
২৮। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৹
২৯। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ ৸৹
৩০। মণিমঞ্জরী সাহুবাদ ৸৹
৩১। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৸৹
৩২। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)
৩৩। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৪। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৩৫। শ্রীকৃষ্ণবেণুর ঐ ক্রমাপত্র ৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

৩৬ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১৷৹
৩৭। নবদ্বীপ পত্রিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। দীপ-দিগ্দর্শক ৵০
৪০। ভাবরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
৪১। গীতমালা ৵১০
৪২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৵
৪৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৫। সাধনকণ্ঠ ৵
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৭। শরণাগতি ৵০
৪৮। গীতাবলী
৪৯। গৌড়ীয়ঠাকুর কি বলেন?
৫০। সাংখ্যদর্শন ৵০
৫১। অমৃতরস ৵০
৫২। শ্রীগুর্ব্বষ্টক স্তবাদি ৵০
৫৩। অজনক

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। শিক্ষা-সপ্তশ্লোকী-সাহুবাদম্ ৷৹
৫৫। সটীক শিক্ষাষ্টকম্
৫৬। হরি-স্মরণম্
৫৭। দশাবতারস্তোত্রম্
৫৮। সাহুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৫৯। গৌড়ীয় মঠের পরিচয়ঃ

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। নামভজন ৷৹
৬১। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিচেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹
৬২। রেফারেন্স ৷৹
৬৩। দি ভাগবত ৷৹
৬৪। হরোটিক প্রিন্সিপল্স্ অ্যাণ্ড আলোয়েড্ ডিভোশন
৬৫। তোমার গৌড়ীয়দের রঙ্গ ভঙ্গ ৵০

উড়িষ্যা অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷৹
৬৭। কল্যাণ কল্পতরু ৷৹
৬৮। সাধন পথ
৬৯। গীতাবলী
৭০। নবদ্বীপ পরিক্রমা ৵০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ। সুবর্ণসুযোগ।। সুবর্ণসুযোগ।।

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোবোধিনী কুণ্ঠ-কার্পণ্য-নিন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণকর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব—বিদ্বজ্জনাগমের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত্র-শিক্ষক—চিন্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাপট্যধর্ম্ম, শ্রীনামাবির্ভাব, শ্রীনামতত্ত্বনির্ণয়, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সংজ্ঞাধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয়খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌরকিশোর-প্রসঙ্গ, বিপ্রলম্ভের মর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগজন-পথ, শ্রীমতী রাধিকার-দিনচর্য্যা, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরস্মরণ ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-প্রবন্ধ-সম্ভারে-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থ সংরক্ষণ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যন্ত্রণার অবসান হইবেনা

দৈবপ্রাপ্ত যন্ত্রণার একমাত্র মহৌষধ

পনের দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

কোন রোগের যন্ত্রণা কি ভয়ানক। অসহ্য যন্ত্রণার সময় (বাওয়া এবং আরাম পাই ইহাই চিন্তা) কোন রোগী নিজের মৃত্যু অথবা এমনকি আত্মীয় কোন রোগীর মৃত্যু ঈশ্বর দেওয়া এ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক রোগীর ধৈর্য্য ধরিয়া চিকিৎসা করা উচিত। কিন্তু কি চিকিৎসার জন্য এক আনার ডাক টিকেট পাঠাইয়া নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীযুক্ত কালীপদ উকীল, হস্পাতালকলক, পোঃ নৈকাটী (বাঙ্গালা)। অথবা নিম্ন ঠিকানায় পত্র দ্বারা বিস্তারিত জানিতে পারেন।

উকীল রামগোপাল দত্ত এম্, এ, রক্ষনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমি আমার পত্নীর [illegible] ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের [illegible] জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম এই সময় শ্রীযুক্ত কিশোরীপ্রসন্ন উকিল মহাশয় আমাকে [illegible] করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সঃ) শ্রীযুক্ত [illegible] রায় চৌধুরী। কাশীদাস চাটার্জ্জী) ৩৭ ষ্ট্রীট, নিউ [illegible]। ৩৫ নং [illegible] লাইটিং ইন্সটিটিউশন, কলিকাতা।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন আদরণীয় সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্ম প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রদর ব্যাধিতে, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডূর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও যকৃদ্ঘটিত রোগ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ সহ ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-নামাবলী। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মায়াপুর কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মহাপ্রভুর কৃপায় লিখিত। পরিচয় পুস্তিকা প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ তত্ত্বচন্দ্রক ভিক্ষা ।০

উৎকৃষ্ট রোজ-রয় কাগজে উত্তম কালিতে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপের নক্সা ছাপা হইলে কি প্রকার ভাবের উদ্ভাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীনাটগীত, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ৬ প্রার্থনাসহ ভক্তিরসযুক্ত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গানগুলী ছোটাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। মূল্য ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

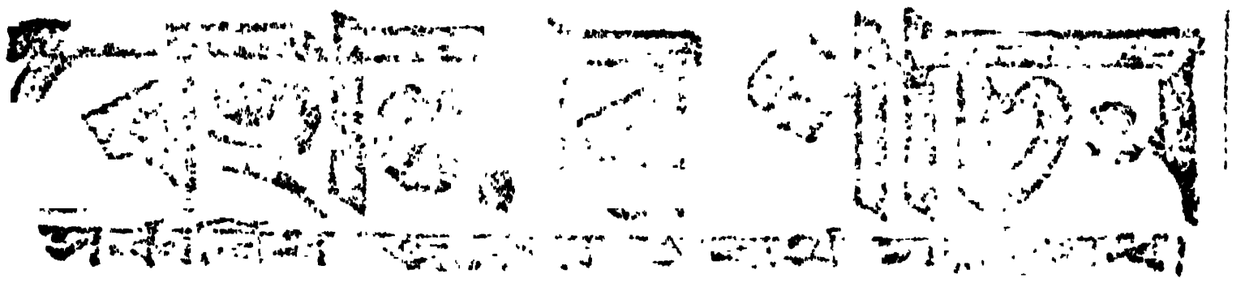

মফঃস্বলের গ্রাহকদের সুবিধার জন্য ৬ ভাঃ পার্শেলে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের নমুনা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৲০ আনা।

অফিস- ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মনের মতন

ঘটকার বর ও ঘাড়াওয়ার, ঘরিয়ালের হাড়, প্রস্রাবে অম্বাভাব, অম্লরোগ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সময় নিশ্চিন্তে আরোগ্য হয়। বল, মাংস, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১ এক টাকা।

হুহু সকাশ্বাসি মলম

শুষ্কপাঁচড়ি যেরূপ ভয়ানক হউক আরোগ্য হইবে নিশ্চয়। মূল্য ১ ডিবা ১৲ এক টাকা।

হেমেন্দ্রকাশিপ্রসাদিনী অষ্টাঙ্গ

বীর্য্যবর্দ্ধক ও সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ। মূল্য ১০ দশ টাকা।

ডাঃ এম, এন, বোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ঠিকানা—

৯৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। শূলাম্বুধি

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও অন্তর্ভেদের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটকাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহাশত্রু ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুদক্ষে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি কোনও মৃত মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিবার্য্য উপায়ে অকালে শরীর নষ্ট করিয়া ফেলিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছেন এবং নানা প্রকার রোগ, যেমন ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, নপুংসকত্ব, ধ্বজভঙ্গ, পারদ-ঘটিত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বন্ধ্যা, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে কুগ্না জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের সাহায্যে ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজপুর, গাঙ্গেনরিচ রোড, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

এডুকেশন লাইব্রেরী হইতে ৩২।১।৩৪ তারিখে প্রকাশিত—ডাঃ সুকুমারী দেবচৌধুরী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
৭৩৪।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে চৈত্র বুধবার ১৩৩৭, ৮ই এপ্রিল, ১৯৩১

নানা কথা

নবদ্বীপ সংবাদ
পিকেটিং

প্রকাশ, গত ১৬ই চৈত্র হইতে নবদ্বীপ আবগারী দোকানে শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেবী, হেমন্তকুমারী দেবী, বীণাপাণি দাসী ও পাটেশ্বরী দাসী প্রমুখা ভদ্র মহিলাগণ শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করিতেছেন। নবদ্বীপে ভদ্রমহিলাগণের প্রকাশ্য ভাবে কংগ্রেসের এই প্রথম পিকেটিং। পূর্ব্বে উহারা কংগ্রেসের অন্যান্য কার্য্যও প্রশংসনীয়ভাবে করিয়াছেন।

কালীগঞ্জ সংবাদ
শোক-সভা

গত ১লা এপ্রিল সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত উমাপদ সান্যালের সভাপতিত্বে কালীগঞ্জের বাঘোয়ারীতলা হলে ভগৎসিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসী দেওয়ায় এক শোক-সভা হইয়াছিল।

সরকারের উক্ত কার্য্যের নিন্দা করিয়া একটা প্রস্তাব এবং দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রাণদণ্ড মকুব করিবার দাবী জানাইয়া আর একটী প্রস্তাব সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

পশ্চিম নদীয়ার বিখ্যাত বক্তা মৌঃ ফজলুল রহমান বি, এ, ও শ্রীযুক্ত বিহঙ্গ বাহন কুণ্ডু ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভায় প্রায় সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

ডাকাতি

সম্প্রতি কালীগঞ্জ আসাচীয়া গ্রামে এক ধনাঢ্য মুসলমানের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই থানার অধীনে প্রায় প্রতি মাসেই ডাকাতি হইতেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কোন ডাকাতই ধরা পড়ে নাই।

জলকষ্ট

প্রকাশ, কালীগঞ্জ ইউনিয়নে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব মোচনের জন্য সরকার, জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট বহু প্রকারে বহু আবেদন নিবেদন করিয়া কোন ফলই হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ কি এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যুক্তি-সঙ্গত মনে করেন না?

কুষ্টিয়া সংবাদ
মোকদ্দমা প্রত্যাহার

কুষ্টিয়া কংগ্রেসের কতিপয় স্বেচ্ছাসেবকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধির আইনের ১০৭ এবং ৩৫৩ ধারার যে মোকদ্দমা দুইমাস ধরিয়া চলিতেছিল গত ৩১শে মার্চ্চ বাঙ্গালা সরকার তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

আর্থিক দুরবস্থায় গ্রামবাসীর অভিযোগ

প্রায় দুইশত গ্রামবাসী মিলিয়া মহকুমা হাকিমের বাঙ্গালায় গিয়া বলে যে, তাহাদের আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকার অবলম্বে করিতে হইবে। মহকুমা হাকিম তাহাদিগকে আশ্বাস দেন যে, যথাসম্ভব শীঘ্র তিনি তাহাদের বিষয় বিবেচনা করিবেন।

মূল্য বৃদ্ধি

খাদ্য দ্রব্যের মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ লোক বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছে।

নবদ্বীপ সংবাদ

আর্থিক দুরবস্থায় গ্রামবাসীর অভিযোগ

কালীগঞ্জ সংবাদ

উপাসনা সভায় গুলী বর্ষণ দুইজনের শোচনীয় মৃত্যু

কুষ্টিয়া সংবাদ

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষা ও আহারের নিমিত্ত মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

উপাসনা সভায় গুলী বর্ষণ দুইজনের শোচনীয় মৃত্যু

গত ২রা এপ্রিল সন্ধ্যায় হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেষ্টে প্রধান উপাসনালয়ে বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। সকলে যখন উপাসনায় নিরত ছিল তখন এক ব্যক্তি অকস্মাৎ রিভলভার বাহির করিয়া গুলী ছুড়িতে আরম্ভ করে। ইহাতে সকলেই বিস্মিত হয়, সভাস্থলে বিষম চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

গুলী বর্ষণের ফলে দুইজন লোক নিহত এবং পাঁচ জন আহত হয়।

যে ব্যক্তি গুলী করিয়াছিল সে ধরা পড়িয়াছে। তাহার নাম জাটালাকা। সে একজন ইঞ্জিনিয়ার, তাহার বয়স ৫৩ বৎসর।

বন্দুক প্রত্যর্পণ

এইবার আন্দোলনের সময় কুষ্টিয়ার বহু ভদ্রলোকের বন্দুক একতরফা হুকুমমত সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেককেই বন্দুক প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। কিন্তু কয়েকজন ভদ্রলোক এখনও তাঁহাদের বন্দুক ফিরিয়া পান নাই বলিয়া প্রকাশ।

একটী গাভীর দুইটী বৎস

কালীগঞ্জ নারায়ণপুর গ্রামে একটি গাভীর দুইটী সন্তান হইয়াছে। বৎস দুইটী প্রায় এক মাস যাবৎ বাঁচিয়া আছে।

লর্ড আরউইনের সাফল্য

নয়া দিল্লীতে এংলিক্যান গীর্জ্জা নির্ম্মাণের জন্য ইয়র্কের প্রধান ধর্ম্মযাজক বেতার-বার্ত্তায় মারফতে এক আবেদন প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও আবেদন প্রচারিত হইয়াছিল। আরও ৩৫০০ পাউণ্ড অর্থ পাইলে প্রস্তাবিত গীর্জ্জা নির্ম্মাণের কাজ শেষ হইতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে প্রধান ধর্ম্মযাজক বলেন, লর্ড-আরউইন বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট রাজনীতিকগণের মধ্যে অন্যতম, একথা ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

লর্ড আরউইন এবার গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সৎসাহস, ঐকান্তিক আগ্রহ এবং অপক্ষপাত ন্যায়বিচারের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি যে ভারতবাসীর উপর এতটা প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার আসল কারণ এই যে, ভারতের সকল দলের লোকই মনে করে, লর্ড আরউইনের ধর্ম্মবিশ্বাস বড়ই প্রবল এবং অকৃত্রিম।

ইন্দারার দুরবস্থা

সেরপুর গ্রামের ইন্দারাটির খনন কার্য্য শেষ করিয়া জেলা বোর্ড কর্ত্তব্যে ইতি দিয়াছেন। গ্রামে ঐ একটা মাত্র ইন্দারা; তাহাতেও জল নাই। এই দারুণ গ্রীষ্মে গ্রামবাসিগণের কষ্টের সীমা নাই। কর্ত্তৃপক্ষের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

ভেজাল বন্ধ ও মশকের উপদ্রব

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, কালীগঞ্জ হেলথ সার্কেলের চেষ্টায় ভেজাল তৈল তিরোহিত হইয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান মশক নিবারণের জন্য বহু কেরোসিন তৈল খানা ডোবায় দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এতদঞ্চলে এ বৎসর ভয়ানক মশকের উপদ্রব। দৈব বিড়ম্বনা।

পুরীতে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন

আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন পুরীতে হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। পুরীতে কংগ্রেসের নগর নির্ম্মাণের স্থানাভাব হইবে কিন্তু ভুবনেশ্বরে হইলে স্থানাভাব হইত না।

ভারতীয় বণিক্ সমিতির অধিবেশন

আগামী ৭ই এপ্রিল ভারতীয় বণিক সভার ফেডারেশনের ৪র্থ বার্ষিক সভার অধিবেশন হইবে। মহাত্মা গান্ধী এই সভার উদ্বোধন করিবেন। এই অধিবেশনে শুধু ভারতীয় বণিক্ সমাজের প্রয়োজনীয় সমস্যাসমূহের সম্বন্ধে আলোচনা [illegible] না, শাসনতন্ত্রগত যে সব ব্যাপারের সহিত বণিক সমাজের অর্থনৈতিক কিংবা রাজনীতিক সম্পর্ক আছে, সে বিষয়েরও আলোচনা হইবে। ইংলণ্ডের ও ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান বাট্টানীতির সম্বন্ধেও আলোচনা হইবে।

বোম্বাইয়ের ভারতীয় বণিক্ সভার সেক্রেটারী মিঃ জে, কে, মেটা ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের জন্য বিভিন্ন দেশে ফেডারেশনের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার একটী প্রস্তাব করিয়াছেন, সভায় সেই প্রস্তাব সম্বন্ধেও আলোচনা হইবে। ফেডারেশনের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক আরও সাতটী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবে। একটী প্রস্তাবে ভারতে গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান বাট্টানীতির প্রতিবাদ করিয়া বলা হইবে যে, ঐ নীতির ফলে দেশের লোকের জিনিষ ক্রয়ের ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে, সুতরাং যাহাতে টাকার বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেন্স না রাখা সম্ভব হইতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য সকল বিভাগের ব্যয় হ্রাস করুন।

অপর একটী প্রস্তাবে রৌপ্যের মূল্য অসম্ভব রকম হ্রাস পাওয়াতে আতঙ্ক প্রকাশ করা হইবে।

কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অসম্ভবরূপে হ্রাস পাওয়াতে ব্যবসা বাণিজ্যের বাজার যে মন্দা পড়িয়াছে, তৎসম্বন্ধে এবং ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থের প্রতি গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতার নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইবে।

বেঙ্গুণের ভারতীয় বণিক্ সভার প্রতিনিধি এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন যে, ব্রহ্মদেশের শাসনতন্ত্রগত সমস্যার বিচারের ভার ব্রহ্মদেশবাসীর উপরই দেওয়া হউক। প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে সব নূতন সুবিধার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে নিজের স্বার্থের জন্যই ব্রহ্মদেশ ঐ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে

৯৮ জন কৃষক গ্রেপ্তার

ফৈজুদ্দী মাতব্বর ও অপর ৯৭ জন মুসলমান কৃষক মুন্সীগঞ্জের কুতুবপুর নামক একটী নূতন চরে জোর করিয়া অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে ৪৪৭ ধারানুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনেকটা জায়গা নদীতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি পুনরায় ঐস্থানে একটী চর জায়গা উঠে। পূর্ব্বে ঐ স্থানে যাহাদের জমি ছিল, তাহারা দলবদ্ধভাবে ঐ চরে প্রবেশ করিয়া বাড়ীঘর করিয়া বসবাস করিতে থাকে। নূতন চর বঙ্গীয় চর জমি আইনানুসারে সরকারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া এই চর দখলের খবর পাইয়া তথায় পুলিশ প্রেরণ করেন এবং ৯৮ জন লোককে [illegible] অস্ত্রশস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করা হয় ও তাহাদিগকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়।

গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদের বিলাতে তার

ব্রহ্ম বিচ্ছেদ সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদে কি, মিল্টের মুলতুবী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবার পর হইতে ব্রহ্ম বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে আবার সোরগোল পড়িয়া যায়।

তাহার পর কংগ্রেসে ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে মৌং মৌংজীর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় চাঞ্চল্য আরও বাড়িয়া গিয়াছে; ব্রহ্ম হইতে গোলটেবিল বৈঠকে যে চারিজন প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, মিঃ ওয়েজউড্ বেন, লর্ড রেডিং, লর্ড পীল ও সার আইজাক ফুটের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার প্রেরণ করিয়াছেন,—

"ভারতের জন্য যে শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারিত হইবে, বিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের শাসনতন্ত্র তাহা হইতে নিকৃষ্ট হইবে না, এই মর্ম্মে অবিলম্বে ঘোষণার প্রয়োজন। রাষ্ট্রমূলক বিষয়ের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য তৎপরতা আবশ্যক।"

ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভার পিপলস্ পার্টি ও ভারত সচিবের নিকট প্রায় অনুরূপ তার প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বক্তৃতা

দিল্লী যাইবার পথে শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত ছাত্রদের একান্ত অনুরোধে লাহোরে অবতরণ করেন। ষ্টেশনে তাঁহাকে মাল্য দ্বারা অভ্যর্থনা করা হয়। লাজপত-রায়-হলে সমবেত ছাত্রদের সম্মুখে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত একটি বক্তৃতা দান করেন তাঁহাদের সমস্ত শক্তি দিয়া কংগ্রেসকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি ছাত্রদের অনুরোধ করেন। এরূপ করিলে দেশের ইচ্ছাশক্তির পুষ্টিসাধন হইবে এবং আরও অনেক ভগৎ সিং ভবিষ্যতে রক্ষা পাইবে।

কাণপুর দাঙ্গা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তিনি ছাত্রদিগকে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ত্যাগ করিতে বলেন।

গোলটেবিল সম্বন্ধে তিনি ছাত্রদের বলেন:—"সাহসের সহিত এই অবস্থার সম্মুখীন হও; যে মুহূর্ত্তে প্রয়োজন হইবে তখনই ইংরাজের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলেই চলিবে।

নয়াদিল্লী হইতে ৪ঠা তারিখে বাহির হইয়া শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তের সহিত শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত রবিবার বিকালে কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

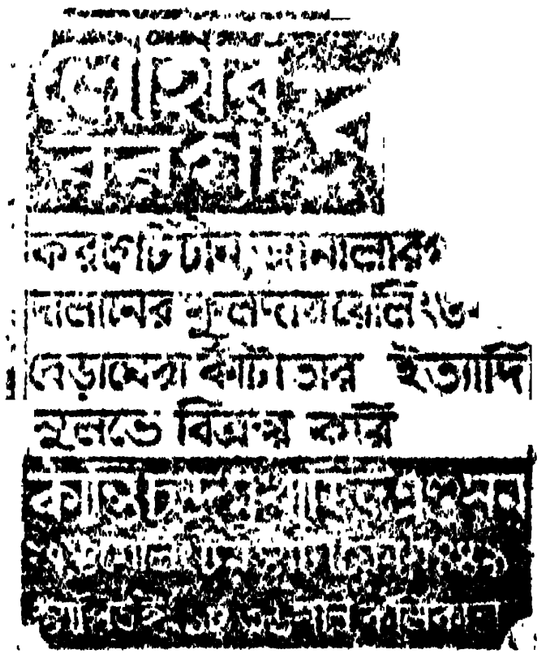

লোহার বরগাঁর
করগেটটান, জানালার
দালানের ফুলদায় রেলিং ও
বেড়ামেরা কাটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই চৈত্র, বুধবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কতিপয় দিবস যাবৎ শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিতেছেন। এ সংবাদ অবগত হইয়া বহু শুশ্রূষু ব্যক্তি তাঁহার নিকট আগমন করিতেছেন এবং পারমার্থিক বিষয়ে তাঁহাদের যাবতীয় সংশয়ের সুমীমাংসা করিয়া লইতেছেন।

গত বৃহস্পতিবার ১৯শে চৈত্র (১৩৩৭) শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মৈত্র (সম্প্রতি স্বরূপগঞ্জে অবস্থানকারী) মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থিত শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিবিধ পরিপ্রশ্ন করেন এবং প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে যথেষ্ট হরিকথা শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন।

তৎপরদিবস (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের উদ্‌ঘাটন দিবস) প্রাতে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, কলিকাতা, বর্দ্ধমান, রাণাঘাট, দিল্লী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে সমাগতবহু শুশ্রূষু ও ভক্তগণের সমক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে নিত্য প্রাতঃকাল উচ্চ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। আচার্য্যদেব পণ্ডিত শ্রীপাদ বৃন্দাবিহারী বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকভূষণ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীপাদ রাসবিহারী এম্‌, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত সন্তোষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, খুলনা, শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রনাথ গুহ মুক্তিতীর্থ বরিশাল, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক রাণাঘাট প্রভৃতি বহু শ্রোতা ইল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথামৃত-পানে পরম প্রীতিলাভ করেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বাবু বলেন যে, "আমি এরূপ অভিনব ভাবের হরিকথা আর কোন দিন শ্রবণ করি নাই।" তিনি হরিকথা শ্রবণের একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা লইয়া ঐদিবস সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়া পরদিবস প্রাতে স্বধামে গমন করেন।

ঐদিবস (অমবার ২০শে চৈত্র) দ্বিপ্রহরে কলিকাতা হইতে শ্রীপাদ ভক্তপ্রসাদ দাস অধিকারী বি, এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করেন এবং মালঞ্চবাটী নামক স্থানে প্রচারপূর্ত্তে গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ অমোঘ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কলিকাতা হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের অধিবেশনে যথাসময়ে যোগদান করেন।

ঐদিবস সন্ধ্যার পর কলিকাতার কতিপয় সম্ভ্রান্ত মড়োয়ারী—বাবু রামপ্রতাপ, বাবু বালকিষেণ, বাবু লিলুরাম এবং বাবু বিশ্বম্ভর লাল সপরিবারে প্রভুপাদের পাদপদ্মে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রভুপাদের শ্রীমুখে হিন্দী ভাষায় অনেক হরিকথা শ্রবণ করেন। তাঁহারা আকাঙ্ক্ষা লইয়া কলিকাতা হইতে করেন এবং শ্রীচৈতন্য-মঠের রূপে ভক্তিসুদৃঢ় ডোরে সপরিবারে বাঁধা স্থান করেন।

গত শনিবার ২৫শে চৈত্র প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যমঠে এবং ভক্তিবিনোদ ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তগণ ও কলিকাতা হইতে সমাগত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত রবিবার ২৬শে চৈত্র অপরাহ্ণে কলিকাতা হইতে বি, এল, বেনেরজী গার্ডেনরীচের ইনস্পেক্টর অব্‌ কোম্পানীজ, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার, খুলনা হইতে বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রঙ্গপুর মুন্সেফী আদালত হইতে বাবু যতীন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধামে অবস্থিতি সংবাদ শ্রুত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করেন এবং প্রভুপাদের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও বিষয়ে ও শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করেন। বাবু নৈষ মহাশয় ঐদিবস অপরাহ্ণে প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনার্থ পুনরায় আগমন করেন এবং হরিকথা শ্রবণের সুযোগ ও সৌভাগ্যলাভ করিয়া ধন্য জ্ঞান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীরূপগোস্বামীর প্রতি শিক্ষার বিষয়গুলি উল্লেখ পূর্ব্বক অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি অনাবৃতা বিশুদ্ধভক্তির কথা করেন যেখানে তিনি "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥", উহা সম্ভ হরেদাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাসুপ্যবস্থাসু [illegible] উচ্যতে॥ অন্য [illegible] যথানুকূল্যকৃতঃ। নিখনঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে কৃতং সর্ব্বমপি ত্যজেৎ", প্রোপ্রিকতয়া বৃত্যা মুহ্যতিঃ কথতে", দৈহিকা বিষয়ে নিয়তে: হানয় [illegible] বিহেমন্তম বন্ধা।" কর্ত্তিয়া ৫ সুখবরতো [illegible] প্রভুপাদ এবং বক্তব্য উপসংহার করিয়া ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের উদ্‌ঘাটন মহোদয়ের হস্তে ফিতা কাটিয়া ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। তাহার পর সকলে ঐ ভবনের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া গমন করেন।

সত্য—আপেক্ষিক ও পারমার্থিক

আমরা শাশ্বত কাল আমাদের [illegible] করিয়াছি। [illegible] চাহি না। আমাদের এই কথা [illegible] সম্বন্ধে [illegible] আমাদের [illegible] বৈষম্য [illegible] বৈষম্যাধিকার-সমূহ [illegible] সাধারণ সমাজ-প্রতিষ্ঠান আজ বিলুপ্তপ্রায়। অদৈব মার্ত্তবাদ-প্রক্ষিপ্ত তীব্র হলাহলে সমাজ-শরীর আজ জর্জ্জরিত। সেই বিষময় ফলে ব্যষ্টিগত জীবনও বিপর্য্যস্ত। আমরা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি অন্তঃসার-শূন্য প্রাণহীন বাহ্যানুষ্ঠানগুলিকে। শাশ্বত গৌরবের বিচার করি বাহ্যাড়ম্বরের মধ্য দিয়া। কাজেই আর্য্যপ্রতিভা আজ অসত্যের কালিমায় ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান সমাজ-প্রত্যাখ্যাত ভ্রষ্টাচারিগণ পারমার্থিক সত্যসাধক ভক্তাভাসস্বরূপ বাহ্যানুষ্ঠান সমূহের অনুকরণে প্রয়াস পায়। তাহাদের অভিপ্রায় ধর্ম্মাভিনয়ের অন্তরালে স্বার্থকলুষ ভোগ-জীবনের চরিতার্থতা সাধন। তাহাদের সেই প্রচেষ্টা দর্শনে হতভাগ্য, বঞ্চিত আমরা গর্ব্বস্ফীত হৃদয়ে অসম্মান করি বিশ্বপাবন বৈষ্ণবগণকে আর বৈষ্ণবতাকে। আদর্শের অবমাননা করি ব্যভিচারীর অভিনয় দর্শনে।

প্রাকৃত সংস্কার-ভূষিত আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান-অভিজ্ঞান, ভৌতিক দর্শন বিজ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর। কিন্তু প্রাকৃত বিচারে পরমার্থ লাভ হয় না। টাইটানিকের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল প্রাকৃত বিজ্ঞানের বিচারে। হয়তঃ আমরা আমার সহস্র টাইটানিকের সৃজন করিতে পারি, কিন্তু মানব-জীবনের নিত্যকল্যাণের সন্ধান লাভ করিতে পারি না। বর্ত্তমান জগতের [illegible] হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে কেন? এ প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। সত্যান্বেষী সমাজ চিরকালই ব্যবহারিক জিজ্ঞাসাগুলির সমাধানের প্রয়াস পান ব্যবহারিক যুক্তির [illegible] মধ্য দিয়া। অথচ সেই আংশিক সমস্যা-সমাধান কোনদিন [illegible] পূর্ণতা হয় নাই। কিন্তু বিশ্বের এই [illegible] প্রকৃত [illegible] দ্বারা কখনই নিষ্পন্ন হয় নাই, হইতে পারে না। পরম চিৎ সত্যের [illegible] বাহিরে বিশ্লেষণের কোন বাস্তবিক [illegible] পাওয়া যাইতে পারে না, তাই আমাদের [illegible] চিন্তাস্রোতের [illegible] চরিত্রের মধ্যেই বাড়িয়া [illegible] কবির [illegible] কথা [illegible] বিশ্ব-সমস্যার পূরণ হইতে না— প্রাকৃত দার্শনিকের দর্শনাতীত [illegible] মানব রাম রামায়ণে [illegible] কল্পনা করতে [illegible] কিন্তু বাস্তবসত্যের [illegible] আমরা [illegible] আমাদের [illegible] স্বরূপ যদি [illegible] তাহা নামশেষ হয়, তোপধ্বনিতে [illegible] দেশমাতৃকার জড়পুতুলই যদি [illegible] স্বরূপ হয়, তবে আমরা প্রকৃত [illegible] সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত থাকিব।

মহা কল্যাণকল্পতরুর অমর অবদান আমাদের অদৃষ্টে ঘটিবে না।

পারমার্থিক ধর্ম্মই—নিত্য-সত্যবস্তু। অনিত্য আর্থিক ধর্ম্ম বা ব্যবহারিক তত্ত্ব সমূহ ইহা সেই পরমার্থের আনুগত্যে। পারমার্থিক সূত্রাবিহীন আর্থিক অনুদয়—নিকুম্ভিলার যজ্ঞানুষ্ঠান মাত্র।

পারমার্থিক সত্যের আশ্রয়ই শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবতা। ইহাই আত্মার একমাত্র বৃত্তি। আমাদের অজ্ঞজ্ঞানোদ্ভূত বিচার-প্রণালীর দ্বারা এই অধোক্ষজ অপ্রাকৃত সত্যতত্ত্বের দ্বারোদ্ঘাটিত হয় না। বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানোত্থিত বিচার প্রণালীকে পারমার্থিকগণ অনুপাদেয় অশ্রৌত তর্কপন্থা বলেন। চরম সত্য অনুসন্ধান ব্যাপারে এই তর্কপন্থা অনিপুণ। আমরা কিন্তু এই তর্কপন্থাকেই পথিক। তাই নিয়তই নিরাশ হইতেছি প্রকৃতির সীমাতীত সেই পারমার্থিক তত্ত্বের সমাধানে।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার
অধিবেশন-বিবরণী
(১)

ডাঃ সুর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

অতঃপর শ্রীপাদ কমল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় প্রভু শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বলেন,—ডাঃ সুর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার প্রচারকের সহায়তাকল্পে এবং অভিজাত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারবাণী উপনীত হয়, তজ্জন্য অকপট ভাবে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের লোকোত্তর চরিত্রের প্রতি ডাঃ সুর সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অগাধ শ্রদ্ধার নিদর্শনও আমরা বহু ব্যাপারে লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন উৎসবাদিতে যোগদান করিয়া সত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা এজন্য তাঁহাকে বহুবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ঠাকুর সাহেব টিক্কমসিংজী

বিকানীর-প্রবাসী ঠাকুর সাহেব টিক্কমসিংজী যুক্তপ্রদেশে শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্য-মঠের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত বা ঐকান্তিক প্রভুর বাণী প্রচারে যে অসামান্য উদ্যম প্রদর্শন করিয়াছেন, সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে বিকানীরে অভ্যর্থনা করিয়া যেরূপ ঐকান্তিক বৈষ্ণব-সেবার পরিচয় দিয়াছেন, তদ্দেশবাসী বহু আভিজাত্য-সম্পন্ন, সম্ভ্রান্তব্যক্তিকে শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে আনয়ন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় দীক্ষিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন, হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ প্রতিষ্ঠার জন্য মূল্যবান ভূমি-সংগ্রহে প্রযত্ন করিয়াছেন, বিকানীরের নিকটবর্ত্তী গুকরতল, যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন বা শুকদেব-পরীক্ষিৎ-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইস্থানের গঙ্গাদি প্রদর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পরম আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছেন এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের সরল হিন্দি অনুবাদ সম্পাদন করিয়া হিন্দি-ভাষাভাষী-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, সেই পরম স্নিগ্ধ, নীরব সেবক, শুদ্ধ বৈষ্ণবে শ্রীতি-সম্পন্ন ভক্তবর সাধুসঙ্গ সাহেব টিক্কম সিংজীর যোগ্য সম্মান হইয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুত দ্বারিকাপ্রসাদজী

বিকানীরের সুযোগ্য শ্রীযুত দ্বারিকা প্রসাদ বাবু ইংরেজী ভাষাতে ভাগবতের উপর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা মঠের জন্য প্রায় পাঁচ সহস্র টাকা মূল্যের পুস্তক ক্রয় করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। দ্বারিকা প্রসাদ বাবুর সদ্ধর্ম্মিষ্ণুতার প্রতি বিশেষ ভক্তিযুক্ত এবং ভগবৎ-সেবায় রুচিসম্পন্ন। শ্রীধাম প্রচারিণীসভা ইঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ব্রহ্মচারী

(শ্রীবাধমচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী)

অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া, সুললিত সামগানে সকল দিক্ মুখরিত করিয়া দেবগৃহে মধুর ঘণ্টাধ্বনি সহকারে সকলকে মঙ্গল আরাত্রিক কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য আমার মত অলস শয্যাপ্রিয় নিদ্রালু ব্যক্তিকে জাগরিত করিয়া আহ্বান করিতেছেন কে? ঐ দেখ, সেই সৌম্যমূর্ত্তি কোমলহৃদয় গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী।

প্রভাতি সুরে কীর্ত্তন গাহিতেছেন—

কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে।
ভকিব বলিয়া এলে সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥

তবুও আমার ঘুম ভাঙ্গিল না। এত অল্পবয়সে আত্মীয়, স্বজন, ভ্রাতা, ভগিনী, মাতার স্নেহ, পিতৃবাৎসল্যে বঞ্চিত হইয়া সুন্দর সুরুচিসম্পন্ন বেশভূষার পরিবর্ত্তে কাষায় বসন, উত্তরীয়-শিখা, সূত্র ধারণ করিয়া, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বদা প্রণত হইয়া তদাজ্ঞাবাহী ভৃত্যরূপে তাঁহার প্রীতি সম্পাদনের জন্য সমাহিত চিত্তে সায়ং-প্রাতঃ পুরুষোত্তম বিষ্ণুর আরাধনায় নিরত। উষায় আরতি শেষ করিয়া কখন গুর্ব্বষ্টক, কখন নামাষ্টক, চৈতন্যাষ্টক প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে দেবগৃহ মার্জ্জন, তৈজস পত্রাদি সংস্কার, পাদুকা-গিরিধারীর বেশ-ভোগ্যার্থ পুষ্প আহরণাদি-কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন।

স্নানান্তে দ্বাদশাঙ্কে বিষ্ণু মন্দিরাদি তিলক রচনা করিয়া গুরুতে মন ও দৃষ্টি রাখিয়া ব্রহ্মচারী একাগ্রভাবে গুরুর সেবা কার্য্যের পর প্রণত হইয়া তাঁহার অনুমতি ক্রমে সাধু [illegible] অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। সায়ং ও প্রাতঃকালে ভিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গুরু ও দেবতাকে নৈবেদ্য নিবেদনান্তে মঠবাসী সন্ন্যাসী, সতীর্থ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, আগন্তুক সকলকেই প্রসাদার বিতরণ-কার্য্যে সতত আগ্রহান্বিত, পরিতোষকারী, নিজে কিছু নাহি [illegible] হয় অভিলাষ নাই। [illegible] প্রসাদের [illegible] পাকা বিশ্বাসবান থাকিয়া [illegible] গুরু বৈষ্ণবগণের মধ্যে থাকিয়া ইঁহার অন্তরে ভোগ-প্রবৃত্তিগুলি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইনি নিত্যসিদ্ধ; বলবান্ ইন্দ্রিয়গুলি সংযতচিত্ত যতি দিগেরও মন আকর্ষণ করে বলিয়া, তরুণ ব্রহ্মচারী যুবতীদের সহিত কথোপকথন করেন না। পাছে [illegible] অন্য নারী দূরের কথা, গুরুপত্নী যুবতী হইলে তাঁহার নিকট হইতেও দূরে অবস্থান করিবেন,—

মাত্রাস্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
(ভাঃ ৯।১৯।১৭)

মাতা ভগ্নী কন্যা এমন কি বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ বিচলিত করে।

যুবতী স্ত্রী অগ্নির সমান এবং পুরুষ ঘৃতকুম্ভতুল্য, সুতরাং স্বীয় কন্যার সহিতও নির্জ্জনে কদাচ অবস্থান করিবেন না। যে পর্য্যন্ত না তাঁর স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা দেহে আমি বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র হয় অর্থাৎ আমি পুরুষ, ইনি স্ত্রী—এই প্রকার ভেদবুদ্ধি বিরত না হয়, ততদিন তাহার মুক্তিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

ব্রহ্মশীল কার্য্যদক্ষ ব্রহ্মচারী শাস্ত্র-নিষিদ্ধ ভোগসকল পরিত্যাগ করিয়া, ভজনানন্দগণের শুশ্রূষায় নিরত থাকিয়া শ্রীগুরুশিক্ষিত ভজনশিক্ষার সহিত গুরুর আজ্ঞা পালনে তৎপর। স্ত্রী, তৈল, আমিষ অশন, মদ্য, মাংস, মাল্য, গন্ধ, অনুলেপন, গাত্র-সংবাহন পরিত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি কেমন লাবণ্যমণ্ডিত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ তাঁহার অঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া মনোরম প্রভা বিস্তার করিতেছে। তিনি সর্ব্বদা আচারবান্ থাকিয়া সেই সর্ব্বভূত-নিয়ন্তা অতীন্দ্রিয় ভগবান্ পরব্রহ্মের আরাধনায় নিযুক্ত। সেই শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট অধোক্ষজ তত্ত্বপ্রচারক শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বদা প্রণত তদাজ্ঞাবাহী চৈতন্যপ্রসাদ বিতরণ-কারী ব্রহ্মচারিগণের চরণে আমার অসংখ্য দণ্ডবন্নতি।

শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভক্তিসদ্ম
বন্দো মুই সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই এভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হৈতে॥

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুত নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

গত ৩৩ চৈত্র শনিবার চম্পকহট্ট শ্রীগৌরাঙ্গমঠে শ্রীরামচন্দ্রের চন্দ্রোৎসব মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতৎপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ অতীন্দ্রিয় ভক্তি ভাস্কর, শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী বেদান্তাচার্য্য, ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মনোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মুকুন্দবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অনেক শুদ্ধভক্ত চম্পকহট্ট মঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা-বন্দিকের পর শ্রোত্রী মহারাজ শ্রীরাম-চন্দ্রের কল্যাণময় পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। অত্র গ্রামস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পাঠ শ্রবণ করেন। অপরাহ্ণে উষা-কীর্ত্তন, আরাত্রিক মহামন্ত্র কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত আশ্রম মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ভোগরাগ প্রভৃতি ভক্তাঙ্গসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। গ্রামস্থ বহু সজ্জন, নর, নারী বালক, বালিকা এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র শ্রীমহা-প্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল। চম্পক-হট্ট গ্রামস্থ শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ মিত্র, শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র সেন, শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম, বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ, সাম্প্রদায়িক সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বৈধী-ভক্তি ও রাগানুগার ভেদ, জ্ঞানমিশ্র, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব, ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগণের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম ও কর্মজ্ঞানের সাধকগণ, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, সম্প্রদায়ের সাধন অমিলের কারণ, সম্প্রদায় পৃথক স্রোতগণ, অধিকার-বিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের আলোচনা, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাম্প্রদায়ের অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্বাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ না করিলে পারমার্থিক বাক্যের কিছুই অবগত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পরম শুদ্ধ ভক্তিবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট গোস্বামী-শাস্ত্র-মনোবিনোদন-কর্তৃক এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সূচী, বর্ণনার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিনাই, বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই— চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

রেক্সিন বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও শ্রেয়ঃ সাধারণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রায় উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বধর্ম, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় সাধারণের জন্য সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৷৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাগবতের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ সংক্ষেপভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪০ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গজের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

মহাজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনামমাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পদ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্বলিতভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাকল্যেনোদয়েন)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। পাঞ্চরাত্রিক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত স্থানসমূহ ও তীর্থাদির বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকর্ষণে যাবতীয় কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা— শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

কে, সি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে কে, সি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, বাইসালফেট অফ কুইনিন, স্ট্রিকনিন এবং ক্যাফিন আছে।

এক ফেরার্স কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ১২টি ৩৲ টাকা

বাগচি কোম্পানী এণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

১৯১১ নং ... লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভক্তি-গ্রন্থাবলী:—

শ্রীগীতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /০ আনা

যেও ব মনের ভোগ আনন্দবর্দ্ধ লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বাত্মভাবে নিষ্কপটে যে প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, তদ্বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা /১০

আমরা জড়ের নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং সাধুর নিকট কল্যাণ কামনা করি তাহা যে নিত্য বা প্রকৃত কল্যাণ জানিবার অসমর্থ এবং কোন্ পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ প্রকৃত কল্যাণের সন্ধান দিয়া, যদি অজ্ঞলোককে নিত্যকল্যাণ লাভে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠ ও তীর্থ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে ভাগীরথীর পূর্বতীরে যোগপীঠ-শ্রীমন্দির-সংলগ্ন শ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থানে সার্বভৌম, সরস্বতীপাদ বা সার্বত্রিক ভক্তগণ বাস করিতেন। এই মহাপীঠে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাক্যবেদাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তর্ক, ন্যায়-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান সকলের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাতটি সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাতটি সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা-গুরু ও অন্যান্য ভক্তপ্রতিষ্ঠিত কীর্তন প্রচারমুখে মহাসংকীর্তনসহ দিগ্বিজয় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—সরকারী শ্রীপাদ নন্দদুলালজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী ভাবরত্নাথ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীবিশ্বানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ ভাই সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌড়ীয় প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ঐ ভক্তসম্মিলনী মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রেমনাম-চতুষ্টয়-রোদন, শ্রীভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও ভক্তগণের সমাক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাভিন্ন শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ গুপ্তপ্রসাদ পরাবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রী ঐ জগদ্বান্ধব দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কমলাপতি দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীবীরেশানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ্মবোধন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণদাস ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীসেবকজন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(২) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রেয়সী শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীবৃদ্ধ ও শ্রীবৃদ্ধাক্ষের নিত্য সেবা হয়। শ্রীযোগ-তত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীলোকনাথ। সহকারী শ্রীবিশ্বানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী, গোপাল শ্রীহরিভক্ত।

(৩) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস ও শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীকমল ভক্ত, শ্রীহরিকৃষ্ণদাস বাবাজী।

(৪) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৫) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর-সন্নিধানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবলদেবচরণ।

(৬) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—কলিকুসুম ডাকার ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৭) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মায়াপুর।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ, সহকারী—শ্রীভক্তিকমল অধিকারী, শ্রীবিমল অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

৪ নং টী, মায়াপুর, নবদ্বীপ)

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগদাধরের নিত্য সেবা। রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভর আচার্য।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

মায়াপুর, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীগরুড় আশ্রম

শ্রীধাম মায়াপুর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-বিদ্বান্ মহাবদান্য প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকচক্রধাম মঠ

টেলিবাড়ী, পোঃ বাজাবাড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌর ও শ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর স্নান ভোগের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগোর ব্রহ্মচারী।

১৬. শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

ইন্দিরা কদমতলী সভা, সাদির ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

১৭. শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চক্রশালা, পাঁচবেদুয়া, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মাধব নিত্যসেবা নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব পর্বত মহারাজ। ব্রহ্মচারী পরমানন্দ

১৮ আমলাগোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাড়ী পোঃ বন্দুমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যসেবা।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পুরীধাম, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যাভূষণ, ব্রহ্মচারী শ্রীবীরানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

জগন্নাথবল্লভ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অবসরের সময়ে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবলিনারায়ণ।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

ভাঙ্গারাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী-জীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং অগস্ত্যকুণ্ডপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩. শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনবদ্বীপধাম-মোকদ্দমার সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমুরলীমোহনদাস ও ব্রহ্মচারী শ্রীমদনমোহন দাস।

২৫. শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুনাকুড়ী, চাইবাসা, মানভূম, বিহার শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব তীর্থ মহারাজ। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবনে দ-রাসের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীভক্তিকমলজী।

(২৭. ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ ব্রাহ্মণ, কোমিল্লা

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মাধব-মূর্তি সেবা বর্তমান। রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধব পর্বত মহারাজ। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবলিনারায়ণ।

(২৮) ভিল্লা গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

১৮ বেগ সরাই, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসিকারঞ্জন, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীভক্তিসোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। স্কন্ধদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। মুক্তিমাত্রকা [illegible] (মাধ্ব) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸
১৮। ভজনরহস্য ।০
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ॥০
২৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ।০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

৩৬। [illegible]দের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১॥০
৩৭। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৪০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪১। গীতমালা ৴১০
৪২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৴
৪৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৫। সাধনকণ ৴০
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৭। শরণাগতি ৴০
৪৮। গীতাবলী ৴০
৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০
৫১। অর্থপঞ্চক ৴০
৫২। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৴০
৫৩। অর্চ্চনকণ

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৫। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৬। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০
৫৮। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৯। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। নামভজন ।০
৬১। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬২। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৩। দি ভাগবত ।০
৬৪। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলরেড্ ডিভোশন
৬৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৭। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৮। সাধন পথ ।০
৬৯। গীতাবলী ৴১
৭০। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণকর্ণবিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্র-চিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র [illegible] করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করণে লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ-

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিতেছেন, তাহা দেখিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্ররক্ত, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের হৃতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রানিদায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক দোষ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আশুধনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভাষে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উৎকৃষ্ট ব্রোঞ্জ-রঙ্গ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার!

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় শয়নারতি ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বরচিত প্রার্থনাসমূহ, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুরঞ্জিত গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালোরিন পাউডার

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৲০ আনা।

অফিস—১১নং উলটাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জ

ঔষধীয়

ঔষধে শুক্রাশয়, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সময় বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"বৃহৎসংস্কারাদ্যঘৃত"

দুরারোগ্য রোগে বাতপ্রধান দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকেন। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বয়ম্ভবিলাসিনী বটিকা"

ইহাধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য শ্যামাচরণকবিরত্ন, ফেলুবক্সী

১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া হৈতোতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও স্বপ্নদোষের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অম্বল, পেটফাঁপা, পেটকেনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহাপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ ডয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং কমলাপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

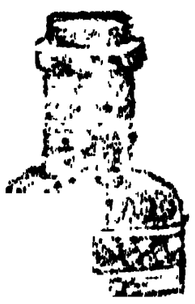

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া আজে বাজে মরিয়া যাইতেছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, কিডনিয়ম প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সাসপেন্সন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৩৲ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কক্তেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

গ্রাম মাকাপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিবুদ্ধুম এল, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩১শ সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে চৈত্র [illegible]

নানা কথা

গান্ধীজী সর্দ্দি ও জ্বরে আক্রান্ত

মহাত্মাজীর সর্দ্দি ও জ্বর হইয়াছে। গত ৩রা এপ্রিল ডাঃ আনসারী তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। বাহিরের কোন ব্যক্তি এখন যেন মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে চেষ্টা না করেন, সে সম্বন্ধে অনুরোধ করা হইয়াছে। ডাক্তারের পরামর্শানুসারে অনতিবিলম্বে মহাত্মাজীর অমৃতসর ও জলন্ধর গমন স্থগিত রাখা হইয়াছে।

হুগলী নদী আলোকিত পঁচিশ ঘণ্টা সময় সংক্ষেপ

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে সম্প্রতি গার্ডেনরীচ হইতে উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত হুগলী নদী আলোকিত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্বে এইস্থানটুকু অন্ধকার থাকায় "জেমস্ ওমেরী" চড়ার জন্য রাত্রে জাহাজ চলাচলের অত্যন্ত অসুবিধা হইত। পূর্ব্বে কিং জর্জ্জের ডক হইতে দিনের বেলা জাহাজ ছাড়িয়া জোয়ারের মুখে বজবজ পৌঁছিয়া সারারাত্রি নোঙর করিয়া থাকিত। কিন্তু এই আলোকের ব্যবস্থার ফলে "সিটী অফ এক্সিটার"কে তাহা করিতে হয় নাই। সেইজন্য অন্যান্য জাহাজের চেয়ে "সিটি অফ এক্সিটার" ২৫ ঘণ্টা পূর্ব্বে ডক হইতে ছাড়িয়া বঙ্গোপসাগরের মোহনায় পৌঁছিয়াছে। ইহাতে যাত্রীদের সময় সংক্ষেপ ও অন্যান্য অনেক সুবিধা হইয়াছে, জাহাজ কোম্পানীরও এক দিনের হাত খরচ বাবদ প্রায় ২৫০০৲ বাঁচিয়া গিয়াছে এবং পাইটলেরও দুই দিনের কাজ এক দিনে শেষ হইয়াছে।

গান্ধীজী সর্দ্দি জ্বরে আক্রান্ত

হুগলী নদী আলোকিত, পঁচিশ ঘণ্টা সময় সংক্ষেপ

মহিলাদের পিকেটিং

মুসলমান নেতাদের সহিত বড়লাটের বৈঠক

ভারত সম্রাট অসুস্থ

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের আহারের নিমিত্ত মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রাদি সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে কর্ম্মচারী সম্মেলন

গত ৪ঠা এপ্রিল বাঙ্গালোরে রেল কর্ম্মচারীদিগের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গেল। মিঃ ভি, ভি, গিরি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় কর্ম্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা, ইউনিয়নের অধিকার স্বীকার প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করেন।

ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ডাকবাহী বিমানপোত

গত ৩ঠা এপ্রিল ১৫ হাজার পত্র লইয়া সর্ব্ব প্রথম ডাকবাহী বিমানপোত ক্রয়ডন হইতে অষ্ট্রেলিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। আগামী ১৯শে এপ্রিল তারিখে এই বিমানপোত পোর্ট ডারউইনে পৌঁছিবে তথা হইতে অষ্ট্রেলিয়ার বিমানপোতের সাহায্যে এই সমস্ত পত্রাদি বিলি করা হইবে।

এই বিমানপোতের মধ্যে ভারতবর্ষ, মধ্য আফ্রিকা ও মালয়ের জন্য প্রেরিত ৫৫০০০ খানি পত্রও আছে। প্রতি অর্দ্ধ আউন্সের জন্য ১৬ পেনীর ডাক টিকিট লওয়া হইয়াছে।

এই বিমানপোতখানি আগামী ২৭শে এপ্রিল তারিখে অষ্ট্রেলিয়ার ডাক লইয়া পোর্ট ডারউইন হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিবে।

মুসলমান নেতাদের সহিত বড়লাটের বৈঠক

গত ৪ঠা এপ্রিল অপরাহ্ণে বড়লাট সার মহম্মদ শফি, সার মহম্মদ ইকবাল, মিঞা সার মোহম্মদ, এম, এল, এ, মালিক ফিরোজ খাঁনসুর, দিল্লীদেশের সার এম, এন, হুসেন, হিমোহরের রাজা, হাফিজ হেদায়েতুল্লা ডাঃ সাফের আহাম্মদ খান, পাঞ্জাব কাউন্সিলের সদস্য মিঃ আলেক রায় প্রভৃতি দিল্লীতে অবস্থিত মুসলমান নেতৃবৃন্দকে এক বেসরকারী বৈঠকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

প্রকাশ, বৈঠক প্রায় দেড়ঘণ্টা যাবত চলিয়াছিল। আলোচনায় কি হইয়াছে, সে সংবাদ জানা যায় নাই, কিন্তু রাজনৈতিক মহলে এই গুজব যে, যাঁহারা বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সহর সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একমত। কারণ দেশের অগ্রগতি তাঁহারা মোটেই উচিত মনে করেন না। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ভারতবর্ষে শীঘ্র হিন্দু মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হইবে। যদি ভারতবর্ষে ক্রতগামী হইতে না পারা যায়, তবে পশ্চাতে হটার সমাধান করিতে হইবে।

কংগ্রেস মহলে আলোচনায় প্রকাশ যে, যদি মহাত্মা গান্ধী সমস্ত মুসলমান সমস্যের সমাধান করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে বিলাতে দিয়া তথায় ইহার মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করা হইবে। কংগ্রেস মহলে প্রকাশ, যুক্ত নির্বাচন ও যুক্ত নির্বাচন বিষয় লইয়াই সম্মিলিত দিগের মধ্যে অনৈক্য।

৫০০০ মাইল মরুভূমি অতিক্রম

মধ্য এশিয়ার পাঁচ হাজার মাইল মরুভূমি অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে ৪০ জন ফরাসী এবং একজন মার্কিন আটখানা মোটরে চড়িয়া যাত্রা করিয়াছেন। এই অভিযানকারীর দল বাগদাদ, তিব্বত এবং চীনের মালভূমি অতিক্রম করিয়া পিকিন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে ইচ্ছা করেন।

ইহাদের সঙ্গে ফেরার যন্ত্র ফটো তুলিবার যন্ত্র এবং বাসস্থানের সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি রহিয়াছে।

বণিকসভিতির বার্ষিক অধিবেশন

করাচী বণিক সমিতির সভাপতি মিঃ এইচ, বি, কুপার সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে তাঁহার বক্তৃতায় গত বৎসরের ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, গতবৎসর গত বৎসর অপেক্ষা প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা কম হইয়াছে। নানা দ্রব্যের মধ্যে প্রধানতঃ চিনি ও কাপড় এবং তাহার পরে ধাতু ও গমের আমদানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি আরও বলেন—"করাচীর এই ঘটতি কাপড়ের কত অংশ জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা অবস্থার ফলে এবং কত অংশ ভারতীয় আমদানি কমাইবার আন্দোলনের ফল তাহা যথাযথভাবে বলা কঠিন, তবে, কাপড়ের আমদানি যে বিশেষভাবে বস্ত্র বর্জ্জনের আন্দোলনের ফলেই কমিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

লর্ড আরউইনের দূরদর্শিতা

করাচী কংগ্রেসে দিল্লীর চুক্তি সমর্থন সম্পর্কে "ইমরু" পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, গান্ধী আরউইন চুক্তির সমর্থন দেখিয়া লর্ড আরউইনের দূরদর্শিতা বেশ বুঝা যায়।

নিখিল ভারত মেডিক্যাল কনফারেন্স পুণায় অধিবেশন

আগামী ২৫শে, ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে এপ্রিল এবার পুণায় যে নিখিল ভারত মেডিক্যাল কনফারেন্স বসিবে, তাহার তদ্যোগ আয়োজন জোরের সহিত চলিতেছে। বিজ্ঞানবিভাগে দেশের কয়েকজন প্যাতনামা ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাহারা অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিবেন। সেই সমস্ত কাগজ কনফারেন্সের প্রথম দুই দিনের অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত হইবে।

বিস্তারিত কার্য্য সূচী ও নিমন্ত্রণপত্র সমগ্র ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট পাঠান হইয়াছে।

মহিলাদের পিকেটিং বিদেশী কাপড় সম্পূর্ণ বন্ধ

ডাঃ শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী আয়ার-কন্যা শ্রীমতী রোগায়ন্তু সাংগ্রহ্যা এবং আরও কতিপয় মহিলা মস্ত্রী টুন্ বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিতেছেন। খুব শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং চালান হইতেছে। ফলে ব্যবসায়িগণ কোন কাপড়ই বিক্রয় করিতে পারিতেছে না।

মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং

শ্রীযুক্ত কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং পরিচালিত হইতেছে স্বেচ্ছাসেবকগণ ঠিক মহাত্মাজীর নির্দ্দিষ্ট পন্থায় মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিতেছে।

ডাক হরকরার ডাকলুট

গত ২৯শে মার্চ্চ প্রকাশ্য দিবালোকে এক ডাক হরকরার নিকট হইতে ডাক লুট হইয়া গিয়াছে। ডাক হরকরা রাজগঞ্জ হইতে রাজবাড়ী পোষ্টঅফিসে যাইতেছিল। তাহার বাগে ২ শত টাকা ছিল। মহারাজার তহশীলদারের পুত্র সমান গোপীকান্ত চাটার্জ্জীকে ইহা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ডাক হরকরা নাকি গোপীকান্তের নাম করিয়াছিল। আসামীকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

নিখিল বঙ্গীয় মহিলা কংগ্রেস অধিবেশন

এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলিকাতার টাউনহলে নিখিল বঙ্গীয় মহিলা কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। রাজনৈতিক অবস্থা বাদে অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও দেশের নারীদের মতামত উক্ত কংগ্রেসে আলোচনা ও ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণ করা হইবে।

মোটর চাপায় স্ত্রীলোকের মৃত্যু

হুগলী চাঁদ তিলার এক ব্যবসায়ীর বাঙ্গালী মোটর চালক গত রবিবার গাড়ী লইয়া গিয়া শ্যামপুকুরে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার অনুপস্থিতিতে অপর একজন বাঙ্গালী চালক গাড়ী খানি লইয়া যায় এবং অসাবধানভাবে গাড়ী চালাইতে থাকে। তাহা নরসিংহ ষ্ট্রীটে একটি স্ত্রীলোক ও ৪টি লোককে চাপা দেয়। স্ত্রীলোকটী মারা গিয়াছে। এই ৪টী লোককে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই চালককে পুলিশ চুরি এবং অসাবধানভাবে মোটর চালনার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছে।

নেতৃবৃন্দের কাণপুর যাত্রা

বল্লভভাই প্যাটেল, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মহাত্মাজীর পুত্র শ্রীদেবীদাস গান্ধী কাণপুরের দাঙ্গা সম্পর্কে এই এপ্রিল রাত্রে তথায় যাত্রা করিয়াছেন।

উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, শ্রীযুক্ত দেবীদাস গান্ধী, আচার্য্য আচার্য্যরায়, পণ্ডিত সুন্দরলাল এবং বাবু পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডন গত ৬ই এপ্রিল কানপুরে পৌঁছিয়াছেন। কানপুর ঐক্য বোর্ডের সম্পাদক, এডভোকেট শ্রীযুক্ত স্বরূপ, এডভোকেট নারায়ণ প্রসাদ নিগম, অধ্যাপক খাজা আবদুল ওয়াহেদ এবং অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান নেতা তাঁহাদিগকে উপদ্রুত অঞ্চলে লইয়া যান। তথা হইতে ফিরিয়া তাঁহারা দোকানগুলি এখন খোলা সঙ্গত কিনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নগরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, তাঁহারা ব্যবসায়ীদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহারা (ব্যবসায়ীরা) যেন তাঁহাদের ধন-সম্পদ রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য অপেক্ষা পরস্পর সদিচ্ছা এবং বিশ্বাসের উপরই অধিক নির্ভর করেন। তাঁহাদের মতে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই পরস্পরকে রক্ষার জন্য এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের উপর যাহাতে অত্যাচার অনাচার না করে তজ্জন্য পরস্পর সহযোগিতা করা উচিত।

এই তার পাঠাইবার সময় মৌলবী হাফিজ মহম্মদ সিদ্দিকের আমন্ত্রণে নেতৃবৃন্দ তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছেন।

উক্ত তারিখে অপরাহ্ণে সর্দ্দার পাটেল এবং মৌলানা আজাদ গয়া প্রসাদ লাইব্রেরী ভবনে হিন্দু মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধে ঐক্য বোর্ডের সদস্যগণের নিকট বক্তৃতা দিয়াছেন।

ভারত সম্রাট অসুস্থ

ইয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের সর্দ্দি হইয়াছে তবে এখনও ভয় পাইবার কিছু নাই। যাহাতে রোগ বৃদ্ধি না হয় তজ্জন্য আপাততঃ তাঁহাকে ডাইনিং রুমের ভিতরে থাকিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। গত ৫ই এপ্রিল তিনি উপাসনায় যোগদান করিতে পারেন নাই তবে শাসন-সম্পর্কিত কয়েকটি জরুরী কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটীর সুবিবেচনা

চন্দননগর নিবাসী যে সকল শ্রমিক বেকার হইয়াছে তাহাদের সাহায্যার্থ চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটী একটী বিশেষ সভায় ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত মিউনিসিপ্যালিটী পণ্ডিচেরীর গবর্ণর ও ষ্টেট সাহায্য সমিতিকে যথাক্রমে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার ও ১০০০৲ হাজার টাকা শ্রমিকগণকে সাহায্যার্থ দান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

বক্তৃতার চুম্বক

(১)

বিষয়—'জনমত ও পরমার্থ'

বক্তা—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥
শ্রীমদ্গৌরলীলাময়বিগ্রহায়
হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

সমবেত সুধী এবং বৈষ্ণবমণ্ডলি, আজকে আমাদের বক্তব্য বিষয় বিজ্ঞাপিত হ'য়েছে—"জনমত ও পরমার্থ"। বিষয়টী বড়ই গুরুতর এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচ্য। এই গুরুতর বিষয় আলোচনায় আমাদের ব্যক্তিগত মত বা সিদ্ধান্ত বিচার না ক'রে যদি আমরা শ্রৌতপথ অনুসরণ করি অর্থাৎ সনাতন শাস্ত্র, আমাদের পরম পূজনীয় গুরুবর্গ, মহাজনবর্গ, ঋষিগণ, লোকোত্তর মহাপুরুষগণ যেভাবে এই সমস্যার সমাধান ক'রেছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যদি আমাদের বক্তব্য বিষয় বর্ণন করি, তা' হ'লে উহা সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত হ'তে পারে, কিন্তু যদি উহার ব্যতিক্রম হয়—সাত্বত শাস্ত্র ও অতিমর্ত্য মহাজনগণের পদানুসরণ ক'রে বক্তব্য বিষয় বর্ণন করবার সুমতি যদি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হয়, ত' হ'লে আমাদের বক্তব্য গুরুতর বিষয়টীর আলোচনা সুষ্ঠু হ'বে না। অতএব এবিষয় সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার পূর্ব্বে আমি মহাজনগণের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

এই যে 'জনমত ও পরমার্থ',—ইহা বর্ত্তমানে একটী ভাব্‌বার বিষয়। আমাদের চিন্তাস্রোত বর্ত্তমানে যেপ্রকার চল্‌ছে, তা'তে গণবাদ বা জনমতেরই প্রাধান্য ও প্রাবল্য লক্ষিত হয়। ইহার একটী বিশেষ কারণও আছে,—আমরা সমাজে বাস করি, সামাজিকতা আমাদের একটী প্রধান ধর্ম্ম, দশটা লোককে ছেড়ে দিয়ে আমাদের ব্যক্তিত্ব রক্ষা হয় না। যদি সমাজের কোন লোককে আমরা শাসন কর্‌তে যাই, তা' হ'লে তা'কে একঘরে ক'রে রাখি। ইহাতে যিনি শাস্তি পান, তিনিও মনে করেন, দশটা লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে না পেয়ে তিনি কঠোর শাস্তি পেলেন অর্থাৎ বহুলোকের এমন একটা শক্তি, এমন একটা বিশিষ্টতা আছে,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

যা' হ'তে কাহাকেও বিচ্যুত কর্‌লে তা'কে নির্য্যাতিত করা যায়, তা'কে আত্মগ্লানি এনে দেওয়া যায়। এবিষয়ে সমাজের জন-শক্তির বিশেষ প্রাবল্য আছে।

'অর্থ' শব্দে প্রয়োজন। আমরা যে কিছু করছি, চাকরী করছি, ব্যবসা কর্‌ছি, সামাজিকতা কর্‌ছি, সেসকল 'অর্থ'। এটা এজগতের বড় ফল—পুরুষার্থ—পুরুষের প্রয়োজন। ইহা দ্বারা আমাদের অশান্তির লাঘবতা সাময়িকভাবে কর্‌তে পারি এবং অন্যান্য প্রয়োজনও ইহাতে সাধিত হয়। কিন্তু যেখানে 'পরমার্থ' অর্থাৎ পরম প্রয়োজন, সেখানে এই জগতের নিয়ম, সামাজিকতা, বিশিষ্টতা কিম্বা জ্ঞান হ'তে পারে না। এই পরমার্থরাজ্যে জনমতের কত আধিপত্য খাট্‌তে পারে, দেখা যাক্। গীতা কিম্বা সনাতন শাস্ত্র যখন আমরা আলোচনা করি, তখন দেখ্‌তে পাই—আমাদের মনঃকল্পিত ধারণার বিপরীত ইঙ্গিত শাস্ত্রে র'য়েছে। যেমন গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি
সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো
মুনেঃ॥

—সকল প্রাণিগণের পক্ষে যা' নিশা—যেখানে সকল প্রাণী ঘুমিয়ে র'য়েছে, সেখানে সংযমী জাগরূক রয়েছেন, আর যেখানে প্রাণিজগৎ জেগে রয়েছে, সেখানে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি নিদ্রিত আছেন, তাঁর সেখানে কোন ক্রিয়া নাই। অর্থাৎ আত্মপ্রবণতা ও বিষয়প্রবণতা ভেদে বুদ্ধি দু'প্রকার। আত্মপ্রবণবুদ্ধি সর্ব্বভূতের—জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবের পক্ষে রাত্রিবিশেষ; বিষয়প্রবণবুদ্ধি জীবসকল ঐ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় আত্মজ্ঞান লাভ কর্‌তে পারে না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরূক থেকে আত্মবৃত্তিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। জড়মুগ্ধ জীব বিষয়প্রবণবুদ্ধিতে জাগ্রত থেকে তন্নিষ্ঠ-বিষয় শোক-মোহাদি অনুভব করে, কিন্তু উহাই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির সম্বন্ধে রাত্রিবিশেষ। তিনি তা'তে সংসারী লোকের সুখদুঃখ প্রভৃতি প্রারব্ধকর্ম্ম বিষয়সকল উদাসীনভাবে ও যথোচিত নির্লিপ্তভাবে স্বীকার করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আরও বল্‌ছেন,—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যতি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি
তত্ত্বতঃ॥

অর্থাৎ সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেউ কেউ কল্যাণ-সিদ্ধির জন্য যত্ন করে, আবার এরূপ সহস্র সহস্র সিদ্ধিপরের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) তত্ত্বতঃ অবগত হন। কাজেই দেখুন, গণসমষ্টির ভিতরে কেউ কেউ ভগবানকে ভজন করেন, আবার তাঁরা ভজন করেন, তাঁদের মধ্যেও তাঁকে (সেই শ্রীকৃষ্ণকে) পান, এমন লোক অতি বিরল।

বর্ত্তমানে আমরা সমষ্টিরই গতি লক্ষ্য কর্‌ছি। লোকসংখ্যা অধিক যেখানে, যেমন ভোটিংএ হ'য়েছে—বহু লোক যখন কোন রাষ্ট্র বা সামাজিক নীতির সমর্থন কর্‌ছেন, তাঁকে আমরা নির্ব্বিচারে স্বীকার কর্‌ছি, সমষ্টির মতে অসম্মতি নাই, আমরাও স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত হচ্ছি না। আমরা গীতায় ভগবানের শ্রীমুখের দেখতে পাই, সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কেউ কেউ ভগবানকে পাবার জন্য যত্ন কর্‌ছেন। কিন্তু এরূপ সহস্র সহস্র বহির্মুখ ব্যক্তি যেখানে কোন 'সঙ্ঘ' প্রতিপালন কর্‌ছেন, সেটীকেই যদি আমরা 'সঙ্ঘ' ব'লে গ্রহণ করি, তা' হ'লে গীতার বাণী অনুসারে তদ্দ্বারা আমাদের মঙ্গল লাভ হয় কি? কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য ক'রে আমাদিগকে জানালেন,—'হে ভ্রান্ত মানব, তোমরা যে বহুলোকের ভোট নিয়ে ধর্ম্ম ঠিক কর্‌বে মনে ক'রেছ, তাদের মধ্যে ত কেউ কেউ মাত্র আমাকে উপাসনা করেন, তা' হ'লে এরূপ গণসমষ্টি কিরূপে ধর্ম্ম নিরূপণ কর্‌বে? তোমরা যদি সেই সমস্ত লোকগণের ভোট

নও, তা' হ'লে কি মঙ্গল লাভ কর্‌তে পারবে?' সুতরাং গীতার বাণী নিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার কর্‌লে আমরা দেখ্‌তে পাই,—বহির্ম্মুখ জনগণের ভোট নিয়ে ধর্ম্ম নিরূপিত হয় না। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে যমরাজ বল্‌ছেন যে, পরমার্থ কখনও সংখ্যাধিক্যের মত নিয়ে ঠিক হ'তে পারে না।

এই জগতে আমরা যত জন এসেছি, সকলেই অপরাধী। আমাদের স্বরূপের বৃত্তি যে নিত্য কৃষ্ণদাস্য, তা' বিস্মৃত হ'য়ে গিয়েছি ব'লে আমরা এই দেবীধামরূপ কারাগারে আবদ্ধ হ'য়ে অংশিনী মায়াদেবীর যাথিঝাটা খাচ্ছি। ব্রহ্মা হ'তে কীটপরমাণু পর্য্যন্ত কেউ ত্রিতাপ অতিক্রম কর্‌তে পার্‌ছে না। এই ভবকারাগারাধ্যক্ষী শ্রীদুর্গাদেবী বা মহামায়া আমাদিগকে পরমার্থের দিকে উন্মুখ করিয়ে আমাদের স্বরূপের বলিষ্ঠতলে—স্বদেশে (গোলোকে) নিয়ে যাবার জন্য শাস্তি দিচ্ছেন। আমরা চিন্তাবিকে চিন্‌তে পারি নাই, তাঁকেই তিনি ছায়াশক্তি মহামায়া বা দুর্গাদেবীরূপে আমাদিগকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ যন্ত্রণা প্রদান-পূর্ব্বক নিরন্তর কৃপা কর্‌বার চেষ্টা তিনি কর্‌ছেন। যদি মুক্তরাজ্যের—চিজ্জগতের খবর সম্বন্ধে এই কারাগারের ভিতরে কোন ভাগ্যক্রমে গণসমষ্টির নিকট হ'তে ভেট পেয়ে কোন স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা' হ'লে তদ্দ্বারা জীবের কতদূর আধ্যাত্মিক মঙ্গল বা পরমার্থ লাভ হ'তে পারে, তাহাতে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ একবারও কি একটুকু চিন্তা ক'রে দেখ্‌বেন না?

নিবেদন

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

প্রাণকথা বৈষ্ণব ঠাকুর!
(তব) রাতুল চরণ-তলে।
এসেছে পামর তাপিত পরাণে
বেদনা জানাবে ব'লে॥
তোমার মতন দয়াল ঠাকুর
কেহ ত্রিভুবনে নাহি।
এহেন পাতক নাহি মম সম
অধম জনের ত্রাহি॥
ভব-দাব দাহে দহিয়া দহিল
না দেখি তারের লেশ।
কৃপাবারি আশে আকুল পরাণে
এসেছি অশেষ ক্লেশ॥
কতই পাপার কোটী মুখে
কেমনে করিব বাখ।
মরুভূমি মাঝে মরীচিকা-সম
মায়া ছলে ছলনায়॥

আলোকের আশে আলেয়ার পানে
ধাইনু অনেক কাল।
আলেয়া ভুলায় আলোকের বেশে
আলোকের আশা—ভুল॥
দিবসের শেষে রাতের আঁধার
কালের সাগরে ধায়।
পল পল করি' ফুরাইছে দিন
মাসে মাসে বর্ষ যায়॥
কামনা-দানবী বিক্রমের ভ'রে
হৃদয়ে বেঁধেছে বাসা।
(আমি) সতত ব্যাকুল তার সেবা-তরে
তবু তো পুরে না আশা॥
জড়সুখ আশে আকুল পিয়াসে
ভ্রমিনু উন্মাদ সম।
সুধাভ্রমে প্রভো, বিষ পান করি'
এবে প্রাণ যায় মম॥
'ভোগে ইষ্ট নাই ত্যাগে ভবে গতি'
কপট বৈরাগী কহে।
শ্রীহরিসেবার উপচার-ভার
তেয়াগিনু তারি মোহে॥
সেবার সদন নিখিল ভুবন
শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্ পতি।
না বুঝিনু তাহা করম বিপাকে
এমত বিষয়-মতি॥
দীনতা আমার নাহি ভিয়া মাকে
অভিমানে উচ্চশির।
কবে বা এশির লুটায়ে পড়িবে
পদরজে বৈষ্ণবের॥
তুমি ত দয়াল অগতির গতি
পতিত জনের স্বামী।
অভাজন বলি' ত্যজিয়াছে সবে
এখন ভরসা তুমি॥
আমার বলিয়া যেবিছু যাদের
তারা ত করে না দয়া।
দয়া বেষ ধরি' মূঢ়মতি মোরে
বঞ্চিত করিছে মায়া॥
মম কর্ম্মফল ভ্রূকুটি দেখায়
প্রাণেতে মরণ-ভয়।
ওহে শক্তিধর! মৃত্যুভয়হারী
দাও দীনে পদাশ্রয়॥
কৃপাগুণ দানে এ অধম জনে
দেহ' নিষ্কপট রতি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
মাগি ও' চরণ স্মৃতি॥

নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার
অধিবেশন-বিবরণী

(২)

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কলিকাতা বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বা সত্যের প্রতি যেরূপ নিরপেক্ষ প্রীতি প্রদর্শন করিতেছেন [illegible] নানাভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের সহায়তা করিয়া নিজ মহদন্তঃকরণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায়

নাকাশীপাড়ার জমীদার শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায় মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ পরিক্রমায় তাঁহার হস্তীটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহবিগ্রহ বহনার্থ প্রদান করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মান্দ্রাজে আনুকূল্যকারিগণ

মাদ্রাজের মহামান্য রাজশ্রী রাজমান্য পি, এন, শঙ্করনারায়ণ আয়ার অবর্গল বি, এ, বি, এল মহোদয় তামিল ভাষায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গের ইংরেজী বক্তৃতাসমূহ অনুবাদ করিয়া মদ্রদেশবাসী সাধারণে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার, তামিল ভাষায় শরণাগতির গীতির পদ্যানুবাদ এবং প্রচার কার্য্যে বিবিধভাবে সেবা-প্রযত্ন দেখাইয়াছেন। মহামান্য রাজশ্রী পি, রঙ্গস্বামী আয়ার অবর্গল বি, এ, মহামান্য রাজশ্রী স্বামীনাথ আয়ার অবর্গল মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে বিভিন্নভাবে সেবা করিয়া মহাপ্রভুর বিশেষ প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। তারযোগে জানিতে পারা গিয়াছে যে, গৌরজন্মোৎসবের দিন তাঁহারা অসমোর্দ্ধ সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী-সভা হইতে তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র পাড়ি

মিঃ হরিশ্চন্দ্র পাড়ি ইঞ্জিনীয়ার পি, ডব্লিউ, [illegible] ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন-কালে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করায় শ্রীধাম প্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র পাল

স্বনামধন্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবমন্দিরে প্রবেশোৎসব-কালে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রার জন্য বিভিন্ন মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ এবং নানাভাবে শ্রীধামপ্রচারিণীসভার সেবা করায় শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা ভক্তিভূষণ মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

রায় নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বাহাদুর

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী বাহাদুর শ্রীধামে ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের একটী রাস্তার জন্য যত্ন করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১৫ই চৈত্র (১৩৩৭) ২৯শে মার্চ্চ রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ভক্ত সমভি-ব্যাহারে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাজ-বলহাট গ্রামে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণী প্রচারার্থে আগমন করেন। উক্ত গ্রাম-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আগ্রহাতি-শয্যে স্বামিজী মহারাজ সপার্ষদে তাঁহার ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যার পর তাঁহার সুবিস্তৃত নাট্যমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতনের মহাপ্রভু-পাদপদ্মে মিলন লীলা পাঠ করেন, পাঠের আদ্য ও অন্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কীর্ত্তন হইয়াছিল। গ্রামবাসী বহু সজ্জন ও ভদ্রমহিলা স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন। রাজবলহাট গ্রামটী বহু প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু। এস্থানে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব-প্রকার ভদ্রলোকই বাস করেন। এক [illegible] বাস করেন। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাজবল্লভী দেবীর মন্দির গ্রামের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত আছে। অন্নদা-মঙ্গল প্রণেতা কবিবর ভারত চন্দ্র রায় গুণাকরের পূর্ব্ব-পুরুষ স্বাধীন রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় ঐ সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর নামেই রাজবল্লভহাট বা রাজবল-হাট গ্রামের নাম হইয়াছে। তাহাতে চাঁপাডাঙ্গা লাইট রেলওয়ের তড়া-আটপুর ষ্টেসনে নামিয়া ৩ মাইল পশ্চিমে আসিলেই ঐ গ্রামে উপনীত হওয়া যায়। আটপুর শ্রীগৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীপরমেশ্বরী প্রভুর শ্রীপাট। গত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে গৌড়-মণ্ডল পরিক্রমার সময় ও বিষ্ণুপাদ পরম-হংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রায় শত-সংখ্যক ভক্ত-সমভিব্যাহারে ঐ গৌর-পদাঙ্কিত স্থানে শুভবিজয় করিয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করেন। সুতরাং রাজবল্লভ-হাট গ্রামে শ্রীশ্রীগৌরনিজজনের আবি-র্ভাব-হেতু পরম সৌভাগ্য-ভরান্বিত।

পরদিবস অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের আনু-গত্যে শ্রীচৈতন্যমঠের ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ভক্তগণ এক বিরাট্ নগরকীর্ত্তন শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামবাসীর দ্বারে দ্বারে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত শ্রীশ্রীমহা-মন্ত্র নাম প্রচার করেন। গ্রামবাসী বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই বিচিত্র পতাকাহস্তে যেরূপ মহোল্লাসে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বামিজী মহারাজের পশ্চাদনুসরণ করিতেছিলেন, তাহা দেখিলে বড়ই আনন্দের উদয় হয়। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবুর ঠাকুরবাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নিবারণ বাবু কীর্ত্তনকারী গ্রামবাসিগণকে মিঠার প্রসাদাদি বিতরণ করেন। সন্ধ্যার পর পুনরায় যথারীতি শুক্লাষ্টক ও অন্যান্য কীর্ত্তন হইবার পর স্বামিজী মহারাজের আদেশে প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর স্বামিজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে হিরণ্যকশিপুর (কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার) আনুগত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তরাজ শ্রীমৎ প্রহ্লাদ মহারাজের আনুগত্যে সকলেরই বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য—এই সকল বিষয় সুন্দরভাবে কীর্ত্তন করেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ৩ ঘণ্টা কাল পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন। পাঠের পর শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন হয়। সকলেই বলিয়াছেন,—এইরূপ নামকীর্ত্তন আমরা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শ্রবণ করি নাই। আশা করি, গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে এইরূপ নাম কীর্ত্তন শ্রবণের সুযোগ দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

নিবেদক হরিজনকিঙ্কর
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দাস
সাং রাজবল হাট

---

(২)

গত ২৮।৩।৩১ তারিখে শ্রীধাম-মায়া-পুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বড়া মোহনপুর-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সব্-জজ শ্রীযুক্ত অদ্বৈত প্রসাদ দে মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার জমিদারীতে পদার্পণ করিয়া কয়েকদিন যাবৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "শ্রীসনাতন-শিক্ষা" পাঠাদি দ্বারা বহু শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

অদ্বৈত বাবু ও তাঁহার উপযুক্তা সহ-ধর্ম্মিণীর সেবাপ্রবৃত্তির ফলে অনেক লোক হরিকথা শুনিবার ও বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায় আনুকূল্য করিবার সুযোগ পাইয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে ও তাঁহার নিজ জন-গণের প্রতি ইঁহাদের যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এইরূপ, আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত ভারতের প্রত্যেক ঘরে ঘরে হউক, ইহাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদ-পদ্মে আমাদের প্রার্থনা।

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় এমনি সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৫ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্প্র, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—

শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ইঞ্জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং ভজুবীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

বিজ্ঞাপিত

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ ব্যস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকমাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পো, বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়ার।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীস্বাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ।৷
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমাবতার (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভজনরহস্য ।০
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ॥
২৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ।০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩২। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৬। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১॥০
৩৭। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৪০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪১। গীতমালা ৴১০
৪২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৴
৪৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৫। সাধনকণ্ঠ ৴০
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৭। শরণাগতি ৴০
৪৮। গীতাবলী
৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০
৫১। অথপঞ্চক ৴০
৫২। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৴০
৫৩। অর্চ্চনকণ ৴১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৫। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৬। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৭। সারাংশবর্ণনম্
৫৮। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৫৯। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। নামভজন
৬১। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬২। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৩। দি ভাগবত ।০
৬৪। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৭। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৮। সাধন পথ ।০
৬৯। গীতাবলী ৴১
৭০। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণসুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ।। সুবর্ণ সুযোগ।।

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথমখণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হও। পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ্য যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা প্রদান করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০—দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। [illegible] লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া দেখুন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্রীহা ও তদনুসঙ্গিক দেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কোটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

১৮৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৸০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিদ্যায় ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মায়াপুর কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভাষে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল রোজ-রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপ দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। আর চমৎকার

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বকৃতনিগূঢ় প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। মূল্য ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জিনী কুটীর

সর্ব্ববিধ বাহুল্যের অবশ্যম্ভাবী আবশ্যকতা।

মফঃস্বলের গুরুত্ব ভয় ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১/০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

কেশরঞ্জন মঞ্জর

ইহাতে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিকার, উষ্ণমস্তিষ্কের জ্বালা, অনিদ্রা, অতিরিক্ত ভাবনা, মাথাঘোরা, মুখ শুষ্কতা, অম্লতা, পেটফাঁপা, বুক ধড়ফড়ি, অম্লতা প্রভৃতি সকল সময় নিশ্চিন্তে আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

কেশপুষ্পা ক্যাথারিন স্নাল

পুরাতন খোস, পাঁচড়া, বাতরক্তের জ্বালা আরোগ্য করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করে। মূল্য ৪ ছোলা ১৲ টাকা।

কেশরঞ্জন মহিলাসিন্দূরী বটিকা

ইহা সেবনে অতি অল্পদিনে ধাতু ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্ট, কেশরঞ্জন আরোগ্যাশ্রম, কেশরঞ্জন বটী, ৯১নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বা জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

১। শূলায়ত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অম্লশূল, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিশ্বাস্ত

বৈদ্যুতিক কৌশলে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—**মনোমোহন প্রেস,**

২০নং কমলাপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া অকালে মরা হইয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, পাতু দৌর্ব্বল্য, আয়ুবিক দুর্ব্বলতা, স্বপ্নমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পায়ুসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা যাহক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে দুর্গিত জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন। তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ, ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা,

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

প্রধান মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"গৌরাঙ্গ"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

গৌর-পত্রিকা

গ্রাহকশ্রেণীর হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গ-প্রচার—নদীয়া গৌরাঙ্গ একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে চৈত্র শুক্রবার ১৪৩৭, ১০ই এপ্রিল, ১৯৩১

নানা কথা

মহাত্মাজী ও মুসলমান সম্প্রদায়

মহাত্মা গান্ধীর মুসলমান নেতাদের [illegible] কথাবার্ত্তা হইয়াছে, সই সম্পর্কে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মিঃ সৌকৎ আলি বলেন যে, মুসলমানগণ গান্ধীজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করে কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ডিঙাইয়া কংগ্রেস যে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছিবেন তাহাই মুসলমানরা গ্রহণ করিবেন, ইহা আশা করা অন্যায়। উভয় পক্ষের পরস্পরের মনোভাব জানেন এবং আলোচনার ফলে সকল বিষয়ে আগেভাগে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু আলোচনার ফলাফল তেমন আশাপ্রদ হয় নাই।

মিশরে ৫২০০ বৎসরের পুরাতন মহিলার মৃতদেহ

মিশর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা বিভাগ অধিষ্ঠান করিয়া পিরামিডের নিকটবর্ত্তী গিজা উপত্যকাতে, গত জানুয়ারী মাসে ভগ্নতা রাজবংশের তৃতীয় কবর-প্রকোষ্ঠ হইতে একটী শবাধার আবিষ্কার করিয়াছেন। শবাধারটী ৫২০০ বৎসরের পূর্ব্বে ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন আছে। শবাধার উন্মোচন করিয়া কয়েকটী মহিলার শব পাওয়া গিয়াছে। শবটী উত্তমরূপে পুষ্পমুখে শায়িত ছিল। কবের মস্তক বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত তিন খণ্ড মস্তর নির্ম্মিত উপাধানে রক্ষিত। মস্তকের উপর তিন প্রস্থ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত একটা স্বর্ণনির্ম্মিত

মহাত্মাজী, মুসলমান সম্প্রদায় ও আক্কেলপুরে বিরাট সভা

মিশরে ৫২০০ বৎসরের

দিল্লীতে বণিক সভার উদ্বোধনে মহাত্মা গান্ধী

ভদ্রাসন গ্রামে সশস্ত্র ডাকাতি

*

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের আহারের নিমিত্ত মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

* * * *

[illegible] যুক্ত আছে। উহার প্রত্যেক অলঙ্কারে সুকৌশলভাবে অঙ্কিত দুইটী [illegible] [illegible] প্রত্যেকটীর [illegible] ওজন প্রায় পঞ্চাশ খণ্ড স্বর্ণ [illegible] সমস্তের পরিবর্ত্তে অষ্ট খণ্ডটী স্বর্ণ [illegible] মস্তকের নাম মস্ত [illegible] স্বর্ণ বলয় ও দক্ষিণ হস্ত [illegible] নাম বলয় দ্বারা অলঙ্কৃত। [illegible] স্বর্ণ বলয় দ্বারা ভূষিত। [illegible] পার পরিধেয় বিচিত্র পরিচ্ছদ [illegible] এক [illegible] ঘটনা। এই সমস্ত অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ বহুমূল্যবান। ইহা হইতে তদানীন্তন কালের মিশর দেশের রাজপরিবারের কবর-প্রকোষ্ঠে কত মূল্যবান অলঙ্কার মৃতের সহ ভূমিস্থ [illegible] তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় ও [illegible] অলঙ্কার প্যারিসের [illegible] মিশরের সভ্যতা কত পুরাকালের [illegible] প্রদান করে।

ভারতের সভ্যতা ইহা অপেক্ষাও [illegible] প্রাচীন। সপ্তশতাব্দীর সাহেব ও [illegible] প্রদেশের অন্তর্গত [illegible] স্থানে ভূগর্ভে [illegible] একটী নগর আবিষ্কার করিয়াছেন। [illegible] গৃহ, রাস্তা ঘাট সমস্তই [illegible] নগরের অনুরূপ। এই সমস্ত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি

[illegible] মিঃ [illegible] [illegible] মুকুন্দদাস ও [illegible] এম, এল এ মিঃ জামাল মহম্মদকে গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন।

দিল্লীতে বণিক সভার উদ্বোধনে মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী গত ৭ই এপ্রিল [illegible] পরিষদ ভবনে ভারতীয় [illegible] সমিতি [illegible] বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন করিয়াছেন। [illegible] পূর্ণ [illegible] এম, এল, সি, [illegible] উইলসন, স্যার [illegible] বণিক সভার [illegible] এবং [illegible] উপস্থিত ছিলেন। [illegible] করিবার চেষ্টায় বণিক সম্প্রদায় [illegible] কোন [illegible] পক্ষে [illegible] নহে।

সভার উদ্বোধন করিয়া গান্ধীজী [illegible] বলেন,—[illegible] আমি বুঝি তাহার শাসন। [illegible] ইংরাজদের স্বার্থ [illegible]। কিন্তু আজ যে সমস্ত উপস্থিত হইয়াছে, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও [illegible] সমস্যা তাহার সম্মুখে আসিয়াছিল, [illegible] তাঁহাকে বলা হয়, [illegible] সমস্যা এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার [illegible] প্রাচ্য দেশের [illegible] এবং [illegible] হইতে [illegible] রক্ষা করিতে চায়। [illegible] হয়।

[illegible] সমস্যা [illegible] নিজস্ব [illegible] করিতে চায়।

[illegible] হইয়াছে। [illegible] —তবে ইংরাজ এবং [illegible] সম্মান করে এবং ভারতের [illegible] বাস করে, তবে স্বতন্ত্র [illegible]।

সভাপতির বক্তৃতা

[illegible] বিদেশীকে [illegible] বলেন। তিনি বলেন [illegible] দেশের [illegible] একটা [illegible] অভাব দেখা দিয়াছে। এই [illegible] হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার কোন [illegible] দেখা [illegible] ভারতের [illegible] বাণিজ্যে [illegible] থাকে না, তাহাদের [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible]।

[illegible] আলোচনা করিয়া বলেন, [illegible] পৃথিবীর বাজারে ভারতের সুনাম নষ্ট করিয়াছেন, [illegible] বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন [illegible]। অর্থনীতির [illegible] দেশকে পুনর্গঠন করিতে একমাত্র [illegible] যিনি জনসাধারণের সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে পারেন।"

শাসনতন্ত্রে ভাবী পরিবর্তনের উল্লেখ করিয়া সভাপতি বলেন, শিল্পের উন্নতি এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শুল্কনীতি পরস্পর খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কাজেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাপারে ভারতীয় প্রদেশগুলি এবং ভারতীয় রাজ্যগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে তিনি কংগ্রেসের জনসাধারণের অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া বলেন,—প্রস্তাবটি বড় তাড়াতাড়ি গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি আশা করেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস যেন সর্ব্বাগ্রে বণিক সম্প্রদায় [illegible] আলোচনা করেন।

[illegible] সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনারা কি কংগ্রেস দখল করিতে চান? যদি চান তবে [illegible] হইবে না, আরও ত্যাগ, আরও [illegible] দেশের প্রধান। কংগ্রেসের [illegible] অধিক সম্ভ্রম [illegible] কিছু হইতে পারে না। গত ১০ বৎসর যাবৎ কংগ্রেস পূর্ণ [illegible] ভোটের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিয়াছে।

অতঃপর গান্ধীজী বলেন, কংগ্রেসে ইংরাজ নারী ও ইংরাজ পুরুষদের সম্মানজনক স্থান আছে। আমি চাই, ইংরাজগণ দরিদ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য কংগ্রেসে যোগদান করুন। মিঃ এণ্ড্রুজের ন্যায় ব্যক্তিদের জন্য কংগ্রেসের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। আমাদের কার্য্যতালিকা এমন যে, আমরা অপরকে শোষণ করিতে চাই না, অপরকে আমাদিগকে শোষণ করিতে দিতে চাই না।

বণিক সম্প্রদায় কংগ্রেসের আন্দোলনে অনেক মূল্যবান দান করিয়াছেন। তাঁহারা যদি আরও ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে স্বরাজ আন্দোলনের শক্তি অপ্রতিহত হইবে।

উপসংহারে তিনি গান্ধীজীকে আর [illegible] প্রদান করেন, স্বাধীনতার সংগ্রাম [illegible]

ভজ্রাসন গ্রামে সশস্ত্র ডাকাতি

গত ১২ই চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১॥টার সময় ভজ্রাসন (ফরিদপুর) হাটখোলার মালিক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমঙ্গল [illegible] চৌধুরীর বাড়ীতে ১০।১২ জন ডাকাত মারাত্মক অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কুঠার দ্বারা দালানের দরজা ভাঙ্গিয়া তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সাহার কোঠায় প্রবেশ করে এবং আলমারী, সিন্দুক ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া প্রায় ২০০০৲ টাকার অলঙ্কার পত্র লইয়া চলিয়া যায়। কাহারও উপর কোন অত্যাচার হয় নাই। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেহ ধরা পড়ে নাই।

আক্কেলপুরে বিরাট সভা

গত ৪ঠা এপ্রিল আক্কেলপুর কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে স্থানীয় বাজারে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে প্রায় ৩ হাজার লোক সভায় যোগদান করিয়াছিল। তন্মধ্যে ২ হাজারের অধিকই মুসলমান। আমদী ও কুচাইয়া প্রাদেশিক [illegible] কমিটির এবং আমমদীয়ী যুবক সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত কানাইকুমার সেনগুপ্ত [illegible] দেশের অবস্থা [illegible] বাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

স্বদেশী প্রচার ও বিদেশী বর্জ্জন অপরাধে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত

রাজকোটের একজন ছাত্র নেতা

[illegible] স্বদেশী প্রচারের উদ্দেশ্যে [illegible] রাজ্যের অন্তর্গত [illegible] গ্রামে যাইয়া একটি সভার আয়োজন করেন। পুলিশ এই সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া ছাত্রদিগকে রাজ্যের এলাকা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে।

জনৈক কংগ্রেস কর্ম্মী [illegible] বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন চালাইতেছেন। তিনি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিবার উদ্দেশ্যে মোরভি রাজ্যে গমন করিলে তাঁহাকে রাজ্যের সীমানা ত্যাগ করিতে বলা হয়। তিনি হুকুম অমান্য করিলে তাঁহাকে মোটরে উঠাইয়া রাজ্যের বাহিরে জঙ্গলের মধ্যে রাখিয়া আসা হইয়াছে।

মোটর বাসের মধ্যে নিহত হামবার্গ পার্লামেণ্টের সদস্যের শোচনীয় মৃত্যু

বেলিন নামে হামবার্গ পার্লামেণ্টের একজন সদস্য একখানি মোটর বাসের মধ্যে রাজনৈতিক শত্রুদের দ্বারা নিহত হইয়াছেন।

বেলিন অনেক রাত্রে মোটরবাসে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে সহরতলীতে একটা স্থানে তিন ব্যক্তি বাসে আরোহণ করে। একটা নির্জ্জন স্থানে পৌঁছিলে তাহারা সহসা পিস্তল উঁচাইয়া বেলিনকে হাত তুলিয়া দাঁড়াইতে হুকুম করে।

বেলিন হাত তুলিয়া দাঁড়াইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তাঁহার নাম বেলিন কি না। তিনি অস্বীকার করিয়া কাগজপত্র দেখাইয়া প্রমাণ করেন যে তাঁহার নাম বেলিন। তখন তাহারা বলে—"ইহাকেই আমরা চাই।" এই বলিয়া তাহারা তাঁহার উপরে গুলী বর্ষণ করিয়া বাস হইতে দ্রুত নামিয়া পড়ে এবং বাস খানিকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়িতে থাকে।

বেলিন অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজনৈতিক কারণে হত্যা জার্ম্মানীতে একপ্রকার দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এরূপ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড অপেক্ষাকৃত বিরল।

দমদমে ইংরাজ বৈমানিক

গত সোমবার বৈকালে সাড়ে ৫ ঘটিকার সময় [illegible] দমদমের বিমান পোতের আড্ডায় অবতরণ করেন। তিনি একাকী বিমানপোত চালাইয়া ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া গমন করিতেছেন। বিগত অক্টোবর মাসে মিঃ কিংসফোর্ড স্মিথ ১০৭ ঘণ্টায় ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। মিঃ স্কট অপেক্ষা কম সময়ে অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছিতে ইচ্ছা করেন।

ইংলণ্ড হইতে কলিকাতা পৌঁছিতে মিঃ স্কটের পাঁচদিন আট ঘণ্টা সময় লাগিয়াছে। মিঃ কিং সাড়ে সাড়ে পাঁচদিনে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিলেন।

মিঃ স্কট বলেন যে, ১লা এপ্রিল তারিখে আমি ল্যাম্পনে হইতে যাত্রা করিয়াছি। অতঃপর আমি মাত্র দুইঘণ্টা নিদ্রা উপভোগ করিয়াছি এবং জিব্রাল্টার বেশী আমার ভাগ্যে খাওয়া ঘটে নাই।

দমদমে একদিন বিশ্রাম করিয়া মিঃ স্কট গতকল্য মঙ্গলবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় রেঙ্গুন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

ভারতের সামরিক কর্ম্মচারী

প্রকাশ যে, স্যার ফিল্ড জেফ্রি ভারতে "সাদার্ণ কম্যাণ্ডার" এর ভার গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, পরমভাগবত শ্রীযুত ইন্দ্র-নারায়ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ মহোদয় শ্রীঅদ্বৈত ভবনে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর শ্রীমন্দির ও তোরণ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়া ওঁবিষ্ণু-পাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক তাহার ভিত্তি সংস্থাপন করাইয়াছিলেন। পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, তিনি ইতোমধ্যেই শ্রীমন্দিরের কার্য্য আরম্ভ করাইয়াছেন এবং আগামী বর্ষাকালের পূর্ব্বে যাহাতে তাঁহার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, তজ্জন্যও তাঁহার আন্ত-রিক অভিলাষ ও যত্ন আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। শ্রীযুত ইন্দ্র বাবু যে নিজেই কেবল শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু যাহাতে জগতের সকলেই শ্রীহরিসেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য নিয়োগ করিয়া পরম মঙ্গল লাভের অধিকারী হইতে পারেন, তজ্জন্য ভক্তিভূষণ মহাশয়ের (বৃদ্ধ হইলেও) তরুণের ন্যায় উৎসাহ ও প্রযত্ন লক্ষিত হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের সন্নিকটস্থ শ্রীগৌরকুণ্ডের সংস্কার কার্য্য ও কুণ্ডতীরে পথ-নির্ম্মাণ কিছুদিন যাবৎ চলিতেছে এবং আশা করা যায় যে, আগামী বর্ষা-কালের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য চলিলে উহা সুন্দররূপে ব্যবহা-রোপযোগী হইবে।

পাঠকগণ শুনিয়া আরও আনন্দিত হইবেন যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌরকুণ্ডের পার্শ্বে 'নিত্যানন্দকুণ্ড' নামে আর একটী কুণ্ড খনন করাইবার অভিলাষ করিয়াছেন। গত ২৩শে চৈত্র সোমবার হইতে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কুণ্ডটী দৈর্ঘ্যে ২০০ ফুট এবং বিস্তারে ২০০ ফুট হইতেছে। ইহা শ্রীধাম মায়াপুর গ্রাম বাসিগণেরই অধিক কার্য্যে লাগিবে।

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে" উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্য যথা নিয়মে চলিতেছে, ইতোমধ্যেই বহু ছাত্র-স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে এবং তাহাই ছাত্র-গণ আসিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইতেছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই বহুসংখ্যক ছাত্রে স্কুল ভরিয়া যাইবে। প্রারম্ভ দিবসেই ছাত্র-সংখ্যা ৯২ জন হইয়াছে। বিদেশ হইতেও অনেক ছাত্র আসিবার সম্ভাবনা। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু ছাত্র শ্রীধাম মায়াপুরের স্বাস্থ্য, আবহাওয়া এবং অতি অল্প খরচে পাঠের উপযোগিতা লক্ষ্য করিয়া ভর্ত্তি হইতে সোৎসাহ দান করিবে বলিয়া আবেদন করিয়াছে

স্কুলের বৈশিষ্ট্য এই যে, অভিজ্ঞ আদর্শ চরিত্রবান্ শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। প্রকৃত বিদ্যালাভে যদি কাহারও অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে এই স্থানে তাঁহার সত্বর আগমন করুন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠিত হইয়া ভবিষ্যৎ জীবন পরম সুখময় হইবে

ধনী দরিদ্র সকল বর্ণের ছাত্রেরই তুল্য ভাবে প্রবেশ করিবার সুযোগ আছে। বিদেশ হইতে আগমনেচ্ছু ছাত্রদের বাসস্থানের জন্য অল্পব্যয়ে ভাল বন্দোবস্ত, পাঠাগারের ও পুস্তকালয়ের অভাব নাই।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে ও শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীগৌরভক্তগণের গৃহ ও শ্রীবাস ভবনের সম্মুখস্থলে আরও দুইটী গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। একটী অতিথি ভবন এবং অপরটী ভক্তিমতী মহিলা দ্বারা নির্ম্মিত হইতেছে

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ প্রচারিণী সভার
অধিবেশন-বিবরণী

(২)

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় আজ ভারতী ইংরাজী দৈনিকের পাঠকদিগের সংখ্যা বড় দিনের বিশেষ সংখ্যায় "Sree Chaitanya's Birth Place" এবং Renaissance of Vaishnavism—Mission of Thakur Bhaktivinode প্রভৃতি স্বরচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর ও শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রতি যে অনুরাগের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীমৎপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর

মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর শ্রীগৌড়ীয়মঠের গোভাদ্যানের জন্য অনেক-গুলি মূল্যবান্ উপকরণ প্রদান করায় শ্রীমৎপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীমতী অপর্ণাদেবী ও মিঃ এস [illegible] মিত্র

[illegible]
আর দাস মহাশয়ের [illegible]
[illegible]
লোকের মিঃ [illegible]
[illegible] মহাশয়
[illegible]
প্রচারের প্রতি [illegible]
[illegible] তাহার
[illegible] করায়
[illegible]
সভা তাঁহাদিগকে [illegible]

কোচিন রাজকর্ম্মচারিগণ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক [illegible] মহারাজ যখন শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচারার্থে [illegible] সম্পাদিত হইয়াছিলেন, তখন [illegible] রাজ্যে পাশ্চাত্য [illegible] এবং কোচিন [illegible] মিঃ মিত্র, [illegible] পরিচয় করিয়া [illegible] গৌড়ীয়-আচার্য্যের [illegible] দেখাইয়াছেন এবং [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা [illegible] প্রদান করিয়া যে সন্তোষ [illegible] করিয়াছেন, তজ্জন্য [illegible] তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান বাহাদুর

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর মহামান্য রাজশ্রী রাজমান্য ভি, পি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার অপর্গণ শ্রীল প্রভুপাদের দাক্ষিণাত্যে বিজয়কালে "পদ্মবিলাস-প্রাসাদে" প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য স্থান প্রদান, ষ্টেট্‌মোটর এবং সভা সমিতির ব্যবস্থা ও আয়োজনাদি করণ, শ্রীল প্রভু-পাদের কুমারিকা বিজয়কালে যানাদির বন্দোবস্ত এবং গৌড়ীয়মঠের প্রচারক-গণের জন্য শ্রীঅনন্তপদ্মনাভের প্রসাদাদির ব্যবস্থা করায় শ্রীমৎপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন

ত্রিবাঙ্কুর কলেজের প্রিন্সিপাল

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের যেসব কোন্ স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ত্রিবাঙ্কুর কলেজের প্রিন্সিপাল মাননীয় কে, ভি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার অনুসন্ধানের সহায়তা করায় এবং প্রভুপাদের জন্য সর্ব্বদা ত্রিবান্দ্রম মোটরযান যোগাইলেও নিজ মোটরযানটী প্রভুপাদের সেবায় লাগাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং প্রভুপাদকে "পদ্ম-বিলাস প্যালেস" হইতে ত্রিবান্দ্রম ষ্টেশনে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমৎপ্রচারিণীসভা এতদ্ভন্য তাঁহাকে ধন্য-বাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

রাজমহেন্দ্রীর জমিদার

রাজমহেন্দ্রীর জমিদার কুমার রাম-[illegible] দেবী রাজমহেন্দ্রী কলেজে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টকী [illegible] শ্রীচৈতন্য-মতকে ভ্রমি নাম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাম-কুমার শ্রীল প্রভুপাদকে গৌড়ীয়-[illegible] হইতে রাজমহেন্দ্রীতে [illegible] অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহার আদর অতিশয়। যে শ্রীল প্রভু-পাদ গৌড়ীয়মঠে ও গৌড়ীয় আর্ত্ত-গণের দম্ভময় বিচারাচারের [illegible] কখনও [illegible] সম্পাদক, [illegible] সম্পাদক বা অন্যরূপে দান করেন না, গৌড়ীয়কণ্ঠের আদর্শ শিক্ষার শিক্ষক সেই প্রভুপাদকে যিনি কেবল সম্মান [illegible] অনেকানেকের সহিত মুখ-আদি [illegible] থাকেন, পূজা এবং প্রভুপাদের পাদেতর প্রণামাদি দ্বারা আচার্য্য-পুত্র [illegible] আদর্শ অনুপ্রাণিত করিয়া [illegible] নিয়া "আমার পূজা হইতে আমার গুরুর পূজা বড়"—এই আদর্শ সমাজের ন্যায় প্রকৃত আভিজাত্যের দম্ভশূন্য ব্যক্তির নিকটে প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই হেতু ঐ মহাত্মাকে শ্রীমৎ-প্রচারিণী সভা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন

কর্ম্ম-সুখ ও সেবা-সুখ

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তি-গুণাকর)

ভগবদ্বিমুখ অবস্থায় জীব নিজ বাহ্য দেহ ও মনের সুখ সাধনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকে। বাহ্যদেহ ও মন উভয়ই নশ্বর এবং যে সমুদয় বাহ্য বস্তুর দ্বারা দেহ ও মনের সুখ সাধিত হয়, তাহারাও ধ্বংসশীল। সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল দেহ ও মন নশ্বর পদার্থ-সাহায্যে নিত্যকালব্যাপী আনন্দ লাভের সুযোগ পাইতে পারে না। নশ্বর পদার্থ দ্বারা নশ্বর দেহ ও মন দুঃখমিশ্র আনন্দ লাভ করে।

নশ্বর পদার্থগুলি খণ্ড খণ্ড আকারে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহারা অখণ্ড বা পূর্ণ তত্ত্বের ন্যায় অমিত চেতনসম্পন্ন নহে। যেহেতু তাহারা খণ্ড বা অপূর্ণ বস্তু, তজ্জন্য তাহাদিগকে অল্পচেতনযুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং তাহা পূর্ণচেতনসম্পন্ন তত্ত্বের ন্যায় ঘনসুখদানে সমর্থ হইতে পারে না। কাজেই নশ্বর পদার্থ দ্বারা নশ্বর দেহ ও মন ঘন সুখের পরিবর্ত্তে তুচ্ছ সুখ লাভের সুযোগ পাইয়া থাকে।

অনিত্য বস্তু দ্বারা যে অল্পকাল স্থায়ী সুখ লাভ করা যায়, তাহা বহু আয়াস সাধ্য। বহু পরিশ্রমের পর যে ক্ষণস্থায়ী সুখ লাভ করা যায়, পরিশ্রমের তুলনায় তাহা নগণ্য। আবার দেখা যায়, বহু পরিশ্রমের পর অনেক সময় জীব সেই নগণ্য সুখটুকুও লাভ করিতে পারেনা এবং যদি কোনরূপ লাভ করে, অবিলম্বে তাহা বিলুপ্ত হইয়া জীবকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী দুঃখ-সাগরে ফেলিয়া দেয়। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, নশ্বর বস্তুর সংযোগে ক্ষণস্থায়ী সুখের অবসানে যখন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী দুঃখ আসিয়া জীবের হৃদয়কে ছাইয়া ফেলে, তখন উহা দুঃখেরই জনক।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে, বাহ্য দেহ ও মনের লভ্য সুখ—ক্ষণিক এবং দুঃখের জনক। যে সমুদয় ভগবদ্বিমুখ জীব এই প্রকার হেয় সুখের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করে, তাহারা যে মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট তাহা শাস্ত্র ও সাধুগণ স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিতেছেন। এই মন্দমতি জীব সমূহকে নিত্যকাল-ব্যাপী সেবানন্দরস পান করাইবার জন্য শাস্ত্র ও সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, জীবগণের একমাত্র সেব্যবস্তু শ্রীভগবান এবং তাঁহার সেবা অনায়াসসাধ্য ও ঘন নিত্যানন্দপ্রদ। ভগবৎসেবাকালে যে দুঃখ ও ক্লেশের আভাস উপস্থিত হয়, তাহা দেহ ও মনের সুখের আশায় ধাবমান ব্যক্তিগণ লভ্য প্রকৃত দুঃখ ও ক্লেশের ন্যায় হেয় ও তীব্র যাতনাপ্রদ ব্যাপার নহে। উহা পরমানন্দেরই আকারভেদ এবং অবিদ্যাজনিত দুঃখের নাশক যথাহি মহাজনবাক্য,—"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত পরম সুখ। সেবা সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥"

ভগবৎসেবা [illegible] অল্প আয়াস সাধ্য ব্যাপার ও দুঃখ [illegible] বিমল নিত্যানন্দ দানে সমর্থ [illegible] [illegible] কর্ম্মের জন্য [illegible] এবং সুখ-দুঃখ-জনক বা কখনও [illegible] হয় না, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] [illegible] [illegible] শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুমি [illegible]"

[illegible]

[illegible] বন্ধুবান্ধব [illegible] [illegible] [illegible]

যোগেন্দ্র বিরহে

[illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীশ্রীগু[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহারাজ [illegible] কালে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। [illegible] [illegible] এক দুষ্কুলোদ্ভূত [illegible] [illegible] [illegible] এক পল্লী [illegible] জন্ম গ্রহণ করিয়া কুস্থলী প্রাপ্তে [illegible] শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ দ্বারা কিরূপে প্রপঞ্চ জয় করিতে হয়, তাহা সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রপঞ্চে অবস্থিতিকালে এই [illegible] 'শ্রীযোগেন্দ্র দাস' নামে সজ্জনগণের নিকট পরিচিত ছিলেন।

যোগেন্দ্রদাস আমার প্রাকৃত নয়নের অন্তরালে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি এমনই কৃপালু যে, আমার উদ্ধারের নিমিত্ত আমার সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার সেবা-পরিপূর্ণ মূর্ত্ত আদর্শটী। এই আদর্শ আমাকে সর্ব্বদাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে, ওহে, সুকৃতিবান! কোটি কোটি জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের মূর্ত্ত বিগ্রহ করুণাবতার ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয়ের সুযোগ পাইয়াছ, আর এক মুহূর্ত্তও হেলায় হারাইও না। তুমি যে সঙ্কল্প-বিকল্প-সংশয়সংযুক্ত মনোরথে অধিরূঢ় হইয়া ভাবিতেছ, অনুস্বার বিসর্গের জ্ঞান না থাকিলে শাস্ত্রমর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না, সুতরাং হরিভজন হয় না তাহা মিথ্যা। অনুস্বার বিসর্গের জ্ঞান থাকিলেও শাস্ত্রমর্ম্ম জানা যায় না, পরন্তু ঐ জ্ঞান অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া ভজনের বাধা জন্মায়। 'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ' আচার্য্যপাদপদ্ম আশ্রয় কর, আচার্য্যের উপদেশানুসারে সেবাকার্য্য সম্পাদন কর, দেখিতে পাইবে, তোমার চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইয়াছে এবং নিখিল শাস্ত্রমর্ম্ম তাহাতে কি অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই হৃদয়ে অপ্রাকৃত দেহে বাবাগোবিন্দের সেবা হইতেছে। আর যে মনে কর, পাণ্ডিত্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া ভগবৎসেবা-বঞ্চিত থাকা ব্যতীত তোমার [illegible] নাই, তাহা ভ্রম। হৃদয়ে সেবার আ[illegible] [illegible] প্রবলবেগে ছুটাইয়া দাও; [illegible] সংসারের মনঃপ্রাণহরাদি [illegible] তোমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] [illegible] [illegible]।

ভজন-কাল

([illegible])

প্রহ্লাদ [illegible] [illegible] বাল্যকালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বালকগণকে [illegible] উপদেশ করিয়াছিলেন। বালকগণ [illegible] যে, আমাদের এখন অল্প-[illegible] [illegible] আস্বাদ পাই নাই, যৌবন বয়সে বিবাহাদি করিয়া সংসার [illegible] ভোগ করি, তারপর বৃদ্ধ বয়সে ভজন সাধনের কথা শুনিব। এখন আমাদের এই বয়সের কর্ত্তব্য কি বলুন? তাহাতে প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছিলেন :—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বভূতের আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃদ। এই মনুষ্যজন্মে শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবনই কর্ত্তব্য; বিবেকী পুরুষ সংসার-দুঃখ হইতে ভীত না হইয়া এবং ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য প্রয়াস না করিয়া শৈশব হইতেই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ, তাহাতে আবার অনিত্য অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে, তথাপি অর্থদ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী হইলেও ক্ষণকাল মাত্র ভক্তির অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। সেইজন্য যে পর্য্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানব-শরীরটী বিপন্ন বা অসমর্থ না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ক্ষেম লাভের জন্য যত্ন করিবেন।

যাহারা কৌমার কাল হইতে গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে নাই বা ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করে নাই, তাহারা ভোগবিলাসে লালিত পালিত হওয়ায় সংযম শিক্ষার অভাবে অজিতেন্দ্রিয় হইয়া দুঃখজনক কামে ও বলবান্ মোহে গৃহাসক্ত থাকিয়া কর্ত্তব্যানুসন্ধান-শূন্যাবস্থায় নিজের প্রিয়তম প্রাণকেও বিপন্ন করিয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত যত্ন করে। কুটুম্বাদিতে অতীব আসক্তচিত্ত ব্যক্তি তাহাদের ভরণপোষণে যে নিজ আয়ুঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, তাহা জানিতে পারে না। আর ভগবদারাধনারূপ পরমার্থ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাও অবগত নহে। সেই গৃহাসক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা তাপত্রয়ে ক্লিষ্ট হইয়াও পূর্ণকাম না হইয়া শিশ্নোদরজনিত সুখকেই অতীব লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করে ও মোহে অভিভূত হয়। 'ইহা আমার', 'ইহা অন্যের'—এইরূপ ভিন্নভাব পোষণ করিয়া [illegible] ব্যক্তিও কুটুম্বাদিতে আসক্তিনিবন্ধন আত্মবিষয়ক পরামর্শ লইতে সমর্থ হন না। কোন দেশে বা কোন কালে সেই বিমূঢ় জ্ঞানহীন ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না।

সর্ব্বভূতের আত্মা ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনায় হত্যা বা সাধ্যকার্য্য কিছুরই অপেক্ষা নাই, সেই অচ্যুতকে প্রসন্ন করায় বড় আয়াসের আবশ্যক হয় না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সকল ভোগী জীবের মঙ্গল-লাভের উপায় স্বরূপ কল্যাণকল্পতরুতে লিখিয়াছেন—

জীবন সমাপ্তিকালে করিব ভজন
এবে করি-গৃহসুখ।
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন।
এদেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ।
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই॥
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার নির্ব্বাহ করি যাব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শুধিবারে করিতেছি সুযতন।
এ আশায় নাহি প্রয়োজন॥
এমন দুরাশাবশে যাবে প্রাণ অবশেষে
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও
গৃহে থাক বনে থাক ইথে তর্ক অকারণ॥

শ্রীধামে প্রচার

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ অবিদ্যা-পীড়িত জীবের অবিদ্যা-ব্যাধি বিদূরিত করণার্থ শ্রীভাগবতকথা-রূপ মহৌষধি বিতরণ করিতেছেন। আত্মমঙ্গল কামী মাত্রেরই শ্রদ্ধামূল্যে তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তিগ্রন্থাবলী

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বৈধী-ভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুষ্ক ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান্ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় গুরুত্ব ও শ্রোতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুররস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাম্প্রদায়িকের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষার কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক জগতের কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় বিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মতোদ্ধৃতিসমূহ-কালে এই গ্রন্থমধ্যে উদিত হইয়াছেন। আবার পরিশিষ্ট সূচী, কথাসার প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিলাতি বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

রেক্সিন বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আর্বাধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রামাণিক হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীসাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৶০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাষ্যপদের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৫ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র

৶১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সন্নিবিষ্ট আছে এবং পারমার্থিকভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৪র্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাধকজৌবকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ। ২। শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্বন্ধীয় শ্রীমন্দির ও তীর্থসমূহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তালিকা ও বিবরণ। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকারে যাবতীয় কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৶০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল আমি ও অর্থে এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানি নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে

এই কেরার্স কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটি বা দুইটি ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ডজন ৩৲ টাকা

বাবু কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

২৯।১ নং চক্রবেড়িয়া লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শ্রীগীতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনভাবস্থ হইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যাশ্রয় শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, তত্তাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে কল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা সত্য কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতা লাভ করিব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিজকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরাবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীবাদরানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার বাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া), শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এস, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীষড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোহনক্রমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যের সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিস্তৃত, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। মুক্তিমালিকা ওপসৌরভঃ সানুবাদ (যন্ত্রস্থ) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৷৹
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা ৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
১৩। বৈষ্ণবমহিমা-সমাজার (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণিঃ ৸৹
১৫। নবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণ ৸৹
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৵৹
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৮। ভজনরহস্য ৷৹
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷৹
২১। সাধনকণ্ঠমালা (বাঁধা)
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ৷৷৹
২৩। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৹
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷৹
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ৷৹
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

৩৬ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১৷৷০
৩৭। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। দীপ দিগ্‌দর্শন ৵০
৪০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
৪১। গীতমালা ৵১০
৪২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৵
৪৪। সদাচারস্তবঃ ৵০
৪৫। সাধনকণ ৵
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৭। শরণাগতি
৪৮। গীতাবলী ৵০
৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫০। সাংখ্যবাণী ৵০
৫১। অপরাধ ৵০
৫২। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৵০
৫৩। অষ্টকম্ ৵১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। শিক্ষা ও-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৫৫। নীতি শিক্ষাদশকম্ ৷০
৫৬। হরি-স্তবম্ ৷০
৫৭। সাধ্যাষ্টকম্ ৵০
৫৮ শ্রীগুরু শিক্ষাষ্টকম ৵০
৫৯। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। নামভজন ৷০
৬১। লাইফ্, যাইম অ্যান্ড টিচিংস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬২। বৈষ্ণবীজম ৷০
৬৩। দি ভাগবত ৷০
৬৪। হরোটিক্ প্রিন্সিপল্স্ ইন্ এডুকেশন ৷০
৬৫। চোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০

উড়িষ্যা অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷৷০
৬৭। কল্যাণ কল্পতরু ৷৷০
৬৮। সাধন পথ ৷০
৬৯। গীতাবলী ৷১
৭০। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ্য-নিন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আশ্রমধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয়খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, বিষ্ণুর ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, দীক্ষা, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থ বিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখিতে হইবে, অন্তিম পাদের থুঃ (পাতলা বা আমাশা) পাঠাইলে দেখা রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয়, রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক নিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র দান করুন।

শ্রীকৃষ্ণকিশোর উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া স্থায়িত্ব জানিতে পারেন,

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ইণ্ডিয়ান হোমিও ফার্ম্মেসী, ১৩৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রায় ছয় মাস যাবৎ রোগে ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ পথ্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কিশোরকৃষ্ণ উকীল মহাশয় মাত্র ১০ দিনে রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছেন। (সাঃ) ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৫নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং, লাল্‌টিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অদ্ভুতকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক সেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মানাহয় ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভারতবর্ষ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা। শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে কারুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীঘাটপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুকণ্ঠনিঃসৃত সুবিদ্ধ সুসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী স্থূলাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আং শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ।৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুদর্শন, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাত্মারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাজপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৭ তোলা ১ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহাপ্রকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক | সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের কার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ...
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা ৫

বিজ্ঞাপনের হার
প্রথমবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
দ্বিতীয় কলম ৸৹
তৃতীয় কলম ৵০
সাপ্তাহিক কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

"শ্রীধাম"
টেলি—
নবদ্বীপ

ভারতের সকল মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীগৌরাঙ্গ সাধনাপুর—২৮শে চৈত্র শনিবার ১৩০৭, ১১ই এপ্রিল, ১৯০১

নানা কথা

মুড়াগাছা সংবাদ

সাধারণ পাঠাগার

বহু দিন হইতে গ্রামের বিদ্যোৎসাহী যুবকবৃন্দ আধুনিক ভাবে সুসজ্জিত একটী পাঠাগারের অভাব বিশেষভাবে বোধ করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা তথায় একটী পাঠাগার খুলিয়াছেন।

পল্লীমঙ্গল সমিতি

গ্রামের হিতকল্পে ও সৎসাহস পুষ্টে গ্রামের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ উক্ত সমিতি গঠন করেন। উক্ত সমিতি এপর্য্যন্ত বহু জনহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত চেষ্টা ও ইচ্ছা থাকিলেও অর্থাভাব বশতঃ এপর্য্যন্ত তাঁহারা একটী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তাহার বিষয় এনিমিত্ত সরকার এবং জেলা বোর্ডে বহু আবেদন নিবেদন করিয়াও নাকি কোন ফল হয় নাই।

ধর্ম্মদায় শান্তিপুর পিকেটিং

গান্ধী-আরউইনের আপোষের সর্ত্তানুযায়ী সত্যাগ্রহী দল কর্ত্তৃক সরকার মদ ও গাঁজার দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং আরম্ভ করা হইয়াছে।

উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ

কয়েকদিন পূর্ব্বে মহিষগাছি নিবাসী জনৈক ব্যক্তি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডীর মৃত্যু

মুড়াগাছার বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় শ্রদ্ধা-জ্ঞাপক

ত্রিপুরেশ্বরের দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ

ঢাকার নানাবিধ সংবাদ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসগৃহের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের আহারের সিধা মাত্র ৬৲ টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যাত্রাগান

গত রবিবার রাত্রে মুড়াগাছা চাঁদনীতে নাট্যসমিতি কর্ত্তৃক যাত্রাভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া স্থানীয় তিনজন ভদ্রলোক ৩ খানি রৌপ্য পদক দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ

ত্রিপুরাধিপতি মিঃ বেকেটারী বার্গা বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিতেছেন। পার্শ্ব রাজ্যের মাননীয় রাজপুরুষদিগের সহিত ত্রিপুরার মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বিবাহ স্থির করিবার জন্য বার্গা বাহাদুর ঐ রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। পার্শ্ব রাজ্য মণিপুর এজেন্সির অধীনস্থ কুকিলগণের অনুরোধে একটি স্বাধীন রাজ্য।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে ত্রিপুরার মাণিক্য বাহাদুর ২ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার অন্তর্গত বলরামপুর রাজের মহারাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৪ মাস পূর্ব্বে মাসে ডাইফয়েড জ্বরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মহারাণীর কোন সন্তান হয় নাই। মহারাজের বয়ঃক্রম একণে ২৩ বৎসর মাত্র।

কলিকাতায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপক

গত ৮ই এপ্রিল বঙ্গীয় ঔপনিবেশিক হাইকমিশনার ডাক্তার দেব ও অন্যান্য স্থানের সহযাত্রিগণ পার্ক সার্কাস ময়দানে সিং, ভগদত্ত ও ব্রহ্মপুত্র "প্রাণ্ড দিবস" [illegible] প্রতিপালিত হইয়াছে। [illegible] যায় যে যদ্ধ ভগবানের কৃপায় ও বাঙ্গালা দেশবাসীর অনুমোদিত মতে ইপাপ ভারতের দেশসেবী দেশবাসী মধ্যে মধ্যে উপস্থিত করিয়াছেন।

পরলোকে মিঃ পেডী

পাঁচবার গুলী নিক্ষেপ

গত ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডী যখন কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষা-প্রদর্শনী পরিদর্শন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রতি গুলী বর্ষিত হওয়ায় তথায় মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পাঁচ বার গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

অস্ত্রোপচার

মিঃ পেডী হাসপাতালে নীত হইবার পর প্রথমে তাঁহাকে সিভিল সার্জ্জন দেখেন। তারপর কলিকাতা হইতে মেজর মারে একজন সরকারী ও একজন যাত্রীসহ গত রাত্রি ২৷৷টায় স্পেশাল ট্রেণে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অস্ত্রোপচার করিয়া একটী গুলী বাহির করেন।

৮ই এপ্রিল অতি প্রত্যূষে মিঃ পেডীর অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছিল, কিন্তু পরে অবস্থার ভালর দিকে গিয়াছে এবং তিনি তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন।

উক্ত দিবস প্রাতে ১০টায় আর একবার অস্ত্রোপচার হইয়াছে এবং তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া তাঁহার অন্ত্র ধোলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

গত ৯ই এপ্রিল মিঃ জেম্স পেডীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

মিঃ পেডীর মৃত্যু

উপরুক্ত চিকিৎসা সত্ত্বেও মিঃ জেম্স পেডী ৮ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫টা ১০ মিনিটের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

খানাতল্লাস

আততায়ী পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ তিনটির বাড়ী খানা করিয়াছে, কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং তথায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কয়েকটা বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে এবং কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মৃত্তিকা চাপায় মৃত্যু

মেদিনীপুর জেলার সবঙ্গ থানার অন্তর্গত বড়াল গ্রামে গত ১৮ই চৈত্র মুৎস্পিটার খেপ্রার দেওয়া উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীধর মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি ঐ গ্রামে ব্রাহ্মণদের একটি পুকুর খনন করিবার সময় মাটী চাপা পড়ে। সেই দিন রাত্রেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কলিকাতায় খানাতল্লাস

মেদিনীপুর গুলীবর্ষণ সম্পর্কে গত রবিবার কলিকাতায় কয়েকখানি বাড়ী খানাতল্লাস হইয়াছিল, কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

ঢাকায় নাগরিক সংবর্দ্ধনা

জগন্নাথ কলেজে বরিশাল সম্মেলন

গত ২৯শে মার্চ্চ রবিবার জগন্নাথ কলেজে ঢাকা-প্রবাসী বরিশালবাসিগণের এক সাদ্ধ্য সম্মেলন হইয়াছে।

শোক সভা

ঢাকা জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও উকিল-সমিতির সভাপতি মহেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের পরলোক-গমনে ৩১শে মার্চ্চ সন্ধ্যায় বার লাইব্রেরী গৃহে ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক শোক-সভা হইয়াছে।

ন্যাশনাল কলেজ ছাত্র সমিতি

গত ২৫শে মার্চ্চের ছাত্রগত বার্ষিক অধিবেশন ও সম্পাদক নির্ব্বাচন গত ২৯এ এপ্রিল হইয়া গিয়াছে। ন্যাশনাল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার রায়চৌধুরী চৌধুরী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিধবা বিবাহ

গত ২৯এ এপ্রিল ওয়াইজ্ঞাপে ঢাকা ষ্টীমার ষ্টেশনের কেরাণী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মৈত্রের বাল-বিধবা কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবীর সহিত শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ভৌমিকের হিন্দুমতে বিবাহ হইয়াছে।

মহিলা সভা

গত ৯ই এপ্রিল ঢাকার মহিলা-নেত্রী শ্রীযুক্তা লীলা নাগের আহ্বানে শ্রীযুক্তা চারুশীলা মিত্রের সভা-নেতৃত্বে ফাঁসী দণ্ডে দণ্ডিত আসামী দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রাণরক্ষার জন্য বার লাইব্রেরী গৃহে ঢাকার মহিলাগণের এক সভা হইয়াছে।

"বাংলার বাণীর মেকেদ্দমা"

গান্ধী-আরউইন সন্ধির ফলে বাংলার বাণীর রাজদ্রোহ মামলা সরকার পক্ষ হইতে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য

ঢাকা সহরে বেশ গরম পড়িয়াছে। দিনে রৌদ্রের ভীষণ প্রখরতা—রাত্রিতে শেষ ভাগে ঠাণ্ডা। ফলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়াছে। ২১টী কলেরা হইয়াছে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে

সরকারী সাহায্য

কাশীর ৬ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, সরকার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সাহায্য ৩,০০,০০০৲ তিন লক্ষ টাকা পুনরায় বিনাসর্ত্তে মঞ্জুর করিয়াছেন। গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় এই সাহায্যদান রাজনৈতিক কারণে বন্ধ ছিল।

পাঠকদের মনে থাকিতে পারে যে এই সাহায্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট যখন দরখাস্ত করেন তখন সরকার কয়েকটি সর্ত্তের কথা উল্লেখ করেন; কিন্তু সিণ্ডিকেট সেসব সর্ত্তে সাহায্য লইতে রাজী হন নাই।

এক সময়ে হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ হয়। প্রথম যে বৎসর সরকার সাহায্য দান করেন তখনই এই ঋণ তাঁহারা সম্পূর্ণ শোধ করিবার ভার লইতে রাজী হন এবং তদুদ্দেশ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হস্তে ৩ লক্ষ টাকাও অর্পণ করেন; কিন্তু সিণ্ডিকেট সেই টাকা অন্য কার্য্যে ব্যয় করায় তখনকার সরকার সেসব খরচ করিয়া ফেলেন। সরকার তিন বৎসরের মধ্যে ৮ লক্ষ করিয়া দুইবারে সমস্ত ঋণই পরিশোধ করিতে পুনরায় রাজী আছেন বলে সেই সময়ের মধ্যে পূর্ব্বপ্রদত্ত ৩ লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যোগাড় করিয়া দিতে হইবে। প্রকাশ যে, সরকারের এই সুবিবেচনা গান্ধী-আরউইন আপোষের ফলই হইয়াছে।

প্রবাসী ক্রোড়পতিকে হত্যার ষড়যন্ত্র

ভিয়েনার পুলিশ ভিয়েনা প্রবাসী আইরিশবাদী প্রবাসী ক্রোড়পতিকে হত্যা করিবার এক আশ্চর্য্যজনক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। সাভিয়ার "জাতীয় সমিতি" নাকি এই ষড়যন্ত্র পাকাইতেছিল, আয়রন সার্ভিয়া-বিতাড়িত ভিয়েনা প্রবাসী কোট নেতাকে হত্যা করার মতলব নাকি ইহারা করিতেছিল।

সংবাদ পাইয়া দুইজন দুর্গোল্লাত যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাহারা বিলাতের টোটা ও মঁসিয়ে পাসিকের ফটো সঙ্গে লইয়া প্রবাসী ক্রোড়পতি নেতা মঁসিয়ে পাসিকের বাড়ীর নিকটে লুকাইয়া ছিল।

অপর একজন যুবককে ঐ দুইজনের সাথে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার নিকটেও রিভলভার পাওয়া যায়, ছোরা ইত্যাদি পাওয়া যায়। এই তিনজনের পাসপোর্টই জাল করা।

ক্রোটিয়াস একজন হাঙ্গেরীয় পুলিশ কর্ম্মচারী। তিনি এই ষড়যন্ত্রের মূলে আছেন বলিয়া প্রকাশ। তিনিই নাকি জাল পাসপোর্ট দিয়া দশজন হত্যাকারীকে সার্ভিয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মিঃ জি, ডি, বিরলা গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি

ভারতীয় বণিকসমিতি-সঙ্ঘ শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস এবং মিঃ জামাল মহম্মদ ব্যতীত মিঃ জি, ডি, বিরলাকেও গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন।

কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি

কলিকাতার হাসপাতাল, শিশু-নিবাস, বহু ভারতীয় ও য়োরোপ-পরিচালিত হোটেলে এই সমিতির দুগ্ধ সরবরাহ হইয়া থাকে। সমিতির দুগ্ধ গুণাগুণের দিক হইতে যে অনেক ভাল, তাহা এতদ্দ্বারাই সপ্রমাণ হয় যে, বাজারের অন্যান্য দুগ্ধ হইতে সমিতির দুগ্ধ অপেক্ষাকৃত বেশী দরে বিকাইয়া থাকে, এবং সমিতির দুগ্ধের চাহিদাও দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সমিতির মনোযোগ কেবলমাত্র দুগ্ধ সরবরাহের উপরেই নিবদ্ধ নহে। সমিতি দুগ্ধ উৎপাদকদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন ও দুগ্ধের উন্নতিবিধান জন্য যে কিরূপ যত্নবান্ তাহা এতদ্দ্বারাই বোঝা যাইবে:—সমিতি স্কুল ও চিকিৎসালয়সমূহের জন্য বৎসরে যথাক্রমে ১,০০০৲ টাকা ও ৮০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন; সমিতি ২৫টি নলকূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ২০টী প্রজনন-বৃষ বিতরণ করিয়াছেন এবং ৪টী পশু প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গবাদি পশুর খাদ্য সম্বন্ধে উন্নতিবিধানে উৎসাহ দিবার জন্য সমিতি হইতে বিনামূল্যে গবাদিপশুর খাদ্যশস্যের বীজ বিতরিত হয় এবং দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের সাধারণ ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধান জন্য সমিতি মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন।

অতিশয় আনন্দের বিষয়, এই যে, ঢাকা দার্জ্জিলিং দিনাজপুর, নওগাঁ, সাজাদপুর (পাবনা) ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রসিদ্ধ নগরীতে কলিকাতার এই দুগ্ধ সমিতিরে দুগ্ধ সরবরাহ হইতেছে। দার্জ্জিলিংএ যে দুগ্ধ পাওয়া যায়, উহাতে মাখনের ভাগ অতি মাত্রায় অধিক থাকায় দার্জ্জিলিংএর দুগ্ধ-ক্ষেত্রে নগরীতেই বেশীর ভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাবনার সাজাদপুর ক্ষেত্র উচ্চ শ্রেণীর দুগ্ধ উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—১৮শে চৈত্র, শনিবার—১৩৩৭

দিগ্বিজয়ী-দর্প-দমন

(১)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন, বৃথা তার অশেষ ভাবনা।" আমরা যতক্ষণ নানাপ্রকার প্রাকৃত অভিমানে মত্ত থাকি, ততক্ষণ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারি না। পরম অর্থ বা ভগবদ্ভক্তি অর্জ্জন করিতে না পারিলে পারমার্থিক বিচারে সে ব্যক্তির কোন মূল্য নাই—তাঁহার জীবনই বৃথা, তাঁহার দ্বারা তাঁহার নিজের বা জগতের কোন নিত্য মঙ্গল হয় না। অভিমানে প্রমত্ত থাকায় স্বরূপভ্রম, অসৎতৃষ্ণা প্রভৃতি অনর্থগুলি প্রবল হইতে থাকে। অভিমানগুলির মধ্যে বিদ্যার অভিমান একটী। আমরা অনেক সময় 'বিদ্যার ফল কি?' তাহা বিস্মৃত হইয়া বিদ্যামদে প্রমত্ত হই ও নরকের পথে অগ্রসর হইতে থাকি। যাহাতে আমরা এই অসুবিধায় না পড়ি এবং "জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥" মহাজনের এই উপদেশটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিগ্বিজয়ী দর্প দমন লীলাটী আলোচনা করা আবশ্যক।

দিগ্বিজয়ীর নবদ্বীপে আগমন

শ্রীমহাপ্রভু যখন বিদ্যাবিলাস-লীলা বিস্তার করিতেছিলেন, তখন নবদ্বীপে কেশব কাশ্মীরী নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের আগমন হইয়াছিল। সেই মহান দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য অর্জ্জনাভিলাষে মন্ত্র জপ করিয়া প্রথমে সরস্বতীর গৌণকৃপা লাভ করিয়া দিগ্বিজয়ী বর লাভ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় জীবের বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। যাহারা অন্যাভিলাষ পূরণের জন্য ছায়া সরস্বতী বা ছায়ার উপাসনা করেন, তাঁহারা গৌণ ফললাভে বঞ্চিত হন। সেই ব্রাহ্মণ সরস্বতীর গৌণকৃপাবলে দিগ্বিজয়ী বর লাভ করায় তাঁহার জিহ্বায় অনর্গল সর্ব্বশাস্ত্র স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে, সুতরাং জগতে কোন পণ্ডিতই তাঁহার সহিত বিচারে সমর্থ হন না। তিনি সর্ব্বদেশ জয় করিয়া অশ্ব, গজ, বিবিধ রত্নাদি ও লোকজন সঙ্গে লইয়া বহু আড়ম্বরের সহিত নবদ্বীপে আগমন করেন। তথাকার সমস্ত পণ্ডিত সমাজে, প্রতি ঘরে ঘরে এই সংবাদ প্রচারিত হইল। নবদ্বীপের বড় বড় পণ্ডিতগণও বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কারণ সরস্বতী যাঁহাকে বরদান করিয়াছেন, সরস্বতী যাঁহার মুখে কথা বলেন, তাঁহার সহিত মানুষ কি করিয়া পারিবে?

শিষ্যগণের প্রতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভবিষ্যদ্বাণী

এই সকল বৃত্তান্ত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পড়ুয়াসকল তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন এবং বলিলেন যে, কেহ তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিচারে অগ্রসর হইতে না পারিলে তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিতে হইবে। শিষ্যগণের এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

শুন ভাই সব এই কহি তত্ত্বকথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥
হৈহয়, নহুষ, বেণ, নরক, রাবণ।
মহাদিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে যে জন॥
বুঝ দেখি কার গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়।
সর্ব্বথা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সয়॥
এতেক ইহান সব 'বিদ্যা' অহঙ্কার
দেখিহ সেই সে সব হইবে সংহার॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩শ অঃ)

শ্রীমহাপ্রভুর দিগ্বিজয়ীজয়ের কৌশল চিন্তা

শিষ্যগণকে এই সকল উক্তি [illegible] প্রভু শিষ্যগণের সহিত সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন এবং গঙ্গাজলস্পর্শ ও নমস্কার করিয়া বসিলেন। গঙ্গাতীরে বসিয়া শিষ্যগণের সহিত শাস্ত্রকথা আলোচনা করিতেছেন এবং কি প্রকারে দিগ্বিজয়ীকে জয় করিবেন, তাহা চিন্তা করিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন—এই বিপ্রের মহা অহঙ্কার হইয়াছে,—জগতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই,—ইহা ভাবিতেছে। যদি ইহাকে সভামধ্যে জয় করি, তবে সে ব্যক্তি অপমানে মৃততুল্য হইবে, সকলে তাহার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইবে ও তাহাকে ঘৃণা করিবে, তাহাতে ব্রাহ্মণ শোকে জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অতএব তাহাকে নির্জ্জনে জয় করিব, তাহা হইলেই সে দুঃখ পাইবে না, অথচ তাহার সন্তাপের মুখ্য যে অহঙ্কার, তাহা নষ্ট হইবে।"

দিগ্বিজয়ীর দর্প-দমন

পরম নির্ম্মল আকাশে পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রোদয়ে ভাগীরথী অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্টা হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া আছেন এবং নিরন্তর বিবিধ কথায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার অলৌকিক চেষ্টায় দিগ্বিজয়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিগ্বিজয়ী দেখিয়া [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] অপূর্ব্ব হইয়া পড়িলেন। [illegible] করিতে লাগিলেন। দিগ্বিজয়ী [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] সরস্বতীর বরপুত্র দিগ্বিজয়ীর সর্ব্ববুদ্ধি লোপ পাইল, নিজকৃতশ্লোক কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, যাহা কিছু বা বলেন, শ্রীগৌরসুন্দর সব কথারই দোষ দেখাইয়া দিতে লাগিলেন; এইরূপে দিগ্বিজয়ীর সকল প্রতিভা লোপ পাইল। তখন তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া পড়ুয়াসকল হাস্য করিতে উদ্যত হইলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন এবং পণ্ডিতকে মিষ্টবাক্যে বলিলেন,—রাত্রি অধিক হইয়াছে এবং আপনিও ক্লান্ত হইয়াছেন; সুতরাং অদ্য বাসায় গিয়া বিশ্রাম করুন, আগামী কল্য পুনরায় আপনার সহিত আলাপ করিব। এইরূপে তিনি দিগ্বিজয়ীকে কোমল ব্যবহারের দ্বারা তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন।

দিগ্বিজয়ীর সরস্বতী মন্ত্রজপের মুখ্যফল-লাভ

দিগ্বিজয়ী শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট পরাস্ত হইয়া দুঃখিত অন্তরে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—সরস্বতী দেবীর নিকট আমার কোন অপরাধ হইয়াছে, নচেৎ সরস্বতীর বর অন্যথা হইবে কেন? যাহা হউক অদ্য ইহার কারণ জানিব—বলিয়া মন্ত্র জপ করিতে বসিলেন। মন্ত্র জপ করিয়া শয়ন করিলে সরস্বতী দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে বলিতে লাগিলেন—

* * * শুন বিপ্রবর।
বেদগোপ্য কহি এই তোমার গোচর॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
[illegible]
[illegible]

[illegible]

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩শ অঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

[illegible]

[illegible]

[illegible] মাননীয় [illegible] মহোদয়ের

ভবনে দুইদিন অবস্থান করেন। তৎপরে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গ তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া ছায়াচিত্রে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুব্বারাও বৈষ্ণবগণের প্রসাদাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এই কথা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ডাঃ ইউ রামরাও

পৌরোহিত্যকারী মাধ্বব্রাহ্মণ ও ভূমাধিকারী ডাঃ ইউ রামরাও শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা দাক্ষিণাত্যে একটী কীর্ত্তন-মন্দির উদ্ঘাটন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের অনুপস্থিতিতে প্রভুপাদের প্রতিনিধি স্বরূপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের দ্বারা ডাঃ রামরাও উক্ত সঙ্কীর্ত্তন মন্দিরের উদ্ঘাটন করান। ডাঃ মহোদয়ের সেক্রেটারি মি. রাঘবেন্দ্রাও একজন বিশিষ্ট প্রতিভাশালী মাধ্ব ব্রাহ্মণ। তিনিও প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা এবং মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গের প্রচারের সহায়তা করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা উভয় পক্ষ হইতে অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

মহীশূরের মহারাণী মহোদয়া

মহীশূরের মহারাণী মহোদয়া মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গকে মহীশূরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথা প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

লেঃ এস সি চৌধুরী

কলিকাতার লেফ্‌টেনাণ্ট্ এস. সি. চৌধুরী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে নানাভাবে সহায়তা করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুত রাধেলাল গোস্বামী

শ্রীধাম বৃন্দাবনের গোপালভট্ট-পরিবারের মাননীয় শ্রীযুক্ত রাধেলাল গোস্বামী মহোদয় একজন বিশেষ সত্যপ্রিয়, সরল, অমায়িক, সজ্জন ও স্নিগ্ধ। তিনি গৌড়ীয় মঠে কয়েকবার শুভাগমন

[illegible] প্রদর্শন [illegible] পরিচয় [illegible] শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কতিপয় ব্যবসায়ী

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামদেও গোয়েঙ্কা, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ঢুলচরিয়া, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দাস গোয়েঙ্কাওয়ালা, শ্রীযুক্ত ফুলচাঁদ টিকমণি ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ডালমিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর ও গৌড়ীয় মঠের প্রচারে এবং সাধু-বৈষ্ণব-সেবায় আনুকূল্য করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুত বালকিষণ দাস ঝেমকা

শ্রীযুক্ত বালকিষণ দাস ঝেমকা মহাশয় মাড়োয়ারি-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন বিশেষ স্নিগ্ধ, সত্যনিষ্ঠ গৌড়ীয় বৈষ্ণব। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যবাণী ও আদর্শ সেবা [illegible] যাহাতে মাড়োয়ারি-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত এবং হিন্দি সাহিত্যের [illegible] যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসমূহ প্রকাশিত হয়, এতদর্থ তিনি সচেষ্ট হইয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুত শচীকান্ত ঘোষ

[illegible] বিভাগের কমিশনার মাননীয় শ্রীযুক্ত শচীকান্ত [illegible] ঘোষ মহাশয় [illegible] ছেন। শ্রীধামে যাহাতে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে একটী সুবৃহৎ [illegible] হয়, তজ্জন্য তিনি [illegible] শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

রায় সাহেব মা ও হরসুন্দরী

মাদারীপুরের [illegible] রায় সাহেব মা ও হরসুন্দরী [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক আয়োজিত নাম-যজ্ঞের সাফল্যে আনন্দ [illegible] তাঁহাদের দ্বিতীয় পুত্র [illegible] ও তাঁহার পরিবারের [illegible] শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

রায় সাহেব মা ও হরসুন্দরী

মাদারীপুরের [illegible] রায় সাহেব মা ও হরসুন্দরী [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক আয়োজিত নাম-যজ্ঞের সাফল্যে আনন্দ [illegible] তাঁহাদের দ্বিতীয় পুত্র [illegible] ও তাঁহার পরিবারের [illegible] শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

এমার মঠের মহান্ত মহারাজ

পুরী এমার মঠের মহান্ত মহারাজ মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপাল রামানুজ দাস শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক আয়োজিত নাম-যজ্ঞের সাফল্যে-কল্পে আলালনাথের উত্তরপার্শ্বস্থের প্রাকার-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করায় এবং নানাবিধভাবে শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারে সহানুভূতি প্রকাশ করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুত মনোমোহন সান্যাল

এলাহাবাদের অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্যাল মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপ্রয়াগে শুভবিজয়কালে সপার্ষদ প্রভুপাদের অবস্থানার্থ নিজ ভবনে স্থান প্রদান করায় শ্রীধাম প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তিনি ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি

এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণে বিশেষ অনুরাগ এবং এলাহাবাদের প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে যাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত শ্রীচৈতন্যবাণী সরলভাবে বিস্তারিত হয়, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদেরই কৃপা সংঘটিত গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহাশয়ের দ্বারা বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা এবং স্বয়ং তাঁহার সভাপতির পদ গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজ দৈন্য ও হরিকথা-শ্রবণে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া [illegible] শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

আসতে একা, যেতেও একা

[illegible] বলা আছে,—আসতে একা, কেবল মাত্র পাপের ফল [illegible] বাস্তবিকই মানুষ [illegible] এ সংসারে আগমনকালে [illegible] কাহারও [illegible], একলাই আসিতে হয়, [illegible] হয়, তখনও একাকীই [illegible] কেহ তাহার সঙ্গে যায় না। [illegible] এই জগতে কিছুদিন কর্ম্মফল ভোগ [illegible] পতিত হয়, কিন্তু [illegible] সংসারে অবস্থান করে, [illegible] বহু লোকের সঙ্গে [illegible] হয়, অনেকে তাহার হইয়া থাকে। তাহার স্বার্থের [illegible] অনুকূল বাতাস-প্রদানকারী আত্মীয়, আর তদ্বিপরীতগামী ব্যক্তিগণ—শত্রু। [illegible] কেহ কিবা শত্রু, কিবা মিত্র কেহই আর শত্রুতা বা মিত্রতা দেখায় না, যখন তাঁর কর্ম্ম সাঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়। তাহাদের সঙ্গে যে সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তাহা অতি অল্পকালের নিমিত্ত। যেমন, কোন ব্যক্তি পরিভ্রমণ করিতে করিতে পথে অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল, সকলেই আপন আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেল; কেহ কাহারও জন্য চিন্তাও করিল না, তদ্রূপ এই সংসারে জীবগণের আত্মীয়তা বা শত্রুতা। কিন্তু আমরা ভ্রান্তিবশে এই শিক্ষাপূর্ণ বচনটী ভুলিয়া যাই। যাহাদের সঙ্গে দুদিনের জন্য দেখা হইয়াছে, তাহাদিগকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া নিজেকে তাহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী মনে করি এবং এইরূপে অমূল্য জীবনের মুহূর্ত্তগুলি তাহাদের চিন্তায়ই অতিবাহিত হয়। কিন্তু যখন যমরাজের নিকট নীত হইয়া স্ব-স্ব-কর্ম্মফল ভোগ করি এবং পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করি, তখনই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণীটী স্মৃতিপথে উদিত হয়,—

যে পুত্র করিলাম পোষণ অশেষ বিশেষে।
কোথা বা সে সব গেল মোর নিজ কর্ম্মে॥

চিনিতে পার?

যাঁহারা গ্রীক কবি হোমারের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ইউলিসেস দীর্ঘ প্রবাসের পর যখন তাঁহার পুত্র টেলিমেকাসের দেখা পাইলেন, তখন পুত্র পিতাকে চিনিতে পারিল না। পুত্র প্রথমতঃ পিতাকে একজন ভিক্ষুক মনে করিল, পরে তাঁহাকে বীরপুরুষ মনে করিল এবং অবশেষে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া সাব্যস্ত করিল।

এই সম্পর্কে একজন আমেরিকান লেখক বলেন যে, দেবতাগণ সকলের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করেন না, দেবতা দেবতা দেখিতে পান এবং মানুষই মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়।

মানুষ এবং দেবতার মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্লভ এবং বাঞ্ছনীয়। দেবতা এবং মানুষের সম্বন্ধে আমাদের এই ক্ষমতা প্রদান করে।

আমরা এস্থলে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, পাঠক নিজ চিন্তাশক্তি দ্বারা এ বিষয় অনুধাবন করিবেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, "কে আর কৃষ্ণনাম শুনাইবে?"—এই ভাবিয়া ভক্তগণ যখন শোকমগ্ন, তখন অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাদিগকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—"তোমরা এইখানেই কৃষ্ণদর্শন পাইবে, তোমাদিগকে লইয়াই কৃষ্ণ লীলা করিবেন; তোমাদের দাসানুদাসগণও শুক এবং প্রহ্লাদ অপেক্ষা কৃষ্ণের নিজজন।"

অদ্বৈত প্রভুর এই বাক্যে ভক্তগণ মনে বল পাইয়া পরম আনন্দে 'হরি হরি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শিশুসঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি হরিধ্বনি শুনিয়া সেই বাড়ীর ভিতর যাইলেন। ভক্তগণ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তুমি এখানে এলে কেন?"

মহাপ্রভু বলিলেন, "তোমরা আমাকে কেন ডাকিলে?" এই কথা বলিয়াই তিনি শিশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে ছুটিলেন।

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অন্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৌদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুষ্ক ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও অন্ধবিজ্ঞানের সাধকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সাহত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্বাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় বিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগৌড়ীয়-গ্রন্থ-মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উদ্গিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিলাতি, রেশ্ম, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আষাঢ়া—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সামান্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রাপ্ত উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় সমাধানে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হয় নাই যে, প্রথম পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীবিল্বমঙ্গল

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাক্তপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পাঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও পদের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবলক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাভাস, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাপরাধ, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার করিয়াছেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি পরিচ্ছেদে মুদ্রিত। [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সঙ্কলনাত্মক গ্রন্থ)

বিষয়:—১। অভিধানে বাচক শব্দাবলীর অর্থ বিশ্লেষণের বৈষ্ণবপক্ষের দিক, ২। বিষ্ণুবৈষ্ণবাদি শ্রীনামের ও বিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয়বিশেষের যৌক্তিক শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা। এক খণ্ড সদ্যস্থ।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের আদি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ষষ্ঠ্যধিক পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আয়ু ও তেজবর্দ্ধন এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন

পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের ক্রমতৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন্, বাইক্লোরাইডোক্লোর কুইনিন আর্সেনিক এবং ষ্ট্রীকনিন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন্ দ্বারা ৩৷৪ ডোজে একটী বা দুটী ইন্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৮ হইতে ১২টী ইন্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া থাকে।

১ ডজনপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাহির কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং চন্দ্রকীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

গীতিগীতা

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্দাবহ হইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিতান্ত শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কাতর আর্ত্তিময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম সমর্পণমূলক গান। ডিঙিয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

ক্রমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা ইহার নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে সকলকালকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহাকে নিকট কল্যাণ কামনা করি, তাহাই যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কোন্ ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর. (নদায়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-পীঠ হইতে প্রায় ৩০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীস্বরূপগঞ্জে আচার্যপ্রবর শ্রীচক্রবর্তি-ঠাকুর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাধকের তীর্থ, পরাবিদ্যা পীঠ বা সাধক ভক্তস্থানী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, সাহিত্যের অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা ন্যায়-উপনিষদ-গীতা-ভাগবত-বেদান্ত চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীচৈতন্য-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর ও সাধক সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সাধক 'সেবা' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাধক সম্প্রদায়ের অত্যাবশ্যক ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীগৌর-পূর্ণিমা-মহোৎসব ও অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ কীর্তন-প্রধান মহামহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি দাস অধিকারী ব্রহ্মচারী—শ্রীপাদ বিশ্বম্ভরানন্দ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীন [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধবেদান্ত বাণী ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্মল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সঙ্ঘ-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দ্বি [illegible] মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ গুরুপ্রসাদ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদীশচন্দ্র দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ নবগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যা ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীভক্তিবিনোদ ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মধ্যদ্বীপ। এখানে শ্রীযোগপীঠেশ্বর ও শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী-গিরিধারীর নিত্য সেবা এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীবিনোদানন্দের নিত্য সেবা রহিয়াছে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ। সহকারী শ্রীবিশ্বানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী। শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী, দেবেন্দ্র শ্রীবৈষ্ণবব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-ভবন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস শ্রীগৌরলীলার রঙ্গভূমি। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহদ্বয়ের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত কুলদাস পাত্রাধী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধিপট

প্রাচীন নবদ্বীপ, রামপুকুর (নদীয়া)। শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]

(৭) শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত [illegible] এবং শ্রীগৌরপার্ষদের এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মায়াপুর।

রক্ষক—শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীবিশ্বাসদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীবিক্রমদেব অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

[illegible] বর্তমান।

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান।

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিনোদ আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীযোগেন্দ্রযন্ত্র—

[illegible] বর্তমান।

শ্রীগোবিন্দের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীগোবর্ধন [illegible]

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারক্ষেত্র

রক্ষক—শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

[illegible] গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-গিরিধারীর সেবা বর্তমান

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দপ্রিয় ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগোর ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

[illegible] ঢাকা।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীরূপ-গৌর-অন্তরঙ্গসিদ্ধা [illegible] গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীজগদানন্দদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া গৌড়াশ্রম

[illegible] পোঃ [illegible]

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ [illegible] সেবা

[illegible]। রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদনাথজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যাপীঠ, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

[illegible] অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং জগচ্চাপনপুরা, কাশী।

গৌড়-পদ্মাকরপুর সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীলালকীশোরজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনিবাসদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-রঙ্গ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনন্দ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিগ্রহজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমরুকা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম কীর্তনীয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাদামোদরচরণাশ্রিত।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ১০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যত্রয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। মুক্তিমল্লিকা তত্ত্বসৌরভঃ সানুবাদ (যন্ত্রস্থ) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৩। বৈষ্ণবমহিমা-সমাজোক্তি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণিঃ ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণা ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভজনরহস্য ৷৷০
১৯। গীতায় কেবল মাত্র-কাম্য ৷৷০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
২১। সাধ্যসাধনমালা (বাঁধা) ৷৷০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ৷৷০
২৩। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
২৪। প্রেমসংহিতা ৷৷০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
২৯। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বঙ্গদেশ ও মাগধ ভাষা এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ৷০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

৩৬ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১৷৷০
৩৭। নবদ্বীপ পত্রিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৪০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪১। গীতমালা ৵১০
৪২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৵
৪৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৫। সাধনকং ৵
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৭। শরণাগতি ৵০
৪৮। গীতাবলী ৵০
৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?
৫০। সাংখ্যবাণী ৵০
৫১। অমৃতকং ৵০
৫২। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৵০
৫৩। অষ্টকং ৵১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। বিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্রম্
৫৫। সটীক শিক্ষাষ্টকমূলম্
৫৬। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৭। সারার্থদর্শনম্ ৵০
৫৮। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৯। গৌড়ীয় মঠের পরিচয়ঃ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। নামভজন ।০
৬১। লাইফ্, দ্যাণ্ড টীচিংস অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৬২ বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৩ দি ভাগবত ।০
৬৪ ইরোটিক প্রিন্সিপল্ ম্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৫ গৌড়ীয়মঠ গাইড্ বুক ৵০

উড়িষ্যা অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ।০
৬৭। কল্যাণ কল্পতরু ।০
৬৮। সাধন পথ ।০
৬৯। গীতাবলী ৵১
৭০। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ কর্ণ বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র দশ বার আনা।

২। দ্বিতীয়খণ্ড—শুষ্কা ও নিষ্কা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, বিষ্ণুর ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীবাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখার পরে ডাক্তার অমিয় পাত্র মহাশয় (যিনি এখন আসাম) পাঠাইয়া দিয়া রোগী দেখা হয় অথবা ফোনে আসিয়া রোগী দেখা। ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক নিতে হবে না। যাঁরা বেশীদিনের ঘরে বসে করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীকালীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, চব্বিশপরগণা।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন;

শ্রীযুক্ত রাধাগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র: আমার সম্পূর্ণ গত ৬ মাস যাবৎ কাল যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলাম, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যা যে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কিরীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (মাঃ) শ্রীমতীন্দ্র কুমার চৌধুরী (ঢাকেশ্বরী মিলিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। বেঙ্গল ইকনমিক লাইফ ইন্সিওরেন্স, কলিকাতা।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ-

ব্যবহারকারীরা গুণ মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মঞ্জুর বটিকা**—ইহা সেবনে স্ত্রীলোক ও তদনুসঙ্গিক দেহ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সম্বলিত। এক নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভাবে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্লোক-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এক গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীগুরুর অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ৬৭খানিসহ প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত পদাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

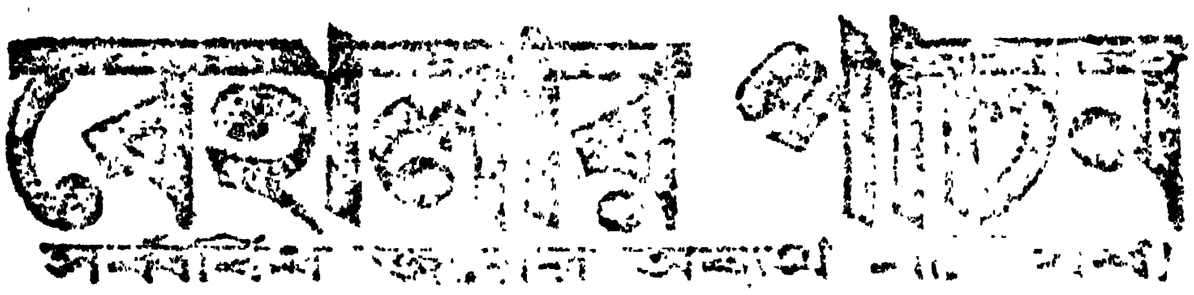

মফঃস্বলের গুণগ্রাহী জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ডেটিবোলের সমস্তমিশ্রণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে শুক্রস্খলন, স্বপ্নদোষ, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, অতিরিক্ত কুচিন্তা প্রভৃতি নবদন নবর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ"

পুরুষত্বহানি যে যে রোগে হয় তাহা আরোগ্য করিয়া, সন্তানক্ষম করে। মূল্য ৫ টোলা ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মস্বর্গাধিরোহিণী ব্রাহ্মীবটিকা"

বীর্য্যদোষ জনিত সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা দূর ও পুষ্টি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—**আনন্দাশ্রম ঔষধালয়, কেশবতলী**

১১৭নং মাণিকতলা রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। **মূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধাতুভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিব্বা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিব্বা ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহাপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সর্ব্বপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক ডোমিসনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০৯নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া কাহাকে মরা করিয়াছেন এবং নানা প্রকার রোগ, প্রমেহ দাহ দাবদাহ, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হৃদ্রোগ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত, রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীগ্রাম মাধবপুর মদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ মুরকান্ত ভট্টাচার্য্য ভক্তিবুদ্ধম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি — "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫৲

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে চৈত্র সোমবার ১৩৩৭, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৩১

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে বোমার মামলা

দায়রা জজের এজলাসে গত ৯ই এপ্রিল পুনরায় কৃষ্ণনগর বোমার মামলার জনৈক আসামী সনৎকুমার মুখার্জ্জীর জামীন আবেদনের শুনানী আরম্ভ হয়।

সরকারী উকীল আদালতের পরীক্ষার্থে মামলার ডাইরী ও অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করেন এবং জামীন মঞ্জুরের প্রতিবাদ করেন।

আসামী পক্ষের উকীল শ্রীযুত প্রিয়নাথ বাগচি বলেন যে, বীরেনের উক্তিতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, সনৎকুমার তাঁহাকে কাহারও জীবন বা ধনসম্পদের কোনরূপ ক্ষতি না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাহাতে কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাব ছিল না সুতরাং উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান মামলা চলিতে পারে না। আইন অনুসারে কোন প্রকার যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া আসামীকে পুলিস হেপাজতে রাখিতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে আদেশ দিয়াছিলেন তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

দায়রা জজ উপরিউক্ত সাক্ষ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার মত প্রকাশ না করিয়া পুলিসকে অতি সত্বর তদন্ত শেষ করিবার জন্য আদেশ দেন। তিনি জামিন আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন কিন্তু বলিয়াছেন যে পুলিস তদন্তে অত্যধিক বিলম্ব হইলে, উক্ত আবেদন পুনঃ উপস্থাপিত হইতে পারিবে।

কৃষ্ণনগরে বোমার মামলা

পরলোকে স্কুল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত
রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

আমেদাবাদে গান্ধীজী

জালিয়ানওয়ালাবাগে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা

*

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পরলোকে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে জানাইতেছি যে ধর্ম্মপ্রাণ সর্ব্বজনপ্রিয় নদীয়া জেলার স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহোদয় তাঁহার স্ত্রী, পাঁচটী পুত্র দুইটী কন্যা ও অশেষ বন্ধুবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গত ২৬শে চৈত্র বুধবার রাত্রি দুই ঘটিকার সময় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের গভীর দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন।

আমেদাবাদে গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং শ্রীযুত রাজাগোপালাচারিয়া সহ গত ১০ই এপ্রিল সকাল বেলায় দিল্লী মেলে আমেদাবাদে পৌঁছিয়াছেন। গান্ধীজী যদিও দুর্ব্বল এবং [illegible] পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল। আমেদাবাদে তিনি শেঠ আম্বালাল সরাভাইয়ের বাংলোয় অবস্থান করিয়াছেন।

গত ১১ই এপ্রিল গান্ধীজীর গুজরাট বিদ্যাপীঠের উপাধিবিতরণী সভার সভাপতিত্ব করিবার কথা।

লর্ড আরউইনের সম্বর্দ্ধনা

আগামী জুন মাসে সেণ্ট এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণী সভা হইবে। এই সময় লর্ড আরউইনকে [illegible] উপাধি দিয়া সম্মানিত করা হইবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

গত ৮ই এপ্রিল রাত্রে জালিয়ানওয়ালাবাগে এক বিরাট জনসভায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু অনর্গল হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা দেন। সভায় তাঁহাকে বিপুল অভ্যর্থনা দেওয়া হইয়াছিল। করাচী কংগ্রেসের গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি যুবকদিগের দিক হইতে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করেন।

তিনি [illegible] যে, প্রথমতঃ করাচী কংগ্রেস স্বাধীনতার আদর্শকেই পুনরায় দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস, গোলটেবিল বৈঠকে কি কি নিয়ন্ত্রণ [illegible] হইতে পারে, তৎসম্পর্কে কংগ্রেস-ডেলিগেশনকে সুনিশ্চিত নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, স্বাধীনতার প্রস্তাবের সহিত যাহার সামঞ্জস্য, আলোচনার সময় সেইরূপ কিছুই গৃহীত বা দাবী করা হইবে। তৃতীয়তঃ কংগ্রেস নিশ্চিতরূপে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তি দাবী করিয়াছেন, যদিও ইহা গান্ধী-আরুইন চুক্তির মধ্যে ছিল না। চতুর্থতঃ কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলনকে সোসিয়ালিজমের দিকে দৃঢ়রূপে [illegible] করিয়াছেন। তাঁহারা যে স্বরাজ চাহিতেছেন, সেই স্বরাজ ধনীদিগের জন্য নহে, দরিদ্র জনসাধারণের জন্য। সুতরাং দরিদ্রের জন্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দরিদ্রদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখবরণ ও ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু আরও বলেন যে, করাচী কংগ্রেসে যুবকদের প্রস্তাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। যদিও কংগ্রেসের প্রকাশ্যভাবে কোন বিরুদ্ধতা করা হয় নাই, তথাপি যুবকগণ তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকে লাভজনক কিছু হইতে পারে, এরূপ তিনি বিশ্বাস করেন না; সুতরাং তিনি দেশবাসীকে আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন, এখন যদি জনসাধারণ অপসভাবে ঘুমাইয়া পড়ে, তবে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভাব-ভঙ্গীকে আরও কঠোর করিয়া তুলিবেন।

ইতিমধ্যে দেশের সমক্ষে যে কার্য্য-পদ্ধতি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা পালন করা উচিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য রক্ষা, বিদেশী পণ্য ও মদ প্রভৃতি বর্জ্জন করিতে হইবে।

পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা

গত ৯ই এপ্রিল পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কোন সম্প্রদায়েরই লাভ হইবে না। যদিও তিনি আশা করেন যে, এলাহাবাদে কোনরূপ গোলমালের আশঙ্কা নাই, তাহা হইলেও ব্যবসায়ীদের মন হইতে ভীতি দূরীকরণার্থ তিনি কোন কোন অঞ্চলে মোতায়েন করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করার প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং [illegible] লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা যেন গোলযোগের ভাবমানে পোষণ না করে এবং বিপদের সময় দোকানপাট যেন রক্ষা করে।

অতঃপর পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, কংগ্রেস দরিদ্রের বন্ধু; দরিদ্রের দুঃখদুর্দ্দশা কংগ্রেস দূর করিবে। সেনাবিভাগের ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা তিনি দরকার বলিয়া মনে করেন।

স্বরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ৫০০ শত টাকা সর্ব্বোচ্চ বেতন ধার্য্য করার প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি বলেন, যাঁহারা দেশের সেবা করিতে চাহেন, অর্থের জন্য যাহারা লালায়িত নহেন, আর [illegible] মন [illegible] দিগকেই উচ্চপদের জন্য রাখিতে চাই। রুষিয়ার সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর বেতন ১৫০ হইতে ২১৫ টাকা। কংগ্রেস নেতাদের ঘোষণা করা উচিত যে, স্বরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাঁহারা কোন উচ্চপদের দাবী রাখেন না।

মিশর অভিমুখে গ্রেফ জেপেলিন

গত [illegible] পাতে ভীমকায় 'জেপেলিন' মিশর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। কমাণ্ডার ডাঃ একনার এই বিমানপোত খানি পরিচালনা করিতেছেন।

এইবার কয়েকজন বৃটিশ বিশেষজ্ঞকেও সঙ্গে লওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে "আর ১০০"এর কমাণ্ডার বুথ অন্যতম। মোটের উপর ২৫ জন আরোহী লইয়া "গ্রেফ জেপেলিন" যাত্রা করিয়াছে।

সম্রাটের স্বাস্থ্য

সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ এখনও গৃহেই আবদ্ধ আছেন, তবে শয্যাশায়ী নহেন। প্রচুর রৌদ্র, আলোক এবং পরিষ্কার আবহাওয়ার মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতেছেন। আর ২-১ দিন মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

মেদিনীপুর সংবাদ

মিঃ পেডীর আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা

মিঃ জেম্‌স পেডির আত্মার মঙ্গলকামনা করিয়া মেদিনীপুর গীর্জ্জার রেভারেণ্ড সিংহ উপাসনা করেন।

মেদিনীপুরের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মিঃ জে, সি ফ্রেঞ্চ, মিঃ পেডীর স্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ পেডীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

গত ৯ই এপ্রিল সকালে শ্বেতাঙ্গদের গীর্জ্জাঘরের প্রাঙ্গণে সামরিক কেতাব অনুসারে মিঃ পেডীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিভাগীয় কমিশনার, কারাবিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ এবং বে-সরকারী কয়েকজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেপ্তার

মিঃ পেডীকে হত্যা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল [illegible] গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে।

নির্ম্মল এবং রামশঙ্কর নামক দুইজন লোককে এই সম্পর্কে কলিকাতা হইতে গ্রেপ্তার করিয়া মেদিনীপুরে আনয়ন করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে জনসভায় ডাক্তার মুঞ্জে

গত ৯ই এপ্রিল সায়াহ্নকালে ডাক্তার মুঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা কালে বলেন, তিনি গোলটেবিল বৈঠকে তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়াছিলেন। (১) ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক বিভেদ মানিয়া লওয়া হইবে না, (২) মহাত্মা গান্ধী ভারতের সর্ব্বজনমান্য নেতা, (৩) ভারতবাসীদিগকে তাহাদের নিজেদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিতে হইবে।

বক্তা বলেন, উপযুক্ত সুবিধা পাইলে ভারতবর্ষ ১০ বৎসরের মধ্যে নিজেদের সেনাদল গঠন করিতে পারে। তিনি শ্রোতৃবর্গকে জার্ম্মাণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে প্রবোধিত করিয়া বলেন, জার্ম্মাণী আদর্শ সংগঠন-শক্তির প্রভাবে সমগ্র ইউরোপের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিল। ভারতবাসীদেরও ঐরূপ সংগঠন শক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

ডাকহরকরাকে আক্রমণ

প্রকাশ, গত ৭ই এপ্রিল রাত্রি আন্দাজ ৮ ঘটিকার সময় পাবং ষ্টীমার ষ্টেশনে একটি ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিবার জন্য একজন ডাক-হরকরা কয়েকটী মেল ব্যাগ লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বে ভীষণ ঝড় হয়। এজন্য ষ্টীমার ষ্টেশনে কতকগুলি লোক ছিল।

দশ বারজন লোক রিভলবার, বন্দুক এবং ছোরা লইয়া ডাকহরকরাকে আক্রমণ করে। রিভলভার উঠাইয়া ধরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করে এবং সিন্দুক ভাঙ্গিয়া মেলব্যাগগুলি লইয়া চলিয়া যায়।

প্রকাশ ডাকাতেরা একখানা ছোরা ফেলিয়া গিয়াছিল। পুলিশ ঐ ছোরাখানা হস্তগত করিয়াছে।

বৃটিশ বণিকদের স্বার্থ

বৃটিশবণিকসম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কে গোলটেবিল বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিয়া ভারতীয় বণিকসমিতিসঙ্ঘ এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

অন্য এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বর্ম্মার অধিবাসিগণ যাহাতে স্বতন্ত্রীকরণের প্রশ্ন সম্বন্ধে তাহাদের মত প্রকাশ করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত।

পাট চাষ-সমস্যা

যেসকল অঞ্চলে পাট জন্মে সেখানে পাটের চাষ বন্ধ করিবার জন্য এখন প্রবল-ভাবে প্রচার-কার্য্য চালান হইতেছে। কংগ্রেস ও সরকারী কর্ম্মচারী উভয় পক্ষই চাষীদের পাটের পরিবর্ত্তে অন্য শস্যের চাষ করা যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন জেলা হইতে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, এই প্রচার কার্য্যে আশানুরূপ ফল হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এবৎসরে গত বৎসর অপেক্ষা অনেক কম পাট উৎপন্ন হইবে।

কলিকাতায় পাটের চাষ কম করিবার জন্য প্রচার-সমিতি মফঃস্বলের বহু প্রধান ব্যক্তিদের সাহায্য পাইয়াছে এবং ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, তারকেশ্বর, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, নোয়াখালি, কুমিল্লা ও পাবনায় শাখা-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ৩০শে চৈত্র, সোমবার—১৩৩৭

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ধাম-মায়াপুরে শ্রীযুক্ত রণজিৎ পালচৌধুরী

গত ২৭শে চৈত্র (১৩৩৭), ১০ই এপ্রিল (১৯৩১) শুক্রবার বেলা প্রায় ৮ ঘটিকার সময় নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সদস্য এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর শ্রীযুক্ত রণজিৎ পালচৌধুরী মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট উচ্চ ইংরেজি-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি স্কুলের প্রতি ক্লাস দর্শন এবং কোন কোন বালককে তাহাদের শিক্ষা বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। স্কুল-পরিদর্শনান্তে তিনি যাহা মন্তব্য লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

I visited the Thakur Bhakti-Vinode Institute this morning being the 4th day of its existence. It was very pleasing to see the advance it has already made. There are already 100 students in the roll. I asked some of the students a few questions and found them quite up to the mark. I wish this Institute every success.

(Sd.) R. Pal Chaudhury
10. 4. 31.

অনুবাদ

আমি অদ্য প্রাতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট পরিদর্শন করিলাম। মাত্র ৪ দিন যাবৎ এই স্কুলের শিক্ষাদান-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইতোমধ্যেই ইহা যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা অতিশয় আনন্দজনক, সন্দেহ নাই। এই সময়ের মধ্যেই স্কুলে ১০৪ জন ছাত্র হইয়াছে। আমি কয়েকটী ছাত্রকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহারা সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিয়াছে। আমি এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

(স্বাঃ) আর, পালচৌধুরী
১০।৪।৩১

পাল সাহেব অতঃপর তথা হইতে শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গোবিন্দের মঙ্গলারাত্রিক শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও শ্রীমালাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠে কিয়ৎকাল অবস্থান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহাকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণন করিলে শ্রীযুত পালসাহেব বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় নিজাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পারমার্থিক ভারত

বেদশাস্ত্রকে পরমার্থের উপাদানরূপে কেহ কেহ গ্রহণ করেন। আবার তাহার প্রতিকূল বিচারে 'বলিই সমাজ বেদ মানেন' অতএব উপদেশযুক্ত শাস্ত্রকে 'পারমার্থিক উপাদান' মনে করেন। এই বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র ভারতে বিবিধ ভাষায় লিখিত হয়। কেহ বলেন,—কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া যে অনেক গ্রন্থ, তাহাই বেদ। আর কেহ বলেন, জ্ঞানকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া যে বেদের বিন্যাস, তাহাই বেদ। পাশ্চাত্যদেশে বেদের বড় মানুষকারী ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, বেদ পৌরোহিত্য বস্তু বিশেষের বেদই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য। 'বেদ' শব্দটী তাঁহাদের আকর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ভাষ্যকারগণ 'বেদ'-শব্দে গ্রন্থ বুঝিয়াছেন। উহা কালক্রমে লুপ্ত হওয়ায় বেদবেদের সংরক্ষিত মন্ত্রগুলি 'সংহিতা' নামে প্রসিদ্ধ আছে। সংহিতা-গুলি অনেক স্থলে বেদবেদের বিকৃত বর্ণন করিয়া বেদোক্ত উপাখ্যানের অসঙ্গতরূপে উপলব্ধি হয়। যে কালে মানব আপনাকে কর্ম্মের কর্ত্তা অভিমান করেন, সেইকালে তিনি স্বীয় ভোগের অনুকূলে বলবত্তর আকর স্থান হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাস্তবিক সংহিতা বেদের মন্ত্রগুলির প্রতি কথা বিস্তার করেন। কখন বিভিন্ন বাক্যোপলক্ষে যোগাচার্য্য বিশ্বের নিকট বিভিন্ন প্রার্থনামূলে ভোজ্যাদি সম্পত্তি নামক লৌকিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় অনেক ফল কামনায় বশীভূত হইয়া তাদৃশ লৌকিগ্রন্থের সংহিতাংশকে 'বেদ' বলিয়া অভিহিত করেন। ফলকামিগণের বেদ কর্ম্মকাণ্ডাত্মক। ফলত্যাগিগণের বেদ বেদশিরোমণি "উপনিষৎ" নামে প্রসিদ্ধ। তাহাতে ফলাদি সাধনের পরিবর্ত্তে সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনাই প্রচুরভাবে লক্ষিত দেখা যায়। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। সংহিতাংশে যেরূপ অভিধেয়াদি ও অভিধেয় বিচারে বিবিধ আকরভেদ উল্লেখ আছে, উপনিষদ্‌ শেষে সেই সকলের অভিধেয় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতভাবে সম্বন্ধ-জ্ঞানবিষয়ক মন্ত্রে পরিপূর্ণ।

যেখানে গ্রন্থের অধিক আকর বর্ণিত হয়, সেই আকরগুলির একটী সাধারণ নামত্ব নিবন্ধন বিভিন্ন বেদ-মূলে তাহারা বিভিন্ন 'শাখা' নামে কথিত হয়। 'মন্ত্র' নামক শব্দদ্বারা অনুষ্টুপ্‌ মাত্র পুরণে বিষয় অভিহিত হয়। ঐ মন্ত্রে যে কোন ছন্দ পাদাদি বিন্যাস করিয়া সংখ্যাতে বেদবেদের মন্ত্রগুলি ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিভক্ত হইয়াছে। ঋক্‌ মন্ত্রগুলি পাদবদ্ধ। যজুঃ মন্ত্রগুলি পাদবদ্ধ নয়। সাম মন্ত্রগুলি ঋক্‌ মন্ত্রের গানোপযোগী রূপ। অথর্ব্ব মন্ত্রগুলি ঋক্‌ ও যজুঃ মন্ত্রের ন্যায় পাদবদ্ধ ও অপাদবদ্ধ। ঋক্‌ ও যজুঃ মন্ত্রের ন্যায় অথর্ব্ব মন্ত্রগুলি যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় না। অথর্ব্ব মন্ত্রের অধিকাংশ মন্ত্রই মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ প্রভৃতি অভিচার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। অথর্ব্ব মন্ত্রের কতকগুলি মন্ত্র ঋক্‌ ও যজুঃ মন্ত্রের ন্যায় যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়। অথর্ব্ব মন্ত্রের কতকগুলি মন্ত্র ঋক্‌ ও যজুঃ মন্ত্রের ন্যায় যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়। অথর্ব্ব মন্ত্রের কতকগুলি মন্ত্র ঋক্‌ ও যজুঃ মন্ত্রের ন্যায় যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়।

বিপ্রলম্ভ বা অভাববিচারে আলম্বনের বিষয়,আশ্রয় ও তাহাদের উদ্দীপন সাহিত্য-শাস্ত্রের পাঠকগণকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেয় যে, সংখ্যাগত উদ্দীপন একত্বের মধ্যে অনুস্যূত। প্রপঞ্চে একত্বের অব্যক্তভাব এবং বৈকুণ্ঠে বহুত্বের প্রাপঞ্চিক অবরতা আরোপিত হইতে পারে না।

যাহারা নির্ব্বুদ্ধিতাবশে স্বরূপবোধে বিমুখ হইয়া স্বীয় কর্ত্তৃত্ব না ভাসাইয়া দেন, তাঁহারাই 'বৃভুক্ষু' বা 'মুমুক্ষু'। এই বিবিধ পরিচয়ে পরিচিত হইয়া বেদের অন্যতর স্তরে প্রত্যেকেই অবস্থিত থাকেন। কিন্তু বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়ে বিমুখ হইয়া তাহাদের ভোগচেষ্টা বা ত্যাগচেষ্টা পক্ষ-পাতদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ বিচারক, নিরপেক্ষ হরিশক্তিবিশিষ্ট চেতন পুরুষ ও প্রকৃতির সংখ্যাগত ভেদের দোষে দিগ্ভ্রান্ত করেন না। তাঁহা-দিগের 'তৃতীয় পন্থা' বামনাঙ্গুলেই কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড মানবের ইচ্ছাশক্তির প্রবেশ। নিরপেক্ষ হইলে জড়ের কর্ম্মকর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভক্তভাবকেই চেতন করিয়া যে নিত্য উপস্থিত হয়, তাহা কামনাপর বহুত্বের সাপেক্ষ-ধর্ম্মে অবস্থিত। নিরপেক্ষ বিচারকগণ ভক্তি-বিরোধী কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের কোন পক্ষই গ্রহণ করেন না। সুতরাং তাঁহারাই নিরপেক্ষ হইয়া বেদোক্ত পারমার্থ হইতে পারেন কামনা যাহাদিগকে জীবাপুত্তলি করিয়াছে, তাঁহারা স্বার্থ-কামনায় অথবা যে প্রকারে, নিরপেক্ষতা-বিমুখ হইয়া, নিজ নিজ রুচিতে পতিত হইয়াছেন তাহাদিগের কখনই হয়, সুতরাং তাঁহারা পারমার্থ হইতে দূরে না। স্বার্থে নিরপেক্ষতায় সম্বন্ধজ্ঞান বা অভিধেয়ের কোন পক্ষ অবলম্বন না করায় বিষয় বিগ্রহের আশ্রয়ে কখনই হন না। তাহা-দের বেদোক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের নিরপেক্ষ বিচারকগণ বেদ বলেন। তাঁহারা বেদবেদের "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" শ্লোকোক্ত ব্রহ্মের 'তৎ' নির্দ্দেশ ও যোগ-মায়ার অধীশ্বরী 'ওঁ' শব্দের বিচার করিয়া ত্রৈতিহাসিকের অপমার্থের বহুমানন করিয়া

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত প্রকৃতিসমূহের সমন্বয় বাসনা করেন না। এই সকল কথার অবতারণা যাঁহারা অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়া অনবধান রাজ্যের পথিক হন, তাঁহাদিগের জন্যই এই কথাগুলিকে প্রাসঙ্গিক আহ্বানরূপে স্বীকার করিতে হইল।

দিগ্বিজয়ী-দর্প-দমন

(২)

দিগ্বিজয়ীর আত্ম নিবেদন

সেই ভাগ্যবান বিপ্রবর উনকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎপ্রণতি করিলেন এবং কৃপা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে কোলে তুলিয়া বলিলেন,—কেন ভাই দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনি একথা বলিতেছেন? তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে প্রভো! আপনি সরস্বতীপতি নারায়ণ, কলিযুগে ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা বেদী আমাকে বলিয়াছেন। আমি অবিদ্যা বশতঃ বৃথা তর্ক বিদ্যায় প্রমত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, যখন হইতে বিশেষ ভাগ্যক্রমে নবরূপে আপনার দর্শন পাইলাম। হে প্রভো! আপনি মহাবদান্য, পরোপকারের আপনার তুল্য আর কেহ নাই, এখন আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। এইরূপ উপদেশ করুন, যেন আর কখনও আমার ঐ প্রকার দুর্বুদ্ধি না হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ

বিপ্রের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীনিমাই সুন্দর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,—

শুন বিপ্রবর তুমি মোর ভাগ্যবান।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান॥
দিগ্বিজয় করি তুমি কহিলা আমাকে।
মন দিয়া শুন, সেই কহিতেছি তোকে॥
যেবেকে মহান্ যে-কোন পথ ধরি
করেন ঈশ্বর তোষ দৃঢ় চিত্ত করি॥
তেঁহো কৃষ্ণভক্ত নিত্য সেই সুনিশ্চিত।
যাহাতে কৃষ্ণের ভক্তি সেই সে মহত্ত্ব॥
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত নিষ্ঠা নয়।
মহা উপদেশ হৈলে তিঁহো নহে ভক্ত॥
সর্বে বিষ্ণুভক্তি লভে অনন্ত জনমে রে।

* * *

প্রভু বলে বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্বজগতে ধন্য করি॥

(চৈঃ ভাঃ ১০ম অধ্যায়)

দিগ্বিজয়ীর অদ্ভুত পরিবর্তন

ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশামৃত পান করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া কৃতার্থ-মন্য হইলেন। প্রভুর কৃপায় মুহূর্তে তাঁহার ভক্তি, পরেশানুভব ও বিরক্তির উদয় হইল। তাঁহার দিগ্বিজয়ী বলিয়া অহঙ্কার বিন্দুমাত্রও থাকিল না, তিনি দৃঢ় অপেক্ষাও সুনীচ হইলেন এবং হাতী, ঘোড়া, সোণা প্রভৃতি সম্পত্তিসমস্ত যোগ্য পাত্রে দান করিয়া একাকী এবং কীর্তন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে আসিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপার লক্ষণ

[illegible]

ঔষধ তিক্ত লাগে

[illegible]

আমরা কর্তৃত্বের [illegible] করিতেই চিরদিন অভ্যস্ত থাকি। ভগবান যে কেহই [illegible] করেন না, তাহা [illegible] করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে আসিলেন। [illegible] করিতে থাকেন, এমন অনেক আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু উহা তাঁহাদের বিকৃত [illegible] করিয়া তাঁহারা বৈষ্ণবতা ও উপদেষ্টৃত্বের কপটতে মাত্র। অতএব কৃপার চিহ্ন [illegible] বুঝিতে হইবে। কিন্তু অমঙ্গল বরণ করে। তাহারা বলেন,—যে কেহ চিরদিনই দুঃখে, যে তাহা [illegible] হয় না, এরূপ [illegible] অপর [illegible] তাহারা একটু চিন্তা করেন, উহা সত্য কিনা, বৈষ্ণব ও আমাদের [illegible] নানাভাবে [illegible] করিতেছেন, অমনি কন্যা তাঁহার [illegible] দিয়া থাকেন বলিয়া, হইতে যদি বর্তমানে একটু ক্লেশও হয়, তথাপি তাহাই পরিণামে আমাদের [illegible] দায়ক হইবে। বোধ হয় একারণেই এই গর্হিত ব্যক্তির চিত্তের প্রেরণার প্রশংসা করিবেন।

যে যে স্থলে ভক্ত আছে, কোনও অভাব যে আছে, তাহা অনুভব হয় না, অথচ দুঃখের অশ্রুপাত যেন মন্দ মধুর বাস্তবিকের মহত্ত্ব ও ভোলা দেহ-মনের উপর তাহার স্পর্শাধিকার সঞ্চারিত করিতেছে, তবে সেই সুখাবেশ নিত্য স্থায়ী হয় না কেন? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয় আমাদিকে অবর্ণনীয় যাতনা প্রদান করিতেছে। সাধু-মহাজন-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যদি আমরা আপন বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাই যে, বিষম মারা-সংক্রামক সংক্রামক মহামারী অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আমাদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুস্থ দেখাইলেও কৃষ্ণসেবাবিমুখ জীব মাত্রেই অসুস্থ। এই অসুস্থতার কারণ—অবিদ্যা। অবিদ্যাপাশ যে কি ভয়ঙ্কর, তাহা বোধ হয় আর এই পৃথক স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। এই কাল্পনিক অনুদয়-কামনা পরিত্যাগ হইয়া স্বাভিমানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলে আমরা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু উপনীত হইতে পারিব না। কোনও গোস্বামী বলিয়াছেন,—

শত শত জনমে যে দাস্যে পাইবে
সেই কৃষ্ণ তোমা।
না ভজি কুটিল-ভাবে পাইবে
তাহার ভজন।

আমরা যাহা মনোধর্মের অভাবশূন্য। স্বাধীনতা, কিন্তু মায়াতন্ত্রতাবশে [illegible] তাহাই [illegible] করিতেছি। মায়াধীশের কৃপা ব্যতীত [illegible] কেহই [illegible] করিতে পারেন নাই।

অবিদ্যাপাশাই জীবমাত্রের কারণ আবিষ্কার, তাঁর উদ্ধারার্থে কারুণ্যরূপে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাদর্শনে কোনরূপ সন্দেহে অবকাশ না দিয়া যে কৃপা প্রদানে করিয়া থাকে। সেই তত্ত্বই বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তকে আত্মিক আত্মসমর্পণ নিত্য। তাঁহার দান করিবার জন্য [illegible] ভগবান-চিন্তামণি যাহে উপদেশ করিতেছেন,—

"ব্রজে তোমার চলিয়া, অবিদ্যাপাশড়ায়
পড়িতে বাসনা মোর।
কৃষ্ণনামগুণ ভাল নাহি লাগে
বিষয় সুখেতে ভোর॥

আমরা অনেকেই শ্রীনাম গ্রহণ করিতেছি বলিয়া প্রচার করি এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি—এই অভিমান-বশে সংসারের নিকট একটু প্রতিষ্ঠা পাইতে চাই। কিন্তু বঞ্চিত না হইয়া যদি আমাদের প্রকৃত পক্ষেই রোগমুক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে নিষ্কপটে সাধুগুরুদেবের শ্রীচরণসরোজে প্রণত হইয়া দশাপরাধ বর্জনপূর্বক শুদ্ধ শ্রীনাম গ্রহণে যত্নবান্ হইতে হইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত মনোধর্ম্ম আমাদিগের উপর আধিপত্য করিবে, ততদিন আমরা শ্রীনাম গ্রহণের বাহ্যিক অভিনয় প্রদর্শন করিলেও নিত্যমঙ্গলের অধিকারী হইতে পারিব না। রূপপাদলোলুপ অবাধ্য রোগীর ন্যায় রোগমুক্ত হওয়া ত দূরে থাকুক, অন্যাভিলাষরূপ নানা কুবিষয়রস-প্রণোদিত হইয়া, ভবব্যাধিনিবারক ও সদ্বৈদ্যরাজ শ্রীশ্রীগুরুদেবের ব্যবস্থিত মহৌষধকে তিক্ত জ্ঞান করিয়া বঞ্চিত হইব।

দুর্লভত্ববিশিষ্ট আমরা কৃষ্ণের বিষয়ে এত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, ভবব্যাধি-শান্তির প্রকৃত মহৌষধ শ্রীনামরূপ পরম দয়াল শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপাপ্রসাদে লাভ করিয়াও প্রাপ্তরত্নকে অবহেলায় ত্যাগ করিতেছি। আমরা পূর্বোল্লিখিত অবাধ্য রোগীর ভূমিকায় অবস্থিত; দেহ মনো-ধর্ম্মই আমাদের প্রাণ, তাই আত্মার পাথেয় প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি না; বিষয়ব্যাধিগ্রস্থের ন্যায় সীতা মিছরীর ন্যায় আমাদের কুরুচি-পীড়াদুষ্ট রসনায় হরিনামসুধা স্বাদহীন বোধ হয়।

জড়মতি আমাদের নিত্য কল্যাণের জন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন,—

অতঃ কৃষ্ণনামাদিরূপাদিভিরপ্রাপ্যবিদ্যা-
দিদোষোপতপ্তস্য ন রোচিকা মু।
কিন্তাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

হরিবিমুখতা বশতঃ আমরা অনাদি-কাল হইতে ভবিষ্যতে আকাশ হইয়াছি আর হইতেছি কৃষ্ণ নাম-চরিত্রাদি-রূপ ঔষধি নিত্য মিষ্টরূপ আমাদের নিকট কখনও প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। যদি অতি বিরল হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণনামাদির সেবা করা যায়, তবে তাহারা ক্রমশঃ আমাদের অপরাধাদি বিদূরিত করিয়া স্বকীয় অমৃতময় মহিমা প্রকাশিত করিবেন। পদ্মপুরাণে বিষ্ণুসম্বন্ধিবিষয়ে নারদের [illegible] বলিয়াছেন,—

সকৃদুচ্চারিতং হন্তি পাতকং তারকং নৃণাম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তং তু তারয়েৎ সপরিগ্রহম্॥
কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্বমন্ত্রময় নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
নাম্নামকীর্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম

শ্রীজৈবধর্ম— শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত— ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম, বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, [illegible] বৈধী-ভক্তি ও রাগমার্গের ভেদ, [illegible] ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, [illegible] আবিষ্কার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, [illegible] সাধকত্ব, শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, [illegible] ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, [illegible] [illegible] ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, [illegible] [illegible] নিগূঢ় তত্ত্বাবলী [illegible] [illegible] এই অমূল্য গ্রন্থ [illegible] পারমার্থিক [illegible] পরম গূঢ় [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ [illegible] চতুর্থ সংস্করণ ২॥০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

[illegible] বাঁধাই— ২, দুই টাকা

আবাঁধা— ১৸০ পৌনে দুই টাকা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রমাণিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

দ্বিতীয় সংস্করণ ৸০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, [illegible] অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪০ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক বাক্যমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী[illegible] সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, অনুবাদ, [illegible] প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা [illegible] শব্দসূচী, [illegible] তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি ৭৩৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত [illegible] অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট মোড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা— ২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

[illegible]

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

([illegible])

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১, এক টাকা [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের প্রকাশ [illegible] টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। [illegible] [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রী[illegible] সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ,০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

কে, বি, দত্তের ঢাকা শিশি বাদাম তৈল খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে কে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ [illegible] কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible]

[illegible] মূল্য ২, টাকা, [illegible]

[illegible] কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

[illegible] সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

[illegible] ভগবানের প্রতি [illegible] প্রার্থনা [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

[illegible]— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

[illegible]

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

[illegible]

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে প্রায় ৩০ হস্ত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-পীঠ, পরাবস্থা-পীঠ বা সাক্ষাৎ ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামমূলক বাক্যরূপাদি-বেদসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-হরিনাম চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধরের ও সাক্ষাৎ সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাক্ষাৎ সম্প্রদায়ের অপ্রাকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' সম্পাদন প্রকটিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা-উপলক্ষে ও অন্যান্য কতগুলি কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দিবসাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী, সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরব ব্রহ্মচারী সার্বভৌম, শ্রীপাদ নীলমণি ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত নলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশ্বশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের রাজধানী কলিকাতায় শ্রীভক্তি-বিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সকল শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ভক্তিসম্বন্ধি মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রসঙ্গ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সমাক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যবর্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ দাসাধিকারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধাত্রীদাস দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ নবগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যাঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীশ্রীসীতা ও নিত্যসিদ্ধা শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীবিগ্রহত্রয়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপাদ গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী, সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলাই দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীবিশ্বনাথ অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীহরেকৃষ্ণ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার স্থানত্রয়ী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবাসগ্রাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-অঙ্গন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর-নদীয়া।

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরবিহারী।

(৭) শ্রীবল্লভ সুখময় কুঞ্জ

শ্রীগোরুই, বল্লভগঞ্জ নদীয়া,

এখানে শ্রীবল্লভাচার্য শ্রীল লক্ষ্মীদেবীসহ সমাধি এবং শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক— ভূমিকুমার ডাক্তার ব্রহ্মচারী শুকতারিণী এম, এস, বম্ব।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মরম সিংহ।

রক্ষক—শ্রীযুক্তবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধব অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

ঠাকুরবাড়ী, সাতগাছিয়া, বর্দ্ধমান।

শ্রীল গদাধর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের সেবা। রক্ষক—শ্রীপতিবিহারী আচার্য।

১০। শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দাঁতারকুল, কয়রাপাড়া, খুলনা

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতুলসীদাস ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র—

মাটগাছি, জগদীশ, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসাদিগণের কীর্ত্তন-স্থলী ও বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীগঙ্গাধর প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিরোড়া, আমাঘাট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীসুখানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নারিন্দা রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-গান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর আবির্ভাবের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগোর ব্রহ্মচারী।

১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

চরিত্রাকৃষ্ণদাসী সভা, বাগির চাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

শিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগন্নানন্দদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

১৮) আমলাযোড় অপরাশ্রম

ধনবাদ পোঃ অঃ নি।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ শ্রীরাধাকৃষ্ণ গান্ধর্বিকা গিরিধারী, পোঃ। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিপদ অধিকারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবাণীবরজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রপন্নজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

ইন্দ্রিরাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবাণীবরজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক-ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌড়-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীযুগলকিশোর কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভদাস ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুরুলিয়া, চিরকুণ্ড, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) শ্রীশ্যামগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-গ্রন্থের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীহরপদজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া অপরাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, কানপুর

এখানে বহুকুলমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরামরমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) শিল্পী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেণ্ড রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাম রঙ্গচরণদাসপ্রভু।

(২৯) গোয়ালপাড়া-অপরাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাগোবিন্দ-

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। যুক্তিমাত্রিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৷০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা)
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভজনরহস্য ৷০
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ৷৷০
২৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ৷০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

৩৬ প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১৷৷০
৩৭। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৪০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
৪১ গীতমালা ৴১০
৪২ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৴
৪৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৫। সাধনকণ্ঠ ৴০
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৭। শরণাগতি ৴০
৪৮। গীতাবলী ৴০
৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০
৫১। অর্থপঞ্চক ৴০
৫২। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৴০
৫৩। অর্চ্চনকণ্ঠ ৷০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৫। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৬। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৭। সারাংশ-প্রণয়ম্ ৵০
৫৮। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৯। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। নামভজন ৷০
৬১। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬২। বৈষ্ণবীজম ৷০
৬৩। দি ভাগবত ৷০
৬৪। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷০
৬৭। কল্যাণ কল্পতরু ৷০
৬৮। সাধন পথ ৷০
গীতাবলী
৭০। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণকর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু-মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত কারপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভাতৃপুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মার ভুগি মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকীল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র [illegible] রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। [illegible] লাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যাদিবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও যকৃতঘটিত দোষ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিদ্যার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উৎকৃষ্ট ব্রোঞ্জ-কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধামে কোন ধর্ম্মপরায়ণ কারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। আছে চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য, শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীকৃষ্ণের আট কর নামাষ্টক ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গুরুনিষ্ঠাসহ ভক্তিসাধনসহ প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির স্বরলিপি ও প্রার্থনাদি সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

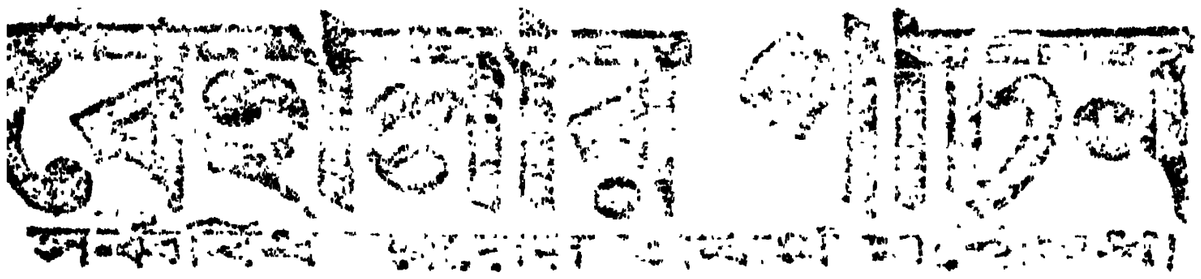

মফঃস্বলের রুগ্ন বন্ধুর জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলে সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁচটি ৷৵০ আনা, ষোলটি ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উলটাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও শারীরিক, মানসিক শক্তির হ্রাস প্রভাবে হৃৎকম্প, মস্তকভ্রম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সময় নিশ্চিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্ব্বকান্তাব্রি ম্লাতঃ"

পুরুষত্বহানি রোগে যাহাদের রোগ ও স্ত্রী আরোগ্য করিয়া যাহারা সন্তুষ্ট করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"স্মরসঞ্জীবিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সন্তোষজনক স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নাস্যা-প্রণেতা, কেশরঞ্জনী

১৭৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

১। ত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটকাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ ডয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রে

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক আলোকে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০৯নং লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি কোন মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিবার্য্য উপায় অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া অকালে মরা হইয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ডায়বিটিস, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, শূন্যতা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

প্রধান সায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এল্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

'শ্রীধাম'
মায়াপুর
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে।
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের জন্য
প্রতিদিন
বার্ষিক ...
ষাণ্মাসিক ৩৲
ত্রৈমাসিক ১৸০
মাসিক ১৲
নমুনা
প্রতি সংখ্যা ৲

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩১৮, ১৪ই এপ্রিল, ১৯০১

নানা কথা

কুষ্টিয়া সংবাদ

কুষ্টিয়া মহকুমার হরিনারায়ণপুরের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক ইন্সুপেক্টার ভৌমিক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩।৫১১ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, তিনি নাকি হরিনারায়ণপুরে কোনো এক জায়গায় একটা পটকা ছুড়িয়াছিলেন এবং উহা ফাটিয়া যায়। কুষ্টিয়ার সহর মহকুমা হাকিম মিঃ এইচ, ব্যানার্জ্জীর নিকট এই মামলার ১০ই এপ্রিল এক রক্ষা তলানী হইয়া গিয়াছে প্রকাশ যে, পুলিশ ইতিপূর্ব্বে আসামীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ-পত্র দিয়াছিল তাহাতে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪ ধারা যোগ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছে। সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য হাকিম ১৭ই তারিখ পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রাখিয়াছেন।

১২৫ জন ধীবরের সলিল-সমাধি

কোরিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে প্রবল ঝড় বৃষ্টির ফলে প্রায় এক শত ফেরেলৌকা উল্টাইয়া যায়—১২৫ জন ধীবর জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মুসলমান দেওয়ানের বেদের প্রতি অনুরাগ

মহীশুর মহারাজার সংস্কৃত কলেজের প্রোফেসর শ্রীযুক্ত মহীশুর দেওয়ান সার মির্জ্জা ইসমাইলকে একখানা মানপত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন। অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে মাননীয় দেওয়ান সাহেব বলেন যে, তিনি বেদের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। তিনি বলেন যে, বেদের মধ্যে যে সকল সত্য নিহিত আছে, তাহা সমগ্র জগতের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ হইবে। তিনি বলেন যে, তিনি বেদের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছেন এবং তাহাতে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বেদের মধ্যে যে সকল সত্য নিহিত আছে, তাহা সমগ্র জগতের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ হইবে। তিনি বলেন যে, বেদের মধ্যে যে সকল সত্য নিহিত আছে, তাহা সমগ্র জগতের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ হইবে।

কুষ্টিয়া-সংবাদ

১২৫ জন ধীবরের সলিল সমাধি

চলন্ত ট্রেণে ভীষণ ডাকাতি

মুসলমান দেওয়ানের বেদে অনুরাগ

অর্ডিন্যান্স বন্দীর মুক্তি

নাজিরপুরে ডাকাতি ১৫ হাজার টাকার দ্রব্য অপহৃত

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

নিক্কাহের প্রতি মহারাজের ও মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরাগে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

অভিনন্দনের উত্তরে মন্ত্রী মহোদয় বলেন,—

শুধু আধ্যাত্মিক মুক্তি নহে, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিকে আমাদের আদর্শ করিতে হইবে। আধিক উন্নতি ও আধুনিক চিন্তাধারা যদি বিশ্বপ্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব মানবজাতির কল্যাণ কামনার সহিত বিজড়িত থাকে, তাহা হইলে জগতের অশেষ কল্যাণপ্রসূ হইবে। আমি মনে করি জগতের প্রাচীন শাস্ত্র নির্দ্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করিলে জগতের শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। মন্ত্রী মহোদয় হিন্দুর বেদ ও অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নাজিরপুরে ভীষণ ডাকাতি

পনের হাজার টাকার দ্রব্য অপহৃত

গত ৯ই এপ্রিল রাত্রিতে একটী ভীষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত ২২শে মাঘ তারিখে গোপীনাথপুরের অধীনে নাজিরপুর গ্রামের কেশবচন্দ্র পালের এক ধনী মহাজনের গৃহে নাম্নে দাস এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দশ বার জন ডাকাত পড়ে এবং নগদ ও গহনাদি প্রায় ১৫০০০ পনের হাজার টাকার দ্রব্য লইয়া চলিয়া যায়। প্রকাশ যে, ইহাদের মধ্যে নাকি কয়েক জন মুসলমান ও নমশূদ্র এবং তাহাদের মধ্যে একজনকে নাকি চেনাও গিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, সন্দেহক্রমে তিনজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ট্রেন হইতে ফুটবল ছোড়া লইয়া দুইজন লিহত একজন আহত

গত ১১ই এপ্রিল রাত্রি প্রায় ৯ টায় ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর ষ্টেশনের নিকট একখানি চলন্ত ট্রেণ এক ভীষণ দুর্ঘটনার কবলে পতিত হইয়াছে।

প্রকাশ, কৈশোরাভিমুখে গমনকারী ময়মনসিংহ আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি গৌরীপুর ষ্টেশনে দুই মিনিট বিলম্বে প্রবেশ করে। এমন সময় একজন যুবক চোখে কিসের যেন আঘাত পায়, কিছুক্ষণ পরিষ্কার করিয়া ট্রেণের অভ্যন্তরস্থ কামরাগুলির মধ্যে একজন যাত্রীর নিকট টাকা দেখিতে পায়। তখনকার মত যুবক বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নাই। ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে সে টাকা লইবে বলিয়া মনস্থির করে। ট্রেণ ষ্টেশনে থামিলে যুবক টাকা লইবার জন্য ট্রেণের দরজা খুলিয়া ফেলে।

ভাগ্যের পুনঃ পরিহাস বশতঃ যুবক যখন টাকা লইবার জন্য ট্রেণের দরজা খুলিয়া ফেলে, তখন ট্রেণের অভ্যন্তরস্থ কামরাগুলির মধ্যে একটি কামরার যাত্রীরা ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা (বাঁশী) শ্রবণে ট্রেণে উঠিবার জন্য ষ্টেশনের প্লাটফরমে ছুটাছুটি করিতেছিল। ট্রেণের দরজা খুলিয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি ফুটবল ট্রেণের ভিতরে আসিয়া পড়ে। ফুটবলটির আঘাতে একজন যাত্রী মারাত্মকভাবে আহত হয়। অপর যাত্রীটি বলটি লইয়া ট্রেণের বাহিরে ছুড়িয়া ফেলে। ট্রেণের অভ্যন্তরে যে যাত্রী আহত হইয়াছিল তাহার মুখে ও চোখে আঘাত লাগে। ফুটবলটি ট্রেণের বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিবার সময় ট্রেণের দরজার হাতলে লাগিয়া ফুটবলটি ফাটিয়া যায়। ফুটবলটি ফাটিয়া যাওয়ায় ট্রেণের অভ্যন্তরস্থ যাত্রীটি আরও বেশী আহত হয়। আহত যাত্রীটিকে ষ্টেশনের কর্তৃপক্ষ গৌরীপুর হাসপাতালে প্রেরণ করেন। ফুটবলটি ক্রয় করিতে ৩৫ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এই ভাবে ফুটবলের টানের ফুটবলটি আকস্মিক ভাবে নষ্ট হওয়ায় ফুটবল খেলোয়াড়গণ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলা স্কুল ফুটবল টুর্ণামেণ্টের ফাইনাল খেলা আগামী ১৭ই এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। ফাইনাল খেলায় ময়মনসিংহ জিলা স্কুল ও ময়মনসিংহ মিউনিসিপাল হাই স্কুল প্রতিযোগিতা করিবে। ফাইনাল খেলা উপলক্ষে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল কর্তৃপক্ষ ৩০০ টাকা ব্যয় করিবেন। ফাইনাল খেলা দেখিবার জন্য ময়মনসিংহ জিলা স্কুল কর্তৃপক্ষ ৩০০ টাকা ব্যয় করিবেন।

মহাত্মার স্বাস্থ্য

গত ১৩ই এপ্রিল অপরাহ্ণে ডাক্তার মহাত্মা গান্ধীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ডাক্তারের অভিমত এই যে, মহাত্মাকে যে রোগে ধরিয়াছে তিনি অবশ্য তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন।

মহাত্মাজীর জন্য স্থানীয় লোক সর্বদা মোটর লইয়া প্রস্তুত থাকেন এবং তাহাতে তিনি বায়ু সেবন করেন।

মেদিনীপুরের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে গান্ধীজী

'হরিজন' পত্রে মিঃ পিয়ার্সন মেদিনীপুরের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে মন্তব্য করিলে তিনি বলেন যে, তিনি ঐ ব্যাপারের কথা আগত হইয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছেন ও তাঁহার বিশ্বাস, যে বা যাহারা এইরূপ হত্যা সাধন করে, তাহারা নিজেদের কোন উপকার করে না। তাহাদের এই ভুল বুঝা উচিত যে, এই অহেতুক হত্যা দেশের অমঙ্গলজনক হইতেছে।

মহাত্মাজী বলেন, আমি প্রথমে বুঝিতে পারি যে, যদি কোন হিংসাত্মক কার্য অনুষ্ঠিত না হয় তবে হিংসা সত্যের দ্বারা হত হইবে। তবে যেখানে অহিংসার উপর কোন বিশ্বাস নাই, যেখানে সত্যাগ্রহ আদৌ বুঝা হয় নাই, যেখানে সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হয়, সেখানে হিংসাত্মক কার্য অনুষ্ঠিত হইবে। তাহারা তাহাদের ভুল সংশোধন করিবে। যদি তাহারা কখনও ভুল বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ভুল স্বীকার করিবে। তাহাদের একটি মুখ বুঝা উচিত যে, গত অহিংসা-আন্দোলনে দেশ অসাধারণরূপে পরিবর্তন হইয়াছে।

মহাত্মাজী বলেন, আমি প্রথমে বুঝিতে পারি যে, যদি কোন হিংসাত্মক কার্য অনুষ্ঠিত না হয় তবে হিংসা সত্যের দ্বারা হত হইবে। তবে যেখানে অহিংসার উপর কোন বিশ্বাস নাই, যেখানে সত্যাগ্রহ আদৌ বুঝা হয় নাই, যেখানে সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হয়, সেখানে হিংসাত্মক কার্য অনুষ্ঠিত হইবে। তাহারা তাহাদের ভুল সংশোধন করিবে। যদি তাহারা কখনও ভুল বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ভুল স্বীকার করিবে। তাহাদের একটি মুখ বুঝা উচিত যে, গত অহিংসা-আন্দোলনে দেশ অসাধারণরূপে পরিবর্তন হইয়াছে।

মাণিকগঞ্জে কলেরার ভীষণ প্রকোপ

ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায় কলেরার ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কলেরা বহুতর ব্যাপী বিভীষিকা লাভ করিয়াছে।

কৈশোরাভিমুখে সংবাদ নারীমঙ্গল সমিতি

আগামী বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কৈশোরাভিমুখে নারীমঙ্গল সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীও খোলা হইবে। প্রদর্শনীতে স্থানীয় শিল্পীগণের হাতের তৈরী জিনিষ থাকিবে।

বিমানপোতে নয়দিনে ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া

একখানা অষ্ট্রেলিয়ান বিমানপোত মিঃ চার্লস কুক বিমান-পোত পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়ার দূরত্ব প্রায় ১৩,০০০ মাইল। এই দূরত্ব তিনি একাকী বিমানপোতে চড়িয়া ২৩ ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি তিনটি রাত্রিও অতিবাহিত করিয়াছেন।

মিঃ কুক যখন কুইন্সল্যাণ্ডে নেমেছিলেন, তখন তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারে নাই। সকলেই তাঁহাকে অপরিচিত মনে করিয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী মিঃ মাকগ্রেগর তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে আনিয়াছিলেন।

(১) ১৯৩৮ সালে মিঃ কুক ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিমানপোতে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(২) ১৯৩৮ সালে তিনি ৬ অক্টোবর ১৯ দিন ১৭ ঘণ্টায় অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

(৩) ১৯৩৮ সালে কুইন্সল্যাণ্ডে তিনি ৯ দিন ৫২ ঘণ্টায় অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

(৪) এবার তিনি ৯ দিন ৩ ঘণ্টায় ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণে সমর্থ হইয়াছেন।

সভায় গ্রাম্য মাতব্বর নিহত

চেঙ্গাপুর থানাধীনের অন্তর্গত কোটালিকামাতে আততায়ীগণ কর্তৃক গ্রাম্য মাতব্বর [illegible] নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, ঐ মাতব্বরগণ উক্ত গ্রামের অন্যান্য মাতব্বরদের সহিত মিলিয়া একটী সভা করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করা হয়।

ব্রহ্মদেশে খেতাঙ্গের উপর গুলী

গতকল্য অপরাহ্ণে ব্রহ্মদেশ রিজার্ভ পুলিশ বিভাগের কর্মচারী ক্যাপ্টেন জি. এফ. হিল্লী, আই-ই-এস উপরে আক্রমণের সংবাদে প্রকাশ গত ৭ই এপ্রিল রাত্রে উত্তর শিউইন জেলার ক্যাম্প মাণ্ডিকে আলিআহম্মদ নামে একজন মুসলমান সার্জেণ্ট তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনবার গুলী ছোঁড়ে, এবং তাহার একটী গুলী তাঁহার গায়ে লাগে। তবে গুরুতর নহে বলিয়া সান্ত্বনা হইয়াছে। ক্যাপ্টেন হিল্লীর অবস্থা ক্রমশ ভাল হইতেছে।

আক্রমণকারী অস্ত্রসহ চম্পট দিয়াছে। এই ষড়যন্ত্রের কিছু সংবাদ এবং হত্যা-চেষ্টার কারণ জানা যায় নাই।

ন্যাশন্যালিষ্ট মুসলিম সম্মেলন

আগামী ৮ই এবং ১৯শে এপ্রিল কলিকাতায় নিখিল ভারত ন্যাশন্যালিষ্ট মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য আহ্বান করা হইতেছে। চৌধুরী খালেকুজ্জমানের সভাপতিত্বে একটি সংবর্ধনা অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। ডাঃ আন্সারী মুক্তকণ্ঠে ফিকাহে-তুল... ৮: কিচলু এবং আরও অনেক মুসলমান নেতা এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

অভিজাত বন্দীর মুক্তি

বঙ্গীয় অভিজাত সাহেব বন্দী শ্রীমান্ সুবোধকুমার দে সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি কয়েক দিন পূর্বে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছিলেন। বর্তমানে তিনি জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কামুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতাকে ষ্টেশনগাম করিয়া চট্টগ্রাম হইতে আনা হইয়াছে। শ্রীমান সুবোধ অভিজাত বন্দীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক; তাঁহাকে চট্টগ্রামে মুক্ত করা হইয়াছিল।

সেবাশ্রমের অর্থ সংগ্রহে বিপত্তি

নিখিল বঙ্গ সেবাশ্রম সংঘের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য গত ৩৫ দিবস যাবত বরিশালের ৬জন যুবক রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া ফিরিতেছিলেন প্রকাশ, গত ৯ই এপ্রিল পৌরসভার কার্যবিধির ১০৯ ধারানুযায়ী তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে হাজির করা হয়। তাঁহাদিগকে বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রাখা হইয়াছে।

পারমার্থিক ভারত

(২)

যাহার দ্বারা শিক্ষালাভ ঘটে, উহাই শাস্ত্র। বেদ ও বেদানুগ উপদেশসমূহকে আমরা 'শাস্ত্র' বলিয়া অভিহিত করি। সত্যের অনুকূল উপদেশই 'শাস্ত্র'; প্রতিকূল প্রবঞ্চনাকে যাঁহারা 'শাস্ত্র' বলেন, তাঁহাদিগকে ভূতসঙ্গস্থানে পরিত্যাগের উপদেশই শাস্ত্রানুগত শৌতপথ। অনুকূল অনুশীলনে মৎসরতা নাই, প্রতিকূল অনুশীলনেই মৎসরতা বিদ্যমান। তজ্জন্য ভূতসঙ্গ পরিহার করিয়া 'গোলে হরিবোল' দেওয়ার সমন্বয়বাদীর সঙ্গ ও উপদেশ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এই জন্যই লৌকিক হেতুবাদীকে 'তার্কিক' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগের প্রতিকূল সঙ্গ হইতে যে পরিমাণ দূরে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়, তাহাই বরণীয় অনুকূল সঙ্গ

শাস্ত্র অন্বয়ভাবে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা পূর্ব্বকথিত প্রেয়ঃপন্থীদিগের কল্পিত নহে। তাহারা প্রেয়ঃপন্থা অবলম্বন করিয়া প্রেয়ের পরিহার কামনায় অশৌতপথের অনুসরণ করে এবং শৌতপথিগণের অনুকরণ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডরত হইয়া ফলকামী হয় অথবা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশ বাসনা করিয়া ফল-ত্যাগী হয়।

অভক্তগণের কর্ম্মজ্ঞানাশ্রয়ে বহু প্রকার শ্রেণী আপাতঃ উদ্ভূত হইয়াছে। বেদ যখন উপদেশক হন, তখনই উহা বেদশাস্ত্র। বেদ যখন প্রেয়ঃকামীর ক্রীড়া পুত্তলি, তখন উহা শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া নিজের খেয়াল পরিতৃপ্তি করা মাত্র। বেদশাস্ত্রই পুরুষোত্তম, সেই পুরুষোত্তমের কথিত জ্ঞান শ্রবণ করিলে অজ্ঞানানুগ জনগণ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমার্থ পথের পথিক হইতে পারেন। নতুবা প্রেয়ঃপন্থী হইয়া কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিচারে তাঁহাদের কর্ম্মজন্মাদির অথবা আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। জন্মজন্মান্তরের ত্রিতাপদগ্ধ পুরুষ অথবা আত্মবিনাশিনী সত্তানাশিনী বৃত্তির ত্রিতাপমুক্ত উপজীবী কখনই শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন না। খেয়ালপরিতৃপ্তির জন্য যে সমন্বয়বাদ প্রেয়ঃপন্থার ইন্ধন যোগাইয়া দেয়, তাহার আদর করিবার জন্য ভোগী ও ত্যাগী সম্প্রদায় নিজ নিজ স্বার্থের তাণ্ডবনৃত্য প্রদর্শন করেন এবং তাহাকেই প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া মঙ্গলের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— : —

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ১লা বৈশাখ অধিবার—১৩৩৮

বিচারক সম্প্রদায়ের অনেকেই শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের যুক্তি বহুমানন করেন। শারীরক ভাষ্যের ২।১।৩ পাদে মনীষী শঙ্কর বলেন, বেদশাস্ত্রই—"বেদ", বেদশাস্ত্রের [illegible] শ্রুতিতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানেরও যাহা করিয়াছেন, সেইরূপ কাণ্ডদ্বয়, ও শাস্ত্রের মনীষিগণ বেদবিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। অন্যান্য বলেন, শ্রুতি-বিহিত অনুষ্ঠানকে বেদশিরোভাগ বলিবার পরিবর্ত্তে বেদানুগ পুরাণ, সমুদায়, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি কল্পাঙ্গসমূহ বেদবিরুদ্ধ হওয়ায় উহাকে বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র বলা যায় না।

আচার্য্যের যুক্তি অবলম্বন করিয়া অক্ষপাদ ঋষির ন্যায়-দর্শন, কণাদ মুনির বৈশেষিক বিচার, [illegible] প্রধান ও পরমাণুকারণে প্রভৃতি বেদশিরো মতসমূহ অজ্ঞাতেই সংহিতা অংশের অনুমোদনকারী [illegible] প্রভৃতির মত বেদানুগ কর্ম্মকাণ্ড এবং কৈবল্যদৈতবাদানুগ জ্ঞানকাণ্ড [illegible] গৌড়পাদের প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ তত্ত্বসমূহ বাদ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই বেদশাস্ত্রসঙ্গত, এই প্রকার বিচার সাম্প্রদায়িকতা-বন্ধনের জন্য উদারতার নামে সঙ্কীর্ণতা বলিলে অধিক দোষারোপ হয় না।

আধুনিক পক্ষপাতদুষ্ট বিচারকগণ মায়াবাদকে আশ্রয় করিয়াই প্রথমে বাল্যকালে পরমার্থবিচারে নিশ্চিন্তকরবাদ স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে ভজনরহিত হইয়া ত্রিতাপদগ্ধ বিভিন্নক যাবতীয় কাল্পনিক বৈচিত্র্যেই আবদ্ধ থাকায় তাহা অনুপাদেয় জ্ঞান করিয়া পরমোপাদেয় বৈকুণ্ঠবিচিত্রতাকে মায়িক কবলে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে কৌতূহল প্রদর্শন করেন তাহা ভগবদ্-বিশ্বাসনিরত জনগণের নিত্য রুচির অনুমোদিত হয় না। প্রকৃত নিত্য সত্য কি বস্তু, তাহার নিকট উপস্থিত হইতে না পারিয়া কাল্পনিক মতবাদ পোষণকল্পে যে বৈকুণ্ঠবিচারের [illegible] অবতারণা, তৈত্তিরীয়ানন্দে অভিজ্ঞ, ভৌতিকস্পর্শ হেয় বলিয়া হইতেও তাহাই যে সকল নিত্যপ্রেয় মুক্তপুরুষ আদর করিলেন, [illegible] হইতে পারে না। এজন্য মনীষি [illegible] শ্রুতি ও বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর না করিয়া [illegible] করেন, আধুনিকের দুই পাঁচ বৎসর এবং প্রাচীনের দুই [illegible] বেদ ও [illegible] মায়াবাদীরা [illegible] নিজ [illegible] করিয়াছেন যে মতবাদ প্রচার করেন, তাহা প্রাচীন [illegible] কথা [illegible] বিশ্বাসীর [illegible] হইতেছে [illegible] অনেকে অনুমোদন করেন না। নিরপেক্ষ বিচার-[illegible] প্রত্যক্ষ [illegible] বেদ ও [illegible] প্রতি [illegible] দেখা [illegible] পরমতত্ত্ব পুরুষোত্তম কৃষ্ণ-চৈতন্যদেব যে বিচারে আত্মিক [illegible] করিয়াছেন, [illegible] পারিলে মায়িক যুক্তিসমূহ কখনও [illegible] পারে না। [illegible] আত্মিক [illegible] পোষণ করেন না। [illegible] আশ্রয় করিতে [illegible] নিত্যের মস্তিষ্ক [illegible] জ্ঞানে মগ্ন হইয়া [illegible] তাহাদিগের কথিত বিচার বিশিষ্ট অবতার নিরপেক্ষ দর্শনের অভাব আছে, তাহা স্বীকার করিতে পারা।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে আত্মিকগণ বলিতে পারেন যে, বৈকুণ্ঠবিচারময় নিরপেক্ষগণও তাহাদিগের বিচারে সর্ব্বতোভাবে মায়িক রাজ্যে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানেরই দাসবিশেষ। সুতরাং তাহাদের এই কথায় আত্মিকগণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

এখানে বৈকুণ্ঠসম্প্রদায়ের সহিত মায়িক সম্প্রদায়ের মতভেদ হওয়ায় উভয়েই তাহাদের উপদেশ বিচারের মতে সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থিত হইলেন। সমন্বয়বাদের কপটতা অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়কে আপাত-মনোরম বিচার প্রদর্শন করিয়া উদারতার পরিচয় দিতে পারে সত্য, কিন্তু ঐ প্রকার সমন্বয়বাদ ও সম্প্রদায়ের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবঞ্চনাই হইয়া থাকে। মূর্খতা ও পাণ্ডিত্য, বিদ্যা ও অবিদ্যা, আত্মা ও অনাত্মা, ব্রহ্ম এবং মায়া ও জড়, দুষ্টি এবং মিষ্টি, অমৃত ও পরমাণু, অমৃত এবং পরমাণু কখনই সমন্বয়বাদের বিচারে গোপন করিতে পারে না।

সুতরাং যাহা হইয়া থাকিতে হয় যে, অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবাক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া করেন, তাহা ও বদ্ধজীবগণের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনীষিত হইতে পারে না। কিন্তু সৎ-সম্প্রদায়ের উদারতা বিচার অনুপাদেয়তা, অভাব প্রভৃতির বিপরীত ধর্ম্মের আশ্রয় করার জন্য, তাহারা অনাদি চেতনের বিচারপর জনগণের সমন্বয়ত্ব বিদূরিত করিতে পারেন। যদিও নির্ব্বিশেষবাদী মায়িক ত্রিতাপ-দর্শনে ভীত হইয়া ত্রিগুণাতীত নামের সাহায্যে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা ও উপলব্ধির সহিত সম্বন্ধশূন্য বিশেষণের বিচারভেদ না থাকিলেও তাহাদের বৈকুণ্ঠের উপাদেয়ত্বে অনাস্থা হওয়ায় কখনই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বিশেষবাদের নাশ হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার

অধিবেশন-বিবরণী

(১৪)

শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায়

এলাহাবাদের [illegible] ব্যবহারাজীব [illegible] মহাশয় প্রয়াগ [illegible] বিভিন্নভাবে [illegible] যাহার সুযোগ পূর্ব্বজন্মের [illegible] শ্রীগুরুপাদের পাদপদ্মে অনন্যভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। উপযুক্তা [illegible] ইনি গত পত্র শ্রীযুক্ত হরিমোহন বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

ডেরাদুনের জমিদার

শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ যে কালে ডেরাদুনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য শুভবিজয় করিয়াছিলেন, সেই কালে ডেরাদুনের জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা, তাঁহার নব-নির্ম্মিত সুরম্য ভবনে বাসস্থান প্রদান, মোটর যানাদি প্রদান, নানাভাবে সৌজন্য প্রদর্শন এবং হরিকথা শ্রবণে ও প্রচারে অনুরাগ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বেও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ এবং প্রভুপাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু প্রমুখ প্রচারকবৃন্দকে নিজ ভবনে স্থানাদি প্রদান ও নানাভাবে প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীধাম প্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শেঠ রাম কিশোরজী

শ্রীল প্রভুপাদ যে কালে মুশৌরী শৈলে শুভাগমন-পূর্ব্বক তথায় শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তৎকালে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য মুশৌরী শৈলোপরি সুরম্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা 'বেলভিডিয়ার' নামক ভবন প্রদান করিয়া শেঠ শ্রীমদ্ রামকিশোরজী শ্রীধামপ্রচারিণীসভার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীপ্রমোদাসুন্দরী ও তদীয় জামাতা

শ্রীযুক্তা প্রমোদা সুন্দরী দেবী এবং তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত করুণাময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের জন্য একবিঘা জমি দান করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুক্তা মনোমোহিনী দাসী

মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ বিশ্বাস মহোদয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা মনোমোহিনী দাসী ভগবৎকথা প্রচারের জন্য আনুকূল্য করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতার আলুব্যবসায়িদ্বয়

কলিকাতা পোস্তার আলুর মার্চেন্ট শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভূঞা ও শ্রীযুক্ত যামিনী কান্ত দে মহাশয় শ্রীধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহোৎসবের সময় আলু প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায়ই আলুসংগৃহীত হইয়া বিপুল মহোৎসবের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুত কানাইলাল মাইতি

শ্রীযুক্ত কানাইলাল মাইতি শ্রীধামপরিক্রমা ও বিভিন্ন মহামহোৎসবাদির সময় ভগবৎসেবার জন্য তণ্ডুলাদি সংগ্রহে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া থাকেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ দত্ত

কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ দত্ত মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী সুন্দর সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতি রবিবার, শ্রীএকাদশী এবং বিশেষ মহোৎসবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর শৃঙ্গারের জন্য [illegible] উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্যবান পুষ্প ও পুষ্পমালোর আবশ্যক। তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া [illegible] এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহোৎসবের সময় মসলা সংগ্রহ ও বিভিন্ন আনুকূল্য সংগ্রহে তাঁহার চেষ্টা নিযুক্ত আছে। তিনি তাঁহার প্রবীণ বিষয়ধুরন্ধরতা নানাভাবে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া [illegible] একজন অকৃত্রিম বন্ধুর পরিচয় দিয়াছেন। বিভিন্ন হরিসেবায় নিয়োগ [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজের [illegible] জ্ঞান বাবুর প্রতি কথাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের যে-সকল পুষ্প ও ফল-ব্যবসায়ী শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা এবং বিশেষ বিশেষ দিবসে ভগবৎসেবার্থ পুষ্প ফলাদি প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীযুক্ত জ্ঞান বাবুর সহিত গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃরূপে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ।

যে সকল শাক-সব্জী-ব্যবসায়ী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য সেবার জন্য অকৃপণ হইয়া প্রত্যহ নানাবিধ তরিতরকারী প্রদানপূর্ব্বক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিতেছেন, শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তাঁহারাও ধন্যবাদের যোগ্য।

পণ্ডিত শ্রীযুত শচীন্দ্রচন্দ্র সুদর্শন-বাচস্পতি

কবিরাজ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র সুদর্শনবাচস্পতি ষড়্দর্শনতীর্থ মহাশয় নানাবিধভাবে গৌড়ীয়মঠের সেবা করায় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুক্তা রজনীকুমারী দাসী

শ্রীযুক্তা রজনীকুমারী দাসী শ্রীচৈতন্যমঠের একটী উচ্চ তুলসীমঞ্চ নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

স্যর পি, এস্ শিবস্বামী আয়ার

ভূতপূর্ব্ব য়্যাড্ভোকেট জেনারেল স্যর পি, এস্, শিব-স্বামী আয়ার কে-টি, সি-আই-ই, কে-সি আই ই মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের মাদ্রাজে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারকালে প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা, প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ এবং শ্রীল প্রভুপাদের অনুগ শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে সভাপতির কার্য্য, বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের বিশেষ অধিবেশন দিবসে সভাপতির পদ গ্রহণের অভিনয় করিয়া শুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্ত শ্রবণে যে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে বহু পার্থিব শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শুনিবার অবসর প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণীসভা স্যর শিবস্বামী আয়ার মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর

মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর His Excellency Lieutenant Colonel, the Right Hon'ble Sir George Fredrick Stanley G. C. I. E. C. M. G. মহোদয় মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দের প্রতি নানাভাবে সহানুভূতি প্রকাশ এবং তাঁহাদিগকে প্রেমধর্ম্ম প্রচারে [illegible] সুযোগ প্রদানে স্বীকারোক্তি প্রকাশ [illegible] ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশূর [illegible] গৌড়ীয়মঠের বিস্তারের সহায়তা করিয়া নিজ মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের মুখে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণেও তাঁহার বহুমূল্য সময় নিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য মহামান্য মাদ্রাজ গভর্ণর-বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

বঙ্গের বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর

বঙ্গের বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর Mr. Frederic Wynne Robertson I. C. S. মহোদয় অতীব সৌজন্যের সহিত শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে কৌতূহল, প্রীতি এবং শ্রীধাম মায়াপুরের প্রচার্য্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রীধাম মায়াপুর পরিদর্শনকালে যে অভিভাষণ প্রদান এবং অপস্বার্থপর কৃত্রিমদলের কল্পিত বিবরণসমূহকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত সত্যের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শনের সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা মহামান্য কমিশনার বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন

শ্রীহরিনাম-বন্দনা

(শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী)

(১)

জয় জয় হরিনাম, অখিল অমৃত ধাম,
নমি প্রভু চরণে তোমার।
তোমার মহিমা-তত্ত্ব, না জানি তব মাহাত্ম্য,
অধম পতিত দুরাচার॥
প্রেমদাতা শিরোমণি, হরিনাম চিন্তামণি,
মহাজনগণ সদা গায়।
শুনিয়াও নাহি শুনি, হৃদয় না দৃঢ় মানি,
এমন দুর্দ্দৈব হায় হায়॥
জয় হরিনাম জয়, সকল মঙ্গলালয়,
নতশিরে বন্দি বার বার।
বিশ্বজীবে দয়া করি, নামরূপে অবতরি,
প্রকাশিছ বিশ্বের মাঝার।
তব শ্রবণে, স্মরণে, পূজনে, শ্রীসঙ্কীর্ত্তনে,
সকল সাধন সার হয়।
তুমি নাম চিন্তামণি, অমল পুরাণ বাণী,
সকল বেদের সমাশ্রয়॥
তোমার মহিমা-লেশে, সিন্ধুতে পাষাণ ভাসে,
ভারত পুরাণে ইহা গায়।
হেন দয়াময় প্রভু, না ভজিনু আমি কভু,
অধম পতিত দুরাশয়॥
নাম করিলে আশ্রয় অশোক অভয় হয়,
তুমি পূর্ণ অমৃত নিলয়
অজ-ভব নারদাদি, নাম ভজি নিরবধি
মহিমার অন্ত নাহি পায়।
কলির দুর্দ্দশা হেরি', গৌরহরি অবতরি',
গোলোকের ভাণ্ডার হইতে।
আনিল যুগল নাম, সাধন সাধ্যের ধাম,
বিলাইল আচণ্ডালাদিতে।
নাম শাস্ত্র ভাগবতে, অজামিল আখ্যানেতে
শুক-মুখ-দ্রব সুধাসার।
মহারাজ পরীক্ষিতে, শুনাইল ভাল মতে,
শ্রীনামের মহিমা অপার॥
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, কৃষ্ণ-সর্ব্বশক্তিধর,
প্রেমামৃত সমুদ্র আকর।
ভক্তগণ লয়ে আশ্রয় তব গুণ সদা গায়
শ্রীনামের জয় জয় জয়॥
ক্রমোন্নতি পক্ষধরি কীর্ত্তনীয় সদাহরি
রূপ গুণ হৃদয়ে স্ফুরয়।
তব স্বল্প স্ফূর্ত্তি পায় ত্রিতাপাদি দূরে যায়
মোক্ষফল কভু নাহি চায়॥
চৌরাশি লক্ষ জনম করি গমনাগমন
অনাদি অনন্তকাল হৈতে।
কিছু সুখ না পাইনু বৃথা কাল গোঁয়াইনু
নাম প্রভু না পারি ভজিতে।
প্রভাত তপন প্রায় নাম তুমি তেজোময়
পূর্ণ জ্যোতিঃ মাধুর্য্য আলয়।
অনর্থ করিয়া নাশ চিত্তে হও সুপ্রকাশ
নত শিরে বন্দিহে তোমায়॥

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

ধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায়ানুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পারমার্থিক পত্র

৪৪৫ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্ল, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্ আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে প্রায় ৩০ মিনিট উত্তর-পূর্বে শীরকপত্তনে আচার্যপ্রভু শ্রীচৈতন্য-মঠের ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাতক্রোশ-পরিধি, পরমিদ্ধ পীঠ বা সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানী। এই মহাতীর্থে শ্রীগৌর-নামের যাবতীয় পাঠকারী-গৌরাঙ্গমন্ত্র, শ্রীবিগ্রহের অঙ্গসৌষ্ঠব, কান্তি, নাটক, অলঙ্কার, তথা শ্রীধাম-ভূগর্ভনিম্নস্থ-শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থান চতুষ্টয়ের অবস্থান ও অন্যান্য এবং তথায় শ্রীগৌর-গোরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও তাহার সাম্প্রদায়িক-আচার্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য সম্বন্ধের সহিত কতা সৌরিক হইয়াছেন। এই মঠরাজের গর্ভে পাঁচটি দৈনিকপত্র সম্পাদন সম্প্রদায়ের অপ্রকাশক ও সুপ্রাচীন প্রত্নপাঁথি প্রভৃতিসম্বন্ধে 'নদীয়া প্রকাশ' সম্পাদক সাহিত্যিক হইয়াছেন। প্রত্যহ প্রাতে শ্রী নাম-সংকীর্তনমুখরিত ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠী ও তাহার প্রাণস্বরূপ মহামহোৎসব দি ভক্তগণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—পঞ্চকারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ 'সংকীর্তি-চারী প্রবরজী, ও শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতরত্নী, শ্রীপাদ নীতাই ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিদাস দাস বৈষ্ণবী প্রমুখ ভক্তগণ।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর শুদ্ধপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি ব্রহ্মমধ্বিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ সঙ্কীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। সভাপতি—আচার্যবর্য শ্রীপাদ পুরুষোত্তম বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব পরিব্রাজকভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরিব্রাজকভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ব্রহ্মচারী বি-এ, শ্রীপাদ কমলোপাল ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীগোপীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরিব্রাজকাচার্য ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

৩ যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের জন্মস্থান পাঠ। এখানে শ্রীশচীদেবী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য প্রভু শ্রীযোগনাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীনবনীদাস অধিকারী, দেবশর্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীসনাতন, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিধী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

৪৩৯, সাহেব।

রক্ষক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীহরি দাস শাস্ত্রী, শ্রীহরিকথা অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁদপুর, সমুদ্রগড়, বর্তমান।

শ্রীল ব্রাহ্মণের প্রাণপ্রিয় গৌরাঙ্গগদাধর-রক্ষক—শ্রীবিশ্বজ্ঞান আশ্রম।

১০ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

নারায়ণগঞ্জ, পোঃ হাটখোলা, ঢাকা

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র—

নাটাগাছা, আহিরণ, বর্তমান।

শ্রীমায়াপুরের শ্রীকুল বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীযুক্ত সহচারী ব্রহ্মচারী।

(১২) শ্রীসনাতন আসন

শ্রীসনাতন প্রাং, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতধর্মের প্রাচীনী প্রচার-কেন্দ্র

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৩ শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমধুসূদনানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং বাবুপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগোর ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

কবিকাকলাবিনী সভা, বালিয়াটী

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীগুণগাঙ্গ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চক্রবেড়, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগন্নানন্দদাসজী। রক্ষচারী পরমানন্দ

১৮ আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাদ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাকান্তজীউ নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলিবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবলিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরাধা-মাধবজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জগন্নাথবল্লভপুরা, কাশী।

গৌড়-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

প্রধান গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, গ্রাম ও পোঃ বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুনাকুড়া, চিরকুড়া, মানভূম। ৺৺ শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেদারানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবধরিয়া।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কৃষ্ণনগর, খানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধেশ সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) বিদ্যা গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

১৮ বেগ সোরাব, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকারঞ্জন, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৬০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১০৲
২। ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমাবতার (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভজনরহস্য ॥০
১৯। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ॥০
২৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

৩৬। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১॥০
৩৭। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৪০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪১। গীতমালা ৴১০
৪২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৴
৪৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৫। সাধনকণ ৴০
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৭। শরণাগতি ৴০
৪৮। গীতাবলী ৴০
৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০
৫১। অর্থপঞ্চক ৴০
৫২। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৴
৫৩। অর্চ্চনকণ ৴১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৫। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৬। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৭। সারাংশবর্ণনম্
৫৮। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৯। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। নামভজন ।০
৬১। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬২। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৩। দি ভাগবত ।০
৬৪। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৭। কল্যাণ কল্পতরু ।০
৬৮। সাধন পথ ০
৬৯। গীতাবলী ৴১
৭০। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয়খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকীল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীহাটপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুকণ্ঠনিঃসৃত সুসিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী স্থূলাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে মনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী
পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা যাবক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীধাম"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

আবহমান সত্যের জয়ঘোষণা—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তরত্নস্মৃতি [৩৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর ১লা বৈশাখ বুধবার ১৩৩৮, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৩১

নানা কথা

বিস্ফোরক আইনানুযায়ী
স্কুলের ছাত্র অভিযুক্ত

কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলের ৮।৯ জন ছাত্রের অভিভাবকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের ৫ ধারানুযায়ী অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল ১০ই এপ্রিল স্থানীয় মহকুমা হাকিমের এজলাসে উক্ত মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। মামলা ২০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিয়াছে।

বয়কটের শক্তিবৃদ্ধি
ল্যাঙ্কাসায়ারের দুরবস্থা

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে ল্যাঙ্কাসায়ারের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে, এই মর্ম্মে লেড অগষ্টাসের সভাপতি মিঃ গ্রাহাম এক উক্তি করিয়াছিলেন। ল্যাঙ্কাসায়ারের বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মিঃ জন গে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, তদন্ত করিয়া জানা গেল যে, ল্যাঙ্কাসায়ারের ব্যবসায়ীদের অবস্থার উন্নতি হয় নাই—ভারতবর্ষ হইতে ব্যবসায় সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাইতেছে না।

মিঃ গ্রে আরও বলেন, সেণ্ট্রাল কমিটির সভায় কয়েকজন সদস্য বলিয়াছেন যে, ব্যবসায়ের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ হইয়াছে, ভারতের ব্যবসায়ীরা নাকি তাহাদিগকে জানাইয়াছেন, বয়কটের কঠোরতা হ্রাস পায় নাই, বরং ইহা এখন আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ল্যাঙ্কাসায়ারের দুরবস্থা

কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলের ছাত্র অভিযুক্ত

করাচী কংগ্রেসের আয়-ব্যয়

গুজরাট বিদ্যাপীঠে মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা

নিখিল বঙ্গ মহিলা কংগ্রেস

চিকিৎসক সম্মেলন, ডাঃ জীবরাজ সভাপতি

*

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণের দ্বারা বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

* *

করাচী কংগ্রেসের আয়-ব্যয় ৬০ হাজার টাকার উপর উঠিত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। কংগ্রেসে যাহারা প্রতিনিধি পাঠাইবেন এবং যাহারা দর্শক হইবেন তাঁহাদের নিকট হইতে যে টাকা সংগৃহীত হইবার কথা তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল:—

কলিকাতা—২৫০,০০০
মাদ্রাজ—২০০,০০০
চাউল—১২ টন, অর্থাৎ প্রায় ৩২৮ মণ
গমের আটা—১২ টন অর্থাৎ প্রায় ৪০৪ মণ
ঘি—১০ টন অর্থাৎ প্রায় ২৭০ মণ
আনারস তৈল—১০৫ টন,

অর্থাৎ প্রায় ২৮৩৫ মণ

বিশেষ দ্রষ্টব্য বাদ, প্রায় ১২০,০০০ টাকার এক ফাইনান্স এক্সপো ফাইনান্স এবং দর্শক ৪,০০০ (এই দর্শক কংগ্রেসের আহারের জন্য টাকা দিবেন) সংখ্যা ৪,০০০ ধরিয়া।

কংগ্রেসের মোট আয় হইয়াছিল ২,৬০,০০০৲ টাকা ইহার মধ্যে ৮ বা ১০ দিনে খরচা গিয়াছে ৭০,০০৪৲ টাকা ৮০,০০০ টাকার বন্ড হইতে ৮০,০০০৲ টাকা [illegible] পাওয়া আশা করা যায়।

কংগ্রেসের ফী বাদে নিখিল [illegible] কংগ্রেস কমিটিকে ১২,০০০৲ টাকা দান করিয়াছে।

মিঃ সৌকত আলী
বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

গত ৮ই এপ্রিল মিঃ সৌকত আলী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

গুজরাট বিদ্যাপীঠে

মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা

গত ১২ই এপ্রিল [illegible] গুজরাট বিদ্যাপীঠের [illegible] উপাধি বিতরণী সভার অধিবেশন হয়। [illegible] আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

[illegible]

গান্ধীজীর বক্তৃতা

[illegible]

স্বামী [illegible]

[illegible] শক্তি [illegible]

আমাদের বিরুদ্ধে, শক্তির শক্তি [illegible] করিতে পারে? দৈব যাহা করেন—তাহা আমাদের দর্শনের অতীত; কিন্তু আমি বলিয়াছি, দৈব আমাদের [illegible] হয় তো আমাদের [illegible] সংগ্রাম আরও [illegible] কঠোর হইবে। দেশ [illegible] নিকট হইতে [illegible] আশা করিবে।

৩০ কোটী লোকের স্বরাজ

[illegible]

আগামী সংগ্রাম

[illegible]

এলাহাবাদে কায়স্থ সভা

[illegible]

[illegible] সভায় প্রায় চারিশত সদস্য সমাগম হইয়াছিল। রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, রায় বাহাদুর [illegible] রায়, [illegible] শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম এ [illegible] বেদান্তভূষণ, মহারাজ কুমার শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতি বিশিষ্ট সভ্যগণ এই সভায় আগমন করিয়াছিলেন।

দুই হাজার টাকার গহনা চুরি

[illegible] দুই হাজার টাকা মূল্যের [illegible] চুরি গিয়াছে। [illegible] সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; [illegible] উপর সন্দেহ হইয়াছে।

নিখিল বঙ্গ মহিলা কংগ্রেস

[illegible]

কংগ্রেস ও প্রদর্শনীর তারিখ

[illegible] প্রদর্শনী [illegible]

মাদ্রিদে সৈন্যদল প্রেরণ

গত ১০ই এপ্রিল মাদ্রিদে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাদের সাহায্য লওয়া হইবে।

[illegible] রাজধানী [illegible] সরকারী [illegible] সৈন্যদল পাঠাইয়া দিয়াছে।

[illegible] হইয়াছে; তবে [illegible] পাওয়া যাইতেছে না।

বিদ্রোহীদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেন্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

প্রকাশ যে, গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে কোন গোলযোগ নাই। তবে খবর এই যে, দুই একটি সৈন্য দলে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে।

৮ই এপ্রিল তারিখে ডাক লইয়া যে আকাশ "আলজন" অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, বেতার বার্তায় মারফতে সংবাদ দিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

চিকিৎসক সম্মেলন

ডাঃ জীবরাজ সভাপতি

বোম্বাইয়ের ডাঃ জীবরাজ এম, মেটা নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। পুনায় এই সম্মেলন হইবে। সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করা হইবে। দেশীয় ঔষধের একটি প্রদর্শনীও খোলা হইবে।

চিকিৎসা বিষয়ে ভারতীয় গবেষণা [illegible], চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা, ভারতীয় ছাত্রদের স্বদেশে ও বিদেশে বৃত্তি ব্যবস্থা, [illegible] সংস্কার আইনে চিকিৎসা, [illegible] বিভাগে ভারতীয় নিয়োগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রস্তাব উক্ত সম্মেলনে উত্থাপন করা হইবে।

নারায়ণগঞ্জে জাতীয় সপ্তাহ

কয়েকটী বিপুল জনসভা

এখানে ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত জাতীয় সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই সম্পর্কে [illegible] কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কয়েকটি জনসভার উল্লেখ করা যাইতে পারে [illegible] অধিকাংশই [illegible] বিপুল জনসমাগম হওয়ায় উল্লেখযোগ্য। স্বামী [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার [illegible] প্রভৃতি [illegible] কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্য্য [illegible] বক্তৃতা করেন।

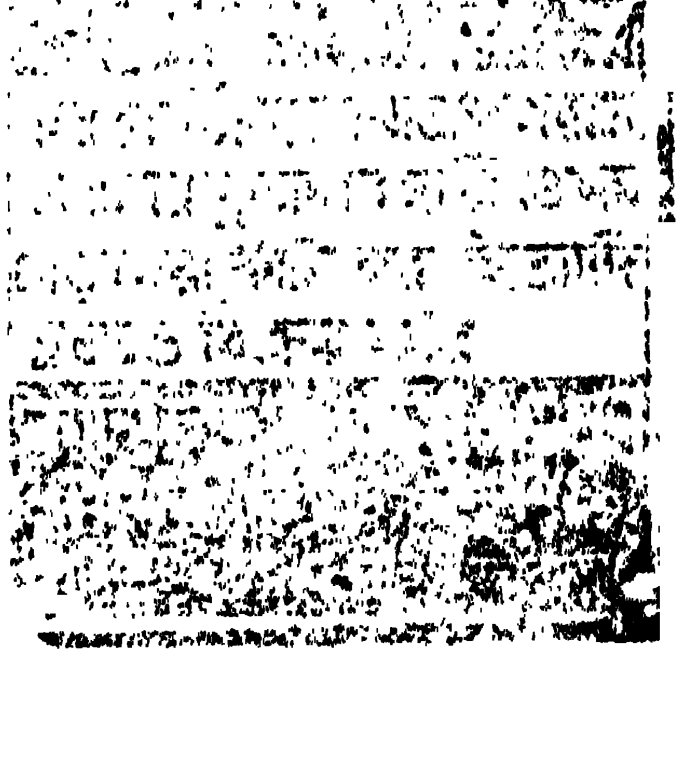

৬ষ্ঠ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীনাম মায়াপুর ২রা বৈশাখ, বুধবার—১৩৩৮

সময়ের সার্থকতা

অতি শৈশবকালে প্রথম যেদিন শিক্ষক মহাশয় সময়ের ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন, তখন "সময় অমূল্যধন" কথাটীর অর্থ বুঝিতে পারি নাই। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছিলাম, সময়ই সংসারিক উন্নতির সোপান। জীবনের লক্ষ্যসাধনে সুযোগের সুবর্ণধারা চালিয়া, সময় অতি দ্রুতবেগে কোন অজানা দেশে চলিয়া যায়, অনেক সাধ্য সাধনায়ও তাহার পুনরাগমন হয় না। সেইজন্যই আর্থিক উন্নতিকামী আধুনিক জগতের মনীষি-বৃন্দের উপদেশ— পলায়নপর সময়কে অর্থের স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখ। অর্থাৎ সময়ের সদ্ব্যবহার (?) দ্বারা ভোগ পরিপূরক ধনের অধিকারী হও। অর্থই জীবনের চরম প্রয়োজন, অতএব সময়কে অভ্যুদয়-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়-জ্ঞানে তাহার অস্তিত্বকে অর্থে পরিণত কর। অর্থনীতিজ্ঞগণ বলেন, যে জাতি বা দেশ যত অল্পসময়ে অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, সেই জাতি বা দেশ ততটা উন্নতি ও সভ্যতার অধিকারী।

আর্থিক জগতের প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য ধনসংগ্রহ অবশ্য করণীয় কর্ম্ম সন্দেহ নাই। কিন্তু সময়াসময়িক পৃথিবীর অপরিণামদর্শী অর্থনীতিজ্ঞগণের অর্থ নীতির সহিত যদি আমরা গৌরপ্রেষ্ঠ আচার্য্যপ্রবরের শ্রীমুখবিগলিত, অমূল্য-ধনপ্রদ পরমার্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক জীবের অনর্থপ্রদ প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে নিত্যধন প্রাপ্তির নিগূঢ় সার্থকতায় নিয়োজিত করাই তাঁহার অপূর্ব্ব অর্থনীতির উদ্দেশ্য। কারণ প্রাণঢালা পরিশ্রমলব্ধ, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ধন-রাশিও মানবকে নিশ্চয়ে রাখিতে বা শান্তি প্রদান করিতে বা মৃত্যুভীতি হইতে ত্রাণ করিতে পারে না। পরন্তু উহাতে অশান্তির মাত্রা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ধনবান্ রূপস্ চাইল্ডের জীবনান্তের করুণ-কাহিনী আমাদের প্রত্যেকেরই আলোচ্য বিষয়।

সমুদ্যত মৃত্যুর করাল কবল হইতে যদি উদ্ধারই না পাওয়া গেল, তবে আর সময়ের পরিণতিস্বরূপ—সুবর্ণ খনিই বা আমাদের কোন উপকারে লাগিবে? আমরা যে সময়রূপী অমূল্য মানব জীবন লাভ করিয়াছি তাহা কি শুধু ভোগানু-সন্ধানের দ্বারা অকল্যাণের চরম ব্যর্থ-তাই বরণ করিবে?—না প্রতিটি মুহূর্ত্ত রূপী নশ্বর জীবন আমাদের অনন্ত জীবন লাভের বন্ধুতাচরণ করিবে? তাই বিশ্ববাসী সকলকেই সময়রূপী চঞ্চল শুভ-সুযোগ-প্রবাহকে পরমার্থের পরম-পূর্ণতায় পরিণত করিবার জন্য পরমার্থ-বিদ্ বৈষ্ণবাচার্য্য প্রবর গাহিয়াছেন—

"প্রেমা পুমর্থো মহান্"

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

যে অবিনশ্বর সম্পদ দস্যু তস্করে অপহরণ করিতে পারে না, জীবনান্তেও যে অক্ষয় রত্নরাশির সঙ্গ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইতে হয় না, অনিত্য মানব-দেহ লাভ করিয়া যদি কেহ সেই প্রকার বৈকুণ্ঠধনের অধিকারী হইতে চায় তবে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে পরমার্থপ্রদাতা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। "সময়ই পরমার্থ"নীতির একমাত্র প্রচারক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নিঃশ্রেয়োবাণী যদি আমরা নিত্য ধারণ করিতে পারি তবে বুঝিব, তুচ্ছ অথচ আপাত মনোরম বিষয় সন্ধানে যে অমূল্য সময় চলিয়া যাইতেছে তাহাই আমাদের পরম প্রয়োজন-স্বরূপ শ্রীগৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবা-প্রাপ্তির শুভ সঞ্জীবনী।

তখন আর বৃথা বিষয়কোলাহলে কর্ণ দিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। চক্ষুকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুসন্ধানে চালনা করিতে অরুচি জন্মিবে। নাসা আর কৃষ্ণ পদারবিন্দের মকরন্দ ভিন্ন অপর সুরভির আকাঙ্ক্ষা করিবে না। জিহ্বা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদ ব্যতীত ইতর বস্তুর আস্বাদনে ব্যস্ত হইয়া সময়ের অপ-ব্যবহার করিবে না—স্পর্শেন্দ্রিয় নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণৈকশরণ সাধুগণের শ্রীচরণরেণু ভিন্ন অপর স্পর্শের কামনা করিবে না। সমস্ত কৃষ্ণেতর-বিষয়-লোলুপ চিত্তবৃত্তিকে হরি-বিষয়-সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধযুক্ত করিয়া নিরন্তর শ্রীমুকুন্দসেবায় নিযুক্ত থাকা শুধু জীবিত কালের নহে পরন্তু জীবিতোত্তর কালেরও চরম সার্থকতা।

"আসক্তি-রহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"
"শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
"বিষয়" বলিয়া তাহে হয় ভুল॥"

—কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিহীন শুদ্ধভক্তি আচার্য্য দেবের এই নিখিল সিদ্ধান্ত সুখ সাগরের পরম চমৎকারিতার মর্ম্ম মাদৃশাধী ভোগ-কুল বা ভোগময় অন্ধ সমাজের বোধগম্য হয় না। কি সে নিখিল বিষয়ের একমাত্র ভোক্তা

র সেবা সৌন্দর্য্য-সম্পাদনে ঐকান্তিক ভক্তের প্রত্যেক চেষ্টা যত্ন সাধ্য জন্য প্রতিটি পল অনুপল অখণ্ড সম্বন্ধীয় হইয়া অবার্থ কালত্ব প্রতিপালন করে তাহা পারেন না। কৃষ্ণভোগ ভোগবুদ্ধি পরায়ণ আমরা বশবর্ত্তী হইয়া অনেক ভক্তগণও ত আমাদেরই সংসার-দোষযুক্ত। অতএব আমাদের সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার না হইলে কি প্রকারে! বৈষ্ণবগণের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারিলে আমরা আচার্য্যপ্রবরের পূর্ব্বোক্ত উপদেশবাক্যের এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিতে পারিব যে, একমাত্র ভগবৎসেবায় নিবেদিত হৈতেই সময়ের সার্থ করিতে পারেন, অন্যে পারেন অপরের সদ্ব্যবহার (?) করা অসদ্ব্যবহার কখনও উহার নিত্যত্ব

শ্রীচৈতন্যমঠে ভাগবত শিক্ষা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ অপরাহ্ণে নিম্নমত-ভাবে শ্রীচৈতন্যমঠে ভাগবত বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। শুশ্রূষুগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীহরিনাম-বন্দনা

(শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী)

(২)

ভাগবত শাস্ত্রে জানি নাম মহিমার খনি
তুলনায় মানি পরাজয়।
শুভ কর্ম্ম তুলনায় মহা অপরাধ হয়
সাধু শাস্ত্র ফুকারিয়া কয়॥
নাম বলে পাপবুদ্ধি সেই এক হতবুদ্ধি
সেই জন নাম কভু নয়।
মাত্র নাম অপরাধ তে কারণে ভক্তিবাধ
শুদ্ধভক্তি না হয় উদয়॥
হে আত্মারমণ রাম তে কারণে রাম নাম
ছিন্না মোর বেঁধে বার বার

শ্যাম ইচ্ছা পূর্ণে বার বার॥
'ছাড়ানেড়ি'পদে পুনঃ না জানিয়া শ্লেচ্ছজন
হেলায় করিয় উচ্চারণ।
পাপ ভয় দূর হৈল পর পারে চলি গেল
পাপমুক্ত হৈয়া সে কারণ॥
কৃষ্ণনাম গুণ-চয় ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়
ভাগবত শাস্ত্রে ইহা কয়।
সেবোন্মুখ হৈলে পরে নাম স্ফুরিত করে
কভু না ছাড়িতে পারে তায়॥

(৩য়ে)

নামাচার্য্য হরিদাসঠাকুর মোর মোহ-পাশ
দেহ মোরে তব নামাশ্রয়।
তব নাম সার্থক হয় জীবন আনন্দময়
চিদানন্দে হৃদয় নাচয়॥
অনাদি কাল অবধি পড়ি' এ ভব জলধি
হাবুডুবু খাই নিরন্তর।
ঘাটে পাকে খুঁজি মরি কাণ্ডারি নাহি পাই
ভবার্ণব অনন্ত অপার॥

শুরুপদাশ্রয় করি হরিনাম তেঁহো করি
দেন জীবে পারের কাণ্ডারী।
তরাইতে নরগণে শুরু ভাগবতগণে
ধরা মাঝে করে কেলে ধরি॥
কৃষ্ণ ঔদার্য্য নাম সকল রসের ধাম
নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত তত্ত্ব।
ভাগ্যবান্ আরায় অন্ত নিয়া নাহি তায়
হবে কৃষ্ণ নামের মহত্ত্ব॥

নাম কৃপ সনাতন স্বরূপাদি গুরুগণ
শুদ্ধনামে তত্ত্ব কৈল সার।
নামাশ্রয় ভক্তি করি' দেবদেবী না ভজি'
কামাদির দাস নাহি আর॥
অভিন্ন নামেতে মুক্ত পুরাণেতে আছে উক্ত
নাম ভজিলেই হবে প্রেমভক্তি।
সদা নাম পরানন্দ মহা মহা প্রেমকন্দ
চতুর্বর্গ তুচ্ছ করি' দেয়॥
ব্রহ্মাদি দেব মহাশয় ... অকাম্যকায়
মহা মহা ...
মহিমার ... মা
... প্রভু যারে কয়॥

হেন নাম প্রভু তুমি পতিত পাষণ্ডী আমি
কৃপা' মোর দশ অপরাধ।
নিরন্তর নাচ রঙ্গে আমার রসনা সঙ্গে,
তবে নাশ অবিদ্যা প্রমাদ ॥
মোর অবিদ্যা-পীড়িত জিহ্বা অতিশয় তিতো
তাতে মন দুষ্ট ভয়ঙ্কর।
গ্রাম্য কথা আলাপনে ভালমন্দ প্রজল্পনে
মহানন্দে সদা থাকে ভোর ॥
(জিহ্বা)
না সেবিল নিত্যপতি হইল পরমাসতী
সদা ভেক কোলাহল সার।
না কীর্ত্তনু আমি নামাভির নামী
সাধ্য কালে একাকার ॥
নাম সর্ব্বাশুভহর অতিশয় শুভকর
সর্ব্বদোষ ক্ষেমকর তুমি।
তুমি সর্ব্বগুণোদধি মধু হৈতে মধুময়
তুমি অভিন্নাত্মা নাম নামী ॥
হরে কৃষ্ণ নাম দুই মহিমা কি কব মুই
সর্ব্বনাম সর্ব্ব মন্ত্রসার।
মহাপ্রভু গৌরহরি কলিহতজীব হেরি'
মহামন্ত্র করিলা প্রচার।
সর্ব্বশক্তি সমর্পিল নামে প্রেমে ভাসাইল
আমি অপরাধী দুরাচার ॥
বিশ্বতৃষ্ণা না হইল ভজিয়া না কেন কৈল
এমন নিঘৃণা জীব ছার।
জগনেতে তৃণধরি সদৈন্যে প্রার্থনা করি
নাম তুমি করুণাসার।
শ্রদ্ধাবিন্দু দান করি' মনকে শমিয়া হরি
স্ফূর্ত্তি হও হৃদয়ে আমার ॥
মহামন্ত্র হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে অবিরাম
রসনায় স্ফুরুক্ আমার।
নাম মহিমার কথা গাই যেন পুনঃ পুনঃ
সোল নাম বত্রিশ অক্ষর ॥

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য

(ভক্তিরঃ শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)

একমাত্র ঈশ্বর-বিশ্বাসই সৌভাগ্যের লক্ষণ তদভাবে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। ঈশ্বরবিশ্বাসহীন বুদ্ধি অসতী বুদ্ধি। আসতী রমণীগণ যেরূপ চিত্তাচিত্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাসহিত জগজ্জঞ্জাল মাত্র, সেই প্রকার ঈশ্বরবিশ্বাসহীন দুর্ভাগাগণও জগজ্জঞ্জাল মাত্র।

ঈশ্বরবিশ্বাসী বস্তুতত্ত্ববিৎ। তাঁহারা ভগবদ্ভক্তে, ভগবদ্ধামে, ভগবন্নামে বিশ্বাসপরায়ণ। যাহাতে সহজে জীবন যাপন করিয়া ভক্ত-ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়, সৌভাগ্যবান্ ঈশ্বরবিশ্বাসিগণ তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত। ঈশ্বরবিশ্বাসিগণ সদসদ্বিচারে নিপুণ থাকিয়া সাধু অসাধু নির্ণয়ে সমর্থ; সেইজন্য বঞ্চিত-বঞ্চক ও ঠগ-ঠাকুর তপস্বী বকধার্ম্মিকগণের কবলে পতিত হইবার আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বর-বিশ্বাসীর নাই। দৈবাৎ স্বকর্ম্ম-বিপাকে উহাদের কবলে পতিত হইলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস-প্রভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসীর সেই দুর্দৈব অচিরাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই সমস্ত ভটস্থ লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরবিশ্বাসীর সৌভাগ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঈশ্বরবিশ্বাসাভাবে যে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা মানবগণ প্রতি পদে বাধিত। কারণ ঈশ্বর বিশ্বনিয়ন্তা বলিয়াই নাস্তিকবাদ বা মায়াবাদ, ত্যাগবাদ বা ভোগবাদ প্রভৃতি জঞ্জাল আসিয়া প্রত্যেকটী মনুষ্যকে আত্মঘাতনের পথে লইয়া যায়। তখন সদসদ্-বিবেচনা-বাহিতা গোপে হবিষ্যাল ভিক্ষে হইয়া অসতের প্রশ্রয় দিয়া সাধুর উচ্ছেদ-সাধনে ব্রতী হয়। নিজের পঞ্চ-সকল একত্র সমবেতিতে পঞ্চ ভূতে আত্মাকে ঋণ প্রদানে ব্যস্ত হয়, সেই প্রকার নাস্তিকগণ নায় সংহচর্য্যে ঈশ্বর বিশ্বাসীর সংসর্গ ধ্বংসে বদ্ধ পরিকর হইয়া নরকাগ্নি গর্ভে আত্মঘাতন করে।

মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া সদসদ্ বিচারে বিমুখ থাকা—নাস্তিকতা আনয়ন করা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের পরিচয় আর নাই। তাদৃশ নাস্তিকতায় ঈশ্বরবিশ্বাস বিলুপ্তি থাকিয়াও নাস্তিকগণ হতভাগ্য।

সুতরাং ভগবদ্ভজন দ্বারা সৌভাগ্য লাভ এবং তদভাবে দুর্ভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার অধিবেশন-বিবরণী

(১৮)

মিঃ ওয়াট্‌সিং

ইতঃপূর্ব্বে ই, আই, রেলওয়ের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ওয়াট্‌সিং শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণকে নানা প্রকার সুবিধা প্রদান এবং কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অনুরূপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সত্যের প্রতি উন্মুখতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধাম প্রচারিণী সভা একত্র তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

নদীয়ার ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারিগণ

নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, সি, রায়; নদীয়ার এস্, ডি, ও শ্রীযুক্ত অনাদিরঞ্জন বসু; ডিষ্ট্রীক্ট কালেক্টর শ্রীযুক্ত তারানাথ গুপ্ত শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সত্যপ্রচারে নিরপেক্ষতা প্রদর্শন এবং পুলিস বিভাগের সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রঙ্গিন লাল ঘোষ; রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার ডি, এস্, পি মহোদয় দ্বয় কোলদ্বীপ-পরিক্রমাকালে শান্তিরক্ষার বিধান করায় শ্রীধাম প্রচারিণীসভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

গৌরাশীর্ব্বাদ-প্রদান

অতঃপর সভাপতিপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয় সেবানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের বিভিন্ন সেবা স্বীকার করিয়া নিম্নলিখিত "গৌরাশীর্ব্বাদ" ভূষণে বিভূষিত করেন—

দিনাজপুরের কুমার বাহাদুর রায় সি, রাজসাহেব শ্রীযুক্ত বলিন্দ্র নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাঃ মহোদয় শ্রীধাম প্রচারিণীসভার সম্পাদক হইয়া বেদান্তবিচারে নৈপুণ্য-বিকাশ সহকারে ভক্তি সেবানুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীধাম প্রচারিণীসভা 'বেদান্তভূষণ' উপাধি প্রদান করিলেন।

মালদহনিবাসী মহামান্য রায় সি, এম, শঙ্করনারায়ণ আমার বি, এ, বি, এল্ অবসর গ্রহণোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় আনুকূল্যে তথায় যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীধাম প্রচারিণীসভা তাঁহাকে 'শিক্ষাভূষণ' উপাধি প্রদান করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীভক্তিকল্পতরু মহামান্য আয়ার মহোদয়কে শ্রীধাম প্রচারিণীসভা 'গৌরাঙ্ঘ্রি রেণু' এই গৌরাশীর্ব্বাদ নাম প্রদান করিলেন।

ঢাকা মাণিকগঞ্জ হরিসভার সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা বিরাজ মোহিনী দে মহোদয়া প্রতি বৎসর ভক্তিগ্রন্থাদি সম্পূর্ণ স্বব্যয়ে প্রকাশ এবং শ্রীধাম মায়াপুরে যাত্রীদের জন্য ভজনাদি নিম্নস্থান, ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে বিভিন্ন ভাবে আনুকূল্য, ঢাকা শ্রীগোপালজীউর মঠের পুতন মন্দির স্থাপন প্রভৃতি গৌরপ্রিয় কার্য্যাবলীর দ্বারা নানাবিধভাবে ভগবৎসেবায় উন্মুখতা দেখাইতেছেন। শ্রীধাম প্রচারিণীসভা এই জন্য তাঁহাকে 'ভক্তিভূষণ'—এই গৌরাশীর্ব্বাদ-নামে ভূষিত করিলেন।

ঢাকা নিবাসী শ্রীযুত কিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের শ্রীপাটের নব-নির্ম্মীয়মান মন্দিরের অবশিষ্টাংশ সুসম্পন্ন করিয়া দেওয়ার ভার গ্রহণ করায় এবং শ্রীধাম পরিক্রমাকালে ও ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সেবায় বিভিন্নভাবে আনুকূল্য করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা কর্ত্তৃক 'ভক্ত্যাশ্রম' এই গৌরাশীর্ব্বাদ নামে বিভূষিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় চিত্রবিদ্যাদ্বারা নানা-বিধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে পরমার্থ-সেবায় চিত্রকলা নিযুক্ত করায় শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাকে 'কলাকোবিদ' উপাধি প্রদান করিলেন।

উপাধি-পত্রমালা

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

রাজর্ষয়ে কুমারায় শ্রীমতে শরদিন্দবে।
নারায়ণকরাম্ভোজ রায়পদাশ্রয়ায় চ ॥
রাজসাহেব ইত্যেতৎ রাজদত্তোপনামিনে।
ধামপ্রচারিণী সংসৎসম্পাদকায় ধীমতে ॥
মহাসুকুলভাবেন সদ্গুণাবলিশালিনে।
বেদান্তবিদ্যাবৈদগ্ধ্যবৈশিষ্ট্যভূষণায় চ
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যেভ্যো মুদা প্রদীয়তে।
উপাধিমাত্মনঃ 'বেদান্তভূষণ' ইতি বিলসত্তম্ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে ॥
পক্ষেষু বসুভক্ত্যাংশু শাকাব্দেঽস্মিন্
শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে ॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য প্রচারকপণ্ডিতঃ।
অখিলভাবরানুষ্ণ সদুপদেশভাবিতম্ ॥
প্রচারয়তি সর্ব্বাত্মন্ আয়ার ইত্যুপনামকঃ
পি, এন্, শঙ্কর পূর্ব্বোঽসৌ নারায়ণঃ
সতাং মতঃ ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যেভ্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
'গৌরাঙ্ঘ্রি রেণু'রিত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে ॥
পক্ষেষু বসুভক্ত্যাংশু শাকাব্দেঽস্মিন্
শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে ॥
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতি

পাক্ষিক পত্র

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পত্রিকা

পারমার্থিক বাঙ্ময়ের একমাত্র প্রচারিণী

বিশুদ্ধভক্ত ও উপন্যাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিতরিত হউক

ভিক্ষা। ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

সম্পাদক

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; গৌরের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ প্রতি প্রবন্ধের ও খণ্ডের সূচী সাম্য, শব্দসূচী, স্থাননামসূচী, পাত্রসূচী প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড, অক্ষরে ছাপা, আর্টপেপার আবরণ। সুন্দর মটকার কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—এক টাকা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

[illegible]

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাজ্ঞপ্তি

(সংকলনগ্রন্থ)

বিষয়:—১। হরিনামের মাহাত্ম্য শাস্ত্রযুক্তি অর্থাৎ নামসম্বন্ধের বেদোপনিষদ চরিত্র ও বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের [illegible] সম্বন্ধের [illegible] শাস্ত্রীয় সাক্ষ্য মূলে যথাযথ বিচার। বিশেষত প্রমাণিত হইয়াছে। ১মখণ্ড ৵০, ২য় খণ্ড ৵০, ৩য় খণ্ড ৵০, ৪র্থ খণ্ড ৵০, চারখণ্ড একত্রে ১৲ টাকা। এক খণ্ড মাত্র

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—

শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৲ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বেদান্ত [illegible] আমাদিগের রচিত গ্রন্থ। ইহার মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন [illegible] পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

শিক্ষাপত্র

বাবদান [illegible] সপ্রণাম !!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, যাদের তৈল খারাপ করিবার সময় কিনিবার গায়ে ইংরাজী অক্ষরে [illegible] নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা ক্রয়-চৌরগণ কমদরের ক্রটিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে

কেরোসিন কুহকিনী

নূতন এবং পুরাতন সাবধানিদের জন্য

[illegible]

এই কেরোসিন কুহকিনী ব্যবহার করিলে প্রতি [illegible] ভয়ঙ্কর [illegible] বিনা ব্যয়ে [illegible]

ডাঃ মাঃ [illegible] টাকা

[illegible] ৩য় বেঙ্গল ভলণ্টিয়ার্স

[illegible] ডাক্তার [illegible] ভক্তি-গ্রন্থাবলী :—

ভক্তিপ্রীতি

সচিত্র সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা।

[illegible]

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

[illegible]

সচিত্র সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

[illegible]

ভক্তি-গ্রন্থাবলী

ঊর্দ্ধ্বধর্ম্ম

শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারকালের ভেদ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৌদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধাভক্তি ও রাগভক্তির ভেদ, হরিনামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুষ্কতর্কের তাৎপর্য্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগুরুর অধিকার ও ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, সাক্ষাদ্ধর্ম্ম ও বৈমাত্রধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শব্দমন্ত্রের সহিত অন্নের কারণ, শ্রদ্ধায় কৃপণ শ্রৌতপথ, অধিকারবাদ, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের আলোচনা, পারকীয়রস, মধুররস, গৌরাঙ্গদেব প্রচারিত নবীন সাম্প্রদায়ের অপ্রাকৃত নিগূঢ় মতাবলী ও সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এই একখানি গ্রন্থের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের প্রবেশের সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় বিষয়ের এরূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বি, এ, বোম্বাই-বাঙ্গালোর-মাদ্রাজ-মেল ইহাতে এক গাড়ীতে উঠিয়াছেন। আবার সূচিপত্র সূচী, কথাসার ইত্যাদি থাকা বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বিনা ষ্টাম্প, সোণার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ১৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

[illegible] বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাধা—১৷৹ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ও অনিত্য সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া নিষ্কাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সম্যক্ প্রমাণিত হইয়াছে। ধর্ম্মের মর্ম্ম ও আত্মার তত্ত্ব কি? ঈশ্বর, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় মীমাংসার এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হয় নাই যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিষ্কৃতি হওয়া যায় না।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে আকারের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীশিক্ষাপত্রী

বিতীয় সংস্করণে ৵০ আনা

শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে আকারের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বঙ্গবৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠসমূহ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমায়াপুর হইতে প্রায় ৩০ মণ উত্তর-পূর্বে ঈশোদ্যানে আদি গৌড়ীয় শ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থানে সাত শত বৎসর পূর্বে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত, পরমহংস সংহিতা, ভজনরহস্য, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, বেদ, বেদান্ত-উপনিষদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সহ চতুঃষষ্টি অধ্যায়ন ও অধ্যাপন করেন এবং তথায় ইংরাজী-শিক্ষিত ও সাহেব সাম্প্রদায়িক-প্রচারকগণের বিদ্যার্থে বেদ ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মঠেরই পার্শ্বস্থিত বৈষ্ণব ও সাহেব সম্প্রদায়, অধ্যাপক ও প্রাচীন গ্রন্থরাজি সংগ্রহপূর্বক 'সজ্জন-তোষণী' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা-সময়ে একবার এখানে কীর্তন-মুখে মহোৎসব হইয়া থাকে। এখানকার শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি—শ্রীধাম নিবাসী ব্রহ্মচারী, সম্পাদক—শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী ব্রহ্মচারী, সহকারী সম্পাদক—শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী ব্রহ্মচারী, শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী ব্রহ্মচারী, শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী ব্রহ্মচারী, শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী ব্রহ্মচারী, শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী ব্রহ্মচারী, শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী ব্রহ্মচারী।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাশ্চাত্য ভূমিতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় ঔপনিবেশিকদের আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই অপ্রাকৃত-সম্প্রদায়ে ঈশ্বরপুরী-শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জীব সম্পর্কে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাবোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুক্ত-বায়ুস্থান সংস্কার ও রচনা করিয়াছেন। পৃথিবীর সকল শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই মঠালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সম্পাদক পরিব্রাজকাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের আনুগত্যে একখানি অতিশয় উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায় বিনামূল্যে প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ মঙ্গলারতি, সপ্রেমনাম-সঙ্কীর্তন-যোগে, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লীলা ও গ্রন্থরাজের সরল আলোচনা হইয়া থাকে। সম্পাদক—আচার্য শ্রীমদ্ভক্তি কৃষ্ণায়ন মহারাজ। সহকারী—পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান বাসুদেব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান নৃসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান সঙ্কর্ষণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান বাসুদেব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান প্রদ্যুম্ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান অনিরুদ্ধ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান পুরুষোত্তম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান অধোক্ষজ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান অচ্যুত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান জনার্দন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান উপেন্দ্র মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান হরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান কৃষ্ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান অধোক্ষজ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান অচ্যুত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান জনার্দন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান উপেন্দ্র মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান হরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান কৃষ্ণ মহারাজ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর। আদি-ভাগীরথী-তীরে মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের নিত্য সেবা ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-জন্মোৎসব মহাসমারোহে হইয়া থাকে। রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য প্রভু নরহরি-দাস। সহকারী শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী। শ্রীবাস-অঙ্গন আশ্রমবাসী, বেদান্তরত্ন শ্রীকালাচন্দ্র।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস ও শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার বাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅযুত কৃষ্ণ, শ্রীঃ কুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র ভট্টাচার্যজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনরোত্তমদাস।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, অকপণ্ডা (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরকিশোর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—হরিকৃষ্ণ ভাকার ব্রহ্মচারী

মুকুন্দানুজী দাস, ওম, ওঁ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহম নিবাস।

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র কাঞ্জিলাল বি. এ, বি. টি, এল, সহকারী—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কাঞ্জিলাল, শ্রীমহেন্দ্রকৃষ্ণ অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগোর-গদাধর মঠ

চাঁদপাড়া ষ্ট্রীট, সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রচারিত শ্রীগৌর-গদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ অধিকারী।

(১০) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ

দাশপাড়া, কাঁথি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমুকুন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র

ভট্টাচার্য ষ্ট্রীট, আগরপাড়া, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার কার্য।

রক্ষক—শ্রীভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীনবদ্বীপ প্রেস, রুদ্র পুর, নদীয়া।

ভাগবত-শিক্ষায় ব্রহ্মচারী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীপ্রকাশ মঠ

টেলিপাড়া, সোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ

মায়াপুর ষ্ট্রীট, চাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ পাঞ্চরাত্রিক বিগ্রহের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীরাধাগোপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

[illegible] সভা, পুরী [illegible]

শ্রীগদাধর-গৌর [illegible] সেবা

রক্ষক—শ্রীগোপাল দাস বাবাজী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনাশ্রম মঠ

চকবাজার, বাহাদুরপুর, নবদ্বীপপুর।

এখানে শ্রীমদ্ভক্তি বিজ্ঞান [illegible] নিত্য সেবিত হন। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধরানন্দজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীনরসিংহানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া শ্রীপদ্মাশ্রম

বাজবাঁধ [illegible] বর্দ্ধমান।

শ্রীবিষ্ণুপাদের [illegible] সেবা [illegible]

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোপীনাথ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আঠারনালা, বাজার পুল, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ। অনুষ্ঠান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনরসিংহপ্রিয়া শ্রীমদনমোহন। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবলিমর্দনবাহনী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

ভট্টাচার্যপাড়া, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পঞ্চাক্ষর মন্ত্রাত্মক-শিক্ষাগুরু। নিত্য শ্রীগুরুসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ মঠ

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব কৃপা, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যরস সেবা।

রক্ষক—শ্রীগদাধরদাস ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপদ্মমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ গদাধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক ব্রহ্মচারী বীণু সংকীর্তন ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দকিশোর।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুনাকলা, চট্টগ্রাম, নারায়ণ, ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ বাবু, শ্রীগৌরাঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীবাবু কীর্তন দেখাইবেন।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দরানন্দজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া শ্রীপদ্মাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, হাবড়া

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

১৮ তেগ বাহাদুর, সিটি দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া শ্রীপদ্মাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

মঠাশ্রিতের প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৫০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যত্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। ব্রাহ্মমাহুরী ওলসৌরভঃ সানুবাদ (যন্ত্রস্থ) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৷
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১ আবাঁধা)
১৩। বৈষ্ণবমহিমা-সমাজোক্ত (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীগৌরনাম-চিন্তামণিঃ ৸৹
১৫। নবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণ ৸৹
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৹
১৮। ভজনরহস্য ৷৹
১৯। গীতার কেবল নিষ্কাম-কর্ম্ম ৷৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
২১। সাধনকণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৹
২২। শ্রীচরিতকিঙ্করকণ্ঠোক্তা সানুবাদা ৷৹
২৩। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৹
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২৬। গৌড়ীয়-স্বাতন্ত্র্য ৷৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
২৮। মাধবমহিমা সানুবাদ ৷০
২৯। তত্ত্বসূত্রাবলী বা ভাগবতার্কমরীচি ৷০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিস্তৃত ও অনুবাদ সহ) ৷৹
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৩৩। শ্রীভূগোলবর্ণন ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

(ক) প্রথম খণ্ড ৷৹
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১৷৹
৩৭। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। দীপ-দর্পণ-দলন ৵০
৪০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪১ গীতমালা ৵১০
৪২ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৵
৪৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৫। সাধনকণ ৵০
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৭। শরণাগতি ৵০
৪৮। গীতাবলী
৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?
৫০। সাংখ্যবাণী ৵০
৫১। অষ্টকম্ ৵০
৫২। শ্রীগুর্ব্বষ্টকম্ ৵০
৫৩। অষ্টকম্ ৵০

ইংরেজী অক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। শিক্ষা-সপ্তশ্লোকীভাষ্যম্ ৷৹
৫৫। মহীক্ষ অষ্টকম্ ৷০
৫৬। কৃষ্ণ-স্তবঃ ৷
৫৭। সংক্ষেপ-গীতা ৵০
৫৮। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন ৵০
৫৯। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পরিচয়ঃ ৵০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬০। শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ৷৹
৬১। কল্যাণ-কল্পতরু ৷৹
৬২। নামের গীত ৷০
৬৩। গীতাবলী ১
৬৪। শরণাগতি ১

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

প্রভুপাদের

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কাম্যানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথা—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম-খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীনবদ্বীপভাব, শ্রীবাসভবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয়-খণ্ড—শুষ্কা ও বিদ্ধা ভক্তি, নামযোর শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, বিগ্রহের ময় ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীবাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগুরুপাদপদ্মভজন-পথ, শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী, চৈতন্যের দয়া, গৌ ও কৃষ্ণকথা চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাময় বক্তৃতা-বিভূষিত। ডাক মাশুল।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ডাক খরচ স্বতন্ত্র। ডেড় টাকা,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

[illegible] ঔষধ সেবনে [illegible] পাইবে। [illegible] ঔষধ সেবনে আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। ঔষধ সেবনের পর [illegible] পথ্যাপথ্য বিচার করিতে হইবে না। যাবতীয় রোগীদের খাওয়া দেখা করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ৫০ আনার ষ্ট্যাম্প সহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, পোঃ নৈকাটী, নদিয়া।

(ইহার নিকট টাকা পাঠাইলে সত্বর কোম্পানীর অংশীদার হইতে পারেন।)

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত অরিন্দম মিত্র, ১২৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যাম বাজার, কলিকাতা।

এজেন্সীর পত্র:—[illegible] গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় [illegible] কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীহরিপদ কিশোর রায় চৌধুরী। (ম্যানেজার ব্যাঙ্গালোর, ২৩, ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।)

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীহাটপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুকণ্ঠনিঃসৃত সুসিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী স্থূলাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

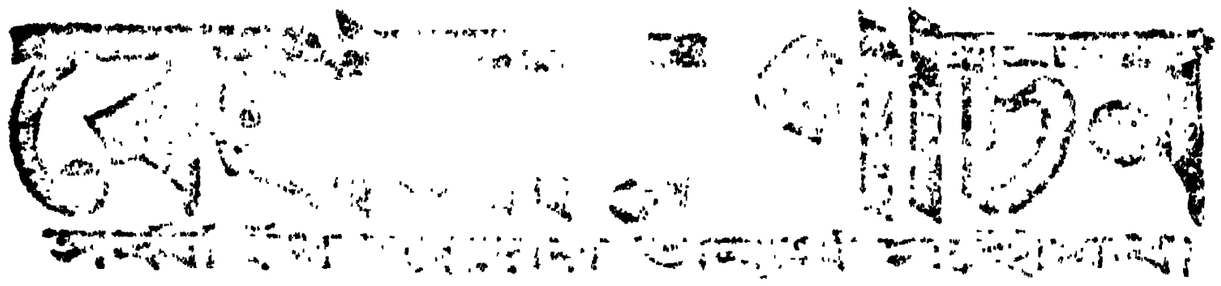

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, ধবজভঙ্গ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্যারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৩ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক । সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ ডয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবার
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৫৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

সাপ্তাহিক হার
বার্ষিক ...
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ৩৲
মাসিক ১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তরত্নস্পতি [৩৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর ৩রা বৈশাখ মঙ্গলবার ১৮৮৮, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৫১

নগর-সঙ্কীর্ত্তন

গত ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার পূর্ব্ববঙ্গিনী মহাবাহিনী হিন্দিতে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, নামক উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীধামের ভক্তবৃন্দ, এবং স্থানের হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীসহ মহাসমারোহে সঙ্কীর্ত্তনমুখে নব অভ্যুত্থানকল্পে-সংগঠিত শ্রীধাম নবদ্বীপের কৌস্তুভমণি আত্ম-নিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ শ্রীধাম মায়াপুর, যোগপীঠ, বামুনপুকুর, কাঞ্চন-ডাঙ্গা শ্রীবিষ্ণুর প্রাকৃতিক চারি সমুদ্র পরিক্রমা করিয়াছেন। এই সঙ্কীর্ত্তনের বিস্তৃত সংবাদ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীধামে যাত্রীর সংখ্যা

গত ৩০শে চৈত্র সোমের শেষ দিনে এবং ১লা বৈশাখ নব বর্ষ দিবসে শ্রীধাম মায়াপুরের পার্শ্বদেশে প্রবাহিতা ভাগীরথী-তরঙ্গে স্নানান্তে অনন্যা যাত্রী আসিয়া মধুরা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমন্দির মহাযাগপীঠে, গৌড়মণ্ডলের যাবতীয় শ্রীধাম সমূহে, শ্রীঅদ্বৈতবটে এবং অন্যান্য গৌরাঙ্গলীলা শ্রীচৈতন্যমঠে সমাগত হইয়া শ্রীবিগ্রহের নয়নমনোহারিণী শ্রীমূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। আগামী পনরই বৈশাখ পূর্ণিমা। বহুলক্ষ যাত্রী এখন হইতেই শ্রীধামে আগমন করিতেছেন।

শ্রীমায়াপুরে নগর সঙ্কীর্ত্তন

"দেশ হইতে হিংসার ভাব দূর কর"

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

"কংগ্রেসের সংহতি মিলন প্রয়োজন"

ভীষণ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা

চা-পান-ত্যাগের উপায়

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

নানা কথা

কালীগঞ্জের সংবাদ

কলেরা

কালীগঞ্জ অঞ্চলে কলেরা প্রতি বৎসর চাষী ও কৃষক সম্প্রদায় পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া পৌষ মাঘ ফাল্গুন অবসরে গানের দল বাঁধিয়া ... বিভিন্ন গ্রামে গান গাহিয়া বেড়াইত। এ বৎসর তাহারা ... গানের পরিবর্ত্তে আন্দোলন, নিপ্রতীকার ... আলোচনা, সংক্রামের ব্যবহার ... বহুল পরিমাণে প্রচলিত পাঁচালী, ছড়া ও ... গীত হইয়া অত্যন্ত গভীর ভাবে ... করিতেছে।

গাজনে নূতন গানের সৃষ্টি

উক্ত অঞ্চলে চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে প্রতি বৎসর চাষী ও কৃষক সম্প্রদায় পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া পৌষ মাঘ ফাল্গুন অবসরে গানের দল বাঁধিয়া ... বিভিন্ন গ্রামে গান গাহিয়া বেড়াইত। এ বৎসর তাহারা ... গানের পরিবর্ত্তে আন্দোলন, নিপ্রতীকার আলোচনা, সংক্রামের ব্যবহার ... বহুল পরিমাণে প্রচলিত পাঁচালী, ছড়া ও ... গীত হইয়া অত্যন্ত গভীর ভাবে ... করিতেছে।

গাঁজাখোরের সংখ্যা বৃদ্ধি

কালীগঞ্জ বেশী মদের দোকান ... আন্দোলন উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গাঁজা খোরের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে। ... মদ্যপেরা ... গ্রামে যায় ... তাহারা ... গাঁজা খাইয়া ... মহাকোলাহল ... ও ... গান গাহিয়া বেড়ায়। ... খানটী ... গ্রাম-প্রধান ... কালীগঞ্জের ... ব্রাহ্মণ ও সমাজপতি-গণের দৃষ্টি এদিকে পড়িবার সময় হয় নাই কি?

অফিস স্থানান্তরিত

কাশীগঞ্জ হইতে ৬ মাইল ইলামবাজার অফিস দেবগ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহাতে স্থানীয় লোকের অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

ভীষণ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা

ডাইমন্ড টোলগ্রাফ অফিসের কাজ চলিতেছিল। অফিসের ছাদের মধ্যভাগে পাইপের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক তার ছাড়িয়া যাইবার সময় তার দুইটী ভাঙ্গিয়া পড়ে। একটী তার ছাদের উপর পড়িয়া যায়। অপরটী লাগিয়া একটী মজুরের মৃত্যু হয়। তাহার সঙ্গীরা ভয়ে পলায়ন করে। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, বৈদ্যুতিক শক্তিতে মৃত্যু হইয়াছে। ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে পাঠান হইয়াছে।

"কংগ্রেসের সহিত মিলন প্রয়োজন"

গত ১২ই এপ্রিল মিঃ আমীর আলির সভাপতিত্বে এম্ এ-মুসলিম সভাগৃহে এক সভা হয়। সভায় কানপুর এবং অন্যান্য স্থানের সাম্প্রতিক ঘটনা লইয়া দুঃখ এবং পরিতাপ প্রকাশ করিয়া একটী মন্তব্য গৃহীত হয়। সভায় সকলেই এক মত ব্যক্ত করেন যে, সাধারণভাবে দেশের এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য ভবিষ্যতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অবিলম্বে মুসলমান এবং কংগ্রেসের মধ্যে একটা মীমাংসা হওয়া দরকার। ইহা না হইলে আগামী নির্বাচনে এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত দেশের পক্ষে অত্যন্ত একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উপস্থিত হইবে। সম্প্রতি দিল্লীতে যে সভা হইয়া গেল তাহাতে এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই এজন্য সভায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলোচনার জন্য মুসলমান সমাজের অবিসংবাদী নেতা কে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সভায় স্থির হয় যে, ভারতের ৩০ কোটি মুসলমানের মধ্যে ৩ কোটি মুসলমান যাহাতে অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের মতিক দ্বারা উপস্থিত করেন এবং কংগ্রেসের সহিত একটা মীমাংসায় আসিতে পারেন তজ্জন্য মুসলমান-দের নিকট আবেদন জানান হয়। মিঃ জিন্না সম্প্রতি ভারতীয় রাষ্ট্রিক সমিতি-সমূহের সম্মিলিত সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত এবং সঙ্ঘের পক্ষ হইতে গোল-টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন এজন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে।

মুক্তি সঙ্ঘের বাৎসরিক উৎসব

শ্রীযুত সুভাষ বসু আমন্ত্রিত

বারাণসী মুক্তি সঙ্ঘের প্রথম বার্ষিক উৎসব গত ৯ই এপ্রিল বেণীমাধব পুরায় অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে একটী সাধারণ সভা হইয়াছিল। স্বামী জ্ঞানানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশীর যুবকদের এই সঙ্ঘে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট টেলিগ্রাফযোগে আমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন—ইহা যেন অমৃতসরের পরে কলিকাতা কিংবা অন্য কোথাও করা হয়।

"দেশ হইতে হিংসার ভাব দূর কর"

গুজরাট বিদ্যাপীঠের সভা

গত ৩রা এপ্রিল প্রাতঃকালে শ্রীযুত ভি. এ. পাটবর্দ্ধনের সভাপতিত্বে গুজরাট বিদ্যাপীঠের গ্রাজুয়েটদের এক বার্ষিক সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। তথায় প্রায় ২০০ শত গ্রাজুয়েট উপস্থিত ছিলেন। সম্মিলনীতে মহাত্মা গান্ধীর প্রেরিত একটি বাণী পঠিত হয়। উহাতে বিদ্যাপীঠের গ্রাজুয়েটদিগকে বিশেষ আশা করিয়া তাঁহাদের ত্যাগের জন্য অভিনন্দিত করিয়া গান্ধীজী বলেন যে, তাঁহার নিকট হইতে আরও অধিক আশা করে এখন সময় আসিয়াছে। হিংসার ভাবে পরিপূর্ণ। এই সময় ছাত্রগণ যদি যথাযথভাবে নয়া এবং অহিংসার ভাব মনে প্রাণে গ্রহণ করে তবেই তাহারা হিংসাপূর্ণ ভাবকে অনেকাংশে বিদূরিত করিতে পারিবে।

সভায় পাঁচটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, একটিতে বিদ্যাপীঠের জন্য অর্থসাহায্যের আবেদন করা হয় এবং অপরটিতে গ্রাজুয়েটগণের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলির সংগ্রহের জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত হয়।

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীযুত রাজা গোপালাচারি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "বিদ্যাপীঠে আজ দের শুভদৃষ্টি হলো। ভারতবর্ষে দুইটি আশ্রম আছে—একটি নিম্ন পাঠ, অপরটি আশ্রম। ইহার মধ্যে কেন্দ্রটি ভাল কল দেখাইতে তাহা তাঁহারা (গ্রাজুয়েটগণ) করিতে পারেন। তা হতে আজ দুইটী চিন্তা ধারা চলিতেছে—একটী স্বাধী সেনাবাহিনী রক্ষার পক্ষে, অপরটী জাতীয় সৈন্যদল রাখার পক্ষে। আশ্রম এবং বিদ্যাপীঠ যাহারা আছে তাহাদের ত্যাগ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত স্থায়ী সেনাদল সংগঠিত হইয়া সাফল্য লাভ করিবে, না আমার ও অন্যান্য কর্ম্মীর ন্যায় জাতীয় সৈন্যগণ এই সংগ্রাম করিবে তাহাই সমস্যা। এই প্রশ্নের উত্তর বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ দিতে পারেন।"

উপসংহারে তিনি গ্রাজুয়েটদিগকে বলেন, তাঁহারা যেন তাহাদের অধিকাংশ স্বদেশী প্রীতির কথা ভুলিয়া না যায়।

চা পান ত্যাগের উপায়

ডাঃ ঘোষ জনৈক রাষ্ট্রনায়ক জনৈক বন্ধুকে চা পান ত্যাগের উপায় বিষয়ে ১৩টা উপায় নির্দ্দেশ করিলেন এবং ঐ ৩টি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

প্রথম কারণে তিনি চায়ে চিনি মিশ্রিত করিতে বলেন (যে রকম আমরা চা'র জন্য ফুটাই হয়) তাহা আমাদের তাহার সাথে কিছু পানি মিশ্রিত করিয়া ফুটাইয়া লইয়া পান করিলে চা পান ত্যাগ করিতে পারি ঘরে। এতে শরীর খুব ভাল থাকে, কাহারও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং ... লাভ হইবে।

মৌলানা সৌকত আলির বক্তৃতা

"গান্ধীকে বিশ্বাস নাই"

গত ১২ এপ্রিল মৌলানা সৌকত আলী দেওয়া হইতে লাহোর আগমন করিয়াছেন। সংবাদদাতা তাঁহার নিকট তাঁহার এত শত প্রকাশ করেন যে, বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বৈঠক মুসলমানগণ যোগদান না করেন, এখন সভায় গমনে যান আর নাই যান—তাহাতে কিছুই যায় আসে না।

গত ১২ই রাত্রিতে এক মুসলমান জনসভায় সাম্প্রদায়িক মহাত্মা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, মুসলমানগণ মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে কোন প্রকার স্বাধের আশা করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার একান্তিক মুসলমানদের একটা কথা বলেন। "লাহোর সংগ্রহ সাক্ষী" অভিযোগ তিনি সমর্থন করেন না।

"ইত্তেহাদ অল হাদিস" পত্রের প্রতিনিধির নিকট মৌলানাজী বলেন যে, ভারতের রাজনীতিক আবহাওয়া মহাত্মা খুবই বিপজ্জনক।

কাশী, মীর্জ্জাপুর, আগ্রা এবং কানপুরের দাঙ্গার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, যে এর পরে মুসলমানগণ পৃথক্ নির্ব্বাচনের দাবী ছাড়িতে পারেন না।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

কলেরার প্রকোপ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায়, গত ৩রা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উক্ত সপ্তাহে কলিকাতা এবং বাঙ্গলার ১১টি জেলায় কলেরাতে মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

	পূর্ব্বসপ্তাহ	আলোচ্যসপ্তাহ
নদীয়া	২৩	৫৬
কলিকাতা	৬৯	৭০
হুগলী	৩০	৫০
খুলনা	২২	২৫
পাবনা	৬৫	১১২
ঢাকা	৫৭	১১১
ময়মনসিংহ	৩২	৩৭
ফরিদপুর	৩৪	৬৯
বগুড়া	৩৭	৫০
চট্টগ্রাম	৩	৫৬
ত্রিপুরা	৩১	৩১

নিম্নলিখিত ১০টী জেলায় মৃত্যু-সংখ্যা কমিয়াছে।

বর্দ্ধমান	৯৭	৬৭
আসানসোল খনি	১৭	১
বীরভূম	১০	৬
মুর্শিদাবাদ	১৩	৫
বাঁকুড়া	১৯	১২
মেদিনীপুর	১০২	৮১
হাবড়া	৩৩	৩১
২৪ পরগণা	৫৭	৩৩
যশোহর	১৯৯	১১০
নোয়াখালী	১৭	৪

বসন্ত

কলিকাতায় বসন্তে মারা গিয়াছে ৬৩ জন, হাবড়ায়—৩৭; রঙ্গপুরে—১৮ বর্দ্ধমানে—১৫; রাজসাহী এবং ত্রিপুরায় —৮; চট্টগ্রামে—৬; বাঁকুড়া, হুগলী মৈমনসিংহে—৫; কুচবিহারে—৪; মেদিনীপুর—২, ২৪ পরগণা—২, যশোহর —২, বীরভূম এবং নদীয়ায় ১ জন করিয়া।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৬ জন এবং আসানসোল মাইনিং সেটেলমেণ্টে ১ জন মারা গিয়াছে।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ৩রা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যহীন

আমরা পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে গজেন্দ্রমোক্ষণ লীলায় গজেন্দ্রের স্তব-মধ্যে একটী শ্লোক পাই—

"নমো নমস্তুভ্যমসহ্যবেগ-
শক্তিত্রয়ায়াখিলধীগুণায়।
প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে
কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্যবর্ত্মনে॥
(ভাঃ ৮।৩।৮)

—হে ভগবন, আপনি অসহ্যবেগ-গুণত্রয়শালী, নিখিলেন্দ্রিয়-বিষয়রূপে প্রতীয়মান, শরণাগতপালক, অপার শক্তি-সম্পন্ন এবং অক্ষিতেন্দ্রিয়গণের অপ্রাপ্য-বর্ত্ম। আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

উপরিউক্ত শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে (১) ভগবান্ আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়রূপে প্রতীয়মান হন, (২) তিনি শরণাগত পালক এবং (৩) বহির্ম্মুখজনগণের পক্ষে তিনি দুষ্প্রাপ্য বর্ত্মসদৃশ।

আমাদের পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ অনুভব করি। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকানুসারে রূপরসাদি বিষয়-সমূহ যদি ভগবদ্বস্তু হন, তাহা হইলে যে কোন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হউক না কেন প্রত্যেক কার্য্যে ভগবদ্-জ্ঞান ফুটিয়া উঠা উচিত। যদি বলা যায় যে "তাহা, তাহাতে হয় না"—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বহির্ম্মুখতা হেতু ভগবদ্-জ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে ইতর জ্ঞান ভাসিতে থাকে বলিয়াই প্রত্যেক রূপ-রসাদির অনুভবকালে ভগবদ্-জ্ঞান ফুটিয়া উঠে না।

ভগবান্—শরণাগতপালক। কর্ম্ম-জন্মাজ্জিত-সুকৃতিফলে যে সকল মনুষ্য ভগবৎকৃপা লাভে সমর্থ হন ও তাহার ফলে সাধুসঙ্গ হইতে দিব্যজ্ঞান অঞ্জনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই রূপ-রসাদির অনুভবকালে স্থাবর জঙ্গমদিগের অনুভূতি লাভ করিতেছেন না বুঝিয়া সর্ব্বত্র ভগবানের অনুভূতি লাভ করিতেছেন বলিয়া ঘোষণা করিতে সমর্থ হন। এই জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি॥"

এবং জনৈকভক্ত গাহিয়াছেন,—

"পর্ব্বত বৃক্ষের রূপ করে ঝলমল।
সেই দেখিবারে পায়, যাঁর আঁখি
নির্ম্মল॥"

কদিন্দ্রিয় বা বহির্ম্মুখ ব্যক্তিসকল রূপ-রসাদির অনুভূতিকালে কুসংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহারা ভগবদ্-জ্ঞান লাভে সমর্থ হয় না। "যদ্যৎ পশ্যতি কামিনীময়ং জগৎ" তালানুসারে তাঁহারা সর্ব্বত্র ভোগ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করে। "তদ্যৎ পশ্যতি নারায়ণময়ং জগৎ" ন্যায়ানুসারে সর্ব্বত্র ভগবদ্-জ্ঞান লাভ করা তাঁহাদিগের দ্বারা সম্ভবপর নহে। তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন,—

"অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয়-ধূলিতে
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥"

যথেচ্ছাচারী কর্ম্মস্বভাব বহির্ম্মুখ-ব্যক্তিগণ যদি কোন জন্মান্তরার্জ্জিত অজ্ঞানকৃত সুকৃতির ফলে ভগবানের কৃপা লাভের সুযোগ পায়, তবেই তাহাদিগের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইতে পারে এবং মার্জ্জিত বুদ্ধির দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বত্র ভগবদ্-জ্ঞান লাভপূর্ব্বক সজ্জন বলিয়া পরিগণিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে।

কৃষ্ণবর্ণ মেঘের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রে শ্রীমতী রাধিকার হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ ফুটিয়া উঠার ন্যায়, (১) প্রত্যেক বস্তুর রূপ-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য-অঙ্গের বা তাঁহার পরিধেয় বসন ভূষণের সৌসাদৃশ্য হেতু যদি কাহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ ফুটিয়া উঠে, (২) সারঙ্গীয় শব্দশ্রবণে যদি কোন ব্যক্তির ধারণায় শ্রীকৃষ্ণের মুরলী কমল সংলগ্ন বংশীর স্মৃতি জাগিয়া উঠে, (৩) যে কোন প্রকার গন্ধ নাসিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পর অথবা ব্যতিরেক ভাবে যদি কোন ব্যক্তির হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের সংস্কার জাগ্রত হয়, (৪) সর্ব্ব-প্রকার অন্নজলাদির ভোজন পানাদিকালে উহারা শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ পদার্থ তদ্যাকার জ্ঞান যদি কাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, এবং (৫) নিখিল কঠিনকোমল বস্তুর সংস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গস্পর্শ বুদ্ধি যদি কোন ব্যক্তির ধারণার বিষয় হয়, তাহা হইলে তিনি স্থাবর জঙ্গমাদি যাবতীয় বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের সঙ্গ হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতি ব্যতীত অন্য কোন ইতর পদার্থের অনুভূতিলাভের সুযোগ পাইবেন না।

যে সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতি লাভ না হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের সঙ্গ হইতে ভগবদ্দিতর বস্তুর অনুভূতি ফুটিয়া উঠে, বুঝিতে হইবে যে দুর্ভাগ্যের তাণ্ডবলীলা হইতেই ঐরূপ ঘটিতেছে। যত দিন না দুর্ভাগ্য রূপ অমানিশা কাটিয়া যায়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত রূপরসাদির সঙ্গ-কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি অবিচ্ছিন্ন-ভাবে কাহার হৃদয়ে জাগিতে পারে না। দুর্ভাগ্যগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যতই না নিজদিগকে পণ্ডিত বা সৌভাগ্যবান মনে করুন, শাস্ত্র ও সজ্জনগণ তাঁহাদিগকে ভগবদ্-জ্ঞান-হীন নশ্বর বস্তুর ভ্রমকারী মায়ার দাস বলিয়া ঘোষণা করেন। সকল ভগবদ্বিমুখতার ফলে যে বিষয় নিত্যানন্দ চিরদিন আস্বাদনের বিষয় হয়, তাহা ভগবদ্বিতর বস্তুর দর্শনস্পর্শে ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণের দ্বারা লভ্য হইতে পারে না। ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণ চক্ষের অন্তরাল দর্শিত হইয়া নিদারুণ দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। প্রকৃত সুখভোগ তাহাদিগের ভাগ্যে লাভ হয় না।

শ্রীধাম-মায়াপুর

(ভক্তিরত্নাকর শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিরত্নাকর এম-এ)

শ্রীগুরু-চরণ ধন সেবন অনুক্ষণ
যে লভিল সেই ভাগ্যবান।
তাঁর পাদপদ্মে মোর মতি রহু নিরন্তর
তাঁর সেবা শ্রীগুরু-সেবন॥
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপদে প্রণমতি
যাঁর দাস দম্ভ মাত্র গতি।
শ্রীগুরু কৃপায় কবে নিষ্কপট চিত্ত হবে
বৈষ্ণব-সেবনে সদা প্রীতি॥
সর্ব্বাশা পরিহরি' বৈষ্ণব সেবা আচরি'
একান্তে রহিব গুরুঘরে
বৈষ্ণবে সেবয়ে যেই সর্ব্বসিদ্ধি লভে সেই
অপ্রাকৃত ধাম তাঁরে স্ফুরে॥
চিন্ময় শ্রীগৌরধাম তাঁর হয় দরশন,
তাঁহার সংসার যায় দূরে।
গৌরধামে গৌরজনে দেখে গুরু-বিষ্ণুজ্ঞানে
তবদাস জানে আপনারে॥
চর্ম্মচক্ষে কভু তাই ধাম না দেখিতে পাই
অতীন্দ্রিয় মায়াপুর-ধাম।
দম্ভ করি যেই জন তত্ত্ব না করে সম্মান
তারে ধাম সদা অদর্শন॥
মায়াপুর নিত্যধামে গৌর নিজগণ সঙ্গে
নিত্যলীলা করে নিত্যকাল।
শুদ্ধভক্ত আত্মবেত্তা অনুভব হয় চিত্তে,
জন্ম তার হয়েছে সফল॥
মুই অতি অভাজন বৈষ্ণব-সেবা-বিহীন
সেই মোরে ধাম অদর্শন।
সেই মোর বঞ্চনায় কভু নাহি হয় উদয়
অপ্রাকৃত ধামের বর্ণন॥
ভাগীরথী পূর্ব্বতট শ্বেতদ্বীপ প্রকট
মায়াপুর সদা বিরাজিত।
গ্রাম মাত্র হয় জ্ঞান দর্শনেতে গৌরধাম
চিত্তে স্ফুরে গৌরলীলামৃত॥
পুলিন কানন বন বৃক্ষলতা সুশোভন
পুষ্পোদ্যান ফলবন প্রান্তর।
ভাগীরথী তীর ভূমি গৌরাঙ্গ স্মৃতি তুমি
স্বপ্নপ্রায় পরাণে অন্তর॥
সুমঙ্গল তীর্থ যত হয়ে আরো শত শত
সদা নবরূপে প্রবাহিত।
সেই সব ধারা হরে শুষ্ক যুগ প্রভাবে
তথাপিও হয় অদ্ভুত॥
বসাগমে নবধীর সতত ফলরূপ
মূর্ত্ত্যা বিপ্রলম্ভ উদ্দীপন।
সর্ব্বধর্ম্ম গত মত কৃষ্ণ-বিরহ-বাঞ্ছিত
ধামে সেবে করিয়া সম্ভ্রম॥
বসন্তের সমাগমে অপ্রাকৃত শ্রীগৌরধামে
কান্তা প্রায় সকলদিশি।
পুষ্পগন্ধ সমীরণ সেবে হয়ে সঞ্চরণ
ফোটায়ে হৃদয় তুলসী॥
মায়াপুরে বৃন্দাবন সদা সুলক্ষণ-যুতা
দর্শনেতে পুলকিত হৃদয়।
মায়াপুরে পরবাস হয় গৌর নেত্রোৎসব,
সেবনেতে ভক্তির উদয়॥
ফলবান্ সকলক্ষ কল্পতরু সমকক্ষ
ভক্তিফল করয়ে প্রদান।
বিপ্রলম্ভ সেবারস সেই ফল নির্য্যাস
পান করে স্বাদু অনুক্ষণ॥
কৃষ্ণবিরহের ক্রম অনুভূতি মাধুর্য্য
মায়াপুরবাসের মাহাত্ম্য।
মায়াপুর বাসিগণ উদাসীন বিরহ হীন
কারুণ্যের নাহিক তুলনা॥
পত্রপুষ্প সমুদয় [illegible] কিশলয়
চিত্ত হরি' লয় নিমেষে।
সুনির্ম্মল হয় চিত্ত হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত
গৌরবাসি কারুণ্য-প্রসাদে॥
উদার্য্যের সম ধন নাহি হয় কদাচন
উদার্য্যবিগ্রহ গৌরচন্দ্র।

পরম নিষ্কপট সেই গৌরসেবা লভে সেই
অনুসরি' গৌরাঙ্গ চরিত্র ॥
স্ব… পর … হয় সর্ব্বথা উদার,
কৃষ্ণসুখ মাত্র কাম্য তার।
ঔদার্য্যবিহীন সেবা না লভে মাধুর্য্য-সেবা
নিষ্কাম … ॥
ঔদার্য্য-… সর্ব্ব… মম
… কলিতে …।
মায়াপুর গৌরধাম … র পীঠস্থান
মোর কেন নহে …?

স্বদেশ ও বিদেশ

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)

কালকর্ম্মস্বভাবাদ্ … আমাদের জন্ম হয় অর্থাৎ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই, সেই দেশটীকেই আমরা স্বদেশ বলিয়া … পূজা করি। তদ্ব্যতীত আর যে দেশ আছে, তাহা আমার স্বদেশ নহে, … জ্ঞানে … আদর … করি না, বরং অনেক স্থলে ঘৃণা করি।

যে দেশে আমার জন্ম, সেই দেশের সীমা … আহার … সঙ্কুচিত হয়। আমরা এখন ভারতবাসী বলিয়া অভিমান করি, তখন ভারতের বাহিরে আফগান, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশকে বিদেশ বলিয়া থাকি। আবার যখন জাতি, …

আমরা ভিন্ন দেশবাসী … এই … পুরুষনিবাসী … তাঁহারা মনে করেন, উত্তর … আমাদের দেশ নহে।

… আমাদের স্বদেশ … স্বরাজ্যের উন্নতি করিতে … দেশের … হয়, … ইহা … বিজ্ঞ …।

… বা বাসে … ইহা … তাঁহারা … স্বরূপ, স্বদেশ ও বিদেশ, দেহ মন … আত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, … ঈশ্বর, এই সকলের … স্বরূপ অবগত আছেন। তাঁহাদের … বদ্ধ ভূমিকায় আবদ্ধ নহে, তাঁহারা … অসীম বস্তুকে মাপিয়া … পান না। তাঁহারা সসীম বস্তুকে পরিত্যাগ ও অসীম বস্তু স্বয়মাগতঃ, করুণার রূপ বা আকর্ষক বলিয়া অবগত আছেন। ইঁহারাই দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন মহাত্মা বা মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত।

মহাপুরুষগণ জানেন যে, এই জগৎ প্রাকৃত কল্পের কোন নিয়মানুবর্ত্তিতার … মাত্র। … আমার একটী …

…

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে

সেবকের কুকীর্ত্তি

(…)

…

থাকেন। … মন্দিরের ভিতরে … এই … ভোগের জন্য সমর্পিত … বাসুদেব পাথার প্রসাদ এবং গোপনে লুক্কায়িত প্রসাদ একত্রে লইয়া গিয়া দুঃখী পড়িহারী বাড়ীতে আপনার আত্মীয় স্বজন সহ ৫ জনে ঐ প্রসাদ এবং অন্যান্য প্রসাদ একত্রে ভোজন করে। রাত্রি ১১টার সময় সকলে খাইয়া রাত্রি …টার সময়ে সকলেরই দেহে বিষ ভক্ষণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। রাত্রে একটী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয় এবং পরদিন একটী … হইয়াছে। বাকী … সাংঘাতিক … পীড়িত অবস্থায় হাসপাতালে আছে। …

…টি প্রাণনাশ হইয়াছে।

…

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভায় …

… গৌরাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত …

উপাধি-প্রদান

(…)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্
…
শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভাতঃ … প্রদীয়তে।
'ভক্তি…' ইত্যেষ উপাধিভূষণং মুদা ॥
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

—

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
মুখ্যকুলোদ্ভবঃ শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথসংজ্ঞকঃ
অশেষগুণভূষাঢ্যো নিজবিত্তব্যয়েন যৎ
শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য ঠক্কুরস্য স্থলে শুভে।
শ্রীমন্দিরনির্মাণ… দানমকারয়ৎ ॥
ধামপরিক্রমা… বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবনে।
পরয়া ভক্ত্যা মহোৎসাহমদর্শয়ৎ ॥
… বিবিধাঙ্গভিঃ
… সম্পাদয়ত্তি
তৎপরঃ ॥
… প্রদীয়তে।
'…' ইতি … উপাধিভূষণং
মহৎ ॥
… শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে পরে।
…
…
… ॥
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্
…
… ॥
…
…
… ॥
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

পুরস্কার বিতরণ

… শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে … ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের … স্বাক্ষরযুক্ত পদক ও … প্রদান করা হয়—

ভক্ত্যাদিত্যে নিপুণা ঢাকা ফরিদাবাদ-নিবাসিনী শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবী "কর্ম্মী ও ভক্তের তারতম্য"—প্রবন্ধপ্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করায় 'ভক্তিসেবাপদক' ও ভক্তিগ্রন্থাবলী উপহার প্রাপ্ত হন।

কুচবিহার-নিবাসিনী শ্রীযুক্তা দয়াময়ী দেবী উক্ত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় ভক্তিগ্রন্থাবলী উপহার প্রাপ্ত হন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

তত্ত্বসূত্র

বিষয়—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] জীবের পরিচয়, [illegible] সম্বন্ধ, [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আর্য্য—[illegible] টাকা।

[illegible]

[illegible]

দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible]

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু [illegible] গোস্বামী [illegible] উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা [illegible] বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর [illegible] শিক্ষা ও উপদেশ [illegible] লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

[illegible]

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[illegible]

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত [illegible] শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ শ্রীবিনোদানন্দ মূর্ত্তি [illegible] নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীমঠে [illegible] একটী বৃহৎ মুদ্রা-[illegible] হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এক [illegible] 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, [illegible] মাসিক পত্রিকা [illegible] প্রকাশিত [illegible]। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বি-এ, শ্রীপাদ [illegible] বি-এ, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] বি-এ, শ্রীপাদ [illegible], ব্রহ্মচারী [illegible], ব্রহ্মচারী [illegible], ব্রহ্মচারী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ মন্দির

[illegible] রক্ষক—[illegible] সহকারী [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীপাদব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

[illegible] শ্রীগৌরলীলার [illegible]। [illegible] রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible]

(৫) অদ্বৈত-ভবন

[illegible] সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর, নদীয়া। শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible]। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া। [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা [illegible] সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি [illegible] এল, এম, এফ

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রক্ষক—[illegible] শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

[illegible] রক্ষক—শ্রী[illegible]

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

[illegible] রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible]

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

[illegible] রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আসন

[illegible] নদীয়া। [illegible] রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

[illegible] নদীয়া। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

[illegible], ঢাকা। [illegible] প্রচার কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ

[illegible] রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible] মেদিনীপুর। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible] রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

[illegible] বর্দ্ধমান। [illegible] রক্ষক—[illegible]

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

[illegible] পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible], ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], পুরী। [illegible] রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], কটক। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], কাশী। [illegible] রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

[illegible] শ্রীধাম বৃন্দাবন। [illegible] সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, [illegible] এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible] ও ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

[illegible], মানভূম। [illegible] রক্ষক—শ্রী[illegible], শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী। [illegible]

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, [illegible]। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible]। এখানে [illegible] শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible] শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

[illegible], নিউ দিল্লী। রক্ষক—[illegible] শ্রী[illegible], শ্রীরাম [illegible]।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ৪১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
জৈবধর্ম ২৲
৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ।৷০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা ৸০
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভজনরহস্য ।০
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ৷৷০
২৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ।০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
২৮। মণিমঞ্জরী-সানুবাদ ।০
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্শন ।০
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৬। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ।৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১৷৷০
৩৭। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৪০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪১। গীতমালা ৴১০
৪২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৴
৪৪। সদাচারস্মৃতিঃ ।৴০
৪৫। সাধনকং ৴০
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৭। শরণাগতি ৴০
৪৮। গীতাবলী ৴০
৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫০। সাংখ্যবাণী ৴০
৫১। অর্থপঞ্চক ৴০
৫২। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৴০
৫৩। অর্চ্চনকং ।৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৫। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৬। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০
৫৮। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৯। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। নামভজন ।০
৬১। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬২। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৩। দি ভাগবত ।০
৬৪। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ।০
৬৭। কল্যাণ কল্পতরু ।০
৬৮। সাধন পথ ।০
৬৯। গীতাবলী ।০
৭০। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রী প্রভুপাদের

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথমখণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয়খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার লাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকীল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (স্বাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মণ্ডুর বটিকা—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ পরিবর্ত্তন ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীহাটপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুকণ্ঠনিঃসৃত সুসিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী স্থূলাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মেজেষ্ট্রীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুদর্শন, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাত্মাগ্নি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া প্রাণে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পায়ুসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা রাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৪০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

'শ্রীধাম'
টেলি -
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৬৲
ষান্মাসিক ৩৲
ত্রৈমাসিক ১৷৮৹
মাসিক ১৲
নমুনা
প্রতি সংখ্যা ৫ে

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গভাষাভাষী—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর ৫ই বৈশাখ শুক্রবার ১৩৫৮, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫১

নানা কথা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

কলিকাতা টাউনহলে

সেনেট কর্ত্তৃক অভিনন্দিত

গত ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার সন্ধ্যার টাউন হলে কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়কে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছে। সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মনীষী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। টাউন হলটি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং উহা বহু বহু শিক্ষিত লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র উপস্থিত হইলে সভার শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু এবং কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করেন। তৎপর জয়ধ্বনির মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করার পর মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। অভিনন্দন পত্রখানি স্বর্ণ পাত্রযুক্ত চন্দনে মুদ্রিত হইয়াছিল।

অভিনন্দন পত্র

সার জগদীশচন্দ্র বসু সি-এস-আই, সি-আই-ই, ডি-এস-সি, এফ-আর-এস, মহাশয়ের করকমলে—

মহাশয়, আমরা কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণ আপনাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রদান করিতেছি।

আপনি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান্ ছাত্র—প্রথম যৌবনে

আচার্য্য বসুর অভিনন্দন

জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস উপলক্ষে

সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

আদালতে জাল মানুষ

বীমা শিক্ষার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বিলাত যাত্রা

পর্ত্তুগালে সৈন্যবিদ্রোহ

* * * *

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামের

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ দ্বারা বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করা হইবে। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব আস্থাকর।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

* * * *

ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া বিজ্ঞানের জ্ঞানামৃত অবশ্য পান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অনাবিষ্কৃত বহু বড় বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান আপন দৃষ্টি ও কল্পনায় প্রেরণা জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই দেশীয় এক নিভৃত প্রান্তে—আপনার বিজ্ঞানাগারের নীরব স্থানে আপনি সেই সকল মৃত্যুঞ্জয়কারী আবিষ্কার-মূলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে সমস্ত সভ্য পৃথিবী বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া এই দেশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এইরূপ অবস্থার মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া তাঁহার অগ্রদূতরূপে আপনি এদেশের পরবর্ত্তী ছাত্রসমাজকে গৌরবের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনারই পদচিহ্নরূপে কলিয়াছে যে প্রাণের দুর্জ্জয় শক্তি ও তথ্যের নিগূঢ়তত্ত্বে পৌঁছিতে পারিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের কাজে আপনার সন্ধান করা যাবতীয় উপায় [illegible] কাজ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রমাণ [illegible] আপনার [illegible] পথ। এইরূপ [illegible] আপনার আবিষ্কার [illegible] কাজের ধারা [illegible] পরিয়াছিল। আপনি [illegible] এবং [illegible] যে, সমস্ত [illegible] প্রণালীর অভাব। আপনার [illegible] ছাত্রের [illegible] এবং [illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] পদ্ধতির [illegible] আপনার [illegible] তাহা পূরণ [illegible] দেখিয়া [illegible] করিয়াছেন।

আপনার বিজ্ঞানাগার—আপনার পরবর্ত্তী গবেষণা মূলের জন্মস্থান। আপনারা

জীবনের মহৎ কার্য্যে যে কোন প্রকারে অন্তপ্রাণিত করিয়াছিল তাহা তাহার অন্তরঙ্গ। আজ উহা একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান—শিক্ষালোকে [illegible]

[illegible]
[illegible]

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের উইল

[illegible]

এই [illegible] অনেক কাজের বস্তু ও [illegible] প্রথমে অনেক [illegible] তাহাদিগের স্বত্বাধিকার [illegible] বিদেশে [illegible] আচার্য্য জগদীশচন্দ্র [illegible] এই [illegible] দুইটি হইতেছে [illegible] অধিকার [illegible] সম্পাদিত হইয়াছে।

[illegible] আচার্য্য [illegible] তাহার [illegible] বিদেশে [illegible] এই নগরের অধিবাসীদের [illegible] ব্যবস্থা [illegible] করিয়াছেন।

যাঁহারা দেশের সম্মান ও গৌরবলাভে গর্ব্ব অনুভব করেন, তাঁহাদের দ্বারাই জাতীয় জীবনের গঠন হয়। [illegible] বর্ত্তমান নাগরিকত্ব সেই অদৃশ্য শক্তির [illegible]। [illegible] সহরের অদূরে নিস্তব্ধ [illegible]। একটি ব্রিটিশশক্তি [illegible] এখানে ভক্ত [illegible] সম্বর্দ্ধনাকে [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] অগ্রসরমনে [illegible]

জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা

[illegible] হইবার পর আচার্য্য [illegible] বক্তৃতা [illegible] সভাপতি [illegible] বলিলেন, [illegible] আচার্য্য জগদীশচন্দ্র [illegible] বক্তৃতা [illegible] আরম্ভ করিলেন। [illegible] বলিলেন, [illegible] তাহাদের [illegible] করিয়াছেন তাহাদের [illegible] করিবার [illegible]

জগদীশচন্দ্রের ত্যাগের প্রশংসা

[illegible] বলেন, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু [illegible] সম্বর্দ্ধনাকল্পে [illegible] করিতেছেন। তাঁহার [illegible] তিনি [illegible] আচার্য্য জগদীশচন্দ্র [illegible] একটি [illegible]

আলিয়ানওয়ালা বাগ দিবস

[illegible] তারিখে [illegible] পাঞ্জাব [illegible] ডায়ার [illegible] নিরস্ত্র [illegible] হত্যা করিয়াছিল। [illegible] ঐ দিবসটি [illegible] সম্বর্দ্ধনা [illegible] সভার কার্য্য [illegible] হইয়াছিল। [illegible] সভাপতি [illegible] সুভাষচন্দ্র বসু [illegible] সম্বর্দ্ধনাকে [illegible] সম্পর্কে [illegible] করিতেছেন। তাঁহার [illegible] তিনি [illegible] প্রত্যুত্তরে [illegible] আচার্য্য জগদীশচন্দ্র [illegible] একটি [illegible]

যাঁহারা দেশের সম্মান ও গৌরব—তাঁহাদের দেশের প্রতিনিধি বলা শোভা পায় না।

সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইলে মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" "সুভাষ বসু কি জয়" প্রভৃতি জয়ধ্বনি করিয়া সমবেত কর্ম্মিগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। তিনি বলিলেন—আজ আলিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতি দিবস পালনের দিন। আমরা আলিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতিদিবস পালন করি কেন? তার কারণ এই যে, এই স্মৃতি বাসরে আমাদিগকে সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে যে, দেশের কাজে আমাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। যদি এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারি তবেই এই স্মৃতি পালন সার্থক হইবে। হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার [illegible] করিয়া তিনি বলেন, মুসলমান [illegible] হিন্দু [illegible] তাহাদিগের [illegible] মনঃসংযোগ করিতেছেন, এদিকে শিখগণও [illegible] সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছেন, এই প্রকারে যদি প্রত্যেক সম্প্রদায় এমনিভাবে মন্ত্র নিয়ে থাকেন তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা কখনই সমাধান হইতে পারে না। আমি আজ এই সভায় দাঁড়াইয়া বলিতেছি—আসুন [illegible] তাহা করিয়া একটি মন্ত্র গ্রহণ করুন। [illegible] আমার [illegible] এবং আমাদের উদ্ধার" [illegible] যদি [illegible] তাহা হইলে আমাদের [illegible] অবশ্যই [illegible] আজ [illegible] করিয়া অগ্রসর [illegible] করিবে [illegible] বিশেষতঃ [illegible] বিদায়ী [illegible] সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়।

কান্দী সংবাদ

আদালতে জালিয়াতি

মোক্তারের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ তাহার জামাতা ও ডিক্রীদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের পক্ষে এক এফিডেভিট কাম্যাম মুন্সেফের নিকট এক দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, দেনদার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ, শশিভূষণ ঘোষ ও অন্যকুলচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত দুঃখনিবারণ ঘোষ নামক একব্যক্তির সহায়তায় তাহাদের ডিক্রীদার খাড়া করিয়া এই মর্ম্মে আদালতে এক দরখাস্ত দেয় যে, সে ডিক্রীর টাকা সমস্ত বুঝিয়া পাইয়াছে। ইহাতে অনেক উকীল ও তাঁহার মুহুরীর নাকি যোগ আছে। যাহা হউক আসল ডিক্রীদার ও প্যাপার টের পাইয়া অর্থাৎ, তাঁহার পক্ষ হইতে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪৭৬ ধারা মতে তদন্তের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিলাতযাত্রা

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় এম-এ, মহাশয় গত শুক্রবার মাদ্রাজ মেলে কলম্বোর পথে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সেখানে [illegible] সম্বন্ধে উচ্চতম পরীক্ষা দিবেন এবং [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। শ্রীযুত রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতীছাত্র।

তাঁহার বহু সংখ্যক বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে ষ্টেশনে বিদায় সম্বর্দ্ধনা করেন। হিন্দুস্থান কোম্পানি সহকর্ম্মীরা তাঁহাকে একটি মূল্যবান্ প্রীতি উপহার দিয়াছেন।

পর্ত্তুগালে সৈন্যগণের বিদ্রোহ

গতকল্য ১২ই এপ্রিলের সংবাদ প্রকাশ, পর্ত্তুগালে গুরুতর অবস্থা উদ্ভব হইয়াছে। [illegible] প্রবেশ করে দল তৈল বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহা সরকারী আদেশ পালন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে এবং আপনার ও কার্য্যের নামক স্থানে তৈল সমাবেশ করিতেছে।

গান্ধীজীর স্বাস্থ্য

প্রকাশ মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই।

রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা

প্রায় আট বৎসর পরে এবার পেরু দেশের নানা স্থানের মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ নির্ব্বাচন হইল। এই নির্ব্বাচনের ফলে রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষিত হইয়াছে। একথা প্রমাণিত হইয়াছে পেরুর অধিবাসীরা আর রাজতন্ত্র চাহে না। এই অবস্থায় তথাকার [illegible] আংফা আর কি করিবেন—তাহাই এখন কল্পনার বিষয় হইয়াছে।

সাময়িক সন্দেশ

কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্যাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের একনিষ্ঠ সেবকগণের নববর্ষ আরম্ভ হয়, ফাল্গুনী প্রকট-পূর্ণিমার পরদিবস (কৃষ্ণপ্রতিপদ) হইতে। নববর্ষারম্ভে তৎপূর্ব্ব বর্ষের হিসাবাদি আলোচনা এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপনাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাই আমরা গৌরাব্দের প্রথম দিবস দেখিতে পাই, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সম্পাদকগণ অপরাহ্ণে মহতী সভার অধিবেশন করিয়া সর্ব্বপ্রথম সমাগত সুধীমণ্ডলীর নিকট শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন করেন, তৎপর পরমার্থ খাতায় লিপিবদ্ধ গৌর সেবানুষ্ঠাতৃগণের সেবা-কার্য্যের হিসাব-নিকাশানুসারে যথাযোগ্য পুরস্কার ও বস্ত্রাদাদি প্রদান করিয়া পুরস্কৃত জনগণের দৃষ্টান্তানুসরণে সকলকেই সেবাকার্য্যে উৎসাহিত করেন।

বঙ্গাব্দ বাঙ্গালীর বড়ই আদরের! তাই তাঁহারা এই অব্দের প্রথমদিন প্রতি বৎসরই বন্ধুবান্ধবগণকে আহ্বান করিয়া মিষ্টালাপ ও মিষ্টান্নাদি প্রদান করেন। বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত দেশ কাল-পাত্রের অধীন না হইলেও বঙ্গবাসি-গণের নিত্যমঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদের এই আনন্দের দিনে তাঁহাদিগকে নিত্যা-নন্দ-সন্দেশ-প্রদানে যত্নবান্ হন।

গত ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার শ্রীমায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদপুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীঅদ্বৈতভবনের, শ্রীবাস অঙ্গনের ও শ্রীযোগপীঠের ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ ভক্ত, শ্রীমায়াপুরের গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এবং অপরাপর হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী সহ নগর সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্য মঠে প্রাতঃ ৫ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীমঠে প্রায় ১ ঘণ্টা কীর্ত্তনের পর ভক্তবৃন্দ ও ছাত্রমণ্ডলী ভক্তিবিনোদ-বৈজয়ন্তী গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিস্বামী পাদ-গণের অনুগমনে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণতঃ হইয়া তুমুল করতাল সহযোগে সঙ্কীর্ত্তনসহ সর্ব্বপ্রথম শ্রীঅদ্বৈতভবনে গমন করেন। তথায় শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নবনির্ম্মীয়মান মন্দির পরি-

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই বৈশাখ শুক্রবার—১৩৩৮

ক্রমা করেন। তৎপর সঙ্কীর্ত্তন সহ ইঁহারা অঙ্গনের দ্বারদেশ প্রণতঃ হইয়া অঙ্গনা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীগোবিন্দ, শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যা-নন্দ ও সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী-মধ্যে বর্ত্তমান শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীযোগপীঠের সম্মুখ দরজায় উপস্থিত হ'ন। এই স্থানে প্রণাম করিয়া শ্রীযোগপীঠাভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌর গদাধর, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিষ্ণু-প্রিয়া, শ্রীশ্রীগৌর-রাধামাধব, শ্রীশ্রীপঞ্চ-তত্ত্ব এবং শ্রীশ্রীগৌর সুন্দর-জগন্নাথদেব-শচীদেবীর শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণতঃ হ'ন। তৎপর তাঁহারা শ্রীমন্দির পরিক্রম-করিয়া শ্রীনৃসিংহমন্দিরে গমন করেন। এস্থানে মন্দির পরিক্রমা কালে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। তৎপর ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনসহ নবনির্ম্মীয়-মান শ্রীঅলোকিক-ভবন পরিক্রমা করিয়া শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রদীপকর প্রভুর ভবনে গমন করেন। তথায় উচ্চ নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীধাম মায়াপুরের সুপ্রশস্ত পথদ্বারা সঙ্কীর্ত্তনসহ বল্লালদীঘি নামক পল্লীতে গমন করেন। এস্থানে পরলোকগত অকিঞ্চনচন্দ্র এক মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র ভক্তবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব এক মহাশয়ের ভবনে সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপর সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ কাঞ্চনবাটীন নামক স্থানে গমন করেন, তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বল্লালদীঘি গ্রামের মধ্যস্থ মায়াপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন সমাধিতে গমন করেন। তথায় ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনমুখে সমাগত প্রবাসিগণ ও মায়াপুরের বাজারের শ্রীবৈষ্ণবমঠের স্বামীপাদ সহ পুরে প্রবেশ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করেন। তৎপর তাঁহারা মায়াপুর বাজার অতিক্রম করিয়া ভাগীরথীর প্রাচীন খাতের তীরে তীরে পুর তালমারী নগর নৃসিংহ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদের ভাঙ্গা ও শ্রীমায়াপুরের সম্মুখস্থ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রাচীনপল্লী বিদ্যেতকারিণী ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হ'ন। তথায় কিয়ৎকাল সঙ্কীর্ত্তনের পর ভক্তগণ মুরারীচরণচ্যুত পবিত্র গাঙ্গ-বারিতে অবগাহন ও জলকেলি করেন। তৎপর তাঁহারা স্ব স্ব বাসস্থানে গমন করেন।

বর্ত্তমান নাস্তিকতার যুগে অন্যান্য শিক্ষার সহিত মুখ্যভাবে পরমার্থ শিক্ষা-প্রদানই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের বৈশিষ্ট্য। নবাগত বঙ্গাব্দের প্রথম দিন আমরা সর্ব্ববিষয়ে সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে অপরাপর হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্র-মণ্ডলীসহ শিখাসূত্রশোভিত শ্রীকণ্ঠমালা-তুলসী সহিত শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য মহাজন প্রধান শিক্ষকের পদে অবস্থান করিলে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যে সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

সেদিন কোনও জনসভায় কলিকাতা হাইকোর্টের কোন ব্যারিষ্টারজী বলিতেছিলেন যে, বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিলে ছাত্রদের মনোমালিন্য বিষময় হইয়া উঠিবে—এই আশঙ্কা করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাগারে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পায় নাই। আমরা এই কথার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কারণ যাহা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের মূল নীতিগুলির আলোচনার অভাবেই মানবের হৃদয় ক্রমশঃ অধিকতর সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাই তাহারা অপরাধে গণ্ডিতে অবরুদ্ধ হইয়া পরস্পর কলহানল প্রজ্বলিত করিয়া ধ্বংসের মুখে প্রধাবিত হইতেছে। বর্ত্তমান নীতি ও ধর্ম্মহীন শিক্ষার বিষময় ফল আমরা প্রত্যহ হাতে হাতে দেখিতে পাইতেছি। সেদিনও আমরা কোন [illegible] বহের ভস্ম দেখিতে পাইয়াছি যে, ছাত্রগণের হিতাকাঙ্ক্ষী কোনও [illegible] পরীক্ষাকালে অসদুপায়াবলম্বনকারী কোনও ছাত্রকে পরীক্ষা-গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ায় ছাত্রমণ্ডলী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পশ্চিমে আক্রমণ করিয়াছিল। ছাত্রগণের এই প্রকার অধম চিত্তবৃত্তির জন্য দায়ী কে? নাস্তিকা-বাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রণালীই ইহার মূল কারণ নহে কি?

সুকুমারমতি বালকগণের সুকোমল উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে যদি 'বাল্যপাঠ'-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আত্মধর্ম্মের বীজ উপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ বীজ অতি সহজে অঙ্কুরিত এবং ক্রমশঃ আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত-বারি লাভ করিয়া অতি সত্বর সতেজ, সুপুষ্ট ও ফলবান্ বৃক্ষে পরিণত হইবে। তখন প্রত্যেক বালক 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ হইবে, সুতরাং বসুন্ধরা হইতে সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করিবে এবং জগতে পরশান্তি-মন্দাকিনী প্রবাহিত হইবে।

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা

(ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্, এ)

[illegible] করিয়া স্মরণ
শ্রীগৌরশক্তিগণে।
পূরিতে বাসনা অযোগ্য এজনা
পদ্ধতি নাহিক জানে॥
গৌর-শক্তি তত্ত্ব শ্রীধাম মহত্ত্ব
কহিলেন ব্যক্ত যিনি।
গুরুকৃপা মরি' যন্ত্রে অনুসারি
ভকতিবিনোদ বাণী॥
শ্রীল জগন্নাথে নবি বহুমতে
মাগি তাঁর কৃপাবলে।
যাঁহার সাথে লাগি' গৌরধাম
দর্শন লভিল সবে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মি [illegible] সেবন-সন্ধান
ধাম-পরিক্রমা-রীতি।
যাঁহার প্রসাদে [illegible] একটু জগতে
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী॥
বিনা কৃপা তব হে নবদ্বীপ দেব
ধামের স্বরূপ কভু।
স্ফূর্ত্তি নাহি হয় [illegible] জড় রসনায়
কৃপাকর দাসে প্রভো॥
তুমিতো শিখাবে [illegible] সকল
ধাম-পরিক্রমা-বিধি
কৃপা করি' তুমি [illegible] আপনি
শক্তিসেবা-সুধা [illegible]
[illegible] নবদ্বীপ ধাম
ভক্ত-রূপ-শক্তি যাঁর॥
[illegible] বিনা গৌরপূজা
পদ্ধতি নাহিক আর॥

শ্রীধাম নিরোধ করয়ে নির্ব্বোধ
দুর্গাতত্ত্ব নাহি জানে।
ধামের স্বরূপ অতি অপরূপ
পাষণ্ড নাহিক মানে॥
সর্ব্ব সুসম্পদ সুমঙ্গলপ্রদ
গৌরশক্তি সেবাধন।
শ্রীধামের সেবা দিতে পারে কেবা
বিনা গৌর-নিজজন?
অবিদ্যি-সেবায় শক্তি নাহি তায়
গৌরসেবা নাহি স্ফুরে।
শ্রীগুরুকৃপায় তত্ত্ব লভ্য হয়,
গৌরশক্তি-জানি তাঁরে॥
ধাম সেবাদান করেন অর্পণ
শ্রীগুরু করুণা করি'।
শ্রীধামে সতত গৌর-বিরাজিত
অন্য মত নাহি ধরি॥
ধামের সহিত গৌরাঙ্গের যত
শক্তিগণে সেবি সুখে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ সেবন
ইই লাভ অনায়াসে॥
ধাম-সেবা রীতি পরিক্রমা বিধি
বান্ধলা নাহিক মোর।
গুরু কৃপা-করি আপনি আচরি
সেবাদান-লীলাপর॥

জ্যামিতিতে পরমার্থ-রাজ্যের দিগ্‌দর্শন

বাল্যকালে বিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়নকালে সকলেই জ্যামিতির আলোচনা কিছু কিছু করিয়া থাকেন। জ্যামিতিতে বৃত্ত, কেন্দ্র, ব্যাসার্দ্ধ ও পরিধি প্রভৃতির পরিচয় সকলেই অবগত আছেন। বৃত্তের ঠিক মধ্যবর্ত্তী কোন একটী বিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যন্ত যে সমস্ত সরল রেখা বা ব্যাসার্দ্ধ টানা যায় তাহারা যদি পরস্পর সমান হয়, তবে ঐ মধ্যবর্ত্তী বিন্দুটিকে বৃত্তের কেন্দ্র বলা হয়। ঐ বিন্দু কিন্তু একটু স্থানচ্যুত হইলেই সমস্ত গোলমাল বাধিয়া যায়। ব্যাসার্দ্ধগুলি (অবশ্য তখন ঐ সরল রেখা গুলিকে আর ঠিক ব্যাসার্দ্ধ বলা যায় না) আর পরস্পর সমান হয় না এবং ঐ বিন্দুকে আর বৃত্তের কেন্দ্র বলা হয় না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন জড় বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে থাকি, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, জ্যামিতির এই সমস্ত বিষয় গুলি জড়বিজ্ঞানের রাজ্যে কত অত্যাশ্চর্য্য অভিনব কৌশল উদ্ঘাটিত করিয়া সাধারণ মানবগণের নিকট কি অপূর্ব্ব চমৎকারিতা আময়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে চিরদিন স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে। এই জ্যামিতির আলোচনামুখে বৈজ্ঞানিক গবেষণাফলে জগতে নূতন নূতন ভোগোপকরণ আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের ভোগানলে ইন্ধন যোগাইবার জন্য যে কত সহায়তা করিয়া দিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরাও সেই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণরূপ রাজকীয় পথে সাধুসঙ্গের অভাবে অপ্রতিহত গতিতে ধাবিত হইয়া অবশেষে অনন্ত নরকগর্ত্তে গিয়া পতিত হইতেছি।

বহু বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে যদি কোনদিন বাঙ্গালার আদি কবি ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার কথিত,—

"পড়ে কেনে লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
তা' যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বৃত্তি রয়॥"

—এই শিক্ষার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারি, তবেই আমাদের জ্যামিতি পাঠ সার্থক হইবে।

সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল কেন্দ্রস্থলে জীবের একমাত্র স্বার্থগতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থান। তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ। সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তাই আমাদের আদি গুরু পরমেশ্বরের বিষয় জানাইয়াছেন,—ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণকারণম॥'

যখন আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তি প্রত্যক্ প্রণালীতে পূর্ণপ্রগতি-বৃত্তি লাভ করিয়া সমগ্র জীবনের যাবতীয় পরিশ্রম, প্রযত্ন, অধ্যয়ন সকলই সেই মূল সেবাকেন্দ্রে সমুপস্থিত হইয়া সেবা উদ্দেশ্যকে প্রাপ্ত হয়, তখনই আমাদের বিদ্যা, অর্থচেষ্টা, নীতি, অনীতি—সকলই পরমার্থ অর্থাৎ ভক্তি-নীতিতে পর্য্যবসিত হয়। এরূপ অবস্থায় আর আমাদের হৃদয়ে পরস্পর ভেদ, কলহ, ঈর্ষা, দ্বেষ, মৎসরতা প্রভৃতি কিছুই স্থান পায় না। বৃত্তের কেন্দ্র ঠিক থাকিলে যেমন ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে কোন অসমানতা বা অসামঞ্জস্য ঘটে না, সেইরূপ সংসারে যদি আমরা আমাদের একমাত্র স্বার্থগতি শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া অর্থাৎ একমাত্র তাঁহাকেই মূল সেবাকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া কার্য্য করিতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের মধ্যেও কোন অসুবিধা ঘটে না। প্রত্যেক জীবের চেষ্টা সেই একমাত্র সেবাকেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইলে আর কোথাও বিরোধ লক্ষিত হয় না, কারণ সকলেরই স্বার্থগতি শ্রীকৃষ্ণ হওয়ায় পরস্পরের স্বার্থের মধ্যে কোথাও অসমানতা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু আমরা যখন ঐ মূল কেন্দ্রস্থিত পরম পুরুষের প্রীতিবাঞ্ছার জন্য ধাবিত না হইয়া, কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-চেষ্টার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণের ভজনে ব্যাপৃত হই এবং বৃক্ষের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল লাভের জন্য উহাদিগের নিকট প্রার্থী হই, তখনই আমাদের চেষ্টাসমূহ, কেন্দ্র-চ্যুত বিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যন্ত যাবতীয় সরলরেখার ন্যায় অসমান হইয়া আমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধের সৃষ্টি করিয়া সংসারে দাবানলের আবাহন করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত আমরা ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী ও অন্যাভিলাষী হইয়া ঘোর অশান্তিসাগরে নিমজ্জিত হই এবং মূল সেবাকেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া কৃষ্ণপাদ-পদ্মে লভ্য, শোক, মোহ ও ভয়নাশক প্রেমামৃত হইতে বঞ্চিত হইয়া যাই।

বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধগুলিকে সমান রাখিতে হইলে যেমন বৃত্তকেন্দ্রটী ঠিক মত নিরূপিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ অসুবিধায় পড়িতে হয়, সেইরূপ পরমার্থরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইলেও প্রথমেই সদ্‌গুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া তৎপ্রদর্শিত চরম সেবাকেন্দ্র ঠিক করিয়া জানিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ মূল সেবাকেন্দ্র স্থিরীকৃত না হইলে সংসারে পরস্পর অসমান স্বার্থের মূলে নানাবিধ বিরোধ উপস্থিত করিয়া অশান্তির অনল প্রজ্বলিত করিয়া দিবে এবং আমরাও অন্যাভিলাষিতার বশবর্ত্তী হইয়া ভোগৈষণা পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা প্রভৃতি নানাবিধ এষণায় দ্বারা চালিত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম চরিতার্থ করিতে করিতে ভস্ম-মরমালা গলদেশে বরণ করিয়া চিতাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে থাকিব এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা পরিপূর্ণ-রূপ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম লাভ কোন দিনই আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না।

শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানে আনুকূল্য

হুগলী জেলান্তর্গত রাজবলহাট-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দাস বৈষ্ণবে স্বভাবতঃই শ্রদ্ধাবান্। তিনি সত্যশ্রবণে, বিশেষতঃ হরিকথায় অনুরাগী। তাঁহার সরলতা, স্বভাব-সুলভ সেবাময়ী চিত্তবৃত্তি এবং হরিকথা-প্রচারে উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার্হ। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী-দাস মহাশয় শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় শ্রদ্ধাবান্ বলিয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তিপ্রকাশের জন্য ২৫০৲ টাকা আনুকূল্য করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার ন্যায় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির সেবা-বৃত্তি আরও উত্তরোত্তর প্রকাশিত হইবে।

রাজবলহাট-নিবাসী স্বনামগত ভূষণ-চন্দ্র ভড় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র ভড় ও শ্রীযুক্ত জহরলাল ভড় মহাশয় গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে ধর্ম্মশালার সংলগ্ন একটী কুটীর-নির্ম্মাণের আনুকূল্যের জন্য ৫০০৲ টাকা দান করিতেছেন। তাঁহাদের আনুকূল্যে নির্ম্মিত এই কুটীরটী তাঁহাদের পূজনীয়া স্বনামগতা মাতৃদেবী বাদলেন্দু দাসী মহোদয়ার নামে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপনের আনুকূল্য বাবৎ আরও ২৫০৲ টাকা প্রদান করিতেছেন। সেই শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ তাঁহাদের স্বনামগত পিতৃদেব ভূষণচন্দ্র ভড় মহাশয়ের পুণ্যার্থ প্রদত্ত হইবে। স্বনামগত মাতা ও পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এই সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানের সহিত মাতৃপিতৃ-স্মৃতির শ্রাদ্ধ বিধান করিয়া পুত্রের আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই সত্যা-নুসন্ধিৎসু, সাধুপ্রকৃতি, বদান্য ও সরল। আমরা আশা করি, তাঁহাদের সেবা বুদ্ধি আরও উত্তরোত্তর প্রবুদ্ধ হইতে থাকিবে।

শ্রীপুরুষোত্তম উৎসব

আগামী ৮ই বৈশাখ ১৩৩৮ সাল, ২১শে এপ্রিল (১৯৩১) মঙ্গলবার অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের (শ্রীশ্রীল রাধামদনমোহন ও শ্রীশ্রীমায়া-পুর-চন্দ্রের) শ্রীচন্দন যাত্রা হইতে ৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ৩০শে আষাঢ় ১৫ই জুলাই বুধবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তম বার্ষিক বিরহমহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবত-ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। সাত্বত-শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, পুরুষোত্তম মঠ হইতেই সমগ্র বিশ্বে সর্ব্ব-সাত্বত-ধর্ম্ম-সমন্বয়কারিণী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবে। অনবসরকালে ব্রহ্মগিরি আলালনাথ, শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরানুগমনে শুদ্ধ ভক্তির অনুষ্ঠানমুখে মহামহোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সেবকগণ সকলকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

পারমার্থিক পত্র

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে তবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টাইপ গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস-কৃত মূল শ্লোক ও তাহার শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ-কৃত বঙ্গানুবাদ, শ্লোকানুক্রমিক পদ্যানুবাদ, শ্লোকার্থ সঙ্গতি ও নামতত্ত্ব বিচার সহ সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সারসংগ্রহকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ। ২। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের পরিচয়, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও বিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকার সমূহের তত্ত্ব ও বিবরণ। বিষয়গুলির ক্রমিক ও শাস্ত্রীয় আকর মূলে যথাযথ কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা। ২য় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের গবেষণা গ্রন্থ। ইহার মূলগ্রন্থের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান সাবধান !!

এ, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদামী তেলের অবিকল অনুকরণে এবং উপকারিতায় সমধর্ম্মী

পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তেল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে এ, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। অন্যথা জুয়াচোরগণ কমদরের ভ্রম তেল দিয়া প্রতারণা করিবে

ফেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

মাত্রায় আহরন, গাত্রোত্থানের কুড়ানন পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া আসে।

এই ফেরার্স কুইনিন দ্বারা চিকিৎসা করিলে একটী বা দুটী ডোজেতেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৩ হইতে ১৫টী ডোজেতে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ সমূলে দূর হয়।

৬ ডোজপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ৷৷০ টাকা, ডাঃ মাঃ ৵১ টাকা

বাহক কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লেবরেটরীর

ম্যানেজার কলিকাতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্তুতি-গুচ্ছাবলী :—

গীতিশ্রীগীতি

সচেষ্ট সাইজ

তৃতীয় সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

ভক্তি ও ভক্তের চেষ্টা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবানের প্রতি ইহার কোন ভাগ্যবশে অনুকূলা প্রবৃত্তি হয় এবং শ্রীভগবানে সম্বন্ধজ্ঞানলাভে নিজস্বরূপ কি প্রকারে পরিপূর্ণ হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাঞ্জলভাষী প্রার্থনা ও আত্ম-নিবেদনমূলক গান। উহাতে সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

সচেষ্ট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা এতাবৎ যতপ্রকার ও যতবার প্রবন্ধ লিখিয়াছি বা বলিয়াছি, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—জীবকে কল্যাণের পথে লইয়া যাওয়া এবং সেজন্য আমরা যে কল্যাণতত্ত্বের কথা বলিয়াছি, তাহা কি ? কল্যাণ কাহাকে বলে ? কি উপায়ে আমরা সেই কল্যাণতত্ত্বে উপনীত হইব এই সকল কথা সরল ভাষায় লিখিত। এই শ্রীভক্তিরত্ন বাঙ্গালীকে কল্যাণের সন্ধান; ইহা প্রত্যেকের নিত্যসঙ্গী হওয়া উচিত।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

দ্বিতীয় সংস্করণ ৵০ আনা

শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাষ্যসহ অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ রহস্যটীকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

শ্রীধাম নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠ [illegible]।

[illegible] শ্রীচৈতন্য মঠ [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] ও শ্রীমন্দির [illegible] পরিক্রমা [illegible] শ্রীগুরু [illegible] ও [illegible] বিগ্রহের [illegible] নিত্য সেবিত হইতেছেন। [illegible] শ্রীধাম [illegible] ও [illegible] কীর্ত্তন [illegible]। [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

[illegible] শ্রী [illegible] কীর্ত্তন [illegible]।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৬১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের [illegible] কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ শ্রীরাধা-[illegible] নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় [illegible] প্রচারোদ্দেশে [illegible] একটী সুন্দর [illegible] করাইয়াছেন। [illegible] শ্রী[illegible] প্রচারের এই মঠ [illegible] 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, [illegible] মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমঠে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] ও [illegible] আলোচনা হইয়া থাকে। [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাভূষণ। [illegible]—পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তি [illegible], শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible], ব্রহ্মচারী [illegible], ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রী[illegible] পাঠক প্রভৃতি [illegible]।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] স্থান [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ও [illegible] শ্রী[illegible] সেবা [illegible]। রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী। [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস [illegible] শ্রীগৌরনিত্যানন্দ [illegible] ও [illegible] সেবা [illegible]। রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible]

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

[illegible] মায়াপুর, [illegible] (নদীয়া)

[illegible] শ্রী[illegible] সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, [illegible] (নদীয়া)

[illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুরের [illegible] এবং [illegible] বর্ত্তমান

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible], এ, এম, এ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

[illegible]।

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

[illegible]

শ্রী[illegible] সেবা [illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(১০) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible]।

(১১) শ্রী[illegible] —

[illegible]

শ্রী[illegible] স্থান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আসন

[illegible], নদীয়া।

[illegible]।

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

[illegible], ঢাকা।

[illegible] শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

[illegible], ঢাকা।

গোপালজীর [illegible] সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্বাই-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], ঢাকা।

শ্রী[illegible] সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible]

এখানে শ্রী[illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible]

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

[illegible]।

শ্রী[illegible]। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], পুরী।

[illegible] শ্রীমঠ [illegible]। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]। [illegible]—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], কাশী।

[illegible] সনাতন-শিক্ষাস্থল। [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

[illegible] কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-[illegible] সেবা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

[illegible]

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible] ও ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

[illegible], মাদ্রাজ। [illegible] শ্রী[illegible]-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস, [illegible] ব্রহ্মচারী। শ্রীপাদ [illegible]।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

[illegible], [illegible]। এখানে শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

এখানে [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible] শ্রী[illegible] দাস, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

[illegible], নিউ দিল্লী।

রক্ষক—[illegible] শ্রী[illegible]।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

স্বাক্ষরের প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১০৲
২। ভাষ্যের-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। যাজ্ঞবাল্ক্য-গৌতমঃ সাম্বয়ভাষ্য (মাধ্ব) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
৯। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৷০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা ১৲
ঐ (আবাঁধা)
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাজোক্তি (প্রথম চারিপত্র)
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণিঃ ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-প্রচারমালা ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভজনরহস্য ৷০
১৯। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
২১। সাধনকণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ৷
২৩। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ (রামানুজভাষ্য) ৷৷০
২৪। শুদ্ধসংহিতা ৷৷০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২৭। সাধুসঙ্গপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
২৯। কল্পদ্রুমাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিস্তৃত ও অনুবাদ সহ) ৷৷০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণপত্র
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৩৬। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১৷৷০
৩৭। নবদ্বীপ পত্রিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৪০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
৪১। গীতমালা ৵১০
৪২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৵
৪৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৫। সাধনতত্ত্ব ৵
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৭। শরণাগতি ৵০
৪৮। গীতাবলী
৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?
৫০। সাংখ্যদর্শন ৵০
৫১। অষ্টকম্ ৵০
৫২। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৵০
৫৩। অষ্টোত্তরম্ ৵১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দশকম্ ৷৷০
৫৫। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৫৬। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৭। সাংসর্গিকম্ ৵০
৫৮। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাষ্টকম্ ৵০
৫৯। গৌড়ীয় মঠের পরিচয়ঃ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। নামভজন ৷০
৬১। লাইফ্ এণ্ড প্রিচেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬২। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৩। দি লর্ড্‌স্ ৷০
৬৪। চতুষ্কোটিক প্রপিপাল্ থিংস্ আণ্ডারষ্টুড্ ডিভোশন
৬৫। চোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০

উড়িষ্যা অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীচৈতন্য চিন্তামণি ৷৷০
৬৭। কল্যাণ কল্পতরু ৷৷০
৬৮। সাধন পথ ৷০
৬৯। গীতাবলী ১
৭০। শরণাগতি ৷৷০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ।। সুবর্ণ সুযোগ।।

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণকর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথমখণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমন্ত্রাবির্ভাব, শ্রীরামভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয়খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীবাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরবরণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম দেয় ২৲ (বাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগী বিনা খরচে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীআশুতোষচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকোষী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সন্ধান করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র সিংহ, ১২৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র:—আমার স্ত্রী দুই বৎসর যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এমন সময় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র উকীল মহাশয় মাত্র ১০ দিন। কিংবা ১৫ দিন সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (স:) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, পি ঠাকুর। ... ধীরেন্দ্র কাটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীহাটপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুকণ্ঠনিঃসৃত সুসিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী স্থূলাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

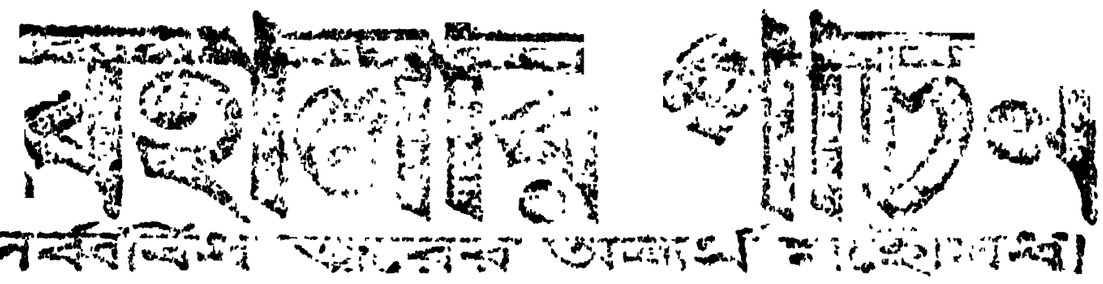
বহীশীর পাঁচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারী কৃত
মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুদ্রব্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৫০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্বারি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শাস্ত্রসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"
বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য—নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক । সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী
পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত [illegible] অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া [illegible] এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহা বাদক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সডাকে বার্ষিক অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৬
ষাণ্মাসিক ৩৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
একক
প্রতি সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র সকল লোক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর ৩রা বৈশাখ শনিবার ১৩৫৮, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫১

নানা কথা

পুলিবাত্যা

কয়েক দিন যাবত অধিক গরম পড়িতেছে। বিদ্যুতের পরিচালনা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ৩রা বৈশাখ অপরাহ্ণকালে অকস্মাৎ মেঘোদয় হয় এবং তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে অপরাহ্ণ ৬টার সময় হঠাৎ চতুর্দ্দিক ধূলি-ধূসরিত করিয়া এক ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয় কিন্তু বারি-বর্ষণ হয় নাই। গত পরশ্বঃ সন্ধ্যার পর হইতে গত কল্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বেশ সুস্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় রেল দুর্ঘটনা।

প্রকাশ যে, তারকনাথ আচার্য্য নামে জনৈক ৫৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ গত ১২ই এপ্রিল বেলা সাড়ে ৯টার সময় ই, বি, রেলের জগতি ষ্টেশনে নামিয়া রেল লাইন ধরিয়া নিজ গ্রামের দিকে যাইতেছিলেন এমন সময়ে একটি আপ মাল গাড়ীর ইঞ্জিনের ধাক্কা লাগিয়া তাহার মাথার খুলি কাটিয়া যায় এবং সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। আহত ব্যক্তিটিকে কুষ্টিয়া হাসপাতাল চিকিৎসাগারে চিকিৎসার জন্য আনা হইয়াছে।

চক্ষুগ্রহণে সেবাকার্য্য

গত চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে মাটিয়ারী ও ইহাদের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক সম্মিলিত হইয়া স্বামাণী গুরুদ্বার ও মহিলাদের মাটিয়ারীর ঘাটে স্নানার্থীদের জন্য নানারূপ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আলোর ব্যবস্থাও তাহারা করিয়াছিলেন। ১৫টি ডে-লাইট দিয়া ঘাটখানাকে বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

লিবার্ত্যা

স্পেনে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট

"ব্যাপার বড় সহজ নয়"

কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন মেয়র ও ডিঃ মেয়র

স্পেনরাজ কোথায় গেল?

মাটিয়ারীর বিবিধ সংবাদ

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

ভর্ত্তির সর্ত্তাদির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"ব্যাপার বড় সহজ নয়"

গত ১৩ই এপ্রিল রাত্রে বেতার যোগে স্থানে স্থানে মিঃ উইলিয়াম কোরিট ও মিঃ টম মো বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই ভারতীয় সমস্যার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

মিঃ উইলিয়াম কোরিট বলেন, ভারত সম্প্রতি যুদ্ধের কারখানা হইতে না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের ভারত হইতে সৈন্য হটান উচিত নহে। তাহা না করিলে বিপদের আশঙ্কা রহিবে। এক কোটি মানুষের হাতে কতৃত্ব দিয়া তাহাদের মধ্যে গৃহ একটা হট্টগোলে পরিণত হইবে।

মিঃ টম মো বলেন,—গান্ধীর ভারত ত্যাগ আমাদের প্রতি খুব বেশী বন্ধুত্বাপন্ন নহে। ভারতবাসীরা যদি লাঙ্কাশায়ারের কিনিস ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সমস্ত চাহিদা এবং পৃথিবীর সমস্ত সৈন্য একত্র হইয়াও তাহাদের তাহা বিক্রয়ে বাধ্য করিতে পারিবে না। মোট কথা ভারত ত্যাগের পক্ষে সঙ্গত নহে। আমরা যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে—ইহা ফেলিয়া যাওয়া উচিত কি না। ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্পেনরাজ কোথায় গেলা?

স্পেনে প্রজাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট

মাদ্রিদ, ১৪ই এপ্রিলের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, স্পেনের সর্ব্বত্র গণতন্ত্র ঘোষণা করা হইয়াছে। রাজা আলফান্সো সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে পলায়ন করিয়াছেন।

রাজা কোথায় গিয়াছেন তাহা ... এখনও জানা যায় নাই। অনেক ... মনে করেন রাজা গাড়ীবিধি দেশে ... করিবেন।

... সংবাদে প্রকাশ, ১৫ই এপ্রিল ... প্রাতে রাজা আলফান্সো ... স্থানে ... প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

... পাওয়া আরও কিছু কালে পারিস ... স্পেনস্থ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করা যে ... এই সঙ্গে প্রচার করা যে কোন ... এই নূতন গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য ... হইবে।

স্পেনবাসীর উৎকণ্ঠা

(পুনরায় তার)

স্পেনের ... সম্বন্ধে কোন সংবাদ ... পারিস, ১৫ই এপ্রিল। ... স্পেনী মনে প্রবল আশঙ্কা ... যে, আলফন্সো কারলোস ... করিতেছেন। ... করিয়া ... রাজধানী ত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন

মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচন

... বৈশাখ বুধবার ... ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও মিঃ আব্বাস ... ১৯২১-২২ সনের জন্য কলিকাতা ... মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ... পূর্ব্বে আর কোন প্রস্তাবই উত্থাপিত হয় নাই।

পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সভার কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নূতন সংস্কৃত আইন গ্রহণ করিবে পর ইহাই কলিকাতা ... প্রথম নির্ব্বাচন। ... নির্ব্বাচনের ... পূর্ব্বে ... করেন। ... প্রস্তাব করেন যে, এল. ... মহাশয় কাউন্সিলের ... কার্য্য পরিচালনা করেন। ... প্রস্তাব ... করেন। ... ও শ্রীযুক্ত ... প্রস্তাব ... সমর্থন করিলে ... অন্যান্য ... মেয়র ও ডেপুটী মেয়র পদের জন্য নামাদি ... প্রস্তাব করা হয়।

উচ্চ পদপ্রার্থীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুভাষ ... ও শ্রীযুক্ত ... বসুর নাম ... ডাঃ বিধান ... করিয়া মেয়রের ... করেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ ... প্রস্তাব করেন যে, এল. ... ডেপুটী মেয়র ... করিতে ... ডেপুটী মেয়র ... করেন।

নবনির্ব্বাচিত প্রতিনিধি

... কলিকাতা নিবাসী ... কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ... ও ... যুক্ত হইয়া ... স্থানের ... প্রধানে গঙ্গা-আউটফল ... বিশদভাবে বুঝাইয়া ... করিবার ... নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ... বিগত ১৯, ২০, ২১, এবং ২২শে চৈত্র হুগলী ... নন্দনপুর, ... কৃষ্ণনগর এবং ... গ্রামে বক্তৃতা প্রদান করেন। ... গ্রামবাসীরা ... অভিনন্দন পত্র ... এবং ... থলি ... উপহার দেন।

গ্রাম পরিত্যাগ

পুনে গ্রামে ... কয়েকদিন পূর্ব্বে এক কাস্টমসের স্ত্রী ইয়া উদ্ভাত হইয়াছিল। ... পুলিস সাহেব কয়েক ... দারোগা প্রভৃতি ... গ্রামে ... ও আসামী ... করিতে ... গেলে গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ কয়েকদিনের ... গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

কয়েকদিন পূর্ব্বে ... সরগুজা নামক এক গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ ৮৯ বৎসরের একটী বালক বেলা প্রায় ১২টার সময় গৃহের জলন্ত উনানে খড় দিয়া জ্বাল দিতেছিল। ... অসতর্কতাবশতঃ ঐ আগুন ... পড়ে। প্রায় ৫০।৬০ খানা বাড়ী ... পড়িয়া পড়ে। প্রায় ৫০।৬০ খানা বাড়ী ... পরিণত হইয়াছে; তবে ... ভীষণ নষ্ট হয় নাই। এই দুর্ঘটনায় গৃহহীন গ্রামবাসীদের দুরবস্থা দেখিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হইতেছে। অগ্নিকাণ্ডে ... পরিণত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন হাজার টাকা হইবে।

বাজার দর

... আলু, গুড় ... প্রভৃতি সমস্ত জিনিষের দর ক্রমশঃ চড়িয়া যাইতেছে। কৃষিজাত দ্রব্যের দাম একটু চড়ায় কৃষক সম্প্রদায়ের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

বৃষ্টি

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় ... গ্রাম ও কাঁসী থানার অনেক স্থানে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে ... ও তিলের খুব উপকার হইয়াছে। বড়বা ও তরহুপুর থানায় এ ... সেরূপ বৃষ্টি হয় নাই।

কাশপুরের অবস্থা

কাশপুরের অবস্থা ক্রমশঃই শান্ত হইতেছে। আজিকার ... বিবরণে অবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখনকে ... এখনও কাটী ... আছে। ... ১১ই এপ্রিল পণ্ডিত মালব্য এবং অন্যান্য আজার ... স্থানীয় ... অনেক বিষয় আলোচনা করিতেছেন।

মিলনসাধনের ... রাত্রি ৯ ... হয়, উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোক ... যোগদান করিয়াছিলেন।

লর্ড আরউইনের তার

বড়লাট লর্ড আরউইন গত ১৯ এপ্রিল 'ভাইসরয় অ্যা ... লর্ড উইলিংডনের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন:—আপনি ভারতসমুদ্রে উপনীত হইয়াছেন, এবং আপনার বহু বন্ধু বান্ধব—যাঁহারা সাগ্রহে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন ... তাঁহাদের সকলের পক্ষ হইতে আপনাকে এবং লেডী উইলিংডনকে পুনরায় ... সম্ভাষণ জানাইতেছি। যে ... দায়িত্ব আপনার গ্রহণ করিতে হইবে তাহা ... কারণের অধিবাসীদের ব্যক্তিগত ... এবং শুভেচ্ছা ... করিবেন এতদ্বারা আপনাকে দিবার প্রয়োজন নাই। আমি একান্ত ভাবে বিশ্বাস করি যে, আপনার কার্য্যকালে সমস্ত সৌভাগ্য এবং সাফল্য কামনার সাথী হইবে। লেডী আরউইন এবং আমি উভয়েই আপনাদিগকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি।"

আটিয়ারীর বিবিধ সংবাদ

সৎকর্ম্ম

আটিয়ারীর বিখ্যাত ব্যবসায়ী স্বর্গীয় রামলাল সেনের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ সেন গত ২৪শে চৈত্র প্রায় পাঁচ শত দরিদ্র ব্যক্তিগণের প্রত্যেককে ১৲ মূল্যের বস্ত্র ও খাদ্য-দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন।

স্কুলে দান

কাশীপ্রসাদ বাবু পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী স্কুলে দশ হাজার টাকা এককালীন দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

ব্রাহ্মবংশীর সূত্র গ্রহণ

আটিয়ারীর এক সম্প্রদায়ের বৃদ্ধা আহ্নিকদিগকে ক্ষত্রিয় বংশের গুরু বলিয়া দাবী করে। সেজন্য গত ২৫শে চৈত্র স্থানীয় অধিবাসী নদীয়ার সদর লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ সেন, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত ... চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বহু শিক্ষিত ও ভদ্র গ্রামবাসীর চেষ্টায় ও উপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর গাঙ্গুলীর পৌরোহিত্যে তাহাদের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হয়। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু (রাজবংশী) ... উপনয়ন-কার্য্যও সত্বর সম্পন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

অগ্নিকাণ্ড

কয়েকদিবস পূর্ব্বে স্থানীয় মাঝিপাড়া ... আগুন লাগায় ৫ খানি ... ঘর একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৬০০ শত ... ক্ষতি হইয়াছে। তন্মধ্যে এক ... অবলা অন্যান্য শোচনীয় বলিয়া স্থানীয় অনাথ আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার দুঃখ নিবারণ বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন।

৬ষ্ঠবর্ষ ৩৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ৩রা বৈশাখ শনিবার—১৩৩৮

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অষ্টত্রিংশদ্‌বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর মহাযোগপীঠের নাট্যমন্দির

কাল—২১শে ফাল্গুন ১৩৩৭, বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯ ঘটিকা

(১)

আজ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে ৪৪৫ বৎসর বিগত হ'য়েছে। বিশেষ প্রবর্ত্তমান বর্ষ ৪৪৫-এর পরবর্ত্তী বর্ষ। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটবর্ষের ৪০৭ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪০৭ চৈতন্যাব্দে এখানে প্রকটিত হ'য়েছিলেন; সুতরাং সভার এই অধিবেশনটী—সপ্তত্রিংশদ্‌বার্ষিক অধিবেশন। এই ধাম-প্রচারিণীসভার উদ্দেশ্য ছিল, যেখানে শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হ'য়েছেন, সেখানে ভক্তগণের চরিত্রে এই প্রপঞ্চে প্রপঞ্চাতীত ধাম দর্শনের সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিলেন, সেই স্থানের যথোচিত শোভা সম্পাদন এবং উহা প্রচারমুখে প্রদর্শন করা। বিগত বার্ষিক বর্ষ এই সভা যাঁ' প্রচার করা ক'রেছেন। এই সভার কার্য্য বহুদিন থেকে নানা প্রকারে বহুজনের দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছিল ও হচ্ছে। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী যে শ্রীধাম, তাঁর সম্বন্ধে নানা কথা এবং সেই ধামের প্রচারকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা করতে প্রয়াস ক'রেছেন ও করছেন।

'ধাম' শব্দের অর্থ—আলয়, আশ্রয়, কিরণ প্রভৃতি। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা—শ্রীগৌরসুন্দরের পদনখ এবং তাঁর পদরেণুবর্গের অর্থাৎ দাসগণের বিশ্বপ্রচারিণীসভা। 'শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা' বল্‌লে অনেকে কুণ্ঠ বিচার অবলম্বন ক'রে মনে করেন,—শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রকটিত হ'য়ে যে স্থানে ভ্রমণাদি ক'রেছিলেন, সেই স্থান মাত্র ইংরেজী ভাষায় বল্‌তে হ'লে 'exoteric representation' বলা যায়। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এই প্রকার বিচারপরায়ণ ব্যক্তিদিগের নিকটে সেই সকল স্মৃতি ও ভগবৎকথার উদ্দীপন ক'রে তাঁদের স্থূল বিচারকে ক্রমে আন্তর বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বিচারকগণের চিত্তপটে যাহা ধাম ব'লে প্রতিভাত হয়, শ্রীধামপ্রচারিণীসভা যে তাঁ'রই মাত্র প্রচার করেন, তা' নয়; শ্রীধামপ্রচারিণীসভার প্রকৃত উদ্দেশ্য esoteric representation-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে আমরা শ্বেতদ্বীপ, সিদ্ধদ্বীপ, গোলোক, বৈকুণ্ঠের বর্ণন দেখতে পাই। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ সনাতন শিক্ষার মধ্যে তাঁদের শ্রীধামসমূহের বিস্তৃতি ও বিভিন্ন বৈভবের কথা যথাযথ বর্ণিত হ'য়েছে। আমাদের বক্তব্য আছে, যখন মহাভাগবতের দৃষ্টি এক উদার হয়, তখন কর্ণে গৌরকথা প্রবিষ্ট হ'লে কর্ণদ্বয় শুদ্ধ হ'য়ে চেতনময় রাজ্যে আমাদের উত্তোলন করায়। বাহ্য বিষয় ও ইন্দ্রিয় সমূহ যে সেবোন্মুখ হয়ে উপচিত করায়, চৈতন্য সেই প্রকার আমাদিগকে অধিকতর করে।

মনোধর্মীভূমিকায় অবস্থিত আছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ নিজে নিজে কল্পনা ক'রেছেন, যাঁরা বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব সৃষ্টিকে যে ভাবে বুঝে থাকেন, সেই ভাবে শ্রীধাম সম্বন্ধে ভাবতে হবে। তাঁরা বলেন,—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

এই শ্লোকের দ্বারা ভক্তগণের আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বন ক'রে উৎক্রান্ত হ'বার আদেশ প্রদান ক'রেছেন, সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিবসে শ্রীগৌরসুন্দরের যে মূর্ত্তির কথা পাই, তা' দিয়া বুদ্ধি, আত্মা মূর্ত্তি, ভগবানের সেবাময়ী মূর্ত্তি; ঐ বুদ্ধিবৃত্তি, পুরুষবুদ্ধি নয়, সকল শক্তিসমন্বিতা পালনীশক্তির প্রচারিকা বৃত্তিবিশেষ। জীব হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হ'লে আমরা সেই মূর্ত্তি জানতে পারি। প্রকৃত ভাবে আবনিম্ন চেতনাবস্থায় নীত হ'লে সেরূপ মূর্ত্তি আমাদের চেতনে উদ্ভাসিত হয়।

কেবলমাত্র স্থূলবুদ্ধিজনগণের ধামের যেরূপ নির্দ্দেশ বা বিচার, সেরূপ ভোগময়ী ভূমিকা শ্রী নহেন। এ কথা আমরা শ্রীধামমায়াপুর-বিভাবকালেও দেখতে পেয়েছিলাম। শ্রীধামমায়াপুরের ন্যায় শ্রীধামমায়াপুরও দর্শন। শ্রীধামমায়াপুর ছলনা ক'রে ইন্দ্রিয়তর্পণ 'ধাম' নহে। শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে যে ধামে প্রপঞ্চ-শিক্ষার মধ্যে প্রপঞ্চ-সম্ভূত জগতের অতিক্রান্ত অবস্থা যে ধামের কথা ব'লে ছিলেন, সেই ধামশব্দে শ্রীধামপ্রচারিণীসভার নাম নিত্য সহিত অভিন্ন জানিবে। যাঁদের ভক্ত অবজ্ঞার উদয় হ'য়েছে, যাঁরা ভক্তে ভেদ ক'রে থাকেন। তাঁরা সর্ব্বতো দর্শন— তাঁদের স্বরূপ দর্শনের অভাবে ভেদ প্রাকৃত জগতে চ'লে যেতে পারিতে হ'য়ে যান। ভক্তকৃপা পরিপূরণের জন্য যে বার ছলনা ক'রে যে সকল বিচার হই হ'য়েছে, শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য সেরূপ ছিল না। শ্রীধামপ্রচারিণীসভার উদ্দেশ্য—শ্রীধামের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হ'য়ে সেই স্বরূপের সেবা করা। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা শ্রীধামের ও শ্রীধামেশ্বরের সেবা-প্রকাশের জন্য উদ্ভাসিত করবার জন্য বিচার প্রণালীকে অধিষ্ঠিত।

যে-সকল কথা আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বন ক'রে নিজে বুঝি বা বুঝাতে চেষ্টা করি, তা' ক্ষুদ্র বিষয়ের অভিজ্ঞান-বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তা' হ'তে অতিক্রান্ত হ'য়ে মানব-জীবনের সফলতা যে বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণে, বৈকুণ্ঠ-সেবাকার্য্যে, তাই শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য ছিল ও আছে। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ শ্রীধামপ্রচারিণীসভার সহিত সংযুক্ত হ'য়ে সেই উদ্দেশ্যের আনুগত্য করছেন, শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মুখ্য পৃষ্ঠপোষক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত জনগণ যে ধামের উদ্ভাবন ক'রেছেন, সেই ধামের সেবা করবার জন্য ঐকান্তিকতা লাভ ক'রে তাঁর চিন্ময় ধামসেবার কৃপাপ্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করছেন, তাঁদের গুণাবলী কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। তাঁদের গুণাবলী স্মরণ করা আমাদের আজ একমাত্র কৃত্য ছিল। মধ্যাহ্নের এই দিবসে গৌরভক্তগণকে গৌরপ্রকাশস্থানের অধিকারের জন্য শ্রীগৌরকৃপাকাঙ্ক্ষায় সজ্জিত এবং উত্তরোত্তর উন্নত হওয়ার জন্যই শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এই অনুষ্ঠানটী প্রবর্ত্তন ক'রেছেন।

ক, উপমন্যুশ্লোক গুণাস্থ দাহং
গুণান্ বিমোহেতি বিনা পশুঘ্নাৎ॥

ভগবানের ধাম নাম ও কানাইবোষ কথা আত্মঘাতী না বুঝে ভক্তজগতের তোষণীয় ভূমিকাকেই 'ধাম' ব'লে ক্ষুদ্র কড়ে রাঁ বর্ণ, পাঁচ, পাদ, পায়ু, উপস্থ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পরিচালনা ক'রে যে কাম তাণ্ডবকে বাড়বার বাসনা পোষণ করে, সেই অশুভ হ'তে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্তিমার্গ, ভক্ত—এই চতুর্কর্ণ বর্ণাশ্রমের সকলকে শ্রীধামপ্রচারিণীসভা ধাম সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করছেন; ইন্দ্রিয়তর্পণের মত্ততায় এই সকল বৈষ্ণবেতর ধর্ম্মে থাকলে ধামে গমন করতে যে সুকৃতির প্রয়োজন, ভক্তসঙ্গ-সেবা, ভক্তধামের ও ভক্তের সেবাতেই একমাত্র তাহা লাভ হয়।

মায়াপুরী

শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তানন্দনাথ ভক্তিশাস্ত্রী

আজ মায়াপুরের কথা বলিব। মায়াপুরী—শ্রীধাম মায়াপুর হইতে, দেবীধাম হইতে অভিন্ন। শ্রীধামে যাঁহারা বাস করেন শ্রীধামের অধীশ্বর রাজরাজেশ্বর শ্রীশচীনন্দনের একান্ত সেবকআর মায়ের নাম যাঁহারা তাঁহাদেরই নাম দেবীধাম। দেবীধামে বিস্মৃতি হয় না। দেবীধাম কামের নামান্তর কলহান্তরিতা। ধামতত্ত্ব—প্রেমময়ীধামের মধুর লীলা, মধুরাভিমানের মধুভূমি।

মায়া হইতে যাহার মত অনিষ্ট আশঙ্কা করা হয়। কেন ইহার মর্ম্মকথা

অনেকের নিকটই ব্যক্ত নহে। মায়াপুরীর রচনা চাতুর্য্য ও গতিনিয়তির তাৎপর্য্যের সন্ধান কেহ রাখেন না—রাখিতে চাহেন না। তাই আজ জানিতে চাহি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আর বুঝিতে চাহি—বিচিত্র এই মায়াপুরের ... বৈশিষ্ট্য। কেননা আমার ... জীবিকার সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধযুক্ত আছে আমার এই অবস্থান-ভূমিকা।

শ্রীমায়াপুর চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় ... সমগ্র বৈভব, আর অচেতন জড়ীয় উপাদানে গঠিত আমাদের এই দেবীধাম। নিত্যানন্দময় ... অবস্থান শ্রীধাম — আর দেবীধাম অনিত্য জড়ানন্দময়;— ... নিরন্তর ... ইহার অধিবাসিগণ। শ্রীধাম ত্রিগুণাতীত স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্ত্বার ... আর মায়াপুরী ... ত্রিগুণাধীন ... কারাগার। শ্রীধাম ভগবানের সচ্চিদানন্দময় ... মাধুর্য্য, আর দেবীধাম মায়াপুরে তাঁহার অপাশ্রিত মায়াশক্তির ... পরিণাম।

... ত্রিগুণাত্মিকা। ... পঞ্চভূতাত্মক আমাদের এই মায়াপুরী। আজ আমরা যে মায়াপুরের অধিবাসী প্রকৃতির কারাগারে। ... আমরা ... ত্রিগুণাতীত বস্তুর ... আমাদের নাই, আমরা অপ্রাকৃত শ্রীমায়াপুরকে প্রাকৃত মায়াপুরী গ্রামের সমজ্ঞান করিতেছি কিন্তু মায়াপুর মায়াপুরী নহে।

তাই আজ ... হয়—এই কারাবাসে ... করিতেছি? আমরা ... হইতে বিতাড়িত কেন? ... বলেন—... আমরা? ... স্বরূপ! ... রূপ ... পুরীর ... শ্রীধামের ... সন্ধান ... আমরা ... করি ... স্বরূপ ... ত্রিগুণাতীত ... আমরা ... করিয়াছি তাই ... আমাদের অবস্থিতি।

জাগ্রত না নিদ্রিত

...আমি দিবারাত্রির ঘুমাইয়া রহিয়াছি, তাহা ... লোকই তাহা বিশ্বাস করিবে। আমারই সমধর্ম্মী অনেকেই হয়ত আমাকে বাতুলজ্ঞানে আমার প্রতি বিষ্ণুতৈলের ব্যবস্থা করিবেন। তখন তাহারা আমার উন্মত্ততা ধরাইয়া দিবার জন্য বলিবেন—"তুমি ত' জাগ্রত, ঐ যে তোমার নয়ন প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দর্শন করিতেছে, কর্ণ নানাপ্রকার শব্দশক্তিতে প্রলুব্ধ, নাসিকা ঘ্রাণের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, তোমার জিহ্বা চতুর্ব্বিধ রসের স্বাদ গ্রহণ করিতেছে, তোমার স্পর্শ কোমল, কঠিন, শীতল, উষ্ণ ইত্যাদির পার্থক্য অনুভব করিতে পারে। তুমি আহার, বিশ্রাম, ভ্রমণ, শয়ন, হাস্য পরিহাসাদি সমস্তই নিয়মিতভাবে করিতেছ; তবে কি তোমার উ... বাতুলের প্রলাপোক্তি?" ইহার উত্তরে আমি কিন্তু সত্য সত্যই বলিতে ... যে আমি জাগিয়াই ঘুমাইয়া থাকি। আমার মোহনিদ্রার ... অবস্থা ... সত্যবান ব্যক্তি ... আমার ... উপলব্ধি ... আক্ষেপ করিবেন।

... যখন তাহারা ... স্থান প্রদান করে, ... চেতন ... দিব্যকে আলোকিত ক... জীব ... সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে ... করায়ত্ত থাকে। উজ্জ্বল ... দেব ... ফিরিয়া আসে। আমাদের নিদ্রালু-কুকুর ... দেখা যায় না। তাহারা নিদ্রিত থাকিলেও গৃহকর্ত্তার কণ্ঠস্বর শ্রবণে জাগরিত হইয়া কতই না আগ্রহভরে তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু আমি এমনই দুর্ভাগা যে, স্বস্বরূপ বিস্মৃতিরূপ মোহনিদ্রা কিছুতেই আমাকে দেহমনোদেশের ... হইতে বাহির হইয়া পরম দয়াল জগদ্গুরুদেবের অশোক অভয় শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে দিবে না। সুচতুরা মায়াদেবী জড়শক্তির অচেতন ক্রোড়ে অনাদিকাল হইতে আমাকে শয়ন করাইয়া রাখিয়া আমার ভোগলোলুপ দেহমনে অতি নৈপুণ্যের সহিত ... মধুর ব্যজন করিতেছে, আর যেন কখনও পরমচেতন শ্রীশ্রীচৈতন্য-বাণী আমার কর্ণে প্রবেশ না করে, ইহাই তাহার একান্ত চেষ্টা। ত্রিগুণময়ী মায়াধারা পরাজিত স্ব স্বরূপবিস্মৃত আমরা কেহই জানি না, প্রকৃতই কোন অভাব আমাদিগকে ক্লিষ্ট করিতেছে। ভ্রান্তিবশতঃ মনে করি, দেহমনের সাময়িক অভাব পরিপূরণেই বুঝি আমাদের দুর্দ্দমার বিষয়-পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটিবে। এই জড় ভোগ-স্পৃহা যে আমাকে ভীষণ দর্শন অন্ধতামসের পথে দ্রুতগতিতে ধাবমান করিয়া দিতেছে—আত্মেন্দ্রিয় কামনা পরিপূর্ত্তির আকুলতা যে আমার ভয়াবহ দুঃখেরই আবাহন করিতেছে, এ শুদ্ধজ্ঞান আমার নাই। হায়! বিষয়ভোগাশা-রূপ কামধর্ম্ম এবং বিষয়ভোগেচ্ছাময় ভোগধর্ম্ম এই উভয়বিধ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বাঘিনী প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে স্ব স্বরূপবৃত্তি সেবাধর্ম্ম হইতে পথভ্রষ্ট করিতেছে।

আমার ন্যায় অনন্ত কোটি পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ করুণাময়ের ... জগতে অপূর্ব্ব কল্যাণ ... আনয়ন করিয়াছেন—... উন্মাদ ... নিতাইয়ে, ...

... শ্রীশ্রীচৈতন্য ...

... ইত্যাদি ... করিতে হইলেও ... স্বীকার ... হইতে ... প্রেমময় ... মহাপ্রভুর ... শ্রীচরণাশ্রয় স্বীকার না করিয়া আমি আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনায় অনন্তকাল কাটাইতেই বদ্ধপরিকর করিলাম! কিন্তু আমার ... কি আমার আত্ম সুখ চেষ্টা।

হায় জন্ম, মরণ, শোক, ... দাবাগ্নি-পরিবেষ্টিত চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়াও কি আমার নিয়ত সম্বর্দ্ধমান কামনা নিবৃত্তি হইবে না। সর্ব্বাপেক্ষা অধম অথচ দুর্লভ মানব-দেহ লাভ করিয়া পরম করুণাময় শ্রীমন্নিত্যানন্দের সকাতর আহ্বানেও কি আমার পাষাণাপেক্ষা কঠিনহৃদয় দ্রবীভূত হইবে না? কৃষ্ণবিমুখতারূপ অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া, শ্রীনামসেবা, ধামসেবা ও কামসেবায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আচার্য্যদেবের মহতী কৃপা আজ অনন্তধারায় বর্ষিত হইতেছে। তাঁহার গোলোক-গীতির চেতন ঝঙ্কার, অচেতন জড়জগতের পুঞ্জীভূত অবিদ্যাদুষ্ট মতবাদ খণ্ডন করিয়া, বিশ্ববাসীর সেবোন্মুখ মনমায় বিশ্বেশ্বর শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনের অত্যদ্ভুত প্রেরণা দান করিয়াছে। তথাপি আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিছুতেই জাগিব না। জড়াকাশের সুরসুন্দরী আমার কর্ণকে মোহিত করিয়াছে, তাই মূর্ত্তিমতী গৌরবাণীর মহামঙ্গল ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে না। চক্ষু সমুদয় দৃশ্য বস্তুর অধিপতি সাজিয়াছে, নিদ্রামলিন নয়নের জড়দৃষ্টি আচার্য্যবরের অপ্রাকৃত চরণ-নখরশোভা কিরূপে সন্দর্শন করিবে? তাই এড়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছি, আমার এ জাগ্রত নিদ্রার ঔষধ কোথায়? শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া আত্মমঙ্গলের উপায় চিন্তা করি না। মোহনিদ্রিত আমার অন্তরে বহির্মুখ চিন্তার নানা চিন্তাধারা, বহু সমস্যার সমাধান-... ভোক্তৃত্বের ও কর্ত্তৃত্বের একটা উগ্র উন্মাদনা আনিয়া দিতেছে। ... অপার করুণার বিষয় ... আমার চিন্তনীয় হয় না, অথচ ... আপাত মনোহারিণী নানা ... আমার চিত্তকে ... করিতেছে। আমার শ্রীগুরুদেব ... দেখিয়া আজ পতিত... কমল নয়নে ... হায়! হায়!

... অভিমানী হইয়াও কি আমি শুধু আহার, নিদ্রা, ভয়াদিরূপ পশু ধর্ম্মেই ব্যস্ত থাকিয়া অমূল্য জীবন ... হইব! বৈকুণ্ঠবাণীর উদ্বোধন ... কি আমার রুদ্ধ হৃদয়-কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাকে বাস্তব জাগরণে জাগরিত করিবে না, ... আমার জড়ীয় জ্ঞান কি চিরদিনই আমাকে তাহার দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবে!

সাত্বত বিধানে শ্রাদ্ধ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত চট্টগ্রাম জেলার ... গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন ... মহাশয় গত ২৪শে চৈত্র মঙ্গলবার ময়মনসিংহে শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় আসনে শ্রীপাদ যদুবর দাস অধিকারী এম.এ, বি এল মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ যদুবর দাস অধিকারী মহাশয় গত ২৯শে চৈত্র রবিবার তারিখে তাঁহার ধর্ম্মমাতার শ্রাদ্ধ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় আসনে পাঞ্চরাত্রিক বিধান-মতে সম্পাদন করিয়াছেন।

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত— ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রীমহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াবাদ, বৈধীভক্তি ও রাগানুগার ভেদ, [illegible] [illegible] জীবের বদ্ধ দশা ও মুক্তি, [illegible] অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, [illegible] সাধকত্ব, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে [illegible] ব্রহ্ম বা ভাহার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা [illegible] [illegible] প্রয়োজন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শক্তিবিচার, দীক্ষা, [illegible] ও [illegible] ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্ব, অধিকারী, [illegible] রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি [illegible] [illegible] নিগূঢ় রহস্যাবলী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চতুর্থ সংস্করণ [illegible] মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

[সিমলা বাঁধাই— ২্ দুই টাকা

আর্ট্যাপা—১৸০ পোনে দুই টাকা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহা [illegible] করা যায় না।

শ্রীআম্নায়সূত্র

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার সহিত সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। টীকা ভাষ্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পাঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর রচিত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ [illegible] [illegible] [illegible] সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, [illegible] প্রমাণাদির তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] [illegible] অক্ষরে [illegible] [illegible] [illegible] উচ্চ মহের্ঘ কাগজে ছাপা [illegible]

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

[illegible]

বৈষ্ণবতন্ত্র নবকান্তি

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১্ এক টাকা ২য় খণ্ড ১্ টাকা— শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োজনীয় [illegible] [illegible] [illegible] পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান ! সাবধান !!

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] প্রশংসিত।

আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইংরাজী অক্ষরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কেশরী কুন্তলীন

[illegible]

[illegible] [illegible] টাকা

[illegible] [illegible]

শ্রীগীতা

সংকট সাইজ
তৃতীয় সংস্করণ
ভিক্ষা ।০ আনা

[illegible]

[illegible] এক টাকা

[illegible]

সংকট সাইজ
তৃতীয় সংস্করণ
ভিক্ষা [illegible]

[illegible]

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

[illegible]

[illegible]

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

[illegible] গৌড়দেশের সর্বপ্রধান [illegible] কলিকাতায় [illegible] আছেন। এই [illegible] সেবিত হন। গৌড়ীয় [illegible] একটী সুবৃহৎ [illegible] শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এবং [illegible] ভক্তগ্রন্থ [illegible] পত্রিকা [illegible] তাহার [illegible] পাঠ কীর্তন, [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible] সহকারী—পণ্ডিত [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] পাঠক প্রভৃতি [illegible]

[illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

(৯) [illegible] মঠ

[illegible]

১১ [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

(১২) [illegible]

[illegible]

[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৩ [illegible]

[illegible]

১৫ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ

[illegible], নদীয়া।

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible], ঢাকা।

[illegible] এখানে শ্রীগুরু-[illegible] সেবা বর্তমান।

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

[illegible], ঢাকা।

গোপালজীর [illegible] প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

১৬ [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ঢাকা

[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৭ [illegible] মঠ

[illegible]

১৮ [illegible]

[illegible]

১৯ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

[illegible]

[illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], পুরী।

[illegible] রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible] সহকারী— ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible] বর্তমান। রক্ষক— ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২২) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], কাশী।

[illegible]

[illegible] বর্তমান। রক্ষক — [illegible]।

২৩ [illegible] মঠ

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন।

[illegible] সেবা।

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রী[illegible] মঠ

[illegible]

[illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

২৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

[illegible] রক্ষক—শ্রীমা-[illegible] শ্রীরাম [illegible]

২৬) শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ

[illegible] এখানে [illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], হাবড়া

এখানে [illegible] শ্রীগোপালের সেবা বর্তমান। রক্ষক—[illegible] শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ [illegible], দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ, শ্রীরাম [illegible]।

(২৯) গোয়ালপাড়া [illegible]

রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ)
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ।
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১০। চিত্রে নবদ্বীপ
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা ।৲
ঐ (আবাঁধা)
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভজনরহস্য ।০
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ।০
২৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ।০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী।
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)।
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

৩৬। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১॥০
৩৭। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৪০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪১। গীতমালা ৴১০
৪২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৴
৪৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৫। সাধনকণ্ঠ ৴০
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৭। শরণাগতি ৴০
৪৮। গীতাবলী
৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?
৫০। সাংখ্যবাণী ০
৫১। অর্থপঞ্চক ৴০
৫২। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৴০
৫৩। অর্চ্চনকণ ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৫। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৬। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৭। সারাংশবর্ণনম্
৫৮। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৫৯। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। নামভজন ।০
৬১। লাইফ্ র‍্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৬২। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৩। দি ভাগবত ।০
৬৪। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল র‍্যাণ্ড আনেলরেড্ ডিভোসন
৬৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ।০
৬৭। কল্যাণ কল্পতরু ।০
৬৮। সাধন পথ ।০
৬৯। গীতাবলী ৴১
৭০। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রী— দের ক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

য় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকীল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীহাটপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুকণ্ঠনিঃসৃত সুসিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী স্থূলাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মদনজ্বর, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাত্মারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক | সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী
পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায় অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1547

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ

সত্যমেব জয়তে

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৫৲০
সিকি কলম ২৲
চতুর্থাংশ হার
স্বতন্ত্র।

বার্ষিক ১৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৲৮০
মাসিক ১
প্রতি সংখ্যার ৵

ভারতের সকল প্রাচীন নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীগৌরাঙ্গ সংবৎসর ৭ই বৈশাখ সোমবার ১৩৪৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৪১

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

কৃষ্ণনগরের মদের দোকানগুলিতে শান্তিপূর্ণ ভাবে পিকেটিং চালান হইতেছে। সহরের কোন প্রকার অশান্তি প্রয়োগ করে, এজন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী হরিজন পত্রে লিখিয়াছেন—মিঃ ডেমস্, পোদার হত্যাকাণ্ড এবং শিখ-লীগের সভায় মিসেস্ কাটের হত্যাকাণ্ডকে বীরত্বপূর্ণ আখ্যা প্রদানের এই কথাটা সোচ্চারভাবে আমি প্রত্যাখ্যান করিতেছি যে, যেসব অসৎ রিপোর্টমূলক কাজে অনেক সময় আমার নাম জড়িত করা হইয়া থাকে যে-সত্য হউক না কেন, অন্তরঃ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড দেশের মুক্তি করিয়া থাকে; যাহারা হিংসামূলক মুক্তিকামী, তাহাদিগকে আমি—আপনারা হিংসের যতটুকু অনেক দিক দিয়া বলেন, আমাকেও ততটুকু যে হিংসা বন্ধ করা দেয়, তাহা [illegible] এই কথা নিশ্চয় [illegible] আপনাদের [illegible] আপনারা চরম উদ্দেশ্যে [illegible] আমি জানি যে, [illegible] রাজনৈতিক হত্যা- [illegible] ; সুতরাং আপনারা [illegible] যে আপনার আমা হইতেও

কৃষ্ণনগরে পিকেটিং

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে গান্ধীজী

বোম্বাইয়ে নবাগত বড়লাট

ইংলণ্ডের পথে লর্ড আরুইন—বোম্বে ইয়ং

বিরাট সম্বর্দ্ধনা

মিঃ কিদোয়াইর জলন্ত বিবৃতি

বোম্বাইয়ে গান্ধীজী ও লর্ড আরুইন

কবরে গ্রেপ্তার

তেলের কারখানায় আগুন, অর্দ্ধ লক্ষ টাকা ক্ষতি

বিদেশী বস্ত্র রপ্তানী সমস্যা

[illegible] দেশী হাত, তাহা হইলে আপনাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিপ্লবাত্মক কার্য্যদ্বারা আপনারা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিকে কি ত্বরান্বিত করিতেছেন। এই গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে গঠিত, আর সকল গবর্ণমেণ্টই সেই ভাবে গঠিত। তাহাদের যার হিংসামূলক কার্য্য চলিতে থাকে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই হিংসামূলক কার্য্যের জন্য দণ্ডিত আসামীদিগকে মুক্তি দিবেন না। সংবাদ সকল দিক বিবেচনা করিয়া যদি আপনারা আমার উপদেশ মানিয়া চলেন তবে কাজ হয়। আমি অনুরোধ করি যে, [illegible]

[illegible] আমেরিকার [illegible]

[illegible] আজিজ আহমেদের [illegible] ছিলেন এখন

ইংলণ্ডের পথে লর্ড আরুইন

বোম্বাইয়ে বিরাট সম্বর্দ্ধনা

গত [illegible] মিনিটের সময় [illegible] লর্ড আরুইন কাইজার [illegible] সমুদ্রোপকূলে [illegible] বোম্বাই [illegible] ; যে স্থানে [illegible] সেখানে [illegible] অবতরণ করেন; তাঁহাদের [illegible] এবং [illegible] সেখানে [illegible]

ইংলণ্ডের পথে লর্ড আরুইন বোম্বাইয়ে বিরাট সম্বর্দ্ধনা

গত [illegible] মিনিটের সময় [illegible] লর্ড আরুইন কাইজার [illegible] সমুদ্রোপকূলে [illegible] বোম্বাই [illegible] ; যে স্থানে [illegible] সেখানে [illegible] অবতরণ করেন; তাঁহাদের [illegible] এবং [illegible] সেখানে [illegible]

[illegible] ইংরাজিগকে অভ্যর্থনা করেন। [illegible] এবং গভর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত রাস্তার বিপুল পুলিশ পাহারার [illegible] করিয়াছিল। আর [illegible] [illegible] কমিশনার, বোম্বাইয়ের [illegible] [illegible] এবং [illegible] কমিশনার [illegible] বিশিষ্ট ব্যক্তিকে [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] অভ্যর্থনা করেন। [illegible] গভর্ণমেণ্ট হাউসে চলিয়া যান।

বোম্বাইয়ে গান্ধীজী ও লর্ড আরুইন

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সেক্রেটারীগণ এবং কুমারী স্লেডকে সঙ্গে লইয়া গত [illegible] প্রাতে আমেদাবাদ হইতে বোম্বাই পৌঁছেন এবং সেইদিন [illegible] [illegible] অন্য দল [illegible] গান্ধী হইতে অবতরণ করেন। তিনি প্রায় এক মাইল রাস্তা হাঁটিয়া একখানা মোটর গাড়ীতে আরোহণ করেন এবং সহরে উপস্থিত হন।

লর্ড ও লেডী আরুইন রেল [illegible] মিনিটের সময় বোম্বাই পৌঁছেন।

[illegible] কাল সন্ধ্যা আমেদাবাদ [illegible] বিশেষ সভা ও [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] অসম্ভব, এটার সময় অবশ্যই কাটিবে বড় আরুইনের সঙ্গে ৫ মিনিটের জন্য আলাপ করেন।

অবসরপ্রাপ্ত বড়লাটের সম্বর্ধনা

গত ১৭ই এপ্রিল সোমবার বেলা ৩টার সময় ভারতের নবনিযুক্ত বড়লাট লর্ড উইলিংডন কাউন্টেস্ অব উইলিংডন সহ "চাংসরয় অব এক্সচেঞ্জ" জাহাজে পৌঁছিলে ঠিক প্রাতঃ ৭-২০ মিনিটের সময় জাহাজ বোম্বাইয়ে অবতরণ করেন। জাহাজে থাকাকালে চারিখানি বিমানপোত অবনত হইয়া বড়লাটকে অভিবাদন করে। বড়লাট সেই উপলক্ষে অবতরণ করেন, অমনি ঘনঘোর তোপধ্বনি হয়। বোম্বাইয়ের গবর্ণর এবং লেডী সাইক্স, বড়লাট ও তাঁহার পত্নীকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহাদিগকে সমবেত দেশীয় নৃপতি এবং সামন্ত রাজগণের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। অতঃপর নূতন বড়লাট 'গার্ড অব অনার' পরিদর্শন করেন। অতঃপর উচ্চপদস্থ সামরিক এবং বেসামরিক কর্মচারিবৃন্দ, গবর্ণর ও বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট নাগরিকগণকে নূতন বড়লাটের সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়া হয়। তিনি সকলের সহিত করমর্দ্দন করেন। তৎপরে বোম্বাই সিটী কর্পোরেশনের সভাপতি মিঃ হোমান নাগরিকদের পক্ষ হইতে বড়লাটকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। ইহার পর কর্পোরেশনের সদস্যবিগকে বড়লাটের সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে বাণ্ড ও ড্রাম উচ্চকণ্ঠে রাজকীয় প্রথার 'ভারতের জাতীয় সঙ্গীত' পরিত্যাগ করেন। কাটরাসার হইতে গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া রাস্তার উভয় পার্শ্বে সৈন্য এবং পুলিশ সারিবদ্ধ হইয়া ছিল। বড়লাট যখন সম্মুখ অগ্রসর হন তখন সমবেত জনমণ্ডলী জয়ধ্বনি করে।

সম্রাট্ ও লর্ড আরউইন

সম্রাট পঞ্চমজর্জ এবং বড়লাট লর্ড আরউইনের মধ্যে নিম্নলিখিত তার আদান প্রদান হইয়াছে :—

সম্রাটের তার

১৬ই এপ্রিল, ১৯২৬

আজ আপনার ৫৫ তম জন্ম দিবসে আমি আপনাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি এবং ভারতের অত্যন্ত সঙ্কটের মধ্যে আপনি পাঁচ বৎসর কাল আমার প্রতিনিধিরূপে যে সব মহান্ কার্য্য করিয়াছেন, এই সুযোগে তাহার গভীর প্রশংসা করিতেছি।

বড়লাটের উত্তর

১৬ই এপ্রিল, ১৯২৬

আপনি আমার প্রতি যে ঔদার্য্য পূর্ণ বাণী পাঠ করিয়াছেন তাহাতে আমি গভীর ভাবে অভিভূত হইয়াছি। আপনার প্রতিনিধিরূপে আমি ভারতে যে কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছি, আপনি তাহা অনুমোদন করিয়াছেন জানিয়া আমি অত্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছি। সেই উচ্চপদ ত্যাগ করিবার কালে আমি আপনাকে আমার চিরকৃতজ্ঞতা এবং শক্তি নিবেদন করিতেছি।

মিঃ কিদোয়াইর জলন্ত-বিবৃতি

লক্ষ্ণৌর ১৬ই এপ্রিলের সংবাদ প্রকাশ, মুস্লিম জাতীয় দলের সেক্রেটারী মিঃ ক্বী আবদুল কিদোয়াই সংবাদপত্রে নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন—মৌলবী সফী দাউদী তাঁহার শেষ বিবৃতিতে অবজ্ঞাসূচক ভাবে "কংগ্রেসের কতকগুলি মুসলমান"এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কংগ্রেস কোঠায় কতজন মুসলমানের নাম আছে, মৌলবীর কি জানা আছে? কংগ্রেসের মুসলমানদের নামের তালিকা লইয়া একটু তুলনা করিয়া দেখিলেই মৌলবী দেখিতে পাইবেন যে, এসংখ্যা প্রাদেশিক মুস্লিম-লীগ ও খিলাফৎ কমিটিসমূহের সম্মিলিত সমস্ত সংখ্যাকে ছাপাইয়া অনেক উচ্চে উঠিবে। ৮ কোটি মুসলমানের মধ্যে মুস্লিমলীগ ও খিলাফৎ কমিটিগুলির মোট সমস্ত সংখ্যা বড় জোর ৪ হাজার হইবে; কিন্তু গত এক বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসের সংস্রবে ১২ হাজারের উপর মুসলমান দীক্ষিত হইয়াছেন, কেবল টটাইলেই যে সফী দাউদী প্রভৃতির দাবী সাব্যস্ত হইবে না, তাহা তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার ও দুষ্কিতীন গোঁড়ামীর ফলেই কাণপুরের সাম্প্রতিক বাপারটী এরূপ একটা গুরুতর ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। মৌলানা মৌকৎ আলী "তাজার গান্ধী"কে টটাইয়া হে পারেন। সফী দাউদী ও আলী আবদুল তাকুন প্রভৃতি উত্তেজনার বিষ ছড়াইতে থাকুন, কিন্তু ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য চাই শক্তি ও মৈত্রী, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই সকল উত্তেজনা উদ্দীপনা সত্ত্বেও আমরা উহা লাভে সমর্থ হইব।

কবরে গ্রেপ্তার

বাঙ্গালোরের ১৬ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, একদল পুলিশ হঠাৎ একটি মুসলমান কবর ভূমি ঘেরাও করিয়া ফেলিয়া গোর খননকারিকে একখানা ছুরিসহ গ্রেপ্তার করিয়াছে। লোকটির বিরুদ্ধে নাকি এই প্রকার অপরাধের অভিযোগ আছে এবং তদ্ভিন্নিমিত্ত পুলিশ তাহার পিছে পিছুক ছিল।

বোম্বাইয়ের লাট ও মহাত্মাজী

গত ১৭ই এপ্রিল মহাত্মা গান্ধী বোম্বাইয়ের লাট সার ফ্রেডারিক সাইকেসের সহিত প্রায় ২ ঘণ্টা ৫ মিনিটকাল কথোপকথন করিয়াছেন। রাজস্ব-সচীব সার আর্থার ব্রাডলও ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানতঃ রাজেয়াপ্ত স্বদেশী প্রতাপর্ণ ও সত্যাগ্রহীদের মুক্তি সম্পর্কে কথাবার্ত্তা হইয়াছে। যে স্থানে যাহা কিছু সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হয় নাই এবং রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করা হয় নাই তথাকার বিবরণ-পূর্ণ কাগজপত্র লইয়া মহাত্মাজী লাটের নিকট গমন করিয়াছেন। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী মহাত্মাজীকে ঐ সমস্ত কাগজ-পত্র সরবরাহ করিয়াছেন। তিনি বাহিরে আসিয়া কোনরূপ বিবৃতি প্রদানে অসম্মত হয়েন।

তৈলের কারখানায় আগুন
অর্দ্ধ লক্ষ টাকা ক্ষতি

গত ১৫ই এপ্রিল রাত্রিতে অমৃতসর সহরের বাহিরে গেহু মৌলা বক্সের একটী তৈলের কারখানাতে আগুন লাগে। যন্ত্রপাতি ও কারখানার বাড়ী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইয়াছে। রাত্রি ৮ টার সময় আগুন লাগে এবং মধ্য রাত্রিতে অনেক করে আগুন আয়ত্তের মধ্যে আসে। দুইটী দমকল ঘটনাস্থলে আসিয়া বিশেষ কাজ করিয়াছিল। অন্য এক স্থানে আগুন নির্ব্বাপণে ব্যস্ত থাকাতে মিউনিসিপ্যালিটীর দমকল সময় মত ঘটনাস্থলে আসিতে পারে নাই। প্রকাশ কারখানাতে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। তবে তন্মধ্যে কারখানাটি বীমা করা ছিল।

বিদেশীবস্ত্র রপ্তানী সমস্যা

গত ১৬ই এপ্রিল মহাত্মা গান্ধীর বোম্বাই পৌঁছিবার অল্পকাল পরই বোম্বাই, আমেদাবাদ ও বরোদার মিল মালিক সমিতি সমূহের প্রতিনিধিগণ বিদেশী সুতা বা বিদেশী সুতার প্রস্তুত বস্ত্রাদি বিদেশে রপ্তানি করার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য মহাত্মার সমীপে গমন করেন। কংগ্রেস পক্ষে মহাত্মা গান্ধী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মিঃ সি রাজগোপালাচারী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। মিল মালিকদের পক্ষে সার গোকুলদাস, মিঃ অম্বালাল সারাভাই, মিঃ এইচ পি মোদী প্রভৃতি ছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টাকাল আলোচনার পর বিদেশী বস্ত্র প্রভৃতি পুনরায় বিদেশে রপ্তানীর ব্যবস্থাকল্পে সার গোকুলদাসকে প্রেসিডেন্ট করিয়া একটি ক্ষুদ্র কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে।

ভীষণ যুদ্ধের আবাহন

আমেদাবাদের ১৭ই এপ্রিলের সংবাদ প্রকাশ, সর্দ্দার বল্লভভাই ঐ অঞ্চলে কতকগুলি বক্তৃতা দান করিয়াছেন। বক্তৃতাগুলির মর্ম্ম এইরূপ,—"এক মাসের মধ্যে আমরা রাজনীতিক অধিকার লাভ করিব, অন্যথায় এক ভীষণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে। সামরিক যুদ্ধ বিরতিতে আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ দিয়াছে—আমরা কি করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে কি করিব। আমরা আগামী যুদ্ধের জন্য এতদ্দিন প্রস্তুত হইবার একটা সুযোগ লাভ করিয়াছি। আগামী যুদ্ধের নামে যাঁহারা ভীত ও আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বেচিয়া দিয়া বিদেশে যাইয়া বসবাসের ব্যবস্থা করিতে পারেন; কেন না, আগামী যুদ্ধ এমন যুদ্ধ হইবে যে, ইতিহাস কখনও সেরূপ যুদ্ধ দেখে নাই।"

নারী বাহিনীর
কাথিয়াবার পরিভ্রমণ

আমেদাবাদের ১৭ই এপ্রিলের সংবাদে জানা যায়, মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী অম্বালাল সারাভাইয়ের নেতৃত্বে একটী নারী-বাহিনী মে মাসে কাথিয়াবার অঞ্চল পরিভ্রমণ করিবেন, শ্রীযুক্ত হরিদাস পার্থ ও সঙ্গে থাকিবেন।

রাজ্যচ্যুত আলফান্সোর আর্থিক অবস্থা

প্রকাশ রাজ্যচ্যুত আলফান্সো নাকি প্রায় ২০।৩০ লক্ষ পাউণ্ডের মালিক। এই অর্থ ব্রিটেন এবং আমেরিকার গচ্ছিত আছে। রাজা আলফন্সো গত ১৪ই মার্চ্চ মাদ্রিদ হইতে প্যারিসে পৌঁছিয়াছেন।

ঝড়ে গৃহপাতে মৃত্যু

তমলুক ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তার ধারে চাঁদসাহপুরে ঝড়ে একটী মেয়ে ভূমিসাৎ হইয়াছে। উক্ত ঘটনায় পাঁচজন বিশেষরূপে আহত হইয়াছে এবং বালক সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়িয়াছে। উহাদের সকলেই নিদ্রিত ছিল এমন সময় ঝড়ে বাড়ীটী আছড়িয়া পড়ে। উহারা সেই সাঙ্ঘাতিক আঘাতের ফলে পড়িয়া যায়।

শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তাম্ঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর- ৭ই বৈশাখ সোমবার—১৩৫৩

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সপ্তত্রিংশদ্বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

(২)

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মূল প্রাণ-স্বরূপ ওঁ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বহু লোকের নিকট এসকল কথা ব'লে-ছেন; কিন্তু ভাগ্যের অভাবহেতু আমাদের মত লোক তা'তে কর্ণপাত কর্‌তে পারে নাই বা নিজের যোগ্যতার অভাবহেতু তা' ধর্‌তে পারে নাই, সেজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের যে গুণ-কীর্ত্তন, উত্তম-শ্লোকের যে গুণ-কীর্ত্তন, তা' শুন্‌বার অধিকার যাঁরা দেন, এমন যে কীর্ত্তনকারী গুরুবর্গ—গুরুপদাশ্রিত গুরু-বর্গ, আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মবশে তাঁদের কথা শুন্‌বার অধিকার হয় না। আমরা প্রাক্তন কর্ম্মের দ্বারা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" এই গীতার শ্লোকানুসারে 'আমি কর্ত্তা'—এই দম্ভে হত। যদি অহঙ্কারমুক্ত হই, তবে ভক্তবজ্ঞারূপ ঐকটা মহদপরাধ এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু আমরা যে গুরু-পাদপদ্মের অনুগত, সেই গুরুপাদপদ্ম এরূপ শিক্ষা দেন নাই। মহাপ্রভুর প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান যাঁরা করেন, তাঁ'রা পূজ্য—সেব্য। ভগবান্ যেরূপ সেব্য, তদপেক্ষাও অধিকতর সেব্য ভগবানের সেবক সম্প্রদায়। গৌরসুন্দর এবং প্রকৃত গৌরভক্তগণ আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ

যাঁ'রা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রা বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহের যুগপৎ সেবা ক'রে থাকেন। কার্ষ্ণসেবার সহিত আত্ম প্রতীতির সর্ব্বতোভাবে সংযোগ আছে। যাঁ'দের তা' নাই, তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মসেবা বুঝ্‌তে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা কর্‌বার পূর্ব্বে গুরুসেবা, সেই গুরুসেবা সপার্ষদ ভগবানের সেবা। সপার্ষদ গুরুসেবা না হ'লে আত্ম-প্রতীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্ম-প্রতীতির অভাবে, নিষ্কপট সপার্ষদ গুরু-পাদপদ্মপুজার অভাবে ভোতাপাখী যেরূপ কথা শিখে, বুলি আওড়ায়, আমরাও সেইরূপ শব্দ উচ্চারণ করি মাত্র। আমরা বড় বড় লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি"—গীতার চরম শ্লোক "মামেকং শরণং ব্রজ" একবারও স্মরণ করি না। আমরা নিজেরা আমা-দিগকে খুব বড় মনে করি—প্রকৃতির অতীত রাজ্যের অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি, কল্পনা করি। অপ্রাকৃতভাব লাভ না কর্‌লে কোন মঙ্গল লাভ হ'বে না; কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থেকে যদি অপ্রাকৃতভাব লাভ ক'রেছি মনে করি, তা' হ'লে সেরূপ মনে করা অবৈষ্ণবতা। এই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধির নামই—দৈন্য।

সেই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধি না করার নাম—দম্ভ।

গৌরসুন্দরের শিক্ষা বিস্তারের অভাবে জড়জগতে প্রভুত্বের বিচার এসে উপস্থিত হ'য়েছে। তাঁ'র ধাম-সেবক, নাম সেবক, নাম সেবক যখন এই জগতে আসেন, তখন তাঁ'রা ধামপ্রচারিণীসভা-প্রকটে উদ্যোগী হন। তাঁ'দেরই শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পুষ্প প্রভৃতি ভক্তগণ চিন্ময়-ধামের প্রচার সংরক্ষণের জন্য যত্ন ক'রে থাকেন। সেই যত্ন যেখানে যেখানে দেখা যা'বে, সেখানে সেখানে কার্ষ্ণ-দাস্য ও কৃষ্ণ-দম্ভ উদ্যত হ'য়েছে। কিন্তু তা'তে বিচলিত হ'য়ে যদি আপাততঃ আশ্রয় করি, আমাদের শাখা-প্রশাখা পল্লব পুষ্প-রূপে বিস্তারিত হই, তা' হ'লে বৈষ্ণবের চিত্তাকর্ষণ ছাড়া আর কিছু কর্‌ব না, সেটাই কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডের বিচারক-গণ মনে করেন,—আমরা যোগিপতি হ'ব, সকলের উপর প্রভুত্ব কর্‌ব, বৈষ্ণ-নীতি অবলম্বন কর্‌ব ইত্যাদি। আমি বড় বাহাদুর'—ইহা কর্ম্মকাণ্ডীয়গণের বিচার। আমার কৃতিত্বের অভাব হ'লেই আমি বৈষ্ণব হ'য়ে যাই; এজন্য আত্ম ঋষি আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
নশ্যা বৃষের্ভাগবতা ভবন্তি॥

বলের অভাব হ'লেই আমরা বৈষ্ণব হ'তে চাই। কিন্তু বাস্তবিক বলবতী আত্মশক্তিই বৈষ্ণব। সেই বল পার্থিক বল বা শারীর বল নয়, তা' বৈষ্ণবের পদধৌত জল, বৈষ্ণবের পদরেণু বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট। বলদেব-নিত্য গুরুপাদপদ্মসেবক বৈষ্ণবের পদধূলিতে যাঁ'রা বলবন্ত হন, তাঁ'রাই প্রকৃত বলবন্ত। বৈষ্ণব পরম নির্ম্মল বস্তু, তাঁ'র পাদপদ্মে কোন ধূলো কাদা বা মলিনতা নাই; কিন্তু তিনি কৃপা ক'রে যে পাদপদ্মপরাগরেণু রেখে যান, সেই পদধূলি যদি আমরা আমাদের মাথার মুকুট ক'রে রাখ্‌তে পারি, তবেই সাম্রাজ্য বা স্বারাজ্য লাভ কর্‌তে পার্‌ব। আমরা যেন কার্ষ্ণসেবা হ'তে কখনও বঞ্চিত না হই।

বিগত বর্ষে একটা নূতন কথা ও নূতন দৃশ্য দেখ্‌বার অবসর পেয়েছি। এতদিন শুনেছিলাম, কেবল মুখে সম্প্রদায়ই শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বল্‌তে না পেরে নানা প্রকার বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল অনুকরণের [illegible] ভযোগিতা বা মনট [illegible] যায়; কিন্তু শিক্ষিতসম্প্রদায়ও নির্ম্মল পারমার্থিক শিক্ষার বিরোধকে আদর্শ করবার চেষ্টা করেছেন, ইহাও পরিলক্ষিত হ'য়েছিল, এটা খুবই শুভলক্ষণ। যদি প্রচার কার্য্যের ফলটা আরম্ভ হ'য়েছে দেখ্‌তে পাই, তা'র চেয়ে শুভ আর কি আছে? যেমন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎ-সায় য়্যাগ্রাভেশন (aggravation) ব'লে একটা কথা আছে, ব্যারামটা যখন বেড়ে যায়ে [illegible] চিকিৎসিত রোগীর মনে ও [illegible] হ'য়েছে বুঝা যায়ে, কিন্তু চিকিৎসিতগণের বিষ উদ্গীর্ণ হ'য়ে চিকিৎসকস্মন্যদিগকে—আমাদের নামসেবকাভিমানিগণকে আক্রমণ না ক'রে ফেলে, তাঁরা কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারে আচ্ছন্ন হ'য়ে না যান, এটুকুই আমার প্রার্থনা। তাঁরা জ্ঞানকাণ্ডী হ'য়ে নির্ব্বিশেষবাদী না হ'য়ে পড়েন, অন্যাভিলাষী হ'য়ে চৈতন্যবাণী কীর্ত্তন বন্ধ না করে ফেলেন! সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তি দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে আমরা সৎ-ও অসতে আসক্ত হই।

কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণের যে বর্ণিত সংজ্ঞা পেয়েছি, তা'তে জান্‌তে পারি, তিনি,—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহম্॥

অবিকল্প মতি

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের আশায় যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডরত বা কর্ম্মী। যাঁহারা মুক্তির আশায় জ্ঞান আলোচনা করেন, তাঁহারা জ্ঞানী। ব্যবসায়ে লাভ বা লোকসান হইতেছে বুঝিবার জন্য ব্যবসাদার যেমন সতত উদ্‌গ্রীব এবং টাকা, আনা, পাই গণনায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন, কর্ম্মিগণও সেই প্রকার কর্ম্মসাধনকালে কর্ম্মার্থকামপ্রাপ্তির দিকে কতটুকু অগ্রসর হওয়া যাইতেছে, তাহার চিন্তায় মনকে নিবিষ্ট করিয়া রাখেন এবং এখনও আশানুযায়ী ফল পাইলাম না বোধে মনে মনে হাহুতাশ করিতে থাকেন।

নিশ্চিন্ত না হইলে শান্তিরূপা নির্ব্বৃতির আনন্দময় স্রোতধারা মানবহৃদয়ে প্রবাহিত হইতে পারে না। চিন্তাযুক্ত ব্যক্তি অশান্ত, তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত হইবার যোগ্য। "চিন্তা চিন্তাসমং নাস্তি চিন্তা বৈ মহতী ধ্রুবা। চিন্তা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা হরতি সর্ব্বস্বম্॥" —ইত্যাদি বচনানুসারে চিন্তাযুক্ত জীবন যাপন করা অপেক্ষা চিতায় দগ্ধ হওয়া অর্থাৎ মরিয়া যাওয়া বরং ভাল, কারণ চিতা নির্জ্জীবকে দগ্ধ করে, কিন্তু চিন্তা সজীবকে দগ্ধ করে। সুতরাং অশান্ত ও চিন্তারূপ খরতর বাণ-বিদ্ধ কর্ম্মিজীবন অতীব হেয় ও দুঃখকর।

যেসকল ভাগ্যবান্ জীব অহৈতুক-ভাবে অর্থাৎ কোন প্রকার অবান্তর ফলের আশায় উত্তেজিত না হইয়া কর্ত্তব্যবোধে মনের সহিত ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হ'ন, কেবল তাঁহারাই চিন্তাশূন্য ও শান্তহৃদয়াবশিষ্ট এবং চিরতরে বিমল সেবানন্দরস আস্বাদনের যোগ্য পাত্র। এই জন্যই শুদ্ধ কুল মধুব্রতশ্রী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"নক্ষত্রং—নিষ্কাম, অতএব শান্ত ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত"

মর্ত্ত্য [illegible] আবর্ত্তের আবেশি হইতে [illegible] ধন্য, [illegible] ও মৌক্তিক অবা [illegible] মনা শ্রীবার্ষভবীর

আবির্ভূত হয়। যতদিন না কোন জীব নিজ শুদ্ধ ভগবদ্দাস্যপর আত্ম-স্বরূপের পরিচয় লাভে সমর্থ হন, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ তাৎ বাসনার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। জীবের শুদ্ধ আত্মস্বরূপে নিত্যকাল অহৈতুক-ভাবে ও প্রীতির সহিত ভগবানের দাসত্ব বা সেবা করিবার জন্য তীব্র প্রবৃত্তি বর্ত্তমান। সেকালে কেহ এই প্রকার শুদ্ধা সেবাপ্রবৃত্তি লাভ করেন, বুঝিতে হইবে যে, তিনি তখন নিজ শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপের পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়াছেন. নতুবা ঈদৃশী প্রবৃত্তি লাভে কদাপি সমর্থ হইতেন না।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাভিসন্ধু ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, এই বিষয়গুলি বর্ত্তমানে তাঁহাদিগের আয়ত্তে নাই এবং এই গুলি না পাইলে তাঁহাদিগের অভাব পূরণ ও আনন্দলাভ সম্ভবপর হইবে না। জীব নিত্য চেতন বস্তু এবং তাঁহার শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপের গঠনে অহৈতুকভাবে ভগবানের সেবা করিবার প্রবৃত্তি চিরান্বিতা আছে যেহেতু অহৈতুকভাবে ভগবৎসেবা করিবার প্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার প্রবৃত্তি জীবের শুদ্ধ আত্মস্বরূপের গঠন-সামগ্রীতে নাই, সুতরাং ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-প্রাপ্তির আশা যে জীবের শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপোত্থ বিষয় নহে, ইহা স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

স্বরূপভ্রান্ত অশুদ্ধ জীবের বুদ্ধি বিবর্দ্ধিত হইয়া নশ্বর-দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপনকালে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের আশা ফুটিয়া উঠে বলিয়া উহাকে শুদ্ধ আত্মস্বরূপগত ভগবদ্-ভাবপর স্বভাবের বৃত্তি হইতে পৃথক্ বস্তু রূপে তাঁহারা বুঝিতে সমর্থ হন, তাঁহারা দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়াছেন জানিতে হইবে। যে বৃত্তি জীবের নিত্য স্বভাবের ব্যঞ্জক নহে, তাহা যে জীবের আগন্তুক নশ্বর ভাবের দ্যোতক, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

কর্ম্মকর্ম্মাদিকৃত পুঞ্জীভূত ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতিফলে যে সময় জীব নিজ শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপের পরিচয় লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন, সে কালে তিনি ভক্তিরসামৃত-সুধোদয় নামক গ্রন্থে বর্ণিত "অনন্যে বা বিনষ্টে বা ভক্ত্যাচ্ছাদনমাত্রতঃ। অবিরুদ্ধ-মতির্ভূত্বা হরিমেব ভজে"

—শ্লোকানুসারে অবিরুদ্ধমতিবিশিষ্ট হ'ন, যাহার ফলে তিনি লাভ ও অলাভে সম-ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন এবং কোন প্রকারে শুদ্ধভক্তি হইতে বিচলিত হ'ন না। যদি সাধকের দেহ কখনও উৎকটব্যাধিগ্রস্ত হয়, অথবা তিনি যদি ভক্ত্যাচ্ছাদন-সংগ্রহের সুযোগ হারাইয়া ফেলেন, কিম্বা অন্য কোনরূপ দুর্ঘটনায় পুনঃ পুনঃ নিপতিত হইতে বাধ্য হ'ন, তাহা হইলেও তিনি অবিরুদ্ধমতিসম্পন্ন থাকেন বলিয়া তাঁহার সুদৃঢ়সঙ্কল্পে প্রণয় বিপ্লবাদির কখনও অভাব দৃষ্ট হয় না। শ্রীমদ্-ভাগবতের "তদেতেঽকম্পং সুসমীক্ষ্য-মাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাঙ্মনোভির্বিদধন্নমস্তে, জীবেত যো মুক্তি-পদে স দায়ভাক্।" শ্লোক অবিরুদ্ধমতি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে সুদৃঢ়ভাবে নিজ সিদ্ধান্তে স্থির থাকিবার যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে, যাহার ফলে সাধক নিত্যকাল অবিচলিতভাবে কায়মনোবাক্যে হরি ভজনে সমর্থ হন। যে-কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির চিত্ত, দুঃখ ও সুখের দ্বারা বিচলিত হয়, তাঁহারা ফুটবলের ন্যায় তাড়িত হয় এবং কখন হাসিতে কখন কাঁদিতে থাকে। তাঁহারা নিত্যকাল একভাবে অবস্থান করিতে দুর্ভাগ্যই তাহা-দিগকে ত্রিতাপে নাচাইয়া থাকে। আবদ্ধ-

চমৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের দুঃখ নিশার অন্ত

যাহারা এ ঘোর দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহেন, তাঁহাদিগের উচিত, সদ্-গুরুর শ্রীপাদপদ্মে একান্তিক যত্ন সহকারে আত্মবৃত্তি-বর্দ্ধিত হইবার জন্য কায়মনো-বাক্যে যথাযথভাবে নিযুক্ত করা। মানবের নশ্বর দেহ একদিন নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে; অতএব নশ্বর দেহের যথা-যেরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা ঘটুক, আমি কিছুতে বিচলিত হইব না এইপ্রকার বিশিষ্ট হইয়া ভগবদ্কার্য্যে নিযুক্ত থাকাই বিবেকীর উচিত কার্য্য। যিনি এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতে থাকেন, তিনি ভাগ্যবান। তিনি নিজে অবিরুদ্ধ-মতি সম্পন্ন হ'ন ও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া অনেক আর্ত্ত ব্যক্তিও মুক্ত হইতে পারেন

জীবন

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী লিখিত)

জীবিত থাকিতে ভালবাসি মোরা,
জীবন লভিতে সবার চাহ
অমর জীবন কামনা রতন,
তবু কেন সবে বিপথে ধাই॥
শৈশব উষায় প্রথম যৌবন,
হেরিনু শ্যামলা প্রকৃতিরাণী।
স্নেহময়ী মা'র সুশীতল ক্রোড়ে,
শুনিনু আশার কুহক বাণী॥
কামনার নেশা সুনিপুণ করে,
আঁকিল হৃদয়ে শতেক ছবি।
অরুণ পরাগে নবীন কিরণ,
ঢালিল প্রভাত অরুণ রবি॥
মানব জনম জনমের সার,
সাধিতে হইবে জীবন ব্রত।
সাধন করিয়া জীবন-যজ্ঞে,
জয়ী হতে হবে বিঘ্নশত॥
জীবন-স্বপন সফল করিতে,
আকুল আবেগ উছলি উঠে।
বহু বাসনায় বুদ্ধ বেদনা,
পরাণ মথিয়া গরজি' ছুটে॥
কোন্ পথে যায় জানে না আপনা,
লক্ষ্য ভ্রান্ত অবোধ হিয়া।
অন্ধের প্রায় চলিছে বিপথে,
জীবন-সাধনা লক্ষ্য নিয়া॥
সাধনা বুঝিতে বুঝেছে কি ভুল?
মৃত্যু বরিছে জীবন নামে।
জীবন-ধারার সেবা শতদল,
দলিয়া চলে বরিল 'কামে'।
কুরঙ্গে মাতায় মৃত্যু মাদকতা,
বাজায়ে মধুর মোহন বাঁশী।
রূপকামী ঐ পতঙ্গের দল,
বরিছে উজল প্রদীপ রাশি॥
ভোগ-কামনায় উজাড়ের প্রায়,
আহুতি দিলাম সাধের প্রাণ।
জীবন-সাধন সাধিবার তরে
হইনু সতত ব্যর্থকাম॥
গোলাপ তুলিতে পলাশ তুলিনু,
কমল তুলিতে বাঁধিল কাঁটা।
শুধু সঞ্চয় করিতে চাহিনু
শুধুই জুটিল তিক্ত আটা॥
অমৃতের সমে সেবিয়াছি বিষ,
বিষানলে হিয়া সতত জ্বলে।
চর চর সদা তনু মনঃ প্রাণ,
পড়িয়াছি আমি বিষম ভোলে।
প্রতারকমায়া কুপথে চালায়,
মধু মনোহর বাক্যছাঁদে।
মূঢ়মতি মোরা তারে বাসি ভালো,
পড়িনু ব্যাধের বিষম ফাঁদে॥
কোথায় সাধনা? কোথায় জীবন?
শুনি যে মরণ-সাগর গীতি।
অরুণ কিরণ মুদিয়াছে আঁখি,
সমুখে নিবিড় তমিস্র রাতি॥
চপল সঙ্গী দূরে গেছে সরি'
ঘন বরষার স্রোতের প্রায়।
চমকি চাহিনু নীরবতা মাঝে,
দেখি আমি শুধু একাই হায়॥
জীবন কি শুধু ক্ষণিকের হাসি?
সুখাবেশ শুধু দুদণ্ডের?
ব্যথিত তপ্ত মর্ম্ম অশ্রুধারা,
হা হুতাশ ভরা হতাশের?
কাম ক্রোধ মোহ পাপের কি শুধু,
এই কি প্রাণের সার্থকতা।
শুনেছি মানব অমৃত-তনয়,
কোথা তার পূত প্রফুল্লতা?
সত্য জীবন কে দানিতে পারে?
এ যে মরণের নামান্তর।
চেতনাবিহীন সুপ্ত পরাণে,
কে দিবে চেতনা নিরন্তর॥
অচৈতন্য দুঃখ বিশ্ব ভুবনে,
প্রেমপুরুষের অধিষ্ঠান।
লক্ষ্যভ্রান্ত অযুত পথিকে,
করিতে নিত্য জীবন দান॥
করুণাসাগর আচার্য্যপ্রবর,
উদিলা জগতে বেদ সম।
দূরিল প্রাণালোকে মায়াবিহ্বা রজনী,
ঘুচিল জীবের অবিদ্যা তমঃ॥
অমনি উদয়া শ্রীচৈতন্যদয়া,
শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী।
মরণ আহত ক্লান্ত জগতে
বিতরে অনন্ত কল্যাণ খনি॥
ভোগ-মরণের ইন্ধন যত,
কামনা যুগের বল।
কেশে ধরি আনি, দলি ভেঙে দিনু,
লহরে তাহা ভরিনু ফুল॥
কামনা বিশাল সাধনা সুতীব্র,
ধারায় ধারায় প্রেম
সেবা-সাধনার তরঙ্গ তরঙ্গিণী,
বহিল জীবের মাঝে॥
বহুজন্মের সাধনার ফলে,
পুলক অরুণ উচ্ছাসভরা।
বক্ষমাঝারে মাগে যা শরণ,
সে যে সেবা লহ মাগি।
ছোট ফুল বলি হয়নি সৃষ্টি
মরণ আরতি লাগি॥
শ্রীচৈতন্য দয়া শ্রীধাম ভূতলে
মৃতসঞ্জীবনী দানের তরে।
জীবনপ্রপাতি রক্ষামন্ত্র,
শিরে ধর সবে সমাদরে॥
অমৃতে তোদের আছে অধিকার,
ওরে কালসাগরের যাত্রী।
ঐ নব চেতনার শুভ করলেখা,
প্রভাত আঁধার রাত্রি॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রণীত গ্রন্থ বিজ্ঞাপন

ভক্তি-গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম

শ্রীজৈবধর্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের শক্তি তত্ত্ব, [illegible] শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অবতারতত্ত্ব [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] প্রমাণ, বৈষ্ণব [illegible] ভক্তির স্বরূপ, [illegible] ভক্তির অধিকারী-বিচার, [illegible] শাস্ত্র, বৈষ্ণবধর্ম, [illegible] ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, [illegible] বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তসকল [illegible] মূল্য ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

উৎকৃষ্ট বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের [illegible] ও আনন্দ লাভের কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে। [illegible] সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত [illegible] প্রমাণিত হইয়াছে। [illegible] এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে আলোচিত হইয়াছে [illegible] কাহারও নিকট পাওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ৶৹ আনা

শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, [illegible] অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

[illegible]

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

৶১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

সংস্করণ

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা: শ্লোকের অন্বয়, অনুবাদ [illegible] তালিকা, পদ্যসূচী [illegible] ভিক্ষা—১৷৹

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

[illegible]

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা [illegible] টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ৷৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন [illegible] প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] পুস্তক আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

[illegible]

আমরা [illegible] কৃত্রিম তৈল [illegible]

কেয়ো-কার্পিন কুন্তী

[illegible]

[illegible] টাকা

[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴৹ আনা

[illegible] শুদ্ধভক্তির [illegible] প্রার্থনা হয় এবং [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴৹ এক আনা

[illegible]—৴৹, নবদ্বীপশতক—৴৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ।১৹

[illegible]

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বৈদিক প্রচার-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচৈতন্য-দেবের [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান [illegible] এই মঠ [illegible] কাল, [illegible] প্রমাণ-উপনিষদ [illegible] এবং [illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রক্ষক—[illegible] [illegible] সহকারী—[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] [illegible]

[illegible] শ্রী [illegible] [illegible] [illegible]

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৪

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত [illegible] [illegible] গৌড়দেশের [illegible] কলিকাতায় [illegible] আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই [illegible] [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible] শ্রীমঠে [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই মঠ হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, [illegible] [illegible] পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় [illegible] শ্রীমঠে পাঠ, [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible] প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগ-পীঠ। এখানে [illegible] ও শ্রীশ্রী [illegible] [illegible] এবং শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible] [illegible] সহকারী [illegible] [illegible] [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার [illegible]। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] [illegible]

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]

(৭) আনন্দ সুখ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।

[illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] এম, এ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

রক্ষক—[illegible] সহকারী—[illegible] প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান।

শ্রী [illegible] [illegible]

রক্ষক—[illegible]

(১০) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীনামহট্ট [illegible]

[illegible] বর্দ্ধমান।

[illegible]

রক্ষক—[illegible]

(১২) শ্রীভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

[illegible] [illegible] প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

ষ্টেশন রোড, [illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—[illegible]

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, ঢাকা।

[illegible] এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—[illegible] ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর [illegible] প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

[illegible] বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের [illegible] সেবা

রক্ষক—[illegible]

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible] মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

[illegible] বর্দ্ধমান।

[illegible] রক্ষক—[illegible]

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], পুরী।

[illegible] রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible] সহকারী—ব্রহ্মচারী [illegible]

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], কাশী।

[illegible] সনাতন-শিক্ষাস্থল। [illegible] রক্ষক—[illegible]

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

[illegible] শ্রীধাম বৃন্দাবন।

[illegible] সেবা। রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible] ও ব্রহ্মচারী [illegible]

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

[illegible], মানভূম। [illegible] রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী। [illegible]

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পাঞ্জাব। এখানে শ্রীগৌরবিনোদের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

[illegible] দিল্লী।

রক্ষক—[illegible] [illegible]

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
(১ম-৯ম স্কন্ধ) ২১৲
(১০ম স্কন্ধ) ১০৲

২। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১ম সংস্করণ) ৫৲

৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (গ্রিমাই, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲

৬। জৈবধর্ম্ম ২৲

৭। ভক্তিমঞ্জিকা ওপলৌরতঃ সাহুবাদ (যন্ত্রস্থ) ২৲

৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১০। চিত্রে নবদ্বীপ ।৷৹

১১। শ্রীচৈতন্যতত্ত্বোন্নতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ পঞ্চকম্ (বাঁধা) ১৲

১২। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আধবাঁধা) ৸৹

১৩। বৈষ্ণবসেবা-সমালোচনা (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲

১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণিঃ ৸৹

১৫। নবদ্বীপধাম-প্রচারমালা ৸৹

১৬। গোবর্দ্ধনোদ্ধরঃ ৸৹

১৭। প্রেমাবতার (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৹

১৮। ভজনরহস্য ৸৹

১৯। গীতায় কেবল মায়া-বাদ ৸৹

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৷৹

২১। সাধনকল্পলতা (বাঁধা) ।৷৹

২২। শ্রীশিক্ষাষ্টকম্ সাহুবাদ ।৷৹

২৩। বেদান্তসূত্রীয় সাহুবাদ (রামানুজীয়) ।৹

২৪। [illegible] ।৹

২৫। গৌড়ীয়-গোরব ।৵৹

২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵৹

২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵৹

২৮। মণিমঞ্জরী সাহুবাদ ।৹

২৯। ভজনরহস্যাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹

৩০। উপোদ্ঘাতনিবৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।৹

৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹

৩২। শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বপ্রকাশিকা দর্পণ ।৹

৩৩। গৌড়ীয়-গোরব ।৵৹

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(ক) প্রথম খণ্ড ৸৹
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১৷৹

৩৭। নবদ্বীপ পত্রিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵৹

৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹

৩৯। দীপ-শিখা দর্পণ ৵৹

৪০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵

৪১। গীতমালা ৵৲

৪২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵৹

৪৩। নবদ্বীপশতক ৵

৪৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৵৹

৪৫। সাধনতত্ত্ব ৵৹

৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵৹

৪৭। শরণাগতি ৵৹

৪৮। গীতাবলী ৵৹

৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵৹

৫০। সাংখ্যবাদী ৵৹

৫১। অমৃতকণা ৵৹

৫২। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৵৹

৫৩। অঞ্জনকণা ৵৹

সেবকসাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।৹

৫৫। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।৹

৫৬। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹

৫৭। সারাংশার্পণম্ ৵৹

৫৮। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹

৫৯। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৵৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। নামভজন

৬১। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹

৬২। বৈষ্ণবীজম্ ।৹

৬৩। দি ভাগবত ।৹

৬৪। ইয়োটিক প্রিন্সিপল্স য়্যাণ্ড আদেলয়েড্ ডিভোসন

৬৫। কোয়ার্ট গৌড়ীয়মঠ ইন্ দুইং ৵৹

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ।৹

৬৭। কল্যাণ কল্পতরু ।৹

সাধন পথ ।৹

স্তবাবলী ৵৹

শরণাগতি ৵৹

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ।। সুবর্ণ সুযোগ।।

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কাম-নিবন্ধদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সদ্গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাতিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাবির্ভাব, শ্রীমায়াভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও কর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখিতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত অতিপ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১৫ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীহরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবনা) বন্ধু ষ্ট্রীট, মিউ বিল্ডিং। কমলা হেয়ার কাটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া দেখুন।

১। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকমই। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্ম প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যাধান, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যবিহীন অভূতপূর্ব্ব নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মধুর বটিকা—ইহা সেবনে স্ত্রীহা ও তদনুসঙ্গিক দেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-রঙ্গ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে ব্যক্ত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুটিপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্বকণ্ঠনিঃসৃত স্তুতিস্তোত্রসম্বলিত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুলভমূল্যে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বলিকর ঔষধ ও বাজীকরণ, উত্তেজনাকর হাস্য, প্রয়োগে ভয়শূন্য, বলকর, বাজীকরণ, মূত্র পরিষ্কারক, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির দোষ নষ্ট বিশেষ ধারণোপযোগী হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] পুরুষত্বহীনতা মেহ বাহুল্যরোগ ধাতু দৌর্ব্বল্য আরোগ্য করিয়া থাকেন। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

[illegible] বীর্য্যস্তম্ভক ও বৃদ্ধি কারক অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] ৩৭৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

রোগের ও শরীরের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সদ্যঃ আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী
পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মোশনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন
ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
২০নং নলাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া আশাতে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ঢেঁকুর, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অশ্ম এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা যাহার, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক গলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের রোগারোগ্যযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
কলেজপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

এখান মায়াপুর দৌর্ব্বল্য-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীরাধা"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৫৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
মাসিক ৷৲
ষাণ্মাসিক ৩৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫৫

আমাদের সমস্ত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীরাম মায়াপুর ৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ২১শে এপ্রিল, ১৯৩১

নানা কথা

বেথুয়াডহরী সংবাদ প্রচার কার্য্য

"সত্যব্রতী" দলের একনিষ্ঠ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কালিবিলাস মৈত্র ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার দত্ত এই স্বেচ্ছাসেবক-সহ গ্রামে গ্রামে শিক্ষা ও জনসাধারণকে চরকা ও খদ্দরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন।

কলেরার প্রকোপ

কিছুদিন হইতে বেথুয়াডহরীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ভয়ানক ভাবে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে কাশীয়াডাঙ্গা, বিশ্বগ্রাম, রাতপুর, পাঁচানী পাড়ার নাম উল্লেখযোগ্য। বহু অসুখিতার অবস্থাও খুব জীবণ। শুনা যাইতেছে যে, বহু আসুখিতার মৃতদেহ ওড়িয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে ঐ নদীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বিশেষ আতঙ্কের কারণ হইয়াছে। নাকাশীপাড়া কেন্দ্রের সেনিটারী ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার কেন্দ্রের যথোচিত বন্দোবস্ত ও প্রতিষেধক-ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতেছেন।

ব্যাঘ্র ভীতি

প্রায় মাসাবধি কাল হইতে বেথুয়াডহরী অঞ্চলে ব্যাঘ্রের উৎপাত হইতেছে। বাঘ দিন দুপুরে গৃহস্থের গৃহপালিত পশুর উপর অত্যাচার করিতেছে এবং মানুষকেও তাড়া দিতেছে।

বেথুয়াডহরীর সংবাদ

নূতন বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণ

মহাত্মাজী ও লর্ড আরুইন

লর্ড আরুইনের ভারত হইতে বিদায়

টাঙ্গাইলবাসীর দান

বকর ঈদে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবের ব্যবস্থা

তিনটী সন্তান প্রসব

বক্তৃতার রিপোর্টের প্রতিবাদ

করাচীতে জীবন্ত সমাধি

ঝড়ের শান্তিভোগ

নূতন বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণ

গত ১৮ই এপ্রিল অপরাহ্ণে লর্ড উইলিংডন লর্ড আরুইনের নিকট বিদায় গ্রহণের পর ইউনিফর্ম্ম টি কন্‌ভোকেশন করে গমন করেন। তথায় ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এমন্ত সমদ পাঠ করেন। তৎপর ঐ সভা উঠিয়াছিলে রাজপ্রতিনিধির পার্শ্বে আসন করেন। তৎপর সেনাদলের গবর্ণর, বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের উপস্থিতিতে বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বড়লাট লর্ড উইলিংডনকে কার্য্যভার গ্রহণের শপথ গ্রহণ করান। এই সময় ৩১টী তোপধ্বনি হয়।

বিদায় যাত্রা

গত ১৮ই এপ্রিল অপরাহ্ণে ভাইসরয় ট্রেণ্ড উইলিংডন বিদায় যাত্রা করেন।

লর্ড আরুইনের বিদায় গ্রহণ

১৮ই এপ্রিল অপরাহ্ণে লর্ড উইলিংডন [illegible] নিকট বিদায় গ্রহণ করেন [illegible] তার সময় [illegible] মেটর যোগে [illegible] করেন। তথা হইতে ইহাদের বিশেষ ট্রেণে তাঁহাদের বাসস্থানে গমন করেন।

তাই অল অনার পরিধানের পর লর্ড আরুইন বোম্বাই কর্পোরেশনের মানপত্র গ্রহণ করেন। দেশীয় নৃপতিবৃন্দ, সামন্ত রাজগণ এবং আরও বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন—তিনি সকলের সহিত করমর্দ্দন করেন।

অতঃপরদিন উক্ত লর্ড আরুইন কলিকাতায় আগমন করিয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে ও কলেজ স্কোয়ারের নিকট "হ্যারিসন" নামক হোটেলে অবস্থান করেন। সেখানে তাঁহার সম্মানার্থে ভোজের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বঙ্গের গবর্ণর ও লেডী লিটন আগাগোড়াই উপস্থিত ছিলেন।

নূতন বড়লাটের সম্বর্দ্ধনা

বোম্বাই চেম্বার অব কমার্স এবং মুসলমান সম্প্রদায় নূতন বড়লাট লর্ড উইলিংডনকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। বোম্বাই চেম্বার অভিনন্দনের মধ্যে ভারতীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধে যে সকল প্রশ্নজনক কথার উল্লেখ করেন এবং যে অপুরাম করিলে যে অন্যান্য ব্যবসায়ের সম্প্রদায়ের সমান ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষ আশা তাহাদের করা হওয়া উচিত।

মহাত্মাজী ও লর্ড আরুইন

মহাত্মা গান্ধী ও আরুইনের [illegible] সাংবাদিক বলিয়াছেন, যে বিষয়ে তিনি কিছু বলিবার অধিকার রাখেন না তাহা নিয়াছে, মহাত্মা [illegible] টাকা [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন, [illegible] সম্বন্ধে [illegible] বিষয়ে [illegible] আলোচনা [illegible] জানা গিয়াছে, হিন্দু-

মুসলমান সমস্যার সমাধান হউক আর না হউক, লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধীকে গোলটেবিল বৈঠকে যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলেন। মহাত্মাজী গোপন করেন এরূপ বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না করিয়া গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়া বৃথা। মহাত্মাজীর লর্ড আরউইনকে বুঝাইয়াছেন, স্থানীয় সরকার কি ভাবে চুক্তির সর্ত্তের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিতেছেন না। লর্ড আরউইন নাকি মহাত্মাজীকে বলিয়াছেন, চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ে যাহাতে কাজ করা হয়, সে জন্য তিনি তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে উহা কার্য্যে পরিণত করা হয়, তিনি সেরূপ আদেশ দিয়া যাইবেন।

বিদায়গ্রহণের সময় লর্ড আরউইন গান্ধীজীকে পুনরায় অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন গোলটেবিল বৈঠকে যান। মহাত্মাজী বলেন, তিনি হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান করিয়া উঠিতে না পারিলে বৈঠকে যোগদান করিবেন না। লর্ড আরউইন গান্ধীকে এই বিষয়ে আরও চিন্তা করিতে এবং যাহা করণীয়, তাহা করিতে বলেন।

শ্রীযুত শাস্ত্রীর বিলাত যাত্রা

গত ১৮ই এপ্রিল বোম্বাই হইতে শ্রীযুত শাস্ত্রী বিলাত যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার স্থানীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী অনুচর। পূর্ব্ব আফ্রিকা সমস্যার জয়েণ্ট পার্লামেণ্ট কমিটিতে সাক্ষ্য দান করিবার জন্য তাঁহাকে সরকার তাঁহাকে বিলাত পাঠাইতেছেন। শ্রীযুত শাস্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুত শাস্ত্রী পূর্ব্ব আফ্রিকা সমস্যার সম্বন্ধে সার ফজলী হুসেন ও শ্রীযুত এচ, এস, বাজপেয়ীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন।

পাবনায় দুর্ঘটনা

গত রবিবার হঠাৎ ঝাকানিয়া ও বেড়া থানার স্থানে স্থানে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

পাটের ব্যবসায়ী "কাউয়া এণ্ড ব্রুকস" এর ঝাকানিয়া স্থিত মাল খোলার মিঃ ই, এম, মার্ন ঐ সময় কুঠি হইতে নৌকায় করিয়া ঝড়ের সময় নদী পার হইতেছিলেন। ঝড়ে নৌকা উল্টিয়া যায় ও মিঃ মার্ন নিখোঁজ হন। পরে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

জনৈক মুসলমান শ্রমিকের কন্যাও বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছে।

বরিশালে গ্রেপ্তার

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে অন্তরীণ বন্দী শ্রীযুত শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা শ্রীযুত কালীবিলাস ভট্টাচার্য্যকে বরিশাল ষ্টিমার ষ্টেশন পুলিশ বিনা ওয়ারেণ্টে ধরিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আসামীদের সহিত সাক্ষাৎ

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত (কলিকাতা) শনিবার দিবস মীরাট মামলার আসামীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

তিনটী সন্তান প্রসব

শিলচরে ১৫ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, ছপলটির কণ্ট্রাক্টার নসীর আলীর পত্নী এক সাথে তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছে। প্রসূতি ও শিশুগণ ভালই আছে।

বকর ঈদ কালে সাম্প্রদায়িক সঙ্কটের ব্যবস্থা

আগামী বকর ঈদের সময় কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক সঙ্কট রক্ষার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বানে বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর আফিসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের এক বৈঠক বসে।

প্রথমেই শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলেন, দেশের কোনও কোনও অংশে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য আত্মপ্রকাশ করায় কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক সঙ্কট অত্যাসন্ন বারিবার উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহারা পূর্ব্বাহ্নেই উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, তবে আগামী বকর ঈদ সময়ে কোনও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিতে পারিবে না। তজ্জন্য প্রতি মহল্লায় প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা কমিটী গঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে সাম্প্রদায়িক সন্দেহ দূরীভূত করিয়া মিলন অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিবেন। তজ্জন্য সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা যাচ্ঞা করিতে হইবে।

বিস্তৃত আলোচনার পরে এক কেন্দ্রীয় কমিটী গঠিত হয়। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু উহার সভাপতি এবং মৌলানা আবদুল মৌফ, প্রাক্তনবাল সিংহ, মিঃ এইচ, এস সুরাবর্দ্দি, বাবা গুরুদিৎ সিং, ডেপুটি মেয়র মৌলবী আবদুল রেজ্জাক সরকারী সভাপতি এবং মৌলবী আবদুল জব্বার, শ্রীযুত পুরুষোত্তম রায় ও শ্রীযুত লালমোহন ঘোষ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

প্রেস কমিটী, প্রচার কমিটী, জনমত গঠন কমিটী প্রভৃতি সাব কমিটী গঠিত হইয়াছে।

করাচীতে জীবন্ত সমাধি

প্রকাশ, করাচী ম্যাকলয়েড রোডের একটী কারখানায় ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্রাদি স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে একটী সুগভীর ভূমি খনন করা হইয়াছিল। গর্ত্তের মধ্যে ভূমিতল হইতে জল আসিয়া সঞ্চিত হওয়ায় উহার পাড় ধ্বসিয়া যায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে ৪ জন শ্রমিক ভূগর্ভে প্রোথিত হয়। তৎপরে মৃত্তিকা-স্তূপ সরান হইলে দেখা যায় যে, একজনকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার সময় পথেই তাহার মৃত্যু ঘটে। বাকী ২ জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে।

সেকেন্দ্রাবাদে পিকেটিংয়ে গ্রেপ্তার

গত ১২ই এপ্রিল রাত্রে সেকেন্দ্রাবাদে মদের দোকানের সম্মুখ হইতে ১৩জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৭জনের দুইজন স্ত্রী। একজনকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট পুলিশ হাজতে আছে।

ঝরিয়ার শান্তিবোর্ড

প্রকাশ, ঝরিয়া ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন হলে মৌলবী আবদুল সোভানের সভাপতিত্বে ঝরিয়ার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী শান্তি সমাজ গঠিত হইয়াছে। কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটিলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনা করা, স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং গোলমাল বাধাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সাম্প্রদায়িক মোসাহেবী বাধাইবার উদ্দেশ্যে রটানো মিথ্যা, ভিত্তিহীন গুজবের প্রচার বন্ধ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

পেশোয়ারে এক রাত্রিতে তিন বাড়ী ডাকাতি

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে পেশোয়ারের উপকণ্ঠে রহমতুল্লাহপুর নামক গ্রামে ৩ বাড়ীতে সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

৮ জন ডাকাত বাইসেকল ও ঘোড়া লইয়া কজন কাদেরের বাড়ীতে পড়ে এবং কিছু ধনরত্ন লুঠন করে। তাহারা এই দল কজলের প্রাতার বাড়ীতেও যাইয়া তথা হইতে প্রায় এক হাজার টাকার জিনিষ লইয়া সরিয়া পড়ে।

আর এক দল ডাকাত ঐ গ্রামের আর একটী বাড়ীতে ডাকাতি করে। ইহারাও অনেক জিনিষ পত্র লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

তাওয়াল ষ্টেটের মামলা

তাওয়াল ষ্টেটের কর্ত্তিপয় প্রজা উক্ত ষ্টেটের বিরুদ্ধে ঢাকার সেণ্ট্রাল মুন্সেফের আদালতে কতকগুলি মামলা দায়ের করিয়াছিল। মুন্সেফ সমস্ত মামলা ডিস্‌মিস্ করায় তাহারা ঢাকার জেলাজজের আদালতে আপীল করে। কিন্তু জিলাজজ বাহাদুরও সমস্ত মামলা খরচা সহ ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।

টাঙ্গাইলবাসী মুসলমানের দান

ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত লোহাটি গ্রামের মিঃ আরফান খাঁ স্বগ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা এবং টাঙ্গাইলের গোর স্থানের উন্নতির জন্য পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি লোহাটিতে ছিলেন। সেই সময় তিনি স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে ছাপড়ে ও নগদে ২,০০০৲ টাকা বিতরণ করিয়াছেন।

বক্তৃতার রিপোর্টের প্রতিবাদ

গত সপ্তাহে সর্দ্দার বল্লভভাই পাটেল ব্রোচ জেলায় যে সব বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল। সর্দ্দারজী উক্ত বিবরণের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কাগজে বাহির হইয়াছিল, সর্দ্দারজী অধিবাসীদিগকে বলিয়াছেন, "তোমরা মুসলমান জন্য অন্যত্র বিদেশ যাইবার জন্য প্রস্তুত হও"—কেননা ভবিষ্যতে এমন এক ভীষণ সংগ্রাম হইবে যাহা ইতিহাসে কোন দিন কেহ দেখে নাই। সর্দ্দার পাটেল বলিতেছেন, তিনি এরূপ কোন কথা বলেন নাই। কেননা, এরূপ বলার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার—১৩৩৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, কএকদিন পূর্ব্বে শ্রীযুত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক নূতন দিল্লীতে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। বিষ্ণুভক্তির সাহায্যকারী শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে তিনি অবস্থান করিতেন। তথায় তাঁহার চা-পান ও অমেধ্য ভোজনাদি-বিষয়ে ভক্তি-পথের পথিকগণের আপত্তিকর অনেক-গুলি ব্যবহার প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাতে একটি প্রকাশ্য সভায় রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের জনৈক বেশধারী [illegible] বক্তার ও মল্লিক মহাশয়ের পরস্পরের মধ্যে আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে উক্ত [illegible] বিনিময় হয়। ফলে সভার কার্য্য পণ্ড হওয়ায় মল্লিক মহাশয় [illegible] কথায় অধিক [illegible] ও ভক্তির মহিমা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

[illegible] সম্প্রদায়বিশেষের বক্তা মহাশয় উক্ত [illegible] [illegible] প্রতিবাদ করেন। [illegible] আচার ব্যবহারের [illegible] করেন। [illegible] কথা [illegible] উক্ত বক্তৃতার "[illegible]" [illegible] বিরুদ্ধ [illegible] তাহা হইলে [illegible] জীবনের [illegible] উদয় সমাজের [illegible] করিবে না।

ভাগবতভক্তগণের [illegible] মধ্যে কাহারও কাহারও [illegible] শোনা যায় যে, শ্রীগৌরমন্দির [illegible] কার্য্যে [illegible] উল্লিখিত নাই। [illegible] অস্বাধীনতা ও [illegible] নিকট [illegible] অভিজ্ঞ সমাজে উক্ত [illegible] প্রতিপন্ন হইবে। উক্ত [illegible] বক্তৃতাকারিগণের [illegible] সম্ভাবনা অতি অল্প। [illegible] ও ভাগবতধর্ম্মী যদি [illegible] তে আসিয়া ছাত্রগণকে "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" ও "চরিতামৃত" আলোচনা [illegible] দেন, তাহা হইলে [illegible] আলোচনা-দ্বারা স্ব স্ব অনভিজ্ঞতা-পঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন।

নবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সপ্তত্রিংশদ্বার্ষিক অধিবেশনে

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

(৩)

কেবল প্রতিষ্ঠাকামী হয়ে ভক্তিকে কর্ম্মমার্গে পর্য্যবসিত করলে জাগতিক [illegible] হ'তে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা কোন পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না। [illegible] হ'তে পৃথক থেকে অনুক্ষণ, আমাদের [illegible] অতিক্রম ক'রে [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] সেবা [illegible] হয়, [illegible] নাই, [illegible], এমন কি [illegible] অতি [illegible] করতে [illegible] করি। আকুমারিকা হিমাচল [illegible] আমাদের [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] সম্প্রতি [illegible] [illegible]

[illegible] প্রচারিত হউক, [illegible] হউক, [illegible] অবলম্বন করা, [illegible] নাম প্রচারিত হয়, [illegible] নাম [illegible] ভগবানের কাম পূর্ণ হয়, তাহাই ভগবৎকামে [illegible] নাম প্রচারিত হয়, তাহাই প্রকৃত ভগবৎকাম।

"[illegible] ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি-সংযোগেনৈব"। কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি—[illegible]। বৈকুণ্ঠ শব্দ ভূতাকাশের আবরণকে সরিয়ে দিয়ে আকাশে পরব্যোম প্রকট করিয়ে দেয়। অনেকে বলে,—সত্য, মহঃ, জন, তপো-লোক আমাদের কাম্য; ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোক কাম্য নহে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোক গৃহস্থ লোকের কাম্য। সত্য, মহঃ, জন, তপোলোকে গৃহস্থগণ কখনই গমন করতে পারেন না। যাঁরা সমাবর্ত্তন ক'রেছেন, তাঁরা যত শ্রেষ্ঠ গৃহস্থই হউন না কেন, তাঁদের সত্য, মহঃ, জন, তপোলোকে অধিকার নাই। [illegible] ও নিষ্কল সন্ন্যাসি-গণের সেখানে যাওয়ার একমাত্র অধিকার। কিন্তু যে সকল গৃহস্থ অনুক্ষণ হরিকথায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবায় [illegible] হয়ে বৈকুণ্ঠ-লোকে বাস করেন, যে সকল গৃহস্থের গৃহ [illegible] সন্ন্যাসিদের [illegible] মাত্র নহে। এরূপ গৃহস্থ [illegible] থাকেন, [illegible] কামই [illegible]। [illegible] [illegible] মাত্র। [illegible] না, তাঁরাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই অহৈতুকী [illegible] ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাম-কীর্ত্তন [illegible] [illegible] [illegible] আবশ্যক, [illegible] ভক্তিবিনোদ [illegible] নাম পরিক্রমা [illegible] লাভ করেছে, যাদের [illegible] শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের অভিশাপ আছে। তাঁরা ঐরূপ আচরণ ক'রে নরকে চলে যাক্। আমাদের গুরুপাদপদ্ম এই কথা [illegible] [illegible]

আমরা গত বর্ষে হিমালয়ের শৃঙ্গে আবার কিছু দিন পূর্ব্বে সুদূর দক্ষিণপ্রান্তে কুমারিকায় ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম। কুমারিকায় দুর্গাদেবীর বিগ্রহ মহাপ্রভুর মূর্ত্তির ন্যায়। গৌড়ীয়মঠের গৌরমূর্ত্তি-সদৃশমূর্ত্তি সেখানে গিয়ে দেখলাম। কেহ কেহ বলেন, শিবের সঙ্গে বিবাহ হ'বে ব'লে কুমারীরূপে দুর্গাদেবী সেখানে বাস করছেন। বৈষ্ণবগণ বলেন, রত্নাকরদুহিতা লক্ষ্মীদেবী সেখানে সেই মূর্ত্তিতে বাস করছেন। '[illegible] বৈ পূর্ব্বাৎ [illegible]' গৌরসুন্দর স্বীয় [illegible] প্রকট ক'রেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সে সময় জন্মলাভ করতে না পারায় সেই একমাত্র দর্শনীয় বস্তু দর্শন করতে পারি নাই। কিন্তু—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।

আমরা সম্বৎসর [illegible] কেবল [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তন করি, [illegible] [illegible] করে। ইহাতে আমরাও [illegible] হই। আমাদের [illegible] যে অবকাশ থাকে, [illegible] দেশ—বিদেশি-গণের [illegible] দ্বারা। আশা করি, আগামী বর্ষে আমরা সত্যকথা [illegible] হ'ব; আমরা [illegible] ক'রে [illegible] কোটি জন [illegible] করুন, আর [illegible] অবশ্য [illegible]।

"ভক্তিবিজয়ঃ"

[illegible] জয় হউক, [illegible] জয় হউক,
কথা [illegible] ক'রে
[illegible]
[illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হউক, [illegible] [illegible]

[illegible] হ'য়ে যাবে। আপনাদের [illegible] বাধা দিয়ে যে [illegible] লক্ষণ [illegible] হবেন। [illegible] [illegible] [illegible] অনন্তকাল [illegible] অনন্ত গুণ [illegible] পূর্ণমাত্রায় [illegible] যেকালে এই [illegible] দ্বারা [illegible] বন্ধ হয়ে যাবে—এ'র [illegible], তা'র ছিদ্র দর্শন, এর নিন্দা, তার প্রশংসা করতে ধাবিত হ'ব না—

পরস্বভাষকর্ম্মাদি ন শেশবের গর্হণং।

এই অবস্থা লাভ হ'লে পর তুমি গৌর-দাসগণের সেবা, গ্রন্থাদি পৌরসেবা, প্রভৃতি রাধাসেবা করতে পারবে। যে-কোন ভাষা ও চিত্তবৃত্তির দ্বারা ভগবদ্-ভক্তের গুণ বর্ণনা, কথাদি-শ্রবণ হয়, সেই সকল ভাষা ও চিত্তবৃত্তি সকলেরই লাভ হউক

অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত অদ্বৈত প্রসাদ দে এম্ এ, বি, এল মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী হ'তে শ্রীচৈতন্যমঠে গমনার্থ একটী মোটর রিজার্ভ ক'রে দিবেন স্বীকার করেছেন। অথাৎ অবসর-জ্ঞানের সাথী প্রকাশিত হ'লে। তা'তে লোক চৈতন্যশিক্ষামৃতের স্বচ্ছন্দে যেতে পারবেন। "বৈষ্ণবাঙ্গিনিতো রো মনুষ্যে" এই যোগফল—মনুষ্য, শ্রীবাস অঙ্গন—রাসস্থলী, শ্রীচৈতন্য—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত পরন— শ্রীমায়াপুর। যাহাদের দৃষ্টি নির্ম্মল ক'রে অমৃত দিতে করলে সেই সকল অবসরজ্ঞানের সহিত যা কোনও অথাৎ শ্রীবাসকুঞ্জের বাস উপলব্ধি হ'বে।

বর্ত্তমানে সাধারণের জন্য গ্রাম-প্রচারিণী সভার তিনটী কার্য্যের আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। (১) শ্রীধামে যাতায়াত, সুখ, সাময়িক থাকন, ও ভজনোদ্দেশের সহায়তা-কল্পে শিক্ষাদিবার উপযোগী ঈশ্বরপ্রি লোকও এরূপ কথার তাৎপর্য্যগ্রহণে বুঝতে পারেন সম্প্রতি শ্রীধামে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট' প্রাথমিক শিক্ষার আলোর প্রয়োজন। ধাম সেবকগ সকল সেবা করতে সমর্থ হ'বেন, ধাম-সেবা করতে পিছি পাবেন।

একটু দাঁড়াও

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিরঞ্জন

হয়ত একটু পূর্ব্ব পুনর্জ্জন্ম হইলেও ইহার মধ্যে কি আছে। একদিন একজনে কতকগুলি বালক পুতুল খেলা করিতেছে, পুতুলের বিবাহ দিতেছে সকলেই খেলায় প্রমত্ত। ... দের জননী আসিয়া বলিলেন,— "খেলা গেল, তোদের খেলা কি শেষ হ'বে না? তোরা কি বাড়ী আসিবি না?" বালকগণ কি যেন এক মহৎ কার্য্যে ব্যস্ত, একজন মাত্র উত্তরে বলিল, একটু দাঁড়াও, এই কাজটা সেরে নিই।"

বিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে বালকগণের ঐ কার্য্যের গুরুত্ব কতটুকু? ঐ বালকগণের কার্য্যাবলীর কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি আমাদের মনুষ্য জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় সমস্ত কার্য্যাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে আমরাও দেখিতে পাই যে আমরাও ঐ বালকগণ অপেক্ষা কিছু শ্রেষ্ঠ নহি। এই সংসারে আসিবার পূর্ব্বে আমরা শ্রীভগবচ্চরণে 'কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।'— এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু কৃষ্ণের মোহিনী মায়ায় বদ্ধ হইয়া সে প্রতিজ্ঞাটী একেবারেই অতল বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।

যদি কোনদিন কোন সাধু বৈষ্ণব আমার দুঃখ-দর্শনে কৃপাবিহ্বল হইয়া কৃপা করিবার জন্য অযাচিতভাবে আমার দ্বারে আসিয়া আমাকে আমার ঐ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া ... তখন তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত বলি ... একটু দাঁড়ান'। ... মহাত্মাগণের কৃপার ... নিজেদের ... কোন প্রয়োজন ... উহাদের

... বলিয়া অত্যেন্দ্রিয়-তত্ত্বের সন্ধান অন্তর্ধানেই আমরা ব্যস্ত।

... বলিয়া নারদ ... সন্ধানের জন্য ... 'অথোত্তম ও সাধু সাধনা'। কৌমার আচরে প্রাতে' হরি' ভগবত্তত্ত্বিদ্ দুরন্ত মানুষ কথা তদপ্রাপ্তমথদম্ ...'— প্রহ্লাদ মহারাজের এই উপদেশ স্মরণ করাইয়া দিয়া সাধুগণ আমাদিগকে গৌরের প্রেমপথে বলেন যে, মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়সেই স্বতঃপথে ভক্ত প্রসঙ্গে এবং ইহার কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ধর্ম্মের আচরণ করা কর্ত্তব্য। কারণ ইহাই জীবের স্বরূপের সহজ ধর্ম্ম। ইহা ব্যতীত জীব আর যে সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তা তাহার বিরূপের ধর্ম্ম বলিয়া নৈমর্গিক। কারণ, সংসারে মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ, তাহাতে আবার অনিত্য, কিন্তু তথাপি পরমার্থপ্রদ।

যুবক এই উপদেশ শুনিয়া বলিবে, একটু দাঁড়াও। আমি সবে মাত্র এই সংসারে প্রবেশ করিয়া কত নূতন নূতন সুখের স্বপ্ন দেখিতেছি। আমাকে এখন পাঁচজন করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। যাহারা আমার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের লালন পালন আমার প্রথম কর্ত্তব্য, তার-পর অন্য ধর্ম্মের কথা। এগুলি আগে সারিয়া লই।

প্রৌঢ়কে ঐ উপদেশ করিলে সে বলিবে,—'আমার এখন অনেক ঝঞ্ঝাট পড়িয়া গিয়াছে। পুত্র-কন্যাগণের শিক্ষা দান, তাদের বিবাহ দেওয়া, গৃহাদি নির্ম্মাণ, পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ ভরণ-পোষণের জন্য বিষয়ার্জ্জন ও অর্থাদি সঞ্চয়ন প্রভৃতি অবশ্যকর্ত্তব্য অনেক কার্য্য বাকী আছে। এগুলি সারিয়া তবে ভগবদ্ভজনরূপ অন্য কর্ত্তব্যে মনো-দিতে পারি। অতএব একটু দাঁড়ান।'

বার্দ্ধক্যে কত প্রতিষ্ঠার চিন্তায় জীব ব্যাকুল হইয়া পড়ে। বিষম সংরক্ষণেও নানাবিধ চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয় ভারাক্রান্ত করিতে থাকে। ইহা ব্যতীত শ্রীলোদ শঙ্করাচার্য্যের 'তদপি ন মুঞ্চতি আশাবায়ুম্'—এই উক্তি অনুযায়ী নিত্য নূতন নূতন আশা হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাকে অস্থির করিতে থাকে। তখন স্বয়ং যমদূতগণ আসিয়া যদি তাহাকে বলে, তোমার সময় পূর্ণ হইয়াছে, আইস। আমরা তোমাকে যমালয়ে লইয়া যাইব।' তখন হয়ত সেই বৃদ্ধ বলিবে, 'একটু দাঁড়াও' আমি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ছেলেদের বুঝাইয়া দিই, দুকের চাবিটী তাহাদিগকে সঁপিয়া দিই, তবে যাইব ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদি কোনদিন সুকৃতির ফলে সাধু-বৈষ্ণবগণের উপদেশ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তবেও আমরা বুঝিতে পারিব, হায়! হায় কি করিলাম। 'একটু দাঁড়ান', 'একটু দাঁড়াও' বলিয়া সারা জীবন হেলায় কাটাইয়া দিলাম এবং ইহকাল ও পরকাল দু'কালই নষ্ট করিলাম। ইহকালে মরুভূমিতে জলান্বেষণের ন্যায় সুখান্বেষণ-চেষ্টাও ব্যর্থ হইল, আর ভগবদারাধনার অভাবে পরকালও নষ্ট হইল।

সাধুবৈষ্ণবগণ আমাদের পরম আত্মীয় ও বন্ধু। তাঁহারা দুঃখসাগর হইতে আমাদিগকে উদ্ধারের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে সাবধান করিয়া বলিতেছেন,-

কৃষ্ণ নাম ভজ জীব, আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে॥

আবার অন্তিমকালেও তাঁহারা স্মরণ করাইয়া বলেন,—

সংসার ভজিলি শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল দু'কাল খোয়ালি
খাইলি আপন মাথা॥

আমরা কিন্তু মোহিনীমায়ার এতই মুগ্ধ যে সাধুদিগের ঐ সমস্ত উপদেশ উপেক্ষা করিয়া মনে করি, ভগবদ্ভজন ছাড়া আমাদের সম্মুখে অন্যান্য অবশ্য-কর্ত্তব্য অনেক কার্য্য পড়িয়া আছে, যাহা বুঝি মনুষ্য জন্ম ফুরাইয়া গেলে আর করা হইবে না।

বিরূপের ধর্ম্মে অবস্থিত, ইতর কার্য্যে লিপ্ত ও আত্মবঞ্চিত হইয়া আমরা 'একটু দাঁড়ান' বলিয়া সাধুবৈষ্ণবগণকে ভগবদ্-ভজন স্থগিত রাখিবার জন্য যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করি, তাঁহারা শাস্ত্ররূপ কৃপার দ্বারা আমাদের সেই সমস্ত তুচ্ছ যুক্তিকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া বলিয়াছেন, 'তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবৎ নিঃশ্রেয়-সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।' অর্থাৎ বিষয়ভোগ সব জন্মেই সম্ভব, সেই জন্য ধীর ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন।

শ্রীগুরু-বন্দনা

(শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী)

(১)

বিমুখ কাহারে বলে এ'সংসারে
ভবে বহির্ম্মুখ আমি
আমার লাগিয়া এ ভবে আসিয়া
প্রকট জগত স্বামী॥
নতশিরে বন্দি আমি॥
ভবে ঘোরপাষণ্ড দরিদ্রের সম্রাট
অনাথের নাথ স্বামী।
আমার দুখেতে এলে অবনীতে
নহতো মরত তুমি॥
শ্রীচরণ বন্দি আমি॥
শুদ্ধভক্তি পথ কোটি-কণ্টক আবৃত
জগৎ বিপথগামী।
কালের কল্লোল কলি-কোলাহল
এহেন দুর্দ্দিনে তুমি।
জয় জয় বন্দি স্বামী॥
জীবদুঃখ হেরি' নীলাচল পুরী
আবির্ভূত হৈলা তুমি।
তোমার উদয় অন্ধকার-ভয়
দূরিত হইল স্বামী॥
স্বধর্ম্ম শিখাইতে (যুগ)ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিতে
আসিয়াছ ভবে তুমি।
নীলাদ্রি হইতে শ্রীনবদ্বীপেতে
(এসে) স্ব প্রকাশ হইলে তুমি॥
জয় জয় জগৎ স্বামী॥
সদা ভক্তগণ চক্রবাকে গান
অভিন্ন গৌরাঙ্গ তুমি।
গৌর-শিক্ষাদীক্ষা মুনিঋষি শিক্ষা
জগতে জানালে তুমি।
নতশিরে বন্দি আমি॥

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

তত্ত্ববিবেক

শ্রীচৈতন্যধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত-ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈত সিদ্ধি ও অবয়জ্ঞানের ভেদ, প্রতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত গার্হস্থ্য, মন্ত্রার্থ, বেধাভক্তি ও রাগভক্তির ভেদ, চতুঃসনধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী কৃষ্ণভক্তের তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্ত, বৈষ্ণবগুরুর অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও অভিজ্ঞানের সাধকতা, সাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ব্রহ্ম ও আত্মার প্রকৃতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, পঞ্চমন্ত্রের সাধন অধিকারের কারণ, সম্প্রদায় ব্যতীত শ্রৌতপথ, অধিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের আলোচনা, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাধ্যবস্তুর অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্বাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকটিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুই অজ্ঞাত বা সংশয়াবৃত থাকিবে না। পরম গূঢ় বিষয়ও এরূপ সরল ও মনোজ্ঞভাষায় এরূপ প্রকাশিত হয় নাই। বিশ্বকোষাদি-প্রণেতা-প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন। আমার প্রার্থনা পত্র, কথাসার ও তাহাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট, মোটা, মোলায়েম কাগজে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্র

চতুর্থ সংস্করণ

সুন্দর বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাধ্যের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার সম্বন্ধ কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? তাহাদের সহিত আমাদের এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

দ্বিতীয় সংস্করণ ৷৵০ আনা

শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে

পারমার্থিক পত্র

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, সঙ্গীতগণের প্রতি প্রসঙ্গের ও অন্যান্য কথা সম্বলিত, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, গ্রামসূচী, তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড অক্ষরে ভবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে উৎকৃষ্ট পুরু কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—১৷৹ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে হরিনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ, নামগ্রহণের ফল ও [illegible] বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, এই সব প্রশ্নের [illegible] সরল ভাষায় শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। এর মাহাত্ম্য [illegible] বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible]

বিষয়:—১। [illegible] ২। [illegible] সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের [illegible] ৩। [illegible] ৪। [illegible] সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। [illegible] পাঠীয় অংক মূলে দাঁড়াইয়া দেখা। [illegible] হইয়াছে। [illegible] ৷৵০, [illegible] ৷৵০, চারখণ্ড একত্রে ১৲ টাকা (ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৲ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল [illegible] গোস্বামীপাদের চরিত গ্রন্থ। ইহাই বৃহদ্ভক্তি [illegible] প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায়শঃ ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

কে, সি, দত্তের চোকা সিনি বাদাম তৈলের অপূর্ব্ব অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে কে, সি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা ভুয়াচোরগণ কমদরের ফাজিল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার মহৌষধ

এই টুকু মাত্রায় আইবন, পাকস্থলীজাতের পীড়াদি এবং হজমশক্তি আছে।

ফেরাস কুইনিন ব্যবহারে একটী ইঞ্জেকসনের সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ ও ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত বিকার দূরে।

সম্পূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ডাঃ ৵১ টাকা

ডি, ঘোষ কেমিক্যাল এণ্ড ফ্রিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

৮৯।১ নং হরিঘোষ লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নীতি-গ্রন্থাবলী:—

নীতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা আত্মাবদ্ধ লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিতাবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাষায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্বন্ধাভিধেয়ে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ইহারা সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ দানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কোন্ ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাষে লিখিত। এই নীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ দানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

[illegible] বৈষ্ণব রাজসভার [illegible]

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌরাবির্ভাবপীঠ হইতে প্রায় [illegible] শত ফিট পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখরভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

ইহা [illegible] শাস্ত্র [illegible] মাত্র ভক্তগণের [illegible]। এই মঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-[illegible], সাহিত্য, [illegible] কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, [illegible] [illegible] অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-[illegible] ও [illegible] সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের [illegible] নিত্য [illegible] হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-[illegible] ও প্রাচীন [illegible] প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্র [illegible] শ্রীধাম [illegible] ও [illegible] [illegible] মহোৎসবাদি [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]। সহকারী—[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী,

[illegible] ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

[illegible] এখানে [illegible] কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই স্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, [illegible] মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ কীর্ত্তন, সপ্তাহ-[illegible], শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি-গ্রন্থ ও [illegible] আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বি-এ, শ্রীপাদ [illegible] বি-এ, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] বি-এ, শ্রীপাদ [illegible], [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible], ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ [illegible], ব্রহ্মচারী [illegible], [illegible] [illegible] প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীগৌরাবির্ভাবের স্থল বা [illegible]। এখানে [illegible] ও [illegible] [illegible] নিত্য সেবা [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible] [illegible], সহকারী [illegible] ব্রহ্মচারী। [illegible] [illegible] [illegible]।

(৪) শ্রী[illegible]-অঙ্গন

[illegible] শ্রীবাস [illegible]। এখানে [illegible] সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] [illegible]

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) [illegible]

[illegible], [illegible] নদীয়া।

শ্রী[illegible] [illegible]।

রক্ষক—[illegible]।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

[illegible], [illegible] নদীয়া।

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] এবং [illegible] [illegible] বর্ত্তমান।

[illegible] ডাক্তার ব্রহ্মচারী [illegible]।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রী[illegible] অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

[illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীল [illegible] প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

[illegible]

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর [illegible]

(১১) [illegible]

[illegible], বর্দ্ধমান।

শ্রী[illegible] ঠাকুর [illegible] স্থান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া

[illegible] প্রচারকেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

[illegible], [illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ [illegible] সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

[illegible], ঢাকা।

গোপালজীর [illegible] প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

[illegible], [illegible] ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], [illegible], মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌর [illegible] নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রী[illegible]। [illegible]

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

[illegible] পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ [illegible] [illegible]। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রী[illegible]।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রী[illegible] নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], কাশী।

[illegible]।

এখানে [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রী[illegible] সেবা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, [illegible]

এখানে [illegible] ও শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক [illegible] ও [illegible]।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

[illegible], [illegible], মানভূম, [illegible] [illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible], [illegible] ব্রহ্মচারী। শ্রী[illegible]।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], হাবড়া

এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রী[illegible] দাস, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ [illegible], নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ, শ্রী[illegible]।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গলায় প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—নম স্কন্ধ)	২১।৵০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২।	ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
৫।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ)	২৲
৬।	জৈবধর্ম্ম	২৲
৭।	মুক্তিমঞ্জিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
৮।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
৯।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১০।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
১১।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
১৩।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
১৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
১৫।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৬।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
১৭।	প্রেমাবতার (তৃতীয় সংস্করণ)	৸০
১৮।	ভজনরহস্য	॥০
১৯।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
২১।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
২২।	শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ	॥০
২৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
২৪।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
২৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	৵০
২৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
২৮।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
২৯।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৩০।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	।০
৩১।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩২।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৩৩।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৩৪।	ঐ প্রমাণখণ্ড	৶০
৩৫।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
৩৬।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
	(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
	(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১॥০
৩৭।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৵০
৩৮।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৩৯।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৪০।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৪১।	গীতমালা	৴১০
৪২।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৩।	নবদ্বীপশতক	৴
৪৪।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪৫।	সাধনকণ	৴০
৪৬।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৭।	শরণাগতি	৴০
৪৮।	গীতাবলী	৴০
৪৯।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	
৫০।	সাংখ্যবাণী	৴০
৫১।	অর্থপঞ্চক	৴০
৫২।	শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী	৴০
৫৩।	অর্চ্চনকণ	৴১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৫।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৬।	তত্ত্ব-সূত্রম্	।০
৫৭।	সারাংশবর্ণনম্	৶০
৫৮।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৯।	গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০।	নামভজন	।০
৬১।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬২।	বৈষ্ণবীজম	।০
৬৩।	দি ভাগবত	।০
৬৪।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	
৬৫।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	॥০
৬৭।	কল্যাণ কল্পতরু	॥০
৬৮।	সাধন পথ	।০
৬৯।	গীতাবলী	।১
৭০।	শরণাগতি	।০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণকর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়া

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মঞ্জুরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা সাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীশ্রীরাম"
দৈনিক—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ৵০
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴০

[illegible] [illegible]—[illegible] ও [illegible] মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর ৯ই বৈশাখ বুধবার ১৩৩৮, ২২শে এপ্রিল, ১৯৩১।

ফরিদপুরে সুভাষচন্দ্র

ক্যান্সার রোগের আবিষ্কৃত ঔষধ

গণতান্ত্রিক স্পেন

সেয়ার মার্কেটের সাপ্তাহিক নিকাশ

কাপড় আমদানী হ্রাস

ভূতপূর্ব্ব স্পেনরাজের নূতন নাম গ্রহণ

চিত্রগুপ্তের নিকাশ

ফরিদপুরের বিবিধ সংবাদ

নানা কথা

ফরিদপুরে সুভাষচন্দ্র

অভিনন্দন

গত ১৯শে এপ্রিল কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করার পর শ্রীযুক্ত সুভাষ ও সঙ্গী অশ্বিনী মেমোরিয়াল হলে উপস্থিত হন। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটী, জিলা মহিলা সমিতি, ছাত্র, যুবক, কংগ্রেসকর্ম্মী এবং বালক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে অসংখ্য লোকের ভিড় হওয়ায় বাহিরে মুক্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাঁহার অভিনন্দনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দল-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন—মহিলাগণের সংখ্যা হইয়াছিল ৫ শতেরও অধিক।

সকল অভিনন্দন পত্রেই সুভাষচন্দ্রের স্বদেশের জন্য অশেষ দুঃখ ও অতুলনীয় ত্যাগের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র সকল অভিনন্দন পত্রের একযোগে উত্তর দেন।

অভিনন্দনের উত্তর

অভিনন্দনের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন—সকল দেশে যুবক যুগে যৌবনের মন্ত্র—অজানার আহ্বানে সাড়া দেওয়া। সে আমন্ত্রণ যেদিন আসিল সে দিন সম্ভোগ-শক্তিকের বিলাস ও আরামের পথ ত্যাগ করিয়া আমি অজানার সন্ধানে ছুটিলাম—সেদিনকার স্মৃতি আমি ভুলি নাই।

সেইদিন হইতে আজও আমি অজানার সন্ধানেই ফিরিতেছি। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; কেন আমি এই বিপদসঙ্কুল দুঃখের পথে পা বাড়াইলাম। এপথে আমি [illegible] কারণ, আমার ভারতের গৌরব স্বপ্ন জাগিল—আমি দেখিলাম, আমার মা ভূমি বিদেশীর শৃঙ্খল মুক্ত অবস্থায় বিশ্বের দেশের গৌরবের সমপর্য্যায়ে সমাসীন। আমার জীবনে যদি কখনো এ-স্বপ্ন সফল না হয় তবে আমার স্বদেশবাসীকে আমার এ-স্বপ্ন সফল করিতে দেখিলেও আমি সুখী হইতে পারিব।

জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ

যুবকেরাই সকল জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। যুক্ত ইটালির স্বপ্ন ম্যাজিনির চোখে জাগিয়াছিল, সে স্বপ্নকথা যখন তিনি শুনাইলেন লোকে তখন তাঁহাকে পাগল বলিল। শাসকের উদ্ধত দণ্ড তাঁহাকে নিপীড়ন করিয়াছে, [illegible] চালাইবে।

নারী সমিতি

অতঃপর শ্রীযুক্ত বসু [illegible] নারী [illegible] উত্তরে [illegible] সংগ্রামে ভারতের নারী যে অশেষ ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহাতে "মিস মেয়ো" জাতীয় নারীর [illegible] প্রচারকার্য্যের [illegible] তাঁহা- [illegible] শক্তি [illegible] দিনের পরে জাগিয়া [illegible] করিতেছে। [illegible] তাঁহাদের [illegible] নারী ও পুরুষের [illegible] কিছু নাই।

ছাত্রদের কর্ত্তব্য

ছাত্র সমিতির [illegible] শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে, [illegible] অনুযোগ করিতে চাহেন না। কারণ, সত্যাগ্রহ [illegible] কাজ করিতে নামিয়া পড়েন। এরূপ ছাত্রের অভাব নাই। মাতৃভূমির সেবায় যুবক [illegible] শক্তি নাই, তবে তিনি [illegible] বিশেষ [illegible] কাজ করিবার [illegible] তিনি আবেদন করেন।

গণতান্ত্রিক স্পেন

নূতন গবর্ণর নিয়োগ

[illegible] সমস্ত প্রদেশের [illegible] গবর্ণর [illegible] এবং নূতন গবর্ণর নিযুক্ত করা হইয়াছে।

[illegible]

শাসন সংস্কার

[illegible] হইতে শীঘ্র [illegible] প্রচারিত হইবে। [illegible] আমলের কার্য্যাবলী সমালোচনা করিয়া কি ভাবে নূতন প্রণালীতে কার্য্য

হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য বিভিন্ন বিভাগের উপর ভার দেওয়া হইবে। তাহারা ৩ শে মে তারিখের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করিবেন।

তারপর জাতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনের বন্দোবস্ত করা হইবে। সমস্ত অধিবাসীকে ভোট প্রদানের অধিকার দেওয়া হইবে।

গবর্ণর নিয়োগে আপত্তি

শ্রমিকদল এবং গণতান্ত্রিক দলের মধ্যে মতভেদ দেখা যাইতেছে। গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত নূতন গবর্ণর নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি শ্রমিকদল সন্তুষ্ট নহেন। শ্রমিক দলের জাতীয় সমিতি প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পুরাতন পাপীর বিচার

ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী জেনারেল বেরেঙ্গার পলায়ন করেন নাই, পরিশেষে তিনি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। ইহার ফলে পুরাতন পাপীদের বিচারের সুবিধা হইয়াছে। নূতন গবর্ণমেণ্ট এখন পুরাতন অপরাধীদের সন্ধানে আছেন।

বাস্ক মিউনিসিপ্যালিটির তৎপরতায় এবং সৈন্য ও পুলিশের সাহায্যে একটি গোলমাল নিবৃত্তি হইয়াছে। স্থানীয় জাতীয় দলের লোকেরা তথায় একটি স্বতন্ত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই উদ্যম পণ্ড করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্যাটালোনিয়ায় গোলযোগ

কিন্তু ক্যাটালোনিয়ায় নূতন গোলযোগ দেখা দিয়াছে। তথাকার অধিবাসীরা একটি স্বতন্ত্র গণতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছে, স্বতন্ত্র পতাকা উড়াইতেছে, স্বতন্ত্র জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছে এবং মাদ্রিদে তাহাদের পক্ষ হইতে কাজ করিবার জন্য একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত দূত নিয়োগ করিয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব স্পেনরাজের নূতন নাম গ্রহণ

রাজা আলফান্সো এখন সপরিবারে প্যারিসের এক হোটেলে বাস করিতেছেন। তথায় অনেক দর্শক এবং সাংবাদিকের ভিড় হইতেছে। রাজা স্বয়ং কাহারও সহিত দেখা করেন না। তাঁহার পক্ষ হইতে মিলেণ্ডার ডিউক বলেন,—আলফান্সো স্থির করিয়াছেন যে, রাজার গৌরব ও মর্য্যাদা তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবেন। আপাততঃ তিনি ডিউক অব টোলিডো নাম গ্রহণ করিবেন।

তবে তিনি কোথায় গিয়া স্থায়িভাবে বাস করিবেন, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। ইংলণ্ড কিম্বা দক্ষিণ ফ্রান্সে বাস করার সম্ভাবনাই অধিক।

ক্যান্সার রোগের নবাবিষ্কৃত ঔষধ

লণ্ডন হাসপাতালের ডাঃ টমাস ল্যাম্‌সডেন ক্যান্সার রোগের একটি অব্যর্থ সিরাম আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সিরাম শরীরের অন্য টিস্যু নষ্ট না করিয়া সমূলে ক্যান্সার টিস্যু নষ্ট করে। আমেরিকার ক্যান্সার সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রে ডাঃ ল্যাম্‌সডেন লিখিয়াছেন যে, পশুর দেহ হইতে সিরাম লইয়া তাহা দ্বারা তিনি কাচের ডিসের উপরের কৃত্রিম ক্যান্সার পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে পারিয়াছেন। ডাঃ টমাস ল্যাম্‌সডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া স্কটল্যাণ্ডে বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন, কিন্তু তথাকার উপার্জ্জন ছাড়িয়া তিনি মিলার ইন্‌ষ্টিটিউটে যোগদান করেন এবং ক্যান্সার রোগের সিরাম আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করিতে থাকেন। বর্ত্তমানে তিনি লণ্ডন হাসপাতালের ক্যান্সার রিসার্চ্চ লেবরেটরীতে কাজ করিতেছেন।

কাপড় আমদানি হ্রাস

সূতি কাপড়ের আমদানীই সব চেয়ে কমিয়াছে। ৮ কোটি ২০ লক্ষ গজ কাপড়ের স্থলে ২ কোটি গজ মাত্র কাপড়ের আমদানী হইয়াছে। মূল্য হ্রাসের পরিমাণ ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার স্থলে মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা।

সেয়ার মার্কেটের সাপ্তাহিক নিকাশ

গত সপ্তাহে বাজার অত্যন্ত নির্জ্জীব ছিল।

পাটকলের সেয়ারের দর খুব পড়িয়া গিয়াছিল। আগামী সপ্তাহে বাজারের অবস্থা আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ক্লাইভ ৩০৲ দাঁড়াইয়াছে। কাঁকড়ার দর ৫২৲তে পৌঁছিয়াছে। কামারহাটির দর ৫৪৯৲ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। অন্যান্য সকল সেয়ার দরে নামিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কয়লার খনির সেয়ারের কাজ খুব সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অল্‌দি বেঙ্গল বরাকর, ও রোরিয়ার দর যথাক্রমে ৫৮৵০, ৩৬৯৲, ১৪৵০, ও ১৫০৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সাউথ কারানপুরার চাহিদা বেশ ছিল ও দর ৩৵০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল, মণ্ডলপুর ৭॥০ পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছিল।

চা বাগানের সেয়ারের চাহিদা বেশী নাই। ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যা বেশী ছিল। যথার্থ কাজ খুব কমই হইয়াছিল। বিশেষ কিছুই উল্লেখযোগ্য নাই।

কোম্পানীর কাগজের দর প্রায় স্থিরভাবে ছিল। কেবল ৩॥০ সুদের কাগজ নামিতে সুরু করিয়াছে।

বিবিধ কোম্পানীর সেয়ারের কাজ বেশী হয় নাই। ইহাদের মধ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দর ১০৬৮৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

ইলেক্‌ট্রিক সেয়ারের বেশ চাহিদা ছিল। ঢাকা ইলেক্‌ট্রিক ও ইউ, পি, ইলেক্‌ট্রিক সেয়ারের দর বেশ তেজী। চিনি সেয়ারের কিছু কাজ হইয়াছিল। হুগলী ফ্লাওয়ারের কাজ ১৭০৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজ ২০৩।০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। গ্যানেজেস্ রোপের দর ৩৪৫৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টিলের দর ৫৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান ইউ প্রোডাক্টসের দর ১৪।০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল সকল সেয়ারের দর প্রায় একভাবে ছিল।

ফরিদপুর বিবিধ সংবাদ

জিলা কনফারেন্স

জিলা কনফারেন্সের ৩য় অধিবেশন যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ খুবই চেষ্টা করিতেছেন।

বিচারে মুক্তি

গত ১৯৩০ সালের জুন মাসের প্রথম ভাগে গাঁজা কাড়িয়া লওয়া অভিযোগে ফরিদপুরের কয়েকজন কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারের বিরুদ্ধে সদর সাবডিভিসনাল অফিসারের আদালতে এক মোকদ্দমা রুজু হইয়া ফরিদপুরের অন্যতম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌঃ গোলাম কবিরের আদালতে ঐ মোকদ্দমার বিচার হয়। মোকদ্দমার বাদী অমূল্যচন্দ্র সূত্রধর বিভিন্ন আদালতে বিভিন্নরূপ উক্তি করিয়াছে বলিয়া সরকার পক্ষ উক্ত অমূল্য সূত্রধরের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারা মতে মোকদ্দমা দায়ের করেন। আসামী পক্ষের দরখাস্ত মত ঐ মামলা বিচারের জন্য রাজবাড়ী সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রেরিত হয়। ফরিদপুরের বিখ্যাত উকিল শ্রীযুত অঘোরনাথ রায় এবং আরও একজন উকিল ও মোক্তার আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। গত ১০।৪।৩১ তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপদেশক্রমে রাজবাড়ীর সাব ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত মোকদ্দমা পরোক্ষভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় আসামীকে খালাস দিয়াছেন।

চিত্রগুপ্তের নিকাশ

কলেরা খাতে

প্রাদেশিক স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১১ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে বাঙ্গলার নিম্নলিখিত নয়টি জেলায় কলেরাগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

	পূর্ব্ব সপ্তাহ	আলোচ্য সপ্তাহ
বর্দ্ধমান	৬৭	৮৭
হুগলী	৫০	৫৬
২৪ পরগণা	৩৭	৪৯
খুলনা	২৫	৩০
রাজসাহী	৫	২১
পাবনা	১১২	১১৫
মৈমনসিং	৩৭	৫৯
ত্রিপুরা	৩১	৪৭
নোয়াখালী	৯	১৬
মুর্শিদাবাদ	৫	৫

নিম্নলিখিত জেলাসমূহে মৃত্যু সংখ্যা কমিয়াছে।

নদীয়া	৫৬	২৩
বাঁকুড়া	১২	৮
মেদিনীপুর	৮১	৪০
হাওড়া	৩১	২০
কলিকাতা	৭০	৫৫
যশোহর	১১০	৪৩
ঢাকা	১১০	১০৩
ফরিদপুর	৬৯	২৪
বাখরগঞ্জ	৫০	৩০
চট্টগ্রাম	৫৬	৩১

বসন্ত খাতে

বসন্তে নিম্নলিখিত জেলা সমূহে কতজন মারা গিয়াছে তাহার হিসাব :—

কলিকাতা—৭৮, হাওড়া ৪৯, বর্দ্ধমান—১৫, বাঁকুড়া—১১, হুগলী এবং রঙ্গপুর—৯, ২৪ পরগণা—৮, মেদিনীপুর এবং মৈমনসিংহে ৭ জন করিয়া, কুচবিহার, ঢাকা এবং নোয়াখালীতে ২জন করিয়া। নদীয়া, রাজসাহী এবং মালদহে ১ জন করিয়া।

ইনফ্লুয়েঞ্জ ও প্লেগ

কলিকাতায় আলোচ্য সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৮ জন এবং প্লেগে ১ জন মারা গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই বৈশাখ বুধবার—১৩৩৮

ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট উদ্ঘাটনে প্রভুপাদের বক্তৃতা

(১)

গত ২০শে চৈত্র (১৩৩৭), ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) শুক্রবার গুড্ ফ্রাইডে দিবস অপরাহ্নে গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের সংলগ্ন শ্রীগৌরকুণ্ডের তটস্থিত ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালায় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট্"এর দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই অবগত আছেন।

সভাপতি শ্রী প্রভুপাদ সভাপতির আসন হইতে যে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহারই চুম্বক প্রকাশিত হইল,—

সভাপতি প্রভুপাদের অভিভাষণ

আমরা যে কার্য্যের জন্য অদ্য এখানে সমবেত হ'য়েছি, সে কার্য্যটী হচ্ছে—একটী প্রারম্ভিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উন্মোচন। শিক্ষা—দুইপ্রকার। একপ্রকার শিক্ষা-দ্বারা জগতের কার্য্য সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হ'বার সুযোগ উপস্থিত হয়; অপর-পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা বা পরা শিক্ষা—যা' কেবল-মাত্র জগতের কার্য্যে আবদ্ধ নহে, তদ্দ্বারা ভগবদ্বস্তুকে জানা যায়।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন,—বিদ্যা দুই প্রকার; একপ্রকার—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্তি, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ইত্যাদি। যে-সকল বিদ্যার দ্বারা বহিঃ-প্রজ্ঞা-চালিত হ'য়ে কার্য্য কর্‌বার সুষ্ঠুতা জন্মে, আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ইহাকেই 'বিদ্যা' নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। কিন্তু শ্রুতির বাণীতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

অপরা বিদ্যা কিছু সময়ের জন্য কাজে লাগে; কিন্তু তা'তে স্থায়িভাবে কার্য্যের সম্ভাবনা নাই। মরণের পরে দূরে থাকুক্, এই জীবিতকালেই ইন্দ্রিয়ের অভিঘাত অর্থাৎ অকর্ম্মণ্যতা হ'লে পূর্ব্বার্জ্জিত অপরা বিদ্যার নিপুণতা অনেক সময়ই নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। এজন্য অপরা ও পরার সহিত 'নশ্বর' [illegible] এই দু'টী শব্দ ব্যবহৃত হয়। আপাত-কার্য্যসিদ্ধির জন্য শব্দশাস্ত্রে অধিকার-লাভ আবশ্যক। ঐসকল শব্দ সমষ্টি দ্বারা পরস্পর ভাবের বিনিময় ও অভিব্যক্তি হয়—সভ্যতা ও সামাজিকতায় প্রবেশ লাভ ঘটে। এইটুকুই মাত্র যাঁ'দের প্রার্থনীয়, তাঁ'রা অপরা বিদ্যার লাভকেই তাঁ'দের সাধ্য মনে করেন। কিন্তু মানুষের খুব দূরদর্শিতা আবশ্যক। বহুদিন পরে যে অমঙ্গল উপস্থিত হ'বে—ভবিষ্যতে যে সকল অসুবিধা উপস্থিত হ'তে পারে, তজ্জন্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। যাঁ'রা সেরূপ সুদূরদর্শী ন'ন, সেরূপ অভিজ্ঞতা-বাদীদের মতে কেবল ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতির প্রয়োগে সাধারণ বিদ্যা আবশ্যক কিন্তু উহাই নিত্যোদ্দেশে ভিন্ন ফল বা জাড্যপরিহৃত চিন্ময় রাজ্যের উপযোগী।

সভ্যসমাজ সভ্যতার ক্রমিক উন্নতি-ক্রমে যে-সকল তত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের সেইসকল কথা শ্রবণ কর্‌তে পার্‌লে অর্থাৎ সভ্যতার ইতিহাস—সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাত—সভ্যতার সংঘর্ষে নানাপ্রকার সমস্যার সাময়িক সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি পারদর্শিতা লাভ ক'রেছেন, তাঁদের মুখে সে সকল কথা শ্রবণ ক'রে আমরা অনায়াসে সুদূর অতীত কালের সভ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিদ্যাবত্তা প্রভৃতিকে আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার দ্বারে অতিথিরূপে বরণ কর্‌তে পারি। যিনি ঐ সকল অভিজ্ঞতার কথা বলেন, তিনি শিক্ষক বা কীর্ত্তনকারী, আর যিনি অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তিনি শিক্ষাকারী বা শ্রবণকারী। এইরূপ অভিজ্ঞতার কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রণালীর মধ্য দি'য়ে জাগতিক শিক্ষাস্রোত দিন দিন উন্নতির পথে প্রধাবিত হচ্ছে, আমরা মনে করি। ইহাতে উদাসীন হ'লে সমাজের শুভানুধ্যায়িগণ আমাদিগকে অলস ও জগতের অমঙ্গলকামী ব'লে মনে করেন; কিন্তু আমাদের এরূপ শিক্ষাধারা, এরূপ অভিজ্ঞানের কীর্ত্তন শ্রবণ প্রণালী এবং অভিজ্ঞতা-বিদ্যাতুঙ্গে অধিরোহণই কি চরম কথা? অনিত্য শিক্ষা ও নিত্যশিক্ষা-বিবেক কি সুদূরদর্শী মানব বিচারের বিষয় হ'বে না? কেবল অল্পকালের অভিজ্ঞানে সাময়িক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'ব তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ ক'রব—এরূপ বিচারে আবদ্ধ থাকাই কি মানবের দূরদর্শিতা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক? মনুষ্যজাতি যার জন্য খুব ব্যস্ত, সেই বিদ্যা, আমাদের কোন একটী ইন্দ্রিয় পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হ'লেই, নির্ব্বাপিত হ'য়ে পড়ে। এজন্য উপনিষৎ ব'লেছেন,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

'নেতি' বাক্যের তাৎপর্য্য

শ্রুতি ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত দ্বিবিধ রূপের বর্ণন করিয়াছেন, যথা—'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ, স্থিতঞ্চ যচ্চ, সচ্চ তচ্চ' অর্থাৎ—ব্রহ্মের দুইটী রূপ আছে—একটী মূর্ত্ত, অপরটী অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম), একটী দৃষ্টতঃ পরিবর্ত্তনশীল, অপরটী দৃষ্টতঃ অপরিবর্ত্তনশীল; একটী স্থিতিশীল—ভারি—দৃষ্টিগোচর যোগ্য, অপরটী যৎ—গমনশীল—ব্যাপ্তি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট); একটী সৎ (বিশেষ বস্তুরূপে অবস্থিত, এইরূপ বোধের যোগ্য), অপরটী (অনির্দ্দেশ্য—প্রত্যক্ষের অযোগ্য)।

বস্তুতঃ—পৃথিবী, অপ্ ও তেজঃ এই স্থূল ভূতত্রয়ের অস্তিত্ব স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয়। আকাশ অতি সূক্ষ্ম নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী বস্তু। ইহাকে কোন বিশেষ বস্তুরূপে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভব করা যায় না। বায়ুও সূক্ষ্মত্বহেতু কোন প্রকার অবয়ব-বিশিষ্টরূপে অনুভবের বিষয় হয় না। সুতরাং প্রথমেই পৃথিব্যাদি তিনটী স্থূল ভূতকেই ব্রহ্মের স্থিতিশীল মূর্ত্তরূপ এবং বায়ু ও আকাশকে তাঁহার গতিশীল অমূর্ত্তরূপ বলিয়া শ্রুতি বর্ণন করিয়াছেন। এই উভয়ই দক্ষিণ অক্ষিস্থ দ্রষ্টা পুরুষের দৃশ্যস্থানীয়, ঐ পুরুষের দর্শনের বিষয়-রূপেই ইহাদের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়, অতএব ঐ পুরুষকেই ইহাদের 'রস' অর্থাৎ মূল অবস্থিতির হেতু বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিলেন। শ্রুতির এই সকল বাক্যের অর্থবিষয়ে মায়াবাদী সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের কোন মতবিরোধ নাই।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয় ব্রাহ্মণের শেষ ষষ্ঠ বাক্যের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে যে "ঐ পুরুষের রূপ হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র সদৃশ পীত বর্ণ; যে ব্যক্তি ইহাঁকে জানেন, তাঁহারও একত্ররাশীকৃত বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল শ্রী হইয়া থাকে। কিন্তু এইটীও ভোগপ্রদ; ইহা সর্ব্বসন্তাপহারক মোক্ষ-প্রদ নহে; মোক্ষের জন্যই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয়—অতএব শ্রুতি ব্রহ্মের মোক্ষপ্রদ রূপের বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে-ছেন;—অথাতো আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ—পরমস্ত্যথ নামধেয়ং; সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং; তেষামেষ সত্যম্।" ৬॥

ইহার অর্থ এই যে:—"অতঃ" (=অতএব মূর্ত্তামূর্ত্ত এবং তৎসারভূত পুরুষ স্বরূপের জ্ঞানও ভোগপ্রদ মাত্র হওয়াতে অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ না হওয়া হেতু), "অথ" (=অতঃপর, ব্রহ্মের পূর্ব্বোল্লিখিত রূপসকলের বর্ণনার পর, এই-ক্ষণ) "নেতি নেতি" (=ইহা—অর্থাৎ এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত রূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা মাত্র নহে, ইহা (মাত্র) নহে; "ইতি আদেশঃ" (ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশক প্রসিদ্ধ বাক্য)। এই "নেতি নেতি" বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, "নহি এতস্মাৎ অন্যৎ পরম্ অস্তি, ইতি ন" (=এযাবৎ ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত যে সমস্ত রূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পর; তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ) (এতস্মাৎ পরং) ব্রহ্মের অন্য কোন যে রূপ নাই (অন্যৎ ন অস্তি), এমন নহে (ইতি ন) অর্থাৎ বর্ণিত সকল রূপ হইতে অন্য যে একটি শ্রেষ্ঠ রূপ আছে, সেইটিই ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশক শেষরূপ। "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্" =অতএব ইহাই (পূর্ব্বপাদে বর্ণিত) সত্যের সত্য নাম ধারণ করিয়াছে। "প্রাণা বৈ সত্যম্" (=প্রাণসকলও সত্য-নামে আখ্যাত; কিন্তু) "তেষামেষ সত্যং" (=কিন্তু ইহাদেরও সত্য (সারবস্তু) এই সর্ব্বশেষ বর্ণিত রূপ, ইহা সত্যের সত্য)

উল্লিখিত বাক্য বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাখ্যাত বাক্যের সার এই যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটি এবং তৎসারভূত পুরুষও ব্রহ্মেরই রূপ কিন্তু তদতিরিক্ত "সত্যের সত্য" নামে তাঁহার অন্য শ্রেষ্ঠরূপও আছে; অর্থাৎ ব্রহ্ম জগদ্রূপী হইয়াও তদতীত রূপেও স্বয়ং বর্ত্তমান আছেন; সুতরাং জগৎকে তাঁহার এক অংশ মাত্র বলিয়া বর্ণনা করাই যে এই শ্রুতির উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়

কোন সন্দেহই হইতে পারে না। ভগবান্ ব্যাসদেব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বাক্যের [illegible] প্রতি নিষেধ লক্ষ্য করিয়া এই [illegible] অনুকূলে সূত্র করিয়াছেন,—

"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি, ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ।" [ব্রঃ সূঃ ৩য় অঃ ২পা ২২ সূঃ]

—অর্থাৎ "নেতি নেতি" বাক্যে যে প্রতিষেধ উক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ব্রহ্মের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ [illegible] প্রতিষেধ করা হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম মাত্র তাহাই,—ইহা নহে। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপ ব্রহ্মের একেবারেই নাই এইরূপ বলাই যে "নেতি" বাক্যের অভিপ্রেত নহে, তাহা উক্ত শ্রুতির শেষ "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" ইত্যাদি অংশের অর্থদ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধ হয়।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে বেদের উপর ইহাই বলা হইয়াছে যে মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ ব্যতীত ব্রহ্মের অন্য কোন রূপ নাই তাহা নহে, স্থূল ও সূক্ষ্মাতীত শ্রেষ্ঠ রূপও তাঁহার আছে, সেই শ্রেষ্ঠরূপকে ব্যক্ত করিবার জন্যই "নেতি নেতি" শব্দের প্রয়োগ। মূর্ত্তামূর্ত্তরূপকে অস্বীকার করা উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের এই প্রকার তাৎপর্য্য অবলোকন করিয়াই ভগবান্ ব্যাসদেব উক্তসূত্রে "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি" [illegible] অবতারণা করিয়াছেন। ইহার অর্থ "প্রকৃত" পূর্ব্ববর্ণিত, "এতাবত্ত্বং" মূর্ত্তামূর্ত্ত-মাত্রত্বকেই, "প্রতিষেধতি" ঐ শ্রুতি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন অর্থাৎ উক্ত শ্রুতি বাক্যের পূর্ব্ব বাক্যে ব্রহ্মের যে মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ মাত্রই ব্রহ্ম নহেন; তদতীত শ্রেষ্ঠরূপও তাঁহার আছে; ইহা উপদেশ করাই "নেতি নেতি" বাক্যের মুখ্য অভিপ্রায়। ইহাই যে "নেতি নেতি" বাক্যের অভিপ্রায়, তাহার হেতু কি? এইরূপ সন্দেহ-স্থলে সূত্রকার বলিতেছেন, "ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" অর্থাৎ "হি" যেহেতু, "ততঃ" "নেতি" বাক্যের ঠিক পরেই, "ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" শ্রুতি পুনরায় এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন—"নেতি নেতি" বাক্যের অব্যবহিত পরেই শ্রুতি বলিয়াছেন;—

যথা:—"এতস্মাৎ পরম্ অন্যৎ ন অস্তি ইতি ন" অর্থাৎ "এতস্মাৎ পরং" [illegible] বর্ণিত মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ হইতে শ্রেষ্ঠ, "অন্যৎ ন অস্তি" অন্য কিছু নাই, "ইতি ন" এরূপ নহে। ব্রহ্মের যে স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা ত তাঁহার আছেই, তাহা ব্যতীত তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য একটী রূপও তাঁহার আছে। সেই রূপটী কি তাহা শ্রুতি বর্ণন করিতেছেন, যথা—"নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্; প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ [illegible]" অর্থাৎ এই রূপটীর 'সত্যের সত্য' নামধেয়। প্রাণ সকল সত্য, কিন্তু এইটী 'সত্যের সত্য'। শ্রুতি প্রাণশব্দেই [illegible], প্রাণাদিরূপ (যাহা মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপের অন্তর্গত এবং জন্যবস্তু) তাহা [illegible] নহে; কিন্তু ব্রহ্মের [illegible] একটী 'সত্যের সত্য'।

অতএব জগৎ ও জীবকে মিথ্যা বলা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে, তাহা স্পষ্টই [illegible] দ্বারা প্রমাণিত হইল। ব্রহ্ম জগৎ ও জীবাদি [illegible] মূর্ত্তরূপ [illegible] জগৎ ও [illegible] [illegible] [illegible] বর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মের শ্রী [illegible] সূক্ষ্ম [illegible] রূপ ব্যতীত যে শ্রেষ্ঠ স্বরূপ রূপ [illegible] তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

অতএব মায়াবাদিকল্পিত জগৎ ও জীবতত্ত্ব সত্যের মিথ্যা জগৎ [illegible], জীব নাই, এইরূপ [illegible] মতবাদ খণ্ডিত হইল।

আমি কে?

(শ্রী[illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী)

আমি কে? এ প্রশ্ন উঠিয়াছে অবহমান কাল ধরিয়া। আমার স্বকীয় সত্তা কোথায়? জীবনের অভিব্যক্তির সেই আমার সত্তার সন্ধান-প্রচেষ্টা জাগাইয়া তুলিয়াছে তাই জীবনের প্রথম প্রভাতেই জানিতে চাহি—আমি কে? নচেৎ প্রগতি ব্যাহত হইবে—জীবন-যজ্ঞাহুতি ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় বিফলে যাইবে।

আমি কে?—এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাইয়াছিলাম—আমি দেহ। পঞ্চভূতাত্মক দেহই আমি—দেহের অতিরিক্ত আর কোন অস্তিত্ব নাই। পঞ্চভূতের সম্মিলনেই আমার অস্তিত্বের প্রতীতি—আর দেহের অবসানের সঙ্গেই সেই সত্তার বিনাশ। সুতরাং এই দেহের তৃপ্তিই আত্মতৃপ্তি—আমার জীবনের পরম ও চরম তৃপ্তি। এ সমাধানে কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই, বরং নিরাশই হইয়াছি—তাই এ মীমাংসার নিরাস করিতে হইয়াছে।

ভোগসর্ব্বস্ব বলগা [illegible] সঙ্গে লইয়া দেহভোগের উৎসর্গ করিয়াছিলাম। ভোগের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে। কামনার হোমকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিয়াছে—লেলিহান বহ্নিশিখা দিগন্ত ব্যাপিত হইয়াছে। কই, দেহতৃপ্তির সঙ্গে আমার তৃপ্তি ত হয় নাই। কেবলই জ্বলিতেছি—অভাবের অনন্ত মরীচিকায়, স্বভাবের সন্ধান ত পাই নাই। তবে আমার সত্তা কোথায়? আমার আত্মস্বরূপের পরিচয় কি? তাই আবার সেই [illegible] তুলিয়াছি—আমি কে?

আমার মায়ামুগ্ধ মন [illegible] আমার আলোকে [illegible] [illegible] [illegible] ও প্রতিভাত, মনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] আমার অসীম অতৃপ্তির পরিসমাপ্তি [illegible]। তবে আমার তৃপ্তি কিসে? আমার স্বভাব কোথায়? মনের মধ্যে আমার আত্মস্ব—[illegible] [illegible] [illegible] সিদ্ধি—জীবনের চরম সিদ্ধি।

মনেই কি প্রাকৃত সীমাহীন মনের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা অনন্ত আশাআকাঙ্ক্ষার অবিশ্রান্ত তাড়। জীবনের পরিনির্বাণ [illegible]? মনই কি পরিবর্ত্তনশীল মনের মধ্যে মানবের নিত্যানন্দ—আত্মার মুক্তলীলাক্ষেত্র? বদ্ধ মনের প্রেরণাই কি সত্যের সাধনা? আমার স্বকীয় স্বপ্ন কল্পনা-প্রসূত সত্যাবতারই কি সনাতন তত্ত্ব—জীবনের পরম কল্যাণ-প্রদ? তবে আমার মানস প্রেয়স্কর আয়োজন-প্রয়োজনগুলি জীবনের সর্ব্বশুভঙ্কর হয় না কেন?

তাই আজ সন্দেহ জাগিয়াছে, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার কল্যাণনিদান সত্তার অবস্থান কোথায়? আমার আত্মার স্বরূপ পরিচয় পাই কেমন করিয়া? আমার ধ্যান ধারণার সীমাতীত তত্ত্বের সন্ধান মিলিবে কেমনে?

সাত্বত সমাজ নিত্যকাল গাহিতেছেন—সেই চরমসত্যের মহামহিম বাণী মহাকল্যাণময় জীবন-প্রয়াণের সন্ধান-কাহিনী। সাত্বত শাস্ত্রেই আত্মতত্ত্বের স্বরূপতঃ অতীন্দ্রিয় দিব্য-প্রভায় প্রোদ্ভাসিত হইয়াছে। মানবজীবনের মহা-সমস্যার সর্ব্বমঙ্গল-সমাধান-সমন্বয়লিপিকা প্রচারিত হইয়াছে—সেই সাত্বত ধর্ম্মের কারুণ্য-বন্দনা।

দেহমনোময় আমার ধর্ম্ম নহে, তাই দেখিলাম আমার আত্মারাম হয় নাই। সাংসারিক বন্ধনের প্রেয়ঃ-তত্ত্ব আমার আত্মার তৃপ্তিতত্ত্ব হয় নাই। আমার শ্রেয়ঃ-তত্ত্বও মিলে নাই। অভাবের তাড়না হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি নাই। আমার চেতনময় সত্তা আজ আবৃত হইয়া রহিয়াছে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম মনের গাঢ় আবরণে, তাই দেহমনোময় বিকাশ-চেষ্টায় আবরণের মধ্যেই [illegible], চেতনাময় সত্তার সাড়া পাই নাই। আমার অবশ্য কোনই সাড়া হয় নাই, আমি এখন [illegible] হয় নাই।

সাত্বতশাস্ত্র মূল প্রেরণা-প্রসূত [illegible] আচার্য্যবর্গের আস্বাদ্য বস্তুর মহত্ত্বের সন্ধান মিলিতে পারে না। [illegible] মীমাংসাও হইতে পারে [illegible]। [illegible] প্রাকৃত প্রাণ [illegible] প্রেমধারা [illegible]। তাই আমি কে?—এ জিজ্ঞাসার [illegible] একমাত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞ [illegible] একান্ত আত্ম[illegible]।

শ্রীগুরু-বন্দনা

(৩)

(গুরুদেব স্তব)

নাম শুনে পায় [illegible] ভয়
ভব-ভয়হারী তুমি
আচার প্রচার অতি চমৎকার
অদ্বিতীয় তুমি স্বামী॥
শ্রীচরণ বন্দি আমি॥
শুদ্ধভক্তি সার আর সব ছার
জগতে জানালে তুমি।
হে মুকুন্দশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাচার্য্য শ্রেষ্ঠ
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ তুমি॥
নতশিরে নমি আমি॥
মায়াবাদী মত কুসিদ্ধান্ত যত
খণ্ডিয়াছ প্রভো তুমি।
(তব) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত নিরাশয়ে আজ
তুমি ধন্য ধন্য স্বামি।
জয় জয় প্রভু তুমি॥
উপধর্ম্ম যত জানিয়া বিপথ
ভাগবত মত তুমি।
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন শ্রেয়ঃ
জগতে জানালে স্বামী॥
পুনঃ পুনঃ বন্দি আমি॥

পারমার্থিক পত্র

শ্রীল গৌরাঙ্গদেবের

নূতন

শ্রীনবদ্বীপ পত্রিকা

প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসের ১লা তারিখে

বিশুদ্ধ ও উপাদেয় সামগ্রি দ্বারা পরিপূর্ণ

বাংলার ঘরে ঘরে নিয়মিত রূপে

বিক্রয় ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস

ও দিগ্‌দর্শিনী টীকা সম্বলিত গোস্বামী প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ও টীকায় বঙ্গানুবাদ, বঙ্গানুবাদে প্রতি শ্লোক ও টীকার সরল মর্ম্ম, বিস্তৃত সূচী পত্র, শ্লোকসূচী পদ্যানুক্রমণী, তালিকা, শুদ্ধিপত্র প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত সোণ্ড, অক্ষরে উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে উচ্চ দরের বাঁধাই ডাকমাশুল ছাড়া ১৩৷৷০—১৷৷ টাকা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

এখানি ইহার ৪র্থ সংস্করণের মধ্যে বিশেষ ও অভিনব পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, ও পরিশোধন করা হইয়াছে। এবং ইহাতে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে হরিনাম সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সুন্দর রূপে মীমাংসিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে হরিনাম সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে। ইহার ভাষা অতি সরল ও মধুর। ইহা পাঠে সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকৃত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধ্য লীলা

১ম খণ্ড ১৷৷০ এক টাকা ৪র্থ খণ্ড ১৷৷০ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু গোপালদাস নাগের ৫০৪ গ্রন্থ। ইহার মধ্যখণ্ডের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ খণ্ড ৮৮ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের

বৈষ্ণবমন্ত্রং সমাকৃতি

(সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে বর্ণিত শব্দার্থের অর্থ ২। সাধিকার ভেদে বৈষ্ণবগণের গতি, ৩ বিষ্ণুমন্ত্রোপাসনা বিধি, ৪ শ্রীমন্দির ও বিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগুরু ও গুরুমন্ত্রের তত্ত্বগত বিবরণ, ৬ বিষয়াসক্তের ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য আকাঙ্ক্ষা। যাবতীয় কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০ তৃতীয় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (ভেলু খরচা)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ৪র্থ খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু গোপালদাস নাগের ৫০৪ গ্রন্থ। ইহার মধ্যখণ্ডের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ খণ্ড ৮৮ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সুন্দর বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আষাঢ়া—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ও অনিত্য সামঞ্জস্য করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রায় উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, রাষ্ট্রনীতি? ইত্যাদি বিষয় এমাসের এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিস্তব্ধ হওয়া যায় না।

জীবনসূত্র

দ্বিতীয় সংস্করণ ৸০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে যুক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ভক্তি ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত ইহাতে জীবের পরিচয়, কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ, ভিন্ন ও মৈথিতত্ত্ব বন্ধু, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার, বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধাভক্তি ও রাগভক্তির ভেদ, ভগবদ্ধাম, অবৈষ্ণবগুরু ত্যাগ, ভক্তির অবতরণ, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগুরুর অধিকার, ভক্তির অধিকারিভেদ, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম জ্ঞান, সাধকের শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গ, প্রেমে প্রয়োজন, ভগবান ও আত্মার প্রভেদাভেদ, ত্রিবিধপ্রকৃতি ও বৈষ্ণবত্বে প্রবেশ, শরণাগতের লক্ষণ ও অধিকার কারণ, ভগবদ্ভক্তের ভেদাভেদ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও রুচি, ভক্তির অধিকারিভেদ, সম্বন্ধজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞের অধিকারী, শ্রীরূপশিক্ষা, মধুর রস, গৌরাঙ্গপ্রেম প্রভৃতি নানান বিষয়ের অতি গূঢ় তত্ত্বাবলী অতি সরলভাষায় বক্তৃতাচ্ছলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রত্যেক বাক্যের উদ্ভাবনে ও সংগ্রহে কতদূর পরিশ্রম হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই গ্রন্থখানি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। আকার ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৩৫০ পৃষ্ঠা, কাপড়ের বাঁধাই বার্ণিস দ্বারা বিশেষ সুন্দর করা হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থ, সোণার জলে নাম লেখা সহ ডাকমাশুল ছাড়া ১৲ মাত্র।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের শ্রীভক্তি-গ্রন্থাবলী:—

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা।

যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় লইয়া—ইহা যখন ইচ্ছা খুলিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন আন্তর প্রার্থনা হয় এবং শ্রীধামে নামাশ্রয়করণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, তদ্ভিন্ন বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উভয় সংস্করণ একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

কল্যাণকল্পতরু

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে সকলকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা তথায় কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হই, এই সকল কথা সরল ভাষায় লিখিত। এই পুস্তিকা পাঠে নিত্য কল্যাণের সন্ধান; ইহা প্রত্যেককে বিতরণার্থ প্রকাশে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর. (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যা পীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র- স্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রায়ণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীব্যাসশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

ইড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাধাতীর্থ দেবধরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে যত্নকুসুমমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ দেশ ডোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি মহাগিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণপরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের গুরুভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১৯৲
২। ভাষ্যদ্বয়-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। [illegible] ২৲
৭। [illegible] (মাধ্ব) ১
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভজনরহস্য ।০
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ॥০
২৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২৭। সাধনপথ (ঐ সংস্করণ) ।৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৵
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵

৩৬। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১॥০
৩৭। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৪০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৪১। গীতমালা ৵০
৪২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৵
৪৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৫। সাধনকণ্ঠ ৵
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৭। শরণাগতি ৵০
৪৮। গীতাবলী ৵০
৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?
৫০। সাংখ্যবাণী ৵০
৫১। অর্থপঞ্চক ৵০
৫২। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৵০
৫৩। অর্চ্চনকণ্ঠ ৵০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৫। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৫৬। তত্ত্ব-সূত্রম্
৫৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵
৫৮। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵
৫৯। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৵

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। নামভজন ।
৬১। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬২। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৩। দি ভাগবত ।০
৬৪। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥
৬৭। কল্যাণ কল্পতরু ॥
৬৮। সাধন পথ ।
৬৯। গীতাবলী ৵১
৭০। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন ন

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা শুধে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও অন্ত্রঘটিত দোষ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ভাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

প্রীতিকর গন্ধ ও সুস্বিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহে অসাড়তা, অকালবৃদ্ধ, হাতপোড়া, মুখ শুষ্কতা, অনিদ্রা প্রভৃতি যখন যাহা নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৷৷০ শিশি ১৲ এক টাকা।

"অমৃত অমৃতাদ্যারিষ্ট গ্রন্থ"

পুরুষত্বহানি রোগে মাদকদ্রব্য দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকিলেও করে। মূল্য ৫ সের ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মণ্যবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যবান্ করত শরীরশক্তি হ্রাসী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ শিশি ১৲ এক টাকা।

রায়বৈদ্য আয়ুর্ব্বেদাশ্রমী, মেডিসিনিষ্ট

১৭৭নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এম্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও অকর্ম্মণ্যতার একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ ডয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং শরাফতপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ দাতভাঙ্গা, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হাঁপরম, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ্ম এবং স্ত্রীলোকদিগের অধো যাওয়া বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে দুর্ভিক্ষ জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, পার্কসার্কাস পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1514

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি মাসে [illegible]
প্রতি কলম ১০,
অর্দ্ধ কলম ৬,
সিকি কলম ২,
[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম মূল্য
বার্ষিক ১০,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১,
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

[illegible]

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক- শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যজন্মভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপ ১০ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৩১

গোস্বামীপ্রভু ও গভর্ণর

শিয়ালদহ ষ্টেশনে ভীষণ কাণ্ড

[illegible]

এরোপ্লেনের সহিত শকুনির লড়াই

আমেদাবাদে গান্ধীজী

বোমা বিস্ফোরণে ট্রেণের তলা বিধ্বস্ত

সুয়েজ খালের গুরুত্ব

নিখিল বঙ্গ রাজবন্দী ও কর্ম্মী সম্মেলন

গোস্বামীপ্রভু ও গভর্ণর

[illegible] নদীয়া [illegible] প্রকাশ, [illegible] সম্পাদক এবং 'গৌড়ীয়' [illegible] সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক [illegible] গোস্বামী প্রভু [illegible] বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার [illegible] পাঠাইয়া দেন এবং [illegible] নিকট [illegible] কীর্ত্তন করেন। [illegible] ঐ সকল কথা [illegible] করিয়া [illegible] তিনি [illegible] শ্রীশ্রী [illegible] গ্রহণ করেন।

[illegible]

[illegible] কেন্দ্রপ্রাপ্তি

[illegible] পাঠকবর্গ সকলেই [illegible] যে, [illegible] ১০ জন [illegible] সেবক [illegible] করিতে [illegible] হইয়াছিলেন। [illegible] পুরীতে [illegible] করেন। [illegible]

যে [illegible] শিয়ালদহ [illegible] এবং [illegible] থাকে। [illegible] নিকট [illegible] কাল [illegible]

পুরীর বর্ত্তমান স্বাস্থ্য

পুরীর বর্ত্তমান স্বাস্থ্য বেশ ভাল। এখানে [illegible] নাই। [illegible] যেরূপ [illegible] করিতেছে, [illegible] এখানে গরম [illegible] হয়। [illegible] মাসে যেরূপ [illegible] অধিক [illegible] ঠিক [illegible]। [illegible] মধ্যে [illegible] বৃষ্টি হই নাই।

নানা কথা

শিয়ালদহ ষ্টেশনে ভীষণ কাণ্ড

[illegible] সাড়ে পাঁচ ঘটিকার [illegible] একজন [illegible] বাঙ্গালী [illegible] ছিলেন) [illegible] নামক এক জন বাঙ্গালীর মাথায় [illegible] দিয়া [illegible] করেন।

[illegible] পাঁচ [illegible] টাকা [illegible] এবং [illegible] টাকা ও [illegible] নোট [illegible] তাহারা [illegible]

[illegible] বাঙ্গালী যুবক [illegible] তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে এবং [illegible] বাঙ্গালী [illegible] এবং যুবকগণ পাঁচ [illegible] টাকার [illegible] করিয়া [illegible] ই, বি, রেলের [illegible] একজন [illegible] যুবকদের মধ্যে একজনের [illegible] ছিল।

[illegible] পুলিসের [illegible] এই ব্যাপারের [illegible] করিতেছেন।

ইংলণ্ডে মিঃ উইলিয়ামের

নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা

ভারতীয় [illegible] মিঃ ই, উইলিয়াম লণ্ডনে আছেন। তিনি ভারতের ভাবী শাসন সংস্কার সম্পর্কে বিভিন্ন নেতাদের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

ইতিমধ্যে মিঃ [illegible], মিঃ চার্চিল, [illegible] ভারত [illegible] তিনি [illegible] মন্ত্রী, [illegible] এবং মিঃ [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। [illegible] দিবেন।

এরোপ্লেনের সহিত চিমনির সংঘাত

গ্রিক সিমোড্রোমিক-যাত্রীর উড়োজাহাজখানির ধ্বংসের বিষয়ে এথেন্স হইতে এক সংবাদ পাওয়া গেল যে এই উড়ো জাহাজখানি যখন প্রায় সেকেণ্ডে ৭০০ ফুট বেগে উড়িতেছিল তখন একটী শকুনি নিকট চীৎকার করিয়া উহার প্রতি আক্রমণ করে। চালক খুব কৌশলের সহিত নানা প্রকারে ঘুরাইয়া লইয়া বাঁচাইলেন। কিন্তু শকুনির পুনরাক্রমণের ফলে উড়োজাহাজের বামপার্শ্বের পাখাটী এরূপভাবে বিধ্বস্ত হইল যে উড়োজাহাজখানি একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গেল। শকুনি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলে প্রাণত্যাগ করিল বটে কিন্তু উড়ো জাহাজখানিকে আহত করিয়া গেল। অবশেষে কাছের নিকটবর্ত্তী মর্নিটিয়া গ্রামের একটী ক্ষেতের মধ্যে চালক কোন গতিকে অবতরণ পূর্ব্বক অপর তিনজন আরোহীর সহিত লম্ফ প্রদান করিয়া রক্ষা পাইয়া কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। এই শকুনিটী অতীব বৃহদাকার বটে।

রুদ্ধ কক্ষে অগ্নি প্রজ্বলন

গত ১৪ই এপ্রিল রাত্রে দক্ষিণকার ডুনমোর বন্দরে অগ্নি হইতে কোটিনার ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, যখন মিঃ ডেল ও তাহার স্ত্রী একটি কক্ষ এবং একটী খুকী লইয়া ঘরে নিদ্রা যাইতেছিল, তখন কোন অপরিচিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বাহির হইতে ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া চোঙ দিয়া ধোঁয়া ঢুকাইয়া দেয়। ইউনিয়ন ষ্টেটের প্রোসিকিউটর মিঃ মোরিকাজন সভয়ে অগ্নি দেখিয়া সংরক্ষার্থে সে স্থানে গমন করেন এবং অন্য কয়েকজন লোকের সাহায্যে ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলেন, এবং দেখিতে পান যে, সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়াছে। এই দুর্ঘটনায় তৎক্ষণাৎ পল্লীবাসীর আনাচে কানাচে কথাটী লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে।

জাপানী সাংবাদিকের অধিকার সঙ্কোচ

চীনের কর্ত্তৃপক্ষ দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদের অধিকার সঙ্কোচ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বিশেষভাবে জাপানী সাংবাদিকগণের প্রতি তাঁহাদের আক্রোশ দেখা যাইতেছে।

এই বিষয়ের প্রতিকার করিবার জন্য চীনপ্রবাসী বৈদেশিক সংবাদ-সেবীবৃন্দ সম্প্রতি এক সভায় সমবেত হন। এই সভায় নানা বিষয়ের আলোচনা হয়। অবশেষে জাপানের পররাষ্ট্র সচিবকে এই বলিয়া অনুরোধ করা হয় যে, তিনি যেন চীনের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া জাপানী সংবাদ সেবীবৃন্দের অধিকার রক্ষা করেন।

আইন সভার সভাপতি হু-হান মিনের পদত্যাগের সময় হইতে জাপানী সাংবাদিকগণের সহিত চীনা কর্ত্তৃপক্ষের মনান্তর ঘটে। জাপানী সংবাদ-পত্রে এই মর্ম্মে এক সংবাদ বাহির হয় যে, হু-হান-মিনকে জোর করিয়া পদত্যাগ করান হইয়াছে, তাহাকে ডিক্টেটরের আদেশে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে।

চীনের কর্ত্তৃপক্ষ এই বিবরণের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, মিঃ হু-হান-মিন স্বেচ্ছায় কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। এবিষয়ে জাপানী সংবাদ যেরূপ বৃদ্ধ যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ প্রকারের মিথ্যা।

এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে জাপানী সাংবাদিকগণ বলেন যে, একবার তদন্ত করিবার সুযোগ দেওয়া হউক, তাঁহার নিজে হইতে ব্যক্তিগতভাবে সকল কথা শুনিয়া জাপানী সংবাদপত্রে সত্য বিবরণ প্রকাশ করা হইবে।

চীনা কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে রাজী হন নাই। তাঁহারা এসোসিয়েটেড প্রেসকে "রেডো" বলে এক প্রেসের টেলিগ্রাফারকে বলা হইয়াছে যে, অতঃপর আর তাঁহারা টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন না।

বোমা বিস্ফোরণে রেলষ্টেশনের ভগ্নাবশেষ

দিল্লীর প্রধান ষ্টেশনের নিকটে রেলওয়েলাইনের উপরে একটী বোমা ফাটিয়া যে ভয়াবহ গত ১৮ই এপ্রিল রবিবার চারজন কুলি সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে।

ডাকবাঙ্গলো ব্রিজের নিকটে বি, বি, সি, আই রেলের ১৮টা গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। সেখানে কয়েকজন কুলি কাজ করিতেছিল। এমন সময় গাড়ীর নীচে একটা ভীষণ আওয়াজ হয়। কুলিরা সেই মুহূর্ত্তে স্থান হইতে পলায়ন করিতে পারে। সৌভাগ্য বশতঃ পরিষ্কার হইয়া গেলে দেখা যায় যে, কয়েকখানি গাড়ীর তলা পুড়িয়া গিয়াছে। চারজন কুলী ভীষণভাবে আহত হইয়াছে এবং প্রধান লাইনটীর ক্ষতি হইয়াছে। পুলিশ বোমার টুকরাগুলি জড়ো করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং কুলী কয়েকজনকেও লইয়া গিয়াছে।

সুয়েজ খালের শুল্ক হ্রাস

সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে তাহাদের নিকট হইতে একটা শুল্ক আদায় করা হয়। একটী আন্তর্জ্জাতিক কোম্পানী এই খাল কাটাইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে তাঁহার পরিচালনা করিতেছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই এই কোম্পানীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় অংশীদার।

কিছুদিন পূর্ব্বে বৃটিশ বাণিজ্যদূত অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, এই খালের মধ্য দিয়া যে সকল বৃটিশ জাহাজ যাতায়াত করে—তাহাদের শুল্ক একটু কমাইয়া দিতে হইবে। সম্প্রতি জানা গেল যে, এই অনুরোধ আংশিকভাবে রক্ষা করা হইবে।

পাটকা ফাটিয়া বাঙ্গালী যুবক আহত

গত ১৩ই এপ্রিল রাত্রে দিল্লী কলেজে একটি পাটকা ফাটিয়া যায়। ঐ স্থানে একটী ঘরে বাসকারী একজন বাঙ্গালী যুবক পাটকা তৈয়ার করিত। তৈয়ারী করার সময়ে একটি পাটকা ফাটিয়া গিয়া তাহার হাত দুখানি ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। তীব্র আওয়াজ শুনিয়া ছাত্রগণ ও পুলিশ সেখানে জড় হয়। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ করানো হইয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কয়লাখনি কর্ম্মচারী গ্রেপ্তার

জাপানীর অন্তর্গত কোলসবার্গে তিনজন কয়লাখনি কর্ম্মচারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইহারা কয়লার পরিমাণের ওজনের টিকেট কাটিয়াছেন, এমন সময় এই তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশেষে অন্য তদধিককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে তাহাদের কেমেরা আদালত সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে জাপানীর পক্ষ হইতে কয়লা চুরানোর বহুবিধ অভিযোগ উত্থাপিত করা হইয়াছে।

ইহার প্রকাশ যে, উপরি উক্ত কয়লা কর্ম্মচারীদ্বয়, পূর্ব্বে কাজকার সময় কেন পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন এবং আদালত কর্ত্তৃপক্ষ সেই সংবাদ আদায় করিয়াছেন।

ডাকলডাঙ্গায় ঝড়

কয়েকদিন পূর্ব্বের অপরাহ্ণে ডাকলডাঙ্গার ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে। ঝড় বিকালবেলা ভীষণ ঝড় লইয়া গিয়াছে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল। এই ঝড়ে বহুলোকের ক্ষতি হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, ডাকলডাঙ্গা গ্রামে একটী মুসলমান পাড়োয়ান ঝড়ের সময় গাড়ী হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

নিখিল বঙ্গ কারকর্ম্মী ও কর্ম্মী সম্মেলন

কলিকাতার উপকণ্ঠে আগামী যে মাসের শেষে নিখিল বঙ্গ নিপীড়ীত কারকর্ম্মী ও কর্ম্মী সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে কারকর্ম্ম দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ইতিমধ্যে একটী অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা সাবিত্রী প্রসন্ন ও শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার গাঙ্গুলীকে যথাক্রমে সভানেত্রী ও সম্পাদক নিযুক্ত করা হইয়াছে। কারা সম্মেলনীর স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইবে।

সম্মেলনীর সঙ্গে একটী স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতে সমস্ত বঙ্গদেশ হইতে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি সম্মিলনীতে যোগদান করেন তজ্জন্য এখন হইতেই প্রচারের কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আমেদাবাদে গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী কুমারী মীরা বেন এবং সেক্রেটারীগণ সহ ১৯শে এপ্রিল সকাল বেলায় ভরুচ হইতে আমেদাবাদে পৌঁছেন। পৌঁছিয়াই তিনি সাবরমতীতে চলিয়া যান। তথায় তিনি ২২শে তারিখ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। উৎসব উপলক্ষে বাদ্যোদ্যম বাজা করিবার কথা এবং সেখানে এই মাসের শেষ পর্য্যন্ত থাকিবেন।

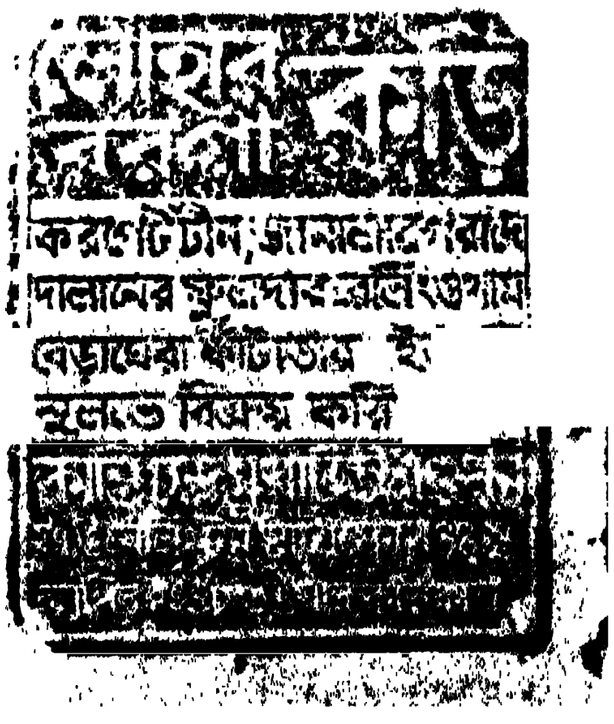

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৪ঠা বৈশাখ (১৩৩৮) শুক্রবার অপরাহ্নে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক-আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে শুভাগমন করেন। তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন—শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, ভক্তিসুধাকর শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী।

গত ৬ই বৈশাখ (১৩৩৮) রবিবার অপরাহ্নে বীরভূম জেলার রামপুরহাটের নিকট কোনও পল্লীর অধিবাসী শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ওঁ বিষ্ণুপাদ গোস্বামী মহারাজের নিকট শুশ্রূষু হইয়া আগমন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ত্রিতাপ হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। আমরা তাহার চুম্বক সময়ান্তরে প্রকাশ করিব।

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে" ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ছাত্র সংখ্যা ১৫০ জন হইয়াছে।

গত ৫ই বৈশাখ (১৩৩৮), ১৮ এপ্রিল (১৯৩১) শনিবার দিবস কটকের র‍্যাভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক এবং পাটনা ইউনিভারসিটির ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান পরীক্ষক শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ মহোদয় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্তব্য বঙ্গানুবাদসহ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

মন্তব্য.

I visited the school this morning. The number of students are increasing fast. The average attendance even in the infant classes is very satisfactory. All this shows that there is a wide demand for instruction on a truly religious basis. Several of the teachers belong to the mission. But all of them appear to be fully convinced of the value of the religious basis. This, in my opinion, makes their work full of a healthy, living interest which is shared by their students. This is bound to produce real and enduring efficiency also in the mechanical portion of the work. I have personally a profound regard for the Head Master and I believe his great personality will prove a source of inspiration to teachers and students alike in the building up of the lofty tradition that is the heart's desire of the revered President of the Institution. I suggest that the speech of His Divine Grace at the opening of the Institution may be set up at a prominent place of the Buildings to be got up by heart by every real well-wisher of the cause of true education.

Sd./—Nisikanta Sanyal
Professor, Ravenshaw College,

বঙ্গানুবাদ

আমি অদ্য প্রাতে (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট নামক) বিদ্যালয় পরিদর্শন করিলাম। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। উপস্থিতির গড় শিশুশ্রেণীতেও অতি সন্তোষজনক। ইহাতে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উপর ভিত্তি-স্থাপন-দ্বারা শিক্ষাও [illegible] বিস্তৃত প্রয়োজনীয়তাই দৃষ্ট হইতেছে। শিক্ষকগণের মধ্যে কয়েকজন (গৌড়ীয় বৈষ্ণব) সম্প্রদায়েরই লোক। কিন্তু তাঁহারা (শিক্ষকগণ) সকলেই ধর্ম্ম-ভিত্তিমূলে স্থাপিত শিক্ষা-বিধানের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান। আমার মতে তাঁহাদের এই প্রকার শিক্ষা প্রদানকার্য্য ছাত্রগণকে প্রকৃত স্বাস্থ্য এবং জীবনীশক্তি প্রদান করিবে [illegible] ভাগেও এইরূপ শিক্ষাপ্রদান অবশ্য প্রকৃত স্থায়ী ফল প্রসব করিবে। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে এবং আমি বিশ্বাস করি, তাঁহার ন্যায় মহদ্ব্যক্তির সঙ্গপ্রভাবে শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ সকলেই বিদ্যালয়ের সভাপতি মহোদয়ের চিরমনোভীষ্টপ্রচারের সহায়তাকল্পে সুষ্ঠুভাবে প্রণোদিত হইবেন। আমি প্রস্তাব করি যে, উদ্বোধন দিবসে সভাপতি মহোদয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত চেতনবাণীসমূহ (সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে) বিদ্যালয়ের এরূপ কোনও বিশিষ্ট স্থানে সংলগ্ন থাকুক; তাহা হইলে বাস্তবশিক্ষার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষিগণ (সর্ব্বক্ষণ আলোচনা-দ্বারা) উহা কণ্ঠস্থ করিবার সুযোগ পাইবেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট উদ্ঘাটনে

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

১)

কালের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে লক্ষিত হয় যে, পরা বিদ্যার প্রতি ঔদাসীন্যে পারদর্শিতা লাভই যেন বিদ্যার সার্থকতা। এরূপ বিচার আধ্যক্ষিকতা মাত্র। বিষয়-প্রবণে [illegible] হ'তেই এরূপ আধ্যক্ষিকতা অমরা পুরীর [illegible] হ'য়েছে।

১৩১১ সালে যখন আমি এখানে প্রথমে এসে বাস করতে আরম্ভ করি, তখন স্থানীয় লোকের শিক্ষার জন্য যত্ন ক'রেছিলাম; পরা শিক্ষার কথা দূরে থাকুক, প্রাথমিকী শিক্ষা আধ্যক্ষিকী শিক্ষার বিষয়েও এ'প্রদেশের লোকের আগ্রহ এত কম দেখ্‌তে পেয়েছিলাম যে, আমাকে সেরূপ যত্ন হ'তে ক্ষান্ত হ'তে হ'য়েছিল। পরা বিদ্যার আলোচনার জন্য ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে যত্ন ক'রেছিলাম—প্রাচীন পারমার্থিক গ্রন্থ এবং পারমার্থিক শাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির নিরপেক্ষ তুলনামূলক আলোচনার জন্য একটী প্রকৃত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হৌক, এজন্য যত্ন ক'রেছিলাম; কিন্তু সাধারণের সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটী সূত্র কণ্ঠস্থ-করণ কিম্বা কএকখানা প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থে অধিকার লাভই অধিকতর আগ্রহের বস্তু অথবা ন্যায়তীর্থ প্রভৃতি উপাধিলাভই তাঁদের আশার শেষসীমা বা পরমপুরুষার্থ রূপে বিচার দেখ্‌তে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্য ও অভিলাষের বশবর্ত্তী হ'য়ে এরূপ প্রযত্ন ক'রেছিলাম, আমি যা' ইচ্ছা ক'রেছিলাম, সে ফল লাভ হয় নাই। অধিক কি, অনেকেই সেই উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্যটীও গ্রহণ কর্‌বার মত যোগ্যতা লাভ করেন নাই। দেশের অবস্থা এরূপ!

মার্কিণ দেশে, য়ুরোপের নানাস্থানে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা-মন্দির রচিত হ'য়েছে ও হচ্ছে; কিন্তু এসকল শিক্ষা মন্দিরের ভাষা-বিজ্ঞানে উন্নত হ'য়ে কি তাৎপর্য্য লাভ করা যায়, তা'তে আমরা অনেকেই উদাসীন। কিছুকালের জন্য দরকার প'ড়েছে যে শিক্ষার, সাময়িক কাজ মাত্র চ'লে যে'তে পারে যে শিক্ষায়, এরূপ শিক্ষার আলোচনায়ই আমরা মস্তক আলোড়ন ক'রে থাকি। সুদূর কার্য্যের প্রয়োজন-সাধিকা শিক্ষার আলোচনা না কর্‌লেও চল্‌বে—এরূপ একটা সংক্রামক আলস্য আমাদের সকলকে গ্রাস ক'রেছে। কিন্তু ইহা দেশহিতৈষিতা ও পরদুঃখদুঃখিতার অভাবজ্ঞাপক।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে মেদিনীপুর সহরে গি'য়েছিলাম, সেখানকার জিলাম জিষ্ট্রেট্ ছিলেন তখন আমাদের কথায় অপরিচিত জনৈক কথার আলোচনা হ'লে সাধারণের হরিকথা শুন্‌বার অধিক সুযোগ হ'বে বিচার ক'রে আমরা স্থানীয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হ'তে স্কুলগৃহে স্থান ভিক্ষা ক'রেছিলাম কিন্তু ডিরেক্টার অব্ পাব্লিক্ ইন্‌ষ্ট্রাক্সন মহোদয়ের অভিমত অনুসারে ধর্ম্মবিষয়সমূহে মতভেদ থাকায় তন্মূলে বিরোধ উৎপত্তি লাভ কর্‌বে ব'লে বালকদিগের যা'তে কোনপ্রকার ধর্ম্মবিষয়িণী শিক্ষা ও ধর্ম্মনীতির সহিত সংযোগ না থাকে, তজ্জন্য স্কুলে ধর্ম্মের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ ছিল। কাজেই আমরা আর সেখানে পরধর্ম্মের কথা বল্‌বারও স্থান প্রাপ্ত হই নাই। অবশ্য যা'রা অভিজ্ঞতাবাদের ভূমিকায় আরোহণ ক'রে ঐরূপ বিচার করেন, তাদের সেরূপ বিচারের অধিকার থাক্‌তে পারে। 'ধর্ম্মে মতভেদ আছে ব'লে কোন ধর্ম্মই আলোচিত হ'বে না', এরূপ বিচার স্রোতে তাঁরা গা' ভাসিয়ে দিতে পারেন। তবে এখানে সুদূরদর্শিগণ বল্‌বেন,—মানুষ মরীচিকা দেখে' ঠকেছেন ব'লে [illegible] কখনও আর জলের অন্বেষণ [illegible] না'—জোনাকী পোক [illegible] আগুন পাওয়া যায় ব'লে যেখানে আলোক আছে, কোথাও আগুন নেই' ব'লে স্থির সিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত স্থূল ও অতিসাহসিক বিচার।

প্রহেলিকার মীমাংসা

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল)

সেদিন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ষ্টীমারে বাড়ী ফিরিতেছিলাম,আমার হাতে একখানি গৌড়ীয় পত্রিকা দেখিতে পাইয়া আমাকে গৌড়ীয়মঠ সংক্রান্ত লোক বিবেচনায়, ষ্টীমারস্থিত কোন একটী শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—'দেখুন, গৌড়ীয়মঠের বিচারটা ঠিক বুঝা যায় না।' আমি বলিলাম,—মশায়, 'ব্যাপারটা কি হয়েছে?' ভদ্রলোকটী বলিলেন,—'দেখুন, আমি গৌড়ীয়মঠের মূল পুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শরণাগতি' খানি দুই একবার পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার বিচারের সহিত বর্ত্তমান আচার্য্যবরের বিচারের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না। অথচ গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান সাধুগণ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদাঙ্কানুসরণকারী বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন।'

আমি বলিলাম,—'ব্যাপারখানা কি, একটু পরিষ্কার করিয়া না বলিলে ত' বুঝিতে পারিতেছি না।' তাহাতে ভদ্রলোকটী বলিলেন,—'দেখুন,সেদিন একটি বিজ্ঞাপনে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্' নামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ বৈষ্ণবগণের পরম তীর্থস্থান এবং পরবিদ্যার পীঠস্থলী। যিনি 'জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥'—এইরূপ গীতি কীর্ত্তন পূর্ব্বক জড়বিদ্যার অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং উহাকে জীবের বন্ধনের কারণস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিলেন, আজ কিনা তাঁহারই অনুগমনকারী দাসানুদাসগণ, সেই পরবিদ্যার পীঠস্থলীতে তাঁহারই (ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের) নামে একটী জড়া বা অপরা বিদ্যার কেন্দ্রস্থল স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ' প্রহেলিকা ত' বুঝিতে পারিলাম না।'

অবস্থা বুঝিয়া মনে মনে ভাবিলাম, ভদ্রলোকটীর সন্দেহ নিরসন হওয়া আবশ্যক, নচেৎ তাঁহার ন্যায় মনস্বীর আরও অনেকেরই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি অনর্থক অনাস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে। তদুত্তরে তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহারই কতকাংশ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ সাক্ষাৎ চিন্ময় ধাম, বৈকুণ্ঠ হইতে কোন অংশে ভেদ নাই। এই চিন্ময় বৈকুণ্ঠ ধাম জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অচিৎ রাজ্যের কোন প্রকার হেয়তা বা অবরতা এখানে স্থান পায় নাই। গুরুপাদপদ্মের কৃপায় জীবের সৌভাগ্যোদয় হইলে জীব এই চিন্ময় ধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, নচেৎ অজ্ঞানান্ধ চক্ষুর সাহায্যে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের বুদ্ধি লইয়া কেবল মাত্র ইট, মাটী, গাছ, পাথর ছাড়া তাহার আর কিছুই দর্শন হয় না। মূর্খের নিকট যেমন পুস্তকের লিখিত অক্ষরগুলির স্বরূপ উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ জীবের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। অতএব শ্রীধাম মায়াপুর কখনও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের বিচার ভূমিকা হইতে পারে না।

দেশে অন্যান্য স্থানে বহু বহু উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও শ্রীধামে আবার ঐরূপ একটী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা আমাদের সহজে বোধগম্য হয় না। দেশের যে প্রকার আবহাওয়ায় আমাদের সন্তানসন্ততিগণ লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্বিমুখতাময়। বাল্যকালের শিক্ষা ও সংস্কার ভবিষ্যৎ জীবনে দূরীকরণ করা বড়ই কঠিন। সারাজীবনব্যাপী আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর ভোগই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার লক্ষীভূত বস্তু। এইরূপ চিন্তস্রোত আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রবাহিত, কি একারে ভাল করিয়া ভোগ করিয়া জীবন যাপন করিতে পারিব, ইহাই আমাদের শিক্ষার মূল মন্ত্র। ইহা ছাড়া মনুষ্যজীবনে আর কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমান শিক্ষার অভ্যন্তরে নিহিত এই ভগবদ্বিমুখতারূপ চিন্তাস্রোতকে স্তব্ধ করিয়া আমাদিগকে গৃহের দিকে লইয়া গিয়া পরশান্তির আশ্রয়স্থল কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দের পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতারে যেমন প্রেমবন্যা উদ্বেলিত হইয়া পশু, বৃক্ষ, বালক, যুবা প্রভৃতি সকলকেই ডুবাইয়া দিয়াছিল, এবার আবার তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহারই ইচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত জীবকে বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল যে প্রেমামৃত, তাহা আস্বাদন করাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছেন।

অজ্ঞাভিলাষী ও আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের সুকুমারমতি বালক ও যুবকগণ যাহাতে এই সম্ভোগৈকবাদসর্ব্বস্ব মনোভাবের যুগে বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরয়-পথের যাত্রী না হইতে পারে, ভোগ-বিলাসিতার সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া পারমার্থিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং মানবজীবনকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীধাম মায়াপুরের ন্যায় দৈহিক ও আত্মিক স্বাস্থ্যকর স্থানে এইরূপ একটী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন।

হরিসেবাই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা প্রত্যেক বস্তুকে হরিসেবার অনুকূল করিয়া লইতে পারেন। তাই শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভায় সভাপতিরূপে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার' এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্য এই অপরবিদ্যালয়স্থাপনের দ্বারাও জীবের সেবোন্মুখিনী বৃত্তিকে জাগরিত করিয়া তাহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় আছেন। রোগী ত' তিক্ত ঔষধ খাইতেই চাহিবে না, কিন্তু মধুরেণ সমাপয়েৎ' ছাড়িবার পাত্র আপনি চিকিৎসক শর্করার আচ্ছাদনেও তিক্ত ঔষধ রোগীর গলাধঃকরণ করাইবেন। সেই প্রকার অমন্দোদয়-দয়াবারিধি শ্রীল প্রভুপাদ ভব-ব্যাধিগ্রস্ত কোমলমতি বালক ও যুবকগণকে এবং প্রকারান্তরে তাহাদিগের অভিভাবকগণকে পর্য্যন্ত শ্রীধামসেবা, শ্রীনামসেবা ও শ্রীকামদেবের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মুখ্য উদ্দেশ্য (শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায়) 'ভগবানের প্রকট চিন্ময়ভূমি অবিমিশ্র চেতনবৃত্তিতে উদ্ভাসিত করা'; এবং 'অপরাবিদ্যায় প্রবন্ধনাদি ধামপ্রচারিণী সভার গৌণ বা অবান্তর উদ্দেশ্য মাত্র।' আধ্যক্ষিক জ্ঞানে যে বিদ্যা 'অপরা' বলিয়া বিচারিত, সেই বস্তু যদি ভগবৎসেবার সাধক বা অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহাও তখন তাহার প্রাকৃতত্ব হারাইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে। যেমন প্রাকৃত ফলমূল বা অন্নপানাদি যখন শ্রীভগবানের উচ্ছিষ্ট হয়, তখন তাহারাও চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়া মহাপ্রসাদ-নামে আখ্যাত হয়।

জীবের রুচি অনুযায়ী অপরা বিদ্যাই তাহাদিগের প্রেয়ঃ বস্তু। তাই শ্রীল প্রভুপাদ এই জড়বিদ্যারূপ প্রেয়ের স্তর আকর্ষণে পরবিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ নামনির্য্যাসক শ্রীধামে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে আকৃষ্ট করিবার জন্য এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন। 'এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত'—বর্ত্তমান যুগাচার্য্যের কার্য্যাবলীতেও এই বাক্যের প্রত্যয় দেখা যায় না।

সুসূক্ষ্মদর্শিগণ শ্রীল প্রভুপাদের এই বিচারধারা ধরিতে পারিবেন; কিন্তু স্থূলদর্শী, গোখর বুদ্ধি কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের বাক্যে ও শ্রীল প্রভুপাদের কার্য্যাবলীতে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া না পাইয়া প্রহেলিকা দর্শনপূর্ব্বক সম্যক্-রূপে বঞ্চিত হইবেন। বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণবের কার্য্যাবলী আদৌ বোধগম্য হয় না। তাই কোন মহাজন বলিয়াছেন, 'বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।'

শ্রীগুরু-বন্দনা

(৪)

মঠাদি স্থাপিলে, (ভক্তি,কেন্দ্র বসাইলে
মরতে অমর-ভূমি।
কুণ্ঠা করি' দূর বৈকুণ্ঠ ঠাকুর
সেবা প্রচারিলে তুমি।
শ্রীগুরু বন্দি আমি॥

জীবন ধারণ প্রধান কারণ
শ্রীকৃষ্ণসেবন-কামি।
তুমি কৃপা করে জানালে সংসারে
কৃষ্ণই জীবের স্বামী।
জয় জয় প্রভু তুমি॥

(সর্ব্ব) তীর্থ ভ্রমণ মহিমা কীর্ত্তন
অতীর্থকে তীর্থভূমি
পরিব্রজ্যা লৈয়া চৌদিক্ ভ্রমিয়া
স্বয়ং তীর্থপাদ তুমি॥
নতশিরে বন্দি আমি॥

(তোমার) অপ্রাকৃত বিদ্যা নাশয়ে অবিদ্যা
(সাক্ষাৎ) সরস্বতী নামী তুমি।
হইয়া বিজয় 'সর্ব্ব দিগ্ জয়
তুমি দিগ্বিজয়ী নামী॥
পুনঃ পুনঃ বন্দি আমি॥

নতশিরে বন্দ্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত
শ্রীসরস্বতী গোস্বামী।
(তোমার) সকল সুশিক্ষা, নাম-মন্ত্র-দীক্ষা
জগতে অতুল তুমি॥
জয় জয় নমি আমি॥

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীহরিকথা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যবাণী শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন। আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈব

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়বিজ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় সুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—

চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০ আনা।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৫ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধ সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্প্র, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সর্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমায়াপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩০ মিনিট উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচক্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সার্বজনীন তীর্থ, পরমবিদ্যাপীঠ বা সাধক অন্তরঙ্গভূমি। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামমূলক বাক্যমনাদি-চেষ্টাসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তর্ক প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-ব্রহ্ম-সূত্র-প্রস্থান (ত্রয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং কথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও [illegible] সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের [illegible] নিত্য সেবা হইতেছে। [illegible] পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাম্প্রতিক সম্প্রদায়ের অধঃপতন ও প্রাচীন গ্রন্থাদির প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন প্রচারমুখে [illegible] মহোৎসব নিত্যকাল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ [illegible]। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবর্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ আনন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. প্রভৃতি দায়িত্বশীল প্রমুখ সজ্জনগণ।

নিত্যসিদ্ধস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত তীর্থ মহারাজ এই স্থানে ভক্তিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা-৩

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর শুদ্ধপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রণযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌড়ীয় প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রিভাষিক মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রেমনাম-চতুষ্টয়-নৈশাঙ্ক, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও গ্রন্থগণের সমাক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যবর্য শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশবী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগন্নাথ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীযোগমায়াদেবী পূর্ণা বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীগান্ধর্বিকা ও শ্রীরাধিকা-প্রিয়তম শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীচৈতন্য [illegible] অন্বয়ে সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপাদ সাধুস্বামী ভট্টাচার্য। সেবক শ্রীযোগানন্দ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই ব্রহ্মচারী। শ্রীমন্দির আফিসকারী, সেবাপূজা শ্রীকার্যপ্রভৃতি

(৪) শ্রীবাসাঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস ও শ্রীগৌরলীলার রঙ্গস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅদ্বৈত ব্রহ্ম, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনবনীতাচারী।

(৭) আনন্দ সুরধুনী কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, বল্লালগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরনদীয়ার এবং শ্রীশ্রী[illegible] মন্দিরের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণাতিথী বি, এস, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মায়াপুর।

রক্ষক—শ্রীবিনয় ভক্তিশ্রী এম. এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীবেদব্যাস-বেদবিজ্ঞান অধ্যয়ন কেন্দ্র

চাঁপাহাটী, কাঁকড়াডাঙ্গা (বর্দ্ধমান)

শ্রীল ব্যাসদেবের [illegible] শ্রীগৌরসারস্বত [illegible] রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীগৌড়ীয়-মঠ

মা [illegible] প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলদেবক [illegible]

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র—

মাটিয়ারী, আগরপাড়া, বর্দ্ধমান।

শ্রীগৌরকিশোর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীমায়াপুর প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-শিক্ষার্থ ছাত্রাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলাপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীসুখানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

মুসলমানের প্রধান কেন্দ্র, এখানে শ্রীভক্তি-প্রমোদ গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালির চাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চক্রলিয়া, বাসুদেবপুর, মোদনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। রক্ষক [illegible]

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীভক্তি[illegible]

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীদীনানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আঠারনালা, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মলোচনী প্রাণেশজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌড়পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াডাঙ্গা, চেরকুল, মানভূম, ৺৺ শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীবাস কীর্তন [illegible]

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গবিনোদ-রামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, বরদা

এখানে বহুকুলপূজ্য শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—প্রবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) বিদ্যা গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

১৮ বেণ্ড রোডার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধাকৃষ্ণপদচরণাশ্রয়।

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত—সমগ্র	৪৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১৷৵০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১৲
২।	ভাগবত-সার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য সংস্করণ)	৫৲
৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
৫।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ)	২৲
৬।	জৈবধর্ম্ম	২৲
৭।	যুক্তিমল্লিকা ওপরৌক্ষ্যং সাহুবাদ (আশু)	২৲
৮।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
৯।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১০।	চিত্রে নবদ্বীপ	১৷৹
১১।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম (বাঁধা)	১৲
১২।	শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আধাঁধা)	৸০
১৩।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাজপতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
১৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
১৫।	নবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণা	৸০
১৬।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	
১৭।	প্রেমাম্বুধি (তৃতীয় সংস্করণ)	৸০
১৮।	ভজনরহস্য	।০
১৯।	গীতায় কেবল মাত্র-স্বাস্থ	।০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
২১।	সাধ্যসাধনমালা (বাঁধা)	।০
২২।	শ্রীগৌড়িকবিজ্ঞপ্তিকা সাহুবাদ	।০
২৩।	বেদান্তদর্শনের সাহুবাদ (আধাআধি)	।০
২৪।	প্রেমসাধন	।০
২৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵০
২৬।	গৌড়ীয়-সঙ্গীত	৷৵০
২৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৵০
২৮।	অশিক্ষতী সাহুবাদ	।০
২৯।	ভজনরহস্যাবলী বা আত্মারামমঞ্জরী	।০
৩০।	শ্রীগোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিস্তৃত ও অনুবাদ সহ)	।০
৩১।	শ্রীনবদ্বীপভাবতত্ত্ব	।০
৩২।	শ্রীগৌরকৃষ্ণলীলাস্মরণ-মঙ্গল	।০
৩৩।	শ্রীগুরুস্মরণ	৵০
৩৪।	ঐ প্রণামপঞ্চক	৵০
৩৫।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৵০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৩৬।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
	(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	
	(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১৷০
৩৭।	নবদ্বীপ পত্রিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৵০
৩৮।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৩৯।	গীত-গোপীচন্দন	৵০
৪০।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৪১।	গীতমালা	৵১০
৪২।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৵১০
৪৩।	নবদ্বীপশতক	৵
৪৪।	সদাচারস্তবঃ	৵০
৪৫।	সাধনকণ	৵০
৪৬।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵০
৪৭।	শরণাগতি	৵০
৪৮।	গীতাবলী	৵০
৪৯।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	
৫০।	সাংখ্যবাণী	৵০
৫১।	অমৃতরস	৵০
৫২।	শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী	৵০
৫৩।	অচ্যুতাষ্টক	৵০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪।	শিক্ষাষ্টক-সংগ্রহীত-দশশ্লোকাঃ	।০
৫৫।	গীতোক্ত শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৬।	ভক্তি-সূত্রম্	।০
৫৭।	সারাংশবর্ণনম্	৵০
৫৮।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৯।	গৌড়ীয় মঠের পরিচয়ঃ	৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০।	নামভজন	।০
৬১।	লাইফ্ আণ্ড প্রিচেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬২।	বেঙ্গলীজম্	।০
৬৩।	দি ভাগবত	।০
৬৪।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ ইন্ দ্যা আলেগরেড্ ডিফোমেশন	
৬৫।	চোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৵০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	।০
৬৭।	কল্যাণ কল্পতরু	।০
৬৮।	সাধন পথ	।০
৬৯।	গীতাবলী	
৭০।	শরণাগতি	৵০

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ।। সুবর্ণ সুযোগ।।

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কীর্ত্তি-নন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণবিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সংমূর্ত্তগুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথমখণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীপার্থসারথী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয়খণ্ড**—শুদ্ধা ও মিশ্রা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—[illegible]

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখিতে হইবে। অগ্রিম পত্রের খরচ (বাওয়া এন্ড আদার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখা ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকালীচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ বৈদ্যকাটী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মুমূর্ষ্ব হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই সময় শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার আলিয়া) ৩নং ষ্ট্রীট, সিটি বিল্ডিং। কমপোজিটর আরজি ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসগৃহের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণ মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিতেছেন, তাহা দেখিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া দেখুন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা মুখশ্রী ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্ম প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের ঋতিকা ব্যাধির, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রা রোগে এক ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডূর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও যকৃৎসম্বন্ধীয় দোষ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:—আশুনিগ্রহ ঔষধালয়

২১।১।২ বলরাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীন পীচিন্স

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনে অপ্রাপ্য সার্টিফিকেট

মহাযুদ্ধের সুবন্দোবস্ত জন্য ও আঃ সিসিতে ঘনীভূত অবস্থায় ডেটিনোলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,

কলিকাতা।

মদন মঞ্জরী

ইহাতে যত দূর বাজীকরণ, বীর্য্যস্তম্ভন ইত্যাদি প্রয়োগ আছে, সমস্তই লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যবহারে অল্পদিনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মন, শরীর, মেধা দৃঢ় করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ১০ দশ টাকা, এক টাকা।

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যন্ত্রণাদায়ক গ্যাংরাডি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যন্ত্রণাদায়ক গ্যাংরাডি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং বটল ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। **শূলান্তক**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ডোজ ৫০ বার মাত্রা, মূল্য ১৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোক্টাই**

প্রমেহ ও রক্তদোষের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটকাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহাপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ ডয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ, চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০৯।২ নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

বর্ত্তমান সময়ে কলের মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা মানবের অনিয়মিত উপায় অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া অসময়ে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার রোগ, যেমন ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হৃদ্‌কম্প, শারীরিক সাংঘাতিক পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা যাহার, বন্ধ্যা, মৃত বৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক বেলিউমান ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন; তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

এজেন্সি, পার্কসার্কস পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

আমার আশ্রমে সকল প্রকার রোগ বিশেষ যত্নে চিকিৎসা হইয়া থাকে—ডাঃ মুক্তকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধাকর এম্, এস্, এফ্, কেন্দ্রক হাজরা রোড

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীলক্ষ্মণাব্দ শ্রীরাম আবাহন ১১ই বৈশাখ শুক্রবার ১৩৫৮, ২৪শে এপ্রিল ১৯৫১

নানা কথা

নদীয়া মহিলা কংগ্রেস প্রতিনিধি

নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটী নিম্ন লিখিত মহিলাগণকে আগামী নিখিল বঙ্গ মহিলা কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন :—

শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী ঘোষ, বিভা দেবী, শৈলবালা মজুমদার, সাবিত্রী বালা (মুরারীপুর), নলীবালা রায় চৌধুরী (কৃষ্ণনগর), কমলা সরকার, মৃণালিনী দেবী (পোড়াদহ), সরযূবালা দেবী, শান্তি দেবী (মেহেরপুর), অরিন্দম দেবী, মৃণালিনী দেবী (শান্তিপুর)।

হিন্দু-মুসলমান মিলন

গত ১৯শে মার্চ্চ কলিকাতার ময়দানে সর্ব্বদলীয় হিন্দু ও মুসলমানগণের একটী সম্মিলিত সভায় স্থির হইয়াছে যে ভারতের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমান দুইজাতির মধ্যে কখনও বিবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে এবং পরম শ্রদ্ধেয় মহাত্মা গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পতাকাতলে সকলেরই মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

গত ১৩ই মার্চ্চ মঙ্গলবার লক্ষ্ণৌ সহরে ভারতবর্ষের মুসলমানদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যে বিরাট সভা হইয়াছে তাহাতে মুসলমানদের পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা তুলিয়া দিয়া যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার দাবী করা হইয়াছে। বিবাদ বিসম্বাদ বা মতদ্বৈধ কোন দিনই ভারতীয়ত্বের অনুভূতির পথে বাধা হইতে পারে না। অদূর ভবিষ্যতে ভারতে 'হিন্দু রাজ' বা 'মুসলমান রাজের' কোন স্থান নাই। ভারতবাসীর কর্ত্তব্য শুধু দেশাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে; তাহাতে কোন ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার মলিনতা থাকিবে না।

গত ১৩ই এপ্রিল বারিধে লাহোরে পাঞ্জাবপন্থী ভারতীয় মুসলমানদের সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে কংগ্রেসের সহিত সর্ব্বতোভাবে একযোগে ভারতীয় স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে কাজ করিবার জন্য সমগ্র মুসলমান-সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন এবং নিখিল ভারতীয় জাতীয় মুসলমান-গণের সহিত পরামর্শে যে শাসন-তন্ত্র প্রণয়ন করিবে তাহাই সকল মুসলমানগণ মানিয়া চলিবেন।

বোম্বাই সহরের জাতীয় মুসলমানগণ ও হিন্দুমুসলমান মিলনের এবং সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন পদ্ধতি রদ করিবার জন্য ভারতের কল্যাণকল্পে মহাত্মা গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস মানিয়া চলিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

ভার সম্পূর্ণ বিহারের যৌ কর্ণপুর, কাশিলপুর প্রভৃতি স্থানে জাতীয় মুসলমানদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া হিন্দু-

হিন্দু মুসলমান মিলন

নদীয়া মহিলা কংগ্রেস প্রতিনিধি

ভারতীয় মহিলাদের প্রশংসা

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বয়স্ক বৃদ্ধ

সৈয়দ আবদুল্লার বিবৃতি

কুকুরের অশ্রুত-পূর্ব্ব গীতবিদ্যা

বিভিন্ন জেলা সম্মেলন

পোষ্টমাষ্টারের সশ্রম কারাদণ্ড

বন্দীদের মুক্তি দাবী

মুসলমান নিধনের দ্বারা ভারতের ইস্লামের পথ সুগম করিতেছেন।

বন্দীদের মুক্তি দাবী

গত ১৯শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পুনরায় আলীভ্রাতাদ্বয় মুসলিম সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি সার আলী ইমাম বিশেষ কোন প্রয়োজনে পাটনায় চলিয়া যাওয়ায় নবাবী কুচবিহার নবাব তাঁহার আসন গ্রহণ করেন। ঐ অধিবেশনে বাঙ্গলা এবং পাঞ্জাবে যে সমস্ত বন্দীকে বিনা-বিচারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। কিছুক্ষণ আলোচনার পর প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পোষ্টমাষ্টারের সশ্রম কারাদণ্ড

কুচবিহারের এক সংবাদে প্রকাশ, ৩০০ শত টাকা আত্মসাৎ করা অভিযোগে বৈরাগীর হাট শাখা পোষ্ট অফিসের মাষ্টার কুচবিহার আনিয়া জেলের হাজতে আটক রাখা হয়। বিচারে তাহার প্রতি দুই বৎসর সশ্রম এবং ৩০০ শত টা। অর্থদণ্ড অন্যথায় আরও এক বৎসর কারাদণ্ড আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

মৈমনসিংহে বিপ্লবী ইস্তাহার

বিগত বহু ২৮৮ সম্বলিত একখানি গুপ্ত মুদ্রিত ইস্তাহার গত ১৮ই এপ্রিল প্রাতে ময়মনসিংহ সহরের অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইস্তাহারখানি "বাংলার বিপ্লবী যুবক" কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত।

হিন্দু-মুসলমান মিলন

গত ১৯শে মার্চ্চ কলিকাতা ময়দানে সর্ব্বদলীয় হিন্দু ও মুসলমানগণের একটী সম্মিলিত সভায় স্থির হইয়াছে যে ভারতের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমান দুইজাতির মধ্যে কখনও বিবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে এবং পরম শ্রদ্ধেয় মহাত্মা গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পতাকাতলে সকলেরই মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

গত ১৩ই মার্চ্চ মঙ্গলবার লক্ষ্ণৌ সহরে ভারতবর্ষের মুসলমানদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যে বিরাট সভা হইয়াছে তাহাতে মুসলমানদের পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা তুলিয়া দিয়া যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার দাবী করা হইয়াছে। বিবাদ বিসম্বাদ বা মতদ্বৈধ কোন দিনই ভারতীয়ত্বের অনুভূতির পথে বাধা হইতে পারে না। অদূর ভবিষ্যতে ভারতে 'হিন্দু রাজ' বা 'মুসলমান রাজের' কোন স্থান নাই। ভারতবাসীর কর্ত্তব্য শুধু দেশাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে; তাহাতে কোন ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার মলিনতা থাকিবে না।

গত ১৩ই এপ্রিল বারিধে লাহোরে পাঞ্জাবপন্থী ভারতীয় মুসলমানদের সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে কংগ্রেসের সহিত সর্ব্বতোভাবে একযোগে ভারতীয় স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে কাজ করিবার জন্য সমগ্র মুসলমান-সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন এবং নিখিল ভারতীয় জাতীয় মুসলমান-গণের সহিত পরামর্শে যে শাসন-তন্ত্র প্রণয়ন করিবে তাহাই সকল মুসলমানগণ মানিয়া চলিবেন।

বোম্বাই সহরের জাতীয় মুসলমানগণ ও হিন্দুমুসলমান মিলনের এবং সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন পদ্ধতি রদ করিবার জন্য ভারতের কল্যাণকল্পে মহাত্মা গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস মানিয়া চলিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

ভার সম্পূর্ণ বিহারের যৌ কর্ণপুর, কাশিলপুর প্রভৃতি স্থানে জাতীয় মুসলমানদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া হিন্দু-

লণ্ডনে ভারতীয় মহিলাদের প্রশংসা

[illegible] ইণ্ডিয়া [illegible] উদ্যোগে লণ্ডনে এক মহিলা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে [illegible] মহিলাবৃন্দ যোগদান করিয়া ভারতীয় [illegible] এবং দৃঢ়তার প্রশংসা [illegible]

[illegible] বলেন, সম্প্রতি [illegible] ভারতীয় মহিলা [illegible] নিকট [illegible]

[illegible] এই সম্বন্ধে [illegible] অর্থনৈতিক ও সামাজিক [illegible] কথা বলা কঠিন।

এ সম্বন্ধে [illegible] যে, [illegible] এবং [illegible] বিশেষ কর্ত্তব্য [illegible]।

[illegible] কর্ত্তব্য [illegible] — [illegible] এমন কথা [illegible] যে, দেশের [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] করা কর্ত্তব্য, [illegible] কোন [illegible] করিল।

[illegible] উক্ত সভার [illegible] এবং [illegible] আসার [illegible] একটা [illegible] এরূপ আশা [illegible] আর একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বগুড়া জেলা সম্মিলন

[illegible] বগুড়ায় [illegible] সম্মিলন [illegible] আলোচনা [illegible] উৎসব [illegible] করিবার জন্য [illegible] বলিয়া জানা যায়।

বগুড়া [illegible] সম্মিলনের [illegible] করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস

আগামী [illegible] মাসের [illegible] কংগ্রেস জেলা [illegible] কমিটি ও অভ্যর্থনা সমিতির [illegible] করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ [illegible] উপস্থিত থাকিবেন। [illegible] সভা [illegible] এরূপ আশা যাইতেছে।

স্যার উইলিয়ম [illegible] আসছে

[illegible] প্রতিনিধি [illegible] করিবার জন্য [illegible]

অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন, [illegible] বিশেষ [illegible] আইনের [illegible]।

কুকুরের অপ্রকৃত পূর্ব্ব প্রীতি [illegible]

[illegible] কুকুরকে [illegible] একটী [illegible] কুকুর [illegible] যে, সে কোন [illegible] বলিয়া থাকে।

[illegible] কিন্তু [illegible] এই প্রথম

কুমিল্লা ছাত্র সম্মিলন

আগামী [illegible] এবং ৮০ শে তারিখে কুমিল্লা ছাত্র সম্মিলন হইবে। [illegible] নিম্নলিখিত [illegible] মাসি, [illegible] বিভাগ [illegible] আসিবেন আশা করা যায়।

মার্কিনে [illegible]

[illegible] বলেন, [illegible] প্রকাশ, আমেরিকার কয়েকটি যুক্ত রাজ্যে বিশেষ কার্যকরী আছে। [illegible] এই সমস্ত [illegible] করিতেছে না। [illegible] অবস্থা [illegible] উপস্থিত হইয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ

তুর্ক [illegible] নামক [illegible] বৎসর বয়সে [illegible] যুক্ত [illegible] করিতে [illegible] কার্য্যে [illegible] করিলেন। তাহার [illegible] একটী [illegible] হয়।

[illegible] হাঙ্গামা

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] আছে [illegible] পুলিশের মধ্যে [illegible] আহত হইয়াছে।

নদীয়া জেলা প্রস্তুত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটি [illegible] করিয়াছেন।

জহরলালের [illegible] অর্থ কলম্বো যাত্রা

[illegible] কলম্বো যাত্রা করিয়াছেন। [illegible] তাঁহার [illegible] এই যাত্রা।

বিলাতী কাগজে লর্ড আরউইনের প্রশংসা

"[illegible] ডেলি [illegible]" [illegible] লর্ড আরউইনকে [illegible] বিদায় [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন। "[illegible]" [illegible] যে, [illegible] যে, লর্ড আরউইন [illegible] ও কংগ্রেসের মধ্যে একদা বিরুদ্ধভাব আছ [illegible] সর্ব্বপ্রকার [illegible] অগ্রসর হইয়াছেন।

সৈয়দ আব্দুল্লার বিবৃতি

[illegible] প্রকাশ, সৈয়দ আব্দুল্লা [illegible] নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :— [illegible] মুসলমান [illegible] জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ [illegible] রাজনৈতিক জীবনে [illegible] এইরূপ মীমাংসা [illegible] জাতীয়তাবাদী মুসলমান এবং কংগ্রেসের মধ্যে [illegible] অতঃপর মুসলমানের সহিত আলোচনা করিয়া [illegible] মুসলমান [illegible] উভয়ের [illegible] জাতীয়তাবাদী [illegible] কিন্তু [illegible] মুসলমান [illegible] জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ হিন্দুদের অধীন [illegible] এই সকল অভিযোগের [illegible] জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ [illegible] সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। [illegible]

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান। [illegible] গোলটেবিল বৈঠকে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের [illegible] সাম্প্রদায়িক [illegible] জাতীয়তাবাদী হিন্দু জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের [illegible] আসিয়াছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক পাক্ষিক পত্র

শ্রীনাম-মায়াপুর শুক্রবার ১৫ই বৈশাখ ১৩৩৮

শ্রীকুঞ্জ ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট ইদং টলে

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

(৩)

আমাদের পঠদ্দশায় আমরা স্যর ঐযাটু লুকিসের 'সেলফ্ কলচার' (Self culture) নামক বেখানা বই প'ড়েছিলাম। মিঃ এন ঘোষ—যিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তিনি ঐ হ্যাকি সাহেবের ছাত্র ছিলেন। আমাদের সময় এ পুস্তকখানা এফ্ এ ক্লাসের পাঠ্য ছিল। তা'তে পড়েছিলাম, 'ঈশ্বরবিশ্বাস যে নিয়ম, তা' অবিদ্যা; তা'র কোন মূল্য নাই। মনুষ্য হাল, বলদ ও কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি ক'রেও যদি রাজকর প্রভৃতি দিতে না থাকে, তাহ'লে যেরূপ সব নিষ্ফল হয়, সেইরূপ ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে যে কর্ম্মানুষ্ঠান বা প্রয়োগকৌশল ছলনা, তা'রও কোন মূল্য নাই।' যে সময় আমাদের এ সকল কথা প'ড়ে হৃদয়ে বড় আনন্দ হ'য়েছিল; পাশ্চাত্য দেশে অনুশীলন ক'রে এরূপ বিচারের কথা হৃদয়ে লাভ ক'রেছে দেখে' আমরা আনন্দে হাততালি দিয়েছিলাম। Cultural Education থেকে যদি ঈশ্বরের নেতী বাদ দেওয়া যায়, তা'হলে 'হিতো' বা 'ইতো' এসে উপস্থিত হয়। যেহেতু লৌকিক হের অতীতের মধ্যে আছে, সুতরাং অন্য স্বকপোল-কল্পিত পরিণামে নিয়ন্ত্রিত ক'রে হ'লে, এরূপ নিছক শিক্ষা দেওয়া 'গোড়া কেটে' আগায় জল দেওয়ার মতন। ঐ মতবাদরা খুব বড়ি খেয়ে কেউ কেউ অনুবিদ্ধ হ'লে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার পুষ্টি যেরূপ ১৯১৪ হ'তে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে বিষম আঘাত পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতাকে আক্রমণ ক'রে ছিল, তা' ঐ শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে বলিদান হ'লো। তাঁরা যে অগ্রগতির নামে সভ্যতা কত পেয়েছেন! তাঁরা দিব্যদৃষ্টি শিক্ষাকে—আত্ম হের শিক্ষাকে নির্ব্বাসিত ক'রে লৌকিকী শিক্ষা ও সভ্যতার চরম ফল এক্ষণেই হ'য়ে দাঁড়ায়। নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষাকে বাদ দিয়ে যে বিচার-স্রোত উপস্থিত হয়, তা' হ'তেই ঐ-সকল কথার উৎপত্তি হয়। আধা পেলে' অদৃষ্ট-ফলে যে-সকল কথার উৎপত্তি হয়, তাহাতে লোক জীবন যৌবন উৎসর্গ করে। তাঁরা নিজেদের পোষণ বন্ধ ক'রেছিলেন—এরূপ বিষময় শিক্ষা হ'তে যা'তে পাশ্চাত্য দেশ রক্ষা পায়—মনুষ্যলোকে মেয়ে' ফেলে' সভ্যতার উন্নতির নামে সভ্যতাকে পেছিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, এ কথা মাত্রকে বুঝাইতে চেষ্টা ক'রেছিলেন। কিন্তু তাঁর যত্ন সত্ত্বেও এ-সকল কথা শুনতে শুনতেও তাঁদের আট বছর কেটে' গেল। যখন যুদ্ধ লোকের ক্ষয় হ'লো, তখন তাঁদের উদ্বেজনা সোডের একটা ঢেউ, ফেনা বটে, কিন্তু আমার অন্তস্তলে অন্ত আঘাতে যে ভালবুদ্ধি পেতে থাকল।

নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষাই ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। ভারত ধর্ম্মশিক্ষা-বঞ্চিত হ'য়ে কোনদিনই কোন কথা গ্রহণ করেন নাই। যবন চাঙ্গাকাদি সম্প্রদায় ছুটে হ'য়েছিল, তথাপি জনসাধারণ তা' গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে জনসাধারণেই পারমার্থিকতার অভাব লক্ষিত হচ্ছে। বর্ত্তমানে আধ্যক্ষিকতার চশমখোলার উঠে' তর্ককে আর ক'রে বিচারের যেরূপ অপব্যবহার করা হচ্ছে, পূর্ব্বে এতদূর অপব্যবহার লক্ষিত হয় নাই। নীতিশাস্ত্রজ্ঞকে একটুকু সামান্য বুদ্ধিমান্ ও বিচারপরায়ণ ব্যক্তিও কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেন না। চার্ব্বাক-পাঁচে, এপিকিউরাসের নীতি, ইউটিলিটেরিয়ানদের নীতি ব্যক্তিবিশেষের প্রীতি উৎপাদন কর্ত্তে পারে, কিন্তু বিচার-পরায়ণ সমাজগণের শিক্ষার সহিত নীতির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার্য্য।

ভারতীয় নৈতিক মধ্যে 'অহিংসা' নাম্নী নীতিটী চিরকালই প্রেচলিত হ'য়েছে। বৈদিক নীতি হ'তে পৃথক হ'য়েও বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায় অহিংসা-নীতির আদর ক'রেছেন। বেদ-বিরোধী হ'য়েও তাঁরা হিন্দু-নীতির অনুমোদন করেন নাই—যা' বর্ত্তমানে খুব আদৃত হচ্ছে! মানুষ পশুগুলিকে খেয়ে ফেলছে! মানুষ খাওয়া বন্ধ হ'য়েছে, কিন্তু মানুষের মত কিমিনগুলিকে খাওয়া বন্ধ হয় নাই। বাঘে [illegible] খাচ্ছে—পশু, পক্ষী, জলচর খেয়ে ফেলছে! এরূপ অহিংসা ভারতীয়তা আদৌ নয়। উদারতা ও দেশপ্রেম-নামে প্রচারিত হচ্ছে।

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি সাক্ষাৎ ভাবসম্বন্ধে নীতিতে ভেদ হয়ে। বেউ বলছেন,—অমিতাচারী পাপী লোক একটু বয়স [illegible] নীতিকথা শিখাবার যো নাই; কিন্তু প্রকৃতি [illegible] এশিয়ার অধিকাংশ প্রাচ্যে [illegible], তাঁরা কি লর্ডকে একেবারে শিখাতে দেন নাই। Political ideal ক'রে যে একটা বিষয় আছে, তা' তথাকথিত ইউরোপীয় শিক্ষার সাময়িক মঙ্গল বিধান হ'তে পারে কিন্তু তা' কখনও মানবের স্থায়ী মঙ্গল হ'তে পারে না। বর্ত্তমানে নাস্তিক্য-মূলক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যেরূপে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তা'তে Material basis এর [illegible] ভূমিকায় উহা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তবে বিদেশী মূল প্রকৃতির Material basis হ'তে কতটা পৃথক্ হ'তে পেরেছে, তা'ও বিচার্য্য। বর্ত্তমানে Legislative Assembly'তেও religious question'কে বাদ দেওয়া হ'চ্ছে। Mahomedan, Non Mahomedan বিচারে Mahomedan যদি আস্তিক হন, Non mahomedan নাস্তিক হ'য়ে যাবেন। materialistic বিচার-পেটে ভরপূর নাস্তিক সমূহের ভোটে Theistic educationকে চিরনির্ব্বাসিত করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ইহা বাস্তবিক আস্তিক, নাস্তিক কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না; কারণ, ইহা অর্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন, এরূপ জনমণ্ডলীর মতের কুশলাকাঙ্ক্ষী পুরুষগণ।

মুসলমানদিগের যে অপরা ও পরা বিদ্যার পার্থক্য আলোচিত হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিকের আমলের গল্প বা "ভাঙ্গে কুলা"-ন্যায়ে সংশ্লিষ্ট নহে। বর্ত্তমানে যে nationality ব'লে একটা কথা প্রচলিত হ'য়েছে, তা' মূলতঃ ঐ "ভাঙ্গে কুলা"-ন্যায়ে প্রক্ষিপ্ত। বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের স্থূল বিশুদ্ধ নির্ম্মল জল ছিল ব'লে যদি কয়েক পুরুষ পঙ্কের কূপে সেইরূপ জলই আছে, মনে ক'রে নিয়ে সেই কূপের জল ব্যবহার করতে আরম্ভ হয়, তা' হলে কতকগুলি ব্যাঙ্ ও পাঁক-মাটী অবশ্যই পেটে গ্রহণ করা হবে। এর দ্বারা "যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ" প্রভৃতি উক্তিকে আদর করার নামে যেন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হবে না। 'আমার বাপ-পিতামহ যদি মুখপোড়াকে বদমায়েস ক'রে থাকেন, সেজন্য আমি মুখপোড়াকেই ভাল বলব—আমার বাপ-পিতামহ গাঁজা খেতে খুব ওস্তাদ ছিলেন বলে, যেহেতু আমি সে বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, সুতরাং আমাকেও গাঁজা খাওয়া শিখতেই হবে, এরূপ বেকেলে অবিচারের আদর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করেন না। ইহা আধুনিক nationalityর অঙ্গ ক'রে থাকে।

বিলাত ঘুরে ট্রেনে আসার সময় যুক্ত হয়েছে বাবু ও মিঃ গুপ্তের বাবুর সহিত ট্রেনে সাক্ষাৎ হয়। ইংরাজ উভয়েই শিক্ষা বিভাগের সম্মানিত ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত গুপ্তের বাবু নিজে বলেন,—পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষকগণ যেরূপ উদারতার সহিত শিক্ষা দেন, আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের সেরূপ উদারতা দৃষ্ট হয় না। তিনি সেই প্রসঙ্গে বলেন,—"আমাদের দেশের ডক্টর পর্য্যন্ত কাউকে কোন গবেষণার যন্ত্র শিখাবে না—কারণ তারা নিজের ভাত নিজে খাবে, অন্য কাউকে কাকতালীয়ের কৌশল শিখাবে না। আমি তার উত্তরে আমাদের বাল্যকালে পড়া একটী ইংরাজ উদাহরণ ক'রে বল্লাম,—"পিটার রুশিয়া হ'তে ফিরে এসে Ship building বিদ্যা শিখেছিলেন, কিন্তু পরে ইংলণ্ডের লোককে তা' শিখাতে চান।" এরূপ প্রসঙ্গে "Trade Secret" ব'লে একটা কথা আছে। আমি বল্লাম, 'পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতদের নিকট হ'তে শিক্ষা লাভ ক'রেছেন, তাঁদের উপকার করেছেন। এদেশেও যারা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁদেরও উদারতা কম নয়। যে যা জানতে চায় তাকে তাঁরা শিখান, তার মধ্যে কোন Trade Secret বা ব্যবসায়ের গোপনীয় কথা তাঁরা প্রকাশ করেন।

জগৎ কাহার ভোগ্য ?

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

যে বিষয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অনেকেই [illegible] সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করি সত্য, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি [illegible] অনেকেরই ভগবদ্ভক্তি তা' নহেই, তাহাতে বড় অপরাধের বাতুলতা মাত্র।

আমরা যখন অতি [illegible] ক্ষণিক সংসার-সুখের মাদকতা [illegible] তখন মায়া প্রতারিত কামনা মোহকর [illegible] আমাদিগকে ইন্দ্রিয় ভোগোপকরণ প্রদান করিয়াছেন, অতএব মানব জীবনের বিভিন্ন ভোগই তাঁহার একমাত্র দত্ত। আর ভোগোপযুক্ত বিচারে [illegible] আমরাও তখন বণিক সম্প্রদায়ের মতই একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করিয়া পরমেশ্বরকে "দয়াময়" "করুণানিলয়" ইত্যাদি সম্বোধনে সম্বোধিত করিয়া ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছি, এইরূপ মনে করিয়া তৃপ্তি পাই।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকামী, দেহাত্মবুদ্ধিপ্রণোদিত আমরা নিখিলবিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্যের ভোক্তা সাজিয়া, সমুদয় বিষয়ের প্রভু হইতে যাইয়া আপনিই আপনার ধ্বংসের আবাহন করি। হায়! প্রকৃতি-সুন্দরীর প্রভু হইতে যাইয়া তাহার পদে চিরতরে দাস-খত লিখিয়া দিই। তাই, শরতের মেঘমুক্ত স্বচ্ছ নীলাকাশ, বসন্তের সুগন্ধ মলয়ানিল, বরষার নব নীরদমালা, ঊষারাণীর কনকচ্ছটা, বনানীর নীরবতা আমাদের লালসালোলুপ নয়ন-মনের উপর মোহজাল বিস্তার করিয়া, উল্লাসভরে বিক্রমময়ী জড়াকর্ষণের জয়গীতি গান করে। সুপ্ত-চেতন আমাদের সমগ্র ইন্দ্রিয়গুলি যেন কৃষ্ণভোগ্য জগৎকে ভোগ করিবার জন্য ভীষণ অভিযান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এ'ভোগযাত্রার চালক ঐ অনাদ্যবিদ্যা-পীড়িত, অহঙ্কারবিমূঢ় মন। জড়ীয় জ্ঞানের গরিমাগর্ব্বিত আধ্যক্ষিকগণের চিত্তবৃত্তি আজ মানব ভোগ্য বিশ্বের উপর তাহার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী। তাহার দৃষ্টি সুফলা সুফলা শস্যশ্যামলা ধরণীর প্রাচুর্য্য-পূর্ণ সম্ভার-সমূহকে পরমদেবতা বিষ্ণুর সেবোপকরণরূপে দর্শন না করিয়া আত্মভোগবুদ্ধিতে গ্রহণ করে। আধুনিক ভোগময়ী জগতের ভাষাবিজ্ঞান তাহাদের অভিধানে 'সেব্য-সেবক', বিষ্ণু বৈষ্ণব এই পরম প্রয়োজনীয় তত্ত্বটীর কোনও আবশ্যকতা স্বীকার করে না।

কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিসম্পন্ন সভ্যতাভিমানী জগতের চিন্তা-ধারা আজ তাহার বাহ্য চাকচিক্যের আবরণে আমো-দিগকে বিভ্রান্ত করিয়া অতি দূষিত, ঘৃণ্য প্রবৃত্তির অগ্নি আমাদের চিত্তে প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছে। বহিঃ সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়া আমরা দেহমনোধর্ম্মের প্রীতিপ্রদ বহু উপকরণ প্রাপ্ত হইতেছি, তথাপি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, আধুনিক ভাব-ধারা প্রত্যেকটি বিকৃত সেবা ভাব-বিবর্জ্জিত। তাহার চিত্র, শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, রুচি, নীতি, শিক্ষা, দীক্ষা, সৎ কর্ম্ম, তাহার প্রীতি স্তুতি, পূজা বন্দনা সমুদয়ই ভগবদ্ভোগ্য বিষয়সমূহকে ভোগ করিতে চায়। তাহার বিশ্বাস—পরমশক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকেও অক্ষজজ্ঞানের তৌলদণ্ডে মাপিয়া লইতে পারা যায়। ভোগপ্রদানে অক্ষম বন্ধ্যাপীড়িত জনকজননীকে বিদায় দেওয়ার মতই সম্বন্ধজনক শ্রীরাধাগোবিন্দের সমগ্র সম্পত্তি আত্মভোগার্থে 'আত্মসাৎ' করিয়া জীবনাকের পূজা হইতে তাহার নাম খারিজ করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা ধর্ম্ম-ধ্বজী, তাহারা ভগবদ্ধর্ম্মের আবরণে নিজ ভয়াবহ ভোগলোলুপ স্বরূপটি আবৃত করিয়া জগতে ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে। তাহারা মনে করে, চতুরতার আশ্রয়ে সরল লোকের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অপ্রাকৃত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারা যাইবে। এ'প্রকার অপস্বার্থান্ধ ভক্তবেষিগণের শ্রীহরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন ইত্যাদি মাধবভক্তির অনুশীলনের অভিনয়সমূহও কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিসম্ভূত। তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ-ধাম-সেবার ও শ্রীনামসেবার অভিনয় এবং শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গমনোভীষ্ট-পালনরূপ কামসেবার অভিনয়, মূর্খ-লোকের দৃষ্টিতে শুদ্ধসেবার ন্যায় দৃষ্ট হইলেও দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাজনগণের দর্শনে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। শুধু বর্ত্তমান জগতের বহির্ম্মুখতাদুষ্ট বিচারপ্রণালী নহে, পরন্তু সর্ব্বযুগের অজ্ঞানতাপ্রসূত ভোগপ্রবৃত্তির প্রতিকূলে একমাত্র ভোক্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বময়ত্ব ঘোষণা করিয়া ঈশোপনিষৎ বলিতেছে,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

ভগবৎকৃপায় এই শ্রুতিমন্ত্রের অপূর্ব্ব দ্যুতি যখন আমাদের অন্ধকার অন্তর্গুহা উদ্ভাসিত করিবে তখনই আমরা জানিব—পৃথিবীতে যত কিছু বস্তু বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয় পদার্থই বিভুচৈতন্য জগদীশ্বরের চৈতন্য ও সত্তাদ্বারা ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। তখন বিশ্বপতির সৃষ্ট বিশ্বকে ভোগায়তনরূপে দর্শন করার পরিবর্ত্তে সেবায়তনরূপে দর্শন হইবে এবং যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া যথাযোগ্য পরিমাণে ভগবদুচ্ছিষ্ট মহা-প্রসাদ গ্রহণ করা ব্যতীত রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধাত্মক বিষয় ভোগে রুচি হইবে না।

পৃথিবীর চেতনাচেতন সমগ্র দ্রব্য ভগবদ্ভক্তি-সম্বন্ধে সুসম্বন্ধান্বিত—এই প্রকার নিগুঢ় জ্ঞান জন্মিলে আর ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে কুতর্কপরায়ণ মায়াবাদী ত্যাগের বিচারো-দ্ভিত 'ব্রহ্মসত্য জগৎ-মিথ্যা'রূপ অসদ্বাণী আমাদের ভ্রম উৎপাদন করাইয়া মাধব সেবা-সম্বন্ধীয় নিত্য ত্যাগে প্ররোচিত করিতে অসমর্থ হইবে।

শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ মহাভাগবতগণের চিদালোকে বিশুদ্ধ অপ্রাকৃতদৃষ্টি অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানকেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগ-বানের বিগ্রহতত্ত্বটী শ্রীরামকৃষ্ণে দর্শন করে। যথা—

যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে
"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"
"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি কহে ভাগবত।
সে দেখিতে পায়, যার শুদ্ধ ভক্তি চিত্ত॥"

শত্রুর সঙ্গে বাস

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি-এল)

অনাদিকর্ম্মফলে জীব যেদিন তাহার স্বরূপবিস্মৃত হইয়া স্বয়ং প্রভু সাজিয়া মোহিনী মায়ার রচিত সাজান সংসার ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহাকে এই ভবকারাগারের ত্রিতাপরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। এই সংসারে ভোগের উপযোগী স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীররূপ দুইটী উপাধিও জীবের ভূষণ হইয়াছে। জীব মায়াকে ভোগ করিতে গিয়া, মায়ার দাসত্ব করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে।

ত্রিগুণাক্রান্ত জীব এই সংসার-সমুদ্রে নক্র, কুম্ভীর সদৃশ কাম ক্রোধাদি ষড়রিপুর তাড়নে এবং আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপের দ্বারা জর্জ্জরীভূত হইয়া ক্রমাগত জন্ম জন্মান্তরে অশেষবিধ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে। মায়াগ্রস্ত জীবের দুর্দ্দশার একটী চিত্র শ্রীগৌর-পার্ষদপ্রবর শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর ভাষায় বর্ণিত হইল,—কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥ পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়। মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥ আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে'। মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥ কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র। কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥ কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু। কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥'

প্রাক্তন কর্ম্মফলে জীবের এইরূপ অবস্থা যখন অবশ্যম্ভাবী এবং জড়োপাধি বিমণ্ডিত অবস্থায় জীবকে যখন কাম-ক্রোধাদি শত্রুগণের সহিত বসবাস করিতেই হইবে, তখন উহাদের সহিত নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে বাসের একটা উপায় উদ্ভাবন করা বুদ্ধিমন্তগণের অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়। সাপের সঙ্গে এক ঘরে বাস করিতে হইলে সাপও থাকে মানুষও বাস করিতে পারে, এমন কি যদ্দোরস্ত হইতে পারে না? সাপুড়িয়ার সাহায্যে সাপের বিষদাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলে আর মানুষের প্রাণনাশের ভয় থাকে না; তখন অনেকটা নিরাপদ হয়।

শত্রুরূপী কাম-ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক যে আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া নিপাতিত হইয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতেছি, তাহার একমাত্র উপায় হইতেছে, ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সদ্‌গুরু-সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা এবং উহাদের বিষদাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া। সদ্‌গুরুপাদপদ্মে শরণা-গতির ফলে জীবগণ জানিতে পারে যে, যে সমস্ত রিপুগণ তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিতেছে, সেই সমুদয় শত্রুগণের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া মাত্র যে বৃত্তিদ্বারা তাহারা অনিষ্ট করিতেছে, সেই বৃত্তিগুলির গতি ফিরাইয়া দিতে পারিলেই আর কোন ভয়ের কারণ ঘটে না। এই বৃত্তির গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়ার নামই সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া।

যেমন 'ক্রোধ' মানুষের একটী পরম শত্রু। কামের অতৃপ্তিতেই ক্রোধের উৎপত্তি। এই ক্রোধ প্রবল হইলে মোহ-প্রাপ্ত হয় এবং এবং পর পর অবস্থায় তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। তাই গীতা ব'লেছেন,—'ক্রোধাদ্-ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্-বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥'

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা হইতেই কামের উৎপত্তি। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হইতে উৎপন্ন যে কাম, তাহারই অতৃপ্তিতে ক্রোধের জন্ম; সেই ক্রোধের দ্বারাই জীবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে ক্রোধের মূলে সেইরূপ কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই, সেখানে ক্রোধের দ্বারা কোন অনিষ্ট না হইয়া বরং উপকারই সাধিত হয়।

যেদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা আমাদের মস্তকে বর্ষিত হইবে, সেই শুভদিনেই আমরা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহা-শয়ের নিম্নলিখিত পতিতোদ্ধারিণী বাণীগুলির যথার্থ তাৎ-পর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব এবং কাম, ক্রোধাদি প্রবল শত্রুগণের সঙ্গে একঘরে নিরাপদে বাস করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিব। ঠাকুর মহাশয়ের বাণী যথা :—

'কাম' কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষী-জনে
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে 'মদ' কৃষ্ণ-গুণ-গানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
* * * * *
কিবা বা করিতে পারে কাম ক্রোধ সাধকের
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥

ভক্তি গ্রন্থাবলী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীজৈবধর্ম্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, শ্রীঅদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানের ভেদ, শ্রুতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও কর্ম্মকাণ্ডের ভেদ, ইসলামধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধ ভক্তির তারতম্য, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তি, বৈষ্ণবগৃহস্থের অধিকার, ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও জড়জ্ঞানের সার্থকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণলীলা, ভগবান ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, শঙ্করমতের সহিত অমিলের কারণ, সম্প্রদায় সুগত শ্রৌতপথ, শক্তিবিচার, দীক্ষা, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, রসতত্ত্বের অধিকারী, পারকীয়রস, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সাত্বতধর্ম্মের অত্যন্ত গূঢ় রহস্যাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একমাত্র গ্রন্থের দুরজ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় স্ববিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যাশ্রমামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় সমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

সাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০ আনা

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪৪৫ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধ সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সাম্ল, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ, তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিট গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। ৫ম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সর্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১৲ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ভগবান গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে জে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইবাইড্রোক্লোর কুইনিন ম্যালেরিয়া এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে ১২টী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাইও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে, ২৯১ নং চেঙ্গুরীমল লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

গরুড়গীতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ইহা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন-

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ.

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আচার্য অভয়ারণ্য

শ্রীচৈতন্য মঠ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান ১৫ শতাব্দীর শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যরত্নের সেবা-প্রকাশে শ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজিত।

এই স্থান সারস্বত-পীঠ, পরমারাধ্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অন্তর্ধান স্থান। এই মহাতীর্থে শ্রীগৌড়ীয় বাঙ্ময়মূর্তি, পরমহংসকুলের অন্তর্ধান স্থান, নাটক, অলঙ্কার, তথা শ্রীধাম-প্রদীপিকা-ব্রজ-পত্তন-কুঞ্জ-স্থান চতুষ্টয়ের অবস্থান ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌর-গান্ধর্বা-গিরিধর ও সমস্ত সাম্প্রদায়িক-আচার্যচতুষ্টয় ও তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের নিত্য সেবা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মঠাধীনে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা, ত্রৈমাসিক গবেষণা-পত্রিকা ও প্রাচীন গ্রন্থরাজি সংরক্ষণের জন্য 'প্রাচীন গ্রন্থ' বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফাল্গুনের ইং মার্চ-এপ্রিলে ৭ দিবসব্যাপী মহোৎসব ও অন্যান্য সময়ে ধর্মসভা আহূত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবল্লভদাস। সেবক :- শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিবল্লভতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরাঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ ধাড়া প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ।

বিশ্বভিক্ষাকারী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] এই মঠের [illegible] এখানে ভিক্ষা করিয়া [illegible]

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

৩৫ নং কার্তিক প্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের নবদ্বীপধাম কলিকাতায় শ্রীসচ্চিদানন্দ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ সগণ বাস নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যগণের বাণীর প্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ যন্ত্র ও সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌবাণীর প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় 'হারমনিষ্ট' মাসিক পত্রিকা হিন্দী ভাষায় 'ভাগবত' পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্তাহান্তে-চতুষ্টয়-মহান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও গ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—অনাসক্ত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সেবকবৃন্দ—পারিব্রাজ্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরমহংস ভক্তি-প্রদীপ বি-ব, শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিবিলাস তীর্থ বি-ব, শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদানন্দ দাসাধিকারী বি-ব, শ্রীপাদ গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদরীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পারিব্রাজ্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরমহংসদাস অধিকারী, প্রভৃতি

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৪ নং হাজরা রোড, পোঃ বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

টেলিফোন পার্ক ৪৭৫৯

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের নবদ্বীপধাম কলিকাতায় শ্রীসচ্চিদানন্দ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ সগণ বাস নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যগণের বাণীর প্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ যন্ত্র ও সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌবাণীর প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় 'হারমনিষ্ট' মাসিক পত্রিকা হিন্দী ভাষায় 'ভাগবত' পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্তাহান্তে-চতুষ্টয়-মহান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও গ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—অনাসক্ত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সেবকবৃন্দ—পারিব্রাজ্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরমহংস ভক্তি-প্রদীপ বি-ব, শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিবিলাস তীর্থ বি-ব, শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদানন্দ দাসাধিকারী বি-ব, শ্রীপাদ গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদরীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পারিব্রাজ্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরমহংসদাস অধিকারী, প্রভৃতি

(৩) গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ

৪৩ নং সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীগৌড়ীয় প্রচারোদ্দেশে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ-গোপীনাথের [illegible] ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের [illegible] শ্রীপাদ [illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের সেবাশ্রী [illegible] ষ্ট্রীটস্থ শ্রীগোপীনাথ। সেবকবৃন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ [illegible], শ্রীগোপীনাথ ব্রহ্মচারী। শ্রীপাদ [illegible] কারী, নেপালস্থ শ্রীতারাদেবী।

(৪) শ্রীবাস মন্দির

শ্রীমায়াপুর কোল-পশ্চিম [illegible] শ্রীগৌরলীলার [illegible] স্থল। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ভক্ত, শ্রীগোকুলানন্দ [illegible]।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, রামচন্দ্রপুরস্থ (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদ কাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরপদ [illegible]।

(৭) শ্রীধাম কুলিয়া ক্ষেত্র

শ্রীধাম কুলিয়া (শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যদ্বীপ) এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] শ্রীগৌরকৃপাপাত্র [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রম।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ, শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহানন্দিয়া।

রক্ষক—শ্রীযুক্ত কালিপদ সাহা এম, এ, বি, এল, সেবকবৃন্দ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র ভাক্তবাবু, শ্রীযুক্ত [illegible] প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁদপাড়া, সমুদ্রগড়, (নদীয়া)

শ্রীগৌর-গদাধরের [illegible] গৌরবাণী-সেবা।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রীত্রিবিক্রম ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর

(১১) শ্রীবাদ্যমন্দির—

মাটিগাছা, আরপাড়া, নদীয়া।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] স্থান।

রক্ষক—শ্রীরঙ্গবল্লভী ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীবাসাঙ্গন রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

[illegible] ব্রহ্মচারী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

(১৫) শ্রীবাদ্যমন্দির—

[illegible]

রক্ষক—[illegible]

(১৬) শ্রীমদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

বিভূতিভূষণী সভা, পাবিয়া টাঙ্গা

শ্রীমদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণ ব্রহ্ম ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীগুরুবৈষ্ণবজনানন্দ মঠ

[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌর-রাধাগোবিন্দ [illegible] নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দদাসজী। ব্রহ্মচারী পরমানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বন্দুয়ান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীরূপ রঘুনাথ শ্রীজীব-গোপালভট্ট-শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী-[illegible] সেবা। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পুরীধাম, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ 'বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরহরিদাস।

(২০) শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], ব্রজমণ্ডল পোঃ, পুরী।

[illegible] সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] স্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible] সেবাধিকারী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, পুরী।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনরহরি।

(২২) শ্রীপরমহংস-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অন্নপূর্ণাবাগলপুরা, কাশী।

পৌরাণপাদপীঠ সনাতন-শিক্ষাস্থল এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীধানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীবৃন্দাবনধাম কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-যোগনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীগুণ-নিধান ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

মৈমনসিংহ, সাঁতাপুর

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিদ্যাপীঠের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমুরারিমোহন ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দকুমার।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমারকুণ্ডা চেরকক্ষ, মালকুরা, [illegible] শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীহরেকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাধাকীর্ত সেবাধিকার।

(২৬) বড়াবগৌড়ীয় মঠ

কুলকেশ, খানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও-রামের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীহরপদজী।

(২৭) শ্রীরাধাকান্তা প্রপন্নাশ্রম-মঠ

রাধাপাড়া পোঃ মাহু, ধারওয়া

এখানে ৺৺কুঞ্জবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরামায়ণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) নিম্বা গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

১৮ বেণ্টঙ্কারোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধাদামোদরচরণসেবক।

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৫৭৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১৩৲
২। কাব্যের সার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (দ্বিতীয় দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) ২৲
৬। বৈষ্ণবগণ ২৲
৭। যুক্তিমালিকা তত্ত্বসৌরভঃ সানুবাদ (যন্ত্রস্থ) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বীণা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম (বীণা) ১৲
১২। শ্রীমদ্ভাগবতার্থ দীপিকা (বীণা) ১৲
ঐ (আরীয়া) ৸০
১৩। বৈষ্ণবমহত্ত্ব-সমালোচনা (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণ ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমাবতার (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভক্তাঞ্জলি ৷৹
১৯। ঈশার কেবল মাধুর্য্য-ভাব ৷৹
২০। গৌড়ীয় বস্ত্রনাথ দাস (বীণা) ৷৹
২১। নামকৌমুদী (বীণা) ৷৹
২২। শ্রীবিরাজমোহিনী-অভিষেক সানুবাদ ৷৹
২৩। বেদান্ত-দর্শন সানুবাদ (যন্ত্রস্থ) ৷৹
২৪। ভক্তিরহস্য ৷৹
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
২৭। সাধুদর্শন (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
২৯। ভক্তিসূত্রাবলী বা সাণ্ডিল্যভক্তিসূত্রাণি ৷০
৩০। ঈশোপনিষৎ (শঙ্করের ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বঙ্গানুবাদ ও অন্বয় সহ) ৷০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৹
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ৹
৩৩। শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ ৵০
৩৪। ঐ প্রমাণপত্র ৵০
৩৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

৩৬ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ১৷৷০
৩৭। নবদ্বীপ পত্রিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৵০
৩৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৯। গীতা-মাহাত্ম্যদর্পণ ৵০
৪০। তত্ত্বরত্নাকর (নবদ্বীপ পত্রিকা) ৵০
৪১। গীতমালা ৵১০
৪২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৩। নবদ্বীপশতক ৵
৪৪। সদাচারপদ্ধতিঃ ৵
৪৫। সাধনকল্প ৵
৪৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৭। শরণাগতি ৵০
৪৮। স্তবাবলী
৪৯। গৌড়ীয়রা কি করেন?
৫০। সাংখ্যদর্শন
৫১। অমৃতকণা
৫২। শ্রীভক্তিবিনোদ স্তবাবলী ৵০
৫৩। অচ্চন-কল্প ৵০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪ বিষ্ণু-সহস্রনাম-শাঙ্করভাষ্যম্
৫৫ সটীক শিক্ষা দশমূলম্
৫৬। অন্ত-সূক্তম
৫৭। সপ্তাংশ গণিত ৵০
৫৮। সমুদ্রমন্থন শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৯। গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। Sajjana-Toshani 1০
৬১। Catalogue & Principles of Sri Chaitanya Math 1০
৬২। Vedanta-Sutra 1০
৬৩। The Bhagavat 1০
৬৪। Brahmic Principles in Matter Adjustment 1০
৬৫। Gaudiya Math & its Mission ৵০

উড়িষ্যা অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি 1০
৬৭। জন্মাষ্টমী-নবমীতত্ত্ব 1০
৬৮। সাধন পথ 1০
৬৯। স্তবাবলী
৭০। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রেষ্ঠ অভিন্ন-বিশ্বগামিনী ও বাস্তবরূপোদ্ঘোষিনী কৃষ্ণকথামৃত-মন্দাকিনী ভীষণ-ঘোর মুক্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ কর্ণবিভূষণ কল্পবৃক্ষম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তত্ত্ব,—ত্রিস্কন্ধ ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-চরিত-চর্চিত-শিক্ষক—চিন্মাত্র-চিন্মাত্র-চিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-মুকুর।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীনামাবির্ভাব, শ্রীনামভজনী, পঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, আপাতঃ সহজধর্ম্ম ও প্রকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্ন সুশোভিত। মূল্য মাত্র দশ আনা।

২। দ্বিতীয়খণ্ড—শুদ্ধ ও মিশ্রা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আমার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনাম মাহাত্ম্য ও মতবাদ, শ্রীগৌর বিদ্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীগুরুপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, নামাপরাধ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরূপানুগজন-পথ, শ্রীশ্রী যুগলভাবচন্দ্রিকা, শ্রীগৌরাঙ্গের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মনোহারিণী-বক্তৃতা-সমন্বিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যন্ত্রণায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যন্ত্রণার একমাত্র মহৌষধ

[illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখা বে [illegible] (সাক্ষাৎ বা পত্রে) পাঠ [illegible] ঔষধ [illegible] ঔষধ পাইবে। [illegible] গরীব রোগীদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা করা হয়। [illegible] নিয়মের জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

ঔষধ প্রস্তুতকারক ডাক্তার, হাকিম-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

[illegible] নিম্ন লিখিতদের [illegible] করিতে [illegible] জানিতে পারেন।

ইং [illegible] মাষ্টার [illegible] কুমারখালি, নদীয়া। ইং [illegible] ঘোষাল [illegible], ১ [illegible] বেণীর চোরবাগান, কলিকাতা।

একখানি পত্র :—আমার [illegible] গত ৫ মাস যাবৎ বাত যন্ত্রণায় [illegible] ছিলাম। [illegible], কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ [illegible] বিশেষ আশা করিয়া [illegible] ঔষধ ব্যবহারের জন্য অনেক [illegible] ৫ দিন [illegible] ঔষধ সেবনে আমার [illegible] ১৫ দিন [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়াছি। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র [illegible] ব্যানার্জ্জী, আসানসোল (বর্দ্ধমান) ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

সাহেবগঞ্জ ডিস্পেন্সারী, সাহেবগঞ্জ।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিস্তারিত যাহাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণ মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা দি করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আর নিত্য ব্যবহার করা দরকার হইল।

১। চন্দ্রপ্রভা বটিকা—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্ররক্ত, অম্ল প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের হৃতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। সুবুক্তিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যসেবীর অত্যাবশ্যক নিবারণকারক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রা-রোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মধুর বটিকা—ইহা সেবনে প্লীহা ও কলমুসঙ্গিক দোষ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া প্রভৃতি নির্মূল হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আশুনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং নবাবপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীন্

সর্ব্ববিধ স্নায়বীয় অব্যর্থ মহৌষধী।

মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও পরাক্রমে, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্কের উত্তেজনা, অনিদ্রা, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মুখ দিয়া জল উঠা, অম্বিমান্দ্য প্রভৃতি সকল প্রকার বিকার আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১, এক টাকা।

"মহাপুংসকল্যাণঘৃত"

পুরুষত্বানি রোগে বাজীকরণ দ্বারা আরোগ্য করিয়া পরিপুষ্ট করে: মূল্য ৫ তোলা ১, টাকা।

"কুসুমশরবিলাসিনী বাটিকা"

বীর্য্যদোষ জন্য সন্তোষপত্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১, এক টাকা।

হাকিম আমিরুল্লাজী, কেশবজী

৯ ১৭৭নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং বটল ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। শূলামৃত

সর্ব্ব প্রকার শূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ শিশির উপকার, সপ্তাহে আরোগ্য। ডাকমাশুল ৸০ বার আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও অকালজের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আরটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটকাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রতিষ্ঠান—মনোমোহন লেবরেটরী

পো.: উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

বহু ও অগণিত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কার হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা আপাতঃ অনিবার্য্য উপায় অপরিমিত শাক সব্জি খাইয়া জীবন্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার রোগ, যেমন বাতশ্লেষ্মা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অম্লশূল, হৃৎপদ্ম, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় যন্ত্রণা, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাইয়া থাকেন। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি. হাজরা।

হরেকপুর, পার্শেলবিহীন পোষ্ট, হুগলী।

টিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

"শ্রীগৌরাঙ্গ"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

সাধারণ ।।০
প্রতিসংখ্যা ।
বাণ্মাসিক ৩৲
বাৎসরিক ৬৲
ডাঃ মাঃ ১৲
অগ্রিম

প্রতি সংখ্যার ।

সাপ্তাহিক সকল প্রকার—নদীয়া কোলার ও কলিকাতা মুদ্রণালয়

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ভীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ গৌরাব্দ আকাশপুর ১১ই বৈশাখ শনিবার ১৩৩৮, ইংরেজী ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩১

নানা কথা

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটী

অধিবাসীবৃন্দের বিশেষ ধন্যবাদ যোগ্য কার্য্য

স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণকর্ত্তৃক মনোনীত কমিশনারগণদ্বারাই শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে না। নাগরিকগণের অসুবিধা পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছে। পথঘাট সমূহ অধিকাংশ অসংস্কৃত অবস্থায় পথিকগণের যে কি অসুবিধা হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। ভিক্টোরিয়া রোডস্থ ষ্টেশন হইতে গঙ্গার দিকে গিয়াছে। প্রকাশ, এই রাস্তার উপর প্রস্তরখণ্ডসমূহ এরূপভাবে পড়িয়া রহিয়াছে যে তাহারা যেন ক্ষিপ্তহস্তীর অপেক্ষাও বেশী ভাবে। এইজন্যই এই প্রকার দুরবস্থা, তদুপরি বেলা ১২টা পর্য্যন্ত নাকি ময়লার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত; শুনা যায় মেথরগণ নাকি বেলা ১২টা পর্য্যন্ত গাড়ীখানা পরিষ্কার করিয়া থাকে। এই গরমের সময় মেথরের কার্য্য অধিকতর দুর্গন্ধে মশগুল করান কি একটা অসভ্য ব্যাপার? মিউনিসিপ্যালিটী একটী টিউবওয়েল বসিবেন বসিয়া জানা গিয়াছে কিন্তু এখনও কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। চতুর্দ্দিকে কলেরার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং টিউবওয়েলটীর কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ করিয়া এবং উপরি উক্ত অন্যান্য অসুবিধা যাহা অতি সত্বর দূর করা কর্ত্তৃপক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য।

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটী

মেছুয়াবাজার মামলার আপীলের রায়

ডাঃ সারওয়ার্দ্দির গুণগ্রাহীতা

স্পেনে বেকার লোকের সাহায্যের নূতন উপায়

সরকার ও লবণজীবীর প্রেম

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা

বৈশাখ মাসের কৃষি

ভারতীয় দিয়াশলাই কারখানা

সপুত্র পুরহিতের শান্তি

ঢাকার বিভিন্ন সংবাদ

মেছুয়াবাজার মামলার আপীলের রায়

মেছুয়াবাজার বোমার মামলার আপীলে সুধীরকুমার আচার্য্য, সুধাংশু মজুমদার, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, মহেন্দ্র রায়, ধরণী গুহ, গজেন্দ্র সেন, আশুতোষ গুপ্ত, পাঁচুগোপাল দাশগুপ্ত এবং বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়—এই নয়জন আসামী খালাস পাইয়াছেন।

আগামী নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, রমেন্দ্র বিশ্বাস, সহীশচন্দ্র পাকড়াশী, সুধাংশু দাশগুপ্ত, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, শচীন্দ্র কান্তগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় সেনগুপ্ত এবং সুবোধ চৌধুরী আপীল [illegible] করিয়াছে; তবে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত [illegible] খালাস দাবী করিয়াছেন। অন্যান্য আসামীদের দণ্ড হ্রাস [illegible]

ডাঃ সারওয়ার্দ্দির গুণগ্রাহীতা

সম্প্রতি কারওয়ার নিখিল ভারতীয় মুসলমান সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি কলিকাতা [illegible] ডাঃ সৈয়দ সারওয়ার্দ্দি [illegible] যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান [illegible] তাহার পরিচয় [illegible] ইহা ব্যতীত মুসলমান [illegible] ও অনুরাগের অভাবের ফলে তাহারা [illegible] যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতে [illegible]। অতএব শিক্ষা-বিষয়ে উন্নত [illegible] মুসলমান যুবকগণকে [illegible] মনে করিয়া হিন্দুদের সহিত [illegible] একত্র [illegible] সকলের [illegible] মনে করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্পেনে বেকার লোকের সাহায্যের নূতন উপায়

স্পেনের [illegible] সম্প্রতি [illegible] আশা করা যায় [illegible] করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে [illegible] কর্ম্মচারী পাঠান [illegible] করিয়াছেন। কেহ নিরাশ্রিত হইয়াছেন, কাহারও আত্মীয় বেতনের অভাব বা বেকার লোকদিগকে সাহায্য করা হইবে।

সরকার ও নবদ্বীপের প্রেস

[illegible]

ভারতের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা

[illegible]

ভারতীয় বিজ্ঞানমন্দিরে [illegible]

[illegible]

ভারতের সামরিক ব্যয়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বিবিধ সংবাদ

চরকা প্রতিযোগিতা

[illegible] চরকা প্রতি-যোগিতা হইয়া গিয়াছে। [illegible] পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে।

পোষ্ট মাষ্টার গ্রেপ্তার

ঢাকা নটাখোলার পোষ্ট মাষ্টার বাবু রাধিকামোহন গোস্বামী সেভিংস্ব্যাঙ্কের টাকা তছরূপ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বজ্রপাতে ক্ষতি

গত [illegible] ঢাকার প্রসিদ্ধ পাটোনকীর্তি গোসাবাড়ী দালান নামক মন্দিরে বজ্রপাত হওয়ায় [illegible] ক্ষতি [illegible]

লাঞ্ছিত ছাত্রদিবস

[illegible]

সম্পুত্র পুরোহিতের শাস্তি

[illegible]

বৈশাখ মাসের কৃষি

ফুলের বাগান

বৈশাখ মাসে কুমকাটি, আমারেন্থাস মো টী এ, আমারান্থাস, গাঁদা [illegible] বা বালসাম, [illegible] চিটিমাদা [illegible] সেরীগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, মুরগা প্রভৃতি দেশী ফুলবীজ বপন করিতে হয়।

বেল ও যুঁই ফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা। তাহা উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপর্যাপ্ত ফুল ফুটিয়া থাকে।

ফলের বাগান

আম, লিচু, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও উহার ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ [illegible]

আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও যত্ন পাইলে ফলগুলি বেশ বড় হয়।

সব্জী বাগান

মাখন শীম, বরবটী, [illegible] প্রভৃতির বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

টেপারী [illegible] কেহ কেহ ফাল্গুনেই বপন করিয়াছেন কিন্তু এখনও উহা বপন করা চলে।

শশা, বিলাতী কুমড়া (মিঠা কুমড়া), লাউ, [illegible] বা বিলাতী কচু, পালং শাক, পুঁই ডেঙ্গা, নটে প্রভৃতি শাকের বীজ এখনও বপন করা যায়। বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজ বপন কার্য্য শেষ করিতে হয়।

[illegible] ও ঝিঙার বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়।

আশু বেগুনের চারা ফাল্গুনে তৈয়ারী করিয়া লইয়া বৈশাখ মাসে ২১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে রোপণ করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র

বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে আউশ ধান, মরিচা, পাট প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হয়।

গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য এই সময় জোয়ার, গিনিঘাস প্রভৃতি বপন করা উচিত। কিন্তু বর্ষা না হইলে, বৃষ্টি হইয়া জমিতে 'যো' হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে।

তুলা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমে বপন উচিত। যদি উহা তখন শেষ না হইয়া উঠে তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে। কিছু অধিক বৃষ্টি হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখে। আগেভাগে উহার বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাখের শেষ ভাগে গাছগুলি তৈয়ার হইয়া উহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে।

চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ-ইক্ষু বা আঁখের চাষ বসাইবার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিতে হয়। ইক্ষু ক্ষেত্রে বৈশাখ মাসের মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হয়। ঐ শ্রেণীর আখের সারীর দুই ধারে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। ইক্ষুক্ষেত্রে ও অপরাপর সকল ক্ষেত্রে আবশ্যক হইলেই এই সময় জল সেচন করিবে।

লাটসমীপে

দার্জ্জিলিং হইতে নিজস্ব সংবাদদাতার তারের সংবাদে প্রকাশ,—বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক এবং 'গৌড়ীয়' পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকসঙ্ঘের সঙ্ঘপতি শ্রীমদ্ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী প্রভু গত ২০শে এপ্রিল অপরাহ্ণে দার্জ্জিলিংয়ে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার গলদেশে প্রসাদী মালা পরাইয়া দেন এবং তৎপরে গভর্ণর বাহাদুরের নিকট ৪০ মিনিট কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। লাটসাহেব অতিশয় আগ্রহের সহিত ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-প্রদত্ত কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ উপহার সাদরে গ্রহণ করেন।

মাদ্রাজের সংবাদ

গত ২১ এপ্রিল (১৯২১) তারিখের নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ—

রিয়ার ডন রোড ভেপারি মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর এম বালসুন্দরম্ নাইডু এবং পুনা বৃন্দাবন হাউসের কমীলাল ক্যালডি সন পাউরিয়া চেটী মহোদয়দ্বয় মাদ্রাজে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভূমি ক্রয় করিবার জন্য যথাক্রমে ৮০০৲ ও ৭০০৲ টাকা আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই সাধুপ্রস্তাবে তাঁহারা সজ্জনমাত্রেরই প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে

শ্রীচন্দনযাত্রা-মহোৎসব

গত ৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ মাধবজিউর চন্দনযাত্রা-উৎসব অতীব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়ের এবং ভদ্রমহিলা সঙ্কীর্ত্তনাধিকারের পর পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণান্তর বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। কটক হইতে ১০।১২ জন ভক্ত এবং আলালনাথ হইতে ৩।৪ জন ভক্ত শুভাগমন করিয়া এই মহোৎসবে যোগদান করায় সমাগত ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই মহোৎসবে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সদাচরণ দত্ত মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা

গত ৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। এই পরমের সময় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হইতে আরম্ভ হইয়া ২১ দিন কাল শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেব প্রত্যহ বেলা ৬টার সময় শ্রীমন্দির হইতে প্রায় একমাইল দূরবর্ত্তী চন্দনপুকুরে (নরেন্দ্র সরোবরে) শুভ বিজয় করেন। যাত্রায় ভোগ গ্রহণ করিতে করিতে প্রায় ৫টার সময় চন্দন-পুষ্করিণীর তটে পৌঁছিয়া সুসজ্জিত নৌকায় আরোহণ করেন। নৌকাতে দেবদাসীগণ নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে নৃত্যগীতাদির দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের ও বিগ্রহদ্বয়ের সেবা করেন। প্রায় ১ ঘণ্টা কাল নৌকা-

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ঃ০ঃ —

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, শনিবার ১০ই বৈশাখ ১৩৩৮

বিহার করিয়া সরোবর-মধ্যস্থিত শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন এবং তথায় সুগন্ধি চন্দন শ্রীঅঙ্গে মাখিয়া স্নান সমাপনানন্তর সুগন্ধি আতরাদি এবং পুষ্পাদি দ্বারা বেশ রচিত হইলে পর নানারূপ মিষ্টান্ন পিঠাপানা ভোগ গ্রহণ করিয়া তথায় আরাত্রিকের পর রাত্রি প্রায় ১০টার সময় শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্ উদ্ঘাটনে

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

যদি সত্য সত্য কেউ শিক্ষা লাভ ক'রতে পারেন, তা হ'লে তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় যে, তাঁদের বংশের ঐরূপভাবে শিক্ষিত হোক। প্রকৃত শিক্ষা একটা মাঠ-প্রীতি স্বতই [illegible] হয়। শিক্ষক স্বয়ং যদি ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা থাকে তা হ'লে তাঁদের মধ্যে আরও নীতি-বিকৃতি ও একদেশদর্শিতা পুষ্ট হতে থাকে। কিন্তু তাই ব'লে বলছি না যে, নীতি ও ধর্ম্ম নিয়ে পরস্পর কথা আরম্ভ হোক।

অধিকাংশ স্থলে দেখতে পাওয়া যায়—অনেকে বড় বড় (University degree holder) খুব ভাল লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু 'শিক্ষিত' বল্‌তে যে সকল বিষয় জানা উচিৎ, তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। যেমন তেমন ক'রে নিজের অপস্বার্থ সাধন ক'রে নেন, ইহাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রতি বিশেষ ভাবে দূর হবে বটে, অন্য দেশের প্রতি অন্ধ মোহ থেকে বালকদের রক্ষা করা যেতে পারে, তাদের জাতীয়তার বিশেষ দায়িত্ব বোধ থাকা চাই। নাস্তিকে অবহেলা করার জন্য যে কুশিক্ষা—'যেমন ক'রে হোক, দোয়ায়া ক'রে খাব, দাব, থাক্‌ব'—এই যে কুশিক্ষা, তা' হতে সমাজকে রক্ষা কর্‌বার জন্য একটী বিদ্যালয় উদ্বোধন কর্‌বার আবশ্যক হয়েছে। যাতে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা কর্‌বার যোগ্যতা আসে, যাতে Comparative study of religion প্রভৃতি নিরপেক্ষভাবে সাধিত হয়, এজন্য শিশুকাল হ'তেই প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ শিক্ষার সহিত পারমার্থিক শিক্ষার একটী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা আছে।

আপাত মঙ্গল-দ্রষ্টা মনে করে,—এখন যেমন তেমন ক'রে যথেচ্ছাচারিতা করা যাক, মরণের পরে যখন সবই নিয়ে যা'বে, তখন আপাত সুখটুকু হ'তে বঞ্চিত হই কেন? 'পরজগতের কথা বিচার করা মূর্খতা ও সময়ের অপব্যবহার মাত্র'—এরূপ বিচার পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল থেকে ভারতেও আধুনিক-কালে আমদানী হ'য়েছে। আমার কেউ কেউ 'আইন বাঁচিয়ে কার্য্য' কর্‌বার কৌশল-শিক্ষার জন্যাবলম্বনে যে-সকল কার্য্য দৈহিক সুখের বাধক হতে পারে, সেরূপ কার্য্য হতে বিরতিকেই 'নীতি' বলে বিচার করেন। কিন্তু 'আইন বাঁচিয়ে কার্য্য করা' ব্যাপারটার সরলতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এরূপ সরলতার অভাব বিদেশীয় বা ভারতীয় উন্নত জীবনে অভিলাষ করা উচিত নয়। পরমার্থ-নীতিতে এরূপ সরলতার অভাব বিন্দুমাত্রও নাই। এই ভারতে নৈতিক ও পারমার্থিকতায় রুচি উৎপাদন কর্‌বার চেষ্টারও ত্রুটি উপস্থিত হয়েছে। আকুমারিকা হিমাচল, অন্য দিকে আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দ্বারকা, বোম্বাই, গোয়া ভ্রমণ কর্‌লাম, সর্ব্বত্রই নৈতিক ও পারমার্থিক চিন্তার প্রচুর অভাব লক্ষ্য ক'রেছি। লোকে শিক্ষা-দীক্ষা, কল-কৌশল অনেকই আয়ত্ত কর্‌ছেন, কিন্তু [illegible] বিষয়ের প্রতি সকলেই উদাসীন। নারদ-পঞ্চরাত্র বলেছেন,—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥
অর্চ্চয়েৎ তদীয়ানাং যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

যাবতীয় উপাস্য বা শিক্ষাবিষয়ক সাধন যদি নিত্য ভগবদ্ভক্তের সেবায় নিয়োজিত হয়, তবে সকল কার্য্যেই ফলবে,—এই জানি না ব'লেই আমরা বিদ্যালয়ে, টোল, পাঠক, পুরক, কুম্ভক আরম্ভ করি। যখন ভগবান্ [illegible], তখন লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। [illegible] দিয়েছে, মহাজনের তপস্যা নষ্ট হয়ে গেছে, [illegible] তার সাক্ষ্য। আমরা দেখেছি, পাশ্চাত্য আমার তপস্যা পতিত হ'য়ে গেছেন। আমাদের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বিদ্যার উপাসনা [illegible], যাদের নামধারী লোকমাত্রেই ভক্ত, তাদের [illegible] অভাব নাই, কত কত বই ছাপা হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু আমাদের মূল কথাটাই চাপা পড়ে গেছে। মূল কথাটী হচ্ছে এই,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্"।

ভিতর বাহিরে যদি হরিসেবাময় বুদ্ধি না থাকে, তা' হ'লে তপস্যা ক'রে কি হবে? Different schools of thoughts হ'য়ে উঠেছে। যদি শিক্ষার প্রারম্ভ থেকে একটা নিরপেক্ষ comparative study থাকে, তা' হলে জেনে [illegible] কোন্ বিদ্যালয় প্রকৃত মঙ্গল আর কোন্ [illegible] অমঙ্গল হবে। এরূপ Comparative study সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পাশাপাশি হওয়া উচিত, নতুবা খুব বড় বড় University degree holder এবং সাধারণ শিক্ষার স্থানীয়ের অধিকারী, বহু ডাক্তার, কবিরাজ হ'য়েও যখন দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা অতিরিক্ত অপেক্ষাকৃত কোটিগুণে অধিক কাম-ক্রোধাদির দাস হ'য়ে বিপথে পতিত হ'য়ে যাচ্ছেন, তখন সেরূপ শিক্ষার ফলে [illegible] দূরের কথা, বর্ত্তমান সমাজের সমূহ অনিষ্টকারী।

কুশিক্ষা, বিকৃত শিক্ষা ও অশিক্ষার জন্য জগতে যত

সমাজে নানাপ্রকার অনর্থ এসে উপস্থিত হ'য়েছে। দাক্ষিণাত্যে পঞ্চম শ্রেণীর জাতি পেরিয়াকে রাস্তা দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে যেতে হয় যে, 'আমি যাচ্ছি।' এদের চেঁচান শুনে' যদি বহুদূর থেকে উচ্চশ্রেণীর জাতি সাবধান না হন এবং নিম্নশ্রেণীর জাতি এরূপ না চেঁচিয়ে যান, তাহলে তা'দিকে আদালতের বিচারের অধীন হতে হয়। ইহা দেখে ঐরূপ পঞ্চম শ্রেণীর জাতি প্রভৃতি বিচার ক'রে নিয়েছে যে, যখন হিন্দুদের মধ্যে এতদূর নিরপেক্ষতার অভাব, তখন আমরা 'হিন্দু' ব'লেই পরিচয় দেব না। তাই তারা অন্য মতে প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়্ছে। শ্রীযুত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি আবার অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে মনে কর্ছেন, ইহাদিগকে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হোক। কেউ আবার বল্ছেন, তাদিগকে দাবিয়ে রেখে, আমাদেরই প্রাধান্য বজায় রাখ্বার জন্য জোর অভিযান হোক। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার হ'লে ঐরূপ কৃত্রিম সাময়িক অধিকার প্রদান বা সম্প্রদায়-বিশেষের কৃত্রিম প্রাধান্য কতদিন থাকবে? একারণে সম্প্রতি একটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা বিষয়ে আমাদের প্রয়াসের প্রয়োজন হ'চ্ছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ হ'লে শুধু বাঙ্গালা বা ভারতবর্ষেই আবদ্ধ থাক্বে না, ক্রমে ভারতবর্ষের অতীত সকল দেশের অধিবাসী, African, American, European, Asiatic সকল ভ্রাতৃবৃন্দ—পৃথিবীর সকলের প্রতি প্রকৃত মঙ্গলবিস্তার কর্বার জন্য পরস্পর সহানুভূতি কর্তে পার্বেন। সকল দেশের লোক, সকল দেশের বালক পারমার্থিক বিদ্যালয়ে পরমার্থনীতি শিক্ষা ক'রে সমাজ ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল কর্তে পার্বেন। জগতে আবার প্রকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম—শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হবে। 'কল্পিত ও বিকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম' যে শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নয়,—ইহা লোকে পারমার্থিক-শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বুঝতে পার্বেন।

শ্রীযুত বিড়্লা-নামক একজন সম্পত্তিশালী ও প্রতিষ্ঠাশালী বৈশ্য আছেন, তিনি পণ্ডিত শ্রীযুত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের নিকট হ'তে শিক্ষা লাভ ক'রেছেন এবং অর্থাদি দ্বারা শিক্ষাবিস্তারেরও যথেষ্ট যত্ন ক'রেছেন। স্থানে স্থানে তাঁদের কথার আদরও হচ্ছে; কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, আচারবান্ শিক্ষক না হলে আচারের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যাঁরা আচার-প্রচারময়ী পরমার্থ-শিক্ষা লাভ কর্ছেন, যতদিন পর্য্যন্ত না জগৎ তাঁদের শিক্ষায় সুফল লাভ কর্ছেন, ততদিন পূর্ব্ব কুশিক্ষায় কুফল ভোগ কর্তেই হ'বে। সকল সম্প্রদায়—সকল শিক্ষক যে সকল শিক্ষার কথা ব'লেছেন, তা নূনাধিক পরম শিক্ষা নয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর 'শিক্ষাষ্টকে' পরম শিক্ষার কথা বলেছেন। এই শিক্ষা সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে জানিয়েছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শিক্ষাবিস্তারের জন্য আধুনিক শিক্ষিত যুগে বিশেষ চেষ্টা ক'রেছিলেন এবং সেই পরম শিক্ষা-বিস্তারে তাঁর আত্যন্তিক হার্দ্দ অভিলাষ ছিল। তাঁর এই অভিলাষ যাতে পূর্ণ হয়, জগতে কল্যাণ-কল্পতরুর সুশীতল ছায়া ও ফল বিস্তারিত হয়, তজ্জন্য আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামে একটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়—যাতে পারমার্থিক শিক্ষাকে মুখ্য উদ্দেশ্য ক'রে তৎসঙ্গে সঙ্গে তারই আনুকূল্যকারিণী দাসীসূত্রে সাধারণ শব্দ-শাস্ত্র-শিক্ষাও নিয়োজিত হতে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে একটী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন কর্বার সঙ্কল্প করেছি।

শব্দ-রহস্য

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

শৈশবকালে আমাদিগের আত্মীয় ও শিক্ষকগণ বাবা, মা, ভাই, ভগিনী, শত্রু, মিত্র, ঘর, দুয়ার, নদী, পর্ব্বত, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্ন, বস্ত্র, ভোগ্য, ত্যাজ্য, পূজ্য, পূজক, বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি বহু প্রকার শব্দ পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে শুনাইয়াছেন এবং যেসমুদয় বস্তুর প্রতি ঐ সকল শব্দ প্রযুজ্য, বার বার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাও আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। অতএব পার্থিব বস্তু সম্বন্ধে আমরা বর্ত্তমানে যে প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার মূলীভূত কারণ যে আমাদিগের আত্মীয় ও শিক্ষকগণের শব্দপ্রয়োগাত্মক চেষ্টা, ইহা সুস্পষ্ট।

আমাদিগের আত্মীয় ও শিক্ষকগণ-মুখনিঃসৃত শব্দ শ্রবণের পূর্ব্বেও আমরা বস্তু দর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু শব্দজ্ঞানাভাবে আমরা বস্তুজ্ঞান-লাভে সমর্থ হই নাই। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাদিগের আত্মীয় ও শিক্ষকগণের মুখনিঃসৃত শব্দশ্রবণের পর অভিজ্ঞতা লাভ হয় বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, তাহাদিগের শব্দপ্রয়োগাত্মক চেষ্টাই উহাই মূল কারণ।

যদি ভোগপরায়ণ বা ত্যাগী আত্মীয় বা শিক্ষকের নিকট হইতে শব্দের প্রয়োগ-বিধি ও শব্দার্থ জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করি, তাহা হইলে আমরা শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তিজাত অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হই। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিজাত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে শাস্ত্রজ্ঞ ও ভগবন্নিষ্ঠ সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করা আবশ্যক, নতুবা সম্ভবপর নহে।

শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিসাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে ভগবানই একমাত্র সেব্যবস্তু এবং তদিতর বস্তুমাত্রই তাঁহার সেবক, কিম্বা তাঁহার সেবার উপকরণ। সুতরাং শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িজাত অভিজ্ঞতা যাঁহার লাভ হয়, তিনি শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তিজাত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় স্বসুখান্বেষণ রত থাকিতে পারেন না। ভগবান্ ও তদীয়গণের সুখেই যথার্থ সুখী হওয়া যায় বলিয়া তিনি ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। তিনি নিত্যকাল পরমোজ্জ্বল সেবানন্দরস আস্বাদনের সুযোগ লাভ করেন। ত্রিতাপ আর ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাকে ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না। মনুষ্যজীবনের ইহাই সর্ব্বোচ্চ ভূমিকা। যাহার এইরূপ অবস্থা লাভ হয়, মাত্র তিনিই সৌভাগ্যশালী ও কৃতকৃতার্থ হন, অন্যে নহে।

একটী "স্ক্রু"কে একভাবে ঘুরাইলে উহা কঠিনভাবে কাষ্ঠে সংলগ্ন হয় এবং অন্যভাবে ঘুরাইলে উহা কাষ্ঠের সহ সংলগ্নভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই "স্ক্রু"র গতির ন্যায় শব্দের গতি দ্বিবিধ। শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তির চালন-প্রভাবে জীব ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া ত্রিতাপে ক্লিষ্ট ও বারংবার উচ্চাবচকুলেজন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তির চালন হইতে থাকিলে জীব সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ভগবদ্ভক্তিপথে রুচিবিশিষ্ট হয় ও ভগবদ্ভক্তির যাজনপ্রভাবে দুর্ব্বার সংসার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠগমন ও বিমল নিত্যানন্দ-লাভের সুযোগ লাভ করিতে পারে। তাই জনৈক হিন্দি ভাষাভিজ্ঞ তারস্বরে গাহিয়াছেন, যথা—

"শব্দহি মে তালা, শব্দহি মে কঞ্চি
"শব্দে শব্দে হোএ উজিয়ারি

অর্থাৎ শব্দেতে তালা বা দ্বার রুদ্ধ করিবার যন্ত্র এবং চাবি বা তালা খুলিবার যন্ত্র উভয়ই আছে। যদি শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তির ব্যবহার হয়, তাহা হইলে অন্ধকার ঘুরিয়া গিয়া জীবের হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানালোকের উদয় হইতে পারে।

সহজ ভজন

(শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী)

(১)

শ্রীহরি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ, অন্তর্য্যামী, ঈশ্বর ও সকলের প্রিয়। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল এই সংসারচক্র নষ্ট হয়। সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে ভজন করিতে করিতে সকল বন্ধন মুক্ত হয়। ভগবানের লীলাদি ধ্যান করায় মন ও শরীর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময়তা প্রাপ্ত হয়। সেই সময় অতিশয় ভক্তিহেতু অবিদ্যা প্রভৃতি অজ্ঞান ও বাসনাসমূহ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যায় এবং প্রেমসেবা সুখ রূপ মোক্ষ লাভ হয়।

স্মার্ত্তবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, আমাদের নীচকুলে জন্ম, বেদমন্ত্রে অধিকার নাই ভগবদর্চ্চনে অনধিকারী, সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যথাসাধ্য পালন করিয়া যাই। যদি পরজন্মে উচ্চ জাতিতে জন্ম হয়, তখন ভক্তি লাভ করিয়া হরিসেবা দ্বারা সংসার জয়ের আশা করিতে পারি। এবং যথাসাধ্য দান, ব্রত, তপস্যা, শৌচ প্রভৃতি নিয়মসেবা দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিলে পরকালে দ্বিজত্ব, ঋষিত্ব, বা দেবত্ব লাভ করিলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইবেন। এই ধারণা মূল। শাস্ত্র বলেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ঐরূপ অসুরবুদ্ধিবিশিষ্ট বালকগণকে কহিয়াছিলেন,—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
শ্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তত্বং ন বহুজ্ঞতা॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥

হে অসুরনন্দনগণ, ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার এবং বহুজ্ঞতা কিছুই ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের প্রীতি উৎপাদনের যোগ্য নহে। দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত এই সমস্তও ভগবানের প্রীতির কারণ নহে। কেবলমাত্র নিষ্কাম ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হন। ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্তই অকিঞ্চিৎকর।

দৈত্যেয়া যক্ষ-রক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ।
খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ॥

হে দৈত্যগণ, যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, গোপ, পশু ও পক্ষীজাতীয় প্রাণিগণের এবং পাপজীবগণেরও শ্রীঅচ্যুতের প্রতি ভক্তিযোগপ্রভাবে অমৃতত্ব ও অচ্যুতাত্মতা প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

ভাক্তিবিনোদঠাকুরের বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত—ইহাতে জীবের পরিচয়, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, ভক্তি ও মোক্ষাদির তত্ত্ব, শ্রীমদ্ভাগবতাদি ও অন্যান্যের ভেদ, প্রকৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্বপ্রচার, প্রমাণ, বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমতত্ত্ব, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ, পঞ্চোপাসনার সহিত পার্থক্য, মায়াতত্ত্ব, বৈধীভক্তি ও রাগভক্তির ভেদ, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, অদ্বৈতবাদী গুরু অভিমত তাহাদের, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্ত, বৈষ্ণবগুরুর অধিকার ভক্তির অধিকারী-বিচার, কর্ম্ম ও অন্যাভিলাষের আবশ্যকতা, শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভগবদ্ভক্ত ও আত্মার প্রতীতি-ভেদ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভেদ, পঞ্চমবেদের সার ও অন্যের কারণ, শ্রীপ্রয়াগ তপন মোহপাশ, পরিবারাদি, ভীষ্ম, বৈরী ও রাগানুগা ভক্তি, সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়ের আবশ্যকতা, পারকীয়তত্ত্ব, মধুর রস, লীলাপ্রবেশ প্রভৃতি সনাতন সম্প্রদায়ের অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্বাবলী অতি সরলভাষায় কথোপকথনচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একখানি গ্রন্থ পড়িলে পারমার্থিক বিষয়ের কিছুরই অজ্ঞান ও সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় পরবিষয়ও এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষা এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামী-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনকারী এই গ্রন্থরত্ন উদিত হইয়াছেন। আবার পরিষ্কার পৃষ্ঠা, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সুন্দর করা হইয়াছে। বিরাট, গ্রন্থ, সোণার জলে নাম লেখা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ২৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সুন্দর বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আবশ্যক সাধারণ ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার স্বরূপ কি? ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, রস কি? ইত্যাদি বিষয় সাধারণের প্রথম বুঝিবার ভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম সংস্করণ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া শিক্ষিত হওয়া যায় না।

শ্রীসাধনপথ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।৵০ আনা

শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্যকরিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের অনুভূত ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের উপদেষ্টা দিগের ও উপদেশ্য ব্যক্তিগণের নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পারমার্থিক পত্র

৪৪৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

৵১০ ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা: শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথা সার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ষ্টিফ গভের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীনাম মহত্ত্ব, নামাপরাধ, নামাভাস, নামপরাধ সম্বন্ধে বিচার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এই বিষয়গুলি অতি সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত। এই পুস্তক বিনা মূল্যে বার আনা মাত্র

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহ্বা

(সঙ্কলনাত্মক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত সঙ্কেতাদির অর্থ ২। পার্ষদপ্রবরের বেষ্টনগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্বন্ধিত শ্রীমন্দির ও বিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তৃগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ। বিষয়বিশেষে ৩০ টি ও পাতার আকারমূলে যাবতীয় কথা। চারখণ্ড পূর্ণ হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা (এক খণ্ড বহুই)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার মূলগ্রন্থ ও টীকা প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতিখণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৪০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!!

ক. বি. দত্তের চোকা খাঁটি বাদাম তৈল

খাইতে ও গায়ে মাখিতে এবং উপকারিতায় বিশ্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী অক্ষরে কে, বি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কলিকের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে ঔষধ মাত্রায় আরাম, পাইলাইট্রোক্লোরো কুইনিন ম্যালেরিয়ার এবং ইউরিসেমিয়া আছে।

এই ফেরার্স কুইনিন দ্বারা একেবারে করিলে একটী বা দুটী একেবারেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৩ হইতে ১২টী ডোজেতেই ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ফেলে।

ঔষধপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ টাকা, ½ ১৲ টাকা

বাদাম কোম্পানি এণ্ড কেমিক্যাল ম্যানুফেকচারিং

৯৯১ নং বহুবাজার লেন, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্তুতি-প্রস্তাবনা:—

গব্যতত্ত্বামৃত

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেয়ে আনন্দময় সত্য—তাহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন ভাষায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্বন্ধজ্ঞানলাভে নিষ্কপটে যে প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তদ্বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ভাষা সংস্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

কল্যাণকল্পতরু

আমরা প্রত্যহ কত প্রকার ও কামনায় বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে সকলাপকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার বিষয় কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাষে লিখিত। এই গ্রন্থের বাস্তবিক কল্যাণের পথপ্রদর্শক, ইহা সকলকে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

বিস্তৃত ক্যাটালগের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে প্রায় ৩০ মন্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-পীঠ, পরাবিদ্যা পীঠ বা সাক্ষাৎ ভক্তস্থলী। এই মহাপীঠে শ্রীপরিব্রাজকাচার্য বাক্যকণ্ঠাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরাবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তর্ক ন্যায় -উপনিষদ-গীতা-সূত্র-পুরাণ-মন্বাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর ও সাক্ষাৎ সম্প্রদায়াচার্য-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের পরম নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজ পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাক্ষাৎ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থরাজ শ্রীচরিতামৃত 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাসহ ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠী ও জনসাধারণে মহামহোৎসবাদি এখানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমান হরিকথী সেবকগণ—শ্রীমান বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী বাসন্তীপথী, শ্রীপাদ গিরিজ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীমদ্বিশ্বানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের নবদ্বীপ-নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তি-সভাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ শ্রীবিনোদানন্দ পীঠ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যগণের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর শুদ্ধপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ভক্তমনিষ্ঠ মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, নগরসঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সমাক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আসামত্রিদণ্ডি শ্রীপাদ কৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ গুণধরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামসেবাশ্রয় ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগন্নাথদাস দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ গুরুগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ অধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যাঙ্কার অধিকারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীশ্রীগান্ধর্বা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনিতাই এবং শ্রীরাধা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য। প্রভু শ্রীযোগানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী। শ্রীযুক্ত পাল আধিকারী, দেবশর্মা শ্রীজগন্নাথদাস।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস ও শ্রীগৌরলীলার রঙ্গস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅদ্বৈত দাস, শ্রীমাধবেন্দ্র দাস।

(৫) শ্রীঅদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) শ্রীবাসের নন্দনাদি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামন পুকুর, নদীয়া।

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীনন্দন গৌর বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

(৭) শ্রীনন্দন কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, কুলিয়াপাহাড় (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মায়াপুর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রী ধন, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধব অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, মহাদেবডাঙ্গা, নদীয়া।

শ্রীগৌর-গদাধরের নিত্য সেবা। রক্ষক—শ্রীবিশ্বরঞ্জন আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ

মায়াপুর, নবদ্বীপ ইষ্ট, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমাধবেন্দ্রমন্দির

মায়াপুর, নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীগৌরাঙ্গের সখা বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী।

(১২) শ্রীগৌড়ীয় আসন

শ্রীমায়াপুর ষ্টেশন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ধর্মপ্রচার ও ভক্তিবিনোদ প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীবিশ্বানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

চাঁদপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

২৩নং বলরাম পাল ষ্ট্রীট, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমল পুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।

রক্ষক—শ্রীশ্যামগোপাল ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

চট্টিবাজার পাদরিশালী সভা, পাদরি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা।

রক্ষক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট মঠ

শিকলিয়া, পাণ্ডু নবগ্রাম, গৌহাটীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোপালপ্রসাদজী, ব্রহ্মচারী শ্রীগোপালদাস।

(১৮) শ্রীরূপ-গৌড়ীয় প্রপন্নাশ্রম

নাজির বাজার, পোঃ বালুরঘাট।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোপালদাস।

(১৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পাথরা, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবাণীর নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দনানন্দ বিদ্যানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দ নিত্য।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আমরাবতীপাড়া, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমঠে মধুর অবস্থান। রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীগণিনাচারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবাণীর নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগন্নাথলেন পুরা, কাশী।

গৌ-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীমৎসংকেত কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগুণ-নিধান ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বাণীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীমধুমঙ্গল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চন্দ্রকূপ, চক্রধরপুর, সিংভূম। ইহা শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন দাস, শ্রীকৈবল্যানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীবাস হাঁড়ি মোহান্ত।

(২৬) ন্যাসি-গৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গবিনোদ-ধামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমধুমঙ্গলজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, কটক

এখানে বহুকুলপূজ্য শ্রীগোরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

১৮ রেস কোর্স, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) মোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—মূলমাত্র	১০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	১১৷৵০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২।	ভাগবত-সার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
৫।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ)	২৲
৬।	বেদান্ত	২৲
৭।	ষাট্‌সন্দর্ভ ও তত্ত্বসৌরভঃ সাহায্যে (মাদ্ধ)	২৲
৮।	গৌড়ীয়-ব্যাকরণ	৲
৯।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	৷৷০
১০।	চিত্রে নবদ্বীপ	৷৷০
১১।	শ্রীচৈতন্যসুধামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম (বাঁধা)	১৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আধাবাঁধা)	৷৷০
১৩।	বৈষ্ণবসেবা-সমাজোন্নতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১
১৪।	শ্রীনামভজন-রহস্য	৷৷০
১৫।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৷৷০
১৬।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷৷০
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৷০
১৮।	গুরুবন্দনা	৷০
১৯।	স্তবমালার (কেবল মাধ্য-গ্রন্থ)	৷
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷৷০
২১।	দামোদরলীলা (বাঁধা)	৷৷০
২২।	শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকা সম্পাদন	৷৷০
২৩।	বেদান্তের প্রমাণ নির্ণয় (ন্যায়ালঙ্কার)	৷৷০
২৪।	ব্রহ্মসংহিতা	৷৷০
২৫।	গৌড়ীয়-গায়ত্র	৵০
২৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	৵০
২৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৵০
২৮।	অধিমন্ত্রী সাধনা	৷০
২৯।	ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	০
৩০।	ঈশোপনিষৎ (শব্দের ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিস্তৃত ও অনুবাদ সহ)	৷০
৩১।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	০
৩২।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	০
৩৩।	শ্রীবৃন্দাবন	৵০
৩৪।	ঐ ক্রমাণবত	৵০
৩৫।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৵০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

৩৬।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
	(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
	(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১৷৷০
৩৭।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৫৪ গৌরাব্দ)	৵০
৩৮।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৩৯।	দীপ-দিবসোৎসব	৵০
৪০।	কার্ত্তিকব্রতকৃত্য (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৪১	পুষ্পমালা	
৪২।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৵১০
৪৩।	নবদ্বীপশতকম্	৵
৪৪।	মধ্বাচার্য্যস্য	৵
৪৫।	শিক্ষাষ্টকম্	৵
৪৬।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵১
৪৭।	শরণাগতি	৵০
৪৮।	গীতাবলী	৵০
৪৯	গৌড়ীয়রা কি করেন?	৵০
৫০।	সাধ্যসার	৵০
৫১।	অমৃতরস	৵০
৫২।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৵০
৫৩।	অষ্টকালীয়	৵০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪।	শিক্ষা-সংস্করণ	৷০
৫৫	গীতা-মহাত্ম্যম্	৵০
৫৬।	ঈশ-কেন	৵০
৫৭	সাধ্যসার-সংগ্রহ	৵০
৫৮।	শরণ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম	৵০
৫৯।	শ্রীগুরু-পরম্পরা	৵০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬০।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৬১।	কল্যাণ কল্পতরু
৬২।	সাধন পথ
৬৩।	গীতাবলী
৭০।	শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

স্বর্ণসুযোগ! স্বর্ণ সুযোগ!! স্বর্ণ সুযোগ!!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মপ্রকৃপোদ্ধারিণী কলুষ-কালুষনিসূদনী জীবন্মুক্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-প্রবালমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম-সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়কর্ত্তা—মহাজন-জীবন-চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্ময়াচিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কামধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীবাস ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সারার্থ-পূর্ণ তত্ত্বে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, স্ত্রিয়দের ধর্ম্ম ও কর্ম্মকীর্ত্তন, শ্রীবাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ তথ্যপূর্ণ মধুরিমপূর্ণ-প্রবন্ধকুসুম-পরিপূরিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

গোপ মহাশয়ের ঔষধ, অধিক পরিমাণে খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাই হইবে, ভিজিট দেওয়া হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গভীর রোগীদের খাট বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকালীকিঙ্কর উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠি, বরিশাল।

শুধু রবিবার ঠিকানা ৩ মাকাত করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

অমর ঔষধালয় মতি এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র, ১৩৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, হাট খোলা, কলিকাতা।

একদানি পত্র। আমার স্ত্রীপুত্র গত ৬ মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃত্যুগ্রাস হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (মাঃ) শ্রীযুক্ত কেদার নাথ চৌধুরী। জামালপুর। ২৭, ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করে হেমন্ত

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুষঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাজারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৭ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৸০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দাবলা, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাবক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— "শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৷৫

ত্র প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই বৈশাখ সোমবার ১৩৩৮, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৩১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, সোমবার ১৪ই বৈশাখ, ১৩৩৮

"নূতন কিছু কর"

পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলেই পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। "পুরাণ ভাল লাগে না, নূতন কিছু কর"—ইহাই যেন সকলের মজ্জাগত সংস্কার। তাই আহারে বিহারে, আচারে বিচারে, শয়নে ভোজনে, এমন কি ধর্ম্মে কর্ম্মে পর্য্যন্ত নূতন হাওয়া প্রবাহিত করিতে সকলেই চেষ্টিত।

আজকাল নব্য সম্প্রদায়ে আর পুরাতন জিনিষের আদর নাই। অনাদিকাল হইতে যে আচার ব্যবহার পালন করিয়া আচার্য্যগণ ঐহিক ও পারমার্থিক জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর আজকাল কেহ গ্রাহ্য করেন না। মানুষের সুখ-শান্তিও কাজেকাজেই এ'জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। লোকে সর্ব্বদাই বিবিধ অভাব-অসুবিধায়, দুঃখ-দৈন্যে প্রপীড়িত, কিন্তু রোগের মূল কারণ অনুসন্ধান না করিয়া সকলেই তাহার সাময়িক প্রতিকারে ব্যস্ত।

ধর্ম্ম-জগতেও এই সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিতেছে। যাহা সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহা আর আজকালের লোকে প্রায়ই গ্রহণ বা অনুষ্ঠান করে না। চুল ছাঁটা, কাপড় পরা, খাওয়া-দাওয়ার ধরণ যেমন আজকাল নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ধর্ম্মালোচনার প্রকারও তদ্রূপ পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য—ইহাই নব্য-সম্প্রদায়ের ধারণা। কাজেই শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রের বা মহাজনের কথায় লোকের আস্থা কমিয়া গিয়াছে। নব্য অবতার, নব্য ধর্ম্ম-প্রচারক, শ্রৌতপথ ছাড়িয়া ভজনের নব্য-পথাবিষ্কারাদি দ্বারা ধর্ম্মজগতে নব নব ভাবে গড়িয়া উঠিতেছেন। কিন্তু তাহাতে বাস্তবিক পক্ষে লাভবান কতটুকু হইতেছেন, তাহা কেহই বিচার করেন না।

'গীতা' একটী পুরাতন শাস্ত্র, তাঁহা স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বলিয়া জগতে একেবারে উপেক্ষনীয় হয় নাই; কিন্তু তাঁহার পুরাতন অর্থগুলি পরিবর্ত্তন বা পরিত্যাগ করিয়া নূতন অর্থ, নূতন টীকা রচনা করিয়া তাহার মধ্যেও নূতন মত প্রচার করা হইতেছে।

নূতনের পিপাসা আমাদের এত বেশী যে, কেহ কেহ নূতন কিছু করিতে না পারিয়া পুরাতনগুলিকে ঝালিয়া একটুকু নূতনের রং ফলাইয়া তাহাই বাজারে চালাইয়া দিতেছে। তাহা নকল হইলেও গ্রহণ করিবে, কিন্তু আসলটুকু পুরাতন বলিয়া তাহার আদর কেহই করিবে না।

নূতন বস্তুর আদর বেশী। নূতন কাপড়, নূতন ছাতা ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুগুলিও নূতন অবস্থায় বড় আদরের থাকে। এরূপ নূতনের হাওয়া, নূতনের ভাবে অনুপ্রাণিত জগৎ ধর্ম্মজগতের নূতন ভাবেও প্রমত্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? বিমুখ বিমোহিনী মায়াও সুযোগ বুঝিয়া নূতনের এমন মনোহারী দোকান খুলিয়াছে যে, নূতন-পিপাসু সকলেই নূতনের সন্ধান করিতে করিতে মায়ার কুহকে ভুলিয়া যাইতেছে।

শ্রীমহামন্ত্র তারকব্রহ্ম নাম কলিজীবতারণের জন্য অনাদি কাল হইতে প্রচলিত। নূতনের হাওয়া তাহাও যেন উড়াইয়া দিতে উদ্যত। মহামন্ত্রকে বাদ দিয়া অথবা কাটিয়া ছাটিয়া নূতন করিয়া ধর্ম্মজগতে চালাইতে পারিলে যেন একটু বেশী বাহাদুরী করিতে পারা যায়, অথবা বেশী সম্মান পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ পুরাতন অর্থাৎ পুরাণ পুরুষ; শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদি সবই পুরাতন। জীবও পুরাতন। কিন্তু পুরাতন হইয়া নূতনের দলে মিশিতে গেলে—নূতন হাওয়া লাগাইতে গেলে, পুরাতন ব্যবহারে অভ্যস্ত জীবের নানা অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ অনাদি-কাল-প্রচলিত পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদির মতবাদ অগ্রাহ্য করিয়া, শ্রৌতপথ অবলম্বন না করিয়া নূতন নূতন ধর্ম্ম মতগুলির আদর করিলে "পতন্ত্যনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" অবস্থাকে বরণ করিতে হইবে।

সহজ ভজন

(২)

কেহ বলেন যে, আমার যদি অর্থ থাকিত হইলে বড় করিয়া দেবমন্দির করিতাম, নানা উ ভোগের বন্দোবস্ত করিতাম, বহু উৎসবাদির আ করিতাম আমার কি আছে? খাবার জোটে না, ক'রেই বা ভগবানের সেবা করা যা'বে? তদু শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন—

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ॥

হে অসুরগণ সেই অচ্যুতকে প্রসন্ন করা বহু আয়া কার্য্য নহে, তাঁহার সেবার জন্য মন্দির নির্ম্মাণের অপেক্ষা থাকিতে হইবে না। ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বভূতের আত্ম তিনি সকলের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। ভক্তগণ ভগবানের শ্রীমন্দির,—

ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব-পরাণ॥

তুলসীদল ও গণ্ডূষমাত্র জল তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্ব অর্পণ করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিব বিক্রীত হ'ন।

কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ করে তারে পার॥

কিন্তু সামর্থ্য বিদ্যমানে গৌণোপচারে পূজা ক বিত্তশাঠ্যরূপ একটী অপরাধ হয়। যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গ কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করি থাকেন, ভগবান্ স্বয়ং অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তে হৃদয়ে আসিয়া উদিত হ'ন।

আগামী পরশ্বঃ ২৭ মধুসূদন, ১৬ই বৈশ ২৯শে এপ্রিল বুধবার শ্রীরুক্মিণী দ্বাদশী ব্রত উপবাস।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। চন্দ্রপ্রভা বটিকা—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মধুর বটিকা—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বদন মঞ্জরী

টিকার স্বল্প ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] শুক্রপাত, [illegible], মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে দ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাস্বারি ঘৃত"

[illegible] রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য দিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

ব্যবহারে [illegible] সন্তোষশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে সামর্থ্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসি

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও [illegible] মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৪০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৪০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম-ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর
প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই মে ১৯৩১

(১)

১১৩৬ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৫৯৩।৶০

ডিঃ চন্দ্রকান্ত প্রামাণিক সাং রাণাবন্দ

দেঃ মেরাজ মণ্ডল দিং সাং ফুলকলমী পোঃ বাদালবি

থানা চাপড়ার সামীল ফুলকলমী গ্রামে জয়দুর্গা দাসী ও রাধালদাস সিংহ দিং সেরেস্তায় সেঃ ১১৪ খতিয়ানের ৪-৭৬ শঃ জমি ২৩৸/১৮॥ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

১১৬৭ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৫৮১।৶৬

ডিঃ মহেন্দ্রনাথ প্রামাণিক সাং পিপড়াগাছি

দেঃ দিলমহম্মদ বিশ্বাস দিং সাং এলাদি পোঃ বাদালবি

থানা চাপড়ার সামীল এলাদি গ্রামে শিবনারায়ণ ঘোষ দিং সেরেস্তায় সেঃ ২২ খতিয়ানের ৬-১৪ শতক জমী ১৫৲ রায়তী স্থিতিবান্ জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫০৲

(৩)

১২৭৮ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৩৩২।৶৩

ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী সাং গোয়াড়ী

দেঃ আসালউদ্দিন সেখ দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর সামীল গোয়াড়ী গ্রামে অতুকূল প্রামাণিক দিং সেরেস্তায় /২ কাঠা জমী ১৲ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালিকের অধীনে /২ জমী ৩৲ জমা, দেঃ ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ৪০৲

(৪)

১২৯৭ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৩৩৯৸/৬

ডিঃ বিহারীলাল দত্ত দিং সাং সড়ক

দেঃ নলিনীমোহন সরকার দিং সাং সড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী অধীন বহিরগাছি গ্রামে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দিং সেরেস্তায় সেঃ ১৭৭ খতিয়ানের ৩২৯ শতক জমী ৫৶০ রায়তি স্থিতিবান্ জমা মায় আম বাগান সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫)

১১৫৮ দেঃ জারি ৩১ দাবি ১৫৭॥৩

ডিঃ জানেন্দ্রমোহন ভাদুরী দিং সাং

দেঃ [illegible] পাল দিং সাং [illegible] পোঃ বাদালবি

থানা চাপড়ার সামীল ঘাটরা গ্রামে ব্রাহ্মমোহিনী-দাসী দিং সেরেস্তায় সেঃ ৪০৬ খতিয়ানের অধীন ৪০৭—৪২৩,৪৩৫—৪৩১ খতিয়ানের ৪১৯৭ শতক জমী ১৯৸/৫ জমা উক্ত জমার ৮/৮ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৬)

১১৫৫ দেঃ জারি ৩১ দাবি ২৫২৸/০

ডিঃ মহিরদ্দিন মণ্ডল সাং বড়চুনড়িয়া

দেঃ এরফান মণ্ডল সাং হুদা হরিণডাঙ্গা পোঃ হাসখালি

থানা হাসখালীর সামীল হুদা হরিণডাঙ্গা গ্রামে উপেন্দ্রনাথ ঘোষ সেরেস্তায় ৯২।৭ জমার মধ্যে দেঃ ২৭।৶৩। টাকার জমী ৪১।২ কাঠা মায় আকর আওলাত মূল্য ৭০৲

২। ঐ থানার অধীন ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ১/২॥ জমী ৪/৫॥ জমা দেঃ অংশে ১৶১৫ জমা ; উক্ত জমার জমি ও আকর আওলাত সহ মূল্য ১০৲

(৭)

২১২৩ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৯১৭।০

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ অনুকূলচন্দ্র পালিত দিং সাং দেবগ্রাম পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের সামীল দেবগ্রাম গ্রামে নদীয়া কালেক্টরীর ১৯১২নং লাখরাজ মহালের সেঃ ৬৩২।৬৫৬ খতিয়ানের ২॥০ বিঘা জমী মায় তদুপরি আকর আওলাত মূল্য আঃ ৯৫৲

২। ঐ থানার অধীন ঐ গ্রামে অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় সেঃ ১৯৬ খতিয়ানের ৩৪ শতক জমী ৪॥১০৸ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১২৲

৩। ঐ থানার অধীন ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় সেঃ ১৯৭ খতিয়ানের ৩৭ শতক জমি প্রতি বিঘা ॥৶ ২॥ হারে কর দিতে হয়। মূল্য আঃ ১৫৲

৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় সেঃ ১২৫২ খতিয়ানের ৩৯ শঃ জমী প্রতি বিঘা ॥৶১২॥ হারে মূল্য আঃ ১১৲

৫। ঐ থানার অধীন ঐ গ্রামে ১৯১২ নং লাখরাজ অধীন সেঃ ৬৩২ খতিয়ানের ৩০১ শতক জমী মূল্য আঃ ৮০৲

(৮)

১২৭২ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৬৯৭৸/১৫

ডিঃ হেমাঙ্গিনী দেবী সাং গোয়াড়ী

দেঃ মাখন ঘোষ দিং সাং বিষ্ণুনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর অধীন রইপুকুর গ্রামে শিবকুমারী দেবী অধীন সেঃ ৮৯২ খতিয়ানের ১০৫২ শতক জমী ৯৸/০ রায়তী স্থিতিবান্ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

৯২ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৩৭১/৯

ডিঃ বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ শরৎসুন্দরী দেবী সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের অধীন কৃষ্ণনগর মৌজার নদীয়া মহারাজ সরকারে সেঃ ৫৫৯৩।১ ও ৫৫৯৩।৩ খতিয়ানে ৪-৭১ শতক জমি ৬৸/২ জমা।

(১০)

২৮১ দেঃ জারি ৩১ দাবি ১০৫৯॥৶০

ডিঃ মতি সেখ দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ দিলমহম্মদ সেখ দিং সাং গোয়াড়ী কাঠুরিয়াপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর অধীন গোয়াড়ী কাঠুরিয়াপাড়া গ্রামে কলিকাতা সাকিনের যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেরেস্তায় ।০ কাঠা জমী ১॥৶০ জমা মায় ঘর দরজা, জানালা ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৫০০৲

(১১)

৩৯৫ দেঃ জারি ৩১ দাবি ১১৫৪॥৶০

ডিঃ রাধিকানাথ বিশ্বাস সাং কোলা

দেঃ সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস সাং ভবানীপুর পোঃ মেহেরপুর

থানা ত্রিহট সামীল লাট চাঁদেরঘাট মধ্যে ও কমলাপুর গ্রামে রাজকুমারী ও প্রসন্নলিনী দিং ৩৮ পাই পত্তনী অধীনে ২৭.॥৶৮ জমা দিতে হয়। উক্ত জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০০৲

১১৪৫ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৬১৩।০

ডিঃ গৌরীলাল ঠাকুর মোং গোয়াড়ী

দেঃ বিজনবালা দাসী দিং সাং গাজনা পোঃ হাসখালি

থানা হাসখালীর অধীন গাজনা গ্রামে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সেরেস্তায় সেঃ ১৬৯।৩৯ খতিয়ানে ও অধীন ১৭০।১৮১। ২৪৭।৬৪ খতিয়ানে ১৯-০৮ শতক জমী ও সদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া দুই মালিককে মোট ২১॥০৷ জমা দিতে হয়। দেঃ নিজাংশ ৫৪৸৪॥ কাঠা জমী বিক্রয় হইবে। মূল্য আঃ ৪০৲

(১৩)

১১২৪ দেঃ জারী ৩১ দাবি ৩৪৭।৩৯

ডিঃ আবদুল রহমান বিশ্বাস সাং ভৈরবচন্দ্রপুর

দেঃ সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং বেতনা পোঃ হাসখালি

থানা হাসখালির সামিল বেতনা গ্রামে খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় সেঃ ১১০৫, খতিয়ানের ৪৭-৯৫ শতক জমী ১৯৸০ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী পত্তনী জমার অন্তর্গত ৪০॥০। জমীর হারাহারী মতে ৫৸০ জমা দিতে হয়। মূল্য আঃ ২০০৲

৩২৬ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৫৩২॥৶১

ডিঃ সীতানাথ গড়াই সাং সোণডাঙ্গা

দেঃ পাচু সিন্দে দিং সাং সোণাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালী অধীন সোণডাঙ্গা গ্রামে মহম্মদ খালুম হক দিং সেরেস্তায় সেঃ ১২৪০ খতিয়ানের ১০৪২ শঃ জমী ১ কায়েমী মোকররী জমা মূল্য আঃ ৭৫৲

২। ঐ থানার অধীন ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় সেঃ ২৭৮ খতিয়ানের ২-৩৮ শঃ জমী ৫॥০ কায়েমী জমা মূল্য আঃ ১২৫৲

(১৫)

১৭১ দেঃ জারি ৩১ দাবি ১৩০৯/০

ডিঃ কৃষ্ণবিহারী বিশ্বাস দিং সাং শিবপুর

দেঃ পাচুগোপাল ঘোষ চৌধুরী সাং বাণিয়া পোঃ তেহট্ট

থানা ত্রিহট্টের এলেকাধীন বাণিয়া গ্রামের ১৫ গণ্ডা ৬ দীপ ॥ দীপের কড়া = দুই দিপের ক্রান্তি অংশ মত রাজস্ব নদীয়া কালেক্টরীতে দিতে হয়।

(১৬)

৩৫৫ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৯৮২৸/৫

ডিঃ চন্দ্রকলতা দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ কাশীদাস বৈরাগ্য সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের অধীন বাদড়াপাড়া গ্রামে ১।০ কাঠা জমী মায় তদুপরিস্থ ৪ কুটারী পাকা কোঠা মায় জানালা, কুয়া, পায়খানা সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য ৫০০৲

(১৭)

২৩৪৬ দেঃ জারি ৩০ দাবি ১২১৸/৯

ডিঃ রাজা হৃষীকেশ লাহা মোং গোয়াড়ী

দেঃ সরোজিনী দেবী সাং পালপাড়া পোঃ চাকদহ

থানা চাকদহ সামীল পালপাড়া গ্রামে সেঃ ৮৭ খতিয়ানের ২-৮ শতক নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ও দোতালা পাকা ইমারত আদি মূল্য আঃ ১০০৲

(১৮)

১০৯৩ মণিজারি ৩১ দাবি ২২৬॥৶০

ডিঃ খতিব মণ্ডল সাং ভাতছালা

দেঃ ভূপতি মণ্ডল সাং ভাতছালা পোঃ হাটচাপড়া

থানা চাপড়ার সামিল ভাতছালা গ্রামে সরোজরঞ্জন সিংহ দিং অধীন সেঃ ২৯৪ খতিয়ান ও অধীন ২৯৫।২৯৬।২৯৮।২৯৯—৩০১, ৩০২ খতিয়ানের ১৮-২২ শতক জমি ২০।৭ রায়তী স্থিতিবান্ জমা দেঃ ।০ আনা রকম মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানার সামিল ঐ গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং সেরেস্তায় ২৯১ খতিয়ানের ১-২। শতক জমী ১।৮ মকররী জমা দেঃ ।০ রকম অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(১৯)

১১০৩ মণিজারি ৩১ দাবি ৩৭।০

ডিঃ প্রভাসচন্দ্র সিংহ সাং পীরপুরকুল্লা

দেঃ এমান সেখ মিস্ত্রী দিং সাং ফুলকলমী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামীল ফুলকলমী গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ১৮ খতিয়ানের -৫৩ শতক জমী ৫॥৵০ জমা দেঃ ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার অধীন ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীনে ১২৩ খতিয়ানের -৫৩ [illegible] জমী প্রতি বিঘা ১।৴০ [illegible] বিনা [illegible] হইয়াছে। [illegible] হিসাবে ; মূল্য ২৲

(২০)

২৭ মণিজারি ৩১ দাবি ৯০৩৸৶৩

১০৯০।৩১

ডিঃ গোমানিলী বিশ্বাস সাং ডুমরিয়া

দেঃ মসুলদ্দি মণ্ডল দিং সাং ভগবানপুর পোঃ আসাননগর

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামীল ভগবানপুর গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ২৯৭ ও অধীন খতিয়ানের মোট ৭১-৯২ শঃ জমী ৮২।৶০ মধ্যস্বত্ব জমা মধ্যে দেঃ ,১০॥১= ক্রান্তি রকম মূল্য আঃ ২৫.

২। ঐ থানার সামীল ঐ গ্রামে ঐ ৯১—৯৩ খতিয়ানের ৩০-০১ শতক জমী ৩৮৶৯ জমা মধ্যে দেঃ ৴১১৸৵০ রকম বিক্রয় হইবে। মূল্য আঃ ২৫৲

(২১)

১১০০ মণিজারি ৩১ দাবি ৫১৭॥৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ আছারণ বিবি সাং ডুমরিয়া পোঃ আসাননগর

থানা চাপড়ার সামীল ডুমরিয়া গ্রামে তারাপদ সরকার অধীন ৪৫।৪৬,৪৭ খতিয়ানের ও ১০০।১৯০ খতিয়ানের ১৬-৪০ শঃ জমি ৫০৸৴৬ রায়তী জমা মধ্যে দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার সামীল ঐ গ্রামে ঐ মালিক সরকারে ১৬।১৭।-৫।১, ২৪৬, ২৪৭—২৬৭ খতিয়ানের ২২-৭৮ শতক জমী ৪২॥৯ রায়তী জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫০৲

৩। ঐ থানার সামীল ঐ গ্রামে ঐ মালিকের অধীন ৪১ খতিয়ানের ও কাকুরহুদাগ্রামের ৬ খতিয়ানের ৬-৩৫ শতক জমী ৯।৬ রায়তী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ থানার সামীল ঐ গ্রামে ঐ সরকারে ২৯ খতিয়ানের ৭-৮৫ শতক জমী ১৭৸৴০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

১০৯৯ মণিজারি ৩১ দাবি ৫৬৭৸৴৯

ডিঃ পদ সেখ সাং ধাপারিয়া

দেঃ জলদবরণী দাসী সাং ধাপারিয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন ধাপারিয়া মৌজায় কালীমতি দাসী দিং সেরেস্তায় ৪৮৮ খতিয়ানের ৩৫-৮৬ শতক জমী ৪৭।৶৮ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(২৩)

১১০২ মণিজারি ৩১ দাবি ৩৯॥৴৩

ডিঃ নন্দগোপাল দে সাং জয়নগর

দেঃ হেলু মল্লিক সাং হরনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামীল হরনগর মৌজায় বিভূতিভূষণ [illegible] প্রদান করি[illegible] [illegible]লচৌধুরী দিং অধীনে ২৮৩ খতিয়ানের -৫২ শতক জমী ১৴০ নিরিখে জমা দিতে হয়। মূল্য আঃ ১৫৲

(২৪)

১০৮০ মণিজারি ৩১ দাবি ১০৭॥৴০

ডিঃ দেববাণী দাসী সাং বড়আন্দুলিয়া

দেঃ ভূষণ মণ্ডল দিং সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

থানা চাপড়ার সামীল বড়আন্দুলিয়া গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী অধীনে ৩১৫ খতিয়ানের উটবন্দী জমী মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ জমিদার অধীন ৫৬৭ খতিয়ানের ২-৪৩ শতক জমী দেঃ ষোল আনা রকম মূল্য আ ২০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিকের অধীনে ৩১৫ খতিয়ানের ৬ ৫৮ শতক জমী ২১৴২॥ জমা দেঃ ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৫)

১১০২ মণিজারি ৩১ দাবি ৬৪৵৩

ডি ঐ

দেঃ দুলু বিবি সাং ও পোঃ বড়আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার সামীল আল্‌ফাগ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ৩১ খতিয়ানের -৭৬ শতক জোত জমী দেঃ একতৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং সেরেস্তায় -২৪ খতিয়ানের ১-৮৮ শতক জমী উটবন্দী জোত দেঃ একতৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ১০৲

(২৬)

১০৯০ মণিজারি ৩১ দাবি ৯৫॥৵০

ডিঃ মুকুন্দমুরারী অধিকারী সাং চাপড়া

দেঃ রামচন্দ্র গড়াই সাং ও পোঃ চাপড়া

থানা চাপড়ার সামীল চাপড়া গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং সেরেস্তায় ২৫৬ খতিয়ানের ৪-৮৮ শতক জমী ৭৸৪ রায়তী মকররী জমা মূল্য আঃ ১৫০৲

(২৭)

৪৫০ মণিজারি ৩১ দাবি ৪৬৸৴০

ডিঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাণিকডিহি

দেঃ ব্রজেন্দ্র নাথ রায় দিং সাং মাণিকডিহি পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অধীন মাণিকডিহি গ্রামে শিবদাস মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় ৬৪৯ খতিয়ানের -৭৯ শতক জমী ২॥৩ জমা আম কাটালের চারাসহ মূল্য আঃ ১২৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৫৮৫ খতিয়ানের -৩৪ শতক ব্রহ্মোত্তর জমী মায় খড়ুয়াঘর সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য ১৫৲

(২৮)

৩।

১১১৮ মণিজারি ৩১ দাবি ১০২৸৵৬

ডিঃ কৃষ্ণপদ বল সাং বেথুয়াডহরী

দেঃ তোমেজ মণ্ডল দিং সাং ধাপাড়ে পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামীল ধাপাড়ে গ্রামে কালীমতি দাসী দিং অধীনে ১৮৪ খতিয়ানের ৫-৬১ শতক জমী ১০।৶৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৯)

৩০১ মণিজারি ৩১ দাবি ৩৮৸০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ প্রফুল্লকুমার রায় দিং সাং মণিপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর সামীল মণিপোতা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩ খতিয়ানের ৩৬ ৯৮ শতক জমী ৭৩৵৩ জমা দেঃ ৸০ আনা রকম মূল্য আঃ ৫০

(৩০)

১৪৮ মণিজারি ৩১ ৪৩৸৴৯

ডিঃ স্থিরহরি ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ ভূপতিভূষণ মিশ্র সাং পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালীর সামীল বেলপুকুর গ্রামে রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং অধীনে ৩৮৩ খতিয়ানে ৮৪ শতক জমী ১৸০ জমা দেঃ ষোল আনা রকম মূল্য ১০৲

২৭৮ মণিজারি ৩১ দাবি ২০৩।৴৯

ডিঃ দুর্গাপদ দাস বৈরাগ্য সাং সেজুয়া

দেঃ কৃষ্ণদাস বিশ্বাস সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামীল সেজুয়া গ্রামে নৃসিংহ পালচৌধুরী দিং সেরেস্তায় ৫৩ খতিয়ানের ৩ ০৭ শতক জমী ১০৵৩ রায়তি জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩২)

২৭৯ মণিজারি ৩১ দাবি ১৪৪ ৴৯

ডিঃ হোসেন দফাদার সাং হাজরাপোতা

দেঃ রণজিৎ সেখ সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামীল হাজরাপোতা গ্রামে নৃসিংহ পালচৌধুরী অধীন ২০৬ খতিয়ানের ১-৮৫ শতক জমী ৪৸৴২ জমা দেঃ ।৵.৩।—অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ সরকারে ২১২ খতিয়ানের ৩ ৪৮ শতক জমী ৪৸৴২ মোকররী জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ সরকারে ২০৫ খতিয়ানের -৭৬ শতক জমী ৩।৶৫ জমা দেঃ ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৩৩)

১৮১ মণিজারি ৩০ দাবি ৯০১৴৩

ডিঃ বিধুসুন্দরী দাসী সাং ভবানীপুর

দেঃ গিরিবালা দাসী দিং সাং ভবানীপুর পোঃ মেহেরপুর

থানা মেহেরপুরের সামীল বিশ্বনাথপুর গ্রামের নগেন্দ্রবালা গুপ্তা সেরেস্তায় ৫৬ খতিয়ান ও শিবপুরের ২৬৩ খতিয়ানের ও ভবানন্দপুরের ৬৬৫ ও ভবানীপুরের ২৫২ খতিয়ানের ৪৬০৵৮ পত্তনী জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১৫০০৲

(৩৪)

২৮ মণিজারি ৩১ দাবি ৬২ ৸৶০

ডিঃ কালীদাস মুহুরী সাং বেলপুকুর

দেঃ নগেন্দ্র নাথ নাথ সাং পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালীর সামীল বেলপুকুর গ্রামে ৭৭৫ খতিয়ানের -২৯ শতক জমী ১৸০ কায়েমী জমা দেঃ ॥০ আনা অংশ আম কাঠাল ঘর ১খান মায় সাজ সরঞ্জাম মূল্য আঃ ২০৲

(৩৫)

১ ৪ মণিজারি ৩১ দাবি ১৪২৸৵৯

ডিঃ ত্রৈলোক্যনাথ কর্ম্মকার সাং কালীগঞ্জ

দেঃ হাজারী বিবি সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর সামীল সোন্দা গ্রামে রূপাঙ্গিনী দেবীর সরকারে ৫০৩ খতিয়ানের -৫১ শতক জমী ১।৵০ জমা দেঃ ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ সরকারে ৫০৫ খতিয়ানের -৩৭ শতক জমী ১।০ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৬)

৪২০ মণিজারি ৩০ দাবি ২১৩॥৩

ডিঃ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালীর সামীল বেলপুকুর গ্রামে ১০৭২ খতিয়ানের -১০ শতক লাখরাজ জমী মায় দোতালা পাকা ঘর ১০ কুঠারী বারান্দা, রোয়াক ইত্যাদি সাজ সরঞ্জামের একপঞ্চমাংশ মূল্য আঃ ৩৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে নরসিংহ ভট্টাচার্য্য দিং অধীন ৯২১।৯২৫ খতিয়ানের ৬॥০ মকররী জমা দেঃ এক পঞ্চমাংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

৪২৬ মণিজারি ৩০ দাবি ২৮৸৯

ডিঃ ত্রৈলোক্যনাথ কর্ম্মকার সাং কালীগঞ্জ

দেঃ নাটু সেখ সাং সোণদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

(৮২)

৩৭৮ খাংজারি ৩১ দাবি ৫৪॥০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ হারাণ নন্দী সাং শান্তিপুর সুতড়াগড় পোঃ শান্তিপুর

থানা কোতয়ালির সামিল দিগনগর-গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৮৭০ খতিয়ানের ও সিঙ্গাডাঙ্গা গ্রামের ৪৪৩ খতিয়ানের ও ৪৪৬ ৪৪৭ খতিয়ানের ৫-০১ শতক জমি মূল্য আঃ ২৫৲

(৮৩)

৩৭৯ খাংজারি ৩১ দাবি ৩১৸০

ডিঃ তারাপদ সরকার মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ জিন্নত বিবি দিং সাং কালিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা কৃষ্ণনগরের এলেকাধীন গোবরা পোতা মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১৪০ খতিয়ানে ৭৭ শতক জমি ২৵৪॥ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৮৪)

৩৯৪ খাংজারি ৩১ দাবি ১১৮॥০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র নন্দী সাং কাশীমবাজার

দেঃ অটলবিহারী গোপ দিং গঞ্জেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপের সামিল গঞ্জেরডাঙ্গা মৌজায় মোঃ বিবাদীর সেরেস্তায় ৩৩২ খতিয়ানের ১০-১২ শতক জমি ১৯।৵৮ জমা মূল্য আঃ ৮০৲

(৮৫)

৪১৭ খাংজারি ৩১ দাবী ১৮২॥৵৩

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং ১২৩ নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ জটাধারী মণ্ডল দিং সাং দত্তবাটী পোঃ কেতুগ্রাম

থানা কালীগঞ্জের অন্তর্গত ফুলবাগান মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় ২—৭ খতিয়ানের ১০ ৪৯ শতক জমি ৩৩৷৵৫ রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৮৬)

৪২৩ খাংজারি ৩১ দাবী ৩৯॥৬

ডিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ ফটিক সর্দ্দার সাং তেঘরি নূতনপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের সামিল গদখালি মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৭৮ খতিয়ানের ১-৭৪ শতক জমি ৭৸৵০ রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৮৭)

৪৩৪ খাং জারি ৩১ দাবি ৭৫৩।৵৬

ডিঃ রাজা প্রমথভূষণ দেব রাও মোং কাছারী বাহাদুরখালী

দেঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দিং সাং আলমপুর পোঃ কুষ্টিয়া

থানা কুষ্টিয়ার অধীন উজনগ্রাম মৌঃ ডিক্রীদার অধীনে ৬৩ খতিয়ানের ৩৭৫-৫৭ শতক জমি, মাধবপুর মৌজায় ৭১৭ খতিয়ানে ৬-১৯ শতক জমি ৩৭৫৲ দরপত্তনী জমা মায় প্রজা সহ মূল্য ৭০০৲

(৮৮)

৪৪৯ খাংজারি ৩১ দাবি ৪১॥৵৩

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ শরৎসুন্দরী দেবী সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের এলেকাধীন কৃষ্ণনগর মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৩২৫৮ খতিয়ানের ৩ ৪৮ শতক জমি ৬৲ রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য ১০৲

(৮৯)

১৩০৪ খাং জারি ৩১ দাবি ২৬৩

ডিঃ জহরিলাল দাস সাং গোয়াড়ী

দেঃ সত্যচরণ উপাধ্যায় সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালির সামিল রাধানগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৯ খতিয়ানের ২১ শতক জমি ৪।০ জমা সমেত পাকা ইমারৎ ইত্যাদি মূল্য আঃ ২০৲

(৯০)

১৩৩৯ খাং জারি ৩১ দাবি ৩৪৸৯

ডিঃ শ্রীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং মোং কাছারী আড়ংঘাটা

দেঃ নবিছদ্দি মল্লিক দিং সাং পাটিকাবাড়ী পোঃ হাসখালি

থানা কৃষ্ণনগরের অধীন পাটীকাবাড়ী গ্রামে ডিক্রীদারগণের সেরেস্তায় ৭৮৬—৮০৭ খতিয়ানের ৩৯-৬৭ শতক জমি ৫০॥৵ রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৯১)

১৩৪০ খাং জারি ৩১ দাবী ৮৩৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ নাটু মণ্ডল দিং সাং নিধিরপোতা পোঃ হাসখালি

থানা হাসখালির সামিল পায়রাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৯৯৮-১০৩০ খতিয়ানের ৩৫ ৬৯ শতক জমি ৪২।১ ও বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সরকারে ৬॥৵৫ মোট ৪৮৸৵৬ মধ্যস্বত্ব জমা মূল্য ৫০৲

(৯২)

৫৩ খাং জারি ৩১ দাবি ৭৸৵৬

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ পাচু সেখ সাং বালিয়াডাঙ্গা পোঃ হাটচাপড়া

থানা চাপড়ার সামিল বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার ও সরোজরঞ্জন সিংহ দিং অধীনে ১৮২ খতিয়ানে ৩ একর জমি উটবন্দি জোত মূল্য আঃ ১০

(৯৩)

৫৪৬ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৪৴৯

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং মোং কৃষ্ণনগর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল রাজিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ও জয়দুর্গাদাসী অধীন ১৬৩ খতিয়ানে ২-৮৮ শতক জমি উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ১০৲

(৯৪)

৫৫৮ খাং জারি ৩১ দাবি ৭৭॥৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ ফেলুমণি বর্ম্মণ্যা সাং নারায়ণপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল সুলতানপুর মধ্যে ডিক্রীদার অধীনে ৬৬ খতিয়ানের ১১-৬২ শতক জমি ১৩॥৵০ জমা মূল্য ৫৫৲

(৯৫)

৫৭৮ খাংজারি ৩১ দাবি ১৪॥৵৯

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ বেনয়ারি লাল সিংহ দিং সাং বড় আন্দুলিয়া পোঃ হাটচাপড়া

থানা চাপড়ার সামিল বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫৪৪ খতিয়ানের -৬ শতক জমি ১॥ ৬ জমা মায় বাড়ী ঘর জানালা ইত্যাদি মূল্য ৫৲

(৯৬)

৬১১ খাংজারি ৩১ দাবি ২২৲

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ কুড়ানী বিবি সাং কালিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল কালিয়াদহ গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিং অধীনে ৫৮ খতিয়ানের ১-০৭শঃ জমি উটবন্দিজোত মূল্য আঃ ৫

(৯৭)

৬০২ খাং জারি ৩১ দাবি ২৯৷৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রমিবিবি সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল রাজিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীনে ২০২ খতিয়ানের ১-৩০ শতক জমি উটবন্দি জোত মূল্য ১০৲

(৯৮)

৬০৯ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৭৲

ডিঃ ঐ

দেঃ প্রতাপ মণ্ডল সাং কালিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল কালিয়াদহ গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিং অধীনে ১৫৪ খতিয়ানের ২-৩৫ শতক জমি উটবন্দি জোত জমা মূল্য ১০৲

(৯৯)

৬২০ খাংজারি ৩১ দাবি ৪৫॥৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নলিন মণ্ডল সাং বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

সামিল বালিডাঙ্গা মধ্যে ডিক্রীদার অধিনে ১৩০ খতিয়ানের ৭-৯৪ শতক জমি ২০৶১০ জমা দেঃ ॥৵॥৬ অ শ মূল্য আঃ ১৫৲

(১০০)

৬২৩ খাংজারি ৩১ দাবি ২৭।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রোহিনী বিবি সাং কালিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল কালিয়াদহ গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিং অধিনে ২০৪ খতিয়ানের ১-২২ শতক জমি ৬।৶৩ জমা মূল্য ১০৲

(১০১)

৬৩১ খাংজারি ৩১ দাবি ১৫॥৵৬

ডিঃ ত্রিগুণাপ্রসাদ পালচৌধুরী দিং সাং হাতিশালা

দেঃ পরব বেওয়া দিং সাং হরনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল হরনগর গ্রামে ২৬৩ খতিয়ানের ৬-৪৭ শতক জমি ৫।৩ রায়তী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১০২)

৬৩৪ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৪৵৩

ডিঃ উমাপদ হালদার সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার দিং সাং মামজোয়ানি পোঃ হাসখালি

থানা হাসখালির সামিল মামজোয়ানি মৌজায় ডিক্রীদার দিং সেরেস্তায় ৫৯৮ খতিয়ানের ১৭-২৪ শতক জমি ১৩৲ জমা মূল্য ১০৲

(১০৩)

৬৫০ খাংজারি ৩১ দাবি ২০৸৶৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মমরেজ সেখ সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে ৭২৭ খতিয়ানের -৭৮ শতক জমী ১॥৵০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১০৪)

৬৫১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯৲৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মৈদি ফকির সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল পদ্মমালা গ্রামে ৭৪৯ ও ৭১১ খতিয়ানের ২।৪।৶০ ছটাক জমি ওঠবন্দি জোত মায় ঘর জানালা সরমঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য ১০৲

(১০৫)

৬৬৭ খাংজারি ৩১ দাবি ২৯৭৸০

ডিঃ অনিলকুমার চক্রবর্ত্তী দিং সাং নপাড়া

দেঃ উমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং কুড়ালীগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার অধীন বেতবাড়িয়া গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ৪১ খতিয়ানে ৩৭১ ৫৭ শতক জমি ৪৪৪৲ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ২৫০৲

(১০৬)

৬৮৮ খাংজারি ৩১ দাবি ৪৮৲৯

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ উমেদ সেখ দিং সাং পিতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল পিতাম্বরপুর গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিং অধীনে ৫০ খতিয়ানের ৮-৩৮ শতক জমি ওঠবন্দি জোত মূল্য আঃ ১৫৲

(১০৭)

৬৯০ খাংজারি ৩১ দাবি ৬২॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ খুনী সেখ ঘরামী সাং পিতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল পিতাম্বরপুর গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিং অধীনে ৬৯।৭ খতিয়ানের ১০-৫৪ শতক জমি ওঠবন্দি জোত মূল্য ২০৲

(১০৮)

৭০০ খাংজারি ৩১ দাবি ১০॥৶৬

সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ বয়তুল্লা মণ্ডল সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৭০৯ খতিয়ানের ৩-৯৪ শতক জমি ৮৸৶৯ জমা মূল্য ১০৲

(১০৯)

৭১১ খাংজারি ৩১ দাবি ৮৩৸৶৯

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ উমদি সেখ দিং সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৭৫০—৭৫৫ খতিয়ানের ১৫-২০ শতক জমি ৪১৷৵৭ জমা মূল্য ১৫০৲

(১১০)

৭১৪ খাংজারি ৩১ দাবি ২৫৲৬

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ ছিন্ন সেখ সাং বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল বালিডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারের ৮৮ খতিয়ানের ৯-৭৫ শতক জমি ৫৸৶৫ জমা মূল্য ৫৲

(১১১)

৭১৬ খাংজারি ৩১ দাবি ১৯।০

ডিঃ ঐ

দেঃ কোচেন সেখ ফকির সাং ছোট-বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল বালিডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং সেরেস্তায় ৩১৬ খতিয়ানের ৪-৬৬ শতক জমি ৬৶১০ জমা মূল্য ১০৲

(১১২)

৭১৮ খাংজারি ৩১ দাবি ১৫॥৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ছেপাত মণ্ডল সাং ফুলকলমী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ফুলকলমী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারের ৯৮ খতিয়ানের অধীন ২ ৪৯ শতক জমি ওঠবন্দি জোত মূল্য আঃ ৫৲

(১১৩)

৭১৯ খাংজারি ৩১ দাবি ২৪৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ তছিম সেখ [illegible] সাং ফুলকলমী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ফুলকলমী গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিং অধীনে ৩৮।১৫ খতিয়ানের ৩ ৮৭ শতক জমি ১৪॥ ৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১১৪)

৭২০ খাংজারি ৩১ দাবি ২ ॥

ডিঃ ঐ

দেঃ বিজয় সেখ [illegible] সাং চাপড়া পোঃ হাটচাপড়া

থানা চাপড়ার সামিল মাজদিয়া মধ্যে রাখাল দাস সিং দিং অধীন ১৯।১০৫ খতিয়ানের ৪-৭৩ শতক জমি ওঠবন্দি জোত মূল্য ১০

৭২২ খাংজারি ৩১ দাবি ১০৯॥৶৬

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং বীরনগর

দেঃ ভিবানন্দ মণ্ডল দিং সাং [illegible]-নারায়ণপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা হাঁসখালির সামিল হলদীপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫০৮ ও অধীন খতিয়ান সহ ১৪ ৯২ শতক জমি ১৬।৪ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা মূল্য ৫০৲

(১১৬)

৭ ৫ খাংজারি ৩১ দাবি ১২৸৶০

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ পাচু সেখ সাং ফুলকলমী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ফুলকলমী গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিং অধিনে ২৬-১৬৯ খতিয়ানের ১ ৫৯ শতক জমি ৫৴৫ জমা মূল্য ৫৲

(১১৭)

৭২৬ খাংজারি ৩১ দাবি ১২৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নৈয়তন্নেছা বিবি সাং মধ্যপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ফুলকলমী মধ্যে রাখাল দাস সিংহ দিং অধিনে ১৬৬ খতিয়ানের ১-৩৩শঃ জমি ৪৸৶০ জমা মূল্য ৫৲

(১১৮)

৭২৭ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৩৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ খগেন্দ্রনাথ পাল সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার সামিল ফুলকলমী মধ্যে রাখাল দাস সিংহ দিং অধিনে ৬৪ খতিয়ানে ৪-৩৩ শতক জমি উটবন্দি জোত মূল্য ১০৲

(১১৯)

৭২৮ খাংজারি ৩১ দাবি ৭ ॥৶

ডিঃ পুরানচন্দ্র সাহা দিং সাং শান্তিপুর

দেঃ পাচু সেখ দিং সাং নাংলা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল নাংলা গ্রামে ১২২ খতিয়ানের ৫ ১৯ শতক জমি ১৸৶ জমা মূল্য ২৫৲

(১২০)

৭৫০ খাংজারি ৩১ দাবি ৫৩৷৶৩

ডিঃ কানাইলাল সিংহ রায় সাং [illegible]

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ দে দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার সামিল হাটখোলা গ্রামে ৪৭২ খতিয়ানের ২ [illegible] শতক জমি [illegible] জমা মূল্য ১২৲

(১২১)

৭৫৩ খাংজারি ৩১ দাবি ৬৮৸৶০

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং দ্বারিয়াপুর

দেঃ রাধানাথ বিশ্বাস দিং সাং শিবপুর পোঃ বগুলা

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল শিবপুর মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৪২১।৪৫২ খতিয়ানের ২৩-৮৮ শতক জমি ৪৬॥৶০ জমা

(১২২)

২১৮৫ খাংজারি ৩০ দাবি ২২২৴৩

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ শ্রীনাথ নাথ দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল হাটখোলা মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় ২২১ খতিয়ানের ৫-২০ শতক জমি ২৫।৵১০ জমা মূল্য ৫০৲

(১২৩)

৭৬৮ খাংজারি ৩১ দাবি ২৬৩৸৶৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ জছিম বিশ্বাস দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামীল হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৩৩৫ খতিয়ানের ৯-২৭ শতক জমী জমী উটবন্দী জোত মূল্য ৫০৲

(১২৪)

৭৬৯ খাংজারি ৩১ ১৬২৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ অবিনাশ মুচি সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামীল হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৭১৪।৩৬ খতিয়ানের ৮-৩৪ শতক জমী উটবন্দী জোত জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১২৫)

৭৭৪ খাংজারি ৩১ দাবি ৮৫৲

ডিঃ ঐ

দেঃ মাদারি সিংহ দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামীল হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩০৬ খতিয়ানের ১-৯৬ শতক জমী উটবন্দী জোত জমা মূল্য ১০৲

(১২৬)

৭৮৮ খাংজারী ৩১ দাবি ২৮৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ভূপতি ঘোষ সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামীল তালুকহুদা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় [illegible] খতিয়ানের [illegible] জোত জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১২৭)

৭৯১ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৩৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ রমজান মণ্ডল দিং সাং নূতনগ্রাম পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামীল বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৪০ খতিয়ানের ১-৬০ শতক জমী ৩৸৶৫ জমা মূল্য ১০৲

(১২৮)

৭৯২ খাংজারী ৩১ দাবি ২২॥৩

ডিঃ ঐ

দেঃ লোহারী মোল্লা সাং তালুকহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামীল তালুকহুদা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১০৬ খতিয়ানের -৩২ শতক জমী মূল্য ৫৲

(১২৯)

৭৯৫ খাংজারি ৩১ দাবি ২৪।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ এজাই সেখ সাং মালমগাছা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল বহিরগাছি গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধিনে ২৯৮ খতিয়ানের ১-৪৩ শতক জমি উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ১০৲

(১৩০)

৭৯৬ খাংজারি ৩১ দাবি ৬৪৷৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ জহরদ্দি সেখ ডাক্তার সাং বড় আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ২৫৭।২৫৩ খতিয়ানের ৪·৬৯ শতক জমি উটবন্দি জোত মূল্য আঃ ০৲

(১৩১)

৮০৩ খাংজারি ৩১ দাবি ২১।৵৯

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং গোয়ালমারি

দেঃ ছোবান সেখ দিং সাং ও পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল মাদিয়া মৌজায় ডিক্রীদার ও সংরোজরঞ্জন সিংহ দিং সেরেস্তার ৮২ খতিয়ানের ৮১ শতক জমি উটবন্দি জোত মূল্য আঃ ৫৲

৮০৫ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৪৷৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আমোদ মণ্ডল দিং সাং মাদিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল মাদিয়া মধ্যে ডিক্রীদার ও সংরোজরঞ্জন সিংহ দিং অধিনে ২০৭ খতিয়ানের ১·৮৩ শতক জমি উটবন্দি জোতে মূল্য আঃ ৫৲

(১৩২)

৮০৮ খাংজারি ৩১ দাবি ২২৷৷৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ফইম মণ্ডল দিং সাং শিতাঙ্গরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ৮৫ দরিশা মধ্যে রাখালদাস সিংহ দিং অধিনে ৬৬ খতিয়ানের ৬·০৪ শতক জমি ১২৩ ০ জমা মূল্য ৮৲

(১৩৪)

৮০৯ খাংজারি ৩১ দাবি ১৮৷ ০

ডিঃ ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ দিং মোং কাছারি পং খাউ

দেঃ মদারাম নিকারী দিং সাং উমারপুর পোঃ হাসখালি

থানা হাসখালির অধিন গাজনা গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধিন ৩০৭ খতিয়ানের ৭০ শতক জমি ৷৷৵৮ জমা মূল্য ২৲

(১৩৫)

৮২৫ খাংজারি ৩১ দাবি ২২৷৷৬

ডিঃ কালীমতিদাসী সাং ধাপাড়িয়া

দেঃ সুবাসী সেখ দিং সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল ধাপাড়িয়া গ্রামে ৪৫৭ খতিয়ানের ৩·৩৯ শতক জমি ৪৲ জমা মূল্য ১৫৲

(১৩৬)

৮২৬ খাংজারি ৩১ দাবি ৬৭৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মছলেম বিশ্বাস দিং সাং ধাপাড়িয়া পোঃ নাকাশীপারা

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল ধাপাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধিনে ৫·১২ শতক জমি ৷৷৵৬ জমা মূল্য ২৫৲

(১৩৭)

৮৪৩ খাংজারি ৩১ দাবি ৫৫৵ ৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গোকুল নিকারী দিং সাং ধাপাড়িয়া পোঃ নাকশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল ধাপাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১২২ খতিয়ানের ৪·৭০ শতক জমি ৮৲ ৬ জমা মূল্য ২০৲

(১৩৮)

৮৫২ খাংজারি ৩১ দাবি ২৫৲

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুলিহ

দেঃ গোকাই মণ্ডল দিং সাং পঞ্চমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল পঞ্চমালা গ্রামে ৭৭৭—৭৭৫ খতিয়ানের ২১·৯৭ শতক জমি ৩৯৷৷৮ জমা মাং খড়ুয়াঘাট ৩আনা সাড়ে ৯ গণ্ডা ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০৲

(১৩৯)

৮৬৬ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৫৷৩

ডিঃ ভ ভূষণ সী সাং গো গোপালি

দেঃ রতন মণ্ডল দি সাং মাদি। দীপচকপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল মাদিয়া মধ্যে ডিক্রীদার ও সংরোঃ রতন সিংহ দিং অধিনে ১৭৭ খতিয়ানের ৬·১৬ শতক জমি ১৮৷৷৵৮ জমা মূল্য আঃ ১২৲

(১৪০)

৮৭১ খাংজারি ৩১ দাবি ৪৭·৬

ডিঃ শিবপদ গোপাল দে পি বেথুয়াডহরী

দেঃ ইদু মণ্ডল দিং সাং আসাননগর পোঃ হাসখালী

থানা চাপড়ার সামিল পাকুরগাছি গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৩১০ খতিয়ানের ৪·৯৯ শতক জমি ৭·০ জমা মূল্য ৩০৲

(১৪১)

৮৭০ খাংজারি ৩১ দাবি ১৪৸০

ডিঃ মহম্মদ এছাহক বিশ্বাস সাং ইছাপুর

দেঃ ছাবেরা বিবি সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ইছাপুর মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৫৪ খতিয়ানের ১·৭১ শতক জমি ১৷৷৵৯ জমা মূল্য ১০৲

(১৪৩)

৮৯৪ খাংজারি ৩১ দাবি ১০৫৷৷৯

ডিঃ আশুতোষ হালদার দিং সাং কলিঙ্গা

দেঃ ফিঙ্ক চৌধুরী দিং সাং ভগবানপুর পোঃ আসাননগর

থানা চাপড়ার সামিল ইসলপুর গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার ৬ খতিয়ানের ৪৭ খাতিয়ানের ১৪ ১০ শতক জমি ২১৵৩ রাবতী জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য ৫৲

(১৪৩)

৮৯৫ খাংজারী ৩১ দাবি ৩৬৷৷৩

ডিঃ সতীশ চন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুলিহ

দেঃ এবাদৎ সরদার সাং পঞ্চমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল পঞ্চমালা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৬০০ খতিয়ানের ৮৪১ শতক জমি ৪৲ ৩ জমা মাং খড়ুয়াঘাট এক পান ইত্যাদি মাজমাজুন সহ মূল্য ২০

(১৪৪)

৮৯৭ খাংজারী ৩১ দাবি ৩৬৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হুসেন মণ্ডল দিং সাং ভগবানপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ভগবানপুর গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৬ খতিয়ানের ৮৭ খতিয়ানের ১৪ ১০ শতক জমি ২১৵৩ রাবতী জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য ৫৲

(১৪৫)

৮৯৮ খাংজারী ৩১ দাবি ৩৬৷৷৩

ডিঃ সতীশ চন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুলিহ

দেঃ এবাদৎ সরদার সাং পঞ্চমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল পঞ্চমালা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৬০০ খতিয়ানের ৮৪১ শতক জমি ৪৲ ৩ জমা মাং খড়ুয়াঘাট এক পান ইত্যাদি মাজমাজুন সহ মূল্য ২০

(১৪৬)

৯১০ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৫৷৷৩

ডিঃ ঐ

দেঃ হুসেন মণ্ডল দিং সাং ভগবানপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ভগবানপুর গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৬ খতিয়ানের ৮৭ খতিয়ানের ১৪ ১০ শতক জমি ২১৵৩ রাবতী জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য ৫৲

(১৪৭)

৯১৩ খাংজারি ৩১ দাবি ১১৫৷৷৩

ডিঃ ঐ

দেঃ হারাণী সেখ সাং শকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়ার সামিল

ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৩ ৯ খাঃ মৌজা ১ ৮৯ শতক জমি উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ১৫৲

(১৪৮)

৯৩৩ খাংজারি ৩১ দাবি ২৮৫৷৷৯

ডিঃ শরৎসুন্দরী দাসী সাং গোয়ালপাড়া

দেঃ পাঁচকড়ি সরকার সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা কৃষ্ণনগর মেজেষ্টরিন মৌজে জলকর নথুলাপুরের সামিল একপাত্র বিল ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১০০৲ কাঃ ৩ মৌরশী জলকর জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৪৯)

৯৫০ খাংজারি ৩১ দাবি ১৭৫০

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ চিত্তরঞ্জন দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ শিকদার সেখ সাং ভাড়পাড়া পোঃ নাকাশীপাড়

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মাধবপুরে মৌজে মধ্যে ডিক্রীদার অধিন ১৩১—১৩৬ খতিয়ানের ৭ ১৭ শতক জমী ১৫৲৷৷০ জমা মূল্য আঃ ২০

(১৫০)

৯৫১ খাংজারী ৩১ দাবি ১০৲

ডিঃ ভগবতীচরণ চক্রবর্ত্তী সাং নাটুলিহ

দেঃ নক্তিকরেছা বিবি সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১০ খতিয়ানের ১·৬১ শতক জমি উটবন্দি ৩৬ ছটাক মূল্য ১৲

(১৫১)

৯৫২ খাংজারি ৩১ দাবি ১৪৲৩

ডিঃ ভুবনচন্দ্র দাসী সাং মাধবপুর

দেঃ [illegible] সেখ সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল কাটাগড়া মৌজায় ডিক্রীদার দিং অধিনে ২৬৯।২৬৮।২৬৫ খাঃ ৩ মৌজা খাঃ ১ ৯০ শতক জমি ৩ ৯০ জমা মূল্য ১০৲

(১৫২)

[illegible]

(১৫৩)

৯৬১ খাংজারি ৩১ দাবি ১৩৲ ৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সরস্বতসুন্দরী দাসী সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল মাধবপুরে মৌজাস্থ ডিক্রীদার অধিন ১৮৭ খতিয়ানের ৩৭ শতক জমি ১৷ জমা মূল্য ৫

৯৬২ খাংজারি ৩১ দাবি ৯৷৷ ৯

ঐ

ঐ

থানা চাপড়ার সামিল মাধবপুরে মৌজাস্থ ডিক্রীদার অধিন ১৮৯।১৮৭ খতিয়ানের ৩১ শতক জমি ১০ জমা মূল্য আঃ ৪৲

(১৫৪)

৯৬৩ খাংজারি ৩১ দাবি ১৫৲

ডিঃ ঐ

দেঃ [illegible] সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল [illegible] মৌজায় ডিক্রীদার অধিন ২৫৮।২৫৫ খতিয়ানের ৬·৫০ শতক জমি ১১৲ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৪৫)

৯৬৮ খাজানা ৩১ দাবী ১২।৹

মৌঃ ঐ

আনা ডাঙ্গার শালিস খাদরপুর মৌজায় ডিক্রীদার দিং মো.. খাং ৩১ খতিয়ানের ৮৯ শতক জমি ১.৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৫৬)

খা। ৩১ দাবি ২০৸৹ ৬

মৌঃ ঐ

আনা ডাঙ্গার শালিস কাটিয়ড়া মৌজায় ডিক্রীদার ... খতিয়ান ২২১—২২৫ খতিয়ানের ৫৮৮ শতক জমি ৮৸৬ জমা মূল্য আঃ ১০

(১৫৭)

১৯২০ সা ... ৩১ দাবী ৩১৫৸৯

ডিঃ ... মোকদ্দমা মোং মো: কাছা ...

... ওয়াশিল মহম্মদ ... ২১ সাং... থানা ... মৌঃ ঐ থানায়

থানা ডাঙ্গার শালিস কাটিয়ড়া মৌজায় ডিক্রীদার দিং মো: ... খতিয়ানের ২২১—২২৫ খতিয়ানের ৫৮৮ শতক জমি ৮৸৬ জমা মূল্য আঃ ১০

(১৫৮)

১৯২৩ সা ... ৩১ দাবী ৩৸৹

ডিঃ ... মোকদ্দমা মোং ... মৌঃ আমেদপুর মহম্মদ সাং ইন্দুপুর মৌঃ মাহেশপুর

থানা ডাঙ্গার শালিস ইন্দুপুর গ্রামে ত্রিলোচন ... অধিনে ৩১ ২২০ খতিয়ানের ... শতক জমি ২.৬ বাস্তভিটা ... জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৫৯)

১৯২০ সাল ৩১ দাবী ১১৬৸৯

ডিঃ মুন্সি মহাদেব ... সাং ... মৌঃ ঐ

মৌঃ আমেদপুর ... সাং চতুর্ভুজপুর মৌঃ কুমারখালি

... কাটিয়ড়া ... চতুর্ভুজপুর ... ২২১ খতিয়ানের অধিন বাস্তিকা ... ৫৮৮ শতক জমি ৮৸৬ জমা মূল্য আঃ ১০

(১৬০)

১৯২৩ সাল ৩১ দাবী ৩৸৹

ডিঃ আশুতোষ ... সাং ইন্দুপুর মৌঃ মাহেশপুর

থানা ডাঙ্গার শালিস ইন্দুপুর গ্রামে ত্রিলোচন ... অধিনে ৩১ ২২০ খতিয়ানের ৮৬ শতক জমি ২.৬ বাস্তভিটা ... জমা মূল্য আঃ ১৫

(১৬১)

১৯২০ সাল ৩১ দাবী ১২৸৹

ডিঃ মুন্সি মহাদেব ... সাং চতুর্ভুজপুর মৌঃ কুমারখালি

... কাটিয়ড়া ... চতুর্ভুজপুর ... ২২১ খতিয়ানের অধিন বাস্তিকা ... ৫৮৮ শতক জমি ৮৸৬ জমা মূল্য আঃ ১০

৫। ঐ মৌজায় দুর্গাপুর নিবাসী ... খতিয়ানের ৪৮ শতক জমি ১।০ মকররী জমা দেঃ ৷৷০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৭৲

৬। ঐ মৌজায় খোদ্দদুর্গাপুর নিবাসী ... খতিয়ানের ৯৬ শতক জমি ২৷৷৵০ মকররী ... দেঃ ৷৷০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৮৲

৭। ঐ মৌজায় বালিকা নাথ মৈত্র দিং ... খতিয়ানের ৮২০ খতিয়ানের ২.৩৪ শতক জমি দেঃ ৷৷০ আনা অংশ মূল্য ২০৲

৮। ঐ মৌজায় নগেন্দ্রনাথ মৈত্র ... খতিয়ানের ১৯২ খতিয়ানের ১.৪০ শতক জমি ৷৷০ দেঃ ৷৷০ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ৭৲

৯। ঐ মৌজায় ব্রজেন্দ্রনাথ মৈত্র ... খতিয়ানের ৭২ খতিয়ানের ৬০ শতক জমি ১।০ জমা দেঃ ৷০ অংশ মূল্য ৭৲

নাম কথা।

কলম্বো-পত্র সংবাদ

পিকেটিং

কলম্বোর বাটিক ... পিকেটিং করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ... পুলিশ কন্‌ষ্টেবল এবং ... পিকেটিংদিগকে বলা হইল যে তাহারা ... যেন দোকানের সম্মুখে ... না করে। ... দোকানের ... দোকানের সম্মুখে ... দেয়।

সহরের ধুলা

কলম্বোর রাস্তায় ধুলার জন্য ... করা নিয়ম বিরুদ্ধ হইয়াছে। ... ইহার জন্য ... ইহা ... হইয়া গিয়াছে। ... জল দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে সহরে যে কি ভয়ানক কষ্ট হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। যখন মটরগাড়ী ছিল না তখন কুলীরা ... রাস্তায় ছড়াইয়া দিত। এখন সেরূপ ব্যবস্থা করিলেও লোক-চলাচলের কিছু সুবিধা হইত। এক নাগাড় গরম। তাহার উপর গাড়ী ঘোড়া চলাচলে সর্ব্বক্ষণ রাস্তায় ধুলা উড়িতে থাকে। আমরা মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট ইহার আশু প্রতিকার প্রার্থনা করি।

লোক্যালবোর্ডের মিটিং

গত ২৩শে এপ্রিল সকাল ৭টার সময় লোক্যালবোর্ড অফিসে বোর্ডগণের একটি সভা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১৷৵০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১৯৲
২।	সাধারণ-সৎ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
৫।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা সহ)	২৲
৬।	ভেষজম্	২৲
৭।	বাক্যোপক্রম ব্যাকরণ: পাঠ্যসার (মাধ্য)	২৲
৮।	শ্রীগীতা-গুঞ্জরাট	২৲
৯।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঙ্গলা)	২৲
১০।	চিত্রে নবদ্বীপ	৷৷০
১১।	শ্রীচৈতন্যসারামৃতম্ ও নবদ্বীপ শতকম (বাঙ্গলা)	৵৲
১২।	শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা (বাঙ্গলা)	১৲
	ঐ (আর্য্যা)	৷৷০
১৩।	ভেষজমঞ্জরী-সমস্যাত (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
১৪।	শ্রীগুরুপরম্পরা ...	৷৷০
১৫।	নবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণ	৷৷০
১৬।	গৌরকৃষ্ণোদয়:	৷৷০
১৭।	প্রেমাবতার (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৷০
১৮।	ভজনরহস্য	৷০
১৯।	গীতার কেবল মাত্র-পাঠ	৷০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঙ্গলা)	৷০
২১।	নামকৌমুদী (বাঙ্গলা)	৷০
২২।	শ্রীচৈতন্যভাগবতের ...	৷৷০
২৩।	বেদান্তদর্শনের সাম্প্রদায়িক ভাষ্য (রামানুজীয়)	৷০
২৪।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
২৫।	গৌড়ীয়-গায়ত্রী	৵০
২৬।	গৌড়ীয়-পাঠাবলী	৵০
২৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৵০
২৮।	নামমহত্ত্ব সাম্প্রদায়	৷০
২৯।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৩০।	ঈশোপনিষৎ (বঙ্গানুবাদ ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিস্তৃত ও অনুবাদ সহ)	৷০
৩১।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
৩২।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা রূপক	৷০
৩৩।	শ্রীভুবনেশ্বর	৵০
৩৪।	ঐ প্রমাণখণ্ড	৵০
৩৫।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৵০

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

৩৬।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
	(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
	(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১৷৷০
৩৭।	নবদ্বীপ পত্রিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৵০
৩৮।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৩৯।	বীণ-বাদ্যপ্রণালী	৵০
৪০।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৪১।	গীতমালা	৵১০
৪২।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৵১০
৪৩।	নবদ্বীপশতক	৵০
৪৪।	সদাচারশ্লোক:	৵০
৪৫।	সাধনকণ	৵০
৪৬।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵০
৪৭।	শরণাগতি	৵০
	পাঠাবলী	৵০
৪৯।	গৌড়ীয়রা কি করেন?	৵০
৫০।	সাংখ্যবাণী	৵০
৫১।	অষ্টপদ্য	৵০
৫২।	শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী	৵০
৫৩।	অষ্টক	৵১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪।	শ্রীগুরু-সরস্বতী-দিগ্বিজয়:	৷০
৫৫।	সটীক শিক্ষাদশশ্লোকম্	৷০
৫৬।	তত্ত্ব-সূত্রম্	৷০
৫৭।	সপ্তশ্লোকীগীতম্	৵০
৫৮।	সাধুবোধ-শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৯।	গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়:	৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০।	নামভজন	৷০
৬১।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	
৬২।	বেদান্তসূত্রম্	৷০
৬৩।	দি ভাগবত	৷০
৬৪।	ইরোটিক্ থ্রিল্‌সপুল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	
৬৫।	... গৌড়ীয়মঠ ... ১৯৫	৵০

উড়িষ্যা অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	৷৷০
৬৭।	কল্যাণ কল্পতরু	৷৷০
৬৮।	সাধন পথ	৷০
৬৯।	গীতাবলী	...
৭০।	শরণাগতি	৵০

বিস্তৃত তালিকার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

থানা কোতয়ালীর সামীল সোণদহ গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৫৯ খতিয়ানের ৩৯ শতক জমী ২৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

৪২৭ মনিজারি ৩১ দাবি ১৬৮।৬

ডিঃ কালীদাস মুখোপাধ্যায় দিং সাং নবদ্বীপ

দেঃ সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য পোঃ ও গ্রাম নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ সামিল নিজ নবদ্বীপ মধ্যে ৩৯৯৮ খতিয়ানের ৭৯ শতক ব্রহ্মত্তর জমি পাকা দালানবাটী ইত্যাদি দেঃ ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৯)

২৫২৭ মনিজারী ৩০ দাবি ২৪৬৶৩

ডিঃ ভট্টাচার্য্য, নন্দী এণ্ড কোং ঝরিয়া, মানভূম

দেঃ মানিক লাল প্রামানিক দিং সাং খুর্দী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির ৯নং ওয়ার্ডস্থিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেরেস্তার ৬৭৯৪ খতিয়ানের ৯০শতক জমি ৲ জমা দেঃ একচতুর্থাংশ মায় দালান বাড়ী ইত্যাদি সাত সরঞ্জাম মূল্য ২০০৲

(৪০)

২৯২ মনিজারি ৩১ দাবি ২২৯।৶

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং নয়াপাড়া

দেঃ দক্ষিণাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং রূপদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালির সামিল চুয়াখালি গ্রামে ৮০।৮১।৮৪ খতিয়ানের ১-৮৯ শতক ব্রহ্মত্তর জমি দেঃ ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৪১)

১০৯০ মনিজারি ৩১ দাবি ৮৲৬৬

ডিঃ নরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস সাং বহিরগাছি

দেঃ ইয়াকুব মণ্ডল সাং এলাঙ্গি পোঃ বাজারলঙ্কি

থানা চাপড়ার সামিল এলাঙ্গিগ্রামে হৈমবতী দেবীর অধিন ৭৮।৭৯ খতিয়ানের ২-৯০ শতক জমি ৫৮৶৫ রায়তী জমা দেঃ ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২১৲

(৪২)

৪১১ মনিজারি ৩১ দাবি ৫৪১৸৶৬

ডিঃ অবনী কৃষ্ণ দাস সাং নবদ্বীপ

দেঃ হরিকিশোর সাহা সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ সামিল নিম্ন নবদ্বীপ গ্রামে ৶২॥ কাঠা জমি মায় পাকা কোঠা-ঘর ১টী সিড়ি টিনের চাল কুয়া পায়খানা ইত্যাদি মূল্য আঃ ৩০০৲

(৪৩)

৪৫১ মনিজারি ৩১ দাবি ১১০৮৲৯

ডিঃ ফকির চন্দ্র দে মোঃ ৮৯।১নং মনোহর দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেঃ সত্য গোপাল রায় দিং সাং দিগম্বরপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জ অধীন দিগম্বরপুর গ্রামে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী অধীন দিগম্বরপুরের ৬২৪ খতিয়ান ২।৪। শতক ও প্রতাপপুর মৌজায় ৬২৩ খতিয়ান ৯৬-৯৬ শতক জমি ৮৯৶০ মধ্য স্বত্ব মোকররী পত্তনী জমা দেঃ ॥০ আনা অংশে ৪৪॥৬ জমামূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ ঐ মৌজায় ললিত মোহন রায় অধিন দিগম্বরপুরের ৬ ৬ খতিয়ান প্রতাপপুরের ৫১৬ খতিয়ান ও নলুয়ার সামিল ৩৩৬ খতিয়ান মোট ১১৪-৬১ শতক জমি ৭৫৶ জমা দেঃ ॥০ আনা অংশে ৩৭॥৶৬ জমা দিতে মূল্য আঃ ৫০৲

৩। থানা হাঁসখালির সামিল উদয়পুর মৌজায় ১৮ খতিয়ান দিগম্বরপুর মৌজায় ৪৬ খতিয়ান ২১৯।৶০ পত্তনী জমা তাহাতে দেঃ ॥০ আনা অংশে ১০২॥৶৬ জমা টিক জমা মূল্য ৫০৲

(৪৪)

১৫৮০ খাংজারি ৩০ দাবি ২৫।৶

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং গোবিন্দপুর পোঃ নদিয়া আলি বিশ্বাস সাং ছাটগোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ সামিল গোবিন্দপুর গ্রামে ৪৫৩ খতিয়ানের ২-৫৪ শতক জমি ১৮৮৶০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৫)

১৫৯২ খাংজারি ৩০ দাবি ২৫৸৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী দিং সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ আনারদ্দি সেখ সাং কৃষ্ণনগর কুরচিপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালির অধিন কৃষ্ণনগর গ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ২১৭২ খতিয়ানের ৯৭ শতক জমি ৷৶৩ জমা মূল্য ৫৲

(৪৬)

১৭১৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৬৮৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নারায়ণ বাগ দিং সাং উত্তর-বোয়ালিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল বোয়ালিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১০৮ খতিয়ানের ১৪-০৯ শতক জমি ২৫৲ জমা দেঃ ॥০ আনা অংশে মূল্য আঃ ২০৲

(৪৭)

১৯৯৭ খাংজারি ৩০ দাবি ৫০৲৩

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল হাসাডাঙ্গা গ্রামে জয়দুর্গা দাসীর অধিন ১৯৬ খতিয়ানের ২-৯৭ শতক জমি ওটবন্দি জমা দেঃ ষোল আনা রকমে মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৮)

১২৭৭ খাং জারি ৩০ দাবী ১০২৶০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী দিং সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ ভাদু ঘোষ দিং দেওয়ানগঞ্জ বাবলাড়ী পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের সামিল দেওয়ানগঞ্জ বাবলাড়ী গ্রামে ১৬৬।১৬৭ খতিয়ানের ১-৬৮ শতক জমি ৩৸১০ মোকররী জমা।

২। ঐ মৌজায় ১৬৫ খতিয়ানভুক্ত ও ৩—৭ খতিয়ানে ২ ০২ শতক জমি।

(৪৯)

১৯৯৮ খাং জারি ৩০ দাবি ৫৬৸৶

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঁঠালপোতা

দেঃ ফটিক বিশ্বাস দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর সামিল হাসাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং সেরেস্তায় ১৬৪—১৬৬ খতিয়ানের ১২ ০৬ শতক জমি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫০)

২১২৯ খাং জারি ৩০ দাবি ১০১৶

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ লোকনাথ মণ্ডল দিং সাং [illegible] পোঃ ঐ

থানা কোতোয়ালির সামিল মাদিয়া বনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার দিং অধিনে ১৪৫।৫৩ খতিয়ানের ১০-৫৭ শতক জমি ওটবন্দি জোত জমা মূল্য ৯০৲

(৫১)

২১৩১ খাং জারি ৩০ দাবি ৪৪।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গোকুল ঘোষ দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল হাসাডাঙ্গা গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীনে ৮৭ খতিয়ানের ১০-৫৪ শতক জমি ১৮৶৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫২)

২ ৫৯ খাংজারি ৩০ দাবি ২৬৸৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জানকী সরদার দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল হাসাডাঙ্গা মধ্যে রাখাল দাস সিংহ দিং সেরেস্তায় ১১৫ খতিয়ানের ২-০৮ শঃ জমি ওটবন্দি জোত জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৩)

২১৯১ খাংজারি ৩০ দাবি ২৮৷৷৶৩

ডিঃ ঈশ চন্দ্র নন্দী সাং কাশীমবাজার

দেঃ গৌরেন্দ্র নাথ খাঁ দিং সাং বীরনগর পোঃ গৌরনগর

থানা কোতয়ালি সামিল খেড় হরিনাথ গঞ্জ গ্রামে ১৫৩৮ খতিয়ানের ২-৩০ শতক জমি ৫৮।৶৫ মায় পাকা ঠনায়ৎ আদি সরঞ্জাম সহ মূল্য ২৫০৲

(৫৪)

২২৯৬ খাংজারি ৩০ দাবি ১৬৸৬৶০

ডিঃ অন্নকার রেজাউলহক গ্রাম বামনপুকুর

দেঃ চঞ্চামতি বিবি দিং সাং মোহনা-পাড়া পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপের অন্তর্গত মোহনাপাড়া গ্রামে ডিক্রিদার সরকারে ১২৫ খতিয়ানের ও ১২৬—১২৮ খতিয়ানের ৮-৭৬ শঃ জমি ৬ রায়তী মোকররী জমা মূল্য ১০০

২। ঐ থানার সামিল রাজাপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২১৩ খতিয়ানের ১ ৩৪ শতক জমি ৪॥০ রায়তি জমা মূল্য ২৫৲

৩। ঐ থানার সামিল খাসিখাটাগ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫ খতিয়ানের ১-৭২ শতক জমি ৯৲ রায়তী জমা মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানার সামিল বামনপুকুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫১৪ খতিয়ানের ২ ৪৬ শতক জমি ১.৬ রায়তী মোকররী জমা মূল্য আঃ ১২৲

৫। ঐ থানায় সামিল ঐ গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫৩০ খতিয়ানের ৭৪ শতক জমি ৮০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

৬। ঐ থানার সামিল সরডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৯৮ খতিয়ানের ৭৫০ শতক জমি ৮০ আনা ৬মা মূল্য আঃ ১২৲

(৫৫)

২৩৩৩ খাংজারি ৩০ দাবি ৪২৸৩

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ অমূল্য ঘোষ দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ মং [illegible]

থানা কোতয়ালির সামিল হাসাডাঙ্গা মধ্যে রাখাল দাস সিংহ দিং অধিনে ২০৫ খতিয়ানে ৭-৪৯ শতক জমি ১ ॥৶৫ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য ১০৲

(৫৬)

২৩০৭ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ মহিউদ্দিন মণ্ডল সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল মাদিয়া বনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার ও মনোরঞ্জন সিংহ রায় দিং অধিনে ২৮ খতিয়ানের ওটবন্দি জোত দেঃ ।৶৬— অংশ মূল্য ১০৲

(৫৭)

২৩০৮ খাংজারি ৩০ দাবী ৫৩০

ডিঃ ঐ

দেঃ আমেলদ্দিন মণ্ডল দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল মাদিয়া বনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার দিং অধিনে ২৮ খতিয়ানের ৯০১ শতক জমি ওটবন্দি জোত দেঃ ॥৶২৩—অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৫৮)

২৫ খাংজারি ৩১ দাবি ১৪৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ অটল ঘোষ দপ্তরী সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল হাসাডাঙ্গা গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিং অধিন ৪১ খতিয়ানের ৭-৪৭ শতক জমি ওটবন্দি জোত মূল্য ১০৲

(৫৯)

৫৫ খাং জারি ৩১ দাবি ৩৬৶

ডিঃ ঐ

দেঃ পরম ঘোষ সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল হাসাডাঙ্গা মধ্যে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ১৫৩ খতিয়ানের ৫ ৭৩ শতক জমি ওটবন্দি জোত মূল্য আঃ ১০৲

(৬০)

৫৬ খাং জারি ৩১ দাবি ১৩৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ অটল ঘোষ সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল মাদিয়া বনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার দিং অধিন ১৩ খতিয়ানের ৩-৩৪ শতক জমি ১২৸৶৩ জমা, মূল্য ১৫৲

(৬১)

৬৮ খাং জারি ৩১ দাবি ৬১৷৴৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ অবিনাশ চন্দ্র মোদক দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল হাসাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৫ খতিয়ানের ৪-৮২ শতক জমি উটবন্দি জোত মূল্য ১০৲

(৬২)

১১৮ খাং জারি ৩১ দাবি ৮৫৴০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্রনন্দী সাং কাশীমবাজার

দেঃ মতিলাল নাথ সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল সোনডাঙ্গা মৌজায় ডিক্রীদার অধিন ৭৬১ খতিয়ানের অধীন ১১৴৷ রায়তি স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৬৩)

১১৯ খাংজারি ৩১ দাবি ৫৩৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ রাজু বিশ্বাস সাং গোয়ালদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল সোনাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধিনে ৪১৭ খতিয়ানের ৭।০ জমার জমি মূল্য আঃ ৪০৲

(৬৪)

১২০ খাংজারি ৩১ দাবি ১৬৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নির্ম্মলা দাসী সাঃ তাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল তাতলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫০২ খতিয়ানের -০৮ শতক জমি ১৷৷৴০ জমা মূল্য ৫৲

(৬৫)

১২১ খাংজারি ৩১ দাবি ২১৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ গোকুল গোপ দিং সাং গঞ্জেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপের সামিল গঞ্জেরডাঙ্গা গ্রামে ৩৩১ খতিয়ানের ১-৩২ শতক জমি ১৷৴৬ জমা মূল্য ৫৲

(৬৬)

১২২ খাংজারি ৩১ দাবি ২৪৷৷০

ডিঃ গৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ অতুলানাথ দোবে সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল কৃষ্ণনগর খোট্টাপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৯৮৭ খতিয়ানের-১০ শতক জমি ইত্যাদি সাজ বসঞ্জাম মূল্য ১৫৲

(৬৭)

১২৩ খাংজারি ৩১ দাবি ১৪৷৷৶

ডিঃ গয়ারাম গড়াই সাং হাট অন্নদাগঞ্জ

দেঃ বামন দাস সরদার সাং বিষ্ণুপুর পোঃ জোয়ানিয়া ভালুকা

থানা কোতয়ালি অধিন বিষ্ণুপুর মৌজায় ডিক্রীদার অধিনে ২৩১ খতিয়ানের -২৪ শতক জমি ১৶১০ জমা মূল্য ৪৲

(৬৮)

১৪২ খাংজারি ৩১ দাবি ১৬৮৶৯

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা

দেঃ ঠাণ্ডা মণ্ডল নালা দিং সাং সোনাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালির সামিল সোনাতলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫০৫ খতিয়ানের ১২-৬৫ শতক জমি ২৫।৯ জমা ও ৯০৯ খতিয়ানে -৬২ শতক জমি ১,৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৬৯)

১৪৩ খাং জারি ৩১ দাবী ২৮৷৷৴৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র নন্দী সাং কাশীমবাজার

দেঃ রহমান সেখ দিং সাং গঞ্জেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপের সামিল গঞ্জের ডাঙ্গা গ্রামে ৪৭৬ খতিয়ানের -৪৯ শতক জমি ২৸৶৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৭০)

১৫৬ খাংজারি ৩১ দাবি ২১৸৯

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারী

দেঃ ফটিক সেখ দিং সাং মাটিয়ারী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামিল মাটিয়ারী মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৭৪ খতিয়ানের ১-৯৯ শতক জমি ৪৷৷৶৯ রায়তীস্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ১২৲

(৭১)

১৫৮ খাং জারি ৩১ দাবি ২২৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের সামিল মাটিয়ারী মৌজায় ডিক্রীদার অধিনে ৭৬ খতিয়ানের ১-১০ শতক জমি প্রতিবিঘা ১৷৴১০ হিসাবে দিতে হয়। মূল্য আঃ ১০৲

(৭২)

১৯০ খাং জারি ৩১ দাবি ৯৭৷৷৶৬

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং পোড়াগাছা

দেঃ ঘনু রাজবংশী সাং মাধবপুর পোঃ হাটচাপড়া

থানা কৃষ্ণনগরের এলেকাধিন নলদহ গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫৬০ খতিয়ানের ৪-৮৯ শতক জমি ১৫।৯ রায়তীস্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৭৩)

১৯১ খাংজারি ৩১ দাবি ৬২৸০

ডিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসরক

দেঃ ফকির সেখ সাং গদখালি পোঃ নবদ্বী

থানা নবদ্বীপের সামিল গদখালি মধ্যে ৭৫ খতিয়ানের ২-৩৭ শতক জমি ১০৸০ রায়তী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৭৪)

১৯৯ খাংজারি ৩১ দাবি ৯২৶০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ বসন্তকুমারী দেবী সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল কৃষ্ণনগর মধ্যে ২৫৬২ খতিয়ানের ৩-০৩ শতক জমি ১৩৶৬ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৭৫)

২৭৪ খাং জারি ৩১ দাবি ১৮৩৷৷৶৯

ডিঃ জিতেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ বেছের সেখ সর্দ্দার দিং সাং সিংহাটী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল সিংহাটী গ্রামে ডিক্রীদার দিং সেরেস্তায় ১৬৫। ১৬৯।১১৯ খতিয়ানের ১০-৯৯ শতক জমি ৩৩৷৷১৬ শতক জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৭৬)

২৮৭ খাং জারি ৩১ দাবি ২০।৬

ডিঃ অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য সাং আমঘাটা

দেঃ ক্ষুদিরাম সর্দ্দার সাং সুবর্ণবিহার পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা কোতোয়ালির সামিল সুবর্ণবিহার গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১২২০—১২২৪ ও ১৪৫৫ খতিয়ানের ৩-৩৬ শতক জমি ৫৸৴০ জমা মূল্য ১০৲

(৭৭)

২৮৮ খাং জারি ৩১ দাবি ১৩৷৷৴৩

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বেতালমারি

দেঃ অবিনাশ চন্দ্র মল্লিক দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল হাসাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬ খতিয়ানের ৪৸৶৯ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭৮)

৩০৮ খাংজারি ৩১ দাবি ৭৯৶৩

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ কাঙ্গালী মণ্ডল দিং সাং খাঁপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির অধীন খাঁপুর মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৯৪৪ খতিয়ানের ৭-২৭ শতক জমি ১১৶৩ জমা মূল্য ২০৲

(৭৯)

৩২৪ খাংজারি ৩১ দাবি ৬৬৸৴০

ডিঃ সরোজরঞ্জন পাল চৌধুরী সাং হাতিশালা

দেঃ পাচকড়ি মণ্ডল দিং সাং হাজরাপোতা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামিল হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধিনে ১৮১ খতিয়ানের ২০-৩৪ শতক জমি ৩৮৷৴৯ জমা মূল্য ২৫৲

(৮০)

৩২৫ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৭৶৩

ডিঃ ঐ দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের সামিল হাজরাপোতা গ্রামে ১৮৩ খতিয়ানের ৮-৭৭ শতক জমি ২০৸৯ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৮১)

৩২৬ খাংজারি ৩১ দাবি ১৫৪০৷৴৯

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেড সোং আমঝুপি

দেঃ বসন্তকুমার রায় সাং চণ্ডীপুর পোঃ সোনাডাঙ্গা

থানা মেহেরপুর মধ্যে ডিক্রীদার অধিনে ৫ বৎসর মেয়াদী ১১৫০৲ ইজারা জলকর জমা মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানার অধিনে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৭ বৎসর মেয়াদী সালিয়ানা ৬৭৫৲ জলকর জমা তরফ আঃ ১০৲

টেলি- 'শ্রীধাম'
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৲৮০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

সাপ্তাহিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৪ শ্রীধাম মায়াপুর ১৩ই বৈশাখ শুক্রবার ১৩৪৮, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪১

ধর্ম্ম বলাম আমোদ-প্রমোদ

নদীয়া-জেলাবোর্ডের সাব্‌কমিটী গঠন

বাড়ে জীবন্ত জল সমাধি

ক্ষিপ্ত প্রজাবৃন্দকর্ত্তৃক জমিদার খুন

গ্রামে গুণ্ডায় দৌরাত্ম্য

চট্টগ্রামে কর্ত্তৃপক্ষে সতর্কতা

বার্দ্দৌলিতে নেতৃবৃন্দ

বিলাত হইতে ভারত ৫ দিনে

শ্রীনবদ্বীপ-পাঞ্জিক

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

যা কথা

নদীয়া জিলাবোর্ডের
সাব্‌কমিটী নির্ব্বাচন

গত ১১ই এপ্রিল নদীয়া জিলাবোর্ডের একটী সাধারণ সভার ১৩৩৮ ১৩৩৯সনের জন্য সাবকমিটী চারিটী সংগঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান, কাজিয়া চেয়ারম্যান, কৃষ্ণিয়ার সবডিভিসনাল অফিসার, মেহেরপুরের সাবডিভিসনাল অফিসার, রাণাঘাটের সাবডিভিসনাল অফিসার, চুয়াডাঙ্গার সাবডিভিসনাল অফিসার, নদীয়ার সিভিল সার্জ্জন মহোদয়, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, বাবু মৃত্যুঞ্জয় আচার্য্য, বাবু পঞ্চানন গাঙ্গুলী, মৌলবী আবুল কাসেম এবং বাবু যোগীন্দ্র নাথ সরকার ফাইনান্স কমিটীর মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ধর্ম্ম বলাম আমোদ-প্রমোদ

গত সপ্তাহে বিলাতে পার্লামেন্টে রবিবারের 'আমোদ-প্রমোদ' যোগদান করা আইন সঙ্গত করিবার নিমিত্ত তুমুল হট্টগোল হইয়া গিয়াছে। গত ১৭৮০ সালের রবিবার বিষয়ক একটী আইন আছে, ঐদিনে কেহ কোনরূপ বিষয়কর্ম্ম বা আমোদ-প্রমোদাদি করিতে পারিবে না। এজন্য ঐদিনের নাম "স্যাবাথ", অর্থাৎ বিশ্রামের দিন বলে প্রচলিত আছে। ঐদিনে বিলাতের লোকে সাধারণতঃ গির্জ্জাদিতে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম উপাসনায় যোগদান করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে লোকের বিষয়কর্ম্মে এতদূর আসক্তি হইয়াছে যে ঐদিনে অনেকেই আরও অধিকতর বিষয়ভোগে নিবিষ্ট হয়। সপ্তাহের ছয়দিনকাল ঔপন্যাসিক-অর্থাদি নানাপ্রকার বিষয়ভোগের উপকরণ সংগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া সপ্তম দিবস অর্থাৎ রবিবারেই নিরপরাধে বিষয়ভোগে অতিবাহিত করিতেছে।

"স্যাবাথ" আইনের জন্য রবিবার দিবস বিলাতে নিতান্ত প্রমোদশালা অকেনঃ বন্ধ থাকে। সপ্তাহের ছয় দিন পরিশ্রমে আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিয়াও লোকের তোষপিপাসার নিবৃত্তি নাই, তাই তাহারা পার্লামেন্টে এরূপ একটি আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছে যে রবিবারে নিশাযোগে প্রমোদশালা খোলা থাকিবে। ঐ পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় দফার সমর্থন গত সপ্তাহে পার্লামেন্ট হইয়া গেল। এবারে তৃতীয় অধিবেশনে আইনাকারে পরিণত হইবে। সিনেমা খোলা রাখা আদি রবিবারে তাহাদের প্রায় শেষ পুঁজিতে পারিলে প্রতি বৎসর অন্যূন ১৮ লক্ষ পাউণ্ড ব্যবসাদারের লাভ বাড়িয়া যাইবে, এই অনুমানে গবর্ণমেণ্ট ইহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। ধর্ম্মযাজক প্রবীণ লোক সাণ্ডে-রেষ্ট সিকেটিং কমিটী করিয়া বহু বিষয় সংগ্রহ করিতে বিলাতে হ'ন নাই। শুনা যায় উভয়পক্ষের বক্তৃতাকে দুইটি বিভিন্ন দলভুক্ত করিয়াছে। থিয়েটার ও গীর্জ্জার বক্তৃতার পরিণাম দেখিবার জন্য সকলে ব্যগ্র আছে।

বাড়ে জীবন্ত জল সমাধি

মুন্সীগঞ্জের ২৪শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গত ২০শে এপ্রিল রাত্রি প্রায় ৭৷৷০ ঘটিকায় নদর পঞ্চায়েতে প্রবল ঝড় হয়। ঐ সময় নারায়ণগঞ্জ হইতে যে যাত্রীবাহী একখানি ষ্টীমার ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল। ষ্টীমারের সাহেব সমস্ত ব্যাপার দেখিতে পান। প্রায় একঘণ্টা ঝটিকার পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়। অপর ৭ জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তন্মধ্যে একটী বালিকা ও ২টি বালক ছিল।

ক্ষিপ্ত প্রজাবৃন্দকর্ত্তৃক জমিদার খুন

গত ১৭ই এপ্রিল বেলা ১০টার সময় ঝালকাটী মহকুমার অন্তর্গত কাঁঠালিয়া থানার অধীন বাসন্ডা গ্রামে জমিদার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ক্ষিপ্ত প্রজাবৃন্দকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, নগেন্দ্রবাবু তাঁহার বাসভবনে বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রজাবৃন্দ তাঁহার বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাহিরে আসিতে বলে। নগেন্দ্রবাবু বাহিরে আসিলে তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করে। নগেন্দ্রবাবু আত্মরক্ষার্থ একটী বন্দুক ছুড়িলে একজন প্রজা আহত হয়। ইহাতে প্রজাবৃন্দ ক্ষিপ্ত হইয়া নগেন্দ্রবাবুকে হত্যা করে। নগেন্দ্রবাবুর বয়স ৪০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে কর্তৃপক্ষের সতর্কতা

চট্টগ্রামের ২৪শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, মূলে সামরিক বাহিনী তথায় পৌঁছিয়াছে। য়ুরোপীয়ান কর্মচারীদের অধীনে এক স্বেচ্ছাবাহিনী কলের কামান ও অন্যান্য যুদ্ধের সরঞ্জাম লইয়া রাজপথ পরিভ্রমণ করে। একদল সৈন্য রাঙ্গামাটি অঞ্চলে এক দল লেফুণ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে; অবশিষ্ট সৈন্যগণ চট্টগ্রামে আছে।

রাত্রি ৯টার পর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত জনসাধারণকে পথ বাহির হইতে এবং বিনা লাইসেন্সে সভা লোকসমাগম আয়োজন, আগ্নেয় বাতী নিক্ষেপ প্রভৃতি নিষেধ করিয়া সিনা ম্যাজিস্ট্রেট গত ২৩শে ১৪৪ ধারা অনুসারে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন।

গত ২৪শে এই মর্ম্মে সিনা ম্যাজিস্ট্রেট আরও একটি হুকুমজারি করিয়াছেন যে, রাত্রি ৯টার পর হইতে ৪টার মধ্যে যদি কাহারও বাহির হওয়ার প্রয়োজন থাকে, তবে তিনি যেন যাইবার জন্য কোতোয়ালীর কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আবশ্যকীয় অনুমতি গ্রহণ করেন।

গত ২৫শে এপ্রিল প্রত্যূষে পুলিস বহু স্থানে যুগপৎ খানাতল্লাস করিয়া ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধন আইন অনুযায়ী ১০ জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের নিকটে কতকগুলি টোটা ছিল। প্রত্যেক মোড়ে সৈন্য বিভাগীয় কর্ম্মচারী মোতায়েন করা হইয়াছে। তাঁহারা সকল শ্রেণীর ও বয়সের লোকদিগের গাত্র তল্লাস করিতেছেন। সরকারী উকীল এবং অন্যান্য গণ্যমান্য লোকগণ পাস যাইতেছেন না।

আজ বাহাদুর মকবুল হোসেন, মৌলবী আলাউদ্দিন আহাম্মদ, রায় বাহাদুর নগেশ সেন, কামিনী দাস ও উপেন্দ্র রায় কাউন্সিলের বাঙ্গালী সৈক্যদলের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহাদিগকে জানান হয় যে, ভীষণ অরাজকতার সম্ভাবনায় গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইবে আশঙ্কা করিয়া সৈন্যদলের সাহায্য গ্রহণ রূপ সতর্কতা মূলক উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছে।

ভারতে বিলাতের বাণিজ্য

বিলাতের সমস্ত বাণিজ্যের স্থানগুলির মধ্যে ভারতবর্ষই প্রধান। গত ১৯২৮ সালে বিলাত হইতে সূতা ও পশম মেশানের বস্ত্রাদি, কলকব্জা ও লৌহ ইস্পাত এবং গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি ব্যতীত ভারতবর্ষে মোট ৮৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের (প্রায় ১১৫ কোটী টাকা) পণ্য দ্রব্য আমদানি হইয়াছিল। গত ১৯৩০ সালে বিলাত হইতে আমদানী পণ্যের মূল্য মাত্র ৫৩০ লক্ষ পাউণ্ড।

বিলাত হইতে ভারত ৫ দিনে

বিলাত হইতে মাত্র ৫ দিনে "ক্রেপ্ট" নামে একখানি এরোপ্লেন ২৫ জন যাত্রী সহ ৯০ মাইল বেগে ৩৬০০ মাইলের ১৩২ মাইল বেগে ৩৬০০ মাইলের পথ ৫ দিনের মধ্যে ভারতবর্ষের করাচী বন্দরে উপস্থিত হইবার উদ্যোগ করিয়াছে।

ভারত ও ব্রহ্মে রেল

চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীতে বার্ড কোম্পানী যে পুল তৈয়ার করিতেছেন তাহা শীঘ্র শেষ হইবে। আগামী জুন মাসে চট্টগ্রাম হইতে চুরাচাঁদপুর পর্য্যন্ত রেল চলিবে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে ঐ লাইন ব্রহ্মদেশের আরাকান রেল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ভারত এবং ব্রহ্ম দেশে রেল সংযোগ হইবে।

গ্রামে গুণ্ডার দৌরাত্ম্য

নোয়াখালীর ২৫শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি রথ কার নামক জনৈক বিখ্যাত লোক এই গ্রাম হইতে টাকা আদায় করিয়া সহরে প্রত্যাগমন করিবার সময় দোবাসিয়া গ্রামে কয়েকজন গুণ্ডা প্রকৃতির মুসলমান তাহার নিকট হইতে টাকার বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে মারধোর দেয়। তৎপূর্ব্বে আরও দুইজন ভদ্রলোক এইস্থানে গুণ্ডার হস্তে বিশেষভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রামবাসীর কি কোন প্রতিকার নাই?

জামীনের টাকা বাজেয়াপ্ত

দৈনিক 'বঙ্গে মাতরম্' পত্রের প্রকাশক পণ্ডিত ব্রহ্মচারী প্রেসাপক সরকারের আদেশের বিরুদ্ধে প্রেস অর্ডিন্যান্সের ২৬ ধারা অনুযায়ী এক আবেদন করিয়াছিলেন; গত ২৫শে এপ্রিল হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে বিচারপতি মার এলান ব্রডহার্ষ্ট, মিঃ মনীল সিংহ ও মার আবদুল কাদের ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

উক্ত সংবাদপত্রের আমানতের তিন হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

ভারতীয় কৃষিসমিতি

আগামী ১১ই মে হইতে সিমলাতে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সমিতির অধিবেশন হইবে। তাহাতে বোম্বাই ও মাদ্রাজের শুষ্ক চাষ, ধানের চাষ প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রস্তাব হইবে। এ বিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। উক্ত সমিতি এ'পর্য্যন্ত ১৮ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন এবং এ বৎসরের প্রস্তাবগুলির জন্য প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশন

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙ্গলা ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধক যে প্রস্তাবটী পেশ হইয়াছিল গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে কলিকাতা করপোরেশনের অভিমত জানিতে চাহিয়াছেন। তজ্জন্য করপোরেশন হইতে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাহাতে ৫ জন মুসলমান, ৫ জন বাঙ্গালি ১জন মাড়োয়ারী ও একজন খ্রীষ্টান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বার্দ্দৌলীতে নেতৃবৃন্দ

আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে বার্দ্দৌলী তালুকের যে সকল গ্রাম্য কর্ম্মী পদত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিবার জন্য গান্ধীজী গত রবিবার বোম্বাই তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন আলোচনায় বার্দ্দৌলী তালুকের চারিটি গ্রাম এবং অন্যান্য তালুক সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের জন্য বহু কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

গত ২৫শে এপ্রিল সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর ও মিঃ এফ, নরীমান ৫ বোম্বাই হইতে বার্দ্দৌলী গমন করিয়াছেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে গান্ধীগণ বার্দ্দৌলী তালুকে যে সমস্ত বাজেয়াপ্ত জমী ক্রোক করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত জমী পূর্ব্ব অধিকারীদিগকে ফিরাইয়া দিতে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্য তাঁহারা নয়সারীতে অবতরণ করিয়াছিলেন।

সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর ও মিঃ কে, এফ, নরীমান উক্ত দিবস অপরাহ্নে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা বার্দ্দৌলী তালুকের প্রধান বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির কেন্দ্র সর্দ্দার গান্ধীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহাদের দীর্ঘকাল আলোচনা হয়। অবশেষে সর্দ্দার গান্ধী তাঁহার আত্মীয়স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া শেষ উত্তর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

নিখিল বঙ্গ মহিলা কংগ্রেস

গত বৃহস্পতিবার নিখিল বঙ্গ মহিলা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ও শ্রীযুক্তা গান্ধীদেবী পদত্যাগ করায় এই সভায় দ্বিতীয়বার সভানেত্রী নির্ব্বাচন হইল। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী কংগ্রেসের সভানেত্রী পদে ও শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী পদে নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

আগামী ১লা হইতে ৩রা মে পর্য্যন্ত তিন দিবসব্যাপী অধিবেশন হইবে এবং এই কংগ্রেস কলিকাতা টাউন হলে বসিবে।

ক্ষিপ্ত প্রজার দ্বারা জমিদার খুন

লক্ষ্ণৌয়ের ২৫শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, অযোধ্যার অন্তর্গত বহরাইচ জেলাধীন মাগুরাই মহলের জমিদারকে ক্ষিপ্ত প্রজারা হত্যা করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ জমিদার অনুচরবর্গসহ গ্রামের মধ্যে খাজনা আদায় করিতে গিয়াছিলেন। জিলার সদর সহর হইতে এই গ্রাম অনধিক দূরে অবস্থিত। প্রজারা টাকা দিতে পারিল না বলিয়া জমিদার নাকি তাহাদের শস্য জোর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রজারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে ও টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া তাঁহাকে নিধন করে। জমিদারের পুত্রও ঐ স্থানে উপস্থিত ছিল। সে আঘাত পাইয়া ঐ স্থান হইতে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করে।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা

যে স্পেশাল ট্রাইবুনালে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার বিচার হইতেছে, ঐ ট্রাইবুনাল এই মর্ম্মে এক আদেশ জারি করিয়াছেন যে এই মামলার প্রত্যেক আসামীদিগের বাসস্থান হইতে তাহাদিগকে যেরওয়াড়া জেলখানায় স্থানান্তরিত করা হইবে এবং তাহাদিগকে, অন্যের আর পুলিশের জিম্মায় রাখা হইবে না।

মাহেশ ও চাতরায় স্কুল

শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটী মাহেশ ও চাতরায় ২টি স্ত্রী প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়া সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। উক্ত স্কুলেই ৮ শত ছাত্রী শিক্ষা পাইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর, ২৬শে মধুসূদন ৪৪৫

সাময়িক প্রসঙ্গ

কালের কুটিলা গতির প্রভাবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-সঙ্গোপনের পর প্রায় তিন শতাব্দি-কাল তদীয় আবির্ভাবভূমি সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় সুপ্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরের সন্ধান অনেকের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিলেও শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের ইচ্ছায় তাঁহার নিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণের ঐকান্তিকী চেষ্টার ফলে আজ শ্রীধামের শ্রীবৃদ্ধি শুধু বঙ্গবাসীর নহে, শুধু ভারতবাসীর নহে পরন্তু জগতের সর্ব্বত্র সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যহ অসংখ্য যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রই অবগত আছেন, মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব সময় প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীধাম-পরিক্রমা করিয়া থাকেন। প্রায় দুইবৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার ওহিও-ইউনিভার্সিটীর সুযোগ্য অধ্যাপক সাদার্স সাহেব এবং অধ্যাপক নিক্‌সন্ দর্শনার্থী হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার সাহেবও শ্রীধাম দর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমরা শুনিতে পাইলাম, বঙ্গের মহামান্য গবর্ণরবাহাদুরও আগামী বর্ষায় কৃষ্ণনগর পরিদর্শনের সময় শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আগমন করিবেন। যে স্থানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং ভারতেতর প্রদেশ হইতেও এই প্রকার বহু সম্ভ্রান্ত যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে তথায় সুগম রাস্তার ব্যবস্থা করা জেলা বোর্ডের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। শ্রীধাম মায়াপুর-ধুবুলিয়া রোড নামক জেলা বোর্ডের যে রাস্তাটী আছে তাহা সামান্য বর্ষা হইলেই এরূপ কর্দ্দমাক্ত হয় যে, তাহাতে পথ চলা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাড়ায়। আমরা আজ ৪।৫ বৎসর যাবত শুনিয়া আসিতেছি যে, জিলা বোর্ড এই পথটীর সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। যাত্রিগণের সমাগমের অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের কর্ত্তৃপক্ষ অতি সত্বর রাস্তাটীর সংস্কারকার্য্যের জন্য জিলা বোর্ডকে কিছু অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের এই প্রকার ঔদাসীন্যের কারণ কি? গত বার কমিশনার সাহেবের আগমন করিবার পূর্ব্বে অসংস্কৃত রাস্তাটী সুগম করিবার জন্য জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ কোনও প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক অতি কষ্টে রাস্তাটী মোটর-যানাগমনের উপযোগী করেন। আমরা আশা করি, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড অতি সত্বর এই রাস্তাটীর সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করিয়া যাহাতে গভর্ণর বাহাদুরের আগমনের পূর্ব্বেই উক্ত কার্য্য শেষ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে কোনও প্রকার ত্রুটি করিবেন না।

গত পরশ্বঃ ২৪শে মধুসূদন ১৩ই বৈশাখ ২৬শে এপ্রিল রবিবার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে এবং তদীয় অপরাপর শাখামঠসমূহে শ্রীসীতাবির্ভাব ও শ্রীজাহ্নবাদেবীর আবির্ভাবোৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ইচ্ছায় এই উৎসবদ্বয় হংসক্ষেত্রে শ্রীএকায়নমঠে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে তথায় কলিকাতা, শ্রীধাম মায়াপুর এবং আরও অনেক স্থানের ভক্তমণ্ডলী শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শুদ্ধভক্তিবিহিত সঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারা চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়াছিলেন। সুকৃতিসম্পন্ন স্থানীয় অধিবাসিগণ উৎসবে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সকলকেই আকণ্ঠ পুরিয়া বিতরণ করা হইয়াছে। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় এই উৎসবের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষের দিনে এই প্রকার মহোৎসব যে সর্ব্বসাধারণের হৃদয় হইতে জাড্য দূর করিয়া চৈতন্যোদয় করিবে তথা বলাই বাহুল্য। শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় মহোদয় তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া জগদ্বাসীর সম্মুখে অর্থের সদ্ব্যবহারের প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি সজ্জনমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

পারমার্থিক ভারত জগতের গুরু। সুতরাং পরমার্থের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে জগদ্বাসী সর্ব্বদাই ভারতের নিকট অবনতমস্তক। কোনও সময় ভারত কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, আয়ুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতিতেও জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল কিন্তু কালের প্রভাবে ঐ সকলের অবনতি ঘটিলেও ভারতের পরমার্থ সম্পদ্ কেহ কোনও সময় নষ্ট করিতে পারে নাই এবং কখনও পারিবে না। সুতরাং যাঁহারা নিজদিগকে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দেন এবং ভারতের ঔজ্জ্বল্য বিধানই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—নিজদিগকে পরমার্থশিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং নিজদিগের আদর্শ জীবনদ্বারা জগদ্বাসীর মঙ্গলবিধান করা।

আর্য্যভারতের গবেষণাগার সংস্কৃত সাহিত্যে সংরক্ষিত। নিত্যানন্দসাগরে নিমজ্জমান ভগবৎসেবৈকনিষ্ঠ আর্য্য ঋষিগণ জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদের সাধনার প্রণালী এবং সাধনালব্ধ বিষয়সমূহ সংস্কৃত সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সকল অমূল্য রত্নের সন্ধানের নিমিত্ত প্রত্যেকের সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অক্ষজ জ্ঞানে বেদাদির প্রপঞ্চ ফল পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও সংস্কৃত বিদ্যা সদ্গুরুর আনুগত্যে ভজনপরায়ণ ব্যক্তিগণকে সহায়তা করিতে পারে। শুনা যাইতেছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত পাঠের বাধ্যতামূলক নিয়মটী প্রবেশিকা পরীক্ষার তালিকা হইতে উঠাইয়া উহা শুধু স্বেচ্ছায় পাঠার্থিগণের নিমিত্ত রাখিতেছেন। সাধারণতঃ বালকগণ 'শব্দরূপ' ও 'ধাতুরূপে'র অধ্যায় দেখিয়াই সংস্কৃত বাদ দিবার পক্ষপাতী; সুতরাং বাধ্যতামূলক না হইলে অধিকাংশ ছাত্রই যে উহা বাদ দিবে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বালকসুলভচপলতার বশবর্ত্তী হইয়া বাল্যকালে উহা বাদ দিলেও ভবিষ্যতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিয়া অনেকেই দুঃখিত হইবেন। সুতরাং সংস্কৃতপাঠ বাধ্যতামূলক থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সৌভাগ্য

প্রয়াগে শ্রীগৌরহরি শ্রীরূপগোস্বামীকে ভক্তিধর্ম্মবিষয়ে অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি যে, ভাগ্যবান জীবই ভগবৎকৃপা ও ভগবজ্জন কৃপা হইতে ভক্তিলতার বীজ 'শ্রদ্ধা' লাভ করেন। যিনি শ্রদ্ধা লাভ করেন, তিনিই সৌভাগ্যবান্। শ্রদ্ধাবৃত্তির জনকরূপে আমরা সৌভাগ্যকে দর্শন করি। ভক্তিলতার বীজ হইতে জীবাত্মার শুদ্ধবৃত্তি ভক্তিলতা গোলোক পর্য্যন্ত গতিবিশিষ্টা হইয়া ভজনীয় বস্তুকে সেব্য রূপে নিজ বৃত্তি প্রদর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করে।

'শ্রদ্ধা' শব্দে সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই লক্ষ্য করে। সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অন্ধ বিশ্বাস—পরস্পর বিপরীত-ধর্ম্মবিশিষ্ট। অক্ষজ জ্ঞানদ্বারা পরোক্ষ বা অপরোক্ষ বস্তুতে আস্থা স্থাপনকেই 'অন্ধ বিশ্বাস' বলে। অধোক্ষজ বস্তুর নিত্যাধিষ্ঠান ও অবিসংবাদিত চিদানন্দ কখনই অন্ধবিশ্বাসের লক্ষীভূত বস্তু নহে। ভাগ্যহীন জনগণই অক্ষজ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া ভজনীয় বস্তুর প্রথমা বৃত্তিকে অন্ধবিশ্বাস রূপে ভ্রান্ত ধারণা করিয়া শ্রদ্ধাহীন হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রদ্ধা অজ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাসমাত্র নহে। শ্রদ্ধার পাত্ররূপে শ্রদ্ধার পরিণামে যে সাধুর সঙ্গ হয়, তিনি অধোক্ষজসেবাপর জ্ঞানবিশিষ্ট। সুতরাং ইন্দ্রিয়সাধ্য দৃশ্য জগতের জ্ঞান-গৃহে আবদ্ধ নহেন। সত্যজ্ঞান যাঁহার দৃশ্যপটে উদিত হওয়ায় অনর্থময় দৃশ্য জগৎকেই যিনি একমাত্র অবলম্বন মনে করেন না, তাদৃশ সাধুতে বা সিদ্ধশাস্ত্রে সাধকের প্রপত্তিই 'শ্রদ্ধা' নাম্নী বৃত্তি।

শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী। অশ্রদ্দধানের অভক্তি ভূমিকায় তিনটী পথ দেখা যায়। অক্ষজ-জ্ঞানচালিত হইয়া ঐ পথ তিনটীতে ভ্রমণ করিতে গেলে ভক্তি পথের সন্ধান পাওয়া যায় না। অক্ষজ জ্ঞান প্রাকৃত দৃশ্য জগৎকে জ্ঞেয় বলিয়া মীমাংসা করায় অন্ধ বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহার অন্য গতি নাই। অন্ধ দৃশ্যজগৎ দর্শন করিতে অসমর্থ। তাহার কেবল চেষ্টাই দৃশ্য জগৎকে দর্শন, সুতরাং অন্ধ বিশ্বাস অসিদ্ধ। অধিরোহ পথে এক অন্ধ অক্ষজজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া অপর অন্ধকে নিজের অনভিজ্ঞতা গোপন করিয়া নিজকে লব্ধদর্শন বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় এবং অন্ধবিশ্বাসী তাঁহার অনুগমন করায়, ওতপ্রোতভাবে দৃশ্য জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া কেহ বা 'ব্রহ্ম' শব্দে অচিৎ দৃশ্য, কেহ বা 'মায়া' শব্দে দৃশ্য জগতের মূল কারণকে সংস্থাপিত করেন। উভয়েই বাস্তব বস্তু-জ্ঞানে অজ্ঞানী হইয়া অভক্তির পথকেই নিজ নিজ ভ্রমণমার্গ জ্ঞান করেন। অন্যাভিলাষিতা, নিজের উপাধি দ্বারা ঐহিক পারলৌকিক অনিত্য ভোগ অথবা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকেই নিশ্রেয়স্ বলিয়া স্থাপন করেন। অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা অদৃষ্ট বস্তুকে লাভ করিবার উদ্ভাবনী শক্তি গুরু ও শিষ্যকে অভক্ত-সজ্জায় অজ্ঞানকূপে পাতিত করে। এজন্য ভক্তিমান্ই সৌভাগ্যবান্, অভক্ত অন্ধ বিশ্বাসকারী।

জ্ঞানরাজ্যে নির্ভেদ ব্রহ্মাভিন্ন গুরু-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ মুক্তাভিমান করিলে তাঁহার বিচারে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞেতার একত্বপ্রযুক্ত উপদেশযোগ্য বস্তুস্তরাভাব। আধার অসিদ্ধ অবস্থায় অজ্ঞানবশে তাঁহার গুর্ব্বভিমান্ সুতরাং এক অন্ধ অপর অন্ধকে সাধন-রাজ্যেই সিদ্ধি-প্রাপ্তির নৈষ্ফল্য প্রদর্শন করে। সেজন্য তাঁহারা ভক্তিহীন ও মন্দভাগ্য।

ভাগ্যবান্ জীব ভগবান্ ও গুরুদেবের প্রসাদ লাভ করেন। সেই প্রসাদ হইতেই তাঁহার ভক্তি-সোপানের প্রথম স্তর শ্রদ্ধা-বৃত্তির প্রাকট্য। জীবের সৌভাগ্য দুই প্রকারে উদিত হয়। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভেদে যে সুকৃতির উদয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই সাধুগণও বলিয়া থাকেন। জাতিস্মর দেবর্ষি তাঁহার প্রাক্তন সুকৃতির কথা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার উক্তি হইতে জানিতে পারি যে, আমাদেরও অদৃষ্ট-সুকৃতির বলাধান লয়ণকালে লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। দৃষ্ট সুকৃতির বিপাকে আমরা নিজরুচি দ্বারা সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশ লাভ করি। সঙ্গ-প্রভাবে শ্রবণ জন্মে আমাদের দৃষ্ট সৌভাগ্য উদিত হয়। সৌভাগ্যোদয়ে আমাদের নিজস্বে আনয়ন অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে নিত্য উপলব্ধিজনিত পুঙ্খানুপুঙ্খ নিত্যজ্ঞানময় সাধু ও শাস্ত্রের সান্নিধ্য লাভ করি। তাহাতে আমাদের দর্শনভাবনের কোনও অন্ধ বিশ্বাস করিতে হয় না। দৃশ্য জগতের প্রত্যক্ষাদি ভোগময়ী উপলব্ধিই আমাদের নিত্যোপলব্ধির বাধক হইয়া নশ্বর বস্তুতেই অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করায়। ভক্তির প্রথম অবস্থায় সাধন-রাজ্যের শ্রদ্ধা সুনিশ্চিত। চক্ষুষ্মান্ নিশ্চয়ই সৌভাগ্য।

শান্তি কোথায় ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবারিধি বি, এল)

প্রারব্ধবশে এই কর্ম্মময় জগতে যখন আসিয়াছি, তখন মায়িক সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতেই হইবে, অব্যাহতি নাই। যৌবনের প্রারম্ভে একদিন এইরূপ কর্ম্মের তুমুল খেলা দিগন্তের সমর বাহির হইয়াছি। বৈশাখ মাস, রৌদ্র খর, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে সারা ধরিত্রী যেন ক্রিয়মাণ হইয়াছে। একটী দীর্ঘ মুক্ত মাঠের উপর দিয়া চলিয়াছি। কোথাও একটু বিশ্রামস্থান নয়নগোচর হয় না।

কিয়দ্দূর হাঁটিবার পর প্রখর রৌদ্রতাপে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম। শরীর অবসন্ন হইল, চলচ্ছক্তি রহিত হইল, প্রাণ আনচান্ করিতে লাগিল। একটু শীতল ছায়ার অনুসন্ধানে উদ্গ্রীব হইলাম। কিন্তু সেরূপ ছায়া কোথাও মিলিল না। মনোদুঃখে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছি, এমন সময় আকাশে হঠাৎ একখণ্ড কালো মেঘ দেখা দিল। সেই মেঘখানি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ঠিক আমার মস্তকোপরি আসিয়া পৌঁছিলে মার্ত্তণ্ডদেব কিঞ্চিৎ আচ্ছাদিত হওয়ায় নিম্ন ভাগ শীতল হইল। আমিও কাজেই সেই ছায়ায় চলিতে চলিতে শান্তিলাভ করিবার জন্য আশ্রয় লইলাম।

হায়! হায়! মূঢ় আমি, বুঝিলাম না যে এরূপ চঞ্চল বস্তুর আশ্রয়ে শান্তিলাভের চেষ্টা কেবলই বিড়ম্বনা ও ভাবী ক্লেশেরই পূর্ব্বসূচনা মাত্র। মেঘখানি যেমন সরিয়া যাইতে লাগিল, আমিও ছায়ার আশায় ছুটাছুটী করিতে লাগিলাম। পরিশেষে শ্রান্ত হইয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। আমার যখন এইরূপ অবস্থা, তখন কিছু দূরে দেখিলাম একজন জ্যোতির্ম্ময় সাধুপুরুষ আমার দিকে আসিতেছেন। নিকটবর্ত্তী হইলে, দেখিলাম তিনি একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। সুদীর্ঘ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ শরীর, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, অঙ্গে তিলক, হস্তে তুলসী মালিকায় শ্রীনাম জপে নিরত।

তাঁহার কি অদ্ভুত শক্তি, দর্শনমাত্রই মস্তক স্বতঃই তাঁহার শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে শ্রান্ত ও ক্লান্ত পথিক, তুমি এই রৌদ্রে মাঠে ছুটাছুটী করিতেছ কেন?' আমি বলিলাম, প্রভো এই ছায়ায় একটু শান্তি লাভের আশায়।' তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষতল দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এইখানে বিশ্রাম লাভ কর, শান্তি পাইবে। আবার সময়ে দেখা হইবে।' এই মাত্র বলি। তিনি দ্রুতপদে অন্তর্হিত হইলেন।

তার পর বহুকাল অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে, আমারও যৌবন দিবা দ্বিপ্রহরকাল যায় যায়। সংসার প্রবেশপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ের যে বিষম-তাড়না আশা করিয়াছিলাম, হায় বলিয়া যে শমন-কিঙ্করের সাথ গলায় পরিধান করিয়াছিলাম, সংসার ছায়ায় শীতলতা লাভ করিবার আশায় হাতেনাতে পাইয়া যে মহা ভ্রান্তি অনুভব করিলাম, তাহা ব্যক্ত করিবার নহে। ইহকাল পরকাল দুই কালই নষ্ট করিলাম, যে সংসার মরীচিকার আশা মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের ন্যায় পানীয় পরিত্যাগ করিলাম, [illegible] সে সংসার বিষবৃক্ষে নিহত হইয়া না গেলে আমার নিস্তার নাই—শান্তির সুশীতল ছায়ায়।

তখন পথিকবরের শ্রীভগবানের কথা মনে। তখন না থাকিতে ভগবান কোন কথা কেহই স্মরণ করিত না। তাই দুর্দ্দিনে সংসারতাপে তাপিত হইয়া শান্তি-লাভের সর্ব্বদুঃখনিবারণ ভগবৎসঙ্গ সঙ্কল্প শুষ্ক শিশুর ন্যায় জাগিয়া উঠিল। কারণ—'সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥' নিশ্চয়ই শুভক্ষণেই আমাদের অন্তরের দুরাশাগুলি ভেদ করিয়া তাহাতে শক্তি প্রদান করিতে সমর্থ। পূর্ব্বে অভিন্ন বন্ধুরাম শ্রীরাম-মাধবের কথা শুনিয়াছিলাম। তাই তখন ঐরূপ সাধু-সঙ্গের আশায় শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিলাম।

শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীমন্দিরভবন প্রভৃতি দর্শন পূর্ব্বক খুঁজিতে খুঁজিতে শ্রীচৈতন্যমঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, সেখানে অত্যন্ত নয়নমনোহররূপ শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণামান্তর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় হঠাৎ সেই পূর্ব্ব-পরিচিত সন্ন্যাসী মহারাজের দর্শন পাইলাম। দর্শন-মাত্রেই হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আমিও সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিলাম। অন্তর্যামী বৈষ্ণবঠাকুর আমার অন্তর বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন, 'তোমার এস্থানে আগমনের কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সেই মাঠে যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তোমাকে কোন কথা বলি নাই, তখন সময় হয় নাই। তুমি চঞ্চল ও গমনশীল মেঘের ছায়ায় শান্তির শীতলতা লাভের জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছিলে; তাই কেবলমাত্র ইঙ্গিতে বৃক্ষতল দেখাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। তখন তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে পার নাই।

এতকাল সংসারে—মেঘের ছায়ার ন্যায় গমনশীল, অনিত্য ও চঞ্চল বস্তুর আশ্রয়ে শান্তিলাভের আশায় সারা জীবন অতিবাহিত করিয়া বুঝিতে পারিয়াছ যে, তথায় শান্তি আদৌ নাই, অধিকন্তু উদ্বেগ ও অধিকতর ক্লেশ বর্ত্তমান। যদি প্রকৃত নিত্য শান্তি চাও, তবে প্রেমকল্পতরু নিত্যবস্তু অভিন্ন নিত্যানন্দবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ কর। বর্ত্তমান যুগে যুগাবতার পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ জীবকুলকে শাশ্বত শান্তির সুশীতল ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধারের জন্য এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে এই শ্রীচৈতন্যমঠেই অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি যাও, সত্বর তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণে দৃঢ়ভাবে শরণ গ্রহণ কর। তবেই তুমি নিত্য শান্তির অধিকারী হইবে।' সন্ন্যাসী মহারাজ এই বলিয়া নিম্নলিখিত মহাজন পদাবলীটী গান করিতে করিতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

"নিতাই-পদ-কমল, কোটি-চন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনা ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়॥"

ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীগুরু-বন্দনা

(শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী)

(৫)

শ্রীনাম-সেবার অপূর্ব্ব সম্ভার
জগতে দেখালে স্বামি।
নিজা ভক্তগণে মহা সঙ্কীর্ত্তনে
নামিলে শ্রীগৌরভূমি॥
নাহি' পরিক্রমা প্রচার ছিল না
জীবের মঙ্গলকামী।
প্রভু মহারাজ সভক্ত সমাজ
প্রচারিলে আজ তুমি॥
হেন, শ্রীচরণ বন্দি আমি॥
আউল বাউল মত বয়োদশ মত
মিছা ভক্তি অভিমানী।
তাহা দেখাইলে প্রদর্শনী খুলে'
শ্রীমায়াপুরেতে তুমি॥
পুনঃ পুনঃ নমি আমি॥
ভাসিল সকল ভক্তির অঞ্চল
নহে ত ভকতি-কামী।
ধর্ম্ম-বেশ-ধারী অধর্ম্ম আচরি'
ভুক্ত বহু রাষ্ট্র কামী॥
প্রভো! একমাত্র বন্ধু তুমি॥
মথুরা, গোলোক জন, তপ লোক
কত আরো লোক ভূমি।
অতল, বিতল আর রসাতল
সব দেখাইলে তুমি॥
জয় প্রভো নমি নমি॥
ভক্তিলতা ধরি' সিঞ্চনাদি করি'
হ'য়ে তব পদসেবাকামী।
বিরজা লঙ্ঘিয়া ব্রহ্মলোক দিয়া
হয়ত বৈকুণ্ঠগামী॥
জয় জয় প্রভো তুমি॥
(ভক্তিলতা) বৈকুণ্ঠ হইতে যায় গোলোকেতে
(তথা) কৃষ্ণকল্পতরু নামী।
তার ছায়া পায় প্রেম ফল খায়
এসব দেখালে তুমি॥
শ্রীচরণ বন্দি আমি॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাদ ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সন্নিবেশিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের নামযুক্তাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পক্ষে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অনুভাষ্য সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারমপাটের সহিত ডবল অক্ষরে মুদ্রাঙ্কন মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত বিপুল দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সম্বলিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপোদ্ঘোষিনী কৃষ্ণ কার্ত্তিনিন্দাবারিণী জীবন্ত-বাণী মূর্ত্তিবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরত্নমালার কৌস্তুভমণি—মাধ্বসম্প্রদায় বৈভবপ্রতিষ্ঠানাগারের মৌলিক তথ্য—অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারত ক্ষেত্র সমন্বয়গুরু—মহাজন শ্রীনাম-চিন্তা-নিয়ন্তক—শ্রীনাম-চিন্তামণি অচিন্ত্যাত্ত-বিচারক—শ্রীগৌর ধর্ম্মপুরোধার মৌলিক পুরোধার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তগুরু।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীনবদ্বীপভাব, সংকীর্ত্তনবাণী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক প্রবন্ধে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—ভক্তি ও ভক্তি, মনুষ্য ও শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার পিপাসা, শ্রীগুরু স্বামী ও মায়াবাদ, [illegible] ও ভাগবত ধর্ম্ম, শ্রীবার্ষভানবী দেবীর কীর্ত্তন, শ্রীবার্ষভানবী দেবীর [illegible], ঐ [illegible], ঐ [illegible] ও প্রেমভক্তি—এই সকল অপূর্ব্ব মধুবিষয়পূর্ণপ্রবন্ধে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যকুলের শ্রীশ্রীমদ্ভাষ্যসহিত বিশুদ্ধতম ভাষ্য। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুভাষ্য বিশিষ্ট 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষ্যসহিত। [illegible] সূচী, বিষয়সূচী, [illegible] প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, [illegible] জীবনী প্রভৃতি সন্নিবেশিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, বাঙ্গালা সংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সর্ব্বজ্ঞ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে যুক্তি সহকে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের [illegible] প্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও জীব- বদ্ধ ও মুক্ত জীব [illegible] অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—মায়াবাদ—প্রাকৃত রসশাস্ত্র, কাব্যকাশ, আশ্রমাদির বিচার - বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় বহুবিধ যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্যকণ্ঠে ধারণযোগ্য [illegible] শুদ্ধ-পঞ্চরাত্র [illegible] সারসমন্বয় অপূর্ব্ব কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] শ্রীগৌর-বৈষ্ণব-গৌর নিত্যানন্দ—[illegible]—শুদ্ধ—শক্তি—ভক্তবৃন্দ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ [illegible] অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধনাম—প্রেমভক্তি ও প্রেমভক্তিরসতত্ত্বাদি সুগভীর অথচ সরল ভাষায় সুবিশদ ভাবে লিখিত। উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ছোট ডবল ক্রাউন ৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য—নাম-মাহাত্ম্যের সংস্কৃত শ্লোক প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—পথ-[illegible]—শ্রীমৎ প্রেমানন্দদত্ত নবদ্বীপশতক-শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ [illegible] অগ্রিম মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, সংস্কৃতে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অত্যাশ্চর্য্যরূপে শুদ্ধ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগ করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ নিত্যলীলা শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী [illegible] মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহোদয় সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জয়ধ্বনি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখা ড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দদেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমা

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাসু-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

১০ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়ার।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, কাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানেরও বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া দেখুন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কার্য্যও তেমন। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর, বাধক, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অথচ অব্যর্থ নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডূর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক পেটা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি বোতল ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আশুধ্বনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

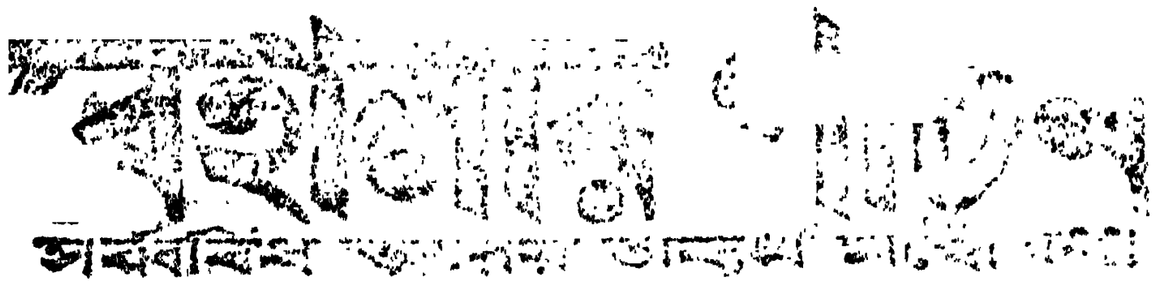

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

হেমেন্দ্রের

মদ ছাড়া

বটিকায় বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহে অসাড়ভাব, অকালবার্দ্ধক্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অম্বিমান্দ্য প্রভৃতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষরূপ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৷৷০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নবপুংসকতাহারি মলম"

পুরুষত্বহানি রোগে মাত্রাযোগে আশু আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৷ তোলা ১৲ টাকা।

"হেমেন্দ্রবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যবাহক যন্ত্রের দোষদুষ্টি দূরীভূত ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৷৵০ বটী ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণ, হেমেন্দ্র ঔষধালয়

৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

১। **মূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও শুক্রতারল্যের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শ রোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটকাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহাশত্রু ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ ইস্কারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার স্থলভে সকল প্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিশদ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

২০৷২ নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই বলা, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিবার্য্য উপায় অবলম্বিত হইয়া অকালে মরা বলিয়া বোধ হইয়াছেন এবং নানা প্রকার রোগ, শোকের দারুণ দাহ দাস্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র, হৃৎস্পন্দ, পাকস্থলীর পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা যাবক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি রোগে কাতর জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজস্কয়ার, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

"শ্রীবাস"
তোমার—
নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৫৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নবদ্বীপ দৈনিক প্রকাশ

Reg No C.1544

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫।

ভারতের সর্ব্বত্র সকল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১৬ই বৈশাখ বুধবার ১৩৩৮, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩১

নানা কথা

বার্দ্দৌলীতে গান্ধীজী

গত ২৮শে এপ্রিল অপরাহ্ণে মহাত্মা গান্ধী বার্দ্দৌলী তালুকের কৃষকদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সব কৃষকদের জমি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এবং তাহার পক্ষকে বিক্রয় করা হয় নাই।

তালোদ মহলের কৃষকগণ অভিযোগ করেন যে, তাহাদিগকে জমিতে কাজ করিতে দেওয়া হইতেছে না। মহাত্মাজী তাহাদের অভিযোগ লিখিয়া লন এবং এই বিষয়ে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

লর্ড আরউইনের অভিনন্দন

লীডস্ নগরের মেয়র সম্প্রতি এক তার করিয়া লর্ড আরউইনকে জানাইয়াছেন, গত যে তারিখে লীডসের টাউন হলে তাঁহাকে একখানি মানপত্র প্রদানের সংকল্প হইয়াছে।

দিল্লীতে ডাক্তারের গৃহে ডাকাতি

দিল্লীর খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার বি, সি, সেনের বাড়ীতে গত ২৫শে রাত্রিতে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা জানালার গিক কাটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া মাত্র ২ শত টাকার নোট লইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বহুমূল্য অলঙ্কার ও মূল্যবান্ দ্রব্য সামগ্রী যে স্থানে লুক্কায়িত ছিল, ডাকাতরা তাহার সন্ধান পায় নাই।

বার্দ্দৌলীতে গান্ধীজী

লর্ড আরউইনের অভিনন্দন

সরকারের কাজের প্রতিবাদ

প্রিভি কাউন্সিলে দীনেশ গুপ্তের আপীল

বোম্বাইয়ে শান্তির আশা

শ্রীযুত সেনগুপ্তের উপদেশ

বিলাতে বর্ণ সমস্যা

দিল্লীতে ডাক্তারের গৃহে ডাকাতি

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

প্রিভিকাউন্সিলে দীনেশ গুপ্তের আপীল

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট দীনেশ গুপ্তের উকীল শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য মুখার্জ্জীকে জানাইয়াছিলেন যে, প্রিভি কাউন্সিলে আপীল সম্পর্কে বিশেষ আবেদন দাখিল করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট খরচা ২৭শে এপ্রিলের মধ্যে লণ্ডনের সলিসিটারদের নিকট জমা দিতে হইবে অন্যথায় কঁ.সি আর স্থগিত রাখা হইবে না। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য মুখার্জ্জী তদনুসারে ২৪শে এপ্রিল ব্যাঙ্কার্স মেসার্স গ্রিণ্ডলে এণ্ড কোম্পানীর নিকট ৫০ পাউণ্ড জমা দিয়াছেন। উক্ত কোম্পানী ঐদিনই বিমান ডাকে লণ্ডনের সলিসিটার্স মেসার্স টি, এল, উইলসন এণ্ড কোম্পানীকে দিবার জন্য তাহাদের লণ্ডন আফিসে পাঠাইয়া দিয়াছে।

বোম্বাইয়ে শান্তির আশা

বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের সময় যাহাতে শান্তি বজায় থাকে, তজ্জন্য শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সহরের বিশিষ্ট মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের সহিত পরামর্শ করেন। সর্দ্দার পটিস্থা এবং স্যুরপুর মেয়র হুজুর তাই লালজী তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে, জন সাধারণের মন হইতে সন্দেহ দূর ও শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সকল প্রকারে চেষ্টা করা হইবে।

মুসলমানগণ যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নভাবে উৎসব পালন করেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকার্য্যে ক্ষুণ্ণ হইবার মত কোন কাজ যাহাতে না হয়, তজ্জন্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরযুক্ত বহু পুস্তিকা এবং বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। মুসলমান পাড়াগুলি বিভিন্ন মণ্ডলীর বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক মণ্ডলী একজন করিয়া বিশিষ্ট মুসলমান নেতার হস্তে অর্পিত হইবে।

বোম্বাই কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত কে, এফ, নরীম্যান জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেসের সমস্ত শক্তি শান্তি রক্ষার জন্য নিয়োজিত হইবে। হিন্দু নেতৃগণও এই ব্যাপারে যোগদান করিতে প্রস্তুত, তাঁহারাও বকর ঈদের পূর্ব্বে মুসলমানদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া একটি স্বতন্ত্র ইস্তাহার বাহির করিবেন।

পরামর্শ শেষ করিয়া শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বলেন—"সহযোগ, শুদ্ধি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগগুলি হইতে বোম্বাই কখনোচ্চ ভ্রষ্ট হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, জাতীয় যুদ্ধের এই সন্ধিক্ষণে সাম্প্রদায়িক একতা বজায় রাখিয়া বোম্বাই তাহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে।"

গান্ধীজী ও স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী

বার্দ্দোলীর এক সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মাজী স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারীকে জানাইয়াছেন যে, বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে না এবং অতিরিক্ত পুলিশও সরাইয়া লওয়া হইতেছে না—এসংবাদ তিনি বিভিন্ন প্রদেশ হইতে পাইয়াছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, গুজরাটে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে গ্রাম্য কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আপোষের সর্ত্তানুযায়ী পুনরায় কার্য্যে বহাল করা হয় নাই বা কৃষকদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়া হয় নাই।

স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী তদুত্তরে কংগ্রেসের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন কংগ্রেসের লোকেরাই সর্ত্তানুযায়ী কাজ করিতেছেন না।

মহাত্মাজী ও সর্দ্দার বল্লভভাই

গবর্ণমেণ্ট শান্তি-সর্ত্ত মানিয়া চলিতেছেন কিনা, না চলিয়া থাকিলে আইন অমান্য আন্দোলন আবার সুরু করা প্রয়োজন কিনা তদ্বিষয়ে মহাত্মা এবং সর্দ্দার বল্লভভাই বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতেছেন। শীঘ্রই এসম্বন্ধে তাঁহারা একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিবেন।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের উপদেশ

গত ২৫শে এপ্রিল শ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বে ময়মনসিংহের ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত আবেদন প্রচার করিয়াছেন :—

"ময়মনসিংহের ছাত্র সমাজের যুবক বন্ধুদের প্রতি আমার একটি আন্তরিক আবেদন আছে। আপনারা ময়মনসিংহে যে জিলা ছাত্র-সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন, কতকগুলি ভ্রান্তপথ চালিত ব্যক্তি শোচনীয় ও মর্য্যাদাহীন ভাবে উহাতে বাধা দিয়াছে। স্বভাবতঃ ইহা আপনাদের মনে ক্ষোভ ও শত্রুতার ভাব জাগাইয়া তুলিতে আরে; কিন্তু এই প্রকার উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক আবেদন এই যে, আপনারা যেন এই প্রকার অচিরস্থায়ী চাঞ্চল্যে অভিভূত না হ'ন। নেত্রকোণায় যে সম্মিলন হইবে, কোন প্রকারে তাহার বিরোধিতা করিয়া আপনারা যেন ময়মনসিংহের ছাত্র সমাজের নাম কলঙ্কিত না করেন। আপনারা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন যে, বাধাপ্রদানকারীদের অপেক্ষা আপনাদের দায়িত্ব এবং আদর্শ বহুগুণে বড়।"

কলিকাতা যাত্রা

শ্রীযুত সেনগুপ্ত নেত্রকোণা গমন বাতিল করিয়া গত ২৫শে এপ্রিল অপরাহ্নে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন। বহু ব্যক্তি তাঁহাকে বিদায় জ্ঞাপনের জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। সকলেই গত ২৪শে তারিখের ব্যাপারের নিন্দা করিতেছিলেন।

প্রতিনিধিগণের সভা

ছাত্র-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য প্রতিনিধিগণের এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতি ও ময়মনসিংহ জিলা কংগ্রেস কমিটীর কয়েক জন সদস্য শ্রীযুত সেনগুপ্তের প্রতি যে অভদ্র ব্যবহার করিয়াছে, এই সভা তীব্র কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিতেছে।

স্বদেশী শ্রমশিল্প প্রদর্শনী

গত শনিবার বৈকালে কলিকাতা টাউন হলে শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা সরকার স্বদেশী শ্রমশিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। নিখিল বঙ্গ মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ভদ্র মহিলা প্রদর্শনী কক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, প্রিয়ম্বদা দেবী, মোহিনী দেবী প্রভৃতি মহিলাগণও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

স্পেনরাজের সম্বর্দ্ধনা

গত ২৪শে এপ্রিল রাজা পঞ্চম জর্জ্জ উইণ্ডসর ক্যাসেলে সিংহাসনচ্যুত স্পেনরাজ আল্‌ফান্সোকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

সরকারের কাজের প্রতিবাদ

গত ১১ই ফেব্রুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে এই মর্ম্মে এক সংবাদ বাহির হইয়াছে—অতঃপর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কম্পাউণ্ডারদিগের নাম রেজিষ্টারী করিতে হইবে। এই জন্য তাহাদিগের প্রত্যেককে ৫৲ টাকা ফি দিতে হইবে। সম্প্রতি নিখিল বঙ্গীয় কম্পাউণ্ডার এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সভায় আলোচনার পর সরকারের কাজের প্রতিবাদ করিয়া এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, কম্পাউণ্ডাররা সাধারণতঃ অতি অল্প বেতন পা'ন; তাহা ছাড়া অনেকে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কম্পাউণ্ডারদিগের দ্বারাই কাজ করাইয়া লওয়ায় পাশ করা কম্পাউণ্ডারদিগের অনেককে বৎসরের অধিকাংশ সময় বেকার অবস্থায়ই বসিয়া থাকিতে হয়। সুতরাং সরকারকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যে নাম রেজেষ্টারী করিবার জন্য প্রত্যেক কম্পাউণ্ডারের নিকট হইতে ৫৲ টাকা ফি ধার্য্য করিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহারা অবিলম্বে পরিহার করেন। আর এই সঙ্কল্প সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা যদি তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত অসম্ভব হয়—তাহা হইলে তাঁহারা যেন অন্ততঃ সেই ফি ৫৲ টাকার স্থলে ১৲ টাকা ধার্য্য করেন।

রক্ষণশীল দল ও ভারত

গত ২৫শে এপ্রিল ওয়ার্দিংটনে রক্ষণশীল দলের সভায় মিষ্টার উইণ্টারটন বলিয়াছেন—ভারতের শাসন সংক্রান্ত আলোচনা কোন সময় হইবে তাহা অবগত হইবার জন্য রক্ষণশীল দল পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন। রক্ষণশীল দলের ইচ্ছা, ভারতের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্পর্কিত সংকল্প তাঁহারা পরিহার করিবেন না। তাই বলিয়া তাঁহারা ভারতের শাসনপদ্ধতির সমালোচনা করিতে বা প্রয়োজন হইলে উহার প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

বিলাতে বর্ণ সমস্যা

বিলাতে শ্বেতবর্ণের এবং অশ্বেতবর্ণের জাতির মধ্যে সৌখ্যভাব বৃদ্ধি করিবার জন্য একটি মিশ্র সমিতির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠাকল্পে সার ফ্রান্সিস ইয়ংহজব্যাণ্ডের সভাপতিত্বে সে দিবস একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মিষ্টার চার্লস্ বর্টন এম, পি, বলিয়াছিলেন, অশ্বেতবর্ণের মধ্যে জাতীয়তার প্রবাহ বন্ধ করা এখন অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জাতীর মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে সহযোগিতার অনুসরণ এবং স্বার্থপরতা বর্জ্জন করিতে হইবে।

বিমান ডাক

"সাদার্ণসন" নামক বিমান অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত করে। বিমানখানি ৪৬৭ পাউণ্ড ওজনের ডাক লইয়া গত ২৪শে এপ্রিল ব্রিসবেন যাত্রা করিয়াছে। ব্রিসবেনে ডাক নামিলে কুইন্‌সল্যাণ্ড বিমান ডাকে উহা পোর্ট ডারউইনে যাইবে।

বিমানে পোতের বিপদ

পেশোয়ারের ২৬শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪শে একখানি রাজকীয় বিমান আকাশ হইতে ভূপৃষ্ঠ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিল। খাজুরী প্রান্তরের উপরে আসিলে ঐ বিমান হঠাৎ বাত্যাতাড়িত হইয়া ভূপতিত হয়। এই বিমানের ২ জন ২ জন আরোহীই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

রাজা আমানুল্লা

আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লা মক্কায় তীর্থ করিতে বাহির হইয়াছেন। সাধারণ লোকের বেশে ভ্রমণ করিতেছেন। তীর্থ দর্শন শেষ করিয়া ভূতপূর্ব্ব রাজা ইটালী ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

প্রবল শিলাবৃষ্টি

পার্ব্বতীপুর ও নবাবগঞ্জ থানার মধ্যে ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শিলাখণ্ডগুলির ওজন অর্দ্ধ সের হইতে ২ সের পর্য্যন্ত ছিল। এবং এত প্রবলবেগে পতিত হয় যে, কোন কোন বাড়ীর করগেটের ছাদ ভেদ করিয়া সেগুলি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রুষিয়া পণ্যের বৃদ্ধি

বৃটীশ চেম্বার অব কমার্শের এসোসিয়েশন সভার সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবসায় বাণিজ্যের হ্রাস সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সোভিয়েটদিগের পঞ্চবৎসর ব্যাপী সংকল্প পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচিত হইয়াছিল। রুষিয়ার পণ্য বৃটেনে ছড়াইয়া পড়ায় যে ফল ফলিয়াছে, তাহা বিশিষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য এসোসিয়েশনের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিকে অনুরোধ করা হইবে, সাব্যস্ত হইয়াছে। রুষিয়ার পণ্যের আমদানি বাড়িয়াছে; সুতরাং সোভিয়েটদিগের পঞ্চবর্ষ ব্যাপী সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এই সকল রুষিয়ার পণ্য প্রস্তুত ব্যয় অপেক্ষা অনেক অধিক দামে বিক্রীত হইতেছে।

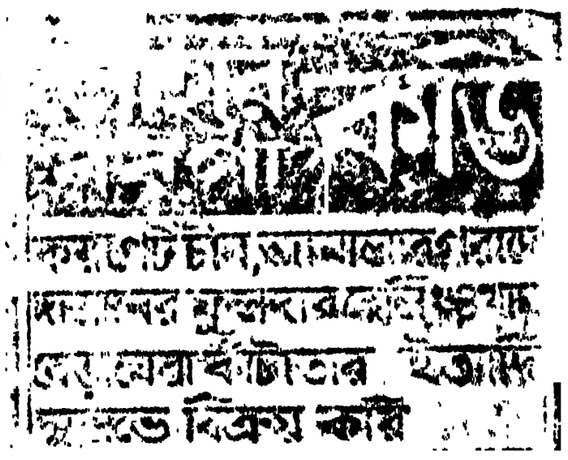

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর, ২৭শে মধুসূদন ৪৪৫

সাময়িক সন্দেশ

নদীয়াজেলার হাঁসখালীর অধিবাসিগণের পরম সৌভাগ্যক্রমে শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত সোমবার হইতে সপ্তাহাধিককাল হংসক্ষেত্রস্থ শ্রীএকায়ন মঠে অবস্থান করিয়া তত্রস্থ শুশ্রূষু জনসাধারণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহামায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার নিমিত্তই যে জীব আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তাপত্রয়ে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইতেছেন এবং তন্নিমিত্তই যে চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দুষ্ট জনগণের ক্লেশের মাত্রা সহস্রগুণে বৃদ্ধি করিতেছে এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই যে ঐ তাপাগ্নি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত করিয়া জগতবাসিগণকে পরশান্তি-সুধাসমুদ্রে নিমজ্জিত করিতে পারে তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পরমার্থ-বিজ্ঞানবলে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বড়ই আনন্দের সংবাদ এই যে আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকবর্গের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমার্থ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। তাই প্রচারকগণ পাঠ, বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা ভগবৎকথা প্রচারার্থ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আহূত হইতেছেন। শুধু ভারতের নহে ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্য দেশসমূহের কয়েক স্থান হইতেও আত্মধর্ম্ম প্রচারার্থ ত্রিদণ্ডিপাদগণের সাদর আহ্বান আসিতেছে। সুতরাং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" বাণী যে অদূরভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইতে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

'দি দার্জ্জিলিং টাইমস্' নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী পত্রিকার ২৮শে এপ্রিলের সংখ্যায় বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার দার্জ্জিলিংয়ে প্রচারের নিম্নলিখিত সংবাদদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছে—

(১)

PANDIT SREEJUT ATUL CHANDRA BANERJEE, Bhaktisastry, Secretary, Sree Vishwa Vaishnav Raj Sabha and President, Editorial Board, Gaudiya Math, Calcutta, had the honour of an interview with His Excellency the Governor of Bengal on the 21st instant. His Excellency was pleased to give a very warm and friendly reception to the Pandit, who garlanded His Excellency with some sacred flowers and explained the devotional activities of Sree Vishwa Vaishnav Raj Sabha, which owes its origin to Sree Chaitanya Mahaprabhoo and is now being conducted and presided over by His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj of Sree Chaitanya Math, Sreedham Mayapur (Nadia). His Excellency was pleased to accept some devotional literature in different languages, which were presented by Paramahansa Maharaj, and expressed his willingness to visit both the Gaudiya Math, Calcutta, and Sree Chaitanya Math, Sreedham Mayapur, on his return to Calcutta. His Excellency graciously listened to the religious discourses held by the Pandit and assured him of his sympathy for the mission, which is purely a religious one.

অনুবাদ—বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেক্রেটারী এবং কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের গৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদকসঙ্ঘের সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী (ভক্তিসারঙ্গ) মহোদয় গত ২১শে এপ্রিল বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর (দি অনারেবল স্যার্ ষ্ট্যানলি জ্যাকসন্) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে গভর্ণর বাহাদুর আনন্দের সহিত পণ্ডিতজীকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। পণ্ডিতজী তখন গভর্ণর বাহাদুরের গলদেশে পবিত্র পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিয়া শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সংস্থাপিত এবং বর্ত্তমানকালে নদীয়া জেলার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্য, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পরিচালনাধীন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধভক্তি-প্রচারবিবরণসমূহ কীর্ত্তন করেন। গভর্ণর বাহাদুর পরমহংস মহারাজের প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষায় রচিত কয়েকখানা ভক্তিগ্রন্থ উপঢৌকন-স্বরূপ সাদরে গ্রহণ এবং কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে শ্রীগৌড়ীয় মঠ এবং শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। গভর্ণর বাহাদুর পণ্ডিতজীর ধর্ম্মোপদেশসমূহ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ-ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মিশনের (বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার) প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(২)

HIS HOLINESS SREEMAD BHAKTI VIVEK Bharati Maharaj, a learned disciple of His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj of Gaudiya math, Calcutta, delivered a very interesting lecture on Sanatan Dharma at the local N. N. H. P. Hall on the 19th instant, when a large number of gentlemen attended. The lecture was preceded and followed by melodious Sankirtan. The Swami has been explaining the injunctions of the scriptures in the Bengal Boarding and will deliver a series of lectures on the Universal Religion of Divine Love in different places of the district.

অনুবাদ—কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সুশিক্ষিত শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ১৯শে এপ্রিল স্থানীয় (দার্জ্জিলিংয়ের) এন্, এন্, এইচ্, পি হলে বহু শিক্ষিত লোকের নিকট সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী অতীব চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। স্বামীজী বেঙ্গল বোর্ডিংয়ে শাস্ত্রের উপদেশবাণীসমূহ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি এই (দার্জ্জিলিং) জিলার বিভিন্নস্থানে ভগবৎপ্রেমের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

'জনমত ও পরমার্থ'

[কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরিব্রাজক বিনোদ প্রভুর বক্তৃতার চুম্বক]

[২]

এই দেবীধামবাসী আমরা সকলেই রোগী—কৃষ্ণকে ভুলে' যাওয়ায় অনাদিবহির্ম্মুখতারোগে আমরা সকলেই আক্রান্ত। এমতাবস্থায় ভগবদভিন্নবিগ্রহ সদ্গুরু বা সাধুবৈদ্যের অধীনে থেকে চিকিৎসিত হওয়া ব্যতীত আমাদের এই দুরারোগ্য ভবব্যাধির উপশম সম্পূর্ণ অসম্ভব। রোগী কখনও নিজে নিজে চিকিৎসিত হ'তে পারে না। ডাক্তার রোগীর পরামর্শ নিয়ে কখনও তা'র ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন না। তবে যে রোগীকে ডাক্তার কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি খেতে চাও, তোমার কি ভাল লাগে?' এরূপ প্রশ্নকরার উদ্দেশ্য থাকে ঠিক পথ্য দিয়া রোগীকে ভাল করবেন। এই দেবীধামের কর্ত্রী দুর্গাদেবী আমাদের রুচি অনুযায়ী আমাদিগকে যে ধন, যশঃ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি প্রদান ক'রে থাকেন, তাঁ'রও উদ্দেশ্য—এই সমস্ত অনিত্য হেয় বস্তু যে আমাদের উৎকট ভবব্যাধির পক্ষে কুপথ্য-স্বরূপ, তা' আমাদিগকে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়ে পরিণামে সংশোধিত করবেন।

আমরা ভবরোগিগণ মিলে যদি আমাদের রোগ দূর করবার ঔষধ বা পথ্যের ব্যবস্থা করি, তা'হলে আমাদের রোগ কখনও সারতে পারে না অর্থাৎ অনাদিকাল থেকে যে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-স্বভাব আমাদের অস্থিমজ্জাগত হ'য়ে আছে, এই বিমুখতা স্বভাবকে কৃষ্ণসেবোন্মুখ স্বভাবে পরিণত করতে হ'লে বিমুখস্বভাববিশিষ্ট জীব আমাদের ব্যবস্থা দ্বারা কখনও সম্ভবপর হ'বে না; বৈকুণ্ঠস্থ সদ্গুরু বৈষ্ণবের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ পথ্যাদি ব্যবহার করলেই আমাদের আরোগ্যলাভ হ'বে—আমরা পরম শ্রেয়োলাভের অধিকারী হ'ব।

এই ভবরোগিগণের মধ্যে কেহ যদি সত্য সত্যই স্বাস্থ্যবান হ'তে চান—একমাত্র আত্মমঙ্গল লাভের জন্য নিষ্কপট আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকেন, তা' হ'লে যিনি আত্মধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ—সর্ব্বজ্ঞ, তাঁ'র নিকট হ'তে ব্যবস্থা নিয়ে সাধন ভজন করতে হ'বে, অজ্ঞের নিকট হ'তে নয়। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।১৯ বলছেন,—

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুঃ ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥

অর্থাৎ সনাতন আত্মধর্ম্ম বা সত্য-ধর্ম্মটী সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত, ভৃগু প্রভৃতি সত্ত্বগুণ প্রধান ঋষিগণও উহা নিশ্চিতরূপে জানেন না, দেবতাগণও জানেন না, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণ কেহই জানেন না; বিদ্যাধর ও চারণপ্রভৃতির কথা আর কি বলিব? কাহার নিকট হ'তে এই ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত?—কাহারা এই ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ?—এই ধর্ম্ম বিষয় জ্ঞাত হ'লে জীবের কি লাভ হ'বে, তদ্বিষয়েরও সুষ্ঠু মীমাংসা অমল-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত রয়েছে,—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলিবৈয়াসকির্বয়ম্ ॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥

যমরাজ তাঁ'র দূতগণকে বল্‌ছেন,—হে দূতগণ স্বয়ম্ভূ, নারদ, শম্ভু, কুমার (সনক-সনাতন সনৎকুমার), দেবহূতি-নন্দন কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি (যম),—আমরা এই দ্বাদশজন মাত্র ভাগবতধর্ম্মতত্ত্ব বিদিত আছি। এই ধর্ম্ম অতিশয় নির্ম্মল, গুহ্য ও দুর্ব্বোধ; ইহা জ্ঞাত হ'লে জীবের ভগবানের পরম-পদ-প্রাপ্তিরূপ মুক্তি লাভ হ'য়ে থাকে। এই কয়েকজন ভগবানের চিহ্নিত; এঁরাই 'মহাজন' নামে পরিচিত; আর এঁদের অনুগত যাঁরা, তাঁ'রাও মহাজন—তাঁ'রাও ভাগবতধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ। উপরি উক্ত দ্বাদশ জন মহাজন এবং এঁদের অনুগত জনগণই সনাতনধর্ম্মবক্তা—এঁরাই ভগবানের নিকট হ'তে চাপরাস্ প্রাপ্ত হ'য়েছেন। এই দ্বাদশজন মহাজন এবং তাঁ'দের অনুগত জনগণ ব্যতীত অপরাপর ব্যক্তিগণ জগতে 'মহাজন' নামে প্রচারিত থাক্‌লেও প্রকৃতপক্ষে তাঁ'রা মহাজন ন'ন, অভিন্ন ভগবদ্ বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত তাঁ'দের সম্বন্ধে কি ব'ল্‌ছেন, শুনুন,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥

(আত্মধর্ম্ম বা নামসঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারাই যদি মুক্তি সুলভ হয়, তবে বিদ্বদ্‌গণ কর্ম্মযোগাদির উপদেশ করেন কেন? তদুত্তরে বল্‌ছেন,—) ভাগবতধর্ম্মবক্তা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবী-মায়ায় অতিশয় বিমোহিত হওয়ায় তাঁ'রা এই নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরমভাগবতধর্ম্ম জানতে পারেন নাই। তাঁদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদিদ্বারা মনোহরবাক্যেই জড়ীভূত ছিল; তাই তাঁ'রা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিস্তৃত, বহু কষ্টসাধ্য, দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্যফলপ্রদ কর্ম্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হ'য়েছেন এবং সুখসাধ্য অথচ চতুর্ব্বর্গাধিকারী পরমার্থফলপ্রদ নামকীর্ত্তনাদিতে রত হ'ন নাই।

অনেকে বলেন,—এই ধর্ম্ম ত' সাড়েচারিশত বা পাঁচশত বৎসর যাবৎ প্রচলিত হ'য়েছে, সুতরাং উহাকে আত্মধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম বলা যায় কিরূপে? কিন্তু আপনারা নিরপেক্ষভাবে স্থিরচিত্তে বিচার ক'রে দেখুন,—ধর্ম্ম অর্থ কি? যা বস্তুকে ধরে রাখে, তা'ই ধর্ম্ম; যেমন জল একটী বস্তু, ইহাকে তরলতা ধরে রেখেছে। এ'স্থলে আপনারা বলতে পারেন, ইহা ত কঠিন হয়। কিন্তু জলের এই কাঠিন্য কতক্ষণ থাকে, তা'ও বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করেছেন। আমরা দেখ্‌তে পাই, কিছুক্ষণ পরেই শিলা বা বরফ গলে গিয়ে তরল হয়ে পড়েছে; কারণ তরল হ'য়ে থাকা তা'র ধর্ম্ম। জলের কাঠিন্য ধর্ম্মটা অনিত্য নৈমিত্তিক; অত্যধিক শীত লাগলে জল জমে কঠিন হয়ে পড়ে, সুতরাং জলের কাঠিন্য ধর্ম্মটা লাভ করার নিমিত্ত, হেতু বা কারণ—অত্যধিক শীত। এই অত্যধিক শীতটা অপসারিত হ'লেই উহা আবার স্বরূপপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উহার নিত্য স্বভাব তরলতা ধারণ করে। আবার অত্যধিক উত্তাপ পেলে জল বাষ্প হ'য়ে পড়ে, এই বাষ্পাকার ধারণ ধর্ম্মটাও জলের অনিত্য—নৈমিত্তিকধর্ম্ম; অত্যধিক উত্তাপই বাষ্পের নিমিত্ত বা হেতু। এই বাষ্পে একটুকু ঠাণ্ডা বাতাস লাগলেই পুনরায় উহা নিত্যধর্ম্ম তারল্য প্রাপ্ত হয়।

এ'রূপ যে ধর্ম্ম আমাদিগকে নিত্যকাল ধরে রাখে, তা'র নাম পরমার্থ—আত্মার নিত্যবৃত্তি। এই ধর্ম্মের কথা বল্‌তে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি ॥

অর্থাৎ তাঁকে বলা যায় পরধর্ম্ম—যেটী সরল, জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, যা' অপ্রতিহতা, অহৈতুকী, তা'তে হেতু কিছু নাই। আমি অমুক্ত, মুক্তি পাবার জন্য ধর্ম্ম করছি—এ'টা মুক্তিরূপ হেতুমূলক। আমি পিতৃপুরুষের পূজা করছি তাঁদের তৃপ্তির জন্য, এ'টাতে তৃপ্তিরূপ হেতু রয়েছে। পরমাত্মার প্রতি যে আমাদের আকর্ষণ—এ'টা স্বাভাবিক। বড় বস্তুর প্রতি ছোট বস্তুর আকৃষ্টি স্বভাবিক। পরম পুরুষ কৃষ্ণে আকৃষ্ট থাকবার নাম—ভক্তি; কাজেই উহা সার্ব্বকালিক। "চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিপ্রচার হ'য়েছিল—এ'টা ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির সময়ের ধর্ম্ম হ'তে পারে এখন সে'টা চল্‌বে না, এখন গায়ের জোর চাই।" বর্ত্তমানে আমরা অনেকেই এরূপ ব'লে থাকি, আমরা বিচার ক'রে দেখি না যে, এই গায়ের জোরের আবশ্যকতা সব সময় থাকবে না। কিন্তু ভক্তি চারিহাজার বৎসর পূর্ব্বে কেন, উহা সৃষ্টির সময় হ'তে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত আছে এবং অনন্ত ভবিষ্যৎকালেও থাক্‌বে, কারণ উহা যে জীবের নিত্য স্বভাব। এই নিত্যধর্ম্মটীর কথা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন জানেন, আর যাঁরা জগতে ভক্তির কথা প্রচার করেন, তাঁরা এই দ্বাদশ জন মহাজনের অনুগত হ'য়ে তাঁ'দেরই কথা কীর্ত্তন করে থাকেন।

দেহসুখ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী)

এই সংসারে সকলেই সুখ-প্রাপ্তির চেষ্টা করে, কেহই দুঃখ চাহে না। কিন্তু দুঃখ না চাহিলেও পূর্ব্ব কর্ম্মফলে সুখ বা দুঃখ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়। অভাব মোচনের জন্য বা সুখের উপকরণ সংগ্রহের জন্য যে নানাবিধ চেষ্টা করা হয়, তাহাতেও সর্ব্বদা দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পরে সুখ ভোগ করিব—এই আশায় ধন সংগ্রহের চেষ্টা; রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য গৃহ আবশ্যক, সংসার করিতে বিবাহ করা আবশ্যক। অসহায় অবস্থায় উপার্জ্জন করিয়া পালন করিবে অথবা পরকালে পিণ্ড দিয়া উদ্ধার করিবে, এই জন্য পুত্র আবশ্যক; পত্র পুষ্প ফল-শস্যাদির জন্য ভূমির আবশ্যক; ঐশ্বর্য্য সংরক্ষণের নিমিত্ত ধনাগার আবশ্যক, আবার চোর দস্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত প্রহরী আবশ্যক; কিন্তু ঐ সমস্ত বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ঐ সকল লইয়া সর্ব্বদা উদ্বেগ পাইতে হয়। আরও অধিক লাভের কামনা উত্তেজিত করে, অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ জন্মায়। লব্ধ বস্তু মোহে জড়িত করে। এই প্রকারে সুখলাভের পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর দুঃখই বৃদ্ধি পায়।

"সর্ব্বেঽর্থকামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ
কুর্ব্বন্তি মর্ত্ত্যস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ।
(ভা ৭।৭।৩৭)

সুতরাং ঐ সকল ক্ষণস্থায়ী বস্তু মানবের আয়ুক্ষয় ভিন্ন কি প্রিয়-কার্য্য করিতে পারে?

লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যে যজ্ঞাদি কার্য্য তাহার ফল স্বরূপ যে স্বর্গাদি লাভ তাহাও অস্থায়ী। যে দেহের জন্য লোক ভোগকামনা করে সেই ষড়্‌বিকার-যুক্ত দেহ যখন ক্ষণভঙ্গুর পরনিগ্রহ-যোগ্য জরা ব্যাধির মন্দির, কুক্কুর-শৃগালের ভক্ষ্য তখন এই নশ্বর দেহ লইয়া কি সুখ-ভোগের আশা করা যাইতে পারে? যে দেহের এই অবস্থা তখন সেই দেহ হইতে ভিন্ন পুত্র, ভার্য্যা, গৃহ, ধন, জন, রাজ্য কোষ, হস্তী, অমাত্য, ভৃত্য ও আপ্ত প্রভৃতি মমতাস্পদ বিষয় গুলিও নশ্বর বস্তুতঃ অনর্থ। সুতরাং অনর্থ হইলেও আপাতঃ দৃষ্টিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। ঐসকল তুচ্ছ বিষয়ের দ্বারা নিত্যানন্দ রস-সমুদ্র আত্মার কি প্রয়োজন সাধিত হইবে?

ধর্ম্ম অর্থ কাম সকলই সেই ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মে অপাশ্রিত। তাঁহার ভক্তগণের পদানুসরণে কোন প্রকার কামনা না করিয়া সেই নিরপেক্ষ ঈশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। যথা—

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্ ॥ (ভাঃ ৭।৭।৫৮)
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান।
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥
অভাগল স্তন দুগ্ধ অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥

গুরু-বন্দনা

(শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী)

(৬)

তব ভক্ত যত কে বর্ণিবে কত
ব্রহ্মচারী স্বামী নামী।
সর্ব্ব করি নাশ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস
দিয়াছ গো প্রভো তুমি।
পুনঃ পুনঃ বন্দি আমি ॥
কত বা গৃহস্থ আর বানপ্রস্থ
সকলের তুমি স্বামী।
মায়া করি ত্যাগ সব মহাভাগ
করিয়াছ প্রভু তুমি ॥
(সেই) ভাগবতগণ করয় কীর্ত্তন
তুমি ভ্রমিয়া তায়ত।
জাগ জীবগণ হও সচেতন
ভজহ আপন স্বামী ॥
জয় জয় প্রভু তুমি ॥
জীব দ্বারে দ্বারে সুভক্তি প্রচারে
তোমার আদেশে স্বামি।
শ্রীনাম কীর্ত্তন সাধন প্রধান
চরমে মিলয় নামী ॥
জয় জয় প্রভু তুমি ॥
শ্রীগৌরমণ্ডল অতি সুমঙ্গল
হয় চিন্তামণি ভূমি।
সেই ব্রজ ভূমি ভক্ত সঙ্গ ভূমি
পরিজনা কৈলে তুমি।
নতশিরে নমি নমি ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বি অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ্য, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পদ্যারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকানুগতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সহ-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্‌রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব-গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোয়্যাল কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মতোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আদ্যোপান্ত সুবিস্তৃত সূচী, বর্ণানুক্রমিক তত্ত্বাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা। উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলারহস্য বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পারমার্থিক তুরুহ তত্ত্বের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনাচ্ছলে পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। বহু সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্ত্বপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকনাথ্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মনুসংহিতা-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বিধি, পদ্যানুবাদে সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনরহরি-চক্রবর্ত্তী রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের ক্রমধারাবলম্বনে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীনরহরিদাস স্বামিকৃত। বঙ্গানুবাদে সানুবাদে এই গ্রন্থের প্রকাশে পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে গৌড়শাখাভুক্ত দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামষট্ক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় ও যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত, পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাত্রিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

কুষ্ণনগরস্থ সংবাদ

প্রকাশ, রাজবন্দী জগন্নাথ মজুমদারের বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার গত দুইমাসের অধিককাল যকৃৎপ্রদাহ ও প্লুরিসিতে কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার পুত্রের বিনা বিচারে আবদ্ধ হওয়ার পর হইতে বৃদ্ধের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, বৃদ্ধ অসুস্থ হইয়া পড়ায় মুক্তিপণ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। দরখাস্ত করিয়াও নাকি বৃদ্ধ কোন মাসিক বৃত্তি পাইতেছেন না। মাসিক ভাতার জন্য তিনি পুনরায় চীফ সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

মুক্তির পর পুনরায় অর্ডিন্যান্সের কবলে

মেছুয়াবাজার বোমা মামলার আসামী শ্রীযুক্ত হরি বসু, পূর্ণ দাসগুপ্ত এবং সুধাংশু মজুমদার আলিপুর সেনট্রাল জেলে ছিলেন। মামলার অভিযোগ হইতে মুক্তি পাইয়াও তাহাদের রক্ষা নাই। তাহাদিগকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দী করা হইয়াছে।

কলিকাতায় জাতীয় পতাকা উৎসব

গত রবিবার কলিকাতা ও হাওড়ার 'জাতীয় পতাকা উত্তোলন' উৎসব মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে কলিকাতার অধিকাংশ পার্কেই জাতীয় পতাকা উড়িতে দেখা গিয়াছিল। জাতীয় পতাকার মূল্য আজ জাতির প্রাণে জাগরিত হইয়াছে। তাই জাতীয় পতাকা অভিবাদনের জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেক পার্কেই সমবেত হইয়া সামরিক কায়দায় অভিবাদন করিয়াছে।

পাঞ্জাবে পরীক্ষার প্রশ্ন প্রকাশ

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষার প্রশ্ন প্রকাশিত হইয়া পড়ায় সিণ্ডেট পুনরায় পরীক্ষা করা স্থির করিয়াছেন। প্রশ্ন কয়েক স্থানে ছাত্রদের মধ্যে বৈ বৈ লাগিয়া গিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এ'ব্যাপারের জোর তদন্ত করিতেছেন। প্রকাশ, এ'ব্যাপারে পূর্ব্ব হইতেই ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল; গুলজার কুরেশী নামক এক ব্যক্তিকে এ'সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গুলজার জামীনে মুক্ত আছেন।

সর্দ্দার প্যাটেলের সঙ্কল্প

বার্দ্দোলী এবং অন্যান্য তালুকের ৪টী গ্রামে শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলের বিনা-পত্নী কণ্ঠাবহন। তিনি প্রত্যহই এক এক স্থানে বক্তৃতা করিবেন।

মিঃ পেডী হত্যার জের

গত ২৩শে এপ্রিল মেদিনীপুরের জায়রা জজের কোর্টে বিবেকানন্দ বসুর পক্ষ হইতে একটী জামীনের দরখাস্ত দাখিল করা হয়। বিবেকানন্দ মিঃ জেম্‌স পেডীর হত্যা সম্পর্কে ধৃত এবং হাজতে আবদ্ধ হইয়াছে।

তাহার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, সে স্থানীয় একজন উকীলের পুত্র এবং কলেজের ছাত্র। গুলী মারার সময় সে বাড়ীতে তাহার গৃহ-শিক্ষকের নিকট ছিল। তিনি কলেজের একজন ডিমনষ্ট্রেটর। ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তাহার জবা-বন্দীর সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সকল পক্ষ শুনিয়া জামীনের দরখাস্ত নাকচ করিয়াছেন।

জায়রা জজের নিকট বলা হয় যে, বিবেকানন্দ একজন যুবক। তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই তথাপি তাহাকে ১৫ দিন যাবৎ হাজতে রাখা হইয়াছে।

নির্ম্মল কৃষ্ণ অধিকারীর পক্ষ হইতেও অনুরূপ দরখাস্ত করা হইয়াছে। সেও একজন ছাত্র এবং জনৈক স্থানীয় উকীলের পুত্র। তাহার পক্ষে বলা হয় যে, ঘটনার সময় সে মেদিনীপুরে ছিল না।

জায়রা জজ দরখাস্তখানি গ্রহণ করেন। তিনি মামলার নথিপত্র ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা ছাড়া পাবলিক প্রসিকিউটরের উপরও এক নোটীশ জারী করিয়াছেন।

প্রকাশ, অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, বিমল-কুমার দাশগুপ্ত—পুলিশ এই হত্যা-সম্পর্কে যাহার খোঁজ করিয়াছিল—কোন সময়েই মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিল না।

মিঃ পেডীর হত্যাকারীকে ধরিয়া দিবার জন্য মেদিনীপুর ম্যাজিষ্ট্রেট ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

এক লক্ষ পাউণ্ড বেআইনী মাদক দ্রব্য

প্রায় এক লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মরফিন নামক মাদকদ্রব্য ধরা পড়িয়াছে। প্রকাশ, কতকগুলি প্যাকেটের মধ্যে এই সমস্ত মাদক দ্রব্য লুক্কায়িত ছিল এবং তাহার আবরণের উপর বস্ত্র বলিয়া মার্কা দেওয়া ছিল। এই অবস্থায় প্যাকেটগুলি একখানি জার্ম্মাণ জাহাজ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১৷৶০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২।	তাম্বুধর-সং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
৫।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)	২৲
৬।	জৈবধর্ম্ম	২৲
৭।	যুক্তিমল্লিকা গুলসৌরভঃ সানুবাদ (মাঝ)	২৲
৮।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
৯।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১০।	চিত্রে নবদ্বীপ	১৷৷০
১১।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	
১৩।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	
১৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷৷০
১৫।	নবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণ	৷৷০
১৬।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷৷০
১৭।	প্রেমাবতার (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৷০
১৮।	ভজনরহস্য	৷৷০
১৯।	গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য	৷৷০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷৷০
২১।	সাধনকল্পলতিকা (বাঁধা)	৷৷০
২২।	শ্রীগুরুভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ	৷৷০
২৩।	বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷৷০
২৪।	ব্রহ্মসংহিতা	৷৷০
২৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶০
২৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৶০
২৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৶০
২৮।	মাধুরমঞ্জরী সানুবাদ	৷৷০
২৯।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	৷৷০
৩০।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	৷৷০
৩১।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷৷০
৩২।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	৷৷০
৩৩।	শ্রীভুবনেশ্বর	৷৶০
৩৪।	ঐ প্রমাণখণ্ড	৷৶০
৩৫।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৷৶০
৩৬।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
	(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
	(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১৷৷০
৩৭।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৶০
৩৮।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৩৯।	দীপ-মালিকা দর্পণ	৶০
৪০।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
৪১।	গীতমালা	৷৷১০
৪২।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৷৷১০
৪৩।	নবদ্বীপশতক	৷৷৯
৪৪।	সদাচারস্তোত্রঃ	৷৷০
৪৫।	সাধনকণ	৷৷০
৪৬।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৷৷০
৪৭।	শরণাগতি	৷৷০
৪৮।	গীতাবলী	৷৷০
৪৯।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৷৷০
৫০।	সাংখ্যবাদী	৷৷০
৫১।	অর্থপঞ্চক	৷৷৯
৫২।	শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী	৷৷০
৫৩।	অচ্চনক০	৷৷১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫৪।	শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	৷৷০
৫৫।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	৷৷০
৫৬।	তত্ত্ব-সূত্রম্	৷৷০
৫৭।	সারাংশবর্ণনম্	৶০
৫৮।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৯।	গৌড়ীয় মঠস্য পরিচয়ঃ	৷৷০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০।	নামভজন	৷৷০
৬১।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	৷৷০
৬২।	বৈষ্ণবীজম্	৷৷০
৬৩।	দি ভাগবত	৷৷০
৬৪।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	
৬৫।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৷৷০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৬।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	৷৷০
৬৭।	কল্যাণ কল্পতরু	৷৷০
৬৮।	সাধন পথ	৷৷০
৬৯।	গীতাবলী	৷৷১০
৭০।	শরণাগতি	৷৷০

বিস্তৃত তালিকার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার জন্ম ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাজারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পায়ুদ্বার সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন; তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

প্রধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক

Reg No C.1544

সাপ্তাহিক নদীয়া-প্রকাশ

আবহমান সকল প্রকার প্রকাশ—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রী অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীবাস আঙ্গিনা- ১৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৫৮, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৫১

নানা কথা

মহাত্মার গোলটেবিলে যাইবার সর্ত্ত

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী [illegible] আন্টইভের মারফৎ বৃটিশ মন্ত্রিসভায় নিকট এক [illegible] পাঠাইয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সেনা বিভাগে যদি যথেষ্ট হ্রাস সঙ্কোচ, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, পূর্ণ আর্থিক স্বাধিকার এবং মুসলমানী [illegible] তাঁহার দাবী পূরণ করা হয় তাহা হইলে তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান [illegible]

[illegible] পত্রিকার আরও প্রকাশ, মহাত্মা [illegible] ওয়ার্কিং কমিটির [illegible] বৃটিশ মন্ত্রিসভার নিকট লইয়া যাইবেন।

লণ্ডন অভিমুখে যুবরাজ

বিমানযোগে রবিবার প্রাতঃকালে সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ আমেরিকা হইতে যুবরাজ ফিলিপ-মাউন্টব্যাটেন ও রাজকুমারী এলিজাবেথ লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছেন। সাগর এলাকার [illegible] ও একখানি বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ [illegible] রক্ষার উদ্দেশ্যে এডিন বাহুপুরোয়ার [illegible] ফেরোপ নামক স্থানে পৌঁছিবার [illegible] তথা হইতে মোটরযোগে বন্দর বিমানপোতে চড়িয়া তাঁহারা লণ্ডন রওনা হইবেন।

গোলটেবিলে যাইবার সর্ত্ত

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস অজ্ঞাত স্থানে নীত

লণ্ডন অভিমুখে যুবরাজ

মিঃ ইয়াকুব হোসেনের বিবৃতি

দিল্লীতে সশস্ত্র ডাকাতি

মিশরে সাধারণ নির্ব্বাচন

ক্যাটালোনিয়ার দাবী

মৈমনসিংহে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস

চট্টগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা

মেডিকেল স্কুলের ছাত্র বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স কবলে

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

মেঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পত্নী নিহত

গত সোমবার প্রত্যূষে পরলোকগত ব্রাহ্মনেতা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অর্দ্ধাঙ্গিনী বিধবা পত্নীকে [illegible] কুমার ভৌমিক [illegible] নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইয়াছে। প্রকাশ, নিহত মহিলা রবিবার রাত্রে যথারীতি [illegible] সোমবার দিন ভোরে বাড়ীর লোকজন যখন ডাকাডাকি করিয়া বৃদ্ধা মহিলার কোন সাড়া শব্দ পাইল না তখন তাহারা সন্দেহ করে এবং খুলিয়া স্থানীয় পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ আসিলে দরজা খুলিয়া দেখা যায়, বৃদ্ধা মারা গিয়াছেন—তাঁহার গলায় একখণ্ড কাপড় জড়ান আছে। তারপর অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে, তাঁহার বাক্স হইতে প্রায় ১০০টি টাকা উধাও হইয়াছে। সকলের মনে করে, আততায়ীরা তাঁহার আলনা হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়াছে। পুলিশ এই সম্পর্কে কয়েকজনকে বাড়ীর উড়িয়া চাকরকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

দিল্লীতে সশস্ত্র ডাকাতি

দিল্লীর খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার বি, সি, সেনের বাড়ীতে গত রবিবার একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়াছে। ডাক্তারের আত্মীয়ার বাড়ীর কাটা ঘরের মত। প্রবেশ করে এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া মাত্র ২ শত টাকার নোট লইয়া গিয়াছে। অথচ এছাড়া অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী যে স্থানে লুক্কায়িত ছিল তাহার সন্ধান তাহারা পায় নাই।

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস অজ্ঞাত স্থানে নীত

জেলা ছাত্র সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস নেত্রকোণা আসিবার সময় পথিমধ্যে মাউসী নামক ষ্টেশনে কয়েকজন যুবক কর্ত্তৃক নামিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই সমস্ত যুবক বিরুদ্ধ দলের ব'লয়া মনে হয়।

প্রকাশ, ট্রেণখানি মাউসী ষ্টেশনে পৌঁছিলে বহুসংখ্যক যুবক পুষ্পমালা লইয়া জাতীয় ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীযুক্ত দাসের কামরায় চারিদিকে সমবেত হয়, যেন তাহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে। তাহার পর কয়েকজন যুবক তাঁহার কামরায় ঢুকিয়া স্থানীয় যুবক সমিতির পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে ট্রেণ হইতে নামিতে সনির্ব্বন্ধ করে।

শ্রীযুক্ত দাস ট্রেণ হইতে নামিবামাত্র বহু সংখ্যক যুবক তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে তাহাদের মধ্যে অনেকের নিকট লাঠি এবং ছোরা ছিল। শ্রীযুক্ত দাস ব্যাপার কি ভাল রূপে বুঝিতে না বুঝিতে তাঁহাকে প্লাটফরম হইতে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া গিয়া একটি পাল্কীতে চড়াইয়া এক অজ্ঞাত-স্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য প্রতিনিধিগণসহ গত ২৭শে এপ্রিল নেত্রকোণা যাত্রা করিয়াছেন।

মৈমনসিংহে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস

জেলা ছাত্র সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস গত ২৮শে এপ্রিল প্রাতে মৈমনসিংহে পৌঁছিয়া নিম্নলিখিত রূপে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন,—

"অদ্য নেত্রকোণায় মৈমনসিংহ জেলা ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমি কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়াছিলাম। মৈমনসিংহ হইতে ৪০ মাইল দূরে মাউসী নামক ষ্টেশনে পৌঁছিলে, আমি লোক সকলকে "পূর্ণ দাস কি জয়" শব্দে চীৎকার করিতে শুনি। চারিজন যুবক আমার কামরায় প্রবেশ করে এবং তাহারা তাহাদের আহ্বানে প্রবল করিবার জন্য জোরজবরে আমাকে প্লাটফরমে নামিতে অনুরোধ করে। আমি সরল বিশ্বাসে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে আমাকে প্রায় বিশ জন যুবক ঘিরিয়া ফেলে। আমি নামিবামাত্রই ট্রেণ ছাড়িয়া দেয় এবং যুবকদের বাধা প্রদানের ফলে আমি আর ট্রেণে উঠিতে পারি না। তাহারা আমাকে বলিল যে, যাহাতে আমি নেত্রকোণা সম্মেলনে যোগদান করিতে না পারি, সেই জন্যই তাহারা এইরূপ করিয়াছে।

চট্টগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা

সুবিনয় দত্ত, প্রমোদ বিশ্বাস, পরিমল সেন, সুরেন্দ্র চৌধুরী, সুধাংশু বোড়ে, সুধীর চাটার্জ্জী, বিভেন্দ্র নন্দী, শম্ভু দত্ত, বনশ্রীর ভট্টাচার্য্য, হৃদয় চৌধুরী, নিকুঞ্জ বল, বটকৃষ্ণ মজুমদার ও অরুণ দস্তিদার সংশোধিত ফৌজদারি আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাহাদিগকে গত ২৬শে এপ্রিল প্রেসিডেন্সী জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামের অবস্থা অনেকটা সহজ হইয়াছে, কারণ কমিশনারের বাংলোয় অনুষ্ঠিত বৈঠকে যে সকল প্রস্তাব হইয়াছিল কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং জনসাধারণকে আলো লইয়া রাত্রি ১০টার পর বাহির হইতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ও দায়িত্বহীন পুলিশ কর্ম্মচারীগণ এক্ষণে মিলিটারী পিকেটের সহিত থাকিতেছেন।

রাস্তার লোকসকলকে এখনও খানাতল্লাস করা হইতেছে। রাস্তা এখনও কাঠের বক্সা দিয়া ঘেরা রহিয়াছে এবং মেশিনগান পাহাড়ে। উপরস্থিত বিল্ডিং সমূহের পশ্চাতে বৃটিশ ব্রাদারের বিল্ডিংয়ের ছাদের উপর ও অন্যান্য স্থানে এখনও ভীষণদর্শন কলের কামান সমূহ দেখা যাইতেছে। ট্রাইবুন্যালের কমিশনারগণ যাহাতে বিপদে না পড়েন, তজ্জন্য তাঁহাদের মোটরের অগ্রভাগে ও পশ্চাতে সাজোয়া গাড়ী যাইতেছে। বিচারকদের পিছনে দুজন সশস্ত্র প্রহরী রাখা হইতেছে।

চট্টগ্রাম মেল রাত্রি সাড়ে ৯টার ছাড়িত এক্ষণে উহার সময় পরিবর্ত্তিত করিয়া সন্ধ্যা ৭টা হইয়াছে। রেলওয়ে লাইনের ধারে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

ক্যাটালোনীয়ার দাবী

মাদ্রিদের ২৬শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, কর্ণেল মেসিয়া এখন স্পেনের সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ক্যাটালোনিয়ার নূতন গণতন্ত্রের সভাপতি হইয়াছেন। ক্যাটালোনিয়ার সম্প্রতি এক বিরাট্ জনসভা হইয়াছিল। এই সভায় কর্ণেল মেসিয়া মার্কিন বক্তৃতায় বলিয়াছেন, 'স্পেনের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে আপাততঃ ক্যাটালোনিয়ার পক্ষ হইতে আমরা সম্পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব অধিকার কিছিৎ খর্ব করিয়াছি। তথাপি একথা মনে রাখিতে হইবে, সর্ব্বসাধারণের ভোট দ্বারা ক্যাটালোনীয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। স্পেনীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট যথারীতি এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইবে। তখন যদি আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে আমরা আমাদের আদর্শের সম্মান রক্ষার জন্য জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিব।'

ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর আত্মসমর্পণ

স্পেনের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী জেনারেল বেরেঙ্গার নূতন গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া জানাইয়াছেন, অতঃপর তিনি সর্ব্বপ্রকারে নূতন গণতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের সমর্থন করিবেন।

মিশরে সাধারণ নির্ব্বাচন

মিশরের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী ছিদ্‌কী-পাশা যেভাবে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিতেছেন, তাহাতে মিশরের অধিবাসীরা সুখী হইতে পারেন নাই। ফলে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত পরিদৃষ্ট হইতেছে। তিনি সাধারণ নির্ব্বাচনের আয়োজন করিয়াছেন, এই নির্ব্বাচনে ভোট করিবার জন্য মিশরের জাতীয় দল এবং উদারনৈতিক দল এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন।

নিম্নে এই চুক্তির প্রধান প্রধান সর্ত্তগুলির কথা উল্লিখিত হইল :—

(১) ইঙ্গ-মিশর সমস্যার একটা সম্মানজনক সমাধান করা দরকার এ সম্বন্ধে উভয় দলই একমত।

(২) ছিদ্‌কী পাশা গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে কোনরূপ সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইলে তাহা উভয় দল কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইবে।

(৩) ১৯২৩ খ্রীঃ যে মিশরে যে শাসন তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার পুনঃপ্রবর্ত্তনে উভয় দলই পরস্পরকে সহায়তা করিবেন।

(৪) ছিদ্‌কী পাশা যে শাসনতন্ত্র মিশরের ঘাড়ে চাপাইতে চাহিতেছেন, উভয় দলই সম্মিলিতভাবে তাহার বিরুদ্ধতা করিবে।

(৫) ছিদ্‌কী পাশার অন্তর্ধানে পার্লামেণ্টের ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার যে নির্ব্বাচন আসন্ন-প্রায় উভয় দলই তাহা একযোগে বয়কট করিবে, প্রত্যেক মিশরবাসীরই তাহা বর্জ্জন করা উচিত।

(৬) ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শাসন-তন্ত্র মিশরে প্রতিষ্ঠিত করার পর উভয় দলই ১৯২৬ সালের ব্রিটিশ আইন সম্মিলিত ভাবে সংশোধন করিবেন।

(৭) একটী জাতীয় কংগ্রেস আহ্বান করিয়া তাহার দ্বারা এই চুক্তি গ্রহণ করাইয়া লইতে হইবে এবং মিশরের সর্ব্বত্র ইহা প্রচারের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

মেডিকেলস্কুলের ছাত্র বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স বলে

গত ২৪শে এপ্রিল সকাল বেলা বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী মেডিকেল স্কুলের ছাত্র কৃপাসোহন রায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি নেত্রকোণা ছাত্র সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

মিঃ ইয়াকুব হোসেনের বিবৃতি

নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত করিয়া মৌলবী ইয়াকুব হোসেন এম-এল-সি লক্ষ্ণৌ হইতে মাদ্রাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সম্মেলনের সাফল্য সম্বন্ধে তিনি এক বিবৃতিতে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন :—

'এই সম্মেলনে আমার চক্ষু খুলিয়াছে। যদিও আমি বরাবর বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে, সমস্ত প্রদেশেই পূর্ণা দস্তুর কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান আছেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত বেশী তাহা আমি কখনই আশা করি নাই। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মস্তিষ্ক যে কিরূপ শীতল তাহার প্রচুর প্রমাণ সম্মিলনীতে পাওয়া গিয়াছে। কাণপুর ও অন্যান্য স্থানের গুণ্ডামিব্যাপার কাহারও মত বিশ্বাস এতটুকুও বিচলিত হয় নাই। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই সমস্ত দোকানীর ঘটনা বন্ধ করিবার একমাত্র পন্থা হইল হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তার ভাব দৃঢ় করা এবং সমস্ত কারণে এই দুই সম্প্রদায় রাজনীতি ক্ষেত্রে পৃথক্ হইয়া থাকে সেই সব কারণ দূর করা।

'আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে, লক্ষ্ণৌ সম্মিলনীতে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে গোলটেবিল বৈঠকের বিভিন্ন প্রতিনিধিমণ্ডলী বিশেষতঃ বৃটিশ প্রতিনিধিগণ প্রভাবান্বিত হইবেন না এবং বিগত গোলটেবিল বৈঠকের মুসলমান প্রতিনিধিদের প্রভাব কমিয়া যাইবে। জাতীয় কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দেওয়ায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ পাশা হইয়া এক দল নীরব ছিলেন। তাই পূর্ব্বোক্ত মুসলমানগণ ভাবিয়া [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

মায়াপুর, ২৮শে মধুসূদন ৪৪৫

সাময়িক সন্দেশ

আসক্তি মানবকে নিরয়ে নিক্ষেপ করিতে পারে, আবার আসক্তিই তাহাকে নিরস্ত্র পার করাইয়া গোলোকবৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় সংস্থাপিত করিতে পারে; অসৎবিষয়ে আসক্তি দুঃখরাশিদা, পরবিষয়ে আসক্তি পরশান্তিপ্রদা। একটী মহামাত্র অপরটী মোক্ষদা।

ইংলণ্ডে বিগত ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের একটী আইন আছে যে, রবিবার কেহ কোনও প্রকার বিষয়কর্ম্ম অথবা আমোদ প্রমোদ করিতে পারিবে না, ঐ দিবস 'সাবাথ' অর্থাৎ ঈশ্বরের দিন নামে অভিহিত হইবে এবং ঐ দিবস সকলকেই গির্জ্জায় গোপদান করিতে হইবে। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রায় অধিবাসীই এখন জড়বিষয়কর্ম্ম ও আমোদ প্রমোদে এরূপ আসক্ত যে, সপ্তাহে একদিন ঐসকল বন্ধ করিয়া ভগবানের উপাসনা করিবেন—এরূপ ধৈর্য্যও তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই তাঁহারা পার্লামেণ্টে এরূপ একটী আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন যে, রবিবারও সিনেমা প্রভৃতি খোলা রাখিতে হইবে। পার্লামেণ্টে ঐ পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় দফা পর্য্যন্ত সমর্থিত হইয়াছে, তৃতীয় অধিবেশনে সমর্থিত হইলেই উহা আইনে পরিণত হইবে। এই প্রসঙ্গে

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

শ্লোকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বটে। যাঁহারা ভোগময় দেশ স্বাধীন করিয়া পশ্চাৎ ভগবদুপাসনা করিবার পক্ষপাতী তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত বিষয়টী একটু চিন্তা করিবার বিষয় নহে কি?

যাহারা সর্ব্বদা বাহ্যজগতের অনুচিন্তনে ব্যস্ত থাকেন তাঁহাদের মন চঞ্চল; এই চঞ্চল মন বহির্বিষয় ভোগে ব্যস্ত। কিন্তু ভগবৎকথায় নিযুক্ত দেহেন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি শান্ত থাকে। শ্রৌতপথ ও শুদ্ধবাক্য শ্রবণ করিলে তাঁহাদের চিত্তচাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয়বিকার ঘটে না।

হরিভজন দেশ কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করে না। যিনি ভগবদ্ভজনে দৃঢ়চিত্ত হইয়া শ্রীহরির অভয় পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন শ্রীহরি তাঁহার ভজনের যাবতীয় অন্তরায় হরণ করিয়া থাকেন সুতরাং সাধক হৃদয়ে এমন বল পান যে, জগতের যাবতীয় কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা অনায়াসে পদদলিত করিয়া তিনি প্রেমানন্দে স্বীয় আরাধ্যদেবতার উপাসনায় নিময় থাকেন। ঠাকুর (ব্রহ্ম) হরিদাস মুসলমান রাজার রাজত্বকালে মুসলমান বংশে আবির্ভূত হইয়া এবং 'হরিনাম' করার নিমিত্ত কাজির দ্বারা নানা প্রকারে নিগৃহীত হইয়াও

"খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যদি যায় দেহ প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥"

—এই দৃঢ়োক্তি কার্য্যে পরিণত করিয়া আমাদিগকে তাহা সুষ্ঠুরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

দার্জ্জিলিং হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার ১৭শে তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ, দার্জ্জিলিংয়ের নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু পাব্লিক হলের মন্ত্রী লেফ্‌টেনাণ্ট বিজনপ্রসাদ সিংহ রায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৬শে এপ্রিল একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মন্ত্রী মহোদয় সভায় বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের পরিচয় প্রদান করিলে পর স্বামীজী সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর সুদীর্ঘ কলেবর, সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান এবং ভক্তিরাজ্যের চেতনময়ী বাণী সমূহদ্বারা মুগ্ধ হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পারমার্থিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। মন্ত্রী মহোদয়ের হরিভক্তিপ্রচারে আগ্রহ বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজের ১৩শে ফাল্গুন তারিখের পত্রে প্রকাশ, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামানুজ তিরুপতি নামক সহরের তিরুপতি দেবস্থানের ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র দাসজী বি এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটী মহতী সভায় বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে এক তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। [illegible] তাহার আন্তরিকতাপূর্ণ [illegible] কথা দ্বারা প্রত্যেকশ্রোতার [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] ধর্ম্মের আবেশ [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্তের [illegible] বুঝাইয়া দেন। প্রেসিডেন্সি [illegible] কলেজ [illegible] নিমিত্ত সকলকেই শুদ্ধভক্তগণের [illegible] সম্বন্ধে হইতে উপদেশ গ্রহণ করেন। আমরা সভাপতি মহাশয়কে তাঁহার সভাপরিচালনা ও সভ্যগণের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মন্বিৎ আত্মার স্বরূপ না শক্তি?

মায়াবাদি-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, দেহাদিতে আত্ম শব্দ এবং প্রত্যয় গৌণ নহে। সাধারণ বস্তু অবলম্বন করিয়াই গৌণী বৃত্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। "সিংহো দেবদত্তঃ" অর্থাৎ দেবদত্ত সিংহবৎ গুণযুক্ত। এই স্থানে সিংহ শৌর্য্যাদিগুণ বিশেষ যুক্ত বলিয়া, সেই সকল গুণ দেবদত্তে উপচারিত করিয়া "সিংহো দেবদত্তঃ" এইরূপ বাক্য রচিত হয়। কিন্তু আত্মবিশেষ রহিত দেবাদিতে আত্ম শব্দের প্রয়োগ ও প্রত্যয় ভ্রান্তি বশতঃই হইয়া থাকে।

নির্ব্বিশেষবাদীর এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে ভাগবত সম্প্রদায় বলেন যে, নির্ব্বিকল্প প্রত্যয়েও ত' ভ্রমের অভাব, সুতরাং ভ্রান্তিটা সবিশেষেই প্রবর্ত্তিত হয়। শুক্তিতে যে রজত ভ্রম জন্মে, তাহার কারণ এই যে, উভয়েই শুক্লাদি সমান গুণ বর্ত্তমান। 'নীল আকাশ' এইরূপ বাক্য প্রয়োগে সূর্য্যাদির অংশও আকাশ বলিয়া প্রতীত হয়। ইহাতে হেতু এই যে, সূর্য্যাদির কিরণমালা আকাশের প্রত্যক্ষের কোন প্রতিরোধ করে না এবং উহারা সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত আকাশের সমানাকার বিশিষ্ট বলিয়াই, সূর্য্যাদির অংশ আকাশ হইতে ভিন্ন হইলেও উহাদিগকে আকাশ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আকাশের নীলাদি প্রতিভাসও আকাশ বলিয়াই আরোপিত হয়। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভ্রান্তি জ্ঞানটি সবিশেষ বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবে ও দেহে যে ভ্রান্তি জন্মে, তাহার হেতু এই যে, উভয়ের একটী সমান বিশেষণ আছে, সেই বিশেষণটী —'সৎ' অর্থাৎ সত্তা—সুতরাং আত্মা কেবল জ্ঞান মাত্র নহেন—উহাও বিশেষণ-যুক্ত; আত্মা মাত্র নির্ব্বিশেষ পদার্থ নহেন—পরন্তু বিশেষণে বিশিষ্ট বিশেষ্য পদার্থ। আত্মা তাহা।

আর এক কথা—উপরোক্তেই অনুভূতি বলা হল—আচ্ছা এই অনুভূতির স্বরূপ কি? অনুভূতির বর্ত্তমান দশায় অর্থাৎ যখন অনুভূতির কার্য্য হইতে থাকে, তখন উহা নিজের সত্তা মাত্র দ্বারা নিজের আশ্রয় স্বরূপ আত্মার নিকট প্রকাশমান হয় অর্থাৎ সেই অবস্থায় আত্মা স্বীয় অনুভূতিদ্বারা কেবল মাত্র নিজেকেই জানেন। পাশ্চাত্য দর্শনে এই অবস্থাকে Self-consciousness বা Internal perception বলে।

অনুভূতির আর একটী অবস্থায় আত্মা ব্যতীত নিখিল পদার্থের অনুভব হয়, পাশ্চাত্য দর্শনে এই অবস্থাকে External perception বলে। মায়াবাদী যখন অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করেন, তখন এই উভয় প্রকারের কোন একপ্রকার বিশ্লেষণ স্বীকার করিলেই আর আত্মাকে 'জ্ঞান মাত্র' বলিতে পারেন না। অনুভূতি স্বীকার করিলেই শক্তি স্বীকার করিতে হয়, কারণ, অনুভূতি ব্যাপারটীই শক্তির পরিচায়ক।

আচার্য্য বীরাঘবভট্ট বলেন, যে অনুভূতিদ্বারা জ্ঞানদ্বারা আত্মার স্বপ্রকাশ হয় অথবা যে অনুভূতিদ্বারা জ্ঞানদ্বারা আত্মা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করেন, সেই অনুভূতি আত্মার শক্তি বিশেষ।

মায়াবাদী সম্প্রদায় যে কেবল তমোগুণ গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদের সমর্থন করিতে চাহেন, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে যে দুই প্রকার অনুভূতির কথা বলা হইয়াছে, উহার দুই প্রকারের যে প্রকারের অনুভূতিই অস্বীকৃত হউক না কেন, তাহাতে তমোগুণত্ব গৃহীত হয় না; পরন্তু শক্তিমত্তাই আপতিত হয়। অর্থাৎ অনুভূতি জ্ঞান উপলব্ধি করিতে হইলেই উপলব্ধা বস্তুর শক্তি বা 'বিশেষটী' অনুভূতি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মূর্চ্ছা ও নিদ্রা প্রভৃতি হইতে জাগরণকালে লোকে বলিয়া থাকে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম বা আমার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। এই প্রকার অনুভূতিতে আত্মার শক্তিমত্তাই সপ্রমাণ হয়।

মায়াবাদি সম্প্রদায় ইহাতেও আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক বলেন যে, এই জ্ঞানস্বরূপ অনুভূতির দর্শন যোগ্য কোন ধর্ম্ম নাই। যদি বল, নিত্যত্ব ও দৃশ্যত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিই তাহার দৃশ্য, তাহাও বলিতে পার না; কারণ উহারা দৃশ্য হইলে জ্ঞানের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই উভয় যুক্তিই একান্ত প্রমাণ-যোগ্য নহে। অনুভূতির নিত্যত্ব ও স্বয়ং প্রকাশত্বাদি গুণ-প্রমাণ-সিদ্ধ। অনুভূতির স্বভাব এই যে,

উহা রূপ, রস, গন্ধাদির জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান জন্মায়, ইহা হইতেই সম্বিদেরও স্বয়ং প্রকাশতা সমর্থিত হয়

অতঃপর আমাদের আর ও জিজ্ঞাস্য এই যে, সম্বিৎ প্রমাণ সাধ্য কি না? যদি প্রমাণ-সাধ্য হয় তা' হইলে উহা নিশ্চিতই ধর্ম্মবিশিষ্ট। আর যদি প্রমাণ সাধ্য না হয়, তাহা হইলে উহাকে খ-পুষ্পাদিবৎ তুচ্ছ বলিতে হয়। আর যদি বলা হয়, সম্বিৎ নিজেই প্রমাণ (স্বয়ংসিদ্ধ), তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, উহা (ঐ প্রমাণ) কাহার এবং কোন্ বিষয় সম্বন্ধীয়, যদি উহা কাহারো প্রমাণ না হয়, এবং কোন বিষয় সম্বন্ধীয় না হয় তাহা হইলে উহাকে প্রমাণই বলা যাইবে না, কারণ সিদ্ধি বা প্রমাণ ব্যাপারটাই পিতা পুত্র-সম্বন্ধ ন্যায় অর্থাৎ পুত্র বলিলেই যেমন কাহারো পুত্র এবং কাহারও সম্বন্ধে পুত্র অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সিদ্ধি বা প্রমাণ সম্বন্ধেও তদ্রূপ সাপেক্ষত্বের প্রয়োজন।

যদি সম্বিৎকে আত্মার প্রমাণ বলা হয়, তাহাতেও আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এই আত্মা কে? যদি বল, সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানই আত্মা, তাহা হইলে সম্বিৎ ও সিদ্ধি (প্রমাণ), এই উভয়ের ভেদ নিবন্ধন সম্বিৎ আত্মার শক্তি রূপেই লক্ষিত হয়, উহাকে আত্মার স্বরূপ বলা যায় না। তাহা হইলেই জ্ঞানমাত্র স্বরূপেও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব—নিত্যত্বাদি ধর্ম্মবত্তা আসিয়া পরে। বেদান্তদর্শনের "পরাভিধানাৎ" [৩।২।৫] সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যেরও জ্ঞান মাত্র স্বরূপ জীবেরও শক্তিমত্তা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। জ্ঞানের স্বয়ং প্রকাশতা যখন সপ্রমাণ হইল, তখন চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা কেবল জ্ঞান মাত্র নহেন, পরন্তু জ্ঞাতৃত্বাদি গুণ বা ধর্ম্ম বিশিষ্ট - সুতরাং সম্বিৎ কখনই আত্মার স্বরূপ নহে, পরন্তু আত্মার গুণ। অচেতন জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্ব ও নিত্যত্বাদি ধর্ম্ম সিদ্ধ হওয়ায় বিভুচেতন পরমাত্মারও যে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট তাহা বলাই বাহুল্য। মায়াবাদি সম্প্রদায় আত্মাকে জ্ঞান মাত্র বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদ স্থাপনের যে দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলেন, আশা করি অতঃপর ভাগবত সম্প্রদায়ের শ্রৌতি-বিচারপুষ্ট চেতনবাণী শ্রবণে তাঁহাদের সেই দুঃস্বপ্নপূর্ণ তন্দ্রা ভঙ্গ হইবে।

বঞ্চিত কেন?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতনদাস, ভক্তিশাস্ত্রী)

আজ আমি বঞ্চিত। নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছি। তাই স্বখাত-সলিলে ডুবিতে বসিয়াছি। খাত যখন খনন করিতেছিলাম তখন জানিতে পারি নাই—বুঝিতে পারি নাই—আমার মরণের পথ পরিষ্কার করিতেছি। বুঝিয়াছি অবশেষে সান্ধ্যজীবনে, মৃত্যুগহ্বরের কণ্টক-কঠিন-স্পর্শে। স্বহস্তসজ্জিত শ্মশান-চিতা প্রজ্বলিত। অসহ্য জ্বলনে জ্বলিতেছি—পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছি কিন্তু পরিত্রাণের উপায় ত' দেখি না!

অমৃতের সন্তান আমি! অমৃতময় আমার গতিস্থিতি। সেব্যের প্রতি সেবকের অনুরক্তি—সেবাপ্রীতিই সেই অমৃতের অভিব্যক্তি। আমার দুর্ম্মতি ঘটিল—অমৃতে অরুচি জন্মিল—সেব্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে প্রলুব্ধ হইলাম। প্রভুত্বের অভিমানে আত্মহারা আমি ভোগের পথে ছুটিলাম। সেবক আজ প্রভু সাজিলাম। তাই আমি মায়াজালে নিপতিত—অমৃতধাম হইতে প্রত্যাখ্যাত—ভগবানের কারুণ্যাশ্রয় হইতে বঞ্চিত। স্বকীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের বিষময় ফল, আমার নরক-নিয়তি—এই মায়াবদ্ধ জীবন গতি।

সত্তা আমার চেতনময়—সত্য। কিন্তু সেই সত্তা আজ প্রাকৃত বিক্রমে বিপর্য্যস্ত, অচেতনের অন্ধকারসমাবৃত। জীবন আমার ত্রিতাপবিষে জর্জ্জরিত। তাই আকাঙ্ক্ষা হয় অমৃতের আস্বাদনে—মুক্তির সন্ধানে; সাধ হয় সেই সচ্চিদানন্দময় সেব্যবস্তুর আশ্রয় গ্রহণে। কিন্তু বর্ত্তমান বদ্ধজীবনের বিভ্রান্ত প্রয়াণে আমার নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রতার অভাব। প্রাকৃত বিদ্যাপ্রাচুর্য্য ও বুদ্ধি প্রাখর্য্য প্রকৃতির সীমাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্ব সন্ধানে অনিপুণ। তাই নিজশক্তি-বলে সেই মহাকল্যাণকল্পতরুর শ্রীপাদপদ্মের সন্ধান লাভে আজ আমি অযোগ্য ও অসমর্থ।

ভগবান্ করুণানিদান—জীবের দুঃখে বিগলিতপ্রাণ তাহার কারুণ্য-প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়, বিশ্ব জগৎ প্রেম-বন্যায় প্লাবিত হইয়া উঠে, ভগবান্ স্বীয় সন্ধিনী-বৃত্তির বিকাশ করেন, আচার্য্যরূপে প্রকটিত হ'ন প্রপঞ্চে। আচার্য্যের আবির্ভাবের অভিপ্রায়—জগজ্জীবকে স্বীয় সন্ধান প্রদান—অণুশক্তি বদ্ধজীবের অনধিগম্য সেই একানুপন্থার পাথেয় প্রদান। মায়ামুগ্ধ কারাবদ্ধকে মুক্তির সন্ধান দেওয়া, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিয়া তোলা। স্বভাবভ্রষ্ট মানবের স্বরূপে স্বধর্ম্মে, স্বভাবে পুনঃস্থাপন—সেবককে সেব্যের সেবাধিকার প্রদান। ইহাই শ্রীমদ্গুরুর প্রপঞ্চলীলা।

যুগাচার্য্য অবতীর্ণ হইলেন। নরজগতে আজ কারুণ্য অমৃত সঞ্জীবনী প্রবাহ—প্রজ্ঞাজ্যোতির্বিবস্বানে প্রভাসিত সমগ্র বিশ্ব সমাজ। ভক্ত্যঞ্জনবিচ্ছুরিত-নয়ন-সমক্ষে প্রকটিত হইলেন নিত্য সত্য সনাতনের যুগাবতার—নবযুগাচার্য্যের অভিনব লীলা মাধুর্য্য। ভক্ত হৃদয়ে আজ প্রেমানন্দের বিপুল সমারোহ। আবার ভাগবত কৃপাকণসিঞ্চিত স্নিগ্ধ সুশীতল সমীরণস্পর্শে সংসারদাবানল সন্তপ্ত সত্যানুসন্ধিৎসুর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল।

সেই মহাকল্যাণকল্পতরুর অপারকৃপাময় পরিচয় পরিস্ফুট হইল অকপট শরণাগতের হৃদয় কুটীরে। আচার্য্য গাহিলেন "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া। দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি সত্যানুসন্ধিৎসুর জীবনতন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সত্যের আলোকে হৃদয় উদ্বোধিত হইল। শ্রদ্ধায় অবনত আজ অহঙ্কারোন্মত্ত, দর্পদম্ভোদ্ধত শির—শরণাগত আত্মনিবেদন করিল শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে।

আর বঞ্চিত হইলাম আমি ও আমার মত হতভাগ্য যাহারা প্রাকৃত বিদ্যাবুদ্ধিদীপ্ত—অনিত্য জাতিকুল-গরিমা-গর্ব্বিত ও সর্ব্বাভিসন্ধ। নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান-প্রচেষ্টা আমার নাই। তাই দেখিলাম আচার্য্যদেব আমারই মত জড়দেহধারী—জড়বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাকৃত পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা-বিশিষ্ট মানববিশেষ মাত্র। হৃদয় আমার কপটতাময়—তাই সংশয়ের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। রুদ্ধ প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে আলোক বিস্তার হইল না। ভাগবত কারুণ্য প্রবাহ নিখিল বিশ্ব ভাসাইল—আমিই বঞ্চিত রহিলাম। পুঞ্জীকৃত কপটতার আবর্জ্জনা স্তূপের মাঝে পড়িয়া রহিলাম। শ্রীগুরু-তত্ত্বে অবজ্ঞা দর্শন করিয়া, স্বয়ং গুরু সাজিয়া আত্ম-প্রবঞ্চিত হইলাম।

অনন্যভক্তি

কৃষ্ণেতর অভিলাষ এবং জ্ঞান-কর্ম্ম-চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ভজন-চেষ্টা, তাহাকে 'অনন্যভক্তি' বলে। এস্থলে অনেকে বিতর্ক করেন যে, বৈষ্ণবদের সবটাই গোঁড়ামি। কর্ম্ম না করিয়া কি মানুষ এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে? আর জ্ঞান না হইলে কোন্ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে?

এই বিতর্কের সদুত্তর শ্রীমদ্ ভাগবত (১।৫।৩৫-৩৬ শ্লোকদ্বয়ে) প্রদান করিতেছেন,—

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥
কুর্ব্বাণা যত কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াঽসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥

শ্রীভগবানের সন্তোষের নিমিত্ত যে যে কর্ম্ম এই সংসারে অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযুক্ত যে ভাগবত জ্ঞান, সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই ভগবৎসন্তোষজনক কর্ম্মের অব্যভিচারী ফল। যে কালে জীবগণ ভগবৎশিক্ষানুসারে কর্ম্মসমূহ করিতে উদ্যত হ'ন, সেই কালে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণের গুণনামাদি কীর্ত্তন ও চিন্তা করেন।

তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম যে ত্যাগ করিবার কথা হইতেছে, এবং ভগবৎকর্ম্ম এতদুভয়ের পার্থক্য বিশেষভাবে বুঝিয়া যা আবশ্যক। যে কর্ম্ম আত্মেন্দ্রিয়তোষণার্থ কৃত হয় তাহাই ত্যাজ্য; কিন্তু যাহা ভগবৎপরিতোষণার্থ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বরণীয়। যেমন, ধান্যাদি বীজ মৃত্তিকাতে বপন করিলে তাহাতে অঙ্কুর জন্মিয়া ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হয়, কিন্তু যে বীজ ভর্জ্জিত অথবা সিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকায় বপন করা যায়, তাহাতে আর অঙ্কুরোদগম-শক্তি থাকে না, কিম্বা—যে যে দ্রব্য ভোজন করিলে প্রাণিগণের রোগ জন্মে, সেই সেই রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও রোগের উপশম হইতে পারে না, কিন্তু যদি সেই সেই দ্রব্যই অন্যদ্রব্য বা ঔষধের সহিত রসায়ন যোগে সেবিত হয়, তাহা হইলে তৎসেবনফলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠানে জীবের সংসার-জনক হইয়া থাকে তাহা যদি রসায়ন হয় অর্থাৎ রসবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে (অয়ন অর্থাৎ) আশ্রয় করে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণার্থে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই সংসার বিনাশ ঘটিয়া থাকে। নারদ পঞ্চরাত্রেও দৃষ্ট হয়,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

মানবগণ লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যভিলাষী ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবার অনুকূলা হয়, তদ্রূপ করিবেন। তাহা হইলে উহা আর কর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত হইবে না, তাহাই তখন ভক্তি।

জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানলব্ধ কর্ম্ম নাশ হয় এবং সেই জ্ঞান ভক্তিযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কর্ম্মদ্বারা কিরূপে কর্ম্মনাশ হয়? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ভগবৎপরিতোষণ-ক্রিয়াদি কর্ম্ম নহে, উহা ভক্তি। (—স্বামিটীকা)

এরূপে ভগবৎশিক্ষানুসারে গীতোক্ত "যৎ করোষি যদশ্নাসি" শ্লোকানুযায়ী) ভক্তিমিশ্র কর্ম্মদ্বারা যে জ্ঞানের উদয় করাইবে তাহাই ভাগবতজ্ঞান, শুষ্কজ্ঞান নহে। সেই জ্ঞান ভক্তিরই অনুকূল এবং তাহাও পরিত্যাজ্য নহে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী; অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত অনুভাষ্য শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রান্তে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, রাগ, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিষ্কার টাইপে সুন্দর অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ। বড় ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যলীলার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৩৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গৌরবাণীকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসম্বেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] বিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীনবদ্বীপধাম, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আশ্রমধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুষ্কা ও বিকা ভক্তি, মন্দিরের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আশ্রম নিত্যতত্ত্ব, শ্রীগুরুর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, তিলকের মন্ত্র ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণানুশীলন-পথ, শ্রীমদ্ভাগবতানুশীলন, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকথা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে [illegible] দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল ভাষ্য ও বিস্তৃত 'বিবরণরঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অনুক্রমণিকা, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অবশ্যকণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাংশ বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসময় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—[illegible]—শক্তি—ভগবত্তত্ত্ব—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—নবধা ভক্তি—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তি—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুন্দর শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নমুনা মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] গ্রন্থামৃত উদিত [illegible]। আবার [illegible] সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ [illegible]। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধা [illegible] চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ [illegible] শ্রী[illegible] বিরচিত। এই [illegible] কতিপয় [illegible] প্রণালী [illegible] অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের [illegible] দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় [illegible] গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত [illegible] সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; [illegible] শাস্ত্রের নির্য্যাস। [illegible] কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ [illegible]।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ [illegible] [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-[illegible] ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ।

লোকেও এই ভজনরাজ্যের [illegible] দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ২৪ সংস্কার, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজন [illegible], ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত [illegible] ভজন, আরাত্রিক ও প্রবাদ-সেবাদি-বিষয়ক মধুর [illegible] একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য-রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকর্ণ [illegible] রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা [illegible] আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি [illegible] প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ভক্তিকুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible]

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রদর ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে অতি ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যসেবীর অভ্যাসকৃত নিদ্রাবিনাশক ঔষধ যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক জ্বর ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীন পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

ইহার বল ও শক্তিকারক, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস প্রভাবে অকালপক্ক, অকর্ম্মণ্যতা, মাথাঘোরা, মুখ দিয়া পড়াদি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ২৲ এক টাকা।

"অমৃতং সর্ব্বকাষ্ঠাস্থি ঘৃতম্"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকেন। মূল্য ৫ তোলা ২৲ টাকা

"ব্রহ্মমণ্ডলবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যের ঘনত্ব সম্পাদনকারী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ২৲ এক টাকা।

আয়ুর্বেদ আরোগ্যভবন, ফেলুবাবুর

৫ নং বেচারাম চ্যাটার্জ্জির রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৬৮ নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১। **মূলাগত**

শিরঃশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোটাই**

প্রমেহ ও অন্ডবৃদ্ধির একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অম্লশূল, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সদ্যঃ আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—**মনোমোহন লেবরেটরী**

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—**মনোমোহন প্রেস,**

৯৩নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি এরূপ মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা আমাদের অনিয়মিত উপায়ে অসংযমে শরীর নষ্ট করিয়া ফেলে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার যেমন, প্রমেহ পাতু দৌর্ব্বল্য, আয়ুর্বিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, ছাইপদ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়, অশ্ব এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা খারাপ, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার্সন সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক বলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত সত্য প্রমাণ প্রাপ্ত সংগ্রহে পাওয়া যাইতেছে, যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি মূল্য ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজপুর, গার্ডেন-রিচ পোঃ, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবে

Reg No C.154

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

[৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৮ই বৈশাখ শুক্রবার ; ৭৮, ১লা মে ১৯৭১

নানা কথা

কৃষ্ণনগর ছাত্র সমিতি

গত ২৭শে এপ্রিল কৃষ্ণনগর ছাত্র সমিতির [illegible] শ্রীযুত দিবেন্দু মুখোপাধ্যায় ও দীপেন সরকার বর্ত্তমান বৎসরের জন্য যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নদীয়া সিপাহী জলমগ্ন

নদীয়া পুলিস লাইনের সিপাহী সেকন্দর খাঁ গতকল্য নদীতে ডুবিয়া মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের কল অঞ্চলে পরিভ্রমণ

গত ঈদ পর্ব্ব সময়ে টিটাগড় অঞ্চলে হাঙ্গামা হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গত রবিবার একদিন অপরাহ্ণ কথায় সময় অতিবাহিত করেন। তিনি সংবাদ লইয়া জানিতে পারেন যে, ঐ দিন জগদ্দল, কাঁকিনাড়া ও ভাটপাড়ায় বহু সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল সভায় কলের হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব রক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মৌলবী আব্দুল হোসেন ও কলের অন্যান্য শ্রমিক নেতাদিগের অনুরোধে শ্রীযুক্ত বসু কল অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন, স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণের সঙ্গে সম্বন্ধের আবশ্যকতা বিষয়ে কথা বলেন। সকলেই তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের সভা

গত ২৭শে এপ্রিল অপরাহ্ণে নদীয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতায় নদীয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী অফিস ভবনে সমুদয় জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকগণ ও বিশিষ্ট সদস্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। স্থানীয় অভাব অভিযোগগুলি সম্বন্ধে কংগ্রেসের অবশ্যকরণীয় কার্য্যপদ্ধতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি আলোচিত হয়। স্থির হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে এইরূপ সভার অধিবেশন হইবে।

কৃষ্ণনগর ছাত্র সমিতি

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের কল অঞ্চলে পরিভ্রমণ

নদীয়া সিপাহী জলমগ্ন

কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের সভা

সীমান্ত প্রদেশ সমস্যা

মেছুয়া বাজার বোমার মামলা, ৫ জন আসামীর মুক্তিলাভ

কলিকাতার মৃত্যুহার

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

জাল মুদ্রা প্রস্তুত করা

ছদ্মবেশী ভিক্ষুক গ্রেপ্তার

জনৈক পশ্চিম দেশীয় লোক আজাদ হী ও কল্যাণে নকল ভিন্ন ভিন্ন যায়গায় নকল আসিয়া বাস করিতেছে। এই ব্যক্তি ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। গতকল্য টালিগঞ্জ পুলিস সংবাদ পাইয়া এক বাড়ির বাসা খানাতল্লাস করিয়া প্রায় ১৮৫টি জাল সিকি পাইয়াছে। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতিও পাওয়া গিয়াছে।

সীমান্ত প্রদেশ-সমস্যা

প্রকাশ, গোলটেবিল বৈঠকের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত সাব্ কমিটীর নির্দ্দেশক্রমে ভারত সরকার এক তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছেন। মিঃ জে, সি, গেল এই কমিটীর সভাপতিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সীমান্ত প্রদেশের জনগণের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ নির্ণয় করাই তদন্ত কমিটীর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাদেশিক সভা ও কেন্দ্রীয় সভার জন্য এই শ্রেণীবিভাগ আবশ্যক হইয়াছে। শ্রেণীবিভাগ কার্য্যে পরিণত হইলে পর তদনুযায়ী প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ভার আংশিক নির্দ্ধারিত হইবে।

কমিটীর সদস্যগণের নাম—মেজর জি, কাঠিয়াঃ; জি, কোরেস্; সার আব্দুল কায়ুম; নবাব হাবিবুল্লা খাঁ; ডেপুটী ইসমাইল খানের নবাব খাজা খাজেরা; কাজি মহম্মদ আলম খাঁ; দেওয়ান বাহাদুর রামস্বামী মুদালিয়র।

এই কমিটীর সকল সেরেস্তা বসিবে পেশোয়ারে। আগামী মে মাসের প্রারম্ভে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং এক মাসের মধ্যেই এই কার্য্য শেষ হইবার সম্ভাবনা।

মেছুয়া বাজার বোমার মামলা, ৫ জন আসামীর মুক্তিলাভ

কলিকাতার মৃত্যুহার

সেকুয়াবাজার বোমার মামলা
৫ জন আসামীর মুক্তিলাভ

২৭শে এপ্রিল বেঙ্গলীপুর সেসন্স কোর্ট থেকে সেকুয়াবাজার বোমার মামলায় ৫ জন আসামীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ গেডীর হত্যার জের

মিঃ গেডী হত্যা সম্পর্কে ধৃত ফলীন্দ্র নাথ কুণ্ডুকে জেল হাজতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। গত ২৩শে এপ্রিল তাহাকে পুনরায় চোরাবাজারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পশ্চিমকুমার রায় বর্তমানে থানার হাজতে আছে।

কলিকাতার মৃত্যুহার

গত ৮ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে ৬৯৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ববর্তী ৫ই সপ্তাহে যথাক্রমে ৬৪৫ ও ৭০৮ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে সহরে কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ববর্তী ৫ই সপ্তাহে যথাক্রমে ৫১০ ও ৬০৫ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

বার্ষী সেতুর শেষ ঘাঁটাল প্রস্তুত

বার্ষী সেতুর শেষ অর্থাৎ চতুর্থ ঘাঁটাটি ২৮শে এপ্রিল রাতে ঘাঁটান শেষ হইয়াছে। এই ঘাঁটাটির ওজন ১৭০ টন।

আশা করা যাইতেছে, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কলিকাতা-কর্ড লাইন খুলিবার মত হইবে।

মেয়র পদে ২৬ বার নির্ব্বাচিত

ব্রাজিলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ কেরিয়াট গত ২৫ বৎসর যাবৎ লাগুনা অঞ্চলের মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। এবারের নির্ব্বাচনেও তিনি ২৬-২৪ ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন। তথাপি মিঃ কেরিয়াট স্থির করিয়াছেন যে, তিনি এবার মেয়রের কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন না। কারণ সমাজতন্ত্রবাদীর দল খুব বেশী সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীমহাশয় যদি আরও বেশী সংখ্যায় তাঁহাকে সমর্থন করিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি মেয়র পদ গ্রহণ করিবেন এই অবস্থায় আবার নির্ব্বাচনের আয়োজন হইতেছে।

১৫৩ বৎসরের বৃদ্ধ

কুর্দিস্থান নিবাসী জারা আগার বয়স ১৫৩ বৎসর। ইনিই বর্ত্তমানে পৃথিবীর জীবিত সকলাপেক্ষা বৃদ্ধ ব্যক্তি। কিছুদিন পূর্ব্বে জারা আগা আমেরিকার গিয়াছিলেন। ইদানীং তিনি লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। কয়েক সপ্তাহ লণ্ডনে বিশ্রাম করিয়া তিনি কনষ্টান্টিনোপলে গমন করিবেন। তথায়ই তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিবেন।

মেম সাহেবকে ছুরিকাঘাত
আসামীর হাজতবাস

করিমবক্স নামক এক ব্যক্তি গত শুক্রবার রাত্রে বাগবাজারে মিসেস লিনি মোহাম্মদকে ছুরিকাঘাত করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, দুই জন ইহুদীকেও এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া পরে তাহাদিগকে হাজার টাকার জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

করিমবক্স জেল হাজতে যাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা নামঞ্জুর করিয়াছেন।

জাল হিসাব তৈয়ারীর জন্য
পেডাঙ্গের তিন বৎসর জেল

এডওয়ার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার একজন সাব একাউণ্টাণ্ট ছিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ—সে হিসাবের মধ্যে চাল করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে তিনটী চার্জ্জ গঠিত হয় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন।

প্রবঞ্চনার অভিযোগে
ভূতপূর্ব্ব কনষ্টেবল অভিযুক্ত

রায় ভরত সিং বেঙ্গল পুলিসের একজন কনষ্টেবল ছিল। অভিযোগ—সে নিজেকে পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়া একটী ফার্ম্ম হইতে মাত্র ২০০৲ টাকা মূল্যের একখানি লাইসেন্স ক্রয় করে। কয়েকদিন পর তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন দেখা যায়, সে এই ভাবে আরও ৫টি ফার্ম্মকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। সব যায়গা হইতেই একখানি করিয়া লাইসেন্স লইয়াছে।

আসামী জেল হাজতে থাকিবার জন্য এক দরখাস্ত করিয়াছিল প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা নামঞ্জুর করিয়াছেন।

বালিকার গলা হইতে হার
অপহৃত

কমলা নাম্নী ৯ বৎসরের বালিকা বেলিয়াঘাটা রোডে এক মন্দিরে দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি তাহার গলা হইতে সোনার হারছড়া লইয়া চম্পট দেয়। এতদিন আসামীর কোনই খোঁজ পাওয়া যায় নাই। পরে পুলিশ ল্যাম্প পোষ্ট নবি নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, রায়গুপ্তের কোর্টে হাজির করে।

তদানী মুলতুবী আছে।

কর্পোরেশনের সভার সিদ্ধান্ত
প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তার ক্ষমতা হ্রাস

চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের উপর যে সকল ক্ষমতা অর্পিত ছিল, সোমবার কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ সভায় তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই সকল ক্ষমতা গত সাত বৎসর যাবৎ চীফ একজিকিউটিভ অফিসার পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন।

ক্ষমতাগুলি এই প্রকার—(১) নিয়োগের ক্ষমতা (২) অসদাচরণের শাস্তি দানের ক্ষমতা (৩) লাইসেন্স টাক্স ফেরৎ দিবার বা কম করিবার ক্ষমতা (৪) স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার ক্ষমতা এবং (৫) কর্পোরেশনের বাকী খাজনা আদায়ের ক্ষমতা।

এতদিন মাসিক ৩৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের পদে লোক নিয়োগ করিবার ক্ষমতা চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের ছিল; এক্ষণে উহা কমাইয়া ৫০ টাকা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি ছয় মাসের জন্য মাসিক এগার শত টাকা পর্য্যন্ত বেতনের অস্থায়ী পদ মঞ্জুর করিতে পারিতেন, এক্ষণে তিনি তিন মাসের জন্য মাসিক ৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের অস্থায়ী পদ মঞ্জুর দিতে পারিবেন।

শাস্তি দানের ক্ষমতা সম্পর্কে এক্ষণে তিনি যে কোন গ্রেডের কর্ম্মচারী সম্পর্কে করিতে পারিবেন, পক্ষান্তরে ইতিপূর্ব্বে তিনি মাসিক ৩৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের লোকদিগকে সাস্পেণ্ড করিতে পারিতেন।

এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত মাল ও এষ্টিমেট মঞ্জুর সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, তিনি এক্ষণে উহা মঞ্জুর করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু চলতি বাজেটে তাহার বরাদ্দ থাকা চাই। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্পর্কে তাঁহাকে এক্ষণে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে এবং ঐ সম্পর্কে কমিটি মধ্যে মধ্যে যে সব সাধারণ নির্দ্দেশ প্রদান করিবেন, তদনুসারে তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে।

এই সকল পরিবর্ত্তন কর্পোরেশনের কংগ্রেস ও মুসলমান দল সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস কতিপয় মনোনীত সদস্য ও ইউরোপীয় দলের সহযোগিতায় এই বিষয় একটি সিদ্ধান্ত কমিটিতে বিবেচনার [illegible]

[illegible] ডিরেক্টরদিগের বিরুদ্ধে [illegible] ওয়ারেণ্ট [illegible]

মতিবাবুর বন্ধু

লিকুইডেটর

[illegible] পরিবর্ত্তে

উত্থাপন এবং শ্রীযুক্ত [illegible] সমর্থন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মতিবাবুর [illegible] প্রস্তাবটির [illegible] গৃহীত হয়।

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের [illegible] সম্পর্কে শুক্রবার কর্পোরেশনের বিশেষ সভা হইবে।

কাণপুরে দাঙ্গার জের
হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারী গ্রেপ্তার

কাণপুর দাঙ্গা সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করার গত ২৬শে এপ্রিল রাত্রি ৯০ টার সময় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত জগৎ আচার্য্যকে ৩৪৭বিধির ১৫৩ (এ) ধারামুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

তিনি নিম্নলিখিত বাণীটি বেঙ্গলীবাণীর নিকট প্রদান করিয়াছেন,—"বিচার সরকার আমাকে যে ভাবে আবদ্ধ করিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

আমি জানি তাঁহারা আমার এত তাড়াতাড়ি কেন ধৃত করিতেছিলেন। আজ আমার ইহাতেই শুধু হাসি পায় যে, যাহারা আমাকে যে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করিতেছেন; জগতের যে কোন বিচারালয়েই তাহার উক্ত অভিযোগ তাহাদের বিরুদ্ধে আনয়ন [illegible] পারে।

নওজোয়ান ভারত সভার সম্মেলন

যুক্তপ্রদেশের অভ্যর্থনা সমিতি সভা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সম্মত হইয়াছেন।

সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। এই সাথে একটী যুবক শিক্ষা শিবিরও খোলা হইবে। প্রদর্শনীতে সাম্প্রতিক যুদ্ধের যাবতীয় ছবি ও ফটোর সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং ঘড়ি পাকা হইতেছে। উদ্যোক্তাদিগের আশা ৪টা পর্য্যন্ত প্রতিনিধিদের মণ্ডপে প্রায় ৫০০ হাজার লোকের [illegible] হইবে।

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর, ২৯শে মধুসূদন ৪৪৫

যুক্তবৈরাগ্য

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বরের সেবার নাম ভক্তি। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বীয় দেহমনের অভিপ্রেত বিষয়ের অনুশীলনের নাম অ-ভক্তি, ভোগ কিংবা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা।

ইন্দ্রিয়ের যথাযথ পরিচালনাদ্বারা প্রয়োজন লাভের সহায়তা হয়। সুতরাং প্রথমেই লক্ষ্য স্থির হওয়া আবশ্যক। লক্ষ্য দুইএর একটি মাত্র হওয়া সম্ভব, (১) ইন্দ্রিয়াধীশ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবা কিংবা (২) উপাধিক জড়দেহ ও জড়মনের প্রীতি বিধানের চেষ্টা। এই উভয় লক্ষ্য পরস্পর-বিরোধী এবং যুগপৎ উভয়ের অনুশীলন সম্ভব নহে। জড়ের অনুশীলনকে তজ্জন্য অ-ভক্তি সংজ্ঞা প্রদত্ত করেন।

জড়ের অনুশীলন অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। জড়ের অন্বয় অনুশীলনের নাম ভোগ। জড়ের ব্যতিরেক অনুশীলনের নাম ত্যাগ। ত্যাগের অপর নাম ফল্গু বৈরাগ্য। জড়ভোগ ত্যাগের দ্বারা স্বাভাবিক উপাদেয় স্থায়ী বৈরাগ্য লাভ হয় না। যে অকিঞ্চিৎ ক্ষণস্থায়ী, কষ্টকর, হেয় মর্কট-বৈরাগ্যের আভরণ জড়ত্যাগিগণের দ্বারা প্রদর্শিত হয়, উহা অতিরিক্ত ভোগানুশীলনেরই আনুষঙ্গিক ফলরূপ এবং আত্মবিনাশকারী বুদ্ধিসম্ভূত। ফল্গু বৈরাগ্য আত্ম মঙ্গলেচ্ছুর পক্ষে সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহিত ফল্গু বৈরাগ্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। জড়দেহমনের তৃপ্তিসাধনের জন্য জড় উপাদানের আবশ্যক হয়। দেহমনের সহিত জড়জগতের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। ভোগোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ চেষ্টা নিতান্ত আবশ্যক, যেহেতু এতদ্দ্বারা সুষ্ঠুরূপে ভোগ সাধন সম্ভব হয়। ত্যাগোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষেও এইরূপ চেষ্টা অনিবার্য্য, যেহেতু ভোগের হেয়ত্ব এবং নশ্বরত্ব নিরূপিত না হইলে ত্যাগের হেতু এবং উপযি সম্যক্ নির্দ্ধারিত হয় না।

যাঁহারা জড়দেহকে আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন তাঁহারা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে ভোগের সুষ্ঠুতা সম্পাদনে চেষ্টান্বিত। যাঁহারা জড়াসক্তমনকে আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা মনের সুখ ও তৃপ্তি-বিধানের জন্য স্থূল জড়ীয় ভোগের অনাবশ্যকীয়তা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হ'ন। তখন তাঁহাদের স্থূলভোগত্যাগ-বাসনা প্রবলা হয় এবং দৈহিক বৈরাগ্য তাঁহাদের নিকট আবশ্যকীয় এবং মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হয়। এরূপ অবস্থায় ত্যাগী সম্প্রদায় মনের দ্বারা সূক্ষ্ম ভোগ-সংগ্রহের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে ব্যস্ত হ'ন। এরূপ চেষ্টার ফলে জড়নির্ব্বিশেষ অবস্থাকে ক্রমে চরম বলিয়া লক্ষিত হয়। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা স্থূল সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের সর্ব্ববিধ চেষ্টা নিরোধপূর্ব্বক প্রকৃতি কিংবা ব্রহ্মে আত্মলয় কামনাপর হ'ন।

স্থূলজড়বিজ্ঞান এবং সূক্ষ্মজড় অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ভোগসাধন কিংবা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রকৃতিলয়-সাধন ইহাদের চরম লক্ষ্য। এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উভয়বিধজ্ঞানের পরস্পর সাহায্য আবশ্যক। এই উভয়বিধজ্ঞানই ইন্দ্রিয়াভিজ্ঞানসাহায্যে মনঃকল্পিত। ইহারা ইন্দ্রিয়ের সংগৃহীত উপাদানের প্রতি মনের সংকল্প ও বিকল্প বৃত্তির পরিচালনা হইতে জাত। মন স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয়বিধ জড়ীয় উপাদানের উপর সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ। জড়ীয় উপাদানের অভাবে মনের ক্রিয়া সম্ভব হয় না। মনঃপ্রসূত জ্ঞানকে কল্পিত বলা হয়, কারণ বাস্তব বস্তুর প্রতি স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম উপাধির গতি সম্ভব নহে। বাস্তব বস্তুর প্রতীতি জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নিত্য অগোচর ব্যাপার। যাঁহারা স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাদিদ্বয়ের দ্বারা স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড়ীয় সত্তার প্রীতিসাধন করেন, তাঁহারা বাস্তব বস্তুর অনুশীলন অপ্রয়োজনীয় এবং অসম্ভব বিচার করিয়াই ঐরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত অনিত্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হ'ন।

ভোগ কিংবা ত্যাগ পর্য্যায়ে যে সমুদয় মনঃকল্পিত সিদ্ধান্ত উদিত হয় তাহাদিগের সমষ্টিকে অবিদ্যা, কিংবা অপরাবিদ্যা সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। তাহাদের দ্বারা কখনই বাস্তব বস্তুর অনুশীলন উদ্দিষ্ট কিংবা সম্ভব হইতে পারে না।

যাঁহারা বাস্তব বস্তুর অনুশীলন আবশ্যক বিচার করেন, তাঁহারা অবিদ্যা সংগ্রহের চেষ্টার লক্ষ্য কিঞ্চিৎমাত্রও করেন না। তাঁহাদের তখন প্রশ্ন হয় যে, বর্ত্তমান দেহমনের দ্বারা জড়াতীত বাস্তব বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে কি না। যে বিদ্যা এই সম্বন্ধকে লক্ষ্য করে তাহার নাম পরাবিদ্যা।

পরবিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, আমাদের বর্ত্তমান দেহ, মন এবং যাবতীয় জাগতিক উপাদানের দ্বারা বাস্তব বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া জীবনধারণ করিতে পারা যায় না। ভোগ কিংবা ত্যাগ আমাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী এবং আদৌ প্রয়োজনীয় নহে। বাস্তববস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া জীবন যাপনের নাম সেবা কিংবা ভক্তি। সেবা-দ্বারা বাস্তব বস্তুর প্রতি প্রেমার উদয় হয়। উহাই মুক্ত আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। উহাই একমাত্র প্রয়োজনীয়।

সেবা কিংবা ভক্তি বাস্তব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবাত্মার সেব্য-সেবক সম্বন্ধকে লক্ষ্য করে। জীব যখন আপনাকে দেহ কিংবা মন বলিয়া ধারণা করে, তখন ভোগ কিংবা ত্যাগ তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। জীব যখন নিজেকে আত্মা বলিয়া জানিতে পারে, তখন তাহার জড়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন অস্বাভাবিক এবং হেয় বলিয়া উপলব্ধি হয়। উদ্বুদ্ধ জীব জড়ভোগ কিংবা জড়ত্যাগ এই উভয়বিধ ব্যাপার হইতে স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। জড়ানুশীলন নিবৃত্তি স্বরূপোপলব্ধির আনুষঙ্গিক এবং গৌণ ফল মাত্র। বাস্তব বস্তুর অনুশীলন মুখ্য ফল। উদ্বুদ্ধ আত্মা বর্ত্তমান দেহ ও মনকে ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর বিষ্ণুবস্তুর সেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ হ'ন। জড়দেহ ও মনের দ্বারা সাক্ষাৎ চিদনুশীলন হয় না। কিন্তু 'চিদনুশীলন, আত্মার প্রয়োজনীয়'—ইহা কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধ হইলে দেহ ও মনের চেষ্টা ক্রমশঃ চিদনুশীলনের অনুকূল হইয়া পড়ে। এইরূপ অনুকূল চেষ্টা ভোগ কিংবা ত্যাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, যদিও ইহার সহিত তাহাদের বাহ্য সাদৃশ্য থাকা অনিবার্য্য। কিন্তু এই পার্থক্যও কেবল উদ্বুদ্ধ আত্মারই উপলব্ধির বিষয় হয়। অ-বিদ্যাগ্রস্ত আত্মা দেহমনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার তাৎপর্য্য আদৌ বুঝিতে পারে না। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব উদ্বুদ্ধ জীবাত্মার সেবার অনুকূল চেষ্টা ভোগ কিংবা ত্যাগের সহিত সম জ্ঞান করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হয় এবং নিজের অনধিকার বুঝিতে না পারিয়া স্বীয় মৎসরতা-ধর্ম্মবশতঃ নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব-দাসগণের নির্ম্মল আচরণে দোষ কল্পনা করিয়া ভীষণ অপরাধ সঞ্চয় করে।

দিব্য দৃষ্টিলাভের উপায়

শুক পাখীর ন্যায় আমরা অনেকেই অনেক শ্লোক কণ্ঠস্থ করি কিন্তু শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই হৃদঙ্গম হইয়া থাকে। কেহ বা পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় বুঝিয়া 'জল অর্থ সলিল' কণ্ঠস্থ করিবার ন্যায় গ্রন্থোক্ত শ্লোকার্থ মুখস্থ করিয়া থাকি, কিন্তু ঐ অর্থ ঠিক ঠিক বুঝিয়া তদনুসারে যে কার্য্য করিতে হইবে তদ্বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য করি না। ইহাতে ভজনরাজ্যে অনভিজ্ঞ জনগণের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু আত্ম-মঙ্গল লাভ হয় না। মায়া-পিঞ্জর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া উন্মুক্ত অধোক্ষজ-সেবা-গগনে বিচরণ করা যায় না, অথবা অজ্ঞান গর্ত্ত হইতে পরিত্রাণলাভের কোনও উপায় নাই।

"ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক আমরা শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া থাকি। কিন্তু এই শ্লোকের 'অজ্ঞান' শব্দটীর প্রকৃত স্বরূপ আমরা অনেকেই অবগত নহি। 'অজ্ঞান' শব্দে (১) স্বরূপের জ্ঞেয়ত্ব বা অবিদ্যা (২) জড়দেহে আত্ম-বুদ্ধি বা বিশ্বাস। ৩) জড়ভোক্তাভিমান বা ভেদজ্ঞান (৪) দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা ভয় (৫) বিকল্পগ্রহণ বা শোকমোহগ্রস্তত্ব এই পঞ্চবিধ ক্লেশকে এবং তদ্রূপ ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ বাঞ্ছারূপ কৈতবকে লক্ষ্য করে। এই ত্রিবিধ অজ্ঞানের মূল স্বরূপের জ্ঞেয়ত্ব বা স্বরূপ-ভ্রম; অপর চারিটী এথা হইতে উদিত হইয়া থাকে।

স্বরূপভ্রম ৪ প্রকার—(১) স্বস্বরূপভ্রম (২) পরস্বরূপভ্রম (৩) সাধ্যসাধনস্বরূপভ্রম, (৪) বিরোধিস্বরূপভ্রম। এই সকল কুজ্ঝটিকা দুর্ভাগা জীবের দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া রাখে কিন্তু নাম সূর্য্যের উদয়ে তাহারা দূরে পলায়ন করে।

অনর্থ চারি প্রকার; তন্মধ্যে স্বস্বরূপভ্রমই প্রধান অনর্থ, তাহার ফলে অসদৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য এবং অপরাধ নামক অপর অনর্থত্রয়ের উৎপত্তি। এই অনর্থ ত্রয়ের নাম-কৃপাালোকদর্শনে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। সদ্গুরু-নির্দ্দিষ্ট সেবা-বায়ুতে তাহারা বিদূরিত হয়, তখন স্বপ্রকাশ নাম-সূর্য্য জীবহৃদয়ে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

'আমি কে?' এই জ্ঞানটী সুষ্ঠুরূপে না হওয়া পর্য্যন্ত স্বস্বরূপভ্রম, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কি বস্তু তাহা না জানা পর্য্যন্ত পরস্বরূপভ্রম, যাঁহাকে ভজন করিতে হইবে এবং যে প্রণালীতে ভজন করিতে হইবে তাহা না জানিতে পারিলে সাধ্যসাধন-স্বরূপভ্রম এবং ভজনের প্রতিকূল বিষয় কি তাহা অজ্ঞাত থাকিলে বিরোধিস্বরূপ-ভ্রম থাকিবেই। শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণত হইয়া পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে ঐসকল

না জানিতে পারিলে মৌখিক কোটি কোটি বার 'ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য' শ্লোক উচ্চারণ করিলেও ভজনরাজ্যে প্রবেশ লাভ সম্ভব হইবে না।

যে সকল বিষয়ের নিত্যত্ব নাই তাহারাই অসৎ। বদ্ধ-জীব সৎ-অসৎ-বিচারে ভ্রান্ত। তাই তাহারা অসৎকে 'সৎ' জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মলাভার্থ পুত্রৈষণা, অর্থলাভার্থ বিত্তৈষণা, কামলাভার্থ ইহজগতের সুখৈষণা এবং মোক্ষলাভার্থ অমুত্রৈষণা করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদির বাঞ্ছা কৈতব নামে অভিহিত। তন্মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছাই প্রধান কৈতব। এই কৈতব-চতুষ্টয় অসত্তৃষ্ণা হইতে জাত। হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসা ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির উদয় হয়, ফলে বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবা অপেক্ষা মায়ার সেবায় মন প্রধাবিত হইয়া থাকে।

জড়নীতিশাস্ত্রের উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে পাপ হয় কিন্তু পরমার্থশিক্ষক গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্ত ভাগবতের আদেশ অমান্য করিলে অপরাধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অপরাধ প্রধানতঃ ৪ প্রকার—(১) নামাপরাধ (২) নামীর চরণে অপরাধ, (৩) বৈষ্ণবাপরাধ ও (৪) সেবাপরাধ।

আমরা অতি সংক্ষেপে অজ্ঞানের দিগ্‌দর্শন করিলাম। শ্রীগুরুদেবের চরণে সর্ব্বপ্রকারে প্রপত্তি স্বীকার করিলে তিনি শিষ্যের ঐসকল অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন।

ইহ জগতে আমরা দেখিতে পাই, কোনও ব্যক্তির চক্ষুতে ছানি পড়িলে সে অন্ধ হয়, জগতের যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তৎকালে সে তাহা দেখিতে পায় না, তাহার নিকট সবই অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়। রোগী যদি তাহার ছানি দূর করিবার জন্য ঠিক ঠিক ভাবে ছানি অস্ত্রোপচার ও তৎপর ঠিক ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারে এরূপ সুবিজ্ঞ চক্ষুচিকিৎসকের নিকট যায়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে ভাল করিতে পারেন কিন্তু হাতুরে ডাক্তারের নিকট গেলে সে আমলকী পাতার রস চক্ষুতে দিতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে চক্ষুর ছানি কাটিবে না, অন্ধত্ব ঘুচিবে না; আর যদি সে এ'রূপ নির্ব্বোধের নিকট যায়, যে কিছুই জানে না অথচ বাহাদুরী দেখাইবার জন্য চক্ষুতে এরূপ একটি বিষ ঢালিয়া দেয়, যাহাতে চক্ষু ভাল হওয়া ত' দূরের কথা, রোগীর প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

জীব মায়াবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃষ্টিতে অজ্ঞান ছানি পতিত হওয়ায় সে অন্ধত্ব লাভ করার দরুণ পরমার্থ জগতের কিছুই দেখিতে পায় না। পরমার্থ জগৎ তৎকালে তাহার নিকট সম্পূর্ণ অন্ধকারময়। এ'রূপ অবস্থায় যদি এই বদ্ধজীব আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের নিকট গমন করে তাহা হইলে তাহার কোনও প্রকার মঙ্গল হইবে না, কারণ উহারা নিজদিগকে পরমার্থজগতের চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও নিজেরাই অন্ধ সুতরাং উহাদের মনভুলান কথায় অজ্ঞান-ছানি বিদূরিত হইবে না; যদি সে নিরেট মূর্খ মায়াবাদীর নিকট গমন করে তাহা হইলে সে তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু যদি সে সৌভাগ্যক্রমে দিব্যচক্ষুষ্মান সদ্‌গুরু-বৈদ্যরাজের শ্রীচরণাশ্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি সাত্বত-শাস্ত্রবাণী-শলাকাদ্বারা তাহার ছানিটী কাটিয়া উহাতে অধোক্ষজসেবামৃত অঞ্জন প্রয়োগ করিবেন, ফলে তাহার ভগবজ্‌জ্ঞান স্ফূর্ত্তিরূপ দিব্যদৃষ্টি লাভ হইবে, তখন সে দেখিতে পাইবে:—

'সর্ব্বত্র কৃষ্ণের রূপ করে ঝলমল।'

তখন জগতের যাবতীয় জিনিষ বিষ্ণুসম্বন্ধীয়রূপে দর্শনের সৌভাগ্য পাইবে সুতরাং সকল জিনিষদ্বারা ভগবানের সেবা করিবে।

বস্তুতঃপক্ষে সন্ধিনী-শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব আমাদিগের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষু উন্মোচন-পূর্ব্বক 'হলাদিনী' ও 'সম্বিৎ' শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সন্ধান প্রদান করেন।

কৃষ্ণানুসন্ধান

(পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

জীবের স্বভাবে আনন্দ অনুসন্ধানকারিণী একটী বৃত্তি বর্ত্তমান। জীব যখন কৃষ্ণ বৈমুখ্যবশতঃ মায়িকজগতে প্রাকৃত গুণ নিগড়ে আবদ্ধ হ'ন, তখন তাঁহার আনন্দানুসন্ধানময়ী বৃত্তিটী বিকৃতভাবে পার্থিব বস্তুসমূহের প্রতি ধাবিত হয়। অবিকৃত কৃষ্ণসেবাময়ী আনন্দস্বরূপিণী বৃত্তিটীকে হারাইয়া কৃষ্ণসেবা বিমুখিনী বহির্ম্মুখ বৃত্তিটীর আশ্রয় লইয়া ভোগময়ী ধারণায় বিকৃত আনন্দের অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়। জড়জগতের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বিষয়াদিকে নিজ-ভোগ্য জ্ঞান করিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণমূলে বদ্ধজীবগণ পার্থিব বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। জাগতিক বস্তুমাত্রই অনিত্য। অনিত্য বস্তু কখনই আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। অনিত্য বস্তুর তিনটী অবস্থা—পূর্ব্বে ছিল না, বর্ত্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকিবে না। এই প্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুই অনিত্য। এই অবস্থাত্রয়ের কথা সুষ্ঠুরূপে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়, বস্তুর অভাবকালে অভাবজনিত দুঃখ, বর্ত্তমানকালে বস্তু নষ্ট হইয়া যাওয়ার যোগ্য বলিয়া ভয় এবং নষ্ট হইয়া গেলে শোক প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে সুতরাং অনিত্য বস্তু দুঃখ, ভয় এবং শোকই প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তিই জীবের বন্ধনের এবং নানাপ্রকার দুঃখাদি প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। ইহজগতের স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, ধন, বিদ্যা, কুলাদি সকলই অনিত্য সুতরাং ইহারা কেহই জীবকে প্রকৃত আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। অজ্ঞানাবৃত জীব তাহা বুঝিতে না পারিয়া জাগতিক অনিত্য বিষয় ভোগে শান্তিপ্রাপ্তির আশায় বহু প্রকার প্রয়াসযুক্ত হয়। সেই প্রকার ভোগপ্রয়াসমূলে জীব বহুপ্রকার বস্তুর অনুসন্ধান করিয়া থাকে কিন্তু জাগতিক বস্তু অনুসন্ধান করিয়া বহুকষ্টে লাভ করিলেও পুনরায় হারাইতে হয়। সেইপ্রকার অনুসন্ধানে জীবের প্রকৃত মঙ্গল বা শান্তি নাই। বদ্ধজীবগণ নানাপ্রকার অভাবে অভাগ্রস্ত। কোন একটী অভাব দূরীকরণের জন্য কোন বস্তুর অনুসন্ধান করিয়া থাকে। বহুকষ্টে সংগৃহীত সেই বস্তুটী ক্ষণিকের জন্য অভাবের নিবৃত্তি করিয়া পুনরায় তাহার বিনাশকালে অভাব আনয়ন করে। দ্বিতীয়তঃ কোন একটী বস্তুর সংগ্রহ হইলে সেই বস্তুর অভাবজনিত দুঃখ সাময়িক নিবৃত্তি হইলেও সহস্র সহস্র অন্য অভাব জীবকে আক্রমণ করে। এইজন্য জাগতিক বস্তুর অনুসন্ধান করিতে গিয়া জীব প্রকৃত সুখ বা আনন্দ পায় না। জীবের প্রকৃত মঙ্গল বা আনন্দের সন্ধান তাহারা জানেনা বলিয়া ত্রিবিধ তাপেতে সর্ব্বদা ক্লিষ্ট হয়।

পরমদয়াল পতিতপাবন জীবৈকসুহৃদ শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবের প্রকৃত মঙ্গলের বার্ত্তা জানাইবার জন্য স্বয়ং সপার্ষদে ভূলোকে অবতীর্ণ হ'ন। যতক্ষণ জীবের কর্ণকুহরে শ্রীচৈতন্যের মঙ্গলময়ী বাণী প্রবিষ্ট না হয় ততক্ষণ জীব অমঙ্গলকেই মঙ্গল বলিয়া বরণ করে। শ্রীচৈতন্য কৃপাকণ লব্ধ-জনগণ প্রকৃত মঙ্গলের অনুসন্ধান পাইয়া জগজ্জীবকে তাঁহার সন্ধান প্রদানের জন্য শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যচরণানুগজনগণের শ্রীমুখ-বিগলিত শুদ্ধ কীর্ত্তনশ্রবণে অমঙ্গলরাশিকে বিনাশ করিয়া প্রকৃত মঙ্গলের পথে চলিতে থাকেন। ভাগ্যহীন জনগণ নিজ কর্ম্মদোষে অমৃতকে বিষ বলিয়া মনে করে, শ্রীচৈতন্য-বাণীতে পরিতৃপ্ত না হইয়া অচৈতন্য জগতের বাণীবিলাসে প্রমত্ত হয় এবং স্বীয় মঙ্গলপ্রদ হরিকথামৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে; তাহাতে আত্মমঙ্গল না হইয়া আত্মবিনাশই ঘটে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবদুঃখে দুঃখী হইয়া জীবকে প্রকৃত শান্তির রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য মঙ্গলের সহজ রাজকীয় পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অভূতপূর্ব্ব-আবিষ্কার বার্ত্তা জীবের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদা চেষ্টিত। শ্রীচৈতন্যের উপদেশরত্নরাজির সার কৌস্তুভ মহামণিরূপে যে উপদেশটী বর্ত্তমান সেটী আর কিছুই নহে, কেবল কৃষ্ণানুসন্ধান। জীবকুল আনন্দের জন্য আমরণ বহু অনুসন্ধান করিয়াও শান্তির সন্ধান পা'ন না। তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মনুষ্যজাতিকে অপরাপর অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া কেবল কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। জীবগণ যদি এই উপদেশের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাহারা পরমচমৎকৃত হইবেন।

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের অসমোর্দ্ধ দয়ার কথা বিচার করিলে জীবজগৎ তাঁহার উপদেশের অপূর্ব্ব চমৎকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি জীবকুলকে কৃষ্ণানুসন্ধানের উপদেশ করিয়া জীবগণের প্রতি যে কি প্রকার দয়া বিস্তার করিয়াছেন তাহা শ্রীচৈতন্যহিকঙ্কর ব্যতীত মায়ার দাস-গণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চেতনবস্তু। তাঁহার লাভে জীবের পরিপূর্ণ চিদ্বৈভব লাভ। চিদ্বৈভবের বিকৃত প্রতিফলনই এই জড়বৈভব। জড়বৈভবে বিমুগ্ধ জীবগণ চিদ্বৈভবের পরম উপাদেয়ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলেও শ্রীচৈতন্যানুগগণের কৃপাবাহিতে অভিষিক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে নশ্বর জড়বৈভবের হেয়ত্ব বুঝিতে পারেন এবং কৃষ্ণপাদপদ্মের অনন্ত চিদ্বৈভবে আকৃষ্ট হ'ন। তাঁহার এই আকৃষ্টি কৃষ্ণসেবাপ্রাণতার পরিপূর্ণাবস্থায় ঐশ্বর্য্যশিথিল কৃষ্ণপ্রেমাকৃষ্টিকে তুচ্ছীকৃত করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন। তখন জীবগণ কৃষ্ণসেবারসে পরিতৃপ্ত হইয়া পরমশান্তিময় কৃষ্ণলোকে কৃষ্ণসেবারসে নিমগ্ন হ'ন।

কৃষ্ণসেবায় জীবের বিমল আনন্দ। অখণ্ড বিমলানন্দই প্রেম। সেই প্রেমাই জীবের একমাত্র পরম প্রয়োজন। জীবগণ সেই পরমার্থ ভুলিয়া অনর্থের আশ্রয়ে অনাদিকাল হইতে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করেন। মায়ার অধীনে মায়ার রাজ্যে বাস করিয়া মায়িক বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিলে জীবগণ কোন দিনই শান্তি পাইবেন না। জীবগণ যতদিন

মায়াতীত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনুসন্ধান না করেন, কৃষ্ণসেবাকে স্বধর্ম্ম বলিয়া বরণ না করেন, ততদিন জীবের প্রকৃত মঙ্গল নাই। জীবচৈতন্য যখন শ্রীচৈতন্যের উপদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত হ'ন তখন মায়াপিশাচীর কবল হইলে উদ্ধার লাভ করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা এবং প্রকৃত স্বরাজ্য লাভ করিয়া লব্ধানন্দী হ'ন। কৃষ্ণানুসন্ধানই জীবের পূর্ণমঙ্গল প্রদানের একমাত্র সরল সহজ প্রশস্ত পথ। সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে গমন করিলে জীবের কোনদিনই মঙ্গল লাভ হইবে না। অতএব শ্রীচৈতন্যপ্রেষ্ঠ শ্রীরূপানুগ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে কৃষ্ণানুসন্ধানময়ী চিদ্বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্ণেতর বিষয়ানুসন্ধান স্পৃহারূপ অনর্থ দূরীকরণের জন্য সরল প্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই সাধন পথ অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তনিন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমদ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ টাকা।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কথিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আত্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-[illegible] অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণ ধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এটিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমা—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র

সাধনপথ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের [illegible] পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই [illegible] পরম গূঢ় [illegible] এই-রূপ [illegible] প্রকাশিত হয় নাই [illegible] এই [illegible] উচিত [illegible] ইত্যাদি [illegible] বিরাট [illegible] সোনার [illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ [illegible] টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীল জগদানন্দ প্রভু [illegible] কতিপয় [illegible] ও [illegible] প্রণালী প্রভৃতি [illegible] গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সহ [illegible] চতুর্থ সংস্করণ। ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

[illegible]

[illegible] দান; [illegible] কেহ বুঝিতে পারিবেন না। [illegible] ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, [illegible] [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। [illegible] বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর-ভক্তিবিনোদ প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতিসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারব ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতিসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ।০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য [illegible] জ্ঞানের আকর পুস্তক [illegible]

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, অনুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে [illegible] যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে [illegible] সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩৬১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী-ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিলাসঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা। রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাঙ্গ, ঢাকা

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কর্ণাটালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণ [illegible]।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা একত্র করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আমিত ব্যয়ের কারণ মাত্র কয়টী।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্ম প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের দুষ্টিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অথচ ঔষধ নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও যকৃৎ দোষ দূর হইয়া শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার ঔষধ

সর্ব্বরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

প্রস্তুতকারক

মদন মঞ্জরী

ইহাতে বল ও বীর্য্যবৃদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ রোগ, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র, ধাতুদৌর্ব্বল্য, অশ্মরী, প্রস্রাবে ধাতুস্রাব, অতি শীঘ্র বীর্য্যস্খলন, অসাড়ে বীর্য্যস্খলন, অকাল বার্দ্ধক্য, অজীর্ণ, অম্বল, বদহজম, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি অসৎ পথের বিষময় ফল আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ দিন ১৲ এক টাকা।

বলবীর্য্যপুষ্টিসহকারিণী ঘৃতপক্ক

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারের দ্বারা আরোগ্য করিয়া প্রতিশ্রুত হয়। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

স্বপ্নদোষনিবারণী বটিকা

ইহা স্বপ্নদোষ সত্বোপশমে স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ দিন ১৲ এক টাকা।

হাইবেস ল্যাবরেটরীজ, কেশবচন্দ্রী

৩৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্‌, এন্‌, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারেণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শূলান্তক

শিরঃশূলের অব্যর্থ মহৌষধ ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ডাঃ ৸০ বার আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোল্টাই**

শ্রমের ও অবসাদের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটফোলার মহৌষধ। ডিবা ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহৌষধকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত।

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০৩নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি এরূপ মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে মরা হইয়া রোগাক্রান্ত এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধাতুস্রাব, অশ্মরী এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা আছে, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, দুষ্টার্ত্তবা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে, যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবস্থোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর সজ্জন-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্‌, এস্‌,

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
ভগদ
প্রতি সংখ্যা ৫৲

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে বৈশাখ শনিবার ১৩৩৮, ২রা মে ১৯৩১

পার্লামেণ্টে গান্ধীপ্রসঙ্গ

বিভিন্ন স্থানে বকর ইদ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত

সর্দ্দা আইনে গান্ধীজী

চট্টগ্রামে সর্ব্বত্রই সতর্কতার ব্যবস্থা

বড়লাটের নিকট তার

ফরিদপুরে দলাদলির অবসান

গাড়োয়ান ধর্ম্মঘট

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নানা

পার্লামেণ্টে গান্ধী-প্রসঙ্গ

পার্লামেণ্ট মহাসভায় মিঃ কারল ল্যামসন ভারত সচিবের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য সরকার কি মহাত্মা গান্ধীকে অনুরোধ করিবেন?

মিঃ ওয়েজ উড বেন উত্তরে বলেন যে, সরকার হইতে পূর্ব্বেই এই মর্ম্মে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, আগামী বৈঠকের আলোচনায় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যোগদান করিবেন।

অতঃপর মিঃ লকার ল্যামসন জিজ্ঞাসা করেন "বর্ত্তমান অবস্থায় মহাত্মা গান্ধীর বিলাতে আগমন করা কি ভাল হইবে?"

মিঃ বেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত হইলে বক্তা কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হ'ন।

সর্দ্দা আইনে মহাত্মাজী

যে সব ব্যবহারাজীবী আদালত বর্জ্জন করেন নাই, তাঁহাদিগকে তাহা না বলিলেও এইরূপ অনুরোধ [illegible] যে, সাধারণে যাহাতে সর্দ্দা [illegible] মানিয়া চলে, তাঁহারা [illegible] ব্যবহারীজীবীর কার্য্যে [illegible] সেদিকে

চট্টগ্রামের [illegible] ব্যবস্থা

চট্টগ্রামে যে ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছে ও সহরের প্রধান প্রধান স্থানে যে সামরিক ফৌজ বসিয়াছে তাহার কারণ এই যে, সরকার কোন গোপন সংবাদ পাইয়াছেন। জনসাধারণ সে সংবাদের মর্ম্ম এখনও অবগত হইতে পারে নাই। তবে সরকার নাকি প্রকাশ করিয়াছেন যে অবস্থা অনেক ভাল হইয়া উঠিয়াছে এবং কোথাও কোন প্রচ্ছন্ন গতিবিধির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

যে ১৩ জন যুবককে অর্ডিন্যান্স বলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে কলিকাতায় প্রেরণ করা হইয়াছে। ২৮শে এপ্রিল নাকি আরও ২ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সন্ধ্যা আইন এখনও সহরে বলবৎ রহিয়াছে। পথিকদিগের দেহ আর তল্লাস করা হইতেছে না।

স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল আদালতে পাহারার বন্দোবস্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা গিয়াছে।

বঙ্গ লাটের নিকট তার

চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি বাঙ্গালার লাটের নিকট এক তার করিয়াছেন। তারে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কড়াকড়ি নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সৈন্যরা যাহাকে তাহাকে আক্রমণ করিতেছে ও লোকের দেহ তল্লাস করিতেছে। এই সকলের কারণ যে কি তাহা কেহ জানিতে পারিতেছে না।

ফরিদপুরে দলাদলির অবসান

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, ফরিদপুরের শ্রীযুত প্রমথনাথ গুহ, বিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র পাল ও দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় ঘটক চৌধুরীর নিকট হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাইয়াছেন যে, তাঁহারা গত ২০শে এপ্রিল তারিখের মীমাংসা অনুযায়ী ফরিদপুরের বর্ত্তমান জিলা কংগ্রেস কমিটীর গঠন সম্পর্কে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিতেছেন।

গাড়োয়ানদের ধর্ম্মঘট

বর্দ্ধমান ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা গত ২৬শে এপ্রিল হইতে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটী তাহাদের নিকট যে অতিরিক্ত পরিমাণ টেক্স লইতেছেন, তাহারই প্রতিবাদে তাহারা এই পথ গ্রহণ করিয়াছে। প্রকাশ ভাড়াটে মোটর ও বাসের নিকট হইতে ঐ ট্যাক্স লওয়া হয় না।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার নিয়মাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণ মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা হইতে বড় বড় পুস্তক হইয়া গিয়াছে। আমি নিম্নে কয়েকটী ঔষধ লিখিলাম।

১। চন্দ্রপ্রভা বটিকা—ইহার নামেই যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা মাদকদ্রব্যসেবীর অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াজনিত অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মধুর বটিকা—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুষঙ্গিক দোষ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

১৪৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্বরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ তাহাতে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ডেমোরিয়ন

মদন মঞ্জর

বটিকায় বল ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মুখ দিয়া জড়াধি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানা সহর বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় চ্যবিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মহাদ্রুম অব্যর্থাদ্যি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাজীকরণ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকেন। মূল্য ৩ তোলা ১৲ টাকা।

"মহাদ্রুমঅব্যর্থবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং বটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। লোমত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ আনা, বড় ১৲ আনা। মাশুল পৃথক।

শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও রক্তদোষের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৲ আনা। মাশুল পৃথক।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৲ আনা। মাশুল পৃথক।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৹ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহৌষধকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৹ আনা। মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং শম্ভাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া অকালে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার যেমন, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হৃদ্‌রোগ, পার্শ্বশূল সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি প্রবল ডাকমাশুল সহ ১৷৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজস্ট্রীট, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

[illegible]াম-মায়াপুর, ৩০শে মধুসূদন ৪৪৫

শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব

—:*:—

শ্রীনৃসিংহস্তব

"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥"

যিনি—জীবজগতের মঙ্গলসাধনার্থ প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণত্রয় হইতে জাত রাগদ্বেষাদির দাস হিরণ্যকশিপু ভোগলোলুপ হিরণ্যকশিপুর ধ্বংস সাধন করিয়া সেবাসুষমায় প্রকৃষ্টরূপে আহ্লাদপ্রদানকারী প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন সেই সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ ও সমভাবে সকলের রক্ষাকর্ত্তা শ্রীনৃসিংহদেব জয়যুক্ত হউন। তাঁহারই অনুগ্রহে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের শ্রীনৃসিংহমন্দিরে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অপরাপর শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্রসমূহে গত কল্য নৃসিংহচতুর্দ্দশী দিবস শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব উৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবের কারণ পাঠ এবং শ্রীনৃসিংহদেবের যথারীতি ভোগরাগাদি সম্পন্ন হইবার পর সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

ভগবানের কৃপাময়ত্ব ও ভক্তপক্ষপাতিত্ব

ভগবান্ এমনই কৃপাময় যে অনুকূলভাবে ভগবদ্ভজনের ত' কথাই নাই, দ্বেষাদি প্রতিকূলভাবেও তদ্ধ্যানরত এবং তাঁহাতে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন। আবার তিনি স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তগণের নিকট প্রেমে এরূপভাবে বাঁধা যে, কোনও ব্যক্তি ভক্তচরণে অপরাধ করিলে তিনি কিছুতেই তাহা সহ্য করেন না, ভক্তদ্বেষী তাঁহার (ভগবানের) স্তব করিলেও তিনি তাহাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রতিকূলভাবে ভজনে সাযুজ্য-মুক্তি

ভগবানের বৈকুণ্ঠস্থিত জয়-বিজয় নামক দ্বারপালদ্বয় ভক্তাপরাধে স্থানচ্যুত হইয়া সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং দ্বাপরযুগে শিশুপাল ও দণ্ডবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্ম্মবশে শ্রীভগবানের বৈরভাব পোষণ করিলেও, তদ্ভাবেই সতত তচ্চিন্তারত থাকিয়া তাঁহাদ্বারাই নিহত হইয়া শেষে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন।

হিরণ্যকশিপুর জন্মের কারণ

একদা ব্রহ্ম-তনয় সনকাদি মহর্ষিগণ ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হ'ন। সেই ঋষিগণ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণেরও অগ্রজ হইলেও তাঁহারা উলঙ্গ এবং দেখিতে যেন পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের ন্যায় ছিলেন। তাই তাঁহারা বৈকুণ্ঠদ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারপাল জয় ও বিজয় তাঁহাদিগকে বালক মনে করিয়া তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ-প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিলেন। ভগবদ্দর্শনার্থী ঋষিগণ ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন,—'অরে মূর্খদ্বয়, তোরা দুইজন ভগবান্ মধুসূদনের পাদমূলে বাস করিবার যোগ্য নহিস্; তোরা শীঘ্র এস্থান হইতে পাপিষ্ঠা আসুরী যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর্।' এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া জয় ও বিজয় দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের সমকক্ষ যোদ্ধা না থাকায় জয় বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারী হইয়াও বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের যুদ্ধ-পিপাসা-পূর্ত্তির কামনায় ব্যতিরেকভাবে তাঁহার সেবার নিমিত্তই প্রতিপক্ষভাবে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ এবং হিরণ্যাক্ষ কনিষ্ঠ। পৃথিবীতে উঁহারা দৈত্য ও দানবগণদ্বারা পূজিত হইতেন।

শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবের কারণ

ভবব্যাধিহারী ভগবান্ শ্রীহরি যখন পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিতেছিলেন সেই সময় প্রতিকূল আচরণ করায় তিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। ইহাতে শোকসন্তপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপু শ্রীহরির শত্রুতাচরণে বদ্ধপরিকর হইল, কিন্তু তাঁহার সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করার ক্ষমতার অভাব লক্ষ্য করিয়া হিরণ্যকশিপু অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় অধিপতি হইবার বাসনায় মন্দারপর্ব্বতের গুহামধ্যে অতিশয় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। তাঁহার তপপ্রভাবে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অবনতমস্তকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্ব্বক নানাতত্ত্বপূর্ণবাক্যে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা হংসবাহন ব্রহ্মার স্তব ও তৎপর এই প্রার্থনা করিলেন যে, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে, আবৃত বা অনাবৃত কোন স্থানে, দিবসে বা রাত্রিতে, ব্রহ্মার সৃষ্ট ভিন্ন অন্য প্রাণী হইতে, কোনও অস্ত্রে, ভূমণ্ডলে বা নভোমণ্ডলে, নর বা পশু, চেতন বা অচেতন সুর, অসুর, মহাসর্প হইতে যেন তাঁহার মৃত্যু না হয় এবং সে যেন ব্রহ্মার ন্যায় সমরে প্রতিপক্ষশূন্য হইতে পারে এবং সকল প্রাণী ও লোকপালগণের উপর আধিপত্যাদি এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারে। ব্রহ্মাও 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

হিরণ্যকশিপু ঐ বর প্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণকান্তি শরীর ধারণ করিল এবং ভ্রাতৃবধ স্মরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি দ্বেষ করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে সে দশদিক, তিনলোক তথা দেবসুরাদি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় প্রাণিজাতির অধিপতিগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোকপালগণের স্ব স্ব স্থান অধিকারপূর্ব্বক মহেন্দ্রভবনে স্বীয় আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া তথায় বিহার করিতে লাগিল এবং নানা ভোগবিলাসে মত্ত হইল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ব্যতীত সমস্ত লোকপালই তাহার সেবায় সর্ব্বক্ষণ শশব্যস্ত হইলেন। দৈত্যরাজ একাধারে সমস্ত লোকপালের পৃথক্ গুণ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের ভোগ্য যাবতীয় বিষয় স্বয়ং ভোগ করিয়াও আপনাকে পরিতৃপ্ত বোধ করিত না, সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ও গর্ব্বিত থাকায় শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনজন্য ব্রাহ্মণগণ তাহাকে অভিসম্পাত করিতেন। পরিশেষে ঐদানবের অত্যাচারে নিতান্ত উৎপীড়িত দেবগণ ভগবান্ অচ্যুতের শরণাপন্ন হইয়া সংযতচিত্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীভগবান্ দৈববাণীদ্বারা দেবগণকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন,—দৈত্যভয় শীঘ্রই নিরাকৃত হইবে। দেবতা, বেদ, গো, বিপ্র, সাধু, ধর্ম্ম এবং ভগবদ্বিদ্বেষকারীর আশু বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

প্রহ্লাদ-চরিত্র

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুবৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিলেও তাহার পুত্রচতুষ্টয়ের অন্যতম প্রহ্লাদ ব্রহ্মণ্যগুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় এবং একান্ত হরিভক্ত বলিয়া প্রাণিমাত্রেরই সুহৃত্তম। তিনি মাননীয় ব্যক্তিগণের প্রতি ভৃত্যবৎ প্রণতঃ, দীনজনের প্রতি পিতার ন্যায় বাৎসল্যযুক্ত, শিক্ষা-দীক্ষাদাতা গুরু ও সতীর্থ গুরুজনকে প্রভু জ্ঞান করিতেন। তিনি বিদ্যা, অর্থ, রূপ ও অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট হইয়াও অহঙ্কারবর্জ্জিত ছিলেন।

প্রহ্লাদ শৈশবেই ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে তন্মনা হইয়া জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন; তাঁহার মন কৃষ্ণগ্রহগ্রস্ত হওয়ায় জগৎ যে এইরূপ কৃষ্ণেতর প্রতীতিময় তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সর্ব্বদা ভগবানে সেবোন্মুখ থাকিতেন বলিয়া জাগতিক উপবেশন, পর্য্যটন, ভোজন, পান, শয়ন, কথোপকথন প্রভৃতি প্রাকৃত ভোগ্যবিষয়ের উপলব্ধি করিতেন না।

প্রহ্লাদ কৃষ্ণপ্রেম-ভাববিহ্বলিতচিত্তে কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও আহ্লাদ এবং কোন সময়ে বা গান করিতেন। কখনও ভগবানকে দেখিয়া উৎকণ্ঠাবশে শব্দ করিতেন, কখনও আনন্দাতিশয্যে বিলজ্জ হইয়া নৃত্য করিতেন, কোনও সময় ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া তন্ময়তা লাভে বিভোর হইয়া তাঁহার লীলা অনুসরণ করিতেন। কখনও ভগবৎপাণি-স্পর্শলাভে আনন্দমগ্ন হইয়া পুলকিত এবং স্থিরপ্রেমজন্য ঈষন্নিমীলিত নয়নে আনন্দাশ্রুসিক্ত হইয়া নিস্তব্ধ থাকিতেন। তিনি অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের পাদপদ্মসেবায় সর্ব্বদা পরমানন্দিত হইয়া দুঃসঙ্গক্লিষ্ট দীনজনেরও মনে ভগবন্নি[illegible]ত্তি বিধান করিতেন।

নৃসিংহদেবের আবির্ভাব ও হিরণ্যকশিপুর নিধন

হিরণ্যকশিপু পুত্রের হরিভক্তি লক্ষ্য করিয়া নানা উপায়ে তাহাকে হরিভক্তি হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই সফলকাম না [illegible] মহাভাগবান্ মহাভাগবত প্রহ্লাদের বিরুদ্ধাচরণ, এমন কি তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইল। প্রহ্লাদ তখন ক্রোধারক্তলোচন হিরণ্যকশিপুর চরণে পতিত হইয়া কুপিত পিতার ক্রোধশান্তির নিমিত্ত বিবিধ অনুনয় বিনয় করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। পক্ষান্তরে দৈত্যরাজ বিবিধ অহঙ্কারবিজৃম্ভিত বাক্যে ভগবান্ হইতেও স্বীয় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে থাকিলে এবং প্রহ্লাদের হরিভক্তি ত্যাগ না করিবার নির্ভীকত্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রহ্লাদ [illegible] সর্ব্বাশ্রয়ত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং নিখিল জীবের [illegible] জ্ঞাপন করিয়া দৈত্যরাজকে আসুরস্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক জিতচিত্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শনসম্পন্ন হইবার অনুরোধ করিলেন। দৈত্যবর তাহাতে আরও আ[illegible] হইয়া প্রহ্লাদকে তন্নিকটস্থ স্তম্ভ মধ্যেই শ্রীহরির অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিলে প্রহ্লাদও সেই স্তম্ভমধ্যে [illegible] অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন। হিরণ্যকশিপু বালকের [illegible] তাচ্ছিল্য-ভরেই সেই স্তম্ভোপরি [illegible] করিল। মুষ্ট্যাঘাত করিবামাত্রই স্তম্ভ হইতে এক ভয়ঙ্কর শব্দ নির্গত হইল। দৈত্যরাজ প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না। পরে ভক্তবৎসল সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ ভক্তবাক্যের

সত্যরক্ষণার্থই এক দৈত্যঘাতক অতি ভয়ঙ্কর অত্যদ্ভুত নৃসিংহ-মূর্ত্তিধারণ করিয়া সেই স্তম্ভ হইতে নির্গত হইলেন, হিরণ্যকশিপু ঐ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিকেই তাহার 'মৃত্যুকারণ' বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও গদা গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং ভগবানের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল। তখন শ্রীভগবান্ নরসিংহদেব সেই অসুরের সহিত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধক্রীড়া সম্পাদন পূর্ব্বক দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থলে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে তাহাকে স্বীয় জঙ্ঘোপরি নিপাতিত করিয়া নখরদ্বারা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সহস্র সহস্র দৈত্যকেও নখরাঘাতে নিহত করিলেন। অতঃপর আর প্রতিযোদ্ধা না থাকিলেও ভগবান্ নৃকেশরী অতিশয় ক্রোধোদ্দীপ্তবদনে সেই সভাস্থিত-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সমগ্রবিশ্ব দৈত্যপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগকুল, মনুগণ, প্রজাপতি, গন্ধর্ব্ব, চারণ, যক্ষ, কিম্পুরুষ, বৈতালিক, কিন্নর প্রভৃতি বিষ্ণুপার্ষদগণ সকলেই অনতিদূরে স্থিত হইয়া সেই সিংহাসনাধ্যাসীন তীব্রতেজঃসমন্বিত নৃকেশরীর স্তব করিতে লাগিলেন

একায়ন ও বহ্বয়ন

(অধ্যাপক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)

"নানা মুনির নানা মত" সুতরাং আমি কাহার মত অনুসারে চলিব? আপনি এই কথা বলেন, আমার গুরু অন্যরূপ বলেন, কাহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিব? আপনার মতের সহিত যদিও আমার মতের মিল নাই এবং আপনার মত ভুল এরূপ কথা আমি বলি না, কারণ বিভিন্ন উপায়ে সত্যে পৌঁছান যায়। সুতরাং যে সমুদয় মত আমি গ্রহণ করিতে অসমর্থ সেগুলি ভ্রান্ত—ইহাও আমি বলিতে প্রস্তুত নহি। কালী, দুর্গা, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব, আত্মা, গড্ এর উপাসনা পদ্ধতি এবং লক্ষ্য বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেক উপাসনাই সত্যে উপনীত হইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ, উহাদের কোন পদ্ধতিকেই ভ্রান্ত বলা সঙ্গত নহে। যাঁহারা প্রকৃত সত্যের (?) সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের সর্ব্বত্র সম-দর্শন (?); তাঁহারা কোন মতকেই ভ্রান্ত (?) বলেন না; তাঁহারা সকল মতই সত্য (?) বলিয়া বুঝিতে পারেন। যাঁহারা সত্যের সন্ধান পা'ন নাই, তাঁহারাই মতবৈষম্য সহ্য করিতে অসমর্থ। তাঁহারাই গোঁড়া, অনুদার এবং অসহিষ্ণু।'—বহ্বায়নবাদিগণ এইরূপ যুক্তিসমূহ পোষণ করিয়া একায়নপন্থিদিগের সহিত নিজেদের পার্থক্য স্থাপন করেন।

একায়নপন্থিগণ বলেন যে, মনোধর্ম্মিগণের মতবৈষম্য অবশ্যম্ভাবী এবং তাঁহাদের কোন মতই সত্য নহে এবং সত্য নির্দ্ধারণের অনুকূলও নহে। একায়নপন্থিগণ বলেন যে, মনঃকল্পিত 'মত' মাত্রই ভ্রান্ত হইতে বাধ্য। মনের চেষ্টা দ্বারা আরোহপথে কখনও সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না। বহু আরোহপথের একটিও সত্যাভিমুখী নহে। আরোহপথমাত্রেরই গতি অসত্যের অভিমুখে। কেবলমাত্র আত্মার পক্ষেই সত্যদর্শন সম্ভব। আত্মা ও মন এক নহে। মন অনিত্য এবং ভ্রান্ত। আত্মা নিত্য এবং ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয় হইতে নিত্য মুক্ত বিশুদ্ধ অণুচৈতন্য বস্তু। মন অণুচেতনের বিকৃত প্রতিফলন। মনোধর্ম্মিগণের শুদ্ধচেতন সুপ্ত। সুপ্তি চেতনের অস্বাভাবিক অবস্থা। জাগ্রত অবস্থা চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং মনোধর্ম্ম চেতনের ধর্ম্মের বিকৃত প্রতিফলিত অবস্থার অনুরূপ। চেতনের ধর্ম্মের বস্তুতঃ বিকৃতি হয় না। উপাধিদ্বারা চেতনের তথাকথিত সুপ্তাবস্থা সিদ্ধ হয়। দোষচতুষ্টয় উপাধির ধর্ম্ম, বস্তুর ধর্ম্ম নহে। অণুচেতনের পক্ষে স্বাধীনতার অপব্যবহার সম্ভব। অণুচেতন সত্যের সেবা হইতে বিমুখ হইবামাত্র সে উপাধিদ্বারা অসত্য দর্শনের অধীন হয়। উপাধিদ্বয়ের দ্বারা সত্যবিমুখ অণুচেতনের জগতে অবস্থান অচিন্ত্যরূপে সাধিত হয়। বদ্ধাবস্থা আত্মার পক্ষে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অবস্থা। উহা আত্মার পক্ষে বাস্তব নহে, ঔপাধিক। কিন্তু উহা মিথ্যা নহে; উহা অস্বাভাবিক। স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থা এক নহে। কিন্তু স্বপ্নাবস্থা জাগ্রত অবস্থা হইতে পৃথক্ এবং জাগ্রত অবস্থার তুলনায় অসত্য হইয়াও মিথ্যা নহে।

একায়নপন্থিগণ বলেন যে, বাস্তব বস্তু অখণ্ড। বাস্তববস্তুতে খণ্ডিত জ্ঞান, খণ্ডিত সত্তা কিংবা খণ্ডিত আনন্দের অবস্থান অসম্ভব। সেখানে অনন্ত বৈশিষ্ট্য ও অনন্ত বৈচিত্র্যের সহিত পূর্ণএকত্বের নিত্য অবিরোধ অবস্থিতি। ইহা ঔপাধিক মনের সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় ব্যাপার। চেতন স্বপ্রকাশ বস্তু। উহার 'আবিষ্কার'-চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়। চেতনের ভূমিকায় অবস্থিত না হইলে অচেতনের ভূমিকা হইতে চেতনের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। চেতনের ভূমিকায় অবস্থিত হইলে বিনা চেষ্টায় অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর সাক্ষাৎ লাভ হয়। অবিদ্যাতমঃ অপসারিত হইলে চেতনের ভূমিকায় অবস্থিতি সিদ্ধ হয়। যে উপায়ের দ্বারা চৈতন্য সম্পাদিত হয় তাহাও চৈতন্যবস্তু। চৈতন্যসম্পাদনের উপায় উপেয় হইতে পৃথক্ নহে। বিভিন্ন মত কিংবা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন প্রান্ত প্রতীতি মাত্র। বিশুদ্ধ চেতনে অচেতনের বিভিন্নতা আদৌ সম্ভব নহে। বহ্বয়নপন্থী মনোধর্ম্মিগণ উপেয় এক বলিয়া স্বীকার করেন। একায়নপন্থী আত্মধর্ম্মিগণ উপায় এবং উপেয় উভয়কে এক বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু উভয়ের পরস্পরের এক এর অর্থও এক নহে। মনোধর্ম্মিগণের একত্ব বৈচিত্র্যের বিনাশকারী, বৈশিষ্ট্য ও মনোধর্ম্মিগণের একত্বের বিনাশকারী। আত্মধর্ম্মীদিগের একত্ব এবং বহুত্ব অচিন্ত্যরূপে পরস্পরের সুষ্ঠুতা সম্পাদনকারী। উপায় বহু হইলে উপেয় কিছুতেই এক হইতে পারে না। বহু পথ দিয়া একই গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারা যায়—এরূপ যুক্তি বস্তুতঃ ভ্রান্তিমূলক। বহু পথের দ্বারা কোন স্থানেই উপস্থিত হওয়া যায় না। বহু জাগতিক পথের সম্মিলন বিন্দু বলিয়া জড়বৈজ্ঞানিকগণকর্ত্তৃক কল্পিত হয়। উহার বাস্তব অবস্থান জাগতিক বিচারেও অসম্ভব। একায়নপন্থিগণ শ্রৌতপন্থী। বদ্ধজীব ঔপাধিক চেষ্টা-দ্বারা চেতনের ভূমিকায় উন্নীত হইতে পারে না। চেতনের ভূমিকা চেতন বস্তু। চেতনের ভূমিকা অহৈতুকী কৃপাপূর্ব্বক বদ্ধজীবের সেবোন্মুখ শ্রবণপথে অবতরণ করেন। তদ্দ্বারা চেতনের উদ্বোধন সাধিত হয়। ইহাই পারমার্থিক অবরোহ পদ্ধতি। চেতনের আশ্রয়ে চেতনের বিষয়ত্ব উপলব্ধি হয়। ইহাই একমাত্র পন্থা কিংবা একায়ন।

মনের কার্য্য

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব শ্রৌতি মহারাজ)

কৃষ্ণমায়া বদ্ধজীবগণকে কৃপাপূর্ব্বক স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয় প্রদান করেন; তাহার মধ্যে স্থূলদেহে দশটী ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মদেহে একটী ইন্দ্রিয়—সর্ব্বসমেত একাদশটী ইন্দ্রিয় আমরা লাভ করিয়াছি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ—এই দশটী জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন উভয়েন্দ্রিয়। মনই ইন্দ্রিয়গণের রাজা, তাহার স্বেচ্ছাক্রমে এবং বুদ্ধির মন্ত্রীত্বে ইন্দ্রিয়গণ যথারীতি কার্য্য করিয়া মনের সন্তোষ বিধান করে। কিন্তু মন এমনি উচ্ছৃঙ্খল ও অসন্তুষ্ট যে, কোনদিনই সে শান্তিলাভ করিতে পারে না; সর্ব্বদাই চঞ্চল। আজ অমুক দেশে গমন করিব, কল্য অমুক বিষয় ভোগ করিব, তৎপরদিবস অঙ্গনাসঙ্গে দিব্য উপবনে বিহার করিব, অন্যদিন অমুক রাজার রাজ্য অপহরণ করিব—ইত্যাদি প্রকার অভিলাষ-প্রাসাদে আরোহণ করিতে সর্ব্বদাই সমুৎসুক, এইরূপে তাহার সেবা করিতে করিতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও মন কিন্তু তাহাদিগকে কোন দিন বিশ্রাম দিতে ইচ্ছা করে না। ইন্দ্রিয়গণও মনের এত বশীভূত যে, প্রাণান্ত হইলেও তাহার আজ্ঞা পালনে সর্ব্বদাই যত্নশীল।

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন,—জীবদেহ একটী রথবিশেষ, দেহী জীব—তাহার রথী; বুদ্ধি—রথের সারথী, মন—তাহার লাগাম, এবং ইন্দ্রিয়গণ—অশ্বস্বরূপ, তাহারা বিষয়দিকে গমন করিতেছে। আত্মা ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়া বিষয় সকল ভোগ করিতেছে।

বিশুদ্ধ আত্মার কোনরূপ অসদ্ অভিলাষ থাকিতে পারে না; কিন্তু পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তির যেরূপ মতিচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ মায়াপিশাচীর দ্বারা আক্রান্ত বদ্ধজীবের জড়বিষয়-সকল ভোগ করিবার দুর্বুদ্ধি উদিত হইয়াছে।

মনই আত্মার প্রতিনিধি। মনের নিষ্কপটে আত্মা সকল কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে তজ্জন্যই শ্রীভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন,—"চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম। গুণেষু সক্তং বন্ধায় রজো বা পুংসি মুক্তয়ে॥" চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। যেমন রাজা তাহার বিশ্বস্ত মন্ত্রীর উপর নিজ কার্য্য পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং সুখভোগে নিজ সমূহ ভোগ করিতে থাকেন, কিন্তু মন্ত্রী যদি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহা হইলে রাজার প্রাণসঙ্কট হইয়া যায়, তদ্রূপ আত্মার প্রধান প্রতিনিধি চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলে আত্মার বন্ধন-দশা উপস্থিত হয়, আর পরমপুরুষ শ্রীভগবানে আসক্ত হইলেই আত্মার বন্ধন-মুক্তি লাভ ঘটে।

'আশা' নাম্নী নদীতে মনোরথ জল প্রবাহিত। তাহাতে ভোগতুল্য তৃষ্ণা তরঙ্গসমূহ বিদ্যমান। রাগ গ্রাহরূপে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। মোহরূপ অতি গহন আবর্ত্ত ঐ নদীতে অবস্থান করিয়া সন্তরণকারিগণকে গভীর জলমধ্যে ডুবাইয়া দিতেছে। নদীর উভয়পার্শ্বে চিন্তা অতি উচ্চ তটরূপে বিরাজিতা। 'মন' যদি বিশুদ্ধ নৌকা লইয়া ঐ নদী উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা নদীতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে প্রাণান্ত হইবে।

যাহার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রাজা সুখে নিদ্রা গমন করেন, তিনি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তবে তাহাকে শাসন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মনই যখন বিষয়ে প্রমত্ত থাকিয়া আমাদের প্রধান শত্রুতা আচরণ করে, তখন মনকেই আগে নিগ্রহ করা উচিৎ—ইহা শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণাদি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু মনকে নিগ্রহ করা বড় কঠিন। সে সর্ব্বদা এত সতর্ক যে, একটুকু ফাঁক পাইলেই অন্যত্র প্রস্থান করে, আর ধরা দেয় না। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় মনোনিগ্রহের সহজ উপায় বিধান করিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্ত।" "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥" তদ্বিষয়ে আরও সহজ পন্থা প্রদর্শনকল্পে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিলেন,—

কি ভোজনে, কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥
'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।'
(ভাঃ ৭।১।৩১)

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সার[illegible] বিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, [illegible]ধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও [illegible]ক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-[illegible]জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible]-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ[illegible]স্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত শিক্ষক চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, ঈশ্বরার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী [illegible], শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌ[illegible] ও কৃষ্ণ [illegible] অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা [illegible] এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক [illegible] স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও [illegible] ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত '[illegible]' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, [illegible] প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, [illegible]র জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

মাণখণ্ড সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত [illegible] তত্ত্বের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও [illegible] বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ [illegible] নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, [illegible] বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেম[illegible] [illegible]-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা [illegible] টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ—[illegible] পৃষ্ঠা অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট [illegible] কাগজে বোল্ড ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট [illegible] নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ [illegible] নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের [illegible]-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-[illegible]—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের [illegible] সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীজীবনসূত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত মনোহর ভাষ্য, বিস্তৃত সূচী, চারিবর্ণের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রার্থিত অনুপযোগী পাতমন্থ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। ডাঃ মাঃ ভিঃ ৵০ আনা।

সাধন-কল্প

দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর [illegible]। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের স্বরচিত প্রেমভক্তিবিষয়ক [illegible]।

নবদ্বীপশতক

[illegible] শ্রীল প্রবোধানন্দ [illegible] পদ্যানুবাদ।

অর্থপঞ্চক

[illegible] বিষয় তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা [illegible]।

সদাচারস্মৃতি

[illegible] বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য-বিষয়ক সদাচারসমূহ [illegible]

মণিমঞ্জরী

কবিকুলশেখর শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য-বিরচিত। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল শ্লোকসমূহ। মাঃ ভিঃ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গের [illegible] সংযোজিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৶০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণমৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বিদ্যা স্বনিধি। বঙ্গভাষায় মাধ্বমতে এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমদ্বাচার্য্য হইতে গৌড়ীয়বর্ত্মন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবেদব্যাসতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ন্যায়ে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তি-বিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, বৈশে, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত একটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি মাওগাছের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রত্নতত্ত্ববিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হাফ) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, ঘাটালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আদ্যাদ্য বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠবিলম্বিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দরাকারে লিখিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তৎকৃপা পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৹ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

শ্রীচীনমবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান যোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাধ্যসার-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাম্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাম্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাম্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দ্বি ভাষানিষ্ঠ মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয় থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য। প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মবাসী, শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবাপরা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোরুম, বরপগাছা (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবসুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

রায়াগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমমহত্ত্ব—

মাউগাছি, আরগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র

রক্ষক—শ্রীমধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীআম্র-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাবোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহা প্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীঅমর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌড়-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

দুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমা-নাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-ধামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, কাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

২৮ রেগর স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বিভিন্ন স্থানে বকরঈদ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত

কলিকাতা সহর ও সহরতলী

উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতায় এবং সহরতলীতে গত বুধবারে শান্তিপূর্ণভাবে বকর ঈদ সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে বিভিন্ন মসজিদে উপাসনা হয় এবং সহস্র সহস্র মুসলমান ময়দানে সমবেত হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁহাদিগকে উপদেশ দান করেন। সহরে ও সহরতলীতে আবৃত স্থানে কোর্ব্বানী হইয়াছে। পুলিস ঐ সকল স্থানে পাহারা দিয়াছিল। তদ্ব্যতীত রাস্তার প্রধান মোড়গুলিতে ও কোর্ব্বানীর স্থানের নিকটে অশ্বারোহী পুলিস ও সশস্ত্র পুলিস স্থাপিত হইয়াছিল। উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ও সহকারী কমিশনার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে

বকরঈদ উপলক্ষে দিল্লীতে বিশেষ ভাবে উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। উপাসনার জন্য প্রাতে ইদ্‌সাতে বহু মুসলমান সমবেত হন। বেলা ৯ টার সময় উপাসনা কার্য্য শেষ হয়। ঐ সকল ব্যক্তি অনন্তর কোরবানি করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব গৃহে বা অন্যত্র গমন করেন। পুলিশের সুব্যবস্থা হইয়াছিল এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল সহরে হিন্দুদিগের সমুদায় দোকান খোলা ছিল সাধারণভাবে কাজ কর্ম্ম চলিয়াছিল।

বোম্বাইয়ে

শান্তিপূর্ণ ভাবেই সহরে বকরঈদ উৎসব আরম্ভ হয়। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল মুসলমান সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রার্থনা করেন। জুম্মা মসজিদ ও আজাদ ময়দানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনসমাগম হইয়াছিল। বহু মুসলমান নেতা আজাদ ময়দানে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রার্থনা সমাপনান্তে মৌলভী হাকিম আবু বাসুক সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও স্বজাতীর উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

মাদ্রাজে

গত ২৯শে এপ্রিল মাদ্রাজে বকরঈদ উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

লাহোরে

বকরঈদ সম্পর্কে লাহোরে গণ্ডগোল হয় নাই। এই দিন প্রাতঃকালে স্থানীয় সাহী মসজিদে প্রায় দেড় লক্ষ মুসলমান সমবেত হইয়া নামাজ প্রভৃতি পড়ে। অতঃপর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া যথাবিধি কোরবানীর ব্যবস্থা করেন।

অমৃতসরে

এক সংবাদে প্রকাশ, বকরঈদ সম্পর্কে এখানেও কোন প্রকার গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় নাই। নির্ব্বিঘ্নে উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

হাওড়ায়

হাওড়া সহর অঞ্চলে বিনা হাঙ্গামায় কোর্ব্বানী হইয়াছে। হাওড়া জিলার পল্লী অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ঐ সকল স্থানেও কোনওরূপ হাঙ্গামা উপস্থিত হয় নাই।

কল অঞ্চলে

বারাকপুর ও শ্রীরামপুরের কল অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ঐ সকল স্থানে শান্তিপূর্ণভাবে বকরঈদ সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের প্রতি আচরণের তীব্র নিন্দা

গত ২৭শে এপ্রিল মৈমনসিংহ টাউন হলের সম্মুখস্থ ময়দানে এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রধান উকিল শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র উকীল এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন যে, গত ২৪শে এপ্রিল বাঙ্গলার সম্মানিত নেতা শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করিবার জন্য শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীর গৃহ হইতে যাত্রাকালে কতিপয় যুবক তাঁহার প্রতি যে অশিষ্ট এবং উদ্ধত ব্যবহার করিয়াছে, মৈমনসিংহের নাগরিকদের এই সভা আহার তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা করিতেছে এবং এই সভা শ্রীযুত সেনগুপ্তের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং আস্থা প্রকাশ করিতেছে। এই প্রস্তাবের নকল মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট এবং সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত উকিল স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর উপর দোষারোপ করেন এবং এই ব্যাপারের সহিত তাঁহাদের সংশ্রব আছে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। শ্রীযুত সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করেন। জেলা কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সভাপতি শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র বসুও এরূপ কথা বলেন। শ্রীযুত বসু পূর্ব্ববর্ত্তী এক বক্তার প্রস্তাবিত একটি তদন্ত কমিটির নিয়োগের কথাও সমর্থন করেন।

অতঃপর শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ রায় নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটী তদন্ত কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সদস্যগণের নাম:—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় (জেল উকিল সমিতির সভাপতি) শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন ঘোষ, শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র দাস, মিঃ আবদুল মনসুর আমেদ এবং শ্রীযুত শ্রীনাথ দাস।

বর্ম্মা অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার

ইয়েব নামক স্থানের পুলিশ ফাঁড়ি বিদ্রোহীরা আক্রমণ করিয়াছিল। সম্প্রতি আক্রমণ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, বিদ্রোহীরা ২ খানি গাড়ীতে চড়িয়া ফাঁড়ির সম্মুখে আসিয়া গাড়ী হইতে সামিয়াই ফাঁড়ি আক্রমণ করে। পুলিশ আদৌ প্রস্তুত ছিল না। এই বিদ্রোহীদলের দলপতি ছিল একজন মেডিল। ফাঁড়ির দারোগার আঘাত গুরুতর নহে। হেনজাদা জিলার দক্ষিণ ভাগে পাহারার সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে।

টুঙ্গু হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, জনৈক ফুঙ্গী ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বন্দীদিগকে উত্তেজিত করিতেছিল। এই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক বৈঠক

ভারতীয় বণিক্ সমিতি ও বঙ্গীয় জাতীয় বণিক্ সমিতির সদস্য শ্রীযুত এস, সি, ঘোষ ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের মনোনীত প্রতিনিধিরূপে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক বৈঠকে যোগদান করিতে যাইতেছেন। এই বৈঠক জেনেভায় বসিবে এবং শ্রীযুত ঘোষ বুধবার ২৯শে এপ্রিল তারিখে য়ুরোপ যাত্রা করিয়াছেন।

কালাকঙ্কর রাজের সম্পত্তি সরকার কর্ত্তৃক প্রত্যর্পিত

কালাকঙ্করের রাজা খারিক কিস্তীর সম্পূর্ণ রাজস্ব দিতে পারেন নাই। এই হেতু সরকার তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছিলেন। সম্প্রতি উক্ত ক্রোকী সম্পত্তি খালাস দিবার জন্য এক আদেশ জারি হইয়াছে।

রাজা অবশ্য এখনও দাবীগত সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় দেন নাই। কিন্তু সরকার এ জন্য আর কড়াকড়ি করিবেন না স্থির করিয়াছেন।

বলা রাজার সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে, এই সংবাদ প্রচার হইলে যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সদস্যরা সভা স্থগিদের এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

বারাণসীতে ঈদপর্ব্বের পূর্ব্বে সতর্কতা

ঈদপর্ব্বের সময় যাহাতে কোনরূপ গোলমাল না হয় তজ্জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ব্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করিতেছেন। বাবা খলিদাসের উপর তিনি ১৪৪ ধারা জারি করিয়া তাহাকে দুই মাসের জন্য বারাণসী ছাড়িয়া থাকিতে বলিয়াছেন।

প্রকাশ, খলিলদাসের অনুচরবর্গ তাঁহাকে সহর ছাড়ীতে না দিতে চাওয়ায় তাঁহাকে পুলিশ পাহারায় গাজীপুর জিলায় সৈয়পুরে পাঠানো হইয়াছে।

খলিল কয়মাস হইল এখানে আসিয়া মুসলমানগণকে সাম্প্রদায়িক পথে চালনা করার চেষ্টা করিতেছেন। বারাণসীর বিশিষ্ট মুসলমানগণ কিন্তু তাঁহার এ আন্দোলনে যোগ দেন নাই।

মক্কায় রাজ ভোজ

রাজা ইবন সাউজ একটি রাজ-ভোজ দিয়াছেন। এই ভোজে আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লা, সার আবদুল করিম গজনভী, তুর্কীর ভূতপূর্ব্ব সুলতানের পৌত্র ও আফগান রাজ্যের রাজদূত উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক নিহত

গত ২৪শে এপ্রিল প্রাতে ৩০ বৎসরের বিবাহিতা ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক গিরিবালা দেবীকে একটা খালের গর্ভে নিহত অবস্থায় দেখা যায় মীর্জাপুরের পরলোকগত দুর্গাচরণ গাঙ্গুলী তাঁহার পিতা। পূর্ব্ব রাত্রিতে স্ত্রীলোকটি তাহার জননীর সহিত যথানিয়মে নিদ্রা গিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যুবরাজের ভ্রমণ সমাপ্ত

যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ ও রাজকুমার জর্জ্জ দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়াছেন। রাজা ও রাণী উইণ্ডসর কাসেলে রাজপুত্রদ্বয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজপুত্রদ্বয় ১৯শে এপ্রিল বেলা ১টা ৯ মিনিটের সময় বিমান হইতে উইণ্ডসর গ্রেট পার্কে অবতরণ করেন এবং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের বার্ষিক ...
আগাম দেয়।
বার্ষিক ৫৲
ষাণ্মাসিক ৩৲
ত্রৈমাসিক ১৸৹
মাসিক ৷৵
নমুনা
পত্রিকা সংখ্যা ৵৹

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪৲
সিকি কলম ২৲
চতুর্থ ৷
সাময়িক

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীবাস মাতাপুর ২১শে বৈশাখ সোমবার ১৩২৮, ৪ঠা মে ১

নানা কথা

অদ্ভুত জুয়াচুরী
২০০০ টাকা আত্মসাৎ

প্রকাশ, কতিপয় দিবস পূর্ব্বে কুষ্টিয়া নিবাসী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত কালীপদ পালকে প্রতারিত করিয়া দুই ব্যক্তি ২০০০৲ টাকা নিয়া উধাও হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্ব্বে কালীপদ বাবু যখন তাঁহার গুড় সহিত তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন তখন দুইব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলে যে, তাহারা যাদু জানে এবং যে কোন নোটকে দ্বিগুণ করিতে পারে,—ইহা শুনিয়া কালীপদ বাবু প্রথমতঃ একখানা ৫ টাকার নোট তাহাদের হাতে দেয় তাহারাও ঐ একখানা নোটকে ৫ টাকার দুইখানা নোটে পরিবর্ত্তিত করে, এবং কালীপদ বাবুকে ফিরাইয়া দেয়; অতঃপর কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়া কালীপদ বাবু হাজার টাকা করিয়া ৪ খানা নোট তাহাদের দেয় ইহাতে উক্ত দুই ব্যক্তি কালীপদ বাবুকে এবং তাহার গুড়াকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করে, নিতে বলে, কারণ ইহাতে নোট দ্বিগুণ করিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। কয়েক মিনিট পর কালীপদ বাবু চক্ষু খুলিয়া দেখিতে পান যে একজন তথায় নাই, উপস্থিত অপর ব্যক্তি কালীপদ বাবুকে তখন একটি মেকড়া পুটুলী দেয়, পুটুলীটি খোলা হইলে দেখা যায় যে, উহার মধ্যে কিছু ছাই রহিয়াছে ইহাতে কালীপদ বাবুর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং অবশেষে পুলিশে

ষ্টিয়ায় অদ্ভুত জুয়াচুরী

পোষ্টআফিসের টাকা আত্মসাৎ—পোষ্টমাষ্টার অভিযুক্ত

শ্বেতাঙ্গের জরিমানা

নিখিলবঙ্গ নারী-সম্মেলনের অধিবেশন

স্পেনে সর্ব্বত্র পূর্ণ হরতাল

টাউনহল প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্তা সরলাদেবীর বক্তৃতা

শ্বেতাঙ্গিনীর বিপত্তি

লাহোরে মৌলানা সৌকৎআলী

কংগ্রেস ও বেকার শ্রমিক

কায়রোয় ভীষণ ট্রেণদুর্ঘটনা

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার-গ্রন্থবিভাগ

থবর দিলে পুলিশ আসিয়া ঐ ব্যক্তি গ্রেপ্তার ... এবং তাহার নি কটতে ২ খানা নোট পাওয়া যায়, ত ব্যাত

পোষ্টআফিসের টাকা আত্মসাৎ
পোষ্টমাষ্টার অভিযুক্ত

কুমিল্লা সদর মহকুমা হাকিম রায় বাহাদুর এন, সি, সেন কর্ত্তৃক গুণবতী পোষ্ট আফিসে টাকা চুরীর মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এইরূপ,—গুণবতী পোষ্টআফিসের অস্থায়ী পোষ্টমাষ্টার কাজী মুতাফরউদ্দীন আমেদ আফিসের লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ১০০০ টাকা আত্মসাৎ করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট দেয় যে, ডাকাতে টাকা লুটিয়া নিয়াছে। পুলিশ তদন্তে কিন্তু সব ঘটনা ফাঁক হইয়া যায়।

দীর্ঘ তদন্তের পর পোষ্টমাষ্টার নিজকে দোষী স্বীকার করিয়া দয়া ভিক্ষা করে, বিচারক তাহাকে ১০০০ টাকা অর্থ দণ্ড এবং ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার ৯০০ টাকা ক্ষতি-পূরণেই দেওয়া হইয়াছে।

কয়েকদিবস পূর্ব্বে ত্রিপুরার অন্তর্গত কুটী নামক স্থানেও অনুরূপ এক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। কুটীর পোষ্টমাষ্টার বিনোদবিহারী ৫,০০০ টাকা আত্মসাৎ করে।

পরে পোষ্টমাষ্টার তাহা স্বীকার করিয়া দয়া ভিক্ষা করে, এবং টাকা ফিরাইয়া দেয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহকুমা হাকিম তাহাকে ৬

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

[illegible] শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে [illegible] শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী [illegible] জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত [illegible]। [illegible]

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible]

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

[illegible]

১। চন্দ্রপ্রভা বটিকা—[illegible]

২। [illegible] বটিকা। [illegible]

৩। [illegible] বটিকা—[illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান :—[illegible]

[illegible] কলিকাতা।

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। [illegible] ১০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

[illegible] একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

[illegible] মহৌষধ। ডিবা ।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

[illegible] ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

[illegible] ঢাকা।

কবিরাজ [illegible] কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible] মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible] মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible]বিলাসিনী বটিকা"

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য [illegible], [illegible]

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এম, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, [illegible] গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

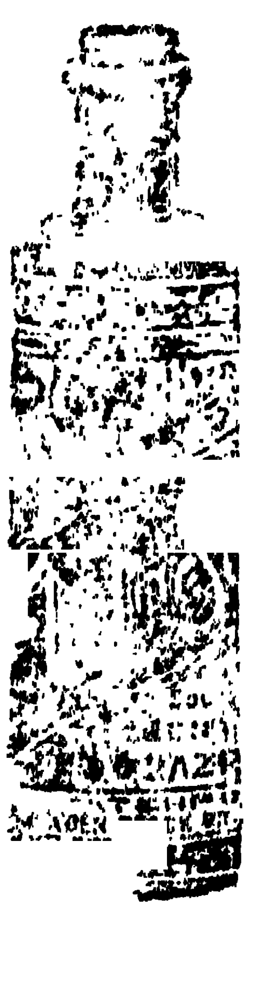

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ [illegible] নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ [illegible] উপায়ে [illegible] শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া [illegible] এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, [illegible], [illegible] পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রায় প্রত্যহই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর, ২রা ত্রিবিক্রম ৪৪৫

শুদ্ধভক্তই নির্ভীক

যতক্ষণ মানব অন্যায় কার্য্য করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার ভয় থাকিবেই। যতদিন অন্যায় কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং সে ভয়মুক্ত হইতে পারে না। 'অন্যায় কার্য্য করিলে শাস্তি পাইতে হইবে'—এই ভয় সর্ব্বদা বুদ্ধি-পটে থাকা বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহা হইলে অন্যায়ের দিকে চিত্ত প্রধাবিত হইবে না এবং দুর্দ্দমনীয় মনকে অন্যায়ের দিকে গমনে বাধা দেওয়ার একমাত্র পন্থা সাধুসঙ্গের স্পৃহা হৃদয়ে জাগরিত হইবে। যাহারা অন্যায় করিয়াও নির্ভীকতা প্রদর্শনের ছলনা করে, তাহাদের মায়াগৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই।

মহামায়ার প্রভাবেই যাবতীয় অন্যায় কার্য্য কৃত হইয়া থাকে। একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত মায়ামুক্ত, সুতরাং তাঁহার দ্বারা কখনও কোনও অন্যায় কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। তাই তিনি সর্ব্বদাই নির্ভীক। নিজেকে ভগবদ্ভক্ত বলা। প্রকাশ করিবার জন্য যদি কেহ কপটতা করিয়া জীব নিজকৃত প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হয়, তাহা হইলে সে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করে, কারণ বৈধ-ভক্তিলক্ষণ অন্তর্যামিসূত্রে যাবতীয় ব্যক্তির কপটতা ধরিতে পারেন এবং কপটতা ধরা পড়িলে তিনি কপটীকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন।

সিংহদর্শনে অধিকাংশ প্রাণীই পলায়ন করে, কেহ কেহ মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম হয়, আর ক্রোধোদ্দীপ্ত সিংহ যদি একটু শুভদৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে ভীত প্রাণিগণের অবস্থা কি হইবে পাঠক তাহা কল্পনানেত্রে দর্শন করুন, কারণ উহা বর্ণন করিবার ভাষা আমার নাই। এবম্বিধ ভয়ঙ্কর পশুরাজও স্বীয় অপত্যের নিকট আদৌ ভয়প্রদ নহেন। তাই সন্তান অনায়াসে তাহার নিকট যাইতে পারে এবং খেই পুত্র তাহার পাদবন্দনা করে, অমনি তাহার যাবতীয় ক্রোধ শান্তি জলে পরিণত হয়। দুষ্কৃতগণের বিনাশদ্বারা পৃথিবীর ভার হ্রাসীভূতকরণ ও সাধুগণের সংরক্ষণপূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ শ্রীনৃসিংহদেব যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া আরক্তলোচনে সভামধ্যে অত্যুচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তখন অন্যের কা কথা, ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি যিনি শ্রীনৃসিংহদেবের বক্ষে অধিষ্ঠান করেন সেই লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত তাঁহার সন্নিধানে সাহসী হইলেন না তখন ব্রহ্মার আদেশে ভগবদেকগতি মহাভাগবত প্রহ্লাদ নির্ভীকচিত্তে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতঃ হইলেন, আর অমনি তাঁহার রোষাবিষ্ট মূর্ত্তি বিরোহিত হইলেন। করুণাময় শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে উত্থাপনপূর্ব্বক কালসর্প-ভীত জনের অভয়দাতা তদীয় শ্রীকরকমল তাঁহার মস্তকে অর্পণ করিলেন।

প্রহ্লাদের স্তব

মহাভাগবতের হৃদয় প্রেমসিন্ধু। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-করস্পর্শে উহা উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তাই শ্রীনৃসিংহদেবের করস্পর্শ-লাভমাত্র শ্রীপ্রহ্লাদের আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তির কার্য্যসমূহ সত্ত্বর তরঙ্গ রাজিতে পরিণত হইল। তিনি সমাধিলব্ধ অবস্থায় প্রেমগদ্গদবচনে স্তব করিতে লাগিলেন,—'হে ভগবন, আমি তোমার আনন্দ বিধান করিতে পারি আমার এরূপ ক্ষমতা নাই; তোমার কৃপাটি আমার একমাত্র সম্বল; উহাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। একমাত্র কেবলাভক্তি ভিন্ন জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী, তপস্যা, যোগবল কিছুই তোমার প্রীতিসম্পাদক নহে। অভক্ত দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্র অপেক্ষা চণ্ডালকুলে উদ্ভূত ভক্ত অতুলনীয়রূপে শ্রেষ্ঠ। হে ভগবন্, তুমি নিত্যলাভে পূর্ণ, অনিত্যান্ ক্ষুদ্রব্যক্তিগণের নিকট হইতে তোমার পূজাদি গ্রহণ তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত। তুমি এতাদৃশ কৃপাময় যে অতি নীচ ব্যক্তিকেও তোমার মহিমা-কীর্ত্তনে যোগ্যতা প্রদান করিয়াছ। তখন তাহার অবিদ্যানাশ হয় এবং চিত্তশুদ্ধি ঘটে। হে করুণ বিশ্বের মঙ্গলের নিমিত্তই তোমার লীলা প্রকট—ভয়ের ভীতি উৎপাদনার্থ নহে। নৃসিংহস্মরণেই জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত ভয় নিবৃত্ত হয়। তোমার শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি অভক্তের নিকট ভীষণ বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহা ভক্তের নয়নমনো-মোহনকারিণী। সংসারচক্রের দুঃখই জীবের ভীতির কারণ। অহংবুদ্ধিই সেই দুঃখের মূল হেতু। নিষ্কপটে ভাগবতসঙ্গযোগই জীবের নিস্তারের উপায়। ভাগবতগণ অহমিতি-জ্ঞান-কর্ত্তৃত্বাদি নিম্ন ও হেয় জ্ঞানে সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠতা-লাভের পথে ভাগবতীয় দীন ভাবের। তাঁদের ভগবৎকৃপা-লাভব্যতীত দুঃখের আত্যন্তিক প্রতিকার অসম্ভব। ইহজগতে অপর কর্ত্তা শিবাদি হইতে পরকর্ত্তা ব্রহ্মাদি যাহা কেহ জীবের প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা সকলেই মায়াধীশ তোমার ভৃত্য-স্থানীয়, তাঁহাদের সামর্থ্যের কারক তোমাকেই ইচ্ছাধীন। মায়াধীশ, শরণাগত পালক তোমাতে প্রেম জন্মিলেই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার প্রাপ্তি ঘটে। ভক্ত সমীপে তৎপাদাব্জসেবাপেক্ষা ব্যতীত আপেক্ষিক সুখ-দুঃখাদি কোন নশ্বর ব্যাপারসুখকর অথবা পরিণাম-ভয়াবহ ভোগসুখাদি বা আত্যন্তিকনাশরূপ মোক্ষ কামনা করেন না। কাম ত্রিবিধ কাম-প্রসঙ্গ-ভেদে মূর্খতা মাত্র।

ভগবানে ভক্তি বা অভক্তি অসদ্ বা সদ্ভাবে জন্মগ্রহণের অপেক্ষা করে না। ব্রহ্মাদি দেবতা, এমন কি শ্রীভগবানের বক্ষস্থিতা লক্ষ্মীদেবীর পক্ষেও যাহা দুর্লভ তাহা ভক্ত ভগবানের নিকট অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। সুর কিম্বা অসুর অথবা উচ্চনীচ-নির্ব্বিশেষে ভগবৎকৃপা বর্ষিত হয়। তুমি সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সেবকের সঙ্কল্পানুরূপ অভীষ্ট পূরণ কর। জীবকে জন্ম মরণ-কাল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি তোমার নিজজনকে প্রেরণ কর, তাই আমার প্রতি শ্রীনারদের কৃপা। সাধুগুরু কৃপা হইতে তোমার কৃপা লাভ হইয়া থাকে, সাধুর আনুগত্যেই তুমি হিরণ্য-কশিপু-প্রমুখ অহংগ্রহোপাসক ব্রহ্মবহির্ম্মুখসঙ্গ হইতে তোমার অনন্যশরণ ভক্তকে উদ্ধার কর, তুমি যুগে যুগে দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, মৎস্যাদি অবতারদ্বারা শিষ্ট পালন ও দুষ্ট দমন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন কর। বদ্ধজীবের চিত্ত সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখবিষয়ে ধাবিত—কামক্রোধাদি দ্বারা প্রপীড়িত—ত্রিতাপে সন্তাপিত; তোমার অহৈতুকী কৃপায়ই এতাদৃশ জীবের একমাত্র ভরসাস্থল। ভগবানের ভক্ত সেবা ভগবৎ-কৃপালাভের উপায়, ভগবৎ-গুণ-কীর্ত্তন রত ভক্তই সংসার-ভয়শূন্য। কীর্ত্তন-পরাঙ্মুখ ব্যক্তি শোচ্য। নির্জ্জনভজন-প্রয়াসী মৌনব্রতপরায়ণ মুনিগণ নিজ ব্রতসাধনে প্রয়াসী, পরন্তু ভক্ত পরদুঃখকাতর; তিনি নিজ মুক্তিলাভের ইচ্ছা পরিত্যাগেও পরমঙ্গল কামনা করেন। স্ত্রী-সঙ্গাদি আপাত-সুখকর হইলেও পরিণামে দুঃখদায়ক সুতরাং পরিত্যাজ্য। মৌনব্রত, শ্রুত, তপস্যা, অধ্যয়ন, সকর্ম্মব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ ও সমাধি,—এইসকল মোক্ষ সাধনোপায় প্রায়ই অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের জীবনোপায় হইয়া থাকে। হে ভগবন্, তুমি প্রেরিত বিদ্যা ও উপা একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তগণই শুদ্ধভক্তিবলে তোমার স্বপ্রকাশ স্বরূপদর্শনে সমর্থ হ'ন। পরমাণু প্রভৃতি কার্য্য-কারণ হইতে পারে না; তুমি সর্ব্বকারণ-কারণ। তোমার প্রতি নমস্কার, স্তব, কর্ম্মার্পণ, অর্চ্চন, তোমার স্মরণ, তোমার কথা শ্রবণ,—এই ষড়ঙ্গসেবা ব্যতীত পরমহংসগণ-প্রাপ্ত তোমাতে শুদ্ধভক্তিলাভ কখনও সম্ভব নহে।

ভোগই পাপ

পণ্ডিত শ্রীপাদ বিশোরীমোহন ভক্তিবারিধি, বি এল।

বদ্ধ ভূমিকায় আমরা দেবীধামের অধিবাসী। ইহা আমাদের ভোগ-ভূমিকা; অতএব একমাত্র ভোগই এখানে আমাদের লক্ষীভূতবস্তু। জীবের স্বরূপে ভোগের লেশমাত্র নাই, কেবল নিত্য কৃষ্ণদাস্য বর্ত্তমান। কিন্তু জীব তটস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় কৃষ্ণদাস্য ও মায়িক ভোগ—এই উভয়বিধ ধর্ম্মেই স্বতন্ত্রতাধর্ম্ম-বিশিষ্ট। তটস্থাবস্থায় জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারপূর্ব্বক কৃষ্ণদাস্য এবং উহার অসদ্ব্যবহার-পূর্ব্বক মায়িক ভোগ, এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটী গ্রহণ করিতে পারে। অনাদি বহির্ম্মুখতাফলে আমরা অধিকাংশ স্থলে মায়িক ভোগই স্বীকার করিয়া থাকি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন, 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।' যেখানে স্বতন্ত্র ভোক্তার স্বরাট্ পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা সেবার কথা নাই, জগতের চক্ষে সে কার্য্য যতই বড়, মহান্, উদার বা পুণ্যজনক হউক না কেন, সেখানে কাম বা ভোগের তাণ্ডবনৃত্য বর্ত্তমান।

ভোগ দুই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম। এই দেহকে স্থূলদেহ ধারণ করিয়া আমরা ইন্দ্রিয়সুখকেই বলবান করিয়া থাকি। সেই ইন্দ্রিয়সুখের নিচয়-ভূমিকা এই জড় জগৎ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে ইন্দ্রিয়সুখ, তাহার নাম ঐহিক এবং মরণান্তে ভিন্নাবস্থায় যে ইন্দ্রিয়সুখ তাহার নাম আমুষ্মিক সুখ স্বর্গ, মহঃ, জনঃ, ব্রহ্মলোকেও অনেক প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ বর্ত্তমান আছে; তাহারাই আমুষ্মিক সুখ নামে অভিহিত।

এই প্রাকৃতের ইন্দ্রিয়সুখ অত্যন্ত তুচ্ছ। পরলোকে ইন্দ্রিয়সকল ও তাহাদের বিষয় নাই, এই মাত্র ভেদ। এই ত্রৈগুণ্য লোকেই কিছু ইন্দ্রিয় ও বিষয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সমস্ত সুখ [illegible] ইহলোকেই হউক, আর [illegible] যেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছার পরিবর্ত্তে [illegible] বর্ত্তমান, সেখানেই ভুক্তি বা ভোগের [illegible]

শ্রীগীতা বলেন, "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি [illegible] তদ্ভাবভাবিতঃ॥" অর্থাৎ অন্তকালে তিনি যে ভাবে স্মরণ করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবভাবিত তনুকেই

করেন। ভোগই যদি জীবনের লক্ষ্য বস্তু হয়, তাহা হইলে সেই ভোগ-প্রবৃত্তিই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নির্দ্দেশক হইয়া দাঁড়ায়। কারণ শ্রীগীতার উক্তি অনুসারে আমরা জীবনে যেরূপ ভোগ-প্রবৃত্তির বশে ভাবিত হইয়া দেহত্যাগ করিব, সেই সেই ভাবভাবিত দেহ আমাদিগকে ধারণ করিতেই হইবে। ভোগী জীবের পরিণতি-নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন, 'ভুক্তি, মুক্তি, বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি? স্থাবর দেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥'

ভোগ-প্রবৃত্তি সেবাপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ ব্যাপার। এই ভোগ-প্রবৃত্তিই ভগবদ্‌বিমুখতার জনক। এই ভোগপ্রবৃত্তি হইতেই আমাদের যাবতীয় রোগের উৎপত্তি। কৃষ্ণদাসরূপ সেবা-ধর্ম্মটী বিস্মৃত হইয়া স্বয়ং ভোক্তাভিমানী হইলে জগতে ইহা ব্যতীত আমাদের বহু প্রকার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য আছে বলিয়া ধারণা হয়। তখন আমরা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হই। এই দেহধারণই আমাদের রোগ এবং ইহার মূলে বিষয়-ভোগ।

ভোগপ্রবৃত্তির বশে আমরা এই দেহ লাভ করি, আবার এই দেহ রক্ষার জন্য পাপ করিয়া থাকি। অন্তিমকালে এই দেহ পড়িয়া থাকে। বায়ু যেমন পুষ্পাদি হরণ করিয়া চলিয়া যায়, জীবাত্মাও সেইরূপ কৃত পাপ বহন করিয়া চলিয়া যায়। সেই পাপের ফলে, আবার জন্ম, আবার ভোগ, মৃত্যু, পুনরায় জন্ম এইরূপ চক্রবৎ চলিতে থাকে। অতএব দেখা যায় যে, ভোগই আমাদিগকে ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট জন্ম-মরণময় বরণ করাইয়া অশেষ পাপ ও দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়া থাকে।

'ভোগ' বলিতে কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগই বুঝায়। কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগ পাপ ও পুণ্যমিশ্রিত। যেখানে ভগবৎপ্রসাদ-বুদ্ধিতে বস্তু গ্রহণ বা ভগবৎপ্রসাদ-সেবা বা সম্মান, সেখানে ভোগ নাই, হিংসা নাই, অতএব পাপও নাই। কিন্তু যেখানে সেইটীর অভাব, সেইখানেই হিংসা ও পাপ অবশ্যম্ভাবী। বিষয়ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের ভববন্ধন বর্ত্তমান। কারণ মহাজনগণ বলেন, "বিষয়ের স্বভাব এই হয় মহা অন্ধ। সেই কর্ম্ম করায় যা'তে হয় ভববন্ধ॥" পুণ্যভোগের ভূমিকা উচ্চতম লোক হইলেও জীবের সেখানে নিত্য স্থিতি বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই।

তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের ন্যায় বদ্ধ ও ভোক্তাভিমানী জীবের নিত্য-কল্যাণের নিমিত্ত বলিয়াছেন যে, যাহারা যজ্ঞ-বিশিষ্ট অন্নাদি ভগবৎ-প্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করে, তাহারা তাহাদের উদর জন্য অপরিহার্য্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু যাহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা প্রণোদিত না হইয়া ভগবদ্বৈমুখ্য জ্ঞান পরিহারপূর্ব্বক নিজেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার বশে ভোগপর উদ্দেশ্য লইয়া যাবতীয় বস্তু ভোগ করিবার জন্য ধাবিত হন, তাহারা কেবল পাপই ভোগ করিয়া থাকে, কারণ তাহারা এরূপ অপরিহার্য্য পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না, যথাহি শ্রীগীতা ৩।১৩ :—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

শ্রীনৃসিংহোৎসব

গতকল্য ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ গত শুক্রবার নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী দিবস অপরাহ্ণ শিক্ষক ও শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ-সহ উপবাসসহকারে দ্বিপ্রহরে শ্রীচৈতন্যমঠে এবং অপরাহ্ণে শ্রীযোগপীঠে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন।

দোষ-দর্শন

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

অদ্বিয় বিষ্ণুবিগ্রহ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের অপ্রাকৃত কলেবরে তদীয় বৈষ্ণবগণ অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী ভুবনমঙ্গল শ্রীনাম-সেবা, শ্রীধাম-সেবা ও শ্রীকাম সেবার চিদ্‌বিজ্ঞান-মহিমা-কীর্ত্তনের দ্বারা সমগ্র বিমুখ বিশ্বের পরম কল্যাণ বিধান করিতেছেন। ব্যক্তিমাত্রের অধিকার-যোগ্যতা তদাচরিত অনুষ্ঠানেই প্রকাশিত হয়। বহির্ম্মুখতা-বিহ্বলিত এ'পাষণ্ডাধম আজ আত্মদুর্বিপাকের প্রধান কারণটী কৃপাচিত্ত বৈষ্ণব-পাদপদ্মে নিবেদন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। শুনিয়াছি সমুদয় দুঃখ দুর্দ্দৈবের ইতিহাস নিষ্কপটে তাঁহাদের চরণে নিবেদন করিলে তাঁহাদের কৃপাপ্রসাদবলে শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবাবিমুখতা-রূপ মূল ব্যাধিটীর উপশম হইয়া থাকে। "বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। মো হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥" আমার বিষম দুর্দ্দৈবের কাহিনী লইয়া উপস্থিত হইলাম বলিয়া অহৈতুক করুণাসিন্ধু মুকুন্দসেবকবর্গের শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

আমার সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়তা ইহা-দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমি আমার নিজের দেহ, মন, অর্থ বা বাক্যের কোনও কিছুরই দ্বারা শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা করিব না, অথচ যাঁহারা সর্ব্বদা পরম আত্মীয়তাতে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় অখিল চেষ্টাসম্পন্ন, তাঁহাদের প্রতি কার্য্যে দোষ দর্শন করিতেছি, অলৌকিক একাগ্র সেবার প্রদেশে অপস্বার্থপ্রণোদিত হইয়া ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতেছি। আমার এই শুষ্ক পাণ্ডিত্য কৃপাপ্রভুর মুখ অবলোকন করিলে দেখিতে পাই যে, আত্মপ্রাধান্য স্থাপন কামনাই এই অসদ্বৃত্তির জনক। নিরন্তর হরিসেবা-প্রয়াসে বৈষ্ণবাপেক্ষা আমার জড়ীয় জ্ঞান ও কর্ম্মাভিমানের শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদন চিন্তায় যখন আমি বিমূঢ় হই, পড়ি, নিজের সহস্র সহস্র দারুণ ত্রুটীর বিদ্যমানতা সত্ত্বেও তখনই আমার অন্যের এই অনুসন্ধানে প্রবল আগ্রহ জন্মে। হায়! আমার শ্রীগুরু-বৈষ্ণবানুগত্য শুধু মুখের কথায়ই পর্য্যবসিত। কারণ —'পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ। জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥' পরমভাগবতবরের এই একান্ত দৈন্যময়ী বাণী প্রায়ই আবৃত্তি করিলেও আমার অভিমানদুষ্ট অন্তরে কদাপি যথার্থ দীনতার উপলব্ধি হইতেছে না। আমার এ'পোষাকী দীনতার সজ্জা অপেক্ষা অনাবৃত দাম্ভিকতা যে কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ। আমার কাপটোর কুনাট্যপূর্ণ এ'আস্ফালন সুচতুর গুরুসেবকগণ অনায়াসেই আয়ত্ত হইতেছেন, এই জ্ঞান আমার নাই। আমার বিশ্বাস, শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনের যে কপটতাপূর্ণ প্রয়াস দেখাইতেছি, ইহার পুরস্কার-স্বরূপ ভগবদ্ভক্তগণের শিরোদেশে আমার অবস্থান আবশ্যক। অকপট দৈন্য ও আন্তরিক আগ্রহযুক্ত সেবা-লৌল্য ভিন্ন যে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের তুষ্টিবিধান হয় না এবং সরলতা ও অকপটতারূপ ভূষণদ্বয়কে সেবাবুদ্ধির সহিত শিরে ধারণ না করিলে যে আত্মমঙ্গল লাভ হয় না, ইহা আমার স্বীকার্য্য নহে। আমার সেবাপরাধের দ্বারা আমি যেন নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপকার সাধন করিতেছি, এইপ্রকার ভীষণ কুবুদ্ধি আমার অন্তরে সতত নৃত্য করিতেছে। আমার কুদৃষ্টি নিজের কৃপাগ্রহণ-যোগ্যতা দর্শন করে না, কিন্তু বিচক্ষণ কার্য্যগণের মধ্যেও স্বল্প-অধিক-ভেদে কৃপা-বিতরণ-তারতম্য এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত সেবাপ্রণালীতে অসম্পূর্ণতা ও অবরতার অবকাশ পর্য্যবেক্ষণ করে।

পরমদয়ালু মহাভাগবত বৈষ্ণবঠাকুরগণ উপদেশ করিতেছেন—'প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।' আমার সমুদয় চেষ্টা যেন বৈষ্ণবাপরাধ-সঞ্চয়ের জন্যই নিযুক্ত হইয়াছে। যীশুখৃষ্ট তদীয় শিষ্যগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন—'তোমার নিজের চক্ষুর কড়িকাঠ অগ্রে পরিষ্কার করিয়া পশ্চাৎ অপরের চোখের কুটা তুলিও।' আমার অদৃষ্ট, অকৃত ধামসেবকগণের ছিদ্রান্বেষণের জন্য নানে সাধুর অভিনয় করিয়া বকধর্ম্মী সাজিতেই ব্যস্ত। যদি সত্যসত্যই হরিভজনে আমার আগ্রহ জন্মিত, তবে কি আজ হরিসেবাকুমিতে আত্মপর ভেদবুদ্ধির কৃমিরূপী হইয়া স্ব-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় উন্মত্ত হইতাম! অপ্রাকৃত রসরসিক কামদেবের পূজাবেদীমূলে একত্রিত হইয়া আমরা অমঙ্গলঘাতী কণ্ঠে মহামিলনের ঐকতান গাথা কীর্ত্তন করিতে আপ্রাণ যত্ন করিব। অপূর্ব্ব সাম্যমন্ত্রের দিব্যশীতল ছায়ায় কামদেবের ধামসেবা, নামসেবা ও কামসেবায় সর্ব্বস্ব নিবেদন করিব। ইহা ত বিবাদধর্ম্মী জড়জগতের প্রতিযোগিতাক্ষেত্র নহে, নির্ব্বিরোধ, নির্ব্বিবাদ, নিঃসংশয়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী-তলে সমাগত হইয়া আবার সেবাক্ষেত্রেও বিবাদ-বহ্নির আবাহন করিতেছি কেন? সমুদয় ইতর কামনা আহুতি দিয়া, এ' কৃষ্ণ-কাম-যজ্ঞবেদীতে আমরা প্রত্যেক অনুচেতন, বিভুচেতনের পরমোদার বাণীর আরাধনা করিব। এ'কি শুধু বচনের বাগ্‌বাড়ম্বর? প্রত্যেকটী জীবন কি চৈতন্যবাণীবিনোদের মনোহভীষ্ট পূরণে তাহার মমতা ক্ষীণচোখকে নৈবেদ্যস্বরূপে প্রদান করিবে না?

যদি আমার প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় আগ্রহ থাকিত, তবে ত আমি প্রত্যেক গুরুদাসকে আমার গুরুবুদ্ধি করিয়া, তাঁহাদের অপূর্ব্ব নিষ্ঠার মহান্ আদর্শকে আমার সেবা-জীবন পথের পাথেয় করিতাম। আমি যদি সূক্ষ্মভাবে আমার দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করি' তবে দেখিতে পাইব যে, আত্মবঞ্চনার অনুশীলন করিতে গিয়া আমি মনোধর্ম্মেই ধর্ম্মিক সেজে প্রকাশ করিতেছি, নতুবা সেবাবিষয়ের প্রভুত্ব সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার অসদ্ভাব উপস্থিত হয় কেন? বহির্ম্মুখতা-ক্রমে গুরুবৈষ্ণবচরণে অহমারোপের সীমা যখন নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলায় পর্য্যন্ত দোষানুসন্ধানের পিপাসা দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ-বর্ণিত রামচন্দ্রপুরীর চরিত্র ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পতিতপাবনলালাবতারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্যাভিমানী রামচন্দ্রপুরীকে গুরুবুদ্ধি করিয়া সম্ভ্রম ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু ভগবানের আচরণেও সন্ধান ছিদ্রানুসন্ধান করাকেই তিনি একমাত্র কৃত্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার দোষানুসন্ধানরূপ মক্ষিকাবৃত্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় চরিতামৃতকার এইরূপে দিয়াছেন—'যাহা গুণ শত আছে, তাহা না করে গ্রহণ। গুণমধ্যে ছলে তার দোষ আরোপণ॥' আমারও এই প্রকার মক্ষিকাবৃত্তির একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে। ভাগবতবর্ণাচরণের দোহাই দিয়া আমি অকরুণার অমঙ্গলরাশি বরণ করিতেই বদ্ধপরিকর হইয়াছি। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আমার ন্যায় মহদপরাধীর কল্যাণের জন্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"কাহারো না করে নিন্দা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
অজর চৈতন্য সেই নিজরঙ্গ ছলে॥
নিন্দায় নাহিক শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সবার সম্মান ভাগবত-ধর্ম্ম হয়॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও তিলক, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ কার্ত্তানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিবিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যে শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রি[illegible] ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবত[illegible], শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুবিম[illegible]-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক [illegible] স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পদে সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৫০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপ ধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ [illegible]—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, [illegible]—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি [illegible]-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম [illegible] উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় [illegible] লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অ[illegible] টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত বৈষ্ণব গৌর নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এটিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট [illegible] সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রা[illegible] ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যে। সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর [illegible] গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অন্তরায় ও প্রতিকূল বিষয় সুবিস্তারিত মনোরঞ্জন ভাষ্য, বিস্তৃত [illegible], চরিতামৃতের প্রমাণ, বিষয় সূচিপত্র ও মহাজন-[illegible] পদ্য ও গদ্যে গীতমেঘ শ্লোকের সহিত সুসজ্জিত হইয়াছে। ডাঃ মাঃ সহ মূল্য ৷৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বহু সঙ্গীতসমেত। ডিঃ ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

[illegible] শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সুললিত প্রেমভক্তিবিষয়ক [illegible]। ডাঃমাঃ ৵০ পাঁচ আনা মাত্র।

মনঃশিক্ষাশতক

[illegible] ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ [illegible] সরস্বতী নবদ্বীপশতকের বঙ্গানুবাদ। ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

[illegible] শ্লোকটীর রচিত। বেদান্তের জ্ঞানের আকর আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল [illegible] প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ত্তব্য সদাচার [illegible] ক্ষেত্রে সহায়ক। ডিঃ ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নরোত্তমদাস ঠাকুর বিরচিত [illegible] সুললিত ও মধুর বৈষ্ণবধর্ম্মমত। মাশুল ১০ ডিকা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ডিঃ ৷৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (শুদ্ধগৌরব)

শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমদ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শস্তম্ভন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীব্যাসতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে মায়াবাদ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়প্রয়োগে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ডিঃ ৷৷৵০ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ডিকা বাঁধাই ৷৷৹ আনা, আবাধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাগ্মিপ্রবরাগ্রগণ্য কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লণ্ডন), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্রসমন্বিত; প্রত্নতত্ত্ববিদ্যালঙ্কার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা [illegible] ই, উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ ডে [illegible] টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

[illegible] বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, [illegible], শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক [illegible], বহুগোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ভক্তবেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর মনঃ শিক্ষাষ্টক ও শিক্ষাজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠস্থিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ডিকা ৷৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় [illegible] প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের [illegible] করিয়াছে। ডিকা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদের প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ডিকা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ডিকা ০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৫৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি, মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) রাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌড়-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌরবিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্বগিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ নারী মহাসম্মেলনের অধিবেশন

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় টাউনহলে নিখিল বঙ্গ নারী মহাসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে মহিলাগণের মধ্যে যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব। এত অল্প সময়ে—মাত্র তিন সপ্তাহকাল মধ্যে মহিলাগণ যে এরূপ সাফল্যের সহিত সম্মেলনের অধিবেশন সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রসংসার বিষয়।

টাউন হল প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর বক্তৃতা

গত শুক্রবার সকাল ৯টার সময় টাউন হলের প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কালে নিখিলবঙ্গ মহিলা কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে তাহার প্রাচীন গৌরব ও মহিমায় এবং পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ৩০ কোটী ভারতবাসী আজ দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা এই সঙ্কল্পের মূর্ত্ত প্রতীক! আজ আমি এই পতাকা উত্তোলন করিতেছি, উন্মুক্ত আকাশতলে এই পতাকা সমগ্র বিশ্বের নিকট ঘোষণা করুক যে বাঙ্গলার নারীর দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকিতে এই পতাকা অবনমিত হইবে না।

এই উৎসব উপলক্ষে টাউন হল প্রাঙ্গণে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল শতাধিক বালিকা লোহিত বর্ণের সাড়ী পরিধান করিয়া সামরিক ভঙ্গীতে টাউন হলের সোপানাবলীর উপর তাহাদের প্রধান অধিনায়িকা শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রের নেতৃত্বে দণ্ডায়মান ছিল এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল।

সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

শ্রীমতী শান্তি দাস সভানেত্রীকে পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। একটী ক্ষুদ্র অথচ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেওয়ার পর সভানেত্রী পতাকা উত্তোলন করেন। অতঃপর স্বেচ্ছাসেবিকাগণ শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রের অধিনায়কত্বে পতাকাতলে সমবেত হন এবং পতাকা অভিবাদন করেন. তখন সমবেত জনমণ্ডলী নীরবে দণ্ডায়মান হয়।

অতঃপর ঘন ঘন "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির মধ্যে উৎসব শেষ হয়।

ঝাড়ুদার প্রহারে খেতাঙ্গের জরিমানা

কার্জ্জন গার্ডেনে সুখীলাল নাম্নী এক-জন ঝাড়ুদারকে প্রহার করিবার অভিযোগে বি, ই, গ্রেহাম নামক এক সাহেব প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গ কর্ত্তৃক ১০৲ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

শ্বেতাঙ্গিনীর বিপত্তি

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী ডি, গোডী এবং হেলেন গ্রোস মিঃ এস আমব্রিগোর নামক এক ব্যক্তিকে পার্ক লেনে গালি দেওয়া এবং প্রহারের চেষ্টার অভিযোগে অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, নন্দীর কোর্টে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

লাহোরে মৌলানা সৌকৎ আলী

গত ৩০শে এপ্রিল কলিকাতা মেলে মৌলানা সৌকৎ আলী এখানে পৌঁছিয়াছেন রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে ৬ষ্ট রকম অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। একদল তাঁহাকে "সৌকৎআলী জিন্দাবাদ" ধ্বনি করিয়া গ্রহণ করে এবং অপরদল কৃষ্ণপতাকা লইয়া "সৌকৎআলি ফিরিয়া যাও", পাঞ্জাবী মুসলমানেরা মিশ্র নির্ব্বাচন ও পূর্ণ বয়স্কদের ভোটাধিকার চাই ইত্যাদি ধ্বনি করিতে থাকে কৃষ্ণপতাকাধারির কোন কোন মুস্লিম যুবকের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কেহ কেহ আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মিঃ সৌকৎআলী ডাঃ খালেক সাহেবের বাড়ী অবস্থান করিতেছেন।

কংগ্রেস ও বেকার শ্রমিক

করাচি কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও সদস্যগণের নিকটেও উক্ত বেকার শ্রমিকরা যাইয়া পিকেটিং করিতে থাকে। ইহারা কংগ্রেসের কোন স্বেচ্ছাসেবককেও প্রহার করিয়াছে। কংগ্রেস কমিটীর সদস্যরা তৎপরে রাত্রিকালে একটী সভায় সমবেত হইয়া আবেশ প্রচার করেন যে, বর্ত্তমান যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আছে তাহাদিগকে পাথেয় দিয়া স্ব স্ব পল্লীতে প্রেরণ করা এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন স্বেচ্ছাসেবক গ্রহণ করা হউক। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর অভিমত এই যে, স্বেচ্ছাসেবকদিগের দলে কতিপয় উত্তর ভারতের স্বেচ্ছাসেবক থাকায় এই প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি হইতেছে এবং এই সকল স্বেচ্ছাসেবক স্ব স্ব গৃহে গমন করিলে আর কোন হাঙ্গামার আশঙ্কা থাকিবে না।

কাবুলের সংবাদ

লর্ড ক্লাইভ মাউণ্ট জন ষ্টি সালিম গত ২১শে এপ্রিল তারিখে কাবুল পরিদর্শন করিতে বাহির হইয়াছিলেন। ইহারা বে-সরকারী ভাবেই গিয়াছিলেন এবং কাবুল হইতে গত বুধবার পেশোয়ারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। লর্ড ক্লাইভ বলিয়াছেন যে তাঁহারা কাবুলে বেশ আনন্দে দিন কাটাইয়াছেন এবং তথায় উত্তেজনা মূলক কোন ব্যাপার ঘটে নাই।

মুসলমান মোক্তার নিহত

পটুয়াখালির প্রবীণ মোক্তার মৌলবী আবদুল কাসেম শনিবার রাত্রি ২টার সময় তাঁহার বাড়ীতে নিহত হইয়াছেন। প্রকাশ আততায়ী দিদ কাটিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল।

চরকায় ল্যাঙ্কাশায়ারের ভাগ্যনাশ

প্রকাশ, বিলাতের 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকা এই বলিয়া দার্শনিকের ন্যায় এক মন্তব্য করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী যে চরকাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে ল্যাঙ্কাশায়ারের ভাগ্যনাশ সূচিত হইতেছে। এই পত্রিকা আরও বলিতেছেন যে, গান্ধীজী যদি বাইসাইকেলের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে মটর ও লোডের পক্ষে অনিষ্টকর হইত বটে কিন্তু আমাদিগকে যদি ভারতে ব্যবসায় করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের যেরূপ চুক্তি আছে ভারতের সহিতও তদ্রূপ চুক্তি করিতে হইবে।

বেকার শ্রমিকদের অবস্থা

গত ২৯শে এপ্রিল প্রায় ৭ শত বেকার শ্রমিক করাচির আমদানীকারক কোম্পানীগুলির গুদামের দরজায় যাইয়া পণ্যাবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান থাকে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার যুবকেরা ইহাদিগকে পরিচালিত করিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গুদামের সম্মুখে ইহারা দণ্ডায়মান হওয়ায় মাল যাতায়াতের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

উক্ত শ্রমিকরা বলে "আমাদিগকে খাদ্য দাও অথবা অর্থ উপার্জ্জনের পথ করিয়া দাও। যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে আমাদিগকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক করিয়া লও, তাহা হইলে আমরা জেলে যাইতে পারিব। যেমন করিয়াই হউক আমাদিগকে যেন অনশনে থাকিতে না হয়।

কয়েকজন ধনিক উক্ত পিকেটারদিগকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দেন। কিন্তু প্রায় ২০ জন বিক্ষোভকারী সারা রাত্রি পর্য্যন্ত সিন্ধু শস্য আমদানীকারক সমিতির সভাপতির বাটীর দ্বারদেশে অবস্থান করে।

কায়রোর ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

কায়রোর ৩০শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, কায়রো আলেকজান্দ্রিয়া এক্সপ্রেস ট্রেণে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৪৮ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং ৪১ জন আহত হইয়াছে। অনেক আহত ব্যক্তির বাঁচিবার আশা নাই। যাহারা হতাহতের সাহায্যার্থে ঐ স্থানে গিয়াছিল তাহারা মানবদেহগুলি খণ্ডবিখণ্ড অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত আছে দেখিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যায়। অনেক দেহ আর চিনিবার উপায় ছিল না। অগ্নির লেলিহান জিহ্বায় টেলিগ্রাফের তার জ্বলিয়া যায়। ফলে সংবাদ আদান প্রদানেরও কোন উপায় ছিল না।

স্পেনের সর্ব্বত্র পূর্ণ হরতাল

গত ১লা মে তারিখে স্পেনের সর্ব্বত্র জাতীয় দিবস প্রতিপালনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আনা সরকারী ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, কোন বিজলী বাতির কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক ও অন্য যেখানে নিযুক্ত শ্রমিক ছাড়া আর সমস্ত শ্রমিকই পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিবে।

মাদ্রাজ এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সহরে কোন প্রকার যান বাহন চলাচল করিবে না কোনও সংবাদপত্রই ১লা মে তারিখে প্রকাশিত হইবে না কেপ রেঁাদোরা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ থাকিবে।

জার্ম্মাণ নেতার কারাদণ্ড

জার্ম্মাণ জাতীয় দলের নেতা ডাঃ গোবেল আদালত অবমাননার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন; বিচারে তাঁহার প্রতি এক মাস কারাদণ্ড এবং ১৫০৲ মার্ক অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

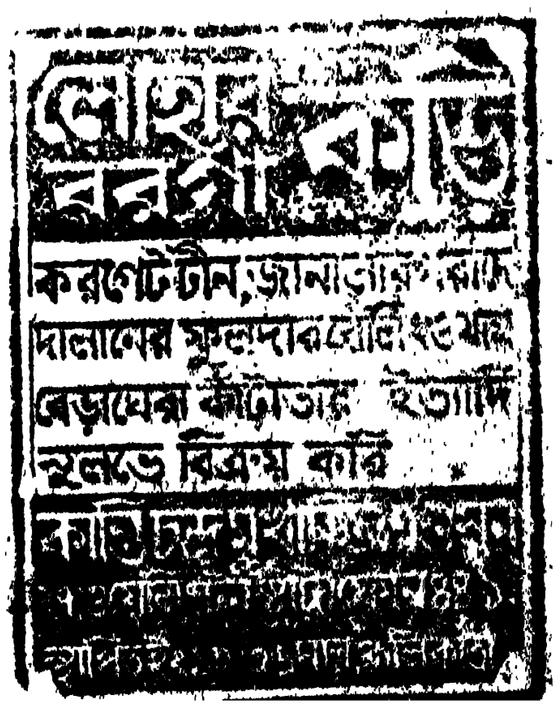

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ২২শে বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ৫ই মে ১৯৩১

নানা

দিনদুপুরে টাকা লুট

গুলীর আঘাতে একজন আহত

গত ১লা মে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় এক ভীষণ সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। যখন জেলা স্কুলের চাপরাশী ২১০০ শত টাকার নোট কোমরে বাঁধিয়া ও ১৩৫৲ টাকা পূর্ণ একটী ব্যাগ লইয়া সদর ঘাটস্থ ব্রাহ্ম মন্দিরের নিকট দিয়া যাইতেছিল তখন দুইটী যুবক চাপরাশীকে আক্রমণ করে।

প্রকাশ, একটী যুবক চাপরাশীকে লাঠিদ্বারা আঘাত করে ও হস্তস্থিত ব্যাগটি ছিনাইয়া লইয়া যায়। ডকের এক কর্ম্মচারী ষ্টিমার কারখানা হইতে ঘটনাস্থলে আসিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোরা হয়; ফলে তাহার বাম বাহুতে সামান্য আঘাত লাগে।

টাকা ও ৫টি টোটাসহ লোকসকল তাহাদের এক জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে। তাহার সঙ্গীর এখনও কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ই, আই, রেলপথের শ্রমিক-সংখ্যা হ্রাস

ই, আই, রেলপথের শ্রমিক সংখ্যা হ্রাস করা হইতেছে। প্রকাশ, কেবল [illegible] বিভাগে প্রায় ১ হাজার শ্রমিককে [illegible]য়াছে। উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগকে পদচ্যুত করা হইতেছে। [illegible] পর্য্যন্ত কার্য্যে [illegible] জন টিকিট কালেক্টরকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। কর্ম্মচ্যুতির নোটীশ গ্রহণ জন্য বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিল। দানাপুরে রেলপথের সমুদয় শ্রমিকগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা ট্রেড য়ুনিয়নের নেতাদিগের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রকাশ, ই, আই, রেলপথের শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুত বি, সি, মিত্র সাহায্যের জন্য শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু, ডাক্তার মদ্রেনো, কর্ণেল গিডনী ও অন্যান্য শ্রমিক নেতাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। দানাপুরে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে।

টাকা

ই, আই, রেলপথের শ্রমিক সংখ্যা হ্রাস

নকল কনষ্টেবলের কাণ্ড

স্কুল বিতাড়িত ছাত্রগণ ও শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত

৫০ খানি গৃহ ভস্মীভূত

ধান্য ব্যবসায়ীর শোচনীয় মৃত্যু

চিড়িয়াখানায় চুরি

বাঙ্গালার রাজনীতিক বন্দীদের তালিকা

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

নকল কনষ্টেবলের কাণ্ড

মহাসুখ দোবে নকল কনষ্টেবল সাজিয়া পুলিশের গুপ্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন লইয়া ট্রামে বেড়াইতেছিল। দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার প্রতি ২৫৲ অর্থদণ্ড হইয়াছে।

বিদ্রোহীদের প্রতি আক্রমণ

৩ জন হত, একজন আহত

থায়াইটমাইও নামক স্থানে সরকারী সৈন্যগণ বিদ্রোহীদের এক শিবির আক্রমণ করিলে, ৩ শত বিদ্রোহী তাহাদের সম্মুখীন হয়। বিদ্রোহীদের ৩ জন নিহত ও একজন আহত হইয়াছে।

উহার পূর্ব্বে ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে এপ্রিল তারিখে পুলিস বাহিনী হেনজাদা জিলায় বিদ্রোহীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের কতককে হতাহত ও বন্দী করিয়াছে। বিদ্রোহিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

অন্যান্য কয়েকটি জিলা হইতে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলযোগের মীমাংসা

ছাত্রদের ক্ষমা প্রার্থনা

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলযোগের সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়াছে।

আইন-শিক্ষার্থী ছাত্রগণ তাহাদের আচরণের জন্য ভাইস চ্যান্সেলারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন; তাঁহারা ক্ষতি পূরণের জন্য অর্থ প্রদান করিতেও সম্মতি প্রকাশ করেন।

ছুটী হওয়ায় ছাত্রগণ চলিয়া যাইতেছেন। যে যে বিষয়ের প্রশ্নপত্র প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, সেই সেই বিষয়ে পুনরায় পরীক্ষা প্রদানের জন্য আগামী ১লা জুলাই তারিখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা [illegible] হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা [illegible] আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। চন্দ্রপ্রভা বটিকা—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন [illegible], মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি [illegible] আশু ফলপ্রদ।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মতুর বটিকা—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুষঙ্গিক সেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহাগার পীল

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারী

মদন মঞ্জরী

বটিকায় গল্প ও বাতুলিকায়, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাপোরা, বুক বড় ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাত্মারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাজীকরণ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মপরিশাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৩ বটী ১৲ এক টাকা।

রায়বৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও বহুভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্র

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাব

শ্রীনাম-মায়াপুর, ৩রা ত্রিবিক্রম ৪।

অশ্মসার

'অশ্মসার' শব্দের অর্থ প্রস্তরবৎ কঠিন। ব্যবহারি[illegible] জগতে বিভিন্ন স্থানে উহার ব্যবহার দৃষ্ট হ[illegible]। যাঁহা[illegible] সঙ্গীতজ্ঞ, তাঁহারা সঙ্গীত বিদ্যারই বহুমানন ক[illegible] তাহাতে কাহারও স্বাভাবিক অরুচি দেখিতে পা'ন, তবে তাঁহারা বলেন,—সঙ্গীত অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই, ইহাতে যাহার হৃদয় গলে না, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষাণ-হৃদয়।

যদি কোন ব্যক্তি সংসারে মমতাশূন্য হ'ন, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়া সংসার ত্যাগ করেন, আত্মীয় স্বজনের কাতরক্রন্দনে যদি তাঁহার হৃদয় বিগলিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকেও লোকে অশ্মসারহৃদয় বলিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত (২।৩।২৪) বলিতেছেন,—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

উপরিউক্ত শ্লোকোক্তির পূর্ব্বে আরও কতিপয় শ্লোক উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীশৌনক ঋষি হরি-জনহীন ব্যক্তির বাহ্য অঙ্গসকলের নিন্দা করিয়াছেন। যথা

যাহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুক্কুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তির কর্ণপুটে ভূরিগুণসম্পন্ন ভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ না করে, তাহার কর্ণরন্ধ্রদ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র।

যে জিহ্বা ভগবানের বিক্রমের কথা কীর্ত্তন না করে, সেই জিহ্বা অসতী স্ত্রী বা বারবনিতার ন্যায় নিজপতি হৃষীকেশের গুণ কীর্ত্তন না করিয়া নানাবিধ গ্রাম্যকথার কীর্ত্তন করে এবং তদ্দ্বারা ভেকজিহ্বার ন্যায় কোলাহল করিয়া কেবল (নিজশত্রু) কালসর্পসদৃশ মৃত্যুকে আহ্বান করে।

যে সকল পুরুষের নয়ন শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহ দর্শন না করে, তাহাদের নেত্র ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় নিজ নিজ উদ্ধারের পথ দর্শন করিতে না পারিয়া ঐসকল ব্যক্তিকে সংসাররূপ কণ্টক-ক্ষেত্রেই পাতিত করে।

যে সকলমনুষ্যের পদদ্বয় শ্রীহরির লীলাভূমি বা তীর্থসমূহে বিচরণ না করে, তাহাদের পদসমূহ বৃক্ষতুল্য স্থাবর। উহা যমদূতের কুঠারের দ্বারা ছিন্ন হইয়া থাকে।

যেব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মৃক্ষণ না করে, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও তাহার অঙ্গ প্রেতশরীরের ন্যায় সাধুগণকে ভয় করিয়া থাকে। তাহার হস্তকৃত পরিচর্য্যাদি ভগবান্ গ্রহণ করেন না এবং যেমনুষ্য শ্রীহরির শ্রীচরণ-সংলগ্ন তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ [illegible] আনন্দিত না হয় সেব্যক্তি নিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মৃতক[illegible]

বাহ্য অঙ্গসমূহের নিন্দা করিয়া এক্ষণে অভ্যন্তরের নিন্দা করিতেছেন,—অনর্থমুক্ত পুরুষের নাম-গ্রহণমাত্রে নামাধুর্য্য অনুভূত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্লক্ষণ হৃদয়বিকার ও বাহ্যলক্ষণ অশ্রুপুলকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু বহুবার শ্রীহরিনামগ্রহণ-সত্ত্বেও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, রোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না এবং নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না তাহার হৃদয় পাষাণসদৃশ কঠিন। সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নামাপরাধী। সর্ব্বশক্তিমান্ নাম দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষাণ-মধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। [illegible] সকল প্রতিবন্ধকদ্বারা হৃদয়বিকার প্রতিহত হয়।

নামাপরাধীর চিত্ত লৌহসদৃশ কঠিন। সুতরাং হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াও উহা দ্রবীভূত হয় না। যদিও কাহারও হরিনামশ্রবণাদিতে বাহ্য লক্ষণ অশ্রুপুলকাদি দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐসকল অশ্রুপুলকাদি যে সকল সময়েই চিত্তদ্রবতার প্রকাশ হইবে, তাহা বলা যায় না। শ্রীল রূপগোস্বামী বলেন, কতকগুলি লোক স্বভাবপিচ্ছিল-চক্ষু অর্থাৎ তাহারা এত ভাবপ্রবণ দুর্ব্বলহৃদয় যে, সহজেই তাহাদের চক্ষে জল আসে তাহারা সামান্য একটু সুখ বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে অধীর হইয়া পড়ে এবং তখনই তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুপতন হইয়া থাকে। এইরূপ অশ্রুপতনাদির মূলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নাই।

কেহ কেহ আবার 'ভাবুক' বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কৃত্রিম অভ্যাসদ্বারা অশ্রু ও রোমাঞ্চ আয়ত্ত করিয়া থাকেন কীর্ত্তন করিতে করিতে দর দর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে সর্ব্বাঙ্গে কম্প-পুলকাদি দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু কীর্ত্তন ভঙ্গ হয় নাই অথবা সুরতালেরও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না।—এইরূপ অশ্রুপাতনাদির মূলে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাকাম ছাড়া আর কিছুই নাই।

সুতরাং অশ্রুপুলকই যে সর্ব্বদা ভাবের লক্ষণ, তাহা বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু দেখা যায় যে, অতি গম্ভীর মহানুভব ভক্তগণের চিত্ত হরিনাম কীর্ত্তনে দ্রবীভূত হইলেও বাহিরে অশ্রুপুলকাদি প্রকাশিত হয় না। অতএব বাহিরে অশ্রুপুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিগলিত না হয়, তাহাই পাষাণসদৃশ কঠিন—অশ্মসার।

উন্নতি না অবনতি

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গৌরবস্ফীত অনেকেরই বিশ্বাস যে, ধন-বিজ্ঞান, শিল্প বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রচুর গবেষণাফলে আধুনিক জগতে যে প্রকার অভ্যুদয়পূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ইহার দ্বারা পৃথিবী অনন্ত সম্পদ্শালিনী হইয়াছে এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির দ্বারা মনুষ্যজাতির সর্ব্ববিধ অভাব দূরীভূত করিয়া অদূর ভবিষ্যতে ধরণীকে স্বর্গপুরীর প্রাচুর্য্যতায় পরিপূর্ণ করা যাইবে। পার্থিব উন্নতিকামী জড়শক্তির উপাসকগণ তাহাদের উদ্দেশ্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উক্ত কার্য্যে আত্মনিবেদন করিয়াছেন।

যদিও জড়বিজ্ঞানের গবেষণাগারে নব নব বিজ্ঞানকলার সূক্ষ্মারিক্রিয়ায় তাহাদের দূরদর্শন শক্তি প্রশংসনীয় তথাপি যথার্থ সুবৈজ্ঞানিক, একান্ত সুসূক্ষ্ম-দিব্যদর্শনযুক্ত মহাজনের বিচারে ঐ প্রকার মনোধর্ম্ম চালিত উপকার-চেষ্টাও মানব জাতিকে অধঃপাতিত করিবারই অসচ্চেষ্টা মাত্র। যেহেতু তাহারা সমগ্র বিজ্ঞান-গরিমার শিরোদেশে সর্ব্বাধীশ্বর শ্রীঅচ্যুতদেবের [illegible] পদ্মযুগল [illegible] করে নাই। 'এক' বা[illegible] বহু সংখ্যক বৃহদাকার শূন্য প্রয়োগেও সংখ্যার [illegible] অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ শ্রীহরিসম্বন্ধবিবর্জ্জিত, আধ্যক্ষিক বিচারসম্ভূত কল্পনার নন্দনকাননও কোনও এক অনিশ্চিত মুহূর্ত্তের ভীষণ অধঃপতনেরই পূর্ব্বাভাস মাত্র। অবিশুদ্ধবুদ্ধি অক্ষজজ্ঞানিগণ তাহাদের জড়াভিযানের দ্বারা বিশ্বপতির সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক তদুপরি অচেতনের অনিত্য বিজয় কেতন সংরোপিত করিতে চাহে। সর্ব্বকারণের কারণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা তাহাদের স্বীকার্য্য নয়। বহুবিধ ভোগৈষণা [illegible] আগতিক উন্নতির নামে ভয়াবহ অবনতিরই [illegible]? অবরোহপন্থীর গতি সম্বন্ধে সাত্বতশাস্ত্র কীর্ত্তন করিতেছেন—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত
যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অনেকেরই বদ্ধমূলসংস্কার যে, জাগতিক চেষ্টাসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করা যায় না ভগবদ্ভজনকারী আবার কিরূপে তাহার অখিল চেষ্টা ভগবানের সেবার্থে নিয়োজিত করেন?

ভাগবতীয় নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের উপাসকগণ কাহাকেও সমুদ[illegible] ক্রিয়া রোধ করিয়া কুযোগিগণের বৈভব বর করিতে পরামর্শ দেন না। ভগবৎসেবাসম্বন্ধীয় বলি[illegible]র মহতী কর্ম্ম-প্রচেষ্টা নিত্য ও অবিনশ্বর ভক্তিফল প্রদান করিয়া থাকে। "নিখিল বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত, নিখিল দর্শন, প্রাণিজগতের সর্ব্ববিধ প্রয়াস পরম সত্য বস্তু শ্রীরাধা-মাধবের পদারবিন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া সেবা-বিজ্ঞানের পরমৌজ্জ্বল্য বিধান করুক্—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছামূলা ভেদনীতি পরিহার করিয়া নিখিল সাধনা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-প্রদ কল্যাণকল্পতরুর সুশীতলছায়াতলে বিশ্রাম লাভ করিয়া মহৎসাম্যের প্রত্যক্ পথের প্রগতির গীতি গান করুক্।"—সভ্যতাভিমানী ভোগাসক্ত জগতের প্রতি ইহাই কারুণ্যাব[illegible] শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ননিগ্রহ আচার্য্যদেবের মহামঙ্গল বাণী।

বহিঃপ্রজ্ঞাসম্পন্ন অভ্যুদয় কর্ম্মিগণ শুধু ক্ষণিকের প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন, অনিত্য দেহ ও মনের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিসংবদ্ধ। তাই অবিনশ্বর অমর আত্মার অনুসন্ধান আধুনিক সভ্য সমাজের কৃত্য নহে। 'কল্যাণ বর্ত্তমানকে [illegible]প্রদ সাফল্যের দ্বারা জয়যুক্ত কর, ভবিষ্যতের অপ্রীতিপ্রদ চিন্তার কোনও আবশ্যকতা নাই'—এই প্রকার বহির্ম্মুখ রুচিদুষ্টা ভাবধারা বর্ত্তমান মনুষ্যজাতির সংশয়াকুল চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। তজ্জন্যই আজ সু-উচ্চ সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত মানবমণ্ডলী—[illegible] অশান্তিমতিবিশিষ্ট। হায়! কলির কি প্রভাব! অবিচিন্ত্য [illegible] প্রকারান্তরে পশুধর্ম্মেই অবস্থিত হইয়া জড়ীয় উন্নতির জয়-দুন্দুভি বাজাইতেছে। যে ধ্বংসশীল অক্ষজ উন্নতির উচ্চ সোপান, রাবণের সিঁড়ির ন্যায় অচিরেই ধূলিসাৎ হইবে, তাহার গর্ব্ব করার পূর্ব্বে ইতিবৃত্তের অমূল্যগাথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য নয় কি? প্রাচীন গ্রীস্ ও মিশরের সভ্যতা এবং সুপুরাতন ক্রীট দ্বীপের মায়ারাজ্যের বৈজ্ঞানিক অভ্যুদয় সৌধও জড়-বাদের ভিত্তির উপরেই গ্রথিত ছিল। শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী জনসমাজ পরমার্থবিজ্ঞানবিদ্ বৈষ্ণবাচার্য্যবরের পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই মানবজাতি

...ক্তিক মঙ্গলদায়ক ... ...রি প্রেরণা পাইবে ... কৃষ্ণ ও কার্ক সেবার ... নবসভ্যতার পরমোৎকৃষ্ট পরিণতি। ইহার ... আচরণ করিলে মানবের অপূর্ণ-জ্ঞান-প্রসূত সভ্যতার ... তম বিকাশ ও জড়শক্তি বা মা...-শক্তির (নিরর্থক আস্ফালনের) কপর্দ্দকমূল্যহীনতাই প্রতিপন্ন করিবে।

প্রতিজ্ঞাপালন

যাঁহাদের ধারণা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম আমাদের দেশকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলিয়াছে, তাঁহাদিগকে গঙ্গা বংশীয় উৎকল সম্রাট্ প্রতাপরুদ্রের জীবনী পাঠ করিয়া স্বীয় ভ্রম অপনোদন করিতে বলি। আমরা তাঁহার জীবনী লিখিতে বসি নাই—কেবলমাত্র তাঁহার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পর্ক-সম্বন্ধে কিঞ্চিদ্ আলোচনা করিব।

একদিন মহারাজ প্রতাপরুদ্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "আমি শুনিলাম যে আপনার গৃহে গৌড়দেশ হইতে সমাগত এক মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন; তিনি নাকি মহাকৃপাময়, আপনাকে বহু কৃপা করিয়াছেন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাকে তাঁহার দর্শন লাভ করাইবেন"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সমস্তই সত্য, কিন্তু আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভবপর নহে। তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, নির্জ্জনে অবস্থান করেন, স্বপ্নেও রাজদর্শন করেন না, তথাপি কোনও উপায়ে তাঁহার দর্শন লাভ করাইবার ব্যবস্থা ক'রিতাম কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন, "তিনি জগন্নাথ ছাড়িয়া গমন করিলেন কেন?" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—মহান্তের এই এক লীলা—

"তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থ ভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥
বৈষ্ণবের হয় এই এক স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহো জীব নহেন, হ'ন স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীব নহেন, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তথাপি প্রচ্ছন্নরূপে ভক্তাবতার হইয়া ভক্তের স্বভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তাঁহাকে যাইতে দিলেন কেন? তাঁহার পায়ে ধরিয়া, যত্ন করিয়া রাখিলেন না কেন?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্র ঈশ্বর, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কাহারও অধীন নহেন। তথাপি তাঁহাকে এখানে রাখিবার জন্য মহাযত্ন করিয়াছি; কিন্তু ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতার, তাঁহাকে রাখিতে পারি নাই।"

রাজা বলিলেন, "আপনি বিজ্ঞ, আপনি যখন তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিতেছেন, তখন আমিও তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিলাম। মহাজনবাক্যে বিশ্বাসেই রাজার মঙ্গল ও ভক্ত্যুদয় হইল। তিনি আরও বলিলেন, "তিনি পুনরায় এখানে আসিলে একবার তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া নয়ন সফল করিব।"

শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে ফিরিয়া আসিলে রাজা তাঁহার রাজধানী কটক হইতে প্রভুদর্শনাভিলাষে পুরী আগমন করিয়া সার্ব্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন, "আমি মহাপ্রভুকে অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি রাজদর্শন করিতে সম্মত হইলেন না। আমি পুনরায় নিবেদন করিলে তিনি শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইবেন।"

প্রতাপরুদ্র সাধারণ লোক ছিলেন না, তাঁহার প্রতাপে দুর্জ্জয় যবনগণও তাঁহার প্রতি বন্ধুভাব দেখাইতে বাধ্য হইত। যখন তিনি ধারণা করিলেন যে, এক প্রতাপরুদ্র ভিন্ন সমস্ত জগৎকে প্রভু ধন্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন প্রতাপরুদ্রও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া, তাঁহার সেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইবেন। তিনি বলিলেন,—

"তাঁর প্রতিজ্ঞা—মোরে না করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ,—সব অকারণ॥

সার্ব্বভৌম রাজার এ'ভাব কখনও দেখেন নাই; তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন:-

"মহারাজ, আপনি বিজ্ঞ হইবেন না, আপনার প্রতি প্রভু নিশ্চই প্রসন্ন হইবেন, কারণ তিনি ভক্তবৎসলী।"

অবশেষে পরামর্শ হইল যে রথযাত্রার দিন, যখন মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া রথের অগ্রে নৃত্য করিয়া প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিবেন সেই সময় রাজা ছদ্মবেশে বাস পথাধ্যায় পড়িতে পড়িতে একলা সেখানে যাইয়া মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিবেন কারণ সেসময় প্রভুর বাহ্যজ্ঞান থাকিবে না এবং কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নৈসর্গস্থানে আলিঙ্গন করিবেন।

পরে প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে জানাইলেন যে, পরীক্ষা না হইলে তিনি রাজা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা চুক্তি অবলম্বন করিবেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দ চিন্তিত হইয়া মহাপ্রভুকে সেই কথা বলিলে তিনি বাহ্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের সকলেরই যদি এই ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমাকে কটকে লইয়া গিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত কর। পরমার্থ দূরে যাইবে, লোকে নিন্দা করিবে। বাহিরের লোকের কথা নাই থাকুক, দামোদরই আমাকে ভৎর্সনা করিবে। শুধু তোমাদের আজ্ঞায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না, যদি তোমরা বলিতে বল, তাহা হইলেই আমি প্রভুর এই বাক্যে অনেক গূঢ় অর্থ আছে, এই সন্ন্যাসের ইতিবৃত্ত হইতেও তাহা বাগ্দণ্ড অনেক গুরু, ... অযোগ্য, এই কথায় দামোদরের এই প্রকৃতি ... হইবে।

অবশেষে স্থির হইল যে ... প্রভুর একখানি বহির্বাস দেওয়া হইবে। প্রতাপরুদ্র সেই বস্ত্র পূজা করিবেন। তিনি সেই বস্ত্রখণ্ডকে প্রভুর সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিবেন।

পরে রামানন্দ রায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রতাপরুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

প্রভু কহে, "আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে স্ত্রীদর্শন হয় বাসি॥"

রায় বলিলেন যে মহারাজ পরম বৈষ্ণব। প্রভু উত্তর করিলেন:-

যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান।
তাঁহারে মলিন হৈলে এক রাজা নাম॥

পিতা ও পুত্র এক বলিয়া অবশেষে প্রভু রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

জগন্নাথের রথযাত্রার সময় রাজা সম্মার্জ্জনী হস্তে সেবা করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা করিলেন এবং রাজাকে তাঁহার স্বরূপ জ্ঞাপন করিলেন। কাশীমিশ্র ও সার্ব্বভৌম রাজার প্রতি প্রভুর কৃপা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

পরে নৃত্য করিতে করিতে প্রভু রাজার অগ্রে পতনোন্মুখ হওয়ায় রাজা তাঁ'কে ধারণ করিলেন, তখন তাঁহার বাহ্য দশা ফিরিয়া আসায় তিনি রাজস্পর্শ হওয়ার জন্য ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজার ভয় হইল, সর্ব্বভৌম তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন যে—

তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন।
তোমা লক্ষ্য করি' শিখায়েন নিজগণ॥

নৃত্য ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু সমুদ্রতীর উপবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি প্রেমাবেশে পড়িয়া রহিলেন। মহাপাত্র প্রতাপরুদ্রদেব একাকী বৈষ্ণববেশ ধারণপূর্ব্বক ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া কৃপা করিলেন। এইরূপে ভগবান্ ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

আমার গোড়ায়ই গলদ

(শ্রীযুক্তা সরোজ ... দেবী)

(১)

শৈশবের পর একবিন্দু প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে করিতে কি যেন একটা বিষয় অবশিষ্ট আমার মনের মধ্যে লাগিয়াই আছে, যার জন্য আমি কিছুমাত্র সুখ, বা সুস্থও উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। সেটী কি? বিচার করিয়া দেখিলাম, অভাব। বিশেষ অভাব নয় অভাবের অভাব। এই অভাবের অভাব ... অত্যধিক লাভ করিয়াছি, তাহার ... কারণ আমার। যে অটল আমার অধিকার ক'রিয়াছে।

অভাবের যন্ত্রণা দূরীকৃত হউক, প্রকৃত' অভাবের কোন সন্ধান করিতে সচেষ্ট বা কুণ্ঠিত নহি, আমি ভুলেই ভুল করিয়া বসে আছি। আমার চিত্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাবে, সেখানে পাপ-রাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া ... এবং ... অভাবের সঞ্চিত ধনবিশেষ। ... সেখানে সৌরভ ... সৌন্দর্য্যের, সেখানের নাম অশ্রদ্ধা। ঐ অহমিকার মূর্ত্তি ভাণ্ডারী আমি, তজ্জন্যই শ্রদ্ধা দেবীর আমার বড় দুর্ভিক্ষ।

সাধু, গুরু এবং ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করিবার যে, তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে ভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় করিবার ত' উপায়ই নাই; তাঁহাকে বাদ দিয়া সাধন-ভজনও দাম্ভিকতা ভিন্ন আর কিছু নহে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃসাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
অতোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামমং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

মনঃশিক্ষায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধা দেবীর গুণ গাই,
যাঁর কৃপা ভক্তি দিতে পারে।

মহাপ্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, শ্রদ্ধা শব্দে শাস্ত্রে কহে সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতএব সাধু, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে যাহার এক বিন্দুও বিশ্বাসই হইল না, তাহার আর কি করিয়া সাধন ভজনের প্রয়াস! মূলে আমার

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

হর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পর্শরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, [illegible] পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—[illegible] অচিন্ত্যাত্ম-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের [illegible] —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকা দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপার পথ, শ্রীমতী [illegible], শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ [illegible] ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় [illegible] বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৬০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার [illegible] বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও জীব—বদ্ধ ও মুক্ত [illegible] অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, [illegible] বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি [illegible] নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের [illegible] কণ্ঠে ধারণযোগ্য [illegible] পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি [illegible] প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—[illegible]—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি [illegible] অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি [illegible] কাগজে বোঝা বুকালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি [illegible] একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] বিস্তৃত ভূমিকা ও [illegible] সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে [illegible] একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুলভ বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান [illegible] থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-[illegible] গ্রন্থ [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] মহাদেব মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার [illegible], কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ [illegible]। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে [illegible] ভাষায় মহাপ্রভুর [illegible] ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। [illegible] বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর [illegible]; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির [illegible] সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্রয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য [illegible] লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অন্য [illegible] ও ভগবৎ সেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। এই সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতামৃত একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

ওঁ রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

জীবনগ্রন্থ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা [illegible] আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবধূর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঔবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র-

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীক্ষেমপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কপাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

৫০ খানি গৃহ ভস্মীভূত

গত ৩০শে এপ্রিল অপরাহ্নে আগুন লাগিয়া সাগরপলি গ্রামের ৫০ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। অগ্নি নির্ব্বাপনের বহুবিধ চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণ ডেপুটী কমিশনারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত ২রা মে উল্টাডাঙ্গা ও দমদম জংসনের মধ্যে এক ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। জনৈক মুসলমান রেল লাইনের উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিতেছিল, সেই সময় একখানি ট্রেণ আসিয়া পড়ায় সে ট্রেণ চাপা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে। লোকটির নাম ধাম কিছুই জানা যায় নাই।

বাঙ্গলার রাজনীতিক বন্দীদের তালিকা

রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে করাচী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কমিটীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তীকে বাঙ্গালার যে সমস্ত দণ্ডিত ও বিচারাধীন রাজনীতিক বন্দী এখনও জেলে আছেন, তাঁহাদের তালিকা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তদনুসারে তিনি প্রথম তালিকা বোম্বাইয়ে মিঃ নরম্যানের নিকট পাঠাইয়াছেন। উহাতে রাজবন্দী এবং হিংসামূলক কার্য্য ও ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে দণ্ডিত ও বিচারাধীন বন্দিসহ রাজনীতিক বন্দীদের মোট সংখ্যা ৬ শত ৫৩। ৬ জন বন্দীর অপর এক ক্ষুদ্র তালিকা আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলতরামের নিকট পাঠান হইয়াছে। ঐ বন্দিগণ রাজদ্রোহ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে নাম মাত্র হিংসার অভিযোগে দণ্ডিত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা সন্ধি সর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত। এখনও বন্দীদের সংখ্যা সংগ্রহ করা হইতেছে; সুতরাং তালিকা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

চিড়িয়াখানায় চুরি

আলিপুর চিড়িয়াখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে চুরি করিবার চেষ্টার অভিযোগে বলাই লাস্কর ধরা পড়ে। পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার প্রতি তিন মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বহরমপুর জেলে রাজবন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘট

বহরমপুর জেলে শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বেঙ্গল অর্ডিনান্সের বন্দীরা প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া অনশন ধর্ম্মঘট করিতেছেন। সংবাদটির সত্যতা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। অনশনের কারণ অজ্ঞাত।

স্কুলবিতাড়িত ছাত্রগণ ও শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত

জে, এম, সেনগুপ্ত দার্জ্জিলিংয়ে লাটের সহিত আলোচনার কালে শিক্ষা বিভাগের সার্কুলার প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত সার্কুলারে রাজনীতিক কার্য্যের জন্য বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত ছাত্রগণকে পুনরায় ভর্ত্তি করিবার পূর্ব্বে তাহাদের এবং অভিভাবকদের প্রতিশ্রুতি দাবী করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত চট্টগ্রাম হইতে এক টেলিগ্রাম করিয়া লাটকে ঐ বিষয় স্মরণ করাইয়া দেন।

উহার উত্তরে লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তকে জানাইয়াছেন যে এক মাস পূর্ব্বে উক্ত সার্কুলার প্রত্যাহৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রচলিত আদেশ অনুযায়ী কেবল ছাত্রগণকে তাহারা যে বিদ্যালয়ে পুনরায় ভর্ত্তি করিবে, উহার নিয়ম-প্রণালী পালনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে হইবে।

রেঙ্গুণে বিদ্রোহীদের সহিত সংঘর্ষ বহু হতাহত

গত ২৭শে এপ্রিল একদল পুলিশ হেন জাদায় নয়জন বিদ্রোহীর সম্মুখীন হয়। একজন বিদ্রোহী ধৃত হয় এবং আর একজন আত্মসমর্পণ করে।

২৮শে এপ্রিল কাইঞ্চার নিকট এক দল বাহিনীর সহিত ৩০ জন বিদ্রোহীর সংঘর্ষ হয়। ফলে ৬ জন বিদ্রোহী নিহত, দুইজন ধৃত ও বহু আহত হয়। বহুদা ও ইউনিফরম লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং বহু সম্পত্তি উদ্ধার করা হইয়াছে।

বহু স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে বিদ্রোহী চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অপর জেলাসমূহে প্রবেশ করিতেছে। টাইকির ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গত ২৯শে এপ্রিল কোথায়ার নিকট এক বিদ্রোহীর শিবির আক্রমণ করিয়া দুইজন বিদ্রোহীকে নিহত করিয়াছেন ও একটী বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছেন।

আরও অনেক জেলা হইতে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

প্রবঞ্চনার চেষ্টায় আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন

চাঁদ বুক ডিপোর পক্ষের উকিল শ্রীযুক্ত রাভোর কুমার লাহিড়ী রঘুনাথ তেওয়ারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ৪২০৫১১ ধারানুসারে (প্রবঞ্চনার চেষ্টা) জোড়াসাগানের অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, কে, বিশ্বাসের কোর্টে মামলা রুজু করিয়াছেন। অভিযোগ, আসামী নিজেকে চাঁদপুর বুক ডিপোর মালিক বলিয়া পরিচয় দিয়া কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের নিকট উক্ত ডিপোর যে সিকিউরিটীর টাকা জমা আছে তাহা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আসামী পূর্ব্বে উক্ত ডিপোর একজন কর্ম্মচারী ছিল, এক্ষণে ১৯৫।১ নং হ্যারিসন রোডস্থ ভারতী পুস্তকালয়ের মালিক।

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন। আসামী নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়াছে।

আগামী ৯ই মে পুনরায় শুনানী হইবে।

উটাকামণ্ডে লর্ড উইলিংডন

প্রকাশ, বড়লাট লর্ড উইলিংডন আগামী আগষ্ট মাসে সস্ত্রীক উটকামণ্ডে যাইবেন।

আদালতে "বিবেকানন্দ"

বিবেকানন্দ" ওরফে এস, সি, মিত্রকে গোয়েন্দা পুলিশ আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সোপর্দ্দ করে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে ইউরোপীয় ভদ্র ও ভদ্রমহিলাদের নামে কুৎসাপূর্ণ চিঠিপত্র প্রেরণ করিত ও তাহাদের মধ্যে অবৈধ প্রণয় আছে বলিয়া প্রচার করিত।

আসামী বর্ণনায় বলে যে, বোকা বানানই তাহার পেশা। বড় বড় হোটেলে এইরূপ করা হইয়া থাকে সুতরাং তাহার কোনও দুষ্টবুদ্ধি নাই।

পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ১০৭ ধারা অনুযায়ী ১ বৎসর জন্য একশত টাকার দুইটী জামীন মুচলেকা দিতে আদেশ দিয়াছেন, অন্যথায় তাহাকে এক বৎসর সশ্রম কারাবাস করিতে হইবে।

[illegible] শোচনীয় মৃত্যু

টঙ্গিবাড়ী পুলিশ থানার এলেকাধীন [illegible]নগর খেলার মাঠের নিকটেই মঙ্গলবার সকালবেলা মস্তক বিহীন এক মৃতদেহ দেখা যায়। প্রথমতঃ মৃত দেহের কোন [illegible]ই করা যায় নাই।

পুলিশ সংবাদ পাইয়াই ঘটনাস্থলে গমন করে, পরে মৃতব্যক্তির স্ত্রী ঐ মৃতদেহ [illegible]নাক্ত করে। পার্শ্ববর্ত্তী বন্দেগাঁও নিবাসী জনৈক মুসলমান ধনী ধান্য ব্যবসায়ীরই [illegible] মৃতদেহ। উক্ত ব্যবসায়ী তাহার পরিদারগণের নিকট হইতে টাকা আদায় [illegible] বাহির হইয়াছিল। পরে যখন সে [illegible] প্রত্যাবর্ত্তন করে তখন এই দুর্ঘটনা হয়। তাহার নিকট হইতে টাকা লুট করিবার জন্যই তাহাকে খুন করা হইয়াছে, কারণ তাহার নিকট টাকার থলিয়াটী পাওয়া যায় নাই।

এ সম্পর্কে জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা [illegible] নাই কিম্বা মৃতদেহের মস্তকটিও পাওয়া যায় নাই।

পরলোকে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য এস. সি. সাহানি

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য এবং ডি, জে, সিন্ধু কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এম, সি, সাহানি গত ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় মারা গিয়াছেন। বহু দিবস হইতেই তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন।

এই নিদারুণ মৃত্যুসংবাদে যাবতীয় বিদ্যালয়সমূহই বন্ধ হইয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলন

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বাঁকুড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে যোগদান করিতে ৩০শে এপ্রিল পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়া সম্মিলনের মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয়। জেলার সকল [illegible] কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মিলনের প্রতিনিধিগণ স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং উপস্থিত বহু সংখ্যক মহিলা তাঁহাকে "বন্দেমাতরম" অন্যান্য জাতীয় ধ্বনিধারা সাদর অভ্যর্থনা আনান।

স্বরাজ পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, হস্তী এবং অন্যান্য সাজ সজ্জা সহ শোভাযাত্রা মণ্ডপে আসিয়া শেষ হইলে সুভাষচন্দ্র সমবেত নরনারীকে অভ্যর্থনার জন্য বিনীত ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন—যে সময়টুকুর জন্য সংগ্রাম স্থগিত আছে, সে সময়ের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবেন না।

সন্ধ্যায় তিনি সম্মিলনে বক্তৃতা [illegible]।

"প্রবাসী"
টেলি— —
সত্যমেব জয়তে

Reg No C 1314

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

কাগজের হার
অগ্রিম দেয়।
সাধারণ ৫৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নমুনা
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র অবাধ-প্রচার—কলিকাতা কার্য্যালয় ৩৫ নং বেনিয়াটোলা লেন

খণ্ড] ১৯শ বর্ষ—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৫ কৃষ্ণনগর ৩রা বৈশাখ বুধবার ১৩৪৮, ১৬ই এপ্রিল ১৯৪১

নানা কথা

মাদ্রাজে শ্রীযুত সেনগুপ্ত

মাদ্রাজে শ্রীযুত সেনগুপ্ত

গত ২রা মে প্রাতে শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত মাদ্রাজের সেন্ট্রাল ষ্টেশনে উপনীত হইলে 'সেনগুপ্ত জিন্দেবাদ, 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির সহিত তাঁহাকে বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। শতাধিক হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রীযুত সেনগুপ্তকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়। অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে জামাল মহম্মদ, এ রঙ্গ স্বামী আয়াঙ্গার, এস সত্যমূর্ত্তি, রামদাস পন্টুলু, কে ভাষ্যম মুদলিয়ার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল, তদুপরি তিনি শ্রীযুত প্রকাশের সহিত অবস্থান করিয়াছেন। সন্ধ্যায় কেরল রাষ্ট্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার উদ্দেশ্যে বঙ্গাগরা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

সেনগুপ্তের বক্তৃতা

স্বামীর স্বাস্থ্য কাগজের জন্য যে নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে, শ্রীযুত সেনগুপ্ত মাদ্রাজে পৌঁছিয়াই সেই বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট লোকের সমাগম হইয়াছিল। এই সম্পর্কে তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, এক সম্প্রদায় লোকের ধারণা জাতীয় ভাব প্রচার করিয়া কোন কাগজ আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করিতে পারে না। এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। অতঃপর তিনি এই সম্পর্কে আর কয়েকটি কথা বলিয়া বলেন, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। কতকগুলি কাগজ ধর্ম্মিক সম্প্রদায়ের প্রচারে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে।

মাদ্রাজে শ্রীযুত সেনগুপ্ত

সোনেভাগণ প্যাগোডায় নবনির্ম্মিত চূড়া

নিখিল বঙ্গনারী সম্মেলন

আলবার্টহলে ডাঃ মুঞ্জের বক্তৃতা

শিক্ষা পদ্ধতির রূপ

কলিকাতায় মে দিবস উৎসব

বরিশালে ডাকাতি

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

অভিনন্দন পত্র প্রদান

অতঃপর অন্ধ্র জিলা কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে শ্রীযুত সেনগুপ্তকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছে।

খড়্গপুরে সম্বর্দ্ধনা

মাদ্রাজের পথে খড়্গপুর ষ্টেশনে শ্রীযুত সেনগুপ্তকে বিরাট ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে ষ্টেশনে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রকাশ প্রায় ৫০০ শত মহিলাও শ্রীযুত সেনগুপ্তকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুত সেনগুপ্ত সমবেত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য কথার আলোচনা করেন। এই সম্পর্কে তিনি তাঁহাদিগকে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া খদ্দর ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন। হিন্দু মুসলমানের একতা সম্বন্ধে তিনি বলেন, এই একতা দার্শনিক স্বরাজ আনয়ন করা শুধু কইসাধ্য নহে অসম্ভব। তাঁহারা এই দিকে অবহিত হওয়া সকলের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। অতঃপর তিনি বলেন, আমেদাবাদ মিলের শ্রমিকদিগের ধারণা — কংগ্রেস কতিপয় ধনাঢ্য লোকের প্রতিষ্ঠান। এই ধারণা ভুল। মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস যে স্বরাজের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, সে স্বরাজ দরিদ্রের স্বরাজ —বড় লোকের স্বরাজ নহে।

সর্ব্বভারতীয় অব্রাহ্মণ কংগ্রেস

পুণায় সর্ব্ব ভারতীয় অব্রাহ্মণ কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার অধিবেশন হয়। স্যার ব, পি, পাত্র গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া শাসন সংস্কার, সম্প্রদায়, জাতিদের সমস্যা, আর্থিক সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

বরিশালে ডাকাতী

বরিশাল জিলা স্কুলের চাপরাশীর যে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে সেই সম্পর্কে বি, এম কলেজের ছাত্র ননী পাকড়াশী, সুশীল আইচ ও প্রেমাংশু দাশ গুপ্তকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে হাজির করিয়াছিল তাহাদিগের প্রতি হাজতবাসের আদেশ হইয়াছে।

ঢাকায় জাতীয় পতাকা দিবস

গত ২৬শে এপ্রিল বৈকালে ঢাকা কর্পোরেশন পার্কে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম শাস্ত্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

[illegible]

১। চন্দ্রপ্রভা বটিকা— [illegible]

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা [illegible]

৩। মন্ত্র বটিকা— [illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

[illegible], কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible] মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, [illegible] ৷৴০ আনা [illegible] ১৴০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

মদন মঞ্জরী

[illegible] মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মধুমেহ ... [illegible]"

[illegible] মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নদোষ [illegible] বটিকা"

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible], কোম্পানী

১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, [illegible] গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

শিশুশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

স্নায়ু ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা এতাবৎ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, প্রদর, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ইত্যাদি প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক অলিউমন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ [illegible] পাওয়া যাইতেছে যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কড়েপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ প্রেস [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীমায়াপুর—২৩শে বৈশাখ বুধবার—১৩৩৮

য়িক প্রসঙ্গ

নদীয়ার সুযোগ্য পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুহ মহাশয় তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে কতিপয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। সুতরাং শিক্ষাবিভাগে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তিনি গত ২৭শে এপ্রিল শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সিটিটিউট পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা সানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

—Visited the Thakur Bhakti-Vinode Institute to-day. The school is barely a month old and class x is yet to be formed. The number on the rolls is 166, out of which about half belong to the moslem community. This is satisfactory. There are three graduates on the staff and the second Pandit is a Mahammadan. The Head Master Sj. Bhakti Pradip Tirtha Maharaj is an erudite scholar and a saintly character. He has proved his mettle in this line of his choice elsewhere for quite a number of years. I am glad that such a man has been placed at the helm of the School. For it is really the helmsman that often saves a boat from foundering.

The sponsors of the Institute, I am told, intend to impart to the boys moral and religious instruction as part of the daily curriculum of studies. This is meant to be a safe-guard against boys going astray. Vocational training, too, will follow suit, in due course. And it is vocational education that is the crying need of the hour.

What lends an additional charm to the school is the salubrious climate of the place. In fact it seems to me to be the one spot in this part of the country like an oasis in a desert—that is free from the scourge of malaria.

Under such happy auspices this infant institution will, I doubt not, one day and that at no distant future, be a model of its kind and serve as an example for others to follow. If morning shows the day, success of the school is assured.

Sd/—Hem Chandra Guha
Supdt. of Post Offices
Nadia Division
Camp—Sree Mayapur
Dated the 27th April, 1931.

অনুবাদ—আমি অদ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট পরিদর্শন করিয়াছি। স্কুলটীর আয়ুঃ এখনও একমাস পূর্ণ হয় নাই এবং এখনও ১০ম শ্রেণী (ফার্ষ্ট ক্লাশ) খুলিবার বাকী আছে। ইহার মধ্যেই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১৬৬ জন হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ছাত্রই মুসলমান, ইহা সন্তোষ জনক। শিক্ষকগণের মধ্যে ৩ জন গ্রাজুয়েট এবং দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় মুসলমান। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ একজন দেব-চরিত্র, সুশিক্ষ মনীষী। তিনি পূর্ব্বে অনেক বৎসর এই কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া এই কার্য্যে তাঁহার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি এই প্রকার ব্যক্তিকে স্কুলের কর্ণধাররূপে নিযুক্ত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কারণ, অধিকাংশ স্থলে কর্ণধারই তরীকে সলিল-সমাধি হইতে রক্ষা করেন।

আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, স্কুলের ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃপক্ষগণ দৈনন্দিন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রকার শিক্ষাপ্রণালী বালকদিগকে বিপথগমন হইতে রক্ষা করিবে। কাল-ক্রমে ব্যবসায়োপযোগী শিক্ষাও এই বিদ্যালয়ে অনুসৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রকার শিক্ষারই বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে।

বিদ্যালয়টী আরও একটী বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাহা এই যে, যে-স্থানে বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা অতীব স্বাস্থ্যকর। আমার বিবেচনায় ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত নদীয়া জেলার মধ্যে এই স্থানটী মরুভূমির মধ্যস্থ ওয়েসিসের (উর্ব্বরভূমির) সদৃশ অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার করাল কবল হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত।

এইরূপ শুভ লক্ষণে এই নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টী যে অনতিবিলম্বেই আদর্শবিদ্যালয়ের রূপে পরিণত এবং অপরাপর বিদ্যালয়ের আদর্শস্থল হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রারম্ভই ভবিষ্যতের অবস্থা-জ্ঞাপক; সুতরাং এই বিদ্যালয়টীর সাফল্য সুনিশ্চিত।

স্বাক্ষর—হেমচন্দ্র গুহ
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পোষ্ট অফিসেস্
নদীয়া ডিভিসন্
শ্রীমায়াপুর
তারিখ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৩১

শোক-শাতন

(ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম)

অনেক স্থান হইতেই বিসূচিকা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। তত্তৎ স্থানের অধিবাসিগণের মধ্যে কেহ পুত্রের শোকে, কেহ কন্যার শোকে, কেহ পিতার শোকে, কেহ মাতার শোকে, কেহ ভ্রাতার শোকে, কেহ ভগিনীর শোকে, কেহ স্বামীর শোকে, কেহ স্ত্রীর শোকে, কেহ বা একাধিক স্বজনের শোকে অধীর হইয়া কাতর-ক্রন্দন-রোলে চতুর্দ্দিক বিষাদ-কালিমায় লিপ্ত করিতেছে।

কেহ ব্যথার ব্যথী সাজিয়া দুই চারিটী সান্ত্বনা-বাক্য প্রয়োগ দ্বারা শোকানল আরও বৃদ্ধি করিতেছে। সুতরাং ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস আরও ঊর্দ্ধদেশে প্রধাবিত হইতেছে। মৃতব্যক্তি স্বজনের সুখ-শান্তির জন্য যে-সকল ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা শোককারীর স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিয়া তাহাকে আরও মুহ্যমান করিতেছে। ঐ সকল উপকার আর না পাইবার চিন্তা হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া কালসর্পের ন্যায় পুনঃ পুনঃ দংশন করিতেছে। কোন কোন প্রচ্ছন্ন শত্রু মিত্রের বেষে আগমন করিয়া মৃতব্যক্তির গুণাবলী কীর্ত্তন করত শোককারীর শোক সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিতেছে।

এই যে শোকাগ্নি সহস্র সহস্র শিখায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, ইহা প্রশমনের উপায় কি? অনেকেই হয় ত' বলিবেন, সময় আসিলে উহা আপনিই নির্ব্বাপিত হইবে, উহার জন্য চিন্তা না করিয়া মহামারী যাহাতে ধ্বংস হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের ভোগ্যা (?) এই বসুন্ধরা হইতে মহামারীকে চিতাড়িত করিবার নিমিত্ত কর্ম্মিগণ অনন্তকাল যাবৎ কত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, কত যত্ন করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। এই দুরারোগ্য ব্যাধি কিছুতেই জগৎ ত্যাগ করিয়া যাইবে না; কর্ম্মবাসনার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে উহা থাকিবেই। তাহা হইলে কি মানব অনন্তকাল শোকজ্বালায় জর্জ্জরিত হইবে? তাহার ভাগ্যে কি শান্তি নাই; দুঃখভোগের নিমিত্তই কি তাহার সংসারে আগমন? এই প্রশ্নের উত্তর ত' অনেকেই দিতেছেন, কিন্তু পাশের নম্বর ত' তাঁহাদের কেহই পাইতেছেন না, কারণ তাঁহাদের উত্তর সমীচীন হইতেছে না, তাঁহাদের চঞ্চল মনের ছাঁচে গড়া, আধ্যক্ষিকজ্ঞানের অর্থপুস্তক-লব্ধ উত্তর বিশ্লেষণে (Experiment) অশ্ব-ডিম্বত্ব প্রাপ্ত হইতেছে।

যোগ-শোক-জরা-মৃত্যুপ্রপীড়িত প্রাণি-গণের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ অভিন্ন-ভগবৎকলেবর শ্রীমদ্ভাগবতই উপরিউক্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিয়াছেন; ঐ প্রশ্নের উত্তর ভবরোগ-মহৌষধ প্রয়োগ দ্বারা মানবগণকে নিত্য, শাশ্বত, নিরবচ্ছিন্ন শান্তির রাজ্যে উত্তোলনার্থই অহৈতুক-কৃপাময় পুরাণরাজের প্রণয়ে প্রকট-লীলা। আসুন পাঠক মহোদয়গণ, আমরা নিষ্কপট-আর্ত্তি-দর্শনীসহ ভব-রোগ বৈদ্যরাজের চরণে প্রণত হই এবং দেখি, তিনি শোক-শান্তির কি ব্যবস্থা প্রদান করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—"ভাই, তুমি যাহার জন্য শোক করিতেছ, সে ত' নয়র

কোন পদার্থ নহে ; সে যে বস্তু, তাহা ত' তোমার দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই, সে যে জিনিষ আশ্রয় করিয়া তোমার নিকট ছিল, তাহার সেই নশ্বর শরীরটী ত' এখনও তোমার নিকট রহিয়াছে ; তুমি ত' তাহার এই শরীর ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাও নাই. তবে তুমি শোক করিতেছ কেন ? এই শরীরটীকে সংরক্ষণ করিলেই ত' তুমি যাহাকে আত্মীয় ভাবিয়াছিলে, সে তোমার নিকট রহিল।

তুমি হয় ত' বলিবে,—এই শরীর ত' পচিয়া যাইবে ; কিন্তু ভাই, এই বৈজ্ঞানিক যুগে তুমি ত' রসায়নশাস্ত্রের সাহায্যে তোমার জীবন কাল পর্য্যন্ত এই জিনিষটীকে তোমার নিকট রাখিতে পার, কিন্তু ভাই, তুমি তাহা ইচ্ছা কর না। কারণ যদিও এই শরীরের প্রতিই তোমার মমতা ছিল, সেই মমতার মূলীভূত কারণ, এই শরীর চলিয়া ফিরিয়া তোমার সুখ-সুবিধার জন্য অনেক কার্য্য করিতে পারিত ; কিন্তু এখন তাহা করিতে পারিতেছ না, তাই তোমার এই শরীরের প্রতি আদর নাই ; তবে যদিও তুমি এই শরীরের শরীরীকে দেখিতে পাও নাই, তথাপি সে তোমার জন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছে, সেই স্মৃতি তোমাকে শোকাভিভূত করিতেছে। তোমার শোকের মূলীভূত কারণ, যে জিনিষ তোমার নহে, সেই জিনিষকেই তুমি তোমার বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছ।

যে জিনিষ চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর পাইবার উপায় নাই ; সুতরাং তাহার জন্য শোক করা বৃথা, কারণ তাহাতে কোন উপকার ত' হইবেই না, বরং শোকাঘাতে তোমার শরীরটীও নষ্ট হইবে। সুতরাং শোক পরিত্যাগ করাই পণ্ডিত-ব্যক্তির উচিত,—এই শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত নীতিশাস্ত্র তোমাকে বলিতেছেন,—

নষ্টে মৃতে অতিক্রান্তে নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ
পণ্ডিতানান্তু মূর্খানাং বিশেষোঽয়ং যতঃ স্মৃতঃ ॥

কিন্তু এই উপদেশে তোমার শোকজ্বালা নির্ব্বাপিত হইতেছে না ; কারণ তোমার মনকে তুমি বশীভূত করিতে পারিতেছ না সে প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার শোকাগ্নির ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দিতেছে। ভাই, যদি শোকের জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, যদি কখনও আর দুঃখভোগ করিতে না চাও, যদি সর্ব্বক্ষণ শান্তিসাগরে ভাসমান থাকিতে চাও, যদি তোমার ন্যায় সন্তপ্ত সকলকেই শোকাদির কবল হইতে উদ্ধার করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে তোমার পরিচয়, যাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ, তাহার পরিচয় এবং তাহার সহিত তোমার প্রকৃত সম্বন্ধ জানিতে হইবে। তাহা হইলে জগদ্বাসী সকলেরই পরিচয় তুমি জানিতে পারিবে এবং এই পরিচয় পরিজ্ঞাত হইলে তোমার শোক আপনা হইতেই দূরে পলায়ন করিবে। কারণ এই পরিচয়ের জ্ঞানাভাবে শোক তোমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে।

যে তুমি শোক করিতেছ, সেই 'তুমি কে?' সর্ব্বাগ্রে তাহার বিচার করা যাউক। তুমি তোমার শরীরটী নহ, কারণ তোমার মৃত্যুর পর তোমার শরীরটী যখন ধরাশায়ী থাকিবে, তখন যদি ঐ মৃতদেহের সম্মুখে তোমার ঐ দেহের সম্পর্কে যাহারা স্বজন, এরূপ সহস্র ব্যক্তিরও মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে উহা এক বিন্দুও শোক করিবে না—একটুও অশ্রুপাত করিবে না। তোমার ভিতরে যাঁহার অবস্থিতির নিমিত্ত তুমি এখন চলাফেরা করিতেছ, বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছ, তিনি জীবাত্মা। এই জীবাত্মা নিত্য, সুতরাং তাঁহার জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই নাই।

পরম করুণাময় পরমেশ্বর জীবকে একটী স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। এই স্বতন্ত্র ইচ্ছার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার তাঁহার আয়ত্ত ; তিনি ইচ্ছা করিলে ইহার সদ্ব্যবহার দ্বারা নিত্যকাল অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরশ্রান্তিপ্রদ সেবা-সুখ লাভ পারেন, অথবা অসদ্ব্যবহারের ফলে নিজে সেবার আসন গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কর্ম্মজগতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। যখন কর্ম্মজগতে প্রবিষ্ট হ'ন, তখন কর্ম্ম তাঁহাকে নানাযোনিতে পরিভ্রমণ করায়।

যে প্রকার ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য সুবর্ণাদিবস্তু কখনও পুরুষের নিকট, কখনও স্ত্রীলোকের নিকট, কখনও হিন্দুর নিকট, কখনও মুসলমানের নিকট, কখনও খৃষ্টানের নিকট, কখনও ব্রাহ্মণের নিকট, কখনও ক্ষত্রিয়ের নিকট, কখনও বৈশ্যের নিকট, কখনও শূদ্রের নিকট, কখনও রাজার নিকট, কখনও প্রজার নিকট, কখনও ধনীর নিকট, কখনও নির্ধনের নিকট গমন করে, সেই প্রকার কর্ম্মফল-বাধ্য জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মফলে দেবতা-নর-পশু-পক্ষী-তির্য্যগাদি যোনি পরিভ্রমণ করিয়া কখনও পুরুষ দেহ, কখনও বা স্ত্রীদেহ লাভ করে এবং কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও খৃষ্টান, কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও বৈশ্য, কখনও শূদ্র, কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও ধনী, কখনও দরিদ্র, কখনও পশু, কখনও পক্ষী, কখনও মৎস্য, কখনও কীট, কখনও পতঙ্গ ইত্যাদি নানা অবস্থায় নানা প্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। এই অনাদি সংসার-প্রবাহে পতিত হইয়া কয়েক দিনের জন্য এই বদ্ধজীব অন্য বদ্ধজীবের সহিত বন্ধু, বিবাহাদি দ্বারা সম্বন্ধীভূত জ্ঞাতি, শত্রু, মিত্র এবং শত্রু ও মিত্র ব্যতিরিক্ত মধ্যস্থ প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপন করে। কিন্তু যাহাকে পুত্র বলিয়া চুম্বন করা যাইতেছে, মৃত্যুর পর সে স্বীয় কর্ম্মবশে কোন যোনি প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার সহিত ইহ জন্মের পিত্রভিমানীর আর কোনও জন্মে দেখা হইবে কি না সন্দেহ। যদিও বা কর্ম্মের বেড়াজালে সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে কি সম্বন্ধে সাক্ষাৎকার হইবে, তাহারও ঠিক নাই।

ইহ জন্মেও দেখা যাইতেছে, যাঁহার সহিত তোমার কোনও দিনের আলাপ ছিল না, [illegible] দিন প্রথম আলাপ হইতেই দৈহিক সম্পর্কে উভয়ে উভয়কেই বড় আপনার জন বলিয়া আলিঙ্গন করিলে। তোমার ভার্য্যার জীবনট্রেণ তাহার গন্তব্য ষ্টেসনে পৌঁছিল, অমনি তিনি তোমাকে ছাড়িয়া চলিলেন। তাঁহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কয় দিনের ভাই ?

জন্মান্তরের কথা বাদ দিয়া ইহ জন্মেও যে এক জীবের সহিত অন্য জীবের সম্বন্ধ নিতান্ত অনিত্য, তাহার আর একটী উদাহরণও দেখাইতেছি। ভাই ইহ জীবনে পশ্বাদি জীবের সহিত অন্য জীবের সম্বন্ধ কি নিত্য ? যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে যে কাল পর্য্যন্ত যে বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে, শুধু সেই কাল পর্য্যন্তই সেই বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-স্থাপয়িতার মমতা কেন ? সম্বন্ধ তিরোহিত হইলে আর মমতা থাকে না কেন ?

ভাই, পূর্ব্বোক্তভাবে যোনিগত সম্বন্ধযুক্ত হইলেও জীব নিত্য ; যেহেতু বস্তুতঃ দেহাদিই জন্মিয়া থাকে। জীবের জন্ম স্বীকার্য্য নহে। জীব নিরহঙ্কৃত অর্থাৎ আমি ইহার পুত্র বা কন্যা—ঈদৃশ অভিমানশূন্য। জীব কর্ম্মবশে যাবৎকাল পর্য্যন্ত যাহার সহিত যোনিগত সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে, সেই কাল পর্য্যন্তই সেই ব্যক্তির ঐ জীবের সহিত সম্বন্ধ বর্ত্তমান। মৃত্যুর পর আর সম্বন্ধ থাকে না। যিনি তোমারই ন্যায় চলন্ত ট্রেণে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং তাঁহার ভ্রমণকাল শেষ হইলে অবতরণ করিতেছেন, সেই ট্রেণের যাত্রীর জন্য এই প্রকার জড়সম্বন্ধযুক্ত হইয়া শোক করা কি বিবেকীর কার্য্য ?

জীবাত্মা—নিত্যবস্তু ; কেন না ইহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। তিনি সূক্ষ্ম অর্থাৎ জন্মাদিশূন্য এবং উৎপত্তি বা জন্মশীল দেহাদির আশ্রয়, স্বয়ংই দেহাদি নহেন। তিনি স্বতঃ-প্রকাশ-স্বরূপ এবং প্রভু বা সমর্থবান্ হইয়াও নিজ মায়াগুণে আপনাকে নানারূপে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই আত্মার কোন প্রিয় বা অপ্রিয় নাই—স্ব কিংবা পর কেহ নাই। তিনি এক অর্থাৎ সুহৃদাদিতে আসক্তিরহিত এবং হিতাহিতকারী মিত্র ও শত্রুবর্গের বিচিত্রবুদ্ধির দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী মাত্র। আত্মা সুখ বা দুঃখ অথবা কর্ম্মফল-জনিত রাজ্যাদি কিছুই গ্রহণ করেন না। তিনি কারণ ও কার্য্যের স্রষ্টা এবং দেহাদি-পারতন্ত্র্যশূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তুমি যাহাকে তোমার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত চেষ্টান্বিত, তিনি তোমার করায়ত্ত নহেন, তিনি তাঁহার কর্ম্ম-পক্ষে ভর করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। অতএব তাঁহার দেহাদির পরিত্যাগে শোক করা কিছুতেই উচিত নহে।

ভাই, অভাবের রাজ্যে স্বভাব খুঁজিয়া পাইবে না। সুতরাং জড় বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবের রাজ্যে গমন কর। স্বভাবের রাজ্যে তুমি অণুচিৎ, নিত্য সত্য এবং মুক্ত। এই রাজ্যের এক-চ্ছত্র সম্রাট্ স্বয়ং ভগবান, তিনি নিত্য, পূর্ণ, মুক্ত এবং তিনিই তোমার একমাত্র সেব্য। সুতরাং নিত্যকাল তাঁহার নিত্যসেবার অধিকারী হইতে চেষ্টা কর, সেই অধিকার পাইলে দেখিতে পাইবে, আর কেহ তোমার গলায় জন্মমরণমালা পরাইতে পারিতেছে না। আর শোকাদি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। তুমি অমৃতের সন্তান এবং অমৃত-সাগরের নব-নবায়মান শান্তি-ফেনযুক্ত ঊর্ম্মিমালায় নৃত্য করিতেছ। স্বভাবের রাজ্যে বিপ্রলম্ভভাবে কৃষ্ণান্বেষণই তোমার নিত্য স্বভাব।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৫১ সংখ্যার নদীয়া-প্রকাশ ৪র্থ পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভে ২১শ পংক্তিতে "মনের কার্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধে "মনের নিয়ামকত্বে" স্থলে "মনের সম্পাদকত্বে" হইবে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৮/০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন। শ্লোকের সাধয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংশ্লিষ্ট অভিনেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অনুপম সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিবিধ স্থানে পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিপ্রলম্ভের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ রত্নে মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অবিদ্যা ও বিদ্যার তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড [illegible]-মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি [illegible] সাধন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৲০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাধুসম্মত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সাধুবাদ সন্নিবেশিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। তাহাতে ঈশতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—নাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৸০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জবধূ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের [illegible] লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান [illegible] সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছে। [illegible] সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা [illegible] করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি [illegible] ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ।০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দসুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা। রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়ার।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে যদুভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

নিখিল বঙ্গনারী সম্মেলন

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

গত শনিবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতা টাউন হলে নিখিল বঙ্গ-মহিলা-সম্মিলনীর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী দ্বিতীয় দিনেও সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় নারীসমাগম প্রথমদিনের অনুরূপ ছিল। সভার প্রারম্ভে কুমারী শান্তি দাস 'আমি আশা করি বাঙ্গালার নারীরা তাঁহাদের প্রতিনিধির পরিচয় দিবেন' —গান্ধীজীর এই বাণী পাঠ করেন।

গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

এই সভায় ৭টি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে ৬টি প্রস্তাব সম্বন্ধে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এই সভা তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া যথাযথ ভাবে গ্রহণ করেন। ৭ম প্রস্তাব লইয়া সভায় একটু বাদানুবাদের সঞ্চার হয়। কুমারী শান্তি দাস, প্রসিদ্ধা গ্রন্থরচয়িত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, সুবক্তা শ্রীযুক্তা লীলা মিত্র, বেলঘরিয়ার খাতুন, খণ্ডড়ার শ্রীযুক্তা প্রিয়বালা দেবী, মেদিনীপুরের নিগৃহীতা মহিলা শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী ও হাওড়ার শ্রীযুক্তা বাসন্তী মজুমদার প্রভৃতি মহিলারা প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১ম প্রস্তাবে নির্য্যাতিতা নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, দ্বিতীয় প্রস্তাবে বীরত্বর্পণ, তৃতীয় প্রস্তাবে বন্দীদের মুক্তির দাবী, চতুর্থ প্রস্তাবে দেশের সমুদয় প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে নারীদিগের ও পুরুষদিগের তুল্য নির্ব্বাচনাধিকারদাবী, পঞ্চম প্রস্তাবে স্বতন্ত্রনির্ব্বাচনের নিন্দা করা হইয়াছে এবং ৬ষ্ঠ প্রস্তাবে নারী জাতির প্রগতি-বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই ষষ্ঠ আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া তদ্বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে।

১। সেবিকাদল গঠন। এই দল সত্যাগ্রহ প্রচার বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ, চরকা প্রচলন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

২। ব্যায়াম ও সাহিত্য চর্চ্চার জন্য ক্লাব বা আখড়া স্থাপন।

এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত ৭ জন সদস্যকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করা হইয়াছে।

সপ্তম প্রস্তাব—

সপ্তম প্রস্তাবে বলা হয় যে সাম্প্রদায়িক কলহ ভারতের কলঙ্কবিশেষ সুতরাং জাতির মধ্য হইতে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করিতে হইলে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও আদান প্রদান আবশ্যক এবং তাহার সম্ভব করিতে হইলে ১। অস্পৃশ্যতা নিবারণ ২। জাতিভেদ দূরীকরণ। ৩। ভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত বিবাহে বাধা না দেওয়া। ৪। ভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নরনারীর সহিত একত্র আহার।

দুই দলে বাদানুবাদ

এই শেষোক্ত প্রস্তাব অবলম্বনে সভায় বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। গোঁড়াদলের পক্ষে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও নবদলের পক্ষে কুমারী শান্তিদাস এই বাদানুবাদে যোগদান করেন।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের বন্ধন স্থাপিত করিলেই সাম্প্রদায়িক বিবাদের নিরাকরণ হইবে না। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলেই এই প্রকার বিবাহ যে ঘটিবে এমন কোন কথা নাই। সাম্প্রদায়িক মিলন মিটাইতে হইলে হয় হিন্দুদের ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে অথবা মুসলমানদের হিন্দু হইতে হইবে। তাহা যখন সম্ভব নহে তবে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্যও সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য দেশের কথা উল্লেখ করায় শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলেন যে, ঐসকল দেশে বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে কোন বাধা নাই। তবুও তথায় কলহের সঞ্চার হয় কেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের বিরোধের কথা উল্লেখ করেন।

কুমারী শান্তি দাস উত্তরে বলেন যে, এই প্রস্তাব বাধ্যতামূলক নহে। এতদ্দ্বারা শুধু নারীদিগকে স্বামী বাছিয়া লইবার জন্য অনুমতি দেওয়া বুঝাইতেছে। সামাজিক শাসনে থাকিয়া স্বেচ্ছাবিরুদ্ধ বিবাহবন্ধনে অনেক নারীর জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তমিশ্রণ ঘটিলে জাতি পুরুষজাতি হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ কালক্রমে অপসৃত হইতে পারে।

সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত

অতঃপর উক্ত সংশোধন প্রস্তাব ভোটে উঠিলে উহার পক্ষে ৮০ ও বিপক্ষে ৪৫টী হওয়ায় গৃহীত হয়

শেষ দিনের অধিবেশন

গত ৩রা মে রবিবার বঙ্গীয় নারী-সম্মিলনীর অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই দিবস সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী প্রাতঃ ৮টার কিছু পরেই সভামণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। এই দিবস সভার প্রারম্ভেই শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী রায় মৈমনসিংহে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের প্রতি আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়া যে প্রস্তাবটী সভানেত্রীর নিকট পাঠান হইয়াছে তাহার আলোচনা হইবে কি না, সভানেত্রীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ করিয়া কোন বিষয় আলোচনার আপত্তি জ্ঞাপন করেন। তাহাতে শ্রীযুক্তা রায় এবং আরও ৬ জন মহিলা সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই দিনের অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতি বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইনটী সমর্থন করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যে

করিবার নিমিত্ত একটী প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হয়। অতঃপর বহু বিবাহ, বি বাহবিচ্ছেদ, পর্দ্দাপ্রথা ও পণগ্রহণ প্রথার নিরোধকল্পে একটী প্রস্তাবও গৃহীত হয় কিন্তু বালবিধবাদের পুনরায় বিবাহ প্রদান চলিতে পারিবে। তৎপরে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রস্তাবটী সংশোধিত হইয়া গৃহীত হয়। স্ত্রীপুরুষের নৈতিক চরিত্রের আদর্শ সমান হওয়া বিষয়ক একটী প্রস্তাব, ঔষধ ব্যবহার ব্যতীত মদ্য ব্যবহার বন্ধ এবং বেশ্যালয় বন্ধ করার একটী প্রস্তাব, আর্থিক দিক দিয়ে নারীগণের স্বাবলম্বন সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব কংগ্রেসের দলাদলি অবসান সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব, বাঙ্গীয় ব্যবস্থাপিকার নির্দ্দেশানুসারে কাউন্সিল ও সেনেটে যথেষ্টসংখ্যক নারী প্রতিনিধির নিমিত্ত একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আগামী অধিবেশন

বঙ্গীয় নারীগণের মতপ্রকাশের আগামী অধিবেশন মেদিনীপুরে হইবে।

সোয়েডাগণ প্যাগোডায়

নবনির্ম্মিত চূড়া

গত ৩০শে এপ্রিল মহাসমারোহে সোয়েডাগণ প্যাগোডায় একটী হীরকখচিত নূতন স্বর্ণচূড়া বসান হইয়াছে এই চূড়াটি নির্ম্মাণে আট লক্ষ টাকার উপর ব্যয় পড়িয়াছে। ব্রহ্মদেশের নানাস্থান হইতে বহু লোক আসিয়াছিল।

গত বৎসর মে মাসে ভূমিকম্পে চূড়াটি নষ্ট হইয়াছিল।

আলবার্ট হলে ডাঃ মুঞ্জের বক্তৃতা

গত শনিবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতা আলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ডাঃ মুঞ্জে এই সভায় যুব আন্দোলন ও ভারতে সামরিক-শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভায় বহু নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা সঙ্কটির রূপ

পরিশেষে ডাঃ মুঞ্জে বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে একটি স্কিম রচনা করিয়াছেন। এই স্কিম তিনি ভারতের সকল প্রদেশের লোকদের নিকটে উপস্থাপিত করিবেন। তিনি বলেন যে বাঙ্গালার অভিভাবকগণ যেন দেশ বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, দেশের যুবকদিগের সামরিক শিক্ষা দেওয়ার উপযোগিতা কত বেশী।

অতঃপর সভাপতি ও বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর অতি রাত্রিতে সভাভঙ্গ হয়।

বক্তৃতা শেষে ডাঃ মুঞ্জে বলেন যে, তিনি সরকারকে জানাইবেন যাহাতে ভারতে সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন ঘটে। তিনি বাঙ্গালী যুবকদিগের লক্ষ্য করিয়া বলেন যে বাঙ্গালার যুবকরা যেন দেখাইতে প্রয়াস পান যে, তাঁহারা ইংরাজ যুবকের সহিত সৌষ্ঠবে সমকক্ষ হইতে পারেন। বাঙ্গালীরা যেন বাঙ্গালায় একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রয়াস পান। সরকার যদি অর্থ সাহায্য না করেন তাহা হইলেও যেন বাঙ্গালীরা স্বীয় উদ্যমে এখানে উক্ত প্রকার একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ জন্য অবশ্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। যে বাঙ্গালার ধনী সম্প্রদায় যাদবপুর কলেজের ন্যায় বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করা অসম্ভব নহে।

কলিকাতায় মে দিবস উৎসব

গত ১লা মে তারিখে কলিকাতায় শ্রমিকগণ কর্ত্তৃক মে দিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পুলিস উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তজ্জন্য পূর্ব্বদিন তাহারা ২০।১, হ্যারিসন রোডে বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক সঙ্ঘের অফিসে ৭ ঘণ্টাকাল খানাতল্লাস করিয়া শ্রমিকদের প্রতি যে-দিবস উৎসব পালনের অনুরোধসূচক সমস্ত ইস্তাহার লইয়া গিয়াছে শ্রমিকগণ উহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া পরদিন উৎসব পালন করে। অপরাহ্ণে বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক মিঃ আবদুল মমিনের সভাপতিত্বে ময়দানের মনুমেণ্টের নিকটে এক সভা হয়। উহাতে কলিকাতার প্রায় সমস্ত শ্রমিক সঙ্ঘ যোগদান করিয়াছিল।

Reg No C.1544

সাপ্তাহিক বসুমতী

ষষ্ঠ] সম্পাদক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী [৫৫শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ জয়তঃ ২৮শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১৯০১, ১১ই মে ১৯০১

সাপ্তাহিক মূল্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ৷৷৹
ত্রৈমাসিক ১৷৷৹
নমুনা ১৲
প্রতি সংখ্যা ৵৹

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৫৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাপ্তাহিক বসুমতী

দৈনিক বসুমতী

বিজ্ঞাপন

বসুমতী সর্ব্বত্র সকল প্রকার কলিকাতা ও মফস্বলের সংবাদপত্র

নানা কথা

ইংলণ্ডে ভূমিকম্প

গত ৩রা মে সকালে ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার সেহার যে ভিষণ কম্পন হইয়া গিয়াছে, সেরূপ কম্পন পূর্ব্ব কখনই হয় নাই বলিয়া পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে। তাহাতে হাজার হাজার নরনারী কম্পনের আঘাতে সন্ত্রস্ত হইয়া পথে ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল। প্রথমে এই কম্পনকে ভূমিকম্পের আঘাত বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সুতরাং লোকে উন্মাদের মত ধনি ছুটিয়া ও বিস্ফোরণের শব্দ রটাইতে থাকে। এই কম্পনের বেগে কেহই আঘাত পায় নাই, তবে, রাস্তাগুলি ভীত নরনারী দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং অনেক নরনারীর দেহেই অতি সামান্য গাত্রাবরণ ছিল। ঘরের চূড়াগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং দমকলের লোকেরা ঐগুলি সরাইয়া ফেলিতেছে।

পুলিশ ও বিপ্লববাদীতে লড়াই

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী জগদীশ এবং নূতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী শুকদেব দাসের সঙ্গে খালিমারবাগে পুলিশের একটা সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, পুলিশ আসামীদের অবস্থান জানিতে পারিয়া উহাদিগকে ধরিতে গেলে আসামীগণ পুলিশের প্রতি গুলী চালায় এবং পুলিশও তাহার জবাব দেয়। ফলে জগদীশ ঘটনাস্থলেই নিহত হইয়াছে এবং শুকদেব রাজ সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে। কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারীও আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শুকদেবের নিকট হইতে খালের রাজা ও মগজ ৩০৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। জগদীশ একজন রেলকর্ম্মচারী ছিল এবং শুকদেব এম-এ পাঠ্ত। উহাদিগকে ধরিয়া দিবার জন্য পুলিশ মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে।

ইংলণ্ডে ভূমিকম্প

পুলিশ ও বিপ্লব বাদীতে লড়াই

ব্রহ্মসাম্প্রদায়িক অশান্তি

লণ্ডনে লর্ড আরউইনের বিরুদ্ধে নালিশ

দারিদ্র্যের ভীষণ বিভীষিকা

সর্দ্দার প্যাটেলের নিকট গান্ধী সমিতির তার

বিদেশী পণ্য বয়কট

ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে লর্ড আরউইনের অভিমত

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ভাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

আলেকোরা-এষ্ট্রলিজিক্যাল

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীনবদ্বীপ, নদীয়া।

সর্দ্দার প্যাটেলের নিকট গান্ধী সমিতির তার

লণ্ডন হইতে গান্ধী সমিতির সম্পাদক ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সর্দ্দার প্যাটেলের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন।

লণ্ডনের গান্ধী সমিতি ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেস লীগ সকলে একমতে কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন এবং

সাম্রাজ্য সম্বন্ধে লর্ড আরউইন

লর্ড আরউইন সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলে পর সম্রাট তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। লর্ড আরউইন সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রধান মন্ত্রী উইলসন রাজ-প্রাসাদে সম্রাট সম্পতির সহিত আহার করেন।

আরউইনের প্রশংসা।

রক্ষণশীল দলের "ডেলী টেলিগ্রাফ" এবং "মর্ণিংপোষ্ট" লর্ড আরউইনের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেছেন। তবে, তাঁহারা কোন কোন অনুষ্ঠিত নীতি কার্য্যকর বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ গান্ধী তথা কংগ্রেস গান্ধী-আরউইন চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছেন না বলিয়া তাঁহারা অভিযোগ করিতেছেন। [illegible] ভাবে গান্ধী নিষেধের প্রতিও তাঁহাদের ইঙ্গিত।

ভূতপূর্ব্ব রাজা আলফান্সো।

গত ২রা মে স্পেনের ভূতপূর্ব্ব রাজা আলফান্সো এবং ডিউক অব নিউমেণ্ড এই দুই জনে মিলিয়া ছদ্মবেশে লণ্ডনে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে প্যারিস যাত্রা করিয়াছেন। উপস্থিত জনগণের মধ্যে কেহই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও স্বদেশভক্তিপূর্ণ শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা খুব খুসী হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা একত্র করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আমি তাহার কয়েক খণ্ড।

১। চন্দ্রপ্রভা বটী—ইহার নামটীও যেমন কাণে মধুর, ইহা তেমনি সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত, অল্প প্রস্রাব এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রদর রোগে, ক্ষেত ও রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ও বেদনাযুক্ত ঋতু, ইহা অতি উপকারী।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যসেবীর অভ্যাসকৃত নিদ্রাবিষয়ক উৎকট রোগে কোন রোগিক ও মানসিক পীড়াজনিত অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে ফল নিশ্চয় হইবে।

৩। মধুর বটিকা—ইহা সেবনে প্লীহা ও যকৃৎসম্বন্ধীয় রোগ ও শনীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি দুরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

প্রকৃতরূপে ১ বৎসর ব্যবহার করিলে ৬ আঃ শিশিতে যন্ত্রীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ছাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

এসেন্স

মদন মঞ্জরী

ইহার গন্ধ বড় মনোহর, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস রোগে ব্যবহারে অত্যন্ত উপকার দর্শে, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৷৷০ ফাঁ ১৲ এক টাকা।

"কমলপুষ্প সন্ধানাদ্যরিষ্ট"

পুরাতন কোষ্ঠে বারম্বার রোগ দ্বারা আক্রান্ত করিয়া থাকে। মূল্য ৫ ড্রাম ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মকপিবিলাসিনী বাটিকা"

বীর্য্যবর্দ্ধক ও সন্তোষপ্রদ স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ ফাঁ ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান আয়ুর্ব্বেদ আয়ুর্ব্বেদাশ্রম, ফেলশবাড়ী

৯ ১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১।

পিতৃপুরুষের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় বিলক্ষণ, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

শরীরে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ৸৵০ আনা। মাশুল পৃথক্

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৲ আনা। মাশুল পৃথক্

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অম্বল, পেটফাঁপা, পেটকেমোর মহৌষধ। ডিবা ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহাপকারী ও সদ্যারোগ্য। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মৃত মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া অকালে মরণ ডাকিয়া আনিতেছেন এবং নানা প্রকার রোগ, প্রমেহ পাতু দৌর্ব্বল্য, আনুষঙ্গিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হৃদ্রোগ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের যন্ত্রণা দায়ক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্ত্রীত্বতা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে কষ্টপাইয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অদ্যাপি এহবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজপুর, পার্ক-সিঁথি পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা পাই করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাসের অভিপ্রায়ানুসারে এস্, এস্, ঘোষ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বঙ্গবর্ষ ৫৫শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:*:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২৪শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দার্জ্জিলিংবাসিগণের বিশেষ আগ্রহে গত ২০শে বৈশাখ ৩রা মে রবিবার দার্জ্জিলিং মেলে দার্জ্জিলিংএ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, এম, এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তি-বিজয় প্রভৃতি।

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তি-কুসুম, শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুপাদের পাদপদ্ম সন্দর্শনার্থ রাণাঘাট ষ্টেশনে পূর্ব্বাহ্ণেই উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ রাণাঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রভুপাদের গলদেশ পুষ্পমাল্যে বিমণ্ডিত করিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণত হইলেন এবং অন্যান্য সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেসের রক্ষক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিবার বাসনায় রাণাঘাটে আসিয়া প্রভুপাদের সহিত মিলিত হ'ন।

অহৈতুক কৃপাময় বৈষ্ণবগণের কৃপার অবধি নাই। তাঁহারা নানা ছলে জীবগণের মঙ্গল বিধানের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু পাষণ্ডগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ সঞ্চয় পূর্ব্বক অনন্ত নরকের পথ প্রশস্ত করে।

অমন্দোদয়-দয়াবারিধি শ্রীল প্রভুপাদ ভ্রমণের ছলে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই গমন করিয়াছেন এবং সকল দেশেই মহাবদান্যাবতারী মহাপ্রভুর অমন্দোদয়া দয়ার কথা প্রচার করিয়া জীবমাত্রেরই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

পরিব্রাজকের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া যদি দেহ-মনোসুখ বর্দ্ধনই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তি 'পরিব্রাজক' নামের অযোগ্য। শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর 'শরদ্ভ্রাম্যতি চক্রী-গৌরপি' বলিয়া ঈদৃশ ব্যক্তির দেশ ভ্রমণের নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণে সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিয়া পরিব্রাজকের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে যে স্থানে গিয়াছেন, সর্ব্বত্রই জীবের নিঃশ্রেয়সোদয়ের জন্য শ্রীগৌরচরণচিহ্ন স্থাপন, মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি দ্বারা তত্রত্য জনগণের স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়াছেন।

আজ দার্জ্জিলিং-অধিবাসী তাঁহার পূত পাদপদ্ম-স্পর্শে ধন্য হইল। যাঁহাদের স্মরণমাত্রে জীবের অশেষবিধ মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে, তাঁহাদের পবিত্র পাদপদ্ম দর্শন-স্পর্শনাদির দ্বারা যে আরও কত মঙ্গল ঘটিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে বলিতেছেন,—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥

দার্জ্জিলিং জড়ভোগকামী ব্যক্তিগণের ভোগস্থান বলিয়া পরিচিত। গ্রীষ্মের প্রখর তাপ যখন ভোগী জীবগণকে সন্তপ্ত করে, তখন তাঁহারা দার্জ্জিলিংএ গমনপূর্ব্বক তাপনিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং তথায় বিচিত্র বিলাসে গা ভাসাইয়া ভোগানলে আরও ইন্ধন প্রয়োগ করেন। শ্রীল গোস্বামী মহারাজ আজ এই সকল ত্রিতাপ-তপ্ত ভোগকুলের ভব-তাপ-নিবারণের জন্য শ্রীহরিকথামৃতধন্যা প্রবাহিত করিয়া তাঁহাদের অশেষ মঙ্গল বিধান করিলেন।

প্রভুপাদের দার্জ্জিলিং-বিজয়ের পূর্ব্বে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারথি গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ দার্জ্জিলিংএ গমনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন—এ'সংবাদ পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই অবগত আছেন। তাঁহারা প্রভুপাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী পরম ভাগবত শ্রীযুত বিরাজমোহন ভক্তিভূষণ মহাশয় গত ১৭ই বৈশাখ ত্রয়োদশী তিথিতে তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহে সঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রবেশ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমী মহারাজ তথায় গমন করিয়াছিলেন। গভস্তিনেমী মহারাজ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের নবগৃহে প্রবেশের পর তথায় পাঠ-বক্তৃতা দ্বারা শুদ্ধভক্তের গৃহপ্রবেশ ও ভোগীর গৃহপ্রবেশ এবং গৃহস্থ ও গৃহব্রতের পার্থক্য বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বক্তৃতান্তে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ঢাকাবাসী সকলেই গভস্তিনেমী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

অশরণের শরণ

(শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবী লিখিত)

পথের ধূলায় অন্ধ কেগো,
বন্ধ কাহার পারের খেয়া ?
পাথেয়বিহীন চির তৃষাতুর
কে রয় রিক্ত পরাণ নিয়া ?
শত আশাপাশে বিবশহৃদয়
লালসা-জ্বালার রক্ততাপে,
ছয় বাঘিনীর দাপটে ডরিয়া
কে পূজে সতত 'পুণ্য পাপে' ?
আছে গতিবেগ, নাই স্থিতিভূমি
কেগো সাগরের প্রবাহাঘাতে ?
পথের পঙ্কে কে রয়েছে পড়ি'
কুটিল নিথর অমার রাতে ?
ধন-গরিমায় জাতি-বিদ্যামদে
উচ্চ মানের উচ্চ স্থলে,
আরোহী প্রবল করেছে কি ঘৃণা
সাম্যবাদের বাক্য ছলে ?
ওরে মৈত্রীর অমৃতকামি !
বুকে কি হানিয়া ছুরি
মিত্রতা নামে শত্রুর দল
করেছে কি নিঠুরালী ?
উঠাতে গেছিল অমরা পুরীতে
স্বপন-কুসুম গাঁথি,
কালঝঞ্ঝার ঘোর অট্টহাস
নেশেছে কি আশা ভাতি ?
প্রভুশক্তির মোহ-মদিরায়
স্বরাজ-তপন লভিতে গিয়া,
স্বাধীনতা-কামে কেগো পরাধীন ?
মায়ার দাস্য বরিয়া নিয়া ?
ওরে বঞ্চিত ! আয় ছুটে আয়,
বঞ্চনা যদি না লাগে ভালো।
আয়রে তৃষিত, ভাবনা-ব্যথিত,
কাম ত্যজি যদি চাহিস্ আলো॥
মিথ্যা আশার লৌহ-শৃঙ্খল
ক্ষণে ক্ষণে রোবে উঠে কি বাজি' ?
যেন, চলিতে চরণে রোধে বন্দীর
কারা-আভরণ-রাজি॥
দেবে না এগুতে, সত্য লভিতে
দীপ্ত কিরণ সহে না আঁখি।
বহু যুগ ধরি' বেঁধেছে সে নীড়,
তিমির গুহায় গুপ্ত থাকি'॥
তবু এস ওগো বিপথ-পান্থ !
হেলায় সুযোগ যায় যে বহি'
ঘনায় অদূরে আঁধিয়ার নিশা
অস্তারুণের ছটায় মোহি'॥
(হায়) চিরদিনই টানবে জড়ের টানে,
দাস হবে কি প্রভুর 'পরে রাজা ?
জাল-জঞ্জাল ভরবে শুধু ঝুলি,
এই কি তবে সত্যনিধি খোঁজা ?
বলদেবের অমিত বলরাশি
সেতো শুধু ভীরুর তরেই রয়,
বল মাগরে, কাটতে মায়ার জাল,
দৈন্যভরে কর পদাশ্রয়॥
নিজের পরে ভার রেখে নাই ফল—
চিন্তা বোঝা দে' না পায়ের পর।
অশরণের পরিত্রাণের লাগি'
(তাঁর) কমল আঁখি ঝরে নিরন্তর॥
উঠাক্ ঢেউ উছল পারাবার,
নক্র মকর ওঠেই ফোঁসি' যদি
ভয় রবে না শঙ্কাহরণ নামে
শরণ যদি লইয়ে নিরবধি॥
বড় যাঁরা, তাদের অনেক আশা—
উঠ্‌বে তারা আরো বহুদূর
পতিত মোরা, বড়ই দীন জন—
(তাই) প্রভুর কৃপা মাগি নিরন্তর॥

বাস্তব কৃপার স্বরূপ

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি-এল)

অদূরদর্শী ও স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের প্রাকৃত বিচারে 'কৃপা' শব্দের দ্বারা যাহা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, সূক্ষ্ম ও তত্ত্বদর্শিগণ কিন্তু সেই প্রকার বিচারের পক্ষপাতী নহেন। আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের বিচারে যাঁহারা তাঁহাদিগের জাগতিক কোন প্রকার সাময়িক অভাব পূরণ করিতে বা ইন্দ্রিয়তোষণ করিতে সমর্থ, তাঁহারাই কৃপালু বলিয়া পরিচিত। রোগীকে কুপথ্য, নেশাখোরকে নেশার দ্রব্যাদি যোগাইয়া দেওয়াটাই তাহাদের পক্ষে কৃপার কার্য্য বলিয়া বিবেচিত।

তত্ত্বদর্শিগণ বলেন যে, ঐরূপ কৃপা জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতা মাত্র। যদ্দ্বারা আমাদের ভাবী অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, তাহা কৃপা না অভিসম্পাত? যাহা জীবকে আপাত প্রতীয়মান মঙ্গলের আকারে প্রেয়ের পথে চালিত করিয়া পরিশেষে ঘোর অন্ধকার-কূপে এবং নিঃশ্রেয়স্ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহাকে কিপ্রকারে 'কৃপা' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে?

আমরা সাংসারিক সুখের জন্য কাঙ্গাল। তাই যিনি আমাদিগকে সংসার-সুখের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, তিনি আমাদের চক্ষে কৃপালু। কিন্তু সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথায়? এ সংসার ত' দুঃখভোগেরই স্থান, এখানে আবার সুখ কোথায়? 'সুখ' বলিয়া যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়, তাহা কেবল দুঃখেরই সাময়িক অভাব বা দুঃখেরই পূর্ব্ব সূচনা মাত্র।

এক কথায় যদ্দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় তোষণ হয়, তাহাই আমাদের নিকট 'কৃপা' বলিয়া বিবেচিত। বদ্ধজীবগণ আমাদিগকে যে কৃপা প্রদর্শনের অভিনয় দেখান, তাহা বাস্তব কৃপা নহে, উহা বঞ্চনা মাত্র। তাঁহাদিগের ঐপ্রকার চেষ্টা-দ্বারা আমাদের কোন দিন চরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। তাঁহারা নিজেরাই যখন বদ্ধ, তখন অপরকে কৃপা করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের কোথায়?

যদ্দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহাই জীবের পক্ষে বাস্তব কৃপা। সেই প্রকার বাস্তব কৃপা একমাত্র শ্রীভগবান্ ও তদীয়গণের নিকট সম্ভব। শ্রীভগবানের কৃপা দুই প্রকারে জীবের উপর বর্ষিত হয়, যথা—অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে। শ্রীভগবান্ বা তাঁহার নিজজনগণ যখন সাক্ষাৎভাবে জীবকে কৃপা করেন, সেইটাই অন্বয়ভাবে কৃপা। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া অন্বয়ভাবে তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ বা তদীয়গণের বাস্তব কৃপা না পাইলে জীবের ভব-বন্ধন ক্ষয় হওয়া দুঃসাধ্য। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মায়াদেবী শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গাশক্তি। ইনিই এই দেবীধামের রক্ষয়িত্রী। অনাদি ভগবদ্বিমুখতার ফলে জীব এই দুঃখময় ভবসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া সুখদুঃখরূপ দোলায় নিষ্পেষিত হইতে থাকে। ভগবদ্-বহির্মুখতা নষ্ট করিয়া জীবকে ভগবদ্-সুখ করিয়া দেওয়াই মায়াদেবীর তাহাকে দুঃখ যন্ত্রণা দিবার তাৎপর্য্য। বদ্ধজীব আমরা এই কারাটীকে নিষ্ঠুরতা বলিয়া থাকি। গুরুবৈষ্ণবের প্রসাদে যদি আমরা জানিতে পারি যে, ভগবদ্বিমুখতাই আমাদের যাবতীয় সাংসারিক দুঃখের মূলীভূত কারণ, তাহা হইলে মায়াদেবীর ঐপ্রকার কার্য্যকে আর নিষ্ঠুরতা বলিয়া ধারণা হয় না। জীবের চরম কল্যাণের জন্য মায়াদেবীর এ

[illegible] শ্রীভগবানের অভিসন্ধিশক্তি [illegible]

হার-গুরু বৈষ্ণবগণের কৃপা আমা[illegible] উপর নিত্যকালই বর্ষিত। আমরা কিন্তু বাস্তব কৃপা চাই না। তাঁহারা যখন আমাদিগকে কৃপা করিতে আসেন, তখন আমরা আমাদের নিত্য মঙ্গলের পথে বাধা স্বরূপ নিজেন্দ্রিয়তোষণের বাসনাকে লইয়া তাহাতে সরিয়া যাই এবং নানা প্রকার অছিলায় সাংসারিক অসুবিধা, কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট প্রভৃতি দেখাইয়া নিজেকে বঞ্চিত করিয়া থাকি। [illegible] যখন আমাদিগকে জীবের পরম পু[illegible] প্রেমধন লাভের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ [illegible] বলেন,—"বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়। বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥ বিষয়ে আবিষ্ট মন পড়হ ভাগবত। স্ত্রী পুত্র মায়াজাল এই সব কাজ॥ কৈব কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায়। বিষয় আবেশ ছাড়ি, কৃষ্ণেরে ভজয়॥"—তখন আমরা তাঁহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এবং তাঁহাদের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের ভোগানলের ইন্ধন প্রদানের সহায়তাকারী কোন গুরুক্রবকে কৃপাপ্রদাতা বলিয়া বরণ করিয়া অনন্ত নরকপথের যাত্রী হই।

গুরুবৈষ্ণবের কৃপা অহৈতুকী। বিনা-মূল্যে বিক্রীত দ্রব্যের যেমন গ্রাহকের অভাব, তেমনি গুরু বৈষ্ণবের বাস্তব কৃপা-প্রার্থীরও অভাব। আমার কৃপা চাওয়াটা কেবল কপটতা মাত্র। আমি মুখে মাত্র কৃপা-প্রার্থীর অভিনয় দেখাই, কিন্তু তাঁহারা আমাকে বাস্তব কৃপা দিতে আসিলে [illegible] উহা লইতে অনিচ্ছুক হই। আমি চাই আমার নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিকে বজায় রাখিয়া গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার পাত্র হইতে অর্থাৎ আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে আমি যাহাকে কৃপা বলিয়া ধারণা করিয়াছি, গুরু-বৈষ্ণবের দ্বারা যদি তাহার সমর্থন হয়, যে সকল কুপথ্যের প্রতি মাদৃশ ভোগগ্রস্ত ব্যক্তির রুচি, চিকিৎসকের দ্বারা সুপথ্য বলিয়া যদি তাহা সমর্থিত হয়, তবেই আমি তাঁহাকে কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। এইটাই আমার কাটতা।

গুরুবৈষ্ণবগণের ন্যায় হইয়া গুরু-বৈষ্ণবগণ আমার রুচি-সম্মত কুপথ্যের ব্যবস্থা দিয়া হিংসা করিয়া আমাকে বঞ্চনা করেন না। গুরু-বৈষ্ণবগণই বাস্তব কৃপাপ্রার্থীর [illegible] নির্দ্দোষ [illegible], অবতন্ত্র ও অমুখ [illegible] আমি, [illegible]

[illegible] শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible]

[illegible] উহা [illegible] সর্ব্বদা বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

যাহাতে অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মরণ হয়, তাহাই পরবিধি এবং একার্য্যে বিষ্ণুবিস্মরণ হয়, তাহাই সর্ব্বতোভাবে নিষেধ বিধি। যদি ইহা সর্ব্বকাল স্মরণ রাখিয়া বিচার পূর্ব্বক প্রতিকূলবিষয়ত্যাগ, সম্পূর্ণ অনুকূল বিষয় গ্রহণ, ভজনে উৎসাহ ও ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াই এই প্রকার নিশ্চয়তা, গুরুপদিষ্ট কার্য্যসম্পাদনে ধৈর্য্য; অসৎজনসঙ্গত্যাগ সাধুবৃত্তি অবলম্বন সহ 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মাকাটী পালন করিতে পারি, তবে আমার আর কিসের অভাব থাকে? হে বৈষ্ণবগণ আপনারা কৃপা করুন, যেন আমি আমার প্রধান অভাব শ্রদ্ধাদেবীকে লাভ করিতে পারি।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পুরী স্বর্গদ্বারস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যহ নিয়মিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠ-কীর্ত্তন হইতেছে। শ্রদ্ধালু ভক্তগণ ভোরে বা সন্ধ্যা ৭টার সময় মঠে আসিলে পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে পারিবেন। মাঝে কয়েক পরীক্ষার বাধা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আগত ভক্তদের বাড়ীতেও পাঠকীর্ত্তনাদি হইতেছে। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের বিনিময়ে কোনরূপ অর্থাদি গ্রহণ করেন না।

আলালনাথের রাস্তা

পুরী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ার ভাইস্-প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিশ্র বি, এল্, মহাশয়ের উদ্যোগে এবৎসর আলালনাথে যাইবার রাস্তাটীর উন্নতিসাধন হইতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমরা আশা করি, আগামী ১ বৎসরের মধ্যেই ঐ রাস্তায় বারমাসে সকল সময় মোটর গাড়ী এবং অন্যান্য যানাদি গমনাগমন করিতে পারিবে।

শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দির সংস্কার

শ্রীআলালনাথ দেবের শ্রীমন্দির সংস্কার-কার্য্যটী অর্থাভাবে প্রায় ৫ মাসকাল বন্ধ ছিল। সম্প্রতি প্রায় ১৫।১৬ দিন হইল পুনরায় কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই কার্য্যে সম্প্রতি অতি [illegible] অর্থ সংগৃহীত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। দেশবাসী সহৃদয় দানশীল ব্যক্তিগণের নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে, তাঁহারা এই কার্য্যোপলক্ষে যেন নিজ নিজ দেয় ভিক্ষা অতি শীঘ্র শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী নিম্নোক্ত শ্রীপুরুষোত্তম মঠ পুরী পোঃ (পুরী) ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন। এই অতি প্রাচীন কীর্ত্তিটী যাহাতে ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, আমরা তজ্জন্য সকলের দৃষ্টি করি।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে ও বিপাটোর সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৪৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনাচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যবর্ণের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মহাজনের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পদ্ধতি, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত।

এক টাকা মাত্র

প্রথম ও দ্বিতীয়—২ই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য [illegible]—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড [illegible]—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি [illegible]-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয় [illegible] উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় [illegible] লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অবাঁধা [illegible] টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

[illegible] শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি [illegible] শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে [illegible] সূচীসহ উৎকৃষ্ট এটিক কাগজে ব্রোঞ্জ [illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ৫৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত [illegible]—ধাম-মাহাত্ম্যের [illegible] খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী [illegible]—তাম-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ও [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য [illegible] আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচরিত

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কোনই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় রহস্যময়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। যিনি শ্রীগৌরস্বামি শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইত্যাদি ইষ্টলাভ করিয়াছেন। আধুনিক সুবিধাযুক্ত সূচী, কথামুখ ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিকৃত। এই পুস্তকে [illegible] যে মহাপ্রভুর কতিপয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য, ভোগবাদ ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ব স্থলের গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ॥৵ দশ আনা মাত্র

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল বিশ্বের বিলাস। প্রথম সংস্করণ না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিচারগুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসসহ বিশাটি অধ্যায়ে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও ভজনপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সমগ্র বঙ্গদেশে কীর্ত্তনে ও এই ভজনকারীর গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবদ্সেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইতেছেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ব্রজবিলাস প্রার্থনা প্রভৃতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গ্রন্থ পূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি বিষয়ক মধুর গীতিসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

ভূমিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শিক্ষাসূত্র

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-গীতি অনুধাবনোপযোগী শ্রীমুখস্থ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক পদের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকনাথ্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ত্তব্যাদি সদাচার-সমূহ, পদ্যানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমদ্ রাধামোহন রচিত। শ্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষিপ্ত গোপীলীলা ও মূল বৈষ্ণবসম্মত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা। (গুণগৌরত)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে যে ৫ম ধারা মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীপাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাংখ্য যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-বাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রকার নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৫৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পারবিদ্ধ পীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তি-সম্বন্ধে ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, সরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা ... উপনিষদ্-গীতা-... অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-... ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য ... স্থাপিত হইয়াছেন। এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-... ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় ... হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ ...। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ শ্রীচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্মল ভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজন-সম্মানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ও ... মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ...গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅধোক্ষজের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীমন্নাথ। সহকারী—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, সেবাপূজা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—ভক্তিভূষণ ... ব্রহ্মচারী ... এম, এ, এল।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের স্থাপিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাঁশগলা, প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীনারায়ণী ও ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

...নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা ... ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা। রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিগা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) ... প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দবর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং ...পুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা। রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী ...জী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ ...

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত ... রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দলাল।

(২৫) শ্রীচৈ...

ডুমরকণ্ডা, চিরব ... শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা ... নাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ তীর্থ দেবধরিয়া।

...বিনয় নিবেদন কাগজ গত কয়েক ... বাহির হইতেছে না। ... শীঘ্র বাংলাভাষীর ... মর্মান্তিক দুঃখিত, ... নি মাসিক আছে ... দেশের লোকের ... ঠিক সময় মত

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয়

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল

শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা ...। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ ... স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীমাধবরমণচরণপঙ্কজ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী...

হুগলী জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী

গত ৩রা মে হুগলী হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী সামড় গ্রামে হুগলী জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর পঞ্চম অধিবেশন আরম্ভ হয়। এতদর্থে একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বহুসংখ্যক শ্রমিক এবং কৃষক এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্রনীতিক চেতনা জাগাইবার উদ্দেশ্য লইয়াই অধিবেশনের উদ্যোক্তৃগণ গ্রামে এই অধিবেশনের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশেই সিদ্ধ হইয়াছে।

দারিদ্র্যের ভীষণ বিভীষিকা

বোম্বাইয়ের ৫ই মের সংবাদে প্রকাশ, রামরাও কামাতে নামে এক বেকার যুবক একখানা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া নিজ ১৪ বৎসর বয়স্কা কন্যা তারাবাঈকে ও ১১ বৎসর বয়স্কা কন্যা সুমিত্রাকে অতিরিক্ত মাত্রায় অহিফেন সেবন করাইয়া হত্যা করিয়া নিজে ছোরাদ্বারা আত্মহত্যা করে পুলিশ দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনজনকেই মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা যায় যে, অতিমাত্রায় অহিফেন প্রয়োগে মেয়ে দুইটী মারা গিয়াছে এবং কে-ছোরারদ্বারা আঘাত করিবার ফলে রামরাও [illegible] মারা গিয়াছে। একখানা চিঠি [illegible] গিয়াছে চিঠিতে এই [illegible] মর্ম্মস্পর্শী মূল বিবরণ [illegible] চিঠিতে লেখা হইয়াছে [illegible] অবস্থায় থাকিয়া [illegible] করিয়া থাকা [illegible] পরিসমাপ্তি [illegible] করিয়াই রামরাও [illegible]

শ্রীযুত সেনগুপ্ত [illegible] হস্তাসহ মিছিল

[illegible] মে শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন [illegible] কে, এফ নরীম্যানের এবং [illegible] টি, প্রকাশম দ্বিপ্রহরে কেরলে পৌঁছিলে বিপুলভাবে সংবর্দ্ধিত হ'ন। একটি বিরাট মিছিল সহকারে তাঁহাদিগকে লইয়া যাওয়া হয়। এই মিছিলের পুরোভাগে তিনটি সুসজ্জিত হস্তী গমন করিতেছিল; বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক মিছিলে যোগদান করিয়াছিল। কালিকট তালুক এবং ইউনিয়ন বোর্ডসমূহও স্থানীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে নেতৃবর্গকে মানপত্রের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করা হয়।

অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুত সেনগুপ্ত বলেন, কংগ্রেসের শক্তিরোধ করিতে পারে, এমন কাহারও ক্ষমতা নাই। গবর্ণমেণ্টকে কংগ্রেসের নিকট পরিহার স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেস নিরস্ত হইবে না।

ব্রহ্মে সাম্প্রদায়িক অশান্তি

গত শুক্রবার রাত্রিতে মৌংমাতে ব্রহ্মবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনজন ভারতবাসী নিহত এবং ৭ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। প্রকাশ, ঐ গ্রামের ব্রহ্মদেশবাসী মোড়ল গুলী চালায় এবং তাহার অনুচরগণ ভারতবাসীদিগকে দা লইয়া আক্রমণ করে। ভারতবাসীরা ইট পাটকেল ছুঁড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করে। মোড়লকে ধৃত করা হইয়াছে। [illegible] বাসিন্দাগণ রোমান ক্যাথলিকদের [illegible] প্রকাশ, এই সব ভারতীয় পরিবার যখন গীর্জ্জার ঘরে যাইতেছিল, অতিরিক্ত গরমে একটি সদ্যজাত শিশু পথে মারা যায়। পরদিন শিশুটির মাতাও মারা গিয়াছে।

বিদেশী পণ্য বয়কট

মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই কংগ্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি বুলেটিনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন, যুদ্ধস্থগিতের চুক্তি অনুসারে কেবল মাত্র বৃটিশ পণ্য সম্পর্কে বয়কট নহে, সমস্ত প্রকার বিদেশ পণ্যের বিরুদ্ধেই [illegible] হইবে। বৃটিশ পণ্যের মতই তীব্রভাবে জাপানী ও ইটালীর যন্ত্র সমূহও বয়কট করিতে হইবে। মদ্য এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্যও বর্জ্জন করিতে হইবে।

লণ্ডনে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও লর্ড আরউইন

লর্ড আরউইনের সঙ্গের এক ট্রেণেই শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে অবতরণ করেন। "রয়টারের" প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন, এ সময়ে আমি ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ কোন কথা বলিতে চাই না। পূর্ব্ব আফ্রিকা সম্পর্কে যে কমিটী বসিয়াছে, তাহার নিকট সাক্ষ্য দিতেই আমি লণ্ডনে আসিয়াছি। কোন তারিখে আমার জবানবন্দী হইবে, তাহা এখনও আমি জানি না। সুতরাং আমি কতদিন লণ্ডনে থাকিব, বলিতে পারি না।

রয়াল এক্সচেঞ্জে সভা

লণ্ডনের রয়াল এক্সচেঞ্জে সভা করিবার জন্য বস্ত্র ব্যবসায়িবৃন্দ যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা ঐ এক্সচেঞ্জের ডাইরেক্টরগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

ভ্রাতৃ হত্যার জন্য আট বৎসর

কুমুদলাল পাল নামে চুচুড়ার চণ্ডীতলার একজন মধ্য বয়সী লোক হুগলীর দায়রা জজের এজলাসে তাহার বড় ভ্রাতা, বাবু সুবলচন্দ্র পালকে হত্যা করার অপরাধে আট বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ভ্রাতাদের মধ্যে খুব অসদ্ভাব ছিল। ঘটনার দিন সন্ধ্যার পরে কুমুদ বাড়ীর স্ত্রীলোকদের সামনে বসিয়াই মদ খাইতেছিল। সুবল আপত্তি করিলে কুমুদ একখানা কাটারী কুড়াইয়া লইয়া মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর বহু অনুনয় সত্ত্বেও তাহাকে কোপাইয়া খুন করে।

লণ্ডনে লর্ড আরউইনের বিরাট সম্বর্দ্ধনা

গত ২রা মে লর্ড ও লেডি আরউইন লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। একটি বিশেষ প্লাটফর্ম্ম প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তথায় সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে লর্ড ডার্নমোর উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই লর্ড আরউইনের পুত্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর লর্ড আরউইনকে একে একে প্রায় ৫০০ লোকের সহিত করমর্দ্দন করিতে হয়। ষ্টেশনে আর যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সস্ত্রীক মিঃ বলডুইন, সার জন সাইমন, লর্ড [illegible], কর্ণেল আমেরি, সস্ত্রীক লর্ড হেলসহাম, সার অতুল চ্যাটার্জ্জী, মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন, মিঃ ওয়েজউড বেন, মিঃ টমার্স, মিঃ টম সো প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঘন ঘন আনন্দধ্বনির মধ্যে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া লর্ড ও লেডি আরউইন ষ্টেশন পরিত্যাগ করেন। লণ্ডনে কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া ৪ঠা তারিখে তাঁহারা ইয়র্ক সায়ারে লর্ড আরউইনের ৯২ বৎসর বয়স্ক পিতা লর্ড হ্যালিফাক্সের সহিত দেখা করিয়া

ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে লর্ড আরউইনের অভিমত

রেল ষ্টেশনেই "রয়টার" এর একজন প্রতিনিধি, লর্ড আরউইনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট লর্ড আরউইন বলেন, একথা সত্য যে, ভারতের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। তবে এখনও যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে। এগুলি অতিক্রম করিতে যে বেগ পাইতে হইবে না, এমন নয়, তবে শেষ পর্য্যন্ত এই বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতেই হইবে।

"আমি এবং আমার পত্নী মনে করি যে, আমাদের মন এখনও অনেকটা ভারতবর্ষেই রহিয়াছে। কেননা ভারতবর্ষে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আমাদের বন্ধুত্ব হইয়াছিল তাঁহারা সাহায্য সহানুভূতি দ্বারা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। আমরা কিছুতেই তাঁহাদের কথা ভুলিতে পারিব না।

"আমার ধারণা এই যে, ধৈর্য্য শুভেচ্ছা, সুস্পষ্ট চিন্তাধারা সমস্ত বিঘ্নই দূর হইতে পারে। আমি আরও আশা করি, ভারত ও বৃটেনের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রকৃত অর্থ যাঁহারা বুঝেন এবং বার বার এই চেষ্টা বিফল হওয়ার কারণ যাঁহারা উপলব্ধি করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিবেন।"

টাইম্ এর মন্তব্য

লর্ড আরউইনের স্বদেশ আগমন উপলক্ষে "টাইমস" সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, লর্ড আরউইন যে কাজ করিয়াছেন তাহার কথা বৃটেনের অধিবাসীরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে।

লর্ড আরউইন বৃটেনের সমস্ত অধিবাসীকে তাহার কার্য্যের কথা ভাল করিয়া জানাইবার বন্দোবস্ত করেন নাই; তাই সকল কথা না জানিয়া বিগত কয়েক সপ্তাহকাল বৃটেনের অধিবাসীরা লর্ড আরউইনের নিন্দা করিয়াছেন।

"টাইমস" আরও বলিয়াছেন—কেবল বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব হিসাবে ভারতবর্ষ শাসনের দিন আর নাই—একথা বিশেষভাবেই লর্ড আরউইন উপলব্ধি করিয়াছেন।

পরিশেষে "টাইমস" মন্তব্য করিয়াছেন, লর্ড আরউইনই প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই পথেই ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

মামলা

গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ যশোহরের উকীল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসুর পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ বসুকে শনিবার শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, পি, দাসের এজলাসে হাজির করে। ধীরেন্দ্রনাথকে শিয়ালদহ ক্যাসব্যাগ লুট সম্পর্কে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কোন সাক্ষী এখনও তাহাকে সনাক্ত করে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৬ই মে পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার হুকুম দিয়াছেন।

Reg. No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

সাহায্যের হার
আগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৬৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র সকল প্রকার—নদীয়া জেলার ও [illegible] মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে বৈশাখ শুক্রবার ১৩৩৮, ৮ই মে ১৯৩১

আলালনাথের পার্শ্ব-দেবতা

শান্তিপুর সংবাদ—মিউনিসিপ্যালিটী, অপমৃত্যু

আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য, শান্তিপুর' বন্ধ

কেন গান্ধীজী খদ্দরপাগল

ঘুষুরীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

চীনে বৃটিশ রণতরী

কেরলকংগ্রেসে সেনগুপ্তের বক্তৃতা

আদালতে বিপ্লবাত্মক ধ্বনি

চট্টগ্রামে ছয়টী মেল ব্যাগ চুরি

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিক

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীআলালনাথের পার্শ্বদেবতা

পুরীর শ্রীজগন্নাথমন্দিরের ন্যায় শ্রীআলালনাথদেবের শ্রীমন্দিরের তিনদিকে ৩টী পার্শ্বদেবতার মন্দির আছে। বহুদিন হইতে [illegible] পার্শ্বদেবতার শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের (বরাহ, নৃসিংহ [illegible]) অঙ্গরাগের প্রয়োজন হওয়াতে [illegible] উহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া [illegible]খিয়াছেন। সম্প্রতি ঐ ৩টী শূন্য মন্দিরে [illegible]নটী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। [illegible]মরা ভক্তসাধারণের নিকট প্রার্থনা [illegible]নাইতেছি যে, যে কোনও তিন জন [illegible]থবা একজন ভক্ত এই তিনটী শ্রীবিগ্রহের [illegible]তিষ্ঠাদির ভার গ্রহণ করিয়া অশেষ সুকৃতি [illegible]ঞ্চয় করুন। প্রত্যেকটী শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা [illegible]র্য্যে আনুমানিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা [illegible]তে ৬০৲ টাকা করিয়া ব্যয় লাগিবে। [illegible]ব্যতীত শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা যদি [illegible]র নিম্নে নিজ নিজ নাম স্মৃতিরূপ [illegible]-ফলক দিতে চান তবে প্রত্যেক [illegible]র ফলকের জন্য বসাইবার মজুরী সমেত [illegible] ৭৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা ব্যয় [illegible]। মাত্র তিনজনের ভাগ্যে এই [illegible] মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ উপস্থিত [illegible]। সর্ব্বাগ্রে যে ৩ জনের সাহায্য [illegible]মঠ, পুরী'-ঠিকানায় শ্রীপাদ [illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের [illegible] পৌঁছিবে তাঁহাদিগকেই এই শ্রীমূর্ত্তিত্রয় [illegible]ার সুযোগ দেওয়া হইবে। কত যুগ [illegible]ধরিয়া এই মন্দির। এই শ্রীগৌর [illegible]র্থক্ষেত্র দর্শন করিতে কত লক্ষ [illegible] মহাপ্রাণ ভক্ত আসিতেছেন এবং [illegible] তাহার ইয়ত্তা নাই। এ'হেন [illegible] ক্ষেত্রে নিজ নিজ সেবাবৃত্তিরূপ স্মৃতিটুকু [illegible]য়া অতি সামান্য অর্থব্যয়ে এ'রূপ একটী [illegible]রস্থায়ী কীর্ত্তি সংরক্ষণ করিয়া কৃতকৃতার্থ [illegible]-ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

নানা কথা

শান্তিপুর সংবাদ

মিউনিসিপ্যালিটী

এতকাল পরে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কমিশনার মনোনয়ন কার্য্য শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সীতানাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শচীনাথ প্রামাণিক, মৌলভী মোজাম্মেল হক ও মুন্সী কায়েম উল্লা সত্য মনোনীত হইয়াছেন।

অপমৃত্যু

স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ডাঃ শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল প্রামাণিক মহাশয়ের ৫ বৎসরের পুত্রের লেবু গাছের কণ্টকে গলার জামায় কাপড় আটকাইয়া যায়; [illegible] সেই অবস্থায় ঝুলিতে থাকে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়।

আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য

দিবসে মৃত্যু-যন্ত্রণাদায়ক পরমে লোকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। আকাশের অবস্থা দর্শনে নিকট ভবিষ্যতে বারিপাতের সম্ভাবনা বোধ হয় না। জ্বর, কলেরাও দেখা দিতেছে, অতি রাত্রে একটু ঠাণ্ডা অনুভব হইলেও তাহাতে দিবসের যন্ত্রণা লাঘব হইতেছে না।

"শান্তিপুর" বন্ধ

"শান্তিপুর" নামক কাগজ গত কয়েক মাস হইতে আর বাহির হইতেছে না। উদ্যোক্তৃকর্ত্তারা এত শীঘ্র কাগজখানির প্রকাশ বন্ধ করায় সকলেই দুঃখিত. "যুবক" নামে একখানি মাসিক আছে বটে কিন্তু তাহাও দেশের লোকের সহানুভূতির অভাবে ঠিক সময় মত বাহির হয় না বলিয়া প্রকাশ।

বারোয়ারী পূজা

[illegible] চাউলিয়া পটীতে রক্ষা [illegible] আয়োজনের ধূম পড়িয়াছে, প্রতি [illegible] এ'পূজা উপলক্ষে যাত্রা গান, নাচ ও দরিদ্রগণের ভোজনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

নানকিং হইতে হ্যাঙ্কো

নৌবিভাগের কর্ম্মচারীরা বলেন, চীনের বর্ত্তমান গোলযোগ সম্পর্কে বিশেষভাবে রণতরী [illegible] করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। তবে ভিণ্ডিকটিভ নামক রণতরীখানি নানকিং হইতে হ্যাঙ্কো রওয়ানা হইয়াছে বটে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভাল অভীল আছে।

সবিস্তার বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

১। **চন্দ্রপ্রভা** বটিকা—ইহার ব্যবহারে যেরূপ মাত্রই হউক না কেন, নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, ও প্রস্রাবের সহিত ধাতু যাওয়া বন্ধ হইয়া প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া যায়।

২। **সুষুপ্তিসহায়** বটিকা—মাদকদ্রব্য সেবনের অভ্যাস নিবারণের একমাত্র ঔষধ যে কোন দেশীয় ও বিলাতী মাতালের অভ্যাস ... এই ঔষধ ব্যবহারে ৭ দিনে ছাড়িয়া যাইবে।

৩। **মধুর** বটিকা—যে সকল স্ত্রী ও পুরুষের বীর্য্য পাতলা হইয়া যাওয়ায় ধাতু দৌর্ব্বল্য ... ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

উক্ত তিন প্রকারের ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আশুতোষ ঔষধালয়

১৮নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

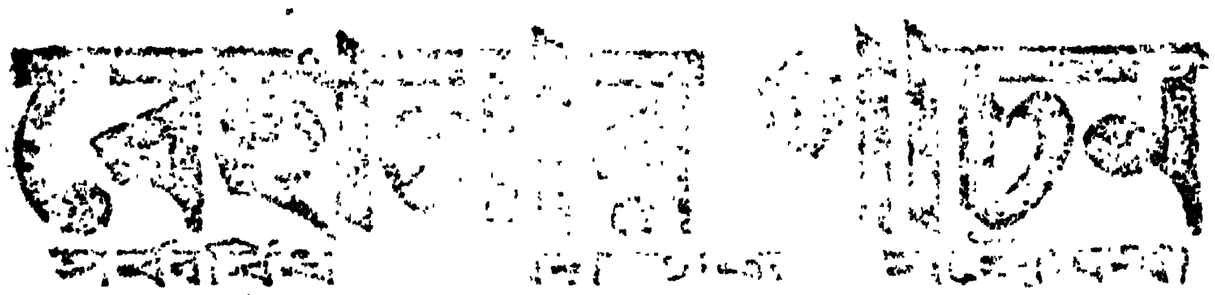

১৩৩৯ সালের জন্য ও আঃ শিশিরে ঘোষিত অনন্তর ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস- ১১নং উলটাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,

কলিকাতা।

মঙ্গল মঞ্জরী

বটিকার বল ও যাদুশক্তির ন্যায় ইহা ব্যবহারে শুক্রদোষ, স্বপ্নদোষ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার নিষ্ফল আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ২৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী সুরা"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে ইহা আরোগ্য করিয়া বলিষ্ঠ করে। মূল্য ২ ড্রাম ১৲ টাকা।

"স্ত্রীরোগবিনাশিনী বটিকা"

বীর্য্যস্রাব, প্রদর ও অজীর্ণ ছাড়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

মাধবের আরোগ্যশালা, কেশবজী

১৭৭নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া, নৈতিক কলিকাতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৮৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। **মূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ চার আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

ক্রমের ও স্নায়ুতন্ত্রের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১০ আনা। মাশুল পৃথক

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটফোলার মহৌষধ। ডিবা ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহাপ্রতাপী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৵০ আনা। মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি কোন মৃত মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা মানবিক অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া কাহাকে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ঘৃতমেহ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

কলেজপুর, পার্ক-সিরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ভক্তিভূষণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বষ্ঠবর্ষ ৫৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীমায়াপুর—২৩শে বৈশাখ শুক্রবার—১৩৩৮

বিশ্ব-তরঙ্গে

বর্ত্তমানে জগতে কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি—সকল দিক্ দিয়াই সাংসারিক উন্নতির একটা প্রকাণ্ড সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বড়ই বিস্ময়-কর ব্যাপার এই যে, উন্নতিপ্রয়াসী সভ্যাভিমানিগণের মধ্যে অনেকেই সংসার জিনিষটা কি, তাহা জানেন না। ত্রিতন্ত্রীন তাসের ঘর কতক্ষণ দণ্ডায়মান থাকে?

রোগী অস্ত্রোপচারের ভয়ে ভীষণ কষ্ট-প্রদ জীবনবিনাশী ক্ষত পোষণ করিয়া থাকে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ জনগণ দায়িত্বপূর্ণ চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করিয়া রোগীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অস্ত্রোপচারের পরিবর্ত্তে পটা দা'রে বাতাস প্রয়োগের ব্যবস্থা-প্রদান দ্বারা রোগীর পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির সুযোগ করিয়া থাকে। পৃতিগন্ধময় কাম পীড়ায় পীড়িত জনগণের কামবৃদ্ধির সহায়ক সমাজ-চিকিৎসকগণের সহিত পূর্ব্বোক্ত হাতুড়ে চিকিৎসকগণের পার্থক্য কতটুকু?

অনেকের ধারণা—জাতিনির্ব্বিশেষে শুক্রশোণিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে সংসার শান্তির আগার হইবে। তাহা হইলে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া, পিতা-পুত্রে ঝগড়া, ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়ার সংবাদ প্রায়ই সংবাদপত্রে স্থান পাইতেছে কেন? এই ঝগড়াই কি শান্তি? সর্ব্ব প্রকার বিবাদের মূল কারণটীর অনুসন্ধান শান্তিদূতগণ পাইয়াছেন ত'?

ভারতের মনীষিগণ, ভারতের মাতৃজাতি এক সময়ে সমগ্র সভ্যজগতের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। এখনও সমগ্র জগৎ ভারতের পারমার্থিকতার নিকট অবনত মস্তক। পাশ্চাত্যদেশের নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসুগণ ভারতের পরমার্থ ধনলাভে সচেষ্ট। এই রত্ন লাভের জন্য সেদিনও লণ্ডনের উচ্চ শিক্ষিত কোনও অধ্যাপক বৈষ্ণব সন্ন্যাসি-বেষ ধারণ করিয়াছেন। এ'হেন ভারতকে পাশ্চাত্য জড়-শিক্ষা-দীক্ষার ছাঁচে গঠিত করিবার চেষ্টা কি ভারতবাসিগণের পক্ষে প্রশংসার কথা?

যে আমাদিগকে কণ্টকাকীর্ণ কারাগৃহে রুদ্ধ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে নিষ্পেষিত করিতেছে, আমাদের মধ্যে ভেদনীতির প্রবর্ত্তন করত পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ বাধাইয়া অট্টহাস্য করিতেছে, আমাদিগকে তাহার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া জীবের যাবতীয় অশুভহরণকারী শ্রীহরির অভয় পাদপদ্ম-সেবাবৃত্তিতে—আত্মার নিত্যমুক্তবৃত্তিতে পৌঁছিতে কিছুতেই দিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। বিজ্ঞাভিমানী সুসভ্য মানবজাতি আমরা আমাদের সেই পরম শত্রু মহামায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া স্বীয় ধ্বংস আনয়নের জন্য বিবিধ উপচারে তাহারই পূজা করিতেছি। ফলে দাসত্ব-শৃঙ্খল আমাদিগকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তররূপে বদ্ধ করিতেছে। কিন্তু এমনই উন্মত্ত আমরা—এ'দিকে আমাদের কাহারও দৃক্‌পাত নাই। আমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া—অহিতকে পরম-হিত জ্ঞান করিয়া তাহারই আবাহন করিতেছি। এই মহামারীর পূজা পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহে চিরকালই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভারত আজ তাহাদের নিকট হইতে এই ভূতপূজা শিক্ষার যে আগ্রহ দেখাইতেছে, তাহা বড়ই দুঃখের, লজ্জার এবং পরিতাপের বিষয়।

সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া পৃথিবীর যাবতীয় অন্ধকাররাশি বিদূরিত করিয়া থাকে। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মজগতেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আজ ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই যে, সাগর-বিধৌতচরণ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমুদিত মূর্ত্তিমান্ সত্যসূর্য্যের কিরণ আজ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভারতের বহির্দ্দেশের অনেক স্থানেও বিকীর্ণ হইয়াছে। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে এই কিরণ সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় অন্ধকার ধ্বংস করিয়া কারুণ্যাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিবে। ইহাতে মাৎসর্য্যান্ধকারের পক্ষপাতী পেচক-গণের অসুবিধা হইলেও সজ্জনগণের হৃদয়ে আনন্দ-তরঙ্গ নব-নবায়মানভাবে উদ্বেলিত হইবে সন্দেহ নাই।

প্রার্থনা

(কুমারী শ্রীবাসন্তীদেবী, প্রয়াগ)

না মাগি সুন্দর কায়, অর্থে মনঃ নাহি ধায়
ভোগসুখে চিত্ত রত নহে।
ঈশ্বর এ বর দি'ন ভক্তি থাকে চিরদিন
মোর যেন ধর্ম্মে মতি রহে॥
ব্যাধিহীন কলেবর শুদ্ধ মতি নিরন্তর
হ'লে আর অভাব কি আছে?
যে সুখে সময় যায়, ধনী কি সে সুখ পাবে
চিন্তা হর সদা যার কাছে॥
দয়ার সাগর সর্ব্বগুণাকর
যিনি অখিলের স্বামী।
যাঁহার ইচ্ছায় জীব সমুদয়
জন্ম মৃত্যু অনুগামী॥
তাঁর প্রতি মন করিয়া অর্পণ
সদা কাল হর সবে॥
পেয়েছ যখন মানব-জনম
সুদুর্লভ যাহা ভবে॥
যে পেয়েছে আঁখি দেখিতে কি বাকি
আর তার কিছু আছে?
মহিমা তোমার প্রকট প্রচার
সদা রয় তার কাছে॥
ওহে দয়াময়। কি করিব স্তব
মানস-তিমির হর।
অজ্ঞান নাশিয়া জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া
আমারে কৃতার্থ কর॥

আশাবধিং কো গত

নিঃস্বো বাঞ্ছতি শতং শতী দশশতং
লক্ষং সহস্রাধিপো।
লক্ষেশঃ ক্ষিতিরাজতাং ক্ষিতিপতি-
শ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি-
র্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো
আশাবধিং কো গতঃ॥

আশার অবধি নাই। ধনহীন ব্যক্তি শতমুদ্রার কামনা করে; যাহার শতমুদ্রা আছে, সে সহস্রমুদ্রার অভিলাষ করে। সহস্রমুদ্রাশীল লক্ষমুদ্রা লাভের ইচ্ছা করে। লক্ষাধিপ রাজা এবং রাজা সার্ব্বভৌম-পদ বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। সম্রাট্ আবার ইন্দ্রত্ব, ইন্দ্র ব্রহ্মত্ব এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুত্ব লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য! সকলেই ক্রমশঃ উচ্চ পদ লাভের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অভিলাষ করিয়া থাকেন; কিন্তু আশার অবধি কোনদিনই কেহ দেখেন নাই। আশা-পিশাচী এমনি কুহক জানে যে, সকলেই উন্মত্ত হইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হয়, কিন্তু আশা কোনদিন কাহাকেও ধরা দেয় না।

শুক্রশোণিতের পরিণাম স্বরূপ এই যে শরীর, ইহা মৃত্যুর আস্পদ, শোকের আশ্রয় এবং ব্যাধিসমূহের বিশ্রামস্থল। ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানব ইহা সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়াও আশার তাড়নায় অবিদ্যা-সাগরে নিমজ্জনপূর্ব্বক স্ত্রীসংসর্গ কামনা, পুত্র-কামনা, বিত্তকামনা প্রভৃতির বশীভূত হইয়া অশান্ত-চিত্তে অবস্থান করে।

আশা-পিশাচী প্রলোভন দেখাইয়া একটী রমণীর পশ্চাতে আমাকে লইয়া চলিল। কিছুক্ষণ পরে ঐরমণী নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিল অর্থাৎ যে রক্ত-মাংসের পিণ্ড চেতন-সংযোগে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহার চেতনতা অন্তর্দ্ধান করিল এবং একটী শব মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন সেই শবটীই যেন অনুরাগান্ধ আমাকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল,—ওহে মোহান্ধ মানব! যাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছিলে, সেই আমি ত পড়িয়া রহিয়াছি, তবে সম্মুখে আসিতে ভয় পাও কেন?

"আমার একটী পুত্র হউক"—এইরূপ আশাগ্রস্ত হইয়া অশেষ কষ্টভোগ করিলাম। পরে যদি একটী পুত্র জন্মিল, তবে তাহার উৎকট ব্যাধি হইয়া অনেক দুঃখ প্রদান করিল। সেই দুঃখের অবসান হইলেও পুত্র যদি অবিনয়ী, মূর্খ বা দুরাচার হয়, তবে তাহার মূর্খতা নিবন্ধন সর্ব্বদাই দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য। যদি কোনরূপে পুত্রের মৃত্যু হয়, তবে ত দুঃখের অবধি নাই।

'আশা' নাম্নী একটী নদী আছে, উহা মনোরথরূপ সলিলে পরিপূর্ণা, তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে সমাকুলা, মোহের আবর্ত্তে সুদুস্তরা এবং অত্যুচ্চ চিন্তাতটে নিরন্তর ভীষণা। উহাতে বিষয়ানুরাগরূপ ভয়ঙ্কর জলচর প্রাণিগণ সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, বিতর্করূপ বিহঙ্গকুল অনবরত উহাতে বিচরণ করিতেছে এবং উহার উভয় তীরদেশে ধৈর্য্যরূপ বৃক্ষ-সকল স্রোতোবেগে সর্ব্বদা উৎপাটিত হই-তেছে। বিশুদ্ধচিত্ত যোগিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ-গণই ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে গমন-

পূর্ব্বক বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।৯।৪৪) —

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংচ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥

তাৎপর্য্য এই যে, আশাই জীবের দুঃখজনক এবং নৈরাশ্যই পরম সুখদায়ক। যেমন, পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যা কান্তাশা পরিত্যাগ করিয়া সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল।

মনই আশার জনক। সুতরাং মনকে যদি সংযত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে যাবতীয় আশার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়ে
দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত

শ্রুতি ব্রহ্মস্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি চিদানন্দরূপ, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, সদ্বস্তু। তাঁহার স্বরূপের আনন্দরূপতা "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার স্বরূপের চিৎস্বরূপতা তৈত্তিরীয়ের ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে,—যথা—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাও "অহং বহু স্যাম্" এই শ্রুতি এবং অপরাপর বহু শ্রুতিবাক্যে প্রমাণিত হইয়াছে।

জগৎ তাঁহার স্বরূপগত আনন্দাংশেরই প্রকাশভাব এবং জীব তাঁহার স্বরূপগত চিদংশের অংশ; সুতরাং জীব ও জগৎ উভয়ই তাঁহারই নিত্যাংশ। ব্রহ্ম চিদ্রূপ বলিয়া জ্ঞাতাস্বরূপ, জীবও সে চিদ্বস্তুর অংশ বলিয়া তাহারও জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ, ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রুতিমূলে তদীয় বেদান্তদর্শনে (২য় অঃ ৩য় পাদ ১৭ সূত্রে) "জ্ঞোঽত এব" সূত্রে জ্ঞাপন করিয়াছেন; উভয়ে 'জ্ঞ' স্বরূপ হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে বাস্তব প্রভেদ কি এবং পরস্পরের মধ্যে যে অংশাংশী সম্বন্ধ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়, তাহা "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজাহ্যেকা ভোক্তৃ-ভোগ্যার্থযুক্তা" অর্থাৎ ব্রহ্মের ঈশ্বররূপে তিনি 'জ্ঞ'—সর্ব্বজ্ঞস্বভাব; অনীশ্বর—জীবরূপ অংশে 'অজ্ঞ'—অপূর্ণজ্ঞ বা অসর্ব্বজ্ঞ স্বভাব অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ এই উভয় রূপত্বই তাঁহার নিত্য। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর একটী রূপ আছে; জীবরূপী অংশের ভোগসাধক—অর্থাৎ বহির্জগৎ; ইহাও নিত্য—উপরিউক্ত শ্রুতি ইহা সুষ্ঠুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্রহ্মের চিচ্ছক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ—ব্রহ্মের স্বয়ংরূপে তাঁহার পূর্ণ অভিব্যক্তি, এবং জীবরূপী অংশে অসম্যক্ বা আংশিক প্রকাশ। সর্ব্বজ্ঞরূপে তাঁহার ভগবত্তা নিত্যসিদ্ধ। জীবরূপ অংশকে অসর্ব্বজ্ঞ বলায় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানাভাব বুঝায় না, পরন্তু যুগপৎ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের অভাবই লক্ষিত হয়; সুতরাং জীব 'জ্ঞ' হইলেও বিশেষজ্ঞ। মায়াবাদী সম্প্রদায় ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন পূর্ব্বক বলেন যে, এই দুই সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞত্ব (বিশেষজ্ঞত্ব) নিত্য একত্র কি প্রকারে থাকিতে পারে? এইরূপ কল্পনার উত্তরে ভাগবত সম্প্রদায় বলেন যে, এইরূপ আপত্তি উত্থিত হইতে পারে না। কারণ, একটী বৃক্ষের সম্যক্ দর্শনের (জ্ঞানের) সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ অঙ্গের জ্ঞানও অবশ্য বর্ত্তমান থাকে; এই বিশেষাঙ্গের জ্ঞান সমগ্র জ্ঞানের অন্তর্গত। এই উভয় বিধ জ্ঞান [illegible] থাকে ইহা [illegible] পর [illegible] অন্যান্য সকল বস্তুর জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ [illegible] হইবে। অতি [illegible] শ্রুতি যখন [illegible] স্বরূপ সম্বন্ধে [illegible] পৃথক্ [illegible] করিয়া উভয়কেই নিত্য [illegible] করিয়াছেন, তখন শ্রুত্যর্থের অবিদ্বদ্রূঢ়ি অবলম্বনে এই বিষয়ে বিরুদ্ধানুমান মায়াবাদী সম্প্রদায়ের [illegible] বালচাপল্য মাত্র।

মোক্ষাবস্থায়ও জীবের ঈশ্বরের ন্যায় যুগপৎ সর্ব্বজ্ঞতা হয় না অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপগত বিশেষজ্ঞত্বের পরিবর্ত্তন হয় না। একটী তাঁহার অংশস্বরূপের নিত্যধর্ম্ম, এই স্বরূপগত বিশেষজ্ঞত্ব হেতুই তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তনের অর্থাৎ বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা লাভের সম্ভাবনা [illegible]

জীব যখন কেবলগুণাত্মক [illegible] বিশেষ বিশেষ [illegible] দর্শন অর্থাৎ স্বীয় জ্ঞানের বিষয় করেন, তখন [illegible] যখন তাঁহার স্বরূপগত চিদ্রূপের এবং বিকার স্থানীয় জগতের আশ্রয়ীভূত মূল উপাদান ব্রহ্মবস্তুকেও স্বীয় জ্ঞানের বিষয়ীভূত করেন, তখনই তাঁহার মুক্তাবস্থা।

সুতরাং জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মের নিত্য অংশ হওয়ায় ব্রহ্ম নিত্যই ঈশ্বর, জীব ও জগদ্রূপে বর্ত্তমান আছেন। জীব ও জগৎ নিত্য হইলেও ব্রহ্মের চিদংশের এবং আনন্দাংশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নিত্যরূপেও তাঁহাদের অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

প্রচার প্রসঙ্গ

গত ২৬শে এপ্রিল ৩ই বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় দার্জ্জিলিং সহরে নৃপেন্দ্র নারায়ণ হিন্দু পাবলিক্ হলে বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন। কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের বাগ্মীপ্রবর প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে এই সভায় দুই ঘণ্টাব্যাপিনী অমৃতবর্ষিণী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিংএর লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল রায়সাহেব ভুবন মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গলা শাসন বিভাগের মন্ত্রী অনারেবল্ লেপ্টেন্যাণ্ট শ্রীযুত বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় এম্ এ বি এল্ মহাশয়কে উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণের প্রস্তাব করেন। দার্জ্জিলিং হরিসভার প্রেসিডেণ্ট সুপ্রসিদ্ধ উকীল শান্তিপুর-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ সান্যাল মহাশয় সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং সভাপতি মহাশয়কে [illegible] স্বামিজী মহারাজকে পুষ্পমাল্যে মণ্ডিত করেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বলেন,—'যে সভায় স্বামিজী মহারাজ [illegible] সভার [illegible] বিষয় 'সনাতন ধর্ম্ম' সেই সভায় আমার ন্যায় ব্যক্তির [illegible] নাই [illegible] যখন বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এই গুরুভার অর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন, তখন আমি স্বীয় যোগ্যতা বিচারে সম্মতি প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। উপস্থিত রায় সাহেবপ্রমুখ সজ্জনমণ্ডলীর অনুরোধে আমি মাত্র শ্রোতৃরূপে এই আসন গ্রহণ করিলাম। অদ্য আমাকে [illegible] কৃতজ্ঞ করেন, নিজেকে অ[illegible] করিতেছি। [illegible] এবং অদ্য আপনাদের [illegible] নিবেদন করি [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করি [illegible] আমার নাই। কেবলমাত্র [illegible] সহকারে পূজ্যপাদ স্বামিজী মহা[illegible] জন মুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ [illegible] অধিকার মাত্র আ[illegible] আসুন, আমরা সকলে মনোযোগ সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করি [illegible] হই। তৎপরে [illegible] আরম্ভ বলেন যে, প্রাচীন নবদ্বীপ [illegible] ইহাদের মূল মঠ—শ্রীচৈতন্যমঠ তাহারই শাখামঠ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের কথা আপনারা সকলেই জানেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর যে নানা প্রকার অপসম্প্রদায় বাঙ্গালাদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ঐ সকল অপসম্প্রদায়ের মূল উৎপাটন করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত শুদ্ধভক্তির প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ভারতের সর্ব্বত্রই বহু মঠ সংস্থাপন করিয়াছেন এবং সুযোগ্য প্রচারকের দ্বারা হরিভক্তির কথা সর্ব্বত্রই প্রচার করিতেছেন। তাঁহারই প্রিয় শিষ্য স্বামিজী মহারাজ ভারতের বহুস্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন, এবং অদ্য কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রীহরিকথা শুনিবার সুযোগ দিতেছেন।

অতঃপর বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, দ্বাপর যুগে শ্রীকুন্তিদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিয়াছেন,—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥

অর্থাৎ জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী সাধারণতঃ আমাদের ভক্তিপথের কণ্টকস্বরূপ। কারণ, আমরা দেখিয়াছি অনেকেই আভিজাত্যমদে, ঐশ্বর্য্যমদে, পাণ্ডিত্যমদে ও রূপমদে প্রমত্ত হইয়া নিজ স্বরূপবিচারে ভ্রান্ত হয়। সমাগত সজ্জনমণ্ডলী মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী সম্বন্ধে সকলে বিশেষরূপে অবগত আছেন। তিনি সর্ব্ব প্রকারে গুণবান্ হইয়াও যে দীনতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। [illegible] শ্রীহরিসভার নিত্য সভাপতি [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর কিম্বা তদনুগত তাঁহারই প্রিয় জন। কোন অহঙ্কারী [illegible] ব্যক্তি সে আসন গ্রহণ করি[illegible] না। ভক্তি স্বভাবতঃই [illegible] সহকারে তৃণাদপি [illegible] শ্রীহরি, গুরু এবং বৈষ্ণবের [illegible] তাঁহারাই সেবোন্মুখে [illegible] এই আসন গ্রহণ [illegible]। আমরা মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের [illegible] কৃতজ্ঞতা, সরলতা শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং তাঁহার যে অপ্রাকৃত ভক্তিভাব সন্দর্শন করিলাম, তাহাতে তাঁহাকে এই সভার সুযোগ্য সভাপতি বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। তিনি অদ্য আমাদিগকে যে প্রকার শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে সম্মান দিবার শিক্ষা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সভাপতি ও সজ্জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া পূর্ণ দুইঘণ্টাব্যাপী যে প্রাণমনোহারিণী অমৃতধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে উপস্থিত শিক্ষিত জনমণ্ডলী ও সভাপতি মহাশয় পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী পুনরায় স্বামিজীর মুখে হরিকথা শুনিবার জন্য তৎপরদিবস সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুমধুর গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের মুখে শ্রীহরিকথা শুনিবার জন্য অনেকেই আগ্রহান্বিত হইয়াছেন এবং এমন কি দার্জ্জিলিংএ যাহাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী শাখামঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য চেষ্টাও করিতেছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন-মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে শ্লোক অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কি ভাবে 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসহ লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির তিনটি সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অনুপম সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে ৩ বর্ণের মোটা সহিত স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ। ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিখণ্ড ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, অদ্যে আনার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কখনোপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। অদ্যৈত প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বেতার বক্তৃতা। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতরূপোবোধিনী [illegible] মূর্ত্তি বিগ্রহ—বৈষ্ণবধর্ম্মের [illegible] বৈষ্ণবজ্ঞানালোকের [illegible] সমন্বয়সূত্র—মহাজন-[illegible] অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারক—ঈশ্বর ও [illegible] —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও [illegible]

১। প্রথম খণ্ড [illegible] ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর, [illegible] ও বর্ণাশ্রম, আত্মতত্ত্ব ও মনোধর্ম্ম, ইষ্ট [illegible] শিক্ষা, ভাগবত সংসঙ্গ ও [illegible] প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড [illegible] শ্রীগুরু ও শিক্ষা, ভক্তি, মহাজন [illegible] ভাগবত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] মায়াবাদ, শ্রীগৌড়ীয়-বিদ্যালয়-প্রসঙ্গ, বিবিধ [illegible] ও বক্তৃতা, শ্রীধামমায়াপুর [illegible] শ্রীনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, প্রার্থনা, [illegible] ও বক্তৃতা, [illegible] —[illegible] ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

৩। তৃতীয় খণ্ড [illegible]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৷

[illegible] ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রভুপাদ [illegible] বিরচিত নামক ভাষ্যযুক্ত। [illegible] ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় [illegible] ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। [illegible] বাঁধা ডবল ক্রাউন (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা

শ্রীপ্রেমরত্নাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সঙ্গীত ও প্রেমভক্তিপূর্ণ পদাবলীর প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে সুন্দর ছাপা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সহযোগে অতি সহজে সকলেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রথম খণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত [illegible] পরিক্রমার তত্ত্বকথাদি বিবরক। ভিক্ষা ৸০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৵০ আনা

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, কলাপ ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ন্যায় সরল ও সুবোধ্য। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রয়োজনীয়ভাবে মূল্য। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

[illegible] বিরচিত। বেদান্তের বিভিন্নসম্প্রদায়-প্রচারক [illegible] আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই উত্তম করিয়াছেন। ইহা [illegible] বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ নিত্য লীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমৎ প্রেমানন্দ ভারতী [illegible] মূল, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ [illegible] অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমায়াপুরের একটী নিখুঁতসহিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুলভ বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মলাটে বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধার্য্যযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দরাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণী সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ১লা নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীগুটিকা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শিক্ষা গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সমাধান ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চারিসূত্রের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মনঃশিক্ষা-প্রণীত অনুকূলবোধী শ্রীমুখ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চরিত পদ্যানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রণীত প্রেমভক্তিবিষয়ক গদ্য পুস্তক। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকনাথ রচিত। বৈষ্ণবতা লাভের আকর গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও মূল বৈষ্ণবদর্শনমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

মুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বনিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গানুবাদ সহ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে গৌড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, বেন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত একটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগুরু

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শিক্ষা গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সমাধান ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চারিসূত্রের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মনঃশিক্ষা-প্রণীত অনুকূলবোধী শ্রীমুখ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চরিত পদ্যানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রণীত প্রেমভক্তিবিষয়ক গদ্য পুস্তক। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকনাথ রচিত। বৈষ্ণবতা লাভের আকর গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও মূল বৈষ্ণবদর্শনমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

মুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বনিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে গৌড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, বেন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত একটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য, নৈমিত্তিক, আবশ্যিক ও প্রবাস-সেবাবোধ-দিগ্দর্শক মধুর গীত সমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নাম ভাষ্য,

যাবতীয় সিদ্ধান্তের প্রবল কারয়িতা নাম। এই কি পুস্তকের অতি সরল পয়ারে গ্রথিত ভাবের ভাষ্য উপরে লিখিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৶০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও ভক্তগণের পাথেয়ের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গ্রন্থরত্ন। সমাজ দেশ ও ভাষা ভেদে ভক্তরাজের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুন্দর পথ পাইবেন। ৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিবেচনা, ভক্তলক্ষণ, ভক্তিবিরুদ্ধ শ্রবণাদি ও শিক্ষা লালসা-বিষয়ক গ্রন্থ। ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য, নৈমিত্তিক, আবশ্যিক ও প্রবাস-সেবাবোধ-দিগ্দর্শক মধুর গীত সমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঋতুসানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, বিড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কেন গান্ধীজী খদ্দর-পাগল

গত ৫ই মে সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধী একটী ভারতীয় সবাক ফিল্‌ম্ কোম্পানীতে আবার তাঁহার বাণী প্রদান করেন।

তিনি বলেন,—লোক জিজ্ঞাসা করে, কেন আমি খদ্দর-পাগল। সাত লক্ষ গ্রাম আছে; তন্মধ্যে বহু সংখ্যক গ্রাম অর্দ্ধাশনে বাস করিতেছে। বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস গ্রামবাসীদের কোন কাজ থাকে না। তাহাদের জন্য অতিরিক্ত কিছু কাজ খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক। আমাদের তাহাদিগকে কিছু কাজ দিতেই হইবে। এই কাজ হইতেছে সুতাকাটা। সুতাকাটা যদি সকল গ্রামে প্রবর্ত্তিত করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের খদ্দর পরিধান করা স্বাভাবিক।

চীন অভিমুখে বৃটিশ রণতরী

প্রকাশ, বৃটিশ ক্রুজার "ভিণ্ডিক্‌টিভ" মানকিং অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে। তথায় বৈদেশিকের বিশেষ অধিকার পরিত্যাগের প্রশ্ন লইয়া গোল বাধিয়াছে। নানকিং হইতে "রয়টার" এর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, চীনের গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত মামলায় কোন না কোন পক্ষে বিদেশীরা আছেন, সেই সমস্ত মামলার বিচার সম্পর্কেই নূতন নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। নূতন নিয়ম অনুসারে তাহাদিগকেই "বিদেশী" বলিয়া গণ্য করা হইবে। যাহারা ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বিশেষ অধিকার ভোগ্য কোন না কোন বিদেশী জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, এরূপ বিদেশী ব্যক্তিদের বিচার ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাস হইতে চীনা আদালতেই হইবে। তবে কয়েকটি বিশেষ স্থানের জন্য—যেমন সাংহাই, টীনসিন, মুগদেন ও ক্যাণ্টনের জন্য বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈদেশিক সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করা হইবে।

চট্টগ্রামের ছয়টি মেল ব্যাগ লুঠ ডাক হরকরা গুরুতররূপে জখম

নারায়ণ চর, মহলচর ও অন্যান্য পোষ্ট অফিসের ছয়টি মেল ডাক ব্যাগ রাঙ্গামাটি পোষ্ট অফিসে আনিবার সময় পথিমধ্যে রাঙ্গামাটি হইতে ১১ মাইল দূরে ৬।৭ জন লোক কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত এবং ডাকহরকরাগণ গুরুতররূপে জখম হইয়াছে।

ব্যাগগুলির ভিতর যাহা ছিল সমস্তই অপহৃত হইয়াছে, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তিনজন মুসলমান ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল তাহাদের সাহায্যে ডাক হরকরাগণ তিন ব্যক্তিকে ধরিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা আততায়ী বলিয়া অনুমিত হয়। তাহাদের নিকট কতকগুলি নোটের অর্দ্ধাংশ পাওয়া গিয়াছে। পোষ্ট অফিস সমূহের ইন্‌সপেক্টার ঘটনাস্থলে গিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে পিকেটিং

বোম্বাইয়ে পতাকা দিবসের উৎসবে বহু লোককে কংগ্রেস সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ প্রায় ২০০০ হাজার সহরবাসী সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ২০০ শত সামরিক স্বেচ্ছাসেবক নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। এখানে আর লোকের প্রয়োজন নাই। সোমবার হইতে প্রায় শতাধিক সেবিকা প্রত্যহ বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিতেছে। জুনমাস হইতে কংগ্রেসের বুলেটীন বাহির হইবে আশা করা যায়। বোধহয়, মে মাসের শেষেই স্বেচ্ছাসেবক দলের ক্যাম্প প্রস্তুত হইবে।

গয়লার বাড়ীতে ডাকাতি

গত শনিবার রাত্রে যশোহর জেলার মণিরামপুর গোবরডাঙ্গার একজন বর্দ্ধিষ্ণু গয়লার বাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় কুড়ি জন ডাকাত বন্দুক লইয়া বাড়ী আক্রমণ করে। বাড়ীর লোকেরা বাধা দিলেও শীঘ্রই অভিভূত হইয়া পড়ে। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা নগদে ও গহনায় তিন হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়। গৃহবাসীদের একজন ভীষণভাবে আহত হইয়াছে।

ঘুসুড়ীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড দমকলের লোক জখম

কয়েক দিবস হইল সন্ধ্যা ৭॥ ঘটীকার সময় হাওড়ার অন্তর্গত ঘুসুড়ীর পাটকলের গুদামে আগুন লাগে।

কলিকাতার দমকলের ঘাটিতে এই খবর পৌঁছিলে অবিলম্বে ৭ খানা দমকল প্রেরিত হয়। দমকলের লোকেরা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আগুন নিভাইতে চেষ্টা করে।

রাত্রি আন্দাজ ১১॥ ঘটীকার সময় বাড়ীর প্রকাণ্ড দেওয়ালের অধিকাংশ হঠাৎ ধ্বসিয়া পড়ে, ইহাতে দমকলের লোকদের মধ্যে অত্যন্ত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। দমকলের একজন লোক সামান্য রকম জখম হয়।

মেসার্স এণ্ড্রু ইউল কোম্পানী এই পাটকলের ম্যানেজিং এজেণ্ট। বাড়ীর জন্য ক্ষতির পরিমাণ প্রায় লক্ষ টাকা বলিয়া শোনা যায়, গুদামের মালের কত ক্ষতি হইয়াছে জানা যায় নাই। কিভাবে আগুন লাগিল তাহাহাও জানা যায় নাই।

খবর পাওয়া গিয়াছে, এই অগ্নি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপন করিতে ২৪ ঘণ্টারও বেশী সময় লাগিয়াছে।

মিঃ পেডীর হত্যাকাণ্ডের জের

মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ফণীন্দ্রনাথ কুণ্ডুকে মিঃ পেডীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ধৃত করা হয়। সে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে একটি আবেদন করিয়াছে যে, তাহার নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য পুলিশ তাহার উপর অত্যাচার করিতেছে।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এই আবেদন সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের উপর দিয়াছেন। ৭ই মের মধ্যে তাহার রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

কেরল কংগ্রেসে সেনগুপ্তের বক্তৃতা

গত ৩রা মে কেরল প্রাদেশিক সম্মেলনে শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং এই মর্ম্মে বক্তৃতা দেন, "যুক্তরাষ্ট্র নির্দ্ধারণ কমিটি যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রী যে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহাতে লাট ও বড়লাটদিগের হাতে আইন প্রণয়নের এমন ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, কোন রাজ্যেই এরূপ প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

কোন স্বায়ত্তশাসনশীল দেশেই টাকা কড়ির ভার ও অর্থনৈতিক বিভাগের পরিচালন বিদেশীয়দিগের হাতে দেওয়া হয় নাই। যেসমস্ত ইংরাজ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই ও ভারতীয়দিগের মত স্বাভাবিকভাবে নাগরিক ক্ষমতা ও অধিকার পাওয়ার যোগ্য নহেন, সেই সমস্ত ইংরাজদিগকে আমরা নিশ্চয়ই ভারতের নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইব না। তাঁহাদিগকে আমরা বিদেশী বলিয়াই ভাবিব এবং নাগরিকদিগের যে সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে, সেইগুলি হইতে তাঁহাদিগকে আমরা নিশ্চয়ই বাদ দিব। কিন্তু যে সমস্ত ইংরাজ জাতীয়তার সর্ত্ত রক্ষা করিবেন কিম্বা দেশান্তরের বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী চুক্তি সমূহের মর্য্যাদা রাখিবেন, আমরা কেবলমাত্র তাঁহাদিগকেই নিঃশঙ্ক হইতে বলি এবং বাণিজ্য বিষয়ক বৈষম্যের জন্য তাঁহাদের কোন ভয়ের কারণ নাই, ইহাও বলিতে পারি।

এই প্রশ্নটি গোলটেবিলের আগামী বৈঠকে স্পষ্টরূপে উত্থাপিত হইবে এবং ব্রিটিশদিগকে উহার সম্মুখীন হইতে হইবে। কংগ্রেসসেবকগণ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং এই সমস্ত কংগ্রেসীদিগের সহিত বৈঠকে ইংরাজের মিলিত হইতে হইবে। সুতরাং গোলটেবিল বৈঠকে যদি কতকগুলি বাজে জিনিষ উত্থাপিত হয়, কংগ্রেসনায়কগণ উহাই মাথা পাতিয়া লইবেন, এমন কথা যেন কেহ মনে না করেন।"

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত কে, এক নরিম্যানকে বিপুল অভ্যর্থনা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নরিম্যান কেরল ছাত্র সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

চীনে বৈদেশিকদিগের অধিকার

গত ৩রা মে ইংরাজের যে সমস্ত রাষ্ট্রাতিরিক্ত অধিকার আছে, তাহা পরিত্যাগের জন্য বহু দিন ধরিয়া ইংরাজ ও চীন কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল কিন্তু রাজদূতের অধিকারের সীমান্ত লইয়া এই কথাবার্ত্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শীঘ্র যে এই কথাবার্ত্তা আবার আরম্ভ হইবে, এমন লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাপানের সহিত আপোষের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এরূপ বিশ্বাস যে, চীনা কর্ত্তৃপক্ষ ৫ই মে তারিখ বৈদেশিকদিগের রাষ্ট্রাতিরিক্ত অধিকারসমূহ লুপ্ত করিবার জন্য ঘোষণা করিবেন।

দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা আদালতে বিপ্লবাত্মক ধ্বনি

গত ২রা মে নয়া সেক্রেটারী রুট অট্টালিকায় দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। আদালতগৃহে কড়া পুলিশ পাহারা ছিল। কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মহিলাদিগকে পর্য্যন্ত তলাস করিয়া দেখা হইয়াছিল। আসামীদিগকে হাতে হাত কড়ি দিয়া আদালতে আনা হইয়াছিল এবং আদালতে আসিয়া আসামীগণ বিপ্লবাত্মক ধ্বনি করিয়াছিল। উক্ত দিবস সরকার পক্ষের ৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হ
অগ্রিম-দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে বৈশাখ শনিবার ১৩৩৮, ৯ই মে ১৯৩১

নানা কথা

কুষ্টিয়ার বিবিধ সংবাদ

মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন

কুষ্টিয়ার আগামী মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে ৫টি ওয়ার্ডের প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতেই যাহাতে কংগ্রেস মনোনীত সঙ্ঘ নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, এজন্য স্থানীয় কংগ্রেস সম্প্রতি তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবল প্রতিযোগিতা হইবার সম্ভাবনা, কারণ ইতোমধ্যেই এসম্বন্ধে সহরে রীতিমত জল্পনা কল্পনা শুরু হইয়াছে।

আমোদ-প্রমোদ

কুষ্টিয়া সহরের যুবকবৃন্দ সম্প্রতি দুই-রাত্রে "মন্ত্রশক্তি" "পথের শেষ" ও "সবুজ সুধা" অভিনয় করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। স্থানীয় "পরিমল রঙ্গমঞ্চ" বিগত কয়েক বৎসর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল; বর্ত্তমানে আবার উহা তরুণদলের আনন্দ কলরবে মথুর হইয়া উঠিয়াছে। "যতীন্দ্র মোহন হলে" তরুণগণের সান্ধ্য সম্মেলনের বৈঠক যাহাতে স্থায়ী হয়, তজ্জন্য যুবকদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রবল উদ্যোগে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল একাডেমী

"কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল একাডেমী" নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে এবং কয়েক দিন হইল ভাড়াটিয়া টিনের বাড়ী হইতে স্কুলটিকে নিজস্ব পাকা বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই স্কুলটি সম্প্রতি মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন অনুযায়ী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

কুষ্টিয়ার বিবিধ সংবাদ

কুমিল্লার পথে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

জেলে শ্রীযুত সুরেশ দাস

ব্রাহ্ম মহিলার হত্যার জের—দুইজন আমামীর হাজত বাস

নেত্রকোনায় ঘূর্ণীবাত্যা

মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীর বিরুদ্ধে মামলা

ভি, জে, প্যাটেলের স্বাস্থ্য

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার-গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য

গত বৎসর বর্ষার পর হইতে এখানে আর বৃষ্টি না হওয়ায় জনসাধারণের, বিশেষতঃ কৃষকগণের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। অনাবৃষ্টির জন্য শস্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। নিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইতে দুই একটী কলেরা ও বসন্ত আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

কুমিল্লার পথে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

কুমিল্লা রাজনৈতিক কর্ম্মী সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, জেলা ছাত্র ছাত্রী সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি সাহিত্য সম্রাট্ শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীযুত হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির সভাপতি শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দাস, সম্পাদক শ্রীযুত অবিনাশ ভট্টাচার্য্য গত ৬ই মে চট্টগ্রাম মেলে কুমিল্লা যাত্রা করিয়াছেন।

বিভিন্ন ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা

তাঁহারা পথে রাজবাড়ী, তারপাশা, [illegible] প্রভৃতি স্থানে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। চাঁদপুর ষ্টেশনে ষ্টীমার পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই বিশ হাজারেরও অধিক লোক তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার্থ তথায় সমবেত হইয়াছিল। তাঁহারা চাঁদপুরে পৌঁছিলে বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন।

ভি, জে, প্যাটেলের স্বাস্থ্য

শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলের গৃহ চিকিৎসক ডাঃ পি, টি, প্যাটেল ভিয়েনা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেল নার্সিংহোম (সেবাসদন) ত্যাগ করিয়া জলপরিবেষ্টিত একটি স্থানে গিয়াছেন। এই স্থানটি ভিয়েনা হইতে ট্রেণে পাঁচ ঘণ্টার পথ। এইস্থানে তিনি তিন সপ্তাহ কাল অবস্থান করিবার মনস্থ করিয়াছেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত প্যাটেলের স্বাস্থ্য পুনরায় পরীক্ষা করিয়া অস্ত্রোপচার আবশ্যক কি না স্থির করা হইবে।

সিরাজগঞ্জে বৃষ্টি

গত ৩রা মে সিরাজগঞ্জে বেশ বৃষ্টি হইয়াছে কোন কোন যায়গায় বৃষ্টি খুব বেশী হইয়াছে; কোথাও কম হইয়াছে আশা করা যায়, এই বৃষ্টিতে ধান এবং পাটের খুব উপকার হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

[illegible]

১। চন্দ্রপ্রভা বটিকা—[illegible]

২। সুষুপ্তিময়ী বটিকা [illegible]

৩। মধুর বটিকা—[illegible]

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:—[illegible]

[illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

মস্তকের [illegible] অবস্থার [illegible] ঔষধ [illegible] মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৸৴০ আনা, বোতল ৵০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,

কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

[illegible] বাতুলতা, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] অজীর্ণ, [illegible] আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible]

[illegible] রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এম, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

[illegible] একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১০ আনা। মাশুল পৃথক।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, শারীর-সংক্রান্ত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বাস্থ্যহীনতা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কড়েপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] প্রেস হইতে [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

-:o:-

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর—২৬শে বৈশাখ শনিবার—১৩৩৮

দুঃসঙ্গ

দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে কাহারও প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয় না। অতএব দুঃসঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, 'দুঃসঙ্গ' কাহাকে বলে? সাধারণ বিচারে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার যেরূপ বস্তু বা ব্যক্তিতে রুচি, তৎপ্রতিকূল বস্তু বা ব্যক্তিই তাহার বিচারে দুঃসঙ্গ।

সচ্চরিত্র ব্যক্তি দুশ্চরিত্রকে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া থাকেন। সাধু অসাধুকে দুঃসঙ্গ বিবেচনায় তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন, কিন্তু অতীব আশ্চর্য্য ও হাস্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা প্রকৃতই দুঃসঙ্গে অবস্থিত, তাঁহারা আবার সাধুসঙ্গকে 'দুঃসঙ্গ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যেমন, কাহারও পুত্র যদি বাস্তবিক কোন সাধুর সঙ্গ লাভ করিয়া সংসার-সুখে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে সতত কাল যাপন করেন, তবে তাঁহার পিতামাতা বিচার করেন যে, তাহাদের সন্তানের দুঃসঙ্গে পড়িয়া বুঝি খারাপ হইয়া গিয়াছে। নতুবা রাজার ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসমা ভার্য্যা ত্যাগ করিয়া কি কেহ সন্ন্যাসীর সঙ্গে কাল যাপন করে?

কবিকুলমুকুটমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'দুঃসঙ্গ' শব্দের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন,—

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর যাহা কিছু কামনা করা যায়, সবই দুঃসঙ্গ। কৃষ্ণসেবার উপায়স্বরূপ কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা যায়, সে সমস্তই দুঃসঙ্গ। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, দান, ধ্যান, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা প্রভৃতি সকলই দুঃসঙ্গ।

যেমন রোগীর পক্ষে চিকিৎসকের উপদেশানুসারে ঔষধ-পথ্যাদি গ্রহণ করিতে হয়, চিকিৎসকের অনুমতি ব্যতিরেকে কুপথ্যাদি গ্রহণ করিলে তাহার রোগ বিনাশ না হইয়া রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভজনরাজ্যেও পূর্ব্বোক্ত দুঃসঙ্গসকল ত্যাগ না করিলে প্রকৃত মঙ্গল লাভ করা যায় না।

সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তি জন্মাইবার মূল কারণ। কিন্তু যে সাধুসঙ্গ লাভমাত্র সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে, দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিয়া তাদৃশ সাধুসঙ্গে কোটিকল্প যাবৎ অবস্থান করিলেও কোন সুবিধা হইবে না, যাবজ্জীবন ধরিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন করিলেও কোন মঙ্গল হইবে না।

তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

এই শ্লোকটীতে তিনটী বহুমূল্য কথা আছে,—(১) দুঃসঙ্গ বর্জ্জন, (২) সৎসঙ্গ গ্রহণ ও (৩) সাধুর লক্ষণ।

কেবল দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিলেই চলিবে না, যাহাতে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, যাহাতে ঐ দুঃসঙ্গ আসিয়া পুনরায় আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য একটী দৃঢ় অন্তরাল আবশ্যক। তাহা আর কিছু নয়—সাধুসঙ্গ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তম সখা উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে বলিয়াছিলেন। ঐ তিনটী বস্তুই তাঁহার লক্ষীভূত ছিল।

ঐলরাজ পুরূরবা উর্ব্বশী-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে স্বীয় আত্মাতে আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিবেন।

সাধুসঙ্গে অবস্থান ব্যতীত দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের দ্বিতীয় পন্থা নাই। কারণ, সাধুগণের কৃত্য এই যে, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ বিষয়াসক্ত জীবগণের বিষয়-বাসনারূপ শৃঙ্খলগুলিকে (দুঃসঙ্গগুলিকে) শাস্ত্রযুক্তিরূপ [illegible] কৃপাণ দ্বারা ছেদন করিয়া দেন।

আশার ছলনা

(শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী দেবী ভক্তিশাস্ত্রী)

কে আসিছে ঐ বিকট ভীষণ বদন ব্যাদান করি'
তাণ্ডবনৃত্যে কাঁপায়ে ভুবন বাজায়ে কালের ভেরী:
জীবন প্রভাতে নবীন আশার
তপন আলোকে কুহেলি আঁধার
দিতেছে আনিয়া যবনিকাখানি সকলি সমাপ্ত করি'
উত্থান পতন পলকে প্রলয় দেখায় সুমুখে ধরি॥

তবু পুনরায় আশার কুহকে
আকাশ কুসুম রচি' মনঃসুখে
মনের মতন কত যে সাজাই, নাই তার কোন ঠিক।
কেন এ দুরাশা জাগাও পরাণে, মায়াবিনি তোরে ধিক্॥

ধরিয়ে নিয়ত আশার অঞ্চল
কত যে ঘুরাবে করিয়া চঞ্চল
একি এছলনা, বুঝিতে পারিনা, কেন যাই হেসে হেসে,
আশার কুহকে আপনা পাসরি যাইতেছি কোথা ভেসে॥

আসেনা দেখায়ে গভীর আঁধারে কে গেল গো মোরে ফেলি,
একি পরমাদ, সাধের জীবনে কে দিল গরল ঢালি?
বিকট ভীষণ পিছনে রাখি।
চারু ছবি চোখে দেয় গো আঁকিয়া
মায়ার মোহিনী রূপের নেশায় সকলি সুন্দর দেখি।
শেষে বুঝি হায় প্রহেলিকাময় মৃগতৃষিকার বারি॥

আশার ছলাবে প্রতারিত হ'তে
এসেছে কি সবে এই অবনীতে
জীবন বীণার প্রভাত মূর্চ্ছনা রবে যদি অসমাপ্ত।
তবে কেন নবে নিমেষের তরে করে বিধি বিশ্বে বাক্॥

দুর্জ্জয়লিঙ্গ উদ্ধার-পথে শ্রীল প্রভুপাদ

(শ্রীনারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম,এ-প্রেরিত)

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ওরা মে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে দার্জ্জিলিং মেলে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরমবিদ্যাভূষণপ্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহ দুর্জ্জয়লিঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করেন। বহু সজ্জন ভদ্রমহোদয় সিয়ালদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। অন্তঃপর রাণাঘাট ষ্টেশন পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমন সংবাদও পাঠকগণ অবগত আছেন।

কৃষ্ণনগরস্থ ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত জয়েন্দ্রচন্দ্র দাস মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত রাত্রি ৩টা হইতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত ভৌমিক ভক্তিরত্ন মহোদয় শ্রীযুক্ত মহেশ্রী তুলীচরণের পুত্র (ধনকুবের শ্রীযুক্ত বিরলা মহোদয়ের জামাতা) এবং অন্যান্য স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দিত করেন। শিলিগুড়ি ষ্টেশনে স্থানীয় কংগ্রেস-নেতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ-ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার (সান্যাল) মহাশয় প্রমুখ স্থানীয় সজ্জন ও ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনা করেন।

শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই দার্জ্জিলিং এ সর্ব্বসাধারণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও আচার প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শিলিগুড়ি ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তথা হইতে মোটরযোগে শ্রীল প্রভুপাদ, পরমানন্দ প্রভু এবং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী বেলা ১১টার সময় দার্জ্জিলিং এ পৌঁছিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং ষ্টেশন হইতে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী

প্রমুখ স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী শ্রীল প্রভুপাদকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লুইস্ জুবিলী স্যানিটোরিয়াম পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়াছিলেন। স্যানিটোরিয়ামের সুযোগ্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার পাল পূর্ব্ব হইতেই স্বীয় ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত শিশির বাবুর আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার আতিথ্য অঙ্গীকার করিয়া সম্প্রতি তাঁহার সুরম্য ভবনে অবস্থান করিতেছেন

শ্রীমধ্ব-সিদ্ধান্ত সমাহৃতি

(১)

১। ব্রহ্মবস্তু সগুণ ও সবিশেষ। জীব অণুপরিমাণ, এবং ভগবানের দাস। বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র জীবের আশ্রয়ণীয়। প্রপঞ্চ সত্য। তত্ত্ব বা পদার্থ দ্বিবিধ—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। নিখিল সদ্গুণযুক্ত ভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্রতত্ত্ব। জীব ও জড়জগৎ অস্বতন্ত্রতত্ত্ব। পরমসেব্য শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই।

স্বতন্ত্র ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করাই অস্বতন্ত্র বা সেবক জীবের পরম-পুরুষার্থ শ্রীভগবানের গুণোৎকর্ষজ্ঞান ব্যতীত ঐ পরম পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না।

তত্ত্বমস্যাদি প্রাদেশিক বাক্য শ্রবণে পুরুষার্থপ্রদ ভগবজ্জ্ঞানের উদয় হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে অঙ্কন, নামকরণ ও ভজনের দ্বারাই সেই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। 'তত্ত্বমসি' বাক্য 'অগ্নির্মানবকঃ' বাক্যের ন্যায় সাদৃশ্যপর। নির্ব্বাণ মুক্তি খ-পুষ্পের ন্যায় কথার কথা মাত্র।

৩। মায়াবাদী দৃশ্যবস্তুর বাস্তবতা স্বীকার করেন না; কারণ, দৃশ্য বাধিত; সুতরাং জ্ঞানই সৎ। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, দৃশ্যবস্তু ও সত্য অভিন্ন; উহাদের ভেদ অসম্ভব। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞান অসিদ্ধ—'ন চ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়রহিতং জ্ঞানং ক্বাপি দৃষ্টম্।'

৪। জ্ঞান মাত্রই আপেক্ষিক। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় না থাকিলে জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় জ্ঞানের সহিত চিরসংবদ্ধ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া জ্ঞানের অবস্থিতি নাই অর্থাৎ জ্ঞান কখনও নির্ব্বিকল্প নহে। জ্ঞান মাত্রেই সবিকল্পক।

[illegible]। বেদ স্বতঃপ্রমাণ এবং নিত্য। [illegible] স্বরূপ ও সত্যপরিজ্ঞানের [illegible] প্রমাণের নিত্যতা নাই। ন্যায়শাস্ত্র অঙ্গ মাত্র এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সহকারী মাত্র। অনুমানাদি প্রমাণ শব্দপ্রমাণের অনুগত হইলেই স্বীকার্য্য। শব্দপ্রমাণের বিরোধী হইলে বস্তুবিজ্ঞানে অপর প্রমাণের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন সমর্থিত হইতে পারে না; যেহেতু তাহারা অপৌরুষেয় নহে

৬। প্রমাণ ব্যতীত কোন বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। জ্ঞানই জ্ঞেয় বস্তুর প্রতিপাদক, [illegible] প্রধান প্রমাণ। যখন কোন জ্ঞানের উদয় হয়, তখন মধ্যবর্ত্তী এমন কোন বস্তুর প্রয়োজনীয়তা নাই, যাহার সহিত প্রমাণীকৃত বস্তুর সম্বন্ধ [illegible] হইতে [illegible]। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে [illegible] ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে [illegible], কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি কিছু জ্ঞানের অংশ না [illegible] জ্ঞানোদয়ের পর ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের অংশ হইতে পারে না এবং জ্ঞানও ইন্দ্রিয়-সাহায্যেই বস্তুর সত্তা স্বীকার করে না। সুতরাং জ্ঞানই প্রমাণ।

৭। জগৎ কখনই মিথ্যা নহে, জ্ঞানের স্বভাব লক্ষ্য [illegible] জগতের সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে। জ্ঞান যখন নির্ব্বিকল্প নহে, তখন বিষয় বা দৃশ্যবস্তু অবশ্যই সত্য। জ্ঞেয় সত্য না হইলে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। কার্য্য ক্ষণিক হইলেও তাহা সৎ, কারণের সত্যতাই তাহার হেতু। নগর বা পরিবর্ত্তনশীল হইলেই যে তাহা মিথ্যা বা অবাস্তব হইবে, ইহা কে বলিল? বিকার থাকিলেই যে অনিত্য হইবে, এমন কোন কথা নাই। সত্যের জ্ঞান না থাকিলে অসত্যের বোধ জন্মে না। 'ইহা হয়' এই প্রামাণিক জ্ঞানের উপরেই 'ইহা নয়' এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। 'ইহা নয়' এই কথা বলিলেই বস্তুর সত্তা প্রমাণিত হয়। যাহা অবাস্তব, তাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না এবং মিথ্যা জ্ঞানেরও বিষয়ীভূত হইতে পারে না ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধেও সম্বদ্ধ হইতে পারে না। যাঁহারা জগতের মিথ্যাত্ব কল্পনা করেন, তাঁহারা কার্য্যকারণের নিয়ম অতিক্রম ও স্বপ্রতিজ্ঞার বিরোধ সাধন করেন

মায়াবাদী বলেন, জগৎ মিথ্যা; কেন না, জগৎ দৃশ্য। যাহা দৃশ্য, তাহা মিথ্যা। এইরূপ অঙ্গীকারে আশ্রয়াসিদ্ধ দোষ হয়। কারণ, জগতের যখন অভাব, তখন আশ্রয় অসিদ্ধ। অনির্ব্বচনীয় অসিদ্ধ হওয়ায় বিশেষণও অপ্রসিদ্ধ। আর যদি সদসদ্-বৈলক্ষণ্যই মিথ্যা বলা হয়, তাহাতেও সিদ্ধ-সাধনতা-দোষ পাতিত হয়। অতএব জগৎ সত্য।

৮। বস্তুর সহিত বস্তুভেদ নিত্য। বস্তুর সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য। সম্বন্ধ থাকিলেই পরস্পর ভেদ থাকিবেই। মায়াবাদী যে ভেদের ঔপাধিকত্ব কল্পনা করেন, তাহা মিথ্যা। ঔপাধিক বলিলেও ভেদের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হয় না এবং উপাধিও কখনও মিথ্যা নহে; সুতরাং ভেদ নিত্য বা পারমার্থিক।

ভেদ আত্মস্বভাব। ভেদের ঔপাধিকত্ব প্রমাণসিদ্ধ নহে। প্রত্যেক দেহভেদে চেষ্টা প্রভৃতির পার্থক্য থাকায় একে অন্য হইতে পৃথক—এই প্রতীতি অনিবার্য্য। জীবের অসর্ব্বজ্ঞত্ব, অল্পশক্তিত্ব, অল্পকর্ত্তৃত্ব, আর ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব প্রভৃতি সকলের নিকটেই বিদিত। শ্রুতিতেও বিষ্ণুর সর্ব্বশক্তিত্বাদিগুণের উল্লেখ রহিয়াছে, শ্রুতিবাক্য কখনই মিথ্যা নহে। স্মৃতি সর্ব্বত্রই জীবেশ্বরের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব ভেদই পারমার্থিক। ঔপাধিক [illegible] অশ্রৌত ও অযৌক্তিক।

ভেদকে মায়িক বলিয়া মায়াবাদী বলেন, মায়ার জন্যই এক বস্তুতে বিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু মায়াবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মাত্মৈক্যের যাথার্থ্য বোধ কখনই সম্ভবপর নহে। কারণ স্বরূপের প্রাধান্যে অদ্বৈতের হানি অবশ্যম্ভাবী। যথা: [illegible] যাথার্থ্য তৎপক্ষে। [illegible] স্বরূপ [illegible]।" [illegible] অনতিরেক স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্মার প্রকাশত্ব নিবন্ধন সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়। আর যখন নির্ব্বিশেষ, তখন কোনও বিশেষ তাঁহাতে নাই। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ, স্বরূপেরও বিশেষত্ব নাই। সুতরাং অজ্ঞান কখনই আবরক হইতে পারে না। অজ্ঞানের অভাবে সমস্ত মায়াবাদের ভিত্তিই বিধ্বস্ত হইল। অতএব ভেদই সত্য। জ্ঞানের আপেক্ষিকত্ব ও ভেদের পারমার্থিকত্বই স্বীকার্য্য।

৯। শাস্ত্র ও ব্রহ্মে প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক সম্বন্ধ। ব্রহ্ম শাস্ত্রবাচ্য। ব্রহ্ম দর্শনীয় বস্তু অতএব তিনি শব্দবাচ্য। নিখিল কল্যাণগুণাকর বিষ্ণুই প্রতিপাদ্য। জীব ও বিষ্ণু ভিন্ন। বিষ্ণু দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। তাঁহার গুণের সীমা নির্ণয় করা যায় না। এই অর্থেই তিনি নির্গুণ। তিনি কখনই স্বরূপতঃ নির্গুণ নহেন; সুতরাং অশেষ সদ্গুণাশ্রয় সবিশেষ ব্রহ্মই বিষয়।

দুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দপ্রাপ্তিই প্রয়োজন, ঈশ্বরের নামাঙ্কন, নামকরণ ও ভজনে তিনি প্রীত হন। বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুই সেব্য। মুক্তপুরুষও বৈকুণ্ঠে গিয়া নারায়ণের সেবায় পরমানন্দ লাভ করেন। এই আনন্দলাভই প্রয়োজন।

বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ

জগতে যত মনুষ্য আছেন, তাঁহারা বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। ভক্তিবিগর্হিত পণ্ডিত, ধনী, বলবান্, ব্রাহ্মণ, রাজা, প্রজা—সকলেই অবৈষ্ণব। যাঁহার ভক্তি আছে, তিনি গৃহস্থ হউন বা সন্ন্যাসী হউন, ধনী হউন বা নির্ধনী হউন, পণ্ডিত হউন বা মূর্খই হউন, দুর্ব্বল হউন বা বলবান্ হউন, তিনিই বৈষ্ণব। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অবৈষ্ণবদিগের ন্যায় বৈষ্ণবদিগেরও শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার ব্যবহার দুঃখ হইতে পারে। বৈষ্ণবদিগের যে সকল ব্যবহার দুঃখ তাহা বাস্তবিক দুঃখ নয়, কিন্তু বৈকুণ্ঠযাত্রীর পান্থ দুঃখের ন্যায় অস্থায়ী এবং সুখবৎ কাটিয়া যায়। এই জন্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

তাহা এই, অবৈষ্ণবদিগের এই নশ্বর জীবনই সর্ব্বস্ব। তাঁহারা যে কিছু কষ্ট পান, তাহা সহজেই প্রকট। এই কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহারা বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও কষ্টশূন্য হইতে পারেন না। তাহাতে তাঁহাদের জীবনটা কেবল যমযন্ত্রণার ন্যায় অতিবাহিত হয়। পক্ষান্তরে ভক্ত মহোদয়দিগের ঐহিক জীবনকে তাঁহারা কেবল ক্ষণিক পান্থজীবন বলিয়া জানেন। সুতরাং শুদ্ধচিন্ময় সুখের প্রভাবে তাঁহাদের ক্ষণিক ব্যবহারিক দুঃখ সকল অত্যন্ত অনাদরের সহিত অতিবাহিত হয়। অতএব হে ভাইসকল! এই জগতে কেবল হরিভক্তিরত্নকে নিষ্কপটরূপে সংগ্রহ করতঃ বৈষ্ণব শ্রেণীভুক্ত হও, আর আপনাদিগকে অবৈষ্ণবদলভুক্ত করিয়া রাখিও না। এই যে প্লেগকে এত ভয় করিতেছ, সে কেবল অবৈষ্ণবতা মাত্র। দেখ ভাই, প্লেগে কি করিতে পারে? অতি অপদার্থ জীবনের সমাপ্ত করিয়া প্লেগ তোমার কি ক্ষতি করিতে পারে? যদি ভাল চাও, তবে প্লেগ হইতে একটী শিক্ষা কর। কল্য যদি প্লেগে ধরে, তাহা হইলে আর জীবন নাই। তোমার এত সুখ সম্পদ্ কোথায় যাইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। অতএব বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া নিরন্তর নিষ্কপট ভক্তির সহিত হরিনাম কর। কোটী কোটী প্লেগ আসিয়াও তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, মূলস্থ অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাঠ ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সানুয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সন্নিবেশিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এরূপ অনুপম সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকাগজের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিস্তৃত স্থান পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বৃহৎ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যলীলার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ৩৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মূলশ্লোকানুক্রমে শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের যে অমিয়া বিশ্বকল্যাণী বৈজ্ঞানিকযুক্তিপূর্ণ দিব্য ব্রহ্ম-কায়নিঃসৃতা দিব্যী বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বিশ্ববন্দিতায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়নি—সম্প্রদায় বৈভবনিত্যলীলায় যেয়ে যৌগপদ্য লাভ করায় তাঁহার একমাত্র গুরু—মহাজন চরিতচরিত নিত্যসিদ্ধ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারক—ত্রিদণ্ডী ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিত্য সেবোন্মুখ—সঙ্ঘরক্ষক, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের নিত্য মূর্ত্তবিগ্রহ।

১। প্রথম খণ্ড—বেদান্তসমন্বয়, শ্রুতিপরিচয়, কালধর্ম্ম, শ্রীনবধাভিধান, ত্রিবিধতত্ত্বজ্ঞান, পঞ্চরাত্রিকতা বিচার ও বর্ণবিচার, অসুর ও মানবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত নরেতরধর্ম্ম ও প্রাকৃত নরেতরধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সন্দর্ভ গ্রন্থে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—ভক্তি ও বিদ্যা ভক্তি, মতভেদের হেইতা কে? কাম, ধর্ম্মের নিত্যত্ব, শ্রীগুরু আমিত্বাদ ও মায়াবাদ, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত প্রচার, বিশ্বধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম কাউন্সিল, শ্রীব্যাসপূজায় বৈষ্ণবাচার্য্যের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীহরিকথা, বিরক্তপুরুষ [illegible] পাপ, নিত্য [illegible], শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, গৌরকৃপায় [illegible] ও [illegible] [illegible] অমূল্য মণিমুক্তাপূর্ণ-বক্তৃতা পাইবেন। ভিক্ষা ৸০ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য সার্ব্বভৌম শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃতা ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ 'সূক্ষ্ম টীকা' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, [illegible] শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট [illegible], বাঁধাই সুন্দর। তৃতীয় সংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ। গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রেমময়স্তোত্রাবলী

শ্রীল [illegible] বিশ্বমঙ্গল-প্রণীত কৃষ্ণকর্ণামৃত, সঙ্কলিত ও [illegible] পাঠকবর্গের পাঠের প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। [illegible] টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ সহযোগে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। শ্লোকাদি গীতাকারে পরিক্রমায় ভ্রমণোপযোগি বিষয়ক। ভিক্ষা ৵০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পত্রে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। নবদ্বীপের নিত্য চৈতন্যবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন গ্রন্থের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম কারয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। মূল্য মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কৃতা অন্বয়মুখ ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী নিত্যসিদ্ধস্থিত অপৌরুষিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মূদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ আনা সংস্করণ) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অভাব বা অভিযোগ থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মতত্ত্বপূর্ণ এই-রূপ সরল ও সর্ব্বস্পর্শী গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-আচার্য্য-মহাদেশি-মণ্ডলীতে [illegible] উচ্চ হইয়াছেন। আধার ব্যাখ্যা, [illegible], কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। [illegible] গ্রন্থ, গোলাপ ফুলের মত রেশমী বাঁধাই [illegible] সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে শ্রীল মহাপ্রভুর লীলাস্থল বৈষ্ণবাচার্য্য, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্ব জানিতে পারিবেন। [illegible] গ্রন্থকারের পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০ বার আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর চিত্তদর্পণ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ।০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে লিখিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৶০ আনা।

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও ভজনপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গ্রন্থ। সমস্ত শ্লোকের সহজ বাঙ্গালা শ্লোকের এই ভজনোপযোগী গ্রন্থখানির দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎ সেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৯ম সংস্করণ, ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, সিদ্ধান্ত, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রাতঃ-সেবনাদি বিষয়ক মধুর গীতাবলী একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

ত্রিবিক্রমভট্টমৌলি শ্রীনরসিংহলাল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সমাধান ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা ও [illegible]-প্রণীত অনুভাষ্যসহ গীতামৃত শ্লোকের [illegible] সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

ঠাকুর নরোত্তম দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চরিত পদ্যানুবাদ সহ। ভিক্ষা ।০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম দাস-রচিত প্রেমভক্তিবিষয়ক গানাবলী।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপ শতকের মূল ও পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকনাথ দাস-রচিত। বৈষ্ণবগণের জ্ঞাতব্য পুস্তক। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সদাচার-প্রণালী। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ত্তব্যাদি সদাচার-বলী, মূলানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নরহরিদাস-রচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রমাণবর্ণা-সম্বলিত সংস্কৃত কাব্য। ভিক্ষা ৶০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (শুদ্ধ যৌক্তিক)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত। বঙ্গাক্ষরে সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে গৌড়ীয়গুরু দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়শাস্ত্রের কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

ঐ বিষয়ে শ্রীল ভক্তিসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ। গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র তিরোতম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, [illegible], ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাচ্য (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বি [illegible] ২৲। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় এবং যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৵০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইহারই ভাগ্যে অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে চরি-নামের বিমল-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঔবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীষড়ক্ষর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল; এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা; রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

জেলে শ্রীযুত সুরেশ দাস

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট ডাকাতি মামলার আসামী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দাস জেলে "বি" শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনখানি আবেদন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি উত্তর পাইয়াছেন যে, "তিনি নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ বংশোদ্ভূত, কাজেই তাহাকে 'বি' শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না।" এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট সুরেশ বাবুকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সুরেশ বাবু উচ্চতর শ্রেণীতে যাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন দরখাস্ত করেন নাই। তাঁহাকে যথারিতিভাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার বিষয় জানাইতে বলা হইয়াছে।

পদ্মায় ষ্টীমার বিপন্ন

পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীতে ষ্টীমার চলাচল বড়ই বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নারায়ণগঞ্জ ও ভৈরব লাইনের যাত্রীবাহী ষ্টীমারখানা ঝড়ের হাতে আশ্চর্য্য রকমে রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঝড়ের বেগ এতই প্রবল হইয়াছিল যে, ষ্টীমারের নঙ্গর ছুটিয়া যায় এবং শীতলক্ষা নদীর মোহনা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে চলিয়া যায় একজন স্ত্রীলোক ভয়ে ষ্টীমারের উপর মূর্চ্ছা যায়, ঐ সময়ে ধলেশ্বরীতে একখানা বড় দেশী নৌকাকে ঝড়ের বেগে ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল, ঐ নৌকাতে, কেহ ছিল কিনা তাহা নির্ণয় করিয়া জানা যায় নাই।

ধুবরীতে ঝড় ও শিলা বহু স্থানে শস্য হানি

গত ৩রা মে সন্ধ্যায় ধুবরীতে ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এক একটি শিলার ওজন প্রায় এক ছটাক, ঝড় বৃষ্টি প্রায় আধ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল আকাশ অত্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন। আরও বৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয়। শিলাপাতের ফলে অনেক স্থানের শস্যহানি হইয়াছে।

নেত্রকোণায় ঘূর্ণীবাত্যা বহু গৃহের ছাদ উৎক্ষিপ্ত

গত ৩রা মে সন্ধ্যায় এখানে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা হইয়া গিয়াছে। বহু টিনের চাল ২০০ হইতে ৫০০ হাত দূরে উড়িয়া গিয়াছে। অনেক গাছ উপড়িয়া গিয়াছে। প্রায় সমস্ত কাঁচাবাড়ীরই কিছু না কিছু অনিষ্ট হইয়াছে। উকীল দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার বৈঠকখানা ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং আইনের পুস্তকগুলিও অন্যান্য কাজগপত্র সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। কোন কোন বাড়ীর টীনের চাল দূর হইতে গাছে ঝুলিতেছে দেখা গিয়াছে।

কাহারও জীবনহানির সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীর বিরুদ্ধে মামলা

রাজবন্দী শ্রীযুত পান্নালাল মিত্র গত ২৪শে এপ্রিল ভিচলী ক্যাম্প হইতে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর তাঁহার উপর হুকুম হয়, তাঁহাকে কলিকাতার ডেপুটী পুলিশ কমিশনারের নিকট নিজের সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে হইবে। তিনি এই হুকুম মান্য করেন নাই—এই অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রকসবার্গের কোর্টে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

ডেপুটী কমিশনার মল্লিক এবং আরও কয়েকজনের সাক্ষ্য দেওয়া হয়। আসামী নিজেকে নির্দ্দোষ বলেন।

১২ই মে পুনরায় শুনানী হইবে

পটুয়াটোলা হত্যাকাণ্ডের জের

পটুয়াটোলা লেনের এডভোকেট বিমান বিহারী বসুর মাতাকে হত্যাকরা সম্পর্কে পুলিশ সন্দেহবশতঃ দেবনারায়ণ দে এবং ভোলানাথ বসুকে গ্রেপ্তার করিয়া অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর নাসিরুদ্দিন আমেদের কোর্টে হাজির করে। তাহাদিগকে ৯ই মে পর্য্যন্ত হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

অন্যতম ধৃত আসামী অনিলকুমার হালদারের জামিনের জন্য পুনরায় দরখাস্ত করা হইয়াছিল।

জাতুরকি কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের বাড়ীতে খানাতল্লাস

মির্জ্জাপুর থানার পুলিশ জাতুরকি কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত নৈথ নাথ ভৌমিকের গৃহে খানাতল্লাস করিয়াছে। বাড়ীর লোকজন তল্লাসী পরওয়ানা চাহিলে তাহা দেওয়া হয় নাই। শ্রীযুত ভৌমিক সে সময় বাড়ী ছিলেন না। প্রকাশ, আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

ব্রাহ্ম মহিলার হত্যার জের দুইজন আসামীর হাজত বাস

ডাঃ প্রতাপ মজুমদারের বিধবা স্ত্রীকে হত্যা করা সম্পর্কে কালী পাত্র এবং রামানন্দ দাসকে অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হইলে তাহাদিগকে ৯ই মে পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার হুকুম দেওয়া হয়

ই, আই, রেলওয়েতে ব্যয় সঙ্কোচ আরও নয়জন বরখাস্ত

মাত্র এক দিনের নোটীশে গত শনিবার ই, আই, রেলওয়ের আরও নয়জন টিকেট কালেক্টরকে বরখাস্ত করা হইয়াছে—ইহার মধ্যে দুইজন এংলো ইণ্ডিয়ান টিকেট ইন্‌স্পেক্টরও আছেন। মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে আরও বহু কর্ম্মচারীকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। দানাপুরের মেয়া কর্ম্মচারীদের অসন্তোষ ক্রমশঃ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং আশঙ্কা হয়ে যদি এখন আরও কর্ম্মচারীকে ছাড়াইয়া দেওয়া হয় তবে এ অসন্তোষ আরও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। যাহারা যে সকল টিকেটকালেক্টরকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা বড়সাহেবের নিকট নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছে। —"এই ব্যয় সঙ্কোচের অন্তরালে নিশ্চয়ই অন্য অভিসন্ধি আছে। ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চিরাচরিত নীতি ভঙ্গ করিতেছেন। উনি নূতন টিকেট কালেক্টরকে নির্দ্বিচারে ছাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। রেলওয়েতে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে—আপনার হস্তক্ষেপ প্রার্থনীয়"

গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে খানাতল্লাস ও গৃহের তালাভঙ্গ

পুলিশ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত হরিপদ বাগচী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে পুলিশ তালা ভাঙ্গিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করে এবং একটী সুটকেস্ লইয়া যায়। বিগত বেল ডাকাতি সম্পর্কে বাগচীকে গয়ায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য ধৃতব্যক্তিগণের সহিত তাহাকেও পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আচার্য্য রায়ের আবেদনের ফল

মাননীয় মিঃ কে, ডি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের পুত্র এন, আর, রাঘবেন একদল বন্ধুর সহিত গ্রামে প্রচারকার্য্য করিতে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা খদ্দর, দেশী মাল এবং কংগ্রেসের সভ্য করার রসিদবহি লইয়া বাহির হইয়াছেন। যাত্রার পূর্ব্বে রাঘবেন নাকি বন্ধুদের কাছে বলিয়াছিলেন যে, গ্রামের কাজ গ্রহণ করিবার জন্য ছাত্রদের প্রতি আচার্য্য সার পি, সি, রায়ের একান্ত অনুরোধই তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করিয়াছে।

এপর্য্যন্ত রাঘবেন আঠারখানি গ্রামে ঘুরিয়াছেন।

ম্যাঞ্চেষ্টার রয়াল এক্সচেঞ্জে সভা

ম্যাঞ্চেষ্টারের রয়াল এক্সচেঞ্জে ৮০০০ বৃটিশ ব্যবসায়ী সমবেত হইয়া ভারতের বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। রয়াল এক্সচেঞ্জের সভাপতি সার আর্থার হাওয়ার্থ এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইহাতে আমদানী শুল্ক হ্রাসের দাবীও করা হইয়াছে।

বৃটিশ ব্যবসায়ীরা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এখন আর বয়কট আন্দোলন চালানো বৃটেন ও ভারত—কাহারও পক্ষেই লাভজনক নয়। ভারতের জাতীয় দলের অধিকাংশ প্রস্তাবই যখন বৃটেনকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে তখন আবার সহযোগ স্থাপন করাই কর্ত্তব্য। পরিশেষে ব্যবসায়ীরা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন এবং ভারতের বয়কট বন্ধ এবং ভারতের আমদানী শুল্ক হ্রাস হয়, তাহার উপায় করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন।

বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর ভারতাগমন

আগামী শরৎকালে পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত হইলে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বা মন্ত্রীসভার অন্য আর একজন সদস্য ভারতভ্রমণে যাইবেন—এখনে এইরূপ গুজব রটিয়াছে। শ্রমিক দলের মিঃ ব্রাকেন এসম্বন্ধে পার্লামেণ্টে এক প্রশ্ন উত্থাপনের নোটীশ দিয়াছেন।

বোম্বাই পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক শুকদেব রাজের তল্লাস ?

প্রকাশ, লাহোর সালিমারবাগে ধৃত শুকদেব রাজকে লামিংটন রোডে গুলীবর্ষণ ব্যাপার সম্পর্কে বোম্বাইয়ের কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশে দিতে চাহিয়াছিলেন। উপস্থিত তাহাকে বোম্বাইয়ে আনা হইবে না বলিয়া বোম্বাই কর্ত্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, শুকদেবরাজ বোম্বাই হইতে লাহোরে গিয়া তদবধি তথায় বাস করিতেছিল।

"শ্রীধাম"
টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাধারণের হ
অগ্রিম দেয়।
ত্রৈমাসিক ৫৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর ১৮ই বৈশাখ সোমবার ১৩০৮, ১১ই মে ১৯০১

নানা কথা

মিঃ গ্রের উত্তরে গান্ধীর বিবৃতি

বিলাতের বস্ত্র বয়ন সমিতির অস্থায়ী সভাপতি মিঃ গ্রেব প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

"মিঃ গ্রে'র ন্যায় দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ইংরাজগণ প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কিরূপ অজ্ঞ তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমি মিঃ গ্রেব উপর অজ্ঞতার আরোপ করিলাম। তাহার কারণ তিনি যে সন্ধির প্রকৃত সর্ত্তকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিকৃত করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী পিকেটিংয়ে ভয় প্রদর্শন, বল প্রয়োগ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। পিকেটিং হইবে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। আমি এই সর্ত্ত পালনের উপরই জোর দিয়াছিলাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা করা হইতেছে। যদি কোন ক্ষেত্রে যথার্থই ভয় প্রদর্শন কিম্বা বলপ্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায় তবে আমি সেক্ষেত্রে পিকেটিং বন্ধ রাখিতে বলিতে ইতস্ততঃ করিব না। আমাদের দিক হইতে সন্ধির সর্ত্ত যথাসম্ভব খাঁটীভাবে পালন করা যে প্রয়োজনীয় তাহা আমি বেশ অবগত আছি।

কালিকটে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বক্তৃতা

গত ৭ই মে সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে এক বিপুল জনসভায় বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বলেন—"কংগ্রেস পাঞ্জাবের গভর্ণরের হুমকী বরদাস্ত করিবে না।"

"ভাদাপাল্লীতে গুলি চালনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে উহা দ্বারা শান্তি সর্ত্তের প্রতিকূলতা করা হইয়াছে। তিনি বলেন কংগ্রেস শান্তিভঙ্গ করিবে না। কিন্তু নেতার নিকট হইতে আদেশ পাওয়ামাত্র অপেক্ষা না করিয়া যুদ্ধে নামিবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে একজন ইংরাজও এক পাই আয় করিতে পারিবে না।'

"সেফগার্ডের" কথায় উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বলেন যে ভারতীয়দের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই সেফ্‌গার্ডের প্রয়োজনীয়তা, কংগ্রেস বৃটিশ বণিক্ সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য কোন সেফ্‌গার্ড গঠিত হইতে দিবে না।

মিঃ গ্রের উত্তরে গান্ধীর উক্তি

কালিকটে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বক্তৃতা

ট্রেণ হইতে গার্ডের পতন

জেলের মধ্যে রিভলভার টোটা ইত্যাদি প্রোথিত

ল্যাঙ্কাসায়ারের শঙ্কায় গান্ধী

ষ্টেশন হইতে বন্দুক লইয়া চম্পট—অপরাধী

ধৃত ও পুলিশের হাতে সমর্পিত

জাহাজের ভাড়া হ্রাস

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ট্রেণ হইতে গার্ডের পতন
গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত

মোকামা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটেই ট্রেণ হইতে পতিত হইয়া একজন ভারতীয় রেলওয়ে গার্ড আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ই, আই রেলওয়ের জনৈক গার্ড পণ্ডিত জি, পি মিশ্র মোকামা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে হঠাৎ ট্রেণ হইতে পড়িয়া যান। গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় তিনি পড়িয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সময় একখানা আপ্ ট্রেণ ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল উক্ত ট্রেণের জনৈক ইউরোপীয়ান গার্ড মিঃ লিমন পণ্ডিতকে দেখিতে পায়, অতঃপর সেই ট্রেণখানা থামাইয়া মিশ্রকে মোকামা রেলওয়ে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। ইহাতে ঐ ট্রেণখানার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছিল। পণ্ডিত মিশ্রের পকেট হইতে ৩৫০৲ টাকা সহ একটি ব্যাগও রাস্তার পার্শ্বে পাওয়া গিয়াছিল। মিঃ লিমন মোকামা ষ্টেশনের মাষ্টারের কাছে উহা গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

পণ্ডিত মিশ্রের অবস্থা ক্রমশঃই ভালর দিকে যাইতেছে।

কাকুলামে জাতীয়পতাকা উত্তোলন উৎসব দর্শনে জনতার উপর পুলিশের চার্জ্জ

প্রকাশ, কাকুলামে বলের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন উৎসব দেখিবার সময় পুলিশ জনতাকে লাঠী দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিল। তিন জন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেশরঞ্জন —

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনুকোৎসব উপলক্ষে সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই স্বর্গীয় আচার্য্যদেব "শক্তি-সঞ্জিবনী বটীকা" পুস্তকের নিয়মিত ১২৲ টাকা মূল্যই নির্দ্ধারিত হইবে। এখনো যে কোন ব্যক্তি উহা ৮৲ টাকায় পাইতে পারিবেন। এই বটীকা এক বার খাইতে পেলে নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ-জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মানিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সত্বর লউন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ - আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জন পাচন

সর্ব্ববিধ কেশের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের যে কোন স্থানে ডাঃ মাঃ সিলিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৸০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস- ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

যেমেরিক

মদন

বটিকার ধ্বজ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, মুখ শুষ্কতাদি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুৎসবকাঞ্চাব্রি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাজীকরণ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"সুরুমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যস্তম্ভন করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কেশরঞ্জনী

৯ ১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও শুক্রতারল্যের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১০ আনা। মাশুল পৃথক্

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ১০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্থলতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০৯নং শাঁখারিপুকুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি বালক্স নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া অকালে মরা হইয়াছেন এবং নানা প্রকার যেমন, প্রমেহ পাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

কলেজপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

ষষ্ঠবর্ষ ৫৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২৮শে বৈশাখ সোমবার—১৩৩৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিযুগ—বিবাদযুগ। তাই অন্য প্রাণীর কথা কি, প্রাণিজগতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ আসনের দাবী করেন তাঁহাদেরও অধিকাংশেরই ইন্দ্রিয়গণ এত বলশালী হইয়াছে যে, উহারা মনের অধিনায়কত্বে উহাদের প্রভুর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বপ্রাধান্য বিস্তার করিতেছে। প্রত্যেকের মনোরাজই ভোগরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাই পূতিগন্ধময় স্ব স্ব স্বার্থভাগাড়ের অংশ লইয়া শকুনীদের ন্যায় পরস্পরের মধ্যে ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হইতেছে।

পৃথিবীব্যাপী মহাসমর মাত্র কয়েক বৎসর ছিল—তাহাতে জগতের অধিকাংশ লোকই 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে গগনপবন মুখরিত করিয়াছিল; কিন্তু এই যে ভীষণ সমর অসার সংসারে চিরকাল লাগিয়া আছে—ইহার নিবৃত্তির চেষ্টা কয়জনের আছে? মহাসমরে সন্দগ্ধ জীবকুলের আকুল আর্ত্তিতে—কাতর ক্রন্দনে করুণার্দ্র হইয়া শ্রীমধুসূদন উহার নিবৃত্তির ব্যবস্থা করাইলেন, আর আমরা যদি ভাগাড়বণ্টনক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সেই অচ্যুতের অভয় চরণারবিন্দে অনন্যোপায় হইয়া শরণ গ্রহণ করি, তাহা হইলে কি তিনি আমাদিগকে রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন?

অপরের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল। কিন্তু অন্যের অনিষ্ট সম্পাদনে সিদ্ধহস্ত লোকে জগৎ ভরপুর। জগতের এই প্রকার দুর্ভাগ্যের কারণ-নির্ণয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরহীন শিক্ষাই (Godless education) স্বীয় অসুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই অবস্থা সংঘটন করাইতেছে। এই শিক্ষা মানবকে এমনভাবে অন্ধীভূত করিতেছে যে, সে নিজের স্বরূপের সন্ধান লইবার কোনও প্রয়োজন বোধ করে না, ফলে প্রকৃত মঙ্গল জিনিষটা কি এবং কিসে প্রকৃত মঙ্গল সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার কিছুই অবগত নহে। এহেন ব্যক্তির দ্বারা যে অপরের প্রকৃত উপকার সম্পাদিত হইতে পারে না, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণকে পণ্ডিতজ্ঞানে অতিশয় শ্রদ্ধা করে; এমন কি, অনেক সময় তাহাদিগকে হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা বলিয়াও জ্ঞান করিয়া থাকে। তাহাদের এই নিরক্ষরতার সুযোগ লইয়া ঈশ্বরহীন শিক্ষায় পুষ্ট বিজ্ঞাভিমানিগণ নিজেদের অজ্ঞতা গোপন করত উহাদের উপকারের ছলনায় অনেক সময় তাহাদের কর্ণে হলাহল ঢালিয়া নিজেদের বাহাদুরী প্রদর্শন করে।

নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষামূলে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের বিরুদ্ধে প্রচারকারী কতিপয় শিক্ষিতাভিমানী যুবকের পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত। ঐসকল যুবক প্রকৃত জ্ঞানালোক লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদের গ্রামের ছেলেরা সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইলে তাঁহাদের প্রতিভা মলিন হইবে—এই ভয়েই কি তাঁহারা ঐ প্রকার হীন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া জানাইতেছি যে, ঐ প্রকার ভয়ের কোন কারণ নাই; কারণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের হিন্দু ছাত্রগণ হিন্দু শিক্ষক হইতে এবং মুসলমান ছাত্রগণ মৌলবী সাহেব হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত শিক্ষা পাইয়া আদর্শচরিত্র হইতেছেন—সুতরাং অন্যের প্রতিভা মলিন করা কিংবা অন্যকে হীন প্রতিপন্ন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইবে না। পক্ষান্তরে যাহাতে ঐ শ্রেণীর লোকেরও প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে, তন্নিমিত্তই তাঁহারা প্রয়াস পাইবেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট মাত্র একমাস যাবৎ খোলা হইয়াছে। অতিশয় আনন্দের সংবাদ এই যে, বিরুদ্ধবাদিগণের আপ্রাণ বাধা দেওয়া সত্ত্বে বিদ্যালয়ের দেবচরিত্র শিক্ষকগণের শিক্ষাপ্রণালীতে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যহই নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হইতেছে। দ্রুতগতিতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ঘনান্ধকার কতক্ষণ সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে?

শ্রীমন্নাথমুনি

দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর ও চোলদেশের মধ্যে মধ্যদেশ অবস্থিত। তথায় বীরনারায়ণ নামক গ্রামে ঈশ্বর ভট্ট নামক জনৈক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তথায় অনন্তাচার্য্যপ্রণীত প্রপন্নামৃত গ্রন্থের মতে ৪৭ শকাব্দায় বিশ্বক্সেনের অংশে জ্যৈষ্ঠা পূর্ণিমায় ঈশ্বর ভট্টের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পরে তিনি শ্রীমন্নাথমুনি বলিয়া বিখ্যাত হন। বয়োবৃদ্ধির সহিত শ্রীমন্নাথমুনি অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া গ্রামস্থ রাজগোপালদেবের সেবা প্রাপ্ত হন এবং যথা বিহিত সংস্কার সকল সম্পন্ন করিয়া বহুকাল গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মথুরা প্রভৃতি উত্তর দেশ দর্শন ও সেবালাভ বাসনায় শ্রীবিগ্রহের নিকট প্রার্থনা করিলে রাজগোপালদেব তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন। নাথমুনি এবম্প্রকার অনুজ্ঞা লাভ করত পরিবার ও কুটুম্ববর্গ সমভিব্যাহারে উত্তর দেশে যাত্রা করিলেন। পথে নিত্য পুষ্করতটে বরাহদেব দর্শনানন্তর গোপপুর পৌঁছিলেন। তথা হইতে বামন তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ত্রিবিক্রম দেখিয়া ঘটিকাচল গমন করিলেন। ঘটিকাচল হইতে বেঙ্কটাচলে রমাপতির পাদপদ্ম বন্দনা করত গরুড় পর্ব্বতে অহোবল নৃসিংহ দর্শন ও ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুরঙ্গ প্রদেশে বিঠলদেব ও কূর্ম্মক্ষেত্রে কূর্ম্ম প্রণাম পূর্ব্বক মথুরায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর মায়াতীর্থে মধুসূদন দেখিয়া গোমন্ত পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে রামচন্দ্রের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক গঙ্গাসাগর তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তিনি গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান দর্শনে নিতান্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং গোবর্দ্ধনের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণসেবায় অহর্নিশ যাপন করিতে লাগিলেন।

একদিবস রজনীতে শ্রীমন্নাথমুনি গোবর্দ্ধন শিখরে কৃষ্ণসেবাসুখে মগ্ন হইয়া নিদ্রিত হইলে সুষুপ্তিকালে দেখিলেন যে, শ্রীশ্রীমৎ রাজগোপাল দেব তাঁহাকে গোবর্দ্ধন ত্যাগ করত বীর নারায়ণপুরে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে গোপালকিঙ্কর নাথমুনি স্বদেশে যাইতে বাসনা করিয়া গোবর্দ্ধনাধিপতির অনুজ্ঞা লইয়া স্বজন সহ স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে বেদান্তিগণের অধ্যুষিত বারাণসীক্ষেত্র হইয়া নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করত পুনরায় সিংহাচলে অহোবল নৃসিংহ দর্শন করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের যথোচিত বন্দনা করিয়া বেঙ্কটাচল পতিকে প্রণতি পূর্ব্বক ঘটিকাচলে পুনরায় শ্রীনৃসিংহের চরণার্চ্চন করিলেন। গৃধ্র সরোবরে আগমন পূর্ব্বক যোগীরাজের অভিবাদন পূর্ব্বক কাঞ্চী নগরে উপনীত হইলেন। তথায় বরদরাজের স্তুতি করিয়া নানা তীর্থ ও দেবপ্রণতি পূর্ব্বক মহীসারে দেখিতে ইচ্ছা প্রবল হইলে মহীসারের জগন্নাথ দর্শন করিয়া গজস্থলে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে কৈরবিনী তীরে পার্থসারথি, রঙ্গেশ, রাঘব প্রভৃতি দেবতা নমস্কার করত ময়ূর নগরে পৌঁছিলেন। ময়ূর নগরে কেশব দর্শন পূর্ব্বক তোষ পর্ব্বত, পুণ্ডরীক সরোবর, মহাবলীপুর, চোলদেশ ও কুম্ভকোণ প্রভৃতি স্থানের শ্রীমূর্ত্তিনিচয়ের যথাযথ অভিবাদন পূর্ব্বক বীরনারায়ণ নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে তীর্থযাত্রা সমাপন পূর্ব্বক নাথমুনি বীরনারায়ণপুরে পুরোগত বৈষ্ণবগণকে নানা তীর্থ হইতে আনীত প্রসাদাদি প্রদান করিয়া পরম আপ্যায়িত করিলেন।

কিয়ৎকাল গত হইলে একদা শ্রীমন্নাথমুনি কয়েকটী বৈষ্ণবকে কারিমারকৃত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গাথা পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। গাথাটী সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিবার বাসনা হইল। তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া স্বয়ং গ্রন্থান্বেষণে কুম্ভকোণ যাত্রা করিলেন।

শ্রীনাথ কুম্ভকোণে পৌঁছিয়া যোগানুশীলনে নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল যোগ সাধন করিয়া ভগবানের সন্তোষ বিধান করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া নাথমুনিকে বলিলেন,—"বৎস, তুমি সত্বর তাম্রপর্ণী নদীতীরে কুরকা নগরীতে গমন কর। তথায় আমার পরম ভক্ত শঠকোপ দিব্যশরীরে বাস করিতেছে। সেই শঠকোপ দাসই এই গাথা রচনা করিয়াছিল। তথা হইতে অভীপ্সিত গ্রন্থ গ্রহণ কর।

ভগবানের আদেশমত নাথমুনি কুরকা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় আদি নাথের চরণ বন্দন পূর্ব্বক চিঞ্চামূলে শঠকোপ, তদীয় শিষ্যাগ্রগণ্য মধুর কবির মূর্ত্তি দর্শনও

তাঁহার [illegible] শ্রীপরাঙ্কুশ দাসকে জিজ্ঞাসা করি "মহাশয় আপনি কি শঠকোপ-দাসের বিরচিত সূক্তি দেখাইয়াছেন? ঐসূক্তি কি এক্ষণে গ্রন্থাকারে আছে। যদি থাকে, তাহা হইলে কোথায় উহা পাওয়া যাইবে?" উত্তরে পরাঙ্কুশ দাস বলিলেন, "কারিমার পূর্ব্বে যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেই মহা প্রবন্ধ এক্ষণে কোথাও নাই। যেহেতু পুরাকালে ভগবান্ শঠকোপ বেদসকলের সার সংগ্রহ করত দ্রাবিড় ভাষায় চারিটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। শঠকোপ সহস্র গীতি নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাঁহার শিষ্য মধুর কবিকে উপদেশ করিয়া নিত্যধামে গমন করেন। সেই সময়ে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে পাপবিমুক্ত হইয়া পরলোক গমন করিতে লাগিল। এজন্য এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মৃত্যু হয়, অজ্ঞলোকে এইরূপ বিশ্বাস করিত। তদবধি দ্রাবিড় আম্নায় পাঠ জগতে দুর্লভ হইয়াছে।

মূঢ় ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ [illegible] করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া একদিন তাম্রপর্ণী নদীগর্ভে পুস্তকখানি নিক্ষেপ করে। এই পুস্তকের একখানি মাত্র পত্র রক্ষা পাইয়াছিল। এই পত্রে দশটী মাত্র শ্লোক পুনরুদ্ধার হয়, শঠকোপের রচনার মধ্যে উহাই এক্ষণে আছে। শঠকোপের শিষ্য মধুর কবি ঐ গ্রন্থ পুনর্ব্বার রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে আমি ঐ প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক দ্বাদশ সহস্র সংখ্যা স্তব পাঠ কর। তাহা হইলে শঠকোপের তোমার প্রতি কৃপা হইবে।"

পরাঙ্কুশের উপদেশ মতে শ্রীনাথ স্তবপাঠে ব্রতী হইলেন। পাঠের ফলে অচিরেই অভীষ্ট গ্রন্থ, তত্ত্বত্রয় ও রহস্যত্রয় পাইলেন। কুরকানগরে অবস্থান সময়ে ভট্টাচার্য্যের নিকট অপ্রাকৃত বিগ্রহপ্রাপ্তির ইতিহাস ও ভবিষ্যদাচার্য্যের বিবরণ জানিবার বাসনা হয়। তদুত্তরে শ্রীনাথ জানিতে পারিলেন যে, ভগবান্ কোন শিল্পীর নিকট স্বপ্নে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ রূপানুসারে বিগ্রহ গঠনের আদেশ করেন এবং শ্রীমূর্ত্তি গঠন সমাপন করিয়া শ্রীনাথকে অর্পণ করিবার আজ্ঞা করিলেন। তদনুসারে ভাস্কর প্রাতঃকালে শয্যোত্থান করিয়া আদেশ মত শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শ্রীমন্নাথমুনিকে প্রদান করিল। শ্রীনাথ দেহাবসানে পদ্মাক্ষ নামক তদীয় শিষ্যকে অর্পণ করেন। পদ্মাক্ষ সিদ্ধমূর্ত্তি রামমিশ্রকে দিলেন। রামমিশ্র হইতে যামুনাচার্য্য বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। যামুনমুনি তদীয় শিষ্য গোষ্ঠীপূর্ণকে অর্চ্চামূর্ত্তি প্রদান করেন। গোষ্ঠীপূর্ণ তদীয় কন্যাকে শ্রীমূর্ত্তি সেবা প্রদান করিলে রামানুজের মন্ত্রগ্রহণ কালে ঐ বিগ্রহ অদৃশ্য হইয়াছিল।

শ্রীনাথ কুরকানগরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। পরে গোপালদেবের ইচ্ছাক্রমে পুনরায় বীরনারায়ণপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা দশটী, তন্মধ্যে পদ্মাক্ষই প্রধান। গোস্বামিগ্রন্থে ও শ্রীনাথের গ্রন্থের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনাথ রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রাচীন গুরুগণের মধ্যে একজন অতি প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সেবা-বিবেক

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ)

আমি অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ হওয়ায় "ভগবৎসেবা" কি বস্তু তাহা জানিতে পারি নাই। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য, এই চতুর্দ্দশভুবনাত্মক মায়িক জগতে আমি স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া অবস্থান করিতেছি। ভুবনমোহিনী মায়ার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি সম্ভোগ করাকেই, অর্থাৎ "কাম"-সেবাকেই আমি প্রেমসেবা মনে করিয়া বিষম বিবর্ত্তবুদ্ধিতে পতিত হইয়া এই ত্রিতাপতরঙ্গসঙ্কুল সংসারসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। এখন আমার উদ্ধারের উপায় কি? ভীষণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহরূপ নক্র, মকর, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তুগণ আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই দারুণ সঙ্কট হইতে আমাকে এখন কে রক্ষা করিবে? বুঝিলাম, অভিন্ননিত্যানন্দ পতিতপাবন এক গুরুদেব ভিন্ন আমাকে এই আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার আর কেহই নাই।

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার 'আত্মচৈতন্য' এখন একটু একটু করিয়া জাগ্রত হইয়াছে। এতদিন আমি ভগবৎসেবারূপ প্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়া মায়াদেবীর কুহকে পড়িয়া অন্ধসদৃশ আমি এতদিন "কাম"-সেবাকেই প্রেমসেবা মনে করিয়াছি। ভক্ত কবি তুলসী দাস গাহিয়াছেন, যাহাঁ 'রাম', তাহাঁ নাহি 'কাম', যাহাঁ 'কাম' তাহাঁ নাহি রাম "দোনো এক নাহি মিলে রবি রজনী এক ঠাম॥" মরুভূমিতে মরীচিকায় ভ্রান্ত হরিণের ন্যায় প্রতিদিন আমি বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছি, আমার এই ভীষণ বিপদ হইতে এক শ্রীগুরুদেব ভিন্ন অন্য কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। একথা আমি শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রভাবেই বুঝিতে পারিয়াছি। কি আশ্চর্য্য! এখনও আমার আত্মবিবেক বা সেবাবিবেক জাগ্রত হয় নাই। জাগ্রত পুরুষ শ্রীগুরুদেবের সেবা ভিন্ন কখনই জাগ্রত হইবার নহে।

এতদিন আমি প্রাকৃত বিবেকানন্দে বা জড়ানন্দে বিভোর ছিলাম, অপ্রাকৃত সেবাবিবেকের কোন দিনই সন্ধান পাই নাই। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার এমনই প্রভাব—সত্ত্ব, রজো, তমোরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ-শৃঙ্খলে আমাকে আবদ্ধ করিয়া দেবীধামরূপ কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে।

হে অহৈতুক কৃপাসিন্ধু বৈষ্ণব ঠাকুর পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব, আমাকে কৃপা করুন, যেন আমার আত্মচৈতন্যের উদয় হয়, যেন আমি "সেবাবিবেক" লাভ করিয়া এই দুর্জ্জয় মায়াকে জয় করিতে পারি। কেননা,—সদ্গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ, কয়লাকো মাল ছুটে যব্ আগ্ করে পরবেশ।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন করিয়াছেন;—

কিরূপে পাইব "সেবা" মুই দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র [illegible] না জন্মিল॥
[illegible] ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরু কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥

কৃষ্ণের চাকরী ও মায়ার চাকরী, দুইটী দাসত্ব কখনও এক নহে। প্রেমসেবা ও কাম সেবা দুই বস্তু এক নহে।

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'॥
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥

আমি এতদিন কামসেবাকেই প্রেমসেবা মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি; এই ভ্রম সংশোধন করিতে এক বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য কেহই সমর্থ নহেন।

অভিন্ননিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ কৃপায় এখন আমার ঐ প্রাকৃত বিবেকরূপ সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে—এখন অপ্রাকৃত সেবাবিবেক অফুরন্ত রত্নের ভাণ্ডার আমার সম্মুখে। প্রাকৃতবিবেকানন্দ—জড়ানন্দ, আর অপ্রাকৃত বিবেকানন্দ—সেবানন্দ—এই দুইয়ের কখনও সমন্বয় হইতে পারে না।

শ্রীভগবানের সেবা—শ্রীবৈকুণ্ঠ বস্তুর প্রেমসেবা, আর প্রাকৃত বিবেকানন্দের দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সেবা অর্থাৎ—স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয় কুটুম্বগণের ভরণ পোষণরূপ কামসেবা—মায়ার সেবা। এতদুভয় কখনও এক বস্তু হইতে পারে না।

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল

(ভক্তিরত্ন শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

(১)

"সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল। ভোগে বা ত্যাগে নিত্য কল্যাণ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। ভগবদ্ভক্তগণই সাধু; তাঁহারা নিত্যসত্য, সনাতন বস্তু শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তগণ নিত্যকাল শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথা আলোচনা করেন।

যাঁহারা শ্রীহরিকথা আলোচনা করেন, শ্রীগোবিন্দ সততই তাঁহাদের হৃদয়ে বিশ্রাম করেন। ভগবদ্ভক্তগণ সেবাসাহায্যে ভগবানের সহিত বাস করেন। যাঁহারা সেই সকল ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই।

যদি বলা যায় যে, আমরা এত সাধু সঙ্গ করি, আমাদিগের কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না কেন? তদুত্তরে বলা যায়—হয় সাধুসঙ্গ (সম্যগ্ প্রকারে সাধুর নিকট গমন) হয় না অথবা সাধু—সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানের আশ্রিত, এই বিশ্বাসের অভাব। যেরূপ লৌহ স্পর্শমণিতে স্পৃষ্ট হইলেই সোনা হয়; সেই প্রকার জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হইলেই জীব সাধু হয়। অকপটে সাধুর [illegible] উপস্থিত না হইলে সাধুসঙ্গ হয় না, সাধুও হওয়া যায় না।

ভগবৎসঙ্গী সাধুগণ, জীবের হৃদয়ে ভক্তিলতাবীজ রোপণ করিয়া জীবের নিত্য মঙ্গল বিধান করেন। জীবের যাবতীয় প্রয়োজনের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমই পরম প্রয়োজন। ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ প্রয়োজন অপেক্ষা পঞ্চম ও পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভে জীব চরম কল্যাণ লাভ করেন।

শুদ্ধভক্তের সহিত লব মাত্র কাল সঙ্গলাভ হইলে জীবের অসীম মঙ্গল ঘটিত হয়। তাহার সহিত মহারাজ চক্রবর্ত্তীপদ, ইন্দ্রত্বপদ বা মোক্ষাদিরও কিছু মাত্র তুলনা হইতে পারে না।

মহারাজচক্রবর্ত্তী আদি পদদ্বারা জীবের নিত্যকল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। ইন্দ্রত্বপদও চিরকাল থাকে না, তাহা ক্ষয়িষ্ণু, পুণ্য ক্ষয় হইলেই স্বর্গাদি রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যাদি অবর লোকে পতিত হয়। সুতরাং স্বর্গাদি লাভেও আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি নাই। দুঃখনিবৃত্তি—সাময়িক দুঃখাভাব মাত্র; নিত্য স্থায়ী সুখলাভ নহে। কর্ম্মিগণ মধুপুষ্পিত বাক্যে মুগ্ধ হইয়া ভক্তিমার্গকে তিক্ত বোধে তাহাতে উদাসীন থাকিয়া যত ভোগচেষ্টাই দেখাইতে থাকুক না কেন, কোন প্রকারেই নিত্যকল্যাণমার্গে আরোহণ করিতে পারিবেন না। সাধুসঙ্গকে জীবের নিত্যমঙ্গলপ্রদাতা বলিয়া অবিশ্বাস করিয়া তাঁহারা আত্মকল্যাণের পথে কোটী কোটী কণ্টক আকীর্ণ করিতেছেন। নিজ হস্তে স্বগন্তব্য পথে কণ্টক আরোপিত করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। তাহাও তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয় স্থান পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি হ-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালায় কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিকিৎসাচিন্ত্য অচিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণা—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায় আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূতি। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, উৎকৃষ্ট স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রণীত বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের [illegible] কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—[illegible]—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-[illegible]—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও [illegible] ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম [illegible] করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণ [illegible] আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয় কণ্ঠহার

অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য [illegible] সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—[illegible]—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এটিক কাগজে বোঝ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত [illegible]—[illegible] সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের দান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অভাব বা সংশয় থাকিবে না। পরম গুরুদেব কৃপাপূর্বক এই স্বপ্নময় ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ [illegible] ইহা [illegible] উদ্ধার হইয়াছে। আরও [illegible] ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ [illegible] সোনার চশমা নাম দেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই— চতুর্থ সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমনির্যাস

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] বিরচিত এই পুস্তকে আট [illegible] কতিপয় গোস্বামিগ্রন্থ হইতে, [illegible] গোস্বামিগণ প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থের [illegible] দেখিতে পাইবেন। [illegible] গ্রন্থকর্তার [illegible] চতুর্থ [illegible] দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনের নিত্যসিদ্ধত্ব; সাধুর [illegible] জ্ঞান; নিষ্কিঞ্চনের নিষ্ঠা। [illegible] কেহ বুঝিতে পারিলেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয় যেরূপ বিচার প্রকট করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে পরিপাটিভাবে লিখিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভক্তের বিশ্বাসে ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত আবশ্যকীয় উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ। সাধারণ লোকেরা ও ইংরাজীনবীশ ব্যক্তিরা এই ভক্তিগ্রন্থের শ্রীতিসুধার দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিরক্তি, ভজনলালসা, ভক্তিবিরোধি-নিবৃত্তি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক শ্রুতিপূর্ণ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রাতঃ-স্মরণাদি বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

প্রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত স্তবগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারপূর্ণ সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, মাধুর্য্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত অনুপযোগী শ্লোকসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত তাহার পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক প্রার্থনা পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-বিরচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ-বিরচিত নবদ্বীপের মহিমাসূচক শতশ্লোকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মহাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বলী, বঙ্গানুবাদ-সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীবরদাচার্য্য রচিত। শ্রীমদ্ভাগবত তাৎপর্য্যের সংক্ষিপ্ত কাব্যলীলা ও মূল বৈষ্ণবসম্মত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা।

গৌরকৃষ্ণোদয়

শ্রীল কবি কর্ণপুর গোস্বামিপাদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমন্নিরাকৃত স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমদ্ভাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতার দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র নানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাসত্বের ভিক্ষা, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টকাল নামকীর্ত্তন, শ্রীনামাক্ষরকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টকালীয় বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ করণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদক স্বয়ং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবদিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৹ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বা ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ছবি নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

॥চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা মন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-মঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

[illegible] রামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের [illegible] এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মা[illegible] হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রী[illegible]রাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

রিভলভার, টোটা ও বোমার উপাদান জেলের মধ্যে মাটিতে প্রোথিত

বিভিন্ন বিপজ্জনক অস্ত্র আবিষ্কার সম্পর্কে প্রকাশ যে দুইটী রিভলভার, বহু তাজা কার্ত্তুজ ও বোমা প্রস্তুতের উপাদান চট্টগ্রাম জেলে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীদের "সেলের" নিকট মাটীর নীচে প্রোথিত ছিল। জেলের মেরামত কার্য্যের সময় মাটীর ভিতর হইতে ঐগুলি পাওয়া গিয়াছে।

পুলিশ বিভাগের মিঃ ভি, ডব্লিউ, এফ, হিক্স জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

নৈশ আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।

ভারত সচিবের নিন্দায় মর্ণিংপোষ্ট

ভারতের বয়কট আন্দোলন সম্পর্কে কমন্স সভায় মিঃ ওয়েজউড্ বেন যে সমস্ত প্রশ্নোত্তর দিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করিয়া "মর্ণিংপোষ্ট" এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে,—"আর কখনও কি এরূপ ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া আমাদের দেশের অপমান করা হইয়াছে?"

পরিশেষে মর্ণিংপোষ্ট বলিয়াছেন,—ভারতসচিবের উক্তি হইতে বোঝা গেল, রাজদ্রোহীদের সম্মুখে ল্যাঙ্কাসায়ারের স্বার্থ বলি দেওয়া হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট আশায় আশায় দিন কাটাইবেন,—ইহাই বর্ত্তমান ম্যাকডোনাল্ড গবর্ণমেণ্টের আসল নীতি।"

ষ্টেশন হইতে বন্দুক লইয়া চম্পট
'অপরাধী' ধৃত ও পুলিশের হাতে সমর্পিত

গত ২রা মে গোবরডাঙ্গা ওয়ার্ডস এষ্টেটের মাধুদিয়া কাছারীর দুইজন নায়েব খুলনাতে ৪,০০০৲ টাকা লইবা যাইবার জন্য চারজন পিওন সহ খুলনা বাগেরহাট লাইট রেলওয়ের ব্রাহ্মণ রাকদিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি বন্দুক ছিল। তাঁহারা ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় ঘাটভোগের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ নামক একজন যুবক তাহাদের নিকটে আসে এবং বন্দুকটী পরীক্ষা করিবার ছলে উহা লইয়া চম্পট দেয়। বন্দুক যাহাদের জিম্মায় ছিল তাহারা এবং ষ্টেশনের অন্যেক-জন যাত্রী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে তাহারা তাহাকে ধরিতে সমর্থ হয়। তারপর তাহাকে ফকিরহাটের পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়। এখন সে বাগেরহাটে পুলিশ হেপাজতে আছে।

জাহাজের ভাড়া হ্রাস
বিলাতী বস্ত্র শিল্পের সাহায্য

বৃটেনের বিভিন্ন বন্দর হইতে যে সমস্ত তুলাজাত দ্রব্য ভারতের নানাস্থানে প্রেরিত হয়, তাহার জাহাজ ভাড়া হ্রাস করা হইয়াছে। বার্কেনহেড হইতে মাদ্রাজে নিকৃষ্ট রকমের অনেক কাপড় রপ্তানী হয়। এই কাপড়ের ভাড়া টন প্রতি ৬০ শিলিং হিসাবে লওয়া হইত তৎপরিবর্ত্তে আগামী আগষ্ট মাস হইতে টন প্রতি ৪০ শিলিং জাহাজ ভাড়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহাতে যদি ব্যবসার সুবিধা হয়, তাহা হইলে এই ভাড়া হ্রাসের সময় আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

পিস্তল রাখার জন্য অভিযোগ
দুইজন বাঙ্গালী যুবকের কারাদণ্ড

শ্রীযুত সমরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী এবং হরিপদ মুখার্জ্জীকে পিস্তল রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল বেণারসের ডয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তাহাদের প্রত্যেকের ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বরিশালে ডাক লুঠ

পিরোজপুর হইতে বানরীতলা যে ষ্টীমার চলাচল করিয়া থাকে উক্ত ষ্টীমার গত সোমবার দিবস রাত্রি ৮॥টার সময় জালাবাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছে। ষ্টীমার হইতে যখন মেইল ও টাকার ব্যাগ নামান হইতেছিল, তখন ব্যাগগুলি ডাকাতেরা লুণ্ঠন করে।

এপর্য্যন্ত এ সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই, কিম্বা কত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহাও সঠিক জানা যায় নাই।

ল্যাঙ্কসায়ারের আশঙ্কায় মহাত্মাজী

মাঞ্চেষ্টার রয়াল এক্সচেঞ্জে গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন,—ম্যাঞ্চেষ্টার রয়াল এক্সচেঞ্জের প্রস্তাব আংশিকভাবে ভ্রান্ত শঙ্কার উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান আন্দোলনে বৃটেনের প্রতি কোন শত্রুতা নাই, পক্ষান্তরে কংগ্রেসকর্ম্মীরা বর্ত্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভবপর সদ্ভাব বৃদ্ধির জন্য বিশেষ অসুবিধার মধ্যেও চেষ্টা করিতেছেন।

বিদেশ পণ্য বর্জ্জন অপসারিত করিবার জন্য কংগ্রেসকে কিরূপ বিপুল কাজ করিতে হইয়াছে তাহা তাঁহারা পর্য্যাপ্তরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের সহিত বৃটিশ পণ্য মিশাইয়া দেওয়া উচিত নহে। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনকে বর্জ্জনরূপে অভিহিত করা ঠিক নহে। এইজন্য দিল্লী আপোষে ঐ নাম ইচ্ছাপূর্ব্বক বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিদেশী বস্ত্র পরিহার সম্পর্কেও আমি 'বর্জ্জন' কথা ব্যবহার করি. কারণ উহা একটা প্রচলিত ভাষা হইয়া গিয়াছে। অবশ্য উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেহ ভুল বুঝেন না। বিদেশী বস্ত্র পরিহার রাজনৈতিক ফল প্রসব করে। কিন্তু প্রধানতঃ উহা অর্থনৈতিকে ও সামাজিক ব্যাপার এবং অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রয়োজনীয়তা, সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নতিকর একটা স্থায়ী আন্দোলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার পরিবর্ত্তে ল্যাঙ্কাসায়ারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের উৎপন্ন দ্রব্য যে দেশে প্রয়োজন সেই দেশে যদি কাটাইবার উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বহু সময় বাঁচিয়া যাইবে এবং উভয় দেশের মধ্যে প্রকৃত সদিচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইবে।

শান্তিপূর্ণ পিকেটিং দমন করিবার চেষ্টা আমি নিষ্ফল বলিয়া বিবেচনা করি। লর্ড আরউইন বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিংএর সর্ত্ত বিনা চুক্তিতে গ্রহণ করেন নাই। তিনি যেরূপ ধীরভাবে এই বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, সেইভাবে কেহ যদি করেন, তাহা হইলে তিনিও লর্ড আরউইনের ন্যায় সিদ্ধান্ত না করিয়া পারিবেন না।

লোকান্তরে সার লুকাস রেলি

সার লুকাস রেলি পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। ইনি বিখ্যাত রেলি ব্রাদার্স কোম্পানীর প্রধান অংশীদার ছিলেন। ইনি লণ্ডনের এবং অন্যান্য কতিপয় হাসপাতাল ও সাধু জনীন প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন।

চট্টগ্রামে আবার পোষ্ট আফিস লুঠ

গত ৭ই রাত্রে একদল সশস্ত্র ডাকাত চট্টগ্রাম হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত ওজারা নোয়াপাড়া সাব পোষ্ট অফিস লুঠ করে। প্রকাশ যে, ডাকাতেরা আফিসে প্রবেশ করিয়া পোষ্ট মাষ্টার এবং পোষ্টম্যানকে পরাভূত করিয়া নোক ৪০৫৲ টাকা, বিধ্বস্তিত নোটে ৮০০৲ টাকা, কতকগুলি ইন্সিওরকরা জিনিষ এবং আপিসের চাবী লইয়া চলিয়া যায়।

জেনারেল আক্তারী পুনরায় বিচারে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

শ্রীযুক্ত মনহোড়সা আক্তারী রাজদ্রোহের অপরাধে চার বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করার কয়েক দিন পরেই আবার অস্ত্র আইনের ৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। নাগপুর সহরে হরতাল অনুষ্ঠিত হইতেছে।

তাঁহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ধারা ও অস্ত্র আইনের ৯ ধারায় বিচার করা হয় এবং প্রত্যেক ধারায় তাঁহাকে ১৮ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। কারাদণ্ড পর পর চলিবে।

সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের বাণী

কংগ্রেসের সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল নূতন তামিল সংবাদপত্র "ইণ্ডিয়া"—র প্রথম সংখ্যায় যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহার মধ্যে তিনি বলিয়াছেন-

'সুরাপান দূর করা, খদ্দর প্রচার, বিদেশী কাপড় বর্জ্জন এবং অন্যান্য গঠনমূলক কাজ—সংগ্রাম বিরতির সময়ে এই সবই প্রাণপণে করিতে হইবে।"

জাতীয় দলের প্রচার কার্য্যে বাধা

মিশরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশা ও মাহদ পাশা আবার কাইরো হইতে ট্রেণে চড়িয়া মফঃস্বলে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। মফঃস্বলে গিয়া নির্ব্বাচন বয়কটের প্রচার কার্য্য চালানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

পুলিশ সংবাদ পাইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হয় এবং তাঁহাদিগকে ট্রেণে উঠিতে বাধা দেয়, বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। নাহাস পাশা তাহাদিগকে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করেন।

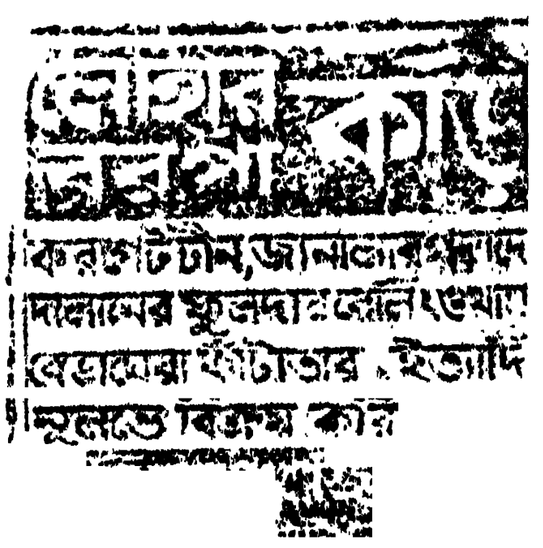

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হ
আগ্রহ দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নমুনা
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীবাস মাঘাপুর—২৯শে বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩০৮, ১২ই মে ১৯০১

নানা কথা

আবহাওয়া

রবার সন্ধ্যার পর ভীষণ ঝড় হয়। ঝড়ের প্রবল বেগে কয়েকটী এবং অনেকের টালীও ঝড়ের সাৎ হইয়াছে। ঐ দিবস হইতে আকাশ প্রায় সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন আছে এবং প্রত্যহই সন্ধ্যার পর অল্পবিস্তর বৃষ্টি হইতেছে। গত পরশ্বঃ সন্ধ্যার পর প্রবল এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টির ফলে কৃষকগণের চাষের কার্য্যে বেশ সুবিধা হইয়াছে এবং গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হইয়াছে।

কংগ্রেসকর্ম্মীর উপর নিষেধাজ্ঞা

সেক্রেস্তাবাদের পিকেটিং কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য ও কংগ্রেসের কাজ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বেজওয়াদা হইতে স্বামী নারায়ণ সরস্বতীকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার প্রতি এই মর্ম্মে এক নোটীশ জারী করিয়াছেন যে, তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হায়দ্রাবাদ ও সিন্ধুদেশ হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। সেক্রেটারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত তিনি ভবিষ্যতে আর এই স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার আসামীপক্ষ ছুরির দ্বারা বিচারের বাধা করিয়াছিলেন, ইহাতেই সেই আঘ

গঙ্গায় নৌকা ডুবি

কংগ্রেসকর্ম্মীর উপর নিষেধাজ্ঞা

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা

শ্রীযুত মদনমোহন বর্ম্মণ কারামুক্ত

সরকারের টাকা লুঠ

রেলকর্ম্মচারীর সভায় ভীষণ গণ্ডগোল

পুলিশ সাহেবের বাড়ী চুরি

রাজসাহীতে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বক্তৃতা

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন। এই মামলার আরও ৩জন আসামী পলাতক আছে। শীঘ্র তাহাদের ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া ফৌজদারী প্রক্রিয়ার ৫১২ ধারার আইন তাহাদের উপর প্রযুক্ত হইয়াছে।

কল বন্ধ

খাটাউ মানেকমী মিলে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। গত ৮ই মে কলের কর্ত্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে নোটীশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা অন্যরূপ সিদ্ধান্ত না করা পর্য্যন্ত কল বন্ধ রাখিবেন। শ্রমিকেরা দৃঢ়সঙ্কল্প আছে; তাহাদের সকল দাবী পূর্ণ—সন্তোষজনক পারিশ্রমিকের হার ও বড় মিস্ত্রীর পদচ্যুতি সংক্রান্ত সকল বিষয়ের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কার্য্যে যোগদান করিবে না।

গঙ্গায় নৌকা ডুবি

গত ৯ই মে অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটার সময় কোননি নৌকা ভাটপাড়া হইতে চুচুড়ার চণ্ডেশ্বর তলার দিকে যাইতেছিল। সেই সময় হঠাৎ ঝড় উঠিত হওয়ায় মধ্য নদীতেই নৌকাখানি ডুবিয়া যায়। নৌকায় ১২ জন লোক ছিল। তাহাদিগের মধ্যে ৫ জনের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ষ্টেটসম্যান আফিসের শ্রীযুত শিবচন্দ্র মণ্ডল এই নৌকায় ছিলেন। তাঁহারও কোন পাত্তা পাওয়া যাইতেছে না। বাকী সকলকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

পুলিস সাহেবের বাড়ী চুরি

প্রকাশ, ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ রায়ের বাটীতে এক অসমসাহসিক চুরি হইয়া গিয়াছে। একটি ট্রাঙ্কের মধ্যে নগদ ৩ শত টাকা, ২০০০ টাকার জড়োয়া গহনা কয়েকটী মূল্যবান বস্ত্র ও শ্রীযুত রায়ের, কয়েকটি পদক ছিল। সেই ট্রাঙ্কটি অপহৃত হইয়াছে। প্রকাশ, প্রথম রাত্রিতেই চুরী হইয়াছিল, কিন্তু রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে কিছুই জানা যায় নাই। প্রায় এক মাইল দূরে বস্তকগুলি সাধারণ সামগ্রী পূর্ণ একটি ট্রাঙ্ক পাওয়া গিয়াছে। কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না —

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই সুবর্ণ আচ্ছাদিত "শক্তি-সঞ্জীবনী বটীকা" পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ-জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মানি অর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সত্বর লউন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বর ও ধাতুবিকার, [illegible] হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। [illegible] ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৪০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৪০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে। বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

লোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরিচ রোড, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ এল্, এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

-:০:-

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২৯শে বৈশাখ মঙ্গলবার—১৩৩৮

ভক্তজ

ভক্তজীবন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চতুঃষষ্টি সাধনভক্ত্যঙ্গের পঞ্চম মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করে না, তাহাদিগের ভগবদ্ভক্তিতে কোন কালে অধিকার হয় না। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত তপস্যা, দান, যোগ, সদাচার, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ এবং শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসকল সুফল প্রসব করিতে পারে না। যথা,—আশ্রয় লইয়া ভজে, আশ্রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।

গুরুদেব ক্ষীণ-পুণ্য জনকে দীক্ষা প্রদান করেন না। যাহার দুর্জ্জাতি-প্রারব্ধক পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাকে স্বচরণে আশ্রয় প্রদান করেন। যিনি সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুপদাশ্রিতকে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারই কৃষ্ণদীক্ষা ও কৃষ্ণশিক্ষা লাভ ঘটে। আংশিক আদান-প্রদানে 'সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ' হওয়া যায় না। সুতরাং তাহাতে পারমার্থিক বিচ্যুতি ঘটে।

দুর্জ্জাতুৎপন্ন ব্যক্তি স্বীয় পাপাচরণরূপ দুর্জ্জাতিত্ব সংরক্ষণপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিতে পারে না। যদি কেহ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পাপাচরণশীল দুর্জ্জাতিকে আশ্রয় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাদৃশ কার্য্যের নিমিত্ত তিনি লঘু হইয়া পড়েন।

যে কাল পর্য্যন্ত দীক্ষাদাতা গুরুদেব শিষ্যকে বেদসমীপে লইয়া যাইবার অযোগ্য জ্ঞান করেন, তৎকালাবধি শিষ্যের যোগ্যতা পরিদর্শন করেন। শিষ্যও সর্ব্বাত্মার সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া গুরুপদেশক্রমে সেবাধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া উত্তরোত্তর গুণবান্ হ'ন।

শ্রীমদ্ভাগবতকথিত "বস্তু যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীগুরুদেব কোনও অনধিকারীকে যোগ্য বিবেচনা করিয়া দীক্ষা-বিধানানুসারে কৃষ্ণদীক্ষা প্রদান করেন অবৈষ্ণব গুরুর নিকট যে দীক্ষানুষ্ঠানরূপ ছলনার অভিনয় দেখা যায়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্যের আশ্রয় গ্রহণ বা গুরুদেবের দীক্ষা প্রদান নহে। সেখানে দীক্ষানুষ্ঠানে শিষ্যকে পাপিষ্ঠ রাখিবার আয়োজন বা চেষ্টা, সেখানে দীক্ষাবিধি দ্বারা শোধন কার্য্যের অভাব আসিতে হইবে। কিন্তু সমদর্শী বৈষ্ণবগুরুর নিকট অভিগমন করিলে তিনি দীক্ষাবিধানের উত্তরাংশ মন্ত্রার্থোপদেশ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণেতর বহির্ম্মুখজন্মলব্ধ পাপিগণ ভগবদ্ভক্তের আশ্রয়েই সংস্কার লাভ করেন। সংস্কার লাভ করিলে তাঁহারা আর অশুদ্ধ থাকেন না। যামল বলেন,—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥

কলিকালে কেহই আপনাকে কিরাতাদি পাপযোনিসম্ভব বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবান্বিত হ'ন না, পরন্তু উচ্চবর্ণের লক্ষণ না থাকিলেও শৌক্রজাত্যভিমানবশে শ্রেষ্ঠপরিচয় প্রদানে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি পরিচয় শুদ্ধ নহে। শূদ্র অন্ত্যজগামী হইলেও কোন অনধিকারী আশ্রয়গ্রহণ-ফলে শ্রীগুরুকৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ইহ জন্মেই সর্ব্বযজ্ঞাধিকার লাভ করেন। কিন্তু পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ব্যতীত সুজাতি পরিচয়মাত্রে কাহারও শুদ্ধি হইতে পারে না।

বৈষ্ণবগুরুর পাদপদ্মাশ্রয়ে শুদ্ধি। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন,—ব্যবহারিক জগতে সাধারণ অনভিজ্ঞ জন দীক্ষিত ব্যক্তিকে তাহার দীক্ষার পূর্ব্বের পরিচয়ে জানিয়া থাকেন, বস্তুতঃ পারমার্থিক বিচারে তাঁহার পূর্ব্ব দুর্জ্জাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে না। দীক্ষিত ব্যক্তিতে জাতিসামান্য বিচার—দ্রষ্টার পাণ্ডিত্যের কারণ। তাহাতে দীক্ষিত ব্যক্তি গর্হিত হ'ন না। বৈষ্ণব-নিন্দাকারী নিজ অনভিজ্ঞতাবশে প্রায়শ্চিত্তার্হ হ'ন মাত্র।

পাপপুণ্যবিচারে জীবের গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ। যাঁহারা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করেন, সেই বর্ণাশ্রমাতীত দীক্ষিত বৈষ্ণবকে যাঁহারা সাধারণ পাপপুণ্য-জীবী মানবের সহিত সমজ্ঞান করে বা তদপেক্ষা হেয় জ্ঞান করে, তাহারা ভগবদ্-বস্তুর কোনও সন্ধানই পায় নাই।

দার্জ্জিলিং-প্রসঙ্গ

(ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম)

লীলা-বৈচিত্র্য-রহস্য

লীলাময় ভগবানের বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলার রহস্য সাধারণের নিকট দুর্জ্ঞেয়। ভগবদাসীর উদ্ধারার্থ অবতীর্ণ মুক্তপুরুষগণের নিকট হইতে জানা যায় যে, গঙ্গাজলদ্বারা গঙ্গার তর্পণের ন্যায় বিশিষ্ট বিবিধ দ্রব্য দ্বারা নিজজনপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীত্যর্থ তাঁহার পূজাদির সুযোগ তাঁহারই কৃপায় আমরা প্রাপ্ত হই। এবম্প্রকারে বদ্ধজীব-গণকে উদ্ধারের সহজ পন্থা প্রদর্শনার্থই করুণাময়ের এই লীলাবৈচিত্র্য

দোষ কাহার?

ব্যবহারভেদে প্রত্যেক পদার্থই জীবের বন্ধনের এবং মুক্তির কারণ হইতে পারে। জাতী, যূথি, কস্তুরী, শেফালিকা, গন্ধরাজ, গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পসমূহ অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত করিয়া জীব প্রপঞ্চবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন, আবার ঐ গুলি স্বভোগে অথবা ভগবদিতর অন্য কোনও প্রাকৃত পদার্থে প্রয়োগ করিয়া ভগবদ্বিস্মৃতিরূপ আত্মহত্যার নিমিত্ত প্রপঞ্চ-সম্বন্ধরশ্মির ফাঁসি গলদেশে ধারণ করিতে পারেন। বৈদ্যুতিক আলোক ভগবদ্গৃহ আলোকিত করিয়া প্রয়োগকর্ত্তার সুকৃতি সম্পাদন করিতে পারে, আবার উহাই বারবনিতার বিলাসকক্ষে বিচিত্রশোভা বিস্তার করিয়া তদীয় প্রয়োগকর্ত্তাকে বৃশ্চিকাদি হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ ঘনান্ধকারসমাচ্ছন্ন নরক-গুহায় নিক্ষেপ করিতে পারে। অপ-প্রয়োগের জন্য দোষ দ্রব্যের বা সৃষ্টিকর্ত্তার নহে, দোষ প্রয়োগকর্ত্তার।

দার্জ্জিলিং স্পর্শমণি

দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামক পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যনিবাসটী সাধারণের নিকট 'দার্জ্জিলিং' নামে খ্যাত। এই স্থানটী বঙ্গের মধ্যমান্ত গভর্ণর বাহাদুরের স্বাস্থ্যনিবাস; অনেক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি গ্রীষ্মের দারুণ তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তথায় গমন করিয়া থাকেন। ঝর ঝর শব্দে তর তর বেগে ধাবিত ঝরণার উৎপত্তি-স্থল, সু-উচ্চ তুষার-মণ্ডিত শৈল-শ্রেণী-সুশোভিত, হরিদ্বর্ণ তৃণাদিবিমণ্ডিত দুর্জ্জয়-লিঙ্গের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে দর্শকবৃন্দ বিমোহিত হ'ন, কিন্তু এবার তাঁহারা বহু জন্মের সুকৃতির ফলে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিমহারাজের শ্রীমুখবিগলিত হরিরসসুধাপানের সৌভাগ্য পাইয়া অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্যের তুলনায় প্রাকৃত সৌন্দর্য্য যে নিতান্ত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর, তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। যে স্থান পূর্ব্বে ভোগীর ভোগবাসনা বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে নিরয়গামী করিত, আজ তাহা পরমহংস ঠাকুরের পাদস্পর্শে তীর্থে পরিণত হইয়া তত্রস্থ অধিবাসী ও প্রবাসিগণের পরম মঙ্গল বিধান করিতেছে। স্পর্শমণি সংযোগে লৌহও স্বর্ণে পরিণত হয়।

ডাঃ শিশিরকুমার পাল

দার্জ্জিলিং ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী লুইস জুবিলি স্যানাটারিয়ামের সুযোগ্য সুপারি-টেণ্ডেণ্ট ডাঃ শিশিরকুমার পাল মহাশয় একজন সজ্জন ব্যক্তি। তাঁহার যত্নে ও বিনয়নম্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। তিনি পরমহংস ঠাকুরকে সাদর অভ্যর্থনাপূর্ব্বক স্বীয় স্যানাটারিয়ামএ নিমন্ত্রণ নানা প্রকারে তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। এই কার্য্যে তিনি যুগপৎ নিজের মঙ্গল এবং ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ দিয়া আরও অনেক ভদ্র লোকের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিয়াছেন এই সাধুকার্য্যের নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীযুত তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দার্জ্জিলিংএর শ্রীযুত তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজের শ্রীমুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, তিনি ঐ জেলায় ঠাকুরের বাণী সমগ্র-রূপে প্রচারের নিমিত্ত একটী স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র সংস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-ছেন। আমরা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম যে, তিনি এই কার্য্যের নিমিত্ত

নিজের একটী সুদৃশ্য অট্টালিকা প্রদান করিতেছেন। উক্ত গৃহ প্রদর্শনার্থ তিনি পরমহংস ঠাকুরকে স্বীয় মোটরযোগে গত ৬ই মে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি নিজে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষের সন্ধান পাইয়া অপরকে তাহা প্রদানে যত্নশীল হ'ন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে মহৎ এবং পরোপকারী। তারাপদ বাবু মহত্ত্ব ও পরোপকারিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া সজ্জনমাত্রেরই প্রশংসার্হ হইয়াছেন।

ভক্তিসুধাকর প্রভুর দান

কটক রাভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্ন্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু নদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। এই মহাত্মা যে মুহূর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই ঠাকুরের শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নিদেশানুসারে জগদ্বাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা উক্ত চেতনবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার প্রচার শুধু ভারতেই আবদ্ধ নহে। পরন্তু সজ্জনতোষণী (Harmonist) নামক বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরেজী মাসিক পত্রের মধ্য দিয়া উহা পাশ্চাত্যদেশেও বেশ প্রসার লাভ করিতেছে। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতি যতপ্রকার অভিমানে মানব মত্ত হয়, তাহার প্রত্যেকটীর অধিকারী হইয়াও ভক্তিসুধাকর প্রভু সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কৃত, তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহ্যগুণ সম্পন্ন, অমানী এবং মানদ। তিনি ঠাকুরের অমন্দোদয়া দয়ার কথা সর্ব্বতোভাবে সকলের নিকট পরিবেশনার্থ সতত সচেষ্ট। বর্ত্তমানে তিনি দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মপ্রান্তে অবস্থান করিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত সংগ্রহপূর্ব্বক নদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণের নিমিত্ত পাঠাইতেছেন। পাঠকগণ ক্রমশঃ উহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

ভক্তিসুধাকর প্রভু "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" বাণীর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

কুচবিহারের মহারাণীসাহেবার সৌজন্য

পরমহংস গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিংএ অগাষ্ট ভিলা নামক প্রাসাদে অবস্থানপূর্ব্বক নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

"অগাষ্ট ভিলা" কুচবিহারের মহারাণী সাহেবার অধিকৃত। তিনি পরমহংস ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ নিজ আবাসে তাঁহাকে বাসা প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই সৌজন্যের প্রশংসা করি।

জয় পরাজয়

পুরীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থানকালে একদিবস শ্রীল মুকুন্দ তাঁহাকে বলিলেন,—"ব্রহ্মানন্দ ভারতী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আপনি আজ্ঞা করিলে তাঁহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিতে পারি।"

প্রভু কহিলেন,—"তিনি আমার গুরু, আমিই তাঁহার নিকট যাইব।" এই কথা বলিয়া তিনি ভক্তগণসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর সম্মুখে আগমন করিলেন। মহাপ্রভু দেখিলেন যে, ব্রহ্মানন্দ ভারতী মৃগচর্ম্মাম্বর পরিধান করিয়া আছেন। প্রভুর মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। ভারতী তাঁহার গুরুস্থানীয়, সুতরাং প্রকাশ্যে প্রতিবাদ না করিয়া তিনি ভারতীকে দেখিয়াও যেন দেখিতে পান নাই, এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—"ভারতী গোস্বামী কোথায়?" মুকুন্দ কহিলেন, "আপনার সম্মুখেই রহিয়াছেন।"

প্রভু বলিলেন,—"ইনি ভারতী নহেন, তুমি অজ্ঞান, কাহাকে ভারতী বলিতেছ? তুমি নিতান্ত মূর্খ, তাই একজন মৃগচর্ম্মপরিহিত ব্যক্তিকে ভারতী গোস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ। ভারতী গোস্বামীর ন্যায় একজন আচার্য্য স্বীয় শ্রীঅঙ্গ মৃত পশুর চর্ম্মে আবৃত করিবেন কেন?" এই কথা শুনিয়া ভারতীর চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চক্ষে চর্ম্মাম্বর শোভা পায় না। তিনি আরও ভাবিলেন যে, মহাপ্রভু ভাল কথাই বলিতেছেন; আমি দম্ভের বশবর্ত্তী হইয়া চর্ম্মাম্বর পরিধান করি। ইহাতে সংসার তারণ হইতে পারে না, আজ হইতে চর্ম্মাম্বর পরিধান করিব না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরের ভাব উপলব্ধি করিয়া বহির্ব্বাস আনয়ন করাইলেন। ব্রহ্মানন্দ চর্ম্মাম্বর পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। তখন প্রভু আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

ভারতী বলিলেন, "লোককে শিক্ষা দান করিবার নিমিত্ত তুমি আচার পালন কর। আমাকে তুমি আর প্রণাম করিও না; তোমার প্রণাম গ্রহণ করিতে আমার ভয় হয়।"

জগৎকে আচার শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও শিষ্যাভিমানে গুরুস্থানীয় ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে প্রণাম করিলেন বটে; কিন্তু ভারতী মহাপ্রভুর মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রণাম গ্রহণ করিতে আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন।

ভারতী বলিলেন,—

সাম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহাঁ চলাচল।
জগন্নাথ অচল, তুমি ব্রহ্ম সচল॥
তুমি গৌরবর্ণ, তেঁহ শ্যামবরণ।
দুই ব্রহ্ম কৈল সব জগৎ তারণ॥
প্রভু কহে, সত্য কহি তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিল শ্রীপুরুষোত্তমে॥
ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামবর্ণ জগন্নাথ বসিয়াছেন অচল॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১৬৩-১৬৬)

ভারতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে মধ্যস্থ স্থির করিয়া বলিলেন,—"ইহাঁর সহিত আমার বিচার মন দিয়া শুন। ব্রহ্ম—ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক; জীব ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্য। যিনি চর্ম্ম ঘুচাইয়া আমাকে শোধন করিলেন, তিনি ব্যাপক এবং আমি ব্যাপ্য। এস্থলে ব্রহ্মানন্দ ভারতীরূপ আমি কিংবা কৃষ্ণচৈতন্যরূপ উনিই ব্রহ্ম হইলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখ।

আবার, মহাভারত দানধর্ম্মে সুবর্ণবর্ণ, গলিতহেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দনমালাশোভিত, সন্ন্যাসাশ্রম, হরিরহস্যালোচনরূপ শমগুণবিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ় নিষ্ঠতারূপ কেবলাদ্বৈতবাদি অভক্তনিবৃত্তিকারিণী শান্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ যে সকল নাম আছে, তাহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই আস্পদ অর্থাৎ উহা তাঁহাতেই স্থান পাইয়াছে। চন্দনমাখা প্রসাদডোর ইহাঁর দুই বাহুতে বলয়স্বরূপ।

সার্ব্বভৌম ব্রহ্মানন্দ ভারতীরই জয় মীমাংসা করিলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিলেন—শিষ্যবাক্যের সত্যতা থাকিলেও গুরুবাক্যই শিষ্যবাক্যের উপর জয় লাভ করে। গুরুবাক্য সর্ব্বকালেই শিষ্যবাক্যাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। উক্ত ন্যায়মতে ব্রহ্মানন্দ ভারতীই গুরু এবং মহাপ্রভু আপনাকে তাঁহার শিষ্যাভিমান করায় ব্রহ্মানন্দের বাক্য জয় লাভ করিল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ এক্ষেত্রে মহাপ্রভুর কথিত গুরুশিষ্য ন্যায়াবলম্বনকেই তাঁহার পরাজয়ের হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেন না তাহার অন্য একটি হেতু দেখাইয়া বলিলেন,—ভগবান্ ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। ইহাই তাঁহার ভগবত্তার স্বভাব।

ভারতী আরও বলিলেন :—

আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব॥
আজন্ম করিনু মুঞি নিরাকার-ধ্যান।
তোমা দেখি, কৃষ্ণ হৈল মোর বিদ্যমান॥
কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে মনে নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি' হৃদয় সতৃষ্ণ॥

আমার বিল্বমঙ্গলের ন্যায় দশা হইল। অদ্বৈতমার্গের পথিকগণ দ্বারা উপাস্য আর আত্মানন্দ সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপবধূলম্পট কর্ত্তৃক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি। প্রভু বলিলেন—"তুমি ব্রহ্মানন্দ ভারতী, প্রেমময় মহাভাগবত, সুতরাং তোমার সর্ব্বত্রই কৃষ্ণদর্শন হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?"

ভট্টাচার্য্য উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, "মহাভাগবত ব্রহ্মানন্দ ভারতীর যে কৃষ্ণদর্শন হইয়াছে, মহাপ্রভুর এই বাক্যও সত্য। যেহেতু কৃষ্ণ মহাভাগবতের সম্মুখে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তের প্রেমাধিক্য ব্যতীত তাদৃশ সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই।"

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল

(ভক্তিরত্ন শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

(২)

জন্মমরণমালা বা ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াও যদি সাধুসঙ্গে ভগবৎসেবা বা কৃষ্ণপ্রেমানন্দানুশীলন না হয়, তাহা হইলে উহা আত্মহননরূপ মহানর্থ বা পরম অকল্যাণ ব্যতীত কিছুই নহে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি সচ্ছাস্ত্র ইহাই তারস্বরে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছেন,—হে জীব! প্রত্যেকেই আত্মকল্যাণকামী হইয়া শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ কর, ভক্তসঙ্গ ব্যতীত, কর্ম্মচেষ্টা, যোগচেষ্টা, জ্ঞানচেষ্টা, তপশ্চেষ্টা ও ধ্যানাদির চেষ্টা—কোন উপায়েই পরম প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে না। "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" সাধুসঙ্গ ভিন্ন গত্যন্তর নাই, ইহা সকল শাস্ত্রেই সুকথিত।

এবম্বিধ সাধুসঙ্গে যে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইবার অবকাশ থাকিতে পারে না। কারণ "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।" "সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥" সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বাণীই অকাট্য প্রমাণ।

কলিকাতার প্রচার

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন। শুশ্রূষু

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত টীকা স্পষ্টরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত মূল মোটা অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ রয়েল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার জন্য ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সাইজে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ-গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, শ্লোকক্রমে পদ-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সম্বলিত—বহু উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই গ্রাহকগণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কীর্ত্তিনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের মর্ম্মজ্ঞ গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাধাভাব, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সুখাদ্য রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের কর্ত্তব্য কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, ঈশ্বর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিষ্ণুর ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ২৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার অষ্টযামাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই ইহাতে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আত্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় হৃদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুকূল কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহময় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—তটস্থতত্ত্ব—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রয়েল ব্রুকালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য—নাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—ব যাত্রা -শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম-শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তস্তত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাচ্য (লাহোর), বেদান্তকুমুদ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ডাক্তার সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিদ্বত্তা ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই, মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয়-সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্শন

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবমন্দিরাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীগ্রন্থসূচী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-রচিত অনুপযোগী গীতসমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

মায়ন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গেয় পুস্তক। ভিক্ষা ।০ মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকনাথ-রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল রঘুনাথ-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বিধি বঙ্গানুবাদ-সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব গোস্বামি-প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রেমপ্রচার-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

মুক্তিমল্লিকা। (গুণসৌরভ)

শ্রীমন্মধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গানুবাদে এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীপাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রচিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকগুলি সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতগুচ্ছ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রাতঃ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত মূলগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতগুচ্ছ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রাতঃ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত মূলগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সমাজ যেখানে ভ্রান্ত ধারণার দোষে এই ভজনসাকোচ পদ্ধতিমূহের দ্বারা আত্মনিষ্ঠতি ও ভগবৎ সেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইতেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতগুচ্ছ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রাতঃ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত মূলগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সমাজ যেখানে ভ্রান্ত ধারণার দোষে এই ভজনসাকোচ পদ্ধতিমূহের দ্বারা আত্মনিষ্ঠতি ও ভগবৎ সেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইতেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

বিশ্ব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ দ্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীযুত মদনমোহন বর্ম্মণ কারামুক্ত

শ্রীযুত মদনমোহন বর্ম্মণ গাড়োয়ান ধর্ম্মঘটের সম্পর্কে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি গত বৃহস্পতিবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। সন্ধ্যাকালে জমিদার সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়।

কংগ্রেসসিদ্ধান্তের সংশোধন

কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে গৃহীত মূল অধিকার এবং অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্বন্ধে মতামত জানাইবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যে আহ্বান করা হইয়াছিল, জামসেদপুর শ্রমিকসঙ্ঘ সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন :—

১। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ম্ম পাওয়ার অধিকার থাকিবে এবং রাষ্ট্র তাহাকে কাজ দিতে বাধ্য থাকিবেন। কাজ দিতে না পারিলে তাহাকে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দিতে রাষ্ট্র বাধ্য থাকিবেন।

(২) শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার থাকিবে।

(৩) বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য ও শিশুদের — বিশেষতঃ অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্র হইতে ব্যবস্থা করিতে হইবে

(৪) রাষ্ট্রের প্রজাদের অবাধে ভ্রমণের এবং দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে।

(৫) কলকারখানার মজুরদের প্রতি মাসে ন্যূনপক্ষে পঞ্চাশ টাকা করিয়া বেকার-ভাতা দিতে হইবে। সাধারণ কাজ দিনে ছয় ঘণ্টার বেশী এবং শ্রমসাধ্য কাজ দিনে চার ঘণ্টার বেশী চলিতে পারিবে না। সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ এবং দুইদিন বিশ্রাম থাকিবে। বৎসরে মাহিনাসহ ন্যূনপক্ষে দুই মাস দিতে হইবে। বাসস্থানের পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা, কাজের স্বাস্থ্যজনক ব্যবস্থা, কর্ম্মাভাব, অসুখ, অকর্ম্মণ্যতা, বার্দ্ধক্য ইত্যাদির ফলভূত আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) যাহারা চাষ করে, জমির উপরে তাহাদেরই স্বত্ব থাকিবে। জমির খাজনা বা রাজস্ব তুলিয়া দিতে হইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে চাষের আয়ের উপরে পরিমাণমত আয়কর বসাইতে হইবে।

(৭) প্রধান প্রধান শিল্পগুলি অর্থনীতি, ব্যাঙ্কিং, যানবাহন, ব্যবসায়, বাণিজ্য, খনিজ এবং অন্যান্য স্বাভাবিক উৎপন্ন দ্রব্যাদি—এ'সমস্তকে রাষ্ট্রের অধিকারে আনিতে হইবে। কৃষিজ এবং শিল্পজাত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্র করিবে। ব্যক্তির অর্থসঞ্চয়ের অধিকার কমাইতে হইবে।

বিহার মহিলার কৃতিত্ব প্রথমসংস্কৃত উপাধি লাভ

শ্রীমতী সুশীলা পণ্ডিত মিঃ কে, পি, জয়সোয়ালের জ্যেষ্ঠা কন্যা। বিহারে মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। শ্রীমতী সুশীলা কলিকাতায় বিগত কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছেন।

সরকারের টাকা লুঠ

গত ২রা মে তারিখে চট্টগ্রামে কালেক্টরীর একজন পিয়ন সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন দিবার জন্য স্থানীয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ১০২০০৲ টাকার চেক ভাঙ্গাইয়া আফিসে ফিরিবার সময় কতিপয় লোক ঐ টাকা ছিনাইয়া লইয়া যায়। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, যদি কেহ অপরাধিগণকে ধরিয়া দিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে গবর্ণমেণ্ট ২০০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন।

খুলনা লো সম্মেলন

খুলনা জেলা সম্মেলন আগামী ২৯শে এবং ৩০শে মে কুমিরাতে অনুষ্ঠিত হইবে, ২রা মে অভ্যর্থনা সমিতির অধিশনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সম্মেলনের সহিত যাহাতে একটি মহিলা সম্মেলনও হয় তজ্জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলবী সামসুদ্দিন আমেদ, শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি সম্মেলন উপলক্ষে খুলনায় যাইবেন বলিয়া প্রকাশ।

রেঙ্গুণে অস্ত্র আইনের মামলায় বাঙ্গালী অভিযুক্ত

একটি তাজা কার্ত্তুজ রাখিবার অভিযোগে মিঃ কে,সি,কর অস্ত্র আইনানুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে। চিফ অর্ডিন্যান্স অফিসার ক্যাপ্টেন ক্রেন বলেন, কার্ত্তুজটি তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। পুলিশ উহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল। কার্ত্তুজটি দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, উহা বিস্ফোরিত হইলে মৃত্যু ঘটাইতে পারিত। শুনানী স্থগিত আছে।

বালিয়াকাঁন্দীতে হিন্দু-মুসলমানের মিলন

ফরিদপুর জেলার অলঙ্কারপুর গ্রামে বকরঈদোপলক্ষে সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দিয়াছিল তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

মিটমাটের জন্য একটি সভা হয়। সভায় বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমানগণ উপস্থিত ছিলেন। গোহত্যা, মসজিদের সম্মুখে বাজনা এবং অন্যান্য ছোটখাটো সমস্যা সম্বন্ধে একটি চুক্তিনামা হইয়া যায়। উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ উহাতে সহি করেন। ফরিদপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই দলিলে সাক্ষী হ'ন। মুসলমানগণ নমঃশূদ্রের বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু করিয়াছিল তাহা উঠাইয়া লইবার জন্য পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ড হুকুম দিয়াছেন।

রাজসাহীতে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বক্তৃতা

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৬ই মে সন্ধ্যায় ভুবনমোহন পার্কে এক জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। শ্রীযুত সুরেন্দ্র মোহন মৈত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নৃপেন্দ্র বাবু বিশেষভাবে ছাত্র এবং মহিলাগণকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি ছাত্রগণকে বলেন, তাহারা যেন সকল দলাদলি বিস্মৃত হইয়া মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব মানিয়া চলে এবং বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে। তিনি মহিলাগণকেও পিকেটিং করিতে অনুরোধ করেন।

রেঙ্গুণে ডাকাতি ১৫ হাজার টাকা লুণ্ঠিত

গত ৭ই মে সকাল বেলা রেঙ্গুণের পশ্চিম অঞ্চলে সমুদ্রের ধারে কাজী ফ্যাকাসী নামক চাউল ব্যবসায়ীর এক ভারতীয় দারোয়ানের নিকট হইতে ১৫ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত দারোয়ান একটি থলিয়াতে ১৫ হাজার টাকার নোট লইয়া একটি লঞ্চে উঠিতে যাইতেছিল। এমন সময় ৫ জন ভারতবাসী একখানা মোটর গাড়ীতে করিয়া তাহার নিকট আসে এবং তাহাকে টানিয়া ঐ মোটরের উপর তোলে, তারপর তাহারা তাহাকে সোয়েদাগণ প্যাগোডার পিছনে একটি নির্জ্জন স্থানে লইয়া যায় এবং ছোরার ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে ঐ থলিয়াটী ছিনাইয়া লয় তৎপর দারোয়ানকে সেইখানে ফেলিয়া রাখিয়া তাহারা মোটর হাঁকাইয়া প্রস্থান করে। ডাকাতদিগকে বাধা দিতে গিয়া দারোয়ানের হাতের কয়েকটী জায়গা কাটিয়া গিয়াছে। পরে মোটরখানার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে চপেটাঘাত

একজন সাধারণ কয়েদী মেদিনীপুর জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন মুখোপাধ্যায়কে চপেটাঘাত করায় জেলের ভিতর প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রকাশ, এই কয়েদী বহু পূর্ব্বে কতকগুলি অভিযোগের কথা তাঁহাকে জানায়, কিন্তু সেগুলির কোন প্রতিকার করা হয় নাই।

জেল আইন অনুসারে তৎক্ষণাৎ অপরাধীর প্রতি নির্জ্জন কক্ষে পায়ে বেড়ী সমেত ছয় মাস বাস করিবার আদেশ হইয়াছে। উপরন্তু, পূর্ণ দণ্ড হইতে এ পর্য্যন্ত তাহার যে ছাড় পাওনা হইয়াছিল, তাহাও বাতিল করা হইয়াছে।

রেল কর্ম্মী সভায় ভীষণ গণ্ডগোল

বোম্বাইয়ের ৯ই মের সংবাদে প্রকাশ, উক্ত দিবস গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেলওয়ের কর্ম্মচারী য়ুনিয়নের ৪র্থ বার্ষিক বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল। বোম্বায়ের ব্রাভোস্কি লজে শ্রীযুত বি, ভি, গিরির সভাপতিত্বে এই সভার অধিবেশন হয়।

এই সভায় একদল এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, এই য়ুনিয়নের সম্পাদক শ্রীযুত যোশীর গুণকীর্ত্তন করা হইবে না। ইহাতে সভায় বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। কিছুক্ষণ সভাস্থলে বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকে। সভাপতি বেগতিক দেখিয়া সভা বন্ধ হইল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তখনই সভাস্থল ত্যাগ করেন। উভয় পক্ষে হাতাহাতি চলিবার পর এক ব্যক্তি আহত হয়েন।

খারাবতি বিদ্রোহ মামলার রায়

রেঙ্গুণের ৯ই মের সংবাদে প্রকাশ, খারাবতি বিদ্রোহ মামলার বিচারে বন্দীদের মধ্যে ১৫ জন লোক মৃত্যুদণ্ডে ও ৫৬ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ২৪ জন অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

SARASWATA VIDYAYATANA
DACCA
Mahakartola
Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲
সিকি কলম ২৲
চতুর্থ বার
অর্দ্ধেক।

সাধারণ গ্রাহক
আশ্রমবাসী
বার্ষিক ৸৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক শ্রীযুত নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর- ৩০শে বৈশাখ বুধবার ১৩৫৮, ১৩ই মে ১৯৫১

নানা কথা

রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটী

জনৈক রাণাঘাটবাসীর সংবাদে প্রকাশ, রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটি সহরের ধূলি নিবারণ এত নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন যে, এসময়ে জন-সাধারণের কষ্টের সীমা থাকে না। সহরের রাস্তাগুলির মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে গৃহের সম্মুখের রাস্তায় কেবল জল দেওয়া হয় এবং এই জল দেওয়ার প্রথাও অদ্ভুত। সাধারণতঃ বৈকাল ৪৷৷ ৫ টার পর জল দেওয়া আরম্ভ হয়। রাস্তার ধারের একটা ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া কেরোসিন টিনে করিয়া হাত দিয়া ছিটাইয়া দেওয়া হয়। এই এক টিন করিয়া জল তুলিয়া প্রায় আধ মাইল পথ ভিজাইতে সন্ধ্যা হইয়া যায় এবং অংশতঃ ইন্দারা ও ভিজাইবার স্থানের দূরত্ব বাড়িয়া যাওয়াতে জল টানিয়া লইয়া যাইতেও অনেক সময় লাগে—কাজের ঠিক সময় মত কাজ হইয়া উঠে না। তিন চার জন মজুর এই কাজ করে। তাহাদের মাহিনা বাবদ যাহা খরচ হয় তাহা দিয়া অতি সহজেই একটা জল দেওয়ার গাড়ীর ব্যবস্থা করা যায় এবং তাহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক জায়গা ভিজাইবার সম্ভাবনাও বেশী থাকে। নদীর ধারের রাস্তাটায় সহরের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ফেলিয়া দুর্গন্ধময় করিয়া তোলা হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য সহরের বাসীন ধারের রাস্তা জল-ধারাগুলি প্রতিদিন সাফ করিয়া জল দিয়া ও ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা হয়। ষ্টেশনের সামনের রাস্তাটী কখনও পরিষ্কার দেখা যায় না। রাস্তায় যা আলোর ব্যবস্থা আছে তাহাতে পথ দেখা দুষ্কর। রাস্তার ধারে আগে কয়েকটা নলকূপ ছিল, এখন আর তাহা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিছুদিন আগেই ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটি

বড়লাটের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে নেতৃবৃন্দ

কুষ্টিয়ার বিবিধ সংবাদ

গাইবান্ধায় দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব-নৃত্য

ভারতে ভবিষ্যৎ

সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফল

জেল অধ্যক্ষের আত্মহত্যা

নদীয়া জেলা জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ভি পি পোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার - গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

নদীয়া জিলা জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল

কুষ্টিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ গত ৪ঠা মে তারিখে ডাক্তার সদরুদ্দিন আমেদের ভবনে মৌলভী সামসুদ্দিন আমেদের সভাপতিত্বে নদীয়া জিলা জাতীয়তাবাদী মুস্লিমদল গঠিত হইয়াছে। এই দল মিশ্র নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়া বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আইন সভায় কতকগুলি স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষণের দাবী উপস্থিত করিয়াছেন।

মুড়াগাছা সংবাদ

নলকূপ খনন

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, মুড়াগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দে মহাশয় তাঁহার বাটীর সন্নিকটে পাড়ার লোকের সুবিধার্থ নিজ ব্যয়ে একটী নলকূপ খনন করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরও ২।৩টী নলকূপ খনন করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

হিন্দু মুসলমান মিলন

হিন্দুমুসলমান মিলন দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে এক পাঞ্জাবী ফকির জান মহম্মদ খাঁ গত শনিবার দিবস এক বিরাট মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নদীয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত কানাইলাল সিংহ রায় উক্ত উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া ফকির সাহেবের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকেরা উৎসব স্থানে উপস্থিত থাকিয়া জাতীয় সঙ্গীতে সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

জেল অধ্যক্ষের আত্মহত্যা

গয়া সেন্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর ইউ. ডে. বুক গত ৭ই মে রাত্রিতে গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়াছিলেন। গত ৮ই অপরাহ্ণে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সিভিল হাসপাতালসমূহের ইন্সপেক্টার জেনারেল ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না —

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব "সুবর্ণ জুবিলী" শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই স্বর্ণ অক্ষরাঙ্কিত "শক্তি-সঞ্জীবনী বটীকা" পুস্তক নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। তাহার পরে ঐ পুস্তক উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে মৃত-সঞ্জীবন দান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আমরা মাত্র অর্দ্ধাংশে ৮৲ টাকা পাইতেছি উহার এক কৌটা লউন। সত্বর লউন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন।

প্রাপ্তস্থান ঃ আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস— ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

ইহার বল ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ শুক্রস্রাব, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মন্ত্র ও দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিকারে ব্যবহার হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অমৃতসঞ্জীবনাদ্যা ঘৃত"

পুরাতন কোষ্ঠে বাতব্যাধি ও আমাশয় আরোগ্য করিয়া পাচনশক্তি বৃদ্ধি করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মশক্তিবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যদোষ ও সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

ডাক্তার শান্তিরঞ্জনজী, কেশবজী

৯ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

শিরঃশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি ৸০ বার আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও অপচয়ের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটকাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ১০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং শরাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার যেমন, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, আনুষঙ্গিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, গাত্র-সন্তাপ, শীঘ্র, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের যোনি রোগ, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অদ্যাপি বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজপুর, পার্ক-সিঁথি রোড, কলিকাতা

ঠিকানা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণবন্ধু ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম, এস, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ষষ্ঠবর্ষ ৬০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

-:*:-

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৩০শে বৈশাখ বুধবার—১৩৩৮

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

কঠশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥

অর্থাৎ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটী মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণ ঐ দুইটীর তত্ত্ব সম্যগ্ রূপে অবগত হইয়া একটীকে 'মুক্তির কারণ' ও অপরটীকে 'বন্ধনের কারণ' বলিয়া বিচার করেন। তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দ ব্যক্তিগণ যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ-প্রভৃতি-ভারাত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।

প্রেয়ঃপ্রার্থী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা প্রেয়ের সমর্থনে যত্নবান্। বিবেকী শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিগণ প্রেয়ঃপ্রার্থীর দুর্বুদ্ধি অপনোদনের সহস্র চেষ্টা করিলেও ইঁহাদের প্রেয়ের সমর্থনেই যাবতীয় চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল কথা কোনরূপে শুনিবেন না, তাহা যাহাতে না শুনিতে হয় বা তদ্রূপ আচরণ না করিতে হয়, ইহাই তাঁহাদের আনথাগ্র অভিলাষ। প্রেয়ের সমর্থনের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের ন্যায় আরও কতিপয়ের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নিজেকে তাহার মধ্যে আরও দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া রাখিবার প্রয়াস পা'ন।

জগতে প্রেয়ের খরিদ্দারই অধিক। যাহাতে বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি পায়, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব তজ্জন্যই সতত চেষ্টা করিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহারা প্রেয়ের উপাসক। প্রেয়ঃসেবকগণ প্রেয়ের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনকল্পে সভাসমিতি দ্বারা বক্তৃতাদি করিয়া দল-পোষণের চেষ্টা করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। তজ্জন্য শ্রেয়স্কামিগণের অনুকরণে তাঁহাদের প্রবৃত্তিও অল্প বিস্তার দেখা যায়।

শ্রেয়স্কামিগণ শ্রেয়ঃ বিতরণের জন্য সতত চেষ্টান্বিত। যাহাতে জগতের সকল জীবই শ্রেয়ের উপাসনা করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহারা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—তাঁহাদের সর্ব্বস্ব নিযুক্ত করেন। শ্রেয়ের গ্রাহক বাড়াইবার জন্য তাঁহারা সভাসমিতি করেন—প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাহাদের দুঃখের জন্য কতই না কাঁদাকাটা করিয়া তাহাদের চিত্ত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন; কিন্তু ভাল কথা কিছুতেই শুনিবে না—ইহাই প্রেয়ের উপাসকগণের প্রতিজ্ঞা।

শ্রেয়স্কামী যেরূপ প্রেয়ঃসেবকের মঙ্গলের জন্য চেষ্টান্বিত, প্রেয়ঃপ্রার্থীও তদ্রূপ শ্রেয়স্কামীর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত। প্রেয়ের উপাসকসংখ্যা জগতে বেশী। সুতরাং তাহারা সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া সভা-সমিতি করিয়া প্রেয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দেয় এবং যাহাতে সকলে মিশিয়া বেশ দলপুরু করিয়া থাকিতে পারে, তজ্জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া থাকে।

প্রেয়ঃপ্রার্থীর দল বেশী, কাজেই "সমশীলা ভজন্তি বৈ" ন্যায়ানুসারে তাহারা সকলে দল বাঁধিয়া শ্রেয় উপদেশকের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। ফলে কি লাভ হয়? কঠশ্রুতি বলেন,—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥

অবিবেকরূপা অবিদ্যার মধ্যে অবস্থিত হইয়া নিজ নিজেকে 'বুদ্ধিমান্', 'পণ্ডিত' বলিয়া মনে করে। এই সকল কুটিলস্বভাব মূর্খগণ অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় দুঃখকর জন্মাদি লাভ করিতে থাকে।

শ্রেয়ঃ বস্তুর গ্রাহক জগতে দুর্লভ। রোগীর যেমন রোগ-নিরাময় অপেক্ষা কুপথ্য গ্রহণেই অধিক রুচি, ভোগী প্রেয়ের উপাসকগণও তদ্রূপ শ্রেয়ঃ গ্রহণ করা অপেক্ষা প্রেয়ের আদরেই অধিক রুচি-বিশিষ্ট। সুতরাং প্রেয়ের উপাসক দুর্লভ।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥

শ্রেয়ের কথা শুনিবার লোক বহু পাওয়া যায় না। দুই চারিজন পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়া অনেকেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। আরও শ্রেয়োবিষয়ের তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ বক্তা অতীব দুর্লভ। আবার এইরূপ সুদুর্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও সুদুর্লভ।

বেকার সমস্যার সমাধান

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এল)

বর্ত্তমান বেকার সমস্যার যুগে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী মাদৃশ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট পারমার্থিক পত্রিকার স্তম্ভে শিরোনামায় লিখিত আশাপ্রদ বাণী বড়ই লোভজনক সন্দেহ নাই। গ্রাম্যবার্ত্তাবহের পৃষ্ঠায় কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনে অনেকবার বঞ্চিত হইয়াছি, তাই উহাতে আর শ্রদ্ধা হয় না।

লৌকিক জগতের ভোগভূমিকায় যেখানে সদা সর্ব্বদা পরস্পরের বিভিন্নমুখী স্বার্থের সহিত ক্রমাগত সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, সেখানে এক পুরুষোত্তমের সেবা বাদ দিয়া মানবগণ নিজ নিজ ভোগের ইন্ধনসংগ্রহে ব্যস্ত, যেখানে নিত্যসত্য বস্তুর অনুসন্ধানের জন্য ব্যগ্রতার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র আপাতঃ প্রেয়ঃ বস্তু লাভার্থ তাহাদের সমগ্র কর্ম্মময় চেষ্টা কেন্দ্রীভূত, সেখানে যে প্রতিপদে বঞ্চিত হইতে হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? শুনিয়াছি, পরমার্থরাজ্যে নাকি ঐরূপ বিভিন্ন স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত নাই, নিজেন্দ্রিয়তর্পণের লেশ মাত্র নাই, সকলেরই স্বার্থ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রভূত একমাত্র স্বার্থগতি বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে পর্য্যবসিত, তাই সেখানে বঞ্চনার কোন প্রকার তাণ্ডব নৃত্য নাই।

এবার ১৯৩১ সালের আদম সুমারীতে উপাধিধারী শিক্ষিত ও বেকার ব্যক্তিগণের পৃথগ্ভাবে একটী সুমারী হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আশা হইয়াছিল, আমারও কিছু সুবিধা হইবে, কিন্তু আমার কপাল পোড়া, "অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়" তাই কিছুই হইল না। কর্ম্মের চেষ্টায় দীর্ঘকাল দেশবিদেশে ঘুরিলাম, কোথাও কিছুই হইল না। তবে দেশ ভ্রমণের ফলে এই অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে যে, দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে এক প্রকারের ব্যবসায় খালি আছে, যদ্দ্বারা অনায়াসে অতি সহজে প্রচুর অর্থাগম হ'তে পারে। কেবল অর্থ কেন, আমার ন্যায় সংসারী জীবের ইহা দ্বারা একযোগে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ হইতে পারে।

অনেক গবেষণার পর ঐরূপ ব্যবসা-তেই ব্রতী হওয়া সুবিধাজনক স্থির করিয়া কোন কার্য্যোপলক্ষে ট্রেণে কলিকাতায় আসিতেছিলাম। এমন সময় ঐ ট্রেণে একজন কমনীয়মূর্ত্তি নিষ্কিঞ্চন সাধুপুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটিল। সাধুর পরণে গৈরিক বসন, হস্তে মালিকা ও ত্রিদণ্ড। পরস্পর সামান্য আলাপের পর তিনি আমার উপজীবিকাসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইয়া বেকার সমস্যায় প্রপীড়িত। কাজকর্ম্ম কিছুই যোগাড় করিতে পারি নাই, বড়ই অভাবগ্রস্ত। অনেক চিন্তার পর সম্প্রতি একযোগে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-প্রদানকারী ভাগবত ব্যবসায়টী বিশেষ লাভজনক মনে করিয়া ঐ কার্য্যে ব্রতী হইব এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি।

আমার কথায় মহান্ত মহারাজ যেন কিছু বিস্মিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন, বুঝিতে পারিলাম। তিনি আমার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া বলিলেন,—দেখ, প্রাক্তন কর্ম্ম-ফলে তুমি এই সংসারে অভাবের তাড়নে সমুচিত ক্লেশ ভোগ করিতেছ। তোমার এই ক্লেশের মূল কোথায়, তাহা কোনদিন অনুসন্ধান করিয়াছ কি? অনাদি ভগবদ্ বিমুখতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সংশোধিত হইবার জন্য মায়ারচিত কারাগার এই ভবসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ। ইহাতে নিমজ্জিত না থাকিয়া উদ্ধার হইবার জন্য চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। যাহাদের জন্য এই সংসারে পাপাদি আগ্রাহ্য করিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছ এবং যাহাদের ভরণপোষণের জন্য ঐরূপ শাস্ত্র বিগর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহাদের স্বরূপটী কি কোন দিন চিন্তা করিয়াছ? সদ্গুরুপাদপদ্মে প্রপত্তি-লাভের সৌভাগ্য যদি কোন দিন তোমার উদয় হয়, তবে বুঝিতে পারিবে, 'কস্ত কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্।'

আরও দেখ, ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূতক ভাগবত-পাঠকের স্বরূপ বর্ণনে বলিয়াছেন,—বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রৈর্বিহীনাঃ পুরাণপাঠাঃ। পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি।' অর্থাৎ বেদশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইলে মানুষ কৃষক হইয়া পড়ে, তাহাতেও তাহার ভোগের ব্যাঘাত ঘটিলে উহা ছাড়িয়া দিয়া ভাগবতপাঠক বা ভণ্ড ভাগবত হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা অর্থসংগ্রহ পূর্ব্বক উদর ও পুত্রকন্যাদিকে

অন্ধকারপূর্ব্বক পোষণের ইচ্ছা বলবতী হয়। একে ত' পরমার্থ ভুলিয়া এই ক্লেশ ভোগ করিতেছ, আবার কোন্ সাহসে সেই পরমার্থ নষ্ট করিতে সাহসী হইয়াছ? পরমার্থ ভুলিলেই মানুষের স্ব-স্ব-জড়ভোগার্থে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা বলবতী হয়। 'পরমার্থ' শব্দে ভক্ত ও ভগবানের সেবামাত্র বুঝায়। তদিতর যাহা কিছু, তাহাই নিজ জড়ভোগ-তাৎপর্য্যপর। জড় সম্বন্ধে অর্থসংগ্রহচেষ্টা যেখানে যত প্রবল, আলোকের প্রাচুর্য্যে অন্ধকার হ্রাসের ন্যায় পরমার্থ চেষ্টাও সেখানে সেই পরিমাণে শিথিল।

'ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত'—মহাজন এই আদেশ করিয়াছেন। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের দেহ, শ্রীনামও তাহাই। ইঁহারা কখনও মূল্যের পরিবর্ত্তে ক্রেয়-বিক্রেয় পণ্যদ্রব্য হইতে পারেন না। তা' ছাড়া ইঁহারা আমাদের সেব্যবস্তু। ইঁহাদের সেবা না করিয়া তদ্দ্বারা নিজের ও স্ত্রী, পুত্র, পরিবারাদির কুক্কুরশৃগালভোগ্য দেহের সেবা করাইয়া লইবার জন্য যে চেষ্টা, তাহার ফলে মহানরকযন্ত্রণাই লভ্য হইয়া থাকে। যিনি এই কার্য্য করেন, তিনি মহা অপরাধে অপরাধী হইয়া অশেষ দুঃখ-জনক নরকগতি লাভ করেন। আত্ম-মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি কখনও ঐরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না।

এই নরতনুই একমাত্র হরিভজনের মূল। ইহা দ্বারা হরিভজন না করিয়া ক্রমাগত অপরাধ করিতে থাকিলে শেষে অনন্তদুর্গতি লাভ ঘটিবে এবং ইহকাল পরকাল দুই কালই নষ্ট হইবে। অতএব 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা' এই শাস্ত্রবাণীর সম্মানপূর্ব্বক শ্রীভগবানই তোমার একমাত্র রক্ষক ও পালক জ্ঞানে তাঁহারই চরণে প্রপন্ন হও। তোমার আপাতঃ প্রতীয়মান কোন দুঃখ থাকিলেও তাহা তোমার পক্ষে আদৌ ক্লেশকর না হইয়া, "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহারদুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥" মহাজনের এই উক্তি অনুযায়ী সেই সব দুঃখ তোমার নিকট শ্রীভগবানের ব্যতিরেকী কৃপা বলিয়া অনুভূত হইয়া তোমাকে সুখই প্রদান করিবে। শ্রীভগবান পূর্ণ বস্তু, পূর্ণ বস্তুর আশ্রয়ে জীবের কখনও অপূর্ণতা বা অভাব থাকিতে পারে না। সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে প্রপন্ন হইলে এ বিষয়টী তুমি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে, নচেৎ উপায় নাই।"

মহান্ত মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃতবাণী শ্রবণ করিতে করিতে আমি যেন এক অভিনব রাজ্যের দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া গেলাম। প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার পরিচয় প্রদানে একটী দীর্ঘ শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। শ্লোকটী মনে নাই, তবে তাহার শেষাংশে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" এই কথাগুলি আছে এবং বর্ত্তমানে তিনি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর অন্তর্গত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠস্থিত জনৈক সেবক মাত্র—ইহাও জানাইয়া দিলেন।

বঞ্চিত কেন?

(২)

(শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন ভক্তিশাস্ত্রী)

হৃদয় আমার কপটতাময়। কপটতা বলিতে সাধারণভাবে বুঝি—অন্তরের সহিত বাহিরের সামঞ্জস্যের অভাব। মনে ভাবি এক, ভাষায় ব্যক্ত করি অন্য এবং কর্ম্মে যাহা ঘটাই, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অন্তর্নিহিত মনোভাব ও বহিরাগত কর্ম্মব্যঞ্জনার ছন্দোভঙ্গ সূচিত হয়, মূর্চ্ছনায় মিল থাকে না। আমার স্বকীয় বুদ্ধির বিচারে—জ্ঞানের গোচরে অবস্থিত এই কপটতা। আমি জানিয়া শুনিয়াই এই কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং এই আত্মপ্রবঞ্চনা আমার স্বখাতসলিলে স্বেচ্ছাকৃত নিমজ্জন।

কপটতার আরো একটা দিক্ আছে, যাহা আমার বুদ্ধিগম্য অথবা বর্ত্তমান জ্ঞানের গোচরীভূত বিষয় নহে। যেখানে বস্তুর স্বরূপের পরিচয় আমার নাই—আদর্শের উপলব্ধি আমার হয় নাই, সেখানে অবস্তুই বস্তুরূপে প্রতীত হয়—অসত্যই সত্যরূপে মরীচিকার সৃজন করে—আদর্শ বিচ্যুতিই তখন বরণীয় ও শ্লাঘনীয় হইয়া উঠে। সেখানকার জ্ঞান—প্রাকৃত জ্ঞান, অসত্যের প্রতীতি, সুতরাং অজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। সে জ্ঞান প্রজ্ঞানবিবর্জ্জিত নহে, অজ্ঞানের অন্ধকারে পরিম্লান, সংশয়ের আবরণে সমাচ্ছন্ন। আমি কিন্তু এই অজ্ঞানের আশ্রয়ে থাকিয়াই যাহা কিছু চিন্তা করি, কল্পনা করি, সত্যস্বরূপ প্রজ্ঞান-দ্যোতনার স্বপ্ন দেখিতে থাকি। ইহাই মানব-মনের মায়াত্মক কপটতা। এখানে আমি জানি না, বুঝি না যে, আমি কপট। তথাপি আমি আত্মপ্রবঞ্চিত। কেননা, আমার সত্যানুরাগের অভাব; নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধানে ঔদাসীন্যই আমার অজ্ঞানের প্রভাব বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

আর্ষিক বা ব্যবহারিক সত্যের কথা এখানে বলিতেছি না। ব্যবহারিক সত্যের আশ্রয়ে প্রাকৃত জ্ঞানের ফলে লাভ হয় অনিত্য জাগতিক অভ্যুদয়। তাই জানিতে চাহিতেছি—মানবজীবনের চরম ও পরম কল্যাণপ্রদ পারমার্থিক সত্যের সন্ধান সাধুত শাস্ত্র সেই শাশ্বত সত্যের কথাই গাহিয়াছেন,—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় নিত্যকল্যাণ-ময়। আর নিরন্তর নির্য্যাতন নিপীড়নে নিষ্পেষিত আমাদের মায়ামুগ্ধ সংসার জীবন। করুণাময় ভগবান্ স্বয়ং স্বীয় অমৃতময় সন্ধানপ্রদাতা। তাই তিনি আচার্য্যরূপে প্রপঞ্চে প্রকটিত। তিনিই সেই অমৃত-প্রস্রবণ-পথের পাথেয়প্রদাতা। সেখানকার পথ একটী মাত্র, একায়ন পন্থা, অন্য কোন পন্থা নাই। একায়ন পন্থার সন্ধানদাতা একমাত্র সাধুত সমাজের আচার্য্যদেব। মানবসৃষ্ট আচার্য্য নহে, ভগবানের স্বীয় প্রকাশ বিগ্রহ তত্ত্ব। আমার বর্ত্তমান বুদ্ধির অগোচর, প্রাকৃত জ্ঞানের 'অমদিগম্য সেই একায়ন পন্থা। আমি কিন্তু তাহা জানি না, বুঝি না এবং বুঝিতে ও চাহি না।

আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিনয়ভূমিকায় আজ আমি অহমিকার ক্রীড়াপুত্তলিকা। আত্ম-শ্লাঘায় বিস্ফারিত দম্ভদম্ভে আত্মহারা। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ—আত্মনিবেদন আমার বর্ত্তমান শ্লাঘনীয় জীবনে অচিন্তনীয় ব্যাপার

একায়ন পন্থাস্বরূপ ভক্তিধর্ম্মের স্বরূপ-তার পরিচয় আমার ভাগ্যে ঘটিল না। তাই আজ আমার জড়ীয় উত্তেজনা ও উদ্দীপনাসমূহকে ভক্তির উচ্ছ্বাস বলিয়া মনে হইতেছে। জড়ীয় বিকাশকে চেতনময় জ্ঞান হইতেছে। অন্ধকে আমি পরমার্থের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

কর্ম্মফলভোগ্য ইহামুত্র সুখস্পৃহা, জ্ঞান-ফললভ্য সাযুজ্য মুক্তির স্পৃহা অথবা অন্য কোন জাগতিক অভ্যুদয় অভিলাষ অপ্রাকৃত সত্যলোকে পৌঁছায় না একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ, একান্ত আনুকূল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই নিত্য কল্যাণপ্রদ পারমার্থিক সত্যসাধনা।

আমি কিন্তু তাহা বুঝিয়াও বুঝিলাম না। আমার অদৃষ্টবৈগুণ্য! আমি ভাগ্যে প্রতিষ্ঠানকে ভাক্তের উপচার জ্ঞানে অবজ্ঞা করিলাম। আর ভাক্তের বিলাসবিভ্রমে দেখিলাম ভক্তের লীলাবৈচিত্র্য। কর্ম্ম-কোলাহলকে কৃষ্ণসেবা-সমারোহ জ্ঞানে মাতিয়া উঠিলাম। অন্তরে ভোগের লালসা ধূমায়িত। তাই কর্ম্ম যোগবৈভবে আমার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। আমি কর্ম্মী-গুরু যোগীগুরুর মায়াজালে নিপতিত।

জীবনের রঙ্গক্ষেত্রে পট পরিবর্ত্তিত হয়। প্রচ্ছন্ন ভোগলালসা ত্যাগের পরিচ্ছদে প্রকটিত হয়। তখন উদ্দীপিত হয় ত্যাগের গরিমা মহিমা—পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনের বিপুল সমারোহে। নন্দনের পারিজাত-সৌরভে গগন পবন ভরিয়া যায়, মানবতার সার্থকতা ফুটিয়া উঠে। সকলই ঘটিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রতিষ্ঠা আর হইল না। আত্মবিসর্জ্জনে আত্মপ্রতিষ্ঠার দর্পদম্ভই জাগিয়া উঠিল—শ্লাঘনীয় গৌরবের উদ্দাম-উচ্ছ্বাসই ছুটিতে লাগিল। অন্তরের হাস্যলাস্যে কাঁদে শুধু ভোগের লালসা। প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন ভোগ—ভোগ আর ত্যাগ। ত্যাগই প্রচ্ছন্ন ভোগ—অন্তর্নিহিত প্রতিষ্ঠার আশা। আমার ভগবৎসাধনা শুধুই আত্মপ্রবঞ্চনা।

শ্রীগুরুদেবের কৃপাবঞ্চিত আমি। সাধুত শিক্ষাবাণী আমার শ্রবণগোচর হয় নাই। শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্ব আমার হৃদয়ে প্রকটিত হয় নাই। তাই ভক্তের ভগবান্ সচ্চিদানন্দময় দ্বিভুজ মুরলীধর অনন্ত অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন সবিশেষ মূল-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নির্গুণ নিরাকার নির্ব্বিশেষ কল্পনা করি। আমি মায়াবাদীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি। মুক্তিকামী আমি ভগবানের সাযুজ্যলাভের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছি। মানবজীবনের দর্পদম্ভের চূড়ান্ত অভিনয়!

শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে আমি একান্ত অক্ষম, তাই অন্বয় ও ব্যতিরেকী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বিচারে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। অন্বয় ও ব্যতিরেক শিক্ষাকে সমপর্য্যায়ভুক্ত ভাবিয়া ধর্ম্মসমন্বয়ের ধুয়া ধরিয়াছি। ব্যতিরেকী শিক্ষায় অন্বয় ভাব-সাম্রাজ্যে মরণের পথকেই প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছি। আমি বিস্মৃত হলাম—সাধুত সমাজের পরম প্রয়োজনীয় শিক্ষা—একায়ন পন্থার সন্ধান—শ্রৌতবাণীর একান্ত আশ্রয়। আমি 'যত মত তত পথ' জ্ঞানে নিয়তই প্রধাবিত হইতেছি। তাই বলিতে-ছিলাম, এ জীবনে আমি বঞ্চিত হইয়াছি।

প্রাপ্ত পত্র

গত ১৮ই বৈশাখ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে শ্রীপাদ ব্রহ্মচারীজীর উদ্যোগে ও আন্তরিকতায় শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নানাপ্রকার পুষ্প, বৃক্ষ ও কদলিবৃক্ষের দ্বারা শ্রীমঠের তোরণ সুসজ্জিত হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে উক্ত ব্রহ্মচারীজী হিরণ্য-কশিপু বধ ও শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করেন এবং পাঠান্তে সুললিত কীর্ত্তন দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু জহরলাল ঘোষ (ত্রিপুরাপুর), শ্রীযুক্ত বাবু কালিপদ হাজরা (রতনপোতা), শ্রীযুক্ত বাবু বরদপ্রসাদ কর (সৈদপুর), শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ চৌধুরী (ব্রাহ্মণপাড়া) প্রভৃতি সজ্জনমণ্ডলী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সমবেত জনগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

নিবেদক—

ডাঃ শ্রীতারাপদ সরকার

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সাধয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যলীলার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অনিন্দ্য নিধুবংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও মিশ্রা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, জীবের স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিদ্বেষের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, অ বাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিনয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রেমাদি-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জয়ধ্বনি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিতে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত লোকাশিত হয় নাই। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামি শাস্ত্র-মন্থনোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় সিদ্ধান্ত বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল পাপের নিদান। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত সারোদ্ধার ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও ভজনার্থীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎ সেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভক্তমহিমা, ষড়ঙ্গ বিধি। শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক পদাবলী, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক সুমধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, পদ্যানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাপত্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীআদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সং) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রোক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকার প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৴০ মাত্র।

গৌড়ীয়-সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাল-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিসুন্দর [illegible] ব্রহ্মচারী এল, এম, এস।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক-ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বড়লাটের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে নেতৃবৃন্দ

সিমলার ১০ই মের সংবাদে প্রকাশ, লণ্ডনে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে রাষ্ট্ররূপ নিরূপণ কমিটীর অধিবেশন হইবার সম্ভাবনা। মহাত্মা গান্ধী এবং রাষ্ট্ররূপ নিরূপণ কমিটীর কতিপয় সদস্য কয়েকদিনের মধ্যেই শিমলায় আগমন করিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে লর্ড উইলিংডনের যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইবে তাহার উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সম্ভবতঃ নয়জন নেতা আসিবেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্ররূপ নিরূপণ কমিটীর সদস্যগণ একে একে আসিবেন। ভূপালের নবাব মে মাসের শেষ সপ্তাহে আসিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, তিনি তাহার অনেক পূর্ব্বে আসিবেন। কারণ, রাষ্ট্ররূপ নিরূপণ কমিটীর সম্পর্কে এমন অনেক বিষয় আছে যাহার জন্য তাঁহার পরামর্শের দরকার হইবে। ভূপালের নবাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আসিবেন বিকানীরের মহারাজা, সার আকবর হায়দারী এবং সার মির্জ্জা ইসমাইল। সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, সার মহম্মদ শফী, সার সুলতান আমেদ এবং শ্রীযুত জয়াকর ২০শে মে'র আগে সিমলায় পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কৃষি গবেষণা পরিষদের পরিচালক সমিতির সভা সম্পর্কে সার সি, পি, রামস্বামী আয়ার এখানে আসিয়াছেন, তিনি দুই তিন সপ্তাহ সিমলায় থাকিবেন অন্যান্য যাঁহারা আসিবেন তন্মধ্যে সার আলি ইমাম এবং ডাঃ আনসারী অন্যতম।

গাইবান্ধায় দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবনৃত্য

গাইবান্ধা মহকুমার দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব নৃত্যের সংবাদ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সকলেই অবগত আছেন। প্রকাশ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এযাবৎকাল তিন লক্ষ টাকা কৃষিঋণ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও প্রার্থিত ঋণ প্রদত্ত হয় নাই। মাত্র সাতচল্লিশ হাজার টাকা বিভিন্নস্থানে ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা এত সামান্য যে তদ্দ্বারা গ্রামের অতি অল্প সংখ্যক বাড়ীই উপকৃত হইতে পারিয়াছে। অনেক থানার এলাকায় এলাকায় কোনও সাহায্য বা ঋণ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। সুন্দরগঞ্জ থানার এলাকাধীন কৃষক সাধারণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অনেক গ্রামে অবস্থাপন্ন গৃহস্থগণ দুদিন অন্তরও একবেলা খাইতে পায় না; কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত থানার এলাকার কোনও গ্রামে উল্লেখযোগ্য কোনও ঋণ দান করেন নাই। দেশের এই দুর্দ্দিনে দুর্ভিক্ষের এতাদৃশ তাণ্ডব লীলায় প্রার্থিত তিন লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ ছাড়াও রিলিফ ওয়ার্কসের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এককালীন দান কি দেশের লোক আশা করিতে পারে না?

য়ুরোপীয়ের আত্মহত্যা

মাদ্রাজ ও সাউথ মারাঠা রেলওয়ের মিঃ ডে, এ, ব্রাউন নামক জনৈক কর্ম্মচারী কিছুদিন পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃতদেহ সম্পর্কে করোনার আদালতে তদন্ত শেষ হইয়াছে।

করোনার তদন্ত করিয়া অবগত হয়েন যে, মিঃ ব্রাউনের স্বাস্থ্য কিছুদিন হইতে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাহার বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করেন না। ২ ঘণ্টা পরেই দেখা যায় যে তাঁহার দেহ কুডম নদীতে ভাসিতেছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ

পুনার 'কেশরী' নামক মরাঠী পত্রিকা বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে যে সঙ্কির সর্ত্ত বহাল আছে, তাহা যদি ব্যর্থ হয় এবং গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাবও যদি বিফল হইয়া যায়, তাহা হইলে বড় ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইবে। সুতরাং ইংলণ্ড ও ভারত এই উভয় দেশেরই এমন চেষ্টা করা দরকার যাহাতে এই বিপদ না ঘটে। সেরূপ করিতে হইলে লর্ড আরউইনকে ইংলণ্ডের ও মহাত্মা গান্ধীকে ভারতের প্রতিনিধিরূপে মানিয়া লইয়া কথাবার্ত্তা চালান উচিত এবং ইঁহারা উভয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, সেই সিদ্ধান্ত যেন পার্লামেণ্ট মানিয়া লইয়া আইনে পরিণত করেন।

সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফল

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের কথা

লাহোরে গত ৯ই মে পঞ্জাব ও সীমান্ত হিন্দু সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর রামশরণ দাস সম্বর্দ্ধনা প্রসঙ্গে বলেন, যাঁহারা শান্তি ও নিরুপদ্রবতা গ্রহণ করেন, যাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে চা'ন, সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে স্বায়ত্তশাসন সেই স্বায়ত্তশাসনকে তাঁহারা কিছুতেই বরণ করিতে পারেন না। বৃটিশ কর্ম্মচারীরাই যে এই সাম্প্রদায়িক ভাবের আমদানী করেন নাই ইহা বলা যায় না; সুতরাং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্টের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করিতে হইলে সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রথা দূর করিবার দায়িত্ব বৃটীশ সরকারের।

অতঃপর তিনি এই সম্পর্কে আর কয়েকটী কথা বলিয়া তাঁহার বক্তব্যের উপসংহার করেন।

টাঙ্গাইলে খানাতল্লাস

পুলিশ গত ৮ই মে প্রাতে মোক্তার শ্রীযুত যামিনীকান্ত দাসের বাটী ও পরলোকগত গয়ানাথ রায় চৌধুরীর দোকানে খানাতল্লাস করিয়াছিলেন ভুরভুরিয়া চরের ডাকাতি সম্পর্কে। পুলিশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক যুক্ত গিরীন্দ্রনাথ দাস ও গয়ানাথ বাবুর পুত্রদের গৃহ শিক্ষক শ্রীযুত মতিলাল বিশ্বাসকে দণ্ডবিধির ৩৯৩ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। খানাতল্লাসে কোথাও সন্দেহ জনক কিছু পাওয়া যায় নাই। শুনা যাইতেছে, ঘটনার সময় গিরীন বাবু আইন অমান্য আন্দোলনে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন।

ভুরভুরিয়া চর ডাকাতি সম্পর্কে যে যুবকদিগকে ইতঃপূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, প্রায় ২ মাস পূর্বে তাহারা ৩ মাস হাজতে ছিল।

নির্ব্বাসিত ভারতবাসীর পাসপোর্ট অগ্রাহ্য

মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ গত চৌদ্দ বৎসর কাল নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করিতেছেন। গান্ধী আরুইন সন্ধির পর তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন উদ্দেশ্যে 'পাসপোর্টের' (ছাড়পত্রের) জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ উহা নামঞ্জুর করিয়াছেন।

গান্ধী উইলিংডন সাক্ষাৎকার

সিমলা ১২ই মের সংবাদে প্রকাশ, গান্ধীজী আগামী পরশ্বঃ শুক্রবার বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এই সময়ের মধ্যে গোলটেবিল বৈঠকের রাষ্ট্ররূপ নিরূপণ কমিটীর কতিপয় সদস্য আগামী বৈঠকের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে ঘরোয়াভাবে আলাপ আলোচনা করিতেছেন।

মালয়ে কলকারখানা বন্ধের ফল

ত্রিশ হাজার শ্রমিক বেকার

নাগাপট্টমের এক সংবাদে প্রকাশ, মালয় হইতে বহুসংখ্যক শ্রমিক মাদ্রাজে আসিয়াছে। যে সমস্ত ফ্যাক্টরি আংশিক ভাবে চলিতেছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় শুনা যায় মালয়ে প্রায় ৩০,০০০ হাজার ভারতবাসীর কাজ গিয়াছে। তাহাদিগকে শীঘ্রই এই দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

উক্ত সংবাদে প্রকাশ, গত বৎসরও দক্ষিণ ভারতে ৮০,০০০ লোক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

লাহোরে ডাঃ মুঞ্জের বিপুল সম্বর্দ্ধনা

পাঞ্জাব হিন্দু যুবক সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ মুঞ্জে গত ৯ই মে সকালে লাহোরে পৌঁছিয়াছেন। সহস্রাধিক হিন্দু তাঁহাকে ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করে এবং তুমুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে।

বিনা লাইসেন্সে ৫০ হাজার টাকার অহিফেন

বিনা লাইসেন্সে ৫০ হাজার টাকা মূল্যের অহিফেন রাখিবার অভিযোগে ভয় ভিয়ন, চতুর সিং ও গোলাম হোসেন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এর রায়বার্গের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামীরা একখানি মোটর গাড়ীযোগে দিল্লী হইতে উক্ত অহিফেন আনয়ন করিয়া গাড়ীখানি নকল্লা লেনে রাখে। আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারীরা উহা অবগত হইয়া উক্ত গাড়ীর আসনের নিম্ন ভাগ হইতে উক্ত অহিফেন আবিষ্কার করেন এবং আসামীগণকে ধৃত করেন।

বিচারে অবশিষ্ট কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য আসামীগণ কমিশন প্রেরণের আদেশ প্রার্থনা করে। ফরিয়াদী পক্ষে উক্ত আবেদনে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সাক্ষী উপস্থিত করিবার জন্য আসামীদিগকে সময় দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা মুলতুবি রাখিয়াছেন।

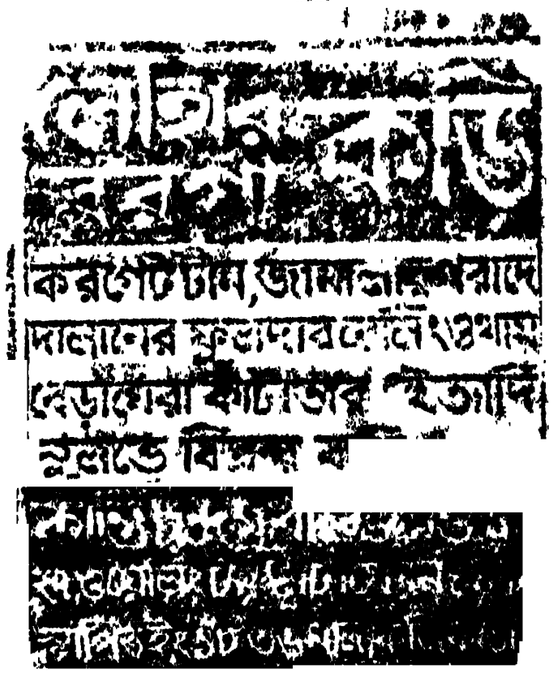

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যেরহার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র সম্প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ১৪ই মে ১৯৩১

নানা কথা

চুরির দায়ে ডাক্তার

ভবানীপুর রসা রোডের দোকানদার শ্রীরাম পাণ্ডে আলিপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহার বাড়ীওয়ালা কাপ্তেন জে, এম, রায়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছে যে কাপ্তেন লোকজন লইয়া তাহার দোকানে অনধিকার প্রবেশ করে ও মালপত্র সরাইয়া নেয়।

তাহার বিরুদ্ধে চুরি ও অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ গঠিত হইয়াছে।

দক্ষিণ ব্রহ্মে ভারতীয়দের জীবন সংশয়

দক্ষিণ বর্ম্মায় ভারতীয়দের জীবন বিপন্ন হইয়াছে। তাহাদিগকে বর্ম্মা ছাড়িয়া ভারতে ফিরিয়া যাইবার জন্য বলা হইয়াছে—না গেলে তাহাদের জীবন যাইবে বলিয়া ভয় দেখানো হইয়াছে।

তাহাদের অনেকেরই সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে—অবস্থা অতীব শোচনীয়। দুইটি জাহাজে ইতোমধ্যেই অনেক ভারতীয় হাজারে যাত্রা করিয়াছে এবং আরও অনেকে ভারতে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল।

ভারতীয় নেতাগণ আজ সভা করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

মাদ্রিদে ভীষণ হাঙ্গামা

মাদ্রিদের ১১ই মের সংবাদে প্রকাশ, নির্ব্বাচন উপলক্ষে মাদ্রিদ সহর রাজতন্ত্রী ও

গিয়াছে।

চুরির দায়ে ডাক্তার

শ্রীহট্টজেলা কংগ্রেস কমিটীতে মিলনের ঐক্যতান

সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

দক্ষিণ ব্রহ্মে ভারতীয়দের জীবন সংশয়

মাদ্রিদে ভীষণ হাঙ্গামা

সরকার ও বিচার বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষ

জাপানের খনিতে সত্যাগ্রহ

পার্শেলের ভিতর তাজা কার্ত্তুজ.

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার- গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

উত্তর দরের লোকেরাই নির্ব্বাচন উপলক্ষে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। রাজতন্ত্রী দলের এক সভায় একজন অর্ব্বাচীন যুবক "গণতন্ত্রের জয় হউক" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। তাহাকে মারপিট করা হয়। ইহাতে লোকটি ক্রন্দন করিতে থাকে। ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া তথায় লোক সমাগম হয়। পরে জনতা বর্দ্ধিত হইয়া রাজতন্ত্রী দলকে আক্রমণ করে।

পুলিশ আসিয়া তখন অল্প সংখ্যক রাজতন্ত্রী দলকে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করে। উত্তেজিত গণতান্ত্রিকগণ ইহাতে বাধা দেয় এবং রাজতন্ত্রীদিগকে ধরিয়া আনিয়া মারপিট করে। অতঃপর এই জনতা কোনও সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ের দিকে অগ্রসর হয় এবং বাড়ীতে পেট্রোল ঢালিয়া দিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। পুলিশ এই জনতা দূরীকরণের জন্য গুলী করিতে বাধ্য হয়।

জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে ছাত্রী ভর্ত্তির ব্যবস্থা

ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল তাঁহার কলেজে আই, এস, সি, শ্রেণীতে মহিলা ছাত্রী ভর্ত্তি করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইতোমধ্যেই কয়েকজন ছাত্রী কলেজে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। গত বৎসর এই কলেজে আই, এস, সির ফল খুব ভাল হওয়ায় সম্ভবতঃ মেয়েগণ ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করিতেছে।

পার্শেলের ভিতর তাজা কার্ত্তুজ

একটি বেওয়ারিশ ও সন্দেহযুক্ত পার্শেল দিগাড়া লষ্ট প্রপার্টি অফিস হইতে চট্টগ্রামে আসে এবং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্ত্তৃক সেটি ১১ই মে চট্টগ্রাম জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে পার্শেলটি খোলা হইলে দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে তিন শত তাজা ও বিশটি গোল কার্ত্তুজ রহিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে,

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না—

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই সুবর্ণ আচ্ছাদিত "শক্তি-সঞ্জিবনী বটিকা" পূর্বের নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটিকা এক কথায় বলিতে গেলে নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মণিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সত্বর হউন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন।

প্রাপ্তস্থান ঃ-আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ধ্বজভঙ্গ রোগের

একমাত্র মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৪০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মেসার্স

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও শারীরিক, মস্তিষ্কজনিত হ্রাস, প্রস্রাবের শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মানসিক, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর বিশেষ যত্নের সহিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ২৲ এক টাকা।

"অমৃত সঞ্জীবনী"

পুরাতন রোগে বারংবার ব্যর্থ হইয়া আরোগ্য আশা পরিত্যাগ করেন। মূল্য ৩ ডোজ ১৲ টাকা।

"কুসুমবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যবিকার ও অল্পশুক্রজনিত স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আশুতোষজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনের দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পত্রের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে দিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ৬ মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং শাঁখারিপুকুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার যেমন, প্রমেহ পাতুরোগজনিত, আনুষঙ্গিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে কৃগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কডেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

টিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ভিষগাচার্য্য ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৬ষ্ঠবর্ষ ৬১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:*:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৩১শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

দার্জ্জিলিংএ প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সপার্ষদে গত ৫ঠা মে তারিখে ভারতের উত্তরপ্রান্তে হিমালয় শৈলে দার্জ্জিলিং সহরে শুভবিজয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের প্রবল বন্যা আনয়ন করিয়াছেন। প্রত্যহ প্রচারকবৃন্দ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের দ্বারে দ্বারে যাইয়া চেতনবাণী কীর্ত্তনে বহু সুপ্ত জীবাত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, দার্জ্জিলিং সহরের আবুহাওয়ার মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ অভিনব। কারণ, এখানে সকলেই জাগতিক ব্যাপার লইয়া উপস্থিত হন। যদিও জগতের সর্ব্বত্রই উক্তবিধ ব্যাপার বিরল নহে; তথাপি অন্যত্র ধর্ম্মের একটা আবরণ কোন কোন স্থলে দৃষ্টিগোচর হয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ মদ্রদেশে শুভবিজয় করিয়া ভারতের দক্ষিণ প্রান্তনিবাসীদিগকে ধন্য করিয়াছেন এবং তথায় তাঁহার কতিপয় মনোভীষ্টপ্রচারককে রাখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশক্তিপ্রভাবে কুমারিকা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সনাতনধর্ম্মের প্রচার দ্বারা আপামর সকলকে ধন্যাতিধন্য করিতেছেন। এক্ষণে আবার ভারতের অপর প্রান্ত হিমালয় প্রদেশে স্বয়ং সপার্ষদ শুভ বিজয় করিয়া কলিকোলাহলপূর্ণ স্থানেও প্রত্যেক মানবের একান্ত কর্ত্তব্য যে হরি ভজন, ইহাই সুষ্ঠুভাবে বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। তাঁহার চেতনবাণীর সাড়া পাইয়া ধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, আস্তিক, নাস্তিক, ভারতবাসী ও প্রবাসী অনেকেই প্রত্যহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে শুশ্রূষু হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্নাদি করিতেছেন।

গত ৯ই মে শনিবার সন্ধ্যার পর ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী উচ্চ শিক্ষিত দুইজন ভদ্রলোক এবং আরও অনেক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীহরিনাম কি', তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া একটী পরমোপাদেয় সিদ্ধান্ত অতি সরলভাবে আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাহা এই,—পরমেশ্বরের যাবতীয় ঐশ্বিত্ব শ্রীহরিনামে বিদ্যমান। শ্রীহরিনাম সমস্ত অচেতনের অচেতনত্ব হরণ করেন, শ্রীহরিনাম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। সেই জন্যই শ্রীহরি 'বিষ্ণু' নামে কথিত।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—কর্ম্মকোলাহলময় জগতে বিপদাপদ নিবারণকল্পে যেসকল হরিকীর্ত্তনের আবাহন দেখা যায়, উহা বাস্তব শ্রীহরিনাম না হওয়ায় জীবের কোন প্রকার সুবিধা হইতেছে না, শ্রীহরিনামে রুচি উৎপন্ন হইতেছে না। বাস্তব হরিনামকীর্ত্তনকারীর বড়ই দুর্ভিক্ষ। অবশ্য যাঁহারা শ্রীহরিকৃপাপ্রাপ্তির আশায় হরিকীর্ত্তন করেন না, তাঁহাদিগের জন্য এই সকল জাগতিক ব্যাপারবিমিশ্রিত হরিকীর্ত্তনের ছল থাকে থাকুক; তাহার স্বপক্ষে বিপক্ষে বলিবার কিছু নাই, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরিপাদপদ্মসেবাভিলাষী, তাঁহারা বাস্তব কীর্ত্তনকারীর নিকট শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ করুন।

এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ইস্‌লামধর্ম্মিদ্বয় ও অন্যান্য শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রভুপাদের তথায় অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত প্রত্যহই এবম্বিধ পরম মঙ্গলপ্রদ সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন।

দার্জ্জিলিংএর সুপ্রসিদ্ধ 'দার্জ্জিলিং টাইমস্' নামক পত্রের ৯ই মে (১৯৩১) তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সানুবাদ প্রকাশিত হইল,—

His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the organiser-in-chief of Srec Viswa Vaishnaba Raj Sabha, arrived in Darjeeling from the Gaudiya Math, Calcutta, on Monday and is the guest of Dr. S. K. Paul, Superintendent of the Lewis Jubilee Sanitarium. His Grace will be pleased to grant interviews to all honest enquirers after absolute truth and to reply to any questions between 7 and 9 o'clock both morning and evening, at Dr. Paul's residence during the next ten days.

Those who are religiously minded will doubtless be glad to avail themselves of this opportunity of consulting One Who has gained such fame throughout India for His piety and extreme godliness.

অনুবাদ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর এবং প্রধান পরিচালক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গত সোমবার দার্জ্জিলিংএ পৌঁছিয়াছেন। তিনি লুইস্ জুবিলি স্যানিটারিয়ামের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ এস্, কে, পাল মহোদয়ের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন।

পরমহংস ঠাকুর আগামী দশ দিবসকাল যাবৎ ডাঃ পাল মহাশয়ের ভবনে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সকল বাস্তবসত্যানুসন্ধিৎসু জনের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাহাদের সকল প্রকার প্রশ্নের সদুত্তরপ্রদানে প্রস্তুত আছেন।

ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই এই প্রকার এক জন ভারতবিখ্যাত বদান্য এবং ঈশ্বর প্রেমিক ভক্তের সহিত ধর্ম্মালোচনার সুযোগ পাইয়া বিশেষ সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই।

গুরুতত্ত্ব

(১)

শাস্ত্রসকল তিন ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মবিচার, জ্ঞানবিচার ও ভক্তিবিচারে শাস্ত্রার্থ ভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য জীবাদির স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা অনুভূতি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থিতি নাই। এই নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বস্তুমাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে গুরু পৃথক্ নন। ইঁহারা উপাসনা বা ভক্তিমার্গ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিমার্গকেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর মতে তত্ত্ব—অচিন্ত্যভেদাভেদ অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই; কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয়ে পরস্পর পৃথগ্ধর্ম্মবিশিষ্ট।

মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্ব বিষয়ে যে ধারণা করেন, তাহাকে নির্ব্বিশেষজ্ঞান বলে। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত তত্ত্বজ্ঞান—সবিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক বস্তু হইয়া ছয়টী ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান,—১। শ্রীগুরুতত্ত্ব, ২। শ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব, ৩। অংশাবতার অদ্বৈততত্ত্ব, ৪। স্বরূপপ্রকাশ নিত্যানন্দতত্ত্ব, ৫। গদাধরাদি শক্তিতত্ত্ব, ৬। স্বয়ং ভগবান্‌তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয় তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাহা হইলে গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয় তত্ত্বই ভগবান্, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অংশাবতার অদ্বৈত, প্রকাশস্বরূপ নিত্যানন্দ এবং গুরুদেব—এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ দাস।

শ্রীগুরুদেব চৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ। ভগবানই গুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ হইলেও তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয়বস্তু। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার থর্ব্বতা করা হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কতিপয় প্রমাণ,—

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন।

* * *

কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ।

* * *

ভক্ত অভিমানমূল শ্রীবলরামে।

* * *

সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে।

* * *

নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥

* * *

সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।

* * *

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু॥
মুই যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাস্যভাবসম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥

এইসকল পদ শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুদেব সম্বন্ধেও আলোচ্য। ভক্ত, কৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না, উহা নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানমার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন গুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন নাই; কিন্তু ভগবদ্বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ—সকলেই গুরুদেবকে ভগবদ্দৃষ্টি করিয়া থাকেন, কেহই প্রাকৃত দৃষ্টি করেন না। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম বলিয়া জানেন।

শ্রীরূপানুগ আচার্য্যপ্রবর শ্রীজীব গোস্বামী অজাতরুচি বৈধমার্গীয় ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ-দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুর এবং শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদদৃষ্টি ব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন। প্রমাণস্বরূপ আমাদের আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গুরুদেবকে ভগবানের প্রিয়তমরূপে জানিবার পরিষ্কার প্রমাণ দিয়াছেন; তাহা এই,—"বয়ং তু সাক্ষাৎ ভগবান ভবস্য, প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন। সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোশ্চিরকৃতমঃ ছাত্তগতিং গতাস্ম।" টীকা—"তব যঃ প্রিয় সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্তমং সর্ব্বেষ্বং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যেবা। শ্রীশিবো যেষাং বক্তৃণাং গুরুঃ। শ্রীপ্রচেতসাঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্॥" প্রাচীনবর্হিতনয় প্রচেতাগণ শ্রীশিবের শিষ্য। প্রচেতাগণ রুদ্রগীত দ্বারা ভগবান্ অষ্টভুজকে আবির্ভাব করাইয়া যে স্তব করেন, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়। প্রচেতাগণ বলিলেন,—হে ভগবান্, আমরা আপনার প্রিয়সখা শিবের অল্পকাল সঙ্গপ্রভাবে অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য জন্মমৃত্যুরূপ সংসারের ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ আশুগতি তোমাকে লাভ করিয়াছি। এই শ্লোকে প্রচেতাগণ তাঁহাদের গুরুদেব শিবকে কৃষ্ণের প্রিয়সখা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীএকাদশী

(শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, এম, এ)

বন্দি সর্ব্বগুরুকর (শ্রী) একাদশী তিথিবর
মাধবের প্রিয় এ বাসর।

একাদশী উপবাস শ্রীকৃষ্ণচরণে বাস
পালনেতে রতি নাহি মে
প্রতিদিন প্রসাদান্ন বিধি সেবন,
একাদশী ভোজন নিষিদ্ধ
প্রসাদ সেবা বিচারি' ভোজ্য বস্তু পরিহরি
শুদ্ধ বিধি পালন বিহিত॥
একাদশী উপবাসে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ আশে
সযত্নকাল বৈষ্ণবের প্রীতি।
একাদশী পুণ্যদিনে অপরাধ সেই মানে
মানব প্রসন্ন তার প্র
কৃষ্ণের প্রসাদকণ ত্রৈবি' দুর্ল্লভ ত্রিভুবন,
সেবা, ভোগ এক নহে ভাই।
একাদশী উপবাস পারণেতে ভোজনাশ,
লঙ্ঘি কভু প্রসাদ না পাই॥
প্রসাদেতে ভোজ্য জ্ঞান নহে সেবন বিধান,
উপবাস প্রসাদ সেবন।
কৃষ্ণের যুগল চরণ একমাত্র সেব্য ধন,
নাহি জানে ভোগপরায়ণ॥
কৃষ্ণের তোষণ যাহা শ্রীমহাপ্রসাদ তাহা
সাধ্য মাত্র মাধবপ্রসাদ।
অন্নহারে ক্ষুধানাশ, ভোগে সাধি সর্ব্বনাশ,
ইন্দ্রিয়তর্পণ ভক্তিবাধ॥
কুক্কুরশৃগালভক্ষ্য দেহ প্রতি যার লক্ষ্য
যে অধম প্রসাদে বঞ্চিত।
ভোজনে সেবন জ্ঞান মানি' দম্ভপরায়ণ
উপবাসে হয় অসম্মত॥
যতেক পাষণ্ডমত, যাহে লুব্ধ কলিহত,
মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর
নিবারিতে কৃপা করি' একাদশী বিধি আচরি
আপনি শিখাল শুদ্ধাচার॥
প্রসাদে চিন্ময়জ্ঞান বঞ্চিত এ ঘৃণ্য জন,
দেহ অভিমানেতে বিভোর।
একাদশী পালন, যাহে কৃষ্ণ সুপ্রসন্ন,
বিধি তেঁই মোর অনাদর

"চাকরী"

(শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়)

জীব ভগবানের নিত্য চাকর। ভগবৎসেবাই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। তাঁহার সেবার জন্য আমাদের বাক্য, অর্থ, কায়, মন সমস্তই সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। ভগবৎ সেবায় যিনি যতটুকু পরিমাণে ঐসমস্ত নিযুক্ত করিতে পারেন, তিনি ততটুকু পরিমাণে বৈষ্ণব। আর যিনি যতটুকু পরিমাণে কৃপণতা করেন, তিনি ততটুকু পরিমাণে অবৈষ্ণব বা নাস্তিক। জীব নিজ স্বাতন্ত্র্যবশতঃ যখন ভগবদ্ভোগ্যা কামিনী-কাঞ্চনে লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, নিজ প্রভুর সিংহাসনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন, মায়াপিশাচীর প্রলোভনে ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য আমিই দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা বলি' অভিমান করেন, তখনই জীব মহামায়ার কারাগার দেবীধাম মধ্যে মায়া কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হন।

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল।
অতএব মায়া তারে গলায় বান্ধিল॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডাজনে পাছা যেন নদীতে চুবায়॥

মায়ার চাকর হইয়া অনাদিকাল যাবৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন যোনি কোটি হইতে আরম্ভ করিয়া মিঃ ও মাধব, শূকর, কুক্কুর, গর্দ্দভ, মনুষ্যাদি চুরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতেছি, তবুও চাকরীর অবসর নাই। চাকরী আমাদের নিত্য ধর্ম্ম।

ও যে কর্ম্মমুহূর্ত্তও থাকিতে পার
মর অন্য স্থান ভগবানের
ধন্য ধন্য তার চাকরী। যাঁর সংসঙ্গে কায়মনোবাক্যে ভগবানের চাকরী পাই, তবেই আমাদের নিত্য মঙ্গল হইবে, নতুবা একেবারে মায়াপিশাচীর চাকরী করিয়া নিজ কামনাসিদ্ধে হরষ প্রকাশপূর্ব্বক উত্তরোত্তর দক্ষিণ ত্রিতাপানলে আরও মানকাল দগ্ধীভূত হইতে থাকিবে।

আমরা জড়জগতে যে জিনিষের প্রভু সাজিয়া ভোগ করিতে যাই, সেই জিনিষের প্রভু হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে তাহারই চাকর হইয়া পড়ি। জন্ম-মলমূত্রপূর্ণ অস্থিমাংসের পলে রক্ত, পূঁয, মলমূত্রে পরিপূর্ণ এই পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহের তৃপ্তি সাধনে ভগবানের ভোগ্য উপকরণসমূহ নিযুক্ত করিয়া আজ ইন্দ্রিয়ের দাস, কনককামিনীর দাস, প্রতিষ্ঠার দাস, অন্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার, এমন কি, অস্পৃশ্য চর্ম্মপাদুকার দাস পর্য্যন্ত হইয়া পড়িয়াছি। পদ্ম ফুলের ভ্রমর কিনা আজ নর্দ্দমার কৃমি। কি ভীষণ পরিণাম আমার। নর্দ্দমায় থাকিয়া থাকিয়া আর এ স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না, পদ্মফুলে ঘৃণা বোধ হইতেছে।

আমি এমনই মূর্খ, যাঁহার চাকরী করিলে কত অনন্ত কোটী ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, কত অনন্ত কোটী ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব অপ্রাপ্ত হইয়া যায়, যাঁহার চাকরী করিলে এই দুস্পার ভবজলধি পার হইয়া নিত্য ধামে উপস্থিত হইতে পারা যায়, সেই প্রেমময়ের চাকরী ভুলিয়া গিয়া আজ কিনা মায়ার দাস, ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া মায়া-বিকারে উন্মত্ত, প্রলাপী, কলিপঙ্কজ স্নানাধিকারী বিষয়ী কীটের দ্বারে তুচ্ছ ধনের জন্য দাসত্ব করিতে যাইতেছি। তবু তার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারি না। হা রে দুরদৃষ্ট! যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা মায়াপিশাচীর কুহকে মুগ্ধ না হইয়া কায়, মন, বাক্য, অর্থ, যশ সমস্তই অচ্যুতের সেবায় নিযুক্ত করিয়া অচ্যুত ধামে অচ্যুত আনন্দে অচ্যুত চাকরীতে বহুমান থাকি। আমাদের মত মায়ার দাস ভেগিকুলকে উপদেশ দিতেছেন,—

"তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের পায়ে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহা মালিক বল যাদব॥"

প্রচার প্রসঙ্গ

গত ১৭ই বৈশাখ ৩০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার মঙ্গলদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের উৎকলস্থিত শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর এম, এ, বি এল মহোদয় কটকস্থ সমাধিস্থান ময়মনসিংহের মহারাজা মহোদয়ের নাটমন্দির সংলগ্ন হরিসভা প্রাঙ্গণে ভক্তবর শ্রীযুক্ত লোকনাথ দে মহাশয় ও শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী দে মহাশয়ার সাগ্রহ আহ্বানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ গমন করেন। গ্রামবাসী সজ্জন বহুবর প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা ও শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লোকনাথ দে মহাশয়ও চৈতন্যবাণী শ্রবণানন্তর বিশেষ আনন্দিত ও আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি হরিকথায় অনুরাগী এবং পরম উৎসাহযুক্ত।

গত ২০শে বৈশাখ রবিবার ৩রা মে শ্রীপাদ যদুবর দাসাধিকারী মহোদয় ময়মনসিংহের সিটি স্কুলের পণ্ডিত রামকৃষ্ণভাঙ্গা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ঠিয়ারাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দত্ত মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গ্রামবাসী বহু সজ্জন হরিকথা শ্রবণে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু পণ্ডিত মহাশয় দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক ও বৈষ্ণবে স্বভাবতই শ্রদ্ধাবান্। তাঁহার সরলতা, স্বভাবসুলভ সেবাবৃত্তি ও হরিকথা প্রচারে সাগ্রহ চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থাননূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পৃষ্ঠে সারসংক্ষেপ অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাকা পাটোর সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

চৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিবয় স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সমন্বিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বেষ্টে অধিষ্ঠা নিধা[illegible] ভীবাত্মস্বরূপবোধিনী রক্ত-কার্ক নিন্দদায়িনী ভীবন্ত-নাগর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবচিন্তামণি-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পথহারা ও ভাগ্য দের সমন্বয়গুরু—মহাজন-চরিতচরিত-শিক্ষক চিন্তাচাচার্য্য অচিন্ত্যমাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক পরেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, ভীবাত্মতত্ত্ববিচার, পাষণ্ডাধিকার দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক প্রবন্ধে সুশোভিত। ডবল ক্রাউন ৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শ্রদ্ধা ও বিদ্বা ভক্তি, মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যস্থিতি, ঈশ্বর স্বামিবাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, বিগ্রহের ধর্ম্ম ও তথ্য কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, প্রয়োজন-তত্ত্বের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগুরুদীক্ষা, ঔর্দ্ধদৈহিক-তত্ত্ব-পথ, শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তমহিমা, শ্রীচৈতন্যের দয়া, মোক্ষ ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি—প্রভৃতি অমূল্য মধুনিষ্যন্দপূর্ণ বক্তৃতা বিবৃত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক ৵০ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর-কৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাক্তন শিষ্য ভাষায় বিস্তৃত 'রস-রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অন্বয়-সূচী, বিষয়সূচী, ৭ প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজ সংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সর্ব্বসম্বাদিনী ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পাঠের প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(আদিখণ্ড) সানুবাদে। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার ফলশ্রুত্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যমঠের

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত [illegible] শিক্ষামৃত [illegible]—ভক্ত, ভক্তভক্তি ও [illegible] অধিকারী ভেদে [illegible]—প্রয়োজন তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, [illegible] ভক্তি, জ্ঞানপদ্ধতি ও [illegible] ও অধিকারীর যোগ্য-পরিচ্ছদাদি প্রেমের বিভাগীয় উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমস্তর সুশিক্ষাযোগ্যরূপে লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ১ টাকা, আবাধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের অমূল্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য [illegible] শ্রুতি ও পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাধক শাস্ত্রমতের প্রমাণাদিকে বিষয়বিভাগক্রমে সাধুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের পারমময় অন্য কুত্রাপি একত্রিত হয় নাই। ইহাতে স্বতন্ত্র—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভক্তভক্ত—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বস্তু—আশ্রয়—তত্ত্বপ্রাপ্তি—প্রয়োজন ও প্রেম [illegible] ক্রমে শ্লোকাদি তথ্যসহ উদ্ধৃত এবং শ্লোক রত্নখণ্ডিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। গলার তলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ৵০ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতার্ক-প্রস্তাবনা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত [illegible] মাহাত্ম্যের [illegible] প্রথম খণ্ড—শ্রীল [illegible] ঠাকুরের [illegible] বাল্য পঞ্চক—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ।৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে কবিকুলাদি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। সুপ্রকাশিতভাবে মুদ্রিত। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহা বঙ্গানুবাদ ও [illegible] সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্র[illegible] মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তদুভয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্তাকর্ষক অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ও কাগজ উৎকৃষ্ট ।৵ আনা একত্রে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা, অতি সুলভ্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জরধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল গোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতামৃত একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

গ্রন্থ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতামৃত প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীগণের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবন্ধন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮-পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র, শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাঝু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটিতে মিলনের ঐকমত্য

শ্রীহট্টের টাউন হলে শ্রীহট্ট-জেলা কংগ্রেসকমিটীর বার্ষিক সভায় অধিবেশন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় উভয় দলের মধ্যে স্থানীয় কংগ্রেস বিরোধের একটি মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু তথায় পৌঁছিবার পর হইতেই অনবরত বিভিন্ন দলের কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি শ্রীযুত হরেন্দ্র রায় চৌধুরী, দক্ষিণা গুপ্ত, কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহাদের সহকর্ম্মীদিগকে দরকষাকষির ভাব ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় সরিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করেন। ১০ই তারিখ তাঁহারা শ্রীযুত বসুর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে শ্রীযুত বসু কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠনের সকল দায়িত্ব শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর হাতে অর্পণ করেন। তদনুসারে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীকে সভাপতি করিয়া নূতন কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

অতঃপর শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দাঁড়াইয়া একটী বর্ণনা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন, আমি যে একটি মীমাংসায় উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছি ইহা ঘোষণা করিতে পারিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমি চাই হৃদয়ের পরিবর্ত্তন আনিতে—হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে বিরোধের বীজ কিছুতেই চিরদিনের মত দূরীভূত করা যাইবে না। কাজেই যে দল এক্ষণে কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আছেন আমি তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছায় সরিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়াছি, এবং তাঁহারা তাহাতে রাজি হইয়াছেন। তাঁহারা আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, তাঁহারা কংগ্রেসের নামে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান খাড়া করিবেন না; তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষেই কাজ করিতে থাকিবেন এবং সর্ব্বদা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। তাঁহাদের এই উদার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করিয়াছি এবং শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর হাতে সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করা স্থির করিয়াছি। শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ মিলনের খাতিরে যে আত্মত্যাগের ভাব দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের এই ত্যাগের ফলেই এইরূপ মীমাংসা সম্ভবপর হইয়াছে। মীমাংসার মূলক দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি—কেন না ইহাতে কোন ভোট গ্রহণ, কোন দরা কষাকষি, কোন রাখিয়া চাকিয়া কথা বলা ইত্যাদি কিছুই ছিল না। আমি আশা করি এই মীমাংসার ফলে শ্রীহট্টে কংগ্রেসের কাজ দ্রুত এগোয়লাভ করিবে। অন্যান্য জেলার কংগ্রেস কর্ম্মিগণও শ্রীহট্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

পরস্পর ধন্যবাদ

শ্রীযুত বসুর বক্তৃতার পর তুমুল "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হয়। অতঃপর উভয় দলের মধ্যে পরস্পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন আরম্ভ হয়। পরিশেষে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী অত্যন্ত প্রীতির সহিত পরস্পর করমর্দ্দন করেন। উভয় দলের আপামর কংগ্রেস [illegible] মধ্যেও এই ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

সন্তরণবীর প্রফুল্লকুমার

সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষ গত ৯ই মে শনিবার কুমিল্লা রাণীর দীঘিতে প্রাতে ৮॥টা পথ,ন্ত একাদিক্রমে ৮ ঘণ্টা ব্যাপী সন্তরণ দেখাইয়াছেন। তিনি ৮ ঘণ্টার মধ্যে ১০৮ বার রাণীর দীঘি পারাপার করিয়াছেন।

সরকার ও বিচার বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষ

নূতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার কোন আসামীর ব্যারিষ্টার শ্রীযুত জগন্নাথ আগরওয়ালা গত ৮ই মে লাহোর হাইকোর্টে আসামী পক্ষের আবেদনের সমর্থনে বক্তৃতা করিবার সময় এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছেন যে,এই হাইকোর্টের বিচারপতিরা ইতঃপূর্ব্বে যে আদেশ দিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ব্যারিষ্টার বলেন, ঐ আদেশ অনুযায়ী কাজ যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। ট্রাইবুন্যালে আবেদনে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে, সরকার পক্ষ তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করেন নাই। আসামীরা অভিযোগ করিয়াছে, এপ্রুভাররা সেন্ট্রাল জেলে যেখানে থাকে, পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন তথায় অবাধে যাতায়াত করে। সেন্ট্রাল জেলের যে অংশে এপ্রুভারদিগকে রাখা হইয়াছে, তাহা পুলিশের ব্যারাকে পরিণত করা হইয়াছে। অথচ পুলিশের জেলাদত ও আদালতের জেলাদতের মধ্যে [illegible] পার্থক্য নাই। আসামীদের এই সকল অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের [illegible] হইতে আদেশ লইবার জন্য আদালত মুলতুবী রাখা হয়। কিন্তু মুলতুবীর ঐ ৩দিন অতীত হইবার পর সরকারী উকীল ট্রাইবুন্যালে বলেন, তিনি ঐ অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার—কিছুই করিতে পারেন না।

সরকার পক্ষকে নিন্দা

প্রধান বিচারপতি সার সাদিলাল বলেন, সরকার কোন প্রকার স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবগতি অবলম্বন না করায় উহা তাঁহাদের হীন মনোভাবের পরিচয় দিতেছে। সরকারের ঐরূপ করা বিশেষরূপেই অন্যায়।

শ্রীযুত জগন্নাথ বলেন, আসামীরা এফিডেভিটে যে সকল অভিযোগ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেক কথা সত্য। হাইকোর্টের আদেশ অগ্রাহ্য করিবার জন্য সরকার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। ট্রাইবুন্যাল হাইকোর্টের অধীনে হাইকোর্টের আদেশ পালন করা ট্রাইবুন্যালের কর্ত্তব্য। শাসনবিভাগ হাইকোর্টের ও ট্রাইবুন্যালের প্রতি অবজ্ঞা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়; ট্রাইবুন্যালের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করা। সরকারী উকীলের উচিত ছিল, অপেক্ষাকৃত ভাল পথ অবলম্বন করা।

প্রধান বিচারপতি বলেন,—আদেশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে কি না, আদালত তাহা নিশ্চয় দেখিবেন।

সার আবদুল কাদের বলেন- সরকারী উকীল সরকার ও আদালতের মধ্যবর্ত্তী পথস্বরূপ। এই বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা জানাইবার জন্য সরকারের তাঁহার সাহায্য লইতে হইয়াছিল। গোয়েন্দারা এপ্রুভারদের ভারপ্রাপ্ত, তখন সরকারের দায়িত্ব আছে। সরকার ও তাঁহার এজেন্টরা আদালতকে অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলিতেছেন।

শ্রীযুত জগন্নাথ বলেন—সরকার ও বিচার বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছে।

ই. বি. রেলে ব্যয়সঙ্কোচ

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের ঢাকা বিভাগের কেবল ভারতীয় শ্রমিকদিগের মধ্যে ব্যয় সংক্ষেপ নীতি অনুষ্ঠিত হওয়ায় উক্ত বিভাগের শ্রমিকগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ, বেতন হ্রাস ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে নিম্নতন পদে নিয়োগ করিয়া ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে। প্রকাশ, যে সকল কর্ম্মচারী বহু বৎসর যাবৎ রেলপথের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশ্বাসী ভাবে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাও অব্যাহতি পান নাই। আরও অধিক শ্রমিককে পদচ্যুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ঢাকার রেলওয়ে কারখানা হইতে ১ শত ৮০ জন ভারতীয়কে পদচ্যুত করা হইয়াছে। প্রকাশ, একজনও খেতাঙ্গ অথবা ইউরেশীয় কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা হয় নাই। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের কাহাকেও পদচ্যুত করা হয় নাই।

জাপানের খনিতে ধর্ম্মঘট

টকিয়ো অঞ্চলের কু-য় কয়লার খনিতে ধর্ম্মঘট চলিতেছে।

উয়বিনো কয়লার খনি হইতে কয়েকজন কর্ম্মীকে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। ইহার প্রতিবাদে তথাকার শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে। অতঃপর সহানুভূতি দেখাইবার জন্য টকানো খনির শ্রমিকেরাও ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহারা খনির গর্ভেই দিবারাত্রি যাপন করিতেছে, তাহাদের পরিবারের স্ত্রীলোক ও শিশুরা খাদ্য ও বস্ত্রাদি আনিয়া দিতেছে।

কিছুতেই শ্রমিকগণ খনির গর্ভ হইতে বাহিরে আসিতে রাজী হইতেছে না।

ইতোমধ্যে সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে এই ধর্ম্মঘট সমগ্র কু-য় জেলায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। এই জেলায় কয়লার খনি ১,২০,০০০ শ্রমিক কাজ করে। ইহারা সকলেই ধর্ম্মঘট যোগ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

দিল্লীতে উনানের ভিতর বোমা

দোকানদার আহত

নয়াদিল্লীর ১২ই মের সংবাদে প্রকাশ, ভেপুটীগঞ্জ সদর বাজারে এক মিঠায়ের দোকানদার যখন মিঠায় তৈয়ারী করিতেছিল, তখন উনানে কি একটা জিনিষ ফাটিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে কড়াইখানি উল্টাইয়া পড়িয়া যায় ও দোকানদার জলন্ত ঘৃতে দগ্ধ হইয়া যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং উনান হইতে কাচখণ্ডসমূহ খুঁজিয়া বাহির করে। বোধ হয় কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি উনানের মধ্যে বোমার মত কি একটা জিনিষ নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহাই আগুনের উত্তাপে ফাটিয়া গিয়াছে।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫৲

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১লা জৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৩৮, ১৫ই মে ১৯৩১

নানা কথা

গান্ধীজীর নামে প্রবঞ্চনা

গত ১২ই মে এলাহাবাদের স্পেশাল রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রহ্ম দান নামক একটি লোককে গোবিন্দ স্বামীকে প্রবঞ্চনা করিবার অভিযোগে [illegible] কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণ প্রকাশ, আসামী গান্ধী-আশ্রম অনাথালয়ের সাহায্যার্থ একটী আবেদন লইয়া গোবিন্দ স্বামীর [illegible] মিঃ ডি, কে, এস রাওয়ের নিকট যায় এবং তাঁহার একটী মুদ্রিত আবেদন এবং মুদ্রিত একখানা রসিদ বহি দেখায়। প্রত্যেক রসিদে আট আনা করিয়া তাঁহার স্বীকৃতি ছিল। "আর গান্ধী" এইনাম দেখিয়া মিঃ রাও গোবিন্দ স্বামীকে বলেন যে, সে যেন আসামীকে আট আনা দেয়। গোবিন্দস্বামীর নিকট খুচরা পয়সা ছিল না, এজন্য সে একখানা ৫৲ টাকার নোট আসামীকে দিয়া আট আনা লইয়া বক্রী পয়সা ফিরাইয়া দিতে বলেন। আসামী সরিয়া পড়ে, পরে তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রায় [illegible] পরে আসামীকে [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগারের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। সেবা-সমিতির জগন্নাথপ্রসাদ ঐ ঘটনার বিবরণ শুনিয়াছিল, সে গোবিন্দস্বামীর মুখে আসামীর [illegible] [illegible] হেড [illegible] আসামীকে [illegible] [illegible] তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

আসামী নিজের দোষ স্বীকার করে। [illegible] একটী লোকের প্ররোচনায় সে ঐ সব কাজ করিতেছিল। সে একথাও স্বীকার করে যে, সে গান্ধী আশ্রমের সমস্ত নহে।

গান্ধীজীর নামে প্রবঞ্চনা

মহিলাগণ কর্ত্তৃক আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের প্রতিবাদ

ব্রহ্মদেশের বিদ্রোহ

বড় বাজারে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষি

চীনের সঙ্গে জাপানের মনান্তর

হেড্ ক্লার্কের কীর্ত্তি

বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী বৃত্তি

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার- গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মহিলাগণকর্ত্তৃক আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের প্রতিবাদ

গত মঙ্গলবার সায়াহ্ন কালে কলিকাতার আর্য্যসমাজ হলে একটী জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় অনেক মহিলা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী তাঁহার বক্তৃতায় যে সব মহিলা বিগত নারী মহাসভায় বিভিন্ন জাতি, বর্ণ এবং সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রস্তাবটি যদিও নারী মহাসভায় গৃহীত হয় নাই তথাপি ঐরূপ প্রস্তাবের কথা উত্থাপন করাতেই দেশের দুর্নাম হইয়াছে ঐ প্রস্তাবের উদ্যোক্তৃগণ যে সমর্থন লাভ করেন নাই, ইহা সুখের বিষয়। ঐরূপ প্রস্তাব জাতি, সমাজ এবং দেশের পক্ষে অকল্যাণকর।

আরও অনেক বক্তা আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের প্রস্তাবে তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিবার পর উহার নিন্দাবাদ করিয়া একটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়।

হেড ক্লার্কের কীর্ত্তি

১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রমেশ চন্দ্র সরকার নামক ই, আই, রেলের একজন টিপ সহি পরীক্ষক রেলের শ্রমিকদের বেতনের তালিকা পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিতে পান যে, হেড ক্লার্ক সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী এবং শ্রমিকদের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এডওয়ার্ডস কতকগুলি মিথ্যা হিসাব লিখিয়াছে। ইহাতে প্রায় ১৬৫২ টাকা গরমিল হইয়াছে। এই অভিযোগে তাহাদের নামে মামলা রুজু হয়।

এডওয়ার্ডস অষ্ট্রেলিয়ায় আছে। হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে গোস্বামীর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামী হাইকোর্টে আপীল করে; বিচারপতি লর্ট উইলিয়ামস ও এস, কে, ঘোষ রুলজারী করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিশদ বিবরণ যাহাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না —

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই স্বর্ণ অক্ষোলিত "শক্তি-সঞ্জিবনী বটীকা" পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। স্বুবর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মনিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সবল হউন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

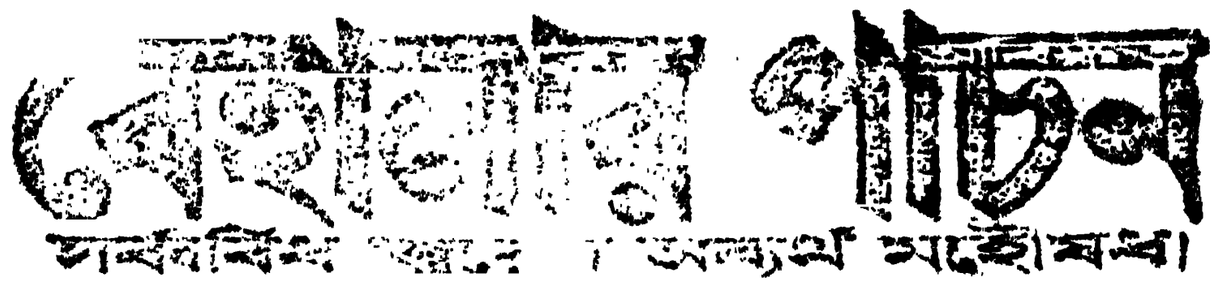

মফঃস্বলের জন্য ঔষধ ভাঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা বোতল ১৵০ আনা।

অফিস - ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

ঘটিকার শুষ্ক ও বাতপ্রধান, বিরিঞ্চিনাথের হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বৃদ্ধ বয়সে অক্ষমতা, অল্পে এসব লক্ষণ দেখিলে আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

পুরাতন অম্লরোগ বেদনাযুক্ত অম্লরোগ ও বায়ুপ্রধান অম্লরোগ ৩ দিনে আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ৫ ফোলা ১৲ টাকা।

স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় প্রকার অসাধারণ কষ্টসাধ্য রোগ ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

ডাক্তার ও কবিরাজগণের, ফেরৎযোগ্য

৩৭ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৬৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র

পুনর্ব্বার নিজে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পত্রের খরচ (রাজসাহী আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক নিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, ফরিদপুর।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ৬ মাস যাবৎ রক্ত বমায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবনা) ৫নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিশ্বাসযোগ্য বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে বিশদ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং শরাফতুল্লা, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি এরূপ মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি বিজ্ঞানের অনিবার্য্য উপায়ে অপরিমিত শক্তি লাভ করিয়া মানুষ মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার যেমন, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্ক, হৃদয়, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্ব প্রকার বেদনা, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হৃদ্রোগ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বিভিন্ন প্রকৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত সনদ প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷৷০ টাকা মাত্র।

একমাত্র প্রস্তুতকারক—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কবেপুর, মাজেদপুর পোঃ, ফরিদপুর।

টিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৪র্থ বর্ষ ৬২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৮

সংবাদ

দার্জ্জিলিং প্রসঙ্গ

গত ১০ই মে রবিবার কুচবিহারাধিপতির দার্জ্জিলিং সহরস্থিত অগস্তা ভিলা নামক একটী বিস্তৃত বাঙ্গলোতে সকাল বেলা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা আলোচনা হইয়াছে। বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য দেশবিখ্যাত সজ্জন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া এবং মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। দার্জ্জিলিং সহরে এই প্রকার অদ্ভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারের অনুষ্ঠান দর্শনে সকলেই পরমপ্রীত হইয়াছেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুগণের আনন্দ আর ধরে না। সেক্রেটারী আপিসের বাঙ্গালী হিন্দু মহোদয়গণ, সপার্ষদ স্থানীয় রেলওয়ে ষ্টেশন মাষ্টার, বড় পোষ্টাপিসের কর্ম্মচারীবৃন্দ, স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত সন্তোষ বাবু এবং স্থানীয় ডাক্তার ও অন্যান্য বহু ভদ্রলোক গত ৯ই মে অগস্তা ভিলায় বিশেষ আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথামৃত লোলুপকর্ণপুটে পান করেন। তাঁহাদিগকে ভবরোগনাশক ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে পথ্যস্বরূপে বিচিত্রতা পূর্ণ চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়ঃ মহাপ্রসাদও প্রদত্ত হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, গোস্বামী শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ও অন্যান্য বহু ভক্তের আদর্শ গুরুসেবার প্রভাব সহরময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। সকলেই যেন একই সুরে একই তালে একই বিগ্রহের পূজার অর্ঘ্য আহরণে যাবতীয় জাড্যদোষকে পদদলিত করিয়া দিয়া পূর্ণ উদ্যমে সেবাকার্য্যে ব্রতী।

গত শুক্রবার কলিকাতা হইতে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি, এল এবং পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল বি, এ মহোদয় দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাস অধিকারী বি,এ মহোদয় লিখিতেছেন,—স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এখানকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এই যে, ক্ষণে বৃষ্টি, ক্ষণে রৌদ্র। কখনও ৪।৫ দিন ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি পড়িতে থাকে। আকাশ প্রায়ই কুয়াসাচ্ছন্ন। আপনি রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে দেখিতে পাইবেন, আকাশ একেবারে নির্ম্মল, কোথাও মেঘ বা কুয়াসার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, আবার পরক্ষণেই দেখিবেন, কুয়াসায় চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। কলিকাতা, মায়াপুর প্রভৃতি স্থানে অসহনীয় গরম, আর এখানে পৌষ মাসের কন্‌কনে শীত। যে সময় ট্রেণ শিলিগুড়ি ছাড়িয়া শৈল আরোহণ করিতে থাকে, সেই সময়কার দৃশ্যটী অতীব চমৎকার। একসঙ্গে ৪।৫ খানি গাড়ী লইয়া একটী এঞ্জিন ছাড়ে। পর পর ২।৩ খানি ট্রেণ যখন একসঙ্গে চলিতে থাকে, তখন তাহা অতি সুন্দর দেখা যায়। এখানকার শৈলবাসিগণ প্রত্যহই আমাদের বাসায় আসেন এবং পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করেন। এখানে টিবেটিয়ান মিশন, বুদ্ধিষ্ট মনেষ্টারী, মুসলমানদের মসজিদ প্রভৃতি অনেক আছে, কিন্তু হিন্দুদের কোন সাধারণ ধর্ম্ম-মন্দির নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের প্রচার পরমার্থশূন্য শৈলবাসিদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।

কলিকাতা হইতে আচার্য্যবিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ সঙ্গীতরণ ভক্তি-বিজয় মহোদয়ের পুত্রদ্বয়, শ্রীযুত জ্যোতীশ চন্দ্র সান্যাল, কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীযুত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত এবং রাজগঞ্জ হইতে শ্রীযুত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল, মহোদয় গত ২৬শে বৈশাখ শনিবার রওনা হইয়া রবিবার বেলা ২টার সময় দার্জ্জিলিংএ উপস্থিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ২৬ মূর্ত্তি অবস্থিত।

শ্রীযুত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এল মহোদয় লিখিতেছেন,—শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিল। এখানে এই অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ প্রচার হইয়াছে। অনেক দূর হইতে অনেক শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, গণ্যমান্য ভদ্রলোক প্রত্যহই প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণের পিপাসা লইয়া আসিতেছেন। ইতোমধ্যে সকলেরই প্রভুপাদের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। চৈতন্যবাণী প্রচার বিপুলভাবে হইতেছে।

মাদ্রাজ প্রসঙ্গ

গত ২৪শে বৈশাখ ৭ মে বৃহস্পতিবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদ রায় রামানন্দের তিরোভাবোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠানের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

(২) সভাপতির অভিমতানুসারে শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রহ্মচারীজী কর্ত্তৃক সন্ধ্যা ৬।৩০ হইতে ৬।৪৫ পর্য্যন্ত উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়।

(৩) ৬।৪৫ হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজের হিন্দিভাষায় বক্তৃতা।

(৪) ৭টা হইতে ৭-১৫ পর্য্যন্ত পি, এন, শঙ্কর নারায়ণ আয়ার এ, ভি, এল, বি, এল মহোদয়ের তামিল ভাষায় বক্তৃতা।

(৫) ৭-১৫ হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডি-স্বামী বাগ্মিপ্রবর শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের বক্তৃতা।

(৬) ৮টা হইতে ৮-৩০ মি পর্য্যন্ত সভাপতির অভিভাষণ।

(৭) ৮।৩০ হইতে ৮-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত অন্য ভক্তের বক্তৃতা।

(৮) ৮-৪৫ হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শুদ্ধ-ভক্তগণের প্রার্থনাসঙ্গীত।

(৯) বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ।

গত ২৫শে বৈশাখ ৮ই মে শুক্রবার মাদ্রাজে কমলেশ্বরপেট নামক একটী সর্ব্বজনবিদিত মহল্লায় অবস্থিত গৌড়ীয়সঙ্ঘ নামক একটী সমিতিতে মিঃ বিজয়রত্নম্ পিল্লাই মহাশয়ের উদ্যোগে মাদ্রাজ গৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন। ঐ সমিতিটী ৩০ বৎসর যাবৎ প্রতিষ্ঠিত। বহু লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগত প্রচারকবৃন্দের প্রচারে সর্ব্বত্রই বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

জ্ঞানের নিষ্ফলতা

(১৩ই অগ্রহায়ণ (১৩৩৭) তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদপ্রভুর অভিধেয় তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত)

যিনি যতই জ্ঞানালোচনা করুন না কেন, জগতে এমন কেহই নাই, যিনি ব'লেছেন—এবার ইতি হ'য়েছে। কোনও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমস্ত জীবন জ্ঞানালোচনা ক'রে ব'ললেন,—'আমি কেবল জ্ঞানসমুদ্রের তীরস্থ উপলখণ্ড সংগ্রহ করছি মাত্র, এখনও তাহাতে পদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করাবার ক্ষমতাও হয় নি।' কাজেই উহা বিশ্বাস, উহা কেহ অতিক্রম করতে পারে না।

ব্রহ্মার চারটী মস্তক, তিনি চারটী মাথা দিয়ে চিন্তা করেন, আর তাঁর পরমায়ু আমাদের হিসাবে কত বেশী, কত যুগ-যুগান্তর গত হ'য়ে গেলে—কত প্রলয়াদি সংঘটিত হ'লে তাঁর একটা দিন মাত্র গত হয়, সুতরাং তাঁর অভিজ্ঞতাও বেশী; এমন যে ব্রহ্মা, তিনি ব'লছেন,—"জ্ঞানে প্রয়াস-মুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"—হে ভগবান্, আমি মনে ক'রেছিলাম, তুমি বুঝি আমার রাজ্যে এসেছ; যেমন অন্যান্য জীব, সেইরূপ তুমিও বুঝি আমার প্রজা। কিন্তু ভগবান্‌কে এইরূপ মাপ্‌তে গিয়ে তিনি যখন গোবৎস ও গোপালগণকে হরণ ক'রেছিলেন, তখন ভগবান্ মুহূর্ত্তমধ্যে সেইরূপ গোবৎসাদি প্রকাশ ক'রে ফেললেন। তখন ব্রহ্মা ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে ব'লেছিলেন,—জ্ঞানের প্রয়াসকে ত্যাগ করে—একেবারে উন্মূলিত ক'রে দিয়ে যাঁরা নমঃ বিধান করেন, অহঙ্কার ত্যাগ করেন, শরণাগত হ'য়ে সাধুগণের মুখবিগলিত তোমার যে বার্ত্তা, তাহা স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হ'য়েই যদি শ্রবণ ক'রে জীবিত থাকেন, তা'হলে যে অজিত তোমাকে কেউ জয় করতে পারে না, সেই তুমি তাঁদের দ্বারা জিত হ'বে। এই ব'লে ব্রহ্মা স্তব ক'রেছিলেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা জ্ঞানালোচনার চূড়ান্ত ক'রেও ঠকেছিলেন, আমি তাঁর সৃষ্টির অন্তর্গত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ একটা, আমার কতটুকু প্রভাব! আমি যত বড়ই প্রতিষ্ঠাশালী হই না কেন, ব্রহ্মার মত হ'তে পারব না; কাজেই অত বড় অভিজ্ঞ, অত দূর পরমায়ুবিশিষ্ট ব্রহ্মার কথা না শুনে আর কার কথা শুনব? এই রকম জ্ঞানালোচনা কর্‌তে কর্‌তে যখন আমরা ইতি পাই না, তখন অকূল সাগরে পড়ে 'অনন্ত' মনে করে ব্রহ্মকে 'অসীম' 'নির্ব্বিশেষ' প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়ে থাকি—তাঁর সীমা নাই, ইতি নাই, বিশেষত্ব নাই, রূপ নাই, আকার নাই, নতুবা আমাদের মাপকাঠিতে তিনি আস্‌বেন না কেন? ইত্যাদি বলে নিজেকে প্রবোধ দেই—একটা শান্তি দান কর্‌বার চেষ্টা পাই। এই ত জ্ঞানের সীমা!

গুরুতত্ত্ব

(২)

আচার্য্যবর শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীপ্রভু শ্রীরূপানুগজনের রাগানুগমার্গীয় প্রধান আচার্য্য। তিনি বলেন,—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

অর্থাৎ হে মন, তুমি বেদাদিষ্ট ধর্ম্মসমূহ বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মাদি কিছুই করিও না, ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা এখানেই সাধন কর। শচীনন্দনকে 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' জানিবে এবং গুরুদেবকে সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রিয়তম জানিয়া স্মরণ করিবে।

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

এই স্থানে শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য না হইলেও চৈতন্যদেবের প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত জগতের গুরু চৈতন্যদেবের প্রকাশ, নিত্যানন্দ প্রভু বিষ্ণুতত্ত্বের মূল বস্তু হইলেও দশ দেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন।

শ্রীপাদ ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার প্রার্থনার মধ্যে লিখিয়াছেন,—

সুবর্ণের ঝারি করি, রাধাকুণ্ডে জল পূরি,
দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখি বামে, ত্রিভঙ্গভঙ্গিন ঠামে,
চামরের বাতাস করিব॥
হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার॥

শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোযঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

অর্থাৎ যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণবগণ তাহাই ভাবিয়া থাকেন; তথাপি শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ; সেই গুরুদেবকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীগৌরপার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু, তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী শুদ্ধভক্তের পরমাদৃত স্বীয় পদ্ধতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন, — "শ্রীমহাপ্রভুশেষনির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।" অর্থাৎ শ্রীগৌরনির্ম্মাল্য দ্বারা শ্রীবাসাদি পার্ষদ ভক্তগণের পূজা করিবে। সেই প্রকার গৌরপ্রসাদ দ্বারা শ্রীগুরুদেবপ্রমুখ ভক্তগণের ভক্তিসহকারে পূজা করিবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিনামচিন্তামণি-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"গুরুকে সামান্যজীব না জানিবে কভু।
গুরু—কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ নিত্যপ্রভু॥"

"গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত, শুদ্ধবৈষ্ণবের মত নহে। সাধক ভক্তগণ এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মায়াবাদ সূচাক্ষরে সাধনমধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

সুতরাং বস্তুতঃ ঈশ্বর না হইয়াও ঈশদাসগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইলে গুরু হন। ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল।

পারমার্থিক শাস্ত্রে লিখিত আছে, শ্রীগুরু তিন প্রকার,—শ্রবণগুরু, ভজনশিক্ষাগুরু এবং মন্ত্রগুরু (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতমতে চৈত্তগুরুকে লইয়া চারি প্রকার)। বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু বা শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরু অনেক স্থলে একই ব্যক্তি হন। শিক্ষাগুরু অনেক হইলেও আগমমন্ত্রশাস্ত্রকুশল গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্রগুরু যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তগুরুর চরণাশ্রয় করা কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবকে অভীষ্টদেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে। তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদিগণের ন্যায় চিদ্বস্তুতে বিশেষ নাই স্বীকার করেন না। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"তস্মিংশ্চিন্মাত্রেঽপি বস্তুনি বা বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধা ভগবত্তাদিরূপা বর্ত্তন্তে তাংস্তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে যথা রজনী খণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্ম্মাত্রত্বেপি যে মণ্ডলান্তর্ব্বহিশ্চ দিব্যবিমানাদিপরস্পরপৃথগ্‌ভূতরশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষাস্তাংশ্চর্ম্মচক্ষুষী ন ক্ষমন্তে ইত্যন্বয়স্তদ্বৎ। পূর্ব্ববচ্চ যদি মহৎকৃপাবিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ।" শ্রীগুরুদেবকে মায়াবাদ বুদ্ধিতে দর্শন করিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাস্তবিক (গুরুকৃপা) মহৎকৃপাবিশেষ দ্বারা দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে ঈশ্বরবস্তুতে বিশেষধর্ম্ম উপলব্ধি হয়। তখন "বন্দে গুরূন্" প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আনুগত্যাভিলাষে রুচি হয়।

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্তাবতার, প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস।

এই মহদ্বাক্য হইতে জানা যায় যে, শক্তিগত ভেদ নিত্য। তাহা ভাষাবিকাশকৌশলে চাপিয়া রাখিলে চলিবে না।

সুতরাং মূঢ় এবং নিপুণ উভয় পাঠকই সহজে বুঝিতে পারেন যে, বস্তুতঃ শ্রীগুরু ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ভগবদ্দাস। তাঁহার সহিত প্রাকৃত ব্যবহার করিলে কৃষ্ণপ্রসাদ কোন কালেই লাভ হইবে না। অপ্রাকৃত নিত্যরূপে গুরুদেবকে সর্ব্বদা চিন্ময়বুদ্ধি করিবে। গুরুকে দুর্নৈতিক, অর্থলোভী, ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছাবান্, যোষিৎসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত, কপটী, জীবহিংসাপর, লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাসেবী, মন্ত্রজীবী, অবৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলে তাঁহার আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না। সেই অযোগ্য কপটীকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অমর্ত্ত্য, অপ্রাকৃত গুর্ব্বাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য।

মায়ার-নেশা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ)

(১)

নেশাখোরকে সকলেই ঘৃণা করে। নেশায় মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ করিয়া পশুত্বে পরিণত করিয়া থাকে; ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। নেশার দ্রব্য বহু প্রকার আছে, তন্মধ্যে—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো
বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥

(১) দ্যূত যথা—তাস, পাশা, সতরঞ্চ ইত্যাদি (২) পান, যথা নানাবিধ মদ্য, গঞ্জিকা, অহিফেন, চা, পান, তামাক, ভাড়ি ইত্যাদি (৩) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গাদি (৪) হিংসাস্থান (৫) জাতরূপ স্বর্ণরৌপ্যাদি—এগুলিও নেশার বস্তু।

এই কলিপঞ্চক স্থানে মায়ার বসতি। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মায়াদেবী কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীববৃন্দের উপর আপন প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক অট্টহাস্যে তাণ্ডব নৃত্য করত জীববৃন্দকে চক্ষুবদ্ধ বলদের মত ইতস্ততঃ ঘুরাইতেছে; কি এক গোলাপী রঙ্গীন নেশায় মায়াদেবী জীবকুলকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে! এ উন্মাদনা, এ মূর্চ্ছনা কি ভাঙ্গিবার নহে?

মাতালকে মাতাল বলিলে, সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, নেশাখোরকে নেশাখোর বলিলে আর রক্ষা নাই! সত্যকথা বলিলে লোকে সদ্যসদ্যই অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে দ্বিরুক্তি করে না।

হে পতিতপাবন পতিতোদ্ধারণ শ্রীগুরুদেব, আমি মায়ার নেশায় অন্ধ পথিকের ন্যায় এভব সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছি। আমায় এদারুণ নেশায় ঝোঁক হইতে উদ্ধার করুন। নেশাখোরের কি দুর্গতি, তাহা আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন। মায়াবদ্ধ জীববৃন্দের উপর এই অহৈতুকী কৃপাবারিবর্ষণ আপনার নিত্যস্বভাব; আমি যেন সে কৃপা হইতে বঞ্চিত না হই।

জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীবমীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন॥
অতিতুচ্ছ ভোগ আশে, বন্দী হয়ে মায়াপাশে
রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন॥

উল্লিখিত পঞ্চ স্থান ব্যতীত জীবের আরও নেশার বিষয় আছে। কুন্তীদেবীও বলিয়াছেন,—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥
(ভাঃ ১।৮।২৬)

জন্মের অভিমান—(১) যথা—আমি কুলীন ব্রাহ্মণ (উচ্চকুলোদ্ভূত ব্যক্তি), (২) ঐশ্বর্য্যাভিমান, আমার কুবেরতুল্য ধনরত্নাদি (৩) আমি সমস্ত শাস্ত্রে পণ্ডিত, (৪) আমার কন্দর্পতুল্য রূপ,—এ সমস্ত অভিমানও মায়ার নেশা।

গ্রন্থ পরিচয়

মদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও শ্রুতিশব্দ; তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৮/০ দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকানুগতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিপ্রলম্ভের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যা ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—তত্ত্ব, কৃষ্ণশক্তি ও জীব—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—বৈধী ভক্তি, রাগভক্তি ও প্রেমভক্তি—নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এটিক কাগজে শ্লোক রুলিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগ করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুগবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় [illegible] শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি [illegible] সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত [illegible] লীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্থন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন মায়াপুর, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমায়াপুরপীঠ ভটমে নাম ৩০ মন্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচক্রবর্ত্তি-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামাত্মক বাঙ্ময়াদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তর্ক প্রমাণ-উপনিষদ্গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সারস্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সারস্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মহত্তমিনী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী মাকন্দপাণ্ডেয়, শ্রীপাদ দীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীবাদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অনিন্দিত ভক্তিপন্থা-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সম্প্রদায়ে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দ্বি ভরমন্থিই মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ভারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চ-তত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোক-নাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমা-নাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধি-কারী, সেবাশ্রয় শ্রীচারুচন্দ্র।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরলীলায় শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুরধুনী-কুঞ্জ

শ্রীমায়াপুর, পরপারস্থ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ অভিন্নবিগ্রহাকুরের শ্রীমূর্ত্তি এবং শ্রীগৌরপার্ষদ এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর এম, বি, এস।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবল্লভ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাতাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাগ্নাগঞ্জ, প্রয়াগ ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমমন্দির—

মাটগাছি, জামুগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবল্লবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আশ্রম

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীবাঘা গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীভক্তি-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

জমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমা-নন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীমন্দীরানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহা-প্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীভক্তিবিলাস মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীর 'বিজয়সেবা' বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যাবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়ারকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমা-নাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরায় তীর্থ সেবাধিকার।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীভগবানজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, চাবড়া

এখানে বহুকুলদৃষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৩৮৫গ কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণদাসব্রহ্মচারী

(২৯) গোয়ালপাড়াব্রজপত্তনাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোবর্দ্ধন—

ব্রহ্মদেশের বিদ্রোহ

থারেটমিও জেলার কিওকসুয়াডের উত্তর পূর্ব্বস্থিত এক জঙ্গলে বিদ্রোহীদের সহিত এক সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ২ জন সিপাহী সামান্য আহত হইয়াছে। বিদ্রোহীদের হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই। বিদ্রোহীদের ৩টী বন্দুক পাওয়া গিয়াছে।

মিয়ানজিয়ানের উত্তরী চিহ্নিত ১০ জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ব্যাসিন সীমান্তে সাদাপোষাক পরিহিত একজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া হেনজাদার সংবাদে প্রকাশ। গত ১০ই মে হেনজাদা থানা আক্রমণ সম্পর্কে ইহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভারতীয়দিগকে আক্রমণ

হালথাডী জেলায় ২টী ভারতীয় মুদির দোকান ১৫ জন ব্রাহ্মী আক্রমণ করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে থাকে। তাহারা কুঠার দিয়া দরজায় আঘাত করিতে থাকে কিন্তু প্রবেশ করিতে পারে নাই। ৯জনকে এতৎসম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্যাপোন জেলায় বোগালে, ডেডায়ে প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় বিদ্বেষ যথেষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। খড়ের গাদা ও বাড়ী ঘর পোড়াইয়া দিতেছে। ১ জন ভারতীয় ও একজন ব্রহ্মবাসী নিহত হইয়াছে।

হালথাডী প্রভৃতি জেলা হইতে কয়েকটী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নগদ ও অন্যান্য মাল লইয়া ডাকাতেরা পলায়ন করে।

পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রাম বেষ্টিত

মন্ত্রিমণ্ডলের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আর জি, বি, প্রেসকটের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সিভিস এবং মিলিটারী পুলিশ গত ১২ই মে সকাল বেলা মাইটজে নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম ঘিরিয়া ফেলে এবং বিদ্রোহী সন্দেহে প্রায় ৫০ জন লোককে গ্রেপ্তার করে। ইহাদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের চিহ্নিত উর্দ্দী ছিল।

থারাওয়াডার সংবাদে প্রকাশ, ত্রিশ জন বিদ্রোহী গত ১১ই রাত্রিতে বন্দুক এবং দাও লইয়া মিললো মহকুমার পোন্নাইয়া গ্রামের মোড়লের [illegible] বেয়। তাহারা মোড়ল, তাহার স্ত্রী এবং ভৃত্যকে হত্যা করে।

বড়বাজারে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

গত ১২ই মে শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, ডাঃ যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, বাবু হীরালাল জ্যোতিষী, পুরুষোত্তম রায়, শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী, হরিমোহন প্রভৃতি কলিকাতার বড়বাজারে অকল্পে পিকেটিং করে। ইহারা মুক্তকণ্ঠে বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীগণকে বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসায় বন্ধ করিতে অনুরোধ করেন, ইহাদের অনুরোধে বহু ক্রেতা ক্রীত বিলাতী কাপড় বদলাইয়া স্বদেশী কাপড় লইয়া যায়। একজন কাবুলী বিদেশীবস্ত্র কিনিয়াছিল, পরে পিকেটারদিগের অনুরোধে উহা ফিরাইয়া দিয়া দেশী কাপড় লইয়া যায়।

মিঃ জে এম্ সেনগুপ্ত

শ্রীযুত জে, এম্ সেনগুপ্ত কিছুদিন বিশ্রামলাভ করার জন্য উটকামণ্ড গিয়াছেন। স্বাস্থ্যের জন্য তাহাকে আরও ২ দিন তথায় থাকিতে হইবে। তিনি ১৪ই মে মাদ্রাজ রওনা হইবেন, ১৮ই তারিখ 'মর্গ' জাহাজে কলিকাতা রওনা হইবেন।

পটুয়াখালী ডাক লুটের জের

বাইকল হইতে যোগাবন্দর যে ডাক যায় উক্ত ডাক লুট করা সম্পর্কে পুলিশ আবদুল মমিন নামক জনৈক মুসলমানকে ঘটনার অব্যবহিত পরই গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, উক্ত মুসলমান যুবকটি ডাকের ব্যাগটী নিয়া নিকটবর্ত্তী এক গ্রামেই পলায়ন করিতেছিল, তাহাকে পটুয়াখালী আনয়ন করিয়া পুলিশ হেপাজত রাখা হইয়াছে।

গান্ধীজীর সুবন্দোবস্ত

মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুত মহাদেব দেশাই সহ গত ১১ই মে অপরাহ্নে করয়া জেলার কালেক্টর মিঃ পেয়ির সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলোচনা প্রায় দুইঘণ্টা ব্যাপী চলিয়াছিল।

বর্ত্তমানে বোরসাদ তালুকের অবস্থা ক্রমশঃই ভালর দিকে যাইতেছে। মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় প্রায় ২০ খানা গ্রামের যাহারা ভূমি রাজস্ব প্রদানে সমর্থ তাহাদের নাম সংগ্রহ করা হইয়াছে। এবং উহা কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিয়াছেন।

এখন শুধু রাসগ্রামের অবস্থা নিয়াই গণ্ডগোল চলিতেছে। বিগত খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সময় রাসগ্রামের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এবিষয়ের তদন্ত করিয়া বর্ত্তমানে তাহাদের খাজনা বন্ধ রাখিতেই আদেশ দিয়াছেন। এসম্পর্কে কালেক্টর সাহেবও তদন্ত করিতেছেন। অন্যান্য গ্রামে খাজনা আদায় বেশ ভালই হইতেছে, কোন প্রকার দমন নীতি এজন্য অবলম্বন করা হয় না।

এপ্রেলের শেষভাগে মহাত্মাজী বোম্বাই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন আশা করেন।

পদ্মায় ষ্টীমার বিপন্ন

গত ৯ই মে নারায়ণগঞ্জগামী মেল ষ্টীমার তারপাশার নিকটে পদ্মা নদীতে ঝড়ের মধ্যে পড়ে। ষ্টীমারের এক পার্শ্বের চাকা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন ষ্টীমারের দুই দিকে নোঙ্গর করা হয়। ঝড়ের জন্য নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিতে ষ্টীমারের যথেষ্ট বিলম্ব হয়। অপরাহ্নে প্রায় ৩টায় সমস্ত ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে।

এ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যহই ঝড় হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও খুব হয়। ইহাতে বহু বাড়ী ঘরের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে শস্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল

গত ৯ই মে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এ বৎসরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০,০০০ জন ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিল, ১২০০০ জন কৃতকার্য্য হইয়াছে।

মাদারিপুরের আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়ার সিদ্ধান্ত

কিছুদিন পূর্ব্বে ফরিদপুরাবাসী মোস্লেম সম্মেলন যে সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছিল, মাদারিপুর আঞ্জুমান মুফিদুল-ইস্‌লামিয়ার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত আঞ্জুমান সমগ্র জাতির জন্য কোন কাজ না করিয়া কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যই অধিক কাজ করিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী বৃত্তি

সরকারী বৃত্তির সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে শিক্ষাসচিবের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে বলিয়া একটী সংবাদ কয়েকটী সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। প্রকাশ, উহা সঠিক নয়। তবে শিক্ষাসচিবের সঙ্গে এই মাসের শেষা শেষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং সিনেটের কয়েকজন সদস্যের এ বিষয়ে কথা হইবে।

চীনের সঙ্গে বৃটিশের সন্ধান্তর

প্রকাশ, চীনদেশে বৃটিশের বিশেষ অধিকার লইয়া সম্প্রতি গণ্ডগোল বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। সম্প্রতি নিলাঙ্গুর গ্যারিসনে বৃটিশের বৈদেশিক সচিব মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন এক বিবৃতি দিয়াছেন। মিঃ হেণ্ডারসন বিবৃতিতে বলেন যে, সম্প্রতি অনেকগুলি গুরুতর উক্ত পত্র দিন হইয়াছে যে বৃটিশ প্রজাদিগের বিচারের অধিকার চীনের আদালত হইতে চীনা আদালতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

বৈশাখ মাসের কৃষি

এই সময় আমন ধান রোয়া হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন গাছে ভাটি বাঁধিয়া দিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সরিষার বীজ বপন করা চলে। আলু, মূলা, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও রোপণ করা যায়।

শাকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জীবাগান

এই মাসে ডুটা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতঃপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে ডুটা ফেলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

লাউ, কুমড়া, ঢেড়স, পালাকিয়া পালা-পশার বীজও এই সময় বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাকের বীজ-বপনকার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে।

এই সময় হইতে পাটনাই কুলকপি বপন করিয়া চারা তৈরী করিতে পারা যায়।

ফুলের বাগান

এই সময় জিনিয়া, গোপাটি, বীজা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়া মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষার মধ্যে মূল গুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, বসাইলে ভাল হয়। পূর্ব্ব কথিত কয়েকটীর ব্যতীত আমাপাতাল, কসমস্‌কোয়া, আই-পোমিয়া, রাধাপদ্ম ঝুমুরা মটি মরা ফুলগীজ বপনের এই সময়।

ফলের বাগান

ফলের বাগানের এখন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য।

ফুল, পীচ, নেবু প্রভৃতি গাছকলম করিতে হইলে তাহাও এখন হইতে করিতে হয়। গাছেরা কিন্তু অনুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন অবলম্বন করা হইয়া থাকে, কোথাও এমন জানিয়া হইতেছে, এমন কোথাও [illegible] ফলকলি [illegible] হয়।

Reg No C.1544

দ্বীপ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
[illegible]
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যেরহার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫৲

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীলাম মায়াপুর- ২রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩৮, ১৬ই মে ১৯৩১

নানা কথা

নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটী

নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য্য জানাইতেছেন—

১। ১৬ই মে পর্য্যন্ত সংগৃহীত সভ্যগণই আগামী বি, পি, সি, সিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন উপলক্ষে ভোট দিতে পারিবেন।

২ সম্পাদকগণ মেম্বারসিপ ফরমের অপরাংশদ্বয় এবং সভ্যগণের চাঁদার অর্দ্ধাংশ (শতকরা ৫০ ভাগ) এবং সভ্যগণের নাম ও ঠিকানার দুইটী তালিকা আগামী ১৬ই মে তারিখের মধ্যে জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকের নিকট দাখিল করিবেন।

৩। সভ্যগণের তালিকা জেলা কংগ্রেস কমিটী অফিসে ২২শে মে তারিখের মধ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে এবং তৎসম্বন্ধে আপত্তি ২৪শে মে তারিখের মধ্যে জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকের নিকট লিখিয়া জানাইতে হইবে। ২৫শে মে তারিখে জেলা কংগ্রেস কমিটী ঐ আপত্তির মীমাংসা করিবেন।

৪। সংশোধিত সভ্যতালিকা ২৬শে মে তারিখে জেলা কংগ্রেস আফিসে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

৫। বি, পি, সি, সির সভ্য পদ প্রার্থিগণ [illegible] যথাবিধি পূরণ করিয়া রিটার্ণিং অফিসার অথবা তাঁহার প্রতিনিধির নিকট ২৭শে মে তারিখের মধ্যে অবশ্য পাঠাইবেন।

নদীয়া কংগ্রেস কমিটী

শ্রীহট্টে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

সিমলার পথে গান্ধীজী

সুরমা উপত্যকা মহিলা সম্মেলন

স্পেনে সামরিক আইন

সিরাজগঞ্জ লাইনে ট্রেণ দুর্ঘটনা

বার্লিনে আফগান মন্ত্রী

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মহাত্মা গান্ধী গত ১৩ই মে দ্বিপ্রহরে কালকা হইতে মোটরযোগে সিমলায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী আছেন।

মিঃ মোহনলাল এবং কংগ্রেস সভাপতি মিঃ এন, এল, বর্ম্মা তাঁহাকে তারাদেবীর নিকট অভ্যর্থনা করিয়াছেন। গান্ধীজী সিমলায় মিঃ মোহনলালের গৃহে অবস্থান করিয়াছেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি তাঁহার খোলা গাড়ীর রাণিং বোর্ডের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন; ইনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে গান্ধীজী বলেন, তিনি বড়লাটের নিকট হইতে কোন আমন্ত্রণ পান নাই—দ্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট হইতে পাইয়াছেন।

ব্রহ্মে অস্ত্র আইনের মামলা

রেঙ্গুণের ১৩ই মের সংবাদে প্রকাশ, খগেশ কবের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র আইনের মামলা আনয়ন করা হইয়াছে, তাহাতে আসামী স্বীকার করে যে, ৭ই এপ্রিল সে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ছিল, কিন্তু কার্ত্তুজ ফেলার কথা সে অস্বীকার করে। সার্জ্জেণ্টরা তাহাকে খানাতল্লাস করে কিন্তু কিছু পায় নাই। নিকটেই একজন ব্রহ্মী বসিয়াছিল; সে একটী বেঞ্চের নীচ হইতে একটী গুলী কুড়াইয়া পায়, তখনই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে

আসাম বেঙ্গল রেলপথের চৌধুরীর হাট এবং লোলা সহরের মধ্যে রেল দুর্ঘটনার ফলে লাইন খারাপ হয়। লাইন মেরামত করা হইয়াছে এবং ট্রেণ চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত নরীম্যান

গুজরাটে ভূমি [illegible] গোলমাল উপস্থিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত নরীম্যানকে [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] ও অন্ধ্র [illegible] স্থগিত রাখিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না—

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই সুবর্ণ আচ্ছাদিত "শক্তি-সঞ্জিবনী বটীকা" পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মনিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সত্বর হউন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়

১১৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বিশ্বনাথ পাচন

ডায়াবিটিস রোগের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১৯নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটীকায় যত ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস প্রভৃতি রোগে ব্যবহার, মাথাধরা, মুখ শুষ্ক হওয়া, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ বিদূরিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুত্রস্যগতিস্বর্গো নাস্তি"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকেন। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা

"সর্ব্বরোগবিনাশিনী বটিকা"

সাধারণ রোগ সমূহ শক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৫ বটী ১৲ এক টাকা।

মাদারের ঔষধালয়, ফোন্সলতা

৩ ১১৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বলে করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ মৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বোবাজারের ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবনা) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন-লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং শরাফতপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার যেমন, প্রমেহ-দাতুর্দৌর্ব্বল্য, আনুষঙ্গিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হৃদরোগ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা প্রদর, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, পার্ব্বতিয়া পোঃ, কলিকাতা

টিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২রা জ্যৈষ্ঠ ~ নিবার—১০৩৮

আনন্দ কোথায়

সর্ব্বত্রই নিরানন্দ ভাব। জন্ম, মৃত্যু, জরা, বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্য ইত্যাদি দশান্তর এবং সুখ, দুঃখ, হর্ষ, শোক ইত্যাদি ভাবান্তর সকল সাংসারিক নিরানন্দেরই লক্ষণ।

লোকের যে হঠাৎ উন্নতি হয়, আবার হঠাৎ অবনতি হয়, তাহার কারণ কি? বিকারী স্বভাবই তাহার কারণ।

পুষ্প বিকসিত হইল, চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিকীর্ণ হইল, লোকের নাসারন্ধ্র পরম তৃপ্তি অনুভব করিল। কিন্তু তাহা কতক্ষণ? মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহার দশান্তর ও ভাবান্তর দেখা যায়। ফুল ঝরিয়া পড়িল, সৌরভও অন্তর্হিত হইল।

জীব জন্মগ্রহণ করিল, ভাগ্যবশে উন্নতির পর উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে যশ গৌরব বিস্তার করিল। তাহাতে কত লোকের মন, প্রাণ বিপুল পুলকে পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু তাহা কতক্ষণের জন্য? কালস্রোতের একটা ঢেউ আসিয়া তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া চলিল, অমনি সব ফুরাইল।

লোকে বলে,—'অমুকের সোণার সংসার; ধনে, মানে, কুলে, শীলে সর্ব্বাংশে সুসম্পন্ন।' বাহ্যদর্শী আমরা অনায়াসেই মনে করিতে পারি, তাঁহারা সর্ব্বথা বৃদ্ধি ও নিত্যানন্দে পূর্ণ। কিন্তু বিশেষরূপে অন্বেষণ করিলে দেখা যায়, তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিত্য নহে, বর্ষাকালীন আকাশের ন্যায় কখনও অন্ধকার, কখনও বা আলোক তাহার স্তরে স্তরে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। চপলা যেমন ক্ষণমধ্যে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া জগৎ আলোকময় করিয়া তুলে, আবার পরক্ষণেই নিবিড় অন্ধকারে লোকচক্ষু আবরিত করিয়া দেয়, তদ্রূপ জীবেরও অবস্থা আলোক ও অন্ধকারযুক্ত।

যে সংসারে জন্ম আছে, আবার মৃত্যু আছে; যৌবন আছে, আবার বার্দ্ধক্য আছে; বসন্ত আছে, আবার গ্রীষ্ম আছে; রূপ আছে, আবার জরা আছে; বিষ আছে, আবার অমৃত আছে; আলোক আছে, আবার অন্ধকার আছে; ভোগ আছে, আবার রোগ আছে; সেই দ্বন্দ্বপূর্ণ সংসারের জীবের শিবের বিষয় কি

ভগবদনুশীলন করিলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। যোগিগণ পরমানন্দ রসপানে উন্মত্ত হইয়া ইন্দ্রের আধিপত্যকেও তুচ্ছজ্ঞান করেন।

মহর্ষি শাতকর্ণি ভগবানের একান্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি পিতামাতার একমাত্র পুত্র। সুতরাং তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। পুত্রের ক্ষণমাত্র অদর্শনে জনকজননীর প্রলয় জ্ঞান হইত। কিন্তু শাতকর্ণি পরমানন্দ রসপানে এত মত্ত হইয়াছিলেন যে, জনকজননীর স্নেহপাশ অক্লেশে ছিন্ন করিয়া নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভগবানের স্মরণ, মনন, চিন্তনাদিতে প্রবৃত্ত হইলে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়, সংসারের কোন বস্তুতে তাদৃশ আনন্দ দৃষ্ট হয় না অথবা কোন বস্তুর সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না।

ভগবদ্ভক্ত কখনও শোকাদির বশীভূত হন না। তাঁহারা শোকের মধ্যে, বিপদের মধ্যেও পরমানন্দ অনুভব করেন। শোকের পর শোক, বিপদের পর বিপদ্ মহাসাগরের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ বিস্তার করিয়াও ভগবদ্ভক্তের কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষোভের উৎপাদনে সমর্থ নহে।

রাজা বেণ দুর্ম্মতিবশতঃ সুমন্থ নামক কোন ভক্তকে সুগভীর কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্রও বিষণ্ণ হন নাই। পরমানন্দে মগ্ন থাকায় তাঁহার তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আনন্দ জড় জগতে বা জড়বস্তুতে নাই, তাহা কেবল চিদনুশীলনে ও চিদ্বস্তুতে। ইহার উদয়মাত্রে সমুদয় সন্তাপ বিদূরিত হয়, সমুদয় বিপদ্ বিদলিত হয়, প্রাণের অভ্যন্তরে অমৃতের উৎস প্রবাহিত হয় এবং আত্মার এক অনির্ব্বচনীয় ভাবান্তর ঘটে।

গুরুতত্ত্ব

(৩)

চতুর্দ্দশভুবনবন্দ্য শ্রীভগবৎপার্ষদবর আচার্য্য শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বর্ত্তমান এবং ভাবী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগ মহামহোদয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য। তিনি স্বরূপদামোদর এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুদ্বয়ের অনুগমনে শ্রীগুরুদেবের তত্ত্ব মনঃশিক্ষাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কাল্পনিক পাষণ্ডভেদিটীৎকার কখনই সুফল উৎপাদন করিবে না। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দের প্রেষ্ঠ, পরম প্রিয়, সুতরাং মুকুন্দ নহেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তদীয় প্রার্থনায় "নিতাইপদকমল" প্রভৃতি গীতে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন; তাহাতে তাত্ত্বিক বৈষ্ণবমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী বা সম্বিৎশক্তিমূলে নিত্য বিরাজমান; সম্বিৎশক্তিপর্য্যায় তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল সহজিয়া মত হইয়া যাইবে।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস বলিবারই বা তাৎপর্য্য কি? সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ বলিলে কি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুকে বুঝাইবে না? তদুত্তর এই যে, স্বয়ংরূপ ও প্রকাশ এক নহে। ভগবান্—স্বয়ংরূপ, গুরুদেব—ভগবৎপ্রকাশ। ভগবৎপ্রকাশ বলিলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বুঝায় না। অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে প্রয়াস পান না, তাঁহারা বিশুদ্ধ তত্ত্ব কখনই স্বীকার করিতে পারিবেন না।

পুনরায় যদি পূর্ব্বপক্ষ করা হয় যে, সকল শাস্ত্রে গুরুদেবকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে ভগবানের প্রিয় কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ জানিতে হইবে কেন? এরূপ জানিবার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে, ভগবানের আকার নাই, গুণ নাই, লীলা নাই, নাম নাই; মুক্তজীবের চিন্ময় আকার, গুণ ও ক্রীড়ার পরলোকে অস্তিত্ব নাই—এরূপ যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা নাস্তিক বা নির্ব্বিশেষবাদী। তাহারা বলে,—মায়ার মিথ্যাশক্তিদ্বারা পৃথিবীতে নাম, রূপ, গুণ-লীলার ভেদ হইয়াছে, বস্তুতঃ পরমার্থ জগতে ঐরূপ ভেদ নাই; সেখানে কেবল নিরীশ্বর বৌদ্ধবাদ অথবা শঙ্করপ্রবর্ত্তিত একমাত্র কেবলাদ্বৈত বা মায়াবাদ আছে। এই নির্ব্বিশেষবাদই লোকপ্রতারণার জন্য গণেশ, সূর্য্য, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুদেবতার মিথ্যাকল্পনা করিয়া সাধনের শেষ সিদ্ধ অবস্থায় চিন্ন বিশেষরহিত জড়ীয় নাস্তিকতা প্রচার করে। তজ্জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নির্ব্বিশেষবাদী মায়াবাদীকে কৃষ্ণের চরণে অপরাধী বলিয়া জানাইয়াছেন। উপরিউক্ত মায়াবাদীর বুদ্ধি অনুসারে শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণ জানিলে বাস্তবিকই পাষণ্ডতা হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রকাশ জানিতে হইবে।

বৈষ্ণবগণ পাষণ্ড মায়াবাদী নহেন; সুতরাং গুরুকে কৃষ্ণ না জানিয়া কৃষ্ণপ্রকাশ বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবগণ নাস্তিক নহেন, তাঁহারা গোলোকের নিত্যত্ব, কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার নিত্যত্ব, গুরুপাদপদ্মের নিত্যসত্ত্ব এবং নিজের পৃথক্ সত্তা বৈকুণ্ঠে নিত্য অবস্থিত—একথা বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারেন, বৈষ্ণবগণ মায়াবাদীর ন্যায় নাস্তিক মতের পশ্চাদ্গামী হইয়া গুরুদেবকে কৃষ্ণভক্ত না জানিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ জানেন না।

শাস্ত্রে গুরুদেবকে মায়াদাস, মর্ত্ত্য প্রভৃতি বলিয়া উক্ত হয় নাই; শিষ্য গুরুদেবকে মায়িক বস্তু মনে না করেন, নিত্য ভগবৎসম্বন্ধী অমিশ্রিত বা সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু জানেন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পাষণ্ড মায়াবাদীর ন্যায় ভগবান্, গুরু ও সেবক—এই তিনের পৃথক্ নিত্যসত্তা না থাকায় তাহারা মূঢ়তাপ্রযুক্ত গুরুবিষয়ে ভক্তের সহিত বিতর্ক করিয়া থাকে। মুকুন্দ 'জাঠিনাবেটা' মায়াবাদী থাকাকালে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ লাভ করিতে পারেন নাই। পরে শাস্ত্রের কদর্থ মায়াবাদ ছাড়িয়া আস্তিক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ হইতে গুরুর পৃথক্সত্তা স্বীকার না করিলে শাস্ত্রের কথিত ভক্তিপথ ছাড়িয়া দিতে হয়। যেসকল মূঢ়লোক অন্তরে মায়াবাদী পাষণ্ড, বাহিরে ভগবদ্ভক্তির ভান

করিয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যস্ত, তাদৃশ কপট ব্যক্তিগণের মতে নাস্তিক মায়াবাদীর মতই শ্রেষ্ঠ।

শাপে বর

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এল)

'শাপে বর'—এই কথাটি শ্রবণে মাদৃশ অনেকেই বহুকাল হইতে অভ্যস্ত। অজ্ঞ জ্ঞানাভিমানী মায়ামুগ্ধ জীবের জ্ঞান ও চিন্তাস্রোত এই বাহ্য জড়জগতের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ, ঐ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইবার যো নাই। তাই আমাদের বিচার জড়ের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। আমাদের সুখ দুঃখের যাবতীয় ভাবনা সমস্তই জড়াশ্রিত, প্রাকৃতের সীমা অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যের ত্রিসীমানায় যাইতে অক্ষম। সুখ বা দুঃখ বলিতে আমরা যাহা কিছু ধারণা করি, তাহা জড়ীয় স্থূল শরীর বা সূক্ষ্ম মনের সম্বন্ধেই করিয়া থাকি। এই দুই প্রকার ভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া কোন তুরীয় চিন্ময় আত্মরাজ্যের কথা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না।

শাপ অর্থাৎ অভিসম্পাত চিরদিনই আমাদের ভীতির বস্তু, উহা কোনদিনই মানবের বাঞ্ছনীয় বা লোভনীয় বিষয় হয় না। মায়ামুগ্ধ সংসারাসক্ত জীব আমরা সংসারসুখকেই বহুমানন করিয়া থাকি এবং যদ্দ্বারা সেই সংসারসুখের বিনাশসাধন হইতে পারে, তাহাকেই শাপ বলিয়া মনে করি। তবে যদি কোথাও ঐরূপ অভিসম্পাতের ফলে আমাদের সংসারসুখ বা ধনাদি ঐশ্বর্য্যলাভ ঘটিয়া যায়, তবে সেইরূপ অভিসম্পাতকে আমরা 'শাপে বর' বলিয়া গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হই না। কিন্তু ঐরূপ শাপের ফলে আমাদের ধনাদি নাশ ঘটিলে উহা আমাদের নিকট আদৌ বাঞ্ছনীয় হয় না। সাম্বত শাস্ত্রের বিচারে এবং অদ্বিয় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার মধ্যে সাধারণ মানবগণের আধ্যক্ষিক বিচারবিধ্বংসী যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য্য বিষয়।

শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদপদ্মে তথা কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত জনগণ একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত ত্রিভুবনের অন্য কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য, প্রাকৃত ধনাদি বা ইহসংসারের সুখাদি কামনা করেন না। তাঁহাদের বিচারে কৃষ্ণভক্তির নিকট ঐ সমস্ত বস্তুর মূল্য অন্ধ কপর্দ্দকতুল্য। সন্ন্যাসলীলার পূর্ব্বে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তগণকে তাহা স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিয়াছেন। এক সময় শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু কোন এক বামাচারী সন্ন্যাসীর গৃহে উপনীত হইলে মহাপ্রভু উক্ত সন্ন্যাসীকে প্রণাম করেন। উক্ত সন্ন্যাসী, 'ধন, বংশ, সুবিবাহ, হউক বিদ্যাদান'—এই বলিয়া মহাপ্রভুকে আশীর্ব্বাদ করেন। মহাপ্রভু কিন্তু ঐরূপ বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, উহা আশীর্ব্বাদ নয়, পরন্তু 'কৃষ্ণে ভক্তি হউক'—ইহাই অক্ষয় ও অব্যয় আশীর্ব্বাদ।

বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের বিচারে প্রাকৃত ধনই সমস্ত পার্থিব সুখের আকর বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং যাহার ধন নাই, তাহার জীবনধারণই বৃথা। ঐরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত সন্ন্যাসীও ধনদান প্রভৃতিকে 'বর' বা আশীর্ব্বাদশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু কিন্তু উক্ত সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া জড় বিষয়াসক্ত অজ্ঞানান্ধ জীবের নিত্যকল্যাণের নিমিত্ত উপদেশ দিয়া জানাইয়াছেন,—"ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায়॥ শুন শুন সন্ন্যাসী গোসাঞি যে থাইব। নিজ কর্ম্মে যে আছে, সে আপনে মিলিব॥ ধন বংশ নিমিত্ত সংসার কাম্য করে। বল তার ধন বংশ তবে কেন মরে? অন্যের নিমিত্ত কেহ কামনা না করে। তবে কেন জন্ম আসি পাড়য়ে শরীরে॥ • • • বিষয় সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ। চিত্ত বুঝি কহে বেদ, বেদের কি দোষ॥ ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে। শুনিয়া চলয়ে সবে বেদের কারণে॥ যেতে মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম লইলে। দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে॥ এই বেদ অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়সুখে মজে॥ ভাল মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি। কৃষ্ণভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাই॥"

অন্যাভিলাষী ইতর বিষয়াভিনিবিষ্ট ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত জীব জড়ৈশ্বর্য্যের হেয়তা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পরমোপাদেয় চরম কল্যাণদায়িনী কৃষ্ণভক্তিকে অনাদর করিয়া থাকে। জড় ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হওয়াটাই যেন তাহাদিগের নিকট অভিসম্পাত বলিয়া গণ্য হয়। বহুজন্মের পুঞ্জীকৃত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে সাধু, শাস্ত্র ও গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় জীব যদি কোন দিন কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তবেই সে জানিতে পারে যে, কৃষ্ণপাদপদ্মবিস্মৃতির ফলে কৃষ্ণভক্তির অভাবই তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অভিসম্পাত। বরং ঐ সমস্ত বিষয়াদি হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণভক্তি লাভই সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয়।

যখন জীবের ঐরূপ সৌভাগ্যোদয় হয়, তখন সে 'শাপে বর' এই কথাগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং প্রাকৃত বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয়ে অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখবিনিসৃত, "যতোঽহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদনং শনৈঃ"—এই বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। শ্রীভগবান্ যাঁহাকে কৃপা করেন, ক্রমশঃ তাঁহার সমস্ত জড়ৈশ্বর্য্য হরণ করিয়া থাকেন। যে ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হওয়াটাই আমাদের বিচারে অভিসম্পাত বলিয়া বিবেচিত, শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে তাহাই ভগবৎকৃপা বলিয়া সিদ্ধান্তিত। ভগবৎকৃপা বা কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর কিছুই হইতে পারে না। প্রাকৃত ধনের ধ্বংসে যদি ঐরূপ শ্রেষ্ঠ বস্তু লভ্য হয়, তবে উহাকেই 'শাপে বর' বলিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বপু। শ্রীকৃষ্ণলীলায় যাহা শ্রীমদ্ভাগবতত্বরে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই শ্রীচৈতন্যাবতারে নবদ্বীপলীলায় পরোক্ষভাবে এবং উজ্জ্বলরূপে জীবের নিকট প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবাসগৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া কীর্ত্তন করিতেন, তখন জনৈক ব্রাহ্মণ কীর্ত্তন দেখিতে আসিয়া বিফলমনোরথ হওয়ায় আর একদিন গঙ্গা-সমীপে গৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"সংসারসুখ তোমার হউক বিনাশ।" গৌরসুন্দর শাপ শুনিয়া দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, পরম উল্লাসিত হইয়াছিলেন। নিমাই কিন্তু সেই সংসারসুখ নষ্ট হওয়া রূপ অভিসম্পাতকেই আশীর্ব্বাদ বলিয়া জানাইবার জন্য এবং আমাদিগের ন্যায় কুবিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তরূপ গৃহান্ধকূপে পতিত সংসারাসক্ত গৃহব্রত জীবকুলকে শিক্ষা দিবার জন্য সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন।

তাই বলি,—'শাপে বর' এই কথাটীর যথার্থ তাৎপর্য্য যদি আমরা উপলব্ধি করিতে যাই, তবে ভাগবতোক্ত শ্লোক এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলাদ্বারাই উহা সর্ব্বতোভাবে সুমীমাংসিত হইয়াছে দেখিতে পাইব।

মায়ার-নেশা

(২)

আমরা সামান্য নেশাখোরকে ঘৃণা করি, মাতাল, গুলীখোর, গাঁজাখোর দেখিলে তাহাদের নিন্দা করিয়া থাকি, মনুষ্যত্বহীন বলিয়া তাহাদের অবজ্ঞা করিয়া নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থাটি বিস্মৃত হইয়া যাই, ইহা বিশ্ববিমোহিনী মায়াদেবীরই এক প্রকার শক্তি! সে শক্তিপ্রভাবে সমস্ত জীবজগৎ কি এক নেশার ঘোরে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

আমার নেশার মধ্যে ঐশ্বর্য্য, রূপ, শ্রীমদাভিমানও গৃহীত হয়। আমি উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি, আমার সমান আর কেহই নাই। আমি সকলের শিরোদেশে পদ স্থাপন করিতে পারি, সকলের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ইত্যাদি আমার এরূপ অভিমান কতক্ষণ স্থায়ী, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই বিচার্য্য বিষয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন;—

ধনের কেন আর গর্ব্ব অভিমান।
মরিলে পাতকী হ'য়ে, যমদূতে বান্ধে লয়ে,
না করিবে জাতির সম্মান॥

মায়াদেবী ঐশ্বর্য্যের নেশায় আমাদিগকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমার এই জড় ধনরত্নাদি ঐশ্বর্য্যের নেশা কতক্ষণ? রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির ন্যায় ঐশ্বর্য্য আর কাহার ছিল? তাহাদের পরিণাম কি হইল, তাহা কি একবার মায়াদেবী আমাদের ভাবিবার অবসর দেয়? তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যের নেশা আমাদের ছুটিয়া যাইত?

ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ,দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন॥

তৃতীয় প্রকারের বিদ্যাভিমানে আমাদিগকে মায়াদেবী উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে; বিদ্যাদি শ্রীহরিসেবায় না হইলে তাহা মায়ারই নেশা বুঝিতে হইবে।

মন তুমি পড়িলে কি ছার।
নবদ্বীপে পাঠ করি, জ্ঞানরত্ন নাম ধরি
তেকের কচ্‌কচি কৈলে সার।
চারি বেদ ষড়দরশন পড়ি সে যদি
গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তার অধ্যয়ন লোচনবিহীন জন
দরপণে অন্ধের কিবা কাজে॥

সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, মীমাংসা, পরমাণুবাদ, বেদান্তের কেবলাদ্বৈতবাদ প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন না করিলে সকলই বৃথা।

চতুর্থতঃ শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের নেশায় আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমি খুব সুন্দর বা সুন্দরী, আমার রূপ-লাবণ্যে জগৎ মুগ্ধ। কিন্তু এ ক্ষণিক সৌন্দর্য্য কয় দিনের, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছি? বসন্ত রোগ কিম্বা কুষ্ঠব্যাধিতে যে রূপ অচিরেই নষ্ট হইয়া যায়, এই রূপের গর্ব্ব করা বৃথা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন:—

রূপের গৌরব কেন ভাই।
অনিত্য এ কলেবর, কভু নহে চিরস্থির,
নয়ন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হবে, যখনি শমনে লবে,
চিতায় আগুনে হবে ছাই॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-শাস্ত্রবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জবঙ্গ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় [illegible] এই-রূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত [illegible] নাই। [illegible] শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে [illegible] উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানে [illegible] পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের [illegible] দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি [illegible] কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ [illegible]।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা [illegible]

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। [illegible] আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ [illegible] ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে [illegible] আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ও শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃতভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী [illegible] এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সে[illegible] রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা। রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কপাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীসুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

গত ১২ই মে অপরাহ্ণে শ্রীহট্ট টাউন হলে শ্রীযুত বসন্ত দাসের সভাপতিত্বে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বিভিন্ন দলের কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্য আবেগময়ী ভাষায় আবেদন করিয়া বলেন,—"দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর হইতে বাঙ্গালীদের অবস্থা যেন অনাথের ন্যায় হইয়াছে। বিরাট্ ব্যক্তিত্বশালী কোন জনপ্রিয় নেতা পরলোকগমন করিলে এরূপ হওয়া স্বাভাবিক বটে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে বিরোধ ও বিসম্বাদ কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সমস্ত শোচনীয় বিবাদ বিসম্বাদ বাঙ্গালার ছাত্র এবং যুবকদের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করে। যুবকদের অন্তর পবিত্র হইবে, তাহাদের আদর্শ উচ্চ এবং মহান্ হইবে—ইহাই আমরা আশা করি; কিন্তু তাহারাই যখন নিজেদের মধ্যে ভেদ বিসম্বাদে মগ্ন হয় তখন আমার অন্তরে দুঃখ হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় এইরূপ অবস্থার জন্য দায়ী কে? এই সমস্ত বিরোধের মূল কোথায়? সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে কি এজন্য দায়ী করিতে হইবে? অথবা ইহা কি দেশের নেতা ও কর্ম্মীদের দোষ? আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি, বাঙ্গালী জাতির উপর আমার অনমনীয় বিশ্বাস আছে। দোষ আমাদেরই, কেননা আমরা এমন একজন ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ গড়িয়া উঠাইতে পারি নাই, যিনি সকলকে এক মিলনের সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারেন

নিজের অস্তিত্ব দান

অতঃপর শ্রীযুত বসু বলিতে থাকেন, "যদি কোন ব্যক্তি জাতির প্রতিনিধি হইতে চায়, যদি কোন ব্যক্তি সমগ্র জাতিকে জাগাইবার শক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তবে জাতির আত্মার জন্য নিজের অস্তিত্বকে দান করিতে হইবে। এমনি এক ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ছিলেন দেশবন্ধু। যখন তিনি কথা বলিতেন তখন তাঁহার স্বর হইত অপ্রতিহত, কেননা তাঁহার স্বর ছিল অখণ্ড বাঙ্গলার স্বর। আসুন, কর্ম্মপ্রার্থনার উপাসনার মধ্য দিয়া আমরা দেশবন্ধুর ন্যায় এক উদার ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি। তাহা হইলেই আমরা সকল বিরোধের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিব। বিবাদ বিসম্বাদ যদি চিরদিনের জন্য সমাহিত করিতে হয় তবে দৃষ্টির প্রসারতা এবং হৃদয়ের উদারতা অপরিহার্য্য। বিগত দ্বাদশ মাস কাল বাঙ্গালি দেশের জন্য বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। বিগত ৫০ বৎসরকাল তাহারা জাতীয় আন্দোলনে অদ্ভুত সাহায্য করিয়াছে। স্বাধীনতায় সেই সব বীর সৈনিক আজ দেশের এই অবস্থায় মাতৃভূমির সেবায় মিলিত হউক এবং ভেদ বিসম্বাদে বিচ্ছিন্ন বাঙ্গলার সম্মুখে এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করুক। অতি সুন্দর এই শ্রীহট্ট জেলা—ইহার নরনারীর হৃদয়ও সুন্দর না হইয়া পারে না। সমস্ত ভেদাভেদ বিলুপ্ত করিয়া বাঙ্গলা দেশ কিরূপে কংগ্রেসের পতাকাতলে মিলিত হইয়া শত্রুর সম্মুখে যুক্তভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে, আজ শ্রীহট্টের নরনারীগণ তাহা বাঙ্গলাকে প্রদর্শন করুক।"

বক্তৃতা শেষে শ্রীযুত বসু যখন আসন গ্রহণ করেন তখন সমবেত জনমণ্ডলী বজ্র নির্ঘোষে হর্ষধ্বনি করেন।

স্পেনে সামরিক আইন

প্রকাশ, স্পেনে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। শ্রমিকদিগকে কাজে যোগদান করার জন্য যে চেষ্টা ইউনিয়ন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে। ট্রাম ও ট্যাক্সি চালনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে, অধিকাংশ ফ্যাক্টরী, কারখানা বন্ধ। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে দলে দলে শ্রমিকেরা রাজধানীর দিকে আসিতেছে। মাদ্রিদে প্রবেশ করার সমস্ত প্রধান প্রধান রাস্তায়ই সৈন্য আছে।

বহু দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জেনারেল বেরেঙ্গুয়ারকে মুক্তি দেওয়ায় শ্রমিকগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে।

জেনারেল বেরেঙ্গুয়ার আবার ধৃত

স্পেনের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রনায়ক জেনারেল বেরেঙ্গুয়া ধৃত হইয়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারে মুক্তি পান, কিন্তু জনসাধারণ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দাবী করাতে পুনরায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সামরিক বন্দিশালায় রাখা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে অবস্থা শান্ত

প্রকাশ, ১২ই মে মাদ্রিদ সহর শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছেন। সহরের দোকানপাট পুনরায় খুলিয়াছে এবং রাস্তাঘাটে সৈন্যদলের পাহারা ব্যতীত সহরের পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। জেসুইট সম্প্রদায়ের পাদ্রীগণ গোলমালের অনেক পূর্ব্বেই কাগজপত্র রোমে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং গোলমালের সময়ে ধর্ম্মযাজিগণ সাধারণ পোষাকে গীর্জ্জা হইতে বাহির হইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ৪টী গীর্জ্জা ভস্মীভূত হইলেও কাহাকেও হত্যা করা হয় নাই। অথবা কোন জিনিষ লুণ্ঠন করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ বলিতেছেন যে, রাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্টদল ষড়যন্ত্র করিয়াই এই সব কাজ করিতেছে।

স্পেনে ভীষণ অরাজকতা
দশটি গীর্জ্জা ভস্মীভূত

স্পেনের মন্ত্রীসভা দেশের সর্ব্বত্র ষ্টক একচেঞ্জের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। স্বরাষ্ট্র সচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে দশটী গীর্জ্জা ভস্মীভূত হইয়াছে। যাহাতে এই ধরণের উৎপাত না হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

বার্লিনে আফগান মন্ত্রী

কাবুল হইতে ভূতপূর্ব আমীর আমানুল্লার পররাষ্ট্রসচিব মোহাম্মদ সাদিক গত ১১ই পেশোয়ারে পৌঁছিয়াছেন। তিনি সর্দ্দার আবদুল হামিদ খাঁ প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করায় আফগান মন্ত্রী হিসাবে জার্ম্মেণী যাইতেছেন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা
মুস্লিম লীগের সেক্রেটারীর ভার

নিখিল ভারত মুস্লিম লীগের সম্পাদক মৌঃ মহম্মদ ইয়াকুব কুপাগের নবাবের নিকট সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের সম্পর্কে নিম্নমর্ম্মে করিয়াছেন:-

"সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের সম্পর্কে আপনার প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। মুসলমানদের সমস্ত দলকেই এক করুন। মুখীম লীগ এজন্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত।"

সুরমা উপত্যকা
মহিলা সম্মেলন

তিন দিন অধিবেশনের পর গত ১১ই মে সুরমা উপত্যকা মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হয়। দীর্ঘকাল বিতর্কের পর ১২টি প্রস্তাব সম্মেলনে পরিগৃহীত হয়, প্রতিনিধিরা সকলে এই বিতর্কে যোগদান করেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মৌলানা, মহম্মদ আলী, পণ্ডিত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী, সুধাংশু শর্ম্মা, প্রমোদরঞ্জন প্রভৃতি যাঁহারা দেশসেবায় জীবন দান করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া সভানেত্রী প্রস্তাব উপস্থিত করেন, উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। অন্যান্য প্রস্তাবে সকল রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী করা হয়, যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথার সমর্থন করা হয়, এবং ময়মনসিংহে একদল লোক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছে, তাহার তীব্র নিন্দাবাদ করা হয়। সম্মেলন এই সঙ্কল্প গ্রহণ করেন যে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কার্য্যের জন্য নারীদিগকে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে জেলার পর্ব্বত্র মহিলা সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং গ্রাম্য মহিলা-সমিতিসমূহের সদস্যদের দ্বারা প্রস্তুত জিনিস পত্র বিক্রয়ের জন্য শ্রীহট্টে একটি কো-অপারেটিভ ষ্টোর খোলা হইবে। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নারী-পুরুষে বিবাহের প্রস্তাব এবং হিন্দু রমণীদের বিবাহচ্ছেদনের অধিকারের দাবী করিয়া দুটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে তুমুল বাদ বিতর্কের পর উহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

গিরাজগঞ্জ লাইনে ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত ১১ই মে রাত্রি ১২।৩৫ মিনিটের সময় সিলপশার ও শরৎনগরের মধ্যে ২৮ নং ডাউন সিরাজগঞ্জ কলিকাতা প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানা লাইনচ্যুত হইয়া যায়। ইঞ্জিন বেকভান ও তিনখানা গাড়ী লাইনচ্যুত হয়, ইণ্টার ও থার্ডক্লাস কম্পোজিট বগি, এবং ১মশ্রেণীর কম্পোজিট বগি গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। ইঞ্জিনের তিনজন খালাসী আহত হইয়াছে, কেহ নিহত হইয়াছে কি না জানা যায় নাই। ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গত ১২ই সকল ট্রেণের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ২৮ নং ডাউন ট্রেণের যাত্রীগণ সিরাজগঞ্জ ও সিলপশারের মধ্যে যাতায়াত করিতেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যয়সঙ্কোচ সমিতি

পাঠকগণ অবগত আছেন, ব্যবস্থা পরিষদের ১৭ জন সদস্য সহ কেন্দ্রীয় ব্যয়সঙ্কোচ সমিতি গঠিত হইয়াছে, আগামী সপ্তাহে তাহার অধিবেশন বসিবে। এই ১১ জন সদস্য ব্যয়সঙ্কোচ সম্পর্কে মোটামুটি কি পন্থা অবলম্বন করা হইবে, তাহা স্থির করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে হইতে ছয় জনকে লইয়া আর একটী কমিটি গঠন করা হইবে। তাঁহারা পরে খুটিনাটির বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

"প্রকাশ" নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲০
সিকি কলম ২৲
ফটির হার

সাধারণ্যে
মাঘ্রিকের।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৲০
মাসিক ১৲
নমুনা
প্রতি সংখ্যা ১৫

ভা[illegible] সচিত্র-প্রকাশ—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

ষষ্ঠ] সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪৪। জৈষ্ঠ সোমবার ১৮৫৮, ১৮ই মে ১৯৫১

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে বিস্ফোরক আইনের মামলা

সনৎ মুখার্জি ও অন্য ২ জনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য ঘটিত আইনের ৪, ৬ ধারা অনুসারে মামলা চলিতেছে। সেই মামলায় এখনও সমস্ত প্রমাণ মহুরী না পাওয়াতে ২৭শে মে তারিখ পর্য্যন্ত মামলা মুলতবি আছে।

কুষ্টিয়ায় ভীষণ অন্নকষ্ট

এক সংবাদে প্রকাশ যে কুষ্টিয়া মহকুমার ৮।১০টি গ্রামে অর্থাভাবের দরুণ ভীষণ অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। অনেক লোক অনাহারে থাকিতেছে এবং কেহ কেহ মুড়ি চিড়া খাইয়া জীবন রক্ষা করিতেছে। জনসাধারণকে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য কতিপয় উৎসাহী যুবক একটি সঙ্ঘ গঠন করিয়া ভিক্ষালব্ধ অর্থ-দ্বারা অনেককে সাহায্য করিতেছে।

কুষ্টিয়ায় প্রতারণা

স্থানীয় ব্যবসায়ী বাবু কালিপদ পালের নিকট হইতে প্রতারণা করিয়া একজনায় টাকার ২ খানা নোট লইয়া যে ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছিল, সে আদালতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে এবং ৮০০ টাকার জামীনে মুক্তি পাইয়াছে। অনেক লোক তাহাকে সনাক্ত করিয়াছে। এই প্রতারণা সম্পর্কে আর এক ব্যক্তিকে এক হাজার টাকার ২ খানা এবং একশত টাকার কয়েকখানা নোটসহ প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

[illegible]য় ভীষণ

কৃষ্ণনগর বিস্ফোরক আইনের মামলা

বিপদ আসিতেছে

কুষ্ঠিরায় প্রতারণা

গান্ধীজীর স্বরাজ সচিবের সহিত আলোচনা

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিপদ আসিতেছে

কলাচীর হাঙ্গামা সম্পর্কে মহাত্মা 'গান্ধী বিপদ আসিতেছে' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন :—

"করাচীর ঘটনা হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কংগ্রেসসেবীদের কার্য্য যদি সত্যাগ্রহের নিয়ম অনুযায়ী না হয় তবে কংগ্রেসের কার্য্য তথা অন্যান্য দেশ-হিতকর কার্য্য সংযমের বাঁধের অভাবে প্রবল বন্যার ভাসিয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ঝড় বন্যা চিরকালই আসিবে কিন্তু ঝড় ও বন্যা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেমন বাঁধের দরকার হয়, বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তেমনই সংযত নিয়মানুবর্ত্তিতার আবশ্যক। অবজ্ঞা ও অত্যাচারের প্রভাবে যে জনসাধারণ এতদিন কাল নিদ্রামগ্ন ছিল, তাহাদের জাগরণ সমাজের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সমাজ দেহের সংস্কার করা, সমাজের কলঙ্ক দূর করা এবং জনসাধারণ এতকাল পর্য্যন্ত যে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই অধিকারে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করা। গণ্যের সাদর বিকৃত দাবীর পশ্চাতে একটা সত্য আছে। করাচীতে ভারতবর্ষের অন্যান্য লক্ষ লক্ষ গ্রামের মত বহু লোক বেকার না। সেই সমাজে কোন ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে।

ইউরোপীয় যাত্রীর মৃতদেহ ট্রেণের কামরায় আবিষ্কার

"প্রতাগ" পত্রের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বি-বি সি-আই' ট্রেণের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় জনৈক ইউরোপীয় যাত্রীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার দেহে রিভলভারের গুলী ও ছুরিকাঘাতের চিহ্ন আছে।

এরূপ প্রকাশ যে, গত ১৩ই মে ভাটিণ্ডা ৫ মাইল পর যখন উক্ত ট্রেণ ভারগারগা নামক একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশনে পৌঁছে, তখন একজন ইংরাজের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। মৃতদেহের পার্শ্বে একটী শূন্য থলিয়া পাওয়া গিয়াছে এবং বিছানাটী ছত্রাকার অবস্থায় দেখা গিয়াছে। করাচী হইতে রেওয়ারি যাইবার একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট মৃত ব্যক্তির নিকট পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় তাহাকে রিভলভার ও ছুরিকাঘাত করা হইয়াছিল। শবদেহ পরীক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছিল. পুলিশ এতৎ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

আরও প্রকাশ যে, উক্ত ট্রেণে সাধুর পোষাকে কয়েকজন ভদ্রলোক ছিল, ইহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টি" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না —

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা সুবর্ণ জয়ন্তী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই সুবর্ণ আচ্ছাদিত "অক্ষয়-জীবনী বটীকা" পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে নবলীর কথা উল্লেখে আজই মনিঅর্ডারে নিরাশ হইবেন।

প্রতিষ্ঠান :—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৪০ আনা, পাঁচ ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

[illegible] মঞ্জরী

বটিকার গুণ ও [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], মাথাঘোরা, বুক [illegible], [illegible] প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, বেশ বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নর্পুংসকাদ্যারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাজীকরণ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রায়বৈদ্য নারায়ণজী, [illegible]

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে [illegible] জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অশ্ব এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা রাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৪০ টাকা মাত্র।

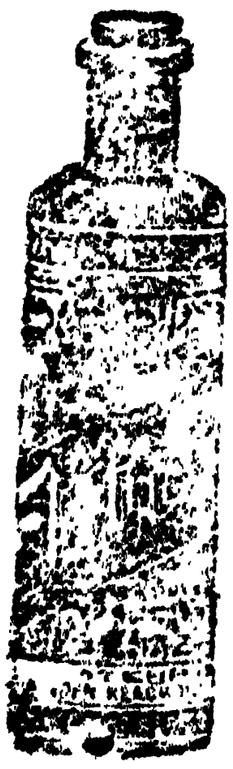

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীগৌরাব্দ-কাঞ্চাপুর—৫ই বৈশাখ মঙ্গলবার—১৩৩৮

শ্রবণ কীর্ত্তন

হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনই শুদ্ধভক্তগণের সাধ্য ও সাধন। সেই শ্রবণকীর্ত্তন ভক্তাঙ্গে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ আদির অপেক্ষা নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ আদির ন্যায় হরিকথাশ্রবণ-কীর্ত্তনও একটী সাধনের অঙ্গ, ঈদৃশী উক্তি ভগবচ্চরণে অপরাধী ব্যক্তিগণের বৃথা প্রলাপ মাত্র।

—

শুদ্ধভক্তের হরিকথাশ্রবণকীর্ত্তনাদির সহিত কর্ম্মি,জ্ঞানী, যোগিগণের শ্রবণকীর্ত্তনে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণ চিত্তশুদ্ধি-রূপ স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য হরিকথা শ্রবণ করেন এবং সাময়িক চিত্তের স্থিরতা হইলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন; তাঁহারা ঐরূপ মনে করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অপরাধ করেন; বস্তুতঃ তখনও তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই। 'বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।'

অনাশ্রিতভাবে জীবের অবস্থান থাকিতে পারে না বলিয়া তাহারা কেহ বা অনন্তকাল ব্রহ্মসাযুজ্যের পুনরাবৃত্তে বিচরণ করিতে থাকেন অথবা কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনাদি করিয়াও অধঃপতিত হন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানাদিচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরণাগত হইয়া সাধুমুখবিগলিত শ্রীহরি-কথামৃত শ্রবণ করেন, তাঁহারা অচিরে ভগবান্‌কে জয় করিয়া থাকেন। ভগবান্ তাঁহাদের নিকট নিজ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রকটিত করেন। তাঁহারা ভগবানের নিত্য নবনবায়মান সেবাসুখে মত্ত হইয়া সকল ইতর আশা হইতে নিবৃত্ত হন ও পরশান্তি লাভ করিয়া নিত্য সেবাতেই নিত্যকালের জন্য নিযুক্ত থাকেন।

শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত সমাহৃতি

১। ব্রহ্ম—প্রতিপাদ্য, আর শাস্ত্র—প্রতি-পাদক। শাস্ত্র ও ব্রহ্মে প্রতিপাদক ও প্রতি-পাদ্য সম্বন্ধ। ব্রহ্ম শব্দের অবিষয় নহেন। ব্রহ্মই বিষয়, অবিদ্যানিবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তিই প্রয়োজন। অবিদ্যার জন্যই জীবের ছাড়, ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেই সেই ছাড়ের নিবৃত্তি হয়, সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ। যথা—

"ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব পুরুষার্থঃ।" (অনুভাষ্য)

২। ব্রহ্ম সাকার ও নির্ব্বিশেষ বিগ্রহ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম শুদ্ধ, মায়া তাঁহার শক্তি হইলেও তাঁহাতে অবস্থিতা নহে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমাত্মক কোন প্রাকৃত গুণ তাঁহাতে নাই, সুতরাং তিনি নির্গুণ। গুণাতীত হইলেও তিনি জগতের কর্ত্তা।

৩। ব্রহ্মের শক্তি অচিন্ত্য ও অনন্ত। ব্রহ্ম ইহা হইতে পারেন এবং ইহা হইতে পারেন না, এরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ও বিরুদ্ধ বাক্যের সমাবেশ একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভবপর হইতে পারে। যথা—"অচিন্ত্যানন্ত শক্তয়ে সর্ব্বভবনসমর্থায় ব্রহ্মণি বিরোধা-ভাবাৎ।" "বিরুদ্ধসর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ত্বং তু ব্রহ্মণো গুণঃ।" বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব ব্রহ্মের গুণ। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। জগতের কর্ত্তা বলিয়াই তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। তিনিই কর্ত্তা এবং তিনিই ভোক্তা যথা—

"উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং জগতঃ
কর্ত্তা বৈ বৃহত্তমঃ।
বেদেন বোধিতং তদ্ধি নান্যথা
ভবিতুং ক্ষমম্॥
নহি শ্রুতিবিরোধোঽস্তি কচোঽপি
ন বিরুদ্ধ্যতে।
সর্ব্বভাবসমন্বয়াচ্চৈশ্বর্য্যস্যৈষ মহত্তমম্॥"
[অনুভাষ্য]

—

৪। জগৎ ও ব্রহ্মে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। জগৎ—কার্য্য, ব্রহ্ম—কারণ এবং জগৎ কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। কারণ যেরূপ কার্য্যের ন্যায় বস্তুতঃ সত্য। ব্রহ্ম ক্রীড়ার জন্য স্বেচ্ছাক্রমে জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু এই পরিণামে তিনি অবিকৃত আছেন, সুতরাং জগৎ—ব্রহ্মের অবিকৃত পরিণাম। জগৎ মায়িক বা স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে, ভগবান্ হইতে ভিন্নও নহে। জগতের উৎপত্তি বিনাশ নাই, কিন্তু আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে। তিরোভাবে কারণরূপে অবস্থান এবং আবির্ভাবে কার্য্যরূপে প্রাকট্য। একাকী ক্রীড়া সম্ভব নহে, এই ভগবান ক্রীড়ার জন্যই জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিলেন যথা—"ভগবান্ স্বরীড়ার্থমিদং জগদ্রূপেণাবির্ভূয় ক্রীড়তীতি বৈদিকৈর্নিরীয়তে।"

৫। জীব ব্রহ্মের অণুসচ্চিদংশ। জীব জগতে অবস্থিত এবং ব্রহ্মের ন্যায় শুদ্ধ চেতন। চৈতন্য—জীবের গুণ। অণু জীবের অল্পদেশ অবস্থিতি হইলেও চৈতন্য গুণ—প্রসারণশীল; সুতরাং বহু দেহে ব্যাপ্ত হয়। বেদান্ত দর্শনের ২অঃ ৩য় পাদে "অবিরোধশ্চন্দনবৎ।" সূত্রে ইহা বলা হইয়াছে—"যথা সর্ব্বশরীরব্যাপীচেতন্যং ন ঘটত ইতি বিরোধো ন ভবতি চন্দনবৎ, চন্দনমেকদেশস্থিতং সকলদেহসুখং করোতি। (—অনুভাষ্য)। চন্দন যেমন একদেশস্থিত হইয়াও সমস্ত দেহ শীতল করিয়া সুখোৎপাদন করে, তদ্রূপ অণুজীব হৃদ্দেশে অব-স্থিত হইয়াও চৈতন্যগুণে সমস্তদেহ পরি-ব্যাপ্ত হয়।

৬। জীবের অবস্থা তিন প্রকার শুদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত। জীবের অবিদ্যা-সম্বন্ধরহিতাই তাহার শুদ্ধত্ব। অনাদি-অবিদ্যাবদ্ধ জীবই সংসারী। ভগবান যে সকল বদ্ধজীবকে মুক্তির অধিকারীরূপে স্বয় সন্ধানাদিপূর্ব্বক দর্শন দান করেন, তাহারাই মুক্ত। [illegible] তিরোভূত হইয়া কেবল সচ্চিদংশের অনু অংশই জীবত্ব। যথা—"আনন্দাংশস্য পুরুষস্য তিরোহিতো যেন জীবভাব ইতি।" স্বকৃত পুরেষণা তাপত্রয় জীবনাশ ভগবত্তত্ত্বাংশ ইতি।" (অনুভাষ্য)

৭। পূর্ব্বোক্ত দর্শনের (২ অঃ ৩ পাঃ ২৯ সূঃ) "তদব্যক্তমাহ হ্যতদ্ব্যপদেশাৎ প্রাজ্ঞবৎ।" সূত্রে শ্রুত্যুক্ত 'তত্ত্বমসি' বাক্যের তাৎপর্য্য পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'তত্ত্বমসি' বাক্যে অংশাংশিভাবের সম্বন্ধই নিরূপিত হইয়াছে। অমাত্য রাজপদ

প্রয়োগের ন্যায় জীবে ভগবদ্ব্যপদেশ বুঝিতে হইতে হইবে।

—

৮। শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদেকে সেবা ও সর্ব্বাত্মভাবই মুক্তি। জীব বিভিন্ন ব্রহ্মাংশ। যখন সমস্ত কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ—ব্রহ্ম, তখন কার্য্য বস্তুর পৃথক্ প্রকাশ হইলেও তাহা কারণ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল নহে; কারণই স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া কার্য্যরূপে পরিণত, যখন এইরূপ বাস্তব উপলব্ধি হয়, তখনই সর্ব্বাত্মভাব সিদ্ধ হয়। শুদ্ধ জীব সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট হন এবং প্রেমে তাঁহাকে প্রিয়তম স্বামিরূপে সেবা করিয়া সেই সেবানন্দ-রসে নিমজ্জিত হন। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

৯। শমদমাদি—বহিরঙ্গ সাধন। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—অন্তরঙ্গ সাধন। ভগবানে চিদ্ধর্ম্ম শ্রবণতাই সেবা এবং সর্ব্বাত্মভাবই মানসী সেবা। পুষ্টিমার্গীয় সাধনই শ্রেষ্ঠ। ভক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ—মর্য্যাদা ভক্তি ও পুষ্টিভক্তি। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে যে ভক্তির উদয় হয় তাহাই পুষ্টিভক্তি।

ফলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক ধর্ম্মসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মিস্বরূপে স্থিতিই পুষ্টি-মার্গ। যেখানে ভগবানের দোষগুণ বিচার নাই, যেস্থলে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা নাই, তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিভক্তি। যেস্থলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ে কোন চেষ্টা নাই, তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিমার্গ। যেখানে স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণের শূন্যই নিখিল প্রচেষ্টা, তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিমার্গ। যে ভক্তি আশ্রয় করিলে ভগবান জীবকে আত্মীয়রূপে বরণ করেন, তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিভক্তি। সমস্ত বিষয় ত্যাগ বা নিষ্কিঞ্চনতা, সর্ব্বভাবে ও সর্ব্বাত্মরূপে কায়মনোবাক্যে সমর্পণই শুদ্ধ পুষ্টিমার্গ। পুষ্টিমার্গীয় সেবায় মুগ্ধ হইয়া ভগবান্ প্রীত হইয়া জীবকে রাসোৎসবে আকর্ষণ করেন। ভগবানের বেণুনাদে আকৃষ্ট হইয়া রাসোৎসবে যোগদান করিবার যোগ্যতা লাভ করাই পুষ্টিমার্গীয়গণের চরম কাম্য।

আমার দুর্ভাগ্য কেন?

(শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম)

বাল্যকাল হইতেই আমার মন-পাখী (মৌকায় বাদাম) প্রতিকূল প্রবল বাতাস পাইয়া আমার জীবনতরীখানাকে বিরক্তির বিপরীত দিকে সংসারসমুদ্রের শেষ প্রান্তে

অবস্থিত জড়-শিক্ষা-দীক্ষা-শৈলের সহিত এমনভাবে সংবদ্ধ করিয়াছে যে, উহাকে রক্ষা করিবার আর কোনও উপায় দেখিতেছি না। ঐ শৈলই হইয়াছে এখন আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। উহার উপর দণ্ডায়মান হইয়াই এখন আমি চতুর্দ্দিকে দৃক্‌পাত করিয়া যাবতীয় বিপদ্‌ দর্শন করি। যদি কোনও প্রবল বন্যা আমার এই শৈল দর্শন করিয়া আমার তরীখানাকে উহার দিকে ঠেলিয়া দেয়, তাহা হইলে আমি তাহার শক্তির উপর সন্দিহান হইয়া তাহাকে ঐকান্তিক হইতে বিরত করি; শৈলের কঠিন গাত্রে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত এবং ত্রিতাপতাপে দগ্ধীভূত দেখিয়া যদি কোনও পরমহিতৈষী মহাজন আমাকে শান্তিময় রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণচরণকল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় লইয়া যাইতে চাহেন, তাহা হইলে আমি চতুর্দ্দিকে সংসারসমুদ্রের প্রবল তরঙ্গমালা দেখিয়া তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, তাঁহাকেও আমার 'সন্ন্যাসীর বেশে রাবণ' বলিয়াই মনে হয়; কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ অবিদ্যাজ্ঞানে অনেকবার চুণগোলা খাইয়া আমার মুখ পুড়িয়াছে, তাই এখন দধি দেখিলেও ভয় হয়।

কোনও রাজার পুত্র বাল্যকাল হইতেই কুক্রিয়াসিক্ত ছিল। কাহারও অনিষ্ট সাধন না করিয়া সে জল গ্রহণ করিত না। রাজা এতাদৃশ গুণধর পুত্রের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত অনেক প্রকারের শাস্তি প্রদান করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। তিনি পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ম্রিয়মাণ থাকিতেন। একদা কোনও সন্ন্যাসী রাজপুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজপুত্রকে প্রথমতঃ তাহার কার্য্যে বাধা না দিয়া বরং ঐকান্তিক নিমিত্ত তাহার প্রশংসাই করিতেন। তাই রাজপুত্র উক্ত সন্ন্যাসীকে অতিশয় ভালবাসিত এবং সর্ব্বক্ষণ স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসীর নিকট থাকিত। একদা বাগানে ভ্রমণসময়ে সন্ন্যাসী একটী কচি নিম্বতরু দেখিয়া রাজপুত্রকে উহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপুত্র উত্তর প্রদান করিতে না পারায় সন্ন্যাসী তাহাকে নিম্বপত্রের স্বাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। রাজকুমার নিম্বপত্রের আস্বাদন পাইয়াই তরুটিকে সমূলে উৎপাটিত করিল। সন্ন্যাসী তাহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল — এই গাছের পাতা এখনই যে প্রকার তিক্ত, বড় হইলে ইহা যে কি ভীষণ তিক্ত হইবে, তাহা বলা যায় না, হয়ত অনেক লোক ইহার পাতা খাইয়া মারা যাইবে, তাই আমি ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করিলাম। রাজকুমারের উক্তি শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—এই বৃক্ষটীর কচি পাতার তিক্ত আস্বাদে তুমি যেমন পরিণামে ইহার ভীষণ অনিষ্টকারিত্ব আশঙ্কা করিয়া ইহাকে বিনাশ করিলে, সেই প্রকার বাল্যের প্রথম অবস্থাতেই তোমার এবম্বিধ দুষ্প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া রাজ্যের প্রজাবৃন্দ, এমন কি, তোমার আত্মীয়স্বজনও পূর্ণ যৌবনে তোমার কুকার্য্যের ফলাফলে সকলেই ভবিষ্যতে বিপন্ন হইবে আশঙ্কা করিয়া তোমার প্রাণসংহারে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং এখন হইতে চরিত্র সংশোধন কর, নতুবা তোমার পরিণাম কি হইবে, তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। সন্ন্যাসীর সেই উপদেশ বাক্যে রাজকুমার যাবতীয় দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সচ্চরিত্র হইল।

পূর্ব্বোক্ত সাধুজনোচিত সন্ন্যাসীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিম্নশ্রেণীর তিক্ত আস্বাদনেই মুক্তাফোঁ নিষেধ করত তিনি তাহা পরিত্যাগ করিল, আর আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, পরম করুণাময় বৈষ্ণবঠাকুরগণ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে মায়ার সংসর্গের নিমিত্ত আমার সর্ব্বনাশের বিষয় উপলব্ধি করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও আমি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছি না। পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাসী রাজকুমারকে শুধু অসচ্চরিত্রতা কুফলের কথাই বর্ণন করিয়াছেন, সচ্চরিত্রতার সুফলের বিষয় কিছুই বর্ণন করেন নাই; কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুরগণ একদিকে অসৎ নিষেধপূর্ব্বক আমাকে সাত্ত্বিক বিধির আস্বাদ, অন্যদিকে তাহার সুফলের সুমধুর ও মাধুর্য্যপূর্ণভাবে বিধি প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু হায় বিধির কি কঠিন অভিসম্পাত যে ইহা ভোজনের লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। ধিক্ আমাকে! শতধিক্ আমার মূর্খতাকে!! সহস্র ধিক্ আমার আসক্তিকে!!!

পিশাচগ্রস্তের লক্ষণ

২)

ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে যদি তাহার নিজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যায়, তবে সে কোনও বৃক্ষ বা পোড়ো কদর্য্যস্থানকে তাহার বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এবং তাহার খাদ্য কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে পচা মাংস, পুঁয়াদি অমেধ্য দ্রব্যে রুচি প্রকাশ করে। ভূতগ্রস্তের সমুদয় কার্য্যকলাপেই তাহার বিকৃত অদ্ভুত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, 'সে কে', তাহা জিজ্ঞাসা করিলে পর্য্যন্ত অপর কোন মৃত ব্যক্তির নামে নিজ পরিচয় প্রদান করে।

আমরা যদি একটু ধৈর্য্যের সহিত প্রণিধান গোস্বামীর প্রদত্ত ঐ অমূল্য বাক্যাবলীর আলোচনা করি, তবে বুঝিতে পারিব যে, ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীবমাত্রেই পিশাচগ্রস্তের স্বভাববিশিষ্ট। মায়াপিশাচীর অধিকৃত আমরাও বড়ই বিকৃত রুচির পরিচয় প্রদান করিতেছি, অথচ আমরা আমরাই সগর্ব্বে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসনের দাবী করি! কোথায় পিশাচাবিষ্ট অবস্থাতে অসচ্ছন্দতা অনুভব করিব, তাহা না করি। কিন্তু মায়ার দণ্ডাদপি হই। গোস্বামী যখন যোনি ভ্রমণ করিতেই সমধিক ভালবাসি।

ভূতাবিষ্টের ন্যায় মায়াগ্রস্ত আমরাও 'আমি ও আমার' এই প্রকার বিরূপাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া, এই অনিত্য ধ্বংসশীল স্থূলদেহকে নিত্য বাসস্থলী মনে করিয়া, নিজকে স্ত্রী, পুরুষ, যুবক যুবতী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ধনী নির্ধন, সুন্দর, কুশ্রী ইত্যাদি অহিত সংজ্ঞায় সজ্জিত করিতেছি। আমরা প্রত্যেক অণুচেতন জীব যে, গোলকবিহারী শ্রীনন্দনন্দনের "পদকমল গোরেসদাসাস্তুদাস," আজ এই বিশুদ্ধ তত্ত্ব জ্ঞানামৃতে আমরা বঞ্চিত। আর তন্নিমিত্তই দিগুণময়ী প্রবলা মায়ার শ্রীচরণসেবী মায়াধ্যক্ষ হইয়া তাহার আজ্ঞা পালনার্থে বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছি। অনাদিকর্ম্মফলে চালিত হইয়া যখন যে দেশে জন্মগ্রহণ করিতেছি, তখন সেই স্থানকেই 'আমার দেশ' বলিতে গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের একচ্ছত্র মহেশ্বর নিখিল শ্রীমহাপ্রসাদে একবিন্দুও রুচি প্রকাশ না করিয়া অন্যান্যেচ্ছা নানা লৌকিক পদার্থে লোকপাশে বদ্ধ হইয়া বদ্ধ পাশকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতেছি। স্বপ্নেতর বিরের ন্যায় জাগরণেই মায়া পিশাচীর করাল কবলে পতিত হইয়া আমরা কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে, কখনও বা এই ভূতলে ক্লেশপ্রদ নানা দেহ লাভ করিয়া অবর্ণনীয় যাতনা প্রাপ্ত হইতেছি।

কামনাপিশাচীর বিকৃত রুচির তৃপ্তি বিধানের জন্য অনাদিকাল যাবৎ আমরা কতই না যত্ন করিলাম, কিন্তু প্রাণপাত-যত্নে আদেশ পালন করিয়াও কি তাহার কামপিপাসার শান্তি হইল?

হায়! আমাদের কি আত্মদুর্দ্দশার প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত হইবে না? সতত ঐ দানবীর পদাঘাতস্বরূপ পুরস্কার ও নানা কদর্য্য যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়াও কি চৈতন্য জাগ্রত হইবে না? ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্য ঘটনা আর কি হইতে পারে? কবে আমরা শরণাগত ভক্তভক্তের শ্রীচরণানুগত্যে যথার্থ নিষ্কপটতার সহিত গাহিতে পারিব,—

"নামাশ্রীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশাস্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ। উৎসৃজ্যৈতান্নথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্তামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

ভূতাবিষ্ট ওঝা যেরূপ ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া নানাবিধ মন্ত্রাদি প্রয়োগ দ্বারা পিশাচমুক্ত করেন, তদ্রূপ মায়াগ্রস্ত আর্ত্ত জীবকুলকে মায়াপিশাচীর নিকট কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, জীবের নিত্যস্বভাব-ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণদাস্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, পরম দয়াময় শ্রীকৃষ্ণই জীবের গুরুরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমরা যদি সত্যসত্যই মায়াপাসঙ্ঘের দৌহ-নিগড় হইতে মুক্ত হইবার প্রবল বাসনা লইয়া তদীয় কোটিব্রহ্মাণ্ডপূজিততম অভয়-চরণারবিন্দযুগলে শরণাগত হই, তবে তাঁহার অপার করুণা আমাদিগকে মায়া-দেবীর দুশ্ছেদ্য মায়াজাল হইতে মুক্ত করিবেই করিবে। কারণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মায়াবদ্ধ সমগ্র বিশ্বমানবকে অভয় দিয়া বলিয়াছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" আবার কলিজীবের ইষ্টার্থ পতিত-পাবনাবতার অভিন্ননন্দনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর সনাতনশিক্ষায় মায়াপিশাচীর কবল হইতে মুক্তিলাভের উপায়টি অতি সহজ ভাষায় বলিলেন,—

"নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার দুঃখ ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কামক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥"

সুকৃতিসম্পন্ন ভ্রাতাভগিনীগণ, আসুন, আমরা সকলে সমবেত হইয়া কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ শ্রীশ্রীসাধুগুরুদেবের শ্রীশ্রীপদ-কমলে প্রপন্ন হই, এতদ্ব্যতীত আমরা কোন উপায়েই পিশাচমুক্ত হইতে পারিব না।

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ৩০শে বৈশাখ সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি সহরের কাশীয়াড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর আগ্রহে আরও কয়েকদিন তথায় পাঠ, কীর্ত্তন হইবে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ্যানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের [illegible]—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র [illegible] বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার [illegible] সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাভিধান, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার [illegible] ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত [illegible] ও প্রাকৃত প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-[illegible], [illegible] ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর [illegible], মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুবিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে [illegible] ভিক্ষা [illegible] টাকা, [illegible] স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক [illegible]। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, [illegible] জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আত্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, [illegible] ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা বোনার জন্যে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব [illegible] বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত [illegible] প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। [illegible] টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ।০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়াগ্রহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল গোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থ মূর্ত্ত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৴০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্য সঙ্গ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের [illegible]। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্রয়ে পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজন [illegible], বড়বিধা শরণাগতি ও [illegible] বিষয়ক গীতিগ্রন্থ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রণাম-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতাবলী একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের [illegible] ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণ [illegible] সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমধ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ঐ নিত্যপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী [illegible] ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা; ঐতিহ্য, প্রৌঢ় ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের [illegible] তুলসীমালার ন্যায় [illegible] কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৫৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পেঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার।

টেলিফোন বি. বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিবর্ত্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ও শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মরমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জারগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা।

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী, ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া [illegible]

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যাবিদ্, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা ব[illegible]। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়ার।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কমাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] গিরিমহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

হ্যারিসনরোডে ভীষণ বিস্ফোরণ

গত ১৪ই মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে ১৬২ নং হ্যারিসন রোডস্থ বাড়ীর চারিতালার উপরে একটী ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটে। এজন্য বড়বাজার অঞ্চলে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই বিস্ফোরণের ফলে ব্রিজলাল ব্রাহ্মণ নামক এই বাড়ীর একজন হিন্দুস্থানী ভাড়াটীয়া চোখে এবং হাতে গুরুতরভাবে জখম হয়। এই বিস্ফোরণের আওয়াজ অতি ভয়ানক হইয়াছিল।

আহত ব্যক্তি বলে, সে পায়খানাতে গিয়াছিল, তখন একটা ভীষণ আওয়াজ হয়। তাহার চোখে কি যেন একটা ছুটিয়া লাগে, তাহার ফলে তাহার চোখ কাণা হইয়া যায়। সে কিছুই দেখিতে পায় না। ইহার পর সে বোধ করে, যেন তাহার শরীরের জায়গায় জায়গায় পুড়িয়া যাইতেছে। তখন সে ছুটিয়া নীচে নামিতে থাকে। ঐ সময় তাহার জন্য আহূত ডাক্তার আসিয়া তাহাকে ধরেন এবং শুশ্রূষা করেন। তাহার দুইটী পা এবং হাত জখম হইয়াছে।

যে পায়খানাটির ভিতর এই বিস্ফোরণ ঘটে, তাহার দেওয়ালের খানিকটা জায়গায় ইট উড়িয়া গিয়াছে।

এই ঘটনার খবর পাইয়া বড়বাজার পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহারা অনেক সন্ধান করিয়াও বিস্ফোরিত পদার্থের কোন টুকরা পায় নাই। সমস্ত ব্যাপারটী রহস্যজড়িত বলিয়া মনে হইতেছে। পুলিশ জোর তদন্ত চালাইতেছে।

গান্ধীজীর স্বরাষ্ট্র সচিবের সহিত আলোচনা

গত ১৪ই মে সকালে স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ ইমার্সনের সহিত মহাত্মা গান্ধীর ২ ঘণ্টা কাল আলাপ হয়। বৈকালেও পুনরায় দুইঘণ্টা কাল আলাপ হয়; বৈঠকের ফল সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই বৈকাল ৫টায় এবং গান্ধীজী ১৫ই অপরাহ্ণ ৭টায় বড়লাটের সহিত দেখা করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্র শাসনতন্ত্র গঠন ক

গত ১৪ই মে যুক্তরাষ্ট্র শাসনতন্ত্র গঠন কমিটির সদস্যদের সহিত লাটসাহেবের এক বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিকানীরের মহারাজা, ভূপালের নবাব সার তেজবাহাদুর সাপ্রু, সার সহম্মদ সফি, সার সি, পি, রামস্বামী আয়ার, সার সুলতান আমেদ, সার আকবর হায়দালী, মিঃ রামস্বামী মুদালীয়র, মিঃ জয়াকর, মিঃ গেভিন্ জোন্স, সর্দার উজ্জলসিং, কর্ণেল হাম্পার প্রভৃতি ছিলেন।

নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্বন্ধে চুক্তি

ডাঃ আনসারী ও সায়েদ কোরেশী সিমলায় আসিয়াই ভূপাল বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে অস্থায়ী চুক্তি হইয়াছে, উহা জানাইবার জন্য মহাত্মার গৃহাভিমুখে গমন করেন। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে ১০ বৎসর কালের মধ্যে যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত না হওয়া পর্য্যন্ত যুক্ত পৃথক্ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান থাকিবে। এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ভূপালে আবার সভার অধিবেশন হইবে। এইভাবে মুসলমান সমাজের একটি সম্মিলিত দল গঠিত হইলে মুসলমানগণ কংগ্রেসকে ইহা গ্রাহ্য করাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।

ভারত-বিদ্বেষ সম্বন্ধে ব্রহ্মলাটের নিকট তার

বার্ম্মা ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ব্রহ্মের গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট নিম্নরূপ তার করিয়াছেন:—এই প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে দাঙ্গার দরুণ যে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রতি ব্রহ্ম গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই সমিতি অনুরোধ করিতেছেন। বিভিন্ন জেলা—বিশেষভাবে টোঙ্গু হাম্থাওয়াডী জেলা হইতে ভারতীয়দের ধনপ্রাণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের সংবাদ প্রত্যহ পাওয়া যাইতেছে। বদ্বীপ জেলা সমূহের ভারতীয় অধিবাসীরা অবিলম্বে ব্রহ্ম ত্যাগ না করিলে তাহাদের ধনপ্রাণ বিনষ্ট, ঘরবাড়ী লুণ্ঠন ও আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেওয়ার ভয় সর্ব্বদাই দেখান হইতেছে। বহু বৎসর যাবৎ যে সমস্ত ভারতীয় কৃষক ও শ্রমজীবীরা নানা জিলায় বাড়ীঘর করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে তাহাদের প্রতি এইরূপ অরাজকতা চলিতেছে দেখিয়া অত্রত্য ভারতীয়গণের অবস্থা বড়ই আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িয়াছে। কমিটীকে বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে জেলা কর্ত্তৃপক্ষ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অপ্রচুর ইতিমধ্যেই আক্রমণকারীদের হাতে বাড়ী ঘর ধনসম্পত্তি ফেলিয়া বহু গরীব কৃষক ও শ্রমজীবী চলিয়া যাইতেছে। দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রসমূহ এই অরাজকতার প্রতিবাদ না করিয়া পরন্তু উহার প্রশ্রয় দিতেছেন, ইহাও গবর্ণরের দৃষ্টিগোচর করা হইতেছে। বর্ত্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এই প্রদেশে ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ বিঘ্নকর হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট চাউলের কলগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সম্ভবতঃ মোগল ষ্ট্রীটের বড় বড় চাউলের ফার্ম্মগুলিকে শীঘ্রই কাজ বন্ধ করিতে হইবে; কমিটি এজন্য গবর্ণরকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তিনি স্বয়ং যেন উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং অবিলম্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন।

করাচীতে বিদেশী বস্ত্রের নেশা

প্রকাশ, করাচীর জনৈক কাপড়ের দালাল "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে এই অভিযোগ প্রেরণ করিয়াছেন যে, সস্তা, চিত্তাকর্ষক এবং সুলভ বলিয়া মহিলারা পুনরায় বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিতেছেন। আগামী বয়কট আন্দোলনের জন্য স্বদেশী বস্ত্র তালাচাবি বন্ধ হইয়া রহিল। অধিকন্তু তিনি এই অভিযোগও করিয়াছেন যে, যেসব স্বেচ্ছাসেবক বিদেশী বস্ত্রের দোকানগুলিতে পিকেটিং করিয়াছিল, তাহারা কাজের অভাবে ব্যবসায়ীদিগের নিকট কাজ জুটাইয়া দিবার জন্য অনুনয় করিয়া বেড়াইতেছে। উপসংহারে পত্র লেখক বলিতেছেন যে, ভারতবাসীদের অন্তঃকরণের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, পরন্তু বিদেশী বস্ত্রের প্রতি সেই পুরাতন অনুরাগ এখনও অটুট রহিয়াছে।

মন্তব্য প্রকাশ কালে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে বিদেশী বস্ত্র সম্বন্ধীয় অভিযোগ বাস্তবিকপক্ষে সত্য এবং বিদেশী বস্ত্রের দোকানগুলিতে ব্যাপকভাবে পিকেটিং হয় নাই। এক্ষণে জন-শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

গান্ধীজী ও বস্ত্র শিল্প

যুদ্ধ বিরতির পরও লোকের বিদেশী বস্ত্র গ্রহণ করিতে হইতেছে বলিয়া যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে গান্ধীজী গত ১৪ই মের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিয়াছেন,—বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ হইতেছে, তিনি সে গুলি মূলতঃ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন।

গান্ধীজী বলেন, বিদেশী দোকানসমূহে পিকেটিং করিবার প্রয়োজনীয়তা কতকটা আছে মাত্র। প্রকৃত জিনিষ হইল জনসাধারণকে এই বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তোলা। আবার এই শিক্ষাদানের অপেক্ষা কর্ম্মীদের আদর্শ হইয়া কাজ করার মূল্য অধিক, তদপেক্ষা অধিক মূল্য হইল, কি ভাবে চরকার সাহায্যে সুলভে খাদি উৎপাদন করা যাইতে পারে, লোককে তাহা শিক্ষা দেওয়া। কার্য্যতঃ এই তিনটিই এক সঙ্গে চলিয়া থাকে। সুতরাং খাদির ভিতর দিয়া বয়কটের অর্থনীতিক জ্ঞানে জনসাধারণকে অভিজ্ঞ করিতে হইবে কি ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তুলা পাঁজ করিতে হয়, ধুনিতে হয়, সূতা কাটিতে হয় এবং কাপড় বোনা যায়, কর্ম্মীদের ইহা জানা আবশ্যক সুতরাং যাঁহারা বিদেশী বস্ত্র বয়কট এবং খাদির উৎপাদন ও ব্যবসায়ের স্থায়ী মূল্য বুঝিয়াছেন তাঁহারা এই যুদ্ধ বিরতিতে আনন্দিত হইবেন, কারণ দেশের লোক রাষ্ট্রীয় আদর্শে কতটা অনুপ্রাণিত হইল, ইহা দেখিবার সুযোগ তাহাতে তাঁহারা লাভ করিবেন। প্রবল জনমতের চাপে পড়িয়া সংগ্রামকালে লোকে যাহা করিয়াছে, সাধারণ শান্তির সময়েও যাহাতে লোকে সেই সব কাজ করে তাহার উপরই আমাদের প্রকৃত শক্তি নির্ভর করিতেছে।

গান্ধীজী অতঃপর মিলওয়ালাদিগকে আর্থিক লাভের ঊর্দ্ধে রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে স্থান দান করিয়া খাদি আন্দোলনের সাহায্যে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীরা যাহাতে এ ব্যবসা পরিহার করিয়া স্বদেশী বস্ত্রের ব্যবসা অবলম্বন করেন, মিলওয়ালাদিগকে তজ্জন্য যত্নবান হইতে হইবে এবং উৎপন্ন মালের মূল্য সুনিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইবে। তাঁহারা যেন মনে করেন যে, তাঁহারা শুধু মিলের শ্রমিকদের নহে—সমগ্র জাতির আছ স্বরূপ।

চাঁদপুরে ইনস্পেক্টর হত্যা

নলিনীকান্ত সান্যাল নামক একব্যক্তি নিজেকে চাঁদপুরের ইনস্পেক্টর হত্যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পরিচয় দিয়া পার্ব্বতীপুর পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তাহাদের কাছে কতকগুলি কার্ত্তুজ দিয়া একটি একরার করে। দিনাজপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে অস্ত্র আইন অনুসারে তাহার ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণতন্ত্র
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৪৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সকল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীবাস অঙ্গনস্থ ৩রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৫৮, ১৭ই মে ১৯৫১

সিমলায় মহাত্মা গান্ধী

নেতৃবৃন্দের সহিত গান্ধীজীর আলোচনা

মালব্যজী ও বড়লাট

ডাক্তারদলের সহিত পুলিসের সংঘর্ষ

লাট প্রাসাদে গান্ধীজী

রাণাঘাটে অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড

লাটভবনে বৈঠক

কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

আজ ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

নানা কথা

সিমলায় মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী ১৭ই মে অর্থ-সচিব সার জন মথাইয়ের সহিত তাঁহার গৃহে সাক্ষাৎ করেন। কেন প্রস্তুত সম্বন্ধে দিল্লীর আলোচনে যেসব মত হইয়াছে সেই সম্পর্কেই উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। এই বিষয় লইয়া সিমলা রাজ্যে মধ্যে যথেষ্ট সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

ছইঘণ্টা আলাপ চলে ইহার মধ্যে বিষয়টি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়।

গান্ধীজী জানাইয়াছেন যে ভারত গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই পাকীয় গবর্ণমেণ্ট মালের জিনিষ ফিরাইয়া দিবার জন্য যে নোটিশ দিয়াছেন তাহা প্রত্যাহার করিবেন।

সার জন মথাইয়ের গৃহ হইতে মহাত্মা গান্ধী ইউনাইটেড প্রেসের মিঃ ইমানুয়েলের গৃহে গমন করেন। সেখানে রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয়।

নেতৃবৃন্দের সহিত মহাত্মার আলোচনা

সার তেজবাহাদুর সাপ্রু শ্রীযুক্ত জয়াকর, শ্রীযুক্ত কুঞ্জরু মহাদেবদেশাই প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন রাজনৈতিক মহলে প্রকাশ, সেই উপলক্ষে কংগ্রেস নির্বাচন কমিটীর অধিবেশন হওয়া সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মতের কোন অমতও নাই। যদি তিনি সেইজন্য যে শ্রীযুক্ত লণ্ডনে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক পরিপূরণ হইয়াছে তবে আরও আগে উক্ত কমিটীর অধিবেশন হইলে তিনি তজ্জন্য প্রস্তুত আছেন। কংগ্রেস নির্বাচন কমিটীর অধিবেশন হইতে দুরাস্ত নির্দেশ এখনও আসে নাই।

মালব্যজী ও বড়লাট

গত ১৪ই মে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহিত বড়লাটের প্রায় ৪৫ মিনিট

বিকানীরের মহারাজা এবং ধৌলপুরের মহারাজ সবারের বাসভবনে গমন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে কয়েকটী বিষয় লইয়া তাঁহার আলোচনা হয়।

লাটপ্রাসাদে গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী ১৭ই মে শিমলাস্থ হইতে তিন মাইল পথ পায়ে হাঁটিয়া লাট ভবনে উপস্থিত হন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে জনগণ বিপুল জনতা মহাত্মাকে সম্বর্ধিত করিতে থাকে। মহাত্মা স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে প্রতি-নমস্কার জানাইতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকেন। একদল ছাত্র উচ্চ কণ্ঠে মহাত্মার জয়ধ্বনি করিতে থাকে।

সকাল বেলা স্থানীয় হাল সম্প্রদায় মহাত্মাকে ১,১০০ টাকার একটী তোড়া উপহার দান করিয়াছিলেন।

রাণাঘাটে অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড

গত ১৪ই মে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সুকুমার ঘোষ নামক একজন কলেজের ছাত্র স্থানীয় রায়-সাহেবের কাম্পাউণ্ডে পাচকড়ি নাহাকে তাহার ঘরে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, তাহাদের ভিতর পূর্বদিন বচসা হয়। পাচকড়িকে তৎক্ষণাৎ নবকান্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল করিয়া রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় তাহার দেহান্ত ঘটে। সুকুমার নিরুদ্দেশ হইয়াছে। মৃত ব্যক্তি একজন অসাধারণ খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি ভলেবল খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না—

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫ম বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর দিবস নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই সুদৃশ্য অলঙ্কারিত "শক্তি-সঞ্জিবনী বটিকা" পূর্ব্বের চিহ্নাঙ্কিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটিকা এক কথায় বলিতে গেলে নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মনিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সত্বর হউন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন। ১লা জুন হইতে ১২ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৯।১ কলেজের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জিনী তৈল

অকাল-পলিত কেশের অব্যর্থ মহৌষধ।

মস্তিষ্কের শুষ্কতায় ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটশিশির নমুনাস্বরূপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস- ১১নং লক্ষ্মীডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাদুমন্ত্রের ন্যায় বটিকা দিয়া ইহার চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ—

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাতায়াত এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষাল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ মৈকাড়ী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত শ্যামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ মিত্র, ১২৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র :—আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ৬ মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিশোরীমোহন উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবনা) ৪৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ণ বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০৩নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা সাময়িক অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া অকালে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার রোগ, যেমন শারীরিক দুর্ব্বলতা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

একমাত্র—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

৫৩নং, গাড়ে-হিব পোঃ, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৩রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—১৩৩৮

শ্রবণকীর্ত্তন

হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনই শুদ্ধভক্তগণের সাধ্য ও সাধন। সেই শ্রবণকীর্ত্তন ভক্ত্যঙ্গে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ আদির অপেক্ষা নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ আদির ন্যায় হরিকথাশ্রবণ-কীর্ত্তনও একটী সাধনের অঙ্গ, ইহাই উক্তি ভগবচ্চরণে অপরাধী ব্যক্তিগণের বৃথা প্রলাপ মাত্র।

শুদ্ধভক্তের হরিকথাশ্রবণকীর্ত্তনাদির সহিত কর্ম্মি,জ্ঞানী, যোগিগণের শ্রবণকীর্ত্তনে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণ চিত্তশুদ্ধি-রূপ স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য হরিকথা শ্রবণ করেন এবং সামান্য চিত্তের স্থিরতা হইলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন; তাঁহারা ঐরূপ মনে করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অনাদর করেন; বস্তুতঃ তখনও তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই। 'বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।'

অনাশ্রিতভাবে জীবের অবস্থান থাকিতে পারে না বলিয়া তাঁহারা কেহ বা অনন্তকাল কর্ম্মমার্গের ঘূর্ণাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত করিতে থাকেন অথবা কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনাদি করিয়াও অধঃপতিত হন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানাদিচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরণাগত হইয়া সাধুমুখবিগলিত শ্রীহরি-কথামৃত শ্রবণ করেন, তাঁহারা অতি ভগবান্‌কে জয় করিয়া থাকেন। ভগবান্ তাঁহাদের নিকট নিজ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রকটিত করেন। তাঁহারা ভগবানের নিত্য নবনবায়মান সেবামুখে মত্ত হন। সকল ইতর আশা হইতে নিবৃত্ত হন ও পরশান্তি লাভ করিয়া নিত্য সেবাতেই নিত্যকালের জন্য নিযুক্ত থাকেন।

শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত সমাদৃতি

১। ব্রহ্ম—প্রতিপাদ্য, আর শাস্ত্র—প্রতি-পাদক। শাস্ত্র ও ব্রহ্মে প্রতিপাদক ও প্রতি-পাদ্য সম্বন্ধ। ব্রহ্ম শব্দের অবিষয় নহেন। ব্রহ্মই বিষয়, অবিদ্যানিবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তিই প্রয়োজন। অবিদ্যার জন্যই জীবের দুঃখ, ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেই সেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়, সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ। যথা—

"ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব পুরুষার্থত্বম্।" (অনুভাষ্য)

২। ব্রহ্ম সাকার বা সবিশেষ বিগ্রহ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম ভক্ত, মায়া তাঁহার শক্তি হইলেও তাঁহাতে অবস্থিতা নহে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমাত্মক কোন প্রাকৃত গুণ তাঁহাতে নাই, সুতরাং তিনি নির্গুণ। গুণাতীত হইলেও তিনি জগতের কর্ত্তা।

৩। ব্রহ্মের শক্তি অচিন্ত্য ও অনন্ত। ব্রহ্ম ইহা হইতে পারেন এবং ইহা হইতে পারেন না, এরূপ বিধিনিষেধের বাধ্য নহেন, সুতরাং বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ও বিরুদ্ধ বাক্যের সমাবেশ একমাত্র তাঁহাতেই সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে। যথা—"অচিন্ত্যানন্ত-শক্তিমতি সর্ব্বভবনসমর্থে ব্রহ্মণি বিরোধা-ভাবাৎ।" "বিরুদ্ধসর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ং তু ব্রহ্ম।" "বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্ব ব্রহ্মের ভূষণায়।" বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব ব্রহ্মের স্পষ্টই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। জগতের কর্ত্তা বলিয়াই তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তিনিই কর্ত্তা এবং তিনিই ভোক্তা যথা

"উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং জগতঃ
কর্ত্তৃ বৈ দৃঢ়ং।
যেন বোধিতং তদ্ধি নাদৃথা
ভাবতুং ক্ষমম্॥
নহি শ্রুতিবিরোধোঽস্তি কস্যচিদ্‌পি
ন বিদ্যতে
সর্ব্বভাবসমর্থত্বাদচিন্ত্যশক্ত্যাবৃদ্‌হৃং॥"
[অনুভাষ্য]

৪। জগৎ ও ব্রহ্মে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। জগৎ—কার্য্য, ব্রহ্ম—কারণ এবং কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। কারণ সৎ হওয়ায় যাহার কার্য্যও সৎ, অতএব জগৎ ব্রহ্মশক্তি হইলেও বস্তুতঃ সত্য। ব্রহ্ম ক্রীড়ার জন্য স্বেচ্ছাক্রমে জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু এই পরিণামে তিনি আবৃত আছেন, সুতরাং জগৎ—ব্রহ্মের অবিকৃত পরিণাম। জগৎ মায়িক বা স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে, ভগবান্ হইতে ভিন্নও নহে। জগতের উৎপত্তি বিনাশ নাই, কিন্তু আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে। তিরোভাবে কারণরূপে অবস্থান এবং আবির্ভাবে কার্য্যরূপে প্রাকট্য। একাকী ক্রীড়া সম্ভব নহে, তাই ভগবান ক্রীড়ার জন্য জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিলেন যথা—"স্বধাম স্বক্রীড়ার্থিনোঽস্য কৃষ্ণস্য ক্রীড়োপকরণতয়া বিনির্ম্মিতে।"

৫। জীব ব্রহ্মের অণুসচ্চিদংশ। জীব জন্যে অবস্থিত এবং ব্রহ্মের ন্যায় শুদ্ধ ও চেতন। চৈতন্য—জীবের গুণ। অণু জীবে অবস্থিতি হইলেও চৈতন্য-গুণ—প্রসরণশীল; সুতরাং বহুস্থানে ব্যাপ্ত হয়। বেদান্ত দর্শনের ৩অঃ ৩পাদে "গুণাদ্বা লোকবৎ।" ইহা বলা হইয়াছে যে সর্ব্বশরীরব্যাপী চৈতন্য [illegible] চন্দনবৎ, চন্দন যেমন একদেশস্থিত হইয়াও সমস্ত দেহ শীতল করিয়া সুখোৎ-[illegible] তদ্রূপ অণুজীব হৃদ্দেশে অব-[illegible] চৈতন্যগুণে সমস্ত দেহ

৬। জীবের অবস্থা তিন প্রকার শুদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত। জীবের অবিদ্যা-সম্বন্ধাভাবই তাহার শুদ্ধত্ব। অনাদি-অবিদ্যাবদ্ধ জীবই সংসারী। ভগবান যে সকল বদ্ধজীবকে মুক্তির অধিকারীরূপে মুক্ত সন্ন্যাসনামাশ্রম দেবত্ব প্রদান করেন, তাহারাই মুক্ত। ব্রহ্মের আনন্দাংশ তিরোভূত হইয়া কেবল সচ্চিদংশে অব-[illegible] জীবের। যথা—"আ পুরুষেণ তিরোহিতো যেন ভাবেন ইতি।" স্বরূপবৈভবেণাস্মিন্ জীবনাম ভগবতোঽংশো ইতি।" (অনুভাষ্য)

৭। বেদান্ত দর্শনে (২ অঃ ৩ পাঃ ২৩ সূঃ) "তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ। "সূত্রে শ্রুত্যুক্ত 'তত্ত্বমসি' বাক্যের তাৎপর্য্য পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'তত্ত্বমসি' বাক্যে অংশাংশিভাবের অভেদত্বই নিরূপিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ রাজপদ প্রয়োগের ন্যায় জীবে ভগবদ্ব্যপদেশ বুঝিতে হইতে হইবে।

৮। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে সেবা ও সর্ব্বাত্মভাবই মুক্তি। সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মা-ত্মক। যখন সমস্ত কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ—ব্রহ্ম, তখন কার্য্য বস্তুর পৃথক্ প্রকাশ হইলেও তাহা কারণ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল নহে; কারণই স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া কার্য্যরূপে পরি-ণত, যখন এইরূপ বাস্তব উপলব্ধি হয়,তখনই সর্ব্বাত্মভাব সিদ্ধ হয়। শুদ্ধ জীব সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আত্মই হন এবং প্রেমে তাঁহাকে প্রিয়তম স্বামিরূপে সেবা করিয়া সেই সেবানন্দ-রসে নিমজ্জিত হন। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

৯। শমদমাদি—বহিরঙ্গ সাধন। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—অন্তরঙ্গ সাধন। ভগবানে চিত্তের প্রবণতাই সেবা এবং সর্ব্বাত্মভাবই মানসী সেবা। পুষ্টিমার্গীয় সাধনই শ্রেষ্ঠ। ভক্তির ত্রিবিধ প্রকাশ—মর্য্যাদা ভক্তি ও পুষ্টিভক্তি। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই পুষ্টিভক্তি

ফলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক ধর্ম্মসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মিস্বরূপে স্থিতিই পুষ্টি-মার্গ। যেখানে ভগবানের দোষগুণ বিচার নাই, সেস্থলে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা নাই, তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিভক্তি। যেস্থলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ে কোন চেষ্টা নাই, তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিমার্গ। যেখানে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই নিখিল চেষ্টা, তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিমার্গ। যে ভক্তি আশ্রয় করিলে ভগবান্ জীবকে আত্মীয়রূপে বরণ করেন, তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিভক্তি। সমস্ত বিষয় ভোগে বা নিষ্কিঞ্চনতা, সদ্ভাবে ও সর্ব্বাত্মরূপে কায়মনোবাক্যের সমর্পণই শুদ্ধ পুষ্টিমার্গ। পুষ্টিমার্গীয় সেবার সুষ্ঠুতায় ভগবান্ প্রীত হইয়া জীবকে রাসোৎসবে আকর্ষণ করেন। ভগবানের বেণুনাদে আকৃষ্ট হইয়া রাসোৎসবে যোগদান করিবার যোগ্যতা লাভ করাই পুষ্টিমার্গীয়গণের চরম কাম্য।

আমার দুর্ভাগ্য কেন?

(শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি [illegible] ভক্তিসুহৃদ)

বাল্যকাল হইতেই আমার মন-পাখী (নৌকার নাম) প্রতিষ্ঠার প্রবল বাতাস পাইয়া আমার জীবনতরীখানাকে বিপরীত দিকে সংসারসমুদ্রের শেষ প্রান্তে

অবস্থিত জড় শিলা নীহার-শৈলের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত করিয়াছে যে, উহাকে রক্ষা করিবার আর কোনও উপায় দেখিতেছি না। ঐ শৈলই হইয়াছে এখন আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। উহার উপরে দণ্ডায়মান হইয়াই এখন আমি চতুর্দ্দিকে দৃক্‌পাত করিলে মর্ত্যভূমির চিত্র দর্শন করি। যদি কোনও প্রকৃত সুহৃদ্ আমার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া আমার তরীখানাকে উহার চেয়ে করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার শক্তির উপর সন্নিহান হইয়া তাঁহাকে ঐকান্ত হইতে বিরত করি; শৈলের কঠিন সান্নিধ্যের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত এবং ত্রিতাপতাপে দগ্ধীভূত দেখিয়া যদি কোনও পরিতৈষী মহাজন আমাকে শান্তিময় শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণচরণকল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় লইয়া যাইতে চাহেন, তাহা হইলে আমি চতুর্দ্দিকে সংসারসমুদ্রের প্রলয় তরঙ্গমালা দেখিয়া তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, তাঁহাকেও আমার 'সন্ন্যাসীর বেশে রাবণ' বলিয়াই মনে হয়; কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিজ্ঞানে অনেকবার চুনোপুঁটি খাইয়া আমার মুখ পুড়িয়াছে, তাই এখন দধি দেখিলেও ভয় হয়।

কোনও রাজার পুত্র বাল্যকাল হইতেই বিলাসে আসক্ত ছিল। তাহাকে অনিষ্ট সাধন না করিয়া সে জল গ্রহণ করিত না। রাজা এতাদৃশ গুণধর পুত্রের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত অনেক প্রকারের শাস্তি প্রদান করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। তিনি পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ম্রিয়মাণ থাকিতেন। একদা কোনও সন্ন্যাসী রাজপুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজপুত্রকে প্রথমতঃ তাহার কার্য্যে বাধা না দিয়া বরং ঐকান্তের নিমিত্ত তাহার প্রশংসাই করিতেন। তাই রাজপুত্র উক্ত সন্ন্যাসীকে অতিশয় ভালবাসিত এবং সর্ব্বক্ষণ স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসীর নিকট থাকিত। একদা বাগানে ভ্রমণসময়ে সন্ন্যাসী একটী কচি নিম্বতরু দেখিয়া রাজপুত্রকে উহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপুত্র উত্তর প্রদান করিতে না পারায় সন্ন্যাসী তাহাকে নিম্বপত্রের স্বাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। রাজকুমার নিম্বপত্রের আস্বাদন পাইয়াই তরুটিকে সমূলে উৎপাটিত করিল। সন্ন্যাসী তাহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—এই গাছের পাতা এখনই যে প্রকার তিক্ত, বড় হইলে উহা যে কি ভীষণ তিক্ত হইবে, তাহা বলা যায় না, হয়ত অনেক লোক উহার পাতা খাইয়া মারা যাইবে, তাই আমি ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করিলাম। রাজকুমারের উক্তি শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—এই বৃক্ষটীর কচি পাতার তিক্ত আস্বাদে তুমি যেমন পরিণামে ইহার ভীষণ অনিষ্টকারিত্ব আশঙ্কা করিয়া ইহাকে বিনাশ করিলে, সেই প্রকার বালোর প্রথম অবস্থাই তোমার এবম্বিধ দুষ্প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া রাজ্যের প্রজাবৃন্দ, এমন কি, তোমার আত্মীয়স্বজনও পূর্ণ যৌবনে তোমার কুকার্য্যের ফলাফলে সকলেই ভর্জ্জরিত হইবে আশঙ্কা করিয়া তোমার প্রাণসংহারে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং এখন হইতে চরিত্র সংশোধন কর, নতুবা তোমার পরিণাম কি হইবে, তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। সন্ন্যাসীর সেই উপদেশ কার্য্যে লাগিল, সেইদিন হইতে রাজকুমার যাবতীয় দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সচ্চরিত্র হইল।

— —

পূর্ব্বোক্ত রাজকুমার সন্ন্যাসীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিম্বপত্রের তিক্ত আস্বাদনেই সুফলের বিষময় ফল উপলব্ধি করত নিম্বতরু পরিত্যাগ করিল, আর আমরা কতই চীৎকার করিয়া বলি যে, পরম করুণাময় বৈষ্ণবঠাকুরগণ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে মায়ার দাসত্বের নিমিত্ত আমার সর্ব্বনাশ নিশ্চয় উপলব্ধি করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও আমি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছি না। পুনঃপুনঃ সন্ন্যাসী রাজকুমারকে শুধু অসচ্চরিত্রতার কুফলের কথাই বর্ণন করিতেছেন, সচ্চরিত্রতার সুফলের বিষয় কিছুই বর্ণন করেন নাই; কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুরগণ একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাকে সংসারসিন্ধুর তিক্তরসের আস্বাদ, অপরদিকে ভগবৎসেবা-সুধারসের সুমধুর আস্বাদ পাশাপাশিভাবে রাখিয়া প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু সংসার বিষের কীটকীট আমি বিষয় এমনই আসক্ত যে, উহা ভোজনের লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। ধিক্ আমাকে! শতধিক্ আমার মূর্খতাকে!! সহস্র ধিক্ আমার আত্মম্ভরিতাকে!!!

পিশাচগ্রস্তের লক্ষণ

(২)

ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে যদি তাহার নিবাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যায়, তবে সে কোনও বৃক্ষ বা পোড়ো স্থানকে তাহার বাসস্থলী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এবং তাহার খাদ্য কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে পচা মাংস, পুরীষাদি অমেধ্য দ্রব্যে রুচি প্রকাশ করে। ভূতগ্রস্তের সমুদয় কার্য্যকলাপেই তাহার বিকৃত অদ্ভুত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, 'সে কে', তাহা জিজ্ঞাসা করিলে পর্য্যন্ত অপর কোন মৃত ব্যক্তির নামে নিজ পরিচয় প্রদান করে।

আমরা যদি একটু ধৈর্য্যের সহিত পণ্ডিত গোস্বামীর প্রদত্ত ঐ অমূল্য বাক্যাবলীর আলোচনা করি, তবে বুঝিতে পারিব যে, ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীবমাত্রেই পিশাচগ্রস্তের স্বভাববিশিষ্ট। মায়াপিশাচীর অধিকৃত আমরাও বড়ই বিরক্ত রুচির পরিচয় প্রদান করিতেছি, অথচ আবার আমরাই সগর্ব্বে বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসনের দাবী করি! কোথায় পিশাচাবিষ্ট অবস্থাতে অসচ্ছন্দতা অনুভব করিব, তাহা না করিয়া কিনা মায়ার দণ্ডানফর হইয়া চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেই সমধিক ভালবাসি।

ভূতাবিষ্টের ন্যায় মায়াগ্রস্ত আমরাও 'আমি ও আমার' এই প্রকার বিকৃতাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়, এই অনিত্য ধ্বংসশীল মুখদেহকে নিত্য বাসস্থলী মনে করিয়া, নিজকে স্ত্রী, পুরুষ, যুবক, যুবতী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ধনী নির্ধন, সুন্দর, কুশ্রী ইত্যাদি অহির সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতেছি। আমরা প্রত্যেক অনুচ্চতন ভাবে যে, সোঽকামরমণ শ্রীশ্যামসুন্দরের "পদপল্লব প্লবোদাসাসুরাসঃ" আজ এই নিশ্চিত তত্ত্ব বিজ্ঞানামৃতে আমরা বঞ্চিত আর তন্নিমিত্তই ত্রিতাপময়ী প্রবলা মায়ার শ্রীচরণসেবী বাধ্যভৃত্য হইয়া তাহার আজ্ঞা পালনার্থে বদ্ধ পরিকর হইয়া সংগ্রামমান রহিয়াছি। অনাদিকর্ম্মফলে তাড়িত হইয়া যখন যে দেশে জন্মগ্রহণ করিতেছি, তখন সেই স্থানকেই 'আমার দেশ' বলিতে গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। প্রপঞ্চজয়ের একমাত্র মহৌষধ নির্গুণ শ্রীমদ্ভাগবতে একবিন্দু রুচি প্রকাশ না করিয়া অমেধ্যরূপ নানা প্রাকৃত পদার্থে লোলুপরবশ হইয়া কর্ম্ম পাশকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতেছি। কৃষ্ণেতর বিষয়ের ভোগবাঞ্ছাজনেই মায়াপিশাচীর করাল কবলে পতিত হইয়া আমরা কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে, কখনও বা এই ভূতলে ক্লেশপ্রদ নানা দেহ লাভ করিয়া অবর্ণনীয় যাতনা প্রাপ্ত হইতেছি।

কামনাপিশাচীর বিকৃত রুচির তৃপ্তি বিধানের জন্য অনাদিকাল যাবৎ আমরা কতই না যত্ন করিলাম, কিন্তু প্রাণপাত যত্নে আশেষ প্রকারে করিয়াও কি তাহার কামপিপাসার শান্তি হইল?

হায়! আমাদের কি আত্মদুর্দ্দশার প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত হইবে না? সতত জীবমাত্রের পরমাত্মরূপ পুরস্কার ও নানা কর্ম্মফল যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়াও কি চৈতন্য জাগ্রত হইবে না? ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্য ঘটনা আর কি হইতে পারে? কবে আমরা শরণাগত ভক্তভক্তের শ্রীচরণাশ্রয়ের যথার্থ নিষ্কপটতার সহিত গাহিতে পারিব,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশাস্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ। উৎসৃজ্যৈতান্ অথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্তামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

সুবিজ্ঞ ওঝা যেরূপ ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া নানাবিধ মন্ত্রাদি প্রয়োগ দ্বারা পিশাচমুক্ত করেন, তদ্রূপ মায়াহত আর্ত্ত জীবকুলকে মায়াপিশাচীর নিকট কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, জীবের নিত্যস্বভাব-ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণদাস্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, পরম দয়াময় শ্রীগুরুই জীবমাত্রের সদ্গুরুরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমরা যদি সত্যসত্যই মায়াদাসত্বের দৌহ-নিগড় হইতে মুক্ত হইবার প্রবল বাসনা লইয়া তদীয় কোটিচন্দ্রসুশীতল অভয় চরণারবিন্দযুগলে শরণাগত হই, তবে তাঁহার অপার করুণা আমাদিগকে মায়া-দেবীর দুশ্ছেদ্য মায়াজাল হইতে মুক্ত করিবেই করিবে। কারণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ মায়াবদ্ধ সমগ্র বিশ্ববাসীকে অভয় দিয়া বলিয়াছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" আমরা কলিজীবের উদ্ধারার্থে পতিত-পাবনাবতার অভিন্ননন্দনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর সনাতনশিক্ষায় মায়াপিশাচীর কবল হইতে মুক্তিলাভের উপায়টি অতি সহজ ভাষায় বলিয়াছেন,—

"নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কামক্রোধের দাস হঞা তার খায় লাথি ঝাঁটা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশমন্ত্র পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥"

সুকৃতিসম্পন্ন ভ্রাতাভগিনীগণ, আসুন, আমরা সকলে সমবেত হইয়া কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীশ্রীপদ-কমলে প্রপন্ন হই, এতদ্ভিন্ন আমরা কোন উপায়েই পিশাচমুক্ত হইতে পারিব না।

— —

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ৩০শে বৈশাখ সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি সহরের কালীবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। স্থানীয় সজ্জন-মণ্ডলীর আগ্রহে আরও কয়েকদিন তথায় পাঠ, কীর্ত্তন হইবে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমহাভারতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—বিলাস—প্রয়োজন ও প্রমাণ তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সূচী শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এটিক কাগজে ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ আনা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভূবিদ্যা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক [illegible] সরল ও [illegible] গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] গোস্বামি শাস্ত্র-মহোদয় [illegible] এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, [illegible] জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের [illegible] দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল [illegible] নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, [illegible], নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার [illegible] করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, [illegible] ৴০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি বিষয়ক মধুর [illegible] একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বা [illegible] জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ [illegible] আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

[illegible] কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলীর [illegible] সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরশ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, [illegible] (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং [illegible] খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট [illegible] মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, [illegible] মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন মায়াপুর, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমায়াপুর-গঙ্গার [illegible] প্রায় ৩০ ফুট উত্তর-পূর্বে শ্রীজন্মস্থানে আচার্যবর্য শ্রীভক্তি-[illegible]-শ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাম্প্রদায়িক তীর্থ, পরমসিদ্ধপীঠ বা সাম্বত ভজনস্থলী। এই মঠাধীশে শ্রীভক্তি-[illegible] অষ্টাঙ্গযোগাদি-সেবাসমূহ, পরাবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা [illegible]-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-ন্যায়-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীভক্তি-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধর ও সাম্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের [illegible] সেবা সেবিত হইতেছেন। এই মঠধামে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাম্বত-সম্প্রদায়ের অতীতকাল ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীনাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন প্রচারমুখে মঠ সংরোহণ বিধি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ [illegible]। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী সাংখ্যতীর্থ, শ্রীপাদ নীলাম্বর ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনীগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

বিশ্বত্রিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং আশুতোষ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সমাগমে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ ষ্ট্রীট সদাসর্বদা নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্যের বাণীর প্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, বি [illegible] মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-ব্যাখ্যা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ ভক্তানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগন্নাথ রাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল রাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীগোপীযোগেশ, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ [illegible]

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীনন্দীশ্বরা ও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীগান্ধর্বিকাদেবীর নিত্য সেবা হইয়া শ্রীভক্তি-রত্নাকর গোস্বামী [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। শ্রীমন্দির আচার্য, সেবাদক্ষ শ্রীচারুচন্দ্র।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার [illegible]। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি [illegible]

প্রাচীন মায়াপুর, [illegible] (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, সজ্জনগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীনিকুঞ্জপাল শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরসমাজের এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিসুহৃদ ভারতী মহারাজ, ওম্, ওম্, ওম্।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁদপাড়ী, সমুদ্রগড়, (বর্তমান)

শ্রীল বাণীনাথের [illegible] গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

[illegible]গড়, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমমঠ—

মাউগাছি, [illegible], বর্তমান।

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আশ্রম

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত প্রচারণী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীযাদব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীভক্তি-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

[illegible], ডমরাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীরাধাগোপাল ব্রহ্মচারী।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চৈকলিটা, বাসুদেবপুর, জেলিরীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরমানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া শ্রীপদ্মাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্তমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পুরীধাম, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদাম্বজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনয়না-নন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দীশানন্দ।

(২০) শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রজমিন্ডি পোঃ, পুরী।

অপরাধভেদের অনবসর সময়ে শ্রীমন্দির প্রকৃত অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রপন্নজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবলিবিহারী।

(২১) শ্রীবাসিতানন্দ মঠ

উড়িয়াপাড়ায়, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরঙ্গ-জীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী-শ্রীনারায়

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌড়-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীদামকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দকুমার।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়ারকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, রামকুণ্ড। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমা-নাথ রায়, শ্রীনেমানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবশরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাজু, ত্রিবেণী

এখানে বহুকুলমূর্ত শ্রীগোবলদেবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) বিল্লা গৌড়ীয় মঠ—কাম্যবন

১৮ কোশ জোয়ার, নিউ বিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাগোবিন্দ

লাটভবনে বৈঠক

বিকানীরের মহারাজা ও ভূপালের নবাব গত ১৪ই মে সকাল ১১টার সময় সামারহিল ষ্টেশনে স্পেশাল ট্রেণ যোগে উপস্থিত হন। ষ্টেশনে বড়লাটের ২ জন এডিকং এবং কর্ণেল হাসপার ও কর্ণেল আমির আহম্মদ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। পরস্পর অভিবাদন ও সদিচ্ছা জ্ঞাপনের পর তাঁহারা লাটপ্রাসাদে গমন করেন এবং সেখানেই তাঁহারা অবস্থিতি করিতে থাকেন। ঐ একই ট্রেণে ডাঃ আন্সারি এবং মিঃ এম, আর জয়াকর সিমলায় পৌঁছিয়াছেন।

সার তেজ বাহাদুর সপ্রু সিমলায় পৌঁছিয়াছেন এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্র নির্দ্ধারণ কমিটীর সদস্য কর্ণেল হাসপার ও অন্যান্যের সহিত হাটেল সিসিলে অবস্থান করিতেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র নির্দ্ধারণ কমিটির যে সমস্ত সদস্য সিমলাতে উপস্থিত ছিলেন, বড়লাট তাঁহাদিগকে লাটপ্রাসাদে অভ্যর্থনা করেন। লর্ড উইলিংডন অত্যন্ত ভদ্রতা ও ধৈর্য্যের সহিত আলোচনা করেন এবং এই আলোচনা প্রায় দুইঘণ্টা ব্যাপী হইয়াছিল। এই আলোচনার ফলে ২টি জিনিষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এক দলের মত এই যে, যদি বৃটিশ ডেলিগেটগণ প্রস্তুত থাকিয়া থাকেন, তবে জুন মাসেই যুক্তরাষ্ট্র নির্দ্ধারণ কমিটির আগামী বৈঠক হওয়া উচিত এবং আর এক দলের মত এই যে, কমিটীর আর একবার মাত্র বৈঠক আগামী সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে হওয়া উচিত। এই শেষোক্ত দলকে সমর্থন করিয়া রাজন্যবর্গের পক্ষ হইতে ভূপালের নবাব ও বিকানীরের মহারাজা বক্তৃতা দেন। তাঁহারা আরও দেখান গান্ধীজী স্বয়ং সেপ্টেম্বর মাসে কমিটির অধিবেশন হওয়াইবার পক্ষপাতী।

অবশ্য ইহা জানা যায় নাই যে, গান্ধীজী সেপ্টেম্বর মাসে বৈঠকের অধিবেশন করিতে চাহেন কেন। সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন যে তখন সাম্প্রদায়িক সমস্যার আপোষ সম্ভবপর হইবে। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, গোলটেবিল বৈঠকের সম্মেলন আগামী শীতকালে অনুষ্ঠিত হইবে।

ডাকাত-দলের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ

পাঠান ও পার্শ্বদেশী হিন্দুদের একদল লোক কোনও স্বর্ণ বিক্রেতার দোকানে ডাকাতি করিবার অভিপ্রায়ে আসিতেছে, এরূপ সংবাদ পাইয়া বোম্বাই সহরতলীর পুলিশ, তাহাদিগকে পথিমধ্যে ঘেরাও করে। তখন সামরু [illegible] ৪০ জন কনষ্টেবলকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করেন।

বোধাইয়ের নিকটে ঘটকপার নামক স্থানে পুলিশেরা আত্মগোপন করিয়াছিল। ডাকাতেরা অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া মিঃ ব্রাকটোন একজন পাঠানকে ধরিবার চেষ্টা করে। সে তৎক্ষণাৎ এক সুদীর্ঘ ছোরা বাহির করিয়া মিঃ ব্রাকটোনকে আঘাত করে। ইহাতে তিনি গুরুতর আহত হন। অতঃপর তাহাকে ৬জ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ১২ই মে সন্ধ্যায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার বয়স ২৪ বৎসরের বেশী হয় নাই।

কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ

গত ৯ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে নিম্নলিখিত ৯টি জেলায় কলেরার মৃত্যুসংখ্যা এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে:—

হাওড়া ১৬-১৮, নদীয়া ১৪-২২, খুলনা ৯-১২, বগুড়া ৫-৭, ঢাকা ১৫-২৪, মৈমনসিংহ ৯-৩৭, চট্টগ্রাম ৩১-৭৬, ত্রিপুরা ৫০-৮২, এবং নোয়াখালি ১১-১৭। নিম্নলিখিত জেলাগুলিতে মৃত্যু সংখ্যা এইরূপ কমিয়াছে: বর্দ্ধমানে ২১-১৮, মেদিনীপুর ৩২-২৩, ২৪ পরগণা ৪০-১৪, কলিকাতা ৪৪-৩০ এবং বাখরগঞ্জ ১৩-৩

বসন্তে কলিকাতায় ১৮, ত্রিপুরায় ১৬, বর্দ্ধমানে ১৪, মৈমনসিংহে ৯, হাওড়া, ২৪ পরগণা এবং যশোহর—প্রত্যেক জেলায় ৬, বাঁকুড়া এবং রঙ্গপুর—প্রত্যেক জেলায় ৪, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং কুচবিহার—প্রত্যেক জেলায় ৪, মেদিনীপুরে ৩, ঢাকা এবং নোয়াখালি প্রত্যেক জেলায় ২ এবং জাসানসোল খনি উপনিবেশ, হুগলী ও খুলনা—প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া লোক মারা গিয়াছে। কলিকাতায় ৬ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গিয়াছে।

এই সমস্ত জেলায় অবিলম্বে প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ব্রহ্মদেশে রেল দুর্ঘটনার জের

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে গাফিলতি সহকারে ট্রেণ চালাইয়া দুইটী লোকের মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধে ফকির মহম্মদ নামক একজন ষ্টাফটাস্ক পারাওয়ালা বারমা কুল, কর্ত্তৃক ৯মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যে আপীল হইয়াছিল সেই আপীলের রায়ে বিচারপতি [illegible] মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, শাস্তি [illegible] বিবেচনা করিয়া দণ্ডের পরিমাণ হ্রাস করিয়া তিনমাস করিয়াছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে ট্রেণখানি প্রোম হইতে রেঙ্গুণ যাইতেছিল। একটী ষ্টেশনে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কয়েকটী কুলী কাজ করিতেছিল, সে সময় ড্রাইভার বিপরীত দিকে হইতে ট্রেণখানি আগাইয়া করিয়া তাহাদের উপর পড়ে। ফলে দুইজন লোকের মৃত্যু হয়।

মিশরে পুলিশের গুলি

মিশরীয় পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচন ১৬ই মে সকালে আরম্ভ হয়। কিন্তু উহা লইয়া লোক ও পুলিশ অঞ্চলে বিষম হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। কোথাও রেলওয়ে ও গোলা বারুদ কারখানার শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। বুলাকে উত্তপ্ত জনতা ট্রাম ও বা। সমূহ আক্রমণ করিয়াছিল এবং পথের ধারের ল্যাম্প পোষ্ট গুলি ফেলিয়া দিয়া রাস্তায় চলাচল বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ফলে, পুলিশ গুলি চালায় এবং অনেক লোক নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সংঘর্ষের পরদিন অঞ্চলে ১৮ইটা পড়িয়াছে।

১৩জন বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার গুরুতররূপে আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঐ দিবস সকালে যে দাঙ্গা হইয়াছে, তাহাতে এই পর্য্যন্ত ৩০জন নিহত ও ৮০জন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

১৪টি মেয়ে অপহরণের মামলা

বিগত ১৮ই অক্টোবর তারিখে বোম্বাইয়ে যে পতাকা অভিবাদন উৎসব হয়, সেই সময়ে বোম্বাই পুলিশের সার্জ্জেণ্ট ফিনানি এসপ্লানেড ময়দান হইতে ১৪টি মেয়েকে একখানা লরীতে তুলিয়া সহরের বাহিরে লইয়া যায় এবং তথায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। এই জন্য মেয়েদের পক্ষ হইতে কুমারী গোলাপ বাই ধাবুরাও ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উক্ত সার্জ্জেণ্টের বিরুদ্ধে মেয়ে অপহরণের অভিযোগ এক মামলা আনেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এই বলিয়া মামলা ডিসমিস করেন যে, উক্ত সার্জ্জেণ্ট সরল বিশ্বাসে এই কাজ করিয়াছেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে কুমারী গোলাপ বাই হাইকোর্টে এক আপীল রুজু করিয়াছেন। আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে।

মুসলিম লীগ-অধিবেশন

চৌদরশীতে ফরিদপুর যুব-সম্মেলনের যে অধিবেশন হইবে, সেই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির আমন্ত্রণক্রমে শ্রীযুক্ত [illegible], এম, সেনগুপ্ত, ডাঃ যে এন মৈত্র, ডাঃ মে এম দাশগুপ্ত, ডাঃ কামাইলাল গাঙ্গুলী, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবী, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে যোগদানে সম্মতি জানাইয়াছেন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করার জন্য বিপুল আয়োজন করা হইতেছে।

সম্মেলনের সঙ্গে একটী স্বদেশী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে।

বালিকার উপর অত্যাচারের চেষ্টার জন্য নিম্নদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

একটী এগার বৎসর বয়স্কা [illegible] বালিকার উপর অত্যাচার করিবার অভিযোগে সেসনস জজ মিঃ ডব্লিউ ডব্লিউ প্রেটার্ডকে রেঙ্গুনের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল রুজু করা হইয়াছে। বিচারপতি আপীল মঞ্জুর করিয়াছেন।

চুরির দায়ে জামাতা অভিযুক্ত

হাসরা জেলা বিলা কুমারী বাসী নামে করে। গত ৮ই [illegible] তাহার জামাতা নাছমতুল [illegible] বন্ধু লইয়া আসিয়া তথায় থাকিতে চায়। শাশুড়ী তাহাকে ঘরে অতিথিদের গুহতে দেয়া অস্ত্র রাত্রিযাপন করে। ভোরে উঠিয়া দেখা যায় যে অতিথিরা পলায়ন করিয়াছে ও তৈজসপত্র এবং অলঙ্কারাদিও নাই। শাশুড়ী জামাতার নামে গ্রেপ্তারী ও তল্লাসী পরওয়ানা বাহির করিয়া তাহার উলুবেড়িয়ার বাটী হইতে কিছু [illegible] বাহির করে ও জামাতাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। মামলা চলিতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ প্রকাশের জের

দুই জনের মুক্তিলাভ

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীকান্ত পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়া পড়া সম্পর্কে যে নয়জন ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুজনকে ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রকাশ যে, বাকী তিনজন অর্থাৎ গোটকের ষ্টেশন মাষ্টারের পুত্র বিদ্যাপ্রকাশ, গোলমাল কারখানার গোটক ষ্টেশনের জনৈক টিকিট মাষ্টার চুরি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

Reg No C.1544

সাপ্তাহিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণ সংবাদ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩৷৹

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

পত্রের

সাধারণ হার

অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৬৲

ষাণ্মাসিক ৩৲

ত্রৈমাসিক ১৷৹

মাসিক ১৲

নমুনা

এক সংখ্যা। ৵

জাতীয় জাগরণে সকলের প্রচারে—নদীয়া জেলায় একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৪৮, ২১শে মে ১৯৪১

নানা কথা

কালিগঞ্জে জনসভা

গত ১৩ই মে সন্ধ্যা ৭টার সময় কালীরোয়ারীতলা হলে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক জনসভা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মৌঃ ফজলুর রহমান, সত্যব্রতীদলের শ্রীযুক্তা বিরিঞ্চী দেবী, ঈশান দেবী, এবং দেবগ্রামের কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত চণ্ডীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পত্নী দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতি এবং রাজা-প্রজা ও ধনী-দরিদ্র সমস্যা আলোচনা করিয়া বক্তৃতা দেন।

পরিশেষে কংগ্রেস সভ্য হইবার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়। সভায় প্রায় সহস্রাধিক পুরুষ এবং দুই শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

জুড়ানপুরে অদ্ভুত সন্তান

জুড়ানপুর গ্রামে কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডলের একটী অদ্ভুত সন্তান প্রসব করিয়াছিল। তাহার মুখ পশ্চাৎ দিকে অর্থাৎ পৃষ্ঠের দিকে। নাকটী ৪ ইঞ্চি লম্বা। হাত দুইখানার পাশ হইতে বাহির হইয়াছে। পায়ের পাতা পশ্চাৎ দিকে। লম্বায় বা প্রস্থে-বায় কিছুই নাই। একটী মাত্র তিন ঘণ্টা জীবিত ছিল।

মণাড়ায় ডাকাতি

মণাড়া গ্রামে গত বল্লা জ্যৈষ্ঠ ২০।২১ রাত্রিতে ডাকাতি হইতে গিয়া ডাকাত দল পলাইয়া গিয়াছে। মণাড়ার কয়েকজন সাহসী ব্যক্তির তাড়ায় ডাকাত দিগকে তাড়াইয়া একমাইল দূরে কামারী পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল। এই সম্পর্কে কেতুগ্রাম (বর্দ্ধমান) থানার মৈরম গ্রামের নয় জন ডাকাত পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

মিউনিসিপ্যাল একাডেমীর পুরস্কার বিতরণী সভা

গত ১৭ই মে কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল একাডেমীর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায়

নৈনিতালে শ্রীযুত গান্ধী

বক্তৃতার পথে সুভাষচন্দ্রের সম্বর্দ্ধন।

রেঙ্গুণে বাঙ্গালীর কারাদণ্ড

মহাত্মার প্রতি যুক্তরাজ্যে সহানুভূতি

পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষ

ওজোয়ান ভারতসভা সম্মেলন

জুড়ানপুরে অদ্ভুত সন্তান

বালিকা সত্যাগ্রহীর সম্ভ্রম হানি

পেটের পীড়ায় আত্মহত্যা

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

অ্যাপ্লিকেশন—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৃষ্টিবাদ্য বিদ্যুৎ সভাপতি বজ্র কাব্য ও কান্তির পত্নী পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সম্পাদন করেন।

বক্তৃতার পথে সুভাষচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া শ্রীহট্ট, সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার কংগ্রেসের বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তিনি শ্রীহট্ট কংগ্রেসের গোলমাল মিটাইয়া নোয়াখালি যাওয়ার পথে জেলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনুরোধে বুধবার একদিন অপেক্ষা করিয়া যান। এই স্থানের বিভিন্নদলের কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে যে বিরোধ ছিল, তাঁহার চেষ্টায় তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ আলোচনার পর সকল দলই মীমাংসায় সম্মত হন। মীমাংসার সর্ত্তগুলি একখানা কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীযুত অন্নদা-প্রসাদ চৌধুরী, মৌলবী আস্রাফউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, শ্রীযুত পুলীন বিহারী গুপ্ত, ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার এবং অন্যান্যের সম্মুখে উভয় দলেই স্বাক্ষর করেন।

রাত্রি ১।৩০ মিনিটের সময় মহেশ-প্রাঙ্গণে মীমাংসা হয়। ২-৩০ বাবু সেই স্থান হইতে নোয়াখালি যাওয়ার জন্য সোজা ষ্টেশনে চলিয়া যান। তথায় তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করা হয়। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না —

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই সুবর্ণ আচ্ছাদিত "শক্তি-সঞ্জিবনী বটীকা" পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মনিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা মটুন। সত্বর মটুন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন। ১লা জুন হইতে ১২ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়।

১১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সুবর্ণ বটিকা

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের একমাত্র মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁচটী ২৲ আনা, ডজন ১৵০ আনা।

অফিস ১১৯২ উলটাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া নৈষ্ঠিক কলাপাতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৮৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বাহুবাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৫নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মৃত মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি কোনও মৃত মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায় অপচিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া অকালে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ দাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধাতুস্রব, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার্স সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে, যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজস্কুয়ার, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিঃ।

টিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

স্বর্ণ বটিকা

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের একমাত্র মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁচটী ২৲ আনা, ডজন ১৵০ আনা।

অফিস ১১৯২ উলটাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার মধু ও দুগ্ধসহ, ধাতুদৌর্ব্বল্যে ছাগ দুগ্ধের অনুপানে, স্বপ্নদোষে, মাখনের, বৃক ও বস্তিতে, অশ্মরী ও লক্ষণ ভেদে নিদান যন্ত্রণা নিবারণে ও বীর্য্য গাঢ় করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"কল্পতরু সর্ব্বরোগনাশিনী মুষ্টি"

পুরাতন রোগে যাহাতে রোগ ভয়ে আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"কল্পতরু কবিরাজিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সর্ব্বশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশী, বেলঘরিয়া

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

ষষ্ঠবর্ষ ৬৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

হরি

অনন্ত প্রকার সাধনভক্তির মধ্যে প্রধানতঃ চতুষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বৈধ ও রাগানুগবিচারে কথিত হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তিতেও আমরা শুদ্ধ ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই সকল প্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান।

কেবল মনের দ্বারা মন্ত্রজপ হয়। সেইকালে জপকর্ত্তা মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ করেন। কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলে জপের অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক কীর্ত্তন হইয়া যায়। কীর্ত্তন হইলে শ্রবণকারীরও শ্রেয়োলাভ ঘটে। 'সঙ্কীর্ত্তন' শব্দে সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন অর্থাৎ যাহা কীর্ত্তিত হইলে অন্য প্রকার সাধনাঙ্গের সাহায্য আবশ্যক হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন 'সংকীর্ত্তন' শব্দের লক্ষ্য নহে। যদি কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন করিয়া জীবের সর্ব্বশুভোদয় না হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শক্তিবিষয়ে অনেকে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। বিষয়কথার কীর্ত্তনে আংশিক ভোগপরা সিদ্ধি হয়। অপ্রাকৃত রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণই বিষয়, সেখানে কোন প্রাকৃতের অবকাশ নাই, সুতরাং প্রকৃতির অতীত সকল সিদ্ধিই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে লভ্য হয়। সর্ব্বসিদ্ধির মধ্যে সাতটী বিশেষ সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে সংশ্লিষ্ট তাহাই এইস্থলে উদাহৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জীবের মলিন, চিত্তদর্পণের পরিমার্জ্জনকারী। ঈশবৈমুখ্যরূপ অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগ—এই ত্রিবিধ প্রাকৃত আবিলতা দ্বারা বদ্ধজীবের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া আছে। জীবের চিত্তদর্পণ হইতে ঐ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার প্রধান যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। জীবচিত্তদর্পণে জীবস্বরূপ প্রতিফলিত হইবার বাধারূপে ঐ ত্রিবিধ কৈতব আবরণ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনই তাহা উন্মোচন করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে জীব স্বীয় চিত্তমুকুরে নিজ কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য উপলব্ধি করেন।

এই সংসার আপাতমধুর হইলেও ইহা নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তরে দাবাগ্নিসদৃশ। দাবাগ্নি দ্বারা কাননস্থিত বৃক্ষরাজি মধ্যে মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণবিমুখজন সংসারের জ্বালা দাবাগ্নির তাপের ন্যায় সর্ব্বদা সহ্য করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলেই এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতা-হেতু দাবজ্বালার দহন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন পরম মঙ্গল শোভা বিতরণ করে। 'শ্রেয়'—মঙ্গল; 'কৈরব'—কুমুদ, 'চন্দ্রিকা'—জ্যোৎস্না, শুভ্রত্ব। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ কুমুদের শুভ্রত্ব বিকাশ লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে তদ্রূপ অখিল কল্যাণ সমুদিত হয়। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, ও জ্ঞান কল্যাণের উপায় নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের পরম মঙ্গলবিধায়ক।

মুণ্ডক উপনিষদে দুই প্রকার বিদ্যার কথা আছে। লৌকিকী বিদ্যা ও পরবিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন গৌণভাবে লৌকিকী বিদ্যাবধূর জীবনসদৃশ এবং মুখ্য ভাবে পরবিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনপ্রভাবে জীব জাগতিক বিদ্যার অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান লাভ করেন। অপ্রাকৃত বিদ্যার লক্ষীভূত বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দসাগরের বর্দ্ধনকারী। খণ্ড জলাশয় সমুদ্রশ্রদ্ধা নহে, অতএব অখণ্ড আনন্দই অসীম [illegible] সহিত তুলনীয়

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়। অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে অভাব বা অপূর্ণতা নাই। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ নিত্য রসাস্বাদন হয়।

অপ্রাকৃত সকল বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে স্নিগ্ধতা লাভ করে এবং প্রাকৃত রাজ্যে দেহ মন ও তদতিরিক্ত আত্মা শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে কেবল যে নির্ম্মলতা লাভ করে, তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের স্নিগ্ধতা অবশ্যম্ভাবী। উপাধিগ্রস্ত জীব স্থূলসূক্ষ্মভাবে যে সকল মলিনতা লাভ করিয়াছেন, সেই সমস্তই কীর্ত্তনপ্রভাবে বিধৌত হইয়া যায়। জড়ের অভিনিবেশ ছাড়িয়া গেলে কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করেন।

শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অন্যতম শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৭৩ সংখ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব।"

বৃথা অভিমান

(শ্রীযুক্তা অর্পণা দেবী)

জাগেনি পরাণ,
মিছে অভিমান,
জীবন তন্ত্রী বাজিল কই?
যদিরে জাগিত,
চেতনা লভিত,
তবে কি আজিও ঘুমায়ে রই?
এখনো নয়ন,
জড়িত স্বপন,
আশার কুহকে লুব্ধ হিয়া।
ছলনার বাণী,
অবোধ পরাণী,
বরিছে এখনো অরঘ দিয়া॥
করুণাসাগর
আচার্য্যপ্রবর
গাহিছে পূর্ণ স্বরাজগাথা।
না শুনিনু হায়,
বধিরের প্রায়,
অন্ধ চিনে না রতন যথা॥
কর্ম্মজ্ঞানফাঁস,
অন্য অভিলাষ,
এখনো ভুলায় মোহন সাজে।
চারুবেশ ধরি',
প্রকৃতি সুন্দরী,
ভুলাইতে আসে সকাল সাঁঝে॥
অচ্যুতসেবক
ভকতিপথিক,
শ্রেষ্ঠ তাঁহায় মানিনু কই?
কোটি কোহিনূর,
সে' পদরেণুর,
নহে সমতুল, এ' জ্ঞান কই?
হায়রে কপট,
মাটুয়ার নাট!
এর চেয়ে যেরে সবাই ভালো।
বাহিরে ভুলাস,
ধরি' সাধু বেশ,
অন্তরে তোর নিকষ কালো॥

দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এল)

নিদাঘের নিদারুণ তাপে তাপিত মানব যখন অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠে, তখন সে শীতলতা ও শান্তিলাভের জন্য দার্জ্জিলিং শৈলে আরোহণ করিয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বতে দার্জ্জিলিং একটী স্বাস্থ্যকর ও শীতল স্থান হওয়ায় বহুলোক সেখানে তাপিত প্রাণ শীতল করিবার জন্য বহুব্যয় স্বীকার করিয়াও গমন করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত প্রকৃতির মনোহারিণী দৃশ্যাবলীও মানবগণকে তথায় আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

মাদৃশ দুর্ভাগার অদৃষ্টে দার্জ্জিলিং-দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিবার কোন আশাই ছিল না। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ তথায় গিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন শুনিয়া এই সুবর্ণ সুযোগে গত ১০।৫।৩১ তারিখে তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হই।

কয়েক দিবস পূর্ব্বে উক্ত গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের ফলে দার্জ্জিলিংবাসী অনেকেই উক্তবাণীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তৎফলে তাঁহারা আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদের চরণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের জন্য পিপাসার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছেন।

দার্জ্জিলিংএ বসবাসের দ্বারা মানুষ বাহ্যিক তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া দৈহিক শীতলতা লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐরূপ দৈহিক তাপ ব্যতীত জীবের যে তিন প্রকার তাপ আছে, তাহার হাত হইতে ত ঐ প্রকারে অব্যাহতি লাভ হয় না। এখানেও ত সেই শোক মোহ ও জরা প্রভৃতির তাণ্ডব নৃত্য বর্ত্তমান। মানুষের দেহ ও মন নশ্বর। উহাদের বিনাশে বাহ্যিক শীতলতার আর আবশ্যক

হয় না, কিম্বা দার্জ্জিলিং বসবাসের উপযোগিতা থাকে না। দেহ ও মনের অতিরিক্ত জীবাত্মা নামে কথিত যে অবিনশ্বর, নিত্য সনাতন বস্তু আছেন, তাঁহার শান্তি বা শীতলতা লাভ কিসে হয়, সে দিকে মায়ামুগ্ধ জীবের কই আদৌ লক্ষ্য নাই বা তাহা অনুসন্ধানের জন্য জীবগণ আদৌ ব্যস্ত নহেন।

দার্জ্জিলিংএর মত স্থানেও যখন মানুষ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ের দ্বারা জর্জ্জরীভূত, তখন কেবল মাত্র দৈহিক তাপ নিবারণের দ্বারা তাহার কি সুবিধা হইবে? তাহারা জড়সুখভোগে এতই মুগ্ধ ও মত্ত যে, সেই তাপসকল হইতে কিরূপে মুক্ত হইবে, তাহার অনুসন্ধান আদৌ করে না। উত্তরোত্তর ভোগের দ্বারা তাহারা ভোগজনিত তাপসকল হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট বলিয়াই মনে হয়।

আজ অতিমর্ত্য মহাপুরুষ শ্রীসপ্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে দার্জ্জিলিংএর অধিবাসিগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কেবলমাত্র দৈহিক বা মানসিক শান্তি বা শীতলতা জীবের চরম কল্যাণপ্রদ নহে অথবা কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেও নিষ্কপটা ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ"—এই বাণী অনুযায়ী জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীচৈতন্যবাণীর আশ্রয় ব্যতীত জীবের শোক, মোহ ও ভয়াদির হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় নাই, ইহাও তাঁহারা বুঝিয়াছেন। যাঁহারা ভোগের চরম সীমাকে অথবা তদতিপ্রাপ্ত ত্যাগেতেই শান্তির উপায় বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, নিত্য, শাশ্বত শান্তি লাভ করিতে হইলে অখিল নিত্যানন্দবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কোটিচন্দ্রসুশীতল ছায়ার আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য কোন উপায় নাই।

যাঁহাদের কিঞ্চিৎ ভক্তিসুকৃতি-সুকৃতির উদয় হইয়াছে, তাঁহারা দলে দলে শ্রীচৈতন্যবাণীর মহত্ত্ব ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রভুপাদের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইতেছেন এবং উহা হরিকথামৃতপানে আত্মার নিত্যপিপাসাভের জন্য উৎসুক হইতেছেন। ভোগপ্রবৃত্তির বশে নিজ নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে জীবের অশেষ দুর্গতির বিষয় জীব চেষ্টাবলতঃ উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া তাহার প্রতিকার অনুসন্ধানের জন্যও ব্যস্ত হয় না, কিন্তু ত্রিভুবনদর্শী ত্রিকালদর্শী আচার্য্যগণের অন্তঃকরণ জীবের এরূপ দুরবস্থায় অত্যন্ত কাতর হইয়া তাহাদের ঐ সমস্ত দুঃখ ও তাপ নিবারণের জন্য সদাই সচেষ্ট। মায়ামুগ্ধ জীব সেই কারুণ্যাবতার আচার্য্যবরের করুণাকণার জন্য লালায়িত না হইলেও কৃপাবিতরণকারী আচার্য্যদেব তাঁহার অনন্যোদয়দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না।

'মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাহি তবু যান পর ঘর॥"—মহাজনের এই উক্তি অনুযায়ী করুণাবারিধি শ্রীল প্রভুপাদ নিজ প্রয়োজন কিছু না থাকিলেও কষ্ট ও অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া নিতান্তপক্ষিষ্ট ভোগী জীবকুলকে তাহাদের ভোগপ্রবৃত্তিরূপ নরকের পথ হইতে উদ্ধার করিয়া শাশ্বত শান্তির শীতলতা প্রদানের জন্য বর্ত্তমানে এই দার্জ্জিলিং পাহাড়ে গমন করিয়াছিলেন এবং ঐসমস্ত ভোগোন্মত্ত জীবকে ভগবদ্বিস্মৃতিরূপ ঘোর মহান্ধকূপ হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক তাহাদিগকে চেতনের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রযত্ন করিয়াছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ভোক্তা স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় শ্রীভগবানের আসন কাড়িয়া লইয়া ক্রমধিক্রমে জীব স্বয়ং ভোক্তা সাজিতে গিয়া যে ত্রিতাপগ্রস্ত হয়, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যবাণীরূপ অমৃতের পসরা লইয়া শ্রীল প্রভুপাদ দার্জ্জিলিংবাসিগণের দ্বারে দ্বারে কেবলমাত্র প্রকামূল্যে বিতরণের জন্য বলিতেছেন,—"জীব জাগ, জীব জাগ গৌরচাঁদ বলে। কত নিদ্রা যাও মায়াপিশাচীর কোলে॥" এই ভবরোগের একমাত্র মহৌষধি তারকব্রহ্ম শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে অশোক, অভয় ও অমৃতের সন্ধান প্রদান করিতেছেন। যাঁহাদের সুকৃতি আছে, তাঁহারা সুযোগ বুঝিয়া জড়ভোগের হেয়তা ও নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইতেছেন এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান লাভ করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই জীবের ভববন্ধন ও ত্রিতাপভোগের কারণ। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি মায়াদেবীই আমাদের ভবকারাগারের রক্ষয়িত্রী। শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই মায়াদেবী বহির্ম্মুখ জীবকুলকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য তাহাদিগকে ঐরূপ ক্লেশে পাতিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার আবার এমনই লীলা যে, তিনি জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তাই তিনি আচার্য্যরূপে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া জীবকুলকে ত্রিতাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং অহৈতুকী কৃপাবিতরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিত্য শাশ্বত শান্তির শীতল ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টান্বিত। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ভোগোন্মত্ত জীবগণের প্রতি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানরূপ অহৈতুকী কৃপাবিতরণের জন্যই অনন্যোদয়দয়াবারিধি বর্ত্তমান যুগাচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদের এই দার্জ্জিলিং ভ্রমণলীলা।

চাই কি?

(শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতন ভক্তিশাস্ত্রী)

দার্শনিকগণ বলিয়াছেন—যাহার ভাব ও ভাবনা যেমন, তাহার সিদ্ধিও তদনুরূপ। অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের চেষ্টা জীবের স্বাভাবিক। এই প্রচেষ্টার নামই সাধনা, আর সিদ্ধি সাধনারই অনুগমন করে। তাই প্রথমেই বুঝিতে চাহিয়াছি—আমার আন্তরিক ভাবভাবনার ধারা—আমার কাম্য কি? আমি চাই কি?

কবিগুরুকাননের কাকলীকূজনে কানোসৌরভেই ফুটিয়া উঠে। বিজ্ঞানাগারের গবেষণা গভীরত্বে বিজ্ঞানালোকেই বিচ্ছুরিত হয়। শিল্প-কুটীরের কারিকুটীরের মনোহারিত্ব বিশ্বপণ্যবীথিকার সম্পদসৌন্দর্য্যই ছাপাইয়া দিয়াছে। কাব্যসম্পদ কিন্তু বিজ্ঞানের বিত্তবিভব আনয়ন করে নাই। অথবা সমরাঙ্গনের কামানিনাদে সুন্দর শিল্পসম্ভারও সৃষ্ট হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম,—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" সাধনাই সিদ্ধির বিধান বাজাইতেছে—গতি সময়যুক্ত করিতেছে। জীবনের অভিযাত্রা বিজয়ের নিয়ামক দান।

আমি চাই কি?—ভোগ, শুধু ভোগ, অবিরাম অব্যাহত ভোগ। উদ্দেশ্য—ইহসুখসর্ব্বস্ব, পরিণামের ভাবনা নাই। পরিণাম নাই, আছে শুধু বর্ত্তমান—সম্মুখে একমাত্র বর্ত্তমান। বিশ্বের দুঃখদারিদ্র্য, নিপীড়ন নির্য্যাতন, ব্যথাবেদনায় নিজেকে জড়াইও না। বিরাট বিশাল বর্ত্তমানকে ব্যাপিয়া স্বীয় আত্মাকে প্রসারিত কর, কেবল ভোগের সন্ধানে, আত্মসুখান্বেষণে।

যাঁহারা পরকালে আস্থাবান, পরলোকের অন্ধতামিস্র নরক-বিভীষিকায় বিচলিত, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতাময় আত্মসুখ প্রয়াসে প্রলুব্ধ হন না। আশাপাশসঙ্কুল বিধিনিষেধসঙ্কলিত মানবসংহিতাই তাঁহাদের জীবনগতির নিয়ামক। তাঁহাদের আশ্রয় সৎকর্ম্মবাদ। সৎকর্ম্মফলে ইহজগতে আনন্দসমারোহ, পরলোকে স্বর্গসুখ উপভোগ। কিন্তু কর্ম্মফল অনিত্য, নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। পুণ্যক্ষয়ে আবার অধঃপতন, গর্ভবাসে মহদ্দুঃখভোগ,—আবার সংসারের নিপীড়ন নির্য্যাতন, বিভিন্ন দুঃখময় জীবনপরিভ্রমণ।

স্বৈরভোগ পরিণামহীন আত্মসুখপরায়ণ। আর বৈধভোগ আর্থনীতিপরায়ণ স্বার্থপরার্থের সামঞ্জস্যসাধন। স্বৈরভোগপ্রবৃত্তি অনর্থপর আশামরীচিকামাত্র। বৈধভুক্তি পুণ্যসুখাত্মিকা অনিত্য, নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। ত্যাগের মহিমাই বৈধভুক্তির প্রাণ-পরিণতি। পরার্থে উৎসর্জ্জন—আত্মোৎসর্গ। পরার্থ, কি পরানর্থ, সে বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন এখন নাই। বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি কেবলমাত্র সেই দিগন্তবিস্তারী গগনপবনবিদারী আত্মত্যাগের স্বরূপতা—তাহার মর্ম্মবাণী। যাহার মর্ম্মস্থানে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন ভোগের প্রয়াস—আত্মপ্রতিষ্ঠা—আত্মম্ভরিতা—ত্যাগের দর্পদম্ভ। প্রাকৃত বিজ্ঞান ও প্রাকৃত দর্শন যখন বিশ্বাতীত ব্যাপারের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অভিযান করে, তখনই আমাদের জ্ঞানশঙ্কা চমকে উঠে। প্রাকৃত জ্ঞানের অজ্ঞানান্ধকারে আমরা অপ্রাকৃত বস্তুর আলোক দর্শনের প্রয়াস পাই। আমি তখন জ্ঞানী—জ্ঞানবলে ঈশ্বরসাযুজ্যকামী—ভাগবতসিংহাসনের অধিকারপ্রয়াসী। পরিণাম—কাল্পনিক সিদ্ধি সম্ভোগ—সাযুজ্যপ্রাপ্তি—নিরাকার নির্বিকার-নির্বিশেষত্ব।

শ্রীগুরুতত্ত্ব যেখানে অবজ্ঞাত, শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব সেখানে প্রকটিত হয় না। মানব স্বকীয় সাধনশক্তিবলে যখন ভগবদ্ভজনের অভিনয় করে, তখন ভক্তিকাপট্যই প্রবল হইয়া উঠে। কপটতায় হৃদয় যাহার, শ্রীভগবানের কৃপালাভে বঞ্চিত সে। তাহার ভক্তাঙ্গস্বরূপ নানাবৈভব ও বিলাসবৈচিত্র্য কপটভক্তির নিদর্শন মাত্র।

পারমার্থিকতাই আধ্যাত্মিকতা। পারমার্থিকতার প্রয়োজন প্রেমামৃতের অনুভূতি নিত্যানন্দের সম্ভোগ, জড়বিশ্বের দুঃখ, দারিদ্র্য, বিরহবেদনার একান্ত নিবৃত্তি। সেখানে স্বৈরভুক্তির পত্তনভূমি নাই। বৈধ ভোগের ইহামুত্র সুখবিলাস অবহেলিত—ত্যাগের দার্ঢ্যিকতা অবনমিত—জ্ঞানীর জ্ঞান-প্রহেলিকা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। ভক্তিকাপট্যের বিলাসবৈচিত্র্যের স্থান সেখানে নাই। আছে শুধু আত্মসমর্পণ—নিঃশেষে, সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ। আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিবাঞ্ছার নাম কাম। সে কামের স্থান পারমার্থিক জগতে নাই, আছে শুধু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা—'প্রেম' যার নাম।

তাই জানিতেছি—আমি চাই কি?

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৭ই মে রবিবার প্রাতঃকালে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৸৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে স্মৃতি-পুরাণাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পরিচ্ছেদ পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, অঙ্ক, ছাঁদ, পাত্র প্রভৃতির সুদৃঢ় সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কণ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিবিধ-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ। ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সমস্ত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বেদাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থদর্শিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত 'ভাষ্যরত্নপ্রকাশ' নামক ভাষাভাষ্যসম্বলিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবশ্যজ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই সংস্করণের ভিক্ষা ৪৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী ভীষাত্মকপোদ্যোদিনী কৃষ্ণ-কৃষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভবসিদ্ধান্তাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়-গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ত্যা অচিন্ত্যতত্ত্ব-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমদ্গৌরাবির্ভাব, শ্রীনবদ্বীপভাবনা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও তার বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সুব্যক্ত রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রদ্ধা ও বিধি ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, ঈশ্বর স্বামিবোধ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌরাঙ্গানন্দপ্রেম, বিবাহের ধর্ম্ম ও দুষ্কৃতকীর্ত্তন, ঔদার্য্যপূর্ণায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গভূষণগণ, শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—অতুলনীয় অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ৸৵ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক গোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বলদেবের বিদ্বদ্ভূষণভাষ্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থে ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, ব্রহ্ম-সূত্র ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে ইহা বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৸৵ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(খণ্ড) সানুবাদ। স্মৃতি-পুরাণাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরচিত। সুললিত সংস্কৃতশ্লোকে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিবরক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পড়িতে পাইবে। ভিক্ষা ৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের কথাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও জীব—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির নামভজন-প্রণালী ও অন্যকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত হইতেছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

ইহাতে বৈষ্ণবগণের অবশ্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য প্রতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র-শ্লোকসমূহের প্রমাণাবলী বিভাগক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এরূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—ভক্তি—ভক্তরস—ভাব—ব্যতিরেকভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—অশুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বসমূহ পৃথক্ অধ্যায়ে সুন্দর শ্লোকসহ সংযোজিত হইয়া একটি কণ্ঠহার রূপে শ্রোতৃবৃন্দের কণ্ঠে শোভা পাইতেছে। শ্লোকের ক্রমে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'গোদ্রুমান্তরা—ধাম-মাহাত্ম্যের সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। ইহা নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম পরিবর্ত্তনাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—ভাষ্য-ধারা ১৷০—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীকবি গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সংস্কৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রকাশিতপ্রায় হইল। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীরামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতমত-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করিয়া এই উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে সমস্ত সূত্রের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ শিরোমণি, শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, শ্রীপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত [illegible] ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের [illegible] পদ্যানুবাদ ও [illegible] ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ও আলোচনা [illegible] প্রকাশ হইয়াছে। মূল ও ভাষ্য উৎকৃষ্ট [illegible] একত্রে। ভিক্ষা ৸০ আনা, আর ডবল বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র [illegible] পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান [illegible] সংশয় থাকিবে না। [illegible] গ্রন্থ [illegible] প্রকাশিত [illegible] মহোদয়ের [illegible] আবার [illegible] বিশেষ [illegible] ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ [illegible] বিবাহ [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের [illegible] পাদটীকায় [illegible] স্থানের বিশদার্থ ও [illegible] সঙ্কলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

[illegible]নরহস্য

[illegible] বিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের [illegible] শ্রবণ করিয়াছিলেন। [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা।

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় [illegible] সামান্য লেখাপড়া [illegible] লোকেও এই ভজনরাজ্যের [illegible] দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভজন সেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। [illegible] সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ [illegible] রচিত। [illegible] আত্মসমর্পণ, [illegible] ও সিদ্ধি [illegible] ভিক্ষা [illegible] আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত [illegible] আরাত্রিক [illegible] গীতামৃত [illegible] ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

[illegible] শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত [illegible] গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ০ আনা [illegible]।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। [illegible] আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দদেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের [illegible] সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিরত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা [illegible], জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-[illegible] খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

[illegible] বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত ভূমিকা সহ। গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশ [illegible] নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, [illegible] শিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর [illegible] প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, [illegible] তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য [illegible] ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথান্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাসনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা গৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামন পুকুর (নদীয়া) গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাগেশ্বর, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

শ্রীগৌড়ীয়

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

গঙ্গাধর, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যাবিত্ত, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কপাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

নৈনিতালে শ্রীযুক্ত গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী ১৮ই মে নৈনিতাল পৌঁছিয়াছেন এবং ২০শে মে অপরাহ্ণ ২টার সময় গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

পেটের পীড়ায় আত্মহত্যা

খালকাটি পুলিশ থানার এলেকাধীন ওঠিয়া গ্রামে ৩৫ বৎসর বয়স্ক এক যুবক উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ, নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক পেটের অসুখে বহুদিবস কষ্ট পাইতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করিবেন, ইচ্ছা করায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন সর্ব্বদাই তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিতেন; কিন্তু ঘটনার দিবস ঐ বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হয়। এই গণ্ডগোলে উক্ত যুবক পলাইয়া গিয়া একটী বৃক্ষে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন।

পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষ

নানাস্থান হইতে প্রত্যহ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, বহুলোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে। কেহবা একবেলা, একদিন পর একবেলা, কেহবা দুইদিন পর একদিন খাইয়া বাঁচিয়া আছে। মধ্যবিত্ত ঘরের লোকের অবস্থা খুবই শোচনীয়। এই সকল অবস্থা উপলব্ধি করিয়া স্থানীয় কংগ্রেস ও ইউনিয়ন বোর্ডের কতিপয় মেম্বর ও কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি লইয়া একটী সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত মাখন লাল সান্যাল সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

রেঙ্গুনে বাঙ্গালীর কারাদণ্ড

পূর্ব্ব মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কে, সি, কর নামক একজন বাঙ্গালীকে কতকগুলি কার্ত্তুজ রাখার অভিযোগে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহাকে গত ৭ই এপ্রিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

বালিকা সত্যাগ্রহীর সম্ভ্রম হানি

মিস সৈয়দা লীলার পিতা প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে পুলিশ সার্জ্জেন্ট ম্যাকেন্সি ও আর একজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। তাহার এক রকা শুনানী হইয়া গিয়াছে। গত নবেম্বর মাসে মিস সৈয়দা এবং আরও ১০।১২ জন মহিলাকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারাধীন কয়েদীরূপে হাজতে রাখা হয়। সেই সময় আসামীরা তাঁহার সম্ভ্রমের হানি করে—ইহাই অভিযোগ। তাহারা নাকি রাত্রে সেলের নিকট আসিয়া অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিল।

আসামী পক্ষের কৌঁসুলী মিঃ ভেলীকারের জেরায় মিস লীলা বলেন, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদানের পূর্ব্বে তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রী ছিলেন।

মিঃ সাদেশী এবং অপর দুইজন সাক্ষী প্রথম সাক্ষীর বর্ণিত ঘটনা সমর্থন করেন।

আগামী সোমবার শুনানী হইবার কথা।

জাতীয়তাবাদী মুস্লিম দল

গত ১৬ই মে সন্ধ্যায় পাটনায় নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের এক সভায় জাতীয়তাবাদী মুস্লিম দলের স্থানীয় শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সৈয়দ মোবারক আলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে সার আলী ইমাম, ডাঃ মামুদ, মিঃ এস, এম, হাফিজ এম লে-সি এবং অন্যান্য আবদুল বারির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

ডাঃ মামুদ জাতীয়তাবাদী মুস্লিম দলের নীতি কি, তাহা বুঝাইয়া দেন। যুক্ত নির্ব্বাচনের আদর্শ গ্রহণ এবং স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগিতা, ইত্যাদি উক্ত নীতির অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানসমাজের স্বার্থ কল্পে সমস্ত দেশময় এই জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের কিরূপ প্রয়োজন তাহা তিনি পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেন।

খাঁ বাহাদুর সৈয়দ মহম্মদ ইসমাইল স্থানীয় সঙ্ঘের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

সৈয়দ মোবারক আলী এবং এস, এম, হাফিজ সহকারী সভাপতি এবং মিঃ এস, এম, জলিল সম্পাদক নিযুক্ত হন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি এবং প্রাদেশিক সমিতিরও সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

প্রজাদের সহিত জমিদারের সহযোগিতা

সম্প্রতি বীরভূম জিলার জমিদারগণের প্রতিনিধিদের এক সভায় "বীরভূম জমিদার সঙ্ঘ" নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রায় ৪০ জন জমিদার এবং প্রজা-সম্প্রদায়ের বহু প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ২২ জন সদস্যকে লইয়া একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য এই :—

(১) প্রজাদের সহিত সহযোগিতা ও তাহাদিগকে সাহায্য করা (২) জমিদারগণকে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার জন্য "জমিদার ব্যাঙ্ক" নামে একটি ব্যাঙ্ক গঠন, (৩) জমিদারদের স্বার্থের প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন, (৪) প্রজা ও জমিদারের মধ্যে ছোটখাটো বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সালিশী-নিষ্পত্তি মণ্ডলী-গঠন।

পররাষ্ট্র বিভাগে ভারতবাসীর সংখ্যা

ভারতসচিব মিঃ ওয়েজউড বেন বলেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিক বিভাগ পররাষ্ট্র বিভাগে ১১২ জন লোক চাকরী করেন। তন্মধ্যে ৯৮ জন ইংরাজ এবং ৪ জন ভারতবাসী। ১৯১৪ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত কোন্ বৎসরে কত জন ভারতবাসী ও কত জন ইংরাজকে এই বিভাগে চাকরী দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	ইংরাজ	ভারতবাসী
১৯১৪	৮	১
১৯২৫	৯	৩
১৯২৬	৬	২
১৯২৭	৮	৩
১৯২৮	৮	৮
১৯২৯	৫	২
১৯৩০	৭	

নওজোয়ান ভারতসভা সম্মেলন

কুদ্দাপ কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু রাজনীতিক সম্মেলন এবং অন্ধ্র প্রাদেশিক নওজোয়ান ভারত সভা-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য ৭ই জুন তারিখে কুদ্দাপায় পৌঁছিবেন। দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে যাইতে হইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র প্রায় একমাস কাল দক্ষিণ ভারতে কাটাইবেন।

মহাত্মার প্রতি যুক্তরাজ্যে সহানুভূতি

ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে মহাত্মা গান্ধী যাহাতে সাফল্য লাভ করেন মার্কিণবাসিগণ তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। গত ৪ঠা জুন নিউইয়র্কে আষ্টর হোটেলে মহাত্মা গান্ধীর সম্মানার্থে যে ভোজসভা হইয়াছে, তাহাতে এই মনোভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে

এই সভায় যাঁহারা বক্তৃতা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আছেন সিনেটর (আইন পরিষদের সভ্য) বরাহ এবং কোপল্যাণ্ড, জজ ভ্যানিয়েন এবং কোহালান; বিশপ ফ্রান্সিস ম্যাকডোনাল্ড মিঃ হেনরি রবিন্স এবং মিঃ শৈলেন ঘোষ।

সভার কার্য্য বিবরণী ১০টা হইতে ১০॥০ মধ্যে বেতারযোগে সর্ব্বত্র প্রচার করা হইবে। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতায় উহা শোনা যাইবে বলিয়া কথা ছিল।

ভারতের মঙ্গলে ভারত সচিব

গত ১৩ই মে পার্লামেণ্টে ইণ্ডিয়া আফিসের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা ও বাদ-বিতণ্ডা হয়, তাহাতে যে উৎসটন চার্চ্চিল, সার স্যামুয়েল হোর এবং কতিপয় রক্ষণশীল সদস্য শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তাঁহারা বলেন, গান্ধী আরউইন সন্ধিতে ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থ উপেক্ষিত হইয়াছে। ভারত সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন উত্তরে বলেন যে, আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপ্রতিনিধি ভারতের মুখ্য রাজনৈতিক দলের নেতাকে একটি আপোষে সম্মত করাইয়াছেন। ইহা তাঁহার খুব বড় কৃতিত্ব। আমাদিগকে যদি এখন শান্তির পথ ধরিয়া চলিতে দেওয়া হয় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্বের কাজ হইবে। অতঃপর ভারত সচিব বলেন, পার্লামেণ্ট লাঙ্কাশায়ারের দুর্দ্দশায় খেদ প্রকাশ করিলেও ভারতের অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্যও তাহা সমান দায়িত্ব আছে।

কর্ণেল মর্টহেড নিরুদ্দেশ

রক্তাক্ত দেহে অশ্বের প্রত্যাবর্ত্তন

সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বর্ম্মা বিভাগের কর্ম্মচারী কর্ণেল এইচ, টি, মর্টহেড ১৭ই মে প্রাতঃকাল হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন, কোথাও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

প্রাতে আট ঘটিকার সময় তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হন। অতঃপর রক্তাক্ত দেহে তাহার ঘোড়াটা ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কর্ণেল মর্টহেড এখনও ফিরেন নাই।

কর্ণেলকে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য চারিদিকে লোক প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত কেহই কোন সন্ধান দিতে পারে নাই।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

দৃষ্টি আকর্ষণ ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩৷৹

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গ্রাহক-প্রতি—মফঃস্বল জেলায়

গ্রাহক-প্রতি

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸৹

মাসিক ১৲

নগদ

প্রতি সংখ্যা ১৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৮শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর ৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৩৮, ২২৩

নানা কথা

শান্তিপুর নবদ্বীপ ঘাট রেলওয়ে বর্ষার যাত্রীদের অসুবিধা

অনেক লেখালেখির পর ই. বি রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ শান্তিপুর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়েতে রাত্রিকালে আলোর ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেরোসীনের টিমটিমে আলোতেও যাত্রিগণ অন্ধকারের ভয়ঙ্কর দর্শন হইতে অব্যাহতি পান, সুতরাং ঐ আলোকও মন্দের ভাল বলিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ আলোগুলি দিনের বেলা খুলিয়া রাখিলে আলোর শূন্য স্থানগুলি বর্ষার জলে যাত্রিগণকে উত্তমরূপে সিক্ত হইবার সুযোগ দেয়। এতদ্ব্যতীত অনেক খিড়কী উত্তোলন করা দুঃসাধ্য। এখন বর্ষাকাল, আগত প্রায়, সুতরাং আমরা এই সকল বিষয়ের প্রতীকারের নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দুর্ভিক্ষ নিবারণী সমিতি

নদীয়া জেলার অনেক স্থান হইতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, দুর্ভিক্ষ নিবারণী সমিতি দুস্থের প্রতিকারকল্পে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

গান্ধী আরউইন সন্ধি

শ্রীযুক্ত গান্ধী আরউইন সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মন্তব্যটি বলেন, এতগুলি যুবককে জেলে রাখিয়া বাঙ্গালা এই সন্ধিতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তবে দেশের লোক যদি তাঁহাদিগকে মুক্ত করিতে চায় তাহা হইলে তাহাদের কর্ত্তব্য —কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করা। প্রত্যেকেরই কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্য করিয়া যাওয়া উচিত।

গান্ধী আরউইন সন্ধি

শান্তিপুর নবদ্বীপ ঘাট রেলওয়ে—

বর্ষার যাত্রীদের অসুবিধা

দুর্ভিক্ষ নিবারণী সমিতি

কলিকাতায় গ্রেপ্তারের হিড়িক

জেনারেল আভেরী

বঙ্গ জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

আচার্য্য রায়ের অভ্যর্থনা

সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আচার্য্য রায়ের অভ্যর্থনা

গত শনিবার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র খুলনা জেলার মুলঘরে উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় ও কিরণচন্দ্র বসু প্রমুখ বহু ভদ্রলোক এবং একদল ছাত্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। তথায় পারিতোষিক বিতরণের পর আচার্য্য রায় ছাত্রদিগকে বলেন—'অন্ধ ভাবে শুধু পড়িয়া যাইও না—অবিশ্রান্ত চিন্তাশক্তি স্থির করিয়া নেহায়ত পড়াশুনা নির্দ্ধারিত করিও। শুধু বি, এ, এম, এ, হইলে কেবল বেকারের দলই বৃদ্ধি হইবে।" তিনি আরও বলেন,—ব্যবসায়ের দিকেই এখন তাহাদের যাওয়া উচিত।

স্থানীয় লোকনাথ উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে শ্রযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ১৮ই মে প্রাতে রাজসাহী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে বেণ্ড সহ শিক্ষকগণ ও ছাত্রগণ ভাটীয় পথ ধরিয়া বিরাটভাবে অভ্যর্থনা করেন। তিনি মোটরযোগে শ্রীযুক্ত সুরেশ মৈত্রের বাড়ী যান এবং তথায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি দেশের কল্যাণ সমিতি, সমাজ সেবক সঙ্ঘ, পাবলিক লাইব্রেরী, কে, আর, মোসাইটি, রাজসাহী কলেজ ও কোর্ট পরিদর্শন করেন।

সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হয়। ছাত্রগণ আবৃত্তি, শারীরিক ক্রীড়া প্রভৃতি প্রদর্শন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

সচ্চরিত্র ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না—

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই সুবর্ণ অক্ষরাঙ্কিত "শক্তি-সঞ্জিবনী বটীকা" পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মনিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সুস্থ হউন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন। ১লা জুন হইতে ১২ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

প্রাপ্তস্থান ঃ—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কুষ্ঠকৌমুদী পাঁচন

অল্পদিনের মধ্যে কুষ্ঠ-রোগের আশ্চর্য্য আরোগ্যকারী।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শি শকে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১৯নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটীকার ক্ষয় ও বাতুরোগে, ধাতুদৌর্ব্বল্যে ইহা প্রয়োগে অকাল বার্দ্ধক্য, যৌবনের, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অম্লিতা প্রভৃতি অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"শ্লেষ্মহর সঞ্জীবনী গুটিকা"

শ্লেষ্মজ্বরাদি যে কোন কফপ্রকোপ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকিবেই করে। মূল্য ৫ ডোলা ১৲ টাকা।

"স্নায়ুমণ্ডলবিলাসিনী বাটিকা"

দৌর্ব্বল্যকর কোন সংক্রামক দ্বারা ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

হেডঅফিস—শ্যামবাজার, কেশবজী ঔষধালয়, ১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া নৈষ্ঠাতিক কলিকাতায় কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনের দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে নিজের রোগী দেওয়া হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ লইয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকালীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ মিত্র, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শুধু মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কালীশচন্দ্র ডাক্তার মহাশয় মাত্র ১৫ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবনা) ৩৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইব্রেরি ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং শরাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি এরূপ মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া অকালে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ দাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ্ম এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, পাতেনিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

৭৮।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ষষ্ঠবর্ষ ৬৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:*:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৮

পাদ সুন্দরানন্দ

'সাহিত্যিক' বলিয়া সম্মান অনেকের হইয়াছে ও হইবে, 'মায়াবাদী' দার্শনিক' বলিয়া সম্মান অনেকের হইয়াছে ও হইবে, 'তত্ত্ববাদী দার্শনিক' বলিয়া সম্মান অনেকের হইয়াছে ও হইবে, 'বাগ্মী' বলিয়া সম্মান অনেকেই পাইয়াছেন ও পাইবেন, সৌন্দর্য্য-বিদ্যার অধিকারী অনেকে হইয়াছেন ও হইবেন, সরলতার অধিকারী অনেকে হইয়াছেন ও হইবেন এবং গুরুসেবার অধিকারীও অনেকে হইয়াছেন ও হইবেন; কিন্তু একাধারে বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যিক, বাগ্মী, মায়াবাদ ও তত্ত্ববাদবিচারের সুমীমাংসক, সৌন্দর্য্যবিদ্যায় সুষ্ঠু উন্নত, অকৃত্রিম হরি-গুরুবৈষ্ণবদাস্যে সুনিপুণ—যেটী জগতে অতি বিরল, সেরূপ একটী জ্বলন্ত ঋক্ষ গৌড়-গগনে উদিত হইয়াছেন, তাহা কি বর্ত্তমান সমালোচক সম্প্রদায় লক্ষ্য করিয়াছেন? যদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহারা জানিবেন যে, বর্ত্তমান অন্ধতামিস্র-গগনে এরূপ একটি প্রার্থনীয় আলোকের উদয়ের আবশ্যকতা আছে।

বর্ত্তমানকালে ভক্তিসাহিত্যের নামে কত কথাই চলিতেছে। বৈষ্ণবদর্শনের নামে আবিলতাপূর্ণ বাতুলতাগিরির অভাব নাই, সৌন্দর্য্যবিদ্যার নামে কতই অপকৃষ্ট সাহিত্য জগতে জঞ্জাল আনিতেছে, কিন্তু সেগুলির তথাকথিত প্রতিভার বিনাশকল্পে যে ঋক্ষটি স্বীয় স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাদ্বারা অকৃত্রিম অনুশীলন-কারিগণকে আজ কয়েকবৎসর হইতে শান্তি দান করিতেছেন, তাঁহার কথা কি পাঠক আলোচনা করিয়াছেন?

'গৌড়ীয়' নামক যে একখানি সাপ্তাহিক পত্র গৌড়ীয়মঠ হইতে আজ আট বৎসর কাল যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার পাঠকগণ নিশ্চয়ই এই অতুলনীয় নক্ষত্রটির গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছেন।

— —

এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে, ভাড়াটিয়া হইলে লেখক হওয়া যায় না। জাগতিক লোভে লুব্ধ হইলে নিরপেক্ষতা থাকে অথবা নিজ মহিমা বিস্তারের কৃত্রিম যত্ন করিলে কেহই নিরপেক্ষ সাহিত্যিক হইতে পারেন না, এবং অপস্বার্থের পোষণ করিতে গিয়া অহঙ্কার বৃদ্ধির ফলে গৌণ-জগতে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে শিখিলে নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলিবার সুযোগ হয় না। এইসকল প্রলোভনের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া বর্ত্তমানকালে গৌড়ীয়সম্পাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ স্বীয় ভজনপ্রতিষ্ঠার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণকে নিরপেক্ষভাবে সদ্ধর্ম্মে নিযুক্ত হইবার যে অপূর্ব্ব সুযোগ দিতেছেন, তাহা অতুলনীয়।

৯ম বর্ষের ৩৮ সংখ্যা পাঠ করিলে এই একাধারে সাত্বত সাহিত্যিক, দার্শনিকের অকৃত্রিম সরলতা ও পরোপকার স্পৃহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমরা আশা করি, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দের অনুগমনে গৌড়ীয়মঠের অপরাপর প্রচারক-বর্গ ও কার্য্যকারকগণের ভাবিগতির পথ নির্দ্দিষ্ট হইবে। সত্যের আদর করিতে পারিলে সরলতা আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। অশিক্ষিত দাম্ভিকগণ প্রকৃত শুদ্ধভক্তের সৌজন্য বুঝিতে না পারিয়া দুর্ব্বৃত্ততাকেই নিরপেক্ষতা বলিয়া মনে করেন। সেইরূপ অসংখ্য কুকর্ম্মবীরের দ্বারা গৌড়ীয়সাহিত্য সম্বর্দ্ধিত হইবার আদৌ আশা নাই। সহস্র সহস্র সৎকর্ম্মবীর ও কুকর্ম্মবীর পাওয়া যাইবে, কিন্তু হরিকীর্ত্তনকারী নিতান্ত দুর্লভ—নিরতিশয় বিরল।

অন্তরে বাহিরে বিভিন্ন ব্যবহারযুক্ত কপটকর্ম্মিসম্প্রদায় যে দুরাশার চিন্তা বহন করিতেছেন, তাঁহারা গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিজ নিজ চরিত্র সংশোধন করিলে নিজমঙ্গল লাভ করত বর্ত্তমানযুগের কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রদ্ধা

অনন্তকাল হইতে অনন্তজীব মায়ামুগ্ধ হইয়া এসংসারে ভ্রমণ করিতেছে। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, সেই দাস্য বিস্মৃত হইয়া ভোগবাঞ্ছাবশতঃ মায়ার দাস হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিতেছেন,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণ [illegible] অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥

মায়াবদ্ধ হইয়া এসংসারে পড়িয়া জীব অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে, সুখের আশায় মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে, মনে করে অমুক বস্তু পাইলে বড় সুখ হইবে, কত কষ্ট করিয়া তাহা পাওয়া গেল, কিন্তু তাহাতে ত সুখ নাই; তবে বুঝি আর একটী বস্তু পাইলে সুখ হইবে। কিন্তু ইহাতেও সুখ হইল না, আশা মিটিল না, প্রাণও জুড়াইল না। বিপুল দাস হইয়া তার লাথি খাইয়াও ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিতেছে না, তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না, তাহার দাসত্বে বুঝি কিছু সুখ আছে, তাই জীব তাহার জন্য এত লালায়িত।

ধনী ধনেরা গৌরবে দরিদ্রের দিকে ঘৃণায় চাহিতেছেন না, বুদ্ধিমান মূর্খের কথা গ্রাহ্য করিতেছেন না অবিদ্যারূপ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া সেই অভিমানে কেহ বা ফুলিয়া দাঁড়াইতেছেন, কেহ বা তাহা না পাইয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। চিন্ময় রাজ্যের দিব্যরত্ন জীব আজ সংসারের ধূলায় মলিন। যখন শ্রীভগবানে শ্রদ্ধারূপ নির্ম্মল বারি দ্বারা বিষয়াসক্তিরূপ ধূলাকাদা বিধৌত হইবে, তখনই রত্নের জ্যোতিঃ কৃষ্ণভক্তি আপনিই বাহির হইবে। তখনই চিন্ময়রত্ন চিন্ময়ধামে যাইবে। কোথায় সে শ্রদ্ধাবারি?

এই সংসারের অশেষ ক্লেশে ব্যথিত হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই হউক, অথবা শাস্ত্রাদি আলোচনা করত তাহার যথার্থ অর্থ বিচার করিয়া কিম্বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, যখন জীবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়—ঈশ্বর মহান্, সর্ব্বশক্তিমান্, জীব ক্ষুদ্র, শক্তিহীন; ঈশ্বর স্বাধীন, জীব তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির অধীন, ঈশ্বর প্রভু, জীব দীনহীন দাস; তখনই আনন্দময়কে পাইয়া সমস্ত যাতনা জুড়াইবার অথবা সর্ব্বাশ্রয় শ্রীহরির আশ্রিত হইবার ইচ্ছা জীবের স্বভাবতই উদিত হইয়া [illegible] এবং তাঁহাকে পাইবারও অল্প অল্প চেষ্টা হয়। ইহাই শ্রদ্ধার প্রথম অবস্থা; কিন্তু জীবের স্বভাব বিকৃত হওয়ায় জীব জড়াসক্ত হইয়াছে, সুতরাং সাধুসঙ্গ অভাবে বা কুসঙ্গক্রমে এ শ্রদ্ধা একেবারে লুক্কায়িত হইতে পারে। অতএব এই সময় হইতে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ ক্রমে এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধাবৃদ্ধির সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িয়া উঠে। তখন কি উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, তাহারই অন্বেষণে যত্নবান্ হ'ন তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের একান্ত বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব সুপ্ত। তিনি তখন কোন বিগতঅনর্থ জাগতস্বভাব সাধুর পদাশ্রয় পূর্ব্বক একনিষ্ঠ হইয়া ভজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নির্গুণউদ্দেশিনী শ্রদ্ধা। ইহাই "ভক্তি-লতাবীজ"। এই সময়ে শ্রদ্ধাবানের যেরূপ ভাব হয়, তাহা নিম্নলিখিত বাক্যে প্রকাশ হইতেছে। যথা—

শ্রদ্ধাশব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ়নিশ্চয়।
কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

শ্রদ্ধাবান্ জীবের মনে দৃঢ়বিশ্বাস হয়, একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই জীবের স্বভাব, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত জীবের কর্ত্তব্য আর কিছুই নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে জীবের সমস্ত কার্য্যই করা হইল। কিন্তু মায়াবদ্ধ হইয়া জীব বিকৃতস্বভাব হইয়াছেন। সুতরাং স্বভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত দেহযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ পূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলন করাই শ্রেয়ঃ। তাই তিনি ভক্তির অনুকূল যাহা কিছু, তাহাই মাত্র স্বীকার করেন। ভক্তিপ্রতিকূল যাহা কিছু, তাহা জীবের কর্ত্তব্য নয় বলিয়া কদাচ গ্রহণ করেন না।

শ্রদ্ধাবান্ জীবের কর্ম্মাধিকার নাই, কারণ নিষ্কাম কর্ম্মের ফল যে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে উত্তম এই শ্রদ্ধা তাঁহার স্বভাবতই উদয় হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন
নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যতদিন কর্ম্মফলের প্রতি অনাসক্ত না হইবে, অথবা [illegible] বিষয় শ্রবণকীর্ত্তনে শ্রদ্ধাবান্ না হইবে ততদিন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধাবান কর্ম্মফলে আসক্ত নাই; কারণ তিনি একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁহার কর্ণে [illegible] ভাল লাগে—তিনি তাহাতে [illegible] নহেন। তিনি "সর্ব্বধর্ম্মান্ [illegible] সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম, [illegible] করিয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া, "দুঃখে [illegible] অনুদ্বিগ্ন, সুখে স্পৃহা-হীন, [illegible] ও ক্রোধবিমুক্ত হইয়া,

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলন" রূপা "উত্তমা ভক্তি" আচরণ করিতে সদা যত্নশীল। সুতরাং তিনি কর্ম্মযোগীর ধর্ম্মকর্ম্ম অতীত করিয়া জ্ঞানযোগীর যুক্তি বিচার অবহেলা করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিযোগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাইবার জন্য শ্রদ্ধাযোগে অবস্থিত। কারণ "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী" একমাত্র শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভক্তি পাইবার যোগ্যপাত্র এবং একমাত্র "ভক্ত্যে ভগবানের অনুভাব পূর্ণরূপ" ভক্তিদ্বারাই ভগবানের পূর্ণ অনুভব হয়, জ্ঞান ও যোগ দ্বারা তাঁহার জ্যোতি ব্রহ্ম ও তাঁহার এক অংশ পরমাত্মার অনুভব হয়। সুতরাং শ্রদ্ধা জীবের বড় আদরের ধন। শ্রদ্ধাবান্ সাধক যতদিন সাধনভক্তিরাজ্যে অবস্থিত থাকেন, এই শ্রদ্ধাই কৃষ্ণানুশীলনক্রমে অবস্থানুসারে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি আদি নাম ধারণ করেন। ক্রমে যখন ভাব উদয় হয়, তখনই এই শ্রদ্ধা নির্গুণ শ্রদ্ধা, রাগ বা রতি নাম প্রাপ্ত হয়। সেই রতিই প্রেমমন্দিরে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ।

শ্রদ্ধাবান্ জীব একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। যদি সূক্ষ্মভাবেও তাঁহাদের মনে অন্য বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহাদের শ্রদ্ধা নির্গুণ উদ্দেশিনী হয় নাই। সাধুসঙ্গক্রমে যতদিন তাঁহারা ঐ কামনা ত্যাগ না করিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহাদের ভক্তিলাভের আশাও কম। শুদ্ধভক্তিই জীবের সম্পত্তি সেই ভক্তি পাইতে হইলে প্রথমতঃ শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধা ব্যতীত তাহা কোন ক্রমে লাভ হয় না।

অসাধুর লক্ষণ

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

মায়াগ্রস্ত আমরা সাধু নির্ণয় করিতে যাইয়া অসাধুকেই সাধুর আসনে বরণ করি, সেই নিমিত্ত নিত্যকল্যাণলাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বাগ্রে অসাধুর স্বরূপ অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

এইজন্যই জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ লোকশিক্ষক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃপা করিয়া স্বীয় শ্রীমুখে অসাধুর প্রকৃত পরিচয় দিয়া জীবমাত্রকেই অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জন করত বৈষ্ণবসদাচার গ্রহণে উপদেশ করিতেছেন,—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

আত্মনাশকর অসাধুসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কখনই পরম মঙ্গলদায়ক বৈষ্ণব সদাচার গ্রহণের যোগ্যতা লাভ হয় না। কৃষ্ণেতরকামী অসাধুর সহবাস বর্জ্জন না করিয়া কোটি কল্পকাল সাধুর সান্নিধ্যে বাস করিলেও কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না; কারণ—অসদ্বিষয়াভিনিবিষ্ট মরুতুল্য চিত্তভূমিতে ভক্তিলতা বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি কোনও ব্যক্তি বৈধ কি অবৈধভাবে কামিনী সঙ্গ করে, সেই ব্যক্তিই কি স্ত্রীসঙ্গী? তবে কি স্ত্রীগণ এই বিচারের অন্তর্ভুক্ত নহেন? এতদুত্তরে শাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্ মহাজনগণ বলিতেছেন, স্ত্রী অথবা পুরুষ যে কোনও দেহধারী জীবমধ্যে যাহার যে বিষয়ে আসক্তি, তাহার পক্ষে সেইটীই স্ত্রীসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গ। কোনও ব্যক্তি যদি অপত্য স্নেহে নিতান্ত আসক্তচিত্ত হন, তবে ঐ স্নেহই তাহার বন্ধনের কারণস্বরূপ যোষিৎসঙ্গমধ্যে পরিগণিত। কোনও স্ত্রী যদি শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ আশ্রয় না করিয়া অনিত্য প্রাকৃত পতির প্রীতিতে বশীভূত হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার পক্ষেও কান্তপ্রীতিই তাহার সাধুসঙ্গের অন্তরায়প্রদ স্ত্রীসঙ্গ। কৃষ্ণ ব্যতীত ইতর বিষয়সঙ্গে যে আনুরক্তি, তাহাই যোষিৎসঙ্গ।

কৃষ্ণের অভক্ত সম্বন্ধেও সম্যগ্রূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের আবশ্যক। কারণ আজকাল ভক্তবেষধারী লোকবঞ্চকের কিছুমাত্র অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকামনা প্রণোদিত হইয়া যিনি যেভাবেই শ্রীভগবদ্ভজনের বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন করুন না কেন, আত্মসুখকামী সমুদয় সম্প্রদায়কেই সৎশাস্ত্র 'অসৎ' বা 'অভক্ত' সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন।

বিষয়-ভোগলিপ্সু পুণ্যফলান্বেষী কর্ম্মী, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানবাদী মুমুক্ষু, নানা অসত্তৃষ্ণাপীড়িত অন্যাভিলাষী, কেহই পরম শ্রেষ্ঠতর গোবিন্দপ্রিয় ভক্তের পদবীতে আরোহণযোগ্য নহেন।

যদিও পঞ্চোপাসনামূলে মায়াবাদিগণ অনেক সময় বিষ্ণুআরাধনার অভিনয় করেন বটে, তথাপি কৃষ্ণপ্রীতিকামনাবর্জ্জিত ভগবদ্বিগ্রহে 'মায়িক'বুদ্ধিকারী তাহাদের সেই স্তবন-পূজনাদি ভগবানের তুষ্টি বিধান করা দূরে থাকুক, ভগবদঙ্গে বজ্রসম বিদ্ধ হয়।

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

—কবিকুলমুকুটমৌলি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এই দুইটী অমিয়মণ্ডিত ছত্রে অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে স্থানে আত্মসুখসম্ভোগার্থে কোন প্রকার চেষ্টা লক্ষিত হইবে, সেই স্থানেই কামের প্রবল আধিপত্য জ্ঞান করিতে হইবে। হরিসেবালৌল্য ভিন্ন যে হৃদয়ে লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ইত্যাদি 'এষণা'র প্রভাব, সেই অন্তঃকরণ কৃষ্ণভক্তিহীন।

আমরা কখনও কখনও কৃচ্ছ্রসাধনপরায়ণ ফল্গুত্যাগীকে আদর্শের সুউচ্চ শিখরে স্থাপন করিয়া থাকি। কিন্তু শ্রীহরির সেবাকামনাহীন কপট ত্যাগীও—কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্তিগন্ধশূন্য তাহার শুষ্কবৈরাগ্যের এক কাণা কড়িও মূল্য নাই। ত্যাগীও সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকামী। অতিরিক্ত ভোগের বিষজ্বালায় পীড়িত হইয়া বনানীর নীরব সৌন্দর্য্যে, গিরিনদীর মৃদুকলনাদে, পর্ব্বতের মহান দৃশ্যে প্রকৃতির ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া সে'ও ত্যাগের প্রচ্ছন্ন সজ্জায় ভোগেরই পূজা করে। অতএব জড়ানন্দকামী মুমুক্ষুও মায়ার দণ্ড্যনফর মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিনিষ্ঠ কৃষ্ণৈকশরণ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণই সাধুর সর্ব্বোত্তম সিংহাসনের একচ্ছত্র সম্রাট। এতদ্ভিন্ন সকলেই অসাধু। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাতিগোস্বামী ইত্যাদি নামধারী ধর্ম্মধ্বজী অপসম্প্রদায়ও ঐ অসৎশ্রেণীভুক্ত। যাঁহা শ্রীহরিপাদপদ্ম সেবালাভরূপ সত্যার্থের পরম পুরুষার্থ লাভের বাসনা বিদ্যমান আছে তাঁহার অসাধুসঙ্গ বর্জ্জনই সর্ব্বপ্রথম কৃত্য।

আদর্শ

শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী

এজগতে কোন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ হইলে সেই পারদর্শী কতকগুলি ব্যক্তির জীবনী নিজ আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী চলিবার প্রয়াস পাওয়াই জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। নতুবা প্রতিপদে বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং যদি কেহ ভগবদ্ভক্ত হইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও কতকগুলি আদর্শ ভক্তের জীবনী আদর্শরূপে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ কোটিকণ্টকাকীর্ণ দুর্গম ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইবে।

ভক্তিযাজনকারী ব্যক্তির ভক্তির অনুকূল কার্য্য স্বীকার এবং ভক্তির প্রতিকূল কার্য্য বর্জ্জন একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু কিরূপ কার্য্য ভক্তির অনুকূল এবং কিরূপ কার্য্য ভক্তির প্রতিকূল, তাহা নিরাকরণ করা কতকটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই দুঃসাধ্য ব্যাপার যাহাতে সহজসাধ্য হয়, সেইজন্য পরম কারুণিক ভগবান্ গৌরসুন্দর কলিজীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং সপার্ষদ স্বীয়ধাম সহ অবতরণ করিয়া নিজ চরিত্র ও অনুগগণের চরিত্রের দ্বারা দেখাইয়াছেন, ভক্তজীবন কি আদর্শে গঠিত করিতে হইবে। অতএব পাঠকবর্গ, আসুন আজ আমরা গৌরপার্ষদ শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভক্তিপ্রতিকূল বস্তু ত্যাগ করিতে গিয়া নিজ আচরণ দ্বারা কিরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা অনুশীলন করিয়া আমাদিগের দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করিবার জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে কাতর প্রার্থনা জানাই।

একদিন নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে ভিক্ষা অঙ্গীকার করিয়া যখন তাঁহার গৃহেতে ভোজনে প্রবৃত্ত ছিলেন এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার একমাত্র কন্যা ষাঠীর স্বামী অমোঘ আসিয়া কহিল,—"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন। একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ॥" অমনি সার্ব্বভৌম ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া শিষ্টাচার লঙ্ঘনপূর্ব্বক যাঠি লইয়া জামাতাকে মারিতে দৌড়িলেন। কিন্তু ধরিতে না পারিয়া অভিশাপ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নানাবিধ কাকুতি করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন এবং নিজ পত্নী ষাঠীর মাতার নিকট অনেক খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—চৈতন্য গোসাঞির নিন্দা যাহার মুখ হইতে শুনিলাম, তাহাকে বধ করিলে বা নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে তবে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। ঐ নিন্দুককে আজ হইতে পরিত্যাগ করিলাম। উহার আর মুখ দর্শন করিব না। যাও, তুমি যাঠী কবল, একের পতিত স্বামীকে ত্যাগ করুক।

এই ঘটনার পর দিবস প্রাতে অমোঘ বিসূচিকাবোধে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইলেও সার্ব্বভৌম ঠাকুর বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া উল্লসিত হইয়া কহিলেন,—শ্রীভগবান্ বুঝি আমার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার কার্য্য করিতেছেন। সার্ব্বভৌম ঠাকুর অক্রোধী, তৃণাদপি সুনীচ, সর্ব্বগুণে বিভূষিত হইয়াও তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব গৌরসুন্দরের নিন্দাশ্রবণে ক্রোধে, দুঃখে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। নিজের ভগবৎসেবার প্রতিকূল কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জামাতার মৃত্যু কামনা করিয়া জামাতা বিসূচিকাব্যাধি আক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়াও তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল না।

এজগতে যেমন কামের অতৃপ্তি হেতু লোকে ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাতকারীর অনিষ্টাচরণ করে, তদ্রূপ ক্রোধহীন ভক্তগণ তাঁহাদের ভগবৎসেবার বিঘ্নকারী ব্যক্তি বা বস্তু যদি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ বা তাহাকেও পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না।

প্রতিকূল বিচারে এই আদর্শটী যেন আমাদিগের স্মৃতিপটে সদা বিদ্যমান থাকে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাঠ ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্য' সহ মূল ও অন্বয়াদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পরে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বহুমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-দান পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত নির্ণয় ও দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য, অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মূলশ্লোকানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—ইহা রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—প্রয়োজন, রসতত্ত্বাদি ও রস-ভক্ত ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কনক-কামিনী সম্বন্ধীয় বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় বর্ণনময় যুক্তিপ্রমাণাদি বিস্তার অল্পে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আনা, ১৷৷০ ডাকমাশুল।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

[illegible] পূর্ব্বে [illegible] পরে [illegible] বিশুদ্ধভাবে সংস্কৃত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে স্বরূপ—ভাগবত—বৈষ্ণব গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত তত্ত্ব—শক্তি—জীবতত্ত্ব জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—আশ্রয়—বাদসমূহ—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও অশ্রম ধর্ম্ম ও ভক্তি—নামাপরাধ—ও প্রমাণ তত্ত্বগুলি পৃথক পৃথক অধ্যায়ে [illegible] উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ [illegible] মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা। ৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত 'নামমাহাত্ম্য—নাম-মাহাত্ম্যের [illegible] প্রমাণ তত্ত্ব—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম পরিক্রমাদি—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ১৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীগৌড়ীয় গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপূর্ব্ব বাঁধাইয়ে ডবল। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রুতস্তবসার

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible]। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীল [illegible] সারাৎসার বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করিয়া [illegible] উত্তম করিয়াছেন ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও [illegible] সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

[illegible] শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্রশোভিত অপূর্ব্ব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে)। ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুলভ বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীসাধনপথ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] মন্থনফলে এই অমৃত উত্থিত হইয়াছে। আচার্য্য ভক্তিবিনোদ [illegible] এবং বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বিনামূল্যে গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ। ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত এই পুস্তকটি অতি সুললিত ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় সাধ্যতত্ত্ব, সাধনী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা ও সুন্দর চিত্রাদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকালীন নিত্যসঙ্গ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নামবল শব্দের নিঃসার। [illegible] কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু নামমাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যে সকল বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। [illegible] নিত্য ও ক্রমপথের [illegible] সংক্ষেপে সুচিত্রিত। [illegible] করিয়া [illegible] করিবার জন্য [illegible]। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

[illegible] আত্মসমর্পণ,

গীতাবলী

[illegible] ভক্তিবিনোদ-প্রণীত [illegible] আত্মনিবেদন, আত্মার্পিক প্রভৃতি [illegible] সুমধুর সুরে গীত হইতেছে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible]। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর

প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত সিদ্ধান্ত, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-পদাবলী প্রভৃতি বহুপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মন্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ও মূল বৈষ্ণবদর্শনমত। সাদা ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

[illegible] কবি ত্রৈলোক্যনাথ দেব প্রণীত ত্রৈগৌরাঙ্গতত্ত্বের প্রথম মৌলিক বাঙ্গালা সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

যুক্তমল্লিকা অর্থগৌরভ

শ্রীমদ্ভাগবতাম্নায়ান্তর্গত শ্রীমদাদিবাক্য স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে মূলসহ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমদ্ভাগবতাম্নায় হইতে গৌড়ীয়াচার্য্য নিত্যানন্দ মহাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীপাদবিরচিতাংশ স্বামী এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়া [illegible] ভক্তিবিনোদ মহোদয় সমস্ত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তমল্লিকা, কেশ, বোধ, মনোদিক ও মায়াবাদিনত মতের [illegible] খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ১ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

এই গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবিনোদ সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত ভূমিকা সহ [illegible] শ্রীরূপের একমাত্র শিরোমণি শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব [illegible] ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সাধুর মধুরতম [illegible] ও মনঃশিক্ষা সন্নিবেশিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আদা ইঃ ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামাষ্টকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠশোভিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবদিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাত্রীদিগের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইহার ত্রয়োবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে চিত্র-বিচিত্র-বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি **হরমনিষ্ট** মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাশ্রয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধু দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীষড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীক্ষেপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহ-

রামকেলী প্রসঙ্গ

(মালদহ সমাচার ৩০শে বৈশাখ, ১৩৩৮)

সভাপতি—স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী Kt,

C. L. L, C. B. E, L. L. D, (Aberdane & St. Andrews) M. A. B, L. etc. etc

স্যার দেবপ্রসাদ বাঙ্গালার কায়স্থ কুলের একটী উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, প্রবল কর্ম্মশক্তি, গভীর উদ্যম, উৎসাহ ও অমায়িক ব্যবহার সর্ব্বজন-বিদিত। কি সরকারী কি বেসরকারী যে কোন সৎকার্য্যেই হউক স্যার দেব প্রসাদের কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা তাঁহার একান্ত গুণমুগ্ধ হইয়া যাই। আমাদের মালদহবাসীর বিশেষ গৌরব ও আনন্দের কথা যে এই বৃদ্ধ বয়সেও গ্রীষ্মের মধ্যে নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন করিয়া আগামী শ্রীরামকেলী উৎসবে তিনি যোগদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা মালদহবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং সাদরে স্বাগতম্ স্বরে অভিবাদন করিতেছি।

* * *

স্যার দেবপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল উপাধি লাভ করেন এবং Aberdane & St. Andrews হইতে L L D উপাধি পান। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে অতি উচ্চ সম্মানের উপাধি যথা Kt. C I E, C B E প্রভৃতি প্রদান করেন। তিনি Vakeel. Solicitor & Advocate, ইনি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে League of nationএর member হইয়া জেনেভায় গমন করেন। ১৯২৫।২৬ খৃষ্টাব্দে South African Deputaion of Govt. of Indiaর সদস্যরূপে অনেক কার্য্য করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইবার Vice-Chancellor স্বরূপে ইহার কর্ণধার ছিলেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে Dean, Faculty of Arts & Law ছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত Asiatic Society, সাহিত্য পরিষৎ, Rotary club এর Vice President এবং Calcutta University Institute এর President. নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার বিদ্যার মুগ্ধ হইয়া "সুধীরত্ন" উপাধি প্রদান করেন। কাশী হইতে "বঙ্গরত্ন" ও "বিদ্যাসুধাকর" উপাধি লাভ করেন। ঢাকা হইতে বিদ্যারত্নাকর" এবং পুরী হইতে "জ্ঞানসিন্ধু" উপাধি লাভ করেন, এবং রংপুর সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য এবং উহার select Committeeর সদস্য ছিলেন। ইহা ছাড়া ১৯২১—২৩ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ও তাহার select committeeর সদস্য ছিলেন। Council of stateএর সদস্য ছিলেন। National council of Education এর Vice-president.

কিন্তু এই সমস্ত কাজের মধ্যেও তিনি সহকারী সম্পাদক স্বরূপে "সময়", "ভারত-বাণী", "Indian world", "Hindu Patriot" পত্রিকার কার্য্য চালাইয়াছেন এবং হিতবাদী, বসুমতী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, ভারতবর্ষ, পদ্মপুষ্প, মানসী মর্ম্মবাণী, অর্চ্চনা, প্রবর্ত্তক, অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, ইংলিসম্যান, ষ্টেটস্‌ম্যান, Indian Daily news প্রভৃতি পত্রিকায় সময় সময় অনেক বিষয় লিখিয়াছেন। সংস্কৃত [illegible] প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য রহিয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Board of Studies in Sanskrit & Sanskrit Language এর সদস্য ও President Sanskrit College ছিলেন। আইন বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শী। ইনি Law college governing Body, Calcutta Universityর President ছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যরূপে দেশের সেবা করিয়াছেন। বিখ্যাত Indian Association এবং Vice President & British Indian Association সদস্যরূপে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। সিমলা, কলিকাতা এবং পুনায় Cooperative Conference এর member ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ছাত্র মহলেও ইহার বিশেষ সুনাম রহিয়াছে। বহু হাসপাতাল, হোমিওপ্যাথিক ও ও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয়, পাঠাগার, বিধবা ও আতুর আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়, বহু কলেজ, ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়ম, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লাব, সমিতি নীতি প্রতিষ্ঠান, কাব্য সমিতি, কায়স্থসভা, সাহিত্য সম্মিলন, Bengal Technical College, Indian Art school, বহু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, দেশের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, গীতা সমাজ, শিক্ষক সম্মিলনী, কুরুক্ষেত্র সংস্কার সমিতি, দুর্ভিক্ষ বন্যা রিলিফ কমিটী প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যেও তিনি কয়েকখানি বই লিখিয়াছেন যথা—"ইউরোপে তিন মাস", "প্রবাস পত্র", "মাইকেল মধুসূদন দত্ত", 'প্যারিচাঁদ মিত্র" ইত্যাদি। ১৯২৫।২৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় Paddison Committee এর সদস্য এবং ১৯১২ ও ১৯২১ সালের British Universitys' congress এর সদস্যরূপে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। আমরা আশা করি মালদহবাসী তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং শ্রীরামকেলী সংস্কার সমিতিকে উপযুক্তরূপ সহায়তা করিয়া এই বারের শ্রীরামকেলী উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।

জেনারেল আজেরী

জেনারেল আজের ডামোঘ জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। শ্রীমতী গঙ্গাবাঈ চৌবে এবং শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র গত ৭ই মে জহর চৌকে একটি জনসভায় জেনারেল আজেরীর সহিত গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাবাস ও পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। অনাদায়ে তাঁহাদের আরও দেড়মাস কারাভোগ করিতে হইবে।

কলিকাতায় গ্রেপ্তারের হিড়িক

কলিকাতা সহরে কতিপয় লোক বাহির হইতে অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, আফিং এবং কোকেন আমদানীর ষড়যন্ত্র করিতেছে—এই অভিযোগে পোর্ট পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে ৭২ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে চীনা, কাপানী, স্থানীয় ও নোয়াখালির মুসলমান এবং কয়েকজন হিন্দু আছে।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৫০ জনকে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ৪০ জনকে পোর্ট পুলিশের ডেপুটী কমিশনার জামিনে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

এই একই অভিযোগে পুলিশ গত সোমবার রাত্রে চীনাপাড়া হইতে দুইজন চীনাকেও গ্রেপ্তার করিয়াছিল। তাহা-দিগকে মঙ্গলবার সকালে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

পুলিশের অভিযোগ এই যে, আসামী-গণ পরস্পর ষড়যন্ত্র করিয়া কলিকাতায় বিস্ফোরক দ্রব্য এবং অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী করিবার জন্য পৃথকভাবে কিম্বা মিলিত-ভাবে দায়ী।

বগুড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

গত ১৬ই মে সন্ধ্যায় বগুড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণে নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। একটি সময়োচিত সঙ্গীত গীত হওয়ার পর বসু একটী ক্ষুদ্র অথচ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি জাতীয় পতাকার মর্ম্ম সকলকে বুঝাইয়া দেন এবং সকলকে প্রাণপণে এই পতাকার সম্মান রক্ষা করিতে বলেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীও একটী ক্ষুদ্র হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করেন।

সম্মেলনের অধিবেশন

সন্ধ্যা ৭টায় সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মেলনে বহু লোক উপ-স্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে অনেক মহিলাও ছিলেন। সভার প্রারম্ভে বগুড়া মিউ-নিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নাগরিকদের পক্ষ হইতে, প্রজা সমিতির সম্পাদক মৌলবী রাফিবউদ্দিন তৎপক্ষের বগুড়ার কৃষকদের পক্ষ হইতে এবং শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ছাত্রসমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বসুকে মানপত্র প্রদান করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সান্যাল সমাগত প্রতিনিধি মণ্ডলীকে স্বাগত জানাইয়া বগুড়া জেলার রাজনৈতিক কার্য্যাবলীর ইতি-হাস বর্ণনা করেন। শ্রীযুক্ত বসুকে অভ্যর্থনা করিয়া তিনি বলেন, শ্রীযুক্ত বসু এই দ্বিতীয়বার বগুড়ায় আগমন করিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সান্যাল বগুড়ায় তাঁহার প্রথম আগমন এবং উত্তর বঙ্গের বন্যার সময় তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিয়া-ছেন, তাহার উল্লেখ করেন।

সভাপতির বক্তৃতা

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত বসু বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন, তিনি প্রথমেই ভারতের রাজ-নীতিগত এবং কৃষ্টিগত ঐক্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি রাজা রাম-মোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ভারতের জন্য বাঙ্গলার একটী বিশিষ্ট ব্রত, একটী বিশিষ্ট সাধনা রহিয়াছে। ইহা সে পুরুষ-পরম্পরায় পাইয়াছে। দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জনের জীবনেই বাঙ্গালা যথার্থ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের মনোমালিন্য

জার্ম্মাণীর প্রতিনিধিমণ্ডলী ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফরাসীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মাণী শুল্ক-সঙ্ঘ বজায় রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জার্ম্মাণ প্রতিনিধিমণ্ডলী বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, এই সঙ্ঘ অষ্ট্রিয়ার রাজনৈতিক স্বাধীনতা কিছুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করিবে না।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৷৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৯ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩৮, ২৩শে মে ১৯৩১

নানা কথা

নৈনিতালে শ্রীযুত গান্ধীজী

শ্রীযুত গান্ধীজী ১৮ই মে অপরাহ্নে নৈনিতালে পৌঁছিয়াছেন। তিনি নৈনিতাল হইতে কিঞ্চিদধিক ৫ মাইল দূরবর্ত্তী তালুকা গ্রামে লালা গোবিন লাল সা'র সহিত অবস্থান করিতেছেন। এখানে পৌঁছিলে সহস্র সহস্র দর্শক তাহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করে। তিনি এস্থানে ৫ দিন থাকিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।

গবর্ণর কানপুরে আছেন। ১৯শে মে অপরাহ্নে ফিরিবার সম্ভাবনা। গবর্ণরের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ সম্ভবতঃ পরদিন হইবে। তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় নাই।

আত্রাই ষ্টেশনে সুভাষ বাবু

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বগুড়া হইতে কলিকাতার পথে ১৮ই মে প্রাতে আত্রাই ষ্টেশনে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক মাল্যভূষিত ও সম্বর্দ্ধিত হইলে স্থানীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ হোড় এবং বঙ্গীয় রিলিফ কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মজুমদারকে পরিচয় করাইয়া দেন। অতঃপর সুভাষ বাবু কংগ্রেসের স্বাধীনতা অর্জ্জন পন্থা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিলে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে ট্রেণ ছাড়িয়া যায়। ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন সাহা, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

নৈনীতালে শ্রীযুত গান্ধীজী

সার টেগার্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আত্রাইএ সুভাষ বাবু

পাবনা জিলা কংগ্রেস কমিটী

ভৌতিক কাণ্ড

সামান্য ঝগড়ায় কাটাকাটি

অদ্ভুত আমগাছ

কাণেশ্বর স্কুল ছাত্র সমিতি

আদালতে পকেট মার

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গোরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেগার্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

গত ২রা সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ফেরারী আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করার জন্য চন্দননগরে শশধর আচার্য্যের বাড়ীতে হানা দেওয়ার সম্পর্কে উক্ত শশধর আচার্য্য ও তাঁহার পত্নী সুহাসিনী দেবী, সার চার্লস টেগার্ট ও অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে আদালত হইতে তদন্ত করিবার জন্য একটি ক্রিমিনাল বেঞ্চ গঠন করার জন্য সোমবার দিন হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির নিকট দরখাস্ত করেন।

দরখাস্ত দাখিল করিতে গিয়া অভিযোগকারীর পক্ষে শ্রীযুত জিতেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জ্জি বলেন যে, সার চার্লস টেগার্ট ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে শমন প্রার্থনা করায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট উহা অগ্রাহ্য করেন। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দরখাস্ত করিলে বিচারপতি উইলিয়ামস ও ঘোষ উহা ডিস্‌মিস করিয়া আদেশ দেন যে, হাইকোর্টের বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করার প্রার্থনা আদিম বিভাগে করিতে হয়। কিন্তু মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন যে, এই আদেশ হাইকোর্টের আদিম বিভাগের আইনের বিরোধী। কাজেই এ সম্বন্ধে কোন রীতিতে কাজ করিতে হইবে এবং একটি বেঞ্চ গঠনের জন্য এই দরখাস্ত করা হইয়াছে।

বিধান বিচারপতি এই দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া কৌঁসুলী শ্রীযুত ব্যানার্জ্জিকে কাগজ পত্র দাখিল করার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

চোরের উপদ্রব

জামালপুর সহরে ভীষণ চোরের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহই সহরে চুরি হইতেছে। স্থানীয় যুবকগণ সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবার জন্য একটী ডিফেন্স কমিটী গঠন করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কৃষ্ণনগরস্থ হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত

শ্রীভাগবত প্রেস

সুলভে সুন্দর ছাপার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ

এখানে ব্যাঙ্ক, মোকর্দ্দমা এবং ইউনিয়নবোর্ডের যাবতীয় ফরম্ ও রসিদ বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

মফঃস্বল হইতে লিখিলে প্রত্যেক ইউনিয়নবোর্ডের নাম ছাপিয়া দেওয়া হয়।

বিবাহের উপহার, নিমন্ত্রণ-পত্র চেক, দাখিলা, আর্জ্জি প্রভৃতি অতি যত্নের সহিত অতি সত্বর ছাপিয়া দেওয়া হয়।

ইংরাজী, বাঙ্গালা হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় পুস্তকাদি ছাপিবার সুব্যবস্থা আছে।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ নির্ভাবনায় নিম্নঠিকানায় ডাকযোগে অর্ডার পাঠাইতে পারেন।

ম্যানেজার শ্রীভাগবত প্রেস

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও বাতুলিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাত্মাস্থি ঘৃত"

পুনঃপুনঃ রোগে বাজপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

নৈর্য্যায়ণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

ডাক্তারের নারায়ণজী, কেশবজী

১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জামদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ষষ্ঠবর্ষ ৬৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:*:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৯ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার—১৩৩৮

দার্জ্জিলিং প্রসঙ্গ

গত ১৪।৫।৩১ তারিখে দার্জ্জিলিংএর কতিপয় বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী অগাষ্ট ভিলায় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণের জন্য আগমন করেন এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। জগতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি নানা প্রকার ধর্ম্মমার্গের কথা প্রচলিত থাকিলেও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা এবং তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভুপ্রচারিত জীবের চরম কল্যাণপ্রদ প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সহিত ভক্তিধর্ম্মের যে বৈশিষ্ট্য, তাহা তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য আর কোনদিন লাভ করেন নাই। এই অচৈতন্য জগতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার দ্বারা প্রভুপাদ জীবের যে কি মহান উপকার সাধন করিতেছেন, তাহা তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হন

গত ১৫।৫।৩১ তারিখে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জনৈক পাদরী সাহেব দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অগাষ্ট ভিলায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বলেন যে, ফাদার জোহান্সএর নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও তত্রত্য আচার্য্যপ্রবরের মহত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি প্রভুপাদের সহিত এক ঘণ্টার অধিক কাল ধর্ম্মালোচনা করেন। পাদরী সাহেব প্রভুপাদের নিকট নৈতিক ও কর্ম্মময় রাজ্যের অতীত শুদ্ধভক্তিরাজ্যের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের কথা প্রভুপাদ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে তিনি তৎসম্বন্ধে আরও নূতন নূতন তথ্য অবগত হইবার জন্য আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে থাকেন। খৃষ্টধর্ম্মে মাত্র শ্রীভগবানের পিতৃত্বের (Fatherhood of Godhead) কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে সেবক জীবের সহিত ভগবানের যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ আছে এবং শ্রীভগবানের পুত্রত্ব (Sonhood of Godhead) বলিয়া যে সমস্ত বিচার আছে, তাহা প্রভুপাদ পাদরী সাহেবকে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দিলে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের প্রশংসা করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের বিচারসমূহ যে অতি উচ্চতর কথা, ইহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই—একথা জানাইয়াছিলেন।

বৈকালে ভাগলপুরের সন্নিকটস্থ বারওয়ারীর রাজা সাহেব তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী সমভিব্যাহারে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষী হইয়া উপস্থিত হন। রাজা সাহেব খুব উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি তাঁহার নানাপ্রকার সন্দেহ নিরসন জন্য প্রভুপাদের নিকট বহু বহু প্রশ্নের অবতারণা করিয়া তাহার মীমাংসা প্রার্থনা করেন। প্রভুপাদ অতি সহজ ও সরল ভাষায় শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্যসমূহ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন।

রাজা সাহেব অল্পবয়স্ক হইলেও তাঁহার বিচারবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি যে সমস্ত কথার অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি বাস্তবিকই জীবের প্রকৃতধর্ম্মসম্বন্ধে শুশ্রূষু। প্রভুপাদ তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে আগ্রহের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে" শ্লোক উল্লেখ করিয়া মানজীবনে জীবের চরমমঙ্গল লাভের উপায়স্বরূপ শুদ্ধভক্তিমার্গ আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই, ইহা সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেন।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মে জীবের আপাত প্রতীয়মান কিছু কিছু মঙ্গল দেখা গেলেও একমাত্র শুদ্ধ প্রেমধর্ম্মেই জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হইতে পারে, ইহা রাজা সাহেবের কখনও জানা ছিল না,—একথা তিনি স্বীকার করেন। রাজা সাহেব অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত চৈতন্যবাণী শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে পুনরায় তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের বাসনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য তাঁহার জানা ছিল না। প্রভুপাদের নিকট উহার গুহ্য রহস্য অবগত হইয়া তিনি যেন এক নূতন রাজ্যের সংবাদ অবগত হইলেন। মানবজীবনের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার যে সমস্ত ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল এবং জড়জগতের অভিজ্ঞতা ও জড় শিক্ষার মূলে তিনি যে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া জানাইলেন।

যুক্ত বা যোগী

যুজ ধাতু ক্ত প্রত্যয় করিয়া 'যুক্ত'পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ কোন এক বস্তুর সহিত অপর কোন বস্তুর মিলন বা সংযোগাবস্থাকে উদ্দেশ করে

জীবগণ সর্ব্বদাই সংযোগ বা মিলন-প্রয়াসী। মনুষ্য মনুষ্যের সহিত, পশু পশুর সহিত, পক্ষী পক্ষীর সহিত, পতঙ্গ পতঙ্গের সহিত, হিন্দু হিন্দুর সহিত, ভারতবাসী ভারতবাসীর সহিত—এইরূপে সকল প্রাণীই সজাতীয় মিলনের প্রয়াসী। কিন্তু জীবের এই প্রয়াস সর্ব্বথা ব্যর্থ হইয়া যায়। তাহার বিচারে ভ্রান্তি হওয়ায় সে যতই সংযোগের প্রয়াস করে, আর একজন অলক্ষিতে থাকিয়া তাহার ঐ চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেন।

সেই অলক্ষিত পুরুষের নাম 'কাল'। সকলপ্রাণীই কালের প্রভাবে চালিত হয়। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছে, সকলেই আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কা করিতেছে, কিন্তু কোথা হইতে বায়ু আসিয়া সমস্ত মেঘকে কোন্ অজানা দেশে উড়াইয়া লইয়া গেল, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। মেঘসকল বায়ু কর্ত্তৃক বিচালিত হইয়াও যেমন বায়ুর বিক্রম সম্যক্ প্রকারে অবগত হইতে পারে না, তদ্রূপ মনুষ্যগণও কালের দ্বারা চালিত হইয়া তাহার অসীম বিক্রমের বিষয় জানিতে পারে না।

জীবগণ মোহবশতঃ নিত্যযুক্ত হইবার চেষ্টা না করিয়া দেহ, গেহ, কলত্র, পশু, বিত্ত প্রভৃতি বস্তুর সহিত নিজ সংযোগ বাঞ্ছা করে, কিন্তু ঐগুলি নিত্য নহে, কালকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের জন্য জীবের শোক করিতে হয়। নিত্য বস্তুর অনিত্য বস্তুতে সংযোগ পরস্পর বিপরীত বস্তুর মিলন অসম্ভব।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় 'যুক্ত' শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপে উপদেশ করিয়াছেন,—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥

যোগী জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্তাত্মা, চিৎস্বভাবে স্থিত, জিতেন্দ্রিয়, লোষ্ট্র, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ সমুদয়েই সমদৃষ্টি অর্থাৎ ঐ সমুদয়ই জড়পরিণতি, অতএব নশ্বর—এইরূপ জ্ঞানযুক্ত।

যখন যোগীর চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যখন জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষ সকলে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়, তখন সমস্ত জড়কামশূন্য ঐ পুরুষ যোগযুক্ত বলিয়া কথিত হন।

'যুক্ত'গণকে 'যোগী' বলে। এই যোগিগণের মধ্যে তারতম্য আছে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিতেছেন,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥
(৬।৪৬-৪৭)

সকামকর্ম্মগত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সাংখ্যজ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সকাম কর্ম্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যোগশূন্য তপস্যা, জ্ঞান বা কর্ম্ম, কিছুই ভাল নয়। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজন করেন, তিনি যোগিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈধ মানবদিগের মধ্যে সকাম কর্ম্মীকে 'যোগী' বলা যায় না। নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ যোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা—ইহারা যোগী। বস্তুতঃ যোগ এক বই দুই নয়। যোগ একটী সোপানময় মার্গবিশেষ। সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম। তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ জ্ঞানযোগ হয়। তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গ যোগরূপ তৃতীয় ক্রম হয়। আর তাহাতে ভগবদ্গীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তিযোগরূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐসমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান, তাহারই নাম 'যোগ'। সেই যোগকে [illegible] ব্যাখ্যা করিতে [illegible] উক্ত

যুক্তযোগ সকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাহাদের নিত্য কল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু পতি ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করত শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার উপরিস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্বক্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ রহিলেন না, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না। অতএব যেখানে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নামসংযুক্ত একটী যুক্তযোগই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। তজ্জন্যই কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী, কেহ বা ভক্তিযোগী বলিয়া পরিচিত হন।

অতএব হে পার্থ, যাঁহার চরম উদ্দেশ্য কেবল আমাতে ভক্তি করা, তিনি অন্য তিন প্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি সেই প্রকার যোগী হও।

যাঁহারা সদ্গতির সংযোগের প্রয়াসী, তাঁহারা এইরূপে যোগযুক্ত হইতে পারেন নাই, সুতরাং 'অযুক্ত' বলিয়া তাহারা অশান্ত ও অসুখী। যথা গীতা—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥

যিনি যোগযুক্ত নহেন, তাঁহার রসভাবনা সম্ভব নয়। পরমরসভাবনা ব্যতীত জড়ত্ব হইতে শান্তি হইতে পারে না। শান্ত না হইলে আত্মানন্দরূপ পরম সুখ কিরূপে হয়?

— — —

পুনর্ব্বার বলিতেছেন,—

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি
নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো
নিবধ্যতে॥

যুক্তব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক নৈষ্ঠিকী শান্তি অর্থাৎ কর্ম্মমোক্ষ লাভ করেন। পক্ষান্তরে, অযুক্ত পুরুষ অর্থাৎ সকামকর্ম্মী কামপ্রবৃত্তি দ্বারা ফলাসক্তি সহকারে কর্ম্মে আবদ্ধ হন।

'যুক্ততম' শব্দকে আরও পরিস্ফুট করিবার বাসনায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা
উপাসতে
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

নির্গুণ শব্দ সহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তিময় করিয়া যাঁহারা আমাতে মনোনিবেশ করেন, সেইসকল ভক্ত ব্যক্তিই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী

ভবিষ্যৎ চিন্তা

(১)

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

অধিকাংশ সাংসারাসক্ত গৃহমেধী ব্যক্তিগণ বাহ্য বিষয়লাভেচ্ছুগণের গুরুস্থানীয়। তাই সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষয়কামিগণ তাহাদের পদাঙ্কানুসরণে ভবিষ্যতের সুখসমৃদ্ধির জন্য গৃহ, বিত্ত এবং ধনাদির সংরক্ষণে ও সংবর্দ্ধনে সমুদয় জীবন ব্যাপিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ দেহচর্ম্ম শিথিল, দন্ত পতিত ও কৃষ্ণকেশরাজি শুভ্র বর্ণ ধারণ করে, সুউচ্চ বলিষ্ঠ শরীর কুব্জ হইয়া পড়ে, তথাপি তাহাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের স্পৃহা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় না।

ভবিষ্যতের চিন্তায় অন্ধ হইয়া অনেকে আবার ন্যায়বিগর্হিত অন্যায় পন্থায় পর্য্যাপ্ত ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। অনিত্য সুখাশাপরোদিত তাহাদের সারাবণ লৌকিক জীবনযাপনপর্য্যন্ত দুর্নীতির অতল গহ্বরে চিরদিনের জন্য লুক্কায়িত হইয়া যায়। আজ অমুক স্থানে ভোজ দ্বারা বিত্তলোভে স্নেহপুত্তলী কন্যার পাত্রকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছে, পরশ্ব এক বন্ধু অপর বন্ধুর গচ্ছিত ধনের আত্মসাৎ কামনায় বন্ধুর বক্ষে ছুরিকা বসাইতেছে, আপন কোন্ও দিন না, অমুক দেশের অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন মনে করিয়া, জারের প্রীতি কামনায় বহু সুখভোগসম্ভারে নূপতিপরিবারের জীবনাবসান করিতেছেন, এই প্রকার বহুবিধ বিবরণ প্রায়ই শুনা যায়। এসব সংবাদ বর্ত্তমান ঘটনাবলীর অভিনব নূতনত্ব নহে।

মানবজাতির সমগ্র অতিরিক্তই সুখের মোহিনী মূর্ত্তির ধ্যান করিতে ভালবাসে; অনিত্য সুখসম্ভোগের চিত্তমোহকতা সতত তাহাদের চিত্তবৃত্তিকে সত্যপথ হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে। হায়! যে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় তাহারা নিজের কত বল করিয়া গৃহ, দার ও অর্থাদিরক্ষণের সঞ্চয় করে এবং অন্যায় অবলম্বনের দুরাশাচালিত হইয়া, তাহারা দারা, বন্ধু, সুত, সুতা ইত্যাদি প্রিয় পরিজনবর্গের প্রতি স্নেহাসক্তি বশতঃ সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করিয়া তাহাদের পূজা বিধান করে, তাহা ত কালবায়ুর একটী ফুৎকারে নিমেষে ধূলিসাৎ হইতে পারে।

ইহ কালের অনন্ত্য বিধানে কোনও অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে ঐ সমুদয় তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে; নয়ত সমগ্র ভোগোপকরণ ফেলিয়া রাখিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদিগকেই সযত্নরক্ষিত সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

যদি অদ্য এই মুহূর্ত্তে যমরাজের পরোয়ানা লইয়া মৃত্যুদূত আসে, তখন কি একটী নিমেষও বিলম্ব করিবার সাধ্য হইবে?

সাংসারিক ক্ষণিক জীবনের সুখ অর্জ্জনের নিমিত্ত চিন্তাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ তো বড় বড় হিতোপদেশ দানে করিয়া থাকেন, ভবিষ্যতের প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য ধনাদি সঞ্চয়ের পরামর্শও দান করেন; কিন্তু তাঁহারা জীবনের পরবর্ত্তী, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত দেশের রহস্যাবৃত কালযাপনের জন্য অবিনশ্বর সুখশান্তিপ্রাপক নিত্য ধনানুসন্ধানের পরামর্শ দিবেন কি?

হায়, এই প্রশ্নে জাগতিক বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই মৌনী হইয়া পড়েন; তবে কি জীবনের উত্তরকালের জন্য আমাদের কিছুমাত্র ভাবনার প্রয়োজন নাই। প্রতিদিন আমাদের সম্মুখ দিয়া কত কিশোরবয়স্ক বালক ও নবরকান্তিযুক্ত শিশু, কত কোমলাঙ্গী বালিকা ও ষোড়শীযুবতী, কত জরাগ্রস্ত বৃদ্ধবৃদ্ধা, কত রাজপুত্র ও ভিখারী কত মূর্খ ও বিদ্বান্, কত সুন্দর ও কুশ্রী, কত যৌবনগর্ব্বিত স্বাস্থ্যসবল যুবক মৃত্যু-কবলিত হইয়া শ্মশানের চির পুরাতন পথে চলিয়া যাইতেছে। চিতাগ্নির উজ্জ্বল শিখা যেন ক্ষণে ক্ষণে জাগতিক নশ্বরতার ক্ষণ-ভঙ্গুরতা প্রতিপাদন করিবার জন্যই ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।

এত সমস্যাপীড়িত সাদের দেহগুলি প্রতিনিয়ত ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াও আমাদের নিজেদের পরিণামচিন্তা উদিত হয় না। আমরা মনে করি, আমরা কখনই মরিব না। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক আর কি হইতে পারে? মৃত্যু কখন্ যে তাহার নির্ম্মম কৃষ্ণহস্তে ভাবনক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইবে, তাহা কেহই জানে না।

তবে কি বুদ্ধিমন্তগণের যমের আগমনের জন্যও প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য নহে? জড়ত্বপাশ মোহগ্রস্ত আমাদের কোন সময়েই ভাবিয়া অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা হৃদয়ে জাগ্রত হয় না। এমন কি ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত ও ভূকম্পনের ফলে সমূহ ধনশালী 'পম্পেই' নগরী অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ও ভূপ্রোথিত হইয়া যায়। এই প্রলয় কাণ্ডের এতটুকু পূর্ব্বেও কি পম্পেই নগরবাসিগণ তাহাদের এই অদৃষ্টলিপির কথা জানিত?

অন্যান্য দিবসের ন্যায় সেই দিবসও ভোগোন্মত্ত মানবগণ বন্ধুবর্গের সহিত হাস্য-পরিহাসাদি করিতে করিতে সাধারণ ভোজনাগারে পান ভোজন করিতেছিল; অভিনয় দর্শনার্থিগণের দ্বারা নাট্যালয়সমূহ পরিপূর্ণ ছিল এবং চপল ক্ষণিক সুখের উন্মাদনায় ভোগিকুল প্রমোদাগারে নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুকে ব্যাপৃত ছিল। আবার স্নেহময়ী জননী প্রাণপুত্তলি নয়ননন্দিনীসদৃশ আদরের ধনকে স্তন্য পান করাইতেছিল, প্রণয়িনী পত্নী স্বামীর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত গৃহমণ্ডনযোগ্য নানা চারুশিল্পকার্য্য করিয়া সময় ক্ষেপন করিতেছিল, বৃদ্ধ জনক শিশু সন্তানগণের আহার্য্য সংগ্রহের জন্য পথে বাহির হইয়াছিল, প্রত্যেকেই যে যাহার কার্য্যে নিযুক্ত, এমন সময়ে সহসা কালভৈরবের প্রলয়নৃত্য আরম্ভ হইল কেন?

শুধু পম্পেই নগরী নহে, কত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জনপদ, যশোগৌরবমণ্ডিত দেশ, কাল কর্ত্তৃক কতভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। বিশ্বনাথের বিপুল রাজত্বে প্রতিক্ষণে কত ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কত নূতন জগৎ তাঁহার ইচ্ছামাত্রে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ক্ষুদ্র মানব তাহার কতটুকু সন্ধান রাখিতে পারি?

তাই বলি, নিশ্চিত মরণকে যখন একদিন অবশ্যই বরণ করিতে হইবে, তবে মায়ামুগ্ধ আমরা সে কথা ভুলিয়া যাই কেন? আর মরণদূত অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের যে রঙ্গমঞ্চ মুক্ত করিবে, সেই অন্ধকার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাও করিব না কেন?

দীর্ঘতুলিং (তৃতীয়লিঙ্গ)

(ডিমোনাস্ট্রেটর অব্ একাডেমী অফ্ ফিজিওথেরাপি

ডক্টর পার্থ এম্, ডি।

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ভিন্নি গজ কাঞ্চন শিখর আজ
দেহরূপে হইল উদয়।
দুই দন্ত দন্তিসম যেমন মাহার কাম,
তিন্নি লিঙ্গ তিন্নি ভিন্ন॥
গিরিজা-লম্বোদরে, যাহাতে তুষার শ্রাদ্ধ,
[illegible] ভূষণ।
ঘোরনাদে ঘোষে তেঁহ ভূতগণ ভুজঙ্গলিঙ্গভঞ্জন
বিনাশক কঠিন পাষাণ॥
সকল তুলনা দিয়া আনিনু নূতন,
ইন্দ্র অগ্নি গিরিশসেবার।
কত আলো কত চিত্র, নানাবর্ণ বিরাচিয়া,
হয় মুদ্রিত নাচঘর॥
তুমি গহনবন, গিরিগুহা অগণন,
তপ আচরণযোগ্য স্থান।
তাপীর অগম্যগণ্য কঠোর বৈরাগ্য ধর্ম্ম,
সেথা আচরিল ত্রিলোচন॥
শ্মশানবিলাস ক্ষেত্র পবিত্র এ গিরিগাত্র
তবে তেঁহ লিল সে আশ্রয়।
অপর্ণা যেখানে ব্রত সাধিতে কঠিন ব্রত,
সেথা স্বাস্থ্য এবে লভ্য হয়॥
দিগম্বর কার ধ্যানে অবসন নাহি জ্ঞানে,
গিরিজার তপস্যাকারণ।
সন্তান নাহিক লয়, দেহসুখ মাত্র চায়,
তুচ্ছভোগ মানে সর্ব্বোত্তম॥
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য শম্ভু ত্রিজগত-মান্য
তাঁহার সাধনক্ষেত্র ধন্য।
বৈষ্ণবের আত্মগতো উপলব্ধ হয় চিত্তে,
আত্মতোষ যাহে সুপ্রসন্ন॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন-মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সন্নিবেশিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়বাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত আভাষ সন্নিবেশিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া হইতেছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর টাইপের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ৩য় খণ্ড ১৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিখণ্ড ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, অর্দ্ধ বাঁধাই ভিক্ষা ৬৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথা প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। গৌড়ীয় প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মপ্রকৃপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়-গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিত্তবিলাসচিন্তান্ত অচিন্ত্যতত্ত্ব-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমূহ।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাম-সপ্ত, শ্রীনবদ্বীপাবির্ভাব, শ্রীবাসঅঙ্গনলীলা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিশাল সংখ্যক গ্রন্থে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড** শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মহাপ্রসাদ শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনাম স্বরূপলীলা ও মাহাত্ম্য, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভুর, শ্রীনাম-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজার বৈষ্ণবাচারের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীহরিনাম, বৈষ্ণবাপরাধ-তত্ত্ব, শ্রীমতী তুলসীদেবী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচৈতন্য—এতদ্ভিন্ন অপর অনেকানেক মধুরাতিমধুর বক্তৃতা বিবৃত। ভিক্ষা ১৲, ৭৸০ বাঁধা।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইতে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাকে ২৲ হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর কৃতসারার্থ বর্ষিণী টীকা ও শ্রীমদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাকৃত রঙ্গ-ভাষ্য বিশিষ্ট "রসিক রঞ্জন" নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও চতুর্থ পাদের সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের মূল্য ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সনন্দ ও গৌড়ীয় ভাষ্যের সহিত মুদ্রণের প্রথম খণ্ড। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। মূলশ্লোক টীকা ও প্রাকৃতবঙ্গানুবাদ এই তিন অতি সহজে বাহকের বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ১৷৷০ আনা মাত্র

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণসহ) বঙ্গানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ১৷০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পাঠকারে পরিক্রমার প্রকরণাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমা-অংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে নবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কনক কাম্য, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিযোগ—নামভজন-প্রণালী ও অহৈতুকীয় নাম-পরিণামাদি প্রেম বিষয়ক উপদেশ করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ মূল্য ২, টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অমূল্য কণ্ঠে বিরাজমান শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সম্মত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সুস্থিত। এরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব ভেদ—নিত্যানেক—অদ্বৈত তত্ত্ব—শক্তি—ভক্তিতত্ত্ব—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—ভাবভক্তি—প্রেমভক্তি—ঈশ্বর—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বাদি সুন্দর অধ্যায়ে সুন্দর শ্লোকাদি প্রমাণে উহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকর মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। গ্রন্থ প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "নমো গৌরাঙ্গায়" ইত্যাদি শ্লোক ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাকৃত বঙ্গ-ভাষায় নবদ্বীপ পরিক্রমা—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সংস্কৃতি—শ্রীমৎ প্রাণগোপালদাস ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল প্রভুপাদ-বিরচিত সন্ধি ও বৃত্তি, তদুপরি ঠাকুরের শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত টীকা ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি সহ। অধ্যেতৃবর্গের জন্য। ভিক্ষা, ২৲ টাকা, ডাকব্যয়ের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-কণ্ঠমণি

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন এম-এ, বি-এল, ভক্তিবিদ্যাভূষণ, প্রচারক শ্রীসঙ্ঘ, আচার্য্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি উপযোগী করিবার জন্য এই উৎকৃষ্ট বাঁধাই করিয়াছেন। গ্রন্থে বঙ্গানুবাদ ও সংস্কৃতাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। মূল্য মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ বিবর্ত্ত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে বঙ্গানুবাদ ও নবদ্বীপশতকের শ্রীল প্রাণগোপাল দাসানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটী [illegible] সংযোজিত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (১ খানা একত্রে) ভিক্ষা ।০ আনা, ডাক খরচা বাঁধাই ডাকব্যয়ের ১৲ টাকা মাত্র।

ধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে যে লাভ করিতে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অভাব বা সংশয় থাকিতে না। পরম গুরুত্বসম্পন্নক এই সর্ব্ব সুন্দরপ্রণালী গ্রন্থ [illegible] প্রকাশিত হয় নাই [illegible] এই পর্য্যন্ত [illegible] আদরের সহিত [illegible] পরিচয়াদি-সম্বলিত [illegible]

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারগ্রাহী ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্ত্বপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাচ্য (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমনির্য্যাস

[illegible] প্রভু [illegible]

ভজনরহস্য

ভজনকাহার [illegible]; সাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য [illegible] শাস্ত্রের নিষ্কর্ষ। [illegible] কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] নামাভাস, নামাপরাধ ও বিষয়ের [illegible] বিচার শ্রবণ করি [illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত। ষষ্ঠ সংস্করণ ভিক্ষা ৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গ্রন্থরত্ন। [illegible] গ্রন্থকর্ত্তার ভক্তিরাজ্যের গভীর অনুভূতি দ্বারা অনায়াসে লাভ করিবার তুলি। পাইবেন। বহু আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, নিষ্কপট, ভজনলালসা, ঐকান্তিকী শরণাপত্তি ও বিধি পালনা বিষয়ক গ্রন্থখানি, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত [illegible] ভজন, আরাত্রিক ও প্রার্থনা-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীমদ্বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ; ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শপুরুষ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীআদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আনন্দাপ্লুত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত বঙ্গানুবাদসহ। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক [illegible] ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ [illegible] শতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। [illegible] ।৵০ আনা মাত্র

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব জ্ঞানের অমূল্য [illegible]। ভিক্ষা আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ত্তব্য সদাচার-সমূহ, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনরহরিদাসাচার্য্য রচিত। শ্রীমদ্ভক্তি-সাধ্যের সাধনপথ জানিবার মূল বৈষ্ণবদর্শনমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের [illegible] সানুবাদ। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমদ্বেদব্যাসানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শপুরুষ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীআদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আনন্দাপ্লুত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম পদ ও [illegible]-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবার্ড [illegible] মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটিত প্রায় ৩০ লক্ষ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বত জন্মস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-চতুঃশ্লোকী-ভাগবতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সারস্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের নিত্য নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সারস্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মধুকরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহুষেকেশ দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্মল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-বেদাঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যার্ত্বিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাণ্ডবীগোজন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথদাস গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবদাসী শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরমন্দির এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভাকায় ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভাক্তশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাতলী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রকটিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাজারগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র—

মাউগাছি, জাহানগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীবাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালির চাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগানন্দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

বগবাড়, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীর নিত্যসেবা বর্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা। রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম, ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবধরিয়ার।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-ব্যাসের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) জিল্লা গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ কেশ স্কোয়ার, নিউ জিল্লা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাধামাধব

নিলামবাজারে চুরি

গত ১৩ই মে রাত্রিতে নিলামবাজার শ্রীহট্ট কৃষ্ণ গোবিন্দ এম. ই, স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় এক চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরেরা ঘরে সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ করিয়া অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রাদি লইয়া গিয়াছে।

ভৌতিক কাণ্ড

নিলামবাজার হইতে প্রায় সওয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী আলম কানী নামক গ্রামে কয়েকদিন পূর্ব্বে ইনচান হাজী নামক এক মুসলমান তাহার ক্রীত একখানা জনশূন্য বাড়ীতে গরু চরাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে পরে তাহার তন্দ্রা আসিলে সে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে থাকে। তখন তাহার বোধ হয়, যেন কয়েকটি লোক তাহাকে ধরিয়া মারপিঠ আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে তাহার তন্দ্রার ভাব চলিয়া যায়। কিন্তু তথায় কোন লোক দেখিতে পায় না। তখন সে গায়ের বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া বাড়ীতে চলিয়া যায়। সেখানে তাহার প্রবল জ্বর হয়। ঘটনায় ১০।১২ দিন পরেই লোকটী মারা গিয়াছে।

অদ্ভুত আমগাছ

নিলামবাজার হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী কায়স্থ গ্রাম নামক স্থানে একটী অদ্ভুত আম গাছ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকাশ যে, গত বৎসর লোকে আম খাইয়া যে আঁটী ফেলিয়াছিল তাহাতেই স্বাভাবিক আমগাছ অঙ্কুরিত হইয়াছে। এক বৎসরে গাছের উচ্চতা এক ফুট হইয়াছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ বৎসর এগাছে একটী আম ধরিয়াছে।

পকেট কাটা

পূর্ব্বে কেবল কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় সহরেই পকেট কাটার খবর পাওয়া যাইত; কিন্তু বর্ত্তমানে সুদূর মফঃস্বলেও উহার অভাব পরিলক্ষিত হয় না। বাহিরের পকেটে টাকা পয়সা লইয়া বাজারে বাহির হইলেই তাহা চুরি যায়।

আদালতে পকেট মার

গত ১৬ই মে বেলা প্রায় ১ ঘটিকার সময় জামালপুর ফৌজদারী কোর্টে যখন মহকুমা হাকিম মিঃ এস, দত্ত বিচার করিতেছিলেন, সেই সময় সেই কক্ষে একজন পকেটমার মুহুরী উপেন্দ্র বাবুর পকেট মারিতে চেষ্টা করে। সেই সময় উপেন্দ্র বাবু হাতে হাতে তাহাকে ধরিয়া চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিয়া টাকা সহ মহকুমা হাকিমকে দেখান। সেই সময় সেই পকেটমার উপেন্দ্র বাবুকে ধাক্কা মারিয়া পলাইতে চেষ্টা করিলে এক মুসলমান যুবক কর্ত্তৃক ধৃত হয়। মহকুমা হাকিম তাহাকে ৩ মাস বাসের হুকুম দিয়াছেন।

কণেশ্বর স্কুল ছাত্র সমিতি

গত ১২ই মে ১ ঘোষ্ট ছাত্রগণের এক সাধারণ সভায় কণেশ্বর স্কুলে একটী ছাত্র সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিপদ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সামান্য ঝগড়ায় কাটা কাটি

কার্ত্তিক ও সতীশ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে বাস করিত। দুইজনের মধ্যে একটা সামান্য ব্যাপার লইয়া ঝগড়া বাধে, ইহাতে কার্ত্তিক মাছকাটা দা দ্বারা [illegible] মস্তকে আঘাত করে। দুইটী আলোক ইহাতে বা[illegible] তাহারাও আঘাত প্রাপ্ত হয়।

বিনা টিকিটে ট্রেণে ভ্রমণ

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক নামে পরিচিত নরেন্দ্র নাথ গুহ নামক জনৈক বালক বিনা টিকিটে কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত রেলে ভ্রমণ করিবার অভিযোগে দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডে, পি, কর্ত্তৃক ৫৲ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১০ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

নরেন্দ্র জরিমানা না দিয়া চলে গিয়াছে।

চাঁদপুরে ঝড় ও বৃষ্টি

গত ১৮ই মে সন্ধ্যার পরেই চাঁদপুরে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা উপস্থিত হয়। প্রায় ৫০ খানা বাড়ী পড়িয়া যায়। নদীতে ৩০ খানা নৌকা [illegible] প্রকাশ, ৩ [illegible] নৌকার মাঝি জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

মাদারিপুরে শিল

গত ১৮ই মে সন্ধ্যায় মাদারিপুরে প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়। উহা এক ঘণ্টারও অধিক কাল স্থায়ী ছিল। বহু ঘরবাড়ীর যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এই ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে কুঁসিরও অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

খুলনায় ঝড়বৃষ্টি

গত ১৮ই মে খুলনায় প্রবল ঝড় ও [illegible] হইয়া গিয়াছে। বহু বৃক্ষ ও ঘরবাড়ী ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়াছে

রাজবন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘট

গত ২০শে মে অমৃতসর জেলে ৪ জন বিচারাধীন রাজবন্দী অনশন ধর্ম্মঘট করে। প্রকাশ, কতিপয় দিবস পূর্ব্বে জেলের নিয়ম ভঙ্গ করায় তাহাদিগকে দাণ্ডাবেড়ী ও নির্জ্জন বাস দণ্ডে দণ্ডিত ও জেল আইনের ৫২ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত করা হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধেই তাঁহাদের অনশন ধর্ম্মঘট।

ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যস্থতায় উক্ত ব্যাপারের আপোষ হইয়াছে। ডেপুটি ইন্সপেক্টর উপরিউক্ত অভিযোগ সমূহের তদন্ত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কাপড় কলে ধর্ম্মঘট

প্রধান ষ্টীমকে বরখাস্ত করায় প্রতিবাদ স্বরূপ বোম্বাই মিল কাপড়ের কলে একশত ষ্টীম ধর্ম্মঘট করিয়াছে। অনুপস্থিত ষ্টীমদের স্থলে নূতন লোক লইয়া কাজ চালান হইতেছে।

নাগপুরের নূতন ভাইস চ্যান্সেলার

আগামী ২৩শে নভেম্বর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ জে, এফ, ম্যাকুকুডেনের কার্য্যকাল শেষ হইবে। প্রকাশ যে ১৮৩১।৩২ সালের পর তিনি দীর্ঘ অবকাশ লইবেন এবং পুনর্ম্মনোনয়নে রাজী হইবেন না। পরবর্ত্তী ভাইস চ্যান্সেলাররূপে ডাঃ হরিসিং গৌরের নাম উল্লেখিত হইতেছে।

ঘর চাপা পড়িয়া মৃত্যু

অমৃতসরে গোপালের বাড়ীতে একখানা ঘর ধ্বসিয়া পড়ায় একজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক ও একটি শিশু চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও তিন জনকে চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ভাঙ্গা মহকুমা কংগ্রেস কমিটি

গত ১৪ই মে বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭॥০ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেব উকিল মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় কংগ্রেস অফিস গৃহে ভাঙ্গা সদরপুর ও নগরকান্দা থানার নির্ব্বাচিত সভ্যদের এক মিলিত সভায় নূতন বৎসরের জন্য ভাঙ্গা মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ সরকার, ভুবনমোহন মিত্র, কুঞ্জবিহারী দেব, শ্রীযুক্তা বিনোদিনী দাসগুপ্তা, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রশঙ্কর দাসগুপ্ত, দীনেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ঘনবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য, নরনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শৈলেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সমাদ্দার, যাদবচন্দ্র দে, যতীন্দ্রনাথ গুহ, সন্তোষকুমার গোপ, কার্ত্তিকচন্দ্র রায়, বিজয়চন্দ্র ব্যানার্জ্জি, মনমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উক্ত কমিটীর সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

পাবনা জিলা কংগ্রেস কমিটী

পাবনা জিলা কংগ্রেস কমিটীর বাৎসরিক সাধারণ সভা আগামী ২৪শে মে সকাল ৮॥০টার সময় পাবনা টাউন হলে হইবে।

কার্য্য বিবরণী—বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ, ১৯৩১-৩২ সালের কার্য্যকরী সমিতি গঠন, নূতন বৎসরের কার্য্যকারক নির্ব্বাচন জিলা কংগ্রেস কমিটীর জন্য সংশোধন প্রস্তাবিত ও নূতন নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

মুখোস পরিয়া রাহাজানি

গত ১ সপ্তাহের মধ্যে, বহর ও বানারী চণ্ডীতলা গ্রামের নিকটে ৩টি রাহাজানি হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীতলার নিকটে রাত্রে দিয়া ১টি বালক যাইতেছিল। জনৈক গুণ্ডা মুখোস পরিয়া পাট ক্ষেত হইতে বাহির হইয়া উক্ত বালকের নিকট হইতে ৵৫ পয়সা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। বানারী গ্রামে জনৈক মুদি বাবের ব্যাপারীকে কয়েকজন লোকে দা কিম্বা ছোরা দ্বারা আঘাত করিয়াছে। উহার সঙ্গে টাকা ছিল। এসব ঘটনায় লোকের মনে ভয়ানক আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়াছে।

মাদ্রাজে শ্রীযুত সেনগুপ্ত

গত ১৮ই মে অপরাহ্নে শ্রীযুত সেনগুপ্তের বক্তৃতা শুনিবার জন্য মাদ্রাজের নাগরিকগণ দলে দলে তিলকঘাটে উপস্থিত হয়। অন্ধ্র ও তামিল মাদুরা জিলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক সভা আহূত হইয়াছিল। শ্রীযুত সেনগুপ্ত "ভারতবর্ষ কি চায়" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। প্রায় বিশ হাজার লোক সভায় যোগদান করিয়াছিল।

"শ্রীধাম"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার।
আগ্রহ দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫৲

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গ-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১১ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৩৮, ২৫শে মে ১৯৩১

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ চিদ্বিলাস ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ গত পরশ্ব ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক ও শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টি আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন, শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসের ম্যানেজার পণ্ডিতবর শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ অনুপমদাস ন্যায়কোবিদ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ আগমন করিয়াছেন।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অয়স্কান্তি সান্ন্যালপ্রমুখ বিদ্বন্মণ্ডলী এবং কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী অনেক সজ্জনসহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম স্পর্শে [illegible] ধন্য ট্রেণখানা মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিলে, শ্রীধাম মায়াপুরস্থ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট' নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে সুসজ্জিত সুবৃহৎ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিজয় বৈজয়ন্তী সহ শ্রীল প্রভুপাদকে [illegible] তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম [illegible] র ঘোষণা করেন। তৎপর শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পের মালিকা পরাইয়া দেন; অতঃপর ভক্তগণ সকলেই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন সহ শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীধাম মায়াপুরে লইয়া আসেন। এই শোভাযাত্রায় যাঁহারা উপস্থিত [illegible], তাঁহাদের মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] শ্রৌতী মহারাজ [illegible] বি এ, শ্রীযুক্ত [illegible] বি এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible]-ব্যাকরণতীর্থ উপদেশক, পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ রমানাথ গোস্বামী, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, ডাক্তার শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লর্ডপত্নী ও গান্ধীপত্নী
শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ
অন্তরীণ পান্নালাল
কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী
বেলেঘাটায় রেল সঙ্ঘর্ষ
মহাত্মাজী গোলটেবিলে যাইবেন কি না
পেট্রোল চুরির মামলা
পিকেটিংয়ের নিমিত্ত সাতটী নিয়ম

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা
গৌরাব্দ ৪৪৫
মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।
ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

নানা কথা

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী

নদীয়া জেলার প্রধান জনপদ কৃষ্ণনগর। এই নগরটী প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যালিটী ইহার উন্নতি কল্পে সম্পূর্ণ উদাসীন। ধূলি-ধূসরিত পূতিগন্ধপূর্ণ পথঘাট পথিকের যে ভীষণ অসুবিধা উৎপাদন করে, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপর কেহই কল্পনায় আনয়ন করিতে পারে না। তদ্ব্যতীত বর্ষা আরম্ভ হইতে না হইতেই অনেক রাস্তার পার্শ্বে জল জমিতে আরম্ভ হইয়াছে; বৃক্ষাদির পত্র ঐ জলে পতিত হইয়া মশকের উৎপত্তির জল পাইয়া কোন কোন রাস্তার উভয় দিকে অসংখ্য আগাছা সতেজে উন্নতশির হইয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে, এখন মিউনিসিপ্যালিটীর সৈন্যগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিলে হয়।

যে জেলার প্রধান নগরের মিউনিসিপ্যালিটীর এই অবস্থা, সে জেলার [illegible] ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা [illegible] স্বর্ণসিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে আর সন্দেহ কি?

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না —

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই সুবর্ণ আভ্যন্তরিত "শক্তি-সঞ্জিবনী বটীকা" পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এত বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মনিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সত্বর করুন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন। ১লা জুন হইতে ১২৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

প্রাপ্তস্থান ঃ—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পীড়ন

সর্ব্বরোগের [illegible] মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন জুরী

ম্যালেরিয়ার যম ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস। এমারে শুষ্কপাক, অম্বরস, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিবারণ হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকহরাভ্রাদি তৈল"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আশাতীত ফল প্রদর্শন করে। মূল্য ৭ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

ধাতুদৌর্ব্বল্য জনিত সন্তোষপত্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৫ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কেশবব্রতী

২৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বাদ করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার সাতক্ষীরা গত ৬ মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র উকীল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার মায়না) ৪নং ষ্ট্রীট, লিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অংশিবিক শক্তি নষ্ট করিয়া অকালে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ শারীরদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজপুর, পার্ভেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যষ্ঠবর্ষ ৭০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:*:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১১ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার—১৩৩৮

শরণাগতিই তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই ত্রিবিধ বৃত্তি লইয়া জীব যখন তত্ত্বদর্শিগণের সমীপে অভিগমন করেন, তখন তাঁহারা সেই জীবকে সেবোন্মুখ দেখিয়া তাঁহার নিকট তত্ত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ করেন। তৎকালেই সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে শুদ্ধ অহৈতুকজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে।

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ভগবানের নাভিপদ্মে প্রকটানন্তর নিজে বহু গবেষণা করিয়াও নিজ স্বরূপ কিম্বা শ্রীভগবৎস্বরূপ অবগত হইতে পারেন নাই। তৎপরে শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ শরণাগত হইলে তাঁহারই কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। ব্রহ্মার প্রতি এই তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ চতুঃশ্লোকীতে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে।

গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবদুপদেশেও ইহাই লক্ষিত হয়। অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

শ্রীকৃষ্ণ—অর্জ্জুনের সখা। অদ্য ধর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত। সম্মুখসমরে ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুবর্গ ও জ্ঞাতিবন্ধুগণ আত্মীয়স্বজনকে হনন করিতে হইবে বলিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়ে বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি নিজে অনেকরূপ বিচার করিতেছিলেন, কিন্তু এখন ধর্ম্মসম্মূঢ় চিত্ত; কোন্‌টী প্রকৃত কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। তাই সম্মুখে অবস্থিত সখা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এখন আর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 'সখা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন না। কিন্তু তাঁহার নিকট শিক্ষা লইতে ইচ্ছা করিয়া নিজকে শিষ্য বলিয়া জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত। "হে শ্রীকৃষ্ণ, আমি তোমার শিষ্য, তোমাতে প্রপন্ন, যাহা নিশ্চয়রূপে শ্রেয়ঃ, আমাকে তাহারই শিক্ষা প্রদান কর।" এই যে অর্জ্জুনের শরণাগতির অভিনয়, ইহা কেবল মাদৃশ অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির প্রতি অপার করুণার নিদর্শন মাত্র। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অবস্থিত হইয়াও ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারাভাব দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হয় যে, আরোহজ্ঞানমূলে তত্ত্বজ্ঞানলাভের চেষ্টা নিরর্থক।

ভগবদবতার কপিলদেবের জননী দেবহূতিও অর্জ্জুনের ন্যায় লীলাভিনয় করিয়াছিলেন,—

ত্বং ত্বাদ্য গতিং প্রপন্নমাত্মন্
স্বভৃত্যসংসারতরোঃ কুঠারম্।
জিজ্ঞাসয়াহং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য
নমামি সদ্ধর্ম্মবিদাং বরিষ্ঠম্॥

(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

দেবহূতি ব্রহ্মার উপদেশে নিত্যপুত্ররূপে আবির্ভূত ভগবান কপিলদেবের স্বরূপের বিচার লাভ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বুদ্ধি না করিয়া বলিতেছেন,—হে দেব, আপনিই একমাত্র শরণ, দীন অনুগতজনের সংসার-বৃক্ষচ্ছেদনের কুঠারস্বরূপ; আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। সদ্ধর্ম্মবিদ্ গণের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। আমি প্রকৃতি-পুরুষের বিষয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় আপনাকে নমস্কার করিতেছি অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞান লাভার্থ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।

রিপু

মায়াবদ্ধ জীবহৃদয় রিপুগণের অকৃত রঙ্গভূমি। অজ্ঞমুগ্ধ জীব রিপুগণের উত্তেজিত হইয়া যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড করিতেছে, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কেহ কেহ রিপুর বশীভূত হইয়া এমন ভয়ঙ্কর কার্য্য করেন যে, তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহা ভাবিলে অনুতপ্ত লজ্জিত ও শঙ্কিত হন। কিন্তু রিপুর কি আশ্চর্য্য প্রভাব, কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি! আবার যখন তিনি রিপুদ্বারা উত্তেজিত হন, তখন সে সমস্ত অনুতাপ, লজ্জা, ভয় কোথায় চলিয়া যায়, রিপুর বশীভূত হইয়া তিনি পুনরায় ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে উদ্যত হন ও করিয়া থাকেন।

রিপুগণের মধ্যে কামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য সমস্ত রিপু কামেরই অংশগত। কামই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া 'ক্রোধ' ও আসক্তির আধিক্যাবস্থায় 'লোভ' নাম প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ
স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ
প্রণশ্যতি॥

কোন একটী বিষয় মনে চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি হয়। আসক্তি হইতে কাম, অর্থাৎ সেই বস্তু পাইবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা হয়। সেই বস্তু পাইতে কোন বিঘ্ন হইলে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে।

'কাম' বলিতে অসদিচ্ছা সাধারণকেই বুঝিতে হইবে। ভাব মাত্রেরই দুই রকম। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, কর্ম্ম, মোক্ষ আদি যাহা কিছু কামনা করিতেছে, সে সমস্তই কাম। অসৎ ভাব শুদ্ধ করিতে হইলে—কামকে চিত্তবৃত্তি হইতে ছাড়াইতে হইলে এ সমস্ত ইচ্ছাই ত্যাগ করিতে হয়। তাহা না হইলে কামের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায় না।

স্ত্রী পুত্র পুরুষের স্ত্রী পতি যে আসক্তি এবং স্ত্রীর পুরুষের উপর যে আসক্তি, তাহাতেই কামের শক্তি কিছু অধিক বলবতী দেখা যায়, তাহাতেই জীব কিছু বেশী মুগ্ধ হয়। অন্যান্য সমস্ত ইচ্ছা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেও ইহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। ইহা হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে আর উপায়ও নাই।

বহু সৌভাগ্যক্রমে যাঁহার শ্রীভগবানে একটু শ্রদ্ধা হইয়াছে ও সাধুসঙ্গ লাভ হইয়াছে, তিনি বুঝিয়াছেন, রিপু তাঁহার সাধনভজনের পথে—ভগবানের প্রেমমন্দিরে যাইবার পথে পরম শত্রু। তিনি আরও বুঝিয়াছেন যে, রিপু তাঁহার অলক্ষ্যভাবে সমস্ত সময়েই তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে ও তাঁহার ভজনের প্রতিকূল ভাব গ্রহণ করিয়া তাহাদের আশ্চর্য্য শক্তি [illegible] পরিচয় দিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা [illegible] তাই তিনি তাহাদিগকে অধিকতর [illegible] জানিয়া সেই সব প্রলোভনের [illegible] আপনাকে দূরে রাখিয়া, যুক্তি [illegible] পর্য্যালোচন দ্বারা তাহাদিগকে [illegible] করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি [illegible] আচরেই রিপুকে বন্ধুতে পরিণত করিতে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা [illegible] শ্রদ্ধালু হইয়াও সাধুসঙ্গ পান নাই বা [illegible] বলিয়া অসাধুসঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন [illegible] অনেক সময় বিবেচনা অভাবে [illegible] হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয়ত [illegible] তত্ত্বকথা শুনিয়া কেহ বা দুএকখানি [illegible] শাস্ত্র পাঠ করিয়া, কুসঙ্গে পড়িয়া ধার্ম্মিকাভিমানী বা রসিকাভিমানী হইয়া রিপু জয় করিতে অগ্রসর হন। তাঁহারা বলেন,—"জীব শ্রীকৃষ্ণের অংশ, মায়াবদ্ধ হইয়া অহঙ্কারবশতই রিপুর প্রশ্রয় দিতেছে যে বুঝিতে পারিয়াছে, রিপুর তাহার শুদ্ধ সত্ত্বে কোন অধিকার নাই, তাহার আবার রিপুর ভয় কি?" একথা সত্য বটে, কিন্তু লোকমুখে শুনিয়া, কি গ্রন্থ দেখিয়া এ জ্ঞান লাভ করিলেও রিপুর সহিত যুদ্ধ করা যায় না। আক্রমণকারী রিপুর গতির গতি শ্রবণে ভীত হইয়া এ জ্ঞান কোথায় লুক্কায়িত হয়, তাহাকে খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না। সুতরাং এ জ্ঞানের বলে যুদ্ধ করিতে যাওয়া আত্মবঞ্চনা মাত্র। সাধন করিতে করিতে যখন সাধু ও কৃষ্ণকৃপায় ঐরূপ আত্মজ্ঞান হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, যখন জীব বুঝিতে পারে যে, স্ত্রী, পুরুষ, স্থাবর জঙ্গম সমস্তই এক বস্তু, যখন জীব দেখিতে পায় সমস্ত জগৎ শ্রীভগবানে অবস্থিত ও শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তখনই তাহার রিপুগণকে পরাভব করিবার শক্তি জন্মে, তখনই তাহার সকার্য্য সিদ্ধ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

অন্তরে পুরুষনারী যখন জানিবে।
তখন প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিবে॥
(গোবিন্দদাসের কড়চা)

আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, 'ভগবান্ শ্রেষ্ঠ পরম বৈরাগী মহাদেবও কোন সময় কামমুগ্ধ হইয়া পরম জগৎগুরু ভগবান্ ত্যাগ করিয়া মোহিনীমূর্ত্তির পশ্চাদ্ধাবন হইয়াছিলেন। আর আমরা ক্ষুদ্রই বা কীটানুকীট কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়া রিপুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে [illegible] করিতে যাই? বদ্ধজীবহৃদয়ে রিপুর

শক্তি, এত বিক্রম, যে রিপু ইচ্ছা করিলে জীবকে ভগবানের চরণ হইতেও টানিয়া লইয়া যথেচ্ছাচার করাইতে পারে, শ্রীভগবান গৌরচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি শিক্ষা ও লীলা দ্বারা যাহা কিছু জীবকে বুঝাইয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, তাহাই জীবের গ্রহণীয়। তিনি ছোট হরিদাসের শিক্ষাচ্ছলে বলিয়াছেন,—

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥

ইন্দ্রিয় যদি প্রলোভনীয় বিষয় পায়, তাহাকে দমন করা অসাধ্য হইয়া উঠে। এমন কি, কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি মুনিরও মন হরণ করে। ইহাতেই বুঝা যায়, প্রকৃত প্রকৃতির কত মোহিনী শক্তি, তাহা হতভাগ্য জীবদিগকে আকর্ষণ করিতে কত শক্তি ধরে

— —

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিতে গমন করেন, তখন ভক্তবৃন্দের, বিশেষতঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ অনুরোধে, তাঁহার কোপীনাদি বহন করিবার ও অচেতন অবস্থায় সন্তর্পণাদি করিবার জন্য কৃষ্ণদাস নামক জনৈক সরল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া যান। মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণদাসও যথাবিধি সেবনাদি করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপ্রভু মল্লার দেশে উপস্থিত হইলেন। তত্রস্থ ভট্টথারী সন্ন্যাসীগণ 'সরল' কৃষ্ণদাসকে নানাবিধ কুপরামর্শ ও স্ত্রী দেখাইয়া লোভ জন্মাইয়া তাঁহার বুদ্ধি নাশ করিল। কামের প্রবল আবেগে কৃষ্ণদাসের বিবেকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। যে মহাপ্রভুর নাম একবার লইলে কামাদি রিপু ভয়ে দূরে লুক্কায়িত হয়, যাহাকে দর্শন করিলে শত পাষণ্ডীর হৃদয়-মরু প্রেমবন্যায় প্লাবিত হয়, সেই মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকে ত্যাগ করিয়া কামমুগ্ধ কৃষ্ণদাস ভট্টথারিদিগের গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু যে সরল ব্রাহ্মণ অকপটভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছে, তাহাকে যদি তিনি উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেবকেরা যে হতাশ হইবে। তাই পতিতপাবন গৌরচন্দ্র ভট্টথারিদিগকে সমুচিত দণ্ড দিয়া—

কেশে ধরি' বিপ্র লইয়া করিল গমন।

এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু দেখাইলেন, রিপু সহজ বস্তু নহে। বদ্ধজীব রিপুমুগ্ধ হইলে তাহার অকরণীয় কিছুই থাকে না। তাই শ্রীল জগদানন্দ ঠাকুর প্রেমবিবর্ত্তে জীবশিক্ষার নিমিত্ত বৈরাগীদিগকে বলিয়াছেন,—'স্বপ্নেও' না কর ভাই স্ত্রীদরশন। তাহা গৃহস্থ ভক্তেরও বিশেষ পালনীয়। কারণ, বৈরাগী ত স্ত্রী দেখিবে না কিম্বা তাহার বিষয় ভাবিবে না। আর গৃহস্থ বৈষ্ণব যদিও যুক্তবৈরাগ্য ও ভক্তিঅনুকূল স্বীকার করিয়া ভোগ করিবেন, তাঁহার মন বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ থাকিবে, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

অতএব যাহার শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার সেবানন্দ লাভ করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি এইসমস্ত বিষয় বিচার করিয়া, রিপু-পরাভবের আশা ত্যাগ করিয়া, রিপুর প্রলোভনীয় বিষয় হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া, শুদ্ধভক্তসঙ্গে সাধন ভজন করিতে থাকুন। তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। আর যিনি রিপু জয় করিতে গিয়া নিজে পরাজয় মানিয়া সৈন্য-সামন্ত হারাইয়া, ক্ষতবিক্ষত হই রিপুর দাসত্বে নিযুক্ত আছেন, অনলে পারা রাখিতে গিয়া উড়াইয়া তাহা অঙ্গে লাগাইয়াছেন, তিনিও সরলভাবে শ্রীভগবানের নিকট নিজের দোষ ও অজ্ঞানতা স্বীকার করিয়া, রিপুর প্রলোভনী বিষয় ও কুসঙ্গ ত্যাগ করিবার শক্তি প্রার্থনা করুন, তাহা হইলে তাঁহার সরলতাক্রমে তাঁহার প্রতি কৃপাবান হইয়া শ্রীভগবান তাঁহাকে [illegible] দিবেন ও উদ্ধার করিবেন।

বিধি-নিষেধ

শ্রীযুক্তা অর্পণা দেবী

কর্ম্মকাণ্ডের শাসন রজ্জুবদ্ধ সাংসারিক গৃহস্থগণ প্রতিনিয়ত বহুবিধ স্মার্ত্তাচার পালনে রত।

নবমীতে লাউভক্ষণ নিষেধ, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু বর্জ্জনীয়, ষষ্ঠী তিথিতে বিল্ব ব্যবহার অকর্ত্তব্য। আবার পঞ্চমীতে [illegible] ভাতের' দ্বারা মনসা দেবীর ভোগ দিয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণে সামাজিকগণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, কোনও তিথিবিশেষে কোন দ্রব্য বিশেষ ভক্ষণে প্রচুর আগ্রহ, এই প্রকার সর্ব্বদাই দৃষ্ট হ

অদ্য ওলাইচণ্ডীর বিবাহ, পরশ্ব মাকাল ঠাকুরের জন্মযাত্রা, কোনও দিন বা 'যমপুকুরের' খননোৎসব, ইত্যাকার বহির্ম্মুখভাবে ভাবিত হইয়া প্রাকৃতকর্ম্মপরায়ণগণ আজন্মকাল অনেক বিধি ও অনেক নিষেধের অনুজ্ঞা পালন করিতেছেন। কিন্তু অচ্যুতচরণে শরণাগত ভক্তমণ্ডলী ঐ প্রকার বৃথাড়ম্বরপূর্ণ ক্ষুদ্র বিধিনিষেধের বাধ্য নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের শুদ্ধভক্তির অনুকূল সেবাময় জীবনযাপনের পক্ষে ঐ সমুদয় প্রাকৃত বিধি ও অবিধি পালনের কোনও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না।

হরিসেবায় যে সমুদয় বিষয় অনুকূল হয়, তাহা গ্রহণ করাই তাহাদের বিধি এবং প্রচুর স্বর্গসুখের প্ররোচনাপ্রদ হইলেও ভক্তিপ্রতিকূল কর্ম্মসমূহকে তাঁহারা অবিধি বলিয়াই জানেন।

প্রেমবিবর্ত্তরচয়িতা শ্রীপাদ জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী মূলবিধিনিষেধসম্বন্ধে কহিয়াছেন—

'নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি—মূল বিধি ভাই।
শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি যাহে, নিষেধমূল তাই॥'

কর্ম্মের নিগড়াবদ্ধ, স্মার্ত্তাচারের পদলেহী আমরা কি এই অমূল্য উপদেশরত্ন শিরোধারণে যত্নবান্ হইব না? কতদিনে কৃষ্ণস্মৃতিবঞ্চিত সমগ্র বহির্ম্মুখজগৎ এই নিগূঢ় বাণীটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইবে? যে অসার কর্ম্মপ্রচেষ্টা আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দের মধুর হইতে সুমধুর [illegible] হইতে [illegible] রাখিতেছে, কবে কোন শুভমুহূর্ত্তে আমরা সেই সর্ব্বনাশকর কর্ম্মাভিমানকে জলাঞ্জলি দিতে পারিব? সাত্বতশাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন
[illegible]।

সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ

শ্রীহরিকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে—ইহাই বিধি; আর কখনও তাঁহাকে ভুলিবে না ইহাই নিষেধ। আর সমস্ত বিধি নিষেধই এই দুয়ের কিঙ্কর।

ভবিষ্যৎ-চিন্তা

অগণিত মরণভয়ভীত মানবের প্রাণে চিদরাজ্যের অপূর্ব্ব আশার অভয় জ্যোতিঃ প্রদানের জন্য পরম দয়াময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই জগৎপাবনাবতার আচার্য্যদেবরূপে জগতে প্রকাশমান হইয়াছেন। বৈকুণ্ঠের অতুলনীয় সুরঝঙ্কারপূর্ণ [illegible] করুণা বিগলিত বাণীধারা সর্ব্বদা অসদভিনিবিষ্ট আমাদিগকে আহ্বান করিয়া গাহিতেছে—

"হে অনিত্য সুখাভিলাষী বিরূপগ্রস্ত জীব, তোমাদের এটা শোধনাগার; ইহা তোমাদের নিত্যবসতিস্থল নহে; এদেশের ও এদেহসম্পর্কীয় অনিত্য পরিজনদের মোহে আসক্তচিত্ত হইয়া তোমরা তোমাদের নিত্যবসতিভূমি শ্রীগোলোক বৃন্দাবনের স্মৃতি ভুলিয়াছ, তাই ত্রিতাপক্লিষ্ট তোমরা জন্মমরণপ্রবাহকে সাদরে বরণ করিয়া জর্জ্জরিত হইতেছ। তোমাদের একমাত্র প্রয়োজন—পরমসেব্য শ্রীরাধামাধবের শ্রীপদারবিন্দ তোমাদের স্বরূপধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণদাস্য। আর বিরূপের সেবা না করিয়া অপ্রাকৃত আনন্দধাম শ্রীবৃন্দাবনের যাত্রী হও। ভাবী কালের জন্য অক্ষয় পরানন্দ লাভে যত্নবান্ হও

অনাগত ভবিষ্যতের ভয়াবহ বিভীষিকা অপসারিত করিবার জন্য আমরা কি দয়াময় প্রভুর এই আহ্বানেও জাগ্রত হইব না। ভীষণ তরঙ্গাকুল সংসারসমুদ্র হইতে মায়াপীড়িত জীববৃন্দকে উত্তোলন পূর্ব্বক শাশ্বত শান্তির নিত্যানন্দ নিকেতনে আশ্রয়দানের জন্যই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম অজস্র প্রকারে করুণা বর্ষণ করিতেছেন।

বিপথভ্রান্ত আমরা কবে সেই পরম সুশীতল অমৃতনিলয় শ্রীচরণ সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া যথার্থ সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিব?

"সেই ত সুমে। আর কুবুদ্ধি সংসার
শ্রীকৃষ্ণচরণে রহে চিত্তবিত্ত যার॥"

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদিতাত্মা নিষ্কপট ভক্তগণই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিজ্ঞ ভবিষ্যৎচিন্তাশীল। কারণ তাঁহারা জানেন,—

'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত নিষ্কিঞ্চনগণ আরও জানেন—

"যাবদ্দেহে স্থিতাঃ প্রাণাঃ
যাবজ্জিহ্বা বশে স্থিতা।
তাবদেব সদা গেয়ং
হরেনামৈব কেবলম্॥
নিঃশ্বাসে নহি বিশ্বাসো
কদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি
কীর্ত্তনীয়ং সদা গেয়ং
হরেনামৈব কেবলম্।"

পরম করুণাময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় কল্যাণকল্পতরুতে গাহিয়াছেন—

"সংসার সংসার করি' মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল।
* * * *
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান্॥"

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ চব্বিশপরগণার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে চৈতন্য-মহাপ্রভুর আচরিত প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। তিনি বেড়াচাঁপানিবাসী পরম ভাগবত শ্রীপাদ শ্যামানন্দ দাসাধিকারী মহোদয়ের বাটীতে ২১শে বৈশাখ সোমবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। স্বামীপাদ বকুড়া গ্রামনিবাসী স্বনামধন্য ডাক্তার ভজহরি বাবুর বাটিতে ২২শে বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া তিন-দিবস বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সাধয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, নাম, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অনুভূপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাণ্ডিপাটোর সহিত স্থূল অক্ষরে মুদ্রণাদি মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রা ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-সূচীসহ পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৩৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষাসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায়ে বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি বিংশতি সখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—ভক্তি ও বিদ্যা ভক্তি, মহাজন শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, ঈশ্বর অদ্বিতীয়বাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দতত্ত্ব, বিষ্ণুর সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীনামাপরাধ, শ্রীনামাভাস পথ, শ্রীমতী তুলসীদেবীর, শ্রীবৈষ্ণবের দৈন্য, ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মর্ম্মবিদারক তত্ত্ব ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে একত্রে দেড় টাকা, ডাকমাশুল খণ্ড।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাণের বস্তু-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও শ্লোক শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, বাহির সংস্করণ। তৃতীয় সংস্করণ। গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সনাতন ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি গৌড়ীয় প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট বাঁধাই ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বৈষ্ণবেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড। সরলবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে নবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যে নবদ্বীপ পরিক্রমার জ্ঞাতব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আ০

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজনতত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানমার্গের বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পর্য্যন্তাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। সুন্দর সংস্করণ বাঁধাই, ভিক্ষা ১৲ টাকা, আদিবে ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত কতিপয় সুমধুর সুললিত প্রার্থনা ও ভজনগীতির সুন্দর সংস্করণ। বিষয়বিভাগক্রমে সাজান হইয়াছে। বৈষ্ণব দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সাধনাঙ্গ গ্রহণ করিতে হয় তাহার সমস্তই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক ভক্তের ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ থাকা উচিত। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রদীপিনী

[illegible] মাহাত্ম্যের প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরিচক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমা—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি সংবলিত সংস্কৃতজ্ঞ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও টীকা প্রভৃতি সহ। অপ্রাপ্যপ্রায়, দুর্লভ। ভিক্ষা ১৲ টাকা, ডাকমাশুল [illegible] টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীরামানুজাচার্য্য আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করিয়া এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও [illegible] সংযোজিত করা হইয়াছে। মাত্র ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

[illegible] শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রাঞ্জল শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-কৃত [illegible] অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহ। নবদ্বীপভক্তের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্রপট ও অপূর্ব্বিক ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ও কাগজ উৎকৃষ্ট ।৵ আনা একত্রে। ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

২৮ ... ধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। [illegible]

[illegible]

প্রেমবিবর্ত্ত

[illegible]

[illegible] আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

[illegible] কেহ বুঝিতে পারিবেন না। [illegible] ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

[illegible] শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] নাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি [illegible] বিচার করাইয়াছেন। [illegible]

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। [illegible] এই ভজনগীতের গীতিসমূহের দ্বারা [illegible] লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। [illegible] ভিক্ষা ।/০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। [illegible] ভিক্ষা ১০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর [illegible] আরতিক [illegible] ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর [illegible] গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সদ্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত [illegible] চরিতামৃতের প্রমাণ, সাত্ত্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-গীতি [illegible] প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর [illegible] ভিক্ষা ১০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

[illegible] নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক [illegible] ভিক্ষা ১০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণব-বেদান্তের [illegible] পুস্তক। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার [illegible] সহিত। ভিক্ষা ১০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্ব [illegible] ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরকৃষ্ণের [illegible] সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামী রচিত। [illegible] এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্যজগতে [illegible] শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে [illegible] শ্রীবাদিরাজ স্বামী এই গ্রন্থে [illegible] যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী মাধুর্য্য মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, [illegible] ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিব[illegible] গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নার[illegible] রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় ক[illegible] সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র [illegible] মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রী[illegible] নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমি[illegible] সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের [illegible] শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্ট[illegible] নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গী[illegible] নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অ[illegible] আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রি[illegible] উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামা[illegible] সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্প[illegible] মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপ[illegible] বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ [illegible] ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পা[illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার [illegible] পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদা[illegible] ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পা[illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার [illegible] পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ [illegible] গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভি[illegible] ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহা[illegible] এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছে[illegible] সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহা[illegible] পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়[illegible] সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভ[illegible] সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমা[illegible] মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ [illegible] ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে [illegible] নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে[illegible] কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষ[illegible] এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রা[illegible] দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীধারানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১০৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি ফরমনিষ্ট দ্বাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

রক্ষক—শ্রীষড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড মিটিং

গত ২৩শে মে নদীয়া জেলা-বোর্ডের সাব-কমিটী সমূহের এবং সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। নানাপ্রকার তর্ক বিতর্কের পরে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এ ন ঐ প্রস্তাবগুলি অতি সত্বর কার্য্যে পরিণত হইলেই হয়।

লর্ড পত্নী ও গান্ধী পত্নী

সেদিন সিমলায় বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর লর্ড উইলিংডনের পত্নীর সহিত মহাত্মা গান্ধীর পত্নী কস্তুরীবাঈ গান্ধীর সাক্ষাৎকার হইলে লাটপত্নী প্রথমেই গান্ধীজীর আহার্য্য বিষয় প্রশ্ন করেন; উত্তরে 'সামান্য খেজুর ও দুগ্ধ' শ্রবণ করিয়া সহৃদয়া লাটপত্নী, মহাত্মাজীর জীবন কর্ম্মজগতে একান্তরে যেমন মূল্যবান, অপরদিকে তেমনই শ্রমবহুল বলিয়া শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীকে গান্ধীজীর পুষ্টিকর আহার্য্যের ব্যবস্থার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ জানান। ইহাতে ভারতবাসিগণ কোমলহৃদয়া লাট পত্নীর মহানুভবতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইলেন সন্দেহ নাই। ভারতের নারীগণ পতিব্রত্য ধর্ম্মের নিমিত্ত চিরকালই জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছেন। পাশ্চাত্য দেশের বিলাস-সাগরের তরঙ্গ সাদরে গ্রহণ করিয়া অধুনা যে সকল ভারত রমণী ভারতে কলঙ্ক আনয়নে সচেষ্ট, তাহারা পাশ্চাত্যদেশের উপরি-উক্ত মহিলা-রত্নের উপদেশটীর সারমর্ম্ম গ্রহণ করিলে ভাল হয় না কি?

পাঞ্জাব সরকারের সুবিবেচনা

লাহোরের ২১শে মের সংবাদে প্রকাশ, পাঞ্জাব সরকার একটী সুদীর্ঘ ইস্তাহারে জানাইতেছেন যে, রবিশস্য ও যবের দাম বিশেষভাবে কমিয়া যাওয়ায় যে অভূতপূর্ব্ব অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, সরকার তৎসম্পর্কে যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক জেলার অবস্থা সতর্কতার সহিত নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান আট লক্ষ টাকা ভূমিরাজস্ব এবং ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা প্রজাপাজনা মকুব করা হইবে, স্থির করা হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে রাজস্ব ও প্রজা-পাজনা মকুবের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বেলেঘাটায় রেলসংঘর্ষ

গত শুক্রবার রেলওয়ে বোর্ড হইতে খালি গাড়ী শিয়ালদহ ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকের বেলেঘাটা ষ্টেশনে আসার [illegible] বেলেঘাটা পুলিশের নিকট হইতে [illegible] ফলে একখানি কম্পোজিট গাড়ী ও ব্রেকভ্যান লাইনচ্যুত হয়। ঐ দিন বিকালে গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল। বহু চেষ্টায় লাইনচ্যুত গাড়ী ২ খানি সরান হইয়াছে।

অন্তরিণ পান্নালাল

শ্রীযুক্ত পান্নালাল মিত্র সম্প্রতি হিজলী বন্দীশালা হইতে কয়েকটি সর্ত্তে মুক্তিলাভ করেন। তিনি বাঙ্কশাল আদালতে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করেন যে তাহার বাড়ীর বিপরীত দিকস্থ মুটীপাড়া থানায় তাঁহাকে রিপোর্ট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হউক। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার দরখাস্তে "মুটীপাড়া থানায় দরখাস্তকারী রিপোর্ট দিতে পারে" এই মন্তব্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। ঐ আদেশের সাপেক্ষে মামলা মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

মহাত্মাজী গোলটেবিলে যাইবেন কিনা

এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি লণ্ডন গমন সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিমত জানিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে মহাত্মাজী বলেন, বর্ত্তমানে তিনি ঐ বিষয়ে কোন বিবৃতি প্রদান করিতে অসমর্থ।

মহাত্মাজীর অন্তরঙ্গ মহলে বিশ্বাস আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, ২৮শে জুন যদি যুক্তরাষ্ট্র নির্ব্বাচন কমিটীর বৈঠক বসা হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ মহাত্মাজী ঐ বৈঠকে যোগদান করিবেন না; কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হইলে সেপ্টেম্বর মাসে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য তিনি লণ্ডনে যাইতে পারেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার জের

গত ২৮শে মে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডীকে হত্যা সম্পর্কে ধৃত ১৮টী যুবকের সম্বন্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নোক্ত আদেশ জ্ঞাপন করিয়াছেন। নিম্নোক্ত অভিযুক্তগণ, রামশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, শচীন্দ্রনাথ নন্দী, নিমাইচরণ পাল ও তারাপদ ব্যানার্জ্জি মুক্তিলাভ করিয়াছেন অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি, জ্যোতিঃভূষণ ঘোষ, ও ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তীকে পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত হাজতে রাখার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিবেকানন্দ ঘোষ ৫০০ টাকার জামিনে মুক্ত আছে। ইহার [illegible] মামলার শুনানী আগামী ৩০শে জুন আরম্ভ হইবে। শচীন্দ্রনাথ মাইতি, প্রফুল্লকুমার [illegible]

লোহার ডাণ্ডার আঘাত দুই জন গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহের ২১শে মের সংবাদে প্রকাশ, বুধবার সন্ধ্যার সময় মিঃ হেমচন্দ্র উকীল নামে জনৈক কোর্ট ইন্সপেক্টর যখন কোর্ট হইতে গাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন সেই সময় পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহাকে লোহার ডাণ্ডা দ্বারা আঘাত করা হয়। আঘাতের ফলে তিনি পড়িয়া যান এবং তাঁহার রিভলভার ছিনাইয়া লওয়া হয়। তাঁহার আরদালী তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিলে সেও গুরুতররূপে প্রহৃত হয়। প্রকাশ, পুলিশ সমস্ত বহিরাগমনের ট্রেণ ও কয়েকটি বাড়ীতে তল্লাসী করে। পুলিশ কয়েকজন লোকের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছে এবং দুই জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের একজনের নাম বিনয়েন্দ্রনাথ রায়। ঘটনাস্থলে কিছু কাল আটক রাখার পর সম্প্রতি তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পেট্রোল চুরির মামলা

[illegible] আড্ডা ও হরেন্দ্র রায় গোপীনাথ ও গঙ্গারামের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে নালিশ রুজু করিয়াছে যে, তাহারা একজনে পুলিশকে বলিয়া দিয়াছিল ও আর একজন সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া আসামীরা তাহাদের নিয়ম মারপিট করিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে সমন জারী হইয়াছে।

পিকেটিংয়ের নিমিত্ত সাতটি নিয়ম

শ্রীযুক্ত গান্ধী গত ২১শে মের ইয়ং ইণ্ডিয়ায় বিদেশী কাপড় ও মদের দোকানে পিকেটিং সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"কংগ্রেসসেবীদের জানা কর্ত্তব্য যে, ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকার-সমূহের নিকট হইতে এই মর্ম্মে রিপোর্ট পাইতেছেন যে, পিকেটিং সব সময়ে শান্তিপূর্ণ হইতেছে না। এই অভিযোগ কতদূর সত্য, তাহা আমি জানি না। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপভাবেই বিরাম সন্ধির সর্ত্ত পালন করুন বা না করুন কেন, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উহা পালন করিতে হইবে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা যতই কঠোরভাবে সর্ত্ত পালন করিব ততই আমাদের শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে।"

বয়কট সম্বন্ধে গান্ধীজী সাতটি নিয়মের ব্যবস্থা দিতেছেন, যথা —

(১) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকার জবরদস্তি না করা।

(২) কোনপ্রকার ভয় না দেখান, সুতরাং এক সময় একস্থানে পাঁচজনের অধিক পিকেট থাকিবে না।

(৩) বিদেশী বস্ত্র বিক্রেতারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে কংগ্রেস কমিটী আদালতে নালিশ করিবে না।

(৪) বিদেশীবস্ত্র ক্রয়কারীকে ভিক্ষা দিবে না।

(৫) ক্রয় করিতে ইচ্ছুক লোককে ফিরিয়া থাকিবে না।

(৬) অনিচ্ছার দরুণ বিদেশী বস্ত্রবাহী গাড়ীর পথ রোধ করিবার জন্য রাস্তায় শুইয়া পড়িবে না।

এতৎসম্পর্কে গান্ধীজী বলিতেছেন: — "যদি কেহ একপ মনে করেন যে, এমতাবস্থায় পিকেটিং করিয়া কোন লাভ নাই, তবে তিনি তাহা ছাড়িয়া দিতে পারেন এবং চক্ষের উপর বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করিতে যাইয়া বিরাম সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করা অপেক্ষা বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় হইতে দেওয়া বরং ভাল।"

উপসংহারে মহাত্মাজী বলিতেছেন:— বিদেশী কাপড় সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হইল, মদ সম্বন্ধেও সে সমস্ত কথা প্রযোজ্য।"

রাজসাহী ডাকলুটের জের

গত বৃহস্পতিবার কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে পুলিশ ব্যোমকেশ রায় এবং আশুনাথ কর্ম্মকার নামক দুইজন যুবককে সন্দেহ বশে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ মট লেনে একটি হোটেলে কর্ম্মকারের ঘরেও তল্লাসী করে। রাজসাহী ডাক লুটের সম্পর্কেই নাকি এই গ্রেপ্তার।

"শ্রীধাম"
টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ২৬শে মে ১৯৩১

নানা কথা

মুড়াগাছায় জুয়াখেলা

এবৎসর মেলায় কর্ত্তৃপক্ষেরা কংগ্রেস কর্ম্মীদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া জুয়া বসাইয়াছিলেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র কংগ্রেস পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শান্তিপূর্ণ পিকেটিং আরম্ভ করে।

কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

মুড়াগাছায় বিখ্যাত কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অপর পাঁচজন ১০৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়া জামিনে মুক্ত আছেন। প্রকাশ, মুড়াগাছায় বাৎসরিক সর্ব্বমঙ্গলা পূজার মেলায় জুয়াখেলা বসাইতে দিতে আপত্তি করায় ইঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

মানহানির মামলা

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার শ্রীযুক্ত সুচেন্দ্রকুমার বসু মিউনিসিপ্যালিটীর অপর কমিশনার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত গুপ্তের নামে ২০।৫।৩১ তারিখে মানহানির মামলা আনয়ন করিয়াছেন। প্রকাশ, মিউনিসিপ্যাল সভায় শ্রীযুক্ত বসুর নামে একটী নিন্দামূলক প্রস্তাবের ভাষা লইয়া এই মোকদ্দমার উৎপত্তি।

নদীয়া মহিলা সম্মেলন

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শীঘ্রই কৃষ্ণনগরে হইবে। ইহার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। এই জন্য একটী অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা নির্ম্মলনলিনী ঘোষ সভানেত্রী ও শ্রীযুক্তা বিভাদাস সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সঙ্গে একটী স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনীও খোলা হইবে।

গান্ধীজীর নৈনীতাল ত্যাগ

মুড়াগাছায় জুয়াখেলা

নদীয়া মহিলা সম্মেলন

কালেক্টরের দিকে গুলী

কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

গান্ধী আরউইনচুক্তির প্রসঙ্গে

মথুরায় ডাঃ আলম

শ্রীযুক্ত রামদাস গান্ধী

শ্রীন

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার-গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

দশহারা ও গঙ্গাপূজা উপলক্ষে ১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবারে প্রেস বন্ধ থাকায় বুধবারের নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইতে পারিবেন না।

শ্রীযুক্ত রামদাস গান্ধী

১৭ই মে রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুত রামদাস গান্ধী মথুরা জংশনে পৌঁছিলে মথুরার কংগ্রেস কর্ম্মীগণ সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তখনই এক মিছিল করিয়া তাঁহাকে কন্‌ফারেন্সে পৌঁছান হয়। জাতীয় প্রদর্শনী দেখিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছেন। সন্ধ্যার পর এক সার্ব্বজনীন সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ১৮ই মে সোমবার মথুরা জিলার রাজবন্দীদিগের এক সভা আহূত হইয়াছিল। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী রাজবন্দীদিগের এক ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন।

মথুরায় রাজনৈতিক সম্মেলন

গত ১৫ই হইতে ১৭ই মে তারিখ পর্য্যন্ত মথুরা সহরে রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৫ই মে শুক্রবার প্রাতে জাতীয় প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করা হইয়াছিল। বিকালে আগ্রার সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত কৃষ্ণদত্ত পালিওয়ালের সভাপতিত্বে মথুরা জিলা কৃষক সম্মিলনীর এক বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

[illegible] ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে [illegible] যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। [illegible]দেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের [illegible] হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না —

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই সুবর্ণ আচ্ছাদিত "শক্তি-সঞ্জীবনী বটীকা" পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মনিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সত্বর হউন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন। ১লা জুন হইতে ১২ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচ

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জ

বটিকার স্বত্ব ও বাড়ুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস প্রভৃতি শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, আর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

পুরুষত্ব [illegible] রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] করত সন্তোষশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] নারায়ণজী, কেশবজী

[illegible] নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] প্রেসে [illegible] ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত [illegible] ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[illegible] সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:•:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—১৩৩৮

জলপাইগুড়ীতে প্রভুপাদ

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক জলপাইগুড়ী হইতে প্রেরিত)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ১৮ মে শনিবার দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ফিরিবার পথে জলপাইগুড়ী সহরের কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ঐকান্তিক অনুরোধে তথায় অবতরণ করেন। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস জলপাইগুড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের অনুগামী কতিপয় সজ্জন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, ও ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সকলে প্রভুপাদের অনুগমন করিয়া স্থানীয় প্রবাসী শ্রীপাদ কল্যাণকল্পতরু ভক্তিরত্ন মহোদয়ের শ্রীভক্তিবিনোদশরণভবনে সারস্বত আসনে শুভবিজয় করেন।

তড়িদ্বেগে মুহূর্ত্তমধ্যে সহরময় শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমনবার্ত্তা ছড়াইয়া পড়ে। সংবাদশ্রবণ মাত্রে বহু সুরুচিমান সজ্জন অতি দীনভাবে বিনীত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে ছুটিয়া আসেন ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করেন।

প্রভুপাদ দার্জ্জিলিং মেলে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, সময় অতি সঙ্কীর্ণ জানিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন। সুখের সময়টুকু যেন বিদ্যুৎগতিতে চলিয়া যায়। এমন সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"শরণভবনে স্মরণ হওয়া উচিত। বাসুদেব প্রভু একটী গান করুন।" প্রভুপাদের আদেশে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত কণ্ঠে "অনাদি করমফলে, পড়ি' ভবার্ণব জলে" পদটী সম্পূর্ণ কীর্ত্তন করেন। ইহাতে সমাগত সজ্জনমণ্ডলী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইলেন।

প্রভুপাদ পুনরায় যথা সময় সপার্ষদে মেলে কলিকাতাভিমুখে গমন করেন। ভক্তবৃন্দের জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণখানা সকলের দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলিয়া গেল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত শ্রীপাদ কল্যাণকল্পতরু ব্রহ্মচারী প্রভুর ঐকান্তিক আগ্রহেই জলপাইগুড়ীবাসিগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। সুতরাং তাঁহার সেবাচেষ্টা ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধাভক্তি আদর্শস্থানীয়।

ভক্তচরিত্র

মধ্যে মধ্যে নদীয়াপ্রকাশের কলেবরে এক একটী ভাগবত-চরিত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হইতে দেখি। অনেকে মনে করিতে পারেন, ঐরূপ ব্যক্তিগত জীবনীর চরিত্র পাঠে আমাদের কি লাভ হইবে, আমরা ঐগুলি পাঠ করিতে যাই কেন? নিছক পারমার্থিক কথারই যখন আমরা গ্রাহক, তখন আমরা নদীয়াপ্রকাশে শুধু পারমার্থিক কথা দেখিতে পাইলেই সুখী হইব।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ভোগপিপাসু জড়বিষয়াসক্ত আমরা জড়জগতের প্রত্যেক বিষয়ের সহিত অনুপ্রাণিত। জড়জগতের কথা আমাদের নিকট যত প্রিয়, পারমার্থিক কথা তত প্রিয় নহে। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে—যমযন্ত্রণার ভয় না থাকিলে আমরা কখনই জড়চিন্তা, জড়ানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া চিদনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতাম না। জড়জগতের প্রত্যেকটী বিষয় যেন আমাদের কত আপনার, যেন কত আদরের—সোহাগের বস্তু। কিন্তু পরমার্থ কথায় আমাদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই ও-সকল গোঁড়া (?) বৈষ্ণবগণ আলোচনা করিয়া দুর্ল্লভ মানবজীবনে জড় রসাস্বাদনের দুর্লভ সময়টুকু বৃথা (?) অপব্যয় করিতে থাকুন।

পরমার্থবিহীন আর্থিক জগতে নাটক নভেলের মধ্যে কল্পিত নায়ক নায়িকার মিথ্যা চরিতকথাগুলি আমাদের বড় ভাল লাগে—তাহা পাঠ করিয়া তদ্ভাবে বিভাবিত—তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া—নভেলী ধরণের সংসার পত্তন দ্বারা আমরাও যেন তাহাদেরই আদর্শে গড়িয়া উঠিতে পারি, তাহাদের ভূমিকাই অভিনয় করিতে পারি, ইহাই আমাদের অন্তরের নিগূঢ় অভিলাষ। কিন্তু বাস্তবসত্যকীর্ত্তনকারী—নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যের প্রচারকারী—নিঃশ্রেয়সবিতরণকারী শ্রীমদ্ভাগবত তাদৃশ প্রবৃত্তির আদর করেন না। তজ্জন্যই দেবর্ষি নারদের নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ের অবতারণা,—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ষয়া॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥

যে বাক্য বা গ্রন্থ বিচিত্র পদালঙ্কৃত হইয়াও [illegible] বাসুদেব-মহিমা কখনও কীর্ত্তন করে না, [illegible] সেই বাক্যকে কাকতীর্থ অর্থাৎ কাকতুল্য কামিগণের রতিস্থান বলিয়া মনে করে। কেননা, তাহাতে সত্ত্বপ্রধান মনে স্থিতিশীল এবং কমনীয় ব্রহ্মে যাহাদের নিবাস, তাদৃশ ব্রহ্মে বিচরণশীল যতিগণ আনন্দিত হন না অর্থাৎ মানসসচ্চারবের কোমলপল্লবনবাসী রাজহংসসমূহ যেমন কাকক্রীড়াস্থল বিচিত্র অন্নাদিপূর্ণ উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে কখনও উল্লসিত হয় না, তদ্রূপ ভক্তগণ শব্দ বিচারাড়ম্বরপূর্ণ হইলেও হরিকথারসহীন বাক্য বা গ্রন্থকে শুষ্কবোধে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ অনন্তদেবের অনন্তমহিমাপর নামসমূহ বর্ণিত আছে, তাহার প্রতি শ্লোক অপশব্দাদিযুক্ত হইলেও সেই বাগ্বিন্যাস লোকের পাপ বিনাশ করে, এবং সেই নামসমূহ সাধুগণ বক্তা থাকিলে শ্রবণ করেন, কেহ না থাকিলে নিজেই গান করেন এবং শ্রোতা থাকিলে কীর্ত্তন করেন।

শ্রীসূতসমীপে শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র শ্রোতা ভাগবত কথা-শ্রবণকালে কলিপ্রসঙ্গ কীর্ত্তনোন্মুখ সূতকে বলিতেছেন,—

কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ।
ক্ষুদ্রায়ুষাং নৃণামঙ্গ মর্ত্ত্যানামৃতমিচ্ছতাম্॥

যাহাতে বৃথা আয়ুঃ ক্ষয় হয় মাত্র, এরূপ অন্য অসৎ আলাপে আবশ্যক কি? যেহেতু সকলেই মরণশীল, তাহাদের নিকট ঐসব কথায় কোন ফল প্রদান করে না। যাঁহারা অমৃতত্ব ইচ্ছা করেন, সত্য সত্যই লাভবান্ হইবার বাসনা যাঁহাদের প্রবল, তাঁহাদের নিকট এই অনিত্য নিরর্থক বাক্যের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে কোন্ বস্তু তাঁহাদের মঙ্গলপ্রদ, তাহাই জানাইবার জন্য বলিতেছেন,—

তৎকথ্যতাং মহাবাহো যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ঃ।
অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্॥

অর্থাৎ হে মহাভাগ সূত, যদি এই বৃত্তান্তের (কলিনিগ্রহ আখ্যানের) সহিত শ্রীকৃষ্ণের অথবা তাঁহার শ্রীচরণকমলের মকরন্দলেহী সাধুবৃন্দের কোনরূপ সংশ্রব থাকে, তাহা হইলে বর্ণন করুন। তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাম্যকথা ও কৃষ্ণকথার মধ্যে বিশেষ ভেদ আছে। বহির্ম্মুখ কর্ম্মকাণ্ডীয় সমাজে নিজ নিজ ভোগপর কথা অপরের নিকট অপ্রয়োজনীয়, প্রত্যেকেরই স্বার্থ অপরের স্বার্থ হইতে ভিন্ন ও বিরোধী, সেজন্য কর্ম্মকাণ্ডনিরত ব্যক্তির প্রয়াস কেবল নিরর্থক ও আয়ুক্ষয়কর। বিষ্ণুমায়াবিরচিত বিশ্বে জীবগণ কৃষ্ণকথারহিত হইয়া নিজেদের তর্পণের কথাতেই ব্যস্ত। ভগবান্—নিত্য, তাঁহার কথা—নিত্য এবং তাঁহার গোষ্ঠীও নিত্য; তজ্জন্যই বিষ্ণুকথাশ্রিত জনগণের [illegible] আলাপ অনিত্য, আয়ুক্ষয়কর অর্থাৎ নিরর্থক নহে। ভগবানের পাদপদ্মসেবা আশ্রয় করিয়াই সাধুগণ বাস করেন। সাধুদিগের আলোচনা ব্যতীত অসাধুগণের প্রসঙ্গ কোনক্রমেই শ্রেয়স্কাম ব্যক্তির আলাপের বিষয় হইতে পারে না। উহা প্রজল্প, আয়ুক্ষয়কর এবং অসৎসঙ্গজ্ঞাপক।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভগবৎকথা যেরূপ জগৎ পবিত্রকারী, ভাগবতগণের চরিত্র কথাও তদ্রূপ জগৎপবিত্রকারী। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র মহাভাগবত মহারাজ অম্বরীষ, মহারাজ প্রহ্লাদ, ধ্রুব, ভরতাদি ভক্তগণের চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভাগবতগণের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, কিরূপে তাঁহারা দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনে [illegible] করিয়া পরাগতি লাভ করেন এবং আমরাও তাঁহাদের [illegible] অনুসরণ করিতে পারিলে পরম গতি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব।

কালের গতি

(শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী দেবী ভক্তিশাস্ত্রী)

সুখের সংসার মাঝে
দেখি দুঃখনিকেতন।
সুখস্বপনের পাশে
শান্তিহীন জাগরণ॥
মধুর মিলন মাঝে
বিচ্ছেদের ভীরুক্ষণ।
প্রফুল্ল কুসুমরাশি
নিমেষেতে হয় ম্লান॥
আনন্দবাজার মাঝে
শোকের বিষাদ গান।
পূর্ণিমা শশীকোলে
অমানিশা আবরণ।
সুখশান্তি ভালবাসা
আশামেহ হিনাইয়া।
সরল কোমল বুকে
পড়ে বজ্র নিষ্পেষিয়া।
বুঝিতে না পারি হায়
কালের রহস্য কিছু।
সুখসাধ না পূরিতে
দুঃখ আসে পিছু পিছু॥
কালের করাল স্রোতে
ভাসিতেছে বিশ্বভাব।
ফিরায় কালের গতি
কেন সাধ্য আছে কার?
কালচক্র সর্বনাশে
ঘুরিতেছে নিরবধি।
আবর্তনশীল ধরা
এইতো বিধির বিধি॥
সে বিধিরে বাধা দিতে
তব সাধ থাকে যদি।
কৃষ্ণনাম, হে রসনে
গান কর নিরবধি॥
সববিধি হবে বাধা
কৃষ্ণসেবা সাধনায়।
বিধির বিধাতা আসি'
লুটাইবে কৃষ্ণ পায়॥
বিধি ও অবিধি ব'লে
যদে নাকো কিছু আর।
বহিবে অমৃত উৎস
হৃদে কৃষ্ণকামপর॥

গুরুকরণ

(শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী দেবী ভক্তিশাস্ত্রী)

আমরা অনেকেই জন্মসূত্রে সাধু, ভক্ত, ধার্ম্মিক ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যাত হওয়ার জন্য সময় সময় অভিশয় লোলুপতা প্রদর্শন করিয়া থাকি এবং নিজ নিজ অভীষ্ট পরিপূরণের জন্য নানাপ্রকারে ধর্ম্মার্জ্জন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি; কিন্তু ফলে দেখা যায়,—শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছি, অর্থাৎ ধর্ম্মার্জ্জন করিতে গিয়া অধর্ম্মেরই আবাহন করিয়া বসি, পুণ্য সঞ্চয় করিতে গিয়া পাপকেই আশ্রয় করিয়া ফেলি, স্বর্গে উঠিতে গিয়া অনন্ত নরকেই পড়িয়া যাই এবং সদ্‌গুরু করিতে গিয়া গো-ব্রাহ্মণকে গুরু বরণ করিয়া ঘরে দক্ষিণ দুয়ারে যাওয়ার রাস্তাটা বেশ সুগম ও প্রশস্ত করিয়া রাখি; কিন্তু এরকম ভ্রমে পড়িয়া আত্ম-বঞ্চিত হওয়ার আসলেই একটা কারণ আছে, সেই কারণটা পরের মুখে ঝাল খাওয়া অর্থাৎ গতানুগতিক পন্থাবলম্বন। এই পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অভ্যাসটা আমরা যতদিন না ত্যাগ করিতে পারিব, ততদিন আমরা প্রকৃত কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিব না।

আমরা যে মাপুরা, সেকিপাটা একেবারে বুঝিয়াছি, তাই সচ্চিদানন্দের একটা 'বিবেক' বলিয়া যে আমাদের একটা বস্তু আছে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। সে বস্তুটা অর্জ্জন করিয়া আনিয়া, সদসৎ ভালমন্দ বিচার করিয়া লইতে পারি। সেই বস্তুটা স্বভাবতঃ হইয়াছে, কাজেই পরের মুখে ঝাল খাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কেহ বলিল—তামার কণ্ঠে কাকে লইয়া গেল, অমনি কাকের পশ্চাতে ধাবমান; কিন্তু কাকে হাত দিয়া দেখিবার বুদ্ধিটুকুও যোগাইল না। ইহাকেই বলে অন্ধতা, এই অন্ধতারই আমাকে মস্ত শিক্ষা সাজাইয়া রক্ষিত হইবার যোগ্যতা আনিয়া দেয়।

পরের ঘটকালি করেন 'ব্রহ্মানন্দ'
নিজের বেলায় দুই চক্ষু অন্ধ॥

—কথাটা নিতান্ত প্রাথমিক হইলেও আমাদের পক্ষে খুব বড় শিক্ষার কথা। আমরা সভা সমিতিতে গিয়া পরোপদেশে মহেন্দ্র পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়া উদাত্ত কণ্ঠের বহু গবেষণাপূর্ণ সারা তোড়া তোমাদের অভ্যর্থনা করিয়া থাকি, সামান্যক যে কোন কার্য্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারপরায়ণতার পরিচয় দিয়া থাকি, এমন কি কাঁটা, কলা, হাঁড়ি, বেড়ি, মাছ, শাক তরকারীর তারও দশ দিন দশা বাঁচাইয়া নাচাইয়া থাকি, তবে লেখা থাকি, এবং কর্ত্তব্য অবশেষে একজনই কণ্ঠমালা না হইলে ঘোর দিন কাটা মুস্কিল কিছু কম দিন ইত্যাদি এগ্রিমেণ্ট সহ করিয়া ঘরে লইয়া থাকি, কিন্তু সবই দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানবজীবনের কল্যাণবিধাতা পরমার্থানুসন্ধানপ্রদ [illegible] মন্ত্র মকরসঙ্কুল ভীষণ ভীতিপ্রদ ভবসমুদ্রে উত্তরণের একমাত্র কর্ণধার যিনি, সেই গুরুনির্ব্বাচন-বিষয়ে আমরা একেবারেই অর্ব্বাচীন ও উদাসীন হইয়া শাস্ত্রাদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজ খেয়াল মত গুরু করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করি। গুরু আসিল, কাণে ফুঁ দিল, ব্যস, মিটিয়া গেল সব গোলমাল। শিষ্য গুরু সম্বন্ধে কিছুই জানিবার আবশ্যকতা বোধ করিলেন না, গুরুশিষ্যকে মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির চরম পরাকাষ্ঠাস্বরূপ ভগবৎপাদপদ্মসেবাসম্পত্তির সন্ধান দিয়া পরম পরাধীনতারূপ চরম মুক্তি দান করিতে পারিলেন কিনা, না পারিলে মজা ফেরৎ লইব অর্থাৎ এক বর্ষে প্রদত্ত দক্ষিণা ফেরৎ লই। অথবা অন্যত্র সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ে পরম প্রয়োজন লাভ করিল, ইত্যাদি কোনও কথাই এখানে হইল না; পরন্তু এখানে বৎসরান্তে গুরু আসিয়া ছলে বলে কৌশলে শিষ্যের নিকট হইতে কিছু টাকা আদায় করিবার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন যে শিষ্য ও আচার্য্য, উভয়েরই ইহাদ্বারা যাহা কিছু নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল, সেইরূপ সুযোগ লাভ করিলেন গুরু মুখ বুজিয়া অমনি সেখানে তাহাদেরই সাথ দিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া শিষ্যের মস্তকমধ্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। শিষ্যের অন্যান্য [illegible] কোনও প্রতিকারের [illegible] কোনরূপ সৎসাহস [illegible] পারিলেন না, বরং নিজ [illegible] কিছু বলিলেন, গুরুকে [illegible] মস্তকে অন্ধকারে [illegible] হইলে। কিন্তু নিরপেক্ষক বাস্তব সত্যের উপাসক [illegible] আমরা, এ সাধুর সাধু সদ্‌গুরুর লক্ষণ এই নির্দ্দেশ [illegible] করিয়াছেন,

তস্মাদ্‌গুরুং [illegible] উত্তমম্॥
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
(ভাঃ ১১।৩।২১)

কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কোবিদঃ।
নিস্পৃহঃ সততং শান্তঃ সদাচারপরায়ণঃ।
সর্ব্বসংশয়সংচ্ছেত্তা সর্ব্বজীবহিতে রতঃ।
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৫ [illegible] কথিত [illegible])

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

পরম মাধুর্য্যময় শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী গোস্বামী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ শ্রীপুরুষোত্তম ধামের বহির্ভাগে শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন করিয়া বহু অচৈতন্যজনে চৈতন্যের সঞ্চার করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণে জীবের অজ্ঞাতসুকৃতির উদয় হইতেছে। স্বামিজী মহারাজের আনুগত্যে মঠস্থ অন্যান্য ব্রহ্মচারীগণও সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌর-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমধামে শুদ্ধ গৌরবিহিতকীর্ত্তনের অভাব দূরীকরণার্থে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সংস্থাপন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদনুগত প্রচারকবর্গ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিয়া শ্রদ্ধাবান্ সজ্জন মধ্যবিত্তগণকে শ্রীচৈতন্যচরণে আকৃষ্ট করিতেছেন। তাঁহাদের এই প্রকার জীবদয়ার সঙ্কোচ আদর্শ সরলপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রকেই মুগ্ধ করিতেছে।

কতিপয় দিবস পূর্ব্বে পুরীসহরের অন্তর্গত সিংহদ্বারে। গ্রামে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দকিশোর কাব্যতীর্থ, বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যাপীঠ মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সংবাদ পাঠ করিয়া সমাগত বহু উচ্চশিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পাঠের শেষে শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সাগরিকামীর সুললিত কণ্ঠে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীপাদ বলদেবানন্দ ব্রহ্মচারীজী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহোদয়ের পুরীধামস্থ নবনির্ম্মিত ভবনে শ্রীহরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহোদয়ের শ্রীগৌড়ীয় প্রচারের আগ্রহে অনেকেরই হরিকীর্ত্তন শ্রবণের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ভক্তি সরস্বতীজী সহরের উচ্চ শিক্ষিত ও সজ্জন গৃহস্থ সকলের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া সহরের সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। পুরী সহরের প্রসিদ্ধ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মনমোহন পট্টনায়ক এবং কলিকাতা বাগবাজারস্থিত সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহোদয়ের শ্রীহরিকথা শ্রবণের বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ অতীব প্রশংসনীয়।

মুদ্রাকর প্রমাদ

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার ৬৯শ সংখ্যা নদীয়াপ্রকাশের ৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ অষ্টম পংক্তিতে "রহিলেন না" স্থানে "রহিলেন" হইবে। পাঠকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ পত্র এইরূপে সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের [illegible] সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে [illegible] অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা, পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া [illegible] হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও [illegible] পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। [illegible] প্রারম্ভে কৃপাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, [illegible] প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্য সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। [illegible] ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible] কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণা—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল [illegible], শ্রীমধ্বাবিভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও [illegible] বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও [illegible] শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম [illegible] সুশোভিত। ভিক্ষা [illegible] ৸০ বার আনা।

১। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের [illegible] নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রী[illegible] প্রসঙ্গ, [illegible] ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, [illegible] কীর্ত্তন, [illegible] মহাপ্রসাদ, [illegible] শ্রীরূপ [illegible] ও [illegible] অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। [illegible] টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—[illegible] খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা [illegible] দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা [illegible] ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায় সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের [illegible] টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও [illegible] প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে [illegible] টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ সাহায্যে [illegible] বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা [illegible] আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা [illegible] আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দৃষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামীকে প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি [illegible] অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—[illegible]—প্রয়োজনতত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আত্মমার্গের বিচার, বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি [illegible] নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম [illegible] উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় [illegible] আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১০০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

[illegible] ধারণযোগ্য [illegible] প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ [illegible]। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] নিত্যানন্দ [illegible] অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয় [illegible] আশ্রম ধর্ম্ম—শুদ্ধশাস্ত্র [illegible] অধ্যায়ে [illegible] উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোজ [illegible] মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। [illegible] ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের [illegible] খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের [illegible]—[illegible] পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, সঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রকাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে [illegible] টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্যপ্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের [illegible] এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে [illegible] সংযোজিত করা হইয়াছে [illegible] আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] মহারাজ [illegible] অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও [illegible] সম্বলিত। [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] অনুবাদ ও তৎসহ শ্রীমদ্বলদেবপ্রভুর একটী [illegible] প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাহ্যিক রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

বৈষ্ণব-গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিতে পারে না। পরম গূঢ় তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় এই-রূপ সরল ও সরস [illegible] গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] গ্রন্থমধ্যে সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার, [illegible] বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ [illegible] টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত। এই পুস্তক অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলা—বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও জন্মতত্ত্ব—প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। গোস্বামীকৃত দুরূহ শ্লোকের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ। ভিক্ষা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যশিক্ষা; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না পড়িলে পরাস্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹ ।

হরিনাম-চিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] নাম-মাহাত্ম্য, নাম-তত্ত্ব, নাম [illegible] প্রভৃতি বিষয়ের সারগর্ভ বিচার শ্রবণ করিয়াছেন। সেই বিষয়গুলির অতি [illegible] পয়ারে সংক্ষিপ্ত সারসঙ্কলন শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য মোমবাতি জ্বালা লোকের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘোর সংসারে ইহার অমৃতময়ী বাণী অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভগবৎসেবা-ভ্রষ্ট করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ [illegible]। ইহাতে আত্মসমর্পণ, বন্দনা, ভজনাবাধা, ভক্তিবিরোধি-ত্যাগ ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিগুচ্ছ, ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত [illegible] ভজন, আরাত্রিক ও প্রাতঃ [illegible] একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

শিক্ষেন্দ্রমুকুটমণি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ [illegible] রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি ঈদৃশ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাময় ব্যাখ্যা ও মহাজন-[illegible] শ্রীমন্মুখ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত [illegible] হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৹ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সুললিত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থ-পঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৹ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ত্তব্য সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলশেখর শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। উজ্জ্বল-রসাশ্রয়ে ভাবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবদর্শনের। সানুবাদ ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

[illegible] দেব প্রণীত শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-[illegible] গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা ও স্তবসৌরভ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। বঙ্গাক্ষরে সাধারণ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতার দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়-বিচারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদ-মতসমূহের যুক্তি খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ৷৵ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ঐ বিরাট গ্রন্থ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতকথা ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকগুলি সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা সন্নিবেশিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৹ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), গোলকভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামমহিমা, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরিব্রাজকবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দরাকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরিব্রাজকবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিশেষত্ব সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থান মহাপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবদিগ্দর্শনাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইহার অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকামাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর অষ্টযাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে প্রায় ৩০ মণ্ড উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাধ্যস্থ-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাধক ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামাত্মক বাঙ্ময়াদি-বেদরাজসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তর্ক ন্যায়-উপনিষদ-গীতা-ব্রহ্মসূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাধক সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সাধক নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাধুসম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও পুরাতন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীর কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি সকলই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী— শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নলীগোপাল মজুমদার, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রচারিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বর্তমানে শ্রীমঠের সেবা পরিচালনা করিতেছেন।

(২) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রচারিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বর্তমানে শ্রীমঠের সেবা পরিচালনা করিতেছেন।

(৩) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রচারিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বর্তমানে শ্রীমঠের সেবা পরিচালনা করিতেছেন।

(৪) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রচারিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বর্তমানে শ্রীমঠের সেবা পরিচালনা করিতেছেন।

(৫) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীভগবান্‌মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনিতাই এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা এবং শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রদ্যুম্নাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী। বিদ্যার্থিগণ আবাসী, সেবাপূজা শ্রীনারায়ণ।

(৬) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমূল্য কৃষ্ণ, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৭) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৮) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, সমুদ্রগড় (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাকার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(১৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

নরসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযুতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউৎকল অধিকারী প্রভৃতি।

(১৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দায়রাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, ষ্টি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমক্ষেত্র—

মাউগাছি, জাহানগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসাবিকার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

চেঁচরাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীবটুকানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিসভা গদাধরী সভা, বালির চাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

কাঁকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগন্নানন্দজী। ব্রহ্মচারী পরমানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবীজ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী প্রাণকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পুরীধাম, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনরহরিদাস।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবংশিবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগন্নাথদেবপুরা, কাশী।

গৌর-সদাকৃপ সনাতন-শিক্ষাকুল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীমায়াপুরধাম পূর্ব, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম কীর্তনীয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

থানেশ্বর, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-ব্যাসের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, চব্বিশ

এখানে বহুকুসুমস্থ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগন্নাথদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

১৮ বেগ সরাই, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

গান্ধীজীর নৈনীতাল ত্যাগ

আশা করা গিয়াছিল যে, মহাত্মা গান্ধী বিশেষ দূত মারফৎ গবর্ণরের নিকট যে নূতন প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া কৃষাণ সমস্যা সম্বন্ধে মহাত্মাজী ও গবর্ণরের মধ্যে আরও আলোচনা হইবে। কিন্তু মহাত্মাজী বেলা আড়াইটার সময় হঠাৎ নৈনীতাল ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করেন এবং অপরাহ্ণ চারিটার সময় সদলে বাদ্দৌলী যাত্রা করেন।

গবর্ণর সার মালকম হেলীর নিকট হইতে এক পত্র পাওয়ার পরই মহাত্মাজী নৈনীতাল ত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন। প্রকাশ, পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট মহাত্মাজীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে অক্ষম, কারণ খাজনা ও রাজস্ব হ্রাস সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে অনুসন্ধানের পর ইতঃপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন এবং তদনুসারে খাজনা ও রাজস্ব আদায় ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

গবর্ণরের নিকট হইতে এইরূপ উত্তর পাইয়া মহাত্মাজী অবিলম্বে নৈনীতাল হইতে যাত্রা করিবার জন্য তাহার জিনিষপত্র গুছাইবার আদেশ করেন। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের কৃষাণদের উদ্দেশে সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রদান করেন, কৃষকদের শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থা এবং পুরা খাজনাপ্রদানে অনেকের অক্ষমতা হেতু কংগ্রেস এই ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে চুক্তির ফলে আইন অমান্য আন্দোলন এবং সেই হেতু করবন্ধ আন্দোলনও বন্ধ করা হইয়াছে। তিনি আশা করেন যে, অবিলম্বে খাজনা প্রদান আরম্ভ হইবে। ফতেপুর, এলাহাবাদ, রায়বেরেলী, গোরক্ষপুর, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রতাপগড়, আগ্রা, মথুরা ও এটোয়া এই দশটি জেলার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, দখলী স্বত্ববিহীন প্রজাগণ টাকায় আট আনা ও দখলী স্বত্ব-বিশিষ্ট প্রজাগণ টাকায় চারি আনা আদায় দিবে। তবে স্থানীয় অবস্থানুসারে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে।

অতঃপর মহাত্মাজী বলেন,—"কংগ্রেস আশা করেন যে, প্রত্যেক প্রজাই যত শীঘ্র সম্ভব যাহা পারে সমস্ত খাজনাই মিটাইয়া দিলে, তবে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্র অনুযায়ী আট আনা বা চারি আনার কম কিছুতেই হইবে না। যাহারা অধিক দিতে সক্ষম, তাহাদের তাহাই প্রদান করা উচিত, কিন্তু যাহারা কোন ক্রমে উক্ত নিয়মানুযায়ী ও দিতে সক্ষম হইবে না, জমীদারগণ তাহাদের প্রতি উদার আচরণ করিবেন বলিয়াই তিনি আশা করেন।

উপসংহারে মহাত্মাজী কৃষাণগণকে সত্য ও অহিংসায় অবিচলিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন।

জামালপুরে গ্রেপ্তারের হিড়িক

গত ২১শে মে প্রাতঃকালে এক সঙ্গে ২৮টী বাড়ী খানাতল্লাসা করা হয়। মোক্তার লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত অগ্নিশ্বর রায় উকীল শ্রীযুত খগেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত, উকীল জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র গুহ, শ্রীযুত যাদবচন্দ্র মজুমদার, বিপ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, রমণীমোহন ব্রহ্মচারী মোক্তারগণ শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র দত্ত ও শীতলচন্দ্র দে তালুকদার, ডাঃ রমণীমোহন সাহা এম-বি, সম্পাদক কংগ্রেস কমিটি, ডাঃ প্রতুলচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডাঃ মণীন্দ্রনাথ বসু, রমেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জী ও রামনাথ প্রভৃতির বাড়ীসহ ২৮ খানি বাড়ীতে পুলিশ হানা দিয়া কয়েকঘণ্টাব্যাপী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খানাতল্লাস করে। সম্প্রতি এমহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে যে ডাকাতি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে এই খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। ডাঃ মণীন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী হইতে ছেলেদের এয়ারগান ও রামনাথ তেওয়ারীর পুত্র মাখম তেওয়ারী প্রভৃতি যুবকদের একখানি গ্রুপফটো পুলিশ লইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর কোন কিছু পুলিশ নাই বলিয়া প্রকাশ।

ডাঃ রমণীমোহন সাহা সম্পাদক কংগ্রেস কমিটী, শ্রীযুত কনকেশ্বর ভট্টাচার্য্য সহঃ সম্পাদক কংগ্রেস কমিটি, জগদীশ মজুমদার, ফণী দত্ত গুপ্ত, অজিত ব্যানার্জ্জী, অনিল গুহ বড় সর্দ্দার, মাখম তেওয়ারী, অশ্বিনী দে, রণজয় সিংহ, সুধীর চৌধুরী, সুধীর তালুকদার, সুবোধ কাহেলী ও জ্ঞানচন্দ্রকে এপর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, পুলিশ আর ৩০ জনের খোঁজ করিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকে পায় নাই।

গান্ধী আরউইনচুক্তির প্রসঙ্গে

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে লবণ প্রস্তুত সম্পর্কে সাধারণের কতটুকু অধিকার থাকিবে তাহা সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ করা হইয়াছে।

লর্ড আরউইনের সহিত মহাত্মা গান্ধীর চুক্তির পর চুক্তির ২০ নং সর্ত্ত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য তাহা ভাল ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। যেসব অঞ্চলে লবণ সংগৃহীত বা তৈয়ারী হইতে পারে সেইসব অঞ্চলের সন্নিকটস্থ গ্রামসমূহের অধিবাসীদের লবণ সংগ্রহ বা তৈয়ারী করার বিধান এইরূপ :—

২০ নং সর্ত্তটী গরীব লোকদের উপকারই করা হইয়াছে। সুতরাং যেসব অঞ্চলে লবণ পাওয়া যায় সেই সব অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরাই লবণ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিবে।

সাবের জন্য, গৃহপালিত পশুর খাবারের জন্য অথবা মাছ রক্ষার জন্য লবণ ব্যবহার এই প্রয়োজনের মধ্যে বুঝিতে হইবে। লবণ তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীরা পাত্র রাখিতে পারিবে (৩) গ্রামের বাহিরে কোথাও কেহ ব্যবসার উদ্দেশ্যে লবণ বিক্রয় করিতে পারিবে না।

ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে, পায়ে হাটিয়া ঐরূপ লবণাদি লইয়া যাইতে পারা যায়। কোন যান বাহনাদির সাহায্যে এরূপ লবণ লইয়া না। (৬) উক্তরূপ বিধান অনুযায়ী যেখানে লবণ প্রস্তুত হইবে সেখানে কোন সরকারী কর্ম্মচারী লবণপাত্র ভাঙ্গিয়া দিবেন না বা অন্য প্রকারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। (৫) যেখানে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে সেখানকার গ্রামবাসীদের সুবিধা মারা যাইবে। পরিমাণের অতিরিক্ত যেখানে লবণ তৈয়ারী বা সংগৃহীত হইবে সেখানেই অধিকারের অপব্যবহার করা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

কালেক্টরের দিকে গুলী

গত ২১শে মে রাত্রি অনুমান ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় ভীরগ্রাম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী কালেক্টর মিঃ এল, টি, ঘোলাপ আই, সি, এস যখন সাহাবাগস্থিত ভবনে নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি গুলী নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ঘটনার পর মুহূর্ত্তেই পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় কিন্তু আততায়ী পলায়ন করে গুলির সম্বন্ধে পুলিশ তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে মিঃ ঘোলাপকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

মিঃ ঘোলাপ বলেন, তিনি একটা প্রবল আওয়াজ শুনিতে পান এবং ৩৫ গজ দূরে আগুনের একটা ঝলক দেখিতে পান; ঐ সময় তিনি তাঁহার ডাকবাংলোর বাহিরে শুইয়াছিলেন, কিন্তু গুলীর আঘাতের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

পুলিশের বিশ্বাস এই যে, দশ দিন পূর্ব্বে ঐ ডাকবাংলো খালি পড়িয়া ছিল, এখনও তাহা খালি অবস্থায় আছে কি না আঁচ করিয়া দেখিবার জন্য কোন চোর হয়ত বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল।

দারোগার গৃহে পটকা নিক্ষেপ

রাজসাহীতে দারোগার বাড়ীতে পটকা ছুড়িয়া হত্যা করার চেষ্টা সম্পর্কে দায়রায় অভিযুক্ত অভয়ানন্দ মুখার্জ্জীর পক্ষে এই মর্ম্মে দরখাস্ত করা হয় যে, এই মামলাটী আইনা ও ঘটনার জটিল প্রশ্ন ঘটিত বিধায় স্পেশাল জুরীর ব্যবস্থা করা হউক, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

যুক্ত রাষ্ট্রনিরূপণ কমিটীর বৈঠক

গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় নেতৃগণ যুক্তরাষ্ট্র নিরূপণ কমিটীর সভায় যোগদান সম্পর্কে মহাত্মাজীকে তাঁহার অভিমত পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। সভার অধিবেশন এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিবার কথাও স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে আলোচিত হইতেছে।

মথুরায় ডাঃ আলম

লাহোরের লোকপ্রিয় দেশভক্ত ডাক্তার মোহাম্মদ আলম ১৬ই মে তারিখে মথুরায় পদার্পণ করেন। মথুরা জংশনেই তাঁহাকে কংগ্রেসের তরফ হইতে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। বিকালে ৫টার সময় ডাঃ আলম সমভিব্যাহারে এক বিরাট মিছিল সহরে বাহির হইয়াছিল। রাত্রি আটটার সময় সার্ব্বজনীন সভায় ডাঃ আলম সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। চারিদিক হইতে প্রায় ২৫ হাজার লোক সভায় যোগদান করিয়াছিল। সভাপতির অভিভাষণে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মথুরার যে সকল মুসলমান এখনও কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে কংগ্রেসের পতাকাতলে একত্রিত হইবার জন্য তিনি আকুল আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

অর্থের অপব্যবহার

আজকাল সর্ব্বত্রই টিকেট করিয়া এক গান দেওয়া ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। দেশের এই অর্থ সঙ্কটের দিনে ও লোকের একজন পয়সার অভাব হইতেছে না। এই অর্থ দেশের কাজে লাগিবে অবশ্য কিছুই বলিবার থাকিত না। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভের জন্য দরিদ্র পল্লীতে এই গানের ব্যবসায় কিছুতেই সমর্থ করা যায় না।

"শ্রীধাম"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
আগ্রম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ২৮শে মে ১৯৩১

নানা কথা

দশহরায় যাত্রীসমাগম

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ ২৯শে মে দশহরা উপলক্ষে গঙ্গাস্নানার্থ হাজার হাজার যাত্রী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরে এবং অপরাধ ভঞ্জনের পাট কুলিয়ায় (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে) আগমন করিয়াছেন।

এই সময় শান্তিপুর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়েতে এত আরোহী হইয়াছিল যে, স্থানাভাবে অনেককেই ট্রেণে দাঁড়াইয়া যাইতে ও আসিতে হইয়াছিল। বাগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেও অনেকে ভিতরে স্থান না পাইয়া হ্যাণ্ডেল ধরিয়া কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিল। যাত্রিগণের সুবিধার নিমিত্ত এইরূপ যোগোপলক্ষে স্পেশাল গাড়ীর বন্দোবস্তের নিমিত্ত আমরা ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

যোগোপলক্ষে অধিকাংশ যাত্রীই পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত গঙ্গাস্নানে যাইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু পূর্ব্বে মদ ও গাঁজার সেবায় মত্ত হইবার নিমিত্তও অনেকে সহর নবদ্বীপে যাইতেন। সুখের বিষয় এই যে, স্বেচ্ছাসেবকগণের পিকেটিংয়ের ফলে আজ দুই বৎসর যাবৎ মাতালদের হৈ চৈ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

দশহরায় যাত্রী সমাগম

কৃষ্ণনগরে নেশাখোরদের কাণ্ড

কালীগঞ্জ সংবাদ

আশুতোষের সপ্তম-বার্ষিক স্মৃতিতর্পণ

কৃষ্ণনগরে পিকেটিং

স্পেনে কারাগার সংস্কারের চেষ্টা

মুড়াগাছায় গ্রেপ্তার

পেলামোকোটায় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

জাতি-সঙ্ঘ কাউন্সিল

রেঙ্গুণে পুলিশের সহিত বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ

বি এস্ সি শিক্ষক চাই

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্ সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-গ্রহণেচ্ছুগণ স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার বিবরণসহ সর্ব্বনিম্ন কত টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। নির্ব্বাচিত শিক্ষক বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

কৃষ্ণনগরে নেশাখোরদের কাণ্ড

গত মঙ্গলবার বেলা ১০টার পর মদ ও গাঁজার দোকানে অনেক ব্যক্তিকে মদ ও গাঁজা কিনিতে দেখা যায়। স্বেচ্ছাসেবকগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া অনুনয় করার ফলে উহাদের সংখ্যা হ্রাস পায়। কিন্তু দুই একটী নেশাখোরকে স্বেচ্ছাসেবকদের কাতর প্রার্থনাও উপেক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে।

কালিগঞ্জ সংবাদ

পুরস্কার বিতরণ

গত ২০শে মে কালীগঞ্জে পুরস্কার বিতরণ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র রায় চৌধুরী বি-এ জাতীয় আন্দোলনে ছাত্র সমাজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। [illegible] প্রবীণ উকীল [illegible] ঘোষ মহাশয় প্রভাত বাবুর বক্তৃতার অংশবিশেষে আপত্তি করিয়াছেন। তাহাতে সভায় বেশ একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল [illegible] প্রকাশ।

ডাকাতি

সম্প্রতি গোবিন্দপুর গ্রামে এক মুসলমানের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, [illegible] এলেকায় মধ্যে মধ্যে ডাকাতি হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের সুব্যবস্থা হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা হাইস্ট্রীটে অবস্থিত

শ্রীভাগবত প্রেস

সুলভে সুন্দর ছাপার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ

এখানে ব্যাঙ্ক, মোকর্দ্দমা এবং ইউনিয়নবোর্ডের যাবতীয় ফরম ও রসিদ বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

মফঃস্বল হইতে লিখিলে প্রত্যেক ইউনিয়নবোর্ডের নাম ছাপিয়া দেওয়া হয়।

বিবাহের উপহার, নিমন্ত্রণ-পত্র চেক, দাখিলা, আর্জ্জি প্রভৃতি অতি যত্নের সহিত অতি সত্বর ছাপিয়া দেওয়া হয়।

ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় পুস্তকাদি ছাপিবার সুব্যবস্থা আছে।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ নির্ভাবনায় নিম্নঠিকানায় ডাকযোগে অর্ডার পাঠাইতে পারেন।

ম্যানেজার শ্রীভাগবত প্রেস

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

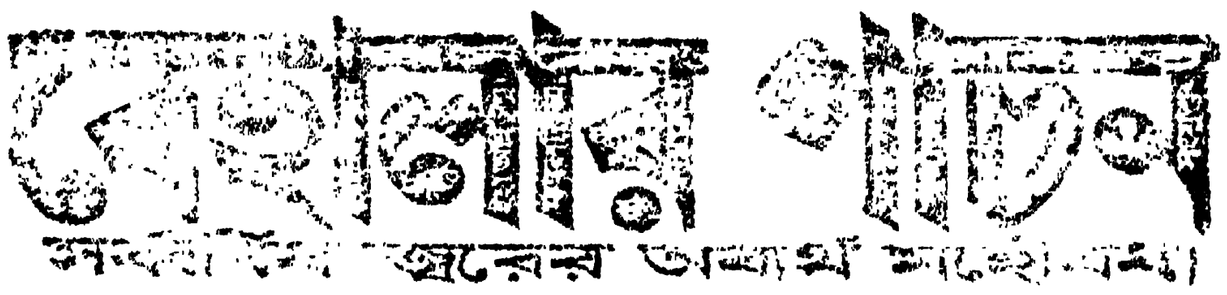

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামনাজার, কলিকাতা

মেসার্স

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও বীর্য্যবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অল্পে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, মুখ শুষ্ক হওয়া, ধমনিয়া প্রভৃতি সকল সময় নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"কপূর্বাদ্যাসবারিষ্ট"

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্বল, অজীর্ণ, বায়ুপিত্ত প্রভৃতি রোগে বহুপরীক্ষিত ঔষধ। মূল্য ৩ বোতল ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মচর্য্যবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সন্তোষশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

হাতের আরোগ্যকারী, কেশরঞ্জী

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

[illegible] হইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) [illegible] দিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া [illegible] আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। [illegible] খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত [illegible] এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান

[illegible] ডাক্তার, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

[illegible] সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

[illegible] ৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ৫ম তল, রুম নং ৫, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত বরিশাল [illegible] ষ্টোর্স, ৩৫নং ষ্ট্রীট, ভাড়াতলা, কলিকাতা।

প্রশংসাপত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় [illegible] চিকিৎসকগণ ভাহার [illegible] কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণও ভাহার [illegible] জবাব দিয়াছিলেন, [illegible] ডাক্তার মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীমতীন্দ্র কিশোর [illegible] ৩৫নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন [illegible] কলিকাতা।

গৌরবদীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] অদ্যাপি পর্য্যন্ত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ [illegible] উপায়ে অপমৃত্যুর শক্তি নষ্ট করিয়া জগতে [illegible] রাখিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ [illegible] ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হৃদ্‌রোগ, পারদ-[illegible] কাশ, পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, [illegible] বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াতেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অদ্যাপি বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকখরচ সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

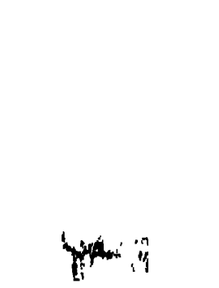

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

কলেজপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ [বস্তবর্ষ ৭২শ সংখ্যা]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

বক্তৃতার চুম্বক

[ ]

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির

বিষয়—"জনমত ও পরমার্থ"

বক্তা—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি,এ

মহাজনগণ লোকপ্রিয়তা চা'ন না, কৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনই তাঁ'দের একমাত্র উদ্দেশ্য। রোগ হ'লে যে ডাক্তার আমাদের রুচির অনুকূল দ্রব্যাদি খেতে দেন—আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুকূল যাবতীয় ব্যবস্থা ক'রে থাকেন, তাঁ'কেই আমরা খুব ভাল ডাক্তার বলি। আর যখন সদ্বৈদ্য আমাদের রক্তপূঁজপূর্ণ ফোড়ায় অস্ত্রোপচার করতে আসেন, তখন আমরা তাঁকে আমাদের শত্রু মনে ক'রে গালিগালাজ ও নিন্দা করি,—এটা রোগীর নিত্য স্বভাব। কাজেই বলশৈলিক মতবাদ নিয়ে আমরা পরমার্থ নির্ণয় করতে পারি না। আমরা কোন সময় পরমার্থ নির্ণয়ের যোগ্যতা লাভ করতে পারি?—যখন ভগবদভিন্নবিগ্রহ বৈষ্ণবগুরুর আশ্রিত হ'য়ে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত তাঁ'র আনুগত্যে কৃষ্ণানুসন্ধান শিক্ষা করি, তখন আমরা 'পরমার্থ' জিনিষটা কি, তা' যথাযথরূপে উপলব্ধি ক'রে তদ্বিষয়ে মতপ্রকাশের অধিকারী হই।

যখন ভগবৎসেবোন্মুখ জনমত নিয়ে আমরা পরমার্থ নির্ণয় করতে যাই, তখন তা' ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাকরণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়যুক্ত হ'য়ে প'ড়ে প'লে অধিকক্ষণ টিকে না। পরমার্থ শাশ্বত-সত্য, তা' বহির্মুখ জনমতে নির্ণীত হয় না। কপিধ্বজোপাখ্যানবর্ণনাকালে ভগবান শ্রীসৌনকঋষি ব'লছেন,—

"কোটিমুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লছেন,—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধভেদে দুই প্রকার জীব। নিত্যবদ্ধগণ স্থাবর জঙ্গমভেদে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁ'রা অচল (যেমন বৃক্ষাদি), তা'রাই 'স্থাবর' জীব, আর যাঁ'রা সচল, তা'রাই 'জঙ্গম'। তির্য্যক্ (পক্ষিগণ), জলচর ও স্থলচর ভেদে জঙ্গম তিন প্রকার। স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি অত্যল্প সংখ্যক। সেই অল্পসংখ্যক মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, পৌল্ক ও শবর পরিত্যাগ ক'রলে বেদনিষ্ঠ মনুষ্য বাকি থাকে। বেদনিষ্ঠগণ ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারীভেদে দুই প্রকার, ধর্ম্মাচারিমধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ, কোটি জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে একজন মুক্ত (এস্থলে যাঁ'রা জড়বুদ্ধি হ'তে মুক্ত, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলা যায়); এরূপ-ভাবের যদি কোটি মুক্ত পাওয়া যায়, তা' হ'লেও তা'র মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত পাওয়া দুর্লভ। ধরুন, এই ভারতবর্ষে যদি একপ কোটি মুক্ত পুরুষ থাকেন, তা' হ'লে তন্মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত মাত্র পাওয়া যেতে পারে। এই দুর্লভ কৃষ্ণভক্তের দ্বারাই পরমার্থিক ধর্ম্ম নির্ণীত হয়।

আমরা বলব,—এত লোকে যা'কে সাধু, মহাজন, অবতার বলছেন, তাঁ'র কথা সত্য না—তাঁ'র দ্বারা পরমার্থ নির্ণীত হ'তে পারে না; আর ইনি যে দুর্লভ একটী কৃষ্ণভক্তের কথা বলছেন, কেবল তাঁ'র কথাই সত্য—একমাত্র ঐ একটী ব্যক্তিই পরমার্থ নির্ণয় করবার অধিকারী,—একপ গোঁড়ামী কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না।"

এই প্রকার জনমত নিত্যকালই থাকতে আছে। যীশুখৃষ্ট কেন জনমত পেলেন না? কেন প্রকৃত সত্যকথাশ্রবণের লোক জানতে চায় না? আমরা মুখে বলি,—ব্যাধি সারুক, কিন্তু যখন, ব্যাধিনিবারণের উপায় উদ্ভাবিত হয়, তখন আমরা সেখান হ'তে চলে যাই। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনদত্তের কথা—বিমল প্রেমদত্তের কথা—ভাগবতের কথা, প্রবোধের সময়েও হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবোন্মুখ জীব কত উৎপাত করেছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষাদি কৈতবশূন্য, নিরন্তকুহক সত্য। আমরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের চারিটী আবরণ বা ছবি দেখে—আমাদের বহির্ম্মুখ রুচির সহিত মিলেছে ব'লে, এগুলিকেই পরমসত্য মনে করি। কিন্তু আমাদের বহির্ম্মুখতাপূর্ণ রুচি—অসুস্থতা বস্তুর রুচি মঙ্গলজনক নয়, হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবোন্মুখ রুচি—প্রকৃত সুস্থাবস্থার রুচিই আমাদের যথার্থ মঙ্গলের হেতু। এইজন্য ভক্তিশাস্ত্র বলছেন,—সর্ব্বাগ্রে বস্তুপ্রদর্শক গুরু চাই। যিনি খাঁটি সোণার সন্ধান পেয়েছেন,—প্রকৃত সাধুসঙ্গ যিনি লাভ ক'রেছেন, তিনি যদি বলে দেন,—ইনি সদ্গুরু, ইহাঁর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় কর, আর আমরা যদি এরূপ বস্তুপ্রদর্শক গুরুর দর্শন পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ ক'রে তাঁ'র কথায় বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক প্রকৃত সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রিত হ'তে পারি, তা' হ'লে নিশ্চয়ই পরম মঙ্গল লাভ করতে পারব।

আমরা যখন সত্য সত্য কোন মহাজনের কাছে কোন প্রকৃত সত্য গ্রহণ করতে যাব, তখন আমাদের পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু এমন কি দেবতারা পর্য্যন্ত আমাদের মনোভীষ্ট পূরণে বাধা প্রদান ক'রবেন—নানারূপ উৎপাত আনয়ন করতে উদ্যত হবেন। এটা আমরা সাধারণক্ষেত্রেও দেখতে পাই যে, সামান্য একটা সংকার্য্য করতে গেলেও অনেকে তাতে নানারূপ বাধা প্রদান ক'রে থাকে। পরমার্থ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'লে আমরা আরও প্রচুর পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হ'ব, জগতের সমস্ত লোক আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে। আমরা জানেন, পরমার্থলাভে পিতা প্রহ্লাদকে তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু, মহারাজকে ভরতরাজা গুরু কিরূপ বাধা দিয়েছিলেন। রাজরক্ষকগণ তাঁদের পরিদর্শকের দ্বারা কিরূপ উৎপীড়িত হ'য়েছিলেন—ঠাকুর হরিদাসকে কাজির মুলুকপতির দ্বারা কিরূপ নির্য্যাতীত হতে হ'য়েছিল। এরূপ পরমার্থ লাভে যতবার হবে সে কত বাধাবিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়, তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু প্রকৃত সাধু এই সমস্ত অত্যাচারের তিরস্কার, নির্য্যাতন, নিন্দাপমান, বাধাবিঘ্ন প্রদান প্রভৃতি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করেন না।

আমরা সাধারণ বিচারে লোকে যাকে বড় ক'রে তুলি, বহির্ম্মুখ জনমতের দ্বারা সম্মান লাভ হয়, তাঁহারা পরেই পরমার্থের বা বিশিষ্টাবস্থা লাভ ক'রে থাকে। এটী কিন্তু লোকমতের ধর্ম্ম মাত্র। কেহ যদি নিরপেক্ষভাবে সত্যকথা বলেন, তবে আমরা সকলে সেটী গ্রহণ করি না কেন? আমরা যে কেবল মুখে বলি 'সত্য চাই', এটা কেবল প্রতিষ্ঠার জন্য, লোকে আমাদিগকে ভাল বলবে, এই জন্য। আমরা কোন সভা-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি—লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য। অনেক সময় আমরা কোন খ্যাতনামা লোককে গুরু করতে যাই নিজের সম্মান বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু যাঁহারা বাস্তবিক সত্যাগ্রহী, তাঁহারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'লে সমগ্র জগৎকে এক পক্ষে রেখেও মঙ্গলময় ভগবানের ও তদভিন্নবিগ্রহ সাধুর অনুগমন করেন, তাঁহারা সমগ্র বহির্ম্মুখ জগতের কাহারও কথা না শুনে প্রকৃত সত্যকে অবলম্বন করে অচল, অটল থাকেন। সেই জন্য ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত গীতার এই বাণীটা পরমার্থানুশীলনে সকলেরই মনে রাখতে হবে,—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ

আমরা যদি প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু হই, বাস্তবিক শ্রেয়োলাভ করতে চাই, তা হলে সর্ব্বদা সংযমীর পক্ষে থাকব, ঘুমন্ত লোকের পক্ষ অবলম্বন করব না।

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ

(শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী দেবী ভক্তিশাস্ত্রী)

আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে, অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা অথবা অন্য কোনও অস্বাভাবিক উপায়েই হউক, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারিলেই ভিতকাম হইয়া ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায়; কিন্তু এই ধারণাটা যে আমাদের কত বড় ভুল ধারণা, তাহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। এই যে ইন্দ্রিয়তর্পণের বলবতী ইচ্ছা, ইহার ফলেই আমরা এমন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও দুর্নিবার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিগৃহীত, পদদলিত ও পীড়্যমান হইয়া অনন্ত বিপৎসাগরে নিমজ্জিত হইতেছি। এবিষয়টা আমরা ক্ষণিকের জন্যও স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখি না যে, ইন্দ্রিয়ের চালক কে? মনটি ইন্দ্রিয়ের রাজা মন; সেই মনের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তাশীলতা কতটুকু, যাহার সাফল্য 'দাস প্রকৃতি হয়ে মনেরপি মন' সেই দুর্বল, চঞ্চল অসংযত কামকলুষিত মনোবৃত্তির সাহায্যে আমরা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া শ্রীভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে। এই অনর্থময়ী চেষ্টা অদূর ভবিষ্যতে সাধনরাজ্যের দ্বারে আমাদিগকে অধঃপতিতই প্রদান করিয়া থাকে। বিশ্বনিয়ন্তা সৃষ্টিকর্ত্তা আমাকে যে উপাদানে যে ভাবে গঠন করিয়াছেন, তাহাতে আমার কতটুকু কর্ত্তৃত্ব নাই; এই দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গ্রাম ও তদ্বৃত্তিসমূহ সমস্তই শ্রীভগবানের প্রদত্ত সম্পত্তি; ভাগবৎসম্পত্তির দ্বারা শ্রীভগবানেরই সেবানুষ্ঠান কর্ত্তব্য, কিন্তু অনাদিকাল হইতে এমনই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া মুক্ত স্বরূপ হইয়াছি যে, ঐ ইন্দ্রিয়গুলিকে ও তাহাদের বৃত্তিসমূহকে ভগবৎকার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে বিপরীত গতি-

বিশিষ্ট করিবার বিফল প্রয়াসে চির সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়া থাকি। বাস্তবিক দুর্লভ মনুষ্য জন্মটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহের জন্য অথবা জড়বিলাসপ্রমত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য লাভ করি নাই, কিন্তু দুর্লভ হইতেও সুদুর্লভ এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি—সর্ব্বস্বার্থগতি সর্ব্বলোকপতি পুরুষোত্তম শ্রীহরির পাদপদ্মসেবায় অধিকার লাভের জন্য এবং ইন্দ্রিয়গুলি লাভ করিয়াছি—হৃষীকপতি হৃষিকেশের কামাগ্নির ইন্ধনরূপে নিয়োজিত করিয়া পুষ্ট, কর্ম্মঠ ও চরিতার্থ করিবার জন্য। সুধী পাঠকগণ ঐ শুনুন, আমাদের অজেয় রিপুগুলিকে—দুর্নিবার ইন্দ্রিয়সমূহকে সত্য সত্যই কিরূপে চরিতার্থ করিতে হইবে, তাহার সুসন্ধান সুচতুর বৈষ্ণবঠাকুর জলদ গম্ভীর স্বরে নিত্যকাল কীর্ত্তন করিয়া মরণপথের যাত্রী লানবগণকে শিক্ষা দিতেছেন,—

কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

অতঃপর কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিরূপে শ্রীভগবানের সেবা করিতে হইবে, তাহার সুন্দর ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় যথা—

মস্তকের দ্বারা শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের পাদপদ্মে প্রণতি বিধান করিবে, বাক্যের দ্বারা ভগবানের স্তবস্তুতি বন্দনা, গুণানুকীর্ত্তন ও অপরকে সেবাকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিবে, হস্ত দ্বারা শ্রীভগবানের সর্ব্ববিধ পরিচর্য্যা করিবে, পদের দ্বারা ভগবদ্ধাম পরিক্রমা ও সেবোপকরণ সংগ্রহার্থ তত্তৎস্থানে গমনাগমন করিবে। চক্ষুর দ্বারা শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তবৃন্দের পরম মাধুর্য্যময় শ্রীবিগ্রহ দর্শন, নাসিকার দ্বারা শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দার্পিত সচ্চন্দন তুলসীকুসুমের আঘ্রাণ ও [illegible] শ্রীভক্ত ও ভগবানের পরম মধুর চরিত্র [illegible] শ্রবণ, জিহ্বা দ্বারা প্রপঞ্চজয়কারী ভক্তভগবানের উচ্ছিষ্ট পরম শ্রদ্ধাসহকারে আস্বাদন ও ভগবানের ভুবনমঙ্গল শ্রীনাম [illegible] কীর্ত্তন করিবে [illegible] ভগবদ্ভক্তের চরণরজঃ স্পর্শ করিবে।

শ্রীহরিতোষণার্থ আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালনা করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় যথার্থ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে, অন্যথায় জীবের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্যামসুন্দরের সেবাসন্ধান সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদাতা একমাত্র যুগাচার্য্য সদ্গুরু পাদপদ্মাশ্রয়েই জীবের লাভ হইয়া থাকে।

আশা-মরীচিকা

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

মরুভূমিতে সূর্য্যকিরণ জলের মত দেখায়, পিপাসার্ত্ত মৃগগণ জল পানের আশায় ছুটিয়া যায়, কিন্তু যত ছুটিয়া যায় ঐ দৃশ্যও তত দূরবর্ত্তী হয়, অবশেষে শক্তিহীন ও ভগ্নমনোরথ হইয়া উত্তপ্ত বালুকারাশিতে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করে। আমরা মনুষ্য জাতিও সেই প্রকার বৃথা আশার ছলনায় ভুলিয়া আশার পূর্ণাকাঙ্ক্ষায় যতই আশার পিছনে পিছনে প্রবল বেগে প্রধাবিত হই, ততই আশা আমাদিগকে নিরাশসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখে।

বাল্যকালে যখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম, তখন মনে হইত, বিদ্যাভ্যাস করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলে বোধ হয় আশা পূর্ণ হইবে। তৎপরে অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গেসঙ্গেই রূপবতী ভার্য্যা লাভে ও সুতসুতার মুখ দর্শনে বলবতী আশা পূর্ণ হইবে, অতঃপর প্রৌঢ় বয়সে পৌত্র পৌত্রী প্রভৃতি লাভ করিতে পারিলে সকল আশা মিটিয়া যাইবে। অবশ্য আমাদিগের মধ্যে অনেকেই উল্লিখিত আকাঙ্ক্ষিত লাভে বঞ্চিত হই না বটে, কিন্তু দুর্দ্দমনীয় আশার শেষ কোথায়? বরং আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভে আশা না মিটিয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতির ন্যায় আশাবহ্নি অনির্ব্বাপিত হয়। উঠিতেছে।

আবহমানকাল হইতে সংসারে আশা মৃগতৃষ্ণিকা মূর্ত্তিমতী থাকিয়া সংসারের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। আশাহীন হইলে সংসার [illegible] সংসার না থাকিলে মায়ার রাজ্য থাকে না, মায়ার রাজ্য না থাকিলে সবই বৈকুণ্ঠময় হইয়া যায়, কিন্তু ইহা অসম্ভব।

বিভুচিৎ ভগবান নিত্য, [illegible] অণুচিৎ জীব আমরাও নিত্য। ভগবান আমাদিগের নিত্যসেব্য প্রভু থাকিলেও আমরা অনাদিকাল হইতে স্বস্বরূপবিভ্রান্ত অবস্থায় [illegible] করিয়াছি। মায়া যাঁহার সম্মুখে [illegible] বিলাজ্জতা, আশা যাঁহার [illegible] পূর্ণ, যথায় মরীচিকার স্থান নাই অর্থাৎ যাঁহার পাদপদ্মাশ্রয় করিলে বৃক্ষ আশা পিশাচীর ন্যায় গ্রাস করিতে সমর্থ নহে, তথায় আশাময় জীবন হতাশ না হইয়া অভিলষিত বস্তুর অতিরিক্ত লাভে মায়া-মরীচিকাপূর্ণা আশার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়ে আশায় কোন প্রকার প্রবঞ্চনা নাই। যে মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় করিব, সেই মুহূর্ত্তেই ছলনাময়ী মরীচিকা আশা আপনা হইতে সুদূরে সরিয়া পড়িবে। যিনি যে পরিমাণে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করিয়াছেন ও করিবেন, তিনিই সেই পরিমাণে আশা মরীচিকার তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ অবগত থাকিয়া সাবহিত হইতে পারিতেছেন ও পারিবেন।

আমরা বদ্ধজীব মাত্রেই পথবিভ্রান্ত। কোন মার্গ অবলম্বন করিলে বাস্তব আশা পূর্ণ হয়, আর দুরাশা পিশাচীকে আশাপূর্ণের দেবী মনে করিয়া আশা মরীচিকায় পতিত হইতে না হয়, তাহা এখনও আমাদিগের [illegible] উপনীত হয় [illegible] আশায় [illegible] কারণ, শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] ব্যবধানে [illegible]

[illegible] থাকিলেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] তিনি [illegible] পালন [illegible] খণ্ড [illegible] কিন্তু তিনি সর্ব্বদশা, [illegible] আমাদিগের [illegible] মরীচিকার [illegible] প্রয়াস পাইতেছেন।

আমরা [illegible] চরণাব্জিকে প্রণিপাত [illegible] তাঁহার শ্রীমুখ [illegible] আমরা [illegible] পিপাসার্ত্ত হইয়া [illegible] মরীচিকার কবল হইতে [illegible] উপায়—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়।

পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে দীর্ঘকালব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠস্থ আচারবান্ প্রচারকবর্গের শুদ্ধচৈতন্যময়ীবাণী শ্রবণ করিয়া অনেকেরই শ্রীচৈতন্যকৃপাবারিতে অভিষিক্ত হইবার অপূর্ব্বানুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সজ্জন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই পুরুষোত্তম মঠস্থিত সাধুবর্গের সঙ্গ এবং শ্রীমুখবিগলিত শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া আত্মমঙ্গল সাধনে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইতোমধ্যে বহু সজ্জন ব্যক্তি শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং প্রচারকবর্গের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। অনেকেই প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীপুরুষোত্তমধামে বহু মঠাদি থাকিলেও বিশুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের কুত্রাপি সুব্যবস্থা নাই। আগন্তুকগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; ডাক্তার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সিদ্ধবকুল মঠের মহান্ত মহারাজ, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সিংহ এটর্নী, ডাক্তার শ্রীগোপীলাল মাইতি এম, এইচ, এস, সি, এইচ, সি এবং মদ্রদেশীয় কতিপয় সজ্জন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি।

প্রেরিত পত্র

(ডাঃ শ্রী [illegible] মাইতি ধুলাপুর)

[illegible] শ্রীল "নদীয়াপ্রকাশ" পারমার্থিক পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলেষু—

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ [illegible] বাজকাচার্য্যবর্য্য [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের [illegible] ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীল [illegible] পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ [illegible] রাধারমণ ব্রহ্মচারী [illegible] আমাদের নগণ্য [illegible] আমাদের [illegible] শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজের [illegible] শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহোদয় [illegible] বেশীর দিবসের পাঠ ও বক্তৃতা করেন।

শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় মানব জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন। পরদিবসেও শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মহাপ্রভুর [illegible] পাঠপ্রসঙ্গে অযোগ্য কোলিক গুরুর পরিবর্ত্তে সুযোগ্য সদ্গুরু গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে মহাপ্রভুর গুরুকরণের অভিনয়দ্বারা জানাইয়াছিলেন। শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী প্রভুর কীর্ত্তন শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। আশা করি, গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ [illegible] এদেশে শুভাগমন করি [illegible] কীর্ত্তনদ্বারা এদেশকে উদ্ধার করিবেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সরল অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি নিবৃত্ত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাদ্য ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১০৲ ডাকমাশুল ৸০।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পরিচ্ছেদের সুদীর্ঘ সারসংগ্রহ অভিধেয় প্রয়োজিত। প্রত্যেক অধ্যায় পাদের কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পদ্য, গদ্য, স্থান, পাদ্য প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও সমস্ত [illegible] সমন্বিত হইয়াছে। [illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] ছাপা হইয়াছে। মূল্য [illegible] ডাকমাশুল [illegible]

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, গ্রন্থ আবির্ভাবের কথা, [illegible] ছাপা, কাগজ, পরিচ্ছেদ, শ্লোকসূচী, বিষয়-সূচী [illegible] বড় ক্রাউন ৮ পেজী আকারে অতিসুন্দর ও সুদৃশ্য প্রকারে ছাপা হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। আদ্যন্ত ভিক্ষা ৫ টাকা, ডাকমাশুল [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর [illegible] হয় নাই। সমস্ত শ্লোকের অন্বয়, কঠিন শব্দের [illegible] কথাসার, তথা গ্রন্থের সহ [illegible] হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে [illegible] আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য [illegible] ডাকমাশুল ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে [illegible]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অত্যল্পকাল [illegible] শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] বিষয়ক উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপোষোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভবনিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিত্তিলসচিন্মাত্র অচিন্ত্যাভেদ-তত্ত্ব-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক [illegible] —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীনবধা ভাব, শ্রীবাসভবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অন্তরঙ্গ সঙ্কীর্ত্তন ও প্রাকৃত সহজিয়া, প্রভৃতি [illegible] পূর্ণ। ভিক্ষা ৸৹ ৬০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রদ্ধা ও বিদ্বা ভক্তি, মধুরের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব, শ্রীনন্দ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভেদ, শ্রীগুরুর বপু ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীকীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, [illegible], শ্রীরূপানুগভজনরহস্য, শ্রীমতী তুলসী মুনাদেবী, [illegible] ভক্তি, গৌরকৃষ্ণ [illegible]—দুর্লভ [illegible] পূর্ণ।

[illegible] এক টাকা মাত্র

[illegible] ৸ [illegible]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] শ্রীল [illegible] ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর [illegible] সারার্থবর্ষিণী টীকা, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য। [illegible] ও [illegible] শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible]

প্রেমধর্ম্মস্তাবলী

[illegible]

[illegible] ভগবান [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

[illegible] ও [illegible] সুন্দর [illegible] ভিক্ষা ৸৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। [illegible] পরিক্রমার [illegible]-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। [illegible] হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত। শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৵৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, মায়াবাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষাষ্টকের উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ১৲ টাকা, ৯ বোর্ড ... টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

[illegible] বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত কণ্ঠে ধারণযোগ্য [illegible] পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে-শাস্ত্রান্তরের প্রমাণাদি [illegible] সাম্প্রদায়িক উদ্ধৃত। এরূপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারসমষ্টি অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। [illegible]—ভক্তত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—[illegible]—[illegible]—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—[illegible]—[illegible]—আশ্রয়-তত্ত্ব—শুদ্ধভক্ত—[illegible] [illegible] ভিক্ষা ৸৹ আনা, ডাকমাশুল ৵৹ আনা।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ'—নামক [illegible] শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর [illegible] শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীনবদ্বীপভক্তগণ নবদ্বীপভক্তগণ—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র [illegible] আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তদুপরি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিবৃত্ত টীকা ও টিপ্পনী প্রভৃতি সহ [illegible] ভিক্ষা ২৲ টাকা, ডাকমাশুল [illegible]

গৌড়ীয়ভক্তসমাজ

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিভিন্নস্থানে প্রদত্ত প্রাচীন শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বৈষ্ণবদর্শন পাঠে উপযোগী কতকগুলি [illegible] উত্তম বাঁধিয়াছেন। [illegible] বঙ্গানুবাদ ও [illegible] সংযোজিত করা হইয়াছে। মূল্য মাত্র ৸৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী [illegible] মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে সরল ও বঙ্গানুবাদ সহিত, নবদ্বীপশতকের শ্রীগৌড় মণ্ডলের তীর্থের পদ্যানুবাদ ও উৎসাহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ও বাঁধা উৎকৃষ্ট (২ খানি একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জীবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই কণ্ঠ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে [illegible] উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত [illegible] ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, [illegible] নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, কাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিচারগুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটীভাবে রচিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

[illegible] শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-[illegible] গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-[illegible] ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসম্মত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণগৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্ দিরাজ স্বামিকৃত বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবর্ত্তন তৃতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ৸০ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি বাওয়াহের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, [illegible] গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথপুর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃতভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

১৮ আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

২২ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী

২৩ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

২৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীক্ষেমানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া

২৬ ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible]

এখানে [illegible] গৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible] শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

[illegible] স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

সার্কেল ইন্সপেক্টারের সভা আহ্বান

কয়েকদিন হইল পুলিশের সদর ইন্সপেক্টার চুরি ডাকাতি নিবারণকল্পে হরিনাথপুর গ্রামে আসিয়া এক সভা আহ্বান করেন এবং গ্রামের আত্মরক্ষা সমিতিকে পুলিশের সহযোগিতা করিতে বলেন। গ্রামবাসী তাহাতে সম্মত না হইয়া নিজেরাই গ্রামে পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত সভায় জনৈক চাষী ইনসপেক্টারকে জানান,—যদি চৌকিদার ও পুলিশ চুরি ডাকাতি নিবারণ করিতে অক্ষম হয়, তবে উহাদের কোনই প্রয়োজন নাই।

মুড়াগাছায় গ্রেপ্তার

প্রকাশ, মুড়াগাছার পিকেটিং করার দরুণ শ্রীযুত গোপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন রায়, মনোরথ মুখার্জ্জি এবং তিনজন ১০৭ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহারা জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরে পিকেটি

আজ কয়েকদিন যাবৎ কৃষ্ণনগরে মদ ও গাঁজার দোকানে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা পিকেটিং করিতেছেন।

ধর্ম্মের দিক বাদ দিয়া শারীরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেখিলেও মদ ও গাঁজার ভীষণ অপকারিতা প্রতি মুহূর্ত্তে দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এই সকল দেখিয়াও নেশাখোরদের চক্ষু খুলিতেছে না। তাই দুই একটীকে স্বেচ্ছাসেবকদের যুক্তকরে প্রার্থনা উপেক্ষা করিতেও যত্নশীল হইতে দেখা যাইতেছে। পতঙ্গকুল বিবেচনাশক্তির অভাবে রূপের মোহে অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেয় উহাদের প্রাণিজগতের শ্রেষ্ঠ মানবদেহপ্রাপ্ত এই নেশাখোরদের পার্থক্য কোথায়?

প্রবল বৃষ্টি

গত ২৪শে মে এতদঞ্চলে দুই ঘণ্টাব্যাপী প্রবল বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে চাষাদের বেশ উপকার হইয়াছে

জাতি-সঙ্ঘ কাউন্সিল

জেনেভার ২৩শে মের সংবাদে প্রকাশ, ৩০ দিনের জাতি-সঙ্ঘের কাউন্সিলের শেষ অধিবেশনে জার্ম্মানীর পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ কর্টিয়াস এবং পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধির মধ্যে বাক্যযুদ্ধ হইতেছিল। যুদ্ধ চরমে উঠিয়াছে—এমন সময় বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ হেণ্ডারসন মাঝখানে আসিয়া পড়েন। তিনি জোরের সহিত জার্ম্মেনীর পক্ষেই রায় দেন।

পোল্যাণ্ডে জার্ম্মানীর সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়—সেই প্রশ্ন লইয়াই এই বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। ডাঃ কার্টিয়াস এই অজুহাতে প্রশ্নটির আলোচনা স্থগিত রাখিতে বলেন যে,—মাত্র চার দিন আগে পোল্যাণ্ডের বৃহদাকার রিপোর্টখানি পেশ করা হইয়াছে—জার্ম্মেনীর প্রতিনিধিগণের উহা পাঠ করিবার সময় হয় নাই।

স্পেনে কারাগার সংস্কারের চেষ্টা

কারাগারসমূহের মহিলা ডিরেক্টর সিনোরিটা কেণ্ট ধুয়া ধরিয়াছেন, "কয়েদীর জীবনকে সুন্দর করিয়া তোল।" সিনোরিটা কেণ্ট কারাগার সংস্কারে খুব উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আঁদাহুসিয়ার কারাগারগুলি দেখিয়া বেড়াইতেছেন।

কেণ্ট বলেন, তিনি চান কারাগারের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার আনিতে। যৌন-সমস্যায় এতদিন বহু সংস্কারকের উদ্দেশ্য না করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সিনোরিটা কেণ্ট এই সমস্যার জন্য মোটেই ভীত নহেন। তাঁহার প্রস্তাব এই—বিবাহিত কয়েদীগণ আরামপূর্ণ কক্ষে তাহাদের স্ত্রী অথবা স্বামীর সহিত দেখা করিতে পারিবে। অবিবাহিত কয়েদীগণও তাহাদের বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে।

পরিশেষে প্রত্যেক ছয়মাস পর পর কয়েদীদিগকে অতি সাধারণ নজরবন্দী অবস্থায় বাহিরে ভ্রমণ করিতে দিতে হইবে। সংস্কারের লক্ষ্য হইবে, প্রত্যেক কয়েদী যেন সমাজের একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হইতে পারে ইহাই হইল সিনোরিটার জীবনের মন্ত্র

পেলামোকোটায় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু গত ২৪শে মে প্রাতে পে[illegible] আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং তাঁহাকে বিরাটভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। সমস্ত রাস্তায় তাঁহাকে জয়ধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থিত করা হয়। তথা হইতে তিনি টিনিভেলী জংশনে গমন করেন। তথায় জনসাধারণ তাঁহাকে যথোপযুক্তভাবে করিয়াছিলেন

স্যার আশুতোষের স্মৃতিউৎসব

গত সোমবার অপরাহ্ণে ৫ ঘটিকার সময় দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সপ্তম বার্ষিক স্মৃতি উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে বহু ছাত্র অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও অন্যান্য বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে স্যার আশুতোষের যে মর্ম্মর মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত পত্র পুষ্প মালো বিভূষিত করা হইয়াছিল। ধূপধুনা পোড়ান হইয়াছিল। সকলেই নীরবে পরলোকগত মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি মনে করিয়া তাঁহার প্রদর্শন করিতেছিলেন।

পরলোকগত মহাপুরুষের প্রতি [illegible] বেদিকমন্ত্র [illegible] পর স্যার নীলরতন [illegible] আচার্য্যপদে বৃত হইয়া উপাসনার কার্য্য করেন। সেই সময় তিনি [illegible] আশুতোষের স্বপ্ন [illegible] ভারতবাসীর স্বপ্নের বিষয় [illegible] যাচ্ছে এমন নহে, ইহা [illegible] জাতিরই স্বপ্ন। জাতির [illegible] আমরা [illegible] অনুভব করিতেছি। তিনি [illegible] জাতির সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপন করিতে পারিতেন এমন নহে, [illegible] আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিয়া [illegible] দেখাইয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে আশা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতে পারিতেন

উপসংহারে স্যার [illegible] স্যার আশুতোষের শতমুখী প্রতিভা কর্ম্ম কুশলতার গুণ কীর্ত্তন করিয়া বলে যে এই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মনেও বহুদিন জাগরূক থাকিবে।

উপাসনার কার্য্য শেষ স্যার নীলরতন ও উপস্থিত সকলে আশুতোষের মর্ম্মর মূর্ত্তির গলে [illegible] পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

রেঙ্গুণে পুলিশের সহিত বিদ্রোহীদের সঙ্ঘর্ষ

প্রকাশ, থারাওয়াড়ী জেলাতে বিদ্রোহীদের একটী শিবির ধ্বংস করা হইয়াছে। হেলিল্যাণ্ড হইতে ৭ মাইল দূরে একটী শিবিরে প্রায় ২৫০ জন বিদ্রোহী ছিল, সামরিক পুলিশ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। সঙ্ঘর্ষে দুইজন পুলিশ জখম হয়। বিদ্রোহীদের হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই, একটী মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে। থেয়েটমিওতে পুলিশ ৫০ জন বিদ্রোহীর একটী দলের উপর অনেক দূর হইতে [illegible] ছুড়িয়া একজন বিদ্রোহীকে [illegible] করে। অন্য সকলে পলায়ন করে।

বাঙ্গালা সরকারের নামে নোটীশ

পাবনা জেলায় মারকা গ্রামের আবুহুসেন ও আলেকমিঞা নামক দুইজন পাটচাষীর পক্ষে সলিসিটর মিঃ সত্যহরি দত্ত বাঙ্গালা সরকারের চীফ সেক্রেটারী ও বাঙ্গলার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টারের নামে এই মর্ম্মে এক নোটীশ দিয়াছেন যে, তাঁহার মক্কেলগণ বাঙ্গলার পাটচাষীদের পক্ষে এই অভিযোগে মামলা দায়ের করিবেন যে, (১) পাটচাষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যে সংবাদ গবর্ণমেণ্ট বাহির করেন তাহা তাঁহার মক্কেলদের মতে স্বাধীন ব্যবসার পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ, (২) ঐ রিপোর্ট অসাবধানতা সহকারে, তাড়াতাড়ি, অযৌক্তিক মতে প্রস্তুত করা হয়, (৩) ইহার ফলে পাটের দাম নামিয়া বাঙ্গলার পাটচাষীদের প্রায় ২০ কোটি টাকা ক্ষতি করিয়াছে।

চুঁচুড়ায় বেকারের কাণ্ড

বেকার সমস্যার দরুণ চুঁচুড়া কামারপাড়ার শ্রীযুত নিকুঞ্জ বিহারী শীলের ২২ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান মধুসূদন শীল গত ২৩শে মে প্রাতে ৩ তোলা আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ যে, মধুসূদন পূর্ব্বের দিন সন্ধ্যা ৬টার সময় তাহার মাতাকে জানায় যে সে আফিং খাইয়াছে। তখন তখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

প্রকাশ কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে ৬ মাস পূর্ব্বে মধুসূদনের চাকরী যায়। উহার পর একজন মাড়োয়ারীর অফিসে সে দুই মাস চাকরী করে। তাহার মৃত্যুর পর তাহার মায়ের উদ্দেশ্যে লিখিত একখানা চিঠি পাওয়া যায় সে এই চিঠিতে জানাইয়াছে যে চাকুরী অভাবে সে তাহার পিতাকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিতেছে না বলিয়াই সে আত্মহত্যা করিল। সে জানায় যে, তাহার জীবনের কোন মূল্য নাই এবং তাহার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে।

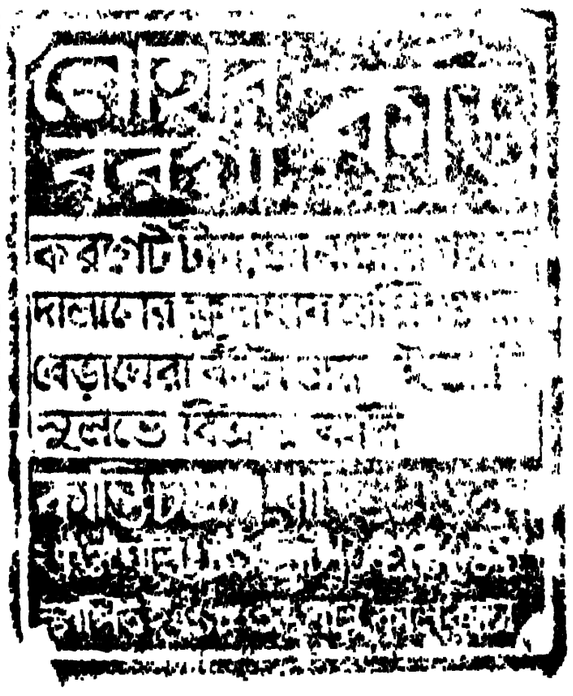

[illegible]

"শ্রীধাম"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
লিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫৲

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গ-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৩৮, ২৯শে মে ১৯৩১

নানা কথা

গান্ধীজীর কয়েকটী প্রশ্ন

শেঠ যমুনালাল বাজাজের নিকট এক পত্রে মহাত্মা গান্ধী করাচীতে গৃহীত স্বরাজের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে কয়েকটি গভীর প্রশ্ন তুলিয়াছেন। কংগ্রেসের নীতির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—আমরা সত্য ও অহিংসার পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছি কি না। যতদিন ত্যাগ ও দুঃখ সহিতে না হয়, ততদিন উহা সহজ, কিন্তু যাঁহারা প্রাণ দিয়াও উহাকে আঁকড়াইয়া থাকেন, তাঁহারাই উহাকে ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন।

তিনি আরও প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তে অপর ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অস্পৃশ্যতা নিবারণের কথা আছে, দেশবাসী তাহা কতদূর মানিয়া চলিতেছেন। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলের সহোদর ভাইয়ের মত সৌহার্দ্দ্যে বাস করা উচিত এবং ধনীদের দরিদ্রের সহিত মিলিয়া চলা উচিত।

তিনি আরও প্রশ্ন করিয়াছে,—স্বরাজ হইলে উত্তম বেতন ৫ শত টাকা হইবে বলিয়া কোটীপতিরা কি তাহাদের ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন।

সীমান্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস

সীমান্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নূতন নির্ব্বাচনে ৩০মে শে আরম্ভ হইবে।

গান্ধীজীর কএকটী প্রশ্ন

তামাকের গুদামে দুর্ঘটনা—তিনজন ইংরেজ নিহত

স্ত্রী হত্যায় ফাঁসী

নারায়ণগঞ্জ পিকেটিংএ মহিলাদের যোগদান

পতিতাদের সভ

কংগ্রেস সেক্রেটারী গ্রেপ্তার

হেড্‌মাষ্টারকে প্রহার

সাইবিয়ান মরুতে দুর্ঘটনা

কংগ্রেস কর্ম্মীর কণ্ঠরোধ

সীমান্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস

বি এস্-সি শিক্ষক চাই

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্-সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-গ্রহণেচ্ছুগণ স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার বিবরণসহ সর্ব্বনিম্ন কত টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। নির্ব্বাচিত শিক্ষক বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

তামাকের গুদামে দুর্ঘটনা তিনজন ইংরেজ নিহত

স্যালিসবারি হইতে ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী ডেরিওয়েলডেন তামাক বাগানে একটী গুদাম আছে। এই গুদামের এক অংশে তামাক বিশুদ্ধ করিবার জন্য ধোঁয়া লাগান হয়। এই সময় একটি দুর্ঘটনায় ঘটে। দুর্ঘটনায় তিনজন ইংরেজ নিহত এবং দুইজন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের নাম—জে. ডিবেট কার্ণাক (বিমানবাহিনী) ভূতপূর্ব্ব সদস্য, জে. ই. ল্যাসি এবং এ, ডেভিস।

নারায়ণগঞ্জে পিকেটিংএ মহিলাদের যোগদান

গত পাঁচ দিবস যাবৎ নারায়ণগঞ্জস্থিত বিদেশী সূতা ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানসমূহে পিকেটিং চলিতেছে। শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী, মৃণালিনী ঘোষ, [illegible] কমলকামিনী দেবী, বিধুমুখী দেবী প্রভৃতি নিতাইগঞ্জ, জানবাজার এবং নবাবাজার [illegible] বিদেশী বস্ত্র ও সূতার দোকানসমূহে পিকেটিং করিয়াছিলেন। বিদেশী বস্ত্র ও সূতা ব্যবসায়ীদিগকে ভবিষ্যতে বিদেশী বস্ত্র কিংবা সূতা আমদানী না করিবার জন্য মহিলাগণ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন।

মহিলাগণ নিতাই [illegible] কতকগুলি বিদেশী সূতা ও নদীয়া [illegible] কতকগুলি বিদেশী বস্ত্রের আট শীলমোহর করেন। তাঁহাদের অনুরোধের ফলে স্থানীয় বিদেশী সূতা ও বস্ত্রের ব্যবসায়িগণ বিদেশে প্রস্তুত সূতা ও বস্ত্র শীলমোহর করিতে সম্মত হইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না।

মেসার্স—

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই সুবর্ণ আচ্ছাদিত "শক্তি-সঞ্জিবনী বটীকা" পূর্ব্বের ন্যায় ১ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে এই বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে নব-জীবন দানে সমর্থ সুবর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মনিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সত্বর করুন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন। ১মো ডুজ হইতে ১২ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়।

১১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সেক্সোলিন পিলস্

অব্যর্থ যৌবন-বল-প্রদ মহৌষধ।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ও আঃ শি শতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে তাহার কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ১৷৵০ আনা, বোতল ২৷৵০ আনা।

অফিস ১১নং ঐ ক্রীক রো ব্রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

এস, এন, সেন অল্পে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং বটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

মটকা ঔষধালয়

বটিকার ঘর ও পাড়ুই জ্বর, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা হাম, প্রস্রাবে জ্বালা, শ্লীপদ, মাথাধোর, মুত বন্ধ হওয়া, অগ্নিমান্দ্য সকল সময় নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য বৃদ্ধি করিতে আশ্চর্য্য ঔষধ। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

পুরাতন বা বেগে বাহ্যপ্রস্রাব বন্ধ হইয়া আরোগ্য করিয়া পরিষ্কার করে। মূল্য ১০ ডোজ ১৲ টাকা।

স্নায়ুদৌর্ব্বল্যবিনাশিনী বটিকা শীঘ্রপতন রোগ স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

ডাক্তার আবদুল গফুর, বেঙ্গল মেডিকেল

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখিতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে যাইয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল কর এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত বিপিন [illegible], ১১৭, বেলিয়াঘাটা [illegible] ষ্ট্রীট, কাউন্সেলর কলিকাতা।

একখানি পত্র। [illegible] গত ৬ মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় [illegible] মুহ্যমান হইয়া [illegible] কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা [illegible] সেই সময় শ্রীযুক্ত [illegible] কবিরাজ মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য [illegible] করিয়াছেন। মেসার্স শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু [illegible] ষ্ট্রীট, নিউ বিডন [illegible] করপোরেশন আফিস ডিষ্ট্রিক্ট [illegible]

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ডাকটিকিট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মর মানুষ বাঁচাইবার উপায়

এত অভাবি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা জীবনীশক্তির উপায়ের অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া আজ মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার রোগ, প্রমেহ পাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধাতুস্রব, পারদ-সংস্পর্শজাত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাস সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, ইহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

লেখুন।

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজপুর, পার্কসার্কাস পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—তদীয় কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ এম, এস, এল, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর—১৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠে

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-

গোস্বামী প্রভুপাদ গত শনিবার ৯ই জ্যৈষ্ঠ ২৩শে মে তারিখে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন—এসংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে বিবিধ কার্য্য পরিদর্শন করিয়া গত মঙ্গলবার ২৬ মে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বেলা ১০ ঘটিকার ট্রেণে শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ও শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী দ্বয় সহ মহেশগঞ্জ দিয়া গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে শ্রীভাগবত প্রেসে উপস্থিত হন এবং তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অনুপমদাস ন্যায়-কোবিদ মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া বেলা ৩টার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু তৎপূর্ব্বেই কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছেন।

গঙ্গাপূজা

গত ২৬ মে ১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তারিখে দশহরা ও গঙ্গাপূজা উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরের (চলোর ঘাটে) ঘাটে ও কুলিয়ার ঘাটে যথেষ্ট ভিড় দেখা গিয়াছিল। শান্তিপুর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ের ট্রেণগুলি যাত্রিবহনকার্য্যে সমস্ত দিন ধরিয়া ব্যস্ত ছিল। ট্রেণে লোকের ভিড়ে যথেষ্ট স্থানাভাব হইয়াছিল। এমন কি, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নিঃসঙ্কোচে ১ম ২য় শ্রেণীতেও প্রবেশ করিতেছিল। বহির্ম্মুখ-ভাবপ্রবণ জীবগণের চিত্তে এরূপ গঙ্গা-স্নানের জন্য উৎকণ্ঠা প্রশংসার্হ। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ ব্যক্তিরই গঙ্গাস্নানে আগমনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। গঙ্গাস্নানের ছলে কলিপঞ্চকের সেবাতেই অনেকের অধিক আসক্তি দেখা যায়। মাদক দ্রব্য সেবা করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে গঙ্গাতীরে বহির্ম্মুখ নৃত্যগীতাদি কি গঙ্গা-ভক্তির পরিচায়ক? আবার কেহ বা নিজগৃহসমীপে প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান করিলেও এই দিবস তাঁহার কোন মহিমা না দেখিয়া দূরদেশে অবস্থিত গঙ্গায় স্নান করিতে যান অথবা যাঁহারা প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান করেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে আরও কিছু অধিক পুণ্য সঞ্চয়াশায় অন্য তীর্থ স্থানে গমন করেন। তৎকারণও ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন,—

সন্নিকর্ষোঽস্য মর্ত্ত্যানামনাদরণকারণম্।
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে॥
(ভাঃ ১০।৮৪।৩১)

অর্থাৎ সন্নিকটে অবস্থানই মর্ত্ত্যজীব-গণের অনাদরের কারণ, তজ্জন্যই গঙ্গা তটবাসী ব্যক্তিগণ সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য তীর্থে গমন করিয়া থাকে।

পৌত্তলিকগণের গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াও পৌত্তলিকতা-বুদ্ধি অপনোদিত হয় না। গঙ্গাপূজার দিবস দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, সাক্ষাৎ চিন্ময়বারি গঙ্গার পূজা না করিয়া সকলে তীরে পুতুল রাখিয়া তাহারই পূজা করিতেছে। এই কল্পিত উপাসনা যেন বর্ত্তমানে জীবহৃদয়ে মজ্জাগত সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত গঙ্গার মহিমাবর্ণন প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

যজ্জৌচনিঃসৃত সরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
(৩।২৮।২২)

অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপ্রক্ষালনবারি হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়াই শিব 'শিব' অর্থাৎ মঙ্গলময় নাম ধারণ করিয়াছেন।

যাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উদ্ভব, সেই প্রভু গৌরসুন্দরও একদিনও গঙ্গার স্তব করিয়া তাঁহার মহিমা জগতে খ্যাপন করিয়াছেন,—

প্রেমরসস্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
তোমার সে প্রসাদে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন॥
কীট পক্ষী কুক্কুর শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বহি নাহি আর॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যলীলা)

এতাদৃশী মহিমা যাঁহার, সেই পতিত-পাবনী গঙ্গার চিন্ময় বারিতে স্নান করিয়াও যদি কাহারও আত্মশুদ্ধি না হয় অথবা কৃষ্ণ-ভক্তিলাভ না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, তাহার মূলে কোন গলদ আছে। ভাব-শূন্যতাই তাহার কারণ, গঙ্গাজলে মৎস্যগণ বাস করে, কিন্তু ভাবশূন্য বলিয়া তাহারা গঙ্গাস্নানের ফল লাভে অধিকারী হয় না।

এক কৃষ্ণনামে অসংখ্য পাপ হরণ করিলেও যদি নামাপরাধ হয় অর্থাৎ নামবলে পাপ বৃদ্ধি করে, তবে যেমন তাহা আর ফলদায়ক না হইয়া তাহার সংহারের কারণ হয়, তদ্রূপ পতিতপাবনী গঙ্গার জলে পাপবুদ্ধি লইয়া স্নান করিলে বিপরীত ফলই লাভ হইবে।

অনেক পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ধারণা যে, গঙ্গায় স্নান করিলেই যখন পাপ বিধৌত হয়, তখন আবার পাপ করি না কেন? ইহাই পাপবুদ্ধি। ঈদৃশ ব্যক্তির পক্ষে গঙ্গাদেবীর কৃপালাভ সুদূরপরাহত।

কেহ গঙ্গায় চিন্ময়বারি-বুদ্ধি না করিয়া সামান্য জল বুদ্ধি করিলে শাস্ত্রে তাহাকে 'নারকী' সংজ্ঞা দিয়া থাকে। তজ্জন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ উপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—

গঙ্গাম্ভসা ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

গঙ্গার মহিমাপেক্ষা বৈষ্ণবের মহিমা-ধিক্য শ্রুত হয়।

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টা স্বধুর্ন্যাপোঽনুসেবয়া॥
(ভাঃ ১।১।১৫)

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের মহিমা বিষ্ণুচরণামৃত গঙ্গা হইতেও অধিক। গঙ্গোদকে পাপাদি বিনষ্ট হয়, শ্রীভগবন্নামে পাপবিনষ্ট হইয়া সেবাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটে। ভগবানের নামোচ্চারণকারী ভক্ত গঙ্গাদির জল অপেক্ষা বদ্ধজীবের পক্ষে অধিক উপযোগী। ভগবদ্ভক্তের স্মরণ করিলেও গৃহীব্যক্তির গৃহ সদ্য শুদ্ধি লাভ করে; সুতরাং তাঁহাদের দর্শন স্পর্শনাদির যে আরও কত মাহাত্ম্য, তাহা বর্ণনাতীত।

পতিতপাবনী গঙ্গাও ঈদৃশ হরিদাসের মজ্জন বাঞ্ছা করেন। বৈষ্ণবপাদপদ্ম আশ্রয় করিলেই গঙ্গার প্রকৃত মহিমা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ হয়।

সম্প্রদায়-বৈভব পরীক্ষা

গত ৪ঠা কার্ত্তিক (১৩৩৭) তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে যে সম্প্রদায়-বৈভব-পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে নিম্ন-লিখিত সেবকগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

(১ম) শ্রীপাদ বঙ্কিমবিহারী দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(২য়) শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ দাস অধিকারী বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী।

(৩য়) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ।

(৪র্থ) শ্রীপাদ রাধাচরণ দাস অধিকারী (গোস্বামী) ভক্তিশাস্ত্রী।

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥

এই কথাগুলির তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। তাৎপর্য্য না বুঝিয়া আজকাল লোকে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে যে বৈষ্ণবের যথার্থ সম্মান হয়, তাহা কোন প্রকারেই বুঝিতে পারি না। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধবৈষ্ণব যে কুলেই উৎপন্ন হউন না কেন, তাঁহাকে কোন প্রকারে হীন জ্ঞান করিবে না। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণব হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। হীনজাতিতে জন্মিয়াছেন বলিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবকে হীন জ্ঞান করিবে না। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণবকে হীনকুলজন্মা বলিয়া হীন জ্ঞান করেন, তিনি পাপিষ্ঠ। সুতরাং তিনি অনেকবার অধম যোনিতে ভ্রমণ করেন।

বৈষ্ণব বলিয়া একটী পৃথক্ জাতি নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব, তাঁহার জাতি-ধর্ম্ম লইয়া তাঁহার উচ্চতা নীচতা বিচার করা উচিত নহে। কলিকালে মানবগণ অত্যন্ত স্বার্থপর। বৈষ্ণবধর্ম্মের ছল করিয়া একটী জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জাতিতে যিনি জন্মিবেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া বলা হয়। এরূপ ব্যবহার নিতান্ত মন্দ। সাংসারিক ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য বর্ণধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম চলিতেছে, তাহাতে পরমার্থধর্ম্মের সংস্রব নাই। পরমার্থধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তিনিষ্ঠ। যাহার ভাগ্যোদয়ে অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হয়, তিনিই কেবল পারমার্থিক। তাঁহার পারমার্থিক ব্যবহারে জাতি বা বর্ণধর্ম্ম কোন কার্য্য করে না।

বৈষ্ণবাংশে বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশপরম্পরায় যে কেহ বৈষ্ণব হইবেন, ইহারও কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে, অনেক বৈষ্ণব-বংশে বহুতর কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার চণ্ডাল ও যবনকুলে অনেক মহাপুরুষ জন্ম-গ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির বলে বৈষ্ণব হইয়াছেন। বৈষ্ণব আচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণব দেখা যায়। আবার নিতান্ত অধার্ম্মিকদিগের বংশেও অনেক বৈষ্ণব উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং 'বৈষ্ণবজাতি' বা 'বৈষ্ণবাচার্য্যবংশ' বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতায় স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে। স্বার্থপরতা ও অযোগ্যতাই ইহার মূল।

হে পাঠকবর্গ, শুদ্ধবৈষ্ণবকে যত আদর করিবেন, শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের জন্মদোষাদি না দেখিয়া তাঁহাদের ভক্তির উদয়ানুসারে যত সম্মান করিবেন, ততই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি দূর হইবে। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত যখন ভক্তি-লাভের অন্য উপায় নাই; যাহাকে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া সঙ্গ করিলে অথবা অধমকুল-জন্মা শুদ্ধবৈষ্ণবকে তাঁহার জাতিদোষ লক্ষ্য করিয়া অনাদর করিলে আর শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গের আশা থাকে না। সকল কার্য্যেই নিরপেক্ষ ও সরল হওয়া আবশ্যক। যদি আত্মবঞ্চনাকে ভয় করেন, তবে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না।

ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি

অক্ষজজ্ঞানসর্ব্বস্ব আমরা অনেক সময় বিচার করি যে, প্রাকৃত জগতের বিষয়সমূহ যখন ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা বোধগম্য হয়, তখন শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি কেন আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে না? আমরা যে প্রকারে চক্ষুর দ্বারা দৃশ্য বস্তু দর্শন করি, শ্রোত্রযুগলের সাহায্যে শ্রবণ করি বা নাসিকার সহায়তায় ঘ্রাণের উপলব্ধি করিয়া থাকি, তদ্রূপ এই সমুদয় ইন্দ্রিয়প্রসূত অভিজ্ঞতা দিয়াই অধোক্ষজ বিষ্ণুবৈষ্ণবতত্ত্বের একটা পরিমাপ করিয়া লইব। এই প্রকার মনোধর্ম্মপর অনেক ব্যক্তি আবার ইহাও বলিয়া থাকেন যে, "মানুষই যখন ভগবানের সেরা সৃষ্টি, তখন আমাদের ধারণাশক্তি দ্বারা আমরা ঈশ্বরের ঈশিতা সম্বন্ধেও চরম সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইব, মানবে যে জ্ঞান ও শক্তি বিদ্যমান আছে, পরমেশ্বরে তাহার অতিরিক্ত কিছুই নাই, অতএব আমরা জীবব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের যাহা কিছু সত্তা, তাহা অনায়াসে আমাদের জ্ঞানের দ্বারাই আয়ত্ত হয়।"

প্রকৃত শাস্ত্র ও মহাজনবাণী শিরে ধারণ করিয়া যদি আমরা যথার্থ সুবিজ্ঞতার সহিত আলোচনা করি, তবে বুঝিতে পারিব যে, ঐ প্রকার অক্ষজজ্ঞানদুষ্ট অসদ্‌বাক্য শ্রীকৃষ্ণ কার্ষ্ণচরণে ভয়াবহ অপরাধময়।

নিখিল জীবের পরমোপাস্যতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ বস্তু মনোধর্ম্মীর প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না। এই জড়ানুভূতিযুক্ত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব দর্শন করিতে যাইয়া দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ আমাদের কি লাভ হয়? চিন্ময় শ্রীবিগ্রহের পরমোজ্জ্বল পাদপদ্ম শোভা দর্শনের পরিবর্ত্তে চক্ষু "সোনার গৌরাঙ্গ", 'মাটীর গোবিন্দ' "কাঠের বলরাম" ইত্যাদি জড়ীয় ভাবে বিভাবিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ অন্ধ তমের অমঙ্গলরাশিকে আবাহন করে মাত্র। আবার দুষ্ট চিত্ত কখনও কখনও বৈষ্ণব-দর্শনের অভিলাষী হইয়া লোকসমাজে একটু প্রতিষ্ঠার আসন লাভ করিতে চায়। হায়, বিষয়মদান্ধ অন্ধীভূত জড় নয়নের এমন কি সুকৃতির সঞ্চয় হইয়াছে যে, পরমপাবন, ব্রহ্মাশিবাদি-বন্দ্য শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণকমল সন্দর্শন করিতে পারে?

"ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এই সব চৈতন্যের ভৃত্য॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা, ধন, কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে।

—পরম ভাগবত শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এই কৃপাবাণী শিরে ধারণ করিয়া অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ হৃদয়বৃত্তির সহিত আমাদের শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্মে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু আমরা প্রাকৃত জন্মৈশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রীর মোহিনী মাদকতায় উন্মত্ত হইয়া এই হিতবাক্য সাদরে গ্রহণ করিতেছি না: বঞ্চিত আমরা মনে করি, বৈষ্ণব বুঝি আমারই ন্যায় জন্ম, মৃত্যু, জরা ও শোক-মোহাদির কবলীকৃত, তাঁহারা বুঝি আমারই মত জাগতিক তুচ্ছ লাভ ক্ষতি ও ইন্দ্রিয়-সুখের ভিখারী।

সৎশাস্ত্রসমূহ পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্ব একমাত্র সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় বা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য।

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই অমলবাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥"

যে চক্ষু মায়িক রূপের নেশায় মাতাল হইয়া সর্ব্বদা শস্যশ্যামল প্রান্তর, পল্লীর সুরম্য অট্টালিকা, নদী, পর্ব্বত রৌদ্র, বৃষ্টি, ষড়ঋতুর বিচিত্র নৃত্যলীলা দর্শনেই ব্যস্ত, তাহা কখনই পরমদেবতা বিষ্ণুবস্তুর অনন্ত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পায় না। মহাজন-কৃপাদত্ত দিব্যদৃষ্টি বা চিদ্‌দর্শনবলে জড়াতীত বৈকুণ্ঠ বৈভবের স্বরূপজ্ঞান লাভ হয়। সেবোন্মুখ জীবের চিত্ত যখন প্রাকৃত জগতের সমুদয় অক্ষজ অনুভূতি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অখণ্ড, অদ্বিতীয় পরমানন্দসমুদ্রের কৃপাবারি স্পর্শের জন্য অত্যন্ত আবেগোদ্বেল হইয়া উঠে, তখনই কৃপাময় শ্রীহরি তদীয় স্বপ্রকাশ স্বরূপের পরমোপাদেয়তা প্রকাশিত করেন। বহু বহু জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত না থাকিলে জীবের এই প্রকার সৌভাগ্য লাভ হয় না।

আরও একটু স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে এই ভাবে বুঝিব যে,—যে চক্ষু নশ্বর জড়ীয় রূপ পানে উন্মত্ত, তাহা দ্বারা অধোক্ষজ বিষ্ণুতত্ত্বের দর্শনাশা সুদূরপরাহত। শাস্ত্র বলিতেছেন—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" অর্থাৎ সূরিগণ অপ্রাকৃত দিব্যালোকবিভাসিত প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের দ্বারা পরদেবতা বিষ্ণুর পরম পদ সতত সন্দর্শন করিতেছেন।

যে কর্ণ ফনোগ্রাফে নারীকণ্ঠের সুর তাল-লয়যুক্ত সঙ্গীতলহরীরূপ বিষ গ্রহণে ও শিশুর অর্দ্ধোচ্চারিত কলভাষণে বা প্রণয়িনীর প্রণয় সম্ভাষণের মধুরতায় আকৃষ্ট, সেই অসদাবিষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয়ে কি প্রকারে ভুবন-মঙ্গল শ্রীহরিকথামৃত প্রবিষ্ট হইবে? যে নাসা আতর, গোলাপ অগুরুচন্দনের সৌগন্ধ বা বিষ্ঠামূত্রাদির দুর্গন্ধের ভোক্তা সাজিয়াছে, তাহা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণপাদপিষ্ট তদীয় তুলসীর কৃপাসৌরভে মত্ত বা শ্রীঅচ্যুতপদারবিন্দের মকরন্দসৌগন্ধ-গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিবে? যে অসতী জিহ্বা ভগবন্নিবেদিত প্রসাদ বস্তু ব্যতীত চতুর্ব্বিধ রসের প্রভু হইয়া বসিয়াছে, তাহা কি প্রকারে বস্তুর স্বাদ অনুভব করিবে? যে ত্বক্ ভবসমুদ্র উত্তরণের হেতুস্বরূপ শ্রীবৈষ্ণবপদরেণুতে অথবা ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের শ্রীপদরজঃপূত শ্রীধামরেণুতে বিকুণ্ঠিত না হইয়া নানাবিধ বিলাসোপকরণ এবং সুবর্ণরজতাদির স্পর্শের জন্যই লালায়িত, তাহা কিরূপে অধোক্ষজ হৃষীকেশের কৃপাসান্নিধ্য অনুভব করিবার যোগ্য হইবে?

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর শ্লোক আছে। যথা—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

এই শ্লোকটীর মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীভগবানের নামাদি জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বস্তু নহেন। সেবোন্মুখ অবস্থায় তদীয় নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে আপনা হইতেই প্রকাশমান হয়।

মনোধর্ম্মের প্রবঞ্চনায় মুগ্ধ আমরা অনেক সময় অক্ষেন্দ্রিয়তোষণকেই ভগবদ্-ভক্তি মনে করত ভক্তসজ্ঞায় সজ্জিত হইয়া অজ্ঞ লোকের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু ভক্তির যথার্থ সংজ্ঞা সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান জন্মিলে বুঝিতে পারিব, উহা কতদূর আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাপূর্ণ। ঈশ্বরে পরানুরক্তিই 'ভক্তি' নামে কথিত হয়। নারদ পঞ্চরাত্র বলেন,—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীহরির সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহমনোধর্ম্মের ব্যবধান-শূন্য, কৃষ্ণসেবার্থে অখিলচেষ্টাপর এবং নির্ম্মল, অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদির আবিলতায় পঙ্কিল নহে। আমাদের প্রত্যেকেরই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে, কিন্তু ঐ দশেন্দ্রিয়াধীশ একাদশ ইন্দ্রিয় মনই সমগ্র ইন্দ্রিয়গুলির চালক। মনের নিয়ামকত্বে ইন্দ্রিয়গুলি যে যাহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে সতত অস্থির ও ক্ষণিক। বিষয়াভিনিবিষ্ট মন যদি কৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকে, তবে তদধীন কৃতাত্মরূপেই ইন্দ্রিয়বর্গও ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হইয়া পারে না। মন অসদ্‌বিষয়ে আকৃষ্ট থাকা-কালে যে ইন্দ্রিয়গুলি ভগবৎতত্ত্বে প্রবেশের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত থাকে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ই সেবোন্মুখ শুদ্ধচিত্তের অধীনে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবের দেহধারণের পরম সার্থকতা প্রতি-পাদন করে। পরম ভাগবত অম্বরীষ মহারাজের অপূর্ব্ব সেব জীবনে এই তত্ত্বটী অতি সুষ্ঠুরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি শ্রীমুকুন্দদেবের সেবাতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যথা,—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
শ্চকার বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

নিম্নলিখিত শ্লোকটি সেবোন্মুখ চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের সেবাবৃত্তির চরম বিকাশ জ্ঞাপন করে,—

দৃশৌ তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্। চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতির্নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকথা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিবৃদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমন্বয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাধুবৈষ্ণব-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভক্তিধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-[illegible] পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই [illegible] বা সংগ্রহ করিতে পারেন না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এই [illegible] এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] মহাজন-মহোদয়দিগের এই গ্রন্থের [illegible] আবার ভবিষ্যৎ সংস্করণে [illegible] বিশেষ সংযুক্ত করা হইবে। [illegible] নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—[illegible] মাত্র ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল [illegible] প্রণীত। এক অপূর্ব্ব ভাব [illegible] ভাষায় [illegible] ঐশ্বর্য্য, [illegible] প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবাচার্য্যের [illegible] তত্ত্বপূর্ণ। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা [illegible] করিয়া পরিশিষ্টাদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ডিমাই ॥৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকাহিনীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল গ্রন্থের শিরোমণি। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত [illegible] বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ডিমাই ॥৹।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] নাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের [illegible] বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির [illegible] সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে লিখিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। [illegible] ডিমাই ॥৵০

কল্যাণ-কল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। [illegible] ও জ্ঞানপথের পথিকের [illegible] এই [illegible] উপদেশাবলীপূর্ণ পুস্তিকাখানি। [illegible] ভক্তিপথের পথিকগণের হস্তে [illegible] ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার [illegible] পাইবেন। সংস্করণ, ডিমাই ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, [illegible], ভজনলালসা, নবধা শরণাগতি ও বিবিধ নামাভাস-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ডিমাই ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। [illegible], আরাধনা ও প্রেম-সেবাদি-বিষয়ক মধুর গীতিগুচ্ছ একত্রে গ্রথিত। ডিমাই ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

[illegible] শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর [illegible] রচিত গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-[illegible] ডিমাই ॥০ আনা মাত্র।

শ্রীপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি [illegible] গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সদ্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারগ্রাহী ব্যাখ্যা ও মহাজন-রচিত তত্ত্বপযোগী গীতিসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ডিমাই সংস্করণ ডিমাই ৵০ আনা।

সাধন-কথা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চর্চ্চিত পদ্যানুবাদসহ। ডিমাই ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তি-বিষয়ক [illegible] পুস্তক। ডিমাই ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

ভক্তিবিনোদ [illegible] নবদ্বীপের [illegible] বিষয়ক [illegible] ডিমাই ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল সোকোচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-লাভের অদ্বিতীয় পুস্তক ডিমাই ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল [illegible] রচিত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ত্তব্য সদাচার-বিধি [illegible] ডিমাই ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলশেখর শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] ও মূল বৈষ্ণবদর্শন। ডিমাই ৵০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

[illegible] শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত। [illegible] গৌরতত্ত্বের [illegible] গ্রন্থ। ডিমাই ৵০ আনা।

মুক্তিমল্লিকা (গুপ্তগৌরভ)

শ্রীল [illegible] শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিপাদ। বঙ্গাক্ষরে সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে বেদব্যাসাবতার দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে [illegible] ও যৌক্তিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, বৈনাশ, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের [illegible] খণ্ডন করিয়াছে। ডিমাই ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

[illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রেয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পাদপদ্মে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ডিমাই বাঁধাই ॥০ আনা, আধা বাঁধাই ৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাচ্য (লাহোর), বেদান্ততত্ত্বরত্ন মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৬৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালীলের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর অষ্টক আরতী বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশামৃত, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ডিমাই ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দরাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ডিমাই ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ডিমাই ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বাংলা মাসের বিজয়া-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকখরচসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আদিস্থান মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাপ্রভুর পীঠ হইতে প্রায় ৩০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরমিষ্ট পীঠ বা সাম্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামাত্মক বাঙ্ময়াদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তর্ক প্রমাণ-উপপত্তি-বল-বাঞ্ছা-স্বরূপ-রহস্য চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাম্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্যচতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের নিত্য সেবা সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাম্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রচারিত গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' নামক মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন ও অন্যান্য সময়ে গৌড়ীয়-প্রচারমুখে মহা মহোৎসবাদি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী, সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী সাহিত্যরত্ন, শ্রীপাদ গীতজ্ঞ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

বিদগ্ধস্বামী শ্রীল কৃষ্ণদাস তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সম্প্রদায়-নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের বাণীরাজীর প্রস্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি ইউনিভার্সাল মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ সঙ্কীর্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণচারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যারত্নের ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীবিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ অধিকারী, দেবনন্দন শ্রীহরিব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, রামনপুকুর, নদীয়া

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরনদাপর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভারতী ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এল।

৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মফঃস্বিল।

রক্ষক—শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এস, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীবলরাম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁদপাড়া ষ্ট্রী, সাহেবগঞ্জ (বিহার)

শ্রীল বার্ষভানবীদেবীর নিত্যসেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

বালুচর, পরাণ হাউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদেব ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীযোগাদ্যমহাত্র—

মাটগাছি, জারগর, বর্ধমান।

শ্রীবাসাঙ্গনে ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রহ্মচারী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকচক্র মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীসুখানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

ত্রিকিকিশোরাচলী সভা, বাগেরহাট, খুলনা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

কিংনিয়া, বাসুদেবপুর, মোদনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগন্নানন্দদাসজী। ব্রহ্মচারী পদ্মানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরম-নন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দীশ্বরানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহা-প্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রপন্নজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মনাভ

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

বনং ৯ শিবালাসপুরা, কাশী।

গৌড়-পদ্মাকর সনাতন-শিক্ষাশ্রম। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজ্ঞানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিদাস ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

২৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

দুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমা-নাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাধা তীর দেবযাত্রায়।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পাঞ্জাব। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-ধামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, হাওড়া

এখানে যড়ভুজমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রপন্নদাস, শ্রীগোবিন্দরমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ নেগু রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

লাইবিয়ান মরুতে দুর্ঘটনা

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, কয়েকমাস পূর্বে মেজর ব্যাগনল্ড, একদল স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে এবং অনেকগুলি ঘোড়া ও উট লইয়া মিশরের লাইবিয়ান মরুভূমি অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন। মরুভূমিতে ভীষণ ঝড় আরম্ভ হয়। ফলে কে কোথায় চলিয়া যায়, তাহার আর কোন খোঁজ মেলেনা। মিঃ পি, এ, ক্লটন নামক জনৈক ইংরেজ একদল লোক লইয়া ইহাদের খোঁজে বাহির হন। তাহার চেষ্টায় কয়েকটী প্রাণ রক্ষা পায়।

তিনি যাইয়া দেখিতে পান মরুভূমির স্ত্রীলোক ছেলেমেয়ে এবং ঘোড়া ও উটের হাড় পড়িয়া রহিয়াছে। মরুভূমির মধ্যে একটী ট্র্যাকের ভিতর অনেকগুলি অদ্ধ উন্মত্ত আরবকে দেখিতে পান। এই ট্র্যাকে কুফ্রা মরুস্থান হইতে অনেকগুলি বেদুইন পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে মিঃ ক্লেটন মরু অভিযানকারীদের খুঁজিতে বাহির হন। তিনি [illegible] অনাহারী বেদুইনকে দেখিতে পান। তাহাদের নিকট তিনি শুনিতে পান, আর তিনটী দল দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঘোড়া এবং উট লোকে খাইয়া ফেলিয়াছে। শিশু এবং স্ত্রীলোকগণকে শকুনের মুখে ফেলিয়া সমস্ত লোক কোথায় উধাও হইয়াছে।

মোট কতজন মারা গিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে শেষ যে দলকে উদ্ধার করা হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৪০, প্রাথমিক সংখ্যা ছিল ৪২।

কংগ্রেস কর্ম্মী প্রহৃত

ভদ্রক এবং কটকে আবগারী দোকান সমূহে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ যখন শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালাইতেছিলেন তখন ভেণ্ডারগণ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গুরুতর প্রহার করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বালেশ্বর জেলা কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত গোকুলানন্দ মোহান্তও গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন, প্রকাশ, তাঁহার হস্তস্থিত জাতীয় পতাকা জোর করিয়া কাড়িয়া নিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কংগ্রেস কর্ম্মীর কণ্ঠরোধ

কংগ্রেস কর্ম্মী বাবু বিজয়কৃষ্ণ দত্ত গত ২২শে মে সন্ধ্যাকালে পাঁচথুপীতে কংগ্রেসের প্রচারকার্য্য সম্পর্কে ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে বক্তৃতা করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার উপর ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে এই মর্ম্মে নোটিশ জারী করা হয় যে, তিনি কান্দী মহকুমার মধ্যে কোন বক্তৃতা করিতে পারিবেন না।

হেড মাষ্টারকে প্রহার

গত ২২শে মে তারিখ নবিনগর হাই স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু যোগেশচন্দ্র গুপ্ত এম, এ,র উপর একটী কাপুরুষোচিত আক্রমণ হয়। প্রকাশ যে গত শুক্রবার রাত্রিতে তিনি যখন রেল গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই সময়ে পাঘাচঙ্গ ষ্টেশনে কতিপয় লোক তাঁহার কামরায় প্রবেশ করে এবং তাহাকে প্রহার করে। উহার ফলে যোগেশ বাবুর শরীরে কতকগুলি আঘাত লাগে। আততায়ীগণ পলায়ন করিয়াছে। যোগেশ বাবুকে কুমিল্লাতে চিকিৎসার জন্য পাঠান হইয়াছে।

স্ত্রী হত্যায় ফাঁসী

গত ২৩শে মে স্ত্রী হত্যার অপরাধে দানীয় জেলে জনৈক মুসলমানের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

এই লোকটি পূর্ব্বে একবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। দণ্ড ভোগের পর ফিরিয়া আসিয়া সে দেখে যে তাহার স্ত্রী অপর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছে। স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিতে না পারিয়া ক্রোধে তাহাকে হত্যা করে। দায়রা জজের বিচারে তাহার ফাঁসী হয়।

গুজরাট রাষ্ট্রীয় সমিতি

সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ২৪শে মে প্রাতে আমেদাবাদ পৌছিয়া গুজরাট প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন জিলা হইতে আগত ৮০ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। গুজরাটের বিভিন্ন স্থানে নির্ব্বাচনে কলহ বশতঃ সভা বেশ সর[illegible] ছিল। বহুক্ষণ বাগবিতণ্ডার পর ছয়টী স্থানের নির্ব্বাচন নাকচ করা হইয়াছে। এবং মিঃ মোরারজী, বলবন্ত রায়, ঠাকোরার এবং লালাকে লইয়া একটি তদন্ত সমিতি গঠিত হইয়াছে। বিশেষ ভাবে পরীক্ষার পর কয়েকটি জিলার আয় ব্যয়ের হিসাব [illegible] হইয়াছে।

সর্দ্দার বল্লভ ভাই সভাপতি এবং মিঃ মোরারজী ও দেওয়ান কোঠারি সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সর্দ্দার বল্লভ ভাই বরদৌলী যাত্রা করিয়াছেন।

ধুবড়ীতে ভূমিকম্প

গত ২৪শে মে শেষ রাত্রি ৩-১৫ মিনিটের সময় ধুবড়ীতে ভূমিকম্পের প্রবল আঘাত অনুভূত হয়। তাহাতে লোকজন সন্ত্রস্ত হইয়া বিছানা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিল। এই পর্য্যন্ত ৪৫০ বার কম্পন হইল।

কংগ্রেস সেক্রেটারী গ্রেপ্তার

২৩শে মের সংবাদে প্রকাশ যে, ত্রিকন্দী কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারি বাবু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করিয়া [illegible] লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহাকে অর্ডিন্যান্সের বলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

[illegible]দের সভা

[illegible]

[illegible]

শিলচরে মহিলা সভা

[illegible] নারী মঙ্গল সমিতির [illegible] প্রমুখ [illegible] প্রভৃতি [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] অভ্যর্থনা করেন। তাঁহাদিগকে [illegible] বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। অপরাহ্নে [illegible] বালিকা বিদ্যালয়ে একটি মহিলা সভা হয়। [illegible] কামিনীকুমার চন্দের পত্নী শ্রীযুক্তা [illegible] সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। [illegible] সম্প্রতি [illegible] সভা আর হয় নাই সুতরাং সভায় বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। আর্য্য নারী মঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে আগত মহিলাদিগকে মানপত্র প্রদান করা হয়। তাঁহারা শিলচর জিলার নারীদিগকে পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া মাতৃভূমির মুক্তির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে, খদ্দর পরিতে, চরকা কাটিতে, এবং সন্তানদিগকে মাতৃভূমির জন্য সৈনিক হইতে শিক্ষা দিতে বলেন। তাঁহারা রাত্রিতে দুর্গাছড়া গমন করেন।

চাল্‌তার গুণ বিচার

আয়ুর্ব্বেদে চাল্‌তার সাধারণ গুণাগুণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—চাল্‌তা বিষ, স্ফোটক, ব্রণ বিদর্প, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক এবং কেশের হিতকারক। সুতরাং চাল্‌তা যে কিরূপ উপকারক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তারপর উক্ত হইয়াছে যে অপক্ক চাল্‌তা বিষ্টম্ভী [illegible] এবং পিত্ত কফ ও বাতদোষ নাশক। আর পক্ক চাল্‌তা স্নিগ্ধ, কফকারক, শীতবীর্য্য ও গুরু।

[illegible]ক অভিজ্ঞ চিকিৎসক তিনি চাল্‌তার [illegible] করিয়া উহার মোরব্বা ও মোদক প্রস্তুত করার যে বিবরণ [illegible], নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল।

চাল্‌তার মোদক

[illegible] চাল্‌তাফুল—	১ ছটাক
[illegible]—	সিকি তোলা
[illegible] বা আমলকী চূর্ণ—	২॥ তোলা
[illegible]—	।/০

[illegible] মিশাইয়া মোদক করিয়া অল্প অল্প আহারের পর সেবন করিতে দেবা।

[illegible] আমরক্ত পীড়া দূর হয়। প্রাতে আহারের কালে চাল্‌তার অম্ল বা চাল্‌তার গুঁড়া অল্প চিনি বা মিশ্রি [illegible] উপকার ঘটে।

চাল্‌তার মোরব্বা

চাল্‌তার গুঁড়া—	/১ সের
চিনি বা গুড়—	/॥ সের
[illegible] চূর্ণ—	আধ ছটাক
[illegible]—	১ তোলা
[illegible] লবণ—	২ তোলা

আবদ্ধ পাত্রে সাতদিন রাখিয়া চাপিয়া রস বাহির করিতে হয়। তৎপর রস পরিত্যক্ত পদার্থ ভাল সরিষার তৈল দ্বারা অল্প নরম করিয়া আবদ্ধ পাত্রে রাখিতে হইবে। ইহা সেবনে আহারে রুচি ও পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

সবাক চিত্রে মহাত্মার বাণী নিষিদ্ধ

মহাত্মা গান্ধী খদ্দর সম্পর্কে যে বাণী প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় সবাক চিত্রে সুরাটের লক্ষ্মী সিনেমা গৃহে প্রচারিত হইতেছিল। কর্তৃপক্ষ হঠাৎ উক্ত চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

'শ্রীধাম'
বৈদিক নবদ্বীপ

Reg No C.1544

সাপ্তাহিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
হার

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ৩৲
ত্রৈমাসিক ১৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
বর্ত্তমান সংখ্যা ১৷০

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩৮, ৩০শে মে ১৯৩১

বি এস্ সি শিক্ষক চা

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ সাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্ সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ গ্রহণেচ্ছুগণ স্বস্ব অভিজ্ঞতার বিবরণের সহিত কত টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—ঠিক নাম পত্র লিখিবেন। নিম্নোক্ত শিক্ষক বিনা অন্যত্র আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

(৬৫)
২০৯ খাঃ জারী ৩১ দাবি ৫৲ ৩
ডিঃ রহিমন্নী দাসী মাঃ রসুলপুর পোঃ বাঙ্গালবিঘি
দেঃ পূর্ণচন্দ্র বসু সাং বাবি ৩৷৹ পোঃ বাঙ্গালবিঘি
খানা চাপড়ার সামীল বাবি ৩৷৹ গ্রামে জোতস্থা বাস ভোগী ২৷৹ ৩৷৹ মানের ৫৭-৩৪ শতক জমী ৩৷৹ জমা দেঃ ৩৷৹—অংশ মূল্য ২৫৲

(৬৬)
২১০ খাঃ জারী ৩১ দাবি ৭৫ ৩
ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বেলেমাদার
দেঃ পাচু মল্লিক দিঃ সাং গাঁতাঙ্গরপুর পোঃ বাঙ্গালবিঘি
খানা চাপড়ার সামীল গাঁতাঙ্গরপুর গ্রামে রাধাগোবিন্দ সিংহ দিঃ অধীন ১৯৷৹ খতিয়ানের ১১-৭৯ শতক জমী ৬৷৹ ১৷৹ জমা ২৷৹

(৬৭)
২১১ খাঃ জারী ৩১ দাবি ২৩৷৹
ডিঃ ঐ
দেঃ মোহরম মল্লিক সাং গাঁতাঙ্গরপুর পোঃ বাঙ্গালবিঘি
খানা চাপড়ার সামীল গাঁতাঙ্গরপুর গ্রামে ২৩০ খতিয়ানের ৩-৪৩ শতক জমী ১৷৹ ১০ জমা মূল্য ৫৲

(৬৮)
২১২ খাঃ জারী ৩১ দাবি ২৫৷৹
ডিঃ ঐ
দেঃ কমিজ সেখ সাং গাঁতাঙ্গরপুর পোঃ বাঙ্গালবিঘি
খানা চাপড়ার সামীল গাঁতাঙ্গরপুর গ্রামে ১০৩ খতিয়ানের ৪-১১ শতক জমী ১২৷১০ জমা মূল্য ৫৲

মানা কথা

গান্ধীজী বৈঠকে কেন যাইবেন

বারদোলীর ২বাশের সংবাদে প্রকাশ যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সমাধান না হইলেও যদি বিরামবিধির সর্ত্তসমূহ সন্তোষজনকরূপে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে গান্ধীজী লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, তিনি কনগ্রেসের কার্য্যকলাপে হোমরুল না করিয়া শুধুমাত্র কংগ্রেসের কথা লিখে করিবেন।

ব্যাধিগ্রস্তা রমণীর আত্মহত্যা

'সেনিয়াটোলা ষ্ট্রীটের হিরণ্ময়ী গুপ্তার মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার স্বামী বীরেন্দ্রনাথের গুপ্ত-করোনার নিকট সাক্ষ্য প্রদানকালে বলিয়াছেন, মৃত্যুর প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে হিরণ্ময়ী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'ন এবং মৃত্যুর প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়। তিনি বিনা কারণেই একাকী বসিয়া কাঁদিতেন এবং পীড়ার সময় তিনি এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করতেন যে, তিনি যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছেন না এবং স্বামীর কোন কাজেই আসিতেছেন না, সুতরাং মৃত্যুই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়, অতঃপর সাক্ষী বলেন যে, তাঁহার দারিদ্র্যবশতঃ তিনি স্ত্রীর কোন প্রকার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। গত ১২ই মে তারিখে অতি প্রত্যূষে তিনি একটি গোলমালের শব্দ বিছানা হইতে উঠিয়া দেখিতে পান যে কিরণ পাঁ কলের কাছে মেঝের উপর মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে শোভার শিশু সন্তান। তিনি তাঁহার নিকটে একটী শেরোসিনের বাতি ও একটী খালি বোতল দেখিতে পান। তাঁহার বস্ত্র বহুস্থানে কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল। মুখের বা নাকের তলাতেও একখানি চিঠি পাওয়া যায়। উহার মর্ম্মার্থ এই যে, তিনি আত্মহত্যা করিতেছেন এবং তজ্জন্য কেহ দায়ী নহেন। করোনারের জুরী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, আত্মদাহের ফলে এই মৃত্যু ঘটিয়াছে। উক্ত রমণীর ৩টী শিশু সন্তান বর্ত্তমান।

ডাঃ ব্যানার্জ্জীর স্বাস্থ্যের উন্নতি

ডাঃ এ, সি, উকীল ও ডাঃ ব্রজবল্লভ সাহা ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে পরীক্ষা করার জন্য কলিকাতা হইতে কুমল্লা গিয়াছিলেন। তাঁহারা ডাঃ ব্যানার্জ্জীকে পরীক্ষা করিয়া বুধবার দিন সন্ধ্যার সময় কলিকাতা পৌঁছিয়া যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, তাঁহার হৃদয়ন্ত্র সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম। ডাঃ উকীল তাঁহার রক্ত পরীক্ষা করিয়া বাস্তবিক পক্ষে কোন দূষিত পদার্থ প্রাপ্ত হন নাই। ডাঃ ব্যানার্জ্জী এক্ষণে আহার করিতে পারিতেছেন এবং তাঁহার সুনিদ্রাও হইতেছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসে কোনরূপ কষ্ট অনুভব করেন না মূত্রেও কোন দোষ নাই। মেরুদণ্ডের বেদনা অনেকটা কম। একণে পায়ের পোষ ও পেটের বায়ুর আরো হ্রাস তাঁহার প্রধান উপসর্গ। ডাঃ উকীল ও সাহার মতে প্যারিশ গ্রীণের দাহন পা নাড়া চাড়া করিতে না পারায় পায়ে পোষ দেখা দিয়াছে। এজন্য আগামী রবিবার সপ্তাহে প্লাষ্টার ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

নীলাম ইস্তাহার

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

(৮৪)
২০৮ খাঃ জারী ৩১ দাবি ৯৷৹৷৹
ডিঃ রাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় মোঃ গোয়াড়ী
দেঃ নুরমহম্মদ মল্লিক দিঃ সাং বেনালী পোঃ হাসখালী
খানা হাসখালি সামীল বেনালী গ্রামে ডিক্রীদার দিঃ অধীন ২৪৫ খতিয়ানের ১৮-৪৬ শতক জমী ২২৷৹৷২ জমা মূল্য ৫০৲

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না —

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই সুবর্ণ আচ্ছাদিত "শক্তি-সঞ্জিবনী বটীকা" পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মনিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সত্বর হউন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন। ১লা জুন হইতে ১২ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহালীর পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মদদ্বয়, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টবিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্বারি ঘৃত"

[illegible] রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য [illegible] শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

[illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পায়দ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর—১৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার—১৩৩৮

অভিমান

"অমুক গৃহের আমি ভর্ত্তা ও পালয়িতা", আমি সমাজের বা দেশের নেতা ও ...লবিধাতা", "আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ...দার","আমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর" ...ত্যাদি প্রকার দম্ভসূচক জড়াভিমানের ...ন্ত এই বিবদমান যুগে প্রচুর পরিমাণে ...ক্ষিত হয়। এই দৃষ্টান্তগুলি যে পরিমাণ ...র্ণ বা দম্ভের ব্যঞ্জক, তাহা অপেক্ষা আরও অধিক পরিমিত দাম্ভিকতার ভাব জগতে প্রচলিত আছে।

ভগবানই সকলের কর্ত্তা ভর্ত্তা, নেতা, বিধাতা এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, যথা গীতা,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ॥" যাহারা জন্ম মৃত্যুর অধীন ও আধি-ব্যাধির দ্বারা সতত সন্তপ্ত হইবার যোগ্য, সেই সমুদয় ক্ষুদ্র শক্তিশালী জীব যখন জড়াভিমানে স্ফীত হইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের আসনে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত মনে করেন, সেই প্রকার প্রলাপবক্তাদিগকে জড়াভিমানের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে উপনীত মনে করিতে হইবে। তাহাদিগের তুল্য ভগবৎ চরণে অধিকতর অপরাধী আর কেহ হইতে পারেন না। এতাদৃশ গর্ব্বিত সোঽহংবাদিগণ কি কখনও আপনাদিগের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিবেন না?

স্বসুখতৎপর ব্যক্তিগণই জড়াভিমানী ও ভগবৎসুখ-সাধনেচ্ছুব্যক্তিগণ চিদভিমানী। স্বসুখনিষ্ঠা চতুর্ব্বিধ, যথা—(১) ধর্ম্ম (স্বর্গসুখ-প্রাপক পুণ্যকার্য্য) মূলক, (২) অর্থ-(ঐহিক সুখের সহায়ক ধনজনাদি অর্জ্জন ও রক্ষণাবেক্ষণপর কর্ম্ম) মূলক, (৩) কাম-(ইন্দ্রিয়তর্পণসাধনকর্ম্ম) মূলক এবং (৪) মোক্ষ (ত্যাগদ্বারে শান্তিসুখজনক কর্ম্ম) মূলক। প্রতিষ্ঠাশারূপ যে দুর্ব্বাসনা, তাহা কামেরই অন্তর্গত এবং ন্যূনাধিকরূপে সমগ্র জড়াভিমানীদিগকে গ্রাস করিয়াছে। ইহার দুঃসাহস এত অধিক যে, ভক্তিপথের পথিক-দিগের হৃদয়েও প্রবেশ করিবার যত্ন করে, কিন্তু ভক্তিদেবীর কৃপায় তাঁহারা ইহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন। অতএব যিনি প্রতিষ্ঠাপর নহেন, তিনিই চিদভিমানী ভক্ত বা বৈষ্ণব, যথা মহাজনবাক্য—

"কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।"

জড়াভিমানী ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠাশার বশবর্ত্তী হইয়া যে প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত, অনেকে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। একটী দৃষ্টান্ত বর্ণন করিতেছি, যাহা পাঠ করিলে হৃৎকর্ণ উদিত হইতে পারে। একদা কোন দেশে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী পথিমধ্যে বেত্রাঘাত করেন এবং সেই অপরাধে তদ্দেশীয় প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক পুলিশ কর্ম্মচারীর দুই টাকা জরিমানা হয়। বেত্রাঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিচারে সন্তুষ্ট না হওয়ায় পায়ের জুতাদ্বারা আদালতের ভিতরেই বিচার-পতিকে সজোরে প্রহার করেন ও সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটী টাকা জরিমানাস্বরূপে এজলাসে রাখিয়া দেন। বিচারপতি দেখিলেন, পূর্ব্বের অনুপাতে প্রচুর জরিমানা দেওয়া হইয়াছে। তন্নিমিত্ত জুতার দ্বারা প্রহার কর্ত্তাকে ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর কি করিয়া ঐ নিদারুণ অপমান সহ্য করা যায় ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিলেন ও তৎসাহায্যে নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অপমানজনিত দুঃখের শান্তি করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত জড়াভিমানব্যঞ্জক শ্লোক দুইটী বর্ণে বর্ণে সত্য।

"মানো হি মূলমর্থস্য মানে ম্লানধনেন কিম্।
প্রভ্রষ্টমানদর্পস্য কিং ধনেন কিমায়ুষা॥
অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌ হি মধ্যমাঃ।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্॥"

ধন ও মানের যাহারা প্রার্থী, তাহারা অন্যের প্রতি হিংসা করিতে বাধ্য। সুতরাং তাহারা মৎসর। একমাত্র চিদভিমানী ভক্তগণই নির্ম্মৎসর। তাঁহারাই মান ও ধনকে তুচ্ছবোধে অন্যকে তাহা অকুতোভয়ে দিতে সমর্থ, সেই জন্য জগদ্গুরু শ্রীমদ্ গৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

জড়াভিমান সত্ত্বেও কেহ মানব-জীবনের চরম ভূমিকার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে। জাত্যভিমান, বিদ্যাভিমান, রূপাভিমান এবং ঐশ্বর্য্যা-ভিমান ভক্তিপথের কণ্টক। শ্রীমদ্ গৌর-সুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ এবং বিলাসমূর্ত্তি শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু, তিনি স্বয়ং নির্ম্মল ভগবতত্ত্ব হইয়াও লোকশিক্ষার্থে যে প্রকার জড়া-ভিমানরাহিত্যসূচক লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইতেছে, যথা—

"অভিমান শূন্যভাবে নগরে বেড়ায়।
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়॥
যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥"

শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর পদাঙ্কচারী অসাধারণ পণ্ডিত ও ভক্তচূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদ যে কি প্রকার জড়াভিমানশূন্য ছিলেন, তাঁহার নিজ রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটীই তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা কাকুশতমেদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ, সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

দাম্ভিক ব্যক্তিসকল সমাজের কলঙ্ক। অসৎচরিত্রতারূপ বিসূচিকাবীজ তাহা-দিগের কর্ত্তৃকই সরল মানবহৃদয়ে রোপিত হয়। যাহারা তাহাদিগের পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন বা হইবেন, দেহান্তে তাহারা ভীষণ মহারৌরব নামক নরকে নীত ও যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক নিদারুণভাবে দণ্ডিত হইবেন; অতএব "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণবাচার"রূপ মহাজনগণের আদেশ শিরে ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের সঙ্গ কালবিলম্ব না করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই ভক্তিপথে প্রবেশের প্রথম দ্বার। পরে "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য-সম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ" এই পরমকল্যাণ আবাহনকারী সিদ্ধান্ত বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া সজ্জনসঙ্গ ও তাহাদিগের মুখবিগলিত হরিগুণগাথা শ্রবণ করিতে করিতে ভোগমোক্ষমূলা অক্ষজ চেষ্টা সমূহকে নিরাস করিতে হইবে। অন্তে যখন হৃদয় অনর্থশূন্য হইবে, তৎকালে সেই সঙ্গে হৃদয়ে হৃদ্বিহারী শ্রীহরির দর্শন ও চিদভিমানের বিমল নিত্যানন্দপ্রদ জ্যোতি অনুভূত হইবে। "সা কাষ্ঠা, সা পরা গতিঃ।" মানব জীবনের ইহাই সর্ব্বোচ্চভূমি। কবির দাস নামক জনৈক ভক্ত বলিতেন, "রাজা রাণা না বড়া। বড়া যো সুমীরে রাম।" অর্থাৎ রাজা বা ধনী কেহই বড় লোক নহে, যিনি শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় দেহ মন ও প্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কেবলমাত্র তিনিই বড় ও সর্ব্বলোকপূজ্য।

বায়ু একটী সূক্ষ্মজড়তত্ত্ব। সাধারণ মানবগণ তাহাকে কোন গুরু পদার্থ বলিয়া বুঝেন না। পরন্তু তাহারা ইহাকে অতি হাল্কা পদার্থ বলিয়াই জানেন। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান সেই ভ্রান্তি কাটাইবার জন্য বলিতেছেন যে, বায়ুর গুরুত্ব এত অধিক যে, যদি উহাকে অধোমুখজলসংলগ্ন ও ঊর্দ্ধমুখ কোন কূপের সুদূর বহির্দ্দেশে অবস্থিত, একটী লৌহনির্ম্মিত নলের অভ্যন্তরদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত করা যায়, তৎ-কালে আমরা দেখিতে পাইব যে, কূপের নিম্নদেশস্থিত জলরাশি উহার বহির্দ্দেশে চলিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে প্রতি-পন্ন হইতেছে যে, বায়ুর চাপে জলরাশি ঘনীভূত হইয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হয় এবং উহার ভার উঠাইয়া লওয়া হইলে জলরাশি আপন স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত হইতে সমর্থ হয়। বায়ুর যেরূপ দুর্লক্ষ্য-ভার সাধারণ মানববুদ্ধির অগোচর, তদ্রূপ জড়াভিমানজনিত অসৎ চিন্তার গুরুত্ব মায়ান্ধ ব্যক্তি সকল বুঝিতে অক্ষম। জলের আশায় কূপ খনন করিতে হইলে মৃত্তিকা ও বালুকার স্তর ভেদ করা সামান্য যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব; কিন্তু কঠিন প্রস্তরের স্তর ভেদ করিতে হইলে "ছেনি" ও "ডিনামাইট"রূপ উত্তম যন্ত্রের প্রয়োজন। বাহ্য বিষয় দুঃখমিশ্র, ক্ষণিক সুখপ্রদানে সমর্থ। বিমল নিত্যানন্দবারি পান করিতে যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদিগের নিজ নিজ চিত্তগুহাকে খনন করিতে হইবে। খনন কালে সাধুসঙ্গরূপ "ছেনি" ও ভগবৎসেবারূপ "ডিনামাইট" দ্বারা জড়াভিমানরূপ কঠিন প্রস্তরসদৃশ অনর্থ ও গুরুভার বায়ু অসৎ চিন্তার পরিহার করিতে হইবে।

'আনন্দ-গীতি'

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

আনন্দেরি যজ্ঞশালায়, মোদের নিমন্ত্রণ।
আয়রে আজি, আয়রে ছুটে, যতেক দীনজন॥
প্রণিপাত আর পরিপ্রশ্ন সেবার উপায়ন।
(আন্) তারই সাথে, অনবদ্য চির
ব্যাকুল প্রাণ॥
ডাকেন এবে দয়াল নিতাই, আয়না ছুটেরে!
অমৃতের ঐ অমলধারা যায় যে বয়েরে॥
জিন্‌বি কেরে ভবের জ্বালা, শোক-
মৃত্যু ভীতি?
দেখ্‌না চেয়ে অন্ধনয়ন, গোলোকের ঐ
জ্যোতি॥
ও লুব্ধমন, দিশেহারা, ঘুরছো কতই হায়।
এবার এস, চাও যদি হিত, এস নিতাই পায়॥
(শুধু) শ্রদ্ধামূলে অম্‌ল রতন কিন্‌তে যদি সাধ
আয়রে ফেলে সংসারের ঐ মুটেগিরি সাজ॥
ভূতের বেগার খাটছ কত, প'রে ভূতের বেশ
কর্‌ছো তামিল দিবারাতি বিদেশী আদেশ॥
আপন দেশের মধুর গাথা শুন্‌বি নাকি রে!
ওরে পথিক আয় তবে আয় ঝড়ের বেগে রে
মরণসাগর পার হয়ে কে হবিরে অমর?
(আজ) অমৃতেরি পরম অন্নে তোদের অধিকার
মুখে লয়ে স্বাধীন দেশের বৈজয়ন্তী গাথা।
মৃত্যু যিনি বর্‌বো মোরা নিত্য অমরতা॥

নীলাম ইস্তাহার

প্রথম মুন্‌সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই জুন ১৯৩১

(১)

১১১৬ মনিজারী ৩১ দাবি ১৭০॥০

শ্যামাচরণ মজুমদার সাং বড়-কান্দোয়া

দেঃ হরেন্দ্র নাথ সাহা দিং সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল কান্দোয়া গ্রামে নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সেরেস্তায় ৪৬ খতিয়ানের -৩৫ শতক জমি ১৶০ মোকররী জমা মায় খড়ায়াঘর ৫ খানা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ২২, ৫১, ৬, ৫০, ৪৭ খতিয়ানের ৫-৫৮ শতক জমি ১৩৶১০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ১৩৭ খতিয়ানের ১-০৯ শতক জমি ৩৸৵৫ মোকররী জমা মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ১৩৮ খতিয়ানের ৩-৫১ শতক জমি ৯৸৫ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৫। ঐ থানায় বিলবসু লক্ষ্মী মৌজায় ঐ মালিক সেরেস্তায় ৯১ খতিয়ানের ২-০৮ শতক জমি ১১॥০ মূল্য আঃ ১৫৲

(২)

৪১২ মনিজারী ৩১ দাবি ১০৪।৶০

বিধু ভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ এরফান মোল্লা সাং ডিঙ্গল পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ সামিল ডিঙ্গল গ্রামে ডিক্রীদার অধিনে ২১ খতিয়ানের -০৫ শতক জমি ১৲ জমা মায় গৃহাদি মূল্য আঃ ১৫৲

(৩)

৩৯৮ মনিজারী ৩১ দাবি ১১৬৶৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ ক্ষেপাই সরদার সাং ইটনা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল ইটনা গ্রামে ৭২০।৭২১ খতিয়ানের ৩-৬০ শতক নিষ্কর জমি মায় বাসঘর ৭ খানা ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম মূল্য আঃ ৩০৲

(৪)

৪২৫ মনিজারী ৩০ দাবি ২৪৪।৴৯

ডিঃ সেখ করিম বক্স সাং সমুদ্রগড়

দেঃ পাচু মণ্ডল দিং সাং মাঝের চড়া পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ অন্তর্গত মাঝেরচড়া গ্রামে জ্ঞানেন্দ্র মোহন ভাদুড়ী সেরেস্তায় ।১ কাঠা জমি ১।৶০ জমা মায় ঘর ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম মূল্য ৫০৲

(৫)

৩৯৭ মনিজারি ৩১ দাবি ৪৫॥৶৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী দিং সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ মেচেল সেখ পেয়াদা সাং জাঙ্গিরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর অধিন সুবর্ণবিহার গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৭৮০।৭৮১ খতিয়ানের ৩-৮৬ শতক ব্রহ্মোত্তর জমি মূল্য আঃ ২০৲

(৬)

১০৯ মনিজারি ৩১ দাবি ১৮৬৴

ডিঃ দুর্জ্জুরাম পাঞ্জাবী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ ফনিভূষণ লাহা সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী অধিন নিজ গোয়াড়ী গ্রামে তারকনাথ সরকার দিং অধিন ৩৪২ খতিয়ানের -২০ শতক জমি ৭৶০ জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মায় পাকা ইমারত সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ৩৪২ খতিয়ানের ১-১ শতক জমি ৩৸০ জমা মায় পাকা কোঠাঘর সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

১৫০ মনিজারী ৩১ দাবী ৩৬১।৶৬

ডিঃ কুমারখালি ব্যাঙ্কিং করপোরেশান লিঃ

দেঃ দুর্গাচরণ বিশ্বাস দিং সাং কুষ্টিয়া পোঃ কুষ্টিয়া

থানা কুষ্টিয়ার অধিন বাহাদুরখালি গ্রামে ৪৯২ খতিয়ানের -৮ শতক জমি ১০।০ কায়েমী জমা মায় পাকা ইমারত ইত্যাদি মূল্য ২০০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ৪২৫ খতিয়ানের ১৬ শতক জমি ১০৲ জমা মায় পাকা ইমারত সাজ সরঞ্জাম মূল্য ২০০৲

(৮)

১১০৬ মণিজারী ৩১ দাবি ১৪৬॥৩

ডিঃ ভোলারাম, ব্রজরংলাল আগরওয়ালা পোঃ বেথুয়াডহরী

দেঃ দাসানুদাস ঘোষ সং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল বৃত্তিহুদা মৌজায় কানাইলাল সিংহ দিং সেরেস্তায় ৩৭২—৩৭৭ খতিয়ানের ৮-৯২ শতক জমি ও লক্ষ্মীগাছা মৌজায় ৬৩৪।৬৩৫ খতিয়ানের ১।১২ শতক জমি ২৬৸৵ জমা ইহাতে দেঃ করিম খাঁর অধিন ।০ অংশের মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

১১০১ মনিজারী ৩১ দাবি ১৮৯॥৴৩

ডিঃ সাজিৎ মণ্ডল সাং নয়পাড়া

দেঃ আমোদ মণ্ডল দিং সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল লক্ষ্মীগাছা ও বৃত্তিহুদা গ্রামে কানাইলাল সিংহ দিং সরকারে ৬৩১ ও ১১৬ খতিয়ানের মোট ২ মৌজায় ৬-৪৬ শতক জমি ১১।৴১০ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ॥৵১৩।—অংশ আঃ মূল্য আঃ ১০০৲

১১১৩ মণিজারী ৩১ দাবি ২৬৫৸৵৯

দেঃ রছুল মণ্ডল দিং সাং ছোট আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ছোট আন্দুলিয়া গ্রামে নগরচন্দ্র পাল চৌধুরী অধিন ৭৩ খতিয়ানের ৪-৪৬ শতক জমি উটবন্দি জোত মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা লক্ষ্মীগাছা গ্রামে লাল মোহন পাল অধিনে ৫৭৩ খতিয়ানের ৩-০১ শতক জমি ৯৲ রায়তী জমা মূল্য আঃ ৫০

৩। ঐ থানার ছোট আন্দুলিয়া গ্রামে নগরচন্দ্র পাল চৌধুরী অধিন -৮৯ খতিয়ানের ৩-২৩ শতক জমি উটবন্দী জোত মূল্য আঃ

(১১)

৪০৯ মণিজারি ৩১ দাবি ৮১০॥৶৬

ডিঃ কৃষ্ণলাল সাহা দিং নামীয় ফারম মোং ২৩নং রতন সরকার গার্ডেনষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ প্রসন্নকুমার সাহা দিং সাং মোহনপুর পোঃ ঐ নিপুরা

থানা নবদ্বীপের সামিল নবদ্বীপ গ্রামে দয়ালরাম মহান্ত অধিনে -০৫ শতক জমি ১৸০ জমা মায় পাকা ইমারতাদি সাজ-সরঞ্জাম মূল্য আঃ ৫০০

(১২)

৩০০ মণিজারি ৩১ দাবি ৭৪৸৶৬

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ মনোহর মণিক দিং সাং বসরখোলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ সামিল বসরখোলা গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল দিং অধিনে ৫৯ খতিয়ানের ১০-৭১ শতক জমি জোত জমা মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে মেছের আলী মণ্ডলের অধিনে ২৪৮ খতিয়ানের -৭৬ শতক জমি ১৷০ জমা মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামের রাসবিহারী মণ্ডল দিং সরকারে ৬০ খতিয়ানের ১।১৯ শতক জমী ৩/৬ জমা দেঃ ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ৬১ খতিয়ানের -৮৬ শতক জমি ১৲ মোকররী জমা মূল্য ৩০৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ওয়াজ মল্লিকের অধিন -৫০ শতক জমি ৸০ জমা মূল্য আঃ ২৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল অধিন ২১।১ খতিয়ানের ১২ ৯২ শতক নিষ্কর চাকরান জমি মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

২০২ মণিজারী ৩১ দাবি ১০৫৲

ডিঃ মন্মথনাথ দে সাং খাগরা বহরমপুর

দেঃ নন্দগোপাল পাল সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী অধীন বেলপুকুর গ্রামে ।০ কাঠা জমি মায় পাকা কোঠাঘর মূল্য ৫৲

(১৪)

৪৩১ মণিজারী ৩১ দাবি ১৫৮৮॥৵৬

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ সরকার সাং ৬৯ নং বেলেঘাটা লেন

দেঃ মেছেরদ্দিন গোলদার দিং সাং আড়িয়া পোঃ মিরপুর

থানা দৌলতপুর আড়িয়া গ্রামে নৃসিংহপ্রসাদ সেন দিং সেরেস্তায় ৭১ খতিয়ানের লিখিত ॥৵১৩।— অংশে ১৬-৩৩ শতক জমি ৪১৷৵৮॥ জমা মূল্য আঃ ১৫০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় আড়িয়া মৌজায় ৮৭ খতিয়ানের ১১-৩০ শতক, নাজিরপুর গ্রামে ৮৫ খতিয়ানের ৪-৭৭ শতক ও খোলা মৌজায় ২৩৮ খতিয়ানের -১৪ শতক মোট ১৬-২৩ শতক জমির ॥৵১৩।— অংশে ১০৮২ শতক জমি ১৯৸৵৩ $\frac{১}{৩}$ পাই জমা মূল্য আঃ ১৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধিন ১০২ খতিয়ানের ৬.৮৬ শতক ও নজিপুর গ্রামের ৮০ খতিয়ানে ৩-৩৫ শঃ মোট ১০-২১ শতক জমি ॥৵১৩।—অংশে ৬৮১ শতক জমি ১৭৴০ রায়তী মোকররী জমা মূল্য আঃ ৭৫৲

৪। ঐ থানা নজিপুর মৌজায় ঐ মালিক অধিন ৯৫।৯৬ খতিয়ানের ১-৩০ শতক জমির ॥৵১৩।—অংশ ৮৭ শতক জমি ৩।১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ থানায় আড়িয়া গ্রামে ঐ মালিক অধিন ৪২৯ খতিয়ানের ৬৮৫শঃ জমির ॥৵১৩।—অংশে ৪.৫৭ শঃ নিষ্কর জমি মূল্য আঃ ৪০৲

৬। ঐ থানায় ঐ মৌজায় মালিক নছিরন্নেছা বিবি অধিন ৫২১ খতিয়ানের ·৩০ শঃ জমির ॥৵১৩।—অংশে ·২০ শতক ১।০ রায়তী জমা মূল্য ২৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে রাখালদাস মুখোপাধ্যায় দিং অধিনে ২২৯ খতিয়ানের ·১২ শতক জমি ।৴৪ জমা মূল্য আঃ ২৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধিন ২৮০ খতিয়ানের ·১২ শঃ জমি ১,১০ জমা মূল্য ২৲

। ঐ থানা ঐ মৌজায় মালিক রাখালদাস মুখোপাধ্যায় দিং অধিনে ৫৩৬ খতিয়ানের ·০৮ শতক জমি ১৲ জমা মূল্য ২৲

১০। ঐ থানায় ঐ মৌজায় বাড়াগঙ্গা দিয়া মৌজায় রাজা প্রমদা নাথ রায় বাহাদুর অধিনে ১০৫ খতিয়ানের ·৫০ শতক নিষ্কর জমি মূল্য ৪৲

(১৫)

৩৯৯ মনিজারী ৩১ দাবী ৩১।৵০

ডিঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং নূতন পাড়া

দেঃ সত্য সেন সাং পানিনালা পোঃ কৃষ্ণনগর।

থানা কোতোয়ালি সামিল পানিনালা গ্রামে [illegible] মণ্ডলের অধীন [illegible] খতিয়ানের ২৮ শতক জমি ১৸০ জমা মূল্য ৫৲

(১৬)

৩২৯ মনিজারী ৩১ দাবি ১৭৪৸৵৩

ডিঃ শ্রীপতি সরকার সাং মিড়া

দেঃ যতীন্দ্র ঘোষ দিং সাং বাখিলগাছ পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অধিন বাখিলগাছা মৌজার আসতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় দিং অধীন ২২২ খতিয়ানের ১·১৭ শতক জমি ৫৷৷৬ জমা মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধিন ২২৩ খতিয়ানের ৪·৫১ শতক জমি মূল্য ১৫৲

(১৭)

১৩০২ মনিজারী ৩১ দাবি ১১৫,৯

ডিঃ বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য সাং দেবগ্রাম

দেঃ খেজমত মণ্ডল দিং সাং পাচখেলা পোঃ পলাশী

থানা কালীগঞ্জের সামিল চক গোবিন্দপুর গ্রামে কানাইলাল সিংহ রায় দিং অধিন ৫২।১ খতিয়ানের ১৩·৩৩ শতক জমি ২৫৶৬ জমা মূল্য ৭৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধিন ৫২।২।১৩০ খতিয়ানের ৪·২৯ শতক জমি মূল্য ৭৲

৩। ঐ থানা ঐ গ্রামে গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল অধিন ২২৪ খতিয়ানের ১·৭২ শতক জমি মূল্য ৪৲

ঐ থানা পাচখেলা মৌজায় ৬৫ খতিয়ানের ১·০৮ শতক জমি মূল্য ৪৲

৫। ঐ থানায় বড় চাঁদঘর গ্রামে ২২৯ খতিয়ানের ১·২১ শতক জমি ১,৬ জমা মূল্য ৪৲

(১৮)

১৪২৫ মনিজারী ৩১ দাবি ২৫৬॥৴৯

ডিঃ শিবচন্দ্র বিশ্বাস সাং চৌগাছা

দেঃ জমুনা বিবি দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল চৌগাছা গ্রামের সৃষ্টিধর বিশ্বাসের অধিন ১০৬০ খতিয়ানের ৩·৪৭ শতক জমি ৯৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা দুর্গাপুর গ্রামের [illegible] চেৎলাঙ্গিয়া সেরেস্তায় ২৮১ খতিয়ানের ৯০ শতক জমি মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় চৌগাছা গ্রামে আফজল বিশ্বাস দিং অধিন ৫২ খতিয়ানের ·১ শতক জমি ।০ জমা মূল্য ৭৲

৪। ঐ থানায় অমলা [illegible] দাসী অধিন ৮২ খতিয়ানের ·৩ শতক জমি [illegible] জমা মূল্য আঃ [illegible]

৫। ঐ থানা চৌগাছার অধিন ঐ মালিক অধিন ১০৫ খতিয়ানের ·২৮ শতক জমি ৸৶২ জমা মূল্য ১০৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে অমলা বালা দাসীর অধিন ৫৮৬ খতিয়ানের ·৫৩ শতক জমি ৸৶০ জমা মূল্য ১০৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সতীশচন্দ্র তরফদার অধিনে ৭৫৮।৬।২ খতিয়ানের ৩১ শতক জমি ১৷০ জমা

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে অতুল বিশ্বাস দিং অধিন ৪৮ খতিয়ানের নিজাংশের ·৩ শতক জমি মূল্য ৫৲

(১৯)

১১০৭ মনিজারী ৩১ দাবি ১৯৫॥৯

ডিঃ মহেন্দ্রনাথ গড়াই সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ রাধা ঘোষ সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা হাঁসখালি সামিল জয়পুর গ্রামে বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সেরেস্তায় ১৯৪৭।১৯৫৪ খতিয়ানের ১১·৭৮ শতক জমি ১৩॥৵১০ রায়তী জমা মূল্য ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক সরকারে ১৩৮৬।১৩৮৭ খতিয়ানের ৩·৩৬ শতক জমি ৬॥৬ রায়তী জমা মূল্য ২৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সরকারে ১৩৮৬ খতিয়ানের ৫·৩৯ শতক জমি মূল্য ২৲

(২০)

১৩২৭ মনিজারী ৩১ দাবি ১০৫।৵৩

ডিঃ শরৎচন্দ্র দত্ত সাং জগন্নাথপুর

দেঃ আব্বাস মল্লিক দিং সাং টমনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল জগন্নাথপুর গ্রামে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অধিন ৫৫৬ খতিয়ানের ১·৪০ শতক জমি ৫ জমা মূল্য ৩০৲

(২১)

১৫৩২ মণিজারী ৩১ দাবি ৩০৭৵০

ডিঃ মগবুল বিশ্বাস দিং সাং বাশবাড়িয়া

দেঃ বনমালি মণ্ডল দিং সাং বাশবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল রূপবাড়িয়া গ্রামে বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সেরেস্তায় [illegible] খতিয়ানের [illegible] শতক জমি মূল্য [illegible]

(২২)

১০৯৮ মনিজারী ৩১ দাবি [illegible]

ডিঃ [illegible] বিশ্বাস সাং [illegible]

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ কাটনি দিং সাং [illegible] পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা [illegible] সামিল [illegible] গ্রামে [illegible] অধিন [illegible] খতিয়ানের [illegible] শতক জমি [illegible] ॥৵১৩।— অংশ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সেরেস্তায় ৮৬৮ খতিয়ানের ১·৭১ শতক জমি দেঃ [illegible] অংশ মূল্য

(২৩)

২২২ মণিজারী ৩১ দাবি ১৯৩৸৶০

ডিঃ দুর্গাপদ মোদক সাং গোয়াড়ী

দেঃ [illegible] কুরী সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী সামিল গোয়াড়ী বাশবেড়িয়া হরিনাথগঞ্জ গ্রামে শ্রীশচন্দ্র নন্দীর সেরেস্তায় ১৫৭০ খতিয়ানের ·৩ শতক জমি ।৬ জমা মায় দ্বিতল পাকা বাড়ী সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০৲

(২৪)

৪৩ মণিজারী ৩১ দাবি ১৪৩৪।৶৩

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদার কোং লিঃ মোঃ কুঠী কাথুলী

দেঃ তারাচাঁদ জোয়াদ্দার দিং সাং ভোমরাদহ পোঃ গাংনী

থানা গাংনীর সামিল ভোমরাদহ গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ২৩৭ খতিয়ানের ২·৪৮ শতক জমি ৮।৯ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ সরকারে ২৩৪ খতিয়ানের ১০·৪৩ শতক জমি ২৪॥৩ জমা মূল্য ৫০৲

৩। ঐ থানায় হিজলবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪২৬ খতিয়ানের ১০·৩০ শতক জমি ১৸৶০ জমা মূল্য আঃ ৪৲

১১০৯ মণিজারী ৩১ দাবি ৯৩৮

ডিঃ সূর্য্যকান্ত সরকার সাং নাথপুর

দেঃ পেজেরালি মণ্ডল দিং সাং মহেশচন্দ্রপুর পোঃ খালবোয়ালিয়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল মহেশচন্দ্রপুর গ্রামে রবীন্দ্রনাথ হালদারের অধীন ১২৮৯ খতিয়ানের ১·২২ শতক জমি ৩৲ জমা মূল্য আঃ ২০

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ১৩৮ খতিয়ানের ·৯০ শতক জমি ৩৲ জমা মূল্য ১৫৲

(২৫)

১৩০৩ মনিজারী ৩১ দাবি ২০৫৸৶৬

ডিঃ দীনতারিণী দাসী সাং দেওয়ানেরেড়

দেঃ সুন্দরী বিবি দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জ সামিল গোয়াড়ী গ্রামে নন্দগোপাল ভাদুড়ী দিং সেরেস্তায় ১২৫ খতিয়ানের ·৭৯ শতক জমি ২৸০ জমা মূল্য ১৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে অমূল্যকুমার ভাদুড়ী দিং সেরেস্তায় ১১০ খতিয়ানের

৩। ঐ থানায় আদিত্যপুর গ্রামে শ্যামাচরণ সেন অধিনে ৫১৯ খতিয়ানের ·৭ শতক জমি ১৲ রায়তী জমা মূল্য ১০৲

৪। ঐ থানায় গোয়াড়ী গ্রামে নন্দগোপাল ভাদুড়ী দিং সেরেস্তায় ১৯ খতিয়ানের [illegible] শতক জমি ১৩৲ রায়তী জমা দেঃ [illegible] অংশে মূল্য আঃ ৫০৲

১৩১১ মণিজারী

ডিঃ মেহের উদ্দিন [illegible]

দেঃ আকছার উদ্দিন সেখ দিং সাং রাধানগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল রাধানগর গ্রামে হরিনাথ মুখোপাধ্যায় অধিনে ৮৪—৮৬ খতিয়ানের ১২৩ শতক জমি ২৲ জমা দেঃ ২।১৬ তিল অংশ মূল্য ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে যুগল কিশোর রায় অধিন ৬৬—৭১ খতিয়ানের [illegible] শতক জমি ৩॥০ জমা দেঃ ৵৪৸১২ তিল অংশ মূল্য ৬৲

৩। ঐ থানা ঐ গ্রাম মহারাজা ক্ষৌনিশচন্দ্র রায় বাহাদুর অধিনে ৪২,৪৩ খতিয়ানের ·৭৭ শতক ব্রহ্মোত্তর জমি দেঃ ৵৪৸১২ অংশ মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধিন ১২ খতিয়ানের ·১০ শতক জমি ৩।৵ রায়তী ইতিহাস জমা দেঃ ৵৪৸১২ তিল অংশ মূল্য ৫৲

৫। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ১১ খতিয়ানের -৪০ শতক জমি ॥৯ জমা দেঃ ৵৪৸৴২ তিল অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(২৮)

১৩১৬ মনিজারি ৩১ দাবি ১০২৸৶৬

ডিঃ কায়েম আলি মণ্ডল সাং সাধুঘাটা

দেঃ খোকা দত্ত পক্ষে উকিল মনিন্দ্র নাথ ঘটক মোং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার সামিল বাঁশবেড়িয়া গ্রামে বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সেরেস্তায় ১৯৮—৩০৩ খতিয়ানের -৫৫ শতক জমি ২।৶০ জমা মায় ৮ চালাঘর ১ থানা সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০৲

(২৯)

৫৬৩ খাংজারি ৩০ দাবী ১১৯॥৶৬

ডিঃ শৈরিশ চন্দ্র রায় বাহাদুর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ বিল্বমল্লিক সাং কালীনগর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় তেঘরি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪০১ খতিয়ানে ১৩।০॥৶০ জমীর দখলস্বত্ব জমা মূল্য ২৫৲

(৩০)

৫৫৫ খাংজারী ৩০ দাবী ৩৪।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ রসিক দফাদার দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৫৭২ খতিয়ানে .৯ শতক জমী ৩৲ জমা দেঃ ৵১৩।—অংশ মূল্য ১৫৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে অমূল্য চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সেরেস্তায় ৫৪৪৯ খতিয়ানের .৬৩ শতক জমি ৫৲ রায়তী জমা মূল্য ১০৲

(৩১)

১৮০৬ খাংজারী ৩০ দাবী ১৩।/৯

ডিঃ অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায় দিং সাং সুজাপুর

দেঃ নেতু মল্লিক দিং সাং ঘাগুরেডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় এড়েরডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৯ খতিয়ানে .১০শতক জমীর ৸৵৩ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩২)

২১১৪ খাংজারী ৩০ দাবী ৪০॥৶৯

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ অয়েদালী সেখ দিং সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মিড়াগ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৭৬ খতিয়ানে '৭৫ শতক জমী ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৩)

৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬/০

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ বিহারী ঘোষ সাং চৌগাছা পোঃ কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ থানায় সরডাঙ্গা গ্রামে যোগমায়া দাসী দিং অধীন ৪০০।৪০১ খতিয়ানে ৪.৮৬ শঃ জমীর ১৫৲১৭॥ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৪)

৪৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৩৵৬

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সেন দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ মির মহাফেজ আলি দিং সাং রাউতারা শান্তি পোঃ কালীগঞ্জ

কৃষ্ণনগর থানায় রাউতারা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪১ খতিয়ানে ৪.৬৮শঃ জমীর ১১॥৵৫ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

৩৫

৭১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩॥৶৬

ডিঃ মন্মথনাথ সরকার দিং সাং গোবিন্দপুর

দেঃ বাহার সেখ দিং সাং পাচখোলা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পাঁচখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯৯ খতিয়ানে '৬৮শঃ জমী ৫৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৬)

৮৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৫০।/৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ বিভূতি মোদক সাং মোল্লাপাড়া পোঃ শ্রীমায়াপুর

কোতয়ালি থানায় উমিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৩ খতিয়ানে ১.৫৪শঃ জমীর ৩৸৶৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৭)

১৫৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৬৵৯

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারী

দেঃ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং কামদেবপুর পোঃ মাটীয়ারী

কালীগঞ্জ থানায় কামদেবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪।৭১।৭২ খতিয়ানে ৩.৫৮ শঃ জমী ৬৸৵৯ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৮)

১৫৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৯৸৵৬

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ কিনু মণ্ডল দিং সাং হাতিশালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হাতিশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৯ খতিয়ানে ৪-৪০শঃ জমী ৬।/৬ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৯)

১৬৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫॥৶৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ রায় দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ রইচ উদ্দিন বিশ্বাস দিং সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় চৌগাছা হাঁসাডাঙ্গা গ্রামে জয়দুর্গাদাসীর অধীন ২২৫ খতিয়ানে ২-৮২ শঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

১৯২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৫॥/৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ আলেমান বিবি দিং সাং নূতনগ্রাম পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় উমিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৪৮ খতিয়ানে -৪৭শঃ জমী ৸/৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪১)

২১৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৬০৸৩

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ অবনিমোহন চক্রবর্ত্তী সাং ও পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৩১।১৪৪৩।১ খতিয়ানে ১-১৬ শতক জমী মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ফণিভূষণ সরকার অধিনে ২৫৬ খতিয়ানের -১৭ শঃ জমি ১।- জমা মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানা ঐ গ্রামে ৪৮৮ খতিয়ানের ১।০ ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানা ঐ গ্রামে হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মত্তর অধিন ১ কাঠা জমি মায় ভগ্ন কুঠারী সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য ৫০৲

৫। ঐ থানায় বাইপুকুর গ্রামে ১০৭—১০৯ খতিয়ানের ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ১০৲

(৪২)

২৭৩ খাংজারি ৩১ দাবী ৪৯৵৩

ডিঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ বেছের সেখ দিং সাং সিংহাটী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানায় সিংহাটি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৭ খতিয়ানে ৪-৯৬ জমি ১২/৭ জমা মূল্য আঃ ৩৬৲

(৪৩)

২৭৭ খাংজারি ৩১ দাবী ১০৮।/৯

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং গোয়াড়ী

দেঃ হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং ভাণ্ডারকোলা পোঃ মহৎপুর

কৃষ্ণনগর থানায় আমসিউড়ি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫০—১৬২ খতিয়ানে ৯-৭৭ শতক জমী ১৬৲ জমা মূল্য ৩০৲

(৪৪)

৩২০ খাংজারি ৩১ দাবী ১১॥৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ নজিবন্নেছাবিবি সাং মীরা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২৩৫ খতিয়ানে ১-৯শঃ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(৪৫)

৩২১ খাংজারি ৩১ দাবী ১৬।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকির মণ্ডল সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮৮ খতিয়ানে ৩-২৮ শঃ জমীর ৬॥৪ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৬)

৩২২ খাংজারী ৩১ দাবী ১১৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নিমাইচন্দ্র প্রামাণিক সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেজুয়া গ্রামে ত্রিগুণাপ্রসাদ পালচৌধুরী অধীন ৬৩৫ খতিয়ানে -৭৮শঃ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(৪৭)

৩২৩ খাংজারি ৩১ দাবী ১৬/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ সাবিত্রী দাসী সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেজুয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৭২৭ খতিয়ানে ২-৭৪ শতক জমীর ৫।৵৮ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৮)

৩৩৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৯০৸৵৬

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী দিং সাং শ্রীরামপুর হুগলী

দেঃ নকড়ি সেখ সাং সমুদ্রগড় পোঃ পূর্ব্বস্থলী

নবদ্বীপ থানা মাঝেরচর গং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৬ খতিয়ানে ৬৸২।/০ জমী ১৩/১৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৯)

৩৪১ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৪৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ সূর্য্য সেখ সাং ডেঙ্গাপাড়া পোঃ পূর্ব্বস্থলী বর্দ্ধমান

নবদ্বীপ থানায় মাঝেরচর গং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৭২।৪১৮ খতিয়ানে ১০৸০৸৶০ জমী ২২।/৫ জমা মূল্য ৫০৲

(৫০)

৩৪৩ খাংজারি ৩১ দাবী ৬১।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ওয়াজ সেখ সাং মাঝের চর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় মহিষপোতার স্বস্থল পদ্মস্থিচর ও বনকর ধোপাদি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০৮ খতিয়ানে ৭/২।৶০ জমী ১৪।০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫১)

৩৪৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪০৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মুন্সী সেখ জোট সাং মাজের চর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানার অন্তিমসোতা অন্তর্গত ভাঙ্গনপল্লীচর ও বনকর গোপাদি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩০৪ খতিয়ানে ১৫/১৶০ জমী ৩০৶১৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫২)

৩৪৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১৩৪/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ইদু সেখ সাং মাজের চর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানার অন্তিমসোতা অন্তর্গত ভাঙ্গনপল্লীচর ও বনকর গোপাদি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০২।২২৪ খতিয়ানে ৫-২৩ শঃ জমী ৩১৶০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৩)

৩৯৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪৫।৯

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং পোস্তাগাছা

দেঃ পাতিমনেছা বিবি দিং সাং কুলগাছি পোঃ আসামনগর

কৃষ্ণনগর থানার কুলগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭০৯ খতিয়ানে ১১-৮৩শঃ জমী ২৩৶৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৪)

৪১৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯/০

ডিঃ ঐ

দেঃ ইছত বিবি দিং সাং নূরনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩২৫৬ খতিয়ানে ৩৮ শঃ জমী ২৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫৫)

৪৩৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬৫।৯

ডিঃ রফিজ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ যদু বিবি সাং টেংরা পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানার মাজদিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪১ খতিয়ানে ২০-৩১ শঃ জমী ৩০।৶৬ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৬)

৪৪২ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৭৷৶১

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ রজব সেখ সাং কুলগাছি পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার কুলগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৭।৩১ খতিয়ানে ৩-২৫ শতক জমী ১০৸৬ জমা মূল্য ২০৲

(৫৭)

৪৫৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৩৯৶১

ডিঃ রজনী কান্ত দত্ত সাং বাদকুল্লা

দেঃ অন্নপূর্ণা দাসী দিং সাং কাটালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৩৩।১ খতিয়ানে ৮১ শতক জমী ২০৸৶০ জমা মূল্য ২০০৲

(৫৮)

১২৮৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৮৶০

ডিঃ রফিজ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ কেশব সর্দ্দার সাং ইটনা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার ইটনা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৮—১৩১ খতিয়ানে ৩৮-১০ শঃ জমী ৩১৶৩ জমা মূল্য ৫০৲

(৫৯)

১৩৬৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩৸৩

ডিঃ রাজা হৃষীকেশ লাহা সাং ৬৩ নং রাধাবাজার কলিকাতা

দেঃ পাচি বিবি সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ থানার গাদিগাছা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৫২ খতিয়ানে ৫-৯০ শতক জমী ১৫৶৫ জমা মূল্য ১০৲

(৬০)

১৬২৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৫১৶৬

ডিঃ সোমকেশ সান্যাল সাং কুলগাছি

দেঃ মোতিনীমোহন মুখোপাধ্যায় সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

কালীগঞ্জ থানার কালীগঞ্জ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭।৭৩১ খতিয়ানে ১৭ ৪/৷৷০ ছটাক জমী ২৫০৸০ মূল্য ৬ম. ৩০০৲

(৬১)

১৪২৭ দেঃ জারী ৩১ দাবী ২১১৶৯

ডিঃ গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল সাং কলিকাতা

দেঃ হরি সেখ সাং সেওড়াতলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামীল সেওড়াতলা গ্রামে গৌরহরি খাঁ দিং সেরেস্তায় ১২০ খতিয়ানে ২-২৫শঃ জমী ৫৸০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৬২)

১৪২৬ দেঃ জারী ৩১ দাবী ৫২৭ ৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ছুরমান সেখ সাং সেওড়াতলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ অধীন কাটগাছা গ্রামে গৌরহরি খাঁ সেরেস্তায় ১১০।৪ খতিয়ানের ১-৫০ শতক জমী ১৸৶০ জমা মূল্য ৬ ০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ২৩৮ খতিয়ানের -৬৮ শতক জমী ৸৶০ জমা মূল্য ২৫৲

৩। ঐ থানার সেওড়াতলা গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৫৮ ৫৩।৬৯ খতিয়ানের ৪-৬৯ শতক জমী ৩৶১০ জমা মূল্য ৮০৲

(৬৩)

১১৬২ দেঃজারী ৩১ দাবী ৩৬৫.০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র রায় সাং কাদিপুর

দেঃ গৌরচাঁদ রায় দিং সাং কাদিপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামীল কাদিপুর গ্রামে কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সেরেস্তায় ৪৫৮।৪৫৯ খতিয়ানের ৩ ০৬ শতক জমী ৪।৩ রায়তী জমা দেঃ ৷৷০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে দেবীপ্রসাদ রায় অধীন ১৬১।১৭২।১৭৩ খতিয়ানের ২-৮১ শতক জমী ৮৸০ রায়তী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৬৪)

১১২৮ দেঃজারী ৩১ দাবী ১০৮৸৩

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকরাজীবপাড়া

দেঃ এছাহক মণ্ডল দিং সাং চেঙ্গা পোঃ শেখুপাড়ারী

থানা নাকাশীপাড়ার সামীল চেঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৮৯— ১০৩ খতিয়ানের ৩৬-৯৪ শতক জমী মূল্য ২৫৲

(৬৫)

১৪০২ দেঃজারী ৩১ দাবি ১৮৪৶৯

ডিঃ পাচুগোপাল দাস কুরী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ ভোলানাথ রায় দিং সাং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর সামীল কাঠালপোতা গ্রামে রাধাল দাস সিংহ দিং অধীন ৫৩৫১ খতিয়ানের -০৮ শতক জমী ৷৶৬ জমা মায় ঘর হত্যাদি মূল্য ৫০৲

(৬৬)

১৭২ দেঃ জারী ৩১ দাবী ৫২১৶০

ডিঃ গোপাল সেখ সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ সিদ্ধ সেখ দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী সামীল কৃষ্ণনগর গ্রামে তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন /১৷৷ কাঠা জমী ২।০ জমা মায় পাকা কুঠারী হত্যাদী মূল্য ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় /৩ কাঠ জমী ৩৮০ জমা মায় ঘর দরজা ইত্যাদী মূল্য আঃ ৫০৲

(৬৭)

১৪৪৫ দেঃ জারী ৩১ দাবী ৮৫৮৷০

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং শান্তিপুর

দেঃ হজরৎ মণ্ডল দিং সাং জিওলগাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর জিওলগাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৪৫।৫৩ খতিয়ানের ২-২৩ শতক জমী ১৫৶৩ জমা মূল্য ৫০৲

২। থানা শান্তিপুর বাথানগাছির মধ্যে ৩২।১৫৯ ১৫৫।১৫৬।৮৮ খতিয়ানের ৩-৫৫ শতক জমী মূল্য আঃ ২০০৲

(৬৮)

১৬৫০ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৩৩৩।৶৬

ডিঃ মুন্সী খাজেরা রহমান সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ খয়েরন্নেছা বিবি সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী সামীল নাদিরপাড়া মধ্যে ৩০১০ খতিয়ানের ৷৷২ কাঠা জমা মায় পাকা ঘর জানালা প্রাচীর ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০৲

(৬৯)

১৩৫৫ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৮৫০।০

ডিঃ কুমারখালি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ কৃষ্ণনগর

দেঃ গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস সাং পুরাতন কলেজের হাতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী সামীল গোয়াড়ী পুরাতন কলেজের হাতা গ্রামে তারকনাথ বন্দোপাধ্যায় সেরেস্তায় ১২৮১ খতিয়ানের -০৯ শতক জমী ৭৷৷০ জমা মায় টীনের ঘর দরজা ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫০৲

(৭০)

১৫১৫ দেঃ জারি ৩১ দাবি ১৩২৸৫

ডিঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং ঘূর্ণী

দেঃ লক্ষ্মণ রাজবংশী দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী সামীল নূতনপাড়া গ্রামে দুর্গাদাসী দেবী সেরেস্তায় ৷৷০ কাঠা জমী ১।০ জমা মায় খড়ুয়ার সাজ সংক্রান্ত ইত্যা দ মূল্য আঃ ৫০৲

(৭১)

১১১১ মণিজারি ৩১ দাবী ১৮১৸৩৶৬

ডিঃ শ্রীহরি চন্দ্র বিশ্বাস সাং শিবপুর

দেঃ অজিৎকুমার মণ্ডল সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া সামীল শিবপুর গ্রামে রাখালদাস অংকধার সেরেস্তায় ৩৩০ খতিয়ানের ২-৬০ শতক জমী ৸৶৩ জমা দেঃ ৷৷০ আনা অংশ মূল্য ২০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ৬২২ খতিয়ানের ·০৪ শতক জমী ৷৷৮ জমা দেঃ ৷৷০ আনা অংশ মূল্য ২৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজায় ঐ মালিক সেরেস্তায় ৮৩০ খতিয়ানের ১·৪৩ শতক জমী ৩।৵ জমা দেঃ ।৹ আনা অংশ মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ৩৩১ খতিয়ানের ১০·১৩ শতক জমি ১৮ ১/ জমা দেঃ ৷৹ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ৬৪০ খতিয়ানের ৩·৪৪ শতক মি ৮৵৩ জমা দেঃ ৷৹ আনা অংশ মূল্য ঃ ৫৲

৬। ঐ থানা ঐ গ্রামে রোহিনীবালা দাসীর অধীন ৪৮৫ খতিয়ানের ·৪ শতক জমি ।৹ আনা জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ২৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

৪৬৫ খাংজারি ৩১ দাবী ৩৬৷৹৯

১৬৬৩।৩১

ডিঃ ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু মোঃ কাছারী মধুপুর

দেঃ ইংরাজ তরফদার সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০২ খতিয়ানে ১·৭৫ শঃ জমী জমা ৬৸৵৪ মূল্য আঃ ১০৲

(২)

৪৬৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৮।৵০

১৬২৯।৩১

ডিঃ ঐ

দেঃ ভদু মণ্ডল দিং সাং ফুলকল্মী পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৫ খতিয়ানে ১·৭১শঃ জমীর ৵৷৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৩)

৪৫৯ খাংজারি ৩১ দাবী ২৭৭৷৵৩

১৫৮৮।৩১

ডিঃ অমিয় পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ জয়নাব বিবি দিং সাং দক্ষিণপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

হাঁসখালি থানায় দক্ষিণপাড় গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৪৫১ খতিয়ানে ৩০·০৪ শতক জমী ৬৭৷৵০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪)

৪৫৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩৪।৵

১৫৬৮।৩১

ডিঃ কালীকুমার মুখোপাধ্যায় সাং দক্ষিণছয়ঘরিয়া

দেঃ কানাইলাল সিংহরায় সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

চাপড়া থানায় বৃত্তিহুদা, তালুকহুদা দিং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৩।১৮৭।৬২২। ৩০৬।২৬৭১ খতিয়ানে ১১৪৲৪ জমী ৫৩০৷৵৮৷৷ জমা মূল্য আঃ ৩০০৲

(৫)

৪৫২ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৮৷৬

১৫২৯

ডিঃ সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কিটকীতাতা

দেঃ ছামেদ মণ্ডল দিং সাং নসুরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বামেদখোলী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০·৭৩ শতক জমী ৭৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৬)

৪৫১ খাংজারী ৩১ দাবী ৯৬৷৯

ডিঃ দীনেন্দ্রনাথ ঘা সাং বীরনগর

দেঃ গিরিন্দ্রভূষণ রায় দিং সাং দীগম্বরপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় মলুয়াগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৲ খতিয়ানে ১৪১৮২ কাঠা জমী ৩৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

৪৪৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৫৮৵

১৪৬৬।৩১

ডিঃ দীনেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং মোঃ কাছারী আড়ংঘাটা

দেঃ মেহেরজান বিবি দিং সাং পাহরাডাঙ্গা পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালি থানায় ১৬ নং মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৮০ খতিয়ানে ৩৸০। কাঠা জমী ৩,২ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

৪৪৮ খাংজারী ৩০ দাবী ১৫৮।৯

১৪৯৬।৩১

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং বীরনগর

দেঃ ইমানালি মণ্ডল দিং সাং পাতিপুর পোঃ রাণাঘাট

হাঁসখালি থানায় মুড়াগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৩।১৩১৫৮ খতিয়ানে ২৬-৮৬শঃ জমী ৫৫৸৵ জমা মূল্য ১০০৲

(৯)

৪৪৭

——— খাংজারী ৩১ দাবী ৬৪৸৵৬

১৮।৯

ডিঃ গিরীন্দ্রনাথ সেন সাং জয়পুর

দেঃ রহমান মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ দোগাছিয়া

হাঁসখালি থানায় জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮০১।৮০২ খতিয়ানে ১-৫০ শঃ জমী মূল্য আঃ ৪০৲

(১০)

৪৪৬

——থাংজারী ৩১ দাবি ১৮৬।৵৯

১৪১৬

ডিঃ ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ দিং মোঃ আড়ংঘাটা

দেঃ ছদি বিবি দিং সাং হরিণডাঙ্গা পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় হরিণডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১০৪—১০ ২০—১৪৩,৩২৬ খতিয়ানে ৯৫৷৵৮০ শঃ ৩৪।১০ জমা মূল্য আঃ

৪৪১

দাবি ১৭৬৷৵৩

১৩৫৭

ডিঃ [illegible] সাং মাধবপুর

দেঃ [illegible] মণ্ডল সাং [illegible] পোঃ বাঙ্গালঝি

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৬২, ৫ খানা ৮৩০ শতক জমী ১০৮ ৵ জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৪২০

——— [illegible] ৩১ দাবী [illegible]

১৩৫৩

ডিঃ

দেঃ [illegible] মণ্ডল দিং সাং পটীয়া পোঃ [illegible]

চাপড়া [illegible] গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩০ [illegible] ২৫৯ জমা ৭৷৵ জমা ৩।৵ ঘর [illegible] মূল্য ২

৪৩৬ খাং ৮

ডিঃ [illegible] কাছারী পোঃ [illegible]

দেঃ রামপদ পাড়ে দিং সাং মযুরহাট পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালি থানায় [illegible] ডিক্রীদার দিং অধীন ৮৩০ খতিয়ানে ৩৪৷৵৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

৪৩৪

——থাংজারী ৩১ দাবী ১৭৬৷৵৩

১৩৫৩।৩১

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] মণ্ডল দিং সাং [illegible]

চাপড়া [illegible] গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩০ [illegible] ২৫৯ জমা ৭৷৵ জমা ৩।৵ ঘর [illegible] মূল্য ২

৪৩৬ খাং ৮

ডিঃ [illegible] কাছারী পোঃ [illegible]

দেঃ রামপদ পাড়ে দিং সাং ময়ূরহাট পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালি থানায় [illegible] ডিক্রীদার দিং অধীন ৮৩০ খতিয়ানে ৩৪৷৵৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১২)

৪৩৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭৬৷৵৩

১৩৫৩।৩১

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] মণ্ডল দিং সাং [illegible]

চাপড়া থানায় [illegible] গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩০ [illegible] ২৫৯ জমা ৭৷৵ জমা ৩।৵ ঘর [illegible] মূল্য ২

৪৩৬ খাং ৮

ডিঃ [illegible] কাছারী পোঃ [illegible]

দেঃ রামপদ পাড়ে দিং সাং ময়ূরহাট পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালি থানায় [illegible] ডিক্রীদার দিং অধীন ৮৩০ খতিয়ানে ৩৪৷৵৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৩)

৪৩২

——থাংজারী ৩১ দাবী ২৫৩৷৵৯

১৩০৬

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ রামপদ পাড়ে দিং সাং ময়ূরহাট পোঃ বগুলা

হাঁসখালি থানায় মদনা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৪— ১০ খতিয়ানে ১৮·৬১ শতক ও পশ্চিম হরিণডাঙ্গা গ্রামে ২০০— ২০৬ খতিয়ানের ২·৯৭ শতক ও বগুলা গ্রামে ৫৪—৫৯ খতিয়ানের ১·৮৬ শতক মোট তিন মৌজায় ২০·৪৪ শতক জমী ৩৫৸৵৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৪)

৪২০ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৮৵৬

ডিঃ নিস্তারিণী দেবী সাং শালীগ্রাম

দেঃ গোপাল সেখ হালদার সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

নাকাশীপাড়ার থানায় শালীগ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯১৬ খতিয়ানে ১৩৷৵০ জমী ৬৩।৵ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(১৫)

৪০৯

——— খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৷৵০

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস সাং জয়পুর

দেঃ মনোহর মণ্ডল সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১১১ খতিয়ানে ১·৪৪ শতক জমী ইটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৬)

—খাংজারী ৩১ দাবী ১৭৬

ডিঃ দুর্গাবালা দাসী সাং মাধবপুর

দেঃ বদরুদ্দি মণ্ডল সাং কাঠগড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পুটিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫৮ খতিয়ানে ২১ শতক জমী মূল্য

২। চাপড়া থানায় ঐ মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ১১০ খতিয়ানে ২০ শতক জমী ইটবন্দী জোত মূল্য আঃ ২৲

৩। ঐ থানা কাঠগড়া মৌজায় [illegible] বিশ্বাস অধীন ৮১ খতিয়ানে ৮·৯২ শতক জমী ও পটিয়া মৌজায় ১৫৯ খতিয়ানের ২·২৬ শতক জমী ১০৮৵৩ জমা দেঃ ৷৹ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(১৯)

৪০৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১১৮৲

১০৩১

ডিঃ দুর্গাবালা দাসী সাং মাধবপুর

দেঃ কলম মণ্ডল দিং সাং কাটগড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পটিয়া গ্রামে গগনচন্দ্র বিশ্বাস দিং অধীন ৬০ খতিয়ানে ·৯৮ শতক জমী বিঘাপ্রতি ৸৵০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার-প্রার্থনীয় নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীযুক্ত তীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাব—১৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৩৮, ১লা জুন ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে মহরম উৎসব

নিখিল ভারত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন

কুষ্টিয়ায় গবর্ণমেণ্টের ঋণদান

নোয়াখালিতে মিঃ ফজলুল হকের বক্তৃতা

কলিকাতায় মহরম

মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী

কটকে অগ্নিকাণ্ড

ব্রহ্মে বিদ্রোহ, বিভিন্ন জেলায় ডাকাতি

রোমে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন

হুগলী বিদ্যামন্দিরে আর্থিক সাহায্য বন্ধ

বি এস্ সি শিক্ষক চা

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্ সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-গ্রহণেচ্ছুগণ স্ব স্ব অভিজ্ঞতার বিবরণসহ কর্ম্মের জন্য টাকা কেবলে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'— ঠিক নামে পত্র লিখিবেন। নিরক্ষর শিক্ষক বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে মহরম উৎসব

কৃষ্ণনগর ৩০।৫।৩১

গত ৩৪ দিন যাবত কৃষ্ণনগর রাস্তায় রাস্তায় মহরমের শোভাযাত্রা ও লাঠি খেলাদি বাদ্যগীতাদি সংযোগে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। গতকল্য রাত্রিতে এই উপলক্ষে একটী সুন্দর শোভা যাত্রা বাহির হইয়াছিল। এই শোভাযাত্রায় চার-মানিয়ম সংযোগে গানও হইয়াছিল।

কুষ্টিয়ায় গবর্ণমেণ্টের ঋণ প্রদান

গবর্ণমেণ্ট কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন ভেড়ামারা ও দৌলতপুর থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহের জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা নিবারণকল্পে তের হাজার টাকা ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নিখিল ভারত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন

গত বৃহস্পতিবার সিনেট হলে শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস রত্নাকরের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দী সম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস টেণ্ডন, রামদেও চতুর্ব্বেদী, অম্বিকা প্রসাদ সিংহ এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

প্রথমেই পণ্ডিত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে এক লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিবার জন্য দেশবাসীর

কলিকাতায় মহরম

মহরমের দিন কলিকাতায় কোন গোলযোগ হয় নাই। সমস্ত দিন শান্তিপূর্ণ ভাবে কাটিয়াছে। মহরমের মিছিল ও শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। ৩৫ হাজার লোক মিছিলে যোগদান করিয়াছিল। ৫ হাজার পুলিশ ও ৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক শান্তিরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী

কলিকাতা কর্পোরেশনে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার, শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্তা সুরমা মিত্র, শ্রীযুক্তা লীলা নাগ, শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় প্রভৃতি ৩৫ জন মহিলা বাঙ্গালার গবর্ণর, বাঙ্গালার মন্ত্রিসভা, কলিকাতা কর্পোরেশন, বাঙ্গালা ব্যবস্থা পরিষদ ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

কটকে অগ্নিকাণ্ড

কটকে গত ২৭শে মে বুধবার রাত্রি ১১টার সময় অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। ৩৫ খানা দোকান ও ৩ খানা বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা। ৩ জন দমকলের কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে।

ব্রহ্মে বিদ্রোহ, বিভিন্ন জেলায় ডাকাতি

ব্রহ্মের বিভিন্ন জেলায় ডাকাতি ও বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ৩ জন ডাকাত ধৃত হইয়াছে। ৪ জন বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে। ৩ জন ধৃত হইয়াছে। ৩ জন বিদ্রোহী নায়ক পলায়ন করিয়াছে।

রোমে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন

রোমে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন সম্বন্ধে ৩ জন ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। ৩ জন ব্যক্তি ফ্যাসিষ্ট বিরোধী আন্দোলন করিয়াছিল। ৩ জন ব্যক্তি ফ্যাসিষ্ট বিরোধী আন্দোলন করিয়াছিল।

হুগলী বিদ্যামন্দিরে আর্থিক সাহায্য বন্ধ

হুগলী বিদ্যামন্দিরে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৩ জন ব্যক্তি ফ্যাসিষ্ট বিরোধী আন্দোলন করিয়াছিল। ৩ জন ব্যক্তি ফ্যাসিষ্ট বিরোধী আন্দোলন করিয়াছিল।

---

৪ জন বিদ্রোহী নিহত

বিদ্রোহী নায়কের ঘাঁটি আক্রমণ

প্রকাশ, গত ২৬শে মে সন্ধ্যায় বিদ্রোহী নেতা সামটুকে আক্রমণ করিয়া খুব ফল লাভ হইয়াছে। সামরিক পুলিশ সামটুর ঘাঁটি আক্রমণ করে। ফলে ৩০৩ বিদ্রোহীরা পলায়ন করে। কিন্তু ৪ জন নিহত ও একজন আহত অবস্থায় তথায় পতিত থাকিতে দেখা যায়। ৮ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩ জন সামটুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল বলিয়া, তাহাদের 'দা' ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হইয়াছে। ঐ ঘাঁটিটী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। সরকারী পক্ষে কেহ হতাহত হয় নাই।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

সচ্চরিত্র ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে সৎশিক্ষার সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না—

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দে উৎসব বা সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই সুবর্ণ আচ্ছাদিত "শক্তি-সঞ্জিবনী বটীকা" পূর্বের নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মনিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সত্বর হউন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন। ১লা জুন হইতে ১২ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়।

১১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

স্বর্ণোজ্জ্বল পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটীকার বয় ও বাতব্যাধিতে, বস্তিস্নায়ুর টান, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, অম্বরোগ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ নিশ্চিন্ত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নবপুষ্প-সঞ্জীবনী সুরভি"

পুরাতন রোগে বারম্বার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী করে। মূল্য ৩ ভোলা ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মাণ্ডবিলাসিনী বটিকা"

যাবতীয় কঠিন সংক্রামক জ্বর ও বৃদ্ধি করিতে অব্যর্থ। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বৈদ্যরাজ আশুতোষজী, কেশবজী

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া নৈসর্গিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধ রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পত্রের সহ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকালীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১৮৭, বোবাজারতোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মুমূর্ষ্ প্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার দারিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার যেমন, স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য, মানসিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, ধাতুস্রাব, পার্শ্ব-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে রাধা, যাবক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহার আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেপুর, পাইে-রিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা নোট করিয়া রাখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর—১৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার—১৩৩৮

ভক্তচরিত্র

(২)

ইতঃপূর্ব্বে পাঠকগণ 'শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 'গৌড়ীয়-সম্পাদকে'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভ করিয়া থাকিবেন। এই মহাত্মার পাণ্ডিত্যপ্রতিভা—পরনিষ্ঠার প্রকৃত অধিকারের পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন—যাঁহারা তাঁহার গৌড়ীয় গৌরব ও গৌড়ীয়-সাহিত্য গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়াছেন অথবা আলবার্ট হলে স্বকর্ণে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু অঙ্গীকে জানিতে হইলে তাঁহার সমস্ত অঙ্গের পরিচয়ও আবশ্যক। তাই আজ তাঁহার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গটীর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকগণের নিকট প্রদান করিতে প্রয়াস পাইতেছি। অবশ্য অক্ষজ জ্ঞান সম্বল লইয়া অপ্রাকৃত বস্তুর বিচার নিরর্থক ও সর্ব্বথা হাস্যাস্পদ; তথাপি তিনি আমার চিত্তে উদিত হইয়া তদ্বিষয়ে যতটুকু অভিজ্ঞতা আমাকে দিয়াছেন, তাহাই পাঠকগণের নিকট পরিবেশনের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভু প্রাণীসকলের সর্ব্বপ্রধান রিপু রূপ, যৌবন, বিষয় প্রভৃতির প্রলোভনে দৃক্‌পাত না করিয়া "জহৌ যুবৈব মলবৎ" শ্লোকের আদর্শ প্রদর্শনার্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আকর্ষণে অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে পরবিদ্যাবিনোদ প্রভুর বিদ্যাবিনোদনের সহায়তাকল্পে তৎসহচররূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। তদবধি বিদ্যালঙ্কার প্রভু কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রযত্নে বৈষ্ণবজগতের ভাস্করস্বরূপ 'গৌড়ীয়' পত্রের সেবায় নিযুক্ত।

বিদ্যালঙ্কার প্রভু সুন্দরানন্দ প্রভুর দক্ষিণ হস্ত। গজানন যেরূপ বেদব্যাসের লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কেহ ব্যাসদেবের উক্তির অনুসরণে তাহা পত্রস্থ করিতে সমর্থ ছিলেন না, তদ্রূপ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ব্যতীত বিদ্যাবিনোদ প্রভুর সেবোন্মুখী জিহ্বায় স্বতই স্ফুরিত বেগবতী শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুসরণ করিতে কেহই সমর্থ নহেন।

বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ। যিনি তাঁহার দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন—তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণবিষয়ে পান করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই তাঁহাতে উপরিউক্ত বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

বিদ্যালঙ্কার প্রভু গুরুবর্গের নিকট বিনীত, সম্ভ্রমযুক্ত এবং সদা-সেবন-তৎপর; আবার কনিষ্ঠগণের প্রতি পরম স্নেহশীল। নিজে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে আত্মমঙ্গল বিষয়ে যাহা কিছু শ্রবণ করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন, তাহা কনিষ্ঠগণের নিকট অকপটে ও অকাতরে কীর্ত্তন করিয়া তাহাদের ভাবী মঙ্গল বিধানে সর্ব্বথা তৎপর ও প্রযত্নবান্।

বৈষ্ণবসেবাপ্রবৃত্তি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। স্বয়ং তৃণোরপি সহিষ্ণুতার পরম আদর্শ প্রদর্শন করিতে তিনি সর্ব্বদা অভ্যস্ত, ইহা যেন তাঁহার মজ্জাগত স্বভাব। কিন্তু কোন বৈষ্ণবের বিন্দুমাত্র অসুবিধার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি যেন প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিতে প্রস্তুত হন।

তাঁহার বালসুলভ স্বভাব এবং সদা সন্তুষ্টচিত্ত সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি অপর বিদ্বান্‌কে অগ্রাহ্য করিয়া—তাহার ফল্গুত্ব দর্শনে দূর হইতে তাহাকে দণ্ডবৎ করিয়া পরবিদ্যাদেবীকে সম্রাজ্ঞের অলঙ্কাররূপে বরণ করিয়াছেন এবং তাদৃশ প্রিয় সেবক বিদ্যাদেবীকেও অলঙ্কাররূপে বিরাজিত বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার এই আদর্শসেবকটিকে আশীর্ব্বাদস্বরূপে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধিবিভূষিত করিয়া দিয়া বৈষ্ণবজগতে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

মাদৃশ পতিত জীব তাঁহার শ্রীচরণে বহু অপরাধে অপরাধী বলিয়া তাঁহার অপার অনন্তগুণের এককণ স্পর্শ করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইল।

দার্জ্জিলিং ভ্রমণ

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এল)

যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রমণকারিগণের হিমালয় পর্ব্বতের ভ্রমণবৃত্তান্তসমূহ পুস্তকের মধ্যে পাঠ করিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিতে যাইবেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইবেন, সন্দেহ নাই। জড়াসক্ত ব্যবহারিক জগতের লোকসমূহ যেরূপ আত্মেন্দ্রিয়তোষণ-চেষ্টার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রাকৃত জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনায় পর্ব্বতে আরোহণ বা দার্জ্জিলিং ভ্রমণ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, মহাপুরুষগণের আচরণে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যায়। কারণ, সাধারণ মানবগণের চেষ্টা কেবলমাত্র নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি, কিন্তু সাধু মহান্তগণের চেষ্টা নিজেন্দ্রিয়-প্রীতির পরিবর্ত্তে অজ্ঞানান্ধ বদ্ধজীবের উদ্ধারের জন্য। মহাপুরুষগণের দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য শ্রীমদ্ভাগবত অতি স্বল্পাক্ষরে বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ।"—অর্থাৎ হে ভগবন্, দীনচেতা গৃহিলোকদিগের নিত্যমঙ্গল সাধনের জন্য মহদ্ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন, অন্য কারণে গমন করেন না।

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই মনোভীষ্ট প্রচারকারী শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ উপরিউক্ত উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে সম্প্রতি দার্জ্জিলিং সহরে উপনীত হইয়াছিলেন। আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনুমত্যনুসারে আমিও তথায় যাইবার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম।

জগতের অধিকাংশ লোকই বণিগ্‌বৃত্তি লইয়া কার্য্যে প্রণোদিত হয় এবং প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে লাভ লোকসান খতাইয়া থাকে। প্রাকৃত বিচারে যাহাতে প্রাকৃত লাভ আছে, তাহারই অনুষ্ঠান করে, আর যাহাতে প্রাকৃত লোকসান আছে, তাহা করে না। কিন্তু অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐরূপ প্রাকৃত লাভ লোকসানের জন্য ব্যস্ত না হইয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে পরমার্থসম্বন্ধে লাভলোকসানের জন্য ধাবিত হন। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের লক্ষ্য নিজ নিজ দেহমনের তৃপ্তি বিধান অর্থাৎ নশ্বর বা সাময়িক সুখের জন্যই তাঁহারা লালায়িত। পরমার্থ বলিয়া যে কিছু বস্তু থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের বিচারের বিষয় হয় না। অধিকন্তু পরমার্থের বিনাশ সত্ত্বেও যদি তাঁহাদের দেহ-মনের প্রীতিলাভ সম্ভব হয়, তাহাতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন না।

শেষোক্ত ব্যক্তিগণের বিচার কিন্তু অন্য প্রকার। তাঁহারা নশ্বর বা অনিত্য দেহ-মনের সুখের জন্য লালায়িত হন না। দার্জ্জিলিং শৈলে বসবাস করিয়া কি প্রকারে শারীরিক উন্নতি বা প্রকৃতির দৃশ্যাবলী দর্শনে চিত্তের প্রসাদ হইবে, তজ্জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হন না। মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান থাকে না, তাই তাহারা মায়াদেবীর বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া পরমার্থ হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়। শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহ যুগাচার্য্য যিনি, তিনি মায়ার বশীভূত নন। তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া জীবোদ্ধারকার্য্যে ব্যাপৃত। তিনি পতিতপাবন, করুণাময়। জীব মোহবশে তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলেও যুগাচার্য্য উদাসীন থাকেন না।

তিনি ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ এবং অনিত্য জড়-বিষয় রসে প্রমত্ত জীবকুলকে তাহাদের সুদুর্ল্লভ পরমার্থপ্রদ অথচ অনিত্য মনুষ্য-জন্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া যাহাতে তাহাদের চরম মঙ্গল লাভ হয়, তজ্জন্য দেশভ্রমণলীলার অভিনয় করিয়া এই অচৈতন্য বিশ্ব মানবের দ্বারে দ্বারে শ্রীচৈতন্য বাণী কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাহাদিগকে চেতনের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন। বদ্ধজীবকুল আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির বশবর্ত্তী হইয়া সুদূর হিমালয় পর্ব্বতে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেও পরদুঃখদুঃখী দুরিতদরদী আচার্য্যদেব কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। রোগী কুপথ্যের জন্য লালায়িত হইলেও, ভবরোগগ্রস্ত জীবকুলের উদ্ধারকামী সদ্বৈদ্য আচার্য্যদেব তাহাদের নিত্যমঙ্গলের জন্য সুপথ্যেরই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনে বাঙ্গালার আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছিলেন,—'সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে। কৃষ্ণপূজা বিষ্ণু ভক্তি কারো নাহি বাসে॥ ঈশ্বরদৃষ্টিপাতে সকললোক সুখে বসে। ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥ কৃষ্ণরামভক্তিশূন্য সকল সংসার।' বর্ত্তমান সময়েও শুধু দার্জ্জিলিং সহরে কেন, সারা পৃথিবীময় এই বাক্যের প্রত্যবায় দেখা যায় না। তাই এই জড়-ভোগৈকসর্ব্বস্ববাদের যুগে দার্জ্জিলিংএর সুপ্ত অধিবাসিগণ শ্রীল গুরুপাদের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া যেন এক নব-জীবন লাভ করিয়াছেন এবং সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় যে পরমার্থানুশীলন, তাহার সন্ধান লাভ করিয়া

নিজদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন। চৈতন্যবাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের অতীত জীবন কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি পশুধর্ম্মে ব্যয়িত করার জন্য অনুশোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহাদের ভক্তানুশীলা সুকৃতির উদয় হইয়াছে, তাঁহারাই শুধু নহে। প্রভুপাদের পদাশ্রিতকে আশ্রয় করিলে কল্যাণের বার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক ধন্য হইতেছেন।

সৌভাগ্যবান্ শুক্লাম্বর

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

ব্রজবিহারী শ্রীযশোদানন্দন যখন নবদ্বীপে শ্রীশচীপ্রাণধনরূপে উদিত হইয়া অনর্পিতচর কারুণ্যলীলা প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন তথায় বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ও পরম শান্তস্বভাব শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নামক এক সুকৃতি বিপ্রবর বাস করিতেন।

ব্যবহার-রসমত্ত তাৎকালিক নবদ্বীপবাসিগণ ভিক্ষোপজীবীর লীলাপ্রদর্শনকারী মহাভাগবত শুক্লাম্বরকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার বিমল প্রেমভক্তিতে তাঁহার নিকট চির

বিষয়মদান্ধ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ ভক্ত-ভগবানের এসমুদয় বেদগোপ্য তত্ত্ব জানে না বলিয়াই ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণবের মহিমা বুঝিতে পারে না। বিষয়িগণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানের অভিন্নকলেবর বৈষ্ণববিগ্রহকে দরিদ্র এবং তাহাদের দ্বারে অনুগ্রহপ্রার্থী বলিয়া মনে করে। তাই, দীনাতিদীন ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর তাহাদের অক্ষজ দৃষ্টিতে সামান্য একজন ভিক্ষুক মাত্র।

কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত শুক্লাম্বর ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে লইয়া নবদ্বীপবাসীর ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিতেন, ভিক্ষা করিয়া প্রতিদিন যাহা কিছু পাইতেন, তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ দিয়া ভগবদুচ্ছিষ্ট গ্রহণে জীবন ধারণ করিতেন। অহর্নিশ অখিলামৃতধাম শ্রীকৃষ্ণের স্মরণপ্রভাবে তাঁহার অন্তঃকরণে দারিদ্র্যজনিত কোনপ্রকার দুঃখানুভূতির অবকাশ ছিল না। ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণনামে বদন পরিপূর্ণ, নয়নে কৃষ্ণাবেশজনিত প্রেমানন্দধারা, এই প্রকার অদ্ভুত আনন্দোন্মত্ত মূর্ত্তিতে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ভিক্ষাচ্ছলে নবদ্বীপবাসীকে কৃপা করিতেন। পূর্ব্বকালে দরিদ্র সুদামা যে প্রকার ভক্তিধনের অধিকারী ছিলেন, শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্র দীন ভিক্ষু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীও তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ছিলেন।

একদা মহাপ্রভু অপূর্ব্ব ভাবাবেশে উপবিষ্ট আছেন এবং অদূরে কৃষ্ণপ্রেমচঞ্চল শুক্লাম্বর ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া নৃত্য করিতেছেন, প্রেমানন্দ বশতঃ কখনও তাঁহার বদন হাস্যজ্যোতিতে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাতিশয্যে লোচনযুগল ভারাক্রান্ত হইয়া পুলকাশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে। শুক্লাম্বরকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া কৃপাময় শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া সদয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন—শুক্লাম্বর,

যে কেবলমাত্র এ'জন্মেই দরিদ্র হইয়াছ, তাহা নহে, প্রতিজন্মেই তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় দীন সেবক। দ্বাপরযুগে যখন আমি অমিত ঐশ্বর্য্যশালী দ্বারকেশরূপে লীলা করিতেছিলাম, তখনও এই প্রকার ভিক্ষুর বেশেই তুমি আমার আরাধনা করিতেছিলে। আমাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া আমার শরণাগত, আত্মনিবেদিত তুমি সন্ধ্যযুগেই ভিখারীর ধর্ম্ম আচরণ করিতেছ। তুমি দরিদ্র সত্য, কিন্তু তোমার ভক্তিদত্ত সামান্য জিনিসেই আমার অত্যন্ত প্রীতি; আমি সর্ব্বদাই তোমার আর্ত্তিপ্রদত্ত দ্রব্যের অভিলাষী, আর কখনও যদি দ্রব্যের তুচ্ছতা নিবন্ধন তুমি আমাকে উহা দিতে না চাও, তথাপি তোমার নিষেধ সত্ত্বেও আমি তাহা বলপূর্ব্বক আহার করি। পূর্ব্বে যখন দ্বারকাপুরীতে আমি তোমার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলকণা কাড়িয়া খাইতেছিলাম, তখন লক্ষ্মীদেবী অনেক সাধ্যসাধনাও নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে আমাকে হস্তে ধরিয়া ক্ষান্ত করিয়াছিলেন।

ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু গদ্গদ ভাষায় এই কাহিনী বলিতে বলিতে সহসা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাঝুলির মধ্যে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল পরমাগ্রহের সহিত চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশভুবনপতি শ্রীগৌরহরি ক্ষুদকণাযুক্ত ভিক্ষার চাউল ভক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া পরম সুকৃতি শুক্লাম্বর অত্যন্ত অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রভো, এই তণ্ডুল বড় ক্ষুদকণায় পরিপূর্ণ, ইহা আপনার সেবার যোগ্য নহে, কৃপা করিয়া এক্ষণে আপনি নিবৃত্ত হউন। কিন্তু নিবারণেও কিছু ফল হইল না, পরমানন্দদত্ত স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় ভক্তপ্রাণধন কি ক্ষান্ত হইবার পাত্র? "অভক্তের অহঙ্কারদত্ত, সহস্রব্যঞ্জনশোভিত অমৃতোপম রাজনৈবেদ্যও আমি গ্রহণ করি না, কিন্তু হে ভক্ত শুক্লাম্বর, তোমার ক্ষুদকণিকাও আমি বড়ই সন্তোষের সহিত ভোজন করি"—এই বলিয়া সর্ব্বভক্তের জীবনধন বিশ্বম্ভর ঐ তণ্ডুল চিবাইতে লাগিলেন।

শুক্লাম্বরের প্রতি প্রভুর এই কারুণ্যপরাকাষ্ঠা দেখিয়া অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠী আনন্দপরিপূর্ণ চিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই স্থান পরম মঙ্গল কৃষ্ণক্রন্দন-কোলাহলে পূর্ণ হইয়া সর্ব্ব তীর্থেরও তীর্থরাজরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

মহাপ্রভুর এই পরম চমৎকার কারুণ্যলীলা দর্শনে শিশু, বৃদ্ধ, যুবা ইত্যাদি সকলেই বিহ্বল হইলেন। কেহ কেহ দৈন্যভরে দন্তে তৃণ ধরিয়া প্রভুর চরণপদ্মে নমস্কার করিতে লাগিলেন, কেহ বা কাকুতি সহকারে প্রভুর রাতুল চরণে এই কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন,—"হে দয়াময় প্রভো, এই দীন দাসকে কখনও চরণছাড়া করিবেন না।"

এদিকে মহা সৌভাগ্যশালী শুক্লাম্বর প্রেমানন্দে বাহ্য হারাইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন। মহা-মহা যোগীগণ যে ভগবৎপ্রসাদ লাভের কল্পনাও করিতে পারেন না, আজ ভিক্ষুক শুক্লাম্বরের ভাগ্যে তাহা লাভ হইয়াছে। ভক্তহৃদয়ে পরানন্দ সমুদ্রের প্লাবন আসিয়াছে, তাহার কি আর বাহ্যের প্রতি সজ্ঞান

পতিতপাবন মহাপ্রভু করুণাপূর্ণ বাণীতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ব্রহ্মচারিন্, আমি তো সর্ব্বদাই তোমার চিত্তে বিচরণ করিয়া থাকি, তোমার আহারেই আমার আহার-তৃপ্তি। সমাধি হয় এবং তুমি যখন ভিক্ষাঝুলি লইয়া পর্য্যটনে বহির্গত হও, তখন আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষায় [illegible] সময়ে লোকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যে পৃথিবী আসিয়াছি, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য গোলোকের সম্পদ প্রেমভক্তি বিতরণ করা। তোমার একনিষ্ঠ প্রেমসেবাতে তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিত, মহামুনিগণেরও অসভ্য প্রেমভক্তি প্রদান করিলাম। প্রেম ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই কেহ আমাকে আত্ম করিতে পারে না, একমাত্র শুদ্ধ প্রেমভক্তিই আমার প্রাণস্বরূপ, ইহা নিশ্চয় জানিও।"

শুক্লাম্বরবিপ্রের প্রতি প্রভুর এই বর শুনিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী বিপুল হর্ষে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। জয়-জয় রবে আকাশবাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। ইহা অপেক্ষা আশা ও আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত বৈকুণ্ঠের মালিক শ্রীহরি কিনা ভক্তবাৎসল্য বশতঃ ভক্তের সহিত গৃহে গৃহে যাইয়া ভিক্ষা করেন, তাঁহার তো কোনই অভাব নাই, স্বয়ং কমলাদেবী যাঁহার চরণসেবার জন্য যুক্তকরে দণ্ডায়মান, তাঁহার আবার অভাব কি? তাই ভক্তগণ দয়াল শ্রীহরির কৃপা স্মরণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা। দশজনের গৃহে ভিক্ষা করিয়া শুক্লাম্বর যে তণ্ডুল পান, বৈকুণ্ঠনায়ক গৌরচন্দ্র অতিশয় প্রীতি সহকারে তাহা কাড়িয়া খাইলেন, এই অত্যাশ্চর্য্য করুণালীলার মহাবদান্যতা চিন্তা করিয়া বৈষ্ণবগণ ক্রমবর্দ্ধমান প্রেমামৃতসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

শুক্লাম্বর মহাপ্রভুর মর্য্যাদা রক্ষার্থ নিজে তণ্ডুল দেন নাই, কিন্তু ভক্তি ও ভক্তের মহিমা বাড়াইবার জন্য মহাপ্রভু নিজে বল প্রকাশ করিয়াই শুক্লাম্বরের ভিক্ষার চাউল খাইলেন, শাস্ত্রে অর্চ্চনবিধিতে ভগবানের পূজার বহু বিধিনিষেধ দৃষ্ট হয়, অনেক শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার তাহাতে বর্ত্তমান। কিন্তু শুদ্ধভক্তের নিকট ভগবানের সকল প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ বিধিনিয়মসমূহের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইয়া থাকে। শুক্লাম্বরের তণ্ডুল ভক্ষণই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীহরির প্রেমসম্পদ ভক্তগণ শ্রীহরির প্রেমসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। ভিক্ষু শুক্লাম্বর ভগবানের যে প্রসাদ লাভ করিলেন, তাহার মাহাত্ম্য বিষয়-মদান্ধ ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা বিদ্যা, ধন, যশ ও পরিজনাদির মোহে অন্ধ হইয়া বৈষ্ণবঠাকুরগণের অলৌকিক প্রভাব অবলোকন করিতে অসমর্থ হয়। সেই জন্যই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেন—

"'দরিদ্র' মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবের হাসে।
তার পূজা বিঘ্ন কভু কৃষ্ণের না বাসে॥"

চৈতন্যভাগবতের অপর একস্থানে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য বর্ণনপ্রসঙ্গে ঠাকুর মহাশয় কহিয়াছেন,—

"ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
কিনা বলে কিনা করে ভক্তের কারণে॥
অসহ্য অনল প্রভু ভক্ত লাগি' খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥"

তড়িদ্বার্ত্তা

(নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত)

দার্জ্জিলিং, ২৭মে ১৯৩১

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ দার্জ্জিলিংএ স্থানীয় হরিসভার বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে নৃপেন্দ্রনারায়ণ পাবলিক হলে বহু বিদ্বন্মণ্ডলীমণ্ডিত সভায় গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং সকলের চিত্তাকর্ষক একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্বামিজী দেবতান্তরোপবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক বহু শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুই যে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তাহা প্রমাণ করেন

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বি[illegible] ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, [illegible] মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ ভিক্ষা [illegible] এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-বিষয় ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে, অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, [illegible] বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি প্রেমভক্তি [illegible] প্রণালী ও অষ্টকালীয় পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ [illegible] ২৲ টাকা, আর ধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

[illegible] কণ্ঠে ধারণযোগ্য [illegible] পঞ্চরাত্রাদি [illegible]-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী সানুবাদ উদ্ধৃত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য [illegible] প্রকা[illegible]। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব [illegible] অদ্বৈত [illegible]—শক্তি—[illegible]—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রদ্ধা—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি। পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি [illegible] কাগজে [illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] নাম লেখা। [illegible] টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গদ্যানুবাদ তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খণ্ড একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জীবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই রূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিত্যানন্দ গোস্বামি শাস্ত্র মহোদয়ের মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকমাধবের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কিমহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়া ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান

ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, জলাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী-শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ হেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীরাধা [illegible]

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]

বিভিন্নস্থানে মহরম উৎসব

কলিকাতায়

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে মহরম উৎসব উপলক্ষে অসংখ্য মিছিল কলিকাতার রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত মৌলালী দরগাতে সমবেত হয়। ঐ স্থানটী নানা চিত্র বিচিত্র আলোতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। বহুলোক এই শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য রাস্তার দুইধারে জড় হয়। এই উৎসব গত ২৯শে সকাল পর্য্যন্ত ছিল। বিপদজনক কোন ঘটনাই ঘটে নাই।

গত ২৯শে মে অপরাহ্ণ কলিকাতার নানাস্থান হইতে মিছিল বাহির হইয়া কারাবালাতে সমবেত হয়। সেই স্থানের এক পুষ্করিণীতে তাজিয়া বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। গতকল্য অপরাহ্ণে মেছুয়াবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সঙ্গম স্থলে দুইটী আখড়ার মধ্যে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পুলিশ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহা থামাইয়া দেয়। অন্য কোথাও কোন উপদ্রবের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

গত ২৯শে ও ৩০শে মে কলিকাতায় পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পুলিশ আখড়া গুলির প্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখিয়া ছিল।

নোয়াখালীতে মিঃ ফজলুল হকের

বক্তৃতা

নোয়াখালীর ২৮শে মের সংবাদে প্রকাশ, জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটির মানপত্রের উত্তরে মিঃ এ, কে, ফজলুল হক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন —

"বিগত গোলটেবিল বৈঠকের সময় কয়েকজন বৃটিশ প্রতিনিধি ১৬ জন মোস্লেম প্রতিনিধির নিকট আসিয়া প্রস্তাব করেন, "আপনারা ঘোষণা করুন যে পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা মঞ্জুর করা না হইলে আপনারা ঔপনিবেশিক অধিকার গ্রহণ করিবেন না।"

অতঃপর মিঃ হক বলেন, তাঁহারা অর্থাৎ মোস্লেম প্রতিনিধিগণ এই পরামর্শ লইতে অস্বীকার করেন। কেননা তাঁহারা চাহেন ভারতের স্বাধীনতা—এই স্বাধীনতা কোন সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত।

মিঃ হক তাঁহার দেশবাসীকে আশ্বাস দেন যে, যদি তিনি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যান তবে তাঁহার স্বদেশের স্বার্থের লক্ষেই কথা বলিবেন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মীদিগকে নিজেদের মধ্যে কিম্বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ করিতে নিষেধ করেন।

জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পরিষদের

খাজাঞ্চি ও টাইপিষ্টের কারাদণ্ড

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া টাকা আত্মসাৎ করা ও তজ্জন্য ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পরিষদের খাজাঞ্চি শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং টাইপিষ্ট মুরলীমোহন ধর শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, দাশগুপ্তের বিচারে ৪ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আসামীরা ছাত্রদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া মিথ্যা রসিদ দিয়াছে এবং টাকা পরিষদের খাতায় জমা দেয় নাই।

দুমকায় কংগ্রেসনেতৃবৃন্দ

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, অধ্যাপক আবদুল বারি, পণ্ডিত বিনোদানন্দজী এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায় প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গত ২৬শে বৈশাখ দুমকায় পৌঁছিয়াছেন। ষ্টেশনে সমবেত জনতা তাঁহাদিগকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। দ্বিপ্রহরে তাঁহারা গোন্ধীয় গান্ধী আরুইন চুক্তির সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিগত ১৯২১ সাল ও ১৯৩০ সালের আন্দোলনের মধ্যে তুলনা করিয়া বলেন, গত ১৯৩০ সালের আন্দোলন দেশে একটী নব যুগের সূচনা করিয়াছে। উক্ত আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে ধৈর্য্য, সংযম, সাহস ও নিষ্ঠা। অতঃপর তিনি সকলকে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদান করিতে অনুরোধ জানান। বক্তৃতার উপসংহারে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ গান্ধী-আরুইন চুক্তি, হিন্দু মুস্লিম ঐক্য, ভারতের সংখ্যা গরিষ্ঠ ও সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ও খাদি প্রচারের মর্ম্মকথা বিশেষভাবে বিবৃতি করেন। অতঃপর তিনি ইহাও বলেন যে, তাঁহার মতে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ।

বিদেশীর ব্যবসা বাণিজ্যকে সাহায্য করিলে যে দেশীয় শিল্পের কতকটা ক্ষতি হয়, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ উক্ত সভায় তাহাও স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া বলেন।

অধ্যাপক আবদুলবারি তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে জগতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করিয়া মুসলমানদিগকে তাহাদের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য হিন্দুদের সহিত যোগ দিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায় পণ্ডিত বিনোদানন্দ ও শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ পাণ্ডে সমবেত জনতাকে চরকায় সূতা কাটিতে ও খদ্দর ব্যবহার করিতে অনুরোধ জানাইয়া সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন

হুগলী বিদ্যামন্দিরে

আর্থিক সাহায্য বন্ধ

বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টারের সম্মতিক্রমে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল,এস, লাকিন ১৯৩১—৩২ সালের জন্য হুগলী বিদ্যামন্দির ও তৎসংলগ্ন লাইব্রেরী এবং নৈশ স্কুলের আর্থিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবার জন্য হুগলী—চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং আর্থিক সাহায্য দিবার পক্ষেই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত প্রস্তাব ক্ষেত্রে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্তের জন্য জনসাধারণ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছে।

ব্রহ্মদেশে কৃষি ঋণ

ব্রহ্মদেশে কৃষকগণকে ঋণ দিবার জন্য এবৎসর বাজেটে ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। এই প্রদেশের সকল জেলা হইতে কৃষকগণ আরও ঋণ চাওয়ায় বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এতদ্‌জন্য আরও ১০ লক্ষ টাকা দিতে স্থির করিয়াছেন। এই টাকার জন্য শতকরা বার্ষিক দশ টাকার পরিবর্ত্তে ৬॥০ টাকা করিয়া সুদ লওয়া হইবে।

ব্রহ্ম বিদ্রোহ

ইং সিন জেলায় বিদ্রোহীদের

আক্রমণ

বিভিন্ন জেলায় ডাকাতি

প্রকাশ, থায়াওয়াডী, হেনজাদা, টুঙ্গু ও ইনসিন জেলাসমূহে বহু ডাকাতি হইতেছে। টুঙ্গু জেলায় একটী চট্টগ্রামের পরিবারে হত্যাসহ ডাকাতি হইয়াছে—একটী রেল ষ্টেশনও আক্রান্ত হইয়াছিল এবং বনবিভাগের এক বিশ্রামগৃহ পোড়াইয়া দিয়াছে। ইনসিন জেলার থাওলেট অঞ্চলের এক গ্রাম্য মাতব্বরের বাড়ীতে ৩০ জন বিদ্রোহী আক্রমণ করিয়া ট্যাক্সের রসিদ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। মৌবিনে ৭টী ভারতীয় বাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; মান্দালয়ে ২০ জন উচ্চ পদস্থ লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী

সিমলার ২৮শে মের সংবাদে প্রকাশ নিখিল ভারত নারীসম্মেলনের পক্ষ হইতে ১৫ জন মহিলা বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আগামী রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স সফল করিবার উদ্দেশ্যে উহাতে নারীর প্রতিনিধিত্বের দাবী পেশ করেন। আবেদনে তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে মাত্র দুইজন নারী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনও নিখিল ভারত নারীসম্মেলনের প্রতিনিধি নহেন। তাঁহারা দাবী করেন যে, আগামী কনফারেন্সে তাঁহাদের পক্ষ হইতে অন্ততঃ তিন জন প্রতিনিধি লওয়া হউক; কারণ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান শুধু নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান নহে, উহা নিখিল এশিয় প্রতিষ্ঠান।

কটকে অগ্নির লেলিহান জিহ্বা

গত ২৮শে মে অপরাহ্ণকালে হে অগ্নিকাণ্ডে কটকের প্রায় ৩০ খানা বা ভস্মীভূত হইয়াছে; রামকৃষ্ণ কটেজ ও বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের নূতন বাড়ী এ বারে দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অ কারণ অজ্ঞাত।

রোমে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন

প্রকাশ, ক্যাথলিক সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্টগণ পোপের বিরুদ্ধে প্র আন্দোলন চালাইতেছে। উহার ফল ও ভর হওয়ার দরুণ পোপের আবাস অ ইটালীর সৈন্যগণ পাহারা দিতেছে. প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানে পুলিশ প্র বসান হইয়াছে, অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানে দরজা জানালা লাঠি ও ইটকের ঘা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। শত ছাত্র সেণ্ট জোয়াসিমের ক্যাথলিক স্কু হানা দিয়াছে এবং "পোপ নিপাত যাউক বলিয়া চীৎকার করিয়াছে। তাহা সেখানে অনেক গুণ্ডামি করিলে পর পুলিশ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। একজন ধর্ম্মযাজক পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলিতেছেন যে, পুলিশ একরকম গুণ্ডামি সমর্থনই করিতেছে।

যুক্ত রাষ্ট্রক্রপ কমিটীর অধিবেশন

গত ২৯শে মে রাত্রি এগারটার সিমলা হইতে এসোসিয়েটেড্ প্রে কলিকাতা অফিসে টেলিফোন যে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্র লণ্ডনে রাষ্ট্রক্রপ নিরূপণ কমিটীর অ বেশন এই সেপ্টেম্বরের মধ্যে হইবে উহার পরে নহে।

শ্রীমায়াপুর
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৩০৲
অর্দ্ধ কলম ১৫৲
সিকি কলম ৮৲
চুক্তির হার
অল্প।

সাহায্যের হার
বার্ষিক ...
ষাণ্মাসিক ৩
ত্রৈমাসিক ১৷৷৹
মাসিক ১৲
নমুনা
প্রতি সংখ্যা ১৫

নদিয়া-প্রকাশ

ভারতের সকল প্রদেশ—নদীয়ার সকল প্রকাশ মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ভূতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী [৭৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীগৌরাঙ্গ আষাঢ়পূর্ণিমা ১২ই বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ১লা জুন ১৯৩১

রাণাঘাটে ছাত্র গ্রেপ্তার

আমেরিকা হইতে গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ

খদ্দি পরিহিত পাদ্রী

ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সাইমন কমিশন

লবণ প্রস্তুতের সর্ত্ত

গান্ধীজীর মতে কংগ্রেসে বিরোধ গ্লানিজনক

বর্জ্জন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র

মুসলমান রমণীর আত্মহত্যার চেষ্টা।

মিশনারী প্রচারক অতিযুক্ত

ঊর্দ্ধদেশের বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য

নানা কথা

রাণাঘাটে ছাত্র গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জের

বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক মেডিক্যাল কলেজের জনৈক ছাত্র রাণাঘাট হইতে ট্রেণে বিনা টিকেটে ভ্রমণ করার সময় কুমার ষ্টেশনে নিকট টিকেট চাহে, নতেৎ টিকেটের দাম দিতে হইবে বলে। কিন্তু বীরেন্দ্র উহাতে অস্বীকৃত হইলে তাহার নিকট পুলিশ খানাতল্লাস করে। ফলে তন্মধ্যে চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানের মানচিত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং রাণাঘাটে তাহার বাড়ীও খানাতল্লাস করা হইয়াছে।

আমেরিকা হইতে গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ

মহাত্মা গান্ধী আমেরিকা হইতে দুইখানি তার পাইয়াছেন একখানি ওয়াসিংটন হইতে, অপর খানি ক্যালিফোর্ণিয়া হইতে। উভয় তারেই তাঁহাকে যুক্ত রাজ্যে বক্তৃতা দিয়া ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে ম্যারি লীচ নামক এক ব্যক্তি নিজেকে ভারতবাসীদের একজন আজীবন বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়া বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

মহাত্মা গান্ধী যদি আগামী গোল টেবিল বৈঠকের পূর্ব্বে যে কোন এক সময় যুক্ত রাজ্যে আগমন করেন এবং নিউ ইয়র্ক সহরে ৫টি দিনও অবস্থান করেন তবে ঐসময় মধ্যে প্রতিদিন যদি

বি এস্ সি শিক্ষক চাই

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস-সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-গ্রহণেচ্ছুগণ স্ব-স্ব অভিপ্রায় বিবরণ সহিত কত টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক "সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া"—ঠিকানায় এ লিখিবেন। নির্ব্বাচিত শিক্ষক বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

গান্ধীজীর মতে কংগ্রেস
বিরোধ গ্লানিজনক

মহাত্মা গান্ধী [illegible] কংগ্রেস কমিটির [illegible] আমি [illegible] উহা গ্লানিজনক। [illegible] কংগ্রেসের [illegible]—যে [illegible] অবশ্যই [illegible] আমাদের [illegible] উহা [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কৃষ্ণনগরস্থ হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত

শ্রীভাগবত প্রেস

সুলভে সুন্দর ছাপার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ

এখানে ব্যাঙ্ক, মোকর্দ্দমা এবং ইউনিয়নবোর্ডের যাবতীয় ফরম্ ও রসিদ বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

মফঃস্বল হইতে লিখিলে প্রত্যেক ইউনিয়নবোর্ডের নাম ছাপিয়া দেওয়া হয়।

বিবাহের উপহার, নিমন্ত্রণ-পত্র চেক, দাখিলা, আর্জ্জি প্রভৃতি অতি যত্নের সহিত অতি সত্বর ছাপিয়া দেওয়া হয়।

ইংরাজী বাঙ্গালা হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় পুস্তকাদি ছাপিবার সুব্যবস্থা আছে।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ নির্ভাবনায় নিম্নঠিকানায় ডাকযোগে অর্ডার পাঠাইতে পারেন।

ম্যানেজার শ্রীভাগবত প্রেস

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহিনীর পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

প্রেসেরিকৃত

মদন নজরী

[illegible] ও বাতুলিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] শুক্রপাত, বহুদর্শন, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, [illegible] প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসক বারি ঘৃত"

[illegible] রোগে [illegible] দ্বারা আরোগ্য [illegible] করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"রামপ্রবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

হইবেন

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ইগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

বঙ্গবর্ষ ৭৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

:০:-

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১৯শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—১৩৩৮

জিহ্বাবেগ

বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের গতিকে ইন্দ্রিয়-বেগ বলে। বিষয় পাঁচটী—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শ। বিষয়ের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ও পাঁচটি—চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্।

নিত্যকৃষ্ণদাস জীব নিজপ্রভুসেবা ভুলিয়া এই প্রপঞ্চে আসিয়া পড়ে। এই সংসার বাহ্যদৃষ্টিতে জীবের সুখভোগের আগার হইলেও ইহা বদ্ধজীবের জন্ম-কারাগার মাত্র। অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ মোচনজন্য যেমন কারাগারের সৃষ্টি, সেইরূপ এই সংসার—কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের শাস্তিগৃহ।

চিৎকণ জীব—চিৎসূর্য্য শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তির পরিণাম। সুতরাং সেই তটস্থধর্ম্মে জীবসত্তায় সেবাধর্ম্ম ও ভোগপ্রবৃত্তি অনাদি-কাল হইতে বর্ত্তমান। যেকালে সেবা-ধর্ম্মের হ্রাস, সেকালে ভোগপ্রবৃত্তির উদয়। এই ভোগপ্রবৃত্তির উদয়ে মায়ার প্রতি অভিনিবেশই জীবের বন্ধন। সূক্ষ্ম ও স্থূল-ভেদে বদ্ধাবস্থায় দুইটী আবরণ। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মব্যূহ ভেদ ও ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম এই স্থূলব্যূহ পঞ্চ ভেদ। সূক্ষ্মদেহটী বাসনাময়, আর বাসনার পরিতৃপ্তির সহায় স্থূলদেহ। বদ্ধজীব এই ভোগায়তন দেহদ্বয়ে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে জড়বিষয়ের ভোক্তা সাজিয়া-ছেন, ইহাই জীবের সংসার।

স্থূলদেহে দশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা—রস সংগ্রহের যন্ত্র। জিহ্বাদ্বারে আমরা খাদ্যদ্রব্যের কটু, তিক্ত, কষায়াম্লভেদে বহু-বিধ রসের আস্বাদন গ্রহণ করি। গৃহীত খাদ্যদ্রব্যে ইন্দ্রিয়তর্পণযোগে আমাদের দেহ রক্ষিত ও পুষ্ট হয়। যেকালে জিহ্বা খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা দেহরক্ষার কথা ভুলিয়া ইন্দ্রিয়ের সুখলালসায় কেবলমাত্র রসাস্বাদনে ব্যস্ত হয়, তখনই জিহ্বাবেগ। ইহা জিহ্বার অসংযত অবস্থা। জিহ্বার অসংযত অবস্থায় দেহে কত প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা ভোগিগণ জানিয়াও না জানিলে সংযত ব্যক্তিগণ বেশ বুঝিতে পারেন। সংযত জিহ্বায় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে যেরূপ দেহের পুষ্টি সাধিত হয়, অসংযত জিহ্বাদ্বারে দেহের তদ্বিপরীত অপুষ্টি বা রোগফলে মৃত্যুও সাধিত হইতে পারে।

ভজনপ্রয়াসীর ত' কথাই নাই, সাধারণ বিচারেও জিহ্বাবেগের দাস হওয়া উচিত নহে। জিহ্বাবেগে কেবলমাত্র যে জিহ্বা অসংযত হয় এরূপ নহে; ঐ সঙ্গে উদর ও উপস্থের বেগ বৃদ্ধি হয়। জিহ্বার বেগে জিহ্বা অসংযত, উদরের বেগে উদরাসব ও উপস্থবেগে ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা বৃদ্ধি। এ বিষয়ে জগতের জাজ্বল্যমান উদাহরণসমূহই যথেষ্ট, তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

জিহ্বাবেগ দুর্দ্দমনীয়। যতই রস-সংসর্গ পাইবে, ততই ইহা অতৃপ্ত হইয়া রস-সংগ্রহে ব্যস্ত হয়। জিহ্বা সপত্নীর ন্যায় গৃহপতির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। কামুকের দৃষ্টিতে বহু-পত্নীক সুখী হইলেও তাহার দুঃখের কথা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না। ভাঃ ৭ম ৯ অঃ ৪০ শ্লোক—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা।
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরম্ শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

জিহ্বাবেগের দাসের অবস্থা অতীব শোচনীয়। রসভোগে প্রমত্ত মৎস্য বড়িশ-সংলগ্ন আমিষলোভে ধাবিত হইয়া আমিষ-ভোজনরূপ সুখাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া যেরূপ লৌহকণ্টকে আবদ্ধ হয়, জিহ্বাবেগের দাসের সেইরূপ বস্তু লাভ না হইয়া মৃত্যু লাভ হয়। যথা,—

জিহ্বায়াতি প্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা॥
(ভাঃ ১১।৮।১৯)

অপ্রাকৃতানুভূতিরহিত প্রাকৃত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ভোগপ্রিয় জনগণের মীমাংসা সর্ব্বদা বিদ্যমান। এই বিচারে অনাহারে জিহ্বা-জয়ের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা কতদূর কার্য্যকারী, তাহা সূক্ষ্মদর্শী ও অধোক্ষজ-সেবাধর্ম্মবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জানেন। নিরাহারে অন্যান্য ইন্দ্রিয়বেগ প্রশমিত হইলেও রসভোগনিবৃত্তি চেষ্টার ব্যতিরেক ভাবে জিহ্বাবেগ বর্ত্তমান; অনাহারে দেহনাশের সম্ভাবনা। এবাবস্থা দেখিয়া একজন চিকিৎসকের কথা মনে পড়ে। কোন ধনীর অঙ্গে কয়েকটী ব্রণ হওয়ায় তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া একজন সুচিকিৎ-সকের শরণাগত হন। ভবিষ্যৎ-দর্শী ঐ চিকিৎসক রোগদর্শনের পর অনেক বিবেচনা করিয়া বলেন,—এই ব্রণগুলি বর্ত্তমানে ঔষধ প্রয়োগে নিরাময় হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ভবিষ্যতের ছবি মনে পড়িতেছে। কেননা ভবিষ্যতে পুনরায় ব্রণ হইতে পারে। অতএব আপনার গলদেশে অস্ত্রপ্রয়োগই এই ব্রণ হইতে চিরদিনের মত নিরাময়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

আবার অন্য বিচারে স্থির হইয়াছে যে, জিহ্বার প্রবৃত্তি অনুসারে উহাকে চলিতে দিলে অবশেষে ক্ষীণায়ুঃ হইয়া আপনা-আপনিই সংযত হইবে; কিন্তু ইহা ঠিক বৃদ্ধ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সংযমনের ন্যায়। কেননা বৃদ্ধ-ব্যক্তির ভোগেন্দ্রিয়ের অপটুতাক্রমে ভোগ-ক্রিয়ার হ্রাস মাত্র ঘটে। উহা 'বৃদ্ধ সেব্যা তপস্বিনী' ন্যায়ানুগত। ভোগের দ্বারা ভোগনিবৃত্তি ভোগবাদীর মত। ত্যাগের দ্বারা ভোগনিবৃত্তি ফল্গুত্যাগীর মত। বিষয়ের ভোগে বা ত্যাগে বিষয়গ্রহণ-প্রবৃত্তির ধ্বংস হয় না, জিহ্বা অসংযত রাখিলে কেবল জিহ্বাবেগ নহে, উদর ও উপস্থের বেগ বৃদ্ধি হয়, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

শাস্ত্র বলেন যে, যে পর্য্যন্ত রসনাজয় না করা যায়, সেকাল পর্য্যন্ত অন্য ইন্দ্রিয় জিত হইলেও জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না, কিন্তু রসনাজয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করা হয়—

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্। ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥ (ভাঃ ১১।৮।২১)

অতএব এই উভয় সঙ্কটে জীবের কোন্ পথ গ্রহণ শ্রেয়ঃ, অকজবাদিগণ তাহার বিচার করিয়াছেন কি? তাঁহারা ত' ধৃতি-গুণ লাভে ব্যস্ত। ধৃতি শব্দে কি অনুদ্বেগ মাত্র বুঝায়? না তাহা নহে, উদ্ধবের প্রশ্নে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ (ভা ১১।১৯।৩৬)

আবার এই দ্বন্দ্বাতীত বিচারে শাস্ত্র বলিতে-ছেন,—হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্য গতানিহ। স এব স্থৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবকঃকলে॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। ভৃত্যের কর্ত্তব্যই প্রভুসেবা। প্রভুসেবা ভুলিয়া ভোগবুদ্ধিতে দাসের প্রভু হওয়ার জন্যই এই দুরবস্থা। পুনরায় ভোগ ছাড়িয়া প্রভুসেবায় নিযুক্ত হইলে নিজ স্বভাবের উদয় হয়। ঐ দেখুন, মহাভাগবত অম্বরীষ কিভাবে রসনা জয় করিয়াছেন—

'রসনাং তদর্পিতে' (ভাগবত ৯।৪।১৯)

জাগতিক বস্তু সমূহ—ত্রিগুণময়। আহার্য্য দ্রব্যও ত্রিবিধ। তামসিক ও রাজসিক খাদ্য অপেক্ষা সাত্ত্বিক খাদ্য শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা গুণময়। আর শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্ন নির্গুণ। ইহা ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত 'মন্নিবেদিতন্তু নির্গুণম্॥' সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব অহঙ্কারমুক্ত। আর বদ্ধজীব প্রাকৃত অহঙ্কারে মত্ত। সেবা-পরায়ণ জীব মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া অনাহার ও অত্যাহারের দাস নহেন, পরন্তু তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়দ্বারে হৃষীকেশের সেবা-যুক্ত। ইহা একাধারে ইন্দ্রিয়জয় ও ভগবৎ-সেবার অপূর্ব্ব সম্মেলন। ভোগবাদী ও ফল্গুত্যাগীর ন্যায় ইন্দ্রিয়দাসত্বের বা কল্পিত ইন্দ্রিয়ধ্বংসের প্রকরণ মাত্র নহে। তাই ভক্তরাজ গাহিয়াছেন—

মহাপ্রসাদসেবা করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয়।

শাস্ত্র পুনরায় বলিয়াছেন, শ্রীভগবন্নি-বেদিত অন্ন মহাপ্রসাদ, আর উহা ভক্তভুক্ত হইলে মহামহাপ্রসাদ। সুতরাং মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ সেবনই জীবের জিহ্বাবেগ প্রশমনের ও জিহ্বাদ্বারে শ্রীভগবানের সেবার যোগ্যতা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ—তিন সাধনের বল॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু

(শ্রীনারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর
ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ।

(১)

নিতাইচরণে করি অশেষ প্রণতি।
নিত্যানন্দকৃপা মাগি করিয়া মিনতি॥
নিতাইএর করুণার নাহিক অবধি।
নিত্যানন্দকৃপা বিনা নাহিক নিস্তার॥
শ্রীগুরুতত্ত্বের স্বরূপ নিত্যানন্দ।
গৌরাঙ্গকৃপায় জানি নিতাই মহত্ত্ব॥
নিত্যানন্দকৃপায় ভাই হয় সর্ব্বসিদ্ধি।
অপ্রাকৃত নিত্যতত্ত্ব হয় উপলব্ধি॥
শ্রীগৌরসুন্দরপদ সেবি অনুক্ষণ।
লভি নিত্যানন্দালির শ্রীগুরুপাধন॥
গৌরাঙ্গকৃপায় নিত্যানন্দগুণ গাই।
নিতাই ভজিলে রাধাকৃষ্ণসেবা পাই॥

বদ্ধজীবে কৃপালু নিতাই গুণধাম।
নিতাই ভজিলে সবে লভে পরিত্রাণ ॥
অদ্ভুত নিতাইকৃপা অসম্ভব অতি।
যাহা না মানিলে হয় অশেষ দুর্গতি ॥
বদ্ধজীব কৃষ্ণকৃপা হইতে বঞ্চিত।
তথাপি সর্ব্বথা নিতাইর কৃপাপাত্র ॥
নিত্যানন্দকৃপা ভাই গূঢ় অতিশয়।
কভু ভাগ্যহীন তার মর্ম্ম নাহি লয় ॥
কৃষ্ণনামপ্রকাশের মূল নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণের প্রকাশ তিঁহো সর্ব্বজীববন্দ্য ॥
নিত্যানন্দ দেহ শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রাণ।
প্রাণের প্রকাশ মাত্র নিত্যানন্দকাম ॥
নিতাই হইতে গৌর ভেদ কভু নয়।
দেহদেহী অভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ নিতাই ॥
নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীনামের প্রকাশ।
নামের সেবক শ্রীআচার্য্য হরিদাস ॥
নাম অবতার-হেতু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।
এই দু'য়ে সাধেন সদা নিতাইর কার্য্য ॥
অতএব মূলতত্ত্ব নিত্যানন্দ রায়।
শ্রীচৈতন্যপ্রকাশ স্বরূপ সর্ব্বথায় ॥

দার্জ্জিলিং মেলে
সিম্‌লা যাত্রা

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি. এল)

হাওড়া ষ্টেশনে না গিয়া নৈহাটী দিয়া কিম্বা বালির নূতন পুলের উপর দিয়া শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে সিমলা যাওয়া কোন দিন সম্ভব হইলেও দার্জ্জিলিং মেলে চড়িয়া সিম্‌লা যাওয়া কোনদিন সম্ভব হইবে না। যাত্রীগণের এইরূপ ভ্রম যাহাতে না হয়, তজ্জন্য হিতৈষী রেলকর্ত্তৃপক্ষগণ প্রথম মুখেই ফটকে (প্রবেশদ্বারে) চেকারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের এমনিই দুর্ভাগ্য যে, আমরা তাহাদের কথা শুনিব না ও তদনুযায়ী কার্য্য করিব না।

আমরা প্রত্যেকেই 'আমি' বলিয়া একটা আমিত্বের অভিমান করিয়া থাকি। সেই আমি বস্তুটী কে? প্রথমমুখেই বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া আমরা এই পরিদৃশ্যমান্ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমনির্ম্মিত পঞ্চভূতাত্মক এই স্থূল দেহটীকেই 'আমি' বলিয়া ধারণা করি। জড়াতিরিক্ত কোন বিষয় চিন্তা করিবার যোগ্যতা আমাদের হয় না। এই স্থূলদেহে আত্মবোধ হওয়ার কারণ ইহাতেই আসক্ত হইয়া তাহার সেবাসৌষ্ঠবের জন্য আমরা ব্যস্ত হই। নানাপ্রকারে ইহাকে সাজাইয়া থাকি ভালভাবে খাওয়া দাওয়া, ভাল স্থানে বাস বা ইত্যাদিরূপে যাহাতে ইহার উন্নতি বোধ হয়, সেই সমস্ত কার্য্যের জন্য ধাবিত হই। এই অবস্থায় "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" এই মন্ত্রসাধনই আমাদের অনুশীলনীয় ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন আমরা এই স্থূলদেহেতেই আত্মানুভূতি আবদ্ধ রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, তখন চিদাভাসকেই 'আমি' বলিয়া মনে করি। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন সূক্ষ্মশরীরেই 'আমিত্ব' বিচার উপস্থিত হয় এবং নানাপ্রকার বাহ্য ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা ঐ সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি বিধানই আমাদের অনুশীলনীয় ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়।

ঐরূপ অবস্থায় ঐ 'আমিত্ব' বিস্তার করিবার চেষ্টা প্রবল হইলে হৃদয় বিশাল করা, পরোপকার-ব্রত পালন, জগদ্বাসীর স্থূল শরীরের উন্নতিবিধান, সেবাশুশ্রূষা ও রক্ষার জন্য ব্যায়ামাগার, দাতব্য-চিকিৎসালয় ও সেবাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন, সমাজ সংস্কার করা, দেশের স্বাধীনতা লাভ করা, দেশকে স্বাধীনতা মন্ত্রে জাগ্রত করা, সত্যকথা বলা, দরিদ্রনারায়ণের (?) সেবা, দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণকে সাহায্য করা, মহামারীতে ঔষধ বিতরণ, সামাজিক বিধিবিধান ও অশান্তি নিরাকরণ করা, নীতিপরায়ণ হওয়া, সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও তোষণের জন্য বিদ্যাভ্যাস, বিজ্ঞানালোচনা, কাব্য, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার বা দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা, জ্ঞান, যোগ, তপঃ প্রভৃতি দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের তুষ্টি পুষ্টি বিধান করা প্রভৃতি নানাপ্রকার চিন্তাস্রোত আমাদিগের হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া বসে এবং ঐ সমস্ত ক্রিয়াকলাপ তখন আমাদের বৃত্তি বা স্বভাব হইয়া পড়ায় উহাই আমাদের ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরে আত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানান্ধকার হইতে দিব্যালোকের রাজ্যে লইয়া গিয়া বাস্তব আত্মানুভূতি প্রদান করিবার জন্য শ্রুতি ও তদনুগ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রকারগণ দিগ্‌দর্শন করিয়া দিয়াছেন। তৎসাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের এই দুইটী শরীরই অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর। গীতা বলিতেছেন,—'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ' অর্থাৎ নিত্য ও শরীরী যে জীব, তাঁহার দেহসকল অন্তবিশিষ্ট। তবেই দেখা গেল, শরীরী যে জীব, তিনি নিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল। তাই এই গীতাশাস্ত্র স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকে 'আমি' না বলিয়া তদতিরিক্ত জীবাত্মাকে 'আমিত্বে' স্থাপন করিয়া বলিতেছেন, যথা—'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥" "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"

জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দুইটী তাঁহার উপাধি বা অনাত্মবস্তু। আত্মা অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশীল। মনের ধর্ম্মে পরস্পর প্রণয় ও বিবাদ-বিসম্বাদ বর্ত্তমান। স্বার্থসিদ্ধির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলে বিবাদ এবং উহার ব্যাঘাত না হইলেই প্রণয়। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের দেহ ও মন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য—প্রত্যেক অবস্থাতেই দেহের পরিবর্ত্তন হইতেছে। মনের অবস্থাও ঠিক ঐরূপ। প্রাতঃকালের মন, মধ্যাহ্নের মন, প্রদোষের মন, রাত্রিকালের মন, সুখদুঃখের অবস্থার মন, ক্রোধ ও ক্রোধশূন্য অবস্থার মন পরস্পর বিভিন্ন। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় 'আমি' বস্তুকে আবরণ করিয়া ইতর কিছু প্রদর্শন করি। যদ্ধেতু স্বরূপ উপলব্ধি হইতেছে না। স্থূল সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়াসমূহ যদি আত্মার বৃত্তি হইত, তাহা হইলে সমস্তই দেহের সঙ্গে সঙ্গেই গমন করিত, কিন্তু তাহা না হইয়া ঐ ঐ দেহসম্বন্ধীয় ধারণা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এখানেই পড়িয়া থাকে।

এই আত্মবস্তু চেতন এবং স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট। চেতন বস্তুই চেতনের আলোচনা করিতে পারে। মন কিন্তু চেতনের আলোচনা করে না, সর্ব্বদা জ্ঞেয় বস্তুর রাখে। মন কেবল চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু আত্মার ন্যায় কেবল চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর দর্শনে বা তদনুশীলনে অসমর্থ। আত্মা কখন অনাত্মার অনুশীলন করে না। শ্রীভগবান্ বিভুচেতন বস্তু এবং জীবাত্মা অণুচেতন বস্তু। বিভুবস্তুর স্বভাব অণুবস্তুকে আকর্ষণ করা এবং অণুবস্তুর বৃত্তি হইতেছে ঐ বিভু বস্তুতে আকৃষ্ট হওয়া অর্থাৎ বিভুচেতনের অনুশীলন বা সেবা করা। ইহা ব্যতীত জীবাত্মার স্বভাবে অন্য কোন ব্যাপার নাই। এই বৃত্তির অপব্যবহারফলে অর্থাৎ পরমাত্মানুশীলনের অভাবনিবন্ধন খণ্ড অনাত্মবস্তুতে আত্মার বৃত্তি ভিন্ন পথে চালিত হইয়াছে।

চেতনের বৃত্তি সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল। আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন বা সেবা হয়, তখন উহার সদ্ব্যবহার, আর যখন তাহা না হয়, তখন ঐ বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ক্রিয়াশীল আত্মবৃত্তি কখনও সুপ্ত বা লুপ্ত হয় না। বিপর্য্যস্ত অবস্থায়ও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে, তবে নিত্য বিভুচেতনের পরিবর্ত্তে অনিত্য অনাত্মবস্তুতে ধাবিত হয়, এই মাত্র। তাই বলিতেছিলাম যে, সিমলা যাইবার উদ্দেশ্যে হাওড়া ষ্টেসনে সিম্‌লার গাড়ীতে না চড়িয়া যদি শিয়ালদহ ষ্টেসনে দার্জ্জিলিংমেলে চড়িয়া বসি, তাহা হইলে সিম্‌লা যাত্রার ব্যপদেশে যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেও অর্থাৎ ষ্টেসনে যাওয়া, টিকিট কেনা, গাড়ীতে চড়া প্রভৃতি কার্য্যাদি সম্পন্ন করা হইলেও যেমন গন্তব্যস্থলে পৌঁছান হয় না, সেইরূপ সর্ব্বক্ষণ দেহীর যাবতীয় ক্রিয়া চলিতে থাকিলেও উহার বৃত্তিটী অনাত্মবস্তুতে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিসম্বন্ধীয় ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া বিপর্য্যস্ত হওয়ার ফলে উহার অসদ্ব্যবহার হইতে থাকায় এবং পরমাত্ম বস্তুর অনুশীলন না হওয়ায় আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম লাভ হইতে বঞ্চিত হইতেছি এবং সংসারকূপে হাবুডুবু খাইতেছি। রেলকর্ত্তৃপক্ষগণের নিযুক্ত চেকারের ন্যায় পরমকরুণাময় ভগবানের প্রেরিত তাঁহারই প্রকাশবিগ্রহ বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমনিরসনরূপ আদেশবাণী আমরা কিছুতেই শুনিব না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

প্রাপ্তপত্র

শ্রীযুক্ত নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ হাওড়া জেলার বাসুদেবপুর, মাদারিবাড়, ইছাপুর, বাগান্তাহাট, দাদপুর ইত্যাদি বহু স্থানে বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কলিকালে স্বধর্ম্মের প্রচার একমাত্র শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগত মঠসমূহ হইতেই প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্যবাণীর আনুগত্যে করিতেছেন। প্রচারফলে ধর্ম্মধ্বজী কলিচরগণের এবং ধর্ম্মব্যবসায়িগণের বড়ই অসুবিধা হইয়াছে। লোকপ্রবঞ্চকগণ এত দিন ধরিয়া যে বঞ্চনাকার্য্য অবাধে করিয়া আসিতেছিল, আজ সেই প্রতারণা সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়ায় সরলপ্রাণ ব্যক্তিগণ গত জীবনের জন্য অনুশোচনা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতেছেন। স্বামিজী মহারাজ অনেকগুলি ভদ্রমহোদয়ের নিকট সত্যধর্ম্মের কথা ও কপটিগণের ধর্ম্মধ্বজিতার কথা এত সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন,—এপর্য্যন্ত আমরা এত সরল সত্যের কথা আর কাহারও নিকট শুনি নাই।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীনিবাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বাসুদেবপুর, হাওড়া

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের, প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক মনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া কোশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও শ্লোক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। শ্লোক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, বর্ণ, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের কৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অনুপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে যদি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিষ্কার টাইপে ও স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১০ পুষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত ভূমিকা ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয় স্থান পাত্রাদি-, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের অংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সাইজে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি বলদেব চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী মতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'সারার্থ-মার্মিক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে চী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ধ্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাত। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ— ১৷৷০ র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা নিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্মুক্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাচার্য্যের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়—মহাজন-জীবনচরিত শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্তামণি অচিন্ত্যভাব বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র দেড় টাকা, ডাক

২। দ্বিতীয় খণ্ড—ভক্তি ও বিদ্যা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায় অপূর্ব্ব নিত্যবৃত্তি, শ্রীহরি স্বাধিষ্ঠান ও মায়াবাদ, শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ তত্ত্ব, বেদধর্ম্ম ও কলি-কীর্ত্তন, শ্রীনামাপরাধ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন, নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধ, শ্রীহরি

শ্রীমা ভক্ত ভক্তের দশা

ও বর্ণধর্ম্মাভাস—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মর্ম্মবিদারণপূর্ণ-

ভিক্ষা ক টাকা,

দেড় টাকা, ডাক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

এই বৈষ্ণবদার্শনিক শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিস্তৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদগ্ধরঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অন্বয়-মুখ বিশ্লেষণ, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, সাধারণসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ থাকায় অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৫০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। মূলাংশ গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা-প্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নিয়ম—প্রয়োজন-তত্ত্ব, ক কথা, বৈষ্ণবাচারের বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি প্রেমভক্তিক্রম নামভজন প্রণালী ও সংকীর্ত্তন পরিচর্য্যাদি প্রথম সাধকের উপযোগী করিয়া সরল ভা সমুদয় সিদ্ধান্তসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ ২৲ টাকা, আর না ১৫০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের অনুকূল কণ্ঠে গীত-যোগ্য ও শুদ্ধ পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসম্মত প্রমাণাবলী পদযোজিতক্রমে সানুবাদে গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব গৌর-নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—রাধা—কৃষ্ণ—ভক্তবৃন্দ—তাঁর অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—সাধন—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি সুন্দর আকারে সুললিত ভাষায় উৎকৃষ্ট বাঁধাই কাগজে ছাপা হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৩০ ফর্ম্মায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণিত 'নবদ্বীপ ভাব—নাম-রূপ যদি প্রেমধন সত্য হয়। নবদ্বীপ তবে—ধাম-ভূমি কেন নয়—ইত্যাদি নবদ্বীপমাহাত্ম্য-পরিক্রমা—তাঁর শ্রীমায়াপুরাদি ৯ ঠাকুরের ঐতিহাসিক ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি একত্র ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীল গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, ও তাঁহারই শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রাপ্তাংশ শীঘ্রই প্রকাশ্য। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বিরচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টীপ্পন্যাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। মূল মাত্র ভিক্ষা ।৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত, নবদ্বীপশতকের শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্রশোভিত অপৌরুষিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খণ্ড একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুলভ বাঁধাই রাজসংস্করণ টাকা মাত্র।

খাদি পরিহিত পাদরী গান্ধীজীর সহিত অবস্থান

[illegible] গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিবার জন্য ২৯শে মে [illegible] বারদৌলী [illegible]।

খৃষ্ট সেবা সঙ্ঘের পাদরী খদ্দর পরিহিত রেভারেণ্ড ফাদার এলউইন এখানে আসিয়াছেন। তিনি সপ্তাহকাল মহাত্মা গান্ধীর সহিত অবস্থান করিবেন।

গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রায় একশত সদস্য উক্ত কমিটির স্থগিত বার্ষিক সভা সম্পর্কে এখানে পৌঁছিয়াছেন।

ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সাইমন সাহেব

ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকের যুক্তরাষ্ট্রীয় কমিটির সভা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রশংসা সূচক আলোচনা করিয়া স্যার জন সাইমন গত ২৯শে মে সন্ধ্যায় লণ্ডনে বোম্বাই প্রবাসীদের এক ভোজ সভায় বক্তৃতা দান করেন।

স্যার জন বলেন চারিদিকের অবস্থা কেহ বুঝিয়া দেখিয়া মনে করে সঞ্চার হয়। এখনও [illegible] কঠিন এবং অপ্রিয় কাজ করা রহিয়াছে। অনেক বিতর্কমূলক [illegible] রহিয়াছে যাহার আলোচনায় [illegible] হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। [illegible] য় সম্বন্ধে আমাদের অভিমত [illegible] ব্যক্ত করিতে আমরা বাধ্য; [illegible] ভারতীয় প্রজাবৃন্দের প্রকৃত [illegible] লাভ করিবার হইবে একমাত্র [illegible]

নম্যাচার্য্য শ্রীল
শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নাম
সার্বভৌম বিচার প্রবণ
[illegible] প্রবল পর্য্যায়ে স
শুদ্ধ ভক্তিবিনোদ
শ্রীমদ্ভক্তি।

[illegible] বৃটেন ভারতবর্ষকে যে প্রতিশ্রুতি [illegible] কিম্বা আশা দিয়া কর্ত্তব্যে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের উদ্দেশ্য হইল এই কথা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়া যে, আমরা বিশ্বাস করি—শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে এবং পুনরায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে ভারতবাসীদিগকে সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই।

সাহস, সরলতা, সহিষ্ণুতা, প্রকৃত বন্ধুভাব অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা কাজ করিয়া আমরা এখনও ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারি। আজ ভারতের উহাই একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

পুনরায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কমিটির অধিবেশন

ভারতে যদি হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান না হয়, তবে গোলটেবিল বৈঠকের সম সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কমিটির সভা পুনরায় আরম্ভ হইতে পারে।

লবণ প্রস্তুতের সর্ত্ত

দিল্লীর চুক্তির লবণ সম্পর্কিত সর্ত্ত কার্য্যে পালন করা

ভারত সরকার যে ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী "ইয়ং ইণ্ডিয়া"য় লিখিয়াছেন :—

"আমি আশা করি, কর্ম্মীরা এই ইস্তাহারের সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবেন [illegible] গ্রামবাসীদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। তাহারা যেন সীমা অতিক্রম না করে।"

বর্জ্জন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

গত ২৯শে মে [illegible] শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু [illegible] করিতে হইবে, [illegible]

[illegible] স্থাপন হইতে পারে [illegible] হইবে।

গত [illegible] আন্দোলনে [illegible] প্রবেশ [illegible] কর্মীদিগকে [illegible] করেন

অতঃপর [illegible] করিয়া বলেন

[illegible] প্রত্যেকেই করেন।

উপসংহারে তিনি বলেন, গোলটেবিল [illegible] প্রভৃতি অসম্পূর্ণ হইলে [illegible] অসহযোগ এবং বর্জ্জন অধিকতর কার্য্যকরী, সুতরাং যদি সংগ্রাম পুনঃ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে জনসাধারণ যেন সরকারের [illegible] ছিন্ন করিয়া বর্জ্জন নীতি অবলম্বন করেন।

৪॥ দিনে করাচি হইতে লণ্ডন

[illegible] একখানি পুরাতন ছোট উড়োজাহাজে আকাশ পথে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি করাচী হইতে রওনা হইয়া সাড়ে চার দিনে সমস্ত পথ অতিক্রমপূর্ব্বক গত ২৮শে সন্ধ্যায় লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। ছুটীর সময়টা তিনি বিলাতেই কাটাইবেন।

ধানবাদ খনি বিদ্যালয়

প্রকাশ, মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারিংএর এসোসিয়েট ডিপ্লোমা সম্পর্কে গ্রেট বৃটেনের খনি সমূহের সেক্রেটারী ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনসের অনুমোদন করিয়াছেন। এই অনুসারে ধানবাদের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কোন ছাত্রের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট পাইবার জন্য "কোলমাইনস এক্ট" অনুসারে প্রয়োজনীয় [illegible] বৎসরের [illegible] অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার দরকার হইবে না।

উদ্ভিদেশের বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ

[illegible]

উপাধি প্রাপ্তি

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] "[illegible]" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

মিশনারী প্রচারক অভিযুক্ত

বহরমপুরের ২৮শে মের সংবাদে প্রকাশ; মিউনিসিপ্যালিটির আদেশের বিরুদ্ধে কোনও [illegible] পথের মাটী খোঁড়ার জন্য মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর ডাঃ [illegible]কে অভিযুক্ত করিয়াছেন।

মিসেস এডউইন মণ্টেগু

মিসেস এডউইন মণ্টেগু একখানি নূতন উড়োজাহাজে [illegible] গমন করিয়াছেন। তিনি সমারকন্দ এবং ওরেনবার্গ হইয়া মস্কো যাত্রা করিবেন।

জার্ম্মেনীতে পথভ্রান্ত ফরাসী সামরিক উড়োজাহাজ

ফ্রান্সের সমর বিভাগের একখানি উড়োজাহাজ গত এক পক্ষের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার জার্ম্মাণীর সীমার মধ্যে ট্রিয়ের নামক স্থানে অবতরণ করিয়াছে। অবতরণ করা মাত্রই পুলিশ আসিয়া জাহাজখানি আটক করে। আরোহীগণ বলে যে, তাহারা পথ ভুলিয়া আসিয়াছে।

মুসলমান রমণীর আত্মহত্যার চেষ্টা

[illegible] মহকুমাস্থিত কাসিম পুরের মজিরণ বিবি কয়েকদিন ধরিয়া নিজের রুগ্ন স্বামী এবং শিশু সন্তানগুলির জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করে। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া [illegible] হাসপাতালে রাখিয়াছে। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন ও জেলা যুব সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, প্রভৃতি নিমন্ত্রিতগণ [illegible] ও মহারাজ কান্দীর নিকট পৌঁছিলে [illegible] জনতা তাঁহাদিগকে বিপুলভাবে "বন্দেমাতরম" ধ্বনির মধ্যে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী কান্দী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুত বিজয়েন্দু নারায়ণ রায় কর্ত্তৃক মাল্য ভূষিত হন। সহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণও বহুদূর গ্রাম হইতে আগত নরনারী তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুত সেনকে "গার্ড অব অনার" প্রদান করা হয়। বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক বাদ্য বাজাইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বের দোকান ঘর সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। এক মাইল লম্বা মিছিল অবশেষে স্কুলে আসিয়া পৌঁছে একস্থানে সম্মেলনের অধিবেশন হইবে ব্যবস্থা হইয়াছে। ৩০শে মে প্রাতে শ্রীযুক্ত বিমলপ্রতিভা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি সকলকে এই পতাকার মর্য্যাদা বজায় রাখিতে অনুরোধ করেন।

"প্রকাশ"
টেলি—

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৫৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১৫

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৮, ৩রা জুন ১৯৩১

নানা কথা

রাণাঘাটে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

ডাঃ প্রফুল্লকুমার বসু মহাশয়ের পুত্র বিখ্যাত কুস্তীগীর পাঁচকড়ি বসু প্রকাশ্য রাজপথে ছোরার আঘাতে সম্প্রতি আহত হইয়াছেন। অত্যন্ত বলশালী বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল, তিনি আহত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক ঔষধালয়ে ছুটিয়া চলিয়া যান, তথা হইতে তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাঁহাকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। প্রকাশ যে তাঁহার সুচিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ফলে ৬ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরদিন সমারোহে তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গায় দেওয়া হইয়াছিল। এই সম্পর্কে ডাঃ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র সুকুমার ঘোষ ধৃত হইয়াছে। সুকুমার এ বৎসর আই এসসি পরীক্ষা দিয়াছে এবং ছাত্র হিসাবে তাহার খুবই সুনাম আছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের রহস্য এখনও জানা যায় নাই।"

লণ্ডনে মিঃ প্যাটেলের বক্তৃতা

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ ভি, জে, প্যাটেল লণ্ডনের এক সভায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় নীতির তীব্র নিন্দাবাদ করেন। তিনি বলেন যে, 'সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে এরূপ বিষম পীড়ন নীতি আর কখনও অবলম্বিত হয় নাই।'

তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড প্রধানমন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত নীতি প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, তাহা সমস্তই কি বিসর্জ্জন দিয়াছেন? তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, ভারতবর্ষ ও বৃটেন সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এক্ষণে একমাত্র প্রশ্ন উঠিতেছে, তাঁহারা বন্ধুভাবে কিম্বা শত্রুভাবে কার্য্য করিবেন?

লণ্ডনে প্যাটেলের বক্তৃতা

বাঙ্গালোর অনাথ আশ্রমের দুর্ঘটনার জের

গোলটেবিলে গান্ধীজী

সর্ত্ত পালন করিবার জন্য জহরলালের অনুরোধ

চিল্‌কা হ্রদে নৌকাডুবি

স্বর্ণ খনিতে ৫২ জন শ্রমিকের মৃত্যু

দিল্লীতে বোমা আবিষ্কার

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

গান্ধীআরউইন সর্ত্ত পালন

রাণাঘাটে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

বি এস্-সি শিক্ষক চাই

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্-সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-গ্রহণেচ্ছুগণ স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার বিবরণসহ সর্ব্বনিম্ন কত টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। নির্ব্বাচিত ব্যক্তি বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

আগামী গোলটেবিলে গান্ধীজী

কংগ্রেস মহলে প্রকাশ যে, মহাত্মা গান্ধী লর্ড উইলিংডনের নিকট লিখিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান না হইলে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন। সেখানে তিনি বৈঠকের কার্য্যে যোগদান করিবেন না কেবল বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তিনি তথায় বিবৃতি করিবেন।

স্বর্ণখনিতে ৫২ জন শ্রমিকের মৃত্যু

নন্দীদুর্গ স্বর্ণ খনির অভ্যন্তরে আগুন লাগার ফলে ৫২ জন শ্রমিক মারা গিয়াছে এবং ৫৮ জন আহত হইয়াছে। আহত দিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। খনির মধ্যে আর লোক নাই, হতাহত সকলকেই খনি হইতে বাহির করা হইয়াছে।

খনির মধ্যে দিবা রাত্র জল দেওয়া হইতেছে। খনির ভিতর হইতে বিষাক্ত বায়ু বাহির হইতেছে, তাহা গ্রহণ করিয়া যাহাতে কেহ বিপন্ন না হয় তজ্জন্য একজন চিকিৎসক মোতায়েন আছেন। এখনও আগুন জ্বলিতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

উষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, অম্বাগ, প্রদরাদি প্রভৃতি কষ্টসাধ্য রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম : **আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা**।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

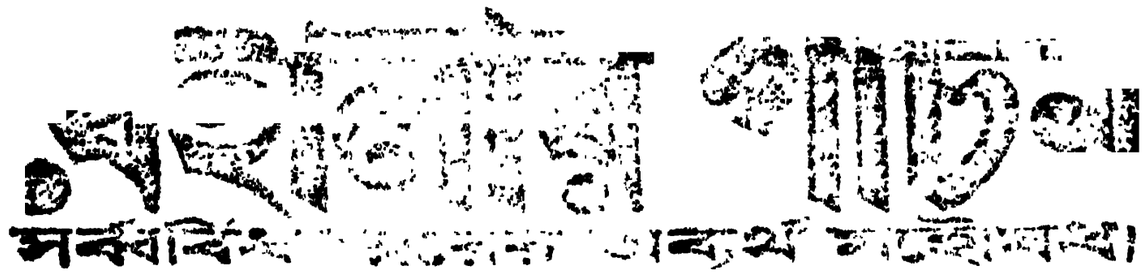

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ রাখে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷০ আনা, বোতল ১৷৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

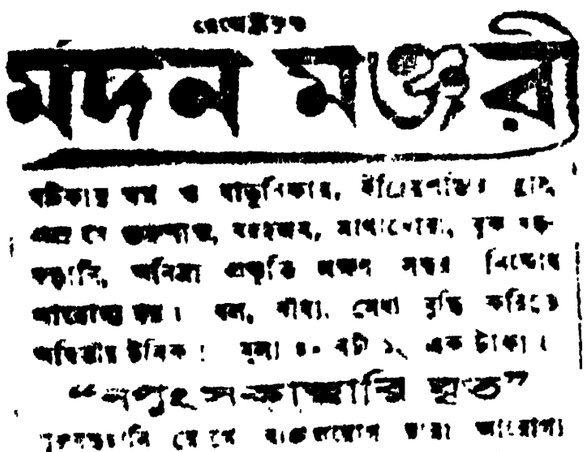

বটীকায় ধাতু ও ধাতুবিকার, ইরিবেনজি, ব্লাড, প্রমেহ, ডায়াবেটিস, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি যাবতীয় সত্বর বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৷৷০ বটী ১৲ এক টাকা।

"বৃহৎ সংকাঞ্চনাদি ঘৃত"

ধ্বজভঙ্গাদি রোগে বাজীকরণ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকেন। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"বৃহৎ কাঞ্চনাভিলাষিণী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সন্তোষজনক দ্বারা ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বিস্তারিত মাসুল সহ পত্র লিখিলে পাইবেন, কেশপঞ্জী

[illegible] কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া নৈষ্ঠাতিক পদ্ধতিতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় পত্র (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিশোরীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রাসগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ, ১৷৷৭, বোগরাটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় শয্যাগত মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কিশোরীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৩নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৷৷১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া অকালে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের অধো যাবা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

জগৎপুর, পাইকপাড়া পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

---

৮৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে—বুকপোষ্টি শ্রীমাধবী ভক্তিকুসুম দে, এম, এস, কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মা-পুর—২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার—১৩৩৮

বৈকুণ্ঠ

যেস্থান হইতে কুণ্ঠাধর্ম্ম বা মায়া বিগত হইয়াছে, তাহাকে 'বৈকুণ্ঠ' বলে। শ্রীভগবানেরও একটী নাম 'বৈকুণ্ঠ', কারণ, তাঁহাতে কুণ্ঠাধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। তিনি অপ্রাকৃত চিন্ময়, পরম সত্যবস্তু। তিনিই অদ্বয়জ্ঞান। শ্রুতি বলেন,—তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। অচিন্ত্যভাবকে তর্কের দ্বারা সীমাবদ্ধ জ্ঞানদ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না। মানব-অভিজ্ঞানে বা চিন্তায় যাহা অসম্ভব, তাহাও অচিন্ত্যশক্তিতে সম্ভব।

সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সেই ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সচ্চিদাই স্বরূপ, তদ্ধাম-বৈভব, জীব ও প্রধান—এই চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্য, তাহার তেজোমণ্ডল, তাহার বহিঃপ্রকটিত রশ্মিকণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদানন্দবিগ্রহই—তাঁহার স্বরূপ; চিন্ময়ধাম, বস্ত্র, সভা ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই তদ্ধামবৈভব; নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দ অনন্ত জীবগণই জীব। মায়া ও তদ্বহির্ভূত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই 'প্রধান'-শব্দবাচ্য।

ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে এই চতুর্বিধভাবে অবস্থান করিয়াও অদ্বয়বস্তু। ভগবানের সেই অচিন্ত্য শক্তির নামই পরা শক্তি, এবং ইহাও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে বিবিধা। সেই পরাশক্তি বিচিত্রবিলাসময়ী ও বিচিত্র আনন্দসম্বন্ধিনী।

সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটী প্রভাবের পরিচয় মাত্র আছে। সেই প্রভাবত্রয়ের নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি।

উক্ত তিনশক্তির প্রভাবদ্বারা চিজ্জগৎ, জীবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তির যে সন্ধিনী বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদ্বস্তু, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চিদ্বৈভবের উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণধাম সমুদয়ই সন্ধিনীর কার্য্য। যথা—

চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গ নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥

মায়াশক্তিতে যে সন্ধিনী বৃত্তি আছে, তাহার কার্য্য—চতুর্দ্দশ লোকময় সমস্ত জড়বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ শরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি লোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥

সুতরাং নিম্নস্তর বা রজস্তমোগুণ বা মায়ার প্রভাব এই ব্রহ্মাণ্ড বা চতুর্দ্দশভুবন মধ্যেই ক্রিয়মান, কিন্তু "প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম"—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রকৃতির উপর 'পরব্যোম' নামক যে স্বরূপশক্তিপ্রকটিত চিদ্ধাম আছে, সেখানে মায়ার প্রভাব কিঞ্চিন্মাত্রও থাকিতে পারে না। উহা সুকৃতিমান্ আত্মদিগণের বাঞ্ছিত ধাম। সেই স্থানে যখন মায়ার কোনই প্রভাব নাই, তখন কি প্রকারে জন্ম, বিনাশ, বিকার, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিপরিণাম এই ষড়্বিকারহেতু কালের বিক্রম লক্ষিত হইবে? সেখানে কিরূপেই বা প্রাকৃতগুণাদির অবস্থান সম্ভবে? সেই স্থান—অশোক, অভয়, অমৃত, নিত্য নবনবায়মান চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত; সেই স্থানে স্বরাট্ পুরুষ অপ্রাকৃতস্বরূপ অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্ তদীয় তদ্রূপবৈভব নিত্যপরিকর পার্ষদ ও ধামাদিসহ নিত্য রমমাণ।

ট্রেণে একরাত্রি

(জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী-প্রেরিত

শরদের রজতশুভ্রকৌমুদী-প্লাবনে প্রকৃতিসুন্দরী হাস্যময়ী; জ্যোৎস্নার তরল আচ্ছাদনে মণ্ডিত হইয়া চরাচর যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত জগৎ যেন আজ আনন্দে আত্মহারা।

নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অতি দ্রুতবেগে ঢাকাগামী এক্সপ্রেসখানি আপন গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়াছে। ট্রেণে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। লোকাধিক্য বশতঃ প্রকোষ্ঠগুলিতে যাত্রীবর্গের রাত্রিযাপনের জন্য শয়নস্থানের বিশেষ অভাব, কোন প্রকারে একটু উপবেশনের স্থান সংগ্রহের জন্য সকলেই ব্যস্ত এবং কেহ কেহ এই-নিমিত্ত আবার উপবিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তুমুল কলহের সূত্রপাত করিয়া তুলিতেছেন; ট্রেণের অধিকাংশ যাত্রীই এই অল্পসময়ের জন্য উপবেশন-স্থান নির্ণয়ে বেশ একটু কোলাহল করিতেছেন।

আমি শকটের যে প্রকোষ্ঠে বসিয়াছিলাম, ঠিক তাহার পরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে একব্যক্তি উচ্চ কণ্ঠে অনেক কথা কহিতেছিল, অনেক গোলমালে তাহার কথাগুলি ঠিকমত কাণে প্রবেশ করে নাই। তাহার তীব্রতাপূর্ণ অপ্রমেয় বাকাবলীর যে দু' একটী কাণে প্রবেশ করিতেছিল, তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, লোকটী আধুনিক ভাষায় কোনও "মিশনবিশেষের" সেবক-পরিচয়ধারী এবং অযথা রাগে পড়িয়া কোন সজ্জনের সহিত বিবাদ করিতে গিয়াছিল।

অনেক কথাই বুঝি নাই, তবে বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণের চেষ্টা করাতে এটুকু বুঝিতে পারিলাম যে, কলহকারী ঐ লোকটী সমগ্র জগতের পরম হিতকারী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রবল বিরুদ্ধবাদী; তাহার বাক্যের প্রতিছত্র শ্রীমঠকে আক্রমণ করিতেছিল।

দাম্ভিক লোকটি শ্রীমঠসেবক কোনও ব্রহ্মচারীকে নানা কটূক্তি করিয়া অবশেষে বলিতে লাগিল,—"বড়ই আক্ষেপের বিষয় আপনারা গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ বেষের কি মূল্য, তাহা জানেন না। ইহার সম্মান রক্ষা করিতে হইলে কতদূর নৈষ্ঠিক জীবন যাপন করিতে হয়, জগতের কত উপকার করিতে হয়, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান নাই বলিয়াই এই অরুণ বসন পরিধানে সাহসী হইয়াছেন। বিবেকানন্দ স্বামী কহিয়াছেন,—ইহা 'লায়ন ড্রেস'। সিংহ তুল্য বিক্রমশালী অর্থাৎ পশুরাজ সিংহের তুল্য তেজীয়ান না হইলে কেহ এই বেষ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারেন না।

আরও আশ্চর্য্য এই যে, গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠান আজ কোথায় জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন, না তাহার পরিবর্ত্তে শুধু হরিনাম ও হরিকথা-প্রচারকেই সার করিয়াছেন। যাহারা আপনার মত পারমার্থিক সুখ না চাহিয়া দেহসুখ চাহে, ভাগতিক দুঃখদৈন্য হইতে ত্রাণ পাইয়া একটুকু শান্তিতে জীবন কাটাইতে চায়, আপনারা তাহাদিগকে তাহাদের প্রার্থিত শান্তি দিবেন না কেন? লোকের সেবাতে কি ভগবানের তুষ্টিবিধান হয় না? তাঁহারই তো সন্তানগণ দুঃখপীড়িত হইয়া কাঁদিতেছে, তাহাদের বেদনার অশ্রু মুছাইয়া দিলে তাঁহারই সেবা করা হয়। ধরুন, রোগী চায় পীড়ার একটু ঔষধ, স্নেহনিপুণ হাতের একটু যত্ন, নিরন্ন ক্ষুধার্ত্ত চায় একটু খাদ্য ও পানীয়, দরিদ্র চাহে লজ্জানিবারণের একখানা কাপড়। আপনারা কেন তাহাদের দুঃখ দূর করিবেন না? আপনি বলিতেছেন,—শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ আচার্য্যানুগত্যে ভাগবতধর্ম্মের আচারবান প্রচারক। আপনি শ্রীমদ্ভাগবত আনুন দেখি—লোকের দুঃখ দূর করিতে শ্রীভাগবত নিষেধ করিয়াছেন কিনা দেখা যাউক্, যদি তাহা না হয়, তবে ভাগবত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিব। পরদুঃখে যাহাদের প্রাণ কাঁদে না, তাহারা আবার ভাগবত-ধর্ম্মের বড়াই করিতে যায়, দরিদ্র নারায়ণের সেবা? দুঃখমোচনই এ যুগের যুগধর্ম্ম।"

আমি সচ্চিদ্গুরু এবং সাধুগুরুতে শ্রদ্ধাহীন হইলেও কি জানি কেন লোকটির ঐরূপ ভীষণ অপরাধময়ী কথাগুলি আমার শরীরে যেন অসংখ্য সূচিকা বিদ্ধ করিতেছিল। ব্রহ্মচারী মহোদয় বিশেষ ধীরতার সহিত শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ অনেক কথাদ্বারা ঐ বিকৃতরুচিসম্পন্ন লোকটীকে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কলিকালের ধর্ম্মই এই 'সাঁচ্চা কহে ত মারণে ধাই যা, ঝুটা জগৎ ভুলাই।" যথার্থ সত্যবাদী ঐ মিথ্যাসর্ব্বস্ব ব্যক্তির প্রীতিপ্রদ

হইবে কেন? সে ক্রমেই তাহার স্বর সপ্তমে উঠাইয়া নান অশ্রাব্য বাক্যে শ্রীমঠের প্রচার-প্রণালীকে আক্রমণ করিতে লাগিল। এক্ষেত্রে আর বেশী বাক্যব্যয়ে ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ব্রহ্মচারীজী নিবৃত্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। হায়, মিথ্যার এমনই মোহিনী প্রভাব, প্রকোষ্ঠের এতগুলি ব্যক্তির মধ্যে কেহই কুতর্কবাদী ঐ লোকটীকে নিরস্ত হইতে পর্য্যন্ত বলিল না।

আমি শাস্ত্রজ্ঞানহীন বলিয়া এবং আরও অনেকগুলি কারণ-বশতঃ তখন ঐ লোকটীর অসদ্বাক্যের কোনও উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। অদ্য হৃদয়ের গভীর দুঃখের সহিত এই কথা কয়েকটী বলিবার জন্য পাবনবিগ্রহ শ্রী প্রকাশের শরণাগত হইলাম।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

প্রেয়ঃপথাবলম্বী অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত আসুরিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গৈরিকবস্ত্র পরিধানের অধিকারী কে, তাহা জানে না বলিয়া গায়ের জোরে মতামত প্রকাশপূর্ব্বক অচ্যুতসেবকগণকে উপহাস বা অপমান করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা 'সমশীলা ভজন্তি বৈ' ন্যায়ানুসারে তাহাদের ভোগানলে ইন্ধন প্রদাতৃগণকে বহুমানন-পুরঃসর শাস্ত্রবাণীকেও অগ্রাহ্য করিতে পশ্চাৎপদ নহে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কখনই মায়াবাদী বা অসুরকর্ত্তৃক চালিত হইতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা শাস্ত্রানুযায়ী বিধিনিষেধ যথাযথ পালন করেন। তদ্বিষয়ে লৌকিক অপেক্ষা বা মতামতের উপর নির্ভরতা নাই। তাঁহারা শাস্ত্রকথিত যুগধর্ম্ম শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের একনিষ্ঠ প্রচারক। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রীহরিনাম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মকে যুগ-ধর্ম্ম বলিয়া যিনিই চালাইতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার কোনরূপে নিস্তার নাই।

ব্রহ্মচারীর কাষায় বস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ যথা—

ততো গুরুঃ প্রসন্নাত্মা শিশবে শান্তচেতসে
কাষায়বাসসী দদ্যাদ্দীর্ঘায়ুষ্টায়বর্চ্চসে॥
তূষ্ণীঞ্চ মেখলাং দদ্যাৎ কাষায়বস্ত্রধারিণে।
ততঃ কাষায়বসনং কৃষ্ণাজিনসমন্বিতম্।
যজ্ঞসূত্রমেখলাঞ্চ দণ্ডং ভিক্ষাকরণ্ডকম্॥
আচার্য্যাদির্জ্জিতাং ভিক্ষাং সমর্প্য গুরবে শিবে।
গন্ধমাল্যধরস্তূষ্ণীং তিষ্ঠেদাচার্য্যসন্নিধৌ॥
ততো গুরুস্তস্মৈ শিষ্যায় কাষায়ে বাসসী কুশময়ীং মেখলাং দদ্যাৎ। * * *

ততো মায়াপুটিতাপোহি [illegible] কশেন ধৃত-কাষায়-বস্ত্র-মেখলাজিনযজ্ঞসূত্র-মেখলাং দণ্ডং শিষ্যমভিষিচ্য তোয়েন তদঞ্জলিং পূরয়েৎ। মানবকো কাষায়বস্ত্রং সকৃষ্ণাজিনযজ্ঞসূত্রং মেখলাং দণ্ডং ভিক্ষাকরণ্ডমজ্জিতভিক্ষাঞ্চ গুরবে নিবেদ্য আচার্য্যসন্নিধৌ তূষ্ণীং তিষ্ঠেৎ॥ (নির্ব্বাণতন্ত্রে)

গন্ধগ্রহণবৎ বিষয়স্পর্শ

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৩।৩৬ শ্লোকে,—

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ
সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ
ষাড়্গিকং জিঘ্রতি ষড়্গুণেশঃ॥

অর্থাৎ অলৌকিক লীলাময় সেই ভগবান বিষ্ণু এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। তিনি প্রাণী-সকলের মধ্যে স্বতন্ত্র অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত থাকিয়া ষড় ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল দূর হইতে গন্ধগ্রহণবৎ স্পর্শ করেন, অথচ সেই সকল কার্য্যে তাঁহাকে আসক্ত হইতে হয় না।

ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর। সুতরাং মায়িক ষড়িন্দ্রিয়ের তিনিই একমাত্র নিয়ন্তা। ভগবান্ স্বীয় প্রাকৃত নশ্বর সৃষ্টির মধ্যে শ্রীরাম-নৃসিংহাদি অথবা অন্তর্যামি-পরমাত্মা-রূপে অবতীর্ণ হইলেও মায়াধীশতাহেতু তিনি মায়িক ষড়্গুণের বাধ্য হন না। যে-সকল অজ্ঞজীব মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া সংসারে ত্রিতাপজ্বালায় ক্লিষ্ট হইতেছে, সর্ব্বজীবসুহৃৎ ভগবান্ তাহাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য তাহাদেরই হৃদয়াভ্যন্তরে অন্তর্যামি-পরমাত্মা-রূপে এবং বহির্দ্দেশে শ্রীরামনৃসিংহাদি অথবা আচার্য্য বা ভক্ত আকারে অবস্থান করত তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য তাহাদিগের ষড়্ইন্দ্রিয়কে নানা প্রকারে প্রচালিত করিয়া থাকেন। নিজানন্দতৃপ্ত ভগবান জীবকল্যাণের জন্য মায়িকবস্তুর সঙ্গ করিয়াও যেরূপ অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জীবগণও যদি ভগবৎসেবার জন্য নির্লিপ্তভাবে মায়িকবস্তুর সঙ্গ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও সেই প্রকার অনাসক্ত-ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। ভগবৎপ্রীতির পরিবর্ত্তে নিজ সুখের জন্য যাঁহারা মায়িক বিষয়ের সঙ্গ করেন, তাঁহারা অনাসক্তভাবে অবস্থান করিতে অসমর্থ। তাহারাই মায়ার দ্বারা অভিভূত হইয়া উত্তরোত্তর মায়িক বিষয়ে আসক্ত হইতে থাকেন। ভগবান যেরূপ পরার্থপর অর্থাৎ জীবের কল্যাণকামী, জীবগণও যদি পরার্থ-[illegible] তাহা [illegible] আর তাহাদিগকে মায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া নশ্বর মায়িক বিষয়ে আসক্ত হইতে ও তৎফলে পুনঃ পুনঃ [illegible] হইতে হয় না।

অদূরে একটী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। যদি কেহ দূর হইতে ঐ পুষ্পের গন্ধ অকস্মাৎ গ্রহণ করত তৃপ্ত থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে আর পুষ্পটীকে গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইতে ও গ্রহণকালে চৌর্য্যাপরাধে ধৃত ও লাঞ্ছিত হইতে হয় না। ভগবান্ প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণকে জীবকল্যাণের জন্য যথাযথভাবে পরিচালন করেন এবং জীবগণ ক্রমশঃ কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া তিনি আনন্দে আপ্লুত থাকেন। ইহাই ভগবানের পক্ষে দূর হইতে গন্ধগ্রহণবৎ লীলার অভিব্যক্তি। জীবগণ যদি ভগবানের ন্যায় দূর হইতে গন্ধগ্রহণবৎ বিষয়স্পর্শরূপ কার্য্যের অনুসরণ করেন অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতির জন্য যাবতীয় ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর মায়িক বিষয়ে আসক্ত হইতে হয় না। যদি তাঁহারা দূর হইতে গন্ধগ্রহণবৎ বিষয়স্পর্শের আবরণ না করেন, এবং স্বসুখার্থ প্রাকৃত বিষয়ের নিকটস্থ হন অর্থাৎ তাহাকে ভোগ করিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে ভগবন্মায়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ প্রাকৃত নশ্বর বিষয়ে আসক্ত করিয়া তুলিবেন এবং ফলে ত্রিতাপের দ্বারা তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিতে থাকিবেন।

শ্রীভগবানের সুখসাধনোদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিয়া সদ্গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলে পর যখন যেরূপ ঘটনাই ঘটুক না কেন, উহা ভগবানের কৃপামূলে সংঘটিত জ্ঞানে পরমানন্দে মগ্ন থাকিতে যিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্ত্বেঽনুকম্পাং" শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়াছেন। তিনিই মুক্তিপদবীতে অচিরে আরোহণ করিবেন এবং তাহারই দূর হইতে গন্ধ-গ্রহণবৎ বিষয় স্পর্শ হইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ)

(১)

নিত্যানন্দ প্রভু সদা পরম প্রচণ্ড।
তাঁর দণ্ড লভি' তরে যতেক পাষণ্ড॥
নিত্যানন্দের আচরণ দুর্ব্বিজ্ঞেয় অতি।
বিশেষ তাঁহার কৃপা পাষণ্ডীর প্রতি॥
পাষণ্ডীর একমাত্র ত্রাতা নিত্যানন্দ।
[illegible] পাষণ্ডি হইতে সেহ মন্দ॥
পাষণ্ড [illegible] লাগি' নিত্যানন্দ রায়।
মায়িক [illegible] বুলি' ফিরে সর্ব্বদায়॥
কতরূপে বুলে প্রভু কেহ নাহি জানে।
পাষণ্ডীর একমাত্র বন্ধু নিজগুণে॥
পাষণ্ডীর দুঃখে নিত্যানন্দ সদা দুঃখী।
পতিতের বন্ধু নিতাই, আর নাহি দেখি॥
নিত্যানন্দ দুঃখ ইহা যদ্যপি অসম্ভব।
তথাপি পাষণ্ডি দুঃখ তাঁর অনুভব॥
অচিন্ত্য নিতাইতত্ত্ব কেহ নাহি বুঝে।
সর্ব্ব অনুভব যাঁর চৈতন্যের কার্য্যে॥
পাষণ্ডিদলন নিতাই জানে ভাল মতে।
নিত্যানন্দ দণ্ড করে পাষণ্ডী তারিতে।
পাষণ্ডী না সেবে কৃষ্ণে নিতাই তারে দণ্ডে।
সেই দণ্ডপ্রভাবে তরে যতেক পাষণ্ডে॥
হেন নিতাই নিন্দে যেই অধম দুর্জ্জন।
কাহারো মঙ্গল নাহি বাঞ্ছে কদাচন॥
আপনারে হিংসে সেই, হিংসে সর্ব্বপ্রাণী।
আপনার দোষে দুঃখ পায়তো আপনি॥
নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
শ্রীগুরু লঙ্ঘিয়া পাই যতেক দুর্গতি॥
তাঁর কৃপাদণ্ড করে হবে মোর প্রতি।
পাষণ্ডতা ঘুচি' কৃষ্ণপদে হবে মতি॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারি-সমভিব্যাহারে দিল্লী হইতে বিজনৌর, হরিদ্বার এবং ধরমপুর হইয়া বর্ত্তমানে আলমোরায় পৌঁছিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ গত ১৯শে মে তারিখে স্থানীয় "ইণ্ডিয়ান ক্লাবে"র সেক্রেটারী পণ্ডিত মুরলীধর পাউট মহাশয়ের উদ্যোগে উক্ত ক্লাবে 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। আলমোরার ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকিল রায় বাহাদুর বদ্রীদৎ যোশী উক্ত সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সভায় সহরের ডেপুটী, উকিল, প্রফেসর প্রভৃতি বহু শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই শেষ পর্য্যন্ত অতি আগ্রহের সহিত স্বামীজীর গভীর গবেষণাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে এবং শেষে ব্রহ্মচারী ধীরকৃষ্ণজী স্বভাবসুলভ সুমধুর কণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিস্মরণীয় [illegible] জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী [illegible] মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের মৌলিক তথ্য—[illegible] ও [illegible] সমন্বয়ক—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসবিদ্যার অচিন্ত্য[illegible]—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণা—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমূহ।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, [illegible], পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ভাগবত ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিদণ্ডের দণ্ড ও নাম কীর্ত্তন, শ্রীবাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, [illegible] মহিমা, মহাপ্রসাদ, [illegible] পথ, শ্রীমতী [illegible], শ্রীচৈতন্যের দয়া, [illegible] ও [illegible] অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ [illegible] ভিক্ষা [illegible] মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে দেড় টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্[illegible] ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্য অন্বয়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, [illegible] গোবিন্দভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার ক্রমাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

[illegible]

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি, জীব, বদ্ধ ও মুক্ত জীব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, [illegible] বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি প্রেমভক্তি [illegible] নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের [illegible] প্রমাণাবলী [illegible]। এরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই; ইহাতে [illegible] শ্রীগৌর নিত্যানন্দ—অদ্বৈত [illegible] উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] মুদ্রিত। [illegible] প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। [illegible] ভিক্ষা [illegible] টাকা, [illegible]

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীরামানুজের [illegible] উপযোগী করণার্থ [illegible] উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টীকাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ [illegible] নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি [illegible] অলৌকিক [illegible] প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] একত্রে। ভিক্ষা ৸০ আনা, আর উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গুহ্য [illegible] গ্রন্থ [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] মহাশয় [illegible] হইয়াছেন। [illegible] কথাসার [illegible] দ্বারা বিশেষ [illegible] হইয়াছে। [illegible] নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত [illegible] বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন [illegible] প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের [illegible] পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান, নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ [illegible] বিচার [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] সংক্ষিপ্ত [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ [illegible]

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভাবুক-[illegible] ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা [illegible] এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা [illegible] কবিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ [illegible] ॥০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] আরতিক [illegible] ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ [illegible] ॥০ আনা মাত্র।

পূজা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক [illegible] পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মায়াবাদ ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী [illegible] ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব [illegible] ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রুতি ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ব

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকন্দ মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগীরথীর তরঙ্গে পার ৩০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-পীঠ, পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বত ব্রজ-ভূমি। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-শাস্ত্রসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তর্ক, ন্যায়-বৈশেষিক-গীতা-ভাগবত-পঞ্চরাত্র-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সারস্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সারস্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ধর্মগোষ্ঠী ও কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দিবসত্রয় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নন্দচারিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, রাধেশ, দেবকীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিদাসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১২৫

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তি-সঙ্ঘারামে শ্রীরূপ-গোপাল শ্রীরাধাবিনোদজী জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যগণের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংস্থাপিত একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংরক্ষিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌড়ীয় প্রচারার্থে এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ভাষামিশ্রিত মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রশ্ন-চতুষ্টয়-প্রণাম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যরত্ন শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব। পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ভরণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদন পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার শ্রীপাদ বৈকুণ্ঠনাথ, শ্রীঅন্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবমর্দন-ভক্তিহৃদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম জ্ঞানকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী তন্ত্রাচার্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীবিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিকুসুম, শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী। শ্রীসদানন্দ অধিকারী, দেবপ্রভা শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাকুসুম ব্রহ্মচারী,

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি ও চ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিশ্বেশ্বরবিহারী।

(৭) শ্রীবাস-অঙ্গন-তুলসী

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরসুন্দরের প্রথম শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা ও

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভারতী ব্রহ্মচারী ভক্তকান্তিজী এম, এস, সি।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযুক্তবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্তমান)

শ্রীল নরোত্তমের পার্ষদিক গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বালিগঞ্জ, রামগড় হউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীনরেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমাধবমন্দির—

মাউগাছি, জাহানপুর, বর্তমান।

শ্রীবাসাদিগণের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আশ্রম

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভারতীয়া

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, ইলিয়ানী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅনুপানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীবলদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাসাধিকারী শ্রীসনাতন পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

৫৩।৩।৫ হরিতকীবাগান লেন, বালিগঞ্জ টি ডাকা

শ্রীগদাই-গৌর ভেদে নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপক্ষ ব্রহ্মচারী, ভক্ত তারাপদ ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চকোলাটা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীরূপ-গোরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগদান দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাদ পোঃ বর্তমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবাণীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তি শ্রীনমাত

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

জগন্নাথবল্লভ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

ডাঙ্গরাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং কৈলাসবসুপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত বিদ্যাবিনোদাশ্রমস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীজ্ঞানন, ব্রহ্মচারী

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনবদ্বীপ ধাম, শ্রীমায়াপুর, শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগুণনিধান ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

সোনিবাদলা, সাহাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ নিত্যসেবা বর্তমান, রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা, মানভূম জেলা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীপ্রমানাথ রায়, শ্রীকৃষ্ণগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম কীর্তনীয়া দেবশর্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-বাণীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দী-গোপাল ব্রহ্মচারী

(২৭) শ্রীব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

শ্রীব্রাহ্মণপাড়া, পো: নাড়ু, কটক

এখানে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীরাধাকৃষ্ণ-দাস, শ্রীবলদেব ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

৫৮।২ গোপীনগর, ডাকঘর লেন, সিভিল লাইন্স, দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোকুলেশ, প্রাকৃতপ্রেষ্ঠ শ্রীরাধারমণচরণপদ্ম

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন-

রেল কর্ম্মচারী সম্মেলন

গত ২৪শে ও ২৫শে মে তারিখে লাল মণির হাটে শ্রীযুক্ত আই বি সেন ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ই. বি. রেলের ভারতীয় কর্ম্মচারী সম্মেলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দার জন্য রেলওয়ে বোর্ড যে ভাবে কর্ম্মচারী বরখাস্ত করিতেছেন সম্মেলনে তাহার প্রতিবাদ জানান হয় এবং জানান হয় যে যদি দক্ষতার সহিত রেল বিভাগের কাজ চালান যায় তাহা হইলে কর্ম্মচারী বরখাস্ত না করিয়াও অনেক ব্যয় সঙ্কোচ করা যাইতে পারে। সম্মেলনে এই বিষয়ে আরও অনেকগুলি জরুরী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

দিল্লীতে বোমা আবিষ্কার

সেদিন সদর বাজারে যে বোমা ফাটিয়াছিল, তৎসম্পর্কে পুলিশ লাহোরি গেটের এক বাড়ীতে তল্লাসি করিয়া হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান আর্ম্মি'র অনেকগুলি ইস্তাহার, কতকগুলি বাজেয়াপ্ত পুস্তক, কিছু সালফার পাউডার, কিছু লোহার তার এবং নারিকেলের খোলা পাইয়াছে।

পুলিশ দ্বারকাপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে, সে ঐ বাড়ীতে থাকিত।

বাঙ্গালোরে অনাথ আশ্রমে দুর্ঘটনা

বাঙ্গালোর খৃষ্টান অনাথ আশ্রমের শোচনীয় দুর্ঘটনা সম্পর্কে স্বাস্থ্য-কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বলেন যে, তাঁহারা তদন্ত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কলেরার বীজাণুর আক্রমণের জন্যই এই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। অনাথ আশ্রমে আর কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই। এখনো যে ২৮ জন হাসপাতালে আছে, তাহাদিগকে শীঘ্রই হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অনাথ আশ্রমের ৭০০ অধিবাসীকে কলেরার টীকা দেওয়া হইয়াছে এবং কোথা হইতে এই কলেরার বীজ আসিল, কি ভাবে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিল, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান চলিতেছে।

আশ্রমের মহিলা কর্ত্তৃপক্ষ জানাইতেছেন যে, ভারতের নানাস্থান, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল হইতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাম আসিয়াছে। তিনি জানাইতেছেন যে, আর কাহারও কোন বিপদ ঘটে নাই। যে ৭ জন মহিলা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই খৃষ্টিয়ান।

চিল্কা হ্রদে নৌকা ডুবি

১৫ জন যাত্রীপূর্ণ একখানি নৌকা চিলকা হ্রদের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। দুইটি নারী এবং দুইটী শিশু মারা গিয়াছে।

গঞ্জাম উড়িয়া মহিলা সম্মেলন

মহিলাদের মধ্যে মহা উৎসাহ

গত ২৯শে তারিখে গঞ্জাম উড়িয়া মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। সম্মেলনে গঞ্জামের সর্ব্বত্র পিকেটিং করার জন্য স্থানীয় মহিলাদের লইয়া স্বেচ্ছা-সেবিকা বোর্ড গঠ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। আগামী পুরী কনফারেন্সে গঞ্জাম হইতে অন্ততঃ এক-শত মহিলা স্বেচ্ছাসেবক পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। কটকের শ্রীযুক্তা রমাদেবীর নেতৃত্বে পদাতিশীল উড়িয়া রমণীরা শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হন। গঞ্জামে এইরূপ ব্যাপার এই প্রথম।

বোম্বায়ে সুভাষচন্দ্র

গত ২৮শে মে ভোর ৪।৩০ টার সময় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বাঙ্গালোর হইতে সুরাট হইয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ষ্টেশনে বহু ব্যক্তি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

প্রকাশ, বাঙ্গালোরে মহাত্মার সহিত শ্রীযুত বসুর অনেক প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা হইয়াছে।

গান্ধী-আরউইন সর্ত্ত পালন

কিশোরগঞ্জে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের ফলে খুন জখম ও লুট তরাজ হইয়াছিল। এই সম্পর্কে অভিযুক্ত আসামীদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। এখন শুনা যাইতেছে যে, গান্ধী-আরউইন আপোষ পাকাপাকি খুন সম্পর্কে দুইটি মামলা বাদে লুট সম্পর্কিত সকল মামলা প্রত্যাহার করা হইবে।

ঐরূপ একটি মামলা গাফর গাঁও হইতে করা হইয়াছিল। মামলাটি সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে নাকি প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

সর্ত্ত পালন করিবার জন্য পণ্ডিত জহরলালের অনুরোধ

২৯শে মে পণ্ডিত জহরলালকে ত্রিবেন্দ্রামে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। অভিনন্দনের উত্তরে পণ্ডিত জহরলাল বলেন যে, ভারতকে তিনটি বিষয় পাইতে হইবে। যথা :—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তি। অতঃপর তিনি প্রত্যেককে সন্ধির সর্ত্ত পালন করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

সরকারী ঋণের প্রতিবাদ

নূতন সরকারী বিদেশী ঋণের প্রতিবাদ করিয়া মাদ্রাজ চেম্বার অব কমার্শ বড়লাটের নিকট যে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন যে বিজ্ঞাপিত সুদের হার অতিরিক্ত হইয়াছে এবং এই ঋণ তুলিলে টাকা সহজেই পাওয়া যাইত।

বিনিময়ের অস্বাভাবিক হার বাঁধিয়া দেওয়াতেই গবর্ণমেণ্ট উপর্য্যুপরি ঋণ করিতে বাধ্য হইতেছেন বলিয়া কোম্পানী মনে করেন। ভারতবর্ষে ঋণ তুলিলে ইহার চেয়ে ক্ষতি কম হইত। ইংলণ্ডকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া ভারতের দরকার নাই, আমেরিকা ও ফ্রান্সের নিকট হইতেও ঋণ লওয়া যাইতে পারে

চিঠির উপসংহারে তাঁহারা বলিয়াছেন যে ভারতের আর্থিক স্বাধীনতাই ইহার একমাত্র ঔষধ।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ফরিদপুর জেলার চরকুইপুর গ্রামের আইনজী সেখ তথাকার দারোগা হাফিজুদ্দীন আহম্মদ ও কতিপয় পুলিশ কনেষ্টবল এবং তকিমুল্লা নামক জনৈক মুসলমান জমিদারের কয়েকজন সর্দ্দারের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারানুযায়ী ষোলদফা দায়ের করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং যাহাতে মামলার বিচার করেন তজ্জন্য আবেদন করে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মাদারীপুরের মহকুমা হাকিম অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া এক রিপোর্ট দাখিল করেন, রিপোর্ট দৃষ্টে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দারোগা হাফিজুদ্দীন এবং তকিমুল্লার ছয়জন সর্দ্দারকে আগামী ১০ই জুন আদালতে হাজির হইবার জন্য সমনজারী করিয়াছেন

শ্রীযুত সতীন সেনের অভিভাষণ

কার্দ্দাতে মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন বলেন, দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে বয়কট অস্ত্র আমাদিগের ব্যবহার করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যত শক্তিশালী ও তাহার যত কামান বন্দুক থাকুক না কেন বয়কট অস্ত্র যদি আমরা ব্যবহার করি তাহা হইলে তাহাকে একদিন দেশের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে।

তিনি হিংসামূলক কার্য্যের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, হিংসামূলক কার্য্য দেশের খুব অনিষ্ট হয়- কখনও ইষ্ট হইতে পারে না। গত আন্দোলন তাহার সাক্ষ্য। তিনি দেশের যুবকগণকে মহাত্মার আন্দোলনে যোগদান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। মহাত্মাকে একটা সুযোগ দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

মিশরে বালুর স্তূপ ধ্বসিয়া

১৪ জন নিহত

লাকেসার অঞ্চলে একটি বালুর স্তূপ ধ্বসিয়া পড়ায় ১৪ জন লোক নিহত হইয়াছে ৪ জন মজুর বালুর স্তূপ খনন করিতে করিতে হটাৎ চাপা পড়িয়া যায়। তাহাদের রক্ষা করিতে যাইয়া আরও ৯ জন লোকও সেই দশা প্রাপ্ত হয়।

আকাশে ৮৪ ঘণ্টা ভ্রমণ

দুইজন ডেট্রয়বাসী বিমানবীর — ওয়াল্টার রিস এবং ফ্রেডারিক ব্রোসি বিমানপোতে ইঞ্জিনের জন্য ব্যবহৃত ভারী তেল ব্যবহার করিলে কিরূপ সুফল পাওয়া যায় তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা এই তেল ব্যবহার করিয়া একখানি ক্রাইসেলা বিমানপোতে একাদিক্রমে ৮৪ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট আকাশে ছুটিয়াছেন মোটামুটি তাহারা প্রায় ৬,৬০০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন।

মাদ্রাজ হইতে জার্ম্মাণ যুবক বহিষ্কৃত

কাল পাং নামক জনৈক জার্ম্মাণকে পুলিশ প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছিল, আসামীকে মাদ্রাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জাহাজযোগে জার্ম্মাণীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

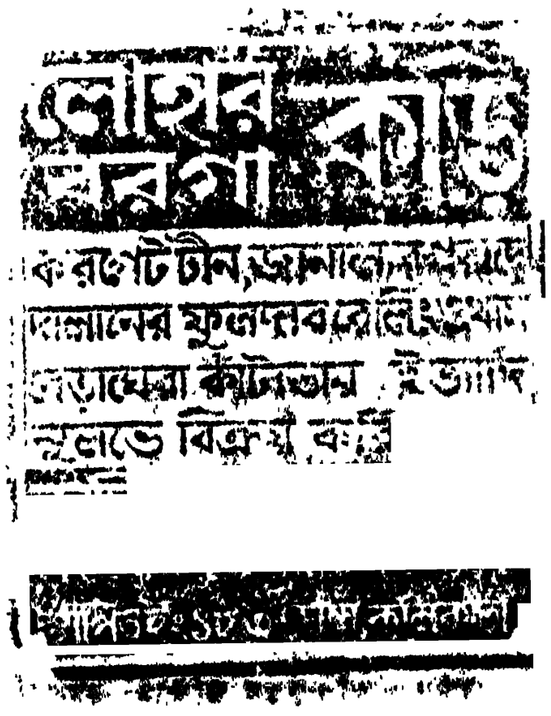

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৫

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলাম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

ভারতের সর্ব্বত্র সহজ-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩০৮, ৪ঠা জুন ১৯০১

নানা কথা

কোয়েম্বাটোরে পণ্ডিত জওহরলাল

পণ্ডিত জওহরলাল মেহেরু ৩১শে মে কোয়েম্বাটোরে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনাজ্ঞাপন করা হয়। কোয়েম্বাটোর মিউনিসিপ্যালিটী, জনসাধারণ, শ্রমিক ও আদি দ্রাবিড় উন্নতি বিধায়িনী সভ্যের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। তিনি সকলকে মদ্য ও বিদেশী বস্ত্রের দোকান বর্জ্জন করিয়া স্বরাজলাভের জন্য মদ্যের ত্যাগের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে বলেন। তাঁহাকে চৌদ্দহাজার টাকার একটি তোড়া উপহার প্রদান করা হয়, তিনি উক্ত জিলায় কংগ্রেসের কাজে ঐ টাকা ব্যয় করিবার জন্য তাহা ফিরাইয়া দেন।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের নিকট মহাত্মাজীর তার

গত সোমবার রাত্রে মহাত্মা গান্ধী তারযোগে শ্রীযুক্ত জে, এম্ সেনগুপ্তের নিকট বাঙ্গলার গোলমালের বিষয়টী সালিশে দেওয়ার জন্য সম্মতি দিতে বলিয়াছেন।

এরূপ প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও জেলা কংগ্রেস কমিটি সমূহ বি, পি, সি, সি নির্ব্বাচন স্থগিত ও উভয় পক্ষ সালিশে পক্ষত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে দোষমুক্ত করায় আন্দোলন চালাইতে থাকিবেন। অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত

কোয়েম্বাটোরে জহরলাল

শ্রীযুত সেনগুপ্তের নিকট মহাত্মাজীর তার

রেলগাড়ীতে মৃতদেহ

ট্রামের মধ্যে স্ত্রীর কোলে স্বামীর মৃত্যু

কংগ্রেসেরকলঙ্কমোচনসভা

৩৫ হাজার টাকার মানহানির দায়ে টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া

ত্রিচীন পল্লীতে দাঙ্গা

মুসোলিনীকে হত্যার চেষ্টা—আততায়ী গুলিদ্বারা নিহত

বি এস্ সি শিক্ষক চা

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস-সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-গ্রহণেচ্ছুগণ স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার বিষয়সহ সম্মানার্থ কত টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। নির্ব্বাচিত শিক্ষক বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

বিষয়সমূহ সালীশে উপস্থিত করা হইবে :—

(১) জেলা কংগ্রেস কমিটী সমূহকে রসিদবহি ছাপাইবার ক্ষমতা (২) জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিগণকে রিটার্ণিং অফিসার নিযুক্ত করা (৩) বাংলার কংগ্রেসের সদস্য করার জন্য নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে পূরা এক মাস সময় দিতে হইবে (৪) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে নির্ব্বাচন হওয়ার আশ্বাস দিতে হইবে।

(৫) দলের স্বার্থের জন্য বি, পি, সি, সি কর্ত্তৃক যে সব কংগ্রেস কমিটী "বে-আইনী" বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাই, সেগুলিকে পুনর্গঠন করিতে হইবে।

ট্রামের মধ্যে স্ত্রীর কোলে স্বামীর মৃত্যু

গত রবিবার দিন এস্‌প্লানেড হইতে শ্যামবাজার গামী একখানি ট্রামগাড়ীতে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা গিয়াছে।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কিছুদিন ধরিয়া বুকের ব্যারামে ভুগিতেছিলেন। বুক পরীক্ষার জন্য তিনি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাইতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। রাস্তায় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং স্ত্রীর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়েন। অন্যান্য যাত্রীরা ইহা দেখিয়া বিস্মিত হয়, কিন্তু কোন প্রকার সাহায্যের পূর্ব্বেই ভদ্রলোকটির মৃত্যু হয়।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কৃষ্ণনগরস্থ হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত

শ্রীভাগবত প্রেস

সুলভে সুন্দর ছাপার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ

এখানে ব্যাঙ্ক, মোকর্দ্দমা এবং ইউনিয়নবোর্ডের যাবতীয় ফরম্ ও রসিদ বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

মফঃস্বল হইতে লিখিলে প্রত্যেক ইউনিয়নবোর্ডের নাম ছাপিয়া দেওয়া হয়।

বিবাহের উপহার, নিমন্ত্রণ-পত্র, চেক, দাখিলা, আর্জ্জি প্রভৃতি অতি যত্নের সহিত অতি সত্বর ছাপিয়া দেওয়া হয়।

ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় পুস্তকাদি ছাপিবার সুব্যবস্থা আছে।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ নির্ভাবনায় নিম্নঠিকানায় ডাকযোগে অর্ডার পাঠাইতে পারেন।

ম্যানেজার- শ্রীভাগবত প্রেস

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীন পেটেন্ট

সর্ব্বরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ডাকমাশুল ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, পাইট ১৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বেঙ্গলীন

মদন লঙ্গ

বটিকার মত ও বাড়ীবিকার, ধাতুদৌর্ব্বল্য হাস, প্রমেহ শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোর, বুক ধড়ফড়ানি, অম্লতা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নবপুষ্পসঞ্জীবনী ঘৃত"

নূতনকবি রোগে বাজপ্রয়োগে দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকেন। তোলা ২ তোলা ১৲ টাকা।

"পুষ্পকলপবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সন্তোষশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান আয়ুর্ব্বেদাশ্রম, কেশবজী ১৭৭।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখিতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখা, ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত অভিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ৬৯ মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৩নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্য বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অপূর্ব্বা বিশ্বমোহিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকীর্ত্তনপ্রচারিণী জীবন্তপ্রতীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সরস্বতীর কৌস্তুভমণি—সমস্ত অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বিজ্ঞানময়ী ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

বঙ্গবর্ষ ৭৮তম খণ্ড।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীপাদ-মায়াপুর—২১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

সাময়িকী

জগতের মঙ্গলার্থ আবির্ভূত নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—'বিবিক্তানন্দী ও গোষ্ঠ্যানন্দী'। যে সকল মহাত্মা জগতের কোনও নির্জ্জনকক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক একাকী ভজনে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা 'বিবিক্তানন্দী', আর যে-সকল মহাপ্রাণ জনবাসীর উদ্ধারার্থ সর্ব্বত্র পরিভ্রমণপূর্ব্বক জগতের সকলকে ব্রহ্মাদির দুর্লভ কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা 'গোষ্ঠ্যানন্দী' নামে অভিহিত। বিবিক্তানন্দিগণের আচারময় প্রচার, গোষ্ঠ্যানন্দিগণের প্রচারময় আচার।

এঁচড়ে পাকা বদ্ধজীবগণের মধ্যে অনেকে জড়প্রতিষ্ঠা-শ্বপচরমণীর লোভে বিবিক্তানন্দীর অনুকরণে নির্জ্জনবাসের ছলনা দেখায় এবং দুই একটী শিষ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দ্বারা স্বীয় বুজরুকীর কথা লোকসমাজে ব্যক্ত করে, ফলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার ত্র্যহস্পর্শ কুযোগীকে গ্রাস করে। এই শ্রেণীর বকধার্ম্মিকদের কাহাকেও কাহাকেও বা সতীত্বহরণের অভিযোগে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতে দেখা যায়। ধন্য কলি! ধন্য তোমার প্রভাব!!

মহামন্ত্রই শুদ্ধভক্তগণের সাধ্য ও সাধন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্গৌরসুন্দর প্রপঞ্চজয়ের নিমিত্ত এই মহৌষধি প্রদান করিয়াছেন। আবার তিনি দেখাইয়াছেন—শ্রীহরিনাম তদীয় সাধককে শুধু প্রাপঞ্চিক বুদ্ধির গণ্ডী হইতে উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন না; পরন্তু নামের সহিত তদীয় রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাদি সন্দর্শন করাইয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেব নিজে কখনও গুরু বলিয়া অভিমান করেন না। গুর্ব্বভিমানে গর্ব্বিত ব্যক্তির হৃদয়ে জড়প্রতিষ্ঠা চণ্ডালিনী আসন গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিরয়ের পথে প্রধাবিত করায়। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় আচার ও প্রচার করেন, বিষয়তরঙ্গ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, জড়প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের নিকট হইতে অনন্ত যোজন দূরে অবস্থান করে। তাই শ্রীচৈতন্যদেব জগদ্বাসীকে তদীয় চেতনবাণীতে উদ্বুদ্ধ করাইবার নিমিত্ত স্বীয় শিষ্যবর্গকে বলিয়াছেন—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়তরঙ্গ॥"

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধভক্তগণ গুর্ব্বভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশে ভারতের সর্ব্বত্র অমন্দোদয়-দয়ার নিঝরিণী শ্রীচৈতন্যবাণী আচারের সহিত প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের আর্জ্জবতায়, সৌম্যমূর্ত্তিতে এবং আচারপ্রচারে মুগ্ধ হইয়া অনেক সজ্জন তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভগবৎসেবার্থ আনুকূল্য করিতেছেন।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক অর্থগৃধ্নু ব্যক্তি অর্থোপায়ের অন্যান্য পন্থা পরিত্যাগ করিয়া সরল প্রকৃতি লোকের সর্ব্বনাশ সাধনার্থ রাবণের ন্যায় সন্ন্যাসী সাজিতেছেন। সাধারণ্যে এই সন্ন্যাসীর বেষেই ভুলিয়া যান। তাহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ শুধু বেষেই ভুলেন না, তাঁহারা কিছু তত্ত্বকথা শ্রবণার্থী হন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কপট সন্ন্যাসীর দল শুদ্ধভক্তগণের হরিকথা কীর্ত্তনের সময় তাঁহাদের অকাট্যবাণী কিছু সংগ্রহ করে। তদ্দ্বারা লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা ও অর্থলাভ হয় বটে, কিন্তু কপটীর নিজের পরমার্থপথ চিরতরে রুদ্ধ হয়। তাই বলি, কপট সন্ন্যাসী সাজিয়া নিজের ও পরের পায়ে কুঠারাঘাত করা অপেক্ষা শূকরের বিষ্ঠা ভোজন দ্বারা জীবন ধারণ করা ভাল নহে কি?

শুনা যায়, কোন চরিত্রহীন অর্দ্ধবিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি পানবিড়ির ব্যবসায়ে স্বীয় প্রয়োজনানুযায়ী অর্থসংগ্রহে অসমর্থ হইয়া সম্প্রতি রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী নাম ধারণপূর্ব্বক কুলিয়ায় (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে) বাস করিতেছে এবং নিজেকে গৌড়ীয়মঠের লোক বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক নানাস্থান হইতে স্বীয় ইন্দ্রিয়চরিতার্থের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। সাধু সাবধান!

বৈষ্ণবের বেষ ধারণপূর্ব্বক যাহারা ব্যভিচারে নিযুক্ত হয়, তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি ব্যভিচারের নিমিত্তই উক্ত বেষ ধারণ করে, আর শ্রেণীর—প্রথমতঃ ব্যভিচারের ইচ্ছা না থাকিলেও সদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রয় না হওয়ায় তাহারা কলিযুগের যুগধর্ম্ম কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া প্রাকৃতভোগলোলুপ মনে গোপীনাথের অপ্রাকৃত লীলার স্মরণের উৎকট চেষ্টা প্রদর্শনপূর্ব্বক নিরয়গামী হয়। বাবাজীবেষধারী অনেকে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অপরাধে অভিযুক্ত।

ভারতের অধিবাসিবৃন্দ সাধারণতঃ ধর্ম্মপ্রবণ; তাই তাহাদিগকে স্বমতে আনিবার নিমিত্ত যে যাহাই প্রচার করুক না কেন, তাহাতেই অনেকে প্রথমাবস্থায় আকৃষ্ট হয়। তজ্জন্য ঐ কপটীর দলও তাহাতে একটা ধর্ম্মের আবরণ দিতে চেষ্টা করে। ব্যাঘ্রের চামড়ায় শরীর আবৃত করিলেই কি গর্দ্দভ কখনও ব্যাঘ্র হয়? জীব কি বস্তু, তাহা না জানা সত্ত্বেও কাহাকেও কাহাকেও জীবের প্রাথমিক প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখা যায়। আমরা জিজ্ঞাসা করি—স্বয়ং অসিদ্ধ ব্যক্তি কিরূপে অন্যকে সাধনাঙ্গ প্রদর্শন করিতে পারে?

বাস্তব জ্ঞানই বেদ্য

শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল।

বস্তু বৈকুণ্ঠ ও মায়িকভেদে দ্বিবিধ। মায়িক বস্তু চিরদিন নিজ সত্তা রক্ষা করিতে পারে না বলিয়াই উহা অবাস্তব বস্তু। আর যাহা নিত্য, তাহা এবং তৎসম্বন্ধি যাবতীয় বস্তু কাহারও ধ্বংস বা পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়াই উহারা প্রকৃত বস্তু বা বাস্তব বস্তু বলিয়া পরিচিত। অবাস্তব বস্তুগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা গোচরীভূত হয়, কিন্তু বাস্তববস্তু জড় ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না, সেজন্য তাঁহাকে অধোক্ষজ বস্তু বলা হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি খণ্ড জ্ঞান দ্বারা বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান আদৌ সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা বাস্তবিক জ্ঞান নহে। ঐরূপ জ্ঞানের তরতম অনুসারে বস্তুবিষয়ের জ্ঞানও বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। বহির্জগতের জ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল ও কালক্ষোভ্য, উহা অভিজ্ঞতা ও সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। বালকের জ্ঞান হইতে যুবকের জ্ঞান অধিক, যুবকের জ্ঞান হইতে প্রৌঢ়ের জ্ঞান অধিক, প্রৌঢ়ের জ্ঞান হইতে বৃদ্ধের জ্ঞান অধিক, অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ হইতে শতবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধের জ্ঞান অধিক, শতবর্ষ পরমায়ু অপেক্ষা যদি কেহ সহস্রবর্ষ পরমায়ু অথবা তদপেক্ষা দশসহস্রবর্ষ পরমায়ু লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান আরও অধিক হইতে পারে। একমুণ্ড-বিশিষ্ট মনুষ্য অপেক্ষা চারিমুণ্ডবিশিষ্ট ব্রহ্মার জ্ঞান আরও অধিক। এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া যিনি যত অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাঁহার জ্ঞান সেই পরিমাণে তত অধিক হইতে থাকিবে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ বা নানাপ্রকারে অধিকতর দোষযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইবে। সুতরাং যে জ্ঞান এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ ও কালক্ষোভ্য, তাহা কখনও আমাদিগকে নিত্য, অপরিবর্ত্তনশীল, অধোক্ষজ বাস্তব জ্ঞান বা অন্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব নির্ণয়ে সামর্থ্য প্রদান করিতে পারে না।

এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া যাঁহারা অগ্রসর হন, তাঁহারা অধিরোহবাদী বা আধ্যক্ষিক নামে কথিত। তাঁহারা বহুক্লেশলব্ধ সঞ্চিত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া পুনরায় অজ্ঞানেই প্রমত্ত হন। এই প্রকার জ্ঞান-চেষ্টায় উদ্দিষ্ট বস্তুকে বাস্তব বস্তু বলা যাইতে পারে না। বস্তুর অধিষ্ঠান জানা না থাকায় অন্ধকারগৃহে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক বস্তুর অনুসন্ধান করিতে গেলে বিফলমনোরথ হওয়ার মত ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের দিকে অগ্রসর হইলেও বিফলমনোরথ হইতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ আধ্যক্ষিকজ্ঞানের সম্বন্ধে বলিয়াছেন (১০।২।৩২) [illegible] হরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" অর্থাৎ হে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ! আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্য [illegible] নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধা নহে। তাঁহারা শমদমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন ফলে আপনার

দিগকে জীবন্মুক্ত বোধ করিলেও সদ্গুরু স্বয়ং আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করায় অধঃপতিত হন অর্থাৎ পুনরায় সংসার দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অধিরোহপন্থীদের ধারণা এই যে, উপায়ের দ্বারা উপেয় বস্তুর জ্ঞান লাভ হইয়া গেলে, উপায় হইতে ছুটী পাওয়া যায়। তাঁহাদের মতে উপায় ও উপেয়ের মধ্যে ভেদ আছে। তাঁহাদের ধারণা, উপায়ে একটী অনিত্য ক্রিয়া বিশেষ, উহা হইতে কোন প্রকারে ছুটী পাইলেই তাঁহারা 'বন্ধন পাইয়াছি' বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ঐতিহ্যবাদের বিচারে এই দুইএর মধ্যে কোন ভেদ নাই, উপেয়ের সন্ধান পাইলেও উপায়টী পরিত্যক্ত হয় না এবং ঐ উপায় হইতে ছুটী পাইবার আবশ্যকতা থাকে না। নীচ হইতে উপরে উঠিবার সোপান নাম অর্থাৎ জাগতিক জ্ঞান সমূহ পূর্ণক জাগতিক অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়সম্পত্তি লইয়া উপরের অর্থাৎ জাগতিক ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু দেখিবার প্রয়াসের নাম 'আরোহবাদ'। উহা দ্বারা বাস্তব বা অধোক্ষজ বস্তুর জ্ঞান লাভ হয় না। বাস্তব বস্তু অনেক সময় আধ্যক্ষিকগণের মনোধর্ম্মের ছাঁচে কাল্পনিক বস্তুরূপে গঠিত হইয়া কাল্পনিক জ্ঞান উদয় করাইলেও তাহা বাস্তব জ্ঞান হইতে বহু যোজন দূরে অবস্থিত।

কোনও বস্তুবিষয়ের জ্ঞান দুই প্রকারে সাধিত হইলেও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা আরোহবাদাশ্রয়ে 'বাস্তব'-সত্যবস্তু নির্ণীত হইতে পারে না। কিন্তু বাস্তব জ্ঞান সাক্ষাৎ সেই নিত্য সত্তাবান্ বস্তু হইতে নির্গত হইয়া আমাদের ধারণায় প্রতিভাত হইলে সেই জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত বস্তুর সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে। অন্ধকার রাত্রিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের অভিজ্ঞতা দ্বারা চালিত হইয়া কোটি কোটি আলোকের সাহায্যে সূর্য্যদর্শনের চেষ্টা করিলেও যেমন সূর্য্যদর্শন সম্ভবপর হয় না, কিন্তু সূর্য্য হইতে আলোক নির্গত হইয়া যখন আমাদের চক্ষুগোলকে পতিত হয়, তখন তাহাতে কোন বাধা না থাকায়, এই নিরাবরণের দ্বারা সূর্য্যদর্শন সম্ভব হয়, তদ্রূপ বাস্তব বস্তুর জ্ঞানটি সেই বাস্তব বস্তু হইতে কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করিয়া আমাদিগকে বাস্তব বস্তু দর্শন করাইলে আমাদের বাস্তব বস্তু দর্শন সম্ভব হয় ও বস্তু বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান লাভ হয়। ইহার নাম অবরোহবাদ, অবরোহবাদ বা নিগমন সেবা পন্থা।

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বাস্তব বস্তু। শ্রীগুরুর অনুগ্রহক্রমে বস্তুর স্বরূপ, বস্তুর রূপ, গুণ ও ক্রিয়াজ্ঞান লব্ধ হয়। যেখানে আনুগত্যধর্ম্মের অভাব, সেইখানেই অহঙ্কার আসিয়া ভক্তিপথ হইতে জীবকে বিচ্যুত করে। সেই সময়েই জীব বাস্তব-বস্তুজ্ঞানবিহীন হন। বাস্তব বস্তুজ্ঞানই জীবাত্মার সম্বন্ধজ্ঞান। আরোহ পারম্পর্য্য-ক্রমে বাস্তব জ্ঞান জীবের ভক্তিভাবে লাভ হয়। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাতেও ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যথা, 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ' অর্থাৎ নিষ্কপট ভক্তির উদয়েই জীব সর্ব্বতোভাবে বাস্তব বস্তু শ্রীভগবানকে জানিতে পারেন। ভক্তের অতৃপ্তিকর সকল ইন্দ্রিয়াতীত বাস্তববস্তুর জ্ঞান প্রদান করিতে অসমর্থ। এই জন্যই প্রাকৃত জ্ঞানটি পরিহার করিয়া সাধুর মুখবিনিসৃত ভাগবতসন্দর্ভিনী সিদ্ধান্তী কথা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া কায়-মনোবাক্যে আত্মবৃত্তি করিলে দুষ্কর ও জ্ঞেয় বস্তু অনায়াসেই জয় করা যায়। তাই অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের মালিক হইয়াও আমাদের আদিগুরু ব্রহ্মা যাবতীয় আধ্যক্ষিক জ্ঞানকে ধিক্কার করত উহার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য সেই বাস্তববস্তুর স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

স্নিগ্ধ শিষ্য

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

কলিযুগের প্রারম্ভে নৈমিষারণ্য নামক বিষ্ণুক্ষেত্রে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীহরিলোক লাভের উদ্দেশে সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদা প্রাতঃকালে ব্যাস-শিষ্য মহাভাগবত শ্রীযুত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের সম্মুখে উপস্থিত হন। অকস্মাৎ সমীপে আগত শ্রীযুত গোস্বামীকে পরম আদরের সহিত আসনে উপবেশন করাইয়া শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রেয়োলাভের উদ্দেশে তাঁহার নিকট অতি বিনীতভাবে কতকটী প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীযুত গোস্বামী প্রভুকে অতিশয় স্নিগ্ধ স্বভাবী শিষ্য দর্শন করত বলিয়াছিলেন—

যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
অন্যে চ মুনয়ঃ সূত পরাবরবিদো বিদুঃ॥
বেত্থ ত্বং সৌম্য তৎসর্ব্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত॥

অর্থাৎ হে সৌম্য সূত! ভগবান বেদ ব্যাস যাহা জানেন এবং সগুণ ও গুণাতীত ধামাবস্থিত ব্রহ্মের স্বরূপ যে-সকল অপর মুনি অবগত আছেন, আপনি তাঁহাদিগের কৃপায় সেই ইতিহাস পুরাণাদি সমস্তশাস্ত্রই যথার্থ জ্ঞাত আছেন কেন না স্নিগ্ধস্বভাব অর্থাৎ প্রীতিশীল শিষ্যের নিকটই গুরুবর্গ অতিনিগূঢ় রহস্যও ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

যদি কোন শিষ্য প্রীতিপূর্ব্বক গুরুদেবের আদেশ পালনে রত থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিজ গুরুদেবের প্রেম আকর্ষণে সমর্থ হন। গুরুদেবের স্নেহ ব্যতীত অভিনিবিষ্ট শিষ্যই স্নিগ্ধ শিষ্য। স্নিগ্ধ শিষ্যকে গুরুদেবের অদেয় কিছু থাকে না। স্নিগ্ধ শিষ্য যে গুরুদেবের মুখ হইতে অধোক্ষজজ্ঞান লাভে সমর্থ হন অর্থাৎ বাস্তব বস্তুর তত্ত্ব গুরুমুখে অবগত হইয়া থাকেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

পুত্রাদি গুরুদেবের আদেশ পালন করিতে অক্ষম, তাঁহারা গুরুদেবের স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হন না। কাজেই কাহার নিকট হইতে তাঁহারা গুরুকে সদ্গুরুরূপে লাভ করেন না। সেজন্য তাঁহারা শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে অক্ষম এবং অনভিজ্ঞতাহেতু তাঁহারা নিজ নিজ শিষ্যপ্রতিম ব্যক্তিদিগকে তত্ত্বজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না।

কেহ যদি শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য জানিবার জন্য শুদ্ধতত্ত্বজিজ্ঞাসার ভাব হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহার উচিত—বস্তু প্রদর্শক গুরুর সাহায্যে অচিরে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করা এবং তদনন্তর প্রীতিপূর্ব্বক কায়-মনো বাক্যের দ্বারা নিরন্তর সদ্গুরুর আদেশ পালনে রত থাকা। এইরূপভাবে যিনি জীবন যাপন করিতে থাকিবেন, তিনি অচিরে সদ্গুরুদেবের কৃপায় শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য স্বয়ং অবগত হইতে পারিবেন এবং অন্যের নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়া তাহাকেও ধন্য করিতে সক্ষম হইবেন।

জগতে বিবিধ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম এবং বহু শ্রবণযোগ্য শাস্ত্র বিভিন্ন বিভাগক্রমে বর্ত্তমান। অতএব শ্রেয়স্কর সাধন মধ্যে যাহা মুখ্য অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, স্নিগ্ধ শিষ্য গুরুদেবের কৃপাবলে নগণ্য হইয়া তাহার পরিচয় সম্যগ্রূপে অবগত হইতে পারেন। স্নিগ্ধ স্বভাব শ্রীযুত গোস্বামী সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনের কথা অবগত আছেন বিবেচনায় শৌনকাদি ঋষিগণ নিজদিগের কল্যাণের তরে এবং ভবিষ্যতে অপরাপর শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের কল্যাণসাধনের পথ পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা স্নিগ্ধ শিষ্যাভিমান হইয়া সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করত যদি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীযুত গোস্বামি-কথিত শ্রীমদ্ভাগবত নামক অমল গ্রন্থে বর্ণিত উত্তম শ্লোক আলোচনা করিতে থাকি, তাহা হইলে অনায়াসে শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য অবগত হইতে পারি।

প্রচার-প্রসঙ্গ

(গত ৫ম পৃষ্ঠা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ভক্তি-প্রচারের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ হইতে উদ্ধৃত)

১৩ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার নবদ্বীপ মঙ্গল প্রত্যূষে শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরজন্মস্থলীর পারমহংস্য ও ভিক্ষু-পথে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পরমেশ্বরপুরীনিবাসী শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গৌড়িক মহাশয়ের ভবনে শুভবিজয় করেন। ঐ বহু সম্ভ্রান্তব্যক্তি পরমহংস ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শনে উপস্থিত হন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় পরমহংস ঠাকুরের গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালা পরাইয়া দেন। গোস্বামি ঠাকুর তিন ঘণ্টাকাল বিশ্রামান্তে পুনরায় সদলে দাক্ষিণাত্য মেলে কলিকাতাস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠাভিমুখে গমন করেন। পরমহংস ঠাকুরের শান্ত, সৌম্য ও ঔদার্য্যময় মূর্ত্তি সন্দর্শনে এবং অনর্গল পাণ্ডিত্যপূর্ণ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণে সমাগত সজ্জনগণই পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রভুপাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কতিপয় দিবস যাবৎ বাগ্‌বাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহই বহু শ্রদ্ধালু সজ্জন তাঁহার পাদপ্রান্তে সমাগত হইয়া আত্ম-মঙ্গলের উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীমদমত্ত অকিঞ্চন-জ্ঞান সর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণ জগদ্গুরুর অযাচিত কৃপালাভে বঞ্চিত।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

১। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

[illegible]মামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রাজের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত বিশ্বগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর অষ্টকাল

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীজাহ্নবাপত্নীর তটস্থে প্রায় ৩০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচৈতন্য-বোধন-তলে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাক্ষাৎ-পীঠ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাক্ষাৎ ভজনস্থলী। এত মহাতীর্থে শ্রীগৌরাঙ্গমুখ যাবতীয় আকরগ্রন্থরাজি-বেদান্তসমূহ, পরবিদ্যার তাবতীয় ভাষ্য, টীকা, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং কথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধর ও সাক্ষাৎ সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের পরিচয় নিত্য বেদিত হইতেছেন। এই মহাতীর্থে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাক্ষাৎ সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' সম্পাদন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাদি উৎসব ও অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠি ও তীর্থস্থ প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পাণ্ডক শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, গৌরীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(২) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবায়েত শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৩) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিতাইয়ের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৪) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, যমলার্জুন (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, মহাপদ্ম (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরমন্দির এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম তাপস ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এম, এস, এস।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহম্মদসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুনন্দন ভট্টাচার্য বি, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীউত্তমকুমার অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়। বর্তমান।

শ্রীল বাণীনাথের পরিত্যক্ত গার্হস্থ্য-আশ্রমের সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাঁশগড়, ময়মনসিংহ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসৌম্যর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীযোগেন্দ্রমন্দির—

মাউগাছি, আমগর, বর্তমান।

শ্রীবাসাঙ্গনের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীঅক্ষয়চারী ব্রহ্মচারী, ভক্ত দীনবন্ধুদাস।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতরত্ন।

১৩ শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ দাসাধিকারী, শম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগোর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরিত্রাণকৃষ্ণ রক্ষক।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই কলিকাতায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ ভট্ট সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে বহুল একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এত বড়ালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ভাষামিশ্রে মাসিক পত্রিকা উড়িয়া ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ সঙ্কীর্তন, সপ্রমাণ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাশ্রিত শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পাণ্ডক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তবৎসল দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীগান্ধর্বাযোজন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅমলরঞ্জনদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভক্তবৎসলচ্ছিদ্র দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ভাগবতবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

শালগ্রামশীলা শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।

রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

১৬ শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

চাকদহ-কল্যাণী সভা, নদিয়া ডি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা।

রক্ষক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী

১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

নিত্যানন্দা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পাঞ্চরাত্রিকা-পরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণানন্দাবধূত।

১৮ আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাঘবাস পোঃ বর্তমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারী নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিগোপাল।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পুরীধাম, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর ব্রহ্মচারী

২২ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১৩২ জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-গদাধরপুর সনাতন-শিক্ষাস্থল এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

২৩ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহধাম কৃষ্ণ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিগ্রহজীর সেবা বর্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুড়া, চিরকুণ্ড, বাঙ্গুরা, এখানে শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকীর্তন সেবাইত।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দরানন্দজী, শ্রীনীলগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাদ্রা, বাঁকুড়া

এখানে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীব্রাহ্মণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীনবদ্বীপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৮) বিপ্র গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

৫ বোপ্টিনা, চাঁদনি বেনস, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কংগ্রেসের কলঙ্কমোচন সভা

বি, পি, সি, সির আগামী নির্ব্বাচন এবং তৎসম্পর্কে কংগ্রেসসেবীদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করার জন্য গত রবিবার দিন সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবীর সভানেত্রীত্বে দেশবন্ধু পার্কে এক বিরাট জনসভা হইয়া গিয়াছে। বহু বক্তা বর্ত্তমান বি, পি, সি, সির কর্ম্মকর্ত্তাদের কার্য্যের নিন্দা করিয়া এবং শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বিবৃতির বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিবৃতি বাহির হইয়াছে তাহার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু

উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান বি, পি, সি, সির কর্ম্মকর্ত্তাদের যে আইনী কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যই এই সভার আহ্বান করা হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, স্বল্প প্রকাশ্য সভায় এ সম্বন্ধে বিশদের আলোচনা করিতে হইতেছে। কিন্তু উহা না করিয়া উপায় নাই।

কারণ বি, পি, সি, সি কোন ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি নহে যে, উহার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলা চলিবে না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমান বি, পি, সি, সির কর্ম্মকর্ত্তারা এরূপ ভাবে কাজ চালাইয়াছেন যে, কিছুতেই প্রকৃত কর্ম্মীরা, প্রকৃত দেশবাসীরা উহাতে প্রবেশ করিতে পারেন না। কোন মতামত দেওয়ার পূর্ব্বে তিনি সর্ব্বসাধারণকে এই গোলমালের কারণ অনুসন্ধান করিতে বলেন। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, শ্রীযুত সেনগুপ্ত ও তাঁহার সমর্থনকারীরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা,—কারণ তাঁহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ মোটেই করিতেছেন না, পরন্তু বর্ত্তমান বি, পি, সি সিকে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। উপসংহারে বক্তা বর্ত্তমান বি, পি, সি, সির কতক-গুলি বে-আইনী কার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী

সভায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী উপস্থিত ছিলেন। সভানেত্রীর অনুরোধে তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বলেন যে, তিনি এই সভায় কোন দলের পক্ষ হইয়া আসেন নাই, তিনি শ্রোতা হিসাবে আসিয়াছেন। বাঙ্গলার কংগ্রেসে যে দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দেখিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, বিষয়টা যখন এরূপই দাঁড়াইয়াছে তখন উহা মিটমাট করিয়া ফেলাই উচিত। তিনি বলেন যে, বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এরূপ প্রকাশ্য সভায় নিজেদের ঘরোয়া বিষয়ের আলোচনা করিয়া তৃতীয় পক্ষকে আমাদের কথা জানাইবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। তাঁহার অনেক কথাই বলিবার ছিল কিন্তু তৃতীয় পক্ষের লোকের সম্মুখে তিনি কোন কিছু বলিতে পারেন না। কোন প্রাইভেট স্থানে সভা করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করাই সঙ্গত ছিল।

অতঃপর শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় এবং শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আবেগময়ী বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করেন। শ্রীযুত সেনগুপ্ত পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের কয়েকটী কথার সুযুক্তি এবং কৌতুকপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন

মানহানীর দায়ে টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া ৩০।৩৫ হাজার টাকা দাবী

"সোরাষ্ট্র" পত্রিকার সম্পাদক এবং সৌরাষ্ট্র তালুক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শেঠ হাইকোর্টে মানহানির দায়ে "টাইমস অব ইণ্ডিয়ার" বিরুদ্ধে দুইটী মামলা রুজু করিয়াছেন। একটিতে তিনি আমেদাবাদে কংগ্রেস সাপ্তাহিক সত্যাগ্রহ তহবিলের খরচপাতি সম্বন্ধে গোলমাল হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করায় তাঁহার সুনাম নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ১০০০০৲ টাকা দাবীতে নালিশ করিয়াছেন এবং অপরটিতে লবণসত্যাগ্রহের ডামাসাহেব এক বক্তৃতায় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করায় ২৫০০০৲ টাকা দাবীতে মামলা রুজু করিয়াছেন।

ত্রিচীনপল্লীতে দাঙ্গা

১৫ জন আহত

মহরমের পরদিন ত্রিচীনপল্লীর উপকণ্ঠে তেপ্পুর নামক স্থানে হিন্দুদের কাবাড়ী মিছিল বাহির করিতে মুসলমানেরা বাধা দেওয়ায় হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা বাধে। ফলে ১৫ জন লোক আহত হয়। ১৪৪ ধারা জারি করিয়া পাঁচ জনের অধিক লোককে একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। উত্তেজনা এখনও বিরাজ করিতেছে।

জলমগ্ন সাব মেরিণের খোঁজ

গত সোমবার ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে যে সোভিয়েট সাবমেরিনখানা সমস্ত লোকজন লইয়া জলমগ্ন হইয়াছিল, রুশিয়ার ধনির ঝাড়ুদারগণ নাকি তাহার ডুবিবার স্থান আবিষ্কার করিয়াছে। সংবাদপত্রের এক রিপোর্টে প্রকাশ, আর একটি সাবমেরিনের সঙ্গে সংঘর্ষ হইবার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। উক্ত সাবমেরিন খানার ও কোন খোঁজ নাই।

মুসোলিনীকে হত্যার চেষ্টা

আততায়ী গুলিদ্বারা নিহত

সিনোর মুসোলিনীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে সাভিনিয়ার বিপ্লবী সিরুকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। ২৮শে মে তাহাকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছে।

উৎকলে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি

উৎকল প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ওয়ার্কিং কমিটী আগামী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য পরামর্শ করিতেছেন। ৩০০ সদস্য সংগৃহীত হইলেই অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইবে।

পয়সাগাঁও ডাকাতির মামলা

পয়সাগাঁও ডাকাতির মামলায় পুলিশ স্বগ্রাম হাই স্কুলের ছাত্র সুধীর চক্রবর্ত্তী ও মনোমিত ভট্টাচার্য্যকে চালান দিয়াছিল। ৩০শে মে পুলিশ এই মামলা প্রত্যাহার করাতে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী-দ্বয়কে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে ২৫ জন ভদ্রবেশধারী যুবক সশস্ত্র হাট ও মাণ্ডা কোটা পারিয়া, মুখে রং মাখিয়া এবং মুখে গুরু অবগুণ্ঠন লইয়া পয়সাগাঁওয়ের ব্যবসায়ী কেশব চন্দ্র ব্যানার্জ্জির বাড়ী আক্রমণ করে। উহারা নগদ ৭৩০ টাকা এবং ৮৩ ভরি ওজনের স্বর্ণালঙ্কার লইয়া চম্পট দেয়। উপস্থিত আসামী-দ্বয়কে নাকি বাড়ীর লোকে চিনিতে পারে। এজন্য উহাদিগকে ও অন্য ১৫ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে উক্ত ১২ জনকে পুলিশ ছাড়িয়া দিয়া ২ জন যুবককে মাত্র চালান দিয়াছিল।

রেলগাড়ীতে মৃতদেহ

প্রকাশ গত ২০শে মে তারিখে ই, আই রেলওয়ের ২৪নং ডাউন ট্রেণে অতিরিক্ত লোক হইয়াছিল। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা-গুলিতে বিন্দুমাত্র স্থান ছিল না। আসান-সোল ষ্টেশনে মেয়ে গাড়ীতে একটি যুবতীকে মৃত দেখা যায়। প্রকাশ সে নাকি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

গড়জয়েনসাহী পাহাড়ের পরিচয়

এই পাহাড়ে রাজা ভগদত্তের কথিত একটী বড় পুকুর আছে। প্রবাদ ঐ রাজার মাতা তীর্থ স্নানের জন্য পুত্রকে বলায়, নারতীর্থের জল আনাইয়া পুকুর পূর্ণ করেন, সেই সময় হইতে চৈত্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে ঐ পুকুরে স্নানের অনেক যাত্রী হইয়া থাকে। পাহাড়ের ভিতর বহু দুর্গম স্থান আছে এই পুকুরের চতুষ্পার্শ্বে বহু কাটা বাঁশের ঝাড়, ঐ বাঁশের ফুল মাটীতে পড়িয়া থাকে। বর্ত্তমানে তথায় দুর্ভিক্ষ হওয়ায় সংবাদ সকলেই বিদিত আছেন। এই গড়ের ভিতরে ও পার্শ্বে মুসলমান, গড় মাহাত কোচ প্রভৃতি বন্য জাতি বাস করে, পেটের দায়ে ইহারা সকলে পাহাড়ের উৎপন্ন ফল এবং একরকম আলু পাহাড়ে হয় তাহাই সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবন রক্ষা করে। এবার এই কাঁটা বাঁশের দান কুড়াইয়া আনিয়া চাউল প্রস্তুত করিয়াছে। চাঁদপুর মৈমনসিংহ কাছারীর সন্নিকট কুমতে হাট; ঐ হাটে এই চাউল বিক্রয় হয় আমদানী হওয়ায় প্রতিমণ তিন টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। নব আগন্তুক জিনিষ বিক্রয় হইবার জন্য প্রস্তুত করিতে অনেকে খরচ করেন। ভাতের আস্বাদ মিষ্ট পোরো ধানের চাউলের ভাত খসখসে। এই ভাত ধানের চাউল পাচিত ভাতের ন্যায় হইয়া থাকে, পাক ও অন্য চাউলের ভাত পাকের ন্যায়, তবে কাটা বাঁশের চাউল কচলাইয়া ধুইয়া লইয়া পাক করিতে হয়। ইহার খৈ ও ভাল হয়। এই গড় নাটোরের মহারাজা বাহাদুরের এলাকা মধুপুর গড় প্রকাশ খ্যাতনামা। এই গড়েই ইংরাজশাসনের আগমনের পূর্ব্বে মুসলমান বাদশাহ ও হিন্দু রাজত্ব সময় হইতে বড় বড় প্রসিদ্ধ ডাকাতগণের আড্ডা ছিল। তাহার নিদর্শন বহুস্থানে লুপ্ত বড়ঙ্গের চিহ্নাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাহাড়ে পাওয়া শাল কাষ্ঠ এবং অন্যান্য

ইহাকর গাছ ও জঙ্গলে পূর্ণ। জামালপুর, টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ সহরের অধীন। দীর্ঘ অন্যূন ৮০ মাইল, প্রস্থ ১০।১২ মাইলের ন্যূন নহে। ময়মনসিংহ হইতে সুবর্ণখালি যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে এই রাস্তা গড়ের ভিতর দিয়া গিয়াছে। উক্ত কাছারী হইতে এই রাস্তা ১২।১৩ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
আগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৷৫

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৩৮, ৫ই জুন ১৯৩১

নানা কথা

মহাত্মা গান্ধীর কনফারেন্সে যোগ দিবার সুস্পষ্ট অভিপ্রায়

স্যার চিমনলাল শীতলবাদ রাউণ্ড-টেবিল কনফারেন্সের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন :—

"স্যার চিমনলাল শীতলবাদ আমার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া আপনি আমাকে বিব্রত করিতেছেন। তিনি বৃদ্ধ এবং বড়লোক, সুতরাং যথেষ্ট তথ্য অবগত না হইয়াও যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। আমার মত সমালোচক তজ্জন্য তাঁহাকে কিছু বলিবে না। তারপর আমি অতীব গুরুতর কথাবার্ত্তা চালাইতেছি, এসময় কোন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। তবে কিনা আমি একটী কথা বলিতে পারি যে, বিরামসন্ধি বিপন্ন হইতে পারে, বা উহার বিপক্ষে যাইতে পারে আমি এমন কিছু করি নাই। অবস্থা অনুকূল হইলে আমি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যাইবার জন্য ব্যস্ত বটে, কিন্তু আমি যতদূর বুঝি, বিরামসন্ধিতে এমন কোন সর্ত্ত নাই যে, কংগ্রেস রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দিতে বাধ্য। যাহা হউক অবাস্তব কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে না যোগ দেওয়ার কথা এখনও উঠে নাই।"

স্যার চিমনলাল বলিয়াছেন যে মহাত্মাজীর মনোভাব অবিরত পরিবর্ত্তন হইতেছে, এ কথা সত্য কি না জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মাজী বলেন—"এরূপ কিছু করিয়াছি বলিয়া তো মনে পড়ে না।"

রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের আলোচনায় তিনি যোগ দিবেন কিনা—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে মহাত্মাজী বলেন—"আমি যদি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যাইতেই পারি, তবে আমার সমস্ত ক্ষমতা এবং শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমি কংগ্রেসের দাবী উপস্থিত করিব। আমি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে শুধু দর্শকরূপে বসিয়া থাকিব না, আমি আলোচনায় পূর্ণভাবে যোগ দিব।"

বারদৌলীতে নাকি একটা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে মহাত্মাজী বলেন—"আমি এবং মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল কলেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি, ভরসা করি সমস্ত বিষয়েরই সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে।"

বারদৌলী বা বোরসাদে বিরামসন্ধির কোন সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছে কিনা এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে মহাত্মাজী বলেন—"আমি এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াই সঙ্গত মনে করি, কারণ বারদৌলী এবং বোরসাদের সম্বন্ধে এখনও গুরুতর কথাকাত্তা চলিতেছে।"

কন্‌ফারেন্সে গান্ধীজী

আদালতের নিকট ডিনামাইটের বাক্স আবিষ্কার

বিস্ফোরকে সেতুস্তম্ভ ধ্বংস

কিশোরগঞ্জে দেশকর্ম্মীদের মামলা

ঢাকায় পিস্তল চুরি

রাজসাহী জেলা-কংগ্রেসকমিটীর অধিবেশন

রামকৃষ্ণের আপীল

এলাহাবাদে মহরমের গোলমাল

বি এস্ সি শিক্ষক চা

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্-সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-গ্রহণেচ্ছুগণ স্ব স্ব অভিজ্ঞতার বিবরণসহ সম্মানিত কত টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। নির্ব্বাচিত শিক্ষক বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

বিস্ফোরক সাহায্যে সেতুস্তম্ভ ধ্বংস

গত ৯ই জুন সন্ধ্যায় রেঙ্গুন হইতে মান্দালয় অভিমুখে যে মেল ট্রেনখানি যাত্রা করিয়াছিল, সেই ট্রেনটী মধ্যরাত্রে এক দুর্ঘটনায় পড়িয়াছিল।

১১৫।১১ মাইলের সেতুতে রেল দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। হাঞ্জন ও তিনখানি তৃতীয়শ্রেণীর বগীগাড়ী জলে পতিত হয়। ফলে ছয়জন যাত্রী জখম হইয়াছে। তাহাদিগকে পিয়ু হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে, সেতুর দক্ষিণ অংশের দুইখানি রেল অপসারিত করায় এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকাশ, এক নম্বর সেতুস্তম্ভটী সম্পূর্ণরূপে বিস্ফোরিত হইয়াছে এবং এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হইয়াছিল। ইহাও দেখা যায় যে, উক্ত সেতুর একটি রেল জয়েণ্ট ঘুলিয়া ফেলা হইয়াছে। এবং সেতুর দক্ষিণ অংশের প্রথম জয়েণ্ট হইতে একটি ফিস বোল্ট অপসারিত করা হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

কলাভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাত শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অম্লশূল প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টি বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম **আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা**।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বিরাগোদয় পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন লহরী

বটীকার গুণ ও ব্যবহারে, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সময় বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মধুমৎস্যকাদ্যাদ্যি ঘৃত"

দুষ্টব্রণাদি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যস্তম্ভন করত সন্তোষপত্নি দ্বারা ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

ম্যানেজার আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, মেডিসিনওয়ালী

৯৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত অরিন্দম সিংহ, ১১৭, বোবাজারটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার স্ত্রীপুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার নরিয়া) ৬নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয়

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের প্লেটই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের লেই অভিন্ন-বিগ্রহনিনী জীবাত্মস্বরূপবোধিনী কৃষ্ণকীর্ত্তিনিদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত মঞ্জুষার কৌস্তুভমণি—সমস্ত অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— :•: —

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২২শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৮

নদীয়াপ্রকাশের সেবা

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ—স্বপ্রকাশ বস্তু, তিনি কালক্ষোভ্য নহেন। কোন একটী বিশেষ দিনে ইঁহার জন্ম হইয়াছে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া এই পত্র প্রকাশিত হইতেছেন, এরূপ বিচার অক্ষজ-জ্ঞানোত্থ। যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোনও কালে কোনও দেশে আবির্ভূত হইলেও তাঁহাকে কালক্ষোভ্য বিচার করা যায় না অথবা কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা তাঁহার জন্ম জগতে ব্যক্ত হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে তিনি ছিলেন না,—এরূপ বিচারও ভ্রমাত্মক, কিন্তু জীবমঙ্গলার্থই তাঁহার অবতার; তদ্রূপ স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু শ্রীনদীয়াপ্রকাশও কোন ব্যক্তির চেষ্টায় জন্মগ্রহণ করেন নাই অথবা ছয় বৎসর পূর্ব্বে মাত্র তাঁহার জন্ম হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে ছিলেন না, এরূপও নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।" কোনও কালবিশেষে বেদসংজ্ঞিতা বাণী নষ্ট অর্থাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়। আবার জীবগণের মঙ্গলার্থ ক্রমে তাহার প্রকট হইয়া থাকে। শ্রীনদীয়াপ্রকাশও তদ্রূপ বেদবাণী—সাক্ষাদ্ ভগবান্ জগদ্গুরুর ইচ্ছাক্রমে অনর্থযুক্ত জীবগণের অনর্থোপশমনের নিমিত্ত ইঁহার প্রকাশ।

— —

মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান নাই বলিয়া পরমকরুণ পরমেশ্বর কত প্রকারেই না তাহাদের চৈতন্যোদয়ের চেষ্টা করেন। তাহাদের কৃষ্ণজ্ঞান প্রদান জন্যই বেদ, পুরাণাদির প্রকাশ। বেদাভিন্ন গৌড়ীয় নদীয়াপ্রকাশও মায়ামুগ্ধ জীবের চৈতন্যোদ্বোধনের জন্য প্রকাশিত হইয়া প্রতি জীবের দ্বারে "জীব জাগ, জীব জাগ" বলিয়া কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন।

— —

শব্দরূপে লিপিবদ্ধ বেদপুরাণাদির বাক্যগুলি পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণের বিশ্বাসযোগ্য হয় না অথবা বিভিন্ন মতবাদে আচ্ছন্ন জ্ঞানে তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন না। সেই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ জগদ্গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া তদভিন্ন বেদবাণীর যথার্থ মর্ম্ম প্রকাশ ও প্রচার করিয়া অজ্ঞান ব্যক্তিগণের অজ্ঞানাপনোদনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের জগদ্গুরুরূপে মর্ত্ত্যে আগমন—তাঁহার অহৈতুকী কৃপার পরিচায়ক। তিনি কালে কালে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া যুগপ্রভাবে এবং কর্ম্মবশে জীবগণের বিপর্য্যস্ত চিত্তবৃত্তির সংশোধনের নিমিত্ত চেষ্টা করেন। দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতাবাণীরূপে নিজজ্ঞান জানাইয়াছিলেন, কলিহত জীবগণ তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় তিনি আবার ভক্তরূপে আবির্ভূত হইয়া করুণাবশে সর্ব্বজীবে স্বভক্তিশ্রী সমর্পণ করিয়াছিলেন। নদীয়ায় প্রকাশিত সেই নদীয়াপ্রকাশই আবার শব্দাকারে ভগবদভিন্ন জগদ্গুরুর ইচ্ছাক্রমে সর্ব্বজীবের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া তাহাদের চিত্তবৃত্তির সংশোধনের যত্ন করিতেছেন।

— —

শ্রীভগবান্ ও জগদ্গুরু বস্তুতঃ এক হইলেও তাঁহাদের কৃপার তারতম্য আছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদির দুর্লভবস্তু কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানে কখনও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন, ভক্তি লুকাইয়া মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু জগদ্গুরুর আন্তরিক ইচ্ছা—কিরূপে সর্ব্বভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জগতে বিলাইয়া দিবেন। জীবগণ ত্রিবর্গ লইয়া ব্যস্ত থাকুন অথবা মুক্তিবাসনায় উন্মত্ত হউন, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে, পরন্তু ঐসমস্ত কপটতা নিরাস করিয়া অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেম প্রদানে তিনি সতত প্রয়াসী; আবার ভগবানের নির্ব্বিশেষ চিন্তা বা আংশিক সম্বন্ধ লইয়া লোক পরিতৃপ্ত হউক, ইহাও তাঁহার অভিলাষ নহে; এমন কি ঐশ্বর্য্যভাবমণ্ডিত নারায়ণভাবে বিভাবিত করিতেও তিনি নারাজ; চতুঃষষ্টিগুণপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত প্রদান করিতে—চরম ও পরম ভাবমাধুর্য্যরসে ডুবাইয়া দিয়া জীবগণকে কৃতকৃতার্থ করিতেই তিনি সতত সমুৎসুক। জীবের সহিত ভগবানের সাক্ষাৎকার হয় না বলিয়া সাক্ষাদ্ভাবে কৃপা করিবার জন্য তিনি মহান্তগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অচৈতন্য-বিশ্বকে চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন—না চাহিতে প্রেম দিয়া জীবকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছিলেন। সেই চৈতন্যকৃপা কতদূর বলিষ্ঠ, তিনি কত বড় দয়ালু, তাহা চৈতন্যচরণানুচরগণ বিদিত আছেন। যাঁহার কৃপায় জগজ্জীব একদিন ধন্য হইয়াছে, সেই অহৈতুক অমন্দোদয়-দয়াবতার চৈতন্যদেবকেই জগতের নিকট বিলাইয়া দিতে আজ জগদ্গুরু জগতে জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন।

— —

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীচৈতন্যদেবকে জীব-হৃদয়ে প্রকাশ করিবার জন্যই জগদ্গুরুর ইচ্ছাক্রমে শব্দাকারে প্রকাশিত। যাঁহারা নদীয়াপ্রকাশের সেবায় অধিকার পাইয়াছেন প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি বাক্য ও কায়সহযোগে নদীয়া প্রকাশের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য। 'আমি নদীয়াপ্রকাশকে প্রকাশ করিতে পারি, আমার লিখিত প্রবন্ধ না হইলে নদীয়াপ্রকাশ চলিবে না'—এরূপ বুদ্ধি আমার অক্ষজজ্ঞানোত্থ দাম্ভিকতার পরিচায়ক। 'আমি নদীয়াপ্রকাশের সাহায্যার্থ অর্থ প্রদান না করিলেও নদীয়াপ্রকাশ চলে না'—ঈদৃশী বুদ্ধিও মূর্খতারই উদাহরণ-স্থল। কিন্তু 'নদীয়াপ্রকাশের কিঞ্চিন্মাত্র সেবা প্রদান দ্বারা আমাকে শ্রীগুরুদেব কৃতার্থ করিয়াছেন, আমি যদি তাঁহার সেবা না করিতে পারি, তাহা হইলে আমিই বঞ্চিত হইব'—এই বিচার সুষ্ঠুরূপে হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে নদীয়াপ্রকাশের সেবায় সচেষ্ট থাকাই আত্মমঙ্গলের একমাত্র উপায়। নিখিল জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য যাঁহার একপাদবিভূতি মাত্র—লক্ষ্মী যাঁহার ঘরণী, তাঁহার আবার অভাব কোথায়? আমার ন্যায় কপর্দ্দকশূন্য ব্যক্তি অর্থাদি প্রদান করিয়া তাঁহার কতটুকু অভাব পূরণ করিতে পারে। তিনি যে নিজলাভপূর্ণ, তবে কাঠবিড়ালী যেমন একদিন নিজ ক্ষুদ্র দেহে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল, তাহা রামচন্দ্রকে কৃপার্থ নহে, নিজেরই মঙ্গলার্থ। রামচন্দ্রের কৃপায়ই তাহার তাদৃশ অধিকার লাভ—এই বিচারে আমিও জগদ্গুরুর কৃপায় শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রভুর সেবায় অধিকার পাইয়া—ধন্য হইয়াছি, ইহাই বুদ্ধিমানের পরিচয়।

"মুস্কিল-আসান"

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

প্রায়ই নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া যেন পুঞ্জীকৃত নৈশ অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া 'মুস্কিল আসান' এই শব্দটি চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠে। 'মুস্কিল' সংসারে কাহার না আছে? তাই, 'মুস্কিল আসানের' পদার্পণে নগরবাসীরা নিদ্রালস্য পরিহার করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে পথে বাহির হইয়া পড়ে, কত না আশা ও আগ্রহের সহিত 'মুস্কিল আসানের' নিকট উপস্থিত হয়। কেহ তাহাকে বলে,—"ফকিরসাহেব! আমার কন্যাটী ভূতগ্রস্ত, তা'কে একটু মন্ত্রপূত 'জলপড়া' দি'ন, কেহ বা পুত্রের জ্বরশান্তির জন্য ঔষধ চাহে, আবার কোন কোন ব্যক্তি 'মুস্কিল আসান' পরিচয়ধারী ফকিরের গুরু পীরসাহেবের দরগায় সিন্নী মানত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পত্নীর সূতিকা-পীড়ামুক্তির, ভ্রাতার চাকরীর বা বয়স্থা কন্যার সুপাত্র জুটিবার প্রার্থনা জানায়।

সংসারের শত আশাপাশে বিভ্রান্ত-মতি, মাদৃশ বহির্ম্মুখ জনগণের উপর এই 'মুস্কিল আসানের' অমিত প্রভাব, উহার নানাবিধ বুজরুকীতে অজ্ঞহৃদয়ের প্রভূত বিশ্বাস দৃষ্ট হয়।

জগতের অধিকাংশ লোকে প্রকৃত সাধুর সন্ধান রাখে না বা বহু ভাগ্যফলে যথার্থ সাধু অর্থাৎ প্রকৃত 'মুস্কিল আসান' আগত হইলেও লোকে তাঁহার অসীম মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না। ভোগোন্মত্ত মনুষ্যসমাজ কেবল কামনা-পরিতৃপ্তি চাহে, সেইজন্যই ভণ্ড সাধুবেষী যে সকল বুজরুকের দল বন্ধ্যানারীর পুত্রোৎপাদনের ঔষধ, বাতুলের উন্মত্ততা নিরাকরণের টোট্‌কা টুট্‌কী দিতে পারে, অথবা দশমুখী রুদ্রাক্ষ বা নকল দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ইত্যাদি দিয়া স্বকপোলকল্পিত অসার গল্পের অবতারণা করিতে পারে, তাহাদিগকেই সাধু মনে করে। প্রাকৃত 'মুস্কিল আসান' নিত্য অভাবপিষ্ট ত্রিতাপজর্জ্জরিত জীবের কতটুকু বিপদ দূর করিতে পারে? অশেষবিধ দুঃখদুর্দ্দৈব তো তাহার নিত্যসঙ্গী। ভগবদ্বিমুখ হইয়া সে যেদিন সুখদুঃখের ভোক্তাভিমানে মায়াদেবীর পাছে আত্ম বিক্রয় করিয়াছে, সেইদিন হইতেই কষ্টপ্রদ কর্ম্মফাঁসে আবদ্ধ হইয়াছে। 'সাধু' শব্দের অর্থ সৎ অর্থাৎ যাহা পরিবর্ত্তনশীল নহে। সুতরাং প্রকৃত সজ্জনের যে দয়া, তাহার ফলও নিত্যকল্যাণদায়ক; তাহা

মুখরকের প্রবঞ্চনা নহে। প্রকৃত সদাশয় পরদুঃখদুঃখী সাধু মহাজনের কৃপার দ্বারা জীবের সংসার-তাপ দূরীভূত হইয়া থাকে। একমাত্র তাঁহাদের প্রসাদই বিকৃতাবস্থিত জীববৃন্দকে অনন্ত দুঃখের আকরস্বরূপ জন্মমরণপ্রবাহ হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্যানন্দময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্ম-মধুপানে পরিপূর্ণশক্তিবিশিষ্ট।

এই জন্যই শাস্ত্র পরমদয়াল সাধুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন,—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

বিকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট আমরা মনে করি, ব্যাধির ঔষধ পাইলে কিম্বা দরিদ্রতার অবসানে বুঝি আমাদের দুঃখের হ্রাস হইবে। আত্মদুর্দ্দশার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানহীনতাই এইরূপ অদূরদর্শিতার জনক। যেদিন আমরা আমাদের অসীম দুঃখক্লেশের মূল, ঈশ্বরবৈমুখ্যরূপ মহাব্যাধিটীর নিরাকরণের জন্য সরলান্তঃকরণে ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের শ্রীচরণে শরণ লইব, সেই দিনই সত্যসত্য 'মুস্কিল আসানের' কৃপাবলে বলীয়ান্ হইতে পারিব।

পরমকারুণিক ভগবদ্ভক্তগণের নিকট জাগতিক কোনও হেয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উপস্থিত না হইয়া, তাঁহাদের চরণে শ্রেয়-লাভপূর্ণ হরিপাদপদ্ম সেবালাভের উপায় জিজ্ঞাসা এবং যথার্থ আর্ত্তি সহকারে শরণাপত্তি স্বীকার করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণভক্তগণ কৃপাপরবশ হইয়া ভগবৎ-স্মৃতিবঞ্চিত বদ্ধজীবের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করেন, ইহা তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপারই স্বভাব। বসুদেবপ্রেরিত গর্গ মুনিকে বন্দনা করিয়া নন্দ মহারাজ কহিয়াছিলেন,—

"মহদ্বিচলনা নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥

গুরুবৈষ্ণবগণ জীবকে অনর্থবৃদ্ধিকর কোনও উপদেশ প্রদান করেন না, একমাত্র তাঁহাদের প্রসাদবলেই অনর্থনিবৃত্তি হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে শুদ্ধভক্তি লাভ হয়। ভগবানে নির্ম্মলভক্তি তো বহুদূরের বিষয়, মহৎকৃপা ভিন্ন জীবের সংসারশৃঙ্খল পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় না।

"মহৎ কৃপা বিনা, কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

সঙ্গের আশ্চর্য্য প্রভাব সকলেই অবগত আছেন, চৈতন্যময় বিগ্রহ সাধুর ক্ষণকাল সঙ্গপ্রভাবেই ভাগ্যবান্ জীবের চিদ্বৃত্তি জাগরিত হয়।

অসতের সঙ্গদ্বারা মন্দভাগ্য জনগণ শনৈঃ শনৈঃ অধঃপতনের পূতিগন্ধময় পথে ধাবমান হয় এবং সর্ব্বনাশের করালমূর্ত্তির কবলস্থ হইয়া আত্মবিনাশের আবাহন করে, আর বৈষ্ণবের সঙ্গপ্রসাদে অত্যুজ্জ্বল ভক্তিধনের অধিকারী হইয়া ক্রমসাধন-প্রণালী অবলম্বনে পরম প্রয়োজনস্বরূপ কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া অপূর্ব্ব রসযুক্ত প্রেমফল আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। বহু জন্মের সুকৃতি-ফলে যখন জীবের সংসারযাতনা ক্ষয়োন্মুখ হইয়া আসে, তখনই সাধুর করুণাধারায় স্নাত হয়।

সাধুসঙ্গের অপার গুণরাশি সম্বন্ধে পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়াছেন,—

"ন্যূনায়ুষো ধ্রুবমতো ন লভেমহি ত্বা
ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গমাহাত্ম্যে জীবের যে শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ লাভ হয়, তাহার সহিত অনিত্য সুখপূর্ণ অমরাপুরীর হেয় মোক্ষ ফলের কিছু মাত্র তুলনা হয় না। কারণ অচ্যুত পথাবলম্বী জনগণের কখনও পতনাশঙ্কা নাই। কিন্তু শাস্ত্রসমূহে বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্তাপরায়ণ মোক্ষত্যাগী যোগী ঋষিগণের পর্য্যন্ত অধোগতিলাভের বহু বহু ইতিবৃত্ত শুনিতে পাওয়া যায়।

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজ সাধুকৃপার অপরিসীম গুণ বর্ণন করিয়া কহিয়াছেন, যতদিন পর্য্যন্ত মানবগণের চিত্ত নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণভক্তদিগের পদরেণুতে অভিষিক্ত না হয়, তাবৎকাল তাহা সর্ব্বানর্থহারী কৃষ্ণ-পদকমলের স্পর্শসৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। মহাভাগবত পরমহংস ভরত ঋষুগণ নৃপতিকে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় উপদেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"রহুগৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

বহু ক্লেশকর ভবমহাদাবাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবার বাসনা থাকিলে নিষ্কপট অন্তঃকরণে সর্ব্বসন্তাপহারী সাধুর সুশীতল শ্রীচরণপদ্ম আশ্রয় করাই একমাত্র উপায়, নতুবা অপরে কেহই আমাদের অসংখ্য প্রকার 'মুস্কিল আসান' করিতে পারিবে সমর্থ হইবে না।

সাধুর চরণাশ্রয়ে, ভবতাপ বিনাশয়ে,
সর্ব্বানর্থ হয় দূরীভূত।
হেন সাধুসঙ্গ আশে, যত্ন কর মহোল্লাসে,
কৃষ্ণপদে জুড়াইবে চিত॥

কনক

(শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী)

বিভুচৈতন্যের সেবক অণুচৈতন্য জীব। চেতনধর্ম্মে অধিষ্ঠিত জীব মায়াবশযোগ্যতা-হেতু মায়াকবলিত হইয়া নিত্য চেতনধর্ম্মচ্যুত হইয়া জড়ের সেবায় রত হয়, জড়ানন্দভোগ-কামী হইয়া জীব বিষয়ভোগে প্রমত্ত হয় এবং বিষয়কে ভোগ করিতে গিয়া বিষয়ের সেবক হইয়া যায়। এই প্রকার বিষয়মদ-মত্ত জীব বিষয়ভোগতৃষ্ণা নিবারণহেতু বিষয়ীর সেবা দ্বারা বিষয় সংগ্রহে ব্যস্ত হয়।

কনক জাগতিক যাবতীয় বিষয় সংগ্রহের মূলে অধিষ্ঠিত। এই কনকের সাহায্যে ভোগী মানব তাহার নয়নমনোহারী দৃশ্যাবলী দর্শনের সুযোগ করিয়া লইতে পারে, বিবিধ বাদ্যযন্ত্রসহযোগে সুমধুর বামাকণ্ঠধ্বনি শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদনের সুযোগ পাইতে পারে। এই কনকেরই সাহায্যে যাবতীয় নবাবিষ্কৃত উত্তম সৌগন্ধরাশি দ্বারা ভোগাকাঙ্ক্ষী তাহার নাসিকার ভোগানলে ইন্ধন সংগ্রহের সুবিধা করিয়া লইতে পারে। এই কনকের সাহায্যে রসনার তৃপ্তিকামী লোভী মানব চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ সুমধুর আস্বাদযুক্ত পাদ্যদ্বারা তাহার রসনাকে তৃপ্ত করিতে সমর্থ হয়, আবার স্পর্শসুখকামী লম্পট এই কনকেরই সাহায্যে অপরাপর সুন্দরী স্ত্রীসম্ভোগের সুযোগ করিয়া অনন্ত নরকের পথ আবিষ্কারের সুযোগ পায়। সুতরাং বিষয়প্রমত্ত জীবের সর্ব্বপ্রধান কাম্য হইয়া পড়ে বিষয়-সংগ্রহের মূলে অধিষ্ঠিত সেই কনক-সংগ্রহের উৎকট প্রচেষ্টা। জীবনের সকল উদ্যম, সকল উৎসাহের পর্য্যবসান হয়—ধনীকের পদলেহনদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে তাহার

জীবনের উজ্জ্বল মধ্যাহ্নের বিপুল কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ব্যয়িত হইয়া যায় শুধু নশ্বর অর্থ সংগ্রহের তীব্রতাড়নায়। জীবনপাত পরিশ্রমের ফলে সংগৃহীত হইল যে অর্থ, তাহা রক্ষার জন্য তখন আবার নূতন উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হয়। সর্ব্বদা আশঙ্কা কখন দস্যুতস্কর আসিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে, জীবনের এত সাধের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যখন বহু কষ্টে সংগৃহীত হইল, তখন রক্ষার উদ্বেগ আসিয়া তাহার সমস্ত আনন্দ নষ্ট করিয়া আবার তাহাকে নিরানন্দে ভাসাইয়া দেয়। এবম্প্রকার উদ্বেগের মধ্যে যখন এত সাধের অর্থ ব্যয়িত হইতে থাকে, তখনও আবার কষ্ট। হায়! হায়! আজীবন যে অর্থের জন্য সমস্ত কষ্ট তুচ্ছ করিয়া ধনীকের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া কত না হীন কর্ম্মের আবাহন করিলাম, সেই অর্থ আজ রক্ষিত হইল না!

এই প্রকারে নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে যদি কোন জীবের পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি থাকে, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ-ফলে বুঝিতে পারেন যে, কনক তাহার নিজের ভোগের বস্তু নহে, মাধবের ভোগের বস্তু। সাধু তখন বলেন—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল মাধব॥

অর্থাৎ কনকের দ্বারা নিজের ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ না করিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর ভোক্তা, আমরা সকলেই তাঁহার ভোগ্য। তাঁহারই শ্রীচরণ সেবায় কায়, মন, অর্থ, বাক্য—সমস্তই নিয়োগ করিতে হইবে, তাহাতেই সমস্ত জীবনের চরম এবং পরম মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।

জলপাইগুড়ীতে প্রচার

গত ১৭ই মে রবিবার পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু কতিপয় ভক্ত-সমভিব্যাহারে জলপাইগুড়ী সহরের দ্বারে দ্বারে যাইয়া অযাচিতভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। জলপাইগুড়ী সহরের বহু বহু সজ্জন ব্যক্তি শুদ্ধভক্তগণের মুখে ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

প্রচারকবর্গ জলপাইগুড়ীবাসী ভূতপূর্ব্ব মিনিষ্টার নবাব মশার্রফ হুসেন বাহাদুর সাহেব ও স্থানীয় প্রধান জমিদার মোহাম্মদ সোনাউল্লা মিঞা সাহেবের নিকট প্রায় ২॥ ঘণ্টা কাল আত্মধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। তাহাতে নবাব বাহাদুর ও জমিদার সাহেব এত প্রীত হইয়াছেন যে, "ইহাই বাস্তবিক সনাতন ধর্ম্মের কথা, একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতারূপ বহু আরাধনার কথা ইহাতে নাই," ইহা বলিতে কোনপ্রকার দ্বিধা বোধ করেন নাই।

ঐদিবস সন্ধ্যার পর হইতে শ্রীপাদ কল্যাণকল্পতরু ভক্তিরত্ন মহাশয়ের ভবনে সমবেত বহু নরনারীর নিকট শ্রীল ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যুধিষ্ঠির-নারদ-সংবাদে গৃহস্থের ধর্ম্ম অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বহু সুযুক্তিপূর্ণ উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে শুদ্ধ-ভক্তের কীর্ত্তন হয়।

প্রচারক বৃন্দের ১৮ই মে পুনরায় কুচবিহার লিঙ্গে আরোহণের দিন নির্দ্ধারিত থাকা সত্ত্বেও শ্রোতৃমণ্ডলীর ঐকান্তিক আগ্রহে আরও দুই দিবস বিলম্ব করিতে বাধ্য হন। ইতঃপূর্ব্বে স্থানীয় সাবজজীন কালীবাড়ী ও অন্যান্য বহু স্থানে স্বামিজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তাহাতেই শ্রোতৃবর্গের শ্রবণপিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের পারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-বেষ্টিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। আগ্রম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তনানন্দদায়িনী ভাবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাচার্য্য ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেব শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁ। ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তার্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্য প্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্তরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভক্তিধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল গোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার ক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

শ্রীধাম নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যারত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাতন্ত্রিক-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সাক্ষাৎ নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ভাষাসাংকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধরমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সমাগমে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দ্বি ভক্তমনিষ্ঠ মাসিক পত্রিকা চারাঙ্গী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমদনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ধকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীদুঃখগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবলদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবপ্রসাদ শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুরধুনী-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরসরাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিভূষণ ভাতার ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁদপাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বারাণসী, প্রয়াগ ষ্টেশন, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসঙ্কেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীযোগেন্দ্রমহন্ত—

মাউগাছি, জাহানপুর, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসবিহার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীহরিবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীননয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-কেন্দ্র

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, ইসলাবাদী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌরদাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীশঙ্কুনাথ পাত্র, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণ-গৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদীননয়ন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

ভক্তিকুসুমবাটিকা সভা, খালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মোদনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগোবিন্দকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

বগদার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ওঁবিষ্ণু শ্রীপরমানন্দ বিদ্যাকল্প, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরসজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাই, শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

নং জগন্নাথবল্লভপুরা, কার্শ।

পো পদ্মাকপুর সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীজ্ঞানকীনাথজী শ্রীকানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনিবাসদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপুরুষহংস মঠ

নবদ্বীপগঞ্জ, সাঁতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিগ্রহ ও সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীকৃষ্ণন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণাশ্রিত

(২৬) গৌরাঙ্গপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রাঙ্গামাটী, পোঃ মাটী, ২ পঞ্চ

এখানে যড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী।

(২৭) শিল্প গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীকৃষ্ণন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণাশ্রিত

(২৮) গৌরাঙ্গপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

আদালতের নিকট ডিনামাইটের বাক্স আবিষ্কার

গত ২রা জুন সকালে চট্টগ্রামের আদালতের নিকটস্থ ভূগর্ভে ডিনামাইট আবিষ্কারের বিস্ময়কর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, গত ২রা জুন পুলিশ ডিনামাইট সন্দেহে ৮টী ক্যানাস্তারা আবিষ্কার করিয়াছে। ঐ দিন প্রাতে একটী ক্যানাস্তারা লইয়া যাওয়ার সময় কুমিল্লার নিবারণ ঘোষ নামক একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, তাহার জবানবন্দী মত খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ নল্লাপাড়ায় আরও ৩টী অনুরূপ ক্যানাস্তারা পাইয়াছে। অপরাহ্ণে আদালতের দালানের নিকট কাছারি পাহাড়ের উপর আরও ৪টী ক্যানাস্তারা পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের সহিত বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ তারের অপর প্রান্ত ঘাসের নীচ দিয়া ৫০ ফিট দূরে অবস্থিত। ১৫ ইঞ্চি মাটীর নীচ হইতে ঐ ক্যানাস্তারাগুলি খুঁড়িয়া বাহির করার সময় জেলাম্যাজিষ্ট্রেট, ডি, আই, জি ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তথায় উপস্থিত ছিলেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার ট্রাইবিউন্যালের কমিশনারগণ পরে ঐ স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন।

এরূপ প্রকাশ যে, নল্লাপাড়া গৃহে ২রা জুন সকালে একজন যুবককে বোমা ও অন্যান্য দ্রব্যসহ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অনেক বাড়ীতে খানাতল্লাসি এবং ঘটনার গুরুতর পরিণতির সম্ভাবনা।

বোম্বাইয়ে জাতীয় পতাকা অভিবাদন

গত ৩শে মে প্রাতে কংগ্রেসের বাড়ীতে জাতীয় পতাকা অভিবাদন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রভাত ফেরীর দল সমূহও এই উৎসবে যোগদান করে। শ্রীযুত নরিম্যান সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঢাকায় পিস্তল চুরি ৩ জন গ্রেপ্তার

হাতিয়ার মুন্সেফ বাবু সতীশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জি ছুটি লইয়া ওয়ারিতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি পুলিশকে সংবাদ দেন যে, তাঁহার পিস্তলটী ১২টী গুলিসহ অপহৃত হইয়াছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সারারাত্র খানাতল্লাস করে। এ পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ১জন মুদী ও অন্য ২জন বাড়ীর ভৃত্য।

পাটনায় খানাতল্লাস শিক্ষক-পুত্র গ্রেপ্তার

গত ৩১শে মে অপরাহ্ণে সি, আই ডি বিভাগের পুলিশ কয়েকজন প্রহরী পুলিশের সাহায্যে জঠরপুকুরের রামমোহন সেমিনারীর শিক্ষক বাবু বিনোদবিহারী ঘোষের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। বহু অন্বেষণের পর কয়েকখানি চিঠিপত্র সংগ্রহ করে এবং শিক্ষক মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অনিলকুমার ঘোষ ওরফে রতনকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায় ও আটক রাখে। কঙ্করবাগে এক রিভলভারধারী যুবকের এত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এই খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন

সম্প্রতি রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটীর বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই অধিবেশনে শ্রীযুত সেনগুপ্তের সমর্থক দলের জয় হয়, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থক দল সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। টাউনহল এতদুপলক্ষে জনসমাপ্ত পূর্ণ হইয়াছিল, সংখ্যক মহিলাও উপস্থিত।

কয়েকদিন হইতেই মফঃস্বলে দুই দলের বহুসংখ্যক সদস্য সংগৃহীত হইয়াছিল। সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক একটী আপোষ হয়। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রকৃত কর্ম্মীদের সকলকে বাদ দিয়াই কংগ্রেসের কার্য্য চালাইবার দায়িত্ব ... করেন। শ্রীযুত মৈত্র সুভাষবাবুর দলের লোক শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর নেতৃত্বে শ্রীযুত সেনগুপ্তের দলের কর্ম্মীগণ কার্য্যকরী সমিতিতে নেতৃত্বের সকল দাবী রাজী।

সভার কাজ ধীরভাবে আরম্ভ হয়। শ্রীযুত রজনী সান্যাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি আপোষ নিষ্পত্তির কথা সভায় উপস্থিত করেন, ইহাতে কয়েকজন নিরপেক্ষ সদস্য শ্রীযুত মৈত্রকে ব্যাপারটি ভাঙ্গিয়া বলিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, তিনি অনুপস্থিত। শ্রীযুত সেনগুপ্তের দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী এবং সুভাষবাবুর পক্ষ হইতে শ্রীযুত সত্যপ্রিয় ব্যানার্জ্জি নিজেদের দলের কথা বুঝাইয়া দেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুত সুরেন মৈত্রকে সভাপতি এবং শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বক্সীকে সেক্রেটারী করিয়া কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের একটি তালিকা দাখিল করা হয়। শ্রীযুত গোপেন্দ্র মজুমদার ইহাতে উঠিয়া বলেন যে, বিগত আইন অমান্য আন্দোলনে যাঁহারা বীরের মত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীযুত সেনগুপ্তের দলের লোক, তাঁহাদিগকে এই ভাবে বাদ দেওয়া আত্মঘাতী পন্থা হইবে। অতঃপর শ্রীযুত রজনী সান্যালকে সভাপতি এবং বর্ত্তমান সেক্রেটারী মানসগোবিন্দ সেনকে সেক্রেটারী করিবার প্রস্তাব করিয়া অপর একটী তালিকা দাখিল করা হয়, এবং উহাই গ্রাহ্য হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ২০০ এবং বিপক্ষে ১৫৫ ভোট হইয়াছিল।

কিশোরগঞ্জে দেশ-কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে মামলা

কিশোরগঞ্জের বহু নির্য্যাতিত কর্ম্মী ছাত্র সমিতির সভাপতি শ্রীযুত কামাখ্যা প্রসাদ চৌধুরী ও সহঃ সভাপতি শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, যুবক সম্মিলনীর শ্রীযুত নীরেন্দ্র কিশোর মজুমদার, পশুপতি চক্রবর্ত্তী, শান্তি রায় এবং ৬০ বৎসর বয়স্ক কংগ্রেসনেতা শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহোদয়গণ আঠার বাড়ী ট্রেন ডাকাতি মামলায় সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার হইয়া মাসাধিক কাল হাজত ভোগের পর গত ২৫শে প্রত্যেকে এক হাজার টাকার জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সদরের উত্তর-বিভাগের মহকুমা হাকিম মিঃ নীরেন্দ্র ঘোষের এজলাসে মোকদ্দমা উঠিয়াছিল। আসামীগণের প্রার্থনানুযায়ী কিশোরগঞ্জের পুলিশ ডায়েরী তলপ করায় দেখা যায় যে, উপরোক্ত আসামীগণ ঘটনার সময় কিশোরগঞ্জ যুবক সম্মিলনী ভবনে ঐ সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিতেছিলেন। অত্রাবস্থায় উপরিউক্ত যুবকগণকে হাজতবাস করান অনুচিত বিবেচনায় হাকিম মহোদয় তাঁহাদিগকে জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ দেন। বাকী ১৭।১৮ জন আসামী এখনও হাজতে আছেন।

উপর্য্যুক্ত জামিনে মুক্ত কর্ম্মীবৃন্দ ইতিপূর্ব্বে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া একাধিকবার দণ্ড ভোগ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্যান্য ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার হইয়া সুদীর্ঘকাল হাজত বাসের পর প্রমাণাভাবে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

তে মহেশ গুপ্তের বন্দুক চুরি, গাঙ্গাইল ডাকাতি ও যশোদল ষ্টেশনে বন্দুক প্রাপ্তি সংক্রান্ত স্থানীয় মোকদ্দমাগুলিও ময়মনসিংহের দক্ষিণ বিভাগের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে উঠিয়াছিল। কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইবার পর পুনরায় তারিখ পড়িয়াছে। বন্দুক চুরি অম্পর্কে মহেশ বাবুর ৩য় পুত্র ভূপেন গ্রেপ্তার হইয়া জামীনে মুক্ত ছিল। সে পুনরায় উপর্য্যুক্ত ট্রেণ ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার হইয়া হাজত ভোগ করিতেছে।

রামকৃষ্ণের ফাঁসী ১১ই জুলাই পর্য্যন্ত স্থগিত

দীনেশ রামকৃষ্ণ ডিফেন্স কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত দুর্গাদাস দাশগুপ্ত জানাইতেছেন যে, শ্রীযুত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের এডভোকেট মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মারফতে তাঁহারা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ জে, ডব্লিউ, নেলসনের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র পাইয়াছেন।

"আপনার মক্কেল রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের পক্ষ হইতে, তাঁহার প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিবার জন্য আপনারা আবশ্যক কাগজপত্র এবং টাকাকড়ি লণ্ডনের সলিসিটার্স মেসার্স টি, এন উইলসন এণ্ড কোম্পানীর নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ দেখাইয়া ২২শে মে তারিখে আপনি যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার প্রাপ্তি স্বীকার জানাইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। ১৯৩১ সালের ১১ই জুলাইয়ের মধ্যে আপনার মক্কেলের পক্ষ হইতে প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের জন্য বিশেষ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত নিশ্চয়ই দাখিল করিতে হইবে। ঐ সময়ের জন্য ফাঁসী স্থগিত থাকিবে

এলাহাবাদে মহরমের গোলযোগ

এলাহাবাদের নানা জেলা হইতে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ২।১টী অপ্রীতিকর ঘটনা ব্যতীত সর্ব্বত্রই শান্তির সহিত মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কোকরাজ নামক স্থানে তাজিয়া লইয়া দুইদল মুসলমানের মধ্যে লড়াই বাধিয়া যায়, ফলে ১ জন নিহত এবং ৩ জন আহত হইয়াছে।

Reg No C.1544

নবদ্বীপ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নমুনা
প্রতি সংখ্যা ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গ-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৪৮, ৬ই জুন ১৯৪১

নানা কথা

গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে মহাত্মাজী

গোলটেবিল বৈঠকের আগামী অধিবেশন সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন—'আমি শুধু এই কথা দিতে পারি যে, আমি যখন দিল্লীর চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছি, তখন কংগ্রেসের সুনাম রক্ষার জন্য লণ্ডনে যাইয়া গোলটেবিল বৈঠকে এবং ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ এমন কি মিঃ চার্চিলকে পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বাণী শুনাইবার জন্য লণ্ডনে যাইবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমি জানি, মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁহার দল ইহা বুঝেন না যে, কংগ্রেস গ্রেট-ব্রিটেনের শত্রু নহে। মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ গ্রেটব্রিটেনের জন্য যে সব অধিকার লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কংগ্রেস ভারতের জন্য শুধু তাহাই চাহেন। সুতরাং লণ্ডনে যাইবার জন্য আমার পক্ষে কাহারও অনুরোধ উপরোধ আবশ্যক নাই। সাম্প্রদায়িক সমস্যার যদি সমাধান না হয় তাহা হইলে আমি কি করিব, এ কথা বন্ধুদের নিকট অনেকবার বলিয়াছি। (সুতরাং সে ক্ষেত্রে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে আমি অক্ষম) সে ক্ষেত্রে যদি দরকার হয়, দায়িত্ব সম্পন্ন ব্রিটিশ রাজনীতিকদের নিকট কংগ্রেসের কথা উপস্থিত করিবার জন্য আমি লণ্ডনে গমন করিব। অবর্ণিত দুঃখ দুর্দ্দশাকর অপর একটি সংগ্রামে পুনরায় জাতিকে আহ্বান না করিয়া যাহাতে সম্মানজনকভাবে স্থায়ী শান্তি লাভ সম্ভব হইতে পারে, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

গোলটেবিলে গান্ধীজী

দুইশত বিদ্রোহীর উপর গুলীবর্ষণ

গান্ধীজীর পদ দগ্ধ

বি, পি, সি. সির বিরুদ্ধে অভিযোগ

পার্শেলের মাশুল বৃদ্ধি

প্রভাতফেরীর উপকারীতায় গান্ধীজীর অভিমত

বৃদ্ধের ভাগ্যে ১৪ লক্ষ টাকা

গ্রীষ্মের প্রকোপে শ্বেতাঙ্গ মহিলার মূর্চ্ছা

দুই সেকেণ্ডে খবর সরবরাহ

জার্ম্মেণীর দেড়শত কোটী টাকা বাজেটে ঘাটতি

বি এস্ সি শিক্ষক চা

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্-সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ গ্রহণেচ্ছুগণ স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার বিবরণসহ ১৫৲ টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। নির্ব্বাচিত শিক্ষক বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

গান্ধীজীর পায়ের তলা দগ্ধ

গত ৩১শে জুন প্রাতে মহাত্মা গান্ধীর পা পুড়িয়া গিয়াছে। তিনি প্রতি দিনের মতই প্রাতঃভ্রমণে বহির্গত হইয়া বেলা রাস্তা পরিয়া যাইতে যাইতে কতকটা ছাইয়ে পা দেন, উহার মধ্যে একটা জলন্ত কয়লা ছিল। ফলে তাহার পা সামান্য পুড়িয়া যায়। যাহা হউক তিনি অবশ্যই আশ্রমে ফিরিয়া যান।

জার্ম্মেণীর প্রায় দেড় শত কোটী টাকা বাজেটে ঘাটতি

ইংলণ্ডে রওনা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে চ্যান্সেলার (রাজস্ব সচিব) ডাঃ ফ্রিটনিং এবং তাঁহার মন্ত্রীসভা জার্ম্মেণীর নৈরাশ্যজনক আর্থিক অবস্থার অপূরণ সাময়িক একটা প্রতিকারও করা যায় কিনা তাহার শেষ চেষ্টা করেন।

তাঁহারা আবশ্যকীয় রাজস্ব উদ্ধারের জন্য যে 'বিশেষ ব্যবস্থার' প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে কি না তাহা প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গ স্থির করিবেন।

বর্ত্তমান বাজেটে মোট ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৬ কোটী পাউণ্ড হইবার সহিত কেড়ারেল রেল এবং সহরগুলির রাজস্বের ঘাটতি ধরিলে ৯ কোটী পাউণ্ড যোগ করিলে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫ কোটী পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় এক কোটী ৫০ লক্ষ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

সচ্চরিত্র ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্লপ্রদর, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালোর পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ!

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ডিমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস প্রভৃতে শুক্রদোষ, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিকৃতি আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অমৃতসঞ্জীবনী ঘৃত"

সর্ব্বপ্রকার যোগে বাজপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া বাজসদৃশ করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"মুখশুদ্ধিবিনোদিনী বটিকা"

মুখের সকল প্রকার দুর্গন্ধ স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে সমর্থ। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—বাঙ্গালা ঔষধালয়, বেলেঘাটা

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস. এন. ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন;

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্র সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্ত গণনা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১৫ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, লিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

চাঁদার রোডং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পম্পট বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপবোধিনী কৃষ্ণকার্পণ্যনাশিনী জীবন্মুক্তীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২৫শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার—১৩৩৮

রসিক কে ?

এই পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অবলম্বন করিয়া নানাবিধ জীব জড়ভোগকে 'রস' জ্ঞান করেন। রসবস্তু ইন্দ্রিয়ভোগ সম্বন্ধীয় নশ্বর ভাবমাত্র নহে। শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ রস-সংজ্ঞা-নিরূপণে ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে জানাইয়াছেন,—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

প্রত্যক্ষ জড়জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ভোগানুভূতিতে যে ভাবনা তাৎকালিক ভাবে উদিত হয় তাহাকে অতিক্রম করিয়া চমৎকারপূর্ণ ভূমিকাই 'রস'। উহা সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে আত্মবৃত্তি নির্ম্মল সেবা দ্বারা আস্বাদিত হইয়া উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতা লাভ করে।

রসিকজনই ঐ রসের মালিক। রসময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রসিকচূড়ামণি। তাঁহার পরিকরগণ রসিক। সেই রসিকগণ কৃষ্ণ-বিষয়রসকে পাঁচ প্রকারে আস্বাদন করিতে সমর্থ।

আশ্রয়জাতীয় শ্রীবৃষভানুনন্দিনী প্রমুখ যূথেশ্বরীবর্গ ও তদনুগ অনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি প্রিয় নর্ম্মসখীগণ, নন্দযশোদাদি পিতৃমাতৃকুল, শ্রীদামসুদামাদি সখাগণ, চিত্রক, পত্রক, রক্তক, বকুলাদি দাসবর্গ এবং গো বেত্র বিষাণ-বেণু প্রভৃতি নিরপেক্ষ হরিসেবারত আশ্রয়সমূহ—এই পঞ্চভেদে মূল রসিকগণ রসময়ের নিত্য চিদানন্দে অবস্থিত।

যেসকল সাধনসিদ্ধ ভক্ত এই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের একান্তভাবে অনুগত হইয়া সাধনবিষয়ে বদ্ধজীবের আদর্শ হইয়াছেন, তাঁহারাও রসিকানুগত রসিক।

এই রসিকভক্তগণের সেবকসম্প্রদায়ও শুদ্ধভক্ত দ্বারা 'রসিক' শব্দে সমাদৃত। শুদ্ধ জীবাত্মার বদ্ধভাবে আবদ্ধাভিমান না থাকিলে তিনি কখনই প্রাকৃত ভোগময় বৈরস্যকে 'রস' বলিয়া ভ্রম করেন না।

চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাঁচপ্রকার বৈশিষ্ট্য আছে। সেই পাঁচ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নামকীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। স্বল্প সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া সাধুগণ নামভজনে অগ্রসর হইলেই ভাবের আবির্ভাব হয়। তখন তাঁহারা সাধনক্রম অতিক্রম করিয়া সিদ্ধির পথে ভাব লাভ করেন। এই ভাব ঘনীভূত হইয়া প্রেমভক্তিরসে পর্য্যবসিত হয়। জাতরতি ব্যক্তিই ভাবের অধিকারী, তাহাতে নিষ্ঠার পূর্ব্বাবস্থায় কোন অনর্থাদি পরিদৃষ্ট হয় না। সেই ভাবুকগণ স্থায়িভাব রতিতে সামগ্রীচতুষ্টয়ের যোগে রসে নিমগ্ন হন।

জাতানুরাগ ভাবুকগণই উন্নতাবস্থায় রসাবলম্বনে রসিকশেখরের সেবারস আস্বাদন করিতে সমর্থ। অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব ভাব ও রসের উদ্দেশ্য লাভ করিতে অসমর্থ। তাঁহারা প্রাকৃতসাহজিক বিচার অবলম্বনে যে বাহ্যপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হন, শ্রীমদ্ভাগবতরস শুদ্ধভক্ত সঙ্গে আস্বাদন করিলে তাঁহারাও রসিক হইতে পারিবেন।

অধোক্ষজ-সেবাই
সর্ব্বানর্থবিনাশিনী

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিসুধাকর)

ভগবান অধোক্ষজ বস্তু। সুতরাং তিনি আমাদিগের ইন্দ্রিয়বর্গের গোচরীভূত হন না। আমাদিগের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রমপূর্ব্বক অবস্থান করেন বলিয়াই আমরা ইন্দ্রিয়সাহায্যে ভগবানের দর্শনলাভে অসমর্থ। সাধারণ শ্রেণীর মনুষ্যগণের কা কথা, ধর্ম্মার্থকামলাভেচ্ছু মোহান্ধ কর্ম্মী ও মোক্ষলাভেচ্ছু, শুষ্ক-জ্ঞানিগণও স্ব-স্ব জাড্য ও প্রতিভাদ্বারা ভগবানের স্বরূপজ্ঞানলাভে অক্ষম। অভিনয়ানভিজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ নাট্যকৌশল জানে না, কুবুদ্ধি-সম্পন্ন জীবও সেইপ্রকার মন ও বাক্যাদির সংযোগে জড়বুদ্ধিপ্রসূত কৃতকাদি কৌশল-দ্বারা নামরূপাদি বিস্তারকারী এই জগদ্-বিধাতার স্বরূপ ও লীলার পরিচয়লাভে সমর্থ হয় না, যথা শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৩।৩৭ সংখ্যক শ্লোকোক্তি—

ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতু-
রবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতাঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ
সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ॥

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি আমরা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ ও তাঁহার লীলা সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান লাভে সমর্থ না হই, তাহা হইলে উক্ত বিষয়ের পরিচয় লাভের সম্ভাবনা কি আমাদের ভাগ্যে আদৌ নাই? এইপ্রকার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৩।৩৮ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যথা:—

স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য
দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা
ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্॥

অর্থাৎ যিনি নিরন্তর নিষ্কপটে আনুকূল্যের সহিত ভগবানের পাদপদ্মগন্ধ ভজন করেন, তিনিই অলৌকিক লীলাময় সেই ভগবান চক্রপাণির তত্ত্ব ও লীলারহস্য সম্যক্ রূপে জানিতে পারেন।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্ব। সর্ব্বশক্তিমত্তা-হেতু তিনি অল্পশক্তিমান মানবগণের ধারণায় যাহা অসম্ভব, তাহা সুসম্পন্ন করিতে সম্পূর্ণরূপে পারগ। অতএব যদি কেহ এবম্বিধ সর্ব্বশক্তিমান ভগবদ্বস্তুর শরণাগত হইয়া সদ্গুরু ও সৎশাস্ত্রানুসারে তাঁহার ভজনে রত হন, সেই ব্যক্তি যে ভগবানের কৃপাবলে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহার সম্যক্ পরিচয় ও তাঁহার ভুবনমঙ্গলকারী পবিত্র লীলার রহস্য অবগত হইতে পারিবেন, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? সমুদ্রমধ্যে নৌকা জলমগ্ন হইবার কালে আরোহী ব্যক্তি সন্তরণ দ্বারা কি জীবন রক্ষা করিতে পারে? কখনই না। কিয়ৎকাল সন্তরণ করিবার পর হস্ত পদ অবশ হইয়া যায় এবং তৎকালে কোন ব্যক্তিই আর জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। এমন সময় ভগবানের ইচ্ছাক্রমে যদি অপর একখানি নৌকা হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া জলমগ্ন আরোহীদিগকে উঠাইয়া লয়, তাহা হইলে জলমগ্ন ব্যক্তিগণ রক্ষা পাইতে পারে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভগবানের দ্বারাই অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে এবং যাহারা তাঁহার শরণাগত হন, তাঁহারা সামান্য সমুদ্রের কা কথা, দুস্তর ভবনদী পর্য্যন্ত পার হইবার এবং তাঁহার ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎকার করিবার ও ভুবনমঙ্গল লীলার সুগভীর রহস্য অবগত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্যের প্রাবল্যে যে-সকল ব্যক্তি ভগবানের শরণাগত হইতে পারেন না, তাঁহারা অজ্ঞ ও মায়ার দণ্ড্য। ত্রিতাপ তাহাদিগকে মুহুর্মুহু ঝকটী দেখাইয়া থাকে।

মানবের শ্রেষ্ঠতা কোথায় ?

শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী।

পরিদৃশ্যমান জগতে প্রত্যেক বস্তুরই প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়। অনন্ত কলা-কৌশলী শ্রীভগবান কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত অনর্থক কিছুই রচনা করেন নাই। সৃষ্টি-বৈচিত্র্য যে কি আশ্চর্য্য সুসামঞ্জস্যের সহিত স্রষ্টার সৃজনপ্রণালীর সার্থকতা ঘোষণা করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। নিবিড় কাননস্থিত অযত্নবর্দ্ধিত কুসুমরাজি, বিটপিসমূহের সুমধুর ফল, শ্যামল তৃণবল্লীর স্নিগ্ধ কমনীয়তা, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলরাশি,—ইহারা সকলেই আপনাপন সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ভূচর, খেচর এবং উভচর প্রাণিগণকেও যে যাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপালনে তৎপর দেখা যায়। কিন্তু ভগবানের সৃষ্ট সমগ্র প্রাণিগণের মধ্যে একমাত্র মানবজাতিই অপরাপর জীবগণের উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা মানবের বুদ্ধির বিমোহকর্ষই এই প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। প্রকৃতপক্ষে তাহারা পশুশ্রেণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভের যোগ্য কিনা, আমরা অদ্য তাহাই আলোচনা করিব।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিক মহোদয়গণের গবেষণাফলে পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সমুদয় ঘটনাবলী আমরা অবগত হইতেছি তাহাতে মনে হয় যে, তাৎকালিক অসভ্য মানবগণ বর্ত্তমানকালের মত সুখ-সুবিধায় কালাতিপাত করিতে পারিতেন না। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে অতিকায় ভয়ঙ্কর জন্তুবর্গের সহিত সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। ভীষণাকৃতি কুম্ভীর, অক্টোপাস ইত্যাদি জলজন্তুর আক্রমণ এবং 'মাষ্টোডন', 'ডাইন থিরিয়াম' ও 'ম্যামথ' নামক বিরাট-বপু বন্যহস্তীর উৎপাত আদিম অধিবাসীদিগের কম ভীতির কারণ ছিল না। আবার সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গরিলা এবং অজগর সর্পাদিও প্রায়ই তাহাদের জীবন

নষ্ট করিত। তৎকালে সেই আদিম মনুষ্যগণের প্রধান উদ্বেগ ছিল, কিসে এই প্রকার ত্রাসজনক অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদে বাস করা যায়। আধুনিক সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যতটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহা বলিলে একপ্রকার নিষ্ফল হইবে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু নিত্য জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত এই বর্তমান সুসভ্য যুগেও মানবের সংগ্রামপ্রবৃত্তি কী তাহা নিরাকৃত বা অভাবের হ্রাস সাধিত হইয়াছে কি?

তৎকালে দেহযাত্রা-নির্বাহের জন্য পশুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত, আর একালে মনুষ্যজাতি ও সভ্যতাবাঞ্ছিগণের সহিত অনবরত রণ করিয়া মানবকুল গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেছে। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, দেহ মনের প্রয়োজন-নিবৃত্তির যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা সভ্যতা-বিস্তারেও কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই অথবা কোনও প্রকারেই অভাবের পরিপূরণ ঘটিবে না। ইতর পশুপক্ষ্যাদিও আহারের অন্বেষণে তৎপর, নিদ্রালসের দাস এবং ভয়ক্রোধাদির অধীন। তাহারাও বহু যত্নে বাসস্থান নির্মাণ করিতে জানে, সন্তানাদির প্রতি স্নেহ-মমতা তাহাদের অন্তঃকরণেও আছে। ইতর প্রাণিকুল যে সকল, কামনাপূর্তির জন্য ব্যাকুল, জ্ঞানবৃদ্ধ মনুষ্যজাতিও অনেকে তাহাদের পথের পথিক। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত প্রচেষ্টা যদি ইতর পশুর মত কেবল দেহযাত্রা নির্বাহেই ব্যয়িত এবং কামনা পূরণেই পর্যবসিত হইল, তবে কিসে তাহাদের সর্বোত্তমতা প্রতিপন্ন হইতে পারে? সংশাস্ত্রানুসারে ভোগাশাপ্রণোদিত ভগবদ্ভজনহীন মনুষ্য 'পশ্বাধম' বলিয়াই বিবেচিত হয়। ইতর জীবকুল যে সকল ভোগে ব্যস্ত, অবিবেকী মানব-মনের কামাও ঐ প্রকার জড়ভোগ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মানবসমাজ সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ ও ভোগ্যবস্তুর বিচিত্রতা সাধন করিয়া মানবচক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করে, তখন ঐশ্বর্যমদগর্বিত ব্যক্তিগণের কোন ব্যক্তিই তাহার লোভসম্বরণে সমর্থ হইতে পারে না। [illegible] অপর এক প্রকার আকর্ষণ [illegible] অজ্ঞতাজনিত অন্ধকারে আচ্ছন্ন মায়াবাদী মুমুক্ষুর [illegible] অপ্রসারী হয়। মায়ামুগ্ধ [illegible] মানবসমাজ কর্মেন্দ্রিয় [illegible] মানবচক্ষের [illegible] মহামহিমত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব ভক্তরূপা ব্যতীত নিজচেষ্টায় কখনই উপলব্ধি করিতে পারে না।

গ্রাম্য গোপালগণ যেপ্রকার দলপতি শ্যামের অনুবর্তী হইয়া খাদ্য সংগ্রহার্থ ইতস্তত পরিভ্রমণ করে, অসদবুদ্ধিযুক্ত লোকসকলও তদ্রূপ নিজেরই অনুরূপ অপর লোকসকলের আনুগত্যে কুপথে চালিত হন।

সঙ্কীর্তনযজ্ঞে যদি পশুজীবনেরই অনুসরণ হইল, তবে আর শ্রেষ্ঠতা কোথায়? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, মানুষের মধ্যে যাঁহারা উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাঁহারাই শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিবেদন করেন। আর যাহারা নিকৃষ্ট, তাহারা শ্রীভগবানের পিপাসানুসারের পরিবর্তে নানা কামনাপরবশ হইয়া কামদাতা দেবতাবৃন্দের উপাসনা করে। যে অকৈতবী ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের অহৈতুকী সেবা ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করেন না, তাঁহারাই কায়মনোবাক্যে শ্রীসাধুমাধবের অভয়পদে শরণ গ্রহণ করেন। বহু বহু জন্মের পর পাপক্ষয়ে সুদুর্লভ মানব-জন্ম লাভ হয়, কিন্তু এই দুর্লভ হরিভজনোপযোগী দেহ পাইয়াও যদি আমরা গ্রাম্য পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই ব্যস্তসমস্ত থাকি, তবে কিরূপে চরম শ্রেয়ঃ লাভ হইবে? অকস্মাৎ জীবন-সায়াহ্নের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম, শুধু আহার, নিদ্রা ও বৃথা হাস্যপরিহাসাদি করিয়া অমূল্য সময় কত্তন এই কি মানব জীবনের উদ্দেশ্য? বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগুলিও অনেক কাল বাঁচিয়া থাকে। কর্মকারের হাপরও শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, গ্রাম্য পশুরাও আহার ও ইন্দ্রিয়কামনা চরিতার্থ করে।

বিদ্যালোচী শুকদেব মতই ভক্তিহীন ভোগীমাত্রেরা স্ব-ইন্দ্রিয়তোষণকল্পে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের অন্বেষণ করিয়া থাকে। পশু পক্ষীরাও নানা স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া শাবকদিগকে প্রতিপালন করে। যাহারা ভগবদ্বহির্মুখ, তাহারা সারমেয়বৎ ঘৃণ্য জীবন যাপন করে, শূকরের ন্যায় কুখাদ্য ভোজন করে, সংসারের ক্লেশে পুনঃ পুনঃ ক্লিষ্ট হইয়াও রজ্জাকৃষ্টগ্রীব উষ্ট্রের ন্যায় সংসারাসক্তিরূপ কাঁটা ঘাসের প্রতি লোভ করিয়া থাকে। তাহারা ভবোদধি গন্ধর্বের ন্যায় কেবল সংসারের ভারই বহন করিয়া মরে, কিন্তু প্রকৃতসুন্দর স্বাদ গ্রহণের যোগ্যতা তাহাদের হয় না। যাহার কর্ণে শ্রবণেন্দ্রিয়সোপান হরিকথা প্রবেশ না করে, তাহার কর্ণ দুইটী কাণাকড়ির ছিদ্রের তুল্য, যে জিহ্বা অপার করুণাময় হরির গুণগাথা কীর্তন না করে, সে জিহ্বা অসতী নারীর তুল্য এবং যে মস্তকের ভগবান মত মুকুন্দকে প্রণাম করিয়া স্বীয় মূর্খতা মহাদর্পকে ডাকিয়া আনে।

হীরক-মণি-মাণিক্যাদিখচিত মুকুটপরিশোভিত মস্তকও যদি শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের পাদপদ্মে প্রণত না হয়, তবে সেই গর্বিত শিরও ভারবাহীর ন্যায় বৃথা ভার বহন করে মাত্র। করযুগল মণিমুক্তাভূষিত অলঙ্কারে শোভিত হইয়াও যদি শ্রীভগবানের মন্দির মার্জনা না করে, তবে তাহা মৃতের হাতের তুল্য। যে নয়ন শ্রীগোবিন্দের অপ্রাকৃত সৌন্দর্যরাশি দর্শন না করে, তাহা ময়ূরপুচ্ছের চক্ষুর মত বাহ্যতই অতিশোভন করে; কারণ শিখিপুচ্ছের চক্ষু অঙ্কিত থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা কিছুই দেখা যায় না। যিনি চরণযুগলকে হরিমন্দিরাভিমুখে চালিত না করেন বা শ্রীধামপরিক্রমা না করেন, তাঁহার ঐ চরণদ্বয় স্থাবর বৃক্ষের ন্যায়। শ্রীহরির পরমচমৎকার গুণরাশি শ্রবণে যাহার চিত্ত দ্রবীভূত না হয়, তাহার অন্তঃকরণ পাষাণের অপেক্ষাও কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

দুর্লভ মনুষ্য জীবন লাভ করিয়া যাহারা সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা মঙ্গলময় সর্বারাধ্য শ্রীহরির শ্রীচরণ সেবা না করেন, তাঁহারা প্রাপ্তরত্ন সদৃশ অমূল্য সুযোগ অবহেলায় নষ্ট করিতেছেন। সর্বেন্দ্রিয় সহযোগে হৃষীকেশের সেবাবিধানেই মানব জীবনের চরম শ্রেষ্ঠতা বিকশিত হয়। মরীচিমালী প্রতিদিন উদয়াচলে আবির্ভূত হইয়া আবার দিবাবসানে স্বস্থানে প্রস্থান করেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আয়ুষ্কাল ক্ষয় হইতে থাকে, কিন্তু আমরা তাহা চিন্তা করি কি? শ্রীহরির পাদারবিন্দ স্মরণে, মনন-ধ্যানে ও অমিয়বর্ষী শ্রীহরিগুণগাথা শ্রবণ-কীর্তনে, যে অতুলনীয় অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ হয়, আর কোন উপায়েই তাহা লব্ধ হয় না। পরমার্থসাধনযোগ্য মানবজন্ম ব্যতীত অপর কোন জন্মেই পরমকল্যাণপ্রদ হরিভজন করিবার যোগ্যতা হয় না; কিন্তু অতি নীচ যোনিজাত ইতর প্রাণীসকল, এমন কি বিষের কৃমিকীটগুলিও কামোপভোগের বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইতেছে। "কৃষ্ণ ভজনের তরে সংসারেতে আইনু। মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃথায় জনম হৈনু॥" কোনও সাধু মহাজন এই দুইটী ছত্র সরল প্রাণে মনুষ্য জীবন ধারণের নিগূঢ় উদ্দেশ্যটী বিবৃত করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদায়ক ভোগ বা ত্যাগের পূজা দ্বারা মানব পশুধর্ম হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে না, নিখিল মঙ্গলনিলয় শ্রীহরির অভয়ামৃত চরণারবিন্দ সেবনেই তাহার সর্বোত্তমতা প্রতিপন্ন হয়।

সনাতন

(শ্রীসুদর্শন সনাতন দাস ভক্তিশাস্ত্রী)

পূর্বেও বলিয়াছি, আজও বলিতেছি সেই একই বাণী—সনাতনের মহামহিম কাহিনী। জীবনকুঞ্জে বাণী বীণা যতদিন জীবিত থাকিবে, যেন গাহিতে পারি সেই সনাতনের গান। সনাতন—নিত্য বস্তু। সনাতন কাল-ক্ষোভ্য নহে, অভিনবও নয়, আবার প্রাচীনও নয়। সনাতন চিরদেদীপ্যমান, চির বর্তমান। সনাতনের রাজত্বে অতীত অথবা ভবিষ্যতের পরিবর্তনশীলতা নাই। প্রাকৃত কাল অনিত্য। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়, আবার সম্প্রসারিত হয়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রাকৃত কালের পরিমাণও পরিবর্তনশীল। অভিনবত্ব অথবা প্রাচীনত্ব প্রাকৃত কালের রূপান্তর মাত্র। সনাতন অপরিবর্তনীয়, অপ্রাকৃত, প্রাকৃতের স্পর্শাতীত।

সনাতন ঐশ্বর্যময়, মহামাধুর্যময়; কিন্তু সে ঐশ্বর্য্য মানবসৃষ্ট নয়, সে মাধুর্যের মহিমা মানবের কল্পনা—যৌবনের গরিমা মহিমা নহে। বস্তুবিহীনতা তথায় নাই, বাস্তব সত্তার অধিকার। সনাতনে বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু জড়বৈশিষ্ট্য নাই। সনাতনে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু বিশ্ববৈচিত্র্য নাই। সনাতন নিত্যলীলাক্ষেত্র। প্রাকৃত কবির কল্পনা কানন নহে।

সনাতন অজ হইয়াও কখনও কখনও চঞ্চলতা অভিসার করিয়া থাকেন; কিন্তু গতিভঙ্গিমা বোধ করেন না। সনাতন নিত্য বিকাশমান নবনবায়মান।

সমস্ত সমাজ শাশ্বতকাল গাহিতেছেন সেই সনাতনের গীতি—বেদসাক্ষিতা শ্রৌত-বাণী মানবজীবনের চরম ও পরম কল্যাণের সন্ধান-কাহিনী।

সনাতনের প্রকাশ হইয়াছিল সেই প্রথম প্রভাতে চতুরানন ব্রহ্মার ক্ষোমমানসে—পরমৈশ্বর্যময়ী শ্রীদেবীর ঐশ্বর্যলীলা বিলাসে—মহারুদ্রের রুদ্র-তাণ্ডবনর্তনে আর চতুঃসনের হৃদয়সিংহাসনে। চতুরাননের হৃদনকমলসম্ভবিত সেই সনাতনের বাণী ঝঙ্কৃত হইয়াছিল নারদীয় ভক্তিবীণার প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে। ব্যাসদেব-বিরচিত ভাগবতশাস্ত্রও সনাতনের নিত্য প্রতিধ্বনি। শুকদেব দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রমন্ত্রে সনাতনের মন্ত্রবাণীও প্রচারিত করিয়াছেন।

হে সনাতন! হে নিত্য, সত্য, শাশ্বত! আমরা প্রণত, শরণাগত তোমার শ্রীপাদপদ্মে। অনিত্য কালের দুর্বার প্রহার হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। অতীতের শ্রীহস্তলিখিত মুছিয়া দাও—অভিনবের মোহ ঘুচিয়া যাক—ভবিষ্যতের আশামরীচিকা অপনোদিত হউক। হে সনাতন! তোমার নিত্যমাঙ্গল্য চরণে আজ আমরা আশ্রয় চাহিতেছি।

শ্রীবাসাঙ্গনে বিরহোৎসব

আগামী ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার দিবস শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীবাসাঙ্গনে শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন-চার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী র-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও শব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ ায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম জে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া শিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও াক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। াক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, , শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের ত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে পি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত ায় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের ংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত ছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি াশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, , কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী াকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া াশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী সমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে -সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি াতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ াণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদরঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্লেজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তাহা যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী নিরুপমরূপ অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থপাঠের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible]-শাস্ত্র-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ভূত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার [illegible] দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, [illegible] স্থলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুললিত ভাষায় মহাপ্রভুর [illegible] লীলারস বৈষ্ণবাচার, কোদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের [illegible] বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির [illegible] সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্ভক্ত [illegible] ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় [illegible] গ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা [illegible] এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্গলনিবৃত্তি ও [illegible] লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সপ্তম [illegible] ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিশ্বাস, ভক্তানুগমন, ৬৪ বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লাভের বিষয়ক গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত [illegible] ভজন, আরাত্রিক ও প্রভাত ফেরনাদি-বিষয়ক মধুর [illegible] একত্রে গ্রথিত। [illegible] ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

[illegible] শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-[illegible] ৷৵০ আনা মাত্র

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কল্প

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্বজ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবদর্শনমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

মুক্তিমল্লিকা (গুণগৌরত)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে শাঙ্কর ধারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজেন্দ্রের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সরলাকারে গুম্ফিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীন চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে শ্রীবটপত্রে আচার্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ মন্দির বিরাজমান।

এই স্থান সাক্ষাৎ-শ্রীধাম-পরিক্রমা-পীঠ বা সাক্ষাৎ ভজন-স্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদ সমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা ন্যায়-উপনিষদ-গীতা-ভাগবত ও অন্যান্য এবং সপার্ষদ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পাঞ্চরাত্রিকের ও সাক্ষাৎ সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের নিত্য সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাক্ষাৎ-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীর কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দি ত্রকাল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, ভক্তিপদ, দেবকীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুবিশুদ্ধ ভক্তিবর্ত্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ-সম্ভারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদবিহারীর জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ বৃহদ্গ্রন্থালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয় প্রচারার্থ এই মঠালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ভক্তিমন্দির মাসিক পত্রিকা হিন্দীভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদায়-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ভাবণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅমরপ্রানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবমর্দ্দনছিদ্ বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা সপার্ষদ শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী কট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, জেলসহর শ্রীকারকপ্রস্থ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাজধানী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুরধুনী-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, বল্লালগড় (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরপার্ষদ এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভাস্কর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এম, এম, এল

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

পরমহিট।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বা. গঞ্জ, প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীবলিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র—

মাউগাঁও, জারগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীগাদিগাছার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, ভক্ত বীরমদন।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীমদ্ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হালিসহর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীরসিক ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌরদাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাত্র, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগোর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

চকিচকি পদারিনী সভা, বালিহাটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রী-ঘনশ্যামজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরকিশোর।

(১৯) পুরুষোত্তম মঠ

পুরীধাম, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যার্থী, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনমাই।

(২০) শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগন্নাথদেবপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীজ্ঞানজীবনাথজী শ্রীগুণধাম ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনবদ্বীপধাম কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপদ্মহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিগ্রহজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনবদ্বীপানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুপুরকুড়া, চিরকুণ্ড, ধানবাদ। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীকৈলাসানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম গৌর দোষাদিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-ধামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাঠ, কটক

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণবল্লভ দাস, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী।

(২৮) বিল্ব গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫০৫ গোপীচন্দ্র ব্যানার্জ্জি লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগিরিকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

দুইশত বিদ্রোহীর উপর গুলী বর্ষণ

রেঙ্গুন পোম জেলায় বিদ্রোহীদিগের আর একটি প্রধান আড্ডা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। প্রকাশ, কাপ্তেন মেন কেবল লোকসহ গত ২রা জুন মেচিয়ের নিকট কেকিউৎছিন পাহাড়ের উপর বিদ্রোহীদের প্রধান আড্ডা আক্রমণ করে। তাহারা তথায় একটী বন্দুক কতকগুলি গুলি, দা এবং রুমাল পায়। প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে ও বিদ্রোহী নেতার মুকুট এবং টাট্টু ঘোড়া হস্তগত করে।

ঐ দলই গত ২রা জুন ওয়েটগানের দক্ষিণদিকে একটি গ্রাম পরিবেষ্টন করে এবং দশজন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করে. ইহাদের মধ্যে একজন নেতা ছিল। গ্রামের মোড়লকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ২রা জুন ওয়েটগানের সড়কেতে ১২ জন বিদ্রোহী নিহত হয় এবং একজন আহত ও ধৃত হয়।

গত ২রা জুন প্রাওমাউং কেবল পুলিশ ওয়েগীগংয়ের নিকট ভট্টাং বিদ্রোহীকে আক্রমণ করে। এ স্থানটি থারাওয়াডী সহরের ১৬ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত। গবর্ণমেণ্ট পক্ষের একজন সিপাহী নিহত এবং একজন হাবিলদার আহত হয়। বিদ্রোহী পক্ষের হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই। পুলিশ একটী বন্দুক এবং পাঁচটি গুলি হস্তগত করে।

সেদিনে পুলিশ উক্ত নেতার বন্ধু পাতিসহ তিনজন বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

ভিক্ষু উত্তমের আবেদন

ব্রহ্মের নেতা সেভাবেও ভিক্ষু উত্তম বর্তমানে অসুস্থাবস্থায় কাম্বাইকেল মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে আছেন। তিনি ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক সভাসমূহের নেতাদের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক আবেদন পত্র প্রচার করিয়াছেন:—"দেশের মঙ্গল কামনায় ভারতীয় সৈন্যদলকে যাহাতে ব্রহ্ম-দেশে প্রেরণ করা না হয়, তদ্বিষয়ে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমি আপনাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। যেহেতু উহাদ্বারা ব্রহ্মে ভারতীয় বিদ্বেষের সৃষ্টি হইবে। এই প্রসঙ্গে আমি ইহাও উল্লেখ করিতে পারি যে, চীনে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রেরণের কথা উঠিলে পর অনুরূপ প্রতিবাদ সফল হইয়াছিল।

প্রভাত ফেরীর উপকারিতা মহাত্মা গান্ধীর অভিমত

প্রভাত ফেরী সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী লিখিতেছেন যে, যদি সুপথে চালিত হয় তবে ইহাদ্বারা লোককে সংশোধন করা যায় এবং প্রকৃত রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম যে, কোথাও কোথাও উত্তেজনামূলক গান গাওয়া হয়। আমি উদ্যোক্তাদিগকে পরামর্শ দিতেছি যে, খদ্দর, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মাদক-বর্জ্জন প্রভৃতি বিষয়ে যেন গান করা হয় এবং দিক একই সময়ে যেন সমস্ত স্থানে প্রভাত ফেরী বাহির হয়।

জার্ম্মাণীর মন্ত্রিদ্বয় পরামর্শের জন্য লণ্ডন যাত্রা

বার্লিন সচিব ডাঃ ব্রুনিং এবং পররাষ্ট্রসচিব ডাঃ কার্টিয়াস গত ৫ই জুন লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সহিত জার্ম্মাণীর আর্থিক সঙ্কট ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ঋণ পরিশোধের সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাদের আলোচনা হইবে।

গত ৩রা জুন [illegible] এক [illegible] হইয়াছিল এবং [illegible] সরকারের নীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন যে, অতঃপর [illegible]

টাকা [illegible] দেওয়া উচিত

কলিকাতায় গ্রীষ্মের প্রকোপ আদালতে শ্বেতাঙ্গ মহিলার মূর্চ্ছা

একটি মোটরকারের মামলা সম্পর্কে মিসেস ডেমস উইলিস নাম্নী জনৈক শ্বেতাঙ্গ মহিলা গত বুধবার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, কে, বিশ্বাসের এজলাসে সাক্ষ্য দিতে গিয়া অত্যধিক গরমের ফলে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার নিজের খাস কামরায় তাঁহাকে লইয়া গিয়া প্রাথমিক শুশ্রূষা সম্পন্ন করিয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন।

পরিত্যক্ত বাড়ীতে আরও তিনটি কেনেস্তারা প্রাপ্তি

ডামাদেখানে শ্রীযুত অবিনাশ দত্তের এক পড়ো বাড়ীতে গত ৪ঠা জুন রাত্রিতে পুলিশ কিছু তার এবং তিনটি কেনেস্তারা আবিষ্কার করিয়াছে। খবরে প্রকাশ যে, কিছু দিন দেখা যাইতেছে—এই সংবাদ পাইয়া ক্যাপ্টেন টেট এবং আরও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তথায় গমন করেন এবং মাটি খুঁড়িয়া কাছারীতে যেরূপ কেনেস্তারা পাওয়া গিয়াছিল, তদনুরূপ ৩টি কেনেস্তারা পায়। টেলিগ্রাফ বন্ধনী দ্বারা কেনেস্তারাগুলি জড়িত ছিল এবং তার দ্বারা একটির সহিত অপরটির সংযোগ ছিল, প্রকাশ কতিপয় যুবক ঐ বাড়ী ভাড়া নিয়াছিল কিন্তু মাত্র ১০ দিবস পরে তাহারা ঐ বাড়ী ছাড়িয়া দেয়।

আরও প্রকাশ যে, যখন বাড়ীর মেয়েরা ঘর পরিষ্কার করিতেছিল, তখন মেঝেতে তার দেখিয়া পুরুষদের ডাকিয়া তাহা দেখায়। এই ঘটনা পুলিশে তৎক্ষণাৎ জানান হয় এবং পুলিশ আসিয়া ১৫ হাত লম্বা তার ও তিনটি কেনেস্তারা বাহির করে।

৭০ বৎসরের বৃদ্ধের ভাগ্য ডার্বিতে ১৪ লক্ষ টাকা লাভ

ডেভিড ডান ট্রাইসন নামক জনৈক ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ বণিক ডার্বি সুইপে ক্যামেরোনিয়ানের জন্য প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। ক্যামেরোনিয়ান ঘোড়াটি ডার্বি দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘোড়াটির আইরিশসুইপে আলফ্রেড কলিন্স নামক একজন অন্ধ প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

৭ বৎসরের বালকের সৌভাগ্য

মৌরীন নিলার নামক ৭ বৎসরের একটি বালক স্যাণ্ডউইচ নামক অশ্বের আইরিশ সুইপে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা পাইয়াছে। এই ঘোড়াটি ডার্বি দৌড়ে তৃতীয় স্থান দখল করিয়াছে।

একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মোটের উপর এ পর্য্যন্ত নয় জনকে এ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বি, পি, সি, সির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত যশোহরে আমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন। কংগ্রেস প্রাঙ্গণে একটি জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত ব্যানার্জ্জী গুপ্ত মহাশয়কে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিয়া যশোহরের রাজনীতিক মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্যই তাঁহাকে প্রশংসা করেন।

গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় শ্রীযুত সেনগুপ্তের বিবৃতির সম্বন্ধে বলেন, ভাবী নির্ব্বাচন সুনিশ্চিত করিবার জন্যই আমরা এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। শ্রীযুত সেনগুপ্ত বাঙ্গলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের মনোভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। গুপ্ত মহাশয় সাধারণভাবে বি, পি, সি, সির কার্য্যের সমালোচনা করেন, ঐ সময় তিনি যশোহরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বলেন, বিগত নির্ব্বাচনে যশোহর অন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি বলেন, যে সব বিধি বিধান আর নির্ব্বাচনের পদ্ধতি সেগুলি ভঙ্গ করা বিদ্রোহ নহে, সংশোধন [illegible]। এই প্রসঙ্গে তিনি আইন অমান্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, অন্যান্য পন্থা ব্যর্থ হইলে এই উপায় অবলম্বন করা ব্যতীত উপায় থাকে না। যাঁহাদিগকে লইয়া জেলা কংগ্রেস কমিটি-সমূহ গঠিত হইয়াছে, আমরা সেই সব ৪ আনার সদস্যদের নিকট আমাদের নিবেদন উপস্থিত করিয়াছি। কংগ্রেসে জনমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ইহাই একমাত্র পন্থা।

পার্শেলের মাশুল বৃদ্ধি

গত ৪ঠা জুন এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ১৯৩১ সনের আগামী ১৫ই জুন হইতে পোষ্টাফিসে পার্শেলসমূহের ডাকমাশুল নিম্নরূপ ধার্য্য হইবে:—২০ তোলার অনধিক পর্য্যন্ত পার্শেলের জন্য—দুই আনা, ২০ তোলার অধিক ৪০ তোলার অনধিক—চারি আনা, ৪০ তোলার অধিক প্রতি ৪০ তোলা বা তাহার যে কোন ভগ্নাংশের জন্য চারি আনাহারে পার্শেলের মাশুল ধার্য্য করা হইল।

দুই সেকেণ্ডে খবর সরবরাহ

ডার্বির ঘোড়াগুলির দৌড় যেই শেষ হইল অমনি সে খবর বিদ্যুৎগতিতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। এই খবর তারযোগে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছিতে দুই সেকেণ্ড, বোম্বাইয়ে পৌঁছিতে দুই সেকেণ্ড, হংকংয়ে পৌঁছিতে তিন সেকেণ্ড, এডেলাইডে পৌঁছিতে চার সেকেণ্ড এবং বিউনেস এয়ারেসে পৌঁছিতে পাঁচ সেকেণ্ড

পররাষ্ট্র অভিযানে গ্রেপ্তার

"আফগানিস্থান" নামক পার্শী সাপ্তাহিকের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক আগা মুস্তাক খান "বর্ত্তমান আফগানিস্থান গবর্ণমেণ্ট কেন পদত্যাগ করেন না?" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করার অভিযোগে পররাষ্ট্র সম্পর্ক অভিযান আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। প্রকাশ পুলিশ ১৭ই মে তারিখে কয়েকখানি কাগজ লইয়া গিয়াছে। সম্পাদককে দশ হাজার টাকার জামিনে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

Reg No. C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] হার
প্রতিবারে
[illegible] ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

[illegible] বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ৯ই জুন ১৯৩১

নানা কথা

পার্লামেণ্টে ভারতের প্রসঙ্গ

কমন্স সভায় কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে মিঃ বেন বলেন যে, তিনি এরূপ সন্তোষজনক সংবাদ পাইয়াছেন যে বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন সম্পর্কে গান্ধী আরউইন চুক্তি সাধারণ ভাবে পালিত হইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের মতে কোথাও কোথাও চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎবিষয়ের প্রতিকার করা হইয়াছে এবং উন্নতি সাধিত হইতেছে।

ওয়ার্ডল মিলনের প্রশ্নোত্তরে মিঃ বেন স্মরণ করাইয়া দেন যে, শরৎকালে গোল-টেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইবে এবং কি কি বিষয়ে আলোচনা হইবে, তাহাও স্থির হইয়াছে। গত অধিবেশনের প্রথম ভাগে যুক্ত রাষ্ট্রের গঠন, ভারতীয় শাসনের দায়িত্ব এবং ভারতের স্বার্থের জন্য সংরক্ষণী ব্যবস্থার কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

ওয়ার্ডল মিল্‌নে জিজ্ঞাসা করেন যে, কংগ্রেস কি সংরক্ষণী ব্যবস্থা সমূহ ভারতের স্বার্থের খাতিরে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

মিঃ বেন বলেন যে ইহা একটি আলাদা প্রশ্ন। কিন্তু লর্ড আরউইন ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষ হইতেই কার্য্য করিয়াছিলেন।

বস্ত্রে
শীলমোহর

[illegible] কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে ৫ জন কংগ্রেস কর্ম্মী বিদেশী

পার্লামেণ্ট ভারত প্রসঙ্গ

বার্দ্দৌলীতে বিদেশী বস্ত্রে শীল মোহর

ভারতে বৃটিশ নীতি প্রচার

শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলের পত্র

প্যাটেলের ভবিষ্যদ্বাণী

বাঙ্গালার কংগ্রেসে গোলযোগ

বেগার প্রথার তিরোধান

বিবাহ রহস্য চার বছরের মেয়ের সহিত

পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ

শোচনীয় মৃত্যু

বি এস্ সি শিক্ষক চাই

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্-সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-গ্রহণেচ্ছুগণ স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার বিবরণসহ সর্ব্বনিম্ন কত টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। নির্ব্বাচিত শিক্ষক বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

বস্ত্র শীলমোহর যুক্ত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে এই তালুকের ১২ খানি গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। একমাস পর সংপ্রতি তাহারা প্রায় ৭০ খানি দোকানে ১৭১৪৯ টাকার বিদেশী বস্ত্র শীলমোহর-যুক্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কাদোদে তাঁহাদিগকে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছিল; তবে কর্ম্মীদের তৎপরতার জন্য তেমন কোন অত্যাহিত ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। বার্দ্দৌলীর মাত্র একখানি দোকানের মাল বিদেশী বস্ত্র শীলমোহরযুক্ত করা হয় নাই।

প্যাটেলের ভবিষ্যদ্বাণী

সার ভিঠলভাই প্যাটেল আমেরিকার কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে জানাইয়াছেন, ভারত স্বরাজ ব্যতিরেকে আর কিছুই চাহে না। ভারত তাহার ঈপ্সিত জিনিষ না পাইলে জীবন সংগ্রামে পুনঃরায় অবতরণ করিবে তখন বৃটেন বাধ্য হইয়া ভারতের দাবী পূর্ণ করিবে। বৃটেন এবং ভারতকে সমসূত্রে গ্রথিত হইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলের পত্র

ভিয়েনা হইতে লণ্ডন যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব সভাপতি প্যাটেল একখানি পত্রে শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রমণকে লিখিয়াছেন ভারতবর্ষের সংবাদ অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। ভারতের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে অত্যন্ত বুদ্ধি ও কৌশলের দরকার হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কৃষ্ণনগরস্থ হাইড্রীট অবস্থিত

শ্রীভাগবত প্রেস

সুলভে সুন্দর ছাপার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ

এখানে ব্যাঙ্ক, মোকর্দ্দমা এবং ইউনিয়নবোর্ডের যাবতীয় ফরম্ ও রসিদ বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

মফঃস্বল হইতে লিখিলে প্রত্যেক ইউনিয়নবোর্ডের নাম ছাপিয়া দেওয়া হয়।

বিবাহের উপহার, নিমন্ত্রণ-পত্র, চেক, দাখিলা, আর্জ্জি প্রভৃতি অতি যত্নের সহিত অতি সুলভে ছাপিবার সুব্যবস্থা আছে।

ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় পুস্তকাদি ছাপিবার সুব্যবস্থা আছে।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ নির্ভাবনায় নিম্নঠিকানায় ডাকযোগে অর্ডার পাঠাইতে পারেন।

ম্যানেজার - শ্রীভাগবত প্রেস

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীন পাচন

ব্রিটিশ রাজত্বের অন্যতম অত্যাশ্চর্য্য

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

কেশরঞ্জন

মদন মঞ্জরী

বটিকা: বল ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্লরোগ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি সকল রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"সপুংসকারিষ্ট"

পুরুষত্বহানি রোগে বাজীকরণ ঔষধ আরোগ্য করিয়া থাকিবেন করে। মূল্য ২ ছোটা ১৲ টাকা।

"সুখশর্ব্বিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়, কেশরঞ্জনী

৩ ১৭৯নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ বেদনা

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাঁচের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকালীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ মৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত অম্বিকা সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিশোরীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবনা) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইব্রেরিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন, বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩য় ও ৪র্থ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্য অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় আজাইলেই সব পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অপূর্ব্বা-বিস্ময়কারিণী, জীবাত্মমাত্রপ্রলোভনিনী, ভক্তকাকুনিবারিণী, জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সরস্বতীর দৌড়ীয়মণি—সমস্ত অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ঃ০ঃ —

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীবাস-অঙ্গনাবির্ভাব—২৬শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—১৩৩৮

পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

"সর্ব্বেষাং চৈব ক্ষেত্রাণাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিখিল দেববৃন্দের একচ্ছত্র সম্রাট্ বলিয়া তাঁহার নাম শ্রীপুরুষোত্তম, তদ্রূপ তাঁহারই লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র সর্ব্ব তীর্থের রাজা বলিয়া সেই স্থানের নাম 'শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র'। সমস্ত ক্ষেত্র বা তীর্থস্থানের মধ্যে এই স্থান নিরতিশয় অপ্রাকৃত শোভাযুক্ত বলিয়া এই স্থানকে লক্ষ্মীক্ষেত্র বা 'শ্রীক্ষেত্র' বলে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রকট-লীলার প্রায়শঃ অর্দ্ধেক অভিনয় এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহা শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদীয় পার্ষদবৃন্দের নিত্যলীলাস্থলী এবং শুদ্ধভক্তগণের পরম পূজাস্থান। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র সম্ভোগবাঞ্ছী প্রাকৃতসহজিয়াগণের লীলাভূমি নহে, ইহা স্বতন্ত্র কৃষ্ণের স্বেচ্ছাবিলাসক্ষেত্র, অপ্রাকৃত নিগূঢ়স্থ রসোন্মত্ত কৃষ্ণান্বেষণকারীর ভজন স্থান। লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে এই কথাই আদর এবং প্রচার-মুখে বিশেষ ভাবে জানাইয়াছেন। কাল-প্রভাবে সেই আদর্শ বিস্মৃত হইলে পুনরায় শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু, রসিকানন্দপ্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণের পর বর্ত্তমানযুগে শ্রীকপাভজন আচার্য্য ও প্রচারকবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনরায় সর্ব্বত্র প্রবাহিত করিতেছেন। তাই আচার্য্যের অনুগত নিষ্কপট শুদ্ধভক্তগণের সেবোন্মুখ জিহ্বায় স্বয়ং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীনামরূপ মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া শ্রীহরিসেবাবিহীন জীবন্মৃত জীবসমূহ পুনর্জ্জীবন লাভ করিতেছে।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মঠের উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম ট্রাষ্টী শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর আনুগত্যে উৎসবের কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইতেছে। সহরের বিভিন্ন-স্থানে শ্রীহরিকথা হইতেছে এবং শ্রীমঠে প্রত্যহ ভাগবত গ্রন্থাদি পাঠ যথারীতি চলিতেছে। বহু ধর্ম্মপিপাসু সজ্জন প্রত্যহ শ্রীমঠে আসিয়া পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণ প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া জীবের শ্রীকৃষ্ণভজনের একমাত্র কর্ত্তব্যতা, তীর্থফল, সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন, সাধুর আনুগত্যে শ্রীভগবদ্-বিগ্রহাদি দর্শনের বিশেষ আবশ্যকতার কথা প্রচার করিতেছেন। মঠসেবকগণের অমায়িত এবং অপ্রতারিতভাবে এই প্রকার প্রচারকার্য্য সন্দর্শন করিয়া শ্রদ্ধাবান সজ্জন

শ্রীমঠে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন, শ্রীবৈষ্ণবগণের দর্শন এবং সাধুমুখবিগলিত বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া আত্ম-মঙ্গল সাধনে যত্নবান হইতেছেন।

কয়েকদিন হইল সুপ্রসিদ্ধ হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীমঠে আগমন করিলে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের পরিচালক পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্নপ্রভু কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে ভক্তিপূর্ব্বচিত্তে শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া বৈষ্ণব-বৃন্দকে প্রণামানন্তর আসনে উপবিষ্ট হন। শ্রীমঠে নিত্য সেবাবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ মাধব ত্রীটুর শ্রীমূর্ত্তি অতীব মনোহর। তিনি শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিয়া সাতিশয় প্রীতির সহিত পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তি যেন জীবন্ত এবং জলন্তরূপে জগৎকে দর্শন দান পূর্ব্বক জীবের চিত্তকে স্বীয় শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন। বাস্তবিক শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ সন্দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দ সকলেই মুগ্ধ হন। তৎপরে তিনি পূর্ব্বোক্ত বিদ্যারত্ন প্রভুর শ্রীমুখে অনেক শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া আরও বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। বিদ্যারত্নপ্রভু তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাজা রহূগণের প্রতি মহাভাগবত ভরতের প্রদত্ত অমূল্য উপদেশবাণী কীর্ত্তন করেন। তিনি বিদ্যারত্ন প্রভুর শ্রীমুখ-বিগলিত বীর্য্যবতী ভগবদ্বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং স্বীয় ভবনে গমন করেন।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—সকল ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুর যে অমায়িকতা, সরলতা, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং শ্রীভগবান্ ও ভক্তবৃন্দের প্রতি আনুরক্তি, তাহা অতীব প্রশংসনীয় এবং ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুর একটী বিষয়ে আমরা তাঁহার গম্ভীর হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান বিয়োগ হয়, কিন্তু সাময়িক শোকাদি উপস্থিত হইলেও তিনি ঐ প্রকার দুঃখকে মঙ্গলময় শ্রীভগবানের দয়া বলিয়া বিচার করিয়াছেন। তাঁহার এইপ্রকার চিন্তা-স্রোত শ্রীমদ্ভাগবতপ্রচারিত 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকের অনুকূল। মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুকে শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু সুপ্রসিদ্ধ বহু প্রাচীন শ্রীশ্রীআলালনাথ-দেবের শ্রীমন্দির সংস্কারের কথা জ্ঞাপন করিলেন—তথায় যাত্রিগণের বাসের অসুবিধা দূরীকরণার্থ শীঘ্রই একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ হওয়ার আবশ্যকতা প্রকাশ করিলেন। তচ্ছ্রবণে মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু ঐকর্ম্ম কোন প্রকারে সত্বর সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হন এবং সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সেনগুপ্ত মহোদয়কেও এই কথা কলিকাতায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথবাবুর এতাদৃশী সদিচ্ছা শ্রীভগবান পূর্ণ করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ইতোমধ্যে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চণ্ডী-চরণ চট্টোপাধ্যায়, হুগলী কলেজের অধ্যা-পক শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জনৈক মদ্রদেশীয় শিক্ষিত সন্ন্যাসী প্রভৃতি বহু সজ্জন ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং মঠস্থ সাধুবর্গের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ প্রীত হন।

— —

শ্রীপুরুষোত্তমমঠের প্রচারকবর্গ সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীগ্রন্থাদি পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। ইতঃপূর্ব্বে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুল মঠে ক্রমা-গত তিন দিবস শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃবৃন্দ পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হন। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্ম-চারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীহরিনাথ আশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিল-দেবহূতি সংবাদ পাঠ করেন এবং কৃষ্ণাশ্রমে অজামিল উপাখ্যান পাঠ করি। বহু শ্রদ্ধাবান্ সজ্জন ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করেন।

শুদ্ধ আচারবান্ প্রচারকবর্গের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই অজ্ঞাত-সুকৃতি অঞ্জনের অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারীজী প্রত্যহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সনাতন-শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীমঠে (পাথরকুটীর চিতলে) বহু শিক্ষিত শ্রদ্ধা-বান্ সজ্জনসমক্ষে শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে শুদ্ধ শ্রীহরিকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া আত্ম-মঙ্গল সাধনে সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

আলালনাথ-প্রসঙ্গ

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ এই সংবাদ অবগত আছেন যে, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের শ্রীআলালনাথদেবের তিন দিকের তিনটী [illegible] শ্রীজগন্নাথদেবতাকে বরাহ, নৃসিংহ ও বামন) অঙ্গরাগের জন্য স্থানান্তরিত করায় সম্প্রতি ঐ তিনটী শূন্য মন্দিরে তিনটী নব শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে গত সপ্তাহের নদীয়া প্রকাশে ভক্তসাধারণকে এই শ্রীবিগ্রহত্রয় প্রতিষ্ঠার সেবাভার গ্রহণপূর্ব্বক সুকৃতি সঞ্চয় করি-বার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। আমরা শুনিয়া পরম সুখী হইলাম যে, এই তিনটী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বায়ভার ইতোমধ্যেই তিনজন সেবক গ্রহণ করিয়া-ছেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত শ্রীযুক্ত সর্ব্বচরণ ভক্তিবজ্র প্রভু 'শ্রীনৃসিংহদেব', শ্রীযুক্ত ঈশান দাস অধিকারী ভক্তিবিগ্রহ প্রভু 'শ্রীবরাহদেব' এবং ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত হাসাড়া গ্রাম-নিবাসিনী শ্রীমতী নন্দদুলালী রায় চৌধু-রাণী নামক কোন ভাগ্যবতী মহোদয়া তাঁহার পরলোকগত স্বামী অমৃতলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ 'শ্রীবামনদেব' প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিমুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া নিত্যবৈকুণ্ঠ-ধামবাসের অধিকারিণী হইয়াছেন।

এই ভগবৎসেবার কার্য্যে শ্রীপাদ পরমা-নন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও অসীম উৎসাহ দর্শন করিয়া ভক্ত-

বৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রীতি লাভ করিতেছেন। আমরা আশা করি, শ্রীপাদ বিশ্বাবসু প্রভুর গুরুগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপ আরও কত শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির ভক্তিসেবার পরম সুযোগ প্রদান করিবে।

পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রগণের কৃতিত্ব

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থ অবিদ্যা-হরণ পরবিদ্যাপীঠের নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বর্ত্তমান বৎসর কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।—

কাব্য (উপাধিপরীক্ষা)

(২য় বিভাগ)

অধ্যাপক শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ উপদেশক।

হরিনামামৃত ব্যাকরণ (মধ্য)

(২য় বিভাগ)

(১) শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দেবশর্ম্মা (ভট্টাচার্য্য
(২) শ্রীধর্ম্মিলচন্দ্র মিশ্র।

(ঐ আদ্য)

(২য় বিভাগ)

(১) শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, (৩) শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, (৪) শ্রীহরগোপাল দাস, (৫) শ্রীঅমৃতানন্দ মাইতি। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস।

বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

(১)

কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির নিরর্থকতা প্রতিপন্ন হইবার পর নিরতিশয় বাস্তব সত্য ব্রহ্মবস্তু জানিতে ইচ্ছা করাই কর্ত্তব্য। যাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার হয়, তিনিই সেই বাস্তবসত্য বস্তুতত্ত্ব ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম কেবল অনুমান দ্বারা তাঁহার উপলব্ধির বিষয়ীভূত হন না; শাস্ত্রকে অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ, শাস্ত্রসমূহ তাঁহার নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শাস্ত্র ব্রহ্মের বাচক এবং ব্রহ্ম শাস্ত্রের বাচ্য, সুতরাং শাস্ত্র ও ব্রহ্মে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তিনি শব্দকেও শক্তি প্রদান করিয়াছেন। শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রই ব্রহ্মের অন্বয় অর্থাৎ অভিধান, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন ঘটনা করেন।

তাঁহার ঈক্ষণে জড়াপ্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতে সমর্থা হইয়াছেন। ব্রহ্মে ঈক্ষণক্রিয়া বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি সগুণ নহেন, কারণ নিরুপাধি আত্মশব্দের প্রয়োগ থাকা বস্তু নিগুণ বস্তু। প্রাকৃত গুণরাহিত্যই তাঁহার নিগুণতা এবং অপ্রাকৃত চিন্ময় গুণযুক্তিই তাঁহার সগুণতা। অশ্রৌতপন্থী বৈদান্তিকের মায়াবাদী সম্প্রদায় 'নেতি নেতি' বাক্যের মুক্ত-প্রগ্রহবুদ্ধির তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাকে স্বরূপতঃ নিগুণ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। প্রাকৃত গুণ নিষেধেই 'নেতি' শব্দের প্রবৃত্তি।

গুণপ্রসবিনী মায়া বহিরঙ্গা ব্রহ্মশক্তি, জীব তটস্থা ব্রহ্মশক্তি। বদ্ধ জীব কামকামী হওয়ায় তাঁহাকে প্রাকৃত গুণসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করে এবং জ্ঞানিগণ মুক্তিকামী হওয়ায় তাঁহাকে অপ্রাকৃত চিন্মাত্র বলিয়া কল্পনা করে।

ব্রহ্ম সগুণ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণবিশিষ্ট হইলে ভক্ত তাঁহাকে উপাসনা করিয়া কখনই নিগুণত্ব লাভ করিতে পারিতেন না। ব্রহ্মের শক্তি পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে প্রকটিত হইলেও ব্রহ্মের অধিষ্ঠান থাকায় জগৎকে ব্রহ্মেতর বস্তু বলা যাইতে পারে না।

ব্রহ্মনামাশ্রিত জীব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া নিজেকে প্রভু ও ভোক্তা জ্ঞান করায় জগৎকে ভোগ্য, সুতরাং ব্রহ্মেতর বস্তুরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু সেবোন্মুখবৃত্তি সমুদ্ধ হইলে উপনিষৎকথিত 'তত্ত্বমসি' বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেন অর্থাৎ জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ অর্থাৎ জগৎ ও জীব একই অন্বয়জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বস্তু বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট এবং চিদানন্দময়, ইহা বেদে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মই সকল বস্তুর মূলাশ্রয়স্বরূপ এবং পতিরাজরূপে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে সেরূপ কথিত হয় নাই। ব্রহ্মের উপাসনায় জীবের মায়ানিবৃত্তি বা স্বরূপসিদ্ধি লাভ হয়; কিন্তু প্রকৃতি উপাসনায় জীব কামী হইয়া মায়ার কবলে দৃঢ়রূপে কবলিত হয়েন। দৃশ্যমান জগৎ কারণরূপে ব্রহ্মে লীন থাকে, ব্রহ্মের ইচ্ছায় ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া স্বকার্য্য সাধন করে। ব্যবহারিক হিসাবে অহঙ্কার দ্বারা নিজে কর্ত্তৃত্ব আরোপিত করিয়া আমি করিতেছি বলিলেও জগৎ তাঁহারই বিভূতি, ইহা পারমার্থিক বিচার। তিনিই ব্যাপকরূপে সকলে ব্যাপিয়া আছে। ব্রহ্ম আপনার আনন্দে আপনাকে বিলাইয়া দিলেও তাঁহার পূর্ণত্বের হানি হয় না।

শুদ্ধভক্তি-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

(১)

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

আমার আবির্ভাবের এই মাত্র নিয়ম যে, আমি ইচ্ছাময়। আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই। আমার জগদ্ব্যাপারনির্ব্বাহক বিধিসকল অনাদি। কিন্তু কালক্রমে যখন ঐসকল বিধি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহই সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্ম্মগ্লানির নিবৃত্তি করি। এই ভারতভূমিতেই যে আমার উদয় দেখিতে পাও, তাহা নহে। আমি দেবভিন্নাগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্ব্বক উদয় হই। অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যে উদয় হই, না তাহা মনে করিও না। সেই সকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, তাহার গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ অবতাররূপে আমি তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করি। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম্ম সুষ্ঠু আচরিত হয় বলিয়াই এতদ্দেশবাসী আমার প্রজাসকলের ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণার্থ আমি অধিকতর যত্ন করি। অতএব যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এবং তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরম ফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজপ্রধানদেশে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায়, তাহা ভক্তকৃপাজনিত আকস্মিকী বলিয়া জানিবে।

রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে সকল ভক্ত, তাঁহাদের সত্তায় আমি শক্ত্যাবেশ করত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন করি, কিন্তু পরম ভক্ত সাধুগণের মদ্দর্শন-লালসোত্থ দুঃখ হইতে তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্য আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। অতএব যুগাবতার হইয়া আমি সাধুদিগকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করি, দুষ্কৃত রাবণ কংসাদিকে বধ করত উদ্ধার করি এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের নিত্যস্বধর্ম্ম সংস্থাপন করি। আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, এই কথাদ্বারা কলিকালেও আমার অবতার হয় ইহাও স্বীকার করিবে। কলিকালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরম দুর্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন, তাহাতে অঙ্গ তাৎপর্য্য না থাকায়, সেই অবতার সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণের নিকট গোপনীয়। আমার পরম ভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতার কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমিও তৎসাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে। কলিজননিস্তারকারকাবতার কর্ত্তৃক দুষ্কৃত জনের দুষ্কৃতি বিনাশ ব্যতীত অসুরবিনাশকার্য্য নাই, ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্য।

ধর্ম্মসংস্থাপনকারী ভক্তাবতারগণই আম্নায়বাণী বেদবাণীর সংস্থাপক। আমরা অনেকেই আম্নায়পরম্পর্য্যাগত শ্রৌত বাণী-কীর্ত্তনকারীর কীর্ত্তন শ্রবণে উদাসীন থাকিয়া দেহমনোধর্ম্মী জড়বাদিগণকে তদবতার মনে করিয়া বলিয়া থাকি, "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" যাহারা ঐপ্রকারে স্বীয় ইন্দ্রিয়ের ছাঁচে ঢালা সত্যকে প্রিয় মনে করেন এবং বাস্তব সত্যকে অপ্রিয় মনে করিবার জন্য লজ্জিত হন না, তাঁহারাই সত্যকে অপ্রিয় জানেন।

বদ্ধ ভূমিকায় সত্য (সনাতন) যাহা, তাহার সবই অপ্রিয়। যেহেতু সত্য বিষয়জাত শব্দ, (স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ-জাত) ইন্দ্রিয়তোষক কোন পদার্থ নহে, যাহা ভোগ করিলে ইন্দ্রিয়বর্গ পরিতৃপ্ত হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা বদ্ধভূমিকায় যাহা ভাল বোধ করিব, সবই মায়া ও আত্মবঞ্চনার বহুরূপী রূপপ্রকটিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য "ভাল" এবম্বিত স্ব-স্ব রুচির অনুকূল ভালর হস্ত হইতে—দেহমনোধর্ম্মোত্থ দ্বন্দ্ব বিচার হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে শুদ্ধভক্তিপ্রচারক আচার্য্যবরের শরণাগত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থ পরিচয়

॥মদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন-মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সাধয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, স্ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিবৃদ্‌রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সিদ্ধান্ত ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যাশ্রমামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেব শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ মূল্য ২৲ টাকা, আষাঢ়া ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোর্ড বাঁধিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—ধাম-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্‌মাধ্বাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। মূল মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্তরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

গুর্ব্বষ্টক

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরস ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন; আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ও টীকাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, মোদার ফুলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, নববিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রণাম-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীরসিকমঙ্গল

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীশিক্ষামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তয় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কল্প

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (অপসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গালি রাজ্যাঙ্কের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাচ্য (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাসালের গীত, শ্রীনামমহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য বন্দনা, রঘুনাথদাসের অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৴০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅন্নদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাগেশ্বর, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-ক্ষেত্র, এখানে গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদাসবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুর, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবধরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীকরণ, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

ভারতে বৃটিশ নীতি প্রচার

কমন্স সভায় কমাণ্ডার কেনওয়ার্দি জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় শাসন সংস্কারের বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি কি ভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন, তাহা জানাইবেন কি ?

মিঃ ওয়েজউড বেন উত্তর দেন যে, গোল টেবিল বৈঠকের উপসংহারে প্রধান মন্ত্রী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি বিবৃত করিয়াছেন এবং উহা ভারতের অনেক দেশীয় ভাষায় অনুদিত ও বহুল ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। গোলটেবল বৈঠকের উপসংহারের দৃশ্যাবলী এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা সবাক চিত্রে গৃহীত হইয়াছে এবং অনেক ভারতীয় সহরে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যেখানেই উহা দেখান হইয়াছে, সেখানেই উহা সমর্থিত হইয়াছে।

আর্ল উইন্টারটন জিজ্ঞাসা করেন যে এই ঘোষণা প্রচারের জন্য গবর্ণমেণ্ট কি ভারতীয় বেতার ষ্টেশনগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন ?

মিঃ ওয়েজউড বেন বলেন যে, উক্ত ঘোষণাবলী অনুবাদ করা সময়ে ঘোরতর অসুবিধা আছে।

মিঃ বেন আরও বলেন যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নীতি প্রচারের জন্য তিনি সর্ব্বদাই উপায়ের চিন্তা করিতেছেন। এই বিষয়ে অন্যান্য কার্য্যকরী পন্থা সম্পর্কেও বিবেচনা করা হইবে।

সমুদ্রে বিমানপোত পতন

"জর্জ্জেণীয় উড়ো জাহাজ" 'ডি, ও, এক্স' বিমান পোতে দক্ষিণ আমেরিকায় যাইতেছিল। জাহাজখানি প্রায় হইতে ৬০ মাইল দূরে আকাশ হইতে সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছে।"—এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া যায়। কিন্তু এ সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য নহে।

জাহাজখানি রওনা হওয়ার কিছু পরেই কোন এক ষ্টিমারের কাপ্তেন বেতারে জানান যে, তিনি ডি, ও, এক্স' উড়ো জাহাজখানিকে আটলান্টিক সাগরে পড়িতে দেখিয়াছেন।

এই সংবাদ পৃথিবীর সর্ব্বত্র চারিত হইয়া পড়ায় খুব আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। শেষে জানা যায় যে, "ডি, ও, এক্স" এখনও আকাশে উড়িতেছে।

আসল ব্যাপার হইল এই যে, 'ডি, ও এক্স' অল্পক্ষণের জন্য জলে ডুব দিয়াছিল। উহা হইতেই কাপ্তেন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, জাহাজখানি সোজা সমুদ্রে পড়িতেছে।

পরবর্ত্তী এক সংবাদে প্রকাশ, 'ডি, ও এক্স' এখনও দক্ষিণ আমেরিকার দিকেই উড়িয়া যাইতেছে।

বর্ম্মায় ভারতীয়গণের বিপদ

বড়লাটের নিকট বণিকসভার তার

ভারতীয় বণিক সভা সঙ্ঘের সভাপতি মঃ জামাল মহম্মদ বর্ম্মা হইতে ভারতীয়গণের পলায়ন সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুরের নিজস্ব সেক্রেটারীর নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন :—

"ভারতীয় বণিক ও শ্রমিক সভার সঙ্ঘের কমিটী বর্ম্মা হইতে ভারতীয়গণের পলায়ন সম্বন্ধে বিশেষরূপে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতীয়গণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রতি দিনই ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে বাণিজ্যের ধ্বংস হইতেছে। সংবাদ পত্রের খবরাদি অভাবে কমিটী ক্ষতি ও অত্যাচারের পরিমাণ করিতে পারিতেছেন না। তথাপি তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে লোকের তথায় গমনের ট্রাম ও তথাকার ভারতীয় প্রবাসিগণের বর্ম্মা পরিত্যাগের তীব্র বাসনা করিয়া সে স্থানের গুরুতর অবস্থা মোক অবধারণ করিতে পারিতেছেন। কমিটী দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই অবস্থাকে যা করিবার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা হইতেছে এবং এই কমিটী ভারত সরকারকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে বর্ম্মার প্রবাসী ভারতীয়গণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

বেগার প্রথার তিরোধান

গুজরাটের বালজিনোদ দরবার ডঙ্গ রাজ্য হইতে বেগার প্রথার তিরোধান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকাশ উক্ত রাজ্যের প্রায় ৭ শত কৃষক বেগার প্রথার প্রতিবাদে গত এপ্রেল মাসে উক্ত রাজ্য হইতে বৃটিশ রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল। তাহারা সহরে পলিটিক্যাল এজেণ্ট ও সহরের নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভিযোগ জানায়। প্রকাশ, নবাব স্বয়ং কৃষকদের অধিকাংশ দাবীতেই স্বীকার হইয়াছেন। কৃষকদিগকে নাকি সরকারী ইমারৎ মেরামতের সময় বেগার খাটিতে বাধ্য করা হয়। নবাব বাহাদুরের আতিথেয়তার প্রতিকারেও সম্মত হইয়াছেন। তাহাদিগকে সহরের মিউনিসিপ্যালিটীর কাজ করিতে বাধ্য করা হয়।

বিবাহ রহস্য

চার বছরের মেয়ের সহিত পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ

নোয়াখালী, রামগঞ্জ থানার এলেকাধীন মাণিকপুর গ্রামের আবদুলগণি নামক জনৈক ব্যক্তি গত ৩রা জুন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বি, আর, সেনের এজলাসে উক্ত গ্রাম নিবাসী আবদুল আজিজ (৫০ বৎসর) এবং আবদুল কাদেরের (৪৫ বৎসর) বিরুদ্ধে নালা আইনানুযায়ী এক অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আব্দুল আজিজ এবং আব্দুল কাদের সম্পর্কিত ভ্রাতার লোভে তাহাদের খুড়তুত দুই বোনকে ৬ই জনে বিবাহ করে। এক মেয়ের বয়স ৪ কিম্বা ৫ বৎসর এবং অপর মেয়ের বয়স ২ কিম্বা ৩ বৎসর হইবে বালিকা দ্বয়ের পিতা বর্ত্তমান নাই বলে এই বিবাহে আনা মিঞা মুন্সী পৌরোহিত্য এবং সবরমালী সাহায্য করিয়াছে।

খুলনা জেলে বন্দীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের অভিযোগ

খুলনা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন খুলনার জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নিম্ন লিখিত মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখিয়াছেন।

"এই অফিসে এই মর্ম্মে অভিযোগ আসিয়াছে যে, শ্রীযুত নিরুপম মিত্র বি, এ, ও অন্যান্য যাহাদিগকে গত মাসের ২৫শে তারিখে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, আপনার জেলে তাহাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করা হইতেছে। প্রকাশ, তাহাদিগকে একটি করোগেট-লৌহ নির্ম্মিত চালাঘরে রাখা হইয়াছে। এমন কি দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও উহা তালাচাবি বন্ধ থাকে। উক্ত চালাঘরে যত জন লোকের স্থান সঙ্কুলানের কথা তদপেক্ষা জন কয়েক বেশী লোককে নাকি তথায় আটক রাখা হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, চালাঘর অনেকগুলি মশকুণ্ড ও নর্দ্দমার উপর অবস্থিত। ঐ গুলি হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা এই দারুণ গ্রীষ্ম সময়ে একটী করোগেটের চালাঘরে আবদ্ধ থাকা এই যুবকদের পক্ষে যে কি প্রকার কষ্টকর তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন।

"এই নিরাশ্রয়ীন বন্দীদের শিক্ষা, অবস্থা, জীবন-যাত্রা প্রণালীর কথা বিবেচনা করিয়া তাহাদের বাসের সুবন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।"

"আপনার নিকট আমার আরও অনুরোধ এই যে, এই বিচারাধীন বন্দীদিগকে যদি তাহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনেরা খাদ্য ও শয্যাদ্রব্যাদি সরবরাহ দিতে পারেন, তবে আমাকে জানাইবেন।"

ঐ জাতীয় কংগ্রেসে গোলযোগ

শ্রীযুত সেনগুপ্ত সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, মহাত্মাজী প্রস্তাব করিয়াছেন যে বাঙ্গলায় গণ্ডগোলের মীমাংসা বাঙ্গলায় লোক দ্বারাই হওয়া উচিত—সেই প্রস্তাবে শ্রীযুত সেনগুপ্ত সম্মত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর নাম করিয়া বলিয়াছেন এই তিন জনের সালিশীতে এই ব্যাপারের মীমাংসা হইলে ভাল হয়। তারপর উপসংহারে তিনি বলেন বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে তাঁহারা যে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

শোচনীয় মৃত্যু

গত ৬ই জুন শিয়ালদহ মেন ষ্টেশনের নিকটে এক মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। মেসার্স মিত্রা নামক একজন লোক মোটর চাপা পড়িয়া গুরুতর ভাবে আহত হওয়ায় তাহাকে তৎক্ষণাৎ ক্যাম্বেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সেখানে সে মারা গিয়াছে। রেল পুলিস মোটর চালককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছে। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত হইতেছে।

বোম্বাইয়ে ব্যয়-সঙ্কোচ

৬০ লক্ষ টাকা বাঁচিবে

সমগ্র ব্যয়ের শত করা ৬ ভাগ বাঁচাইবার জন্য বোম্বাই সরকার যে আদেশ দিয়াছেন, সে অনুসারে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। পুনায় ব্যয়সঙ্কোচ কমিটীর অধিবেশন বসিলে এই বিষয়ের খুটিনাটি ব্যাপার তথায় উপস্থিত করা হইবে। এ প্রদেশের যে ৬০ লক্ষ টাকা বাঁচাইতে পারিবে, ঐ ভাবে ব্যয় হ্রাস করিলে তাহার জন্য আর ভাবিতে হইবে না।

লরী দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু

চন্দননগরে গত সপ্তাহে লরী দুর্ঘটনার ফলে তিন ব্যক্তি গুরুতর রূপে আহত হয়। প্রকাশ তাহারা তিন জনেই আঘাত প্রাপ্তির ফলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। একজন আরোহী ঘটনার দিন হাসপাতালে পরিত্যক্ত হয়।

Reg No C.1544

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৷৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৮, ১০ই জুন ১৯৩১

নানা কথা

তামিল নাইডু সম্মেলন

তামিল নাইডু প্রাদেশিক সম্মেলনের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতি একটী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস জানাইয়াছেন এবং কংগ্রেসের লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য সমস্ত ভারতবাসীদিগকে মহাত্মার নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত হইবার অনুরোধ জানান।

আর একটি প্রস্তাবে হিন্দুমুসলমানের একতার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া সকল কংগ্রেসের লোককেই দৃঢ়চিত্ত হইয়া সংগঠন করার জন্য অনুরোধ করেন।

মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য নেতার নিকট হইতে বাণী পাওয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী তারযোগে জানাইয়াছেন—সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বিদেশীবস্ত্র বর্জ্জন পিকেটিংয়ের চেয়ে খদ্দরের উপরে বেশী নির্ভর করে।

নারী আন্দোলনের তাৎপর্য্য জ্ঞাপন

কলিকাতার বাহিরে মহিলা আন্দোলন সংগঠন করিবার জন্য পিকেটিং বোর্ডের শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, বিমল প্রতিভা দেবী এবং প্রভাবতী দেবী মফঃস্বল সহর এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে অনেক সভায় বক্তৃতা দিয়া মহিলা আন্দোলনের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তামিল নাইডু সম্মেলন

নারী আন্দোলনের তাৎপর্য্য জ্ঞাপন

কারাগারে পিতৃশ্রাদ্ধ

মহাত্মাজীর সকাশে সীমান্ত গান্ধী

বর্দ্ধমানে সেনগুপ্ত

হরিকিষেণের ফাঁসীর আদেশ

ডাকঘরে সাংঘাতিক বোমা

উন্মত্ত জাহাজ-যাত্রীর নির্ব্বিচারে ছোরা চালনা

ল্যাঙ্কাসায়ারের দুরবস্থা

প্রতিনিধি সম্বন্ধে পাঞ্জাব হিন্দুসভার প্রতিবাদ

বি এস্ সি শিক্ষক চা

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্-সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-গ্রহণেচ্ছুগণ স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার বিবরণসহ সর্ব্বনিম্ন কত টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। নির্ব্বাচিত শিক্ষক বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

কারাগারে পিতৃশ্রাদ্ধ

অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার আসামী শ্রীযুত অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর পিতৃশ্রাদ্ধ সম্প্রতি শিউড়ী জেলে সম্পন্ন হইয়াছে। শুনা গিয়াছিল যে, তাঁহাকে তাঁহার স্বগ্রামের বাটীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিবার অনুমতি প্রদান করা হইবে। এখন জানা গিয়াছে যে, তাঁহাকে ৫০০০ টাকার জামীন দিতে ও অন্যান্য সর্ত্তে সম্মত হইতে বলা হয়। ফলে, তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে ১ শত টাকা পাঠাইয়া দেন এবং শিউড়ী জেলেই তিনি শ্রাদ্ধ করেন।

মহাত্মাজীর সকাশে সীমান্ত গান্ধী

৬ই জুন 'সীমান্ত গান্ধী' আবদুল গফুর খাঁ সন্ধ্যাকালে পেশোয়ার হইতে বার্দ্দোলী আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন। সর্দ্দার বল্লভভাই ও শ্রীযুত জয়রাম দাস ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর ইঁহারা মোটরযোগে স্বরাজ আশ্রমে উপনীত হয়েন। আবদুল গফুর খাঁ মহাত্মাজীর সহিত একত্রে অবস্থান করেন। উপাসনার সময়ে বহু গ্রামবাসী আসিয়া উপাসনায় যোগ দান করেন; তন্মধ্যে অনেক মুসলমানও উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল গফুর খাঁর আগমনের উদ্দেশ্য এই বলিয়া প্রকাশ যে, তিনি সীমান্তের অবস্থা ও লালকোর্ত্তাবাদীদের প্রতি সরকারের চণ্ডনীতি প্রয়োগ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে আবদুল গফুর ও মহাত্মাজীর সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের তাব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস- ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্ট্রীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মধুরস্রাব, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য [illegible] শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible]মণবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৩১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানার অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার— গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

৮৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা।

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীমায়াপুর—২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার—১৩৩৮

শ্রীবাস পণ্ডিত

অদ্য (বুধবার ২৫শে জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা দশমী দিবস) শ্রীবাস পণ্ডিতের বিরহ-তিথি। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ। ইহাঁর সম্বন্ধে গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উক্তি এই,—"শ্রীবাস পণ্ডিতো যোগীন্দ্রঃ পুরা নারদো মুনিঃ।" শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতিটায় অতি সন্নিকটে (শতধনু উত্তরে) শ্রীবাস পণ্ডিতের বাসগৃহ। অদ্যাপি তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ ও সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘ [illegible] সকল বিরাজমান থাকিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দীপন জাগাইয়া দিতেছেন। শ্রীবাসগৃহে কীর্ত্তনস্থলীতে মাধবীকুঞ্জ বর্ত্তমান। শ্রীবাসগৃহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-বাসস্থলী।

শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলাভিনয়-কালীন প্রধান সহায় ছিলেন। গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ লীলাভিনয়ান্তে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তপ্রবর শ্রীবাসের ভবনেই বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন ও রাজরাজেশ্বর ঐশ্বর্য্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীবাস ভবনেই ভক্তগণ মিলিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। প্রভু কর্ত্তৃক লোকশিক্ষার্থ অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধাভিনয় ক্ষমাপন লীলা প্রদর্শন করিয়া শচীমাতাকে প্রেমদান, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, নিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীব্যাস-পূজা, মহাপ্রভুর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন, সপ্তপ্রহরব্যাপী ভাবাবেশ প্রভৃতি লীলা প্রভুর নিত্য পার্ষদ শুদ্ধভক্তাগ্রণী শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে এক বৎসর যাবৎ প্রতিরাত্রে সঙ্কীর্ত্তন বিলাস করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আ ১৭শ অঃ)—

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে॥

যে সময়ে গৌরসুন্দর শ্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতেন, তখন নগরবাসী অনেক বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে পরিহাস করিবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিতেন। গোপাল চাপাল নামক কোনও বাচাল ভট্টাচার্য্য পাষণ্ডতাক্রমে দেবীপূজার সজ্জা কলাপাত, জবাফুল, রক্তচন্দন ইত্যাদি মদ্যভাণ্ডের সহিত শ্রীবাসের রুদ্ধ দ্বারের নিকটে রাখিয়া গিয়াছিল। প্রাতঃকালে তাহা দেখিয়া পরিহাসপূর্ব্বক সকলকে বলিলেন,—দেখ দেখ, আমি নিত্যরাত্রে ভবানীর পূজা করিয়া থাকি, ইহাতে আমার শাক্ত-পরিচয়ের যে মহিমা, তাহা সকলেই জানিতে পারিলে। শিষ্টলোক-সকল তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং হাড়ি ডাকাইয়া সেই মদ্যাদি কদর্য্য দ্রব্যসকল দূরে নিক্ষেপ করাইয়া জল-গোময় দ্বারা স্থান পরিশুদ্ধ করাইলেন। সেই বৈষ্ণবাপরাধের ফলে তিনদিন মধ্যে গোপাল চাপালের অঙ্গ কুষ্ঠাক্রান্ত হইল। সর্ব্বাঙ্গে কৃমি, অনবরত রক্তধারা নির্গত হইতেছে, কীটে সর্ব্বশরীর ভক্ষণ করিতেছে। অসহ্য দুঃখে ও যন্ত্রণা, নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকিল। এইরূপ অবস্থায় গঙ্গাঘাটে বসিয়া থাকিতে থাকিতে একদিন মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইয়া অকপটজ্ঞানে মহাপ্রভুর সহিত গ্রাম্য সম্পর্কের কথা উত্থাপন করিয়া বলে,—

গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা, মুই কুষ্ঠব্যাধিতে হঞাছি ব্যাকুল॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার॥

(চৈঃ চঃ আ ১৭শ অঃ)

তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে বলেন,—

আরে পাপি ভক্তদ্বেষি তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানীপূজন।
কোটিজন্ম হবে তোর রৌরবে পতন॥

(চৈঃ চঃ আ ১৭শ)

ভবানীপূজা যে অবৈষ্ণবের কৃত্য, তাহা প্রভু গর্হণপূর্ব্বক মানসকে অন্তরে বহুদেবাদপোষণকারী অর্থাৎ বহু দেবদেবীর উপাসনার পক্ষপাতী প্রাকৃত বিদ্ধবৈষ্ণবকে দুঃসঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতে শিক্ষা দিলেন। এতদ্দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধের কি ভীষণ পরিণাম, তাহাও তিনি শিখাইলেন। অতঃপর মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস করিয়া কুলিয়ায় আসিলেন, তখন সেই পাপিষ্ঠ পুনরায় মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলে মহা-কারুণ্যাবতার শ্রীগৌরসুন্দর তাহাকে বলিলেন,—

শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ।
তথা যাহ তেঁহো যদি করেন প্রসাদ॥
তবে তোমার হবে এই পাপ বিমোচন
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥

তাৎপর্য্য এই যে, বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইলে স্বয়ং ভগবানও ক্ষমা করেন না। যাঁহার চরণে অপরাধী, সেই বৈষ্ণব-ঠাকুর দয়া করিয়া ক্ষমা করিলেই মঙ্গল, নচেৎ উপায় নাই।

শ্রীবাস পণ্ডিতের আট ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহাদের নাম—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। তাঁহারা সকলেই, এমন কি, তাঁহাদের গৃহের দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলেই সাযুজ্যভাবে গৌরপ্রিয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন; তাঁহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা ব্যতীত আর কাহাকেও বা কোন কিছুই জানিতেন না। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

সবংশে করেন যাঁরা চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী দেবা॥

শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটের পূর্ব্বেই ঈশ্বরাজ্ঞায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ, শ্রীমান, গরুড়, মুরারী, গঙ্গাদাস প্রভৃতি সকল ভক্ত একত্রিত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্য-ভবনে কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেন। শ্রীবাসাদি চারিভ্রাতা রাত্রিতে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। তাহা দেখিয়া পাষণ্ডীগণ শ্রীবাসের উদ্দেশে নানারূপ কটূক্তি করিত। কেহ কেহ বলিত,—এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে। ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥ এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল। অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল॥ পাষণ্ডদের ঐ সকল দুর্ব্বচন শ্রবণে ভক্তগণ কৃষ্ণপাদপদ্মে পূজা ও ক্রন্দন করিয়া তাহাদের মঙ্গল-বাঞ্ছা করিতেন।

মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশের দিন শ্রীবাস তাঁহার গৃহে গমন করিলে মহাপ্রভু তাঁহার দর্শনে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। পরে বাহ্যপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পণ্ডিত, তুমি আমার বিষয়ে কি বুঝিতেছ? সকলেই বলে যে, আমি বায়ুগ্রস্ত হইয়াছি, তখন শ্রীবাস বলিলেন, "তোমার যেমত বাই, আমি তাহা চাই মহাভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে। শ্রীবাসের অনুগ্রহ হইল তোমারে।" তাহা শুনিয়া গৌরচন্দ্র পরমানন্দে শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীবাস আনন্দের সহিত বলিলেন,—আপনার যে ভক্তিযোগ, ইহা ব্রহ্মা, শিব-সনকাদি সকলেই বাঞ্ছা করেন। ভালই হইল, সকলে মিলিয়া একত্রে কীর্ত্তন করিব, পাষণ্ডগণ যাহাই বলুক না কেন, আর গ্রাহ্য করিব না।

শ্রীবাসগৃহে যখন নিত্যানন্দপ্রভু ব্যাস-পূজাকালে শ্রীগৌরসুন্দরের পূজা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীবাস আপত্তির কার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণেও শ্রীবাসের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে বাৎসল্যরসে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি শ্রীবাসকে 'পিতা' এবং শ্রীবাসপত্নী মালিনীকে 'জননী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি নিজ হাতে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। মালিনীদেবী পুত্রজ্ঞান করিয়া নিতাইর মুখে অন্ন প্রদান করিতেন। একদিন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের নিত্যানন্দনিষ্ঠা পরীক্ষার নিমিত্ত শ্রীবাসকে বলিলেন,—এই অবধূত কেন নিরন্তর? কোন জাতি, কোন কুল, কিছুই না জানি। পরম উদার তুমি বলিলাম আমি। আপনার জাতিকুল যদি রক্ষা চাও। তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও। তখন শ্রীবাস কি উত্তর করিলেন? তিনি বলিলেন,—

আমারে পরীক্ষ প্রভু এ নহে উচিত॥
দিনেক যে তোমা ভজে সে আমার প্রাণ
নিত্যানন্দ তোর দেহ মোর হৈতে প্রমাণ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ হরে।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে।
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা।

শ্রীবাসের উত্তর শুনিয়া প্রভু পরমানন্দিত হইয়া শ্রীবাসকে বলিলেন—নন্দ প্রতি যখন তোমার এতই বিশ্বাস এবং তাহাকে আমার পরম অন্তরঙ্গ বলিয়া জান, তখন আমি তোমাকে প্রীতির সহিত এই বর দিতেছি যে, যদি কখনও লক্ষ্মীও নগরে নগরে ভিক্ষা করিতে বাধ্য হন, তথাপি তোমার ঘরে দারিদ্র্য দৃষ্ট হইবে না অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মীর ভিক্ষা করা যেরূপ অসম্ভব, তোমার দরিদ্রতাও তদ্রূপ অসম্ভব। শুধু প্রাকৃত ধনে ধনী করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; আরও বলিলেন, তোমার

বাড়ীর বিড়াল-কুকুরাদিরও আমাতে অচলা ভক্তি লাভ হইবে। এইরূপে তাঁহার গৃহাগত সকলকেই অপ্রাকৃত প্রেমধনে ধনী করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।

সর্ব্বতোভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতি-কামনাই যে শ্রীবাসের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাহা তাঁহার পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তিতে বিশেষ বুঝিতে পারা যায় অর্থাৎ মহাপ্রভু শ্রীবাসমন্দিরে সংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীবাসের পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। নারীগণের ক্রন্দন ধ্বনি শ্রীবাসের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহে গিয়া নারীগণকে বলিলেন,—তোমরা ত' জান যে, অন্তকালে যাঁর নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে অতি বড় পাতকীরও বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি ঘটে, এমন যে মহামহিমান্বিত প্রভু, তিনি আজ সাক্ষাৎ আমার ঘরে নৃত্য-কীর্ত্তনে রত। সুতরাং এসময়ে যাহার পরলোক-প্রাপ্তি হইল, তাহার কি আর ভাগ্যের সীমা আছে? কোন কালে যদি আমি এই শিশুর ভাগ্য লাভ করিতে পারি, তবে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

যদি তোমরা সংসার-ধর্ম্মবশে ক্রন্দন সম্বরণ করিতে না পার, তবে ক্ষণিক বিলম্বে রোদন করিও, তোমাদের ক্রন্দন-রোলে যদি প্রভুর নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়, তবে আমি তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় প্রবেশ করিব।

কীর্ত্তনভঙ্গের পর মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া পুত্রের পরলোক প্রাপ্তির বিষয় তাঁহার নিকট যথা-সময়ে ব্যক্ত না করায় শ্রীবাসকে অনুযোগ দিলেন। পরে মৃতশিশুকে নিকটে আনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন?' বালক চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া উত্তর করিল,—তাঁহার গৃহে আমার যে কয়দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা অতীত হওয়ায় আপনার ইচ্ছায় অন্যত্র যাইতেছি। আমি আপনার নিত্যদাস, অস্বতন্ত্র জীব, আপনার ইচ্ছার বাহিরে আমার নিজের কিছুই করিবার শক্তি নাই।' মৃত শিশুর মুখে এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গের দিব্যজ্ঞান হইল। মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন,—'তোমার যে পুত্র ছিল, সে চলিয়া গেল; কিন্তু নিত্যানন্দ ও আমি তোমার নিত্যপুত্র, আমরা তোমাকে

মহাপ্রভু একদিন ভাবাবেশে শ্রীবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবার্ত্তা বর্ণন করিয়া শ্রীবাসকে আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন।

আর একদিন মহাপ্রভু ভগবদ্ভাবাবেশে শ্রীবাসকে স্তব পাঠ করিতে বলিলেন। শ্রীবাস করযোড়ে অতীব ভক্তিসহকারে স্তুতি বন্দনা করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পরিবারবর্গ ও দাসদাসী প্রভৃতি সকলকেই নিজরূপ প্রদর্শন করিলেন।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচল হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীবাস-গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

শ্রীবাসের প্রতি প্রীতিবশতঃ মহাপ্রভু শ্রীবাসঅঙ্গনে কীর্ত্তনস্থলে নিত্য নিজা-বির্ভাব প্রকট করিতেন। অদ্যাপি সেই লীলা করিয়া থাকেন, যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহাদের দর্শন ঘটিয়া থাকে

শ্রীবাসপণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গপ্রিয়পার্ষদম্
যস্য কৃপালবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ

তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই ত্রিবিধবৃত্তি লইয়া শ্রদ্ধালু জীব যখন তত্ত্বদর্শি-গণের নিকট গমন করেন, তখন তাঁহারা সেই জীবকে সেবোন্মুখ জানিয়া তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞানের কথা কীর্ত্তন করেন। তৎকালেই সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে শুদ্ধ অহৈতুক জ্ঞান সাধুকৃপায় প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে নিজ তত্ত্ব বা ভগবৎস্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাই তিনি ভগবানের নিকট সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ সেবা ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অর্জ্জুনের দ্বারা তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, অকপটজ্ঞান সম্বল লইয়া তত্ত্ববস্তু অথবা, বস্তুবিষয় বিচার করা যায় না। তাই অর্জ্জুন ধনুঃসন্ন্যাস করিয়া কৃষ্ণের নিকট শিক্ষা লইতে প্রস্তুত। তিনি সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হইয়া বলিতেছেন,—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

ব্রহ্মাও ভগবানকে বলিয়াছিলেন যে, লৌকিক সখার ন্যায় কর্ম্মজ্ঞানাদিদ্বারা সম্মান করাতে তাঁহার অভিমান উপস্থিত হইতে পারে। অতএব যাহাতে 'আমি সৃষ্টিকর্ত্তা', সুতরাং 'আমিও স্বতন্ত্র ভগবান' এইরূপ উৎকট মদ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য তিনি ভগবৎকৃপা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, কারণ ভগবানই যথার্থ সৃষ্টি-কর্ত্তা। ব্রহ্মা কেবল গৌণমাত্র। আতস কাচে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইলে তাহার দ্বারা বস্তুসকল দগ্ধ হয়, কিন্তু তথায় সূর্য্যই যেমন মূল দহনকারণ, তদ্রূপ ব্রহ্মাও বিষ্ণুর শক্তিতে শক্তিমান হইয়া বিশ্বসৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন।

ভগবানে নিত্য শরণাগতি ও ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত জীব উৎকট মদের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে পারে না। জীব যখনই ভগবানের চরণে অনাদর করিয়া তাঁহাতে শরণাগতি ত্যাগ করে, তখনই তাহার 'আমিই স্বতন্ত্র ভগবান্' এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ ও অসুরকুল এই উৎকট মদে পতিত; কারণ তাহাদের নিত্য ভগবৎপ্রপত্তি নাই। তাই আদিগুরু ব্রহ্মা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে-ছেন,—

ভগবন সর্ব্বতোঽনাবধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।
বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্॥
তথাপি নাথমানস্য নাথ নাথয় নাথিতম্।
পরাবরে যথারূপে জানীয়াং তে স্বরূপিণঃ॥

হে ভগবন, আপনি সকল প্রাণীরই অধ্যক্ষ, সকলের হৃদয়কন্দরে অন্তর্যামি-রূপে অবস্থিত। অতএব আপনি স্বীয় অপ্রতিহত প্রজ্ঞাপ্রভাবে সকলের অভীষ্টই অবগত হইতে পারেন। হে নাথ, তথাপি আমি তদধীন সকাশে যাহা যাচ্ঞা করি তেছি, আমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করুন। তাহা এই—যেন আমি প্রাকৃতরূপরহিত আপনার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় রূপই জানিতে পারি।

শ্রীভগবান ব্রহ্মার এই শরণাপত্তিমূলা প্রার্থনার ফলে তাঁহার শ্রবণযোগ্যতা-হেতু তাঁহাকে চতুঃশ্লোকী দ্বারা নিজতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্মার নিকট হইতে দেবর্ষি নারদ, তাঁহার নিকট হইতে বেদ ব্যাস—এইরূপ ক্রমে সকলেই শুশ্রূষু হইয়া উপরিউক্ত ত্রিবিধ বৃত্তিপ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাই-তেছে যে, ভগবৎপ্রাপ্তিই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের মূল।

শুদ্ধভক্তি-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

(২)

আমরা যখন দেহ মনোগত ভাবে বিভোর হইয়া ইন্দ্রিয় পরিপোষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান হই, তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদি রিপুবর্গ পরম মিত্রের বেশে আমাদিগের প্রতি চোখ ঠারিয়া তাহাদের পূর্ণাধিকার বিস্তার করে এবং মিত্রের ন্যায় বোধ করাইয়া বাস্তব শত্রুর কার্য্য সাধন করিতে থাকে। এমন কি, ইহারা যে আমাদিগের পরম শত্রু, এই কথাটী দয়া করিয়া কেহ বুঝাইয়া দিলেও তাহা আমাদিগকে ক্ষণকালের জন্যও বুঝিতে অবকাশ দান করে না। তাহার শয়নে স্বপনে, জাগরণে, অহোরাত্র আমাদিগকে আত্মহননের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত একমাত্র শুদ্ধভক্তি প্রচার দ্বারাই জীবকুলকে আত্ম-ঘাতের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়, অন্য কোন উপায়েই নহে। সর্ব্বজীব-মঙ্গলবিধায়ক এই শুদ্ধ ভক্তিপ্রচারের জন্যই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাড়ে চারি-শতবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-সুন্দররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম সংরক্ষ-ণার্থে নিযুক্ত ছিলেন, যে জন্য কতিপয় বৎসর পরেই আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়া-ধারী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি যোষিৎ-সঙ্গী অপসম্প্রিগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া সাধুদিগের আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। এই কারণে পুনরায় ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম, আচার্য্য শ্রীল শ্রীনিবাস ও ঠাকুর শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু আসিয়া শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার সাধন করেন।

তথাকথিত ধর্ম্মধ্বজিগণের প্রাবল্য-নিবন্ধন পুনরায় নিরঞ্জন সনাতনধর্ম্ম শুদ্ধ ভক্তিমার্গে অপমার্গের উৎপত্তি হইয়া বহু-বিধ বাধা উপস্থিত করে। এমন কি, নিরন্তকুহক সত্যে প্রতিষ্ঠিত পরম পবিত্র ধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যধর্ম্ম, অতিহীন পন্থাচার বলিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে আনয়ন করিতে, পূর্ব্বোক্ত মহাপ্রভুর ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মহাপ্রভু ও তদনুগ জনের উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেও অপসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ লজ্জিত নহে।

সম্প্রতি আমাদিগের সৌভাগ্যাকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত হওয়ায় শ্রীল জীবপাদের প্রতি-ষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অর্গলযন্ত্র দ্বার শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভু পুনরায় মুক্ত করেন। সেই শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারমণ্ডলের বর্ত্তমান পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী চিদ্বিলাস শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। ইনি সমস্ত আচার্য্যবর্গের পরিপূর্ণ শক্তিধৃক্ ও শ্রীগৌরকৃষ্ণসেবা ও দাতা শ্রীমঙ্গলদেবাভিন্ন বিগ্রহ। ইহার অমন্দোদয়দয়ানিধির জ্ঞানসাগরের জ্ঞানে বহু বহু ব্যক্তির অভিমান ও ভক্তিহীন দীনতা ঘুচিয়া যাইতেছে। বহু বহু জন্মান্ধ ও 'অন্ধগণ দ্বারা নীয়মান অন্ধকূপে নিপতিত' জনগণ দিব্যজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া আত্মতত্ত্ব স্বরূপতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতেছেন। জগতের দেহমনোধর্ম্মী ইন্দ্রিয়রামিগণ সত্যকে যতই অপ্রিয় বোধ করুন না কেন, কিন্তু সত্যান্বিৎসু সুসজ্জন মাত্রেই শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিতেছেন ও করিবেন, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল ও সূক্ষ্ম অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, শ্লোকক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী ভাবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, কিরণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধ্য-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষাপাঠ উপলক্ষ করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বসকল পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য'—নাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন শাস্ত্রে উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ দ্বিতীয় শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী রঙ্গিন চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খণ্ড) একত্রে। ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

সাধনপুষ্প

চিত্রে নবদ্বীপ

...ত্বের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ...গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত ...থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ...ত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, ...নার জন্যে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু রচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর ...পর লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-...লী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা ...খিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও ...কর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য ...; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত ...বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

...নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু ...মে-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের ...ীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির ...সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। ...ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-...ী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় ...শাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা ...ও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ...গবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ ...ণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, ...ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

...ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ...বেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ...০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

...কেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-...বসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-...ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

...গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ...প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত ...বৃত্তি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-...গীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত ...নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ...ক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক ...নের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ ...স্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-...। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ ...য় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক ...লিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও ...নচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ...গেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা ...। উৎকৃষ্ট (ইং) মলাটে বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ...টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, ...নামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর ...মকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, ...দ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক ...চার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ...দেশমালা নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, ...গণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ...রণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রী... সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থ...কারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌ...য়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

...গৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং ...দেনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই ...ব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরি... সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নি...শিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

...ল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধা...রস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসি...পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবল...উন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্র...ার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীপ ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীষড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীলবাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীহরিসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌরদাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদাসবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীরাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভূমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দে ঘরিয়া

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল এখানে শ্রীগৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

ডাকঘরে [illegible] বোমা

[illegible] গ্রেপ্তার

[illegible] শ্রীরামপুরের ডাকঘরে একটি সাং[illegible] একটি পার্শেল [illegible] কঘরের পার্শেল গ্রহণ [illegible] ক সমাগম হয়। সেই [illegible] পার্শেলে তথায় একটি পার্শেল প্রেরণ করে। উহাতে "[illegible]" ঠিকানায় লিখিত ছিল। পার্শেল গ্রহণ করিয়া সে নীচে প্রস্থান করে।

[illegible] লোক পার্শেল গ্রহণ স্থান পরিত্যাগ করিলে উক্ত পার্শেলটি মাঝারি [illegible] অবস্থায় তথায় পাওয়া যায়। পার্শেল [illegible] শ্রীরামপুর পোষ্ট মাষ্টারের [illegible] আবশ্যক করেন।

পোষ্ট মাষ্টার অবিলম্বে তথায় উপনীত হন এবং পার্শেলটি অফিসের মধ্যে লইয়া যান। পার্শেলটির উপরে কোনও ঠিকানা লিখিত না থাকায় ঐ স্থানে পার্শেলটি খোলা হয়। পার্শেলটি খোলা হইবা মাত্র সকলে দেখিয়া বিস্মিত হন যে, উহার মধ্যে একটী সাংঘাতিক বোমা ও ডাকযোগে একটি অগ্নিসংযুক্ত পলতা সংযুক্ত ছিল। পরে পোষ্টমাষ্টার পুলিশের বিশেষ বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে তদন্ত করেন।

পোষ্টমাষ্টার পুলিশের বিশেষ বিভাগের কর্ম্মচারীদের স্থানীয় পুলিসের সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়া থানার অধীন [illegible], রামকৃষ্ণ সেন নামে একটী ধানাইক্কাস হয়। ঐ খানাতল্লাসের ফলে পুলিস করেন যে, ঐ বাসাবাটীতে সন্ত্রাসবাদী [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দাস, ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও [illegible] নামক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহাদিগকে এবং ঐ সকল দ্রব্য শ্যামপুকুর [illegible]।

[illegible] মধ্যে ৪ জন পূর্ব্ববঙ্গের [illegible] পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী।

[illegible] আসামীদিগকে [illegible] আদালতে উপস্থিত করা হয়। তাহাদিগকে পুলিসের হেফাজতে [illegible] হইয়াছে। পুলিস তদন্ত চালাইতেছে।

[illegible] ফাঁসীর আদেশ

[illegible] জেলের কনডেম্‌ড্‌ সেলে অবরুদ্ধ হরিকিসেণ [illegible] হইয়াছিল হরিকিসেণ [illegible] শ্রীযুক্ত অমরনাথ গুপ্তার সরকারের তরাই সচিবকে লিখিয়াছিলেন যে সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল হরিকিসেণের চূড়ান্তদণ্ডের বিরুদ্ধে যে আপীল করা হইয়াছিল তাহা আপীল গ্রাহ্য করিয়া লয়েন নাই। এই সংবাদ সত্য কি না তাহা তাঁহাকে বা হরিকিসেণের পিতাকে অবিলম্বে জানান হউক যেহেতু ঐ সংবাদ সত্য হইলে তিনি কতকগুলির নিকট উহার জন্য প্রার্থিভিক্ষার আবেদন করিবেন।

তরাই সচিব উত্তরে জানাইয়াছেন যে ঐ সংবাদ সত্য। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে হরিকিসেণের ফাঁসীর আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমরনাথ উক্ত তরাই সচিব ও জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মিত্রকে আলিপুরে পুনরায় এক তার করিয়া জানান হইয়াছেন যে হরিকিসেণের পিতা প্রাণভিক্ষার আবেদন করিতেছেন সুতরাং উহার ফাঁসী স্থগিত রাখা হউক।

হরিকিসেণের [illegible] জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট আর একখানি তার করিয়া [illegible] —হরিকিসেণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার [illegible] কল্য দিন স্থির করিয়া সংবাদ [illegible] হইয়াছে, কিন্তু সময় [illegible]। অনুগ্রহপূর্ব্বক ফাঁসীর দিন পিছাইয়া দিউন।

ল্যান্সডাউনের দুরবস্থা

মিঃ [illegible] ল্যান্সডাউনের [illegible] বাপের [illegible] করিলেন। [illegible] সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে, সেই সকল [illegible] সেকালের অবস্থা দেখিয়া, তিনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমবাবু সেনগুপ্ত

গত ৪ঠা জুন অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেনগুপ্ত বঙ্গলক্ষ্মী ভবনে প্রবেশ করিয়া গিয়াছেন সেখানে হইতে তিনি কলিকাতার কার্য্যকরী সমিতিতে যোগদান করিবার জন্য দোমাটী যাইবেন।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত গত ৪ঠা জুন কলিকাতা মেসার্স যোগে বঙ্গমানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে তাঁহার সম্মুখে সম্বর্দ্ধনা হয়। স্টেশন হইতে তাঁহাকে শোভাযাত্রা সহকারে মহারাজের [illegible] লইয়া যাওয়া হয়।

গত ৭ই জুন বঙ্গমান মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন।

লিণ্ডসে জার্ম্মাণ অস্ত্রীকরণ

পুলিশ পাঠানোর আলোচনা

গত ৭ই জুন রাজস্ব দপ্তরে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, ডাঃ ড্রিউনিং এবং ডাঃ কাটিয়াসের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। আলোচনায় যাহাতে কোন বাধা না পড়ে, তজ্জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। গৃহের বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে বিশেষ পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এই গৃহে অপরাহ্ণে এবং সন্ধ্যায় মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এবং মিঃ হেণ্ডারসন এবং মিঃ গ্রেহাম অভ্যাগতদের সহিত জার্ম্মেণীর সঙ্কটজনক আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ধ্যা আলোচনার পর পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয়। রবিবার সন্ধ্যায় যুক্তভাবে কোন সরকারী বিবৃতি বাহির হইবার কথা হয়।

বন্দীদের প্রার্থনা নামঞ্জুর

ফিজী রণিনগরের রাজবন্দীগণ কতকগুলি বই চাহিয়াছিলেন। গোয়েন্দা পুলিশের ডি, আই কি সেগুলি সরবরাহ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। ২২ খানি বইয়ের মধ্যে কোনখানি চীনের যুব আন্দোলন সম্পর্কে লেখা, কোনখানি বা স্বাস্থ্য বিষয়ক, আবার কোন খানি বা আয়কর বিভাগের শুল্ক সমিতিসমূহের সম্বন্ধে লেখা। টলষ্টয়, ষ্টালিন এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেলের লিখিত বইও ঐ গুলির মধ্যে আছে। দুইখানি মাত্র বাঙ্গলা বই, বাকী সবই ইংরাজী। বাঙ্গলা বই দুইখানির মধ্যে একখানি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' অপরখানি নজরুল ইসলামের 'সন্ধ্যারাগ'—কবিতার বই।

রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড

সম্প্রতি বালেশ্বরাভি পুলিস মহলায় একটা মস্তকশূন্য দেহ [illegible] পাওয়া গিয়াছে। দেহটা [illegible] গ্রামের ৩০ বৎসর বয়স্কা আহমন বিবির বলিয়া পরে সনাক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, ঐলোকটির স্বামী রামনাথ দিলমজুর। সে ২দিন বাড়ী ছিল না। দিবসে আসিয়া দেখে, তাহার স্ত্রী নিরুদ্দেশ হইয়াছে। অতঃপর পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয় এবং ৩য় দিন পরে ডুমাপুর হইতে ৪ মাইল দূরে কোলাহাট নামক স্থানে একটা ডোবায় ঐ দেহটা ভাসিতে দেখা যায়। পরে ডোবার নিকট জঙ্গলের মধ্যে মুণ্ডটিও বিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উহাও তদন্তার্থ ময়নাতদন্ত পরীক্ষার জন্য আসিয়াছে কেহ এখনও গ্রেপ্তার হয় নাই।

মে মাসে নওগাঁ মহকুমায় অস্বাভাবিক হারে সর্পাঘাতে লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

প্রতিনিধি সম্বন্ধে

পাঞ্জাব হিন্দু [illegible] প্রতিবাদ

পাঞ্জাব হিন্দু [illegible] প্রতিনিধি [illegible] একটি পত্র লিখিয়া পাঞ্জাব [illegible] হিন্দু প্রতিনিধি না করায় তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং সীমান্তের হিন্দুদের পক্ষ হইতে গোলটেবিল বৈঠকের জন্য আরও একজন হিন্দু প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া যেন ত্রুটী সংশোধন করিয়া দেওয়া হয়।

বেলজিয়মের নূতন মন্ত্রী

বেলজিয়মে নূতন মন্ত্রী হইল। ফ্রিউলিস লিস ক্যাথলিক নরমপন্থী আর রহিল না। গত ২১শে মে ক্যাথলিক নরমপন্থী রাজত্ব শাসন ত্যাগ করিয়াছে নব সংস্কারের আভ্যন্তরীণ প্রধান মন্ত্রী হইলেন হেনকিন, পররাষ্ট্র সচিব হইলেন হিমানস।

উন্মত্ত জাহাজ-যাত্রীর নির্ব্বিচারে ছোরা চালান

"এম্প্রেস অব ক্যানাডা" জাহাজ খানিতে হংকোহামায় পৌঁছিবার পথে এক ভীষণ ঘটনা সংঘটিত হয়। তাহাতে দুইজন চীনা নাবিক নিহত এবং ২৯ জন আহত অবস্থায় আছে। ফিলিপাইনের জনৈক যাত্রী হনলুলুতে জাহাজে আরোহণ করে জাহাজখানি জাপানে পৌঁছিবার একদিন পূর্ব্বে এই লোকটি হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠে। ক্ষেপিয়া উঠিয়া সে ছোরা লইয়া ডাইনে বামে আঘাত করিতে থাকে। আঘাতের ফলে দুইজন লোক মারা যায় এবং ২৯ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে দুইজন ক্যানাডা-বাসী নাবিক ১৮ জন চীনা, ৭ জন জাপানী এবং দুই জন চীনা স্ত্রীলোক আছে। নয়জন আহত লোককে চাঁদপাড়ালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। তিন জনের বাঁচিবার আশা নাই।

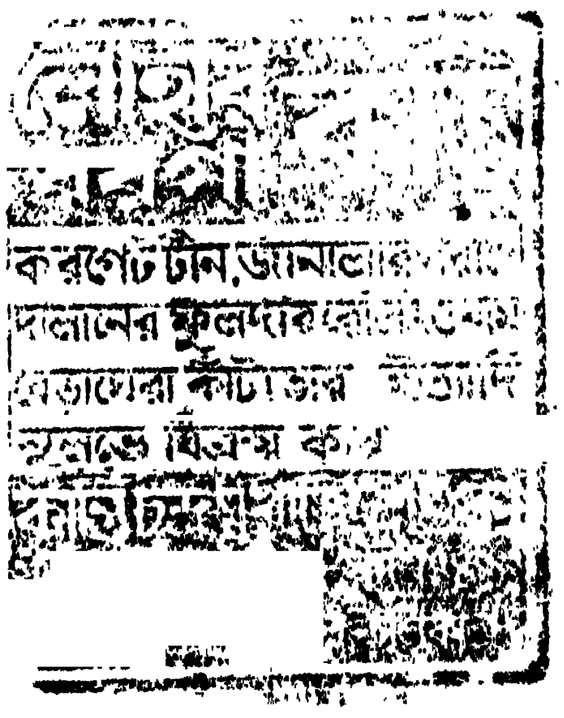

"শ্রীরাম"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৫

ভারতের ১ম খাঁটি সংবাদ-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৪র্থ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীবাস আত্মাপুর—২৮শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩০৮, ১১ই জুন ১৯০১

নানা কথা

নদীয়ায় দুর্ভিক্ষে সাহায্য

গত কয়েকমাস হইতে দৌলতপুর থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহে বিশেষ অর্থ-কষ্ট হইয়াছে। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় এন, এন, ব্যানার্জ্জি বাহাদুর এবং লোকাল বোর্ডের চেয়ার ম্যান শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সরকার উক্ত গ্রামসকল পরিদর্শন করিয়া, জেলাবোর্ডের অধীনে যে সমস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছে তাহা মাপিবার কার্য্যে প্রায় ১০০০ নরনারীকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা দৈনিক তিন আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতেছে।

সন্তরণপটু যুবকের মৃত্যু

তারাপদ জনাই নামক এক ২২ বৎসরের যুবক চাপা বসন্ত রোগে গত ৪ঠা জুন মারা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জনাই নদীয়ার একজন বিখ্যাত সন্তরণপটু যুবক ছিলেন। নদীয়ায় সন্তরণে তিনি তিনবার প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের বি, এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন এবং গত আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছেন।

জামালপুরে রিভলভার মারার জের

জামালপুরে রিভলভার মারা সম্বন্ধে শ্রীযুত অনিল গুহ এবং প্রাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কতিপয় দিবস পূর্ব্বে সনাক্তকরণ ব্যাপারে তাহাদিগকে কেহই সনাক্ত করিতে পারে নাই।

গত ৮ই জুন সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে পুনরায় তাঁহাদিগকে হাজির করা হয়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্যসাবুদ না থাকায় মামলা মুলতুবী রাখা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

নদীয়ায় দুর্ভিক্ষে সাহায্য

জামালপুরে রিভলভার মারার জের

সন্তরণপটু যুবকের মৃত্যু

বিদেশী বস্ত্রের পুনঃ বিদেশে রপ্তানী

রেলওয়ে দুর্ঘটনা

যাত্রী-দম্পতির মধ্যে স্বামী গ্রেপ্তার—

পত্নীর অসহায় অবস্থা

মিঃ শাকলাতওয়ালার পত্র

এক লক্ষেরও অধিক লাল কুর্ত্তাধারী

বাঙ্গলার কৃষিবিভাগের স্কীম

ব্রহ্মে বিদ্রোহীদের সাড়া.—পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ

এক লক্ষেরও অধিক লাল কুর্ত্তাধারী

"সীমান্তের গান্ধী" মিঃ আবদুল গফর তিনি বলেন, লাল কুর্ত্তাধারী আন্দোলন জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং সমগ্র সিমান্ত প্রদেশে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা এক পেশোয়ার জেলাতেই ইতিমধ্যে এক লক্ষেরও উপর হইয়াছে। মিঃ গফর খাঁন আরও বলেন যে, তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদেশেই বার্দ্দৌলী আসিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবেন পথিমধ্যে তিনি ভূপালে দুই দিনের জন্য আসিয়াছিলেন এবং নবাব, মৌলানা সৌকৎআলি ডাঃ আনসারী ও মৌলানা সফি দাযুদীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

যাত্রী-দম্পতির মধ্যে স্বামী গ্রেপ্তার

পত্নীর অসহায় অবস্থা

প্রকাশ, গত ৫ই জুন রাত্রে ৮নৈক তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নারায়ণগঞ্জ হইতে মৈমনসিংহগামী ট্রেণে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার গন্তব্য স্থান ধলাতে পৌঁছিলে রেলওয়ে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারের কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উক্ত ট্রেণে মহিলাদের কামরাতে তাঁহার স্ত্রীও ছিলেন। প্রকাশ, তাঁহাকে ট্রেণ হইতে নামানর জন্য তিনি পুলিশকে বলেন। কিন্তু ইত্যাবসরে ট্রেণ ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পর-দিবস সকাল বেলা সিংহজানি ষ্টেশনে রেলওয়ে পুলিশ তাঁহার স্ত্রীর ভার লয়। অতঃপর তাঁহাকে ধলাতে পাঠাইবার জন্য বন্দোবস্ত করা হয়; কিন্তু তিনি পুলিশ হেফাজতে যাইতে অস্বীকৃত হন। পরে স্থানীয় মহিলা সমিতির তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে ধলাতে পাঠাইয়া দেওয়া যায়।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অবিদ্যা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ২গ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ত্তানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

-:০:-

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২৮শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক ধারাবাহিক গবেষণা

(১)

বেদান্ত-সূত্রকার ব্রহ্ম নারদ-শিষ্য শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন,—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

সৎসম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রসমূহ কখনই সিদ্ধিপ্রদ হয় না। এই হেতু সনাতনধর্ম্মরক্ষক পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছায় শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও চতুঃসন—এই চারিটি সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে ভুবনপাবন সাত্বত আচার্য্যচতুষ্টয় উৎকলদেশে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে উদিত হইবেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীরামানুজস্বামীকে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা মধ্বস্বামীকে, শ্রীরুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে এবং সনক-সনাতন সনন্দন-সনৎকুমার শ্রীনিম্বার্কস্বামীকে কলিকালে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

উপর্য্যুক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে আদিগুরু লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং চতুঃসন—এই চারিজনের অবলম্বনেই কলিকালে সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কলিকালে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীমধ্বাচার্য্য—এই চারিজন শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মূল আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত শ্রীরুদ্র, শ্রীচতুঃসন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীব্রহ্মা—এই চারিজন মূল প্রবর্ত্তকের সাত্বত মত বিস্তার করিয়াছেন।

এই সাত্বতধর্ম্ম আধুনিক নহে, উহা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে জগতে প্রচারিত আছে। ব্রহ্মার সাতটি বিভিন্ন জন্মে এই সাত্বতধর্ম্ম পুনঃপুনঃ জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে সেই শ্রৌতধর্ম্ম ন্যূনাধিক লুপ্ত হইয়া কলিযুগে বিবিধ তর্কপথের আবাহন করিয়াছে। ব্রহ্মার প্রথম মানসজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ফেনপগণ সাত্বতধর্ম্মের কথা অবগত হন। ফেনপ হইতে বৈখানসগণ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে চন্দ্র সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের সত্য লাভ করেন। ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষজন্মে নারায়ণের কৃপাক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র এবং রুদ্র হইতে বালিখিল্যগণ এই সাত্বতধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিকজন্মে নারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋগ্বেদের আকরমন্ত্র লাভ করেন। তৎকালে বায়ু হইতে বিষশাসি-সম্প্রদায় এবং বিষশাসি হইতে মহোদধি ঐকান্তিক ধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ব্রহ্মার চতুর্থ শ্রবণজ জন্মে আরণ্যকসহ বেদশাস্ত্রে সাত্বতধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রহ্মা হইতে স্বারোচিষমনু, তাঁহা হইতে তাঁহার পুত্র শঙ্খপদ এবং শঙ্খপদের পুত্র সুবর্ণাভ সাত্বতধর্ম্ম শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার মানসজন্ম চাক্ষুষজন্ম, বাচিকজন্ম ও শ্রবণজ জন্ম—এই চারিপ্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগে এই সাত্বতধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার পঞ্চম নাসত্য জন্মে নারায়ণ হইতে সনৎকুমার ঐকান্তিকধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সেই সময় ব্রহ্মার ষষ্ঠ অণ্ডজজন্মে ব্রহ্মা হইতে বর্হিষৎ ও তদগ্রজ অবিকম্পন প্রভৃতি ঐকান্তিক সাত্বতধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মার ষষ্ঠজন্মেই সর্ব্বপ্রথমে সামবেদগণের ধ্বনি উদ্গীত হয়। ব্রহ্মার সপ্তম পাদ্মজন্মেই নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান, মনু ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি এই ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীসম্প্রদায় রত্নাকর হইতে উদ্ভূত। রত্নাকর প্রাচীন বিষশাসিসম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বায়ু হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাক্যজন্মে প্রকটিত হন। ব্রহ্মসম্প্রদায় ও রুদ্রসম্প্রদায় ব্রহ্মার চাক্ষুষজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে কৃপা লাভ করেন। সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসত্য পঞ্চম জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ত্রেতা-প্রারম্ভে ঐকান্তিকধর্ম্ম লাভ করেন।

পুরাধামে এই চারি সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মঠসমূহ শতবৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া কালে কালে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক-বৈভব জনসমাজে বিস্তারপূর্ব্বক বহির্ম্মুখ জীবসমূহকে বিষ্ণুসেবারূপ সাত্বতধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। অনেকে সম্প্রদায়-স্বীকারকে সঙ্কীর্ণতা বা উদারতার অভাব জ্ঞান করিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদিগকে অসম্প্রদায়িক মনে করিলেও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা উদারতার নামে একটি অসম্প্রদায়িক মত অর্থাৎ শ্রৌতপন্থার আনুগত্যাগরূপ যথেচ্ছাচারিতাপূর্ণ সম্প্রদায় বা অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন। কলিকালে তর্কপথেরই আধিক্য এবং শ্রৌতপথের নিতান্ত অনাদর পরিলক্ষিত হওয়ায় অসংখ্য অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা অপস্বার্থসিদ্ধির জন্য যাবতীয় মনোধর্ম্মোত্থ মত সমভাবে সমর্থন করিতে গিয়া পদ্মপুরাণোক্ত সাত্বত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের কোনও একটীর অন্তর্ভুক্ত না হইয়া পৃথক পৃথক মত অবলম্বনপূর্ব্বক সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের বিরোধী এক একটী কল্পিত মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের মনঃকল্পিত সেই বিচারগুলি বহির্ম্মুখ জীবের অনেকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করায় পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপভাবে উৎপন্ন সম্প্রদায়গুলিই 'অপসম্প্রদায়' নামে অভিহিত। পক্ষান্তরে যাঁহারা বাহ্যে আপনাদিগকে শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী সৎসম্প্রদায়ের যে কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াও তত্তৎসম্প্রদায়স্থ ভুবনপাবন শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক—এই মূল আচার্য্যচতুষ্টয়ের আচরিত ও প্রচারিত শ্রৌতপন্থার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁহারাও অপসম্প্রদায়পর্য্যায়ে পরিগণিত। এইরূপ অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সৎসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের তুলনামূলক গবেষণাই এই প্রবন্ধের বর্ণিত বিষয়।

'সৎসম্প্রদায়' বলিতে আমরা শাস্ত্রানুসারে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী মাত্র সম্প্রদায় লক্ষ্য করিতেছি, কিন্তু অপসম্প্রদায়ের সংখ্যা অনন্ত। এই সমস্ত অসংখ্য অপসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত একটী প্রবন্ধে বর্ণন করা অসম্ভব। এই হেতু আমরা কেবল প্রধান প্রধান অপসম্প্রদায়গুলির ইতিহাসের দিগ্দর্শন মাত্র করিয়া প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট বিষয়ে উপনীত হইতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বোক্ত সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের বিরুদ্ধ মতগুলির অনুসন্ধান করি[illegible] দেখিতে পাই, সায়ন মাধবাচার্য্য-রচিত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যে ১৬টী দার্শনিক মতের বিবরণ লিখিত আছে, তন্মধ্যে রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের অন্যতম দুইটী। অবশিষ্ট চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, আর্হত, নকুলীশপাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞ, রসেশ্বর, ঔলূক্য, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত বা শঙ্করদর্শন—এই ১৪টী দর্শনের মতের সহিত সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মতের কোন সম্বন্ধ নাই। আর শ্রৌতপথাবলম্বী শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজ যে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজীয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঁই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী—এই তেরটী সম্প্রদায়ের শ্রেণী বিভাগ করিয়া অসৎসঙ্গজ্ঞানে উহাদের সঙ্গ পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছেন, উহারা সকলেই 'অপসম্প্রদায়' নামে সজ্জন-সমাজে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত পঞ্চোপাসকবাদ, অহঙ্কারবাদ, অক্ষমবাদ, আসামী রামকৃষ্ণবাদ, আসামী শঙ্করবাদ, উন্নতিবাদ, উপদেবতাবাদ বা প্রেতবাদ, ঋগ্বেদবাদ, কর্ম্মবাদ, কিশোরীভজনবাদ, কেশব-ব্রহ্মবাদ, খুসীবিশ্বাসবাদ, খ্রীষ্টানবাদ, গৌরবাদ, গৌরাঙ্গসামাজিকবাদ, গ্রাম্যদেবতাবাদ, জৈনবাদ, তান্ত্রিকবাদ, ত্রিবেদবাদ, থিয়সফিবাদ, দয়ানন্দমূর্ত্তিবিরোধিবাদ, দক্ষিণেশ্বরীর রামকৃষ্ণসঙ্করবাদ, দার্শনিকবাদ, দেবেন্দ্রব্রহ্মবাদ, ধর্ম্মাভাববাদ, নবগৌরাঙ্গবাদ, নবরসিকবাদ, নিরাকারবাদ, নিরীশ্বরবাদ, নৈমিত্তিক দেবতাবাদ, প্রাচীনবাদ, বলাহাড়ীবাদ, ভাগবতবিরুদ্ধবাদ, মুসলমানবাদ, যোগবাদ, রাতভিখারীবাদ, রামচন্দ্রসঙ্করবাদ, রামমোহন ব্রহ্মবাদ, রামবল্লভবাদ, রামানন্দ সঙ্করবাদ, রূপকবাদ, বাবাজীবাদ, বিজয়কৃষ্ণসঙ্করবাদ, বুজরুগবাদ, হরিবংশবাদ, হরিবোলাবাদ, শাক্তবাদ, শৈববাদ, সৌরবাদ প্রভৃতি অসংখ্য সৎসম্প্রদায়বিরুদ্ধ মতবাদ ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

আমরা সর্ব্বাগ্রে সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মূল চারিজন আচার্য্য—শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া যথাক্রমে উপর্য্যুক্ত অপসম্প্রদায়গুলির মতসমূহেরও যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করিব। আশা করি, ইহাতে সাত্বত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্তের সহিত অন্যান্য অপসম্প্রদায়গুলির কোথায় মতদ্বৈধ হইয়াছে, তাহা সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত

জ্ঞানবর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

[illegible]কেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-[illegible] গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা [illegible] ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম [illegible] মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবা[illegible] ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই-প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঔঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাগেগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদাসবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

মিঃ শাকলাতওয়ালার পত্র

কংগ্রেসের লণ্ডন শাখার সভাপতি ডাঃ সি বি ভকীল সম্পাদক মিঃ শাকলাতওয়ালার নিকট হইতে তাঁহার পদত্যাগ করার পর একখানি চিঠি পান। উক্ত চিঠিতে মিঃ শাকলাতওয়ালা বলিয়াছেন যে, করাচী কংগ্রেসে গান্ধী-আরউইন আপোষ সমর্থিত হওয়ায় কংগ্রেসের স্বাধীনতার আদর্শ যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এই জন্য তিনি কংগ্রেসের লণ্ডন শাখার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি হইতে পদত্যাগ করিতেছেন আরও জানা গিয়াছে যে, মিঃ শাকলাতওয়ালা এবং অন্যান্য যাহারা কমিটী হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা এখনও কংগ্রেসের মধ্যে থাকিবেন কাজেই তাহারা পদত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে ইচ্ছা করেন না।

পৃথিবীর বৃহত্তম পেট্রোল কোম্পানী

"নিউইয়র্ক টাইমসে" প্রকাশ, ওয়াশিংটনে যদি কোন প্রবল বাধা উপস্থিত না হয়, তবে আগামী দুই মাসের মধ্যেই জার্সির ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী এবং কালিফোর্ণিয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী এক সঙ্গে মিলিত হইবে। যদি এই দুই কোম্পানী একত্রিত হয়, তবে উহা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম পেট্রোলিয়ামের ব্যবসা হইবে। এই নূতন কোম্পানীর মোটস্থিত হইবে ২৩৭৫,০০০০০০ ডলার (একডলারের মূল্য প্রায় আড়াই টাকা)

মিঃ হকের হককথার দাবী

গত ২৫শে মে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সহিত মিঃ এ. কে. ফজলুলহকের হাটুরিয়া ভবনে রাজনৈতিক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি সেই সময় যুক্ত-নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, যাঁহারা যুক্ত-নির্ব্বাচন সমর্থন করেন না তাঁহারা আর যাহাই হউন রাজনৈতিক ভাবাপন্ন নহেন। ইহার পর তিনি আর একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁহারা ঢাকা ত্যাগের পর তাহা প্রচারিত হয়। তিনি তাহাতে পূর্ব্বের মত অস্বীকার করিয়াছেন এবং ঢাকার জাতীয়তাবাদী মুসলমান সঙ্ঘের প্রতি দুরাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত করিয়াছেন। গত শনিবার ঢাকার জাতীয়তাবাদী মুসলমানদলের ২০ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহারা মিঃ ফজলুল হককে ঢাকায় আসিয়া প্রকাশ্য জনসভায় তাঁহার প্রতিবাদ ব্যক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা মিঃ হকের ঢাকায় যাতায়াত খরচবহন করিতে প্রস্তুত আছেন।

বি, পি, সি, সি, নির্ব্বাচন মধ্য কলিকাতা হইতে নির্ব্বাচিত সভ্য

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস নির্ব্বাচনমণ্ডলী হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে যথাযথ ভাবে নির্ব্বাচিত সদস্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

১। যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
২। ভূপেন্দ্রনাথ গুহ
৩। উপেন্দ্রনাথ বসু
৪। শৈলেন্দ্রনাথ রায়
৫। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
৬। প্রবোধকুমার রায় চৌধুরী

৩৪টি নির্ব্বাচনপত্র নাকচ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মে বিদ্রোহীদের সাড়া পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ

কামা বিদ্রোহীরা, শুক্রবার দিন আলেগ্যাণ্ডোং থানা আক্রমণ করিয়াছিল। শনিবার দিন অপরাহ্নে তাহারা খ্যায়রণ্ড নামক স্থানে থাকে এই সংবাদ পাইয়া প্রোমের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল সামরিক পুলিশসহ রাত্রেই মাইল দূরস্থিত ঐ স্থানে রওনা হন। পরের দিন প্রাতঃকালে তাহারা ঐ গ্রাম ঘেরাও করেন। ফলে বিদ্রোহীদের সহিত একটা সংঘর্ষ হয়। ইহাতে ৩ জন বিদ্রোহী আহত, ১ জন নিহত ও ১১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। থারাওয়াড়ী, এবং ইনসিন জেলা হইতে ডাকাতি, ঘর জ্বালান প্রভৃতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গত দুই দিনে থারাওয়াড়ীতে ৫টি ডাকাতি হইয়াছে। ১৩ হাজার টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং দুইটি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে।

হেনজাদাতে কতকগুলি সশস্ত্র লোক বিদ্রোহীদের পোষাক পরিধান করিয়া ৪ জন খৃষ্টান কারেনের বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া হাজার টাকায় সম্পত্তি লইয়াছে এবং বাড়ীগুলি ভস্মীভূত করিয়াছে।

মিয়াংমিয়া হইতে ভারতীয়দের ৬টি খড়ের গাদা জ্বালানর খবর আসিয়াছে। সেইখানে একজন চীনার বাড়ীতে ডাকাতি হয় হেনজাদার সীমান্তে আর একটি নরহত্যা ও ডাকাতি হইয়াছে।

ইনসিনে একটি ডাকাতিতে ডাকাতেরা একজন হিন্দুকে দা দিয়া জখম করিয়াছে।

পেয়েটিমিও হইতে কয়েকটি ডাকাতির খবর আসিয়াছে, এখানে একজন মোড়লের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। একজন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

৮ই জুন একটী সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, প্রোম হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, বিবর্ণমেণ্টের সেনাদল ৭০ জন বিদ্রোহীকে আক্রমণ করে, তাহারা বিতাড়িত হয়। তাহাদের ৭ জন জখম হইয়াছে এবং একটী বন্দুক ধৃত হইয়াছে। সরকারী সেনাদলের কেহ হতাহত হয় নাই।

রেলওয়ে দুর্ঘটনা

নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের প্রাঙ্গণে দুর্ঘটনার ফলে একজন গুডস্ ক্লার্ক মৃত্যুমুখে পতিত ও অপর একজন গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, দেওয়ান চাঁদ ও সর্দ্দার বেগ এই কেরাণীদ্বয় ফাঁড়িপথে আফিসে যাইবার কালে দুখানি মালগাড়ী তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া যায়। সর্দ্দার বেগ পায়ে গুরুতর আঘাত পায়; হাসপাতালে যাইবার পথে তাহার মৃত্যু হয়।

বিদেশী বস্ত্রের পুনঃ বিদেশে রপ্তানী

বিদেশী বস্ত্র পুনরায় বিদেশে রপ্তানী করা সম্পর্কে যে স্কীম করা হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমানে পাকাপাকি করা হইয়াছে। প্রকাশ, এক সপ্তাহের মধ্যেই কিরূপে বিদেশী বস্ত্রসমূহ রপ্তানী করা হইবে তাহা জনসাধারণে প্রকাশ করা হইবে। গত ২৫শে মে সাড়ে পঁচিশ লক্ষ টাকা মূলধন সহ বিদেশীবস্ত্র রপ্তানী কোম্পানী লিমিটেড নামক বোম্বাইয়ে এফ কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে।

গত মার্চ্চ মাসে মহাত্মা গান্ধী এবং আরও অন্যান্য কংগ্রেসকর্ম্মীগণ এক নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, যে সকল বিদেশী বস্ত্র ভারতে আমদানী করা হইয়াছে, বিদেশী বর্জ্জন জন্য ঐ সকল বস্ত্রই পুনরায় বিদেশে রপ্তানীর জন্য একটি কোম্পানী খোলা হউক।

নিম্নে কোম্পানীর কার্য্যনির্ব্বাহক ডিরেক্টরগণের নাম দেওয়া হইল :-

সার নেশ ওয়াদা,—চেয়ারম্যান, তাঁহার অনুপস্থিতিতে মিঃ এইচ, পি, মোদী চেয়ারম্যানের কাজ করিবেন।

ডিরেক্টরগণ :—সার নেশ ওয়াদা চেয়ারম্যান, মিঃ এন্, ই, দিনশা; মিঃ এস. ডি. সাকলাতওয়ালা; মিঃ এইচ,পি, মোদী; মিঃ লালজী নারায়ণজী; শেঠ জি. চমনলাল; মিঃ জি, পারেখ; শেঠ কস্তুর ভাই লালাভাই; শেঠ অম্বালাল সরাভাই; শেঠ দেবীদাস, এইচ, শা; [illegible] শঙ্করলাল (ব্যাঙ্কার) [illegible] বলুভাই।

সম্প্রতি মিল মালিক সমিতির অফিস গৃহে ডিরেক্টরদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় মিঃ লালজী নারায়ণজীকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। মেসার্স কস্তুরভাই লালভাই এবং শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার ডিরেক্টরগণকে সাহায্য করিবেন

প্রকাশ, বর্ত্তমান মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই কোম্পানীর কার্য্য পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইবে। মাত্র বিলাতী বস্ত্রই যে রপ্তানী করা হইবে তাহা নহে জাপানী ও অন্যান্য বিদেশী বস্ত্রও রপ্তানী করা হইবে।

বাঙ্গলার কৃষিবিভাগের স্কীম

বাঙ্গলার কৃষিবিভাগের এডিসনাল ডিরেক্টর মিঃ কে, ম্যাক্‌লিয়ান এখানে আসিয়াছেন। প্রকাশ, আগামী সরকারী কৃষি গবেষণা পরিষদের যে সভা হইবে তাহাতে বাঙ্গলার কৃষি বিভাগের কিছু নির্দ্দিষ্ট স্কীম এবং প্রস্তাব প্রদান করিবেন। কৃষি বিভাগ অনেক পূর্ব্বেই এই স্কীম তৈয়ার করিয়াছিলেন কিন্তু বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের তহবিলে টাকা না থাকায় উহা কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই। যাহা হকউ আশা যায় যে প্রস্তাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সরকারী কৃষি পরিষদ উপযুক্ত টাকা মঞ্জুর করিবেন।

ভারতে এম, সি, সি'র খেলা লর্ড উইলিংডনের যোগদান

আগামী শীত ঋতুতে এম, সি, সি দল যখন ভারতে আগমন করিবেন তখন বড়লাটের একাদশ খেলোয়াড়ের সহিত তাঁহাদের বিরুদ্ধে খেলিবার জন্য ভারত ক্রিকেট খেলার পরিচালন বোর্ড লর্ড উইলিংডনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তিনি অন্য কাজে লিপ্ত থাকিলে আর খেলিবেন না।

আগামী ১৫ই হইতে ১৭ই জানুয়ারী ম্যাচ খেলার দিনধার্য্য হইয়াছে। দিল্লীতে এই ম্যাচ খেলা হইবে।

পাটনায় গ্রীষ্মাধিক্য

পাটনায় অতিশয় গরম পড়িয়াছে। এরূপ গরম বহুদিন যাবৎ অনুভূত হয় নাই। এই সপ্তাহের বাকী কয়দিন হাইকোর্ট সকাল বেলা বসিবে গত এক পক্ষ কাল হইতে সহরের তাপ ১১২ ও ১১৫ ডিগ্রীর মধ্যে ছিল। কলেরা ও সর্দ্দিগর্ম্মীর খবর পাওয়া যাইতেছে। সকলেই পর্ষণের আশায় উন্মুখ হইয়াছে।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক
সাম্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৩৮, ১২ই জুন ১৯৩১

নানা কথা

মণিভবনে ওয়ার্কিং কমিটীর সভা

গত ৯ই জুন অপরাহ্ণ ৩ টার সময় মনিভবনে ওয়ার্কিং কমিটীর সভা আরম্ভ হয়। ১৩ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। আরম্ভ হইবার পরই বাঙ্গলার নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের কথা উঠে। নির্ব্বাচন সম্পর্কে সকল প্রকার ত্রুটি অভিযোগ বা প্রত্যাভিযোগ সম্বন্ধে বিচার করিবার ভার পড়িয়াছে শ্রীযুক্ত এম্, এস, এনির উপর—তিনিই একমাত্র মধ্যস্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচন যথারীতি চলিতে থাকিবে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন না।

বাঙ্গলার কংগ্রেস বিরোধ বিষয় ঐ দিনকার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। সভার প্রারম্ভেই তাহা আরম্ভ হয়।

প্রকাশ, ঘরোয়া বৈঠকেও বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দের সহিত মহাত্মাজীর প্রধান আলোচনার বিষয় ইহাই ছিল।

ওয়ার্কিং কমিটীর সভা পর্দ্দার আড়ালে হয় সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অন্যান্য যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইবে তন্মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা, গোলটেবিল বৈঠক, এবং সন্ধির সর্ত্ত পালনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণ ব্যতীত মৌলানা আব্দুল গফুর খাঁ ডাঃ আলম ও শ্রীযুক্ত কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পা শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, আমন্ত্রিত হইয়া ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ার্কিং কমিটীর সভা

ওয়ার্কিং কমিটীর পক্ষ হইতে বিবৃতি

চট্টগ্রামে সান্ধ্য আইন

হিত্যার অপরাধে ১ বৎসর কারাদণ্ড

চীনে শ্বেতাঙ্গমহিলা হত্যা

কাণপুরের গুলীতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবৃতি

মেলব্যাগ লুণ্ঠিত

কাণপুরে আবার অগ্নিকাণ্ড

দস্যু-সর্দ্দার ধৃত

পুরী ও ভুবনেশ্বর সংবাদ

চট্টগ্রামে সান্ধ্য আইন

গত ৮ই জুন হইতে এই সম্বন্ধে আইন জারী করা হইয়াছে যে, ১৬ হইতে ২৬ বৎসর বয়স্ক কোন হিন্দু যুবক সন্ধ্যা ৭টার পর রাস্তায় বাহির হইতে পারিবে না। নিষিদ্ধ বয়সের যুবক এবং ছাত্রগণ লালদিঘীর ধারে, বিভিন্ন উদ্যানে এবং নদীর ধারে হাওয়া খাইতে গিয়াছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরিয়া আসে। রাস্তাসমূহ হিন্দুযুবক শূন্য হইয়া পড়ে।

চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার

কইপাড়া হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিনয় সেনকে গ্রেপ্তার করিয়া চট্টগ্রামে আনা হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটীর পক্ষ হইতে বিবৃতি

ওয়ার্কিং কমিটীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন,—

বাঙ্গলায় নির্ব্বাচন বিরোধের বিষয় ওয়ার্কিং কমিটীতে উপস্থাপিত হয়। নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচন সম্পর্কে বাঙ্গলায় যেরূপ স্থানীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যাবলী সম্পর্কে যেরূপ অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ হইতেছে তাহা বিবেচনা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটী শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্য শ্রবণ করতঃ তাঁহাদের সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মহাদেব রাও এনীকে একমাত্র মধ্যস্থ নিযুক্ত করিলেন। উভয় দল কর্ত্তৃক তাঁহার নিকট যে সকল বিষয় উপস্থাপিত হইবে তিনি তাহা বিবেচনা করিয়া তৎসম্পর্কে তাঁহার চরম সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। এক্ষণে যে নির্ব্বাচন চলিতেছে, মধ্যস্থ নিয়োগের ফলে তাহা স্থগিত হইবে না, তবে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শিত হইলে মধ্যস্থ নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

ঐ দিবস রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন শেষ হয়। পর দিবস প্রাতে সেওয়া আটটার সময় পুনরায় অধিবেশন হইবে স্থির হয়।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্-

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ রক্তের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ডিমপারি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, পাইট ।৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

প্রেমের ঠাকুর

মদন মঞ্জরী

বটীকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, মুখ দিয়া শুক্রস্রাব, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৫০ বটী ২৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্বসঞ্জীবনী সুধা"

সর্ব্বপ্রকার রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিবার শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্ত্রীমনোবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীরোগসমূহ সত্বোপকারী স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রায়বেদ ভাস্করশঙ্কর, কেশবশঙ্কর

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত অম্বিকা সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেড, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পত্রই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের ডাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় আলাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের লেখনী-প্রসূতা বিশ্বমোহিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণকীর্ত্তনলম্পটিনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ [illegible]

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের [illegible] ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক ধারাবাহিক গবেষণা

(২)

সৎসম্প্রদায়াচার্য্যগণের আবির্ভাবকালবিচার

মূল সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের অভ্যুদয়ের কালবিচারে সর্ব্বপ্রথম নিত্যবিষ্ণুসঙ্গিনী লক্ষ্মী, তৎপরে গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুর নাভিকমলোদ্ভূত ব্রহ্মা, দ্বিতীয় মহাবিষ্ণু হইতে রুদ্র ও ব্রহ্মার মানসপুত্র চতুঃসনের অভ্যুদয় দৃষ্ট হইলেও মূলাচার্য্যগণের কালবিচারে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, তৎপরে শ্রীনিম্বাদিত্য, তৎপরে শ্রীরামানুজ এবং তৎপরে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-কাল পরিলক্ষিত হয়।

আচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্ত

আচার্য্যগণের অভ্যুদয়ের ক্রমানুসারে নিম্নে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্তের বিবরণ লিখিত হইল,—

(১) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর প্রচারিত মত

পৃষ্ঠপুঞ্জ তৃতীয় শতাব্দীতে মাদুরা প্রদেশে দেবেশ্বর ভট্টদেশিকের গৃহে আবির্ভূত শ্রীদেবতনুই আদিবিষ্ণুস্বামিরূপে জগতে প্রচারিত হন। পরবর্ত্তিকালে আরও দুইজন পৃথক্ বিষ্ণুস্বামী বিশেষভাবে আচার্য্যরূপে প্রতিপত্তি লাভ করায় দেবতনুই আদি বিষ্ণুস্বামী' নামে বিখ্যাত। ইনি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম 'সর্ব্বজ্ঞসূক্ত'। ইহাতে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিষ্ণুসেবার উৎকর্ষ সংরক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী অদ্বয়জ্ঞান বা অদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচার করেন। পরবর্ত্তিকালে অদ্বয়জ্ঞান বিরোধী বিরুদ্ধমতবাদ প্রচারিত হইলে সাত্বত আচার্য্যগণ শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তকে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং মায়াবাদিগণের বিরুদ্ধমতবাদকে 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বা 'বিদ্ধাদ্বৈতবাদ' বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধান্তমতে বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য্য জগৎ; ইহারা সকলই 'বস্তু'শব্দবাচ্য, কেহই বস্তু হইতে পৃথক্ নহে।

জীব-বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত

জীব যে বস্তুর অংশ, তদ্বিষয়ে আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী ব্রহ্মসূত্র হইতে প্রমাণ দিতেছেন,—"অংশো নানা-ব্যপদেশাৎ" অর্থাৎ বেদ কোথাও জীবকে 'ব্রহ্ম', কোথাও 'অজ্ঞ' কোথাও 'চিদ্রূপ', কোথাও 'দাস', কোথাও 'অণু' বলিতেছেন; এইরূপ নানা প্রকার বলায় স্থির হইতেছে যে, জীব—ব্রহ্মের অংশ যেরূপ অগ্নির অংশ বিস্ফুলিঙ্গসমূহ 'দাহক' বলিয়া 'অগ্নি' নামে উক্ত হয়, তদ্রূপ জীবও 'ব্রহ্ম' নামে উক্ত হয়। যেরূপ অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উভয়ে দাহক বলিয়া উভয়কে অগ্নি বলা গেলেও অগ্নিকুণ্ড হইতেই যেরূপ সর্ব্বতোভাবে শীতাদি আর্ত্তি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জীব [illegible] অংশ-ভেদে সমজাতীয় হইলেও উভয়ের [illegible] পরব্রহ্ম উক্ত হইয়াছে,—"মমৈ-[illegible] জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

জগদ্বিষয়ে বিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত

আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী জগৎকে বস্তুর কার্য্য [illegible] ব্রহ্ম যখন সত্য ও নিত্য তখন কার্য্যরূপ এই জগৎও সত্য ও নিত্য। সৃষ্টি ও প্রাণ হেতু জগতের তাৎকালিক অদর্শনে তাহার যে অবিদ্যমানতা সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না, ইহা তিনি বহু যুক্তির সাহায্যে প্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহার একটী যুক্তি এই যে, যদি অদর্শনের ছল অবলম্বন করিয়া কোন বস্তুর অবিদ্যমানতা সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে অন্ধের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ [illegible] ব্যক্তি নিজকে অবিদ্যমান বলিয়া [illegible] করুন। মৃত্তিকাদিরূপ কারণে যেরূপ ঘটাদি কার্য্য বিদ্যমান থাকে বলিয়াই মৃত্তিকা হইতে ঘটাদির উৎপত্তি সম্ভব হয়, তদ্রূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে জগদ্রূপ কার্য্য সর্ব্বকারণ ব্রহ্মবস্তুতে বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্ম যখন পরিণাম প্রাপ্ত হন, তখন জগৎ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। পরিণাম দ্বিবিধ; (১) বিকৃত পরিণাম বা বিকার, আর (২) অবিকৃত পরিণাম বা কারণের কার্য্যরূপ পরিগ্রহণ। পূর্ব্বস্বরূপের পরিবর্ত্তনের পর পূর্ব্বস্বরূপ প্রাপ্তি অসম্ভব হইলে উহা বিকার নামে অভিহিত হয়, যেরূপ দুগ্ধের দধিত্ব-প্রাপ্তি। কিন্তু পরিণাম প্রাপ্তির প্রাক্কালে, পরিণাম প্রাপ্তির সময়ে ও পরিণামপ্রাপ্তির পরে কোন প্রকার অন্যথাভাবরহিত যে পরিণাম অর্থাৎ কারণের কার্য্যরূপ পরিগ্রহণ, সেই পরিণাম অবিকৃত পরিণাম। ব্রহ্মের জগদ্রূপ পরিণামপ্রাপ্তি এই প্রকার। ব্রহ্ম স্বীয় ইচ্ছাশক্তিযোগে জগদ্রূপ অবিকৃত পরিণাম প্রাপ্ত হন। জগদ্রূপ পরিণাম প্রাপ্তির পূর্ব্বে, জগদ্রূপ পরিণামপ্রাপ্তির সময়ে এবং জগদ্রূপ পরিণামপ্রাপ্তির পরে ব্রহ্ম সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপেই থাকেন। অতএব জগৎকে বস্তুর কার্য্য বলায় বস্তুতে কোন প্রকার বিকারদোষ আরোপিত হইতে পারে না।

ঈশ্বরবিষয়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত

হ্লাদিনী ও সম্বিৎশক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহই ঈশ্বর [illegible] ক্লেশসমূহের আকরস্বরূপতাই বদ্ধজীবের লক্ষণ। অংশী ঈশ্বরের সহিত অংশস্বরূপ শুদ্ধজীবের যে সেব্যসেবকভাবে অবস্থানরূপ অদ্বয়জ্ঞানাবস্থা, সেই শুদ্ধ জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া জড়ের ভেদগত সত্তা দর্শনে আপনাকে অবিদ্যা দ্বারা আবৃত ও সংক্লেশের আকরস্বরূপ দ্বিতীয় জ্ঞানই বদ্ধজীবাভিমান। ঈশ্বর—মায়াধীশ, জীব মায়াবশ, ঈশ্বর স্বপ্রকাশ পরানন্দস্বরূপ, জীবও অংশীর অংশসূত্রে স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ হইয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ অত্যন্ত দুঃখের ভূমিকায় অবস্থিত। ঈশ্বর—নিত্যমুক্ত, তিনি কোন উপাধি বশ্যতা প্রাপ্ত হন না। তিনি অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদাতা সমস্ত কল্যাণগুণনিলয় ও সচ্চিদানন্দ বস্তু ইহাই শ্রুতির প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু বলিয়া শ্রীবিষ্ণুস্বামী আচার্য্যের মত।

উপাস্য উপাসক ও উপাসনা সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর বিচার

শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রের আনুগত্যে নৃপঞ্চাস্যের উপাসক। [illegible] দেহ সচ্চিদানন্দ [illegible] বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রী [illegible] রামাশ্রিত [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] নিত্যত্ব স্বীকার করেন [illegible] তৎকৃত ভাষ্যে,—"মুক্তা অপি লীলয়া [illegible] ভজন্তে।" আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী তদীয় ভাষ্যে বিষ্ণুর পরাৎপরত্ব, জীবের নিত্যত্ব, নামের সেব্যত্ব, মুক্ত অবস্থায়ও ভক্তির নিত্যত্ব, পরিকর সহিত শ্রীশ্রীভগবানের নিত্য সত্যত্ব, তদীয় সর্ব্বস্বত্ব প্রভৃতি সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন।

বিষ্ণুস্বামি-সাম্প্রদায়িক শ্রুতি-স্মৃতি

এই সম্প্রদায়ে শ্রুতির মধ্যে তাপনী পঞ্চরাত্র পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত শ্রীবিষ্ণুপুরাণেরই [illegible] শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীগীতা প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য [illegible] নৃসিংহপরিচর্য্যা প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রথা এবং সন্ন্যাসাশ্রমেও শিখা সূত্র সংরক্ষণ ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

শ্রীবল্লভাচার্য্য ও বিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত ভেদ

বর্ত্তমানকালে বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায় এক প্রকার লুপ্তপ্রায় [illegible] আপনাকে বিষ্ণুস্বামীর [illegible] বলিয়া প্রচার করিলেও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর প্রকৃত সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার প্রচারিত মতের স্থানে স্থানে পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

রাজর্ষি শ্রীকুলশেখর

পণ্ডিত শ্রীপদ নন্দলাল রায় কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ ভক্তিশাস্ত্র।

দাক্ষিণাত্যে [illegible] কেরলপ্রদেশান্তর্গত [illegible] ভগবদ্ভক্তি-রঙ্গত [illegible] নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি [illegible] নামক বংশের কুলতিলক বলিয়া তৎপ্রদেশে কীর্ত্তিত হইতেন। [illegible] সতত শ্রীহরির আরাধনা করিলে ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার [illegible] প্রদান করেন। [illegible]

[illegible]

শ্রীকৃষ্ণের [illegible] রাজ [illegible] গৃহে কুলশেখর জন্ম গ্রহণ করেন। [illegible] সর্ব্বাঙ্গীন সুলক্ষণসমূহ [illegible] রাজা [illegible] মহাগ্রন্থ [illegible] হইতে [illegible] সংস্কার [illegible] সম্পাদন করিলেন। তিনি অত্যল্পকাল [illegible] সর্ব্বশাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ ও অখিলবিদ্যা শ্রীগুরুর বদন হইতে শিক্ষা করিলেন। অতঃপর পিতার আদেশে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীরামের ন্যায়

অপত্যবাৎসল্যে সমুদয় প্রজা পালন করিতে লাগিলেন এবং চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত স্বয়ং সর্ব্বদিক্ জয় করিলে শত্রুপক্ষীয় রাজগণ ভয়ে নিপুণ হইলেন। সমুদয় প্রজা-রক্ষণে ও তাঁহাদের সমৃদ্ধিসম্পাদনে পুত্রের অতিশয় যত্নদর্শনে 'দৃঢ়ব্রত' সন্তুষ্টচিত্তে সকল রাজ্যভার তদুপরি সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। অহৈতুক-কৃপাময় শ্রীহরির আদেশে কার্ত্তিকেয় পৃথিবীতে অবতরণপূর্ব্বক কুলশেখরকে পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া সমুদয় তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলেন। তদীয় অনুগ্রহে সদ্ভক্তি লাভ করিয়া নৃপতি পরম ধর্ম্মজ্ঞ হইলেন। শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও বিভূতি তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি শীঘ্রই মহাবৈরাগ্য লাভ করিলেন। রাজ্য-পালনাদি কার্য্যে সংসারিকগণের সহবাস ভগবদ্দাস তাঁহার পক্ষে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বাসের তুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

তিনি এবম্প্রকার চিন্তা করিয়া দেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয়াদি সকলের সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক রাজ্য এবং সর্ব্বস্ব বৈষ্ণবগণকে অর্পণ ও সেবোপযোগী করিয়া একান্তভাবে শ্রীরামের শরণ গ্রহণ করিলেন। কুল-শেখর বেঙ্কটেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"হে হরে! আমি ভবদ্গৃহে সোপানস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ভবদীয় প্রবাল সদৃশ বদনকমলে সর্ব্বদা সৃষ্টি সন্নিবেশ পূর্ব্বক যেন জীবিত থাকি।

অনন্তর তিনি শুনিলেন—"শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা বা গমনাভিলাষ ভবার্ণব-তরণের প্রধান উপায়, নিত্যকাল বাস করিবার কথা কি?" তিনি এই প্রকার শ্রীরঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণে "নশ্বর প্রাকৃত ভোগবিলাস ও পুত্রবিত্তাদি অকিঞ্চিৎকর, রঙ্গরাজের সেবাই নিত্যসুখপ্রদ"—ইত্যাকার চিন্তা করিয়া যাবজ্জীবন রঙ্গক্ষেত্রে বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার রঙ্গযাত্রা নগর মধ্যে ঘোষিত হইলে তথায় সৌম্যদর্শন রঙ্গনাথের নিকট হইতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন নিশ্চয়ই অসম্ভব—এইরূপ আশঙ্কাপূর্ব্বক মন্ত্রীবর্গ সদ্যই তাঁহার বিঘ্নসম্পাদনার্থ মনোনিবেশ করিলেন। বৈষ্ণব-বর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহারা বলিলেন,—'কুল-শেখর প্রত্যূষেই শ্রীরঙ্গযাত্রা করিবেন। তাঁহার গমন অনিবার্য্য, তিনি তথায় গমন করিলে আর নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। তিনি আপনাদিগেরই বাক্য রক্ষা করিবেন এবং আপনারাই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ। এক্ষণে যে কোনও উপায়েই হউক অদ্য রাজাকে নিবৃত্ত করুন।

মন্ত্রীবর্গের এতাদৃশ বচন অঙ্গীকার পূর্ব্বক বৈষ্ণবোত্তমগণ শ্রীকুলশেখরকে অতি ভক্তি সহকারে রঙ্গযাত্রা-শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণপরায়ণ দেখিয়া তৎসমক্ষে সহসা আগমন করিলেন। রাজর্ষি মহাভাগবত-গণের দর্শন মাত্র ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া মহাভক্তির সহিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সেই ভাগবতপ্রিয় নরপতি তাঁহাদিগকে গৃহে লইয়া গিয়া অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য ও উপহারাবলী দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিলেন। তাঁহাদের ভোজনকাল পর্য্যন্ত কৃতাঞ্জলিপুটে নিরাহারী থাকিয়া তাঁহাদের পাদোদক ও ভুক্তাবশেষ মহামহাপ্রসাদদ্বারা নিজ ভোজন নির্ব্বাহ করিলেন। অনন্তর বিবিধ বস্ত্রাভরণ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত হরি কথামৃত সতৃষ্ণভাবে পান করিতে করিতে রঙ্গযাত্রা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কিয়দ্দিন অতি-বাহিত করিলেন এবং সতত শ্রীবৈষ্ণবগণের সহবাসে হরিপরায়ণ থাকিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালনে নিযুক্ত থাকিলেন। শ্রীবৈষ্ণব-গণমুখ হইতে বেঙ্কটাচলের ও তৎস্থিত স্বামিপুষ্করিণী নামক সরোবরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা কুলশেখর লোক-হিতার্থ "মুকুন্দমালা" নামক স্তোত্র রচনা করিলেন। তাহার প্রতিশ্লোকই বহুমূল্য এবং সমগ্র বৈষ্ণবজগতের অতি প্রিয় উদাহরণস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় পরম পরিতোষের সহিত আস্বাদনীয়। যথা—

(১) নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব-হেতোঃ কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যা রামামৃদুতনুলতানন্দনেনাভিরন্তুং ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥ (২) ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

এবম্প্রকারে অবস্থানকালে সেই রাজর্ষির লোকশিক্ষার্থ এইরূপ বুদ্ধি জন্মিল। বেদবেদ্য পুরুষোত্তম দশরথাত্মজ পৃথিবীতে অবতরণ করিলে শ্রুতি স্বয়ং রামায়ণরূপে বাল্মীকিকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রচারিত হইলেন। অতএব যাবজ্জীবন একমাত্র মুক্তির উপায় সেই রামায়ণ নিত্যকাল শ্রবণ করা বিধেয়। কুল-শেখর দৃঢ়ভক্তির সহিত রামায়ণ শ্রবণপূর্ব্বক সমুদয় কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা আরণ্যকাণ্ডে খরদূষণের সহিত সংগ্রামে একাকী শ্রীরামচন্দ্র প্রবৃত্ত হইতেছেন শ্রবণ করিয়া প্রেমপারবশ্যবশতঃ অসহিষ্ণু হইয়া স্বয়ং খড়্গ, চর্ম্ম, ধনুর্ব্বাণাদি গ্রহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গ সৈন্য সাজাইয়া তদীয় সাহায্যার্থ জনস্থানাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার এতাদৃশী যাত্রার নিশ্চয়তা জানিয়া বিস্ময়সহকারে মন্ত্রণাপূর্ব্বক সমর্থ বৈষ্ণববর্গকে রাজাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা প্রয়াণোদ্যত রাজর্ষির সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

'চতুর্দ্দশসহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্।
অর্দ্ধাধিকমুহূর্ত্তেন রাঘবেণৈব সঙ্গরে।
তেন ধর্ম্মাত্মনৈকেন নিহতানি নৃপোত্তম॥
তং দৃষ্ট্বা শত্রুহন্তারং মহর্ষীণাং সুখাবহম্।
বভূব হৃষ্টা বৈদেহী ভর্ত্তারং পরিষস্বজে॥'

শ্রীবৈষ্ণবগণের সেই বাক্যশ্রবণে রাম-ভক্ত নৃপকুলমণি কুলশেখর নিজ ভূষণসমূহ অঙ্গ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর হৃষ্টচিত্তে বৈষ্ণব-গণকে সঙ্গে লইয়া জনস্থানাভিযান হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন।

তিনি কদাপি অবৈষ্ণবের বদন দর্শন করিতেন না। এই হেতু তাঁহার সমগ্র রাজ্য শ্রীবৈষ্ণবময় হইল। তিনি আনন্দাশ্রু-পূর্ণ নয়নে সর্ব্বদেহে পুলকসজ্জিত হইয়া নিরন্তর রামায়ণ শ্রবণে কালাতিপাত করি-তেন। পৌরাণিক তাঁহার ভক্তিবশ্যতা বিদিত হইয়া শ্রীরামের পরাভবস্থানগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল উৎকর্ষব্যঞ্জক অধ্যায়গুলি পাঠ করিতেছিলেন। একদা সেই পাঠক কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় নিজপুত্রকে রামায়ণ পাঠ করিতে রাজসদনে প্রেরণ করিলেন। পাঠকপ্রবর রাজাভিপ্রায় অনবগত থাকায় যথারীতি সমগ্র স্থান পাঠ করিতেছিলেন। অরণ্যকাণ্ডে একস্থলে পাঠ করিলেন—

জহার রাবণঃ সীতাং বুধঃ খে রোহিণীমিব।

এতচ্ছ্রবণে রাজর্ষি পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় হইয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিতে লাগিলেন—'হায়! সেই দুরাত্মা পাপিষ্ঠ রাবণ আমাদের জননী যশস্বিনী রামপত্নীকে কি প্রকারে হরণ করিতে পারে? আমি এখনই সত্বরগমনে মহাসমুদ্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত এবং মহারণে সবংশে দশাননকে বধ করিয়া মাতা সীতাকে ফিরাইয়া আনিব। এই বলিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণান্তে লঙ্কাভিমুখে অভিযান করিলেন। প্রকাণ্ড চতুরঙ্গ বলও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। তাঁহার ভক্তির আতিশয্য দর্শনে কেহই তাঁহাকে নিবারণে সমর্থ হইল না। সেই অতি দেবচরিত্র রাজর্ষির শ্রীরামভক্তি এতাদৃশী পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, মহোদধি অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইয়াছিল। দেবগণও স্বর্গে বিমানে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার অত্যদ্ভুত চরিত দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর নৃপতি দ্রুতবেগে মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিলে তদনুগামী চতুরঙ্গবলও তাদৃশভাবে সাগরে প্রবেশ করিল। স্বর্গে, আকাশে এবং পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই সমাগত দর্শক দেবমানববৃন্দের মহান্ হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। ভক্তাধীন শ্রীরাম করুণা পরবশ হইয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তৎসমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"হে সদ্ভক্ত তাত কুলশেখর, আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমার এতাদৃশ শ্রমের প্রয়োজন কি? আমি যুদ্ধে জ্ঞাতিবান্ধব সহিত রাবণকে হত্যা করিয়া সীতার উদ্ধারপূর্ব্বক অধুনা সমাগত হইয়াছি। এই তোমার জননী সীতাদেবী সম্মুখে অবলোকন কর।" ইহা বলিয়া রঘুনাথ জনকনন্দিনীকে প্রদর্শন করিলেন। কুলশেখরও রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে স্বনেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ডবৎপ্রণামাদির পর সসৈন্যে তাঁহাদের সহিত তীরভূমি-অভিমুখে আগমন করি-লেন। শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রমধ্যে কণ্ঠমাত্র জলে গমন করিতে করিতে সর্ব্বজনসমক্ষে গণসহ সহসা অন্তর্হিত হইলেন। রাজা রাঘবের অদর্শনে দুঃখে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে যেন স্বপ্ন হইতে জাগ-রিত হইয়া পৌরাণিকমুখে সীতোদ্ধারবার্ত্তা শ্রবণে আশ্বস্ত হইলেন। অনন্তর ক্রমে সুস্থচিত্তে নিজপুরে প্রবেশ করিলেন।

আরাধনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় শ্রেণীর আরাধক—যোগাবলম্বী। ইহারাও পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানীদিগের ন্যায় জাগতিক সুখভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়া বিষয় গ্রহণের যন্ত্রস্বরূপ ইন্দ্রিয়সকল নিগ্রহ করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করেন। ইহাদেরও চরম কাম্য আত্মবিনাশ বা মোক্ষসুখ। এই প্রকার যোগসেবারূঢ় আত্মবিনাশকামী সাধকগণের আরাধনাও সম্পূর্ণ অপ্রশংসনীয়।

পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার আরাধকের প্রত্যেকেরই সাধনার মূলে কামনা বর্ত্ত-মান। তাঁহারা কেহই প্রকৃত আরাধ্যবস্তু কি, তাহা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নহেন।

উক্ত তিনপ্রকার আরাধক ব্যতীত আর একপ্রকার আরাধক আছেন, তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত। এই বিষ্ণুভক্তগণই আরাধনার সর্ব্বোৎকৃষ্টতায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। তাঁহারা জানেন—আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।' বিষ্ণুভক্তগণ শুধু নির্ম্মল ভগবৎপ্রেমাকেই চরম প্রয়োজন বলিয়া বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের কোন প্রকার ইতর কামনা নাই। তাঁহাদের সমস্ত কাম কৃষ্ণকর্ম্মে সমর্পিত হইয়াছে। তাঁহাদের চিত্তকে আর কোন অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াদ্বারা স্থির করিতে হয় না—তাঁহার স্বতঃই অপ্রাকৃত কৃষ্ণপাদপদ্মের মধুপানে সর্ব্বদা নিযুক্ত। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণকেও নিরোধ করিবার জন্য অন্য কোন পৃথক্ চেষ্টার আবশ্যক হয় না, প্রতিনিয়তই তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হৃষীকেশের সেবাতে ব্যস্ত। এবম্প্রকারের নিষ্কাম অপ্রাকৃত রসরসিক কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য-কামী কৃষ্ণভক্তগণ সর্ব্বোত্তম আরাধক এবং তাঁহাদের আরাধনাই উৎকর্ষের চরম সীমায় উন্নীত।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, কথা ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ১৩-জাতীয় বিষয়সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের** সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুকণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য'—নাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখ ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থবস্তুর জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গুহ্য তত্ত্বসমূহ এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ...গোস্বামি-শাস্ত্র-মতোদ্ধৃত সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার ... সূচী, ... ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। ... সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নাম-ভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ‖৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৸০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের সারগর্ভ বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদনুরাগী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধিলালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদসহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

উপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শিক্ষা ... উপদেশাবলী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে ... নির্দ্দেশ ... ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, ... ব্যাখ্যা ও ... উপযোগী ... প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব ... পুস্তক। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শ পর্য্যায়ে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজ তীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ‖০ আনা, আবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ এবং নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। ... রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, (প্রাক্তন অধ্যাপক), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১‖০, ভিঃ পিঃ তে

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, ... শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য ভজনগণের সংগৃহীত তুলসীমালার ন্যায় অত্যাবশ্যক ... অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ‖০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার লিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দরভাবে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার লিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ... টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী, সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি ফরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্ম শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোরুল, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীহরিসিংহ ব্রহ্মচারী শ্রীজপগৌর দাসাধিকারী শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

স্ত্রী হত্যার অপরাধে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

পাঁচপাড়া গ্রাম বালাশড়ের পুলিশ থানা। উক্ত গ্রামের অধিবাসী উদয় নামে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে মারিয়া ফেলায় সহকারী সাব জজ মিঃ পি, কে বসু উদয়কে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ যে, গতে ফেব্রুয়ারী দৈনিক কার্য্যাদি সারিয়া অপরাহ্নে উদয় বাটী ফিরিয়া তাহার স্ত্রীকে দেখিতে না পাইয়া এবং তাহার পাদ্যাদি পেস্ত মাই দেখিয়া তাহার স্ত্রীর খোঁজ করে এবং এবং তাহার পরে তাহার স্ত্রীর সহিত এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পায়। উদয় উক্ত কাণ্ড দেখিয়া তাহার স্ত্রীকে ভীষণ ভাবে লাঠিদ্বারা প্রহার করে ফলে দুইদিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটে। উক্ত অপরিচিত ব্যক্তি স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার সময় সরিয়া পড়ে

চীনে শ্বেতাঙ্গ মহিলা হত্যা

য়ুনানফু চীন হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মিসেস হোলকট এবং মিসেস মিলার নাম্নী দুই মিশনারী মহিলাকে হত্যা সম্পর্কে ৩ জন আসামীর মধ্যে ২জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ এবং তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি ১২ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কাণপুরে বিপ্লবীদিগের গুলী

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবৃতি

গত ৬ই জুন বিপ্লবীদিগের পুলিশের প্রতি গুলী ছোড়া সম্পর্কে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ৭ই জুন অপরাহ্নে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

কয়েকজন সন্দেহ জনক অপরিচিত ব্যক্তি কাণপুরে আসিয়াছিল। উক্ত ব্যক্তিদিগের উপর সি, আই, ডি পুলিশ নজর রাখে। উক্ত আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন পলাতক আসামী ছিল এবং উহার প্রতি পুলিশের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আই, ডি পুলিশ তাহাকে উক্ত বাড়ির অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দেওয়া হয়। উক্ত আগন্তুকরা সকলেই সশস্ত্র ছিল এবং সাহসকে করিয়া সাহসেছিল। সি, আই, ডি ব্যক্তিরা উহাদের অনুসরণ করে। বাবু দ্বারকা-প্রসাদ সিংহের বাটির নিকট আসিয়া বিপ্লবীরা পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে যে, উহারা কেন তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। উত্তরে তাহারা বলে যে, তাহারা কাশীরামকে গ্রেপ্তার করিতে চাহে। ইহাতে উক্ত ব্যক্তিরয় দুই এক মিনিট চুপ করিয়া থাকে কিন্তু কাশীরামের ইঙ্গিত বুঝিয়া তাহারা সকলে রিভলবার বাহির করে এবং তাহাদের মধ্যে একজন নবী আহম্মদ এবং রামনরেশের উপরপেটে গুলি করে। ঐ ব্যক্তি প্রায় ৫।৬ বার গুলি করিয়াছিল। তখন বিপ্লবীরা সহরের দিকে পলাইয়া যায়। সি, আই, ডি ব্যক্তিরা আহত-অবস্থায় হাসপাতালে যায়। উহাদের অবস্থা একটু ভাল বলিয়াই মনে হয়। অপরাধে সেকাশ্বর সাহ, রঘু সাহসেনা, গোপীনাথ সিংহ এবং বি, এন মালবীয়কে উক্ত বাড়ীতে সন্দেহ থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। উহারা গ্রেপ্তার হইয়া পুলিশের নিকট পরিচিত বলিয়া মনে হয়। উক্ত ঘটনার বিষয়ে পুনরায় বিশেষ ভাবে তদন্ত করা হইবে।

ডাকঘরে ডাকাতি

গত ৫ই জুন রাত্রি ১টার সময় বেলডাঙ্গা, মোমেনডাঙ্গা পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টারের বাড়ী ডাকাত পড়ে। ডাকাতরা পোষ্ট মাষ্টারকে আক্রমণ করিয়া ৩০ টাকা লইয়া পলায়ন করে।

৯ওডোয়ান ভারত সভার সভাপতিকে গ্রেপ্তার

ভায়াইয়ে পৌঁছিবার কয়েকদিন পর অদ্য মুর্শিদাবাদ হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সভাপতি মিঃ আমেদকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত ৭ই জুন মঙ্গলবার

কয়েকজন সশস্ত্র লোক একটী সভা পরিচালনা করিতেছিল, এই সময় পুলিশ সংবাদ পাইয়া আসিয়া সভা আক্রমণ করিয়া ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহাকে পুলিশ হাজতে রাখা হইয়াছে

মেলব্যাগ লুণ্ঠিত

প্রকাশ যে, গত ৩রা জুন অপরিচিত লোক খুলনা বালাইয়ারের নিকট আলাইপুরের মেল ব্যাগ লুট করিয়াছে। এই পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

কাবুলের আমীরের দান

কাবুলে সময়োপযোগী একটি হাসপাতাল স্থাপন করার জন্য কাবুলের আমীর নাদীর শাহ নগদ দুইলক্ষ টাকা এবং তাঁহার আরও ব্যক্তিগত সম্পত্তি দান করিয়াছেন।

দস্যুসর্দ্দার হত

কাবুলের সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, ইসলামীর আবদুল্লা কোহিদামনী, শাফগান রবিন্ হুডের সহিত যোগদান করিয়া উত্তরাঞ্চলে কতৃপক্ষদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। সম্প্রতি অন্যান্যের সহিত তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারে বাধা দেওয়ায় দলের সর্দ্দার সুলতান মহম্মদ গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠক

বোম্বাইয়ে নেতৃ সমাগম

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সদলবলে, শ্রীযুত ভয়রামদাস দৌলতরাম, সুভাষচন্দ্র বসু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং মৌলানা মেদ ৮ই জুন সকালবেলা এখানে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীযুত গান্ধীজী ও স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁহাদিগকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে নেতৃবৃন্দকে মাল্যভূষিত করা হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পাও ৮ই জুন প্রাতঃকালে এখানে আসিয়াছেন।

কাণপুরে আবার অগ্নিকাণ্ড

খসরুবাগের পেছনে চুংরীমহলের এক বাড়ীতে রবিবার দিন প্রাতে আগুন দেখা যায়। গত দাঙ্গার সময় এই অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এতদঞ্চলের অধিকাংশ বাড়ীর হিন্দু অধিবাসীরা বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। প্রকাশ যে, ঐ বাড়ীটির দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া কেরোসিন দিয়া ঘরে আগুন লাগিয়াছে বলিয়া মনে করা পড়ে এবং দমকলের অফিসে সংবাদ দিলে তাহারা অবিলম্বে অকুস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিশও তথায় আসিয়াছিল। রিলীফ কমিটির স্বেচ্ছাসেবকগণও আগুন নিবাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সকলেই একযোগে কাজ করায় শীঘ্রই আগুন নির্ব্বাণ সম্ভবপর হয়। বেলা ১০ টায় আগুন সম্পূর্ণরূপে নিবাপিত হয়। বাড়ীর সমস্ত জিনিসপত্র পুড়িয়া গিয়াছে, তবে মূল্যবান জিনিস তেমন কিছু ছিল না। অধিকাংশ কাপড় পুড়িয়া গিয়াছে।

জমীদারে প্রজায় সঙ্ঘর্ষ

আটজন আহত

এলাহাবাদ হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত মঞ্জনপুর থানার ভাটবাড়িয়া গ্রামে গত ৭ই জুন সন্ধ্যার সময় জমীদার ও প্রজার মধ্যে একটি সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

আটজন লোক নিহত এবং বহু লোক আহত হইয়াছে। উভয় পক্ষেই অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। পুলিশ ফোর্সের স্বেচ্ছাসেবকগণ ঘটনাস্থলে গিয়াছিল।

গ্রামটি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

এরূপ প্রকাশ যে জনৈক মুসলমান জমীদার নাকি লোকজন ও বন্দুক লইয়া খাজনা আদায় করিতে যাইয়া প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করেন। ফলে প্রজারা মেলিয়া যাইয়া জমীদারের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেয়। জমীদারও গুলী চালান। প্রজারা বন্দুক কাড়িয়া লয়।

ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই জমীদারের লোক এলাহাবাদে আটটী লাশ আনা হইয়াছে।

পুরী ও ভুবনেশ্বর সংবাদ

ভুবনেশ্বর ৬ই জুন

পুরীতে আজ কাল বেশী গরম না হইলেও পেটের পীড়া প্রায়ই হয়। কিন্তু ভুবনেশ্বরে সে বিষয়ে ভাল কিন্তু দিনে খুব গরম। রাত্রিকাল এবং প্রাতঃকালটা এখানে অতীব মনোরম কিন্তু দুপুরবেলার তাপ গতকল্য ১১২ ডিগ্রী হইয়াছিল অদ্য আরও বর্দ্ধিত হইয়া ১১৬ ডিগ্রী হইয়াছে। পাহাড়ের উপরে চারিদিকে পাথর গরম হইয়া উত্তাপের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়।

পুরীতে এবার নবকলেবর উপলক্ষে খুব কম হইলেও ৩৪ লক্ষ লোক সমাগম হইবে। গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগ এবং রেলওয়ে কোম্পানী খুব সহজে বন্দোবস্ত না করিলে যাত্রিগণের বিশেষ অসুবিধা হইবে। কুম্ভমেলা প্রভৃতিতে যেরূপ অস্থায়ী পায়খানাদি প্রস্তুত হয় তদ্রূপ মাঝে মাঝে বহুল পরিমাণে টেক পাইখানা করা আবশ্যক। আমরা এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন চেষ্টার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মাঝে মাঝে টিউবওয়েল বসাইয়া [illegible] নির্ম্মল পানীয় পাইতে [illegible] বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। [illegible] কার্য্য আরম্ভ হয় কিন্তু এখানে এখনও কোনরূপেই দেখা যায় না। এই সকল কার্য্য না হইলে মুখে ভুবনেশ্বরও আসিয়া তাহাতে পুরীর ন্যায় ভুবনেশ্বরেরও ব্যবস্থা আবশ্যক।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩৮, ১৩ই জুন ১৯৩১

নানা কথা

যুক্তরাষ্ট্র কমিটিতে মহাত্মাজীর যোগদানের আলোচনা

যুক্তরাষ্ট্ররূপ কমিটীর অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী যোগদান করিবেন কিনা গত ৯ই জুন ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় তাহার আলোচনা হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাত্মাজীর যোগদানের পক্ষে বলেন। প্রকাশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধির সর্ত্ত রক্ষার উপরই ইহা বেশীর ভাগ নির্ভর করে।

আশঙ্কায় মহাত্মাজীর হেডকোয়াটার্স স্থানান্তরের প্রস্তাব

এলাহাবাদের নিকট কোন এক গ্রামে একজন জমীদার ও তাহার দলবলকে হত্যা করিবার সংবাদে এবং যুক্তপ্রদেশে ভূমি ও সাম্প্রদায়িক গোলযোগের আশঙ্কার দরুণ মিঃ মসিরহোসেন কিদওয়াই মহাত্মা গান্ধীকে আপাততঃ কানপুরে তাঁহার হেড কোয়াটার্স স্থানান্তরিত করিবার জন্য তার করিয়াছেন।

শান্তিপুর সমাচার

কালীগঞ্জ থানা কংগ্রেস কমিটী

গোলটেবিলে প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্র কমিটীতে মহাত্মাজীর যোগদানের আলোচনা

বাকিংহামে জার্ম্মাণমন্ত্রী

নিখিলবঙ্গ জাতীয়বাদী মুস্লিম সম্মেলন

গোবিন্দমালব্যের বক্তৃতা

লালকোর্ত্তাধারীদের অহিংসা-নিষ্ঠা

কলেজ ষ্ট্রীটে হত্যাকাণ্ড

কানপুর দাঙ্গায় বিলাতে তীব্র সমালোচনা

নদীয়া সংবাদ

কালীগঞ্জ থানা কংগ্রেস কমিটি

কালীগঞ্জ থানার অধীন বিভিন্ন স্থানে যে সকল [illegible] কংগ্রেস কমিটী ছিল তাহা সমস্ত [illegible] কংগ্রেস কমিটী" [illegible] কমিটী গঠিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে দেবগ্রামে এক সভা হয়, সভায় প্রায় ৩০ জন প্রতিনিধি, অন্যান্য দর্শক ও বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট কর্ম্মী প্রায় শতাধিক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। গোলাম জিলানী নামীয় এক স্বেচ্ছাসেবকের কৃষ্ণনগর জেলে শোচনীয় মৃত্যুতে সভায় এক শোক প্রকাশক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি থানা কংগ্রেস কমিটীর সভ্য হইয়াছেন এবং প্রায় চল্লিশ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐ চল্লিশজন প্রতিনিধি লইয়া থানা কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ থানা কংগ্রেস কমিটীর কার্য্য নির্ব্বাহক নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ সরকার বি, এ, সভাপতি, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এ, মৌঃ ফজলুর রহমান বি, এ, শ্রীযুক্ত গোবিন্দময় গোস্বামী বি, এ, সহঃ সভাপতি, শ্রীযুক্ত চণ্ডীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বিহঙ্গ বাহন কুণ্ডু শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী—সহঃ সম্পাদক।

শান্তিপুর সমাচার

(ডাকযোগে প্রাপ্ত)

পরিদর্শন

তোপখানার দক্ষিণে ষ্ট্রাণ্ডরোডের উত্তরে সূত্রগড় সাহা-পুকুরের পূর্ব্বে যে গোরস্থান আছে, তাহা গোবে ভরিয়া গিয়াছে। ইহার নিকট দিয়া যাতায়াত কষ্টকর হইয়াছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে এই স্থানটী অনিষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি একদল মুসলমান এই গোরস্থানের সংলগ্ন পতিত অনেকখানি জমি গোরস্থান ভুক্ত করিতে চাহিতেছেন। আর একদল মুসলমান উক্ত স্থানে গোরস্থান বাড়াইলে স্বাস্থ্যের হানি হইবে বলিয়া ওখানে গোরস্থান বাড়াইতে চাহিতেছেন না। স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের হেল্‌থ অফিসার মহোদয় উক্ত স্থানে গোরস্থান নির্দ্দিষ্ট হইলেও স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং দুই দলের মধ্যে উহা লইয়া গোলযোগ চলিতেছে। গত ৩রা জুন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান মহাশয়ের সঙ্গে উক্ত গোলযোগের মীমাংসার জন্য গোরস্থান পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ষ্ট্রাণ্ডরোড শান্তিপুরের শোভা [illegible] স্বাস্থ্যলাভের জন্য [illegible] স্থান। সম্মুখে [illegible] স্থানে [illegible] দিক [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] গিয়াছেন [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত-

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ স্বরের তাব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারী

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্যারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাজপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা

"রমণবিলাসিনী"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৩ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

[illegible]পুর—৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার—১৩৩৮

অপাম্প্রদায়িক [illegible] সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(৭)

২। আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের মত

বর্ত্তমান [illegible] পরম বিষ্ণু-ভক্তিপরা[illegible] ও পরমা ভক্তিমতী শ্রী[illegible] আশ্রয় করিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমা [illegible] সন্ধ্যাকালে আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য [illegible] অবতীর্ণ হইয়া শুদ্ধ সনাতন ভক্তিধর্ম্ম সংরক্ষণ করেন। ইনি 'নিম্বার্ক' বা 'নিম্ববিভাবসু', 'আরুণেয়', 'নিয়মানন্দ' ও 'হরিপ্রিয়াচার্য্য' নামেও বিদিত। ইঁহার রচিত বেদান্তভাষ্যের নাম—'বেদান্ত [illegible]।'

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য চিন্তা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। শ্রীনিম্বাদিত্য শ্রুতিকেই স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতির অনুগত অন্যান্য শাস্ত্রও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত। চতুঃসন নারদ গোস্বামীকে ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌতপারম্পর্য্যে শ্রীনারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য জগতে প্রচার করেন। পুরাণাদির পঞ্চম বেদত্ব, বিষ্ণুর সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠারূপা ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য, ভগবৎপ্রেমার অসমোর্দ্ধত্ব, নিত্য ভগবদ্ধামের মাহাত্ম্য, ভগবানের অন্য-নিরপেক্ষত্ব, পরম মুক্তগণের নিত্য ভগবৎপরিকরত্ব ও ভগবানের সহিত চিদ্বিলাসধামে নিত্য বিলাস, ভগবানের আবির্ভাব তিরোভাব শক্তিমত্তা, বৈষ্ণবের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব, ভগবৎপ্রসাদের মাহাত্ম্য প্রভৃতি সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে প্রচলিত শ্রীনিম্বার্কের রচিত বলিয়া কথিত দশশ্লোকীতে এরূপ সিদ্ধান্ত লিখিত আছে,—সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক। বস্তুবিজ্ঞানই নিখিল বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে জানা যায়। কোন স্থানে অদ্বৈত বাক্য, কোন স্থানে দ্বৈত এবং কোন স্থানে উভয় নিষ্ঠবাক্য প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কেবলাদ্বৈত স্থান পায় না। শ্রুতি ও সূত্রবিচারে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয়ই সিদ্ধ হওয়ায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদই তাৎপর্য্যরূপে গ্রহণীয়।

সকল দোষরহিত, অশেষ কল্যাণ গুণৈকরাশি, ব্যূহরূপ অঙ্গসমূহের অঙ্গী, পরব্রহ্ম, বরেণ্য ভগবান হরি ও সহস্র সখি পরিসেবিত বৃষভানুনন্দিনী পরমপ্রীতিময়ী রাধিকা জীবের সর্ব্বদা উপাস্য। জীবের স্বরূপ—চিন্ময় হরির অধীন; জীব অণু-চৈতন্য ও জ্ঞাতা। অণুত্ববশতঃ জীব মায়িক শরীরে যোগ-বিয়োগ-যোগ্য। জীবের বদ্ধ, মুক্ত ও বদ্ধমুক্ত—এই তিন অবস্থা। উপাস্যরূপ, উপাসকরূপ, কৃপালব, ভক্তি ও বিরোধিরূপ—এই পাঁচটী তত্ত্ব অনুশীলন দ্বারা প্রেমলক্ষণা ভক্তির নিত্যোদয় হয়। মায়াতত্ত্ব চিত্তত্ত্বের সম হইলেও অর্থাৎ ছায়ারূপী বস্তুতে আদর্শের সমতা থাকিলেও তদিতরত্ব-ভেদ দেখা যায়। সমস্ত জড়জগৎ এবং বদ্ধজীবের লিঙ্গ ও স্থূলদেহ অচেতন-তত্ত্ব। অনন্যভাবে একমাত্র ব্রহ্মশিবাদি-বন্দিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা কর্ত্তব্য; বিষ্ণু ব্যতীত ইতর দেবতা-উপাসনার নিন্দা ও নরকপাত শ্রুত হয়। কণ্ঠে তুলসীমালা ও ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। চতুর্থাশ্রমিগণের পক্ষেও শিখা-সূত্রাদি সংরক্ষণীয়, চতুর্থাশ্রমিগণ কাষায় বস্ত্র ধারণ করিবেন, দীক্ষাকালে পঞ্চ সংস্কার অবশ্য গ্রহণীয়; বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন প্রত্যেকের পক্ষেই বিধি। অন্য দেবতা পূজা, অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। জন্মাষ্টমী, একাদশী, ব্যাস পূজা প্রভৃতি ব্রত যথাবিধি পালনীয়। বিদ্ধা-একাদশী জন্মাষ্ট সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবের বিষ্ণুনৈবেদ্যের দ্বারা বৈষ্ণববিধানে শ্রাদ্ধ করণীয়, প্রেত শ্রাদ্ধাদিকরণে মহান্ প্রত্যবায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এই সম্প্রদায়ের অনেক মঠ (প্রায় কুড়িটী) আছে। এই সম্প্রদায়স্থিত বৈষ্ণবগণ নিম্বাৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রাজর্ষি শ্রীকুলশেখর

(২)

শ্রীকুলশেখর প্রত্যহই সহস্র সহস্র বৈষ্ণবকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নিরন্তর হরিকথায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এক কথায় বলা যায়, তিনি সর্ব্বস্ব ভগবদধীন করিয়া হরিজনগণের কিঙ্করূপে রাজ্যের ন্যাসধারণ কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীবর্গ রাজার এইরূপ ব্যবহারে অসহিষ্ণু হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে,—'নরপতি এই বৈষ্ণবগণের সহবাসে থাকিয়া নিতান্ত চিত্তভ্রান্ত উন্মত্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বেই মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া ইঁহার জীবন পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, কোন দৈবযোগে রক্ষিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ কালাকাল বিচার না করিয়াই কি রাজসভায় কি অন্তঃপুরে, কি ভোজনকালে নিরন্তরই রাজসমীপে যাতায়াত করিয়া থাকেন। রাজাও নিজের সহস্র প্রয়োজনীয় কার্য্য দূরে ফেলিয়া বৈষ্ণবাগমনে অতীব হৃষ্টচিত্তে প্রত্যুদ্গমন, অভিবাদন, রত্নসিংহাসনে আসন প্রদান প্রভৃতি সমুদয় পরিচর্য্যা স্বয়ং নির্ব্বাহিত করেন এবং হরিকথায় চিত্ত বিলগ্ন রাখিয়া অনলসভাবে অহোরাত্র যাপন করেন। আমরা তাঁহার রাজ্যের হিতকামী, অতএব তাঁহাকে কিছু উপদেশ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।" এইরূপ পরামর্শের পর একদিন সুযোগ পাইয়া মন্ত্রিগণ রাজসমীপে রাজধর্ম্মবিষয়ক উপদেশসমূহ বিজ্ঞাপন করিল। কিন্তু রাজা 'বৈষ্ণবগণই আমার প্রাণাধিক' বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন এবং এবং নিজ নিজ কার্য্যে অবহিত হইতে আদেশ করিলেন। তখন অমাত্যবর্গ বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার ভেদসাধনে মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাপবুদ্ধি ও ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইলেন।

একদা ভূমিপতি পৌরাণিক, সৎকবি, মন্ত্রীবর্গ ও পুরোহিতের সহিত সভায় মহাভাগবতগণের শ্রীমুখ হইতে অষ্টাক্ষর মন্ত্রের সদর্থ শ্রবণ করিতে করিতে দ্বিপ্রহর অতীত করিলেন। অনন্তর স্নানার্থ অভিলাষ করিয়া নিজাঙ্গ হইতে যাবতীয় বহুমূল্য রাজভূষণ মুহূর্ত্ত উন্মোচনপূর্ব্বক সিংহাসনে রাখিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তথায় স্নান, ভোজন, বিশ্রামাদির পর সভাগমনে উদ্যুক্ত হইয়া আসন্ন পরিচারককে সিংহাসনে রক্ষিত ভূষণাবলী আনয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহারা সভায় অলঙ্কারসমূহ না পাইয়া রাজাকে নিবেদন করিলে তিনি অমাত্যবর্গ ও রক্ষিগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কোপসহকারে নানাবিধ ভর্ৎসনা করিলেন এবং বলিলেন,—"এখনই আমার অলঙ্কার সমূহ আনিয়া না দিলে আমি সকলেরই প্রাণদণ্ডের আদেশ করিব। মন্ত্রিগণ বৈষ্ণববর্গের দ্বার অবারিত দেখাইয়া তাঁহাদেরই প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন, এই বাক্য জানাইলে নৃপতি কর্ণে হস্তার্পণ পূর্ব্বক ভগবন্নাম স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন—"দুষ্টচেতা, তোমাদের মুখদর্শন করিব না।" এই প্রকার উক্তিপূর্ব্বক সচিবগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"পৃথিবীর যাবতীয় পাপরাশি শ্রীহরিস্মরণে বিদূরিত হয়। হরিনিন্দাজনিত পাপসকল বৈষ্ণবস্তুতি দ্বারা বিনষ্ট হয়। মহর্ষিগণ বলেন—বৈষ্ণবনিন্দার পাপ কোনও উপায়ে দূরীকৃত হয় না। অতএব তোমরা যে সাধুনিন্দা করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাদের দণ্ড বিধান করিতেছি। কিন্তু কামাদিরঞ্জিত বৈষ্ণবজনে আরোপিত চৌর্য্যাদি মার্জ্জন করিয়া নিঃশঙ্কভাবে প্রমাণ করিব।" ইহা বলিয়া পুরোহিত, পৌরবর্গ ও সামাজিকগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কলসমধ্যে ভীষণ বিষধর সর্প স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'শ্রীবৈষ্ণবগণ ভুক্তিমুক্তিতেও নিস্পৃহ, কদাপি তস্কর নহেন। এই বাক্য যদি সত্য না হয়, তবে এই সর্প আমাকে দংশন করুক।' এইরূপ উক্তিপূর্ব্বক বিবৃতবদন সেই আশীবিষকে স্বহস্তে উত্তোলন করিলেন। তাহা দেখিয়া দেবগণ আকাশ হইতে পরম বিস্ময়ে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং দুন্দুভি ধ্বনি দ্বারা সেই রাজাকে সন্তুষ্ট করিলেন। তদনন্তর করুণাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র রাজসমক্ষে সহসা আবির্ভূত হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"হে বৈষ্ণবচূড়ামণে! তুমি আমা অপেক্ষা আমার ভক্তকে অধিকতর পূজা বিবেচনা করিয়া থাক। ইহাতে আমি অতীব সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তুমি কোন বর প্রার্থনা কর। নৃপতি বিনীতভাবে স্তুতি সহকারে অন্য বরের অনাবশ্যকতা জানাই। কেবল তাঁহাতে এবং তাঁহার ভক্তগণে দৃঢ়া ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। নৃপবরের প্রার্থনায় সন্তুষ্টচিত্ত শ্রীহরি তাদৃশ বরদানপূর্ব্বক তৎপুত্রীকে কন্যারূপে যাচ্ঞা করিলেন। তৎশ্রবণে নৃপবর আপনাকে এবং স্বীয় বংশকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া নিজনগরী সুশোভিত, কন্যারত্নকে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত ও সভামধ্যে মনোহর বেদিতে যথাবিধি হোমাদি সম্পাদিত করাইয়া শ্রীরঙ্গনাথকে স্বীয় দুহিতার পাণিপীড়ন করাইলেন। শ্রীহরিও রাজপুত্রীর সহিত দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া নানা যৌতুক সহ স্বধামে প্রয়াণ করিলেন। সচিবগণ নৃপের প্রভাবদর্শনে ভীতচিত্তে তদীয় অভিরণসমূহ প্রত্যর্পণপূর্ব্বক স্বাপরাধ স্বীকার করিয়া অভয় প্রার্থনা করিলে নৃপতিও তাহাদিগের অভিলাষ সম্পাদন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি গুণবান্ ধার্ম্মিক মহাতেজস্বী নিজ তনয়কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কেবল বৈষ্ণবসেবায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। একদা শ্রীরামনবমী মহোৎসবে রাজর্ষি নৃপোচিত সজ্জা ও উপহারদানে শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের সেবায় মনোনিবেশ

করিলেন। শ্রীরাজগোপালদেবের মহাস্নানার্থ মহামূল্য ভূষণাবলী উন্মোচন পূর্ব্বক অর্চ্চকগণ কোনও পাত্রে অন্যত্র স্থাপন করিলেন। তদনন্তর অভিষেক, বৈদিক স্বস্ত্যয়ন, নৃত্যগীতবাদ্যাদি দ্বারা সেই মহোৎসব সমৃদ্ধিমান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে মণিগণ বৈষ্ণবদ্বেষী একটি অনর্ঘ মৌক্তিক হার অন্যের অলক্ষিতে গ্রহণপূর্ব্বক গোপনে স্থাপন করিলেন। এদিকে অলঙ্কার সংযোজন সময়ে অর্চ্চকগণ মহাহারটি না পাইয়া রাজসমীপে নিবেদন করিলেন। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া অমাত্যবর্গকে শীঘ্রই হারচোরের অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রীবর্গ পরস্পর পরামর্শান্তে রাজসমীপে নিবেদন করিলেন "বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা অনাবিলচিত্তার হইয়া ভাণ্ডার, অন্তঃপুর, মন্ত্রণাগৃহাদি গুপ্তস্থানগুলিতেও সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতেছেন। তাঁহারা ব্যতীত অন্য কাহারও গমনাগমন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। তাঁহাদের নিবারণে আপনার মহাক্রোধের সঞ্চার হয়, এতৎকারণে আমরা সাহসিক হইয়াও নিরুদ্ধ আছি।"

রাজার কর্ণকুহরে অশ্রুত ভগবতের নিন্দাজনক মন্ত্রিবাক্য শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া অত্যন্ত কোপসহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন "ভগবান বা তদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণানন্তর তথা হইতে প্রস্থান না করিলে নিরয়গমন অবশ্যম্ভাবী। বিষ্ণুর অথবা বৈষ্ণবের নিন্দক ব্যক্তির জিহ্বাচ্ছেদন তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য, ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। বিষ্ণু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও বৈষ্ণবগণ তাঁহা হইতেও অধিকতর শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের এই অপরাধের নিন্দা আমি কিরূপে সহ্য করিব?" এই প্রকার রচনাচাতুর্য্য সহকারে সভেজ ভাষে পূর্ব্বক শ্রীরাজগোপালরূপী শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির সম্মুখে ভাগবতগণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থ শপথপূর্ব্বক মহাসর্প গ্রহণ করিলেন। মন্ত্রিগণ তদ্দর্শনে ভীতচিত্তে রাজসমীপে আপনাদিগের অপরাধ ব্যক্ত করিয়া তাঁহার প্রতাপপূর্ণক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং বৈষ্ণবগণের চরণকমলে পুনঃপুনঃ সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎপাত স্থাপন করিতে থাকিলেন। রাজার আবেশাবস্থা অপেক্ষা অনাবেশচিত্ত শিষ্ট-মন্ত্রিগণ তাঁহার বহুমাননপূর্ব্বক স্বতনয়ে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত করিয়া অন্যান্য মহাভাগবতগণের অনুগমনে শ্রীরঙ্গে প্রস্থান করিলেন। শ্রীরঙ্গনায়কের সেবায় নিবৃতচিত্তে সশ্রদ্ধা ভগবৎপরিষদের গৌতুকরূপে প্রদান করিয়া দ্রাবিড়ভাষায় বেদগীত নামক প্রবন্ধ রচনা দ্বারা লোকমঙ্গলকাব্য সম্পাদন করিলেন। তাহাতে মন্ত্রি বিপ্রাদেশ এবং রঙ্গেশ শ্রীনিবাস প্রভৃতি সপ্ত মূর্দ্ধির স্তবপদ্ধতি আছে।

এইপ্রকারে বহুদিন তথায় নানাবিধ ভগবৎসেবা করিয়া সমুদয় পুণ্যভূমি দর্শন ও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সেবাসমূহ সম্পাদনপূর্ব্বক ক্রমে রাজর্ষি কুরুকানগর সমীপে ব্রহ্মদেশে আগমন করিলেন এবং তদধিপ শ্রীরাজগোপালের অভিপ্রায়ানুসারে সাদরে তথায় বাস করিয়া সপ্তবিংশবৎসর পৃথিবীতে বহু লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীবৈকুণ্ঠধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-শ্রবণে অধিকার-নির্ণয়

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল)

এই প্রকৃত জগতে অসংখ্য শিক্ষকের অসংখ্যপ্রকার শিক্ষা প্রচলিত আছে। যাঁহারা সেই সকল শিক্ষায় শিক্ষিত হন, তাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীমন মহাপ্রভুর শিক্ষাও তদ্রূপ শিক্ষার অনুরূপ। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের শিক্ষার মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। জগতের বিভিন্ন শিক্ষকগণ শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে যে সকল অবতারণা করেন, তাহা পার্থিব ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে আহৃত বলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবিষয়ক শিক্ষামাত্র। কিন্তু শ্রীমন মহাপ্রভুর শিক্ষা সেরূপ নিম্নশ্রেণীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর অনুক্রমবোধে প্রথম শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে গেলে প্রভুর শিক্ষার মর্ম্ম উপলব্ধি করা যায়।

শ্রীমন মহাপ্রভুর ভাগবতিক কোন নীতি নাই, কোনও [illegible] সম্বন্ধে কোন শিক্ষা প্রদান করেন নাই। তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের কার্য্য-কারণ হইতে, ইহাদের সামষ্টিক মঙ্গলের জন্য কোন শিক্ষা তাঁহার প্রচারের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তাঁহার যাবতীয় শিক্ষা [illegible] আত্ম সম্বন্ধে [illegible] অজ্ঞজ জ্ঞানের অতীত।

অণুচৈতন্য জীব অনেক, প্রভু, প্রমাণ, ক্ষর ও বিপ্রলিপ্সা—দোষ চতুষ্টয় যুক্ত [illegible] চতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা আমাদের অজ্ঞজ জ্ঞানে অধোক্ষজ [illegible] চেষ্টায় তাঁহাকে আমাদের ভোগের উপাদানরূপে মনে করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অধোক্ষজ বিষয়টী তাহা নহেন। জীবের জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ পরিবর্ত্তনশীল অচিদ্ বস্তুর গ্রহণোপযোগী। জীব স্বরূপের ধারণা-বিষয়ে অনেকস্থলে উক্ত ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে মানস ও শরীর চেষ্টাসমূহকে আত্মচেষ্টাজ্ঞানে বিকৃত উপস্থিত করায়। জীবের ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়চেষ্টাসমূহ উপরিউক্ত দোষচতুষ্টয়যুক্ত হওয়ায় আরোহপন্থায় জীব প্রকৃত তত্ত্বে পৌঁছিতে পারে না।

একমাত্র শ্রৌতপথই জীবের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, যদ্দ্বারা জীব তাহার স্বরূপ-উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। যতদিন প্রাকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ জীবস্বরূপকে আবরণ করে, ততদিন বিকৃত ধারণা সত্য গ্রহণে বাধা প্রদান করে। মন মহাপ্রভুর শিক্ষা—এই প্রকার অনাত্মবিষয়ের কবল হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্য। গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" অর্থাৎ সেই তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য একমাত্র প্রণিপাত বা শরণাগতি, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির আবশ্যকতা বলিয়া যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আজ অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীসুতরূপে নবদ্বীপলীলায় আপনি আচার প্রচার দ্বারা সেই শিক্ষাই প্রচার করিয়া জানাইলেন যে, শ্রৌতপথে শরণাগত হইয়া তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ না করিলে, দেহেন্দ্রিয়াদির বশীভূত স্বরূপভ্রান্ত জীবের [illegible] গ্রহণ করিবার আদৌ যোগ্যতা হয় না।

চেতনময় জীব অমিশ্র চিন্ময় ভাবযুক্ত। চেতনের ধর্ম্মে অচিদালোচনা-প্রবৃত্তি নাই। যেখানে এই চেতন বস্তুর দ্বারা অচিদালোচনা হইয়া থাকে, সেখানে জীবের স্বরূপভ্রম বুঝিতে হইবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে জীবের নিজ স্বরূপের পরিচয় আবশ্যক। জীব নিজ স্বরূপের পরিচয় অবগত হইলে প্রভুর শিক্ষা অনুধাবন করিবার সুযোগ হইতে পারিবে। জীব অধোক্ষজ বস্তুর শক্তি-বিশেষ তটস্থাশক্তি। সেই তটস্থাশক্তির প্রভাবে জীবের অনাদিকাল চর্চ্চায় তাৎকালিক অধিকার আছে বটে, কিন্তু সেই অনধিকার চর্চ্চা পরিহার করিলেই তিনি নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার আত্মবৃত্তি ভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারেন। ভজনীয় অধোক্ষজ বস্তু নিত্য, এই ভক্তি নিত্য এবং ভজনকারী জীবও স্ব-স্বরূপে নিত্য। এই অধোক্ষজের যে কোন সেবনই জীবস্বরূপের একমাত্র নিত্য কৃত্য। শক্তিমত্তত্ত্ব শক্তিমানের সেবাধিকার হইতেই স্বীয় অধিকারের অপব্যবহার করেন। স্বীয় স্বরূপজ্ঞান উদিত হইলেই তাঁহার আর ভুল হইতে থাকে না। প্রভুর শিক্ষা হইতেই জীবের সেই অধোক্ষজ প্রীতিরূপ চরম কল্যাণ লাভ ঘটে।

জীবের স্বভাবে যে চিন্ময় অবস্থিত, তাহা অচিৎ প্রকৃতির আশ্রয়ে সুপ্ত হইয়া গেলে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মের উদয়ে জীবের বাস্তবসত্যগ্রহণের যোগ্যতা নষ্ট হইয়া যায়। [illegible] জীব তখন পরিবর্ত্তনশীল অজ্ঞজ্ঞানে [illegible] করে, কিন্তু তাহার ঐ ধারণা আবার কালক্রমে শিথিল হইয়া যায়। মনোধর্ম্মের উদয়ে জীব শ্রৌতপথ ছাড়িয়া দিয়া ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানোত্থ তর্কপথে চালিত হয়। তর্কপথ সীমাবিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় উহাদ্বারা পূর্ণবৈকুণ্ঠ বস্তুকে আয়ত্ত করা অসম্ভব।

প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজ বস্তুর ধারণা শ্রৌত প্রমাণ ব্যতীত অপরাপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের দ্বারা সম্ভবপর নহে। শ্রবণেন্দ্রিয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে শ্রুতবিষয়ের সমর্থন করিতে পারে। শ্রবণেন্দ্রিয় সেবোন্মুখ না হইলে তাহার শ্রবণের বিষয়টী প্রাকৃত, কিন্তু সেবোন্মুখ অবস্থায় সে অধোক্ষজ বিষয়ের অনুগমন করিতে পারে। যে স্থলে শ্রৌতপথের আদর নাই, সে স্থলে জীব নিজ নিজ শ্রেয়ঃপথ বা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে প্রেয়ঃ বা অমঙ্গলই বরণ করেন। ঐরূপ শ্রেয়ঃপথে তাঁহার ভোগের রাজ্যে প্রবেশ ঘটে। সেখানে বিফলমনোরথ হইলে আবার ত্যাগের পথকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন। আবার ত্যাগের পথেও ভোগের ক্ষুধা নিবৃত্ত না হইলে সে পথও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। স্বরূপবোধের অভাব হইতেই চৈতন্যসেবাবিমুখ জীবের জড়জগৎকে ভোগায়তনমাত্র মনে হয়, কিন্তু মহাজনের "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥" এই বাক্যের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শ্রৌতপথের প্রবল দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং শ্রৌত প্রমাণের ভিত্তিবিস্তারকারী। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ একমাত্র ইহাতেই নির্ম্মৎসর সাধুগণের প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবতের মতে 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥' অর্থাৎ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তিই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত, কারণ তদ্দ্বারাই আত্মা সম্যক্‌প্রকারে প্রসন্নতা লাভ করে। জীবের স্বভাবে আত্মপ্রসন্নতা লাভই তাঁহার পক্ষে চরম মঙ্গল। এই শ্রৌতবাণীর আদর না করিয়া যিনি তর্কপথে চালিত হন, তিনি দেহ ও মনোধর্ম্মের বশে, কখনও ভোগের, কখনও ত্যাগের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নিঃশ্রেয়স হইতে বঞ্চিত হন। যেদিন জীব শ্রেয়ঃ বা তর্কপথে ভোগ ও ত্যাগ-রাজ্যের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সেই দিন হইতেই তিনি শ্রীচৈতন্যশিক্ষা শ্রবণে অধিকারী হইবেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০ দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক-ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-পূর্ণ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২২ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কাম্য নিন্দাদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীগুরু স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ব্রহ্মের ধর্ম্ম ও নাম-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও নামসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয় ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ)। গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সনন্দ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুসংস্কৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

১। সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। মূলাদি গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীনামামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার [illegible]—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানমার্গ বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির [illegible] পন্থা ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় বাঙ্গালা প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ১৲ টাকা, আবাধা ৵০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সুরক্ষিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্দেহ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য'—নাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ গ্রন্থ। শ্রীল নরহরিচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রপক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠে উপযোগিতা করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন, ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের [illegible] ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] অলৌকিক [illegible] প্রদত্ত [illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] ২ আনা একত্রে [illegible] রাজসংস্করণ ১৲ টাকা

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-কথা সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল গোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক [illegible] বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

[illegible] শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-[illegible] ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণগৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়মণ্ডলের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তিমন্দিরাধামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয় প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ত্রিভাষিক মাসিক পত্রিকা হরমোনিষ্ট মাসিক পত্রিকা তারাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সমাক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণচারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পারমার্থিক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ দামোদরচারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাপহারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদনানন্দ, পারমার্থিক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবনজ্ঞানাঙ্কুর ব্রহ্মচারী বি-এল, শ্রীঅনুপম জ্ঞানগোবিন্দ, শ্রীবিশ্বভূর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(২) শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মী প্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা হন. শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাসবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীগুণদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবাশ্রয় শ্রীচারুব্রহ্ম।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মী প্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা হন. শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাসবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীগুণদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবাশ্রয় শ্রীচারুব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীলক্ষ্মীকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, বরপনগর (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম তাকার ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এম, এম, এল।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহম সিংহ।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর ভক্তি, এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাতলী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল মাধবাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাগঝাঁপ, বরাহনগর, ২৪ পরগণা

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীমাধবেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমভদ্র—

মাউগাছি, কাশগঞ্জ, বর্দ্ধমান।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীগঙ্গাধরদাস ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত প্রচারণীর প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, ইলিয়ানী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীকপগোদাসাধিকারী, শ্রীশঙ্খনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগোর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন কঙ্কু।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামোদরাশ্রম ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

চকবাজার, ঢাকা, বাসিন্দা টি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণ ব্রহ্ম ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চকলেচা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগোপালদাসজী।

(১৮ আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাকৃষ্ণের গার্হস্থ্যলীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগোপকিশোর।

(১৯ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদবিহারীজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০ শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদত্রয়জীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

৯নং অগস্ত্যেশ্বরপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজ্ঞানকীনাথজী শ্রীজ্ঞানেন ব্রজবাসী

২৩ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-মিলনস্থলীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগুণগুরিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪ শ্রীপরমহংস মঠ

শ্যামনারায়ণ, সাতারপুর

এখানে শ্রীগৌরপদপূত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসস্থলীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

২৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

উল্টাডাঙ্গা, চিরকুণ্ড, বালিগঞ্জ। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, ভক্তিগোপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম কীর্ত্তনীয়া।

২৬ শ্যামগৌড়ীয় মঠ

কৃষ্ণনগর, শ্যামসুন্দর, কলিকাতা। এখানে শ্রীগৌরাবনে দ-রামের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দরলালজী, শ্রীনীলগোপাল ব্রজবাসী

(২৭ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ আঃ, কলিকাতা

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীবরদাকান্ত ব্রহ্মচারী।

(২৮ দিল্লি গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫০।২ গোপীচন্দন,ডাকঘর লেন, নিউ দিল্লী। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধাদমনচরণাশ্রয়

(২৯ গোয়াসপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামাধবজন

মিঃ জি, এ, টমাস, স্বরাষ্ট্র সচিব

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ মিঃ জি, এ, টমাসকে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ নক্স জিজ্ঞাসা করেন—যে সময় সিন্ধু প্রদেশে কতিপয় বৃটিশ কর্ম্মচারী এবং তাঁহাদের স্ত্রীগণ অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের গায়ে থুথু দেওয়া হইয়াছিল সেই সময় মিঃ টমাস সিন্ধুর কমিশনার ছিলেন কি[illegible] এই কারণেই তাঁহাকে স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে উন্নীত করা হইয়াছে কিনা?

উত্তরে মিঃ বেন বলেন, "উক্ত বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী যখন উত্তর দিবার জন্য এখানে উপস্থিত [illegible] তখন তাঁহাকে আক্রমণ করা [illegible] সদস্য [illegible] সঙ্গত বোধ করি[illegible] এরূপ মনে করি না।"

বাকিংহাম প্রাসাদে জার্ম্মান মন্ত্রী

গত ৮ই জুন জার্ম্মেণীর রাজস্ব সচিব ব্রিউনিং এবং পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ কাটিয়াস বাকিংহাম প্রাসাদে কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন। যুদ্ধের পর বাকিংহাম প্রাসাদে জার্ম্মান মন্ত্রীদের প্রবেশ এই প্রথম। অভ্যাগতদিগকে সম্রাটের খাস কামরায় লইয়া যাওয়া হয়। ১২ মিনিট কাল আলাপ হয়। পরে তাঁহারা দুইটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ঐ দিবস রাত্রে জার্ম্মান দূতাবাসে একটি ভোজের আয়োজন হয়। উহাতে প্রধান অতিথি মিঃ ম্যাকডোনাল জার্ম্মান মন্ত্রীদ্বয় ৯ই জুন বার্লিন যাত্রা করেন।

কানপুর দাঙ্গার রিপোর্ট বিলাতে তীব্র সমালোচনা

রয়টারের এক সং[illegible] কানপুর কমিশনের [illegible] সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা হইতে[illegible]

রিপোর্টে কানপুর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেলকে তাঁহার [illegible] প্রকাশের জন্য নিন্দা করা হইয়াছে। কথার [illegible] জেনারেল ডায়ারের সহিত তাঁহার তুলনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহারও ভাগ্যে সেইরূপ হইবে। মর্নিং পোষ্ট বলিতেছেন যে, এই ঘটনার দায়িত্ব একেবারে উচ্চতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে এবং কর্ম্মচারির পদ যত উচ্চ হইবে দায়িত্ব তত বেশী হইবে।

ডেলী টেলিগ্রাফ" মন্তব্য করিয়াছেন যে সমস্ত ব্যাপারটি ভারতের শাসন নীতির শিথিলতা জ্ঞাপন করিতেছে

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্যের বক্তৃতা

গোরক্ষপুর এক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য বক্তৃতায় বলেন—"ভারতবর্ষ শাসন করিবার জন্য শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের স্থানে শ্যামকায় কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত হইলে এবং পার্লামেণ্টের মত শাসন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইলেই স্বরাজ আসে না। সত্যকার ভারতবর্ষ সাড়ে পঁচিশ কোটী অস্ত্রাশনক্লিষ্ট গ্রামবাসী কৃষক—তখনও এখনকারই মত দুঃখ, দারিদ্র্য ও ক্ষতি সহ্য করিবে। জাতির এই পঁচিশ কোটী অন্নদাতার শাসনেই প্রকৃত স্বরাজ মিলিবে। আমরা জমিদার বা ধনীর প্রতি অবিচার করিব [illegible] দেশীয় রাজারা ইচ্ছা করিলে স্বাধীন ভারতবর্ষে সম্মানের স্থান পাইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের স্বার্থ দেখিবার পূর্ব্বে এই দেশের কোটী কোটী দরিদ্র অধিবাসীর স্বার্থ দেখিতে হইবে।"

পণ্ডিতজী সকলকে পূর্ণভাবে শান্তি প্রতিপালন করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু যদি গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়, তবে [illegible] যেন পুনরায় সত্যাগ্রহ [illegible] সুরু করিতে এবং দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অর্জ্জন করার জন্য কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন। এ অনুরোধও তিনি সমবেত সকলকে জানান।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সঙ্ঘ মিঃ থেংডি পদত্যাগ

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরই মিঃ থেংডি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করিয়াছেন—কারণ উক্ত সঙ্ঘ হইতে পণ্ডিত জহরলালের নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, সঙ্ঘের মতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি করা ভারতীয় জাতির মহাসমিতির পক্ষে মোটেই সঙ্গত হয় নাই এবং পণ্ডিত জহরলাল উক্ত মহাসমিতির সদস্য।

প্রকাশ, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির আগামী অধিবেশনে সঙ্ঘপদ ত্যাগপত্র পেশ করিবেন

কলেজ ষ্ট্রীটের হত্যাকাণ্ড

কলেজ ষ্ট্রীটের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ধৃত আসামী আবদুল্লা খাঁ এবং আমির আমেদের বিরুদ্ধে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের কোর্টে যে মামলা চলিতেছিল, গত [illegible] তাহার শুনানী শেষ হইয়াছে [illegible] হত্যাপরাধে দায়রা সোপর্দ্দ [illegible]

গোলটেবিলের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

সময় মণিভবনে সরদার [illegible] প্যাটেলের সভাপতিত্বে পুনরায় ওয়ার্কিং কমিটীর সভা বসে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব্যতীত কমিটীর আর সকল সদস্যই সভায় যোগদান করেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ অসুস্থতা নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

প্রকাশ, ঐদিবস সকালে গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১০ই জুন সকাল ৮-১৫ মিনিটের সময় ফ্রন্টিয়ার মেলে এখানে পৌঁছিয়াছেন। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

আলোচনার দ্বারা ও ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে খুব গোপনভাব রক্ষিত হইতেছে। তবে প্রকাশ দিল্লী চুক্তি এবং গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান সম্পর্কেই প্রধানতঃ আলোচনা হইয়াছে।

নেতৃগণ যখন বাহির হইয়া আসেন তখন তাহাদিগকে খুব গম্ভীর দেখাইতেছিল। তাহার পর তাহারা মোটরে করিয়া নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া যান।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পুনরায় ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন হয়।

নিখিলবঙ্গ জাতীয়তাবাদী মুস্লিম সম্মেলন

নিখিলবঙ্গ জাতীয়তাবাদী মুস্লিম সম্মিলনের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী মোয়াজুম হোসেন ওরফে [illegible] সমস্ত ফরিদপুর জেলার জাতিয়তাবাদী মুস্লিম দলের নিকট এই বিজ্ঞপ্তি পাঠাইয়াছেন :—

আগামী ১৮ই জুন বা পূর্ব্বে নিখিলবঙ্গ জাতীয়তাবাদী মুস্লিম সম্মিলনের প্রতিনিধিদের নাম সাধারণ সম্পাদকের নিকট পৌঁছান প্রয়োজন। যে সব জেলায় জাতীয়তাবাদী মুস্লিম দল নাই সেই সব জেলায় প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদী মুস্লিম দল প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। প্রতিনিধিদের মী দুই টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মহাত্মাজীর বোম্বাই যাত্রা

[illegible] গান্ধী ৮ই জুন সায়াহ্নকালে [illegible] নেহেরু এবং খান [illegible] খানের সহিত বোম্বাই যাত্রা করেন। শেষোক্ত দুইজন সুরাটের জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

লালকোর্ত্তাধারীদের অহিংসানিষ্ঠা

"সীমান্তের গান্ধী" আবদুল গফুর খাঁ তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে বলেন—

"গান্ধীজি যাহা বলেন, আমি তাহাই করি; আমি সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অধীন।" মহাত্মাজীর সঙ্গে আলোচনা করার পরে মাত্র তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

লাল কোর্ত্তাধারীদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি তাহাদের উপরে সরকারের দমননীতিমূলক ব্যবহারের কথার বর্ণনা করিয়া বলেন যে, তথাপিও লালকোর্ত্তাধারীদের আন্দোলন জনসাধারণের নিকটে আদৃত হইয়াছে। একমাত্র পেশোয়ার জেলাতেই একলক্ষ লালকোর্ত্তাধারী স্বেচ্ছাসেবক আছেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন যে সন্ধিসত্ত্বের অবাধ্যতা করিয়া 'খুদাই খিতমদ্গার' দিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে এবং কোহাট, বান্নু এবং দিখাত্তে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে।

গফুর খাঁ বলেন যে, উত্তেজনার কারণসত্ত্বেও পাঠানেরা সত্যাগ্রহ-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া প্রতিহিংসা লইতে প্রবৃত্ত হয় নাই।

উপসংহারে সীমান্তের নেতা বলেন,—যদি আমরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব করি, আমাদেরই ক্ষতি হইবে এবং শত্রুরা লাভবান হইবে। একতা ও একত্রিত চেষ্টার মধ্যেই আমাদের মুক্তি নিহিত আছে

পিতার হস্তে পুত্রের মৃত্যু

কটক তুলসীপুর সরবরাকবীর (আঙ্গুল) প্রেসিডেণ্ট তদীয় পুত্র কটক ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্র গঙ্গাধরকে নিয়া শিকারে যান। শিকার হইতে ফিরিবার সময় অতর্কিতে পিতার হস্তস্থিত গুলীভরা বন্দুক হইতে গুলী বাহির হইয়া পুত্রের গায়ে বিদ্ধ হয়। ফলে পুত্রের তখনই মৃত্যু ঘটে।

Reg No C.1544

টেলি—
নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাপ্তাহিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নমুনা
প্রতি সংখ্যা ৵৫

শান্তিপুরের সর্ব্বপ্রধান বঙ্গীয়-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীগৌরাঙ্গ ৪৯৫ শান্তিপুর- ৩২শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩০৮, ১৬ই জুন ১৯০১

নানা কথা

মহাত্মা গান্ধীর উক্তি

"আমার যে কোন বিশেষ প্রেরণা টান অধিক থাকিতে পারে, আমি এরূপ মনে করিনা; বাঙ্গলাদেশ পাঞ্জাবের মতই আমার নিকট প্রিয়। আমার যৌবন-কালে বাঙ্গলাদেশ হইতে আমি অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম, এজন্য আমি বাঙ্গলার নিকট ঋণী" 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে কতৈক বাঙ্গালী পত্রপ্রেরকের সমালোচনার উত্তরে মহাত্মা গান্ধী এ কথা লিখিয়াছেন। উক্ত পত্রপ্রেরক করাচী কংগ্রেসে ভগৎ সিংএর ভগৎসিং প্রভৃতির সম্পর্কিত প্রস্তাবের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশের যেসব যুবক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে মহাত্মাজী অনুরূপ আগ্রহ এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই।

গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, নওজোয়ান ওয়ালাদের চাপে পড়িয়া কিংবা পণ্ডিত জহরলালকে খুসী করিবার জন্য তিনি উহা করিয়াছেন, এরূপ কথা সত্য নহে।

অতঃপর গান্ধীজী বলেন, ভগৎসিংয়ের জীবনী এবং তাঁহার চরিত্র অনুধাবন করিয়া তিনি স্বভাবতঃই ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করেন। উপসংহারে গান্ধীজী বলেন—বাঙ্গলা কিংবা অন্য কোন প্রদেশের যুবকগণের উপর আমার প্রভাব আছে কি না আছে আমি জানি না, কিন্তু আমি গৃহচূড় হইতে যে নীতিকে মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা ঘোষণা করিব। ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট জনগণের স্বাধীনতা একমাত্র সত্য; এবং অহিংসার পথেই লভ্য।

মহাত্মা গান্ধীর উক্তি

দক্ষিণ আফ্রিকায় শত শত গৃহ দগ্ধ

দীনেশ গুপ্তের প্রাণদণ্ড

"চীনডুইন" জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

শান্তিপুরে শিক্ষা-বিস্তার

নানাস্থানে গ্রীষ্মাধিক্য—

নৈহাটীতে ১ জনের মৃত্যু

হরিকিষেণের ফাঁসির জের

মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেশসেবিকাদের সাক্ষাৎ

ব্রিটিশ সাবমেরিণ জলমগ্ন

দক্ষিণ আফ্রিকায় শত শত গৃহ দগ্ধ

গ্রেটাউন, মুর [illegible] ইংরাজ বেলায় ডচজাতীয়দের [illegible] লড়াই বাধিয়াছে। শত শত মুরের আগুন দরাইয়া দগ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যাও খুব অধিক বলিয়া মনে হইতেছে। মৃত সরকারের সম্পত্তির বিস্তর লইয়াই লড়াইয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ৯ জন ইউরোপীয়ান সম্পত্তির বিতরণ কারা দেখিতেছিলেন, তাঁহারা অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের ৩ জন আহত হইয়াছেন।

অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অবস্থা এখনও গুরুতর বলিয়া প্রকাশ।

নানাস্থানে গ্রীষ্মাধিক্য
নৈহাটীতে ১ জনের মৃত্যু

চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে অসহ্য গরম পড়িয়াছে। চুঁচুড়ার নানাস্থান হইতে সর্দ্দিগর্ম্মীতে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। নৈহাটীতে গৌরীপুর জুট মিলের মিঃ রে গত ২৫শে জুন গ্রীষ্মাধিক্যে মারা গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

দীনেশ গুপ্তের প্রাণদণ্ড

গত ৮ই ডিসেম্বর লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল সিম্পসনকে হত্যার অভিযোগে দীনেশচন্দ্র গুপ্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। প্রিভি-কাউন্সিলে তাহার পক্ষ হইতে আপীলের জন্য আবেদন পেশ করা হইয়াছিল; কিন্তু প্রিভিকাউন্সিল সেই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন।

হরিকিষেণের ফাঁসির জের

পঞ্জাবের আক্রমণকারী হরিকিষেণ ফাঁসির প্রতিবাদে ১৩ই জুন [illegible] আংশিক হরতাল প্রতিপালিত হয়। সহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। হরতালের প্রোরোচনাপূর্ণ ইস্তাহার বিতরণ করার জন্য কাণ্টনমেণ্ট [illegible] অনুসারে কাণ্টনমেণ্ট অঞ্চলে ৩০ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ৭ জনকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এতজনের বয়স একটু বেশী, তাহাদিগকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইবে।

সাবমেরিণ জলমগ্ন

গত ৭ই জুন বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার সময় ভূমধ্যসাগরে ফরাসী সাবমেরিণ "ফিনিক্স" জলমগ্ন হইয়াছে। ফিনিক্সের ৭০ জন আরোহীর মধ্যে ৬৫ জন নিহত হইয়াছে। ৫ জন জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হইয়াছে।

চীনডুইন জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

গত ৭ই জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার সময় বোম্বাই বন্দরে নোঙ্গর করা "চীনডুইন" জাহাজে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। জাহাজে ৩০০ টন তুলা ও ৩০০ টন কয়লা ছিল। ৩০০ আরোহীর মধ্যে ১৫০ জন ইউরোপীয়ান ও ১৫০ জন ভারতীয়। ৩০০ আরোহীর মধ্যে ১৫০ জন ইউরোপীয়ান ও ১৫০ জন ভারতীয়। ৩০০ আরোহীর মধ্যে ১৫০ জন ইউরোপীয়ান ও ১৫০ জন ভারতীয়।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের [illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইচ ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৪ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্য ধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৩ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, বাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১০৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। জমিদার পালিয়া, ইগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক [illegible]-পত্রিকা

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

দৈনিক পাক্ষিক পত্র

সাল [illegible] ৪র্থ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার—১৩৩৮

ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব

আগামী ১৬ বামন ১লা আষাঢ় ১৬ জন মঙ্গলবার দিবস শ্রীধাম পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে, শ্রীগোদ্রুম সমাধিক্ষেত্রে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের যাবতীয় শাখামঠে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদের বিরহ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীবাস-বিরহোৎসব

গত ১৭শে চৈত্র বুধবার দিবস শ্রীবাস পণ্ডিতের নিজ নিত্য উপাস্য নিত্যসিদ্ধ গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পরিচালিত সংকীর্তনসহায় শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাসাঙ্গন, ইত্যাদি পরিক্রমা করিয়া শ্রীবাসমন্দিরে উপস্থিত হন। অতঃপর দিবাভাগে ও সন্ধ্যিতে সংকীর্তন, পরিশেষে তাঁহার দ্বারা তিথির যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের অনুরোধে মঠবাসী সকলেরই সহযোগে সংকীর্তন হইয়াছিল। [illegible] অন্ন, ব্যঞ্জনাদি শ্রীবাস মন্দিরে ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। সন্ধ্যা ও রাত্রির [illegible] সংকীর্তনসহ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীআলালনাথ-প্রসঙ্গ

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আলালনাথের শ্রীমন্দিরস্থ কার্য্যের ভার গ্রহণপূর্বক স্থানীয় ভক্তগণের নিষ্পাদনকার্য্যে বিশেষ দক্ষ, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি ও সেবক শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুকে তত্ত্বাবধায়করূপে সেবাকার্য্যের যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশে তিন শ্রীমন্দির সংস্কারের বহুবিধ কার্য্য এই অত্যল্পকালমধ্যেই আশাতীত অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার সেবা সৌষ্ঠব দর্শনে সকলেই বিশেষ প্রীত এবং মুগ্ধ।

শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টসংস্থাপকবর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত নিম্নের ১০৮টী স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠসংস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইতোমধ্যে বহু শ্রদ্ধাবান্ সজ্জন ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে কয়েকটী স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইঁহা প্রভুপাদের মনোভীষ্ট শ্রীগৌরপদাঙ্কিত বিপ্রলম্ভভূমি ব্রহ্মগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদিগুরু ব্রহ্মার ভজনস্থলী ব্রহ্মবিলিতে পঞ্চাব্দীর সম্প্রদায়ের পরমো [illegible] বিষ্ণুস্বামীর বাসোদ্যানের একটী আদর্শস্থানে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের জন্য মেদিনীপুর কোর্ট ধর্ম্মপ্রাণা পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কালিদাসী দাসী ৫ টাকা অনুকম্পা করিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার এই একান্ত সেবাকার্য্যসম্পাদনে আমরা সকল শ্রদ্ধালু ভক্তকেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা আকৃষ্ট করিতে অনুরোধ করিতেছি। তিনি এতদপেক্ষা বহু অধিক সেবা করিতে পারেন, তজ্জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীপাদ [illegible] বিষ্ণুস্বামীর পরম নিষ্কপট [illegible] ভাগবতের [illegible] সৌভাগ্য লাভ করিবেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার সর্ব্বমঙ্গল বিধানের জন্য [illegible] অনুষ্ঠান করুন। তাঁহাদের ঐকান্তিক শ্রীগুরুসেবা নিষ্কপট সম্পাদনে সুচেষ্টায়, [illegible] আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

আচার্য্যত্রয়ের ঐতিহ্যের সহিত সহজিয়াসম্প্রদায়িকের ভ্রান্তিমূলক

মায়াবাদিত্ব-গন্ধ।

৩। শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মাদ্রাজের পশ্চিমে কাঞ্চির সন্নিকটে পেরুম্বুদুর গ্রামে সমাধিস্থিত অসুরি কেশবাচার্য্য দীক্ষিত ও ভক্তিমতী কান্তিমতীকে আশ্রয় করিয়া আসিয়া শ্রীরামানুজ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইনি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম 'শ্রীভাষ্য'। অনাদিকাল হইতে যে সাত্বত পঞ্চরাত্র ও ভাগবতমত সজ্জনসমাজে পোষিত ছিল, আচার্য্য শ্রীরামানুজ সেই মতই দুন্দুভিনাদে জগতে প্রচার করেন।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ পৌরোদ্যম গ্রন্থের ও নামুনাদির অবলম্বনে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পরমব্রহ্ম [illegible] অংশের স্বীকৃত হইয়াছে। এই অংশদ্বয় বিশিষ্ট অথচ বিশেষযুক্ত। চিৎ ও অচিৎ তাঁহার বিশেষণ এবং শরীর। তাঁহার মতে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিন তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 'চিৎ' শব্দে জীবাত্মা, 'অচিৎ' শব্দে জড় ও 'ঈশ্বর' শব্দে চিৎ অচিৎএর নিয়ামক পুরুষোত্তম নারায়ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। এক বস্তুর ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান। বহু চিৎ ও অচিৎ চিদ্রূপে বিভিন্ন অনন্ত লীলায় আছেন। ঈশ্বর স্বভাবতঃই নির্দ্দোষ। স্থূল সূক্ষ্ম চিৎ সমস্ত জগৎ তাঁহার শরীর হইলেও ঈশ্বরের কলঙ্কস্পর্শ হয় নাই। অন্তঃ, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামিভেদে [illegible] প্রকাশ-ভেদ। স্বরূপে অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বে, তমোগুণ নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষুদিগের অপসৃত হইয়া ঈশ্বরস্থ—ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চাবতারে স্থিত; পুরুষার্থস্বরূপ—আত্মা, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও প্রাপ্যদেশ-ভেদবিশেষের উপাস্যস্বরূপ—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও আচার্য্যাভিমানিদিগের পক্ষে বিরোধ—স্বরূপবিরোধী, পরব্রহ্মবিরোধী, পুরুষার্থবিরোধী, উপায়বিরোধী ও প্রাপ্তিবিরোধী-বিশেষরূপ অপসৃত হইয়াছে।

বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া, হরি সেবন হইলেই মায়িক ক্লেশ হইতে নিষ্মুক্তি এবং নিত্যসেবানন্দরূপ পরমসুখ মুক্তি-প্রাপ্তি। লক্ষ্মীনারায়ণই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা। সাধকদের উপাসনার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা ইহাঁরা দেখিতে পান না। [illegible] সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন। বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায় [illegible] শ্রীসম্প্রদায় বলিয়া থাকে। এই [illegible] না। [illegible] পরম [illegible]

[illegible] ব্যক্তি কখনও বৈষ্ণব [illegible] হইতে পারেন না। এই সম্প্রদায়ে [illegible] পুণ্ড্র, ধারণ, বিষ্ণুবৈষ্ণব [illegible] নাম, শালগ্রামশিলা এবং শালগ্রাম [illegible] বৈষ্ণবমাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া [illegible] হইয়াছে। ত্রিপুণ্ড্রধারণ ও বিষ্ণুব্যতীত অন্য দেবতার পূজা শ্রীসম্প্রদায়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের ১০৮টী তীর্থ 'অষ্টোত্তরশত বিষ্ণুস্থান' নামে খ্যাত। রামানুজের চতুর্থ অধস্তনিক বিদ্যাবিশ্বম্ভর নামনেয় আবির্ভাব। নাথমুনিপাদ নামানুজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিলেও রামানুজ সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের তত্ত্বতঃ বিশেষভেদ রহিয়াছে। ইহাঁরা শ্রীরামানুজ শ্রীভাষ্য ব্যতীত বেদান্তসার, বেদান্তদীপ, বেদার্থসংগ্রহ, গীতাভাষ্য, বেদান্তস্তবসার, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, বিষ্ণুপ্রপত্তি সমাস্তোত্র, ঈশ-প্রশ্ন-মুণ্ডক-শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ভাষ্য (দুষ্প্রাপ্য) কুটস্থদীপ, বিদ্যাতত্ত্বপ্রকাশিকা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

২। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বে যেমন সপ্তম মন্বন্তরীয় বৈবস্বত ত্রেতাযুগে কেশবাচার্য্য গুরুরূপে আশ্রয় করিয়া [illegible] জগতে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসহায়তা জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেমন অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত নিগমশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যথার্থ তত্ত্ব সজ্জনদিগকে উপদেশ করিবার জন্য বর্ত্তমান সময় হইতে সাতশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমধ্বাচার্য্য কেশবাচার্য্য মধ্বসেবকুলোদ্ভব নারায়ণাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী বেদবতীকে পরিগ্রহ করিয়া মুখ্যপ্রাণ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইনিই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, পূর্ণপ্রজ্ঞ, আনন্দতীর্থ প্রভৃতি নামে বিখ্যাত। ইনি ব্রহ্মসূত্রের পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য নামক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ইহাঁর অন্যান্য গ্রন্থের নাম 'শ্রুতিবৈতরণী'। আচার্য্য নিজেই পূর্ণপ্রজ্ঞ বেদব্যাসকেই বিশেষরূপে নিগম জগতে বিষ্ণুতত্ত্বের উজ্জ্বল প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তসংক্ষেপে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বোত্তমতত্ত্ব, তাঁহা [illegible] মিত্য, ঈশ্বর, চিৎ ও [illegible] সত্য। তাঁহার অনুচর [illegible] তাঁহার স্বরূপানুগত ধর্ম্মের [illegible] নিত্য, তদ্ধা বা অতৈ [illegible] তাঁহার স্বরূপানুগত ধর্ম্মের ও [illegible] নিত্য। শব্দ, অনুমান ও প্রত্য [illegible]

এই ত্রিবিধ প্রমাণ। শ্রীহরিই একমাত্র অখিল আম্নায়বেদ্য অর্থাৎ শ্রৌতপন্থায়ই ভগবদুপলব্ধি সম্ভব।

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে 'দাসকূট' ও 'ব্যাসকূট' নামে দুটি বিভাগ আছে। দাসকূটগণকে অন্য ভাষায় 'ভজনানন্দী' এবং ব্যাসকূটকে অন্য ভাষায় 'তত্ত্বজ্ঞানন্দী' বলে। এই সম্প্রদায়ে শ্রীব্যাসরাজস্বামী, শ্রীপদ্মনাভতীর্থ, শ্রীনরহরিতীর্থ ও শ্রীমাধবতীর্থ প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত পণ্ডিতাচার্য্য ছিলেন। ইঁহারা সকলেই মায়াবাদকে বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়া বিষ্ণুভক্তির প্রাধান্য জগতে বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জগতে দ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য বহুবিধ গ্রন্থ নির্ম্মাণ ও মঠাদি স্থাপন এবং তথায় সেবা-পূজাদি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩২ সদ্গ্রন্থ নির্দ্ধারিত হয়। শ্রীজয়তীর্থদেবের ন্যায়সুধা মধ্বসম্প্রদায়ের বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শ্রীব্যাসতীর্থকৃত 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থ বৈদান্তিক সমাজের মধ্যে বেশ শক্তিশালী ও নিখিল প্রতিপক্ষ-খণ্ডনকারী। মায়াবাদিসম্প্রদায় এই সুদর্শন-চক্রতুল্য ন্যায়ামৃত গ্রন্থরাজের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবে কণিকামাত্রে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। উডুপীতে পলমার অদমারাদি নয়টী প্রসিদ্ধ মঠে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহসমূহ সংস্থাপিত থাকিয়া এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। জগত গৌড়ীয়সম্প্রদায় মাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায় নামে সজ্জনসমাজে পরিচিত।

সেবা ও কৃপা

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

লীলাপুরুষোত্তম স্বরাট্ পুরুষ শ্রীহরির [illegible] সেবা অনেক সময় কপট আক্ষেপ সহকারে বলিয়া থাকি,—"আমরা তো ভগবানের সেবা করিতে চাই, কে বিষয়বিষাক্ত হইতে উদ্ধার করে না করিবার সুযোগ দেন কই, আমাদের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা নাই বলিয়াই আমরা উন্নত জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি না। ভক্তরূপে পতিত থাকিয়া সংসারের সেবা করাই আমাদের বিধিলিপি; অতএব নিশ্চয়ভাবে আমরা এই বিষয়েরই সেবা করিব; কেননা সংসারের পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত শ্রীহরিই আমাদিগকে এইরূপ বদ্ধভূমিকায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন।" পরম করুণাময় শ্রীহরির অসীম কৃপা বৈচিত্র্যের একটিকা সম্বন্ধেও সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তি [illegible] চিন্তা করিবার মত সৌভাগ্য হইলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আমা হেন মায়াবিমুখ জীবসমূহকে ভগবৎ প্রেমকণাপূর্ণ মহাত্মাদের দ্বারা-ঘরে প্রেরণ করিয়া তদীয় অনন্ত ও অপরিসীম করুণারই পরিচয় প্রদান করিতেছেন; আমরা নিত্যকাল তাঁহার মধুরতম পাদপদ্মস্মৃতি ভুলিয়া ক্লেশ পাই, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। তিনি সতত আমাদিগকে কৃপা বর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু আমরা এতই বহির্মুখ যে, পরম দয়াময়ের অযাচিত করুণামৃতধারা অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া দানবীসদৃশা কামনার প্রদত্ত মৃত্যু মাদকতাপূর্ণ বিষাক্ত পানীয়কে সঞ্জীবনী-সুধাভ্রমে আকণ্ঠ পান করিতেছি। যেমন স্নেহময়ী জনক জননী ছদ্মবেশী সন্তানকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিয়া পরে সন্তানের মঙ্গলজনক অবস্থা আনয়ন করিয়া থাকেন, জীবের একমাত্র বন্ধু পরমপিতা শ্রীভগবানও সেই প্রকার আমাদিগের ভীষণ অমঙ্গলজনক সেবা-বিমুখতারূপ ভ্রান্তির গুরুত্বকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া স্বকীয় নিত্যানন্দময় সুশীতল পদচ্ছায়ায় স্নিগ্ধ করিবার জন্যই এই শোধনাগারের নানাবিধ ক্লেশকর অবস্থার মধ্যে নিপতিত করিতেছেন। আমরা দুষ্টবুদ্ধিবশে মায়াকর্ত্তৃক প্রতারিত, তাই কারুণ্যবারিধি পরমেশ্বরের মহান কল্যাণেচ্ছা ধারণা করিতে না পারিয়া তদীয় অহৈতুক কৃপার মধ্যেও দোষ অনুসন্ধান করি। কৃষ্ণসেবাস্মৃতিরঞ্জক, নিত্যানন্দ ভূমিকায় সজ্জিত আমাদিগকে সেবোন্মুখ করিয়া কল্যাণ-কল্পতরুর অশোকামৃত আশ্রয়ে নিত্যকালের জন্য স্থান পরিপূর্ণ সেবাসম্পদ দানই শ্রীভগবানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভবসংকটাকর্ষণ নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় নিষ্কপট সেবাবৃত্তি। অন্তরে বাহিরে তাহার যথার্থ অকপটতা আবশ্যক। নতুবা তাহা শুধু মৌখিক 'শরণাগতি'র কপট অভিনয়ে পর্য্যবসিত হয় মাত্র। যদি কাহারও নিত্য মঙ্গলের পরমোজ্জ্বল কিরণরাশিকে বরণ করিবার বাসনা থাকে, তবে সর্ব্বপ্রকার অসরলতা ও কাপট্য পরিহার করত নিষ্কপট দীন আর্ত্তির সহিত শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবাপ্রার্থী হইতে হইবে।

যদি চিত্তবৃত্তি সত্য সত্যই চিন্নীলামিশ্রন সকলতত্ত্বতন্ত্র পরমেশ্বর শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণসেবার জন্য সহজ সৌম্যে ভূষিত হয়, তবে দেব, নর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, এমন কি, চতুর্দ্দশ ভুবনের কোন জীবই সেই একান্ত সেবাপ্রার্থীর প্রতিকূলাচরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে না। বদ্ধ জীবের উদ্ধারার্থ প্রণতে উচিত করুণা-নিধান শ্রীভগবদাচার্য্যদেব কহিতেছেন,—"যদি কোনও দুর্বুদ্ধিজীবের প্রকৃতপক্ষে হরিভজন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি যে কোন বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে থাকিয়া এমন কি পাপির জনের দৃষ্টিতে নিতান্ত নিঃসম্বলভাবে পথে দণ্ডায়মান হইয়াও হরিভজন করিবার বাধা দেখিতে পান না।"

হায়, আমরা নিতান্ত শ্রীহরিসেবা-বিমুখ বলিয়াই সেবাবৃত্তির একান্ত অভাব বশতঃ করুণাসিন্ধু ভগবত্তার মধ্যেও কৃপার অভাব পরিলক্ষিত করিয়া আত্মবিনাশের আয়োজন করিতেছি। সর্ব্বজীবসুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্বিমুখ আমাদিগকে ভবমহাকূপ হইতে কৃপাহস্তদ্বারা উত্তোলন করিবার নিমিত্ত তদীয় প্রিয়তম মহাজন, শ্রীমন্মহানন্দের অভিন্নপ্রকাশ স্বরূপরূপানুগবর যুগাচার্য্য দেবকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তদীয় অহৈতুকী করুণা আজ মায়াকবলিত বঞ্চিত জীবের জন্য,—অচৈতন্য সুপ্ত বিশ্বে পরিপূর্ণ চৈতন্যপুরুষের প্রতিষ্ঠার জন্য অনন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অজস্রধারায় কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছে। ইতর কোলাহলমত্ত গ্রাম্যসুখকামী আমাদিগকে পরম মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দসুধা দানের প্রয়াসে ভূতলে গোলোকের প্রেমসন্দেশ বিতরণ করিতেছে। আচার্য্যদেবের অমন্দোদয়-দয়া আজ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পরমোদ্ভূত কৃপার প্লাবন পুনঃ প্রবাহিত করিয়া দিয়া বৈকুণ্ঠের বিজয় দুন্দুভিধ্বনিতে সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

"উথলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
হিংসা, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥"

কবিকুলমুকুটমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উপরোক্ত চারিটী ছত্রে শ্রীচৈতন্য-প্রবাহিত প্রেমবন্যার সমগ্র জগৎ নিমজ্জিত হইবার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গৌরাঙ্গাষ্টপালনতৎপর জগদাচার্য্যদেবের সুমহান্ করুণামৃত-বন্যায় স্নাত হইয়া, সৌভাগ্যশালী জীবগণ শ্রীচৈতন্যপ্রকটলীলার মতই আজ ত্রিগুণাত্মিকা মায়িক জগতের শান্তি অশান্তির বহু উর্দ্ধে চিন্ময় সেবারাজ্যের পরমোপাদেয় কৃপাসিক্ততায় মণ্ডিত হইয়া শ্রীহরির ভজন করিতেছেন। কিন্তু প্রেম বন্যার আহ্বান তো দূরের কথা, কপট কৃপাপ্রার্থী আমাদের উহা স্পর্শ করিবার সৌভাগ্যও হইল না। এযুগেও শুধু আমরাই বঞ্চিত রহিলাম। আমরা কি সত্য সত্যই ভগবৎসেবালাভের জন্য ব্যাকুল? প্রকৃতই কি শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য আমাদের প্রাণ আর্ত্তনাদ করিতেছে? আমাদের মনোধর্ম্ম-দুষ্ট অন্তরকে নিতান্ত দীনতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, সত্য সত্যই তাহাতে অধিতীয় ভোক্তা শ্রীভগবানের শ্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত তৎপরিবর্ত্তে বিন্দুপরিমাণ ইতর বাসনার অবকাশ আছে কিনা।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথা প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

[illegible]

শ্রীল [illegible] তে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা [illegible] ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদ [illegible] প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, [illegible] ভক্তি, ভাবভক্তি [illegible] প্রেম ভক্তি [illegible] অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে [illegible] উৎকৃষ্ট (২ খণ্ড) একত্রে [illegible] ।০ আনা, [illegible] বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছু তত্ত্ব অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় [illegible] এই [illegible] সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত [illegible] ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, [illegible] নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুসম্বোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের [illegible] বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির [illegible] সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ-[illegible] ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় [illegible] গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা [illegible] এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও [illegible] লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, [illegible] শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

[illegible] শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর [illegible] গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ [illegible] ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত গদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্থান দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র [illegible] গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব [illegible] ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট [illegible] বিরচিত কণ্টকটী [illegible] সম্বলিত। ভিক্ষা [illegible] মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছে সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে [illegible] নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষণ এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীচৈতন্য মঠাধীশ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান ঈশোদ্যান ১০ নং উত্তর-পূর্বে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে আচার্যপ্রবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-পীঠ, পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বত ব্রজমণ্ডলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত বাক্যপদাদি-ব্যাকরণসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, কথা, প্রমাণ-ঊর্ণনাভিবিদ্-গীতা-ভাগবত-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং কৃপায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সারস্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের পরিচর্যা নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠধামে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সারস্বত সম্প্রদায়ের অপৌরুষেয় ও তদাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন শ্রীবিগ্রহসহ শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অপরাপর হরিসংকীর্তন-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দাস ব্রহ্মচারী ভাবানন্দতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, রবিপদ, দেবকীনন্দন প্রমুখ সজ্জনগণ।

বিশ্রুতধামা শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনিশ্চল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এক ভক্ত-সঙ্ঘাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সম্পাদিত নিত্য সেবাদি চলে। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের গৌড়ীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুন্দর মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত শ্রীগৌরনাম সঙ্কীর্তন এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ভাষামিশ্রিত মাসিক পত্রিকা হরেকৃষ্ণী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ-শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও গ্রন্থরাজের সমাক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যত্রয়ের শ্রীপাদ কৃষ্ণকিশোরী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ভাবন দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ অধরোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যাভূষণ সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅমৃতরঞ্জন দাসাধিকারী এবং

(পরবর্তী)

সহকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম জ্ঞানযোগী, শ্রীবসুধর ব্রহ্মচারী, শ্রীপদ্মগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলানন্দ গোস্বামী ভট্টাচার্য। প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাসবিনোদ ব্রহ্মচারীদ্বয়, শ্রীগোপাল ব্রহ্মচারী। শ্রীগোপীনাথ অধিকারী, সেবকদ্বয় শ্রীভারতব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার কেন্দ্রস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, বরপনগর (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরনিতাই এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—ভক্তিভূষণ ভাগবত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রিবী এম, এস, এল।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

নবম নিম্নে।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ, সহকারী—শ্রীকৃষ্ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধব অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, মহেশগঞ্জ, (বর্তমান)

শ্রীল বার্ষভানবী দেবীর জন্মস্থান গৌরপার্ষদ-সেবা। রক্ষক—শ্রীপ্রেম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

বাগবাজার, কলিকাতা ৩

রক্ষক—শ্রীগোপাল ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসত্যেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমাধবেন্দ্রমন্দির

মাটিগাছা, জাহানপুর, (বর্তমান)

শ্রীবাসাদি-গৌরপার্ষদ-বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, ইলছোবা, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদনানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীবলিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরহরিপাদ ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজী শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীনবীন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

৮৫।১।১ হরিঘাটা মুখার্জী রোড, কলিকাতা ৫

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্ত হরিপদ ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চৈতনিয়া, বাসুদেবপুর, মোদনীপুর।

এখানে শ্রীগৌর-গোবিন্দ-রাধাকান্তবিগ্রহের নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগোবিন্দদাসজী।

১৮ আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগোকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদিয়া-বল্লভীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যাভূষণ, ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দীয়া-শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী-ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরূপমঞ্জরীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর ব্রহ্মচারী

২২ শ্রীগৌরাঙ্গ-গৌড়ীয় মঠ

৩নং অগস্ত্যলেনপুর, কাশী।

গৌরপার্ষদ সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরূপমঞ্জরীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী শ্রীগোপীজন ব্রজবাসী।

২৩ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-প্রেম-বিবর্তের সেবা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোপীজন ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নিত্যানন্দবট, মায়াপুর

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ-গিরি-ধারী সেবা বর্তমান

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দকুমার।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুঁচুড়া, চন্দননগর, নবদ্বীপ, কৈলা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমাকান্ত বাবাজী, শ্রীবৈকুণ্ঠানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম গৌর দে বাবাজী

(২৬) পারিগৌড়ীয় মঠ

কুঞ্জ রোড, পানবন, কলাল। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিনোদের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুপদপদ্মজী, শ্রীনিতাইগোপাল ব্রহ্মচারী

(২৭) শ্রীজগন্নাথপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

শ্রীজগন্নাথপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

(২৮) বিল্ব গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

৫।২ গোপীমোহন মল্লিকের লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোকুলকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

২২ জনের প্রাণদণ্ড
২৬ জনের দ্বীপান্তর

প্রকাশ পাণ্ডাওয়াড়ী বিদ্রোহীদের প্রথম দফার বিচার স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনেলে শেষ হইয়া গিয়াছে। ট্রাইবিউনেলে ২২ জন বিদ্রোহীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং ২৬ জনকে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ৬জন অব্যাহতি পাইয়াছে, একজনকে বিনাসর্তে খালাস দেওয়া হইয়াছে, অবশিষ্ট ৬ জনকে চাঞ্চল্যটি গঠিত হইবার পূর্বেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। আসামীদের দলে দুইজন মুসলমান আছে, উহারা সকলেই সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

কানপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বদলী

মৈনিহালের সেটেলমেণ্ট অফিসার কাপ্তেন ইষ্টন্স্ কানপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে এক হুকুমে কানপুরে বিমুক্ত করিয়াছেন।

"চীনভূত" জাহাজে অগ্নিকাণ্ড
ভারতীয় ও বার্মিজ জখম

প্রকাশ, গত ২৩শে জুন প্রোভিডেন্স নগরের সন্নিকটে পাসোডেনা নামক ডোমিনিয়ন কোম্পানীর "চীনভূত" নামক জাহাজের খোলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে। ফলে ২৫ জন লোক আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের পরেই বিস্ফোরণ ঘটে। উহার কারণ অজ্ঞাত। উক্ত জাহাজের কর্মচারী ও খোলের মধ্যে নামিয়া আহত লোকদিগকে ডেকে লইয়া আসে। এক ঘণ্টা পরে অগ্নি নির্বাপিত হয়।

২৫৫৮টি কার্তুজ অপহৃত

ফিরোজপুরের বন্দুক এবং গোলা বারুদের প্রধান গুদাম মেসার্স গোকলরাম এণ্ড ব্রাদার্সের দোকান হইতে ২৫৫৮টি কার্তুজ অদৃশ্য হইয়াছে। যে কারণে দোকানকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মিলনীর মুলতুবী কনফারেন্স

নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মিলনীর কনফারেন্সের নির্দ্ধারিত সভাপতি আচার্য্য আনন্দাদী কৃপালনীর গ্রেপ্তার সম্পর্কে লিখিয়া যাইতেছেন, তজ্জন্য নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মিলনীর কনফারেন্সের অধিবেশনের তারিখ ২৩ এবং ২৪শে হইতে ২৮ ও ২৯শে জুলে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত
দেশসেবিকাদের সাক্ষাৎ

মণি-ভবনে শ্রীমতী প্রেরিন মেন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে দেশসেবিকাগণ আসিয়া মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহাত্মা দেশসেবিকাদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাহাদিগকে কি প্রণালীতে পিকেটিং চালাইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং সকলকে শান্তিপূর্ণ ও অহিংসভাবে পিকেটিং করার জন্য বলেন। মহাত্মা তাঁহাদিগকে [illegible] কাপড় ত্যাগ করিয়া শুধু খদ্দর ব্যবহার করার জন্য বলেন এবং প্রত্যেক দেশসেবিকাকে [illegible] চরকায় সুতা কাটিতে বলেন।

সেবিকাদিগকে বিদেশী বস্ত্র পোড়াইয়া ফেলিতে এবং বিদেশের কাপড় পরীব হৃদয়কে দান করিতে বলেন।

বাকীপুরে [illegible] রাজবন্দী আছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত [illegible] উপবাস [illegible]। শ্রীযুক্ত অনুকূল

মুঙ্গেরে আবার ভূমিকম্প

[illegible]

আলীপুর জেলে রাজবন্দীদের
আমরণ-ব্রত

এতৎ প্রকাশে যে, আলীপুর সেণ্ট্রাল [illegible] জন রাজবন্দী গত ৮ই জুন [illegible] হইতে আমরণ ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাদের অভিযোগ এই যে, [illegible] তাহাদিগকে [illegible] টাকা [illegible] হইতেছে। তাহারা [illegible] করিতেছিলেন, তাহার [illegible] তাহারা [illegible] করিতেছেন। তাহাদের [illegible] তুলসী, কাঁসারী এবং উপরন্তু বেশ অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। পুলিস দল মুসলমান সৈন্য ও মাদ্রাজী সৈন্য এবং ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দীগণ স্বদেশী [illegible]

যাঁহারা এই অনশনে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, সুশীল সেনগুপ্ত—"বেঙ্গল" পত্রিকার সম্পাদক, রত্নেশের চক্রবর্ত্তী "স্বাধীনতার সম্পাদক, ডাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ ভূপাল বসু, মুকুলচন্দ্র সেন, বাসীপদ চক্রবর্ত্তী, চুণী মুখার্জ্জী এবং নিশির রায় প্রভৃতিও আছেন।

সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ
লণ্ডনের ষ্টাফ ও শক্তি বিভাগের সদস্য

মিঃ মামুর (বয়স ৩০ বৎসর) টোকিয়ো হইতে সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রীতে আসিয়াছেন। হোলেস নামক একজন ২৬ বৎসর বয়স্ক যুবক ও স্কুলাট হইতে সাইকেল যোগে তথায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি চীন, জাপান ও ইউরোপ হইয়া পুনরায় সুরাটে যাইবেন।

শান্তিপুরে শিক্ষা বিস্তার

ভূতপূর্ব্ব বিভাগীয় স্কুল সব ইন্সপেক্টার মহাশয় এখানে অনেকগুলি পাঠশালা, নৈশ বিদ্যালয়, মক্তব বাড়াইয়া দিয়াছেন। এখানে অনেকগুলি পাঠশালা, নৈশ বিদ্যালয়, মক্তব আছে। সেগুলির মিউনিসিপ্যালিটি সাহায্যের পরিমাণ ২৷৷০ আড়াই টাকা, ৩৲ তিন টাকা মাত্র। সেই সব পাঠশালার সংখ্যা কমাইয়া নূতন নূতন পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। [illegible] পাঠশালা, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহার শিক্ষক মহাশয়েরা ৩৷৷ স্থানে শিক্ষা প্রদান করেন। আর সেই শিক্ষকগুলি সবডিভিসনের বাবুর বড়ই প্রিয় ছিলেন। তাঁদের তলে না বলিয়া ২৲ দুই টাকা দেড় টাকা সাহায্য দিয়া নূতন নূতন পাঠশালা স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিস্তার রূপ কার্য্য দেখাইয়াছেন।

দেশে শিক্ষা বিস্তার খুব ভাল কথা। কিন্তু যে সব পাঠশালার নামমাত্র সাহায্য যাতে শিক্ষকের চলে না তথায় সাহায্যের মাত্রা বৃদ্ধি করা উচিত নহে কি? আশা করি এবিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষ একটু দৃষ্টিপাত করিবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক মাসিক পত্র

ভূতপূর্ব্ব বিভাগীয় স্কুল সব ইন্সপেক্টার মহাশয় "প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক" মাসিকপত্র প্রকাশ করিবেন বলিয়া এখানকার প্রাথমিক শিক্ষকদের নিকট হইতে অগ্রিম বার্ষিক ১৲ টাকা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উক্ত মাসিক পত্রও প্রকাশিত হয় নাই, চাঁদাও ফেরৎ দেওয়া হয় নাই। এ অবস্থায় সংগৃহীত টাকাগুলি কি হইল তাহা নিম্ন শিক্ষকদের জানাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডন হইতে
আমেরিকায় বক্তৃতা দিবার সিদ্ধান্ত

"ডেলী হেরাল্ড" পত্রিকা বলিতেছেন যে, মিঃ গান্ধী আমেরিকান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, তিনি লণ্ডন হইতে বক্তৃতা দিবেন এবং তাহা ব্রডকাষ্টিং যোগে আমেরিকায় প্রচার করা হইবে। সম্ভবতঃ মিঃ গান্ধী রবিবারসমূহেই ইংলণ্ড হইতে রেডিওযোগে আমেরিকায় বক্তৃতা দিবেন।

ব্রিটিশ সাবমেরিণ জলমগ্ন

ওই হাই-ওই হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বৃটিশ সাবমেরিণ 'পোসিডন, 'য়ুটা' নামক একটী চীনা জাহাজের নিকট ভাসিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু চীনা জাহাজের জাপানী চালক গভীর কুয়াসার জন্য দুর্ঘটনায় চালনা করায় জাহাজের লৌহাগ্রভাগ সাবমেরিণটির ভিতর মাঝারে ঢুকিয়া যায়, ফলে সাবমেরিণটি দুইখণ্ড হইয়া তৎক্ষণাৎ নিমজ্জিত হয়। ফলে ২ জন লোক মারা গিয়াছে এবং ১৮ জন লোক এখনও সমুদ্রের তলে সাবমেরিণের ভিতর রহিয়াছে। ইহাদিগকে উদ্ধার করার জন্য জাপানী, বিটিশ ও মার্কিণ জাহাজসমূহ চেষ্টা করিতেছে। একখানি জাপানী জাহাজ ৪৷৷ ঘণ্টার মধ্যেই গোটা সাবমেরিণকে সমুদ্রের তল হইতে তুলিয়া ফেলিতে পারিবে বলিয়া আশা করিতেছে। এই জন্য ইতোমধ্যেই সাবমেরিণের সহিত 'দড়ি' লাগান হইয়াছে।

ব্রিটিশ জাহাজ 'মেডওয়ে' সাবমেরিণের খোলের মধ্যে অবস্থিত ৮ জন লোকের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে এবং তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবে বলিয়া আশা করিতেছে। অন্যান্য লোকেরা একটা একটা কোণের মধ্যে আটকা পড়িয়াছে তাহাদিগকে সম্ভবতঃ বাঁচান যাইবে না।

৮ জন লোক অদ্ভুত ভাবে জীবন রক্ষা করিয়াছে। সাবমেরিণ ডুবিবার প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাদে তাহারা এক প্রকার শ্বাসরোধী আচ্ছাদন যোগে সজ্জিত হইয়া সমুদ্রের উপর নীরন্ধ্র অন্ধকার ভাসিয়া উঠিয়াছে। অন্যান্যে যাহারা রক্ষা পাইয়াছে, চীনা জাহাজে 'য়ুটা' তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে। এখনও যাহারা সাবমেরিণের ভিতর আছে, তাহাদিগকে বাস্তবিকই বাঁচান যাইবে কি না তাহা স্থির নাই।

আসামে পিকেটিং

গোলাঘাট মহকুমের কোন্দোয়ার ও তেলোয়ার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বড়ুয়া আপনা বাজারে বিলাতী লবণের দোকানে পিকেটিং করার সময় ১৪৪ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর ইহাই প্রথম গ্রেপ্তার।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র ... প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৩৮, ১৬ই জুন ১৯৩১

বুয়োর যুদ্ধে গান্ধীজীর বীরত্ব

জেনেভা শ্রমিক সম্মেলনে চাঞ্চল্য

লিবারেল শ্রমিক বৈঠক

"সর্দ্দার ভগৎসিং" পুস্তিকার জন্য খানাতল্লাস

মারোলীতে গান্ধীজীর বাণী

বিমলপ্রতিভা দেবীর নিখিলবঙ্গ জাতীয় নারীসঙ্ঘ ত্যাগ

শূন্যে দুঃসাহসের পরিচয়

ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাস

ব্রহ্মে বন্দীদের বিদ্রোহ

নানা কথা

বুয়োর যুদ্ধে গান্ধীজীর বীরত্ব

রেভারেণ্ড সি এফ, এণ্ডরুজ বিগত বুয়োর যুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর বীরত্বপূর্ণ কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছিলেন, মেজর জেনারেল সার ডমাস গলওয়ে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সপ্তাহে সেণ্ট এডমাণ্ডস গীর্জ্জায় মিঃ এণ্ডরুজ এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধী বুয়োর যুদ্ধে জনৈক আহত ব্যক্তিকে [illegible] নীচে হইতে উদ্ধার করিয়া [illegible] রবার্টসের একমাত্র পুত্রকে [illegible] যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহত অবস্থায় [illegible] দূরবর্ত্তী শিবিরে লইয়া যাইতে সাহায্য করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে "মর্ণিংপোষ্ট" বলিতেছেন যে, মিঃ এণ্ডরুজের উক্ত শ্রদ্ধা-নিবেদন প্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহারা বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর বীরত্ব সম্বন্ধে কাহারও মনে কখনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মেজর জেনারেল গলওয়ে—যিনি লেটাল সেনাবাহিনীর পি, এম, ও, ছিলেন—মিঃ এণ্ডরুজের সমস্ত কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, মহাত্মা গান্ধী কখনই কলেন্সোতে ছিলেন না, কাজেই রবার্টসের পুত্রের উদ্ধারের সঙ্গে তাঁহার কোনই সম্পর্ক ছিল না।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন যে গান্ধীজীর বীরত্বের কথা একটী কাহিনী মাত্র। কেননা মেজর জেনারেল গলওয়ে তাঁহাকে শুধু চিঠিপত্রের বিভাগে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কখনই অগ্নি বিভাগে রাখেন নাই।

জেনেভা শ্রমিক সম্মেলনে চাঞ্চল্য

ভারতীয় মালিকদের অন্যতম প্রতিনিধি মিঃ হীরাচাঁদ এবং মালিক প্রতিনিধিদের পরামর্শদাতা মিঃ রামেশ্বর প্রসাদ বগলা শ্রমিক সম্মেলন হইতে এই কথা বলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন যে, শ্রমিক সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনে ভারতীয় মালিক প্রতিনিধিবৃন্দের পরামর্শদাতা রূপে মিঃ টাল-টলের মনোনয়ন মঞ্জুর করিয়া লওয়ার পর তাঁহারা আর সভার কাজে যোগ দিবেন না।

মিঃ হীরাচাঁদ প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, মিঃ টাল টল ভারতীয় নহেন—

সার অতুল চাটার্জ্জি [illegible] দিয়া বলেন যে, "ক্রিডেনসিয়াল কমিটী"—মিঃ টাল টলের যোগ্যতা লিপিগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের একমাত্র লক্ষ্য—তাঁহাদের যথাসাধ্য বিচারবুদ্ধি মত কর্ত্তব্য সমাপন করা। যে সময়ে ভারতের সকল রাজনৈতিক দল ভারতের শাসনতন্ত্র-সমস্যাগুলির এবং সম্মানজনক সমাধানের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—যে সময় সকল [illegible] ভারতবাসীরই ভারতের সকল স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সহযোগিতা এবং সকল দলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অতঃপর ক্রিডেনসিয়াল কমিটীর রিপোর্টখানি ৭৫-১ ভোটে গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভার নিখিল বঙ্গ জাতীয় নারীসঙ্ঘে ত্যাগ

শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী জানাইতেছেন :—

মহাশয় পত্রিকায় দেখিলাম যে, আমি নিখিল বঙ্গ জাতীয় নারী সঙ্ঘের কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিতা হইয়াছি।

গত নারী মহাসম্মেলন যে কমিটি গঠন করিয়াছেন আমি তাহাতে আছি, সেই কমিটির উদ্দেশ্য যাহা, এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্যও তাহাই। সঙ্ঘ আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমি প্রীতি লাভ করিলাম বটে, কিন্তু আমি সঙ্ঘের কাউন্সিলে থাকিতে পারিব না, কারণ উহা একটী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে হয়। আমি সম্পাদককে একথা জানাইতেছি। বাঙ্গলার নারী কর্ম্মীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই আমার একান্ত কামনা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্বল, অজীর্ণ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকেশীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত ললিত সিংহ, ১৩৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কেশীশচন্দ্র উকীল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৭নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন লাইট ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে বন্ধীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের ঔষধগুলি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

ঘটিলার ঘা ও বাতব্যাধির, চক্ষিতলির ঘুসি, প্রমাদে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাধরা, বুক ধড়ফড়ানি, অম্বলা প্রভৃতি অকাল নষ্টের নিশ্চিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসাকাঙ্ক্ষাহারি ঘৃতম্"

পুংস্বহানি রোগে বাহুপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য ও সন্তান উৎপাদন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্ত্রীমনঃবিলাসিনী বটিকা"

যাহাদের কাম সত্ত্বে যৌবনে স্ত্রী ও বৃদ্ধি করিতে অক্ষম। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শান্তারত্নজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এল্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, বিল, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড বিবাহের পত্রই বলুন,

আর ৩ নং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই হয় পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অদ্বিতীয় সিংহনিনাদিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণকার্ত্তনলালসাময়ী জীবন্মুক্তীর মুক্তিপ্রদ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত চন্দ্রশালার কৌস্তুভমণি—নবম অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তপূর্ণ।

ভিক্ষা এখণ্ডে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র [illegible]

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১লা আষাঢ় মঙ্গলবার—১৩৩৮

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহে

আজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বিরহতিথি। এই দিবস শ্রীগৌরসুন্দরের আর একটী কারুণ্য প্রকাশ-মূর্ত্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীও অপ্রকট [illegible]। ভগবদ্ভক্তগণের কোনদিনই প্রাকট্যের অবসান হয় না, অপ্রকট [illegible] এবং প্রাকট্যের স্মৃতি আরও [illegible]। তবে মানুষ ভাগ্যহীন [illegible] বিচারে হরিজনের [illegible] করিয়া থাকে।

ব্যবহারিক জনের বিরহ ও পারমার্থিক জনের বিরহে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান। ব্যবহারিক জনের বিরহ প্রকাশ একটা লৌকিক প্রথা মাত্র। তাহাতে আন্তরিকতা নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই [illegible] ব্যবহারিক [illegible] লৌকিক [illegible] রক্ষার [illegible] থাকে। [illegible] আকাশ [illegible] করিয়া [illegible] কোন [illegible] নাই। তাহা [illegible] মাত্র [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible],—[illegible] [illegible] তুলেন, [illegible] প্রাকৃত [illegible] অবহিত, তাঁহাদের [illegible] লুক্কায়িত [illegible] কোন [illegible] ধরিয়া [illegible] বলিয়াছেন,—

ভাই বন্ধু [illegible] কাঁদবে তারা [illegible]

তোমার [illegible] তোমায় [illegible]।

শ্রীল [illegible] মনঃশিক্ষায়ও [illegible] পাওয়া যায়,—

যবে আমি [illegible] বাঁধিয়া গলায় হাতে

তবে [illegible] আমার [illegible]?

স্ত্রী পুত্র বান্ধব [illegible] কাঁদিবে তারা

[illegible] শক্তি [illegible]।

বন্ধুরা [illegible] দিবে আনি

[illegible]

বিষ্ণুজনের বিরহে বাস্তবিকই একটা অভাব মনে [illegible] হয়, কিন্তু তাহা সম্ভোগবাদীর [illegible] বুঝিবেন না। সম্ভোগ সন্ধানে উৎপন্ন [illegible] বিশ্বমানব বিষ্ণুজন বিরহের দুঃখ বুঝিবেন না কারণ দরদী না হইলে দরদের কথা বুঝে না। বিষ্ণুজন সঙ্গের মহার্ঘতা শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

ভগবৎসঙ্গী বিষ্ণু নিজজনের নিমেষমাত্র সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনার [illegible] করা যায় না, তখন মরণশীল [illegible] তুচ্ছ আশীর্ব্বাদ (রাজ্য, ধন, [illegible] প্রভৃতি) প্রাপ্তির কথা আর কি [illegible]?

[illegible] মহানিদিগণ কি যে [illegible] করিয়া গিয়াছেন, [illegible] একটু [illegible]

[illegible] শ্রীহরিকথা [illegible] তাঁহাদের [illegible] করেন, [illegible] তাঁহাদের [illegible] আর তাঁহা [illegible] বুদ্ধি থাকে না। [illegible] অবহিত হইয়াছেন। [illegible] জীবের পরম [illegible] করেন। কৃষ্ণপ্রেমই [illegible] পরম [illegible]। এই পঞ্চম পুরুষার্থে [illegible] জীব চরম কল্যাণ [illegible] করেন। [illegible] বা ত্রিতাপ হইতে [illegible] লাভ করিলেও যদি [illegible] বা [illegible] না হয়, তাহা হইলে [illegible] অনর্থ [illegible] আর কিছুই নহে। তাহা জীবের পরম অকল্যাণ মাত্র। ভোগে বা ত্যাগে নিত্য কল্যাণ নাই একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমলাভেই জীব আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের অধিকারী হইয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারেন। সুতরাং এত বড় অমূল্যনিধি যাঁহারা অকাতরে বিতরণ করেন, না চাহিলেও যাঁহারা জোর করিয়া ব্রহ্মার দুর্লভ বস্তু যারে তারে বিলাইয়া দেন, তাঁহারা যে কত বড় পরদুঃখদুঃখী, কত বড় দয়ালু—কত বড় দাতা—জীবের কত বড় মঙ্গলবিধাতা, তাহা বিচার করিলে কৃত-[illegible] আর [illegible] এই [illegible] বাহির হইয়া [illegible] —

[illegible]

[illegible]॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] [illegible] অন্য [illegible] [illegible] করিতে পারেন না, [illegible] আমার [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] তিনি [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্মের [illegible] কাঁদিয়াছেন। [illegible] [illegible] ছিল [illegible] [illegible] প্রচার [illegible] কাল [illegible] হৃদয়ে [illegible] জগতে [illegible] কাছে [illegible] লোকে [illegible] [illegible] ঠাকুর [illegible] করিয়া আমাদের [illegible] করিলেন। কেহ [illegible] [illegible] করেন না, [illegible] করেন না, [illegible] করিয়াছেন [illegible] তিনিই জগতের [illegible]। [illegible] কৃপায় [illegible] ধনে মানে [illegible] আজ [illegible] বিভূষিত এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

ঠাকুর মহাশয় যে মহানিধির সন্ধান প্রদান করিয়াছেন, তাহার নিকট জগতের যাবতীয় লোভনীয় বস্তু—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব—কৈবল্যসুখ প্রভৃতিকে নরক সদৃশ জ্ঞান করাইয়া দেয়।

ঠাকুর মহাশয় তাঁহার যে অমূল্যনিধি দান করিয়া গিয়াছেন, কোটি [illegible] [illegible] দাতাগণের দানের তুলনা হইতে পারে না। জগতের দানে শোক, মোহ, [illegible] অভাব, হিংসা, ও মৃত্যু আছে, কিন্তু তাঁহার দান—অশোক, অভয়, অমৃত। [illegible] দানে অর্থিগণের অভাব [illegible] করিতে পারে না, [illegible] অভাবে [illegible] দান [illegible] অভাবের [illegible] আকাঙ্ক্ষার [illegible]। তাহা [illegible] দেয়, [illegible] করিয়া নিত্য [illegible] প্রদান করিয়া থাকে। তিনি যে [illegible] [illegible] তাহা [illegible] অভিধান [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]।

ঠাকুর মহাশয় [illegible] করিয়াছেন [illegible] [illegible] [illegible] থাকে না। [illegible] তাহা [illegible] হয়। [illegible] [illegible] না, [illegible] তাঁর [illegible]।

[illegible] একটি [illegible] বৈষ্ণবজগতে [illegible] এই যেন [illegible] এবে [illegible] [illegible] হইয়াছেন, [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible]

না

[illegible] তাঁহাকে [illegible]।

[illegible] প্রভুর পাদপদ্ম-দর্শন [illegible] না ঘটিলেও তাঁহাকে [illegible] নিরন্তর [illegible] [illegible]। তাঁহার বাণী—আমাদের [illegible] ধ্রুবতারা, তাঁহার বাণী—সাক্ষাৎ [illegible] বাণী, তাঁহার বাণী,—চৈতন্যবাণী, [illegible]

চিত্তদর্পণমার্জনকারিণী, তাহা ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণ করেন। তাহা বিদ্যাবধূর জীবন। এই বাণী ভক্তিসিন্ধুবিবর্দ্ধন করেন এবং প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন প্রদান করেন। এই বাণী সর্ব্বাত্মস্নপনকারিণী বলিয়া সাধুগণ ইহাতে সতত নিমগ্ন হইয়া থাকেন। এই বাণী বিদ্বজ্জনের আকর্ষণকারিণী। নিষ্কপট না হইলে ইহার মর্য্যাদা কেহ বুঝিতে পারে না। যাঁহারা উচ্চিষ্ট গর্ত্তে রমণশীল ব্যক্তি-গণ নিষ্কপটতার মানস-সরোবরের প্রতি আকৃষ্ট হন না। সুতরাং অভক্ত ইহাতে প্রবেশ অধিকারী।" যাহারা ইহার মর্য্যাদা বুঝিল না, তাহারা মায়ার ক্রীতদাস, সুতরাং নিতান্তই দুর্ভাগা। যাহারা নিষ্কপটে ঠাকুর মহাশয়ের বাক্য, জৈবধর্ম্ম, চৈতন্যশিক্ষামৃত, আত্মসন্ধান তত্ত্ব-সূত্র প্রভৃতি শত শত গ্রন্থের মর্ম্ম দিয়া আমার বাণী গঠিত হইয়াছে, তাহার এক কণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা সচ্চিদানন্দতত্ত্বে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন না।

তাঁহার দয়া—ভক্তিবিনোদিনী দয়া, অমন্দোদয়া দয়া। তাঁহার দয়ার কথা অন্যকণ্ঠে গান করিয়া জগতের দ্বারে দ্বারে উচ্চনিনাদে জানাইয়া দিতে পারিলে জগতের তাবৎ দয়ালুগণ নিজ নিজ স্থানের দুঃখ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সন্দেশবাহক হইতে সে যোগ্যতা লাভ করিবেন। এমন কি ব্রহ্মলোক উপরি অধঃ চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিয়াও তাহার বিন্দুমাত্র সন্ধান পাওয়া যায় না, এ দয়া সেই মহা মহা-অলভ্য

[illegible] প্রদর্শনকারিণী [illegible] বিতরণকারিণী। তিনি ইচ্ছা করিয়া বলেন, "কলাধেকল্প তরে প্রেমামৃত ফল জগতের প্রত্যেককে বিতরণ করি। তাহাদের [illegible] অভাব, অসুবিধা, দুঃখ, ক্লেশ, শোক, তাপ বিদূরিত করিয়া, নিত্যধামে এ কথা দিব। আজ কাহার সেই আকাঙ্ক্ষা [illegible] হইয়াছে। তাঁহার পাদপদ্মের নিত্য [illegible] কৃপায় আজ ঘরে ঘরে [illegible] গাহিতেছে—কোটিকণ্ঠ

আজ সমস্বরে ভক্তিবিনোদ প্রেম বন্দন করিতেছে। আমিও তাহাদের সুরে সুর মিলাইয়া সেই [illegible] প্রণাম করিতেছি—

[illegible] সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

বিরহ-বিনোদ

(শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যা বিনোদ বি.এ)

'বিরহ'—নির্ম্মম, কঠোর, নিরস, অপ্রিয়, অসহ্যবিষ্কারক অস্থায়ী ভাব মাত্র—এইরূপ অভিজ্ঞতাময়ী জড়বিরহভাবনা যাহার নাম, রূপ, গুণ, [illegible] বৈশিষ্ট্য-লীলাত্মক মূর্ত্তিআদর্শ বিদূরিত করিয়া বিরহ ব্যাপারকে মমতার সীমা [illegible], উৎসবময়, সরস, মূর্ত্তিমান প্রেয়ের পরাকাষ্ঠা ও স্থায়িভাবের পূর্ণতারূপে প্রতীত করাইয়াছে, স্বয়ংরূপ নবীন প্রকাশ শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রাকট্যবিগ্রহ সেই নদীয়া প্রকাশ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আবির্ভাবদিবসে তৎপাদপদ্মের বিরহ লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

আমরা আমাদের পঞ্চক্রম ও পুরুষোত্তম অধিমাসের অ [illegible] দিবসে [illegible] দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের এক সেবকাভাসকে সেই শুভতিথিতে অঞ্জলী [illegible] অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণকান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] সমস্ত জগতে [illegible] ভক্তি-বিনোদধারা ভারতীর এক কণ আস্বাদন করিবার প্রয়াস পাইব।

শুদ্ধভক্তিপথপ্রদর্শকের মতি ভক্তিকে একমাত্র প্রেয়োরূপে জানাইবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের [illegible] হইয়াছিল, আবার তাঁহার [illegible] কটাক্ষে আবির্ভাবের তিনি ভক্তিকে অধিকতর প্রেয়োরূপে জানাইবার বিরহ বিনোদ করিয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মূর্ত্ত আদর্শে আমরা দেখি—ভক্তি সম্ভোগবাদ নহে। সম্ভোগে আনে-পথ, তাহা যে আকারেই [illegible] হউক না কেন, কিন্তু আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্ভোগের লীলা, নিত্যই আত্মার যে স্বভাবতঃ বিচ্ছেদভাব, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি, তাহাই বিপ্রলম্ভ বা বিরহ। এইরূপ বিপ্রলম্ভে স্বাভাবিক প্রেমোজ্জ্বলই ভক্তির বিনোদন করিয়া থাকে তাই আমরা ভক্তিবিনোদের আদর্শে অপ্রাকৃত বিরহ-বিনোদ—যাহা শ্রীরূপশিক্ষার একমাত্র প্রাপ্য পথে বিনয়, তাহা দেখিতে পাই।

আমরা মঙ্গলাচরণে বলিয়াছি, অপ্রিয় বিরহকে যিনি প্রেয়োরূপে, নিরস বিরহকে যিনি মমতার সীমারূপে, নিরস বিরহকে যিনি রসপরাকাষ্ঠারূপে, অসহ্যবিষ্কারক বিরহকে যিনি একমাত্র নির্ম্মল জীবস্বরূপের সহজ স্বভাবরূপে, অস্থায়িভাববিরহকে যিনি স্থায়িভাবের অবধিরূপে, ভাবনার অতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত শুদ্ধসম্ভোজ্জ্বল ভূমিকায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি ভক্তিবিনোদন-কারী—তিনিই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

আমাদের সেইদিনই সত্য সত্য [illegible] ভক্তিবিনোদের বিরহ উৎসবের আরাধনা হইবে, যেদিন ভক্তিবিনোদাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত সমচিত্তবৃত্তি হইয়া আমরাও বিরহবিনোদ করিতে পারিব—যেদিন আমাদের ভক্তিতে কেবল শ্রেয়োজ্ঞান ভিত্তি নহে—ভক্তিতে স্বাভাবিক প্রেয়োজ্ঞান উদিত হইবে।

বিপ্রলম্ভ বা অপ্রাকৃত বিরহ জিনিষটী 'প্রেয়ঃ' 'শ্রেয়ঃ' মাত্র নহে। শ্রেয়োবিচার-পূর্ণা ভক্তির স্বাভাবিকী অপ্রতিহতা গতি মাত্র, তাহা শাসনচালিতা। শ্রেয়োভক্তি শ্রীনারায়ণের সেবা পর্য্যন্ত করিতে পারে, প্রেমাবনোদন করিতে পারে না—একমাত্র প্রেয়োভক্তিই কৃষ্ণবিনোদনে সমর্থা, প্রেয়োভক্তিই প্রেম, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই প্রেয়োভক্তির মূর্ত্ত অবতার।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তার না করিলে বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্যজগতে অকৃত্রিমভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কোনও সন্ধানই পাইতেন না,—ইহা কিরূপ প্রত্যক্ষ অনুভবযোগ্য সত্য, তাহা বলিবার মূর্ত্তিমতী ভাষা আমার সপরিকর শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অলৌকিক আদর্শ ব্যতীত অন্যত্র দেখিতে পাই না। প্রাণময়তা—আত্মার অনুভবময়তার অগ্নিময় মন্ত্রগুলি জগতের লোক বুঝুক আর নাই বুঝুক, তাহা বিরহ-মহাযজ্ঞের একমাত্র সমিধ্। আমরা বিরহ-পূজার দিনে সেই সমিধ্ কিছু আহরণ করিতেছি—

বিস্তারিয়া নিজশক্তি, কলিরাজ প্রেমভক্তি,
আচ্ছাদিল যে মন্দকণে।
দয়াল গৌরাঙ্গহরি, জীবদুঃখ মনে স্মরি'
পাঠাইল এক নিজ জনে ॥
যেহেন সময়ে কলি, মায়াবাদ অস্ত্রে ছলি'
কৃষ্ণভক্তি আচ্ছাদন কৈল।
তাঁহারে দুর্ব্বল পেয়ে, মিছা যুক্তি ছাঁচ লয়ে
ভবসাগরেতে ডুবাইল ॥
বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তিমান্, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্
সম্ভোগের পুষ্টির লাগিয়া।
প্রচারিল নিজ তত্ত্ব প্রকাশিয়া শুদ্ধ সত্ত্ব
ভজ কৃষ্ণ মায়াকে ছাড়িয়া ॥
মায়াবাদ উপদেশ গৌরাঙ্গ দাসের বেশ,
গ্রহণ করিয়া কলিরাজ।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়াইয়া সম্ভোগের দাস হইয়া
দেখাইল ছায়া প্রেমসাজ ॥
কখন বাউল ব্রত, কখন নাগরী মত
নেড়া সহজিয়া কর্ত্তাভজা।
প্রাকৃত-সম্ভোগ কথা, প্রচারয় যথা তথা,
নাগরীর গৌরভক্তিধ্বজা ॥
কালরূপ হয়ে কেহ, আপনাতে গৌরদেহ
প্রকাশ করয়ে অবতার।
কেহ বলে, আমি গুরু আমাকে ভজন কুরু
কামিনী কাঞ্চন আমি সার ॥
গৌরভাব নাশ করি, কপি ভাসাইল তরি,
নবদ্বীপ প্রেম ছলে।
সখীদেহী গৌরহরি লইয়া জড়ের মজা
মাতিল আনন্দে কুতূহলে।
কেহ বলে বিষ্ণুপ্রিয়া হও নিজ প্রাণ দিয়া
কপাল্যা পা ত্যাগ করি'।
রাধাদেহ সেবা ত্যজি' দিব সখি কাম ভজি'
প্রাকৃত ভোগের পথ ধরি' ॥
ভূতপ্রেত বাস লয়ে গৌরপ্রেমে নিশাইয়ে
নিজ দোষে পড়িল গৌরাঙ্গে।
ভজ ভাই গৌরহরি যাহাহতে নিজ হরি
বলে তোরা হরি সঙ্কীর্ত্তনে ॥
পাষণ্ডের মত তাতে অন্য নাহি পথ
তাহাতে আমার কার্য্য নাই।
ভক্তের আছে সুখ, প্রেমিকা সম্ভোগ সুখ
তাই ভক্তি সোপান নিতাই ॥
ভক্তিবিনোদ নিজ, প্রেমধন সর্ব্বস্ব
আপনে আসিয়া গৌরহরি।
নবোত্তমপদ অনি, মায়াপুরে প্রেমা হরি
বসাইল আনি নিজ ঘরি ॥
রূপপ্রদর্শিত পথ স্বচরিত্রে যথাযথ
জগজ্জীবে দেখাইল।
ভক্তিবিনোদপদ্মিত, প্রেমভক্তিসমন্বিত
উপদেশামৃত তার সিক্ত ॥
শ্রীগৌরবিমুখ যার, মায়াবদ্ধ প্রেমাধার
ভক্তি বিনোদ দেখে যারে।
সংসারের দেখি' গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি
বাতুলাদি [illegible] হরে ॥
অনর্থিত' জড়ভাব, ক্ষণভাবে ব্রজলাভ
অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তি শুদ্ধ ধারা দেখি ঝরিলাম জ্ঞানা
অন্ধের দশায় ভবে সুখে ॥
গদাধর দিন ধরি পাঠাইল গৌরহরি
ভক্তিবিনোদ প্রভুরে।
উপদেশামৃতধারা দিক্ত করে ভবকারা
সুখযুক্ত হয় যেন নরে ॥

সুহৃদ্বর্গের সুখসঙ্কল্প ভক্তিবিনোদ-নাম, রূপ, গুণ, পরিকরলীলার কীর্ত্তন বা অনুস্মরণই বিরহ উৎসব বা বিরহবিনোদের যোগ্য উপাদান, ইহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি। কারণ ভক্তি-বিনোদ প্রভুর শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন—শ্রীচৈতন্যবিদ্যা বিতারেই একমাত্র প্রয়োজন ছিল, নিত্যকাল তাহাতেই তাঁহার বিনোদ।

'ভক্তিবিনোদ'-নাম সচ্চিদানন্দ-প্রেমার পরিচয় করাইয়া দেয়, ভক্তিবিনোদরূপ, শ্রীরূপের স্মরণ করাইয়া দেয়, ভক্তিবিনোদ-স্বরূপ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপের সন্ধানের সহিত গৌরশক্তিস্বরূপের নির্দ্দেশ করে। ভক্তিবিনোদগুণ সর্ব্বগুণমণি শ্রীবার্ষভানবীর গুণস্মরণের সহিত কৃষ্ণাকর্ষকত্ব ও কৃষ্ণে জগদাকর্ষকত্ব প্রদর্শন করে। ভক্তিবিনোদপরিকর শ্রীগৌরকিশোর শ্রীচৈতন্যবাণীর সহিত শুদ্ধ আম্নায় ও আম্নায়ানুগ বিশ্বের পরিচয় প্রদান করে। শ্রীচৈতন্যবাণীকীর্ত্তনকারীই ভক্তিবিনোদপরিকর। শ্রীচৈতন্যবাণীসেবায় প্রেয়োবুদ্ধিযুক্ত বিশ্বই ভক্তিবিনোদপরিকর। ভক্তিবিনোদলীলা বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভপরিপোষকতার নবনবায়মানতা আবিষ্কার করে—বার্ষভানবীর বিপ্রলম্ভমাধুরীর সৌন্দর্য্য প্রকট করে। ভক্তিবিনোদনাম-রূপ-গুণ পরিকর ও লীলা অভিন্ন বস্তু, সকলই ভক্তির বিনোদনকারী—সকলই অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বা বিরহের বিনোদনকারী। সুতরাং যথার্থ ভক্তিবিনোদপরিকরের হৃদয়ে ভক্তিবিনোদবিরহ গৌরকৃষ্ণকীর্ত্তনোৎসবময়। বিশ্ব ভক্তিবিনোদপরিকরত্বে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে নিত্যানন্দোৎসবময় পারিবেন, নতুবা উৎসবময়—শান্তিময়—অমৃতময় হইবার আর কোনও সহজ অবার্থ সহজ সুখসাধ্য উপায় উপেয় নাই। শ্রীচৈতন্যবাণীসেবায় এই ভক্তিবিনোদপরিকরত্ব লাভ হয়। আমরা যেন শ্রীচৈতন্যবাণী সেবা করিতে করিতে গৌরকিশোরসম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তিবিনোদপরিকরত্ব লাভ করিতে পারি—বিনোদপরিকরগণের [illegible] আমাদের ইহাই নিতান্ত নিষ্কপট প্রার্থনার বিষয় হউক।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-দশকম্

(গৌড়ীয় ৭ম বর্ষ ৪৬ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

অমন্দকারুণ্যগুণাকরশ্রী-
চৈতন্যদেবস্য দয়াবতারঃ।
স গৌরশক্তির্ভবিতা পুনঃ কিং
পদং দৃশোর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমজ্জগন্নাথপ্রভুপ্রিয়ো য
একাত্মকো গৌরকিশোরকেন।
শ্রীগৌরকারুণ্যময়ো ভবেৎ কিং
নিত্যং স্মৃতৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ২ ॥

শ্রীনামচিন্তামণিসম্প্রচারৈ-
রাদর্শমাচারবিধৌ দধৌ যঃ।
স জাগরূকঃ স্মৃতিমন্দিরে কিং
নিত্যং ভবেদ্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৩ ॥

নামাপরাধৈ রহিতস্য নাম্নো
মাহাত্ম্যজাতং প্রকটং বিধায়।
জীবে দয়ালুর্ভবিতা স্মৃতৌ কিং
কৃতাসনো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৪ ॥

গৌরস্য গূঢ়প্রকটালয়স্য
সতোঽসতো হর্ষকুনাঢ্যয়োশ্চ।
প্রকাশকো গৌরজনো ভবেৎ কিং
স্মৃত্যাস্পদং ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৫ ॥

নিরস্য বিঘ্নানিহ ভক্তিগঙ্গা-
প্রবাহনেনোদ্ধৃতসর্ব্বলোকঃ।
ভগীরথো নিত্যধিয়াং পদং কিং
ভবেদসৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৬ ॥

বিশ্বেষু চৈতন্যকথাপ্রচারী
মাহাত্ম্যশংসী গুরুবৈষ্ণবানাম্।
নামগ্রহাদর্শ ইহ স্মৃতঃ কিং
চিত্তে ভবেদ্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৭ ॥

প্রয়োজনং সন্নভিধেয়ভক্তি-
সিদ্ধান্তবাণ্যা সমমত্র গৌর-
কিশোরসম্বন্ধযুতো ভবেৎ কিং
চিত্তং গতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৯ ॥

শিক্ষামৃতং সজ্জনতোষণীঞ্চ
চিন্তামণিঞ্চাত্র সজৈবধর্ম্মম্।
প্রকাশ্য চৈতন্যপ্রদো ভবেৎ কিং
চিত্তে ধৃতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৯ ॥

অষাঢ়দর্শেঽহনি গৌরশক্তি-
গদাধরাভিন্নতনুর্জহৌ যঃ।
প্রপঞ্চলীলামিহ নো ভবেৎ কিং
দৃশ্যঃ পুনর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ [illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী এম, এ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible]জন, স্বীয় প্রভুর মনোভীষ্ট স্থাপনের জন্য এই দেবীধামে স্বীয় ভুবনমঙ্গল প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অভাব সুসম্পাদনপূর্ব্বক গৌরপ্রেষ্ঠ আচার্য্যবর অষ্টাদশ বৎসরের পূর্ব্বে অন্ধকার তিরোভাব মঙ্গলময় অপ্রকটলীলা প্রদর্শন করিয়া স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। আচার্য্যের অপ্রকট উৎসব শোকপ্রকাশ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না। আচার্য্যের প্রাকট্য এবং তিরোভাব উভয়ই সম্পূর্ণ মঙ্গলময় ব্যাপার। মর্ত্ত্যজীবের জন্মমরণরূপ অনর্থের সহিত উহার সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও উহা চিন্ময় উপাদেয় লীলা এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ কেবল সেবোন্মুখ চিত্তেই প্রতিভাত হইবার যোগ্য।

আচার্য্যের সেবাময় বিগ্রহের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পারমার্থিক প্রভাব ইহ জগৎ হইতে অপসারিত হয়—এরূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রসঙ্গত নহে। শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিত্যপার্ষদগণ সর্ব্বত্র নিত্যকাল বিদ্যমান আছেন। প্রাপঞ্চিক বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুর অন্তর্য্যামিসূত্রে শ্রীগৌরসুন্দর ইহ জগতেরও সর্ব্বত্র লীলাপরায়ণ হইয়া সপার্ষদে নিত্যকাল বিরাজিত রহিয়াছেন। প্রকটলীলা অপ্রকটলীলারই বৈশিষ্ট্যমাত্র। ভগবল্লীলায় প্রাপঞ্চিক আরম্ভ কিংবা প্রাপঞ্চিক অবসান নাই।

আচার্য্যের অপ্রাকৃত চরিত্র ভগবৎকৃপায় যাঁহাদের [illegible] বিষয় হয়, তাঁহারাই আচার্য্যের [illegible] প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বীয় আনুগত্যময় আচরণে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হন। আচার্য্যের ক্রিয়া আচারহীনের দ্বারা [illegible] হয় না। অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও প্রকৃত দৈন্য ও শ্রদ্ধার সহিত অনর্থমুক্ত ভক্তের শ্রীমুখে ভক্তচরিত্রকীর্ত্তন সাবহিত হইয়া শ্রবণ করিলে সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ক্রমে অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভে অধিকারী হইতে পারেন। তাহার ফলে তাঁহার অগ্রে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে এবং শ্রীগুরুচরণে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি অনর্থমুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত সেবা লাভ করেন। শ্রীগুরুর সম্পূর্ণ আনুগত্যে আচার্য্যের চরিত্র বর্ণন তখনই তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আদর্শ গৃহস্থের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরমহংসই একমাত্র আদর্শ গৃহস্থ। যে গৃহস্থ আদর্শ পরমহংস আদর্শের যে পরিমাণে আনুগত্য প্রকাশ করেন, তাহা সেই পরিমাণে প্রকৃত আদর্শ [illegible] যোগ্য।

বৈষ্ণব [illegible] কিংবা বর্ণের অন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ নহেন। তিনি বর্ণীশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও নহেন। তিনি বর্ণীই নহেন। তিনি অন্ত্যজও নহেন। যে অবস্থা দৈববর্ণাশ্রমের সাধ্য, তাহাও জাগতিক [illegible] মাত্র। জগতের কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট [illegible] বৈষ্ণবতা নহে।

যাঁহারা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে আদর্শ গৃহস্থ বিচার করেন তাঁহারা যদি তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণের অন্তর্গত জাগতিক লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্র কল্পনা করিয়া নিজেদের অনর্থযুক্ত বর্ণাশ্রমান্তর্গত গৃহস্থ জীবনকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্রের অনুসরণ বলিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্রের তদপেক্ষা অধিকতর নিন্দা সম্ভব নহে।

যে কোন অবস্থায়ই ভগবানের সেবা সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া গৃহস্থ মাত্রই ভগবানের সেবক, এরূপ নহে। স্বীয় উপলব্ধি যাঁহার নাই, তাঁহার কোন আশ্রম বিশেষ অধিকার দ্বারা ভগবৎসেবা সম্ভব নহে। শ্রীগুরুকৃপায় যাঁহার স্বরূপোপলব্ধি হইয়াছে, কোন জাগতিক বর্ণাশ্রম আদি তাঁহার ভগবৎসেবার প্রতিকূল হইতে পারে না। বাহিরের পরিচয়ের কোন মূল্য নাই। উহার পারমার্থিক মূল্য শ্রীগুরুকৃপাপ্রদত্ত।

হরিগুরুবৈষ্ণবে দৃঢ় শ্রদ্ধা না হইলে এই সমুদয় কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইতে পারে না। দম্ভ সহকারে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া অনর্থযুক্ত বাতুলতা মাত্র। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রানুশীলন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত জনগণের অমূল্য সম্পত্তি। যাঁহারা ঠাকুরের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক কিংবা অসমর্থ, তাঁহারা [illegible] একজন সাধারণ জন্মমরণশীল ব্যক্তিবিশেষ কল্পনা করিয়া তাঁহার প্রকৃত দর্শন হইতে বঞ্চিত হইবেন, ইহাই শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্ত। ঠাকুরের প্রকৃত চরিত্র অবগত হইতে হইলে সদ্গুরুচরণে ঐকান্তিক আশ্রয়প্রাপ্তি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। মুকুন্দপ্রেষ্ঠ আচার্য্যবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট বাসরে এই অতি প্রয়োজনীয় উপদেশটি নিরপেক্ষভাবে অনুধাবন [illegible] তদ্দ্বারা সকলেরই নিত্যকল্যাণ লাভের সম্ভাবনার উদয় হইতে পারিবে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভোগের আশার বিশ্বে সেবার ব্যবস্থা
কে তুমি, আনিলে ওগো অতিমর্ত্ত্যজন!
প্রজ্জ্বলিত বহ্নিদগ্ধ হৃদয়ের ব্যথা
নিবাইতে-শান্তিবারি করিয়া বর্ষণ?

দেহ-মনোধর্ম্ম যবে হইয়া প্রধান
আত্মধর্ম্মে আবরণ করিল সংসারে;
হেনকালে জৈবধর্ম্মে ওহে মহাজন!
জাগাইলে জীবগণে,—শ্রীনাম প্রচারে।

নবদ্বীপে মায়াপুর ছিল গুপ্ত যাহা!
গৌরাঙ্গ-প্রকটভূমি, ওহে গৌরজন!
গৌরাঙ্গ [illegible] তুমি প্রকাশিয়া তাহা
প্রভুনিত্যসেবা তথা করিলে স্থাপন
পুনঃ যত দুষ্টমত করি' বিনাশন,
ভকতিবিনোদ তুমি, তোষিলা সজ্জন

সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া ওহে পারঙ্গত!
বিরচিলে বহুগ্রন্থ বিবিধ ভাষায়,
শাস্ত্রের নিগূঢ় [illegible] সিদ্ধান্তসঙ্গত
পড়িয়া শুনিয়া লোক ভক্তিরস [illegible]
দশবিধ অপরাধ করি' বিশ্লেষণ,
নামের স্বরূপ ওহে [illegible]!
জানাই [illegible] কৃষ্ণপ্রেমধন
করিলে সুলভ তুমি জগতে [illegible]
জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন
সকল জীবের কৃত নিত্য [illegible],
আচরি প্রচারি ওহে [illegible]
শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট করিলে স্থাপন
বিনোদবিহারী কৃষ্ণ যে ভক্তির বশ
ভকতিবিনোদ সেই গায় কৃষ্ণযশঃ॥

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের [illegible] লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

[illegible]র ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। [illegible]০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

[illegible]কেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত [illegible]। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন [illegible], বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারস ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত [illegible] প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত [illegible] ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক ভিক্ষা ০ আনা মাত্র

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণব জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি [illegible] বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভ

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্থন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভু বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীবাস মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ বর্ষ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, কথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-সংস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসব দি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ সহকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহমদসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবৈষ্ণবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধব দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গৌরদাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদাসবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মাকর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভূমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ড, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দে ঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কাবড়ালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

মারোলিতে মহাত্মা গান্ধীর বাণী

মহাত্মা গান্ধী, খান আবদুল গফুর খান ও শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত বরোদা রাজ্যের মারোলী ষ্টেশনে ১৭ই জুন পৌঁছিলে কয়েক ঘণ্টা কালের জন্য নামিয়া কস্তুরী বাঈ বয়স বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। শ্রীমতী মিথুবেন পেটিট উক্ত বয়স বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী তথায় এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রদান কালে বলেন যে, শ্রীমতী মিথুবেন পেটিট বোম্বাইয়ের একটি সুপ্রসিদ্ধ পার্শী পরিবারের মহিলা। যিনি প্রত্যহ বারকয়েক গাড়ীর বিদেশী বস্ত্রের বেশ পরিবর্ত্তন করিতেন। তিনি যে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে কাজ ও তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে কাপাকাটা, বস্ত্র বয়ন ও অন্যান্য শিল্প শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নয়নাদে ও মোটা খদ্দরে ভূষিত হইয়া এবং রৌদ্রতাপের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া দিবারাত্র গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, একথা দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে বলিলে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। অতঃপর মহাত্মা মাদক দ্রব্য নিবারণ আন্দোলন সম্পর্কে পার্শী সম্প্রদায়ের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া বলেন যে [illegible] ব্যবসায়ের আন্দোলন খদ্দর প্রচার [illegible] করিবেন। মদের দোকান [illegible] বড় বিপদের মতে। মাতাল [illegible] যদি মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ [illegible] তাহারা অবৈধভাবে মদ তৈরী করিবে এবং বক্তৃতার দ্বারা অবৈধভাবে মদ বিক্রয় চালাবে। তাহাদিগকে যদি কোনপ্রকার শাস্তি দিয়া নেওয়া না হয়, তবে তাহারা মদ্য-পান ত্যাগ করিবে না। সুতাকাটা, বস্ত্রবয়ন, চুনের ব্যবসায় ও জুতা তৈরী ইত্যাদি প্রকারের শিল্প যদি গ্রাম অঞ্চলে প্রবর্ত্তন করা যায়, তবে তাহারা অনেকের ধনী হইবে। তাহাদের নিজেদের মধ্যেও ঐক্য থাকিবে এবং তাহারা মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে। এই অঞ্চলে উক্তরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে। ভারতের সর্ব্বত্রই গ্রামেও এরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া উচিত। ইহাই স্বরাজের সাধন।

শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল সকলকে শ্রীমতী মিথুবেন পেটিটের কার্য্যের সহায়তা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান।

ময়মনসিংহে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

ময়মনসিংহ জিলা কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকেরা গাঁজা ও মদের দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছেন। পুলিশ একজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। থানার অফিসার কোনরূপ অশান্তিকর ঘটনা ঘটে নাই শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উক্ত স্বেচ্ছাসেবককে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শূন্যে দুঃসাহসের পরিচয়

সুইজারল্যাণ্ডের বৈমানিক ফার্ণার ১১৩৪০ ফুট উর্দ্ধে ডাফফ্রাউ নামক পর্ব্বত শিখর হইতে অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়া বিমানপোত যোগে অবতরণ করিয়াছেন। তিনি এই উচ্চদেশে ২।৩ বার বিমানপোত যোগে ঘুরিতে ঘুরিতে নিম্ন উপত্যকায় নামেন এবং তথা হইতে একটী গ্রামের নিকট অবতরণ করেন। এই বিপজ্জনক কার্য্যে তাঁহার ১ ঘণ্টা ৮৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল।

ব্রহ্মে বন্দীদের বিদ্রোহ

গত ১১ই জুন মিশালোবন সহরে বিচারাধীন বন্দীগণ বিদ্রোহী হইয়াছে তাহারা পাহারা আক্রমণ করিয়া কয়েকটি বন্দুক ও একপেটরা টোটা লইয়া যায় তাহার পর সম্মুখে কেহ আসিলেই তাহার পরি গুলী করিতে থাকে। তাহা ছাড়া একখানি স্পাইলট ট্রেণও তাহারা গুলী করিয়াছিল। কেহ আহত হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই।

প্রকাশ বিচারাধীন [illegible] হইয়া বিদ্রোহী হইয়া [illegible] পরাভূত করিয়া [illegible] বন্দুক কাড়িয়া লইয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ম্যাগুয়ের বাহিনীর একটী দল ট্রেণে চড়িয়া তাহাদিগকে রাস্তে ট্রেণ হইতে নামাবে। ফল প্রকাশ লুটতরাজ বা অগ্নিদাহ কিছু হয় নাই।

সংশ্লিষ্ট পলের জন বিচারাধীন বন্দী পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে চৌদ্দ জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক তাহারা সাব জেল হইতে ২৫টি বন্দুক ও ৮০০টি টোটা লইয়া গিয়াছে।

বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ

প্রোমের এক সংবাদে প্রকাশ, "সন্দাদা"গণের সহিত বোঝাপড়ার ফলে ১২ জন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এবং অবশিষ্ট বিদ্রোহীরাও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

তাহাদের একদল ঐ মেলায় লুট করিয়াছে। তাহাদের নেতা গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে মৌবিন ও থায়াবাড় হইতেও ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পায়াওয়াডিতে দশজন বর্ম্মী কর্ত্তৃক এক ভারতবাসী আক্রান্ত হইয়াছিল। একজন ভারতবাসী বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছেন। দুই জন বর্ম্মী ধৃত হইয়াছে। কোন সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয় নাই। পেগু বিভাগের একজন ভারতীয় ওভারসিয়ার হেনজাদায় এক ডাকাতি সম্পর্কে গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। তাঁহাকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। খাকী হাফ প্যাণ্ট, সার্ট ও টুপী পরিহিত ২ জন বর্ম্মী বন্দুক লইয়া বেসিনে এক বাড়ী ডাকাতি করিয়াছে এবং প্রায় পাঁচ টাকা লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। তারা তিনজনকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরে ছাড়িয়া দিয়াছে।

লিবারেল শ্রমিক বৈঠক

গত ১২ই জুন ১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে প্রধান মন্ত্রী ভবনে শ্রমিকমন্ত্রী এবং লিবারেল বন্ধুদের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ভূমি-কর বিষয়ক বিল লইয়া যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে যাহার ফলে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পতন সম্বন্ধে শঙ্কা দেখা দিয়াছে—তাহা নিবারণ করার উদ্দেশ্যেই এই বৈঠক।

উভয় দলের মতে সামঞ্জস্য আনিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত এই আলোচনা চলিবে।

ব্রহ্মদেশে অশান্তি

ব্রহ্মে লুটতরাজ

প্রকাশ যে, প্রোম জেলায় জন বিদ্রোহী এবং ২ জন গুপ্তচর ধরা পড়িয়াছে।

হেনজাদা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত ১৩ই জুন রাত্রে ২০ জন লোক একটি সেতু নষ্ট করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল। বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায় নাই এবং উহা সরকারী কিম্বা রেলওয়ে সেতু, তাহাও জানা যায় নাই। থায়াটমো, পায়াওয়াডি হেনজাদা এবং ইনসিন হইতে কতক গুলি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পায়াওয়াডিতে ডাকাতেরা একটি গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছে এবং একজন গ্রামবাসীকে আহত করিয়াছে। গিয়াপনে কর্ম্মীগণ চাটথা বাসী একজনের বাড়ীর সামনে বিস্ফোরক এবং মাদুরাজিমিয়াতে ভারতীয়দের বাড়ীর গাদা ও গোলাঘর লুণ্ঠন করিয়াছে এবং ৩ জন ভারতীয় প্রতিরোধ করিতে গিয়া আহত হইয়াছে।

পায়াওয়াডি, হেনজাদা থিরেটমিও, মৌবিন ও ইনসিন জেলা হইতে ১৮টী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা দা নিয়া এবং কোন কোন স্থলে বন্দুক নিয়া ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল। লুণ্ঠিত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ৩০০০৲ টাকার কম হইবে না। পায়াওয়াডি জেলার একজন, ইনসিন জেলার ২জন ও হেনজাদায় ১জন এই ৪জন ডাকাতের হস্তে আহত হইয়াছে। থিরেটমিও জেলার কামা সহরে ৪জন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে। হেনজাদায় একটী পুল নষ্ট হওয়ার সংবাদ মিথ্যা।

"সর্দ্দার ভগৎ সিং" পুস্তিকার জন্য খানাতল্লাস

প্রকাশ, ত্রিবেণীপ্রসাদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ডে, দে, সান্যাল কর্ত্তৃক লিখিত "সর্দ্দার ভগৎসিং" নামক পুস্তিকাখানির খোঁজে পুলিশ লোহাবাদে চাঁদ প্রেসে একটী পুস্তকের দোকানে, ও যুক্ত সান্যালের বাড়ী খানাতল্লাস করে। উক্ত সান্যালের বাড়ী হইতে কয়েক সংখ্যা বন্দীর জীবন, প্রেস ও পুস্তকের দোকান হইতে উক্ত পুস্তকের কয়েক সংখ্যা পুলিশ পাইয়াছে।

মাদারীপুরে মুসলমানদের যুক্ত-নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সমর্থন

বাঙ্গলায় প্রায় ৮ লাখ মুসলমানের ধর্ম্মগুরু মৌলানা পীর বাদসা মিঞা ও ফরিদপুরের নেতা আলহাজ যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থার সমর্থন প্রচার করিবার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিতেছেন। আঞ্জুমান-ই-ইস্লামিয়ার সেক্রেটারী মৌলবী আবুল ফজলের সভাপতিত্বে মাদারীপুরের মুসলমানদের এক সভায় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় বিপুল ভোটাধিক্যে যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সমর্থিত হয়।

ভারতে এম, এন, রায়

প্রকাশ, সি, আই, ডি, পুলিশ এম, এন, রায়ের জন্য জোর অনুসন্ধান করিতেছে এরূপ প্রকাশ যে দুইমাস পূর্ব্বে তাহারা বেনারসস্থিত একটি হিন্দুস্থানী হোটেলে জনৈক ভদ্রলোককে দেখিতে পায়। এই মাসের প্রথম ভাগে নিশীথ রাত্রিতে উক্ত হোটেল ঘেরাও করিয়া উক্ত ভদ্রলোককে দণ্ডবিধির কয়েকটী ধারা বুঝাইয়া একখানি পরোয়ানা ও তিনি রায় বলিয়া তাঁহাকে একখানি ফটোগ্রাফও দেখান হয়। পরে জানা যায় যে, তিনি পূর্ণিয়ার জনৈক তালুকদার নগেন্দ্র বাহাদুর সিং।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ২রা আষাঢ় বুধবার ১৩৩৮, ১৭ই জুন ১৯৩১

নানা কথা

স্বরাজ ও অস্পৃশ্যতা

স্বরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের অবস্থা কি হইবে তৎসম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখিতেছেন যে, স্বরাজের রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন ধর্ম্মের উপরই হস্তক্ষেপ করা হইবে না এবং স্বরাজ আইনে অস্পৃশ্যতা স্বীকার করা হইবে না। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে নিজেকে অস্পৃশ্য করিয়া [illegible] নিজের কূপাদি ব্যবহার করিতে [illegible]। আচার বা ধর্ম্মের নামে কাহারও কোন প্রাধান্য দেওয়া হইবে না।

ডাকাতে পুলিশে লড়াই
তিনজন ডাকাত গ্রেপ্তার

বিকানীর রাজ্যে ধানবন নামক স্থানে পুলিশ একদল ডাকাতকে পাঁচঘণ্টাকাল ঘেরাও করিয়া রাখার পর তিনজন নামজাদা ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অবরোধের সময় উভয়পক্ষ হইতেই গুলী বর্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই, পুলিশ সংবাদ পায় যে, কতিপয় ডাকাতির সহিত জড়িত মহা সিং, নিহার সিং এবং সূর্য্য সিং ধানবনের অমৃত সিংএর থানায় লুক্কায়িত আছে। হরনাম সিং নামক এক হেড কনেষ্টবল, ৪ জন কনেষ্টবল ও স্থানীয় লোকসহ তাহাদিগকে ঘেরাও করে। ডাকাতরা গুলী করিতে থাকে, পুলিশও পাল্টা গুলি করে। [illegible]গকে আত্মসমর্পণ করিতে বলে, কিন্তু তাহারা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই।

প্রাতঃ ৭টা হইতে [illegible] প্রহর পর্য্যন্ত সঙ্ঘর্ষ চলিতে থাকে। অতঃপর দস্যুদল একটী সাদা পাগড়ি উড়াইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয়। তখন তাহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া হাত [illegible] চলিয়া আসিতে বলা হয়। তাহারা [illegible] করে। তাহাদের নিকট দুইটী রাইফেল, একটী দোনলা বন্দুক এবং কিছু কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে পুলিশের হেফাজতে রাখা হইয়াছে।

স্বরাজ ও অস্পৃশ্যত

ডাকাতে পুলিশে ভীষণ লড়াই.

তিনজন ডাকাত গ্রেপ্তার

এই দর্শনের মতে [illegible]

অর্ডিন্যান্সের কবলে

প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহীদের ছিন্নমুণ্ড

সন্ন্যাসী বেশধারীর কীর্ত্তি

গান্ধীজিকে রৌপ্য মসনদ উপহার

রাজবন্দীদের খাদ্য গ্রহণ

নৌকাডুবীতে দুইজন মহিলার সলিল সমাধি

৫০ জনের সর্দ্দিগর্ম্মী

প্রতিদ্বন্দ্বী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা

প্রকাশ গত ১২ই জুন বোম্বাইর উপকণ্ঠে এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাক্তার পট্টভি সীতারামায়া বলেন যে, যুবকেরা একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, কিন্তু গান্ধীজী ইতিমধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই গবর্ণমেণ্টের নাম কংগ্রেস রিপাব্লিক। এই রিপাব্লিকের সভাপতিকে বড়লাটের সহিত সমান ভাবে কথা বলিবার অধিকার ও যুদ্ধ-ঘোষণার পূর্ব্বে বড়লাটকে চরম পত্র দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের কঠিন প্রাচীরগুলি, অর্থাৎ সিভিল সার্ভিস, কাউন্সিল, আদালত লোকাল বোর্ড, স্কুল এবং খেতাবধারী দলকে বর্জ্জন করিতে হইবে।

অর্ডিন্যান্সের কবলে

রাজসাহী জজের পেস্কারের বাড়ীতে ডাকাতি সম্পর্কে হরিপদ বাক্‌চি, ব্যোমকেশ রায় ও আদ্যনাথ কর্ম্মকারকে অনেক দিন পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। প্রকাশ ১২ই জুন তাহাদের জামীন মঞ্জুর করা হয় কিন্তু কারাধারে তাহাদিগকে সংফো আইন অনুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হরিপদ বাক্‌চিকে রাজসাহী মেল ডাকাতির মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া দীর্ঘকাল জেলে আটক রাখিবার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ব্যোমকেশ রায়কে রাজসাহীতে প্রফেসরের বেতন লুট সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে আটক রাখিবার পর উক্ত ঘটনা সম্পর্কে প্রমাণ অভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আদ্যনাথ কর্ম্মকার বিগত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটী'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীর পাঁচন

সর্ব্ববিধ স্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

নবপ্রকাশিত

মদন মঞ্জরী

বিভিন্ন রকম ও বহুবিধ ঔষধি সংযোগে প্রস্তুত মদনমঞ্জরী বটিকা সেবনে অল্পদিনের মধ্যে ধাতুদৌর্ব্বল্য, মানসিক দুর্ব্বলতা, বাতরোগ, মুখ বড়কড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি নানা প্রকার বিশেষ উপকার হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৩০ বটী ২৲ এক টাকা।

"প্রমেহ-সঞ্জীবনী মৃত"

সুকঠোর রোগে বাহুল্যরোগ যারা আরোগ্য করিয়া পরিচালনা করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"স্ত্রী-স্বাস্থ্যবিধায়িনী অষ্টিনিক্স"

দীর্ঘস্থায়ী অসাধারণ প্রকার রক্তাল্পতা ধাতুদৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৩০ বটী ২৲ এক টাকা।"

ম্যানেজার আয়ুর্ব্বেদাশ্রম-ঔষধালয়, কেন্দ্রঔষধালয়

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৮৮নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হত হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত করিমদ্দু সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, শাটবোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৩নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

পেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল বুকলেট ইত্যাদি

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্ধতি ইত্যাদি

আর ৩ নং ও ৪ নং টাইপের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় আজ্ঞা দিলেই হয় প্রার্থনীয়।

ম্যানেজার—

২৪০।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নানা সন্দিগ্ধ-বিধ্বংসিনী জীবসমূহপ্রবোধিনী ভক্তিবিরোধিনী দুর্ব্বাসনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ ও শাখাসমূহ গৌড়ীয়মঠ—সকল অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের নিদানভূত।

ভিক্ষা প্রত্যেক ১৷৷০ আনা মাত্র।

প্রধান ম্যানেজার শ্রীল প্রভুপাদ প্রিন্টিং এণ্ড ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর—২রা আষাঢ় বুধবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(৫)

সারগ্রাহী বৈষ্ণবমহোদয়গণের মধ্যে বস্তুতঃ কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই। ভারবাহিদিগের মধ্যে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, সনক—এই চারি প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি প্রবল হইয়া কলহ সৃষ্টি করিলেও সার-গ্রাহীর মতে উহার সামঞ্জস্য দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যে চারিটী সম্প্রদায়গত ভেদ দৃষ্ট হইতেছে, উহা মূল বস্তুতত্ত্বগত ভেদ নহে; উহা কেবল বৈষ্ণবতত্ত্বের বিচিত্র ভাবের পরিচয়-মাত্র। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই চারি সম্প্রদায়ের মতকে ক্রোড়ীভূত করিয়া উহার চরম উন্নতাবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সমস্ত শ্রুতিবচনের সম্মান পূর্ব্বক যেমন সিদ্ধ হয়, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার নাম—'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব'। এই সিদ্ধান্তে সর্ব্বমতেরই সামঞ্জস্য আছে।

১৮টী দর্শনের বিচার

(১) চার্ব্বাক দর্শন

নাস্তিকের মধ্যে চার্ব্বাকই শ্রেষ্ঠ। এই দর্শনের মতে মানুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততদিন কেবল দেহ সুখের উপায় চিন্তা করিবে যথা,—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

চার্ব্বাকমতে দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই, প্রত্যক্ষ মাত্রই প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ নহে। কামিনী সম্ভোগ, উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ ও উত্তম বসন পরিধানাদি দ্বারা সমুৎপন্ন সুখই পরম পুরুষার্থ। দেহের সুখান্বেষণ ভিন্ন আর কিছু প্রয়োজন নাই। এই মতে চারিটী ভূত। এই মতাবলম্বিগণ আকাশকে ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না।

---

(২) বৌদ্ধদর্শন

এই দর্শন আধ্যাত্মিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। বৈভাষিকদিগের মতে—কিছুই নাই, সকলই শূন্য। কোন বস্তুই সত্য নহে, কারণ স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বস্তু জাগ্রতাবস্থায় দেখা যায় না, জাগ্রতাবস্থায় যাহা দেখা যায়, সুষুপ্তাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না, সুষুপ্তি অবস্থায়ও আর কিছু উপলব্ধি হয় না। সত্য হইলে সকল অবস্থারই দৃষ্ট হইত। যোগাচারমতে বাহ্য বস্তু মাত্রই অলীক, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞান-রূপ আত্মাই সত্য। সৌত্রান্তিকেরা বাহ্য বস্তুকে মানস ও অনুমানসিদ্ধ বলিয়া থাকেন। বৈভাষিকদিগের মতে—বাহ্য বস্তুসকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বৌদ্ধদিগের মতে দেবতা—সুগত, জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুই প্রমাণ এবং দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ—এই চারিতত্ত্ব। মার্গতত্ত্বই নির্ব্বাণ। চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্ণ ভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তাম্বর—এই কয়েকটী বৌদ্ধযতিধর্ম্মের অঙ্গ।

(৩) আর্হত দর্শন

আর্হতেরা দিগম্বর। ইহারা বৌদ্ধ-দিগের ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে সকল বস্তুই ক্ষণিক অর্থাৎ প্রথমক্ষণে উৎপন্ন ও দ্বিতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয় এবং আত্মাও ক্ষণিক ও জ্ঞানস্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই। আর্হতেরা এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। আর্হতমতে—আত্মা চিরস্থায়ী, জীবের পরিমাণ দেহসদৃশ, আর্হতই পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও রাগ-দ্বেষাদিশূন্য। অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটী মহাব্রত, ইহার সাধনান্তে পরমপদ প্রাপ্তি হয়। আর্হতদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। আর্হতদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-বিশেষের নাম—জৈন। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরভেদে দুইটী সম্প্রদায়ই জৈন বলিয়া খ্যাত।

---

(৪) নকুলীশপাশুপতদর্শন

এই দর্শনাবলম্বীরা পরম কারুণিক মহাদেবকেই পরমেশ্বর এবং জীবগণকে পশু কহেন। জীবের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পশুপতিও বলা যায়। ইহাদের মতে মুক্তি দুই প্রকার—দুঃখসকলের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পারমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি। ইহারা বলেন,—পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে কথিত ভগবদ্দাসত্ব প্রাপ্তিকে মুক্তি বলা উক্তি মাত্র। মুক্ত ব্যক্তিকে যদি দাসস্বরূপ অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইল, তবে তাহাকে কিরূপে মুক্ত বলা যাইতে পারে? এই মতে তত্ত্ব-জ্ঞানই মুক্তির সাধন। শাস্ত্রান্তরে তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির সাধন বলিয়া কথিত হইলেও তদ্দ্বারা মুক্তিতত্ত্বজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া এই শাস্ত্রই মুমুক্ষুগণের একমাত্র অবলম্বনীয়। ইহাঁদের মতে কার্য্যসকল নিত্য এবং পরমেশ্বর স্বতন্ত্র কর্ত্তা।

(৫) শৈবদর্শন

এই দর্শনের মতে, শিব পরমেশ্বর ও জীবগণ পশু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নকুলীশ পাশুপত দর্শনের মতে পরমেশ্বরের কর্ম্মাদি-নিরপেক্ষ কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইঁহারা তাহা স্বীকার না করিয়া যেব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করিতেছেন বলিয়া পরমেশ্বরকে কর্ম্মাদি-সাপেক্ষ কর্ত্তা কহে। ইঁহাদের মতে আমাদের ন্যায় পরমেশ্বরের প্রকৃত শরীর নাই, পঞ্চমন্ত্রাত্মক শক্তিই তাঁহার শরীর। আগমাদি দ্বারা আপাততঃ ঈশ্বরের নরনারি-বিশিষ্ট প্রকৃত শরীর আছে বলিয়া বোধ হইলেও উহা বাস্তবিক নহে। এই মতে, তিন প্রকার—পতি, পশু ও পাশ। পতি পদার্থ ভগবান্ শিব, যাহারা শিবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পশু, আর শিবত্ব পদ-প্রাপ্তিসাধনদীক্ষাদি উপায়সকল পাশ।

(৬) প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন

এই দর্শনের মতে মহেশ্বর—জগদীশ্বর, তিনিই একমাত্র সকল জগতের কারণ। এই মতে মুক্তিস্বরূপ পরাপরাসিদ্ধির উপায় একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞা। অন্য মতের ন্যায় এই মতে পূজা, ধ্যান, জপ, যাগ ও যোগাদির অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা সকল সিদ্ধ হইতে পারে, 'স এবে-শ্বরোঽহং'—'সেই ঈশ্বরই আমি' এইরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার অভেদজ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা কহে। এই মতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই। পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশমান। গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া সচ্চিদাদিরূপ ঈশ্বরের ধর্ম্ম আমাতেও আছে—এরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে আত্ম প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, তখন আর কোন প্রয়োজন থাকে না।

---

(৭) রসেশ্বরদর্শন

এই দর্শনাবলম্বীরা প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনাবলম্বী-দের ন্যায় মহেশ্বরকে পরমেশ্বররূপে নির্দ্দেশ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহারা বলেন—মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রথমে দেহের স্থিরতা সম্পাদন করিয়া পরে ক্রমশঃ যোগাভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তিরসের আবির্ভাব হয়। পারদরসের দ্বারা দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া ক্রমশঃ যোগাভ্যাসে নিরত হইতে পারিলে পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রধান মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। এই মুক্তিকে জীবন্মুক্তি কহে। এই পারদরস সামান্য ধাতু নহে। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন যে, পারদরস আমার স্বরূপ, ইহা আমার প্রত্যঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পার প্রদান করে বলিয়া 'পারদ' এই নাম হইয়াছে। এই পারদরস অন্যান্য রস অপেক্ষা উত্তম বলিয়া ইহার নাম রসেশ্বর। ইহাতে রসের গুণ বিশেষরূপে বর্ণিত আছে বলিয়া এই দর্শনের নাম রসেশ্বরদর্শন হইয়াছে।

(৮) ঔলূক্যদর্শন

মহর্ষি কণাদ এই দর্শন প্রণয়ন করিয়া-ছেন। তাঁহার অপর এক নাম উলূক, এইজন্য এই দর্শনকে কাণাদ ও ঔলূকদর্শন কহে। এই দর্শনে অন্যান্য দর্শনের অসম্মত বিশেষ নামে একটী পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করা হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম—বৈশেষিকদর্শন। ইহা ষড়্দর্শনের মধ্যে একখানি। এই মতে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি। ঐ মুক্তি আত্মসাক্ষাৎকার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানব্যতীত জন্মে না। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। এই দর্শনের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানাতিরিক্ত প্রমাণ নাই। যাহার চৈতন্য আছে, সে আত্মপদবাচ্য। আত্মা—সকল ইন্দ্রিয় ও শরীরের অধিষ্ঠাতা, আত্মা না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই কোন কার্য্য হইত না।

সেবা ও কৃপা

(২)

শ্রীশ্রীসাধুগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখবিগলিত উপদেশাবলীর অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহাদের অপ্রাকৃত প্রোজ্জ্বল ভাস্করদ্যুতি-উদ্ভাসিত সেবাজীবনের আদর্শে নিজ দূষিত বিমুখ জীবনগঠনে যতটুকু প্রয়াস পাইব, ঠিক ততটুকু পরিমাণে ভগবৎকৃপা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া ধন্য হইব। "যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম। যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম। রবি রজনী দোঁনো নাহি রহে একঠাম॥" দিবা ও রাত্রির একত্র অবস্থিতি যেপ্রকার অসম্ভব, তদ্রূপ একই আধারে কাম ও প্রেমের সামঞ্জস্য অসঙ্গত ব্যাপার। অসদভিলাষী চিত্ত কখনও অধোক্ষজ বস্তুর কৃপামাধুর্য্যামৃত আস্বাদন করিতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার অসদভিলাষহীন সেবাব্যাকুল অন্তরাত্মাতেই পরম বাস্তবসত্য স্ফুরিত হইয়া থাকে। ধন, পুত্র পরিজনাদির মোহে আবদ্ধ অবিশুদ্ধ চিত্তদর্পণে কিরূপে পরতত্ত্বের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য প্রতিফলিত

হইতে পারে? বিকারগ্রস্ত রোগী সদ্বৈদ্য-ব্যবস্থিত হিতজনক ঔষধ-পথ্যাদি গ্রহণের পরিবর্ত্তে আপাতমধুর মুখরোচক কুপথ্যের প্রতিই লালায়িত হয়। কটু, তিক্ত, কষায়-রসযুক্ত ঔষধপথ্যাদি রোগমুক্তকে বিকৃত-মাতঙ্গ রোগীকে কখনও বন্ধুর জ্ঞান করে? না, যে ঔষধ রুচির সহকারী অন্নাদির কুপথ্য রোগ, তাহাকেই বন্ধু জ্ঞান করে? কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি যদি ধৈর্য্য সহকারে সুনিশ্চিত সুফলদায়ী পালন করিতে পারেন, তবে নিশ্চই বিচক্ষণ চিকিৎসকের অভিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবস্থার ন্যায় উপলব্ধি করিতে পারে। আমরা অনেকে অনেক সময় মুখে বলিয়া "শ্রীগুরুদেব, কৃপা করুন, আপনি বিনা আমাদের গতান্তর নাই, সর্ব্বত কার্য্যকালে ভবব্যাধিনাশক সর্ব্বরোগ-নিরোমণি শ্রীগুরু-দেবতার স্মরণ করি। আমি নাশন নিমন্ত্রণ শিরোধার্য্য করি। আমি মঙ্গলসঙ্কল্পে চেষ্টিত হই না। তাঁহার পরম সুমন্ত্র উপদেশ গ্রহণ করিয়া ভজনকারীর ছায়া পান না করিয়া প্রকৃত অমৃতের সুদর্শন সুযোগ অবহেলায় নষ্ট করিয়া দি। তখন আমরা পতিত হই ও [illegible] অযোগ্য—এইরূপ [illegible] বিধানে দগ্ধ হইবার জন্য সেবাভূমি হইতে শনৈঃ শনৈঃ পলায়ন করি। [illegible] আমরা কি একেবারে অযোগ্য? নিশ্চই শ্রীআচার্যদেবের অপূর্ব্ব উপদেশপূর্ণ কৃপা গ্রহণের অধিকার হইতে সুখে বঞ্চিত হইয়া, বঞ্চিত করিয়া অন্তরে যদি সেবোন্মুখতা না থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে নিত্য কালের জন্য ভগবৎকৃপালাভে বঞ্চিত থাকিতে হইবে।

'সেবা ও কৃপা' অপ্রাকৃত নিত্য শ্রীবৃন্দাবনের সেবাকুঞ্জে রসবৃক্ষে প্রস্ফুটিত এক বৃন্তে দুইটী সুকোমল পুষ্প কুসুম। নিষ্কপট সেবাপরায়ণের সাদুস্যসৌরভে ব্রজ-বিহারী ব্রজনবযুবেন্দ্র শ্রীরাধামাধব সতত আকৃষ্ট। সেবকের সেবার সেবোন্মুখ নিষ্ঠাই সেবাসাফল্যের নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব। পরম আরাধ্যতম সেব্যপ্রভুর শ্রীকরকমলে কায়মনোবাক্যে [illegible] ক্ষুদ্র সেবাপ্রয়াস যে অপূর্ণ অবাধ তুলী। আমাদের অন্তরে করেন, তাহাই ভাবিকালের চরম প্রকাশ, কিন্তু সেই বিশুদ্ধ অনুভূতি প্রকৃত সহজ আর কৃত্রিম স্বয়ানন্দ নহে। আমরা কি চির-দিনই বঞ্চিত হইব? প্রকৃত সেবার তীব্র লৌল্য কি কখনই জাগিবে না? কবে শ্রীভাবগুরুদেবের সেবাবঞ্চিত আমরা যথার্থ আত্মিকশক্তি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমাদের সমুদয় কপটতাকে ভস্মীভূত করত কৃপা-লাভের জন্য উপযুক্ত সেবাভূমি প্রস্তুত করিব?

ভোগের আগেই পেসাদ

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এল)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ত্রিগুণনিগড়ের দ্বারা গলদেশে আবদ্ধ হইয়া অনাদি কর্ম্ম-ফলে এই দুর্ভাগা [illegible] হাবুডুবু খাইতে খাইতে ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরীভূত হইবার কারণ-নিবন্ধন অপ্রাকৃত কবিকুলমুকুট-মৌলি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

'কৃষ্ণ নিত্যদাস [illegible] ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তাঁর গলায় বান্ধিল॥'

অর্থাৎ জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস—এই [illegible] জীবের কৃষ্ণবিমুখতায় [illegible] মায়াদেবী নানা বিপদ-জালে আবদ্ধ করিয়াছেন।

[illegible] জীবের ভোগবাসনারূপ মায়িক বিষাদ পাওয়া দুষ্কর [illegible]।

মানব ধর্ম্ম চর্চ্চার পক্ষে [illegible], কাহারও সহিত [illegible] নাই। ভগবদ্ভজনের [illegible] প্রকার। [illegible] ধর্ম্ম, [illegible] হইলে [illegible] হয়।

বলেন, আমরা — [illegible] সনাতন' [illegible] তৃণ, অচল ও [illegible] গমন। সে [illegible] [illegible] সনাতন [illegible] হয় [illegible] নিত্য ধর্ম্ম [illegible] বা সেবা।

[illegible] বাদ দিয়া জীবের [illegible] নাই। ঐরূপ সেবা বাদ দিলে আর [illegible] প্রতীয়মান হয়, সেবা ভক্তি নহে [illegible] মুক্তি বা [illegible]।

ভক্তি শ্রীভগবানের সেবাকেই নির্দ্দেশ করে, কিন্তু 'মুক্তি' বলিতে জীবের [illegible] বুঝায়। 'সেবা' বলিতে গেলে নিজ [illegible] বাসনা ত্যাগ করিয়া নিত্য প্রভুর ইচ্ছার [illegible] সেবকেরই নির্দ্দেশ করা। কিন্তু সেই সেবার মধ্যে যদি কিঞ্চিন্মাত্র নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি বা ভোগবাসনা প্রবেশ করে, সেই সেবা অনুপাতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন ঐ প্রকার সেবা প্রকৃত 'সেবা'পদবাচ্য না হইয়া উহা ভোগেরই নামান্তর মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। যেমন শ্রীবিগ্রহ [illegible] করিয়া ঠাকুরের সেবার উদ্দেশে গৃহীত অর্থে স্বীয় ঠাকুরের ইন্দ্রিয়তোষণ না করিয়া যদি তদ্দ্বারা আমার নিজেরই ভোজন বা নিজ পরিবার বর্গের ভরণপোষণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের ঠাকুর-সেবা না হইয়া ঠাকুরের দ্বারা নিজেদের সেবা করাইয়া লওয়া হইল মাত্র। ইহা ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কার্য্যের দ্বারা প্রভুর সেবোপকরণ স্বয়ং আত্মসাৎ করিয়া চৌর্য্যাপরাধে অনন্ত নরক-পথের পাথেয় সংগ্রহ করা হইয়া থাকে।

ঠাকুরের সেবোপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া পূর্ব্বেই আমরা তাহাতে নিজ পুত্র-কন্যাগণের ভোগের জন্য অংশ বসাইয়া থাকি। এইরূপ সেবা-চেষ্টার স্থলে ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসেবার নাম গন্ধ নাই, আছে কেবল সেবা-বঞ্চনা মাত্র। বাটীরী তৈয়ারী করিতে গিয়া কাহাকে ইস্পাত ফাঁকি দিতে গেলে যেমন নিজেই বঞ্চিত হইতে হয়, সেইরূপ নিত্যপ্রভু কৃষ্ণকে ফাঁকি দিতে গিয়া নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হইতেছে এবং তদ্দ্বারা নিজেরই নিত্য কল্যাণের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানকালে আমাদের ভগবৎসেবার ছলনাটী প্রভু-ভৃত্যসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত একটী গল্পের মধ্যে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কোন এক ভদ্রলোক তাঁহার ভৃত্যকে চারিটী সন্দেশ কিনিতে পাঠাইয়া-ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য একটী-মাত্র সন্দেশ হস্তে লইয়া মনিবের নিকট উপস্থিত হইলে মনিব বিরক্ত হইয়া তাহাকে আর তিনটী সন্দেশের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে ভৃত্য ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে লাগিল, দেখুন জিনিষটা ভালমন্দ পরীক্ষা না করিয়া ত আর আপনার জন্য আনিতে পারি না, তাই পরীক্ষার জন্য একটা খাইয়া ফেলিয়াছি। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, —আর দুইটী কি হইল? ভৃত্য বলিল,—'দেখুন, তিন শত্রুর কাহাকেও দিতে নাই; তাই অনেক মাথা ঘামাইয়া এরূপ শত্রুতা আপনাদিগের জন্য আর একটী সন্দেশ খাইয়া তিন শত্রুর খুচাইয়া দিয়া দু-টী রাখিয়াছিলাম। আপনি আমার মনিব, আমি কি আপনার শত্রু হইতে পারি? প্রভু হাসিলেন, ভৃত্য বড়ই প্রভু-ভক্ত; নচেৎ কি আর প্রভুর সেবোপকরণ আত্মসাৎ করিতে পারে? তৃতীয় সন্দেশটীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে ভৃত্য বলিল —প্রভো, আপনি যাহা খাইতে থাকেন, আমার জন্য ত পেসাদ রাখিয়া দেন, তা সেটা আমি আগেই খাইয়া ফেলিয়াছি। আপনি হাসুন, আমার বাপা আমি পাইলে যে আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন, তৎসম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই হয় নাই।

বর্ত্তমানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণোদ্দেশে সেবা-চেষ্টার প্রকারটী ঐ রকম ভোগের আগে পেসাদের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু পদার্থকে ভগবৎ সেবোপকরণরূপে গ্রহণ না করিয়া এবং উহাদিগকে ভগবানের সেবায় না লাগাইয়া তাহাকে ফাঁকি দিয়া নিজেদের ভোগে লাগাইবার জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়াছি। 'পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়' —বাল্যকালের এই সামান্য নীতিশিক্ষাটুকু পর্য্যন্ত আমরা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। ভগবদ্বস্তু ভগবান্‌কে না দিয়া তাহা আত্ম-সাৎ করিলে চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হইতে হইবে, তাহা আমাদের চিন্তার বিষয় হয় না। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন—'তৈর্দ্দত্তান-প্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।' ভগবদুচ্ছিষ্ট জ্ঞানে সমস্ত বস্তু গ্রহণ করিলে আর সেবাপরাধ হয় না বা চৌর্য্যাপরাধের ভয় থাকে না।

বক্তৃতা

গত ৮ই জুন, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ কুচবিহারের অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জে হিন্দু-মুসলমান-মিশ্রিত একটী সভায় সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সাধারণতঃ লৌকিক, বৈদিক ও সামাজিক ধর্ম্মের পরস্পর অনৈক্য, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি কলিমল বৃদ্ধি করে। কিন্তু যে ধর্ম্ম দেহ ও মনোধিষ্ঠান অতিক্রম করিয়া নিত্য জীবাত্মার স্বভাবকে বা সহজ লক্ষ্য করে, সে ধর্ম্ম বিবাদ প্রশমন পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে; যে ধর্ম্মে ধার্ম্মিকের বা সাধকের নিজের ভোগস্পৃহা অথবা সুখানুসন্ধান নাই, আছে কেবল ইষ্টের সেবা, আর ইষ্টসেবক-গণের সেবা। নিত্যধর্ম্মের বক্তা, শ্রোতা এবং আতা খুষ্ট নিরল। জীবগণের প্রতি সদয় হইয়া কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তদীয়গণই এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য আপনি আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন। সেই আত্মধর্ম্মে সকলেই যাহাতে জাগরিত হন, শ্রীচৈতন্য-বাণী সেই কারণে অচেতন বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী একাগ্রচিত্তে বক্তৃতা শুনিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ৯ই জুন, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি-বার কুচবিহারের অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জের পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তি-শাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় সুদূর উপকৌকী ভাজনী (রংপুর) পল্লীতে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারে গমন করেন। তথায় সম্মিলিত বহু ব্যক্তির সম্মুখে বিদ্যা ও শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় সুমধুর বক্তৃতা দিয়াছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোবিন্দকণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এটিক কাগজে ব্লেঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্য প্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্তরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ঊর্জ্জস্বধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, গোলাপ জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ বার আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

প্রসঙ্গকল্পতরু

প্রসঙ্গেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধন-গ্রন্থ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বলী, বঙ্গানুবাদে সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (জগৎসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবিদ্যাধিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন করিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি মাওয়ালের কুমার শ্রীযুক্ত পরবিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামষট্ক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুগণপতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৬৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিপন্থ-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকমাধ্যন্দ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাল-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরগোপাল শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ভক্তিকুমার শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী [illegible] এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জগজ্জীবনপুর, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কপাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কুঞ্জমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫০ গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলচন্দ্রের শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহীদের ছিন্নমুণ্ড

হোমরুল পার্টির নেতা মিঃ হউপু বড়লাটের নিকট তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছেন যে, প্রোমে ১৬ জন বিদ্রোহীর ছিন্নমুণ্ড অতি বিভৎস ভাবে সর্ব্ব সাধারণের দৃষ্টিপথে রাখা হইয়াছে। তিনি এই কার্য্যকে পাশবিক এবং বর্ব্বরোচিত বলিয়া নিন্দা করিতেছেন।

রাজবন্দীদের খাদ্য গ্রহণ

শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী, ডাঃ চারু ব্যানার্জ্জী ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র পুনরায় রাজবন্দীদের সহিত আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে সাক্ষাৎ করিয়া যে সমস্ত রাজবন্দী অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে এক পক্ষ কালের জন্য খাদ্য গ্রহণে এই সর্ত্তে সম্মত করান যে, তাঁহারা আশা করেন যে, শীঘ্রই তাঁহাদের (রাজবন্দীদের) দাবী পূরণ করা হইবে। আরও জানা গিয়াছে যে, প্রাণদণ্ডের আসামী দীনেশ গুপ্তের মাতার অনুরোধে দীনেশ গুপ্তও অনশনব্রত ভঙ্গ করিয়াছে। এতৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র স্যার প্রভাসের নিকট দার্জ্জিলিংয়ে এক তার করিয়াছেন :—নির্দ্ধারিত খোরাকীর খরচা দ্বারা রাজবন্দীরা যে খাদ্য নির্ব্বাচনে অধিকারী ছিল, তাহা পূর্ব্ববৎ বহাল রাখিবেন এই আশায় এক পক্ষকালের জন্য অনশনব্রতীরা খাদ্য গ্রহণে সম্মত হইয়াছে।

ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাস

ফরিদপুর জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ আসিতেছে যে, অনাবৃষ্টিতে শস্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় ১৫ দিন যাবৎ ভীষণ গরম অনুভূত হইতেছে। বৃষ্টি না হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাস বলিয়াই মনে হইতেছে।

পটুয়াটোলা খুনের মামলা

পটুয়াটোলা লেনের এ্যাডভোকেট বিমানচন্দ্র বসুর ৭০ বৎসর বয়স্কা মাতাকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যাকরার সম্পর্কে অভিযুক্ত অনিলকুমার হালদার নারায়ণ পাণ্ডে দেবলাচরণ দে, ভোলানাথ বসু, প্রমদানন্দ দুবে, গোলাম নবী ও নেসার আমেদ অভিযুক্ত হইয়াছিল। জোড়াবাগান আদালতে এই মামলার শুনানী উঠিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সকল আসামীকেই খালাস দেন। উক্ত বৃদ্ধা দুপুর বেলা যখন নির্জ্জ গৃহে নিদ্রা যাইতেছিলেন, ঐ সময় কে বা কাহারা তাহাকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিয়া ৭০০০৲ টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে। পুলিশ তদন্ত প্রসঙ্গে বর্ত্তমান আসামীগণকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছিল।

নৌকাডুবীতে দুইজন মহিলার সলিল সমাধি

গত ১১ই জুন রাত্রিতে ২৫ জন যাত্রী লইয়া একখানি নৌকা রত্নগিরি হইতে বোম্বায়ের দিকে রওনা হইয়াছিল পথে মেওরি বন্দরের নিকট আসিলে তাহা ডুবিয়া যায় হয়েলো-গেট থানার পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ একখানি লঞ্চ তথায় পাঠাইয়া দেয়। উহা ২৩ জন লোককে উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুইজন স্ত্রীলোককে পাওয়া যায় না। পরে মৃতদেহ দুইটী সমুদ্রের ঢেউএ তীরে নিক্ষিপ্ত হয়। মৃতদেহগুলিকে মৌলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে

ভূপালের নবাবের বিবৃতি

চেম্বার অব প্রিন্সেজ-এর চ্যান্সেলার ভূপালের নবাব এক বর্ণনায় প্রকাশ করিয়াছেন :—

"যুক্তরাষ্ট্র সংগঠন সম্পর্কে দেশীয় নৃপতিদের মনোভাব পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিয়া কয়েকটী বিবৃতি বাহির হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের নীতিকে সাধারণভাবে সমর্থন করিলেও নৃপতিদের প্রতিনিধিরা ভবিষ্যতে তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন করার রাখিয়াছিলেন এই মনোভাব চেম্বার অব প্রিন্সেজ-এর অনুমোদন লাভ করিয়া এই উপলক্ষে রাজন্যদের প্রাথমিক কার্য্য শেষ করিতে তাগিদ দেওয়ার মত জনসাধারণের মনোভাব সৃষ্টি হওয়া উচিত সুতরাং এপর্য্যন্ত কি কাজ করা হইয়াছে, তাহার পর্য্যালোচনা করার নিমিত্ত রাজন্যদের প্রতিনিধিবর্গ এবং চেম্বারের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীকে লইয়া বোম্বাইয়ে সভা হইবে। চ্যান্সেলার বড়লাটের সহিত আলোচনা করার পূর্ব্বে সিমলায় মন্ত্রীগণ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সহবর্ত্তিতায় সিমলায় অপর একটী সভা হইবে। উক্ত সমস্যাসম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত এখনও কোন কাজ হয় নাই। রাজন্যবর্গ চেম্বারের কার্য্যনীতির অনুসরণ করিবেন। যে সকল মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিগত মতামত মাত্র।"

রাজসাহী ডাকাতির জের

রাজসাহী কলেজের ছাত্র এবং স্থানীয় প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত দ্বারিকা নাথ ভট্টাচার্য্যকে ১১ জুন রাত্রে জজের পেস্কারের বাড়ীতে ডাকাতির অভিযোগে ইয়ুবদিতে গ্রেপ্তার করিয়া রাজবাড়ী আনিয়া আদালতে হাজির কর হইয়াছিল। তাহার জন্য জামিনেই দরখাস্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা না মঞ্জুর হইয়াছে পুলিশ রিপোর্টে বলা হয় যে সে ফেয়ার ছিল, কিন্তু আসামীপক্ষের উকীল ইহার প্রতিবাদ করায় সাব ইনস্পেক্টার বলেন যে ব্যাপারটা এখন আই, বি'র হাতে; অতএব সব কথা সঠিক বলিবার জন্য সময় আবশ্যক। তদনুসারে ১৯শে জুন পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে। [illegible] কর্ম্মকার হরিপদ বাগচী ও ব্যোমকেশ রায় এই তিন জনের জন্য জামিনের দরখাস্ত করিলে পুলিশ প্রথমে আপত্তি করে, কিন্তু পরে সম্মত হইলে সদর মহকুমা হাকিম ইহাদের জামিন মঞ্জুর করেন। দশজন আসামীর মধ্যে ছয়জন ইতিপূর্ব্বেই জামিনে মুক্ত হইয়াছিল। কেবল একজন আসামী এখনও হাজতে রহিল।

গরমে ৫০ জনেরও অধিক সর্দ্দিগর্ম্মিতে আক্রান্ত

পাটনা হইতে ১২ই জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ দমকা গরম বাতাসে উত্তাপ প্রায় একরূপই আছে। প্রায় সকল সময় উত্তাপ ১০০ ডিগ্রীর উপর থাকে; সময় সময় ১১৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে।

পঞ্চাশ জনেরও অধিক লোকের সর্দ্দি গর্ম্মি হইয়াছে। মৌসুমী বায়ুর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। শীঘ্রই মৌসুমী বায়ু আসিতেছে এই পূর্ব্বাভাসের উপর নির্ভর করিয়া হাইকোর্টে এক সপ্তাহের জন্য সকালে কোর্ট বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বাভাসের কথা সত্য না হওয়ায় বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত সকালে কোর্ট বসাইবার আদেশ দিয়াছেন।

দণ্ডিত উকীল হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ

কিছুদিন পূর্ব্বে উকীল মৌলবী ইস্মাইলের সভাপতিত্বে জামুই বার এসোসিয়েসনের এক সভায় নিম্নের প্রস্তাবটী গৃহীত হয় :—"যে সকল উকীল গত আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত হইয়াছেন পাটনা হাইকোর্ট তাঁহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লওয়ার আদেশ দিয়াছেন। যেহেতু ইহা সম্মানজনক স্বাধীন আইন ব্যবসায়ের ক্ষুণ্ণকারক এবং বারের সভ্যগণ স্বাধীনতা ও সুযোগ হরণকারী ও গান্ধী-আরউইন সন্ধির পরিপন্থী সেজন্য এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, প্রধান বিচারপতি যেন এই আদেশ পুনর্বিবেচনা করিয়া তাহা প্রত্যাহার করেন।"

বরিশাল জেলে অনশনের অবসান

বরিশাল জেলের অনশনকারী বন্দীরা উপবাস ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

সিরাজগঞ্জে আর্থিক দুর্গতি

সিরাজগঞ্জে আর্থিক দুর্গতি খুবই দেখা গিয়াছে এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ঋনদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এই উদ্দেশ্যে মহকুমার নানাস্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কাজ করিতেছে কাজ বেশ সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে।

সন্ন্যাসীবেশধারীর কীর্ত্তি

গন্ধেশ্বরী নদীর তীরে শ্মশানের নিকট একটি সন্ন্যাসী থাকিত। তাহাকে এবং তাহার শিষ্য চকরআচার্য্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করায় বাঁকুড়ায় অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, বসন্তে একটি শিশু মারা গিয়াছিল সেই শিশুর মৃতদেহ খুঁড়িয়া তাহাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া এই সন্ন্যাসীদ্বয় সেই মাংস মদ্যের সহিত ভক্ষণ করিয়াছে এই অভিযোগেই নাকি পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গান্ধীজিকে রৌপ্য মসনদ উপহার

গত ১১ই জুন গঙ্গাবাঈ বরফীওয়ালা নামে একজন বিধবা মহিলা গান্ধীজিকে দুই সহস্রাধিক টাকা মূল্যের একখানি কারুকার্য্য খচিত রৌপ্যনির্ম্মিত মসনদ এবং রৌপ্যনির্ম্মিত পাদপীঠ উপহার দিয়াছেন।

গান্ধীজি রহস্যচ্ছলে বলেন—আপনি কি নীলামের জন্য এই মসনদ আনিয়াছেন?"

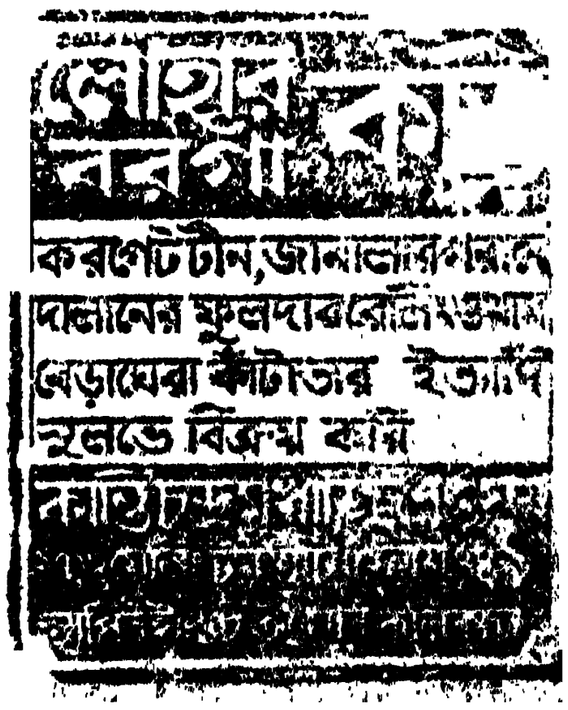

লোহার বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ওয়াশ,
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

Reg No C.1544

দোষক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
আগ্রহদের
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৷৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ১৮ই জুন ১৯৩১

নানা কথা

৫০০ যাত্রীর জীবন বিপন্ন

ফ্রান্সের উপকূলে সেণ্টনেজার ৫০০ যাত্রী একটী ছোট ষ্টীমারে করিয়া আমোদ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ যে, সেই ষ্টীমারখানা লয়ের নদীর মোহনা হইতে অদূরে ঝড়ের কবলে পড়িয়া বানচাল হইয়া গিয়াছে।

সেই সেণ্টকিলিবাট নামক ষ্টীমারের আর কেহ রক্ষা পাইবে বলিয়া মনে হয় না। ৩০০ শত যাত্রী জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। নদীর মাটিয়ার দ্বীপ হইতে যখন ষ্টীমারটী প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন ১০০ শত যাত্রী ঝড়ের অবস্থা দেখিয়া অবতরণ করিয়াছিল এবং তাহারা জাহাজে উঠিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল।

বিদ্রোহীদের সহিত সংঘর্ষ
১১ জন বিদ্রোহী নিহত

প্রোম হইতে এক সংবাদে প্রকাশ যে, একজন ব্রহ্মী পুলিশ ইনস্পেক্টর লুই কামানে সজ্জিত ত্রিশজন মিলিটারী পুলিশসহ গত ১৩ই জুন থেবিয়েওনে যাইতেছিল, ১৭ জন গ্রামবাসী তাহাদিগকে আক্রমণ করে। [illegible] কারীদের মধ্যে ১১ জনকে নিহত করে, তাহাদের মধ্যে একজন নেতা ছিল। ১৫ই জুন ৫৩জন গ্রামবাসী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

[illegible] মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছা

[illegible] জিলার সুনামগঞ্জ [illegible] নমঃশূদ্রগণ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে যাইতেছে। এই সংবাদের সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য নমঃশূদ্র সমাজের ডাঃ মোহিনীমোহন দাস সুনামগঞ্জ বার লাইব্রেরী ও কংগ্রেস কমিটীতে তার করেন। উক্ত সংবাদ সত্য,—তিনি এই মর্ম্মে এক উত্তর পাইয়াছেন। আরো প্রকাশ যে, ঢাকার জনৈক মুসলমান মৌলবীর প্রচার কার্য্য ও উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারের ফলেই উপরিউক্ত অবস্থা দৃষ্ট হইয়াছে। ইত্যাকার অবস্থা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, তজ্জন্য ডাঃ মোহিনীমোহন দাস অদূর ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জ যাইতেছেন।

ভীষণ চুরি
নগদ ও অলঙ্কারে ৫০০০০৲ টাকা

তায়েবালী নামক একব্যক্তি নগদ ও অলঙ্কারে ৫০০০০৲ টাকা নিয়া উধাও হওয়ায় বোম্বাই পুলিশ কিছুদিন যাবত তাহার খোঁজ করিতেছিল। সে সম্প্রতি ছদ্মবেশে আলেপ্পীতে বাস করিতেছিল। পুলিশ তাহাকে ১৫০০০৲ টাকা মূল্যের গহনাপত্র সহ ধৃত করিয়াছে।

পেডী হত্যার মামলা
১৮ই জুন তারিখে শুনানী

১৮ই জুন তারিখ মিঃ পেডী খুনের মামলার শুনানী উঠিবে। পুলিশ ঐ দিন জ্যোতিজীবন ঘোষ, বিবেকানন্দ বসু, ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী ও অমরেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জির বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট দাখিল করিবে। সদর মহকুমা হাকিম শঙ্কর সেনের ফাইলে এই মামলাটী ছিল। সম্প্রতি তাঁহাকে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে রাঙ্গামাটীর মহকুমা হাকিম করিয়া পাঠান হইতেছে। নোয়াখালির মহকুমা হাকিম দ্বিজেন্দ্রলাল সেন তাঁহার স্থলে আসিতেছেন। মিঃ ফ্রেঞ্চ, মিঃ পেডীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ১২ই জুন তারিখ তিনি মিঃ ডগলাসকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়াছেন।

কাঁথিতে কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

প্রকাশ যে, ভগবানপুর থানার পুলিশ কর্ম্মচারিগণ ভীমেশ্বরী শাখা কংগ্রেস আফিসে হানা দিয়া উক্ত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত বরেন্দ্রনাথ দাস এবং কংগ্রেস কর্ম্মী প্রিয়নাথ পাণ্ডা ও আশুতোষ মাইতিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রিয়নাথ বাবুকে জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে এবং বরেন বাবু ও আশুতোষ বাবুকে কাঁথিতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

৫০০ যাত্রীর জীবন বিপন্ন

বিদ্রোহীদের সহিত সঙ্ঘর্ষ—১১জন নিহত

৫০০০০ টাকা চুরি

বহু নমঃশূদ্রের মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছা

দীনেশগুপ্তের ফাঁসী স্থগিত

মদের দোকানে বোমা—২জন নিহত ৪জন আহত

ব্রহ্মসরকারের ইস্তাহার

পেডী হত্যার মামলার শুনানী

কাজীপুরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে নূতন সদস্য

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ের প্রস্তুত বটীকা

দাদ শুষ্ককাশি, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ডোটবোকলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

ইহার গুণ ও ব্যবহারে, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অকালবার্দ্ধক্য, মুখ ও শরীরে, অকালে বলি পড়া প্রভৃতি যাবতীয় বিকৃতি দূর হইয়া যৌবনোচিত সতেজ ভাব ফিরিয়া আসে। মূল্য ১০ দিনের ১৲ এক টাকা।

স্বপ্নদোষ, অকালবার্দ্ধক্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি যাবতীয় দুরারোগ্য রোগে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ৫ দিনের ১৲ টাকা।

স্ত্রীলোকের অসাধারণ বন্ধ্যাত্ব নিবারণী ও পুত্রদায়িনী মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে যে কোন বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের গর্ভ হইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। মূল্য ১০ দিনের ১৲ এক টাকা।

ডাক্তার অমৃতলাল সরকার, মেডিসিন্‌ষ্ট, ১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বাদ করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রাধাগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবনা) ৪৩ ষ্ট্রীট, সিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৶১০ ডাকটিকীট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রি ং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন, বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্ধতি বলুন,

আর ৩ নং ও ৪ নং এর ডাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই মত পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪০।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের লেই অমিয়-নিস্যন্দিনী শ্রীনাম্বরূপপ্রবোধিনী সুকঠোর্জ্জিতপদাবলীর সুবিস্তৃত—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত মন্থনাত্ত কৌস্তুভমণি—সকল অধিবেশন ও প্রয়োজনমতের সিদ্ধান্তরত্ন।

ভিক্ষা প্রত্যেক খণ্ড ১৲০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

:০:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীগৌরাব্দ-৪৯৮৫—৩রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

সাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সংক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক ধারাবাহিক গবেষণা

(৬)

(৯) অক্ষপাদ-দর্শন (ন্যায়দর্শন)

এই দর্শনপ্রণেতা মহর্ষির নাম—অক্ষপাদ গোতম, এজন্য ইহাকে অক্ষপাদ ও গৌতমদর্শন কহে। ইহাতে ন্যায় ও তর্ক-শাস্ত্রকে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করাতে ইহার ন্যায় ও তর্কশাস্ত্র—এই দুইটী নাম হইয়াছে এবং এই দর্শনে অনুমানের রীতি সবিশেষ নিরূপিত থাকায় ইহাকে আণ্বীক্ষিকী শাস্ত্র বলা হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দভেদে প্রমাণ চারি প্রকার। একবার মরণ আর একবার জন্মগ্রহণ এবং পুনরায় মরণ, ও তানন্তর জন্মগ্রহণরূপ জন্মমৃত্যুর আত্যন্তিকে প্রেত্যভাব কহে। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সকলকেই এই প্রেত্যভাব-দুঃখে দুঃখিত হইতে হয়। অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি-রূপ মুক্তিকে অপবর্গ কহে। এই অপবর্গই সকলের প্রার্থনীয় ও প্রয়োজন। জীবাত্মা-তিরিক্ত যে একজন পরমেশ্বর আছেন, তদ্বিষয়ে অনুমান ও শ্রুত্যাদিই প্রমাণ। বৈশেষিক সপ্ত পদার্থ ও নৈয়ায়িক ষোড়শ পদার্থবাদীর এইমাত্র পার্থক্য, এই উভয় দর্শনই পরমাণুবাদী।

(১০) সাংখ্যদর্শন

এই দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি কপিল। এই দর্শনে মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে সাংখ্যদর্শন কহে। প্রকৃতির পরিণামে এই চরাচর জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে এবং পুরুষ প্রকৃতির মায়ায় বিমোহিত হইয়া প্রতিসর্গক্রমে দুঃখভোগ করিতেছে। মহত্তত্ত্ব অবধি এই দৃশ্যমান্ যাবতীয় বস্তু মূলা প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরম্পরায় পরিণামবিশেষ। প্রকৃতি-জাত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই। এজন্য পুরুষের বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত তাহা সহিত সংযুক্ত থাকে। বিবেকখ্যাতি হইলেই প্রকৃতি নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতি পুরুষসাক্ষেপ, পুরুষও প্রকৃতিসাপেক্ষ। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দই প্রমাণ। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষ।

(১১) পাতঞ্জলদর্শন

পতঞ্জলি ঋষি এই দর্শনের প্রণেতা, পতঞ্জলি ঋষির নামানুসারে এই দর্শনের নাম পাতঞ্জলদর্শন হইয়াছে। এই দর্শনে যোগের বিষয় বিশেষরূপ নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহাকে 'যোগশাস্ত্র' শব্দেও নির্দ্দেশ করা যায়। কপিল মুনির ন্যায় পতঞ্জলিও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেন, ইঁহার মতে পুরুষাতিরিক্ত পরমেশ্বর আছেন, এইমাত্র প্রভেদ। বেদবক্তা—পাতঞ্জল, আর নিরীশ্বর সাংখ্য কপিলকৃত। পাতঞ্জল দর্শন চারিভাগে বিভক্ত। তাহাতে যোগের লক্ষণ, যোগের উপায়, স্বরূপ ও ভেদ, সমাধিবিভাগ, ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রমাণ, উপাসনা ও তৎফল প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মতে ষড়্বিংশতিতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এতদতিরিক্ত পদার্থ নাই। ষড়্-বিংশতি-তত্ত্ব ঈশ্বর। পরমেশ্বর ক্লেশাদি-রহিত, স্বেচ্ছানুসারে শরীরধারী, অসীম কৃপার নিদান এবং সর্ব্বাকৃষ্য-মন্ত্রে সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন। যোগ দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া ধ্যেয়বস্তুর ধ্যানকে যোগ কহে। প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগমভেদে প্রমাণ ত্রিবিধ। অণিমা লঘিমাদি আটটী সিদ্ধিকে মহা-সিদ্ধি বলে। সকল ব্যক্তিরই সংসারের কারণ একমাত্র প্রকৃতিপুরুষসংযোগ। দুঃখময় সংসারকে হেয়, প্রকৃতিপুরুষ-সংযোগকে হেয় হেতু, প্রকৃতিপুরুষ-সংযোগ নিবৃত্তিরূপ কৈবল্যকে মোক্ষ কহে

(১২) বৈশেষিকদর্শন

এই দর্শনের মতে বিশেষনামক পদার্থ নিত্য। আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি এক একটী নিত্যদ্রব্যে এক একটী বিশেষ পদার্থ আছে। যদি বিশেষ পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে কখনই পরমাণু সকলের পরস্পর বিলক্ষণতার নিশ্চয় করা যাইত না। পরমাণুই এই দর্শনের বিশেষ পদার্থ। বিশেষ পদার্থের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই ইহা বৈশেষিকদর্শন নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা ষড়্দর্শনের অন্যতম। মহর্ষি কণাদ এই দর্শন শাস্ত্রের প্রণেতা। সাধারণতঃ ঔলুক্যদর্শনই বৈশেষিকদর্শন নামে পরিচিত।

(১৩) মীমাংসা দর্শন

এই দর্শনখানিতে বেদের বিষয়সকল মীমাংসিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে মীমাংসা-দর্শন বলে। ইহা মহর্ষি জৈমিনীর প্রণীত বলিয়া ইহার অপর নাম—জৈমিনীদর্শন।

দর্শনানুসারে বেদ অপৌরুষেয় এবং [illegible] ঈশ্বর। উহা নিত্য। বেদকে [illegible] করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। [illegible] ঋষিকর্ত্তৃক রচিত হইত, তাহা [illegible] কখনও বেদোক্ত যাবতীয় বিষয় [illegible] থাকিত না,—ইত্যাদিরূপে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে। এই দর্শন দ্বাদশাধ্যায়ে এবং সহস্রসংখ্যক অধিকরণে বিভক্ত। প্রত্যেক অধিকরণের বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ ও নির্ণয়—এই পাঁচটী অঙ্গ। ইহাতে হৈতুক ন্যায়ের মত সকল খণ্ডিত হইয়া পরমেশ্বরের শরীর স্থীরত হইয়াছে।

(১৪) বেদান্ত দর্শন

ইহার সূত্র রচয়িতা—বেদব্যাস। শঙ্করাচার্য্য এই সূত্র অবলম্বন করিয়া মায়াবাদমতে ইহার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে শঙ্করমতাবলম্বিগণ শাঙ্করদর্শনও বলেন। শঙ্করাচার্য্য এই দর্শনে কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। এই দর্শনের মতে জীব ও পরব্রহ্ম একই বস্তু। মায়িক উপাধিতে আবৃত হইয়া পরব্রহ্ম জীব ঘটাকাশ জীবে ভ্রান্ত হন। অজ্ঞান নাশ তিরোহিত হইলে পরব্রহ্মের নিত্য আনন্দ হয়। পরব্রহ্মে নিষ্ক্রিয়তা নাই। পরব্রহ্ম কেবল সাক্ষী, নির্গুণ ও ভোক্তা

মায়া প্রভৃতি উপাধি মিথ্যা। সর্পরজ্জুবাদ, প্রতিবিম্ববাদ, দৃষ্টিদৃষ্টবাদ প্রভৃতি যুক্তি অবলম্বনে পরব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব বেদসিদ্ধ বলিয়া কেবলাদ্বৈতবাদী প্রমাণ করেন। কাল্পনিক সাকার মূর্ত্তির উপাসনা করিতে করিতে পরিশেষে অজ্ঞান দূরীভূত হইলে জগৎ ও জীবোপাধি মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হয়। অজ্ঞাননাশই স্বরূপোপলব্ধির কারণ। স্বরূপোপলব্ধিই সাধন ও সাধ্য।

কলিযুগ

(শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভট্টাচার্য্য)

কলি শব্দের অর্থ বিবাদ। যে কালে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি-শাস্ত্রের বিধান উপস্থিত অর্থাৎ তর্কপন্থা আরম্ভ হয়, তৎকালেই কলির প্রবৃত্তি। শ্রীমদ্ভাগবতের ১২।১০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ। মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ। অর্থাৎ হে সাধো, এই কলিযুগে অধিকাংশ মানবই অল্পায়ুঃ, তাহাতে আবার তাহারা পরমার্থচেষ্টায় রহিত অলস, তাহাতে মন্দবুদ্ধি, তাহাতে আবার বিবাদপ্রিয়, সুতরাং সাধুসঙ্গহীন এবং উপদ্রুত হইয়া চিন্তাপ্রপীড়িত। যেহেতু, কলিযুগে জাত মানবগণের মধ্যে অনেকে-অল্পায়ুর্বিশিষ্ট, তজ্জন্য তাহারা শৈশব-কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় অর্থাৎ ভজনোপ-যোগী বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ইহধাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কলি-প্রভাবে মানবগণের মধ্যে যাহারা শৈশবে মৃত্যুদশা উত্তীর্ণ হয়, তাহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ জীবন লাভ করেন, তাঁহারা প্রায়ই পরমার্থপথে অলস। যদি তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে নিরলস (অর্থাৎ আগ্রহ সহিতভাবে সমর্থ) হন, তাহা হইলে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁহারা শ্রেয়ঃ কর্ত্তব্যকর্ত্তব্য নির্ণয়ে সক্ষম হন না অর্থাৎ কর্ত্তব্যবিষয়ে অকর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং অকর্ত্তব্যবিষয়ে কর্ত্তব্য-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকেন। কোন কোন নিরলস ব্যক্তি যদি চতুর্দ্বিযুক্ত হন, তাহা হইলে পূর্ব্বপূর্ব্ব [illegible] তাহারা প্রায়ই [illegible] থাকেন। পূর্ব্বপূর্ব্বজন্ম [illegible] যদি কোন কোন ব্যক্তি সাধুসঙ্গাভাব ও অযুক্তিসঙ্গত মানব প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে [illegible] নানা প্রকার রোগাদি উপদ্রব বশতঃ সাধুমুখনিঃসৃত পবিত্র ভগবৎকথা শুনিবার ও ভক্তভক্তির অনুষ্ঠানের অব-কাশ অভাবে শ্রেয়ো লাভে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হন

দৈবাধীনে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনকরত করিতে [illegible] ক্রমে শোভনবিচারে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া সাধনবলে বলে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং উদিত বৈরাগ্যের মায়ালোচন ও ত্রিগুণসঙ্গ [illegible] করত পরব্রহ্মতা লাভ করান। যাবতীয় বিশিষ্টতা মায়ার ক্রিয়ামাত্র এবং সেই মায়া মিথ্যা। শঙ্করের ধারণামত ঈশ্বর শ্রীবিগ্রহ, তদীয় ধাম, তদীয় ভক্ত, মহা[illegible] ঈশ্বরের, ভক্তি প্রভৃতি চিদ্বস্তু সকল মায়িক বা অনিত্যবস্তুরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কলিকালে শ্রেয়ঃ লাভ করা অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া সাধককে শ্রেয়োমার্গে বাধা প্রদান করিতে থাকে। পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে সুকৃতিসম্পন্ন জনগণ সুযুক্তিপূর্ণ বেদোক্ত উপদেশশ্রবণ ও সাধনে তাঁহাদের সাধ্যমত শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন। তিনিই ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া বিশুদ্ধ সেবানন্দরস নিরবচ্ছিন্ন আস্বাদনের সুযোগ প্রাপ্ত হন। কলিমল পরিহার পূর্ব্বক ভবসমুদ্র পার হইতে কেবল তিনিই সমর্থ, যথা। ভাঃ ১২।৩।৫১ —

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥
যং ব্রহ্মবর্ষ্যাঃ পরমেষ্ঠ্যধিষ্ঠিতং
বসিষ্ঠ-ভৃগ্বঙ্গিরসোঽন্বশিক্ষন্।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপসাদিতাঃ ক্বচিৎ
স্বর্যাতনাদিব সত্যধৃত্যঃ॥
যো বা অনন্তস্য গুণান্ননন্তানুদারগীতানপি বিশ্বগায়ান্।
অবীর্য্যতীর্থোপজীবনেন বিরজ্যতাং ক্লেশ ন শূদ্র আদ্যঃ॥
কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

পরোপকার

শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ যে মমভক্তাঃ স্বয়ম্।
তাতা ভোক্তা তৎফলানাং তে তৈতন্যাশ্রয়ে॥

আমাদের এই নিত্যচরণশীল কার্য্যকে আমরা 'পরোপকার' শব্দে অভিহিত করিয়া থাকি।

অনাদ্যবিদ্যাবৃতচিত্তে [illegible] আমাদের নিত্যস্বভাব দোষ। আমরা [illegible] মনে করি কে উপকারিরূপে গণনা করে? তিনি আমাদের ভোগপ্রার্থী স্থূলদেহের অথবা মনের তৃপ্তিসাধক উপকরণাদি সরবরাহ করিতে সমর্থ হন,—তিনি যত অধিক পরিমাণে ভোগ্যবস্তু দান করিতে পারেন, তাঁহাকেই আমরা তত বড় হিতকারক বন্ধুরূপে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে পূজা করি। এমন কি, যাঁহারা আমাদের কল্পনাতীত আরামদায়ক [illegible] ইত্যাদি রচনা করিয়া 'কবি' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, অথবা ভড়ং জ্ঞান দেখাইয়া [illegible] বাগবহুলতা উদ্ভাবন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে কখনও আমরা 'পরোপকারক' সংজ্ঞা হইতে বঞ্চিত করি না। কাহারও কাহারও মতে আবার অনন্ত বিলাসময়ী সৌন্দর্য্যময়ী প্রেয়সী প্রেরণাদায়িনী একনিষ্ঠ উপাসক [illegible] নাকি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরোপকার। বিশ্বপতির চরণে প্রদত্ত তাহাদের সেই [illegible] অর্থাকাঙ্ক্ষি নাকি চিত্তোন্মাদিনী মধুর সঙ্গীতধারারূপে অশান্তিদগ্ধ মানবপ্রাণে শান্তির উৎস প্রবাহিত করিতেছে! জগতের ভোগোন্মত্ত অধিবাসিগণ প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন রুচিযুক্ত; তাই যাহার যেটী তৃপ্তিদায়ক, সে সেইটীরই স্তুতি কীর্ত্তন করে।

অসুস্থ ব্যক্তি পীড়া-ক্লেশনিবারক বৈদ্যকে, বস্ত্রহীন ব্যক্তি বস্ত্রদাতাকে, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি অন্নদাতাকে, ভোগবিলাসী মদ্যবিক্রেতাকে এবং কামি কাম-প্রপীড়িত ব্যক্তি আইনজ্ঞ রমণীকে, এই প্রকারে—প্রত্যেকে স্বীয় ভোগানুকূলকারী ব্যক্তিকেই পরম হিতকারী বলিয়া সাদরে গ্রহণ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অন্যান্য রাজ্যের উপকারকগণ বিভিন্নপ্রকার প্রার্থীর প্রয়োজনানুরূপ ভোগ্যবস্তু প্রদানে সম্পূর্ণ অসমর্থ। যেমন,—সুখবিলাসাকাঙ্ক্ষার কোন ব্যক্তির নিকট যদি কেহ সুরাসানন্দসমন্বিত বাদ্যযন্ত্রাদি সহযোগে বেশ দুই গীতালাপ করে, অথবা কত মনোহর দৃশ্যাবলী আনিয়া তাহার চোখের সম্মুখে উপস্থিত করে, তথাপি তাহার পিপাসা নিবৃত্তি হওয়ার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা থাকে না। আবার ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যদি কোন উপকারক [illegible] উত্তম ভক্ষ্য সরবরাহ করে, [illegible] তাহা না। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমরা যেরূপভাবে [illegible] উপকারক নির্ণয় করি। যিনি আমাদের ঈপ্সিত দ্রব্য জোগাইতেছেন, তিনিই উপকারক।

কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ বিচারপরায়ণ ব্যক্তি অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন রসেশ্বরাগ্রগণ্য শ্রীনন্দ-চৈতন্যমহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ [illegible] না করিয়াই যৌক্তিকভাবে লোকের আবৃত্তি করিয়া প্রকৃত পরোপকার সম্বন্ধে ভ্রান্ত কাহিনী প্রচার করিতেছেন। মনোধর্ম্মী অজ্ঞগণ প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমবিতরণলীলার কোনই সন্ধান রাখে না বা সন্ধান রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তাহারা মনে করে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অযাচিতভাবে আচণ্ডালে প্রেমদান [illegible] বুঝি প্রাকৃত জগতের অন্নবস্ত্র [illegible] দুর্ভিক্ষসাহায্যসমিতির কার্য্যের মতই কোন জড়ীয় ব্যাপার। তাহারা বলে,—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পরউপকার॥"

এই বাক্যে শ্রীগৌরসুন্দর ভারতবাসী প্রত্যেককেই তদীয় সুকর কর্ম্মাচরণ দ্বারা জীবন সফল করিতে উপদেশ করিয়াছেন। অতএব অন্নসত্র আশ্রম স্থাপন, দরিদ্র-আতুর পীড়িতের নিমিত্ত আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠা, বিদ্যাহীন অজ্ঞজনে বিদ্যা দান, রসক কুসীদকে ঋণ দান ইত্যাদি নিঃস্বার্থ (?) পরোপকারে আত্মনিয়োগ করাতেই মনুষ্যজীবনের চূড়ান্ত সাফল্য নিহিত।

অজ্ঞ বিচারকগণের দেহমনোধর্ম্মের পাষাণ-কারা ভেদ করিয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্ত্তার মর্ম্মার্থ গ্রহণের যোগ্যতা নাই। তাই অনাদি বহির্ম্মুখতাই যে অনন্ত ক্লেশ-পরিপূর্ণ প্রাকৃত অভাবের জনক, তাহা উপলব্ধি হয় না। অনন্তোদয়ারুণিধি শ্রীগৌরহরি জগজ্জীবের স্থূল বা সূক্ষ্মদেহের অভাব দূরীকরণযোগ্য তাৎকালিক কোন খণ্ড উপকারের কথা বলেন নাই। তাঁহার অভয়পাণী শুধু ওলাউঠা বা প্লেগমহামারীর প্রতিকারের অথবা বন্যা-বিপন্নকে সাময়িক সাহায্য দানের মত কোন ক্ষুদ্র দানের কথা নহে। মায়াপীড়িত হতভাগ্য জীবগণ অনাদিমুক্ত বিক্রম বশতঃ সিংহশিশু হইয়া মায়াগর্ত্তরূপ ঘৃণ্য শূকরমেয়ের পদাবলেহন করিতেছে—পরমামৃত ধাম শ্রীগোবিন্দের দাস, অমৃতের পুত্র হইয়া মৃত্যুর আরাধনা করিতেছে। তাহাদিগকে ওঙ্কারের নিত্য স্বভাব হরিদাস্যে প্রতিষ্ঠিত কর,—মৃতপ্রায় অচেতন জীববৃন্দের অন্ধকারে শাশ্বত জাগরণের মঙ্গলধ্বনি পৌঁছাইয়া দাও—চিরবুভুক্ষিত অতৃপ্তাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রেমামৃতধারায় মাত কর" ইহাই তদীয় পরোপকার বাণীর অনুদ্ঘোষিত উদ্দেশ্য।

প্রেমার্দ্রচিত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত জীবের উদ্ধারার্থে তদীয় নিজজন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে কি প্রকারে পরোপকার করিতে কহিয়াছিলেন, তাহা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহোদয় অমৃতবর্ষিণী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি॥
শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বহি আর না বলাবে না বলিবা।
দিন অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞাপালনতৎপর, ভগবন্মনোঽভীষ্টপূরণরসগ্রহণক কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত হরিদাস ঠাকুর প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া কিভাবে জীবকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ পূর্ব্বক পরহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, দেখুন—

"আজ্ঞা পাই দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।
বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই' এক মন॥"

জীবের পরম উপকারী নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস সমগ্র নদীয়াবাসীর নিকট কি ভিক্ষা চাহিলেন? তাঁহারা কি আধুনিক বৈকল্পক্রপাভিমানীর ন্যায় কনককামিনী প্রতিষ্ঠাশারূপ শূকরীবিষ্ঠার প্রার্থী হইয়াছিলেন? তাঁহারা স্বয়ং জীবের উপাস্য তত্ত্ব হইয়াও দীন পতিত জীবের নিকট ভিক্ষা চাহিলেন—"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।" আর গাহিলেন,—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ
লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই মোর প্রাণরে॥

শ্রীমতী বার্ষভানবীর ভাবকান্তিস্বলিত শ্রীগৌরকৃষ্ণের শ্রীচরণাশ্রয়তো শ্রীনাম-তত্ত্বটী [illegible] জীবের পক্ষে পরমপুরুষার্থ শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—শ্রীনিত্যানন্দ, হরিদাস ও তাঁহাদের অসংখ্য অনুগমণ্ডলী এই অপূর্ব্ব উপকারবার্ত্তাই সর্ব্বত্র মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন।

নির্য্যাণ

গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার শ্রীএকাদশী দিবস শ্রীগৌরাঙ্গের একটী সেবক আশুতোষ ভক্ত রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অকপটচিত্তে শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে কেন এত শীঘ্র ইহ জগৎ হইতে সরাইয়া লইলেন, তাহা মাদৃশ অকৃতজ্ঞানীর ধারণাতীত। তবে তাঁহার এই প্রপঞ্চপরিত্যাগের আদর্শে আমি এই শিক্ষা লাভ করিলাম যে, ঐরূপ কোন্ এক অজানা ক্ষণে আমাকেও ইহ জগতের সকল আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। যে দুর্লভ সুযোগটুকু লাভ করিয়াছি, তাহার ক্ষণমাত্রও বৃথা ব্যয় না করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন অকপটে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবা করিয়া পারের সম্বল সংগ্রহ করিতে পারি।

প্রচার-প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ৪ঠা জুন দেওয়ানগঞ্জবাসী আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের গৃহে শুভাগমন করিয়া গত ৩রা জুন, ২২শে জ্যৈষ্ঠ ও তৎপরদিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পৃথুরাজের উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন।

গোস্বামী মহোদয় শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত। শ্রীগুরুদাসগণের আগমনে তাঁহার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। শ্রীহরিকথা বহুল প্রচারের জন্য তিনি প্রত্যহ দূর গ্রাম হইতে বহু ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদবিতরণ করিতেছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্র সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যে কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরপ্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যাশ্রমামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্লোজ-ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ও বিস্ময়কর এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সিদ্ধি গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনান্তে এই গ্রন্থরাজ উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুমধুর গল্প, কথোপকথন ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু-বিরচিত। এই পুস্তকে অতি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ বার আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যে বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। পাশ্চাত্য সেবাপরাধ ভাসা-ভাসা ভাবে ও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, ভক্তিলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা বিষয়ক গীতি পুস্তক, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আবাহিক ও প্রাতঃ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

বিশ্বচক্রবর্ত্তিচূড়ামণি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সমাধান ভাষ্য, বিবিধ বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাময় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্ত্বপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

সাধন-কল্প

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল গৌরাঙ্গদেব-সম্বন্ধীয় ১০৮ নবদ্বীপশতকের মূলানুগত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল গোপালাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

মুক্তিমল্লিকা (জগৎগৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। রঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমদ্ভাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীআদিরাজ তীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন করিয়াছেন। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ পঞ্চরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকগুলি সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তকৃষ্ণ মহোদয়কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙ্গের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ৩৲. ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবমহিমা, বাঙ্গালার গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অযৌক্তিকতা নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নামাপরাধ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য বন্দনা, গুরুপ্রণালীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-পরম্পরা, শ্রীগুরু-পরম্পরা, শ্রীগুরু-বন্দনা প্রভৃতি সাধক জীবনের নিত্যপাঠ্য বিষয়গুলির কণ্ঠশোভিত মুক্তামালার ন্যায় অনুক্ষণ করে রাখা অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত সংস্কৃতের বিশদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দরাকারে লিখিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত সংস্কৃতের বিশদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সুন্দরাকারে লিখিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেখিবার স্থানাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ২ নামের বিনয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি সর্ব্বাঙ্গ চিত্তাকর্ষক এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদি দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ২ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বিঃ ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুরে-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ব্রজবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ ধকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবধূ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বর্ণপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিসুহৃদ ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

টাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমহত্র—

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী [illegible]সিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাসাধিকারী, শ্রীমতুলাল পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধারঞ্জন ব্রজবাসী, শ্রীপাদ [illegible] পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

জালবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা। রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কপাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন

এতকাল পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল যে, বন্দীদের খাদ্যের জন্য যে খরচার বরাদ্দ আছে, সেই খরচার যতদূর কুলায় বন্দীরা ইচ্ছামত খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিত। বর্ত্তমান ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল প্রেসিডেন্সী জেল পরিদর্শন করার পর এই নিয়ম পরিবর্ত্তন করেন। ফলে বন্দীদিগকে প্রাতে খাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। প্রতিবাদে তাহারা গত সোমবার হইতে অনশন আরম্ভ করে। কতিপয় বন্দী অনশনের ফলে অতীব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা শয্যা হইতে উঠিতে পারিতেছে না। নিম্নলিখিত বন্দীগণের শরীর দ্রুত ক্ষয় হইতেছে :—

(১) মুকুল সেন—মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় দণ্ডিত—ওজন ১০৩ পাউণ্ড—যক্ষ্মারোগী—অতিশয় দুর্ব্বল—অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

(২) সুবোধ দাশগুপ্ত—পাটনা রিভলভারের মামলা—ওজন ১০৯ পাউণ্ড—বেদনায় কাতর উঠিতে পারে না।

(৩) অম্বিকা রায়—কলিকাতা ষড়যন্ত্র ও ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলা—ওজন ১০০ পাউণ্ড—ফুসফুসের পীড়া অতিশয় দুর্ব্বল।

(৪) রসিকলাল দাস—কলিকাতা ষড়যন্ত্রের মামলা—ওজন ১০৫ পাউণ্ড—পাণ্ডুরোগে ভুগিতেছে, লক্ষণ ভাল দেখা যাইতেছে না।

(৫) ডাঃ ভূপাল বসু—কলিকাতা ষড়যন্ত্রের মামলা—ওজন ৯৭ পাউণ্ড—অতিশয় দুর্ব্বল।

কাজীপুরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ

পাবনা জিলার কাজীপুর থানার বহু সহস্র নর-নারী ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া অনশনে, অর্দ্ধাশনে কালযাপন করিতেছে। লোকের দুরবস্থা এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, তাহারা দুগ্ধবতী গাভী এবং চাষের বলদগুলি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়াও জীবন-ধারণের জন্য জিনিস সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। কেহ কেহ অন্নের জন্য পুত্রকন্যা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেছে। সহস্র সহস্র হিন্দু মুসলমান একমুষ্টি অন্নের জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছে।

এই দুর্গত লোকদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত কাজীপুরের 'নূর নবী সেবকসঙ্ঘ' একটি সাহায্য সমিতি গঠন করিয়াছেন এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগকে যথাসাধ্য অন্নবস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেছেন। গত ১১ই তারিখে রাজসাহী বিভাগের কমিশনার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সেবকসঙ্ঘের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া অর্থসাহায্য করিয়া সঙ্ঘকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

উপরিউক্ত সঙ্ঘের একদল স্বেচ্ছাসেবক অর্থসংগ্রহের জন্য কলিকাতা আসিয়াছে।

মদের দোকানে বোমা
২ জন নিহত ও ৪ জন আহত

গত ১৫ই জুন সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় চাঁদপুর পুরান বাজারে একটি দেশী সরাপের দোকানে একটি বোমা ফাটে, তাহার ফলে দুইজন লোক তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ৪ জন গুরুতর জখম হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যায় এবং দোকানে পুলিশ পাহারা বসায়। তদন্ত চলিতেছে।

ঝরিয়াতে জনসভা

ঝরিয়া কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে সম্প্রতি তথায় একটি জনসভা হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণকে কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা করেন।

রাজবাড়ীর কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

একজন পেস্কারকে প্রহার করার অভিযোগে পুলিশ শ্রীযুত নীরদবরণ সেনের খোঁজ করিয়াছিল। তিনি পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন তাঁহাকে হাজতে আটক রাখা হইয়াছে। এই সম্পর্কে পূর্ব্বে আরও চারিজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীযুত দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি স্থগিত

গত সোমবার সিমসন হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীযুত দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হইবে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুত গুপ্তের মাতা তাঁহার প্রাণভিক্ষা করিয়া দরখাস্ত করাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ফাঁসি স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের নূতন সদস্য

ভারত সচিব, স্যার মতুলচন্দ্র চাটার্জ্জি কে, সি, এস, আই এবং স্যার রেজিন্যাল্ড ক্রেডি কে, সি, আই, ইকে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে ১৯৩১ সালের ১০ই এবং ১৬ই জুলাই হইতে কার্য্য করিবেন। স্যার উইলিয়াম ডিনসেন্ট সি, সি, আই, ই, এবং স্যার মরার্ট হলাণ্ড, কে, সি, আই, ই; এই পদ দুইটিতে ছিলেন।

জনসমরকারের ইস্তাহার

নেরানগেলবিনি সার জেল হইতে বন্দীদের পলায়ন সম্পর্কে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করা হইয়াছে :—

শুক্রবারদিন অপরাহ্নকালে ১২ জন বিচারাধীন বন্দীকে আদালত হইতে লইয়া আসা হয়। তাহাদিগের সহিত তিনজন পুলিশ প্রহরী ছিল। তাহাদিগকে হাজতের ভিতর লইয়া গেলে পর এবং কারা-প্রকোষ্ঠের মধ্যে বন্ধ করিবার পূর্ব্বে তন্মধ্যে যে তিন চারজনের হাতকড়ি খুলিয়া ফেলা হইয়াছিল তাহারা কতকগুলি "দা" লইয়া পুলিশের লোকদিগকে আক্রমণ করে। ফলে কয়েকজন পুলিশের লোক আহত হয়। অতঃপর তাহারা পুলিশের হাল্কা বন্দুক হস্তগত করিয়া পলায়ন করে। নেরানগেলবিনিস্থিত পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী বাড়ীতে লক্ষ্য-হীন ভাবে গুলী ছুঁড়িয়া তাহারা পূর্ব্বদিকে চলিয়া যায়। এরূপ অনুমিত হয় যে, তাহারা লিটাং নদী পার হইয়া সুংগিন মহকুমার দিকে গিয়াছে। যাহারা পলায়ন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৩৯ জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক আছে। ঘটনার দিন রাত্রেই তিনজন আত্মসমর্পণ করে এবং অবশিষ্ট সকলেই এখনও পলাতক অবস্থায় আছে। তাহাদের নিকট পুলিশের ২০টা হাল্কা বন্দুক ৫টা বন্দুক এবং অনুমান ৮০০ শত টোটা আছে। বন্দীশালার অপর ২৬ জন বন্দী পলায়নের চেষ্টা করেনাই এবং পলায়ন করিতে অসম্মত হওয়ায় পলায়নকারিগণ তাহাদের দুইজনকে গুলী করে। জনৈক দারোগা বন্দীদের দুইজনকে গুলী করেন। ফলে একজন নিহত ও একজন আহত হয়। পুলিশ পলায়নকারী বন্দীদের অনুসরণ করিয়াছে এবং এই ব্যাপারের দায়িত্ব সম্বন্ধে তদন্ত করা হইতেছে। বন্দীদের সহিত বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক নাই। পুলিশ লাইন হইতে উক্ত সাব-জেল কতকটা দূরে অবস্থিত এবং পলায়নের সময় ছয়জন পুলিশের লোক মাত্র উপস্থিত ছিল।

ফুটবলের অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বেনু নামে এক ব্যক্তি ডালহাউসি 'ক্লবের ম্যানেজার মিঃ ..... নামে উহাকে গ্রেপ্তার করার অভিযোগে শ্রীরামপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক মামলা রুজু করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি বাদী রূপে প্রস্তুত হইয়াছে। সে এখন হাসপাতালে আছে ..... [illegible]

দিনাজপুর জিলা কুর্ত্তিস সম্মেলন

গত ৭ই জুন ইবি রেলওয়ের রেজনগরে দিনাজপুর জিলা কুর্ত্তিস সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে প্রায় ১২ হাজার মুসলমান যোগ দিয়াছিল। মহিলারাও সভায় যোগ দিয়াছিলেন এবং মৌলবী কাজেম উদ্দীন পন্থী মবুয়াতুন্নেসা বাদুল সভায় বক্তৃতা করিয়া মুসলমানদিগকে একতাবদ্ধ হইতে, মুসলমান রমণীদের শিক্ষায় মনোযোগ করিতে এবং পর্দ্দা তুলিয়া দিতে অনুরোধ করেন।

সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বালুর ঘাটের মৌলবী আমিরুদ্দীন আহমেদ চৌধুরী। অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় সভার অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং রাত্রি সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলবী খোরসেদ আলী চৌধুরী বলেন যে, কেহ যেন স্বাতন্ত্র্যবাদীদের ফাঁদে না পড়েন। তিনি বলেন যে, মিশ্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী সমগ্র দেশের পক্ষে এবং যদি সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার দেওয়া হয় তবে বাঙ্গলার মুসলমানদের পক্ষে বিশেষভাবে কল্যাণকর। তিনি মুসলমানদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিয়া কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করিতে বলেন।

সম্মেলনে মিশ্রনির্ব্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আর একটি প্রস্তাবে একটি জাতীয় মুসলমান গঠিত হইয়াছে। মৌলানা আবদুল্লাহিল কাফি এইসবের সভাপতি এবং মৌলবী হাসান আলী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

করিদপুর জেলা ছাত্র সম্মেলন
অভ্যর্থনা সমিতির সভা

করিদপুর জিলা ছাত্র সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে গত ২১শে জুন অভ্যর্থনা সমিতির এক সভার অধিবেশন সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এখানে প্রায় ৮০০ শত ছাত্রকে স্বেচ্ছাসেবক রূপে মনোনীত করা হইয়াছে। [illegible] অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত [illegible]

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি কলম ১৲
প্রতি কলম ৩৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ৯৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

সর্ব্বত্র প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

[illegible]] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা আষাঢ় শুক্রবার ১৩৩৮, ১৯শে জুন ১৯৩১

নানা কথা

রেল ষ্টেশনে সশস্ত্র ডাকাতি

হাজীপুর হইতে সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ১৫ই জুন রাত্রি ৯টার সময় হাজীপুরের ষ্টেশন মাষ্টার যখন তাঁহার সহকারী ও রেলের ২ জন কুলীর সহিত ষ্টেশনে উপস্থিত ট্রেণে রেলের টাকা তুলিয়া দিবার জন্য টাকার ব্যাগ লইয়া যাইতেছিলেন, তখন একদল ডাকাত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। যে কুলী টাকার ব্যাগ লইয়া যাইতেছিল, তাহাকে ভীষণ আঘাত করা হয়। ফলে তাহার কাঁধ হইতে ব্যাগ কয়টা পড়িয়া যায়। একজন ডাকাত সেগুলা তখনই কুড়াইয়া লয়। কিন্তু ডাকাতটা পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই ষ্টেশন মাষ্টার তাহাকে ধরিয়া ফেলেন। অতঃপর উভয় পক্ষে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়। এই ডাকাতরা ৩বার গুলী চালায় এবং তাহার ফলে ষ্টেশন মাষ্টার ও তাঁহার সহকারী জখম হন। এই সুযোগে সকল ডাকাত পলাইয়া যায়। ষ্টেশন মাষ্টার ও তাঁহার সহকারীকে পাটনার জেনারেল হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ষ্টেশন মাষ্টারের অবস্থা সাংঘাতিক বলিয়া প্রকাশ।

ভূমিকম্পে ৫০ খানা বাড়ী বিধ্বস্ত আফগানিস্থানে বিপত্তি

কাবুলের উত্তরে পাঞ্জশের জিলায় ভূমিকম্পের ফলে ১৫ জন লোক নিহত ও ৫০টা বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে। আরও কতকগুলা বাড়ী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

কাবুলের সংবাদপত্র "অমলা" বলিতেছেন, পাঞ্জশেরের নিকট যে আগ্নেয়গিরি আছে তাহার জন্যই এই ভূমিকম্প।

রেল ষ্টেশনে সশস্ত্র ডাকাতি

ভূমিকম্পে ৫০ খানি বাড়ী বিধ্বস্ত

সর্দ্দারকে জীবন্ত দগ্ধ

পুনায় পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা

আলোকস্তম্ভ স্পর্শে মৃত্যু

কান্দীতে ভীষণ ঝটীকা—৩ জনের মৃত্যু

অদ্ভুত শিশু প্রসব

গাঁজার দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটীং

স্প্রদ হাঙ্গামা

বাঙ্গলার কংগ্রেসী দ্বন্দ্ব, হাজত সমস্যায় সুখদেবরাজ

সর্দ্দারকে জীবন্ত দগ্ধ আফ্রিকায় ভীষণ দাঙ্গা

উইনেন নামক স্থানে আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে যে দাঙ্গা বাধিয়াছে, ১২ই জুন তাহা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। ক্ষিপ্ত আফ্রিকানগণ সর্দ্দারের কুটীরের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং সর্দ্দারকে জীবন্ত অবস্থায় পোড়াইয়া মারে। এতদ্ভিন্ন আরও দুর্ঘটনা হইয়াছে।

আলোক-স্তম্ভ স্পর্শে মৃত্যু

লামেন কাবরু পিরাণা নামে ৩৫ বৎসর বয়স্ক একজন লোক বোম্বায়ে ভিক্টোরিয়া ডকে একটা বৈদ্যুতিক আলোকের স্তম্ভ স্পর্শ করিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বৃষ্টির জন্য বিদ্যুতের তারে গোলমাল ঘটায় সমস্ত স্তম্ভটা বিদ্যুৎপূর্ণ হইয়াছিল। মৃত্যু সম্বন্ধে করোনারের তদন্ত হইতেছে।

অদ্ভুত শিশু প্রসব

গত ১৩ই জুন শনিবার বেলা ১১টার সময় শালবনী (মেদিনীপুর) গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ সাহার স্ত্রী নিয়মিত দশমাসের পর ১টী ছেলে প্রসব করিয়াছে। ছেলেটীর কোমর হইতে মস্তক বা হাত পা মুখ সমস্ত মানুষ আকৃতি, কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত ঠিক হাতির শুঁড়ের ন্যায় একটি বস্তু, কিন্তু তাহার কোন স্থলে বাহ্য বা প্রস্রাবের দ্বার একেবারে নাই। ছেলেটির মুখে কিঞ্চিৎ দুধ দেওয়া হইলে ভক্ষণ করে নাই। জীবিত আছে, পরে জীবিত থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

ছেলেটীকে দেখিবার জন্য বহু লোক দলে দলে আসিতেছে।

ব্রহ্মদেশের হাঙ্গামা ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা প্রার্থনা

ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভার গণদলের প্রধান পরিচালক গবর্ণরের নিকট এক চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, আর্থিক দুরবস্থা এবং জিজিয়া করই ব্রহ্মদেশে হাঙ্গামার কারণ। এবিষয়ে আলোচনা করার জন্য ব্যবস্থাপক সভার একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী- ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটী'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালীর পাটন

সর্ব্বরিষ্ট ক্ষয়ের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ন্যায় ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

নবপ্রকাশ

মদন মঞ্জরী

বটীকার বল ও বাজীকরণে, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে ধাতুপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, মুখ শুষ্কতা, অরুচি প্রভৃতি সকল সময় বিশেষ আবশ্যক হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অমৃতং শুক্রকারিণী সুধা"

পুরুষত্বহানি রোগে বাজীকরণ দ্বারা আরোগ্য করিয়া অভিনব করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"ধাত্রীপঞ্চানন-বিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যাধান করত সন্তোষপ্রদ স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

আয়ুর্বেদ ঔষধালয়, বেলগাছিয়া

৭ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং বটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখিতে হইবে না। অগ্রিম রাহা খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, ২৪পরগণা।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকীল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেড, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন, বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পত্রই বলুন,

আর ৩ নং ও ৪ নংয়ের লাকটোন সবই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই হয় পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিনাশিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ত্তনিসদায়িনী জীবন্মুক্তাদীপ্ত বক্তৃতাবলী—

ত্রৈকথনিবাস মঠমন্দির কৌম্যস্থলি—সকল অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের নিদানস্বরূপ।

ভিক্ষা প্রত্যেক ১৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ এম্, এস্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৪ঠা আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১লা আষাঢ় মঙ্গলবার দিবস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, অদ্বৈতভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীযোগপীঠের ভক্তগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল আরাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গীতি গাহিতে গাহিতে গোদ্রুমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন মন্দ মন্দ বারিবর্ষণ হইতেছে। কয়েকদিন যাবৎ অসহ্য গ্রীষ্মের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সকলেই বৃষ্টির নিমিত্ত উৎকট আকাঙ্ক্ষা দেখাইলেও তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু আজ একি দয়া! বুঝিলাম, দেবতাগণ অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের বিরহবেদনায় অশ্রুপাত করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে সংকীর্ত্তনবাহিনী অদ্বৈতভবন, শ্রীবাসঅঙ্গন ও শ্রীযোগপীঠ অতিক্রম করিলে বৃষ্টি প্রবল হইল। তখন মনে হইল যে আজ দেবতাগণ বিনোদসেবকগণের আর্ত্তিদর্শনের জন্য পরীক্ষা করিতেছেন। কেহ কেহ একটু উদ্বিগ্ন হইলেও ভক্তগণের প্রবল আবেগ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে লইয়া চলিল। সরস্বতী নদী পার হইবামাত্র বিনোদসেবকগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। আকাশ একেবারে মেঘমুক্ত হইয়া গেল। ভক্তগণ দ্বিগুণ উৎসাহে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বানন্দসুখদকুঞ্জের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিরহব্যথায় 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥' এই সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শ্রীভক্তিবিনোদ সমাধি মন্দির পরিক্রমা এবং গুরুগৌরাঙ্গচরণে বন্দনা করিলেন। অতঃপর ঠাকুর মহাশয়ের সমাধিমন্দিরে অবস্থিত শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে করযোড়ে অবস্থান করিয়া 'ভক্তিবিনোদদশকম্', 'আত্মোপচার' ও ভক্তিবিনোদ রচিত আরও কএকটী গীতি গান করিলেন। অতঃপর শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সমাপনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ বিতরণ ও সম্মান করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে যোগপীঠ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথায় পৌঁছিয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীবাস অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈতভবন পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে মাধ্যাহ্নিক ভোগারতির সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

'ভক্তিবিনোদদশকম্' ইতঃপূর্ব্বেই নদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আত্মোপচার নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবে

"আত্মোপচার"

ধর্ম্মগ্লানি যবে হইল ভারতে
অধর্ম্মপ্রভাব বৃদ্ধি নানামতে
'সত্য' প্রকাশিয়া নাশি 'জনমতে'
'শ্রীচৈতন্যশিক্ষা' করিলে প্রচার।

আচার প্রচারে আচার্য্যপ্রবর
অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়ব্রতধর
লোকের শিক্ষক, লোকহিতকর
তোমা বিনা কেহ নাহি দেখি আর॥

দেহমনোধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম নয়
জানাইলে তুমি ওহে দয়াময়!
শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিতে আত্মবৃত্তি হয়
জানে জীব সব তোমার কৃপায়।

মিছাভক্তি যার কপটতা নাম
আছে তাহে শুধু ইন্দ্রিয়ের কাম।
যাহার উদয়ে হয় সেবা বাম
প্রচারিলে তুমি বিমুখ ধরায়॥

নামচিন্তামণি স্বরূপ বিচার
নামের মাহাত্ম্য জানাইয়া আর
শ্রীনাম সাধন করিলে প্রচার
কলিযুগে সর্ব্ব সাধনের সার।

নাম নামী কভু ভেদ নাহি হয়
নাম নিত্য পূর্ণ, কৃষ্ণরসময়
যে নাম গ্রহণে প্রেম উপজয়
সাধু শাস্ত্র সব কহে বার বার॥

কিন্তু সেই নামে দশ অপরাধ
প্রেমভক্তিলাভে আনি দেয় বাধ
জানাইলে তুমি নাশিয়া বিবাদ
নামতত্ত্ববিৎ ওহে মহাজন।

গৌরধাম তুমি ওহে গৌরজন!
করিলে প্রকাশ বিদিত ভুবন
গৌরসেবা তথা করি' প্রচারণ
গৌরকৃষ্ণকাম করিলে সাধন॥

(প্রভো!) আজ তব পুণ্য তিরোভাব দিনে
বিরাজিত তুমি জানে ভক্তগণে
সেই নিত্যরূপে এই অভাজনে
আত্ম-উপচারে চাহে পূজিবার।

অপরাহ্নে পুনরায় ঠাকুর মহাশয়ের বিরহগীতি কীর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগপীঠে পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ বিতরণদ্বারা সুমেধতিথির সম্মান করা হইয়াছে। এইরূপে সকল মঠেই ঠাকুরমহাশয়ের বিরহবাসর যথারীতি সম্মানিত হইয়াছে।

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত

সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(৭)

মহাত্মা তোতারামদাস বাবাজী

কথিত ১৩টী বিদ্ধসম্প্রদায়ের মত

আউলবাদ

এই মতবাদটী মায়াবাদেরই একটী প্রকারবিশেষ। বিষয়মতে আশ্রয়াবলম্বনের বহুত্ব স্বীকৃত হইলেও বিষয়াবলম্বনের বহুত্ব নাই; বিষয়াবলম্বন—এক অদ্বয়তত্ত্ব। কিন্তু আউলমতে বিষয় বা ভোক্তার বহুত্ব দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোক লইয়া ইহাদের সাধন। নিজস্ত্রী, পরস্ত্রী, বারবণিতা প্রভৃতি ভেদ ইহাদের মধ্যে নাই। সকলের সহিতই ইহাদের সমন্বয়। এমন কি, এক ব্যক্তির প্রকৃতিকে অপরে ভুলাইয়া লইয়া গেলে ইহারা সন্তুষ্ট হয়। ইহারা মায়াবাদীর ন্যায় নিজদিগকে 'কৃষ্ণ', 'ঈশ্বর' প্রভৃতি বিচার করিয়া থাকে। গোঁফ ও দাড়ি উভয়ই বহন করার প্রথা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। সর্ব্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্যই এক, বিরোধ কেবল ব্যবহারিক, অতএব সাধকমাত্রেরই উহা ত্যাজ্য।

(২) বাউলবাদ

বাউল সম্প্রদায়ের মতও মায়াবাদেরই অন্তর্গত। আউল সম্প্রদায়ের সহিত উহাদের আচার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও আউল, কর্ত্তাভজা, বাউলমত প্রায় সমজাতীয়। ইহারা জড়সম্ভোগবাদী। নিজকে কৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া প্রকৃতিকে ভোগ করা ইহাদের কার্য্য। ইহাদের মতে ইহজগতের স্ত্রীপুরুষের মিলনেই রাধাকৃষ্ণের লীলা অনুভূত হয়। শুক্র-শোণিত-মল-মূত্র প্রভৃতি ত্যক্ত ঘৃণিত বস্তু ভোজন—এই সম্প্রদায়ের চারিচাঁদ সাধনপ্রণালীই সদাচার বলিয়া গণিত। কোথায় কোথায়ও মৃত মনুষ্যের মাংসভোজন প্রথাও ইহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই মতটী শঙ্করমত ও তামস তন্ত্রমতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩) কর্ত্তাভজাবাদ

আউলেচাঁদ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায়ে গুরুকেই 'কর্ত্তা' বা 'ঈশ্বর' বলা হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে আউলে চাঁদকেও গৌরাঙ্গের অবতার বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। এই মতবাদটী ভক্তিবিরোধী মায়াবাদের অন্যতম। এই সম্প্রদায়ে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের কথাই অধিকভাবে সর্ব্বদা উচ্চারিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোন একটী সম্প্রদায়ে ত্রিবিধ কায়কর্ম্ম, ত্রিবিধ মনঃকর্ম্ম ও চারিপ্রকার বাক্‌কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সাধন। ইহাদের মধ্যে কোন দলে উচ্ছিষ্ট ভোজন ব্যবস্থা আছে, অপর দলে তাহা নিষিদ্ধ। কর্ত্তাভজাদের অনেক জ্ঞান আছে। হরিসত্য, গুরুসত্য প্রভৃতি ইহারা মহাবাক্য জ্ঞান করে। জ্ঞানপ্রাবল্য-হেতু ইহারা বৈষ্ণবসদাচার ও কৃত্যের বিরোধী। ইহাদের মধ্যে কোন একটী আধুনিক শাখায় সর্ব্বসমন্বয়বাদ স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের উপদিষ্ট বিষয় অসম্পূর্ণ বলিয়া সপ্তোপাসনায়ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

৪। নেড়ামতবাদ

কিম্বদন্তী এই যে, শ্রীবীরভদ্র প্রভুর অনুগত্রুব বারশত নেড়া ও তেরশত নেড়ী ছিলেন। শ্রীবীরভদ্র প্রভু বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবেশেচ্ছুগণকে অভদ্রবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া ভজনের উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে ঐসকল নেড়ানেড়ী হরিভজন করিবার পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া একটী স্বতন্ত্র অসদাচারি-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। নেড়ানেড়ীর দলে বৈষ্ণবাচার-বিরুদ্ধ নানা প্রকার অসচ্চেষ্টা, মৎস্যাদি ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ইহারা কোনপ্রকার শাস্ত্র বা মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ভজনপ্রণালী অথবা গোস্বামিগণের কোন কথার ধার ধারে না।

সার্ব্বজনীন মৈত্রী

আজকাল দেশ ও সমাজের হিতৈষীমন্য মনীষিগণ সমগ্র জগতের অধিবাসীদিগকে ভ্রাতৃত্বের মধুর মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য বলিয়া থাকেন। স্বাধীন (?) প্রতীচ্য-ভূমি। অনেক স্থানে এ'নিমিত্ত শান্তি সম্মেলনের 'বৈঠক' বসিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ বিভিন্ন দেশবাসী, ভিন্ন ভাষাভাষী ও সম্পূর্ণ বিপরীত রুচিনীতিবিশিষ্ট নানা বিচিত্র ধর্ম্মাবলম্বী মানব জাতির মধ্যে যাহাতে বিদ্বেষভাব দূরীকৃত হইয়া একতার মৃদু মধুর শান্তি সমীরণ প্রবাহিত হয়, তজ্জন্য মনীষিবৃন্দের মধ্যে পরস্পর অনেক আলোচনা ও আন্দোলনের কথা সময় সময় শুনিতে পাওয়া যায়। 'শান্তি সম্মিলনী গুলিতে অনেকে অনেক কথার অবতারণা করিয়া থাকেন; কেহ বলেন,—"সাম্রাজ্য বিস্তারবাদীগণ যদি যুদ্ধস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া নিজাধিকৃত রাজ্যে সন্তুষ্ট থাকেন, তবে জগতে শান্তি-বন্ধন দৃঢ় হইতে পারে।" আবার কোন কোন কূটবুদ্ধি রাজনীতি বিশারদ কহেন,—"ভূতপূর্ব্ব মহাসমরের ন্যায় কালানলশিখার উচ্ছেদ সাধন করিয়া পৃথিবীতে ব্যাপক অনুভূতিবিশিষ্ট সৌভ্রাতৃবন্ধন স্থাপন করিতে হইলে প্রত্যেক সাম্রাজ্য হইতেই কামান, গোলা, বারুদ, 'সবমেরিণ', 'জেপলিন', বৃহৎরণপোত ইত্যাদি সমর-সরঞ্জাম গুলির নির্ব্বাসন বা সংখ্যান্যূনতা সংসাধিত হওয়া আবশ্যক; এতদ্দ্বারা জগতে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি সম্বন্ধে সাহায্য হইতে পারে।" কোন কোন অপেক্ষাকৃত দূরদর্শী প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিত আবার ঐসকল মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে,—"সকল দেশবাসীর মধ্যে প্রাণের যোগ স্থাপিত না হইলে শুধু যুদ্ধোপকরণ নাশে বা সংখ্যাল্পতা সাধনে কোনও সুফল উদিত হইবে না। বর্ণ বৈষম্য, ধনী দরিদ্রের মধ্যগত ধনিক শ্রমিক সমস্যারূপ আধুনিক আভিজাত্য বৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতারূপ মহাব্যাধি পৃথিবী মাতার বক্ষ হইতে নিঃশেষে অপসারিত করিতে না পারিলে মঙ্গলোদয়ের আশা নাই। অতএব জগদ্বাসী সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এক জাতীয়ত্বের সাম্য পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মহম্মদীয়ান ইত্যাদি বহু জাতির বিভিন্ন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া সাম্য-পতাকানিম্নে সমবেত একমাত্র জাতির সেরা 'মানুষ জাতি'র মিলন-শাখা উচ্চনাদে অভিনন্দিত হউক। বহু বহু ধর্ম্মমত নিরাকৃত হইয়া সম্মিলিত মহামানবের আরাধ্য ধর্ম্ম হউক বিরাট্ স্বাদেশিকতা। বসুমতী মাতার তন্তানগণ স্বদেশ সেবার বেদীমূলে মৈত্রী ও শান্তির উপাসনা করুক। তবেই সমগ্র বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া শান্তির সুশীতল নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইবে।" আবার দুই চারিটী 'যৌন সম্বন্ধ নীতিবাদী' অনেক যুক্তির দ্বারা তাহাদের স্বমতের পোষকতা প্রচার করিয়া এইরূপ বলিতেছেন যে,—"অসবর্ণ বিবাহ প্রণালীকে আদর্শ করিয়া বিশ্বমানবের মধ্যে অবাধ বিবাহনীতি প্রবর্ত্তিত হইলেই প্রকৃত শান্তিপূর্ণ মিলন সংঘটিত এবং অসহযোগের দ্বারা অপ্রীতির সম্ভাবনা উৎসাদিত হইতে পারে।

প্রাকৃত ধারণাপর অক্ষজ মনীষা সম্পন্ন হিতসাধকগণ যতই বিচারপরায়ণ হউন না কেন, তাহারা মনোধর্ম্মী, এবং তাহাদের বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবাদি দোষচতুষ্টয়যুক্ত অস্থির সিদ্ধান্ত প্রকৃত পন্থা নির্দ্ধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম। মানব জাতির শুভকামী ঐ সকল ব্যক্তিগণ অস্মিতার বৃথা অভিমানে স্ফীত হইয়া নিজেরাই কর্ত্তা সাজিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের প্রচারিত ঐ সমুদয় ভাল কথার কোনও প্রকৃত মূল্য নাই। তাহারা যে মৈত্রীযুক্ত ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপনের জন্য যত্ন করিতেছেন, কৃত্রিম উপায়াবলম্বনে তাহা কোনও প্রকারেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না। বিশ্বমানবের পরস্পর বিরুদ্ধ গতিবিশিষ্ট জীবন-ধারা শান্তি ও মৈত্রীরূপ মহাসাগরাভিমুখী করিতে হইলে, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও বিভিন্ন স্বার্থতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণ করিতে হইলে, ভগবৎসেবার সুদৃঢ় পাষাণভিত্তির উপর জন-মৈত্রীর সৌধ নির্ম্মিত হওয়া দরকার। নতুবা তাস-গঠিত সুউচ্চ প্রাসাদের ন্যায় উহা কালসাগরের একটী ঘূর্ণিবাত্যায় নিমেষে ভূমিসাৎ হওয়ারই প্রবল আশঙ্কা। সাক্ষাৎ নন্দনন্দনাভিন্ন প্রেমময়তনু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন সনাতন আত্মধর্ম্মের আনুগত্য ব্যতীত কেহই আধ্যক্ষিক জ্ঞানের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা বা শান্তিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব শৃঙ্খল সংস্থাপন করিতে পারিবেন না। অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ অধোক্ষজের সেবা ভূমিতে সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তি যখন শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের বিজয়কেতনের নিম্নে একমাত্র পরমসেব্য শ্রীভগবানের সেবাসমিধ্ হস্তে সম্মিলিত হইবে, তখনই বিশ্বমানবের মধ্যে প্রকৃত মৈত্রীর শুভ ঊষা সমাগত হইবে, নতুবা সে আশা আকাশকুসুমের ন্যায় সুদূরপরাহত।

মানবের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের পরাক্‌গতি, বিভিন্ন মুখিনী চিন্তাধারা, প্রত্যক্‌প্রগতির সেবা কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিতে না পারিলে, পরমার্থের মূল প্রস্রবণভূমি স্বার্থগতি শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি সম্পাদনে নিযুক্ত করিতে অপারগ হইলে বিবাদ-ধর্ম্মী মানব সঙ্ঘ কখনই পর-শান্তিধনে ধনী হইতে পারিবেন না। শ্রীভগবৎসেবা বিমুখ ব্যষ্টি যখন নিত্য প্রগতির উদ্বোধন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া চেতনময় সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, সকলেই যখন স্বরাট্ পুরুষ শ্রীগোপিকাপ্রণয়ী শ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তোষণকল্পে অন্তর্মুখী ভাব লইয়া 'সমষ্টি'বদ্ধ হইবে, তখনই পৃথিবীস্থ অক্ষজ জ্ঞান প্রসূত সমুদয় দ্বন্দ্ববীজ ধ্বংস হইবে, পূর্ব্বে নহে। প্রতি হৃদয়ে যখন রাধামাধবের সেবাসাধনার সুমধুর ঐক্যতান বাদ্য বাজিয়া উঠিবে, তখন ব্রহ্মণ্যকুলগর্ব্বিত ও অন্ত্যজ পারিয়ার মধ্যবর্ত্তী আবহমানকাল পুষ্ট বিদ্বেষবহ্নি আপনিই নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, সেইজন্য আর সভাগৃহে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে না।

প্রতি হৃদয়ের সহিত যেদিন প্রেমময় শ্রীভগবৎসেবার অমলস্পর্শের মধ্যদিয়া 'সেবকসূত্রে' যোগসূত্র গ্রথিত হইবে, সেদিন ধনিক শ্রমিকের ভেদ যজ্ঞসূত্রসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণব্রুবের সহিত শূদ্রাভিমানীর মনান্তর আফ্রিকান্ ও ইণ্ডিয়ানের সহিত শ্বেতাঙ্গের চিরন্তন বিরোধ ইত্যাদি সহজেই সুমীমাংসিত হইয়া যাইবে। সমুদয় জীবের যদি সেবাধর্ম্মে অর্থাৎ প্রকৃত জৈবধর্ম্মে শুভমতি উদিত হয়, তবে ভূলোকে গোলোকের পরশান্তি সম্পদ অবতরণ করিবে। তখন কে কাহার বিদ্বেষাচরণ করিবে? কে কাহাকে তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবে? সকলেই শ্রীভগবানের সেবক সূত্রে পরমোপাস্য জগৎপতির সেবাসম্ভার আহরণে যত্নবান্ হইলে পরস্পরের ভিতর মৎসতার কালানল প্রজ্বলিত হইবার আশঙ্কা চিরতরে তিরোহিত হয়।

সেই শুভালোক বিভাসিত মঙ্গল প্রভাতে বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অন্ত্যজ, আফ্রিকান, ইণ্ডিয়ান, চীন, কোল, ভীল, সাঁওতাল, ফরসিস্, সেমেটিক, রোমাণ, এরিয়ান ইত্যাদি সকলে একত্রিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রেম ও শাশ্বত শান্তির সৌন্দর্য্য দেবতা শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্য লীলার মঙ্গলারাত্রিক গীতি গান করিবে। তখন বিভিন্ন অভিমানব্যঞ্জক ক্ষুদ্র সংজ্ঞা অন্তর্হিত হইয়া প্রত্যেকের হৃদয় ভূমিতে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাস দাসানুদাস" এই সনাতন বাণী—পরমোল্লাস ভরে নৃত্য করিতে থাকিবে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মানবকে যে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে কহিয়াছেন, তাহা জাগতিক প্রাকৃত কল্পনা প্রসূত, মনোধর্ম্মীর উগ্র মস্তিষ্কজাত খণ্ড উপায় বিশেষ নহে। তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত শ্রীশিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই মানবের চরম লাভপূর্ণ যথার্থ শান্তির পরম বার্ত্তা নিহিত আছে। একমাত্র শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই বিশ্বমানবের অখিল কল্যাণকুমুদ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। আর্থিক জগতে স্বার্থসংঘাত থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু স্বার্থগতি শ্রীহরির প্রীতিসম্পাদন ক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রাণীর উদ্দেশ্য এক হওয়াতে হেয় সংঘর্ষ বহ্নির অবকাশ নাই। মাধুর্য্য রাজ্য চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবনে গুরুরূপা ললিতাদি সখীর শ্রীচরণানুগত্যে অগণিত কৃষ্ণসেবিকা একত্রিত হইয়া কেহ ব্রজযুবদ্বন্দ্বের জন্য মনোহর সুগন্ধি কুসুমমালা গ্রথিত করিতেছেন, কেহ পুষ্পচয়ণ, কেহ কর্পূর চন্দন ঘর্ষণ, কেহ রাধামাধবের কর্ণোৎসব বিধানোদ্দেশ্যে বীণা বাদন, কেহ কেহ গৃহ মণ্ডন, কেহ বা শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের ভোগসামগ্রী প্রস্তুত করণ—এইরূপে, যোগ্যতানুযায়ী যে যাহার নির্দ্দিষ্ট নিত্য সেবায় নিত্যকাল যাবৎ প্রেমাভিনিবিষ্ট রহিয়াছেন। তথায় দেবীধামের মত হেয় মনোমালিন্য ও অপ্রীতিধর্ম্মের অবস্থান ভূমিকা নাই।

অণুচেতন জীব স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিত্যকাল হেয় স্বার্থ ধর্ম্মে সংযুক্ত থাকে, ইহা পরম দয়ানিধি শ্রীহরির ইচ্ছা নহে; যখন ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই তিনি নিজে ভূভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন বা কোনও প্রিয়তম জনকে জগৎজীবের উদ্ধারার্থে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম-সেবামধু বঞ্চিত দুর্ভাগ্য জীবকুলকে তাহার স্বরূপগত সেবাধর্ম্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও প্রকৃত শান্তি ও মৈত্রীর স্নিগ্ধ পরশে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ মহাজন যুগাচার্য্যরূপে ধরাধামে শুভাগমন করিয়াছেন। নিত্য স্বদেশের অপ্রাকৃত ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হইয়া অচ্যুতদেবের সেবাধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য আজ সুকৃতি সুধীগণ প্রবল আগ্রহে তদীয় পদান্তিকে ছুটীয়া আসিতেছেন। তাঁহারা জগদ্গুরুদেবের কৃপাপ্রসাদে যথার্থ সার্ব্বজনীন মিত্রতার অক্ষয় আনন্দের অধিকারী হইতেছেন।

হে মৈত্রীকামী ভ্রাতাভগিনীগণ, যদি প্রেমপীযূষের স্বর্গঙ্গাধারায় অভিষিক্ত হইতে চাহেন তবে অভিন্ন নিতাই চাঁদ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করত ভগবদ্দাস্যধর্ম্মে আত্মনিবেদন করুন; আপনারা সুধী হইয়া কেন অসতের আরাধনা করিবেন?

হে সাধব, সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৩০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিনেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যান্বিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই বার সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সময়য়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও মিশ্রা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত হইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসময়য় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোণার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের দার্শনীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছেন। এই বিষয়গুলির [illegible] সরল পয়ারে [illegible] আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible] রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতা

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর [illegible] একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্থন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আ মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকমাধবের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাগাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদাধবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবথরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

পুনায় পণ্ডিত জওহরলালের বক্তৃতা

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, গত ১৪ই জুন বোম্বাই হইতে পুনা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বৈকালে শিবাজী মন্দিরে একটী বিরাট্ সভায় পণ্ডিতজী বক্তৃতা দান করেন। সভায় সহস্রাধিক নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী বলেন, যদিও আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারি নাই, অর্থাৎ স্বরাজ অর্জ্জন করিতে পারি নাই, তথাপি আমরা জগতকে আমাদের শক্তি দেখাইয়া দিয়াছি। আবার আমাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে কিনা, তাহার অবশ্য কোন স্থিরতা নাই, তবে আমাদিগকে সর্ব্বদাই সুশিক্ষিত সেনা বাহিনীর ন্যায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

গোল টেবিল বৈঠকের কথা উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন, গোল টেবিল বৈঠকে অনেক লোককেই পাঠান হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের কাহাকেও ভারতবাসীগণ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন নাই। এক্ষণে ভারতবাসীগণ সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্বের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে বিলাত পাঠাইতেছেন। কংগ্রেসের পশ্চাতে মানবের শক্তি ও মহাত্মা গান্ধীর উপরই কংগ্রেসের সাফল্য নির্ভর করে। বিগত যুদ্ধে মুসলমানদের যোগদানের কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতজী বলেন, গত যুদ্ধে প্রায় ৭০,০০০ জন লোক কারাগমন করিয়াছিল, তন্মধ্যে ১৪,০০০ জনই ছিল মুসলমান। সীমান্তের লোকদের উপর দিয়াই বিগত মহাযুদ্ধের ঝাপ্টা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগে বহিয়া গিয়াছে; কেননা, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ঐ প্রদেশেরই প্রাণহানি বেশী হইয়াছে এবং ঐ প্রদেশের লোকদেরই বেশী কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে।

পণ্ডিতজী বর্জ্জন আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, যে সমস্ত ব্যবসায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আর কখনই বিদেশী বস্ত্র আমাদানী করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। পণ্ডিতজী সকলকে মদ্য পান হইতে বিরত থাকিতে বলেন।

অপর একটি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী সকলকে বিভেদ ও অনৈক্য বিসর্জ্জন দিয়া সম্মিলিত ভাবে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, ত্যাগ ব্যতীত কখনই স্বরাজ অর্জ্জিত হইবে না।

শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরুও কয়েক মিনিট সভায় বক্তৃতা দান করেন। তিনি পুনার স্ত্রীলোকগণকে চরকা ও খদ্দর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সভাশেষে পণ্ডিতজী বোম্বাইয়ে ফিরিয়া যান।

উরগাঁওয়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

গত ১০ই জুন তারিখে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর পুলিশ যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহার ফলে অবস্থার খুব উন্নতি হইয়াছে। গত ১৩ই পর্য্যন্ত আর কোন গোলমাল হয় নাই। ১৪ই জুন রবার্টসনপেট বাজার খোলা হইয়াছে এবং লোক যথারীতি ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে। পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল বাঙ্গালোরে ফিরিয়া গিয়াছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উরগাঁও অবস্থান করিতেছেন।

প্রকাশ যে, খনিতে আগুন লাগার দরুণ অনেক লোক বেকার হইয়া পড়াতে এই গোলমাল উপস্থিত হয়। জানা গিয়াছে যে গোলমাল থামাইবার জন্য ১৫ জন পুলিশ ২১ বার গুলী ছুড়িয়াছিল।

পুলিশ বিভাগ হইতে হাঙ্গামার তদন্ত করা হইতেছে এবং গত ৩ দিনে অনেকের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে। ২।১ দিনের মধ্যেই তদন্তের ফলাফল প্রকাশিত হইবে।

কান্দীতে ভীষণ ঝটীকা ৩ জনের মৃত্যু

বুধবার দিন কান্দীর উপর দিয়া যে ভীষণ ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে সেরূপ আর গত দশ বৎসরের মধ্যে এই অঞ্চলে দেখা যায় নাই। এই ঝটিকার ফলে ধন-প্রাণের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। প্রকাশ, বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া বহু বাড়ীর করোগেট টীনের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে। মোহনবাগানে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ গৃহস্থদের ঘরের উপর পড়িয়া যায় এবং ফলে তৎক্ষণাৎ একটি শিশুর মৃত্যু হয়। আরও ৮ জন বিশেষভাবে আহত হইয়া স্থানীয় হাসপাতালে স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং অপর ছয় জনের অবস্থাও খারাপ।

রাজ স্কুলের মুসলমান ছাত্রাবাসের করোগেট টীনের ছাদটি কয়েক শত গজ দূরে উড়িয়া যায়।

মফঃস্বল হইতেও আতঙ্কজনক সংবাদ আসিতেছে।

কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌয়ের নগরাও গ্রামে একজন কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করার জন্য বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত স্বেচ্ছাসেবক মদের দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করিতেছিল। পুলিশ কোনও অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় পুলিশ থানায় লইয়া যাইতেছিল পথে প্রায় ২০০ শত স্বেচ্ছাসেবক উক্ত পুলিশদিগকে ঘেরাও করিয়া ধৃত কংগ্রেস কর্ম্মীকে উহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়। লক্ষ্ণৌ হইতে এক দল পুলিশ উক্ত গ্রামে প্রেরিত হইয়াছে, গত ১০ই জুন দণ্ডবিধি আইনে ২২৫ ধারা অনুসারে ৮ জন ধৃত হইয়াছে।

রাজসাহীতে দুর্ভীক্ষ

প্রকাশ, দারুণ অর্থসঙ্কটের ফলে রাজসাহী জিলার আত্রাইর নিকটবর্ত্তী বৃকুৎশা ও অন্যান্য গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের কষ্ট নিবারণ কল্পে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি রিলিফের কাজ ও অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সাঁওতালদের সভা

শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে রায়সাহেব জগদানন্দ রায়ের সভানেতৃত্বে বীরভূম জেলার সদর মহকুমার অনুমান দুই শত সাওতাল মোড়লের এক সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে সাওতালদের অবস্থার উন্নতি বিধায়ক কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। বীরভূমের সদর মহকুমার সাওতালদের নানাবিধ অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত একটি কার্য্যকরী সভা গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। সাওতালদের সর্ব্বদা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত সম্মেলনে এই মর্ম্মেরও একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাঙ্গলার কংগ্রেসী দ্বন্দ্ব

রাজসাহী জেলায় নাটোর মহকুমা কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশনে দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস কমিটির উদ্ভব হইয়াছে। সভায় দুইপক্ষ হইতে দুই দফা নাম প্রস্তাব করা হয়। সুভাষ বাবুর দল কেদারনাথ মজুমদারকে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করে, অপরদলে প্রায় ৫০জন সভাত্যাগ করিয়া অন্য একটা কংগ্রেস কমিটি গঠন করেন এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করেন।

হাজত সমস্যায় সুখদেবরাজ

সুখদেবরাজকে অপর আসামীগণের নিকট হইতে আলাদা করিয়া রাখায় লাহোর সরকারের কার্য্যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হওয়ায় কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়। সুখদেবরাজের মামলা আরম্ভের প্রাক্কালে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল আদেশ দিয়াছিলেন সুখদেবরাজকে অন্যান্য আসামীদের সহিত একসঙ্গে রাখা হইবে। কিন্তু স্থানীয় সরকার ঐ আদেশ তাচ্ছিল্য করিয়া সুখদেবরাজকে আলাদা স্থানে আটক করিয়া ১৬ই জুন সুখদেবরাজের পক্ষ হইতে একখানি দরখাস্ত করা হইয়াছিল।

আসামীপক্ষের ব্যারিষ্টার বলেন, জেলের কোন আইন অমান্য করিয়াছেন বলিয়া সুখদেব রাজকে পৃথক করিয়া রাখা হয় নাই। তাঁহাকে জেলের অন্যান্য বন্দীকের নিকট হইতে দূরে একটি ক্ষুদ্র অপরাধী বন্দী কুঠরীতে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। এইরূপে পৃথক স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখার দরুণ আসামীর জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িয়াছে। অধিক দিন এইরূপ অবস্থায় রাখা হইলে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া ট্রাইব্যুনেল বলেন আসামীর প্রার্থনা যুক্তিপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহাদের নাই।

আসামীপক্ষের ব্যারিষ্টার অতঃপর ট্রাইব্যুনালকে অনুরোধ করেন, আদালতে হাজির করিবার জন্য রেল কর্ত্তৃপক্ষকে আদেশ দিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করিবার সময় পর্য্যন্ত ট্রাইব্যুনেলের কার্য্য স্থগিত রাখা হউক।

আগামী ২২শে জুন পর্য্যন্ত ট্রাইব্যুনেলের কার্য্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা

১৯৩১ সালের ৬ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তন্মধ্যে কলিকাতায় মৃত্যুর সংখ্যা এইরূপ :—

এই সপ্তাহের মধ্যে মোটের উপর ৭১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব দুই সপ্তাহে এই সংখ্যা ছিল ৫৭২ এবং ৪৮১। গত বৎসরের এই সময়ের মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা এইবারের সংখ্যা ১৮২ অধিক হইয়াছে।

সহরে এই সপ্তাহের মধ্যে ৫২৮ জনের মৃত্যু হয়। তন্মধ্যে কলেরায় ৪৪ জনের, বসন্ত রোগে ১১ জনের, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। জ্বর এবং উদর সংক্রান্ত রোগে যথাক্রমে ৫২ এবং ৫৯ জনের মৃত্যু হয়।

বাহির হইতে ৩৫টী মৃতদেহ আসিয়াছিল।

ফুস ফুস সংক্রান্ত রোগে ১৪৯ জনের মৃত্যু হয়।

টেলি- "[illegible]"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই আষাঢ় শনিবার ১৩৩৮, ২০শে জুন ১৯৩১

নানা কথা

পুলিশ ও গ্রামবাসীতে সংঘর্ষ

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মনোহরদী থানার এলাকাধীন চর বাঘবার গ্রামে একদল পুলিশের সহিত গ্রামবাসীদের সংঘর্ষ ঘটে, তাহার ফলে একজন গ্রামবাসী নিহত হইয়াছে, এবং দুইজন কনেষ্টবল গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। প্রকাশ, একজন দারোগা একদল কনেষ্টবল এবং চৌকীদারসহ দুইজন দশ ধারার আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ঐ গ্রামে গমন করে। তাহারা আসামীদের বাড়ীতে হানা দিলে কতকগুলি লোক মাছ মারিবার টেঁটা, লাঠী প্রভৃতি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহাতে দুইজন কনেষ্টবল গুরুতর ভাবে জখম হয়। পুলিশ অতঃপর গুলী চালায়, তাহাতে একজন গ্রামবাসী নিহত হয় এবং কতিপয় গ্রামবাসী জখম হয়। গ্রামবাসীরা ভীত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই সম্পর্কে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, কিন্তু ১০ ধারার আসামীদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

নিহত গ্রামবাসীর লাস এবং উভয় পক্ষের আহত দিগকে নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। একজন কনেষ্টবলের অবস্থা নাকি সঙ্কটজনক।

এই ঘটনার খবর পাইয়া নারায়ণগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকার পুলিশ সাহেব এবং একজন ইন্‌স্পেক্টর ঘটনাস্থলে গিয়াছেন।

পুলিসের সহিত সংঘর্ষ

জয়পুরে পিকেটীং ও বিদেশীবর্জ্জন

প্রতারণার অদ্ভুত ফন্দী

গান্ধী-আরউইন সন্ধির শেষ মামলা

কৃষকদের দুর্দ্দশা

কাশীতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের জাতীয় পতাকা উত্তোলন

দারোগার কর্ম্মচ্যুতি

দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সীমান্ত নেতার বক্তৃতা

ধর্ম্মত্যাগীকে স্বধর্ম্মে স্থাপন

গাঁজার দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটীং

জয়পুরে পিকেটীং ও বিদেশী বর্জ্জন

জয়পুর (বগুড়া) কংগ্রেস ও ছাত্র সমিতির কর্ম্মিগণের চেষ্টায় একটি পিকেটিং বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। বোর্ডের সভ্যরা হাটে হাটে শান্তিপূর্ণ পিকেটীংএর ফলে বিদেশী দ্রব্যের বিক্রয় একেবারে হ্রাস পাইয়াছে। বলাতী লবণব্যবসায়ীদিগেকে এক মাসের সময় দেওয়া হইয়াছে

সমিতির সভ্যগণ খদ্দর ফেরী করেন, ইহাতে গ্রামবাসিগণ অল্প মূল্যে খাদি ক্রয় করিতে পারায় গ্রামে খদ্দরের প্রসার দ্রুতগতিতে হইতেছে।

গান্ধী-আরউইন সন্ধির শেষ মামলা

গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বরিশালে রাধাচরণ গুহ নামক জনৈক ব্যক্তি প্রচার করিয়াছিল যে, কোনও ব্যক্তি বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিলে ১০৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। তজ্জন্য সে দণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি আরউইনগান্ধী সন্ধির ফলে মিঃ জষ্টিস লর্ড উইলিমস ও মিঃ জষ্টিস এস, সি, মল্লিক তাহার দণ্ডাজ্ঞা বাতিল করিয়াছেন।

আবেদনকারী ইতিমধ্যে সরকারের আদেশ মুক্ত হইয়াছে বলিয়া বিচারপতিদ্বয় বলেন যে, তাহার বিরুদ্ধে আর কোনও প্রকার আদেশ প্রদান করা যাইতে পারে না।

কৃষকদের দুর্দ্দশা

১২ই জুন তারিখে কেন্দ্র থানার অন্তর্গত শিবপুর, অঙ্গর্ণ এবং টাংলার প্রায় দুইশত মুসলমান কৃষক নেত্রকোণার মহকুমা হাকিমের সম্মুখে হাজির হইয়া আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করে। প্রথমে তাহারা স্থানীয় ধনী ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করে কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। মহকুমা হাকিম তাহাদের কথা শুনিয়া স্থানীয় তদন্ত করিবার ও যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। খাসমহলের একদল কৃষকও মহকুমা হাকিমকে জানাইয়াছেন যে, খাজনা না দেওয়ায় তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃপক্ষকে এই সম্বন্ধে লিখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বর ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুদ্রব, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্যারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্য ধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অভ্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৭ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১৫ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টাটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ত্তানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৫ই আষাঢ় শনিবার—১০৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সহসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(৮)

মহাত্মা তোতারামদাস বাবাজী কথিত ১৩টী বিশ্বসম্প্রদায়ের মত

(৫) দরবেশবাদ

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর 'দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব'—এই কথাটীকে অবলম্বন করিয়া দরবেশীরা নিজ কৃত্রিম সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীসনাতন গোস্বামী মুসলমান দরবেশ হইয়া যান নাই, সুতরাং সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের ত' কোন কথাই নাই, সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেও দরবেশ বলিয়া কোন সম্প্রদায় থাকিতে পারে না। এই সম্প্রদায়ে শ্রীবিগ্রহসেবার প্রচলন আদৌ নাই, ইহা মহাপ্রভুর শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। ইহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বিগণের ন্যায় স্ফটিক ও প্রবালের মালা ধারণ এবং আলখেল্লা পরিধান করে ও মুসলমানদের সঙ্গ করে।

---

(৬) সাঁইবাদ

এই মতাবলম্বিগণ ন্যূনাধিক বাউল সম্প্রদায়েরই মত। ইহারা প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বিশেষবাদী। ইহারা বলে যে, নানক সাঁই, আলেক সাঁই, ক্ষীরোদ সাঁই, গর্ভ সাঁই ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মোপদেশক। ইহারা হিন্দুর আচার পালন করিতে বাধ্য নয়, মুসলমানদের অনেক আচার ব্যবহার ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কোথায়ও সুরাপান ও মহামাংসাদি গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাদের সহিত সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কি, কোন হিন্দুধর্ম্মের সহিত কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। বাউল, দরবেশ, সাঁই—এগুলি প্রায় একই প্রকার।

---

(৭) প্রাকৃত সহজিয়াবাদ

অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মের বিকৃত প্রতিফলনই প্রাকৃতসহজধর্ম্ম। ভগবান্ প্রাকৃত পিতার ঔরসে প্রাকৃত মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার শরীর রক্তমাংসের দ্বারা গঠিত, কারণ উদ্ধব-ব্যাধের বাণে তাহা বিদ্ধ হয়, মাধাইর মৃট্‌কী নিক্ষেপে নিত্যানন্দের দেহ হইতে শোণিত বহির্গত হয়, নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি বিষ্ণুতত্ত্বের শৌক্রবংশ সম্ভবপর এবং তন্মধ্যে বিষ্ণুশোণিত প্রবাহিত, বিষ্ণুর ন্যায় বৈষ্ণবেরও মাতাপিতা হইতেই শরীর প্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ বৈষ্ণব জন্ম-মৃত্যুর অধীন; বৈষ্ণব কর্ম্মফলবাধ্য জাতির অন্তর্গত। নন্দ-যশোদা-দেবকী-গোপীগণের প্রতি কৃষ্ণের, কৃষ্ণের প্রতি নন্দযশোদার আসক্তি ছিল, শচীমাতা জগন্নাথ মিশ্রের বিশ্বম্ভরের প্রতি, বিশ্বম্ভরের শচী জগন্নাথের প্রতি যখন আসক্তি ছিল, তখন আমাদের মাতা পিতা ভার্য্যাদির প্রতি পরস্পর আসক্তি কেনই বা না থাকিবে? কৃষ্ণ যখন লম্পট ছিলেন, তখন আমাদের মধ্যে লাম্পট্য কেন থাকিবে না? বৈষ্ণবপুত্র সৃষ্টি করিতে হইলে বৈষ্ণবী স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া গৃহমেধী ধর্ম্মে আসক্ত হওয়ার নাম—গৃহস্থাশ্রম! মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জগতে পরবর্ত্তিকালে শৌক্র আচার্য্যবংশ বিস্তারের জন্যই গৌড়দেশে বিবাহ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন! বৈষ্ণবতা—জাতিগত বা শৌক্রগত! গোসাঞিত্ব ও আচার্য্যত্ব—শৌক্রবংশগত! গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধ ক্রীতদাস প্রথার ন্যায় শৌক্রবংশগত! গুরুদেব শুঁড়িবাড়ী গমন করিলেও অথবা পরস্ত্রীলম্পট, স্ত্রৈণ, গৃহব্রত, বিষয়ী, বৈষ্ণবাপরাধী প্রভৃতি হইলেও তাঁহার দোষ দর্শন করা মহাপরাধ! ভগবৎপার্ষদ গরুড়পক্ষীর যেরূপ মৎস্যাদি ভোজন পক্ষীজাত্যুচিত, আচার্য্য সন্তানগণের মৎস্যাদি ভক্ষণও তদ্রূপ মনুষ্যজাত্যুচিত! নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম—এক! মহাপ্রসাদ প্রাকৃত ডালভাতের ন্যায় নীচজাতীর স্পর্শে অপবিত্র হইয়া যায়, শালগ্রাম প্রাকৃত ইট পাটকেলের ন্যায় শূদ্র ম্লেচ্ছাদি স্পর্শে দূষিত হইয়া যায়, তাহাদিগকে পবিত্র করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং পঞ্চগব্যাদি দ্বারা তাঁহার শোধন আবশ্যক। এই প্রকারের আরও অসংখ্য বিচার আছে। মোটকথা, কৃষ্ণবিমুখতা হইতে জগতে যত প্রকার মত বা পথ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহা সকলই প্রাকৃত সহজিয়াবাদের অন্তর্গত।

---

(৮) সখীভেকি-বাদ

এই সম্প্রদায়ের মত বিবর্ত্তবাদেরই প্রকারভেদ। ইহারা মাটীয়া দেহকে—কুকুর শৃগালভক্ষ্য দেহটাকে 'অপ্রাকৃত সখী' বা গোপী মনে করিয়া সেই মাটীয়া শরীরকে মাটীয়া বেশভূষায় সাজাইয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইতে চায় এবং এরূপ কৃত্রিমতাকেই ভজন বলিয়া কল্পনা করে। এই সখীভেকী সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাহাদের বাহ্য শরীরকে 'ললিতাসখী' 'বিশাখাসখী' 'চম্পকলতাসখী' প্রভৃতি সাজাইবার জন্য পাঞ্চভৌতিক পুরুষ দেহজাত গুম্ফ-শ্মশ্রুসমূহ প্রত্যহ ইবেলা ছেদন করেন, কাঁচা রচনা করেন, পায়ে আল্‌তা পরেন, নাকে নত দেন, স্ত্রীলোকের পরিধেয় শাড়ী পরেন, হাতে অনন্ত চুড়ী, পায়ে মল প্রভৃতি অলঙ্কার পরিয়া থাকেন এবং প্রাকৃত স্ত্রীলোকের হাবভাবের অনুকরণ করেন। ইহাদের হৃদয়ে পুরুষ ভাব, পুরুষদেহ, আর বাহিরে গোপীর বেশ।

বৈষ্ণব সেবা

পরমোপায় কেন?

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল্)

পরমহংস সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাত্মা ভরত ও রাজা রহূগণের উপাখ্যান প্রসঙ্গে রহূ রাজা রহূগণকে উদ্দেশ করিয়া জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীরূপ মদগর্ব্বিত বদ্ধ জীবগণকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস প্রভৃতি অভিমান অযথা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান হয় না। যে সকল মহাভাগবতগণের সভার বিষয় বার্ত্তা প্রসঙ্গ নাশন ভগবৎগুণানুকীর্ত্তন প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হয়, তাঁহাদের মুখোদ্গীর্ণ সেই সকল কথা সতত আদর পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে মুমুক্ষুগণের ও মোক্ষ বাসনা বিদূরীত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে শুদ্ধারতির উদয় হইয়া থাকে।

গুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে প্রপন্ন না হইয়া বা তাঁহাদের সেবা হইতে বিরত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চতুরাশ্রমবাসী কিম্বা অনিত্য তুচ্ছ ফল লাভের জন্য প্রত্যাশী অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণে উপাসনাকারী পঞ্চোপাসকগণ ধর্ম্মার্থ-কামরূপ ত্রিবর্গ লাভ করিতে পারেন, কিম্বা মোক্ষকামী ব্যক্তিগণ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের চরম কল্যাণপ্রদ পদ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। সার্ব্বভৌমাদি পদ, স্বর্গাদি রাজ্য বা মোক্ষ লাভের দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল হয় না। সার্ব্বভৌমাদি পদ লাভ করিয়া ত্রিতাপের হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই। স্বর্গাদি রাজ্য লাভ করিয়াও পুণ্য ক্ষয়ে পুনরায় ভ্রষ্ট হইতে হয়; আবার ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার লাভরূপ মুক্তিলাভ করিয়াও যদি ভগবৎসেবা বা কৃষ্ণপ্রেমানন্দানুশীলন না হয়, তাহাও আত্মবিনাশরূপ অনর্থ, জীবের পরম অকল্যাণ মাত্র। ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ ধিক্কার করতঃ যাঁহারা পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের জন্য উদ্গ্রীব হইবেন, তাঁহারাই নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য কীর্ত্তনকারী ও চরম মঙ্গলপ্রদ পঞ্চম পুরুষার্থের সন্ধান প্রদানকারী শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মরজে অভিষিক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইবেন।

বৈষ্ণবগণ নিষ্কিঞ্চন ও কৃষ্ণেতর বিষয় হইতে নিবৃত্ত। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, বিষয় সঙ্গ হইতে কাম, কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধ এইরূপ। পর পর অবস্থায় চালিত হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। সঙ্গ হইতে আমাদের স্বভাব গঠিত হয়। কামনাই আমাদের বন্ধনের কারণ, যাহা হইতে এই ত্রিপাতভোগ। নিষ্কিঞ্চন নিবৃত্ততর বৈষ্ণবগণ কোন কামনার বশবর্ত্তী হন না, তাঁ'রা শান্ত চিত্ত। যাঁহারা ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, বাঞ্ছার বশবর্ত্তী, তাঁ'রা সকলেই অশান্ত। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি বাঞ্ছা রহিত নিষ্কিঞ্চন নিবৃত্ততর শান্ত হৃদয়েই কৃষ্ণের আসন প্রতিষ্ঠিত।

অনর্থ বা সংসার বাসনা যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ভগবৎ পাদপদ্ম স্পর্শিনী মতির উদয় হইতে পারে না। সংসার বাসনা অপগত হইলে শ্রীভগবানের প্রতি আমাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হইতে থাকে। বৈষ্ণবপ্রবর প্রহ্লাদমহারাজ বলিয়াছেন, যে, নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহাবৈষ্ণবগণের পদরজে ইন্দ্রিয় তর্পণ পরায়ণ ব্যক্তিগণ যে পর্য্যন্ত না অভিষিক্ত হয় তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ কৃষ্ণের পাদপদ্মস্পর্শ করে না। অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে একান্ত ভাবে শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের

প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না এবং তাহার ফলে নিত্যমঙ্গল লাভ ঘটে না। যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে,—নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনকারী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও এই কথার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥ মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি লয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ 'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ' সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ একমাত্র সাধুসঙ্গই জীবের নিত্য কল্যাণপ্রদ।

বৈষ্ণবগণ একমাত্র বাস্তব বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করেন। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম সেবাপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যক্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগরত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাঁহার কেবলাভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা তিনি অসৎবিষয়ে ধাবিত; তাঁহাতে মহদ্গুণের সম্ভাবনা নাই। যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে, 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন, 'সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে॥ বৈষ্ণবের একমাত্র উপাস্য বস্তুই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু; ভগবানের সকল গুণই ভক্তে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রেমানন্দ লাভ বা কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ ব্যতীত জীবের আর উৎকৃষ্ট বাঞ্ছনীয় বস্তু যে থাকিতে পারে না, তাহা শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জানাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়ঃ।' বৈষ্ণবগণই সেই কৃষ্ণের সংসারের ভাণ্ডারের একমাত্র মালিক। তাঁহারা এত বড় শক্তিমান, অন্য ইতর বস্তুর কাকথা স্বয়ং কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত বিলাইয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে। তাই কোন অপ্রাকৃত কবি বৈষ্ণব-ঠাকুরগণকে সম্বোধন করিয়া প্রাণের আবেগভরে গাহিয়াছেন,— ওহে বৈষ্ণব-ঠাকুর) কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে। আমি ত কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি', ধাই তব পাছে পাছে॥'

বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল হরিকথার আলোচনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা নিরন্তর হরিসেবা-পরায়ণ; সুতরাং শ্রীগোবিন্দ সততই তাঁহাদের হৃদয়ে বিশ্রাম করেন। 'ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম' চৈঃ চঃ। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা সেবাসাহায্যে ভগবানের সহিত বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং যাঁহারা এইরূপ বৈষ্ণবগণের সেবা করেন বা তাঁহাদের নিত্যসঙ্গ লাভ করেন, তাঁহাদেরও নিত্যমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা জীবের হৃদয়কে অন্যাভিলাষিতা শূন্য করিয়া তাহাতে চরম কল্যাণরূপ কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী ভক্তিলতা বীজ রোপণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণপ্রেম লাভই জীবের এই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মের পরম প্রয়োজন, যাহা হইতে চরম কল্যাণ বা নিঃশ্রেয় লাভ ঘটিয়া থাকে। ভোগে বা ত্যাগে জীবের নিত্যকল্যাণ হয় না। এই নিত্যমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন। তাই সর্ব্ব অবতারের অবতারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরহরি কৃষ্ণ সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণব সেবার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব সেবাই কৃষ্ণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যলীলার [illegible] শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ উক্তি নিম্নের দুইটী ছন্দে [illegible] করিয়াছেন—

[illegible] সেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
[illegible] আদি সব শাস্ত্রে কৈল দড়।
[illegible] বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।

ভক্তিপথেই চিত্তশুদ্ধি সম্ভবপর

ঈশ্বরসেবাবর্জ্জিত ক্রিয়াকলাপে যে ধর্ম্ম [illegible] তাহার ফল অর্থ এবং [illegible] কাম বা ঈশ্বরসেবা [illegible] বা ফলভোগ জন্মে, তাহা সাধককে পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম অর্থ কাম চক্রেই আবর্ত্তিত করায়। কর্ম্মবন্ধন মুক্ত অবস্থায় ঐ প্রকার নিজেন্দ্রিয়প্রীতির আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মফলভোগ পরিহার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মসান্নিধ্য লাভ হরিসেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। জ্ঞান বা যোগপদ্ধতি সুষ্ঠুতা লাভ করিলে ভগবৎপ্রীতির সহিত বিরোধ করে না। যে স্থলে ঈশ্বরসেবার অভাব, সে স্থলে ভগবদ্বিদ্বেষিজনের চেষ্টা আত্মার নিত্যবৃত্তিরূপা ভক্তি হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। এই কারণে পুরুষগণ বর্ণভেদ ও আশ্রমভেদে যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া ধর্ম্মের সুষ্ঠুতা আচরণের ফলস্বরূপ হরিতোষণই স্থির করিবেন। নিরীশ্বর কর্ম্মিসম্প্রদায় অথবা কৈতবযুক্ত সেশ্বর কর্ম্মিগণ হরিতোষণ ব্যতীত স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে আচরণ করিতে পারেন না। এই কারণে সর্ব্বক্ষণ একান্তভাবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা শূন্য হইয়া ভক্তজনপালক ভগবান্ শ্রীহরির রূপ গুণাদির কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং তাঁহার ধ্যান ও পূজা করা কর্ত্তব্য।

যে সকল ব্যক্তি অন্যাভিলাষ শূন্য হইয়া শ্রদ্ধার সহিত ভগবান্ শ্রীহরির কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি করিতে থাকেন, মায়িক ভোগপর অভদ্রসমূহ কোন ক্রমেই আর তাহাদিগের হৃদয়ে অবস্থান করিতে পারে না; কারণ সাধু প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের বন্ধু শ্রীহরি, শব্দব্রহ্মরূপে ভক্তগনের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগের হৃদয়স্থ যাবতীয় অমঙ্গলরাশিকে বিদূরিত করেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে হরিস্মরণরূপ খড়্গ ইতর চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভোগ বা ত্যাগময়ী অসৎ বাসনাসমূহকে সমূলে ধ্বংস করে। হৃদয় হইতেই ভোগের বা ত্যাগের বাসনার উদয় হয়। সেই ভোগ বা ত্যাগপ্রবৃত্তি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকে অজ্ঞাতসারে অনুশীলন করিতে গিয়া বহু অনর্থদ্বারা বিপন্ন হয়। অন্তর্যামী শ্রীহরি শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা সেবিত হইলেই জীবের ভোগ বা ত্যাগরূপ মল গ্রহণ করিবার পিপাসা থাকে না।

সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণব পরিচর্য্যা ও ভাগবত শ্রবণকীর্ত্তন করিতে করিতে অমঙ্গল অর্থাৎ অনর্থসমূহ বিনষ্টপ্রায় হইলেই পুরুষোত্তম শ্রীহরিতে মানবের অচলা ও বিক্ষেপরহিতা ভক্তির উদয় হয়। হরিসেবাবিরোধী অভদ্র কামনাসমূহ যে পরিমাণে ক্ষীণ হয়, সেই পরিমাণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অসৎসঙ্গ বর্জ্জন ব্যতীত নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় সম্ভাবনা নাই। ভোগী, কর্ম্মী বা ফল্গুবৈরাগী এবং জ্ঞানীর কুসঙ্গ ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তখন আর অভক্তসঙ্গে কুপ্রবৃত্তি মানব হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয়ে রজস্তমোগুণজাত যে সকল ভাব এবং কামাদি রিপুষটক্ সাধকের হৃদয়ে বর্ত্তমান ছিল, সেই সকল ভজনবিঘ্নরূপ দুঃসঙ্গে সাধকের মন অভিভূত না হইয়া শুদ্ধসত্ত্বে মগ্ন হইয়া উপশম লাভ করে অর্থাৎ পরমানন্দে আপ্লুত হয়। প্রাকৃত জগতে রজস্তমোগুণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যদিগকে প্রসব করে ও সকল সদ্গুণকে নষ্ট করে। এই রজস্তমোগুণের দ্বারা চালিত হইয়া সাযুজ্যমুক্তি বা ভোগের উদ্দেশে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অচঞ্চল সত্ত্বগুণ স্থাপন করে না। সত্ত্বগুণ প্রাবল্যে অর্থাৎ জীবের নিত্যানিত্য বিবেক উদয় হইলে রজস্তমোগুণের বৃত্তিসমূহ জীবকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। তখন শুদ্ধ সুনির্ম্মল জীবাত্মা দুর্গতি স্বীকার না করিয়া, হরিসেবাময়ী চিত্তবৃত্তিতে অবস্থিত হন।

জীবের অনর্থনিবৃত্তি হইলে নৈষ্ঠিকী ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া তিনি ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি করেন। তখন তাহার চিত্ত, ভক্তিযোগ ক্রমে শোক ও অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে। আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানের সাক্ষাৎকার ফলে অর্থাৎ আত্মদর্শন হইলেই ভগবত্তত্ত্ববেত্তার অহঙ্কাররূপ মনের শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়, অসম্ভাবনাদিরূপ সকল সন্দেহরজ্জু ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধ কর্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই কারণেই পণ্ডিতগণ অতি আনন্দ সহকারে ভগবান্ শ্রীহরির অর্থাৎ বাসুদেবের সর্ব্বক্ষণ মনঃশোধনী সেবা করিয়া থাকেন। যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২। ২ শ্লোকে বর্ণিত শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ প্রতি পরম ভাগবত শ্রীপাদ সূতগোস্বামীর উক্তি :—

"অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদিনীম্॥"

ছায়াচিত্রে শ্রীচৈতন্যলীলা

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ৯ই জুন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ দেওয়ানগঞ্জে আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা দেখাইয়াছেন। এতদ্দেশের লোক এই সৌভাগ্য প্রথম পাইলেন। সকলেই পরমাগ্রহে ও উৎসুকচিত্তে শাস্ত্রীয় গভীর তথ্যপূর্ণ কথা সহজেই বুঝিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী সর্ব্বত্র প্রচার হওয়াই শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মভৃত্যগণের একমাত্র ইচ্ছা ও আন্তরিক চেষ্টা। যাহারা অচিদ্ভোগবিলাসে নিমগ্ন তাহারা সকলকেই সেই ভোগে প্রমত্ত করাইবার প্রযত্ন করে কিন্তু উদারহৃদয় জীবসুহৃদ সাধুগণ, শ্রীচৈতন্যসেবোন্মত্ত মহাজনগণ দয়ার্দ্রহৃদয়হেতু সকলকেই সেই সেবায় প্রমত্ত করিবার প্রযত্নবিশিষ্ট।

সকলের আন্তরিক অনুরোধে পরদিবসও ছায়াচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন হয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার খুলনা জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরনিবাসী রাজকৃষ্ণ সরকার, কিশোরীমোহন সরকার প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের আগ্রহাতিশয্যে তথায় ৪দিবস শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠ করেন। তথা হইতে যাত্রা করিয়া রুদ্রাবরা নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীপাদ রাসবিহারী দাসাধিকারীর ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকী পাঠ করেন। মহারাজের সুমধুর ব্যাখ্যা শ্রবণে ভদ্র মণ্ডলী বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০ দশম স্কন্ধ ১২৲ সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সাধয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সুবৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' মার্মিক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রত্যেকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের ভাবনা প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিবরক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাসা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে টীকা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্তরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সরস্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভক্তি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ [illegible] করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম [illegible], উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধিলালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য-রচিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতার দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

নাকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠি হে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নন্দহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, যামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ভক্তিবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাগগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদাসবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাবোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কপাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

প্রতারণার অদ্ভুতফন্দী
জাল এম. এ, ডিগ্রীর সাহায্যে বিবাহ

গত ১৬ই জুন এডভোকেট শ্রীযুত পশুপতি ভট্টাচার্য্য গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী পুলিস কমিশনারের এজলাসে এই মর্ম্মে এক আবেদন পত্র দাখিল করিয়াছেন যে, জনৈক বাঙ্গালী যুবক জাল এম, এ, ডিপ্লোমা ও মেডিকেল সার্টিফিকেটের সাহায্যে বহু অভিভাবককে প্রতারিত করিয়াছে। সে তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছে, সে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। অসহযোগ আন্দোলনের [illegible] কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সে এম. এ, পাশ বলিয়াও প্রকাশ করিয়াছে। এই ভাবে তিনজন অভিভাবককে সে প্রতারিত করিয়া তাহাদিগকে তাহার নিকট মেয়ে বিবাহ দিতে রাজী করাইয়াছে। সেই সম্পর্কে তাহাদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতেই সে বহু টাকা পয়সা ও অলঙ্কার আদায় করিয়াছে।

ডেপুটী পুলিস কমিশনার এডভোকেটের বক্তব্য শুনিয়া এই সম্পর্কে খানাতল্লাস করিবার জন্য জনৈক পুলিস ইনস্পেক্টরকে পাঠাইয়া দেন। গত সোমবার সন্ধ্যার সময় এই সম্পর্কে হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ীতে খানাতল্লাসও হইয়া গিয়াছে। এখানে একজন স্ত্রীলোককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

তাহা ছাড়া মলিনা চাটার্জ্জী, হরিমোহন চাটার্জ্জী ও সুশীলা দেবী নামক আরও তিন জনকেও গ্রেপ্তার করিয়া অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। তাহাদিগের প্রত্যেককে হাজার টাকার জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গাঁজার দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

আরানী আইন অমান্য আন্দোলনের সময় হইতেই কংগ্রেসের কাজ জোর চলিতেছে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানীয় গাঁজার দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালাইতেছে। সম্প্রতি একজন সহকারী দারোগা ও ছয় জন কনেষ্টবলকে এখানে মোতায়েন করা হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, শীঘ্রই এখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হইবে।

দেশীয় নৃপতির ক্ষমতা লোপ

খয়েরপুরের মীর সিন্ধু দেশের জনৈক দেশীয় নৃপতি ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া বোম্বাই সরকার রাজ্যের রাজস্ব লইয়া গোলমাল করিবার অপরাধে সম্প্রতি তাঁহার হস্ত হইতে যাবতীয় ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছেন।

দীর্ঘকাল যাবৎ রাজ্যের বাহিরে বাস করিয়া রাজ্যের যাবতীয় রাজস্ব একক্রমে যথেচ্ছা নষ্ট করার দরুণ এই চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব সচিব মিঃ ট্যাটনকে উক্ত রাজ্যের পরিচালক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে সঠিক জানা যায় নাই, তবে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে রাজ্যের যাহা ক্ষমতা তাহা অতিক্রম করা হইয়াছে। মনে হয় রাজ্যের বর্ত্তমান ব্যয় অর্দ্ধেক পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইবে। রাজ্যের বার্ষিক আয় ২৪ লক্ষ টাকা।

কাশীতে শ্রীযুত সুভাসচন্দ্রের জাতীয় পতাকা উত্তোলন

শ্রীযুত সুভাসচন্দ্র বসু ১৬ইজুন প্রাতে কাশীতে পৌঁছিলে টেনে বহু নর নারী তাঁহাকে সমারোহের সহিত সম্বর্দ্ধনা করেন। সেখান হইতে তাঁহাকে শোভাযাত্রা সহকারে ময়দাগিন চক্রের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। শোভাযাত্রা দশাশ্বমেধের চিত্তরঞ্জন পার্কে শেষ হইলে, চিত্তরঞ্জন দরবারের কার্য্যতালিকার প্রথম কার্য্যস্বরূপ শ্রীযুত বসু তথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

পাঁচ আনার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, কে, বিশ্বাস সেখ গফুর নামক জনৈক আসামীর এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। সে কর্পোরেশন [illegible] দোকান হইতে পাঁচ [illegible] করিয়াছিল। সেখ একজন পুরাতন পাপী ইহার পূর্ব্বে [illegible] জেল খাটিয়া

দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সীমান্ত নেতার বক্তৃতা

খান আবদুল গফুর খান শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধীর সহিত [illegible] তালুকের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। বক্তৃতাপ্রদান কালে তিনি গ্রামবাসীগণ যে তাহাদের ত্যাগ দ্বারা মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ন্যায় নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করিতে পারিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের প্রশংসা করেন। যদি প্রয়োজন হয় তবে ভবিষ্যতে অধিকতর সুমহান্ ত্যাগের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে তিনি তাহাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া বলেন, "আমরা গবর্ণমেণ্টের সহিত লড়াই করিতে চাহি না; কিন্তু যদি আমাদের দাবী পূরণ করা না হয়, তবে অহিংসা সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ করিতে হইবে।"

শ্রমিকের নিকটে পিস্তল ও টোটা

প্রকাশ, গত বুধবার অপরাহ্ণে বাঙ্গলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের লোক শিয়ালদহ গবর্ণমেণ্ট পুলিশের সহযোগিতায় শিয়ালদহ মেন ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটীং রুমে আবদুল জলিল ও শ্রীকিষেণ মালদা নামক জগদ্দলের দুইজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, তাহাদের শরীর তল্লাসী করিয়া একটী পিস্তল, পাঁচটি তাজা কার্ত্তুজ ও একখানা ছোরা পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলির জন্য তাহাদের নিকট কোন লাইসেন্স ছিল না। তাহাদিগকে পুলিশ হাজতে রাখা হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

শিয়ালকোটে গুলী দুর্ঘটনার জের

প্রকাশ, শিয়ালকোটে গুলী দুর্ঘটনা সম্পর্কে পাঞ্জাব পুলিশ কোয়েটায় সাদীলাল, রোসনলাল এবং কেশরাম নামক তিনজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া পুনরায় ছাড়িয়া দেয়। বেলুচিস্থানের পুলিশ তাহাদিগকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়াছে। এরূপ অনুমিত হয় যে, সীমান্ত প্রদেশের আইনের ৮৬ এবং ৪০ ধারানুযায়ী তাহাদের বিচার হইবে।

দারোগার কর্ম্মচ্যুতি
পেড্ডাপুরে লাঠি বাজির জের

গান্ধী-আরুইন চুক্তির পর পেড্ডাপুরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে লাঠিবাজী করার সম্পর্কে দারোগা কৃষ্ণমূর্ত্তিকে নাকি কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন

বুধবার দিন কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় পলতা জলের কলের ফিলটার বেডের বাবদ ৯১,১৫২ টাকার কাজের জন্য মেসার্স টি. সি. মুখার্জ্জি এণ্ড কোংর টেণ্ডার গ্রহণ করিয়াছেন। উহা ১৯৩১ সনের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হইয়া ১৯৩২ সনের মে মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। তারপর ২।১ বৎসরের জন্য সময় বৃদ্ধি করা কর্পোরেশনের ইচ্ছাধীন।

১৯৩১ সনের জুলাই মাসে গ্লাসগোতে রয়েল জানিটারী ইনষ্টিটিউটের উচ্চতম কংগ্রেসে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে ডাঃ কে, সি, ভট্টাচার্য্য ও ডাঃ কে, চক্রবর্ত্তীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল, তাঁহারা দুইজনেই বর্ত্তমানে লণ্ডনে আছেন।

কানপুরে আবার আতঙ্ক

চেলাম রথযাত্রার জন্য সহরে আবার আতঙ্কভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে কর্ত্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। আবার কোন প্রকার অত্যাহিত ব্যাপার সংঘটিত না হয় সে জন্য সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা হইতেছে।

ধর্ম্মত্যাগিদের স্বধর্ম্মে স্থাপন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার সহকারী সম্পাদক প্রকাশ করিয়াছেন—সুনামগঞ্জের নমঃশূদ্রগণ শীঘ্র মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিবে, এই সংবাদ সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা কিশোরগঞ্জ হিন্দু সভার সম্পাদক শ্রীযুত মদনমোহন আদিত্যকে প্রেরণ করিয়াছেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ নমঃশূদ্র নেতাগণের সহিত তিনি উক্ত স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। ঢাকা জিলার হিন্দু সভাও তাঁহাদের কর্ম্মী শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রাহাকে সুনামগঞ্জে প্রেরণ করিয়াছেন। অবস্থার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক হিন্দু সভা উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতেছেন।

ডাকঘরে বোমা প্রাপ্তির জের
২ জন পুলিসের হেপাজাতে

শ্যামবাজার ডাকঘরে পার্শেল গ্রহণ স্থানে একটি সাংঘাতিক বোমা প্রাপ্তি সম্পর্কে ধৃত শ্রীযুত ফণীন্দ্রভূষণ দাসগুপ্ত ও শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার দেকে গত মঙ্গলবারে পুনরায় জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর নাসির উদ্দীন আমোদর আদালতে উপস্থিত করা হয়।

পুলিস তদন্ত অদ্যাপি শেষ না হওয়ায় সন্দেহক্রমে ধৃত উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে আগামী ২৩শে জুন পর্য্যন্ত পুলিসের হেপাজাতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

আখাউড়ায় মুসলমান সভা

খড়্গপুরে আখাউড়া কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্টের বাড়ীতে সংপ্রতি মুসলমান মহিলাদিগের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় দুই শত মুসলমান মহিলার সমাগম হইয়াছিল। মৌলভী আবদুল মালিক জাতীয় আন্দোলনে মহিলাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

"শ্রীধাম"
টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
আগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই আষাঢ় সোমবার ১৩৩৮, ২২শে জুন ১৯৩১

নানা কথা

গান্ধীজি ও লণ্ডন বৈঠক

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহার আলোচনা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু মহাত্মাজী তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে।

মহাত্মাজী এই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, "হিন্দু মুসলিম সমস্যার যদি সমাধান না হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান গোলটেবিল বৈঠকের নিকট হইতে স্বরাজ প্রাপ্তির আশা কংগ্রেসকে ত্যাগ করিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্ব সম্প্রদায় নিছক জাতীয় সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।

তিনি বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস যতদিন অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট সমভাবে প্রিয় না হইয়া উঠিতেছে ততদিন অপেক্ষা করিয়া থাকা ভাল। কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে জোর করিয়া স্বরাজ আনয়ন করা অপেক্ষা, অপেক্ষা করা অনেক ভাল। তিনি লিখিয়াছেন,—কিন্তু আমি যখন কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছি, তখন আমি পূর্ণ বিশ্বাসে উহার মর্ম্ম পালন করিয়া চলিব এবং গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করা যদি আমার ভাগ্যে ঘটে তাহা হইলে আমি তথায় উহা সাগ্রহে নিবেদন করিব।"

গান্ধীজী ও লণ্ডন বৈঠক

কৃষ্ণনগরে দেশবন্ধু স্মৃতিদিবস পালন

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

কৃষকদের চাঞ্চল্যে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

সমর-ঋণ

গুর্খাদের সাহায্যে চারটী গ্রামে ঘেরাও

নূতন ষড়যন্ত্র মামলা

স্বামী এবং সন্তান হত্যায় স্ত্রীলোকের ফাঁসী

বর্ম্মা বৈঠক

১৫ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা

কৃষ্ণনগরে দেশবন্ধু স্মৃতি দিবস

গত ১৬ই জুন কৃষ্ণনগরে দেশবন্ধু দিবস যথারীতি পালিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে একটি শোভাযাত্রা দেশবন্ধুর একখানি চিত্র ও জাতীয় পতাকাসহ সহরের রাজপথগুলি পরিভ্রমণ করে। রামগোপাল টাউন হল প্রাঙ্গণে বিপুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে মৌলভী আসরফউদ্দিন চৌধুরী জাতীয় পতাকা উড্ডীন করেন। জাতীয় মুস্লিম দলের মৌলভী সামসুদ্দিন আমেদের সভানেতৃত্বে সন্ধ্যাকালে এক জনবহুল সভার অধিবেশন হয়।

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর পুলিস গত ১৭ই জুন প্রত্যুষে কৃষ্ণনগর এথেলেটিক ক্লাবের শ্রীযুত মন্মথনাথ প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, তাঁহার বাটীতে খানাতল্লাসও করা হইয়াছিল, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। জনরব এইরূপ যে, তাঁহাকে বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কৃষকদের চাঞ্চল্যে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

রায়বেরিলীতে কৃষক চাঞ্চল্যের সূচনা দেখা যাইতেছে। পণ্ডিত মাতাপ্রসাদ মিশ্র ও শ্রীযুত শীতল সাহাই পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য এলাহাবাদে আসিয়াছেন। ইঁহারা প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাদের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া এই গুরুতর অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করিবেন।

পণ্ডিত জহরলাল আগামী সপ্তাহে রায়বেরিলী পরিদর্শন করিতে যাইবেন। অতঃপর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। এই সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটীও রায়বেরিলীতে যাইতেছেন।

সমরঋণ

পার্লামেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ, গত ১৫ই জুন পর্য্যন্ত গ্রেটবৃটেন ঋণ বাবদ জার্ম্মাণীর নিকট হইতে ১০,১৬,০০০,০০০ পাউণ্ড পাইয়াছে।

ফ্রান্স এ পর্য্যন্ত গ্রেটবৃটেনকে দিয়াছে ৪৩০০০,০০০ পাউণ্ড এবং আমেরিকাকে দিয়াছে ৪১,২৫২,০০০ পাউণ্ড। ইটালী গ্রেটবৃটেনকে দিয়াছে ২৩০০০,০০০ পাউণ্ড এবং আমেরিকাকে দিয়াছে ৮,২৫২,০০০ পাউণ্ড।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধাতুগত প্রভৃতি যত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে সমভাবে চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩০ বটিকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালীর পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ডিমণরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

কবিরাজ

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও শুক্রবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, ভগন্দর, অম্বরোম, বাতরোগ, মুখ বড়, ভগ্নাস্থি, অশ্মরী প্রভৃতি সকল প্রকার বিষের আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটি ১৲ এক টাকা।

"মহাসুদর্শন ঘৃত"

পুরাতন জ্বরে বাতরোগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকিলেও হয়। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"স্মরবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সন্তোষপ্রদ স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আশুতোষ শর্ম্মা, বেহালা

৯ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এম্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

।।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটপোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ৮ মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবনা) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম্, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পত্রই বলুন,

আর ৩ নং ও ৪ নংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই বশ পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের লেই অবিদ্যা-বিনাশিনী জীবাত্মস্বরূপবোধিনী কৃষ্ণকীর্ত্তনময়ী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরত্নরাজি কৌস্তুভমণি—সকল অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের নিদানভূমি।

ভিক্ষা একত্রে ১৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—কৃষ্ণকান্তি রায়চৌধুরী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এম্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ষষ্ঠবর্ষ ১৩ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

:০:

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৭ই আষাঢ় সোমবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের সহিত
সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(৯)

মহাত্মা তোতারামদাস বাবাজী
কথিত ১৩টী বিদ্ধসম্প্রদায়ের মত

(৯) আর্থিক বা স্মার্ত্তবাদ

যাঁহারা কর্ম্মবিপাকমার্গন, কর্ম্মকাণ্ড পদ্ধতি, কৃষ্ণভট্টের কর্ম্মতত্ত্বদীপিকা, কবিরঞ্জনের কলিজকৌতুক, দেবদাসের কৃত্যার্ণব, কাম্যসামান্য-প্রয়োগরত্ন, কমলাকরের নির্ণয়সিন্ধু, প্রায়শ্চিত্ত কদম্ব, প্রায়শ্চিত্ত-প্রদীপিকা, প্রেতপ্রদীপ, রঘুনাথের স্মার্ত্ত-ব্যবস্থার্ণব, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব প্রভৃতি আর্থিক, নৈতিক বা কর্ম্মজড়স্মৃতির বিধানানুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহাদের মতবাদই আর্থিক বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ। স্মার্ত্তগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনের ছলে নিজধর্ম্মার্থকাম বা আত্মপ্রীতিরূপ মোক্ষের সন্ধান করিয়া থাকেন। তাহাতে বিষ্ণুপ্রীতির কোন কার্য্য পরিলক্ষিত হয় না। ইঁহারা বিষ্ণুকে 'পরম স্বতন্ত্রপুরুষ' জ্ঞান না করিয়া কর্ম্মাঙ্গের অধীন ফলদাতা দেবতাবিশেষ জানেন; বিষ্ণুর নিত্যসচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বীকার করেন না, বিষ্ণুর অবতারাবলীকে, বিষ্ণুবিগ্রহসমূহকে জন্মমৃত্যুর অধীন জ্ঞান করেন; বিষ্ণুভক্তিকে তাৎকালিক বা অন্যান্য নৈমিত্তিকধর্ম্মের অন্যতম মনে করেন; বিষ্ণুভক্তিই একমাত্র উপেয় ও সাধ্য—ইহা কার্য্যতঃ স্বীকার করেন না; কেবলমাত্র বাহিরের দিকে 'ঈশ্বর-সংশ্রব', 'কৃষ্ণার্পণমন্ত্র', 'বিষ্ণুপ্রীতি' প্রভৃতির সজ্ঞা সংরক্ষণ করিয়া কার্য্যতঃ বিষ্ণুকে ভোগ করিবার চেষ্টা করেন। অন্যান্য দেবতাকে ইঁহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া গীতোক্ত 'অবিধিপূর্ব্বক' বিষ্ণুপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। নিদ্ধা একাদশী, বিদ্ধা অষ্টমী, বিদ্ধা নবমী প্রভৃতির অনুষ্ঠানে স্মার্ত্তের আদর দেখা যায়। ইঁহারা গঙ্গাকে তাঁহাদের পাপ, অশৌচ প্রভৃতি মলরাশি ধৌত করিবার যন্ত্রবিশেষ বা প্রাকৃত ভোগ্য-বস্তুর অন্যতমরূপে বিচার করেন। স্মার্ত্তগণের গঙ্গায় ও বৈষ্ণবে ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান। শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে ইঁহাদের ধারণা এই যে, ভগবদ্বিগ্রহ বস্তুতঃ কাঠ, পাথর, মাটি, পিতল, সোণারূপা; তাহাতে কল্পনাবলে ভগবত্তা আরোপিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের দেহ-দেহীতে ইঁহারা ভেদবুদ্ধি করিয়া থাকেন। স্মার্ত্ত মনে করেন, প্রাকৃত উপকরণের দ্বারা নির্ম্মিত দেহটী থাকিলেই আর বাহ্য শুচি, অশুচি বিচার থাকিলেই ভগবৎ-পূজায় অধিকার লাভ হয়। 'ভূতশুদ্ধি' অর্থে ইঁহারা বাহ্যদেহের শুদ্ধিকেই মনে করেন। মোট কথা স্মার্ত্তগণ কেবল স্থূল লিঙ্গ উপাধিক দেহদ্বয়ে আপনাদের সম্বন্ধ যোজনা করিয়া কোন অভিধেয় বা সাধন অবলম্বন পূর্ব্বক আর্থিকধর্ম্মতৎপর হইয়া দেহানন্দ বা ভোগানন্দের অনুসন্ধানই করিয়া থাকেন।

(১০) জাতিগোস্বামীবাদ

ইঁহাদের মতে গোস্বামীত্ব ও আচার্য্যত্ব, শৌক্রবংশগত—গুরু ও শিষ্য ক্রীতদাস-প্রথার ন্যায় শৌক্রবংশগত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগৃহীত, কৃপাপাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানের বংশের যে-কোন ব্যক্তির যখন যাহা মত হইবে এবং যে-সে বিধি স্থাপন করিবার চেষ্টা হইবে, তাহা বিনাবিচারে বৈষ্ণবমাত্রেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গোস্বামী সন্তান—আচার্য্য, অতএব বাউল, সহজিয়া, কণ্ঠাভজা, স্মার্ত্ত প্রভৃতি যে কোন মত যখন তিনি অনুগ্রহণ পূর্ব্বক পালন করিতে আদেশ করিবেন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই বৈষ্ণবতা, অবশিষ্ট যাহা কিছু যথেচ্ছাচারিতা।

(১১) অতিবাড়ীবাদ

উৎকলদেশে জগন্নাথদাস নামক একটী বৈরাগীর দ্বারা এই মতের উদয় হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের উপদিষ্ট শিক্ষাকে অতিমার্জ্জিত ও ভ্রমশূন্য করিবার মানসে এই বাদ সৃষ্টি আবশ্যক হইয়াছিল। এজন্য অতিশয় বাড়িয়া যাওয়ায় ইহাদের বাদটী অতিবাড়ি-বাদরূপে পরিচিত। ইহারা আপনাদের বিধিবিধান নিরূপণ করিয়া লইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ব্যক্তিতে দুর্নৈতিক আচরণ দেখা যায়। ইহারা নিরাকারবাদী। বাহ্যাইতে থাকে। জগতের সকল বস্তুই উহাদের লোভের উপকরণ। নানারূপ ব্যভিচারই উহাদের সাধন।

(১৩) গৌরনাগরীবাদ

এই মতবাদিগণ শ্রীগৌরসুন্দরের কল্পিত নাগরমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নাম, গুণ, রূপ, লীলা, সৃষ্টি করিবার প্রয়াস করেন। ইহারা কৃষ্ণের নিত্যা-উদার্য্যময়ী লীলাকে অনিত্য মনে করিয়া সেই স্থানে মাধুর্য্যলীলা স্থাপন করিতে প্রয়াসী। গৌরনাগরীগণ গৌরসুন্দরকে 'নাগরীলম্পট', সন্ন্যাসি-শিরোমণিকে 'রাসক্রীড়ারত', লোকশিক্ষক গুরুকে 'কামুক', গুরুস্থানকে কামুকী, ব্রজনাগরীভাবে প্রমত্ত দুর্দ্দিকে 'বিপ্রাদি পরস্ত্রীরত নাগর', দ্বিজবরকে 'গোপ' বলিয়া কল্পনা করেন। গৌরনাগরী বলেন, গৌরই যখন কৃষ্ণ, তখন বিষ্ণুপ্রিয়াও রাধিকা! রাধিকা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পার্থক্য এই যে, রাধিকা পারকীয়াভিমানী ব্রজনাগরীশিরোমণি, আর বিষ্ণুপ্রিয়া স্বকীয়াভিমানী নদীয়ানাগরী। রাধিকার আনুগত্যে গোপনাগরীগণ যেমন কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়াকে গৌর-নাগরীশিরোমণি কল্পনা করিয়া আমরাও তদ্রূপ গৌরাঙ্গের ইন্দ্রিয়তর্পণ সাধন করিব। গৌরসুন্দরের নাগরলীলায় ও মহাভাবলীলায় গৌরনাগরীর নিত্য উপস্থিত হয়। ইঁহারা কল্পনা-প্রভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার 'কাঞ্চনা' নাম্নী সখীর সৃষ্টি করেন। গৌর-নাগরী কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদবুদ্ধি করিয়া মনে করেন, গৌরের হাতে যদি বাঁশী না দেওয়া যায়, দ্বিজরাজ গৌরকে যদি গোপালকে পরিণত না করা যায়, সন্ন্যাসিশিরোমণি গৌরকে যদি চেলচোর সাজান না যায়, তাহা হইলে গৌরই যে কৃষ্ণ, তাহা প্রমাণিত হয় না, কিম্বা গৌরের পূর্ণভগবত্তায়ও সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইঁহারা গৌর-লীলায় ও কৃষ্ণলীলায় পরস্পর বৈশিষ্ট্য দর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন। গৌরনাগরী নদীয়ানাগর শব্দটী পরস্ত্রীলম্পট এইরূপ অর্থে

(১২) চূড়াধারীবাদ

এই মতটী মায়াবাদেরই প্রকারবিশেষ। ইহারা নিজকে কৃষ্ণ মনে করিয়া কৃষ্ণের ন্যায় শিরে চূড়া ধারণ করে এবং বাঁশী

ব্যবহার করিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশে গান গাহিয়া থাকেন,—"নদীয়ানাগর, রসের সাগর, যুবতীধরম চোর। মো সনে চাতুরী করে ঠারাঠারি যৌবন নহে অঙ্কুর।" ইহারা পৌত্তলিক, গৌরভোগী, ভেদবাদী, লীলা-বিলাসিনী গুর্ব্বপরাধী ও রসতত্ত্বান্ধ।

দুর্জ্জন

(শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী
সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য)

মায়াবদ্ধ সংসারে যাহাদের সুকৃতি অল্প, সেই ভাগ্যহীন জনগণ ভগবদ্ভজন বিহীন হইয়া ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য কাম ক্রোধ লোভ পরায়ণ হওয়ায় অসুর স্বভাব বিশিষ্ট তাহারা নরাধম বলিয়া গণ্য।

মাৎসর্য্যপরায়ণ খলস্বভাব পরহিংসক ব্যক্তিগণ দুর্জ্জন। নিজের কোন মঙ্গল সাধিত না হইলেও অপরকে পীড়া দেওয়াই তাহাদের স্বভাব। আবার অনেক সময় নিজের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অপরের তোষামোদ করে, পরে তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া অবসর ক্রমে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে। দুর্জ্জন ব্যক্তি বিদ্বান হইলে আরও ভয়ঙ্কর। সেই বিদ্যাবলে অনেক অসৎ কার্য্য করিবার সুযোগ লাভ করে। সাধু মহাত্মার নিকটও কপট ভক্ত সাজিয়া তাঁহাদের উপর দৌরাত্ম্য করে। তাহারা কখনও সত্য আশ্রয় করে নাই, দয়াগুণ না থাকায় নিষ্ঠুর, অশুচি, ইন্দ্রিয়পরায়ণ যাহারা তাহাদের সঙ্গ করিবে, তাহাদের সমস্ত সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি বৃদ্ধিহেতু আত্ম-ঘাতী হইয়া অধোগতি লাভ করিবে। 'দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতো সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥'
সর্পের মস্তকে মূল্যবান মণি থাকিলেও যেমন সর্প হইতে লোকে দূরে অবস্থান করে, সেইরূপ দুর্জ্জন ব্যক্তি বিদ্বান হইলেও তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করিবে।

যাহারা ভগবৎসেবা হইতে দূরে অবস্থান করে, তাহারা যতই নীতিপরায়ণ হউক না কেন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অভক্ত, সুতরাং অসৎ, ইহাদের সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবদ্ভজনোন্মুখ ব্যক্তি, বিষয়ী দুর্জ্জন যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গে সংসার-দুঃখের নিবর্ত্তক পবিত্র শ্রীহরিগুণগাথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া শ্রেয়ো লাভে যত্ন করিবেন।

দুঃসঙ্গ ত্যাগ না করিলে সৎসঙ্গ হয় না, আবার সৎসঙ্গ না করিলেও অসৎসঙ্গ বর্জ্জনে স্পৃহা হয় না। সৎসঙ্গ করিব, মধ্যে মধ্যে অসৎসঙ্গেও থাকিব, তাহা ঠিক নহে। যদি একজন রোগিকে রোগ

নিবারক ঔষধ সেবন করাইবার ফলে মধ্যে মধ্যে কুপথ্য খাওয়ান যায়, তাহাতে ঔষধের ক্রিয়া না হইয়া বরং কুপথ্যের ফল স্বরূপ রোগ আরও বৃদ্ধি পাইয়া রোগীকে বিনাশের পথে লইয়া যাইবে। সেইজন্য ভব-ব্যাধির মহৌষধপ্রদাতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

সৎসঙ্গ

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

(১)

মায়াধীন জীবগণ স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া কাণ্ডারীহীন তরণীর ন্যায় অকূল সংসার-জলধিতে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে এবং স্বীয় একমাত্র কর্ত্তব্য শ্রীহরিসেবায় বৈমুখ্য বশতঃ অনাত্মবস্তুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অনন্ত দুঃখে নিমজ্জিত হইয়াছে। তাহার বিমল আত্মবৃত্তির উপর স্থূল-সূক্ষ্মভেদে দেহমনের দুইটী আবরণ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে চেতনবৃত্তি সুপ্ত লক্ষিত হয়। অনাত্ম বস্তুর অনুশীলন চেতন জীবের ধর্ম্ম নহে; অচেতনের মোহনিগড়াবদ্ধ জড়াসক্ত জীব তদীয় সহজ ধর্ম্ম শ্রীভগবানের পদারবিন্দ সেবন হইতে চ্যুত হইয়া সর্ব্বদা বিকৃত স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঈশবহির্ম্মুখতা প্রযুক্ত শুদ্ধ জীব-স্বরূপের মধ্যে যত প্রকার অনর্থ আসিয়া পড়িয়াছে। তৎসমুদয় হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধাবস্থা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন; যে নিত্যমঙ্গলপ্রদ চরমসাধন-বলে জীবগণ সর্ব্ববিধ আবিলতা-নির্ম্মুক্ত হইয়া পরমলাভপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সম্পদে ধনী হইতে পারেন—ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দর সেই অনর্পিতচর শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্যের কথা শিক্ষাষ্টকে "চেতোদর্পণ মার্জ্জনং" শ্লোকে সুব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের অহৈতুকী কৃপাবলে শক্তিমান হইতে না পারিলে বদ্ধজীব সম্যগ্‌রূপে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অধিকার লাভ করিতে পারে না।

যদিও কেহ কেহ সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার পূর্ব্বক অনর্থযুক্ত অবস্থাতে নিজ অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা পরমবাস্তব শব্দব্রহ্মের আরাধনার পরিবর্ত্তে জড়ের অর্থাৎ মায়ার কীর্ত্তনই হইয়া যায়। সুতরাং ঐ সকল অভিমান-মূঢ় অবিবেকিগণ নিঃশ্রেয়স্ লাভে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিতই থাকিয়া যায়।

সমুদয় সৎশাস্ত্রেই সাধুসঙ্গের অপার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরমহংস কুলের নিত্যোপাস্য পুরাণার্ক শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছেন-

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

মনোহারিণী মায়াদেবী, বহুরূপিনী সজ্জায় সাজিয়া বদ্ধজীবের নিকট বান্ধবের ন্যায় প্রতিয়মান হ'ন, কিন্তু বন্ধুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তিনি সর্ব্বদাই ভোক্তাভিমানী জীববৃন্দকে বঞ্চনা করিতেছেন।

অনাদি বহির্ম্মুখ আমরা বাঞ্ছানুকূল ধন, বিত্ত, পুত্রাদি পাইলেই মায়াদেবীকে "দয়াময়ী" বলিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার প্রসূনভারে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করি, কিন্তু সহৃদয় দুরিতদরদী সাধুগণ স্পষ্টবাক্যে জানাইতেছেন—ঐ বঞ্চনাময়ী প্রকৃত দয়াময়ী নহেন—"মায়াময়ী"। সাধুগণই জীবের যথার্থ বান্ধব, শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ উপদেশরূপ শাণিত অসির দ্বারা তাঁহারা অন্য কাম পীড়িত হৃদয়গ্রন্থিগুলি ছেদন করিয়া দেন। তাঁহারা বলেন- "হে বিরূপলুব্ধ অণুচেতন, তুমি তোমার স্বভাবগতিতে চালিত হও, তোমার জীবনবীণার তন্ত্রীরাজি পরাক্ পথের উজান সুরে না বাজিয়া প্রত্যক্ পথের প্রগতির গীতি গান করুক।

[illegible] মুক্তকুলের উপাস্যমান [illegible] মালিকা না গাঁথিয়া কি তুচ্ছ পূজার সামগ্রী আহরণেই অমূল্য জীবন নষ্ট করিবে?

নিখিল বিষয়াবলীর অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতিকাম ব্যতীত যত প্রকার অন্যাভিলাষ তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয়ই তোমার বর্ত্তমান মালিন্যের [illegible]। অতএব ইতর কামনারূপ সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক স্বার্থগতি শ্রীহরি [illegible] বাসনার অখিল চেষ্টা বিশিষ্ট হওয়াই তোমার স্ব স্বভাব প্রাপ্তির উপায়। যাঁহাদের নিত্যশুভদায়িনী সদ্বুদ্ধির উদয় হয়, তাঁহারাই প্রকৃত পরোপকারক সাধু ভক্তের হিতবাণীতে আস্থা স্থাপন করিয়া নিত্যানন্দ সম্পদের অধিকারী হন। মায়া পিশাচীর প্রলোভন তাঁহাদিগকে নিরস্ত কুহক সত্য পথ হইতে বিচলিত করিতে অসমর্থ। 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল' যে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা, তাহা সাধুসঙ্গ প্রভাবেই সঞ্জাত হয়। "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ শ্রীভগবান্ স্বীয় শ্রীমুখে কহিয়াছেন,—"সাধুসঙ্গ ক্রমে আমার হৃৎকর্ণ রসায়ন কথাসমূহ আলোচিত হয়। সেই ভুবন মঙ্গল কথা নিরন্তর শ্রবণ ফলে অতিসত্বর অপবর্গ পথ স্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তির উদয় হয়।" বহু বহু জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে জীবের যখন সংসার বন্ধন ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই পরাগতি দায়ক সাধুসঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের এই ভাগ্যোদয়কে নদীপ্রবাহে ইতস্ততঃ ভাসমান কাষ্ঠ খণ্ডের তটভূমি প্রাপ্তির সহিত তুলনা করিয়াছেন। কর্ম্মফলজর্জ্জরিত জীবগণ ভবমহার্ণবে পতিত হইয়া কাল কর্ত্তৃক চালিত হইতেছে এবং পুণ্যফলে কখনও দেব যোনি বা মনুষ্য যোনি, আবার পাপ-কর্ম্মফলে কখনও পশুপক্ষী বা দৈত্য-দানবাদি যোনিতে বিচরণ করিয়া, মায়ার ভজন করিতেছেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রসাদে জীব আপন দুরবস্থা অবগত হইয়া হরিসেবারূপ নিত্যধর্ম্মে রতিপ্রযুক্ত পঞ্চম পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই কলি কল্মষাবৃত যুগে অনেক অসাধু ব্যক্তি জাগতিক ধন সম্পদ ও জড় প্রতিষ্ঠাদি লাভ কল্পে সাধুর ছদ্মবেশ গ্রহণপূর্ব্বক আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনা কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকে। প্রকৃত সাধু নির্ণয় বদ্ধ জীবের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। পরম করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর এই নিমিত্তই নিজে স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভগবদ্ভক্তের অলৌকিক লীলাভিনয় করতঃ জগজ্জীবকে প্রকৃত সাধুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা—

"সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু ভক্ত রূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥"

সাধকগণ সাধ্যবস্তু শ্রীভগবানের কি প্রকার আচার আচরণ করিবেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণই গৌরসুন্দররূপে নিজে আচরণ করিয়া জগদ্বাসীকে মহান শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সাধুর লক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে, অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে ২৬টী প্রধান লক্ষণের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। মনোধর্ম্ম পরিচালিত ভ্রাতৃজীবগণ ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী অসদ্ব্যক্তিবর্গকে সাধু মনে করিয়া, তাহাদের বিষাক্তসঙ্গক্রমে নিরয় পথের পথিক হয়। তাহারা খড়ি গোলাকে খাঁটি দুগ্ধ বলিয়া পান করে, নকল ধাতুবিশেষকে বিশুদ্ধ সুবর্ণ জ্ঞানে বহু মানন করে এবং প্রাণনাশিনী অহি-বিষকে সুধা ভ্রমে আস্বাদন করে। মুমুক্ষুর প্রলাপ বচনে মোহিত হইয়া তাহারা, স্নিগ্ধবারি পরিপূরিত শীতল সরোবর ভ্রমে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইয়া আত্ম-বিনাশ সাধন করে।

দয়ানিধি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের শ্রীমুখ বিগলিত বাণীর সহিত তুলনামূলে সমালোচনা করিয়া যদি কেহ ধীরতার সহিত ঐ সকল সাধুবেষী অসাধুর স্বরূপ চিনিতে প্রয়াসী হন তবে কাহারও কখনই প্রতারিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না;

"কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্য সার।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈক শরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিতষড়্গুণ॥
মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥"

সর্ব্বমহাগুণে গুণী শুদ্ধভক্তের উপরি-উক্ত প্রধান গুণাবলীর মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণত্বই স্বরূপ লক্ষণ, অবশিষ্ট গুলি তটস্থ লক্ষণ। বহুবিধ সদ্গুণরাজির দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াও যদি কাহারও অন্তঃকরণে কৃষ্ণৈক-শরণতার অভাব দৃষ্ট হয় তবে তাহাকে অসাধু জানিয়া তৎসঙ্গ বর্জ্জনে দৃঢ় সংকল্প হইতে হইবে—নতুবা সাধুসঙ্গের প্রতিকূলে যে মায়া সঙ্গ হইয়া যাইবে ইহা সুনিশ্চয়।'

ভগবৎপ্রেমরসময় চিত্ত সাধু বৈষ্ণবগণ জীবকে নিত্যকল্যাণ পথের যাত্রী করিয়া দেন,—অজ্ঞানতমযুক্ত জীবকে বাস্তব সত্য-সূর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করেন,—তাঁহারা যে অমূল্য রত্নরাশির অধীশ্বর হইয়াছেন, জীবকে ঠিক সেইরূপ অবিনশ্বর ধনের অধিকারী করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। তাই, তাঁহারা প্রোজ্ঝিত কৈতব পরম নির্ম্মৎসর ভক্তিধর্ম্মের বৈজয়ন্তী গাথা ব্যতীত কুযোগিগণের ছলনা-বাণী কীর্ত্তন করেননা। সাধুগণ কৃপাপরবশ হইয়া সর্ব্বক্ষণ মানবের মঙ্গলের জন্য উচ্চরবে চীৎকার করিয়া কহিতেছেন,—

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তারমধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥"

নিশীথের ঘনান্ধকারে সহস্র সহস্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াও সবিতৃদেবীর মঙ্গলমূর্ত্তি দর্শন হয় কি? সূর্য্য দেবের কিরণালোকেই যদ্রূপ সূর্য্য দর্শন মদ্ভবপর হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত চিদালোক বিভাসিত সাধুভক্তের অহৈতুক কৃপা প্রসাদেই আমরা চিন্ময়ভাস্কর শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দ দর্শনের পরম সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাভিলাষিগণের কৈতবপূর্ণ ভীষণ স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারি—একমাত্র সাধুর কৃপাতেই আমরা সমগ্র ইতর বাসনা সমূলে উৎসাদনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত কামদেবের কামসেবায় জীবনকে নৈবেদ্যস্বরূপে প্রদান করিতে পারি। নিত্যবান্ধব সাধুগণ কি জীবকে মোক্ষ বা নির্ব্বাণরূপ সর্ব্বনাশের কথা বলিতে পারেন? নিখিল চেতন-সম্রাট শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ-চারণ পরিপূর্ণ বাস্তব চৈতন্যের একনিষ্ঠ উপাসকগণ চেতন রহিত জীববৃন্দকে নিত্যস্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য গাহিতেছেন—

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংশ্লিষ্ট অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল সুঅক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সংবলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক উপা—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মন্ত্রবীর শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আম্নায় নিত্যবস্তু, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও নাম-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগৌরবিষ্ণু, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিমত নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সুন্দর যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাহত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধনাম—নামাপরাধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্রেষ্ঠ যন্ত্রে কাগিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরিচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—শ্রীধাম-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী বঙ্গার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভক্তিবর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-বেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি, বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয়-সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

মাকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের প্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবতার গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ভক্তিকুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাবোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিশ্বিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

টড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীবিজ্ঞানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কপাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

চট্টগ্রামে গুর্খাদের সাহায্যে চারিটি গ্রাম ঘেরাও

গত ১৮ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, বহু গুর্খা ও সশস্ত্র পুলিস বোঝাই ৫টি মোটরলঞ্চ এবং সরকারী ষ্টীমার ১৫ই জুন রাত্রিতে বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত শ্রীপুরঘাট অভিমুখে যাত্রা করে। প্রকাশ, এই বাহিনী গিয়া শ্রীপুর, জ্যৈষ্ঠপুর, ধুলে ও কাঙ্গুনগোপুর গ্রাম এবং পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানগুলি ঘিরিয়া ফেলে, তাহার পর অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার পলাতক আসামীদের সন্ধানে গৃহে গৃহে খানাতল্লাস আরম্ভ হয়। কোন ব্যক্তিকে সেই অঞ্চল হইতে বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় নাই। আর একটি ষ্টীমারে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটও সেইস্থান অভিমুখে যাত্রা করেন। পুলিসদল এখনও সহরে ফিরিয়া আসে নাই।

বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত শ্রীযুত সুখেন্দুবিকাশ দস্তিদার নামে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক ছাত্রকে রবিবার দিন প্রাতে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। গ্রেপ্তারের সময় সুখেন্দু প্রবল জ্বরে ভুগিতেছিল। পুলিস তাহাকে ঘাড় করিয়া নদীর ঘাটে লইয়া যায়। সেখান হইতে শ্রীপুর ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতির একজন ডাক্তারের সহিত তাহাকে সহরে লইয়া আসা হয়।

১৬ হইতে ২৬ বৎসর বয়সের হিন্দু ভদ্রলোকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের [illegible] করিতে হয়।

নূতন ষড়যন্ত্র মামলা

এক জনরব শুনা যাইতেছে যে, শীঘ্রই চট্টগ্রামে একটি বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইবে এবং বহু যুবক সেই মামলায় জড়িত থাকিবেন। শুনা গিয়াছে যে, কোন এপ্রুভারের স্বীকারোক্তির ফলেই এইরূপ ব্যাপকভাবে খানাতল্লাস ও ধর পাকড় হইতেছে।

কাঁথিতে আবার গ্রেপ্তার

ভগবানপুর থানার পুলিস গত ১৬ই জুন কাকার চৌরাহাট কংগ্রেস অফিসে হানা দিয়া তিনিসপত্র যাহা পাইয়াছিল, সব লইয়া গিয়াছে। সার্চিশ আদালত সংক্রান্ত কাগজ পর্য্যন্ত তাহারা ফেলিয়া যায় নাই। প্রকাশ, কংগ্রেস অফিসটিতে তালাচাবী দেওয়া ছিল।

পুলিস দল অতঃপর কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত ধনরাম সাহুর বাটীতে হানা দেয়। তাহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়া থানায় লইয়া যায়। প্রকাশ, আরও দুই জনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল।

গত ১৩ই তারিখে ভীমেশ্বরী শাখা কংগ্রেস কমিটীর অফিসে পুলিসের খানাতল্লাসের সময় সভাপতি শ্রীযুত বরেন্দ্রনাথ দাস ও আশুতোষ মাইতি গ্রেপ্তার হন। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে জামীন দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

স্বামী হত্যায় স্ত্রীলোকের ফাঁসী

অষ্ট্রীয়ার বুডাপেষ্ট সহরে দুই জন স্ত্রীলোকের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোক দুইজন তাহাদের স্বামিদ্বয়কে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছিল।

ঘটনার বিবরণ এই যে, একজন ধাত্রী স্ত্রীলোক দুইটিকে বলে "তোমরা খুব সহজেই পুরুষের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবে। তোমাদের পুরুষগুলিকে হত্যা করিলেই তোমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে।" স্ত্রীলোক দুইটি ধাত্রীর পরামর্শানুসারে নিজেদের স্বামী ও পুত্রগুলিকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে। এই বীভৎস এবং অমানুষিক ঘটনা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইলে ১৯৩১ অব্দের জানুয়ারী মাসে ৩১টি স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হয়।

এই ৩১ জনের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক খালাস পাইয়াছে। কয়েকজনের ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইয়াছে। এবং দুই জনের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

জলমগ্ন পোতের মৃতদেহ সনাক্ত

ফ্রান্সের উপকূলে যে জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে, তাহার ৪৫৫ জনের নাম পাওয়া গিয়াছে। ব্রেষ্টে বন্দরের একটি উচ্চস্থানে মৃতদেহগুলি সারি দেওয়া হইয়াছে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা আসিয়া তাহাদিগকে সনাক্ত করিবে, এই ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু মৃতদেহগুলির হাত পা এতই বিকৃত হইয়াছে যে, সহজে তাহাদিগকে চিনিবার উপায় নাই।

রেলওয়ে কারখানায় সত্যাগ্রহ

মাদ্রাজ ও সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ের পেরাম্বুরস্থ কারখানায় যে শ্রমিক ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এখনও চলিতেছে। শ্রমিকরা কারখানায় প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা কার্য্যে যোগদান করে নাই। অদ্য সকালে চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার এক নোটীশ লটকাইয়া দিয়াছেন। নোটিশে তিনি লিখিয়াছেন যে, সকল শ্রমিক কার্য্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করিয়াছে শুধু তাঁহারাই কারখানায় প্রবেশ করিতে পাইবে। অধিকাংশ শ্রমিক প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া কারখানায় প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ পুনরায় সত্যাগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকাশ, কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, শ্রমিকরা যদি মতি পরিবর্ত্তন না করে, তাহা হইলে তাঁহারা কারখানা বন্ধ করিয়া দিবেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জের কাশীতে দুই জনের কঠোর দণ্ড

গত ১৮ই জুন বারাণসীর সেসন জজ গত কাশী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে অভিযুক্ত নটে এবং হরিহরকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের প্রতি তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও একশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। জরিমানা অনাদায়ে তাহাদিগকে আরও তিন মাস করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

চাঁদপুর মহিলা সভা

চাঁদপুর মাতৃমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে বাকলিয়ায় একটি বিরাট মহিলা সভার অধিবেশন হয়। ৯০ বৎসর বয়স্কা শ্রীযুক্তা আনন্দময়ী দেবী সভানেত্রীর আসন পরিগ্রহ করেন। শ্রীযুক্তা বিভাবতী ঘোষ বর্ত্তমান রাজনীতিক আন্দোলনের ইতিহাস এবং ইহার প্রতি মহিলাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে চরকায় সূতা কাটিয়া বস্ত্র বয়ন করিতে অনুরোধ করেন।

স্থানীয় মহিলাদিগের মধ্যে চরকার বহুল প্রচারোদ্দেশ্যে মহিলাদের ইচ্ছানুযায়ী বাকলিয়া মাতৃমঙ্গল সমিতি নামক একটি নূতন মহিলা সমিতি গঠন করা হইয়াছে। কংগ্রেসের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য স্থানীয় মহিলাগণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

১৫ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি বেনারস নিখিল-ভারত ১৫ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়াছে। বেনারস রয়েল ইউনিয়ান ক্লাবের শ্রীযুত বাসুদেব চক্রবর্ত্তী ও বেনারস দীনবন্ধু নাট্যসমাজের মিঠার মন্নুলাল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে শ্রীযুত চক্রবর্ত্তীর ৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট লাগিয়াছিল।

ঢাকায় বঙ্গীয় মুস্লিম কনফারেন্স

আগামী ১১ই ও ১২ই জুলাই তারিখে ঢাকায় বঙ্গীয় মুস্লিম কনফারেন্সের অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে।

নিখিলভারত মুস্লিম কনফারেন্সের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নবাব মহম্মদ ইস্‌হাকে সভাপতির আসনগ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

বর্ষা বৈঠক

বর্ষা বিরোধের আলোচনা করিবার জন্য এ [illegible] বিশেষ বসিবার কথা হইয়াছে। ভারতীয় ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হওয়ায় বৈঠক এখন কবে বসিবে, তাহা স্থির হয় নাই। খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর মাসে যখন গোল টেবিল বৈঠক, ঠিক সেই সময়ে এই বৈঠকেরও অধিবেশন হইবে।

সুলতানদীঘিতে সশস্ত্র ডাকাতি

গোঘাট থানার অন্তঃপাতী সুলতানদীঘিগ্রামে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতরা নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১ হাজার টাকা লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ গত ১৩ই জুন ডাকাতগণ কয়েকটি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উক্ত গ্রামের ভীমচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে পড়ে এবং গৃহের অধিবাসীদিগকে ভয় দেখাইয়া উক্ত টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে। তবে এখনও কোন ডাকাতের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

সিরাজগঞ্জে ভীষণ দুর্ভিক্ষ অনশনে মৃত্যু, মাতার পুত্র বিক্রয় স্ত্রীর স্বামী গৃহত্যাগ

সিরাজগঞ্জে দুর্ভিক্ষের অবস্থা অত্যন্ত নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। চার পাঁচটি থানার জনসাধারণের দুর্দ্দশা বিশেষ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে পঁচিশ ত্রিশ হাজার লোকের গৃহে অন্ন নাই। স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সকলে অনশনে আছে। কোন কোন গ্রামে ইতিমধ্যেই লোক খাইতে না পাইয়া মারা গিয়াছে। মা ছেলেকে বিক্রয় করিতেছে, স্ত্রী স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, বাহিরের সাহায্য ছাড়া লোকের প্রাণরক্ষা অসম্ভব প্রতিদিনই অবস্থা অধিকতর ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে।

"শ্রীবাস"
নবদ্বীপ

Reg No. C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীবাস মায়াপুর ৫ই আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৫৮, ২৩শে জুন ১৯৩১

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নমুনা
প্রতি সংখ্যা ৫

নানা কথা

শান্তিপুর সংবাদ

আলি ইস্‌লাম লাইব্রেরী

শান্তিপুর আলিইস্‌লাম লাইব্রেরীর বাৎসরিক জন্মোৎসব বেশ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রতিকৃতি উন্মোচন

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৹ ঘটিকার সময় শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলহলে পরলোকগত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিপূজা ও প্রতিকৃতি উন্মোচন উপলক্ষে এক সভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম্‌ এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃষ্টির জন্য তেমন লোক সমাগম হয় নাই।

রাস্তা ও আলো

শান্তিপুর ঘাটখোলা পাড়ায় ডাঃ বিশ্বরঞ্জন ঘাগ্‌চি মহাশয়ের বাড়ীর উত্তরের রাস্তাটির অবস্থা শোচনীয়। ড্রেনেজের তো কথাই নাই। বহু রাস্তার অবস্থাই খারাপ। রাস্তায় আলো তো নাইই—বন্ধ হ'য়েছে।

গোল টেবিল বৈঠক

ভারতীয় শ্রমিকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও কলকারখানার মালিকদিগের সংখ্যা বাড়িবে। এই সংবাদ পাইয়া ভারতীয় শ্রমিকগণের পক্ষ হইতেও প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারত সচিবের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। পার্লামেণ্টের ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষের সদস্যগণ যাহাতে সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে এই সম্পর্কে নাকি ভারত সচিবকে পত্র লিখিয়াছেন।

শ্রমিকদলের মুখপত্র 'ডেলি হেরাল্ড' এই বিষয় সম্পর্কে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 'ডেলি হেরাল্ডের' বক্তব্য এই যে পূর্ব্বের গোলটেবিল বৈঠকে শ্রমিক অপেক্ষা বণিকের প্রতিনিধি সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। অভিযোগ দূর করিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রমিক প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করাই মিঃ বেনের পক্ষে সমীচীন।

শান্তিপুর সংবাদ

গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ

নেতাদের সঙ্গে লাটের পরামর্শ

কনষ্টেবল গ্রেপ্তার

বিষ মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণে নাগাসন্ন্যাসীর মৃত্যু

বন্দীদের মুক্তির দাবী

দিল্লী মহিলা সম্মেলনে লেডী-উইলিংডন্

সন্ধির সর্ত্তে জহরলাল

প্রধান মন্ত্রীর বার্লিন যাত্রা স্থির

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ

ভূমিকর বিধি অনুযায়ী দুর্দ্দৈবের দরুণ খাজনা মকুবের জন্য মহাত্মা গান্ধী কলেক্টরের সহিত যে কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন, সেই সম্পর্কে আনন্দ তালুকের সন্দেহসর এবং গণা নামক গ্রাম তাঁহার পরিদর্শন করার কথা ছিল। মহাত্মাজীর সময় সংক্ষেপের নিমিত্ত ঐ সমস্ত গ্রামের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণ ২০শে জুন সন্ধ্যাকালে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহাত্মাজী তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, যাঁহাদের খাজনা দিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা যেন অবিলম্বে খাজনা দিয়া দেন। বন্যার ফলে তাঁহাদের যাবতীয় শস্য নষ্ট হইয়া গেলেও গ্রামবাসিগণ যেন অর্থ বাঁচাইবার নিমিত্ত প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ না করেন।

প্রতিনিধিগণ মহাত্মাজীর আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন যে, যাহাদের সাধ্য ছিল তাহারা ইতঃপূর্ব্বেই খাজনা দিয়া দিয়াছে।

নিজেদের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিতেছে, যে সমস্ত গ্রামবাসীর সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ হয়, মহাত্মা গান্ধী রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহাদের নাম জানিতে চাহিয়াছেন। প্রকাশ, মহাত্মাজী আশা করেন যে, বোরসাদ এবং আনন্দ তালুকের এবদ্বিধ ও অপরাপর বিষয়সমূহ আপোষে মীমাংসা হইয়া যাইবে।

ভোগবাসনা রহিত হইলে কেবল চেতন ধর্ম্ম অবস্থান করে। তাহা হরি-সেবার কার্য্যে না লাগে, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না, যে ধর্ম্মার্থকাম বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না যে বৈরাগ্যপূর্ণ সম্বিৎ-বিকাশ ভগবৎ পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত হয় না, তাহাই জড় বা অচিৎ, জীবন রহিত প্রাকৃত মাত্র। সর্ব্বাত্মা অচ্যুত হইতে চ্যুত হইয়া তাদৃশ নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞান কোন সুফল প্রসব করে না। গোময় যেরূপ পবিত্রতা সাধন করে, বণ্ডবিষ্ঠা সেইরূপ করে না, সেই প্রকার প্রতিষ্ঠাবান্ কর্ম্মবীরগণের অনুষ্ঠিত নশ্বর কর্ম্ম নিজ আসুরিক বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিলেও তাহা ভগবদ্বিমুখ চেষ্টা হওয়ায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

হরিসেবা কর্ম্ম বা হরি-সেবন জ্ঞান নিত্য অখণ্ডরূপে বর্ত্তমান। নিত্য হরি-সেবা ছাড়িয়া যে জীব নশ্বর ভোগ প্রবৃত্তিতে ধাবিত হন, তাহার সেই অসজ্জ্ঞান কখনই চরম মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয় না। সচ্চিদানন্দ বস্তু বর্জ্জিত অসৎ অচিৎ নিরানন্দময় ত্রিগুণভূমিকায় কর্ম্ম ও জ্ঞান বৃত্তিদ্বয় জীবকে ঈশসেবাবিমুখ করায়। ঈশবৈমুখ্যই জীবের যাবতীয় অশুভ আনয়ন করে। সেই ঈশবৈমুখ্য-প্রকাশ নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞান ভগবানের উদ্দেশে হরিসেবায় নিযুক্ত না হওয়াকাল পর্য্যন্ত তাহা পঞ্চম পুরুষার্থ হরিপ্রেমা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

ভগবানের লীলা চেষ্টা হইতে ভিন্নদর্শী হইয়া অর্থাৎ ভগবানের মহিমার কথা শ্রবণ বা বর্ণনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অন্য যে কোন প্রকার ভগবদ্বহির্ম্মুখ বিষয়ান্তরের কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলে তখন যে নাম ও রূপ বস্তুবাস্তবরূপে স্ফুরিত হয়, সেগুলি দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া বুদ্ধি বায়ুবেগে ঘূর্ণায়মান নৌকার ন্যায় কখনও কোথাও স্থির ভাবে থাকিতে পারে না।

ভগবানের লীলাবর্ণনে বা শ্রবণে ভগবদিতর কথার সমাবেশ হইলে সে গুলির শ্রবণ-কীর্ত্তনে জীব নিত্যচিদানন্দ হইতে বিক্ষিপ্ত হয়। অদ্বয় জ্ঞান ভগবদ্বস্তুতে বিশ্বের অন্য বস্তুর [illegible] জীবের যে ভেদ জ্ঞান হয়, তাহা অদ্বয়জ্ঞান ভগবদিতর বস্তু প্রতীতি অনর্থের [illegible] মনোধর্ম্ম। মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া অদ্বয়জ্ঞান প্রতীতি কৃষ্ণলীলা আবৃত হইয়া যে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতি কামনাকে ফলরূপে আনয়ন করে, তাহাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। ভোগময়ী প্রতীতি কখনই অদ্বয়জ্ঞানের ধারণা করিতে সমর্থ হয় না।

ভক্তিহীন কর্ম্ম যে বৃথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। [illegible] কজ্ঞানই বিষ্ণুভক্তিবিহীন হইলে তত অধিক শোভা পায় না, তখন সাধন ও ফল এই উভয়কালে দুঃখরূপ কর্ম্ম, নিষ্কাম হইলেও ভগবানে সমর্পিত না হইলে ভগবদ্বহির্ম্মুখ ও সত্ত্ব-শোধকভাবহীন হেতু কেন শোভা পাইবে? ভগবন্মহাত্ম্যবর্ণনোপলক্ষিত ভক্তি হইতে ব্রহ্মজ্ঞানই যখন নিকৃষ্ট, তখন সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম উভয়েই তদপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ কি অর্থাৎ তাহা বলা বাহুল্য। যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায় দ্বাদশ শ্লোকোক্তি,—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম নিষ্কাম, তাহার একাকার নিষ্কর্ম্মতার ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য। কামনাময় কর্ম্মহীন ব্রহ্মজ্ঞান উপাধি নিবর্ত্তক হইলেও অচ্যুতভাব [illegible] ভক্তিবিরহিত হইলে অধিক শোভা [illegible]। তখন সাধন ও সিদ্ধকালে দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্ম এবং অকাম কর্ম্ম ও যদি ভগবানে সমর্পিত না হয়, তাহা হইলে [illegible] আবার কি প্রকারে শোভা পায় অর্থাৎ তাহা যে শোভা পায় না তাহা বলা বাহুল্য, কেন না উহা বহির্ম্মুখী ও সত্ত্ব-শোধকভাবহীন।

সৎসঙ্গ

শ্রীযুক্তা অপর্ণা [illegible]

মহামায়ার রচিত প্রেমপণ্যে সুশোভিত অসদ্বিনিপিতে যে সকল দ্রব্য 'ভাল ভাল' বলিয়া আপনাদের চক্ষু নিনাদিত করিতেছে—প্রেমকামী জীবের কামনার অনুকূল সকল কথা বর্ত্তমান মধ্যে ভাল কথা বলিয়া সরল লোকের ভ্রম উৎপাদন করিতেছে, যথার্থ হিতৈষী সাধুগণ আমাদিগকে তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সর্ব্বোত্তম রত্নের—অবিনাশী আনন্দপূর্ণ প্রেমধনের ক্রেতা হইতে উপদেশ করিতেছেন। গৌর নিত্যানন্দের করুণার কথা ভিন্ন আর কোন ভাল কথা নাই, কোনও দিন ছিল না বা থাকিতে পারে না, এই গুহ্যতম সত্য কথা আমরা পরম দয়াল সাধুগণের নিকটেই শ্রবণ করিতেছি। একমাত্র সাধুগণই অকপট সত্যের প্রচারক। পৃথিবীর অপরাপর ধর্ম্মধ্বজিগণ স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্যে বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; সুতরাং [illegible] বাক্য তাহাদের ব্যবসায়ের অনিষ্ট উৎপাদক।

ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ ভিন্ন অপরাপর ব্যক্তিগণ কেহ দেহারামী, কেহ বা মনোরামী। দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম এই ভাল এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥' এই বাস্তব বাক্যানুসারে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী অভক্ত মনোধর্ম্মিগণ অস্থিরতা প্রযুক্ত সতত পরিবর্ত্তনশীল কুমত পোষণকারী। তাহারা কৃষ্ণভোগ্য বিষয়সমূহের প্রভু অর্থাৎ নিজেরাই কৃষ্ণ সাজিয়া বিষয় সেবা করিতে করিতে অতিরিক্ত ঔদরিকের ন্যায় ভোগ-প্রাচুর্য্যের প্রতিক্রিয়াফলে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; আবার কখনও বা ফল্গুত্যাগীর পদানুসরণে প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ ইত্যাদি সূক্ষ্মভোগের কামপ্রপীড়িত তাহারা মনোধর্ম্মের দ্বারা তাড়িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভোগ্য সেবোপকরণসমূহ দারুণ বিরক্তিভরে পরিত্যাগ করিয়া অপরিণামদর্শী প্রায়োপবেশন ব্রতাবলম্বীর ন্যায় আত্মহননের অমঙ্গল রাশিকে বরণ করে। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি-জাত বিষয়ভোগলিপ্সু আমাদের নিকট অসাধুর মধুপুষ্পিত কুহকবাণীই রুচিপ্রদ বোধ হয়। মঙ্গলনিদান সৎসঙ্গে উদাসীনতা বশতঃ অসতে আসক্তিই আমাদের বর্ত্তমান অকল্যাণজনক অবস্থা আনয়ন করিয়াছে।

সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আমার ন্যায় অসৎসঙ্গী জীবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধফাঁস।"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীপাদ রামানন্দ রায়কে জীবের শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ো সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন রায় রামানন্দ উত্তর দিয়াছিলেন—"কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর॥" অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ প্রভাবে অবিদ্যা তিমির তিরোহিত হয়। সাধুকৃপায় আমরা মরণধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাইয়া নিত্য নবনবায়মান সেবা-সুষমাপূর্ণ অমর জীবন লাভ করিতে পারি। সাত্বত শাস্ত্রে সাধু-সঙ্গের প্রভূত মহিমা গীত হইয়াছে। ঈদৃশ ইশমাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আর কতটুকু স্তুতি করিতে পারি; জিহ্বার ফলই বিষ্ণুবৈষ্ণবের অমলযশঃকীর্ত্তন; এই নিমিত্ত সম্পূর্ণ অযোগ্যতা সম্বল লইয়াই এইক্ষুদ্র প্রয়াস। কোনও বৈষ্ণব কবি কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ভাইরে ভাই, সাধুসঙ্গ কর ভাল হইয়া।
চৌরাশী লক্ষ জনম, ভ্রমণ করিয়া শ্রম,
ভালই দুর্লভ দেহ পাইয়া

ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের ভক্তিরস-সরস চিত্তভূমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিশ্রামস্থলী; শ্রীভগবানের ভক্তাপেক্ষা প্রিয় আর কেহই নাই। ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শ্রীবদনে কহিতেছেন—,

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

সুমেধস্তিথি পালন

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে

গত ১লা আষাঢ় ১৬ই জুন মঙ্গলবার দিবস নিউদিল্লী গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়ে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ মহামহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় স্থানীয় অনেকগুলি বিশিষ্ট বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসব উপলক্ষে ঠাকুরের জগদ্গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, চৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং অবশেষে কীর্ত্তনমুখে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এতদর্থে পরম ভক্ত শ্রীযুত নন্দলাল কুঠীওয়ালার সেবানুকূল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ব্রহ্মচারীজি রাধারমণ চরণ শরণের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসব সর্ব্বসাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল।

এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে

এলাহাবাদ হইতে শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী জানাইতেছেন—গত ১লা আষাঢ় মঙ্গলবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ উৎসব শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐদিবস সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীরাধাবিনোদকিশোরজীর আরতি সমাপনান্তে গুরুবন্দনা, কীর্ত্তন ও পাঠ বক্তৃতাদি হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সকলেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয় গান করিতে করিতে মহানন্দে মহাপ্রসাদ সম্মান করিতেছিলেন।

উৎসবের যাবতীয় ব্যয় ভার শ্রীযুত বাবু গণেশ চন্দ্র দেব বহন করিয়াছেন। তাঁহার সেবা-চেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ এবং উল্লেখ যোগ্য।

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে

বর্দ্ধমান জেলাস্থ আমলাজোড়া হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সরকার মহাশয় লিখিতেছেন—আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে গত ১লা আষাঢ় মঙ্গলবার ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে একটী বিরহ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ হরিকিশোর প্রভু প্রায় ১॥ ঘণ্টা কাল ঠাকুরের উদার চরিত্রের বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন, পরে কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে প্রায় দুই শত যুবক, বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীপাদ যতিরাজ প্রভু ও শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ প্রভুর উৎসাহে এবং যত্নে উৎসবকার্য্য সুসম্পন্ন হয়

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মাহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্রশোভিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ধ্রুবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। সিধাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু নামনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যে তীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-দাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভক্তমনোবাসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

বৃন্দাবনেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তয় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (অপসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সাহ্লাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠস্থিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। উহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। উহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাত্রিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৫৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীবৈষ্ণব রাজসভা শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের বাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, জি ইরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমদনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধু [illegible] ধকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীবীরাজ্ঞেয়-নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবধূত গোস্বামী, ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীভাবকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, ভরপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের [illegible] শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা [illegible] সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

বাগবাজার, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীনির্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং মধ্যবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ নন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী বিপিনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মালভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু ভূতমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবয়দরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫-ই গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণপরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারোহণ

নেতাদের সঙ্গে লাটের পরামর্শ

গত ১৯শে জুন অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় ব্রহ্মের লাটের সহিত স্থানীয় নেতাদের এক পরামর্শ বৈঠক বসিয়াছিল।

নেতারা বলেন যে, তাঁহারা বিদ্রোহের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ইহারা লাটকে জানাইয়াছেন যে সকল দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন বর্ণীয় বিদ্রোহের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। কারণ অবস্থা ভীষণতর হইবার সম্ভাবনা। এই হেতু ইহারা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

লাট বাহাদুর বলেন যে নেতাদের বক্তব্য কি তাহা শ্রবণ করিবার জন্য তিনি উদ্গ্রীব হইয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন যে [illegible] কর্মচারী দিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া নেতাদের কথার সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারিবেন না। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে নেতাদের উপদেশ বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা হইবে।

লাটপ্রাসাদে আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা হইয়াছে। আলোচনার প্রধান কথা এই যে কি উপায় অবলম্বন করিলে বিদ্রোহ অচিরে উপশম হয়। নেতারা অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, বিদ্রোহ এমন ভাবে সমাপ্ত হওয়া উচিত নহে, যাহাতে বিদ্রোহীরা মনে করিতে পারে যে তাহারা জয়লাভ করিয়াছে। সরকার ক্ষমা করিবেন বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন সেই ঘোষণা নেতাদের মনঃপূত হইয়াছে, তবে তাঁহারা বলিয়াছেন যে ঘোষণার ভাষা ভাল হয় নাই এবং ক্ষমা আরও বিস্তৃত হইলে ভাল হইত। নেতারা বলেন যে কয়েকজন সর্দারের নাম নির্দ্দেশ করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত আর সকল বিদ্রোহীকে ক্ষমা করা হইল বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। এই ঘোষণা দ্বারা যাবতীয় অপরাধের ক্ষমা করিতে হইবে। এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছে মাত্র কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই।

বৈঠকে নেতারা আরও বলিয়াছেন যে আক্রান্ত অঞ্চলে সাহায্যদানের আবশ্যকতা এবং বিদ্রোহীরা যদি আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে কর্ম্মদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্রোহীদিগকে কৃষি কার্য্যে নিয়োজিত করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সুতরাং কৃষি ঋণের পরিমাণ আরও বাড়াইতে হইবে।

লাট বাহাদুর নেতাদের ঐ সকল প্রস্তাব লিখিয়া লইয়াছেন। বৈঠকে আরও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা হওয়ার পর বৈঠকের কার্য্য শেষ হয়।

সন্ধির সর্ত্তে জহরলাল

১৯শে জুন সন্ধ্যাকালে পুরুষোত্তম দাস পার্কে একটি সভায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেই প্রয়োজন বশে তাঁহার এলাহাবাদ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

গোলটেবিল বৈঠকের কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতজী বলেন যে তাহারা মহাত্মাজীর উপর নির্ভর করিয়া আছেন। মহাত্মাজী একাই সমগ্র জাতির প্রতি-

যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে তাহাদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

পণ্ডিতজী আরও বলেন যে তাহাকে অনেকে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু তিনি বলেন যে, তিনি মহাত্মাজীর আদেশ পালন করিবেন ও সন্ধির সর্ত্ত পালন করিয়া চলিবেন।

প্রধান মন্ত্রীর বার্লিন যাত্রা স্থির

জার্ম্মান ১ম ডাক্তার ব্রু [illegible] বং ডাক্তার কার্টিয়াস ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এবং পররাষ্ট্র সচিব মিঃ [illegible] বার্লিন যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন [illegible] করা হইয়াছে। আগামী ১৭ই জুলাই মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এবং মিঃ হেন্ডারসন্ বার্লিন যাত্রা করিবেন।

'ভগৎসিং' পুস্তক মামলা আসামিগণ জামিনে খালাস

এলাহাবাদের সেসন জজ 'ভগৎসিং' পুস্তক মামলার আসামী জে, এন, সান্যাল ও ত্রিবেণীপ্রসাদকে গত ১৮ই জুন জামীনে খালাস দিয়াছেন।

মেদিনীপুরে বিদেশী বস্ত্র

মেদিনীপুরের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা প্রায় ৬ মাস পূর্ব্বে তাহাদের মজুত বিদেশী বস্ত্রগুলি কংগ্রেসের লোকদিগের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে গাইট বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ সকল গাইটের বস্ত্রে কংগ্রেসের মোহর দেওয়া হয় নাই। গত সপ্তাহে কংগ্রেসের কর্ম্মীরা ঐ সকল বস্ত্রে মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে মেদিনীপুরে বিদেশী বস্ত্রের বিক্রয় একেবারে নাই।

দেশীয় রাজ্যের উদারতা

কর্পূরতলার মহারাজা রবি সস্যের জন্য তাঁহার রাজ্যের প্রজাদিগের বহুল পরিমাণে জমির খাজানা মকুব করিয়াছেন। মোট খাজনা মকুবের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা। ক্রমে ক্রমে এই সাহায্য দেওয়া হইবে। সামান্য জমির মালিকরা খাজনা প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। পঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই রাজ্যে প্রজাদিগের দাবী সহানুভূতি ও উদারভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে।

বিষ মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণে নাগা সন্ন্যাসীর মৃত্যু

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ঢাকায় কতিপয় নাগা সন্ন্যাসী আগমন করেন। কলুটোলা আখড়ায় স্থানীয় একজন বাসিন্দা তাঁহাদিগকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা সকলেই পীড়িত হইয়া পড়েন [illegible] দুইজনের এসিয়াটির কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। বিষ মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণের ফলে তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

রায়বেরিলিতে ১৪৪ ধারা অমান্যের সঙ্কল্প

রায়বেরিলি জিলায় ১৪৪ ধারার আদেশ জারীর জন্য কংগ্রেসের কাজে বাধা পড়িতেছে। ওদিকে খাজনা আদায়ের যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, তাহাতে প্রজারাও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ অবস্থার জন্য কংগ্রেস কর্ম্মীদের মহলে এইরূপ প্রবল জনরব রটিয়াছে যে, ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করা হইবে। প্রকাশ এ বিষয়ে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর পরামর্শ লওয়া হইতেছে। তিনি আগামী সপ্তাহে রায়বেরিলি আসিবেন। একটি তদন্ত কমিটীও অনাচারে তদন্ত করিবেন।

দিল্লী মহিলা সম্মিলনে লেডী উইলিংডন

১৮ই জুন অপরাহ্ণে দিল্লীর প্রাদেশিক মহিলা পরিষদ লেডী উইলিংডনের জন্য এক প্রীতিসম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্মিলনের পক্ষ হইতে অভিনন্দনের আকারে কাউন্টেসকে আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। গত তিন বৎসরের মধ্যে মহিলা পরিষদ কি কাজ করিয়াছেন এবং সামাজিক গঠনকার্য্যের জন্য আরও কি করা কর্ত্তব্য, তাহাও উহাতে উল্লেখ করা হইয়াছিল।

উত্তরে লেডী উইলিংডন বলেন—এই বিরাট দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে কিছুই বলিবার উপায় নাই। গবর্ণমেণ্টের উপর যে দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা যতই তাঁহার নিজের স্কন্ধে পড়িবে, ততই তাঁহার জনসাধারণের ভিতর সহযোগিতা সত্যই প্রয়োজনীয় হইবে। ভবিষ্যতে ভারত যে সুখ ও শান্তি লাভ করিবে বলিয়া আমরা সকলেই আশা করি, তাহা সম্ভব করিবার জন্য ভারতের নারী সমাজকে মহত্তর দান করিতে হইবে।

কনেষ্টবল গ্রেপ্তার পিস্তল চুরির জের

বিদায় প্রাপ্ত মুনসেফ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন হইতে একটি কলের পিস্তলসহ একটি টিনের বাক্স অপহরণ সম্পর্কে ওয়ারি পুলিস থানার কনষ্টেবল নামেদ ভজন সিং ধৃত হইয়াছে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

কানপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

কানপুরের বড় বস্ত্র বাজারের চক কালুকোটীর প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা রাম ভরসা লক্ষ্মীনারায়ণ নামক দোকানের কেশিয়ার একদল সশস্ত্র ডাকাতের গুলীতে নিহত হইয়াছে। ডাকাতরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া টাকার থলিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা সংখ্যায় ৩ জন ছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ রাত্রি ৮।৩০ ঘটিকার সময় ৩ ব্যক্তি পিস্তল লইয়া দোকানে প্রবেশ করে এবং কেশিয়ারের হাত হইতে টাকার থলিয়া ছিনাইয়া লয়। ঐ সময়ে ঘরে আর কেহ ছিল না। তিনি সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকেন ও ডাকাতদের অনুসরণ করিতে থাকেন। ডাকাতরা তাঁহাকে গুলী করে। গুলীর ফলে ৩ মিনিটের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। আততায়ীদের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ভারত সরকারের ব্যয় সঙ্কোচ সাব কমিটীর অধিবেশন

সিমলা হইতে সংবাদে প্রকাশ সাধারণ বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে যে সাব কমিটী নিয়োগ করা হইয়াছে তাহার অধিবেশন আগামী ২৯শে জুন আরম্ভ হইবে।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
আগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৯ই আষাঢ় বুধবার ১৩৩৮, ২৪শে জুন ১৯৩১

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর ব্যায়াম সমিতির শ্রীমান মন্মথনাথ প্রামাণিক গত ১৭ই জুন পুলিশ কর্ত্তৃক নিজগৃহে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বাটীও খানাতল্লাস করা হইয়াছিল কিন্তু কিছু পাওয়া যায় নাই। গ্রেপ্তারের কারণ এখনও জানা যায় নাই, পূর্ব্বে পুলিশ আরও দুইবার তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন
শ্রীযুত ওয়ালচাঁদের উক্তি

"ভারত যতদিন পূর্ণ স্বরাজ লাভ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ণোদ্যমে বিলাতী বর্জ্জন আন্দোলন চলিতে থাকিবে।" জাতিসঙ্ঘের সভায় ভারতীয় মালিকগণের প্রতিনিধি শ্রীযুত ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ উক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিদেশী শাসকগণের সহিত ভারতবর্ষ অহিংস সংগ্রাম চালাইতেছেন, বিদেশী শাসক নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর বেপরোয়া অত্যাচার করিতেছে, কিন্তু তথাপি ভারতের সঙ্কল্প শ্লথ হয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হয়, ততদিন ভারত বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিবে।

পাঁচশত বাড়ী ভস্মীভূত
হাজার লোক গৃহহীন

টীনেভেলী জেলার অন্তর্গত বাসুদেবানাল্লুর গ্রামের ইন্দ্রকুল পল্লীতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় এক হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং একজন দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। প্রায় পাঁচশত বাড়ী ভস্মে পরিণত হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

বিলাতী বর্জ্জনে শ্রীযুত ওয়ালচাঁদের উক্তি

পাঁচশত বাড়ী ভস্মীভূত

মিঃ বলডুইনের হাহুতাশ—ভারত সম্বন্ধে আলোচনা

বিমানযান ভূপতিত

নরহত্যার সহিত সশস্ত্র ডাকাতি

বঙ্গে অর্ডিন্যান্সের প্রকোপ

স্বরাজগঠন সমিতিতে নেতৃবর্গ

১ দিনে ১৮টি ডাকাতি

মিঃ বলডুইনের হাহুতাশ
ভারত সম্বন্ধে আলোচনা

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ গত ১৮ই জুন ম্যালডানালঙ্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন বলিয়াছেন, আজ ভারতের সমস্যাই আমাদের মস্তিষ্ককে অধিক আলোড়িত করিয়াছে। যদি ভারতের সমস্যা সমাধান করিতে না পারি, তাহা হইলে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে। প্রাচী আজ প্রতীচি অপেক্ষা দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনকে আর দাবাইয়া রাখা চলে না। তবে সেপ্টেম্বরের গোলটেবিল বৈঠকে অর্থনৈতিক সংরক্ষণ, বৃটিশ বাণিজ্যের সংরক্ষণ, আইন ও শৃঙ্খলার সংরক্ষণ ও অল্প সংখ্যকদের সংরক্ষণ—এই চারি প্রকার [illegible] রক্ষা করিতে হইবে। ভারতের সমস্যা লইয়া আলোচনা করিত এখনও ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা মস্তিষ্ক বিশিষ্ট লোকদের প্রয়োজন।

বিমান যান ভূপতিত

দিল্লীর সেন্ট্রাল জেলের সম্মুখে গত ১৭ই জুন হিন্দু কলেজের কোন ছাত্র কর্ত্তৃক পরিচালিত একখানা এরোপ্লেন তথায় পড়িয়া যায়।

ঘটনার বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ, হিন্দু কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বলবীর সিং বিমান-চালনার বি শ্রেণীর লাইসেন পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বিমান-পরিচালনা দেখিবার জন্য তাঁহার কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। কিছুক্ষণ বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটে, কিন্তু হঠাৎ ২ হাজার ফিট উপর হইতে এরোপ্লেন টি ঘুরিয়া নীচে পড়ে। বিমান চালক জখম হন নাই, বিমান অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

---

১২ হাজার টাকা অপহৃত
ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের বাটিতে চুরি

গত [illegible] বাটিতে [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত শিব নন্দন প্রসাদের বাটীতে একটি চুরি হইয়া গিয়াছে। ফলে নগদ টাকা ও অলঙ্কারে প্রায় ১২ হাজার টাকা অপহৃত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার [illegible] জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারী কৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, রদহরম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাজারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাজপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৩১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকান্তি নিন্দারিণী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৯ই আষাঢ় বুধবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(১১)

অন্যান্য অসংখ্য অপসম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটী—

গৌরাঙ্গসামাজিকবাদ

ইহাদের মতে—কৃষ্ণনামকীর্ত্তন, গৌর-প্রচার ও জীবে দয়া—এই তিনটী উদ্দেশ্য। শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার স্বীকার করিলেই সামাজিক হওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, সাঁই, দরবেশ, নবগৌরাঙ্গ, মায়াবাদী প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিয়া সামাজিক করিবার প্রকাশ্য বিধি নাই। ইহারা সকলেই গৌরাঙ্গকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। তবে ইহাদের অনেকেই নিজকে ভগবানের অবতার বলিতে কুণ্ঠিত হন না। সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের ইচ্ছা হইলে যে কোন ব্যক্তিকে গোস্বামী-উপাধী দেওয়া যাইতে পারে। ভৌতিক প্রেতদেহ প্রভৃতি এই মতে স্বীকৃত।

গ্রাম্যদেবতাবাদ

এই মতে—ষষ্ঠী, মার্কণ্ডেয়, যম, শীতলাদি নানা গ্রাম্যদেবতাকে ফলদাতা মনে করিয়া তাহাদের পূজা করিলে ইষ্টফল লাভ হয়, এরূপ বিচার গ্রাম্য সরলবিশ্বাসিগণ বিশ্বাস করেন। অনেক স্থলে গ্রাম্য দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরভ্রমে গ্রাম্যদেবতাবাদ প্রচারিত হয়। গ্রাম্যদেবতাবাদের আচার্য্যগণ সকলেই নির্বিশেষ নিরাকারবাদ, কিন্তু শিষ্যগণ পৌত্তলিকতার উপাসনা ব্যতীত অন্য উচ্চ চিন্তা করিতে চাহে না। জড়ীয় নিরাকার নিরবয়ব ব্রহ্মবাদীর বিরুদ্ধে গ্রাম্যদেবতাবাদিগণ সর্ব্বদা তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন।

জৈনবাদ

বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মত প্রচলিত। অর্হৎগণ সাধারণের পূজ্য, তাঁহারা সংখ্যায় ২৪টী। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী আচার্য্যের ইহারা সম্মান করেন। এই মতে জীবহিংসা নিষিদ্ধ। পুষ্পাদি দ্বারা ইহারা কোন একটী অর্হৎকে পূজা করিয়া থাকেন। পরেশনাথ প্রভৃতি কয়েকটি স্বর্ণমূর্ত্তির পূজা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

তান্ত্রিকবাদ

তন্ত্রে নিগম-লিখিত বিধানের কার্য্য-বিধি বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। শিব বক্তা, পার্ব্বতী শ্রোত্রী। যে তন্ত্রে আত্ম-বিজ্ঞানের কথা লিখিত আছে, উহা সাত্বত তন্ত্র। যেখানে আত্মার জড়ানুভূতি, সেখানেই বেদবহির্ভূত মত। শক্তিবাদ অবলম্বন করিয়া তান্ত্রিকবাদ বহু বিস্তৃতি লাভ করে। তান্ত্রিকগণের কোন কোন সম্প্রদায়ে কারণরূপ মদ্যপান ও পঞ্চমকার সাধনের প্রক্রিয়া আছে। কাপালিক সাধন, ভৈরবী সাধন, কুমারী সাধন ও নানাপ্রকার প্রাকৃতরসের সেবা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে দেখা যায়। বীরাদি আচার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বিধান আছে। শক্তিই 'সাকারাপি নিরাকারা মা মা' বহুরূপিণী হন। তান্ত্রিক উপাসনাবলে জগতে নানা মঙ্গল ও অমঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা তান্ত্রিকগণের বিশ্বাস। বশীকরণ, প্রেত-সিদ্ধি, নানাপ্রকার যোগজাত সিদ্ধিও তান্ত্রিকগণ লাভ করেন, শুনা যায়। ইতর ধাতুকে স্বর্ণকরণ, উৎকট ব্যাধি বিমোচন প্রভৃতি নানা জাগতিক ফল তান্ত্রিকগণের বাদের চমৎকারিতা।

ত্রিবেদবাদ

ঋক, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে এবং তদনুগ সূত্রাদিই উপাস্য। এই সকল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য থাকিলেই ধর্ম্ম সাধিত হয়। ইহা ছাড়া অন্য ব্যবহার বেদানুমোদিত না হওয়ায় তাহার অনুষ্ঠান অনাবশ্যক এবং অনাবশ্যকীয় ধর্ম্ম সাধন হইতে বিরত থাকিয়া ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে ধর্ম্ম সাধিত হয়।

দয়ানন্দ মূর্ত্তিবিরোধবাদ

এই মতে—বেদই অপৌরুষেয়, দর্শন-শাস্ত্রাদি বেদানুগ। ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবহারিক সমাজের অনাদর ধর্ম্মাঙ্গ। পুরাণ ও তন্ত্রাদি-শাস্ত্র অধর্ম্মমূলক। বেদবিহিত ক্রিয়াই ধর্ম্মযাজন। ভার্গবীয় মনু ব্যতীত অন্যান্য স্মৃত্যাদি শাস্ত্র-বিধান বেদবিহিত নহে। ব্রহ্মের আকার নাই, বর্ণধর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। অদ্বৈতবাদ বেদোক্ত মত নহে। দয়ানন্দ পাঞ্জাবে জন্মিয়া শাঙ্করবাদ ত্যাগ করত স্বমত প্রচার করেন।

দার্শনিকবাদ

এই মতে, বেদ, সূত্রমালা, ষড়দর্শনে পাণ্ডিত্য থাকিলেই ধর্ম্ম করতলগত হয়। মন্বাদি শাস্ত্র, ব্রহ্মাদি পুরাণ ও যামলাদি তন্ত্রোপদিষ্ট ব্যবহারসকল অধর্ম্মের অঙ্গ। বিগ্রহের পূজা, বর্ণের সম্মান, ব্রহ্মের চিন্ময় আকার প্রভৃতি স্বীকার করা অধর্ম্ম।

ধর্ম্মাভাববাদ

এই মতে—মানবগণের যত প্রকার ধর্ম্ম-ভাব আছে বা হইবে, তাহার কোনটাই গ্রহণ না করাই ধর্ম্ম। সাধারণ নীতিই একমাত্র পরমধর্ম্ম। অপ্রাকৃতিক বস্তুসত্তা স্বীকার করা দুর্নীতির পরিচয়, কারণ ধার্ম্মিক নামধারা ধর্ম্মধ্বজীর মধ্যে অনেক দুর্নীতিকার্য্য দেখা যায়। সকল ধর্ম্মই স্ব-স্ব স্বার্থ হইতে উৎপন্ন। দণ্ডনীতি রক্ষা করিয়া যাবতীয় কার্য্যই শুভ ও ধর্ম্মানুমোদিত।

নবগৌরাঙ্গবাদ

শ্রীগৌরাঙ্গে তৃপ্ত না হইয়া কতকগুলি ব্যক্তি নিজ নিজ রুচি অনুসারে অহৈতুকী ভক্তিবিনাশ কামনায় শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ণ উপদেশকে বিস্তার করিবার মানসে গৌরাঙ্গের পুনঃপুনঃ অবতার কামনা করেন। বর্দ্ধমান, হুগলী, কলিকাতা, নব-[illegible], পাবনা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি নানাস্থানে বিভিন্ন নবগৌরাঙ্গদলে বহু নবগৌরাঙ্গের প্রকট করাইয়া তদীয় উপাসনায় ব্যস্ত থাকেন। এই ভিন্ন ভিন্ন নবগৌরাঙ্গদল একে অপরের সহিত স্বীয় স্বার্থ না থাকিলে সহানুভূতি করেন না। যে কোন প্রকারে সাত্ত্বিকভাবসকল দেহে প্রকাশিত করিতে পারিলে ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। ইহারা বৈষ্ণবগণের ন্যায় কীর্ত্তনাদি সাধন করেন। কেহ কেহ বা বেদান্ত সাংখ্যাদি দার্শনিক পাণ্ডিত্যে মগ্ন থাকেন। আবার কেহ বা অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে বিকৃত থাকিয়া রসে ডগমগ ভাব দেখান এবং কেহ কেহ বা প্রতিষ্ঠার আশায় সাধু নামে অভিহিত হইয়া অবতার সাজিবার উদ্দেশে এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন।

সৌভাগ্য কি?

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল)

ব্যবহারিক জগতে আমরা আমাদের ভাগ্যকেই সুখ দুঃখের নিয়ামক বলিয়া ধারণা করিয়া থাকি অর্থাৎ উক্ত প্রকার সুখ দুঃখের জন্য ভাগ্যই যেন সম্পূর্ণ দায়ী, আমাদের উহাতে যেন কোন দায়িত্ব নাই। 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্' —এই বাণীর অনুসরণ করিয়া আমরা ভাগ্যকেই সুখদুঃখের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলিয়া মনে করি। মায়াকবলিত ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ জীব আমরা, আমাদের বদ্ধ ভূমিকার অস্মিতা লইয়া ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে পরিচারকেই বহুমানন করিয়া থাকি। সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের অভাবে আধ্যক্ষিক জ্ঞান অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত অপ্রাকৃত ভূমিকার বিচার বা জীবের তটস্থ অবস্থার বিচার শ্রবণ করিবার সুযোগ আমাদের হয় না। তাই আমরা মনে করি যে, আমাদের নিজের কোন অপরাধ না থাকিলেও আমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাগ্যবিধাতার দ্বারায় সুখদুঃখে নাগরদোলা ক্রমাগত ঘূর্ণায়মান হইতেছি।

তাই মাদৃশ সমীচীন ব্যক্তিগণের হৃদয়ে এই প্রশ্ন উঠিয়া থাকে যে, ভাগ্যটি কি? গুরুবৈষ্ণবগণের চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির ফলে এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসার উপলব্ধি হইতে পারে। সদ্গুরু-পাদপদ্মে শরণাগতির অভাব হইলে আমরা এই প্রশ্নের প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে অক্ষম হই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অপ্রাকৃত কবিবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া 'সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ হবে। নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে। কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়। সাধু-সঙ্গ করে, কৃষ্ণে রতি উপজয়ে।' এস্থলে ভাগ্য শব্দের অর্থ কি কেবল [illegible] না, আর কিছু?

ভাগ্যক্রমে যখন কাহারও সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন তিনি সাধুসঙ্গে প্রবৃত্ত হন। ভাগ্যই যদি সংসারক্ষয়ের কারণ হইল, তবে সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা কি এবং সাধুসঙ্গকেই বা চরম মঙ্গলের হেতু কেন বলিব? ভাগ্য যদি কেবলমাত্র অন্ধ ঘটনা হয় এবং তাহাই যদি জীবের একমাত্র মঙ্গলামঙ্গল প্রদাতা হয়, তবে জীবের নিজ চেষ্টাপ্রবৃত্তি স্তব্ধ হইয়া যায়। অতএব ইহার সুসিদ্ধান্ত জন্য

একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে এবং তজ্জন্য জীবতত্ত্বের মূলের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক।

জীব—কৃষ্ণের তটস্থা শক্তিবিশেষ। জীবের স্বভাব যখন গঠিত হয়, তখন সে সময়ের কর্ম্মকর্ত্তা কেবল ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ নহেন। জীব অণুচিৎ বস্তু, বিভুচিৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশ; সে কারণ জীবের চিদ্ধর্ম্মের গঠনেই স্বাতন্ত্র্যধর্ম্ম অনুস্যূত। অতএব গঠনকর্তৃত্বসম্বন্ধ গঠনের সহিতই রহিল। গঠনের পর জীব যে সমস্ত কার্য্য করিতে থাকিবে, তাহাতে আদিকর্ত্তার আর সম্বন্ধ থাকে না।

এইরূপ স্বাতন্ত্র্য বা স্বতঃ কর্তৃত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট জীব হয় ভগবদভিমুখ না হয় ভগবদ্বহির্মুখ হইবে। সেই কার্য্যই জীবের প্রথম কার্য্য অর্থাৎ হয় নিত্যকাল ভগবৎসেবা না হয় নিত্যকাল ভোগের স্পৃহা। এই কার্য্যে জীবের মুখ্য কর্তৃত্ব বর্ত্তমান। কিন্তু সেই কার্য্যসময়ে তাহার ফলদান-ক্রিয়াতে ঈশ্বরের অনুষঙ্গ কর্তৃত্ব। মায়াভিনিবেশের পর অর্থাৎ অনাদি ভগবদ্বহির্মুখতা লাভের পর জীব যে কার্য্যটী করিতে থাকিবেন, তাহাতে তাঁহার মূল কর্তৃত্ব সর্ব্বকালেই থাকে। প্রকৃতি সেই কার্য্যের সহায়তা করেন বলিয়া উহাতে তাঁহার 'গৌণকর্তৃত্ব' এবং ফলদান বিষয়ে ঈশ্বরের অনুষঙ্গ কর্তৃত্ব বর্ত্তমান। স্বতঃ কর্তৃত্বধর্ম্মবশে জীব মায়াভিনিবেশ করিলেও তাঁহার মূল কর্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্যধর্ম্ম কখনই লোপ হয় না। অবিদ্যা প্রবেশের পর জীব যত কর্ম্ম করিতে থাকেন, সে-সকল ফলোন্মুখ হইলেই ভাগ্য নামে অভিহিত হয়। জীবের ভাগ্য জীবের কর্ম্মফলানুসারে বিচারিত ফলবিশেষ।

আর্থিক ও পারমার্থিক ভেদে কর্ম্মসকল দুই প্রকার। আর্থিক কর্ম্মে আর্থিক বা জাগতিক ভাগ্যোদয় এবং পারমার্থিক কর্ম্মে পারমার্থিক বা নিত্যকল্যাণ সম্বন্ধে ভাগ্যোদয় হয়। জাগতিক বা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য লইয়া যে সমস্ত কর্ম্ম কৃত হয়, তাহারাই আর্থিক। পরমার্থকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, সে সমুদয় পারমার্থিক, যথা—সাধুসেবা, নামধর্ম্ম ও ভগবৎসেবা প্রভৃতি। এই সকল কর্ম্ম করিলে জীবের ভক্তিবাসনারূপে এক প্রকার সংস্কার উৎপন্ন করিয়া থাকে। সে সংস্কার ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া জীবের সৌভাগ্য বা সুকৃতি নাম লাভ করে। ইহাই জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি। ইহা ব্যতীত আর দুই প্রকার ভাগ্যের কথা পাওয়া যায় যথা ভোগোন্মুখী ও মোক্ষোন্মুখী। পরমার্থ রাজ্যে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিই জীবের একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু এবং তাহাই জীবের সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচিত। ভক্তগণ ভোগোন্মুখী বা মোক্ষোন্মুখী সুকৃতির জন্য লালায়িত হন না।

সেই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে জীবের সংসারবাসনা দুর্ব্বল হইতে থাকে। যখন উহা অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, তখন সংসারক্ষয়ে স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির উদ্বোধক সৌভাগ্য-সংস্কার অধিকতর পুষ্টিসহকারে জীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। সেই শ্রদ্ধার ফলে জীব সাধুসঙ্গক্রমে সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করেন এবং কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হইলে তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ ঘটে। এইরূপ সৌভাগ্যের ক্রম অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি শ্রীনারদের চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ তাঁহার সৌভাগ্যের বর্ণন করিয়া শ্রীল ব্যাসদেবকে বলিতেছেন, —'হে ব্যাস! পূর্ব্ব কল্পে আমি কোন দাসীপুত্র ছিলাম। আমার মাতা কতকগুলি বেদবাদী ভক্তিযোগীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যোপলক্ষে একস্থানে বাস করিতে ইচ্ছুক হইলে আমি বালক হইলেও তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। সেই ভাগবতদিগের উচ্ছিষ্ট একবার ভক্ষণফলে আমার সমস্ত কল্মষ দূর হইয়াছিল। সেই কার্য্যকলে আমার বিশুদ্ধচিত্তে রমেশ্বর-ভজনে শ্রদ্ধা জন্মিল। শ্রদ্ধা হরিকথা শ্রবণে প্রিয়শ্রবা শ্রীতে আমার প্রীতি উৎপন্ন হইল।

অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, জীবের বহু জন্মের সুকৃতি বলে তাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হয়। ঐরূপ ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা হয়। ক্রমে সেই শ্রদ্ধার ফলে ভজন, অনর্থনিবৃত্তি, রুচি ও আসক্তির পর কৃষ্ণরতি উদয় হয়, যে জীবনে ভাগ্যোদয় হয়, জীবনে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, এই জন্যই শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গকে সকল কল্যাণের মূল বলা হয়। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়, সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণ, তোমার হও, যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন নিস্তার॥'

অতএব ভাগ্য বলিতে কেবলমাত্র অন্ধ ঘটনা বলিয়া আমাদের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাহা সমূলে বিনষ্ট হইল। ইহাতে জীবেরই মুখ্য কর্তৃত্ব বর্ত্তমান। প্রকারান্তরে ভাগ্য জীবের নিয়ামক বলিয়া প্রতীত হইলেও জীবই স্বয়ং স্বতন্ত্র ধর্ম্মবশে তাঁহার নিজ ভাগ্যের প্রযোজক কর্ত্তারূপে বর্ত্তমান। মূলে জীব ইচ্ছামত তাঁহার নিজ ভাগ্যের গঠন ও পরিবর্ত্তনাদি করিতে সমর্থ।

প্রতারণা

(শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য)

মনের খেয়াল, সাময়িক উত্তেজনার বশে বা হাতের জল শুদ্ধির জন্য যে গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয়, তাহাতে অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী শিষ্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর পাদপদ্মে সম্যক্ প্রকারে অভিগমন করিয়া প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন সহকারে সেবা করিবেন, কিন্তু আমি গুরু-সেবা বাদ দিয়া সর্ব্বস্ব কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণের নাম করিয়া কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দেওয়ার ন্যায় প্রতারণা করিয়া বঞ্চিত হইয়াছি, পাখীর মত মুখে বলি —

মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে॥

কার্য্যতঃ আমার যথাসর্ব্বস্ব নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণের বা আত্মীয় স্বজনের ভোগের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিয়া থাকি এবং ব্যয় করি। কৃষ্ণসেবায় কিছু মাত্রও ব্যয় করিতে কুণ্ঠাবোধ করি; বরং ভগবান আমার ঐ সকল রক্ষা করুন, ইহা প্রার্থনা করি। কেহ আমার সম্পত্তিতে কটাক্ষ করিলে রক্ষেরই সব বলিয়া প্রতারণা করায় গুরুপাদপদ্মের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

আমার ভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকায় অর্থ সংগ্রহের জন্য কত কষ্টই না স্বীকার করিয়া থাকি, সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হইলে বড়ই দুঃখিত হই। কৃষ্ণসেবা হইল না বলিয়া দুঃখ হয় না। ভোগ করিতে পারিলাম না বলিয়া শোক, ইহাই আমার ভজনপথের অনর্থ, তাহা বুঝিয়াও বুঝি না। অবিদ্যা জনিত অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার জন্য শোক মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা—ষড়ূর্ম্মি সর্ব্বদাই উদ্বেগ দিতেছে। মুখে বলি, চতুর্ব্বর্গ চাই না, কিন্তু অর্থকামলাভের আশা আমার অস্থিমজ্জাগত হইয়া অন্তর প্রদেশকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মুখে অনেক শাস্ত্রীয় শ্লোক আওড়াইলেই বা কি হইবে। আমার কপটতা বশতঃ সদ্গুরুর সিদ্ধান্তবাণী শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য কিছুই হৃদয়ে ধারণা হইতেছে না। অকপট জ্ঞান সহস করিয়া গুরুদেবের শাসনাধীনে থাকা না থাকা নিজের ইচ্ছাধীন হওয়ায় শ্রীগুরুর পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইতে পারিলাম না, কায়মনোবাক্যে শরণ লইলাম না, সর্ব্বাত্মনা প্রণতপদ না হওয়ার মায়াকবলিত রহিলাম, আদৌ গুরুপদাশ্রয় করিবার কালে আত্মসমর্পণ করিবার সময় প্রতারণা করিলাম, আত্মার কল্যাণলাভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

এখনও দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবার উৎকণ্ঠা জাগে নাই, সত্যবৃত্তে রুচি জন্মিল না। এখনও প্রজল্পে বড়ই আনন্দ লাভ করি। সাধুকার্য্যে যত আলস্য জাড্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় মঙ্গল লাভের আর আশা কি? প্রতারণা করার ফলে অহঙ্কার প্রবল হইয়া ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে।

'ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার নিধি তাহে ডুবাইল বিধি
কেশে ধরি মোরে কর পার॥'
'ভরসা আমার এই মাত্র নাথ
তুমিত করুণাময়।
তব দয়াপাত্র নাই মোর সম
অবশ্য ঘুচাবে ভয়॥'

সুমেধতিথি পালনোৎসব

আসাম গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রমে

শ্রীগৌড়ীয়মঠ রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ভক্তিবিচার বিদ্যাভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের কৃপাদেশে গত ১লা আষাঢ় মঙ্গলবার গোয়ালপাড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রমে "ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব" বাসরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নগর সংকীর্ত্তন সঙ্ঘ বহির্গত হইয়াছিল, কিন্তু মঙ্গলধারে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ নগর পরিভ্রমণে বাধা জন্মে। সারাদিন বৃষ্টি হয়। আশ্রমেই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, ঠাকুরের অলৌকিক জীবন কাহিনী কীর্ত্তন ও বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুর্যোগ হইলেও আশাতীত লোক পরমানন্দে মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে

বিগত ৩রা জুন মঙ্গল বাসরে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব সুসমাহিত হইয়াছে। উষাকীর্ত্তনের মঙ্গল-মধুর আবাহে গগন-পবন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর আবার সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ঠাকুর মহাশয়ের স্ব-রচিত পদাবলী সুললিতস্বরে গীত হয় ও চরিতামৃত কীর্ত্তিত হয়। পরিশেষে সমাগত ভক্তবৃন্দ বিচিত্র মহাপ্রসাদের সম্মান করেন। মহোৎসবে বহুসংখ্যক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে

শ্রীধাম বৃন্দাবনের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীপাদ গণপতি ব্রহ্মচারী প্রভুর সেবাচেষ্টায় গত ১লা আষাঢ় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি এবং সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল ত্রিঅক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

ভক্ত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবশ্যজ্ঞাতব্যাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা টাকা

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণ-খণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিতা ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আসাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাণ্ড—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে শুদ্ধতৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জীবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ।০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আরোগ্য বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য মঠাধীশ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-পীঠে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যান-মধ্যে শ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান পারমার্থিক-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত গুরু-স্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, কর্ম, জ্ঞান-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-ভাষ্য-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-গিরিধর, ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সাত্বত নিষ্ঠা সেবিত হইতেছেন। এই মঠস্থানে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য সৎগোষ্ঠি ও কীর্তন, প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ভাগবতরত্নপণ্ডিত, শ্রীপাদ দীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, গৌরমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

নিত্যলীলাস্থা শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রথম নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ-সম্প্রদায়ে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জ্ঞাপক সম্প্রদায়ে নিত্য বোধিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয় প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ভক্তিমিষ্ঠ মাসিক পত্রিকা হরেকী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রচার-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সনাক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণকিশোরী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাধাবল্লভী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅক্ষয়ানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবনন্দ ছিজ্ বি-এল, শ্রীসনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীগান্ধর্ব্বিকা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা হয়। শ্রীপঞ্চ-তত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ভক্তি-মাধবের গোস্বামী মহারাজ। প্রভু শ্রীরমা-নাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপালদাস অধিকারী, ভক্তপ্রবর শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-ভবন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধা-কুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) আজীয় সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীঠাকুরজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুরধুনী-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, অন্তরীপ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরকিশোর এবং শ্রীশ্রীরাধা-[illegible]

রক্ষক—ভক্তিসুন্দর ভাগবত ব্রহ্মচারী, [illegible]

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মফঃস্বলিং।

রক্ষক—শ্রীমঠের ভারপ্রাপ্ত এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীঅক্ষয়কুমার ভাক্তশাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্র অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাতলী, মধুসূদন, চন্দননগর।

শ্রীল নরোত্তমের পার্ষদ্বয় গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বা, গঞ্জ, পঞ্চায়েট, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসকেশব ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীগোরাঙ্গমন্দির—

মাটিয়ারী, কায়গঞ্জ, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসাঙ্গনের ও কৃষ্ণ বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীহরিবল্লভী ব্রহ্মচারী, ভক্ত দীনবন্ধুদাস।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভাক্তশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীহরিৎ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাসাধিকারী, শ্রীঅতুলনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপ[illegible] পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণ[illegible] গৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দানন্দ ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিসভাতলা, [illegible] সভা, নারিন্দা, ঢাকা

[illegible]

রক্ষক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

৮কলিম, নারায়ণগঞ্জ, মোদনীপুর।

এখানে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক ব্রজবাসী শ্রীগোপানন্দাধিকারী।

(১৮) আমলাযোড়া শ্রীপ্রেমাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধিকা গিরিধারী নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-নিতাইমাধবজীর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনবীনানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবদাস ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্ম প্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী-ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরাধা-মাধবের নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদাস, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীশচীতনয়-গৌড়ীয় মঠ

১নং অন্নপূর্ণাবাবুর গলি, কাশী।

গৌর-গদাধর-পূর্ব্ব-বিনোদবিহারীজীউর সেবা এখানে নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী শ্রীজ্ঞানদ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীবৃন্দাবন গৌড়ীয় মঠ

শ্রীনৃসিংহজীউ কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নিমসারাতলা, মায়াপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুপচুপি পো, চিরকুড়, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমা-নাথ দাস, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধা-[illegible] দাসাধিকা।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গবিনোদ-গদাধর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মলোচনজী, শ্রীনন্দ গোপাল ব্রহ্মচারী

(২৭) শ্রীজগন্নাথ প্রেমাশ্রম-[illegible]

[illegible]পাড়া, পোঃ মাজু, [illegible]

এখানে বড় কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

(২৮) শিল্প গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোয়াবাগান, ডাকঘর বেলু, শিবপুর, হাওড়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধাবল্লভচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রেমাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

দিল্লীতে অগ্নিকাণ্ড
চাঁদনীচকে দোকান ভস্মীভূত

গত ১৯শে জুন রাত্রিতে চাঁদনীচকের রহমান বক্স এণ্ড বরদারদের দোকানে আগুন লাগিয়া যায়। ইহার পার্শ্বেই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক। মিউনিসিপ্যাল ফায়ার ব্রিগেডের তৎপরতা সত্ত্বেও দোকানটি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে পুড়িয়া যায়। জনৈক হিন্দু ব্যবসায়ীর দোকানও আংশিক ভাবে পুড়িয়া যায়। আগুন লাগিয়াছে ৯টার সময়; ১০টার মধ্যে উহা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

ব্যাঙ্কের কোন ক্ষতি হয় নাই।

জমিদারী কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে

ঢাকা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের জমিদারগণ প্রেরতঃপক্ষে বলিয়া সিদ্ধান্তিত না হইলেও তাঁহাদের জমিদারীর শাসনভার কোর্ট অব-ওয়ার্ডসের নিকট অর্পণ করিবার জন্য ঢাকায় একটা আন্দোলন চলিতেছে। ঢাকা নবাব এষ্টেট এবং ভাওয়াল রাজের জমিদারী অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঈশ্বরদীর জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং কার্ত্তিকপুরের কাজি আলাউদ্দিন আহমদ খাঁ বাহাদুর ও চৌধুরী মোজাম্মেলের অন্তর্ভুক্তের জমিদারীর শাসন পরিচালনার ভার নিয়াছে। সম্প্রতি এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে মুড়াপাড়ার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জমিদারগণও তাঁহাদের জমিদারীর শাসন ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছেন। জমিদারগণের অধিকাংশ আদায় সম্বন্ধে যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছে খুব সম্ভব তাহাই আন্দোলনের মূল কথা। আমরা আশাদের ব্যাপারে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতটি টানিয়া লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করার ভরসা করি না। অধিকাংশ জমিদারের অধিকাংশ [illegible] ব্যর্থ হইয়াছে।

শিমলায় মোসলেম বৈঠক

জাতীয় মুসলমান [illegible] কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ [illegible] ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্ণয় করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। সংপ্রতি ভূপালে যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতে অবশ্যই যে কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আলোচনা সেই সম্বন্ধে চলে; উভয় পক্ষের গ্রহণীয় ব্যবস্থা স্থির করিবার চেষ্টা হয়।

অধিকাংশ সদস্য এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, মিশ্র নির্ব্বাচন সম্পর্কে কোনরূপ আপোষ সম্ভব নহে। তবে উভয় পক্ষের সম্মানজনক ভাবে যাহাতে মীমাংসা হয় সে জন্য তাঁহারা ডাঃ আন্সারীর উপর ভার দিতে সম্মত হইয়াছেন।

কোন শেষ সিদ্ধান্ত স্থির হয় নাই। আগামী কল্য পর্য্যন্ত আলোচনা মুলতুবী রাখা হয়। পর দিন ডাঃ আন্সারীর সভাপতিত্বে নানা প্রকার প্রস্তাব করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কর্ণেলগঞ্জ মুসলমান [illegible] কমিটির অধিকাংশ সদস্য ১৯শে জুন আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের বাস্তু।

বৃটেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিমান

প্রকাশ যাহাতে ভেনমে যে সমস্ত বিমান প্রদর্শিত হইবে, তন্মধ্যে একখানা [illegible] বিমান থাকিবে। [illegible] মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিমান। ইঞ্জিনে ১৯০০ টি অশ্বশক্তি [illegible], বৈদ্যুতিক ৪৪ ৮১ ২ টি, উঃ ২২ ফুট [illegible]।

অষ্ট্রেলিয়ার ঋণ শোধ
বিলাতে স্বর্ণ প্রেরণ

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করিবার প্রয়োজন তাহা শোধ করিবার জন্য বিলাতে সাড়েকোটী মূল্যের স্বর্ণ প্রেরণ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিবার সভায় গৃহীত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যাঙ্কে যে সোনারূপার স্বর্ণ মজুত আছে তাহার একতৃতীয় ভাগ কমানো হইবে। মিঃ [illegible] দুইজন সদস্য ব্যতিরেকে অপর সকলে এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

হোলকারের বাটি বিক্রয়
৮ লাখ টাকায় সওদা

[illegible] হোলকার [illegible] মহারাণী ও মেবিকা [illegible] মিঃ মিলারকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তিনি খ্রীষ্টান হইয়া মেরী হ্যারেন নামক স্থানে নববিবাহিতা পত্নীর সহিত বাস করিতেছেন। এই খানে তিনি একখানি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া ছেন। বাটীতে একটি প্রকাণ্ড থিয়েটার এবং স্নান করিবার জন্য পুষ্করিণী আছে। মহারাণী মিলার যে সময় এখানে বাস করেন তাহার কতক রাখিবার জন্য ছোট ছোট ঘরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। বাটীখানি বিক্রয় করিবার কথা হইতেছে। মহারাণা স্থির করিয়াছেন মহারাণী মিলারকে লইয়া তিনি প্যারি সহরে বাস করিবেন।

বন্দীদের মুক্তির দাবী

গত ১৯শে জুন অপরাহ্ণে সেক্রেটারীয়েট ভবনে শ্রীযুত টি, প্রকাশম মাদ্রাজ গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি গুডিবাদা বন্দীদের কথা তুলিয়া তাহাদের মুক্তি দিতে বলেন। যে সকল গ্রাম্য কর্ম্মচারী পদত্যাগ করিয়াছে বা যাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত বা সাময়িক ভাবে অপসারিত দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের কথাও তিনি বলিয়াছেন।

গভর্ণর বিষয়গুলির সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বঙ্গে অভিন্যান্সের প্রকোপ

[illegible] গত ১৮ই জুন প্রাতে শ্রীযুত [illegible] বঙ্গীয় অভিন্যান্স অনুসারে [illegible] দিয়াছে। আইন অমান্য [illegible] পিকেটিংএর অপরাধে ৯ ও ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বরিশালে

গত ১৯শে জুন শ্রীযুত নির্ম্মল রায়কে তাঁহার বাটীতে বঙ্গীয় অভিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার বাটীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছিল, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

মাদারিপুরা ডাকাতী সম্পর্কে একবার ধৃত হইয়া তিনি মুক্তি পান, পরে তাঁহাকে বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

স্বরাজ গঠন সমিতিতে মতানৈক্য

চট্টগ্রাম অধিকার এবং স্বরাজ গঠন [illegible] আগামী ২৪শে ও ২৫শে জুন তারিখে মেদিনীপুরে যে সভা হইবে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য বেন

শ্রীপ্রকাশ, মাদ্রাজের সত্যমূর্ত্তি

ডাঃ বি, রাজগোপাল আচারিয়া, আচারের প্রোঃ শ্রীনিবাসাচারী, কলিকাতার

গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং [illegible] শ্রীযুত রামদাস তথায় গমন করিবেন। তাঁহারা সকলেই ডাঃ পট্টভী সীতারামায়ার অতিথি হইবেন। তিনিও ই সভার একজন সদস্য।

সশস্ত্র ডাকাতি ও নরহত্যা

একখানি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, মাইঅঙলেবিন জেল হইতে যে সকল আসামী পলায়ন করিয়াছিল তন্মধ্যে ৬ জন ধরা পড়িয়াছে। একটি ১ নলা বুচ লোডিং বন্দুকও পাওয়া গিয়াছে। আলিমাই ও গ্রামের অধিবাসীরা গত ১৮ই জুন তারিখে উহাদিগকে ধরিয়াছে। পলাতক আসামীদিগের মধ্যে ৮ জন ১ দলে বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত ৬ ব্যক্তি এই ৮ জনের অন্যতম। এখনও পর্য্যন্ত ৩১ জন আসামী স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে।

১ দিনে ১৮টি ডাকাতি

হাঙ্গামার অঞ্চলে গত ১৯শে ও ২০শে জুন ২ দিনে ১৮টী ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল ডাকাতি সশস্ত্র লোকদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারা অনেক সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে।

থারাদিচে ডাকাতেরা ১ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করিয়াছে। পাইনটমাইও জিলায় ২টি ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতেরা একজনের নরহত্যা করিয়াছে।

অপর ৪টি গ্রামে গ্রামবাসীরা ডাকাতদিগকে পাল্টা আক্রমণ করে, তাহাতে ১ জন ডাকাত নিহত হইয়াছে। মিলন পানক ছাপা এই ঘটনা ঘটিয়াছে।

প্রোমজিলার পাড়ং অঞ্চলে গত ১৬ই জুন তারিখে বিদ্রোহীদের ২ জন চর ধরা পড়িয়াছে।

জেলাদার একটি দেশী বন্দুক পাওয়া গিয়াছে।

[illegible] থানার অন্তর্গত [illegible] গত ১৬ই জুন তারিখে রাত্রিকালে দস্যুরা [illegible] করিয়াছে। যে সকল অঞ্চলে অরাজকতা প্রচার হয় নাই সেই সকল অঞ্চল হইতে ৭টি ডাকাতি ব্যতীত অন্য কোন ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

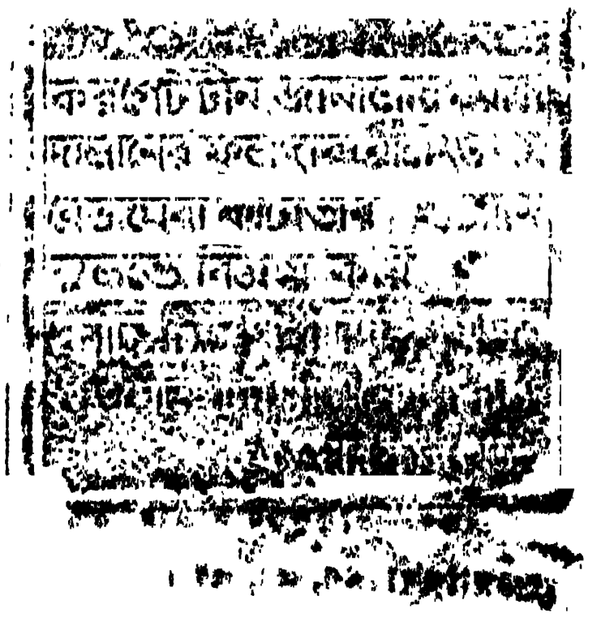

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৫৲
৩০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
মগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীবাস আঙ্গিনা—১০ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৩০৮, ২৫শে জুন ১৯০১

নানা কথা

দিল্লীতে জহরলালজী

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ২২শে জুন প্রাতে এলাহাবাদ হইতে দিল্লীতে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রেল ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। পণ্ডিতজী সেখানে ডাক্তার এম, এ, আন্সারীর বাটীতে গমন করেন। দিল্লী কংগ্রেসের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিপদে পণ্ডিতজীই একমাত্র সালিশ নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ সম্পর্কেই তিনি দিল্লী আসিয়াছেন।

বর্ম্মা-বিদ্রোহীর আত্মসমর্পণ

প্রোমের ডেপুটি কমিশনার তারযোগে জানাইতেছেন, দয়াপ্রকাশের ঘোষণার সর্ত্ত অনুসারে ৮৩ জন বিদ্রোহী ইতো-মধ্যেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে। প্রত্যহ আরও অনেকে এইভাবে আত্মসমর্পণ করিতেছে।

হাঙ্গামার অঞ্চলে আরও কয়েকটি ডাকাতি হইয়াছে। একটি স্থানে গ্রাম-বাসীরা ডাকাতদের কার্য্যে বাধা দেয় প্রাণঘাতীরা একজনকে আহত করিয়া-ছিল। ঐ ব্যক্তি পরে পলাইয়া যায়।

আর একটী গ্রামে গ্রামবাসীরা একজন ডাকাতকে ধরিয়া ফেলে। এই ব্যক্তির কিছু পরে মারা যায়। অপর ... ডাকাতদের মধ্যে কেবল একজন ধরা পড়িয়াছে।

দিল্লীতে জহরলালজী

বর্ম্মা-বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ

পিকেটিংএ পক্ষপাতিত্ব

মহাত্মাজীর নিকট পঞ্জাব হিন্দুসভার তার

বজ্রাঘাতে ৪টী গরুর মৃত্যু

দীনেশগুপ্তের প্রাণদণ্ড রহিতের দাবী

মান্দ্রাজে প্রবল বন্যা

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

সতীন্দ্রনাথ সেনের বরিশাল প্রবেশে বাধা

মাদ্রাজ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ৭টী স্থানে চরমতরা আগুন লাগাইয়া দিয়াছে।

পিকেটিংএ পক্ষপাতিত্ব

কাণপুর ব্যবসায়িগণ অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের দোকানে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী পিকেটিং করা হয় না। ঐ বিষয়ক আলোচনা করার জন্য কাণপুর কংগ্রেস কমিটী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে আহ্বান করিয়াছেন। প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী আগামী সোমবার কাণপুরে পৌছিবেন।

মহাত্মার নিকট পাঞ্জাব হিন্দু সভার তার

পাঞ্জাব হিন্দু সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক সভায় মহাত্মাজীকে অনু-রোধ করিয়া এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মহাত্মাজী যেন এই প্রদেশের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধী এমন কোন বিষয়ে মুসলমানদের স্বপক্ষে মত না দেন। মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে তিনি যেন সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করেন।

বজ্রাঘাতে ৪টী গরুর মৃত্যু

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণ ৪টার সময় গোয়ালন্দের উত্তর পাইকা পদ্মা নদীর ধারে চালাচরে টিনের গোয়াল ঘরে একটি বজ্রপাত হয় ফলে ৪টি গরু মারা গিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

ত্রিচিনাপল্লী হইতে এক সংবাদে প্রকাশ তথায় কাল্লরি নামক সম্প্রদায়ের লোক ও অন্যান্যদের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াছিল। ঘটনাস্থল ত্রিচি তালুকের কুঠাপল্ল নামক গ্রাম। কাল্লাবরা আদি দ্রাবিড় ও দেবেন্দ্র কাণা কেলালার নামক অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের উপর যে সকল সামাজিক বাধা রাখিয়া-ছিল, তাহারই ফলে এই সংঘর্ষটী বাধিয়াছে। প্রায় এক ডজন লোক জখম হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তন্মধ্যে দুজনের অবস্থা সাংঘাতিক।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাহা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সিমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটীকার বল ও বীর্য্যবিকাশ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে ধাতুক্ষয়, মাথাঘোরা, মুখ শুষ্কতা, অরুচি প্রভৃতি যখন যত্রর বিদ্রোহ করায় তখন, ধাতু, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মহাপুরুষাভ্যাসাদ্যারিষ্ট স্বরূপ"

দুরারোগ্য রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকিলেও করে। মূল্য ৪ তোলা ১৲ টাকা।

"মহাপুরুষাভ্যাসাদ্যারিষ্ট স্বরূপ" ব্যতিরেকে বীর্য্য, স্নায়ু, মস্তিষ্ক সবোপরি ত্বরা ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

ম্যানেজার, মেডিসিনাল্‌জী, ১৭৭।২ হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখিতে হইবে। অধিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না করিয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, ব্রিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৬নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইষ্টিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেড, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন, বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের গজই বলুন, আর ৩ হং ও ৪ হংয়ের ফাকটোন বুকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই বল পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪।১।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বেদ বাণী-বিশ্লেষিণী শ্রীব্যাসস্বরূপোদ্ভাবিনী কৃষ্ণকথাকীর্ত্তনধারিণী শ্রীমুখনিঃসৃত মূল্যবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সমর্থনার্থ যৌক্তিকবাণি—সমস্ত অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের নিত্যসমাধান।

ভিক্ষা এডভান্স ১৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ্ এম্, এস্, সি, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১০ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(১২)

নবরসিকবাদ

এই সম্প্রদায় সহজিয়াদলেরই অন্তর্গত। ইহারা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপগোস্বামী, জয়দেব প্রভৃতি নয়জনকে রসিক ভক্ত মনে করে এবং তাঁহাদের সহিত নয়জন প্রকৃতিকে আশ্রয় কল্পনা করিয়া আদর্শজ্ঞানে স্ব-স্ব সাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই সম্প্রদায়ের লোক আপনাকে রসিক মনে করে। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ পালন করা ইহাদের মতে নিষিদ্ধ। ইহারা বৈষ্ণবদিগকে বৈধ, শুষ্ক, বহির্ম্মুখ প্রভৃতি সংজ্ঞায় ভূষিত করে।

নিরাকারবাদ

এই মতে—ঈশ্বর আছেন, তাঁহার দয়া আছে, কিন্তু তাঁহার চিন্ময় নিত্যবিগ্রহ, বিশিষ্টতা-শক্তি নাই। ঈশ্বরের জড়াতীত অধিষ্ঠান আছে বটে, কিন্তু অনন্তশক্তিবলে হেয় কামরাজ্যাতীত চিন্ময় নিত্যবিগ্রহ থাকিতে পারে না। জীব যদিও তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তথাপি নিত্যস্বরূপ ভগবানে তদ্ধর্ম্মাধিষ্ঠান থাকিলেই ধর্ম্ম অশুদ্ধ হইয়া পড়িবে। নিরাকারশক্তি ব্যতীত সাকার জড়বিপরীত শক্তি তাঁহার হইতে পারে না।

নিরীশ্বরবাদ

পরোপকার, পিতৃমাতৃ-পূজা ও প্রাচীন পন্থায় অসুবিধা হইয়া থাকিলে কাহারও অপেক্ষারহিত হইয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইবার চেষ্টাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মসাধনের চেষ্টা বা ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করা অধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতকে ধর্ম্ম মনে করেন।

নৈমিত্তিকদেবতাবাদ

ওলাউঠা রোগ নিবারণের জন্য ওলাদেবী, বসন্ত নিবারণের জন্য শীতলা, মুস্কিল নিবারণের জন্য সত্যপীর প্রভৃতি নানা কারণে নৈমিত্তিক দেবতার উদয় হয়। সন্তানের শুভের জন্য ষষ্ঠী, সর্পের জন্য মনসা প্রভৃতি নানা দেবতার উপাসকগণ এই বাদ অনুমোদন করে।

প্রাচীনবাদ

এই মতে—ভাল হউক, মন্দ হউক, কিছু বিচার না করিয়া যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই পালন করিলে ধর্ম্ম পালিত হয়। নূতন যাহা কিছু ভাল জানা যাউক না কেন, প্রাচীনতা তাহা অপেক্ষা আরও ভাল। ইহাদের মতে কালক্রমে মানববুদ্ধি কমিয়া গিয়া প্রাচীনতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছে।

বলাহাড়ীবাদ

বলাহাড়ী নদীয়া জেলার মেহেরপুরের মল্লিক বাড়ীতে পদচ্যুত হইয়া সন্ন্যাসীর বেশে আপনাকে রামের অবতার বলিয়া প্রচার করে। জগতের স্রষ্টা মানবের হাড় সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া হাড়ীবংশে তাহার জন্ম হয়। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয় প্রকার শিষ্যই ইহাদের মধ্যে আছে। বলরামের দৈবশক্তি ছিল। এই দলে সকল জাতি প্রবেশ করিতে পারে।

ভাগবতবিরুদ্ধবাদ

এই মতে শ্রীমদ্ভাগবত—মহাপুরাণের অন্তর্গত এবং ব্যাসদেবরচিত নহে, দেবী ভাগবতই পুরাণ। ইহাদের মতে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকে অশাস্ত্র প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই চরম প্রাপ্তি অবশ্য লভ্য হইবে।

যোগবাদ

স্থূল শরীরের প্রত্যঙ্গসমূহ যমনিয়মাদি দ্বারা আয়ত্ত করিবার পর সূক্ষ্মশরীরকে বাসনারাজ্য হইতে উঠাইয়া লইয়া ঈশ্বর প্রণিধান অথবা অন্য কোন উপায়ে স্থূল সূক্ষ্ম বিবিধ আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া সমাধি লাভ করাই প্রয়োজন। সমাধিলব্ধ অবস্থায় আনন্দ থাকিলেও চিদ্বিচিত্রতার সম্ভাবনা নাই।

রাতভিখারীবাদ

এই মতে রাত্রিকালে ভিক্ষা করা ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ; দিবাভিক্ষা নিষিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে অযাচিত ভিক্ষার বিধি প্রচলিত আছে। ইহাদের সহিত গায়কদল ও ধামাধরা থাকে। ধামাধরাগণ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য বহন করে মাত্র। ইহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকে। তিন স্থানের অধিক চতুর্থ স্থানে ইহারা ভিক্ষা করে না।

রামবল্লভবাদ

কর্ত্তাভজাদলের কয়েক ব্যক্তি ভিন্ন হইয়া রামবল্লভ নামক এক ব্যক্তিকে শিবাবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বসমন্বয় শঙ্করবাদ প্রচার করে। সমস্ত মতকে একমত করিবার প্রয়াসই ইহাদের ধর্ম্ম। কোন আচারের অধীনে বি[illegible] করা ইহাদের অভিপ্রেত নহে। এই মতে চৌর্য্য ও লাম্পট্য দূষণীয়। সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, আপনাকে তৃণজ্ঞান ও পরস্পরের প্রীতিবর্দ্ধনকেই ইহারা ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করে। কালী, কৃষ্ণ, গড়, খোদা প্রভৃতি সকলই এক।

রামানন্দ সঙ্করবাদ

ইঁহারা রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন। রামসীতার উপাসনা করিলেও বস্তুতঃ ইহারা অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না। এই সম্প্রদায় হইতেই কবির রয়দাস প্রভৃতি কয়েকটী বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। রামানন্দিগণ বিষ্ণুর উপাসক হইলেও অন্যাভিলাষিতাশূন্যা ভক্তির কোন উপাদেয়ত্ব বোধ করেন না। ইঁহারা আপনাদিগকে রামাৎ বলিয়া থাকেন এবং ব্রাহ্মণসংজ্ঞায় ভূষিত হন। ইঁহাদের তিলক রামানুজীয় তিলকের সদৃশ।

রূপকবাদ

এই মতে ভগবানের নিত্য চিদ্বিশেষসমূহ রূপক মাত্র। রূপকবাদী প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বিশেষবাদী। যে কিছু চিজ্জ্ঞান, সমস্তই অমূলক। কৃষ্ণলীলা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীরই বর্ণন মাত্র, ঐতিহাসিক ঘটনা নাই।

বাবাজীবাদ

এই মতে গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ব্যতীত আর কেহই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাধক হইবার যোগ্য নহেন। গৃহত্যাগ করিলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমভক্তি করতলগত হইবে এবং গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের আচার্য্যসম্মান লাভ ঘটিবে। বিশুদ্ধ কামগন্ধহীন প্রেম গৃহত্যাগী বাবাজীতে থাকুক বা নাই থাকুক, শ্রীচৈতন্যের নামে গৃহ ত্যাগ করার জন্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাধুতা ও ভক্তি হইয়াছে জানিতে হইবে এবং যে কোন পাপ বা কপটতা আচরণ করুন না কেন, তাঁহার গোলোকপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কাহারও কাহারও মতে প্রকৃতিসাধন কর্ত্তব্য। এই সাধনক্রমে সন্তানাদিদ্বারা সমাজ উৎপন্ন হইবে—ইহা অভিপ্রেত নহে।

বুজরুগবাদ

ইহাদের মত এই যে, সাধুমাত্রেরই অলৌকিক শক্তি আছে। যাহার যে পরিমাণে অলৌকিক শক্তি, ধার্ম্মিকগণের মধ্যে তিনি ততদূর অগ্রসর। বুজরুগীই ধর্ম্ম; তদ্দ্বারা, মানব যাহা করিতে পারে না, তাহা সম্পন্ন করিবার শক্তি লাভ করা যায়। অনেক যোগী এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

হরিবংশবাদ

ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্টের শিষ্য হরিবংশ এই বাদের স্থাপয়িতা। ইঁহাদের উপাস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং সকলেই স্বকীয়বাদী। হরিবংশকে ইঁহারা হরিবংশ গ্রন্থের অবতার বলেন। ইঁহারা গোকুলায় বলিয়া খ্যাত।

হরিবোলাবাদ

ইহারা মুক্তিবাদী। গুরুর স্থূলদেহই পরমেশ্বরের মূর্ত্তি। সর্ব্বদা হরিনাম করাই ইহাদের সাধন। জপমালা দ্বারা নামসংখ্যা গ্রহণের ব্যবস্থা ইহাদের মধ্যে নাই। নারায়ণ ঠাকুরের উদ্দেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তুলসী মৃত্তিকা সন্তানের গায়ে লেপন করে। তুলসীতলায় বাতাস ও মিষ্ট দ্রব্যাদি হরির পৃষ্ঠ দিয়া ইহাদের কাম্যপূজা সমাধা হয়।

শাক্তবাদ

এই মতে শক্তিই জগতের মূলা প্রকৃতি। তিনি চেতনময়ী। শক্তি হইতে শক্তিমান্ সমূহের উদয় হয় এবং শক্তিতেই নিঃশক্তিক হইয়া শক্তিমত্তা ধ্বংস হয়। ইঁহাদের মতে শক্তিমানের শক্তি নয়, শক্তির শক্তিমান্। জীব—শক্তিপ্রসূত, তজ্জন্য জীবিতকাল পর্য্যন্ত শক্তিকে মাতৃসম্বোধনে পূজা করা আবশ্যক। শক্তির মাতৃত্ব সিদ্ধি হইলে পাপমুক্ত হইয়া সদাশিব পর্য্যন্ত হওয়া যাইতে পারে। সেইকালে মাতৃত্ব ধ্বংস হইয়া জীবই শক্তির পতিত্বে বরিত হন। বামাচার, পশ্বাচার, বীরাচারভেদে শক্তি বিবিধ। চরমে নির্ব্বিশেষই প্রাপ্য।

শৈববাদ

এই মতে, রুদ্র সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেহেতু রুদ্রই কাল। সর্ব্বদেবের উৎপত্তি স্থিতির পরে কালেই দেবসমূহের লয় হয়। জীব সৎকর্ম্মফলে রুদ্রত্বলাভে সক্ষম হয়। চতুর্দ্দশীব্রতপালন, বিভূতিলেপন প্রভৃতি কতকগুলি আচার ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অনেক শৈব বিষ্ণু ও শিবকে একই জ্ঞান করেন। শিবের নিশ্বাস হইতে উদ্ভূত মায়িক বিষ্ণু প্রতি শ্বাসগ্রহণেই কালে বিলীন হন। শিবের নির্ম্মাল্য কেহই গ্রহণ করেন না।

সৌরবাদ

ইহাদের মত এই যে, সূর্য্য হইতে প্রাণীমাত্রেরই জীবন। সমস্ত জগৎ সূর্য্যের কিরণে আলোকিত। সূর্য্যই সবিতা ও ভর্গদেব। সকল দেবতা তাঁহারই উপাসনা করেন। এই মতে সূর্য্য সাধকের চক্ষে উদিত না হইলে ভোজন কর্ত্তব্য নহে। সৌরবাদীদের অনেকেই একপদ হইয়া সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করত সাধনা করেন।

সিদ্ধবকুলমঠের মোহান্ত মহারাজ

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃক কয়েক বৎসর যাবৎ শুদ্ধভক্তির কথা জগতে প্রচারিত হওয়ায় অসংখ্য ব্যক্তি হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্মের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থিত সিদ্ধবকুল মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত বলভদ্রদাস মহোদয় এই ভুবনমঙ্গল শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের অন্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্ম্মনিষ্কৃত শুদ্ধভক্তির বিশেষভাবে প্রচারের সহায়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক নানাভাবে সাহায্য করিয়া মঠধারিগণের আদর্শস্থল হইয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর ও সেবক শুদ্ধভক্তসমাজ তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন আমরা আশা করি, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি আচার ও প্রচারে উত্তরোত্তর উৎসাহ প্রদান করুন এবং তিনিও শুদ্ধভক্তজগতের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকুন।

দুঃখরূপিণী ভগবৎকরুণা

(.)

ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তিই সুখশান্তির প্রার্থী; পর্ণকুটীরবাসী নিত্য ভিক্ষোপজীবী হইতে আরম্ভ করিয়া সুরম্য সৌধোপরি দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যাশায়িত কোটিপতি, বাল, বৃদ্ধ, যুবা, নারী সকলেই চাহে স্থূল-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের কামপরিতৃপ্তি। কিন্তু জড়জগতে ভোগপ্রার্থনার আশানুরূপ পূর্ণতা লাভ হয় না। এ সংসারে কেহই সম্পূর্ণ সুখী নহে, এমন কি, আমরা যাহাদিগকে ধন, জন, বিত্তসম্পদের প্রাচুর্য্যে বিভূষিত দেখি, অশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, তাহাদেরও একটা না একটা দারুণ দুঃখের কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যেজন্য ধন বিত্তাদিও তাহাদের সম্পূর্ণ প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। ভোগকামপীড়িত প্রত্যেক জীবনেই একটা নিদারুণ হাহাকার ও অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়; মায়াকবলিত অনেক মূঢ় ব্যক্তি প্রার্থিত ভোগপ্রাপ্তিতে নিরাশ হইলে করুণাময় শ্রীভগবানের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া নরকপথের পথিক হয়। তাহারা বলে,—"ভগবান্ যখন আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ সুখবিধান করিবেন না কেন? নানাবিধ দুঃখ দিয়া তিনি কি নিষ্ঠুরতারই পরিচয় প্রদান করিতেছেন না?"

জীবজগৎ আত্মকৃত বিপাকফলে ক্লেশজর্জ্জরিত হইতেছে; বদ্ধজীবের একমাত্র সুহৃৎ শ্রীভগবান যে কাহারও অমঙ্গলের বিধান করেন না, উপরিউক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণের এবম্বিধ জ্ঞানের নিতান্তই অভাব।

যদি প্রাকৃত জগতে বহুবিধ অভাবের তীব্র কশাঘাত বিদ্যমান না থাকিত, যদি দুঃখের অস্তিত্ব লুপ্ত হইত, তবে কি কেহ পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবর্ষী শ্রীনাম স্মরণ করিত? না শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবার্থে লালায়িত হইত? দয়ানিধি শ্রীহরির কত করুণা যে, জীববৃন্দকে স্বীয় পদান্তিকে আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি নানা অভাব ও অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

পাণ্ডবজননী পরমভক্তিমতী কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিত্য দুঃখলাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কেন না, শোক দুঃখের স্পর্শে সর্ব্বদা ভগবচ্চরণে চিত্ত ধাবিত হইবার সম্ভাবনা। কুন্তীদেবীর আচরিত কল্যাণময়ী শিক্ষা যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে দুঃখের মধ্যেও দয়াল হরির কৃপাশীষের মঙ্গলপ্রবাহ দর্শন করি। প্রাণে বিমল শান্তি পাইব। এমনই ভীষণ ভ্রান্তিতে আমরা আচ্ছন্ন হইয়াছি যে, শ্রীভগবানের দয়ার কথা একবার চিন্তা করিবার পর্য্যন্ত অবকাশ বা ইচ্ছা হয় না। কলুর চোকবাঁধা বলদের মত সংসার-ঘানিতে নিয়ত ঘুরিতেছি, একটু বিরক্তি পর্য্যন্ত নাই। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ তরু, লতা, প্রস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীব মানব পর্য্যন্ত প্রত্যেকের প্রতিই শ্রীভগবৎকরুণার অন্ত নাই। তিনি সকলকেই কৃপা করিতে মুক্তহস্ত। আমরা যখন অনিত্য সংসারে দেহমনোধর্ম্মচালিত হইয়া অনিত্য বন্ধুবান্ধবাদি ও মাতা পিতা ভ্রাতা ইত্যাদি পরিজনবর্গের মোহাশক্তিবশতঃ ভগবৎ-চরণকমল বিস্মৃত হই, নিজ নিত্যস্বদেশ ও নিত্য স্বরূপের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি, তখনই দয়াসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুদূতের করাল স্পর্শের ভিতর দিয়া তাঁহার করুণাধারা আমাদের ভাগ্যে প্রেরণ করেন। জড়ীয় রূপের অভিমান যখন আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, তখন তাঁরই কৃপা—বসন্ত, কণ্ডু, দদ্রু ইত্যাদি পীড়ার মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদিগকে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করে। অনর্থকরী ধনের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া যখন নিত্য অবিনশ্বর ধন কৃষ্ণভক্তির প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মে, তখন দস্যু তস্কর আসিয়া সেই তুচ্ছ ধনের অস্থিরতা জানাইয়া দেয়। কিন্তু হায় অজস্র প্রকারের করুণা প্রাপ্ত হইয়াও সেই প্রেমময় শ্রীহরির চরণে কল্যাণদায়িনী শুদ্ধা ভক্তির সঞ্চার হয় না। যদি তাঁর কৃপা বিস্মৃতিপ্রদায়ক পুত্রের বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত করে, তবে কি আমরা অপ্রাকৃত স্নেহরসরসিক নন্দ যশোমতীর আনুগত্যে বাৎসল্য রসের একমাত্র বিষয় শ্রীগোপালের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করি? প্রিয়তম সখার বিরহে উদিতবিবেক হইয়া কি উজ্জ্বল সখ্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ ব্রজের শ্রীদাম সুদাম বসুদামাদির নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী অন্তরে নিখিলসখ্যরসের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিরবিক্রীত হই? একটীর পর আর একটী করিয়া জাগতিক দুঃখের আগমন, ইহা যেন অপার করুণাময়ের কল্যাণেচ্ছাই ব্যক্ত করে; কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না, যদি বুঝিতাম, তবে "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"—এই ভগবদ্বাণীর গুণকীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হইতাম না।

সুমেধাতিথি পালনোৎসব

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে

মাদ্রাজ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজ তার করিয়াছেন যে, মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরহ দিবসে সমস্ত দিন নগর সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতামুখে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কার্য্য ও তাঁহার দানের আলোচনা, শরণাগতি কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা শ্রবণ করিয়া বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং বহু ব্যক্তি শরণাগতি কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে

শ্রীধাম পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ—শ্রীভগবৎকৃপাবলে ঠাকুর মহাশয়ের সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে শত শত সাধু এবং বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। অপরাহ্ণে সমাগত বহু ব্যক্তির সম্মুখে গোস্বামী শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবনী ও শিক্ষার বিষয় বক্তৃতা করেন। সমাগত জনগণকে ও শত শত দরিদ্রকে বিচিত্র মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের আনুগত্যে ব্রহ্মচারিগণের প্রাণপাত পরিশ্রমফলে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর ঐকান্তিক যত্ন ও সুব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে

ঢাকা হইতে যুত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ মহাশয় তারের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সম্মুখে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। মঠগৃহ ও শ্রীবিগ্রহ অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল এবং সমাগত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবে প্রাণপাত পরিশ্রমের জন্য শ্রীমঠসেবকগণ সর্ব্বতোভাবে ধন্যবাদার্হ।

হাওড়া প্রপন্নাশ্রমে

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল পুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের সমস্ত লোক এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু ভদ্রলোক এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমাগত সকলকেই বিচিত্রতাপূর্ণ শ্রীমহাপ্রসাদ সংকীর্ত্তনমুখে বিতরণ করিয়াছেন। সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণপাড়া যুবকদিগের মধ্যে শ্রীমান্ তারাপদ চৌধুরী, শ্রীমান বিশ্বনাথ চৌধুরী, কিশোরীমোহন চৌধুরী প্রভৃতির সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল চুঁঅক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথা প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও রূপসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্‌রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্ধভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পাঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—ভাষা-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সং। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভক্তধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের মার্মিক বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-দাসাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতমমৃত প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত-নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

মুক্তিমল্লিকা (গণগৌরত)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সম্বিবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্ততত্ত্বিদ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামমহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবদিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বারে হরি নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রতীচ্য মন্দীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচক্রবর্তি-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থানে সাগ্নিক-তীর্থ, পদ্মবিদ্যাপীঠ বা সাম্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পদ্মবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাম্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাম্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও প্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠির হরিকীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী, কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধরমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

বিশ্বত্রিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধনিষ্কাম ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধ-সম্প্রদায়ে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর শুদ্ধপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ঐ ভক্তসমিতি মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ভারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাপারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমদনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅমলরঞ্জনদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবদ্ধনচ্ছিদ্ বিদ্যাবিনোদ বি-এল, শ্রীঅনুপম জ্ঞানকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীগুরুগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) সেনপাটী শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীগোপদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবাশ্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীরাধারমণদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পল্লী

প্রাচীন আদালত, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরলীলায় শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) শ্রীবাস-অঙ্গন-ভূমি

শ্রীগৌরাঙ্গ, বরাহনগর (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরনদাদর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিভূষণ ভাক্তার ব্রহ্মচারী [illegible] এল, এম, এস।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

বরমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

টাপাটারী, সমুদ্রগড, (বর্তমান)

শ্রীল যদুনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাগোগ্রা, প্রয়াগ ষ্টে, পি

রক্ষক—শ্রীঈশিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র

মাটিপাড়ি, ভাগলপুর, বর্তমান।

শ্রীবাসবিহার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীকবিবিহারী ব্রহ্মবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আশ্রম

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীরূপানুগ মঠ

গোবিন্দপুর, ইলশাণী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীবকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীউপগৌরদাসাধিকারী শ্রীমধুসূদন পাত্রা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীবাস-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধব-বিগ্রহের সেবা বর্তমান

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রহ্মবাসী, শ্রীপাদ [illegible] পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণ গৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

জমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মবাসী শ্রীদেবানন্দাসজী।

(১৮) আজনাবোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রহ্মবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

বর্ধমান, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদগান্ধর্বজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধীরানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ

জালবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীবর্ষভানু প্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যারাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরূপজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মনাভ শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগন্নাথঘাটপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজ্ঞানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন এবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ঊর্ধ্ব শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীধাম তীর্থ মেদনীরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-বাণীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবল্লবজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রহ্মবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে যড়্ভুজমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী।

(২৮) খিল গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

৫০৫ গোপীকৃষ্ণ, ডাকার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধাবল্লভচরণপরায়ণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

দীনেশ গুপ্তের প্রাণ ও রহিতের দাবী

বিরাট্ সভা ও শোভাযাত্রা

গত রবিবার দক্ষিণ কলিকাতায় দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী মকুবের দাবী জানাইবার জন্য এক বিরাট্ মিছিল বাহির হইয়াছিল। মিছিলে বহু মহিলা ও যুবক যোগদান করিয়াছিলেন।

মিছিলটী প্রথমে হাজরা পার্ক হইতে আরম্ভ হয়। মিছিলের সহিত শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী, মোহিনী দেবী, প্রভাবতী দেবী, চপলা চৌধুরী, সরলা দেবী, সুশীলা দেবী, শ্রীযুত বঙ্কিমবিহারী দাস, দুর্গাদাস গুপ্ত, সুধীর ঘোষ, কিরণ দাস, কুমুদ ভট্টাচার্য্য, কালীচরণ জানা প্রভৃতি ছিলেন। নানাপ্রকার লেখা সম্বলিত বহু নিশান যুবক ও মহিলাদিগের হস্তে ছিল। অনেক গুলিতে দীনেশ গুপ্ত দীর্ঘজীবি হউক", "রামকৃষ্ণ বিশ্বাস দীর্ঘজীবি হউক", "ন্যায় চাই", প্রভৃতি লেখা ছিল। মিছিলটী যখন হাজরা রোড পার হইয়া কালীঘাট সেতুর নিকটবর্ত্তী হয় তখন তিনজন পুলিশ ঘোড়সোয়ার মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। মিছিলটী আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় পুলিশের ডেপুটী কমিশনার রায় বাহাদুর বি, এন, ব্যানার্জ্জী জেলের গেটের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। যদিও পুলিশ মিছিলের সঙ্গে দেখা গিয়াছে কিন্তু কোন গোলযোগ হয় নাই। মিছিলটী পরে হাজরা রোড, ল্যান্সডাউন রোড, এলগিন রোড ঘুরিয়া পোড়াবাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। মিছিলে যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাহারা সকল সময়ই "দীনেশ গুপ্তকী জয়" ধ্বনি করিয়াছিল।

বিরাট্ সভার অধিবেশন

পোড়াবাজারে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। যতীন দাসের পিতা শ্রীযুত বঙ্কিমবিহারী দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা বিমল প্রতিভা দেবী একটি ওজস্বিনী ভাষায় কেন দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী মকুব হইবে না তাহা সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি জাষ্টিস্ বাকল্যাণ্ডের রায় হইতে খানিকটা শ্রোতৃবৃন্দকে পড়িয়া শুনান এবং ফাঁসী মকুবের কারণ প্রদর্শন করেন।

এক বৎসর পর্য্যন্ত ঋণ আদায় স্থগিত

প্রেসিডেন্ট হুভার এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার প্রতিকার কল্পে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট এক বৎসরের জন্য সমস্ত রাষ্ট্রের নিকট হইতে ঋণের অর্থ আদায় করা স্থগিত রাখিতে পারেন।

সরকারীভাবে বলা হইয়াছে, আমেরিকার কংগ্রেস তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিবে—এই ভরসায় মিঃ হুভার উপরিউক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, ১লা জুলাই হইতে যে বৎসর আরম্ভ লইবে সেই বৎসরের মধ্যে আমেরিকা অপর গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঋণের জন্য কোন অর্থ গ্রহণ করিবে না, অন্যান্য গবর্ণমেণ্টও অপরের নিকট হইতে ঋণের অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না। ঋণগ্রস্ত গবর্ণমেণ্টগুলি যাহাতে বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা অতিক্রম করিয়া পুনরায় ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারেন, তজ্জন্যই আমেরিকা এই প্রস্তাব করিয়াছেন। সমর ঋণ, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি আন্তর্জ্জাতিক দেয় সমস্তই এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তবে ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে বিভিন্ন গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ ঋণ করিয়াছেন, তাহা এই প্রস্তাবের মধ্যে পড়িবে না।

রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বার্ষিক উৎসব

গত ১৯শে জুন কাশীতে মহাসমারোহে ঝাঁসীর মহারাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় সহরের বিভিন্নস্থান হইতে প্রায় ৫০০ শত মহিলা দশাশ্বমেধ ঘাটে সমবেত হন। তারপর স্ত্রীলোক এবং পুরুষের একটি মিলিত মিছিল বাহির হয়। মিছিলটি সহরের বড় বড় রাস্তা ভ্রমণ করিয়া টাউনহল ময়দানে সমবেত হয়। অতঃপর সেখানে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পত্নীর সভানেত্রীত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীযুত শিবপ্রসাদ গুপ্ত, শ্রীযুত স্বরূপানন্দ, তারাপদ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তাগণ মহারাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন এবং নারীদিগকে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। অধিক রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়।

বোরসাদের জমী সমস্যা

গত ২২শে জুন রাত্রিতে শ্রীযুত মহাদেব দেশাই বোরসাদের কংগ্রেসকর্ম্মিগণের সহিত দউলপুর গ্রাম পরিদর্শন করেন। তথায় গত ২ বৎসর যাবৎ করবন্ধের দরুণ যে বারজন স্থানীয় জমীদারের জমী-জমা বাজেয়াপ্ত করিয়া নীলামে বিক্রয় করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবর্দ্ধনা করিবার জন্য এক সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত জমীদারগণের অস্থাবর সম্পত্তিও আটক করা হইয়াছে।

শ্রীযুত মহাদেব দেশাই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্থানীয় অন্যান্য জমীদারগণকে তাঁহাদের জমীজমা উপযুক্ত বারো জন জমীদারের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ভোগ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া ইহাও বলেন, বাজেয়াপ্ত জমীর খরিদ্দারগণ যদি ঐ সমস্ত জমী চাষ করিতে চেষ্টা পায় তাহা হইলে তাহাদের যেন বাধা দেওয়া না হয়।

শ্রীযুত দেশাই আর বলেন যে এই সকল জমীদারদের জন্য মজুরের কাজ করিতে কেহ বাধ্য নহে।

মাদ্রাজে প্রবল বন্যা

মাদ্রাজ সাউথ মারাঠা রেলের কোট্টুর ও সামেলহাল্লি শাখায় বৈয়ঙ্কেরী ও গুণ্ডা রোড ষ্টেশনের মধ্যে ১১ মাইলে ৫১ নম্বর সেতুর খাটালসকল বন্যাস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। ফলে হসপেট ও সামেলহাল্লির মধ্যে ৫৩ ও ৫৪ নম্বর ট্রেণ এবং হসপেট ও কট্টরের মধ্যে ৫২ ও ৫৬ নম্বর ট্রেণ রেলপথের সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত আটক থাকিবে।

সতীন্দ্র নাথ সেনের বরিশাল প্রবেশে বাধা

দার্জ্জিলিং জেল হইতে মুক্তিলাভের পর হইতেই শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন প্রত্যহ বরিশাল জেলার তাঁহার বন্ধু বান্ধব, সহকর্ম্মী ও আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে অসংখ্য চিঠি পত্র পাইতেছেন। ইহারা সকলেই কলিকাতায় আসিয়া একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে একান্ত উৎসুক কিন্তু নানা কারণে তাহা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। এই অবস্থায় শ্রীযুত সেন সরকারের নিকট হইতে বরিশালে একমাস অবস্থান করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে তাহা জানা যায় নাই—বোধ হয় এক মাত্র কর্ত্তৃপক্ষই তাহা ভাল জানেন—তাঁহাকে সে অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা

গত ২৯শে জুন সকালে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনায় কোন মীমাংসার আশা দেখা যায় না। কিন্তু ভূপালের নবাবের চেষ্টার ফলে মীমাংসার আশা আবার দেখা দিয়াছে।

পৃথক বনার মুক্ত নির্ব্বাচন

সকলের মুখেই এই কথা শোনা যাইতেছে যে, পৃথক নির্ব্বাচনের সমর্থকগণ এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ যদি তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচন প্রথায় সম্মত হন তবে তাঁহারা তাঁহাদের সহিত একটী প্রকাশ্য বৈঠকে সমবেত হইতে রাজি আছেন। কিন্তু প্রকাশ, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ এই প্রস্তাবে এখন পর্য্যন্তও রাজি হন নাই।

প্রকাশ, ভূপালের নবাব পূর্ব্বাহ্নে উভয় দলের সহিত পৃথক্ ভাবে সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং সমাজ ও দেশের মঙ্গল কল্পে উভয় দলকে তাঁহাদের মতবৈধ দূর করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

এই তার প্রেরণ করিবার সময় মৌলানা সৌকৎ আলীর দল পরস্পর আলোচনায় বসেন, উদ্দেশ্য এমন আর একটী খসড়া প্রস্তুত করা যাহা অপর দলের দাবী মিটাইতে পারে। এই খসড়া ঐ দিবস বিকাল পাঁচটায় ভূপালের নবাবের হাতে দেওয়ার কথা হয় এবং উহা তৎক্ষণাৎ ডাঃ আনসারীর দলের নিকট তাঁহাদের বিবেচনার জন্য পাঠান হইবে এইরূপ স্থির হয়।

মৌলানা সৌকতআলি বলিয়াছেন যে, আমাদের মীমাংসার আশা একেবারে লুপ্ত হয় নাই কেননা আমি নিশ্চিত জানি যে, ভূপালের নবাবের মধ্যস্থতায় আমরা আপোষের সকল পথই অবলম্বন করিতে এবং সন্তোষজনক ফল লাভ করিতে পারিব আমি সকলকেই এ আশ্বাস দিতে পারি যে, আমি এবং আমার বন্ধুগণ আপোষের জন্য খুব ব্যাকুল হইয়াছি, কেননা আমরা জানি মুসলমানে মুসলমানে বিরোধ অর্থ—সমগ্র ভারতের সহিত বিরোধ। আমি ইহাও নিশ্চিত জানি যে, ডাঃ আনসারীও মিটমাটের জন্য কোন চেষ্টাই বাকি রাখিবেন না; ডাক্তার আনসারীর উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।

আহম্মদীয় প্রাদেশিক সম্মিলন

আগামী ২৮শে ও ২৯শে জুন মাদুরায় আহম্মদীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইবে। মিঃ নাদীমুক্ত পিলাই সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। এই সম্পর্কে এক অভ্যর্থনা কমিটী গঠিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে এই ধরণের আর কোন সম্মিলন হয় নাই, কাজেই দেশের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু লেখক এই সম্মিলনে যোগদান করিবার কথা।

Reg No C.1541

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণ মূল্য,
আগরতলায়
ত্রৈমাসিক ১৷৷০
ষাণ্মাসিক ৩৷
বার্ষিক ৬৲
মফঃস্বলে
প্রতি সংখ্যা ৵৫

শিক্ষিত সমাজে ২৲
চাহিবা মাত্র
দেয়।

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৯ বিষ্ণুপ্রিয়া সায়াপুর ১১ই আষাঢ় শুক্রবার ১৩০৮, ২৬শে জুন ১৯০১

নানা কথা

স্ত্রী ও পুত্র হত্যার চেষ্টা

গত ২২শে জুন অধিক রাত্রিতে অকুবুলগঞ্জ মহল্লায় এক চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। করিম বক্স নামক কোন তরকারী বিক্রেতা নাকি তাহার ৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র ও তাহার স্ত্রীকে ছুরী মারে এবং পরে স্বয়ং আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করে। চাঞ্চল্যের ফলে প্রতিবেশীরা সকলে ঐ স্থানে আসিয়া সমবেত হয় এবং পুলিশকে সংবাদ দেয়। পুলিস ৩ ব্যক্তিকেই থানায় লইয়া যায়। বালকটি পথিমধ্যেই মারা যায়। রহিমবক্স ও তাহার স্ত্রী হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে। রহিমকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

রহিম তাহার স্ত্রীর সন্দেহজনক গতিবিধি দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া নাকি এই কার্য্য করিয়াছে।

এখনও গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে না কেন?

যুক্তশাসন দলের ভারতীয় কমিটীর সম্পাদক মিঃ গর্ড আয়উইন বলিয়াছেন যে খেতাঙ্গদের যে মর্য্যাদার হানি ঘটিতেছে তাহার সমান—আগামীর নিকট কয়ের পরাজয়—বিগত মহাসমরে ভারতীয় সৈন্যের প্রথম ও আফ্রিকার প্রহার।

আয়উইন কানপুরের হাঙ্গামা সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইয়াছে তাহার নিষ্পত্তি করিয়া বলিতেছেন যে এতদ্বারা ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কিছু পাইতে পারে। তাহাদের কষ্ট হয় যে কানপুর [illegible] বাদানুবাদ আরম্ভ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ডেলী টেলিগ্রাফ বলিতেছেন যে, মর্ড আয়উইন বর্জ্জন আন্দোলনের প্রসঙ্গে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে সাধারণ কারণ ব্যতীত বর্জ্জন স্থিরোধ করা যাইবে না। তিনি বলেন যে, একমাত্র উপায় এই আছে যে, জাপানের মোটা বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক চাপাইতে হইবে এবং সূক্ষ্ম বস্ত্র বিষয়ে বৃটেনকে সুবিধা দিতে হইবে। মিঃ চার্চ্চিল, সার ওমুরেল হোর ও লর্ড লরেড এই সভায় আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

লর্ড লরেড নাকি ঐ সভায় বলিয়াছিলেন যে এখন গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে না কেন এবং তাঁহাকে আদালতে বিচারার্থ হাজির করা হইতেছে না কেন? মিঃ চার্চ্চিল সভান্তে লর্ড আয়উইনকে ধন্যবাদ দেন।

স্ত্রী এবং পুত্রহত্যার চেষ্টা

এ নও গান্ধী কে গ্রেপ্তার করা হইতেছে না কেন?

ট্রামচাপায় সৈনিক আহত

বিহার উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ

মিঃ হুভারের ঘোষণা

অর্ডিন্যান্স বন্দিগণ স্থানান্তরিত

ত্রিশ মণ স্বদেশী মদ প্রাপ্তি

নূতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

ভারতের ভাবিরা গঠন

ট্রামচাপায় সৈনিক আহত

বোম্বাই ব্যাটালিয়ান বাহিনীর ৩ জন সৈনিক ২৩শে জুন সকালে গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, একদল সৈনিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় একখানি ট্রামগাড়ী হঠাৎ তাহাদের দলের উপর আসিয়া পড়ে। আহত সৈনিকদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিহার উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভা কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ

আগামী ১৯শে আগষ্ট তারিখে বিহার ও উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার পরবর্ত্তী অধিবেশন আরম্ভ হইবে। প্রথম তিন দিনে বেসরকারী প্রস্তাবগুলির আলোচনা হইবে। ২১শে ও ২৫শে আগষ্ট আইন সম্বন্ধীয় সরকারী প্রস্তাব আলোচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২৬শে ও ২৭শে আগষ্ট বেসরকারী বিলগুলি আলোচনা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

অর্ডিন্যান্স বন্দিগণ স্থানান্তরিত

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ গুহ, সুধী। মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন ঘোষাল, সেনকুমার ঘোষ, জগৎপ্রসন্ন গুপ্ত, বি. বিহারী কাজিলাল, সুরেন্দ্র নাথ ও অন্য কয়েকজন অর্ডিন্যান্স বন্দীকে গত ২২শে জুন সকালে বরিশাল হইতে ঢাকায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটী'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গল ফার্মেসী

সর্ব্ববিধ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার কলিকাতা

ব্রহ্মচারীর

মঞ্জ

বটিকায় বল ও বাজীকরণে, ইহা প্রয়োগে শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, দূর হয়, কর্ম্মশক্তি, নিদ্রা প্রভৃতি সকল সময় নিশ্চিন্ত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুত্রকল্যাণি ঘৃত"

পুত্রবতীদি রোগে বাজপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া গর্ভসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্তনপরিবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সন্তোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

আয়ুর্বেদ ঔষধালয়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাশের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ৬ মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীবলাই কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার মালিয়া) ৩৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কমলোজেশন হাউস ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেড, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের ক্যাটালগ প্রভৃতিই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় আমাদিগেই দয়া পাঠাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের লেখা অভিধেয়-বিচারিণী জীবাত্মস্বরূপবোধিনী কৃষ্ণকান্তিবর্দ্ধনকারিণী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ভাস্করাগার কৌস্তুভমণি—সকল অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের নিত্যসিদ্ধা

ভিক্ষা এককে ১৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিং ওং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকা

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১১ই আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৮

অপস্বার্থ-নিরসন

সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অন্তরালে তিনপ্রকার পথের কথা শাস্ত্রসমূহ তারস্বরে গান করিয়া থাকেন। পথ তিনটী—আরম্ভ, প্রগতি ও ফলোৎপাদক গন্তব্য স্থান পরস্পর বৈষম্য প্রদর্শন করে। ফলবাদী শুভাশুভ কর্ম্মের নশ্বর কর্ত্তৃগণ তাৎকালিক ফলভোগের আশায় যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাই কর্ম্মপথের বিভিন্ন 'অলিগলি'।

জ্ঞানপথের পথিকগণ দুইটী প্রধান সরণী অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাকে রাজপথ বলিয়া অভিহিত করেন। একটী—জড়-নির্ব্বিশেষতাৎপর্য্যপর, অপরটী—চিন্মাত্র-নির্ব্বিশেষতাৎপর্য্যপর। কর্ম্ম ও জ্ঞান, এই দুই প্রকার অভিযানের দ্বারা তৎপ্রাপ্য ফল ব্যতীত তৃতীয় প্রকার পথকেই 'ভক্তিমার্গ' বলে। এই পথে কোন ব্যক্তি-বিশেষের নশ্বর তাৎকালিক প্রতীতিজনিত ফলাকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া ভক্তিপথের যাত্রিগণ অপস্বার্থপীড়িত না হইয়া সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বস্তুরই একমাত্র সেবাতৎপর। সুতরাং প্রশস্ত তিনটী প্রশস্ত পথ ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াছে। ভক্তিপথ ভগবানের সেবাতাৎপর্য্যপর হওয়ায় ভগবৎ-প্রীতিই ভক্তগণের প্রয়োজনরূপে অভিব্যক্ত হয়। কর্ম্মফলের পথ নশ্বরধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া কর্ম্মকর্ত্তাকে সুখদুঃখ ভোগ করায়। জ্ঞানের পথ সুখদুঃখের তারতম্য হইতে ও নশ্বর ফললাভের উদ্দেশ্য হইতে পৃথক্ করাইয়া নির্ব্বৈশিষ্ট্যকেই ফলরূপে কল্পনা করে। সরল ভাষায় যাহাকে ভুক্তি বলে, উহাই কর্ম্মের ফল এবং যাহাকে মুক্তি বলে, উহাই জ্ঞানের ফল।

এই দুই শ্রেণীর পথিক স্ব-স্ব অপস্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল কথা তাহাদের নিজ নিজ ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশে বলিয়া থাকেন, তাহাই কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উভয়েরই নিজ নিজ ফল প্রার্থনা ব্যতীত উদারতার লেশমাত্র নাই। ভোগ ও ত্যাগ উভয়কেই অবিবেচনার পথদ্বয়ে চালিত করিয়া নিজ সুখেচ্ছা ও দুঃখ পরিহারেচ্ছার "দিল্লীর লাড্ডু" দেখাইয়া ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত করে।

প্রপঞ্চে অবস্থানকালে কুকর্ম্মীর বর্ত্ম হইতে সৎকর্ম্মীর বর্ত্ম বিপরীত দিকে অবস্থিত। কুজ্ঞানীর মার্গ হইতে পূর্ণ জ্ঞানীর নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের পথটী বিপরীত দিকে অবস্থিত। তাই বলিয়া ঐ দুই পথ মুমুক্ষু ও মুক্ত জীবগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতে না পারিয়া নিজ নিজ কাল্পনিক মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত করায়।

এই সম্প্রদায়দ্বয়ের বিধিবিধান ভগবদ্ভক্তির বিধিবিধান হইতে যে যে বিষয়ে পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে, তাহা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের পথিকদ্বয়ের রুচিবিরুদ্ধ। ইঁহারা উভয়েই ভক্তিপথের আদর করেন না বা তাহাতে দৃঢ় শ্রদ্ধা স্থাপন করেন না। তজ্জন্য তাঁহাদের নিজ নিজ মহাজনগণ ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সকল বিধিবিধান কল্পনা করেন, তাহা ভক্তিপথের পথিকের সুযোগ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না।

কর্ম্মী ও জ্ঞানী ভুক্তি ও মুক্তির জনকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বুভুক্ষু ও মুমুক্ষার যে রুচি পোষণ করেন, তাহা কখনই ভক্তিপথের অনুকূল নহে। তজ্জন্য ভক্তিশাস্ত্র বলেন.

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া
ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা

অভক্ত কর্ম্মী ও অভক্ত জ্ঞানী কর্ম্ম মিশ্র ভক্তি বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পর্য্যন্ত আদর করেন না। তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত ধর্ম্মেই ভক্তির অনুষ্ঠান সমূহ অবস্থিত, ইহাই জানেন এবং সাধারণ অজ্ঞ লোককে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানাঙ্গের দ্বারা ভক্তি লাভ হয়—এই রূপ বলিয়া পথভ্রষ্ট করিবার যত্ন করেন। তজ্জন্যই ভক্তিপথে গমনশীল জনগণ বৈদিক ও লৌকিক অনুষ্ঠানকারিগণকে হরিসেবার অনুকূল করিবার জন্য সর্ব্বদা অবহিত করিয়া থাকেন।

কর্ম্মীর বেদানুগমন বা জ্ঞানীর বেদানুগমনের মধ্যে ভক্তিবিহীন নশ্বর ভাবসমূহ অবস্থান করে। কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রাগবস্থায় পরস্পরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। "কর্ম্মের অনিষ্ট জ্ঞানের লাভ"—এই কথা বলিয়া কর্ম্মিগণের সহিত বিবাদ করেন না। কিন্তু বিষদমান কর্ম্মী ও জ্ঞানী ভগবদ্ভক্তের সহিত অনর্থক বিবাদ করিবার বাসনায় অভক্ত কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সহিত ভক্তের সাম্য প্রয়াস করিয়া অভক্তের বিধিবিধান সেবাপরায়ণ জনগণের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত পরম নিপুণ ও চতুর বলিয়া অপস্বার্থপর কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বুভুক্ষা-মুমুক্ষার আদর না করিয়া ভজনেচ্ছার প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদিগকেও উপদেশ করিয়া থাকেন।

কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দার্শনিক বিচার স্ব-স্ব অপস্বার্থপর অন্ধকূপে পাতিত করিয়া জৈবধর্ম্মে জাড্য উপস্থিত করায়। চেতনের স্বভাব সর্ব্বদা যে বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে, তাহা অচিৎপ্রতীতির অন্তরালে অবস্থানকালে কর্ম্মী ও জ্ঞানী উহা বুঝিতে পারেন না। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সংখ্যা অত্যধিক, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের সংখ্যা অত্যল্প। সর্ব্বশাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত (৬।১৪।৩-৫) বলেন—

"রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে ...
শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব ...
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষপি মহামুনে ॥"

বালুকণাকে যেরূপ সংখ্যা করা যায় না, জীবদিগকেও তদ্রূপ সংখ্যা করা যায় না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যমঙ্গল অন্বেষণ করেন। যে সকল লোক শ্রেয়ঃ অন্বেষণ করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু। সহস্র সহস্র মুমুক্ষু লোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হন। কোটী কোটী সিদ্ধ মুক্তগণের মধ্যে কোন কোন প্রশান্তাত্মা নারায়ণভক্ত হন। অতএব নারায়ণভক্ত সুদুর্ল্লভ।

শ্রীগীতা (৭।৩ ও ১৯) বলেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্য হয়। সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণসিদ্ধির জন্য যত্ন করে। সহস্র সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হয়।

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।"

জীব অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে সৎসঙ্গ-প্রভাবে আমার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া আমার শরণাগত হয়, পরে আমাকে লাভ করে। তখন সে "যাবতীয় বস্তুই বাসুদেব-সম্বন্ধযুক্ত," অতএব সমস্তই বাসুদেবময়—এইরূপ উপলব্ধি করে। তাদৃশ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

তদনুসরণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য, ১৯শ পঃ ১৪৪-১১৮) বলেন,—

"তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম' দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর বিভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিন্দক পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥

অতএব সংখ্যা-গরিষ্ঠতা বা সংখ্যা-লঘিষ্ঠতা অনুসারেই যে অভক্ত কর্ম্মী-জ্ঞানী ও ভগবদ্ ভক্তের যথাক্রমে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ জ্ঞান করিতে হইবে, তাহা শ্রুতি ও শ্রুত্যনুগ সচ্ছাস্ত্র ও মহাজন বলেন না।

অভাব যায় না কেন ?

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিলেও এমন মানুষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাঁহার কোন প্রকার অভাব নাই। মানুষ মাত্রেই একটা না একটা অভাবের দাস। জড় বিষয় এই জড়জগতের কোন না কোন বস্তুর জন্য থাকেন। সৎসঙ্গের অভাবজনিত করিয়া ভীত কোন চিদ্রাজ্যের কথা চিন্তা করিবার তাঁহাদের সুযোগ হয় না। তাঁহাদের ধারণায় সর্ব্বত্রই অভাব বিদ্যমান। অভাব নাই বা থাকিতে পারে না, এমন কোন বাস্তব চিদ্রাজ্যের ধারণা তাঁহারা করিতে পারেন না। যাঁহার সন্তানাদি নাই, তিনি তদভাবে, যাঁহার ধন নাই, তিনি ধনের অভাবে যাঁহার বিদ্যা নাই, তিনি বিদ্যার অভাবে, যাঁহার রূপ নাই, তিনি রূপের অভাবে, যাঁহার ঐশ্বর্য্য নাই, তিনি ঐশ্বর্য্যের অভাবে সদাই কাতর।

দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষের অভাব পূরণ হইতেছে, অথচ তাঁহার দুঃখ নিবৃত্তি হইতেছে না। যাঁহার একশত মুদ্রা আছে, তিনি সহস্র মুদ্রার জন্য, যাঁহার সহস্র মুদ্রা আছে, তিনি লক্ষ মুদ্রার জন্য, যাঁহার লক্ষ মুদ্রা আছে, তিনি রাজত্বের, যাঁহার রাজত্ব আছে, তিনি স্বর্গের আধিপত্যলাভের জন্য,

যিনি স্বর্গাধিপ, তিনি আবার ব্রহ্মার পদবী লাভের জন্য অভাব অনুভব করিয়া থাকেন। মানুষের অভাব পর পর পূরণ হইতে থাকিলেও আবার নিত্য নবনবায়মান অভাব সৃষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদ্দেশ অধিকার করিতেছে। নূতন নূতন অভাব যতই বাড়িতে থাকে, মানুষ ততই অশেষবিধ দুঃখের রাজ্যে নীত হইয়া তত্তৎপূরণের জন্য তাপত্রয়ের দ্বারা জর্জ্জরীভূত হইতে থাকে। এইরূপভাবে মানুষ যখন অশেষ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়, তখন তাহার হৃদয়ে এই প্রশ্ন উঠে, 'অভাব যায় না কেন?

এই জড়জগতের অনিত্য আগমাপায়ী বিষয়ের জন্য যতদিন আমাদের আসক্তি থাকিবে, ততদিন একটা না একটা অভাবের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইব না। এই পরিবর্ত্তনশীল জড়জগৎ মহামায়ার রাজ্য। মাদৃশ ভগবদ্বিমুখ জীবের সংশোধনের জন্য ইহা একটী কারাগার বিশেষ। নানা প্রকার অভাব ও অসুবিধার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ত্রিতাপানলে দগ্ধীভূত করত শোধন পূর্ব্বক কৃষ্ণোন্মুখ করিয়া দেওয়াই কারাকর্ত্রী মহামায়ার কার্য্য। জীব যতদিন শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়ার কার্য্য কলাপের গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিতে না পারিবেন, ততদিন তিনি দুঃখযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শ্রীভগবানে দোষারোপ করিতে থাকিবেন এবং নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকিবেন।

এই ভবকারাগার মাদৃশ বহির্ম্মুখ জীবের ত্রিতাপভোগের জন্য। ইহা আমাদের সুখভোগের স্থান নয়। 'সুখের আশায়, এঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।' ভোক্তাভিমান [illegible] করিতে থাকিলেও আমাদের স্বরূপে ভোক্তৃত্ব না থাকায় সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই অদৃষ্টে জুটিয়া যায়। ভোক্তা [illegible] বিষয় [illegible] করিতে [illegible] তাহাতে বিষয় সঙ্গজনিত স্পৃহা জন্মে, তখন [illegible] সঙ্গ হইতে কাম, কামপূরণের অভাব [illegible]

[illegible] হইতে বুদ্ধি [illegible] আমাদের সর্ব্ব- [illegible] যাইতেছে [illegible] অভাব, [illegible] ঘটাইয়া থা[illegible]

ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সামান্য [illegible] আমরা পৃথিবী হইতে এই [illegible] তাড়াইয়া দিতে চাই। আমরা [illegible] থাকিবে না, দুর্ভিক্ষ থাকিবে না, মহামারী থাকিবে না, দারিদ্র্য থাকিবে না, পরাধীনতা থাকিবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহাদিগকে পরাজয় করিতে চাহি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এই সকল অভাবের মূল অনুসন্ধানের জন্য কোন দিন ব্যস্ত হই না। প্রথমে গৃহের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া পশ্চাৎ গৃহকে আলোকিত করিবার চেষ্টার ন্যায় প্রথমে মানবের অভাব তাড়াইয়া তাহাদিগকে শান্তি প্রদান করিবার জন্য আমাদের প্রযত্ন। ফলে কোনদিন অভাবও দূরীভূত হইতেছে না এবং অশান্তিও ঘুচিতেছে না। রোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসা না করার জন্য এই বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে।

আমরা যে এই ভবরোগে কষ্ট পাইতেছি, ইহার সদ্বৈদ্য আছেন। আমরা সেই সদ্বৈদ্যের অনুসন্ধান করি না। শ্রীভগবান আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহারই অভিন্নপ্রকাশ বিগ্রহরূপে সদ্বৈদ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবকে এই [illegible] পাঠাইয়া থাকেন। আমরা তাঁহার জন্য লালায়িত না হইলেও তিনি কিন্তু আমাদের দুঃখ দূরীকরণে নিশ্চেষ্ট থাকেন না। তাঁহার করুণা অবিশ্রান্তধারে আমাদের উপর বর্ষিত। আমরা সদ্বৈদ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের [illegible] হইয়া আমাদের ভোক্তাভিমান পরিহার করিলে বুঝিতে [illegible], আমরা আমাদের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুণ যাবতীয় অভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, আমাদের স্বভাবে ভোক্তৃত্ব নাই, মাত্র দাস্যভাব বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস্যই আমাদের স্বভাব বা স্বরূপ ধর্ম্ম। এই দাস্যভাবের ব্যতিক্রম ঘটাইবার ফলে আমরা এই অভাবের রাজ্যে [illegible] হাবুডুবু [illegible]। তরিবার অন্য উপায় দেখিতেছি না। একটা অভাব তাড়াইতে না তাড়াইতেই আবার শত শত অভাব আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে।

মহাজন বলেন—তথাপি 'বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ। সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব বন্ধ।' [illegible] ভগবান যখন আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ফেলেন, তখন আমরা তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হই। কেন না বিষয়ের স্বভাবে আমাদিগের ভববন্ধ দৃঢ়তরই হইতে থাকে। কিন্তু যখন তিনি আমাদিগকে অভাবের মধ্যে ফেলেন, সেটি তাঁহার ব্যতিরেকী কৃপা বলিতে হইবে। কারণ এইরূপ অভাবে নিষ্পেষিত হইয়া আমরা সহজেই ভগবদুন্মুখ হইবার সুযোগ লাভ করি এবং শীঘ্রই আমাদের চৈতন্যোদয় হয়। কিন্তু ঐশ্বর্য্যভোগের দ্বারা আমরা ক্রমশই তাঁহার পাদপদ্ম হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হই। তদ্দ্বারা আমাদের অভাবের নিবৃত্তি হইয়া সর্ব্বনাশই লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস্যই জীবের স্বভাবের পরিচয়। ভগবানের নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার আর জীবের প্রতি কোন অধিকার থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ধামে কোন অভাব নাই, সেখানে সকলই পূর্ণ বস্তু, সেখানে বরং অভাবেরই অভাব বর্ত্তমান। এক্ষণে দেখা গেল যে, আমাদের নিত্য স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার প্রচেষ্টা মরুভূমিতে জল সেচনের ন্যায় নিষ্ফল। 'মেপে নেওয়া ধর্ম্ম' যেখানে বর্ত্তমান, সেখানেই অভাবের তাণ্ডব-নৃত্য ও তাহার আনুসঙ্গিক শোক, মোহ ও ভয়াদি বিদ্যমান। কিন্তু শোক, মোহ ও ভয়াপহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের আশ্রিত জনগণের উপর মায়ার বা মায়াপ্রসূত অভাবের কোন অধিকার নাই। তাই মহাজন বলিয়াছেন,

কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

ব্যর্থ কীর্ত্তি

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

কীর্ত্তি রাখিতে বিমুখ কে ভবে,
অক্ষয় যশঃ সবাই চায়।
ঝাঁপায় মানব বিপদসাগরে
কীর্ত্তিকুসুম তুলিতে হায়॥
দেউলের বুকে, স্তম্ভশিখরে,
দৈত্য, সমাধি গিরির গায়।
হেরি কত শত আর্য্য লেখনী
আপন যশের বাদন বায়॥
আপনি আপন সমাধি-ভবন,
[illegible] সুমনোহর।
মিশর-নৃপতি এন্তেক রাজা,
বীরের [illegible] উচ্চশির॥
মোহ অঞ্জনে রাঙ্গিয়া নয়ন,
বক্ষে ভীষণ ক্ষুব্ধ তৃষা।
বিষাদের গীতি গাহে নিদারুণ
প্রতি সুরে তার জ্বালার ভাষা
যবে) কালভৈরব নাচে অট্ট হাসি,
দিকে দিকে উড়ে ধ্বংস জটা
নৃত্য পাগল বাজায় বিষাণ
কোথা রহে হায় কীর্ত্তিঘটা।
কে [illegible] সুধীর [illegible],
চির অবিনাশী নিধি কাম্য কার?
জড়ের কীর্ত্তি না মাগিয়া ভাই,
শ্রীকৃষ্ণ চরণ করগো সার॥
শ্রেয়ঃকুমুদের জোছনা প্রকাশে
অচ্যুতচরণ পূর্ণশশী
সুধা-স্নিগ্ধ তার শুভ পবিত্রতা
পরশিতে নারে কালের হাসি

সাত্বত বিধানে শ্রাদ্ধ

গত ৮ই আষাঢ় (১৩৩৮) ২ শে জুন (১৯৩১) মঙ্গলবার পালামৌ জেলান্তর্গত নগরউটারীর সাব্ এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুত শ্রীনিবাস পানিগ্রাহি মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা পত্নী শ্রীযুক্তা বিজয়কুমারী দেবীর আত্মার পরমকল্যাণ বিধানোদ্দেশে একাদশাহে পাঞ্চরাত্রিক বিধানমতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে বৈষ্ণবভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রাদ্ধে যদি বৈষ্ণব গ্রাস মাত্র অন্ন ভোজন এবং গণ্ডূষমাত্র জল পান করেন, তাহা হইলে সেই অন্ন মেরুতুল্য ও সেই জল সাগরসমান হয়। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যারহিত বৈষ্ণবকে মূর্খ জ্ঞান করিয়া বেদজ্ঞদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস হয়, অর্থাৎ তাহা রাক্ষসে ভোজন করে। নিখিলাচার্য্যশিরোমণি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে ভোজন করাইবার কালে বলিয়াছিলেন,—

* * তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যাহা শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধ পাত্র করিল অর্পণ॥

পানিগ্রাহি মহোদয় বর্ত্তমান যুগাচার্য্যের অনুকম্পিত, সুতরাং তৎকৃপায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবগত আছেন বলিয়া বৈষ্ণবসেবন দ্বারা পরলোকগত পত্নীর প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিলেন। এতদুপলক্ষে শ্রীধামমায়াপুরস্থ সমস্ত বৈষ্ণবগণ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ সঙ্কীর্ত্তনমুখে সম্মান করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

আনন্দ মঠে

সুমেধতিথি পালন

গত ১লা আষাঢ়, ১৩৩৮ চিরুলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট মহামহোৎসব মহা মারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে সমস্ত দিবস শ্রীনামকীর্ত্তন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। অপরাহ্নে বহু লোক সমাগত হইলে শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারীজী ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী এবং তাঁহার দান সম্বন্ধে সরল ভাষায় বক্তৃতাদ্বারা সকলের মন শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। প্রায় দেড়ঘণ্টা বক্তৃতার পর উদ্দণ্ড কীর্ত্তন হইয়াছিল। গণেশ্বরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র সাউ নামক জনৈক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির আনুকূল্যে প্রায় ৫০০ লোককে শ্রীমহাপ্রসাদ দান করা হইয়াছিল উৎসব উপলক্ষে শ্রীপাদ ভগবানদাস ব্রজবাসী এবং শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাসাধিকারী মহোদয় অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল ত্রিঅক্ষরে মুদ্রণাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সুহৃদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'সারার্থ-রঞ্জন' নামক ভাষ্যানুযায়িনী। অধ্যায়সূচী, মাতৃক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অন্বয়ব্যতিরেকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ— ১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিস্তারাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিষ্ণুর ধর্ম্ম ও রুদ্র-কীর্ত্তন, শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোপিনী, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, বৈষ্ণবকথা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যসহ। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সুলভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রথমখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পারিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত। শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানমার্গের বিচার—বৈধী ভক্তি, রাগভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অবশ্যকণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা ৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'নামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রথম খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা, অদ্বৈতবাদের বেদান্তদর্শন পাঠে উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ দ্বিজবর শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্তবিনোদিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ।৵০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জীবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। ত্রিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীলভক্তকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত, মনোজ্ঞ ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ্ঠ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য-রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমরাদিরাও স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায় ওয়াচেল কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবদেবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে বংশের একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তদ্গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবধূর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ভক্তিকুমার শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মরমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

শ্রীগোসাবকার-ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীহরিসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনু সংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনু সংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

প্রেসিডেণ্ট হুভারের ঘোষণা

ভারত সরকারের রাজস্ব সচিব অনারেবল সার জর্জ সুষ্টার ঋণ আদায় স্থগিত সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট হুভারের ঘোষণা উপলক্ষে বলিয়াছেন,—এই ঘোষণা বিশেষরূপে গুরুত্বপূর্ণ। মহাযুদ্ধের অবসানের পর হইতে এইরূপ উত্তম ঘোষণা আর হয় নাই। আমেরিকা সাহায্য করিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট হইয়া উদাসীন থাকিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও এই ঘোষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন জগৎ বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিশেষরূপে কামনা করে এবং প্রত্যেক জাতিগত সমৃদ্ধি আন্তর্জাতিক সমৃদ্ধির উপরে নির্ভর করে। এই সম্বন্ধে আলোচনা না করা সহজ, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট এই সমস্যা সমাধানের অনুরূপ একমাত্র শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং তিনি তাঁহার শক্তির উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন। তিনি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন সমগ্র জগতের উচিত [illegible] সহকারে নূতন আকারে তাঁহার সহায়তা করা।

বোম্বায়ে নাবিকদিগের পিকেটিং

জাতীয় নাবিক সমিতির লোক বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর অফিসে পিকেটিং করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নাবিকদিগের অভিযোগ এই যে, উক্ত কোম্পানী বাহিরের লোকদিগকে কর্ম্মে ভর্ত্তি করিয়া থাকে।

চট্টগ্রামে আবার তল্লাস

গত ২২শে জুন সকালে এই জিলার গোয়েন্দাপুলিশ অনেকগুলি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। তল্লাসের ফলে পুলিস নাকি মৃত ফণীভূষণ দত্তের বাটী হইতে ৬টি খালি কার্ত্তুজ ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার ২ জন আসামীর ফটো প্রাপ্ত হইয়াছে। ফণীবাবু এক জন চিত্রশিল্পী। পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। আর ৬ জনকে পুলিস সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়া কোতোয়ালীতে লইয়া গিয়াছিল।

গত ২২শে জুনও নাকি ফিরিঙ্গ বাজারের একটি বাড়ী হইতে কতকগুলি কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছিল। পুলিস ঐ স্থান হইতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পেশোয়ারে "রেগুলেশন" দিবস

গত রবিবারে পেশোয়ারে "রেগুলেশন" দিবস পালিত হইয়াছে। কংগ্রেস কমিটী ও বাল-ভারত সভা শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে সাহীবাগে এক সভা বসিয়াছিল। সীমান্ত প্রদেশ শাসনের জন্য যে সমস্ত বিশেষ আইন প্রচলিত আছে তাহা উঠাইয়া লইবার নিমিত্ত ঐ সভায় একটি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে।

পারাম্বুর ধর্ম্মঘট অবসানপ্রায় শ্রীযুত গিরির আশ্বাসবাণী

পারাম্বুর রেলওয়ে কারখানার দ্বার খোলা হইয়াছে। প্রায় ৫ শত শ্রমিক কার্য্য করিতেছে। সকালে যথারীতি কারখানার দ্বারে বহু শ্রমিক আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে বিনা হাঙ্গামায় তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মাদ্রাজ ও সাউথ মারাট্টা রেলওয়ে সভাপতি শ্রীযুত ভি, ভি, গিরি উক্ত রেলওয়ের এজেণ্টের নিকটে এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন যে, তিনি যেন সকল শ্রমিকেরই কার্য্যে যোগদান করিতে [illegible] দেন। শ্রীযুত গিরি আরও [illegible] যে, তিনি শ্রমিক[illegible] উপদেশ দিতেছেন। শ্রীযুত [illegible] প্রতিশ্রুতি অনুসারে এজেণ্ট আগামী কল্য শ্রমিকদিগকে কার্য্যে যোগদান করিতে অনুমতি দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তবে অবশ্য তাহাদিগকে সর্ত্তাধীনে কার্য্য করিতে হইবে। এই সকল সর্ত্ত ১৭ই জুনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। এজেণ্ট তদনুসারে শ্রমিকদিগের উপর নোটিশ জারি করিবার জন্য মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের উপর আদেশ দিয়াছেন।

নাগপুরে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা ৫০ খানা বাড়ী ভূমিসাৎ

নাগপুর হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী পেরি নামক গ্রামে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা হইয়া গিয়াছে। ফলে প্রায় ৫০ খানা বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে।

সার সি, পি, রামস্বামী আয়ার আইন সদস্যের পদে নিযুক্ত

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ সার বি, এল, মিত্র লীগ অব নেশনের ভারতীয় সদস্যগণের নেতারূপে জেনেভায় যাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার স্থলে সার সি, পি, রামস্বামী আয়ার ভারত সরকারের অস্থায়ী আইন সদস্যরূপে কার্য্য করিবেন। আগামী আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে সার মিত্র তাঁহাকে কার্য্যভার অর্পণ করিবেন।

ভারতের ভাবী রাষ্ট্র গঠন

মহীশূর ব্যবস্থাপক সভার ২০ জন বেসরকারী সদস্য বড়লাট ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর নিকটে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আবেদনে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সামন্ত রাজ্যের প্রজাবর্গের যে বৈঠকে ভারতের ভাবী রাষ্ট্র গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে, সেই বৈঠকে উপযুক্তরূপ আসন নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক।

রাণীগঞ্জে বিদেশী বস্ত্র আমদানী

রাণীগঞ্জে আবার বিদেশী কাপড় আমদানী হইতেছে। বোম্বাইতে যে প্রকার বিদেশী কাপড় বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে, সেই প্রকার রাণীগঞ্জে বিদেশী কাপড় আমদানী করিবার জন্য তদ্বিপরীত এক ফার্ম্ম গঠিত হইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্র সীল

তমলুক সহরে প্রায় সকল বস্ত্রব্যবসায়ীই কংগ্রেস কর্ম্মীদের সাহায্যে বিদেশী বস্ত্র গাঁইট বাঁধিয়া সীল করিয়া রাখিতেছেন। ইতিমধ্যে ৪।৫ জন দোকানদার ব্যতীত সকলেই সীল করিয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহাদের সীল করিতে এখনও বাকি আছে, তাঁহারাও শীঘ্রই সীল করিয়া ফেলিবেন আশা করা যাইতেছে।

কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগদান

মহিষাদল থানার রামবাগ গ্রামে শতকরা ৬০।৭০ জন মুসলমানের বাস। কংগ্রেসের উদ্যোগে একটী পল্লী কংগ্রেস স্থাপিত হইয়াছে, হিন্দু ও মুসলমান সানন্দে সেই পল্লী সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কখনও বিবাদের সূত্রপাত হইলে তাহা নিজেরা মিটাইয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

ত্রিশ মণ মদ প্রাপ্তি

গত রবিবার সন্ধ্যার সময় জোড়াসাকো অঞ্চলের ভুবনমোহন ব্যানার্জ্জী লেনের একটা বাড়ীতে পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া ত্রিশ মণ দেশী মদ ও মদ তৈয়ারীর কতকগুলি জিনিষপত্র হস্তগত করিয়াছে। এই সম্পর্কে দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। গত ২২শে জুন তাহাদিগের বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের প্রত্যেকের ৭০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাদিগের প্রত্যেককেই দুই মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

নূতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

এপ্রুভার মদনগোপাল বোষ্টাল পুলিসের ব্যবহারের সম্বন্ধে যে [illegible] অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অভিযুক্ত ২১ জন আসামীর পক্ষ হইতে ২২শে জুন বিশেষ আদালতে একখানি দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, হাজতবাস সম্পর্কে এপ্রুভারদের হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়াছেন সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হয় নাই বলিয়া পুলিসের [illegible] সমানভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত দরখাস্তে অভিযোগ করা [illegible] সহকারী জেল অধ্যক্ষ জেলের রক্ষকগণের সহিত একযোগে জেল আইন সমূহ ভঙ্গ করিতেছেন এবং আদালত অবমাননা করিতেছেন। এপ্রুভারদের সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হউক এবং সহকারী জেল অধ্যক্ষকে কার্য্য হইতে অপসারিত করা হউক। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে যেন এপ্রুভারদের পরীক্ষা করা না হয়। আদালত হইতে [illegible] উপর নোটিশ জারি করা হইয়াছে। ২২শে জুন দরখাস্তের শুনানী হইবে।

জেলে কার্য্য করিতে অসম্মতি আসামী দণ্ডিত

প্রেসিডেন্সী কারাগারে অবস্থিত বন্দী হীরালাল হালোয়াই কার্য্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিবার অভিযোগে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল মিষ্টার সুশীল সিংহের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। আসামী অপরাধ স্বীকার করায় ম্যাজিষ্ট্রেট গত মঙ্গলবারে তাহাকে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কৃষাণ হাঙ্গামার মামলা

বরাবাড়ীর কৃষাণ হাঙ্গামার অবস্থা ক্রমশঃ ভীষণ হইয়া পড়িতেছে। প্রতি দিনই গ্রেপ্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং অন্যূন ১ শত ৫০ জন কৃষাণ ও শ্রমিক এখন হাজতে রহিয়াছে। জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত [illegible] চাঁদ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের [illegible] ধারা অনুসারে ধৃত হইয়াছেন।

টেলি "প্রকাশ"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণ হার ।
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৫

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গভাষা-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর ১২ই আষাঢ় শনিবার ১৩০৮, ২৭শে জুন ১৯০১

ঘূর্ণীতে ভীষণ ডাকাতি

প্রধান মন্ত্রীর বার্লিন যাত্রা স্থির

লক্ষ্মীপুরে ভীষণ নরহত্যা

সরকারের কার্পণ্যে রাজবন্দীর অনশন ধর্ম্মঘট

সার্জ্জেণ্ট নিহত

নিখিল ভারত কংগ্রেস সম্পাদকের বিবৃতি

চোর ধরিলে পুরস্কার

দিল্লীতে সীমান্ত-গান্ধীর বক্তৃতা

গোলটেবিলে ল্যাঙ্কাসায়ার

বোম্বাইয়ে সর্দ্দার বল্লভভাই

নানা কথা

ঘূর্ণীতে ভীষণ ডাকাতি

গত ২৩শে জুন মঙ্গলবার রাত্রি আনুমানিক ৪টা ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরের সহরতলীস্থ ঘূর্ণী পাণ্ডুসেরিয়ার মহম্মদ নিকারীর বাটীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ২০।২৫ জন দুর্ব্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত সময়ে মহম্মদ নিকারীর বাটীতে চড়াও দেয়। মহম্মদ নিকারী গ্রীষ্মাধিক্যের নিমিত্ত ঘরের দরজা উন্মুক্ত রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত তদবস্থায় তাহার বক্ষের উপর বাঁশ চাপা দেয়। সে জাগরিত হইয়া উঠিলে কয়েকজন তাহার মস্তকে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে আঘাত করে। প্রকাশ, ১৬।৭ জন দুর্ব্বৃত্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা লোহার সিন্দুকের তালাদেশ ভাঙ্গিয়া ৪।৫ শত টাকার অলঙ্কারাদি লইয়া গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণনগরের অতিরিক্ত পুলিশসাহেব রাত্রি ২॥ ঘটিকার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'ন এবং রাত্রি প্রভাতের সময় প্রায় দুই ক্রোশ দূরে [illegible] গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেন।

[illegible] ভারত কংগ্রেস সম্পাদকের বিবৃতি

[illegible] ভারত কংগ্রেস কমিটীর [illegible] সম্পাদক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

বঙ্গের কংগ্রেস নির্ব্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তার ও চিঠিপত্র এখনও কংগ্রেসের সভাপতির নিকট প্রেরিত হইতেছে। বঙ্গের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিবাদের সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার ভার ওয়ার্কিং কমিটী শ্রীযুত এম. এস. অ্যানের উপর অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গের সমস্ত কংগ্রেস কমিটী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহাদের যে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা যেন তাঁহারা একেবারেই শ্রীযুত অ্যানির নিকট প্রেরণ করেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি বা কমিটীর কার্য্যালয়ে সেইগুলি প্রেরণ করিলে কোন ফললাভ হইবে না।

চোর ধরিলে পুরস্কার

বঙ্গদেশ ও আসামের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল প্রচার করিয়াছেন যে কোনও লোক কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট অফিসের পার্শেল সর্টিং বিভাগ হইতে ৮ই জুনের যে ১৮০ নং পার্শেল ১১ই জুন তারিখে চুরি হইয়াছিল, সেই চুরি যাহারা করিয়াছিল তাহাদের সংবাদ প্রদান করিতে পারিলে তাহাকে ১ শত ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

কংগ্রেসকর্ম্মী অভিযুক্ত

পাটনা, সদর মহকুমা হাকিম শ্রীযুত জনকপ্রসাদ সিং ও ৩৮ জন লোককে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। সেসন জজ তাহাদিগকে জামীনে মুক্তি দিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, সিন্ধার জগৎনারায়ণ লালের পত্নী ও অপর কংগ্রেসকর্ম্মিগণ বিহারের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামে এক নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। নিষেধাত্মক আদেশ অমান্য হেতু পূর্ব্বোক্ত মহিলা ও অপর [illegible] ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রায় ৫০০ লোক তাহাদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হয়। তৎপরে জনতা থানা ঘিরিয়া কেলিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কতিপয় কনষ্টেবল আহত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির রিভলভার জোর পূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া হয়। এক শত লোক পুলিসে গ্রেপ্তার হয়, বাকী ২৫ জন তদন্তের পর মুক্তিলাভ করে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাত শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১। নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

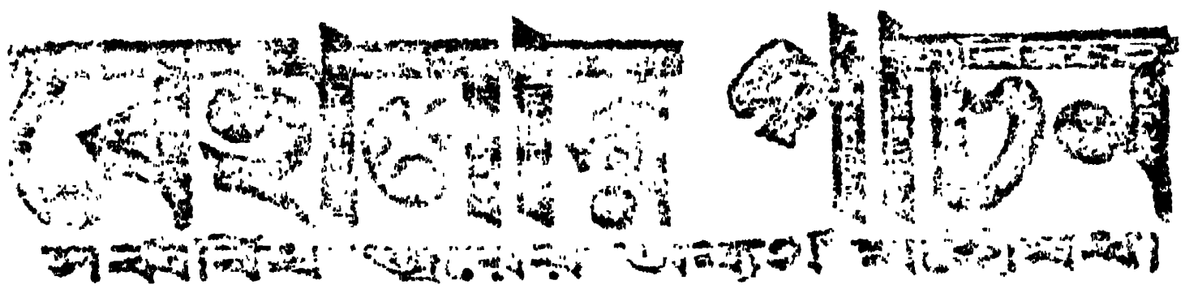

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস— ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বীর্য্যবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি যৌবন সম্বন্ধীয় নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ২৲ এক টাকা।

"মহাপুংসকাদ্যাদ্যি ঘৃত"

শুক্রস্খলনি রোগে মহৌষধ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ২৲ টাকা।

"কুসুমবিলাসিনী বটিকা"

ঋতুস্রাব কষ্ট সহজে পরিষ্কার স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্ভুত শক্তি। মূল্য ১০ বটী ২৲ এক টাকা।

বিঃদ্রঃ শ্যামাস্বপতী, ক্ষেপশমতী

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাশের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিশোরীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার নিজ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কিশোরীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীমতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবনা) ৩নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেড, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন, বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ নং ও ৪ নংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ত্তনসঞ্চারিণী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সদ্য অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ষষ্ঠবর্ষ ৯৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

যেযাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১২ই আষাঢ় শনিবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(১৩)

সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তের সহিত অপর সম্প্রদায়-সমূহের মতভেদ কোথায় ?

আমরা এই প্রবন্ধের সর্ব্বপ্রথমেই সাত্ত্বিক পুরাণষট্‌কের অন্যতম শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত ব্রহ্ম-নারদ-শিব্য শ্রীব্যাসদেবের বাক্য উদ্ধার করিয়া কলিহত জীবের পরম শ্রেয়োলাভের জন্য ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছায় যে শ্রী ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক—এই চারিটী সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক—এই চারিজন মূল আচার্য্য যে যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত মূল চারিজন প্রবর্ত্তকের সাত্বত মত ধরাধামে বিস্তার করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। এবং এই সাত্বত ধর্ম্ম যে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে জগতে প্রচলিত আছে, উহা যে আধুনিক ধর্ম্ম নহে, তাহাও বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

একটী সম্প্রদায়ের মতের সহিত অন্য একটী সম্প্রদায়ের মতের ঐক্য বা ভেদ প্রদর্শন করিতে হইলে যদি সেই দুইটী সম্প্রদায়ের মত বা সিদ্ধান্তসমূহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণন করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত সম্প্রদায় দুইটীর পরস্পরের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থলে মতের ঐক্য বা ভেদ আছে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। এই হেতু আমাদের আলোচ্য 'সৎসম্প্রদায়' ও 'অপসম্প্রদায়'—এই দুইটী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথায় পরস্পরের ঐক্য আছে এবং কোথায় কি কারণে পরস্পর মতভেদ জন্মিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া আমরা একদিকে সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের এবং অপরদিকে অন্যান্য যাবতীয় অপসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

এরূপভাবে সদসৎ-শ্রেণীবিভাগে উভয় সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচিত হওয়ায় আমরা প্রথমতঃ দেখিতে পাই, সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক—এই মূল আচার্য্য চারি জন যথাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, এই মত চতুষ্টয় প্রচার করিলেও তাঁহাদের প্রত্যেকের সিদ্ধান্তই ভক্তিমূলক—পরস্পরের মতের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটুকু পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও বস্তুতত্ত্ব-বিচারে সকলেরই মত—এক। চারিজন আচার্য্যই শ্রুতিকে প্রমাণশিরোমণিরূপে স্বীকার করত প্রত্যেকেই শ্রুতির এক একটী ভাষ্য রচনা করিয়াছেন; তাহাতে শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনা স্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই যে সম্বন্ধ, বিষ্ণুভক্তি-যাজনই যে অভিধেয় এবং বিষ্ণুপ্রীতি উৎপাদনই যে একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু, তাহা সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। একমাত্র বিষ্ণুই পরাৎপরতত্ত্ব, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব্বকারণের কারণ 'ভগবান্'-শব্দবাচ্য, তিনি সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ, জীবসকল তাঁহার বিভিন্নাংশ ও নিত্যদাস, বিষ্ণুসেবা ব্যতীত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই, মুক্ত অবস্থায়ও জীবের বিষ্ণু-সেবাই একমাত্র কৃত্য, জীবের সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম একমাত্র বিষ্ণু সেবা; ভগবান্, ভগবদ্ধাম, ভক্তি, শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ, মহাপ্রসাদ, জীব—এই সমস্তই নিত্য চিদ্বস্তু ইত্যাদি ভক্তিসিদ্ধান্তমূলক বিষয়ে আচার্য্যচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই, একমাত্র আত্মধর্ম্মের উপদেশই চারিসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে সুষ্ঠুরূপে পরিস্ফুট আছে। কলিহত জীব এই চারিসম্প্রদায়ের যে কোন একটী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া তত্তৎসম্প্রদায়ের মূল আচার্য্যগণের আচরিত ও প্রচারিত পন্থা অনুসরণ করিলেই স্বরূপাবস্থা লাভ করত মনুষ্য জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হইবেন। এই জন্যই চারিসম্প্রদায়কে শাস্ত্রে 'সাত্বত সম্প্রদায়, সৎসম্প্রদায়' প্রভৃতি নামে সংজ্ঞিত করিয়া ইহার যে কোন একটি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির তৎসম্প্রদায়স্থ মন্ত্রগ্রহণে 'সিদ্ধিলাভ' এবং চারি সম্প্রদায়ের বহির্ভূত যে কোন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তির সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র কখনও সিদ্ধিপ্রদ হইবে না, জানাইয়াছেন।

পক্ষান্তরে, অসাম্প্রদায়িক মতসমূহের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা এই গ্রন্থের সর্ব্বপ্রথমে ১৪টি দার্শনিক মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণসমূহ লক্ষ্য করি। তাহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, চার্ব্বাক দর্শনে 'ভগবান্' বলিয়া কোন বস্তুই স্বীকৃত হয় নাই, বেদও অস্বীকৃত হইয়াছে, দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া কেবল দৈহিক সুখ-ভোগের চেষ্টাই ইহাদের একমাত্র ধর্ম্ম-রূপে নির্দ্দিষ্ট। ভক্তির নামগন্ধও তাহাতে নাই। বৌদ্ধদর্শনেও আমরা উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্বের কথা দূরে থাকুক, ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াও কোন প্রমাণ পাইতেছি না, বেদও স্বীকৃত হয় নাই, সকলই শূন্য। এইজন্য পদ্মপুরাণে মহাদেব মায়াবাদকে 'প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ' শব্দে গ্রহণ করিতে গিয়া বৌদ্ধবাদকেও নিন্দা করিয়াছেন। বেদ-বিধি না মানায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বৌদ্ধগণকে 'নাস্তিক' নামে অভিহিত করিয়া বৌদ্ধদের অসৎসাম্প্রদায়িকতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আর্হতদর্শনেও ভগবান্ বিষ্ণুর কোন কথাই নাই, বেদও অস্বীকৃত হইয়াছে। জৈনদিগম্বর আর্হতকেই ইহারা পরমেশ্বর বলে। নকুলীশপাশুপত দর্শন ও শৈবদর্শনের মত প্রায় একরূপ। দুই দর্শনের মতেই শিবকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা বেদপুরাণাদি শাস্ত্রবিগর্হিত মত। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—যিনি পরমেশ্বর নারায়ণের সহিত ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতাকে সমজ্ঞান করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।" শিব—পরমেশ্বরের বিভিন্নাংশ তত্ত্ব—পরমেশ্বরের প্রিয়তম সেবক, ইহাই সাত্বতশাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত মত। এই উভয় দর্শনে এই সমস্ত ভক্তিবিষয়ক কোন উপদেশ নাই।

শ্রীভক্তিবিনোদস্মরণতিথি

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ লিখিত)

ভগবদ্ভক্তি সুদুর্লভা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির রাজ্যে পৌঁছিতে হইলে যে পথটী আশ্রয় করিতে হয়, তাহার নাম ভক্তিপথ। সেই পথটী আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে সাধকের নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আমরা শৈশবে ও যৌবনে জড়সুখে প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার ভক্তিবিরোধী অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ি, তজ্জন্য নিজ কর্ম্মদোষে দেহ ও মন ভজনপ্রতিকূল হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা প্রভৃতি স্বজনাখ্য দস্যুগণও নানাপ্রকারে বাধা দেয়, তাহা ছাড়া মৎসর ব্যক্তিগণ, নানা বিঘ্ন উৎপাদনে প্রয়াস পায়, এমন কি দেবতাগণও মনে করেন যে, "এই ব্যক্তি ভক্তিবলে আমাদের পদগুলি অধিকার করিয়া লইবে, সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভক্তি-পদটী যাহাতে লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য ইহাকে নানাপ্রকারে বাধা দেওয়া যাউক।

বিঘ্ন বিনাশের উপায়

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

* * *

"গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥

ভক্তিপথটী আশ্রয় করিতে অগ্রসর হইয়া নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও বিঘ্ন বিনাশের জন্য সহজ ব্যবস্থারও অভাব নাই। কেবলমাত্র গুরু, বৈষ্ণব, ভগবানের পাদপদ্ম-স্মরণপ্রভাবেই সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নের বিনাশ হইয়া থাকে। ভক্তগণ কি শয়নে, কি ভোজনে, অহর্নিশ স্মরণ-কীর্ত্তন করিলেও মাদৃশ বিমুখ জনগণকে নানাপ্রকারে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদির সুযোগ দান করেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া জীবকুলকে অজ্ঞান পূর্ব্বক ভব-রোগের ঔষধ ও পথ্যস্বরূপ শ্রীহরিনাম এবং শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। এই প্রকারে সাধুমুখবিগলিত শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া ও ভক্তপ্রদত্ত শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করিয়া বহির্ম্মুখ জীবকুলেরও ভক্তি সুকৃতি লাভ হয়, তাহার ফলে সাধুসঙ্গ লাভের জন্য অধিকতর রুচি বর্দ্ধিত হয়। যদিও আদরের সহিত যে কোন তিথিতে যে কোন সময়ে সাধুসঙ্গ করিলেই ফল লাভ হয়, তাহা হইলেও কতকগুলি তিথির বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। তাহাকে 'মাধব তিথি' বলে

মাধবতিথি মাহাত্ম্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন, "মাধবতিথি, ভক্তিজননী, যতনে পালন করি।" বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব-তিথি, শ্রীহরিবাসর প্রভৃতি তিথিগুলি মাধবতিথি। তাহা যত্ন পূর্ব্বক পালন করিলে অর্থাৎ উক্ত তিথিতে অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন, হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণাদি করিলে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নের বিনাশ হইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়।

চৈতন্যবাণীর কৃপা

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ জীবকুলের উদ্ধারের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠাদি সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তদনুগ জনগণকে শক্তি-সঞ্চার করিয়া সর্ব্বত্রই শ্রীগৌরবাণী প্রচারের ব্যবস্থা এবং শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণকে মঠাদিতে বাস করাইয়া সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সুযোগ দান করিয়াছেন। সমস্ত মঠাদিতেই কীর্ত্তনযজ্ঞের দ্বারা মাধবতিথির আরাধনা হইয়া থাকে এবং পথ্যস্বরূপ শ্রীমহাপ্রসাদও বিতরিত হয়।

শ্রীভক্তিবিনোদ-স্মরণতিথিমাহাত্ম্য

গা আষাঢ় ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার তিথিটী আমাদের পরম বরণীয় তিথি ছিল। ঐ তিথিটী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ স্মরণ-তিথি। শ্রীল বিনোদ ঠাকুরের হইয়াছিল:

ভক্ত উক্ত তিথির আরাধনা করেন, উক্ত তিথিতে ঠাকুরের গুণাবলীর কীর্ত্তন, স্মরণাদি করেন। জাগতিক লোক তাঁহাদের স্বজনগণের বিরহতিথিতে পরলোকগত স্বজনের স্মরণ করিয়া শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া থাকে, মায়া মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবের তিরোভাব-তিথির, বৈষ্ণবের গুণাবলীর, বৈষ্ণবের পাদপদ্মের স্মরণফল তাদৃশ নহে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম অশোক, অভয় ও অমৃত। সুতরাং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিরহ-তিথিতে তাঁহাদের পাদপদ্ম স্মরণ করিলে জীবের চিত্তদর্পণের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি প্রাকৃত মল অনায়াসে বিদূরিত হইয়া চিত্তদর্পণটী নির্ম্মল হয়, তখন নির্ম্মল অন্তঃকরণে জীব প্রকৃষ্টরূপে সেবামোদ প্রাপ্ত হন, শাস্ত্রবিবাদ থাকে না, অপ্রাকৃত রসের উদয়ে চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে এবং শমতা লাভ করিয়া মাধুর্য্যগৌরবে নিরন্তর ভক্তিতে বিনোদ লাভ ঘটে।

শ্রীভক্তিবিনোদবিরহমহোৎসবটি সুষ্ঠুরূপে সুসম্পাদন করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয় সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু মহোৎসবের কয়েকদিবস পূর্ব্বেই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু শ্রীভুবনেশ্বর হইতে আগমন করিয়াছিলেন। মহোৎসব দিবস অরুণোদয়কালে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে একটী সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। মঠসেবকগণ শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে অরুণোদয় কীর্ত্তন করিতে করিতে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত হন, ভক্তগণ সমাধিমন্দির পরিক্রমা ও বন্দনা করিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পূজিত শ্রীটোটাগোপীনাথের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করেন। শ্রীগোপীনাথের সেবকগণ গোস্বামী প্রভুর গলদেশে শ্রীগোপীনাথের প্রসাদী মালা পরাইয়া দিলেন। তথা হইতে ভক্তগণ শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরের কিয়দংশ পরিক্রমা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে মঠসেবকগণ বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভক্তগণ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহটী ভক্তিকুটী হইতে পাথরকুটিতে আনয়ন করেন। শ্রীবিগ্রহটি ও গুরুবর্গের শ্রীমূর্ত্তিগুলি দিব্য পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়াছিলেন। সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবর্গ শ্রীবিগ্রহের ভুবনমোহন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন তৎপরে শ্রীগুরুবন্দনা করি। সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সুকণ্ঠগায়ক হরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী মহাশয় গুরুষ্টক, শরণাগতির গান "আত্মউপাধ্যায়" কীর্ত্তন করেন, তৎপরে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু আবেগময়ী ভাষায় সাড়ে সাত ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করেন। পরে প্রায় রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত শত শত সজ্জন, আবালবৃদ্ধবনিতা, দীন, দুঃখী, বিভিন্ন মঠের বৈষ্ণববৃন্দ প্রভৃতিকে বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুর সুব্যবস্থা ও অক্লান্ত পরিশ্রম জন্য এবং শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভুর কার্য্যকুশলতায় মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু এবং শ্রীপাদ যাদবানন্দ, শ্রীপাদ নদীয়ানন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিগণও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সেকেণ্ড অফিসার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন পটনায়ক, সিদ্ধবকুল মঠের মহান্ত মহারাজ, হনুমান খুঁটীয়া প্রভৃতি সজ্জনগণ মহোৎসবে যোগদান ও পর্য্যবেক্ষণাদি করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুত সুদর্শন বাবুর সেবাবুদ্ধি

শ্রীভগবান্ জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্য অর্চ্চাবিগ্রহরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। তিনি অভক্তের সেবা গ্রহণ করেন না, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সেবাতেই তিনি প্রীত হন। তাই আমরা যদি ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য বাদ দিয়া—তাঁহাদের পাদরজে মস্তক অভিষিক্ত না করিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা করিবার অভিনয় করি, তবে সে সেবা ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছায় না—"আমি কুলীন, আমি পণ্ডিত বা আমি ধনী—বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিবিধ উপচার দ্বারা যখন পূজা করিবার আয়োজন করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রদত্ত নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিবেন" অহঙ্কারবিমূঢ় চিত্তে এই প্রকার বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক আমরা যতই সেবার ঠাট দেখাইতে চেষ্টা করি না কেন, তাহা কেবল বাহ্যাড়ম্বরেই পর্য্যবসিত হয় মাত্র। আবার নিজেকে শূদ্র অভিমান করিয়া অন্য কোন ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণব্রুবকে বেতন দিয়া তাহার দ্বারা শ্রীবিগ্রহের সেবা করাইবার চেষ্টা করিলেও শ্রীবিগ্রহসেবা হইবে না, কারণ ভাড়াটিয়ার দ্বারা সেবা হয় না। ভাড়াটিয়া ব্রাহ্মণব্রুবগণ শ্রীবিগ্রহ সেবা না করিয়া কনকের সেবা করিয়া থাকেন। তাহাদের প্রাপ্য বন্ধ করিয়া দিলেই কপটতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যদি ভাড়াটিয়া সেবককে বলা যায়,—"আমার এখন অর্থাভাব হইয়াছে আর বেতন দিতে পারিব না; তবে আমি বেতন না দিলেও তোমার নিত্য সেবা ভগবানের সেবা যথারীতি কর।" সেই ভাড়াটিয়া তদ্দণ্ডেই বলিবে, তোমার ঠাকুর-সেবার ব্যবস্থা তুমি কর, আমি চলিলাম—টাকা না পাইলে সেবা করিতে পারিব না। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, সে ব্যক্তি কাহার সেবা করিতেছিল। এই দুনিয়ায় প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীবিগ্রহ সেবার ছলে এই প্রকার একটী বঞ্চনার কার্য্য চলিতেছে অর্থাৎ সেবার পরিবর্ত্তে সেবাপরাধ হইতেছে। জগতের অধিকাংশ লোকই গড্ডলিকাস্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, তাহাদিগকে সত্য কথা বলিতে গেলে তাহা শুনে না—বুঝিবার চেষ্টাও করে না, বরং হিতে বিপরীত ঘটাইতে উদ্যত হয় বঞ্চিত হওয়া ও লোকবঞ্চনা করাই কলিহত জীবের বৃত্তি। তবে কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি সৎসঙ্গ পাইলে সাধুমুখে নিছক সত্য-কথা শ্রবণ করিয়া তাহা বুঝিতে পারেন এবং বঞ্চকগণের কপটতায় না ভুলিয়া সত্য পথে চলিবার জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হন।

পুরীনিবাসী ভূতপূর্ব্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু সুদর্শন দাস মহাশয় বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে একটী বিচার অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয়স্থান বিপ্রলম্ভক্ষেত্রে আলবর নাথের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মগিরি নামক স্থানে তাঁহার একটি বিষ্ণুসেবার ব্যবস্থা আছে। সেবাটী ভাড়াটীয়ার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। ভাগ্যক্রমে তিনি শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অনুকম্পিত কাহারও মুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, "ভাড়াটীয়ার দ্বারা সেবা—সেবাপরাধ মাত্র।" এই জন্য তিনি দেবসেবার ভার যোগ্যপাত্রে অর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

দুঃখরূপিণী ভগবৎকরুণা

(২)

অন্যাভিলাষী ঐশ্বর্য্যমদমত্ত জীবগণ নিত্য সম্পৎপূর্ণ শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া থাকিতেই ভালবাসে। তাহারা ধনে জনে, গৃহে বিত্তে উন্মত্ত হইয়া অতিতুচ্ছ ভোগপ্রাপ্তিকেই ভগবৎকরুণা মনে করিয়া ভ্রমে নিপতিত। কিন্তু হরিভক্ত মহাজন গাহিয়াছেন,—

কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥

শরণাগত ভক্ত জানেন, শ্রীহরি যখন তাঁহার প্রতি যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা তাঁহারই কোমল করুণ কল্যাণ হস্তের দান। তাই তিনি ভাগবতীয় বাণী শিরোধারণ পূর্ব্বক একান্ত বিশ্বাসনম্র চিত্তে,—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

—এই গীতি গাহিতে গাহিতে দুঃখ-বিপদকে বৈকুণ্ঠযাত্রীর পান্থনিবাসকষ্টের ন্যায় জ্ঞান করেন। দুঃখ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে সম্পূর্ণ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। কবে আমরা নিজকৃত দুর্দ্দৈবরাশি ভোগ করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের বাস্তব উপদেশের অনুসরণে সমুদয় বাক্য, মন ও দেহবৃত্তির দ্বারা হৃষীকেশের অভয় অশোক চরণারবিন্দে প্রণতি বিধান করিব? কবে জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মপ্রচেষ্টায় শ্রীহরির কৃপাবন্দনগীতি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে? শত বেদনার বজ্রধ্বনি তখন আর ভীতি উৎপাদন করিতে পারিবে না, অশোকের করুণামৃত-লহরী শোকের ক্ষুব্ধ নিশ্বাসকে পরাভূত করিবে। বসুন্ধরাকে তখন সেব্যপ্রভুর সেবানিকেতন বলিয়া বোধ হইবে। পরমোপাস্য বাস্তব ভগবানের প্রসন্ন মধুর স্মিত হাস্যের অপূর্ব্ব দ্যুতি তখন অনন্ত দুঃখম্লান অন্ধকার হৃদয়কন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া গোলোকপতির অনন্ত কৃপার কথা বিঘোষিত করিবে।

শত দুঃখ সুখে সম্পদে বিপদে
(কবে) প্রভুর মহিমা গাহিব।
সেবাবঞ্চিত নিরাশাপীড়িত
হৃদয়ে আলোক জ্বালিব॥
সারাটী জীবন সারা দিনমান
সারা প্রভাত সন্ধ্যা বেলা।
শ্রদ্ধা-শিশির সিক্ত কুসুমে
কবে সাজাইব অরঘুথালা॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, পঞ্চানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পৃথক্ সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পার্বিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথা প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-তথ্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কীর্ত্তিনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার -সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-রূপ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদকৃত ভাষা ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গোঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষ ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বেদান্তদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—শ্রীধাম-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রি-রেখাঙ্কিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খণ্ড একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কণ্ঠাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

আচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের মার্মিক বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-ভক্তাশী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রণাম-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

সিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা

যুক্তিমল্লিকা (গণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্ততত্ত্বণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা; শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ সহকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকমাধবের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

ডাঙ্গাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, কাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

প্রধান মন্ত্রীর বার্লিন-যাত্রা স্থির

জার্ম্মাণ সচিব ডাক্তার ক্রুনিং এবং ডাক্তার কাটিয়াস্ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড এবং পররাষ্ট্র সচিব মিঃ হেণ্ডারসনকে বার্লিন যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইয়াছে। আগামী ১৭ই জুলাই মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এবং মিঃ হেণ্ডারসন বার্লিন যাত্রা করিবেন।

বন্যা বৈঠক

বন্যা বিদেশের আলোচনা করিবার জন্য একটী বিশিষ্ট বৈঠক বসিবার কথা হইয়াছে। ভারতীয় ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে এই বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক হওয়ায়, বৈঠক এখন কবে বসিবে, তাহা স্থির হয় নাই। খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর মাসে যখন গোল টেবিল বসিবে, ঠিক সেই সময়ে এই বৈঠকেরও অধিবেশন হইবে।

সরকারের কার্পণ্যে রাজবন্দীর অনশন ধর্ম্মঘট

বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বন্দী শ্রীযুত পান্নালাল মুখোপাধ্যায়কে কুষ্টিয়াতে আটক করা হইয়াছে। তাঁহার নিজের ও তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য কেবল মাত্র মাসিক ৪০৲ ভাতা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই সামান্য টাকায় তাঁহার ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না। এই বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তিনি ভাতা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাঁহার আবেদনে কোন ফল না হওয়ায়, প্রকাশ, গত মাস হইতে অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। অনশনের ফলে শ্রীযুত মুখোপাধ্যায়ের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

দিল্লীতে সীমান্ত গান্ধীর বক্তৃতা

গত ২৩শে জুন প্রাতে জনপূর্ণ এক্সপ্রেসে খাঁন আব্দুল গফ্‌ফার খাঁ দিল্লী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। স্টেশনে সময় তিনি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা করেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গত ২২শে জুন স্থানীয় কংগ্রেসের যোগদেওয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। উপরন্তু তিনি কংগ্রেসকর্ম্মী এবং [illegible] করিয়া মহিলাদের বিশ্রাম ভাল ঘাট করিতেছেন।

গোল টেবিলে ম্যাক্সকাশিয়ার

গত ২৩শে জুন ম্যাঞ্চেষ্টারের [illegible] অভ্যর্থনার এক সভায় তিনি বলেন, [illegible] আমি গোল টেবিলে যে [illegible] দেশের প্রতিনিধি থাকে

[illegible] বলেন যে বঙ্গের সহিত [illegible] ব্যবস্থা খুব কমিয়া গিয়াছে, এ জন্য বিদেশ [illegible]

[illegible] আরও বলেন, [illegible] তাঁদের ব্যবসা [illegible] তাহাকে [illegible]

১০৭ ধারায় স্বেচ্ছাসেবকের অব্যাহতি

এক মাস পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কয়জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে ফৌজদারি ১০৭ ধারা অনুসারে তলব করেন। জিলা কংগ্রেসের সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু শেষে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত প্রমাণ অভাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সার্জ্জেণ্ট নিহত

সার্জ্জেণ্ট মেকর গুডসেল ছত্রপুরের রিজার্ভ পুলিশ ইনস্পেক্টর ছিলেন। ইনি জনৈক রিজার্ভ পুলিসের গুলীতে আহত হইয়া হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। হত্যার উদ্দেশ্য এখনও জানা যায় নাই।

গুজরাট কলেজে চাঞ্চল্য

গুজরাট কলেজের অধ্যক্ষ ১০ জন ছাত্রকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য ভর্ত্তি করিতে অস্বীকার করায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ছাত্রগণ গান্ধীজীর নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন। ইতোমধ্যে কলেজের ছাত্রগণ কলেজ গৃহের সম্মুখে এক সভার অধিবেশন করিয়াছেন এবং অধ্যক্ষের কার্য্যের তীব্র-প্রতিবাদ করত: প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন কারণ তাঁহার কার্য্য ছাত্রের মর্য্যাদাকে অবমাননা করিয়াছে। তাঁহারা অধ্যক্ষকে তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন। প্রস্তাবের নকল গান্ধীজি ও ভাইস্ চ্যান্সেলারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

আরামবাগে ভীষণ ডাকাতি

আরামবাগের অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামের শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। গতকল্য দিন পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার পিতৃদেবের বাটীতে গিয়াছিলেন। ঐ দিন রাত্রি ১১ ঘটিকার সময়ে প্রায় ৬ জন লোক দেওয়াল টপকাইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে এবং লোহার ডাণ্ডা দিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া সুরেন বাবুর ভ্রাতা গৌর ও গোবর্দ্ধন যে ঘরে শয়ন করিয়াছিল সেই ঘরে প্রবেশ করে। প্রকাশ, ২ জন লোক নাকি গৌর ও গোবর্দ্ধনের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহাদের মুখ চাপিয়া ধরে বাকী লোকেরা ইত্যবসরে কাহের বাক্স ভাঙ্গিয়া গহনা কোম্পানীর কাগজ ও নগদ টাকা লুণ্ঠন করিতে থাকে। দুষ্কৃতিরা এই কার্য্য শেষ করিয়া দোতালার চলিয়া যায় এবং সুরেন বাবুর গৃহিণীকে আক্রমণ করে

অতঃপর ডাকাতরা গৃহিণীর হাত পা বাঁধিয়া অলঙ্কার লুণ্ঠন করে। লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। ডাকাতরা নাকি পালোয়াড় পরিমাণ লাঠী, ছুরা ও বৈদ্যুতিক মশাল লইয়া আসিয়াছিল। উহারা একখানা দোতলা ও ১ খানা একতলা বাড়ীর তৈজসপত্র লইয়া গিয়াছে। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

লক্ষ্মীপুরে ভীষণ নরহত্যা

গত ১৯শে জুন বেলা ১১ ঘটীকার সময়ে পশ্চিম লক্ষ্মীপুর গ্রামের জ্যোতিষ্কর নামক জনৈক আর্য্য সমাজ আচার্য্য বৈঠকখানায় বসিয়া পান চিবাইতেছিল, এমন সময়ে বাহির হইতে বেড়ার ফাঁক দিয়া কোন একজন অজ্ঞাত লোক তাহাকে গুলী করিয়া মারিয়াছে। এলাহি বক্স তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত ব্যক্তির পিতার নাম রহিম বক্স ওরফে উলতাচুলি। রহিম বক্স নাকি একজন পাকা চোর ছিল এবং ৪ বৎসর পূর্ব্বে একস্থানে চুরি করিবার সময়ে নিহত হয়।

মৃত ব্যক্তির শ্বশুর লক্ষ্মীপুর থানায় পরদিন এজাহার করে। এজাহারে সে বলিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তির সহিত তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সহিত মামলা চলিতেছিল। ঐ গ্রামের কাদির বক্স পাটওয়ারী নামক আর এক ব্যক্তির সহিতও তাহার মামলা চলিতেছে পুলিশ উহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দুজন আলিকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখিয়াছে।

বোম্বাইয়ে সর্দ্দার বল্লভভাই

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শ্রীযুত জয়রাম দাস দৌলত-রাম এবং মণিবেন্ প্যাটেল সহ ২৪শে জুন সকালে সুরাট প্যাসেঞ্জারে বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে স্থানীয় কংগ্রেস-নেতৃবর্গ তাঁহাদিগকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করেন। সর্দ্দার বল্লভভাই ও তাঁহার দলস্থ নেতৃবর্গ লেণ্ডহার্ষ্ট রোডস্থিত শিবরাম ভবনে বসবাস করিতেছেন। তথায় সর্দ্দার ও স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের মধ্যে বৈকাল এক পরামর্শ সভা হয়।

চট্টগ্রামে বাজী ছুড়ায় বিঘ্ন

২৪শে জুন বুধবারের অতিরিক্ত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ, চট্টগ্রামের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ধারণা, চট্টগ্রামে বাজীর বোমা বা অন্য প্রকার বাজী ছোড়া সাধারণের শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী কর্ত্তৃপক্ষের কাজে বাধা জন্মাইতে পারে। আর, গত ২২শে এপ্রিল ফৌজদারী ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করিয়া কোতোয়ালী, পাহাড়তলী ও চরণ-জরিং থানার এলাকার মধ্যে বোমা ও অন্যান্য প্রকার বাজী ছুড়া নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

স্থানীয় সরকারের ধারণা, চট্টগ্রামে যে অস্থাবর জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রকার আদেশ দেন, সে অবস্থা এখনও বর্ত্তমান এবং বোমা ও অন্যান্য প্রকার বাজী ছুড়া লোকের জীবন ও নিষ্কিয়তার পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ হইতে পারে।

সে জন্য ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ (৬) ধারার ক্ষমতাবলে এইরূপ আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, উক্ত আদেশ ২২শে জুন হইতে আরও ২ মাস কাল বলবৎ থাকিবে।

সম্পাদকের গৃহে তল্লাস

'পূরক' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শর্ম্মা গত ২৪শে জুন আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ১২৪এ ধারানুযায়ী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলে পুলিস তাঁহার মজঃফরপুরের গৃহ তল্লাস করিয়াছে।

ঢাকার নূতন ভাইস-চান্সেলার

প্রকাশ যে, ঢাকা ইউনিভার্সিটীর নূতন ভাইসচান্সেলার ডাঃ ডব্লিউ, এ, পেজিনস আগামী ৬ই জুলাই তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। তিনি আগামী ২৮শে তারিখে ঢাকায় আগমন করিবেন।

"শ্রীবাস"
রেজি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৫৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীবাস আষাঢ়স্য- ১৪ই আষাঢ় সোমবার ১৩০৮, ২৯শে জুন ১৯০১

নানা কথা

লাহোরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

৫০ হাজার টাকার জিনিষ দগ্ধ

গত ২৫শে জুন মধ্যাহ্নকালে লাহোর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর গুদামে আগুন লাগিয়া যাওয়ায় প্রায় ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। গুদাম ঘরের বাহিরে বাগানে কতিপয় মজুর কাজ করিতেছিল। তাহারা ঘরের ভিতর হইতে ধূম বাহির হইতেছে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। সংবাদ পা-য়া দমকল তখনই আসিয়া পড়ে। কিন্তু জলের অভাবে প্রথমতঃ অসুবিধা হইতে থাকে। কোম্পানীর সকল লোকই এই কার্য্যে যোগদান করে। অগ্নি ১ ঘণ্টার মধ্যে আয়ত্তাধীনে আনীত হয়। গুদামের সমস্ত দ্রব্যই ইনসিওর করা ছিল।

নাগপুরে রেল শ্রমিক সঙ্ঘ

বড়লাটের নিকটে তার

জি, আই, পি, রেলওয়ের শ্রমিকরা এক সভায় বসিয়া তুকারাম সুত্রধর দ্বারা বড়লাটের নিকটে নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন।

'ধর্ম্মঘটকারীরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কারখানার ওভারসিয়ার অমর সিং শিখ দিগের দ্বারা শূন্যপদ পূরণ করিতেছে। ধর্ম্মঘটকারীদিগকে বাদ দিবার উদ্দেশ্যেই ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। অবস্থা সঙ্কটজনক। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে তদন্ত করিবার আদেশ দিউন ও আমাদের অভিযোগ দূর করুন।"

লাহোরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

নাগপুর রেল-শ্রমিক সঙ্ঘ—বড়লাটের নিকটে তার

গাড়ীর সহিত বাস সঙ্ঘর্ষ

শ্রীমতি ইন্দুমতীর বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

এই তারের এক নকল জি, আই, পি রেলওয়ের এজেণ্টের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

গাড়ীর সহিত বাস সঙ্ঘর্ষ

গত মঙ্গলবার রাত্রিকালে চৌরঙ্গী রোডে একখানি মোটর বাসের সহিত একখানা ঠিকা গাড়ীর সংঘর্ষের ফলে ঘোড়াটী মৃত্যুমুখে পতিত ও গাড়োয়ান আহত হইয়াছে। বাস চালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীমতী ইন্দুমতীর বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার আসামী শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতির সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুত সুধীর ঘোষের সহিত বৃহস্পতিবার দিন দিল্লী এক্সপ্রেসে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার আসামীদের পক্ষ সমর্থনের বিষয় পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত আলোচনা করাই তাঁহার দিল্লী যাত্রার উদ্দেশ্য। আসামীগণ সরকারের ব্যয়ে উপযুক্ত ব্যবহারাজীবের দ্বারা পক্ষসমর্থন করাইবার জন্য যে দাবী করিয়াছেন, তাহা রাজপ্রতিনিধিকে জানাইবার জন্য তিনি সিমলাতেও যাইবেন বলিয়া প্রকাশ।

রেলগাড়ী দ্বারা গো শকট চূর্ণবিচূর্ণ

গত বুধবার শেষরাত্রি ৪-১৫ মিনিটের সময় একখানি ডাউন মালগাড়ী ছাতনা ও বাঁকুড়া ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী একটী গুমটী অতিক্রম করিতেছিল। এমন সময় ট্রেণখানি একখানি গরুর গাড়ীর উপরে আসিয়া পড়ে। গাড়ীখানি তখনই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু বলদ দুইটী পলাইয়া আত্মরক্ষা করে।

গাড়োয়ান গুরুতররূপে আহত হয় এবং তাহার সঙ্গী তখনই নিহত হয়। গাড়োয়ানকে বাঁকুড়া হাসপাতাল অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটে।

হাঁপানি রোগে "দ্রোণপুষ্পী"

গোবরডাঙ্গা ইছাপুর ২৪ পরগণার কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরী চাকার প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাসন পত্রে লিখিতেছেন, হাঁপানি রোগের মত কষ্টকর রোগ আর নাই। যখন হাঁপের টান হয় তখন যেন প্রাণ বাহির হইতে থাকে। রোগানুযায়ী ঔষধও ভগবান দিয়াছেন। "দ্রোণ পুষ্পী" হাঁপানী রোগে অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

দ্রোণ পুষ্পীকে বাঙ্গালায় হল কসা, যল ঘসি বা দণ্ডকলস বলে। ইহা মাঠে অনেক জন্মিয়া থাকে। ইহার গাছ এক হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। এই গাছের গাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল সরস্বতী পূজার ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের শিকড় সিকি তোলা লইয়া জল দিয়া উত্তম করিয়া ধুইয়া আড়াইটা গোল মরিচ সহ বাটিয়া প্রতি রবিবার প্রাতে স্নান করিয়া খাইতে হয়। এইরূপ ছয়টী রবিবারে খাইলে হাঁপানি রোগ নিশ্চয়ই ভাল হইবে।

৬ রবিবারে ৬ দিন মাত্র খাইতে হইবে। ঘোল দই প্রভৃতি টাণ্ডা দ্রব্য সেই সময়ে যত পারেন খাইবেন। তামাকাদি মাদক দ্রব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ। রোগ সারিয়া গেলে ৩৪ মাস পরে মাদক দ্রব্য খাইতে পারেন। না খাইয়া থাকিতে পারিলে রোগ পুনঃ আক্রমণের কোন ভয় থাকে না। এই মুষ্টিযোগটী বিশেষরূপে পরীক্ষিত।

এই দ্রোণ পুষ্পীর পাতার রস ৫।৬ ফোটা সর্পদষ্ট রোগীকে পান করাইলে বিষধর সর্পের দ্বারা দ্রষ্ট রোগী নির্ব্বিষবাদে জীবন লাভ করে। রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে কোন রকমে রক্তের সহিত মিশাইতে পারিলে রোগী জ্ঞানলাভ করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাত শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জন গুটিকা

ভারতবিখ্যাত কেশরঞ্জন ঔষধালয়

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ন্যায় পরিণত করিয়া ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকা স্বল্প ও বাধুনিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, ধাতদৌর্ব্বল্য, বুক ধড়ফড়ানি, অম্বিমা প্রভৃতি সকল প্রকার বিশেষ আরোগ্যপ্রদ। দিনে, রাত্রে, সেবা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"ব্রহ্মপুং সক্কাঞ্জাদি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাজীকরণ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ৬ তোলা ১৲ টাকা।

"স্ত্রীমনোবিলোভিনী বটিকা"

ধারণ করত সন্তোগশক্তি দ্বারা ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বিস্তারিত আত্মজ্ঞাপক, মেফঃস্বলবাসী ১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রথানুসারে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাঁচের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিশোরীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কিশোরীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবনা) ৩৫, ষ্ট্রীট, লিণ্ডসে বিল্ডিং। করপোরেশন ইষ্টিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

কোটার ৫ ডিং, মেমো, ফরম, খাম, কমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের গন্ধই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের ক্যাটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপবোধিনী কৃষ্ণকার্য্যানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নরাজির কৌস্তুভমণি—সহজ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ষষ্ঠবর্ষ ৯৯ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর—১৪ই আষাঢ় সোমবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সংসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(১৪)

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনে শিবকে জগদীশ্বর ও সকলের কারণরূপে নির্ণয় করত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কোন ভেদ নাই, স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং উহা বেদবিরুদ্ধ ও সৎসম্প্রদায়বহির্ভূত মত। রসেশ্বরদর্শনে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের ন্যায় মহেশ্বরকেই পরমেশ্বররূপে নির্দ্ধারিত করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে, বেদও স্বীকৃত হয় নাই। পারদ-রসের দ্বারা দেহের স্থৈর্য্য সাধনপূর্ব্বক পরমেশ্বর শিবকে সন্তুষ্ট করত জীবন্মুক্তি লাভ ইহাদের প্রয়োজনীয় বিষয়। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে, উপরিউক্ত কোন দর্শনেরই সংসাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের উপদিষ্ট আত্মধর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই।

এতদ্ব্যতীত ভারতের প্রসিদ্ধ আরও ছয়টি দর্শন আছে—যাহাদের সম্বন্ধে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—"তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি। মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি।" কারণ (১) সাংখ্য দর্শনে কপিলাদি নিরীশ্বর সাংখ্যকার প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, (২) পাতঞ্জলদর্শনে পতঞ্জলি প্রভৃতি রাজ-যোগী তাঁহাদের যোগশাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া স্থাপিত করিয়াছেন, (৩-৪) ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনে গৌতম ও কণাদাদি ঋষিগণ পরমাণুকেই বিশ্বকারণ বলিয়াছেন, (৫) মীমাংসাদর্শনে জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ বেদের মূল তাৎ-পর্য্য যে ভক্তি, তাহা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে কর্ম্মের অঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন, (৬) শঙ্করদর্শনে শঙ্করাচার্য্য বেদের একদেশী বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক মায়াবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরের বিগ্রহ, তদীয় ধাম, শ্রীনাম, মহাপ্রসাদ, ভক্তি, প্রভৃতি চিদ্বস্তুসকল মায়িক বা অনিত্য-বস্তুরূপে নির্দ্ধারিত এবং ত্রিপুটি বিনাশ করিয়া চেতনের বৃত্তিরাহিত্যই প্রয়োজনীয় বস্তুরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সকল মতবাদ-পরায়ণ আচার্য্যগণ বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের খণ্ডভাবে এক একটী মত স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের কাহারও মতেই পরম কারণ ঈশ্বর (বিষ্ণুকে) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ বিষ্ণুকে মানেন না, অথচ পরমত খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন।

এই সমস্ত মতবাদীকে লক্ষ্য করিয়াই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

আমরা এখন পূর্ব্বোক্ত আউল বাউল তেরটী বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের মত বা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও যদি নিরপেক্ষভাবে একটুকু মনোযোগের সহিত আলোচনা করি, তাহা হইলে সেইগুলিরও প্রত্যেকটিই যে সৎ-সম্প্রদায়ের মতের সহিত সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিব। প্রবন্ধ বিস্তার-ভয়ে এই সমস্ত মতের পুনরালোচনা করিতে আমরা ক্ষান্ত হইলাম। তবে ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, ইঁহারা প্রত্যেকেই তাহাদের মতটি মহাপ্রভুর প্রচারিত মত বলিয়া দাবী করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহারা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমতের অনুশীলনকারী। ঐ সকল মতের সহিত অণুমাত্রও শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রচারিত সকলসৎ-সিদ্ধান্ত-সম্মতির কোন সম্বন্ধ নাই। শিক্ষার অভাব, কুরুচি, অপস্বার্থ, অসদভিপ্রায়, কপটতা, আত্মবঞ্চনা ও মনোধর্ম্ম হইতে উপরিউক্ত ত্রয়োদশটী বিদ্ধ মত উদিত হইয়াছে। ঐ সকল মতবাদিগণের সকলেই মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অনুকরণপর। সৎসিদ্ধান্তবিৎ শ্রৌতপন্থী সদ্‌গুরুর অনুসরণে আত্মানুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে অনুকরণ-প্রণালীর পক্ষপাতী হইলে যে ফল ফলে, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ উপরিউক্ত তেরটী বা তদনুরূপ অন্যান্য বিদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয় আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। প্রবন্ধের শেষভাগে যে কতিপয় সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহাদের কোনটীতেই আত্মধর্ম্মের উপদেশ নাই—সেই সমস্তের কোন মতবাদই পারমার্থিক ধর্ম্মের অন্তর্গত নহে, সকলগুলিই নৈমিত্তিক দেহমনের ধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং সকলটীই অপসম্প্রদায়ভুক্ত। আত্মধর্ম্ম অনুশীলনের অভাবে জগতে এরূপ কত যে অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। উপসংহারে আমরা ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রদানমুখে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তের একটুকু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

সার্থক

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

অনেক প্রসূন ফোটে কাননের বুকে,
বর্ণে গন্ধে সুধাচ্ছন্দে মনোমোহকরী।
কেহ তোলে ভোগ আশে লালসা কৌতুকে,
কেহ বা চয়ন করে পূজিবারে হরি॥

প্রফুল্ল কুসুম প্রায় নবনী কোমল,
হাসিতেছে ধরাবক্ষে কত শত নারী।
কামেরে বরিল যেই, তার কিবা ফল?
গোবিন্দের অর্ঘ্য রচে, ধন্য তাঁহারি॥

শ্যামপাদপদ্মে যেই লভিল সেবন।
স্পর্শমণি-স্পর্শ হেন, সার্থক জীবন॥

স্বভাবের পথে

(শ্রীপাদ অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী)

মানুষ সর্ব্বক্ষণ একটী না একটী অভাবে অভাবগ্রস্ত। কিন্তু বাস্তবিক তাহার কিসের অভাব, সে নিজে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না; সে আশা করিতেছে, বর্ত্তমানে সে যে অবস্থায় আছে, সে যদি আরও কিছু অধিক উপার্জ্জনক্ষম হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার অভাব কিছু মিটিতে পারিত। সে আশানুরূপ উপার্জ্জন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার আশা ও অভাব মিটিল না, পূর্ব্বে তাহার যে অভাব ছিল, পরে তাহার অভাব ও আশা ততটা বাড়িয়া গেল। এইরূপ সে যত দিন দিন উপার্জ্জন বৃদ্ধি করিতে লাগিল, ততই তাহার অভাব ও আশা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

জীর্ণ কুটীরবাসী দরিদ্র অথবা অট্টালিকা-বাসী ধনবান্ সকলেই যেন কি এক অভাবে অভাবাধিত হইয়া আশার কুহকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা একবারও বুঝিতেছে না, তাহাদের অভাব কোথায়? যতদিন না জীব নিজের স্বভাবে পৌঁছে, ততদিন অভাব মিটিতে পারে না। জলের স্বভাব যেমন তরলতা এবং তাহা স্বভাবতঃ নিম্নগামী, কখনও কখনও অতি-রিক্ত ঠাণ্ডা বা গরম লাগিয়া বিকৃতভাব ধারণ করিলেও (অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য বরফ হইয়া যায়, আবার কখনও অতিরিক্ত গরম লাগিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়) উহা তাহার বিকৃতের ধর্ম্ম। যখন সে বিকৃত হইতে স্বরূপে পৌঁছিবে, তখন সে স্বভাবতঃ নিম্নগামী এবং তরল।

জীব যতদিন না গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিষ্কপটে পৌঁছিতে পারে, ততদিন আত্মার স্বাভাবিক গতি যে কোথায়, তাহা সে বুঝিতে পারে না। জীব যে মুহূর্ত্তে গুরু-পাদপদ্মে নিষ্কপটভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে বাস্তবিক স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তখন তাহার অভাব যে কোথায়, তাহা বুঝিতে পারে।

নদীর গতি যেমন স্বভাবতঃ সাগরের দিকে, জীবের স্বাভাবিক গতিও তদ্রূপ ভগবানের দিকে। বর্ত্তমানে আমাদের সেই স্বভাব দুঃসঙ্গরূপ ব্যবধানে অভাবে পরিণত হইয়াছে। তজ্জন্যই সাধুসঙ্গ আবশ্যক।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবেন। যেহেতু সাধু ব্যক্তিগণ উপদেশদ্বারা তাহার চিত্তের ক্লেশ নষ্ট করেন। যদি কোন ব্যক্তি কামনাবশে অর্থাৎ অভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন, ভগবান্ তাহার কামনা দূর করিয়া নিজের চরণা-মৃত দানে তাহার দ্বিতীয় ইতর কামনা নষ্ট করিয়া দেন। আমরা সাধু এবং শাস্ত্র দ্বারা জানিতে পারি যে, ধ্রুব মহারাজ বিমাতার কটূক্তিতে দুঃখিত হইয়া রাজ্য-লাভেচ্ছায় আত্মোদ্দেশমত পদ্মপলাশ-লোচন হরির সন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন। মাত্র পাঁচ বৎসরের বালক একাকী বনে বনে শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভগবান্ তাঁহার কঠোর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে ধ্রুব কহিলেন,—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

আমি সামান্য স্থানাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু দেবমুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম, আমি সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্য চিন্তামণি প্রাপ্ত হইলাম।

অতএব আমি আর বর যাচ্ঞা করি না। ভগবান্ পূর্ণ বস্তু, তাঁহাকে লাভ করিলে জীবের অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকে না। আত্মার স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে আর অভাব থাকিতে পারে না।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই জুলাই ১৯৩১

(১)

৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪২৬৴৩

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং বাড়াদি

দেঃ কালীপদ আচার্য্য সাং রিফাইতপুর পোঃ দৌলতপুর

দৌলতপুর থানায় ঐ গ্রামে যোগীন্দ্র কুমার ভৌমিক অধীন ৩৪৮ খতিয়ানে ১২-৪৯ শঃ জমী নিষ্কর জমা দেঃ ৵০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় শীতলাই চণ্ডীপুর গ্রামে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অধীন ১৩৩ খতিয়ানে ৯-৫৩ শঃ জমী নিষ্কর জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সুরেন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং অধীন ১৫৩ খতিয়ানে ৪-৯৫ শতক জমী নিষ্কর জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে যোগীন্দ্র কুমার ভৌমিক দিং অধীন ১৬২ খতিয়ানে ·৫৮ শতক জমী নিষ্কর জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানায় শীতলাই চণ্ডীপুর গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১৬৩ খতিয়ানের ১·৪৯ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ২৪৮ খতিয়ানের ১·৭২ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ৵০ আনা অংশ মূল্য ৫৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ২৫২ খতিয়ানের ৮·৬০ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ৵০ আনা অংশ মূল্য ১০৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ২৬৮ খতিয়ানের ·৩০ শতক জমী দেঃ ৵ আনা অংশ মূল্য আঃ ২৲

(২)

১৩১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭।৬

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ গৌরহরি ঘোষ সাং শঙ্করপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

কোতয়ালী থানায় মাদিয়া বনগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৯ খতিয়ানে ৮৯ শতক জমী ৫৸১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩)

২৭৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭৭॥৴৬

ডিঃ পরেশ নাথ পালচৌধুরী দিং সাং বয়রা

দেঃ কুল্ল সরদার দিং সাং সেনপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সেনপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫৯ খতিয়ানে ২৬·৭৯ শঃ জমী ৪৯।৵০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪)

২৭৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৪৮।৬

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী মোঃ বেলপুকুর

দেঃ শচীন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং শঙ্করপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় শঙ্করপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫·২৩ শঃ জমী ৫৬॥৶৬ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৫)

১২৬৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬॥৴৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ জানকী সর্দ্দার দিং সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় চৌগাছা হাঁসাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১১৫ খতিয়ানে ২·০৮ শঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১১৬ খতিয়ানে ·৩০ শঃ জমী ১।৬ জমা মূল্য আঃ ৫

(৬)

১৪৬০ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৭৩॥৵৩

ডিঃ প্রফুল্লনলিনী দেবী দিং সাং শরপুর হুগলী

দেঃ সিতিকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ফরিদপুর পোঃ মাটীয়ারী

কালীগঞ্জ থানার চরবালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২।৩—১৩ ও ১৭—৯ খতিয়ানে ৩০৩·৭৭ শতক জমী ৫৩০ জমা মূল্য আঃ ২০০

(৭)

১৪৯৯ খাংজারী ৩১

ডিঃ অমিয় পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ বিশু সরদার সাং জালালখালি পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার জালালখালী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭২ খতিয়ানে ·৩।৪৴০ জমী মূল্য আঃ ২৫৲

(৮)

১৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৴৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ মেছেল সেখ পেয়াদা সাং জাঙ্গিরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সুবর্ণবিহার গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৯১ খতিয়ানে ২·৪২ শঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

১৫৪৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭০০॥৴০

ডিঃ ললিতমোহন মজুমদার দিং সাং বেতাই

দেঃ শরদিন্দু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সাং তেলিনীপাড়া পোঃ শ্রীরামপুর হুগলী

তেহট্ট থানায় চিলখালি করুইগাছি ও মাগুরা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১।.২।৯ খতিয়ানের ৩৭৬॥০ পত্তনী জমা মূল্য ৫০০৲

(১০)

১৫৬১ খাংজারী ৩১ দাবী ২০৫॥৴৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ফজলহক মল্লিক সাং ধুবুলিয়া পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালি থানায় ধুবুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬৫ খতিয়ানে ৫-২০ শতক জমী ওটবন্দি জোত অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

১৫৭৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২২৸৵৬

ডিঃ গন্ধেশ্বরী চৌধুরাণী সাং ফরিদপুর

দেঃ দানু মুখোপাধ্যায় দিং সাং মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে নন্দলাল চৌধুরী অধীন ৫ (ক) খতিয়ানে ২০ শতক জমী ১॥৴৬ জমা পাকা ইমারতাদি সহ মূল্য আঃ ১০০০৲

(১২)

১৫৭৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৩০৸০

ডিঃ সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ নন্দরাণী দাসী সাং রুইপুকুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার রুইপুকুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩০ খতিয়ানে ২-২৭ শঃ জমী ৫৲ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৩)

১৫৮৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১১৩৲৯

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ অশ্বিনী মার ঘোষ দিং সাং নলদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় নলদহ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৪৬ খতিয়ানে ৪·৮০ শতক জমী ১৫।৴০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৪)

১৬০৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৭৭॥৵৬

ডিঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সাং শান্তিপুর

দেঃ জয়দুর্গাদাসী সাং কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ৫৩৩৩।১ খতিয়ানে ·৮১ শতক জমী ২০৸৵০ জমা মায় পাকা ইমারত সহ মূল্য আঃ ৫০০৲

(১৫)

১৬৫৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১১১৩॥০

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদার কোং মোঃ আমঝুপী

দেঃ হরেন্দ্রকুমার সরকার দিং সাং কলাবাড়ী পোঃ দামুরহুদা

দামুরহুদা থানায় রামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৪ খতিয়ানে ৩·৮৯ শঃ জমী ১২৸০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১২৭ খতিয়ানে ৩·৩২ শঃ জমী ১২৸৴৩ জমা মূল্য আঃ ৪৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৯৬ খতিয়ানে ১·২৮ শতক জমী ৪৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৯৭।৩০৭।৩১১-৩১৩ খতিয়ানে ৮-৩৯ শঃ জমী ২০৵৬ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৯৮ খতিয়ানের ৫·৩১ শতক জমী ১৭৸০ জমা মূল্য আঃ ৮০৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২১৪ খতিয়ানের ১-৫০ শতক জমী ৪॥৵৬ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৭৩ খতিয়ানের ২·২৯ শতক জমী ৮৸৵৯ জমা মূল্য ৩০৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২৬৩ খতিয়ানের ৬·২৭ শতক জমী ১৮৸৴৯ জমা মূল্য ৯০৲

৯। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২০৯ খতিয়ানের ২·৯০ শতক জমী ১।৴০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

১০। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২৭৬ খতিয়ানের ·২৬ শতক জমী ২॥০ টাকা জমা মূল্য আঃ ৫৲

১১। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২১২ খতিয়ানের ১·২১ শতক জমী ৪৵৯ জমা মূল্য আঃ ১২৲

১২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৮৮ খতিয়ানের ·৮০ শতক জমী ২॥৶৬ জমা মূল্য ১৫৲

১৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১১ খতিয়ানের ·২৮ শতক জমি ৸৵৬ জমা মূল্য ৫৲

১৪। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩০৯ খতিয়ানের ·৯৭ শতক জমী ৫॥৯ জমা অর্দ্ধাংশ মূল্য আঃ ১০৲

১৫। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩১০—৩১৩ খতিয়ানের ৮-৫৯ শতক জমি ২০॥৵৩ জমা অর্দ্ধাংশ মূল্য ৫০৲

১৬। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮৴১৴০ জমি জলাশয় পুষ্করিণী মায় আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য ১০০৲

১৭। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৯৯।২০০—২০৭ খতিয়ানের গিরিবালা দেবী নামীয় ১৯-২৯ শতক নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ১০০৲

১৮। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১২১—১২৩।১৩৬ খতিয়ানের ৩ ৯৫ শতক জমি ১১।/৬ জমা সামিল জমা সহ মূল্য আঃ ৫০৲

১৯। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭৫।২৯০ খতিয়ানের ৫-৩০ শতক জমি জলাশয় পুষ্করিণী সহ মূল্য ১০০৲

২০। ঐ থানায় কৃষ্ণদেবপুর গ্রামে ২০৩—২০৫ খতিয়ানে ৮-৬৭ শতক জমীর জমা ১৫৲৬ মূল্য আঃ ১০০৲

(১৬)

১৬৯১ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫২।/৬

ডিঃ সিতিকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ফরিদপুর

দেঃ এরফান আলি সেখ দিং সাং হরিণডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ব্রজনাথপুর ও ফরিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৮।১৩৫ খতিয়ানে ৬ ৮৮ শঃ জমী ২৪।/২॥ :জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৭)

১৬৯২ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৩/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানার ব্রজনাথপুর ও ফরিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৬।৪২ খতিয়ানে ৪-১২ শতক জমী ৭/.৭॥ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৮)

১৭৭৭ খাং জারী ৩১ দাবী ৮০০॥/৬

ডিঃ রাজকুমারী, প্রফুল্লনলিনী দাসী মোং বেলপুকুর দেঃ গণেশচন্দ্র ঘোষ দিং সাং শঙ্করপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানার শঙ্করপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩ খতিয়ানে ৬৩-৬৪ শতক জমী ২২৮॥/৩ জমা মূল্য আঃ ২৫০৲

(১৯)

১৭৭৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪৸৩

ডিঃ নিত্যকালীদেবী সাং মেহেরপুর দেঃ বিনয়কুমার রায় দিং সাং মহেশগঞ্জ পোঃ মহেশগঞ্জ

কৃষ্ণনগর থানায় রাউতারা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৪৯ খতিয়ানে ১-৬৭ শঃ জমী ৪।/৩ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২০)

১৭৭৯ খাংজারি ৩১ দাবী ৪২৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় রাউতারা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৭২ খতিয়ানে ২.২৩ শতক জমী ৮৸/২ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২১)

১৭৮০ খাংজারি ৩১ দাবী ৭৫১।/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় রাউতারা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫০।১৫২-১৬০ খতিয়ানে ৫৫-২৩ শঃ জমী ১০৫।/৯ জমা মূল্য ১০০৲

(২২)

১৮২০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪৭০৸/৬

ডিঃ বৈদ্যনাথ পাল সাং যুগপুর

দেঃ প্রমথভূষণ পালচৌধুরী দিং মোং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

ত্রিহট্ট থানায় বেতাই জিতপুর গং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৫৭।৬৪।২২২। ১১।১৬৭।২৯৯।২।৯৪৯ খতিয়ানে ১৩০০ টাকার পত্তনী জমা মূল্য আঃ ৫০০০৲

(২৩)

১৮৪১ খাংজারি ৩১ দাবী ৪৭॥৩

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটীয়ারী

দেঃ চারুবালা দাসী সাং কুঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কুঠুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৯ খতিয়ানে ৮৩ শঃ জমী ৬৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৪)

১৮৪২ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৬॥৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কুঠুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৪।২ খতিয়ানে ০৭ শতক জমী ১/০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ১০৫ খতিয়ানের ১৮ শতক জমি ২॥০ জমা মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানায় বানিনাথপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬২ খতিয়ানের ৮৩ শতক জমি ২॥৵৫ জমা মূল্য ১০৲

(২৬)

১৮৬৯ খাংজারি ৩১ দাবি ৩২।/৯

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং জগন্নাথপুর

দেঃ হেদাতআলি সেখ সাং চন্দনপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় জগন্নাথপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭২ খতিয়ানে ১-৮১ শঃ জমী ৪৸৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৭)

১৬২৫ খাংজারি ৩১ দাবি ৪৭৸৩/৯

ডিঃ দুর্গাদাস সরকার দিং সাং রাখাল গাছি

দেঃ শৈলবালা দাসী সাং ব্রহ্মণপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৮ খতিয়ানে ৩-৮৯ শতক জমী ৮।১২॥ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৮)

১৪২৯ মনিজারি ৩১ দাবি ২৮৯॥/৯

ডিঃ দুর্গাপদ মোদক সাং গোয়াড়ী

দেঃ শরৎচন্দ্র কুণ্ডু সাং কৃষ্ণনগর চাঁদ সড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক গ্রামে নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সেরেস্তায় ২৩৩ খতিয়ানের ১২ শতক জমি ৩/৫ জমা মায় পাকা ইমারত সহ মূল্য ১০০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ সরকারে ২৩৪ খতিয়ানের ৬ শতক জমি ২।১০ জমা মায় ইটের প্রাচীর ও পাইখানা সহ মূল্য আঃ ২০৲

(২৯)

১৪২৮ মনিজারি ৩১ দাবি ১২৭॥৵৬

ডিঃ বিজয়কৃষ্ণ রুদ্র দিং সাং করিমপুর

দেঃ ছোবান মণ্ডল সাং করিমপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল সেনপুর গ্রামে পরেশনাথ পাল চৌধুরী অধীন ৫৯৭।৪৯৮। ৫৮৬।৬১৪।৬০৭।৬২২।১২।৫৮৯।৬৪৭।৬৩০। ৪৭৩।১৫৬।৬৮৭।৬২২।১।৬৮৫।৬৬৬ খতিয়ানের ৩৬।১।৵০ জমি ১৪/৫ জমা মূল্য ৫০৲

(৩০)

১৬৮৮ মনিজারি ৩১ দাবি ৫৬৩৸৬

ডিঃ অন্নদামোহন সাহা দিং সাং সিরাজগঞ্জ পাবনা

দেঃ ভুবনচন্দ্র বসাক দিং সাং সিরাজগঞ্জ পোঃ ঐ পাবনা

থানা নবদ্বীপের সামিল নবদ্বীপ গ্রামে নন্দলাল চৌধুরী দিং সেরেস্তায় ৩৩২২ খতিয়ানের ১ শতক নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মায় দালান টিনের ঘর পায়খানা ইত্যাদি সহ মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে তারাবিলাস চট্টোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় ৩২৪১ খতিয়ানের ২ শতক জমি ॥০ আনা জমা মায় পাকা কুঠারী সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য ২০৲

(৩১)

১৭৯২ মনিজারি ৩১ দাবি ১০৮৵৬

ডিঃ বিধুভূষণ চৌধুরী সাং স্বরূপগঞ্জ

দেঃ যতীন্দ্রমোহন তরফদার দিং সাং গাদিগাছা পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের সামিল গাদিগাছা গ্রামে বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া দিং সেরেস্তায় ১৬৩—১৬৬।১৬৮—১৭৩ খতিয়ানের ৩০-৮১ শতক জমি ৩৫৸০ জমা মূল্য ১০০৲

(৩২)

১৫৩১ মনিজারি ৩১ দাবি ৬২॥৵৩

ডিঃ শ্রীপতি সরকার সাং মীড়া

দেঃ হরেন্দ্র পাড়ুই দিং সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ সামিল গোবিন্দপুর গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল দিং সেরেস্তায় ২৪১ খতিয়ানের ৬-৮৪ শতক জমি ৯॥/০ জমা মূল্য ৩০৲

(৩৩)

১৬৩৮ দেঃজারি ৩১ দাবি ৪৩৬॥/০

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র দত্ত সাং নবদ্বীপ

দেঃ রসিকলাল সোম সাং পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ নিজনবদ্বীপ গ্রামে দণ্ডপাণিতলা পাড়া রোডের মধ্যে ১২ কাঠা জমি ২৲ জমা জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য সেরেস্তায় দিতে হয় মূল্য ২৫০৲

(৩৪)

১৮০৬ দেঃজারি ৩১ দাবি ৯৩৯৵৬

ডিঃ হেমন্তকুমারী দাসী সাং পেপুলবাড়িয়া

দেঃ তারাপদ মণ্ডল সাং চুণারী পোঃ হাঁসখালি

থানা হাঁসখালি সামিল চুণারী গ্রামে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং অধিন ২৪৪ খতিয়ানের ৩৩ ২০ শতক জমি ২৭।৵৬ জমা মূল্য ১০০৲

(৩৫)

১৫৭৬ দেঃজারি ৩১ দাবি ৯১৩৮/০

ডিঃ বৃন্দাবন দাস বৈরাগ্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়ান ইন্ কাউন্সিল

থানা কোতয়ালী সামিল সুবর্ণবিহার গ্রামে যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস অধিনে ১৩১৩ থং ৯ ৫৪ শতক জমী ৪৩।১০ জমা মূল্য ২০০৲

(৩৬)

১৮৭০ দেঃজারি ৩১ দাবি ৯২২৸৵০

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ ভগুস ঘোষ দিং সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল বাহাদুরপুর গ্রামে রণজিৎ পালচৌধুরী অধীন ৩৯৪—৩৯৯ ও ৪০১।৪০২ খতিয়ানের ৩১-৫২ শঃ জমি ২৪৸৵১০॥ জমা দেঃ ।/৬॥ = অ-শ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৭)

১৮৭২ দেঃজারি ৩১ দাবি ৩৯৪।৵১৫

ডিঃ ঐ

দেঃ মহোৎসব ঘোষ দিং সাং কুঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ সামিল কুঠুরিয়া মৌজার ডিক্রীদার দিং অধিন ১১৬ খতিয়ানের

১৬ ৮৪ শতক জমি ৫৪৶ জমা মূল্য ১০০৲

২। ঐ থানায় বাণীনাথপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধিনে ৬৮।১ খতিয়ানের ১-৫৩ শতক জমি ৪৸১৫ জমা মূল্য ২৫৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

১৩৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৯৸৵৬

ডিঃ অমলবালা হালদার সাং বালিডাঙ্গা

দেঃ রোহিনী বিবি দিং সাং কালিদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কল্যাণদহ গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৮৭ খতিয়ানে ৩ ১৮ শঃ জমীর ১২৷৵০ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(২)

৩৩৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৪০।৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঁঠালপোতা

দেঃ ভবরেওয়া দিং সাং সোনপুকুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় সোনপুকুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৩ খতিয়ানে ৬-১৬ শঃ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

১৪৮৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৮৲৯

৫০৫

ডিঃ ঐ

দেঃ শুশুমান সরদার পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাজিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৪ খতিয়ানে ৫-১৬ শতক জমী মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

৫০১ খাংজারী ৩১ দাবী ১২২৵৩

১৭৮৬

ডিঃ ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু সাং মধুপুর

দেঃ কোরমান মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১ খতিয়ানে ৯ ৫৯ শঃ জমী ২৮৸১৫৸ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫)

৪৯২ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৪৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মতিমণ্ডল সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২২ খতিয়ানে ২-৭৫ শঃ ১০৸০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৬)

৪৯১ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৵০

১৭৪১

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু মণ্ডল সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৭ খতিয়ানে -১০ শতক জমী ১৷৫ মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

৪৯০ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৪৷৵৩

১৭৮০

ডিঃ ঐ

দেঃ কোরমান মণ্ডল দিং সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯ খতিয়ানে ৭ ৩০ শতক জমী ২২৲১১ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৮)

৪৮৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৩১৸৵০

১৭৩৭

ডিঃ ঐ

দেঃ মেহের সেখ কবুলে সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৮ খতিয়ানে ১-৩২ শতক জমী ৪৸১৭৷ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

৪৮৮ খাজারী ৩১ দাবী ৯০।৵৬

১৭৩৮

ডিঃ ঐ

দেঃ ছাগু সেখ দিং সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮১ খতিয়ানে ৪-১৬ শঃ জমী ১৫৸১৫ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

৪৮৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৫।৩

১৭৩৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ময়জদ্দি মণ্ডল সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৮ খতিয়ানে ৬-২৩ শঃ জমী ২৩৷১৭৷ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১১)

৪৮৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২০৷৯

১৭৩৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নিখিল সেখ সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৩ খতিয়ানে ৫৭ শতক জমী বিঘা প্রতি ১।০ নিরিখ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

৪০৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬২৸৵৬

১০৩৭

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মেহের বিশ্বাস দিং সাং মহাখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮০ খতিয়ানে ৪-৬৬শতক জমী ওটবন্দি জোত মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩)

৪০৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৭৯৷৵৩

১০৩৩

ডিঃ ঐ

দেঃ রোমজান মণ্ডল দিং সাং মহাখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯।২৩ খতিয়ানে ১৪-২ শতক জমী উটবন্দি জমা মূল্য ৫০৲

(১৪

৯৩১ খাংজারী ৩১ দাবী ১৯।৵৬

২৫৬

ডিঃ ঐ

দেঃ তেকারালি সেখ সাং হরনগর পোঃ সোনাতলা

নাকাশীপাড়া থানায় নিলকুমারী গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে ১১৪ খতিয়ানে ১-০৭ শতক জমী উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৫)

৪৫৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭৵৬

১৫০৫

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু সেখ সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৮৪ খতিয়ানে ১-১৩ শঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

(১৬)

৪৫২ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৮।৯

১৫০৪

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু সেখ দিং সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬১০।৬৭৫।৭৭৮ খতিয়ানে ৩-৫৯ শতক জমী ১১ ১০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৭)

৪০৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১৩০৸৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নাজাতুন্না বিশ্বাস দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১২ খতিয়ানে ৭-৯১ শতক জমী উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(১৮)

৪০৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৭৸৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গফুর সেখ দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ১৩৩।৪৪৫ খতিয়ানে ৩-৭৩ শতক জমী ১২৸৵০ জমা মূল্য ২০৲

(১৯)

৩২১ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৬৷৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মোহলেম ফকির সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৮৪।২৮৫ খতিয়ানে ৪-৯৪ শতক জমী ১১৷৵০ জমা মূল্য ২০৲

(২০)

৪৮০ খাংজারী ৩১ দাবী ৩২৷৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আমির হোসেন সরদার দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭২ খতিয়ানে ১-৭১ শতক জমী ৭৷০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২১)

৪৭২ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৩৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকিরচাঁদ সেখ দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৮ খতিয়ানে ২-২৯ শঃ জমী ৪৷৵০ জমা মূল্য আঃ ১২৲

(২২)

৪৭৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৪২২৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ছুরমান হাজারকি সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৭ খতিয়ানে ২১-৩৬ শঃ জমী ৮৩৷৵১০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(২৩)

৪৭০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৯।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মনিরদ্দি বিশ্বাস সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫৩ খতিয়ানে ৬-৩৮ শতক জমী ১২৷৵১৫ জমা মূল্য আঃ ৩৫৲

(২৪)

৫৭৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৭১৲৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কাছেম সরদার দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৯ খতিয়ানে ২-৩৩ শতক জমী ৫৷৵৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৫)

৪৭১ খাংজারি ৩১ ৬২৫

ডিঃ ঐ

দেঃ মণিরদ্দি বিশ্বাস সাং সিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২॥৩৸৶ জমী ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৭৲

(২৬)

২০১৭ দেংজারী ৩০ দাবি ১৮১।৴৬

ডিঃ কুঞ্জলাল পাল দিং সাং বড়মুড়াগাছা

দেঃ হামিদলয়েছাবিবি দিং সাং ঐ পোঃ হাঁসখালি

থানা হাঁসখালির সামিল বড়মুড়াগাছা গ্রামে রামনাথ ঘোষ সেরেস্তায় ৬৮৪ খতিয়ানের ১৮৴১।৶২ জমি ১৩।৵১৪৸ জমা দেঃ ॥৶ ১/২১ অংশ মূল্য ৭০৲

(২৭

১১৬০ দেংজারি ৩১ দাবি ২৩৯৸৵

ডিঃ যোগীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং রামনগর

দেঃ পিজিরআলি বিশ্বাস দিং সাং ঘুগরাগাছি পোঃ মাঝদিয়া

থানা হাঁসখালি সামিল বয়তলী গ্রামে ৫৮২ খতিয়ানের ৪৩-৫৯ শতক পিরোত্তর জমি মূল্য ৫০৲

(২৮)

১৯৪৫ দেংজারি ৩১ দাবি ৬২৪৸৵৯

ডিঃ পাঁচি কুমারী দাসী সাং মথুরাপুর

দেঃ দেদার আলি মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল মথুরাপুর গ্রামে শিবনারায়ণ ঘোষ দিং সেরেস্তায় ১৭২ খতিয়ানের ২১।৩৸৴০ জমি ৮।০ জমা মায় বসতবাটীসহ মূল্য ২০০৲

(২৯)

২ ১৫
——মণিজারি ৩০ দাবী ৭৩৸৴৩
১০৮৯।৩১

ডিঃ নগেন্দ্রগোপাল গাঙ্গুলী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ এমান সেখ দিং সাং আলফা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল আলফা গ্রামে বঙ্কবিহারী ঘোষ অধীন ২৭০ খতিয়ানের ২ একর জমী দেঃ ২/১ অংশ ৫।০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৭৭ খতিয়ানে ৩২ শতক জমী ৫৲ জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মায় বাড়ী ঘর আদি মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী দিং অধীন ৫২ খতিয়ানের ২৪০ শতক জমী মূল্য আঃ ২০৲

(৩০)

৬৬৩
——মণিজারি ৩১ দাবী ৮৫।৶৯
১২৬৪

ডিঃ ক্ষান্ত বিবি সাং গোবিন্দপুর

দেঃ মতলেব মণ্ডল সাং শ্যামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল শ্যামনগর মধ্যে এনছান বিশ্বাস দিং সেরেস্তায় ৩৪ শতক জমী ॥৩ জমা মায় খড়ুয়াঘর ২ খান সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫৲

(৩১)

৬৬৬
——মণিজারী ৩১ দাবী ১৬১।৴৯
১৩২৬

ডিঃ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং বড়মুড়াগাছা

দেঃ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ দিং সাং ঐ পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালী সামিল বড়মুড়াগাছা গ্রামে বিদ্যুৎলতা দেবীর সেরেস্তায় ৬৪৬ খতিয়ানের ৫৮ শতক জমী ৯৬৲ টাকার পত্তনী জমা মায় কারখানা বাটীসহ দেঃ আনা অংশ মূল্য আঃ ২৩৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে হরেন্দ্রনাথ রায় দিং সেরেস্তায় ২৯২।২৯৩ খতিয়ানের ১-৫৫ শতক জমী ২৴৭ রায়তী জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ২৩৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৬১১—৬১৪ খতিয়ানের ৯-৮২ শতক নিষ্কর নাথরাজ জমি দেঃ ।০ অংশ মূল্য ২০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৬৩১—৬৩৩ ৬৩৬—৬৪৫ খতিয়ানের ২৭-৭২ শতক নিষ্কর নাথরাজ জমি দেঃ ।০ অংশ মূল্য

(৩২

৬৬৮
——মণিজারী ৩১ দাবি ৯৮৲
১৩৭১

ডিঃ রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার মোং ভবানিপুর কলিকাতা

দেঃ হিমাংশুভূষণ সমাদ্দার মোং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার সামিল শুটিয়া গ্রামে যোগেশচন্দ্র ব্রহ্ম অধীন ১১৬১ খতিয়ানের ৩৮ ৯৯শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৫০৲

(৩৩)

৬৬৯
——মণিজারী ৩১ দাবী ১১ ৸৩
১৩৯৬

ডিঃ অমূল্যকুমার ঘোষাল দিং সাং তাতলা

দেঃ রহিলাখাতুন বিবি দিং সাং আড়সিউড়ি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা হাঁসখালির সামিল ডফরপোতা গ্রামে বদরীনারায়ণ চেংলাঙ্গিয়া দিং অধীনে ৯৩৩—৯৩৫।৯৩৮।৯৪০।৯৪২ খতিয়ানের ২৩-৩০ শতক জমি ৩৫৸৭ জমা দেঃ ৵১৩।— অংশ মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে রাজা হৃষীকেশ লাহা সেরেস্তায় ৫০৭—৫১০।৫১২।৫১৪।৫১৬।৫১৬।১ খতিয়ানের ২৭-৩২ শতক জমি ২৪॥৩ জমা দেঃ ৵১৩।—অংশ মূল্য ২৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ৯৩১।৯৩২ খতিয়ানের ৭-৫ শতক জমি ৭৶১০ জমা দেঃ ৵১৩।— অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় ১৩৮৮।১৩৮৯ খতিয়ানের ৬-৬১ শতক জমি ৮৲ জমা দেঃ ৵১৩।— অংশ মূল্য ১০৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে প্রিয়নাথ বিশ্বাস দিং সেরেস্তায় ১৩০৮—১৩১০ খতিয়ানের ৮-৮৪ শতক জমি ৬৲ জমা দেঃ ৵১৩।— অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে হৃষিকেশ লাহা দিং সেরেস্তায় ৪৯০ খতিয়ানের ১-৪১ শতক জমি ৪৵১১ দেঃ ৵১৩।— অংশ মূল্য ৫৲

(৩৪)

৬৮৯
——মণিজারী ৩১ দাবী ১৩০৸৴৬

ডিঃ হরিপদ গড়াই দিং সাং মলুয়াপাড়া

দেঃ লালবানু বিবি দিং সাং হুদাপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল দক্ষিণবাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ৮ খতিয়ানের ২ ১৫ শতক জমী ম খড়ুয়াঘর ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৫)

২২৫ খাংজারি ৩১ দাবী ৯২॥০

ডিঃ রাজা হৃষীকেশ লাহা সাং ৬৩ নং রাধাবাজার কলিকাতা

দেঃ আছারালি মণ্ডল দিং সাং ভীমপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা হাঁসখালি সামিল দফরপোতা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীনে ৪১৮ খতিয়ানের ১৩-৮৪ শতক জমি ৩৪৴৫ জমা মূল্য ৫০৲

(৩৬)

৫২৪ খাংজারি ৩১ দাবী ৭৩৩।৶০

ডিঃ মহাবুবা খাতুনবিবি দিং সাং পাণ্ডুয়া হুগলী

দেঃ কানাইলাল সিংহরায় সাং সোণাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নদীয়া কালেক্টরীর এলেকায় পিরপুর ৪২৩।৬ নং তৌজীভুক্ত পিরপুর মধ্যে ও দামুরহুদা থানার হুদাপাড়া, পিরপুর, শিবচন্দ্রপুর ও চাপড়া থানায় ফুলবাড়ী, কাদাঘাটা মহেশপুর গং গ্রামে জলকর বিলশুকানি ও গাঙ্গনীর থানায় পাতারপুর গ্রামের ৫৸ অংশে ডিক্রীদার অধীন ১৪৬৸৶১০ ও ৩৯॥৴ সেস্ পত্তনী জমা মূল্য ৫০০৲

(৩৭)

২৫ খাংজারি ৩১ দাবি ১৪৫।৩

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং মোং গোয়াড়ী

দেঃ উমাচরণ সিংহ মোং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

নদীয়া কালেক্টরীর ২৮৬৬ নং তৌজীভুক্ত দেউলিয়া, লক্ষ্মীগাছা, পাথুরী ও বৃত্তিহুদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০।৭৯৬।৩৫৬।৫৮৬ খতিয়ানের ১০১॥৵৮ খাজনা ও ২৭৴৯ সেস্ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৮)

১৮৯৮ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৬৸৴৬

দেঃ বনমালি [illegible] সাং ভীমপুর বাঙ্গালঝি

থানা [illegible] হওয়ায় এবং [illegible] রেলওয়ের [illegible] গ্রামে ১০ [illegible] নিকটে শিলাপাত হওয়ায় শতক জ[illegible] অচল হইয়া যায়। ২ দিন পারাপার করিতে হইয়াছে।

৮৩৫ খা[illegible]

ডিঃ মন্মথ

দেঃ রা[illegible]

নাটনা পোঃ মহৎপুর

থানা চাপড়ার সামিল [illegible] বাটীতে চুরি ১৬০৩ খতিয়ানের ৪৯ শতক শিবনিষ্কর জমি মূল্য ৫৲

বাঙ্গালায় অন্নকষ্টে গভর্ণরের

উত্তর বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে যে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বাঙ্গালার গভর্ণর গত সপ্তাহে রাজসাহী বিভাগের কমিশনার রংপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও জিলা ইঞ্জিনীয়ারের সহিত আলোচনা করেন। এ পর্য্যন্ত যথাযোগ্য ভাবে যে সকল সাহায্যব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে বিষয়ও আলোচিত হয়।

বিপন্ন অঞ্চলের সাহায্যের জন্য গভর্ণর সংপ্রতি ৮ শত টাকা দান করিয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি ফরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ ধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-জন্ম। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণু শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ১৪৮৩ খাংজার, নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চ- ...ক—লোক- ...৫ ...ডিঃ ঐ ...শ্রীরমা- দেঃ শুশুমান সরদার দিং সাং ...জবাসী, পুর পোঃ বাঙ্গালঝি ...দাস ব্রহ্ম- ...ড়া থানায় রাজিবপুর গ্রা... দেবশর্ম্মা দাস অধীন ১৬৪ খতিয়ানে জমী মূল্য আঃ ১০৲ ...ল-অঙ্গন ...ভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা ...৩ খাংজার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-...ত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ কান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কপাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫-নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৫ই আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৩৮, ৩০শে জুন ১৯৩১

বজ্রাঘাতে প্রাণনাশ

ছাত্রদের প্রতি ডাঃ আন্সারীর উপদেশ

পথিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন

গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে লর্ড উইলিংডনের বক্তৃতা

রেলপথ আটক

শ্বেতাঙ্গের বাটীতে চুরি—খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

দেশীমদ রাখায় বিপদ

জাতীয় মুস্লিম কনফারেন্সে প্রতিনিধি বৃন্দ

মদের দোকানে পিকেটিং

ভারত সরকারের অর্থ সাশ্রয়

নানা কথা

বজ্রাঘাতে প্রাণনাশ

কুষ্টিয়ায় গত ২৬শে জুন বেলা ৩ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত ৪ ঘণ্টা ব্যাপী তুমুল বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত ও অবিশ্রাম বিদ্যুৎস্ফুরণ হইয়াছিল। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সন্নিকটস্থ হরিপুর গ্রামের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া এক বিবাহিতা মুসলমান বালিকা বজ্রাঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে। আরও জানা গিয়াছে পার্শ্ববর্ত্তী জৈনপুর গ্রামের একটি মুসলমান যুবকও গত ২৬শে জুন বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছে।

ছাত্রদের প্রতি ডাক্তার আন্সারীর উপদেশ

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের গৃহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সভার কলিকাতা শাখাসমূহের এবং কলিকাতা স্কুল ছাত্রসভার প্রতিনিধিগণ শ্রীযুত কিরণ দাস এবং ধুত অবিনাশ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় ডাঃ এম, আন্সারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

দেশের বর্ত্তমান সমস্যা এবং ছাত্রদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রধানতঃ আলোচনা হয়। ডাঃ আন্সারী ছাত্রদিগকে আপোষের সর্ত্ত- প্রতিপালন করিতে বলেন। [illegible]সের নির্দ্দেশ অনুসারে স্বেচ্ছাসেবক- গঠনের আবশ্যকতার উপর [illegible] [illegible] ডাঃ আন্সারী ছাত্রদিগকে [illegible] [illegible] মান্য করিতে [illegible] [illegible] বলেন [illegible]

আপোষকে অস্থায়ী সংগ্রাম বিরতি কাল বলিয়া মনে করিতে হইবে, সংগ্রাম যে কোন মুহূর্ত্তে আরম্ভ হইতে পারে। "যখনই আবশ্যক হইবে তখনই আপনাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, এ জন্য প্রস্তুত হউন। ইত্যবসরে কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করুন"—ইহা বলিয়া সুবিখ্যাত নেতা তাঁহার বক্তব্যের উপসংহার করেন।

পথিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন

ত্রিপুরা জিলার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল নামক জনৈক লোক সংপ্রতি চট্টগ্রাম-ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইলে একদল লোক তাঁহাকে আক্রমণ করে ও তাঁহার নিকট যাহা কিছু ছিল সমস্ত লইয়া সরিয়া পড়ে। তাহারা সংখ্যায় ৫৬ জন ছিল। ডাকাতগণ চলিয়া গেলে তিনি একপ্রকার অজ্ঞান অবস্থায় সেইস্থানে পড়িয়া থাকেন। তারপর জনৈক ছুতার মিস্ত্রীর সাহায্যে ও আনুকূল্যে তিনি সহরে তাঁহার ভ্রাতার নিকট যান।

রেলপথ আটক

চট্টগ্রামে প্রচুর বারিপাত হওয়ায় এবং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের দামছাড়া ষ্টেশনের নিকটে শিলাপাত হওয়ায় রেলপথ অচল হইয়া যায়। ২ দিন পর্য্যন্ত যাত্রী পারাপার করিতে হইয়াছে।

শ্বেতাঙ্গের বাটীতে চুরি খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

আলিপুরে শ্বেতাঙ্গগণের বাটীতে চুরি সম্পর্কে পুলিস গত শুক্রবার প্রাতে শিবঠাকুর লেন ও আপার চীৎপুর রোডে ২টি বাটীতে খানাতল্লাস করিয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত খানাতল্লাসের ফলে ৩ জন পশ্চিমা ধৃত হইয়াছে। তাহাদিগকে পুলিসের হেপাজাতে রাখা হইয়াছে।

দেশী মদ রাখায় বিপদ

প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অং-মাই নাম্নী জনৈকা চীনা স্ত্রীলোককে একশত টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে দুই মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। উক্ত স্ত্রীলোকটীর অপরাধ তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া আনুমানিক বিশ হাজার টাকার দেশী মদ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, শরীরভঙ্গ প্রভৃতি যত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীন পাউডার

সর্ব্ববিধ ক্ষুরের অব্যর্থ মহৌষধ!

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ন্যায় ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস- ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

ইহার বল ও বীর্য্যবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে ধাতুক্ষীণতা, অম্বলম্ব, মাথাঘোরা, হৃদ্ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় বিকার নষ্ট হইয়া যায়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ২৲ এক টাকা।

"অমৃত সঞ্জীবনী হ্রাত"

পুরাতন রোগে যাহারা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাহারা ব্যবহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। মূল্য ২ শিশি ১৲ টাকা।

"স্ত্রী অপরিজনাসিনী আরিষ্টকা"

স্ত্রীরোগের পরম মহৌষধি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়, কেশবঔষধী ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া ঔষধাদিতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ না

দৈবপ্রাপ্ত [illegible] মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী রেখাঙ্কিত হইবে। অগ্রিম পাঠাইলে খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা এবং অন্যত্র এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া ও আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক বিনা হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন;

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, শটকোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র:! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ২৫ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৩নং ষ্ট্রীট, নিউ থিয়েটার্স। করপোরেশন ইলেক্ট্রিক ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীল পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিক্রয়

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেড, মেমো, ফরম, খাম, ডুপ্লিকেট চেক, বিল বুকলিট ইত্যাদি,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পণ্ডাই ইত্যাদি,

আর ১ নং ও ২ নং রয়েলের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইলেই হয় পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪।১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের এই অমিয়া বিশ্বমোহিনী জীবোদ্ধারকল্পে প্রচারিণী মুক্তকণ্ঠে শ্রীমুখনিঃসারিণী শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতার বৈজয়ন্তিভাষ্য ও সরলার্থ কৌস্তুভমণি—সকল অভিজ্ঞান ও প্রমাণসমন্বিত সিদ্ধান্তময়।

ডিমাই অক্টেভো ১৸০ আনা মাত্র।

ষষ্ঠবর্ষ ১০০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:o:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীমায়াপুর—১৩ই আষাঢ় মঙ্গলবার—১৩৩৮

শ্রীগৌর-কুণ্ড

শ্রীগৌর-কুণ্ড আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে খনিত হইয়াছে এবং এখনও উহার খনন-কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। ইণ্ডিয়ান্ মোটর ওয়ার্কসের মালিক এণ্টনি সাগান লেনিনিবাসী পরলোকগত তিনকড়ী নন্দী মহাশয়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বাবু, শ্রীচট্টের বৃন্দাবন বাবু প্রভৃতি অনেকেই এই গৌরকুণ্ড খনন করিবার ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন ও করিতেছেন। নিখিল-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ বহু পরিশ্রম করিয়া শ্রীযুক্ত রাজকুমার কুণ্ডুপ্রমুখ কতিপয় মহাজনের নিকট হইতে ভিক্ষা দ্বারা এই কুণ্ডের খননকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং এখনও ঐ কুণ্ড নির্ম্মিত হইতে বহু অর্থব্যয়ের আবশ্যকতা আছে। ঐ কার্য্যে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ মহাশয়ও প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম স্বীকার ও নানাস্থানে সাহায্য লাভ করিয়া কুণ্ডের সুব্যবস্থার জন্য গত ৮।১০ বৎসর কাল যাবৎ যত্ন করিতেছেন। কএকমাস যাবৎ শ্রীমান্ নটবর দত্ত নামক এক সুবর্ণবণিক্ যুবক তাহার জ্যেষ্ঠতাত বলিয়া পরিচয় দিয়া পরলোকগত উক্ত তিনকড়ি নন্দী মহাশয়ের আংশিক পুণ্যকীর্ত্তির বিলোপ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই সুবর্ণবণিক্ যুবকের বিচার এই যে, যাঁহারা জলঅনাচরণীয় জাতির জল গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের দ্বারা পরম ভাগবত নন্দীমহাশয়ের কৃত মহদনুষ্ঠানের বাধা উৎপাদিত হউক।

আমরা বলি,—নন্দী মহাশয়ের সৎকার্য্যের অর্থাৎ দেবোদ্দেশে কৃত উক্ত আংশিক দানের ফলে অশূদ্রপ্রতিগ্রাহিগণের সেই পুষ্করিণী হইতে জলগ্রহণের বাধা উৎপাদন করাইতে পারে না। স্মার্ত্তের বিচার ধরিতে গেলেও যখন কোন অর্থ দেবমূর্ত্তির নিকট প্রদত্ত হয়, তখন ঐ অর্থ দেবতাই বা দেবতার কার্য্যসম্পাদক নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উহা গ্রহণ করেন না। সুতরাং গৌর প্রসাদরূপে শ্রীগৌরকুণ্ডের যে নীরগ্রহণ, তাহাতে কোনরূপ পাতিত্যের সম্ভাবনা নাই। এজন্য আমাদের পরম গুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীগৌরকিশোর দাস প্রভুবর মধুকরের বৃত্তিলব্ধ বিত্তের দ্বারাই শ্রীগৌর-সেবা করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। যখন যাবন-জীবিসম্প্রদায় স্ব-স্ব উদরপূরণাদি ব্যবহারিক কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য জল পান করেন, তাহাতে শুদ্ধ্যশুদ্ধির বিচার নিহিত আছে বটে, কিন্তু পরলোকগত সুকৃতিমান্ নন্দী মহাশয়ের প্রদত্ত বিষ্ণুসেবোন্মুখী চেষ্টা মূলে প্রদত্ত অর্থে খনিত জলাশয়টি কেবল বিষ্ণুবিদ্বেষী জনগণের ব্যবহারের জন্য হইয়াছে, এরূপ বলিতে যাওয়া খর্ব্ব দর্শন মাত্র, তাহা সুবর্ণবণিক্ যুবকের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে না। তবে ইহাও শাস্ত্র ও সদাচারসম্মত বিধি যে, বিষ্ণুবৈষ্ণবের বিদ্বেষ চেষ্টামূলে উক্ত যুবক কর্ত্তৃক প্রদত্ত সকল দ্রব্যই কোন সজ্জন বা ভূসুর অস্পৃশ্যত্ব নিবন্ধন স্পর্শ করিবেন না।

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

("শ্রীল" লিখিত)

(১২)

ব্রহ্ম মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় ও অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগতে অবতরণের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা জানিতে পারি যে, তিনি আনুষঙ্গিকভাবে জীবের নিত্য প্রয়োজন নামপ্রেমরূপ যুগধর্ম্ম প্রচার এবং মুখ্যভাবে ব্রজের নির্ম্মল রস ভক্তি—যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, তাহা স্বয়ং আস্বাদন ও বিতরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সৎসম্প্রদায় চতুষ্টয়ের অন্যতম ব্রহ্ম মাধ্ব-সম্প্রদায়ের কেবলাদ্বৈতপীড়া বা মায়াবাদ অতি স্পষ্টভাবে নিরাকৃত দেখিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি উক্ত সম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক চারি সৎসম্প্রদায়ের দার্শনিক বাদের চিৎসমন্বয়রূপে অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার অনুগত সম্প্রদায় জনসমাজে 'ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মূল আচার্য্য চারিজনের প্রত্যেকে যেরূপ ব্রহ্মসূত্র হইতে নিজ নিজ শাস্ত্রদার্শনিক এক একটী ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, এই ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়েরও ব্রহ্মসূত্রের একটী অকৃত্রিম ভাষ্য আছে, তাহার প্রণয়নকারী ব্রহ্ম-নারদ-শিষ্য ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং ব্যাসদেব। এই ভাষ্যের নাম—শ্রীমদ্ভাগবত। এতদ্ব্যতীত এই সম্প্রদায়ের আরও একটী প্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে। যখন গলতার গাদিতে রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এই অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতকে অস্বীকার পূর্ব্বক গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণকে সৎসম্প্রদায়ের বহির্ভূত বলিয়া প্রমাণিত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীউর সেবাধিকার হইতে তাঁহাদিগকে চিরতরে খারিজ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগোবিন্দজীর আদেশে সাত দিনের মধ্যেই ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য' নামক একটী পরম চমৎকার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করত একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগজনগণই যে শ্রীগোবিন্দজীর সেবার সম্পূর্ণ অধিকারী তাহা প্রমাণিত করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্ব্বভৌম শিক্ষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখের সেই মহাবাক্যগুলির তাৎপর্য্য এই যে, প্রণব অর্থাৎ ওঁকারই কৃষ্ণের গূঢ় নাম, বেদের আদিবীজ এবং সর্ব্ববেদময় শব্দব্রহ্ম। (প্র+নু স্তুতি-করা)+অন্ এই প্রকারে প্রণব সাধিত হইয়াছে। বস্তুত প্রণবই বেদবীজ মহাবাক্য এবং বেদের অন্তাংশ সমস্তই প্রাদেশিক বাক্যবিশেষ। মায়াবাদবঞ্চিতা শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্বামী প্রণবের মহাবাক্যতাকে আচ্ছাদিত করিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,' 'তত্ত্বমসি,' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—এই চারিটী প্রাদেশিক বেদবাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদবীজ প্রণব শুদ্ধভক্তি-প্রচারক বলিয়া ঐ মতের আচ্ছাদন করার প্রয়োজন হওয়ায় অন্য কএকটী বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে মায়াবদ্ধ জীবের সত্তা মায়ানিন্দিত। ব্রহ্মের ঈশ্বরতা মায়ার আশ্রয়ে মাত্র, ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মায়া-বিচ্ছেদই জীবের মুক্তি—এই সকল কথা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে পরব্রহ্মের সহিত জীবের যে শুদ্ধ সম্বন্ধ, তাহা লুক্কায়িত করা হইয়াছে। বেদের সকাশে বিচার ইহাতে নাই। এ জন্যই শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বামী কোন কোন শ্রুতিবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন তাহাতেও বেদের সকাশে বিচার না থাকায় সম্বন্ধতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইল না। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সম্বন্ধজ্ঞানের পূর্ণতা প্রদর্শন করেন নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামীও সেইরূপ কতকটা অসম্পূর্ণতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামীও তদীয় প্রকাশিত শুদ্ধাদ্বৈত মতে একটু অস্পষ্টতা রাখিয়া গেলেন। মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্মের নিত্যতা স্থাপনোদ্দেশ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানের সম্পূর্ণ শুদ্ধতা শিক্ষা দিয়া জগৎকে বিতর্করূপ অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলেন, একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য, তাহাতে যে অর্থ, তাহা উপনিষৎগুলিতে জ্ঞাজ্ঞমানান আছে। উপনিষৎ যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ব্যাসসূত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ব্যাসসূত্রের ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যাসসূত্রের প্রথমে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রে পরিণামবাদই সত্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। "আত্মা বা ইদমিমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই বেদমন্ত্রেও তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতেও সেই অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'পরিণামবাদে ব্রহ্মবিকারী হইয়া পড়েন,—এই আশঙ্কা করিয়া শঙ্করস্বামী বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিবর্ত্তই সকল দোষের মূল। পরিণামবাদই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ সত্যতত্ত্ব। পরমেশ্বরের শক্তির নিত্যতা না মানিলে পরিণামবাদে পরমেশ্বরের বিবর্ত্ত-বিকারাদি মহাদোষ হয়, কিন্তু পরব্রহ্মের নিত্য স্বাভাবিকী পরাশক্তি মানিলে আর সে সব দোষ থাকে না। শক্তির যে বিচিত্র ব্যাপার, তাহা হইতেই বিশ্ব হইয়াছে, ইহাই সত্য। ব্রহ্ম বিকারী নহেন। ব্রহ্ম-শক্তির বিকারের ফল—এই জড়জগৎ ও চিজ্জগৎ। মহাপ্রভু যে 'মণি হইতে স্বর্ণ প্রসব হইলেও মণি অবিকৃত থাকে' এই উদাহরণ দিয়াছেন, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কৃষ্ণশক্তিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছে, অথচ কৃষ্ণ তাহাতে বিকারী হন না। সমস্তই শক্তিপরিণাম। চিচ্ছক্তির পূর্ণ পরিণামে—বৈকুণ্ঠাদি ধাম, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও অপূর্ণপরিণামে চিৎকণ জীবসমূহ। মায়াশক্তির পরিণামে—সমস্ত

জড়জগৎ ও জীবের লিঙ্গ ও স্থূলদেহ। বেদান্তসূত্রে ও উপনিষদে এই পরিণামবাদ সর্বত্র পাওয়া যায়। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, তেজ, বায়ু, সলিল ও পৃথ্বী—এই সকলের ক্রমপরিণাম-বিকাশই—পরিণামবাদ। কেবল-অদ্বৈতবাদের পোষণ করিতে করিতে চরমে কিছুই হয় নাই, কেবল অবিদ্যাকল্পিত জীব ও জগৎ—এরূপ প্রতীতি হইতে থাকে। শুদ্ধ পরিণামবাদে কৃষ্ণেচ্ছায় চৈতন্যজগৎ ও জড়জগৎ হইয়াছে সত্য। সৃষ্টি কল্পিত নয়, তবে কৃষ্ণেচ্ছায় ইহা আবার লয় হইতে পারে বলিয়া জগৎকে নশ্বর বলা যায়। চিন্ময়স্বরূপ পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়া জগতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও স্বয়ং স্বতন্ত্র পূর্ণশক্তিপরিসেবিত স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণরূপে নিত্য পৃথগ্‌রূপে বিরাজ করেন। যাঁহারা এই অপূর্ব তত্ত্বকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের অপার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য আস্বাদন করিতে সমর্থ। ইহাই কৃষ্ণ ও জীবের প্রকৃত সম্বন্ধ। নশ্বর জগতের সহিত জীবের অনিত্য পাঞ্চসম্বন্ধ মাত্র। যুক্ত-বৈরাগ্যই জীবের ও জড়ের পরস্পর সম্বন্ধ-জনিত সম্ব্যবহারকার্য্য। এই প্রকার নিত্যানিত্য-সম্বন্ধবুদ্ধি যে পর্যন্ত না জন্মে, সে পর্যন্ত বদ্ধজীবের উচিত ক্রিয়ার উদয় হয় না।

এই সিদ্ধান্তমতে, কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এবং কৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সসীম মানব বুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া এই নিত্য ভেদাভেদতত্ত্বকে 'অচিন্ত্য' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। অচিন্ত্য হইলেও যুক্তি বা তর্ক ইহাতে অসন্তোষ নয়। অচিন্ত্য-শক্তি ভগবানের পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। সেই শক্তিতে যাহা যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে কৃপালব্ধ তত্ত্ব। অচিন্ত্য ভাবে তর্কযোজনা করিতে প্রাচীন পণ্ডিতগণ নিষেধ করিয়াছেন, যেহেতু অচিন্ত্যবিষয়ে তর্ক কখনই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না; একথা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের তর্কশ্রম আর সম্ভব নাই।

বস্তু বিচারে
জীবের অবস্থান

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবিনোদ বি, এল)

'বস্' ধাতু হইতে 'বস্তু' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব যাহার অস্তিত্ব বা প্রতীতি আছে, তাহাই 'বস্তু' নামে অভিহিত। বস্তু দুই প্রকার—বাস্তব ও অবাস্তব। বাস্তব বস্তুর নিত্য অস্তিত্ব আছে, তাহা কোনকালে পরিবর্তনশীল হয় না। অবাস্তব বস্তুর নিত্যত্ব নাই, তাহার অস্তিত্ব কেবল প্রতীত হয়। প্রতীতি সকলস্থলে সত্য নহে। দোষচতুষ্টয়-যুক্ত ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের প্রতীতি সকলস্থলে সত্য ত নহেই, অধিকন্তু অনেকস্থলে তাহা বঞ্চনাময়। বেদ শ্রীভগবানকেই একমাত্র বাস্তব বস্তু বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং সেই ভগবানের অসংখ্য প্রকার শক্তির মধ্যে প্রধান তিন শক্তি যথা, স্বরূপশক্তি, তটস্থাশক্তি বা জীবশক্তি, ও মায়াশক্তি। তটস্থা ও মায়াশক্তিকেও "শক্তিশক্তিমতোরভেদ." উক্তিতে 'বাস্তব' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ অর্থাৎ জীব আমার পরা বা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি-বিশেষ। সেই জীব নিত্য, শুদ্ধ এবং সনাতন। আমি স্বেচ্ছাময় ও সচ্চিদ্বস্তুর পুরুষ। জীব আমার বিভিন্নাংশ ও অণ্বংশ বলিয়া সেও চিন্ময় ও স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট। আমার সহিত তুলনায় তাহার অণুত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব থাকিলেও তাহার স্বেচ্ছাও খুব অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্রত্ব-হেতু সেই জীব আমার মায়াশক্তির দ্বারা পরাভূত হয়। আমি কিন্তু জীব দ্বারা পরাভূত হই না। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—'মায়াবশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।'

সেই জীবের স্বরূপরূপে অবস্থানকালে তিনি নিত্যকাল শ্রীভগবানের সহিত বৈকুণ্ঠে বাস করেন। কিন্তু যদি তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাময়ত্বের অপব্যবহার করেন এবং তাঁহার নিত্যধর্ম শ্রীভগবানের নিত্য সেবা ছাড়িয়া দাস্যের পরিবর্তে নিজেই 'ভোক্তা' বুদ্ধি করিতে থাকেন ও শ্রীভগবানের বিশুদ্ধমায়ার প্রতি নিরীক্ষণ করেন, তখনই তাহাকে দৈবী মায়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাই মহাজন আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণবহির্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥'

প্রথমতঃ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক একটী সূক্ষ্ম আবরণ যাহাকে লিঙ্গ দেহ বা বাসনাময় দেহ বলা হয়, তদ্দ্বারা জীব প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্‌ব্যোমাত্মক একটী স্থূল আবরণ বা জড়দেহ সেই সূক্ষ্ম আবরণকে আবরিত করিয়া থাকে। জীব ভোগের আশায় এই দুই প্রকার দেহ ধারণ করিয়া এই মায়িক জগতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে। জীব এই স্থূলদেহকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া যখন তাহাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য' শূদ্র, অন্ত্যজ, ব্রহ্মচারী. গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ,ধনী, নির্ধন, রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, মানী, দরিদ্র, কাঙ্গাল প্রভৃতি মনে করে, তখন তাহার জড়ীয় অহঙ্কার উদিত হয়।

তারপর সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক মনের দ্বারা জীব যখন মনে করে যে, এই কার্য্য করিলে আমার সুখ সুবিধা হইবে এবং এইরূপ কার্য্য না করিলে আমার অশান্তি অসুবিধা হইবে এবং তৎসমাধানকল্পে নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে ও বিচার করিতে থাকে, তখনই তাহার বুদ্ধির ক্রিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে সূক্ষ্ম শরীরের কার্য্য চলিতে থাকিলে জীব বাহ্য স্থূলদেহকে চালিত করি। নানাপ্রকার দেহসুখ বা জড়েন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সর্বদা মাতঙ্গের ন্যায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়।'

কিন্তু দুর্ভাগাজীব বুঝে না যে, এই জগৎ মায়িক বা অনিত্য, এখানে নিত্যসুখ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। সুখের প্রতীতি বলিয়া যাহা কিছু আছে, তাহা ও ক্ষণিক ও পরক্ষণেই নিরানন্দ আনিয়া দেয়। বদ্ধজীব এই নিরানন্দকেই নিত্যসুখ অবস্থা, নিত্যানন্দজ্ঞানে মরীচিকায় জলভ্রমে তৃষ্ণার্ত মৃগের ন্যায় ধাবিত হয়। মরীচিকায় জলপানের আশায় মৃগ যেমন প্রতারিত হইয়া পরিশেষে বঞ্চিত হয় এবং ক্রমাগত ছুটিতে ছুটিতে তৃষ্ণা মিটিবার পূর্বেই মরুভূমিতে প্রাণ হারায়, সেইরূপ এই মায়িক সংসার-মরুতে বিষয়-পিপাসায় পিপাসার্ত জীব বিষয় পিপাসা নিবৃত্তির জন্য এবং তৎ-প্রাপ্তিতে সুখলাভের জন্য ক্রমাগত দৌড়িতে দৌড়িতে ঐ তৃষ্ণার্ত হরিণের দশাই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তৃষ্ণা বা হাঁপের তৃপ্ত হইবার পূর্বেই তাহাকে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিতে হয়।

এই মায়িক জগৎ জীবের নিত্য বাসস্থান নহে বলিয়া তাহার নিত্যতৃপ্তির বস্তুও এজগতে নাই। ভগবানের তিন শক্তির মধ্যে জীব তটস্থা শক্তি, সুতরাং জীবও বাস্তব বস্তু। তাই মায়িক রাজ্যের যাবতীয় অবাস্তব বস্তুর প্রাপ্তিতে বাস্তবজীবের তৃপ্তি বা শান্তি লাভ হয় না। জীব এই জগতে প্রবাসী হইয়া নিরন্তর শান্তির জন্য অহর্নিশ চেষ্টা করিলেও তাহা তাহার ভাগ্যে লাভ হয় না। জীব মায়াকে পোষণ করিতে গিয়া তাহার দাসত্ব করিতে বাধ্য হয় এবং মায়াপ্রদত্ত ত্রিগুণশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক-রূপ ত্রিতাপানলে দগ্ধীভূত হইতে থাকে। "মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে। কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র॥ কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥ কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু। কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥"

বস্তু বিচারে জীবের অবস্থান সম্বন্ধে শ্রীগীতা অন্যস্থলে বলিয়াছেন,—'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ দুইটীই অনিত্য ও পরিবর্তনশীল, এ কারণে উহারা অবাস্তব বস্তুর মধ্যেই গণ্য। কিন্তু জীবাত্মা যিনি, তিনি ঐদুইটী স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অতীত নিত্য, সনাতন বস্তু; অতএব জীব একটী বাস্তব বস্তু। মায়ার সঙ্গে জীবের নিত্য ধর্ম বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া বিকৃতগ্রস্ত হয়। তৎ-কালে জীব মায়িক অবাস্তব বস্তুতে আত্মা-ভিমান করিতে করিতে উহাই তাহার স্বরূপের মত প্রতীতি হইতে থাকে। বাহ্য-প্রতীতে জীব অবাস্তব অনিত্য বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপে তাহা নিত্য সনাতন বাস্তব বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে
ভক্তিবিনোদবিরহোৎসব

শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদঠাকুরের বিরহমহামহোৎসব দিবস বেকালে ৪টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত ভগবদ্‌গুণানুকীর্তন ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সুমঙ্গল দাসাধিকারী প্রভু মধুর স্বরে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহগীতি কীর্তন করিয়া উপস্থিত ভক্ত ও সজ্জনগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্যন্ত শ্রীপাদ উদ্ধবদাস অধিকারী সেবাকৃষ্ণ মহোদয় শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদঠাকুরের অলৌকিক বৈষ্ণবচরিত্র ও ঠাকুরের শিক্ষা সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় কীর্তন করেন। তারপর সকলেই শ্রীনামসংকীর্তনমুখে শ্রীমহাপ্রসাদে সম্মান করিয়াছেন।

শ্রীপাটবাটীর সেবাভার

(বঙ্গবাণী ১২ই আষাঢ় ১৩৩৮)

দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ পণ্ডিত মহোদয়ের শ্রীপাট সম্প্রতি চব্বিশপরগণা অন্তর্গত কাঁঠালপুলি পল্লীতে অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ঐকান্তিক ইচ্ছাক্রমে ঐ শ্রীপাটবাটীর সকল সেবাভার শ্রীগৌড়ীয় মঠ গ্রহণ করিতেছেন। তদুপলক্ষে আগামী রবিবার ১৫ই আষাঢ়, ১২ই পুরুষোত্তম গৌরপ্রবোধিনী তিথিতে শ্রীপাটবাটী প্রবেশ মহোৎসব শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তগণ সম্পাদন করিবেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথা ও বিষ্ণুত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। আদ্যম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকানুগতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যানুযায়িনী। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তনিনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভবসিদ্ধানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাভিভাব, শ্রীবাসভবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্ম-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত মহদ্ধর্ম্ম ও প্রাকৃত মহদ্ধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীগুরু স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিদণ্ডের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীবৈষ্ণবগুরু ভজন-পথ, শ্রীমতী তুলসীসুন্দরী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-নিবন্ধ-বিভূষিত। ভিক্ষা ৵ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট-কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেই ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—শব্দ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদে সংগৃহীত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য'—নাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণে পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তস্তবসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠে উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নমস্কার মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণচিত্রিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানি একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জীবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-[illegible] জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই [illegible] বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-[illegible]রল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible]গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত [illegible]খিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার [illegible]াদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, [illegible]০ মাত্র জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ [illegible]া ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-[illegible]লী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা [illegible]তে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও [illegible]কর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible]াম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের [illegible]ীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির [illegible] সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-[illegible]শ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশরাশি, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী শ্লোকসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চারিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (অপসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীনব্যাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতার দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীব্যাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্লীডার (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠশোভিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবদেবীগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাত্রিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

কাজের মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ভক্তের শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীরঙ্গপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্রের স্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের নিত্য নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১২

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ভক্তিকুমার শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীহরিসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীঅনুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা। রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা। রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশয়ন

(২৯) গোরাঙ্গপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

গান্ধী আরউইন চুক্তিতে লর্ড উইলিংডনের বক্তৃতা

লর্ড উইলিংডন ২৭শে জুন রাত্রিতে চেমসফোর্ড ক্লাবের ভোজ-সভার বক্তৃতায় গান্ধী আরউইন চুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি এই চুক্তির সম্পূরণের ভার গ্রহণ করিয়াছি। আমি প্রাদেশিক গবর্ণর সমূহের সহায়তায় চুক্তির সর্ত্ত যাহাতে পালিত হয় তাহার জন্য অকপট ভাবে চেষ্টা করিব। আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, আমার বেশ বিশ্বাস আছে যে, মহাত্মা গান্ধীও চুক্তির সর্ত্ত পালন করিবার জন্য অকপট অভিলাষ পোষণ করিতেছেন।

তবে আমি দেখিতেছি যে, কেহ কেহ বিবৃতি দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সন্ধি যুদ্ধ-বিরতির চুক্তিমাত্র এবং এতদ্দ্বারা আবার আন্দোলন চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইবার অবসর পাওয়া গিয়াছে। চুক্তির সর্ত্ত পালন করিতে হইলে এই ভাব পোষণ সুসঙ্গত নহে।

আমি শান্তির প্রয়াসী। যুদ্ধ বিরতির সন্ধির পক্ষপাতী নহি এবং আমি অনুরোধ করিতেছি যে, সকলেই যেন ভারতের মঙ্গল হৃদয়ে পোষণ করতঃ চুক্তি পালনে নিরত হয়েন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা শান্তিতে থাকিয়াই ভারতের আর্থিক ও রাজনৈতিক মঙ্গল গড়িয়া তুলিতে পারিব।

আমি ভারতের সকল অধিবাসীর নিকট এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা সাধারণ অধিবাসীই হউন বা সরকারী কর্ম্মচারী হউন, তাঁহারা যেন আমাকে বিনিময়ে সহায়তা করেন।

আমার যে সকল দেশবাসী বিলাতে রহিয়াছেন আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন ভারতের সমস্যাকে সাম্রাজ্যের সমস্যা বলিয়া ধরিয়া লয়েন এবং এই সমস্যাকে যেন তাহারা দলবিশেষের আলোচ্য বিষয় বলিয়া মনে না করেন।

অতঃপর লর্ড উইলিংডন বলেন যে, ভারত নিশ্চয়ই বৃটেনের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিবে না এবং ভারতের ভাবী শাসন-যন্ত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরোক্ষতলে পরিচালিত হইবে।

কংগ্রেসকর্ম্মীর উপর আবার নোটীস

কংগ্রেসকর্ম্মী অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুত দাশরথি চৌধুরী ও শ্রীযুত ভূপেন্দ্র রায়ের প্রতি আবার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে কারা-আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী নোটীস ছাড়া দেওয়ার জন্য নোটীশ জারী করা হইয়াছে। এই তিনজন কর্ম্মীর প্রত্যেকের প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তারপর গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা কারামুক্ত হইয়াছেন।

জাতীয় মুস্লিম কনফারেন্সে কুমিল্লার প্রতিনিধিবৃন্দ

মৌলভী আসরাফউদ্দিন আমেদ চৌধুরী, মৌলভী ফজির রহমান চৌধুরী মিষ্টার আবদুল মজিদ, মৌলভী সৈয়দ আবদুল মজিদ মিষ্টার আলি আমেদ চৌধুরী, মিষ্টার সিরাজউদ্দিন আমেদ, মিষ্টার আবদুল আব্বাস ও মহম্মদ আলওয়ারউল্লা ফরিদপুরে নিখিলবঙ্গ জাতীয়তাবাদী মুস্লিম কনফারেন্স যোগদানের নিমিত্ত গত রবিবার রাত্রে কুমিল্লা ত্যাগ করিয়াছেন।

মদের দোকানে পিকেটিং
১২ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

মদের দোকানে পিকেটিং করিবার সময় দাঙ্গা হাঙ্গামা ও অশান্তি উৎপাদনের অভিযোগে দুইদলে প্রায় ১২ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার প্রিচার্ডের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। আসামিগণ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলে, তাহারা শান্তিপূর্ণ ভাবে কার্য্য করিয়াছে। আগামী ৪ঠা জুলাই পর্য্যন্ত মামলার শুনানী স্থগিত আছে।

বহরমপুরে অভাবের সূচনা

মফঃস্বল হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে প্রকাশ বহু স্থানে অর্থক্লেশ দেখা দিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে বারিপাত হইয়া গিয়াছে তাহাতে আশু ধান্যের ফসল নষ্ট হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা এই হেতু দেশবাসীর ক্লেশ আরও বাড়িয়া উঠিতেছে।

মহাত্মাজীর বোম্বাই ত্যাগ

গত ২৬শে জুন বৈকালে মাদবাগে মহাত্মাজী এক বিশাল নারীসভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। গত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে মহিলারা যে প্রশংসনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, মহাত্মাজী সেই কার্য্যের উল্লেখ করিয়া মহিলাদিগের গুণকীর্ত্তন করেন। মহাত্মাজী মহিলাদিগকে পিকেটিং চালাইতে অনুরোধ করেন এবং খদ্দর প্রচার করিতে উপদেশ দেন।

মহাত্মা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে বর্ত্তমান গত আন্দোলনের সময়ে পোড়া মুসলমান নারীরা পর্দা ত্যাগ [illegible] বাহিরে আসিয়া ছিলেন। কিন্তু এখনে অনেকেই পিছাইয়া গিয়াছেন।

সর্দ্দারজী ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সকালে মহাত্মাজী ভালইয়ার বাঁর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন

অনুন্নত সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রতিনিধি বালুর নেতৃত্বে মহাত্মাজীর সকাশে আইসে। ইহারা মিশ্র নির্ব্বাচন সম্পর্কে মহাত্মাজীর অভিমত জানিবার জন্য আসিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল ও শ্রীযুত দৌলতরাম জয়রাম দাস মেলযোগে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। মহাত্মাজী পথিমধ্যে যুলসরে অবতরণ করিবেন। তথা হইতে তিনি বোরসাদ গমন করিবেন। সর্দ্দার বল্লভভাই বার্দ্দৌলীতে যাইবেন

মহিলাদের আবগারী দোকানে পিকেটিং

খুলনা কংগ্রেস কমিটী মহিলাগণদ্বারা গাঁজা ও মদের দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করাইতেছেন। মহিলাগণ সুক্তকরে ক্রেতাদিগকে গাঁজা ও মদ ক্রয় না করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ফলে মদ ও গাঁজার বিক্রয় অনেক কমিয়া গিয়াছে।

রায়বেরিলী জেলে
১১ জন বন্দী প্রোথিত

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রায়বেরিলী জেলে ২ জন বন্দী নিহত হইয়াছে জেলের মধ্যস্থ একটী শস্যের গুদাম হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় ১১ জন বন্দী চাপা পড়িয়া যায়। জেল কর্ত্তৃপক্ষ ও জেলের অন্যান্য বন্দীরা উক্ত বন্দীদিগকে পরে উদ্ধার করে ১১ জন বন্দীর মধ্যে ২ জনের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে।

ভারত সরকারে অর্থ সাহায্য

ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, বৃটিশ সরকার প্রেসিডেন্ট হুভারের যুদ্ধ-ঋণ আদায় স্থগিত রাখার প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় ভারত সরকারের বাজেটে বর্ত্তমান বর্ষে ২,৪৬,০০০ স্বর্ণমুদ্রা এবং আগামী বর্ষে ৩,৬২,০০০ স্বর্ণমুদ্রা সাশ্রয় হইয়াছে।

গত ৩১শে মার্চ যুদ্ধ-ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ১,৬৭,২১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা। প্রতি বৎসর যুদ্ধ-ঋণ বাবদ বৃটিশ সরকারের দেয় সুদের [illegible],৬৬,০০০ স্বর্ণমুদ্রা। এই অর্থ বাৎসরিক ছয় মাস অন্তর দুই কিস্তীতে দিতে হয়। যুদ্ধ-ঋণ আদায় স্থগিত থাকায় জুলাই হইতে কার্য্যকরী হইবে প্রথম ষান্মাসিক কিস্তী বাবদ সুদের ৪,১৮,০০০ স্বর্ণমুদ্রা বাজেট থাকিয়া যাইবে।

১৯৩১-৩২ ও ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের যুদ্ধ-ঋণ আদায় বাবদ প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ বাৎসরিক আনুমানিক ২,২৮,৩০০ স্বর্ণমুদ্রা। উপরিউক্ত সর্ত্তানুযায়ী যথাক্রমে ১,৭২,০০০ ও ৫৭,০০০ স্বর্ণমুদ্রা আদায় স্থগিত থাকিবে।

---

৬ দিনে ভারতবর্ষ যাতায়াত

প্রকাশ কাপ্তেন নেভিলে ষ্টার্ক ও চ্যাপলিন ডিকার্শ নেপিয়ার বাই প্লেনে ৬ দিনে ভারতবর্ষ যাতায়াত করিবার জন্য কয়দিনের মধ্যেই যাত্রা করিবেন। এই বিমানেই তাঁহারা গত ২৫শে জুন পোল্যাণ্ড যাতায়াত করেন। সে উপলক্ষে তাঁহারা ১৪॥ ঘণ্টায় ২ হাজার মাইল অতিক্রম করেন।

যুক্তপ্রদেশে কৃষির দুরবস্থা

ভারতীয় বণিক সমিতি সমবায়ের সভাপতি মিঃ জামাল মহম্মদ রাজপ্রতিনিধির নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া যুক্ত প্রদেশের কৃষককুলের দুরবস্থার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি টাকার মূল্য ১৮ পেন্স না রাখিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্থানে পণ্ডিত জহরলাল

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বারাণসীর পথে রায়বেরেলিতে গিয়াছেন। বারাণসীর কৃষকদের দুরবস্থা দিন দিন ভীষণতর হইয়া পড়িতেছে।

গান্ধীর সহিত আলোচনা

গত ২৮শে জুন সন্ধ্যাকালে বোম্বাইয়ের বিদেশীবস্ত্র ব্যবসায়িগণ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ব্যবসায়ের অবস্থা জ্ঞাপন করেন। প্রকাশ, বিদেশী বস্ত্র রপ্তানী কোম্পানী আমেদাবাদ হইতে [illegible] সম্পর্কে পর্য্যাপ্ত কর্ম্মতৎপরতার আভাস পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া মহাত্মাজীর নিকট অভিযোগ করিয়াছেন। মহাত্মাজী এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সভাযোর হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০১ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীবাস মাঘাপূর্ণিমা ১৬ই আষাঢ় বুধবার ১০৫৮, ১লা জুলাই ১৯৫১

নানা কথা

লণ্ডনে মিঃ প্যাটেলের বক্তৃতা

লণ্ডনে ভারতীয় জাতীয় দলের সন্ধে- লনে মিঃ ভি, জে, প্যাটেল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "ভারতে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ব্রিটিশের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে শক্তি হস্তান্তর করিয়া ভারতীয়দিগের হাতে না দিলে সন্তোষের সৃষ্টি হইবে না।" মিঃ প্যাটেল বলেন যে, মহাত্মা গান্ধী লণ্ডনের গোল টেবিল সম্মেলনে যদি যোগদান করেন এবং পূর্ণ ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া লইতে সমর্থ হন, তথাপি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই শাসনতন্ত্র দেশবাসীকে গ্রহণ করাইতে মহাত্মা গান্ধীর [illegible] ছাড়িতে হইবে না।

মিঃ প্যাটেল আরও বলেন, "এই দেশের রক্ষণশীল নেতাগণ চেষ্টা করিতেছেন যে, আমরা যাহাতে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কতকগুলি রক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি—এই ব্যবস্থা ভারতের স্বার্থের জন্যই হউক, কিম্বা নাই হউক। ইহাই যদি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে গান্ধী আরউইন চুক্তি অবশ্যই এক টুকরা কাগজ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে এবং এই সমস্ত দায়িত্ব ব্রিটিশের ঘাড়েই নির্ভর করে।

সেপ্টেম্বর মাসের গোল টেবিলের সম্মেলন যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে তাহার অর্থ হইবে—ভারতে ব্রিটিশের বাণিজ্য চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্কিত রাখিবার সমস্ত আশা ও আশোষ চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দেওয়া।

লণ্ডনে স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতের নবনিযুক্ত হাই কমিশনার স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র ২৭শে জুন লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। তিনি ১লা জুলাই তারিখে হাই কমিশনারের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ডেপুটি হাই কমিশনার ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত জয়রাম দাস দৌলতরাম বম্বাই হইতে জানাইতেছেন যে, আগামী ৭ই জুলাই অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশন হইবে।

লণ্ডনে প্যাটেলের বক্তৃতা

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনী

ব্রহ্ম বিদ্রোহের অবস্থা

মহাত্মার দাবী রক্ষার প্রতিশ্রুতি

মোটর দুর্ঘটনা

থানায় বোমা বিস্ফোরণে দারোগা খুন

থানায় বোমা বিস্ফোরণে দারোগা খুন

গত ২৮শে জুন [illegible] সময় পাটনা পীরবহর থানার এলাকাধীন [illegible] স্থল ঘটে। এই বোমা বিস্ফোরণের ফলে একজন দারোগা নিহত হইয়াছে এবং একজন হেডকনেষ্টবল গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। হেডকনেষ্টবলকে চাঁসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে, তাহার অবস্থা সঙ্কটজনক। দুইজন লোককে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের নাম হাজারিলাল এবং [illegible] হাজারিলাল দিল্লীর ষড়যন্ত্র মামলার একজন ফেরারী আসামী।

ব্রহ্ম-বিদ্রোহের অবস্থা

২৮শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে ব্রহ্ম দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে :- অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। থারাওয়াডী জেলায় ৪টী ডাকাত দলের বিনাশ সাধন করা হইয়াছে। ইনসিন জেলায় একটী দলকে বিনষ্ট করা হইয়াছে। ঐ ডাকাত দলের নেতা ও তাহার দুইজন সহকারীকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। হেনজাদা জেলায়ও একটা বড় ডাকাত দল ধরা পড়িয়াছে। ঐ দলের নেতাকে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রোম জেলায় ১৩০ জন আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আরও অনেকে খুব সম্ভব শীঘ্রই আত্মসমর্পণ করিবে। পিয়েটমিয়ো ও হেনজাদা জেলায় ডাকাতির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ভারতীয়দের উপর জুলুমবাজীও খুব কমিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র পেগম ও হেনজদা জেলায় ভারতীয়দের উপর অত্যাচার কিছু কিছু চলিতেছে। সরকার গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ দ্বারা [illegible] একজন সামরিক পুলিশ ও একজন ভারতীয় আহত হইয়াছে। বিদ্রোহীদের হতাহতের সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই, অর্থনৈতিক অবস্থা একটু উন্নতির দিকে [illegible] কাজও ভালই চলিতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধাতুভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটী'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালীর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটীকার ন্যায় ও বহুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, মুখ শুষ্কতাদি, অরুচি প্রভৃতি সকল প্রকার বিষের আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুৎসঞ্জীবনাদ্যাদ্য ঘৃত"

পুরাতন রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকিলেও করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"ক্ষুদ্রজ্বরান্তিকাদিনী বটিকা"

বীর্য্যবান করত সন্তোষপতি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বাংবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কেশবশাস্ত্রী

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় নৈরাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন;

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিদাস সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র!—আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টকিং চিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেড, মেমো, খরচ, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন, বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পত্রই বলুন,

আর ৩ নং ও ৪ নং রয়েলের ফরমটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই হয় পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অদ্ভুত বিশ্বমোহিনী লীলাস্বরূপপ্রকাশিনী কৃষ্ণকথাবিলাসিনী জীবজাগানী মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সরস্বতীর কৌস্তুভমণি—সকল অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ।

ডিমাই আকারে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ এম্, এস্, এস্, কর্ত্তৃক ও প্রকাশিত

৪র্থ বর্ষ ১০১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১৬ই আষাঢ় বুধবার—১৩৩৮

সেবা-ভারগ্রহণ

করুণাময়াভিন্ন শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট সম্প্রতি চাকদহের অন্তর্গত কাঁটালপুলি পল্লীতে অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ঐকান্তিকী ইচ্ছাক্রমে ঐ শ্রীপাটবাটীর সকল সেবাভার শ্রীগৌড়ীয় মঠ গ্রহণ করিলেন। তদুপলক্ষে গত রবিবার ৩রা আষাঢ় (১৩৩৮) গৌরত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীপাট বাটী-প্রবেশ-মহোৎসবের দিন ধার্য্য হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ণেই কলিকাতা হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ সদলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। নির্দ্দিষ্ট দিবস প্রাতঃকালে ভক্তগণ বিরাট্ সাঙ্কীর্ত্তন বাহিনী, বিচিত্র বর্ণের পতাকা, আয়াসোটা প্রভৃতি লইয়া চাকদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হন এবং সঙ্কীর্ত্তন-রোলে ষ্টেশন মুখরিত করিয়া তোলেন। বেলা ৯ ঘটিকার সময় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কলিকাতা হইতে আগমনের কথা ছিল। ট্রেণ প্ল্যাটফরমে আসিয়া পৌঁছিলে ভক্তগণ আনন্দবিহ্বল চিত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর জয়ধ্বনিদ্বারা আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিলেন। প্রভুপাদ প্ল্যাটফরমে অবতরণ করিলামাত্র শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রভুপাদের গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই সাষ্টাঙ্গে যুগাচার্য্যের পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন।

ভক্তগণের একান্তিকী ইচ্ছাক্রমে ঊর্জ্জিত প্রভুপাদ বিবিধ কারুকার্য্যখচিত ও নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত শিবিকায় আরোহণ করিলে ভক্তগণ অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষকে স্বয়ং স্কন্ধে বহন করিয়া শ্রীপাট বাটীতে উপস্থিত হন।

প্রভুপাদ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সমাধি মন্দির পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীপাটবাটী স্থিত শ্রীশ্রীরেবতীবলরাম, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সকলেই তাঁহার অনুসরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

অতঃপর প্রভুপাদ "মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল। চক্কাবাজে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥"—এই শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতোক্ত বাণী প্রেমবিবশ চিত্তে অভিনব ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে আচার্য্যাত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ইঙ্গিতক্রমে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু 'শুদ্ধ ভকত-চরণ রেণু ভজন অনুকূল' গীতিটী তাঁহার স্বভাব সুলভ সুললিত কণ্ঠে গান করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

অতঃপর বিপুল সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে ভোগারতি সমাধা হইলে ভক্তগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। তৎপরে পুনরায় কীর্ত্তন চলিতে থাকে। বেলা প্রায় সাড়ে তিন ঘটিকার সময় সপার্ষদে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা অভিমুখে শুভ বিজয় করিলেন।

অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ অরণ্য মহারাজ উপস্থিত বিপুল জনতার মধ্যে 'গুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে আলাময়ী ভাষায় অপূর্ব্ব ভাবে বক্তৃতা করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের তারতম্যবিষয়ক একটী বক্তৃতা দ্বারা তাঁহার যথার্থ তাৎপর্য্য সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

উক্ত স্থলে উপস্থিত বহু সাধুর মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে আগত আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ যদুবর দাসাধিকারী এম, এ বি এল ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অনুপম জ্ঞানকোবিদ, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে সমাগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজপ্রমুখ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষকগণ, চাকদহের রাইস মিলের প্রোপ্রাইটর শ্রীযুত জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সুতারগাছি), শ্রীযুত রামজীবন রায় (চাঁড়ড়িয়া), শ্রীযুত রাইচরণ ভট্টাচার্য্য (নায়েব চাকদহ কাছারী), শ্রীযুত ললিতমোহন গোস্বামী (যশড়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পাট), শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র পাল (কাঁটালপুলি), শ্রীকৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় (যশড়া), শ্রীযুত অম্বুলাপদ দত্ত (কাঁটালপুলি), শ্রীযুত সতীনাথ রায় (কবিরাজ চাকদহ), শ্রীযুত নিবারণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘুণিয়া) শ্রীযুত তর্পাচরণ মুখোপাধ্যায় (কাঁটালপুলি), শ্রীযুত তারাপদ ভট্টাচার্য্য (কাঁটালপুলি), শ্রীযুত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (রাণাঘাট), শ্রীযুত ভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক (জমিদার রাণাঘাট), শ্রীযুত কুমুদভূষণ মল্লিক (রাণাঘাট) ইত্যাদি।

পৈশুন্য পীড়া

খলস্বভাব মৎসর জনগণ সংসারে নানাপ্রকারে নিন্দিত ও অপদস্থ হইয়াও স্বীয় অসৎ স্বভাব পরিবর্জ্জনের জন্য যত্ন করেন না। তাঁহারা লোকপ্রতারণাকল্পে নানাপ্রকার চরভিসন্ধি ও চক্রান্ত-কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করেন।

এই শ্রেণীর লোকের 'লোকের চক্ষে ধূলি দেওয়া' বলিয়া যাহাকে 'ন্যাকামি' বলে—তাহার অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে—যেমন, পৈশুন্যপীড়াগ্রস্ত একটী রোগী স্বীয় রোগযাতনায় প্রপীড়িত হইয়া পরলোকগত ভোলানাথ চন্দ্রের Travels of a Hindu নামক পুস্তকের ৪১পংক্তিতে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণনাটি লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন।

এই উক্তিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া পরবর্ত্তি সময়ের অনুসন্ধানের ফল স্বীকার করার কোন আবশ্যকতা নাই!—এইরূপ সিদ্ধান্তকে নিঃসন্দেহে 'প্রমাণ' বলিতেছেন! ধন্য বিচার শক্তি!! দুরভিসন্ধি আর কাহাকে বলে?

খ্রীষ্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভ্রমণকারীর কথার পূর্ব্বে 'প্রাচীন নদীয়া ভাগীরথীর সমতটে ছিল'—এই উক্তিতে 'পূর্ব্ব' শব্দের অর্থে মহাপ্রভুর সময়ে ছিল,—এইরূপ নির্দ্দেশ তিনি কোথায় পাইলেন? মহাপ্রভুর পরবর্ত্তি সময়ের ও লেখকের উক্তিকালের ব্যবধান প্রায় ২৫০ বৎসর। সুতরাং এই ২৫০ বৎসরের কোন সময়ে গঙ্গার গতি বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের পশ্চিমে ছিল, উহা যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে অবস্থিত ছিল—এইরূপই নির্দ্দেশ করিতেছে, জানা যায়।

'পূর্ব্ব' শব্দের অর্থ যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ—এই কথা নিঃসন্দেহভাবে কিরূপে স্থির হইল ও তাহা কোন্ ন্যায়ে সিদ্ধ হইল, আমরা জানিতে চাই। এইরূপ অপূর্ব্ব যুক্তিমণ্ডিত দুরভিসন্ধি বুঝিবার লোক বঙ্গদেশে নাই—একপ ধৃষ্টতা কাল-জ্ঞানের অভাব হইতে দৃষ্ট হয় না কি?

আর একটী পৈশুন্যপীড়িত রোগী বলেন,—শ্রীধাম মায়াপুরের নিকট 'বয়রা' গ্রাম নাই। কিন্তু শ্রীমায়াপুরের ৮।১০ মাইলের মধ্যেই 'বয়রা নামক একটী গ্রাম এখনও অবস্থিত আছে। বয়রা নামক গঙ্গার ধারাবিশেষ শ্রীধাম মায়াপুরের নিকট দিয়াই যে প্রবাহিত ছিল, ইহা হলওয়েল সাহেবের ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র প্রমাণ করিতেছে। বয়রা গ্রাম হইতেই বয়রা পরগণার নামকরণ হইয়াছে। ঐ বয়রা গ্রামটী রাণাঘাট ও শান্তিপুরের মধ্যবর্ত্তিস্থানে অবস্থিত।

যেখানে সেখানে 'মায়াপুর' নাম পাওয়া যাইবে, সেখানেই শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান হইবে, একথায় অধিক যুক্তি প্রদর্শন করা যায় না। আর সেইখানেই যে মৌলানা সিরাজুদ্দিনের কবর থাকিবে, এরূপ যুক্তিও অভিনব গবেষণার দৃষ্টান্ত ও ফলাবশেষ!!

কৃত্রিম স্বর্ণ Chemical gold) নির্ম্মাণ স্থানে যে কবরটী আছে, তাহা ১৩৫ বৎসর

পূর্ব্বের একটী কবর মাত্র এবং উহা মৌলানা সিরাজুদ্দিনের কবর নহে এবং বর্দ্ধমান জিলার সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত নহে। কিন্তু প্রাচীন বর্দ্ধমান জেলার সীমান্তে বর্ত্তমান বামনপুকুরের যে কবরটী আছে, উহা ৪০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন। উক্ত মৌলানা হোসেন সাহ সৈ.দ-ই মক্কার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তাঁহার সমাধি ১৫০ বৎসরের স্থাপিত সমাধি নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন শ্রীধাম মায়াপুর বা বর্ত্তমান বামনপুকুর গ্রামে অধিষ্ঠিত সমাধিস্থান হইতে বর্দ্ধমান জেলার চর কাঁশালীর সীমানা কএক গজের মধ্যেই অবস্থিত—একথা পৈশুন্য-পীড়িত দলের জনৈক বাণীসেবকের কাগজে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও দুরভিসন্ধিমূলে কেন পুনঃ পুনঃ সেই কথা চাপা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে ও হইতেছে? এই অবৈধ চেষ্টা যে দুরভিসন্ধিমূলে জাত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

রাণাঘাট শান্তিপুর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ের এখানে একটি ষ্টেশনের কথাও প্রত্যেক নদীয়াবাসীর জানা আছে। দুরভিসন্ধিমূলে বয়রা গ্রাম ও বয়রা পরগণার কয়েকটি স্থান হুগলী জেলার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই একটি ভগ্নামক বৃষকপল্লীকে শ্রীধাম মায়াপুর বলিয়া ভ্রান্ত হইতে হইবে না।

এইরূপ ভ্রান্তিবশেই পরলোকগত মাধব দত্ত নামক এক ব্যক্তি কাঁচড়াপাড়ার নিকট কুলিয়া নামক এক গ্রামকে 'নবদ্বীপ' নাম নামকরণ করিয়া তথায় এক মেলা বসাইয়াছে। তাঁহার পরিচিত এক পিশুন ব্যক্তি বয়রাপরগণার জমির সহিত উক্ত স্থানটীকে এক করিয়া সেখানে নবদ্বীপ বসাইবার অসৎ পিপাসা পোষণ করিতেছে, এইরূপ দুরভিসন্ধি নিতান্ত ঘৃণ্য ও আদৌ হরিজনোচিত নহে।

কৃত্রিম মেটেলের কারখানা যে গ্রামে আছে, সেই গ্রাম হইতে শ্রীধাম মায়াপুর সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীধাম মায়াপুর বারান্তরে তাঁহে অবস্থিত হইল। সার উইলিয়াম হাণ্টার সাহেবের "I am told" শব্দগুলির প্রয়োগ ও তাহার বিচারানুসারে কুলিয়া নবদ্বীপের নির্দ্দেশ প্রভৃতিকে যেরূপ প্রমাণ বলিয়া স্থাপন করিবার দুরভিসন্ধিমূলে চেষ্টা হইতেছে, তাহাও পৈশুন্যপীড়িত ব্যক্তির রোগবিশেষ।

এমন কি, কএক বৎসর পূর্ব্বেও কাল্না মহকুমার অধীনস্থ এই সমাধি হইতে কএক গজ দূরবর্ত্তী স্থানের রাজস্ব খাসমহালের অন্তর্গতরূপে আদায় হইয়া বর্দ্ধমানের সাব্ ট্রেজারী কাল্নাতেই জমা হইত। ২০।২৫ বৎসর পরে এই সকল কথা লোক বিস্মৃত হইলে দুরভিসন্ধিমূলে লোকপ্রতারণা করিবার আরও সুযোগ হইবে।

খলস্বভাব ব্যক্তিগণ লোকের চোখে ধূলি দিতে গিয়া লোকের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া যে মিথ্যা কথা প্রচার করে, তাহাতে মৎসরতা অন্তর্নিহিত আছে, বুঝা যায়। কপটতাদ্বারা লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে যে অমঙ্গল প্রসূত হয়, তাহা মরণশীল জীবগণ চিন্তা না করিলে তাঁহাদের পাপে প্রবৃত্তি হয়। সেরূপ পাপ করিবার জন্য দুরভিসন্ধির অভাব হয় না।

বৃন্দাবনকে 'মামিনাবাদ' করাইবার দুষ্প্রবৃত্তি যদি কএকটী হিন্দুনামধারী ব্যক্তির জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীধামমায়াপুর খরৌষ্টি ভাষায় কথিত শব্দ দ্বারা সংস্কার-বিপর্য্যয়-সাধনের চেষ্টা দুরভিসন্ধি পোষণ করিতে পারে। যাঁহাদের সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ আছে, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষাকে দুরভিসন্ধিমূলে খরৌষ্টি ভাষার শব্দরূপে পরিণত করিবার চেষ্টায় যত্নবান্ হইবেন না।

পৈশুন্যপীড়িত খল জনগণ বুঝিয়াও বুঝে না যে, খলতা ধরা পড়িলে লোকে তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না। খলতা পরিত্যাগ করাই সত্যানুসন্ধিৎসুর একমাত্র ধর্ম্ম।

আলেকজাণ্ডার পো, বলেন—আমরা মনে করি, আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব উদ্ধতন পুরুষগণ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং আমরাও এই নীতি আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যতের পৈশুন্যপীড়িত জনগণের নিকট নিবেদন করিয়া প্রতিপন্ন হইব। প্রকৃত প্রস্তাবে মুড়িমিশ্রির দর এক নহে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের দর এক তৌলে পরিমিত হইতে পারে না। দুরভিসন্ধি ও লোকহিতৈষণা সমজাতীয় নহে।

যাহাদের প্রত্যহ তিন অবস্থা, সেই মনোধর্ম্মী ভক্তিবিরোধী জনগণ ভক্তের নিকট পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন। ভক্ত তাহাদিগকে পূজা না করিয়া অবৈধ মানদানের অভিনয় করিয়া অপসারিত করেন। তাহাতে সন্তুষ্ট না হইলে অসন্তুষ্ট পৈশুন্য-প্রবীণসম্প্রদায় নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শনে নিবেদনেই অমঙ্গল সাধন করেন। সুতরাং এই সকল ব্যক্তিকে পৈশুন্যপীড়া হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভাগবতধর্ম্মের প্রচারের আবশ্যকতা আছে; কেননা, সেই প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ভগবদ্ভক্তের চরণে সর্ব্বতোভাবে অপরাধী।

অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের সহিত
সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

("শ্রীন"-লিখিত)

(১৬)

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার পার্ষদবৃন্দ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং জীবগণকে সূত্ররূপে 'শিক্ষাষ্টক' নামক আটটী শ্লোক দিয়াছেন, তাহাই ভক্তগণের কণ্ঠমণিহার। তাহাতে তাঁহার শিক্ষা সমস্তই আছে। ভক্তগণ সেই গূঢ়তত্ত্ব বিচার করিয়া দশমূল রচনা করিয়াছেন। সেই দশমূলে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন বিচারে সাধ্যসাধন সূত্ররূপে কথিত আছে। দশমূলের প্রথমটী প্রমাণতত্ত্ব ও শেষ নয়টী প্রমেয় তত্ত্ব। সমষ্টি শ্লোকের সার এই—গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত পঞ্চরাত্রাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণ দ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরম তত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ—দুই প্রকার জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ; বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তে কোন প্রকার অসৎসাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়িকতা থাকা দূরের কথা, তাঁহার অপেক্ষা জীবের আত্মার পরিপূর্ণ উদার বিকাশের কথা পূর্ব্বে আর জগতে প্রকাশিত হয় নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় যে ভক্তিধর্ম্মের কথা উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে শান্ত-দাস্যরসের আশ্রয়ে পরব্যোম ধামস্থ বৈকুণ্ঠের শ্রীনারায়ণ-উপাসনার কথাই পরিস্ফুট আছে। বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধদেশে গোলোক বৃন্দাবনে ২০টী অপ্রাকৃত পূর্ণগুণশালী নারায়ণ অপেক্ষা আরও অপূর্ব্ব ৪টী অধিক গুণযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বলোকচমৎকারি লীলাকল্লোলবারিধি, অতুল্যপ্রেমশোভা-বিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, নিজগণমানসাকর্ষী মুরলী-গীতগানকারী ও অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যমাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী—এই চতুর্ব্বিধ পরম চমৎকার অসাধারণ গুণের দ্বারা পরিশোভিত থাকিয়া বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা আরও অতিরিক্ত আড়াইটী রসের আশ্রিত ভক্তগণের দ্বারা নিত্যনবনবায়মানভাবে সেবিত হইতেছেন। ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের চমৎকারিতা অত্যধিক ও অত্যন্ত উপাদেয়। ঐশ্বর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীবগণ বৈকুণ্ঠে পরব্যোমপতির পার্ষদ, মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীবগণ গোলোক বৃন্দাবননাথের পার্ষদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চতম ভাব রাধাকুণ্ড সেবাকেই পরম পরাকাষ্ঠা সেবা-রূপে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা শ্রীনিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তিহীন মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণেরও সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য।

ভজনবিবেকী পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদর্শন করিতে গিয়া শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু বলিতেছেন,—পরব্যোমধামস্থ বৈকুণ্ঠ অন্য ধাম অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের জন্ম নিবন্ধন মাথুরমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। কৃষ্ণের রাসস্থলী বৃন্দাবন মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থলী গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া গোবর্দ্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। অতএব কোন্ সুবিচক্ষণ সদ্ভক্ত গোবর্দ্ধন গিরিতটে প্রকাশমান শ্রীরাধাকুণ্ডসেবা বঞ্চিত হইয়া অন্য সেবায় মনোনিবেশ করিবেন?

আবার ভজনকারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া বলিতেছেন,—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ-মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্ত মধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীমধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ রাধিকা প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং যাঁহার পরম সুকৃতি থাকে, তিনি অবশ্য শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন করিবেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় একটী শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতের সার উপদেশটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম
বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা
কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো
মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো
নঃ পরঃ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল মোটা অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকা,মেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী,বিষয়-সূচী,গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, শিষ্যের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিষদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, মায়াবাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনায় জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জীবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-[illegible] জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই [illegible] বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই [illegible] সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার [illegible] দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, [illegible] নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর [illegible] লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, [illegible] ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা [illegible] পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানে বিশদার্থ ও [illegible] পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ ভিক্ষা [illegible] আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য [illegible] শাস্ত্রের নির্য্যাস। [illegible] না দেখা পর্য্যন্ত [illegible] বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের [illegible] বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির [illegible] সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-[illegible] ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় [illegible] গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা [illegible] এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও [illegible] লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, [illegible], ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

ঙ্কারকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-[illegible] রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ৷৵০ আনা মাত্র

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ করে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বি গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এ গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভি ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্র এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছে সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহা পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গু সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভ সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমা মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হ নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষ এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদি দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শ্রীমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

শ্রীচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকাল হইতে প্রায় ৩০ ফুট উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সার্বভৌম-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাক্ষাৎ ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তর্ক ন্যায়-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-পুরাণ-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধর* ও সাক্ষাৎ সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য স্বরূপের নিত্য নিত্য সেবিকা হইতেছেন। এই মঠধামে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাক্ষাৎ-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠি ও কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ভাগবতরত্নতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, বেণীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১০৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পুরিপূর্ণ ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই বঙ্গসন্ধ্যারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ পীঠ সপার্ষদে নিত্য বিরাজমান। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের বাণীরূপ গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌর-নাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ভক্তিসমিষ্টি মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবল্লভ বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পারম শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধাবণ রাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল রাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ্মবীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅবধূতানন্দরাসাধিকারী বি-এ, শ্রীছত্রধরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী বি-এল, শ্রীঅনুপম জ্ঞানকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীদুঃখহরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীমদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ রাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) শ্রীনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, বরপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি [illegible] মন্দিরের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম তাকায় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মরমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযুতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বার্ষভানবীদেবীর প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বালিগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসাক্ষীশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র—

মাউগাছি, কাঞ্চনগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসবিহার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত গ্রোভ, কাঞ্চনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত সম্ভাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) কায়স্থ মঠ

গোবিন্দপুর, ইসলখালী, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীবসিক ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌরদাসাধিকারী, শ্রীমধুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামোদরাশ্রম ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

চরিত্রাঙ্গদাধারিণী সভা, বালিগাটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চক্রলিয়া, বাসুদেবপুর, মোদনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগন্নানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাল পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীবাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরমাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগন্নাথবল্লভপুরা, কাশী।

গৌর-গদাধরপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজ্ঞানকীনাথজী, শ্রীজ্ঞানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরাবনোদ-গ্রন্থের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীভগবানজী, শ্রীনীলগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, কাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীগঙ্গাধর ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫৫ নং গোপীকৃষ্ণ রাজার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনিরঞ্জন, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধাবল্লভচরণাশ্রয়

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কুমিল্লায় আর্থিক দুর্দ্দশা

কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে জানা যাইতেছে যে ঐ জিলায় অতি তীব্র আর্থিক দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কর্মকর্তাদিগের মতো বিভিন্ন ভক্ত গবর্ণমেণ্ট অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই। কৃষি ঋণের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক দরখাস্ত আসিতেছে। খাদ্যশস্যাদি ও অন্যান্য জিনিষ পত্রও খুবই সস্তা কিন্তু জন-সাধারণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অতি সামান্য উপকরণগুলিও সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। অনেক স্থলে দিতে প্রস্তুত হইয়াও লোকে ঋণ পাইতেছে না। মজুর খুবই সস্তা কিন্তু মজুরেরা কর্ম্মাভাবে উপবাসী থাকিতেছে।

মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকের অবস্থাও খুবই খারাপ। ধনী ও দরিদ্র সমভাবে কষ্ট পাইতেছেন। চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পাইতেছে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত একপ্রকার পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অনেকস্থানে লোকে একবেলা আহার করিতেছে। অনেকে অনাহারে থাকিতেছে। বিদ্যা বোধ অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এ পর্য্যন্ত দুঃস্থদের সাহায্যার্থে কোন প্রকার কার্য্য আরম্ভ করেন নাই।

কালনায় ৭ জন যুবক গ্রেপ্তার

বাঙ্গলার গোয়েন্দা পুলিশ গত ২০শে জুন কালনাতে ৭ জন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাহারা ঐ সময়ে তাহারা বাগ্‌নাপাড়াতে একটী চাউলের কলে ডাকাতি করিতে যাত্রা করিয়াছিল।

২০শে জুন তারিখে তাহাদিগকে কালনার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। তখন তাহারা নাকি এই মর্ম্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছে যে, তাহারা বর্দ্ধমান, বীরভূম এবং হুগলীতে কয়েকটি ডাকাতি করিয়াছে। তাহারা ইহাও বলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ যে, ডাকাতির দ্বারা তাহারা ৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। ঐ টাকা হইতে তাহারা একটি মোটরগাড়ী ক্রয় করিয়াছিল এবং ডাকাতি করিবার জন্য ঐ মোটরগাড়ী ব্যবহার করিত।

যুবকদের মধ্যে ৩ জনকে হাজতে রাখা হইয়াছে। এই দলের সর্দারের নাকি ১৮ খানা নাকি ২৪ খানা ছোরা আছে। তথা হইতে যে কয়েকখানা উদ্ধার করে।

লোক জালের মামলা

গত ১৯শে মে দাস নামক এক ব্যক্তি নিজেকে সুন্দরী পরিচয় দিয়া কর্ত্তৃক [illegible] নূতন ধরণের ১০০ টাকার নোট প্রস্তুত করিয়াছে—এরূপ এক সংবাদ পাইয়া সি, আই, ডি পুলিশ ইন্সপেক্টর তদন্ত করিয়া ১৯৩০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মাণিকতলা থানার এলাকায় ১৫ নং কৈলাস বসু লেনস্থ পরিচয়ের বাড়ীতে হানা দিয়া খানাতল্লাসী করে। খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ গৃহ হইতে আর যাহা পায় তাহার মধ্যে কিনিষপত্র উদ্ধার করে। [illegible] জিনিষ ১০০ টাকার নোট আকে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। আরও অভিযোগ এই যে, খানা তল্লাসের সময় পরিচয়ের মাতা অন্নপূর্ণা কাপড়ের তলায় কিছু লুকাইয়া [illegible]

ডাকাতি করিতে গিয়া ধরা পড়িল

গত ১১ই আগষ্ট বেলা ১১টার সময় হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন দুইটি বালক যখন রামকৃষ্ণপুর ঘাট হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছিল, তখন একটী মোটরগাড়ী তাহাদের কয়েক হাত পিছনে আসিয়া পড়িলে তাহাদের দুইজনকেই সাংঘাতিকরূপে আঘাত দেয়। তৎক্ষণাৎ বালক দুইটীকে হাওড়া মেডিকেল হাসপাতালে পাঠান হয়। ঘটনাস্থলেই নাকি বড় ছেলেটী মারা যায়। ছোটটী এখনও অজ্ঞানাবস্থায় আছে। তাহার অবস্থা বড়ই আশঙ্কাজনক। হাওড়া মিলস কোর্টের একটি দারোয়ানের সঙ্গে গাড়ীটি সংশ্লিষ্ট আছে।

ডিট্রিক্ট বোর্ড কার্য্যালয়ে খানাতল্লাস

ডাকাতি, তরবের ও রামগুরু স্মৃতিসমিতির পক্ষে মোটর "ট্রাবডন" পরে একটী অনুরোধ পত্র প্রেরিত করায় গত ১৭ই জুন প্রাতে "ট্রাবডন" কার্য্যালয়ে খানাতল্লাস হয় এবং ঐ পক্ষের প্রায় ৩ সহস্র কপি পুলিস হস্তগত করে।

কাঁঠাল সন্ধানে জীবন দান

সম্প্রতি পাইকপাড়া হইতে এই মর্ম্মে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ৮ই জুন লোক এক কাঁঠাল চোরের সন্ধান করিতে গিয়া কুড়ুলের আঘাতে মারা গিয়াছে। প্রকাশ, সেই লোকটীর একটা কাঁঠাল চুরি যাওয়ায় সে সেই কাঁঠাল নিজের করের অন্বেষণ করিতে করিতে প্রকৃত চোরের সন্ধান পায়। অতঃপর সে তাহার বাড়ী গিয়া তাহাকে বাহির বাগানটায় পুলিসের গোচরীভূত করা হইবে ইহাতে সে একটু ভীত হইয়া বলে আমি কাঁঠালের দাম ও ক্ষতিপূরণ দিতেছি। তার পর তাহাদিগের মধ্যে একটা রফা হইয়া যায়।

অতঃপর সেই কাঁঠাল চোর তাহাকে তাহার ঘরে বসাইয়া, কাঁঠালের দাম সংগ্রহ করিবার অজুহাতে বাহির হইয়া যায়। কিছু পর পর সে পিছন দিক হইতে আসিয়া সেই লোকটীকে কুড়ুল দিয়া এমন এক আঘাত করে যে সেই আঘাতেই তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই সম্পর্কে তদন্ত হইতেছে।

মোটর দুর্ঘটনা

গত ১১ই আগষ্ট বেলা ১১টার সময় হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন দুইটি বালক যখন রামকৃষ্ণপুর ঘাট হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছিল, তখন একটী মোটরগাড়ী তাহাদের কয়েক হাত পিছনে আসিয়া পড়িলে তাহাদের দুইজনকেই সাংঘাতিকরূপে আঘাত দেয়। তৎক্ষণাৎ বালক দুইটীকে হাওড়া মেডিকেল হাসপাতালে পাঠান হয়। ঘটনাস্থলেই নাকি বড় ছেলেটী মারা যায়। ছোটটী এখনও অজ্ঞানাবস্থায় আছে। তাহার অবস্থা বড়ই আশঙ্কাজনক। হাওড়া মিলস কোর্টের একটি দারোয়ানের সঙ্গে গাড়ীটি সংশ্লিষ্ট আছে।

ডিট্রিক্ট বোর্ড কার্য্যালয়ে খানাতল্লাস

ডাকাতি, তরবের ও রামগুরু স্মৃতিসমিতির পক্ষে মোটর "ট্রাবডন" পরে একটী অনুরোধ পত্র প্রেরিত করায় গত ১৭ই জুন প্রাতে "ট্রাবডন" কার্য্যালয়ে খানাতল্লাস হয় এবং ঐ পক্ষের প্রায় ৩ সহস্র কপি পুলিস হস্তগত করে।

কাঁঠাল সন্ধানে জীবন দান

সম্প্রতি পাইকপাড়া হইতে এই মর্ম্মে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ৮ই জুন লোক এক কাঁঠাল চোরের সন্ধান করিতে গিয়া কুড়ুলের আঘাতে মারা গিয়াছে। প্রকাশ, সেই লোকটীর একটা কাঁঠাল চুরি যাওয়ায় সে সেই কাঁঠাল নিজের করের অন্বেষণ করিতে করিতে প্রকৃত চোরের সন্ধান পায়। অতঃপর সে তাহার বাড়ী গিয়া তাহাকে বাহির বাগানটায় পুলিসের গোচরীভূত করা হইবে ইহাতে সে একটু ভীত হইয়া বলে আমি কাঁঠালের দাম ও ক্ষতিপূরণ দিতেছি। তার পর তাহাদিগের মধ্যে একটা রফা হইয়া যায়।

অতঃপর সেই কাঁঠাল চোর তাহাকে তাহার ঘরে বসাইয়া, কাঁঠালের দাম সংগ্রহ করিবার অজুহাতে বাহির হইয়া যায়। কিছু পর পর সে পিছন দিক হইতে আসিয়া সেই লোকটীকে কুড়ুল দিয়া এমন এক আঘাত করে যে সেই আঘাতেই তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই সম্পর্কে তদন্ত হইতেছে।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

সংপ্রতি লক্ষ্ণৌ নগরে এক নৃশংস ঘটনা ঘটিয়াছে। রহিমবক্স নামক এক তরকারী বিক্রেতা মধ্যরাত্রে ছুরিকা দ্বারা তাহার পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র জমীর আলীকে সাংঘাতিক ভাবে আহত করিয়া তৎপরে তাহার স্ত্রীকে ও আহত করে এবং সর্ব্বশেষে ছুরিকা তাহার নিজের বুকে বসাইয়া দেয়। পুলিস সংবাদ পাইয়া রহিমকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহার আহত পুত্র ও স্ত্রীকে হজরতগঞ্জ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। বালকটি পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া রহিম ঐ কার্য্য করিয়াছে।

মহাত্মার অনুন্নত শ্রেণীর দাবী রক্ষার প্রতিশ্রুতি

অনুন্নত সম্প্রদায়ের ৮৮ জন প্রতিনিধি ২৬শে জুন সন্ধ্যাকালে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভিযোগ সম্বলিত একখানি আবেদন পত্র প্রদান করে এবং পাড়ওয়ার, নাসিক, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে তাহাদের গৃহীত প্রস্তাব সমূহের কথা গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশনকালে তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করে। ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র আসন রাখিবারও দাবী করা হয়। উক্ত আবেদন পত্রে তাহাদের সামাজিক ও শিক্ষার উন্নতি বিধানের নিমিত্ত ধনী ব্যক্তিদিগকে প্রবোচিত করিবার জন্য তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

আবেদনের উত্তরে মহাত্মাজী বলেন, তিনি নিজেই একজন অনুন্নত। দেশের মতিগতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের অনুকূলে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং কংগ্রেস তাহাদের মুক্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। মহাত্মাজী তাহাদের নিজেদের মধ্যে অনৈক্য দূর করিতে বলেন। গোল টেবিল বৈঠকে তাহাদের অবস্থার অনুকূলে কার্য্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

বর্দ্ধমানে

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনীর সভাপতি আসনের জন্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র [illegible] বহরমপুর হিন্দুসভা হইতে সভাপতিপদে মনোনীত হইয়াছেন। আগামী ১৮ই ও ১৯শে জুলাই তারিখে বর্দ্ধমানে এই সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে।

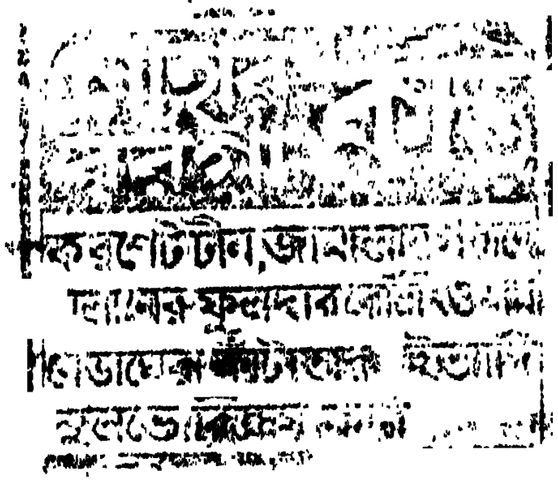

"শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

সাধারণ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৫

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গ-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০২য় সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর ১৭ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৮৫৮, ১লা জুলাই ১৯৩১

স্ত্রীলোকের আত্মহত্যা

কৃষ্ণনগরে মহিলাসম্মিলনীর অধিবেশন

উদারনৈতিক দলে দলাদলি

আমেরিকায় নির্ব্বাসিত ভারতবাসী

মেদিনীপুরে জমিদার নিহত

বরিশালে ভীষণ ডাকাতি—২২০৲ টাকা লইয়া প্রস্থান

জন সাইমনের পদত্যাগ

মীরাট ষড়যন্ত্র আসামীর মুক্তি

বুলসরে মহাত্মা গান্ধীজী

নানা কথা

অনশনের তীব্র জ্বালা
স্ত্রীলোকের আত্মহত্যা

নোয়াখালি সেনবাগ থানার এলাকা ভুক্ত কোন একটি গ্রাম হইতে অনশন হেতু আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তথায় লোকের বিষম অভাব অধিক দূরও উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ, সেনবাগ থানার অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রামনিবাসী সিকন্দার মিয়ার পত্নী নুরভানু গত ২৩শে জুন তারিখে তাহাদের কুটীরের মধ্যে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃতা স্ত্রীলোকটির স্বামী একজন কৃষাণ, নিজ গ্রামে কার্য্য জুটাইতে না পারিয়া কৃষাণের কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন মানসে ত্রিপুরা জিলায় গমন করে। স্বীয় ভরণ-পোষণের জন্য অর্থাদি প্রেরণ করিতে না পারায়, তাহার স্ত্রী তিন দিন অনাহারে থাকে। ক্রমাগত অনশনের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া হতভাগিনী আত্মহত্যা করিয়াছে।

কৃষ্ণনগরে মহিলা সম্মিলনীর অধিবেশন

৩০শে জুন পর্য্যন্ত যে সকল মহিলা নদীয়া জেলা মহিলা সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদের একটি সভা স্থানীয় রামগোপাল টাউনহলে আগামী ২রা জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় হইবে।

সভার কার্য্যতালিকা :—
(১) স্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠন, (২) সম্মিলনীর দিন স্থির করণ, ৩) বিবিধ।

আমেরিকায় নির্ব্বাসিত ভারতবাসী

আগে বৎসর ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই বারও পূর্ব্বের মতই অস্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ নিজকে নির্ব্বাসিত এবং মহাত্মা গান্ধীর বন্ধু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষ ১৪ বৎসর পরে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক কারণে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বৃটীশ রাজদূত তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার অতীত কার্য্যাবলীর কথা স্মরণ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ছাড়পত্র দিতে সম্মত নহেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ বলিতেছেন যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান প্রশ্ন আবেদন চুক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন।

এপ্রুভারের প্রতি জুতা নিক্ষেপ

গত ২৩শে জুন যখন দিল্লীতে মামলার শুনানী চলিতেছিল, সেই সময় দর্শকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি—সেণ্টষ্টীফেন্স কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সহসা উঠে এপ্রুভার কৈলাসপতিকে লক্ষ্য করিয়া পাদুকা নিক্ষেপ করে। এপ্রুভার তখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় ছিল। তাহা হউক জুতা তাহাকে লাগে নাই। পুলিস ছাত্রটিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মেদিনীপুরে জমিদার নিহত

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে গত ২৭শে জুন রাত্রে মেদিনীপুর জেলার জনৈক জমিদার রবেন্দ্রকৃষ্ণ পাল ও তাহার আত্মীয় দুইজন গরুর গাড়ী চড়িয়া তাঁহার পল্লীস্থিত বাস ভবন অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় কে বা কাহারা তাঁহার গাড়ী আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার আত্মীয়কে হত্যা করিয়া ফেলে। গাড়ীর চালক অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে। মৃত জমিদার ও তাঁহার ভ্রাতাগণ এই সহরেই বেশ কিছু সময় বাস করিতেন এবং কখনও কখনও চামুয়াহাল দেশের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন।

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের নিমিত্ত সদর হাসপাতালে লইয়া আসা হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দাদ, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, যকৃদ্‌ভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহারে চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালীর পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ডাকমাশুল ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জ

বটিকার বল ও বীর্য্যবিকাশ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্বশূল, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি অকাল মরণ বিদূরিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুৎসন্তকাঙ্ক্ষান্তি ঘৃতম্"

পুংস্ত্বহানি রোগে যাহারা রোগ দ্বারা আরোগ্য অথবা অতিসন্তপ্ত হয়। মূল্য ৭ তোলা ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মণ্যবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যদোষ করত সন্তোষপত্নি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

ডাক্তার আর্য্যাস্থপাণ্ডেয়, বেদশাস্ত্রজ্ঞী

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকৃষ্ণকিশোর উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ' ফিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিঙ্করীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১৫ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৪র্থ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হকার্স ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রাহকবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের ক্যাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপবোধোদিনী কৃষ্ণকার্ত্তনসঞ্চারিণী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সরস্বতীর কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এল্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বষ্ঠবর্ষ ১০২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

:::

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সত্যপায়ো বৈকুণ্ঠবাস্তবঃ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীমায়াপুর—১৭ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

শিষ্টাচার

একায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সৃষ্টির প্রাক্কালে হংসজাতি যে পরমপুণ্যময়ী ভূমিতে বিচরণ করিয়াছিলেন, উহাই পরবর্ত্তিকালে পূর্ব্ব-পশ্চিম সাগরবারিধৌত আসমুদ্র-হিমাচল প্রদেশ ভারতবর্ষ। এই ভারতভূমিতে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের অন্তরালে ব্রহ্মাবর্ত্ত অবস্থিত। কিন্তু বর্ত্তমান ব্রহ্মাবর্ত্তের অধিবাসিগণের মধ্যে হংসজাতির আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে পালিত হয় না। ভার্গবীয় মনুসংহিতার লেখক যে আর্য্যাবর্ত্ত ভূমির পরিচয় দিয়াছেন, ঐ ভূমির অন্তর্গত বিঠুরের নিকট ব্রহ্মাবর্ত্তের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ব্রহ্মাবর্ত্তের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণকে দশরথ তনয় অজ রামচন্দ্রের ও অজা জানকীদেবীর সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মাবর্ত্তের নিকট লবকুশের স্থান এখনও বর্ত্তমান। এখানে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা উত্তানপাদতনয় ধ্রুব মহারাজের তপস্যাক্ষেত্র।

যাঁহারা সনাতন ধর্ম্ম যাজন করেন, তাঁহারাই জানেন যে, ভক্তিযাজী ব্যতীত অপর অভক্ত সম্প্রদায় যথেচ্ছাচারী কর্ম্মী ও হৈতুক স্মার্ত্তাবলম্বী শ্রৌতপথাবলম্বী তার্কিক মাত্র। জাতিবিরোধী ব্যক্তিগণ অর্থাৎ শ্রৌতপথাবলম্বী জনগণের প্রতিকূলাচারী ব্যক্তিগণই তার্কিক বা অশিষ্ট। সীতারামের উপাসক আর্য্যাবর্ত্তবাসী সকলেই ব্রহ্মাবর্ত্তের আচার ন্যূনাধিক পালন করায় তাঁহাদিগকে 'সুজন' শব্দে আখ্যান দেওয়া হয়।

সাকেতভূমিতে জানকীনাথের ভজন প্রথা ত্রেতা যুগ হইতেই ভারতবর্ষে অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রচারিত আছে। এই সাকেতাধিষ্ঠিত যুগলসেবার অগ্রগণ্য সেবা যে মাধুর্য্য ভূমিতে প্রকটিত হইয়াছে, উহাই 'অগ্র ভূমি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পারমার্থিক বিচারের পূর্ণতা বা অগ্রতার সীমা যেখানে পরিনিষ্ঠিত ভাব লাভ করিয়াছে, সেই মাধুর্যমণ্ডল সাকেত-মণ্ডলেরই উন্নত বিচারে অভ্যন্তর।

শ্রীরাধাশ্যামের ভজনকারী ও শ্রীজানকী ও জানকীনাথের সেবনকারী উভয় সম্প্রদায়ই 'শিষ্ট'নামে আখ্যাত। ব্রহ্মাবর্ত্তবাসিগণের কর্ম্মনৈপুণ্যে শিষ্টাচার বা সদাচার আর্য্যাবর্ত্তের অযোধ্যা ও আগ্রা-নামক প্রদেশদ্বয়ে সুষ্ঠুতা লাভ করে অর্থাৎ হংসজাতির মূল উদ্দেশ্যের যে কিছু বিকার উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা রক্ষা করিয়া শিষ্টাচার প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক বঙ্গস্থ ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই দ্বিতীয় ব্রহ্মাবর্ত্তে স্থাপিত হইয়াছিল।

(১)

তাই বলিয়া কর্ম্মিকুল ব্রাহ্মণের [illegible] নাই—একথাও [illegible] হইতেছে না। [illegible] এই প্রবন্ধ হইয়া পারমার্থিক জগতে [illegible] যে উৎসাহ করিতেছেন, তাহা [illegible]।

একায়নস্থ যুক্তিপর বেদার্থী ঋষিকুলের বিভিন্ন বিভিন্ন [illegible] একাকার

উহা বর্ত্তমান জগতের সমাজের মূল পুরুষ শ্রীগুরু। শ্রীগুরুদেবই চতুর্দ্দশ আলোচনা-কারিগণ অবতীর্ণ আছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরামানন্দরায়-সম্প্রদায়ের শিষ্টাচার সমধিক সংরক্ষণ করিয়া অযোধ্যা-প্রদেশস্থ মাথুরমণ্ডলে কার্য্যকলাপে শিষ্টাচারিগণের একমাত্র কর্ত্তা দেখাইয়াছেন।

আজও যবদৃষ্টি অবিবেক সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে বঙ্গদেশের জনৈক অধিবাসী প্রচারকজ্ঞানে, শ্রীরূপ-সনাতনকে শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বিপ্রবংশজ্ঞানে যে সাম্প্রদায়িকতা আরোপ করিয়া থাকেন এবং তৎপ্রতিকূলে অর্ব্বাচীন সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীমাধ্বসম্প্রদায় বহির্ভূত করাইবার যে নিষ্ফল চেষ্টা করেন,—এই উভয় প্রকার বিচারই শিষ্টাচারবহির্ভূত বলিয়া শ্রীশ্রীবৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকবর শ্রীজীব গোস্বামী আচার্য্যপাদ সুজনগণের সুষ্ঠুধারায় প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীদাস গোস্বামী প্রভু বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রচারিত ভজন-কথা অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের দাস অভিমানে শ্রীনিত্যানন্দবংশ সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্যোক্তি দেখাইতেছেন এবং শ্রীরূপ সনাতনের আনুগত্যেই যে ভগবদ্ভজনের পরাকাষ্ঠা-ময় আদর্শ,—ইহাই বলিতেছেন। শ্রীরূপ মহাশয়ের [illegible] কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গ ইহা জানেন।

এই শিষ্টাচার অজ্ঞান করিয়া অশিক্ষিত [illegible] সম্প্রদায়, যাঁহারাই প্রভু ও শ্রীভক্তি [illegible] মনে করিয়া কিছুতেই মত প্রকাশ করিতেছেন, আমরা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত [illegible] ধর্ম্মিক জ্ঞানে পরিচয় [illegible] করিবার বাসনা করেন, উহা শিষ্টাচারসম্মত নহে।

ভক্তিবিনোদ আসনের আর—প্রকৃত শিষ্যের হইতে পৃথক। উহা কোনপ্রকার সাধারণ [illegible] প্রতিষ্ঠিত। পারমার্থিক সমাজ রচিত হইলে যে সকল সামাজিক ও নৈতিকবিধি [illegible] হয়, এসকল বিধি তাৎকালিক মাত্র। কিন্তু পারমার্থিক স্মৃতি ঐ সকল বিধির পালনকারী সামাজিকগণকে শিষ্টাচারে [illegible] প্রতিষ্ঠিত না বলিয়া আরোপকালে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া থাকেন।

বহু শাখায় অবস্থিত ঋষিকুল স্ব স্ব গুরু ও শ্রৌতবিচার প্রবল করিয়া যদি ঐকান্তিক বিষ্ণুসেবাপরায়ণতা এবং কামনার চক্র হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন তাহা হইলেই তাঁহাদের অশান্ত চিত্ত জাগতিক কর্ম্মনৈপুণ্য পরিহার করিতে সমর্থ হইবে। তখনই তাঁহারা ধীর, শান্ত, শিষ্টাচারবন্ত হইয়া বেদ নিহিত আচার্য্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তৎপূর্ব্বে নহে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

পরিদর্শনের মন্তব্য

পুরীর ভূতপূর্ব্ব জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট' উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্ব্বক যাহা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

Visited the Thakur Bhakti-Vinode Institute to-day. It appears to be an Educational Institution conducted on right lines as, unlike most other schools, the education imparted here is not of a purely secular nature, divorced from religion. Its main object is to give the students a good grounding in religion and morals. The authorities in charge of the Institution are all highly religious men and eminently fit to be the teachers of youth.

To-day in the school I had the good fortune to hear an extremely interesting and instructive discourse on the important and highly appropriate subject of 'Brahmadharya' which must be edifying to the students who were present.

I earnestly pray that this Institution which is efficiently managed by highly qualified teachers may have a useful and prosperous career.

29. 6. 31 | Sd. Manmohan Roy Kt. Bahadur (Dt. Magistrate (Retired))

অনুবাদ—অদ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন করিলাম। আমার বিবেচনায় এই বিদ্যালয়ে যথার্থ পন্থায় শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা প্রদত্ত হয়, এই বিদ্যালয়ে সেরূপ কোন ধর্ম্মবর্জ্জিত আধুনিক সাংসারিক শিক্ষা দেওয়া হয় না। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রগণকে ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রে ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। এতদ্ভিন্ন করা।

বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলেই পরম ধার্ম্মিক এবং যুবকদিগকে ধর্ম্ম ও নৈতিক চরিত্রে উন্নীত করিবার উপযুক্ত পাত্র।

অদ্য প্রশ্নোত্তর সম্বন্ধে একটী নিবন্ধের নীতিগত এবং শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা শ্রবণ করিবার বিশেষ সৌভাগ্য হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয়টী সম্প্রতিকালে প্রয়োজনীয়, সময়োপযোগী এবং উপস্থিত ছাত্রবৃন্দের অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল।

এ বিদ্যালয়টী অতিশয় সুদক্ষ ও গুণগ্রাহী শিক্ষকবৃন্দের দ্বারা যথার্থরূপে পরি-

চালিত হইতেছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং মঙ্গলই আমার একান্ত প্রার্থনীয়।

স্বাঃ—

শ্রীঅনঙ্গমোহন রায়, রায়বাহাদুর
অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত

সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

("শ্রীমন" লিখিত)

(১)

ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক এরূপ অত্যুন্নত ভাবোজ্জ্বল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অনেকেই সাম্প্রদায়িক আচার-চতুরতার সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের মতবাদ মুখস্থ করতঃ তাঁহাকে স্বকপোলকল্পিত নব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আচার্য্য নামে নহেন, আচার্য্যচূড়ামণির সিংহাসনের অভাব সমুদয় পরিপূরণকল্পে ভক্তিকল্পতরু রোপণ করিতে অবতীর্ণ হইয়া গৌরভক্ত সমাজে প্রচার করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব-দর্শনের ছাত্রমাত্রেই অবগত আছেন। তাই তিনি ভাবে বলিয়াছিলেন,—

সহকারে উদয় হইতেছেন। ওপক্ষে কালিকা, পরে এক একটি করিয়া তারা ফুটিতে লাগিল। ক্রমশঃ পূর্ণশশধরের উদয় হইল। চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বল করিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। রঙ্গের সময়ে শ্রীভাগবতে। চতুর্দ্দিকে সমুজ্জ্বল জ্ঞান, মায়া-বিজ্ঞান, ভক্তিজ্ঞানে ও প্রেম কেবল অঙ্কুর রূপে শ্রীহৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছিল। প্রহ্লাদাদির মনের কলিকা-আকার দেখা গেল। বাদরায়ণ ব্যাসের কালে কালকাগুলি বিকশিত হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণবদর্শনের ছয়খানি গ্রন্থের সময়ে পুষ্পা-কারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইলে পূর্ণ-পুষ্প সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া ভগবানের ও তাঁর নামকে পরম রমণীয় গৌরভ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহা-প্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মের পরম নিগূঢ়ভাব যে নাম-প্রেম, তাহাই জগজ্জীবের নিমিত্ত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন যে পরম আদরের ধন, তাহা কি আর কেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন? যদিও শাস্ত্রে ছিল, তথাপি জীবহৃদিস্থিত হয় নাই। আহা! শ্রীমন্মহা-প্রভুর উদয় হইবার পূর্ব্বে প্রেমরসভাণ্ডার কি এরূপভাবে কখনও বিতরিত হইয়া-ছিল?"

উছলি প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলই ডুবায়॥
(চৈঃ চরিতামৃত)

এইজন্যই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্রীলরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয় এই জন্যই করযোড়ে প্রণাম করিতে করিতে বলিয়া-ছিলেন,—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥

এহেন মহাবদান্যাবতার ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপা-কটাক্ষসম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের মহোক্তি বর্ণন করিতে গিয়া গৌড়ীয়াচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতী গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূঃ-আকাশ-
পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্প চয়ী
গোনায়তে ইহ তে।
যে কুর্ব্বন্তি কৃপাকটাক্ষণমপি
কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং
গৌরমেব স্তুমঃ॥

কবিরাজ গোস্বামী সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আত্মনিবেদনকারী, প্রেমকল্পতরু, পরিপক্কভাবগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া যাহাতে এই সুদুর্লভ মহাভাবের পরম প্রয়োজন লাভে সমর্থ-বন্ত হইতে পারেন, তজ্জন্য বিশ্বগুরুগোস্বামী প্রভু পদবাচ্য অতীব দৈন্যের সহিত সকলকে বলিতেছেন,—

দূরে নিজা দুষ্কৃতকোটিরেষা
যৎ কারুণ্যকটাক্ষকল্পলতিকা প্রেম্নাম।
তে সন্তঃ সকলস্য বিশ্বস্য বন্ধবঃ
গৌরশ্চেতনচরণে কুরুতাদুরাগম॥

"দাগী চোর"

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

সংবাদপত্রের স্তম্ভে আমরা প্রায়ই দাগী চোরের কুকীর্ত্তি জানিতে পারি এবং লোকমুখেও সর্ব্বদা তাহাদের নির্লজ্জ স্বভাবের কৌতূহলজনক কাহিনী শুনিতে পাই। এস্থলে 'দাগী চোর' শব্দটীর একটু বর্ণনা আবশ্যক; চিরদিন চুরি করিয়া শাস্তি পাইতে পাইতে যাহারা 'পরিপক্কতা' লাভ করে অর্থাৎ যাহারা দণ্ডপ্রাপ্তিতেও সংশোধিত না হইয়া সর্ব্বদা চৌর্য্যকর্ম্মেই লিপ্ত থাকে, তাহাদিগকেই 'দাগী চোর' বলা হয়।

কোন কোন দাগী চোর সমস্ত জীবনের মধ্যে অসংখ্যবার সরকার বাহাদুরের আরামদায়ক "বিশ্রামাগারে" বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়াও পুনরায় সুবিধা পাইলেই অপহরণ-বৃত্তির পরিচয় দেয়। জনসমাজে এজন্য বহু গ্লানিজনক কথা শুনিয়াও তাহার কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জা বা দুঃখের উদয় হয় না।

শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবাহীন আমরা আপনাদিগকে সুনীতিপালনপর ও সাধু পথাবলম্বী মনে করি, যদি কেহ আমা-দিগকে উপরিউক্ত শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া 'দাগী চোর' আখ্যা দান করেন, তবে কেমন হয়? ক্রোধে অধীর হইয়া তৎ-ক্ষণাৎ হয়ত আমরা মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করিব। পক্ষসমর্থনকারী উকিলের মারফতে উক্ত অপবাদবাক্য বক্তাকে অপদস্ত করিবার কতই 'ফন্দি' আঁটিব। কিন্তু বিশেষ সূক্ষ্মপর্য্যবেক্ষণ শক্তি লইয়া যদি আমরা বর্ত্তমান বিশ্বপানসার প্রতি লক্ষ্য করি, তবে দেখিতে পাইব, আমরাও পাকা দাগী চোর ভিন্ন আর কিছুই নহি, সামান্য দাগী চোরের সহিত আমাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। উহারা ভোগপরায়ণ মানব সমাজের উপভোগসামগ্রী হইতে কিছু কিছু অপহরণ করিয়া নিজে ভোগ করে, আর নৈতিক পরিচয়াকাঙ্ক্ষী আমরা পরম স্বার্থে পুরুষ, সর্ব্ব সেবা মাধবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তোষণোপযোগী বস্তুগুলিকে স্ব-স্ব-স্বার্থে আত্মসাৎ করিয়া নিজেরাই শ্রীবৃষ্ণ সাজিয়াছি! ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র দাসাধম হইয়া পরম পূজ্য জগৎপ্রভুর সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছি! কৃতঘ্ন পুরাতন দাস যদি প্রভুর সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসে, তবে শক্তিমান প্রভু দাসের প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান করেন না কি? নিত্যসেব্য প্রভুর সেবা বিস্মৃত হইয়া হীনমতি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমরা যখন এতুল কৃষ্ণ বিত্ত গুলির অপব্যবহার করিতে যাই, যখন ভগবৎসেবার পরিবর্ত্তে ভোগেন্দ্রিয়সেবার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে,—শ্রীযোগনিদ্রের নিত্য অপহরণ করিয়া মায়ার পূজা করিবার দানবোল্লাস যখন মাতাল হইয়া পড়ি, তখনই কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের বন্ধনকর্ত্রী মহামায়া আমাদিগকে সংশোধন করিবার জন্য এই মানিক বন্ধাণ্ডকারাগারে আনিয়া ভীষণ অগ্নি দ্বারা পূর্ণ শাস্তিসমূহ প্রদান করিতে থাকেন। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ইঙ্গিতক্রমেই তদীয় বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবী নিত্যকালযাবৎ ভগবদ্ বহির্ম্মুখ জীবের বন্ধনকর্ত্রীরূপে বিরাজিত আছেন। পুনঃ পুনঃ ক্লেশভোগে বহির্ম্মুখতাচ্ছন্ন হৃদয়বৃত্তি পরিশোধিত হইয়া আত্মদুর্দ্দশা সম্বন্ধে অভিজ্ঞান লব্ধ হয়, ইহাই তাঁহার তাপ প্রদানের তাৎপর্য্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোযুক্তা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির ভোক্তাভিমানী বদ্ধজীব আমরা সংসার-কারায় আসিয়া উচ্চাবচ নানাপ্রকার ভূমিকায় চৌরাশীলক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া অবর্ণনীয় যাতনা পাইতেছি; বাসনানরককুণ্ডের লেলিহান অগ্নিশিখায় নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি, কৃমিবয়বিষ্ঠাগর্ত্তের পূতিগন্ধযুক্ত বিষাক্ত বাষ্পে নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে; অতৃপ্ত কামনাদানবী পুনঃ পুনঃ পদাঘাতের দ্বারা আমাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছে; তথাপি দাগী চোর আমাদের চৈতন্যোদয় হয় কি? হায়, লক্ষ লক্ষ বার মাতৃকুক্ষিতে অসহনীয় গর্ভযাতনা ভোগ করিয়াও ভয়াবহ চৌর্য্যস্পৃহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। জননীর গর্ভে বাসকালে সপ্তম মাসে কোন কোন হরিপাদপদ্ম বিমুখ-জীবের সুকৃতিবশে আত্মকৃত অপরাধের স্মরণ হয়, তখন সে কত কাকুতিবাদের সহিত হরিভজনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রোদন করিতে থাকে, শ্রীভগবানের সেবা-পরিত্যাগ করিয়াই যে এই প্রকার জন্ম-মৃত্যুযাতনা তাহার চিরসঙ্গী হইয়াছে, এজন্য কতই না আক্ষেপ করিয়া আত্ম-মঙ্গলের উপায় ভিক্ষা করে। কিন্তু অমিত বিক্রমশালিনী মায়াশক্তির এমনই আশ্চর্য্য প্রভাব, ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম-জালে পতিত জীবের সেই নিষ্কপটবুদ্ধি কোন্ বিস্মৃতির অতল গুহায় লুপ্ত হইয়া যায়। আবার সেই ভগবৎসেবোপচারে লোলুপ দৃষ্টি! আবার কৃতঘ্ন দাসের প্রভুবিত্তের প্রতি চৌর্য্যবৃত্তি! হায়, 'দাগী চোর'! তুমি যে সতত চঞ্চল, অশুচি জড়ানন্দ-লাভের লোভে অন্ধ হইয়া চিরবন্ধন-শৃঙ্খলপাশ গলায় পরিয়াছ। নিরবচ্ছিন্ন নিত্যানন্দধনের এক কণিকাও তোমার সহ্য হইবে না। তোমার এ বৃত্তি কি প্রকারে চিরতরে অবসান করাইয়া দিতে হয়? মহাসত্য বাক্যের উক্তি—আনন্দ প্রাপ্তির আশায়ই নাকি সে সুরাদেবীর সেবা করে! যে জড়সুখকামনাপ্রণোদিত হইয়া নিত্যবদ্ধ আমরা কৃষ্ণসেবা পদার্থের প্রভু সাজিয়া বসিয়াছি, তাহা যে মরীচিকার মতই ছলনাময়। মায়াদেবীর দণ্ডান্তর ভগবদ্বিস্মৃত 'দাগী চোরের' কি এত শাস্তি পাইয়াও শিক্ষা হইবে না? সে আর কতদিন এ ভবকারাগৃহে শৃঙ্খলিত থাকিবে? ভগবদ্ভক্ত সাধুমহাজনগণের শ্রীচরণে শরণা-গত হইয়া করে কাকুবাদের সহিত বলিতে পারিব,—

"না দেখি তোমার লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ কাতরে তেঁই কাঁদে॥"

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী কাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে ল দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ , ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সঙ্কলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন; তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যাশ

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এটিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুষম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ধনপথ্য

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের [illegible] দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা কেহ বুঝিতে পারিবেন না। [illegible] সংস্করণ ভিক্ষা [illegible]

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের [illegible] বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-স্থানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের [illegible] সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ [illegible] অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ সহ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪...

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য [illegible]। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হিউমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমদনানন্দ, পণ্ডিত [illegible] পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ [illegible] সহকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাগাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌরদাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিধাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাই, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী শ্রীবৃন্দাবন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ড, মানভূম, ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বরিশালে ভীষণ ডাকাতি

২২০০৲ টাকা লইয়া প্রস্থান

বাখরগঞ্জ হইতে একটি ভীষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত রবিবারে গভীর রাত্রিতে কতিপয় ব্যক্তি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আলীর সঙ্গীতপ্রেমী বাবু [illegible] মহাশয়ের বাটিতে প্রবেশ করে। বাড়ীর লোকদিগকে বন্দী করিয়া, তাহারা নগদ অর্থ লুটি করিলে ডাকাতিদিগকে বলা হয়, নগদ টাকাকড়ি সমস্তই বন্দরের দোকানে রহিয়াছে। ডাকাত দল দোকানে যাইয়া প্রায় ২২০০৲ টাকা লইয়া [illegible] বাটীতে ফিরিয়া আসে। [illegible] কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উদারনৈতিক দলে চলাচলি

উদারনৈতিক দলে [illegible] ভাঙ্গন ধরিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। [illegible] মিঃ [illegible] সহিত [illegible] ভাবে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] উদারনৈতিক দলের নেতার নিকট তাঁহারা এই [illegible] করিয়াছেন যে, উদারনৈতিক দলের [illegible] সদস্য [illegible] করেন।

মিঃ [illegible] ও আর্থার [illegible] উদারনৈতিক দলের দুইজন [illegible] ইতিমধ্যে উক্ত দলের [illegible] করিয়াছেন। ইহার পূর্বে উক্ত দলের [illegible]

বুলাভাই দেশাই গ্রেপ্তার

[illegible] বুলাভাই দেশাই [illegible] করিয়াছেন। [illegible] বিচারে [illegible] করিতে না পারে, সেজন্য তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কাহার ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী পক্ষ হইতে যে আবেদন করা হইয়াছিল, ২৮শে জুন [illegible]

গোয়েন্দার প্রতি গুলির অভিযোগ

প্রকাশ গোয়েন্দা [illegible] করিতে [illegible] যাইতে রাজসাক্ষিগণকে [illegible] করিতে না পারে, সেজন্য তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কাহার ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী পক্ষ হইতে যে আবেদন করা হইয়াছিল, ২৮শে জুন স্পেশাল ট্রাইবিউনাল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ট্রাইবিউনাল হইতে বলা হয় যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, কোন পুলিশ অফিসার বা গোয়েন্দা পুলিশের রাজসাক্ষীর নিকট যাইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যদি রাজসাক্ষী মদনগোপালের অভিযোগ সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে কোন পুলিশ অথবা গোয়েন্দা কর্ম্মচারী ঐরূপ নিয়ম ভঙ্গের অপরাধ করিয়াছেন। কোন আদালত অপরাধ করায় বাধা দিতে পারে না। তবুও আদালত কোন রায় দিতে পারেন না।

ট্রাইবিউনাল বলেন যে, আসামী যে সমস্ত অভিযোগ করিয়াছে, উহা আরদালি হইতে তদন্ত করিবার জন্য [illegible] দেওয়া [illegible] আসামী এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় কার্য্যকারিতা স্থগিত আছে।

ফাঁসি মাতৃভক্ত কানাইলালের আত্মত্যাগ

ও ফুলের জামাকে মুক্তি

মিঃ [illegible] মামলার আর [illegible] যে ছয় জন মুক্তি পাইয়াছেন, [illegible] সময় দেখাই [illegible] আর ওয়ে, কানাই, সাইলেন এবং [illegible]। এখন পাঁচ জনের প্রত্যেককে ২০০০৲ টাকার ৩টি জামিন দুইটি এবং [illegible] ৪০০০ টাকার ৩টি জামিনে দুইটি মিল মুচলিকা দিতে হইবে। [illegible] দিকে এই মর্ম্মে আদেশ করা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে মুক্ত থাকা-কালে তাহারা জনসাধারণের আলোকের [illegible] বক্তৃতা-প্রদান কিম্বা [illegible] লিখিতে [illegible]

ছয় জন সাইমনের পদত্যাগ

ডুমকর স্কীমের যে সংশোধন প্রস্তাব উদারনৈতিকদল পেশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া আবার "রাজনৈতিক সঙ্কটের" কথা উত্থাপিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে উদার নৈতিক দলের সংশোধনের মর্ম্ম এই যে, খেলার মাঠ সম্বন্ধে নূতন করদান হইতে রেহাই দেওয়া হউক এবং এই বিষয়টির উপর ভোর দেওয়ার জন্যই গবর্ণমেণ্টের আবার পতনের কথা উঠিয়াছে।

কিন্তু এই দিকে, উদারনৈতিকদলেই বিষম ভাঙ্গন ধরা দিয়াছে। [illegible] সাইমন উদারনৈতিকদিগের পার্লামেণ্টারি দল পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি [illegible]

ছয় জন সাইমনের পদত্যাগ

ডুমকর স্কীমের যে সংশোধন প্রস্তাব উদারনৈতিকদল পেশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া আবার "রাজনৈতিক সঙ্কটের" কথা উত্থাপিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে উদার নৈতিক দলের সংশোধনের মর্ম্ম এই যে, খেলার মাঠ সম্বন্ধে নূতন করদান হইতে রেহাই দেওয়া হউক এবং এই বিষয়টির উপর ভোর দেওয়ার জন্যই গবর্ণমেণ্টের আবার পতনের কথা উঠিয়াছে।

কিন্তু এই দিকে, উদারনৈতিকদলেই বিষম ভাঙ্গন ধরা দিয়াছে। [illegible] সাইমন উদারনৈতিকদিগের পার্লামেণ্টারি দল পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি [illegible] দলের "চীফ হুইপ" স্যার আর্চ্চিব্যাল্ড সিন্ ক্লেয়ারের নিকট এক পত্র দিয়া কমন্সসভায় উদারনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে অন্য দুই দল অপেক্ষা উদারনৈতিক দলই অবমাননার নিম্নতম স্তরে নামিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভয়ে ভয়ে শ্রমিক দলের প্রস্তাবিত ভূমিকর গ্রহণ করিয়াছেন।

উদারনৈতিক দলের অপর সদস্য মিঃ আর্থার মাউনও উদারনৈতিকদিগের পার্লামেণ্টারিদল হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ আরও কয়েকজন সদস্য ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

কৃষাণদের সভায় পণ্ডিত জহরলাল

গত রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু রায় রেরেলি হইতে মোটরে আসিয়া পৌঁছেন। এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বহু সহস্র লোক এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে পণ্ডিতজীকে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা করে।

পণ্ডিতজী মুন্সিগঞ্জ পার্কে কৃষাণদিগের এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, আজ আমাদের আন্দোলন কেবল যে ভারতকেই বিচলিত করিয়াছে তাহা নহে, বিদেশকেও করিয়াছে। ঐ সমস্ত স্থানের অধিবাসিগণ এখন ভারতের দিকে সাগ্রহে চাহিয়া আছে। তাহারা এখন আর ভারতবাসীদের ভীরু বলিয়া ব্যবহার করে না।

পণ্ডিতজী বলেন, আমি জানি কৃষকদিগকে নানাপ্রকারে ভয় দেখান হইতেছে এবং জমিদারগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে কৃষকগণ দেশের পক্ষ অবলম্বন করিবে কিম্বা সরকারপক্ষ অবলম্বন করিবে তাহা একেবারে স্থির করিয়া ফেলা উচিত। যদি তাহারা সরকার পক্ষত্যাগ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে হয় তাহাদিগকে অনুর ভবিষ্যতে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে অথবা ন্যাশনাল ট্রাইবিউনালে তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগের জবাবদিহি করিতে হইবে এবং তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

কৃষাণদিগকে উদ্দেশ করিয়া পণ্ডিতজী আরও বলেন যে, স্বাধীনতার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে, উহা দুঃখ-দুর্দ্দশা ও নির্য্যাতনের পথ। দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহারা নির্য্যাতন ভোগে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখনও তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না। স্বরাজের জন্য সংগ্রাম প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষাণদিগের অধিকার ও স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম, কারণ দেশের জনসমষ্টির মধ্যে তাহাদের সংখ্যাই অধিক।

পণ্ডিতজী বলেন, যখন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তখন কৃষাণেরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবে।

সভা ভঙ্গ হইবার পর পণ্ডিতজী মোটরযোগে বড়বাঁকাতি গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি চিনহাটে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তথায় কৃষাণদিগের এক বিরাট জনসভায় কয়েক মিনিটের জন্য বক্তৃতা করেন।

এলাহাবাদে খাজনা আদায়

প্রকাশ, এলাহাবাদ জেলায় খাজনা আদায় সম্বন্ধে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। একমাত্র মজানিপুর বাদে সর্ব্বত্রই খাজনা আদায়ের কাজ চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

ট্রিবিউন অফিসে তল্লাসী

প্রকাশ, ভগৎসিং, রাজগুরু ও শুকদেবের অহিংস-কল্পে [illegible] ট্রিবিউন অফিসে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে। গত ২৫শে জুন উক্ত অনুষ্ঠান [illegible] সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট "ট্রিবিউনে" উহা বাহাতে প্রকাশ করিবার আদেশ দিয়াছিল। উক্ত আদেশনামা সমন্বিত পত্রখানা "ট্রিবিউন" পুলিশ লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

---

৬৬ জন বিদ্রোহীর আত্মসমর্পণ

রেঙ্গুনের বিভিন্ন স্থান হইতে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, রেঙ্গুনে আসিয়া ৬৬ জন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে। একটি খবরে প্রকাশ যে, থারাওয়াডি জেলার সদর হইতে ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ একটী গ্রামে কতকগুলি লোক "দা" দ্বারা কতিপয় লোক ও তাহাদের পুত্রকে নিহত করিয়াছে। গত ২২শে জুন রাত্রিকালে কতকগুলি লোক অতর্কিতভাবে একটী লোক গৃহে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রবেশ করে এবং গৃহস্বামীর পরিচ্ছদ, মশারি ও কার্পেট লুট করে। ডাকাতেরা চলিয়া গেলে পর একটী কার্ত্তুজ পাওয়া যায়।

আরও প্রকাশ যে, পিয়া-পো হইতে গুলীর আঘাতে আহত একটি বাঙ্গালী বিদ্রোহীকে রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালে আনা হয়। ২৬শে জুন প্রত্যুষে সে পুলিশপ্রহরার নিকটস্থ হইতে পলায়ন করিয়াছে। এখন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

টেলি— "প্রীবাস" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৩য় সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই আষাঢ় শুক্রবার, ১৩৩৮, ৩রা জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

কৃষ্ণনগরের বোমার মামলা।

সম্প্রতি কৃষ্ণনগর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে কৃষ্ণনগর বোমার মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। বীরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জ্জী প্রমুখ কয়েক-জন লোক এই সম্পর্কে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত ২৬শে জুন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি ১৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এই মামলার বিচারের সময় বাহিরের কোন লোকজনকেই আদালতের ভিতর যাইতে দেওয়া হয় না। সর্ব্বত্র পুলিসের কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়।

মহাত্মা গান্ধীর পত্নী ও রাজেন্দ্র প্রসাদের সফর

গত ২৯শে জুন রাত্রিতে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ মহাত্মা গান্ধীর পত্নীর সমভিব্যাহারে রাস গ্রাম পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে এক জনসভার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ সেই সভায় বক্তৃতা করেন তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, গত সাবজ্ঞনীন আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গুজরাটের কৃষক সম্প্রদায় বিশেষভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিল। তারপর তিনি এই সম্পর্কে আর কয়েকটি কথা বলিয়া বিহারের জন সাধারণ এই আন্দোলনের সময় কি ভাবে কাজ করিয়াছিল তাহা বিবৃত করেন।

কৃষ্ণনগরে বোমার মামলা

মহাত্মা গান্ধীর পত্নী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের সফর

ল্যাঙ্কাসায়ারে মহাত্মাজী

ছুরিমারা সম্পর্কে কংগ্রেস কর্ম্ম ধৃত

আপন দৌহিত্রী হত্যা

কুষ্ঠিয়ায় শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী

চাঁদপুর ষ্টেশনে চোটা

শ্রীযুত সতীন সেন প্রাদেশিক হিন্দু

সম্মেলনের সভাপতি

বন্দুক চুরির জের

ল্যাঙ্কাসায়ারে মহাত্মাজী

ভারতের সহিত ল্যাঙ্কাসায়ারের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনার নিমিত্ত মহাত্মাজীকে ল্যাঙ্কাসায়ারে নিমন্ত্রণ করা হইলে মহাত্মাজী কি করিবেন সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে মহাত্মাজী বলেন, যদি আমি লণ্ডন পর্য্যন্ত যাইতে সক্ষম হই এবং আমি যদি ল্যাঙ্কাসায়ার পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রিত হই তাহা হইলে অপরাপর কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া আমি অবশ্যই তথায় যাইব। সেখানে যাইয়া তথাকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে কংগ্রেসের অবস্থা সব খুলিয়া জানাইব। বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কার সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি লইয়া যে ভীষণ ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিদূরীত করিবার চেষ্টা পাইব। কংগ্রেসের অবস্থা সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব স্থায়ী থাকিবে, সুখের বিষয় ইহা স্থির করিয়া রাখিলেও ভারত এবং ইংলণ্ড উভয় দেশের মঙ্গল যাহাতে সংঘটিত হয় সেরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে আমি কোনরূপ অসুবিধার আশঙ্কা করি না।

ছুরি মারা সম্পর্কে কংগ্রেস কর্ম্মী ধৃত

বাখরগঞ্জ থানার অন্তর্গত সাচেবগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মী শ্রীযুত অমিয়রঞ্জন বসুকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, কলসকাঠীর ছুরি মারা সম্পর্কে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে বরিশালে লইয়া আসা হইয়াছে।

আপন দৌহিত্রী হত্যা

বিকৃত মস্তিষ্ক বৃদ্ধের কাণ্ড

লাহোর ভাসিন নামক স্থানের কোন প্রাচীন অধিবাসী তাহার সাত বৎসর বয়স্কা দৌহিত্রী হত্যা করে। পুলিসের প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ বলে—'আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি, কারণ, ঈশ্বর আমাকে তাহাই করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

মড়কের ফলে সব কয়টী পুত্রের মৃত্যু হইলে বৃদ্ধ তাহার কন্যার বাটীতে যায় এবং সেইখানেই মস্তিষ্কের বিকৃত অবস্থায় এই কাজ করিয়া বসে।

প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন

শ্রীযুত সতীন সেন সভাপতি

পাবনা হিন্দু সভার এক অধিবেশনে শ্রীযুত সতীশ্রনাথ সেন আগামী বাঙ্গালা প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনের বঙ্গমান অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

প্রেমেন্দ্রীভূত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বল্প ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

ষষ্ঠবর্ষ ১০৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১৮ই আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৮

গৌরবিরোধীর কপটতা

(১)

আমাদের সংবাদ-দাতার মুখে জানিলাম যে, জনৈক ভিজে বেরাল ছাই মাখিয়া ইন্দ্রাসনের সাহায্যে ধূম্রমার্গের পথিক হওয়াকেই ধর্ম্মের যাজন জানিয়াছেন। তিনি এখন আর লুকাইয়া থাকিতে না পারিয়া নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

আজকাল ধর্ম্মধ্বজিগণ লোকের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য গায়ে ছাই মাখেন, বৈরাগ্যের ভান দেখান, হাতপা কোঁকড়াইয়া ফেলেন, হাবভাব দেখাইয়া দশায় পড়েন। কেহ বা কেবলাদ্বৈতবেদান্তের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই বলিয়া কেবলাদ্বৈতবাদের অপকৃষ্টাংশকে আশ্রয় করিয়া 'বৈষ্ণব-বৈদান্তিকব্রুব' নামে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করেন।

এই সকল ভেজাবেরালগণের সহিত গৌড়ীয়মঠের কোন সম্বন্ধ নাই। গৌড়ীয়-মঠ জানেন,—মর্কট বৈরাগ্য করিয়া ছাই মাখিলে—গোপনে শিষ্য সংগ্রহ করিলে—আমি ইন্দ্রাসন পান করিতে পারি, এই বাহাদুরীরূপ আগ্নেয়গিরির বহু ধূম্র উদ্গীরণ করিলেও তাহাদের জড়ভোগ থামিয়া যায় না।

এই মিথ্যাচারিগণ মনে মনে ধ্যান-ধারণা করিবার ছলনায় সাধনভজন দেখাইতে গিয়া পূর্ব্বে গোপনে গোপনে গৌড়ীয়মঠের নিন্দা করিতেন; তাঁহারাই এখন ঢাক ঢোল বাজাইয়া ভিজেবেরালগিরির আড়ালে সেতার বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ব্যবহার-জগতে লোকে যেরূপ ওকালতির দ্বারা পসার করিয়া যে কোন পক্ষ সমর্থন করার সুবিধাকে আদর্শ বলিয়া জানে, তাহার অনুকরণে ধর্ম্মজগতেও তদ্রূপ ঐ ব্যবহার-প্রণালী চালাইবার চেষ্টা কিছুদিন পূর্ব্বে ঘরপাগ্‌লা সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু ঘরপাগলাগণ বাহিরে ভিজে বেরাল সাজিয়া প্রচারতাণ্ডব চালাইবার যত্ন করিলেও তাহাদের পাটোয়ারী ওকালতি চাল হরিভজনচতুর লোকেরা সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সেবাবুদ্ধি না করিয়া, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট না হইয়া, যদি মায়াবাদাশ্রয়ে কপটতা করিয়া আমরা কেহ শিক্ষাষ্টকের বিরোধী দশশ্লোকী ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে কেহই শুদ্ধভক্ত বলিবে না। শিক্ষাষ্টকের বিরোধ করিতে করিতে শ্রীগৌরবিরোধ, অপ্রাকৃত বিচার-বিরোধ, কীর্ত্তনবিরোধ, বৈষ্ণববেদান্তবিরোধ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যদি পাঁচমিশালী অবিবেচনার হস্তে পড়ি, তাহা হইলে চিত্ত স্থির করার বদলে ইন্দ্রাসনের দ্বারাই দল বৃদ্ধি করিয়া ফেলি। কিন্তু এই দল বৃদ্ধি করিয়া ফল কি?

রাধাকুণ্ড আশ্রয় করিয়া কৃত্রিম ফল্গু-ত্যাগের পরাকাষ্ঠা বাহিরে দেখাইতে গিয়া আমাদের যে দুর্দ্দৈবলাভ ঘটে, তাহার অকর্ম্মণ্যতা দেখাইবার জন্যই কলিকাতার গৌড়ীয়মঠের উচ্চ সৌধ প্রতিষ্ঠান।

আমাদের পরমগুরুদেব একদিন গোপনে ব্যভিচার রত ত্যাগীব্রুবকে শিক্ষা দিবার জন্য পরমহংসবেশ ছাড়িয়া শান্তিপুরে পেড়ো কাপড় কোঁচাইয়া পরিয়াছিলেন। যশোহরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী পরলোকগত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর একদিন তাঁহাকে ফেঞ্চ্‌কাট দাড়ি রাখিয়া ভজন-কারীর বেশে দেখিয়াছিলেন।

এইসকল কৌশল সুচতুর ভজনবিজ্ঞ জনগণই বুঝিতে পারেন। তাই প্রচুর বিরুদ্ধ বিচারসঙ্কুল "মায়ার ব্রহ্মাণ্ড" কলিকাতা রাজধানীতে তাঁহারই একজন 'সেবক' নামে পরিচিত ব্যক্তি শেঠের ঠাকুরবাড়ী, লালাবাবুর ঠাকুরবাড়ী প্রভৃতির অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যভক্তির মন্দির স্থাপন পূর্ব্বক আচার্য্যনাট্যমন্দিরে সত্য যুগের ধ্যানিগণের বিকৃত আনুকরণিক ভিজে বেরালগণের সহিত কায়মনোবাক্যে পৃথক্ হইয়া "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন।

সুতরাং ভাই পাঠকগণ, সাবধান!! ভিজে বেরালগণের নির্জ্জনভজনপদ্ধতি বা তাৎকালিক অনিত্য Social Service holderগণের পরোপকার নীতির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া গৌড়ীয়মঠের প্রচারপ্রণালীর উৎকর্ষসন্দর্শনে বিমুখ হইবেন না। উহাতে বিমুখ হইলেই কৃষ্ণবৈমুখ্যপ্রভাবে ভোগী বা অবৈধ ত্যাগী হইয়া পড়িবেন।

পরোপকার

পণ্ডিত মূর্খ, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকল জীবকে, গোলোকের মাধুর্য্যপরিপূর্ণ স্বভক্তিশোভা প্রদানের জন্যই পতিতপাবনাবতারী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি জগতে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

অন্যান্য ভগবদবতারে যে পরম গোপ্য প্রেমসম্পদভাণ্ডার কখনই উন্মুক্ত হয় নাই, সেই অনর্পিতচর প্রেমভক্তিফল বিলাইবার নিমিত্তই—তদীয় প্রিয়জনের প্রতি শ্রীচৈতন্যমালীর আজ্ঞা—

"যাহাঁ তাহাঁ প্রেম ফল দেহ' যারে তারে॥"

প্রেমভক্তিহীন বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি সদয় হইয়া শ্রীচৈতন্যপ্রেমামরকল্পতরু বিনামূল্যে প্রেমফল বিতরণ করিয়া নিঃশ্রেয়সপ্রদ পরোপকারের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য প্রকাশিত করিয়াছেন। কবিকুলমুকুট-মৌলি কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য মালাকারের অত্যদ্ভুত দানের কথা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

"পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে যত আছে ধনরত্নমণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে, দিব মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥"

নামপ্রেম প্রচার একাকী অসম্ভব দেখিয়া দয়াময় শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে আহ্বান করিয়া অযাচিতভাবে প্রেমভক্তি সুধা বিতরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

যে সুকৃতি ভাগ্যবন্তগণ শ্রীচৈতন্যগণের পদাশ্রয়ে বঞ্চিত-জগতে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিধি প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ হিতসাধক, তাঁহারাই—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহদেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

এই ভাগবতী বাণীর পরমোজ্জ্বল নিজ জীবনের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন।

হে জ্ঞানবান্ বিচারকবৃন্দ, জীবজগতের বহুমূর্ত্তিধারিণী অভাবদানবীর সম্পূর্ণ শান্তি অসম্ভব জানিয়া, তাহার অসংখ্য অভাবমূর্ত্তি দর্শনের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণচরণ-সরোজ-বিস্মৃতি-রূপ মূল অসদ্ভাবটীর মূলোচ্ছেদে ব্রতী হউন। অনন্ত দুঃখ-দৈন্য বেদনাভরা মর জগতে অমৃত লাভের সম্ভাবনা কোথায়? তাই শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ অক্ষয় আনন্দধাম বৈকুণ্ঠপথের যাত্রী হইবার জন্য পরম পিতার বিদ্রোহী সন্তানকে সতত মধুর স্বরে আহ্বান করিয়া গাহিতেছেন,—

ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবেদয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্ব ধর্ম্ম সার॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকার জন্ম জন্ম তাপ।

উজ্জ্বল প্রেমরস ভাণ্ডারের মালিক শ্রীল স্বরূপ-রূপ-সনাতনপ্রমুখ গোস্বামী-বর্গের তিরোধানের পরে জীবহিতব্রত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, ঠাকুর শ্রীল শ্যামানন্দ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞাবাহকসূত্রে বিমুখ বিশ্বে নামপ্রেমপ্রচার লীলা-ধারা সজীব রাখিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাদের প্রপঞ্চ পরিত্যাগের কতকদিবস পর হইতেই আউল, বাউল, সখিভেকী, নেড়ানেড়ি, কর্ত্তাভজা, গৌরনাগরী, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-তর্পণপর প্রাকৃত সহজিয়ামতাবলম্বী ধর্ম্ম-দস্যুদলের তাণ্ডব নৃত্যে, সত্যধর্ম্মের—শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনময়ী পরোপকার-ধর্ম্মের অমল প্রভা সাময়িক ভাবে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে সামাজিক মানবগণ পরমদয়ানিধি শ্রীগৌরনিত্যানন্দের বিতরিত পরমশ্রেষ্ঠ প্রেমপ্রচারণ লীলারূপ পরোপকারের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মধ্বজী সাহজিক কুলের অপস্বার্থদুষ্ট বিকৃতরুচির কদর্য্যতাকেই শুদ্ধভক্তি বলিয়া বহুমাননে অভ্যস্ত হয়। ন্যক্কারজনক নানা কল্পিত মতবাদকেই সত্যকাহিনী বলিয়া আদর করিতে থাকে। শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে অপধর্ম্মের করাল মূর্ত্তিকেই পূজা করিতে থাকে। অদ্বৈতবংশাভিমানিগণ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতার অপলাপপূর্ব্বক অভক্তি মার্গাবলম্বী স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের আনুগত্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াকেই গৌরব-জনক মনে করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

এই প্রকারে বাস্তবধর্ম্মপ্রচারক-ভাস্করের অভাবে প্রায় তিনশত বর্ষকাল গৌড়ীয়গগন, ঘোর তমসাবৃত ছিল। কেবল দুই চারিটী বিবিক্তানন্দী মহাপুরুষ নিজ নিজ সাধনভজন করিয়া গিয়াছেন, শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মে বহির্ম্মুখজনগণের প্রবল অনাস্থা দর্শন করিয়া তাঁহারা তৎকালে অযাচিতভাবে নাম-প্রেম প্রচারকার্য্যে বিরত ছিলেন। গৌড়ীয় ঐতিহাসিকগণ সেই দুর্ভাগ্যপুষ্ট অতীত কালকে "গৌড়ীয়ের অন্ধকারযুগ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়া, অসুরতুল্য লম্পটগণ যখন নিজেরা কৃষ্ণভোগ্য সমুদয় পদার্থের প্রভু সাজিয়া, সরল লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক তাহাদিগকে অতি দ্রুতগতিতে অমঙ্গলের অশুচি-গর্ত্তে নিক্ষেপ করিতেছিল—যখন, লোকবঞ্চক ভণ্ড দলের, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহার্থ, প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত বিকার প্রদর্শনের বিকৃত চেষ্টাই বৈষ্ণবতা বিকাশের চরম পরিণতি বলিয়া লোকসমাজে সম্মান পাইতেছিল, তখন জীবজগতের মূঢ়তায় ব্যথিত হইয়া গৌরপ্রেষ্ঠ কারুণ্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় প্রপঞ্চে অবতরণ করিলেন। সেই জীব-সুহৃদ্বর ভ্রান্ত জগদ্বাসীকে আবার সেই করুণাবতার শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের অসীম দয়ার বার্ত্তা শুনাইলেন। পরদুঃখদুঃখীর দয়ার্দ্র হৃদয় জীবকুলের ঘোর দুর্দ্দশা দর্শনে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তাই, তিনি নিখিল গোস্বামি শাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক প্রেমনির্য্যাসসুধা পরিপূরিত গ্রন্থরাজি প্রকাশ করিয়া বদ্ধজীবের নিকট গোলোকের অমল মধুধারা প্রকাশিত করিয়া দিলেন। আধ্যক্ষিক জ্ঞানচালিত বিশ্বসংসার জড়ীয় বিষয়ে উন্মত্ত ছিল, কাণ্ট, হেগেল, চার্ব্বাক, জৈমিনী ইত্যাদি দেশী বিদেশী নাস্তিক দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করাকেই তথাকথিত নব্য সমাজ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তৎকালে পাশ্চাত্য শিক্ষার নবীনালোকপাতে অনেক শিক্ষিতম্মন্য ব্যক্তি আবার বৈষ্ণবব্রুবগণের কদর্য্যতার বীতশ্রদ্ধা বশত ইউরোপীয়ান ধর্ম্মমতের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া প্রচলিত সমাজধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছিলেন। পাশ্চাত্য মনীষিগণের বাক্য বরণ করিয়া তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় বাস্তব সত্যবস্তু বেদকে কৃষকের গান বলিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কিন্তু বহির্ম্মুখভাবপীড়িত বিশ্বমানবের সম্মুখে পরোপকারক-শ্রেষ্ঠ শ্রীল ভক্তি-বিনোদপ্রভু এক পরম বাস্তব সূর্য্যালোকিত অভিনব রাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। মায়াকবলিত জীববৃন্দের কাণে হৃৎকর্ণরসায়নী বৈজয়ন্তী শ্রীচৈতন্য-বাণীর চেতন-ঝঙ্কার প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে নিত্য অমরতার ভাগী করিয়া দিলেন। এই দাতাশিরোমণি রূপানুগ মহাজনের করুণার পারতম্যের সহিত আধুনিক খণ্ড উপকারকগণ তাহাদের উপকারের পরিমাণ তৌল করিতে পারিবেন কি? করুণ চিত্ত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর মহাদানের কথা সমসাময়িক জীব-সাধারণ তত সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই; অনেকে তাঁহাকে শুধু একজন ভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণ গ্রন্থকার বলিয়াই জানিত; নিষ্কপট শুদ্ধ সেবাবৃত্তির অভাবে তদীয় শ্রীচরণকমলের অপূর্ব্ব দয়ার স্বরূপটী অনেক বঞ্চিত জীবের নিকট লুক্কায়িত রহিয়া গিয়াছিল। পরাশক্তিতেই যাঁহার চিত্তের বিনোদন, গৌরকৃষ্ণের অভীষ্টপূরক সেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অপার করুণার বার্ত্তাসহ মহাবদান্যবর কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদাতা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমদ্ বিগলিত কলিজীবের উদ্ধারমন্ত্র সম্যগ্‌রূপে প্রচার করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান যুগাচার্য্যবর করুণাসাগর শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ পৃথিবীতে শুভাগমন করিয়াছেন।

"কলি[illegible]র ধর্ম্ম কৃষ্ণ[illegible]ন।
কৃষ্ণশ[illegible] তাহা নহে প্রবর্ত্তন॥

[illegible] যথার্থ সম্পাদন করিয়া গৌর-করুণাশক্তি শ্রীল আচার্য্যদেব আজ শ্রীচৈতন্যাবতারের মত বিমুখ জীবের দ্বারে দ্বারে চৈতন্যপ্রেমের সরা পর্য্যটন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণনামের অখিল মঙ্গল-নিলয় বৈকুণ্ঠ-মহিমা, শ্রীনামের অপূর্ব্ব কারুণ্যসীমা শুদ্ধচৈতন্যসরস্বতী ভিন্ন আর কে কীর্ত্তন করিতে পারে? ধন্য তাঁহারা—ধন্যাতিধন্য তাঁহাদের জীবন—যাঁহারা সর্ব্বস্বাত্মনিবেদন করিয়া তদীয় কোটীচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। কবে চিরবঞ্চিত আমরা জগদাচার্য্যবরের অভয়চরণে আত্মনিবেদন করিয়া পরমার্থ ধনের অধিকারী হইব?

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে বিজ্ঞপ্তি

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

তুঁহু প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ জনের বন্ধু,
তুঁহু দেব গুণের সাগর।
তুয়াপদ পল্লব, দীনজনবল্লভ,
তুয়া বিনে গতি নাহি আর॥

বিষম বিষয়-বিষে, জারে দেহ অহর্নিশে,
জুড়াইতে না দেখি উপায়।
সতত বিষয়ে টানে, মোহময় আকর্ষণে,
রাখ পঁহু রাঙ্গা পদছায়॥

ভুলিনু তোমার নাম, অখিল অমৃতধাম,
বিস্মৃত হইনু নিজ দেশে
নিজ কৃত্য ভুলি' হায়, ধাইতেছি অন্ধপ্রায়
অভিমান বিরূপের বেষে

অনিত্য অসত দেহ, তাহে মানি নিত্য গৃহ,
মনকেই 'আত্মা' বলি' মানি।
মাংস, মেদ মজ্জাযুতা, দারাবন্ধু সুত সুতা,
আত্মীয়তা তাতে দৃঢ় জানি

কি হবে উপায় মম, ঘনায় মরণ তমঃ
বসান হৈল আয়ু বেলা।
তব অভয় চরণ পদ্ম, নিঃশ্রেয়সদাতা সদ্য
তায় নাহি কৈনু পার ভেলা॥

ধামবাসী জনগণ, কর কৃপা বিতরণ,
তোমরা ত হও কৃপাময়।
নাশ মম মায়া ঘোর, বন্ধপাশ সংসারের
নাশ তৃষ্ণা ধর্ম্মাধর্ম্মময়॥

যথার্থ সত্য

(আচার্য্য শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী)

দেহাভিমান-বশতঃ প্রাণিবর্গের 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ বৈষম্য হয়, এই জন্য সংসারে আমার শত্রু, মিত্র, বন্ধু, হন্তা, পালনকর্ত্তা, নিন্দক, হিংসক প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। যে দেহের জন্য অভিমান, সেই দেহের নাশ হইলে সবই নষ্ট হয়।

ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বভূতের আত্মা ও অদ্বিতীয়। বদ্ধ জীবের ন্যায় তাঁহার 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার অভিমান নাই; অতএব তাঁহার দ্বেষ্য বা দ্বেষ্টা কেহই নাই, তবে যে তিনি অসুরগণের দণ্ড বিধান করেন, সে কেবল তাহাদের হিতের নিমিত্ত।

ভক্তি পূর্ব্বক, কামবশতঃ, স্নেহবশতঃ, দ্বেষ বশতঃ, ভয় বশতঃ—এই পঞ্চবিধ চিন্তা দ্বারা পরাগতি লাভ হইতে পারে।

গোপীগণ কামবশতঃ, কংশ ভয়বশতঃ, শিশুপাল প্রভৃতি নৃপতিগণ শত্রুতা বশতঃ পাণ্ডবগণ স্নেহবশতঃ, নারদাদি ঋষিগণ ভক্তি বশতঃ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু নাস্তিক বেণ রাজা এই পঞ্চবিধ চিন্তার মধ্যে কোন উপায় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন নাই, সুতরাং তাহার মোক্ষগতি হয় নাই, অতএব যে কোন উপায়েই হউক, শ্রীকৃষ্ণে মনো নিবেশ করিবে।

যে সকল গৃহাসক্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করিতে পারে নাই এবং বিষয়সমূহে আসক্ত হইয়া সংসারসুখ লাভের জন্য সতত চেষ্টা করিয়া কেবল কষ্ট পায় এবং বার বার দুঃখভোগ করিয়াও যদি নিজের বুদ্ধিদ্বারা বা অপর কোন বুদ্ধিমানের পরামর্শে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভয়পাদপদ্মে মনোনিবেশ না করে, তাহা হইলে অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঘোর অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়।

আবার যাহারা বিষয়াসক্ত কামিগণকে গুরুরূপে বরণ করিয়া কাম্যকর্ম্ম ফল-ভোগরূপ নানাবিধ পুষ্পিত বেদবাদে তুষ্ট হইয়া কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, তাহারা অন্ধ-চালিত অন্ধব্যক্তির ন্যায়, একমাত্র স্বার্থ-গতি যে বিষ্ণু, তাঁহার সন্ধান না পাইয়া প্রকৃত পথ ভুলিয়া সংসারগর্ত্তে পতিত হয়।

অনর্থরূপ সংসার নিবৃত্তির জন্য ভগবানের পাদপদ্মে বুদ্ধি নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। নিষ্কিঞ্চন বিষয় নিবৃত্ত পরম-হংস বৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণরত ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না অর্থাৎ তাহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না।

মহাজনগণের পন্থা অনুসরণ করা সকলের কর্ত্তব্য। প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—সকলের আদি এবং অনন্তগুণশালী ও সর্ব্বকারণস্বরূপ সেই ভগবান পরিতুষ্ট হইলে ভক্তগণের কি আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে?

ধর্ম্মার্থ কাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষাত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ

(ভাঃ ৭।৬।২৮)

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত। তন্মধ্যে আত্মবিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি এবং কৃষি প্রভৃতি বিবিধ জীবিকা এই সমস্তই ত্রৈগুণ্য বিষয় বেদের প্রতিপাদ্য, সুতরাং ইহাদিগকে আমি নশ্বর বলিয়া মনে করি। পক্ষান্তরে, পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্মসমর্পণ উহাকেই আমি যথার্থ সত্য বলিয়া মনে করি।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
দান ব্রত তপঃ শৌচ বেদ অধ্যয়ন।
কৃষ্ণের ভজন বিনা সব বিড়ম্বন॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সুযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকাটের সহিত স্থূল ডবলক্রাউন অক্ষরে মুদ্রাঙ্কণ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞান-ভাণ্ডারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, বিষ্ণুদের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকথা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেবের বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সন্নিবেশিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ। গ্রন্থের ভি ৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পাঠ করার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। মূলসূত্র টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) মাত্রবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পক্ষে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৷০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত: শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আধাধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমুদ্রের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসময় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বেঙ্গল কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'শ্রীধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রকাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই করিয়াছেন বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট। (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র

ভজন-রহস্য

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মনিরূপক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, নিষ্কপট, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

পরমহংসচূড়ামণি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত মনোজ্ঞ ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্তৎযোগ্য গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভি আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবদর্শনমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (তর্কসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গানুবাদ সহিত এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতার দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজ তীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায় বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যোপাস্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠস্থিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।০০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবদেবীগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ রজ্জু উত্তর-পূর্বে শ্রীভজনতটে আচার্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মহাশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মহত্তরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১..৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্মল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সম্ভারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই মুদ্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রি ভক্তমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবন্ধনচ্ছিদ্ বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য। প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবাসদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাসকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, সরপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভাস্কর ব্রহ্মচারী [illegible] এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র—

মাউগাছি, আমগড়, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীজন্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

টাঙরাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথবল্লভপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজ্ঞানকীনাথজী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

টুসুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, কাবড়া

এখানে যদুকুলমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনবন্ধু, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধাগোবিন্দচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

মহাত্মাজীর প্রতিবাদ
আনন্দ তালুকে ক্রোক

আনন্দ তালুকের গাণা গ্রামে ক্রোক চলিতেছে। এই গ্রামের খাজনার টাকা মকুবের জন্য মহাত্মাজী ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার বিবরণের মধ্যে ধরিয়াছিলেন। মামলাতদার এক দল পুলিশ লইয়া শনিবার উক্ত গ্রামে গমন করেন এবং ৪টি মহিষ ও অন্যান্য জিনিষ পত্র প্রজাদের বাকী খাজনার জন্য ক্রোক করেন। কেহ যাহাতে ক্রোক করা জিনিষপত্র ক্রয় না করে, সে জন্য আনন্দ তালুক কংগ্রেসের সম্পাদক আবেদন বাহির করিয়াছেন।

এই ক্রোকে তাঁর প্রতিবাদ করিয়া মহাত্মা গান্ধী কালেক্টরকে লিখিয়াছেন। মহাত্মাজী বলিয়াছেন—এই ক্রোকের ব্যবস্থায় দিল্লী চুক্তি ভঙ্গ করা হইতেছে।

যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

চাঁদপুর ষ্টেশনে টোটা প্রাপ্তি

শনিবার প্রাতে চাঁদপুর রেল ষ্টেশনে পুলিস ২টি প্যাকেটে ১০টী করিয়া ২০টী টোটা পাইয়াছে। নোয়াখালী শাখার ২ নম্বর ডাউন ট্রেণে একটী তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় টোটাগুলা পাওয়া গিয়াছে টোটায় সরকারী "শরের পলা"র চিহ্ন আছে। ট্রেণটী ভোর ৪টার সময় চাঁদপুর আসিয়া পৌছে। ট্রেণারোহী প্রহরীদিগকে যেরূপ টোটা দেওয়া হয়, এ টোটাগুলা সেই রকমেরই বলিয়া প্রকাশ। এখনও কেহ গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

অর্থকষ্টে যুবকের আত্মহত্যা

শ্যামপুকুর থানার অধীন শ্যামপুকুরের অধিবাসী যুবক সুশীলকুমার দত্ত সম্প্রতি নাইট্রিক এসিড সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

তদন্তকালে পুলিস মৃত ব্যক্তির জামার পকেটে এই মর্ম্মে লিখিত একখানি পত্র প্রাপ্ত হয় যে, সে কোনও সওদাগরী অফিসে সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিত। তাহার ভ্রাতা কোনও কর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারে নাই। উক্ত সামান্য আয়ে পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া ও পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃতদেহটী পরীক্ষার জন্য শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

চট্টগ্রামে পিটুনি পুলিস

চট্টগ্রাম জিলার মধ্যে ৫২টি গ্রামে পিটুনি পুলিস বসিয়াছিল। যে নোটিশে বলে এই পুলিস বসিয়াছিল ঐ নোটিশ গত ২৯শে জুন শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক আরও ৪ মাস কাল পুলিস বহাল থাকিবে বলিয়া নোটিশ জারি হইয়াছে। গত ২ মাসে এই বাবদে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

লোকনাথ বলের মূর্চ্ছা

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার অন্যতম আসামী লোকনাথ বল ২৯শে জুন একজন সাক্ষীকে জেরা করিবার কালে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়েন। বেলা ৩টার সময় এই ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাকে হেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, রক্তের চাপ বশতঃ ঐরূপ মূর্চ্ছা হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা

কুষ্টিয়ার যতীন্দ্রনাথ স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে যতীন্দ্রনাথের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে মনোনীত সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বিমল প্রতিভা দেবী কুষ্টিয়ায় আসিলে স্থানীয় বহু ভদ্রলোক ও মহিলা তাঁহাকে সুসম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন

গত ২৭শে জুন তারিখে শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা পরলোকগত শিবকালী মণ্ডলের মৃত্যু উপলক্ষে এক সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শিবকালী স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ছিলেন। শিবকালী গত বৎসর ২৮শে জুন তারিখে কৃষ্ণনগর জেলে ম্যালেরিয়া জ্বরে মারা গিয়াছিলেন।

পতাকা অভিবাদন উৎসব

গত ২৮শে জুন প্রাতঃকালে পাবনায় পতাকা অভিবাদন উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী স্থানীয় ব্যায়াম সমিতির সভ্যগণ ও হেমাইতপুরের শক্তি মন্দিরের সদস্যবৃন্দ কাপ্তেন অমূল্যপ্রসাদ মিত্র আই, এন, এস এর নেতৃত্বাধীনে টাউনহল প্রাঙ্গণে সমবেত হন। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইবার পর জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার পতাকা উত্তোলন করেন। শীতলাইয়ের জমিদার শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র সময়োপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর স্বেচ্ছাসেবকগণ সামরিক প্রথায় পতাকা অভিবাদন করে। স্বেচ্ছাসেবকদল কুচকাওয়াজও প্রদর্শন করে।

জাতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রায় ৫৫ জন একপক্ষকাল শিক্ষালাভ করিয়া পারদর্শিতার প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডাক-বিমানে পোষ্টকার্ড

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ আগামী ১৫ই জুলাই হইতে ভারত হইতে যুক্তরাজ্যে বিমানপোতে পোষ্টকার্ড প্রবর্ত্তন করিবার অধিকার প্রদত্ত হইবে। ঐ তারিখ হইতে বিমান পোষ্টকার্ড বড় বড় ডাকঘরে বিক্রীত হইবে এই প্রকার কার্ডের মূল্য চারি আনা বা ৮ খানির প্যাকেট ২ টাকা।

টেক্স বন্ধ ব্যাপারে দণ্ডিত

শিউহার থানার শ্রীযুত রাধামোহন ও অপর ৬ জন লোক চৌকিদারী টেক্স বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে বলপূর্ব্বক জিনিষ পত্র কাড়িয়া নেওয়ায় ও দাঙ্গা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই মোকদ্দমার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৪ মাস পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমা চলিতেছে এবং সমস্ত আসামীগণই দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদের উপর ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

অর্ডিনান্সে ছাত্র গ্রেপ্তার

রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র লাহিড়ীকে গত ২৭শে প্রাতঃকালে ফৌজদারী সংশোধন আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। একবার এক অধ্যাপকের বেতন চুরি সম্পর্কে এবং অল্পবারে দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মচারী বামন সাহার বাড়ীতে ডাকাতির সম্পর্কে তাহাকে পূর্ব্বে আরও দুইবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। প্রথম মামলায় তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন, দ্বিতীয় মামলায় তাঁহাকে জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছিল।

মার্কিণ বিমান-বিহারী
দিনে ভূ-প্রদক্ষিণের চেষ্টা

মার্কিণ বিমানচারী উইলি এবং হেরল্ড গার্ট ১০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণের চেষ্টা পাইতেছেন। ইঁহারা ইতঃপূর্ব্বে অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছেন। ২৮শে জুন প্রাতে বিমানচারিদ্বয় খাদ্যারোভস্কে আগমন করেন। এই স্থান হইতে ২৫ শত মাইল অতিক্রম করিয়া নোম আলাস্কা যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা এডমন্টন, আলবার্ট্য ক্লীভল্যাণ্ড এবং ওহাইয়ো হইয়া নিউইয়র্কে পৌছিবেন।

বন্দুক চুরীর জের

সাব ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ রায়ের একটী বন্দুক চুরী সম্পর্কে ধৃত আসামী প্রেমাংশু দাসগুপ্ত, নন্দদুলাল ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ দাস নামক ৩টি যুবকের পক্ষ হইতে মোক্তার শ্রীযুত চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায় সেদিন বরিশালের সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে জামিনের আবেদন করেন। বাদীপক্ষ আপত্তি করায় প্রেমাংশু ও নন্দদুলালের জামীনের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। গত ২৭শে জুন দেবেন্দ্রের জামিনের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিয়া তাহাকে ৫০০৲ জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ হইয়াছে।

গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা
ট্যাক্স প্রদানে অসমর্থ

সম্প্রতি কুসুমুন্দি ও কালিয়াগঞ্জ থানার প্রতি পুলিসের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। আর্থিক দুর্গতি হেতু গ্রামবাসিগণ চৌকিদারী ট্যাক্সপ্রদানে অসমর্থ হওয়ায় গোলযোগের উদ্ভব হইয়াছে। তথায় ফৌজদারী বিধির ৩০৭ ও ১৪৪ ধারার বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করা হইতেছে। জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বলে লোকদিগকে ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত করা হইতেছে। সরকারী কার্য্যে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বাধা দেওয়ার অভিযোগে সে দিন কতকগুলি লোককে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬ ধারানুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হইয়াছে বাকী টাক্স আদায়ের জন্য পুলিশ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রোক করিবার সময় আসামীগণ বাধাপ্রদান করে।

বোম্বায়ে প্রভাত ফেরী আটক

গত ২৮শে জুন পুলিশ একদল প্রভাতফেরীর গতিরোধ করিয়াছিল। পুলিশ ইহাদিগের নিকট শোভাযাত্রা করিবার অনুমতি পত্র দেখিতে চাহে। ফেরীদল লাইসেন্স দেখাইতে পারে নাই বলিয়া তাহাদিগকে ১ ঘণ্টাকাল থানায় আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী স্থির করিতেছেন যে, এইরূপ ব্যাপার যদি আবার ঘটে তাহা হইলে সত্যাগ্রহ করা হইবে। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে জনতে তাড়ির দোকানে পিকেটিং চলে কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা এই কার্য্য পরিচালিত হয়।

টেলি— [redacted]
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৪র্থ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৮, ৪ঠা জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

বিদ্রোহী ও পুলিসে যুদ্ধ

ওয়াসিংটনস্থিত পুলিশের দারোগা সংবাদ পান যে, বিদ্রোহীগণ পাড়ায়ুং হইতে [illegible] মাইল পশ্চিমে দুইটী নদীর সংযোগস্থলে অকসিং পাহাড়ে এক ঘন জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে পুলিশের লোকেরা ২৯শে জুন বৈকালে উপরিউক্ত পাহাড়ে যাইয়া উপস্থিত হয়। আনুমানিক ৪০ জন বিদ্রোহী দারোগাকে গুলী করিতে থাকে। তাহাদের সঙ্গে বন্দুক, দা ও বর্শা ছিল। বিদ্রোহিগণ পুলিসের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করে। তাঁহারা ৪টি মৃতদেহ, ৭টি তাজা কার্ত্তুজ, দা, প্রভৃতি পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বনে গাঢ় অন্ধকারের দরুণ পলায়মান বিদ্রোহীদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ

[illegible]৮৩ জন বিদ্রোহী গত ৩০শে জুন [illegible]র্পণ করিয়াছে।

[illegible]ডী জেলার খেনেজ নানক স্থানে [illegible] পুলিশ কতিপয় বিশিষ্ট বিদ্রোহীকে [illegible] ২৯শে জুন সন্ধ্যাকালে গ্রেপ্তার [illegible]ছে। তাহাদের নিকট পিস্তল ও [illegible] অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। বিদ্রোহ [illegible] স্থানে ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিদ্রোহী কর্ত্তৃক গ্রাম লুণ্ঠন

বিদ্রোহিগণ দলবাঁধিয়া দা ও স্থানীয় [illegible]কদের দ্বারা প্রস্তুত বন্দুকে সজ্জিত হইয়া থায়েটমিও জিলার বার খানি গ্রাম আক্রমণ করে। তাহারা গ্রাম্য দলপতিগণের গৃহে ঢুকিয়া তাহাদের জিনিষ পত্র লুটপাট করিয়াছে ও সরকারী দলিলাদি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। প্রোমের একখানি গ্রামে গ্রামবাসিগণ তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে। তাহারা তীর ধনুক দিয়া বিদ্রোহীদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেয়। পাঁচজন বিদ্রোহী আহত হইয়াছে। পেগুবিভাগের কমিশনার গ্রামবাসীদিগকে তাহাদের সাহসিকতার জন্য কার্য্যের অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

বিদ্রোহীদের মুক্তি

[illegible]তীয় থারাবর্ডী বিদ্রোহ মামলার বিচারকারী বিশেষ আদালত কর্ত্তৃক ছত্রিশ জন বিদ্রোহীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইতোপূর্ব্বে আরও চৌদ্দ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। অপর বন্দীদিগের বিরুদ্ধে রাজার বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার অপরাধে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। উক্ত বন্দিগণ কিমপাদী পুলিসফাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দুইজনের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগও আনয়ন করা হইবে।

বিদ্রোহী ও পুলিশে যুদ্ধ

আদালতের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ

হোসিয়ারপুরে ভীষণ দাঙ্গা

বোমা প্রস্তুতকারক বালক দণ্ডিত

পাদ্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

আকাশযানে ২৫ হাজার মাইল ভ্রমণ

বঙ্গীয় বাস সিণ্ডিকেট

ভারতীয় রক্ষণশীল দলের সভা

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

সরকারী বিমান ব্যাপারে ভারত

আদালতের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ

পকেট মারার অভিযোগে একজন পশ্চিমা আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া, বিচারার্থ পুরুলিয়া আদালতে হাজির করা হয়। মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে সে বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটকে লক্ষ্য করিয়া ছয়টি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে আদালতে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শ্রীযুত শৈলকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বিশিষ্ট উকিল ম্যাজিষ্ট্রেটকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করায়, একটী প্রস্তরখণ্ড তাঁহার মস্তকে পতিত হয়, ফলে তিনি গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। মানবাজারের সব ইন্‌স্পেক্টর পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের রক্ষার্থ অগ্রসর হন আসামী তাঁহাকেও কিল ও ঘাঁষ মারে।

মুদ্রা প্রস্তুতের সরঞ্জাম হস্তগত

গত ২৯শে জুন প্রাতঃকালে রাজসাহী পুলিস সহরের বেলদাপাড়া অঞ্চলের শ্রী[illegible] দেবেন্দ্রকুমার কর্ম্মকার নামক এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির গৃহ [illegible] তল্লাস করিয়াছে। প্রকাশ পুলিস জালমুদ্রা প্রস্তুতের জন্য আবশ্যকীয় কতকগুলি সরঞ্জাম লইয়া [illegible]য়াছে, এবং শ্রীযুক্ত কুমারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অঙ্গভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

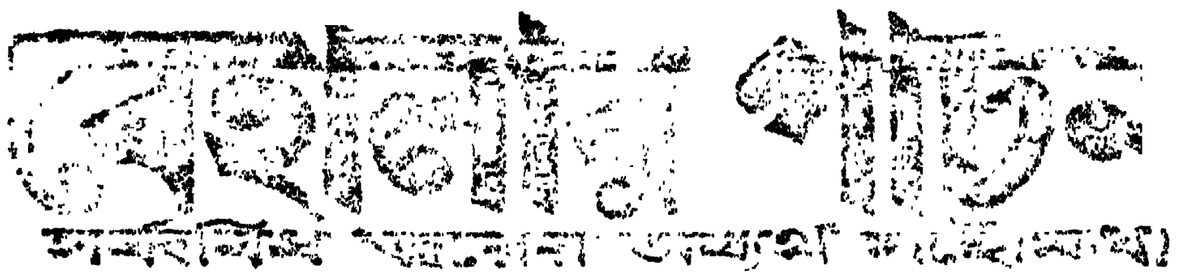

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটলোকের ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাইট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রোগীর

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাজীকরণে, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহের অকর্মণ্যতা, মস্তকভ্রম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সময় বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অমৃত অশ্বগন্ধাদ্যারিষ্ট"

পক্ষাঘাতাদি রোগে বাতব্যাধির দ্বারা আরোগ্য করিয়া পরিচালনা করে। মূল্য ২ বোতল ১৲ টাকা।

"মহাসুদর্শনিলাসিনী প্রভিডেন্ট"

বীর্য্যের সকল অবস্থা সন্তোষজনক স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আশুতোষ শর্ম্মা, কেশরঞ্জনী

৯ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত বিপিন সিংহ, ১৮৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া), ৬৭, ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইউনিভার্সিটি, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

কোটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ নং ও ৪ নং এর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যাবিনাশিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ত্তনসঞ্চারিণী জীবন্মুক্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নাগার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ শ্রী গৌ ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

(শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া)

ষষ্ঠবর্ষ | ১৭ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৯শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৪ জুলাই ইং ১৯৩১ শনিবার | ১০৪তম সংখ্যা

গৌরবিরোধীর কপটতা

(২)

ছাইমাখা ভিজে বেরালের সম্বন্ধেই "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্" শ্লোকের অবতারণা। বিষয়ী লোকগুলির বিষয়পিপাসা ছাড়াইবার জন্য যথাযোগ্য বিষয়গ্রহণের ভান করিয়া মহাভাগবতের যে চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারক। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম বৈঠক—বদরিকাশ্রমে, দ্বিতীয় বৈঠক—শুকরতলে, তৃতীয় বৈঠক—নৈমিষারণ্যে, চতুর্থ বৈঠক—শ্রীধামমায়াপুরে ও পঞ্চম বৈঠক—কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয়মঠে বসিতেছে। ইহা পাঁচমেশালী সম্মিলনী নহে, পরন্তু ঐকান্তিকী হরিসেবার অপ্রাকৃত স্থান

বিষয়ভোগের কপট চেষ্টার দ্বারা মানবগণের যে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভের বাসনা হয়, তাদৃশ অকিঞ্চিৎকর তাৎকালিক অনিত্য Social service বা ছাইমাখা ত্যাগীর পোষাকের দ্বারা ভগবানের দয়া পাওয়া যায় না।

জীবে দয়া করাই প্রয়োজন। বৈষ্ণবের সেবা করিলেই জীবে দয়া হয়। অবৈষ্ণবের কুতার্কিকতা পোষণ করিলে বৈষ্ণবের প্রভু হওয়ার চেষ্টা হয়। উহাই অমঙ্গলের আকর।

যে সকল ব্যক্তি বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্তের পোষাকে সাম্প্রদায়িকতা বা অসাম্প্রদায়িক সগুণ বা নির্গুণ উপাসনার নামে ভোগ বা ত্যাগ বাঞ্ছা করেন, গৌড়ীয়মঠ তাঁহাদের অধিক প্রশংসা করিতে পারেন না।

শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু প্রভৃতি মহাজনগণ যেরূপ বাহ্যাভ্যন্তরে নিষ্কপটতা প্রদর্শন করিয়া পরমসত্য পরমেশ্বরের ভাগবতী কথা জগতে বিস্তার করিয়াছেন, কর্ম্মী ভোগিকুল, জ্ঞানী ত্যাগিকুল বা যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ স্ব-স্ব ত্রৈবর্গিকী বাসনা বা মোক্ষবাসনার বশে ভোগী বা ত্যাগীর সজ্জায় যে সকল ক্রিয়াকলাপদ্বারা বিগত ৫০ বৎসর কাল বাঙ্গালাদেশে অবতার সাজিয়া গুরুগিরি চালাইয়াছেন, তাহাতে গোপনে তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন ভোগের অনলবেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও পরমহংস বাবাজী মহারাজ ঐ গুলির অকর্ম্মণ্যতা লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

তাঁহাদেরই পদত্রাণ ও পদরেণু শিরোভূষণ করিয়া গৌড়ীয়মঠ Exoteric চেষ্টাবিশিষ্ট ফক্কাকারী জনগণের ফস্কাগেরো ও Esoteric চালাক চতুর জনগণের দাবার চাল ধরাইয়া দিয়া হরিসেবার কর্ত্তব্যতা জানাইতেছেন এবং চতুর্ব্বর্গবাসনাদি সমস্তই যে পার্থিব জড়ধারণাতেই অভ্যুন্নত, তাহা দেখাইতেছেন

সেই গৌড়ীয়মঠের বিরোধ আচরণ করিবার জন্য সারুটিঞার আখড়াধারীর বা হবিগঞ্জের ভেজা বেরালের গৌরবিরোধিনী চেষ্টা বা দক্ষিণের লোকের তাৎকালিক অনিত্য Social service এর চেষ্টা গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালীর অনুকূলা নহে। তবে প্রতিকূলতা কি জিনিষ, ইহা দেখাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর উহাদিগকে নানা বলে বলীয়ান্ করিয়া গৌড়ীয়মঠের সহিত সমরক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন। সুতরাং চিন্ময় বল কাহার অধিক, তাহা দেখাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর এইবার পৃথিবীর সর্ব্বত্র অর্থাৎ মানবজাতির সকলের নিকটই ন্যূনাধিক অবতরণ করিবেন। তখন কলিকালে "নামরূপে কৃষ্ণ অবতার"—এই কথার সার্থকতা হইবে,—"কলেদ্দোষনিধে রাজন্" শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারপ্রণালীতে জগতের কাহারও নিন্দাবাদ নাই বটে, কিন্তু মঠবিরোধী ব্যক্তিগণের চেষ্টাসমূহ ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূলা চেষ্টা মাত্র। এই অভক্তসম্প্রদায় কবে গৌড়ীয়মঠের দ্বারে উপনীত হইয়া, শ্রীশ্রীভগবানের চরণে অবলুণ্ঠিত হইয়া শুদ্ধভক্তির সৌন্দর্য্য দেখিতে পারিবেন?

তাহাদের বহির্জ্জগতের মূর্খদিগকে ভোগা দেওয়া সঙ্কীর্ণ বিচার-তৃণ কবে গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য পরম সত্যের প্রবল স্রোতের নিকট ভাসিয়া যাইবে? সেইদিন কি উপস্থিত হইয়াছে—যেদিন গৌড়ীয়মঠের বিজয়পতাকা নিম্নগা ভক্তির অপব্যবহারকারী জনগণের কপট চেষ্টাসমূহ উৎসাদিত করিবে? কবে তাহাদের ভোগময়ী কপটতার দুর্গ ভেদ করিয়া সেই দুর্গে হরিনামের থানা বসাইবে? অদৈববর্ণাশ্রম প্রভৃতি বিচার প্রবল করিয়া যে-সকল ভক্তিবিরোধ-চেষ্টা দেখান হয়, তাহা সত্যযুগ হইতে অদ্যাপি ভক্তিমঠের রেণু স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। সৌভাগ্যের বিষয়, আজ সেই ভুবন পাবন রেণু জগদ্বাসী ও ভবিষ্যদবিশ্ববাসী সকলেই পাইবার সুযোগ পাইতেছেন।

ভোগময় দর্শনে ভগবানের অধিষ্ঠান নাই

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি, এল)

জড়জগতের অধিবাসী আমরা জড় জগতের যাবতীয় বস্তু লইয়াই আমাদের সম্পর্ক। যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাল্যকাল হইতে আমরা লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছি বা হইয়াছি, তাহাতে জড় বিষয়ের শ্রবণ, অধ্যয়ন, চিন্তন প্রভৃতি চিন্তাস্রোতের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। জড়াতীত কোন অপ্রাকৃত রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিতে পারে, তাহা আমাদের স্বপ্নাতীত বলিয়া মনে হয়। তৃতীয় মানের বস্তু ব্যতীত চতুর্থ বা তদূর্দ্ধ মানের বস্তুর অনুভূতি আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না। তাই জড়শব্দে অভিজ্ঞ আমরা 'কৃষ্ণ' এই শব্দটীকেও অন্যান্য জড় শব্দেরই ন্যায় একটী অভিধানিক শব্দ বলিয়া মনে করি।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ঐরূপ অক্ষজ ধারণার অন্তর্গত বস্তু নহেন।

যে কোন বস্তু বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তাহার নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়াই একমাত্র সহায়। উহাদের দ্বারাই বস্তুর নিরর্থকতা দূরীভূত হইয়া সার্থকতা প্রতিপাদিত হয়। জড়জগতের বস্তু সমূহের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া-সমূহ অনিত্য, নশ্বর ও পরস্পর ভিন্ন। উহাদের পরস্পরের মধ্যে মায়িক ব্যবধান বর্ত্তমান। জগতের কোন একটী বস্তুকে যদি ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার রূপ, গুণ ও ক্রিয়া কিছু সেই সাক্ষাৎ বস্তুটী নহে। যেমন 'অক্ষয়' বলিয়া যদি কাহারও নাম ধরা যায়, তাহা হইলে এই নামটী হইতে ঐ ব্যক্তির স্বরূপ ও উহার ব্যক্তিত্ব পৃথক্। অক্ষয় এই নামটী উচ্চারণ করিলে ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা রূপ, গুণ, ক্রিয়াদি উপলব্ধি বা উপভোগ করিতে পারা যায় না।

কিন্তু 'কৃষ্ণ' এই নামটীতে কৃষ্ণস্বরূপ বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণবিগ্রহের কোনই ভেদ নাই। জড়জগতের নাম ও অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-নামের এই খানে ভেদ। 'কৃষ্ণ' এই নামটীর কীর্ত্তনের দ্বারা (নামাপরাধ বা নামাভাস বর্জ্জন পূর্ব্বক সম্যক্ কীর্ত্তনের দ্বারা) সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-স্বরূপটী—কৃষ্ণের চিদ্বিলাসময় বিগ্রহটী উপলব্ধ হয়। প্রাকৃত বস্তুর নামের দ্বারা কিন্তু ঐরূপ হয় না। সুতরাং কৃষ্ণই এক মাত্র পরম অর্থ অর্থাৎ নিত্য রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ, শব্দযুক্ত নিত্য বাস্তব বস্তু। তিনি জড়মনের দ্বারা চিন্তনীয় বিষয় না হইয়া কেবল মাত্র চিন্ময় আত্মার চিন্তনীয় ব্যাপার অর্থাৎ তিনি আত্মার চিদিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাস্তব বস্তু।

আমাদের জড়েন্দ্রিয়সমূহ মায়ানির্ম্মিত। যাহাদ্বারা মাপিয়া লওয়া যায়, তাহারই নাম মায়া। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু, তাহাকে আমরা মাপিয়া লইতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর। মায়াপ্রদত্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মায়ার অধীশ্বরকে মাপিয়া লওয়া যায় না। তাই শ্রীকৃষ্ণকে অধোক্ষজ বস্তু বলা হইয়া থাকে। অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না। তাহা হইলে শাস্ত্রে যে হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা হৃষীকেশের সেবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কি প্রকার? সে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবার কথা উল্লেখ আছে, তাহা এই দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা নহে। বর্ত্তমান কালে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, যে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা কাদা, জল, মাটী, গাছ, পাথর, স্ত্রী, পুত্র, পুরুষ, শত্রু, মিত্র, বাড়ী, ধনদৌলতাদি ভোগ করিতেছি, সেই ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নহে। তাহা ছাড়া হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবার কথাই শাস্ত্র বলিয়াছেন। 'সেবা' কথাটী সেব্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জীবাত্মার দ্বারাই সম্ভব। কারণ উভয়েই সমজাতীয় চিন্ময় বস্তু। সমজাতীয় বস্তু না হইলে সেবা সম্ভবপর হয় না। জগতের বস্তু এই চক্ষুকে আকর্ষণ করে, জগতের রূপে চক্ষু মুগ্ধ হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মুক্ত অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়রহিত আত্মার বা জীবের অপ্রাকৃত চক্ষুর অর্থাৎ অপ্রাকৃত সেবাভিলাষী অক্ষির গোচরীভূত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। শ্রীকৃষ্ণকে আংশিকভাবে ধারণা করিলে তাঁহার ধারণা সুষ্ঠু হইবে না। অপ্রাকৃত জগতে যাবতীয় নাম, রূপ, গুণ, লীলা সেই কৃষ্ণবস্তুরই। তাঁহারই হেয় বিকৃত প্রতিফলন যাহা কিছু আমরা এই জগতে দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদিগকে সেই সমগ্র কৃষ্ণবস্তুটী প্রদান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। অপ্রাকৃত নামে, রূপে, গুণে ও ক্রিয়াতে যে আনন্দ বর্ত্তমান, তাহাই নিত্যানন্দ। কিন্তু উহার বিকৃত প্রতিফলন এই জগতে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহাতে হেয়তা, অবরতা, পরিচ্ছিন্নতা ও পরিমেয়তা প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান। ঐ সকল ব্যাপার কালের মধ্যে আসে, আবার কালের মধ্যেই চলিয়া যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ঐরূপ নশ্বর বস্তুতে আবদ্ধ হন না। ইহজগতের আনন্দস্রোত শুকাইয়া যায়, কেননা, উহা সীমাবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গৃহীত হয়।

'কৃষ্ণ'শব্দ দ্বারা কেহ কোন একটী ঐতিহাসিক পুরুষের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারেন, কিম্বা কোন কবির কল্পনা-প্রসূত একটী নায়ক বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন, কেহ বা তাঁহাকে জনৈক ব্যাধের বাণদ্বারা বিদ্ধ হইবার যোগ্য সামান্য নর বিশেষ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু ঐ সমস্ত বিচার অক্ষজবাদী মনোধর্ম্মিগণের অপরাধময়ী চেষ্টা মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈলা ধন্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া দিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে বলিয়াছেন এবং শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা হইতেও দেখাইয়াছেন,—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তিনি কালাধীন অসৎ অচিৎ তত্ত্ব নহেন। তিনি নিত্য পরাৎপর তত্ত্ব ও নিত্য সদ্বস্তু, কাল তাঁহার অধীন। তাঁহার আদিতে আর কেহ নাই। তিনি গোবিন্দ, 'গো' অর্থে পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, বিদ্যা, গাভী প্রভৃতি। এই সকলের মূল পালনকর্ত্তা যিনি, তিনিই গোবিন্দ, তিনি সকল কারণের কারণ। তিনি পরিপূর্ণ সত্য ও চেতনময় বস্তু, তিনি নিত্যানন্দ-বিশিষ্ট। 'সৎ' বলিতে একমাত্র তাঁহাকেই বুঝায়, নিত্যকাল আনন্দময় বস্তুই সৎ।

শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয় বস্তু এবং অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। তিনি জীবের মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন। মায়িক বস্তু মাত্রেই মাপিয়া লইবার যোগ্য। যাঁহাকে মাপিয়া লওয়া যায় না, সেই অদ্বয় তত্ত্বই জীবের অসম্যক্ প্রতীতিতে ব্রহ্ম, আংশিক প্রতীতিতে পরমাত্মা এবং পূর্ণ প্রতীতিতে বৈকুণ্ঠ বা শ্রীভগবান্। মাপিয়া লওয়া ধর্ম্ম যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে সেব্য বস্তুর অনুশীলনের কোন কথা নাই, ঐরূপ ধর্ম্ম ভোগমাত্রে পর্য্যবসিত। সেটা জীবের পরম ধর্ম্ম নহে। যদি কেহ আত্মার সুপ্রসন্নতা চাহেন এবং ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধিক্রমে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া ভগবানের নিত্যসেবায় নিত্যানন্দ লাভের অভিলাষী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥' এই উপদেশানুযায়ী তাঁহাকে অধোক্ষজ ভগবানের সেবা করিতে হইবে।

জগতে হাজার হাজার মনীষি হাজার হাজার ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু শুক্তিতে যদি আমরা রজত ভ্রম করি, রজ্জুতে সর্প ভ্রম করি, আভিধানিক শব্দে বা অক্ষরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভুল করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব। আত্ম-ধর্ম্মের কথায় ভোগবাঞ্ছামূলক ধারণা নাই। বুদ্ধিমান জনগণ হাজার হাজার দোকানদার-দিগের মনোহারী দ্রব্যে আকৃষ্ট না হইয়া বাস্তবসত্যের উপাসক হইয়া বাস্তব ভগবানে প্রপন্ন হন। কারণ তাঁহারা জানেন যে, এক মাত্র শরণাগত জনেরই নিকট সেই স্বয়ং-প্রকাশিত বস্তু কৃপাপূর্ব্বক স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার যোগ্যতা ভগবত্তায় নাই। ঈশ্বরকে আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুরূপে দর্শন করিতে চাই। ভগবান্ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইলেই তিনি ভোগের বস্তু হইয়া পড়েন। কিন্তু তিনিই একমাত্র সেব্য বস্তু, আর সমুদয় পদার্থই তাঁহার ভোগের উপকরণ মাত্র। যেখানে ভোগ, সেখানে কৃষ্ণ নাই। তাই শ্রীমদ্-ভাগবত ও তৎতত্ত্বপ্রচারকারী শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর বলিয়াছেন যে, ভোগময় জ্ঞানে বা দর্শনে ভগবানের অধিষ্ঠান নাই।

শ্রী শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে

(২)

(গুরুদেব।)

আর কি করুণা করি, এ জীবের কেশে ধরি,
দিবে স্থান ব্রজভূমে কভু?
আর বা পামর কবে, নয়নেতে নিরখিবে,
ঔদার্য্যবিগ্রহ নিত্য প্রভু॥
মায়াপুরবাসী যত গৌর-কাম-পূর্ত্তি-ব্রত
কর সবে কৃপা বিলোকন।
ছেদি' মম কর্ম্ম পাশ কর পদরেণুদাস
পতিত কাঁদিছে গতিহীন॥
চির অন্ধ মম আঁখি কভু তাই নাহি দেখি
শ্রীধামের শোভা অপ্রাকৃত।
গৌড়ভূমি চিন্তামণি চিদানন্দ রত্নখনি
লতাগুল্ম চিদ্‌বিভাসিত॥
চিন্ময় শ্রীকুণ্ডজল দেয় জীবে ভক্তিফল
গঙ্গা গাহে বিপ্রলম্ভ-গীতি।
পশু পক্ষী মধুস্বরে গৌরস্মৃতি গান করে
মোর তাহে মায়িক প্রতীতি॥

শ্রীএকায়নমঠে নলকূপ

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় হাঁসাড়া গ্রামনিবাসিনী পরমা ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা মনোমোহিনী রায় চৌধুরাণী মহো-দয়া তদীয় স্বামী পরলোকগত সব্‌জজ রামকুমার রায় চৌধুরী জমিদার মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ শ্রীধামমায়াপুর নবদ্বীপস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা হংসক্ষেত্রস্থ শ্রীএকায়ন মঠে একটী নলকূপ স্থাপনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

জলদান সর্ব্বদানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ জলের একটী নাম 'জীবন'। জলদান অর্থে জীবনদান। দান অনেকেই করিতে পারেন, অনেকেই পুষ্করিণী খননাদি দ্বারা ইতর সাধারণের সেবার্থ জলদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন; কিন্তু শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার্থ যে দান, তাহা সামান্য দান মাত্র নহে, তাহাতেই দানের প্রকৃত সার্থকতা। ইতর দানের ফলে একটু পুণ্যমাত্র সঞ্চয় হয়, তাহা ভোগান্তে ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবার্থে যে দান, তাহা অক্ষয় ও অব্যয়।

শ্রীযুক্তা চৌধুরাণী মহোদয়া এই মহতী সেবাফলে পরলোকগত স্বামীর এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নিজেরও যথেষ্ট মঙ্গল বিধান করিলেন। আশা করি, তাঁহার ঐরূপ বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া অন্যান্য সকলের আদর্শস্থানীয় হইবে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্ভগবর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত ফুল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

চতুঃসূত্রীভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় লিখিত 'বিবৃদ্ধরঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাধুত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—ভাব-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্তরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ঊর্জ্জস্বধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠের জ্ঞান লাভ করিয়া পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এ রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলবেদোপনিষদ্-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে ইই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার অক্ষরে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যসহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, নিষ্কিঞ্চন, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য বিরচিত। বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণগৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজ তীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ও ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীষড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, ইসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-গদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী শ্রীবৃন্দাবন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভূমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবলরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

পাদ্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ
আসামীর প্রতি সমন

ধ্যান সিং নামক জনৈক ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারানুসারে ছাপরার আর, ভি, এম, ইউ, মিশনের পাদ্রী মিষ্টার জি, জে ব্লক ও এডভোকেট মিঃ রামচন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, বাদী ধর্ম্ম প্রচারকের ও তাঁহার পত্নী মিষ্টার ব্লকের অধীনে বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেন। গত ১লা জুন তারিখে মিষ্টার ব্লক বিনা কারণে বাদী ও তাহার পত্নীকে পদচ্যুত করেন। বাদী ও তাহার স্ত্রী বাকী বেতন ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য তাহাদের উকীল নমজুর আলির দ্বারা মিষ্টার ব্লকের প্রতি নোটীশ জারি করেন। বাদী আরও জানাইয়াছেন যে, গত ১৮ই জুন মিষ্টার ব্লকের পক্ষ হইতে কল শ্রীযুত রামচন্দ্র সিংহ তাহার উকিলকে জানান, বাদী ও তাহার পত্নীর কার্য্য অতীব অযোগ্য ও অসন্তোষজনক এবং তাহাদের শৈথিল্য, অবহেলার জন্য মিশনের কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে। এইরূপ ভাষা ব্যবহার করায় সাধারণের নিকট বাদী হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারানুসারে বিচারার্থ হাজির হইবার জন্য এডভোকেটের প্রতি সমন জারী করা হইয়াছে।

হুভারের প্রস্তাবে পার্লামেণ্ট
মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের আনন্দ

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকৃত সকল রাজ্যই প্রেসিডেণ্ট হুভারের প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছেন। ২৯শে জুন মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড পার্লামেণ্ট সভায় এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা ও ভারত মিঃ হুভারের প্রস্তাব মানিয়া লইয়া বলিয়াছেন যে, ক্ষতিপূরণের টাকা প্রত্যর্পণ বন্ধ রাখা বিষয়ে যে সকল দেশ কাম্মাণীর নিকট টাকা পাইবেন তাঁহারা যদি আদায় এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখেন তাহা হইলে কানাডা প্রভৃতি দেশসমূহ তাহাতে খুবই সম্মত আছেন। সমর-ঋণ সম্বন্ধে গ্রেট বৃটেনের নিকট যে দাবি ঐ দাবির সম্বন্ধে বৃটেন যে উদারতা দেখাইয়াছেন তজ্জন্য বৃটেনের অধীনস্থ রাজ্যসমূহ কৃতজ্ঞ। তবে সমর-ঋণ সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মতি দেন নাই।

হে সিয়ারপুরে ভীষণ হাঙ্গামা
২ জন আহত ও ২৯ জন ধৃত

সংপ্রতি হোসিয়ারপুর গ্রামে এক ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। মাঠে গরু চরাইবার সম্পর্কে দুই দলে বাক-বিতণ্ডা হয়। তারপর এক হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। সেই সময় একদল অন্য দলকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে। ফলে দুইজন লোক আহত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আকাশ যানে ২৫ হাজার মাইল

ডিগবী পর্য্যটকদ্বয় মেসার্স পোর্ট ও গ্যাটি বিমানযোগে লণ্ডন আসিয়া পহুঁছিয়াছেন।

খাবারণ হইতে ২৫ হাজার মাইল পথ ১৬ ঘণ্টা ৮৫ মিনিটে ভ্রমণ সম্পন্ন হইয়াছে। বৈমানিকরা ৭ ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার পর ফেয়ারবাঙ্ক অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করিয়াছেন।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা
১ জন লোক হত ও ১ জন আহত

গ্রীণ ভেলোরে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ফলে ১ জন ... বৎসরের বালক হত ও আর একজন ১৯ বৎসরের যুবক আহত হইয়াছে।

কংগ্রেস সম্পাদক গ্রেপ্তার

বেতুলের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পরোয়ানা-বলে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক, তিলক বিদ্যালয়ের শ্রীযুত এস টি, বম্মাদিকারীকে গত ২৯শে জুন রাত্রিতে নাগপুর দণ্ডবিধির ১২৪ ক ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে তখনই বিচারের জন্য বেতুলে লইয়া যাওয়া হয়। প্রকাশ, তিনি বেতুল কনফারেন্সে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, গ্রেপ্তার সেই সম্পর্কে।

বোমা প্রস্তুতকারক বালক
অপরাধীর দণ্ড

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র নারায়ণ প্রসাদ চৌধুরী (১৫ বৎসর বয়স) বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪ 'খ' ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুত এস, বসু তাহার প্রতি ৩ বৎসর বোরষ্ট্যাল বিদ্যালয়ে বাস করিবার আদেশ দিয়াছেন। বিচারক বলেন যে, চট্টগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য এবং বালকটি বোমা তৈয়ারী করিতে জানে বলিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

২৯শে জুন চৌধুরী জজের নিকট অপরাধ স্বীকার করে। জজ আসামীর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পুত্রের ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে তিনি দায়ী থাকিতে পারিবেন কিনা, পিতা তাহাতে সম্মত হইলে, জজ উপরিউক্ত প্রকার আদেশ প্রদান করেন।

প্রকাশ, গ্রেপ্তারের পর চৌধুরী যে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তাহাতে সে কি করিয়া বোমা তৈয়ারী করিতে শিখিল তাহা বর্ণনা করিয়াছিল।

খাদি প্রদর্শনী উদ্বোধন

আগামী ২৬শে জুলাই হইতে ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত নিখিল ভারত কাটুনী সমিতির বিহার শাখার উদ্যোগে পাটনায় একটি প্রাদেশিক খাদি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে। ঐ সপ্তাহে এক যুবক সম্মিলন ও প্রাদেশিক মহিলা সমিতির অধিবেশনেরও আয়োজনের চেষ্টা করা হইতেছে। ঐ প্রদেশে মহিলাদের একটি কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে মহিলা সভা আহ্বানের উদ্যোগ চলিতেছে। পরিকল্পিত মহিলা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা কেবল যে নারী জাতির অবস্থা উন্নত হইবে তাহা নহে সাধারণ ভাবে জাতীয় কার্য্যও প্রসার লাভ করিবে।

সরকারী বিমান ব্যাপারে ভারত

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিমান বিভাগে ভারত সরকার যে আনুকূল্য করিতেছেন তাহা নিতান্ত শোচনীয়। পার্লামেণ্টের সভায় জনৈক সদস্য এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ওয়েজউড বলেন যে, ভারত সরকার বর্ত্তমান অবস্থায় শুধু বে সামরিক বিমান ব্যাপারে অর্থ ব্যয় করিবেন। আর যেটুকু পরিচালনা করা একান্ত অসম্ভব, শুধু সেটুকুতেই ভারত সরকার অর্থদান করিবেন। তবে বর্ত্তমানে বৃটেন হইতে করাচিতে যে, বিমান যাতায়াত চলিতেছে তাহা অব্যাহত থাকিবে। তবে মিঃ বেন বলিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বিমান ব্যাপারে ভারতের যে দায়িত্ব আছে সে সম্বন্ধে তিনি পরে কথাবার্ত্তা চালাইবেন।

ভারতীয় রক্ষণশীল দলের সভা
সার জন সাইমনের বক্তৃতা

সার জন সাইমন পার্লামেণ্ট সভায় ভারতীয় রক্ষণশীল কমিটীর সভায় এক অপ্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন সত্য, তবে তাহাতে সমালোচনার কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। অতঃপর সভায় সাধারণ বিষয়ের আলোচনা হয়। রাষ্ট্র বিধি ঘটিত সমস্যার প্রতি এই সভা বেশ অনুকূল ভাব পোষণ করেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

ডাক্তার আনসারীর সম্বর্দ্ধনা

গত ২৮শে জুন সন্ধ্যাকালে অম্বিকা ময়দানে ফরিদপুর জিলা কংগ্রেস কমিটী, মহিলা রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ, জিলা যুবক সমিতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতি ও নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি, ডাক্তার এম, এ, আন্সারীকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। সহরের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন

ডাক্তার আন্সারী গত ২৮শে জুন রাত্রে ঢাকা মেলে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বে জাতীয়তাবাদী মুস্লিম স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সামরিক প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন করে

বঙ্গীয় বাস সিণ্ডিকেট

গত ২৮শে জুন অপরাহ্ণ ৩টার সময় বঙ্গীয় বাস সিণ্ডিকেটের একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৩১—৩২ খৃষ্টাব্দের জন্য আগামী বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন পর্য্যন্ত সিণ্ডিকেটের কর্ম্মচারী ও সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—সভাপতি—মিষ্টার এ, এইচ, সি, রইন, সহকারী সভাপতি—শ্রীযুত আর, পি, মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার জে, ডব্লিউ রস, সম্পাদক—মিষ্টার আর, এন, সিল্লা কোষাধ্যক্ষ মিষ্টার পি, সি, নাথক, মামলার পরামর্শদাতা শ্রীযুত কে, পি, চক্রবর্ত্তী, কনসালটিং ইঞ্জিনীয়ার মিষ্টার আর, কে, ফইদকা সাধারণ সদস্য শ্রীযুত চমন সিং গিল ইযুং বক্তিয়ার সিং, শ্রীযুত নারায়ণ সিং, মিষ্টার ডি, ডি, খান্না, যুত পি, টি, রায়, শ্রীযুত এম, এম, বসু, মিষ্টার এ, এ, সুভান, শ্রীযুত মহেন্দ্র সিং, মিষ্টার এন, জেক্কুক;

বড়বাজারে ৫৫ শিশি কোকেন প্রাপ্তি

বড়বাজার থানার পুলিস সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গত রবিবারে বড়বাজার থানার অধীন রায় লেনে অবৈধভাবে প্রচুর পরিমাণে কোকেন রাখিবার অভিযোগে বলদেও পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। থানাতল্লাসের ফলে পুলিস একটী কাঠের বাক্সের মধ্য হইতে ৫৫ শিশি কোকেন পাইয়াছে।

টেলি— "শ্রীবাস" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩৷৹

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৷৹

মাসিক ১৲

নগদ

প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৫ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১শে আষাঢ় সোমবার, ১৩৩৮, ৬ই জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

নদীয়া জিলা ছাত্র সম্মিলন

বর্ত্তমান মাসের শেষ সপ্তাহে নদীয়া জিলা ছাত্র সম্মিলনের অধিবেশন হইবে উক্ত সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার ও আবশ্যক পন্থা অবলম্বনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত গত ৩০শে জুন কুষ্টিয়া ডাক্তারুন্দের এক সভায় শ্রীযুত নিশীথরঞ্জন আচার্য্যকে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এবং শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ ভৌমিককে যুক্ত সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া একটি অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হইয়াছে।

আরও জানা গিয়াছে, নদীয়া যুবক সম্মিলনের অধিবেশনও এক সময়ে আরম্ভ হইবে।

মিঃ ভি, ভি, গিরির বিরাট সভায় বক্তৃতা

ভারতীয় রেলওয়ের শ্রমিক সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট মিঃ গিরি গত বুধবার রাত্রে খড়্গপুরে পৌঁছিয়া খড়্গপুর শাখার কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর সভ্যদের সহিত সাক্ষাৎ করেন; পরবর্ত্তী দিবস তিনি প্রায় ১৫ সহস্র রেলওয়ে শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি এই বলিয়া রেলওয়ে বোর্ডের নিন্দা করেন যে, তাঁহারা সালিশী বোর্ড গঠনে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি শ্রোতৃবর্গকে বলেন, ভারত গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় আগামী ৬ই আগষ্ট তারিখে তাঁহার ও রেলওয়ে বোর্ডের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই বৈঠকের ফল সম্বন্ধে তিনি বড় আশান্বিত নহেন। উপসংহারে তিনি রেলওয়ে কর্ম্মীদিগকে বলেন, আবশ্যক হইলে নিজস্ব উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

নদীয়া জিলা ছাত্রসম্মিলন

মিঃ, ভি, ভি, গিরির বিরাট সভায় বক্তৃতা

ইন্‌স্পেক্টর নিহত

রিভলভার দেখাইয়া সরকারী অর্থ লুণ্ঠন

বোতলের মধ্যে বোমা

নূতন হাই কমিশনার স্যার ভূপেন্দ্রনাথ

মাতৃহত্যার অভিযোগ

দীনেশগুপ্তের প্রাণভিক্ষায় হালিডে পার্কে জনসভা

পিতাকর্ত্তৃক পুত্রহত্যা

ডাকাত ও পুলিশে সংঘর্ষ

ইন্‌স্পেক্টর নিহত

গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব পুলিসের নিকট বিহার উড়িষ্যার গভর্ণর নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন :—

সপারিষদ গভর্ণর শ্রীযুত রামনারায়ণ সিং নামক সব ইন্‌স্পেক্টরের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। স্বয়ং তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট তাঁহার সমবেদনা জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি আপনাকে অনুরোধ করিতেছেন তাঁহার বিশ্বাস যে, হেড্-কনেষ্টবল বীরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার গুরুতর আঘাত হইতে আরোগ্যলাভ করিবেন। আপনি সকল পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা জ্ঞাপন করিবেন।

রিভলভার দেখাইয়া সরকারী অর্থ লুণ্ঠন

আসাম বেঙ্গল রেলপথে গৌরীপুর-ময়মনসিংহ জংসনের নিকট আবার একটা ভীষণ ট্রেণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, দেওয়ানী আদালতের লোকজন ঈশ্বরগঞ্জ দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মচারীবর্গের মাহিনা দিবার জন্য ১৯৯৬ টাকা কয়েক আনা—সরকারী অর্থ লইয়া যাইতেছিলেন। ট্রেণ গৌরীপুর হইতে ছাড়িলে ৩ জন লোক চলন্ত ট্রেণে উঠে। তাহাদের ২ জনের নিকট রিভলভার ও একজনের নিকট ছোরা ছিল। তাহারা রিভলভার দেখাইয়া টাকাগুলি দাবী করে। অমনই সমস্ত টাকা তাহাদের দিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারাও ট্রেণ হইতে নামিয়া পলাইয়া যায়। লোকগুলি ট্রেণ হইতে নামিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে যাত্রীদিগকে সাবধান করিয়া দেয় যে, তাহারা যেন এই বিষয় লইয়া চৈ চৈ না করে।

সুভাষবাবুর মালাবার গমন

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কৃষ্ণাপায় ও এরোদে যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়া আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি কেরেলে আসিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। তিনি প্রায় সপ্তাহকাল মালাবারে থাকিতে পারেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

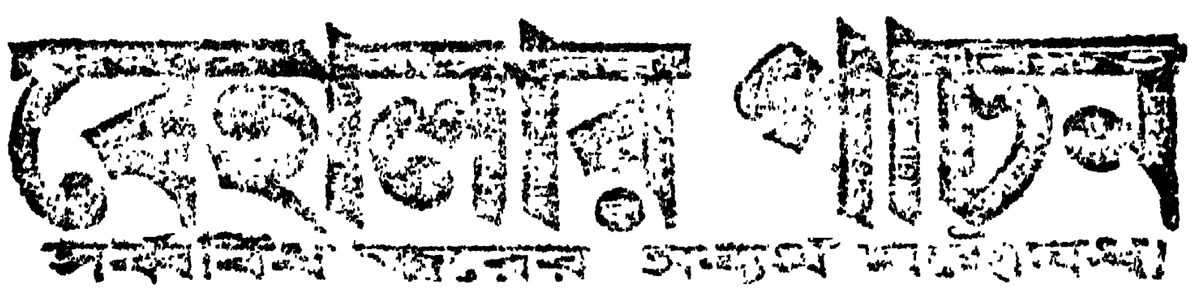

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্ট্রীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও বাতুলিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাত্মারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৭ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ত্তানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
(শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া)

ষষ্ঠবর্ষ | ২০ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ২১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৬ জুলাই ইং ১৯৩১ সোমবার | ১০২তম সংখ্যা

বিষয়-বাসনা

যত দিন যাইতেছে, বিষয়-বাসনা ক্রমেই বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা ক্রমে বিষয়াসক্তি শিথিল হইয়া আসিবে, শোকে তাপে রোগে যন্ত্রণায় দুঃখে বিপদে জর্জ্জরিত হইয়া সংসারসাগরে যত হাবুডুবু খাইতে থাকিব, ততই বিষয়বৈরাগ্য আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। কিন্তু হায়, তাহা হইল কৈ? দুঃখ তাপ ত' যথেষ্টই পাইয়াছি, সুখের আশায় দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানরহিত হইয়া ইতস্ততঃ যত ছুটাছুটী করিয়াছি, মায়া-পিশাচীর কবলগত হইয়া নিরাশার গভীর অন্ধকারে তত বেশী নিমজ্জিত হইয়া কেবল অব্যক্ত যন্ত্রণাই উপভোগ করিয়াছি।

দুঃখের কথা কাহাকে বলিব? আমার দরদের দরদী হইয়া আমার প্রতি একটুখানি —কার্য্যতঃ না হউক—মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার কথঞ্চিৎ লঘু করিয়া দিবে, এমন কোন হৃদয়ের হিতৈষী বন্ধু ত' আজ পর্য্যন্ত চোখে পড়িল না। তবু যখন যাহাকে দেখিতে পাই, তাহারই নিকট ছুটিয়া গিয়া হৃদয়ের গুরুভার উন্মুক্ত করিয়া দেখাইবার যথাসাধ্য প্রয়াস করি; শেষে মনে হয়, আমার ব্যথার কথাগুলি ঠিকমত বলা হইল না; আর যাহাকে বলিলাম, সেও কিছু বুঝিল না। এমনি করিয়া দিনের পর দিনগুলি আমাকে ব্যঙ্গ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে, আমার দুরবস্থার কোন প্রতিকার হয় নাই, বরং যে অবস্থায় ছিলাম, তাহা হইতে আরও অধিক দুর্দ্দশায় নিপতিত হইয়াছি। তথাপি আমার বিষয়বাসনা, বিষয় আসক্তি লেশমাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই।

কেন?—বিষয় আমাকে এমন কি সুখ বা সুখের আশা প্রদান করে, যাহার জন্য এত দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যেও বিষয়কথা, বিষয়-চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না? হা—সুখ দেয় বহ কি! ঘন জলদাবৃত অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দামিনীবিকাশের ন্যায় কিম্বা 'তাতস সৈকতে বারিবিন্দু সম' ক্ষণিকের তরে একটু আলোর আলো, একটু মরীচিকার রস, একটু প্রতিবিম্বিত সুখের আশা দিয়া যায় বৈ কি! সেই সুখের আশার নেশা আমাকে এমনই পাই। বসিয়াছে যে, এই মায়ারাজ্যের শত শাসন—সহস্র লাঞ্ছনা—অযুত উপেক্ষা কেমন করিয়া যে সহিয়া চলিয়াছি, তাহা আমি অনেক সময় টেরই পাই না।

আমার এই দুরবস্থার কথা খুব গভীর ভাবে চিন্তা করিতে করিতে মনে হয়, আমি যেন ঠিক এই নিরানন্দ রাজ্যের লোক নই, বিশেষ কিছু অন্যায়—বিশেষ কোন অপরাধের ফলে কোন্ অজানা অনাদি কাল হইতে কোন অচিন্ত্য শক্তিমান কর্ত্তৃক এই দুস্তর দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। এই দুঃখমহার্ণবে ডুবিতে ডুবিতে যখন নিতান্তই হাঁপাইয়া উঠি, যখন একান্ত কাতর হইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকি, তখন কে যেন একটু আলো—একটু আশা—একটু সুখাভাস প্রদান করিয়া কিয়ৎক্ষণ নিশ্বাস ফেলিবার অবসর দেয়। যেই একটু বল লাভ করি, অমনি সুখের মোহে আত্মবিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বভুক্ত দুঃখের কথাগুলি প্রায়ই ভুলিয়া যাই। এই সুযোগে আমার ক্ষীণ ইন্দ্রিয়গুলি সবল হইয়া সুপ্তোত্থিত কুম্ভকর্ণের ন্যায় বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া যথাসাধ্য জগৎ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। দেখিতে দেখিতে এই সুখের দিনগুলি পুনরায় কোন যাদুমন্ত্রবলে সহসা অন্তর্হিত হইয়া যায়, আবার পূর্ব্বের মত দুঃখ-মহাসাগরে নিমজ্জিত হই।

এখনও কি অবিশ্বাস করিব—ভগবান নাই? আমার পশ্চাতে সম্মুখে পার্শ্বে ঊর্দ্ধে এক সহস্রচক্ষুর দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ নিবদ্ধ আছে। একটু অনুধাবন করিলে যাহা সহজেই উপলব্ধি হয়, আজ তাহা কোন সাহসে, কোন্ যুক্তিবলে অস্বীকার করিব? সুতরাং ভগবান্ যে সত্য সত্যই আছেন এবং তাঁহার সহিত আমার যে একটা বিশেষ রকম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার হেতু কি আছে? তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উদয় হয়, আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? এত দুঃখরাশি আমাকে আমার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোগ করিতে হইতেছে কেন? ভগবানের সহিত আমার কি সম্বন্ধ? কল্পনানেত্রে বা মানসনেত্রে তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি বা অনুমান ব্যতীত তাঁহাকে এই সহজ নেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না কেন? এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর পাইবার জন্য আমার ব্যথিত অন্তর অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়াছে।

অনেক মঠ মন্দির, আখড়া আশ্রম—অনেক বন জঙ্গল, কুটির গুহা—নানা দেশ, নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে মহাসৌভাগ্যবলে এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের কৃপায় এই সব প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছি। এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি—আমি চরাচর নিখিল বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবক দাসানুদাস মাত্র, কোন এক পরম অশুভ মুহূর্ত্তে আমার মনের গোপন কোণে আমার নিত্যপ্রভুর নিত্যানন্দময় সেবাচেষ্টার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণভোগ্য বস্তুতেই ভোগবুদ্ধি জন্ম লাভ করিয়াছিল, মঙ্গলময় অন্তর্যামী সেই মুহূর্ত্তেই তাহা জানিতে পারিয়া আমাকে সুচির কালের জন্য অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠরাজ্যের নিকৃত প্রতিফলন হেয় নশ্বর কৃষ্ণবহির্ম্মুখ এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তদবধি এই কামনা-বাসনাময় ভোগরাজ্যের অতিথি হইয়া ভোগপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য মায়ার লাথি খাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার নিত্য বাসস্থলী নয়, আমার দুর্ব্বাসনার দণ্ডস্বরূপ শিক্ষায়তন কারাগৃহ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের ছায়াশক্তিস্বরূপিণী কারাকর্ত্রী ঠাকুরাণী আমার স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিয়া আমার মন বুঝিয়া আমার রোগের যথোপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন। তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আমার ব্যাধির উপশম হইলে—শোকে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া 'আর নাথে বাপ' বলিয়া বিষয়-ভোগবাসনায় কায়মনোবাক্যে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে কারাকর্ত্রী ঠাকুরাণী প্রসন্ন হইয়া ছুটী প্রদান করিবেন। তখন আমার কৃষ্ণসেবায় পুনরধিকার জন্মিবে। তখনই প্রকৃত সুখ, অনাবিল আনন্দের অধিকারী হইতে পারিব।

এমনই একদিন বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল

ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের অন্যতম মহা-তপা রাবণ তপোবলে বলী হইয়া বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মী সীতাদেবীর প্রতি ভোগবুদ্ধি পোষণ করিয়াছিল। অন্তর্যামী তাহার সম্মুখে মায়াসীতা উপস্থাপিত করিয়া তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহাকে সবংশে ধ্বংস পূর্ব্বক সমুচিত দণ্ডদানলীলা বিস্তার করিয়া লোকশিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন। আজ রাবণের ক্ষুদ্র সংস্করণ আমার ন্যায় ভোগপিপাসু জনগণের নয়নসমক্ষে প্রকৃত বৈকুণ্ঠবস্তুর পরিবর্ত্তে মায়িক জগৎ বিরাজমান। রাবণ সীতাভোগের দুর্দ্দমা আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও নলকুবরের অভিশাপভয়ে যেমন তাহার ভোগপিপাসা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হয় নাই, আজ আমিও এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে দুর্দ্দমা ভোগপিপাসা লইয়া মরু-মরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান অভিশপ্তের ন্যায় অবস্থাগ্রস্ত—ভোগ করিতেও পারিতেছি না, পিপাসারও নিবৃত্তি হইতেছে না। আমার উপায় কি হইবে? ক্ষমাশীল মহাভাগবত পরমহংস বৈষ্ণবগণের কৃপায় জয়বিজয় তিন জন্মেই নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, বৈষ্ণবকৃপালেশহীন নিত্যবদ্ধ আমার পক্ষে লক্ষ লক্ষ জন্মেও উদ্ধারের আশা দেখিতেছি না। এখনও কি আমার রোগের ঔষধ, আমার অপরাধের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদত্ত হয় নাই? জানি না, আরও কতদিনে আমার চিত্তের প্রধান ব্যাধি অহং-মমবুদ্ধি অপগত হইয়া যথার্থ কৃষ্ণসেবকাভিমান এবং চরাচর যাবতীয় বস্তুতে কৃষ্ণভোগ্য বুদ্ধি উদিত হইবে। জানিনা আমার ন্যায় বৈষ্ণবসেবাবিমুখ জীবের ভাগ্যে আরও কতদিনে কৃপা পারাবার সদৈন্য বৈষ্ণব ঠাকুরের নিষ্কপট কৃপা বর্ষিত হইবে?

উল্‌টা বুঝিলি রাম

শাস্ত্র বলিয়াছেন, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থঃ" অর্থাৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব অতিশয় গুহ্য বস্তু, অতএব মহাজনগণের পথই প্রকৃত পথ। অনর্থযুক্ত ও জড়াভিমানপ্রমত্ত আমরা অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত হইয়া শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে গিয়া অনেক সময় বিপদ-গ্রস্ত হইয়া থাকি। প্রাকৃত জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন ও সীমাবিশিষ্ট। ত্রিকালজ্ঞ শাস্ত্রকারগণের সমাধিলব্ধ জ্ঞানগরিমার সহিত তুলনায় প্রাকৃত জ্ঞান অতি তুচ্ছ এবং হেয়, কিন্তু তথাপি আমাদিগের এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমরা ঐরূপ প্রাকৃত জ্ঞানের অভিমান লইয়া অপ্রাকৃত শাস্ত্রের উপদেশগুলিকে পরিমাপ করিবার চেষ্টায় উহাদিগকে নিজ নিজ ভোগেন্দ্রিয়ের উপযোগী করিবার জন্য অনেক সময় শাস্ত্রবাক্যের দোহাই দিয়া থাকি। আমাদের ঐরূপ বুদ্ধির দোষে আমরা শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া বসি।

সাধু মহাজনগণের সঙ্গাভাব বশতঃ বুঝিবার অবকাশ হয় না যে, সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহ প্রপন্ন হইয়া সেবোন্মুখ না হওয়া পর্য্যন্ত সাত্বতশাস্ত্রের গুহ্য তত্ত্বগুলি জীবের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না। একদেশী বিচারের প্রাবল্যহেতু সামঞ্জস্য করিতে না পারায় শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস উপস্থিত হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ ঘটিতে থাকে। সেবোন্মুখ না হওয়া অবস্থায় শাস্ত্রের গুহার্থ আমার নিজের মনোধর্ম্মের চশমায় দেখিতে গিয়া নিজেই অমঙ্গল বরণ করিয়া থাকি। মায়া বদ্ধাবস্থায় ভোগই আমাদের একমাত্র লক্ষীভূত বস্তু হওয়ায় যাঁহারা আমাদিগের সেই ভোগানলে ইন্ধন যোগাইবার ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন, তাঁহাদিগের কথা আমাদের বড় রুচিপ্রদ ও হিতকর বলিয়া মনে হয়।

সাত্বতশাস্ত্রকারগণ আমাদিগের নিত্য সুখ ও নিত্য মঙ্গলের জন্য শাস্ত্র ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত গুহ্য অর্থ উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা মহাজন বা সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিব না, কারণ তাহাতে আমাদের যে আত্মেন্দ্রিয় তোষণে কথা ঘটিবে। তাই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রব্যবস্থার কদর্থ বা বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া সুখ বা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে দুঃখ বা অমঙ্গলই বরণ করিতে থাকিব। আর শাস্ত্রের দোষ দিয়া বলিতে থাকিব যে, শাস্ত্রবাণী নানা করিয়া সুখের চেষ্টায় দিবারাত্রি খাটিয়া মস্ত পরিশ্রম করিয়া শেষে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই প্রাপ্ত হইলাম—'এ কেরা দিয়া রাম, চড়নেকো ঘোড়া মাঙ্গা বহা, লেকেন ঘোড়া নেরে পর চড় লিয়া।'

মানুষ মাত্রেরই সাধারণ প্রবৃত্তিই হইতেছে—জগতে আসিয়াছি, ভোগ করিব, মজা লুটিব। পশুধর্ম্মেও কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য কথা কিছুই নাই। আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা লইয়াই বদ্ধজীব সংসার। এ জগতে ভোগেরই আধিপত্য। দেহে আত্মবুদ্ধি যাহার আছে, তাহার মুখেই ঐ এক কথা—ভোগ। তবে যাঁহারা একটু বুদ্ধিমান, তাঁহারা একটু বুঝিয়া চলেন। তাঁহারা ভোগটাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন, যাহাতে বেশী দিন চালান যায়। মানুষের স্বভাবচেষ্টা যখন বদ্ধাবস্থায় ভোগেরই দিকে, তখন তাহাতে কোন রকমে একটু সুবাতাস পাইলে আর যায় কোথা?

এইরূপ অবস্থায়ও ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতে কিন্তু বোধ করি না যে, বিবাহটা ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়া আর কি? যজ্ঞ সকল মাংস ভক্ষণের আয়োজন ছাড়া কি? সোমপানের ব্যবস্থা মদ খাওয়ার হুকুম দেওয়া ছাড়া আর কি? ওসব ব্যবস্থা শাস্ত্রেই আছে। বেদের গুহ্যার্থ আমরা আমাদের মনোধর্ম্মের চশমায় দেখিতে যাইয়া নিজের সর্ব্বনাশ আনয়ন করিতেছি। বেদে যখন যজ্ঞে পশুবধের কথা আছে, তখন আর কি? পশুমাংস ভোজন কর। বিবাহের আদেশ যখন আছে, তখন বিচারশূন্য হইয়া যখন তখন সুবিধা পাইলেই পাশবিক ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। সোমপানের ব্যবস্থা যখন আছে, তখন সুরাপানে মত্ত হও। কিন্তু বেদই বলিয়াছেন, 'না হিংস্যাৎ সর্ব্বা-ভূতানি' বেদের এই আদেশ ভাসিয়া গেল। আর বেদ যখন ঐ সব ব্যবস্থার বেশ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছেন তখন ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত হইবে জানিয়া অন্ধ সাজিয়া রহিলাম। হায়! হায়! মায়াদেবীর কি মহীয়সী শক্তি। এমনি ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

সর্ব্ববেদসার শ্রীমদ্ভাগবত মাদৃশ মোহান্ধ মায়ামুগ্ধ জীবের মোহ নাশপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥" অর্থাৎ জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি সকল প্রাণীরই নিত্য অর্থাৎ তত্তৎবিষয়ে প্রাণীদিগের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে। উহার জন্য আর বেদ পৃথক্ করিয়া হুকুম দেন নাই। শাস্ত্রের যে বিধি দেখা যায়, তাহার অকরণে প্রত্যবায় নাই। তবে তদ্বিষয়ে বিবাহ, যজ্ঞ ও সুরাগ্রহাদির যে ব্যবস্থা হইয়াছে অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞে সুরাপান প্রভৃতির নিয়ম করা হইয়াছে, ঐ সকল নিয়ম জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি নিরস্ত করিবার জন্যই নির্দ্ধারিত জানিতে হইবে। বেদের 'নিবৃত্ত' উদ্দেশ্যটাকে ঠিক উল্‌টো করিয়া লইয়া আমরা বলিতেছি যে, বেদ আমাদিগের বেশ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের পোষকতাই করিয়াছেন। বেদের ঐ 'নিবৃত্তিরিষ্টা' এবং মনুসংহিতায় 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা' এই বচনের 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা—এই দুই উপসংহার হইতে আমাদিগের বুঝা উচিত যে, শাস্ত্র আমাদিগকে নিবৃত্তি মার্গেরই উপদেশ দিতেছেন

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, মানুষের যাহা খুব প্রিয় বস্তু, তাহাতে আসক্তিই সকল দুঃখের মূল, যে অকিঞ্চন ব্যক্তি ইহা বুঝেন, তিনিই সুখী। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে খাদ্য তিনপ্রকার। পবিত্র, হিতকর, সহজে পাওয়া যায় এমন আহারই সাত্ত্বিক আহার, যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বেশ তৃপ্তি হয়, তাহাই রাজসিক আহার, আর অশুচি, কষ্টদায়ক আহার—তামসিক। ভগবানে নিবেদিত প্রসাদী বস্তুই নির্গুণ। ভগবানে ত আর মাছ মাংস নিবেদন করা যায় না, করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। ঐ সমস্ত দ্রব্য অমেধ্য বা ঠাকুর সেবার অযোগ্য। মানুষ যখন কোন কামনা সিদ্ধির জন্য ঠাকুরের পূজা করে, তখন রজ আর তমো গুণের আশ্রয়ে করিয়া থাকে। ঐরূপ পূজা সাত্ত্বিক নহে, নির্গুণ ত নহেই। কাজেই ঐরূপ নিবেদন করিলেও উহা ভগবানের প্রসাদ হয় না। ঐ সব খাইলে রজোগুণ তমোগুণ বাড়িতে থাকিবে অর্থাৎ মায়ার সংসারে আমরা আরও অধিকতর ভাবে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইতে থাকিব। যাঁহারা ঐরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইবার অভিলাষী, তাঁহারা নির্গুণ প্রসাদী জিনিষ পাইবেন। আমরা নির্ব্বোধ, তাই এই সমস্ত বিচার না জানিয়া কেবল স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রয়োচনায় ঐ সমস্ত অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি।

শ্রী শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে বিজ্ঞপ্তি

(৩)

কবে বা জড়ীয় জ্ঞান, হবে মম অন্তর্ধান,
অপ্রাকৃত হইবে দর্শন।
শ্রীমায়াপুরের স্মৃতি, হায় মোর বিস্মৃতি,
আশীবিষে তেঁই দংশে মন॥
তেঁই মম জিহ্বাদ্বারে, নামস্ফূর্ত্তি নাহি স্ফুরে
স্ফূর্ত্তি নহে বৈষ্ণববন্দন।
ধামরূপ, গুণ, লীলা, চিত্তে কভু না স্পর্শিলা
পাষাণে কি ফোটে পুষ্পগণ?
প্রভুর নৈবেদ্য তলে ফুটিয়াছে থরে থরে
স্বর্ণক্ষেত্রে চিন্ময় ফসল।
অপূর্ব্ব সুগন্ধভার জড়াতীত গুণ তার
কৃষ্ণস্মৃতি জাগায় কেবল॥
চর্ম্মচক্ষে হেরি তায় প্রাকৃত বৈষ্ণবপ্রায়
নহে তাহা প্রাকৃত সম্পদ্।
কলিজীবে দয়া করি কৃপা নিধি গৌরহরি
ধামরূপে প্রপঞ্চে উদিত॥
অনুভব নহে ছিন্ন, ধামের চিন্ময় ভিন্ন
উপলব্ধি জড়ীয় বিষয়।
হায়, হায়, কি দুর্ম্মতি অমৃত ত্যজিয়া রতি
বিষপূর্ণ বিষয়-আলয়॥
ক্রন্দন করিব সার, করুণা না হৈলে পর,
হে পতিত জনের আশ্রয়।
বিষম ভকতি ছেদি' গলে কৃপাডোর বাঁধি'
দুঃখীজনে রাখ রাঙ্গা পায়॥
করি' দয়া দীনহীনে, অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনে,
দিয়াছিলে সাধু জন সঙ্গ।
বলবতী দৈবী মায়া ছাড়াইয়া পদছায়া
সুখদশা করিল ভেঙ্গ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৩৩৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত খুব বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা

শ্রীশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—নাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিতে পারে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কণ্ঠমালা ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় তত্তৎ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনন্যভক্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, কৃষ্ণপ্রাপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী শ্লোকসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চারিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরিব্রাজকবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস গদ্যাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরিব্রাজকবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবদ্বিজাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাটা ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ-নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথস্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদাসবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বোতলের মধ্যে বোমা আবিষ্কার

বাঁকুড়া জিলার [illegible] ৩রা জুলাই ঘটক নামক একজন [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি বাঁকুড়া বাজারের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে পুলিস সন্দেহক্রমে তাহাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিস তাহার নিকটে একটি বোতল পাইয়াছে। এই বোতলের মধ্যে একটা বোমা রক্ষিত ছিল। সেই বোমা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার মধ্যে একপ্রকার রাসায়নিক চূর্ণ ও ডিনামাইট রহিয়াছে।

বোম্বাই রাজন্য সম্মেলন

সংঘবদ্ধ রাষ্ট্র বনাম প্রাদেশিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিবেচনার নিমিত্ত বোম্বাই রাজন্য সম্মেলন এক বিশেষ কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। গত [illegible] উক্ত কমিটির প্রথম অধিবেশন হয়। প্রকাশ, [illegible] পরিকল্পনার বিরুদ্ধবাদী [illegible] প্রবল এবং [illegible] মহারাজা ও [illegible] ব্যতীত কেবল [illegible] পরিকল্পনার [illegible] সমর্থক। পরিষদের স্থায়ী কমিটি [illegible] অসমাপ্ত [illegible] বিষয়ের আলোচনা শেষ করিয়াছেন।

দীনেশ গুপ্তের প্রাণভিক্ষা

হ্যালিডে পার্কে জনসভা

[illegible] প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত [illegible] হইয়া গিয়াছে [illegible] কার্যকরী [illegible] সংবাদে কলিকাতার জনসাধারণ [illegible] হইয়া পড়িয়াছিলেন। [illegible] সময়ে হ্যালিডে পার্কে উক্ত বিষয় আলোচনা ও [illegible] কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য এক [illegible] অধিবেশন হয়। [illegible] উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তা [illegible] সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

[illegible] বক্তৃতা [illegible] দেশ [illegible] নিকট প্রার্থনা [illegible] ব্যবস্থা করিতে [illegible] প্রতিভা দেবী [illegible] বক্তৃতায় বলেন, দেশের যাবতীয় [illegible] দীনেশ গুপ্তের প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এইরূপ ভাবে কার্য্য পরিচালন করা উচিত যাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে সমগ্র দেশ ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে।" দীনেশের জীবন ভিক্ষা সম্বন্ধে মাতা, ভগিনীগণ এবং ভাই, [illegible] হইয়া আপিল [illegible] দপ্তরে উপস্থিত করার নিমিত্ত সভানেত্রী অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশ গুপ্তের ফাঁসীর আদেশের প্রত্যাহার করিয়া এবং ঐ বিষয়ে সরকারকে পুনর্বিবেচনা করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ডাকাত ও পুলিশে সংঘর্ষ

৪ জন আহত

গত বৃহস্পতিবার [illegible] নামক [illegible] গৌড় বাঙ্গালা [illegible] ও [illegible] আহত [illegible] হইয়াছিলেন। [illegible] দিয়াছিলেন। [illegible] আক্রমণ করিয়াছিলেন। [illegible]

[illegible] আসামীর প্রতি [illegible] ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পিতা কর্তৃক পুত্রহত্যা

[illegible] পুলিশ [illegible] হইয়া [illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত বিমলা[illegible] মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পুলিশ সেইখানে গিয়া লুকাইয়া থাকে। রাত্রি প্রায় [illegible] সময় [illegible] লোককে [illegible] হাতে করিয়া বাড়ীর দিকে আসিতে দেখা যায়। পুলিস [illegible] চারিদিক হইতে আক্রমণ করে এবং সংঘর্ষের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মচারী, ২ জন পুলিশ এবং ডাকাত-দলের একজন গুরুতরভাবে আহত হয়। তাহাদের চুঁচুড়া ইমামবারা হাসপাতালে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

ডাকাতদের তিন জনকেই গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসের হেফাজতে রাখা হইয়াছে।

মাতৃহত্যার অভিযোগ

বসিরহাটের অন্তর্গত কামারগাতীর ঈমান[illegible] মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি মাতৃহত্যার অপরাধে আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিষ্টার এচ, কে, [illegible] এজলাসে অভিযুক্ত হয়। গত বৃহস্পতিবারে ঐ মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গৃহের [illegible] বিক্রয় লইয়া মাতাপুত্রে বিরোধ হয়। প্রকাশ গত ২৩শে জানুয়ারী তাহার মাতার নিদ্রিতাবস্থায় আসামী একখণ্ড কাঠ লইয়া তাহার মাতাকে [illegible] করে [illegible] তাহার মাতা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পরে আসামী তাহাকে [illegible] গোলাঘরে [illegible] করে। গোলা হইতে [illegible] প্রতিবেশীগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহার মাতার অর্দ্ধদগ্ধ দেহ বাহির করে কিন্তু [illegible] তাহার জীবনবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

আসামী পক্ষের উকিল বলেন শারীরিক [illegible] আসামী মামলার সময় উপস্থিত হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

জজ বাহাদুর এক পক্ষকাল আসামীকে চিকিৎসকের অধীনে রাখিতে আদেশ করিয়া মামলা স্থগিত রাখেন।

বাগেরহাটে কংগ্রেস সভায় লাঠিবাজী

গত ৩০শে জুন সন্ধ্যাকালে বাগেরহাট কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন গোলযোগে পণ্ড হইয়া যায়। দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের পক্ষ হইতে দুইজন সম্পাদক পদপ্রার্থীরূপে দণ্ডায়মান হন। সভায় অবাধে লাঠিবাজী ও ইষ্টকাদি নিক্ষেপ হইতে থাকে এবং অবশেষে সভা ভাঙ্গিয়া যায়। বাগেরহাট কংগ্রেস-সঙ্ঘ নামক আর একটী কংগ্রেস কমিটী গঠিত হইয়াছে।

নূতন হাই কমিশনার

সার ভূপেন্দ্রনাথ

সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র ভারতের হাই-কমিশনারের পদ গ্রহণের সময় কোনরূপ উৎসবাদি হয় নাই। প্রাতে তিনি যখন ভার গ্রহণ করেন তখন ইণ্ডিয়ান হাউসের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়া হয়। সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে ভার প্রদান করিয়া এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী এল, এল, ডি উপাধি লইবার জন্য স্কটলণ্ড যাত্রা করেন।

বোম্বাই করপোরেশন

গত ২রা জুলাই কর্পোরেশন সভায় ৩টী জরুরী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। একটী প্রস্তাবে বলা হয় যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অভিনন্দন প্রদান করিতে হইলে তিন চতুর্থাংশ সভ্যের ভোট আবশ্যক হইবে। অপর একটি প্রস্তাবে ১০ টাকা ভাড়ার পরিবর্ত্তে ৫ টাকা ভাড়া দ্বারা ভোটাধিকার নির্দ্ধারিত হওয়ার কথা বলা হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে ১৯৪৯ সালে বোম্বাই ট্রাম ওয়ে কোম্পানী যেন মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক ক্রীত হইতে পারে তাহার উপর নির্ণয় জন্য একটি কমিটী নিয়োগের কথা বলা হয়। সকল প্রস্তাবই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পুলিশের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

অমৃতসর জিলার দলীপ সিং চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হইলে পর উহার অপরাধ অনুসন্ধানের ভার ডিটেক্‌টিভ বিভাগের অতিরিক্ত স্পেশ্যাল সাব-ইনস্পেক্টরের উপর অর্পিত হয়। উক্ত সাব-ইনস্পেক্টর এবং কনষ্টেবল প্রতাপ সিং, হুকুম সিং এবং [illegible] আসামী দলীপ সিংকে হত্যা করার সন্দেহে ধৃত হইয়াছে।

সর্পদংশনের প্রতিষেধক

(স্বাস্থ্য [illegible] পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

বর্ষাকাল আসিয়াছে এ ঋতুতে সর্পের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং কেহ কেহ সর্প দংশনে জীবন ত্যাগ করেন। তাই পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত। শ্বেত করবীর শিকড় ধারণে সর্পভয় থাকে না। সর্পে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ [illegible] (দণ্ড কলসী) গাছের পাতার রস কিঞ্চিৎ তালুতে দিবে এবং এক ড্রাম আন্দাজ রস সেবন করাইলে রোগী মরিতে পারে না। আকন্দ গাছের ডালেতে ছুরিদ্বারা আঘাত করিলে বা পাতার বোঁটা ছিঁড়িলে দুগ্ধের মত যে সাদা রস বাহির হয় তাহার অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ সর্পদষ্ট রোগীকে খাওয়াইলে ও যতটা সম্ভব ঐ পরিমাণ দষ্ট স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলে যে কোন বিষধর সর্পের বিষ অপসারিত হইয়া দষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইবে। বহু রোগীর উপর পরীক্ষার পর ইহা স্থির হইয়াছে। দেশবাসী একবার ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

"শ্রীধাম"
লেখ— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে আষাঢ় মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ৭ই জুলাই ১৯৩১

অনাহারে মৃত্যু

দীনেশ ও রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্পাদকের বিবৃতি

সংগ্রামে ৫ জনের মৃত্যু

বিচারাধীন আসামীর প্রায়োপবেশনে—

সাতজন গ্রেপ্তার

৭ শত লোক অভিযুক্ত

পিতা পুত্র বিবাদে ২ জন নিহত ৯ জন আহত

পীড়ায় আত্মহত্যার চেষ্টা

মহাত্মাজীর সহিত বণিকদের পরামর্শ

খুলনায় গ্রামরক্ষীদল গঠন

পিনখানায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ৪ লক্ষ টাকার ক্ষতি

নানা কথা

অনাহারে মৃত্যু

মতিহারী জিলায় দুর্ভিক্ষ

মতিহারী থানায় ২৫ খানারও অধিক গ্রামে শিলাবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। স্থানীয় প্রজাদের অবস্থা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। গোবাড়ী নামক স্থানে একজন লোক অনাহারে মারা গিয়াছে। আর একজন লোক মরণোন্মুখ।

জিলা কংগ্রেস কমিটির ১৩ই জুনের সভায় লোকজনের দুর্দ্দশার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বিপিন বাবু প্রভৃতিকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাহার পর বিপিন বাবু ও অন্যান্য ব্যক্তিরা বিপন্ন গ্রামগুলিতে গমন করেন। বিপিন বাবু, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। [illegible] চেয়ারম্যান জিলা ইঞ্জিনীয়ারের সহিত পরামর্শ করিয়া মতিহারী রাম গাড়োয়ান রাস্তাটির সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিতে সম্মত হইয়াছেন। অতঃপর অনেক শ্রমিক উক্ত পথের কাজে নিযুক্ত হইয়াছে।

দীনেশ ও রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্পাদকের বিবৃতি

দীনেশ রামকৃষ্ণ রক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত দুর্গাদাস গুপ্ত নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন,—

'শ্রীযুত দীনেশ গুপ্তের ভ্রাতা শ্রীযুত জ্যোতিষ গুপ্ত ৪ঠা জুলাই প্রাতঃকালে কারাগারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি দীনেশকে প্রফুল্লচিত্ত দেখিয়াছেন। রামকৃষ্ণকে পৃথক প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত করায় জেলকর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যে দীনেশ বিশেষ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এতদিন পর্য্যন্ত দীনেশ এবং রামকৃষ্ণকে পরস্পর সংলগ্ন কুঠুরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহারা একে অন্যকে না দেখিতে পারিলেও উভয়ে উভয়ের কথা শুনিতে পাইতেন। শ্রীযুত দীনেশ গুপ্ত ও শ্রীযুত রামকৃষ্ণ বিশ্বাস বর্ত্তমানে প্রকৃতপক্ষে নির্জ্জন কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। যে সামান্য কয়েকদিন তাঁহারা পৃথিবীতে থাকিবেন, সে কয়েকদিন কেন যে উভয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে সক্ষম হইবেন না, ইহার কিছু কারণ বুঝা যায় না। এই বিচ্ছেদ উভয় বালকের পক্ষে দুর্ব্বিসহ শাস্তি বিশেষ।

অধিকন্তু জানিতে পারা গিয়াছে, এখনও দীনেশের ফাঁসীর তারিখ নির্দ্দিষ্টরূপে স্থির হয় নাই সম্রাটের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া যে আবেদন করা হইয়াছে, তাহার শেষ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ফাঁসীর দিন স্থগিত রাখিবার জন্যও স্থানীয় সরকার কোনরূপ আদেশ দেন নাই।

পিতা পুত্রে বিবাদে ২ জন নিহত ৯ জন আহত

প্রকাশ যে, নাচিয়ার কোলির নিকটস্থ কোন গ্রামে এক ভীষণ কলহের ফলে দুইজন নিহত এবং ৯ জন আহত হইয়াছে। প্রকাশ পুত্র ১০ টাকা ব্যয় করায় পিতার সহিত বিবাদ বাধে। প্রতিবেশীগণ তাহাদের শান্ত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে ফল হয় না। কলহ ক্রমশঃ দাঙ্গায় পরিণত হয় এক পক্ষে ৭ জন এবং অপর পক্ষে ৪ জন ছিল। দাঙ্গার ফলে দুইজন নিহত ও আর সকলে আহত হইয়াছে। পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে।

বেকার পীড়ায় আত্মহত্যার চেষ্টা

কমলাসাগর নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্য এম, এ দীর্ঘকাল [illegible] বেকার অবস্থায় ছিলেন। প্রকাশ, [illegible] জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, [illegible] জুন তারিখে তিনি [illegible] সাহায্যে গলা কাটিয়া ফেলেন। তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। কুমিল্লা হাসপাতালে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহুলোর পাঁচন

সর্ব্ববিধ আমের অব্যর্থ মহৌষধ।

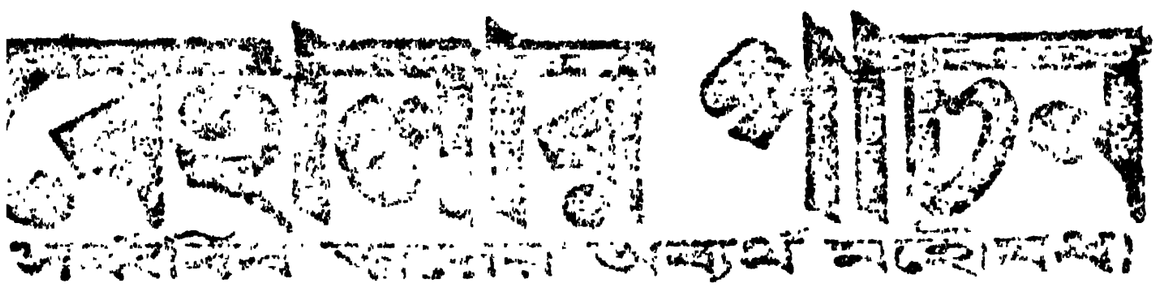

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও বাতুলিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৩ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হারপদ, সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন সাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ২১ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ২২শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৭ জুলাই ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার ১০৬তম সংখ্যা

বক্তৃতার চুম্বক

[৪]

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির

বিষয়—'জনমত ও পরমার্থ'

বক্তা—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি. এ.

জগতের সমস্ত লোক বল্‌ছেন,—সাধনা ও সাধ্য পৃথক্ পৃথক্। যেমন ব্রহ্মে লীন হওয়া—উপেয়, ধ্যান-ধারণা—উপায়। আমি রাজসূয়যজ্ঞ করছি—স্বর্গাদি লাভের জন্য, স্বর্গে উপস্থিত হলে আর যজ্ঞাদি থাক্‌ল না—উপেয় পেয়ে গেলে আর উপায় রইল না—কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মে আমরা কি দেখ্‌তে পাই? শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—সাধন যা', সিদ্ধিও তা'ই—উপায় ও উপেয় এক। মুক্ত অবস্থায় ভক্তিটা পরিপক্ক-ভাবে প্রগতি হ'বে, বদ্ধাবস্থায় অপক্কাবস্থায় থাক্‌বে, এ কথা জনমত স্বীকার কর্‌বেন না। জনমত বলবেন,—এখানে খেটে যাওয়া গেল, পরজগতে পেন্‌সন ভোগ কর্‌ব। কিন্তু পরমার্থরাজ্যে পেন্‌সন ভোগ করা যায় না। এই জগতের দাসত্ব ও পরজগতের দাসত্ব এক নহে। সেই জগতের নিত্যদাস্যকে উদ্বুদ্ধ কর্‌বার জন্যই এখানে সাধন। কাজেই এখানে জনমতের সঙ্গে পরমার্থিগণের পার্থক্য।

জনমত বল্‌বেন,—বর্ত্তমানকালে দুঃখ, দারিদ্র্যাদি কত অসুবিধা রয়েছে, সেকালে কত সুবিধা ছিল, এখন তা নাই, সুতরাং এখন পূর্ব্বের ন্যায় পরমার্থানুশীলন হতে পারেনা। জনমতের এই ধারণা ভুল; কারণ, বদ্ধাবস্থায় জীবের [illegible]লিক বা নৈমিত্তিকধর্ম্ম বিভিন্ন প্রকার থাক্‌লেও মুক্তাবস্থায় আত্মার সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম পূর্ব্বে যেমন, বর্ত্তমানেও তেমনি, অনন্তভবিষ্যতে সেইরূপই সময় মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, এরোপ্লেন ছিল না, এখন এই সব প্রস্তুত হয়েছে; এই গুলিকে ভগবৎসেবার উপকরণ ক'রে নিতে হবে, তাই ব'লে আত্মার ধর্ম্ম ছেড়ে দিতে হবে না। আমাদের যত জিনিষ আছে, সব গুলিকেই ভগবদনুশীলনের অনুকূল ক'রে নিলে নিত্য মঙ্গলের উদয় হবে। যারা আত্মবঞ্চক, তারা "খোল-টোলগুলো ভেঙ্গে ফেলে দাও—ঘণ্টা জলে ফেলে দাও"—এই সব বল্‌বে।

আমরা জানি, যখন পলাসীর যুদ্ধ হয়েছিল, তখন বাঙ্গালা দেশের গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু সেখানে বেদান্ত লিখ্‌ছিলেন; কিন্তু তিনি পলাসীর যুদ্ধের কথা কিছুই লিখেন নাই। কেবল শেষে লিখেছেন,—এখন পলাসীর যুদ্ধের সময়। আমরা মহাপ্রভুর সময় দেখতে পাই—শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যখন আলোচনা করি, তখন দেখতে পাই,—যায়গায় যায়গায় নৃপতিগণ শূল পেতেছিলেন, রাজায় রাজায় মহা বিবাদ ঘটেছিল। তখন মহাপ্রভু ভক্তগণসহ হরিনামকীর্ত্তনে নিযুক্ত ছিলেন—জীবের দ্বারে দ্বারে নামপ্রেম বিতরণ কর্‌ছিলেন। যখন মুসলমান কাজী কীর্ত্তনের খোল ভেঙ্গে দিলেন, তখন মহাপ্রভু কি ক'রেছিলেন?—সমস্ত প্রতিকূল বিষয়কে অনুকূল ক'রে নিলেন। এখন ত' আমরা সেইরূপ অত্যাচার দেখতে পাই না। মহাপ্রভু যখন মথুরায় গিয়েছিলেন, তখন বিধর্ম্মিগণ সেখানে শালগ্রামকে মাংস বিক্রয় কর্‌বার বাট্‌খারা ক'রেছিল। মহাপ্রভু তাতে ভেসে গেলেন না, তিনি বলেন নাই,—"এখন ঘণ্টাফণ্টা সব ফেলে দেওয়া যাউক—এখন সেই যুগ নাই—এখন আর হরিভজনটজন চলবে না"। মহাপ্রভু অচল অটলভাবে সমস্ত প্রতিকূলভাবকে অনুকূল ক'রে নিয়েছিলেন—বিষদন্ত সর্পকে দন্ত উৎপাটিত ক'রে অনুকূল ক'রে নিতে হবে।

এইরূপ ভাবে জনমত যখন আমাদিগকে যতই নানা অসুবিধা অভাবের কথা জানাবে, তখন আমরা যাঁরা অচল, অটলভাবে ভগবদ্ভজন কর্‌ছেন, তাঁদের পদানুসরণ ক'রে চলব। জনসমষ্টি পরমার্থানুশীলনে যতই আমাদিগকে বাধা প্রদান কর্‌তে উদ্যত হবে ততই আমাদের আত্মা আরও উচ্ছলিত গতিতে সেই অভয়, অমৃত, অশোক পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বে। সংযমী পুরুষ হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাবিমুখ জীবগণকে, নিদ্রিত ভূতসকলকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলেন,—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

—হে জীবগণ, নানাবিধ বিষয়চিন্তা হতে নিবৃত্ত হও, অনর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও, মহদ্ব্যক্তির নিকট হতে কৃপা লাভ ক'রে ভগবানকে জানবার জন্য সচেষ্ট হও। ক্ষুরের ধারের ন্যায় সংসার অতীব তীক্ষ্ণ অর্থাৎ বহু দুঃখ কর, দুরত্যয়া অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞান ব্যতীত সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। দিব্যসূরিগণ সেই সংসারনিবর্ত্তক ব্রহ্মকে অতি যত্নে প্রাপ্য ব'লে কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ সদ্গুরুপদাশ্রয়ে সযত্নে ভগবদনুশীলন ব্যতীত সংসারত্যাগের আর উপায় নাই।

আমরা এরূপ মুক্ত পুরুষের—অতিমর্ত্ত্য মহাজনের উপদেশ শ্রবণ কর্‌ব, তাঁর পদানুসরণ কর্‌ব। আমার নিকট যে সংযমীর জাগরূককাল নিশা বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, সেখান হতে সংযমী বলেন, তুমি জনমতে মুগ্ধ হইও না। বর্ত্তমানে আমরা শতকরা ৯৯ জন বা ততোধিক লোক বল্‌ছি—বহু লোক যাকে মান্‌বে তাকে আমরা মান্‌ব—বহু লোক যাকে ধর্ম্ম বল্‌বে, তাই শুন্‌ব। কিন্তু বাস্তবসত্য জান্‌তে হলে জনমতের কোন কথা না শুনে প্রকৃত মহাজনের কথা শুনা কর্ত্তব্য। সত্যের গ্রাহক খুব কম। এইজন্য আমরা দুর্লভ বৈকুণ্ঠপদানুসরণ কর্‌ব—শ্রীচৈতন্যের পদানুসরণ কর্‌ব। শাস্ত্র ব'লছেন,—ভক্তিতে নরমাত্রেরই অধিকার আছে; কিন্তু ভক্তির আবরণ খুল্‌তে হবে। এই আবরণটী হচ্ছে—জনমত। পরমার্থরাজ্যের পথে ইহা বিরাট্ আবরণ—বিরাট্ মোহ, যা' দ্বারা আমরা পরমার্থের সন্ধান পাচ্ছি না। কিন্তু জাগতিক এই জনমতরূপ ভক্তিপথের আবরণকে—প্রতিকূলকে অনুকূল কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ছেন,—শ্রীচৈতন্যদেব। "সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" এই সংকীর্ত্তন কাহাকে বলে?—"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্।" বহু ব্যক্তি মিলে যে কীর্ত্তন, তার নাম সংকীর্ত্তন, বহুজন বাস্তবসত্যের কথা জানেন না, কিন্তু

তাই ব'লে তাহাদিগকে উপেক্ষা করলেও চল্‌বে না, তাদের সত্যপথে আন্‌তে হবে। কোন মহাজন আচরণ ক'রে যখন পরমার্থ শিক্ষা দিবেন, তখন আমরা সকলে তাঁর অনুগমন করব, তখন আমাদের আত্মমঙ্গল জিজ্ঞাসার উদয় হবে, তখন আমরা স্ব-স্ব অধিকারানুযায়ী সত্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হব। তখন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।

—এইরূপ ক্রমপন্থায় পরমোচ্চপদ লাভ করতে পারব।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ

গত ১৯শে আষাঢ় ৪ জুলাই শনিবার দিবস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে একটী আলোচনা-সভায় (Debating society) 'স্বাস্থ্য ও অর্থ' সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে শ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু "Debating society"র সেক্রেটারী শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট প্রাঙ্গণের অধিবেশনে যোগদান করেন। সভায় উপস্থিত ছাত্রগণের মধ্যে স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে যথেষ্ট বাদানুবাদ হইবার পর ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসুহৃদ গোস্বামী ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও বিশ্বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর আদেশ ও অভিপ্রায়ানুসারে একটী বক্তৃতা প্রদান করিলে পর শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তাঁহার বিষয় সম্বন্ধে একটী মার্জ্জিত বা বক্তৃতা প্রদান করেন। উভয়েরই বক্তৃতা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

দুগ্ধহীনা গাভীর উপযোগিতা

'সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।' অর্থাৎ সমস্ত উপনিষদ্ গাভী স্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দোহনকারীর সহিত, পার্থ অর্জ্জুনকে গো-বৎসের সহিত, ভক্তিমতী সুকৃতিসম্পন্ন জীবসমূহকে দুগ্ধপানকারীর সহিত এবং দুগ্ধকে গীতারূপ অমৃতের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কেবলমাত্র বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত ও প্রাকৃত বস্তুতে অভিনিবিষ্ট আমরা প্রাকৃত গাভী ও তাহার প্রাকৃত দুগ্ধের সন্ধানই রাখিয়া থাকি। তদতিরিক্ত অপ্রাকৃত দুগ্ধ যে গীতামৃত বা ভাগবতামৃত, তাহার আস্বাদন করা দূরে থাকুক, সন্ধান পাইবার জন্য সুযোগ কোন দিন মাদৃশ মায়ামুগ্ধ বদ্ধজীবের ভাগ্যে ঘটিবে কি না সন্দেহ। আমরা গাভীর পালন বা গাভীর সেবা করিয়া থাকি, গাভীর সুখের জন্য নহে। গাভী হইতে দুগ্ধ আদায় করিয়া নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য আমাদের গাভীসেবার অভিনয়। গাভী যখন [illegible] দুগ্ধ প্রদানে অক্ষম হয়, তখন আমরাও তাহার সেবা ছাড়িয়া দিই। আমাদের পরস্পর সম্বন্ধ এইরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র বেদকল্পতরুর প্রপক্ক [illegible]। সকল পুরুষার্থের উপাস্যস্বরূপা [illegible] দেহই কল্পতরু, তাহার ফল এই [illegible] হত। কেবল সকলপুরুষার্থের শেষ বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ কীর্ত্তন [illegible] তাহা [illegible] কলঙ্করূপে বর্ত্তমান, অতএব সকলেরই শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করা কর্ত্তব্য। [illegible] শ্রীব্রহ্মা যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মকে জানেন, ব্রহ্মজ্ঞান করেন, নারদ তাহা শ্রীব্যাসদেব হইতে [illegible] শ্রীব্যাসদেব আবার যাহা [illegible] স্থানে করিয়াছিলেন শ্রীশুকদেব হইতে তাহা [illegible] অপূর্ব [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] ইহা [illegible] হইতে [illegible]। ইহা অমৃতকল্প মনোনন্দন বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে কারণে ঐরূপ মহামহেন্দ্র শ্রীব্যাসদেব ও শ্রীশুকদেবই এই ভাগবত ভাগবত নামক ফল (যে ফলটী খোর, আঁটী প্রভৃতি বর্জ্জিত কেবল রসস্বরূপ) মর্ত্ত্যলোকে পান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কেবল বক্তৃতার জন্য নহে, মুক্ত ভাগবতের অপেক্ষাও কলকণে যোগ্য উহা পান করা কর্ত্তব্য। স্বর্গপিতৃগণের ন্যায় মুক্ত পুরুষগণ ইহাকে উপেক্ষা করেন না, অনন্ত কাল ব্যাপিয়া ইহার সেবাই করিতে থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। চৈতন্যলীলায় ব্যাসে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, "ভক্তরূপে ভাগবত ভগবানের মূর্ত্তি, মোর প্রভু আর গ্রন্থ ভাগবত। যার ভেদ আছে, তার নাহি ভক্তিমত।" যাঁরা শ্রীভগবানের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের ভেদ দর্শন করেন, তাঁহারা নিজের সর্ব্বনাশ আনয়ন করেন। শ্রীব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনের প্রারম্ভে সকল জীবকে শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গদ্বারা সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু শ্রীমদ্ভাগবতের সুষ্ঠুভাবে সেবা করিতে আদেশ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-সেবাতেই শ্রীভগবানের সেবা পর্য্যবসিত। ইতর বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গদ্বারা ভাগবতের সেবা না করিয়া ভাগবতের দ্বারা নিজেন্দ্রিয়-তোষণের চেষ্টা করিলে অর্থাৎ নিজের সেবা করাইয়া লইবার চেষ্টা করিলে আমাদের নরকযাত্রার পথই প্রশস্ত হইবে।

ভগবৎসেবা উপেক্ষা করিয়া অনাদি-বহির্ম্মুখতার ফলে ভোগবাঞ্ছা চরিতার্থ করিবার আশায় মায়াবদ্ধাবস্থায় এই ত্রিতাপক্লিষ্ট সংসারে আসিয়া আমরা অনেক প্রকার সুখের স্বপ্ন দেখিতে থাকি। 'অনেকলোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার', তাই এই সুখের স্বপ্নগুলিও অনেক প্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এই সব সুখ-স্বপ্নের মধ্যে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহরূপ তিনটী সাধারণ মূল বস্তু বিদ্যমান। বহির্ম্মুখ বদ্ধজীবগণ যাহাই কিছু করুন না কেন, মূলে ঐ তিনটীর একটী বা একটী কারণ বর্ত্তমান আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। বাহাই মোক্ষৈষণা নামে আর একটী বস্তু কাহারও কাম্য ও [illegible] স্থান পাইতে দেখা যায়। সেখানে ঐরূপ কনক-কামিনী [illegible] বর্ত্তমান যে

[illegible]

[illegible] কেবল কীর্ত্তন মাত্র। [illegible] বাদ দিয়া ভাগবতের সেবার নামে [illegible] কেবল কথকতা [illegible]।

আমরা ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন করি, উদ্দেশ্য—কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ। আমরা ভাগবত পাঠ কীর্ত্তনের অভিনয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া উদর ভরণের জন্য ব্যস্ত হই। কীর্ত্তনের ছল করিয়া অর্থ লই, উদ্দেশ্য ঐ উদর ভরণ। আমাদের ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন বা শ্রবণকীর্ত্তন হরিসেবা নয়, কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগ। যদি ভাগবতপাঠ কীর্ত্তন অপেক্ষা অল্পকালে অধিকতর অর্থ বা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, তবে আমরা ভাগবত-পাঠ কীর্ত্তন ছাড়িয়া দি। অর্থ কার্য্যে মনোযোগ প্রদান করি। ভাগবত-পাঠ কীর্ত্তনের বিনিময়ে যদি কেহ কোন অর্থাদি না দেয়, তখন উহা ছাড়িয়া দিবার যথেষ্ট অর্থ সংযোগ আছে, সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই এবং শ্রোতৃবর্গের নিকট যে ভাগবতকে 'রসনাগ্রহ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছিলাম, আমার বিনিময়লাভ অর্থ অল্প হইয়া যাওয়ায় তখন মনে করি যে, দুগ্ধহীনা গাভীর মত ভাগবতও আর দুগ্ধ দেয় না, অতএব ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অন্য চেষ্টা করা আবশ্যক।

আমাদের ভাগবতপাঠকীর্ত্তন বলুন, নামকীর্ত্তন বলুন, মন্ত্রদান বলুন, মন্দির স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ দর্শন করানই বলুন, ভাগবত ধর্ম্মের বক্তৃতাই বলুন, বা হরিকথা কীর্ত্তনই বলুন, সকলেরই মূলে ঐ এক কলিসহচর কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের আশাই বলবতী। ঐ তিনটী বস্তু সরাইয়া দিলে আমাদের কপট অভিনয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। ঐ সকল অভিনয় কিন্তু হরিসেবা নহে। "যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবানের নিকট হইতে বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে তাঁহার ভক্ত নহে, সে ব্যবসাদার মাত্র।

স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও যিনি নিজ ভজন শিক্ষা দিবার জন্য এই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি কিম্বা তাঁহার পার্ষদগণ অথবা পূর্ব্বাপর কোন মহাজনই ভাগবতপাঠকীর্ত্তনের দ্বারা কিম্বা শ্রীনাম কীর্ত্তনের দ্বারা কিম্বা শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তোষণ উদ্দেশ্যে অর্থোপার্জ্জনরূপ ঘৃণিত কার্য্যের কোন দিন প্রশ্রয় দেন নাই। যাঁহারা ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহারা মন্ত্রকুলেরও বেদনীয় অপ্রাকৃত অমৃতরস হইতে চির বঞ্চিত হইবেন।

প্রয়াগ ধাম

[illegible] মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেখি তীর্থরাজ শোভিছে প্রয়াগধাম এবন জগতে।" যথা সাধিল ব্রহ্মা আপনার কাজ তুষ্ট করি' যজ্ঞেশ্বরে পূজি' বিধিমতে। ভক্তিযোগে আরাধিয়া ধাতা পরমেশ লভিল পরম জ্ঞান যেই যজ্ঞস্থলে, হেন সে সাধনা-ভূমি ভুবনিয়া দেশ "দশাশ্বমেধঘাট" বিদিত ভূতলে॥ ইন্দ্রিয় বিনাশে কিম্বা ইন্দ্রিয় তর্পণে না লভে মঙ্গল জীব কহে বিজ্ঞজন; কিন্তু যেই বুদ্ধিমান্ আত্মসমর্পণে জানি'কে গোবিন্দ সেবে ভবে অহরহ বিষয়েতে রাগ দ্বেষ নাহি রহে তার হৃদে রাগ সমুদয়ে যায় মায়াপার॥ বৃন্দাবন রসকেলিবাঞ্ছা বিস্তারিতে রাধাকৃষ্ণ একতনু শ্রীগৌরাঙ্গ হরি, এবাপুনঃ নিজ রূপে দশদিন ধরি নিজ শক্তি সঞ্চারিল আপন ভাবেতে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রাপ্ত; দয়িত-স্বরূপে, প্রিয় স্বরূপে আপনে শিখাইলা যেথা ভাগবতের সিদ্ধান্ত করিল প্রকাশ' অনুরূপের যতনে আস্বাদিলা ভক্তিরসসিন্ধু একবিন্দু প্রভুর দ্বিতীয় রূপে ভোগের সংসারে রচিল যে প্রেমভক্তি রসামৃত সিন্ধু, ডুবিবে সকলে যেই প্রেমপারাবারে হইল সূচনা তায়;—প্রয়াগ ধামেতে ধন্য, ধন্য সেই তীর্থরাজ অবনীতে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রকৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্য বিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার -সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, ঈশ্বর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিদণ্ডের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমন্মাধবেন্দ্রের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণানুশীলনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেবের বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়-সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সন্নিবেশিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই দ্বি. রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, মূল ও ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) মানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যবাণী-সুধামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবোধা ১৸০ টাকা মাত্র।

শ্রীকণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ রু কাপিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গোস্বামিবর ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্যাদি সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীল [illegible] পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] অপ্রাকৃত চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ।০ আনা, আট পেজী বাঁধাই রাজসংস্করণ ৸০ টাকা মাত্র।

ঊর্দ্ধধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্চর্য্যরূপ পরিপাটিভাবে বৃদ্ধিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। বহু সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, নববিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সায়ন ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তত্ত্বপযোগী গানসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তি-বিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মন্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-কথা, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনরহরিদাসাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীমধ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে সোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠস্থিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাটা ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা, শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাশ্রয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদাববামন ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীরাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, [illegible]

এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

[illegible] গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

লুঠের মামলায় ৭১ জন আসামীর কারাদণ্ড

ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ বেঞ্জামিন ওরা জুলাই রোহিতপুর লুঠের মামলার রায় দিয়াছেন। এই মামলা ঢাকার গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফল। মামলায় স্থানীয় মুসলমানদের ১২৮ জন আসামী শ্রেণীভুক্ত ছিল। অভিযোগ—ষড়যন্ত্র ও ডাকাতির। মুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হুকুম আলি প্রমুখ ৭১ জন আসামী ৪ বৎসর হইতে ৯ মাস পর্যন্ত সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। একটি বালক জামীনে আবদ্ধ হইয়াছে। জামীন—দুই বৎসর শান্তভাবে থাকিবার।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ২৭শে মে ঢাকায় যখন দাঙ্গা চলিতেছিল, তখন সহর হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরবর্তী রোহিতপুরে লোক পাঠান হয়। স্থানীয় মুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও মমতাজুদ্দিন প্রভৃতি একটি চক্রান্ত করে। ফলে রোহিতপুরের বাজারের ৩৫ খানা দোকান ও ১৯১ খানা বাড়ী আক্রান্ত ও ২০ দিনের মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। পুলিশ ১৪৭ জনকে চালান দেয়। তাহার পর ১৩৩ জন দায়রা সোপর্দ হয়। বিচার ফল জানিবার জন্য আদালতে দর্শকের ভিড় হইয়াছিল। তাহাদিগকে সায়েস্তা রাখিবার জন্য সশস্ত্র কনেষ্টবল স্থাপন করা হইয়াছিল।

পার্লামেণ্টে প্রহরীদের সহিত সদস্যদের ধস্তাধস্তি

গত ২রা জুলাই অপরাহ্ণে পার্লামেণ্ট সভায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। চরমপন্থী শ্রমিক দলের সদস্য মিঃ ম্যাকেনোভার্ণকে সাসপেণ্ড করার প্রস্তাবের পক্ষে ৩১৫ ও বিপক্ষে মাত্র ১৮ ভোট হওয়ায় তাঁহাকে সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে বলা হয়। কিন্তু তিনি তাহাতে অস্বীকার করেন। গোলযোগ এমনই হইয়া দাঁড়ায় যে, বক্তা সভার অধিবেশন ২০ মিনিট কাল স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন। উক্ত দলের অন্য কতিপয় সদস্য মিঃ ম্যাকেনোভার্ণকে সমর্থন করিতে থাকেন। মার্শালের প্রহরীরা মিঃ ম্যাকেনোভার্ণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য আসিষ্ট হইয়া আসিলে, উক্ত সদস্যদের সহিত তাহাদের ধস্তাধস্তি বাধিয়া যায়। অতঃপর স্পীকার মিঃ ম্যাকেনোভার্ণকে ৫ দিন সাসপেণ্ড করার পরিবর্তে এই অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের জন্য সাসপেণ্ড করেন। এই ব্যবহারের জন্য তিনি শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করেন।

৭ শত লোক অভিযুক্ত

যুক্তপ্রদেশে যে ভূমি জমা সংক্রান্ত গণ্ডগোল আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই সম্পর্কে ফৌজদারী বিধির ১০৭ ধারা অনুসারে প্রায় সাত শত লোককে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে তাহারা যদি তাহাদিগের নিকট প্রাপ্য সমস্ত খাজনা আদায় করে ও এই মর্ম্মে এক প্রতিশ্রুতি লিখিয়া দেয় যে তাহারা কখনও সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আন্দোলনে যোগদান করিবে না তাহা হইলে তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে। অনেকে এই প্রকার প্রতিশ্রুতিতে নাম সই করিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। এখনও ধরপাকড় চলিতেছে সম্প্রতি অযোধ্যা কিষাণ কংগ্রেস কমিটির সাধু স্বামী গৌতম কংগ্রেস কর্ম্মী পণ্ডিত লক্ষ্মীচাঁদ ও জমিদার মিঃ ঠাকুর নারায়ণ সিং প্রভৃতিকেও ভূমি জমা সংক্রান্ত গোলের সম্পর্কে ফৌজদারী বিধির ১০৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

খুলনায় গ্রামরক্ষীদল গঠন

গত ২৯শে জুন তারিখ নানাবিধ অপরাধের পথ রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে সদর মুনিয়ন বোর্ড সমূহের সভাপতিগণ, দারোগাগণ পুলিশ ইন্সপেক্টরগণ, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মহকুমা হাকিমের এক মিলিত সম্মেলন হইয়াছে। কয়েকজন সভাপতি আভাষে বলেন যে, তাঁহাদের সংবাদ অনুযায়ী কোন কার্য্যই করা হয় নাই। অবশেষে ইহা স্থির করা হয় যে, অন্ততঃ প্রত্যেক মুনিয়নে একটি করিয়া গ্রাম-রক্ষীদল গঠন করিতে হইবে।

পিনঙ্গায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

৪ লক্ষ টাকার ক্ষতি

রেঙ্গুণ হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, যে, গত ১লা জুলাই প্রাতে পিনঙ্গা বাজারের কোন ভারতীয়ের দোকানে আগুন লাগিয়া প্রায় ৪ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের কারণ কি তাহা জানা যায় নাই একটী অট্টালিকার দুইটি ব্লকে অনেকগুলি বড় বড় দোকান ছিল; দুইটি ব্লকই সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে

য়ুরোপীয় হত্যার ষড়যন্ত্র

কতকগুলি বালক ধৃত

য়ুরোপীয়দিগের হত্যার ষড়যন্ত্র ও বোমা প্রস্তুতের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার অভিযোগে কতকগুলি বালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কোলাপুরে ৩টী বালক গ্রেপ্তার হইয়াছে, ইহাদের নিকট নাকি সিদ দেওয়ার যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

পুনাতে আরও খানাতল্লাস এবং গ্রেপ্তার হইয়াছে। খানাতল্লাসের ফলে রাইফেল ও বন্দুক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ধৃত বালকদিগের বয়স ১৩ ও ১৮ বৎসরের মধ্যে।

মহাত্মাজীর সহিত বণিকগণের পরামর্শ

শেঠ অম্বালাল সারাভাই, শেঠ কস্তুর ভাই ল্যালভাই প্রভৃতি অহমেদাবাদ স্বদেশী সভার কতিপয় সদস্য ৩রা জুলাই পোরবন্দরে আসিয়াছেন এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জন সম্বন্ধে মহাত্মাজীর সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। এইরূপ অনুমান হইতেছে যে, এই সকল বণিকের মধ্যে মতবিরোধের সূচনা হইয়াছে। অদ্য এই মতবিরোধ মূল নীতি অবলম্বনে নহে। ইহা কয়েকটী সামান্য সামান্য ব্যাপার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই বিরোধ অচিরে বিদূরিত হইবে।

সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল পোরবন্দরে আসিয়াছেন। ইনি ৩রা জুলাই সারাদিন মহাত্মাজীর নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে বোরসাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

জহরলালজীর সহিত সরকারের

খাজনা সমস্যার আপোষ

রায়বেরিলির কংগ্রেস কর্ম্মীদের উপর ফৌজদারি বিধির ১৪৪ ধারার যে নোটীশ দেওয়া হইয়াছিল, প্রকাশ,—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তাহার ফলে সে সকল প্রত্যাহৃত হইয়াছে। কেবল একটী তহশীলের ১৪৪ ধারার নোটীশ প্রত্যাহৃত করিয়া, কংগ্রেস কর্ম্মীদের উপর আবার ফৌজদারি বিধির ১০৭ ধারার সমন জারী করা হইয়াছে। ৬৩ জনের প্রতি নাকি ঐরূপ সমন জারী হইয়াছে।

প্রকাশ, এলাহাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিত জহরলালের নিকট বন্ধুভাবে এক পত্র লিখিয়া বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং স্থগিত রাখিতে বলেন। কিন্তু জহরলালজী তাহাতে অস্বীকার করিয়াছেন। এলাহাবাদে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং চলিতেছে।

সংগ্রামে পাঁচ জনের মৃত্যু

গুডী হইতে এক সংবাদে প্রকাশ গত শুক্রবারে গুন্টাকালের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ৫ ব্যক্তির মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, কোন ফৌজদারী মামলার ২টী বিরোধী দলের মধ্যে সংগ্রামের ফলে উক্ত ৫ ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। উহারা গুডী ফৌজদারী আদালত হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে পথিমধ্যে মারামারি করে।

এক ব্যক্তির গলা কাটা অবস্থায় আর ১ ব্যক্তি মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং তাহার পাগড়ী কিছু দূরে পড়িয়া আছে দেখা যায় অপর ব্যক্তিকে গুলী করা হইয়াছে। এই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে।

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ রাও নামক বেলারীর জনৈক উকীল গুলীতে আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন দেখা গিয়াছে। ইহার অধিক বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

বিচারাধীন আসামীর

প্রায়োপবেশনে সাতজন গ্রেপ্তার

ইতঃপূর্ব্বে শ্যামবাজার পোষ্টাফিসে পার্শেলের কাউণ্টারের উপর যে বোমা পাওয়া গিয়াছে সেই সম্পর্কে মোট সাত জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগের সকলের প্রতি জেল হাজতের ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ৪ঠা জুলাই তাহাদিগের মধ্যে ফণীন্দ্রভূষণ দাসগুপ্ত ও প্রফুল্লকুমার দে নামক মাত্র দুইজন আসামীকে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। বাকী ৫ জন আসামী প্রায়োপবেশন করিয়াছে। বলিয়া আর তাহাদিগকে আদালতে উপস্থিত করা হয় নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট আগামী ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত সকল আসামীর প্রতিই হাজতবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

'শ্রীধাম'
টেলি — নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চিকিৎসার হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গ-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৮, ৮ই জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

একত্রে তিনটী নরহত্যা

স্ত্রী ও দুইটি শিশু হত্যার অভিযোগে জনৈক ব্যক্তিকে ৩রা জুলাই প্রাতঃকালে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে ময়মনসিং আনা হইয়াছে। হত্যার কারণ এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

দিদির নিকট দীনেশের শেষ পত্র

(বঙ্গবাণী হইতে উদ্ধৃত)

দীনেশ গুপ্তের মাতা ও ভ্রাতা কলিকাতায় আসিয়া রবিবার প্রাতে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দীনেশের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা তাঁহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখেন।

তাঁহাদিগকে সোমবার প্রাতে দীনেশ গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে এবং জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সোমবারের সাক্ষাৎকারই দীনেশের সহিত তাঁহাদের শেষ সাক্ষাৎকার।

দীনেশ গুপ্ত গত ৩রা জুলাই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে তাঁহার দিদির নিকট নিম্নলিখিত চিঠি লিখিয়াছেন—

মণিদি,

আজ পত্র পেলাম।

ভগবানের আশীষ যারা পায় অশেষ দুঃখ জোটে তাদেরই কপালে। সে দুঃখের মালা গলায় পরবার সৌভাগ্য ও শক্তি কত জনের হয় জানি না কিন্তু যার হয় তার জীবন পরম সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

একত্রে তিনটী নরহত্যা

ভগিণীর নিকট দীনেশের শেষ পত্র

জেলে প্রায়োপবেশন

পাঁচহাজার তোলা চোরাই রৌপ্য ধৃত

রণাতে মৃতদেহ

পাঞ্জাব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্মেলন

মেকিমুদ্রা চালানর শাস্তি

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটীং

মিথ্যা টিকিট ব্যবহারে দণ্ড

ভগবান্ যাকে আপন কাজের জন্য বেছে নেন, তার সুখ সম্পদ সব কিছু দেন ধূলোয় লুটিয়ে, করেন তাকে পথের ভিখারী—রিক্ত কাঙাল। তিনি যাকে বরণ করেন, মরণ-মালা তারই গলায় পরিয়ে দেন।

সে মালা কি সহজ ?

"এতো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগু
বন্ধু।
এ যে তোমার তরবারি।"

এ জীবনে সুখ পাওয়া বড় কথা হ'তে পারে, কিন্তু দুঃখ পাওয়া তার চেয়েও বড়। সুখ ভোগ করতে পারে সকলেই, কিন্তু স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা বইতে পারে ক'জন ?

শক্তির উৎস তিনি।

যাকে তিনি তার কাজের ভার দেন, সে ভার বহন করবার শক্তিও তাকে অযাচিতভাবেই দান করেন, নইলে সাধ্য কি তাঁর যে সে সেগুলোর এক মুহূর্ত্তও সহ্য করে ?

যার প্রাণ আছে [illegible] করবার জন্য যার আছে [illegible] কখনও তাঁর মহাশয়ের আর [illegible] শুনে [illegible] পারতে পারে ? কি [illegible] এ মিথ্যা মোহের [illegible]

[illegible]

[illegible] আহ্বান [illegible]

সঙ্কট আরও মাঝে, দিয়েছে [illegible]

[illegible]

[illegible]

আমার শেষ প্রণাম জানাচ্ছি —

[illegible]

আসাম প্রদেশ গঠন

খাস আসামের [illegible] পক্ষ হইতে রাজপ্রতিনিধির নিকট [illegible] টেলিগ্রাম [illegible] করা হইয়াছে যে, শ্রীহট্টকে [illegible] আসামকে ভাষা হিসাবে [illegible] করা হউক। প্রত্যহ সভা সমিতিতে বক্তারা শ্রীহট্টকে আসাম হইতে স্বতন্ত্র করিবার প্রার্থনা করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার গুণ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৩ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৫ম ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইট: ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

পেটার পেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আয় ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ত্তানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পায়

দৈনিক পত্র

ধাম - মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ২২ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৩শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৮ জুলাই ইং ১৯৩১ বুধবার ১০৭তম সংখ্যা

আমিত্বের ধারণা

'মানুষ' বলিতে অনেকে অনেক রকম বুঝেন। কেহ মানুষের স্থূলদেহকেই মানুষ বলেন, কেহ বা মানুষের সূক্ষ্মদেহ মনকেই 'মানুষ' বলিয়া মনে করেন। কাহারও মতে সূক্ষ্মদেহ এক স্থূলদেহ হইতে অপর স্থূলদেহে গমনাগমন করে; অনেকেই সেই সূক্ষ্মদেহটীর সংবাদ রাখেন। কেহ বা এই স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয়ের অধিকারীকেই 'মানুষ' বলিয়া জানেন। তবে মানুষের স্থূলদেহ, পশুর স্থূলদেহ, দ্বিজাতির স্থূলদেহ ও সরীসৃপের স্থূলদেহ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন। সূক্ষ্মদেহও নানাপ্রকার। কিন্তু এই দেহদ্বয় যাঁহার, সেই স্বত্বাধিকারীর পরিচয় না জানিয়া কেবল বর্ত্তমান দেহেরই পরিচয়ে অনেকেই পরিচিত হইতে চান।

শরীরের ধর্ম্ম ও মনের ধর্ম্ম—ভিন্ন ভিন্ন। আবার, দেহ ও মনের মালিকের বা মানুষের ধর্ম্ম—তাহা হইতে পৃথক্। জাতির ধর্ম্ম, বয়োধর্ম্ম, প্রাদেশিক ধর্ম্ম প্রভৃতি ইতরধর্ম্মের সহিত আত্মধর্ম্মের সমন্বয় প্রার্থনা জগতে বিষম জঞ্জাল উপস্থিত করায়। যাহারা বাহিরের কথা লইয়া নিজের পরিচয় দিতে ব্যস্ত, তাহাদের সহিত বর্ণধর্ম্মের বিচারভেদ আছে।

অধোক্ষজের সেবাধর্ম্মই—পরমধর্ম্ম। যাঁহারা অধোক্ষজ-সেবাবঞ্চিত, তাঁহাদিগকেই লোকে 'আধক্ষিক' বলে। দেহারামি সম্প্রদায় আধ্যক্ষিক বিচারে ভরপুর হইয়া অধোক্ষজ-সেবায় নিত্যবঞ্চিত। বহির্জ্জগৎ ব্যতীত তাঁহারা আর কিছুই বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা অতিবহির্জ্জগতের সংবাদ রাখেন না অথবা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, তাহা হইতে সূক্ষ্মতম জগতের পরিচয়লাভ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। আপাতপ্রয়োজন সাধনের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের যে মামাংসা, তাহার সহিত পরমার্থবিদ্যাসুর বিচারভেদ আছে।

প্রত্যক্ষবাদী প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন প্রকার প্রমাণের বাধ্য হইতে ইচ্ছা করেন না। আবার, তাঁহাদিগকে 'আধ্যক্ষিক' বলিলে তাঁহাদের অবজ্ঞা করা হয় বলিয়া তাঁহারা অভিমান করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে 'আধ্যক্ষিক' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌরবান্বিত হন। কিন্তু অপরে তাঁহাদিগকে 'আধ্যক্ষিক' বলিলে তখনই শাস্ত্রপ্রমাণ প্রভৃতি বহুমানন করিবার [illegible] 'আধ্যক্ষিক' নামে অভিহিত [illegible] গ্লানিপূর্ণ বলিয়াই মনে করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকগণ জানেন যে, [illegible] পরমধর্ম্ম—অধোক্ষজের সেবা। আধ্যক্ষিকগণ সেই অধোক্ষজ-বস্তুকেই জড়ের ইতিহাসে আবদ্ধ রাখিয়া তামসপুরাণ, তামসতন্ত্র প্রভৃতির লেখকগণের আনুগত্য করিতে গিয়া আধ্যক্ষিক বিচার ব্যতীত অন্য কোন কথায় প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন না। রজস্তমোগুণের দ্বারা তাড়িত হইয়া জীবগণ আধ্যক্ষিকতা অবলম্বনপূর্ব্বক অধোক্ষজ-সেবা বিমুখ হন। তখন দেশ, কাল, পাত্র—সমস্তের মধ্যেই তাঁহাদের পরতত্ত্বালোচনা আবদ্ধ হয়। সেরূপ আলোচনা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার প্রীতি সাধন করিতে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়তোষণার্থী হওয়ায় ইন্দ্রিয়জজ্ঞান তাঁহাদিগকে রাজস-তামস-বিচারসমূহে প্রমত্ত করাইয়া শ্রীমদ্-ভাগবত বুঝিতে দেয় না। বিশুদ্ধ সত্ত্বের কিরূপ স্বরূপ, তাহা না বুঝিয়া রজস্তমোগুণের সহিত সাম্যপ্রয়াসই তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় হয়। রাজস তামস শাস্ত্র সাত্বত শাস্ত্রের তুল্য মনে করিয়া তাহারা অধোক্ষজ-সেবকের সহিত কলহ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইতিহাস ও রূপক বিচার অনেক সময়ই তাঁহাদিগকে বিপথগামী করাইয়া ভগবদ্ভক্তির সোপান হইতে চিরদিনের জন্য অধঃপাতিত করে।

কর্ম্মকাণ্ডনিপুণতায় ধর্ম্ম-অর্থ-কামকামী বুভুক্ষু অথবা জ্ঞানকাণ্ডনিপুণতায় মুক্তিকামী হইয়া প্রেয়ঃপথকে শ্রেয়ঃপথ-জ্ঞানকারী মুমুক্ষু অধোক্ষজের সেবা বা ধারণা করিতে অসমর্থ। কর্ম্মকাণ্ডনৈপুণ্য অথবা জ্ঞানকাণ্ড কুশলতা কখনও তাহাদিগকে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ বুঝিতে দেয় না। যাহাদের মানসিক চাঞ্চল্য বহির্জ্জগতে ন্যস্ত, তাহাদের কোন প্রকারে শুদ্ধভক্তির সুগমপথে চলিবার ক্ষমতা নাই। অধোক্ষজের সেবকগণই ভক্তিপথের পথিক, সুতরাং তাঁহাদের ক্রিয়ামুদ্রা চঞ্চলমনা জনগণের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নহে। 'মানুষ' নামে পরিচয় দিয়া নানাপ্রকার মতবাদে আচ্ছন্ন থাকার অভিনয় আমরা দেখিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত মানুষ ভগবদ্ভজন পরিত্যাগ না করিয়া ভক্তিপথেরই পথিক থাকেন।

বেদান্তসিদ্ধান্ত সমাহৃতি

(২)

১। জীব আনন্দময় হইতে পারে না, জীব বিকারী বলিয়া তাহার আনন্দময়ত্ব সিদ্ধ নহে। এ বিষয়ে ভূরি ভূরি শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণ বর্ত্তমান। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় দুঃখ ও শোক জীবানন্দের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ স্বপ্রকাশ হওয়ায় জীবের দুঃখ-শোককে স্বপ্রভাবে আবৃত করিয়া আনন্দাকারে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্রে জীবের খণ্ডানন্দ ও ব্রহ্মের অখণ্ডানন্দের বিধানহেতু ব্রহ্মই 'আনন্দময়'পদবাচ্য।

ব্রহ্মের কখন জীবভাব হইতে পারে না। জীব অবিদ্যার অধীন, ব্রহ্ম মায়াতীত। জীবের মায়ামুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মের [illegible] সম্ভবপর [illegible] না। মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মের সেবাসংস্পর্শে আসিয়া আনন্দ উপভোগ করেন মাত্র।

২। উভয়াবস্থ জীব ব্রহ্মপদবাচ্য হইতে পারে না, জীব ব্রহ্মসমাধি অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হইলে সমুদ্র-সম্মিলিত নদীর ন্যায় প্রাকৃত নাম রূপ হারাইলেও তাহার শ্রুতিসিদ্ধ বাস্তব স্বরূপের লোপ হয় না। শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব কথিত হয় নাই। অগ্নিকণা কখনও মূর্ত্তিমান বৃহদগ্নির সমকক্ষ হইতে পারে না। অগ্নিকণা ভস্মাদির দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রজ্জ্বলিত বৃহদগ্নি সমগ্র বিশ্ব দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। মায়াধীন ও মায়াধীশ জীব ও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ অভেদ হইতে পারে না। জীব সেই আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে আনন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন, ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদে কথিত হইয়াছে। যাঁহার প্রদত্ত আনন্দে জীব আনন্দিত হন, সেই অখণ্ডানন্দময় ব্রহ্মের সহিত জীবের তুলনা করিতে উন্মত্ত ব্যতীত আর কে প্রয়াসী হইবে?

ভেদোল্লেখ হেতু সেই পরমাত্মা জীব হইতে ভিন্ন। যিনি আদিত্যমণ্ডলে বাস করিলেও আদিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মপুরুষ জীবের মন প্রাণ প্রভৃতিকে শক্তিপ্রভাবে পরিচালিত করিয়া থাকেন। অতএব তিনি জীব হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন।

৩। সমস্ত বস্তুই আকাশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং পরিণামে আকাশেই লয় পাইবে। সেই আকাশ আবার ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং প্রলয়ে ব্রহ্মে কারণাবস্থায় লীন হইয়া থাকে। এই কারণে উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রসকল সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্মকেই জগতের একমাত্র কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সকল বস্তুর কারণ বলিয়া তাঁহাকে প্রাণ-শব্দে করা হইয়াছে অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তিতে প্রাণ-শব্দে বায়ুবিকার বুঝাইলেও শব্দের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিতে 'প্রাণ' শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝায়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড—ব্রহ্মের একপাদ বিভূতি। বৈকুণ্ঠ, গোলোক, নবদ্বীপ-মায়াপুর প্রভৃতি চিন্ময় ধামসমূহ ত্রিপাদ বিভূতির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জ্যোতিঃ শব্দে সেই চরাচরস্রষ্টা পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে।

৪। গায়ত্রী ব্রহ্মের সাদৃশ্য ভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় এবং গায়ত্রীমন্ত্রে ব্রহ্মে চিত্তার্পণের উপদেশ থাকায় গায়ত্রী ব্রহ্মের বিভূতি, ইহা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গায়ত্রী ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইলেও তিনি ব্রহ্মের ধ্যানোপদেশ প্রদান করায় ব্রহ্মরূপা গায়ত্রী নামনামীর অভেদত্ব হেতু ব্রহ্মেরই বিভূতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা মায়ার কবলে কবলিত হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ ঘটপটাদি বস্তুসমূহ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল বলিয়া মনে করি, সাধুগুরু কৃপায় অবিদ্যা তিরোহিত হইলে বস্তুমাত্রে ব্রহ্মসত্তা স্ফূর্ত্তি পাইবে, তখন ব্রহ্মেতর বস্তুসমূহকেও এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। গায়ত্রী সাধককে জগৎ ও ব্রহ্মের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ বুঝাইয়া তাঁহাদের অদ্বয়ত্ব স্থাপনপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত গুণাগুণবিশিষ্ট নির্গুণ ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করত তাঁহাতেই চিত্তার্পণের উপদেশ করেন।

কনকের দ্বারে
মাধবের সেবা

(১)

সুবর্ণের সোণালী নেশা কে না ভালবাসে [illegible]কের কনককিরণ সম্পাতে ভোগ[illegible] অন্তরদেশ হাস্যোজ্জ্বল হইয়া [illegible] আনন্দের মলয়-হিল্লোল বহিতে থাকে। মোহিনী আশা ভোগার্ত্ত মনের দ্বারে উঁকি দিয়া কতই সুখময়ী রাগিনী আলাপ করে। কামনাযাদুকরীর মোহন করস্পর্শ যেন সহসা অতীত দুঃখবেদনার অমানিশা অপসারিত করিয়া নবারুণরাগদীপ্ত কল্যাণী ঊষার শুভ আগমনী ঘোষণা করিতে থাকে। কাঞ্চনই শুধু কনক নহে; কনকের ব্যাপক অর্থে ধন, বিত্ত, রাজ্য, সম্পদ্, ইত্যাদি প্রকাশ করে।

লালসাপিষ্ট মানব এই কনকের আকর্ষণী শক্তিতে, এতই মুগ্ধ যে, ইহার লোভে প্রায়ই হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায় এতদ্বিষয়ে ইতিহাসে বহুচিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। ধনাসক্তি মনুষ্যকে হিংস্র পশুর অপেক্ষাও ঘৃণ্য, অসভ্য বর্ব্বর জাতির অপেক্ষা হীন এবং নির্দ্দয়তায় নরভোজী রাক্ষসতুল্য স্বভাব প্রদান করে। জ্ঞানগরিমায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও কাঞ্চনপ্রাপ্তির উন্মাদনায় এমন কোনও অসাধ্য বা ভয়াবহ কর্ম্ম নাই, যাহা মানব না করিয়াছে। কনকের প্রদীপ্ত করে হতজ্ঞান হইয়া মানুষ গৃহস্থালীর শান্তিপূর্ণ, আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রামস্থলস্বরূপ সুখের সংসারে অশান্তির কালাগ্নি ধরাইয়া দেয়, সাধ্বী পত্নীর প্রীতিবন্ধন উপেক্ষা করিয়া অসতী বারবনিতার পদে আত্মসমর্পণ করে, বার্দ্ধক্যগ্রস্ত জনকের বিমলস্নেহের প্রতিদানে তাঁহাকে অন্ধকার কারাকক্ষে নির্ব্বাসিত করিয়া ভোগপ্রদ কাঞ্চনের আরাধনা করে। স্বর্ণকিরিটিনী ভারতভূমি অতুল সম্পৎশালিনী বলিয়াই না অতীতযুগে কত শতবার লোভী দস্যুগণের কামকলুষিত হস্তে নিপীড়িত হইয়াছে। অনর্থপ্রদ কনক জড়দেহে আত্মবুদ্ধিকারী মায়াদাসগণের ভোগবাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। হরিদাস্যবিস্মৃত ভোগীকুল জড়েন্দ্রিয়তর্পণকেই জীবনের একমাত্র কৃত্য বলিয়া জানে। কামপ্রপীড়িত ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তি সম্পাদনেই তাহাদের সমুদয় চেষ্টা; তাই কাঞ্চন সংগ্রহে সকলেরই অদম্য উৎসাহ লক্ষিত হয়। আত্মবঞ্চিত মায়াদাসগণ জড়ভোগ এবং ঐ জড়ভোগেরই রূপান্তরিত পরিবর্ত্তন ফল্গুত্যাগ—অনন্ত চাতুর্য্যময়ী মায়াদেবীর এবম্বিধ প্রবঞ্চনার বহুমাননেই অনাদিকাল যাবৎ অভ্যস্ত। বদ্ধজীবের যখন একমাত্র ভোক্তা শ্রীমাধবের সেবাসম্বন্ধীয় বিষয়গুলি নিজে ভোগ করিবার অসৎ কামনা উদিত হয়, তখনই সে কনকাদি যাবতীয় হরিসেবোপকরণকে আত্মতোষণের বস্তুরূপে দর্শন করে। সেব্য বস্তুর উপর যখন ভোক্তৃপুরুষাভিমান জন্মে, তখন ভোগবাসনানলের ইন্ধনশ্রেষ্ঠ অর্থ অনর্থের আকররূপে দেখা দেয়।

বৈষ্ণবের দয়া

(আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিরত্ন)

আমরা ইহসংসারে যত প্রকার দয়া দেখিতে পাই, তন্মধ্যে বৈষ্ণবের দয়ার বৈশিষ্ট্য আছে। বৈষ্ণবের দয়া অসীম উহা সীমাবদ্ধ বা দেশকালপাত্রে আবদ্ধ নহে। বৈষ্ণব জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আচণ্ডাল আপামরে দয়া বিতরণ করিয়া দয়ার মর্য্যাদার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ব্রহ্মাণ্ডে যে কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বৈষ্ণবের দয়ার লেশ মাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি তদিতর ক্ষণভঙ্গুর মায়ামিশ্রিত দয়ার জন্য তিলমাত্রও লালায়িত নহেন। বৈষ্ণবের দয়ার মহিমা অনুভব করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার একমাত্র বৈষ্ণবের দয়া ভিন্ন বৈষ্ণবের দয়ার গুরুত্ব অনুভূতির বিষয় হয় না। তাহার প্রমাণ আমরা ইতিহাসে ও বর্ত্তমান লোকচরিত্রে যথেষ্টই পাইয়া থাকি।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যখন যবনশাসক কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, তখন কারাগারের অন্যান্য কয়েদিগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"থাক তোমরা এখন আছই যেমন!" কয়েদিগণ শ্রীল হরিদাসঠাকুরের এবম্বিধ লৌকিক নিষ্ঠুর বাক্যে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া মনে মনে বড় দুঃখ পাইয়াছিলেন। তখন স্বয়ং হরিদাস ঠাকুর কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, "এখন তোমরা কারাগারে থাকিয়া প্রাণিহিংসাদি অন্যায় কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছ না। এখানে আবদ্ধ না থাকিলে এতদিনে আরও বহু অন্যায় কার্য্য করিয়া দীর্ঘদিন জেলবাসের যোগ্যতা লাভ হইত। এখন যেমন অহিংস্র অবস্থায় শান্ত হইয়া বিপদে বিপদভঞ্জন মধুসূদনের কথা স্মরণ কর, এই প্রকার চিত্তবৃত্তি যেন কয়েদখালাসের পরেও থাকে, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদের তাৎপর্য্য।

আমাদিগের যে বস্তুতে অত্যধিক আসক্তি হয় অর্থাৎ যে বস্তুর মায়াকটাক্ষে ভগবদ্বিস্মৃতি উপস্থিত হয়, পরম করুণাময় ভগবান সেই বস্তুটী আমাদিগের ভোগের সীমা অতিক্রান্ত করিয়া তফাতে রাখেন; তদভীষ্টসাধক বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবৎকার্য্যের অনুমোদন করিয়া বলিয়া থাকেন,—"কৃষ্ণ কৃপাময়, তাই জীবের অত্যাসক্তির বস্তুর অভাব ঘটাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মস্মৃতির সাহায্য করিয়াছেন।" বাক্যটী জাগতিক বিচারে অতিশয় অপ্রিয় হইলেও অতি সত্য কথা, কিন্তু দৈবী মায়া আমাদিগকে উহা একেবারেই বুঝিবার অবকাশ দেয় না।

আমাদের বিবেচনায় ইহা কি প্রকার বিচার? এত ভালবাসার স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বিয়োগ ঘটিল, এত প্রাণঢালা পরিশ্রমের অর্থ ক্ষয় হইল, এত কষ্টার্জ্জিত প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইল, তবুও যাঁহারা বলেন, "মঙ্গলের জন্য হইয়াছে, ইহা কৃষ্ণের কৃপা।" এমন কৃষ্ণ আমরা চাই না, এমন কৃষ্ণভক্তের কথাও আমরাও মানি না। যাঁহারা পরদুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী নহেন, তিনি আবার কি প্রকার ভগবান্, আর তাঁহারাই বা কি প্রকার ভগবদ্ভক্ত? যে অভক্ত আমাদের স্ত্রীপুত্রবিয়োগের সময়, বিপদ্ আপদের সময় আমাদেরই শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া আমাদের সুরে সুর মিশাইয়া রোদন করেন না, তাঁহাদের আবার দয়ার পরিচয় কোথায়? এই প্রকার দয়াই আমরা চিরকাল চাই, যেজন্য এহেন অকিঞ্চিৎকর দয়ার লালসা হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটিতেছে না

আমরা জন্মজন্মান্তর ভরিয়া আমাদের মনোমত দয়া ভিক্ষা করিতে থাকিলেও এবং প্রার্থনাতীত দয়ায় ভরপুর হইলেও আমাদিগের আত্যন্তিক দুঃখের কিছুমাত্র লাঘব হইবে না। কারণ, এসংসারে 'সুখ' বলিতে বাস্তব কোন বস্তুই নাই, যাহা সংসারিগণ অপরের দুঃখমোচনে ব্যয় করিয়া যথার্থ দয়ার পরিচয় দিতে পারেন? আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিই—ছোট, বড়, ধনী, নির্ধন রাজা, পণ্ডিত, মূর্খ, কুলীন, কুলহীন, সকলেই অভাবগ্রস্ত দুঃখী, দয়ার ভিখারী। সুতরাং 'দয়া' বলিতে কোন বাস্তব বস্তু সাংসারিকগণের নিকট থাকিতে পারে না।

ইহ জগতে দুই চারিটা সমবেদনার উদাহরণ মিলে বটে এবং তাহা পাঠ করিয়া ও শুনিয়া অনেকেরই দুই চারি ফোঁটা নেত্রবাষ্প নির্গতও হয় বটে, কিন্তু এই প্রকার সাময়িক চিত্তবিক্ষেপের উত্তপ্ত নয়ননীরে হৃদয়ের মলিনতা বিধৌত হয় না উহা কল্পিত দুঃখের সাময়িক বিশ্রাম মাত্র, পরদুঃখকাতরতা নহে, কিন্তু মায়ার ওলট পালট এপীঠ ওপীঠ কারসাজি মাত্র। আমরা মায়ার প্ররোচনাকে দয়া' বলিয়া গ্রহণ করিতে যতই প্রধাবিত হই না কেন, বাস্তব দয়া তাহা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। আমরা বাস্তব দয়া লাভে বঞ্চিত থাকিয়া জন্মমরণাদি সংক্লেশে ক্লিষ্ট হইতেছি। এই সকল ক্লেশ নিরাকরণার্থ অমন্দোদয়া দয়ার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্যধামে বৈষ্ণবরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার জীবে দয়া বিতরণ ব্যতীত দ্বিতীয় কার্য্য নাই। তিনি জাগতিক যাবতীয় দয়ার আবরণযুক্ত নিষ্ঠুরতা অপনোদন করিয়া অমন্দোদয়-দয়া বিতরণ করিয়া থাকেন। আমরা যদি তাঁহার প্রত্যেকটী কার্য্যই আমাদের কল্যাণার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম, তবেই বুঝিতাম যে, "বৈষ্ণবের দয়াই" বাস্তব দয়া।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পার্সিপাটোর সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিমুণ্ডের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'সিদ্ধান্তরঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, প্রতি শ্লোকের প্রথম তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সংজ্ঞে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৸০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ রঙ্গ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ [illegible]। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজন [illegible] গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা [illegible] করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতম্। প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ-মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা; শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদান্তসূত্র, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রামাণ্যশ্রীপরিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১২

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিপথ-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে ইঁহারা প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই অক্ষ-সজ্জাধামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী প্রবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই স্থান হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ও হার্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবনদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবপন্থী শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভাণ্ডার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমৎ হরভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, ডি, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী-শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র –

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীভাগবতকার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীম কমল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগজ্জানপুরা, কাশী।

গোস্বামিপাদপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীরূপ সনাতন কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম দাস চোখারিয়া।

(২৬) শ্যামগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-শ্যামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ সারু, বাগড়া

এখানে [illegible] শ্রীমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীবনমালি ব্রহ্মচারী।

২৮ দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫ ৭ গোপীনাথ, ডাকার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

পাঞ্জাব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্মেলনের প্রস্তাব

"যদি কংগ্রেস এবং তাহার কার্য্যধারার সমালোচনা করা এবং ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে মুসলমানদের সহিত আলোচনা করিবার কোনও আগ্রহ না থাকে এবং প্রত্যেক ভারতবাসীই ভারতের জন্য কাজ করিবে বলিয়া ঘোষণা করে, শুধু তখনই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইতে পারে।"

৪ঠা জুলাই সংখ্যা পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহের (হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান) সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সর্দার বাহাদুর মেহর সিং তাহার অভিভাষণে উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন।

অতঃপর তিনি সাম্প্রদায়িকতার তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন যে, সাম্প্রদায়িক রাজের অধীনে কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিবেন না।

সম্মেলনের সভাপতি মিঃ কে. এল. রল্লিরাম খৃষ্টান তাঁহার অভিভাষণে মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দান করিতে সম্মত হওয়াতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিষ্পত্তি হওয়ার কথা ঘোষিত হওয়ার পর মোটের উপর সমস্ত সম্প্রদায় একত্র হইয়া স্বরাজ লাভের জন্য সংগ্রাম করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছিল তাহাকে বিনষ্ট করিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করা হয়। এজন্যই তিনি বহু সাম্প্রদায়িক দাবীর উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে প্রায় ২১০ জন প্রতিনিধি ছিলেন। রাজা নরেন্দ্রনাথ, ডাঃ পরমানন্দ প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

কেবল স্বদেশী লবণ বিক্রয়

দিনাজপুরের স্বদেশী লবণ বিক্রেতাদের এক সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, অতঃপর তাঁহারা স্বদেশী ভিন্ন আর কোন প্রকার লবণ বিক্রয় করিবেন না। তাঁহাদের এই সঙ্কল্পে দেশের লোক আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

চট্টগ্রাম ক্যেদী প্রাত্যেপোর্টেশন

এতৎপূর্ব্বে যে ৩৩ জন রাজবন্দীর ছুটী প্রাপ্তি সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে দাশগুপ্ত, সুবিমল সেন, প্রকাশ দাশগুপ্ত ও অনিল দাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এ সংবাদে পাঠকগণ অবগত আছেন। তাহাদিগের একজনকেও চট্টগ্রাম জেলে রাখা হইয়াছে। এ প্রতি সংবাদে প্রকাশ, [illegible] তাহারা অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছে গত ৩রা জুলাই হইতে নাকি তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক খাওয়ান হইতেছে।

মেকী মুদ্রায় নয়মাস কারাদণ্ড

মহম্মদ হোসেন নামক জনৈক লোক ফেনি ষ্টেট ব্যাঙ্কে একটী মেকী টাকা ও একখানি মেকী আধুলী ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া কোকোনাদনে ৮ম অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি নয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মিথ্যা টিকেট ব্যবহারে দণ্ড

[illegible] নামক এক ব্যক্তি বিনা টিকেটে ট্রেণযোগে [illegible] ই, বি, রেলওয়ের ৩য় আপ ট্রেণে চন্দননগর হইতে ইংলিশপুর গমন করিতেছিল, [illegible] তাহার প্রতি ৫০ টাকা অর্থদণ্ডের অনাদায়ে ১০ দিন সিঙ্গেল কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ব্রাঞ্চ ক্যানাল ষোগে বিদ্রোহী ব্যক্তিদের নাম প্রচারপ্রায়

[illegible]

দক্ষিণ ভারতে ৫ ভাগার তোলা চোরাই রৌপ্য মূল্য

[illegible] রৌপ্য [illegible] প্রকাশ, এই [illegible] হইতে [illegible] ৫ ভাগার [illegible] রৌপ্য [illegible] ৫

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং

একটী দলে ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক কোয়েম্বাটুর সহরের বিদেশী বস্ত্রের দোকানসমূহে পিকেটিং করিতেছেন। ব্যাপারীরা আর নূতন করিয়া বিদেশীবস্ত্র আমদানী করিতেছেন না। কোয়েম্বাটুরের প্রায় সমস্ত কলগুলি কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে।

পুষ্করিণীতে বালিকার মৃতদেহ

প্রকাশ, রংপুরদেওয়ানী আদালতের মকলনবীশ মৃত জনার্দ্দন দাসের ৬ বৎসর বয়স্কা দৌহিত্রীর মৃতদেহ তাহার গৃহ সংলগ্নস্থ পুষ্করিণীতে সন্দেহজনক অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উক্ত স্থান সহর হইতে অধিক দূরে [illegible] থানার অধীন।

সংবাদ পাইয়া পুলিস অধিকারে [illegible] স্থান হইতে পুষ্করিণী হইতে মৃতদেহ বাহির করে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া মৃতদেহের নিকটস্থ স্থানে [illegible] কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি এই জঘন্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হয়। পুলিস মৃতদেহটী ময়না তদন্তের জন্য প্রেরণ করে। প্রকাশ, রংপুরের [illegible] প্রত্যেকেই [illegible] প্রতিবেশীর সহিত পরিবারবর্গের সহিত [illegible] থাকায় তাহাকে সন্দেহজনক [illegible] করিয়া তুলিতে পারিতেছে না।

সিকাজ্রাবাদ দাঙ্গার সত্য সংবাদ

[illegible] প্রচার করিয়া কলিকাতার [illegible] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে তাহা সত্য। মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের লোকের [illegible]

হত ব্যক্তির বলা হইয়াছে যে, টাকা চুরির সন্দেহক্রমে হইবার পর তাহারা [illegible] করে। এই হাঙ্গামায় ৪ জন মুসলমান আহত হইয়াছিল। আহতদের কয়েকখানি বাড়ীতে লুটপাট ও কতকগুলি দোকান ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং ২০ জন হিন্দু ও ৬ জন মুসলমান আহত হইয়াছিল। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই অথবা কোন সম্ভ্রান্তবংশের কোন মহিলা লাঞ্ছিত হয় নাই। কোন নারী বা বালক বালিকার অঙ্গে দাঙ্গাকারীরা হস্তক্ষেপ করে নাই। হাঙ্গামা বর্ত্তমানে করায়ত্ত হইয়াছে।

সিকাজ্রাবাদ হইতে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, পাঁচ শত মুসলমান ঢোল বাজাইতে বাজাইতে যে গ্রামে দাঙ্গা বাধিয়াছিল সেই গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হয়। অতঃপর শতাধিক দোকানে ও বাড়ীতে আগুন দেওয়া হয় ও দাঙ্গায় ৩০ জন হিন্দু ও ৮ জন মুসলমান আহত হয়। ৩ জন আহত ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ২ জন দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শুকদেবরাজের আবেদন গৃহীত

বিচারাধীন বন্দীরূপে গৃহীত হইবার জন্য শুকদেবরাজ যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। হাইকোর্টের বিচারপতি কষ্টিন ভাইড এবং কষ্টিন টাপ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমাদিগকে কেন বিচারাধীন বন্দীরূপে রাখার জন্য আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা ট্রাইবিউন্যালের আছে। তদন্তের পর এ সম্বন্ধে আবশ্যক আদেশ প্রদান করা বিচারপতিদ্বয় ট্রাইবিউন্যালকে আদেশ দিয়াছেন।

ট্রাইবিউন্যাল ইতঃপূর্ব্বে সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, কেন কর্তৃপক্ষের পক্ষে শুকদেবরাজকে বিচারাধীন বন্দীরূপে রাখা উচিত, কিন্তু আসামী-পক্ষের কৌঁসুলী হাইকোর্টে এই বলিয়া আবেদন করেন যে, কেন কর্তৃপক্ষ ট্রাইবিউন্যালের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মুসলমান যুবকদের মহোৎসাহে কংগ্রেসের প্রচার-কার্য্য

মৌলভী হাজি মহিউদ্দিন, রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেন ও সহ সভাপতি শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী বাঘমারা থানার অন্তর্গত শাকোয়া নামক স্থানে এক জনবহুল সভায় লোকদিগকে স্বদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে অনুরোধ জানাইয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীযুত লাহিড়ী সকলকে কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং আদর্শকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে বলেন। ইহাতে বহু লোক কংগ্রেস সঙ্ঘভুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, অসহযোগ আন্দোলন শেষ হওয়াবধি জিলার মুসলমানগণ কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য পূর্ব্বে কখনও এত আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করে নাই। জিলার তরুণ কংগ্রেসকর্ম্মীরা মহোৎসাহে কংগ্রেসের প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন।

শ্রীধাম
ফোন— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদী

ভারতের সর্ব্বত্র

গাঁ

সমাজ মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ৯ই জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

কালেক্টর ও গান্ধীজী

গত ৫ই জুলাই মধ্যাহ্নে মহাত্মা গান্ধী কালেক্টরের সহিত তাঁহার ডাক বাংলোয় প্রায় এক ঘণ্টাকাল কথা বার্ত্তা কহেন।

প্রকাশ, উভয়ের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ ছিল, সে সকল সমস্যার সব গুলিরই সমাধান হইয়াছে। যে সকল প্রজা বকেয়া খাজনা দিতে অসমর্থ মহাত্মাজী এইবার তাহাদের একটা তালিকা প্রস্তুত করিবেন। বর্ত্তমান বৎসরের খাজনা সম্বন্ধে কালেক্টর এক তালিকা অনুযায়ী যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন, বর্ত্তমানটির সম্বন্ধেও সেরূপ করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

বোরসাদ তালুকের গানা ও ষণ্ডেশ্বর প্রভৃতি সকল গ্রাম হইতে খাজনা আদায় হইতেছে। শেষোক্ত গ্রাম দুইটীকে মহাত্মাজী খাজনা হইতে রেহাই দিতে বলিয়াছেন। কালেক্টর এই বিষয় বিবেচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বোরসাদে প্রায় ৪০ হাজার টাকা খাজনা আদায় হইতে বাকী। ইহার মধ্যে বাকী খাজনাও আছে। মহাত্মাজী দিল্লী চুক্তির সর্ত্ত পালনের যে চেষ্টা করিতেছেন, কালেক্টর তাহাতে সন্তুষ্ট।

রাস গ্রামে যে মাতাদার আইন অমান্য আন্দোলনে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, সরকার তাঁহাকে পুনর্নিয়োগ না করিবার আদেশ দিয়াছেন। তাঁহাকে পুনরায় নিযুক্ত করিলে বাজেয়াপ্ত জমীর ক্রেতা ধরলাগণ বিপন্ন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করে। অন্যান্য গ্রামে পুরাতন সর্দ্দার দিগকেই পুনর্নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদিগকে স্থায়ীভাবে নিয়োগের আশ্বাস দিলেও মহাত্মাজী নাকি এই বিষয়ে বোম্বাই সরকারের সহিত আবার পত্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন। গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে যে সকল মামলা ছিল, সে সকল প্রায় সব এমন কি, হিংসামূলক কার্য্যের অভিযোগও স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা শান্তিপূর্ণ অবস্থাওয়া সৃষ্টির প্রত্যাহৃত করিয়াছেন।

কালেক্টর ও গান্ধীজী

ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার

বোম্বাইয়ে ভীষণ দাঙ্গা

সৈনিক পুত্রের সমাধিস্থান পরিদর্শন

৬৭ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সন্তরণ

মৈমনসিংহে স্ত্রী ও সন্তান হত্যা

হাথোয়া ডাকাতির মামলা

সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান

মৈমনসিংহে ট্রেণ ডাকাতি

মাদ্রাজে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার

মিয়াংপিয়া এবং পিয়াপোন হইতে ভারতবাসীদের খড়ের গাদা জ্বালাইয়া দেওয়ার খবর আসিয়াছে। থিয়েটমিওতে প্রায় ৫০ জন বিদ্রোহী বন্দুকে সজ্জিত হইয়া আলানমিওর দক্ষিণে একখান গ্রামের ২২ খানা বাড়ী লুণ্ঠন করে। ৩রা জুলাই ৮৭ জন বিদ্রোহী প্রোমে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। হেনজাদা, প্রোম, পেগু এবং খারাবাড়ী হইতে এখনও ডাকাতির খবর আসিতেছে।

হাথোয়া ডাকাতির মামলা

ছাপরার দায়রা জজের এজলাসে হাথোয়া ডাকাতির মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। ১৫ জন আসামীর মধ্যে দুই জনকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। অপর সকলকে ৫ হইতে ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে ভীষণ দাঙ্গা

বোম্বাই সহরের কামাটীপুরা নামক পল্লীতে একদল হিন্দু ও একদল মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে এক জন হিন্দু মারা গিয়াছে এবং ৪ জন লোক আহত হইয়াছে। গত ৫ই জুলাই কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান খেলোয়ারের মধ্যে মতান্তর ঘটে ও দাঙ্গার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। বহু চেষ্টায় ব্যাপার থামাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ৬ই জুলাই রাত্রিতে দুইদলে ঢিল ও বোতলের সাহায্যে দাঙ্গা আরম্ভ করে। দাঙ্গায় ছোরাও চলিতে থাকে। পুলিস উপদ্রুত স্থানে টহল দিয়া ফিরিতেছে। বর্ত্তমানে অবস্থা অনেক শান্ত।

ম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সত্বিস্তার সকলের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

উপযোগিতায় প্রস্তুত ঔষধাবলী

ইহা শুষ্ককাশি, হুপিং কফ, কোঁচকাঠি, অম্বল, বমনেচ্ছা প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে ৬ ফর্মা হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে বালক হইতে বৃদ্ধ সমানে ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটিকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

৮১ নং বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

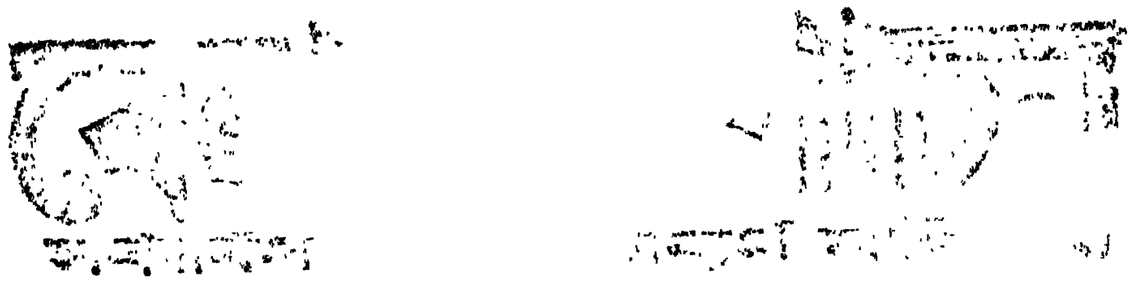

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ঔষধপত্র ভিঃ পিতে পাঠান হয়, ইহাতে ডাকের কোন অতিরিক্ত দিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস- ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ডেমোষ্টিক

মদন অঞ্জন

বটিকার বল ও বীর্য্যবৃদ্ধির ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। ইহা সেবনে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি যাবতীয় দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বনাশিনী ঘৃত"

পুরুষত্বহীনতা রোগে বজ্রপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্ত্রীরোগবিনাশিনী বটিকা"

স্ত্রীরোগের বহু সাধনপদ্ধতি দ্বারা ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

ডাক্তার নাস্তারাম্পন্থী, বেদশাস্ত্রজ্ঞী

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, না বেদনার গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাইবার খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। মফঃস্বল রোগীদের খরচ বাদ করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

ডাঃ পি, এন, ঘোষাল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ বৈকালী, বরিশাল।

অন্য চিকিৎসকদের সাধ্যাতীত কঠিন যক্ষ্মারোগও আনিতে পারেন।

ইহার কার্য্যালয়ের পক্ষে এম, এ, রফিকার, নদীয়া। শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী, ১৩৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাওড়া, কলিকাতা।

একখানি পত্রে। আমি আমার পুত্রের প্রায় ৬ মাস যাবৎ কাল যক্ষ্মার চিকিৎসা করাইতেছি, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ঘোষাল মহাশয়ের মাত্র ১৫ দিন চিকিৎসা করিয়া সে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। (স্বাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর [illegible]। আমাদের [illegible] ষ্ট্রীট, শিবু বিশ্বাসের। কর্ণওয়ালিস [illegible]।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রাহকবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

কোর্ট কোর্ট, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ হং ৫ ৪ হংয়ের ডাকটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৮৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকাঙ্ক্ষানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বল্লভালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ২৩ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৪ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৯ জুলাই ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার ১০৮তম সংখ্যা।

কলের আলয়ে কলঙ্কাগ্নেয়গিরি

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী সভা আজ ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা বঙ্গদেশের বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা মহদুদ্দেশ্য লইয়া প্রাচীন নবদ্বীপ বিস্তৃত ও বিস্তৃত বিষয়সমূহের উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন।

বিদ্যমান জগতে প্রতিকূল ও প্রতিকূল চেষ্টাবিশিষ্ট জনগণের অভাব নাই। এজন্য বৈকুণ্ঠজগতের নিতান্তভক্তের আক্রমণ করিবার অযোগ্য জনগণের পরাজুখতা না। সংসারস্থানের প্রতিকূল ক্রুরপথে—কাপট্য-পথের যাত্রিগণ সেই পথে না চলিয়া নিজ নিজ কুপথ আবিষ্কার করে।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভা—সাধারণ সভা, আর মতলবকারী কুচক্রিদলের কতিপয় ব্যক্তি সেই সাধারণ সভার সভ্যগণের প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষায় প্রণোদিত হইয়া যে মৎসরতার তাণ্ডব নৃত্য করে, তাহা নিতান্ত অধন্য।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিশিষ্ট কতকজন সভ্যের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ঈর্ষা ও মৎসরতা-চালিত হইয়া দুরভিসন্ধির আবাহন উক্ত সভার ইতিহাসপাঠকগণের অবিদিত নহে। তথাপি হুগলির মৃত মোক্তার কান্তিচন্দ্র রাঢ়ি, চুঁচুড়ার কদম-[illegible] কতকগুলি লোকের ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও মৎসরতা-চরিতার্থতা করিবার জন্য তৈলিক প্রতিকূলনামা লোকপ্রিয় কয়েকটির দুমাী। কাশী মহোদয় উক্ত মোক্তার ব্যতীত অন্যান্য লোকগুলির দ্বারা আলোচিত হইয়া এই [illegible] দুষ্কার্য্যের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সহিত গত পঞ্চদশ বৎসর পরমভাবে বিরোধ করিয়াছিলেন।

শিষ্টাচারবিরুদ্ধ চেষ্টাকে কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া স্বদেশহিতৈষিগণের ও বঙ্গবাসী বিদ্বজ্জনের সমগ্র মানবজাতির নিকট উঁহাদের আয়োজনের অনুষ্ঠানে ইনস্টিক একটী অবরবর্ণ মুখক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহাতে তাঁহার প্রকৃতি স্বভাব পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।

শুনা যায়, শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সাধারণ বিভাগের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সম্প্রতি তিনি সম্পূর্ণ অশিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া বিকৃতমস্তিষ্ক-জনোচিত [illegible] কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। "চিত্রে নবদ্বীপ" নামক পুস্তক সঙ্কলনকর্তৃপক্ষের সম্পাদকগণের নিকট এ প্রকার কুকার্য্য করিয়া পত্র লেখায় লেখকের মস্তিষ্কের গতি ঠিক আছে, তাহা সাধারণ লোকের বিচার্য্য হইয়াছে। এই রোগ কি রোগের [illegible] রোগ, না স্বাভাবিক দুর্বুদ্ধির [illegible] তাহা মাদৃশ ব্যক্তির বিচার্য্য নহে, তবে কোন রোগের [illegible]

ইহার প্রতিবিধি দুই প্রকার পূর্ব্বোক্ত এমার্জ হইলে অবৈধ নাথে, আলোচনী সভার কিছু পূর্ব্ব হইতে লক্ষিত হইতেছে। কখনও বা গ্রাম্য-বাক্যাদির অঙ্ক ইহার উক্ত আলোচনা কণ্ঠিত হইতেছে, কখনও বা নানাপ্রকার অশ্লীল অশিষ্টাচার কথা, মিথ্যা কথা, ঘৃণাকারিজনক অঙ্গভঙ্গী কথা, ইত্যাদি প্রচারিণীসভার বিরুদ্ধ ও ব্যক্তিগতভাবে ঈর্ষার কথা মানা ও কার্য্য পরিচিত হইয়া তাহা অংশকারণের রুষাভক্ত ব্যবহারজীবিগণের চেষ্টায় [illegible] বাহির হইতেছে এবং অভিসন্ধিকারণের কতিপয় ভ্রান্তপুর চালকের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। কি অশ্রুতা!

শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এই প্রকার মতলবকারিগণের চক্রান্ত বা লোকবিদ্বেষকর কার্য্যকে জনহিতকর বলিয়া চালাইবার বাসনা নহেন। রুষাভক্তগণ না করিলে তুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবগণের এই প্রকার দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে। তাহারা [illegible] কোন বিষয়ে বিদ্বেষ [illegible] কারণে নিজে স্বয়ং [illegible] প্রচারকার্য্য তাণ্ডব নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভার সভ্যগণ এইরূপ কলঙ্কিত চিত্তবৃত্তিকে সহস্র যোজন দূরে রাখিয়া ভগবৎসেবা করেন। Mahatma [illegible] কোন কোন [illegible] অসৎসঙ্গ [illegible] জনগণের অসৎসঙ্গ কিরূপে [illegible] তাহা [illegible] কোন [illegible] সকলের বিচার্য্য [illegible] লোক [illegible] কলঙ্কাগ্নেয়গিরি [illegible] লাভ করিতেছে, বুঝা যায় না। গৌরসুন্দর তাঁহাদের [illegible] প্রণোদিত করিয়া তাহাদিগকে নিজেদেরই মহিমা হৃদয়ঙ্গম করাইবেন না?

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরাজসরকার সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী পদ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন করিয়া যাহা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে সাধারণ প্রকাশ করা হইল,—

Being invited by the revered Head Master His Holiness Swami Bhakti Pradip Tirtha Maharaj I attended today the conference of the teachers of the Thakur Bhakti Vinode Institute and as requested by His Holiness

I had occasion to address the assembly composed of the teachers and the taught regarding the main aims and object of the Institution.

I was present on the opening day and had the good fortune to listen to the inaugural speech of His Divine Grace, the President of the Institution and this is the 2nd time I visited in its infant stage when I was pleased to observe the good demeanour of the teachers which is a living example for the students to follow and to find that they had by this short time been able to impress on the minds of the young learners the fundamental ethical and theistic principles on which it is based.

It is justly named after that great Prophet Thakur Bhakti-Vinode who appeared in this world in 1838 and was visible up to 1914. His whole life was devoted to weed out the field of devotion sadly adulterated by the Pseudo-Vaishnabs in the middle of the 19th century. He also established before the world the ideal life of a true devotee of the Supreme Lord. It is He who located the Holy Birth-Site of Sree Chaitanya Mahaprabhu at Sree Mayapur and it was His heart's desire that such education be spread all over the world from this centre like the old university of Nabadwip—the then Oxford of Bengal.

On the 21st April last while His Excellency, the Governor of Bengal was pleased to grant me an interview, I spoke to His Excellency about this Institution being started to impart true education to young boys on the basis of religion and morals to prevent them from going astray. The Hon'ble Minister of Education, Khaza Nizamuddin M. A., Bar at-Law, was also delighted to listen to the object of this Academy and expressed his sympathy for such a unique noble cause.

In fine, I fervently invoke the blessings of His Divine Grace for the success and welfare of this Institution.

Sri Mayapur
4th July 1931

Sd/ A. C. Banerjee
Bhaktisastri
President, Editorial
Board "Gaudiya",

অনুবাদ—পূজ্যপাদ প্রধান শিক্ষক স্বামী ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া অদ্য আমি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষকবৃন্দের স্কুল পরিচালনা-সম্বন্ধে যে সভা হয়, সেই সভায় যোগদান করি এবং তাঁহার অনুরোধে শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দপরিবেষ্টিত সভায় ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার সুযোগ হইয়াছিল।

স্কুলের উদ্বোধন দিবসে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং পূজ্যপাদ প্রেসিডেণ্ট মহোদয়-প্রদত্ত প্রথম আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা শ্রবণ করিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। অদ্য আমার এই স্কুল পরিদর্শনের দ্বিতীয় দিবস। আমি শিক্ষকবৃন্দের আদর্শ চরিত্র এবং ব্যবহার দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহাদের চরিত্র বাস্তবিকই ছাত্রগণের জীবন্ত আদর্শস্বরূপ। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহারা এই অত্যল্পকাল মধ্যেই এই স্কুলের মূল উদ্দেশ্য [illegible] ঈশ্বরবিশ্বাস সম্বন্ধে কোমলমতি ছাত্রবৃন্দের চিত্তে রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আচার্য্যপ্রবর শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের নামানুসারে এই স্কুলের স্থাপন ঠিকই হইয়াছে। তিনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহ জগতে আবির্ভূত হইয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রকট ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বিদ্ধবৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ভক্তিরাজ্য দূষিত এবং কণ্টকিত হইলে সেই কণ্টকসমূহ সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি জ[illegible] করিয়াছিলেন। তিনি ধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলীর প্রকাশক। ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাৎকালিক শিক্ষাকেন্দ্র—বাঙ্গালার অক্সফোর্ড নবদ্বীপের ন্যায় এইরূপ শিক্ষা জগতের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হউক।

গত ২১শে এপ্রিল তারিখে সহৃদয় বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর যখন আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে প্রসঙ্গক্রমে [illegible] ও নীতির প্রতিষ্ঠিত এবং কোমলমতি বালকদিগকে বিপথ [illegible] রক্ষা করত শিক্ষাপ্রদানকারী এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের কথা বলিয়াছিলাম।

মাননীয় শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী সাহেব খাজা নিজামউদ্দিন এম্ এ, বার-এট্ ল মহোদয় ও এই শিক্ষামন্দিরের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং এই আবশ্যকীয় সদনুষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরিশেষে আমি শ্রীভগবানের নিকট এই ইন্‌ষ্টিটিউসনের সাফল্য এবং মঙ্গল প্রার্থনা করি।

শ্রীমায়াপুর
৪-৭-৩১

স্বাঃ এ. সি ব্যানার্জ্জি
ভক্তিশাস্ত্রী
প্রেসিডেণ্ট, এডিটোরিয়াল
বোর্ড 'গৌড়ীয়'

কনকের দ্বারে মাধবের সেবা

(২)

যাঁহারা উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, সেই মায়াবাদী মুমুক্ষুগণ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় দ্রব্যই মায়িক ও অসৎ বোধে কনকাদি ত্যাগের কপটতাযুক্ত। তাঁহার ফল্গুচেষ্টা প্রদর্শনমুখে নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া ঘৃণ্য জড়ানন্দেরই প্রার্থী হন। স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুস্পর্শে কোন কোন ত্যাগীবরের (?) হস্ত নাকি স্বভাবতই বক্রাকার ধারণ করে কেহ বা 'যেই টাকা সেই মাটী'—এইরূপ জপ করেন, অতএব তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, ইত্যাকার বহুবিধ ফল্গুত্যাগ চেষ্টার কুনাট্য মায়াহত জীবগণের ভ্রম উৎপাদন করিতেছে। জগৎ সংসারে কনকাশা ত্যাগী বলিয়া পরিচিত হওয়ার যে সুচতুর বাসনা, তাহাও যে জড়ভোগেচ্ছারই অন্য প্রকার পোষাকপরিহিত সজ্জা, স্থূল ভোগি-সমাজ তাহা জানে না বলিয়াই অভক্ত ত্যাগীকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে। ধর্ম্মার্থকামী ভোগলুব্ধ কর্ম্মী এবং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিলিপ্সু, শুষ্কজ্ঞাননিষ্ঠ ত্যাগবাদী, উভয়েই মনোধর্ম্মী; অচিৎ ধর্ম্মের অনুশীলন দ্বারা অধোক্ষজ অদ্বয়সেবাবিজ্ঞানে পারঙ্গত হওয়া যায় না। অকৃত্রিম হরি গুরুবৈষ্ণবদাস্যনিপুণ শুদ্ধভক্ত ভিন্ন শ্রীরাধা-মদনমোহনের চিন্ময় ইন্দ্রিয়তোষণের অপূর্ব্ব সুকৌশলটী আর কেহই অবগত নহেন। তাই প্রাকৃত জগতের কামচিন্তামণিস্বরূপ ভোগপ্রসূ কনকের সাহায্যে অধোক্ষজ কৃষ্ণ-চিন্তামণির সেবাসৌন্দর্য্যসাধনের কথা,—ধনের সদ্ব্যবহারের দ্বারা অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যবিগ্রহ অপ্রাকৃত কামদেবের কাম পূর্ত্তির কথা ভোগী বা ত্যাগী জনসমাজ ধারণা করিতে পারেন না।

জড়কামনা-চঞ্চল নানাদেবদেবী-পূজা-নিষ্ঠ কর্ম্মী জানেন,—'অর্থ না থাকিলে কোন ব্রত হয় না।' ভোগিগণ জড় ভোগপ্রাপ্তির অনুকূল লৌকিক ধর্ম্মাচরণের নিমিত্তই কনক সংগ্রহকে প্রয়োজনীয় মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। প্রাকৃত জনগণের প্রত্যেক কার্য্যে লাভের চিন্তা, এমন কি সুদে আসলে বহু গুণে বর্দ্ধিত কর্ম্মফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে তাঁহারা বৃথা একটী পদক্ষেপও করেন না। তাই পুণ্য ফললাভেচ্ছু হইয়া তাঁহারা গঙ্গাসাগর বা পুষ্করাদি তীর্থে গমন করেন, পতিসহ অক্ষয় স্বর্গবাস কামনায় সাবিত্রী ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাহাদের ঐ সকল পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত অর্থের বিশেষ আবশ্যক। তামস তন্ত্রমতে কালিকাদেবীর পূজায় আড়ম্বর করিয়া দেবীপ্রসাদ (?) মৎস্য মাংসাদির দ্বারা উদর-সর্ব্বস্ব কলিকাঙ্কনগণকে ভোজন করাইলে দেবীভক্ত ও সামাজিক বলিয়া খ্যাতি হয়, অতএব তাহাতেও কর্ম্মিগণের ধনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

বাহ্যতঃ যাঁহাদিগকে ভক্তসজ্জায় সজ্জিত দেখা যায়, পঞ্চোপাসকগণের অন্যতম বিষ্ণু-আরাধক বিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও উপর্য্যুক্ত কর্ম্মিগণেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। তাঁহারাও নানা ইতর কামনাপ্রণোদিত হইয়াই বিষ্ণু-বিগ্রহ সমীপে ভোগরাগাদি প্রদানের অভিনয় করেন। 'কনকের দ্বারা মাধবের সেবা' এই অপূর্ব্ব বাক্যটীর মর্ম্ম গ্রহণে তাঁহারাও অসমর্থ। কৃষ্ণৈকশরণতাপূর্ণ অকিঞ্চন সেবাবৃত্তি বিদ্ধ বৈষ্ণবের মধ্যে নাই। "যদি পুত্রটী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি এ' ডিক্রী পায়, পেঁড়া সন্দেশাদি দিয়া ঠাকুরের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিব" তাহাদেরও এই প্রকার কামকলুষিত চিত্তবৃত্তি দৃষ্ট হয়। অর্থাদি ব্যয় করিয়া ঐ প্রকার বিষ্ণুপূজনও জড়েন্দ্রিয়তোষণেরই নামান্তর মাত্র।

চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড সহ বৈকুণ্ঠ ও গোলোক-পুরের একমাত্র চিন্ময় নিত্যপতি শ্রীরাধা-মাধবের পাদপদ্মসেবায় এবং কৃষ্ণদাসগণের মনোঽভীষ্ট কৈঙ্কর্য্যে যে কনক ব্যয়িত হয়, তাহা প্রাকৃত গুণসম্বলিত সুবর্ণ নহে। স্বর্ণ নামক জড় ধাতুবিশেষ প্রাকৃত বদ্ধ-জীবের প্রধান ভোগসহায়ক হইয়া তাহাকে নরকের দিকে চালিত করে; আর যে কনকসাহায্যে হরিসেবার যোগ্যতা হয়, সর্ব্বভোক্তা শ্যামসুন্দরের পরমাশ্চর্য্য করুণা-রাশির অমল বার্ত্তা দিকে দিকে বিঘোষিত করিয়া ধরাবাসীর নিত্যমঙ্গল বিধান করে, সে কনক মাধবসম্বন্ধীয় বস্তু চিন্তামণিরও সাক্ষাৎ চিন্তামণি স্বরূপ।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দিল্লী গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ হিন্দু-স্থানের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের কথা ইংরেজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করিতেছেন। তিনি আগমোরা, নৈনিতাল, রাণীখেত প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া সম্প্রতি সিমলাতে অবস্থান করিতেছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি নোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। আদ্যম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। স্থূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সুবৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সহ-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার -সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীনবদ্বীপাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্ম-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সাধ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পদে সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সন্নিবেশিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সদ্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার লক্ষ্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীল গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। মূল মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্রশোভিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ।৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জ্ঞানধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

রসকল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

ধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্থন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীবৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে, শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরাবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দ্বি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরলাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীষড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী-শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচক্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ নন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদাবরামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্লালা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

ডাঙরাবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাই শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌড়-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবেশ্বরী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, কাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোরাঙ্গপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

৬৭ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সন্তরণ

গত ৩রা জুলাই শুক্রবার প্রাতে ৬টা ২১ মিনিটের সময় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষকে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের হেদুয়া পুষ্করিণীতে সন্তরণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। সেই দিন হইতে সমগ্র স্কোয়ারটি দিবা রাত্রি সর্ব্বদাই সহস্র সহস্র নরনারী প্রফুল্ল কুমারের সন্তরণ পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

বিশেষতঃ বৈকালে এত লোক সমাগম হইত যে, আর প্রবেশের স্থান পাওয়া যাইত না।

১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকালে কেশব একাডমীতে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃহারা হন।

১৯২১ সাল হইতে তিনি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়া, ১০০ গজ ২২০ গজ, ৪৪০, ৮৮০, এক মাইল, ১৩ মাইল, ১৮ মাইল, ২২ মাইল এবং ২৮ মাইল সন্তরণ করিয়া বহু পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ১৯২৮ সালে বোম্বাই ভিক্টোরিয়া সন্তরণ বিভাগের শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৯ সালে ২৮ ঘণ্টায় ২৭৮ বার হেদুয়া এপার ওপার হইয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট সময় সন্তরণ করিয়াছিলেন। ১৯৩১ সালে ৬৭ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সন্তরণ করিয়া গত শনিবার রাত্র ১২টা ৪৫ মিনিট সময় ঘুমে কাতর হইয়া জলে ডুবিবার উপক্রম হয়, এবং সমস্ত শরীর জড়তাপ্রাপ্ত হয় এবং কঠিন অসাদগ্রস্ত হইয়া অচেতনাবস্থা হইবার লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে জল হইতে তুলিয়া লওয়া হয়।

রাত্রে পাছে নিদ্রাভিভূত হইয়া জলে ডুবিয়া যায় সে জন্য রাত্রে ৩।৪ জন করিয়া লোক সঙ্গে থাকিতে হইত, মধ্যে মধ্যে বন্দুক, কামান পটকা প্রভৃতির জোর শব্দ করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিতে হইয়াছে। কলের গান, রেডিও গান প্রভৃতির সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

মৈমনসিংহ ট্রেণ ডাকাতি

গৌরীপুর ট্রেণ ডাকাতি সম্পর্কে আরও বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মেসের আলী, মনোহর দত্ত এবং সনাতন দে নামক তিনজন পিওন ঈশ্বরগঞ্জের মুন্সেফ ও তথাকার আদালতের কর্ম্মচারীবৃন্দের বেতনের টাকা নিয়া ঈশ্বরগঞ্জ যাইতেছিল। তাহাদের নিকট যথাক্রমে ৫ টাকা ৭ আনা, ১০৯০ টাকা এবং ২৩৪ টাকা ১১ আনা ছিল।

৩৮নং ডাউন ট্রেণ গৌরীপুর ষ্টেশন পরিত্যাগ করিলে ৪জন যুবক উপস্থিত পিওনদের নিকট টাকা চাহে। যুবকদের হস্তে রিভলভার ছিল। একজন রিভলভার হস্তে দরজার নিকট দাড়াইয়া পাহারা দেয় ও অপরাপর যাত্রীগণকে নড়িতে নিষেধ করে। মেসেরআলী ও মনোহর তাহাদের টাকা দিয়া দেয় কিন্তু সনাতন টাকা দিতে অস্বীকার করে। অতঃপর যুবকগণ চলন্তট্রেণ হইতে নামিয়া পলায়ন করে। সাথে সাথেই যাত্রিগণ বিপজ্জনক সিকল ধরিয়া টানে, কিন্তু উহাতে কোনই ফল হয় না। ঈশ্বরগঞ্জে ট্রেণ পৌঁছিলে পুলিশের জনৈক এসিষ্টাণ্ট সাব ইনস্পেক্টার ঘটনার তদন্ত আরম্ভ করেন।

এক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কিছুকাল পূর্ব্বেও অনুরূপ এক ট্রেণ ডাকাতির সময় গাড়ীর শিকল ধরিয়া টানায় কোনই ফল হয় নাই।

এই ডাকাতিতে এখানে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ডাকাতদের এপর্য্যন্ত কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মাদ্রাজে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড

গুন্টা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গুন্টাকুলের নিকটবর্ত্তী কোনাকুণ্ডালা গ্রামে পাঁচটি খুন হইয়াছে।

প্রকাশ যে, দুইটি বিরোধীদল গুন্টী আদালত হইতে ফৌজদারী মোকদ্দমা করিয়া ফিরিতেছিল। পথে তাহাদের মারামারি হয়—ফলে, পাঁচজনের মৃত্যু ঘটে। যেখানে এই দুর্ঘটনা ঘটে সেখানে একজন লোক গলাকাটা অবস্থায় জলন্ত পাগড়ী শুদ্ধ, অপর ৫ ব্যক্তি এবং বন্দুকের গুলীতে আহত তৃতীয় ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। আহত লোকটিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তাহার মৃত্যু ঘটে। ইহা ভিন্ন আরও দুইজন লোক মারা গিয়াছে।

ধর্ম্মনারায়ণ রাও নামে জনৈক উকীলকে একটি গুলীর আঘাতে আহত অবস্থায় পাওয়া যায়। অন্যান্য বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

সৈনিক পুত্রের সমাধি স্থান পরিদর্শন

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় যে সকল নিগ্রো সৈনিক মারা গিয়াছিল, তাহাদিগকে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের নানা স্থানে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। এই সমস্ত সমাধিস্থান পরিদর্শনের অভিপ্রায়ে ৪০ জন নিগ্রো মহিলা প্যারিস আসিয়াছেন। অদ্য ১২ জনকে লণ্ডনে প্রেরণ করা হইয়াছে। তথায় তাঁহাদিগকে ব্রুকউড সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হইবে। তথা হইতে প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া এই সমস্ত নিগ্রো মহিলা যুদ্ধক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। প্যারিসে ইহাদিগকে অভ্যর্থনা করা হইবে।

মৈমনসিংহে
স্ত্রী ও সন্তান হত্যা

মৈমনসিংহের নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে একটি লোককে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। এই লোকটী তাহার স্ত্রী ও দুইটী সন্তানকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে। অপরাধের কারণ এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

মানহানিকর বিজ্ঞাপন
মুদ্রণের জের

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত নামক জনৈক প্রেসের মালিক তাঁহার প্রেস হইতে কতকগুলি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়াছিলেন। উক্ত বিজ্ঞাপনে সিরাজগঞ্জের কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ রায়ের নামে মানহানিকর বিষয় মুদ্রিত হইয়াছিল সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর বিগত নির্ব্বাচন সময়ে উক্ত বিজ্ঞাপন সমূহ প্রচারিত হয় শ্রীযুত দত্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এই অপরাধে ২ শত টাকার অর্থদণ্ড অনাদায়ে ৪ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পাবনার জেলা ও দায়রাজজ শ্রীযুত কে, সি চক্রের আদালতে আপীল হইয়াছিল। জজ আপীল নামঞ্জুর করিয়া দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

উত্তর সান রাজ্যে প্রজাবিদ্রোহ

উত্তর সান রাজ্যে বিদ্রোহীদের উপস্থিতির কথা যে সত্য মাসিওয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েকটিসূত্রে সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পিন-ব নামক স্থানে তিনশত লোকের একটী সভা হয়, এইসব লোকদের নিকট প্রায় একশত বন্দুক ছিল। সভায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা হয়।

সোবওয়ার একটী সংবাদে প্রকাশ একদল বিদ্রোহী সি-ব নামক স্থানে একটী পুলিশদলের উপর গুলী চালায়। গবর্ণমেণ্ট পক্ষের একজন লোক আহত হয়, বিদ্রোহীদের পক্ষে অনেক হতাহত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত গ্রামে দেড়শতের অধিক বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

চোরাই রূপা বাজেয়াপ্ত

পণ্ডিচেরী হইতে ৫ হাজার তোলার অধিক পরিমাণ চোরাই রূপা আনিয়াছিল। ভেলিকুমন, ওলাকুর এবং অন্যান্য স্থানে তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত
হইতে আহ্বান

গত ৫ই জুলাই রাত্রে বোম্বাইয়ে এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছেন "এই যুদ্ধ-বিরতি যদি স্থায়ী শান্তিতে পরিণত না হয় তবে তাহা কংগ্রেসের কোন চেষ্টার ত্রুটীতে হইবে না।"

অতঃপর তিনি বলেন "কংগ্রেস সন্ধির সর্ত্তগুলি পালন করিবার জন্য তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও সেইরূপ করিতে থাকিবে। লাঠির আঘাতে মাথা ভাঙ্গা কিম্বা কারারুদ্ধ হওয়া কংগ্রেস কর্ম্মীদের পক্ষে আনন্দদায়ক নহে। কিন্তু একদিকে এই সমস্ত, অন্য দিকে দাসত্ব—এই দুইয়ের মধ্যে একটী বাছিয়া লইবার সময় যখন হইবে তখন তাঁহাদের সম্মুখে আর অন্য পন্থা থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট যদি জোর করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া তোলেন তবে দেশবাসীকে সেজন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আগামী সংগ্রাম পরবর্ত্তী সংগ্রাম অপেক্ষা আরও ভীষণ হইবে।

অতঃপর বক্তা চম্পারণে মহাত্মা গান্ধীর কার্য্যাবলী বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, সে সময়ে তিনি যে কাজ করিয়াছিলেন তাহা কয়েক বৎসরের মধ্যে পূর্ণ ফলপ্রসূ হইলেও চা-করগণ প্রকৃত প্রস্তাবে চম্পারণ পরিত্যাগ করিয়াছিল। সেইরূপ স্বরাজের সংক্রান্ত ও আপাত দৃষ্টিতে সাফল্যমণ্ডিত না হইতে পারে, কিন্তু অবিলম্বে যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

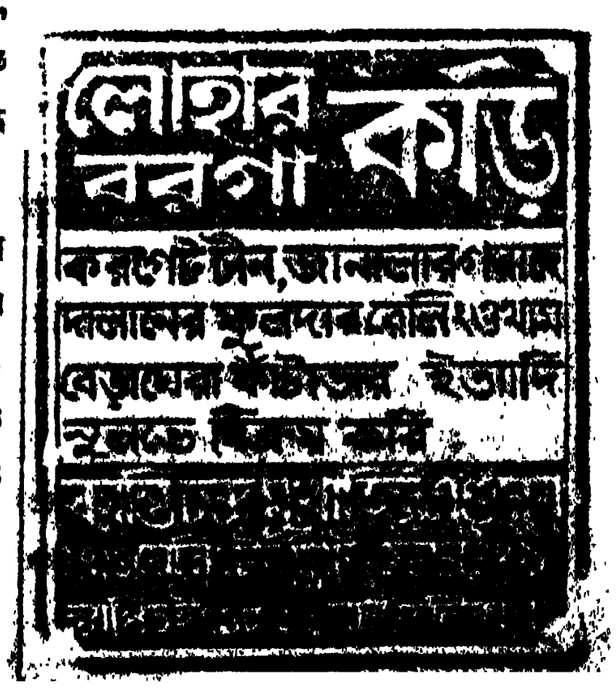

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৻৫

সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে আষাঢ় শুক্রবার, ১৩৩৮, ১০ই জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

আলীপুর জেলে দীনেশের ফাঁসী

গত ৭ই জুলাই প্রত্যুষে ৪টার সময় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কর্ণেল সিম্‌সনের হত্যা মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দীনেশচন্দ্র গুপ্তের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি কারাপ্রাঙ্গণের মধ্যেই হিন্দু প্রথানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

দীনেশচন্দ্র ঢাকা জিলার টঙ্গীবাড়ী থানার যশোলং গ্রামের শ্রীযুত সতীশচন্দ্র গুপ্তের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার বয়স ২০ বৎসর হইয়াছিল। গত জুলাই মাসে তিনি ঢাকা কলেজের বি, এ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় পড়াশুনা ত্যাগ করেন।

তাহার পর গত ৮ই ডিসেম্বর বাঙ্গালার কারা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল এন, জি, সিমসনের হত্যার অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংএ গ্রেপ্তার করা হয়। গুলীর আঘাতে গলদেশে আহত হওয়ার ফলে তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে পাঠান হয়। হাসপাতালের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভের পর তাঁহাকে হাজতে পাঠান হয়।

ফাঁসীর দিবস সহরের পথের মোড়ে ২ পুলিসের অতিরিক্ত ব্যবস্থা দেখা যায়। আলিপুর, ভবানীপুর এবং বড়বাজারে সশস্ত্র পুলিশ এবং সার্জ্জেণ্ট মোতায়েন করা হয়। মঙ্গলবার প্রত্যুষে ফাঁসীর সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে ২ বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বহুবাজার, ভবানীপুর ও সহরের অন্যান্য অঞ্চলের দোকান পাট বন্ধ হইয়া যায়। জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ হরতাল করেন।

ঠিক সংবাদ জানিবার জন্য কারাগারের দ্বারে প্রাতঃকালেই বিরাট্ জনসমাবেশ হয়, কিন্তু পুলিস তাহাদের বিতাড়িত করে। এতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল যে, প্রাতে আলিপুর রোডের দিকে ট্রাম ও বাস চলিতে দেওয়া হয় নাই।

সোমবার দিন প্রাতঃকালে দীনেশচন্দ্রের পিতা মাতা যখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন দীনেশ তাঁহার মানসিক ধৈর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। সেই বিদায় দৃশ্য বড়ই মর্ম্মন্তুদ, বৃদ্ধা জননী আসন্ন পুত্রবিচ্ছেদসম্ভাবনায় অবিশ্রান্ত ভাবে অশ্রুপাত করিতেছিলেন এবং পুত্র শান্ত,সংযত ভাবে মাতাকে সান্ত্বনা দিবার বৃথাচেষ্টা করিতেছিল। দীনেশচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার কোন কথা বলিবার আছে কি না। দীনেশচন্দ্র তাহাতে বলেন, তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তেই তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট যাইতেছেন। তাঁহার এই একটিমাত্র বাসনা অপূর্ণ রহিয়া যাইল যে, তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে মাতৃভূমিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন দেখিয়া যাইতে পারিলেন না

আলিপুরে দীনেশের ফাঁসী

ব্রহ্মবিচ্ছেদ-বিরোধী নেতা, বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

জনসভায় পণ্ডিত জহরলাল

পাবনায় সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

শিউড়ী জেলে অনশন

বোম্বাই মিলে ধর্ম্মঘট—

২৫ হাজার শ্রমিকের কর্ম্মত্যাগ

দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ

ডাকাতের সঙ্গে বৃদ্ধের লড়াই

করাচীতে বিস্ফোরণ

ব্রহ্মবিচ্ছেদ-বিরোধী নেতা বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

ব্রহ্ম দেশীয় স্বরাজ দলের পরিচালক মিঃ আরওয়ার্ডি ইউ, পিউ এবং জি, সি, বি এর সভাপতি মিঃ ইউ, সিউ গত শুক্রবার কলিকাতায় আগমন করিয়া কারমাইকেল কলেজ হাসপাতালে ভিক্ষু উত্তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও বড়লাটের সহিত আলাপ সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। প্রকাশ, ইহারা গোল টেবিল বৈঠকে বিচ্ছেদ বিরোধী দল হইতে উপযুক্ত সংখ্যায় প্রতিনিধি প্রেরণ জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করেন। ইহারা প্রথমে ৫জন প্রতিনিধির কথা বলেন, পরে ৪জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইলেই সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন বড়লাট এ বিষয়টি সদয়ভাবে বিবেচনা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সমাগত নেতৃদ্বয় ভিক্ষু উত্তমকে তাঁহাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশ যাইতে অনুরোধ করেন কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি অনুরোধে সম্মত হন নাই। গত রবিবার প্রাতে মিঃ পিউ এবং মিঃ সিউ স্বদেশে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দাদ, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধাতুভঙ্গ প্রভৃতি যত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ঐশ্বর্য্যবিলাস পাঁচন

সর্ব্বাঙ্গীন স্নায়বীয় অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ন্যায় পরিষ্কার ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রতারল্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অম্বিমান্দ্য প্রভৃতি সকল প্রকার বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ২৲ এক টাকা।

"অমৃতং লক্ষ্মণাদ্যাহ্বি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে যাদুপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া পরিতৃপ্ত করে। মূল্য ৪ তোলা ২৲ টাকা।

"অমৃতরসরসায়নিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সন্তোষপত্নি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, মেডিসিনডক্টর

এম ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এম্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

একমাত্র

পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে না। অগ্রিম সমস্তই খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গভীর রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিশোরীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিশোরীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার দারিয়া) ৬নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন ষ্টেটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই মূল্য পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অমিয়া বিশ্বসংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকথা-সঞ্চারিণী জীবন্তবাণীর সুবিপুল সংগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—গভীর অভিনিবেশ ও প্রয়োজনতাপর নিত্যসাথীমাত্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী তর্কশাস্ত্রী এম্, এস্, এস্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ ২৪ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৫শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১০ জুলাই ইং ১৯৩১ শুক্রবার ১০৯তম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতা

বিষয়—স্বাস্থ্য ও অর্থ

গত ১৯শে আষাঢ় ৪ঠা জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসুন্দর শ্রৌতী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বন্দনানন্তর শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্ম-কৃপায় 'স্বাস্থ্য ও অর্থ' বিষয়ে যে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

অদ্যকার সভায় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার যোগ্যতা আমার নাই। তবে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এবং বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকবর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি গুরুবর্গের আদেশ মস্তকে ধারণ ক'রে, শ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপা সম্বল নিয়ে কিছু বল্‌বার চেষ্টা করব।

'স্বাস্থ্য ও অর্থ'সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃগণ যা' ব'ল্‌লেন, জাগতিক বিচারে তা খুবই ঠিক অর্থাৎ জগতে থাকতে হ'লে স্বাস্থ্য ও অর্থ দু'য়েরই আবশ্যকতা আছে। জাগতিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুইটী বিষয়ের দ্বারা যে আরও কিছু অধিক প্রয়োজন সম্পাদিত হতে পারে, সেই বিষয়েই আমি কিছু বল্‌তে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে প্রকৃত অর্থ কি, তাই জানা দরকার। 'স্বাস্থ্য' কথাটী বল্‌লেই আমরা মনে করি যে, দেহের স্বাস্থ্য অর্থাৎ বেশ সবল-সুস্থভাবে জীবিত থাকা। কিন্তু বাস্তবিক ক'রে আমরা কি দৈহিক স্বাস্থ্য লাভ ক'রে নিত্যকাল বেঁচে থাকতে পারি অথবা যতদিন বাঁচব, ততদিন বেশ সুস্থভাবে অবস্থান কর্‌তে পারি? তা পারি না, কারণ "শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্" এ শরীরটী ব্যাধির আগার। আমাদের বদ্ধাবস্থার ফলে মায়াদেবীর প্রদত্ত ত্রিতাপ যন্ত্রণার অন্যতম আধ্যাত্মিক তাপ আমরা ভোগ কর্‌তে বাধ্য অর্থাৎ যতদিন বাঁচব, আধ্যাত্মিক তাপের যন্ত্রণা দৈহিক রোগ ও মানসিক শোকাদি ভোগ না ক'রে পারব না। তা ছাড়া এ দেহ নিত্য এক ভাবে থাকে না। শাস্ত্রমতে দেহের স্বভাবে ছয়টী অবস্থা বর্ত্তমান—"জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, পরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতীতি ষড়্‌-ভাব-বিকারঃ" অর্থাৎ—দেহের জন্ম হয়, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্‌বুদের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু জগতে কিছুকাল এর অস্তিত্ব থাকে, আবার ইহা এক ভাবে অবস্থান করে না, ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি এবং একটী একটী পরিণামপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শিশু থেকে বালক, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য প্রভৃতিতে পরিণতি লাভ করে। তৎপরে 'অপক্ষয়', যেমন ক্রমভাবে বর্দ্ধিত হ'য়েছিল, সেইরূপ ভাবেই শক্তি প্রভৃতির হ্রাস হতে থাকে, পরিশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন হাজার হাজার চিকিৎসক এসে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে, এমন কি দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও এদেহের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে সমর্থ হয় না। সেই জন্য 'স্বাস্থ্য' কথাটী দেহের জন্য প্রয়োগ করা যায় না। তবে তাহার একটী গূঢ় অর্থ আছে, আমরা যে বিষয়ের অনুসন্ধান করি না। বড় বড় পণ্ডিতও স্বাস্থ্যের কাঙ্গাল, কিন্তু 'স্বাস্থ্য'-শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ টা তলিয়ে বুঝ্‌বার চেষ্টা করেন না। স্বস্থ+স্বার্থে ষ্ণ্য ক'রে স্বাস্থ্য-পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। স্বস্থের ভাবকে 'স্বাস্থ্য' বলে। 'স্ব' অর্থাৎ আত্মা, স্থ অর্থাৎ অবস্থিতি। আত্মার স্থিত হতে পারলেই স্বাস্থ্য লাভ করা যায়। যাঁহারা আত্মস্থ, আত্মারাম, তাঁহারাই স্বাস্থ্যবান্।

দ্বিতীয়তঃ, 'অর্থ' শব্দে কি বুঝায়? আমরা অর্থ বললেই 'টাকা' বুঝি, কিন্তু শাস্ত্রে ব'লেছেন—

সর্ব্বরত্নাকরা ভূমি ধান্যানি পশবস্ত্রিয়ঃ।
অর্থস্য কার্য্যযোগিত্বাৎ অর্থ ইত্যভিধীয়তে॥

সর্ব্বরত্নাকরা ভূমি, ধান্য, (গৃহপালিত) পশু স্ত্রী (পুত্রাদি আত্মীয়স্বজন) প্রভৃতিও অর্থের কার্য্যযোগী ব'লে এ সমস্তকেই অর্থ বা প্রয়োজনীয় বস্তু বলে। যে বস্তু আমাদের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক, তাহাই অর্থ। জাগতিক বিচারে অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, সংসারী লোকের নানাপ্রকার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বহু অর্থের দরকার। তজ্জন্য অনেক ক্লেশও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার তাতে হয় না। টাকা-কড়ি খরচ ক'রে খেয়ে দেয়ে যদি মরেই গেলাম, তবে আর তাতে অর্থের কি সার্থকতা হল?

অর্থ দুইপ্রকার—এক জাগতিক অর্থ, আর এক পরমার্থ। জাগতিক বা লৌকিক অর্থ—অনিত্য, তা থাকে না, বহু ক্লেশ স্বীকার ক'রে প্রাণঢালা পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগ্রহ করলাম, তা একমুহূর্ত্তে চোর-ডাকা'তে নিয়ে যেতে পারে, আগুণ লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে কিম্বা অকস্মাৎ ভূমিকম্প হয়ে অর্থ নিজ আধার-সহ পৃথিবীর অতল গর্ভে প্রবেশ কর্‌তে পারে। কিন্তু পরমার্থ কেউ কেড়ে নিতে পারে না। তাহা নিত্য, তার একটুকু সঞ্চয় কর্‌তে পারলেও অনন্তকাল ধরে তা অক্ষয়, অব্যয়ভাবে অবস্থান করে, কিছুতেই নষ্ট হয় না। কারণ স্বয়ং শ্রীহরি এর রক্ষক। জাগতিক অর্থ খরচ কর্‌লে ফুরিয়ে যায়, আর পরমার্থ যতই খরচ করুন না কেন, ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

জাগতিক অর্থে পঞ্চদশ প্রকার অনর্থ আছে। ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর চরিত্র আলোচনা করলে আমরা এবিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

পূর্ব্বকালে অবন্তীনগরীতে একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি বাণিজ্যাদি দ্বারা কিছু ধন সঞ্চয় করেছিলেন, কিন্তু জ্ঞাতি বা অতিথিগণের অর্থের দ্বারা কোন রূপ সেবা করা দূরের কথা, মিষ্টবাক্যেও তাদের সৎকার করতেন না। এজন্য তাঁর গৃহে কেউ যাতায়াত কর্‌ত না, তিনি একাই যক্ষের ন্যায় ধন আগলে বসে থাক্‌তেন। এই রকমে ধর্ম্মার্থকামবিহীন সেই ব্রাহ্মণের কৃপণতার জন্য পঞ্চযজ্ঞভাগী দেবতারা পর্য্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনাদর করায় পুণ্যভ্রষ্ট সেই ব্রাহ্মণের অর্থ সকলও নষ্ট হয়ে গেল। কতক জ্ঞাতিগণ, কিছু দস্যুতস্করাদিতে, কিছু অগ্নিদাহে, কিছু অন্য লোকে, কতকটা রাজা গ্রহণ করায় তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। তখন সেই

ধনহীন ব্রাহ্মণের পরম দুঃখ ও নৈরাশ্যফলে নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি বল্‌তে লাগলেন,—আমি এতদিন ধর্ম্মার্থকামাদি কোন কিছুই সাধন না ক'রে বৃথা অর্থের জন্য প্রয়াস করলাম। কিন্তু ধনে সুখ পেলাম না। কদর্য্য লোকের ধনসম্পত্তি প্রায়ই সুখের নিমিত্ত হয় না, তাদের ইহলোকে প্রায় অনুতাপ এবং পরলোকে নরক লাভ হ'য়ে থাকে। যেমন সামান্য মাত্র কুষ্ঠ পরম রূপবানেরও রূপ নষ্ট ক'রে ফেলে, তেমনি ধনলোভে যশস্বীদিগেরও যশ এবং গুণবানের গুণ বিনষ্ট হয়ে যায়। অর্থ সর্ব্বদাই কষ্টদায়ক, তার সাধন ও বর্দ্ধনে আয়াস, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয় ও উপভোগে ত্রাস এবং আশে ভ্রম হ'য়ে থাকে। আর চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য এই পঞ্চদশ প্রকার অনর্থ অর্থের মধ্যে আছে, সুতরাং শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি দূর হ'তে এই অনর্থরূপ অর্থকে পরিত্যাগ করবেন। ধনের জন্য ভ্রাতৃভেদ হয়। স্ত্রী, পুত্র, পিতা, বান্ধব সকলের সঙ্গেই অপ্রীতি হয় এবং অতিপ্রিয় লোকও শত্রু হয়ে উঠে। ধন থাকতে যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, জ্ঞাতি, বন্ধু এবং আত্মাকে বিভাগ ক'রে না দিয়ে যক্ষবিত্ত অবলম্বন করে, সে অধঃপতিত হয়। এতকাল ব্যর্থ অর্থচিন্তায় প্রমত্ত হ'য়ে আমার অর্থ, বয়স, বল সবই গেল, এখন বৃদ্ধকালে আমি কি করি? বিদ্বান্ ব্যক্তিও অর্থের চিন্তায় নানা ক্লেশ ভোগ করে। অতএব-

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন মীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনো গ্লবঃ॥

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আজ সর্ব্বদেবময় শ্রীহরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যেহেতু আমার সংসার উত্তরণের উপায়স্বরূপ এই নির্ব্বেদ উপস্থিত হ'য়েছে, এটী শ্রীভগবৎকৃপা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এইরূপে ঐ ব্রাহ্মণ অনর্থকর অর্থের পরিণাম দর্শন ক'রে কায় মনোবাক্যে শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। (ক্রমশঃ)

অক্ষজজ্ঞানকেন্দ্রিক জগতে

মাধবের সেবা

(৩)

হরিভক্তগণ নিখিল বিষয়সমূহের দ্বারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনপদ্ধতি জানেন বলিয়াই তাঁহারা জীবন্মুক্ত। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত উত্তম ভক্তের মহিমা কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে কহিতেছেন,—"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" কৃষ্ণসম্বন্ধে নিরুদ্ধযুক্ত শুদ্ধকৃষ্ণদাস ব্যতীত কেহই কনকাদি বিষয়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার জানেন না। এই জন্যই গৌরপার্ষদশ্রেষ্ঠ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥" —এই শ্লোকের অবতারণা দ্বারা ফল্গুত্যাগ চেষ্টার নিরর্থকতা ব্যক্ত করিয়াছেন। অহৈতুক দয়াময় গোস্বামিবরের সিদ্ধান্তমর্ম্ম আরও সুবিস্তৃত করিয়া ভ্রান্ত জগদ্বাসীর হিতসাধনকল্পে করুণার্দ্রচিত্ত জগদাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অতি সহজ ভাষায় অপ্রাকৃত সুরে গাহিলেন,—'শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল। 'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥" শ্রীহরিসেবায় আনুকূল্যকারী বিষয়সমূহ প্রাপঞ্চিকবোধে বর্জ্জন করা যে অজ্ঞজনের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াও জড়-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহেরই কুবাসনা, তাহা শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মপরাগলব্ধ ভাগ্যবান্ জন ভিন্ন ভোগী বা ত্যাগীকুল বুঝিতে পারে না। "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব। আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত, বিষয়সমূহ সকলই মাধব॥" প্রাকৃত মনোধর্ম্মীসঙ্ঘের প্রচারিত অসত্যের তমিস্রাবৃত যবনিকা ভেদ করিয়া উপরিউক্ত পরম বাস্তব সনাতন বাণী-সূর্য্যের অরুণ আভা ভূলোকে গোলোকের সম্পৎ-শোভা বিতরণ করিতেছে। মহাবদান্য গৌরপ্রেষ্ঠ আচার্য্যবরের করুণাবিগলিত এই শ্রীমুখবাণী, ভুক্তি মুক্তি-পিশাচীর মনোহর রূপমুগ্ধ জীবমুগ্ধকে মায়াগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া পরম সেব্য অপ্রাকৃত কাম দেবের কামতর্পণ-চেষ্টায় নিযুক্ত করিতেছে। নিখিল জগতের যাবতীয় বস্তু দ্বারা নিরন্তর হরিসেবা করাই যে শুদ্ধজীবস্বরূপের একমাত্র কৃত্য, তাহাই যে অর্থদ্বারে পরমার্থ সেবন, এই অলৌকিক সত্যগাথা প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্মের সুকৃতম আচারবান্ প্রচারক আচার্য্যদেব ভিন্ন কে জানাইতে পারিত? অনর্থের কুহক-বিপণি অর্থ যে ভোগের চরম লক্ষ্য ভোগবতী স্বর্গ বা মোক্ষের বিপুল প্রলোভন ত্যাগ করিয়া আত্মারাম মুনিগণেরও অলভ্য কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা-সৌরভে সুরভিত পরমার্থের অতুলসম্ভারে সুশোভিত হইতে পারে, উহা যিনি বাস্তব দৃষ্টান্তের দ্বারা মুক্ত কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই পরমোদার মহাপুরুষের অপূর্ব্ব করুণালোক আমাদের অন্ধকার চিত্তগুহাতে উদ্ভাসিত হউন। তদীয় পাদপদ্মসুধাসিক্ত ভক্তপথের শ্রীচরণেই আমরা কনকের ব্যবহার সম্বন্ধে সুশিক্ষা পাইতে পারিব, জগতের অন্যত্র নহে

কলিযুগে ধ্যান অসম্ভব

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিসাগর বি,এল)

আমাদের অনেকেরই ধারণা—ধ্যানই শ্রেষ্ঠ সাধন; কারণ উহাতেই প্রকৃত তুচ্ছতা নাশিত হইয়া থাকে, প্রাণায়ামের ধ্যান-ধারণাদি দ্বারাই চিত্ত স্থির হইয়া থাকে। আমাদের চিত্তবৃত্তি বড়ই চঞ্চল। চিত্তবৃত্তিকে বিরোধ করা বা স্থির করা বড়ই দুষ্কর। আমাদের বিশ্বাস, বায়ুর ন্যায় চঞ্চল চিত্তবৃত্তিকে দমন করিতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান দ্বারাই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে প্রত্যাহৃত করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অতএব ধ্যানই শ্রেষ্ঠ সাধন। বর্ত্তমান কাল—কলি অর্থাৎ বিবাদ বা তর্কের যুগ। এখন শ্রৌতপথের পরিবর্ত্তে তর্ক-পথেরই অধিক আদর। তাই প্রত্যেক কথাতেই আমরা যুক্তিতর্কের আবাহন করিয়া থাকি। কলিযুগে ধ্যান অসম্ভব' এই কথাটী সহজে আমরা গলাধঃকরণ করিতে প্রস্তুত হই না, যুক্তি-তর্কের দ্বারা ইহার মীমাংসার আবাহন করিতে থাকি

সাত্বত শাস্ত্র কিন্তু বলিতেছেন যে, কলিকালে ধ্যানের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। লোকের চিত্তবৃত্তি সদাসর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত সুতরাং এখন বিষ্ণুর ধ্যান করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ-পর বিষয়ে আমরা অভ্যস্ত হওয়ায় ধ্যানের প্রারম্ভে বিষয়ই আমাদের ধ্যানের গোচরীভূত বস্তু হইয়া পড়ে। কাজেই অধোক্ষজ ধ্যানের সম্ভাবনা অতি অল্প। ধ্যান-প্রণালী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আমাদের বিচার করা আবশ্যক যে, কে ধ্যান করিতেছেন, কাহার ধ্যান করিতেছেন এবং সেই ধ্যানই বা কি? আমরা মনোধর্ম্মী জীব, মনোধর্ম্মই আমাদের প্রবল। আমাদের মন যখন বিষয়কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে সাময়িক বিশ্রাম দিবার যে চেষ্টা বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা, তাহাই মনোধর্ম্মী সম্প্রদায়ের 'ধ্যান' বলিয়া কথিত। যেখানে ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের নিত্যত্ব নাই, সেখানে ধ্যানটিও অনিত্য উপায়বিশেষ, উহা নিত্য উপেয় নহে। ঐরূপ সাময়িক নশ্বর ধ্যানদ্বারা কোন লাভ হয় না।

ধ্যানধারণাদি দ্বারা চিত্তের পরিশ্রান্ত ভাবের ক্ষণিক লাঘব ঘটিলেও তন্মুহূর্ত্তেই চঞ্চলস্বভাব মন ধ্যানীকে নানাপ্রকার বিষয়সাগরে মগ্ন করায়। ধ্যেয় বস্তুর স্থিরতা রাখিতে না দিয়া ধ্যান প্রতি-মুহূর্ত্তে নূতন নূতন ধ্যেয় বস্তু গ্রহণ করে ও পুরাতন ধ্যেয় বস্তুকে ভাঙ্গিয়া দেয়। ধ্যানী নিজের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারায় সে জানিতে পারে না যে, কখন মনের পাল্লায় পড়িয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মনকে বশীকৃত করিতে গিয়া, মনের প্রভু সাজিতে গিয়া, ধ্যানী মনের বশ বা দাস হইয়া পড়ে। বিষয়ের ধ্যানকেই সে 'ধ্যান' বলিয়া মনে করে এবং বিষয়গুলিই তাহার ধ্যেয়—এইরূপ আত্মপ্রবঞ্চনামূলক প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হয়। ধ্যানধারণাদি আরোহবাদের চেষ্টায় পরমার্থ দুর্লভ, তাহাতে অল্পজীবনের অতি মূল্যবান্ সময় নষ্ট হয় মাত্র। যে ধ্যানে ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের নিত্যত্ব নাই, সেইরূপ ক্ষুদ্র চিত্তের তৎকালীন কল্পনাও আনন্দ দিতে পারে না।

ধ্যানের দ্বারা বাহ্যিক ক্লেশ বা চাঞ্চল্য রোধ হইলেও অন্তরের ক্লেশ অর্থাৎ মানসিক চাঞ্চল্য রুদ্ধ হয় না। আরোহবাদী ধ্যানী অজিত ভগবান্‌কে ধীর, সুস্থ পুরুষকার দ্বারা জয় করিবার বৃথা চেষ্টা দেখাইয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী এবং দায়গ্রস্ত হইয়া পড়েন। অনধিকার-প্রয়াস ব্যক্তিগণ নিজ চেষ্টায় ভগবানকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। অন্ধকার রাত্রিতে নিজ চেষ্টায় সূর্য্যদর্শন করিবার চেষ্টার ন্যায় ভগবান্‌কে দর্শন করিবার ঐরূপ চেষ্টা একবারে নিষ্ফল হইয়া থাকে। তাঁহার তুষরাশিতে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তণ্ডুল পাইবার আশায় বৃথা ক্লেশ স্বীকার করেন মাত্র। কলি-যুগে হরিকীর্ত্তন যেমন একাধারে উপায় এবং উপেয় উভয়ই, ধ্যান কিন্তু সেরূপ নহে। ধ্যান অধিকারী ও অনধিকারী বিচার করে, তাই ধ্যান সকল অবস্থার সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না।

ধ্যেয় বস্তু বাস্তবসত্য বস্তু হওয়া আবশ্যক, ধ্যানের বাস্তব নিত্যসত্তা থাকা আবশ্যক এবং ধ্যানক্রিয়াও নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় অপ্রতিহতভাবে বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। নতুবা প্রকৃত ধ্যান হয় না। বর্ত্তমানকালে বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিতে কলিকলুষপূর্ণ হৃদয়ে ধ্যেয় বস্তু সর্ব্বদা নিজরূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে। যে সকল বিষয় আমরা অক্ষেন্দ্রিয় দ্বারা দেখি, তাহাই আমরা ধ্যান করি। আমাদের অক্ষেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়গুলিই আমাদের ধ্যেয় বস্তু হয়, নিত্য বাস্তব অধোক্ষজ বস্তু আমাদের ধ্যানের গোচরীভূত হন না। সত্যযুগে বাস্তব অধোক্ষজ ধ্যানের গোচরীভূত হইতেন, কিন্তু বর্ত্তমান বিবাদযুগে সত্য অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে, সুতরাং সত্যের সাধনপ্রণালী কলিযুগের বিক্ষিপ্তচিত্তের পক্ষে কার্য্যকরী হয় না; বিক্ষিপ্ত মনের দ্বারা প্রাকৃত ধ্যেয় বস্তুর ধ্যান হইয়া যায়। আমরা কর্ম্মমার্গের পথিকগণের যে সকল বিষয় ধ্যান করি, তাহা ধ্যান করিলে আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তিই বাড়িয়া যাইবে। কলিকালে আমাদের যোগ্যতার নিষ্পাপ, নির্জ্জন অবিক্ষিপ্ত চিত্তের অভাবনিবন্ধন ধ্যান সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্যই শ্রীভাগবত বলেন,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদাদি কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে অভি-সম্বন্ধাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কখনো প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ রয়েল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কখনো প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে রয়েল ক্রাউন আটপেজী ফরমায়ে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকানুগতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিষয়সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভবসিদ্ধানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক— ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রয়েল ব্রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতক—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণগৌরত)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীপাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাচ্য (লাহোর), বেদান্তরত্ন মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ৪টি নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅবদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ ধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকসাধারণ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, অল্পপঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ভক্তিকুলাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীহরিসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গৌরদাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদরাঘবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

জনসভায় পণ্ডিত জহরলাল

বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটীর যে সভা হইবে, তাহাতে যোগদান করিতে যাইবার পূর্ব্বে কোন গ্রামের এক জনসভায় বক্তৃতাকালে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বলেন—কবে আমাদের আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইবে, কবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। তিনি ইতিমধ্যে কৃষকদিগকে তাহাদের সংগঠন শক্তিবৃদ্ধি করিতে বলেন, পণ্ডিতজী আরও বলেন যে, অত্যাচারের সম্মুখে জনসাধারণ যে নির্ভীক হইতে শিখিয়াছে, গত আন্দোলনই তাহার প্রমাণ এবং গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হইয়া শান্তির কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য আপোষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি প্রজাদের অহিংস হইবার উপদেশ দিয়া বলেন যে, স্বরাজ বা 'পঞ্চায়তীরাজ' প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদেরও অভাব দূর করা হইবে।

ডাকাতের সঙ্গে বৃদ্ধের লড়াই

ডিব্রুগড় হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী নাগাখুলি নামক স্থানের জনৈক মাড়বারী দোকানদারের বাড়ীতে ডাকাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল ঘটনার দিন মধ্যরাত্রিতে ৭।৮ জন লোক দা ও লাঠি লইয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধ গৃহস্বামী তাহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন তস্কর্‌রা তাঁহাকে কয়েক বার দা'র কোপ মারে বৃদ্ধের যুবতী কন্যাও আসিয়া পিতাকে সাহায্য করে সেও দা'র আঘাতে গুরুতররূপে জখম হয় ঘটনার দিন রাত্রিতে একজন অতিথি আসিয়া ঐ বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল সেই ব্যক্তিও ডাকাতদের সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিবার চেষ্টা করিলে তুরুতুরুরা তাহার অঙ্গেও কয়েকস্থানে প্রচণ্ড কোপ মারে পরিশেষে ডাকাতরা ভীত হইয়া কিছু না লইয়াই মোটরে আরোহণ করিয়া পলায়ন করে।

বগুড়া জেলা কংগ্রেসে গোলযোগ

গত ৫ই জুলাই শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসুর সভা নেতৃত্বে বগুড়া কংগ্রেস কমিটীর বাৎসরিক ভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে প্রবেশের জন্য টিকিট প্রথা প্রচলন করা হইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও আনুমানিক পাঁচশত লোক কংগ্রেস সভায় যোগদান করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে এই উপলক্ষে ডাক্তার দাশগুপ্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন খাঁটী কংগ্রেস সভ্যগণ ব্যতীত যাহারা সভায় যোগদান করিয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সভায় কার্য্য পণ্ড করা। এই উদ্দেশ্যে তাহারা এক স্থগিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করে। প্রতিপক্ষের ভোটে উহা বাতিল হইয়া যায় এবং সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হয়।

শিউড়ী জেলে অনশন

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিচারাধীন আসামী অম্বিকা বাবু যিনি বর্ত্তমানে চিকিৎসার জন্য শিউড়ী জেলে আছেন। গত ২৮শে জুন হইতে সকালে ৬টা, বেলা ১২টা ও বৈকালে ৬টায় দৈনিক এই তিনবার করিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র তল্লাস করা হয় বলিয়া প্রতিবাদস্বরূপ তিনি প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

আগ্নেয়াস্ত্র ও অপরাপর অস্ত্র তাঁহার কক্ষের প্রাঙ্গণে রহস্যপূর্ণভাবে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া জেল কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হওয়ায় এই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাসের ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

অম্বিকা বাবু যক্ষ্মা রোগে অসুস্থ স্বাস্থ্যে দিনের পর দিন প্রায়োপবেশনের ফলে মারাত্মক ভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

খারাপ খাদ্য দেওয়ার ও চিঠি পত্র কলিকাতার গোয়েন্দাদের তদারকের ফলে তাঁহার নিকট পৌঁছায় না বলিয়া প্রতিবাদস্বরূপ অম্বিকাবাবু প্রায় এক মাস পূর্ব্বে একদিনের জন্য প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ

ভারতীয় রাজ্য ও সত্যাগ্রহ শীর্ষক প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী "জীবন" পত্রে লিখিয়াছেন, সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে যে আপোষ হইয়াছে; ভারতীয় রাজ্য সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য নহে। ভারতীয় রাজ্যে আইন অমান্য আন্দোলন চালান হয় নাই। ইচ্ছা করিলেও সরকার বর্ত্তমান আপোষের সর্ত্তে ভারতীয় রাজ্যগুলিকে বাধ্য করিতে পারিতেন না। আপোষের সর্ত্তে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজারা ও শাসকগণ কেহই বাধ্য নন, কাহাকেও উহার নীতিতে বাধ্য করা যাইবে না। প্রজারা সত্যাগ্রহ চালাইতে ও আইন অমান্য করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যদি অযথা ভাবে সত্যাগ্রহ করিয়া তাঁহাদের শক্তি ক্ষয় করেন, তাহা হইলে স্বরাজ বিলম্বিত হইবে।

মহাত্মাজী প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় রাজ্যের প্রজারা যদি আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁহারা গঠন কার্য্যে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে উদ্দেশ্যটা সহজেই সিদ্ধ হইবে। বৃটিশ ভারত যখন স্বরাজ লাভ করিবে, তখন ভারতীয় রাজ্যের অনেক সমস্যার সমাধান আপনা-আপনিই হইয়া যাইবে।

করাচীতে বিস্ফোরণ

সিন্ধ ক্লাবের ষ্টুয়ার্ড মিঃ এ, ক্রুচার তাঁহার স্ত্রী ও বন্ধু সেন্ট্রাল হোটেলের ম্যানেজারের সহিত শনিবার রাত্রিতে ভিক্টোরিয়া রোডে বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় পশ্চাৎদিক হইতে এক ব্যক্তি সাইকেলে আসিয়া কি একটা জিনিষ তাঁহাদের উপর নিক্ষেপ করে। জিনিষটা খুব শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আহত হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা ধাক্কা সামলাইয়া উঠিবার পূর্ব্বে সাইকেলাচারী অন্তর্হিত হয়। জিনিষটা পটকা বলিয়া মনে হয়। বিস্ফোরণটা সিন্ধুর কমিশনারের অফিসের সম্মুখে ঘটে। রাস্তার অপর পারে যুনিয়ন ক্যাক ক্লাব। ক্লাবের বাটী সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। ক্লাবটি সৈন্যদের উপকারার্থে।

বোম্বাই মিলে ধর্ম্মঘট
২৫ হাজার শ্রমিকের কর্ম্মত্যাগ

বোম্বাইয়ের তায়াপোদায় মিলের ২৫ হাজার শ্রমিক বেতন বৃদ্ধি দাবী করে। পরে তাহারা কাজ করিতে অমত করে ও মিল ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া যায়। ফলে ৬ই জুলাই ঐ মিল একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

পেডী হত্যার মামলা

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডীর হত্যার মামলার দিন গত ২রা জুলাই তারিখে ধার্য্য ছিল। জ্যোতিঃজীবন ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রামশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও বিবেকানন্দ বসু—এই ৪ জন আসামীকে ঐদিন বিচারক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সময় প্রার্থনা করিয়া বলেন যে, পুলিস এখনও তদন্ত শেষ করিতে পারে নাই।

আগামী ১৬ই জুলাই পর্য্যন্ত এই মামলা পুনরায় মুলতুবী রহিল।

রেঙ্গুণে বিদ্রোহী নিহত

ব্রহ্মের বিদ্রোহের যে বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ গত শনিবারে বিদ্রোহীদিগের সহিত শান রাজ্যে সরকারী ফৌজের যে সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে তাহাতে ১৫০ জন বিদ্রোহীর মধ্যে ৭০ জন নিহত হইয়াছে। বিদ্রোহীদের ২১টি বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রও হস্তগত হইয়াছে।

বেলুচি বাহিনী কেনজাদা জিলার ইয়েনাঙ্গ ষ্টেশনের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত বিদ্রোহীদের একটী শিবির আক্রমণ করিলে বিদ্রোহীরা দেশী কামানের সাহায্যে গোলা বর্ষণ করিতে থাকে।

বেলুচি বাহিনীর আর একটী দল গভীর জঙ্গলের মধ্যে বিদ্রোহীদের আর ১টি দলকে আক্রমণ করে। এইদলের ১৫ জন বিদ্রোহীর প্রতি তখনই গুলী বর্ষণ করা হয়।

উক্ত উভয় সংগ্রামে বিদ্রোহী দলে যে কতজন হতাহত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই, তবে সরকারপক্ষে কেহ হতাহত হয় নাই।

পারাবডি জিলায় সশস্ত্র বিদ্রোহীরা অলঙ্কারাদি লুঠ করিয়াছে এক স্থানে পুত্র সহ এক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। উহারা পরে পিতাকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু তাহার পুত্রকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

ইনসিন জিলায় সশস্ত্র ডাকাতরা ২টি স্থানে ডাকাতি করিয়াছে। একটি স্থানে তাহারা গৃহস্বামীকে হত্যা করিয়াছে।

প্রোমে গত সপ্তাহে আরও ২০৯ জন বিদ্রোহী আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে।

ব্রহ্ম গভর্ণর ও হাঙ্গামা অঞ্চলের কমিশনার গত ৫ই জুলাই প্রোম যাত্রা করিয়াছেন। ৬ই সকালে তিনি খাই-য়েটমাইও পঁহুছেন।

পাবনায় সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত

গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সভার নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ৫ই জুলাই প্রাতে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে পাবনায় আগমন করিলে পর তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করা হয়।

কংগ্রেস কার্য্যালয় প্রাঙ্গণে জিলা কংগ্রেস কমিটী এবং পাবনা নারীসত্যাগ্রহ কমিটী শ্রীযুত দাসগুপ্তকে অভিনন্দন প্রদান করেন। অভিনন্দনপত্র খদ্দরে মুদ্রিত ছিল এবং সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

শ্রীযুত দাসগুপ্ত উভয় অভিনন্দনের উত্তর যুক্তভাবে প্রদান করেন এবং সভাস্থ সকলকে চরকা ও খদ্দর ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়া বলেন চরকা ও খদ্দর ভিন্ন স্বরাজ লাভ অসম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কংগ্রেস কমিটীর বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া সকল কংগ্রেসকে গ্লানিমুক্ত করার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। তিনি ইহাও বলেন যে, কেবল মাত্র সত্যের ভিত্তির উপর আমাদের বর্ত্তমান সংগ্রাম অবলম্বন হইতে পারে।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চিকিৎসা
[illegible]

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৮৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬] সম্পাদক—শ্রীহতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৮, ১১ই জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

বর্ম্মা সমস্যায় মহাত্মাজী

বর্ম্মার ভারতীয়দের প্রতিনিধি-মণ্ডলীর শ্রীযুত এস, এন. হাজী, আর, গোপাল আয়েঙ্গার ও ডাঃ আর, ডি ডুগল—যাঁহারা বার্ম্মার বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে সংপ্রতি রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহারা গত ৭ই মহাত্মা গান্ধীর বাসভবনে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা বার্ম্মার বর্ত্তমান অবস্থা, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ হইতে বার্ম্মার উচ্ছেদ সংক্রান্ত ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা করেন।

নবাবের হারেমে ৯টি অপহৃতা যুবতী আবিষ্কার

নবাব নাসিরজঙ্গ বাহাদুর নামক হায়দ্রাবাদের একজন বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও জায়গীরদারের প্রাসাদের মধ্যে পুলিস ৯টি অপহৃতা যুবতীর সন্ধান পাইয়াছে। যুবতীদের মধ্যে ৮ জন মুসলমান এবং এক জন হিন্দু। এই ব্যাপার অবলম্বনে হায়দ্রাবাদের জনসাধারণের মধ্যে যুগপৎ রোষ ও আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। এই যুবতীদিগকে কিছু [illegible] বুঝিয়া পাওয়া যাইতে-[illegible]

প্রকাশ, পুলিশ ৮ জন নারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই সকল [illegible] অপহরণের জন্য দায়ী। এই ব্যাপার অবলম্বনে বেশ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইতেছে।

বর্ম্মা সমস্যায় মহাত্মাজী

নবাবের হারেমে ৯টী অপহৃতা যুবতী আবিষ্কার

ডাকাত ও পুলিশে লড়াই

বড় লাটের কথায় আপত্তি

মহিলা সভায় মালব্যজী

মহাত্মাজী কর্ত্তৃক বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব

বোম্বাই যুব সঙ্ঘ

আমেদাবাদ জনসভায় মালব্যজী

শান্তিসর্ত্ত পালনে গান্ধীজী

ডাকাত ও পুলিসে লড়াই

লাহোর লাংঘিয়ানা নামক স্থানে ডাকাত ও পুলিসদের মধ্যে লড়াই হইয়া গিয়াছে এবং সেই সংঘর্ষের মধ্যে উভয় পক্ষই গুলী চালাইয়াছিল। প্রকাশ, একদল ডাকাত উক্ত গ্রামে হানা দিতে যাইতেছে শুনিয়া মোঘার ডেপুটী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল পুলিস লইয়া তথায় যান এবং যে স্থানে ডাকাতগণ লুকাইয়াছিল, তাহা ঘিরিয়া ফেলেন। প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরিয়া উভয় পক্ষের গুলী-বর্ষণ চলিয়াছিল।

লড়াইয়ের ফলে সুন্দর নামক একজন ডাকাতের মৃত্যু হয়। দুইটি হত্যাকাণ্ড এবং ১৫টি ডাকাতী সম্পর্কে পুলিস তাহার খোঁজ করিতেছিল। তাহার সঙ্গিগণ কয়েকটি দুনলা বন্দুক ও ১৮টী অব্যবহৃত কার্ত্তুজ ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করে।

বড় লাটের কথায় আপত্তি

পার্লামেণ্ট মহাসভার রক্ষণশীল দলের সদস্য মিঃ ব্র্যাকেন এই মর্ম্মের এক প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন যে, রাজপ্রতিনিধি লর্ড উইলিংডনের ২৮শে জুনের বক্তৃতা নিন্দনীয়। মিঃ ব্র্যাকেন এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অবিলম্বে শাসন সংস্কারের ব্যবস্থায় ভারত সরকারের অনেক কাজ করিয়া যাইবে বুঝিয়া তিনি আশা করেন, লর্ড উইলিংডনের এইরূপ কথায় লঘুতা ও পরাজয়ের ভাব সূচিত হয়। তাহাতে ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্ব নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ হইবে।

শান্তিসর্ত্ত পালনে গান্ধীজী

মহাত্মাজীর সেক্রেটারী শ্রীযুত মহাদেব দেশাইয়ের নিকট গান্ধীজী লণ্ডনে কোথায় আসিবেন, এই প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, [illegible] কিছুই স্থির করা হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মিস্ মুরিয়েল লেষ্টারের নিকট তাঁহার বাড়ীতে একটু থাকিবার স্থান হইবে কিনা, এইজন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আর [illegible] কিছুই স্থির করা হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী বড় লাটের নিকট শান্তি সর্ত্ত সম্পূর্ণরূপে পালিত হইতেছে কিনা, তাহা বিচার করিবার জন্য সালিসী বোর্ডের প্রার্থনা করিয়া শেষ ঘোষণা প্রেরণ করিয়াছেন—এইরূপ যে সংবাদ রটিয়াছিল, মিঃ দেশাই তাহা অস্বীকার করেন। কিন্তু তিনি ইহা বলেন যে, মহাত্মা গান্ধী শান্তি সর্ত্ত সংক্রান্ত সকল ব্যাপারই ওয়ার্কিং কমিটীর নিকট উপস্থাপিত করিয়া ইহার বিচার [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতি

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা।

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস- ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারী

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাজ্বালি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ত্তনিকদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

বর্ষ ৬ষ্ঠবর্ষ | ২৫ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৬শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১১ জুলাই ইং ১৯৩১ শনিবার | ১১০তম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতা

বিষয়—স্বাস্থ্য ও অর্থ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০৯তম সংখ্যার পর)

পাঁচ বৎসরের বালক প্রহ্লাদ তাঁর সহপাঠীদিগের নিকট যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই কথাগুলি শিক্ষার্থীমাত্রেরই শোনা দরকার। তা'হলে তাঁরাও প্রহ্লাদের আদর্শে জীবন গঠন করতে পারবেন। অর্থ-সম্বন্ধে তাঁর বাণী এই (ভাঃ ৭।৬।১০)—

কোঽর্থস্তৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি
য ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ
সেবকো বণিক্॥

যে অর্থ প্রাণাপেক্ষাও অভীষ্টতর, সেই অর্থের তৃষ্ণা কোন্ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ত্যাগ করতে সমর্থ হয়। তস্কর, সেবক এবং বণিক্—ইহারা নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন ক'রেও অর্থোপার্জ্জনের জন্য যত্ন করে।

পুনরায় বল্‌ছেন,—

রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো
গৃহা মহী কুঞ্জরকোষভূতয়ঃ।
সর্ব্বেঽর্থকাম্যা ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ
কুর্ব্বন্তি মর্ত্ত্যস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ॥

অর্থ, ভার্য্যা, গবাদি পশু, পুত্রাদি, গৃহ, ভূমি, হস্তী, ধনাগার, ঐশ্বর্য্য, অস্ত্র এবং মানুষের পরমায়ু—সমস্তই অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর; সুতরাং ঐ সকল অস্থায়ী বস্তু মানুষের কি প্রিয়কার্য্য করতে পারে? বিশেষতঃ তা'র দুর্লভ মনুষ্যত্বই অনিত্য।

সেইজন্যই প্রহ্লাদ অসুরবালকগণকে ব'লেছিলেন,—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্
ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনুষ্য জন্ম লাভ ক'রে সুখার্থ অন্য প্রয়াস পরিত্যাগ ক'রে কৌমার বয়সেই ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান করবেন। কারণ, সংসারে মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ, তাতে আবার অনিত্য; কিন্তু অর্থদ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী হলেও তার দ্বারা অর্থ লাভ করতে পারা যায়। কি 'অর্থ'? মনুষ্যজীবনের চরম ও পরম প্রয়োজন কৃষ্ণ প্রেম, এই অর্থ সাধনের জন্যই মানুষজন্ম।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, অর্থ দুই প্রকার অর্থ ও পরমার্থ। যাঁরা পরমার্থ সাধন করেন, তাঁদের আর অর্থ সাধন করতে হয় না। পরমার্থের মধ্যে অর্থ টাও রয়েছে। পরমার্থ—পরম অর্থ অর্থাৎ যেমন টাকা, আর অর্থ—একটা পয়সা। অবশ্য টাকা ও পয়সার পরিমাণ অনুপাতে যে কেবল পরমার্থের শ্রেষ্ঠতা, তা নয়, তদপেক্ষা অনেক গুণে—অনন্ত অসংখ্য গুণে পরমার্থ অর্থের চেয়ে বড়। তবে জাগতিক ভাব প্রবণ আমরা জাগতিক দৃষ্টান্ত না হ'লে গ্রহণ করতে পারি না ব'লে টাকা-পয়সার উদাহরণ দেওয়া গেল। পরমার্থ লাভ হলে যে তার অর্থ টাও পাওয়া হয়ে যায়, তার জলন্ত দৃষ্টান্ত ধ্রুব মহারাজ। তিনি যখন শ্রীহরির আরাধনা ক'রে ভগবৎ-পাদপদ্ম দর্শন পেলেন, তখন ভগবান্ ধ্রুবকে বর চাইতে বল্‌লেন। ধ্রুব তার উত্তরে কি বল্‌লেন,—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

ধ্রুব বল্‌লেন,—আমি স্থানাভিলাষী হয়ে আপনার আরাধনায় নিযুক্ত ছিলাম, বড় বড় মুনিগণ এবং দেবতাগণের নিকটেও যে আপনি গূঢ়ভাবে অবস্থান করেন, আমি সেই আপনাকেই লাভ করেছি, সুতরাং কৃতার্থ হয়েছি। সামান্য কাচ অন্বেষণ করতে গিয়ে দিব্য রত্ন (অপ্রাকৃত চিন্তামণি) আপনাকে পেয়েছি, আর কিছুই আমার প্রার্থনা নাই। যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরাও এই ধ্রুবকে অনুসরণ ক'রে থাকেন অর্থাৎ সামান্য অর্থের কাঙ্গাল না হয়ে পরমার্থ সাধনের জন্য চেষ্টা করেন।

আমরা যতটা অর্থের জন্য পরিশ্রম করি, আমাদের দুর্লভ মনুষ্যজন্মের মহামূল্য সময় ব্যয় করি, ততটা অর্থচেষ্টায় আমাদের কি প্রয়োজন? অর্থী ও পরমার্থীর মধ্যে ভেদ এই যে, অর্থী যে কদিন বাঁচবে, তদনুযায়ী নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চেষ্টা না ক'রে সারা জীবন 'অর্থ' 'অর্থ' করে কেবল অনর্থই বৃদ্ধি করে; কিন্তু পরমার্থীর বুদ্ধি হচ্ছে—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥

তাঁরা নিজেদের দেহরক্ষার জন্য যেটুকু অর্থের দরকার হয়, ততটুকু অর্থ সংগ্রহ ক'রে অবশিষ্ট সময় পরমার্থলাভে যত্ন করেন, ভোগীর ন্যায় অধিক সংগ্রহে যত্ন করতে গিয়ে দুর্লভ সময়ের অপব্যবহারও করেন না, আর মুমুক্ষুর ন্যায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শুকিয়েও মরেন না, তাঁরা যুক্ত-বৈরাগী।

অর্থের দ্বারা আমরা দুইপ্রকার বস্তু সাধন করতে পারি। এক হচ্ছে—অনর্থ, আর একটা—পরমার্থ. অর্থ যখন আমাদের নিজভোগে নিযুক্ত করি, তখনই তা' অনর্থ বৃদ্ধি করে, কিন্তু সেই অর্থ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণে নিযুক্ত কর্‌লে তা'র দ্বারাই পরমার্থ লাভ করা যায়। তাই মহাজন বল্‌লেন,—

তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

অর্থ দিয়ে ভগবৎসেবা ক'রে আমরা ভগবানের কোন একটা বস্তুর অভাব মিটিয়ে দিতে পারি না। তাঁর ত কোন বস্তুরই অভাব নাই, তিনি যে নিজসাক্ষপূর্ণ. তবে আমরা তাঁর সেবা কর্‌লে তিনি তা'র বিনিময়ে তাঁকেই বিলিয়ে দেন। কিন্তু তার মধ্যে একটা কথা আছে। ধনীদের দাম্ভিকতার সহিত লক্ষ লক্ষ মুদ্রার দ্বারা ভগবৎসেবাভিনয়েও ভগবানের কিছুমাত্র প্রীতি বিধান করতে পারে না। কিন্তু দীনের ভক্তিসহকারে একটী কপর্দ্দক, কেবল একটী কপর্দ্দক কেন, অতিতুচ্ছ বস্তু একগণ্ডুষ জল আর একটী তুলসী মঞ্জরী দ্বারাও ভগবানকে আকর্ষণ ক'রে আন্‌তে পারে।

গীতার "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" শ্লোকও এস্থলে আলোচ্য।

শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর তাঁর মোহ-মুদ্গরের মধ্যে অর্থের অনর্থত্বই বর্ণন ক'রেছেন এবং অর্থের অনিত্যতা চিন্তা ক'রে দুর্লভ সাধুসঙ্গ করতেই উপদেশ দিয়েছেন। যথা—

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা রীতিঃ॥
জ্ঞানং চিন্তয় সততং চিত্তে
পরিহর চিন্তাং নশ্বর-বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

অর্থকে নিত্য 'অনর্থকর' ব'লেই চিন্তা কর, তাতে বাস্তবিক সুখের লেশমাত্রও নাই। ধনবান্‌দিগের পুত্র থেকেও ভয় আছে, সর্ব্বত্রই এই প্রকার রীতি দেখতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বদা মনোমধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের (অদ্বয়-জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের) চিন্তা কর, আর ক্ষণ-ভঙ্গুর অর্থের চিন্তা পরিত্যাগ কর। এই সংসারে ক্ষণকাল মাত্র সাধুসঙ্গ ভবসাগর-পারের নৌকাস্বরূপ হ'য়ে থাকে অর্থাৎ কেবল সাধুসঙ্গফলেই এই দুস্তার ভবজলধি উত্তীর্ণ হওয়া যায়; কিন্তু অর্থের দ্বারায় কিছু লাভ হয় না।

শঙ্করাচার্য্য আবার বল্‌লেন,—

যাবন্নিজোপার্জ্জনশক্ত-
স্তাবন্নিজপরিবার-রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥

যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ নিজোপার্জ্জনে সমর্থ হয়, ততদিন তার নিজ পরিবারবর্গ তাকে ভালবাসে, তার পরে যখন বার্দ্ধক্যে দেহ জর্জ্জরিত হয়, তখন আর কেউ বড় একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে না।

সুতরাং উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, স্বাস্থ্য ও অর্থ এই দুইটী যদি আত্মার সেবায় নিযুক্ত হয় তাহলেই মঙ্গল, নতুবা বৃথা দেহের পোষণ ক'রে শৃগাল কুক্কুরের খাদ্যের যোগাড় ক'রে দেওয়া হয় মাত্র।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর এই শ্লোকটি আলোচনা করা কর্ত্তব্য,—

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি পামরঃ॥

জ্ঞান দ্বারা বিধৌতচিত্ত ব্যক্তি আত্মাকে জান্‌তে পারলে যখন সমস্তই লাভ করতে পারেন, তখন তা' না ক'রে পামরগণ কি কারণেই বা কেবল দেহপুষ্টির জন্য যত্ন করে?

"পোষাকী নারদ"

('শ্রীঅ'-লিখিত)

(১)

বর্ষণমুখর আষাঢ়ের এই বাদ্‌লা সাঁঝে বহু পুরাতন একটা গল্প বার বার মনের কোণে উঁকি দিতেছে। হয়ত এই ছোট গল্প আমার মত অলস কারো কারো, কিম্বা সকল আষাঢ়ের দীর্ঘ-বেলার একটু অংশ অধিকার করিয়া কিঞ্চিৎ প্রীতিদায়ক হইতে পারে; এই ভরসায় বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সে অনেকদিনের কথা, এখনকার মত তখন থিয়েটার বায়স্কোপের ছড়াছড়ি ছিল না। বড় বড় যাত্রার দলই তখন সব দেশে সমাদর পাইত। দুর্গোৎসব, বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদিতে ধনীরা যাত্রার দল বাড়ীতে আনিয়া আমোদের ব্যবস্থা করিতেন।

কনকপুর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের মল্লিকেরা বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। মল্লিক বাড়ীর বৃদ্ধ কর্ত্তা মহাশয়ের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলে উপযুক্ত চারি পুত্র বিশেষ ঘটা করিয়া দানসাগর শ্রাদ্ধ করিলেন। ভূরি ভোজনে তৃপ্ত হইয়া সমাজের ব্রাহ্মণেরা 'সাধু সাধু' বাদে মল্লিকদের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গ্রামস্থ ছেলেরা শুধু আহারে তৃপ্ত নয়, তাহারা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার জন্য জেদ ধরিল। ছেলেদের আগ্রহে ও দেশে নাম করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষও তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ যাত্রার দলকে আনাইলেন, চুক্তি হইল তিন রাত্রির অভিনয়ে ৩০০৲ টাকা ও একখানি কাশ্মীরী শাল। উৎসাহী ছেলের দলে আনন্দের রোল পড়িল, সকলেই যাত্রার সাজ দেখিতে ব্যস্ত। একটু বড় ছেলেরা দশাননের দশ মুণ্ড, বিংশ হাত কিরূপে হইল, তার গবেষণা করে। তার চেয়ে ছোটর দল হনুমানের লেজ ও বিদূষকের পাকা দাড়ি কি করিয়া হইল, চোখ ডাগর করিয়া তাই ভাবে। কেউ রাণীমার ঝরির সাজ, কেউ বা রাজামশায়ের বাবরি চুলের তারিফ করে, কোন ছোট ছেলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া 'সং' গুলির হাব ভাব দেখে। অভিনয় দেখার চেয়ে 'সাজ' দেখিতেই তা'দের বেশী লোভ। গ্রামের বৃদ্ধদের মুখে আবার পোষাকের চেয়ে অভিনয়েরই বেশী প্রশংসা। সমস্তটা দিন তাহারাও রাত্রি আগমনের আকুল অপেক্ষায় কাটায়।

উৎসবের দিন শীঘ্রই ফুরায়; অনেক পুরস্কার লইয়া 'ঘোষেদের দল' গ্রাম হইতে চলিয়া গিয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখেই ঐ যাত্রার কথা। তখন পৌষমাস কনকনে শীতের কুয়াসাঘেরা সন্ধ্যাবেলায় দত্তদের বৈঠকখানা-গৃহ পল্লীর বৃদ্ধদের হাসি-গল্পে বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। কেহ বা র‍্যাপার গায়ে, কেহবা শাল জড়াইয়া গল্পের নেশায় মসগুল। নানা কথার মধ্যে ঘোষ-দলের অদ্ভুত কৃতিত্বের কথা উঠিল।

একজন বলিলেন—"ভাই যাই বল, আমার কিন্তু নারদকে সব চেয়ে মনে ধরেছে। কি গানই যে ক'রেছিল, যেন সুধাবৃষ্টি, কাণে যেন লেগে রয়েছে। কীর্ত্তন করতে করতে তাদে গদ্‌গদ হ'য়ে যে কেঁদেছিল, তা' কি দেখনি? নারদের বীণায় কি মিষ্টি সুর! কথক ঠাকুরের মুখখানায় যে নারদের বীণা বাজনার কথা শুনেছিলাম, সেদিনে তা' সত্যি দেখে ধন্য হ'য়েছি।" এরূপে যাহার যেটী ভাল লাগিয়াছিল, সে সেইটীর প্রশংসা করিয়া আরাম উপভোগ করিতেছে। এমন সময় হঠাৎ দত্তদের একটী ছোট ছেলে ঘরের কোণ হইতে 'কচিগলা'য় বলিয়া উঠিল—" ও জ্যেঠামশায়, নারদ শুধুই বীণা বাজায় না, আমি দুপুরবেলা তা'দের ঘরে গিয়ে দেখেছি, পোষাক খুলে, হাতের বীণা রেখে আবার তামাকও খায়।" সরল ছেলেটীর কথা শুনিয়া চারিদিকে হাসির একটা তরল স্রোত বহিয়া গেল। ছোট্ট ছেলে, কাজেই সে ত অপ্রস্তুত; আবার ছেলেটি বলিতে লাগিল—"বলুন না জ্যেঠামশায়, অমন সুন্দর গান ফেলে, অমন বীণা বাজানো ছেড়ে নারদ আবার তামাক খাচ্ছিল কেন?" ছেলেটির বাবাও ঐ দলেই ছিলেন, তিনি বলিলেন, "ওরে বোকা ছেলে, ওকি সত্যিকারের সেই নারদ নাকি, যে সবসময়ই ভগবানের গুণ গান করে? ওযে যাত্রার দলের "পোষাকী নারদ," যখন দরকার, তখন সেজে আসরে আসে।"

ক্রমে রাত্রি বেশী হইয়া উঠিল, বিল্লীরব-মুখরিত নীরব গ্রাম্যপথ দিয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ছেলেটীর উপর নিদ্রাদেবীর কৃপাপরশ সঞ্চারিত না হইয়াছিল, সে ভাবিতেছিল, তাইত "সে যে পোষাকী নারদ।" এখন গল্পের কথা ছাড়িয়া আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের কিছু মজাদার কথা বলিব।

এই সুজলা সুফলা বাংলার সরস হাওয়ার গুণে, দেশবাসীর ভাবুক(?) প্রাণ বড়ই সরস?; ইহাতে আর সংশয়ই বা কি? কেননা, ফুলের সাজে সজ্জিত ভাগবতপাঠক গোস্বামী (?) মহোদয়ের নাগর ছাঁদের দিব্য বেশভূষা, তাদের নাকি বৃন্দাবিপিনচন্দ্র নবীন মদনের অপ্রাকৃত রূপমাধুরীই ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাই দেখি,—পল্লীর কোনও গৃহের যখন বৃন্দাবনতুল্য (?) ভাগ্যোদয় হয়, অর্থাৎ অতিথি বৃন্দাবন-রসশেখর (?) গোঁসাইটাদের শুভ পদার্পণে যখন গৃহবাসীর আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না—তখন চারিদিকে একটা কোলাহল পড়িয়া যায়। সকলেরই মুখে শুনি—"একি যে সে বস্তু, প্রভু যে সাক্ষাৎ অদ্বৈত-বংশ, শান্তিপুরে প্রভুর নিবাস, কি ভাগবত ব্যাখ্যা, যেন মধু ঝরে, বচনের কি বিনুনী ভাই, রাধারাণীরই মিঠে বুলি!" এ'-প্রকার পতিতপাবন গোস্বামীবরের (?) আবির্ভাবসংবাদই বা কি কম? বাড়ীর বড়, ছোট, আকারী সব রকমের পাত্রগুলি পরিষ্কার করিয়াই আবার আলপনা দেওয়া হইয়াছে কেন জানিবার জন্য ছোট মেয়েটী কখন কাছে আসিয়াছিল, তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"এত ঢলাঢল কি হয় ঠাকুরমা?" এ'দিকে যে লোক ছুটে সমস্ত গ্রাম ভক্তিতে ভরপুর হয়ে যায়! কতটী বিজলী বাতাসার মেয়ে, আনিত না কিছু, তাই একজন বলিয়াছিল। তদুত্তরে মেয়েটি কিন্তু কেশ বাঁকিয়ে উত্তর দিয়েছিল,—"জানো ত মেজ, চরণ-জলের মহিমে কি জানুবে ছাই? দেশশুদ্ধ বাড়ী-বাড়ী না বিলুলে যে 'জীবে দয়া' হয় না; গোঁসাই ঠাকুরের পেন্নামী আর 'চরামৃত' না বিলুলে মা বলেছেন আবার নাকি কৃপণ ব'লে নিন্দেও হয়। গোঁসাই মহোদয়ের চরণামৃতের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমাদের হরত একটু চক্ষু কুটিল; এখন দেখা যাক, সাক্ষাৎ আচার্য্যসন্তানের (?) "দশনক্ষত" ভগবত ভাবোদ্রেকে পায়েও অন্তঃকরণ গলে কিনা?

অনবসর-উৎসব

গত ২৫ পুরুষোত্তম ২৭শে আষাঢ় শনিবার প্রাতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহ শ্রীমঠস্থ ভক্তগণ এবং অন্যান্য বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে 'অনবসর' উপলক্ষে বিঘোষিত বিপ্রলম্ভ ক্ষেত্র শ্রীআলালনাথে শুভ বিজয় করিয়াছেন।

আলালনাথের সেবকগণ এবং তথাকার বহু ভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইবার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। উপরিউক্ত দিবস বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহ সগণে শ্রীআলালনাথে পৌঁছিয়াছেন। তথায় গত শনিবার হইতে দিবসত্রয়ব্যাপী অনবসর মহামহোৎসব হইতেছে। এতদুপলক্ষে কীর্ত্তন ও যাত্রা-মহোৎসবাদি বিবিধ অনুষ্ঠান হইতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত বুধবার ইংরেজী ৮ই জুলাই তারিখে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে অন্তর্বিজয় করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব সার্ব্বভৌমপাদ, শ্রীপাদ অনন্ত ভক্তিলালস গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি বিরহে অনুগমন করিয়াছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; [illegible]

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৩৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অন্বয়ব্যাপিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়ভূত—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজন

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গুহ্য ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগৌস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য-রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

মুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ৵০ আনা মাত্র।

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, ষাউগসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রিকাতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধুবিহারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ নন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া [illegible]

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

কংগ্রেসকর্ম্মিগণের সফর

ভবনগরের পুলিশ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা না লইয়া, কয়েকটি কংগ্রেস অফিস তল্লাস করিয়া কতিপয় কংগ্রেসকর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে। ফলে গত ২৩শে জুন মহকুমা কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক অধিবেশন হয়। ইহার সিদ্ধান্তানুযায়ী কাঠি কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মাল, স্থানীয় আদালতের উকীল শ্রীযুত আশুতোষ সিংহ ও শ্রীযুত সত্যরঞ্জন সেনকে সঙ্গে লইয়া কংগ্রেসের কার্য্য ও সম্প্রতি পুলিস অনাচারের তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে ভবনগরে গমন করিয়া সমগ্র অঞ্চল পরিদর্শন করেন। গোপীনাথপুর, চরহাট, ভীমেশ্বরী, ভেরীবাজার, ইতনপুর ও মহম্মদপুরে ছয়টি জনসভার অধিবেশনে বহু মহিলা যোগদান করেন। বক্তৃগণ পুলিসের কংগ্রেস অফিস ভঙ্গের নিন্দা বিনা পরোয়ানায় কংগ্রেস অফিস খানাতল্লাস ও কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তারের নিন্দা এবং শ্রীযুত রজনী কান্ত প্রধান ও শ্রীযুত বলরাম সাহুকে থানার হাজতে মারপিঠ করার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বিশদভাবে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ব্যাখ্যা করেন এবং সকলকে অহিংসা থাকিয়া বিশ্বস্তভাবে কংগ্রেসের আদেশ পালন করিতে অনুরোধ করেন।

বোম্বাই যুব সঙ্ঘ

৫ই জুলাই অপরাহ্নে বোম্বাই যুব সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে মিষ্টার নরীম্যান সভাপতি ও মিষ্টার মেহের আলি সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ, ১ হাজার ১ শত সদস্যের মধ্যে ৫ শত জন সত্যাগ্রহ করিয়া এবং কংগ্রেস বুলেটিনের সম্পাদকতা করিয়া ২০ জন কারাবরণ করেন।

সরকার সাময়িক মীমাংসার সর্ত্তগুলি প্রতিপালন না করায় পুনরায় সত্যাগ্রহ ও কর বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অনুরোধ করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আমেদাবাদ জনসভায় মালব্যজী

৬ই জুলাই সন্ধ্যায় এক জনসভায় বক্তৃতাকালে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন—"যখন স্বরাজ পাইব" তখনই কেবল পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। যদি আমাদের দাবী পূরণ করা না হয়, তাহা হইলে আবার আমাদের যুদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইতে পারে।"

পণ্ডিত মালব্য আরও বলেন যে, তাঁহারা যদি গোলটেবিল বৈঠক হইতে মহাত্মা গান্ধীর সাহায্যে সার বস্তু কিছু পাইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তাঁহাকে সমর্থন করিতেই হইবে এবং যুদ্ধবিরতির সময় গঠনমূলক কার্য্য করিয়া তাঁহার বাহুবল বৃদ্ধি করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের দাবী পূরণ করেন, ভালই; নতুবা তাঁহাদের আবার থানা বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমানকে একতা স্থাপন করিতে বলিয়া মালবাজী বলেন যে, দাবী সম্মিলিতভাবে না করা হইলে তাঁহাদের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না। সর্ব্বজনবাঞ্ছিত স্থায়ী একতা অর্জ্জনের পথে যে সব বাধা আছে, সেগুলি তিনি সকলকে দূর করিতে বলেন। তখন স্বরাজের জন্য তাহাদের যে দাবী, তাহা অগ্রাহ্য করা সম্ভব হইবে না।

পণ্ডিত মালব্যের মতে পৃথক্ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনই এই সকল গোলযোগের কারণ। যুদ্ধবিরতির সময় অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে তিনি সকলকে নিষেধ করেন এবং তাঁহাদের খাদি প্রভৃতির প্রচার কার্য্য চালাইতে বলেন। কারণ, যুদ্ধ যদি আবার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাঁহারা যুদ্ধের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকিতে পারিবেন।

উপসংহারে মালব্যজী বলেন—"আপনাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিয়া যান তাহা হইলেই দ্বাদশ মাসের মধ্যে আপনারা স্বরাজ অর্জ্জন করিবেন।"

শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন।

টেগার্টের বিরুদ্ধে মামলা

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কমিশনার সার চার্লস টেগার্টের বিরুদ্ধে চন্দননগর হাঙ্গামা সম্পর্কে শ্রীযুত শশধর আচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর পক্ষ হইতে মামলা আনয়নের অনুমতি চাহিয়া দরখাস্ত করা হইয়াছিল। গতকল্য প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি পিয়ারসন উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আরও তিনবার হাইকোর্ট কর্ত্তৃক আলোচ্য মামলায় বিচারের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল।

গত ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার কতিপয় ফেরারী আসামী গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে সার চার্লস টেগার্ট কতিপয় বৃটিশ সমভিব্যাহারে শ্রীযুত শশী আচার্য্যের বাড়ী ঘেরাও করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে গোলাগুলী চলিয়াছিল এবং একজন যুবক হত ও কয়েকজন আহত হইয়াছিল। আবেদনকারিগণের পক্ষ হইতে বলা হয়, চন্দননগর হাঙ্গামা সম্পর্কে শ্রীযুত শশধর আচার্য্যের পক্ষ হইতে যাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে সেই তথ্য সম্বন্ধে কাহারও কিছু আপত্তি করিবার নাই। যাবতীয় ঘটনা স্বীকার করা হইলেও মোকদ্দমার শুনানী সম্বন্ধে আইনের নিষেধ বশতঃ এই মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে নাই।

ট্রেড য়ুনিয়ন মিলন সমিতির অধিবেশন

বিভিন্ন ট্রেড য়ুনিয়নগুলি প্রেরিত ঐক্য সংস্থাপন সম্পর্কে আভমতগুলির আলোচনা করিবার জন্য আগামী ১০ই ও ১২ই জুলাই বোম্বাই ট্রেড য়ুনিয়ন মিলন কমিটীর অধিবেশন হইবে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু উক্ত কমিটীর সভ্য হইতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিবেন।

কংগ্রেসের প্রতি রোষ

জাতীয় পতাকা উত্তোলন সম্বন্ধে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙ্গালোর সিটি কংগ্রেস কমিটীর উপর এক কঠোর আদেশ জারি করিয়াছেন। সম্প্রতি মিউনিসিপালিটীর কমিশনারগণ একটি বিস্ময়কর আদেশ জারি করিয়াছেন। বাঙ্গালোর সিটি কংগ্রেস কমিটী ধর্ম্মবুদ্ধি নদীর নিম্নতটে একখানি বাটী নির্ম্মাণ করিতেছেন। মিউনিসিপালিটী এই কমিটীর উপর এক আদেশ জারি করিয়া জানাইয়াছেন যে, ঐ বাটী যেন ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

মহিলা সভায় মালব্যজী

গুজরাট প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আমেদাবাদ আসিয়াছেন। গত ৫ই জুলাই অপরাহ্নে তিনি এক মহিলা সভায় বক্তৃতাকালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গুজরাটী মহিলাদের কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন, আপনাদের অন্তঃকরণে একমাত্র অভিলাষ রাখিতে হইবে—সে অভিলাষ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা।

তিনি মহিলাদের বিদেশী বর্জ্জন করিতে এবং স্বদেশী গ্রহণ করিতে এবং তরুণীদের শিক্ষা দিতে উপদেশ দেন।

সরকারী সৈন্যদল আক্রান্ত

পামির হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সরকারের একটি ছোট সৈন্য বিদ্রোহীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল গত এই জুলাই অপরাহ্নকালে এই সৈন্য আক্রান্ত হইয়াছিল। ২ জন সিপাহী নিহত হইয়াছে ও ২ জন আহত হইয়াছে।

আর একটি সংবাদে প্রকাশ ১৪ জন পলাতক বিদ্রোহীকে কয়েকখানি গ্রামে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জাতীয় পতাকার আপত্তি

বাঙ্গালোর সহরে এবং তাহার নিকট ৪ঠা জুন হইতে ৬ মাসকালের মত জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ করিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস আইনঅনুসারে এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

গত ৫ই জুন সন্ধ্যায় নামক এক ব্যক্তি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গান্ধীজীর সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য শ্রীযুত ভাগায় এবং রামস্বামী আয়েঙ্গার বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

মহাত্মাজী কর্ত্তৃক বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব

একখানি গুজরাটী পত্রিকায় প্রকাশ, ওয়ার্কিং কমিটীর আগামী অধিবেশনে মহাত্মাজী একটি মীমাংসা বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব করিবেন। সন্ধির সর্ত্ত যাহাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয় এই বোর্ড তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে যদি বোর্ড স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে মহাত্মাজী গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন না। তিনি বড়লাটকে এই বিষয় পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

সরকারী উকিলকে গুলী উকীলের স্ত্রী নিহত

করাচী সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, গত সোমবার রাত্রিতে সরকারী উকিল মিঃ শের মহম্মদকে কে বা কাহারা গুলী করিয়াছিল। তখন তিনি নিদ্রা যাইতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন।

পাটনা বোমা বিস্ফোরণ

পাটনা থানায় সম্প্রতি যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে হাজারীলাল এবং অপর ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়। বিস্ফোরণের ফলে হাজারীলাল গুরুতররূপে আহত হয়। হাসপাতাল হইতে খালাস পাওয়ার পর তাহাকে বাঁকীপুর জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে। হাসপাতালে অবস্থানকালে তাহার বাম হাত বোমার এক টুকরায় [illegible] করা হইয়াছে।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৫৲০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে আষাঢ় সোমবার, ১৩৩৮, ১৩ই জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

কৃষ্ণনগর বোমার মামলা
৫০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ

গত ৮ই জুলাই কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে কৃষ্ণনগর বোমার মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। অদ্যাবধি সরকার পক্ষ ৫০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট সাক্ষিগণের মধ্যে কেহ-কেহ চট্টগ্রামে গিয়াছেন কিংবা হাইকোর্টের দায়রা বিচারে ব্যাপৃত থাকায়, সরকার পক্ষের কৌঁসুলি খান বাহাদুর আজিজুর হক ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেন, আসামীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা যাইতে পারে এবং নিরমিত সাক্ষিগণের জবানবন্দী পরে গ্রহণ করিলেও চলিবে। তদনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।

ধীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক আসামী পূর্ব্বে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে স্বীকারোক্তি করিয়াছিল, এখানেও তাহার পুনরুক্তি করিয়াছে, নূতন কিছুই বলে নাই।

আসামী আশুতোষ রমণ, নলিনী ও সমর কুমার মুখোপাধ্যায় নিরপরাধ বলে আত্ম-নিয়োগের ফলে কেবল ধীরেন্দ্র নিজ দোষারোপ করিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া আগামী ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত মামলা মুলতবি রাখিবার আদেশ দেন। পুনরায় মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হইবে এবং সাক্ষী পাওয়া গেলে, তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইবে।

কৃষ্ণনগরে বোমার মামলা

বিদ্রোহীদের ছাউনী ও দুর্গ সৈন্য দল কর্ত্তৃক দগ্ধ

৺য় হরতাল

নীতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মহাত্মাজীর নিকট প্রশ্ন

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের আপীল

চট্টগ্রাম জেলে আবার প্রায়োপবেশন

জাতীয় পতাকা সমস্যা

বড়লাটের নিকট অভিনন্দন

আত্মহত্যার চেষ্টা

মহাত্মাজীর বেশ সমস্যা

কুষ্টিয়া সংবাদ
ট্রেণ ডাকাতির চেষ্টার জের

কুমারখালি থানার অন্তর্গত মহুবরড়া গ্রামের অধিবাসী সমরেন্দ্রনাথ মুন্সী, শচীন্দ্রনাথ মুন্সী এবং মনীমোহন কর নামক তিনটী যুবককে গত সোমবার রাত্রিতে কুমারখালি রেল ষ্টেশনে ডাকাতীর চেষ্টা সম্পর্কে ৮ই প্রাতে, গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৯ই জুলাই প্রাতঃকালের ট্রেণে ধৃত ব্যক্তিদের কুষ্টিয়ায় আনিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের হাতে হাতকড়া এবং কোমরে দড়ি বাঁধা ছিল।

কুষ্টিয়ায় হরতাল

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসীর সংবাদ প্রাপ্তি-মাত্র ৮ই জুলাই কুষ্টিয়ায় হরতাল পালন করা হইয়াছে। বিদ্যালয়গুলি বন্ধ ছিল। অপরাহ্ণে একটি শোভাযাত্রা বাহির হয় ও একটী জনসভার অধিবেশন হয়।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের আপীল

চাঁদমুরে পুলিস ইন্‌স্পেক্টর তারিণী মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করিবার অপরাধে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণকে নাকি জেলে আবার সেলের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। মৃত দীনেশচন্দ্র যে সেলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত এই সেলটি তাহারই সংলগ্ন। গত ১০ই নাকি রামকৃষ্ণের ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছিল। তবে সম্প্রতি সে বেশ ভাল ও প্রফুল্ল আছে।

রামকৃষ্ণের পক্ষে প্রিভি কাউন্সিলে যে আপীল করা হইয়াছিল ১১ই জুলাই ঐ আপীলের শুনানী আরম্ভ হয়।

শ্যামদা ডাকাতীর মামলা

শ্যামদা ডাকাতীর মামলার বিচার আগামী ২০শে জুলাই তারিখে আরম্ভ হইবে। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে এই মামলার বিচার হইবে। এই মামলায় ১০ জন আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ও ১২০-বি ধারামতে অভিযুক্ত হইয়াছে। আসামীদের মধ্যে নাকি একজন এপ্রুভার রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বীর্য্যবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে ধাতুপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অম্বিয়া প্রভৃতি অল্প সময় নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মহাপুষ্পধনুরাদ্যাবলি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে অব্যর্থরোগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মরসপ্রবিলাসিনী বাটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সন্তোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৪ বটী ১৲ এক টাকা।

ডাক্তার সারদারঞ্জন পাত্রী, কেশবব্রতী

৯৯ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

একমাত্র মহৌষধ

পুনরায় নিজের সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাইবার খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখে ও ঔষধ দেওয়া এবং আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক নিবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ মৈকাটী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৬নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন ষ্টেটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ভবানীপুর

২৩৩২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের দিব্যবাণী, লীলাস্মরণগোস্বামিনী কৃষ্ণকার্য্যসম্পাদিনী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত মালার কৌস্তুভমণি—সকল অভিধেয় ও

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

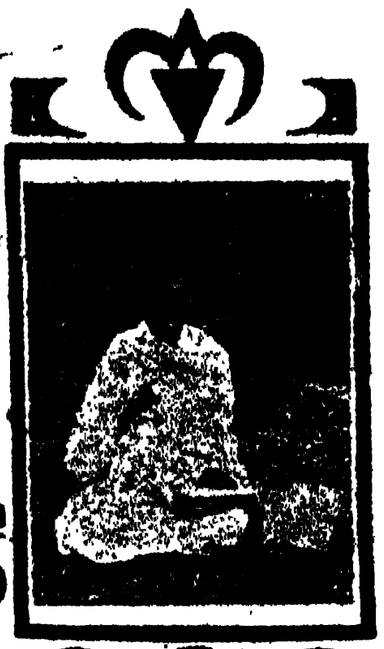

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

বর্ষ ৮ম | ২৬ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৭শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১২ জুলাই ইং ১৯৩১ সোমবার | ১১১তম সংখ্যা

ঐকান্তিকতা

গরুড় পুরাণ মুক্তকণ্ঠে একায়নবিচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার স্থান সর্ব্বোপরি দিয়াছেন। গরুড় পুরাণ বলেন—মানবজাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সসীম পরিচ্ছিন্ন বস্তু-বিজ্ঞানে দক্ষ জনগণ অপেক্ষা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ বস্তুর সেবকগণই 'ব্রহ্মজ্ঞ' নামে পরিচিত। এরূপ সহস্র ব্রহ্মজ্ঞ অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠানপর বাজ্ঞিকের শ্রেষ্ঠতা আছে। সহস্র ব্রহ্মজ্ঞ আনুষ্ঠানিক বাজ্ঞিক অপেক্ষা বেদান্তবিৎ জড়বিশেষরহিত-বিচারপর বৈদান্তিক শ্রেষ্ঠ, কোটি বেদান্তবিৎ অপেক্ষা অনন্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন নারায়ণের ভক্তগণ শ্রেষ্ঠগণ। তাদৃশ সহস্র ভক্ত অপেক্ষা মধুর-রসাশ্রিত অমিশ্র কেবলাভক্তির যাজী ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ।

বরাবর-বিচার ব্যক্তিগত রুচির পরিচায়ক। তমোগুণচালিত বিচার বিশুদ্ধ সত্ত্বের আদর করেন না। রজোগুণচালিত জনগণ স্ব স্ব-মনস্তাকল্যবশে রজস্তমোগুণের সহিত সত্ত্ব-গুণের সমতা উপলব্ধি করেন। রজঃ-সত্ত্ব-গুণের সহিত সত্ত্বগুণকে সর্ব্বতোভাবে সমশ্রেণীস্থ জানিলে যে বিষয়ের কল-লাভ ঘটে, তাহার হৃদয়বিদারক দৃশ্য আদরা প্রতি পদক্ষেপেই দেখিতে পাই।

বহুদর্শী ভারতের চারিদিকে ভ্রমণ করেন, এ কথা আমিয়া কখন অভিজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞের ভ্রম সংশোধন করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে প্রাণদণ্ড দিতে হইয়াছিল। পরলোকের কথা উঠিলে গিয়া—পরলোকের কথায় অজ্ঞ জীবগণকে ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য [illegible]

সম্প্রদায়কে পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, তখন মুসারকথিত বিধি-বিধান হইতে পার্থক্য লাভ করিতেছে জানিয়া ফেরিসিগণ করুণহৃদয় মরিয়মতনয়কে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বধ করিয়াছিলেন।

শ্রীলক্ষ্মণদেশিকাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের পঞ্চতিমত সাত্বত বিচারে যে কালে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার অরিকুল বিভিন্ন পথের পথিক হওয়ায় তাঁহার ভাবকগণকে অশেষ যন্ত্রণায় নিপাতিত করিয়াছিলেন। রজস্তমোগুণের হিত সত্ত্বগুণের সমপর্য্যায় বিচার অথবা গুণাধিপতি দেবগণের মধ্যে বিষ্ণুর প্রাধান্যের কথা বলায় সেই অপরাধে শ্রীলক্ষ্মণদেশিকাচার্য্যকে তিরুনারায়ণপুরে দ্বাদশবর্ষকাল অজ্ঞাতভাবে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। ঐতিহ্যের পাঠকগণ এ সকল কথা সুষ্ঠুভাবে জানেন।

শ্রীবিশ্বম্ভরদেব যেকালে স্বীয় আচরণদ্বারা অভিজ্ঞজনগণকে জানাইতেছিলেন যে, পুরুষোত্তম তত্ত্ব নিঃশক্তিক বিচারে আংশিক দর্শন মাত্র, কেবল আংশিক মাত্র নহে, ইহা অংশের বহুবৃত্তির মধ্যে অন্যতম একটিমাত্র বৃত্তিদ্যোতক ধারণামাত্র, বস্তুধারণা হইতে পৃথক্। তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দর সাত্বত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং
দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥"

—এই কথা প্রচার করিতে গিয়া গৌরীভক্তকে কীর্ত্তনের বিষয় করিয়াছিলেন।

তদীয় সেবন বর্ণনে ভগবদ্বিমুখ জনসঙ্গ পরিত্যাগ করাই মানবের প্রয়োজনীয় বিষয়। এই কথার প্রচারক লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দর একদিন পড়ুয়া অজ্ঞ দাম্ভিকগণের দ্বারা হাস্যাস্পদ হওয়ার যে অসহিষ্ণুতা ধর্ম্ম প্রদর্শন করেন, তাহাতে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরবাসী অনেকের বীতরাগভাজন হন এবং আক্রমণেরও পাত্র হইয়াছিলেন। ভগবান্ বা তদীয় ভক্তগণের প্রতি নিন্দা বিদ্বেষ বা আক্রমণকারিগণের অসচ্চেষ্টা কখনও সহ্য করা উচিত নহে। শ্রীরূপপ্রভু তজ্জন্যই চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ বর্ণন প্রসঙ্গে (ভাঃ ১০।৭৪।৪০)—

"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ
সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥"

এই আকর প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে গিয়া তদবলম্বনে ভক্তির প্রবেশ-দ্বারে উহাই পরম প্রয়োজন বলিয়া "কৃষ্ণ-ভক্তক বিদ্বেষ-বিনিন্দাসহিষ্ণুতা" বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন।

অভিজ্ঞজনগণ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরই একমাত্র বিষয়। বিষয়ান্তরে যে কৃষ্ণেতর জ্ঞান, উহা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের চিন্তায় আবদ্ধ। এই সকল রূপরসাদি বিষয়ের সেবাকার্য্যে ভগবদ্বিমুখ জীবের চক্ষুঃ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ও মন, এই ছয়টী করণ নিযুক্ত থাকে অর্থাৎ জড় চক্ষুঃ প্রভৃতি কৃষ্ণের অচিৎ বস্তুরই সেবা করে। কৃষ্ণ অখণ্ড কেবলচেতন; বিষয়ান্তর—অচিৎ ও খণ্ডিত। যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সেবা, সেস্থলে কর্ত্তার বিষয়-ভোগপিপাসা নাই। যেস্থলে বিষয়ভোগ-পিপাসা, সেস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত রূপরসগন্ধাদির লোভে লুব্ধ জীব কামক্রোধাদি ষড়্রিপুর দাস। যেস্থলে ঐকান্তিক ভজন, সেস্থলে কর্ত্তৃত্বমুখে রূপরসাদির ভোগপিপাসা থাকে না।

প্রহ্লাদ স্বীয় বিষয়ী পিতাকে বলিয়াছিলেন,—যাহাদের গৃহই একমাত্র ব্রত, অর্থাৎ সংসারভোগ ব্যতীত যাহারা আর কিছু বুঝে না, তাহাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি কৃষ্ণেতর খণ্ডিত অচিদ্বস্তুর রূপরসাদিতে নিযুক্ত হইয়া অভক্তিরাজ্যে ভ্রমণ করিবার প্রবল চেষ্টা করে। তাহারা দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন না করিয়া দুঃসঙ্গকে বহুমানন করিতে করিতে কৃষ্ণসেবায় বৈমুখ্য লাভ করে। কিন্তু হৃষীকেশের সেবনই সমগ্র ইন্দ্রিয়গণের একমাত্র নিত্যবৃত্তি।

যাহারা ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণের ভজন করে না, অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তাহাদিগকে ব্যভিচারে নিযুক্ত করে। বৈকুণ্ঠে, গোলোকে ব্যভিচার বলিয়া কোন কথা নাই, যেহেতু ঐসকল ধাম—ঐকান্তিক ভজনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। অনৈকান্তিকগণ নানাপ্রকারে ভগবৎসেবাবৃত্তিরহিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নশ্বর অচিদ্ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। ঐকান্তিক ভক্ত তাহাদের এইরূপ চাকচিক্য আদর করেন না। দ্বিতীয়াভিনিবেশই জাগতিক ভীতির কারণ। সত্যের নির্দ্ধারণের অভাবহেতু জীবের ভ্রান্তি বা বিবর্ত্তই ভয়, শোক ও মোহ উৎপাদন করে; অধোক্ষজ কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার বলেই জীবের শোক, মোহ ও ভয় অপসারিত হয়।

অনেক সময় কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিমুখ জনগণ ভেদ-জগতে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য করে। তাহারা [illegible] কৃষ্ণসেবকের সেবা না করিয়া ইতর কার্য্যে স্ব-স্ব চেষ্টা দেখাইয়া থাকে। তজ্জন্য তাহাদের কোন মঙ্গল হয় না। যাহারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিন্দা করে, আক্রমণ করে বা আঘাত করে, তাহাদিগকে কৃষ্ণভক্তের সহিত বা কৃষ্ণের সহিত সমজ্ঞান করিয়া যে উদারতার ছলনা, তাহা ঐকান্তিক ভক্তগণ আদর করেন না। উহা 'ব্যভিচার' বলিয়া তাঁহারা স্বতন্ত্র বিচার অবলম্বন করেন। তাঁহারা বলেন যে, অসহিষ্ণুতা-বৃত্তিটী যদি ঐরূপ ভগবান্ ও তদীয় ভক্তের প্রতি আক্রমণস্থলে প্রয়োগ করা না যায়, তাহা হইলে ভোগে প্রমত্ত হইবার সময় সহিষ্ণুতা আসিয়া উপস্থিত হইলে ভক্তি-বিচ্যুতি বা মরণ অনিবার্য্য।

"পোষাকী নারদ"

('শ্রীঅ'-লিখিত)

(২)

প্রভু মহার্ঘ ব্যাসাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিতেছেন; ভক্ত শ্রোতৃমণ্ডলী ভক্তিপ্লুতভাবে বিভোর হইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণকেই যেন দেখিতেছেন আর কি? গোঁসাই প্রভুর 'প্রভুশরীরে' রুদ্রাভিন্ন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অবিকৃত রক্তধারা (?) প্রবহমান কিনা, তাই রুদ্রের মতই তাঁর কালকূটপানের যোগ্যতা! আর আমরাও শুনিয়াছি প্রভুপদজলসুধা পানে সে যোগ্যতা নাকি প্রেমরসরসিক (?) শ্রোতৃগণের হৃদয়ে তড়িদ্ গতিতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে! মহাভাবস্বরূপিণী-গোবিন্দানন্দিনী বার্ষভানবীর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ দশার এক একটী খেদোক্তির মর্ম্ম বিন্যাস হইতেছে, আর কি প্রেম আস্বাদনের (?) ঘটা! এখন সকলেই যেন এক একটি গোপীদেহ (?) লাভ করিয়াছেন। অশ্রু, কম্প, পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের প্লাবন আসিয়াছে! নয়নের গঙ্গাধারা (?) মর্ম্মভেদী হা হুতাশ, আর প্রভুবরের চরণ-স্পর্শের নিমিত্ত বিজয়ীবীরের দুর্গদখলের অপেক্ষাও তুমুল 'হুড়াহুড়ি' চক্ষুতে দেখিয়াও এমন নরাধম কেই বা আছে, যে 'গোলোক' দর্শন হয় নাই বলিবে; এইরূপ রস আস্বাদন ও উদ্দণ্ড নর্ত্তন কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া 'মহাভাবের' পাঠ ত শেষ হইল। এখন শ্রোতৃগণের বিদায় দণ্ডবতের পালা! মুগ্ধ জনমণ্ডলী 'প্রভুর' রূপ-গুণ-লীলারস পানে পরম পরিপূর্ণ হইয়াছেন; হইবেন না কেন? সোজা কথা! সাক্ষাৎ প্রভুবংশ?

কেহ পাঁচ, কেহ দশ, এইরূপে দেখিতে দেখিতে ব্যাসাসনের [illegible] স্থাপিত রজত পাত্রে [illegible] অর্থস্তূপ গঠিত হইল। গৃহে [illegible] পথে একটি বৃদ্ধার কাতর ক্রন্দনে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মা কাঁদ কেন?" সে বলিল—"কাঁদবো না? বল কি? প্রভু এসেছেন, পাঠ পর্য্যন্ত শুনালেন,—কত কিছু দিয়ে সেবা করবো—তা আমার পোড়া কপাল—একটা টাকা পায়ে রেখে দণ্ডবৎ কল্লুম কিনা, তাই কাঁদছি।" আমি বলিলাম—প্রভু ত অনেক টাকাকড়ি পেলেন, তবে এত দুঃখ কর্‌ছ কেন? এত টাকা দিয়ে—তিনি কি কর্‌বেন? এই বাক্যে বৃদ্ধটি উৎসাহের সঙ্গে বলিতে লাগিল—ওকি কথা, ওনাদের তো বেশী ক'রেই দিতে হ'বে। পায়ের সম্বল, সেটা ত আমাদেরই পায়ের কড়ি। ওনারা যে গোঁসাই প্রভু, জাননা, [illegible] যে 'পায়ে টাকা'। টাকা দিয়ে [illegible] কাজ, এবার ছেলেটির বিয়ে দে'ছেন, বউমার গয়না গড়াতেও তো হাজার পাঁচেক লাগ্‌বে। তা আমার ভাগ্যে নাই! হরি বোল হরি বোল।

এখন আমরা বাদ্‌লা সাঁঝের সেই পোষাকী নারদের" গল্পটার একটা মানে পাইলাম। আমাদের প্রভুবরও [illegible] দলের নারদের মতই পোষাকী অপ্রাকৃত চিন্ময় প্রেমসুধা আস্বাদনের সৌভাগ্য ও অপরকে গ্রহণের যোগ্যতা দিবার ক্ষমতা ত বিন্দুমাত্রও নাই; পরন্তু এই গোস্বামী নামধারী আচার্য্য ব্রুবগণ জগতে প্রাণনাশিনী বিষের স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন। ভাগবতের মর্ম্মার্থ ইহারা কস্মিন্ কালেও জানেন না। নিজেরই অনুরূপ শিষ্যসমাজে ইহাদের অবাধ প্রতিপত্তি, কলির মূর্ত্তিমান চরস্বরূপ ইহারা সর্ব্বোত্তম আসনে উপবিষ্ট হইয়া কি যে জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করিতেছেন, তাহা কি চক্ষুষ্মানগণ দেখিয়াও দেখিবেন না? অমল ভক্তি-ধর্ম্ম অপহরণকারী দস্যুতুল্য এই সকল ভাগবতপাঠক আচার্য্যসন্তান, প্রভুবর-দিগের অনুগমনে পরমার্থ ত দূরের কথা, নৈতিক চরিত্রের পর্য্যন্ত অবনতি কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়। ইহারা—"গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লঞা। কেহ বলে আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া॥" শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে কবিকুলশেখর বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কহিয়াছেন—"সে বা কেনে ভাগবত পড়ে বা পড়ায়। ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায়। শাস্ত্রের না জানি মর্ম্ম অধ্যাপনা করে। গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে। এই মত শাস্ত্র বহে অর্থ নাহি জানে। অধম সভায় অর্থ অধম বাখানে॥" অজ্ঞ লোকেরা প্রভুসন্তানদের কৃত্রিম অশ্রুকম্পাদি দেখিয়া তাঁদের প্রেমিকশিরোমণি জ্ঞান করিয়া বঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু উহা ব্রজরসরসিকগণের একমাত্র আস্বাদ্য অপ্রাকৃত প্রেম নহে। কামকলুষিত ইন্দ্রিয়-বৃত্তির তাণ্ডবনৃত্য। উহা ইন্দ্রিয়ের বহুরূপিণী বঞ্চনাকারিণী ছলনা। অপস্বার্থলাভকল্পে হেয় মনোবৃত্তিসম্পন্ন মায়ার পদলোলক-গুলি ঐ প্রকার জড়ীয় অভিনয় দেখাইয়া লোকের নিকট হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করেন। কৃষ্ণবিগ্রহ ভাগবতকে পণ্যরূপে বিক্রী করিয়া কামিনীর কামযজ্ঞের ইন্ধন যোগাড় করেন। পরীক্ষিৎ মহারাজকে ভাগবত শুনাইয়া শুকদেব কয় লক্ষ মুদ্রা লইয়াছিলেন? হায় অন্ধ সমাজ, তোমার মানবমনীষা না অক্ষজ জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করে? তুমি কি মায়ার এই কৃষ্ণযবনিকা ভেদ করিয়া সত্যের অমলরশ্মি পাইবে? অপায়ুই তোমার আধ্যক্ষিক জ্ঞানের মুকুটমণি হইয়াছে!

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ত্রিবিধ পাঠক

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণগোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর পাঠক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গ্রন্থালোচনায় প্রবৃত্ত হন; কারণ, গ্রন্থখানি কি প্রকার? তাহার ভাষা কিরূপ? রচনা ও ভাবের সমাবেশ আছে কিনা? প্রভৃতি জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মে এবং সেই ভাবেই পাঠে নিযুক্ত হন।

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি স্বীয় অমঙ্গল লাভের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া, দেহমনোত্থ যুক্তির অনুকূল প্রমাণাহরণে যত্নশীল থাকিয়া পাঠে প্রবৃত্ত হন। ইদানীং জগতের সর্ব্বত্রই তথাকথিত অমঙ্গলপিপাসু পাঠক ও শ্রোতার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ইঁহারা শ্রীগ্রন্থে যাহাই পাঠ করুন না কেন, তাহাদের পূর্ব্বগলাধঃকৃত আউল, বাউল, সহজিয়াবাদের বদহজমের উদ্গারের পূতি-গন্ধ দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তৃতীয় শ্রেণীর পাঠক আত্মকল্যাণ-লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য্য ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়নে যত্নশীল থাকিয়া সত্যানুশীলনের জন্য পাঠের যথার্থ ফল লাভ করেন। এই তিন প্রকার পাঠকের মধ্যে ইঁহারা উত্তম পাঠক। ইঁহাদিগের পাঠে আত্মপর-বঞ্চনারূপ প্রয়াস নাই। ইহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ হইয়া পাঠে প্রবৃত্ত হইবার প্রবৃত্তি রাখেন না। বরং জাড্যদোষ অপনোদনার্থে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থটিকে নিত্যপাঠ্য জানিয়া বরণ করেন। [illegible] কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও পরিনামাশা উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত। [illegible] কালে মঙ্গলময় মার্গে প্রবিষ্ট হইয়া জগতের বহু বহু উপকারে নিযুক্ত হন।

প্রথমোক্ত কৌতূহলী পাঠকগণ পাঠ করিতে করিতে হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক-দিগের ন্যায় আত্মঘাতী অমঙ্গলপিপাসু নতুবা তৃতীয় শ্রেণীর আত্মকল্যাণকামী পাঠকগণের শ্রেণীতে অচিরাৎ প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। কিন্তু সাধারণ পাঠক অর্থাৎ যাঁহারা আচারবান্ আচার্য্য বা [illegible] শ্রীমুখবিগলিত শ্রীচৈতন্যচরিত-সুধা-বাণী আস্বাদন করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা স্বীয় ভ্রান্ত ধারণায়, প্রমাদের তাড়নায় বঞ্চনেচ্ছাবশে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অপটুতায় নিত্য (সনাতন) পূর্ণ শুদ্ধ ও নিরপেক্ষ সত্য গ্রহণে অক্ষম।

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষচতুষ্টয়ের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে শ্রৌতপথানুসরণ অবশ্যই কর্ত্তব্য। অশ্রৌত বা তর্কপথ কখনই তাহাদিগকে প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে দিবে না। সেই নিমিত্ত জাগতিক বিদ্যা সম্বল লইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার ধৃষ্টতা বা প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করা উচিত নহে। নৈসর্গিক পাণ্ডিত্যে যথেষ্ট পারঙ্গত হইলেও শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে প্রবৃত্ত হইলেই আত্মকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

— —

তুমি ও আমি

তুমি মহা চিন্ময় ভাস্কর।
চেতনের সম্পূর্ণ আকর॥
আমি তব কিরণের কণ।
তব জ্যোতি আমার জীবন॥
তুমি যেন জ্বলন্ত অনল।
পূর্ণ শক্তিধর মহাবল॥
অণু আমি বিস্ফুলিঙ্গপ্রায়।
চেতনতা তোমার দয়ায়॥
মায়াধীশ তুমি ভগবান্।
লীলাময় পুরুষ প্রধান॥
আমি দীন 'তটস্থ গঠন'।
মায়াবশযোগ্য অনুক্ষণ॥
যন্ত্রী তুমি ওহে বিশ্বপিতা।
যন্ত্র আমি তব পাদার্পিতা॥
নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় তুমি।
মোর ইচ্ছা তব অনুগামী॥
নিত্য সেব্য প্রভু তুমি মম।
আমি তব নিত্য দাসাধম॥
ভয়হারী ওহে জনার্দ্দন।
(তুমি) জগতের একান্ত শরণ।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুবিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা

যুক্তিমল্লিকা (শুদ্ধগৌরত)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমধ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীব্যাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায় সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তকুমুদ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মলাটে বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীসজ্জনকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকন্দ মটকরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্দিরোদ্যানপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাধক ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীগুরি-নারায়ণাভিন্ন আকরগ্রন্থাদি-বেদরাজসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাধক সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাধক-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধাম নবদ্বীপী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅবধূত ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি সজ্জনগণ।

নিবন্তিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১২

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্মল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের প্রধানতম নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তি-সভাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সকল শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদার্থ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তদ্গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ভারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য), শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভক্তবন্ধনচ্ছিদ্ ধকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ভাগবতোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীনাম-ভজনের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোক-নাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য প্রভু শ্রীহরি-রাম। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীরামনবমী অধিবাসী, মেলাদি

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি গাছ

প্রাচীন বালুপাড়া, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীনরহরিদাসের শ্রীনবকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীমোদদ্রুম, বামনপাড়া (নদীয়া)

এখানে শ্রীমধুসূদন ও ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরনাথের এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিসুহৃদ আকার ব্রহ্মচারী ভক্তিরক্ষিণী সভা, এম, এম।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল নরহরিদাসের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বারাণসী, প্রয়াগ ইষ্ট, সি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র—

মাউগাছি, জামুগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আশ্রম

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীকৃষ্ণাশ্রম মঠ

গোবিন্দপুর, হালদারী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদনানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগৎগৌরদাসাধিকারী, শ্রীমধুসূদন পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীবাস গৌড়ীয় মঠ

৪০নং মদনবসুর লেন, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ বিশ্বরূপানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণ-গৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পর্ণশালা, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহা-প্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

ঈশ্বরীবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদিরমণ-জীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীবাসপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং অগস্ত্যকুণ্ডপুরা, কাশী।

গৌড়-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন এজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

দুমুরকুণ্ডা, চেরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমা-নাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবশর্মা

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণহরি-দাস, শ্রীশরদনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কাছারানম্বর

৫০নং গোপীচন্দন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুন্দশেখর শ্রীরাধারমণচরণপদ্ম

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

পাঞ্জাব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্মেলনের প্রস্তাব

"যদি কংগ্রেস এখনও তাঁহার কার্য্য-ধারার পরিবর্ত্তন করে এবং ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে যদি জাতীয়তাবাদের সহিত সাম্প্রদায়িকতাবাদের কোনও আপোষ না থাকে এবং প্রত্যেক ভারতবাসীই ভারতের জন্য কার্য্য করিবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়, শুধু তখনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমস্যার সমাধান হইতে পারে।"

৪ঠা জুলাই সন্ধ্যায় পাঞ্জাবের সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় সমূহের (হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান) সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সর্দ্দার বাহাদুর মেহর সিংহ তাঁহার অভিভাষণে উপরিউক্ত মন্তব্যটি প্রকাশ করেন।

অতঃপর তিনি সাম্প্রদায়িকতার তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন যে, সাম্প্রদায়িক রাজের অধীন কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিবে না।

সম্মেলনের সভাপতি মিঃ কে, এল, রল্লিরাম (খৃষ্টান) তাঁহার অভিভাষণে, মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দান করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে সাম্প্রদায়িক নীতিতে নির্ব্বাচক মণ্ডলী হওয়ার কথা মোটেই সঙ্গত হয় নাই। কারণ সাম্প্রদায়িকতাবাদ সহ সংস্কার কার্য্যে এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চালিত করে। এসম্পর্কে তিনি বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি ছিলেন। রাজা নগেন্দ্রনাথ, ভাই পরমানন্দ এবং ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতিও সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

কেবল স্বদেশী লবণ বিক্রয়

দিনাজপুরের স্বদেশী লবণ বিক্রেতাগণ এক সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, অতঃপর তাঁহারা স্বদেশী ভিন্ন আর কোনপ্রকার লবণ বিক্রয় করিবেন না। তাহাদের এই প্রস্তাবটী ঢোল সহরতে ঘোষণা করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলে প্রায়োপবেশন

ইতঃপূর্ব্বে দেওয়ান বাজারের বিস্ফোরক দ্রব্য প্রাপ্তি সম্পর্কে বিমল নাগ, জ্ঞানরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুবিমল সেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত ও হৃদয় দাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তাহাদিগের সকলকেই চট্টগ্রাম জেল হাজতে রাখা হইয়াছে সংপ্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, গত ছয় দিবস যাবৎ তাহারা অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছে গত ৩রা জুলাই হইতে নাকি তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক খাওয়ান হইতেছে।

মেকী মুদ্রায় নয়মাস কারাদণ্ড

মজহর হোসেন নামক জনৈক লোক কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে একটা মেকী টাকা ও একখানি মেকী আধুলী চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া জোড়াবাগানে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী মিঃ এইচ. কে দের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহার প্রতি নয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মিথ্যা টিকেট ব্যবহারে দণ্ড

সত্যচরণ অধিকারী নামক এক ব্যক্তি বিগত ২২শে এপ্রিল তারিখে ব্যবহৃত একখানা রেলওয়ে টিকেট লইয়া ই, বি, রেলওয়ের ৪৩ আপ ট্রেণে দমদমা হইতে ইচ্ছাপুর গমন করিতেছিল; অবশেষে ধৃত হওয়ায় শিয়ালদহের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কোলার এজলাসে বিচারার্থ আনিতে হয়। বিচারক আসামীর প্রতি ২০ টাকা অর্থদণ্ডের অন্যথায় ১০ দিন বিনাশ্রম কারাবাসের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ব্রহ্মে ক্ষমার যোগ্য বিদ্রোহী ব্যক্তিদের নাম প্রকাশপ্রায়

একখানি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, যে সকল বিদ্রোহী নেতা ও তাহাদের সহকারী, সরকার কর্ত্তৃক ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহাদের নাম প্রস্তুত করা হইতেছে। এই সম্পর্কে সত্বরই এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া প্রতি জিলায় বিদ্রোহীদিগকে জানান হইবে। একজন স্পেশ্যাল কমিশনার উক্ত নামের তালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। অপরাধী নেতাদের সংখ্যা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

প্রোম জিলার এ পর্য্যন্ত ৬ শত বিদ্রোহী আত্মসমর্পন করিয়াছে।

দক্ষিণ ভারতে ৫ হাজার তোলা চোরাই রৌপ্য ধৃত

পণ্ডিচেরী সরকারী কাষ্টম বিভাগের কর্ম্মচারীরা ৫ হাজার তোলা চোরাই রৌপ্য ধরিয়া ফেলিয়াছে। প্রকাশ, এই রৌপ্য নাকি পণ্ডিচেরী হইতে গোপনে আনীত হইয়াছিল। গত ২রা জুলাই রাত্রিতে উক্ত কর্ম্মচারীরা ভেল্লীবুপ্পম ভিলুপুরম ও ওলাকুরে এই সকল রৌপ্য পাইয়াছে! এত অধিক পরিমাণ চোরাই রৌপ্য আর কখনও ধরা পড়ে নাই।

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং

একটী দলে ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক কোয়েম্বাটুর সহরের বিদেশী বস্ত্রের দোকানসমূহে পিকেটিং করিতেছেন। ব্যবসায়ীরা আর নূতন করিয়া বিদেশীবস্ত্র আমদানি করিতেছেন না। কোয়াম্বাটুরের প্রায় সমস্ত কলগুলি কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে।

পুষ্করিণীতে বালিকার মৃতদেহ

প্রকাশ, রংপুর দেওয়ানী আদালতের নকলনবীশ মৃত জনার্দ্দন দাসের ছয় বৎসর বয়স্কা পৌত্রীর মৃতদেহ তাহার গৃহ সন্নিকটস্থ পুষ্করিণীতে সন্দেহজনক অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উক্ত স্থান সহর হইতে অধিক দূরে নহে এবং কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত।

সংবাদ পাইয়া পুলিস অবিলম্বে ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইয়া পুষ্করিণী হইতে মৃতদেহ বাহির করে। বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া মৃতদেহের কয়েকটি স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় এবং অসদুদ্দেশ্যে এই শোচনীয় কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হয়। পুলিশ মৃতদেহটি মর্গে পরীক্ষার্থ প্রেরণ করে। প্রকাশ ধনঞ্জয় দাস নামক পরলোকগত জনার্দ্দন দাসের জনৈক প্রতিবেশীর তাহার পরিবারবর্গের সহিত শত্রুতা থাকায় তাহাকে সন্দেহবশতঃ গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসের হেপাজতে রাখা হইয়াছে। এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলিতেছে।

সিকাঙ্গ্রাবাদ দাঙ্গার সত্য সংবাদ

পাঞ্জাব সরকার একখানি ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, সিকাঙ্গ্রাবাদের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে তাহা সত্য। মুলতান জিলার সুজাবাদের নিকট সিকাঙ্গ্রাবাদ অবস্থিত।

ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, টাকা লইয়া বাদানুবাদ হইবার পর হাঙ্গামা বাধে। এই হাঙ্গামায় ৪ জন মুসলমান আহত হইয়াছিল। অতঃপর কয়েকখানি বাড়ীতে লুঠ হয় ও কতকগুলি বাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হয় এবং ২০ জন হিন্দু ৫ জন মুসলমান আহত হইয়াছিল আহত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই অথবা কোন ধর্ম্মস্থানের কোন অনিষ্ট হয় নাই। কোন নারী বা বালক বালিকার অঙ্গে দাঙ্গাকারীরা হস্তক্ষেপ করে নাই। হাঙ্গামা বর্ত্তমানে করায়ত্ত হইয়াছে।

সিকাঙ্গ্রাবাদ হইতে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, পাঁচ শত মুসলমান ঢোল বাজাইতে বাজাইতে যে গ্রামে দাঙ্গা বাধিয়াছিল সেই গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হয়। অতঃপর শতাধিক দোকানে ও বাড়ীতে আগুন দেওয়া হয় ও দাঙ্গায় ৩০ জন হিন্দু ও ৯ জন মুসলমান আহত হয়। ৩ জন আহত ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ৫ জন দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শুকদেবরাজের আবেদন গৃহীত

বিচারাধীন বন্দীরূপে গৃহীত হওয়ার জন্য শুকদেবরাজ যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। হাইকোর্টের বিচারপতি জষ্টিস ভাইড এবং জষ্টিস টাপ এই মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসামীকে জেলে বিচারাধীন বন্দীরূপে রাখার জন্য আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা ট্রাইবিউন্যালের আছে। তদন্তের পর এ সম্বন্ধে আবশ্যক আদেশ প্রদান জন্য বিচারপতিদ্বয় ট্রাইবিউন্যালকে আদেশ দিয়াছেন।

ট্রাইবিউন্যাল ইতঃপূর্ব্বে সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, জেল কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে শুকদেবরাজকে বিচারাধীন বন্দীরূপে রাখা উচিত, কিন্তু আসামী-পক্ষের কাউন্সিল হাইকোর্টে এই বলিয়া আবেদন করেন যে, জেল কর্ত্তৃপক্ষ ট্রাইবিউন্যালের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মুসলমান যুবকদের সহোৎসাহে কংগ্রেসের প্রচার-কার্য্য

মৌলভী হাজি মফিজ উদ্দিন, রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেন ও সহ সভাপতি শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী বাঘমারা থানার অন্তর্গত শাকোয়া নামক স্থানে এক জনবহুল সভায় লোকদিগকে স্বদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে অনুরোধ জানাইয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীযুত লাহিড়ী সকলকে কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং আদর্শকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে বলেন। ইহাতে বহু লোক কংগ্রেস সভাশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, অসহযোগ আন্দোলন শেষ হওয়াবধি জিলায় মুসলমানগণ কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য পূর্ব্বে কখনও এত আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করে নাই। জিলার তরুণ কংগ্রেসকর্ম্মীরা মহোৎসাহে কংগ্রেসের প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

[illegible] সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ৯ই জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

কালেক্টর ও গান্ধীজী

গত ৫ই জুলাই মধ্যাহ্নে মহাত্মা গান্ধী কালেক্টরের সহিত তাঁহার ডাক বাংলোয় প্রায় এক ঘণ্টাকাল কথা বার্ত্তা কহেন।

প্রকাশ, উভয়ের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ ছিল, সে সকল সমস্যার সব গুলিরই সমাধান হইয়াছে। যে সকল প্রজা বকেয়া খাজনা দিতে অসমর্থ মহাত্মাজী এইবার তাহাদের একটা তালিকা প্রস্তুত করিবেন। বর্ত্তমান বৎসরের খাজনা সম্বন্ধে কালেক্টর এক তালিকা অনুযায়ী যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন, বর্ত্তমানটির সম্বন্ধেও সেরূপ করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

বোরসাদ তালুকের গামা ও ষণ্ডেশ্বর প্রভৃতি সকল গ্রাম হইতে খাজনা আদায় হইতেছে। শেষোক্ত গ্রাম দুইটীকে মহাত্মাজী খাজনা হইতে রেহাই দিতে [illegible]। কালেক্টর এই বিষয় বিবেচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বোরসাদে প্রায় ৪০ হাজার টাকা আদায় হইতে বাকী। ইহার মধ্যে বাকী খাজনাও আছে। মহাত্মাজী [illegible] পালনের যে চেষ্টা [illegible]তেছেন, কালেক্টর তাহাতে সন্তুষ্ট। [illegible] যে মাতাদার আইন অমান্য [illegible] পদত্যাগ করিয়াছিলেন, [illegible] পুনর্নিয়োগ না করিবার [illegible]। তাঁহাকে পুনরায় [illegible] জমীর ক্রেতা ধরলাগণ বিপন্ন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করে। অন্যান্য গ্রামে পুরাতন সর্দ্দারদিগকেই পুনর্নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদিগকে স্থায়ীভাবে নিয়োগের আশ্বাস দিলেও মহাত্মাজী নাকি এই বিষয়ে বোম্বাই সরকারের সহিত আবার পত্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন। গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে যে সকল মামলা ছিল, সে সকল প্রায় সব এমন কি, হিংসামূলক কার্য্যের অভিযোগও স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা শান্তিপূর্ণ অবস্থাওয়া সৃষ্টির প্রত্যাহৃত করিয়াছেন।

কালেক্টর ও গান্ধীজী

ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার

বোম্বাইয়ে ভীষণ দাঙ্গা

সৈনিক পুত্রের সমাধিস্থান পরিদর্শন

৬৭ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সন্তরণ

মৈমনসিংহে স্ত্রী ও সন্তান হত্যা

হাথোয়া ডাকাতির মামলা

সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান

মৈমনসিংহে ট্রেণ ডাকাতি

মাদ্রাজে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার

মিয়াংপিয়া এবং পিয়াপোন হইতে ভারতবাসীদের খড়ের গাদা জ্বালাইয়া দেওয়ার খবর আসিয়াছে। থিয়েটমিওতে প্রায় ৫০ জন বিদ্রোহী বন্দুকে সজ্জিত হইয়া আলানমিওর দক্ষিণে একখান গ্রামের ২২ খানা বাড়ী লুণ্ঠন করে। ৩রা জুলাই ৮৭ জন বিদ্রোহী প্রোমে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। হেনজাদা, প্রোম, পেগু এবং খারাবাড়ী হইতে এখনও ডাকাতির খবর আসিতেছে।

হাথোয়া ডাকাতির মামলা

ছাপরার দায়রা জজের এজলাসে হাথোয়া ডাকাতির মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। ১৫ জন আসামীর মধ্যে দুই জনকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। অপর সকলকে ৫ হইতে ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে ভীষণ দাঙ্গা

বোম্বাই সহরের কামাটীপুরা নামক পল্লীতে একদল হিন্দু ও একদল মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে এক জন হিন্দু মারা গিয়াছে এবং ৪ জন লোক আহত হইয়াছে। গত ৫ই জুলাই কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান খেলোয়ারের মধ্যে মতান্তর ঘটে ও দাঙ্গার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। বহু চেষ্টায় ব্যাপার থামাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ৬ই জুলাই রাত্রিতে দুইদলে ঢিল ও বোতলের সাহায্যে দাঙ্গা আরম্ভ করে। দাঙ্গার ছোরাও চলিতে থাকে। পুলিস উপদ্রুত স্থানে টহল দিয়া ফিরিতেছে। বর্ত্তমানে অবস্থা অনেক শান্ত।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজি

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কৌলীন্য পাটিল

ভাগ্যবিধির অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

প্রেস্ক্রিপ্সন

মদন মঞ্জরী

টীকায় ধ্বজ ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল লক্ষণ বিশেষ যত্নে আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকত্বাদ্যারি ঘৃত"

ক্লৈব্যহারি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্ত্রীসম্ভোগবিলাসিনী বাটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণ

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাঁচসের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক লিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত প্রিয়নাথ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৬নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

পোষ্টার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ত্তনিনদধারিনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সাধন অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ২৩ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৪শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৯ জুলাই ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার { ১০৮তম সংখ্যা

ধর্ম্মের আবরণে কলঙ্কাগ্নেয়গিরি

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা আজ ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা বঙ্গদেশের বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা মহদুদ্দেশ্য লইয়া প্রাচীন নদীয়ার বিলুপ্ত ও বিস্মৃত বিষয়সমূহের উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন।

বিবদমান জগতে প্রতিপক্ষের ও প্রতিকূল চেষ্টাবিশিষ্ট জনগণের অভাব নাই। এজন্য বৈকুণ্ঠজগতের নিত্যসত্যকেও আক্রমণ করিবার অযোগ্য জনগণের পরাঙ্মুখতা না। সৎপন্থিগণের প্রতিকূলে ক্রূরপথের—কাপট্য-পথের যাত্রিগণ সেই পথে না চলিয়া নিজ নিজ কুপথ আবিষ্কার করে।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভা—সাধারণ সভা, আর ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রিদলের কতিপয় ব্যক্তি সেই সাধারণ সভার সভ্যগণের প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষায় প্রণোদিত হইয়া যে মৎসরতার তাণ্ডব নৃত্য করে, তাহা নিতান্ত জঘন্য।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিশিষ্ট কএকজন সভ্যের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ঈর্ষা ও মৎসরতা-চালিত হইয়া দুরভিসন্ধির আবাহন উক্ত সভার ইতিহাসপাঠকগণের অবিদিত নহে। তথাপি হুগলির মৃত মোক্তার কান্তিচন্দ্র রাঢ়ি, চুঁচুড়ার কদমতলার সাহিত্যিক শৈববিচারপরায়ণ জনৈক ভক্তিবিদ্বেষী কৃতী পুরুষ, থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর ভূতক প্রচারক বীরভূমের মল্লিক মহাশয়, সারুটিঞার জনৈক ভেকধারী, কলিকাতার মা-গোস্বামীর বাড়ীর কতিপয় 'গোস্বামি'নামধারীর অনুগত দল, অন্নদা বাবাঠাকুরের সন্তান পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ও সম্প্রতি গৃহিবাউলদলের নেতা জনৈক ব্যবহারজীবী, 'না পড়িয়া পণ্ডিত' ও 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল', বহু ভাষাবিৎ, সর্ব্ববিষয়ে পল্লবগ্রাহী জনৈক বিদ্বন্মন্য প্রভৃতি কতকগুলি লোকের ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও মৎসরতা চরিতার্থতা করিবার জন্য জনৈক প্রসিদ্ধনামা লোকপ্রিয় কর্ম্মপথের ভূম্যধিকারী মহোদয় উক্ত মোক্তার ব্যতীত অন্যান্য লোকগুলির দ্বারা প্ররোচিত হইয়া এবং পাটোয়ার ভৃত্যগণের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সহিত গত পঞ্চদশ বর্ষকাল প্রবলভাবে বিরোধ করিয়াছিলেন।

শিষ্টাচারবিরুদ্ধ চেষ্টাকে কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া স্বদেশহিতৈষিগণের ও ব্রহ্মাণ্ডবাসী ত্রিকালের সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে উঁহাদের আয়োজনের অনুসরণে ইদানীন্তন একটী অবরবর্ণ যুবক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহাতে তাহার প্রকৃতিস্থতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

শুনা যায়, শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সাধারণ বিভাগের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সম্প্রতি তিনি সম্পূর্ণ অশিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া বিকৃতমস্তিষ্ক-জনোচিত একখানি পত্র লিখিয়া নিজস্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন। 'চিত্রে নবদ্বীপ' নামক গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ত্তৃসূত্রে সম্পাদকপ্রবরের নিকট ঐ প্রকার ন্যাকামি করিয়া পত্র লেখায় লেখকের মস্তিষ্কের প্যাঁচ ঠিক আছে, তাহা গৌড়ীয় হাসপাতালে অনেক চিকিৎসকের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। এই রোগী কি পৈশুন্যপীড়ায় পীড়িত, না স্বাভাবিক ষড়রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া মাৎসর্য্যরোগে পীড়িত, না অন্য কোন রোগে রোগী, তাহার নিদান সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক।

ইহার গতিবিধি দুই বৎসর পূর্ব্বেকার এলবার্ট হলের অবৈধ নদীয়া আলোচনী সভার কিছু পূর্ব্ব হইতে লক্ষিত হইতেছে। কখনও বা গ্রাম্যবার্ত্তাবহাদির অঙ্ক ইহার উদ্ধত অশিষ্টাচারে কলুষিত হইতেছে, কখনও বা নানাপ্রকার অশ্রাব্য অশিষ্টাচারের কথা, মিথ্যা কথা, ন্যাকামিজনক অজ্ঞতার কথা শ্রীধামপ্রচারিণীসভার বিরুদ্ধে ও ব্যক্তিগতভাবে ঈর্ষার কথা নানা আকারে পল্লবিত হইয়া তাহা অবৎপরামর্শদাতা কৃষ্ণাভক্ত ব্যবহারজীবিগণের চেষ্টায় ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং জড়সাহিত্য খানির কতিপয় ভূতপূর্ব্ব চালকের দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য!

শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এই প্রকার ষড়যন্ত্রকারিগণের চক্রান্ত বা লোকবিদ্বেষকর কার্য্যকে জনহিতকর কার্য্য বলিয়া চালাইবার ব্যপদেশে স্তব্ধ নহেন। কৃষ্ণভজন না করিলে দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবগণের এই প্রকার দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে। তাহারা বিষ্ণু বিদ্বেষ, বৈষ্ণবের বিদ্বেষ, ভক্তির বিদ্বেষ করিতে গিয়া স্ব-স্ব কামাদি রিপুবর্গের মহিমা প্রচাররূপ তাণ্ডব নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভার সভ্যগণ এইরূপ কলঙ্কিত চিন্তাস্রোতকে সহস্র যোজন দূরে রাখিয়া ভগবৎসেবা করেন। Milton-এর বর্ণনে যেরূপ পাপের কথা পাওয়া যায়, স্মার্ত্তগণের প্রায়শ্চিত্তাই জনগণের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে যেরূপ ঘৃণিত পাপের চিত্র পাওয়া যায়, সেরূপ পাপানুষ্ঠানকারীকে সজ্জনসমাজ আদর করেন না। তবে কেন শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিরুদ্ধে লোকবিদ্বেষকারিণী চেষ্টা কলিকালে পুষ্টি লাভ করিতেছে, বুঝা যায় না। গৌরসুন্দর কি ইহাদের জঘন্য ক্রূরতা প্রশমিত করিয়া ইহাদিগকে নিজৌদার্য্যের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করাইবেন না?

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট পরিদর্শন করিয়া যাহা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে সানুবাদ প্রকাশিত হইল,—

Being invited by the revered Head Master—His Holiness Swami Bhakti Pradip Tirtha Maharaj I attended today the conference of the teachers of the Thakur Bhakti Vinode Institute and as requested by His Holiness

ad occasion to address the mbly composed of the chers and the taught regarding main aims and object of the titution.

I was present on the opening and had the good fortune to en to the inaugural speech of Divine Grace, the President he Institution and this is the l time I visited in its infant ge when I was pleased to erve the good demeanour of teachers which is a mple for the students to fol- and to find that they had by short time been able to im ss on the minds of the young ners the fundamental ethical l theistic principles on which it ased.

It is justly named after that at Prophet "Thakur Bhakti- node who appeared in this ld in 1838 and was visible up 1914. His whole life was devo- to weed out the field of devo- sadly adulterated by the udo-Vaishnabs in the middle the 19th century. He also blished before the world the l life of a true devotee of the reme Lord. It is He who ted the Holy Birth-Site of Chaitanya Mahaprabhu at Mayapur and it was His rt's desire that such education pread all over the world from centre like the old university Nabadwip—the then Oxford Bengal.

On the 21st April last while Excellency, the Governor of gal was pleased to grant me nterview, I spoke to His Ex- ncy about this Institution g started to impart true edu- on to young boys on the of religion and morals to ent them from going astray. Hon'ble Minister of Educa Khaza Nizamuddin M. A., at-Law, was also delighted isten to the object of this demy and expressed his pathy for such a unique noble

n fine, I fervently invoke the ings of His Divine Grace for success and welfare of this tution.

ayapur
ly, 1931

Sd/ A. C. Banerjee
Bhaktisastri
President, Editorial
Board "Gaudiya",

অনুবাদ—পূজ্যপাদ প্রধান শিক্ষক স্বামী ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া অদ্য আমি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষকবৃন্দের স্কুল পরিচালনা-সম্বন্ধে যে সভা হয়, সেই সভায় যোগদান করি এবং তাঁহার অনুরোধে শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দপরিবেষ্টিত সভায় ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার সুযোগ হইয়াছিল।

স্কুলের উদ্বোধন দিবসে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং পূজ্যপাদ প্রেসিডেণ্ট মহোদয়-প্রদত্ত প্রথম আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা শ্রবণ করিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। অদ্য আমার এই স্কুল পরিদর্শনের দ্বিতীয় দিবস। আমি শিক্ষকবৃন্দের আদর্শ চরিত্র এবং ব্যবহার দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহাদের চরিত্র বাস্তবিকই ছাত্রগণের জীবন্ত আদর্শস্বরূপ। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহারা এই অত্যল্পকাল মধ্যেই এই স্কুলের মূল উদ্দেশ্য নীতি এবং ঈশ্বরবিশ্বাস সম্বন্ধে কোমলমতি ছাত্রবৃন্দের চিত্তে রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আচার্য্যপ্রবর শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের নামানুসারে এই স্কুলের স্থাপন ঠিকই হইয়াছে। তিনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহ জগতে আবির্ভূত হইয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রকট ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্ধবৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ভক্তিরাজ্য দূষিত এবং কণ্টকিত হইলে সেই কণ্টকসমূহ সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি জগৎ সমক্ষে ভগবদ্ভক্তের আদর্শ জীবন স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলীর প্রকাশক। ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাৎকালিক শিক্ষাকেন্দ্র—বাঙ্গালার অক্সফোর্ড নবদ্বীপের ন্যায় এইরূপ শিক্ষা জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক।

গত ২১শে এপ্রিল তারিখে সহৃদয় বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর যখন আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কোমলমতি বালকদিগকে বিপথ গমন হইতে রক্ষা করত প্রকৃত শিক্ষাপ্রদানকারী এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের কথা বলিয়াছিলাম

মাননীয় শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী সাহেব খাজা নিজামউদ্দিন এম্ এ, বার-এট্-ল মহোদয়ও এই শিক্ষামন্দিরের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং এই অদ্বিতীয় সদনুষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরিশেষে আমি শ্রীভগবানের নিকট এই ইন্‌ষ্টিটিউসনের সাফল্য এবং মঙ্গল প্রার্থনা করি।

শ্রীমায়াপুর
৪-৭-৩১

স্বাঃ এ. সি ব্যানার্জি
ভক্তিশাস্ত্রী
প্রেসিডেণ্ট, এডিটোরিয়াল
বোর্ড 'গৌড়ীয়'

কনকের দ্বারে মাধবের সেবা

(২)

যাঁহারা উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, সেই মায়াবাদী মুমুক্ষুগণ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় দ্রব্যই মায়িক ও অসৎ বোধে কনকাদি ত্যাগের কপটতাযুক্ত। তাঁহার ফল্গুচেষ্টা প্রদর্শনমুখে নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া ঘৃণ্য জড়ানন্দেরই প্রার্থী হন। স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুস্পর্শে কোন কোন ত্যাগীবরের (?) হস্ত নাকি স্বভাবতই বক্রাকার ধারণ করে কেহ বা 'যেই টাকা সেই মাটী'—এইরূপ জপ করেন, অতএব তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, ইত্যাকার বহুবিধ ফল্গুত্যাগ চেষ্টার কুনাট্য মায়াহত জীবগণের ভ্রম উৎপাদন করিতেছে। জগৎ সংসারে কনকাশা ত্যাগী বলিয়া পরিচিত হওয়ার যে সুচতুর বাসনা, তাহাও যে জড়ভোগেচ্ছারই অন্য প্রকার পোষাকপরিহিত সজ্জা, স্থূল ভোগি-সমাজ তাহা জানে না বলিয়াই অভক্ত ত্যাগীকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে। ধর্ম্মার্থকামী ভোগলুব্ধ কর্ম্মী এবং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিলিপ্সু, শুষ্কজ্ঞাননিষ্ঠ ত্যাগবাদী, উভয়েই মনোধর্ম্মী; অচিৎ ধর্ম্মের অনুশীলন দ্বারা অধোক্ষজ অদ্বয়সেবাবিজ্ঞানে পারঙ্গত হওয়া যায় না। অকৃত্রিম হরি গুরুবৈষ্ণবদাস্যনিপুণ শুদ্ধভক্ত ভিন্ন শ্রীরাধা-মদনমোহনের চিন্ময় ইন্দ্রিয়তোষণের অপূর্ব্ব সুকৌশলটী আর কেহই অবগত নহেন। তাই প্রাকৃত জগতের কামচিন্তামণিস্বরূপ ভোগপ্রসূ কনকের সাহায্যে অধোক্ষজ কৃষ্ণ-চিন্তামণির সেবাসৌন্দর্য্যসাধনের কথা,—ধনের সদ্ব্যবহারের দ্বারা অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যবিগ্রহ অপ্রাকৃত কামদেবের কাম-পূর্ত্তির কথা ভোগী বা ত্যাগী জনসমাজ ধারণা করিতে পারেন না।

জড়কামনা-চঞ্চল নানাদেবদেবী-পূজা-নিষ্ঠ কর্ম্মী জানেন,—'অর্থ না থাকিলে কোন ব্রত হয় না।' ভোগিগণ জড় ভোগপ্রাপ্তির অনুকূল লৌকিক ধর্ম্মাচরণের নিমিত্তই কনক সংগ্রহকে প্রয়োজনীয় মুখ্য-কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। প্রাকৃত জনগণের প্রত্যেক কার্য্যে লাভের চিন্তা, এমন কি সুদে আসলে বহু গুণে বর্দ্ধিত কর্ম্মফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে তাঁহারা বৃথা একটী পদক্ষেপও করেন না। তাই পুণ্য-ফললাভেচ্ছু হইয়া তাঁহারা গঙ্গাসাগর বা পুষ্করাদি তীর্থে গমন করেন, পতিসহ অক্ষয় স্বর্গবাস কামনায় সাবিত্রী ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাহাদের ঐ সকল পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত অর্থের বিশেষ আবশ্যক। তামস ভক্তমতে কালিকাদেবীর পূজায় আড়ম্বর করিয়া দেবীপ্রসাদ (?) মৎস্য মাংসাদির দ্বারা উদর-সর্ব্বস্ব কলিকাকলগণকে ভোজন করাইলে দেবীভক্ত ও সামাজিক বলিয়া খ্যাতি হয়, অতএব তাহাতেও কর্ম্মিগণের ধনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

বাহ্যতঃ যাঁহাদিগকে ভক্তসজ্জায় সজ্জিত দেখা যায়, পঞ্চোপাসকগণের অন্যতম বিষ্ণু-আরাধক বিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও উপর্য্যুক্ত কর্ম্মিগণেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। তাঁহারাও নানা ইতর কামনাপ্রণোদিত হইয়াই বিষ্ণু-বিগ্রহ সমীপে ভোগরাগাদি প্রদানের অভিনয় করেন। 'কনকের দ্বারা মাধবের সেবা' এই অপূর্ব্ব বাক্যটীর মর্ম্ম গ্রহণে তাঁহারাও অসমর্থ। কৃষ্ণৈকশরণতাপূর্ণ অকিঞ্চন সেবাবৃত্তি বিদ্ধ বৈষ্ণবের মধ্যে নাই। "যদি পুত্রটী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি এ' ডিক্রী পায়, পেঁড়া সন্দেশাদি দিয়া ঠাকুরের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিব" তাহাদেরও এই প্রকার কামকলুষিত চিত্তবৃত্তি দৃষ্ট হয়। অর্থাদি ব্যয় করিয়া ঐ প্রকার বিষ্ণুপূজনও জড়েন্দ্রিয়তোষণেরই নামান্তর মাত্র।

চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড সহ বৈকুণ্ঠ ও গোলোক-পুরের একমাত্র চিন্ময় নিত্যপতি শ্রীরাধা-মাধবের পাদপদ্মসেবায় এবং কৃষ্ণদাসগণের মনোঽভীষ্ট কৈঙ্কর্য্যে যে কনক ব্যয়িত হয়, তাহা প্রাকৃত গুণসম্বলিত সুবর্ণ নহে। স্বর্ণ নামক জড় ধাতুবিশেষ প্রাকৃত বদ্ধ-জীবের প্রধান ভোগসহায়ক হইয়া তাহাকে নরকের দিকে চালিত করে; আর যে কনকসাহায্যে হরিসেবার যোগ্যতা হয়, সর্ব্বভোক্তা শ্রীমসুন্দরের পরমাশ্চর্য্য করুণা-রাশির অমল বার্ত্তা দিকে দিকে বিঘোষিত করিয়া ধরাবাসীর নিত্যমঙ্গল বিধান করে, সে কনক মাধবসম্বন্ধীয় বস্তু চিন্তামণিরও সাক্ষাৎ চিন্তামণি স্বরূপ।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দিল্লী গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ হিন্দু-স্থানের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের কথা ইংরেজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করিতেছেন। তিনি আগমোরা, নৈনিতাল, রাণীখেত প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া সম্প্রতি সিমলাতে অবস্থান করিতেছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্বহরি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিস্তৃতবিবৃতি। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সাধ্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। আগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সুবৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি গ্রন্থ-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপবোধোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ্যনিধানদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবগীতি-রত্ন-রত্নমালায় কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক ভণ্ডার—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যতত্ত্ব-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিপুরের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমন্মাধবেন্দ্রের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিবরক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, রাগভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ ছাপা ২৲ টাকা, আষাঢ়া ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবল্লীলা—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধনাম—উপনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল; প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্রসম্বলিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানি একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি অল্পমাত্র ছাপাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভ্রাতার নিকট চিঠি

রাত্রি সন্ধ্যা), ৩৭।৩১

স্নেহের ভাইটী,

বেণ্টু, তুমি আমাকে চিঠি লিখিতে বলিয়াছ কিন্তু লিখিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিনে-সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

যাবার বেলায় তোমাকে আর কি বলিব? শুধু এইটুকু বলিয়া আজ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি নিঃস্বার্থপর হও, পরের দুঃখে তোমার হৃদয়ে করুণার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হউক।

আমি আজ তোমাদের ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া দুঃখ করিও না, ভাই। যুগ যুগ ধরিয়া এই যাওয়া-আসাই বিশ্বকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, তার বুকের প্রাণ-স্পন্দনকে থামিতে দেয় নাই। আর কিছু লিখিবার নাই। আমার অশেষ ভালবাসা ও আশীষ জানিবে।

তোমার "দীনেশ দা"

বৌদির নিকট চিঠি

৫-১৫ মিনিট, ৩৭।৩১

বৌদি,

একমাত্র তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আমার জীবন-কাহিনী জানাইবার সুযোগ হইল না। কিই বা জানাইব বলতো। আমার সব কথাই তো তোমাদের বুকে চিরকাল আঁকা থাকিবে। তুচ্ছ কালির আঁচড় কি তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিবে? আমার সব অপরাধ ক্ষমা করিবে—এজন্মের মত বিদায়। ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

তোমার—"ঠাকুরপো"

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসীতে নানাস্থানে প্রতিবাদ

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির প্রতিবাদ এবং তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া করিয়া, মেদিনীপুর, ভবানীপুর, দিনাজপুর, জামালপুর, পুরুলিয়া, মেমারি (বর্দ্ধমান), আমতা (হাওড়ায়) বারাণসী, বর্দ্ধমান, রংপুর প্রভৃতি স্থানে সভা, মিছিল ও হরতাল হইয়াছে।

গান্ধীজীর প্রতি ভারতবাসীর পরামর্শ

ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় গান্ধীজী এক স্বাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধে কোন আমেরিকা প্রবাসী ভারতবাসীর দীর্ঘপত্রের কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাতে উক্ত ভারতবাসী গান্ধীজীকে আমেরিকায় যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, কারণ—'আমেরিকার অধিবাসিগণ ডলার এবং সেন্ট ব্যতীত আর কিছুই ভাল বুঝে না। আমাদের জাতীয় আবশ্যকতার জন্য সহানুভূতি অর্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া আপনি যদি আমেরিকায় আসেন, তাহা হইলে ফল হয় ত সম্পূর্ণ বিপরীত হইতে পারে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্যবুদ্ধি

গত ৯ই জুলাই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী সম্পর্কে সভা ও শোভাযাত্রা হইবে বলিয়া কয়েকজন কংগ্রেসকর্ম্মী যখন হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করিতেছিলেন, সেই সময় রাজসাহীর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিভূতির কমিশনারের সহিত মোটরে করিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন।

হ্যাণ্ডবিল বিতরণ হইতে দেখিয়া তিনি কংগ্রেসকর্ম্মীদের [illegible] উপরে বসিয়াই হাত থামাইয়া হ্যাণ্ডবিলগুলি কাড়িয়া লন এবং চলিয়া যান।

৫৫ জন ডাকাত ধৃত

নেপাল ত্রাইবের বিদ্রোহের চীফ অফিসার কর্তৃক ৫১ জন ডাকাত ধৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে যে ১৯টি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সকলেই এই গ্রেপ্তার।

কংগ্রেস অফিসে তল্লাস

নেত্রকোণা কংগ্রেস আফিস ও কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের গৃহে খানাতল্লাস করিয়াছে এবং কংগ্রেস অফিসের সাইন বোর্ডখানা লইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

পাটনা বোমার জের

৮।১৮শে জুন তারিখের পাটনায় যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে পুলিসের তদন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। তবে এখানে শুধু বিস্ফোরণ পলাশের পরীক্ষকের রিপোর্টের অপেক্ষা মাত্র।

এই সময়ের শেষ ভাগে এই মামলার তদানী উঠিবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

আরও প্রকাশ, পুলিস নাকি কঙ্করবাগ হত্যাকাণ্ডের সহিত এই বোমার ব্যাপারে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে কঙ্করবাগে একজন যুবক পিস্তলের গুলীতে প্রাণ হারাইয়াছিল এবং ঐ ব্যাপার এখনও রহস্যজালে আবৃত আছে।

আবগারী আইনে দণ্ড

রাম সিং নেপালী এবং অমর সিং নেপালী গত বুধবার কেনেল সাউথ রোডের এক বাড়ীতে মদ প্রস্তুত করার কালে গ্রেপ্তার হয়। গতকল্য শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট আবগারী আইনের ৪৩ (ক) ধারায় উভাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উহাদের প্রতি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড বিধান করিয়াছেন।

ধানবাদে কংগ্রেস সভা

ধানবাদ কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে ধানবাদ টাউনহলে এক জন-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত কমলাকৃষ্ণ রায় ঐ সভায় বক্তৃতা করেন। ধানবাদ কংগ্রেস কমিটী ও কয়লা খনির ভারতীয় কর্ম্মচারী সমিতির সভাপতি শ্রীযুত কে, এন, সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুত রায় নিপুণ ভাবে জাতীয় সংগ্রাম এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি যুবকগণকে জাতীয় সংগ্রামে যোগদান পূর্ব্বক জাতীয় আন্দোলন সফল করিতে অনুরোধ করেন। সভাপতি শ্রীযুত সেনগুপ্তও সভায় বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুত কমলাকৃষ্ণ রায় ধানবাদ ও ঝরিয়ায় আরও কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছেন।

নূতন গ্রহ

পৃথিবী হইতে ১৮ কোটী ৫০ লক্ষ মাইল দূরে একটি নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া কিয়োটো মানমন্দির সংবাদ দিতেছেন। 'আরেয়ো' নামক তারকামণ্ডলের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এই গ্রহটির ব্যাস ১১ হাজার মাইল।

শিখদের প্রতি বড়লাট

শিখসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিমণ্ডলী বড়লাটের নিকট যে সকল অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন করেন, তদুত্তরে বড়লাট আশ্বাস দিয়া বলেন যে, বিভিন্ন সংখ্যায় সম্প্রদায় ও তাঁহাদের স্বার্থের প্রতি যাহাতে সুবিবেচনা করা হয়, সেজন্য তিনি সকল প্রকার চেষ্টা করিবেন। প্রতিনিধিমণ্ডলীর পক্ষ হইতে গোলটেবিল বৈঠকে শিখদের অতিরিক্ত প্রতিনিধি গ্রহণের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা তিনি ভারত-সচিবকে জানাইবেন। আইন-ব্যবসায়ে যদি কোন শিখ বিশেষ বিচক্ষণতা অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হাইকোর্টের জজের পদে নিয়োগ করা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

উপসংহারে বড়লাট বলেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমানকালে পরস্পর বিরোধী দাবী, প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থ, রাগ এবং জটিলতার যে ঘনমেঘ রাজনৈতিক আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কাটিয়া গিয়া আবার নীল, নির্ম্মল আকাশ আত্মপ্রকাশ করিবে। পরস্পরের বোঝাপড়া এবং সহযোগীতাই কেবল এই কুয়াসা দূর করিতে পারে; নির্ম্মল আকাশ আবার দেখা দিবে—আমার এই বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া আমি আপনাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিব এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিব।

লণ্ডনে বক্তৃতার আয়োজনে গান্ধীজী

মিঃ গান্ধীকে বক্তৃতা দিবার জন্য কমনওয়েলথ অফ ইণ্ডিয়া লীগ যে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। লীগের পক্ষ হইতে লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেষ্টারের নানাস্থানে মিঃ গান্ধীর বক্তৃতার আয়োজন হইতেছে। গান্ধীজী লীগকে জানাইয়াছেন যে, লণ্ডন যাইলে তিনি তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আপোষ মীমাংসা সম্বন্ধে যেরূপ গোলযোগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাঁহার লণ্ডনে যাওয়া নাও হইতে পারে।

কংগ্রেসকর্ম্মীগণের মুক্তিলাভ

মৌভোগ কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত নিরুপম মিত্র, খুলনা জিলা ছাত্রসমিতির যুক্ত সম্পাদক শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য ১৩ জনকে ডাকাতীর সম্পর্কে গত ১৩ই জুন গ্রেপ্তার করা হয়। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, পুলিস তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত করিতে না পারায়, তাঁহাদিগকে গত ৬ই জুলাই তারিখে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

নিদ্রিত ব্যক্তিকে হত্যা

৬ই জুলাই তারিখে মালিকান্দার অধিবাসী প্রহ্লাদচন্দ্র দাস নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার ঘরে নিহত হইয়াছেন। প্রকাশ কে বা কাহারা গভীর রাত্রিতে ঘরে ঢুকিয়া কোন অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহাকে হত্যা করিয়া গিয়াছে। টাকা কড়ি তাঁহার কোমরে বাঁধা ছিল বলিয়া তস্করগণ তাহা লইতে পারে নাই। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে, কিন্তু এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

"শ্রীবাস"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৩৮, ১৫ই জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

গান্ধীজীর নিকট বড়লাটের চিঠি

মহাত্মা গান্ধী গত ১১ই জুলাই রাত্রে বড়লাটের নিকট হইতে এক চিঠি পাইয়াছেন। চিঠিখানি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের মারফত মহাত্মা গান্ধীর হাতে দেওয়া হইয়াছে ১২ই জুলাই সকাল বেলায় ওয়ার্কিং কমিটীর সভা আরম্ভ হইলে চিঠিখানি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। প্রকাশ, সদস্যগণ বড়লাটের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী ১১ই রাত্রে সুরাট যাত্রা করিয়াছেন। সুরাট হইতে তিনি সিমলায় যাত্রা করিবেন এবং বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

ওয়ার্কিং কমিটী যে বড়লাটের চিঠিতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহার একটা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সাপ্র কমিটীর রিপোর্ট

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে সাপ্র কমিটী প্রস্তাবের যে খসড়া পেশ করিয়াছেন ওয়ার্কিং কমিটী সে বিষয়ে আরও আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর ওয়ার্কিং কমিটির সভা ১১ই জুলাই সন্ধ্যায়ই শেষ হয়।

গান্ধীজীর লণ্ডন গমন নিশ্চিত

প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডন যাওয়া সম্বন্ধে এখন আর কোন সংশয় নাই। গান্ধীজীর লণ্ডন যাত্রার ঠিক পূর্ব্বে—আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্ভবতঃ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইবে।

১৫ই তারিখ সিমলা গমন
বড়লাটের সহিত আলোচনা

বড়লাটের সহিত আলোচনা করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ১৫ জুলাই সিমলায় গমন করিবেন।

নবদ্বীপে সভ

গান্ধীজীর নিকট বড়লাটের চিঠি

অর্থের বদলে জীবননাশ

চীন ও জাপানে যুদ্ধের সম্ভাবনা

অনশনে আত্মহত্যা

তিন হাজার তোলা রূপা অপহরণ

বড়লাটের সফর

কংগ্রেস মন্ত্রীদের প্রতি মহাত্মা গান্ধী

দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা

কান্দিয়া গ্রামে ভীষণ দাঙ্গা

কংগ্রেস কর্ম্মীদের প্রতি
মহাত্মা গান্ধী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী কর্ম্মচারিগণ গান্ধী-আরউইন সন্ধি সর্ত্ত ভঙ্গ করিতেছেন—এইরূপ অভিযোগ করিয়া বহু কংগ্রেস নেতা এবং কর্ম্মী মহাত্মা গান্ধীর নিকট চিঠি লিখিতেছেন। মহাত্মাজী এই সব পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ৯ই জুলাই তারিখের "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিতেছেন :—

"বহু স্থান হইতে অভিযোগ আসিতেছে যে, স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ দিল্লীর চুক্তি ভঙ্গ করিয়া খণ্ডবিখণ্ড করিতেছেন এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, যেন গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেইজন্য প্রায় প্রত্যেক কংগ্রেস কর্ম্মীকেই তাঁহারা সন্দেহের চোখে দেখিতেছেন। আমি এই সব চিঠি অনেক দিন চাপা দিয়া রাখিয়াছিলাম এই আশায় যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐ সব অভিযোগ সম্বন্ধে দরখাস্ত করিলে তাঁহারা উহার প্রতিকার করিবেন। কিন্তু আমার আশা ভঙ্গ হইয়াছে।

অতঃপর মহাত্মাজী যুক্ত-প্রদেশের সুলতানপুর ও মথুরা, পাঞ্জাবের অমৃতসর, আম্বালা, লুধিয়ানা এবং রোটাকের কয়েকখানি চিঠি উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গলার অন্তর্গত কাঁথি কংগ্রেস কমিটীর একখানি চিঠিও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উক্ত তারের তারিখ ২০শে জুন। চিঠিতে বলা হইয়াছে—

'কাঁথির সরকারী কর্ম্মচারিগণ সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিতেছেন এবং শান্তিপূর্ণ গঠন মূলক নিরস্ত্র কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে গ্রেপ্তার করিতেছেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস সালিশীবোর্ডের সাফল্যে শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা এই সমস্ত গ্রেপ্তার দ্বারা সন্ধি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বড়লাটকে তার করা হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বমহজম, মাথাঘোরা, বুক বড় কড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্যারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৭ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার পেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৯ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ৩০শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৫ জুলাই ইং ১৯৩১ বুধবার | ১১৩তম সংখ্যা

পুরীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রেরিত)

গত ৮ই বৈশাখ হইতে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মাসব্যাপী মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত জনগণকে জীবের একমাত্র বিষয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এবং ভজনপিপাসুগণকে কৃষ্ণকার্য্যসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত রাখিবার জন্যই কৃষ্ণকীর্ত্তনৈক জীবন, শ্রীকৃষ্ণের নিজজন পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের ঈদৃশী জীবেদয়ার আয়োজন। গত তিন মাস কাল সাসং ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে বহু সৌভাগ্যবন্ত জন এই দয়াগ্রহণে ধন্যাতিধন্য হইতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ নিজের অনুগতজনের দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন প্রচার করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, স্বয়ং পর্ব্বতশিখর দুর্জ্জয়লিঙ্গ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে শুভবিজয় করিয়া নিজ প্রাণনাথের সেবা প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তম মঠবাসী ভক্তগণ ও স্থানীয় শ্রদ্ধালু সজ্জনমণ্ডলীর একান্ত প্রার্থনায়, বিশেষতঃ অসময়কালে আলবরনাথক্ষেত্রে গৌড়ীয়নাথের লীলাসোদে প্রমত্ত হইয়া গত ২৩শে আষাঢ় ৮ই জুলাই বুধবার পুরী এক্সপ্রেস পরমারাধ্য প্রভুপাদ পুরীধামে যাত্রা করেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠাধ্যক্ষপ্রমুখ বহু ভক্ত এবং সহরবাসী গণমান্য অনেকেই সজ্জন হাবড়া ষ্টেসনে তাঁহারই অনুগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহরিকীর্ত্তনের বিরাম নাই। গাড়ীতে বসিয়াই সকলকে শ্রীহরিসেবার উপদেশ দিতেছেন। ক্রমে ক্রমে শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রীল প্রভুপাদও তন্ময়ত চিত্তে কীর্ত্তন করিতেছেন। এমন সময় ট্রেণ ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সকলের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল। কেন না, অনতিবিলম্বেই অপার্থিব সঙ্গ ছাড়িয়া গোলোকের কীর্ত্তন শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন, এমন সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পরম দয়ালু প্রভুপাদ গাড়ীর দরজার ভিতর দিয়া ভক্তগণকে দর্শন দিতে লাগিলেন। গাড়ী চলিতেছে, সুতরাং অল্পক্ষণ পরে ভক্তগণ দূরে পড়িলেন।

গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। শ্রীল প্রভুপাদ তখন শ্রীমালিকায় সংখ্যানাম করিতেছেন। লোকশিক্ষক লোকপাবন প্রভুপাদ শ্রীহরির প্রিয়তম জন হইয়াও সংখ্যানাম গ্রহণে আগ্রহ দেখাইয়া—

আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥

—এই প্রভু-আচরণের অনুসরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্য-আদেশ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
মহা) প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।

—পালনে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট প্রচারেরই আদর্শ দেখাইলেন।

সংখ্যানাম পূর্ণ হইলে পরিপূর্ণবস্তু বিজয়কারী প্রভুপাদ রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মাদৃশ অধমের প্রতি কৃপা পূর্ব্বক শ্রীহরির বহু লীলাবিক্রমের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি ভাগ্যহীন। কেননা:—

দৈবী মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে।
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥

নিদ্রাদেবী আমাকে জোরে আকর্ষণ করিলেন। পরম পাবন প্রভুপাদের শ্রীমুখে পরমপাবনী শ্রীহরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য হারাইলাম। এই ভাবে অনেক সময় চলিয়া গেল। অতি প্রত্যূষে প্রভুপাদ আমাকে ডাকিলেন। আমি ব্যস্তভাবে উঠিয়া লজ্জিতভাবে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। দেখিলাম, তিনি শ্রীমালিকায় শ্রীনাম গ্রহণ করিতেছেন। একটু হাসিয়া বলিলেন—"ঘণ্টা বাজিয়াছে। গাড়ী কটক আসিল, দরজা খুলুন।" দরজা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম,এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর মহোদয় আসিয়া প্রভুপাদকে প্রণাম করিলেন। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণের ও সেবাদ্যের সংবাদাদি লইতে লইতে গাড়ী ছাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর বাবুও নামিয়া গেলেন।

২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই বৃহস্পতিবার ৭টা ১৫ মিনিটের সময় পুরী ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিল। পূর্ব্বদিবস শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তগণ তারযোগে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের পুরীতে শুভাগমনের সংবাদ পাইয়া পূর্ব্বাহ্ণেই শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন-প্রমুখ ভক্তগণ ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। গাড়ী ষ্টেসনে থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের জয় ঘোষণা করিলেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীল প্রভুপাদকে পূজা করিলেন। বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারিগণ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামে শ্রীগৌরগৌরবের পূজা করিলেন।

সুসজ্জিত মোটরযানে শ্রীল প্রভুপাদকে উঠাইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আনয়ন করিলেন, সঙ্গের ভক্তগণও প্রভুপাদের অনুসরণ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ মোটর হইতে নামিয়া সাষ্টাঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-বিনোদ মাধবগৌড়ীকে বন্দনা করিলেন। প্রভুপাদ পরে অন্যত্র আসন পরিগ্রহ করিলে সহরের বহু লোক আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং প্রভুপাদের শুভাগমনে পরমানন্দ প্রকাশ করিলেন।

বৈকালে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বাহির হইলেন। প্রথমে ঠাকুর হরিদাসের সমাধি মন্দিরে যাইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে সমাধি পরিক্রমা করিলেন। ভক্তগণও তদনুসরণ করিলেন। ভাবভারাক্রান্ত প্রভুপাদ কত ভাবে কত কি ভাবিলেন, তাহা আমরা না বুঝিলেও তাঁহার বদনমণ্ডলে অনেক ভাব প্রকাশিত হইল।

তৎপরে পাপবকুটীতে আসিয়া কোথায় পাঠকীর্ত্তন হয়, কোন্ কোন্ ঘরে কোন্ কোন্ ভক্ত অবস্থান করেন, সন্ধান লইয়া আসন পরিগ্রহ করিয়া সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া একটী শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। সমুদ্র দর্শনে যমুনাবিহারলীলা-দর্শনকারী শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তিই সেই শ্লোক। প্রভুপাদ ভাববিভোর হইয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন, এমন সময় সিদ্ধবকুল

মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীবলভদ্র দাস গোস্বামী মহাশয় আসিলেন। তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলে প্রভুপাদ আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং পৃথক্ উচ্চাসনে বসিতে বলিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যের সম্মানজ্ঞাতা মহান্ত মহারাজ সেই আসনে না বসিয়া ভূমিতেই উপবেশন করিলেন। কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবা-বিজ্ঞানপ্রদাতা প্রভুপাদও ভূমিতে উপবিষ্ট হইলেন।

মহান্ত মহারাজ নানাসেবাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় প্রাতে প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে যাইতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। প্রভুপাদও তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীহরিকথা আরম্ভ করিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন হইলে সন্ধ্যারাত্রিকের সময় উপস্থিত দেখিয়া মহান্ত মহারাজ অনিচ্ছাসত্ত্বে এবং দুঃখিতচিত্তে 'আগামী কল্য পুনরায় আসিব', বলিয়া বিদায় লইলেন।

রাজর্ষি-দুহিতা

দিনাজপুরের রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়ের শুদ্ধভক্তিপ্রচারে আন্তরিকতা, বদান্যতা ও সেবোৎসাহিতার আদর্শ শ্রীপত্রের পাঠকগণ অবগত আছেন। রাজর্ষি বাহাদুরের অনুগমনে তদীয় সুযোগ্যা পরমা ভক্তিমতী দুহিতাও কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ এবং শুদ্ধভক্তিপ্রচারে যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাও বাস্তবিক জগতে আদর্শস্থানীয়। রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয়ের পরমা ভক্তিমতী কন্যা শ্রীগৌড়ীয়-মঠকেই বর্ত্তমানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামিবর্গের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-পুনঃপ্রচারের একমাত্র জীবন্ত প্রতিষ্ঠানরূপে উপলব্ধি করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ প্রচারের জন্য আনুকূল্য করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, উক্ত ভক্তিপ্রাণা মহোদয়া বর্ত্তমানে কন্যাশোক-কাতরা ও শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন রোগশয্যায় শায়িতা থাকায় স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিবার একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও আসিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভুর নিকট শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসেবার্থ ২৫০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্ত পিতার আদর্শের অনুসরণকারিণী ভক্তিমতী দুহিতা জগতে দুর্লভ। কিন্তু আজ রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় ও তদীয় কন্যার মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্তেরও আদর্শ দর্শন করিয়া আমাদের আনন্দের সীমা নাই। সুখের বিষয় এই যে, কুমার বাহাদুর হরিজন ও প্রকৃতিজনের সমন্বয় না করিয়া এতদুভয়ের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা—এহেন শুদ্ধভগবদ্ভক্ত পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিতা, যোগ্যতমা ভক্তিমতী দুহিতার চিত্তবৃত্তি এরূপভাবে গুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রী)

(২)

স্ত্রীচরিত্র দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়, মনুষ্যের কথা কি? দারুপ্রকৃতি ও যোগারূঢ় তপস্বীর চিত্তহরণে সমর্থ। অতএব সাধুগণ ব্রহ্মচারী ও যতিদিগকে যোষিন্মূর্ত্তির অবলোকন হইতেও অতীব সতর্ক হইতে উপদেশ দান করিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছোট হরিদাস-বর্জ্জনলীলা প্রত্যেকেরই স্মরণ করা আবশ্যক। সংযতচিত্ত বিপ্রনারায়ণ দেবদেবীর কাপট্যপূর্ণ বচনাবলীকে যথার্থ মনে করিয়া তাহাকে উদ্যানপালনে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি দেবদেবী কাবেরীতে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও তুলসীমালিকা দ্বারা সজ্জিত হইয়া বিপ্রপাদপদ্মে ত্রিকালবন্দনা সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহার নির্দ্ধারিত সেবায় নিরত থাকিল। বিপ্রও মাধুকরবৃত্তিতে প্রাপ্ত খাদ্যাদি শ্রীবিষ্ণুকে সমর্পণ করিয়া নিজের ভোজনাবশেষ দেবদেবীকে ভোজন করাইতেন। এইপ্রকারে সমুদয় পুষ্প, তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষের মূলখনন, আলবালবন্ধন, জলসেচন প্রভৃতি পরিচর্য্যায় নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়া, প্রচণ্ড বায়ু, বর্ষা, শীত, আতপ সহন পূর্ব্বক দেবদেবী সর্ব্বভোগবর্জ্জন দ্বারা অগ্রজার শেলতুল্য বাক্য স্মরণ করিতে করিতে কিয়ৎকাল যাপন করিতে লাগিল।

এইপ্রকারে প্রায় ষণ্মাস অতিক্রম হইতে চলিল, দেবদেবী নিজাভীষ্টসিদ্ধির কোন প্রকার লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হইল এবং রঙ্গেশ-সমীপে অতীব কাকুতিসহকারে বৃথাহঙ্কারপূর্ণ প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আপনাকে ধিক্কৃত করিতে লাগিল। সেই বিপ্রর্ষির কঠোর বৈরাগ্য, তাদৃশরূপ-লাবণ্যবতী কামিনীর দর্শনে পরাঙ্মুখতা, বাতবর্ষাদিপীড়নেও জিজ্ঞাসাভাব, আরাম-সেবানির্দ্দেশে বিরতি, এমন কি, বনবৃক্ষাদির তুল্য স্নেহশূন্যতার অনুযোগপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গেশ্বরের শরণাগতা হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার সাফল্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল রঙ্গনায়ক প্রকৃতিজনের শিক্ষাদানার্থ তাহার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন।

একদা বর্ষারাত্রিকালে ঝঞ্ঝাপ্রবাহের সহিত ভীষণ বারিপাত হইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎস্ফুরণ ও অশনিসম্পাতে বহিঃস্থিতা দেবদেবী জীবনভীতা হইয়া পর্ণশালান্তর্গত বিপ্রনারায়ণের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। রঙ্গেশপ্রসাদে তদীয় চিত্তে দেবদেবীর প্রতি করুণার আবির্ভাব হওয়ায় তিনি তাহাকে কুটীরাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। সেই বারনারীও সুযোগ পাইয়া মধুর বাক্য প্রয়োগ ও পাদসম্বাহনাদি কার্য্যে বিপ্রকে ক্রমশঃ আত্মসাৎ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ অগ্নির নিকটস্থ ঘৃতের ন্যায় সেই সুরূপা যুবতীর সমীপে যৌবনারূঢ় বিপ্রনারায়ণের চিত্ত দ্রবীভূত হইল এবং উভয়ে সম্পূর্ণরূপে কামপরায়ণ হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিল। এতাদৃশ বৈরাগ্যবান, আজন্ম দৃঢ়রত সেই ব্রহ্মচারী যোষিদ্রূপা বৈষ্ণবী মায়া অতিক্রম করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া সেই কোকিলভাষিণী কমলবদনার কৃত্রিম স্নেহে একান্ত বশীভূত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। এক্ষণে দেবদেবী আপনাকে প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণা বিবেচনা করিয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক বিবিধ বসন ভূষণদ্বারা স্বীয় অঙ্গলাবণ্য বর্দ্ধিত করিয়া নানাবিধ ভোগোপকরণসহ সেই নন্দনতুল্য কাননের কুঞ্জমধ্যে বিপ্রনারায়ণের সহিত সুরতক্রীড়ায় রত থাকিলে বিপ্রও ক্রমে সন্ধ্যাবন্দন, দেবসেবাদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠান বিস্মৃত হইয়া সেই পিশাচীর কবলে আত্মসমর্পণ করিলেন, সেই বিপ্র বারবনিতাগৃহে সর্ব্বদা সেই বেশ্যাভোগে নিরত থাকিয়া সুচিরনিষ্ঠা রঙ্গেশসেবা একবারেই পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

(১)

"বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্।"—সাধুমহাজনগণ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত কলিকল্মষাবৃত মন্দমতি জীবের পক্ষে নিত্য নিঃশ্রেয়সপ্রদ অপর কোনও সাধন নাই। সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দর সনাতন উপাসনার এই পরম সুকৌশলটি জানাইবার জন্য কলিযুগকে ধন্যাতিধন্য করিয়া প্রপঞ্চে শুভ প্রকটলীলা সুবিস্তার করিয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চতুর্যুগের অভিধেয় এক নহে; সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণুপরিচর্য্যা ও কলিতে হরিকীর্ত্তন সৎশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চরমপন্থা। চারিযুগের এই চতুর্ব্বিধ নিত্যকৃত্য তত্তদ্যুগোচিত ভাবে কৃষ্ণতোষণের উপযোগী।

পরমহংসকুলোপাস্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া, দশবিধ-নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিকীর্ত্তনই সুদুর্ব্বল কলিজীবের 'কৃষ্ণপ্রেমা' লাভের একমাত্র উপায়। মায়াহত কলিজীবের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চনাদি সাধনের সম্পূর্ণ অসামর্থ্য দর্শনে মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই নামপ্রেম-মহামণি বিতরণ দ্বারা সর্ব্ব অবতারে অদত্ত পরম গোপ্য নিধিপ্রদানকারী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যাবতারে শ্রীহরি নিজেই স্বভক্তিসুষমার প্রদাতা।

অধর্ম্মাশ্রিত কলির মানব মনোধর্ম্মপরায়ণ; অসৎ চিন্তা, অসত্য কলুষ আমাদিগকে পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়াছে। বিরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত আমরা ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলে বাস্তব সত্যবস্তুর ধ্যানের পরিবর্ত্তে স্ত্রী, পুত্র, সংসার ও বিষয় সম্পত্তিরই ধ্যান করিব, মায়াদেবীর বহুবিধ চিত্তচমৎকারিণী লীলা আমাদের নিকট ধ্যেয়-বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হইবে। আবার বিবাদশীল এই কলিযুগে ত্রেতাযুগীয় মানবের মত বহুবিধ যজ্ঞসম্ভারের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে যজ্ঞক্রিয়া করিবার সামর্থ্য, সুযোগ ও আয়ুঃ কাহারও নাই, সুতরাং যজ্ঞবিধি-পালনে যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর তুষ্টিসাধন কলির জীবের সাধ্যাতীত। দ্বাপরযুগে অনুষ্ঠিত বিষ্ণু-পরিচর্য্যাও এইকালের বদ্ধজীবের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, তাহাতে স্থান, কাল, পাত্র ও নৈবেদ্যাদির শুদ্ধাশুদ্ধির প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও সুসূক্ষ্মবিচারের অত্যাবশ্যকতা রহিয়াছে। কলির মনুষ্য সন্তান—স্বল্পায়ুঃ ও দুর্ব্বল; সংসার-নির্ব্বাহের তাড়নায় সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, তাহার জীবনের অল্প সময়ের মধ্যে শৌচাশৌচ ও কালাকালের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া পরিচর্য্যা-সাধনে নিঃশ্রেয়স লাভ সুদূরপরাহত। তজ্জন্য পরমদয়ানিধি অভিন্নব্রজেশতনয় নবদ্বীপ-পুরন্দর শ্রীগৌরহরি কলিকবলিত দুঃস্থ জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুসাধ্য কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিধিটী প্রবর্ত্তন করিয়া নিখিল জগতের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, শ্লোকসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের একটা অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অধিষ্ঠা বিধ্বংসিনী জীবাত্মরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় সেতুবিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-চরিতচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যাধ-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সাধ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ১৲ ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঠের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনব দ্বীপধাম ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়-কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিনয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য পর্য্যন্ত কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অত্যাশ্চর্য্যভাবে মুদ্রণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীবর্ষ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম খৃষ্টতত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছে এবং সুবিস্তৃত কথাসার সঙ্কলন করা হইয়াছে। বিবাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলারহস্য বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পারটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপিপাসু পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনোপযোগী গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মন্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমধ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীব্যাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় পরিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাবাঁধাই ৵০ আনামাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায় বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্ততত্ত্বরত্ন মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামমহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীমদ্গোদ্রুম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পদ্মবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পদ্মবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্শন

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিমসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ ধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লি গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

সহিষ্ণুতাই শক্তি

মহাত্মাজী পর পর চিঠিগুলির আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন :—

"অধৈর্য্য কংগ্রেস কর্ম্মিগণ এই সমস্ত অভিযোগের তালিকা পাঠ করিয়া হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন—আমরা কতদিন অপেক্ষা করিব এবং ইহা সহ্য করিব ?"

"গত সপ্তাহে আমি যে উত্তর দিয়াছিলাম এ সপ্তাহেও তাহাই দিতেছি—ওয়ার্কিং কমিটী যতক্ষণ প্রয়োজন মনে করিবেন ততক্ষণ তোমাদিগকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। দুইটী অন্যায়ে একটি ন্যায় হইবে না। কোন কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি অন্যায় করিয়াই থাকেন, তবে কংগ্রেসের সেরূপ করিবার কোন যুক্তি নাই। সন্ধি সম্বন্ধে আমাদের যে কর্ত্তব্য তাহা আমরা করিতেই থাকিব। যদি ইহা ভাঙ্গিয়াই যায় তবে যেন তাহা কংগ্রেসের ভিন্নরূপ চেষ্টা সত্বেও ভাঙ্গিয়া যায়। আমাদের সহিষ্ণুতা যত বেশী হইবে—আর সহিষ্ণুতা নির্য্যাতন ভোগেরই নামান্তর মাত্র—শক্তিও আমাদের তত বৃদ্ধি পাইবে।

নবদ্বীপে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর বক্তৃতা

গত ১২ই জুলাই রবিবার নবদ্বীপে এক মহতী সভায় জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় ম্যাজিক লাণ্টার্ণ সহযোগে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ সভায় নদীয়া জেলার বিশিষ্ট নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপবাসী ভদ্র মহিলা, ভদ্র মহোদয় এবং ছাত্র বন্ধুগণ এই সভায় যোগদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন।

মোস্লেম সম্মেলন বর্জ্জন

প্রকাশ, ঢাকা সাবাগে যে মোস্লেম সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছে জাতীয়তাবাদী মোস্লেম সঙ্ঘ ও জাতীয়তাবাদী মোস্লেম দল তাহা বর্জ্জন করিবেন স্থির করিয়াছেন। উক্ত সঙ্ঘের সভাপতি মৌলবী ইব্রাহিম সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির একজন সদস্য হইয়াছেন। সঙ্ঘ তাঁহাদের প্রস্তাব মৌলবী ইব্রাহিমের নিকট পাঠাইয়াছেন তিনি উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিতে অনিচ্ছুক। এইজন্য তিনি সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে।

অনশনে আত্মহত্যা

নোয়াখালী জিলার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত ফেণী, বসুরহাট, সেনবাগ প্রভৃতি থানার এলাকাধীন গ্রামসমূহে ভীষণভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। ঐ সকল অঞ্চলের লোকের আর্থিক অবস্থা কিরূপ চরমে উঠিয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। অধিকাংশ স্থান হইতে প্রায়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিগণের অনশনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বহু গ্রামের নরনারিগণ অনশনে বা অর্দ্ধাশনে কালাতিপাত করিতেছে—তাহাদের পরিধানে শতচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। উচ্চ সুদে কোথাও ধারকর্জ্জ পাওয়া যায় না। সম্প্রতি বেনাগ থানার অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রাম নিবাসী সেকেন্দার মিয়ার যুবতী স্ত্রী ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দাড় দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী উঠিলে আসামীগণ ট্রাইবুন্যালের প্রেসিডেন্টের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের কৌঁসুলী সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির করেন নাই। গত বৃহস্পতিবার তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলিতে চান না।

ইহাতে প্রেসিডেণ্ট তাঁহাদিগকে জানান যে, তাঁহারা কোন সিদ্ধান্ত করুন আর নাই করুন—সোমবার হইতে নিয়মিত শুনানী আরম্ভ হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডন যাত্রা

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, মহাত্মা গান্ধী ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এইচ, ডবলিউ, এমার্সনের নিকট হইতে তাঁহার পত্রের উত্তর পাইয়াছেন। তাহাতে সালিশী বোর্ড গঠন জন্য মহাত্মাজীর অনুরোধ গ্রহণে গবর্ণমেণ্টের অক্ষমতা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

মিঃ এমার্সনকে এরূপ পত্র লেখা ছাড়া মহাত্মা গান্ধী বড়লাটকে জানান যে, ইতিমধ্যে কোনরূপ গোলযোগ না হইলে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান জন্য সম্ভবতঃ লণ্ডনে যাইবেন।

গতকল্য বড়লাটের নিকট হইতে মহাত্মাজী উত্তর পাইয়াছেন : মহাত্মাজীর লণ্ডন যাত্রার সিদ্ধান্তে বড়লাট আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কোন অসুবিধায় পড়িলে তাঁহার সাহায্য পাইবেন বলিয়া নিশ্চয়তা দিয়াছেন।

এই উত্তর পাইয়া মহাত্মা গান্ধী বড়লাটকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ইতিমধ্যে কোনরূপ গোলযোগ না হইলে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান জন্য সম্ভবতঃ লণ্ডনে যাইবেন।

সন্ধি সর্ত্ত ভঙ্গ তাঁহার অন্যতম অসুবিধা। মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের নিকট হইতে উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। উহা যদি অনুকূল হয়, তাহা হইলে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি সীমলা যাত্রা করিতে পারেন।

যাঁহারা ভিতরের সংবাদ রাখেন তাঁহাদের বিশ্বাস, মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডন যাত্রা একরূপ নিশ্চিত এবং তিনি ১৫ই আগষ্ট লণ্ডন যাত্রা করিবেন। সুতরাং অবস্থা সম্পূর্ণ আশাজনক।

অর্থের বদলে জীবন-নাশ

গত ৯ই জুলাই রাত্রে চারিজন বিদ্রোহী থারাবাড়ির উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ এক গ্রামে যায় উপস্থিত হয় এবং গ্রামবাসীদের নিকট টাকা পয়সা ও জিনিষপত্র দাবী করে। গ্রামবাসীরা তাহাদের আক্রমণ করিয়া দুইজনকে নিহত করে; বাকি দুইজন পলাইয়া যায়।

থায়েটমাইওতে ৫০ জন বিদ্রোহী ৪০টী বন্দুক লইয়া গত ৬ই ও ৭ই জুলাই চারিটী গ্রাম আক্রমণ করে এবং কিছু টাকা লুট করিয়া লইয়া যায়।

প্রোমে একদল পুলিশ গভীর বনের মধ্যে একখানি কুটীরের ভিতর একজন বিদ্রোহীকে দেখিতে পায়, দেখিয়াই তাহাকে হত্যা করে।

গত দুই দিনের মধ্যে ৩৬জন বিদ্রোহী প্রোমে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

কান্দিয়া গ্রামে ভীষণ দাঙ্গা

গত ২৮শে জুন কটক জিলায় আউল ইষ্টেটের কান্দিয়া গ্রামে খান্দায়ত এবং গোয়ালাদের মধ্যে এক হাঙ্গামার ফলে দুইজন লোক নিহত এবং সাত জন আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, খান্দায়েতগণ লাঠীসহ গোয়ালাগণকে আক্রমণ করে। প্রথমোক্ত দলে একশত এবং অপর দলে ৮০ জন লোক ছিল। দাঙ্গার কারণ এখনও জানা যায় নাই। কেন্দ্রাপাড়া মহকুমার মহকুমা হাকিম, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-সহ গ্রাম পাহারা দিতেছেন।

বড়লাটের সফর

বর্ত্তমান বন্দোবস্ত অনুসারে বড়লাট এবং লেডি উইলিংডন অল্প সংখ্যক কর্ম্মচারী সহ আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সিমলা ত্যাগ করিয়া পুনরায় এক মাস পরে ফিরিয়া আসিবেন।

তাঁহাদের এই স্বল্পকাল সফরে তাঁহারা দিল্লী, কলিকাতা, রাঁচী, কানপুর এবং নৈনিতাল পরিদর্শন করিবেন।

চীন ও জাপানে যুদ্ধের সম্ভাবনা

কোরিয়ার দাঙ্গার ফলে চীন ও জাপানের মধ্যে মনান্তর ঘটিয়াছে। সম্প্রতি কোরিয়া হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া একান্ত বিচিত্র নহে।

সিউলের চৈনিক দূতাবাসে প্রায় ১৫০০ জন চৈনিক ভীত হইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। কোরিয়ার অধিবাসীরা সেই দূতাবাস আক্রমণ করে। ফলে ৫০০ জন চৈনিক আহত হইয়াছে এবং চীনের দূত নিজে পলাইয়া যাইয়া গবর্ণর জেনারেলের বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছেন।

তিন হাজার তোলা রূপা অপহরণ

কাষ্টম সাব ইন্সপেক্টার পশ্চিচারী হইতে অপহৃত তিন হাজার তোলা রূপা চারিজন লোক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। রূপাগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই বিষয়ে আরও তদন্ত সাপেক্ষে আসামিগণকে জামিনে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

৬৬৪ জন কয়েদীর মুক্তিলাভ

গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পাঞ্জাব জেল শাসন সম্পর্কে যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ঐ বৎসর সৎস্বভাবের জন্য ৬৬৪ জন কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে ইহাও দেখা যায় যে, ৩৫৩৭ জনকে তাহাদের দণ্ডকাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বে ছাড়িয়া দেওয়ায় ঐ সংখ্যা আর বৃদ্ধি পায় নাই। না হয় আরও অনেক কয়েদীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত

লোহার বরগা কাঁড়
করগেটটীন, জানালোরগরাদে
দালানের ফুলদার রেলিংওথামা
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তি চন্দ্রমুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
২৭।৪ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। ফোন ৪৪৭১
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

"শ্রীরাধা",
দৈনিক—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲
সিকি কলম ২৲
চতুর্থ পৃষ্ঠার
কলম।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক
ষাণ্মাসিক ৩৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
নমুনা ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাগীশ [১১৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ১৬ই জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

কালীগঞ্জে দিবালোকে রাহাজানি

নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ স্কুলের জনৈক মুসলমান ছাত্র রাধাকান্তপুর গ্রাম হইতে কামারী আসিবার কালীন হাট গাছার সন্নিকটে সকাল সাড়ে ৮ ঘটিকার সময় তাহার নিকট হইতে এক মুসলমান চক্‌ড ৬৫৲ টাকা কয়েক আনা প্রকাশ্য দিবালোকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। স্থানীয় পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। সন্দেহবশতঃ এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া পরে ছাড়িয়া দিয়াছে।

কনষ্টেবলের প্রতি গুলীবর্ষণ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দে, ময়মনসিংহের রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ রায়ের পৌত্র ও শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত সুকুমার মজুমদার জামালপুর খেয়াঘাটে জনৈক কনষ্টেবলের প্রতি রিভলভারের গুলীবর্ষণ করার অপরাধে সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে অভিযুক্ত হন। প্রকাশ, উক্ত কনষ্টেবল একজন পলাতক আসামীকে যখন অনুসরণ করিতেছিল, তখন আসামীগণ তাহার প্রতি গুলীবর্ষণ করেন। দীর্ঘ তদন্তের পর সদর মহকুমা হাকিম শ্রীযুত সুকুমার মজুমদারকে মুক্তি দিয়াছেন এবং অপর আসামীদ্বয়কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ও অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারানুসারে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

রেঙ্গুণে গীর্জ্জায় চুরি

এক পক্ষ কালের মধ্যে রেঙ্গুণের ২টি প্রধান গীর্জ্জা—রেঙ্গুণ ক্যাথিড্রাল ও সেণ্ট

কালীগঞ্জে রাহাজানি

কনষ্টেবলের প্রতি গুলীবর্ষণ

রেঙ্গুণে গীর্জ্জায় চুরি

গোলটেবিলবৈঠকের সদস্য নির্ব্বাচন

মোর্ভিরাজ্যে সত্যাগ্রহ

নৈশ পুলিসকর্ত্তৃক ডাকাতদল ধৃত

কাশীতে বঙ্গের গভর্ণর

বরিশাল ও নোয়াখালীতে আর্থিক দুর্দ্দশা

অর্থাভাবে জমিদারী নিলামে

মিঃ মং মংজীর কলিকাতা হইয়া রেঙ্গুণ যাত্রা

প্রাতঃকালীন উপাসনার জন্য গীর্জ্জার দ্বার খুলিতে যাইয়া ব্যাপারটা দেখিতে পায়।

সেণ্ট মেরির গীর্জ্জায় কিছু দিন পূর্ব্বে চুরি হয়। চোর এখনও ধরা পড়ে নাই।

বরিশালে আর্থিক দুর্দ্দশা

জমীদার এবং কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক কমিয়া গিয়াছে। এমন কি, এক মুঠা ভাত ও'র বিনিময়েও সমস্ত দিন এক জনকে দিয়া কাজ করাইয়া লইয়া যায়। উপবাসী কৃষকগণ কাজের সন্ধানে দলে দলে সহরে ছুটিতেছে।

প্রকাশ, সরকারের খাজনার মাত্র কিস্তীর অঙ্কেক, এমন কি এক তৃতীয়াংশ দিলেও জমিদারী এষ্টেটগুলি বিক্রয় করা হইবে না বলা হইলেও, খাজনা দিতে না পারায়, ১৪টি জমিদারী এষ্টেট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সমস্ত জিলায় যে আর্থিক দুরবস্থা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা ক্রমেই ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে।

কাশীতে বঙ্গের গভর্ণর
পুলিশের বিশেষ সতর্কতা

সিমলা হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পথে বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুর গত ১০ই সন্ধ্যায় কাশীতে আসিয়াছিলেন। কাশী ষ্টেটের কুমার সাহেব এবং ষ্টেট ও গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রথম হইতেই পুলিসের কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং যে স্পেশাল ট্রেণটিতে গভর্ণর বাহাদুর আসিয়াছিলেন, সশস্ত্র পুলিস ক্রমাগত উহা ঘিরিয়াছিল। রেলওয়ে ওভারব্রীজ ক্যাণ্টনমেণ্টস্থিত কাশী ষ্টেটের টাকশালে পুলিসের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। প্রকাশ, গভর্ণর বাহাদুর রামনগর প্রাসাদ পরিদর্শন করিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার জন্য নাগোয়ায় আসিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি স্পেশাল ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার ভয় ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুদর্শন, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাজারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

হইবেন

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন;

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যাবিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

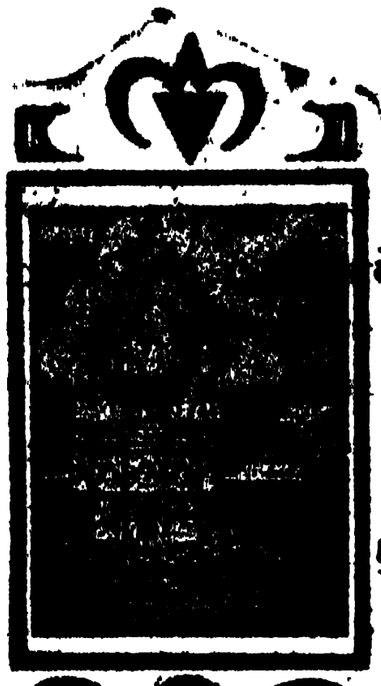

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

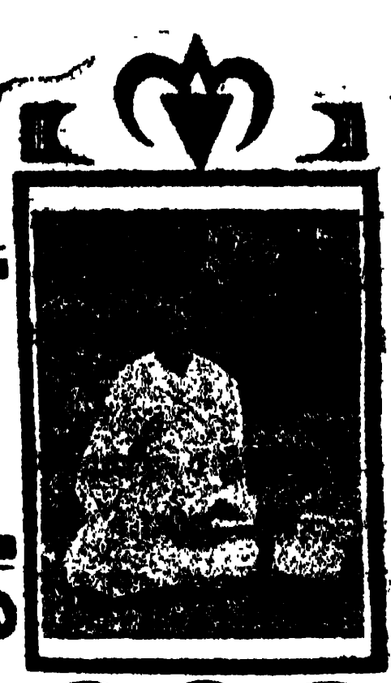

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১৭ বামন গৌরাব্দ ৪৪৭, ৩১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৬ জুলাই ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার | ১১৪তম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা।

গত ৫ঠা জুলাই শনিবার অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক এবং গৌড়ীয় সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই সারাংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

(শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বন্দনানন্তর) স্বাস্থ্য ও অর্থ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলাম। আমাদের বৈষ্ণব-স্কুল; সুতরাং বৈষ্ণবের ভাষায় কিছু বলব। আজকার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে লৌকিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকারই অনেক কথা হয়েছে। আমারও সময় অল্প, সুতরাং একটু মাত্র ঐ বিষয়ের আলোচনা ক'রেই আমার কথা শেষ করব।

প্রত্যেক শব্দের তিনটী বৃত্তি—অজ্ঞ রূঢ়ি, সাধারণ রূঢ়ি ও বিদ্বদ্রূঢ়ি। সেই জন্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঐ ত্রিবিধ বিচারে দেহের স্বাস্থ্য, মনের স্বাস্থ্য আর আত্মার স্বাস্থ্যকে বুঝায়। অজ্ঞ ও সাধারণ ব্যক্তিগণের বিচারাপেক্ষা বিদ্বদ্‌গণের বিচার শ্রেষ্ঠ তাঁরা স্বাস্থ্য বলতে আত্মার স্বাস্থ্যকে বুঝে থাকেন, সে কথা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রৌতী মহারাজও বললেন। আত্মার স্বাস্থ্য—স্বরূপে অবস্থিতি। আত্মার স্বাস্থ্যবিধানের উপায়—শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন। দেহ-মনের স্বাস্থ্য থাকলেও আত্মার স্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে কোন মঙ্গল নাই। যখন আমরা স্বরূপে অবস্থিত হ'তে পারব, তখন বুঝতে পারব আমাদের কর্ত্তব্য—শ্রীভগবৎসেবা; তাতেই আত্মার স্বাস্থ্য, আনন্দ।

ধনের বিষয়েও ঐকথা বলা যেতে পারে। ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন,—"ধন মোর নিত্যানন্দ"। জাগতিক অর্থ আগমাপায়ী; নিত্য নয়; সুতরাং তাতে নিত্য আনন্দ নাই, কিন্তু নিত্যানন্দকে 'ধন' ব'লে বরণ করতে পারলে নিত্য অক্ষয় আনন্দ লাভ করতে পারা যায়। নিত্যানন্দ প্রভু আমাদের নিত্যানন্দ বিধান ক'রে থাকেন। যাঁরা নিত্যানন্দের অনুচর, তাঁদের যারা অনুচর হতে পেরেছেন,—তাঁদের যারা ধন করতে পেরেছেন, তাঁরাই প্রকৃত ধনী।

'অর্থ' বলতে প্রয়োজন বুঝায়। আমাদের কি প্রয়োজন? বলা যেতে পারে—আনন্দ। ছেলেপিলে লাড্ডু বা খেলনা পেলে সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু সে আনন্দ পরিবর্ত্তনশীল, কিছুক্ষণ পরে আর ভাল লাগে না। এমনই জগতের প্রত্যেক বস্তু, কোনটীতেই স্থায়ী আনন্দ বা নিত্যানন্দ লাভ করা যায় না। কিন্তু যাঁরা "অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলি সদৃশং বিচিন্তয়" ব'লে কৃষ্ণপাদপদ্মকে বরণ করতে পেরেছেন, তাঁরাই প্রকৃত ধনের সন্ধান পেয়েছেন।

"যদি থাকে বহু ধন, নিজে ভোগ অল্পক্ষণ; বৈষ্ণবের কর উপকার।" অর্থ দিয়ে যদি বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবা হয়, তবে সেই অর্থই যথার্থ সার্থক, নতুবা তা'তে অনর্থ বৃদ্ধি করে মাত্র; অর্থের অনর্থত্ব দূর ক'রে প্রকৃত অর্থে নিযুক্ত করা অর্থাৎ অক্ষেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত না ক'রে পরমার্থে ন্যস্ত করাই অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার।

আত্মার স্বাস্থ্য বিধানের জন্যই এই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা এই স্কুলে admission পেয়েছেন, তাঁরা বাস্তবিকই সৌভাগ্যবন্ত। এখানে ভর্ত্তি হ'য়েও যদি কেউ জড়জগতের বিচারে দণ্ডিত হন, তবে অনেক ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করতে হবে; তা হলে জানতে হবে যে, তাঁর ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কেউ নেই। কিন্তু "মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুগত।" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে ভর্ত্তি হ'য়ে তাঁর অনুগমন করতে পারলেই প্রকৃত অধ্যয়ন হবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রাণধন গৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত হ'তে পারলেই সব ঠিক, নতুবা জগতের অমঙ্গলকর তাদৃশ স্বাস্থ্য বা ধনে ধিক্। স্বাস্থ্য বা অর্থ নিশ্চয়ই অর্জ্জন করব, যদি তা' মাধবসেবায় লাগে, নচেৎ অনেক গুণ্ডাকে বেশ স্বাস্থ্যবান্ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তারা জগতের মঙ্গল না ক'রে জগজ্জঞ্জাল আনয়ন ক'রে। খুব ধন উপার্জ্জন ক'রে, খেয়ে দেহের স্বাস্থ্য অর্জ্জন করলাম। কিন্তু একদিন আশয় ধরলেই সব গেল।

দেহ-মনের স্বাস্থ্য বিধান ক'রেও যদি আত্মার স্বাস্থ্যবিধান না হয়, তবে কিরূপ জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা আছে। কোনও এক বিধবা তার পুত্রটীকে সঙ্গে নিয়ে এক জমীদারের নিকট গিয়ে বললেন,—"আমার স্বামীর অর্থাদি কিছুই নাই, এই পুত্রটির ভরণপোষণ নিয়ে আমি বড়ই চিন্তিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়েছি। আপনি কৃপা ক'রে আমাকে এ দায় থেকে নিষ্কৃতি দি'ন।" জমিদার তাঁর আর্ত্তি দেখে পুত্রটিকে নিজ সংসারে রেখে লেখা-পড়া শিখালেন। ছেলেটী বেশ স্বাস্থ্যবান হ'ল; দেখে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হ'ল, কিন্তু অন্নদাতার সর্ব্বনাশ করলে; তাঁর বিধবা কন্যার চরিত্রে কলঙ্ককালিমা অর্পণ ক'রে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার (?) পরিচয় দিলে। জমিদার ছেলেটির দেহের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য খাদ্য এবং মনের স্বাস্থ্য জন্য অপরাবিদ্যা প্রদান করলেন; কিন্তু আত্মার স্বাস্থ্যের জন্য কিছু না করায় তাঁরই সর্ব্বনাশ করলে। সুতরাং বুঝতে পেরেছেন যে, আত্মার স্বাস্থ্য না হ'লে দেহমনের স্বাস্থ্য দিয়ে দুষ্কৃতির হাত হ'তে এড়াতে পারা যায় না, সুতরাং দুঃখও যায় না।

অনেকে মনে করেন, অর্থের পশ্চাতে আনন্দ আছে, অর্থ পেলে কি না করা যায়? কিন্তু কেউ যদি বলে, তোমার ছেলেপিলে সব কেটে দিয়ে তোমাকে দু'কোটি টাকা দিচ্ছি, তা' হ'লে কেমন আনন্দ হয়?

জগতে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ দুটী পথ। প্রেয়ঃপন্থীদের অর্থ আদরের বস্তু হতে পারে, কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থীর পরমাপ্তম বস্তু অর্থ নয়। সকল ইন্‌ষ্টিটিউসনে প্রেয়ঃকথারই আলোচনা হয়, দুনিয়ার সমস্ত ইন্‌ষ্টিটিউসনের মূল ভিত্তিই প্রেয়ঃ, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ; কিন্তু এই শ্রীধাম মায়াপুর বিষ্ণুক্ষেত্র। প্রভুপাদ এই স্কুলের মৃত্তিকা খনন ক'রে শ্রেয়ের বীজ

বর্পন ক'রে গেছেন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছাত্রগণ শ্রেয়ঃপথের অনুশীলন করুন।

মাধব—লক্ষ্মীপতি। রাবণ সেই জগন্মাতা লক্ষ্মীকে হরণ ক'রে ভোগ করবার ইচ্ছা ক'রেছিল, একথা মনে হ'লে কার না হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হয়? লক্ষ্মী—রামভোগ্যা, তাঁকে যে ভোগ করবার চেষ্টা করে, সে অসুর।

লক্ষ্মী—ধনাধিষ্ঠাত্রী। সুতরাং ধন দিয়ে লক্ষ্মীপতির সেবাই কর্ত্তব্য। তা' না ক'রে যদি আমরা নিজের ভোগে লাগাই, তবে আমরাও রাবণের এক একটী ক্ষুদ্র সংস্করণবিশেষ।

দৈহিক স্বাস্থ্যবিশিষ্ট খুব হৃষ্ট পুষ্ট লোক দেখ্‌লে অনেকে ব'লে থাকে,—'লোকটা যেন অসুর।' বজ্রাঙ্গজী খুব বলবান্ ছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে অসুর বল্‌তো না; কারণ তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অনুচর, তাঁর দেহ নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হ'য়েছিল। সুতরাং দৈহিক স্বাস্থ্য লাভ ক'রে শ্রীহরিসেবা না করলে 'অসুর' নামে পরিচিত হ'তে হয়।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, ভক্তিতে যাঁর বিনোদ অর্থাৎ আনন্দ, সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নামে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত। তাঁর স্কুলে প্রবেশাধিকার পেয়ে যদি সকলেই ভক্তিবিনোদনের চেষ্টা করতে পারেন, তা'হ'লেই এ স্কুলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের সার্থকতা হবে, নতুবা তাহাই জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করবে।

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু

(৩)

এইরূপে দেবদেবী স্বগৃহে সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় সেই বিপ্রের সেবাপরায়ণা থাকিলে তাহার ধনলুব্ধা মাতা বিপ্রনারায়ণের সমস্ত বিত্ত অপহরণ করিয়া দারিদ্র্যহেতু তাঁহাকে দেবদেবীর গৃহ হইতে নির্দ্দয়ভাবে বাহির করিয়া দিল। কিন্তু ঐবিপ্র সেই বেশ্যার মোহপাশে শৃঙ্খলিত থাকিয়া অতীব লজ্জিত ভাবে ও সর্ব্বাঙ্গ আবরণপূর্ব্বক বহির্দ্দেশে শায়িত থাকিলেন। জগৎপতি রজেশ লক্ষ্মীসহ সেই রজনীতে সেই পথে ভ্রমণ করিতে করিতে তাদৃশ মানব দেখিয়া প্রিয়ার কৌতূহল নিবারণার্থ নিজভক্ত পুষ্পমালাপ্রদ বিপ্রের দুর্দ্দশার বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। জগন্মাতা রজেশবাক্যে অতীব দুঃখিতা হইয়া ভক্তের দুঃখমোচনের অনুযোগ জানাইলেন। রজেশ স্বয়ং দাসবেশে আপন স্বর্ণনির্ম্মিত পঞ্চপাত্র হইতে একটী পাত্র লইয়া দেবদেবীকে আহ্বানপূর্ব্বক সেই বিপ্রের প্রেরিত পরিচয়ে উহা প্রদান করিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন মার্গে বিপ্র-নারায়ণকেও সেই দেবদেবীর প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণ জানাইলেন। পূর্ব্ববৎ উভয়ের মিলনে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রভাতে সেই স্বর্ণপাত্রের অপহরণ-সংবাদ ক্রমশঃ চোলরাজের গোচর হইলে তাঁহার আদেশে রজেশপরিচারকগণ রজ্জুবদ্ধ হইয়া প্রহার লাভ করিতে করিতে কারাগারে চলিল। দেবদেবীর এক দাসী জলাহরণার্থ কলসকক্ষে বহির্গত হইয়া বন্দিগণমধ্যে নিজ বিটকে দেখিয়া কারণজিজ্ঞাসায় সমস্ত বৃত্তান্ত লোকমুখে অবগত হইল। অনন্তর উপপতির প্রতি কশাঘাত-সহনে অসমর্থা দাসী দেবদেবীর গৃহে স্বর্ণপাত্র প্রদান বিবরণ বিবৃত করিল। তখন দণ্ডধারকগণ দেবদেবীর গৃহে অনুসন্ধান করিয়া সেই স্বর্ণপাত্র পাইলে বিপ্রনারায়ণের সহিত দেবদেবীকে বন্ধনপূর্ব্বক রাজসমীপে উপস্থিত করিল। রাজা স্বৈরিণীমুখে বিপ্রনারায়ণের ভৃত্য রঙ্গদাস কর্ত্তৃক পাত্রপ্রদান এবং বিপ্রের বাক্যে ভৃত্যাভাব ও পাত্রবিষয়ে অজ্ঞানাদি শ্রবণ করিয়া উভয়কেই অপরাধী বিবেচনায় দেবদেবীর সমুদয় বিত্ত গ্রহণপূর্ব্বক রজেশ্বরকে প্রদান ক'রলেন ও বিপ্রের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন।

এদিকে ভক্তের ক্লেশে শ্রীরঙ্গেশের চিত্ত চঞ্চল হইল। তিনি রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে ভূপালের প্রতি আত্মকৃত স্বর্ণপাত্রপ্রদান লীলা নিবেদনপূর্ব্বক বিপ্রনারায়ণকে পূর্ব্ববৎ শ্রীমালিঙ্গসেবায় নিয়োগের অনুমতি করিলেন। নৃপতি প্রভাতে মন্ত্রিগণকে সমস্ত অবগত করাইয়া, বিপ্রনারায়ণকে সম্মুখে আনাইয়া স্বীয় অজ্ঞতাহেতু কৃতাপরাধের ক্ষমাপন পূর্ব্বক তদীয় পূর্ব্বসেবা নির্দ্দেশ করিলেন। ইত্যবসরে বিপ্রও অনুতাপগ্রস্ত হইয়া তদ্দোষনিবারণার্থ অনুসন্ধান করিয়া বৈষ্ণবচরণের জলপান ও ধূলি শীর্ষে ধারণ একমাত্র প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে অঙ্গীকার করিলেন। এক্ষণে বিপ্র আপনার পূর্ব্বপরিচয় একান্ত বিস্মৃতির নিমিত্ত ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু নামে পরিচিত হইতে একান্ত বাসনা করিলেন। ভক্তবৎসল রজেশ অর্চ্চকদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পূর্ব্ববৎ সেবায় নিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ভগবদ্দর্শনে সর্ব্বাভীষ্টের পূরণ হইয়াছে, জানাইয়া বিপ্র কেবল ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু নামে আপনাকে পরিচিত হইবার বর যাচ্ঞা করিলেন। রজেশ তাঁহাকে পরভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যসহ অভীষ্ট বর প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলে ক্রমে বিপ্রনারায়ণ 'ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু' নামে ও বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তির জন্য সর্ব্বত্র প্রথিত হইলেন।

দেবদেবী ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর এবংবিধ মহৎ পরিণামে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মহাপ্রসাদ সহিত নিজবৈভবসমূহ শ্রীরঙ্গনাথকে সমর্পণ করিল এবং পবিত্রচিত্তে সম্মার্জ্জনাদি ক্ষুদ্র-কৈঙ্কর্য্যে রত হইল। কিয়ৎকাল গত হইলে দেবদেবী রঙ্গেশসেবাফলে পুনর্জ্জন্মমালা উত্তরণপূর্ব্বক নিত্যদেহে বিষ্ণুলোকে গমন করিল। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া রঙ্গেশ্বরকেই মাতা, পিতা, সখা ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, সম্পদ্, বিদ্যা ও সর্ব্বস্ব মনে করিয়া নিরন্তর বিবিধ পুষ্প ও তুলসী দ্বারা উৎকৃষ্ট মাল্য রচনা পূর্ব্বক প্রীতি-সহকারে রঙ্গেশ-ভূষণসেবায় নিরত থাকিলেন। অনন্তর তিনি 'শ্রীমালা' নামে দিব্যপ্রবন্ধ রচনা করিয়া শ্রীরঙ্গেশকে শ্রবণ করাইলেন। পুনরায় রঙ্গেশবিষয়ে পঞ্চশতাধিক শ্লোকসমন্বিত গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন এবং তথায় নিত্যবাসরত ও সেবা-নিমিত্ত থাকিয়া ভূতলে বহুকীর্ত্তি রাখিয়া একশত বর্ষ বয়সে শ্রীরঙ্গেশের নিত্যধামে প্রয়াণ করিলেন। কথিত আছে যে, এই 'শ্রীমালা' গ্রন্থ যিনি উত্তমরূপে অধ্যয়ন না করিয়াছেন, তাঁহার পরমার্থ বিষয়মূঢ়তার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। অতএব ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ শ্রীবিষ্ণুর নৃসিংহাবতার ভক্তাঙ্ঘ্রি-রেণু নামে প্রসিদ্ধ রঙ্গেশমালাপ্রদ "শ্রীমালা"প্রণেতা মণ্ডংগুড়িনামক গুণ-নিধি বিপ্রবর্য্যকে আমরা নিরন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত বিধান করি।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন

(২)

জড়বুদ্ধিগর্ব্বিত অনেকানেক অকৃষ্ণবাদী বলেন,—"শ্রীগৌরসুন্দর শুধু বাঙ্গালীর প্রাণের ঠাকুর, তদীয় প্রবর্ত্তিত নামভজনও ভাবুক বঙ্গবাসীরই আদরের ধন; অকৃষ্ণদেশ বা ভিন্ন জাতীয়দের জন্য এ' ব্যবস্থা চলিতে পারে না।" তাঁহারা অচৈতন্য সুপ্ত বিশ্ববাসীর চৈতন্যপ্রদাতা পরম চৈতন্য পুরুষোত্তম শ্রীমহাপ্রভুর মহামহা বদান্য-লীলার স্বরূপ জানেন না বলিয়াই ঐপ্রকার ভ্রান্তমতের পদলেহী। শুধু বঙ্গ বা উৎকলের জন্য নহে, সমুদয় জগতের, ঊর্দ্ধ ও অধোদেশের সমগ্র স্থানের সমগ্র প্রাণীর, এমন কি, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তরাদির পর্য্যন্ত যথার্থ মুক্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু পরম রসপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তের মুখে বীর্য্যবতী নাম-সংকীর্ত্তন শ্রবণে অচেতন পদার্থও চেতনতা প্রাপ্ত হয়। মায়াপ্রতান্বিত মানবজাতি শ্রীনামভজনের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম না করিতে পারিলে কখনই প্রকৃত কল্যাণ পাইবেন না।

শ্রীনাম গ্রহণ করিতে দেশ, কাল ও পাত্রের কোন প্রতিবন্ধক নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, যুবা যে কোন ব্যক্তি ভোজন, শয়ন, জাগরণ, ভ্রমণ ইত্যাদি যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া চিন্ময় নামপ্রভুর আরাধনা করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যলীলা-মৃতপ্রবাহিনী শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল পাত্র নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
'কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
'অহর্নিশ চিন্ত' কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"

লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু এতাদৃশ করুণাশক্তিসমন্বিত নামসাধনেও বদ্ধ জীবের অরুচি দর্শনে ব্যথিত হইয়া স্বীয় শ্রীবদনে কহিয়াছেন,

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি।
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

প্রোজ্ঝিতকৈতব শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনে অনুরাগের অভাবই আমাদের প্রধান দুর্দ্দৈব। যাঁহার যতটুকু শুদ্ধভগবৎদাস্য-বুদ্ধির উদয় হইবে, তিনি ততটুকু পরিমাণে শ্রীনামে রুচিবিশিষ্ট হইবেন যদি আমরা অন্তরে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির ষোলআনা বাসনা রাখিয়া লোকদেখানো ভাবে হরিনাম করি, তবে কোটী কল্পযুগেও শুদ্ধনামের বলে যে প্রেম, তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে পারিব না। ইতর কামনার আন্দোলিতচিত্ত লইয়া হরি কীর্ত্তনের ছল-প্রদর্শনের দ্বারা বাহিরে কিছু প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ হইতে পারে, কিন্তু নামাপরাধ-ফলে অতি শীঘ্র অমঙ্গলের বিষ্ঠাগর্ত্তে নিপতিত হইতে হইবে। আমরা যদি নামীপ্রভুর সেবার জন্য নামকীর্ত্তন না করিয়া অপর কোন বাঞ্ছামূলে মায়ার কীর্ত্তনের বহুমানন করি, প্লেগ ও ওলাউঠা নিবারণের জন্য অনুষ্ঠিত বারোয়ারীদলের কীর্ত্তনকে যদি পরমনির্ম্মৎসর সাধুমুখকীর্ত্তিত শুদ্ধ শ্রীহরিনামের তুল্য জ্ঞান করি, অথবা যদি কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভী ভাড়াটীয়ার হাটে মাঠে, ঘাটে গীত রাইকানুর রসকীর্ত্তনকে বৃন্দাবনীয় অপ্রাকৃত রসকেলিবার্ত্তাশ্রবণে গ্রহণ করি, তবে কখনই পরম রসময়, নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ-কৃষ্ণনামের কৃপাকণ লাভের অধিকারী হইব না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি নোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানমার্গের বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিশুদ্ধভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছে [illegible] কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ [illegible] বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ।০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাসালের গীত শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীসদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দ্বি ভক্তিনিষ্ঠ মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীষড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদাসবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীগঞ্জানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য নির্ব্বাচন

পারলামেণ্ট সভায় মিঃ ব্রাকেন যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকের আগামী অধিবেশনে কে কে উপস্থিত থাকিবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই; মিঃ ওয়েজউড বেন গত ৯ই জুলাই তারিখে যে উক্তি করিয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী তদতিরিক্ত কিছু বলিতে পারেন না।

মিঃ ব্র্যাকেন তৎপরে জিজ্ঞাসা করেন যে, সার জনসাইমনকে কি বৈঠকে সদস্য রূপে লওয়া হইবে? প্রধান মন্ত্রী এই বিষয়ে কোন উত্তর দেন নাই।

কাশীতে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন

সর্ব্বপ্রকার বিদেশী বস্ত্র পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিবার জন্য কাশীতে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। সাধারণ বস্ত্র ও রেশমী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মজুদ মাল পরীক্ষার জন্য কাশী টাউন কংগ্রেস কমিটী বিশেষ ব্যস্ত আছেন। পরিদর্শন কার্য্য যথানিয়মে এবং পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে, সেই সঙ্গে, কয়েকজন বস্ত্রব্যবসায়ী নূতন কাপড় আমদানী করায় কয়েকটী দোকানে আবার পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে এবং নূতন আমদানী মালগুলি কংগ্রেস সীল করিয়াছেন।

বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত রামগতি গঙ্গোপাধ্যায়ও জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিয়া এক আবেদন বাহির করিয়াছেন।

মিঃ মংমংজীর বোম্বাই হইতে কলিকাতা হইয়া রেঙ্গুণ যাত্রা

ব্রহ্ম বিচ্ছেদ-বিরোধী দলের নেতা মিঃ মংমংজী বোম্বাই হইতে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যগণের সহিত ব্রহ্মের আধুনিক রাজনৈতিক অবস্থা এবং গোলটেবিল বৈঠক ও রাষ্ট্ররূপ নির্দ্ধারণ কমিটীতে যথাযোগ্য প্রতিনিধি লইবার জন্য বিচ্ছেদ-বিরোধী দলের যুক্তি দাবী সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিয়া রবিবার প্রাতে কলিকাতায় পৌঁছেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ মঙ্গলবার দিবস রেঙ্গুণ পৌঁছাইবার ডাক-ষ্টীমারে রেঙ্গুণ যাত্রা করিয়াছেন।

ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতিনিধি মিঃ এস, এন, হাজী; আর, জি, আরেজার; এবং ডাঃ আর, এ, ছগাল রেঙ্গুণের পথে শনিবার কলিকাতায় পৌঁছেন। মঙ্গলবার তাঁহারা রেঙ্গুণে পৌঁছেন।

কলিকাতা, বোম্বাই, সিমলা প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের যথেষ্ট সহানুভূতি পাইয়াছেন। যেখানে তাঁহারা গিয়াছেন, সেইখানেই নেতৃবৃন্দ মনোযোগের সহিত তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণকরিয়াছেন এবং ব্রহ্মে ভারতীয় বিদ্বেষ ও আগামী রাষ্ট্রতন্ত্রপ্রণয়নে ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতিনিধি সমস্যা সম্বন্ধে সরাসরিভাবে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

গবর্ণর জেনারেল ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সদস্যগণের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে যে, তাঁহাদের মনোরথ অচিরেই পূর্ণ হইবে।

বোম্বাইয়ে মহাত্মা গান্ধী, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং অন্যান্য কংগ্রেস ও মডারেট দলের নেতাগণের সহিত দীর্ঘ আলোচনার ফলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে ব্রহ্মে ভারতীয়গণের আধুনিক অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ আশা করেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকার সমস্যার সমাধান করিয়া ব্রহ্ম ভারতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের জনগণের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছা বহন করিয়া ব্রহ্মে যাইতেছেন।

নৈশ পুলিশ কর্ত্তৃক ডাকাতদল ধৃত

গত শুক্রবার গভীর নিশীথে পাহারায় নিযুক্ত একদল পুলিশ শিবপুরে আন্দুল রোডে যখন দলবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতেছিল তখন এগারজন লোককে একত্রিত হইয়া উক্ত রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে দেখিতে পায়। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের হস্তে অস্ত্রশস্ত্রাদি ছিল। পুলিশ দেখিবামাত্র উক্ত লোকগুলি ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকে। পুলিশের লোকেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক কৌশলের সহিত দশজনকে ধরিয়া ফেলে একজন লোক পলায়ন করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের গাত্রবস্ত্র তল্লাস করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা ভোজালী টর্চ লাইট এবং সিঁধ কাটিয়া ডাকাতি করিবার উপযোগী নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন ভারতীয় খৃষ্টান ও একজন নেপালী। উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১০৯ ধারামতে মামলা আনয়ন করা হইয়াছে।

জজের সহিত জুরীগণের মতানৈক্য

রাজসাহীর অভয়পদ মুখোপাধ্যায় এবং গৌর দত্ত বিস্ফোরক আইনে ৩০৭ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। আসামী পক্ষের উকীল শ্রীযুক্ত এন, মুন্সী তাঁহার সওয়াল জবাব শেষ করিয়াছেন। জজ সাহেবকে পাঁচঘণ্টাকাল-ব্যাপী জুরীগণকে চার্জ্জ বুঝাইয়াছেন। পাঁচজন ভদ্রলোক এই জুরীর সদস্য ছিলেন। তাঁহারা আসামীগণকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। কিন্তু জজসাহেব তাহাদের সহিত একমত হইতে না পারায় উহা হাইকোর্টে পাঠাইয়াছেন।

বরিশালে উকীলের ছেলে গ্রেপ্তার

গত ১০ই জুলাই রাত্রিতে আমানতগঞ্জস্থিত শ্রীযুত অবনী বন্দ্যোপাধ্যায় উকীলের বাড়ীতে পুলিশ হানা দেয় এবং তাহার ছেলে ভবানী শঙ্করকে গ্রেপ্তার করে। ভবানীকে ১১ই তারিখে আদালতে রাখা হইয়াছে।

অস্ত্র আইনানুযায়ী স্কুলের ছাত্র অভিযুক্ত

শেখরনগর হাইস্কুলের জনৈক ছাত্র জ্যোতিভূষণ চন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া গত ১১ই জুলাই মুন্সীগঞ্জে আনয়ন করা হয় এবং ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (এক) ধারানুযায়ী অভিযুক্ত করিয়া সদর মহকুমা হাকিম শ্রীযুত কে, মৈত্রের এজলাসে হাজির করা হয়।

প্রকাশ, পুলিশ সংবাদ পাইয়া তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করে এবং ২৭টি তাজা কার্ত্তুজ পায়। মুন্সীগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এন, মজুমদারের নিকট জ্যোতিভূষণ স্বীকারোক্তি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আসামীকে ৫০০ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আরও বিস্তৃত পুলিশ তদন্তের জন্য মামলা মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

"জগৎ সিংহের জীবনী" কংগ্রেস কর্ম্মীর গৃহে খানাতল্লাস

সিমলা কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট ডাঃ এন, এল, বর্ম্মার আবাস ভবনে "জগৎ সিংহের জীবনী" নামক একখানা বহির তল্লাসে পুলিশ হানা দেয়, প্রকাশ, সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই

অর্দ্ধাভাবে বহু জমিদারী নীলামে

বরিশালের কৃষক জমিদারগণের আর্থিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। অল্প পয়সায়ই শ্রমিক পাওয়া যায়। একদিনের খোরাক দিলেই একজন লোককে খাটান যায়। অনশনক্লিষ্ট কৃষকগণ কাজের জন্য সহরে সমবেত হইতেছে।

প্রকাশ 'গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের মার্চ্চ কিস্তির অর্দ্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ দিতে পারিলেই আর জমিদারী ইষ্টেট নিলামে উঠিবে না এই সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও মার্চ্চ কিস্তির রাজস্ব দিতে না পারায় অন্যূন ১৪টী ইষ্টেট নিলামে উঠিয়াছে। বৎসর যতই চলিতেছে সমগ্র জিলার আর্থিক দুরবস্থা ততই জটিলতর হইতেছে।

মোর্ভি রাজ্যে সত্যাগ্রহ শ্রীযুত মহাদেব দেশাইয়ের যাত্রা

মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই গত ১১ই জুলাই আমেদাবাদ পৌঁছিয়াই মোর্ভি যাত্রা করেন। তথায় স্বেচ্ছাসেবকগণ রাজ্যপ্রবেশের তাঁহাদের অধিকার প্রতিপন্ন করিবার জন্য দলে দলে সত্যাগ্রহ করিতে যাইতেছেন।

এপর্য্যন্ত ছয়দল সত্যাগ্রহ করিয়াছেন। নেতৃগণ সকলেই ধৃত হইয়াছেন, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণকে দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গিয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

মোর্ভি রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আপোষের কথাবার্ত্তা চালানই শ্রীযুক্ত দেশাইয়ের পরিদর্শনের উদ্দেশ্য বলিয়া জানা গিয়াছে। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর আদেশে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

নোয়াখালীতে অর্থকষ্ট নিবারণার্থে রিলিফ কমিটি গঠিত

সমগ্র জিলায় আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ সাধারণের মধ্যে যে ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিবারণকল্পে সেদিন প্রাতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, আর, সেনের সভাপতিত্বে সরকারী ও বে-সরকারী প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে লইয়া এক সভা হইয়া গিয়াছে। কিয়ৎকাল আলোচনার পর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি ও উকীল শ্রীযুত নগেন্দ্র কুমার সুর এবং মৌলভী মহম্মদ ফজলুল্লা এম্, এল্, সিকে যুক্ত সম্পাদক রূপে নির্ব্বাচিত করিয়া এক রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে।

"শ্রীবাস"
টেলিঃ
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲
সিকি কলম ২৲
চক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র সকল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ১৭ই জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

গান্ধীজীর সিমলা যাত্রা

গান্ধীজী ১৪ই জুলাই প্রাতে সদলবলে ফ্রন্টিয়ার মেলে সিমলা যাত্রা করিয়াছেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বারদৌলী যাত্রা করিয়াছেন।

সুরাটের কালেক্টর গত ১০ই জুলাই রাত্রিতে ৯টার সময় স্বরাজ আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সর্দ্দার বল্লভভাইও তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া কথা-বার্ত্তা হয়।

কথা কি সম্বন্ধে হয়, তাহা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হইয়াছে। তবে শুনা যাইতেছে বারদৌলী তালুকের কোন কোন গ্রামের কতিপয় কৃষকের খাজনা প্রদানের অক্ষমতা সম্বন্ধেই আলোচনা প্রধানতঃ হইয়াছিল। আরও জানা গিয়াছে যে, কথাবার্ত্তা বিশেষ সন্তোষ-জনক।

জম্বুসর তালুকে যে জমী বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, সর্দ্দার বল্লভভাই পাটেল সেই সম্পর্কে রোচ গিয়াছিলেন; গত ১৩ই জুলাই সন্ধ্যাকালে তিনি তথা হইতে ফিরিয়াছেন।

সেকেন্দ্রাবাদ দাঙ্গার জের
১৩ জন হিন্দু ও ১০ জন মুসলমান আহত.

পঞ্জাব সরকারের এক ইস্তাহারে মুলতান জিলার অন্তর্গত সেকেন্দ্রাবাদের হিন্দু মুসলমান হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩ জন হিন্দু ও ১০ জন মুসলমান আহত, ৮৭ খানা দোকান ও গৃহ লুণ্ঠিত তন্মধ্যে ৩২ খানা দোকানঘর ভস্মীভূত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ

হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য
মৌলানা সৌকৎ আলির উক্তি

বাঙ্গালোর মিউনিসিপ্যালিটীর প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে মৌলানা সৌকৎ আলি হিন্দু মুসলমান ঐক্যের উপর জোর দিয়া বলেন যে, তাহাদের রাজনীতি ও আর্থিক উন্নতির পক্ষে ইহা একান্ত প্রয়োজন।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর পরিকল্পিত কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ইহাতে মুসলমান সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। উদার অন্তঃকরণ ও দূরদৃষ্টি ব্যতীত ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইবে না। তিনি শান্তি ভাল বাসেন কিন্তু যদি জোরপূর্ব্বক তাহার সহিত কলহ করা হয় তাহা হইলে তিনি শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইবেন। যদি তাহার পূর্ব্বতন সর্দ্দার গান্ধীজীর সহিত বিরোধ বাধে তবে তিনি তাহা সাধুজনোচিত ন্যায় বিবেচনা করিবেন। ঐরূপ সংগ্রামে কোন আনন্দ নাই। সুতরাং তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানজনক শান্তি প্রতিষ্ঠার কামনা করিতেছেন।

গান্ধীজীর সিমলা যাত্রা

সেকেন্দ্রাবাদ দাঙ্গার জের—১৩ জন হিন্দু
ও ১০ জন মুসলমান আহত

হিন্দু মুসলমানে ঐক্য

মতিহারীতে দুর্ভিক্ষ—অনশনে বালকের মৃত্যু

পুলিসের সহিত সংগ্রাম

প্রেমে ১০১৯ জনের আত্মসমর্পণ.

ভারতীয়ের সহিত মিলন

বরিশালে অর্ডিন্যান্সের ধুম

ঢাকায় কৃষিমন্ত্রী

রাজস্ব আদায়কারী আক্রান্ত

রায় বেরিলীর ডেপুটী কমিশনার জানাইতেছেন যে, একজন রাজস্ব আদায়-কারী সরকারী কর্ম্মচারী মুস্তাফাবাদের অন্তর্গত কোন স্থানে সম্পত্তি ক্রোক করিতে গিয়াছিলেন। ইহার মাথায় একটি হাতুড়ীর বাড়ি মারিয়া মাটীতে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং তৎপরে পাটকেল ছুড়িয়া ইহাকে মারিতে আরম্ভ করা হয়; পুলিস সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে যাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলে জনতা শাবল, হাতুড়ি ও লাঠি লইয়া তাহাদের আক্রমণ করে। পুলিস তখন গুলীবর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। গুলীর ফলে ৩ ব্যক্তি নিহত হয়, তন্মধ্যে ২ জন পরে মারা যায়।

ডেপুটি কমিশনার ঘটনাস্থলে যাইয়া শান্ত করেন। অবশ্য বর্ত্তমানে শান্ত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের তাব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাইট ॥৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জর

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুদ্রব, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাদ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাজপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র

ভিক্ষা একত্রে ১৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১৮ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ১লা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৭ জুলাই ইং ১৯৩১ শুক্রবার | ১১৫তম সংখ্যা

বক্তৃতার চুম্বক

(৫)

বিষয়—জনমত ও পরমার্থ

বক্তা—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

আদৌ শ্রদ্ধা, আপনারা ঐ যে সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান ক'র্‌ছেন, হরিকথাকীর্ত্তন শুনছেন, তাতে আপনাদের শ্রদ্ধার উদয় হবে, তৎফলে আপনারা সাধুসঙ্গ কর্‌বেন। তা'তে ক্রমশঃ বুঝ্‌তে পার্‌বেন—আমরা যে সমস্ত লোকসমষ্টি দর্শন কর্‌ছি, তাদের অধিকাংশই অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ, সুতরাং এসব মায়ামুগ্ধ, ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক, ভ্রম প্রমাদাদি দোষযুক্ত মত গ্রহণ কর্‌লে পরম মঙ্গল সাধিত হ'বে না, ভগবজ্জনের—কৃষ্ণভক্তের—প্রকৃত মহাজনের কথা শ্রবণ কর্‌লে আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হবে। যখন এ কথাটীর যাথার্থ্য আমরা উপলব্ধি করি, তখন অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ কর্‌বার প্রবৃত্তি আমাদের হ'য়ে থাকে। তখন কি প্রণালীর অনুসরণ কর্‌লে ভগবানে প্রীতির উদ্ভব হয়, তা জান্‌বার একটা লৌল্য হবে। তৎপরে ক্রমশঃ অনর্থের নিবৃত্তি হতে থাক্‌বে। অনর্থ শব্দে—যা' অর্থ বা প্রয়োজন নহে; এই জগতে দেহ-মনের নানারূপ সুখ ভোগ কর্‌ব—এটা জনমতের দ্বারা প্রয়োজনরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। আমরা যখন বুঝ্‌তে পার্‌ব—এটা ত প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রয়োজন নয়, এটা ছলনা মাত্র, তখন এই অনর্থরূপ অপ্রয়োজন নিবৃত্তি হয়ে যা'বে। তখন নিষ্ঠা ও তদনন্তর পরমার্থে আসক্তি হবে। আমরা এখন ভগবানের কথা শুন্‌ছি, ভাল মনে কর্‌ছি; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যখন জনমতের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি, তখন এটা আর ভাল বোধ হচ্ছে না; কারণ এখনও আমাদের ভগবৎকথায় নৈরন্তর্য্য হয় নাই। ভগবৎকথায় নিষ্ঠা জন্মালে সব সময় আমরা ভগবানের কথা কীর্ত্তন কর্‌ব। আমাদের প্রকৃত স্বভাবটী উদিত বা স্বরূপের বৃত্তি জাগ্রত না হ'লে পরমার্থনিষ্ঠা জন্মে না। ধরে বেঁধে ভগবৎকথায় রুচি উৎপাদন করাতে গেলে তা' বেশী সময় টিক্‌বে না, স্বাভাবিকভাবে লৌল্য বা রুচি উৎপাদিত হ'লে তা' স্থায়ী হ'বে। গোলাপ ফুলে যাঁর রুচি হয়, তিনি সব সময় তার গন্ধ পাবার জন্য চেষ্টা করেন। কোন বস্তুকে ছেড়ে না থাক্‌তে পার্‌লে তা'র নাম সেই বস্তুতে আসক্তি। আমাদের স্বভাব এখন হচ্ছে,—ভগবান্‌কে ভজন না কর্‌লে ভাল হয়, কিন্তু যখন ভগবানে রুচি জন্মাবে, তখন হ'বে—ভগবানকে ভজন না ক'রে থাক্‌তে পারি না। তারপর 'ভাব' ব'লে একটা জিনিষ আছে, সেটি স্থায়ী ভাব—নিত্যকাল থাক্‌বে, বদ্ধ ভূমিকা থেকে অসংখ্য জনমত এসে ভ্রষ্ট কর্‌তে প্রস্তুত হ'লেও আমাকে তিলমাত্র টলা'তে পার্‌বে না। তারপর সেই ভাব হ'তে প্রেম উৎপন্ন হ'বে অর্থাৎ তখন আমি সমস্ত প্রতিকূল বিষয় দ্বারা—সমস্ত আত্মা দ্বারা—সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল ভগবৎসেবা কর্‌ব।

শ্রীচৈতন্যদেব বল্লেন,—সবসময় সজ্জনের সঙ্গ কর, কেবল মাত্র সাধুসঙ্গে হরিনাম কর, বহু জনের সঙ্গ করো না—বহু জনের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন কর্‌লে সুবিধা হ'বে না। আমি যদি নিজে দুর্জ্জন হ'য়ে অসদ্বিষয়ে পিপাসাতুর ব্যক্তিগণের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করি, তা' হ'লে আমার মঙ্গল লাভ হ'বে না। কিন্তু সজ্জন, সাধুগণের সঙ্গে হরিনাম করতে হ'বে, তা'তে আমার নিত্যমঙ্গলের উদয় হ'বে। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু বল্‌ছেন,—

অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

অতএব আমরা সজ্জনের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে মহাপ্রভুর আচার-প্রচারের অনুসরণ কর্‌ব। আমরা মনে করব না যে, মহাপ্রভু মাত্র সাড়ে চারিশত বৎসর কালের; তিনি যে কথা ব'লেছেন, তা'ও আধুনিক কথা, আমাদের এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। মহাপ্রভু—নিত্য পরাৎপর বস্তু, তিনি নিত্যকালের—অনন্তকালের কথা ব'লে গিয়েছেন, তিনি আচার-প্রচার-লীলায় যা' কিছু প্রদর্শন ক'রেছেন, সবই নিত্য। তিনি যে বিগ্রহপূজার কথা—ঘণ্টার কথা বল্‌ছেন, তা' সমস্তই নিত্য। জগতের ঘণ্টা দিয়ে নিত্যবস্তু শ্রীবিগ্রহের পূজা হয় না প্রাকৃত বস্তু কখনও অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট পৌঁছ্‌তে পারে না। চেতনের ঘণ্টা দিয়েই তাঁর পূজা হ'য়ে থাকে। তিনি যে শব্দব্রহ্মের উপাসনার কথা বল্‌ছেন, তা'ও নিত্য। তিনি কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্। আমরা যদি বলি, আমরা ইহা স্বীকার করব না, মহাপ্রভুকে যদি আমরা অবতার, আচার্য্য প্রভৃতি যা'র যেমন ইচ্ছা ব'লে থাকি, তা'তে মহাপ্রভুর কিছু কমতি হ'বে না, আমাদেরই কমতি থাক্‌বে—আমরাই বঞ্চিত হ'ব। মহাপ্রভু যা' জগতে দান ক'রেছেন, তা' অনর্পিতচর, তিনি চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির হৃদয়ে উদিত হ'য়েছিলেন। তিনি "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ॥" আমরা যদি কোন প্রকোষ্ঠে বসে ঘোড়দৌড় দেখ্‌তে গিয়ে যতটুকু সময় ঘোড়াকে দেখি, ততটুকু সময় মাত্র তা'র অস্তিত্ব, যতক্ষণ ঘোড়া দৃষ্টিগোচর হয় নাই ততক্ষণ উহা ছিল না, যখন দৃষ্টির বহির্ভূত হ'য়ে পড়্‌ল, উহা আর নাই মনে করি, তা' হ'লে এরূপ ধারণা যেরূপ ভ্রমপূর্ণ—আমরা দরজা জানালা বন্ধ ক'রে কোন গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক সূর্য্যকে না দেখে যদি মনে করি যে, সূর্য্য উদিত হয় নাই, তবে তা' যেরূপ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, পরমেশ্বর বস্তু যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হন, ততক্ষণ তাঁ'র অস্তিত্ব, দৃষ্টিগোচর হ'বার পূর্ব্বে বা পরে তাঁ'র অস্তিত্ব ছিল না বা নাই—এরূপ ধারণাও তদ্রূপ সম্পূর্ণ ভুল। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অনন্তকাল যাবৎ আছেন ও থাক্‌বেন। আমাদের প্রাকৃত চক্ষু ও জ্ঞানের দ্বারা তাঁ'কে দেখ্‌তে ও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ব'লে যদি আমরা তাঁ'কে মর্ত্ত্য বা অনিত্য বস্তু মনে করি, কিম্বা তাঁ'র উপদেশকেও তাৎকালিক বা সাময়িক মনে করি, তা' হ'লে তদ্দ্বারা আমরাই বঞ্চিত হব—অমঙ্গলের পথে ধাবিত হ'ব।

অতএব আমরা যদি বাস্তবিকই আমা-

দের আত্মকল্যাণ চাই, আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ চাই, তা' হ'লে বহির্ম্মুখ গণসমষ্টির কোন কথা না শুনে সদ্গুরুপদাশ্রয়ে সযত্নে ভগবদনুশীলনে প্রযুক্ত হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

(৩)

আজকাল ভাড়াটিয়া কথক ও কীর্ত্তনীয়াদিগের যে কৃষ্ণকীর্ত্তনচেষ্টা দৃষ্ট হয়, তাহা শুদ্ধ নামকীর্ত্তন ত নহেই, উহা বিমুখ-মোহিনী মায়ার অপর একপ্রকার মূর্ত্তি মাত্র। ইতর বাসনাপূর্ত্তির জন্য যে কীর্ত্তনের অভিনয়, তাহা কৃষ্ণসেবার নামে কৃষ্ণকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করাইবার অপরাধময়ী ভীষণ দুর্বুদ্ধি বলিয়া পরিগণিত। তটস্থশক্তি জীবস্বরূপের গঠনে মায়াবশ-যোগ্যতা অনুস্যূত রহিয়াছে; সেই নিমিত্তই সে অনাদি-বহির্ম্মুখতাক্রমে জড়-বিষয়ের ভোক্তা সাজিয়া দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আত্মস্বরূপের বিস্মৃতিবশতঃ অনাত্মধর্ম্মে আসক্ত হইয়া ভবমহাদাবদাহে দগ্ধীভূত হইতেছে। মায়াকবলিত জীবকে শুদ্ধ আত্মবৃত্তিতে স্থাপিত করিবার জন্য দয়ালশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সপ্তচেতনময়ী জিহ্বাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী; ভোগোন্মুখচিত্ত ইতর কামনাধূলিতে ধূসরিত হইয়া পড়িয়াছে। বহু কুটীনাটী, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির কুবাসনারূপ অনর্থ তাহার শুদ্ধ বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনে সমুদয় অনর্থাবলী বিদূরিত হইয়া চিত্তমুকুর সর্ব্বশোভার মূল আকর বস্তু শ্রীশ্যাম সুন্দরের অপ্রাকৃতরূপমাধুরী প্রতিফলিত হইবার উপযুক্ত হয়। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই ভবমহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণকারক এবং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনরূপ পৌর্ণমাসীর উদয়ে অখিল কল্যাণকুমুদ বিকশিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন পরবিদ্যাবধূর প্রাণস্বরূপ, পতির স্নেহানুগতা বধূ যে প্রকার স্বাতন্ত্র্যাচরণ করিতে অক্ষম, পরবিদ্যাসুন্দরীও তদ্রূপ সঙ্কীর্ত্তনপতি শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ বশম্বদা। পরবিদ্যামণ্ডিত সমস্ত পাণ্ডিত্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ক্রোড়ীভূত। কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন—অনুক্ষণ ভক্তের সেবাসুখলহরী-বর্দ্ধনকারী এবং পদে পদে গোলোকের সুধাসারের স্বাদপ্রদাতা। কৃষ্ণের যথার্থ সঙ্কীর্ত্তন হইলে কীর্ত্তনকারীর সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণপ্রেমামৃতসিন্ধুতে স্নাত হয়; সেই অদ্ভুত বৈকুণ্ঠানন্দের সহিত ব্রহ্মসাযুজ্যাদি হেয় সুখের কোনই তুলনা হইতে পারে না। সর্ব্বাত্মস্নপনকারী কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রসন্নতাদায়ক। কৃষ্ণবিমুখ জীববৃন্দকে প্রতারিত করিবার জন্য মায়াদেবী সহস্র সহস্র লোক মনোমোহকর কুপণ্যবিপণি উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রলোভনে পতিত হইবার প্রবল আশঙ্কা বিদ্যমান। স্বয়ংপ্রকাশ অধ্বয়জ্ঞানবস্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের প্রতি কৃপাবশতঃ নিজে জগতে আবির্ভূত হইয়া যে স্বপ্রকাশ নামসূর্য্যমহিমা বিঘোষিত করিয়াছেন, তাহার নিষ্কপট আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আমাদের পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্তির কোনই উপায় নাই।

সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য :

সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥
সেই ত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥

বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলসূত্র

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল)

বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ ভেদ বুঝিতে হইলে পঞ্চোপাসনার কথা আসিয়া পড়ে। পঞ্চোপাসনামূলে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানতৎপরতাই পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চোপাসকগণের বিচার—ব্রহ্ম নিরাকার। নিরাকার ব্রহ্মের ভজন করা যায় না, অতএব কল্পিত সাকার অবলম্বন করিয়া স্বার্থসাধন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি হয়—তাঁহাদের বিশ্বাস, 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা' —এই কল্পিত সকাম উপাসনা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে ক্রমে গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আর উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা-ভেদ থাকে না, জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।

সত্ত্বগুণাশ্রিত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন। সত্ত্বরজোগুণাশ্রিত, সত্ত্বতমোগুণাশ্রিত, রজস্তমোগুণাশ্রিত এবং তমোগুণাশ্রিত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন। এইরূপে বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত ও শৈব—এই পঞ্চবিধ সকাম উপাসকগণ কল্পিত সাকার ভজন করিয়া চরম নিষ্কাম অহংগ্রহোপাসনাকে লক্ষ্য করেন। অন্যান্য দেবদেবীর পূজাদি এই অহংগ্রহোপাসনারই অন্তর্গত। ইহাঁরা কেহ বিষ্ণুমন্ত্রে, কেহ সূর্য্যমন্ত্রে, কেহ বা গণেশমন্ত্রে, কেহ বা শক্তিমন্ত্রে, কেহ বা শিবমন্ত্রে উপাসনা করিয়া থাকেন। এই পঞ্চোপাসনামূলক যে বিষ্ণুর উপাসনা, তাহাই মায়াবাদ অর্থাৎ এইরূপ বৈষ্ণবের বিশ্বাস—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম মায়াভিভূত হইয়া এই জগৎ কল্পনা করিয়াছেন ও নিজকে জীব অভিমান করিতেছেন। এইরূপ বৈষ্ণব শুদ্ধবৈষ্ণব নহেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিচার অন্য প্রকার। তাঁহারা জানেন যে, শ্রীভগবানের শুদ্ধ চিদ্-বিগ্রহ আছে অর্থাৎ আমাদের মত তাঁহার প্রাকৃত জড় আকার বা অঙ্গাদি না থাকিলেও তাঁহার অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত চিন্ময় স্বরূপ ও চিন্ময় অঙ্গাদি আছে, যাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বস্তু নহেন অর্থাৎ অধোক্ষজ বস্তু।

মায়াবাদিগণ অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনার সহিত শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা সমান ভাবিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে শ্রীবিষ্ণুর 'তদীয়' বুদ্ধি করিতে না পারিয়া তৎবস্তু হইতে স্বতন্ত্র ও তৎসম ভাবিয়া মায়াবাদ আশ্রয় করত মহা অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত 'যথা তরোর্মূলনিষেচনন' তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ ভুজোপশাখাঃ"—এই শ্লোকার্দ্ধ তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেও ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের চিৎস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নিত্য-সেবা লাভ করিয়া থাকেন। তাহার ফলে শ্রীভগবানে তাঁহাদের নিত্য প্রেম লাভ ঘটিয়া থাকে, যাহার নিকট অন্যান্য চারিটী পুরুষার্থ অতিশয় হেয় ও তুচ্ছ।

যাঁহারা মায়াবাদশূন্য শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণপ্রান্তে আনুগত্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিজকে নিত্য কৃষ্ণদাস জ্ঞানে ভজন করিতে থাকেন, তাঁহারাই শুদ্ধবৈষ্ণব নামে পরিচিত; যেখানে মায়াবাদ-দূষিত সঙ্গ বর্ত্তমান, সেখানে শুদ্ধবৈষ্ণবতার অভাব জানিতে হইবে। যাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাকাল যাঁহারা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য ইতর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন না, এইরূপ সাধু মহাপুরুষগণই আমাদিগকে মায়াবাদ-দুর্গন্ধ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকৃত নিত্যমঙ্গলের পথে লইয়া যাইতে এবং যথার্থ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন। তাঁহাদের পাদরজে অভিষিক্ত হইয়া, আমরা দুর্বুদ্ধির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া যথার্থ জ্ঞানালোকে প্রবেশ করিতে পারি। নচেৎ যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে বিবেকী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী অন্ধব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে।

নির্ভয়ে শুদ্ধভক্তিপথে প্রবেশ করিতে পারিলে প্রেয়ঃপ্রদায়িনী চতুর্ব্বর্গকে পদদলিত করিয়া নিত্য শ্রেয়ঃপ্রদায়িনী পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হইতে পারা যায়। এই প্রকার চরম কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের পদরজে আত্মার অভিষেক করিতে হইবে, কারণ আত্মার ঐরূপ অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা দ্বারা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। প্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলি দ্বারা জীব অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ মুহূরুক্তগণের মতি অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

অন্য কোন উপায়ে চরমফল পাওয়া যায় না। কেবল মহাপুরুষগণের শ্রীচরণাশ্রয়ে জীবের সুবিধা হইতে পারে। যিনি নিষ্কিঞ্চন, জড়বিষয়ে যাঁহার কোন চেষ্টা নাই, যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত যাঁহার অন্য কোন ক্রিয়া নাই, যাঁহার জড়েন্দ্রিয়-প্রীত্যর্থে ধর্ম্ম, অর্থ কাম, মোক্ষাদি স্পৃহা নাই, যাঁহার সমস্ত ক্রিয়াই হরিসেবানুকূল, চতুর্ব্বর্গ কেবল নিজসেবার্থ জানিয়া তাহার পরিত্যাগে যিনি যত্নপর; কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই যাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও ব্রত, তিনিই মহাপুরুষ। যিনি কৃষ্ণসেবার ছল করিয়া শিষ্যের নিকট হইতে বা অন্য কাহারও নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজেন্দ্রিয়-তোষণ বা কুটুম্বভরণে তাহা ব্যয়িত করেন, তিনি মহাপুরুষ নহেন। মহাপুরুষ ব্যতীত অন্য কাহারও আশ্রয়ে জীবের নিত্যমঙ্গল নাই। গুরুবৈষ্ণবে প্রপত্তিই জীবের একমাত্র অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুবৈষ্ণবগণ মুক্ত পুরুষ, তাঁহারাই আমাদের ভব-বন্ধন মোচনে সক্ষম। তাঁহাদের চরণাশ্রয় কখনও নিষ্ফল হয় না। আজ যাহা আমরা কঠিন ও দুঃসাধ্য ভাবিতেছি, সাধুগুরুপাদাশ্রয়ে তাহা সহজ ও সুসাধ্য হইয়া যায়। তাঁহাদের শক্তি কি ভাবে কার্য্য করে, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত। আর কোন উপকরণের আবশ্যকতা নাই, চাই কেবল আনুগত্য ধর্ম্ম। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈধধর্ম্মের মূল সূত্রটী এইরূপ ভাবে জানাইয়াছেন,—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'।

তারের সংবাদ

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ১৩ই জুলাই তারে জানাইতেছেন যে, ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আলালনাথের বার্ষিক মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিয়া এবং তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গতকল্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি আগামী শুক্রবার ১লা শ্রাবণ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনার্থ এখানে অপেক্ষা করিতেছেন। এখানে প্রত্যহই বহু সংখ্যক যাত্রীসমাগম হইতেছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ,. পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সাধ্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয়, সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাসসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমঙ্গলগীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত 'ভাষা ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবত্তত্ত্ব—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জীবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এ-রূপ সরল ও হৃদয়াংশী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এ গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত ৩৫ কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হঃ) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥৵, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীবজ্রপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১) ডীয় মঠ

১৬ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথান্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদাধবামন ব্রহ্মচারী।

১৬ শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীমনীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

তিহারীতে দুর্ভিক্ষ

অনশনে বালকের মৃত্যু

দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে লোকে রাস্তা সংস্কারের কার্য্য করিতেছে। বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় বহু দরিদ্র শ্রমিকের জীবিকা-নির্ব্বাহের সুবিধা হইবে। একটী বালক চারি দিন অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধা শান্ত করিবার আশায় একটী জাম বৃক্ষে আরোহণ করে। এবং ঐ বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থানীয় লোকদিগকে পুনরায় ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রকাশ, ব্যাঙ্ক এই বৎসর কিস্তী আদায় স্থগিত রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। এবং পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া জনসাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

প্রোমে ১০১৯ জনের আত্মসমর্পণ

বিদ্রোহী পো টেক বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছিল। সে এখন সারিয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ, গত ২৩শে ডিসেম্বর থারাবডী জিলায় উই নামক গ্রামে সে একজন য়ুরোপীয় সরকারী কর্ম্মচারীকে হত্যা করে। লোকটা ১১ই জুলাই আত্মসমর্পণ করে।

বিদ্রোহের জায়গা হইতে বহু ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন ডাকাতিতে নরহত্যাও হইয়াছে।

প্রোম জিলায় ১০১৯ জন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

ভারতীয়দের সহিত মিলন চেষ্টা

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রতি মিলন সঙ্ঘটনের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষরূপে ব্রহ্মদেশবাসী ও ভারতীয়গণের মধ্যে মিলন স্থাপনের চেষ্টায় অলেটায়ে এবং বাগায়ের নেতৃত্বে সায়ান্দী ও ফুঙ্গী সম্প্রদায়ভুক্তগণ জনসাধারণের নিকট আবেদনপত্র প্রকাশ করিতেছেন। রেঙ্গুণে ভারত সমিতি উক্ত আবেদনপত্র ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন।

পুলিসের সহিত সংগ্রাম

হেনজাদার গত ১০ই জুলাই তারিখে একদল ডাকাতের সহিত পুলিশের সাক্ষাৎলাভ ঘটে। একজন ডাকাত পুলিশের হস্তে নিহত হইয়াছে। কিছু টাকাকড়ি ও কয়েকখানি দা ইহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।

১০ই জুলাই তারিখের রেঙ্গুণ গেজেটে প্রকাশ মিঃ টমসন কতিপয় পুলিসসহ ওয়ানেৎবঙ ও তায়াকিফ সহরের দিকে গমন করেন। ইহারা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একদল বিদ্রোহীর সন্ধান করেন। তুনসিন নামক এক ব্যক্তি এই বিদ্রোহীদলের নেতা ছিল। পুলিসদল বহুক্ষণ অনুসন্ধানের পর কয়েকজন বিদ্রোহীকে দেখিতে পায়। উহারা অমনি গুলী করিতে থাকে। গুলীতে কেহই আহত হয় নাই, তবে মিঃ টমসনের টুপীর ভিতর দিয়া একটি গুলি চলিয়া গিয়াছিল।

পুলিসও তৎপরে গুলী করিতে থাকে। তুনসিন ও তাহার ১ জন সহকারী গুলীতে নিহত হইয়াছে। পুলিশ অতঃপর উহাদের আড্ডা আক্রমণ করে। আড্ডা হইতে পুলিশ ২টী দেশী বন্দুক কতকগুলি কারতুজ ও দা হস্তগত করিয়াছে।

পুলিস দলের কেহ নাই

কোয়েটায় সামরিক ঘাঁটী আক্রান্ত

কোয়েটা হইতে এক বাদে প্রকাশ, যে, আফগান সীমান্ত হইতে সুলেমান খেল এবং খারোতি উপজাতির ৩ শত হইতে এক হাজার লোকের একটি লস্কর আসিয়া ৩রা এবং ৪ঠা জুলাই তারিখে আশেওয়াতস্থিত ঝোব সামরিক ঘাটি আক্রমণ করিয়াছিল। আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করা হইয়াছে এবং শত্রু পক্ষের কয়েকজন হত ও আহত হইয়াছে। ঘাটির একজন নিহত হয়। শেষ সংবাদে প্রকাশ যে, লস্কর এখনও ছত্রভঙ্গ হয় নাই। সকল প্রকার আবশ্যক সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে; ঘাটিগুলিতে অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ হইয়াছে এবং স্থায়ী সৈন্যদলের পাহারা বসিয়াছে লস্করের বর্ত্তমান গতিবিধি নির্দ্ধারণের জন্য রাজকীয় বিমান বাহিনী ঝোব অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

গত ১৩ই জুলাই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আহোব এজেন্সীতে শান্তির চিহ্ন দেখা যাইতেছে। সর্ব্বশেষ যে খবর আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, শত্রুভাবপূর্ণ লস্করগণ পলায়ন করিয়াছে।

রাজসাহী বোমার মামলা

শ্রীযুত অভয়পদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত গৌর দত্ত ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারা ও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৩ ও ৪ ধারা অনুসারে দায়রা জজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। জুরীগণ একবাক্যে আসামীদিগকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করায় জজ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া শেষ সিদ্ধান্ত জন্য মামলার কাগজ পত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন। আসামিগণকে জামিনে মুক্তিদান করিবার জন্য উকিল মিষ্টার এন, মুন্সি দায়রা জজের নিকট আবেদন করেন। সরকারী উকিল উক্ত আবেদনে আপত্তি করায় উহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

মহিলা সমিতির বয়ন বিভাগের উদ্বোধন

গত ৮ই জুলাই তারিখে জামালপুর মহিলা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। ডাক্তার বিপিনবিহারী সেন সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সমিতির সদস্যগণ ব্যতীত প্রায় ২০০ মহিলা সভায় যোগদান করেন। বার্ষিক রিপোর্ট ও আয়ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হইলে ১৩৩৮-৩৯ সালের কর্ম্মকর্ত্রী নির্ব্বাচন হয়।

ডাক্তার সেন বয়ন বিভাগের নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। আড়াই বৎসর হইল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তদবধি উহা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

বরিশালে অর্ডিনান্সের ধুম

গত ১৩ই জুলাই প্রত্যূষে কলিকাতা হইতে পত্রবর্ত্তনের সময় বরিশাল এক্সপ্রেস ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবামাত্র বেঙ্গল অর্ডিনান্সের বলে শ্রীযুত অমলাংশু সেনকে বরিশাল ষ্টীমার ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীযুত সেন ব্রজমোহন কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং এই বৎসর আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গত ৪ঠা জুন হইতে বরিশালে ১৪ জনকে বেঙ্গল অর্ডিনান্সের বলে আটক করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম বিচ্ছেদ বিরোধী নেতার রেঙ্গুণ যাত্রা

ব্রহ্ম বিচ্ছেদ বিরোধী নেতা মিষ্টার মাং মাং জী মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনা করিয়া বোম্বাই হইতে ১২৬ জুলাই প্রাতে কলিকাতায় উপনীত হন। ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা এবং গোল টেবিল বৈঠকে ও রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন কমিটীতে বিচ্ছেদ বিরোধী দলের দাবী উপস্থিত করিবার সম্পর্কে তিনি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যগণের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি রেঙ্গুণ ডাক ষ্টীমারে রেঙ্গুণ যাত্রা করিয়াছেন।

ঢাকায় কৃষি মন্ত্রী

কৃষি ও শ্রম বিভাগের মন্ত্রী অনারেবল ফরোকি, গত ১০ই জুলাই অপরাহ্নে ঢাকা আগমন করিয়াছেন। প্রধান কর্ম্মচারী, কমিশনার ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের সহিত করমর্দ্দন করতঃ তাঁহার বাসস্থানে গমন করেন। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার সহিত অপর মন্ত্রী খাজে নাজিমুদ্দিনের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

বোম্বাই কংগ্রেসে নির্ব্বাচন

গত ১২ই জুলাই বোম্বাই কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচনে মিঃ নরীম্যান সভাপতি মাষ্টার নগিনদাস সহকারী সভাপতি, শ্রীযুত আবিদালী ও প্যাটেল—সম্পাদকদ্বয় ও শ্রীযুত কৃষ্ণ আয়ার কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অন্যান্য সদস্যগণ পূর্ব্বের মতই আছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর জন্যও নির্ব্বাচন [illegible]। ফলে মিঃ নরীম্যান, আবিদালী বেলভী, পাপুলা মুলরাজ, কর্ষণদাস এবং মথুরাদাস ত্রিকমদাস প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন তাঁহাদের নাম প্রত্যাহার করেন এবং ৫ জন পরাজিত হন। গত ১১ই জুলাই নূতন বি, পি, সি, সির সভাও হইয়াছিল।

মরভী রাজ্যে সত্যাগ্রহ

আপোষের চেষ্টায় শ্রীযুত দেশাই

গান্ধীজীর সেক্রেটারী শ্রীযুত মহাদেব দেশাই গত ১১ই আমেদাবাদ আসিয়াই মরভী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রচারকার্য্য চালাইবার উদ্দেশ্যে এই রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকদল স্বেচ্ছাসেবক সত্যাগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছিল। এ পর্য্যন্ত ছয়টি দল সত্যাগ্রহ করিয়াছে এবং সকল দলের নেতারা ধৃত হইয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছিল।

প্রকাশ, রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্যই শ্রীযুত দেশাই তথায় গিয়াছেন। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর আদেশ অনুসারে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

GH-BAZAR CALC 8 JLY 31 7.30A.M. DELY.

Reg No C.1544

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
আশ্রমে দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵

...ত্র সচিত্র ...—...ত ...ক ও ... মাং মুখপত্র

বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৬তম সংখ্যা

...ত্তম ... শান্তিপুর—২রা শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৮, ১৮ই জুলাই ১৯৩১

সিমলায় গান্ধীজী

গান্ধীজীর মালব্যসহ বিলাত যাত্রা

মহীশূরে সৌকৎআলি

...ন্ধীজী লণ্ডনে গেলে ইংরেজ কৃষকরা ছাগদুগ্ধ যোগাইবে

...হরমপুরে ভীষণ চাঞ্চল্য

...বইন্‌স্পেক্টার হত্যার মামলা—

৬ ব্যক্তির দ্বীপান্তর

...ন্ধীসকাশে ...রভনেতা

হিন্দুমুসমান দাঙ্গায় কমিটী নিযুক্ত

ধলভূম সমস্যা

গান্ধীজীর সরাষ্ট্রসচিবের সহিত আলোচনা

সিমলায় মহাত্মা গান্ধী

শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাই গান্ধী ও শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই সমভিব্যাহারে মহাত্মা গান্ধী ১৫ই জুলাই মধ্যাহ্নের অল্প পূর্ব্বে সিমলায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন। মহাত্মা জী কায়স্থ মোহল্লাতে রায় বাগাদুর মোহনলালের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।

লোকে আশা করিয়াছিল, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলও মহাত্মাজীর সহিত আসিবেন, কিন্তু তাঁহারা আসেন নাই।

গান্ধীজী বলিয়াছেন, তিনি সিমলায় দুই তিন দিন থাকিতে পারেন। পণ্ডিত জহরলাল ও সর্দ্দার বল্লভভাই আসিবেন কি না, তিনি বলিতে পারেন না। তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে কি না, তাহাও তিনি বলিতে পারেন না, তবে তাঁহারা সে জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

গান্ধীজীর বিলাত যাত্রা

সহযাত্রীরূপে মালব্যজী

জানা গিয়াছে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গান্ধীজীর সহযাত্রীরূপে আগামী ১৪ই আগষ্ট তারিখে মূলতান নামক জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাত্রা করিবেন। একই জাহাজে সার তেজ বাহাদুর সপ্রুও বিলাত যাত্রা করিবার কথা।

মহীশূরে সৌকৎ আলী

মিঃ সৌকৎআলি ১২ই জুলাই প্রাতঃকালে গুন্টকল মেল ট্রেণে বাঙ্গালোরে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি গত ১৩ই জুলাই প্রাতে মিউনিসিপ্যালিটীর অভিনন্দন গ্রহণ করিয়াছেন। এ স্থানে দুই দিন থাকিয়া শ্রীরঙ্গপট্টমের পথে তিনি মহীশূর যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছেন।

গান্ধীজী লণ্ডন গেলে ইংরেজ কৃষকরা ছাগ-দুগ্ধ যোগাইবে

গান্ধীজী কিংস্লিহল সেটেলমেণ্ট ইষ্ট এণ্ডে অবস্থান করিবেন বলিয়া মনস্থ করিবার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় মিস ...লিংসন ...ষ্টার দেশের কৃষকদিগের নিকট হইতে বহু আবেদন পত্র পাইয়াছেন। তাহারা জানাইয়াছে যে, মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডনে অবস্থান কালে তাহারা তাঁহাকে ছাগলের দুধ প্রদান করিবে।

মহাত্মাজী-সকাশে মরভী-নেতা

মরভী সত্যাগ্রহের নেতা শ্রীযুক্ত ...চাঁদ পাশা মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, মরভী কর্ত্তৃপক্ষ কংগ্রেসের গঠনকার্য্যে বাধা দিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। ফলে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

প্রবল বৃষ্টিপাতে রেলপথ ভগ্ন

সেকান্দ্রাবাদ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের ফলে মধ্য বিভাগের উমরি ও শিবগাঁর মধ্যবর্ত্তী স্থানে রেলপথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রেলগাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া গমনাগমন সম্ভব হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে, গত ১০ই জুলাই উমরি ও শিবগাঁর মধ্যবর্ত্তী স্থানে একখানি মালগাড়ী ও এঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়। ঐ গাড়ীর গার্ড ও এঞ্জিনের চালকগণ একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রমিকগণ তাহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছে। গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া গমনকরা অসম্ভব বিধায় প্রায় ৬০ জন আরোহী উমরি হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে। জনৈক যাত্রী প্রকাশ করিয়াছেন, শীলার জলে জিলাটি প্লাবিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি যত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ডোজেজের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

প্রস্তুতকারক

মদন মঞ্জরী

ঔষধে বশ ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র, ধাতুযোগ, মুখ দিয়া পড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৷৵০ পাঁচ ১৲ এক টাকা।

"অপুত্রকাস্ত্রাস্ত্রি মন্ত্র"

পুরুষত্বহানি রোধে বাজীকরণ ঔষধ আরোগ্য করিয়া বলিষ্ঠ করে। মূল্য ৷ তোলা ১৲ টাকা।

"স্ত্রীবশ্যকরণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সন্তোষপত্নি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আনন্দাস্ত্রশর্ম্মা, বেদশাস্ত্রশর্ম্মা

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হইবেন

দৈবপ্রাপ্ত বন্ধার একমাত্র মহৌষধ

প্রথম দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে। রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, বন্ধ্যা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত অরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খানিয়া) ৫নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ক্রেতা গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই ম পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

২৩০।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ ... ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

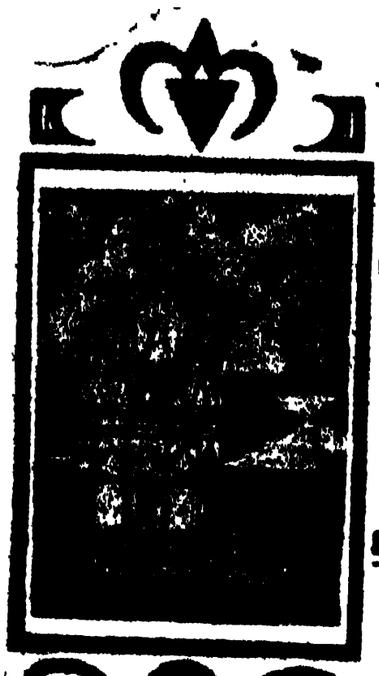

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

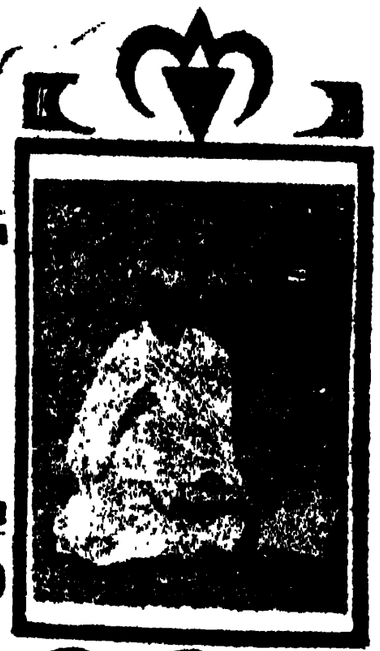

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১৯ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ২রা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৮ জুলাই ইং ১৯৩১ শনিবার | ১১৬তম সংখ্যা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটে বক্তৃতা

তাং—২৬শে আষাঢ় ১১ জুলাই শনিবার

বিষয়—যন্ত্রশক্তি ও মনুষ্যশক্তি

বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

অদ্যকার সভায় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা আমার নাই। তবে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজের আদেশ এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ ক'রে, সাধ্যানুসারে কিছু ব'ল্‌বার চেষ্টা করব।

আমরা ইহ সংসারে দুটী বস্তুর পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য সর্ব্বদাই লক্ষ্য ক'রে থাকি—যথা যন্ত্রী ও যন্ত্র, ইঞ্জিনীয়ার ও ইঞ্জিন। প্রথমটী চেতন, আর দ্বিতীয়টি অচেতন। এই অচৈতন্যময় বিশ্বে চেতনের কথা প্রথমমুখে অভিনব ব'লে বোধ হয়, কিন্তু অচেতন অপেক্ষা চেতনের শ্রেষ্ঠতা সুধীমাত্রেই সমস্বরে কীর্ত্তন ক'রে থাকেন। যারা চলে, বলে, এবং ইচ্ছাধর্ম্মবিশিষ্ট, তারাই চেতন, আর যে সব বস্তু চল্‌তে বিশ্বা বল্‌তে পারে না, মৃতবৎ অবস্থিত থাকে এবং স্বতন্ত্র ইচ্ছাধর্ম্ম নাই, তারাই অচেতন বা জড় বস্তু।

মনুষ্যশক্তি এবং যন্ত্রশক্তি—প্রথমটী চিৎ এবং দ্বিতীয়টী অচিৎ; প্রথমটী স্বামী, দ্বিতীয়টী দাস। যন্ত্রের স্বতন্ত্রেচ্ছাশক্তি নাই, মানবের সাহায্য ব্যতীত যন্ত্রের কোন শক্তিই পরিলক্ষিত হয় না। মানুষ যদি যন্ত্রকে না চালায়, তবে যন্ত্রের কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। উভয়ের মধ্যে সাধর্ম্য নেই। চেতনের অচেতনের উপর কার্য্য করার ক্ষমতা আছে বলে চেতন সর্ব্বকালেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই দুটী বস্তুই শক্তি, শক্তিমান কেউই নয়, এটী আলোচ্য বিষয় থেকেই প্রমাণ হচ্ছে।

শক্তিমাত্রেই জড়, শক্তিমানের সাহায্য ব্যতীত এই শক্তি কোন কাজ করতে পারে না। সুতরাং মানবশক্তি চেতন হ'লেও তা' কোন শক্তিমানের সাহায্যের অপেক্ষা করে। গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে আমরা এই শ্লোকটী পাই,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে অবস্থিত। তিনিই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা। জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম হ'তে জগতে ভ্রামিত হয়। পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে জীবপ্রবৃত্তি ঈশ্বরপ্রেরণা দ্বারা কার্য্য করে। এস্থলে ঈশ্বর স্বয়ং কার্য্য করেন না। 'মায়য়া' অর্থাৎ নিজ মায়া দ্বারা। মায়া তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি, তিনিও স্বতন্ত্রেচ্ছাবিশিষ্টা নহেন, ঈশ্বরের প্রেরণাবশেই কাজ করেন মাত্র

তাহলে বুঝা গেল যে, মায়াও—ভগবানের শক্তি, এবং মানবও (জীব)—ভগবানের শক্তি। উভয়েরই শক্তিত্ব ভাব বিদ্যমান, শক্তিমানের শক্তিতে ইহারা কাজ করেন।

ঘটের নিমিত্ত-হেতু কৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥

কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তার করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায়॥

চক্রদণ্ডাদি থাকলেও তারা যেমন কুম্ভকারের সাহায্য ব্যতীত কোন কাজ করতে পারে না—তা দিয়ে ঘট তৈরী হতে পারে না, তদ্রূপ শক্তি শক্তিমানের প্রেরণা ব্যতিরেকে কোন কাজ করতে পারে না।

শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহ বসুদেব প্রভুই মায়ার নিয়ন্তা। তিনি মায়াতে ঈক্ষণ করলে তবে মায়া কাজ করতে পারে।

গীতাতেও এই দুই প্রকার শক্তির কথা ব'লেছেন,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় এইরূপ বিচার ক'রেছেন,—

শাস্ত্রে কৃষ্ণের স্বাভাবিকী ত্রিবিধা শক্তি কথিত হইয়াছে। বল (সন্ধিনী), জ্ঞান (সম্বিৎ) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান—অভিন্ন, ইহাই সর্ব্ব-শাস্ত্রের সার, তথাপি অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য হইতে ভেদবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। নাম, রূপ, গুণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার সন্ধিনী শক্তির কার্য্য। চিদ্‌গত সম্বিনী ও মায়াগত সন্ধিনীভেদে প্রাপঞ্চিক ও বৈকুণ্ঠগত সত্তার ভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। চিদ্‌গত সম্বিৎ ও মায়াগত সম্বিৎভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। সেইরূপ চিদ্‌গত হ্লাদিনী ও মায়াগত হ্লাদিনীভেদে হ্লাদিনী শক্তি হইতে চিৎসুখ ও মায়িক সুখ এই দ্বিবিধ সুখ সিদ্ধ হইয়াছে হ্লাদিনী শক্তি—কৃষ্ণপ্রিয়দাসী শ্রীস্বরূপিণী। তিনি মহাভাবস্বরূপা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা

উভয় শক্তিপ্রভাবদ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক ভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তির যে সদ্বিদ্‌বৃত্তি, তাহার কার্য্য-রূপে চিদ্‌ধাম, চিদ্বিগ্রহ, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চিদ্বৈভব উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণকর্ম্ম, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা—সমুদয়ই সন্ধিনীকার্য্য। চিচ্ছক্তির যে সদ্বিদ্‌বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত চিন্তা-মণি-ভাবোদয় হইয়াছে। চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত প্রেমানন্দানুশীলন হইতেছে।

জীবশক্তিতে যে সম্বিনী, তাহার কার্য্য স্বরূপ জীবের চিন্ময় সত্তা, নাম ও স্থান সমুদিত হইয়াছে, তাহাতে যে সম্বিৎশক্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাদির উদয় হয়। তাহাতে যে হ্লাদিনী, তৎকার্য্য-স্বরূপ ব্রহ্মানন্দক্রিয়া লাভ করে। অষ্টাঙ্গ-যোগগত সমাধি সুখ বা কৈবল্যসুখও তাহার কার্য্যবিশেষ।

মায়াশক্তিতে যে সন্ধিনীবৃত্তি আছে, তাহার কার্য্যস্বরূপ চতুর্দ্দশ লোকময় জড় বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গশরীর, বদ্ধ-জীবের স্বর্গাদি লোকগতি ও সমস্ত জড়ে-ক্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে, বদ্ধজীবের জড়ীয় নাম, জড়ীয় রূপ, জড়ীয় গুণ ও জড়ীয় কার্য্য সমস্তই তদ্ভুক্ত। মায়াতে যে সম্বিদ্‌বৃত্তি,

তদ্দ্বারা জড়বদ্ধ জীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচার সমুদয় উৎপন্ন হয়। মায়াতে যে হ্লাদিনীবৃত্তি, তদ্দ্বারা স্থূল জড়ানন্দ ও স্বর্গাদি সূক্ষ্ম জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, সন্ধিনী, সদ্বিৎ ও হ্লাদিনীবৃত্তিত্রয় চিচ্ছক্তিতে নিত্য ও নিরুপাধিকরূপে পূর্ণতার সহিত নিত্যক্রিয়াবতী। জীবশক্তিতে পরমাণুপ্রায় হইয়া অতি ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ পায়। মায়াশক্তিতে বিকৃতভাবে তত্তদ্বৃত্তির আভাসমাত্র দেখা যায়। জীবের পক্ষে মায়াবৃত্তিসকল হেয়। জীবশক্তির স্বীয় বৃত্তি সমুদয় হেয় নয়, কিন্তু অপ্রচুর, চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-সংযোগ ব্যতীত জীব পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারে না, তাহা কেবল কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণ-পাত্রের কৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব হয় না।

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শক্তি ও শক্তিমান-বিচার অনুশীলন করি 'আমি শক্তিমান নই শক্তিমাত্র, শক্তিমানের অধীন থাকাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য'—এই ভাব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলে আর কোন অসুবিধা লাভ করিতে হয় না।

সংসার কি বস্তু ?

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল

অনেকে হয়ত বলিবেন, 'সংসার কি বস্তু' ইহার আবার পরিচয় আবশ্যক কি ? যেখানে আমরা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বিষয়-বৈভব, বন্ধুবান্ধবাদি পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বসবাস করিতেছি, তাহাই আমাদের সংসার। ইহার আর অন্যথা কি আছে ? মাদৃশ বদ্ধজীবগণ, যাঁহারা এই ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, অথচ ইহাকেই আবার 'সোণার সংসার' মনে করিয়া ইহাতে প্রচুর আসক্তির পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদের কোনদিনই 'এই সংসার কি বস্তু', তাহা জানিবার আবশ্যক হইবে না। যদি কোনদিন সুকৃতির উদয় হয়, তবেই জীব শোক, মোহ, ভয়, জরা প্রভৃতি পরিপূর্ণ এই সংসারসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও ইহার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিবার জন্য যত্নবান হইয়া থাকেন

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, "পুত্রদারাপ্ত বন্ধুনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ। অনুদেহ বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥" অর্থাৎ পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত সঙ্গম—পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গম তুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদীভূত পুত্রদারাদিও প্রতিদেহে বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর। তবে কি এই সংসারটা মরীচিকা মাত্র, ইহাতে কি কোন নিত্য সুখ নাই বা ইহার অধিবাসিগণের সহিত সম্বন্ধ নিত্য নয় ? জীবের হৃদয়ে যখন এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয়, তখন তিনি নিজ তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য চেষ্টিত হন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিভুচৈতন্য বাস্তব বস্তু ; জীব তাঁহার অণুচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ মাত্র। জীবের অবস্থা দুই প্রকার—মুক্ত ও বদ্ধ। যিনি কেবল মাত্র কৃষ্ণের সেবাভিলাষ করেন, যাঁহার অন্য কোন প্রকার ইতর বাসনা নাই, তিনি শুদ্ধভক্ত, তাঁহার কখনও মায়াবন্ধন নাই, তিনিই মুক্ত পুরুষ। আবার যিনি কৃষ্ণকৃপায় মায়িক জগৎ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিও মুক্ত অর্থাৎ তাঁহারও মুক্তাবস্থা। আর যিনি কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া স্বয়ং ভোক্তা সাজিতে গিয়া কৃষ্ণের নিত্য দাস্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই মায়ার কবলে পড়িয়া বদ্ধদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অবস্থাই বদ্ধাবস্থা। মায়িক জীব চিন্ময়, তাঁহার জড়াভিজ্ঞান নাই, কৃষ্ণের নিত্যদাস্যাভিমান ব্যতীত জীবের আর অন্য অভিমান থাকে না। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, আমি পশু, আমি রাজা, আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি পিতা, আমি মাতা, আমি পুত্র, আমি সুশ্রী, আমি ধনী, আমি নির্ধন, আমি দাতা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল আমি দরিদ্র, আমি শঠ, আমি মিত্র, আমি পণ্ডিত, আমি বলবান, আমি সুখী, আমি দুঃখী প্রভৃতি কত রকমের আমিত্ব উপস্থিত হইয়াছে। ইহারই নাম জীবের অহন্তা। এই অহন্তার সঙ্গে সঙ্গে আবার 'মমতা' বলিয়া আর একটি ব্যাপার হইয়াছে। আমার গৃহ, আমার ধন, আমার বিষয়, আমার শরীর, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র-কন্যা, আমার বাপ, আমার জাতি-বল, আমার বিদ্যা প্রভৃতি কত প্রকারের মমতা হইয়াছে। এই যে 'আমি' ও 'আমার' অভিমান লইয়া একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখা যাইতেছে, ইহারই নাম সংসার।

শুদ্ধ বা মুক্ত অবস্থার 'আমি' ও 'আমার' হইতে বদ্ধাবস্থার 'আমি' ও 'আমার' সম্পূর্ণ পৃথক। মুক্তাবস্থায় 'আমি' ও 'আমার'—সব চিন্ময় ও নির্দ্দোষ। মুক্তাবস্থায় জীবের শুদ্ধস্বরূপে অবস্থান। সেখানেও চিদ্রসভেদে জীবের বহুত্ব বর্ত্তমান, সংসারে যত প্রকার অহমিকা আছে, তাহা বস্তুতঃ জীবসম্বন্ধে সত্য নয় অর্থাৎ জীবের পক্ষে মিথ্যার পরিচায়ক। সুতরাং সংসারে সমস্ত পরিচয়ই অনিত্য ও ক্ষণিক সুখদুঃখপ্রদ। মায়িক জগৎ মিথ্যা নয়, সত্য। কিন্তু এই জগতে প্রবিষ্ট হইবার পর আমাদের যতপ্রকার অহমিকা, তাহাই মিথ্যা। জগৎকে যাঁহারা মিথ্যা বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী, সুতরাং কৃষ্ণচরণে অপরাধী

জীবাত্মাবস্থায় জীব যখন কৃষ্ণসম্বন্ধ ভুলিলেন না, তখন তিনি চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া চিজ্জগতে আকৃষ্ট হইলেন—নিত্যানন্দময় হইয়া কৃষ্ণসেবানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণবহির্মুখ হইতে বাঞ্ছা করিলেন, মায়াশক্তি বলে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া স্ব স্ব উপাধিজালে ভূষিত করিয়া কৃষ্ণবহির্মুখতার ফল ভোগ করিবার জন্য এই সংসার কারাগারে তাঁহাদিগকে রাখিয়া দিলেন। ইহাই আমাদের বদ্ধদশা বা সংসার দশা। আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় হারাইয়া অভিমান লইয়া এই মায়িক জগতে আবদ্ধ রহিলাম।

যদি কোনদিন আমাদের সুকৃতির উদয় হয়, তবেই এই সংসারবন্ধের কথা জানিবার অবসর ঘটে এবং ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য চেষ্টার উদয় হয়। আমাদের চেষ্টা দুইপ্রকার—উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত। চেষ্টা উপযুক্ত না হইলে আমাদের মিথ্যাভিমান দূর হয় না। অনুপযুক্ত চেষ্টাদ্বারা সত্যসত্যই উদিত হইতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিব অথবা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা মায়াকে জয় করিব, ইহা উপযুক্ত চেষ্টা নহে। অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা সমাধিযোগে চিন্ময় অবস্থা লাভ করিব, ইহাও উপযুক্ত নয় এই সকল চেষ্টাদ্বারা বাঞ্ছিত ফল পাইবার অনেক ব্যাঘাত সম্ভাবনা অল্প। যাঁহার প্রতি অপরাধ করিয়া আমাদের এই দশা হইয়াছে, তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের এই দশা ঘুচিবার নহে। সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তি বা শরণাগতি দ্বারাই ইহা সম্ভব। তাই শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদবর শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—'মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥ কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥'

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল

(১)

সবুজরংএর পোষাক পরা নানারকমের তৃণকীট শস্যক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় হরিৎ তৃণ, গুল্ম ও উদ্ভিদাদির মধ্যে আত্মগোপন করিবার জন্য এই জাতীয় কীটপতঙ্গাদির নানাপ্রকার বর্ণ ধারণের খেয়ালের কথাও হয়ত অনেকেই জানেন। অতি ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ, স্ব স্বকার্য্য-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহাদেরও কি আশ্চর্য্য কৌশলজাল বিস্তারের চেষ্টা ! উহারা নগণ্য হইয়াই যদি এতটা সুচতুর হয়, তবে আর আমাদের বলবান্ ইন্দ্রিয়সমন্বিত বাস্তব 'সুনিপুণ ঐন্দ্রজালিক' বলিয়া খ্যাতি পাইবে না কেন ?

ইন্দ্রজালবিদ্যা-বিশারদগণ নানা অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাইয়া আমাদের কতই না বিস্ময় উৎপাদন করে ! কিন্তু যে সুচতুর ঐন্দ্রজালিকের প্রভাবে আমরা প্রতিনিয়ত চালিত হইতেছি, যাহার মোহন স্পর্শে সম্মোহিত হইয়া নিজ আত্মাকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছি, সেই ঐন্দ্রজালিকের পরিচয় লাভে আমরা বড়ই উদাসীন ! চক্ষু-কর্ণাদি দশটি ইন্দ্রিয়ের উপর "জোর হুকুমের" অমিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া ঐন্দ্রজালিকের মন যে সর্ব্বদা কিরূপ 'খেয়ালপুসী'তে বিভোর হইয়া আছে, তাহার আর আমরা কয়জন সন্ধান রাখি ? রাখার প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। কারণ, মনই প্রভু, মনই কর্ত্তা, মনই যাহা কিছুর সম্বল ; তাই মনের চঞ্চল খেয়ালপুসিকেই আমরা একমাত্র সুনির্দ্দিষ্ট রুতা বলিয়া মানিয়া লই ; যেন উহা প্রতিপালন করা ভিন্ন আমাদের কিছুতেই চলিবে না ! উহার আদেশ যে অমান্য করা যায়, এতবড় বিপ্লবের কথা কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারে না।

ক্রীতদাস কি প্রভুবরের অন্তরের গোপনদেশের সব অলিগলির খবর জানে ? তাহা যেমন অসম্ভব, (মনোদেবের গুরুভারে নিষ্পেষিত) অপরাপর ইন্দ্রিয়গ্রামের পক্ষে একচ্ছত্র সম্রাট্ মনোদেবতার অত্যাশ্চর্য্য কৌশলরহস্য অবগত হওয়াও তেমনই অসম্ভব। যদি আমরা নিষ্কপট সেবাবৃত্তির সহিত আচার্য্যপাদপদ্মে অভিগমন করি, যদি নিরপেক্ষ সত্যের উপাসক হই, তবেই আপাতমোহকরী ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল বা ছলনা-রহস্য বুঝিতে পারি, নতুবা শত শত জন্ম কাটিয়া গেলেও মায়ার ইন্দ্রজালে বুদ্ধিভ্রষ্ট আমরা কোনদিনই সত্য বস্তু দর্শনে অধিকারী হইব না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও চলন্ত, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বর্ণসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ব্যতীত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; অগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত মূলভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকপাটোর ছিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ রয়েল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, শ্লোকক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপোষিণী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদ-বেদান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাচার্য্যের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক গৌড়িয়াসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের কর্ত্তব্য কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও তাঁহার মত, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, স্ত্রিয়ের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কথা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে। পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানমার্গের বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভক্তিরস—ভাব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অধিকার—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—নাম—প্রয়োজন ও প্রমাণতত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রয়েল বারু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। মূল মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে টীকা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগ্রন্থ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ব-বিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মতোদ্ধার মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আধুনিক সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিবাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই —চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নিষ্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীমদ্ভজন

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীগ্রন্থ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত অনুপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কল্প

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা। (অপ্রকাশিত)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতার দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাবাই ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রোত ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তরত্ন মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাসালের দৈন্য, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, নামসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্ট-আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বি গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদা ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এ গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভি ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্শন

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদক শ্রীমন্মহাপ্র এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছে সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহা পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়ও সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভ সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমা মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বাং নামের বিক্রয়-বৈজয়ন্তী বহিয়া উপস্থিত হইতেছে কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষ এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদি দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠস্থান

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে প্রায় ৩০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচক্রবর্তী-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-পীঠ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত ন্যায়, নাটক, অলঙ্কার, কথা পুরাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন বেদরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি সজ্জনগণ।

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫,

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশ্বজনীন ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তি-সম্ভারাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ ভীষ্ট সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, কিং করঞ্জলিষ্ট ত্রৈমাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রশ্নন-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ভারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅধরজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবমর্দনসিংহ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম জ্ঞানকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীগদাধর ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, যমলার্জুন (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুরধুনী-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরদাসের এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভাস্কর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এস।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারোগাহাট, এলাহাবাদ ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমায়াকুমদত্ত—

মাউগাছি, আমরুল, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবংশীধারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আশ্রম

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

আলবরসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, ইসলাবাদী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রী-নরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাসাধিকারী শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীরাধা-গৌড়ীয় মঠ

১০নং কবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণ-গৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবত সনাতন মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অবসর সময়ে শ্রীমন্মহা-প্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদাশ্রয়জনের নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজ্ঞানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনরহরিদাস।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমা-নাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ বেদবরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পাঞ্জাব। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, কাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীব্রাহ্মকৃষ্ণ-দাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্যালয়

৫নং গোপীজীবন ডাক্তার লেন দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোকুলকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

গান্ধীজীর স্বরাষ্ট্র সচিবের সহিত আলোচনা

গান্ধীজী ১৫ই জুলাই সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত পূর্ণ তিন ঘণ্টা কাল স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ এইচ, ডব্লিউ এমার্টনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। ঐ দিনকার আলোচনা দিল্লীর চুক্তি সম্পর্কে হইয়াছিল। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব ও কেরল প্রদেশে সন্ধি সর্ত্তানুযায়ী কার্য্য সমূহ দূর করা হইতেছে। সেই সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

তিনি বলেন গোলটেবিলবৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধি প্রেরণ সম্পর্কে পুনরালোচনার উদ্দেশ্যে তিনি রাজ-প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এই সংবাদ ভুল।

মিঃ এমার্টন ও রাজপ্রতিনিধির সহিত আলোচ্য বিষয় বহুবিধ ও অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া সময় সাপেক্ষ। তদনুযায়ী মহাত্মাজী রবিবার পর্য্যন্ত সিমলায় থাকিবেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

সাব ইন্‌স্পেক্টর হত্যার মামলা

৬ ব্যক্তির দ্বীপান্তর দণ্ড

দাসপুরে জনৈক সাব-ইনস্পেক্টরকে হত্যা করার এবং অপর একজন সাব-ইনস্পেক্টরকে লুক্কায়িত রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং মেদিনীপুরের স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত ২ ব্যক্তি কলিকাতা হাইকোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চের বিচারে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। চীফ জাষ্টিস, পিয়ার্শন এবং বিচারপতি এস, কে, ঘোষ দ্বারা স্পেশ্যাল বেঞ্চ গঠিত হইয়াছিল।

এই মামলার সংস্রবে যে অপর ৬ ব্যক্তি ট্রাইবিউন্যালের বিচারে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়, বিচারপতিগণ তাহাদের দণ্ড অব্যাহত রাখিয়াছেন। অপর ৫ জন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির ২ জনকে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর ৩ জনকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

এই মামলার যে ৫ জন লোক জাজার অভিযোগে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহাদের ৪ জনের দণ্ড রহিত করা হইয়াছে, অপর ব্যক্তির ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড অব্যাহত রাখা হইয়াছে।

সর্ব্বসমেত ১৮ ব্যক্তি ট্রাইবিউন্যালের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন। ইহাদের মধ্যে ৬ জন দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করেন; ৭ জনের দণ্ড সমর্থিত হইয়াছে এবং ৫ জনের দণ্ড হ্রাস পাইয়াছে।

ধলভূম সমস্যা

নূতন উড়িষ্যা প্রদেশ গঠনকালে সিংভূম জেলা উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত কি না, তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য ৮ই জুলাই, বুধবার দিবস বেলা ৪ ঘটিকার সময় বহড়া-গোড়া মোকামে শ্রীযুত জটীরাম মাইতির সভাপতিত্বে ধলভূম হিতৈষী সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় তিন শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল—ভৌগোলিক অবস্থান, অধিবাসিগণের গঠনপ্রণালী, সামাজিক রীতি, নীতি এবং ভাষা ও শিক্ষার বিষয় বিচার করিয়া এই সমিতি সিংভূম জেলাকে প্রস্তাবিত নব উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত সংযোগ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

সিংভূম জেলাকে কোন প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করা উচিত বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য সমগ্র ধলভূম অধিবাসিগণের আরও একটি সাধারণ সভার অধিবেশন করা হইবে।

বিহারের আর্থিক অবস্থা

বিহার প্রদেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত ও রিপোর্ট প্রদান এবং গয়া জিলার প্রজাদিগের চরবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী দুইটী কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষে সাহায্য প্রদান

বরিশালের প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ছিকলী থানার এলাকাধীন মেমের চাটে নব গঠিত কৃষক ও শ্রমিক সমিতি স্থানীয় অনশনক্লিষ্ট ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিদিগকে অর্থ ও খাদ্য দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিতেছেন। প্রকাশ, বহু ব্যক্তি উক্ত সমিতি হইতে নিয়মিত চাউল ও অর্থসাহায্য পাইতেছে।

ঢাকা হাঙ্গামার জের

ঢাকার অতিরিক্ত সেসন জজ গত ঢাকা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গমার সময়ে মারপিট ও দাঙ্গা করিবার অপরাধে গোপালচন্দ্র রায় কর্ম্মকার ও অপর ৫ জন হিন্দুকে ৩ বৎসর হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। অসামিগণ সেসন জজের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করে। বিচারপতি এস, সি, মল্লিক ও বিচারপতি পেটারসন আপীল অগ্রাহ্য করিয়া নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখিয়াছেন।

প্রকাশ, গত বৎসরের দাঙ্গাকালে উপরউক্তি আসামিগণ বসিরুদ্দীন নামক জনৈক মুসলমানকে বেদম প্রহার করে এবং কিছু পরে তাহারা এক মুসলমান ব্যক্তি ও প্রহৃত মুসলমানটীর অঙ্গে আগুণ ধরাইয়া দেয় ফলে ঐ মুসলমানটী মারা যায়।

ব্রহ্ম অভিমুখে ভারতীয় সৈন্য

প্রকাশ, ২৫শ মারহাট্টা পদাতিক ও অষ্টাদশ ভারবাহী সেনাদলের পুণা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিবার কথা ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে উক্ত সেনা-দলের গমন স্থগিত রহিল। তদস্থ করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে ২৫শ মারহাট্টা সেনাবাহিনী আগামী আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে পুনা নগরী পরি-ত্যাগ করিবে। সেকেন্দ্রাবাদে অবস্থিত বা-পুণা রাষ্ট্রফল সৈন্যদল বর্ত্তমান মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উক্ত সেনানিবাস ত্যাগ করিবে।

বহরমপুরে বিষম চাঞ্চল্য

বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ার-ম্যান প্রভৃতির অনুমতি না লইয়া কেহ রাত্রে রাস্তায় বাহির হইতে পারিবেনা, বলিয়া এক আদেশ জারি করেন। ঐ আদেশ ভঙ্গ করিবার অপরাধে গত শনিবার রাত্রিকালে পুলিস প্রায় ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে। সম্প্রতি বহরম পুর সহরে চুরি ও সিঁদেল চুরির প্রাদুর্ভাব হওয়ায় উক্ত আদেশ জারি করা হয়।

দিবালোকে ৬ শত টাকা লুণ্ঠিত

গত ১০ই জুলাই কানপুরে দিবালোকে এক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। আদালতের পিয়ন করম সের খাঁ ডিক্রী জারি দ্বারা প্রাপ্ত ৬ শত টাকা লইয়া যখন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন সশস্ত্র ব্যক্তিগণ আসিয়া তাহাকে প্রহার করে এবং তাহার টাকা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়।

"রক্তের বিনিময়ে রক্ত"

কানপুর হইতে ১৩ই জুলাই 'লাল ইস্তাহার' সম্পর্কীয় মামলার আসামী ভদ্র সেন এক স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছে। অপর আসামী রামচন্দ্র ঘোষ অভিযোগ অস্বিকার করে। মামলা ১৮ই জুলাই পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে সেই দিন আসামী পক্ষ হইতে একটী লিখিত বিবৃতি দাখিল করা হইবে।

উক্ত ইস্তাহারে লিখিত ছিল—'রক্তের বিনিময়ে রক্ত' এবং তাহাতে গোয়েন্দা কর্ম্মচারী ও কংগ্রেস নেতাদের প্রাণের ভয় দেখান হইয়াছিল।

চীৎপুর দাঙ্গা

শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, এন, দত্তের এজলাসে ফকির আহীর ও অপর ৯ ব্যক্তিকে 'চীৎপুরের পুলিশ অভিযুক্ত করিয়াছে। অভিযোগে বলা হইয়াছে, অভিযুক্তগণ এক বে-আইনী দলের লোক। উহারা রাজমোহন দাস ও তাহার ভ্রাতাকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে লাঠি লইয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ রোডে গমন করে এবং লোষ্ট্র দ্বারা যোগী আহীর এবং অপর ৫ ব্যক্তিকে আহত করে। শুনানী মুলতুবী আছে।

হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় কমিটী নিযুক্ত

সম্প্রতি সেকেন্দ্রাবাদে হিন্দু মুসলমানের যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য সংগ্রহ করিবার জন্য এবং দাঙ্গা সম্পর্কিত যে সকল তথ্য পুলিস বাদ দিয়াছে বা লিপিবদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য পঞ্জাব প্রাদেশিক হিন্দু সভা একটি কমিটী রিপোর্ট প্রদান করিবার অব্যবহিত পরেই তাহা আদালতে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

হিন্দু সভা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে উক্ত দাঙ্গা সম্পর্কিত রিপোর্ট পাইয়া সভা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ পুলিস যেভাবে তদন্তকার্য্য পরিচালন করিয়াছে তাহা সন্তোষজনক নহে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া কমিটী গঠিত হইয়াছে। এডভোকেট রায় বাহাদুর বক্সি শোনলাল, রায় বাহাদুর সেবকরাম এম, এল, সি, এড-ভোকেট মিঠার রামচন্দ্র, মানচন্দ্র, এড-ভোকেট দেওয়ান কিলচন্দ্ররাম, রায় বাহাদুর সর্দ্দার শিব সিং, এডভোকেট চোটা টেকচাঁদ।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—একমাত্র বাঙ্গালা দৈনিক মাসিক মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা শ্রাবণ সোমবার, ১৩৩৮, ২০শে জুলাই ১৯৩১

নিঃ—

গুরুদাস

নিয়মাবলীর অংশ

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার।
অগ্রিম দেয়
মাসিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

নানা কথা

জগন্নাথদেবের নবকলেবর

এবার পুরীতে রথযাত্রা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এ বৎসর ভারতের নানাস্থান হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর এত যাত্রী সমাগম হইয়াছিল যে, গত ২০ বৎসরের মধ্যে এরূপ দেখা যায় নাই। জগন্নাথদেব এ বৎসর নব কলেবর ধারণ করিয়াছেন। এই হেতু যাত্রীসমাগম এত অধিক হইয়াছে। এক মাইল ব্যাপী দীর্ঘ নরসমুদ্র সত্যই একটি প্রত্যক্ষ করিবার বিষয় হ'য়াছিল। ন্যূনকল্পে প্রায় লক্ষাধিক যাত্রী এ বৎসর পুরীতে আসিয়াছিলেন।

বেলা ১ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্ত্তি মন্দির হইতে বাহির করিয়া তখানি রথে স্থাপন করা হয়। তৎকালে যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা বিরাট ও অপূর্ব্ব। এই অনুষ্ঠান শেষ হইলে পর পুরীর রাজা কৌলিক প্রথামত রাজবেশ পরিধানপূর্ব্বক রথচালনার কার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

পুরীসেবাসমিতি পরিশ্রান্ত যাত্রীদের সুবিধা বিধান, আহতদিগের সেবা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

চীন সরকারের জয়লাভ

নানকিন হইতে প্রকাশ, ক্যাণ্টন হইতে লাল বিদ্রোহীদল তাড়াইয়া দিবার জন্য চল্লিশ হাজার সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছে। এই বাহিনীর নায়ক চিয়াং কাইশেখ তারযোগে জানাইতেছেন, ভীষণ যুদ্ধের পর গভর্ণমেণ্টের সৈন্যদল কমিউনিষ্ট বাহিনীর দক্ষিণ ব্যূহ ভেদ করিয়া কিয়ানসিফু কয়েন সীমান্তে কোয়াংচং অবরোধ করিয়াছে। কমিউনিষ্ট বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়াছে।

সম্প্রতি নানচাঙ্গে বক্তৃতাকালে চিয়াং কাইসেখ বলিয়াছিলেন, শত শত গ্রাম ভূমিসাৎ করা হইয়াছে, হাজার হাজার নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণ সংহার করা হইয়াছে, অসংখ্য স্ত্রীলোকের উপর বীভৎস অত্যাচার করা হইয়াছে। অতএব আসুন, কিয়াংসি প্রদেশের কমিউনিষ্টদলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যাক্ ইহারাই যত অনর্থের মূল, ইহারাই এই সকল অন্যায়, অত্যাচার করিয়াছে। এই অস্ত্র-ধারণ সফল হইলে শুধু যে কেবল চীনের জাতীয় দল এবং চীন সরকারই নিরাপদ হইবে তাহা নহে, সমগ্র চীন জাতিও বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

হাঙ্গামার অপর বিবরণ

মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বৃদ্ধি হওয়ায় পদুকোটায় জনসাধারণ সভাপতির বাঙ্গলায় যাইয়া তাহাদের প্রার্থনা নিবেদন করে। কিন্তু সভাপতি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় জনতা উন্মত্ত হইয়া উঠে। ইহারা অতঃপর সরকারী অফিস নষ্ট করিয়া কোন কোন স্থানে আগুন লাগাইয়া দেয়। পুলিস তৎপরে গুলী চালায়, গুলীতে একজন হাঙ্গামাকারী নিহত হয়।

অতঃপর জনতা সভাপতির বাঙ্গলা লুঠ করে ও আদালতের কাগজপত্র ও বার লাইব্রেরীতে আগুন লাগাইয়া দেয়। এই স্থানের অবস্থা খুব খারাপ।

গান্ধীজীর সম্বর্দ্ধনা হইবে না

কংগ্রেসের লণ্ডন শাখা হইতে মিঃ সাকলাৎওয়ালাকে সরাইয়া দিবার প্রস্তাব ১৫ই জুলাই তারিখের সভায় অগ্রাহ্য হইয়াছে। মিঃ গান্ধীকে সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত একটী কমিটী গঠন করিবার প্রস্তাবও এই সভায় অগ্রাহ্য হইয়াছে। তবে ইহা সকলের অভিমত হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে যে সকল কংগ্রেস ডেলিগেট আসিতেছেন, কংগ্রেস সেক্রেটারী ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিতে পারেন।

জগন্নাথদেবের নবকলেবর

বি, পি, সি, সির প্রতি কমিটীর দোষারোপ

বৃকুৎসায় দাসগুপ্ত

পদুকোটা রাজ্যে সশস্ত্র পুলিস পরাজিত

চীন সরকারের জয়লাভ

ধলভূম হিতৈষী সমিতির সভাপতি—

যুত কৃষ্ণচন্দ্র ওঝার অভিভাষণ

গান্ধীজীর সম্বর্দ্ধনা হইবে না

শনি রাজ্যে ৯২ জন গ্রেপ্তার

বহরমপুরে পিকেটিং

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দাদ, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ডাকমাশুল ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটীকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, অম্বাশয়, বাধাদোষ, বৃক যকৃতাদি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুত্রকাত্মজাপ্তি সূত্র"

পুরুষঘটিত রোগে যাহাদের দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৭ তোলা ১৲ টাকা।

"স্ত্রীমনঃবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীবাধারণ কারণ সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৫ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য শ্যামাচরণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার স্ত্রীপুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকীল মহাশয় মাত্র ১৫ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৬নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেটিং চিপা টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এস্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

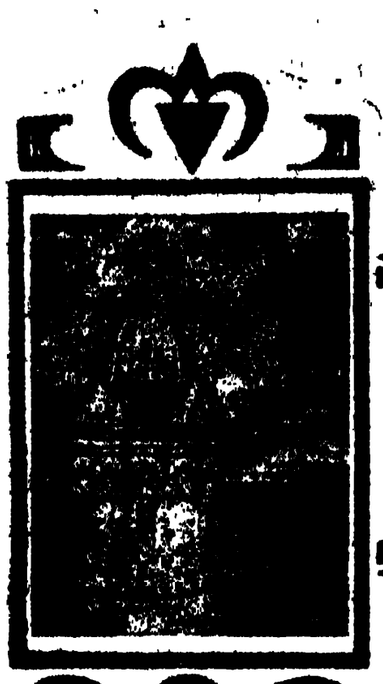

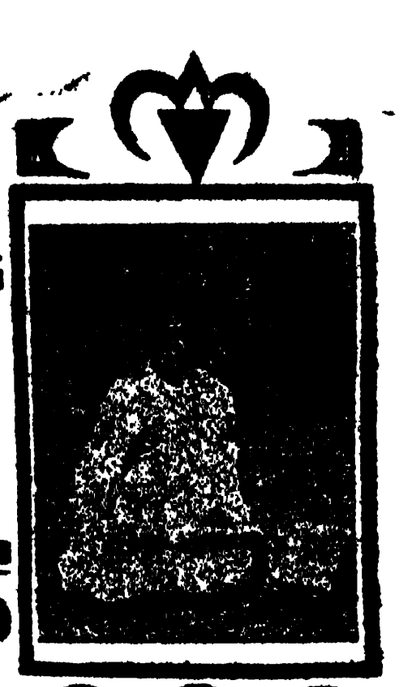

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গো জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ২১ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ৪ঠা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২০ জুলাই ১৯৩১ সোমবার ১১৭তম সংখ্যা

পিতামাতা ও সদ্গুরু

জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য আমাদের পিতামাতা। কারণ, তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা ভোগময় দেহ লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের কৃপায় এই ভূলোকে প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করিয়াছি, পিতামাতা কত ক্লেশ সহ্য করিয়া আমাদের মানুষ করিয়াছেন—শিশুকালে আমাদের আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিয়া আমাদের এত বড়টী করিয়াছেন—ব্যাধি হইলে রোগ শয্যাপার্শ্বে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন। আমাদের সুখ দেখিলে—প্রতিষ্ঠার কথা শুনিলে উল্লাসে তাঁহাদের বুক ফুলিয়া উঠিত—আবার আমাদের বিন্দুমাত্র দুঃখকষ্ট দেখিলে তাঁহারা যেন আমাদের অপেক্ষাও শতগুণে অধিক ক্লেশ অনুভব করিতেন। নিজে এতটা অভাব অসুবিধা, দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াও যাঁহারা আমাদের জন্য অতটা স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের পূজ্যতম—আমাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম। আমাদের সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়াও তাঁহাদের করুণার বিনিময়ে কায়মনঃপ্রাণে তাঁহাদের সেবা করা উচিত। যে তাহা না করিবে, তত্তুল্য অকৃতজ্ঞ আর জগতে নাই,—ইহাই বিশ্ববাণী।

পিতামাতার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই—সংসারে যাহাতে তাঁহাদের সন্তানের কোন কষ্ট না হয়, যাহাতে কোন ভোগে ত্রুটী না হয়, জগতের যত বড় বড় যশস্বী আছে, তাহাদের নামতালিকার শিরোভাগে যেন নিজ সন্তানের নামটী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেই তাঁহাদের আনন্দ, তাহাতেই তাঁহাদের সুখ, তাহাতেই শান্তি।

সদ্গুরু কে? যিনি আমাদের জ্ঞানদাতা—অজ্ঞানতমো বিনাশ করিয়া চিৎসূর্য্যের আলোকপ্রদাতা। লোকের মস্তক জ্বালিয়া উঠিলে যেমন তাহা শীতল করিবার নিমিত্ত জলসমীপে গমন করে, তদ্রূপ জন্মমরণাদিপূর্ণ সংসারানলে সন্তপ্ত ব্যক্তিগণ সংসার তাপ হইতে শান্তি লাভ করিবার নিমিত্ত শ্রীগুরুসমীপে গমন করেন।

শ্রীগুরুদেব—সর্ব্বদা পরদুঃখকাতর ও দয়ার সাগর। আমরা সংসার-ভোগে বিরত না হইলেও প্রকৃত সদ্গুরু যিনি, তিনি আমাদিগকে, মৃত্তিকাভোজী বালককে মোদক প্রদানের ন্যায় বলপূর্ব্বক ভক্তিরস পান করাইয়া—অতিমর্ত্ত্য বস্তুর আস্বাদন প্রদান করিয়া জড়ভোগ হইতে বিরত করিতে সতত সচেষ্ট।

পিতামাতা আমাদের সংসারের জন্য চিন্তা করেন অর্থাৎ আমরা কিরূপে এই সংসারে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিব—কিরূপে এই সংসারে মৌরসী-পাট্টা লইয়া বসিতে পারিব, তাহার জন্য তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া থাকেন। যাহাতে আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া এই ত্রিতাপপূর্ণ দুঃখের আগারে সুখমরীচিকার পশ্চাতে পশ্চাতে নিয়ত তৃষাতুর হরিণের ন্যায় ধাবমান হইতে পারি, তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা যত্নশীল।

যদি আমরা মদ্যপানাদি অথবা বারাঙ্গনাতে আসক্ত হই, তাহা হইলে বর্ত্তমান জগতের ধারানুসারে তাঁহারা আমাদের জন্য ততটা দুঃখ [illegible] কিন্তু যদি আমরা কোনরূপে সংসঙ্গ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাঁহাদের চক্ষে বা তাঁহাদের প্রাণে উহা কোন প্রকারে সহ্য হইবে না। অমন ভোগের দেহ কি কখনও বৈরাগ্যের মধ্যে থাকিতে পারে? তাহা হইলে সংসারে [illegible] পুনঃ যাতায়াত করিয়া ত্রিতাপদুঃখমিশ্রিত সুখের আকাশ-কুসুম কে রচনা করিবে?

আর প্রকৃত সদ্গুরুর চেষ্টা—যাহাতে আমরা কোনরূপে ঐহিক দুঃখে হাবুডুবু না খাই। সন্তানগণ না খাইলে পিতামাতা যেরূপ কত আদর, সোহাগ ও যত্নে তাহাদের খাওয়াইয়া থাকেন, শ্রীগুরুদেবও তদ্রূপ শিষ্যকে দেবদুর্লভ ভক্তিরস পান করাইতে নানা প্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিয়া থাকেন। পিতামাতার স্নেহের অভ্যন্তরে স্বার্থবিদ্যমান। তাঁহারা সন্তানের বাল্যকালে সেবা করিয়া নিজেদের বার্দ্ধক্যাবস্থায় সন্তানের নিকট হইতে সেবা পাইবার দাবী রাখেন, কিন্তু গুরুদেবের স্নেহ—নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, নিষ্কপট।

স্থূলবুদ্ধি জনগণের বিচারাপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধিগণের বিচার অনেকটা গূঢ়। যাঁহারা জগতের বড় বড় মনীষি, তাঁহাদের গবেষণাপূর্ণ ধারণা অপেক্ষা মননশীল মুনিগণের চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তি অধিক। কিন্তু ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব-বর্জ্জিত বিজ্ঞগণের গবেষণা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা ঐহিক পারত্রিক সমস্ত লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখিয়া সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাদৃশ গুণপূর্ণ বেদব্যাসাদি আর্ষবিজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত সমূহ সকল বুদ্ধিমান, সকল বিচারক ও সকল শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

মায়ামুগ্ধ জীবের অজ্ঞানাপনোদনার্থ স্বয়ং ভগবান বেদব্যাসরূপে শাস্ত্রাদি প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা তৎকৃত শাস্ত্রবিচার সুসমাহিত চিত্তে শ্রবণ এবং তদনুযায়ী কার্য্য করেন, তাঁহারাই সুখশান্তির অধিকারী। শ্রীমদ্ ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।৫।১৮ শ্লোকে) বলিতেছেন,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন সেই স্বজন 'স্বজন'-শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন, সেই মাতা 'মাতা' নহেন, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন, আর সেই পতিও 'পতি' নহেন।

সুতরাং পিতামাতা যদি সন্তানগণের প্রতি প্রচুর স্নেহধারা বর্ষণ করিয়াও তাহাদের সাক্ষাৎ মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিতে না পারেন, তবে তাঁহারা পিতৃমাতৃ নামের অযোগ্য।

নারদপঞ্চরাত্রেও এইরূপ উক্তি দেখা যায়,—

স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী স্নেহকর্ত্রী সদার্থিকা।
জন্মদাতান্নদাতা স্যাৎ স্নেহকর্ত্তা সদা পিতা॥
ন ক্ষমৌ তৌ চ পিতরৌ পুত্রস্য কর্ম্ম খণ্ডিতুম্
করোতি সদ্গুরু শিষ্যকর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্॥

অর্থাৎ জননী—স্তনদাত্রী, গর্ভধারিণী ও স্নেহকর্ত্রী, পিতাও জন্মদাতা, অন্নদাতা

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্মতাপ॥"

এবং স্নেহকর্ত্তা হইলেও তাঁহারা পুত্রের সুখদুঃখাদিপ্রাপক প্রারব্ধাপ্রারব্ধ কর্ম্ম খণ্ডন করিতে পারেন না। কিন্তু সদ্‌গুরু শিষ্যের কর্ম্মমূল পর্য্যন্ত সম্যক্ প্রকারে উৎপাটন করিয়া দিতে সমর্থ।

পিতামাতার দয়া—মন্দোদয়া, আর গুরুদেবের দয়া অমন্দোদয়া, পিতামাতার দয়া খণ্ডিত, অনিত্য ও দুঃখজনক, আর শ্রীগুরুর দয়া অফুরন্ত, নিত্য, শাশ্বত সুখের জনক।

পিতামাতা সন্তানের প্রতি যতই স্নেহশীল হউন না কেন, যখন দৃঢ়পাশে সন্তানকে বন্ধন করিবার জন্য যমদূতগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদের স্নেহের বাঁধন ডোরে পুত্রকে আটকাইয়া রাখিতে পারেন না, কিন্তু গুরুদেবের কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্ম সর্ব্বদা অভয়। যমদূতগণ তাঁহার নিকট আসিতে সাহসী না হইয়া সর্ব্বদা দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া পলায়ন করেন। জীব একবার নিষ্কপটে 'গুরু তোমার হও' বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে আর সংসার-যাতনা পাইতে হয় না—শোক, মোহ, ভয়-মৃত্যুর হাত হইতে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করিয়া অশোক, অভয়, অমৃতধামে নিত্যবাসের অধিকারী হইতে পারেন।

—এইপ্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিগকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক অতি তামসী যোনিতে প্রবেশ করে। এইরূপ গৃহব্রতগণের ভাগ্য নিতান্তই মন্দ।

মায়াবদ্ধ জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের সহিত পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় লাভ করিয়াছেন। ঐ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারে জীব জড়বিষয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন। চক্ষুদ্বারা আকার ও বর্ণ দর্শন করেন। কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন। নাসিকা দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করেন, ত্বক্ বা চর্ম্ম দ্বারা স্পর্শসুখ অনুভব করেন। জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ করেন। এই পাঁচটি হৃষীকের দ্বারা যদি হৃষীকেশের সেবা না করিয়া জীব উহাদিগকে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিসাধার উপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তিনি এই পাঁচটি দরজা দিয়া জড়জগতে প্রবিষ্ট হইয়া জড়াভিনিবিষ্ট হইয়া পড়েন। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ পরস্পর বিপরীতভাবে অবস্থিত তাই জীব যতই জড়ে আসক্ত হইতে থাকেন, ততই তিনি স্বীয় প্রাণনাথ হৃষীকপতি কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে দূরে চলিয়া যান। যাঁহারা সংসারিক বিষয়ে মত্ত, তাঁহারাই বিষয়ী নামে পরিচিত। জীবের যখন ঐরূপ অবস্থা ঘটে, তখন তাঁহার বহির্ম্মুখ সংসার।

কৃষ্ণভক্তও বিষয়ীপ্রায় থাকিয়াও বিষয়ীদের ন্যায় নিখিলে কেবল নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ অনুসন্ধান করেন না। তাঁহারা ইত জগতের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিষ্পন্ন করিয়া অনাসক্তভাবে জীবন যাপন করিতে থাকেন। তাঁহারা জাগতিক সমস্ত বস্তুকে ভগবচ্ছক্তিসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করেন। সকল বস্তুতে চিচ্ছক্তিসম্বন্ধ দৃষ্টি থাকিলে আর বহির্ম্মুখ ভোগ হয় না। অন্তর্ম্মুখ জীবের সম্বন্ধে জগতে যাহা শরীরযাত্রার জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, সেই সকলই ভগবৎ-প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না, বরং চিন্মুখী প্রবৃত্তি কার্য্য করিতে পারে। তাই ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য-স্বিদ্ধনম্॥" তাঁহারা ধর্ম্মপত্নীকে কৃষ্ণদাসী, পুত্রকন্যাগণকে কৃষ্ণের পরিচারক ও পরিচারিকা বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের চক্ষু শ্রীবিগ্রহ ও কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করে। তাঁহাদের কর্ণ হরিকথা ও সাধুজনের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হয়। তাঁহাদের নাসিকা কৃষ্ণার্পিত তুলসী ও সুগন্ধি সকল গ্রহণ করিয়া আনন্দ ভোগ করে। তাঁহাদের জিহ্বা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ বা ভক্তগণের প্রদত্ত মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে। তাঁহাদের ত্বক্ ভক্তাঙ্গস্পর্শসুখ লাভ করে। তাঁহাদের যাবতীয় আশা, কামনা, ক্রিয়া, আতিথ্য, দেবসেবা সমস্তই কৃষ্ণসেবার অধীন। তাঁহাদের সমস্ত জীবনই 'জীবে দয়া' 'নামে রুচি' ও 'বৈষ্ণবসেবন' এই ত্রিবিধ মহোৎসবময়। অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ কেবল কৃষ্ণভক্তেরই সম্ভব।

মোট কথা কৃষ্ণের সংসার পত্তন করিতে পারিলেই উহা ভক্তির অনুকূল হয়। সমস্ত কর্ম্মের সহিত ভক্তিপর্ব্ব মিশ্রিত করিতে পারিলেই কর্ম্মের কর্ম্মত্ব চলিয়া যায়। ব্যবহারিক জগতে বাস করিয়া ব্যবহারিক ক্রিয়া অনাসক্ত ও বিরক্তভাবে করিয়া পরমার্থে পারমার্থিক ক্রিয়া ভক্তগণের সহিত করিতে পারিলেই আর এই সংসার বন্ধনের কারণ হয় না।

শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা যখন আপনার স্বরূপ ভুলিয়া মনকে আত্মা বলিয়া অভিমান করেন এবং ইন্দ্রিয় দ্বারে বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হন, তখন তাঁহার বহির্ম্মুখ বা পরাক্ প্রবৃত্তি, আবার জড় বিষয় হইতে মনে ও সূক্ষ্ম মন হইতে আত্মার প্রতি যখন প্রবৃত্তিস্রোত বহিতে থাকে, তখন তাহার অন্তর্ম্মুখ বা প্রত্যক্ প্রবৃত্তি হয়। প্রবৃত্তি অন্তর্ম্মুখিনী হইলেই জীবের চরম কল্যাণের পথ পরিষ্কার হয়। রূপাভিক্ষুর আশা হইলেই জীবের প্রবৃত্তি সঙ্কোচ হইয়া অন্তর্ম্মুখিনী হইতে থাকে। গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত জীবের ঐরূপ সৌভাগ্যোদয় হয় না। গুরু পাদপদ্মপ্রান্তে নিষ্কপটে অবস্থানই আত্মতত্ত্ব শিক্ষার চতুষ্পাঠী।

'খেয়ালী' মনও সর্ব্বদা আমাদিগের উপর সম্মোহিনী প্রভাব বিস্তার করিতেছে। মন বলে,—"কানন-কুসুমরাজি-সুশোভিত রত্নাকর বেলা—বিশ্বসাম্রাজ্য বিশ্বপিতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, উহা দর্শন করিলেই স্রষ্টার প্রতি ভক্তির উদয় হইবে। গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘায় মেঘমালার অদ্ভুতলীলা, ধবল গিরির ধ্যানরত সৌম্যমূর্ত্তি, পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মধুস্রাবী কুলু কুলু ধ্বনি, আরণ্য পুষ্পের মৃদু মধুর সৌরভসুধা বিশ্বশিল্পীর মহিমাগানে রত; অতএব যাও, সৌন্দর্য্য-দেবতার দর্শনের জন্য বাহির হও। অবনত শিরে উহার আদেশ পালনে কি লাভ হয়? না, জগৎস্রষ্টা শ্রীভগবানের চরণে ভক্তিলাভের পরিবর্ত্তে অতি অলক্ষিতে জড়েরই তর্পণ হইয়া যায়। নবোদিত প্রভাত তপনের স্বর্ণকরচ্ছটায়, শারদ-চন্দ্রমার শুভ্র কৌমুদী হাস্যে চিরতরে প্রকৃতির দাস হইয়া পড়ি। হায়, নয়নের দ্বারা ভোগমুগ্ধ ঐন্দ্রজালিক স্বকার্য্য সিদ্ধ করে।

মন যুক্তি দেয়—যে যে ভাবেই ভগবানের নাম গান করুক, তাহা শুনিলেই ধন্য হইবে, চিত্ত ভক্ত্যুন্মুখী হইবে, তাই, ফনোগ্রাফে ও বেতার যন্ত্রে বিশ্বপতির রসকীর্ত্তন শুনিতে যাই, থিয়েটার হলে সুরসুন্দরী-বিনিন্দিত নারীকণ্ঠে জয়দেবের গীতগোবিন্দ শ্রবণে স্পৃহা হয়, কৃতকপাঠক গোস্বামিসন্তানের সুললিত ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাভাব ও শ্রীমতীর প্রেমপরাকাষ্ঠার মাধুর্য্যসীমা হৃদ্গত করিতে চাই, তথাকথিত হরিসভা (?) বা গ্রামের বারোয়ারী তলায় পানাসক্ত ব্যক্তিগণের পরিত্যাগে কৃত কুচেষ্টাকে 'দশায় পড়া' বলিয়া মাতার কীর্ত্তনের গুণানুবাদ করি। এমন কি, ঐরূপ কপটতাকে প্রেম-গম্ভীর ভাবরাশি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভদশার সঙ্গে তুলনা করিতে পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ করি না। আবার কখনও বা প্রসাদগ্রহণের নামে জিহ্বাবেগেরই দাসত্ব করিতে ধাবিত হই; যেমন,—যাহার যাহা রুচিকর, তাহাই ভগবানকে দিলে ভগবান তাহা গ্রহণ করেন, এই বিচারের অধীন হইয়া অনেকে চা, মদ্য, কফি, এমন কি মৎস্যমাংসাদি অমেধ্য এবং অহিফেন, তাম্রকূটাদি পর্য্যন্ত ভগবৎপ্রসাদ (?) কল্পনা করিয়া মহোৎসব (?) করিবার বাতুলতা দেখাইতে কুণ্ঠিত হন না। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'কাঁসাইভোগের' মৎস্যোৎসব আলোচনার যোগ্য। এগুলি যে জড় সুখোন্মত্ত মনের কতদূর কুচক্রান্ত, তাহা সুসূক্ষ্ম দিব্যদৃষ্টি ব্যতীত লক্ষ্যীভূত হয় না। এইপ্রকারে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিই চতুর-চূড়ামণি মনের ক্রীড়ামৃগ হইয়া পড়িয়াছে।

আত্মতত্ত্ব শিক্ষার চতুষ্পাঠী কোথায়?

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এল্

কেবল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলেই গৃহস্থ হয় না। উপযুক্ত পাত্রীর পাণি গ্রহণ করিয়া যে গৃহ পত্তন করা যায়, তাহাই গৃহ-শব্দবাচ্য। এইরূপ অবস্থায় যিনি অন্যান্য আধিকারিক দেবদেবীর উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এ কৃষ্ণেতর বিষয়-বাসনা বর্জ্জন করিয়া একমাত্র কৃষ্ণভজনকেই জীবনের সার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনিই গৃহস্থ ভক্ত। গৃহস্থ ও গৃহব্রতের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। যাঁহারা স্বয়ং ভোক্তা সাজিয়া নিজেন্দ্রিয়-তোষণকল্পে বিষয়রসে উন্মত্ত হইয়া অন্যান্য সঙ্গীর সহিত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি লইয়া সংসার পত্তন পূর্ব্বক গৃহে বসবাস করেন, তাঁহারা গৃহ-ব্রত বা গৃহমেধী।

গৃহব্রতগণের চরিত্র ও গতি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত, পুত্র ও ধনৈষণায় আতুর এবং স্ত্রৈণ ও অলসমতি, সেই মূঢ় ব্যক্তি 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ জ্ঞানে বদ্ধ হয়। হায়! আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা, শিশু সন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিবে,

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল

ইন্দ্রিয়াধিপতি কত প্রকারে ভোগা দিয়া যে আমাদের দ্বারা তাহার ভোগানুকূল স্বার্থ সংগ্রহ করিয়া লইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুমেধো গুরুসেবকগণ ভিন্ন কেহই এই ঐন্দ্রজালিকের প্রভাব-নির্ম্মুক্ত নহেন। স্বভাবধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধ জীবাত্মা মনো ধর্ম্মের কবলীকৃত বস্তু নহে বলিয়া একমাত্র তাঁহারাই উহার প্রকৃত স্বরূপ ও 'মন-খেয়ালের' বিচিত্র প্রয়াসের কথা জানেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পরাগ-বিভূষিত গুরুসেবক গণের অহৈতুক কৃপা যাচ্ঞা করিয়া অদ্য আমরা ঐন্দ্রজালিক মনের কুহকাবৃত ইন্দ্র জালের সম্বন্ধে সামান্য একটু দিগ্‌দর্শনের প্রয়াস পাইতেছি। বিজ্ঞ ঐন্দ্রজালিকের অন্যান্য ক্রীড়াকৌতুকের কথাগুলি ছাড়িয়া দিয়া—শুধু ধর্ম্মসাধনের নাম দিয়া সে যে কত কুহকরাশি প্রসারিত করিতেছে, তাহাই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

'ধর্ম্ম' কথাটীর একটা উন্মাদিনী শক্তি আছে। বহু অন্যায় ও অধর্ম্মাভিমানের 'ধর্ম্ম' বাক্যনামাঙ্কিত পতাকা দৃষ্ট হয়। এই জন্যই ধর্ম্মের প্রয়োজনায় প্রয়োচিত করিয়া

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল বৃহদক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি ওঁশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নাম্নী ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈশিষ্ট্যবিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-ভাবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাসা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সংস্কৃত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সংস্থিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ়তত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'যাবৎ কাল প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলশাস্ত্রস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলারহস্য বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের বাকচীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্চর্যসহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ বি

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীরসিকমঙ্গল

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীগ্রন্থ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চারতাম্বুতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্ত্বপরোপী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

সাধন-কণ্ঠ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মধ্বমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবদর্শনমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা। (গুপ্তসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে বাঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে দোড়শাবতার দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক-ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকগুলি সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ৵৮ আনা মাত্র।

চিত্রে

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসঙ্কলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়সাহিব রায় সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত 'লাহোর', বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্শন

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের দিব্য-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার ভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ত্রিহরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ধকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাবধূর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীবরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাসাধিকারী, শ্রীলঙ্কানাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদাধবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপা[illegible]প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]মোহন

বি, পি, সি, সির প্রতি কমিটীর দোষারোপ

গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তের আগমন উপলক্ষে যে শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়, তৎ-সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত করা হয়। গত ১৬ই জুলাই উক্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৯২৯ সালে ময়মনসিংহে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মিলনের অধিবেশন হওয়া অবধি বিরোধের মূল কারণ বিশ্লেষণ করিয়া কমিটী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর দলের লোকেরা মেদ্রকোণা নির্য্যাতিত রাজবন্দী সম্মিলন ও ময়মনসিংহে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির অধিবেশনে শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তের সভাপতিত্ব পছন্দ করিতেছিলেন না।

রিপোর্টের একস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে, জিলা কংগ্রেস কমিটীর কতিপয় স্থানীয় সদস্য ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কয়েকজন সদস্যের উদ্যোগে শ্রীযুত সেনগুপ্তকে বাধা দেওয়াছিল, এই সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রসমিতির সভ্যদিগকে কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাসেবক ও ভাড়াটিয়া গুণ্ডা সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত করে এবং তাহাদিগের সাহায্যে শ্রীযুত সেনগুপ্তের প্রতি এই ঘৃণিত আচরণ প্রদর্শন করে।

পি, পি, এস এর সম্পাদকের সাক্ষ্যে কমিটী জানিতে পারিয়াছেন যে, তাহার কমিটীর পূর্ব্ব দিন শ্রীযুত সেনগুপ্তকে বাধা দিবার সঙ্কল্প করে; সাক্ষ্যপ্রদান-কালে উক্ত সম্পাদক এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

রিপোর্টে আরও প্রকাশ পাইয়াছে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর ও তাহার পক্ষীয় লোকেরা এই চিন্তা করিয়া নিশ্চয়ই লজ্জায় অধোবদন হইবেন যে, মফঃস্বলে তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহারই স্বার্থের অনুকূলে কিরূপ ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে।

তদন্ত কমিটী এই অভিমত করিয়াছেন, এই সকল ব্যক্তিদিগকে কংগ্রেস ও উহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি হইতে বিতাড়িত করা উচিত।

পছুকোটা রাজ্যে সশস্ত্র পুলিস পরাজিত

মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদকল্পে গত মঙ্গলবারে ত্রিচিনপল্লীতে হরতাল হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার অবলম্বনে পছুকোটা রাজ্যে জনতা খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে ১৫ই জুলাই সমস্ত দিন তথায় দাঙ্গা চলিয়াছে।

পুলিস জনতার প্রতি গুলী বর্ষণ করে, তাহাতে একজন লোক নিহত ও কতিপয় আহত হইয়াছে। কিন্তু জনতা ইহাতে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে ও পুলিস এবং সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করে। ইহারা অতঃপর সরকারী অফিস আক্রমণ করে। উন্মত্ত জনতা তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া জেল আক্রমণ করে ও মেলের ফটক ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও জেলারকে প্রহার করে। অতঃপর ইহারা জেলের বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেয়। ত্রিচিনপল্লী হইতে সমরবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে।

শাসন-পরিষদের সভাপতি ও অন্যান্য বড় বড় কর্ম্মচারীকে পাহারা দিয়া নিরাপদ স্থানে পঁহুছিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তথা হইতে তাঁহারা ত্রিচিনপল্লীতে আসিয়াছেন। পছুকোটা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রণপতি শাস্ত্রীর চেষ্টায় উন্মত্ত জনতা পরে শান্ত হয়।

ষ্টেটসম্যান ও ইণ্ডিয়া পত্রিকার সংবাদদাতা তারযোগে পছুকোটার ভীষণ দাঙ্গার সংবাদ জানাইয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, দাঙ্গাকারীরা পুলিস ও ফৌজকে পরাজিত করিয়া জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে, পুলিস কমিশনারকে নির্য্যাতন করিয়াছে ও সরকারী কর্ম্মচারীদিগের গতিবিধি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। শাসন পরিষদের সভাপতিকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে ইহারা তাঁহার বাটী আক্রমণ করিয়াছিল।

বুধবার সকাল ৯টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত হাঙ্গামা অবাধে চলিয়াছে। এই সময়ের পরেও হাঙ্গামা উপশান্ত হয় নাই।

ত্রিচিনপল্লী হইতে ১৩ই জুলাই একদল বাহিনীকে পছুকোটায় প্রেরণ করা হইয়াছে। পছুকোটা রাজ্যের অধীশ্বর নাবালক শাসন-পরিষদ দ্বারা এই রাজ্যের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

শান রাজ্যে ৯২ জন গ্রেপ্তার

শান রাজ্য হইতে এক মর্ম্মে শেষ সরকারী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সৈন্যেরা বিদ্রোহ অঞ্চলের গ্রামগুলিতে খুঁজিয়া ও সন্দেহভাজন লোকদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে কাজে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। মোট ৯২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ফলে, এখন ঐ অঞ্চল শান্ত হইয়াছে। বিদ্রোহী দলপতি তাহার কয়েকজন লোক সমভিব্যাহারে তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এখনও তাহার অনুসরণ করা হইতেছে। প্রয়োজন অনুসারে কাজ করিবার জন্য অল্পসংখ্যক সামরিক পুলিসকে তথায় রাখিয়া অবশিষ্ট সদরে ফিরিয়া যাইতেছে।

ধলভূম-হিতৈষী সমিতির সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র ওঝার অভিভাষণ

আজ ২ বছরের উর্দ্ধতম কাল হতে ধলভূম হিতৈষী সভা নামে আমরা একটি সমিতি গঠিত করেছি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে উক্ত সমিতি গঠিত করা হয়েছে, তার কাজ আজ পর্য্যন্ত কিছুই অগ্রসর হয় নাই। তার মূলীভূত কারণ, সমিতি পরিচালনা করবার উপযুক্ত কর্ম্মী এবং অর্থাভাব। আপনারা জানেন, উড়িষ্যাকে পৃথক্ প্রভিন্স করবার জন্য উড়িষ্যাবাসিগণ বহুদিন হতে চেষ্টা ক'রে আসছেন। কিন্তু উড়িষ্যার অন্তর্গত রাজ্যগুলি বাদ দিলে বাকী যে কয়টি জিলা থাকে, সেই কয়টী জিলার আয়ে একটি প্রদেশের ব্যয় চলা অসম্ভব। এই কারণে উড়িষ্যার নেতার উড়িষ্যার অঙ্গ এবং আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গঞ্জাম প্রদেশের কতক অংশ, মেদিনীপুর জিলার ময়ূরবাসান পরগণা ও কাঁথি অঞ্চল এবং সমস্তপ্রকার খাতব পদার্থের উৎপত্তিস্থল এই সিংভূম জিলাকে একটি প্রধান আয়ের জায়গা ভেবে উড়িষ্যার অন্তর্গত করবার চেষ্টা করছেন। উড়িষ্যা থেকে এসে যে কয়জন সিংভূমে বসবাস করেছেন, তাঁরা স্বদেশপ্রীতির মোহে অন্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য পদদলিত ক'রে নিজ নিজ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে যাতে সিংভূমকে উড়িষ্যার অন্তর্গত করা হয়, তার চেষ্টা করছেন।

এই সিংভূম জেলায় আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণীর লোকের বাস আছে। তন্মধ্যে অনার্য্য যারা, তারা এখানকার পুরাতন অধিবাসী বলে পরিচিত আর আর্য্য জাতিরা বিভিন্ন স্থান হতে এসে এখানে বাস করছেন। ইহাই প্রবাদ বচন। এইজন্য সিংভূম বঙ্গের সামিল থাকা কালে কোন প্রশ্ন না উঠিলেও সিংভূম বিহার উড়িষ্যার অন্তর্গত হওয়ার পর হতে অনার্য্যরা এখানকার নেটিভ এবং উড়িষ্যারা উড়িষ্যা হতে আসা পরিচয়ে তারাও নেটিভ শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। আর অন্যের আর্য্যসন্তানের অন্য কোন স্থান হতে এসেছেন, কি এখানকার আদিম অধিবাসী, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ দিবার চেষ্টা না করায়, তাঁরা সব এখানকার ডমিসাইলড হয়ে পড়ে আছেন। এখন সিংভূম যেলা উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হলে এখানকার উড়িষ্যারা যে নেটিভ, সেই নেটিভ থেকে সমস্ত সুবিধা ভোগ করবেন। ফলে এখানকার অন্য আর্য্য ও অনার্য্য জাতি সমস্তই ডমিসাইলড হবে। আর সিংভূম উড়িষ্যার হাত ছাড়া হয়ে অন্য কোন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হলে এখানকার উড়িয়ারা এখানকার ডমিসাইলড হয়ে পড়বেন। এইজন্য তাঁরা ভিতরে এত চেষ্টা করেছেন ও করছেন। পাছে তাঁদের স্বার্থে ব্যাঘাত পড়ে, এই জন্য তাঁরা তাঁদের মনোগত ভাব এতদিন সাধারণ্যে প্রকাশ করতে সাহস পান নাই। বহড়াগোড়ার হাইস্কুল ব্যাপারে, তারপর আদম সুমারী ব্যাপারে তাঁদের অভিসন্ধি এখন সাধারণে প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

সিংভূম বা ধলভূম উড়িষ্যার সামিল হলে সকলকে বাঙ্গালা শিক্ষা ও ভাষা ত্যাগ করে উড়িয়া শিখতে হবে। বিহারের সামিল হলে হিন্দি শিখতে বাধ্য হতে হবে। কারণ, কেবল ধলভূমের জন্য বাঙ্গালা থাকবে বলে মনে হয় না। আর দুই প্রদেশের যে কোনটায়ই যাক, আমাদের ভাগ্যে সেই ডমিসাইলডই থাকবে।

বৃকুৎসায় দাসগুপ্ত

বৃকুৎসা এষ্টেটের বিরুদ্ধে রায়তগণের তথাকথিত অভিযোগগুলির সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বৃকুৎসায় গমন করিয়াছেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। অনন্তর, শ্রীযুত বীরেশ্বর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমক্ষে শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী রায়তদিগের লিখিত বর্ণনাপত্র উপস্থিত করেন। রায়তদিগের অভিযোগগুলির সত্যাসত্য অবধারণ জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। উক্ত তদন্তের ফলে উক্ত এষ্টেটের কর্তৃপক্ষের সহিত কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কোনরূপ মনোমালিন্য উপস্থিত হয় নাই। শুনা যাইতেছে, নেতৃবৃন্দ জমিদারের লোকদের সহিত মিলিত হইয়া তথ্য অবধারণ জন্য প্রত্যেক গ্রামে গমন করিবেন।

বহরমপুরে পিকেটিং

বহরমপুর থাগড়া বাজারে স্থানীয় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকেরা বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছেন।

"শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রভাব—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

কৃষ্ণনগর বোমার মামলা আসামীগণ দায়রা সোপর্দ্দ

গত ১৭ই জুলাই সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে কৃষ্ণনগর বোমার মামলা শেষ হইয়াছে। তিন জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ও তাহাদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

আসামী সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩, ৪ ও ৬ ধারার এবং দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারার অভিযোগ আনা হইয়াছে। প্রকাশ, আসামী বীরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় স্বীকারোক্তি করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারা ও দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। আব্দুল মান্নান মিঞার বিরুদ্ধে উক্ত আইনের ৩ ও ৪ ধারার উক্ত দণ্ডবিধির উক্ত ধারায় অভিযোগ আনা হইয়াছে।

প্রভাত-ফেরী

বগুড়ার দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ ৩।৪ জন যুবক গত ১৯শে জুলাই কৃষ্ণনগর ও গোয়াড়ীতে প্রভাতফেরী দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন।

নদীয়ার স্বাস্থ্য

বর্ষার প্রকোপে নদীয়া জেলার অনেক স্থানেই অনেক লোকের জ্বর, সর্দ্দি ও কাশি হইতেছে। মশার উপদ্রব ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইতেছে।

কৃষ্ণনগর বোমার মামলা

বড়লাট ও গান্ধীজীর আলোচনা

প্রভাত-ফেরী

বড়লাট ও পণ্ডিত জহরলাল

নদীয়ার স্বাস্থ্য

নিখিল-ভারত কংগ্রেস সভা

ষ্টেশন হাঙ্গামার জের

অজগরের জীবন্ত মানুষ উদরস্থ

গান্ধীজী আপোষে সম্মতি

যুক্তপ্রদেশের কাউন্সিল

বড়লাট ও গান্ধীজীর আলোচনা

বড়লাট লর্ড উইলিংডনের অনুমতি অনুসারে গত ১৮ই জুলাই পূর্ব্বাহ্ণ ১০-৩০ মিঃ হইতে রাজপ্রতিনিধির সিমলা-প্রাসাদে তাঁহার সহিত গান্ধীজীর কেবল পূর্ণ দুইঘণ্টা দিল্লীর প্যাক্টের বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। উক্ত আলোচনার সময় মিঃ ইনায়সন উপস্থিত ছিলেন। এই দিবস আলোচনা সম্পূর্ণ হয় নাই। ২১শে তারিখে তাঁহাদের পুনরায় আলোচনা হইবার সম্ভাবনা।

মহাত্মাজী রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদ হইতে প্রত্যাগমনের পর এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, তিনি গত ১৫ই জুলাই সিমলায় উপস্থিত হইয়াছেন। সে সময়ের অবস্থা অপেক্ষা উক্ত আলোচনায় কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। উক্ত প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও জানাইয়াছেন যে রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে, মিঃ ইনায়সনের বাসভবনে ও সার জেম্‌স ক্রেয়ারের বাসভবনে তিনি সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন, লর্ড উইলিংডন অত্যন্ত অমায়িক এবং দয়ালু।

প্রকাশ, দিল্লী-চুক্তি অনুযায়ী কয়েকটী বিষয়ে সরকারের সহিত গান্ধীজীর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে অবিলম্বে কোন আপোষ হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা কংগ্রেস মহলের আলোচনায় কিছু জানা যায় নাই।

দিল্লীর প্যাক্ট ব্যতীত আগামী গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কেও মহাত্মাজীর বড়লাটের সহিত আলোচনা হইবে।

ষ্টেশন হাঙ্গামার জের

প্রকাশ, কুমারখালী রেল-ষ্টেশনের গুলিমারা হাঙ্গামায় আহত কুমারখালির পোষ্ট অফিসের ডাক হরকরা আবদুল জলিল মোল্লা তথাকার দাতব্য চিকিৎসালয়ে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

বর্ম্মার সৈন্য প্রেরণ

প্রকাশ, বর্ম্মায় অতি সত্বর মারাট্টা লাইট পদাতিক দল প্রেরিত হইবে। এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস সভা

৬ই আগষ্ট তারিখে বোম্বাই সেয়ালিয়া ট্যাঙ্ক মহাবীর জৈনবিদ্যালয়ে নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমিটীর পরবর্ত্তী সভা হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

আবিষ্কৃত

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারী

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাত্মারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে মাত্রপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

দীর্ঘায়ন করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

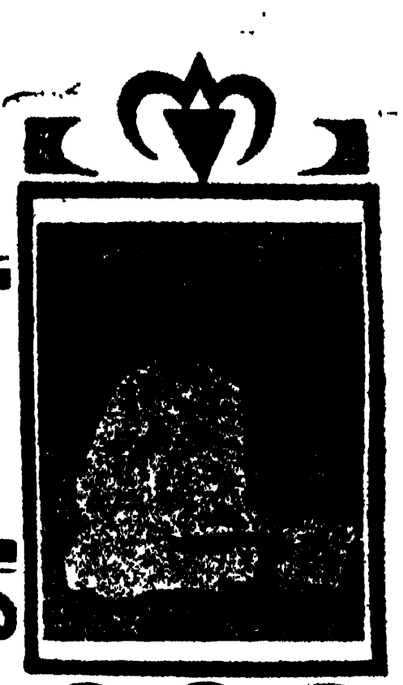

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২২ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ৫ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২১ জুলাই ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার | ১১৮৩ম সংখ্যা।

গুণ্ডিচ-মার্জ্জন

১৭ই বামন, ৪৪৫ গৌরাব্দ শুভ গুণ্ডিচা মার্জ্জনের দিবস ছিল। যাঁহারা রথ-যাত্রা উপলক্ষে পুরী গমন করেন নাই,—অথবা গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের অধিকাংশই 'গুণ্ডিচা মার্জ্জন' ব্যাপারটী কি, তাহা অবগত নহেন। অথচ এতদ্বিষয়ের অজ্ঞানতা পরম ও চরম কল্যাণের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাই ইদ্ধাম মায়াপুরস্থ সকলের নিত্যমঙ্গলার্থ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্ত বিষয় পাঠ এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক, ছাত্র ও শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ-সহ সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারা গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন-লীলারহস্যটী বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গুণ্ডিচা মন্দির নামক একটী শ্রীমন্দির আছে। শ্রীরথ যাত্রার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীশ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রার সহিত তথায় গমন করিয়া থাকেন। কল্যাণ-মহাবারিধি শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপায় আমরা জানিতে পারি যে, এই গুণ্ডিচা-মন্দিরই সুন্দরাচল বা অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন ভূমি এবং রথযাত্রা-ব্যাপারটীতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবন-গমনের লীলা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

কথিত আছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তদীয় ভক্তিমতী পত্নীর নামানুসারে ঐ মন্দিরের নাম 'গুণ্ডিচা-মন্দির' রাখিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বহুদিন পর বৃন্দাবনে আসিতেছেন। তাই ব্রজবাসিগণের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। তাঁহারা কৃষ্ণগত-প্রাণ, সর্ব্বক্ষণই তাঁহাদের কৃষ্ণধ্যান—কৃষ্ণ-স্মৃতি। কৃষ্ণাগমনের পূর্ব্বাহ্নে তাঁহারা মহোল্লাসে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া কৃষ্ণের বসতিস্থল শ্রীমন্দির ও সিংহাসনাদি পরিষ্কার করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান করুণাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জীবগণকে ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার আনন্দাম্বুধিতে ভাসমান করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সুন্দরাচলে আগমনের পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ রথযাত্রার পূর্ব্ব দিবস 'গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন'-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজও প্রতি বৎসর রথযাত্রাকালে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন এবারও ইতঃপূর্ব্বেই তথায় শুভবিজয় করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অনুগমনে যাঁহারা তথায় অবস্থানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার আনুগত্যে গুণ্ডিচা মার্জ্জন ও তাহার রহস্য অবগত হইবার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তির সহজ সরল সুগম পথ-প্রদর্শক আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধ-ভক্তিপথ-পথিকের ধর্ম্ম প্রদর্শনার্থ এই গুণ্ডিচা মার্জ্জনের রহস্যটী শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতের স্বরচিত অনুভাষ্যে অঙ্কিত করিয়া ছেন, তাহা বহুবার আলোচিত হইলেও কৌতূহলী পাঠকবর্গের কৌতূহল নিরসনার্থ এস্থলে প্রকাশিত হইল।

"জগদ্গুরু মহাপ্রভু এই লীলাটীর দ্বারা এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয় সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত। হৃদয়টীকে নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদিরূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরমসেব্য ভগবানকে বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা আবর্জ্জনাগুলি অন্যাভি-লাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগচেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

যেখানে ভক্তীতর অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-তপস্যাদি বা ভক্তিপ্রতিকূল ভাব দ্বারা আত্মার নিত্য স্বাভাবিকবৃত্তি ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধভক্তি নাই। শুদ্ধসত্ত্বময়ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না।

অন্যাভিলাষ অর্থাৎ জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজ ইন্দ্রিয়েরই তর্পণ করিব, এইরূপ ইতর অভিলাষ। উহা কণ্টকময় তৃণের মত শুষ্ক জীবের সুকোমলা হৃদ্বৃত্তি কেবলা ভক্তিকে বিদ্ধ করে। কর্ম্মচেষ্টা অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গাদি উচ্চলোকে সুখ বা ইহলোকে সুখ ভোগ করিব—এইরূপ বাসনাময়ী ক্রিয়া। উহা—ধূলিসদৃশ। কর্ম্মারম্ভের ঘূর্ণীবায়ুতে বাসনা-রূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সৎ ও অসৎ কর্ম্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ জীবের হৃদয়কে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে, তাই তাহার কর্ম্মবাসনা দূর হইতেছে না। হরিবিমুখ জীব মনে করেন, কর্ম্মের দ্বারা বোধ হয় কর্ম্মশল্যের নির্হরণ হইতে পারে, ঐ ধারণা ভুল। তদ্দ্বারা তিনি কেবল আত্মবঞ্চিত হইতে থাকেন মাত্র। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন হস্তী আবার গায়ে ধূলি মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র কেবলাভক্তি দ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়, তখন তাঁহার সেই নির্ম্মল হৃদ সিংহাসনেই শ্রীভগবান্ বিশ্রাম-যোগ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য ভক্তকবি গাহিয়াছেন,—"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।"

নির্ব্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টা ঠিক কঙ্কতের মত। তদ্দ্বারা শ্রীহরির তোষণ বা সেবা হওয়া ত দূরের কথা, শ্রীহরির দেহে [illegible] করিবারই প্রয়াস করা হয়, তদ্দ্বারা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানু-সন্ধানে প্রণামে মুমুক্ষু অবস্থায় শ্রীহরির নামাদি গৌণভাবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু মুক্ত বা ব্রহ্ম অভিমানকালে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, সুতরাং ভগ-বান তাদৃশ দুর্ভাগা বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন না। সেই জন্য শ্রীগৌরসুন্দর ঐ সকল তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুরাদি

আবর্জ্জনারাশি ভগবন্মন্দিরের চতুঃসীমানার ভিতরও রাখিলেন না। পরন্তু নিজ বহির্ব্বাস দ্বারা তৎসমুদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে বাত্যার সহায়তায় ঐ সকল জঞ্জাল পুনরায় সেই মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেক সময় কর্ম্মজ্ঞানাদি-চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়, উহাকে কুটিনাটি, প্রতিষ্ঠাশা, জীবহিংসা নিষিদ্ধাচার, লাভ-পূজা প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কুটিনাটি-শব্দে কপটতা; প্রতিষ্ঠাশা-শব্দে নির্জ্জনভজনাদি বা বুজরুগী দ্বারা 'নির্ব্বোধ লোক আমাকে একজন বড় সাধু বা মহান্ত বলুক' এইরূপ জড়ীয় সম্মানাদির আশা অথবা বিষয়-ভোগক্রমে স্বার্থপূরণোদ্দেশে কাঠিন্যপ্রাপ্ত হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবাভাস প্রদর্শন দ্বারা ভক্ত বা অবতার সাজিবার আশা; জীবহিংসা-শব্দে শুদ্ধভক্তিপ্রচারে কুণ্ঠা বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাঁহাদের মন রাখিয়া কথা বলা; লাভপূজা-শব্দে ধর্ম্মের নামে হরিনাম-মন্ত্র-বিগ্রহ ও ভাগবতজীবী হইয়া নির্ব্বোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মান-প্রাপ্তি; নিষিদ্ধাচার-শব্দে স্ত্রীসঙ্গ, এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

এইরূপে একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কাঁকর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর দুই দুইবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জ্জন ও জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর যদি কোথাও আবার কোনও সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য তিনি নিজের পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎপীঠস্থানরূপ সিংহাসন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এত করিয়া প্রক্ষালন-মার্জ্জন-ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার লেশ, এমন কি, একটী সূক্ষ্ম দাগও নাই, শ্রীমন্দিরটী স্ফটিকবৎ নির্ম্মল, কেবল তাহাই নহে, আবার সুশীতলও হইল অর্থাৎ সাধকের হৃদয়টী 'রবিতপ্ত-মরুভূমিসম'-তাপহীন অর্থাৎ বিষয়ভোগ বাসনাজনিত আধ্যাত্মিকাদি তাপ-ত্রয়ানল-জ্বালারহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি চেষ্টারূপা ভুক্তিমুক্তি-কামনা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তি শুদ্ধভক্তি প্রকটিত হইলে উহা এইরূপই শান্ত ও সুশীতল হয়।

অনেক সময় সমস্ত কামনা বাসনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাত কোণে এক একটী সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা নির্ব্বোধ জীব বুঝিতে পারে না, উহাই 'মুক্তিকামনা'। নির্ব্বিশেষবাদীর সাযুজ্যমুক্তিকামনা ত' দূরের কথা, অপর চতুর্ব্বিধ মুক্তিকামনারূপ সূক্ষ্ম দাগকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় বস্ত্র-দ্বারা ঘষিয়া উঠাইলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর, কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিগণিত করিয়া স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ বিহারস্থল করিবার জন্য, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার জন্য, মহোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্ব হৃদয় মার্জ্জন করিবেন, তাহা জীবের মঙ্গলার্থে আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্গুরুরূপে স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন—যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিসংযোগেনৈব।' মহাপ্রভু প্রতি ভক্তের নিকট গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির মার্জ্জনসেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহার কার্য্য ভাল হইতেছে, তাঁহাকে প্রশংসা এবং যাঁহার সেবা কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীরাধার ভাবসুললিত প্রভুর নিজ মনোমত হইতেছে না, তাঁহাকেও পবিত্র ভর্ৎসনপূর্ব্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণ-সেবা-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শুধু তাহাই নহে, চৈতন্যশিক্ষানুগত লব্ধ-ভজনকৌশল, অদ্বয়জ্ঞানে ভক্তি যোগযুক্ত শুদ্ধহৃদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখ জীবগণের আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্যও আদেশ-পূর্ব্বক উৎসাহান্বিত করিলেন। আবার, যিনি যত বেশী পরিমাণ অভদ্ররাশি হৃদয় হইতে আহরণপূর্ব্বক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং যাঁহার অনর্থনিবৃত্তি সামান্য ঘটিয়াছে, তাঁহার পক্ষে শাস্তিস্বরূপ হরিগুরু বৈষ্ণবসেবাই বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

বেদান্ত সিদ্ধান্ত সমাহৃতি

(৩)

বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মকেই প্রসিদ্ধ বস্তু বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, জীবকে নহে।

ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর না থাকিলেও অপ্রাকৃত চিন্ময় শরীর আছে, শুদ্ধভক্ত ভক্তিভাবিত চিত্তে ঐ পরব্রহ্মতনু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। জীব মন ও প্রাণবিশিষ্ট হইলেও তাহার মন প্রাণ ব্রহ্মশক্তিতেই পরিচালিত। ব্রহ্মই তাহার মন ও প্রাণের কারণ এবং তিনি অপ্রাকৃত মন ও চক্ষু-বিশিষ্ট।

শ্রুতিকথিত গুণগুলি পরব্রহ্মেই সংশ্লিষ্ট, জীবে নহে। সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, ইত্যাদি বিশেষণগুলি ব্রহ্মেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শরীরী জীবে উল্লিখিত গুণগুলির অসঙ্গতি-হেতু জীব ব্রহ্ম নহে। কর্ম্ম ও কর্ত্তৃভেদ-প্রযুক্ত জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক। জীব ভক্তিদ্বারা নিখিল মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া অবিদ্যাজনিত ক্লেশসাগর হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইয়া থাকেন।

পরমাত্মা জীবের উপাস্য। জীবের উপাসকত্ব ও পরমাত্মার উপাস্যত্ব স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। শব্দের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। ছান্দোগ্যে "মে" অর্থাৎ শরীর পদে ষষ্ঠীবিভক্তিদ্বারা এবং উপাস্য পরমাত্মায় প্রথমা বিভক্তিদ্বারা ব্রহ্মই উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অতএব পরমাত্মা জীবের উপাস্য—ইহা শব্দ প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইল।

যদি বল, পরমাত্মার সম্বন্ধে 'অণু হইতেও অণু' প্রভৃতি শব্দ শ্রুতিতে থাকায় তিনি উপাস্য নহেন, তাহাতে বক্তব্য এই শ্রুতি তাঁহাকে আবার 'মহৎ হইতেও মহীয়ান' বলিয়াছেন। কারণ, তিনি অপরিচ্ছিন্ন, ভক্তের হৃদয়-বিনোদন নিমিত্ত ভক্তের অল্পায়তনবিশিষ্ট হৃদয়াকাশে আপনাকে অণুভাবে প্রকট করিলেও তাহাতে তাঁহার বৃহত্ত্ব ধর্ম্ম পরিচ্ছিন্ন হয় না। ব্যষ্টি জীবহৃদয়ের অন্তর্য্যামি-সূত্রে তিনি জীবের যেমন উপাস্য, মুখ্য ক্ষেত্রজ্ঞরূপে ও তদ্রূপ নিখিল জীবের উপাস্য বস্তু।

জীবহৃদয়ে জীবাত্মার সহিত একত্র অবস্থান হেতু জীবের ন্যায় তাঁহার সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, কারণ, জীবের সহিত তাঁহার বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়াছে। জীব কর্ম্মফল [illegible] করেন, পরমাত্মা নির্লিপ্তভাবে জীবের সুখদুঃখের সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন, শ্রুতি কথা বলিয়াছেন; শাস্ত্রে স্থাবর-জঙ্গম তাঁহার ভোগ্য এবং তিনি ভোক্তারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তাঁহা হইতেই সাধিত হইয়া থাকে। যিনি বিষ্ণুর পরম-পদের ভজন করেন, তিনি মায়ামুক্ত হইয়া থাকেন—একথা স্বয়ং বেদশাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। চরাচর বস্তু ব্রহ্মের ভোগ্য, মৃত্যু তাঁহার অন্নোপসেচন ঘৃতের ন্যায়, অতএব সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম পরম পুরুষ বিষ্ণুই এক মাত্র উপাস্য; জীব, জড় ও প্রকৃতি উপাস্য নহেন কিম্বা হইতে পারেন না।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো" কঠোপনিষদের এই বাক্যে "সেই পরব্রহ্মকে ব্যাখ্যার দ্বারা, কিম্বা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বহু শাস্ত্রাভ্যাসে পাওয়া যায় না, তিনি যাহাকে কৃপা করেন, তিনি তাঁহাকে লাভ করেন" এরূপ উল্লেখ থাকায় জীবের উপাসকত্ব এবং পরমাত্মার উপাস্যত্ব নিরূপিত হইয়াছে। জীব বহু হইলেও পরমাত্মা এক, প্রকাশ-ভেদে বহুত্ব দৃষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ তিনি এক। জীবে জীবে ভেদ আছে, কিন্তু পরমাত্মার বহু প্রকাশেও তিনি অদ্বিতীয় ভেদরহিত। তিনি ব্যাপকধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া স্বতন্ত্র-ভাবে কোন বস্তুর অবস্থিতি সম্ভবপর নয়, সুতরাং সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব ব্রহ্ম-শক্তিপরিণামক্রমে সাধিত হওয়ায় ব্রহ্মের সহিত তাহারা অচিন্ত্যভেদসম্বন্ধবিশিষ্ট; অতএব ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাহাদের অন্বয়ত্বও সিদ্ধ হইতেছে।

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল

(৩)

ধর্ম্মার্জ্জনের মিথ্যা আশায় ভ্রান্ত তাহারা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শন সমুদয় ব্যাপারেই মনের তীব্র-শাসনে পরিচালিত হইয়া মঙ্গলের নামে অমঙ্গলের বিভীষিকা বরণ করিতেছে—আপাত রম্য—পরিণামে ভীতিপ্রদ, প্রেয়ঃকে শ্রেয়ঃ বলিয়া পূজা করিতেছে। হায়! সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ মানববুদ্ধিও ঐন্দ্র-জালিকের বহুরূপিণী মূর্ত্তি চিনিতে পারিতেছে না? কত কল্যাণকুসুমের আবরণে তৃণকীটেরই মত আত্মগোপন করিয়া সে সতত মনুষ্যকে দিয়া তাহার পাদসম্বাহন করাইয়া লইতেছে। যাঁহারা ভোগপ্রার্থী মনের গতির বিরুদ্ধে ভোগত্যাগের ফল্গুচেষ্টা প্রদর্শন করেন, বাহ্যতঃ তাঁহাদিগকে মনোধর্ম্মহীন দৃষ্ট হইলেও পক্ষান্তরে তাঁহারাও ঐ ঐন্দ্র-জালিক মনেরই কড়া হুকুম তামিল করিতে আত্মদান করিয়াছেন।

ধন, জন গৃহ, কামিনী, প্রতিষ্ঠা কিছুই চাই না,—ইহা প্রচারের ফলে বিশ্বসভায় যে প্রতিষ্ঠার মুকুট লভ্য হইবে, সেই আশার আশেই অনেক সময় সুপটু মন, অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলিকে কৃচ্ছ্রব্রতগ্রহণে নিয়োজিত করে। কিন্তু যুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্ত আদর্শ গৌড়ীয়গণ মনের এই ধূর্ত্তবৃত্তি অতি সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, মন কে? তাহার স্বরূপ কি? শ্রুতি কহেন,—"মন আত্মার প্রতিনিধি। মনের সম্পাদকত্বে আত্মা সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। চিত্তই জীবাত্মার বন্ধন বা মুক্তির কারণ। রাজা যেমন তাহার বিশ্বস্ত মন্ত্রীর উপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বভার দিয়া স্বয়ং সুখ-ভোগ্য বিষয়সমূহ উপভোগ করিতে থাকেন, কিন্তু মন্ত্রী যদি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহা হইলে নৃপতির প্রাণসঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে, সেইপ্রকার আত্মার প্রধান প্রতিনিধি মন বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইলে আত্মার বন্ধনদশা উপস্থিত হয়, আর পরম সেব্য শ্রীহরির চরণারবিন্দে আসক্ত হইলেই আত্মার বন্ধনদশা হইতে মুক্তি লাভ হয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্নরহরি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের ন্যায়সহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ যন্ত্রস্থ ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত টীকা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ রয়েল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যানুভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, যাবতীয় শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কীর্ত্তিনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালায় কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমহাভারতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভক্তিরস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুস্থৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রয়েল ব্রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক দীপ্তি অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্তরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ টাকা মাত্র।

ভক্তিধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোণার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় প্রত্যেক স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির প্রতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। বহু সংস্করণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসজ্জনতোষক্রম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারল্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীবসুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমধ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৴০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-পদের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ ধকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীষড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদাধবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বড়লাট ও পণ্ডিত জহরলাল

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু গত ১৮ই জুলাই প্রাতে সিমলায় উপস্থিত হইয়া অপরাহ্ণ ৪টা ৩০ মিঃ সময় অশ্বারোহণে রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে গমন করেন। সার ফজলু হোসেন উক্ত প্রাসাদের দ্বারদেশে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া সার জর্জ্জ স্যুষ্টারের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিতজীর সহিত বড়লাটের ৪০ মিনিট কাল আলোচনা হয়। প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশে সরকারের দিল্লী চুক্তিভঙ্গের বিষয়েই এই আলোচনা। প্রকাশ, কতিপয় প্রস্তাব বিবেচনার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন বলিয়াই পণ্ডিত জহরলালজী লর্ড উইলিংডন কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছেন। শীঘ্রই পণ্ডিতজীর পুনরায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা।

ডুরডুরিয়ার ডাকাতির মামলা
আসামীদ্বয়ের মুক্তিলাভ

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন টাঙ্গাইলের শিক্ষক শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীযুত মতিলাল বিশ্বাস ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারানুসারে ডুরডুরিয়াচর ডাকাতি মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। ঐ ডাকাতিতে মেসার্স আর, সিম এণ্ড কোম্পানীর ১৫,০০০ টাকা দস্যুরা লুণ্ঠন করে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ব্রুম, কে, আচার্য্য আসামীদিগকে প্রমাণাভাবে মুক্তি দিয়াছেন।

পদুকোটায় পরবর্ত্তি-বিবরণ

পদুকোটার দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ, গত ১৫ই জুলাই দাঙ্গার সময় জনতার লোকজন রাজ-সরকারের সৈন্য, পুলিশ ও শাসন পরিষদের সদস্যদের উপর ইট পাটকেল ছুড়িয়াছিল। সেনাপতি ও পুলিস কমিশনার গুরুতর আহত হইয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুত গণপতি শাস্ত্রী ঘটনাস্থলে আসিয়া সহরবাসীদের অভিযোগের প্রতীকারের আশ্বাস দিয়া জনতাকে শান্ত করেন। শাসন পরিষদের সভাপতি শ্রীযুত রাঘোবিয়া ও তাঁহার সহযোগীদিগকে শ্রীযুত শাস্ত্রী তাঁহাদের স্ব স্ব বাটীতে পৌঁছাইয়া দেন।

পদুকোটা রাজ্যের শাসন-পরিষদের সভাপতির নিকট হইতে এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ পাইয়াছেন যে গত বুধবারে পুলিস একবার মাত্র গুলী চালাইয়াছিল এবং গুলীর ফলে মাত্র একজনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এক্ষণে অবস্থা শান্ত মূর্ত্তিতে আছে।

যে বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, বড়লাটের এজেণ্ট কর্ণেল প্রিচার্ড ও পাঞ্জাবী বাহিনী পদুকোটায় আসিয়াছে। এই বাহিনী সরকারী অফিস সমূহে পাহারা দিতেছে। অবস্থা অনেক ভাল দেখা যাইতেছে।

সহরে ১৪৪ ধারার নোটীশ জারি করিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে ৫ জন বা ততোধিক লোক একত্রে বেড়াইতে পারিবে না। দোকান ও বাজার এখনও বন্ধ আছে।

"হিন্দু" পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন যে, জনতা যখন জেল আক্রমণ করে, তখন তাহার দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও জেলারকে হত্যা করে।

রাজ দরবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা অতঃপর করবৃদ্ধির আদেশ প্রত্যাহার করিলেন।

জার্ম্মাণীকে ঋণ দান

প্যারী হইতে শুনা যাইতেছে, জার্ম্মাণীকে ১০০,০০০,০০০০০ ষ্টার্লিং ঋণ দেওয়া হইবে। বৃটেন এবং যুক্ত রাষ্ট্র ঋণ দিতে রাজী হইয়াছেন। ফ্রান্স ও যাহাতে রাজী হন তাহার প্রস্তাব হইতেছে। ঋণের গ্যারাণ্টি হইবে জার্ম্মাণীর কাষ্টম।

এই ঋণ সম্বন্ধে কোনও রাজনৈতিক গ্যারাণ্টি লওয়া হইবে না। রিচ বাকেটে যেরূপ দেখানো হইয়াছে তাহা ছাড়া অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতির জন্য জার্ম্মাণী ব্যয় করিতে পারিবেন না। ঋণের সর্ত্তে ইহাই থাকিবে। অষ্ট্রো জার্ম্মাণ কাষ্টম যুনিয়ন সম্পর্কে কোনও সর্ত্ত থাকিবে না। ঋণের বেশীর ভাগ ফ্রান্সই প্রদান করিবেন।

চাঁদপুরে কংগ্রেস কর্ম্মীর
শোচনীয় পরিণাম

১৬ই জুলাই প্রাতঃকালে চাঁদপুরে একটি শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামক ২২ বৎসর বয়স্ক একজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, সে গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কাশী কেন্দ্রে কারাবরণ করিয়াছিল। তাহার আত্মহত্যার কারণ জানিতে পারা যায় নাই।

ও'ডায়ারের স্মৃতি

'মর্ণিং পোষ্ট' পত্রিকায় সার মাইকেল ও'ডায়ার লিখিতেছেন—গান্ধী-আরউইন চুক্তি পত্রে ভারতে ইংরাজের স্বার্থরক্ষার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। বিলাতের কোনও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক এ চুক্তি সমর্থন করিবেন না। ভারতের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইবে, এই রচনার সম্পূর্ণ ভার যাহাতে পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হয়, রক্ষণশীলদলের প্রতিনিধিগণকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংরক্ষণ-নীতিরচনার ব্যাপদেশে বৃটিশ স্বার্থের যাহাতে হানি না হয়, এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে যত্নবান হইতে হইবে।

একই সময়ে ভারতে ও ইংলণ্ডে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ও রাষ্ট্রগঠন কমিটীর সভ্যতালিকা প্রকাশিত হইবে। এই বৈঠকে আর কোনও অতিরিক্ত ইংরাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করা হইবে কি না জানা যায় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের পক্ষ হইতে আরও দুইজন হিসাবে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হইবে। অবশ্য এ সম্বন্ধে কোনও সরকারী সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

পাটের বাজারের পরিণাম

মুন্সীগঞ্জ মহকুমা একটি পাটের প্রধান জন্মকেন্দ্র; কিন্তু পাটের দাম অত্যন্ত হ্রাস পাওয়ায় তত্রত্য জনসাধারণ বিষম বিপদে পড়িয়াছে। চাষিগণ জমিদার ও মহাজনদিগকে টাকা প্রদান করিতে পারে না এবং সর্ব্ব শ্রেণীর লোকই এই দারুণ আর্থিক দুরবস্থার জন্য বিশেষভাবে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। অধিক সুদেও টাকা পাওয়া যাইতেছে না। এই বৎসর মণ প্রতি ৩ টাকারও কম দামে পাট বিক্রী হইতেছে। কিন্তু ইহা উৎপন্ন খরচারও কম। অন্যান্য শস্যের অবস্থাও ভাল নহে। নিম্ন জমিতে হঠাৎ জল উঠার জন্য শস্য নষ্ট হইয়া যায়। উচ্চ ভূমিতে এখনও শস্য কাটা আরম্ভ হয় নাই এবং এক শ্রেণীর কীট পাটের পত্রসমূহ সেবন করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। কচুরিপানার জন্য ধান্যও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পাটের ভবিষ্যৎ অবস্থা প্রচারিত হইলেও পাটের বাজার শীঘ্র চড়িবে না।

মহকুমার সর্ব্বত্র দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিম শ্রীযুত কে, মৈত্রেয় সঠিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মহকুমার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অত্যধিক দুর্ভিক্ষ পীড়িতগণকে ২ সহস্র টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং ৮ হাজার টাকা কৃষিঋণ প্রদান করিয়াছেন। মহকুমা হাকিমের তত্ত্বাবধানে সাহায্য কেন্দ্রসমূহ খোলা হইয়াছে। কতিপয় যুনিয়ন বোর্ড কচুরীপানা পরিষ্কার করিবার জন্য প্রত্যেককে প্রত্যহ ৪ আনা প্রদান করিতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন যেরূপ দুরবস্থা বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে এই সকল সাহায্য মোটেই যথেষ্ট নহে।

অজগরের জীবন্ত মানুষ উদ্গরণ

রেঙ্গুন থাটনের সংবাদে প্রকাশ, মেসার্স কুমেল কোম্পানীর সাল এজেণ্ট মাংচিট খেং শিকার করিতে যাইয়া এক অজগর সাপের উদরস্থ হইয়াছেন। তাঁহার ৪ জন সঙ্গী তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এক জায়গায় তাঁহার লুঙ্গী ও জুতা দেখিতে পান, আর তাহারই নিকটে একটা বিরাট অজাগরকে পড়িয়া থাকিতে দেখেন। তাঁহারা গুলী করিয়া সাপটাকে মারিয়া ফেলিয়া থাটনের হাসপাতালে আনেন। তথায় সাপটাকে কাটিলে দেখা যায়, উল্লিখিত মিং মাংচিট খেংকে সাপটা গিলিয়া ফেলিয়াছিল। সে তাঁহার পায়ের দিক হইতেই প্রথমে গিলিতে আরম্ভ করে তাঁহার দেহের হাড়গুলা সব চুরমার হইয়া গিয়াছে।

"গান্ধীজী আপোষে সম্মত"

'নিউস ক্রনিকেল' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সংবাদদাতা মিষ্টার রবার্ট বাসেল, 'ওয়ার্লডস প্রেস নিউজের' সংবাদদাতাকে বলিয়াছেন :—"ভারতে বিলাতী বাণিজ্যের বিষয় ভাবিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। তবে আমরা কতকগুলি সংরক্ষণ সুবিধা দাবী করিব। গান্ধীজীও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন, ভারতের স্বার্থরক্ষা হেতু তিনি কয়েকটী সংরক্ষণ সুবিধা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। আমার মনে হয় গান্ধীজী লণ্ডন আসিলে ইংরেজ জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে যে, তিনি আপোষে অসম্মত নহেন।"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-কনফারেন্সে
কাশিমবাজার-মহারাজা সভাপতি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুর শনিবার প্রাতে ১০টা ২০ মিনিটের সময় লাহোর এক্সপ্রেস যোগে বর্দ্ধমান যাত্রা করিবেন। ডাক্তার বি, এস, মুঞ্জে; শ্রীযুত এম, এস, এনে, ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও উক্ত ট্রেণে যাত্রা করিবেন।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible]ন্তবাচস্পতি [১১৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৩৮, ২২শে জুলাই ১৯৩১

বিরাট জনসভা

বেথুয়াডহরীতে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

মহিলা সমিতি

মোটর চাপায় ২ জন নিহত ১৭ জন আহত

দারোগার অর্থদণ্ড

ভূমিকম্পে দুইটী গীর্জ্জা ভূমিসাৎ

৬৮ দিন অনশনে

একাধিক্রমে ২৯ দিন ব্যাপিয়া নর্ত্তন

ইন্দোরে ধর্ম্মঘট

রাজমহেন্দ্রীতে স্বেচ্ছাসেবকদিগের লাঞ্ছন

নানা কথা

বেথুয়াডহরীতে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

প্রকাশ ৩ মাস হইতে "সত্য-ব্রতী দলের শাখা দেশবন্ধু পল্লী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা স্থানীয় মদ গাঁজার দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালাইতেছেন। তাহা ছাড়া গোপাডাঙ্গা, রাঢ়ীপাড়া হাটে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং চলিতেছে; ফলে, মদ, গাঁজা ও বিলাতী কাপড় বিক্রয় একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বিরাট জনসভা

নাকাশী পাড়া ও কালীগঞ্জ থানা কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মী ও মহিলা কর্ম্মীদের উদ্যোগে গত ৯ই জুলাই পলাশীপাড়ায় শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও ১০ই জুলাই রাধানগরে শ্রীযুক্ত ছমিরুদ্দিন বিশ্বাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে ২টী মহতী সভার অধিবেশন হয়। প্রকাশ, প্রাতে সভায় প্রায় ২।৩ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। গ্রামস্থ ব্যক্তিদের কর্ম্মদক্ষতায় পলাশীপাড়ায় একটি চরকা-সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। রাধানগরে ১০০ শত জন স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

মহিলা সমিতি

'সত্যব্রতী' দলের নারীকর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিমলা দেবী ও শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী উদ্যোগে পলাশীপাড়া, গোপীনাথপুর ও রাধানগর গ্রাম লইয়া একটী মহিলা সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রায় ১৫০ জন মহিলা উক্ত সমিতির সভ্যা হইয়াছেন। প্রকাশ উক্ত সমিতি কর্ত্তৃক পলাশীপাড়ায় একটী জাতীয় মহিলা স্কুল স্থাপিত হইবে।

ভূমিকম্পে দুইটি গীর্জ্জা ভূমিসাৎ

নিউ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, ইকোয়াদরের অন্তর্গত লা তোয়াম্‌গো নামক স্থানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ইহাতে এক জন নিহত এবং বহুলোক আহত হইয়াছে। সিটি হল, দুইটী গীর্জ্জা এবং অনেক বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে।

ভূমিকম্পের পূর্ব্বে প্রচণ্ড শব্দ শোনা গিয়াছিল

নারীহরণ

গাইগান্ধার জনৈক বৈদ্য জাতীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের একটী অবিবাহিতা কন্যা ও ভাগিনেয় বধূ আজ ২ মাসের উপর নিরুদ্দিষ্ট। মেয়েটীর বয়স ১৫।১৬ বৎসর এবং বধূটির বয়স ২০।২১ বৎসর হইবে। খুব সম্ভব কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক ষড়যন্ত্র করিয়া ইহাদিগকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিশে যথাসময়ে সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু পুলিশ এযাবৎ মেয়ে দুইটীর উদ্ধার করিতে সক্ষম হয় নাই।

একাধিক্রমে ২৯ দিন ব্যাপিয়া নর্ত্তন

ক্ষান্ত না হইয়া কে কত দিন ক্রমাগত নৃত্য করিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য ফ্রান্সে প্রতিযোগীতা হইতেছে। একজন যুবক এবং একজন যুবতী মিলিত হইয়া এক সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। এরূপ চারিটী দল এবং পোলাণ্ডের অধিবাসী এক ব্যক্তি একাকী বিগত ২৯ দিন ধরিয়া ক্রমাগত নৃত্য দেখাইতেছে। প্রতি ঘণ্টায় তাঁহারা ১৫ মিনিট করিয়া বিশ্রাম করেন। ঔষধ-পত্রাদি সঙ্গে লইয়া কয়েকজন ডাক্তার এই নৃত্যবিলাসীদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এখন নাকি ইহারা একটু ক্লান্তি বোধ করিতেছেন।

মিলধর্ম্মঘটের আশঙ্কা

বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ যে বিনি মিলের কতিপয় শ্রমিককে ভাতা প্রদান করিতে অস্বীকার করায় অধিকাংশ শ্রমিক মিল কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদে কার্য্য করিতে অস্বীকার করে। আকস্মিক সঙ্কটের জন্য পুলিসবাহিনী প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

উন্মাদরোগে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু শুষ্কতাবলা, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্বল, শিরঃপীড়া প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম "আশুনিগ্রহ বটীকা"।

অন্যান্য ঔষধের জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আশুনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গল পাঞ্চ

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটখোপলের সহিত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জর

বটীকা ধাতু ও বাতুরোগে, শারীরিক দৌর্ব্বল্যে, অজীর্ণে, অম্লরোগে, মুখ বড় শুকানি, অরুচি প্রভৃতি সকল প্রকার বিকারে ব্যবহার করা হয়। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সুকান্তাদি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাজীকরণ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"সুখপরিবর্দ্ধিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সন্তোষশক্তি দ্বারা পুষ্টি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

ম্যানেজার—আয়ুর্ব্বেদ আরোগ্যশ্রমজী, ফ্রেণ্ড-ঔষধী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখার ফি ৲ টাকা। অধিক দূরের রোগী (রাওয়া এবং আসার) খরচ ব্যতীত রোগী দেখার জন্য এখানে আসিলে রোগী বোঝাই ঔষধ দেওয়া হয়, আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকৃষ্ণীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া দেশে যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করায় সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার আটিয়া) ৩নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন হাসপাতাল, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং, ৩ রং, ৪ রংএর ম্যাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম, এস, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৩ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২২ জুলাই ইং ১৯৩১ বুধবার | ১১৯তম সংখ্যা

সাময়িক সংবাদ

আলালনাথ-প্রসঙ্গ

"অনবসরে জগন্নাথ না পাইয়া দরশন।
বিরহেঅআলালনাথ করিলা গমন॥"

স্নানযাত্রার পর শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন না পাইয়া ভুবনমঙ্গলাবতারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণবিরহে আলালনাথ গমন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহারই মনোভীষ্টপ্রচারকল্পে জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কৃষ্ণবিরহের পরমোৎকর্ষতা শিক্ষাপ্রদানের জন্য সগণে পুরী হইতে আলালনাথ-বিজয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনুগত দাসগণ এবং আলালনাথবাসী পাণ্ডাগণ এসংবাদে বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন।

সর্ব্বত্র গৌরমহিমা-পরিব্যঞ্জকারী গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ এবার অভিনব-ভাবে আলালনাথ-বিজয় করিবার কথা বলিলেন। শ্রীজগন্নাথ হইতে আলবরনাথে শ্রীগৌড়ীয়নাথকে শুভবিজয় করাইয়া তথায় শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথের ভজনবিজ্ঞান-প্রধানলীলা অভিনয় করিবেন জানিয়া গত ২৪শে আষাঢ় ১০ই জুলাই শুক্রবার আলালনাথের পাণ্ডাগণ এবং কয়েকটী সংকীর্ত্তনমণ্ডলী বিমানসহ শ্রীগুরুগৌড়ীয়-নাথকে লইবার জন্য পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমন করিলেন। সেই রাত্রি শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্ত্তন ও মহা-মহোৎসবে সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরনিত্যা-নন্দের মহাসেবা হইল।

২৫শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, শনিবার, শ্রীহরিবাসর দিবসে অতি প্রত্যূষে মঙ্গলা-রাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় সকলে স্নানাদি সমাপন করি। নিত্যকৃত্য-সমাপনান্তে সুসজ্জিত বিমানে শ্রীগৌড়ীয়-নাথকে আরোহণ করাইয়া "শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর জয়" গানান্তে সকলে আলালনাথের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সে দৃশ্য ভাষায় বর্ণনার বিষয় নহে, বিজ্ঞাপনের দ্বারা বাহিরে প্রকাশের বিষয় নহে, কেবল সেবোন্মুখচিত্ত-নয়নে ভাবিবার ও দেখিবার বিষয়।

সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীরূপসনাতনাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ, তৎপশ্চাৎ উড়িষ্যা-গৌড়ীয়া-ভক্তমিলিত সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘ, পরে বিমানোপরি শ্রীগৌড়ীয়ার প্রাণ গৌড়ীয়নাথ। পশ্চাতে ত্রিদণ্ডি-পাদগণ, কীর্ত্তনসঙ্ঘ এবং অবশেষে বহুসংখ্যক গো-যান শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মহা-মহোৎসবের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন করিয়া চলিতেছে। শ্রীগৌরহরির নামে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া শ্রীল প্রভু-পাদপরিচালিত কৃষ্ণকীর্ত্তনবাহিনী শ্রীটোটা-গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আচার্য্য প্রবর সাষ্টাঙ্গে নিজ অভীষ্টদেবকে প্রণাম করিয়া তদনুগত জনগণকে তদনু-সরণের সুযোগ দিয়া ধন্যাতিধন্য করিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন হইল।

ভাবভিভাবিত শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগোপী-নাথের মন্দির হইতে বাহির হইয়া শ্রীগৌড়ীয়ানাথের পশ্চাতে শিবিকারোহণে আলালনাথে যাত্রা করিলেন। ভক্তগণ সংকীর্ত্তনমুখে সংকীর্ত্তনশিক্ষককে লইয়া অলৌকিক ভাবাবেশে গমন করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ণ দেড় ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়ানাথ আলালনাথে পৌঁছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ লইয়া গ্রামবাসিগণ শ্রীগৌড়ীয়া-নাথকে গ্রামে লইয়া নবনারীবৃন্দের দর্শন-সৌভাগ্যের সুযোগ প্রদান করিলেন, পরে শ্রীআলবরনাথের শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে লইয়া বহুক্ষণ নৃত্যগীতাদির পর শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠের নবনির্ম্মিত গৃহে সিংহাসনোপরি স্থাপন করিলেন। বিহিত কৃত্যাদি সমাপনান্তে ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক যথার্থ শ্রীহরিসেবার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

সন্ধ্যার আরাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদ হইতে—

যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥
মাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধা-ভাব অঙ্গীকরিয়াছে ভাল মতে

ইত্যাদি অংশসমূহ পাঠ করিলেন। কিছু-ক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ থাকার পর শ্রীল প্রভু-পাদ ভাবে গদ্‌গদ হইয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য রসে শ্রীকৃষ্ণভজন অপেক্ষা মধুররসে এবং সেই মধুররসে গোপীকুলশিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্যে রাধাগোপীনাথের ভজনের পরাকাষ্ঠার কথা বলিতে বলিতে অপূর্ব্ব ভাবাবলীতে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।

২৭শে আষাঢ় ১২ই জুলাই রবিবার উষায় উষাকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এদিকে মহামহোৎসবের আয়োজন। বিভিন্ন স্থানে জলধারা শ্রীগৌড়ীয়নাথের মহাভিষেক, পূজা এবং আরাত্রিকাদি হইল। যথাসময়ে কীর্ত্তননুখে শোভাযাত্রাদি হইল। বহুভক্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনে এবং কীর্ত্তন-শ্রবণকীর্ত্তনে ধন্য হইলেন।

অপরাহ্ণ ৫টায় শ্রীল প্রভুপাদ সগণে শ্রীআলবরনাথ দর্শনার্থ শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। শ্রীমন্দিরের পূজারী এবং অন্যান্য পাণ্ডা সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদকে অতি যত্নে শ্রীমন্দিরের ভিতর শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে লইয়া গিয়া বহু প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন এবং প্রসাদী তুলসী-চন্দনাদি অর্পণ করি-লেন। বিগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদ ভগবানের ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তিদর্শনে অধিকতর বিপ্রলম্ভে কাতর হইলেন।

শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া শ্রীল প্রভু-পাদ শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইলেন। পূজারী মালাপ্রসাদ আনিয়া তাঁহার গলদেশে অর্পণ করিলেন। শ্রীমদ্ভারতী মহারাজ প্রভু-আজ্ঞায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরহরির আলালনাথপ্রসঙ্গগুলি কীর্ত্তন-মুখে পাঠ করিলেন। তদনন্তর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাগমন করিলেন।

সন্ধ্যার পর ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল। আলালনাথ, ব্রহ্ম-গিরি প্রভৃতি গ্রামসমূহের বহু নরনারী শ্রীগৌরলীলার ছায়াচিত্র দর্শনে এবং শ্রীপাদ

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাপকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

পরমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর মুখে উড়িয়া ভাষায় বিবৃতি শ্রবণে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, সোমবার শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সকলেই পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে পুনরাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন

গত ১৮ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ১লা শ্রাবণ ১৩৩৮ শুক্রবার শ্রীরথযাত্রা দিবস শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের পুরীস্থ শাখা শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বহু ভক্তসমভিব্যাহারে শ্রীভক্তি কুটীর সম্মুখস্থ ভূমিতে বিরাট্ সংকীর্ত্তনমুখে স্বহস্তে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। এই ভূমি ময়ূরভঞ্জের স্বধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

রথাগ্রে নৃত্য

শ্রীচৈতন্যানুগ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে বিপুলভাবে সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যাদি করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সন্তোষ বিধান করিয়াছেন। এবার নবকলেবর দর্শনের জন্য পুরীতে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। বহু লোকের শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদির সুযোগ ঘটিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যমঠে রথযাত্রা-উৎসব

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে রথযাত্রাদিবস মঙ্গলারাত্রিক সম্পন্ন হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘ শ্রীযোগপীঠ পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা করিবার পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথাগ্রে নৃত্য' সম্বলিত অধ্যায় পাঠ হয়। তৎপরে সমাগত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

পুনরায় সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচরিতামৃতোক্ত রথযাত্রা সংক্রান্ত অধ্যায় পাঠ করিয়া সমবেত শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

তারের সংবাদ

সিমলা ১৭ই জুলাই, ১৯৩১

সিমলা হইতে শ্রীযুক্ত এন, রায় মহোদয় তার করিতেছেন,—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ সিমলায় 'শ্রীচৈতন্যদেবের বিশ্বপ্রীতি' সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন।

গত ১৭ই জুলাই তারিখে কমার্সের মেম্বর মাননীয় মিঃ উড্‌হেডের সহিত স্বামিজীর দীর্ঘকাল কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি স্বামিজীকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং গৌড়ীয়-মিসনের মহৎ উদ্দেশ্যের নিমিত্ত হার্দ্দ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গত ১৬ই জুলাই ইণ্ডাষ্ট্রীর মাননীয় মেম্বরের সহিত স্বামিজীর সাক্ষাতের সুযোগ হইয়াছিল। তিনিও সার্ব্বজনীন শান্তি ও সুখ আনয়নকারী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের কথা শ্রবণে বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

সিমলার অধিবাসিগণ স্বামিজীর প্রচারে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল

(৪)

অসদভিলাষী চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করিয়া স্থির করিবার জন্য নানাশাস্ত্রে নানা পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি প্রক্রিয়াবলম্বনে মনোনিগ্রহের ব্যবস্থা জ্ঞানী, যোগী ও তপস্বীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল প্রণালী অবলম্বনেও দুর্ব্বার বলশালী চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করা যায় না; ইহা বাস্তবসত্য, কারণ বহু সহস্রবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যারত যোগীও ঐন্দ্রজালিক চিত্ত কর্ত্তৃক পরাভূত হ'ন। অনেক যত্নেও ক্রীড়া-লোলুপ শিশুর মত অস্থির মনকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তনেই তাহার স্থিরতা সংসাধিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় মনোনিগ্রহের সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

আবার ঐন্দ্রজালিক চিত্তকে আয়ত্তাধীন পূর্ব্বক নিঃশ্রেয়স লাভের অতি সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়া কলিযুগপাবনাবতারী দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দর কহিয়াছেন,—

কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥
ইহা হইতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনসুখী হরিভক্তগণের আমাদের ন্যায় মনের কোন স্বতন্ত্র কামনা নাই। তাঁহাদের চিন্ময় মনই অপ্রাকৃত ব্রজ কিশোর-কিশোরীর নিত্য বিহারক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনসদৃশ। তাঁহারা সেই অপূর্ব্ব রত্নদ্যুতি উদ্ভাসিত বৃন্দারণ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যামসুন্দরের নাম, রূপ, গুণ, লীলা কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন।

কৃষ্ণপদারবিন্দে মনকে সমর্পণ করিতে পারিলেই গোলোক বৃন্দাবনের স্ফূর্ত্তি সম্ভব, নতুবা প্রাকৃত সহজিয়াগণের মত কৃত্রিম উপায়ে মনেরই বিক্রম প্রকাশ পায়।

ভক্তভাগবতের লীলাভিনয়কারী অভিন্ন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গাহিয়াছেন—

"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

ঐন্দ্রজালিক মনের কুপরামর্শে যে কামিনীসঙ্গের লোভে বহির্ম্মুখ জগৎ উন্মত্ত, নিষ্কাম ভক্তগণের উপর তাহার মোহও বিস্তৃত হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন,—

'যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥"

ধর্ম্ম কি?

(শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন ভক্তিশাস্ত্রী)

(১)

মানব জীবন একটী অপূর্ণ তত্ত্ব। তাই পূর্ণতার সন্ধান-প্রচেষ্টা তাহার মর্ম্মস্থানকে আবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। সান্ত স্রোতস্বতী বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্মত্তভাবে অনন্ত সমুদ্রের উদ্দেশে ছুটিয়াছে, সে চায়, বৃহতের আশ্রয়ে তাহার জীবনের সার্থকতা সাধন করিবে। দীনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা—মহতের আনুচর্য্য। বিশ্ব-চেতনের প্রগতিপথে সর্ব্বত্রই এই একই গতিভঙ্গিমা।

শুধুই যে বিন্দু সিন্ধুর সন্ধানে লালায়িত, অণুচেতন বিভুচৈতন্যের প্রেমালিঙ্গনে প্রমত্ত, তাহাই নহে। বিরাট্ স্বীয় বিপুল আকর্ষণে বিশ্বের অণুশক্তিকে আকর্ষণ করিতেছে। সেই বিরাট্ আকর্ষণের প্রতিধ্বনি জাগিতেছে অণুর হৃদয়ে, অণুকে মুখরিত করিতেছে। তাহার পূর্ণতার অভাব উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে। এই অভাবের অনুভূতিই অণুচেতনের স্বকীয় প্রকৃতি, ইহারই নাম ধর্ম্ম-জাগরণ।

অনন্ত অখণ্ড পূর্ণশক্তিমান্ পরমপুরুষের শ্রীকরে শোভিত মোহন মুরলী। সেই মধুর বংশীরবে সমগ্র বিশ্বের অণুশক্তি আকৃষ্ট হইতেছে। বিভুচেতনের প্রেমাকর্ষণে অণুচেতন প্রেমাকুল হইয়া উঠিতেছে। তাই সে ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেমাস্পদের অভিসার-নিরত। ইহাই চেতনের প্রকৃতি পরিচয়—অণুচিৎ মানব হৃদয়ে বিভুচিৎ বিরাটের সেবাবৃত্তি উন্মেষণ। এই প্রেম-ভাব—ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা—অন্তরের অন্তর্নিহিত ব্যাপার। মানবাত্মার সনাতন স্বভাব—নিত্যধর্ম্ম। মানবের মুক্ত ও বদ্ধভেদে বিবিধ অবস্থা। মুক্ত ভূমিকায় মানব তাহার আত্মিকবৃত্তিবলে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরমাত্মপুরুষের সেবাসম্ভোগে নিমগ্ন। অপরিপূর্ণ মানবাত্মার পূর্ণতার পরিচয় এইখানে।

আর বদ্ধ অবস্থানে মানব প্রাকৃত বিক্রমাধীন। প্রকৃতির আবরণে ও বিক্ষেপণে তাহার আত্মিকশক্তি প্রতিহত ও বিপর্য্যস্ত। তাই অখণ্ডের আবাহন গীতি—মোহন মুরলীর মধুর নিনাদ তাহার শ্রবণ বিবরে কুহরিত হয় না। বাধা দেয় মায়িক শব্দ জঞ্জাল—প্রাপঞ্চিক আবর্জ্জনা।

মায়ামৃগ মারীচের মায়িক আহ্বান মানবের চিত্তকে বিকলিত করিতেছে। বহু বিচিত্র নিসর্গ-চিত্রের সৌন্দর্য্যমোহে আজ সে স্বভাবের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট—বিপথে প্রধাবিত। তাই দেখিতে পাই—মানব বিভিন্ন পথের পথিক। ইহাই তাহার বিকৃত ধর্ম্মের পরিচয়।

একদিকে অখণ্ডের আবাহন, অন্যদিকে মায়িক আহ্বান। একদিকে অমৃত-গতি, অন্যদিকে মরণের নরক নিয়তি। বদ্ধভূমিকায় প্রকৃতির প্রভাবে আত্মশক্তির অপ্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। কোন্ পথ বরণীয়, তাহা কেবল আমাদের স্বতন্ত্রতা-সাপেক্ষ, শক্তিসাপেক্ষ নহে।

আমার ধর্ম্ম কি? এই জিজ্ঞাসা-মীমাংসার পূর্ব্বে আমার আমিত্বের সন্ধান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। 'আমি কে'—না জানিলে আমার ধর্ম্মের সন্ধান মিলিবে কেমনে? মানবাত্মাই মানবের স্বরূপ, সে সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। কিন্তু আমার আত্মিক পরিচয় পাই কিরূপে?

বর্ত্তমান ভূমিকায় প্রকৃতি আমার চিৎস্বরূপের উপর একটী সূক্ষ্ম আবরণ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। প্রাকৃত মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারই সেই সূক্ষ্ম আবরণ। এই সূক্ষ্ম-বরণপ্রসূত আমিত্বরূপ অহঙ্কার আমার প্রথম জড়োপাধি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি এই উপাধিকাণ্ডের শাখাপ্রশাখাস্বরূপ। পাপপুণ্যাত্মক সুখ-দুঃখময় ভোগমূলক বাসনাসমূহ তাহার পত্র ও পুষ্পনিচয়; আর আধ্যাত্মিক ব্যাধি-জনিত সন্তাপই এই উপাধির ফল।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন-মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; মূল্য ৮৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি নোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে খুলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ রয়েল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি দ্রষ্টব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপোষিণী কৃষ্ণ-কার্ত্তিনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাবিভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেরইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমুদ্রের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রয়েল ব্রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীজৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ বঙ্গের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মতোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিষয় সমূহ সুগম করা হইয়াছে। বিবাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎ-সেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত অনুপযোগী শীতমধুর প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শপুরুষ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত। ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ ৩ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টকাল নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তমঠাকুরের অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্প্রদায় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে যে স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়ও সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ১ নামের বিভব-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব ভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণাদি-বেদান্তসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১) শ্রী[illegible]য় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দ্বি [illegible] মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সমাধি আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমদনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ [illegible]ধকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি, মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর [illegible]

প্রাচীন মায়াপুর, [illegible] শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) [illegible]

[illegible]

[illegible]

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এম, এস, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীষড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বারাগঞ্জ, প্রয়াগ হউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নয়াবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদাধবায়ন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনাথ, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

মোটর চাপায় ২ জন নিহত ও ১৭ জন আহত

শাহদারা রোডে একটি ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। আরোহীপূর্ণ একখানা মোটরলরী তীরবেগে ছুটিয়া যাইবার সময় একটি টোঙ্গার সহিত ধাক্কা লাগাইয়া উল্টাইয়া দেয়। ফলে টোঙ্গার লোকগুলি আহত হয় বটে; কিন্তু তাহাদের আঘাত তেমন গুরুতর হয় নাই।

লরীখানি তবুও অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে থাকে; একটা কুকুরকে চাপা দিয়া একটা গাছের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগায়। তাহারই ফলে লরীখানি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। আরোহীদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক এবং একটি শিখ পুরুষ মারা গিয়াছে। লরীর চালক সমেত আরও ১৭ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

দারোগার অর্থদণ্ড

শ্রীহট্ট সহরের থানার দারোগা মৌলবী মনোহর আলি শ্রীহট্ট সহরের নিকটবর্ত্তী ঝালপাতার কতিপয় মুসলমানকে প্রহার করায় অপরাধে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৫৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বোম্বাই গভর্ণরের বিদায়-কালবৃদ্ধি

সংবাদ বিভাগের ডিরেক্টরের সংবাদে প্রকাশ, সপারিষদ ভারত সচিব বোম্বাইর গভর্ণর সার ফ্রেডারিক সাইক্‌সের বিদায়কাল আরও ২ মাস বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

গোলটেবিলের ব্যয় মঞ্জুর ৫০ সহস্র পাউণ্ড

লণ্ডনের ১৮ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, অতিরিক্ত বাজেটে আরও ৬ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে। ইহা হইতে আগামী গোল টেবিল বৈঠকের জন্য ৫০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করা হইবে। এই পরিমাণ ব্যয় ভারতবর্ষকেও বহন করিতে হইবে।

রাজমহেন্দ্রীতে স্বেচ্ছাসেবক-দিগের লাঞ্ছনা

প্রকাশ, গত ১৭ই জুলাই রাত্রিতে স্বেচ্ছাসেবকেরা বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার পর যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন রিজার্ভ কনষ্টেবলগণ তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করে। ডাঃ সুব্রাহ্মনিয়াম এ বিষয়টি শ্রীযুত গান্ধীজীর গোচরীভূত করিয়াছেন।

অধ্যক্ষ বদলী

প্রেসিডেন্সী কলেজের মিঃ আর, এন, সেন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছেন, ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ এ, কে, চন্দ চট্টগ্রামে বদলী হইয়াছেন।

গীর্জ্জায় চুরি

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে সহরের দুইটি প্রধান গীর্জ্জায় চুরী হইয়া যাইবার পর, সেনা-নিবাসের মধ্যে অবস্থিত [illegible] জন রোমান ক্যাথলিক গীর্জ্জায় [illegible] হইয়া গিয়াছে। চোরগুলি প্রধান প্রবেশপথের নিকটবর্ত্তী দ্বার ভাঙ্গিয়া সাহায্য আদায়ের বাক্স হইতে টাকাকড়ি বাহির করিয়া লয়।

সরকারী উকীলের পদত্যাগ

বাখরগঞ্জের জুনিয়ার সরকারী উকীল শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ই জুলাই ত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। প্রকাশ, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডনোভান সি, আই, ই-র সহিত তাঁহার দীর্ঘকাল ধরিয়া যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল তাহাই পদত্যাগের কারণ।

মৌলানা সিরাজীর মৃত্যুতে সুভাষচন্দ্র

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সিরাজগঞ্জের স্বর্গীয় মৌলানা ইস্মাইল হুসেন সিরাজীর পুত্র মৌলানা আসাদুল্লা সিরাজীকে নিম্নলিখিত ভাবে তার করিয়াছেন—

"শোকাবহ সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমাদের গভীর সহানুভূতি গ্রহণ করুন। ক্ষতির জন্য বাঙ্গালা দুঃখ করিতেছে।

ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ

সিমলা জিলা রাজনৈতিক সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিবার কালে ডাক্তার সত্যপাল সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিয়াছে বলিয়া ইহা আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে সাহায্য করিবে না। তিনি বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার ও মিশ্র নির্ব্বাচনের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নিন্দা করেন। তিনি সমবেত শ্রোতৃবর্গকে দিল্লী চুক্তির জন্য অন্যান্য কাজ হয়ণ না করিতে অনুরোধ করেন।

যুক্তপ্রদেশের কাউন্সিল

যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশন ২০শে জুলাই তারিখে লক্ষ্ণৌএ বসিবে। গবর্ণর সার ম্যালকম হেলী নাইনীতাল হইতে তথায় যাইতেছেন। ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধনে তিনি বক্তৃতা করিবেন।

ইন্দোরে ধর্ম্মঘট

ইন্দোরের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার স্বদেশী মিলে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। প্রধান মন্ত্রী এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ফলে তদন্ত কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। রাজ সরকারের কর্ম্মচারী শ্রীযুত তালচরকার আপোষের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রমিক সমিতি ও কলের প্রতিনিধিদিগকে সেদিন শ্রম শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অফিসে আহ্বান করা হইয়াছিল।

---

৬৮ দিন অনশনে

ভিজাগাপট্টম হইতে প্রকাশ রাজনৈতিক কয়েদী শ্রীহরি রাওকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। ৬৮ দিন প্রায়োপবেশনের পর অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত কালেশ্বর রাওএর অনুরোধে আজ আহার গ্রহণ করিয়াছেন। রাজনৈতিক কয়েদীর উপযুক্ত ব্যবহার না পাইয়া শ্রীহরি রাও অনশন করেন। সরকার তাঁহার অভিযোগের প্রতীকার না করায় তাহাতে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য গত ১৬ই জুলাই একটী বিরাট শোভাযাত্রা জেলদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছিল। জেল কর্ত্তৃপক্ষ ২ লরী রিজার্ভ পুলিস আনান। কিন্তু তাহারা জেলের ফটকে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শোভাযাত্রা শেষ হইয়া যায়।

কাঁচি চালনায় দুই বৎসর

পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সস্ত্রীক সিংহল ভ্রমণের পর প্রত্যাবর্ত্তনের দিন—১৬ই জুলাই রাত্রিতে আবদুল করিম নামে এক ব্যক্তি রেল ষ্টেশনে গোলমাল করিয়াছিল। সে কাঁচির সাহায্যে ৩ জন লোককে জখম করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। ১৭ই জুলাই রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারে তাহার ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক মাস কাল তাহাকে নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিতে হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, লোকটা ধর্ম্মোন্মত্ত হইতে পারে, তবে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে জখম করা যে তাহার উদ্দেশ্য ছিল, সেরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পাটনায় লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

পাটনা জিলার ফুলওয়ারী থানার অন্তর্গত কারকুরি গ্রামের সওদাগর সিং ও রামবরণ সিং নামক দুই ব্যক্তি ১৯শে জুলাই রাত্রিতে নিহত হইয়াছে। ২০শে তারিখে পুলিস সংবাদ পায় যে, এই ২টি লোক নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধানে পুলিস একটি কূপের মধ্য হইতে থলিয়ার মধ্যে বদ্ধ তাহাদের মৃতদেহ আবিষ্কার করে। শুনা যায় যে, ৩ বৎসর পূর্ব্বে এই লোক দুই জন তাহাদের ২ জন আত্মীয়কে হত্যা করিয়াছিল। তখন হইতে এই ২ জন লোকের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা ছিল। অধিকন্তু সওদাগর সিং এবং রামভজন সিং জমিদার থাকায় পুলিস তাহাদের যে সকল প্রজার উপর সন্দেহ করিত তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা উপস্থাপিত করিয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পুলিশ এ সম্বন্ধে জোর তদন্ত করিতেছে।

আরকোণাম্ রেলওয়ে কারখানায় সত্যাগ্রহ

মাদ্রাজের আরকোণাম্ নামক স্থানে অবস্থিত এম, এস, এম, রেলওয়ে কারখানার ১২ শত শ্রমিক গত ১৭ই জুলাই সত্যাগ্রহ করিয়াছে। কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ একপক্ষ কালের মধ্যে ২০ জন শ্রমিককে কর্ম্মচ্যুত করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সত্যাগ্রহের সৃষ্টি হয়। শ্রীযুত সি, সি, পিরি রেলওয়ের এজেণ্ট ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত গত ১৮ই অপরাহ্ণে দীর্ঘকাল আলোচনা করেন। সোমবারে কারখানা খুলিবার কথা।

লোহার বরগা কড়ি
জানালারগরাদে
নের ফুলদার রেলিংওথাম
ডাণ্ডেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
[illegible]

"শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C.154

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৫৲০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৲৮০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ২৩শে জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

কুষ্টিয়ায় দারুণ অন্নাভাব

ভেড়ামারা হইতে প্রকাশ, কুষ্টিয়া মহকুমার আর্থিক দুরবস্থার সমাক প্রতিকারের জন্য কংগ্রেস ডিষ্ট্রিক রিলিফ কমিটি ইতোমধ্যে কয়া ও ভেড়ামারায় দুইটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। শ্রীযুত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক স্থানীয় ২ জন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী এখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগকে কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া অবিলম্বে কুষ্টিয়ায় আসিবার জন্য তার করা হইয়াছে এবং ঐ সম্পর্কে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

নিগ্রো হাঙ্গামা

এলবামা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আটজন নিগ্রোর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই আদেশের প্রতিবাদ করিয়া কয়েকজন নিগ্রো অসন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছিল। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাহাদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং গুলীবর্ষণ হইতে থাকে। ফলে একজন নিগ্রো মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং গবর্ণমেণ্টের দুইজন কর্ম্মচারী আহত হয়। আর একজন নিগ্রো আহত হইয়াও পলাইয়া যায়। কিন্তু পলায়নকারীর বাটীতে হানা দিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করা হয় এবং আরও আটজন নিগ্রোকে গ্রেপ্তার করা হয়। কমিউনিষ্ট দলপতি বলিয়া কয়েকজন নিগ্রোকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। একদল সরকারী কর্ম্মচারী পলাতক নিগ্রোদিগের অনুসন্ধানে বহু সংখ্যক ডালকুত্তা লইয়া বাহির হইয়াছে।

শ্বেতাঙ্গের প্রাণদণ্ড

লাহোর হইতে প্রকাশ, রাওলপিণ্ডির সেসন জজ পত্নীহত্যার অপরাধে উইলিয়ম ড্রামণ্ড নামক এক শ্বেতাঙ্গের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। হাইকোর্ট উক্ত আদেশ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ২৩শে জুলাই প্রাতঃকালে সে-ট্রাল জেলে তাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ২৩শে জুলাই সন্ধ্যাকালে ড্রামণ্ড খানা খাইবার ছুরীর সাহায্যে গলায় আঘাত করিয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। জেল কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় সে পথে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল।

কুষ্ঠিয়ায় দারুণ অন্নাভাব

লণ্ডনের পল্লীগ্রামে বাটী নির্ম্মাণ

নিগ্রো হাঙ্গামা

জাল মুদ্রা তৈয়ারীর অভিযোগে দুইজন গ্রেপ্তার

শ্বেতাঙ্গের প্রাণদণ্ড

বড়বাঁকীতে এখনও ধরপাকড়

ডাকলুট সম্পর্কে গ্রে

বাঙ্গালোরে ৫ জন নিহত ও ১০০ জন আহত

বৃটিশ কন্‌সাল নিরুদ্দেশ

বালিকা বিদ্যালয়ে অনশন ধর্ম্মঘট

জাল মুদ্রা তৈয়ারীর অভিযোগে দুইজন গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ যে ১৫ই জুলাই সন্ধ্যাকালে পুলিস বিনায়ক বিল্ডিংয়ে হানা দিয়া সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ইন্দ্র সিংহের ঘরে খানাতল্লাস করিয়া জালমুদ্রা তৈয়ারীর অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করে। ইন্দ্র সিংহের চাকর বসিয়া আর একজনকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, ইন্দ্র সিংহের ঘর হইতে পুলিস কতকগুলি নকল রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছে। অনুসন্ধান চলিতেছে।

লণ্ডনের পল্লীগ্রামে বাটী নির্ম্মাণ

গ্রেট বৃটেনের পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া বহু সংখ্যক কৃষক সহরে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। ফলে সহরে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থার উন্নতি বিধানল্পে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এক আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন। কমন্স সভায় এই আইনের তৃতীয় দফা আলোচনা হইয়া গিয়াছে। পল্লী অঞ্চলে ৪০,০০০ বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রদান করিবেন, এরূপ স্থির করা হইয়াছে এই সমস্ত বাড়ীতে প্রতি সপ্তাহে ৪৷৷০ শিলিং ভাড়া হিসাবে কৃষক শ্রেণীর লোককে বসবাস করিতে দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থা করিলে প্রায় এক লক্ষ লোকের কাজের সংস্থান হইবে এবং প্রায় ৫ লক্ষ লোকের বাসস্থান নিরূপিত হইবে—গভর্ণমেণ্ট ইহাই স্থির করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৮ নং বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত [illegible] ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন [illegible] হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস- ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইউটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

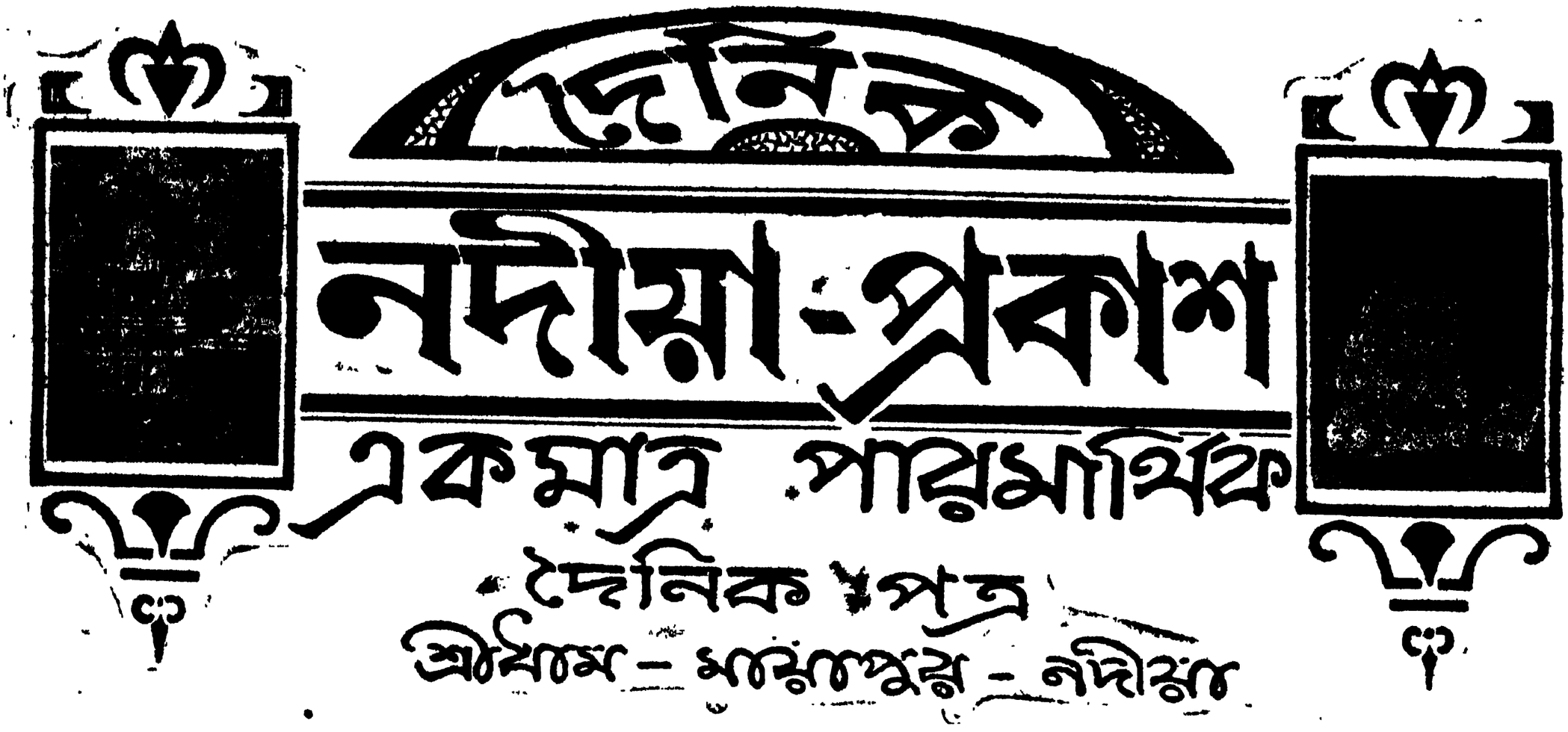

ষষ্ঠবর্ষ ২৪ বামন গৌরাব্দ ৪৪৭, ৭ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৩ জুলাই ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার ১২০তম সংখ্যা।

সাময়িক সন্দেশ

গত ১৫ই জুলাই বুধবার প্রাতে মানভূম জেলার জয়পুরের ভূম্যধিকারী মহাশয় শ্রীধাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে প্রায় এক ঘণ্টাকাল গৌরসুন্দরের অমন্দোদয়-দয়ার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন ও গুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ঐদিবস সন্ধ্যাকালে স্থানীয় এমার মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীযুত গদাধর রামানুজ দাস মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করেন। তিনি আলোয়ারনাথের সিংহদ্বারের অসম্পূর্ণ কার্য্যটী সমাপ্ত করিতে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর নিকট অর্থানুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারক সজ্জনগণকে নানাভাবে সাহায্য ও আশ্রয় প্রদান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন,—একথাও জানাইয়াছেন।

শ্রীযুত মহান্ত মহারাজ আলোয়ারনাথের নিকট কএকবর্ষ পূর্ব্বে দ্বাদশজন আলোয়ারের অর্চ্চা দর্শন করিয়াছিলেন; এখন তাঁহাদের যথাবিধি পূজার্চ্চন চলিতেছে না শুনিয়া নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি স্বয়ং শ্রীশ্রীসীতারঘুনাথজীউর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক এবং বর্ত্তমান পুরীরাজের দীক্ষাগুরুদেব।

আমরা আশা করি, মোহান্ত মহারাজ শ্রীসম্প্রদায়ৈক সদাচারপরায়ণ, শাস্ত্রনিপুণ ও সাম্প্রদায়িক মতবেত্তা পণ্ডিতের নিকট কেবলাদ্বৈত মতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তের পার্থক্য সুষ্ঠুভাবে অবগত করত দর্ষায়ু হইয়া শুদ্ধ ও সদ্বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক সজ্জনগণের বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার প্রবৃত্তিতে উৎসাহ উদ্দীপনার বর্দ্ধন করিতে থাকুন।

বৎসর রথযাত্রা দিবস পাণ্ডবিজয় (পহাণ্ডি) সম্পন্ন হইতে অপরাহ্ণ প্রায় ৫টা বাজিয়া যাওয়ায় আর রথাকর্ষণ হয় নাই। পর দিবস প্রাতে রথ টানা হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্যানুগ শুদ্ধভক্তসম্প্রদায় শ্রীরথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

রথযাত্রা দিবস শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি যথাবিধি সংকীর্ত্তনমুখে সংস্থাপিত হইয়াছে—এসংবাদ পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই অবগত আছেন। এতদুপলক্ষে বহু স্ত্রী-পুরুষ বর্ষার আক্রমণ হেতু উন্মুক্ত ভূমিতে দাঁড়াইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বাবু সমগ্র বৈষ্ণবজগতের একান্ত বান্ধব এবং গুরুগৌরাঙ্গসেবা আচরণের জন্য কৃতজ্ঞতার পাত্র বর্ত্তমান যুগাচার্য্য প্রবরই একমাত্র শুদ্ধ সৎসম্প্রদায়-সংরক্ষক জানিয়া কৃষ্ণপ্রসাদ বাবু প্রভৃতিদের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়া বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণের অন্যতম শ্রীপাদ বৈষ্ণবচরণ দাস অধিকারী মহোদয় গত ৮ই আষাঢ় ১৮ জুলাই তারিখে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বাল্যাবধি সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলেন। তজ্জন্য প্রথতঃ ভিন্নপথ অবলম্বন করতঃ তাহাতে প্রকৃত সত্যের পথ দেখিতে না পাইয়া চৈতন্যগুরুর কৃপায় শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীমৎ প্রভুপাদের সন্ধান লাভ করেন এবং অবিলম্বে তাঁহার পাদপদ্মসেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁহার বৈষ্ণবসেবায় সুদৃঢ় অনুরাগ ও ঐকান্তিক আদর্শ দর্শনে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে 'শ্রীবৈষ্ণবানন্দ ব্রহ্মচারী'—এই আশীর্ব্বাদসূচক তৃতীয়াশ্রমীর নাম প্রদান করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা হইতে 'ভক্তিশাস্ত্রী' উপাধিতে বিমণ্ডিত হন। তাঁহার ভগবদ্ভজনে উত্তরোত্তর ঐকান্তিক অনুরাগ ও দৃঢ়তা দর্শনে কায়-মনোবাক্যে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবায় অধিকার প্রদানেচ্ছু হইয়া শ্রীল পরমহংস মহারাজ তাঁহাকে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদান করিয়া চতুর্থাশ্রমে উন্নীত করিলেন। শ্রীপাদ বৈষ্ণবানন্দ প্রভু 'মুকুন্দসেবনব্রত' অঙ্গীকার করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রেমুন কোষায়ন নামে শুবৈষ্ণবসমাজে খ্যাত হইলেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

আমরা মাদ্রাজের নর্থগোপালপুরম স্থানে অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত তামিল ভাষায় অনূদিত একটী 'শরণাগতি'-গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থটী বৈষ্ণবসমাজমুকুটমণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বঙ্গভাষায় রচিত 'শরণাগতি' নামক গীতি-গ্রন্থেরই তামিল ভাষায় অনুবাদ পুস্তক। যাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবানুগত্যে ঠাকুর মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থখানি পাঠের সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উহার পরিচয় অবিদিত নাই। তাঁহারা গ্রন্থের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ হইয়াছেন। বঙ্গদেশে এই গ্রন্থখানির ১৫০০ সংখ্যার নয়টি সংস্করণ ইতোমধ্যেই সমাপ্তপ্রায়। বিশেষতঃ গীতচ্ছন্দে ভজনরাজ্যের রহস্যগুলি সরল বঙ্গভাষায় পাঠ করিতে সকলেরই কৌতূহল জন্মে। উড়িষ্যা ভাষায়ও উক্ত গ্রন্থের একটী অনুবাদ হইয়া উড়িষ্যাবাসী শরণাগতিলিপ্সু ভক্তের শরণাগতি-শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিতেছে।

প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ একদিন গৌরসুন্দরের পূত পদাঙ্ক বক্ষে ধারণ করি। কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল—যেখানের অধিবাসিগণ নবদ্বীপবাসী অপেক্ষা গৌরসুন্দরের অধিক কৃপার অধিকারী হইয়াছিলেন, কালপ্রভাবে আজ তাঁহারা সেই অমন্দোদয়-দয়াবতারী গৌরবিগ্রহের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃতির অতল

সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। তাই কৃপাবারিধি গৌরনিজ-জন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের পূর্ব্বসৌভাগ্য প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া ইতোমধ্যেই দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন প্রদেশে গমন ও স্থানে স্থানে গৌরপদচিহ্ন স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ে গৌরস্মৃতি পুনরুদ্বোধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুধু তাহাই নহে, যাহাতে তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী ঘরে ঘরে প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য নিজ অনুগত প্রচারকগণকে তথায় অবস্থান করাইয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অনুগত শ্রীপাদ বন মহারাজপ্রমুখ ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণের ঐকান্তিকী চেষ্টার ফলে মাদ্রাজের নর্থগোপালপুরম্ (পোঃ ক্যাথেড্রাল) নামক স্থানে, কএকমাসযাবৎ একটী শুদ্ধভক্তিপ্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

সম্প্রতি এই 'শরণাগতি' গীতিগ্রন্থখানি তামিল ভাষায় অনূদিত হওয়ায় তত্রত্য অধিবাসিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত পি, এন, শঙ্করনারায়ণ আয়ার বি. এ, বি. এল কর্ত্তৃক তামিল ভাষায় অনূদিত ও শ্রীযুত সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের সম্পাদকত্বে তত্রত্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের একটী ইংরেজী 'মুখবন্ধ' তাহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থটীর গৌরব ও মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সকলেরই উক্ত মুখবন্ধ পাঠমাত্রে গ্রন্থতাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমের যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছে। আশা করি, দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রদ্ধালু মাত্রেরই উহা পরম মঙ্গল বিধান করিবে।

মাদ্রাজ জর্জ্জটাউনে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা

মাদ্রাজ ৬ জুলাই ১৯৩১ তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ,—গতকল্য পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ সহরের লিঙ্গীচেটী, পাম্বুচেটী ষ্ট্রীট এবং রায়াপুরম্ নামক স্থানের কিয়দংশ দিয়া এক বিরাট্ নামসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা পরিচালিত করেন। ত্রিশতাধিক লোক শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্বামিপাদগণই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রীতি সর্ব্বপ্রথমে এই সহরে প্রচার করেন। বাঙ্গালার মৃদঙ্গ-বাদ্যের বৈশিষ্ট্য এবং বাঙ্গালার ভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রীতি দর্শকগণের এক অদ্বিতীয় হৃদয়াকর্ষক ব্যাপার হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ জর্জ্জটাউনের বিভিন্ন রাজপথসমূহ অতিক্রম করিয়া ৭৮নং লিঙ্গীচেটী ষ্ট্রীটে উপস্থিত হন এবং প্রচলিত অনুষ্ঠান মহোৎসবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লেখ্যা শ্রীমূর্ত্তি তথায় স্থাপিত করেন।

জর্জ্জটাউনস্থ পাণ্ডারপুরের শ্রীতুকারামজীর অনুচরবর্গ 'সঙ্কীর্ত্তনসংসদ' নামক একটী সম্প্রদায় গঠন পূর্ব্বক মহোৎসবে যোগদান করেন। ১২ ঘটিকার সময় মহাসমারোহে অনুষ্ঠান-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

ধর্ম্ম কি?

(১)

তাহার পর দ্বিতীয় উপাধির বিভব-বিভূষা। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপগণের ভোগক্ষেত্র—মাতৃপ্রসূত সপ্তধাতু বিনির্ম্মিত জন্মস্থিতিভঙ্গুর স্থূলদেহরূপ আবরণ। আজ এই অহঙ্কারময় উপাধিদ্বয়ের মধ্যে আমাদের শুদ্ধ চিদহঙ্কার বিলুপ্তপ্রায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরমপুরুষ বিভুচেতনের প্রতি শুদ্ধ মানবাত্মার স্বাভাবিক প্রেমাকর্ষণই তাহার সনাতন স্বভাব, তাহাই মানবের নিত্যধর্ম্ম। প্রথম উপাধিসঞ্জাত ভোগমূলক বাসনা, কামনা, কল্পনা ও বিভিন্ন বিভাবনা মানবের মনোধর্ম্ম, আর স্থূলদেহজাত দ্বিতীয় উপাধি সংযোগেই যাবতীয় দেহধর্ম্মের উৎপত্তি।

মানবমনীষার স্বাভাবিক বিচারই এই যে, মানবের ধর্ম্ম কখনও বহু হইতে পারে না। ধর্ম্ম—মানবের নিত্য বস্তু, সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রভেদে ধর্ম্মের পার্থক্য সম্ভবযোগ্য নহে। তবে ধর্ম্ম বহুরূপী কেন?

ধর্ম্মের বহুত্ব সোপাধিক মানবের উপাধিরূপ ব্যাধিপ্রসূত। নিরুপাধিক অবস্থায় ধর্ম্ম একই এবং উহাই মানবের নিত্য সত্য সনাতন ধর্ম্ম—বিশ্বমানবের একমাত্র মহা সম্মিলনক্ষেত্র।

জড়োপাধিপ্রাপ্ত মানবের দেশ কালপাত্র ভেদে প্রকৃতি-পার্থক্যক্রমে সোপাধিক ধর্ম্ম সহজেই পৃথক্ ভাবাপন্ন। বস্তুজ্ঞানবিহীন জড়ীয় দর্পদম্ভযুক্ত উপাধিসঞ্জাত ব্যাধিফলই ধর্ম্মজগতে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বালিত করিতেছে এবং করিতে থাকিবে। প্রাকৃত কবির কল্পনাপ্রসূত বিশ্বধর্ম্ম সোপাধিক সমাজে শান্তির স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিতে পারে নাই এবং কখনও পারিবে না। মানবসমাজের নিরুপাধিক অবস্থাই একমাত্র ধর্ম্মসমন্বয় ও মহামিলনের শান্তিময় নিকেতন।

বিচার বিশ্লেষণ-ফলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, মানবের বিবিধ অবস্থা—মুক্ত বা নিরুপাধিক অবস্থা এবং বদ্ধ বা সোপাধিক অবস্থা। মুক্ত ভূমিকায় শুদ্ধ আত্মার বিভুচেতনের আনুগত্য বা সেবা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় দেহমনোধর্ম্মের বহুবৈচিত্র্য-বশতঃ মানব বহুরূপী এবং ধর্ম্মও সেখানে বহুরূপী।

নিরুপাধিক আত্মধর্ম্মের নাম পারমার্থিক ধর্ম্ম, আর দেহমনোধর্ম্মের নামান্তর আর্থিক ধর্ম্ম। পারমার্থিক সাধনে মানবাত্মার একমাত্র পরমাত্মপ্রীতি ভিন্ন অন্য কৃত্য থাকে না। দেহের তৃপ্তিসাধন-প্রচেষ্টাই দেহমনোধর্ম্মের পরিচায়ক। আর্থিক ধর্ম্মফলে অনিত্য জাগতিক অভ্যুদয় হয়। ইহা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক শিবসাধক। আত্মসুখসাধক প্রবৃত্তি যখন পরমপুরুষের সেবাসুখবৃত্তিতে পর্য্যবসিত হয়, তখনই পারমার্থিক সত্য স্বরূপ আত্মধর্ম্ম প্রকটিত হয়। পারমার্থিক অভ্যুদয়ই আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা—ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের চরম ও পরম কল্যাণপ্রদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ভূত বিষয়। আর আর্থিক [illegible] ধর্ম্ম সেই পারমার্থিক ধর্ম্মের [illegible] ব্যা [illegible] হইতে আর্য্য [illegible] ভারতের ধর্ম্মবিধি [illegible] সাধনবৈচিত্র্য। আর্থিক অভ্যুদয়-প্রচেষ্টা যখন পারমার্থিক আনুগত্য বর্জ্জন ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, তখনই মানবসমাজে যাবতীয় অনর্থের সৃষ্টি হয়—তখনই প্রাকৃত সুখ ভোগ হয় আমাদের শ্রেষ্ঠ কামনা—জীবনের প্রকৃষ্ট পরিণতি।

কাম ও প্রেম

(১)

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয়টী মানবের প্রধান শত্রু। কিন্তু পাঁচটী রিপুর নেতৃত্বপদ গ্রহণ করি। কামই সদর্প পদবিক্ষেপে জগতে নিজ আধিপত্য বিশেষভাবে ঘোষণা করিতেছে। কামেরই প্ররোচনায় অন্যগুলি চালিত হইয়া মনুষ্যের অনর্থ উৎপাদন করে। কামের ন্যায় ভীষণ রিপু মানবের আর নাই। ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইলে এমন কোন অধর্ম্ম বা অন্যায় কার্য্য নাই, যাহা মানুষ না করিতে পারে। ইহার প্রভাবে নিতান্ত গর্হিত আচরণকেও সদাচার বলিয়া বোধ হয়; পাষণ্ডতাকেও দয়া, অকর্ত্তব্যকেও কর্ত্তব্য এবং অমঙ্গলের অমানিশাকেও মঙ্গলের সূত্র ভাতি বলিয়া বরণ করিতে একটুও কুণ্ঠা হয় না।

অন্ধধর্ম্মোন্মত্ত 'জেসুইট' পাদ্রীরা জীবন্ত মনুষ্যকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত করিয়া কি কামেরই তর্পণ করে নাই? নররুধিরলোলুপ 'কাপালিক' দস্যু দেবীপূজা ও ধর্ম্মসাধনের নামে নরবলি দিয়া ঐ দুর্দ্দান্ত কামদানবেরই পূজা করে। আমরা যদিও আপনাদিগকে নৈতিক এবং ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিতেছি তথাপি বিমল সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেই কামের উপাসক হইয়া পড়িয়াছি। অন্বয়জ্ঞান, প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা ব্যতীত আমরা নীতি ও ধর্ম্মবিচারের দোহাই দিয়া আর যাহাই করি না কেন, সকলই কামতর্পণ। আপাত প্রেয়ঃ-উপদেশক অসৎ শাস্ত্রের মধুপুষ্পিত বাক্যে বিমোহিতমতি আমরা যে চতুর্ব্বর্গ সাধনকে এত বহুমানন করি, সেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ কৈতববাঞ্ছাও ছেয় কামের পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ। কামবাসনাক্রমেই জীবের এই দুঃখদৈন্যভরা সংসারগতি লাভ হইয়া থাকে এবং মায়ামোহিত জীবগণ নিয়তই নব নব কামকল্পনার দ্বারা নিজের অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি করে। জ্ঞানগরিমায় সমুন্নত মানব হইতে আরম্ভ করিয়া পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকল প্রাণীই এই মোহকর কামের রূপে মুগ্ধ।

উপভোগের দ্বারা কামের পরিতৃপ্তি হয় না; বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বাসনার শিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। জগতে যে বিশ্বগ্রাসী কামনার 'ভূঁখা' রব উঠিয়াছে, তাহা এই অতৃপ্তিরই জন্য। সৎ শাস্ত্র কহিয়াছেন,—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।" প্রবৃত্তিকামিগণের জন্য স্ত্রীগ্রহণ, পশুবধ, সুরাপানাদির ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। নৈসর্গিক প্রবল প্রবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে সংযত হইয়া নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশের উপযুক্ত হইবে, ইহাই ঐ প্রকার বিধানের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা হইতে উদ্দেশ্যানুরূপ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি অল্প। বহু ভোগেও ভোগের ক্ষুধা মিটে না; কেবল বাড়িতেই থাকে। তাই কামিগণ 'দেহি' 'দেহি' ধ্বনিতে গগনপবন মুখরিত করিয়াও শান্ত হইতেছে না। তরঙ্গোদ্বেল নীলাম্বুধির ঘূর্ণাবর্ত্তগুলি কে বর্ণন করিতে পারে? কামনার উদ্দাম স্রোতগুলিও অনন্ত অসীম। সাত্বত শাস্ত্র ও জীববান্ধব সাধুগণ কহিতেছেন,—"কাম জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে" বিরূপের রূপাগ্নিলুব্ধ ভ্রান্ত জীব কামকেই উপাস্যবিগ্রহ জ্ঞানে আরাধনা করে।

মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে প্রেমের অস্তিত্ব নাই। ভবের হাটে, 'প্রেম' নামে যে চাকচিক্যযুক্ত দ্রব্যটির খরিদ-বিক্রয় হইতেছে, সেটী অন্তঃসারশূন্য কামেরই প্রতিমা। অতি ঘৃণ্য অপস্বার্থের বিনিময়ে প্রেম বলিয়া কামপণ্যের ব্যবসায় চলিয়াছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের ক্রয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র; সাধারণ সংস্করণ—১॥০ মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদরঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায় সূচী, বিষয়সূচী, প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যাশ্রমামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোল ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে টাকা মাত্র

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ [illegible] প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] অনুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরচিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট [illegible] ২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুষম্য বাঁধাই [illegible] সংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জীবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গ্রন্থ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্থান দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ২৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হরমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ধকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, [illegible] বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ভক্তিকুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-গ্রাধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী মুক্তকাঙ্কিনী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরামমোহন

বড়বাঁকীতে এখনও ধরপাকড়

কতকগুলি গ্রামে যদিও এখনও ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে ধর-পাকড় চলিতেছে, তাহা হইলেও বড় বাঁকীর অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। এই জিলার কয়েকজন বড় বড় জমীদার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রজাদের খাজনা কতকাংশে মাফ করিবেন; ফলে ক্ষুদ্র জমীদারগণও এইরূপ প্রস্তাব লইয়া প্রজাদের সম্মুখীন হইতেছেন।

শ্বেতাঙ্গকে হত্যার চেষ্টা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অফিসের কর্ম্মচারী আলি মহম্মদ উক্ত অফিসের কর্ত্তা কাপ্তেন হিলীর প্রাণ সংহারের চেষ্টা করায় উত্তর হিণ্ডুইনের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সরকার পক্ষ ঐ দণ্ড বৃদ্ধির জন্য হাইকোর্টে আপীল করেন। বিচারপতি মিঃ মুস্‌লী ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

ই, আই আর কর্ম্মচারী সঙ্ঘ

পণ্ডিত কর্কারণনাথ মিশ্রের সভাপতিত্বে গত ১৬ই জুলাই ই, আই, আর রেল কর্ম্মচারী সঙ্ঘের এক সভা হইয়া গিয়াছে। নূতন বৎসরের কর্ম্মকর্ত্তাদের নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। কারওয়ার ব্রজেশ সিং সঙ্ঘের সভাপতি এবং জে, কে, ব্যানার্জ্জী সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ডাকলুঠ সম্পর্কে গ্রেপ্তার

ঢাকা হইতে প্রকাশ যে বিক্রমপুরের চুরাইন নামক গ্রামের অরবিন্দ দত্ত নামে এক যুবক ডাকলুট সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কলুটোলার নগেন্দ্র মুখুজ্যে নামক আর একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কাণপুরে গুলীর আঘাতে একব্যক্তি আহত

১৯শে জুলাই অপরাহ্নে গুলীবর্ষণ কাণ্ডের ফলে একজন হিন্দু আহত হইয়াছে। ইহা বিপ্লবী দলের কার্য্য বলিয়া মনে হয়। পুলিশ অশ্বিনীকুমার দাস নামে জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাকে নাকি রক্তমাখা মেজে পরিষ্কার করিতে দেখা গিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী অসুস্থ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে শরীর অসুস্থ বলিয়া শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী আরও কয়েক দিন প্যারিসে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ২১শে জুলাই তারিখে "গোলটেবিলের পরবর্ত্তী অধ্যায়" সম্পর্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোশিয়েসনে তাঁহার বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন।

বাঙ্গালোরে ৫ জন নিহত ও ১০০ জন আহত

গত ১৮ই জুলাই রাত্রিতে বাঙ্গালোর বিন্নি মিলের শ্রমিকদের এক জনতার উপর পুলিশ গুলী চালায়। ফলে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যায় এবং ৪০ জন গুরুতর আহত হয়।

মিলের বোনাস সম্পর্কেই গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের বাজার মন্দার দরুণ মিলকর্ত্তৃপক্ষ বোনাস দিতে না পারায় শ্রমিকগণ মিলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ অবলম্বন করে, পুলিশ জনতাকে অন্যত্র যাইতে বলে, কিন্তু তাহারা ইহাতে অস্বীকৃত হয়; পুলিশ তখন প্রথমতঃ তাহাদের উপর লাঠি চালায়, পরে গুলীবর্ষণ করে। আহতদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে, অবস্থা এখন শান্ত কিন্তু উত্তেজনা কমে নাই।

'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' পত্রে বাঙ্গালোর হইতে প্রাপ্ত যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, গত ১৮ই জুলাই সন্ধ্যায় বিণ্ডি মিলসমূহের সম্মুখে জনতার উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে পাঁচ জন নিহত ও একশত জন আহত হইয়াছে। কতকগুলি অভাব অভিযোগ জন্য ১৮ই তারিখে শ্রমিকগণ কাজ করিতে অসম্মত হয়। পুলিশ তাহাদিগকে মিলপ্রাঙ্গণ হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। ইতিমধ্যে এক উত্তেজিত জনতা মিলের বাহিরে সমবেত হয় এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। লাঠি চালনা ফলদায়ক না হওয়ায় পুলিশ গুলী চালাইতে বাধ্য হয়।

প্রভুকে ফেলিয়া শত্রুর কাছে ঘোড়ার আত্মসমর্পণ

লাহোর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে কয়েকজন পলাতক আসামীকে পুলিশ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। পুলিশ জানিতে পারে যে, লয়ালপুর জিলায় ৯৪ চক গ্রামে পলাতকেরা একটা মাঠে লুকাইয়া আছে। ঐখানে গিয়া পুলিশ উহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য চীৎকার করিয়া বলে; কিন্তু ইতিমধ্যেই একটি লোক ছাড়া বাকী সকলে চম্পট দেয়।

ঐ হতভাগ্যের পায়েই পুলিশের গুলী গিয়া লাগে। কিন্তু লোকটি ছাড়িবার পাত্র নয়; সেও নিজের রিভলভারটি বাহির করিয়া কয়েকটা গুলী চালাইয়া দেয়; ফলে কয়েকজন পুলিশ এবং তাহাদেরই একটী ঘোড়া আহত হয়।

ঘোড়াটীর অতঃপর কি দুর্ব্বুদ্ধি হইল; সে তাহার প্রভুকে পিঠ হইতে ধরাশায়ী করিয়া ঐ পলাতক আসামীর দিকেই ছুটিয়া গেল। আসামী সুযোগ বুঝিয়া দিব্য ঘোড়াটীর পিঠে চাপিয়া যথাস্থানে উধাও হইয়া গেল।

লয়ালপুর হাসপাতালে আহত পুলিশ কর্ম্মচারীগণকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে বেতনভোগী কর্ম্মচারি সঙ্ঘ

গত ১৭ই জুলাই মিঃ বেলভির সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ের বেতনভোগী কর্ম্মচারী সঙ্ঘের এক সভা হয়। সভায় সরকারী ও বেসরকারী ব্যয়সঙ্কোচের প্রতিবাদ করা হয়।

দুর্ভিক্ষের ফলে চুরির সংখ্যা বৃদ্ধি

বরিশাল জিলাধীন হিজলী ও মেহেন্দিগঞ্জ থানা ব্যাপিয়া ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। ঘূর্ণিবাতে ঐ বাড়ীঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তদুপরি অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে কৃষকের ফসল মাঠে মারা গিয়াছে, বহুলোক অর্থহীন, অন্নহীন ও বস্ত্রহীন। অবস্থা দিন ২ চরমে উঠিয়াছে। ক্ষুধিতের আর্ত্তনাদে পল্লীতে পল্লীতে মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠিয়াছে। দৈনিক মজুরের কাজ জুটে না। গোবিন্দপুর গ্রামে ১৭টী পরিবারের প্রায়ই অনাহারে দিন অতিপাত করিতে হয়, বস্ত্রাভাবে তাহারা লজ্জা নিবারণ করিতে অক্ষম। কেহ কেহ মুষ্টি ভিক্ষার দ্বারা সামান্য চাউল দুঃস্থের সাহায্যার্থে বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতায় এই সাহায্য মরুভূমিতে বারিবিন্দুবৎ অকিঞ্চিৎকর। চারিদিকে যে সব অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যেন পেটের দায়ে লোক জেল বরণ করিতেও ইচ্ছুক। ক্ষুধার তীব্র যাতনায় লোকে রাত্রিযোগে গোপনে পরের রান্না ঘরের ভাত খাইয়া যায়, পথিকের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়, দলে দলে বুভুক্ষিত গ্রামবাসী বাড়ী বাড়ী উপস্থিত হইয়া খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে চুরির সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। নিঃসহায়া বিধবাগণ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ভাতের ফেনের জন্য পাত্র রাখিয়া আসেন।

বৃটিশ কন্‌সাল নিরুদ্দেশ

মিঃ রেজিনাল্ড আর্থার লী ফ্রান্সের সাঁসাই বন্দরে থাকিয়া বৃটিশ ভাইস কনসালের কাজ করিতেন। ১৯৩০ সালের ৫ই জুলাই হইতে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য পুলিশ অনেক চেষ্টাই করিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

সম্প্রতি জাপানের কোরী বন্দর হইতে সংবাদ পাওয়া গেল, ওপাকার এক জন রাসায়নিকের স্বীকারোক্তি হইতে মিঃ লী'র মৃত্যু রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার নেতৃত্বে একদল জাপানী নানা দেশে বেআইনী কোকেন চালান দিত। মিঃ লী ইহাদের গতিবিধি জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ধরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাই তাহারা তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে। এই অবস্থায় জলে ডুবিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রকাশ্য রাজপথে ডাকাতি

প্রকাশ যে, গত শুক্রবার রাত্রে হাওড়া ষ্টেশন হইতে বালী পর্য্যন্ত যাতায়াতকারী একটি বাসকে এক ডাকাতের দল হাওড়া ডবসন রোডে আটক করিয়া তাহার কণ্ডাক্টারকে প্রহার করে ও তাহার নিকট হইতে পঞ্চাশ টাকা ছিনাইয়া লয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, শালখিল্লী চরোগঞ্জ ছাড়িবার পরই গুণ্ডারা উক্ত বাসে আরোহণ করে। কয়েকব্যক্তি চালকের পার্শ্বস্থ আসনে ভিড় করে। চালক ইহার প্রতিবাদ করিলে তাহারা চালকের সহিত ঝগড়া বাধায়। বাস ডবসন্ রোড পৌঁছিলে তাহারা ছোরা মারিবার ভয় দেখাইয়া চালককে বাস থামাইতে বাধ্য করে। দলের মধ্যে যাহারা বাসের ভিতর ছিল, তাহারা কণ্ডাক্টারকে ছোরা দেখায় এবং তাহাকে প্রহার করিয়া তাহার নিকট হইতে ৫০ টাকা ও কিছু টিকিট কাড়িয়া লয়।

গোলাবাড়ী পুলিশ এসম্বন্ধে জোর তদন্ত করিতেছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

'শ্রীধাম'
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ২৪শে জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

কুষ্টিয়া অর্থ সমস্যায় সাহায্য দানের ব্যবস্থা

কুষ্টিয়া মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে বিশেষ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষ ঋণ আইনের বিধানানুসারে বাঙ্গালা সরকার ইতঃপূর্ব্বে ৩১ হাজার ১ শত ৬ টাকা কৃষিঋণ প্রদান করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে সরকার গত শনিবারে ৬ শত টাকা জুনিয়াদহ যুনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে কৃষিঋণ প্রদান করিয়াছেন। সাহায্য দানের কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস একটি সাহায্য সমিতি গঠন করিয়াছেন। কংগ্রেসের উদ্যোগে ভেড়ামারা ও কয়াতে ২টি সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কলিকাতার মাড়োয়ারী সাহায্য সমিতিও ভেড়ামারা ও জুনিয়াদহতে সাহায্য দান কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে, বিপন্ন ব্যক্তিগণকে প্রতি সপ্তাহে একদিন ১৮ মণ চাউল বিতরণ করা হইতেছে। এই সমিতি বিতরণের জন্য বস্ত্র আমদানী করিবার আদেশ দিয়াছেন। বিপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ৫০ খানি বস্ত্র ও ২ শত ৫০ টাকা বিতরণ করিবার জন্য কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি উকীল শ্রীযুত তারাপদ মজুমদারের সভাপতিত্বে সাহায্য সমিতি গত ১৮ই জুলাই ভেড়ামারা, দৌলতপুর ও মীরপুর থানার অধীন বিভিন্ন গ্রামে ৩ মণ চাউল বিতরণ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, আগামী কল্য ঐ সকল স্থানে আরও ৩০ মণ চাউল বিতরণ করা হইবে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বিপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য রায়টা রেল ষ্টেশন হইতে ভেড়ামারা থানার আল্লারদর্গা গ্রাম পর্য্যন্ত একটি রাস্তার সংস্কার শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

চলন্ত ট্রেণে খানাতল্লাস

কুষ্টিয়া অর্থ-সমস্যায় সাহায্য দানের ব্যবস্থা

লোকাল বোর্ডের নির্ব্বাচন

ট্রেণে ডাকাতির সন্দেহে আসামী ধৃত

দফাদার হত্যার মামলা

২০ খানি হাজার টাকার জালনোট

বিদ্যালয়ে অর্থানুকূল্য

মেটা সিংহের কারামুক্তির সম্ভাবনা

কাইসারের তৃতীয় পুত্র

কলিকাতায় আসাম কর্ম্মী গ্রেপ্তার

চলন্ত ট্রেণে খানাতল্লাস

প্রকাশ খুলনার কয়েকজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টার সাব্ ইনস্পেক্টার ও গোয়েন্দা পুলিসকর্ম্মচারী এবং প্রায় ১২ জন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া [illegible] অনন্ত সিংহের শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী দেবীকে অনুসরণ করে এবং বাগেরহাটে আসিবার সময় রূপসা ষ্টেশনে বিনা পরোয়ানাতে তাঁহার দ্রব্যাদি খানাতল্লাস করে। পুলিস তাহার কোন দ্রব্যাদি গ্রহণ করে নাই কিন্তু ট্রেণ ছাড়িতে ১৫ মিনিট বিলম্ব হয়। [illegible] ঘরে ইউরোপীয় পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উপস্থিত হন এবং মহিলাটিকে তাঁহার গন্তব্য স্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে জানান যে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় আসামীগণের পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি পয়সা সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়াছিলেন।

ট্রেণে ডাকাতির সন্দেহে আসামী ধৃত

৬ই জুলাই রাত্রিকালে কুমারখালী রেলওয়ে ষ্টেশনে মেল ডাকাতির চেষ্টার সন্দেহে যদুবয়রা গ্রাম নিবাসী শচীন্দ্রনাথ মুন্সী, সমরেন্দ্রনাথ মুন্সী এবং ননীগোপাল কর ৮ই জুলাই তারিখে গ্রেপ্তার হন। ইহাদের জামিনের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছিল প্রকাশ তৎসম্বন্ধে আগামী ৩০শে জুলাইয়ের পূর্ব্বে মহকুমা হাকিম কোন আদেশ দান করিবেন না।

২০ খানি হাজার টাকার জালনোট

প্রকাশ, আবদুল মাকিফ মহম্মদ হাজার টাকার এক একখানি নোট জাল করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়াছিল, ২৫শে তারিখ পর্য্যন্ত সময়ের জন্য তাহাকে হাজতে পাঠান হইয়াছে। পুলিস তদন্তে প্রকাশ, নোট জালে সুদক্ষ একটী দল আছে, উহারা ইতিমধ্যে ২০ খানা হাজার টাকার নোট জাল করিয়াছে। আসামী নোট জালের জন্য উপযুক্ত ব্লক তৈয়ার করিতেছিল।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ডোটবোতলের সিমগার ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

এ খানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার বালিয়া) হল্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই সব পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

॥শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৫ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৪ জুলাই ইং ১৯৩১ শুক্রবার | ১২১তম সংখ্যা

ভগবানের নিষ্ঠুরতা

নিতান্ত অজ্ঞ ও অল্পবুদ্ধি শিশুগণের ভালমন্দ বা কোন কার্য্যের ভাবী ফল বিচার করিবার আদৌ সামর্থ্য থাকে না। এরূপ অবস্থায় যদি কোন বিজ্ঞ ও সুবুদ্ধিমান পিতা ঐরূপ কোন শিশুর হস্তে শাণিত অস্ত্র প্রদান করেন এবং ঐ শিশু শাণিত অস্ত্রের অপব্যবহার করিয়া তাহার নিজের অনিষ্ট আনয়ন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমরা সকলেই ঐ শিশুকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া পিতাকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকি। কারণ, শিশুর কোন জ্ঞান না থাকিলেও পিতা ত জানেন যে, শিশুর হস্তে শাণিত অস্ত্র পড়িলেই তদ্দ্বারা তাহার সমূহ ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা, তথাপি তিনি যদি ঐরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় দে তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হয়, এবং তজ্জন্য তিনিই দোষী বলিয়া গণ্য হন।

উক্তপ্রকার প্রকৃত বিচারের অবতারণা লইয়া খণ্ড সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা যখন আমরা অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলার কথা আলোচনা করিতে যাই, তখন আমরা সম্পূর্ণ ভ্রমে পতিত হই এবং তাঁহার অপার করুণার গাম্ভীর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, তাঁহার করুণাকেই 'নিষ্ঠুরতা' বলিয়া ধারণা করিয়া তাঁহাকেই আমাদের সাংসারিক ত্রিতাপক্লেশের জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া বসি। ইহার ফলে ভগবচ্চরণে আরও অধিকতরভাবে অপরাধী হইয়া পড়ি।

শ্রীভগবান্ জীবকে স্বতন্ত্রতারূপ একটী অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন। পুত্রকে ধন দান করাটা পিতার পক্ষে কিছু দোষের কার্য্য নয়। পুত্র ইচ্ছা করিলে সেই ধন বৃদ্ধি করিয়া সুখী হইতে পারে এবং সে সেই ধনের অপব্যবহার কবিয় পারে। কিন্তু জ্ঞানী পিতা ত জানেন, [illegible] নিতান্ত [illegible] সেবার [illegible] জড়ত্ব [illegible] স্বতন্ত্রতা [illegible] তৎফলে [illegible] আপাত [illegible] সংসারে জড়াইয়া হইয়া অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতে থাকেন। ভগবান্ বিজ্ঞ, কিন্তু জীব মূঢ়। শ্রীভগবান্ বিজ্ঞ হইয়াও মূঢ় জীবের হস্তে শাণিত অস্ত্রসদৃশ এই স্বতন্ত্রতা প্রদান করিলেন কেন? যদি তিনি এই স্বতন্ত্রতা প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে তাহার অপব্যবহার ফলে জীবকে আজ এই সংসারে ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইতে হইত না। শ্রীভগবান্ ত জানেন, জীব এই স্বতন্ত্রতা পাইলে তাহার অপব্যবহার করিবেই করিবে। অতএব তিনি দয়াময় হইয়া জীবের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরতা করিলেন কেন? এইরূপ প্রশ্ন অনেক সময় আমাদের মনের মধ্যে উদয় হইলে আমরা ভগবানকে ইহার জন্য দোষী বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

শ্রীভগবানের লীলা মানব-চিন্তার অগম্য, তাই তাহা অচিন্ত্য; তর্ক বা বিচার দ্বারা তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা জীবের সাধ্য নাই। কৃষ্ণ-করুণাময় হইয়াও যাবার লালসায় নানাভাবে তিনি জীবের সহিত লীলা করিবার বাসনায় জীবকে স্বতন্ত্রতারূপ বস্তুটী প্রদান করিয়াছেন। এই স্বতন্ত্রতা লাভ জীবের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহসূচক বলিতে হইবে, কেননা স্বতন্ত্রতাশূন্য বস্তু-জড় বস্তু, তাহা নিতান্ত হেয় তুচ্ছ। জীবের এই স্বতন্ত্রতা থাকার দরুণ তিনি শ্রীভগবানের অন্য বস্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছেন এবং জড় জগতের প্রভুতা লাভ করিয়াছেন।

ক্লেশ ও 'সুখ' মনের গতি। যাহাকে আমরা 'ক্লেশ' বলি, তদাসক্ত ব্যক্তি তাহাকেই 'সুখ' বলে। সমস্ত বিষয়-সুখের চরম ফল দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই শ্রীগীতা বলিয়াছেন, মাত্রা-স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদা। চরমে বিষয়াসক্ত পুরুষ দুঃখ পায়। সেই দুঃখ কঠিনতর হইলেই অমিশ্র সুখের বাসনা জন্মায়। সেই প্রকার বাসনা জাগরিত হইলেই, তাহা হইতে ক্রমশঃ বিবেক, জিজ্ঞাসা, শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ লাভ হয়। তার পর ক্রমশঃ, জীব উন্নত অধিকারে অধিকারী হইতে পারেন। অতএব দেখা যায় যে, মূলে এই ক্লেশটী চরমে শুভদ। মলযুক্ত কাঞ্চনকে দগ্ধ করিলে ও পেষণ করিলে স্বর্ণ নির্ম্মল হয়। জীবও সেইরূপ মায়াভোগ ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ মলযুক্ত হইলে মায়িক কারাগাররূপ হাপরে দগ্ধীভূত হইয়া এবং এই জগদ্রূপ পীঠের উপর নিষ্পীড়িত হইয়া সংস্কৃত হইয়া যান। অতএব বহির্ম্মুখ জীবের যে ক্লেশ, তাহা সুখদ এবং ভগবৎকৃপারই পরিচয়। কৃষ্ণলীলায় জীবের যে ক্লেশ, তাহা অদূরদর্শীর নিকট ক্লেশরূপে দৃষ্ট হইলেও দূরদর্শীর নিকট মঙ্গলপূত।

এইরূপ ক্লেশ চরমে শুভদ হইলেও আপাততঃ কঠিন ঠেকায় আমরা মনে করি যে, সর্ব্বশক্তিমান কৃষ্ণ কি অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না। তাঁহার লীলা বহুবিধ ও বিচিত্র। ইহাও তাঁহার একপ্রকার বিচিত্র লীলা। তিনি স্বেচ্ছাময়, সুতরাং ইচ্ছা লীলা করিতে পারেন। যেখানে লীলা, সেখানে লীলার উপকরণদিগের কোন না কোন প্রকার কষ্ট অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তিনি স্বতন্ত্র স্বরাট্ স্বেচ্ছাময় পুরুষ এবং কর্ত্তা। জীব তাঁহার ভোগের উপকরণ বলিয়া স্বতঃই পুরুষের অধীন এবং কর্ত্তাকৃপ পুরুষের কৃপারূপা বিষয়। কর্ত্তার ইচ্ছার অধীন হইতে হইলেই কিছু না কিছু কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। সে কষ্ট চরমে সুখ দেয়, তবে সে কষ্ট কষ্টই তাই কোন মহাজন বলিয়াছেন,—যে রোগ সেরো, দুঃখ হয় যত, সেও ত পরম সুখ। সেরা-সুখ দুঃখ, পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥' কুরুক্ষেত্র ও কৃষ্ণলীলা পোষণের জন্য জীবের ক্লেশই সুখময়। স্বতন্ত্র বাসনার অপব্যবহার করিয়া জীব মায়াভিনিবেশজনিত যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে জীবেরই দোষ, কৃষ্ণের কিছু মাত্র দোষ নাই।

শ্রীভগবান্ জীবকে এই স্বতন্ত্রতা দিয়াও আবার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। উহার অপব্যবহারফলে জীব ক্লেশ ভোগ করিবে, ইহা জানিয়া তিনি করুণাপূর্ব্বক

স্বীয় অচিন্ত্য লীলা প্রপঞ্চে উদয় করাইয়া, কখনও বা আচার্য্যরূপে বা জগদ্‌গুরু যুগাচার্য্যরূপে কখনও বা নিজ পার্ষদ ভক্তগণের দ্বারা জীবের শিক্ষা বিধান করিতেছেন। তিনি সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে জগতে নিজেকে প্রকট করিয়া জীবকে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তিনি জীবকে স্বতন্ত্রতা দিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন; যাঁহার এত বড় করুণা, তাঁহাকে আমরা কোন্ সাহসে নিষ্ঠুর বলিতে পারি?

কাম ও প্রেম

(২)

অশুচি কলুষচিত্ত ব্যক্তিই জগতে প্রেমিক। কিন্তু যদি আমরা শ্রীগুরুকৃপায় সুদর্শন লাভ করি, তবে দেখিব, উহারা প্রেমিক নহে, কামুক। শুদ্ধ প্রেমে কাপট্যের কুনাট্য নাই। কৃষ্ণসেবা-লোলুপতারূপ কপটতা বিদ্যমান থাকিতে প্রেমোদয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। অনেক সময় ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইয়া আমরা কামতর্পণকেই গোবিন্দ-সেবন বুঝিয়া আত্মবঞ্চিত হই। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করিলে কাম ও প্রেমের তারতম্যসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়ের ছলনা ধরিয়া ফেলিবার মত বল লাভ হয়। মনঃশিক্ষার ভাষা-গানে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

কপটতা হৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে আনিবারে প্রেম-রত্নে
কাপট্য রাখহ অতি দূরে॥

সর্ব্বপ্রকার কাম অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাম দূর হয় না। কাম পরমসেব্য শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অপ্রাকৃত কাম পূরণে পর্য্যবসিত না হইলে কি প্রকারে প্রেম রত্ন লভ্য হইবে? চরম প্রয়োজন চিন্ময় প্রেম ও কলুষিত কামে কি প্রকার প্রভেদ, তাহা কবিকুলমুকুটমৌলি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে অতি উজ্জ্বল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তাহা এই,—

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা, ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য প্রেম ত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমসেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

ইহা হইতে অতি স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার নাম 'কাম' এবং তাহা—অন্ধতম সদৃশ। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিরূপ চিন্ময় প্রেমপ্রভাকরের উদয়েই তাহার অপগম হয়। অপ্রাকৃত প্রেমিকা ব্রজগোপিকাগণের প্রেমবাঞ্ছা কামগন্ধহীন এবং তাঁহাদের সমাধি কখন কৃষ্ণ-সুখের অনুসন্ধান করে। তাঁহারাই একমাত্র নিষ্কাম। আর যাঁহারা তাঁহাদের প্রদর্শিত নিষ্কাম প্রীতির মর্ম্ম বুঝিয়া সেই চরম সাধনায় আত্মদান করেন, তাঁহারাও কামগন্ধশূন্য। অপ্রাকৃত প্রেমরসিকগণের প্রেমময় শ্রীভগবানের সুখ তাৎপর্য্য ভিন্ন অন্য কোন বাসনা নাই। এমন কি, স্বতঃ ইচ্ছাময় শ্রীহরি যদি তাঁহাদিগকে দুঃখ দিয়া সুখী হন, তবে তাঁহারা তাহাতেই সুখী। তাঁহাদের কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ কোনও সুখ কামনারই নিতান্ত অভাব। প্রাণ-প্রভুর শ্রীবদনে আনন্দোজ্জ্বল মধুর হাসিদর্শনে তাঁহারা আত্মদুঃখকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য করেন। যথা,—

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে মোর তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥"

প্রেমের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ ইহাপেক্ষা আর কি হইতে পারে? শুদ্ধ ব্রজজনের আনুগত্য ভিন্ন জড় সাহজিক সমাজের ধারণা এই প্রকার অপূর্ব্ব ভাবের শুদ্ধ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না; সেই জন্যই তাহারা হেয় জড় কাম ও চিন্ময় প্রেমকে সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া নরকগামী হয়। প্রেম ও কামের পার্থক্য না বুঝিবার দরুণ বর্ত্তমান জগতে ভীষণাদপি ভীষণ অনর্থরাশির তাণ্ডব-লীলা চলিতেছে। নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম দিয়া গৌরনাগরী-প্রমুখ তেরটী অপসম্প্রদায় কামকেই হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কাম ও প্রেমের স্বরূপজ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত জগতে এইরূপ যথেচ্ছাচারিতা অবাধে চলিতে থাকিবে। প্রেমধর্ম্মের নামে কত জঘন্য কথা লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছিল। নীতিজ্ঞান পর্য্যন্ত বিবর্জ্জিত, লম্পট, লোভী, বর্ণজ্ঞানহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি, 'বাবাজী', 'বৈরাগীঠাকুর' 'গোঁসাই প্রভু' ইত্যাদিরূপে প্রাকৃত কৃষ্ণত্বের আরোপ করিয়া শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে বিষ-স্রোত প্রবাহিত করিতেছিল। অজ্ঞ কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা উহাদের যত কিছু অন্যায় অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য করাকেই যেন পরম কর্ত্তব্য বলিয়া বরিয়া লইয়াছিল, সেই জন্যই অন্ধতম কামের দ্বারা আচ্ছন্নমতি সমগ্র জগদ্বাসীকে নির্ম্মল প্রেম-ভাস্কর-প্রভায় উদ্ভাসিত করিবার জন্য স্বরূপরূপানুগবর বর্ত্তমান যুগাচার্য্যদেব কৃপাবশতঃ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন। পূর্ব্ব তোরণে অরুণের অরুণলেখা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে অতিদ্রুত অন্ধকার অপগমের ন্যায়, যত কামুক কপটী সম্প্রদায় আজ সেই অপ্রাকৃত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত জ্যোতিঃ সহনে অক্ষম হইয়া লোপকের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গৌরানুগত্যের ও গৌরনাম প্রচারের ছলনায় তাহারা ইন্দ্রিয়তর্পণের যে দশশালা বন্দোবস্ত' সমাজদেহের উপর পাতিয়া দিয়াছিল, আজ সেই সাধে 'বাদ' পড়িয়াছে। নিরপেক্ষ সুবুদ্ধি জনমণ্ডলী আচার্য্যদেবের অপূর্ব্ব সুদর্শন-বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া 'প্রেম ও কাম, ইন্দ্রিয় তর্পণ ও কৃষ্ণসেবন', 'ভোগ ও ত্যাগ' এই কথাগুলির যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইতেছেন।

স্বপ্নভ্রম কোথায়?

আমরা পরিবর্ত্তনশীল জগতে দর্শন করিতেছি, সবই নশ্বর। অনিত্য দেহ-মনোধর্ম্মে অবস্থান করিতে করিতে আমাদের চেতনের বৃত্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল মনোধর্ম্মী জীবের স্বকৃত কর্ম্ম বিপাকেই বিবর্ত্তবুদ্ধিতে আবৃত হইয়া অসত্যে সত্যভ্রম, অনিত্যে নিত্য ভ্রম, অচেতনে চেতন ভ্রম স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমরা জড়াবরণে মুগ্ধ হইয়া স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধিরূপ মোহ-গরিমায় বিভূষিত হইয়াছি। অজ্ঞান অন্ধকার হইতে দিব্যালোকের রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিলেই চেতনের দর্শন সম্ভব হয়। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত অবাস্তব ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের মাপকাঠিতে অপ্রাকৃত অধোক্ষজ বস্তু মাপিতে যাওয়া সম্পূর্ণ নির্ব্বুদ্ধির পরিচয়।

আমরা রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় যে স্বপ্ন দর্শন করি, তৎকালে তাহা সত্যই স্থির করি। পরে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মনে করি, আমি আজ অমুক অমুক বিষয় স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। কিন্তু স্বপ্নের অস্তিত্ব যেমন কিছুই নাই, আমাদের জাগ্রতের অবস্থাও তাহাই। জাগ্রতে যাহা দর্শন করিতেছি, তাহাও থাকিবে না, তবে স্বপ্ন-ভ্রম কোথায়?

আমরা আপাতঃ মনোরম মধুপুষ্পিত বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া ভক্তিরাজ্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। কৃষ্ণস্মৃতিবিস্মৃত স্বরূপ-ভ্রষ্ট সাদৃশ পতিত জীবের প্রতিই ভগবান্ নিরন্তর তাঁহার বিমুখমোহিনী মায়া বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন।

যেদিন আমরা এ জড়াবরণ পরিত্যাগ করিয়া পতিতপাবন আচার্য্যবরের অভয় চরণাশ্রিকে নিষ্কপটে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সেবোন্মুখ হৃদয়ে অগ্রসর হইব, সেদিন আমাদের চেতনের বৃত্তি উদ্ভাসিত হইয়া অখিলামৃতধাম কৃষ্ণনামকীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ হইবে। কর্ম্মের গৌরব, জ্ঞানের গৌরব হৃদয় হইতে দূরে অপসারিত হইয়া সত্য সত্য চিৎসূর্য্যালোক দর্শন হইবে, তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-লাভের জন্য আর লালায়িত হইয়া ছুটিব না। তখন যথার্থ অবিদ্যাবিধ্বংসিনী জীবাত্ম-স্বরূপ-প্রবোধিনী কৃষ্ণকাম্যানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ যুগাচার্য্যদেবের পাদপদ্মাশ্রিতে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ পিপাসাই বলবতী হইয়া উঠিবে। গৌরপ্রেষ্ঠ কারুণ্যবিগ্রহ জগদ্‌গুরুবরের শ্রীমুখবিগলিত শুদ্ধ সনাতনীবাণী আমাদের অচেতন-বৃত্তি বিনষ্ট করিয়া হৃদ্দেশ অধিকার করিবে। পরতঃপরাথী আচার্য্যবর্য্যের করুণা কটাক্ষে আমাদের সন্তাপিত হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া ভগবান উরুক্রমের গুণগাথা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। তখন নশ্বর প্রাকৃত জগতের মোহিনী প্রকৃতি তার সংসার-গর্ত্তের অনিত্য প্রবাহে নিপাতিত করিতে পারিবে না। তখনই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে যে, স্বপ্নভ্রম কোথায়? নিদ্রিত-জাগ্রতের ভ্রম কোথায়?

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা মহোৎসব

গত ১লা শ্রাবণ ১৭ই জুলাই শুক্রবার শ্রীশ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারীজীর পর্য্যবেক্ষণে ও সুনৈপুণ্যে মহামহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। সমাগত সজ্জন মণ্ডলী আনন্দের সহিত কীর্ত্তনমুখে প্রসাদ-সেবা করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-কিশোরজীউর ভোগ-আরতি প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দজীর সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সমাগত সকলেই পরম আনন্দে আপ্লুত হন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৷৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের দেহ অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদরঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভক্তবর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ৷৵০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দদেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের [illegible] সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আচার্য অষ্টোত্তর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদাযোগপীঠ ভবনে প্রায় ৩০ ঘ. উত্তর-পূর্বে ঈশোদ্যান, দক্ষিণে শ্রীচৈতন্য-যোগপীঠ-মন্দিরে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাম্প্রদায়িক শ্রী, মায়াপুর বা সাধারণ ভজনস্থলী। এই স্থানে শ্রী-চৈতন্য-মঠাদি বহুবৈষ্ণব-বৈদান্তিকমঠ, পরিব্রাজক-যতি-আশ্রম, অদ্বৈত, কৃষ্ণ কর্মী-উপনিষদ-গায়ত্র-বট বৃক্ষস্থান চতুষ্টয়ের অপরূপ ও অপরূপ [illegible] শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাধারণ সাম্প্রদায়িক-অপরাপর [illegible] উপাস্য বিগ্রহের নিত্য সেবা [illegible]। এই মঠরাজে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ [illegible]। প্রত্যহ [illegible] সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাকালে ও অন্যান্য [illegible] কীর্তন-মুখে মহামহোৎসবাদি ও রাস অনুষ্ঠিত হয় [illegible]। সেবক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয়জী। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ শচী চন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়দমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, [illegible] নরেন্দ্র, চরিপদ, গৌরমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং কালিপ্রসাদ চাটার্জী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন নং বি, বি, ৪১১৫

শ্রীল [illegible] প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-পথ-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীকালিদাসের আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারাম শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাবিনোদ জীউ সমাধিস্থ নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের [illegible] শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় [illegible]। পূর্বীয় সঙ্ঘের শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে [illegible] করুণাময়ী মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিত [illegible] হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-গীতা ও তত্ত্বসূত্রের বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠ রক্ষক—আচার্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশবী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব [illegible], শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্গুরু [illegible] বিদ্যা... শ্রীপাদ জয়গোপাল ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পাণ্ডিত্যাচার্য, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅব্যয়ানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভক্তবন্ধুচ্ছিদ্ বি-এল, শ্রীঅনুপম জ্ঞানকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীগোপদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবসেবা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভজন ভবন এবং সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মাধাইপুর, ঘাসপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি-এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভাস্কর ব্রহ্মচারী কুরুক্ষেত্রবিদ্যা এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মনমাসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় শাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীবিক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাতলী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল ঘাটীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীজগগৌড়ীয় মঠ

[illegible] এলাহাবাদ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রী বিলাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোহনমন্দির—

মাউগাছি, [illegible], বর্দ্ধমান।

শ্রীমন্মোহনের ঠাকুর কৃষ্ণমোহনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীগরুড়ধ্বজ ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, ইসলামাবাদী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌরদাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ দাস্তা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯৬নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণ-গৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন কৃষ্ণ।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কামারপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

[illegible] ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভক্তিবিনোদ মঠ

চিরকুটা, বাহুবলপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগন্নিবাসজী।

(১৮) আনন্দপাখোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যা রাজ্যে, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরাধা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং রথখোলাবাজপুরা, কাশী।

গৌর-পদাশ্রিত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

দুমুনকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীক্ষেপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনবনী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাঙ্গু, হাবড়া

এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীবরদারাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লি গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীচন্দ্র ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগিরিকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণপরক

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহনদাস

বিদ্যালয়ে অর্থানুকূল্য

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ যে, শ্রীমতি গোলাপমণি দাসী পাহাড়হাটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণকল্পে ৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুত চারুচন্দ্র পাল মুখাডাঙ্গার রামকৃষ্ণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণকল্পে ১০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

কাইসারের তৃতীয় পুত্র

বার্লিন হইতে প্রকাশ যে ভূতপূর্ব্ব কাইসারের তৃতীয় পুত্র জার্ম্মাণ সোসিয়ালিষ্টদিগের পক্ষে প্রচারকার্য্য করিতেছেন। হেমোলিনের পথে তাঁহাকে একদল লোক ঘেরাও করিয়া বলে, তাঁহার পক্ষে এরূপ কার্য্য সঙ্গত নহে। কথা ছাড়িয়া হাতাহাতি আরম্ভ হয়। প্রকাশ, কাইসার পুত্র ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

পুরীতে রথযাত্রায় কলহের ফলে দাঙ্গা

প্রকাশ, দৈত্যারি অর্থাৎ বেশকারক প্রভৃতির সহিত রাজার কলহের ফলে দর্শক ও মন্দির-পুলিসের মধ্যে দাঙ্গা হইয়াছে। জনরবে প্রকাশ, খুনও হইয়াছে পুরীতে প্রায় ২০ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছেন।

মেটা সিংহের কারামুক্তির সম্ভাবনা

পঞ্জাবের মাষ্টার মেট সিং ১২৪ এ ধারানুসারে সালেম সেনট্রাল জেলে এ শ্রেণীর বন্দীর ন্যায় আবদ্ধ ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাকে লাহোর সেনট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যে সম্ভবতঃ তিনি মুক্তিলাভ করিবেন, কারণ ঐ সময়ে তাঁহার ২ বৎসর কারাদণ্ডের মিয়াদ পূর্ণ হইবে।

মেদিনীপুরে অধ্যাপকদ্বয়

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য অধ্যাপক আব্দার রহিম এবং মৌলবী জালালুদ্দিন হাসেমি মেদিনীপুরে আসিয়াছেন। টাউন কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে তাঁহাদের ষ্টেশনে আন্তরিকতার সহিত সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

কাণপুরে বিপ্লবীর গুলী

১৯শে জুলাই অপরাহ্নে কাণপুরে গুলীমারা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে একজন হিন্দু আহত হইয়াছে। বিপ্লবীরা গুলীবর্ষণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিস অশ্বিনীকুমার দাসকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, যুবককে রক্তমাখা মেজে পরিষ্কার করিতে দেখা যায়।

উড়িষ্যা নারীসম্মেলন

আগামী ২রা এবং ৩রা আগষ্ট তারিখে বালেশ্বরে শ্রীযুক্তা কুন্তলকুমারী দেবীর সভানেত্রীত্বে নিখিল উড়িষ্যা নারী সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। এই প্রকারের সম্মেলনের এই প্রথম অধিবেশন প্রকৃত উড়িষ্যার নারীগণ ব্যতীত সামন্ত রাজের নারীগণও এই সম্মেলনে যোগদান করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটী স্বেচ্ছাসেবকদল গঠিত

কলিকাতায় আসামকর্ম্মী গ্রেপ্তার

গতকল্য সোমবার ৭নং বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটস্থ কামরূপ প্রেস হইতে তেজপুর জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত মহাদেব শর্ম্মাকে সুকিয়া ষ্ট্রীট পুলিস তেজপুরের ডেপুটী কমিশনারের পরোয়ানাবলে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, ১৫ দিন পূর্ব্বে দারং জিলার ব্যয়ত সম্মেলনের উক্ত শর্ম্মা এক বক্তৃতা দিয়াছেন।

গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় থানায় তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি বর্ত্তমানে হাজার টাকার জামীনে মুক্ত আছেন।

লোকাল বোর্ডের নির্ব্বাচন

বরিশাল হইতে সংবাদে প্রকাশ, বাখরগঞ্জের সদর মহকুমার লোকাল বোর্ডের নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। মোট ২০টি নির্ব্বাচিত আসনের মধ্যে ১২ জন মুসলমান ও ৩৮ জন হিন্দু সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বর্ত্তমান সদস্যদের মধ্যে বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত শরৎচন্দ্র গুহ, শ্রীযুত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দাস গুপ্ত নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই।

জুনাগড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

প্রকাশ, জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত ভেরাভলে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার ফলে ছয় জন হিন্দু নিহত ও ছয় জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

গুলীর জের

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশনে গুলীবর্ষণের মামলার সওয়াল জবাব শেষ হইয়াছে। 'মিলাপ এর স্বত্বাধিকারী মহাশয় কুশলচাঁদের পুত্র মিষ্টার রণবীর সিং বি, এ ও মিষ্টার চমনলাল ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাথমিক তদন্তের জন্য প্রেরিত হন। তিনি গত ৫ মাস যাবৎ সাক্ষ্য সংগ্রহ করার ফলে ফরিয়াদী পক্ষ ১০০ জন সাক্ষী ও একজন রাজসাক্ষী আদালতে উপস্থিত করেন। ২৩শে জুলাই পর্য্যন্ত মামলা স্থগিত আছে।

বালিকা বিদ্যালয়ে অনশন ধর্ম্মঘট

প্রকাশ, মাদারীপুর ডোমারাম বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিংয়ের ছাত্রীবৃন্দ কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় ব্যবহার ও যথোপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করিবার প্রতিবাদে অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।

দফাদার হত্যার মামলা

গত ১৮ই জুলাই মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিম মিঃ বি, কে, মৈত্র টঙ্গীবাড়ী থানার এলাকাধীন খিলপাড়ায় দফাদার হত্যার মামলার আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারানুসারে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত ৬ই জুন প্রাতঃকালে বেতকা যুনিয়ন বোর্ডের দফাদার রমজান মোল্লা সাতজন চৌকিদার সঙ্গে লইয়া প্রসিদ্ধ পলাতক আসামী খিলপাড়ার মামুদ আলি দালীকে গ্রেপ্তার করিতে যান। মামুদ আলি একখানা কুঁড়ে ঘরে ছিল, দফাদার যখন মামুদ আলিকে ধৃত করে, তখন সে একখানা দীর্ঘ তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা দফাদারের ফুসফুসে গুরুতররূপে আঘাত করে। চৌকিদারগণ মামুদ আলিকে গ্রেপ্তার করে। দফাদারকে ঢাকায় মিট ফোর্ড হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়, তথায় পর দিন সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারানুযায়ী আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়া আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন।

শোভাযাত্রা হাঙ্গামায় আসামীগণের কঠোর কারাদণ্ড

গত ১৯শে জুলাই স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার সি, আর মুখোপাধ্যায় নীলফামারিতে সরস্বতী পূজার শোভাযাত্রা হাঙ্গামার মামলার রায় দিয়াছেন।

আরব আলি সদাগর, আবদুল বারি সদাগর ও আবদুল ওয়াহেদ সদাগর এবং মসজিদের ইমাম রহিম বক্স ও বসিরুদ্দিন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৭ ও ১৪৭ ধারানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রত্যেক ধারায় ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। বইজউদ্দিন ঈশাক, এলাতবড়ুয়া ও আমীর প্রত্যেককে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাহাদের প্রত্যেককেই ফৌজদারী বিধির ১০৬ ধারানুযায়ী এক বৎসরের জন্য ১০০৲ টাকা জামিন মুচলেকা প্রদান করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমে ১৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়; তন্মধ্যে ২জন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং প্রমাণাভাবে ৪ জন মুক্তি লাভ করে।

টোঙ্গা ও মোটরে সংঘর্ষ

গত ১৮ই জুলাই সাহাদারা রোডে ভীষণ মোটর সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। যাত্রীপূর্ণ একখানা লরী পূর্ণ বেগে যাইবার সময় একখানা টোঙ্গার সহিত তাহার সংঘর্ষ ঘটে। টোঙ্গার লোকজন অল্প জখম হয়। কিন্তু লরীখানা অসাবধানতার সহিত চালিত হওয়ায় ভীষণ জোরে একটা গাছের উপর যাইয়া পড়ে। ফলে লরীখানা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং একজন স্ত্রীলোক ও একজন শিখ মারা যায় এবং লরীচালক ও আর ১৬ জন গুরুতর জখম হয়।

বিনা লাইসেন্সে মদ তৈয়ার করায় আসামী গ্রেপ্তার

কালীচরণ সাহা নামক জনৈক লোককে সম্প্রতি পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে নাকি বিনা লাইসেন্সে দেশীয় মদ তৈয়ারী করিতেছিল। এই সম্পর্কে পুলিস কুমারটুলীর গোপী রায় লেনের একটা ঘরে খানাতল্লাস করিয়া প্রায় দুই মণ দেশীয় মদ হস্তগত করিয়াছে। তাহারা চন্দ্রকান্ত ও দুর্গা নামক দুই জন লোককেও গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই সম্পর্কেই পুলিসের আরও তদন্ত হইতেছে।

সারণ দায়রা বিচারে ৩ জনের প্রাণদণ্ড

সারণের দায়রা বিচারক মিঃ আর, বি, বীভার আই, সি, এস, রাফিউদ্দীন মাবুর এবং আনিম নামক ৩ ব্যক্তিকে নরহত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

টেলি—শ্রীধাম, নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—দীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৫৮, ২৫শে জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

বন্দীর শোচনীয় অবস্থা

গত বৎসর এপ্রিল মাসে ফুষ্টিয়ার শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন আচার্য্যকে বঙ্গীয় অর্ডিনান্স মতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যখন হইতে তিনি প্রেসিডেন্সী জেলে আটক আছেন সেই হইতে তিনি কর্ণমূল বেদনায় বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন। কখনও কখনও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁহার চিকিৎসা করা হইত। প্রকাশ কিছুদিন ধরিয়া তাঁহাকে আর চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয় না। ফলে বর্ত্তমানে তাঁহার রোগ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে এবং তাঁহার দৃষ্টিশক্তিরও ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা।

নদীয়ার ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

জজ জুরীদিগের রায় গ্রহণ করতঃ নদীয়াপালকে ১০ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট ১৬ জন আসামীকে ৯ মাস হইতে ২ বৎসর পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মিয়াদে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আদালতে রায় ঘোষণার পরে নদীয়াপাল জজকে আহ্বান করিয়া বলে—আপনার দণ্ড আপনার পকেটে রাখুন, আমি তাহাকে তৃণজ্ঞান করি।

বন্দীর শোচনীয় অবস্থা

ননীগোপালের ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

রজকের কীর্ত্তি

গভর্ণরের প্রতি গুলী নিক্ষেপ

কাণপুরে পিস্তলের গুলী

রেঙ্গুণ বিদ্রোহীর ক্যাম্প ধ্বংস—

বহু বন্দুক ও কামান হস্তগত

মেদিনীপুরে প্রভাত ফেরী

ব্রহ্মে ডাকাতদের আরও উপদ্রব

কলেজ ষ্ট্রীট হত্যার জের

রজকের কীর্ত্তি

পিয়ারীলাল নামক জনৈক ধোপা নদীয়া নামক জাহাজে চড়িয়া উক্ত জাহাজের অপর ধোপা মথুরার সহিত বচসা করিয়া, একখানি কলম কাটা ছুরী দিয়া মথুরাকে আহত করে। অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করিয়া পিয়ারীলালের চল্লিশ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তিনমাস কারাদণ্ড ভোগের আদেশ দিয়াছেন।

গভর্ণরের প্রতি গুলী নিক্ষেপ
রিভলভারসহ আততায়ী ধৃত

বোম্বায়ের অস্থায়ী গভর্ণর সার আলেই হটসন আজ পূর্ব্বাহ্নে যখন পরিদর্শনের জন্য পুণা ফার্গুসন কলেজের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করেন, সেই সময় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পর পর দুইটী গুলি করা হয়। প্রকাশ, লাট বাহাদুর অন্য মাননীয় ফারগুসন কলেজ পরিদর্শনে গমন করিলে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার মহাজনী ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে লাইব্রেরীতে লইয়া যান। গভর্ণর লাইব্রেরী গৃহে প্রবেশ করিবার সময় বাসুদেব বলবন্ত গোগেট নামক একটী ছাত্র ২২ বোর পিস্তল শক্তি বিশিষ্ট একটি রিভলভার বাহির করিয়া লাট সাহেবের প্রতি দুইবার গুলী বর্ষণ করে।

প্রথমবার লাট বাহাদুরের বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বের পকেটের পুরু পকেটবুকের দ্বারা নির্ম্মিত বোতামে লাগিয়া ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় গুলী তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া যায়। তৃতীয় গুলী বর্ষণের পূর্ব্বেই গভর্ণর আততায়ীকে জাপটিয়া ধরিয়া ফেলেন এবং তাহার হস্ত হইতে রিভলভারটী কাড়িয়া লন। পুলিশ অবিলম্বে আততায়ীকে ধরিয়া ফেলে। পিস্তলটী পরীক্ষা করিয়া উহার মধ্যে ১টি তাজা গুলী দেখিতে পাওয়া যায়।

আততায়ীর পকেটে আরও একটী গুলীভরা রিভলভার পাওয়া গিয়াছে। আসামীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়। সৌভাগ্য বশতঃ গভর্ণর বাহাদুর কোন আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে ফার্গুসান কলেজের মধ্যে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইল। প্রকাশ, পুলিশ আততায়ী গোগেটের বাসগৃহ খানাতল্লাস করিয়া ৪টি ফাঁকা কার্ত্তুজ পাইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহুলার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

[illegible] —কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এস্ এম্ এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পার

দৈনিক পত্র

ধাম — মায়াপুর — নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৬ বামন গৌরাব্দ ৪৪৭, ৯ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৫ জুলাই ইং ১৯৩১ শনিবার | ১২২তম সংখ্যা

চিরনূতন

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনেক মনোধর্ম্মী ব্যক্তির মুখে প্রায়ই শুনা যায়,—"সর্ব্বদা এক কথা কি ভাল লাগে? 'নদীয়া-প্রকাশ', গৌড়ীয় ইত্যাদি পত্রে ও প্রচারকবর্গের প্রচারে এক ভগবৎকথারই "চর্ব্বিত চর্ব্বণ" চলিতেছে, একটুকু অন্যান্য কথার সঙ্গে মিশাইয়া বলিলে নূতন ও রুচিপ্রদ হইত।" এই সকল 'নবীনের উপাসকগণ সতত পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য ও অসদ্ বস্তুর বাহ্যরূপে বিমোহিত বলিয়াই এইপ্রকার বলেন। "তিক্তরসযুক্ত (?) আত্মধর্ম্ম গলাধঃকরণ করিবার নিমিত্ত মনোধর্ম্মের আস্বাদপূর্ণ 'চাট্‌নী' প্রস্তুত করিব,—চেতনকে আয়ত্ত করিবার জন্য জড়ের সাহায্য গ্রহণের দরকার আছে, নতুবা সর্ব্বসাধারণের প্রীতিকর হয় না" একদল লোকের এইপ্রকারের ভ্রান্ত ধারণা আছে। কিন্তু জড়ধর্ম্ম যে চেতনের সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহা তাহাদের বোধগম্য হয় না।

পূর্ব্বাভিমুখী ব্যক্তি যেরূপ পশ্চিম প্রদেশের বিপরীতদিকেই অগ্রসর হইতে থাকে, তদ্রূপ আত্মধর্ম্মানুশীলনকারিগণ বাস্তব বেদ শ্রীভগবানে রোচমানা প্রবৃত্তি সহকারে সেবানুকূল-পথেই অভিগমন করেন, তাহাতে দেহমনোধর্ম্মরূপ ঔপাধিক বিরুদ্ধ চর্চ্চার অবকাশ নাই। নিখিল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যরসের আলয় শ্রীশ্যামসুন্দরের নিত্য শুদ্ধ, নাম, রূপ গুণ, লীলা প্রভৃতি কীর্ত্তন করিতে যাইয়া প্রেমরসিক ভক্ত এত তন্ময় হইয়া পড়েন যে, প্রেমময়ের মহিমাগানের নিমিত্ত কোটি জিহ্বা প্রার্থনা করেন, আবার সেই অপূর্ব্ব গুণাবলীর নিরন্তর শ্রবণলৌল্যবশতঃ অপটু একটী শ্রবণেন্দ্রিয়কে ধিক্কার প্রদান করিয়া অযুত শ্রবণপ্রাপ্তির লালসা হয়। শ্রীগোবিন্দের অপ্রাকৃত শোভা-সন্দর্শন-প্রয়াসিনী ব্রজরামাগণ পলকযুক্ত নয়নের নিন্দা করিয়া পলকহীন কোটি চক্ষুর প্রার্থনা করিয়াছেন। উপাস্য প্রভুর সেবার জন্য সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়াও ভক্তপ্রাণের আর্ত্তি যেন আর পরিতৃপ্ত হয় না। সেই প্রীতির স্বভাবই ক্রমবর্দ্ধনশীল। অভক্তগণ চিদ্বৈচিত্র্যের মর্ম্মাবধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম। কবিকুলশেখর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী গাহিয়াছেন,—

"হৃদয়ে ধরয়ে যেই চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এ'সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥"

যাঁহারা শুষ্ক ভজনের 'পুঁজিপাটা'র গর্ব্বে ভগবান্‌কে মাপিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আবার অন্যত্র কহিয়াছেন—

"অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥"

রসজ্ঞ ভক্ত কোকিলগণ কৃষ্ণভক্তিরসরূপ চূতমুকুলে বিচরণ করিয়া প্রেমোৎফুল্ল পঞ্চম তানে শ্রীভগবানের গুণগান করেন, জ্ঞানরূপ নিম্বফলের বাহ্য চাকচিক্য তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও মধুরিমা ভগবদ্ধামেরই বিরত প্রতিফলন এবং যে জড়রস সমূহ বদ্ধজীবের চিত্ত বিভ্রম উৎপাদন করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বপ্রকার আবিলতাশূন্য অতি উপাদেয় চিন্ময় গোলোকরসেরই কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত হেয় প্রতিবিম্ব। যাহারা অনন্ত মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অমৃত, অশোক, ভয়াপহা আলোচনাতে পরিতোষ না পাইয়া জড়ীয় বিকৃত বিষয়ের 'চাট্‌নি' দিয়া উহা মুখরোচক করিতে চাহেন, তাঁহাদের বিশেষ 'কুগ্রহের' সঞ্চার হইয়াছে, সন্দেহ নাই। নিখিল শ্রুতিগণ তারস্বরে গাহিতেছেন,—কৃষ্ণই একমাত্র নবীন,—তিনি নিত্যসনাতন হইয়াও নিত্য নূতন, তিনি—নব নব নবীনতার আদি ও অক্ষয় প্রস্রবণ। তিনি—সমগ্র যশঃ, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অবিনশ্বর আধার। চেতনাচেতন যাহা কিছু, তাঁহা হইতেই সম্প্রকাশিত, আবার তাঁহারই ইচ্ছা ক্রমে মহাপ্রলয়ে সমস্ত ধ্বংস হইয়াও একমাত্র তিনিই বিদ্যমান থাকিবেন। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি-অবয়ব নিখিল চেতনের আকর্ষণকারী শোভাবিশিষ্ট। তাহাতে জড়দেহদেহীর মত খণ্ড ব্যবধান নাই। সেই সুন্দরতম শ্যামসুন্দরের "পদকল্পতরুরূপ খাদ্যমধিশোভাতে আকৃষ্ট হইয়া জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ম্বরজনিত সুখ লাভ করিতেছেন।"

হায়, জাগতিক নশ্বর রূপ-রসের মোহে আসক্ত মানব জানে না যে,—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভাতি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

শ্রীহরির সুমঙ্গল, নিত্য নবসুধাময়ী কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্যশ্রবণ কিম্বা কীর্ত্তন করিলে শ্রীহরি অতি সত্বর স্বয়ং ভক্তের হৃদয়ে উদিত হন। হরিকথামৃতই চিত্তের পরম পাবন, বর্ষাকালীন বেগবতী জাহ্নবী-প্লাবনে দিগ্‌দেশ নির্ম্মল হওয়ার ন্যায় হরিকথাসুধা সরিৎপ্রবাহে চিত্তের সমগ্র অভদ্র বাসনারাশি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হরিকথা শ্রবণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবত উচ্চরবে কহিতেছেন,—

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়দূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥"

কমলদলবিহারী মধুকর কখনও বিষ্ঠার কুণ্ডে গমন করে না। যাঁহারা গৌড়ীয় বা নদীয়া প্রকাশ পাঠের অভিনয় করিয়া অন্তরে জড়েরই জয় গাহেন, তাঁহারা মিছাভক্তির মানাবিধ মুদ্রা প্রদর্শন করিলেও ভক্তগণ তাহাদের "বিষকুম্ভ-পয়োমুখ" স্বরূপটী বুঝিতে পারেন।

নব নব রসধাম শ্রীভগবানের নামরূপ-গুণলীলা-পরিকরাদির কথাও নিত্য নবনবায়মান রসযুক্ত, যতই আস্বাদন করিবেন, ততই নব নব স্বাদ অনুভব করিতে পারিবেন।

তারের সংবাদ

মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ পরলোকগত সার সদাশিব আয়ারের কনিষ্ঠ পুত্র টি এস রামচন্দ্র আয়ার আই, সি, এস, সাব্ কলেক্টর মহোদয় আকর মঠরাজ

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

শ্রীচৈতন্য মঠের শাখা মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহের সেবার্থ প্রায় একবিঘা ভূমি দান করিয়াছেন। উক্ত মঠের সেবকগণ আরও একবিঘা ভূমি খরিদ করিয়া আগামী রবিবার দিবস (২৬শে জুলাই) বিরাট সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে উক্ত জমি দখল করিবেন।

বিশ্বধর্ম্ম-প্রসঙ্গে

(শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতন ভক্তিশাস্ত্রী)

আজ বিশ্ব-মানব-সমাজ ভোগের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্নভাবে ঐহিক ভোগ-সুখ-লিপ্সাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যষ্টিগত-ব্যাধি মহাব্যাধিরূপে সমষ্টিতে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে। ভোগসুখ-লালসায় সমাজ আজ স্বার্থপর ও দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। সমাজ জীবনে ধর্ম্মের স্থান নাই। স্বেচ্ছাচারিতাই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই ব্যভিচারের বিষময় পরিণাম আজ সমাজশরীরের সর্ব্বত্র প্রকটিত।

আমাদের দুর্ভাগ্য, নিরপেক্ষ বিচার এখন আর আমাদের নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতাস্রোত-প্রবাহে আমরা গড্ডলিকার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছি। পাশ্চাত্য সমাজ আমাদের জীবন-যজ্ঞের ভাগ্যনিয়ন্তা—শিক্ষা ও দীক্ষা-গুরু। নিত্য-সত্য-স্বরূপ বেদধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা—মোক্ষমূলর। বেবের, বেনফী, চ্যুইটনী, রেনিয়ের, কীলহর্ণ, বর্ণেল—আমাদের শাস্ত্রোপদেষ্টা। টলষ্টয় এখন মানবধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ব্রহ্মার মানস পুত্র মনুর আসনে সমাসীন।

আমরা বিচারবিমূঢ় ও আত্মবিস্মৃত হইয়া এই পারমার্থিক ভারতে পাশ্চাত্যের ভোগবিলাসবিভ্রমরূপ মরণের পথকেই বরণ করিয়া লইয়াছি। নাস্তিক্যবাদমূলক স্বেচ্ছাচারিতাময় ব্যভিচারের বিকট বীভৎস-তাণ্ডবলীলা আজ নগ্নমূর্ত্তিতে সমাজের সর্ব্বত্র প্রকটিত।

স্বেচ্ছাচারিতার পূতিগন্ধময় ব্যভিচারের আবরণ ভেদ করিয়া যেখানে আর্থিকধর্ম্মের অভিনয় চলিতেছে, সেখানে পারমার্থিক-ধর্ম্ম-সম্বন্ধস্মৃতি ভোগ-সাগরের অতল জলে নিমজ্জিত। আর্থিক অনুশাসনগুলি দেহ ও মনের প্রিয়ঙ্কর প্রয়োজন সাধনে নিঃশেষিত। মানবসভ্যতাশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য যে ভোগাত্মকপ্রবৃত্তিপ্রবন্ধক নহে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যে আদর্শ হইতে আমরা পথভ্রষ্ট! দৈববর্ণাশ্রমকে ভোগ-বুদ্ধিবশে শৌক্রবর্ণাশ্রমে পরিণত করিয়া স্বার্থসিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। জড়ধর্ম্মাক্রান্ত চেতন পুরুষ মানবাত্মার ভোগবুদ্ধি নিসর্গপ্রভাবে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠে। সেই ভোগ-পরায়ণতাকে সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিবৃত্তিপরায়ণ স্বরূপবৃত্তিরূপ আত্মধর্ম্মাভিমুখী করাই যে সংহিতাধর্ম্মের চরম লক্ষ্য, সে তত্ত্ব আজ আমাদের লক্ষ্যের বহির্ভূত। আমরা আজ পারমার্থিক ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত ও মায়ামরীচিকার পশ্চাতে প্রধাবিত।

প্রাকৃত জগতের ভোগ-বিলাস-বুদ্ধি-বিজৃম্ভিত ভাবধারা আজ মানবজীবনের চরম ও পরম কল্যাণপ্রদ পারমার্থিক চিন্তাধারাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। বিকৃতমস্তিষ্ক মানব যেমন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-সঞ্চালন-সামর্থ্য সত্ত্বেও জীবনের প্রকৃত প্রয়োজন সাধনে সফল হইতে পারে না, সেইরূপ আজ আমাদের পারমার্থিক সম্বন্ধবিবর্জ্জিত কর্ম্মজীবনের সকল চেষ্টা, সকল অনুষ্ঠান জীবন-যজ্ঞের কোন সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারিতেছে না।

আমাদের স্বকপোলকল্পিত পরোপকারিতা—স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি বিসদৃশ আদর্শের বিকৃত উচ্ছ্বাসগুলি প্রাকৃত জগৎকে উদ্বেলিত করিয়া একটি সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছে সত্য, কিন্তু মানবজগতের নিত্য কল্যাণসাধনক্ষেত্রে কেবল অভিনয় মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতেছে।

প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্নভাবে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ অশান্ত মানব জীবনে বিশ্বশান্তির কল্পনা—অলীক স্বপ্ন মাত্র। যে নিজ জীবনের মঙ্গলের সন্ধান জানে না—দশের মঙ্গল—দেশের মঙ্গল—বিশ্বের মঙ্গল তাহার পক্ষে শুধু বিড়ম্বনা নয়, বাতুলতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আমরা বর্ত্তমান শিক্ষাসভ্যতার বিভ্রান্ত আদর্শে আত্মহারা হইয়া সমাজ-সংস্কারের চেষ্টায় কখন কখন সমাজ-সংহারে প্রবৃত্ত হইতেছি। আর্য্য ঋষিগণের অমর অবদান আর্যপ্রজ্ঞানসম্ভূত বিধিবিধান-বিহিত সংযম নিয়ন্ত্রণ দৈববর্ণাশ্রম-সমাজবন্ধন আজ আমাদের দেহ ও মনের প্রিয়ঙ্কর নিষ্কণ্টক ভোগবিলাস পথে বিষম অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। দেহারামী মনোধর্ম্মী আমরা ধর্ম্মকে একটা কল্পনার বস্তু বলিয়া বোধ করি। ফলে ধর্ম্ম যখন আমাদের ভোগ-পথের পরিপন্থী হয়, তখন কাল্পনিকতার বলে ধর্ম্মাদর্শের রূপান্তর ঘটাইয়া সংস্কার-ছলে আমরা দশের ও দেশের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিতে পশ্চাৎপদ হই না।

বিশ্বমানবতা বিশ্বমানবধর্ম্ম, চিজ্জড়-সমন্বয় প্রভৃতি বৈসদৃশ্যময় জড়তত্ত্বে সাম্যবাদ বা সমন্বয়প্রচেষ্টা দ্বারা বিশ্বকল্যাণের বিবর্ত্তে আমরা অকল্যাণের মাত্রাই বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি।

একমাত্র বিশুদ্ধ দিব্য সত্য সনাতন আত্মধর্ম্মরূপ বিশ্বমানবের মহাসম্মিলনক্ষেত্রে বিশ্বধর্ম্মের মহাসমন্বয় সম্ভব। আর সেই আত্মধর্ম্মের অনুসরণই নিখিলের পরম ও চরম কল্যাণপ্রদ।

আমাদিগের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকল নীতিই পারমার্থিক সত্যধর্ম্মনীতির আনুগত্যে সুষ্ঠুতা লাভ করে। যেখানে পারমার্থিক ধর্ম্মের আনুগত্য নাই, সেখানে সকল শুভানুষ্ঠান-চেষ্টাই জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই পারমার্থিক ধর্ম্মই নিত্যসত্য সনাতন আত্মধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম।

আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য—বিশ্ববাসীর পরম সৌভাগ্য, এই পারমার্থিক ভারতের প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীতে বিভিন্ন বৈজাত্য বিধর্ম্মকে বিদলিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে সেই বিশুদ্ধ আত্মধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী সংরোপিত হইয়াছে। আজ গৌড়ীয়মঠরাজ বিশ্বমানসকে বিশ্বমানবতার মূলতত্ত্ব বিশ্বমঙ্গল বিশ্বমানবধর্ম্ম শ্রীশ্রীচৈতন্যধর্ম্মবাণীর মহাসঙ্কীর্ত্তনক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছেন।

হে ভারতবাসি, হে বিশ্ববাসি, আসুন সকলে আজ এই মহাসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক পরস্পর বিবদমান অশান্তিময় দ্বেষ ও মনোধর্ম্মের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করি। ভুবনমঙ্গল আত্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করি।

বেদান্ত সিদ্ধান্ত সমাহৃতি

(৮)

আনন্দময় পরম পুরুষই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিত্যানন্দময় ও পরিপূর্ণতম বস্তু, তাঁহার ভজন ব্যতীত জীব পূর্ণ হইতে পারে না। অক্ষিপুরুষ প্রতিবিম্ব নহেন, পুরুষাদি অবস্থান না করিলে দর্পণে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। ছায়া—পরাধীন, স্বাধীন সত্তা তাহার নাই, সুতরাং অক্ষিপুরুষ প্রতিবিম্ব হইলে তাহার ভজনের উপদেশ নিরর্থক হইত। অন্তর্য্যামী শব্দে জীব বোধিত হয়েন না, কেন না জীব বিশেষজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ নহেন, কিন্তু শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, অন্তর্য্যামী পুরুষ সর্ব্বলোক, সর্ব্বযজ্ঞ এবং সর্ব্ববেদের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা-দিগকে প্রকাশ করিতেছেন,—স্ববশে আনয়ন করিতেছেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং সেই সত্যসঙ্কল্প পুরুষোত্তম ব্যতীত অপর কেহ অন্তর্য্যামী-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

যোগিগণের যোগবলে সকলের হৃদয়ে প্রবেশ ও মনের ব্যাপার বিদিত হইবার কথা শ্রুত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের সেই কিঞ্চিৎ সামর্থ্য অচিন্ত্যশক্তিশালী পরম পুরুষের শক্তিতেই লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাতে এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান। পরমাত্মপুরুষের অমৃতত্বাদি-গুণগুলি স্বতঃসিদ্ধ, উক্ত গুণাবলী অন্যপদার্থে নাই, তাহাতেই আছে, শাস্ত্র এইরূপ কহিয়াছেন। শ্রুতিকোপনিষৎ তাঁহাকে সর্ব্বগত ও অতিসূক্ষ্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বিশুদ্ধাভিনিবেশবিশিষ্ট উত্তম ব্যক্তি তাঁহার দর্শন পান না, কিন্তু তদেকনিষ্ঠ ভক্ত ভক্তিবিচ্ছুরিত প্রেমলোচনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি ও জীব ব্যাপ্য, তিনি ব্যাপক। তাঁহার প্রাকৃত হস্তপদ না থাকিলেও অপ্রাকৃত চিন্ময় পাণিপাদ বিদ্যমান আছে। তাঁহার এক ইন্দ্রিয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতি ও জীব অন্তর্য্যামী নহেন, কারণ তাহাদের অন্তর্য্যামিত্বধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই। বিশেষণ ও ভেদ বিদ্যমান থাকায় প্রকৃতি ও পরমাত্মা নহেন। "যঃ সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদি শ্লোকে যিনি এককালে সকলকেই জানেন, এইটি অন্তর্য্যামী পুরুষের বিশেষণ। অতএব বিশেষণ ও ভেদ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রকৃতি বা পুরুষের অন্তর্য্যামিত্ব সম্ভবপর নহে—সুতরাং তাহারা ব্রহ্ম নহে।

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ। চোখে ত বেশ দেখ্‌ছি ভালো,
সুপ্ত তবে বল্‌ছো কারে ?
উঃ। চাওয়া চোখও ঘুমিয়ে থাকে
সেই নিদালি অন্তরে ॥
প্রঃ। ধরমবিহীন আচারপ্রই,
বল্‌ছো মোদের কোন্ দোষে ?
উঃ। ধরম তোদের স্বার্ত্তপূজন,
আচার যত কর্ম্মফাঁসে ॥
প্রঃ। জ্যান্ত জীবন কর্‌ছি ধারণ,
কইছ তবু অচেতন ?
উঃ। চেতন কোথায় অসার প্রাণে,
(শুধু) প্রেতের নৃত্য অনুক্ষণ ॥
প্রঃ। গড়্‌ছি না কি নূতন জগৎ,
নবীন আলোর অভ্যুদয় ?
উঃ। স্বরাট্ প্রভুর আসন বিনা
অতি ব্যর্থ সমুদয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, দ্বার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল সুঅক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কথানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাভিভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্ম-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রপঞ্চ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুবিদ্যাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদগ্ধরঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিনয়বিন্যাসক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোয়্যাল কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তদুভয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে)। ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জীবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়ঙ্গমী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্ত্রকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ডিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়ও সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদি দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাংস্বত-পীঠ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যায় অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত স্বানিষ্পল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দ্বি ভাষামনিষ্ঠ মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্যাত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমুরারিনন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅব্যয়ানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ সহকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুরধুনী-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, বরপনগর (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম তারক ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি, এস, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবসুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচক্র—

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশঙ্খনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া অপ্রাকৃতাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক;

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরাধা-জীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরাধাপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

দুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেনপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-গ্রামের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া অপ্রাকৃতাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, কাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া অপ্রাকৃতাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কলেজ ষ্ট্রীট হত্যার জের

কলেজ ষ্ট্রীট হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ২ জন মুসলমান যুবকের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হওয়ার প্রতিবাদকল্পে গত মঙ্গলবারে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রগণ একদলে ক্লাশ হইতে বাহির হইয়া আইসে। প্রকাশ ছাত্ররা বেলা ১১ ঘটিকার সময়ে যথারীতি ক্লাশে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু ১ ঘণ্টা পরে তাহারা দণ্ডপ্রাপ্ত যুবকদ্বয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে ক্লাশ হইতে বাহির হইয়া আসে। কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হারলি ছাত্রদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা প্রথমতঃ ফলবতী হয় নাই। পরে ক্লাশে খুব কম ছাত্রই প্রবেশ করিয়াছিল।

রেঙ্গুণ বিদ্রোহীর ক্যাম্প ধ্বংস বহু বন্দুক ও কামান হস্তগত

থায়েটমিয়োর জিলা পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জঙ্গী পুলিস সহ ২৪ ঘণ্টায় ৪০ মাইল পথ যাইয়া গত ২০শে জুলাই টন সহরের উত্তরপশ্চিমে একটী পাহাড়ে বিদ্রোহীদের একটা ক্যাম্পে হানা দেয়। বিদ্রোহীদের মধ্যে ৭জন নিহত ও অনেকে আহত হইয়াছে; এবং একজনকে বন্দী করা হইয়াছে। সরকারপক্ষে একজন বন্দুকধারী পুলিস সামান্য জখম হইয়াছে। ২৪টী দেশী বন্দুক ও ৩টী কামান এবং অগণিত দা ও বর্শা পাওয়া গিয়াছে। বিস্তর খাদ্যদ্রব্য ও বারুদসহ ক্যাম্পটী ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মে ডাকাতদের আরও উপদ্রব

রেঙ্গুণ হইতে সংবাদে প্রকাশ যে গত ১৮ই জুলাই বেসিন সহরে হেনজাদা জিলার বিদ্রোহী একজন নামজাদা বার্ম্মী ডাকাত গ্রেপ্তার হইয়াছে। গত ১৯শে জুলাই প্রোমে ১৪ জন, থাবাবডিতে ১৩ ও থায়েটমিয়োতে ১ জন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

থায়েটমিয়োরের সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল পুলিসসহ যাইয়া গত ১৮ই জুলাই শোদতের উত্তরে একখানা গ্রাম ঘেরাও করেন। তিনি ৫ জন বিদ্রোহীকে অতর্কিত অবস্থায় বন্দী করেন; তাহাদের নিকট একটী বন্দুক ছিল।

হেনজাদা জিলায় এক জায়গায় গ্রামবাসীরা ডাকাতদিগকে বাধা দেয়। একজন ডাকাতকে তাহারা একটা বন্দুক ও বিস্তর টোটা সহ গ্রেপ্তার করিয়াছে। থায়েটামিয়ো জেলায় গ্রামবাসীরা একজন ডাকাতকে নিহত করিয়াছে। কিন্তু প্রোমে একজন গ্রামবাসী ডাকাতদের হস্তে নিহত হইয়াছে।

ইনসিন জেল হইতে গত ১৯শে জুলাই যে ৫ জন কয়েদী পলায়িয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ২ জনকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৩ জন এখনও পলাতক।

কাণপুরে পিস্তলের গুলী

১৮ই জুলাই নরদা বাজারে যে গুলী বর্ষণ হয়, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ২০শে জুলাই তারিখে সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সহকারী সংবাদ বাহির করিয়াছেন,—

গত ১৮ই জুলাই প্রাতে নরদা বাজারে এই ঘটনাটী ঘটে, বীরভদ্র তেওয়ারীর উপর পিস্তলের গুলী চালাইবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু গুলী তাহাকে লাগে নাই। একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বাজেয়াপ্ত পুস্তক-পুস্তিকার জন্য কর্ণেলগঞ্জে শ্রীযুত বাকসচাঁদ মেহটীর বাড়ীতে এবং মেষ্টক রোডে যুবসঙ্ঘ ও বেকার সংঘের আফিসে খানাতল্লাস করা হয়। গত ১৯শে জুলাই বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খানাতল্লাস চলে। উভয় স্থান হইতেই কিছু কাগজ পত্র লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ধৃত লোকটির নাম কিশোরচন্দ্র গুপ্ত; প্রকাশ, সে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী।

মেদিনীপুরে প্রভাত-ফেরী

কলিকাতার শ্রীমতী শান্তি দাস ও জ্যোৎস্না মিত্রের চেষ্টায় মেদিনীপুরের মহিলারা প্রভাতফেরীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকারী সভানেত্রীর নেতৃত্বে বহু মহিলা ২০শে জুলাই প্রাতে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া বিভিন্ন রাজপথে পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

উৎকল কংগ্রেস-কমিটী

পুরীর ২০শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী কমিটী গত ১৮ ও ১৯ জুলাই তারিখে আচার্য্য হরিহর দাসের সভাপতিত্বে সম্মিলিত হন। উৎকলের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য প্রদেশের সীমার মীমাংসা, শাখা-কংগ্রেস কমিটীসমূহ সম্বন্ধে শাসনমূলক নিয়মাবলী এবং দেশের প্রয়োজনীয় সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর অনুসরণ করিয়া উৎকল কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটী দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার আলোচনা করেন। এই প্রদেশের জন্য ভবিষ্যতে কি কার্য্যপন্থা অবলম্বিত হইবে, তাহা স্থির করার জন্য আগামী ১লা আগষ্ট তারিখে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর এক সভা হইবে।

ছাপরা কংগ্রেসের বিবাদ

পাটনা হইতে প্রকাশ, ছাপরা কংগ্রেস কমিটীর বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং শ্রীযুত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ২০শে জুলাই প্রাতে ছাপরা যাত্রা করিয়াছেন।

আসামীর অসীম সাহস কাটগড়া হইতে দায়রা জজকে আক্রমণ

গত ২১শে জুলাই আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ জে, এন, তালুকদারের এজলাসে এক হুলস্থূল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

জজ জুরীদিগকে এক মামলা বুঝাইয়া দেওয়ার পরেই একজন আসামী কাটগড়ার রেলিং টপকাইয়া জজকে আক্রমণ করে। যাহারা তাহাকে বাধা দেয়, সে তাহাদিগের সকলকেই ছোরার আঘাতে আহত করে। কার্ত্তিকচন্দ্র দে নামক একজন আসামীও তাহাকে বাধা দিয়াছিল। ফলে সেও গুরুতরভাবে আহত হয়। প্রকাশ, তাহাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সেখানেই সে মারা গিয়াছে।

আসামী ননীগোপাল কাটগড়ার রেলিং টপকাইয়া অপর আসামী কার্ত্তিকচন্দ্র দে কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া তাহার বুকে ছুরী বসাইয়া দেয়। তৎপরে বাধাপ্রদানকারী ২ জন কনষ্টবলকে ছুরীর আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। তৎপরে পেস্কারের টেবিলের উপর দিয়া জজের টেবিলের উপর লাফাইয়া পড়ে। পেস্কার শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ বাধাপ্রদান করিলে তাহার পৃষ্ঠে ছুরী বসাইয়া দেয়। জজ এই সময় একটু সরিয়া যাওয়ায় ব্যাপার বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সুপুলিস পারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জেমস্, অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার ও কতিপয় সার্জ্জেণ্ট আসিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে। আহত ৪ ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম আসামী কার্ত্তিকচন্দ্র দে হাসপাতালেই মারা গিয়াছে। অপর ৩ জন ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। প্রকাশ ইহার অধিকাংশের বাড়ীই পূর্ব্ববঙ্গে। ঘটনা সম্বন্ধে জোর তদন্ত চলিতেছে।

উরগাঁএ ১৪৪ ধারা জারী

টেম্পারেন্স পার্টি রবার্টসপেট মদের দোকানে পিকেটিং করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করায় প্রথম শ্রেণীর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বেদব্যাস চারিয়া কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে শ্রীযুত ও, ভি, রাজাগোপাল নাইডু ও আর ৭ জনের বিরুদ্ধে আদেশ জারী করিয়াছেন। ইঁহারা হিউম্যানিটেরিয়ান লীগ ও টেম্পারেন্স মোডারেশনের লোক। ইঁহাদিগকে রবার্টসনপেট, চামরাজপেট, এণ্ডারসনপেট উরগাঁ গ্রাম, পেদ্দাপল্লী ও বেলোনহাল্লির আবগাড়ী দোকানগুলির ২ ফারলংএর মধ্যে ২ মাস কাল পিকেটিং করিতে, বক্তৃতা দিতে অথবা কোন প্রকার আন্দোলন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। রবার্টসনপেটে শৃঙ্খলা রক্ষার ও সর্ব্বপ্রকার গোলযোগ থামাইবার জন্য পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। একদল সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিসকে প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।

অনেক পিকেটার সমবেত হইয়াছিল, কিন্তু মেতারা তাহাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ বুঝাইয়া দিবার ও তাহা ঘোষণার পর তাহারা শান্তভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

বলপূর্ব্বক টাকা কাড়িয়া লইবার অপরাধে ২ জন গ্রেপ্তার

প্রকাশ ২১শে জুলাই একজন উৎকলবাসী হ্যারিসন রোড দিয়া যাইতেছিল সেই সময় দুইজন হিন্দুস্থানী তাহাকে ধরিয়া তাহার নিকট হইতে ১০টি টাকা কড়িয়া লয়। তারপর তাহারা যখন তাড়াতাড়ি পলাইবার চেষ্টা করে তৎক্ষণাৎ পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। আরও প্রকাশ তাহাদিগের নিকট নাকি সেই টাকাও পাওয়া গিয়াছে। ধৃত লোক দুই জনের প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে।

সরস্বতী প্রেসে পুলিসের হানা

গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা পত্রে প্রকাশিত "স্বাধীনতা দিবস" নামীয় চিত্র সম্পর্কে পুলিস গত মঙ্গলবার অপরাহ্নে কলিকাতার সরস্বতী প্রেসে খানাতল্লাস করিয়াছে। এপর্য্যন্ত পুলিশ কিছু আপত্তিজনক দ্রব্য পায় নাই।

Reg No C.1544

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চক্তির হার

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ১৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲

নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই শ্রাবণ সোমবার, ১৩৮৮, ২৭শে জুলাই ১৯৩১

বিশ্ব—ভগবৎপ্রতিম, ভগবান্ নহে

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে শ্রীনারদ বেদব্যাসকে বলিয়াছিলেন—

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥

অর্থাৎ যাঁহা হইতে (যাহার শক্তি হইতে) বিশ্বের স্থিতি, প্রলয় এবং সৃষ্টি হইতেছে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সেই ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইলেও ভগবান্ এই বিশ্ব হইতে পৃথক্ অথবা জড় বা অচেতন হইতে যাহাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, সেই চেতন জীবও ভগবদিতর নহে অর্থাৎ ভগবান্ এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব বলিয়া চেতনাচেতন প্রপঞ্চের বহুস্বভাব অর্থাৎ তদ্ব্যতিরিক্ত হইয়া অবস্থান নাই। শ্রুতি প্রমাণবলে আপনি নিজেই তাহা জানেন, তৎসত্ত্বেও আমি আপনার নিকট সে সম্বন্ধে একদেশমাত্র প্রকাশ করিলাম।

শ্রুতিতে আছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। ব্রহ্ম ভগবানেরই একরূপ বিশেষ অর্থাৎ ভগবানের দিব্যদেহের কান্তি বা জ্যোতিঃস্বরূপ। তাহা হইলে কেন ভগবানের এতাদৃশ ঈশ্বরত্ব, তদুত্তরে উপরিউক্ত শ্লোক কথিত হইয়াছে। এই বিশ্ব ভগবানের ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু ভগবদ্ভিন্ন নহে, কেননা তিনি বিশ্ব হইতে পৃথক্। বিশ্ব ভগবানের ন্যায় কেন প্রতীত হয়, কেনই বা ভগবান্ বিশ্ব হইতে পৃথক্, তদুত্তর—বিশ্ব তাঁহার কার্য্য হওয়ায় অংশদ্বারাই ভগবদ্রূপ নিরূপিত হয়। কিন্তু ভগবান্ বিশ্বের কারণ হওয়ায় তাঁহারই পরমত্ব বা ঈশ্বরত্ব। অন্য শ্রুতিতেও আছে,—"তাঁহার সমান বা অধিকও দেখা যায় না"। তদ্দ্বারাও ভগবানের অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

ভগবান্ হইতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, ভগবান্ হইতে তটস্থাখ্য জীব আবির্ভূত হইয়াছে। ভগবানই জীব ও বিশ্বের কারণ। বিশ্ব ও জীব ভগবৎকারণের কার্য্য, এরূপ বিচার করিলে ভগবান্ হইতে তাহাদিগের অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়। এতদুভয় কার্য্যরূপে গৃহীত হইলে ভগবান্ হইতে তাহাদিগের অনন্যত্বসিদ্ধি। এইজন্য সমস্তই ব্রহ্ম, চেতন ও অচেতন সকল উপলব্ধিই ব্রহ্মময়, শ্রুতিতে এরূপ বর্ণিত আছে। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্য নাই, তাহাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শক্তি ও শক্তিমানের প্রতীতিদ্বয় এক নহে। বাস্তববস্তুর সংখ্যাগত পার্থক্য না থাকিলেও তাহাদের বিশেষগত নিত্যভেদ অবশ্যই জ্ঞাতব্য। শক্তিমৎ-তত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান, শক্তিতত্ত্বে নানা বৈচিত্র্য থাকায় তাহার অদ্বয়জ্ঞানের সহিত পৃথক্ বস্তুরূপে ভেদ দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই এখানে ভগবান্‌কে পরতত্ত্ব ও কারণরূপে বর্ণন করিয়া বিশ্ব ও জীব ভগবদংশস্বরূপ বলিবার উদ্দেশে ভগবৎপ্রতিম কিন্তু ভগবান্ নহেন, বলা হইয়াছে। প্রাকৃত বিশ্ব ভগবানের তুল্য বা অধিক নহে। জীবও ভগবানের তুল্য বা অধিক হইতে পারেন না। উহারা উভয়েই ভগবানের আশ্রিত। ভগবানের সহিত জীবের কারণ বিচারে তুল্যত্ব স্থির হইলেও বিভুত্ব ও অণুত্ব বিচারে তাঁহাদিগের মধ্যে বৈষম্য নিত্যাবস্থিত। সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বসম্বন্ধি বৈজ্ঞান ভগবৎপ্রতীতির তুল্য বা অধিক নহে। শক্তিপরিণত বিজাতীয় জগৎ ও শক্তিপরিণত স্বজাতীয় জীব ভগবৎসদৃশ হইলেও ভগবান্ নহেন। কার্য্যকারণ ও শক্তি-শক্তিমানের বৈচিত্র্যে উদাসীন হইয়া কেহ যেন বিশ্ব ও জীব ভগবান্ হইতে উদিত বলিয়া জীব ও বিশ্বকে ভগবান্ মনে না করেন। তাঁহারা ভগবান্ হইতে পৃথক্‌ও নহেন। তাঁহাদের অধিষ্ঠানে কেবল ভগবত্তা নাই। ভগবানের সহিত জীবের বা এই বিশ্বের তুল্যত্ব বা আধিক্য হইতে পারে না। তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলিতেছেন, তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তোমার অপরিজ্ঞাতভাবই ইহার প্রমাণ।

মানব জীবনের কর্ত্তব্য

পৃথিবীতে নিয়তই বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব হইতেছে এবং আধ্যাত্মিক মনীষিমহোদয়গণও সততই সমস্যাসমূহের সমাধানার্থ প্রকৃত গবেষণাকার্য্যে লিপ্ত আছেন। বিচার করিলে প্রতীত হয় যে, জীবন সমস্যাই সকল সমস্যার প্রধান। অন্যান্য সমস্যাগুলি এই জটিল জীবন-সমস্যারই অন্তর্ভুক্ত। জীবন-সমস্যা নূতন বা অসমীচীনও নহে; এই যে বাত্যাচঞ্চল পদ্মপত্রে সলিলবিন্দুর ন্যায় মনোহর অথচ ক্ষণভঙ্গুর মানবজন্ম, খনিগর্ভজাত মহামণি অপেক্ষাও সুদুর্লভ ও সর্ব্বোত্তম জীবনরত্ন, ইহার প্রকৃত ব্যবহার ও চরম কর্ত্তব্য কি, এতৎসম্বন্ধে চিন্তাশীল প্রত্যেক মানব-অন্তঃকরণেই প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু এই দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা কে করিবে? আর মীমাংসা গ্রহণ করিবেই বা কে? ভগবৎ-পাদারবিন্দ-সেবাবিচ্যুত সমুদয় জগজ্জীব মায়াদ্বারা আবৃতলোচন, কামাসক্তির গুরুভারে জরাগ্রস্ত, অবিদ্যাপিত্ত-পীড়ায় পীড়িত; এ অবস্থায় কে তাহাদিগকে সবল সতেজ হস্তে আকর্ষণ করিয়া প্রকৃত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সত্যপথে লইয়া যাইবে? এক অন্ধ কি অপর অন্ধের পথপ্রদর্শক হইতে পারে? কঠশ্রুতি বলেন,—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

—অর্থাৎ পরমার্থবিবেকহীনগণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত হইয়া আপনাকে আপনি বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন। এই সকল কুটিলচিত্ত মূঢ়গণ অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় অত্যন্ত ক্লেশপ্রদ জন্মমরণাদি ভোগ করিতে থাকেন।

জীবনের লক্ষ্য ও কৃত্য এই কথাটীকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করি, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। জীবনের কর্ত্তব্য বুঝিতে আমরা হাজারকরা নব্বইজন লোকই বুঝি,—ক্ষুধার্ত্ত দেহমনের প্রচুর তর্পণ, চাতুর্য্যময় ইন্দ্রিয়বৃত্তির সেবায় ক্রীতদাসের মত আত্মনিবেদন—ভোগের সন্ধানেই যাবতীয় একাগ্র চেষ্টা। বিচিত্র ধরণীতে জীবন-কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে মীমাংসাকারী ব্যবস্থাপক সভা-সমিতিরও কিছু মাত্র অভাব নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

[illegible] ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ছাতা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সিমপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অফিস পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইষ্টিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

প্রি[illegible]ং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

মো: কাম কৃষ্ণনগর,
প্রথম মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৮ই আগষ্ট ১৯৩১

(১)

২২৭২ খাংজারী ৩০ দাবী ৫৫/৬
ডিঃ মন্মথনাথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার
দেঃ দেওয়ানি মণ্ডল দিং সাং বালিয়াডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর
কোতওয়ালী থানায় বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ২৬ খতিয়ানে ৮২ শঃ জমী বার্ষিক জমা ৫।/৫ মূল্য আঃ ১০৲

(২)

২৩৯০ খাংজারী ৩০ দাবি ১৮৫৮৵৩
ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং দেবগ্রাম
দেঃ পান্নাবালা দাসী দিং সাং চাপাতলা থানা মহিষপুর পোঃ মহিষপুর জেলা যশোহর
জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ১৫১নং তৌজীর সামীল থানা কৃষ্ণনগর অধীন মৌজে হরিহরনগর ও যশোহরের অন্তর্গত থানা মাহনাপুরের অধীন মৌজে কুশলপুর ও চাপাতলা গ্রামে শালিয়ানা ৩৫৮৷৵২ টাকা দেনদারগণের নামে ডিক্রীদারের অধীন পত্তনী বাকী পড়া জমার মূল্য আঃ ১০০০৲

(৩)

১৪৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪।৵৩
ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা
দেঃ লক্ষ্মীমণি বর্ম্মণ সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ
কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৪৬৮ খতিয়ানে ১৪ একর জমী জমা ১।০ মূল্য আঃ ৫৲

(৪)

২১৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩৷৵০
ডিঃ সরোজরঞ্জন পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা
দেঃ মানিক মালাকার সাং মিরা পোঃ কালিগঞ্জ
কলিগঞ্জ থানায় ৬নং হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২০০ খতিয়ানে ১ ১৪ জমী ২৷৵৬ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫)

৩৮০ খাংজারী ৩১ দাবী ১১২।৵০
ডিঃ নৃসিংহ পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা
দেঃ অঘোর ঘোষ দিং সাং সোনাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর
কৃষ্ণনগর থানায় সোনাতলা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৫২৪ খতিয়ানে ৭-২৪ একর জমীর রায়তী স্থিতিবান্ জমা ১৫৷৵৬ মূল্য আঃ ২৫৲

(৬)

৩৮৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬৮।/০
ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমীনবাজার
দেঃ যদু ধাড়া দিং সাং গোয়ালপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর
কৃষ্ণনগর থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১১৬ খতিয়ানে ১৮৩ একর জমীর বার্ষিক জমা ৪৩৷৵১৫ মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

৫৮৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬৭৷৵৩
ডিঃ ঐ
দেঃ ঐ
কৃষ্ণনগর থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৫ খতিয়ানে ২ ৮৪ এঃ জমীর বাকীপড়া জমা ২৯।১০ মূল্য ৩০৲

(৮)

৪৩৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৭।৩
ডিঃ কাশিমবাজারের রাজ ওয়ার্ড ষ্টেটের ম্যানেজার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম এ, এম-এল সি সাং কাশিমবাজার
দেঃ অক্রুরচন্দ্র প্রামাণিক সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর
কোতয়ালী থানায় মৌজা গোয়াড়ী ১ন ওয়ার্ডের ১১২০নং হোল্ডিং পোলাপটী রাস্তার ২০৩০ একর জমী মায় তদুপরিস্থিত ৬ কুঠারী পাকা দ্বিতল ইমারত মূল্য ১০০৲

(৯)

৪৪১ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৪৬৷৵৯
ডিঃ ঐ
দেঃ পরেশ মণ্ডল দিং সাং ঘোলগাছি পোঃ কৃষ্ণনগর
কৃষ্ণনগর থানায় ঘোলগাছি গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৮ খতিয়ান ৪৫-২ একর জমী জমা ৭৩।০ মূল্য আঃ ৭৫৲

(১০)

৪৫৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৩৯৷৵৯
ডিঃ রজনীকান্ত দত্ত সাং বারুইহুদা
দেঃ শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী সাং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর
কোতয়ালী থানার সামীল ৯২ কৃষ্ণনগর মৌজার জয়দুর্গা দাসী দিং অধীনে ৫৩৩৷১ খতিয়ানভুক্ত ৮১ শতক জমীর বার্ষিক জমা ২০৸৵০ মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারতাদি মূল্য আঃ ২০০

(১১)

১৪৯০ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৪৷৵০
ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ
দেঃ ভগীরথ ঘোষ সাং উসিদপুর পোঃ কৃষ্ণনগর
কৃষ্ণনগর থানায় ৫৮নং উসিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৬৫২ খতিয়ানে ৮২ শতক জমী মূল্য আঃ ৪৲

(১২)

১৪৯১ খাংজারী ৩১ দাবী ২২৸/৩
ডিঃ ঐ দেঃ ঐ
কৃষ্ণনগর থানায় ৫৮নং উসিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬০ খতিয়ানে ১ ৪০ জমী বার্ষিক জমা ১৲ মূল্য আঃ ৬৲

(১৩)

১৫৮১ খাংজারী ৩১ দাবী ১৩৷৯
ডিঃ ঐ
দেঃ বিনোদবিহারী দাস দিং সাং কৃষ্ণনগর চকেরপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর
কৃষ্ণনগর থানায় মৌজে ৯নং কৃষ্ণনগর মধ্যে ২১৫৫ খতিয়ানে ১১ শতক জমীর বাকীপড়া জমা ১৵৯ মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

১৫৮২ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৷৵৯
ডিঃ ঐ
দেঃ সুরেন্দ্র দফাদার সাং পোঃ কৃষ্ণনগর
কোতয়ালী থানায় মৌজা ৯নং কৃষ্ণনগর মধ্যে ২৬৩৫ খতিয়ানে ০৯ শতক জমী জমা ।৵০ মূল্য আঃ ৫৲

(১৫)

১৬৮০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৪৵০
ডিঃ সতীশচন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর
দেঃ সেকেন্দর মণ্ডল দিং সাং জামালপুর পোঃ কালীগঞ্জ
কালীগঞ্জ থানায় ৩নং জামালপুর গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৫১৪ খতিয়ানে ও অধীন খতিয়ান ৫১৩ মধ্যে ৬-৮২ জমী জমা ২৪০।০ মূল্য আঃ ৭৫৲

(১৬)

১৬৮১ খাংজারী ৩১ দাবী ৮২৷৯
ডিঃ ঐ
দেঃ সেকেন্দর মণ্ডল দিং সাং জামালপুর ডাকনাম মুন্সীপুর পোঃ কালীগঞ্জ
কালীগঞ্জ থানায় ৩১নং জামালপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৪ ১৫ একর জমী রায়তি স্থিতিবান জমা ১৩৷৩ মূল্য আঃ ৪০

(১৭)

১৮১৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৬৷৵৯
ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারী
দেঃ যামিনীমোহন চক্রবর্ত্তী দিং সাং মাটীয়ারী পোঃ কালীগঞ্জ
কালীগঞ্জ থানায় চান্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৬৯ নং খতিয়ানে ৮-৮৮ একর জমীর রায়তী জমা ১৭৸০ মূল্য ২৫৲

(১৮)

১৯২৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭০২৷৵৯
ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ কর সাং মহাপদ
দেঃ কানাই লাল সিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া
কৃষ্ণনগর থানায় গোয়াড়ী গোবিন্দপুর সড়ক গ্রামে মহারাজা ক্ষৌশচন্দ্র রায় বাহাদুরের অধীন ৮১০ খতিয়ানে ৩৯ শতক জমীর ১০৵৪ জমা মায় আকরমাশুলাদি মূল্য আঃ ২০০৲

(১৯)

১৯৩৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৪।৩
ডিঃ পাচুমতি দাসী দিং সাং পলাশী
দেঃ আয় মাদার সেখ সাং পলাশী পোঃ পলাশী
কালীগঞ্জ থানায় পলাশী গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ২৪ নং খতিয়ানে ৪-১৬ জমীর জমা ৬৸১০ মূল্য আঃ ২৬৲

(২০)

১৯৯০ খাংজারী ৩১ দাবী ৩০।৵৩
ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী
দেঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ দিং সাং রাধানগর পোঃ কৃষ্ণনগর
কৃষ্ণনগর থানায় রাধানগর গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৮৯ খতিয়ানে ১৮শঃ জমী মৌরসী জমা ৲ মূল্য আঃ ২০৲

(২১)

২০৯০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৸৯
ডিঃ বলজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ
দেঃ নসিম গোপ দিং সাং প্রতাপনগর পোঃ নবদ্বীপ
নবদ্বীপ থানায় রুদ্রপাড়া গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৩৪৯।৩৫ ও ৬৭৩, ৩৪৯।৩৮ খতিয়ানে ৪-০৭ জমী মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

২০১৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৬৸/৯
ডিঃ তারাপদ সরকার দিং মোঃ গোয়াড়ী
দেঃ জিন্নত বিবি দিং সাং হরনগর পোঃ কৃষ্ণনগর
কৃষ্ণনগর থানায় গোবরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ১২ খতিয়ানে ২-৮৯ জমী বাকীপড়া জমা ৯৷৵ ৬ মূল্য আঃ ২০৲

(২৩)

২০৮২ খাংজারী ৩১ দাবী ১৩৵০
ডিঃ রামকেশু বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারী
দেঃ হরেন্দ্রমণ্ডল সাং মাটীয়ারী পোঃ কালিগঞ্জ
কালিগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১০০৭ নং খতিয়ানে ৬৩ শতক জমীর জমা বিঘা প্রতি ১১/১০ মূল্য আঃ ৫

(২৪)

২০৮৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৭।৩
ডিঃ ঐ
কালিগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১০১০ খতিয়ানে ৯ শতক জমীর জমা আঃ ৫৲

(২৫)

২০৮৪ খাংজারী ৩১ দাবী ২৯১/৩
ডিঃ অমিয়পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ
দেঃ তকেল তরফদার দিং সাং জালালখালি পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় জালালখালি গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ১০৫ নং খতিয়ানে ১৮-৮৮ জমীর মূল্য আঃ ৫০৲

(২৬)

২১১৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২২৯।৵০

ডিঃ মন্মথপালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ দীনু সরদার সাং গোয়ালপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৬০ নং খতিয়ানে ২২-৩৮ জমী জমা ৪৮॥৴১০ মূল্য আঃ ৫০৲

(২৭)

২১১৪ খাংজারী ৩১ দাবী ২২২৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ হেমন্ত দাসী দিং সাং গোয়ালপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬নং খতিয়ানে ১৪-২৮ জমীর জমা ৩৩৵১॥০ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৮)

২১৬৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭৬।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হাজারী সর্দ্দার দিং সাং গোয়ালপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৪ নং খতিয়ানে ২০-২৩ জমীর জমা ৪৯॥৶১৮ মূল্য আঃ ৫০৲

(২৯)

২১৬৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬১।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ যোগেশ সাঁওরা সাং গোয়ালপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৪ নং খতিয়ানে ১৫-৪৯ জমী জমা ৩২৮৴১ মূল্য আঃ ৪০৲

(৩০)

২২০২ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৭॥৴৯

ডিঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং সাং বেলপুখুরিয়া

দেঃ উপেন সেখ দিং সাং বেলপুকুর পোঃ বেলপুকুর

কৃষ্ণনগর থানায় সোণডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩১৯ খতিয়ানে -৩৬ শতক জমীর মূল্য আঃ ১০৲

(৩১)

২২১৪ খাংজারি ৩১ দাবী ৪৭॥৴৯

ডিঃ বিনোদ মালা দেবী সাং কৃষ্ণনগর নেদিয়ারপাড়া

দেঃ মহম্মদ মণ্ডল দিং সাং সোনডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সোনডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৫ খতিয়ানে ২-২৭ ও ১২০৮ নং খতিয়ান ভুক্ত ১-২৪ জমীর জমা ১১৸৴০ মূল্য আঃ ৩০৲

(৩২)

২২২১ খাংজারি ৩১ দাবী ৫৩।৶৯

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্ন্যাল দিং সাং কুলগাছি

দেঃ ক্ষেত্রমণি দেবী দিং সাং কালীগঞ্জ পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ১৮নং কালীগঞ্জ মৌজে ডিক্রীদার অধিন ৯৫ খতিয়ানে ২-৮২ জমী জমা ৮৲ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৩)

২২২২ খাংজারি ৩১ দাবী ১৫৫৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্যামাসুন্দরী দেবী সাং কালিগঞ্জ পোঃ কালিগঞ্জ

কালিগঞ্জ থানায় ১৮নং কালিগঞ্জ মৌঃ ডিক্রিদার দিং অধীন ১০০৯ ও ১০১০ খতিয়ানে ৭-৯২ জমীর জমা ২৩৸৶১০ মূল্য আঃ ৪০৲

(৩৪)

২২৪৮ খাংজারি ৩১ দাবী ১৫৩৩।৴০

ডিঃ দাসী সুন্দরী দাসী ওরফে দাসীময়ী দাসী সাং কুমারী

দেঃ সৈয়দ আসরফ আলি সাং ঝাউদিয়া ওরফে মতি মিয়া দিং পোঃ কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া থানায় ঝাউদিয়া গ্রামে ডিক্রিদার ঐ অধীন ১০নং খতিয়ানভুক্ত ও মাজপাড়া গ্রামে ২২নং খতিয়ানভুক্ত রঃ ৵ ৪।২৸ অংশের দর মৌরশী জমা ২৭৯৲ মূল্য ৩২৫৲

(৩৫)

২২৬১ খাংজারি ৩১ দাবী ৬৯॥৶০

ডিঃ রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশীয়াডাঙ্গা

দেঃ কালি ঘোষ দিং সাং নপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

কোতয়ালী থানায় ছয়ঘরিয়া গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২২ খতিয়ানে ৩-৩৫ জমীর ১৮০ এ ধারা মতে জমা ১০৵৫ মূল্য আঃ ৩০৲

(৩৬)

২৩১৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৩৵০

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ নুরজান বিবি দিং সাং নলদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় নলদহ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৯০—৫৯৫ খতিয়ানে ৬-৭৩ জমীর জমা ১৭॥০ মূল্য ২৫৲

(৩৭)

২৩২০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৬২৴৩

ডিঃ শ্রীবাসচন্দ্র দত্ত সাং বজরাপুর

দেঃ জয়দুর্গা দাসী দিং সাং কাঁটালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কোতয়ালী থানায় ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজে রাখাল দাস সিংহ দিং অধীন ৫৩৩৩।১ খতিয়ানে -৮১ শতক জমীর জমা ২০৸৵০ মায় তদুপরিস্থিত দেনদারগণের এজমালি পাকা ইমারত ও সাজসরঞ্জাম ও তলকর জমি মূল্য আঃ ১০০০৲

২। নদীয়া কালেক্টরীর ৩১৫৯ নং তৌজীভুক্ত মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর থানায় মিঃ এম্. পাল চৌধুরী দিং অধিন ১৯৫নং খতিয়ানে এবং চাপড়ায় ১৫ নং খতিয়ানে শালিয়ানা ৭১০॥১০ ছেপত্তনি জমার ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩৮)

২৩৫৪ খাংজারি ৩১ দাবী ৬২॥৴৯

ডিঃ সরলাবালা দাসী হাল সাং গোয়াড়ী ছুতারপাড়া

দেঃ পঞ্চানন যোগ সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় ৯৪ নং গোবিন্দসড়ক মৌজে ডিক্রিদারগণ অধীন ৭০৩ খতিয়ানে -১৪ শতক জমীর জমা ১০॥৵৩ মূল্য ২০৲

(৩৯)

২৩৬০ খাংজারী ৩১ দাবী ১১৩৶৯

ডিঃ রণজিৎপাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ সূর্য্যকান্ত ঘোষ দিং সাং হরিশপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় সুবর্ণবিহার গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৫৩ খতিয়ানে ১১-৩৪ জমীর জমা ২৫।৴ মূল্য ২৫৲

(৪০)

২৪০৮ দেংজারী ৩০ দাবী ৬৪॥৶১৫

ডিঃ জীতেচন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা

দেঃ ইসাতন বিবি দিং সাং সিংহাটী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় সিংহাটী গ্রামে ৪৭৮ নং খতিয়ানে ডিক্রীদারগণের অধীনে ২৵ জমা ৮০ শতক জমি ৶১০ অংশের মূল্য আঃ ১৫৲

(৪১)

১৩৩১ দেংজারি ৩১ দাবি ১৫২৭৵৫

ডিঃ শ্রীমতী যোগমোহিনী দাসী সাং চাঁদপুর

দেঃ শুভানী মণ্ডল দিং সাং এলামনগর থানা লওদা

তেহট্ট থানায় মৌজে চাঁদপুরের দক্ষিণদর ১১৫নং জেলা মুর্শিদাবাদ কালেক্টরীর ২২১ নং তোজির মহাল পরগণে পাটীয়াবাড়ী খতিয়ান নং ১৯ জমিদার মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেড অধিনে শালিয়ানা ৯৩৸৶ টাকার জমা ১৩ ১১ একর জমির মূল্য আঃ ২০০৲

(৪২)

১৫১৬ দেংজারি ৩১ দাবি ৪০৭৸১৫

ডিঃ রাইপুর গ্রাম্য যৌথ ব্যঙ্ক সাং রাইপুর

দেঃ সত্যকিঙ্কর দাস বৈরাগ্য দিং সাং রাইপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালিগঞ্জ থানার অধিন জালালপুর মৌজায় ৫০১ ও ৫০২ খতিয়ানভুক্ত মোট ৫-৬৩ একর জমির বার্ষিক মৌরশী জমা ১৭৶১০ জমিদার বাবু সতীশচন্দ্র রায়দিগের সেরেস্তায় মূল্য ১০০৲

(৪৩)

১৮০৪ দেংজারী ৩১ দাবি ২৭১॥০

ডিঃ অবনীতোষ সরকার দিং সাং ধেনাসী

দেঃ সিদ্ধেশ্বর সাওরা দিং সাং সাতকুলিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণনগর থানার সাতকুলিয়াপাড়া ধেনাসী গ্রামে হরি সাতরার আম্র বাগিচার পশ্চিমে ১৴০ বিঘা চারুশীলা দাসীর মুচিপাড়ার আম্র বাগানের দক্ষিণে ২৴৷ বিঘা এবং মৌজা সাতকুলিয়া গ্রামে শ্রীরাম সাতবার জমির উত্তরে ২॥০ কাঠা মোট ৫॥০ বিঘা নিষ্কর জমির মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৪)

১৮৭১ দেংজারি ৩১ দাবী ৫৫৩॥১০

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সেন সাং মাটীয়ারী

দেঃ হরি সর্দ্দার সাং ভোলাডাঙ্গা পোঃ গাংনী

গাংনী থানার অধীন ৭২ নং মৌজে ভোলাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে সেঃ ১৬১ নং খতিয়ানভুক্ত ৩-২৭ একর জমির জমা ৯৸৵৬ টাকা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৫)

১৮৮৪ দেংজারী ৩১ দাবী ৫৮০।৴১৫

ডিঃ ঐ

দেঃ ছৈয়দালী সর্দ্দার দিং সাং ভোলাডাঙ্গা পোঃ গাংনী

গাংনী থানার ৭২নং মৌজা ভোলাডাঙ্গা মৌজায় ডিক্রীদার অধীনে সেঃ ৫৪ নং খতিয়ানভুক্ত ৩,০৪ একর জমির জমা ৯৵৯ পাই মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৬)

১৯১৫ দেংজারি ৩১ দাবী ৩০৪৲১৫

ডিঃ সুরেন্দ্রকুমার বসু সাং গোয়াড়ী

দেঃ বড় রসিক দাস মুচি দিং সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় ঘূর্ণী মুচিপাড়া গ্রাম মধ্যে শ্রীক্ষেত্রনাথ গাঙ্গুলীর সেরেস্তায় হাল বৃদ্ধি সমেত ১।৴১০ টাকা জমা ॥০ দশ কাঠা জমি ও তদুপরিস্থিত গৃহাদি এবং ১৯৫নং মৌজে কৃষ্ণনগরের ৫২ ও ৫৩নং খতিয়ানে ১৫ শতক জমি ও তদুপরিস্থিত বৃক্ষাদির মূল্য আঃ ১২৫৲

(৪৭)

২০০০ দেংজারী ৩১ দাবি ৫৪৬॥৴০

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিঃ সাং ঘূর্ণী

দেঃ এব্রাহিম মোল্লা দিং সাং জয়পুর পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালী থানার ৫৯ নং মৌজা জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদারদিগের অধীনে সেঃ ৬৪.

৩১৪, ৮২৪ ও ৪২০৪ নং খতিয়ানে ৮-৯৯ একর জমির জমা ৩৬৷৷১৮৷৷

(৪৮)

২১০৬ দেংজারী ৩১ দাবী ২৮৩৵০

ডিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস সাং জাবা

দেঃ অশ্বিনী কুমার ঘোষ দস্তুরী দিং সাং হুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

কৃষ্ণনগর থানার ৯৯নং মৌজা নলদহ গ্রামে জমিদার বাবু সরোজরঞ্জন সিংহ দিগের অধীনে সেঃ ১১২১ ও ১০৯৭ খতিয়ানে মোট ৮-৪৭ জমির মুল্য আঃ ৫০৲

১১২১ খতিয়ানের জমির মকররী জমা ৮৸

(৪৯)

২১২১ দেংজারী ৩১ দাবী ১৪৯৵১০

ডিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক

দেঃ সৃষ্টিধর ঘোষ সাং গদখালী পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানার অধীনে মৌজা গদখালী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৬৮ ১৬৯ ও ১৭০নং খতিয়ানে ৩৮-০৮ জমির রাঃতি স্থিতিবান জমা ১৪৭৷৵০ মূল্য আঃ ১২০৲

(৫০)

২১২২ দেংজারী ৩১ দাবী ১৭৯২৷৷৵৫

ডিঃ পঞ্চানন মিত্র সাং ফুলবাড়ী

দেঃ সুনাসীনী দাসী ওরফে পঞ্চাননী দাসী সাং ফুলবাড়ী পোঃ চুয়াডাঙ্গা

থানা চুয়াডাঙ্গার অধীন মৌজে ফুল বাড়িয়া গ্রামে সেঃ ২৮৭ হইতে ২৯৩, ২৯৫ হইতে ৩১৯, ৩২১ হইতে ৩৩২, ৪১৭, হইতে ৪১৯, ৪২১, হইতে ৪২৮, এবং ৪৩০ হইতে ৪৩৬ খতিয়ানে মোট ৮২ একর ৯ শতক জমির মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট চিরস্থায়ী কায়েমী মৌরশী মকররী জমা ১৩০৷৵০

(৫১)

২১৯১ দেংজারী ৩১, দাবী ১৫৬৭৷৵০৫

ডিঃ কুমারখালী ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ ননীগোপাল দাস দিং সাং কৃষ্ণনগর নাজিরেপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় ৯২নং মৌজা কৃষ্ণনগর নাজিরেপাড়ায় জমিদার যুগলকিশোর রায়ের সেরেস্তায় ৩১৮৪নং খতিয়ানে ০৫ জমীর জমা ৷৷৵৭ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত ইটের প্রাচীরাদি সমেত আঃ ১৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে জমিদার রাখালদাস সিংহের অধীনে ৩০৬৬ খতিয়ানে ৩৬ শতক জমির জমা ১০৲ মায় বৃক্ষাদি ৷৷০ অংশের মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে জমিদার রণজীৎপালের অধীনে ৩১৮২নং খতিয়ানে ও তদধীন ৩১৮৩ ও ৩১৯২ খতিয়ানে মোট ১-৬৭ জমীর জমা ৭২, দেন্দারের ৷৷০ অংশ; ৩১৮১নং খতিয়ানে ৫৯ শতক জমিতে দেন্দারের ষোল আনা অংশ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১১০৲

(৪) ঐ থানার ঐ মৌজে যুগলকিশোর রায়ের অধীন ৩১৮৩ নং খতিয়ানে ০৬ শতক শালিয়ানা খাজনা ৸৯ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৩০৲

(৫) ঐ থানার ঐ মৌজে ৩২৯৭ ও ৩২৯৮ নং খতিয়ানে মোট ৩০ শতক জমির জমা ২৵০ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৪০৲

(৬) ঐ থানার ঐ মৌজে সেঃ ৪০৬৪ খতিয়ানভুক্ত ২৩ শতক জমির দরমৌরশী জমা ২৷৷ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৭৫৲

৭) ঐ থানার ঐ মৌজে ৪০৯৪ খতিয়ানে ৯২ শতক জমির জমা ৬৸ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত ৩০ ঝাড় বাঁশ আঃ ৮৫৲

(৮) ঐ থানার ঐ মৌজে ৪০৬৭৷১ নং খতিয়ানের অধীন ১ একর জমির চিরস্থায়ী মকররী জমা ১৫৲ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত ৬০ ঝাড় বাঁশ আঃ ১৫০৲

(৫২)

২১৯২ দেংজারী ৩১ দাবী ১৪১৯৵৫

ডিঃ যশোহর সোন কোম্পানী লিমিটেড যশোহর

দেঃ অবনীভূষণ দত্ত দিং সাং পোঃ রাণাঘাট

রাণাঘাট টাউনের মধ্যে মিডল রোডস্থিত ৷৷৩ কাঠা জমির কায়েমী জমা রাণাঘাট পালচৌধুরীদের অধীনে ২৷৷৵৯ তদুপরিস্থিত ইমারত ৪ খুপরী প্রভৃতি সমেত মূল্য আঃ ১০০০৲

(৫৩)

২৩২৭ দেংজারী ৩১ দাবী ২১২৷৷০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র মোদক সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর

দেঃ পাঁচাই মণ্ডল দিং সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানার সামিল ৩৯ নং মৌজা কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে জমিদার মন্মথ পালচৌধুরী অধীন ৩৫৩ খতিয়ানভুক্ত ১২-৪৫ জমির জমা মায় সেস ৩৮৷৵০ উহাতে দেন্দারের ৷৷৵০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১৫০৲

(৫৪)

২৩৩৯ দেংজারী ৩১ দাবী ২১৯৷৷৵

ডিঃ নিস্তারিণী বিবি সাং পাঁচবেড়িয়া

দেঃ সাধুলাল দফাদার সাং পাঁচবেড়িয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কোতোয়ালী থানার অধীন পাঁচবেড়িয়া গ্রামে নদীয়ার রাজসরকারে ৮৪৬ খতিয়ানভুক্ত ৮০ কাঠা জমির মোকররী মৌরশী জমা ১৸০ মূল্যমায় তদুপরিস্থিত ইটের দেওয়াল খড়ুয়া ঘর ইত্যাদি আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ জমিদারের অধীনে ৭৩৫ নং খতিয়ানভুক্ত ৷৷০ কাঠা জমির মৌরশী জমা ৷৵১০ মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৫)

১৪৭৭ দেংজারী ৩১ দাবী ১৫৮৬ ৮৵৫

ডিঃ আমির আলি মণ্ডল দিং সাং মন্দির দীপচন্দ্রপুর

দেঃ সুরত মল্লিক সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। চাপড়া থানার ৩১নং পীতাম্বরপুর মৌজায় জয়তর্গাদাসী দিং অধীনে ১৪ নং খতিয়ানভুক্ত ৪৭ ৯০ একর জমির রাঃতি স্থিতিবান জমা ৪২৸৵০, ৯ নং খতিয়ানে ২৭-৯৪ একর জমির জমা ৫০৸৵০ ১২নং খতিয়ানে ৬-৫০ একর জমির জমা ৫৸৵ ২৩৯নং খতিয়ানে ৪-১২ একর জমির জমা ১০৷৵৫; এই সকল জমির এক সপ্তমাংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২০০৲

(৫৬)

২২৭০ দেংজারী ৩১ দাবী ১২৪০৲

ডিঃ কৃষ্ণচন্দ্র সাহা সাং চুয়াডাঙ্গা

দেঃ গোকুলচন্দ্র সাহা সাং ও পোঃ চুয়াডাঙ্গা

১। চুয়াডাঙ্গা থানায় চুয়াডাঙ্গা গ্রামে মুন্সী সামছুদ্দিন আহাম্মদ জোয়াদ্দার দিগের অধীনে সেঃ ৭৯৩ নং খতিয়ানে ৷৷০ কাঠা জমির জমা ১৵ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১০০

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীনে সেঃ ১৮০৫ নং খতিয়ানে ৷৷০ কাঠা জমির জমা ৵৮ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি আঃ ৫০০৲

(৫৭)

৩৬৮ মনিজারী ৩১ দাবী ৮০৭৷৵৩

ডিঃ হাজিওসমান গনি সাং ১নং চন্দ্রমাধব রোড, ভবানীপুর কলিকাতা

দেঃ দেবনন্দন মুখোপাধ্যায় মোঃ ৪৮নং মনোহর পুকুররোড ভবানীপুর কলিকাতা

কালীগঞ্জ থানায় নদীয়া কালেক্টরীর ৪৩১ নং তৌজি মহাল পরগণা পলাসী ও মুর্শিদাবাদ কালেক্টরীর ২০৮৷৩১৮ নং তৌজি মহাল কাশুনগর ডিহি মঙ্গলপাড়া ও আকনাথপুর ওগয়রহ যাহার বার্ষিক ৫১৩৮২৷৷৵৬ পত্তনী জমা কাশিমবাজার মহারাজকে দিতে হয়। উক্ত পত্তনি সত্বের মূল্য আঃ ৫০০৲

(৫৮

৪৪৩ মনিজারী ৩১ দাবী ২২০৵৵

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত একজিকিউটার সাং দেবগ্রাম

দেঃ রাধাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী হাল সাং ও পোঃ কাঁদরা জেলা বর্দ্ধমান

১ কালীগঞ্জ থানার অধীন ৬০ নং মৌজা দেবগ্রামে ১০৫২ নং খতিয়ানে ২৩ শতক নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমির মূল্য ১৮৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ১০৫৩ নং খতিয়ানে ০৮ শতক নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির মূল্য আঃ ৫৲

(৫৯)

১৭৪৪ মনিজারী ৩১ দাবী ৮২৮৵৩

ডিঃ জগৎরাম মণ্ডল সাং মাটীয়ারী

দেঃ বিনোদিনী দাসী সাং মাটীয়ারী পোঃ কালিগঞ্জ

১। কালীগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে জমিদার রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধিনে ২৮৯ নং খতিয়ানে ০৭ জমির জমা ১৸১১ হারাহারি মতে দেন্দারের ৷৷০ আনা খাজনা দিতে হয়। মূল্যআঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ১১২ নং খতিয়ানে ০২ শঃ জমির দেন্দারের হারাহারিমতে ৷৵৩ খাজনা দিতে হয়, মূল্য আঃ ১৫৲

(৬০)

১৭৫৮ মনিজারী ৩১ দাবী ২৭৷৵৬

ডিঃ শ্রীমতী প্রভাতকুমারী দাসী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ বিভূতিভূষণ কর্ম্মকার সাং ঘূর্ণী হাজারীবেড় পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় ৯২ নং মৌজে কৃষ্ণনগর চৌরাস্তায় ডিক্রীদারের অধীনে ২৯৯ নং খতিয়ানভুক্ত ০৭ শতক জমির খাজনা ৷৷০ মূল্য আঃ ১০৲

(৬১)

২০৫৯ মনিজারী ৩১ দাবী ১৩৮৪৵

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ ভড় সাং ৫৭৷৷৮ নং মনোহর দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ শ্রীমতী জ্ঞানদা সুন্দরী দাসী দিং সাং ও পোঃ রাণাঘাট

১। রাণাঘাট থানায় সেঃ ১৫৫ নং মৌজা রাণাঘাট গ্রামে শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সেরেস্তায় ৮৮০ নং খতিয়ানে ০২ শতক জমির চান্দিনা চিরস্থায়ী জমা ৷৷০, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত দোকানঘর আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে রবীন্দ্রনাথ পালচৌধুরীর অধীনে ৭১৭ নং খতিয়ানে ০৩ শতক জমির জমা ১৲ তদুপরিস্থিত দালান সমেত মূল্য আঃ ২০০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে শ্রীশচন্দ্র নন্দী রায় বাহাদুরের অধীনে ২০৯৪ নং খতিয়ানে ১ ০৫ একর জমির জমা ৮৵০ তদুপরিস্থিত কোঠাবাড়ী সমেত মূল্য আঃ ১২০৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীনে ১৮৬৫নং খতিয়ানে ০৯ শতক জমীর জমা ৩৷৷৵২; তদুপরিস্থিত দালানসহ মূল্য আঃ ১৫০৲

(৬২)

২০৮৭ মনিজারী ৩১ দাবী ৩৯৷৷৵৩

ডিঃ শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য সাং সুবর্ণবিহার দেঃ অয়হদ্দি মণ্ডল সাং তিওরখালি পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা নবদ্বীপের অধীন ১৫নং মৌজা তিওরখালী গ্রামের জমিদার মন্মথ পাল চৌধুরী দিগর অধীন ২১১নং খতিয়ানে ৩৭শতক জমির জমা ৩৵১ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২৫৲

(৬৩)

২০৮৮ মনিজারী ৩১ দাবী ১০০৷৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ জোবান সেখ সাং তিওরখালী পোঃ স্বরূপগঞ্জ

১। থানা নবদ্বীপের অধীন ১৫নং তিওরখালী মৌজায় জমিদার রনজিৎপাল চৌধুরীর অধীনে ১৪৫নং খতিয়ানে ৩·৩৩ একর জমির জমা ৫৸৩ দেন্দারের একপঞ্চমাংশ মূল্য ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীন সেঃ ২৬৫নং খতিয়ানে ৮·৮০ একর জমির জমা ১৮/০ দেন্দারের একপঞ্চমাংশ মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় দীং অধীনে ৩৯৪নং খতিয়ানে ১·৩৯ একর জমির জমা ১২৲ দেন্দারের একপঞ্চমাংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৬৪)

২০৮৯ মনিজারী ৩১ দাবী ৪৪৷৵

ডিঃ ঐ

দেঃ মতরেজ সেখ সাং তিওরখালী পোঃ স্বরূপগঞ্জ

১। নবদ্বীপ থানায় ১৫ নং তিওরখালী গ্রামে জমিদার মন্মথ নাথ পালচৌধুরী দিং অধীনে ২৪নং খতিয়ানে ·১৯ শতক জমির জমা ১৸৵২ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে তাইজদ্দিন সেখ অধীনে ১৬৬ নং খতিয়ানে ·৭ শতক জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(৬৫)

২১৫৬ মনিজারী ৩১ দাবী ৮৫৸৩

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং নওপাড়া

দেঃ মোক্তার মণ্ডল নাং সোনাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণনগর থানায় ১০০ নং মৌজা চরমহৎপুর মধ্যে সোনাতলা চরের পাড়ায় জমিদার মন্মথ পালচৌধুরী অধীনে ৮৷৷১৷৷ বিঘা জমির বার্ষিক জমা ২৪৷৷৵·০ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে রামগোপাল পুর চরে ঐ অধীনে ৪৸৩ বিঘা জমির জমা ১৪/১০ মূল্য আঃ ১৫৲

(৬৬)

১৫৩১ মনিজারী ৩১ দাবী ৬২৷৷৵৩

ডিঃ শ্রীপতি সরকার সাং মীড়া

দেঃ হরেন্দ্র পারুই দিং সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার ২৮নং গোবিন্দপুর মৌজায় জমিদার শ্রীবাস বিহারী মণ্ডল দিং অধীনে ২৪ নং খতিয়ানে ,৬·৮৪ একর জমির জমা ৯৷৷৵ মূল্য আঃ ৩০৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

২২১ মনিজারী ৩১ দাবী ৭৯৵০

ডিঃ নকু মণ্ডল সাং দক্ষিণপাড়া

দেঃ আব্দুল মজিদ বিশ্বাস সাং দক্ষিণপাড়া পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালি থানায় ৩৮নং দক্ষিণপাড়া মৌজে কানাক্ষ্যা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীনে ৮৬ ও তদধীন ৮৭—৯২ খতিয়ান ৫ ৮৮ একর জমির খাজনা ৭৲ ঐ জমার বরাত ৩৬নং ফুলবাড়িয়া মৌজায় ৩৮নং খতিয়ানে ১·৫ শতক জমি সেনদারের ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ·৫৲

(২)

৪১৪ মণিজারি ৩১ দাবি ৫২।০

ডিঃ দামোদর চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ সুরেন্দ্র বিশ্বাস দিং মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানার সামিল ৭২নং মৌজা মহিষপুর গ্রামে অপূর্বকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের অধীন ২৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত ও তদধীন ২৭৯—২৮৯ খতিয়ান মোট ২৮ ৮৬ জমির বার্ষিক রাইয়তি মকররি জমা ১৬৷৵৬ পাই সেনদারের ২৪ পাই অংশ মূঃ ৪৫৲

(৩)

৬৭৪ মণিজারি ৩১ দাবি ১৭৪৵০

ডিঃ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং বড় মুড়াগাছা

দেঃ রায় সুখময় চৌধুরী বাহাদুর সি, আই, ই সাং ও পোঃ শ্রীহট্ট

১। হাঁসখালি থানায় ৬৬নং সাহাপুর মৌজায় আশুতোষ খাঁর অধীন ৫১৫ খতিয়ানে ও তদধীনে ৫১৬—৫২৯ খতিয়ানে মোট ১৩·৪৫ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ পাই অংশ মূঃ আঃ ১০৲

২। ঐ জেলায় ৫৫নং মুড়াগাছা মৌজে ক্ষেত্রমোহন ঘোষ দিং অধীনে ৬১১ ও তদধীন ৬১২—৬১৪ খতিয়ানে ৯ ৮২ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীনে ৬২৩—৬২৫ খতিয়ানে ৭·৫৬ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ৮৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীনে ৬৩১ ও তদধীন খতিয়ানে ২৯·৮১ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ৩০৲

৫। ঐ থানায় ৫৭নং হলদীপাড়া মৌজায় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিং অধীন ২৫২ ও তদধীন খতিয়ানে ২১·২৮ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ৭৲

৬। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীনে ২৩৬ খতিয়ানভুক্ত ২১·১০ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমীর ⁄৪ পাই অংশ মূঃ আঃ ১০

৭। ঐ থানায় ৫৫নং মুড়াগাছা মৌজায় রাজা হৃষিকেশ লাহার অধীন ১৮৪ নং খতিয়ানে ৩ ৮৯ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ৫৲

৮। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীন ১৯০নং খতিয়ানে ৩·৩৫ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ৫৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ অধীন ১৯৪নং খতিয়ানে ৩ ৪৭ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ১০৲

ঐ থানায় ৫৬ নং হলদীপাড়া মৌজে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অধীন ২৬৯।১ ও ২৭০ খতিয়ানে ১·০৭ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূল্য ৫৲

১১। ঐ থানায় ৬৯ নং বগুলা মৌঃ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধীন ২৫৬। ২৫৭ নং খতিয়ানে ৩·৩৪ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির মূল্য আঃ ২০৲

১২। ঐ থানার ৫৮ নং চাতীশালা মৌজায় ৩২৩ নং খতিয়ানভুক্ত ২·৭১ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূল্য ২২৲

১৩। ঐ থানায় ২৩৭ নং পায়রাডাঙ্গা মৌজে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং অধীনে ৪৪৫নং খতিয়ানে ১২·৪৮ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির মূল্য আঃ ১৫৲

(৪)

৬৭৭ মনিজারী ৩১ দাবি ২২৯৷৵০

ডিঃ শ্রীমন্মথ পালচৌধুরী

দেঃ সতীশ খ্রীষ্টান ৹দিং হাল সাং বানাবন্ধ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মণ মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে দেনদারের নামে ৫।০৮৵০ বিঘা ঘটবন্দী জমির জমা লালবিল নিরিখে ·।৵ ডেঃ লাল নিরিখ ১৸০ হিসাবে বার্ষিক ৭।৵·৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

৬৭৯ মনিজারী ৩১ দাবী ৩১৲

ডিঃ সরোজরঞ্জন পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ বরদারঞ্জন পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ২৭ নং খতিয়ানে পরগণে বাগোয়ান যাহার সদর জমা রাজস্ব ৯৫৫৸৵১১ মূল্য আঃ ৩৫৲ সেনদারের ·৭ = ৪ অংশ

(৬)

৬৮৫ মনিজারী ৩১ দাবী ১৩৩৸৵

ডিঃ ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু মোঃ কাছারী মধুপুর

দেঃ কপিল সেখ সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ৪৬ নং মধুপুর মৌজায় ডিক্রীদার অধীনে ৪৩ নং ও ৫৩ নং খতিয়ানে ১·৩৯ একর ঘটবন্দী জোতের জমা প্রতি বিঘা ১।০ আনঃ নিরিখে বার্ষিক ৫।২৷৷ মূল্য আঃ ১৫৲

(৭)

৬৮৮ মনিজারী ৩১ দাবী ৬২।/০

ডিঃ ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু মোঃ কাছারী মধুপুর

দেঃ ছলেমান বিশ্বাস সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ৪৬ নং মধুপুর মৌজায় ডিক্রীদার অধীনে ৫৩ নং খতিয়ানে ·৬৭ শঃ ঘটবন্দী জমির জমা বিঘাপ্রতি ১০ নিরিখে বার্ষিক ২৷৷১২৷৷ মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

৬৯২ মনিজারী ৩১ দাবী ১১৫৸০

ডিঃ গাজিসাহা ফকির সাং ডোমপুখুরিয়া

দেঃ কছরদ্দি মণ্ডল দিং সাং ডোমপুখুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার অধীন ডোমপুখুরিয়া গ্রামে শ্রীযুক্তা জগদুর্গাদাসী দিং অধীনে সেঃ ৮৫২ নং খতিয়ানে ৭ ৩২ একর রায়তি স্থিতিবান জমা ৯।৬ মূল্য আঃ ৫০৲

(৯)

৬৯৪ মনিজারী ৩১ দাবী ২৪৯।৵

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাং ঘূর্ণী

দেঃ তোরাপ আলি সেখ দিং সাং জয়পুর পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালী থানার অধীন জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীনে ১১৫৬,৬১৸ ১১৯৬ ও ৭১৩ নং খতিয়ানে ৩·৪১ একর জমির জমা ১১৸৭৷৷ মূল্য আঃ ৩০৲

(১০)

৬৯৫ মনিজারী ৩১ দাবী ২৫৪৷৷০

ডিঃ গিরিজা সুন্দরী দেবী সাং মৌরহাট

দেঃ কাদের মণ্ডল সাং ও পোঃ পায়রাডাঙ্গা

হাঁসখালি থানার ৩০ নং পায়রাডাঙ্গা গ্রামে ৮৮৬ নং খতিয়ানে ও তদধীন ২৮৭—৩১১ খতিয়ানে মোট ৫৩ ০২ একর জমির বার্ষিক জমা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং অধীনে ৫৯৷৵২ দেন্দারের ।/৬৷৷ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

৬৯৯ মনিজারী ৩১ দাবী ৫৩৫৵

ডিঃ বিষ্ণুপদ হালদার সাং কলিজা

দেঃ মহীন্দ্রনাথ প্রামাণিক দিং সাং পিপীড়াগাছি, পোঃ বাঙ্গালঝি

১। চাপড়া থানায় ৬১নং পিপীড়াগাছি মৌজায় গগন চন্দ্র বিশ্বাস দিং অধীনে ৩৪ নং খতিয়ানে ৬·০৯ একর রায়তি মোকররী জমা ২/৪ মূল্য আঃ ২৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীনে ২১১ নং খতিয়ানে ·১৭ শতক জমির মোকররী জমা ৬৫ ১নং দেন্দারের ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(১২)

৭০০ মনিজারী ৩১ দাবী ১০৬৵

ডিঃ ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং চাপড়া

দেঃ নলিন ঘোষ সাং মালমগাছা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার অধীন ৩৮ নং মৌজা মালমগাছা গ্রামে সরোজরঞ্জন সিংহ রায় দিগর অধীনে ৫নং খতিয়ানের অধীনে ১০৩ নং খতিয়ানভুক্ত মোট ২৮-৬২ শতক জমির রায়তি স্থিতিবান জমা ৪৮৲ দেন্দারের একষষ্ঠাংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩)

৬৭৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৪৶

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ কালী খ্রীষ্টান সাং লক্ষ্মীপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার লক্ষ্মীপুর মৌজে ডিক্রীদার সরকারে ১০/৩।৵ বিঘা কাত কলভার্সনমতে ১৪।/১০ টাকা জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৪)

৬৫৬ দেংজারী ৩১ দাবী ৯৮৩৸৵

ডিঃ মুরারী মোহন মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ দ্বারিক মল্লিক সাং মোটাধাওরা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার ৯৭ নং দোগাছিয়া মৌজে জমিদার কানাইলাল সিংহ রায় দিং অধীনে ১১৬-১১৯, ১নং ও ১২২৯ খতিয়ানে ১৮-০৭ একর জমির জমা ১৩।৶১০ মূল্য আঃ ২০০৲

(১৫)

১৫৭৪ খাংজারী ৩০ দাবী ৯৭৸০

ডিঃ প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার চেৎলাঙ্গিয়া ওয়ার্ড ষ্টেট সাং গোয়াড়ী

দেঃ দেদার ভুক্তি দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

হাসখালি থানায় দফরপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২২৯, ৮৬০ নং খতিয়ানে ৫-৭৬ একর জমির বার্ষিক জমা ১১।৶৫ মূল্য আঃ ৪০৲

(১৬)

১৭৭৬ খাংজারী ৩০ দাবী ১০৫।০

ডিঃ সৈয়দমহম্মদ আলি সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ এয়াকুব মণ্ডল সাং বেতনা পোঃ হাঁসখালী

কৃষ্ণনগর থানার বেতনা গ্রামে শ্রীনগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় দিং অধীনে ১০৫৬ নং খতিয়ানে ৭-২০ একর জমির জমা ১৬।০ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৭)

১৮৯৮ খাংজারী ৩০ দাবী ৪১৸৵৬

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ ষষ্টিচরণ পাড়ুই সাং গোভীপুর পোঃ নাকাশীপাড়া থানার গোভীপুর গ্রামে ১০৫ নং ও তদধিন ১০৬।১০৭ খতিয়ানে ১১-৩৭ একর জমির রায়তী স্থিতিবান্ জমা ১৮৵৯ ডিক্রিদারের সরকারে দেয়।

(১৮)

২১২৬ খাংজারী ৩০ দাবী ২৩৶৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ মোকাম কৃষ্ণনগর

দেঃ ছায়েম সেখ মোল্লা সাং বাদলাঙ্গী পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার বাদলাঙ্গী গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধিনে ১৪০নং খতিয়ানে ৭-৩০ ওটবন্দি জোত মূল্য আঃ ১৫৲

(১৯)

৩৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৫৯।৵

৮০২

ডিঃ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য ষ্টেটের রিসিভার ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী সাং গোয়াড়ী

দেঃ শ্রীমতী কৈলাস কামিনী দেবী দীং সাং কুড়ারীগাছি পোঃ দামুড় হুদা

চাপড়া থানার বেদবাড়িয়া মৌজায় মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেড দিং অধিনে ষোল আনা রকম দরপত্তনী সত্ব সমেত তদন্তর্গত জলকর বিল জিদা সালি আনা দরপত্তনী জমা ১৮০০৲ মূল্য ২৫০৲

(২০)

১৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭৸৵৬

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ বাছাই মল্লিক সাং পোঃ বেলপুকুর

নাকাশীপাড়া থানায় চেঙ্গা গ্রামে ডিক্রিদারের অধিনে ২৯ নং খতিয়ানে ১-০৬ একর ওটবন্দি জোত আঃ ২০৲

(২১)

২০৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬॥৵৩

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং পোঃ কৃষ্ণনগর কাঁঠালপোতা

দেঃ ভৈরব সেখ দিং সাং সোমপুখুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার সোমপুকুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৮৩ খতিয়ানে ৩-৫৭ একর জমী মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

৩০৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৫৸৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ প্রহ্লাদ সেখ সাং ভোলাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শালিগ্রামের মধ্যে ৬০৫ খতিয়ানে ১-৭০ একর উটবন্দি জোতের জমা বিঘা প্রতি লাল ১।০, খিচা ॥/১০ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৩)

৩৩৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৩।৶৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঁঠালপোতা

দেঃ দিনু সেখ সাং সোমপুকুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় সোমপুকুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৪৫ খতিয়ানে ৮-৬৬ একর জমী মূল্য আঃ ২০৲

(২৪)

৩৮৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৩৶০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ তাহার সেখ সাং ধনঞ্জয়পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ধনঞ্জয়পুর মৌজে ডিক্রীদারের অধীনে ১১০ ও ১১১ খতিয়ানে ৪ ১০ জমীর জমা ১৫৵৬ মূল্য ৫০৲

(২৫)

৪৪৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৩৸৵০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ আকবর সেখ দিং সাং ভোলাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ভোলাডাঙ্গা মৌজে ডিক্রীদার অধীনে ১৭ খতিয়ানে ৫-২০ একর জমীর মূল্য আঃ ৫০৲

(২৬)

৪৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৫৵০

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী সাং শ্রীরামপুর

দেঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র দে সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার অধীন ১৩নং মৌজা চরহাটরা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীনে ২৭৭ খতিয়ানে ৪৸৩ বিঘা জমীর জমা ৭।/১০ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৭)

৪৫৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪০৸৵৯

ডিঃ শ্রীসতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাংনাটু দহ

দেঃ এবাদৎ মণ্ডল দিং সাং দেদারদিয়ার পোতা, পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার মৌজে দক্ষিণ রাঙ্গিয়া পোতায় ডিক্রীদার অধীন ১৭ খতিয়ানে ২-৬৬ একর জমীর রায়তি স্থিতিবান জমা ৯।/৩ মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

৪৬৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৪/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রাখালচন্দ্র প্রামানিক দিং সাং সিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকরা মৌজে ২৯০নং খতিয়ানে ডিক্রীদার অধীনে ৪-৭৩ একর উটবন্দী জমির জমা ৯॥৵১৫ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৯)

৪৭৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪১॥০

ডিঃ ঐ

দেঃ আজগর সেখ দিং সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া শিকরা মৌজে ২৪৫নং খতিয়ানে ডিক্রীদার অধিনে ৫-৯৬ একর জোতের জমা ১২৶০ মূল্য আঃ ২৫৲

(৩০)

৪৭৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১৯৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আমিনদ্দি সেখ সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিকড়া মৌজে ৭১ নং খতিয়ানে ডিক্রীদার অধীনে ১-৫২ একর ওটবন্দী জোতের জমা ৩৴১৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৩১)

৪৭৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২১০৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ থিরু মালিতা সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকরা মৌজে ডিক্রীদার অধীনে ৪৪১ নং খতিয়ানে ০৬৩ শতক উটবন্দী জোতের জমা কনভারসনমতে ১।১৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৩২)

৪৭৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৫।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ রাখাল চন্দ্র প্রামাণিক দিং সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকরা মৌজে ডিক্রীদার অধীন ৪০২ নং খতিয়ানে ২-০৯ একর ওটবন্দী জোতের জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৩)

৪৯৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২০২৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নেছেরালি সেখ সাং ছোট আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ছোট আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় সেঃ ১২৩ নং খংভুক্ত ৩৫-৫৬ একর উটবন্দী জোতের জমা কনভারসনমতে ১০২৸৵৯ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৪)

৪৯৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪৫৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভূষণ সেখ দিং সাং ছোট আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ছোট আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে ৯৬ খতিয়ানে ৫০-৬৭ এঃ ওটবন্দী জোতের জমা কনভারসনমতে ১৪১৵০ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৫)

৪৯৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৫॥৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ আশু মণ্ডল সাং ছোট আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ছোট আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদারের অধীনে ৪৭নং খতিয়ানে ৩-৪০ একর ওটবন্দী জমীর জমা কনভারসনমতে ১১৸৶০ মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৬)

৪৯৯ মণিজারী ৩১ দাবী ২১০।৬

ডিঃ বিনোদমোহিনী দেবী সাং শিব-নিবাস

দেঃ ঘুটু ঘোষ সাং কৃষ্ণপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার মৌজে গড় চন্দননগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে ৯৯ নং খতিয়ানে ৭-৪৩ একর জমীর রায়তি মকরবী জমা ৩৩৸০ মূল্য আঃ ৭৫৲

(৩৭)

৫১১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩৬৷৵৬

ডিঃ রামপদ পাড়ে সাং ময়ূরহাট

দেঃ আব্দুলগনি মিস্ত্রী দিং সাং মদনা, পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালি থানার ৬৪নং মদনা মৌজায় ডিক্রীদার অধীনে ১০৫ খতিয়ানে ও তদধীন ১০৬-১১০ নং খতিয়ানে ৪০৲ টাকা কোর্ফা জমার ১৮-৬১ একর জমি ও ৬৮ নং পশ্চিম হরিণডাঙ্গা মৌজায় ১০৫ নং খতিয়ানে ১-১৩ একর জমির মূল্য ৫০৲

(৩৮)

৫১৩ খাংজারি ৩১ দাবী ৫২।৵৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ছেনারদ্দি হাজরা সাং গোংরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংরা মৌজে ২৫২নং খতিয়ানে ১-০৫ একর জমির জমা ২৮।১০ মুঃ আঃ ৫৲

(৩৯)

৫১৪ খাংজারি ৩১ দাবী ১০২।৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ছেয়াদি সেখ বারাদি দিং সাং গোংরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংরা মৌজে ডিক্রীদার অধিনে ১১৭নং খতিয়ানে ৪-১০ জমির জমা কনভারসন মতে ৪।৵১৫ মুঃ ১০৲

(৪০)

৫১৬ খাংজারি ৩১ দাবী ১১৮৬

ডিঃ ঐ

দেঃ আশু বিশ্বাস দিং সাং গোংরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংরা মৌজে ডিক্রী-দার অধীনে ২১৮ ও ২১৯ খতিয়ানে ৫-৬৭ একর জমির কণভারসন জমা ১৫।০ মুঃ আঃ ২০৲

(৪১)

৫২২ খাংজারি ৩১ দাবী ১৩৬৷৬

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং মোঃ কাছারী আড়ংঘাটা

দেঃ রামপদ পাড়ে সাং ময়ূরঘাট পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালি থানায় ৬৪নং মদনা মৌজে ডিক্রী-দার অধীনে ১৪৫—১৬৪ খতিয়ানে ৩৮-৩১ একর জমি এবং ৬৮নং পশ্চিম হরিণডাঙ্গা মৌজায় ২৭৩নং খতিয়ানে ও তদধীন ২৭৫নং খতিয়ানে ১-৩১ একর জমি উভয় জমির জমা ৫৯৵৭৮ দেনদারের ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৪২)

৫৪২ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৬৪৲৩

ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ কর সাং মঠানাদ

দেঃ কানাইলাল সিংহ রায় দিঃ সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার মৌজে পাটাশী পাড়া, মৃঙ্গাপুর, রাজাপুর, সবাইপুর, পলাশ ডাঙ্গা জলকর আবাদি প্রভৃতি মহাল তারে দেন্দারগণের ৵১৮ আনা অংশ জমিদারী স্বত্ব উক্ত তৌজির ষোলআনা রাজস্ব ৬১০৭৵ মূল্য আঃ ২৫০৲

(৪৩)

৫৬৭ খাংজারী ৩১ দাবি ৩১।৵৩

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটীয়ারী থানা কাসীগঞ্জ

দেঃ ফকিরচাঁদ মল্লিক সাং ঘুগরা-গাছী পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

১। কৃষ্ণগঞ্জ থানার ঘুগরাগাছী গ্রামে ৩৬ নং খতিয়ানে -২৩ শতক জমির জমা ৸৵ মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ৯৭নং খতিয়ানে -১৯ শতক জমির জমা ২৸৭ মূল্য আঃ ২৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১৮২ খতি য়ানে -৪৯ শতক জমির জমা ২৲ মূল্য ২৲

(৪৪)

৫৪৮ খাংজারি ৩১ দাবি ৬২৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ করমালি বিশ্বাস সাং ঘুঘুরাগাছি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার ঘুঘুরাগাছি গ্রামে ৩৯নং খতিয়ানে -২৬ শতক জমির কোর্ফা জমা ৸৵৫ মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৯ খতিয়ানে -৫ শতক জমির কোর্ফা জমা ১।০ মূল্য আঃ ২৲

(৪৫)

৫৪৯ খাংজারি ৩১ দাবী ৩৫৸৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ দেদার মণ্ডল দিং সাং ঘুঘুরাগাছি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

১। কৃষ্ণগঞ্জ থানার ঘুঘুরাগাছি গ্রামে ৩৮নং খতিয়ানে -২২ শতক জমির জমা ৷৷৵৯ মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৫৫ নং খতিয়ানে ১-০৪ জমির জমা ২৵৮ মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৫৬ নং খতিয়ানে ৬-২৭ একর জমির জমা ২১।৵৫ মূল্য ১৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজে ১১৫ নং খতিয়ানে -২৭ শতক জমির কোর্ফা জমা ৸৵ মূল্য আঃ ১৲

৫। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৪০ নং খতিয়ানে -১৩ শতক জমির জমা ৷৷১০ মূল্য আঃ ১৲

৬। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৫৪ নং খতিয়ানে -১০ শতক জমির কোর্ফা জমা ৷৷৵ মূল্য আঃ ২৲

(৪৬)

৫৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৪৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ইজ্জত বিশ্বাস সাং ঘুঘুরাগাছি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

১। কৃষ্ণগঞ্জের অধীন ঘুঘুরাগাছি মৌজে ৪৯ নং খতিয়ানে -৯৩ শতক জমির রায়তি জমা ২৸৮ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৫১ নং খতি য়ানে ৩-৯৬ একর জমির রায়তি জমা ১১৷৵ মূল্য ১৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে ২০৫ নং খতিয়ানে ১-৮৭ একর নিষ্কর জমির মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২০৬ নং খতিয়ানে ৫-০২ একর নিষ্কর জমির মূল্য আঃ ২৫৲

৫। ঐ থানায় ৮নং জংঘাটা মৌজায় ২নং খতিয়ানে ১-৬১ একর নিষ্কর জমির মূল্য আঃ ৫৲

(৪৭)

৫৫৩ খাংজারী ৩১ দাবি ১৭৯৷৵৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মিঞাজান বাঙ্গাল সাং গোংরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংরা মৌজে ২৭৭।২৭৮ খতিয়ানে ৫-৯৫ জমি কনভারসনমতে জমা ১৫।১০ মূল্য আঃ ২০৲

(৪৮)

৫৫৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৮৲৯

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী

দেঃ মকিম মণ্ডল দিং সাং যাজরি পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় জয়পুর মৌজে ডিক্রী-দার অধীনে ৮৬৩ খতিয়ানে ৭-১৯ একর জমীর জমা ১৪।৵০ মূল্য আঃ ২০৲

(৪৯)

৫৬১ খাংজারি ৩১ দাবি ৮৬৷৵৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং গোয়ালচাঁদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় জবাকিশুর মৌজায় ১২৩নং খতিয়ানে ডিক্রীদার অধীন ১৮-৬৮ একর ওটবন্দী জমীর মূল্য ৭০৲

(৫০)

৫৭৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১১।৵৯

ডিঃ অমিয় পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ রেয়াজদ্দিন মণ্ডল সাং ফুলবাড়ী পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় দক্ষিণপাড়া গ্রামে ৬২৪নং খতিয়ানে ৮-৯৪ বাস্তিপাড়া জোত জমীর মূল্য আঃ ৫০৲

(৫১)

৫৮৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৭৷৵৯

ডিঃ সেবায়েত জিতেন্দ্রনাথ কর

দেঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার ৯৪নং মৌজে গোয়াড়ী গোবিন্দসড়ক গ্রামে ৬২৪নং খতিয়ানে -১১ শতক জমীর জমা ১১।০ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫০০৲

(৫২)

৫৯১ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৮৵৩

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ পাঁচুগোপাল পালচৌধুরী দিং সাং ও পোঃ নাটুদহ

চাপড়া থানায় মধুপুর মৌজায় ১৮৮নং খতিয়ানে ৩-৭০ একর জমীর চিরস্থায়ী মধ্যসত্ব জমা ৫৸০ মূল্য আঃ ১০৲

(৫৩)

৮০৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৪০৫৷৵৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ তারাপদ সিংহরায় সাং হাতীশালা পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

চাপড়া থানায় হাতীশালাগ্রামে ডিক্রিদার অধীনে ১০১১ খতিয়ানে ও তদধীন ১০.২ হইতে ১০৫০ ও ১২১৩, ১২৫৬ হইতে ১২৯৩ খতিয়ানে ৭৯.৩৩ জমীর জমা ৫৮৷৩ মূল্য মায় অকর আওলাত আঃ ২০০৲

(৫৪)

৮২৮ খাংজারি ৩১ দাবি ২৪০৷৵

ডিঃ কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস দিং সাং বানপুর

দেঃ বেনোয়ারীলাল বিশ্বাস দিং সাং গাদিয়া পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ৫১ নং গাদীয়া মৌজায় ৬১৬ খতিয়ানে ও ৫২ নং মাটিয়ারী মৌজায় ১৭৪৫ নং খতিয়ানে মোট ৩৩-৬৩ একর জমির জমা ৬২৷৷ মূল্য আঃ ৩০৲

'শ্রীধাম'
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ২৮শে জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মেলন

মহিলা সম্মেলনের সমস্ত আয়োজন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রকাশ জিলার সমস্ত অংশ হইতে অভ্যর্থনা সমিতিকে সমর্থন করিবে বলিয়া আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। বহু মহিলা প্রতিনিধি ও কর্ম্মী সভায় উপস্থিত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। ১লা আগষ্ট হইতে ৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত একটী প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছে। উহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিবার সম্ভবনা। সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাস, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, এবং বিমল-প্রতিভা দেবী সহ ৩১শে আগষ্ট কৃষ্ণনগরে পৌঁছিবেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী [illegible] এবং শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবেন। আগামী ১লা আগষ্ট সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

নদীয়ায় দেশী বস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য প্রতিশ্রুতি

বস্ত্র ব্যবসায়ীদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ

নদীয়ার স্বদেশী প্রচার সমিতির প্রতিনিধি শ্রীযুত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্তা প্রভাবতী সান্যাল প্রভৃতি বিশিষ্ট কর্ম্মীদের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি হইতেছে এবং লোকের নিকট হইতে স্বদেশী গ্রহণের প্রতিশ্রুতি লইতেছেন।

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মেলন

নদীয়ায় দেশী বস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য প্রতিশ্রুতি

ছাত্র ও যুব সম্মিলনী

অসুস্থ রাজবন্দী সরোজরঞ্জনের অবস্থা

আশ্চর্য্যরূপে জীবন রক্ষা

পাটনা সহরে বোমার প্রাচুর্য্য

রাজবন্দীর দুরবস্থা

চলন্তট্রেণে সামরিক অফিসার খুন

লণ্ডনে গান্ধীজীর অভ্যর্থনা

খনিতে তিনজনের জীবন্ত সমাধি

কৃষ্ণনগরের বস্ত্র ব্যবসায়িগণ আর বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় করিবেন না এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন।

ছাত্র ও যুব সম্মিলনী

আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে কুষ্টিয়া নদীয়া জেলা ছাত্র ও যুব সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। এতদুপলক্ষে যুবকগণের বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। অর্থ সংগ্রহ ও প্রচারকার্য্যের জন্য কর্ম্মিগণ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছেন। শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন রায়ের অধিনায়কত্বে স্বেচ্ছা-সেবকগণ প্রত্যহ কুচকাওয়াজ করিতেছেন।

অসুস্থ রাজবন্দী সরোজরঞ্জনের অবস্থা

কুষ্টিয়ার অন্তরীণ বন্দী শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন আচার্য্য বহুদিন হইতে নানাপ্রকার ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার মাতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার অনুমতি প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আশ্চর্য্যরূপে জীবন রক্ষা

সাংহাই হইতে প্রকাশ যে চীনের রাজস্বসচিব মিঃ টি, ভি, সুং অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছেন। তিনি জাপানীমন্ত্রী সিঙ্গ-মিৎসুকে সঙ্গে লইয়া সাংহাই রেল ষ্টেশন হইতে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময় কাল পোষাক পরিহিত কয়েকজন চীনা তাঁহাকে আক্রমণ করে। আততায়ী-গণ বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং গুলী ছুড়িয়াছিল। মিঃ সুং এক স্তম্ভের পশ্চাতে আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার সেক্রেটারীর মৃত্যু হয়। অতঃপর দেহরক্ষীবৃন্দ গুলী করিলে আততায়িগণ পলাইয়া যায়।

পাটনা সহরে বোমার প্রাচুর্য্য

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ২২শে জুলাই রাত্রে ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে শিবগঞ্জ মহল্লায় সর্দ্দারদের পায়-খানার উপর নারিকেলের মালার আকারের দুইটি বোমা আসিয়া পড়ে এবং একই প্রকারের আর একটী বোমা মারগঞ্জ মহল্লায় উত্তমচাঁদের মদের দোকানে পড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ, ফলে কিছু অনিষ্ট হয় নাই।

ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারি-টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া-ছেন। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	পুরী
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথান্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীযতিদাস ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান।

ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

তুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৯ দামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ১২ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৮ জুলাই ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার | ১২৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পুরীতে বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন,—এসংবাদ শ্রীপত্রের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। অতঃপর তিনি কটকবাসী ভক্তগণের এবং সজ্জনমণ্ডলীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে গত ৪ঠা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই সোমবার প্রাত ৮টায় পুরী হইতে রওনা হইয়া বেলা ১২টার সময় কটক ষ্টেসনে উপস্থিত হন। পুরী হইতেই তারযোগে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য পুষ্পমাল্যাদি উপায়ন-হস্তে প্রফেসর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, এম এ; শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুদর্শনসনাতন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সজ্জন-মণ্ডলী এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রমুখ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের ভক্তগণ ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেণ কটক ষ্টেসনে পৌছিবামাত্র সকলেই উচ্চৈঃস্বরে "জয় পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ গাড়ী হইতে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পমাল্য চন্দনাদির দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া সকলেই সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। পরে সুসজ্জিত বাষ্পীয় যানে পরমারাধ্য প্রভুপাদকে উঠাইয়া কাঠজুড়ি নদীর ধারে একটী সুবৃহৎ দ্বিতলগৃহে আনয়ন করিলেন। তথায় দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র ও কটক র‍্যাভেন্স কলেজের কতিপয় অধ্যাপক শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

কীর্ত্তনামোদী শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট বহুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শুভাগমন করেন, শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বাৎসরিক মহামহোৎসব উপলক্ষে একটী সুবৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তথায় উপস্থিত হইলে তদ্দর্শনপিপাসু বহু ব্যক্তি আনন্দভরে প্রণামাদির দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

শ্রীহরিকীর্ত্তনই যাঁহার জীবন—শ্রীহরিই যাঁহার প্রাণনাথ, হরিভজনেই যাঁহার মোদ, সেই শ্রীহরির নিজজন মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ স্বরূপশিক্ষিত জীবকুলকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্যই এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং তিনি মুহূর্ত্তমাত্রও অঙ্গকে শ্রীহরিকীর্ত্তন হইতে বিরত থাকিবার সুযোগ প্রদান করেন না বা তদনুগ জনগণকে তদ্বিষয়ে বিমত দেখিতেও ইচ্ছা করেন না। তাই শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে প্রবেশ করিয়াই সচ্চিদানন্দ শ্রীগোবিন্দের গুণানুকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

সেই রাত্রেই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা থাকায় প্রভুপাদ দীর্ঘকাল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দুর্লভ মনুষ্যজন্মে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীহরি ভজনের সঙ্গ সুদুর্লভ,—ঈদৃশ উপলব্ধিবিশিষ্ট জনগণ শ্রীল প্রভুপাদের অদর্শনাভাব উপলব্ধি করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তবে স্বতন্ত্র ভগবানের স্বতন্ত্রজন নিজ প্রভুর সেবোদ্দেশে যিনি যথায় অবস্থান করেন, প্রভুমনোভীষ্ট-সম্পাদনেই তাঁহাদের সুখ, এই বুঝিয়া প্রভুর ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছা মিলাইয়া থাকেন।

ঐদিবস রাত্রি ১০ ঘটিকায় সমগ্র কলিকাতা অভিমুখে প্রভুপাদের যাত্রার সময় বহুলোক তাঁহাকে কটক ষ্টেসনে উঠাইয়া দিয়া প্রভুর বিরহবেদনায় দুঃখিত হইয়া নিজ নিজ সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ২১শে জুলাই মঙ্গলবার প্রাতে হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রভুপাদকে যথাবিধি বন্দনাদি করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরযানে তাঁহাকে শ্রীগৌড়ীয় মঠে লইয়া গেলেন। প্রভুপাদের সহিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সজ্জনানন্দজীও শ্রীধাম পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সঞ্জীবনী লিখিতেছেন,—কুচবিহারের মহারাণী ইন্দিরা দেবী তাঁহার পুত্র প্রিন্স ইন্দ্রজিৎ ও দুই রাজকুমারী-সহ পুরীতে রথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সঞ্জীবনীর মতে মহারাণী উহাতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সকল আশা চূর্ণ করিয়াছেন। রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ—গুণত্রয়াবলম্বী তিন শ্রেণীর লোক বিষয়কার্য্য ছাড়িতে পারিলে রথোপরি ভগবানের দর্শন লাভ করেন। তোমিসকল নিজ নিজ মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য বিষয় ত্যাগ করেন। সুতরাং জগতের নাথ দর্শন করিবার সৌভাগ্য কেশব কখনও ছিল না—একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

বরোদার রাজকন্যা কেবল নির্ব্বিশেষ-বাদী হইবেন এবং কুচবিহারের রাজকুমার্গ চিরদিনের জন্য ভগবদ্বদর্শন-বৈমুখ্য লাভ করিবেন—ইহাই কি কেশবচন্দ্রের আশা-ভরসা।

নিরাকার নির্ব্বিশেষ ক্লীব ব্রহ্মের সীমা ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত। বাসুদেব জগন্নাথের দর্শন নির্ব্বিশেষবাদীর ভাগ্যে দুর্ঘটনীয় হইলেও দারুব্রহ্মের চরণ দুইখানি দেখিবার সুযোগ তাঁহাদের নাই।

ভগবানকে উড়াইয়া দিয়া যে চারি-প্রকার বিচার জগতে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া বাসুদেব জগন্নাথ পুরুষোত্তমের দর্শন ও তাঁহার চিন্ময় রথ—উক্ত মনোধর্ম্মজীবির সীমার বাহিরে সনাতনধর্ম্মে চির অবস্থিত।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ছাওড়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র পাল শ্রীচৈতন্যমঠের বঙ্গমঞ্চের জন্য এক সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। এই রঙ্গমঞ্চে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, এই চারু বাবু এক্ষণে একটী হাইস্কুলের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য মুখাভাঙ্গায় ১০০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বদান্যবর চারুবাবু ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, সুতরাং শ্রীদামের বিদ্যালয়-গৃহের জন্য তাঁহার ততোধিক দান প্রার্থনীয়।

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫

মানব জীবনের কর্ত্তব্য

(২)

আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাদাতা সভার সদস্য-খাতায় নাম লিখাইয়া জনমতের বহুমানন পূর্ব্বক তুমুল উদ্যমে কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছি। এজন্যই প্রত্যেকের জীবন-কর্ত্তব্যগতি বিভিন্নতার পরিচয় দিয়া থাকে। আত্মরুচির অনুকূল ব্যবস্থাপ্রদাতা উপদেশকের উপদেশকে প্রীতিমাল্যে অভিনন্দিত করিয়া কেহ মনে করেন,—"আমার অপোগণ্ড শিশুসন্তানগুলি এবং সুকোমলা প্রেয়সী ভার্য্যা আমারই আশ্রিতা; অতএব আমি যদি প্রাণপণে তাহাদের জন্য অর্থ সঞ্চয় না করি, গৃহ বিত্তাদি রক্ষায় প্রচুর পরিশ্রম না করি, তবে কিরূপে সংসারধর্ম্ম পালন হইবে? ইহাই আমার বিধিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য।" কেহ ভাবেন—"পরোপকারজনক কার্য্যে আত্মদানই যখন মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য; তখন, দুঃস্থ রোগীর শুশ্রূষা, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দেশে সাহায্য প্রেরণ, নারীমঙ্গল, শিশুমঙ্গল ইত্যাদির সেবন বা অশিক্ষিত সমাজে শিক্ষাকিরণ প্রদান ইত্যাদি পরমঙ্গল ব্রতে ব্রতী হওয়া অপেক্ষা অন্য কোন কার্য্যেই জীবনের সার্থকতা সাধিত হয় না।" আবার কোনও ব্যক্তি মাৎসর্য্যপরবশ হইয়া পরম নির্ম্মৎসর সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অযথা আক্রমণ, শুদ্ধ হরিভক্তগণের অমল চরিত্রে অমূলক কলঙ্ককালিমা লেপন এবং সাধু ও শাস্ত্রাচারবিগর্হিত অসদাচরণ প্রতিপালন করাকেই জীবনের একান্ত কৃত্য বলিয়া জানেন। এই প্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট মৎস্যমাংসলোভী ব্যক্তিগণ আবার মনে করেন,—"ভগবান্ যখন আমাদিগকে 'খা-দন্ত' দিয়াছেন এবং নদী তড়াগাদিতেও বিস্তর মৎস্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন কুকুরের 'কুক্কুরদন্তের' সদ্ব্যবহারের ন্যায়, জলজন্তুকুলের নির্ম্মূলতা সাধন ও নধর ছাগশিশুগুলির মাংস ভক্ষণই আমাদের জীবনের উচিত কর্ম্ম। নতুবা সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে কিপ্রকারে?

মনোধর্ম্মী জগতে কর্ত্তব্য সংখ্যার আর শেষ নাই। ধর্ম্মকামী ব্যক্তি সূর্য্যোপাসনা, অর্থকামী গণপতির আরাধনা, কামকামী শক্তির এবং মোক্ষকামী রুদ্রোপাসনাকেই শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি পরাত্মনিষ্ঠায় পরিনিষ্ঠিত [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাপত্তি সহকারে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করেন কিম্বা বাস্তব-স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সাধুমহাজনগণের অমল জীবন-বেদ অধ্যয়ন করিবার মত মেধাবিশিষ্ট হন, তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, বহুরূপিণী মায়ার মনোরম বাণীগুলি, যাহা জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া অজ্ঞ মানবকে বিপথে ভুলাইতেছে, তাহা নিতান্তই অসার, তাহা নিতান্তই 'মেকী'। প্রতারকের প্রস্তুত নকল স্বর্ণ যেরূপ অগ্নিতে দিলে বা 'নিকষ পাথরে' যাচাই করিলে তাহার কৃত্রিমতা ধরা পড়িয়া যায়, তদ্রূপ যথার্থ সাধুজীবনের বাঁধাবতী আচার আচরণের সহিত তুলনা করিলেই মেকী অসদ্ব্যাপীর কপটতা ও নিরর্থকতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। সাধুজীবনের পূত আদর্শ—প্রভাকরের দীপ্ত মূর্ত্তির মত স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু, তাহাই বিশ্বমানব জীবনের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশক একমাত্র ধ্রুবতারা। বাস্তব কর্ত্তব্য কখনও বহু হইতে পারে না। বহু আবাদের সেবা কখনও শুদ্ধজীবাত্মার ধর্ম্ম নহে। খাঁটী সত্য গণমতের যতই অপ্রীতিকর, যতই কষ্টপ্রদ, যতই অমনোনীত হউক না কেন, বাস্তবের বাস্তবতার বিমল প্রভায়, অবাস্তবের অহঙ্কার অঙ্গারের ন্যায় মালিন্য প্রাপ্ত হইবেই হইবে। পরম শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য কি শুধু শূকরীবিষ্ঠাতুল্য প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধান, না কণ্টকভোজী উষ্ট্রের ন্যায় ক্লেশকতনাত্মক ভোগ্য বিষয়ের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ? অথবা নির্ব্বিশেষবাদীর কুপরামর্শে চিত্তরে আত্মহনন? নবারুণ আলোকে অন্ধকারের তিরোধানের ন্যায় আমাদের এই সকল অজ্ঞান-তিমির বলদেবের অভিন্নপ্রকাশ শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিনব্য প্রোজ্জ্বল জীবন-ভাতিতে চির বিদূরিত হইতে পারে। তদীয় সুমহতী অলৌকিকী কৃপা, মানব-সংশয়ের বিরাট হিমালয়, কৈতবের প্রবল নায়াগ্রাপ্রপাত এক নিমিষে ধ্বংস বিধ্বংস করিয়া মানবজীবনের একান্ততম সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যই যে হরিভজন, আত্মার অবিনাশী অকৃত্রিমসম্পদই যে হরিভজন—ইহা অজস্র প্রকার সেবাসুন্দর আদর্শের দ্বারা সুপ্রমাণিত করিয়া দিয়াছে।

কলিঘ্ননিতাইচাঁদ জগদাচার্য্যবরের দিব্য সুশীতল শ্রীপাদকমলে আত্মনিবেদন করিতে পারিলে আমরা জীবনের চরম কর্ত্তব্যের সেবাগোমুখীর সন্ধান পাইব; মুকুন্দপাদারবিন্দ-সেবনেই যে সনাতনী আত্মবৃত্তির শুভ্র সৌন্দর্য্য—তাহাতেই যে মনুষ্যজনমের নিগূঢ় সার্থকতা, এই গুহ্যতম সারতত্ত্ব জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিব।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(১)

অধোক্ষজ ভগবান্ অজ্ঞবস্তু হইয়াও প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইতে পারেন, এরূপ শক্তিসম্পন্ন। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সেই ভগবান্ লোকলোচনের নিকট আসিয়াও ভাগ্যহীন জনগণের নিকট তাঁহাদেরই ন্যায় জীবশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া প্রতীত হইয়া তাঁহাদিগকে পরমাত্মস্বরূপ-দর্শনে অধিকার দেন না।

সেই ভাগ্যহীন অনধিকারি জনগণ মনে করে যে, ভগবানকেও তাহারা তাহাদের ন্যায় কর্ম্মফলসাধ্য জীববিশেষে পরিণত করিয়া তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে! ভগবদবশ্য অধোক্ষজ বাস্তবা রাবণাদি অসুরগণ ভগবানকেও তাহাদের ন্যায় বদ্ধজীব বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। সেই ধারণাফলে সীতাহরণাদি ব্যাপারে তাহাদের কুকিয়াসক্তিই দেখা যায়।

মূঢ় জনগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ভগবানের যেরূপ বিকৃত ধারণা করেন, ভগবানের তদ্রূপ-বৈভবসমূহের অবতরণসমূহেও সেইরূপ ভোগপর ও পরিচালনা করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভজনবলই ভগবৎস্বরূপ, ভগবদ্রূপবৈভব, জীবস্বরূপ ও গুণজাত জগতের পরস্পর বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ।

রুদ্ধ কারাগৃহের মধ্যস্থিত মধুপান যেরূপ বহির্জগতের কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, কামাদি রিপুচতুষ্টয়ের বশীভূত জনগণ তদ্রূপ কেবল চেতন বস্তুর সন্ধান পান না। তাহাদের নিকট 'চিন্ময়' শব্দটি আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক চিন্তাপ্রসূত শব্দবিশেষ। এরূপ প্রাকৃত জগতের অন্তর্গত বস্তুজ্ঞানে যাহারা ভগবানের চিন্ময় অবতারসমূহকে নির্ণয় করিবার প্রয়াস করেন, ভগবন্মায়া স্বীয় বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তিদ্বারা তাহাদের পথ রোধ করিয়া বাস্তবসত্য হইতে দূরে রাখেন।

অসুর রাবণ ভগবান্ দাশরথীর পত্নীকে হরণ করিয়া লাভবান্ হইবার যত্ন করিয়াছিল। ভগবদ্ভক্তের আরাধ্যা চিন্ময়ী অনুভূতিকে জড়ভোগের অন্যতম জানিয়া যে-সকল ভোগী কুতার্কিক তাঁহাতে অপবিত্রতা আনয়ন করিবার মানসে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বড়যন্ত্রিপুর দাহ করে, তাহারা ভগবদ্ধামাদির কোন সত্যানুভূতি বা ধারণা করিতে সমর্থ হয় না।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এজি, বি-টি মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত জীবেশ্বর গোস্বামী কাব্য তর্ক-ন্যায়-তীর্থ আসাম দেশের 'টিহু' নামক স্থানে বিগত ১৯শে জুলাই তারিখ হইতে চারি দিবসকাল শঙ্কা ও বিষ্ণুভক্তি,দৈব ও অদৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বিষ্ণুনৈবেদ্য ও ইতর ভোজ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিচার করেন। বিচারে গৌড়ীয় মঠের প্রচারিত সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জীবেশ্বর গোস্বামীর মত পণ্ডিত আসাম দেশে নাই,—ইহাই প্রচারিত।

প্রথম দিনে সেবাতীর্থ মহাশয়ের শাস্ত্রপ্রমাণমূলে বিচার শ্রবণ করিয়া শ্রীযুক্ত জীবেশ্বর গোস্বামী ব্যতীত আর কোনও লৌকিক ব্রাহ্মণ বিচারসভায় আসিতে সাহস করেন নাই। দুইজন অধ্যাপক জীবেশ্বর গোস্বামীকে বিচারকালে সাহায্য করিয়াছিলেন মাত্র। সেবাতীর্থ মহাশয় তাঁহাদিগকে ১৮টি প্রশ্ন করিয়াছেন। উত্তর পাইলে সেবাতীর্থ মহাশয় উহার পুনরায় প্রতিবাদ করিবেন।

শঙ্করদেবীয়, হরিদেবীয় ও দামোদরীয় এই তিন সম্প্রদায়ের শূদ্র শিষ্যগণ সেবাতীর্থ মহাশয়কে লৌকিক পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে আহ্বান করিয়াছিলেন। উহা কতকটা সামাজিক ব্যবহারগত সাম্প্রদায়িকতা-মূলে গঠিত হয়। তাহাতে ইহাদের লৌকিক পাণ্ডিত্যে অধিক বল নাই, দেখা গিয়াছে।

নির্য্যাণ

মেদিনীপুর জেলায় নারমানিবাসী শ্রীযুত কিশোরীমোহন দাস অধিকারী সাহিত্যভূষণ মহোদয় গত ২৬শে আষাঢ় শনিবার শ্রীহরিবাসর দিবস দিবা দুই ঘটিকার সময় নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। তিনি ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য। তিনি বৈষ্ণবোচিত বিবিধ সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ ও কবিতা শুদ্ধবৈষ্ণব জগতে বিশেষ প্রীতিদায়ক ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ও শ্রীগৌড়ীয় পত্রদ্বয়ের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল প্রস্থানে আমরা বিশেষ অভাব ও দুঃখ অনুভব করিতেছি।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-াচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী র-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও তশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী য়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম াজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম তে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; ৸০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি লোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া াশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও াক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। াক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, ক, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের ত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে াপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের ত মূল সুঅক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত ড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-ী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত তেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার া ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি াশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, য়, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত য়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী াকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া াশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী াসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে ক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি াতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভাগবতভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রী গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী চিত্রপটরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ; ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থপাঠের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গুহ্য বস্তুবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সিদ্ধান্তসরস্বতী-শাস্ত্র-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আদ্যন্ত সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলারহস্য বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্বাসসহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপুষ্প। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রভাত-লেখনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

রসিকমঙ্গল

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীনরহরিনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

ধনপ্রাপ্তি

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (অপসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শপুরুষ-দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত, ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। রাজনি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তকুমুদ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অ নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলস নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রি উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রা সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-প মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপ্র বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মা

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্প্র শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদা ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৴০ মা

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-স শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহা এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয় সেই সর্ব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্র পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষ সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভ সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমা মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষ এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইঞ্জিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রাজবন্দীর দুরবস্থা

শ্রীযুত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রকাশ করিয়াছেন যে—

"আমার ভ্রাতা—রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩১) বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। রবীন্দ্রনাথ পাবনা জেলার ছাত্রসঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট এবং স্থানীয় কলেজের বি, এস, সি, ক্লাসের ছাত্র। বর্ত্তমানে তাহাকে সন্দ্বীপে অন্তরীণ রাখা হইয়াছে, মাসিক তাহাকে ৪০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হয় বটে কিন্তু তাহাতে তাহার যাবতীয় খরচ চলে না অধিকন্তু উক্ত টাকাও রীতিমত পাওয়া যায় না। কোনও পুস্তক কিম্বা সংবাদপত্রও তাঁহার পাওয়া সম্ভাবনা নাই যে ঘরে তাহাকে থাকিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ স্যাঁতসেঁতে এবং বাসের অযোগ্য, বর্ষার সময়ে ঐ স্থানে জোয়ারের জলে দিনে দুইবার প্লাবিত হয়। উপরন্তু ঐ স্থানে যথেষ্ট সর্পভয় রহিয়াছে, এ পর্য্যন্ত শোবার ঘর হইতে ছয়টি সর্পকে মারা হইয়াছে। এ সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হইয়াছে কিন্তু কোনই প্রতিকার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাহার খুড়া এবং মাতা ও তাঁহাদের বরাদ্দ টাকা রীতিমত পান না।

লণ্ডনে গান্ধিজীর অভ্যর্থনা

লণ্ডনের বিভিন্ন সভা সমিতির প্রতিনিধিগণ কমন্স সভার গৃহে এক সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। গান্ধিজীকে লণ্ডনে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটী কমিটী এই সভায় গঠিত হইয়াছে।

মিঃ মালে এম-পি, মিঃ চোরাসিন এম পি, মিঃ ব্রকওয়ে এম-পি, মিসেস্ ত্রিভলাল মেহেক, মিসেস হেরাল্ড লাস্‌কি, মিস্ মোরিয়াল লেষ্টার, মিঃ পোলক, রেভাঃ এণ্ড্রুজ, মিঃ জন হেচার, মিঃ চোরেস আলেকজেণ্ডার এবং মিঃ কৃষ্ণ মেনন (সম্পাদক)।

ইণ্টার ন্যাশানাল মিসনারী কাউন্সিল এবং ইণ্টার ন্যাশনাল মহিলা সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ এই সমিতিতে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

খনিতে তিনজনের জীবন্ত সমাধি

গত ২২শে জুলাই মহীশূর খনির ই, বোর সাফটের ৩২ হাজার ফুট নিম্নে ভূকম্পে গাত্র বিদীর্ণ হওয়ায় একজন মিস্ত্রী ও দুইজন কুলির জীবন্ত সমাধি হইয়াছে। ইহাদের দেহ উদ্ধার করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, উক্ত তিন ব্যক্তি ব্যতীত আরও একজন লোক পাথর চাপা পড়িয়া জখম হইয়াছে। ইহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

উক্ত খনির এডগার নামক তলে এক জন স্ত্রী মজুরের সাড়ী হঠাৎ ট্রাক এঞ্জিনের কলে আটকাইয়া যায়। এঞ্জিনের বেগে ঐ নারী কলের তলে যাইয়া পড়ে। কলের চক্র নিমেষের মধ্যে তাহার উর্দ্ধ-দেশের উপর আসিয়া পড়ায় তাহার উর্দ্ধ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কয়েক ঘণ্টা পর এই স্ত্রীলোকটী হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

বড়বাজার মহিলা সভা

গত ২৪শে জুলাই তুলসী ভবনে (১৬নং সেট্রাল এভিনিউ) অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় বড়বাজার মহিলাদিগের এক সভা হয়। সভায় বড়বাজার হইতে ৫জন প্রতিনিধি নিখিল বঙ্গ নারী শক্তির কেন্দ্রীয় সমিতিতে নির্ব্বাচিত করা হয়। বড়বাজারের মহিলাদিগকে সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা হয়।

অনশনে রাজবন্দী পঙ্কজকুমার

প্রকাশ, বরিশালের (ভোলা) শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত একবৎসর যাবত চক্ষুর ও জ্বাপেটে বেদনা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাইতেছে। তাঁহার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে মেডিকেল কলেজে নেওয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু সরকার হইতে এবিষয় কোনও বন্দোবস্ত করা হইবে না এইরূপ জানিতে পারায় পঙ্কজবাবু উহার প্রতিবাদকল্পে গত ৯ই জুলাই হইতে অনশন আরম্ভ করেন। তাঁহার শরীরের এমন অবস্থায়ও তাহাকে হিজলী বন্দীশালায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সেখানেও তিনি অনশন ধর্ম্মঘট ভঙ্গ করেন নাই।

মৌলানা সফি দাউদীর বড়লাটের নিকট তার

পাটনা হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, নিখিল ভারত মুস্লিম কনফারেন্সের সম্পাদক মৌলানা সফি দাউদী এম, এল, এ, বড়লাটের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন।

"মিঃ গান্ধীর সিমলা গমণের ফলে গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় আগামী গোলটেবিল বৈঠকে মুসলমান জন সাধারণের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমানগণের প্রতিনিধি হিসাবে সার আলি ইমাম ও ডাঃ আন্সারীকে লইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের এরূপ আচরণ মুসলমানের দাবীর অনুকূল নহে এবং মনে হইতেছে যে, তাঁহারা বোধ হয় কংগ্রেস সমর্থিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব জোর করিয়া মুসলমানগণের প্রতি চাপাইয়া দিতেছেন। মুসলমানগণ ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন ও ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না পরন্তু গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে তাহাদের মতামত বদলাইতে বাধ্য হইবেন।

পেগু জেলায় স্থায়ীভাবে পুলিশ নিযুক্ত

পেগুটমেতে সহকারী পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট সৈন্যবাহিনী সহ বিগত ১১ই জুলাই কোনও এক গ্রামে ৮জন বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে ফলে বিদ্রোহীদের মধ্যে ২জন নিহত ও ৩জন আহত হয় আহত বিদ্রোহিগণ পলায়ন করে। একটী বন্দুক ও কতিপয় কার্ত্তুজ পুলিশের হস্তগত হয়।

হেনজাদাতে তিনটি এবং পেগুটমেতে ৮টী ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পেগু জিলার অধিবাসীদের আচরণ ও তথাকার অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া একবৎসরের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখার নিমিত্ত সরকার অনুমোদন করিয়াছেন।

বাস চালকের উপর গুলী

প্রোমের সরকারী বিবরণে প্রকাশ, গত ২৩শে জুলাই অপরাহ্ণে বার্ম্মা রাইফেলের একদল সৈনিক যখন পেগুমাং হইতে ফিরিতেছিল তখন পংডেলের নিকট একটী বাস হইতে একজন আরোহী তাহাদের উপর একটী বোতল ছুড়িয়া মারে। ইহাতে তিন জন সৈনিক সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়। সৈনিকগণ তখন বাসটীর অনুসরণ করিয়া গুলি চালায়। বাসের টায়ার ফাটিয়া যাওয়ায় চালক উহা থামাইতে বাধ্য হয়। সে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে সৈন্যগণ তাহার প্রতি বন্দুক ছোড়ে, সে তখন গুরুতর রূপে আহত হইয়া পড়ে। একজন আরোহীও আহত হইয়াছে। বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চলন্তট্রেণে সামরিক অফিসার খুন

ভূসাওয়াল হইতে প্রকাশ যে, দুইজন সামরিক অফিসার পাঞ্জাব মেলে পুণা যাইতেছিলেন। তাঁহারা প্রথমশ্রেণীর কামরায় ছিলেন। ২৫শে জুলাই রাত্রে তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে ছোরার আঘাতে গুরুতর জখম করা হইয়াছে। তাঁহাদের কুকুরটিকে হত্যা করা হইয়াছে। আক্রমণকারীরা পলাইয়া গিয়াছে। একজন অফিসার নিম্নের "বার্থে" অপর ব্যক্তি উপরের "বার্থে" নিদ্রা যাইতেছিলেন। আক্রমণকারীরা সম্ভবতঃ খাণ্ডোয়ার ট্রেণে উঠিয়াছিল। ট্রেণ যখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল সেই সময় তাহারা ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মাণ্ডোয়া চাঁদনীর জঙ্গলে পলাইয়া গিয়াছে। একজন সামরিক অফিসারের অবস্থা সাংঘাতিক, অন্য অফিসারটির জীবনের আশঙ্কা নাই। তাঁহাকে ভুসাওয়ালের রেলওয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

আহত অফিসার দুইজনের একজন —পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের লেপ্টেন্যাণ্ট জি, আর, হেক্সট্ ও রয়্যাল আর্টিলারীর ২৮নং ফীল্ড ব্রিগেডের লেপ্টেন্যাণ্ট ই, এম, শীহাম।

লেপ্টেন্যাণ্ট হেক্সট্ বার্ম্মাতে অবস্থান করিতেন, লেপ্টেন্যাণ্ট শীহাম থাকিতেন লাহোরে। তাঁহারা পুণার সিগ্‌ন্যাল স্কুলে যাইতেছিলেন। ২৩শে জুলাই প্রত্যূষে যখন তাঁহারা নিদ্রিত ছিলেন এবং ট্রেণটী বোম্বাই হইতে প্রায় ৩৫০ মাইল দূরে ডাঙ্গারণী ও মাণ্ডোয়ার মধ্যে ছিল, সেই সময় তাঁহারা তাঁহাদের কুকুরের চীৎকারে জাগিয়া উঠেন। তাঁহারা দেখেন, ২ জন লোক ছোরা হস্তে তাঁহাদের কামরায় উঠিয়াছে। দেখিতে না দেখিতে তাহারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। আহত অফিসাররা তখনই ট্রেণ থামাইবার শিকল টানেন। ট্রেণ মাণ্ডোয়ায় থামে তথায় আক্রমণকারীরা ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে।

খায়রাবপুর ষ্টেশনে অফিসারদের আঘাতের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁহাদিগকে ভুসাওয়াল রেলওয়ে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তথায় ১ জনের মৃত্যু হয়।

উদারনৈতিক দলের আর একজন সদস্য

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে আগামী গোলটেবিল বৈঠকে উদারনৈতিক দলের আর একজন সদস্যকে প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা হইবে। খুব সম্ভব মিঃ হেনরী গ্রেহাম ফ্রোয়াইটকে নির্ব্বাচিত করা হইবে।

টেলি—[illegible]
[illegible]

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম [illegible]
সিকি কলম ২৲
চিকিৎসা হার
স্বতন্ত্র।

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৪৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৩৮, ২৯শে জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

পত্নীর দায়ে স্বামীর আত্মহত্যা

হুগলী জেলার কাপাসরিয়া গ্রামে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই নিহত হইয়াছে।

বরণ পাশী নামক জনৈক যুবক (বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর) তাহার স্ত্রীর (বয়স প্রায় ১৮ বৎসর) চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছিলেন এবং তাহা লইয়া উভয়ে মাঝে মাঝে ঝগড়া হইত। বৃহস্পতিবার প্রাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার স্ত্রীর গলা কাটিয়া ফেলে। তাহার পর পুলিশের ভয়ে সে প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ একটা প্রকাণ্ড তালগাছে উঠিয়া তথা হইতে লাফাইয়া পড়ে। ইহাতে সে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। ইতি মধ্যে পুলিশ আসিয়া পড়ে এবং পাশীকে শ্রীরামপুর হাসপাতালে ও তাহার পত্নীর মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠাইয়া দেয়। হাসপাতালে পৌঁছিবামাত্রই বরণ পাশীর মৃত্যু হয়।

ধর্ম্মযাজকগণের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব

রোমান ক্যাথলিক গীর্জ্জ ও ধর্ম্মযাজকগণের সহিত ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের যে সম্পর্কে থাকিবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে স্পেনের অধিবাসী ক্যাথলিকগণের বিশেষ আতঙ্কের কারণ হইয়াছেন।

এই বিধান করা হইয়াছে যে, জাতীয় ব্যয় সঙ্কোচের জন্য ধর্ম্মযাজকের শূন্য পদগুলিতে আর লোক নিযুক্ত করা হইবে না। এই বিধানের ফলে প্রথম বৎসরেই পাঁচলক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হ্রাস হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন

যে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় এখনও তাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ ঘোষণা করেন নাই, তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয় দেখান হইয়াছে যে, অগৌণে সমস্ত বিবরণ প্রদান না করিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া স্পেন হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হইবে।

প্রতি বৎসর সরকারী তহবিল হইতে ধর্ম্মযাজকদিগকে ২০০,০ পাউণ্ড সাহায্য করা হইত। এই সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথা উঠিয়াছে মোটের উপর ভাবিষ্যতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত ধর্ম্মযাজকদিগকে সাহায্য দেওয়া হইবে এবং বিশপ প্রভৃতি বড় বড় পদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে—ইহাই বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়।

পত্নীর দায়ে স্বামী আত্মহত্যা

ধর্ম্মযাজকগণের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব

সুমেরু ভ্রমণে জেপেলিন

কংগ্রেস কর্ম্মীর সন্তরণ কৌশলে অকৃতকার্য্যতা

সুরাট মিউনিসিপ্যালিটী

ইংলণ্ডের ব্যঙ্ক হইতে ফ্রান্সের বহু কোটী টাটা উত্তোলন

ভুপালের নবাব

আদালত প্রাঙ্গণে ভীষণ জনতা

চিত্রগুপ্তের নিকাশ

সুমেরু ভ্রমণে গ্রেফ্ জেপেলিন

বার্লিন হইতে প্রকাশ যে ফ্রেডারিকসেকেন হইতে গ্রেফ জেপেলিন ২৪শে জুলাই সুমেরু অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য। বার্লিন যাইয়া গ্রেফ জেপেলিন একবার অবতরণ করিবে। তথা হইতে রওয়ানা হইয়া রাত্রি প্রভাতে লেনিন গ্রেডে পৌঁছিবার কথা। লেনিন গ্রেফ্ হইতে আর্কেঞ্জল হইয়া গ্রেফ জেপেলিন সুমেরু প্রদেশে গিয়া পৌঁছিবে।

কংগ্রেস কর্ম্মীর সন্তরণ কৌশলে অকৃতকার্য্যতা

২৪শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ বড়ইকান্দী গ্রামের জ্যোতিভূষণ চক্রবর্ত্তী নামক একজন কংগ্রেস কর্ম্মী ব্যায়াম কৌশল দেখাইতে গিয়া শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। উক্ত যুবক কোমরে দশসের ওজনের একটা ভার বাঁধিয়া একটী পুষ্করিণী পার হইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পুষ্করিণীর অর্দ্ধেক অংশ পার হইবার পরই সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু কোনও রূপ সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই যুবকটী সলিল সমাধি লাভ করে। জ্যোতিভূষণ একজন কংগ্রেস কর্ম্মী ছিলেন গৃহে তাহার অল্প বয়স্কা স্ত্রীও আছে।

ভুপালের নবাব

ভুপালের নবাব গত ২১শে জুলাই হইতে কঠিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাগত হইয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীস ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	পুরী
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস [illegible]	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন [illegible]	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক [illegible]	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(১৮) আমলাবোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৫নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

ষষ্ঠবর্ষ ৩০ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫; ১৩ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৯ জুলাই ইং ১৯৩১ বুধবার ১২৫তম সংখ্যা।

সাময়িক সন্দেশ

গত শনিবার ৯ই শ্রাবণ শ্রীহরিবাসর দিবস অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্য মঠে শুভাগমন-সন্দেশ বহন করিয়া পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গত শুক্রবারে ৮ই শ্রাবণ সন্ধ্যায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে শুভাগমন করেন।

গত ৯ই শ্রাবণ শনিবার শ্রীহরিবাসর দিবস অপরাহ্ণ প্রায় সার্দ্ধ দুই ঘটিকার সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ উদ্ধবসখী দাস অধিকারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তদেব ব্রহ্ম প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেনে উঠিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রীনবদ্বীপঘাটে উপস্থিত হন।

পথিমধ্যে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেসনে শ্রীভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ তাঁহার দর্শনবন্দনাদির সুযোগ লাভ করেন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ নবদ্বীপঘাটে অবতরণ করিলে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজপ্রমুখ শ্রীচৈতন্য মঠের ভক্তবৃন্দ যুগাচার্য্যবরের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার অভিনন্দন করিলেন।

বর্ষা-প্রভাবে ছাড়গঙ্গার জল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় পতিতপাবন প্রভুপাদ নৌকাযোগে শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের সন্নিকটে কদলী কানন-সমীপে অবতরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে কলিকাতার ভক্তগণও আগমন করিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীচৈতন্যমঠের যানে আরোহণ করিয়া তাঁহারা রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্য মঠে উপস্থিত হন। চৈতন্য-মঠের তোরণে অবস্থিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ দূর হইতে প্রভুপাদের শকট দর্শন করিয়া পুলকোৎফুল্ল চিত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিলেন।

আচার্য্যপ্রবর প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য মঠে অবতরণ করিয়াই শ্রীমন্দিরে গমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে ভক্তগণও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তৎপরে প্রভুপাদ যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলে সকলেই তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন।

গত ১০ই শ্রাবণ রবিবার প্রাতঃকালে বহু ভক্ত প্রভুপদপ্রান্তে উপবেশন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্বন্ধে লৌকিক ধারণার বিষয় উল্লেখ করিয়া তৎসম্বন্ধে একটি অপূর্ব্বতত্ত্ব বর্ণন করেন।

এতৎসম্বন্ধে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ দর্শন—অনবসরকালে দর্শন না পাইয়া আলালনাথ দর্শন, তাঁহার চতুর্ভুজ স্থানে দ্বিভুজ দর্শন, তৎপ্রসঙ্গে গোপীগণের সমীপে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন ও শ্রীরাধার নিকট তাঁহার প্রকাশ রক্ষণে অসামর্থ্য প্রভৃতি বর্ণন করি। ব্রহ্মকোড়ীয় মঠে শ্রীগোপীনাথের প্রকট-কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানাইয়া দেন যে, শ্রীপুরুষোত্তমে শীতই ("হেমন্তে প্রথমে মাসি") শ্রীগোপীনাথ প্রকটিত হইবেন।

শ্রীজগন্নাথদেব অধোক্ষজ তত্ত্ব। তিনি কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহেন যে, আমরা আপনার ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব। তাঁহার কৃপা যাঁহার প্রতি বর্ষিত হইবে, তিনিই শ্রীভগবৎকৃপাবলে ভগবদ্দর্শনের অধিকারী হইবেন। নতুবা পুরুষাভিমানে ভোগবুদ্ধি লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেই তাঁহার হস্ত পদ রহিত দর্শন ঘটিবে।

রজস্তমোগুণতাড়িত ব্যক্তিগণের ভগবদ্দর্শন হইতে পারে না। যতদিন জীব ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাসুদেবের প্রকাশ তাহাদের চিত্তে প্রকটিত হইবে না।

ব্রহ্মার ন্যায় ব্যক্তি—যিনি আমাদিগের হইতে কত কত গুণে শ্রেষ্ঠ, তিনিও নিজ অক্ষজ দর্শনে তাঁহাকে মাপিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। অবশেষে যখন ভগবান্ তাঁহার চেষ্টা দর্শন করিলেন, তখন তিনি তৎসমীপে উদিত হইয়া বলিলেন,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

অর্থাৎ আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ ও সত্তাবিশিষ্ট এবং যে যে রূপ, গুণ ও লীলা-বিশিষ্ট, তুমি সেই সকল বিষয়ের যথাযথ অনুভব আমার কৃপায় সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হও।

এস্থলে "মদনুগ্রহাৎ" কথাটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভাবদর্শনই একমাত্র কারণ। ভোগবুদ্ধিরহিত হইয়া অনন্যচিত্ত-চিত্তে ভাবাদর্শনে যত্ন করিলেই ভগবৎকৃপার অধিকারী হওয়া যায়।

তত্ত্ববিজ্ঞানের অভাবে চেতনরহিত অজ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলিয়া যাহাদের ভ্রান্তি হয়, তাহারা ভগবানের আকার, রূপ, নিত্যলীলা ও নিত্য গুণের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। নিত্য অনুভবকারী অনুচিৎ জীব বিজ্ঞানে অবস্থিত না হইলে—বিজ্ঞানে নিজের স্বরূপপ্রতিষ্ঠান বুঝিতে না পারিলে নানাপ্রকার অজ্ঞানের মধ্যে পতিত হন। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত বিজ্ঞান-রহস্য সংযুক্ত অজ্ঞানে স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে না।

গুণ দ্বারা চালিত হইয়া গুণাতীত বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নিষ্কারণে যত্ন করা কৈতবযুক্ত অজ্ঞানেরই প্রচণ্ড নৃত্য। শৌতপথ অতিক্রম করি। ভগবজ্জ্ঞান লাভ ঘটে না। ভগবজ্জ্ঞান লাভের নিদর্শনই ভজনকারীর ভজনীয় বস্তুর সেবা-বৃত্তিতে অবস্থান।

মানব জীবনের কর্ত্তব্য

(৩)

কলুষিত কাম ও চিন্ময় প্রেম, ইন্দ্রিয়-তোষণ ও অধোক্ষজেন্দ্রিয়তর্পণ, সেবা ও ভোগ যে এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে, যেই মঙ্গল প্রাতে আমরা জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব, তখন দুস্তর কামক্রোধাদির আদেশপালনে প্রমত্ত হইয়া পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, নিমেষে, নিমেষে, যে অমূল্য-জীবনকাল নষ্ট করিয়া দিয়াছি, যে সুবর্ণ-প্রবাহকে অযাচেলায় পদদলিত করিয়াছি, তজ্জন্য গভীর মর্ম্মপীড়া, অতি তীব্র বেদনা অনুভূত হইবে। ব্রজরস-ভাণ্ডারী মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মপরাগ-বলে বলীয়ান হইলে, একবার তদীয় রাতুলচরণে আত্ম-বিক্রীত হইয়া যাইতে পারিলে আর সাংসারিক অশেষবিধ তুচ্ছ কর্ত্তব্যের প্রয়োজন আমাদিগের সেবাসঙ্কল্পকে বিচালিত করিতে অথবা ইতর কামনার উচ্চসর্পিত সেবাপথের স্বতঃউৎসারিত জীবনধারাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। তখনই অপূর্ব্ব আস্থার সহিত,—

"লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম্ম ॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন ॥"

—ইত্যাদি সমগ্রপ্রতিকূল প্রতিবন্ধক নির্ম্মম দলনে দলিত করিয়া শ্যামবৃন্দারণ্যের নবীন যুগলকিশোরের কাম-যজ্ঞে ইন্ধনপ্রদানের নিমিত্ত উন্মুক্ত জীবনকেই উপহারসম্বল লইয়া সেই গোলোকপুরের সেবা-ভূমিতে ছুটিয়া যাইব।

অজ্ঞানান্ধ হইয়া আমরা অনেক সময় মনে করি, সংসারের পরিচর্য্যায় দাসবত না দিয়া ভগবদ্ধামে আত্মসমর্পণ করিলে বুঝি বা কোন অধর্ম্ম কিম্বা প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে—বুঝি বা পাপ স্পর্শ করিবে। কিন্তু এ'ধারণা যে নিতান্তই ভিত্তিহীন, তাহা শ্রীভগবানের অভয়বাণীতেই সুব্যক্ত হইয়াছে। শুধু পার্ষদশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নহে, অর্জ্জুনের শিক্ষাচ্ছলে ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র চলন্ত জীবকুলকে পরিপূর্ণভাবে আশ্বাস করিয়া ঐ যে ভবভয়হারী হৃষীকেশের গম্ভীর বাণী ধ্বনিত হইতেছে,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ ॥"

নিখিল জগতের ভয়নাশন শ্রীকৃষ্ণের এই পরাক্রমশালী চরণাদেশের পরেও কি আমরা পড়া কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়া ঘৃণ্য মায়াপিশাচীর কপট স্নেহেই অভিভূত থাকিব? তদীয় রোষকষায়িত আরক্ত লোচনের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির ভয়ে কি নিত্যকালই জড়ের পদসেবা করিব? যিনি রাক্ষসী পূতনাকে পর্য্যন্ত ধাত্র্যুচিতা পরাগতি এবং দুষ্ট কংস জরাসন্ধাদিকে ব্রহ্মলোকে স্থান দিয়াছিলেন, সেই অপার করুণা নিলয় শ্রীহরিপাদপদ্মসেবনে কি কখনই নিষ্কপট আর্ত্তি উদিত হইবে না? ধিক্ আমাদের সংসার মোহ! ধিক্ জড় কর্ত্তব্যের মোহিনী-প্রেরণা! সাংসারিক মনীষিসঙ্ঘ আধ্যাত্মিক সমিতি হইতে আমাদের নাম খারিজ করিয়া দেয়, দিউক্, পরিজনবর্গ কর্ত্তব্যচ্যুত অমানুষ বা নরপশু বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে, করুক্, আমরা আত্মার সহজ স্বাস্থ্য-লাভে যত্ন করিবই করিব, অনাদি কালের হরি-বিমুখতা ব্যাধিদূষিত ক্ষতের মত সদম্ব শুষিয়া লইয়াছে, এবার আর না, স্বাস্থ্যসম্পন্ন আদর্শ জীবে জীবন্ত মূর্ত্তিতে নিরাশ প্রাণে নবীন আশার প্রেরণা চালিতেছে; কবে শ্রীগুরুকৃপাপ্রসাদে মাদৃশ পাতিত্যাবনের এই প্রকার শুভবুদ্ধি বুদ্ধির উদয় হইবে?

কবিকুলশেখর ভণিতা গাহিয়াছেন,—

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা-মৃদু-তনুলতা নন্দনে নাভিরন্ধ্রে
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥"

শুধু দুঃখময় নরক-যাতনা হইতে মুক্তি লাভ কি, নন্দন-সুরসুন্দরীগণের সঙ্গীত-সুধা উপভোগের জন্য অথবা সসাগরা ধরিত্রীর একচ্ছত্র সাম্রাজ্যলাভের আশায় নহে, পরন্তু কেবল ভক্তিমন্দাকিনীর সুধা-সরিৎপ্রবাহে অভিসিক্ত হইয়া কবে আমরা নিত্য নবনবায়মান সেবাপ্রাপ্তির জন্য সেই অখিলপূজ্য রাধামাধবের শ্রীপাদপদ্মকে হৃদয়মণিমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব?

মরীচিমালীর কনক করপথে শতদলের প্রস্ফুটনের ন্যায় চিন্ময়প্রভাকর শ্যামসুন্দরের কৃপালোকে শরণাগত জীবনপদ্মের সহস্র দল পরে পরে বিকশিত হইয়া উঠে। কোন নশ্বর সৌন্দর্য্যের সহিত সে অব্যয় অক্ষয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যিমার তুলনা করা চলে না। পরমসেব্যের পাদপদ্মে আপনাকে অর্ঘ্যস্বরূপে প্রদান করিয়া সেবকের যে বিমল আনন্দানুভূতি, তাহার সঙ্গে মোক্ষ ও স্বর্গসুখের তুলনাই হইতে পারে না।

অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আকরবিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দরের সুন্দর বদনের মধুর হাস্য কে দর্শন করিবার যোগ্য? শাস্ত্র বলেন,—"যিনি তাঁহার অপ্রাকৃত কামোৎসবে নিবেদিতাত্মা,— যিনি জড়ের অপূর্ণ, কদর্য্য সৌন্দর্য্যে থুৎকার প্রদান করিয়া সেই নবনমনোমোহনের পদনখমণিকিরণে উদ্ভাসিত, তিনিই সেই হেমগৌরী বৃষভানু-কুমারীর নিত্যালিঙ্গিতবিগ্রহ হরির সুখের চন্দ্রাননের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য অবলোকন করেন।" এইপ্রকার সৌভাগ্য প্রার্থনাই জীবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদময় কর্ত্তব্য।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(২)

১৩০০ বঙ্গাব্দে যে সময় শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণীসভা সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবৎকৃপাবলে শ্রীধামের শোভা-বর্দ্ধনে পুনঃ প্রযত্ন করেন, তৎকালের অব্যবহিত পরেই মায়াদেবী কতিপয় ব্যক্তির চিত্তের উপর বল প্রকাশ করিয়া সত্যানু-ভূতি হইতে তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করেন। শাস্ত্র বলেন,—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া কতকগুলি লোক বৈষ্ণবাপরাধচক্রে সংশোধন হইয়া কুতর্কের জনক ও আধার হইবার প্রয়াস করেন।

যাহারা কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহাদের নিকটই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নানাপ্রকার জড়ীয় ধারণার উপযোগী তাৎকালিক আবৃত রূপ প্রদর্শন করেন। কিন্তু যাঁহারা সতত যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবদ্ভজন করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগরূপ বীজ-ফল-স্বরূপ সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন। এই সদ্বুদ্ধিই চৈত্যগুরুরূপে উদিত হইয়া বদ্ধজীবের কর্ম্মসঙ্কুচন উন্মোচন করিয়া তাহাকে দিব্যজ্ঞান লাভ করান। দিব্যজ্ঞানলাভের সুযোগ উপস্থিত হইলে ভগবান্ মহান্তগুরুর মুখে আত্মবাণী প্রচার করেন।

অনেকে মনে করেন—ভগবদ্বাণী যেরূপ শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখ হইতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ ভগবদ্বাণী অনর্থযুক্ত রজস্তমো-গুণতাড়িত দাম্ভিক কৃষ্ণেতর বস্তুর দাস অভক্তসম্প্রদায়েও পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহাদের ভ্রান্তির কারণ এই যে, গুরু না হইয়া তত্ত্ব নিরূপণে চেষ্টা করিতে গেলে ভ্রমময়ী ধারণা যেরূপ উক্ত অনভিজ্ঞ জীবকে বঞ্চনা করে, তদ্রূপ আত্মম্ভরিতাবশে বদ্ধজীব বঞ্চিত হইয়া অসত্যকে সত্য বলিয়াই জ্ঞান করে; উহা শ্রীঠাকুর নরোত্তমের উক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

রিপুযূটকের বশবর্ত্তী হইয়া মূঢ় অনর্থযুক্ত ব্যক্তি মনে করে যে, শ্রীঠাকুর নরোত্তম যখন ব্রাহ্মণকুলেতর কুলে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন, এবং আমরা যখন সকলেই ব্রাহ্মণে-তর কুলে জাত, তখন আমরা সকলেই শ্রীনরোত্তম-সদৃশ; কিন্তু শ্রীঠাকুর নরোত্তমে যেরূপ প্রেমভক্তি দেখা যায়, সেরূপ প্রেম-ভক্তি রজস্তমোগুণতাড়িত ব্রাহ্মণেতর সকলের মধ্যেই যে বর্ত্তমান আছে, এরূপ ভক্তিবিরুদ্ধ নির্ব্বোধের চিন্তাস্রোত কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই পোষণ করিবেন না।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

'আর্য্যগৌরব' নামক মাসিকপত্রের শ্রাবণ সংখ্যায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত আচার্য্য বেদশাস্ত্রী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অনেকগুলি ভাল কথা থাকিলেও প্রাকৃত সহজিয়াদলের ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাসকে শ্রীগৌরভক্তের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার দোষ নাই, পরন্তু তাঁহার অনভিজ্ঞতাকেই দোষ দেওয়া যাইতে পারে।

মানবে দেবত্বারোপ বা Apotheosis এর কেহই আদর করিতে পারেন না। দুরভি-সন্ধিবশে মানুষকে 'অবতার' (?) সাজাই-বার চেষ্টা যে সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাকৃত সহজিয়া-গণের ধারণা—শ্রীগৌরসুন্দর অধোক্ষজ বস্তু নহেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ভোগ্য বিষয়জাতীয় বস্তু মাত্র।

কিন্তু উপাস্য অধোক্ষজ অবতারী শ্রীগৌরহরি—ঐতিহ্যমাত্রসম্বল মানবের বা রূপকমাত্র-সম্বল তার্কিকের দুর্গম বস্তু। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ ও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য চিন্ময় মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য ভূমিকায় নিত্যকাল অবস্থিত হইয়া প্রপঞ্চ হইতে উন্নত মুক্তপুরুষগণেরই আরাধ্য বস্তু।

সুতরাং আধ্যক্ষিকের দৃষ্টপটে সমাগত ঐতিহ্যপুষ্ট বা রূপক-কল্পিত সাম্প্রদায়িক গুরুপাদ্য বা কাণিওয়াড় রাজ্যের অধিবাসী ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা 'কৃষ্ণচৈতন্য' নামক ঔদার্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণকে আধ্যক্ষিকের সম্পুটে পুরিবার ব্যবস্থায় আমরা আদর করিতে পারি-লাম না।

দয়ানন্দ মহাশয়ের আধ্যক্ষিক বিচার-প্রণালী—নিত্য অভ্রান্তকারিসূত্রে সনাতন ধর্ম্ম হইতে প্রাকৃতসহজিয়ার বিচারানুসারে তুতাকাশের শব্দখচিত বেদবিপ্লবকারী চিন্তাস্রোতেই আবদ্ধ। উহাতে শব্দের বিষদন্তচিকিৎসার কোন অবকাশ না থাকায় তাহা অজরুচি বিচারে আবদ্ধ মাত্র। তজ্জন্য বেদশাস্ত্রী মহাশয়ের আধ্যক্ষিক বিচারটি তাঁহার কথিত বিভিন্ন প্রাকৃত সাহজিকের অন্যতম সাম্প্রদায়িক অবতারপুঞ্জের চিন্তা-স্রোতকে অবশ্যই শোধন করিবে। ইহাই আমাদের বিপুল আশা।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও ত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। ত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, র, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে ত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের হিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-চী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ বল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের য়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত ছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি াশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী হদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

— শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী কাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-ন' নামক ভাষ্যাভাষসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে াক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অদ্ভুতরণিকাদি ই-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ ংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সময়য়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কি, অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। [illegible] রূপসরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্থন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরশ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার [illegible] গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার [illegible] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় [illegible] সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদি দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম, 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন সাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এড্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ফ্রান্সের বহু কোটি টাকা উত্তোলন

বিগত একপক্ষ কালের মধ্যে "ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক" হইতে ১৯,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ফ্রান্সে প্রেরিত হইয়াছে। এখনও প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ ফ্রান্সে যাইতেছে ইহাতে ইংরাজেরা বিস্মিত হইয়াছেন।

গত সপ্তাহে মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন প্যারিসে গিয়াছিলেন। তখন নানা জটিল বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, মিঃ হেণ্ডারসন তখন এমন কোন শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন—যাহা হইতে ফ্রান্সের মনে এই ধারণা হয় যে, জার্ম্মাণীর লেনদেন স্থগিত রাখার বন্দোবস্ত হইলে ইংলণ্ডের পক্ষ হইতেও লেন-দেন স্থগিত রাখার উপায় করা হইবে। তাহা হইলে আমানতী অর্থ উঠাইয়া লইতে পারিবেন না ভাবিয়া হয়ত ফরাসী ধনিকগণ ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের অর্থ উঠাইয়া লইতেছেন।

বিগত ২৪শে জুলাই তারিখে সাত খানি বিমানপোতে ভর্ত্তি করিয়া ১০ টন সোণা ফ্রান্সে প্রেরিত হইয়াছে।

আদালত প্রাঙ্গণে ভীষণ জনতা

হাওড়া কোর্টে এক ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। আদালত প্রাঙ্গণে উত্তেজিত জনতা কর্ত্তৃক দুইজন খোট্টা কুলী চালানকারীকে প্রহার করে মহকুমা হাকিম ও কোর্টের অন্যান্য কর্ম্মচারী বাহিরে গোলমাল শুনিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং গোলমাল সাময়িক ভাবে মিটাইয়া দেন।

বলবন্ত সিং ও অন্য এক কুলী চালানকারী উৎকলের তালচর রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৩১ জন লোককে লইয়া আসে এবং তাহাদিগকে বলে যে, খড়্গপুর ও হাওড়ার মধ্যবর্ত্তী রেল লাইনে কাজ করিতে হইবে। কিন্তু হাওড়ায় আসিয়া তাহাদিগকে অন্য ট্রেণে উঠিতে বলায় তাহারা আপত্তি করে। এই সূত্রে গোলমালের সৃষ্টি হয়।

মহকুমা হাকিম মিঃ বি, কে, দাসের এজলাসে কুলীও কুলী চালানকারীদের মোকর্দ্দমা করিতে আদেশ দেওয়া হয়। উকীল মহাশয়গণ গরীব কুলীদের পক্ষে বলেন যে, তাহাদিগকে বাড়ী যাইবার ভাড়া মঞ্জুর করা হউক মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সে সম্বন্ধে আশ্বাস দেন। তৎপরে কুলী চালানকারীদ্বয় তখন হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইবার জন্য পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করায় তাহা মঞ্জুর করা হয়।

সুরাট মিউনিসিপ্যালিটী

গত ২৩শে জুলাই বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে সুরাট মিউনিসিপ্যালিটীর কুশাসনের দরুণ উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীকে গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এক বৎসরের জন্য গবর্ণমেণ্ট হাতে লওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে আদেশ দিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী এক বর্ণনা প্রদান করেন তিনি তাহাতে বলেন, গবর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য এক কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন। কমিটী তদন্ত-কার্য্য শেষ করিয়াছেন। আগামী ১৫ই আগষ্ট নূতন ভোটারের তালিকা প্রকাশিত হইবে। নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের নাম ১লা অক্টোবর প্রকাশিত হইবে। ঐ মাসের শেষে নির্ব্বাচন কার্য্য শেষ হইবে। আগামী নবেম্বর মাসে উহা প্রত্যর্পণ করা হইবে।

সেচ বিলের আলোচনা হওয়ার পর আগামী শুক্রবার পর্য্যন্ত সভা মুলতুবী থাকে।

চিত্রগুপ্তের নিকাশ

কলেরা খাতে

বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, গত ১৮ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উক্ত সপ্তাহ বাঙ্গালার তিনটী জেলায় কলেরাতে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিম্নে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল :—

	আলোচ্য সপ্তাহ	পূর্ব্ব সপ্তাহ
হাওড়া	২৪	১০
মালদহ	১০	০
চট্টগ্রাম	৪২	৩৪
নোয়াখালী	১০	১০
আসানসোল মাইনিং সেটলমেণ্ট	৫	১১
মেদিনীপুর	১৯	২০
হুগলী	৭	১৪
২৪ পরগণা	১২	১৭
কলিকাতা	২৮	৩৪
ত্রিপুরা	৫	২১

বসন্ত খাতে

বসন্ত রোগে বর্দ্ধমানে ১২ জন, রঙ্গপুরে ৫, মৈমনসিংহে ৪, কলিকাতায় ৩, মেদিনীপুর এবং হুগলীতে ২, হাওড়ায় ২ মারা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বীরভূম, বাঁকুড়া ২৪ পরগণা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, কুচবিহার, ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে ১জন করিয়া মারা

ইনফ্লুয়েঞ্জা খাতে

কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১৬ জন মারা গিয়াছে।

সিউরী সিমেট্রিতে লেপ্টন্যাণ্ট হেক্সটের সমাধি

ভুসাওয়াল রেলওয়ে হাসপাতালে গত ২৩শে জুলাই বৈকাল বেলা লেপ্টন্যাণ্ট হেকসট্ মারা গিয়াছেন। ২৪শে জুলাই নাগপুর এক্সপ্রেসযোগে তাঁহার মৃতদেহ কোলাবার বৃটীশ মিলিটারী হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং ঐ দিবস সন্ধ্যাবেলা সিউরী সিমেট্রীতে তাঁহার মৃতদেহের কবর দেওয়া হইয়াছে।

বস্ত্র ব্যবসায়িগণের কংগ্রেস প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর

ঈশ্বরদি কংগ্রেস কমিটীর অধীন ধাপারীর বস্ত্রব্যবসায়িগণ আর বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিবে না বলিয়া কংগ্রেস প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে শুনা যায়। ঈশ্বরদি বাজারের যে সকল বস্ত্র ব্যবসায়ী অন্যান্যের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়াছিল তাহারাও অবশেষে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে।

ব্যাঙ্কের কাগজপত্র লোপাট

গত ৩রা শ্রাবণ সকাল প্রায় ৬॥০টার সময় প্রকাশ হয় যে, আর্কেল-পুর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সমস্ত প্রয়োজনীয় খাতাপত্র চুরি গিয়াছে। বাহিরের দরজায় দুইটি তালা পূর্ব্ববৎ লাগান ছিল, ঘরটীর চতুর্দ্দিক বাহির বেশ হইতে আটকান কিন্তু বাহির হইতে প্রবেশ করিবার মত কোন সুবিধা বা চিহ্ন নাই, অথচ ভিতরের আলমারীতে খাতাপত্রগুলি সজ্জিত থাকা সত্ত্বেও লোপাট হইয়াছে। কোন তালা বা বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিবার চিহ্ন মাত্রও নাই। থানায় এসম্বন্ধে এজাহার দেওয়া হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত কোন প্রকার অনুসন্ধান হয় নাই।

শকট চালকদের ভীষণ দাঙ্গা

প্রকাশ, সিডেনহাম রোডে হিন্দু শকট চালকদের দুই দলের মধ্যে ভীষণ মারামারি হয় ফলে চারজন লোক সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। তাহাদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা শোচনীয়। মারামারির সময় লাঠি ও ছোরা ব্যবহার হইয়াছিল। বিশেষ বিবরণে প্রকাশ যে একটি নারী লইয়াই নাকি এই কলহের সূত্রপাত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ায় দাঙ্গাকারীরা পলায়ন করে।

টাইমসে লর্ড ইঞ্চকেপের উক্তি

লণ্ডনের "টাইমস" পত্রিকায় লর্ড ইঞ্চকেপ লিখিয়াছেন,—লর্ড আরউইনকে বড়লাট না করিয়া ধর্ম্মপ্রচারক বিশপরূপে ভারতে পাঠাইলেই ভাল হইত।

তিনি আরও লিখিয়াছেন,—অবসর প্রাপ্ত ভারতের বড়লাট হিসাবেও লর্ড আরউইন যে বলিতে চান, ভারতবাসিকে অরাজকতার মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া আসাই বৃটীশের কর্ত্তব্য।

ভ্রম সংশোধন

গত ২৭শে জুলাই সোমবার তারিখে নদীয়া-প্রকাশে ৮ই আগষ্ট তারিখের নীলাম ইস্তাহার প্রকাশ হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ ইস্তাহারে নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

প্রথম মুন্সেফ কোর্ট

ক্রমিক নং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(৫৩)	২৩২৭	২৩২৭এ
	দেংজারী ৩১	দেংজারী ৩১

এতদ্ব্যতীত (২১) ক্রমিক নম্বরে খাংজারীর নং ২০০০।৩১ হইবে এই নম্বরটী স্পষ্ট উঠে নাই।

দ্বিতীয় মুন্সেফ কোর্ট

ক্রমিক নং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(১৩)	৬৭৬	৬৭৬
	খাংজারী ৩১	মনিজারী ৩১
(৩৬)	৪১১	৪৪৯
	মনিজারী ৩১	খাংজারী ৩১

মিল বন্ধ হওয়ায় ২০০০ লোকের বেকার সমস্যা

প্রকাশ সিমপ্লেক্স মিলে আংশিক ধর্ম্মঘট হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ ২৪শে জুলাই এই মর্ম্মে এক নোটীশ জারি করিয়াছেন যে, কিছু কালের জন্য মিল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ফলে প্রায় দুই হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে অন্য কোন বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

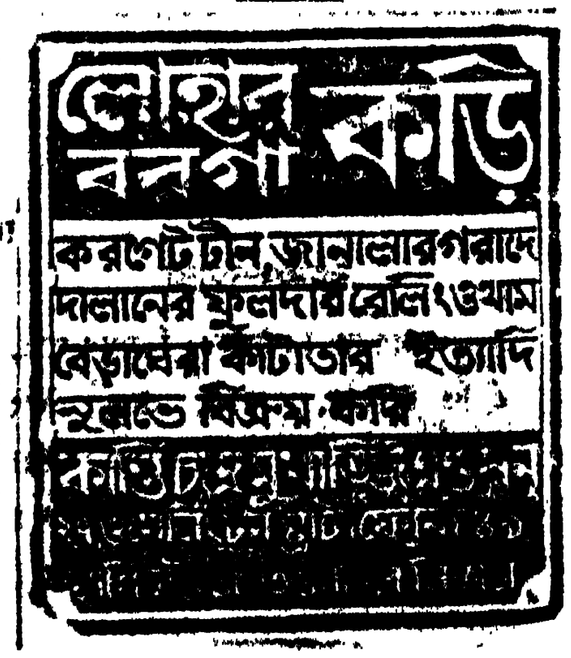

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি
কান্তি চন্দ্র মুখার্জ্জী এণ্ড কম্পনী

টেলি—"নদীয়া"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নমুনা
প্রতি সংখ্যা ৵০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২/তম সংখ্যা

৮/

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ৩০শে জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

নদীয়া জেলা ছাত্র সমিতি

নদীয়া জেলা ছাত্র সমিতির শাখা সমিতিগুলিকে জানান যাইতেছে, আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সমিতিগুলি বর্ত্তমান বর্ষের জন্য গঠিত করা হয়। শাখা সমিতিগুলির নির্ব্বাচন শেষ হইলে জেলা ছাত্র সমিতির নির্ব্বাচন হইবে। জেলা ছাত্র সমিতির নির্ব্বাচনের দিন পরে জানান হইবে। যে সকল সমিতির নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে তাহাদের কার্য্য-নির্ব্বাহকদের নাম নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

শ্রীঅজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়— সম্পাদক।

আলিপুরে জিলা জজ নিহত

২৪ পরগণার জিলা ও দায়রা জজ মিঃ আর পারলিক সোমবার জলযোগের পর বেলা প্রায় আড়াইটার সময় যখন তাঁহার এজলাসে যাইয়া আসন গ্রহণ করেন, সেই সময় একজন অপরিচিত যুবক মঞ্চের উপর উঠিয়া তথায় গোয়েন্দা বিভাগের যে কনষ্টেবল পাহারায় ছিল, তাহাকে গুলী করে। মিঃ পারলিক নিকটেই ছিলেন। যুবক তাঁহার বুক লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। মিঃ পারলিক তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছেন।

এ দিকে ঘটনাস্থলে যে সার্জ্জেণ্ট পাহারায় ছিল, সে আক্রমণকারীকে গুলী করে। ফলে যুবকও সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়াছে। আক্রমণকারীর পকেট হইতে ১৩টি টোটা ও কিছু পয়সা পাওয়া গিয়াছে।

আততায়ীর পকেটে একখণ্ড কাগজ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখা আছে—

"ধ্বংস হও; দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসী দিবার পুরস্কার লও। ইতি

—বিমল গুপ্ত।"

যে কনষ্টেবল প্রথমে আহত হয়, তাহার অবস্থা সাংঘাতিক। শুনা যাইতেছে, এই বিমল গুপ্তই নাকি মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডীর হত্যাকারী।

আলিপুরে জিলা জজ নিহত

নদীয়া জেলা ছাত্র সমিতি

হত্যায় স্বরাজ মিলিবে না

বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ে মুসলমান সমাজ

অগ্নিকাণ্ডে শোচনীয় মৃত্যু

হেদুয়ায় নূতন বীরের দীর্ঘ সন্তরণের উদ্যম

গান্ধীজীর চরম পত্র

স্পেনীয় গবর্ণমেণ্টের নূতন বিধান

ছোরা মারার মামলা

চন্দ্রকোণারোডে গুণ্ডার কৃতিত্ব

গান্ধীজীর চরম পত্র

সুরাট হইতে প্রকাশ যে, রাজস্ব আদায় ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষ যে পীড়ন-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে গান্ধীজী সন্তুষ্ট হইয়াছেন তিনি বড়লাট লোর্ডাইরউইনের গবর্ণর ও ভাইসরয়ের বরাবর চরমপত্র প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ১০দিনের মধ্যে যদি উক্ত উপায়ে গৃহীত রাজস্ব প্রত্যর্পণ করা না হয়, তাহা হইলে আপোষ ও চুক্তি ভাঙ্গিয়া যাইবে।

গান্ধীজী সুরাট জিলার কর্ম্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই কঠোর সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

ছোরা মারার মামলা

নবীনগর হাই স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, মহাশয়কে, পাখাচং ষ্টেশনে চলতি ট্রেণে ৪।৫ জন লোক ছোরা মারে। তাহার ফলে ধরপাকড় আরম্ভ হয়। ইমান বীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, শ্রীমান বিনয় ভূষণ দত্ত ও শ্রীমান মুণীন্দ্রচন্দ্র পাল গ্রেপ্তার হইয়াছেন যোগেশ বাবুর শ্যালক বিনয় ও মুণীন্দ্রকে সনাক্ত করিয়াছে।

স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালের চিঠি

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, শুকদেব রাজের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল ২৫শে জুলাই জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন যে আদালতের আদেশ কি ভাবে প্রতিপালন করা হইতেছে এবং শুকদেব রাজকে জেলের অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর বন্দীগণের সহিত মেলামেশা করিতে দেওয়া যাইতে পারে কিনা, তৎসম্বন্ধে সত্বর অত্র আদালতে যেন জানান হয়।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	পুরী
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাম্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রসকীমোহন প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবসুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীহরিকর্ম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্র

মাউগাছি, আরগড়, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) জাগরক আশ্রম

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, ছাতিয়ানী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীহরিসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগৎগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরিব্রাজকবিনোদ বি-এ, শ্রীমদনগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমুক্তিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাকৃষ্ণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ভারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅমররঞ্জানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জনচ্ছিদ্ধকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নামকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীদুর্জয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(১৮) আমলাযোড়া অপরাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীরামনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডি, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া অপরাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহুকুসুমস্থিত শ্রীগোরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫০নং গোপীচন্দন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগিরিকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া অপরাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণদাস

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং ৩৫ গোপালপুরম্, কাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজন ভক্তিসার, ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

বর্ষ ১ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৪ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩০ জুলাই ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার { ১১৬তম সংখ্যা।

সাময়িক সন্দেশ

রবিবার ১০ই শ্রাবণ (১৩৩৮)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধামে অবস্থিতি করিতেছেন। অদ্য প্রাতে তিনি দীর্ঘকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ অভিমুখে গমন করেন।

লোকশিক্ষক জগদাচার্য্যবর পথিমধ্যে শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া অন্যকে তদনুসরণের শিক্ষা প্রদান করিলেন। তৎপরে শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ শ্রীবিগ্রহগণের বন্দনানন্তর অপ্রাকৃত ভবন, নিতাইকুণ্ড, অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর গৃহাদির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রায় ১০ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্য মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ ১॥০ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া জামগ্রামের দুইজন ভক্তিমতী মহিলার নবনির্ম্মিত গৃহে নবপ্রবেশ উপলক্ষে শ্রীযোগপীঠে গমন এবং যথানিয়মে গৃহপ্রবেশকার্য্য সম্পাদন করেন।

অপরাহ্ণ প্রায় ছয় ঘটিকার সময় আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয় কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গত ৬ জুলাই বর্দ্ধমানের জজকোর্টের উকীল শ্রীযুত রজশ্যাম দত্ত মহাশয় শ্রীধাম দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীযোগপীঠের রক্ষক শ্রীযুত রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভিটা সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান কোথায়, তাহার সম্যক্ পরিচয় লাভ করেন।

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ 'দি হিন্দু' পত্রের ২০শে জুলাই সোমবারের সংখ্যার ৪র্থ পৃষ্ঠায় মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের নগরসংকীর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে প্রকাশিত হইল,—

NAGAR SANKIRTANAM IN GEORGE TOWN

(From a Correspondent)

On Saturday the 18th instant there was a big Nagar Sankirtanam starting at 6-30 p. m. from Sri Krishna temple, Coral Merchant street, headed by the Swamijis of Sri Gaudiya Math, Madras and proceeding to Ponder Nilayam, 93 Coral Merchant Street. Large numbers of devotees from all parts of the city joined the procession and the Bengal Sankirtan followed by the singing of "Haribol" as inaugurated by Sri Chaitanya Deva. The procession reached Pander Nilayam at 7-30 p.m. when His Holiness Tridandiswami B. R. Sridhar Maharaj delivered an interesting discourse on the 'Mission of life' explaining the importance of Sri Harinam Sankirtanam as propounded by Sri Chaitanya Deva.

After necessary Pooja and Sankirtanam, the gathering dispersed.

অনুবাদ

জর্জ্জটাউনে নগরসঙ্কীর্ত্তন

(দি হিন্দু সোমবার ২০ জুলাই ১৯৩১)

গত ১৮ই জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় কোরাল মার্চ্যাণ্ট ষ্ট্রীটস্থিত শ্রীকৃষ্ণমন্দির হইতে মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের স্বামীজিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া একটী বিরাট্ নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হয় এবং ৯৩ নং কোরালমার্চ্যাণ্ট ষ্ট্রীটস্থ পাণ্ডারনিলায়াম্ পর্য্যন্ত উহা গমন করে। সহরের সকল স্থান হইতেই বহু ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মহাপ্রভুর অনুগমনে বাংলা সংকীর্ত্তন "হরিবোলে" দিগ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া উক্ত নগরসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা সাড়েসাত ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা পাণ্ডারনিলায়ামে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়া "মানবজীবনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে বিশেষ চিত্তাকর্ষক একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

আবশ্যকীয় পূজা এবং কীর্ত্তনাদি শেষ হইলে ক্রমশঃ জনতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়

গত ১লা শ্রাবণ ১৭ জুলাই শুক্রবার দিবস ময়মনসিংহ শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রথম বার্ষিক রথযাত্রা-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে উষাকীর্ত্তন হইয়াছিল। অতঃপর মধ্যাহ্নে ভোগারতি-কীর্ত্তনাদি হইলে পর বহু ভক্ত শ্রীমঠে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ যদুবর দাস অধিকারী এম, এ, বি, এল ভক্তিশাস্ত্রী এবং শ্রীপাদ উদ্ধব দাস অধিকারী মহোদয়দ্বয়ের ঐকান্তিকী চেষ্টায় একটী সঙ্কীর্ত্তনদল শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ময়মনসিংহ বড়বাজারে রথ পরিক্রমা করত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথাগ্রে নৃত্যাধিষ্ঠিত পয়ারগুলি কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অতঃপর সকলেই শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রথযাত্রা সংক্রান্ত অধ্যায় পাঠ করেন, তৎপরে [illegible] সুমহান্ দাসাধিকারী মহোদয়ের নামসংকীর্ত্তন হয়। এইরূপে রাত্রি প্রায় [illegible] অতীত হইলে সকলেই সংকীর্ত্তনমুখে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

মুকুন্দসেবা ও অষ্টাঙ্গযোগ

বদ্ধজীব মৎসরতাক্রমে কামক্রোধ লোভাদির ক্রীড়াপুত্তলী। কামাদির হাতে তাহার স্বতন্ত্রতা বিক্রীত হওয়ায় ইহজগতে বাস করা তাহার পক্ষে বড়ই কঠিন ও ক্লেশকর হইয়াছে। সেই জন্য যোগিগণ চিত্তবৃত্তির নিরোধার্থ যে অষ্টাঙ্গযোগপথের উপদেশ করেন, তদনুগমনে অনেকের প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধনপথে অভীষ্টলাভের পূর্ব্বেই কামাদি বৃত্তিসকল পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন উপস্থিত করাইয়া সিদ্ধির ব্যাঘাত করে। মুকুন্দের সেবা করিবার কালে সেইরূপ কোন প্রতিবন্ধক আসিয়া কিছুই করিতে পারে না।

মুকুন্দ—পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্যবস্তু। তাঁহার পরিচর্য্যা নিত্য, মুক্ত, পূর্ণ ও শুদ্ধ ব্যতীত হইতে পারে না অর্থাৎ অনিত্য, অশুদ্ধ, অপূর্ণ ও সাপেক্ষ ধর্ম্মের বশবর্ত্তিতায় মুকুন্দসেবা সম্ভবপর নহে। অষ্টাঙ্গযোগাদির পন্থায় ঐ অভাবগুলি সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান। কেননা, অসুবিধা নিরাকরণ জন্য যেসকল সাধনের প্রস্তাব যোগিগণ করিয়া থাকেন, তাদৃশ সাধন-কালে সেই অসুবিধার ফলে জীবের ফল-প্রাপ্তি দুঃসাধ্য। কিন্তু মুকুন্দসেবোপকরণ, সেবাকারী ও সেবা কেহই কোনপ্রকার বিঘ্নের অন্তর্গত নহেন বলিয়া অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত নাই অর্থাৎ মুকুন্দসেবা হইতে মুকুন্দ ব্যতীত অন্যবস্তু সেবারূপ অনর্থের বিদ্যমানতা নাই।

অসংযত ব্যক্তি অষ্টাঙ্গযোগের 'যম' পদ্ধতি অবলম্বন করেন। অনিয়ত ব্যক্তি 'নিয়মে' বাধ্য হন। যথোপযোগী আসনের অভাবে চিত্তবৈকল্য ঘটে। ভোগবাসনা বা ইচ্ছারূপ পূরক, অনিচ্ছারূপ রেচক ও বাসনোপযোগী কুম্ভক পরিহারী করিয়া অষ্টাঙ্গযোগের 'প্রাণায়াম' রিপুচরিতার্থতার পরাবসিত হইবার যোগ্য। ঈশপ্রতিকূল ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ হইতে অবসর পাইবার জন্য 'প্রত্যাহারে'র ব্যবস্থা। প্রতিকূল পরিহাররূপ উপবাসাদি সময় সময় সাধককে বিপন্ন করিয়া ফেলে। ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় বস্তুর নশ্বর উপলব্ধিতে খণ্ডিত কাল 'ধ্যান'-সাধনের উদ্দেশ্য ফলবান্ হইতে দেয় না। 'ধারণা'ও সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক চঞ্চল মনের দ্বারা সার্ব্বকালিক বুদ্ধির অভাব উৎপাদন করে। 'সমাধি'র কৈবল্যভাব চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের অভাবহেতু ইতর কালোপাত্ত অবস্থাবিশেষ। এই সকল কারণে যোগসাধনের অষ্টাঙ্গ নানাপ্রকারে বিপন্ন।

মুকুন্দপাদপদ্ম অভয়, অশোক, নিস্পৃহ, অপরিহরণযোগ্য ও অলোভনীয়। হরি-সম্বন্ধি বস্তু বিষয়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সকল সময়ই মুকুন্দ ভাবকগণকে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করেন। মুকুন্দসেবকের অনুষ্ঠানসমূহের নিত্যতায় কেহই বিঘ্ন সাধন করিতে পারে না। অনাদ্য স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ কালকোভ্য হওয়ায় ঔপাধিক অনিত্য সাধনপ্রণালী চরম মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ নহে।

হরিসেবক, হরিসেবা ও হরি—ত্রিবিধ বিচিত্রতায় বৈকুণ্ঠবস্তু মায়িক ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার নহেন। হরিবিস্মৃতিফলেই জীবের সেবাপ্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া সুখদুঃখে নিযুক্ত হয়। তাহাতে নিত্য এবং অপক্ষয়রহিত জ্ঞান ও আনন্দ নাই। যে স্থলে উপায় ও উপেয়ে ভেদ বর্ত্তমান, তথায় বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে উপায় ও উপেয় স্বতন্ত্র নহে।

ভক্তি ব্যতীত অন্য প্রস্তাবিত সাধন-প্রক্রিয়া জীবের অনর্থ নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—এক হিংস্রজন্তুসমাকুল অরণ্যান্তরে জনৈক মানব প্রবিষ্ট হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বৃক্ষ হইতে যষ্টি সংগ্রহ করিয়া পশুকুলকে বিতাড়িত করিতে পারিলেই তিনি নির্ভয়ে বনবাসী হইতে পারেন। তাদৃশ যষ্টিসংগ্রহ করিতে গিয়া তাঁহাকে হিংস্র পশুগণ আক্রমণ করিল। ফলে তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিল, অভীষ্ট সিদ্ধির কিছুই হইল না। যষ্টিসংগ্রহের চেষ্টাও তাহার সাধনফল উৎপাদন করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বিফল-মনোরথ করাইল। সাধনকালে রক্ষকের অভাবে যে ফল-লাভের অসুবিধা ঘটিল, তাহা দীনবৎসল ভগবানের শ্রীচরণসেবা পরিহারের জন্য। ইহা তাঁহার মৃত্যুকালে সুস্পষ্ট উপলব্ধি ঘটিল। যদি তিনি সংরক্ষিত হইয়া ভগবদাশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ প্রকার বিপদ্ ঘটিত না।

অতএব নিরন্তর কামলোভাদি রিপুর দ্বারা বশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দসেবা দ্বারা যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বন করিলে তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

"আশার ছলনা"

ধূ ধূ ধূ ধূসর, মরুভূ-উষর,
দীরঘ পথের বিরাম নাহি।
চলেছে পথিক নাহি দিকাদিক্
তৃষায় কাতর জীবন বাহি'॥
কোথায় শান্তি? একিরে ভ্রান্তি!
শান্তিউজল সে ধাম কই?
তুহিনশীতল পরশ কোমল
মাগিছে মানব অনলঠাঁই॥

-প্রসঙ্গ

(৩)

শ্রীঠাকুর নরোত্তম জমিদারের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাতে সকল জমিদারের সন্তানগণই যে ঠাকুর নরোত্তমতুল্য,—একথা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট ও সমর্থিত হয় না। পতনযোগ্যতাবিশিষ্ট জীব শ্রীঠাকুর নরোত্তমের খেতুরীবাসকে তাহাদের নিজ ভোগাগারে বসিয়া বিষয় গ্রহণের সহিত এক করিয়া ফেলায় তাহাদের বিষম ভ্রম উপস্থিত হয়।

ভগবান্ যাঁহাকে নিজজন বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের দর্শন ভগবদ্ভজনরহিত সাম্প্রিকগণের ধারণা হইতে যে পৃথক্, একথা তার্কিক সমাজও সরলান্তঃকরণে বুঝিতে পারেন।

সভ্যতাভিমানযুক্ত জনগণ আপনাপেক্ষা উন্নত জনগণের সঙ্গ প্রার্থনা করেন। কাম-প্রপীড়িত জনগণ কামুককেই গুরুরূপে বরণ করে। ক্রুদ্ধ জনগণ ক্রোধী ব্যক্তিকেই গুরুরূপে বরণ করে। কাপট্যশিক্ষাদিগণ কপটকেই গুরুপদে বরণ করিয়া নিষ্কপট গণের সহিত তর্কের ছলনায় লোক-প্রতারণা করিয়া থাকে। রিপুবশবর্ত্তিতাই এই সকল ব্যক্তির ভাল লাগে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—সমশীল জনগণের ভজন বিষমশীল ভজনকারীর সহিত কখনও সমন্বিত হইতে পারে না।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বলেন—যাহারা কাম-ক্রোধাদি রিপুষট্‌কের দাস্য করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহারা কৃষ্ণের সেবা করিতে অসমর্থ। আমরাও বলি, যাহারা শ্রীগৌরধামে নিত্য বাসস্থান স্থাপন করিতে পারে নাই, তাহারা বিষয়-ভোগে প্রমত্ত হইয়া অন্যান্য অভক্তিচেষ্টা করিয়া থাকে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীধাম-শতকের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, কামাদি রিপুভূমিকায় বিচরণকারী জন-গণের শ্রীধামে বাস করিয়া ভগবদ্ভজন করিবার সম্ভাবনা কোনদিনই নাই। তাহারা শ্রীধামাপরাধফলে নিজ নিজ কামাদি রিপুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শ্রীধাম নিরূপণ করিতে গিয়া স্বীয় অসামর্থ্যের তাণ্ডবনৃত্য প্রদর্শন করে।

অবান্তর উদ্দেশ্যবিশিষ্ট জনগণের প্রচেষ্টা দ্বারা শ্রীধাম নিরূপিত হয় না, যেহেতু তাহাদের ধাম—কাম-ক্রোধ-লোভাদি-মণ্ডিত। সুতরাং যেস্থলে কাম, ক্রোধ, লোভাদির বিপুল আমদানী, তাহারা সেই ক্ষেত্রকে শ্রীধাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে হাবুডুবু খাইবার অনুরাগ প্রদর্শন করে।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২৫ সংখ্যার পর)

শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-নিজ-জনগণ বিষদ্রূঢ়িবৃত্তি আকর্ষণ করিয়া যেসকল শব্দ ও ভাব বিকাশ করেন, তাহা, প্রাকৃত-সাহজিক আর্য্যসামাজিকগণের বিচার-প্রণালীতে যে সকল দোষ আসিয়াছে, তাহাও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া দেয়।

বিরোধ, সংঘর্ষ প্রভৃতি প্রেমশূন্য ভাব-সমূহ ঐতিহ্যকোটরে আবদ্ধ ভূতাকাশের অন্তর্গত শব্দের অবিদ্যদ্রূঢ়িবৃত্তিতেই প্রতি-ষ্ঠিত। সুতরাং আর্য্যগৌরবের সম্পাদক মহাশয়ের লৌকিক বিচার তাঁহারই ন্যায় চিদ্বিলাসরাজ্যে অনভিজ্ঞ সমাজের আদরের বস্তু হইবে।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" সুতরাং অক্ষরূঢ়িবৃত্তির আশ্রিত শব্দবিচারে লব্ধ বদ্ধাবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অধোক্ষজ বস্তুর বাস্তব বিচারে অর্থাৎ আম্নায়পথ বা শ্রৌতসরণীতে প্রবেশ লাভের অধিকার অধিরোহবাদী প্রাকৃত-সাহজিক মানবজাতির নাই; সুতরাং শ্রীআনন্দতীর্থের শ্রৌত ও তর্কপথের বিচার আলোচনা করিলেই বেদশাস্ত্রী মহা-শয় অধিক লাভবান্ হইবেন, আশা করি।

(২)

আমরা অবগত হইলাম, জনৈক বণিক যুবক আদার ব্যাপারী হইয়া জাহা-জের খবর লইয়া মাথা ঘামাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহার একার্য্যে গূঢ় অভি-সন্ধি কি, উহা আমরা শীঘ্রই লোক-গোচরে প্রকাশ করিয়া দিব।

শুনিলাম, বণিক যুবক শ্রীনটবর দত্ত সারুটিয়ার ভেকধারীর কেউ ধরিয়া শ্রীশ্রী-নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ সমিতির সম্পাদক রাজর্ষি শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়ের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছেন; তাহার যথাযথ উত্তর গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীযুত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে যথা-সময়ে পাইয়া আমরা শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পত্রে প্রকাশ করিব।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, শুদ্ধ ও বিশুদ্ধ্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৩৩৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীযুতাদি নোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-বরমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়; আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি-সহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে বাঙ্গলা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ; ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ আনা মাত্র

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রাসকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধ্য পথ্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ২৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সর্ত্তাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

হাপা শুষ্কতারলা, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, শ্বাসভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে বালকার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীন পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ডিমপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী ষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

য় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ৵০ আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, ৫ নং নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ মিস্ত্রী, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হত্যায় স্বরাজ মিলিবে না

গান্ধীজী "নবজীবন পত্রিকায় লিখিতেছেন—'বোম্বাইয়ের অস্থায়ী গভর্ণরের প্রাণ নাশের চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্য কি হইতে পারে? এই ভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করিতে গিয়া ছাত্রটি শত্রুতার ভাবকে তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। এই ভাবে সে ছাত্রজীবনের খ্যাতিকে কলঙ্কিত করিয়াছে। উপরন্তু এই ঘটনার সহিত একটা প্রতারণাও জড়িত রহিয়াছে। গভর্ণর ফারগুসন কলেজের অতিথি হইয়া গিয়াছেন, অতিথিকে রক্ষা করাই ধর্ম্ম। আরব দেশের লোক শত্রুকে বধ করে না। তিনি যখন অতিথি, তখন হিংসায় বিশ্বাসীসঙ্ঘগুলির সংযত হওয়া কি উচিত ছিল না? কেহ যদি আমাদের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রতারণা করিত তাহা হইলে আমরা দুঃখিত হইতাম। যে কাজ কেহ আমাদের প্রতি করিলে সুখী হইতাম না, তাহাই আমরা অন্যের সম্বন্ধে করিব কেন? এইরূপ কার্য্যে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হয় না, বৃদ্ধি পায় দুর্নাম, এইরূপ কার্য্যের দ্বারা স্বরাজের যোগ্যতাও বৃদ্ধি পায় না, উহা কমিয়া যায়, স্বরাজ আসিতে বিলম্ব ঘটে এত বড়, এত প্রাচীন দেশের স্বরাজ কখন প্রতারণাপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের দ্বারা অর্জ্জিত হয় না। স্বরাজের অর্থ ইহা নয় যে, কেবল ইংরাজেরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবে। ইহার অর্থ—দেশের কার্য্যের জন্য জনসাধারণের দ্বারা এবং জনসাধারণের জন্য যে অধিকার, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হউক। ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিয়া গেলেই বা তাহাদের বিনষ্ট করিলেই এই শক্তি মিলিবে না, এই শক্তি মিলিবে অসংখ্য মূক জনকের সেবায়, ধরিয়া লওয়া যাউক যে, কয়েক সহস্র হত্যাকাণ্ডের দ্বারা সমস্ত ইংরাজকে মারিয়া ফেলা হইল, কিন্তু তাহাতেই কি ভারত শাসন পরিচালনা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে? তখন, হত্যার মন্ততায় তাঁহারা যাহাদের পছন্দ করিবেন না, তাঁহাদেরও হত্যা করিবেন।

চন্দ্রকোণারোডে শুঙ্কায় ক্ষতিত্ব

সেদিন অতুল মাঝি একটা গোক্ষুরা সর্প ধরিবার কালে হঠাৎ উক্ত সর্পের দ্বারা দংশিত হইয়া জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিষ মস্তকে উঠিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় জনৈক ওঝা মাথা ফুঁক করিয়া বিষ নামাইতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে।

ইক্ষুর চাষ সম্পর্কে গবেষণা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে ইক্ষুর চাষ সম্পর্কিত গবেষণা বিষয়ক সাম্রাজ্য সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। সম্মেলনে স্থির করিয়াছেন, বার্ব্বাডস, ভারতবর্ষ, মরিশাস ও অষ্ট্রেলিয়া—এই চারিস্থানে ইক্ষু উৎপাদনের জন্য চারিটী কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইক্ষুর মধ্যে যে পোকা উৎপন্ন হয় তাহা যাহাতে এক দেশ হইতে অপর দেশে সংক্রামিক হইতে না পারে তজ্জন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে একটি ষ্টেশন স্থাপন করা আবশ্যক এই অভিপ্রায়ও সম্মেলনে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

হেদুয়ায় নূতন বীরের দীর্ঘ সন্তরণের উদ্যম

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের তত্ত্বাবধানে হেদুয়ার পুকুরে সুকুমার ভড় দীর্ঘকাল সন্তরণ করিয়া রেকর্ড রাখিবেন বলিয়া আয়োজন চলিতেছে। আগামী ৬ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ইনি সন্তরণ আরম্ভ করিবেন সুকুমার বর্ত্তমানে শ্রীযুত এস, পালের শিক্ষাধীনে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন।

সিদ্ধান্তবাগমারায় ভীষণ চুরি

গত ১৯শে জুলাই রাত্রে সিদ্ধান্তবাগমারা গ্রামের রহিম সেখের বাড়ীতে ভীষণ চুরি হইয়াছে। ২টি প্রকাণ্ড সিঁদ কাটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বড় একটি কাঠের বাক্স ভাঙ্গিয়া চারিশত টাকা নগদ এবং অনেক টাকার দলিল, দাখিলা হিসাবের কাগজ ইত্যাদি চোরেরা লইয়া গিয়াছে ২১শে জুলাই পুলিস তদন্ত হইল। চোরের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অগ্নিকাণ্ডে শোচনীয় মৃত্যু

পিটস্‌বার্গে, ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে আশ্রয়হীনা বালিকাদের আশ্রমটি ভস্মীভূত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ২০ জনকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না এবং ১০০ জনকে দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের দেহগুলি দগ্ধ হইয়া এমনই বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে যে, দেখিয়া কোন্‌টী কাহার মৃতদেহ তাহা বলিবার উপায় নাই।

আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক সন্ন্যাসিনীগণ অবশ্য যথেষ্ট সৎসাহস দেখাইয়াছেন। বিপন্ন আশ্রমবাসীদিগকে উদ্ধার করিবার খুব চেষ্টা হইয়াছিল; তথাপি অনেকের মৃত্যু হইয়াছে কেহ কেহ আগুনের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িয়াছিল। যাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই—তাহাদেরও মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ছোরার আঘাতে আবদুলের মৃত্যু

শনিবার প্রাতে শ্রীরামপুরে এক দোকানে আবদুল আজিজ ও আর দুই জন মুসলমানের মধ্যে বিবাদের ফলে আবদুল ছোরার দ্বারা আহত হয়। তৎক্ষনাৎ ওয়ালস্ হাসপাতালে যায় এবং পৌঁছিবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আবদুলের বয়স অনুমান ৩০ বৎসর।

পুলিশ ঐ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যায় এবং উক্ত মুসলমানদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে।

রেসিডেন্ট সাহেব ডাঃ হরেন্দ্র নাথ বাগচী শবব্যবচ্ছেদ করেন। তিনি বলেন যে, হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হইয়া যাওয়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

স্পেনীয় গবর্ণমেণ্টের নূতন বিধান

স্পেন দেশের গোলমালের সময় রাজতন্ত্রী দলের লোকেরা ব্যাঙ্কের অনেক নোট চুরি করিয়াছিল। তাহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এক বিধান জারী করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কের সমস্ত নোটের উপর "গণতান্ত্রিক স্পেন" এই ছাপা মারিয়া লইতে হইবে। সেপ্টেম্বর মাসের ৯ই তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ নোট পাইলে এই ছাপ মারিয়া ফেরৎ দিবেন; কিন্তু তাহার পর আর এরূপ ছাপা দেওয়ার পথ থাকিবে না। যে নোটের উপর উলেখিত ছাপা থাকিবে না—তাহা ২০শে সেপ্টেম্বরের পর আর সরকারী কার্য্যালয়সমূহে গৃহীত হইবে না।

লণ্ডন সম্মেলনের প্রস্তাব

লণ্ডন সম্মেলনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়া জার্ম্মাণীকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটীর বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। ইটালী ফ্রান্স, জাপান, জার্ম্মাণী, বেলজিয়াম, আমেরিকা ও জাপানের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এই কমিটীর সদস্য এবং সার এড, সীণ রণ সভাপতি হইয়াছেন।

লণ্ডন সম্মেলনের সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাপন করিয়া মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড বাসেলের আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের নিকট এক ভাষ করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া জানাইয়াছেন, সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করিবার জন্য তাঁহারা যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন।

বিদেশী বস্ত্রব্যবসায়ে মুসলমান সমাজ

ভারতের মুসলমান বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র উৎপাদনকারিগণের মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য দিল্লীতে একটি লিমিটেড কোম্পানী গঠিত হইতেছে. এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ার পর লণ্ডনের কোনও মস্‌জিদের ইমাম সাহেব—পাঞ্জাবের আহম্মদীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আর একটী বীজের কথা প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে, হিন্দুদের বয়কট আন্দোলন ব্যাহত করিবার জন্য এবং ইংরাজ ও মুসলমানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য পাঞ্জাবের আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একটী বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন কেন্দ্রে এই কোম্পানীর শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিলাতী কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

এবিসিনিয়ায় ক্রীতদাসপ্রথা নিষেধ

এবিসিনিয়ার দাসত্ব প্রথা এখনও প্রচলিত আছে, এই কলঙ্ক মোচনের জন্য সম্রাট হাইলেসেলাসি বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

লণ্ডনে দাসত্ব প্রথা নিরোধ এবং আদিম অধিবাসীদিগকে আশ্রয় দানের জন্য একটী সমিতি আছে। সেই সমিতির নিকট এবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলেসেলাসি লিখিয়াছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হইবার সময় যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মানুসারে তিনি এবিসিনিয়া হইতে ক্রীতদাস প্রথা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

মানভূম জেলায় কংগ্রেস সভাপতিদের আগমন

বাঘুড়া হইতে প্রকাশ যে, মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, বাসন্তী দেবী, উর্ম্মিলা ঘোষ এবং ধানবাদের শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ রায় সমিতি-ব্যাহারে কংগ্রেসের কাজে জেলার সর্ব্বত্র ভ্রমণ বাহির হইয়াছেন।

টেলি—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ৩১শে জুলাই ১৯৩১

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মিলনী

নদীয়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন প্রথম অধিবেশন

নদীয়া জেলায় গো মড়ক

মহীশূর রাজপরিবারের স্বর্ণখনি পরিদর্শন

মাহীগঞ্জ ডাকাতির জের

চলন্ত ট্রেণে সৈনিক কর্ম্মচারী আক্রান্ত

লাটের দপ্তরখানায় রী

সিরাজগঞ্জ জেলে রৈ রৈ কাণ্ড

বিধবা বিবাহ

বিষ সেবনে যুবকের আত্মহত্যা

নানা কথা

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মিলনী

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মিলনীতে যোগ দিবার জন্য যে সকল প্রতিনিধি ও দর্শক বিদেশ হইতে আসিবেন, তাঁহারা নিজেদের ব্যবহারার্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। ষ্টেশনে সর্ব্বদা স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত থাকিবে। দর্শক ও প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নদীয়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন প্রথম অধিবেশন

সবিনয় নিবেদন,

নদীয়া জেলার লাইব্রেরীগুলির উন্নতি-সাধন, জনসাধারণের মনে পাঠানুরাগ বর্দ্ধন ও লাইব্রেরীর সাহায্যে জনশিক্ষার অধিকতর বিস্তার সাধন উদ্দেশ্যে নদীয়া জেলায় একটী গ্রন্থালয় পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে আগামী ২রা আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ দুই ঘটীকার সময় কৃষ্ণনগর টাউন হলে নদীয়া জেলা পাঠাগার সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুত সুশীলকুমার ঘোষ বি, এল, মাহশয় ছায়াচিত্রযোগে 'লাইব্রেরী আন্দোলন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

বিনীত—
শ্রীইন্দুভূষণ ভাদুড়ী
সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি
কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
২২শে জুলাই, ১৯৩১

নদীয়া জেলার গোমড়ক

অদ্য প্রায় ২০।২২ দিন হইতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বল্লালদিঘী, শ্রীমায়াপুর ও ভারইডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম সমূহে প্রতিদিন অনেক গো মহিষ বসন্তরোগ মারা যাইতেছে। ইহাতে কৃষকদের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা অভাবে মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট জানান হইতেছে তাঁহারা এ বিষয়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক দৃষ্টি প্রদান করিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে।

মহীশূর রাজ পরিবারের স্বর্ণখনি পরিদর্শন

উরগাঁও হইতে প্রকাশ যে মহীশূরের যুবরাজ এবং তাঁহার পুত্র কুমার জয়চমরা ওয়াদীয়র এবং মহীশূর রাজ পরিবারের কতিপয় ব্যক্তি ২৮শে জুলাই কোলার স্বর্ণখনি পরিদর্শন করিয়াছেন। খনির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাদিগকে ভূগর্ভস্থ চত্বারিংশৎ স্তরে লইয়া গিয়াছিলেন।

মাহীগঞ্জ ডাকাতির জের

রঙ্গপুর হইতে প্রকাশ যে মাহীগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুত পরেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ বসু ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অপর ৫ ব্যক্তিকে কোতোয়ালী পুলিস কোতোয়ালী থানার এলাকাধীন মাহীগঞ্জের শ্রীযুত পরমানন্দ মোহান্ত নামক জনৈক সঙ্গতিপন্ন মহাজনের বাটীতে গভীর নিশীথে ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করে।

ধৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রীযুত পরেশচন্দ্র চৌধুরীকে প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অপর ব্যক্তিদিগকে পুলিশ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পুলিশের হেপাজতে থাকিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সর্দ্দা আইনে দণ্ড

হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) সর্দ্দা আইনের বলে ৩টি মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে একটী মামলার বর ও তাহার পিতার ২০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। আর যে ব্রাহ্মণ ক্রিয়া সমাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারও ১০৲ জরিমানা হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	পুরী
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিমেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাম্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, কবিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যাত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যা-রত্নাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভক্তবন্ধুনন্দিন্ ব্রহ্মচারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নারায়ণ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(২) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

দুমরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবশর্ম্মা।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাবধূত গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপদ্মাকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, সামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবৈকুণ্ঠ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাতলী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনন্দলাল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইষ্ট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রী.মাধবেন্দ্রমহন্ত

মাউগাছি, আরগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আশ্রম

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীমদ-গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতরঞ্জনানন্দ মঠ

ঝিকনিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া অপরাশ্রম

রাজধাম পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগিরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীরায়নিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

দুমরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া অপরাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, মানভূম

এখানে বহুভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীচন্দন ডাকার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) মোয়ালপাড়া অপরাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাদামোদর

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, কাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তহৃদয় বন মহারাজ। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ শ্রীভক্তিজন ভক্তিপ্রপন্ন, ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগন্নানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভগবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) রাধাগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণগোপাল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৫ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩১ জুলাই ইং ১৯৩১ শুক্রবার | ১২৭তম সংখ্যা

সাময়িক সন্দেশ

রবিবার ১০ই শ্রাবণ (১৩৩৮)

সন্ধ্যার প্রাক্কালে পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিজয় ভবনে প্রাসাদের উপর উপবেশন করিয়া আছেন। পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী, শ্রীযুত অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর, কাব্যব্যাকরণতীর্থোপাধিক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী উপদেশক প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ প্রভুপাদ-সমীপে উপবিষ্ট।

শ্রীযুত ভক্তিগুণাকর প্রভু বলিলেন,—গোস্বামী প্রভুর পুত্র প্রভুর শ্রীমুখে কিছু হরিকথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করেন। সতত কৃষ্ণকীর্ত্তনপ্রিয় প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥"—এই শ্লোকটী দীর্ঘ ৩ ঘণ্টাকাল যাবৎ ব্যাখ্যা করেন।

উক্ত শ্লোকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—ত্রিবিধ তত্ত্ব বর্ণিত আছে, তাহা প্রভুপাদ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সমবেত শ্রোতৃগণকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দেন।

"বস্ত্বদ্বিতীয়ং" শব্দে দ্বিতীয়রহিত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বস্তু।

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অবতার দ্বারা তাঁহার অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তাঁহার অংশ কলাদিক্রমে বহু প্রকাশ স্বীকার করিলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়। এইরূপ বিচার ভ্রমাত্মক।

মূল সঙ্কর্ষণ, যিনি গোলোকে আদি চতুর্ব্যূহে অবস্থিত, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন প্রকাশ। তাঁহারই বিলাস মহাসঙ্কর্ষণের অংশ—প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু। এই কারণোদশায়ী মহাবিষ্ণুরই কলা গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু ও ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। এই ত্রিবিধ পুরুষাবতারই জগতের কারণ।

যেমন এক দ্বীপ হইতে বহু প্রদীপ প্রজ্বলিত হইলেও মূল প্রদীপের কোন ক্ষতি হয় না; বরং সকল প্রদীপ সমানধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ অংশী ও অংশগণের বিচার।

শ্রীভগবান্—অচিন্ত্যশক্তিমান্। সুতরাং তাঁহার বহুরূপে প্রকাশের অদ্বিতীয়ত্বের বা পূর্ণতার হানি হয় না। শ্রুতির 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' শ্লোক এস্থলে আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত—সর্ব্ববেদান্তসার। তজ্জন্যই গরুড়পুরাণ ইঁহাকে 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য'-রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠার বিষয়ই ইহাতে আদি, মধ্য, অন্তে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাই—অভিধেয় বা উপায়।

"কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্" শব্দে একমাত্র কৈবল্যই জীবের প্রয়োজনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 'কৈবল্য' শব্দে মুক্তি নহে, শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় লিখিতেছেন,—কৈবল্য-শব্দে প্রোজ্ঝিত-কৈতব অর্থাৎ মোক্ষাদিকামনারহিত প্রেমলক্ষণা ভক্তি। তদ্ব্যতীত জীবের অন্য কোন প্রয়োজন নাই বা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা ক্ষণিক, তাৎকালিক ও নশ্বর।

মাদ্রাজ হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতার ২৮শে জুলাই তারিখের তারে প্রকাশ,—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠকে প্রদত্ত ভূমিটী প্রচলিত প্রথানুসারে গতকল্য যথারীতি দখল করা হইয়াছে। ভূমিদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান ও মানবজীবনের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে উপদেশ করা হইয়াছিল। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নগরসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। নগরসংকীর্ত্তন মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে রয়াপেটা বাজার রোড, লং ডস্ রোড, রয়াপেটা হাইরোড, ফোর্কার ষ্ট্রীট দিয়া পরিভ্রমণ করত ময়লাপুর লজ, চার্চ্চরোড মাউন্ট্রেজ রোড দিয়া গমন করিয়াছিল। অতঃপর নূতন স্থানে আগমন করে। তথায় সমাগত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজ শ্রীযুত শঙ্করনারায়ণ আয়ারের সহিত আগামী ২রা আগষ্ট শুক্রবারে কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

গত ২রা শ্রাবণ, ইং ১৮ জুলাই শনিবার হইতে কটক শ্রীপাঞ্চানন্দ মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ উষার উষাকীর্ত্তন, সন্ধ্যার আরাত্রিক কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। প্রত্যহ সহরের গণ্যমান্য শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ এবং মহিলাবৃন্দ যথাসময়ে শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের মুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মশ্রুত ভক্তিসিদ্ধান্তসম্বলিত অপূর্ব্ব ভাগবতবাণী শ্রবণ করিতেছেন।

ভোগের আগার এই বিশ্বে ভোগলোলুপ ভোগিগণ কৃষ্ণসেবার উপকরণসমূহে ভোগবুদ্ধিবশতঃ যে আত্মঅহিত বরণ করিয়াছে, তাহা ভাবিবার, বুঝিবার এবং দেখিবার লোক কেহই নাই। অন্ধের মেলায় যেমন সকল অন্ধই বিপথে গমন করিয়া নাশ লাভ করে, তেমনি ভোগান্ধ জীবগণের মেলায় সকলেই ভক্তি বা ভগবানের সেবাপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে সরিয়া আত্মবিনাশের সুযোগ লাভ করিতেছে।

এহেন ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণকে পরম মঙ্গল প্রদানদ্বারা সৌভাগ্যবান্ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন মহোৎসবের—সেবা মহোৎসবের আয়োজন করিতেছেন। আচার্য্যের এই আচরণ অনাচারিগণ না বুঝিলেও তাঁহারই অপার করুণায় শ্রদ্ধালু জনগণ আপনাদিগের অসদাচার বুঝিতে পারিয়া অনাচার ছাড়িয়া সদাচারপালনে রত থাকিলে তদানুগত্যে আচার্য্য হইতে পারিবেন।

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

নীলাচলে শ্রীরথ-যাত্রা

উত্তাল তরঙ্গশীর্ষে ফেনপুঞ্জশোভিত সুনীল মহোদধি-কর্তৃক পাদদেশ চুম্বিত হইয়া মহান বিষ্ণুক্ষেত্র শ্রীনীলাচলধাম ভক্তগণের চিরসেব্যরূপে অনাদিকাল হইতে প্রকটিত আছেন। এই বিশাল ক্ষেত্রের অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠসৌন্দর্য্য অতি অপূর্ব: তাল, গুবাক্, নারিকেল ও আম্রকাননাদি কুঞ্জের সান্দ্র নীলিমা, অনুক্ষণ রত্নাকরের উদার স্তুতিসঙ্গীত, সমুদ্রশীকরসিক্ত মার তরঙ্গোলের অতি বিচিত্র ব্যঞ্জনভঙ্গী, সর্বোপরি উন্মুক্ত নীলাকাশতলে পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেবের গগনস্পর্শী উন্নতচূড় বিরাট শ্রীমন্দির প্রথম দর্শনেই অভক্ত হৃদয়েও যেন কিএক অনন্তভূতপূর্ব পরমা-নিষ্ঠতার সঞ্চার করে।

প্রেমিক ভক্তের অনন্য পূজোপহার গ্রহণ করিবার জন্য এবং পাপী, তাপী পতিত জগত বিশ্বমানবকে দর্শনদানে উদ্ধারার্থ গোলোকবিহারী শ্রীবৃন্দাবননাথ বলদেব প্রভু ও সুভদ্রা ভগিনীর সহিত শ্রীমন্দিরের রত্নবেদীতে সুধাসীন আছেন।

বৎসরের দ্বাদশমাসেই শ্রীনীলাচলচন্দ্রের বহু বহু দিব্য উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নিত্যোৎসবময় ভগবৎক্ষেত্র নব নবমাধুর্য্যে সততই পুলকমুখর।

নব বরষার পুষ্প মেঘ যখন শ্রীধাম সেবার জন্য বর্ষণোদ্যত নীলিম সজ্জা ধারণ করে, অপেক্ষারত জগন্মেঘের শ্যামল ধামে আরোহণ করিয়া দিগ্‌বালকারা যখন গুরুগম্ভীর মেঘের মাদল বাজাইয়া নৃত্য করিতে থাকে, দয়া-জলহেলা স্নিগ্ধধারায় হর্ষস্নাত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের কাননে কাননে যখন তাহার শুভ্রদান যূথী, মালতী ও নীপকুসুম ফুটিয়া উঠে, তখন যেন দ্বারকেশ-সজ্জায় সজ্জিত শ্রীগোবিন্দ বিরজানদীস্নাত কল্পতরুশোভিত শ্রীবৃন্দারণ্যের কোমল শোভা দর্শনের জন্যই কামদেনুপৃষ্ঠারোহিত সুদিশারথে উঠিয়া বৃন্দাবনাভিমুখ সুন্দরাচলাভিমুখে আনন্দযাত্রা করেন। অন্যত্র অনন্তদেব হলধর ও স্নেহের অনুজা দেবী সুভদ্রাও এই নিজধামারণ্যে অনুগমন করিয়া শ্রীহরির শ্রীতি বর্ধন করিয়া থাকেন। মধ্যস্থান শ্রীবৃন্দাবিপিনে শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অপরূপ চিন্নীলাবৈচিত্র্য নিত্য বিদ্যমান; তথায় অন্য ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ যেন ব্রজগোপের দীর্ঘ বিরহ সম্পূর্ণ হইয়া ব্যাকুল হৃদয়াবেগে বৃন্দাবনের দিকে দ্রুত রথারোহণে যাত্রা করিয়াছেন,—তাই এত জনমনন শ্রীহরি শ্রীরথযাত্রাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ভক্তবৎসল শ্রীহরির কি পতিতপাবনী লীলা! করুণাসাগর শ্রীগোবিন্দ যখন রত্নালঙ্কার ও রাজবেশে সুসজ্জিত হইয়া করুণাস্মিত শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে নীলাচলের সুপ্রশস্ত রাজপথ দিয়া রথারোহণে বিজয় করিতে থাকেন, তখন জন, দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, রুগ্ন, সকলেই প্রাণ ভরিয়া জগৎপতির শ্রীপাদ-পদ্মযুগল দর্শন করিয়া ধন্য হয়। কতশতসহস্র ভক্তহৃদয়োত্থিত জয়-জয়কারপূর্ণ উল্লাস ধ্বনি বিরাটক্ষেত্রের গগন পবন মথরিত করিয়া নীলাম্বরাধিপতিকেও যেন আনন্দ উচ্ছল করিয়া তুলে।

যশোদানন্দনাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণসুন্দর নিখিল পাপতাপীদের উদ্ধারের জন্য এমনই সর্বজনীন অভিনয় করিয়া শ্রীনীলাচলধামেই পতিতোদ্ধারী নীলাম্বুজনাথ নিত্যলীলায়িত করিতেছেন। অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, সেই কনক বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথপ্রভু পতিত জীবকে নিজ ভবন শিক্ষা দিবার জন্য, পরকে স্বজন করিবার জন্য—এই শ্রীক্ষেত্রধামে গোলোকের কত অপূর্ব লীলা করিতেছেন।

। তাঁহার চাল, চিহ্ন, কথা, নাচা, রথ ও পাকশালাস্থান

শ্রীমহাপ্রসাদ একত্রিত ছিল, এখন নাই, তাহা নহে; কিন্তু নরয়মান গোলোকবাসের সময়ে অনুষ্ঠিতব্য কর্তব্য-প্রয়োজন।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

ভক্তপ্রাণধন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নীলাচলে প্রতি বৎসরই উৎকলরাজের পক্ষে অধৈতাচার্য প্রভুর আনুগত্যে এবং কবিকর্ণপুরকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শ্রীমুখাদি অনুসারে গৌরভক্ত গৌড়দেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিতেন। তাঁহাদিগের শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় বহুবিধ সেবোপচার সঙ্গে লইয়া সেই ভক্তবৎসল প্রভুর শ্রীমুখপদ্ম দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত তৃষিতার আর্ত প্রায় কষ্টকাকীর্ণ, দস্যুভয়সঙ্কুল দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতেও তাঁহারা কিছুমাত্র ভীত হন নাই। কোন কোন বার অধিক প্রভুদর্শনে মেহাকাঙ্ক্ষী শ্রীঅদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবী তাঁর গৌরহরির সেবায় নিজে "ভক্তের মাসী হন যিঁহো, স্নেহেতে জননী"—সেই মাতৃসেবা দেবী, সেন শিবানন্দজায়া এবং অন্যান্য বহু বৈষ্ণবগৃহিণী বৈষ্ণব ঠাকুরাণীর পদাঙ্কপূতা শ্রীনন্দাচার্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্মদর্শনার্থ শ্রীনীলাচলে শুভাগমন করিতেন। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় বহুবিধ সেবোপচার সঙ্গে লইয়া যাইতেন। প্রাণপ্রভুকে মনোমত নানা সম্ভারের দ্বারা ভিক্ষা করাইবেন—কত আকাঙ্ক্ষা, কত আশার সহিত এই দীর্ঘ পথ বহন করিয়া সেবার দ্রব্যগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া আনিয়াছেন! ধন্য

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

(৪)

ভৌম বৃন্দাবনে বা ভৌমশ্বেতদ্বীপে, ভৌমগৌড়মণ্ডলে, ভৌমবৈষ্ণবসভায় কাহাকেও কাহাকেও ভোগিসঙ্গের কুতার্কিকতা অবলম্বন করিয়া অসতোর আশ্রয় করিতে দেখা যায়; তাঁহারা কখনও ভৌমাবতার্ণ শ্রীধামে বাস করিবার যোগ্যতা পায় না। স্বর্ণাদি ধাতু বা অর্থের সন্ধান ও ব্যবসায় করিতে গিয়া নিজেদের অমঙ্গলের ভূমিকায় অবস্থানকেই শ্রীধাম নিরূপণ বা শ্রীধামবাস নির্ণয় করে। উহাই তাহাদের অধিকার।

[illegible] ভক্তগণের সহিত বৈষম্য সাধন করিবার [illegible] অধিকার প্রদর্শন করে। তাহাদিগের [illegible] সকল ব্যক্তিগণ [illegible] বর্তমান। তাহাদের [illegible] হইয়া [illegible] রূপ ভূমিকায় [illegible] বিকৃতাচারের [illegible] অবস্থিত [illegible] মধুসূদনের [illegible] মধুসূদনীয়দের ও তাহাদের মধুসূদনের অভিনয় করিয়া আত্ম-[illegible]

কেহ কেহ মনে করেন যে, সংসারে ধন ঐশ্বর্যশালীরাই ভগবদ্ভক্তি নিরূপণে অধিক সমর্থ; ভগবানের ঐশ্বর্যময়ী বৈকুণ্ঠনাথগণ যিনি ব্যবহারাজীব দয়া গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার ঐশ্বর্যজ্ঞানে দারিদ্র্য থাকায় তাঁহার সামর্থ্যে ও ক্ষমতায় উপস্থিত হইয়াছে। স্বয়ংরূপের দাস্য পরব্যোমগত বিংশতি মন্বন্তর ধরিয়া ঐশ্বর্যজ্ঞানের পারদর্শী হইয়া রোগবিশেষের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বেচ্ছার দ্বারা ভাল মানচিত্র অঙ্কন-পূর্বক শ্রীধাম নিরূপণে পারঙ্গত হইয়াছেন, তাঁহার অনুগত জনগণের মধ্যে কেহ বা বৈরাগ্য পরিধানে সিদ্ধভক্ত হইয়া মধুকরের বৃত্তি গ্রহণের আচরণে লোকের নিকট সম্মানিত হইবেন! কেহ বা ওকালতি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া পাটোয়ারী বুদ্ধি চালাইয়া সংস্কৃত ভাষায় প্রচুর অধিকার লাভ করিবেন! কেহ বা আইনকানুনের দ্বারা শাস্ত্রের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া ভক্তির উচ্চ স্তরে নীত হইবেন! অদ্ভুত বিচার!!

ভক্তি ও ভক্তের মহিমা, ধন্যাতিধন্য ভক্তাধীন ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর মহিমা!

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

সম্পাদক মশায়, হেসে আর বাঁচি না, হা হা হা হা! কি যে মজাটাই আজ হয়েছে, তা আর কি বলব, মনে হ'তেই পেটে খিল ধ'রে যাচ্ছে।

যাই হোক ব্যাপারটা শুনুন—আমার সব দিকেই একটু নজর আছে কি না! আর তা নইলে যে বাঁচি না। এই ভবঘুরে রোগটা যেদিন কেটে যাবে, সেইদিনই আমার মরণ হবে, এই রকমই গণৎকারে বলছে। তা' এত শিগ্‌গির আর মরব কেন? আপনাদের কে পা। মাঝে মাঝে ভগবানটি উঁকিঝুঁকি মারছেন কি না। তা তো কাটা দিন দেখে নেওয়া থাকে।

যে কথা বলছিলাম—সেদিন হাতে ব'লে ছোকরা আর তার সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি [illegible] কোথায়। [illegible] অনেকক্ষণ ধরে [illegible] কথাবার্তা হল। আমি [illegible] পেলাম। তার পরে সে [illegible]

[illegible] একটি [illegible] ছোকরা [illegible] কথাবার্তা হল। [illegible] কথাবার্তা হল। তার পরে সে [illegible]

[illegible] মহাশয়কে [illegible] একটি [illegible] কথাবার্তা হচ্ছে। [illegible] কথা [illegible] কে? তা নানাগোহন বাবাজীকে আপনারা চেনেন কি না। তিনিও এক ভেটা ছাতা বগলে করে টেশনে এসে হাজির আছেন।

কথাটার মানে? খুব আশ্চর্য ঘটনা। আমি বেরোবার আগে না খেলেও গণ্ডা দেড়েক আসছে। কারণ আমার আসাতে কানাতে ঘোরা বোঝা আছে কি না।

তা যাওয়া হল দাওয়া হল ত খুব, কিন্তু যখন রোখি করা হল, আর তার পরে যখন দীক্ষিত মশাই মুখ দিয়ে ছুটো কথা বার করলেন, অমনি—অমনি নানাগোহন বাবাজীর মূর্ছা!

আঁা হলো কি? ব'লেই ত এক ঘটি জল নিয়ে দৌড়লুম সেই দিকে। এ মূর্ছা কি আর ভাঙ্গে। ঘটী ঘটী জল মাথায় ঢেলে যখন বাবাজীর চোখ খুলল তখন আমার সেই দশা।

খানিক পরে ব'লছেন—আ হা হা আমার এতটা পরিশ্রম, এতটা ছুটাছুটি এত টাকা খরচ সব একেবারে পণ্ডশ্রম? বিধি কি কপালে এই লেখেছিল?

হা হা হা হা, সম্পাদক মশায় আর আজকে বলতে পাচ্ছি না, হেসেই খুন। আর একদিন বাকীটা বলব'খন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও সিদ্ধান্তাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সমাপ্তরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৸৮০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ১০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' গ্রন্থ তত্ত্বাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, ধাতু, পাদ প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কখনো প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল সুঅক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কখনো প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থদর্শিণী টীকানুগতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী ভাবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত শিক্ষক—চিদ্বিলাসাচিন্ত্যাত্ম-অচিন্ত্যাত্ম-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্ম-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিশেষ ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌর মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকপাস্নানভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (ডবল সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সম্বন্ধ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার স্তবাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ১৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাধুত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে প্রোজ্জ্বল কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগ করণার্থ উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী জিবণ্ডরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র

জীবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই— তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ কেত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

বলিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদসহ। ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজনপ্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত সানুবাদ। ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ করে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহীলার পিল

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চলন্ত ট্রেণে সৈনিক কর্ম্মচারী আক্রান্ত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে পার্লামেণ্ট মহাসভায় সে দিবস মিঃ বলডুইন ভারত সচিব মিঃ বেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—লেঃ হেক্সট ও লেঃ সীহানকে যে আক্রমণ করা হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে তিনি কোনও বিবৃতি প্রকাশ করিতে পারিবেন কি না।

মিঃ বেন—এই লোমহর্ষণ ঘটনার কোনও সরকারী বিবরণ আমার হস্তগত হয় নাই সরকারী বিবরণ হস্তগত হইলে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি তাহা সভায় দাখিল করিতে পারিবেন। যে সেনানীর মৃত্যু হইয়াছে তাহার আত্মীয় স্বজনকে আমি সহানুভূতি জানাইতেছি। আশা করি সভাস্থ সকলেই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিবেন।

লাটের দপ্তরখানায় ছুরী

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ যে যুক্ত প্রদেশের সরকারের পাবলিক হেল্থ ডাইরেক্টর বাহাদুরের হেড্ এ্যাসিষ্টাণ্ট খাঁ সাহেব হাফিজ মহিউদ্দিন ২৭শে জুলাই মধ্যাহ্নের অল্প পরেই তাঁহার অফিস ঘরে একজন পাঠান আততায়ীর হস্তে আহত হইয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, নবী আহম্মদ নামক জনৈক পাঠান যুবক স্যানিটারী ইনস্পেক্টারশিপ শেষ পরীক্ষায় ফেল হইয়াছিল। এই যুবক ঐ তারিখে খাঁ সাহেবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। সে খাঁ সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার পরীক্ষার পত্র ও প্রাপ্ত নম্বরের তালিকা দেখিতে চাহে। খাঁ সাহেব উত্তরে বলেন যে ঐরূপ করিবার অফিসের নিয়ম নাই। অতঃপর ঐ যুবক ডাইরেক্টর কর্ণেল ডানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। খাঁ সাহেব তাহাতে অসম্মত হয়েন এবং বলেন যে ডাইরেক্টর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। এই কথায় যুবকের সহিত খাঁ সাহেবের বচসা হয়। যুবকটী নাকি তখনই একখানি নূতন ছোরা বাহির করিয়া খাঁ সাহেবের বাম স্কন্ধে বসাইয়া দেয়। আহত খাঁ সাহেবকে তখনই বলরামপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আততায়ী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিষ সেবনে যুবকের আত্মহত্যা

চাঁদপুর থানার এলাকাধীন খেরুদিয়া গ্রামবাসী পরলোকগত জগবন্ধু রায়ের বিশবৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র রায় নামক এ টি যুবককে চাঁদপুর কালীবাড়ী ষ্টেশনের বিশ্রাম কক্ষে রাত্রি ১১টার সময় অজ্ঞানাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে তৎক্ষণাৎ এলগিন হাসপাতালে পাঠান হয় কিন্তু যথাসম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াও তাহার জীবন রক্ষা হয় নাই।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যুবকটি বিষ সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহাকে সর্ব্বশেষে তাহার খুল্লতাত মদ্যবিক্রেতা শ্রীযুত হরিমোহন রায়ের বাটীতে দেখা গিয়াছিল। তাহার পকেটে একখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ উক্ত পত্র পাঠে জানা যায় সে জীবনে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, এই জন্য সে অন্য কাহাকেও দায়ী করে নাই।

বিধবা বিবাহ

রাজবাড়ী হইতে প্রকাশ যে ফরিদপুর জিলার কৃষ্ণনগর গ্রাম নিবাসী পরলোকগত ইন্দুভূষণ মিত্রের কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্ল বালা অল্প বয়সেই বিধবা হন। গত সপ্তাহে গোয়ালন্দের অন্তর্গত জয়পুরের বিশ্বনাথ ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। রাজবাড়ীর পণ্ডিত যতীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থের বাড়ীতে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে

লাহোরে পলাতক আসামীদের আত্মীয়বর্গের উপর নোটীশ

লাহোর হইতে প্রকাশ যে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামীদের কতিপয় আত্মীয় ও সহযোগীর উপর পুলিস এই মর্ম্মে এক নোটীশ জারি করিয়াছে যে তাঁহারা যদি পলাতক আসামীদিগকে আশ্রয় দেন বা তাঁহাদের সংবাদ পুলিসের গোচরে আনয়ন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১৬ ধারামতে দণ্ড দেওয়া হইবে। এই ধারা অনুসারে তাঁহাদের ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস ও পলাতক আসামীদের অপরাধের তারতম্য অনুসারে জরিমানা হইবে।

শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের খদ্দর প্রদর্শনী উদ্বোধন ও বক্তৃতা

পাটনা হইতে প্রকাশ যে নিখিল ভারত কাটুনী সমিতির বিহার শাখার উদ্যোগে একটী খদ্দর প্রদর্শনী শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। আঞ্জুমানী ইসলামিয়ার প্রশস্ত হলে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এতদুপলক্ষে হলটি বিশেষ ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের খদ্দর আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করেন। খদ্দর এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে ইহা রাজপ্রতিনিধির প্রসাদেও স্থান পাইয়াছে। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইহা দ্বারা বিপন্ন জন সাধারণের ক্লেশ দূর হইতে পারে।

সিরাজগঞ্জ জেলে রৈ রৈ কাণ্ড

সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ জেলে ২০ জন বিচারাধীন আসামীর পলায়নের চেষ্টা সম্পর্কে সিরাজগঞ্জের মহকুমা হাকিম মিষ্টার এ, সি, হার্টলি আই, সি এস, এর এজলাসে একটি চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানী চলিতেছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, কয়েকজন বন্দী জেল হইতে পলায়নের সঙ্কল্প করে, ঘটনার দিন তাহাদিগকে বাত্রের জন্য আবদ্ধ করিবার সময়, জনৈক বন্দী পায়খানায় যাইতে চাহিলে ওয়ার্ডার তাহাতে অস্বীকার করে এবং ইহাতে গোলযোগের সূত্রপাত হয়। প্রকাশ, প্রায় ২০ জন দাগী আসামী ওয়ার্ডারকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করে, ফলে সে আহত হয়। ইতিবসরে আসামী ... ভিতরের দরজা জোর পূর্ব্বক খুলিয়া ফেলিয়া বাহিরের সদর দরজা পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। ওয়ার্ডারের হস্ত হইতে একটি গুলীশূন্যবন্দুক তাহারা ছিনাইয়া লইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অতঃপর বাহিরের জনসাধারণ পুলিস ও প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জেলের প্রবেশ দরজার নিকট উপস্থিত হন। বহু শ্রম ও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া শান্তি স্থাপন করা হয় এবং দুর্ব্বিনীত বন্দীদিগকে তাহাদের স্ব স্ব কক্ষে আটক রাখা হয়।

জেলে আর কোন গোলযোগের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আততায়ীর সহিত ভেরাক্রুজের গভর্ণরের হাতাহাতি

ভেরাক্রুজের গভর্ণর আহত হইয়াছেন। অকেগুলি লোক হত হইয়াছে। চারিটী গির্জ্জা অগ্নিসাৎ হইয়াছে। সামরিক আইন জারি হইয়াছে। ধর্ম্ম সংক্রান্ত গোলমাল লইয়াই এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। গভর্ণরের সহিত তাঁহার হাতাহাতি হইয়াছিল। উভয়েই একটা থামের আড়ালে আশ্রয় লইয়া রিভলভার ছুড়িয়াছিলেন। গভর্ণর অল্প বিস্তর আহত হইয়াছেন এবং তাঁহার আততায়ী গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। গভর্ণরের আততায়ী একজন রোমান ক্যাথলিক যুবক। এই ঘটনার পরে উপাসনার সময় দাঙ্গাকারীরা গির্জ্জায় আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল।

ইরাকের স্বাধীনতা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, কমন্স সভায় ইরাক সম্পর্কে আলোচনার সময় প্রশ্ন উঠিয়াছিল, ইরাকের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইলে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের অসুবিধা হইবে কিনা।

উপনিবেশ সমূহের ভারপ্রাপ্ত অণ্ডার সেক্রেটারী ডাঃ ড্রামণ্ড সিল্ড উত্তরে বলিয়াছেন :—সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থে যে বিধান করা হইয়াছে, ইরাক তাহা সন্তোষ সহকারে মানিয়া লইবে। ভবিষ্যতে বৃটিশ সৈন্য ইরাকে থাকিয়া ইরাকের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ মিটাইয়া ইরাকের সাহায্য করিবে এরূপ কেহ ভাবিবেন না। যাহাতে বৃটিশের চলাচলের সুবিধা হয় এবং উভয়ের সখ্যতা বজায় থাকে, ইরাকস্থিত বৃটিশ সৈন্য তাহাই দেখিবে।

মৌলানা সিরাজীর মৃত্যুতে আচার্য্য রায়ের পত্র

সৈয়দ আসাদুদ্দৌলা সিরাজীর পিতা মৌলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর অকালমৃত্যুতে আশ্চর্য্য প্রফুল্ল রায় সৈয়দ আসাদুদ্দৌলাকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন—

প্রিয় মিঃ সিরাজী মৌলানা সিরাজী সাহেবের মৃত্যুতে আমি অভিভূত এবং শোকে নিমজ্জিত হইয়াছি। এই সন্ধিক্ষণে সিরাজী সাহেবের মত এক জন মানুষ এবং জাতীয়তাবাদী নেতার মৃত্যু দেশের দুর্ভাগ্যস্বরূপ। দেশের জন্য তিনি শুধু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন নাই, এমন কি কারাবরণ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, তাঁহার আত্মা যেন শান্তিলাভ করে।

প্লাবনে রেলপথ ভগ্ন সোণাতলায় প্রবল বর্ষা

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সোণাতলা ষ্টেশনে গত ২৭শে জুলাই যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার সম্পর্কে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে সেতুটির যে অংশ ভাঙ্গিতে বাকী ছিল, তাহাও প্লাবনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত দিনের বেলায় যাত্রী ও মাল পারাপার করা হইতেছে। ২৮শে জুলাই তারিখ হইতে ৫ দিনের মধ্যে পূর্ব্ববৎ রেল চলাচল করিবার আশা নাই।

টেলি—"শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চক্তিপত্র হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাগীশ [১২৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৮, ১লা আগষ্ট ১৯৩১

নানা কথা

বিমল গুপ্ত কে ?

সংবাদে প্রকাশ, মিঃ পেডীর হত্যা-কারী বলিয়া বিমল গুপ্তকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। মিঃ গালিকের হত্যা-কারী বিমল গুপ্তের মৃতদেহ সনাক্ত করাইবার জন্য তাহার পিতাকে পুলিস মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছেন। তিনি কিন্তু সনাক্ত করিবার কালে মৃত আততায়ী যে তাঁহার পুত্র বিমল গুপ্ত এমন কথা বলিতে পারেন নাই। সুতরাং এক সনাক্ত ব্যাপার লইয়া পুলিস মহা মুস্কিলে পড়িয়াছে, কারণ বিমল গুপ্তের কোন ফটো পুলিসের নিকট নাই।

২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে সুশীলা নাম্নী এক বারবনিতাকে কে বা কাহারা যে খুন করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এই সম্পর্কে হাইকোর্টের সেসনে লক্ষ্মীনারায়ণ বসাক ও হীরালাল পালিত নামক ২ জন লোক অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ২৯শে জুলাই এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। হাইকোর্ট সেসনের বিচারপতি মাননীয় লর্ড উইলিয়ামস তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম করিয়াছেন

ডাকাতের দৌরাত্ম্য

সৌহাজং হইতে প্রকাশ যে, সম্প্রতি ভোজপাড়ার শ্রীযুত বিনোদবিহারী কুণ্ডুর বাড়ীতে এক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। গ্রামে হরি বাড়ুইয়ের বাড়ীতে এক অসমসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে ডাকাতগণ সংখ্যায় দ্বাদশের অধিক ছিল। তাহারা মারাত্মক অস্ত্রসহ বাহিরের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং বাটীর স্ত্রীপুরুষের নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া প্রায় ৬০০৲ টাকার জিনিষ পত্র লইয়া পলায়ন করে।

সার তেজবাহাদুরের লক্ষ্ণৌ পরিদর্শন

সার তেজবাহাদুর সপ্রু এই সপ্তাহের শেষে লক্ষ্ণৌতে আগমন করিবেন। তিনি চত্রির নবাবের বাসভবনে বিশিষ্ট জমিদারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ আলোচনা করিয়াছেন।

কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

তিনেভেলী হইতে প্রকাশ যে সম্প্রতি পুলিস ইলাংগো নামক জনৈক যুবক কংগ্রেসকর্ম্মীকে ফৌজদারী বিধির ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে নাকি আপত্তিজনক বক্তৃতা করিয়াছে।

গঞ্জাম জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

ডাঃ গোপবন্ধু চৌধুরীর নেতৃত্বে গঞ্জাম জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। উৎকলে দিল্লী চুক্তি ভঙ্গের কয়েকটি উদাহরণ দেখাইয়া এবং স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিয়া সভায় প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বিমল গুপ্ত কে

২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

ডাকাতের দৌরাত্ম্য

বন্দুক চুরীর খানাতল্লাসে সশস্ত্র ডাকাতি

কান্দীতে ডাকাতি

সার তেজবাহাদুরের লক্ষ্ণৌ পরিদর্শন

কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

কয়েকজন পাটনায় পিকেটীংয়ে গ্রেপ্তার

প্রতারণার অভিযোগ

প্যাটেলের অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন

ডাকাতেরা নগদে ও অলঙ্কারে সাড়ে তিন হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে এখনও কাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

বন্দুক চুরীর খানাতল্লাসে সশস্ত্র পুলিস

খুলনা ও বাগেরহাট হইতে আগত সশস্ত্র ও সাধারণ পুলিস সমভিব্যাহারে ফকিরহাট থানার পুলিস শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুত নারায়ণ সেন ও কংগ্রেসের আর একজন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মীর বাটীতে গত ২৪শে তারিখ অপরাহ্ণে হানা দেয়। ভূপেন বাবুর বাড়ীর প্রায় ২০ খানা ঘর ও ঘরের সকল বাক্স তোরঙ্গ পুলিস তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, মূলঘরের বন্দুক চুরির সম্পর্কে এই খানাতল্লাস।

কান্দীতে ডাকাতি

কান্দী হইতে প্রকাশ যে কয়েক দিন পূর্ব্বে খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত বেলিয়া

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজক

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	পুরী
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাম্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মহাশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ—বহুবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ভারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পদবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅব্যয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ বিদ্যাবিনোদ বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাত্মজ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোরুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাকার ব্রহ্মচারী রুক্মাঙ্গিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দায়রাগঞ্জ, প্রয়াগ ইষ্ট. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীযাদবেন্দ্রমহল

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবল্লবিবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আশ্রম

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅকূলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগৎগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীযাদব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পদবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীমদনগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

ভজনাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

বর্গবাঁ, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীরামনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী কুবলেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামজীর্ণ দেবশর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কুলমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাকার লেন, মিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনকৃষ্ণ, শ্রীচূড়াশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবন মহারাজ। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ শ্রীভক্তিজন ভক্তিসার, ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভগবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) রাজসগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পায়

দৈনিক পত্র

ধাম – মায়াপুর – নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ৩ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শনিবার | ১১৮তম সংখ্যা

সাময়িক সন্দেশ

রবিবার ১০ই শ্রাবণ (১৩৩৮)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ১২ই শ্রাবণ ২৮শে জুলাই মঙ্গলবার বেলা ৮৷৷০টার সময় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয়ার্থ রওনা হইয়াছেন।

———

শ্রীল প্রভুপাদ শকটারোহণ করিলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীমঠের অন্যান্য সেবকবৃন্দসহ সমবেতস্বরে অতিমর্ত্য শ্রীগুরুদেবের জয়ধ্বনি করিলেন—সৌভাগ্যবন্ত জনগণ শ্রবণ করিলেন, সেই জয়ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে আচার্য্যবর্য্যের অনুষ্ঠিত সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের শুভবিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত করিলেন।

———

ত্রিদণ্ডিপাদদ্বয় অপরাপর সেবকবৃন্দসহ কৃষ্ণকথানন্দে বিভোর হইয়া হুলোর ঘাট পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিলেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ-উদ্ধবদা দাসাধিকারী, ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ ও অপরাপর কতিপয় ভক্তবৃন্দ নৌকারোহণ করিলে স্বামিজীবয় পুনরায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জয়ধ্বনি করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গঙ্গা পার হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে কৃষ্ণনগরগামী ট্রেণে আরোহণ করিলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী প্রভু, শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ প্রভু ও অপরাপর কতিপয় ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদ পদ্মে প্রণত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বেলা ১০৷৷০ মিনিটের সময় ট্রেণ কৃষ্ণনগরসিটী ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। কলিকাতাগামী ট্রেণের কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে পৌঁছিতে তখনও দেড়ঘণ্টারও অধিক বিলম্ব ছিল। এদিকে শ্রীভাগবত প্রেস হইতে ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের কৃতবিদ্য ডাঃ শ্রীযুক্ত শান্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের নিমিত্ত তাঁহার মোটর ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রভুপাদ শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু সহ উক্ত মোটরে শ্রীভাগবত প্রেসে শুভবিজয় করেন। তথায় যন্ত্রার সুযোগ্য চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত উকীল, ডাঃ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত প্রমুখ সজ্জনগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ অল্পক্ষণ পরেই উক্ত মোটরে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া শ্রী শ্রী বাসুদেব প্রভু, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ উদ্ধবদা দাসাধিকারী সহ কলিকাতাগামী ট্রেণে আরোহণ করিয়া বেলা প্রায় ৩টার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন।

———

কটক শ্রীমচ্চিদানন্দ মঠ হইতে অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ মহোদয় গত ২৮ জুলাই তারিখে তারে জানাইতেছেন,—

সচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অতি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রত্যহই শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহই শ্রীমঠে আগমন করত পাঠাদি শ্রবণ করেন। শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী ও অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রত্যহই মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইতেছে। এখানকার আকাশের অবস্থা ভাল এবং উৎসবের কার্য্যাদি উত্তমরূপে ও সন্তোষজনকভাবে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

———

গত ১৩ই শ্রাবণ বুধবার দিবস নদীয়া জেলার রায়বালী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত সুধীরকুমার বাগচী মহাশয় সপরিবারে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীবাসঅঙ্গনে যে সময়ে গমন করেন, তখন শ্রীবিগ্রহের মাধ্যাহ্নিক শয়নকাল। সুতরাং তাঁহারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে পান নাই। কিন্তু সুধীরবাবু শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে না পারিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনোরঞ্জনীয় বিচার স্থান পাইয়াছে।

———

শ্রীবিগ্রহের ভোগ দেওয়ার প্রয়োজন নাই বা তাহার বিশ্রামাদিরও আবশ্যকতা নাই, কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নিজেদের স্বেচ্ছানুসারে শ্রীমূর্ত্তির উপরে যথেচ্ছাচার করিতে হইবে—এরূপ বিচারের প্রশংসা বুদ্ধিমানমাত্রেই করেন না।

———

শ্রীবিগ্রহকে কাঠ, মাটী, পাথরের পুতুল বুঝি করিলে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। মায়াবাদীর বিচারে শ্রীবিগ্রহের অবজ্ঞা করিলে নাস্তিক হইতে হয়—এইরূপ পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন।

———

গত ২৯শে জুলাই বুধবার দিবস নদীয়া জেলার হালিশহরনিবাসী ঐযুত আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া নিজ পুত্রকে এই স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি বরাহনগর ষ্টেটের নায়েব।

———

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠস্থ রক্ষক শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামি-মহোদয়ের সহিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপনার নিয়মাবলী সম্বন্ধে কিয়ক্ষণ আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুত বিশ্বাস মহাশয় এই স্কুলের শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়াছেন।

———

নীলাচলে শ্রীরথ-যাত্রা

(২)

প্রত্যেক ভক্তের দত্ত নানা সুমিষ্ট উপহার যখন প্রভুসেবক গোবিন্দ প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া প্রভুর সেবার সময় উপস্থিত করিতেন, তখন প্রভুও ভক্তের উপহৃত সেই চিন্ময় দ্রব্যগুলির কতই না প্রশংসা করিয়া গ্রহণ করিতেন। গোবিন্দের কৃপাপ্রসাদে বৈষ্ণবগৃহিণীগণ সেই শুভবার্ত্তা শুনিয়া পরমপুলকে আত্মহারা হইয়া জীবন সফল জ্ঞান করিতেন।

শ্রীবার্ষভানবীর-ভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে যে অলৌকিক নর্ত্তনলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অদ্য আমরা সেই চিন্ময় লীলাসমুদ্র হইতে একবিন্দু স্বাদু নীর উত্তোলন করিয়া নিত্যবান্ধব গৌরভক্তবৃন্দের শ্রীহস্তে অর্পণ করিবার প্রয়াস পাইব।

জগদাচার্য্যের লীলাভিনেতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীরথযাত্রার দিবস নিশাবসানের পূর্ব্বেই গণসহ প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলেন। শ্রীনীলাচলনাথের পাণ্ডুবিজয় বা পাহাণ্ডিদর্শনের জন্য ভক্তবৃন্দের ব্যাকুলতার সীমা নাই; সমগ্র ভক্তগোষ্ঠী-সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু পাহাণ্ডি দর্শনে গমন করিলেন। উড়িষ্যাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র সমুদয় প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত নিজে উপস্থিত থাকিয়া মহাপ্রভুর গণকে পাণ্ডুবিজয় দর্শন করাইতে লাগিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, জগদানন্দ, স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু পুলকপরিপূর্ণ চিত্তে শ্রীভগবানের রথারোহণলীলা দেখিতে লাগিলেন।

শ্রীজগন্নাথের প্রিয়সেবক মত্তহস্তীতুল্য বলিষ্ঠ 'দয়িতাগণ শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম এবং শ্রীসুভদ্রা দেবীকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া অতি যত্নসহকারে রথারোহণ করাইতে লাগিলেন। শুভ্রতুলার দ্বারা দৃঢ় ও উচ্চ গদি নির্ম্মাণ করিয়া প্রভুর বিজয়পথের স্থানে স্থানে পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মহাবলী; শ্রীবিগ্রহের পদস্পর্শে প্রচণ্ডশব্দে তুলীগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া লঘুমেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তমকে কেহ চালাইতে পারে না, দয়িতাগণ সেবার উপলক্ষ্য মাত্র, স্বেচ্ছাময় হরি প্রীতিবিহারার্থ নিজেই রথারোহণ করিলেন।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র, সুবর্ণ সম্মার্জ্জনীর দ্বারা জগন্নাথদেবের রথ-বিজয়ের পথ মার্জ্জন করত সুবাসিত চন্দন-বারিতে সমস্ত পথ ধৌত করিয়া দিতে লাগিলেন। ব্যবহারিক জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াও আন্তরিক দৈন্য-আর্ত্তি সহকারে এই তুচ্ছ সেবা করিলেন বলিয়া ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর প্রতাপরুদ্রের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইলেন।

যে তিনখানি শ্রীরথে শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাদেবী আরোহণ করিলেন, তাহার সজ্জা অতি পরিপাটী; দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং ঐ শ্রীরথসমূহের নির্ম্মাতা। কাঞ্চনময় সুমেরুআকৃতি রথ নানামণি-মুক্তাদির ঝালর, শত শত সু চামর দর্পণে, নির্ম্মল রত্ন চন্দ্রাতপে, বিজয়পতাকায়, শ্রীরথশোভা ঝলমল করিতেছিল। বহুমূল্য বিচিত্র বর্ণের রেশমীবস্ত্রে রথ বিমণ্ডিত হইয়া তদুপরি সুরভি পুষ্পমালিকা-শ্রেণী মৃদুমলয়স্পর্শে দোদুল্যমান হইতেছিল। ঘাঘর, কিঙ্কিনী ও ঘণ্টাদির নিক্কণে অতি মধুরশব্দ উত্থিত হইতেছিল। যে চিন্ময় রাজপথ দিয়া ভগবান্ যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার শোভা অতি মনোহর। যথা,—

"সূক্ষ্ম শ্বেতবালু পথে পুলিনের সম।
দুই দিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন॥
রথে চড়ি' জগন্নাথ করিলা গমন।
দুই পার্শ্বে দেখি' চলে আনন্দিত মন॥"

উৎকলীয় গোয়ালাদিগকে 'গৌড়' কহে। সেই গৌড়গণ পরমানন্দের সহিত রথরজ্জু ধারণ করত রথ টানিতে লাগিল। কখনও দ্রুত গতি, কখনও মন্দ মন্দ গতি, কখনও বা স্থিরভাবে বিশ্রাম, এইপ্রকারে স্বেচ্ছায় জগন্নাথের রথ অগ্রসর হইতে লাগিল। শিক্ষাগুরু ভগবান্ শ্রীগৌরহরি প্রথমে পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে স্বীয় শ্রীহস্তে প্রসাদী মালাচন্দন পরাইয়া দিয়া তৎপরে প্রধান কীর্ত্তনীয়া শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে মালাচন্দন দানে সমাদর করিলেন। সকল ভক্ত কীর্ত্তনীয়াকেই মহাপ্রভু মালাচন্দন দিলেন। প্রভুর শ্রীহস্তের দিব্যপরশ লাভে সকল ভক্তের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তনীয়াগণের সম্প্রদায় সুশৃঙ্খলা করিয়া বিভাগ করিতে লাগিলেন। বিভাগক্রমে সাতটী কীর্ত্তনসম্প্রদায় গঠিত হইল।

শান্তির বার্ত্তা

শুনি সদা ধরামাঝে করুণ রোদন,
মৃত্যু-শোক স্মৃতি দগ্ধ আকুল বেদন
ওষধি কোথায়, ক্ষতে করিতে লেপন?
কৃষ্ণভক্তি 'বিস্মরণীলতা'
ভুলাইবে মর্ম্মক্ষত-ব্যথা,
মানসঅঙ্গনে তায় কর গো রোপণ।
মৃত্যু নাশি' বিতরে সে শাশ্বত জীবন॥

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

আমরা যাবতীয় এম্-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ বা বি-এল-পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে ভগবদ্ভক্তিতে পারঙ্গত জানিতে পারি নাই। যেখানে যত বসুবংশ্য আছেন, সকলেই যে শ্রীরামানন্দ বসুর বংশ্য হইবেন,—এরূপ ধারণাও আমাদের নাই।

শ্রীরামানন্দ বসুর অন্বয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে গিয়া যদি কেহ উক্ত ভক্তরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে সেই বংশপরিচয় দ্বারা শ্রীরামানন্দকেই কলুষিত করা হয় জানি।

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর—কৃষ্ণলীলার দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। তাই বলিয়া যাবতীয় সুবর্ণবণিককুলের দত্ত উপাধিধারী ব্যক্তি সকলেই কিছু 'গোপাল' হইতে পারিবেন না।

উক্ত দত্ত ঠাকুরের জ্ঞাতিবংশ্যগণ সেইরূপ পরিচয়ে "গোপাল ঠাকুর" হইতে গেলে তাহাদের আর শ্রীনিত্যানন্দসেবায় বিমুখতা, বিপুষ্টকের দাস্য ও পরস্বভাবকর্ম্মের নিন্দা-প্রশংসায় পারঙ্গত বলিয়া দেখা যাইবে না।

বংশোচিত গৌরবাকার ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব মহাজনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া কামক্রোধাদির সেবানিরত হইলে তাঁহারা নির্ম্মৎসর হইতে পারেন না। নির্ম্মৎসর না হইলে তাঁহাদিগকে 'পরমহংস' বা 'ভক্ত' বলা যাইবে না।

বংশগত পরিচয়ের দ্বারা ডাক্তারের বংশ, মোক্তারের বংশ, পোদ্দারের বংশে সকলেই যে ডাক্তার, মোক্তার বা পোদ্দার হইবেন—এরূপ প্রমাণ নাই। সুতরাং ছেঁড়া কাথায় শুইয়া পূর্ব্বপুরুষের লক্ষ টাকার বিলাসিতা এখনও আছে বলিয়া মনে করিলে 'আলনস্কর' হইয়া যাইতে হইবে।

আলনস্করীয় চিন্তাস্রোত যদি ভেক্‌ধৃক্‌গণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় বা আলালের ঘরের দুলালগণের মধ্যে যদি তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তবে তাহার বিষময় ফল ভোজন করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া তথাকথিত বৈষ্ণবম্মন্য সমাজ সেই বিষে জর্জ্জরিত হইবে, সন্দেহ নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

(৩)

শ্যামসুন্দরের উপাসক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু

সুরুচি বলিয়া নর কুরুচিরে পূজে,
কুরূপে 'সুরূপ' বলি' মানসে বসায়;
হীরক-আকর ত্যজি' 'কাচমণি' খুঁজে,
সুন্দরের উপাসনা এই কিরে হায়?
শিখাতে মরতজনে সুন্দরের গীতি,
অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের দিতে সুসন্ধান;
ঢালিতে অবনীমাঝে স্নিগ্ধ শুভ্র ভাতি,
সমুদিত গৌড়াকাশে এক জ্যোতিষ্মান॥

জড় চক্ষু নাহি হেরে শ্যাম-মুখহাসি;
সুন্দর-পূজা-পুষ্প ধরণীর নয়,
সেবা আকেনি কবি প্রাকৃত পরশি'
'সুন্দর সাহিত্য' তাঁর দেয় পরিচয়॥

সে' স্নিগ্ধ তারকা নিতি গাহে মধুস্বরে,
"বৈষ্ণবের গান শুধু বৈকুণ্ঠের তরে॥"
সুন্দরের পূজা রত হে সৌম্য তাপস।
বিমুখ জীবের তরে কাঁদে তব হিয়া,
হরিতে বিশ্বের ব্যথা চির অনলস,
দিবানিশি রচিতেছ গোলোক অমিয়া;
কৃষ্ণবার্ত্তা বাগ্মী তুমি, বক্তা অমর্গল;
সুমনীষি, দার্শনিক, সিদ্ধান্তনিপুণ।
প্রভুপাদমর্ম্মবাণী-প্রকাশ-বিভল,
কবি তুমি; দাতা-শ্রেষ্ঠ সেবা-সুনিপুণ॥
শরতের শতদল, বরষার যূথী,
বসন্তের গোলাপের অপূর্ব্ব সুবাস,
চম্পক চামেলীসনে মল্লিকা মালতী,
মিশায়ে রচিছ মালা সেবন-সহাস॥
তরুণের ধ্যানমগ্ন হে পূজারী সুন্দরের।
নিবেদি ও পদযুগে ভক্তিঅর্ঘ্য হৃদয়ের॥

অমৃতসরে গিরিমহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ অমৃতসরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। তিনি তথাকার কালীবাড়ীতে সনাতন শিক্ষা-সম্বন্ধে একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বহু বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন।

স্বামিজী অতঃপর রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র বিশ্বাস ও রায় সাহেব তারাপদ রায় হোম ডিপার্টমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ দ্বারা মানবজীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৸৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ।০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অনিন্দ্য-বিশ্ববংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কীর্ত্তিনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিন্মাত্রাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যস্থিতি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-প্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুষ্ঠান কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সংরক্ষিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রণীত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূত্রসূচী আদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জ্ঞানবর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সদ্গ্রন্থ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিস্তারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামক ধন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

বাত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি যত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৯ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৴০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

গরুড় প্রেস

গোয়াড়ী ষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটপোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৩নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেটং ডিস্পা টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ভক্তিকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কয়েকজন পাটনায় পিকেটিংয়ে গ্রেপ্তার

শ্রীযুত শিউধারী সিং, তুলসীপ্রসাদ ও ও ব্রহ্মদেও সিং মাসাসুরীতে শ্রীযুত রাম সাহুর বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটীং করিতেছিলেন। পুলিস ২৫শে তারিখে তাঁহাদিগকে দণ্ডবিধির ৩৪১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্যাটেলের অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন

প্রোফেসার মোজেঞ্জ শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছেন। পরীক্ষাকালীন বোম্বায়ের ডাক্তার ভারুচা এবং লাহোরের ডাক্তার মেজর মিরাজকার উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তারদিগের পরামর্শে স্থির হইয়াছে অর্শ রোগের জন্য একটি ও তলপেটের বেদনা নিবারণের জন্য একটি—এই দুইটি অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হইবে। শ্রীযুত প্যাটেল ডাক্তার রমনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। ভিয়েনার বিখ্যাত ডাক্তার মিঃ লোজেন্স তাঁহার অস্ত্রোপচার করিবেন।

প্রতারণার অভিযোগ

শীতল মুখোপাধ্যায়, অনাদিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় গোপালচন্দ্র চৌধুরী ও মন্মথনাথ দাস নামক কয়েকজন লোক জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলির এজলাসে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে গত ২৯শে জুলাই এই মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে আসামীরা অপরাধ অস্বীকার করিয়াছে। তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহারা জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়াছে মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

কঙ্করবাগ হত্যার মামলায় আসামীদের অব্যাহতি

পাটনা হইতে প্রকাশ যে কঙ্করবাগ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সন্দেহে ধৃত—জামীনপ্রাপ্ত শ্রীযুত নরেন চট্টোপাধ্যায়; সতীশচন্দ্র প্রসাদ ও ইন্দ্রদেও তেওয়ারী ও হাজতে অবস্থিত অনিলবিহারী ঘোষ ওরফে রতন গত ২৭শে জুলাই সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে প্রমাণাভাবে মুক্তি পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুত অনিলবিহারী ঘোষকে ছাড়া পাওয়ার অব্যবহিত পরেই আবার কার্য্যবিধির ১১০ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গান্ধীজীর কটিবাস রাজপ্রাসাদে চলিবে কি না

গান্ধীজী লণ্ডনে আসিলে তাঁহার কটিবাস সমন্বিত ফটো লইবার জন্য ফটোগ্রাফারগণ বিশেষ উদ্গ্রীব হইয়াছেন।

গান্ধীজী বলিয়াছেন—বেশী শীত পড়িলে তিনি গাউন পরিবেন। 'সাণ্ডে এক্সপ্রেস' বলিতেছেন—"বাকিংহাম প্যালেসে গান্ধীজীর নিমন্ত্রণ হইবে। সেখানে অনেক বড় বড় রাজ-কর্ম্মচারী থাকিবেন। তথায় কটিবাস পরিয়া গেলে একটা বীভৎস ব্যাপার ঘটিবে।

আবহাওয়া বিভাগের কর্ম্মচারী বলিয়াছেন—সেপ্টেম্বর মাসে বেশী শীত পড়িবার সম্ভাবনা। তখন গান্ধীজী কটিবাস পরিয়া লণ্ডনে উপস্থিত হইলে তাঁহার বাঁচিবার আশা থাকিবে না।

টেম্‌স্ তটে পাঁচজনের মৃত্যু

টেম্‌স নদীর ধারে টানেল তৈয়ারী করিতে গিয়া পাঁচজন লোক ২০ ফুট কাদার মধ্যে ডুবিয়া যায়। উইলিয়ম ও ডোনেল উহাদিগকে বাঁচাইতে গিয়া নিজেও কাদায় ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। চারিমাস ধরিয়া টানেল তৈয়ারী হইতেছে, এ পর্য্যন্ত কিন্তু কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

ফার্গুশন কলেজে ছাত্রবৃন্দের কাপুরুষোচিত আক্রমণের নিন্দা

২৭শে জুলাই ফার্গুশন কলেজের ছাত্রগণ তাহাদের স্ব স্ব শ্রেণীতে সমবেত হইয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিলে কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার মাহাজানি তাহাদিগের নিকট নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী পাঠ করেন এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হয়।

আমরা ফার্গুশন কলেজের ছাত্রমণ্ডলী গত ২২শে জুলাই তারিখে বোম্বাইয়ের গভর্ণরের কলেজ পরিদর্শন কালে তাঁহার প্রতি কাপুরুষোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিতেছি।

ঈশ্বরানুগ্রহে লাট বাহাদুরের জীবন রক্ষা হওয়ায় আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

কতিপয় ছাত্র গভর্ণরের প্রস্থান কালে তাঁহার প্রতি যে উদ্ধত অশিষ্ট আচরণ প্রদর্শন করিয়াছে, আমরা সম্পূর্ণরূপে তাহার অননুমোদন করিতেছি।

তৈলব্যবসায়ীর বিপত্তি

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ যে কয়েক দিবস পূর্ব্বে মাদারীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অনাথবন্ধু রায় একটী মামলার বিচার নিষ্পন্ন করেন ঐ মামলার ফরিদপুরের স্যানিটারী ইনস্পেক্টর শ্রীযুত হেমেন্দ্রলাল বসু বাদী ও মুগফতগঞ্জের তৈলব্যবসায়ী শ্রীযুত মথুরামোহন ভৌমিক আসামী ছিলেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ২০শে মার্চ্চ তারিখে বাদী আসামীর দোকানে সরিষার তৈল পরীক্ষা করিতে গমন করিলে আসামী তাঁহার পরীক্ষা কার্য্যে বাধা দেন এবং তাঁহাকে গালাগালি দিয়া দোকান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, বাদী তাহার নিকট উৎকোচ লইতে চাহে অন্যথায় ভেজাল আইনানুসারে তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করিবার ভয় দেখায়। আসামী উৎকোচ প্রদান করিতে অস্বীকার করায় তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন

বিদেশী বস্ত্র বিক্রয়ে নিষেধ

কতিপয় বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি সংবাদ দেন যে, জিলার মফঃস্বলে ও সদরে কোন কোন বস্ত্রব্যবসায়ী বিদেশী বস্ত্র ও সূতা আমদানী করিতেছেন এবং নিষিদ্ধ বিদেশী বস্ত্রের বাণ্ডিলের শীল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া ঢাকা জিলা কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতির একসভা বসান হয়। কমিটীর নবাবপুর অফিসে সহকারী সভাপতি স্বামী তুরিয়ানন্দ ভারতীর সভাপতিত্বে সভা বসে। এই সকল অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিবার জন্য ৭ জন সদস্য লইয়া একটী কমিটী গঠিত হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ, শ্রীযুত ধীরেন সেন, ফুল্লেন্দু সেন, কবিরাজ মুরারিমোহন ঘোষ ও শ্রীযুত বীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী—উক্তকার্য্যকরী সমিতির এই কয়জন সভা গত ২৬শে জুলাই নবাবপুরে কয়েকখানা সূতা ও কাপড়ের দোকান পরিদর্শন করিতে যান। তাঁহারা কোন কোন দোকানে জাপানী মালপত্র দেখিয়া ব্যবসায়ীদিগকে জানাইয়া আসিয়াছেন, যদি তাঁহারা অবিলম্বে এই সকল বিদেশী সূতা ও কাপড়ের কারবার বন্ধ না করেন, তাহা হইলে পিকেটিং আরম্ভ করা হইবে।

বিলাতে আতঙ্কের সঞ্চার

বিলাতী সংবাদপত্র মহলে প্রকাশ, এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতে চারিজন ইংরাজকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইল। তাহার মধ্যে কলিকাতায় মিঃ গার্লিক গুলীর আঘাতে নিহত হইলেন। সংবাদপত্রে এই খুন জখমের সংবাদ বড় বড় হেডিং দিয়া প্রকাশ করায় আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে।

'ডেলী মেল' পত্রিকা তাঁহার প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন, ভারতীয় শার্দ্দুলকে বিড়ালের মাংস দিয়া পরিতুষ্ট করিবার নীতি অবলম্বন করায় শার্দ্দুলের খুন করিবার প্রবৃত্তি আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

শ্রমিক প্রতিনিধির বিলাত-যাত্রা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে মিঃ বি, শিবরাও গোল টেবিল বৈঠকের সংখ্যার দল সাব কমিটীতে শ্রমিক দলের প্রতিনিধিত্ব করিবেন। প্রকাশ, তিনি মিঃ এক্সটেন, যোশীর সহিত আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখে মুলতান নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করিবেন।

রেল ষ্টেশন দাঙ্গায় কেশব বাবুর কারাভোগের পর মুক্তি

২৭শে জুলাই শুক্রবার রাত্রি ১২॥টার ট্রেণে রাণাঘাট কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মিত্র মহাশয় মেদিনীপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রাণাঘাটে পঁহুছিয়াছেন। তিনি গত বৎসর রেল দাঙ্গায় গ্রেপ্তার হইয়া ১॥০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। মুক্তির নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

রথ-যাত্রায় ব্রাহ্মণ পাচকের মৃত্যু

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ যে উল্টা রথ উপলক্ষে যখন রথ টানা হইতেছিল, সেই সময় অর্দ্ধেক পথ যাইবার পর গোপাল নামক একজন পশ্চিমা ব্রাহ্মণ পাচক রথের একখানা চাকার নীচে পড়িয়া জখম হয়। হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার পথে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আরও ২ জন লোক অল্প জখম হইয়াছে।

লর্ড আরউইন

'টাইম্‌স' পত্রিকায় লর্ড ইঞ্চকেপ লিখিতেছেন:—বড় লাটরূপে না পাঠাইয়া লর্ড আরউইনকে ধর্ম্মযাজকরূপে ভারতে পাঠাইলেই ভাল হইত লর্ড আরউইন ভারত ছাড়িয়া আসিয়াছেন। তিনি যেন এখন বলিতে চান ভারতবাসীকে অরাজকতার মধ্যে ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া আসাই বৃটিশের কর্ত্তব্য।

1

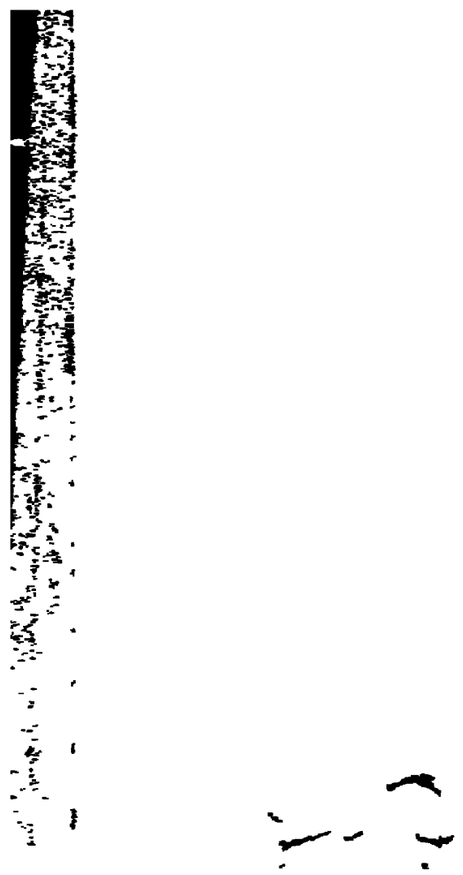

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৩৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

গ্রাহকপক্ষে হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৫৲
ষাণ্মাসিক ৩৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ৪ঠা আগষ্ট ১৯৩১

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে মহিলা সম্মেলন

শনিবার ও রবিবার কৃষ্ণনগর টাউনহলে মহিলাবৃন্দের অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু কৃতবিদ্য মহিলা কৃষ্ণনগরে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা গত শুক্রবার কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে পৌঁছিলে তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্য সহকারে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে মহিলাগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেকে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মেলন

গত রবিবার বেলা ২ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর কলেজে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নদীয়া জেলার পাঠাগার সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। উক্ত সভায় জেলা সাহিত্য সঙ্ঘের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইল। এবং ছায়াচিত্রে সাহিত্য চর্চ্চার অনেকগুলি বিষয় প্রদর্শিত হইল। বিশেষ বিবরণ আগামী কল্যকার পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

ছাদ হইতে পতনে বালিকার মৃত্যু

কুষ্টিয়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ২৯শে জুলাই প্রাতঃকালে প্রায় ৯ ঘটিকায় কুষ্টিয়া বাজারের একটি দ্বিতল অট্টালিকার ছাদ হইতে স্থানীয় জনৈক সঙ্গতিপন্ন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের একটী তিন বৎসর বয়স্কা কন্যা ভূমিতলে পতিত হইয়া গুরুতররূপে আহত হয়, ফলে অ বলম্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

জেলে রাজবন্দীর অনশন

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ যে, মেল ডাকাতি চেষ্টা সম্পর্কে যদুবয়ড়ার শ্রীযুক্ত ননীগোপাল কর অপর তিন ব্যক্তির সহিত কামারখালিতে গ্রেপ্তার হইয়া কুষ্টিয়া হাজতে প্রেরিত হন। পরে তাঁহাকে কৃষ্ণনগর জেল হাজতে স্থানান্তরীত করা হয়। শ্রীযুত কর খাদ্যাদির সুবন্দোবস্তের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন কিন্তু অদ্যাবধি ও এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। প্রকাশ তিনি গত তিন দিন যাবৎ অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছেন।

ক্ষুধার্ত্ত খিলাফতির জিঘাংসা

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে মোসাখেল অঞ্চলে (মোমান্দ উপজাতিদের এলাকায়) উপজাতিদের মধ্যে এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। উপজাতিদের এক দল খিলাফতিরা ও অপর দলে স্থানীয় অধিবাসীরা ছিল। সংবাদে প্রকাশ, খিলাফতিরা একটী গ্রামে যাইয়া বলপূর্ব্বক খাদ্য গ্রহণ করিতে প্রয়াস পায়। গ্রামবাসীরা এই প্রকার কার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করে। ইহার ফলে উভয় দলে সংগ্রাম বাধিয়া যায়। সংগ্রামের ফলে ১ জন খিলাফতি নিহত ও আর ১ জন আহত হয়।

নৃশংস স্ত্রীহত্যা

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ যে বেগমগঞ্জ থানার বাজরা গ্রামের তারকচন্দ্র কুরি ২২ বৎসর বয়স্কা তাহার স্ত্রী মণি কুরিকে হত্যা করিবার অভিযোগে চালান দিয়াছে। প্রকাশ, গত ২৪শে প্রাতে ১০টার সময় আসামী দা'র সাহায্যে তাহার স্ত্রীকে ১৯ জায়গায় আহত করে। ঐ আঘাতের ফলে স্ত্রীলোকটী সেই খানেই মারা যায়। হত্যার উদ্দেশ্য জানা যায় নাই। আসামী এখন হাজতে আছে।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের বোম্বাই যাত্রা

নিখিল ভারতীয় জননায়ক শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১লা আগষ্ট ছাপড়া যাত্রা করিয়াছেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে যোগদানের জন্য তিনি ছাপড়া হইয়া বোম্বাই যাইবেন।

কৃষ্ণনগরে মহিলা সম্মেলন

ছাদ হইতে পতনে বালিকার মৃত্যু

জেলে রাজবন্দীর অনশন

সুরাট কালেক্টর সকাশে মহাত্মাজী

কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মেলন

রাজেন্দ্রপ্রসাদের বোম্বাই যাত্রা

নৃশংস স্ত্রীহত্যা

প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যাকাণ্ড

শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী

ক্ষুধার্ত্ত খিলাফতির জিঘাংসা

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিমেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কটক

শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঊর্দ্ধতন শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজ পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সারস্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' নামক মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নবহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস কবিরাজবাবাজী শ্রীবংশীদাস, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র শ্রীপাদ নকড়াগোপাল শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীমধুসূদন শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী শ্রীচৈতন্যদাস নাগ ভক্ত নারায়ণ, ভক্তিপদ বেদান্তীমোহন পণ্ডিত।

(২) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মবাসী, শ্রীরাসবিনোদ আকুড়ীয়া, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবসেবা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীরাধাকৃষ্ণম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিস্থান

প্রাচীন মায়াপুর, রামনপুকুর, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, সুরভিগঞ্জ নদীয়া।

রক্ষক—ভক্তিকৃষ্ণম ঠাকুর ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এম, এস, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মহমনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমন্তব ভক্তিশ্রী বি, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস অধিকারী, শ্রীউদ্ধব অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

টাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাগবাজার, প্রয়াগ হাউস, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র

মাউপাড়ি, আলমগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীরঙ্গবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভাক্তশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীবলাইচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরমহংস বিবেক বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

কেকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রী-পরানদাসজী।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বড়বাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১০৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যাভিমানী শ্রীপাদ কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরমহংসকুল বি-এ, শ্রীপাদ দামোদর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধাত্রীশরণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীগোপীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরমহংস-সঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানন্দ সাহিত্যাধিকারী বি-এ, শ্রীনবকিশোর দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নারায়ণ, শ্রীগিরিধর ব্রহ্মচারী, শ্রীনরহরিগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(১৮) আজলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীগদাধরানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীরামানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীগোপিনাথবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

ঢাঙ্গরাবাজার, কটক

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ ভক্তগোপাল দাসাধিকারী,

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

রক্ষক ব্রহ্মচারী ভূতেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ গোস্বামিনী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী বিষ্ণুবৈষ্ণবজী, শ্রীনীলগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, চাদপুর

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫০ গোপীজন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীলকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাসারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, কাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

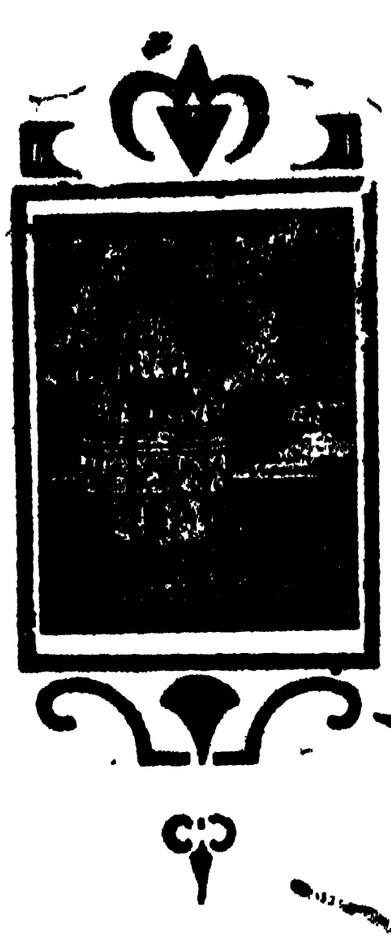

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পায়

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম = মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৯শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৪ আগষ্ট ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার | ১৩০তম সংখ্যা।

সাময়িক সন্দেশ

মহাকারুণ্যাবতারী শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত চরিত্রে যে কত মহতী শিক্ষা নিহিত আছে, তাহা আমরা অক্ষজ জ্ঞানে বুঝিতে পারি না কিম্বা অজ্ঞানতমসাবৃত নেত্রে দেখিতে পাই না, কিন্তু যখন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাবলে—জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা সেই অজ্ঞানতমোরাশি বিদূরিত হইয়া দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই অতিমর্ত্ত্য চরিত্রবান চৈতন্যচন্দ্রের চমৎকারময়ী লীলার বিচিত্রতা আমাদের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।

শ্রীচৈতন্যদেবের মহত্তো মহীয়ান্ চরিত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলরচয়িতা শ্রীলোচনদাস ঠাকুর প্রভৃতি অপ্রাকৃত কলিকুলশিরোমণিগণের লেখনীতে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহারা আলস্যপরায়ণ কলি-জীবের সহজবোধ্য বঙ্গভাষায় উহা অঙ্কন করিয়া সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞগণেরও কতই না পাঠের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

বিষয়জ্ঞানে মত্ত থাকাকালে অমন্দোদয় দয়াবারিধি বৈষ্ণবঠাকুরগণের এতাদৃশী মহতী কৃপা আমরা বুঝিতে পারি না। কত কত বার ধরিয়া লোকে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থ প্রায় সর্ব্বত্রই সকল লোকের নিত্যপাঠ্যরূপে বিরাজিত আছেন, কিন্তু যে শাস্ত্রের একটী মাত্র শ্লোক সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে পারিলে জীব ধন্যাতিধন্য হইতে পারে—মহামঙ্গল লাভের অধিকারী হইতে পারে, তাহার সমগ্র পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াও আমাদের কোন সুবিধাই হয় না। তাহার কারণ, আমরা যে চক্ষে বস্তু দর্শন করিতে যাই, তদ্দ্বারা বস্তুর সম্যক্ দর্শন হয় না। বস্তুর আভাস্তরীণ দর্শন ত দূরের কথা, তাহার বহিরঙ্গ প্রতীতিও সম্পূর্ণরূপে আমাদের দৃগ্‌গোচর হয় না। কিন্তু যখন প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি আমাদের চোখের ছানি ঘুচাইয়া দিয়া, তাহাতে অঞ্জন প্রলেপ দিয়া, চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বস্তুর স্বরূপ প্রদর্শন করেন, তখন আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই, আর নিজের দুর্বুদ্ধির বিষয়, দৃষ্টিহীনতার বিষয় স্মরণ করিয়া নিজেকে কতই না ধিক্কার প্রদান করিতে থাকি।

শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির দয়ার কথা—অপ্রাকৃত চরিত্রের কথা আমরা আধ্যক্ষিক জ্ঞানে বুঝিতে গিয়া তাঁহার চরিত্রে নানা প্রকার সন্দেহ কিম্বা বিকৃত বা বিষম ধারণা করিয়া বসি। অনেকে সামান্য পয়ারগ্রন্থ বলিয়া ঐ চরিত-গ্রন্থগুলিকে উপেক্ষা করিতেও পশ্চাৎপদ হই না। তজ্জন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছাক্রমে তদীয় নিজ জন এ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ঐ পয়ারগুলির মধ্য হইতে কত অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদর্শন করেন। জগতের বড় বড় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া জ্ঞানালোচনা করিয়াও যে জ্ঞানভাণ্ডারের এক কণেরও সন্ধান পান না, অতি-মর্ত্ত্যচরিত্র বৈষ্ণবগণের কৃপায় প্রাকৃত বিদ্যায় অনভিজ্ঞ জনগণও অবহেলাক্রমে তাহা বুঝিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজ ভক্তগণের দ্বারে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যেমন—

রামানন্দ-দ্বারে কন্দর্পের দর্প নাশে।
দামোদর দ্বারে নৈরপেক্ষ্য পরকাশে॥
হরিদাস দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল।
সনাতন-রূপ-দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল।

(ভক্তিরত্নাকর)

এইরূপ তাঁহারই অন্যতম ভক্ত কৃষ্ণদাস বিপ্রের চরিত্রে যে কত শিক্ষা নিহিত আছে, তাহা আমরা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর নিষ্কপট সেবক, শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর লেখনীতে দেখিতে পাইলাম।

যাঁহারা গত ৪৯শ সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই অপ্রাকৃত কবিবরের প্রকৃত পাণ্ডিত্যের পরিচয় অবগত হইয়াছেন।

এই গৌড়ীয় সংখ্যায় আমরা কৃষ্ণদাসের চরিত্রের সম্যক্ বিশ্লেষণ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে বিশেষ লক্ষীতব্য বিষয়—সাক্ষাৎ ভগবানের সঙ্গে তদীয় সেবায় অবস্থান করিয়াও জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে দুর্গতি লাভ, জীবের ভোগপ্রবৃত্তির পক্ষ-সমর্থনে বিবিধ চেষ্টা ও যুক্তিপ্রদর্শন, ভগবানের বিবিধা শক্তির প্রকৃত পরিচয়, চেতন ও অচেতনের পার্থক্য, ভেদাভেদ-প্রকাশের সদৃষ্টান্ত স্বরূপ, জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহারের ফল, আর সদ্গুরুকৃপার বল।

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু আরও বিশেষ ভাবে বুঝাইয়াছেন—শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দের কৃপার বৈশিষ্ট্যের বিষয় এবং তাঁহাদের কৃপার কথা জগতে বিবিধ-ভাবে প্রচার করিতেছেন যে অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ, সেই নিত্যানন্দাভিন্ন জগদ্গুরু-বরের মহামহীয়সী কৃপার কথা।

হে সহৃদয় পাঠকগণ, আপনারা জগদ্-গুরুদেবের পরমোদার লীলার কিয়দংশ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর ভাষায় পাঠ করুন,—"আমাদের এমন পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরু-পাদপদ্ম দর্শন করিবারও অভূতপূর্ব্ব মহাসৌভাগ্য হইয়াছে—যে মহাপুরুষ মহা-প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে মহৌদার্য্যলীলা নিত্য প্রকট করিয়া মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ণতমা সেবা ও পূর্ণতম মনোভীষ্ট প্রচার করিতেছেন।

মহাপ্রভুর নিজজন, শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নবিগ্রহ সেই গুরুপাদপদ্ম অনুক্ষণ আমার ন্যায় যে কত কত আবৃত-কৃষ্ণদাসকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক উদ্ধার করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণদাস বিপ্র একবার মাত্র অসৎসঙ্গের প্রবলে কবলিত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই মহাপ্রভু বিপ্র কৃষ্ণদাসকে বর্জ্জন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ

(৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় কলমের শেষে দ্রষ্টব্য)

আসক্তি

(১)

জীবমাত্রেই আসক্তির দাস। সকলেই কোন না কোন একটী বস্তুতে আসক্ত হইয়া কাল যাপন করে, ক্ষণকাল মাত্রও কাহার অনাসক্তভাবে থাকিবার যো নাই। আসক্তি-রাক্ষসী এমনভাবে সকলকে তাহার করালকবলে কবলিত করিয়া রাখিয়াছে যে, কিছুতেই তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—সকলেই রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, গৃহ, অর্থ প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া দিনাতিপাত করে। কাহারও কোন আসক্তির বস্তু না থাকিলে অন্ততঃ কুকুর, বিড়াল, লাঠি, ছাতা প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া ঐ সকলে চিত্ত স্থাপনপূর্ব্বক সময় অতিবাহিত করে। আসক্তি না থাকিলে সংসার থাকিত না। আসক্তিই মায়ার সোণার কাঠি, যাহার স্পর্শে জীবগণ অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

আসক্তির কারণ অনুসন্ধান করিলে চিত্তকেই তাহার প্রধান হেতু বলিয়া জানা যায়। নিখিল শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন—

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥

চিত্তই জীবাত্মার বন্ধন ও মুক্তির কারণ, ঐচিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের সংসার-বন্ধন উপস্থিত হয়, আর পরম পুরুষ শ্রীভগবানে নিযুক্ত হইলেই তাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

জীবের আসক্তির নেশা এত প্রবল যে, তাহা দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলে। রূপে আসক্ত পতঙ্গ বহ্নিকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া দগ্ধ হইয়া যায়, কুরঙ্গ সুশ্রাব্য সঙ্গীতে আসক্তিবশতঃ ব্যাধের জালে আবদ্ধ হয়, মাতঙ্গ স্পর্শসুখের নেশায় চুম্বশাগ্রস্ত হয়, ভ্রমর মধুপানাসক্তিবশে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, আর মৎস্য চারের গন্ধে মুগ্ধ হইয়া বঁড়শিতে বিদ্ধ হয়। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আসক্তির এক মাত্র কারণ—ভোগবাঞ্ছা। গীতাতেও বলিয়াছেন,—ভোগের নিমিত্ত বিষয়সকলের ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে, তাহা হইতে কাম, ক্রোধ, সম্মোহ, স্মৃতিবিভ্রম, বুদ্ধিনাশ এবং পতন ঘটে। ভোগের নেশা প্রবল হইলেই মায়া-পিশাচীর কুহকে পড়িয়া জীব সংসার-বন্ধন লাভ করত জড়াসক্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

পণ্ডিতবর শ্রীপাদ জগদানন্দ গোস্বামীও বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥

এইরূপে বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন জীব অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইতে থাকে—সংসারের তীব্র তাপে দগ্ধীভূত হইতে থাকে, তখন "কেন বা ভাঙ্গনু মায়া করে হায় হায়।" কিন্তু কিরূপে মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে? কেহ হয় ত উপদেশ করিলেন,—উদ্ধরেত্তা হইতে পারিলেই মুক্তি—"মরণং বিন্দু পাতনাৎ জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" অমনি বীর্য্যধারণে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কেহ বা বায়ু সংযমনের দ্বারা প্রাণকে আয়াম অর্থাৎ বিস্তার করিতে উপদেশ দিলেন, অথবা কেহ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের উপাসনা করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু "বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।" কোন বস্তুতেই সুবিধা হইল না। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত—কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তি ব্যতীত দুরত্যয়া মায়াকে অতিক্রম করা যায় না। কৃষ্ণপাদপদ্মে আসক্তি ব্যতীত মায়াসক্তি ত্যাগ করা যায় না।

প্রভু মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সঙ্গ ও সেবা হইতে দূরে রাখিয়া কৃষ্ণদাসের প্রতি কৃপা-প্রদর্শনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু আমার ন্যায় দুরাচার শত সহস্রবার পুনঃ পুনঃ বিপ্র কৃষ্ণদাসের পতনোন্মুখতার আদর্শ অনুসরণ করিলেও শ্রীগৌর নিত্যানন্দের অভিন্নতনু যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহামহাবদান্য স্বভাব আমার দুর্দ্দশা-দুর্দ্দৈবে একান্ত দুঃখিত হইয়া আমায় পুনঃ পুনঃ দুরাচারের জন্য আমাকে বর্জ্জন করিবার পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ কেবল সাক্ষাৎ সঙ্গ ও সাক্ষাৎ সেবা প্রদান পূর্ব্বক আমাকে শোধন ও কৃতার্থ করিতে অনুক্ষণ ব্যস্ত, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঔদার্য্যসীমার কথা আর কি বলিব।"

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

আসল ও মেকী

(২)

শুদ্ধভক্তের অনুভূতি—আসল, আর মিছাভক্তের অনুভূতি—মেকী। মেকীভক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠ দেখিতে পায় না। তাহারা মিছাভক্তিবলে অপ্রাকৃত ধাম শ্রীযোগপীঠকে স্থানান্তরিত করিয়া মেকী মায়াপুর নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত হয়। যাহারা তাহাদের ধুরবহনকারী, তাহারাও সেই মেকী মায়াপুরকেই আসল মায়াপুর বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়। মিছা-ভক্তের স্তাবকসূত্রে তাহারা "বেগুন খাইলে মুখ লাগে, বেগুন বড় ভাল খায়, কলায় গলা ধরে"—ইত্যাকার বিভিন্ন প্রলাপ বকিতে থাকে। কারণ, তাহারা বলে যে, আমরা বেগুনেরও উপাসক নই আর কলারও সেবক নাই, কিন্তু আমরা মিছাভক্তের ধুরবহনকারী, তাহাদেরই পক্ষ সমর্থন করিব—তাহাদেরই কথার অনুকরণ করিব—দৃষ্টি খুলিয়া আসল নকল বিচার করিব না।

যে প্রেমদৃষ্টিতে শুদ্ধভক্ত ও তদনুগ-সম্প্রদায় স্বয়ংপ্রকাশবস্তু শ্রীমায়াপুর দর্শন করেন, মেকীভক্তের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও কামিনী কাঞ্চনলাভে অনুরাগ থাকায় তাদৃশ দৃষ্টির অভাব হেতু তাহারা কখনই শ্রীধাম দর্শন করিতে পারে না। সুতরাং ধাম লইয়াও নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হইয়া কপট ভক্তগণ স্থানান্তরকে মথুরা, বৈকুণ্ঠ বা মায়াপুর বলিয়া স্থাপন করিতে প্রয়াস করে।

মেকী বুদ্ধির এরূপ দৌরাত্ম্য যে, আসল বস্তুকেও মেকী বলিয়া তাহার ভ্রম হয়। যেমন কামলা-রোগবিশিষ্ট ব্যক্তি শুভ্রবস্তুকেও হরিদ্রাবর্ণ দেখে, লাল চশমা পরিহিত ব্যক্তি শুভ্রবর্ণকেও লাল বলিয়াই দেখে, তদ্রূপ মেকীদৃষ্টিবিশিষ্ট ব্যক্তি "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" ন্যায়ে আসল মায়াপুরকেও নকল বলিয়া মনে করে। তাই বলি,—মেকী ও আসল শুদ্ধভক্তগণই চিনিতে পারেন, আর কামিনী-কাঞ্চনপ্রতিষ্ঠাশা-লোলুপ মিছাভক্তগণ মেকী জিনিষ লইয়াই দিনাতিপাত করে, আসল বস্তু তাহাদের দৃষ্টিপথে আসে না।

চেতনের বৈশিষ্ট্য

অনুভূতি সেই ত জীবন।
ঢেউগুলি বহে তরঙ্গিনী,
ঊর্ম্মিহীন স্তব্ধ রত্নাকর
নিস্তরঙ্গ হলে নাহি চিনি॥

যৎকিঞ্চিৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের ১০৯ সংখ্যার পর)

গৌড়ীয়গণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া স্বয়ংও শ্রীদর্শন বা শ্রী-সম্বর্দ্ধন করিতে যান না। সুতরাং কপটতা ক্রমে মায়ামন্দিরাদির উপাসক হইয়া প্রচ্ছন্ন ভোগবুদ্ধিও তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না।

শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে কখনই আচারবান প্রচারক হওয়া যায় না। তাহা হইলে তাদৃশ প্রচারক 'প্রতারক' খ্যাতি লাভ করেন।

যাত্রা-থিয়েটারের অভিনয় শ্রবণ করিয়া বীররস, ভয়ানকরস, করুণরসাদির কথা শুনিয়া অনেকের চিত্ত তাৎকালিক ভাব প্রবণতা লাভ করে। তাহা কিছু দীর্ঘকাল থাকে না এবং তাদৃশ যাত্রা-থিয়েটারে বহির্ম্মুখ জনেচ্ছানুরোধে শাস্ত্রাদি বাক্যে যেমন কাহারও বাস্তব মঙ্গল হয় না, তদ্রূপ অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণ হরিকথা অক্ষর মাত্রে পরিণত হয়। সর্পের উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ পান করিলে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, অবৈষ্ণবের মুখোচ্চারিত ভাগবতবাণী শ্রবণ করিলেও জীবের তাদৃশ দুর্গতি লাভ হয়।

ভাগবত পাঠের বা সঙ্কীর্ত্তন প্রদানের বা অধিকারী কে হইতে পারে, শ্রীমদ্ ভাগবত তাহা সুষ্ঠুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। নিবৃত্ত-তর্ষ না হইলে ভাগবতবক্তা হইতে পারে না। বিষয়ভোগ-পিপাসা, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা, বৈষ্ণববিদ্বেষ, শ্রীধামবিরোধ প্রভৃতি দুর্বুদ্ধি পোষণ করিলে কখনই নিবৃত্তবর্ষ হওয়া যায় না।

প্রমাদ-সংশোধন

আমাদের শ্রবণে কিছু ভুল হইয়াছে। বণিক্ যুবক নটবর দত্ত যে পত্রখানি রাজর্ষি প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ মহোদয়কে লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য উক্ত কুমার বাহাদুর গৌড়ীয় মঠের সম্পাদকের নিকট উহা পাঠাইয়াছিলেন। গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ঐ পত্রোক্ত বিষয়টি নদীয়াপ্রকাশ-সম্পাদকের আলোচ্য জানিয়া উহা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছেন। সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর ঐ পত্রের উত্তর গৌড়ীয় সম্পাদক গোস্বামী মহোদয় দিবেন, বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে আমরা উক্ত বণিক্ যুবকের পত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাইবার আশা করি না। আমরাই উহার আলোচনা করিব।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, কথা ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৳০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি নোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ-স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৷০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য'—নাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ; ১৲ টাকা মাত্র।

ঐজবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এই রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগৌস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনক্রমে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। পিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নবমাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্রয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹ দশ আনা মাত্র।

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত; প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সঙ্কল্পকল্পদ্রুম

গবিকেশমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত মনোহর ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত গুঢ়পদাবলী সমস্ত প্রত্যেক শ্লোকের সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ।০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৹ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (তর্কসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতার দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীমদাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক অঙ্কিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাথেয়, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অমূল্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দরাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-পদের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাবা শুষ্ককাশরা, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধাতুভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে বালকের চক্ষে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৪২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা।

মূল্য ও রোগের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

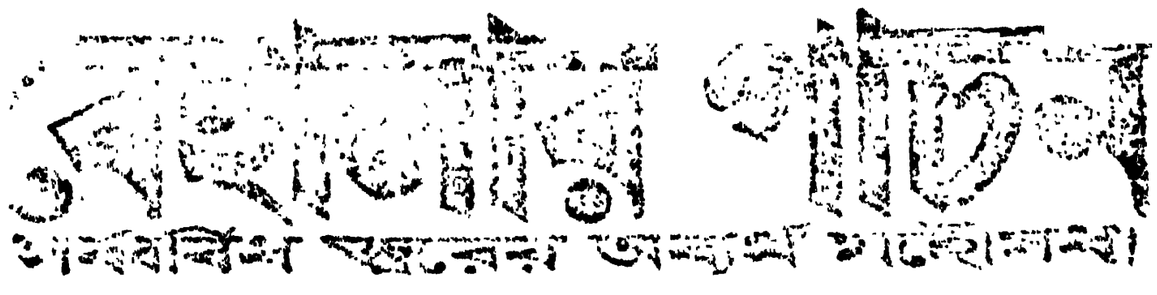

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাতায়াত এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নেকাঠী, বাকেরগঞ্জ।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৩নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

সুরাট কালেক্টর সকাশে মহাত্মাজী

২৯শে জুলাই তারিখে মহাত্মা গান্ধী কয়রার কালেক্টরের বাংলোয় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে কয়েকঘণ্টা আলোচনা হইয়াছে। কতিপয় গ্রাম্য কর্ম্মচারীর পুনর্নিয়োগ, বোরসাদ তালুকের ১৪টি গ্রামের কৃষকদের গত বৎসরের বাকী খাজনা, মাতার তালুকের বিদেশগত কৃষকগণ, ষণ্ডেশ্বর মামলা এবং রাস গ্রামের বর্ত্তমান বৎসরের খাজনা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। বোরসাদ তালুকের যে সমস্ত কৃষক কর্জ্জের কিস্তি এবং বাকী খাজনা পরিশোধ করিতে অসমর্থ মহাত্মাজী তাহাদের নামের একটী তালিকা পেশ করিয়াছেন।

এপর্য্যন্ত আলোচনার ফলাফল জানা যায় নাই, তবে অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হয়।

গতকল্য মহাত্মাজী জিলার কর্ম্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে কয়েকটী পরামর্শ দিয়াছেন।

মহাত্মা ৮ই আগষ্ট বিলাত যাত্রা করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল গতকল্য বার্দ্দোলী গিয়াছেন।

মহাত্মাজী আগামীকল্য প্রাতে আমেদাবাদে যাইবেন; তথা হইতে তিনি বোম্বাই রওনা হইবেন।

রামমোহন রায় হলে সভা

গত বুধবার অপরাহ্নে রামমোহন রায় হলে বিদ্যাসাগরের চত্বারিংশত স্মৃতি বার্ষিকী সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বহু ছাত্র ও অধ্যাপক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এবং ধনী দরিদ্র তাঁহাদের চির-আরাধ্য পুরাতন ও নূতনের সংযোজক বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপাল জে, আর, ব্যানার্জ্জী, রায় বাহাদুর চণ্ডীচরণ ব্যানার্জ্জী, পণ্ডিত রাধারমণ বিদ্যাভূষণ, অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ও শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী

৩০শে জুলাই শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী কোহাট অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট প্রকাশ করিয়াছেন—

"সংবাদপত্রে আমি যে সকল সংবাদ পাঠ করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় আমি সীমান্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি এবং আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহাতে অভিভূত হইয়া গিয়াছি।

শ্রীযুত দেবীদাস এখানে আসিয়া অবধি ব্যস্তভাবে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি পেশোয়ার, চারসাদ্দা নওসেরা ও মর্দ্দনের লালকোর্ত্তাধারীদের গ্রামগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। অদ্য সন্ধ্যাকালে তিনি কোহাটে পৌঁছিবেন। কোহাট হইতে তিনি বন্নু জেলায় যাইবেন। তথা হইতে আগামী ১লা আগষ্ট তারিখে তিনি পুনরায় পেশোয়ারে আসিবেন।

শেষ সংবাদ

শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেলের জ্বর প্রশমিত হইয়াছে। জ্বরের জন্য যে অস্ত্রোপচার স্থগিত রাখা হইয়াছিল, অদ্য তাহা হইবে।

গাইবান্ধা

১৫।২০ দিন যাবৎ গাইবান্ধায় অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। তন্মধ্যে গত ৩।৪ দিন বৃষ্টির পরিমাণ এত বেশী হইয়াছে যে রাস্তাঘাট বাড়ীঘর সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে। এরূপ বন্যা গাইবান্ধায় পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। লোকে আউস এখনও সম্পূর্ণ কাটিয়া উঠিতে পারে নাই। ফুলছড়ি ও সাঘাটা থানার এলাকা সম্পূর্ণ এবং সুন্দরগঞ্জ ও গাইবান্ধা থানার পূর্ব্বাঞ্চল জলে একাকার হইয়া গিয়াছে। চর অঞ্চলে ও তিস্তা নদীর তীরবর্ত্তি অনেক গ্রামে বহু গরু বাছুর ও লোক ভাসিয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কামারজানির নিকটবর্ত্তী কড়াইবাড়ী প্রভৃতি গ্রামে এত জল বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, গ্রাম ছাড়িয়া লোক পলাইয়া আসিয়াছে। যাহারা আছে তাহারাও টিনের ঘরের চালায় রান্না করিয়া খাইতেছে। পালা আউস ধান জলে ডুবিয়া যাওয়ায় লোকে হাহাকার করিতেছে। গাইবান্ধা হইতে রঙ্গপুর অভিমুখে যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তা ৩।৪ স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে। সোণাতলা ও সুখানপুকুরের মধ্যবর্ত্তী রেল লাইনের কতক স্থান জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

মৈমনসিংহ

গতকল্য মৈমনসিংহ হইতে যে শেষ সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, হঠাৎ ব্রহ্মপুত্র নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়াতেই সেখানে বন্যা হইয়াছে। বহু বৎসর এরূপ ভীষণ বন্যা আর হয় নাই। আউশ ধান এবং অন্যান্য শস্য বিনষ্ট হইয়াছে। জগন্নাথগঞ্জ ঘাট এবং সরিষাবাড়ী ষ্টেশনের মধ্যে স্থানে স্থানে রেললাইন জলে ডুবিয়া গিয়াছে। চরের অধিবাসীদের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের বহু গো মহিষ ভেড়া ছাগল ইত্যাদি জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের তার

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মৌলবী আবদাস সমাদ, নুরুলেসর চৌধুরী, হাসনালী, এমাদুল হক, জালাল উদ্দিন হাসেমী, আজিজর রহমান আবদুলগণি চৌধুরী, মহম্মদ ফজুল্লা বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট নিম্নের তারখানি পাঠাইয়াছেন—

"জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দকে গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া সকল রাজনৈতিক মতাবলম্বী লোককেই বৈঠকে স্থান দেওয়ার জন্য আমরা বড়লাটকে অনুরোধ করিতেছি।

প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যাকাণ্ড

অমৃতসরের কাথিয়ানওয়ালা বাজারে ৩১শে জুলাই প্রকাশ্য দিবালোকে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। রাজকাউর নাম্নী শান্ত সিংয়ের ২৫ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী একখানি টোঙ্গায় চড়িয়া সকালে কাথিয়ানওয়ালা বাজারের মধ্য দিয়া রেল ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিল। ঐ সময় লছমন সিং নামক এক ব্যক্তি কৃপাণ লইয়া স্ত্রীলোকটিকে আক্রমণ করে। ফলে স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়। স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করিতে উদ্যত সের সিং গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ঘাতককে বাজারের লোকেরা হাতে হাতে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

দুইখানি মোটরকারের ক্ষতি

সানিং ডেল মোটর ক্লাব হইতে মোটরে চড়িয়া যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ বাহির হইতেছিলেন, এমন সময় আর একখানি মোটর গাড়ীর সহিত যুবরাজের মোটরের সংঘর্ষ হয়। সৌভাগ্য বশতঃ যুবরাজ আহত হয় নাই; তবে তাঁহার যথেষ্ট ঝাকুনি লাগিয়াছে। অপর মোটরের মধ্যে দুই জন মহিলা ছিলেন। তাঁহারা সামান্য আহত হন। যুবরাজ ইহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিলেন।

কালেক্টর ও গান্ধীজী বর্ত্তমান সমস্যার আলোচনা

গান্ধীজী গত ২৯শে জুলাই সন্ধ্যাকালে কয়রা জিলার কালেক্টরের বাংলোয় গিয়া তাঁহার সহিত কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্ত্তা করেন। কতিপয় গ্রাম্য কর্ম্মচারীর পুনর্নিয়োগ, বোরসাদ তালুকের ১৪ খানা গ্রামের কৃষকদের—যাহারা এখনও গত বৎসরের খাজনা দেয় নাই, তাহাদের খাজনা সমস্যা, মাতার তালুকের যে সকল কৃষক গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহাদের বিষয়, ষণ্ডেশ্বর মামলার প্রত্যাহার, রাস গ্রামের বর্ত্তমান বৎসরের খাজনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়। বোরসাদ তালুকের যে সকল কৃষক ঋণের টাকার কিস্তি ও বাকী খাজনা দিতে অসমর্থ, গান্ধীজী তাহাদের একটা তালিকা কালেক্টরকে প্রদান করিয়াছেন।

কথাবার্ত্তার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে।

পরে গান্ধীজী গত ৯ই তারিখে জিলা কর্ম্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে কিছু উপদেশ দেন।

জেলে ভগিনী ও আর একজন আত্মীয়ের সাক্ষাৎ

গত ১৯শে জুলাই রামকৃষ্ণের ভগিনী ও তাঁহার এক আত্মীয় শ্রীযুত ফনীন্দ্র লাল দাস আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উহাদের সাক্ষাতে অনুমতি দিতে কোন আপত্তি করেন নাই রামকৃষ্ণের স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে ভালই আছে এবং আসন্ন মৃত্যুর সংবাদেও তাহার মনে কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় নাই। সে সর্ব্বদাই কোন না কোন পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছে। সম্প্রতি সে তাহার কোন আত্মীয়ের নিকট কবি নরেন দেবের কয়েকখানি পুস্তক চাহিয়াছে।

"শ্রীগ্রাম"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই শ্রাবণ সোমবার, ১৩৩৮, ৩রা আগষ্ট ১৯৩১

গান্ধীজীর তার

বৃটীশ রাজস্ব সচিবের ঘোষণা

কংগ্রেসকর্ম্মী অভিযুক্ত

বৃক্ষের সহিত সংঘর্ষে ৪জন আহত

পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

রাজস্ব আদায়ের জন্য দমননীতি

"সোনার বাংলা

অর্থলোভে বীভৎস হত্যাকাণ্ড

বিধবা বিবাহ

মিঃ লয়েড জর্জ্জের স্বাস্থ্য

নানা কথা

বৃক্ষের সহিত সংঘর্ষে ৪ জন আহত

কৃষ্ণিয়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে গত ২৮শে জুলাই অপরাহ্ণে দৌৎ [illegible] রোডে একটি বৃক্ষের সহ সংঘর্ষ হওয়ার ফলে ৪ জন আহো [illegible] হইয়াছে। তন্মধ্যে ২ জন [illegible] জীব সঙ্কটাপন্ন।

গান্ধীজীর তার

গত ৩১শে জুলাই রাত্রিতে গান্ধী চীরনার রিলিফ কমিটীর সম্পাদকের নিকট তারযোগে জানাইয়াছেন যে, চীরনার দাঙ্গার মামলায় আসামীদের অর্থদণ্ড রহিত করা এখনও বোম্বাই সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা অনাদায়ের মিয়াদ আরও বাড়াইয়া দিবার জন্য সরকার থানার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তার করিয়াছেন, টাকা আদায় করিবার দিবস শেষ তারিখ ছিল।

বৃটিশ রাজস্বসচিবের ঘোষণা

"এপ্রোপ্রিয়েসন" বিল সম্পর্কে দ্বিতীয়বার আলোচনার সময় কমন্স সভায় বৃটিশ রাজস্ব সচিব মিঃ স্নোডেন বলেন,—যথেষ্ট ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা না হইলে আগামী বৎসরের বাজেট সম্বন্ধে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইবে।

তথাপি তিনি বলেন যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় বৃটেনের বাজেট মোটেই নৈরাশ্যজনক নহে। আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষা একান্ত প্রয়োজন, বাজেটের মধ্যে যাহাতে সেই ব্যবস্থা করিতে পারা যায়—তাহার চেষ্টা করিব হয় ত তজ্জন্য অনেক অপ্রিয় উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু জাতীয় উন্নতির খাতিরে গবর্ণমেণ্টকে তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। এ কথা যদি কেহ মনে করেন যে, বৃটেনের অবস্থা অনেকটা দেউলিয়ার মত হইয়াছে—তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তিনি ভুল করিয়াছেন।

জাতীয় রাজস্বের উপর প্রধান বোঝাই হইল—সমরঋণ। আমি তাহা কৌশলে এক প্রকার ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিব যাহাতে ইহার অনেকটা প্রতিকার হইবে।

ব্যয় সঙ্কোচ কমিটীর রিপোর্ট সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। এখনও বৃটেনের আর্থিক অবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিদেশীর অর্থ খাটাইবার সুযোগ এখনও লণ্ডনেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অর্থনৈতিক ব্যাপারে বৃটিশের সুনাম রক্ষার জন্য আমরা বিশেষ যত্নবান হইব।

ইটালীর নিমন্ত্রণ রক্ষা

ইটালীর গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য জার্ম্মাণ রাজস্ব মন্ত্রী ডাঃ ক্রুহেলিং এবং পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ কাটিয়াস শীঘ্রই রোম অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

লর্ড কিলসেণ্টের কারাদণ্ড

রয়াল মেল ষ্টিম প্যাকেট কোম্পানীর চেয়ারম্যান লর্ড কিলসেণ্টের মিথ্যা অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিসাবপরিক্ষক মিঃ মুরল্যাণ্ডকে এই সম্পর্কে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিচারে লর্ড কিলসেণ্টের প্রতি এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। মিঃ মুরল্যাণ্ড অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

ব্যারিষ্টার সার জন সাইমন আনাইয়াছেন, তিনি লর্ড কিলসেণ্টের পক্ষ হইতে আপীল করিবেন।

বিধবা বিবাহ

যশোহর জিলার ঝিনাইদহ থানার অধীন পবহাটী গ্রামের জমীদার বংশের শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মজুমদারের ১ম পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলকুমার মজুমদারের সহিত ঐ গ্রামের স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দাসীর শুভ বিবাহ গত ৬ই শ্রাবণ তারিখে বিশেষ জাকজমকের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। গ্রামস্থ কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	পুরী
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহাদেব, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়ানন্দ সাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ অধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথান্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীষড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহারকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

মুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রী [illegible] দেবরায়।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধা-পদচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

ধাম – মায়াপুর – নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ৫ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩ আগষ্ট ইং ১৯৩১ সোমবার | ১২৯তম সংখ্যা

সাময়িক সন্দেশ

রবিবার ১০ই শ্রাবণ (১৩৩৮

গত মঙ্গলবার ১২ই শ্রাবণ ন্যায়তীর্থ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত 'শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি' নামক একটী প্রবন্ধ সমবেত শ্রোতৃগণের সমক্ষে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

অনেকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে কোন বিশেষ নাই মনে করেন; তাহা নয়। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন যথা,—শ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গং কিন্তু কর্ম্মণ্যসমর্থবিষয়াদনন্তরং ভক্তৌ অধিকারীবিশেষণমেব। অর্থাৎ শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়, কিন্তু অনন্তভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকারনিবারক বিশেষণ মাত্র। ভাগবতে যথা—তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা শ্রবণাদৌ বা যাবচ্ছ্রদ্ধা ন জায়তে॥ কৃষ্ণকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ক্রিয়াকলাপা ভক্তি। তাহাতে যখন শ্রদ্ধা হয়, তখনই সেই ভক্তিতত্ত্বে অধিকার জন্মে। কর্ম্মাধিকার সেই সময় হইতে নিবৃত্ত হয়। অতএব আমার সূত্রে কথিত হইয়াছে :—অন্যোপায়বর্জ্জং ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তিবিশেষ। জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় নয়, ভক্তিই একমাত্র বিশুদ্ধ উপায়। এতদ্ভূত শাস্ত্রবিশ্বাসের সহিত অনন্য ভক্তির প্রতি যে চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম শ্রদ্ধা।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তিকে এক বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। ভক্তিসন্দর্ভে :—

কর্ম্মপরিত্যাগহেতুত্বেনাভিধানাচ্ছ্রদ্ধা-শরণোপন্যাসৈরেকার্থং লভ্যতে। তচ্চাপ্যুক্তং শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি। অতো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াস্তৎশরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি।

'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত' ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে শ্রদ্ধাকেই কর্ম্মত্যাগের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করায় শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি একার্থ সূচক বলিয়া স্থির করা হয়। শাস্ত্রার্থবিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। অতএব শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র শরণাপত্তি-লক্ষণে তাহা লক্ষিত হয়।

সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা করিলেই এই সার সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তরূপ শ্রীভগবদ্গীতার চরম শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগতি লাভ কর। তাহা হইলে আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার কল্মষ হইতে উদ্ধার করিব, শোক করিও না।

'শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রপত্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই আমার মঙ্গল নাই, অতএব আমি সেই অভয়পদে শরণাপন্ন হইলাম।' এই দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি বা প্রপত্তি। এবম্প্রকার শরণাগত ব্যক্তিগণ যেরূপ উক্তি করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবাক্যে বিচার করুন,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশা
তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

প্রভো! কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া আমি তাহাদের কত না কত দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি তথাপি তাহারা আমাকে দয়া করে নাই, তাহাদের লজ্জা বা উপশান্তিও উদয় হয় নাই। হে কৃষ্ণ! সম্প্রতি শ্রবণগুরুর নিকট হইতে আমি শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি কৃপা করিয়া এখন আমাকে নিজ দাস্য প্রদান কর।

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽ-
প্যেকেন ভাতোষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুধাবহেন
কৃতার্থ নো যেন কৃপা মুমুক্ষা॥

হে মহাত্মন্! এই মানবজন্ম বহু দোষযুক্ত হইলেও ইহাতে সাধুসঙ্গরূপ একটী গুণ বিরাজমান। সেই গুণকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মুক্তিবাঞ্ছা ক্ষীণা হইয়া পড়িল।

ধ্যানাতীতং কিমপি পরমং
যেতু জানন্তি তত্ত্বং
তেষামাত্মাং হৃদয়কুহরে
শুদ্ধ চিন্মাত্র আত্মা।
অস্মাকন্তু প্রকৃতি মধুরঃ স্নেরবক্ত্রারবিন্দো
মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ পঙ্কজাক্ষোঽয়মাত্মা॥

যাঁহারা বলেন যে, ধ্যানাতীত কোন নির্ভেদ তত্ত্ব তাঁহারা অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়কন্দরে চিদ্বিলাসরহিত চিন্মাত্র আত্মা অবস্থিতি করুন। তাহাতে আমাদের কোন কথা নাই। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে স্বতো মাধুর্য্যময় হাস্যবদন, অরবিন্দনেত্র, পুরট সৌন্দর্য্য-সুবলিত মেঘশ্যামবর্ণরূপ আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিত্য বিরাজ করুন।

দর্শনে অক্রূরবাক্য,—

কঃ পণ্ডিতস্তদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচযাপচয়ৌ ন যস্য॥

হে ভগবন, আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃদ্ ও কৃতজ্ঞ। কোন পণ্ডিত জন আপনা ব্যতীত অন্যের শরণাপন্ন হইবে? ভজনশীল সুহৃদ্ জনকে আপনি সমস্ত কাম ও স্বসত্তা পর্য্যন্ত দান করেন, তথাপি আপনার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।

প্রৌঢ়, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে শ্রদ্ধা তিন প্রকার। অতএব উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে শ্রদ্ধাবানও তিন প্রকার। যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীরূপবাক্য,—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ় শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স
ভক্তাবুত্তম মতঃ॥
যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।
যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স
কনিষ্ঠো নিগদ্যতে॥

(৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় কলমের শেষে দ্রষ্টব্য)

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

অসুর কাহারা ?

(১)

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল.)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥' ইহজগতে নানাশ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়, উহারা দৈব ও আসুর নামে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ঐ সমস্ত শ্রেণীর লোকদিগের ধারণাগুলিও এক নহে, বিভিন্ন প্রকারের। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা দৈব এবং তদ্বিপরীত সকলই আসুর। এই অসুরগণ বহুপ্রকারের হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত বিচার করিয়া ইহাদিগকে ভুক্তি-পিপাসু ও মুক্তিপিপাসু এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। জগতে আসিয়া যাহারা 'খাব' দাব, সুখে থাকিয়া কেবল নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে করিতে চলিয়া যাইব,—এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী অর্থাৎ যাহারা কেবল মাত্র ভোগ চায়, তাহারাই ভুক্তি-পিপাসু। কিন্তু যাঁহারা ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান এবং জাগতিক ভোগের অসারত্ব, অনিত্যত্ব ও হেয়ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা ভোগ চান না, ভোগ হইতে মুক্তি চান। ইহারাই মুক্তি-পিপাসু।

মুক্তিপিপাসুগণ আবার চারিভাগে বিভক্ত। যথা,— ১) পশুবৎ বিচারহীন, (২) জড়বাদী, (৩) কর্ম্মবাদী, (৪) সিদ্ধিকামী হঠযোগী। সকাম কর্ম্মবাদী ও নিষ্কাম কর্ম্মবাদিভেদে কর্ম্মবাদিগণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

ভুক্তিপিপাসু জনগণের মধ্যে পশুবৎ বিচারহীন জনগণের আচার-ব্যবহার ঠিক পশুর মত। মাত্র মনুষ্যের দেহ ধারণ করিয়া তাহারা আচার ব্যবহারে পশুগণের ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন লইয়াই কালাতিপাত করে। ঐ চারিটি পশুধর্ম্ম ব্যতীত ইহাদিগের জীবনে আর অন্য কোন ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য নাই। তবে ইহাদিগের সহিত পশুদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পশুগণ এই চারিটি ব্যাপারে যথালাভে সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু এই শ্রেণীর মানবগণ অধিকতর বুদ্ধি-সম্পন্ন হওয়ায় ঐ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনরূপ পশুধর্ম্মগুলি পূর্ণমাত্রায় চালাই-বার জন্য প্রত্যহ নূতন উদ্যমে যত্নশীল। সুতরাং ইহারা পশু হইতেও অধম।

ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিবিশিষ্ট জড়বাদিগণ এই জগৎকে অসংখ্য অণু ও পরমাণু দ্বারা গঠিত বলিয়া ধারণা করেন। এই সকল অণু পরমাণু বহুপ্রকারের আছে। ঐরূপ বিভিন্ন প্রকারের অণু পরমাণু মিলিত হইয়া এক একটী বস্তু সৃষ্টি হয় এবং মিলনের সময় তাহাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা একটী শক্তি উৎপন্ন হয়। এইরূপ অসংখ্য অণু পরমাণু একত্রে সম্মিলিত হইয়া মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, মাটি, জল, অগ্নি প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাদি সৃষ্ট হইয়াছে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াযোগে উহাদের জীবনী শক্তি ও কার্য্যকরী ক্ষমতা উৎপন্ন হইয়াছে। কালস্রোতে ঐ জীবনীশক্তি বা কার্য্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেলেও ঐ সকল অণু পরমাণুর ধ্বংস হয় না। ঐসকল সম্মিলিত অণু পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে মিলিত অবস্থায় উহারা যে শক্তি বা চেতনধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইয়া যায়। উহারা পুনরায় অন্য অণু পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া অন্য বস্তু গঠন করিয়া থাকে।

তাঁহাদিগের মতে এই জগৎ অণু পরমাণুর একটী ক্রীড়া মাত্র। যদ্দ্বারা এই মিলন ও বিচ্ছেদ সংসাধিত হয়, তাহা উহা-দের প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই অণু পরমাণুর সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংসাধিত করে। ইহাদিগের জীবনেও উপরিউক্ত প্রকার আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য লক্ষ্য নাই। প্রাকৃতকে অতিক্রম করিয়া কোন অপ্রাকৃত বস্তুর ধারণা ইহাদের চিন্তার বিষয় হয় না।

কর্ম্মবাদিগণ কর্ম্মেরই উপাসক। তাঁহারা কর্ম্মকে তিনভাগে বিভক্ত করেন, যথা—শুভকর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। শুভ কর্ম্ম যথা—পরোপকার, সমাজ গঠন, নীতি শিক্ষা, নানা দেবদেবীর উপাসনা প্রভৃতি—যদ্দ্বারা জীবের মহাসুখে বহুকাল স্বর্গ-ভোগ লাভ হইয়া থাকে। ইহ জগৎ অপেক্ষা স্বর্গে অধিক সুখ বিদ্যমান, অতএব শুভকর্ম্মের দ্বারা সেই সুখই বাঞ্ছনীয়।

শুভ ও অশুভ কর্ম্মের অকরণকে অকর্ম্ম বলা যায়। কোনপ্রকার কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও জীব রোগ শোক, মৃত্যু ইত্যাদি-তাপপূর্ণ ইহজগতে নিরন্তর একইভাবে তাপিত হইতে থাকে। শুভ ও অশুভ কোন কর্ম্ম না করার দরুণ তাহাকে স্বর্গসুখ বা নরকদুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ হইয়া যিনি সর্ব্বদা দৃঢ়নিশ্চয়, তিনি প্রৌঢ়শ্রদ্ধ, তিনিই ভক্তির উত্তমাধিকারী। যিনি শাস্ত্র-যুক্তিতে বিশেষ নিপুণ নহেন ; অথচ দৃঢ়শ্রদ্ধ, তিনি ভক্তির মধ্যমাধিকারী। যিনি পরম্পরাগতিকে কিছু শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্র যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তিনি কোমলশ্রদ্ধ। সাধুসঙ্গ হইলে শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসের সহিত তিনিও ক্রমশঃ প্রৌঢ়শ্রদ্ধ হইতে পারেন।

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

আসল ও মেকী

(১)

শ্রীগৌরসুন্দর যেকালে নশ্বর অনুভূতি বিশিষ্ট মানবের উপাস্য, সেকালে গৌর-সুন্দরের ধারণা উপলক্ষণে যে বদ্ধ-প্রতীতি, তাহা আসল নহে ; তাহা—মেকী ; আর সদ্ভক্ত যেকালে আত্মবৃত্তিতে প্রেমাঞ্জন-ছুরিত ভক্তি-বিলোচন দ্বারা শ্রীগৌর সুন্দরের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করেন, গুণের উপলব্ধি করেন, অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ করেন, তৎকালে তাহা—আসল।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে আসিয়াছিলেন। তাঁহার শুদ্ধ বৈষ্ণবও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

প্রপঞ্চে আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীগৌর-সুন্দর বা তদ্রূপবৈভব শ্রীনবদ্বীপধাম নশ্বর প্রতীতির অনুভবনীয় মেকি বস্তু নহেন। অপ্রাকৃত ভক্তের উপাস্য গৌরহরি কিছু কপট মেকি নয়নের দৃশ্যবস্তু নহেন।

মহাজনের উক্তি,—

স্বরূপ শক্তির যেই সহজ প্রভাব।
তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব ॥
প্রভু-লীলাপীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয় ॥
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে তাতে হয় অবিদ্যাবিভ্রম ॥
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত ॥
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার ॥
নিত্যানন্দরূপা যার প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দ ধাম সকল চিন্ময় ॥
স্বরূপশক্তির ছায়া মায়া বলি যারে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে ॥
বহির্মুখ জীবচক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধামপ্রভাব সবে না পায় দর্শন ॥

প্রপঞ্চে তদ্রূপবৈভব শ্রীনবদ্বীপ আবি-র্ভূত হওয়ায় তাহা ভক্তের আবাসভূমি ; প্রাকৃত অভক্ত তাহার আদৌ দর্শন পায় না। এমন কি, সেই ভূমি স্পর্শ করিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই।

যেরূপ স্বচ্ছ কাচের অভ্যন্তরস্থ মধু বহিঃপ্রদেশস্থ মক্ষিকার লভ্য হয় না, তদ্রূপ তদ্রূপবৈভবও প্রাকৃত নয়নের গোচরীভূত হয় না।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

ভূতক ভাগবতবক্তা বেল্লিক মহাশয় রাঁচিতে ঠিকা লইয়া বক্তৃতা প্রদানকালে স্থানীয় শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-ছেন, তাহাতে তাঁহার অসত্য, কপটতা ও মৎসরতাই প্রকাশিত হইয়াছেন।

অর্থের বিনিময়ে ভাগবত পাঠ-বক্তৃতা বা গলাবাজি করিলে—'ভাগবতরত্ন', 'ভাগবতশাস্ত্রী' প্রভৃতি উপাধি নামের পশ্চাতে বসাইলে—বীররস, করুণরস প্রভৃ-তির সাহায্যে মনোরঞ্জন করিলেই কি 'ভাগবত' হওয়া যায় না।

শুদ্ধভক্তের আনুগত্য না করিলে শুদ্ধভক্ত হওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তের বিরুদ্ধে করিলে, স্বার্থে হানি হওয়ায়—কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাশার বিঘ্ন হওয়ায় মৎসরতাবশে শুদ্ধভক্তের বিরোধাচরণ করিলে কখনই ভক্ত হওয়া যায় না। কৃষ্ণভক্ত—নির্মৎসর। যাহাতে মৎসরতা বিদ্যমান, সে ব্যক্তি কখনই কৃষ্ণভক্ত ভাগবত হইতে পারে না।

বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি না থাকিলে, কাহারও শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠানে শ্রী মঠে প্রবেশাধিকার হয় না। দ্রবিণ, দেহ সুহৃন্নিমিত্ত ভয় যাহার আছে, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার দাস, অর্থের লোভে অপসিদ্ধান্তের আদরকারী, গৃহমেধী, স্ত্রীসঙ্গী, বৈষ্ণবভক্ত কখনই শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিসীমানায় গমন করিতে পারে না।

গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিলে—গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গ করিলে তখন আর মৎসরতা-ধর্ম্ম থাকে না। গৌড়ীয়-ভক্তসঙ্গে শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিলে জীবের ভোগপিপাসা বিদূরিত হয়। তখন আর অনর্থরূপ অর্থের দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

গৌড়ীয়-গণে নাম লিখাইতে পারিলে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ, ধর্মবিরোধীর সঙ্গ, কপট মিছাভক্তের সঙ্গ, ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতিষ্ঠান-গুলির সঙ্গ করিতে অভিলাষ জন্মে না।

গৌড়ীয়গণ—শ্রীচৈতন্যের উপাসক। তাঁহারা গৌরসুন্দরের উপদেশ ও আচার যথাযথ পালন করিয়া থাকেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় [illegible] সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ১৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্লো ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদসহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি ওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট ( ) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, মায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ভক্তিগোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠ প্রভৃতি তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ই

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

—৫১ বৎসরে প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ছা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সন্ ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেসমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক কা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উমাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রে

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের [illegible]ণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, [illegible] এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছ[illegible] হইয়া থাকে। ছাপার দর [illegible] দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা [illegible]নীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এস [illegible]

"সোনার বাংলা"

(শ্রীকৃষ্ণমোহন বিষ্ণু বি, এস সি)

"সোনার বাংলা দেশ,
মোদের, সোনার বাংলা দেশ"

কবি গেয়েছেন "সোনার বাংলা দেশ" আমরাও গাই "সোনার বাংলা দেশ" বাংলার শস্যশ্যামল প্রান্তর—বাংলার পল্লীর নবপল্লব-কুসুম-দাম-বিভূষিত বসন্তের কোবিদ কোকিল-কল-কূজন-গুঞ্জিত কুঞ্জ কানন পুঞ্জ,—

"তারাও যে গাহিতেছে গান,
সমস্বরে মিলাইয়া তান।"
"সোনার গড়া সযতনে
নখ হ'তে তার মাথার কেশ।
আমার সোনার বাংলা দেশ॥"

এত সোনা, এত রত্ন এত সম্পদ যার ভাণ্ডার ভরা—সে বাংলার মুখের আনন্দের উৎসধারা কেন আজ প্লাবিত বিমোহিত করে দেয় না জগৎকে তার হাসির বন্যায়। কে বলবে

ধনী—সহরের সুরম্য সৌধে শত বিদ্যুদ্দীপ্তিঝলকিত সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের কোমল মখমল-বিমণ্ডিত পালঙ্কে আপন দেহভার ন্যস্ত করে ধৈর্য্যের নগ্ন বুকে পদাঘাত কচ্ছে।

আর :—

বারবালা-কুল-কুণ্ডল-দাম-কুঙ্কুম-কণাঙ্গরাগে,
নৃত্য-মুখর সুন্দরপদ কিঙ্কিণী রণতানে।
সুললিত-কলকণ্ঠ-রাগিণী
পঞ্চমসুরে প্রাণবিমোহিনী
চিরসুন্দর নন্দনপুর চিরসুখ বাসে প্রাণে।
জীবন মন যৌবন ধন সার্থক করি মানে।"

আর দরিদ্র—বুভুক্ষা-পীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ দেহযষ্টিকে লম্পট ধনীর দুয়ারে দুয়ারে নিয়ে ধরা দিচ্ছে—আর তাদের সুখভোগ্য করযষ্টির উপভোগ্য হচ্ছে। দোষ্যবর্গ অনাহারে ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে, কুলবধূগণ শত-ছিন্ন জীর্ণবসনে লজ্জায় অন্তঃপুরের অন্তরালে আজীবন অন্তরীণ হয়ে রয়েছে।

দোষ কার—আমাদেরই শত সহস্র নরনারী যে আজ দৈন্যের তাড়নে আত্ম-হত্যা কচ্ছে তার জন্য দায়ী কে?

আজ বাংলা মায়ের এ নগ্নদশা কেন? যে বাংলা একদিনে বীর্য্যবত্তায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল—যে বাংলা আপন উদ্বৃত্ত শস্যসম্পদ অকুণ্ঠচিত্তে জগতের দ্বারে দ্বারে বিলিয়ে দিয়েছিল, কোন বিধির কুটিল কুচক্রে প'ড়ে তার আজ এ দুর্দ্দশা?

দোষ কারো নয়—নিজের। অদৃষ্টের নয়—কর্ম্মের কবি নগরের সুখশয্যায় শয়ন ক'রে কল্পনানেত্রে দেখতে পান পল্লীর নিভৃতনীরব জীবন কি শান্তিময়! কিন্তু তারা কি জানেন—সেই পল্লীর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে কেমন ক'রে তারা ভাই-ভাই লড়াই কর্চ্ছে—পিতাপুত্রে দ্বন্দ্ব কচ্ছে আর মোকদ্দমা করে সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছে?

যারা শিক্ষিত ব'লে গর্ব্ব করেন, তারা ত পল্লীর ছায়াটি পর্য্যন্ত মাড়ান না—কে তাদের শিখিয়ে দেবে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করার কি ফল—মোকদ্দমা করার কি ফল? তাই তারা আপন পায়ে আপনি কুঠারাঘাত কর্চ্ছে।

পল্লী যে বাংলার জীবন—পল্লীর জনধাত্রী বাংলার জীবনধারণের উপায়—পল্লীর কৃষক নিরন্ন দুরবস্থাপন্ন হ'লেও বাংলার যে কত গৌরবের—তাহা কে ভাবিয়া দেখিবে? মনিব জমীদার যে তাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে তাদের পথের ফকির করেছে।

ধনি! একটীবার ভেবে দেখ তোমারই ভাই—তোমারই পল্লীর কৃষকবরণ যদি অনাহারে হাহাকার ক'রে প্রাণত্যাগ করে, তবে তোমার সোনার পাহাড় বা উপরিওয়ালার চরণরেণু তোমায় চরমানন্দ নিশ্চয় ক'রবে না।

কবি! অমন করে যেও না। একবার এস—এসে স্বচক্ষে এদের দুর্দ্দশা দেখে প্রাণভরে সেই চার দের

"কিসের শোক করিস ভাই
আবার তোরা মানুষ হ'।"

অর্থলাভে বীভৎস হত্যাকাণ্ড

চুচুড়া হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত আইমাড়াঙ্গা গ্রামে গত তিন দিন পূর্ব্বে একটী বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। ৪২ বৎসর বয়স্কা এক স্থানীয় হিন্দু বিধবাকে, হত্যা করা হইয়াছে। গ্রামা চৌকীদার সংবাদ পাইয়া, ঘটনাস্থলে গিয়া দেখে যে, মহিলাটী তাঁহার ঘরে রক্তে ভাসমান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। মহিলাটীকে নগ্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ঘরের বাসনপত্র চারিদিকে ছড়ান ছিল এবং ঘরের মাটী দুই এক স্থানে খুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ, অর্থলোভেই কেহ এই কাণ্ড করিয়াছে। কারণ তাঁহার গলায় যে হার ছিল তাহা এবং আরও কয়েকটী জিনিষ পাওয়া যাইতেছে না তিনি একাই তাঁহার ঘরে শয়ন করিতেন, সুতরাং ঘটনার দিনও কেহ তাঁহার নিকট ছিল না।

পুলিস প্রবল উদ্যমে তদন্ত করিতেছে, কিন্তু এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কংগ্রেসকর্ম্মী অভিযুক্ত

কাঁথী, ভীমেশ্বরীর কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত বরেন্দ্রনাথ দাস অনধিকার প্রবেশ, বে-আইনী জনতা করা প্রভৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত আছেন। উকীল শ্রীযুত মনাথনাথ দাস অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ১৯শে জুলাই ঐ মামলা স্থানান্তরের আবেদন সম্পর্কে সওয়াল জবাব করেন। এখনও রায় দেওয়া হয় নাই।

পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

লাহোরের একখানি পত্রিকা লিখিতেছেন যে, শ্রীযুত রামকৃষ্ণ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শ্রীযুত রামকৃষ্ণ কিছুকাল নওজোয়ান ভারত সভার সভাপতি ছিলেন। প্রকাশ হনি না কি নূতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার একজন পলাতক আসামী। ইহার গ্রেপ্তারের জন্য পঞ্জাব পুলিস ৫ শত টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়া এক ইস্তিহার প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীযুত রামকৃষ্ণকে গত ১৯শে জুলাই চারমাদায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং কড়া পুলিস পাহারায় ইঁহাকে পেশোয়ার হইতে আনয়ন করা হইয়াছে।

বক্ষের মধ্যে পিস্তল প্রাপ্তি

গত ২৮শে জুলাই অমৃতসর হইতে প্রকাশ যে রাত্রি প্রায় তিনটার সময় লোহাগড় গেটের নিকট ফতেগা বুযুর্গীতে গোয়েন্দা বিভাগের একদল পুলিস খানাতল্লাস করিয়া ৪ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, তাহারা তখন খোলা জায়গায় ঘুমাইতেছিল। সেই সময় পুলিস সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে গিয়া হাজির হয় ও তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত লোক ৪ জনের মধ্যে দুইজন হিন্দু ও দুইজন মুসলমান। একজনের পরিহিত বস্ত্রের মধ্যে একটা পিস্তল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে। ৪ জনকেই লাহোর কোর্টে রাখা হইয়াছে।

কাবুল পার্লামেন্ট

কাবুল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ আবদুল আহাদ খাঁ জাতীয় পার্লামেন্টের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন এবং পার্লামেন্টের নিয়মিত অধিবেশন হইতেছে।

পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ প্রদেশগুলি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, মুমেমানখেল অঞ্চলের সামান্য আভ্যন্তরিক অশান্তি ব্যতীত সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। শিনওয়ারী অঞ্চলের খাসাদার ঘাটিগুলি সরকারী সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়াছে; সেগুলি এখন স্থানীয় মালিকদের অধিকারে।

নাতানের আফগানবাহিনীতে ছুইশত বাক্তি ভর্ত্তি হইয়াছে।

রাজস্ব আদায়ের জন্য দমননীতি

কাঁথুয়া তহশীলের গ্রামগুলি হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে রাজস্ব আদায়ের জন্য তীব্রভাবে দমননীতির অনুসরণ করা হইতেছে। গ্রামে গ্রামে তহশীলের পিয়নরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নালদী গ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ ভাই ঠাকুর সিং খাজনা দিতে গেলে তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি পায়ে শিকল দিয়া আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরের দিন তাঁহার নিকট খাজনা ব্যতীত আরও অতিরিক্ত কয়েকটা টাকা দাবী করা হয়। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার ভাইয়ের নিকট প্রাপ্য খাজনাও দিতে হইয়াছে। আরও একজন লোককে বাকী খাজনার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল কিন্তু প্রকাশ, তহশীলদার পিয়নরা এক বোতল মদ খাইতে দেওয়ায় তাহাকে নাকি অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে। ধুন গ্রামের দুইজন লোককে খাজনার জন্য হাজতে রাখা হইয়াছে।

পুরুলিয়ায় ১৪৪ ধারা জারী

শ্রীযুত বীরেশ্বর আচার্য্যের প্রতি ফৌজদারির ১৪৪ ধারার নোটীশ জারী করিয়া তাঁহাকে কালনা থানার এলাকায় রাজনৈতিক বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে তাঁহাকে ঐ অঞ্চলে এমন সকল কার্য্য করিতেও বারণ করা হইয়াছে, যাহাতে লোকে শান্তিভঙ্গকর কার্য্য করিতে উত্তেজিত হইতে পারে। শ্রীযুত বিভূতিভূষণ দাসগুপ্তের প্রতিও ঐরূপ নোটিশ জারী করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাঁহাদিগকে আগামী ৭ই আগষ্ট আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ দেখাইতে বলা হইয়াছে যে, কেন তাঁহাদের প্রতি প্রদত্ত উক্ত আদেশ পাকা হইবে না।

মিঃ লয়েড জর্জ্জের স্বাস্থ্য

মিঃ লায়েড জর্জ্জের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে বুলেটিন প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে গত রবিবার জুলাই রাত্রিটে তিনি শান্তিতে কাটাইয়াছেন। তাঁহার দেহের শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে এবং সাধারণ অবস্থা সন্তোষজনক।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৩৮, ৫ইআগষ্ট ১৯৩১

বলপূর্ব্বক খাদ্যদ্রব্যের দাবী

তিনজনের মৃত্যুদণ্ড একজনের নির্ব্বাসন

নারীর পুরুষে রূপান্তর

ব্রহ্মদেশে সরকারী মৌকায় গুলীবর্ষণ

দেশবন্ধু পাঠাগার

নাগপুরে স্বেচ্ছাসেবক ছাউনি

রেল ষ্টেশনে চোরের কীর্ত্তি

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রবল জ্বর

নারী চুরির মামলা

সোভিয়েট অফিসে পুলিসের হানা

নানা কথা

বলপূর্ব্বক খাদ্যদ্রব্যের দাবী

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, গিরেল অঞ্চলে (মোমান্দ উপজাতিদের এলাকায়) উপজাতিদের মধ্যে এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। উপজাতিদের এক দলে খিলাফতিরা ও অন্য দলে স্থানীয় অধিবাসীগণ ছিল। সংবাদে প্রকাশ, খিলাফতিরা একটী গ্রামে যাইয়া বলপূর্ব্বক খাদ্যগ্রহণ করিতে প্রয়াস পায়। গ্রামবাসীরা প্রকার কার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করে। ইহার ফলে উভয় দলে সংগ্রাম বাধিয়া যায়। সংগ্রামের ফলে ১ জন খিলাফতি নিহত ও আর ১ জন আহত হয়।

তিনজনের মৃত্যুদণ্ড ও একজনের নির্ব্বাসন

ছাপরা হইতে প্রকাশ যে সারনের দায়রা জজ মিঃ আর ডি, বিভোরের এজলাসে রাজবংশী পাণ্ডে, রামদেনি পাণ্ডে, মালা পাণ্ডে এবং ধনমন পাণ্ডে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ৩৪ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হয়, বিচারে মালা পাণ্ডের (১৭ বৎসর) নির্ব্বাসন দণ্ড ও অপর তিনজনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়াছে হাইকোর্ট হইতে যাহাদের সাপেক্ষাধীন রহিয়াছে।

নারীর পুরুষে রূপান্তর

বহরমপুর হইতে প্রকাশ যে, খড়গ্রাম থানার বাজিতপুর গ্রামের লেকজান মণ্ডলের কন্যা জেয়াতন বিবির ৮।৯ বৎসর বয়সে নবগ্রাম থানার কচুবাড়ী গ্রামের এছাহার সেখের পুত্র জানবক্স সেখের সহিত বিবাহ হয়। বিবাহের পর ১।৩ বৎসর স্বামী-গৃহে বাস করিয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তথায় হঠাৎ একদিন তাহার পুরুষ লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং লোকজন পরে উক্ত বিষয় জ্ঞাত হয়। তৎপর উহার চুল কাটিয়া গহনা আদি খুলিয়া লওয়া হয়। ১৮।১৯ বৎসর বয়স কালে বিশ্বনাথপুরের উক্ত সেখের কন্যা সুরজান বিবির সহিত তাহার বিবাহ হয়। বর্ত্তমানে উক্ত জেয়াতন বিবির নাম সোমাজদ্দি সেখ হইয়াছে। সোমাজদ্দি কৃষিকার্য্য চালচাষ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে।

ব্রহ্মদেশে সরকারী মৌকায় গুলীবর্ষণ

রেঙ্গুনের বিভিন্ন স্থানে এখনও ডাকাতি চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পায়াবাডী এবং প্রোমে বিদ্রোহীরা দলে দলে আত্মসমর্পণ করিতেছে। বিদ্রোহীদিগকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে থেয়াটনোর বিভিন্ন গ্রামের কতিপয় গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত ২৯শে জুলাই মিন্দনের কোনও একগ্রামে কাপ্তান মুরের সহিত ৪ জন বিদ্রোহীর সংঘর্ষ হয়। একজন বিদ্রোহী নিহত ও একজন আহত হয়। ২৮শে জুলাই বিদ্রোহীরা পেগু নদীর উপরিস্থ ২ খানি সরকারী মোটর বোটের উপর গুলী বর্ষণ করে। ফলে, দুইজন পুলিশ কনষ্টেবল সামান্য আহত হয়।

সরকারী কর্ম্মচারীর বেতন হ্রাস

মার্কেটিং ও বোর্ড রহিত

ব্যয় সঙ্কোচ সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। এই কমিটীর রিপোর্ট সম্প্রতি পার্লামেণ্ট সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে।

কমিটীর সদস্যগণ মন্তব্য করিয়াছেন, সমর্থ ব্যক্তিদিগকে সাহায্যদানের যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহা হইতে ৬৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড কমাইয়া দিতে হইবে এবং এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড তুলিয়া দিতে হইবে।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রবল জ্বর

চাঁদপুরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর তারিণী মুখার্জ্জিকে হত্যা করা অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিশ্বাস গত মঙ্গলবার হইতে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গত শুক্রবার নাকি তাহার শারীরিক উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। গত রবিবার দিন উত্তাপ ছিল ১০১ ডিগ্রী

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কটক

শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথান্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমাদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম,

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

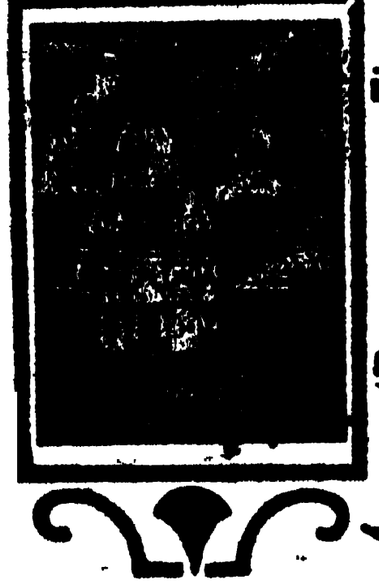

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

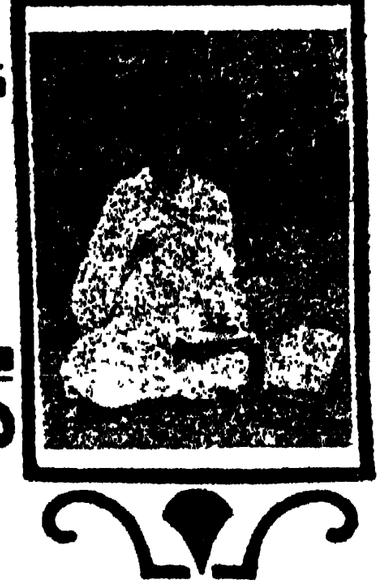

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

ধাম - মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৭, ২০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৫ আগষ্ট ইং ১৯৩১ বুধবার | ১৩১তম সংখ্যা।

সাময়িক সন্দেশ

গত ৩০শে জুলাই বৃহস্পতিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট্ মহাশয় বেলা সাড়ে চার ঘটিকার সময় কলিকাতাস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ-দর্শনে আগমন করিলে পণ্ডিত শ্রীযুত জগদুদ্ধারণ দাস অধিকারী বি এ এবং শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী বি, এ মহাশয়দ্বয় অধ্যাপক মহাশয়কে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া মঠে লইয়া যান এবং সমগ্র মঠটির চতুর্দ্দিক প্রদর্শন করেন।

অতঃপর প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথার পর শ্রীযুত অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ চতুর্ব্বিধ নিরীশ্বরবাদের তারতম্য এবং চতুর্ব্বিধ সেশ্বর ভক্তিভূমিকার উত্তরোত্তর চমৎকারিতার বিষয় অনর্গলভাবে প্রায় একঘণ্টা কাল কীর্ত্তন করেন।

নাস্তিক্য, সগুণ, নির্গুণ ও ক্লীবব্রহ্মবাদ এবং (অপ্রাকৃত) পুরুষ, মিথুন, স্বকীয় (একপত্নীব্রতত্ব ও বহুবল্লভত্ব এবং পারকীয় (গোপীজনবল্লভত্ব) বিষয়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে অধ্যাপক মহাশয় সেশ্বর ও নিরীশ্বর মতের পার্থক্য পূর্ণভাবে শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন,—আজ আমি জীবন্ত গৌড়ীয় মঠ (শ্রীল প্রভুপাদকে) দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতান্তে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত স্বরে 'কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র' গীতিটী গান করেন।

শ্রীযুত অধ্যাপক মহাশয়ের সৌজন্য ও সহিষ্ণুতা বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

অধ্যাপক শ্রীযুত নাগ মহাশয় বিদায়কালে গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের শুদ্ধ ভক্তি প্রচার ও প্রসার বিষয়ে স্থূলভাবে যখনই সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, তখনই তিনি সর্ব্বতোভাবে তাহা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন।

বারাণসীক্ষেত্রস্থ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন শিক্ষা বিষয়ে পাঠ করিতেছেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা প্রত্যহই পাঠ শুনিতে আগমন করেন। ভাগ্যবন্তজনগণ সনাতনশিক্ষাস্থলী বারাণসী ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যোপদিষ্ট সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনাত্মক অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইতেছেন; কিন্তু জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী জনগণ শ্রৌতবাণী শ্রবণে বিমুখতা প্রদর্শন দ্বারা দুর্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা-সাধনে শৈথিল্যহেতু বঞ্চিত হইতেছেন।

কেহ কেহ বা দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বেশ্বরের পদবী লাভের জন্য লালায়িত। তাদৃশ ব্যক্তির কাশীতে বাসের চেষ্টা মায়ার ফাঁসতে আত্মহত্যা করিবার উদ্যম মাত্র। বৈষ্ণবরাজ শম্ভুকে বৈষ্ণববুদ্ধিতে দর্শন করিয়া তদানুগত্যে কৃষ্ণভজনের চেষ্টাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, নতুবা ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান-দ্বারা ভবসমুদ্র হইতে কোন দিনই উদ্ধার হইবে না।

গত ৩০ বামন বুধবার দিবস শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে নাম সংকীর্ত্তন, শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদির দ্বারা মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যাবিধ্বংসিনী জীবাত্মার স্বরূপোদ্বোধিনী সকল সংশয় নিরসনী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসম্বলিত বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেবপ্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, হরিসেবার নিত্যতা প্রভৃতি নয়টী অপূর্ব্ব সুদার্শনিক বিচার গ্রথিত হইয়াছে।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে মঠবাসী সেবকগণ প্রত্যহ সহরের ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ সকলের গৃহে গমন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মশ্রুত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

কলি বা বিবদমান যুগে নানা প্রকার ধর্ম্মবাণী (?) প্রচারিত থাকিলেও সকল প্রকার কথাই যে জীবের আত্মধর্ম্ম বা নিত্য স্বভাবের উদ্বোধনের সহায়কারিণী, তাহা নহে। অধিকাংশই ধর্ম্মকথার ছলনায় অন্যাভিলাষ বা যথেচ্ছাচারিতা, যথাযোগ্য বিষয়গ্রহণের নামে কেবল ভোগবাদ এবং ত্যাগের নামে ফল্গুত্যাগ বা আত্মবিনাশ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আচরিত এবং প্রচারিত নিছক জৈবধর্ম্মের কথা একমাত্র জগদ্গুরু পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদই প্রচার করিতেছেন।

গৌরবিহিত কীর্ত্তনমুখে, পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে প্রত্যহ মহাজনবাণী ও শাস্ত্রকথা প্রচারিত হইলেও জনসাধারণের সহজ বোধের জন্য গত ১১ই শ্রাবণ ২৭শে জুলাই মঙ্গলবার পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র গোস্বামী, ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ছায়াচিত্রে অর্থবন্তগণের অর্থের অসদ্ব্যবহার, বিদ্বানগণের বিদ্যার কুফলানুগমন, ধার্ম্মিক নামধারিগণের অধর্ম্ম-বিধর্ম্মাদির আচরণ, কুযোগিগণের কুযোগানুশীলন প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রোক্তি ও চিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়া কলিযুগপাবনাতারী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকৃষ্ণের অবতার ও আচারপ্রচারাদি এরূপ বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, অতি কঠিন বিষয়গুলিও সহজবোধ্য হইয়াছে। প্রায় ৫।৬ শত ভদ্রমহোদয় ও মহিলা দুইঘণ্টাকাল নির্ব্বাক্ হইয়া মনোযোগ সহকারে চিত্রদর্শন ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

মায়িক শৃঙ্খল মোচনের উপায় কি ?

[ডাঃ পাদ কিশোরীমোহন ভক্তিপাঞ্চব বি এল

রাজার রাজ্যে বাস করিতে হইলে রাজবিধি যথাযথ পালন করিতে হয়, নতুবা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। রাজা অপরাধী প্রজাদিগের সংশোধনের জন্য তাহাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন করেন। প্রজাগণকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া রাজার উদ্দেশ্য নয়; তাহাদিগকে কারাগারের যন্ত্রণা ভোগ করাইয়া সংশোধন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান, যথা,—স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি, জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি এবং মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তি। মায়া—স্বরূপশক্তির ছায়া, অতএব শুদ্ধশক্তির বিকার; এবং ঈশবিমুখ জীবকে সংস্কার করিবার দ্বারা বা তাহাকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার উপায়। মায়া—কৃষ্ণের কিঙ্করী, কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করিয়া থাকেন।

'আমি—কৃষ্ণের নিত্য দাস'—এইটীই জীবের স্বরূপবৃত্তি এবং কৃষ্ণের নিত্যসেবাই জীবের আত্মার নিত্যবৃত্তি; আর ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী থাকাই জীবের পক্ষে ভগবানের আদেশ পালন। এই কথাটী ভুলিয়া যাওয়াই চিৎকণ স্বরূপ জীবের পক্ষে অনুচিত ও দোষ; সেই দোষে দুষ্ট হইলেই তাঁর মায়াপিশাচীর দণ্ড্য হইয়া পড়েন।

এই মায়িক জগৎটী দণ্ড্যজীবের কারাগার। রাজা যেমন কারাগার স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ রাজার রাজা যিনি, সেই সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করত জড়জগৎরূপ কারাগার এবং জড় মায়ারূপ কারাকর্ত্রীকে স্থাপন করিয়াছেন।

কারাগারে অপরাধিগণকে বদ্ধ করিবার জন্য যেমন শৃঙ্খলের ব্যবস্থা আছে, এই মায়িক কারাগারেও জীবকে বন্ধন করিবার জন্য মায়িক শৃঙ্খল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বরূপে জীব শুদ্ধ, চিন্ময় এবং ত্রিগুণাতীত; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি মায়িক ভোগের জন্য লালায়িত হন, তখন হইতেই তিনি গুণময়ী মায়ার কবলে কবলিত হইয়া মায়ার প্রদত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণের বশীভূত হইয়া পড়েন।

শ্রীকৃষ্ণের অপরা প্রকৃতি মায়াদেবীর যে এই তিনটী গুণ আছে, তাহা জীব জানিতে না পারিলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহা তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতায় জানাইয়া দিয়াছেন।

আসক্তি

(২)

কৃষ্ণপাদপদ্ম উপেক্ষা করিলে কেহই মায়াসক্তি ছাড়াইতে পারিবেন না। আত্মেন্দ্রিয়তোষণপর কর্ম্মে আসক্ত হইলেই যখন অসুবিধা, তখন উহা ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মানুষ কি লইয়া থাকিবে? একটা কিছু তাহার চাই, নতুবা জড়াসক্তি দূর হয় না। "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে॥" (—গীতা) অর্থাৎ যাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের বিষয় আলোচনা করিতে থাকিবে। সেই মূঢ়কে মিথ্যাচারী বলা যায়।

সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিলেই বা কি হইবে? শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—

ন তৎ সমেত্যুপ বন্ধমঞ্জসা বহিঃ
ন তৎ সমাদ্যে সহ যত্ত্বসদ্ধয়া।

যাহারা ভ্রান্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়, তাহাদের বনে গমন করিলেই বা কি হইবে? তথায়ও তাহার দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয় বা সংসার হইতে পারে। যেহেতু সে মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চক—এই ছয় রিপুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই অবস্থান করে।

তাহা হইলে জড়াসক্তি নিবৃত্তির উপায় কি? ভগবান শ্রীকপিলদেব পুনরায় বলিতেছেন,—

প্রসঙ্গমজরং পাশং আত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, (স্ত্রীপুত্রমিত্রাদিতে) আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ। তাহা যদি সাধুপুরুষে কৃত হয়, উহাই মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে, সাধুদিগের প্রতি আসক্তি হইতে ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক কথা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে ভগবৎপাদপদ্মে শ্রদ্ধা এবং সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া আরম্ভ করিলে অনর্থনিবৃত্তি, অনন্যা নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি জন্মিলে জড়াসক্তির পরিবর্ত্তে ভগবদাসক্তি আসিয়া ধ্রুবচিত্ত অধিকার করিবে, তখন ব্রজরামাগণের আনুগত্যে বলিতে পারিবেন,—

চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে
বিষয়ে চাহি লাগাইতে
যত্ন করি নারি কাঢ়িবারে।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, আসক্তিই আমাদের সুখ দুঃখের কারণ। জড়াসক্তি দুঃখজনক, আর ভগবদাসক্তি—নিত্যসুখজনক।

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

মিছাভক্তের আদরণীয় বস্তু যাহা, তাহা তাহার ভোগ্য জড়বস্তু মাত্র। উহা কখনই পরতত্ত্ব নহে। তদ্রূপসৈরিণী শ্রীমায়াপুর শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নতত্ত্ব, তাহা জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থানার্থ নহে।

শ্রীধাম মায়াপুর—অভিন্ন বৃন্দাবন। বৃন্দাবন দর্শন সকলের ভাগ্যে হয় না। যাহার অর্থ আছে, তিনিই অর্থসাহায্যে অনায়াসে বৃন্দাবন গমন করিয়া তথায় গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে পারেন, কিন্তু যাহারা গরীব, তাহাদের সে সামর্থ্য নাই—এরূপ বিচারও মায়িক বস্তুতে প্রেরোচনা হয়। অর্থের দ্বারা, গায়ের জোরে বা অন্য কোন বিশেষ স্বেচ্ছাচারে শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন, দর্শন বা বাস হয় না। তাহাদের নিকট যাহা ধাম বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা ধামের বাহ্য আবরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের অধিবাসী কে, তাহা শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

পুনশ্চ—

রূপ রঘুনাথ পদে হবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব যুগল পীরিতি॥
রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূল কেলি কদম্বের বন।
সুরভি কুঞ্জে রত্ন বেদীর উপর।
তহি অতি সুললিত দুহুঁ রূপ লাবণি।
অবশ করিল মোর তনু মন প্রাণী॥
রূপ মঞ্জরী পদ সেই মোর সম্পদ।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥

সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ধন, জন, পুত্র, দারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতাইচাঁদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া একান্ত মনে গোবিন্দচরণ চিন্তা করিলে নিতাইকৃপায় শ্রীধাম বৃন্দাবন বা তদভিন্ন শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন অথবা তাহাতে অবস্থানের সৌভাগ্য লাভ ঘটে।

কিন্তু যাহারা নিতাইচাঁদের বিরোধী, বৈষ্ণববিরোধী, শ্রীধামবিরোধী, ভেক, বিষয়ী, কপট, মিছাভক্ত, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাগ্রস্ত, এবং অন্যত্যের আদরকারী, তাহাদের গায়ের জোরে বিজ্ঞাপন দ্বারা বা গলাবাজি করিয়া ধাম দর্শন, ধাম আবিষ্কার বা ধামে বাসের কল্পনা পাগলের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যৎকিঞ্চিৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩০ সংখ্যার পর)

কপটতার আশ্রয় নিলে কখনই গৌরসুন্দরের প্রীতি উৎপাদিত হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শ আচারবান্ প্রচারকের প্রতিই কৃপা বর্ষণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্যই লোকশিক্ষক শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী গাহিয়াছেন,—

গোরার আমি গোরার আমি মুখে
বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার
করলে ফজ ফলে॥
সে কোথায় গোরা ভজা তিলক
মাত্র ধরি।
গোপনেতে অনাচার গোরা ঘরে চুরি॥

যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা কখনই বহুদীক্ষাবাদের প্রশ্রয় দেন না বা বক্তৃতাদি দ্বারা কখনই বহু চেলাচেলীর উৎসাহের কথা প্রচার করেন না।

জগতের দায় লোকরঞ্জন করিতে হইলে লোকের মন ভুলান কথা বলিতে হয়। শ্রেয়ঃকথা পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃকথার প্রচারক হইলে হয়ত দেশদেশান্তরে প্রীতি উৎপাদিত হয় বটে, কিন্তু তাহা শ্রীহরির বা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতি জন্মে না। তজ্জন্যই কবিদানন্দ পণ্ডিত বলেন,

কুটিনাটি ছাড় মন করহ সরল।
গৌরহরি লোকরঞ্জা একথে নিষ্কপট॥
হয় গোরা ভক্ত, নয় লোক ভক্ত ভাই।
একপথে দুই কভু না যাবে এক ঠাঁই॥
ভণ্ডাই বলে যদি একান্ত না হইবে।
দুইনায়ে নদীয়ারের ভজনা লাভবে॥

---

(১)

শ্রীযুত পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রতরত্ন স্মৃতিভূষণ মহাশয় বিগত ১৯শে আষাঢ় স্বধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব সামাজিক জাতির কল্যাণের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। তজ্জন্য সেই সমাজ তাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁহার বিনয়নম্র স্বভাব তাঁহাকে সাত্বত-ব্রাহ্মণশ্রেণীতে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়াছে।

পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত জনগণ যে সাত্বত ব্রাহ্মণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে সাতশতী ব্রাহ্মণসমাজের সহিত বৃত্ত ব্রাহ্মণগণকে সমশ্রেণীস্থ বলিয়া বিবেচনা করিতে গেলে বহির্ম্মুখ প্রাদেশিক ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়।

সাত্বত ব্রাহ্মণগণ প্রাদেশিক ব্রাহ্মণসন্তান অপেক্ষা উন্নততরে অবস্থিত। জাতিবৈষ্ণবসমাজ—কুলোদ্ভূত মাত্র, অদ্ভুতগোত্রীয়গণ আত্মাগ-পারম্পর্য্যে শ্রৌতকুলের পরিচয়ে গৌরবান্বিত নহেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০ দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাঞ্চনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্য

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ টাকা মাত্র।

শ্রীধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় বস্তুবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগৌরাঙ্গি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের সারতত্ত্বের বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্রয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত; ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, বহুবিধা পরা-নিষ্ঠা ও নিষ্কিঞ্চন-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রভাত-গোধূলি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, গায়ন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতমঞ্জু প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত চরিতলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা / জগসৌরভ

শ্রীমদ্ধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমধুসূদনয়তি স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদে এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতার দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মায়াবাদ ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিখিত এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ৸০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাসগোস্বামীর গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ করে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৴০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৴০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবদিগ্দর্শনাদি পরিচয় সহ মায়াপুরের স্থাবর নিম্বের ইত্যাদি বিষয়ও সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৴০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষার অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ৫ নানের বিচর-বৈচয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অভাব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটার ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, ভক্তি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া [illegible]। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

: এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে [illegible]

'দেশবন্ধু পাঠাগার'

গত ৩০শে জুলাই অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় জালিডে হলে একটি সভা হয়। সভায় "দেশবন্ধু পাঠাগার" নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা স্থির হয় এই লাইব্রেরীতে জাতীয়ভাবের পুস্তকই বেশী থাকিবে।

নাগপুরে স্বেচ্ছাসেবক ছাউনি

নাগপুর কংগ্রেস কমিটী ১লা আগষ্ট হইতে স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষার ছাউনী খুলিতেছেন। শিক্ষা একমাসকাল দেওয়া হইবে। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে তাহাদের কথাবার্ত্তায় হিন্দী ভাষা ব্যবহার করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

রেল ষ্টেশনে চোরের কীর্ত্তি

জনৈক শ্রান্ত পথিক নৈহাটী ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে নিজের সুটকেস পাশে রাখিয়া নিঃসঙ্কোচে নিদ্রা যাইতেছিল। এই সময়ে মহাদেব কাহার নামক একজন লব্ধ চোর উক্ত সুটকেসটী সরাইয়া ফেলে। শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, এল, দত্ত মহাদেব কাহারের উপরোক্ত অপরাধে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দিয়াছেন।

অবৈধ অত্যাচারের চেষ্টা

ফুরীর সহিত একমত হইয়া চুচুড়ার জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এস, সেন, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কোন বিবাহিতা বালিকার উপর অত্যাচারের চেষ্টা করিবার অপরাধে ৩১শে জুলাই অপরাহ্ণে আনন্দ চৌধুরীর প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ, গত ১৯শে এপ্রিল তারিখে রাত্রি প্রায় দুইটার সময় আসামী বালিকার গাত্রবাস সরাইয়া ফেলিলে বালিকাটী চীৎকার করিয়া উঠে এবং তখন তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

সোভিয়েট অফিসে পুলিসের হানা

বুয়েন্স আয়ার্সের একটী সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট কমার্শিয়াল হেড কোয়ার্টার্সের আফিসসমূহে পুলিসের হানা হইয়া গিয়াছে। অফিসের সমগ্র কর্ম্মচারী যাহাদের সংখ্যা ১৭০ জন হইবে এবং ১৫ জন স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। উক্ত কমার্শিল হেড কোয়ার্টার্স 'আমতর্গ' নামে প্রখ্যাত।

বরিশালে খানাতল্লাস

সহরের অনেক বাড়ীতে—বাগুরায় শ্রীযুত রণজিৎ চক্রবর্ত্তীর বাটিতে ও কালীবাড়ী ওয়ার্ডে কলেজ ছাত্রদের আবাসেস প্রভৃতিতে কোতোয়ালী পুলিশ ৩০শে জুলাই অপরাহ্ণে খানাতল্লাস করে। কোথাও কোনও সন্দেহজনক জিনিস পাওয়া যায় নাই বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বড়লাটের নিকট পাতিয়ালা

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, পাতিয়ালার মহারাজা গত ৩০শে জুলাই প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ও তাঁহার জননী ছোট মহারাণী সম্প্রতি রাজ-প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ভাড়ির দোকান সমস্যা

কোয়েম্বাটুরের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও স্থানীয় কালেক্টরের মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটীতে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, সহরের মিউনিসিপ্যাল এলেকার মধ্যে বা তাহার ৩ মাইলের মধ্যে ভাড়ির দোকান থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। কালেক্টর উত্তরে জানান —৫ বৎসর আর অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নহে। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল উত্তরে জানাইয়াছেন এখনও দেরী হয় নাই। তাঁহারা এই বিষয় সরকারকে জানাইবেন।

ডাকাতের দৌরাত্ম্য

মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) হইতে প্রকাশ সম্প্রতি ভোলগাঁয়ের বিনোদলাল কুণ্ডু নামক জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে এক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা সংখ্যায় প্রায় ২৫ জন ছিল। তাহাদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার অস্ত্রাদি ছিল। তাহারা বাড়ীতে ঢুকিয়া নগদ প্রায় ৭০০ টাকা ও প্রায় ৮০ তোলা সোনার অলঙ্কার লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

বন্যাপীড়িতদের সাহায্যে কংগ্রেস

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু জানাইতেছেন যে বাঙ্গালার নানাস্থানে প্লাবনের যে ভীষণ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ঐ সকল অঞ্চলের লোকদিগকে সাহায্য করা নিতান্ত আবশ্যক। কংগ্রেস কমিটী এই জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করিবার জন্য একটী বিভাগ খুলিয়াছেন। যাঁহারা বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে অর্থ বস্ত্রাদি সাহায্য করিবেন, তাঁহারা যেন ৪৯। ১নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি বা সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন।

নারী চুরির মামলা

মৌলভীবাজার হইতে প্রকাশ যে পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, বিনোদিনী দাসী নাম্নী জনৈকা মহিলা পাল্কীযোগে তাঁহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে কয়েকজন দুরভিসন্ধি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায় ও একটি গোপন স্থানে লুক্কায়িত রাখে। পরদিবস পুলিস সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করে।

শ্রীঃটের দায়রা আদালতে এই মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। জজ বিচারে আসামী সোনাই মিস্ত্রীকে ৫ বৎসরের সশ্রম ও অপর ৩ জন আসামীর প্রত্যেককে ৪ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড আর ১ জন নাবালক আসামীকে কি ভাবে দণ্ডিত করিতে হইবে তাহার উপদেশ প্রার্থনা করিয়া জজ হাইকোর্টকে জানাইয়াছেন।

চতুর্দ্দিকে প্রহরী চিয়াংকাইসেককে মারিবার চেষ্টা

নানকিং হইতে প্রকাশ যে প্রেসিডেন্ট চিয়াংকাইসেককে হত্যা করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা হইতেছিল। প্রেসিডেন্ট খুব কড়া পাহারার অন্তরালে অবস্থিত রহিয়াছেন।

কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারী ধরা পড়িয়াছে। তাহারা স্বীকার করিয়াছে, ক্যান্টনিক গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে চিয়াংকে খুন করিবার হুকুম দিয়াছে।

কাশ্মীর মহারাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ যে কুলগাঁ তহশীলে মুসলমান নায়েব তহশীলদারের প্ররোচনায় ফলে কয়েকটা গোহত্যা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহা কাশ্মীর রাজ্যের আইনের বিরোধী। প্রকাশ, উক্ত মুসলমান কর্ম্মচারী এইরূপ প্রচার করিতেন যে, মহারাজ সে অঞ্চলে গো-হত্যার অনুমতি দিয়াছেন এই বিষয় উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হইয়াছে। আরও প্রকাশ, উক্ত সরকারী কর্ম্মচারী মহারাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য অর্থসংগ্রহ করেন।

শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেল

১লা আগষ্ট প্রাতঃকালে শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেল আমেদাবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গুজরাট বিদ্যাপীঠের বাড়ীতে তিনি মহাত্মাজীর সহিত পরামর্শ করিতেছেন এবং কংগ্রেস কমিটীর প্রাঙ্গণে এক জনসভায় তিনি বক্তৃতা করিবেন স্থির হইয়াছে।

বড়লাট প্রাসাদে রিভলভারের গুলীতে পুলিসের মৃত্যু

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে একজন পুলিস একটি রিভলভার পরিষ্কার করিতেছিল এমন সময় সহসা একটি গুলী বাহির হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দণ্ডায়মান অপর একটি পুলিসের দেহে বিদ্ধ হয়, ফলে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রিভলভারের গুলীতে সাংঘাতিকভাবে আহত ব্যক্তির নাম মেহর খাঁ। সে একজন সশস্ত্র কনষ্টেবল ছিল। অপর ব্যক্তির নাম আব্বাস আলি, সে লাহোর পুলিসের একজন অস্ত্রধারী কনষ্টেবল। মেহর খাঁর বক্ষঃস্থলে গুলী বিদ্ধ হয়। উপযুক্ত চিকিৎসা করা সত্ত্বেও সে অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করে।

বন্দুকদ্বারা ভীতি প্রদর্শন

মাদুরা হইতে প্রকাশ যে আইস হাউস রোডের জনৈক তাড়ি বিক্রেতার ভ্রাতা মিঠার শানমুগ সুন্দরাম গ্রামনি গত ৩০শে জুলাই পিকেটারদিগকে একটি দোনালা বন্দুক বাহির করিয়া ভয় দেখাইবার অপরাধে পুলিস কর্ত্তৃক অস্ত্র আইনের ৭১ ও ফৌজদারী বিধির ১০৬ ধারা দুষায়ী অভিযুক্ত হইয়াছে। এবং শান্তি রক্ষার্থ কেন তিনি বাধ্য থাকিবেন না তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে বলা হইয়াছে।

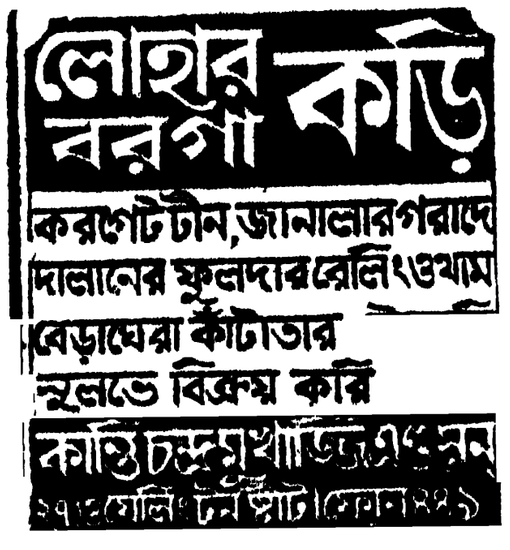

টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ফাঁক ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ৬ই আগষ্ট ১৯৩১

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী

মিষ্টার বিঠলভাই প্যাটেলের উক্তি

কলেজের ছাত্র জলমগ্ন

বেনারস বস্ত্রের কলে গোলমাল

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

প্রোমে আড়াই হাজার ডাকাতের আত্মসমর্পণ

সেনাদলের কুচকাওয়াজ

অর্ডিন্যান্স জারীর অধিকারে বাধা

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

নারায়ণপুর মেল ডাকাতির জের

নানা কথা

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী

দক্ষিণ কলিকাতার এক টেলিফোণের সংবাদে প্রকাশ, গত ৩রা আগষ্ট রাত্রি এক ঘটিকার সময় চাঁদপুরের ইনস্পেক্টর তারিণী মুখোপাধ্যায়ের হত্যা সম্পর্কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

মিষ্টার বিঠলভাই প্যাটেলের উক্তি

ভিয়েনা হইতে প্রকাশ যে মিঃ বিঠলভাই প্যাটেল ক্রমশঃই আরোগ্য লাভ করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে গোল টেবিল বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকিবেন।

কলেজের ছাত্র জলমগ্ন

পাবনা হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত অতুল কৃষ্ণবাগচী নামক স্থানীয় কলেজের জনৈক ছাত্র গত ৩১শে জুলাই ইচ্ছামতী নদীতে স্নান করিতে গিয়া জলমগ্ন হয়। পরে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

বেনারস বস্ত্রের কলে গোলমাল

বেনারস বস্ত্রের কলের কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, শ্রমিকদিগের বেতন শতকরা সিকি কমাইয়া দেওয়া হইবে। এই ব্যবহার প্রতিবাদকল্পে শ্রমিকরা ৩রা আগষ্ট ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ফলে কলের সকল বিভাগের কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আবার বোমা বাহির

পাটনা হইতে প্রকাশ যে সাহাবাদ জিলায় আবার একজন লোকের নিকট বোমা পাইয়া পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণ যুবক পুলিসকে এই সংবাদ দিয়াছিল। লোকটিকে গ্রেপ্তার করিলে সে নাকি বলিয়াছে যে, উক্ত ব্রাহ্মণ যুবকই তাহাকে বোমাটি দিয়াছিল। পুলিস এই ব্রাহ্মণ যুবককেও গ্রেপ্তার করিয়াছে।

চুচুড়ায় শ্রীযুত সেনগুপ্ত

শ্রীযুত জে, এম সেনগুপ্ত গত ৩১শে জুলাই সন্ধ্যাকালে চুচুড়া গমন করিয়া দেশবন্ধু উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করেন। তদনন্তর শ্রীযুত সেনগুপ্ত পত্নীসহ মোটরারোহণে ডাচ ডিগায় গমনকালে তাঁহার পত্নীকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়।

সেনাদলের কুচকাওয়াজ

সশস্ত্র গুর্খা সেনাদল রাত্রিকালে নারায়ণগঞ্জের রাজপথে পাহারা দিতেছে। স্থানীয় য়ুরোপীয় ও এংলো ইণ্ডিয়ানগণ এবং গুর্খা সৈন্যগণ কামান ও বন্দুক দ্বারা লক্ষ্যভেদ কৌশল অভ্যাস করিতেছে।

চাঁম্পাহাটী সংবাদ

গত ১লা আগষ্ট শনিবার চাম্পাহাটী ক্যাম্পে তিলক বার্ষিকী স্মৃতিদিবস উপলক্ষে প্রাতে প্রার্থনা ও বৈকালে ৩ টার সময় মিছিল ও ৩॥টার সময় সভাধিবেশন কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

চাম্পাহাটী হইতে গত ২৯শে জুলাই বুধবার রাত্রি অনুমান ২॥টার সময় বর্দ্ধমান জেলার আউস গ্রামের বটকৃষ্ণ মুখার্জ্জি নামক একটী স্বেচ্ছাসেবক কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কেহ তাহার খোঁজ পাইলে অনুগ্রহ করিয়া এই ক্যাম্পে জানাইবেন।

গত ৩১শে জুলাই শুক্রবার হাওড়া জেলার জুজেশ্বর গ্রামের মণীমোহন ঢ্যাং নামক একজন স্বেচ্ছাসেবক কলেক্‌সন বক্স কলেক্‌সন করিতে বাহির হয়; কিন্তু অদ্যাবধি ফিরিয়া আসে নাই যদি কেহ খোঁজ পাইয়া থাকেন তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। অখিল চন্দ্র বিশ্বাস।

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

মৈমনসিংহ জেলায় গফরগাঁও থানার এলেকাধীন উপরী গ্রাম নিবাসী রাজবন্দী শ্রীযুত সুবোধকুমার বলকে বক্সা বন্দীশালা হইতে নোয়াখালী জেলার রামগতি দ্বীপে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কটক

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমাদক্রমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

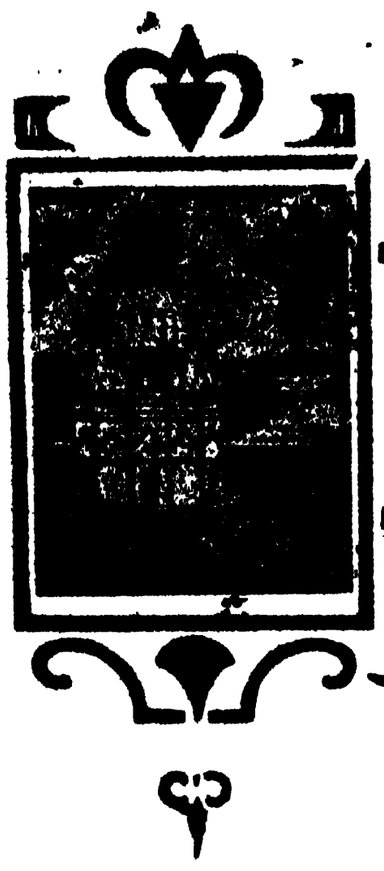

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম – মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ৮ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪১, ২১শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৬ আগষ্ট ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার | ১৩২তম সংখ্যা

সাময়িক সন্দেশ

শুভসংবাদ: সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৯ম বর্ষ ২০শ সংখ্যা পাঠে অবগত হইলাম,—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রোত্রিয়বর্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের আরব্ধ ও অসমাপ্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির, শ্রীসারস্বত-নাট্যমন্দির এবং সেবকগণাদির অবশিষ্ট কার্য্য ভক্তিরঞ্জন মনোহভীষ্ট-পূরণৈকদক্ষদীক্ষা পরমা ভক্তিমতী শ্রোত্রিয়া-সহধর্ম্মিণীদেবীর ঐকান্তিকী ইচ্ছায় ও শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীল কৃষ্ণবিহারীবিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর গুরুগৌড়ীয়গৌরাঙ্গের সেবৈকতৎপরতায় বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত আরব্ধ হইয়াছে। আশা করা যায়, শ্রীগৌড়ীয় মঠের আগামী উৎসবের মধ্যে শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দিরাদির কার্য্য আমরা সমাপ্ত দর্শন করিতে পারিব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসন সারস্বত-নাট্য-মন্দিরে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের একটী সুবৃহৎ আলেখ্য ও ইতোমধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসব-মধ্যে ভক্তিরঞ্জনের সেবাদর্শের উজ্জ্বল মূর্ত্তি গৌড়ীয়গণের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য ভক্তিরঞ্জন-আলেখ্যের উন্মোচন-উৎসব হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক প্রভু এসৎসর শ্রীগৌড়ীয়-মহোৎসবের মহতী আগমনী-গীতি গাহিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সংলগ্ন যে ভূখণ্ডে গত বৎসর উৎসবের সময় পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, সেইস্থানে ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সমাধি স্থাপিত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সন্নিকটস্থ বাগবাজার ষ্ট্রীটের উপরে কর্পোরেশনের চারি বিঘা পরিমিত বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রদর্শনীর জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। এবৎসর এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইলে বিপুল লোকসঙ্ঘের দর্শনের কোনই কুণ্ঠতা হইবে না, আশা করা যায়।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের মঠাধ্যক্ষ, সুকবি, বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রভৃতি সেবক-বৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্টস্বরূপ পার-মার্থিক প্রদর্শনীর সেবার জন্য মদ্রাজ হইতে কলিকাতায় শুভবিজয় করিতেছেন।

গৌড়ীয়সম্পাদক-সঙ্ঘপতি গোস্বামী শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভু শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণ-কার্য্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে, তজ্জন্য অসামান্য প্রয়াস করিতেছেন।

আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর বিশেষ সেবা ও উদ্যোগে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা এই সময়ে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভুর সেবানিষ্ঠা আমরা শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দির সংস্কারের বিভিন্ন কার্য্যেও দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছি।

বৈষ্ণব মহারাজ মাননীয় ময়ূরভঞ্জাধিপতির আনুকূল্য, যাহা আমরা গৌড়ীয়-সঙ্ঘাধিপতি ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজের গুরুকৃপাসঙ্গ সেবাফলে লাভ করিয়াছি, তৎসঙ্গে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভুর সেবাচেষ্টা সংযোজিত হওয়ায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপ্রাকৃতীয় লীলাস্থলী শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের নূতন শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সুস্থাপিত হইতে পারিল।

সঙ্ঘপতি শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শুভবিজয় করিবেন

গত ২৬শে জুলাই রবিবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে প্রাত্যহিক সান্ধ্য কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠান্তে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামিজীর ভক্তি-সিদ্ধান্তসমন্বিত ব্যাখ্যাশ্রবণে আবালবৃদ্ধ বনিতা শ্রীহরিসেবার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন। স্বামিজীর ব্যাখ্যার একাধারে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ এবং শিশুবোধ্য সহজ সুললিত ভাষা প্রযুক্ত হওয়ায় সকলেরই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইতেছে।

গত ১৩ই শ্রাবণ ২৯শে জুলাই বুধ-বার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীমন্মহা-প্রভুর আচার প্রচার-লীলা ছায়াচিত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন: সহরের বহু গণ্য-মান্য লোক এবং ভদ্রমহিলা সাগ্রহে চিত্রসন্দর্শন ও চিত্রবর্ণন শ্রবণে বিদ্বাভক্তের কপটতা, সাধুভক্তের সরলতা, ভক্তির স্বতন্ত্রতার বিষয় বিশেষভাবে বুঝিবার অবকাশ পাইয়াছেন। বিবিধ উপায়ে শ্রীগৌরভক্তের প্রচারিত, জীবের আত্মবন্ধন উন্মোচনের চেষ্টা দেখিয়া অনেক সজ্জন বলিতেছেন,—"আপনারা আমাদিগকে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য যেরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন এবং যে প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আমরা আপনাদিগের নিকট চিরঋণী।"

গত ২৯শে জুলাই প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রফেসর শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল এম এ ভক্তি-সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের সহিত মঠ হইতে বাহির হইয়া গভর্ণমেণ্ট প্লীডার এবং Law Lecturer, Professor চিন্তামণি আচার্য্য, প্রফেসর বজ্রাকর পতি, প্রফেসর লোকনাথ পতি, প্রফেসর পরশুরাম মিশ্র, প্রফেসর দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এবং প্রফেসর গোরক্ষনাথ সিং প্রভৃতি বিদ্বদ্গুলীর নিকট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ও আচরিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া মঠে আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

মায়িক শৃঙ্খল মোচনের উপায় কি ?

(২)

সত্ত্ব, রজ, ও তম, এই তিন প্রকার গুণই মায়ার শৃঙ্খল। সত্ত্বগুণরূপ শৃঙ্খল, রজোগুণরূপ শৃঙ্খল এবং তমোগুণরূপ শৃঙ্খল—এই তিন প্রকার শৃঙ্খলের দ্বারা দেহাত্মবুদ্ধিগণ আবদ্ধ হইয়া থাকেন। জীব সাত্ত্বিক হউন, রাজসিক হউন বা তামসিক হউন, সকলেই শৃঙ্খলাবদ্ধ। কোনটী স্বর্ণ শৃঙ্খল, কোনটী রৌপ্য শৃঙ্খল, কোনটী বা লৌহ শৃঙ্খল। ইহারা ধাতুভেদে পৃথক্ হইলেও সকলই শৃঙ্খল বই আর কিছু নয় এবং সকলেরই বর্জন করা কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই।

অনেকের মনে হয় ত এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মায়িক বস্তুর যখন চিদ্বস্তুকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতা নাই, তখন চিন্ময় জীব মায়িক শৃঙ্খল দ্বারা কিপ্রকারে আবদ্ধ হইতে পারেন? জীব তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত হইয়া যখন শ্রীহরির নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তখন মায়ার শৃঙ্খল তাঁহার উপর কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু 'আমি মায়াভোক্তা' এই অভিমান করিবামাত্র জড়াহঙ্কাররূপ একটী লিঙ্গাবরণ তাঁহার চিৎস্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে এবং সেই লিঙ্গাবৃত জীবের পদদ্বয়ে মায়িক নিগড় প্রযুক্ত হয়।

সাত্ত্বিক অহঙ্কারবিশিষ্ট জীব সকল সাত্ত্বিক বা স্বর্ণ নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া উচ্চলোকবাসী দেবতার পদ প্রাপ্ত হন; রাজস অহঙ্কারবিশিষ্ট দেবতা ও মনুষ্যভাবাপন্ন, তাঁহারা রৌপ্য নিগড়ে আবদ্ধ, তামস অহঙ্কারবিশিষ্ট পশ্বাদিকুলের জড়ানন্দে মত্ত হইয়া লৌহ শৃঙ্খলের দ্বারায় আবদ্ধ হন। এইরূপ নানাপ্রকার জড়াসক্তি সংসার কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া বহু ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন।

জীব প্রথমে লিঙ্গদেহ লাভ করিলেও সেই লিঙ্গদেহে কার্য্য চলে না, স্থূলদেহের আবশ্যক হয়। স্থূলদেহের কার্য্যফলে লিঙ্গদেহে বাসনা নিশ্চিত হয়, সেই বাসনা-ক্রমে আবার স্থূলদেহী স্থূলদেহ লাভ করিতে থাকে। অনাদি বিষয়ভোগের জন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হইতে হয় এবং ঐরূপ দেহ ধারণ করিবার পর ও নিগড়বদ্ধ হইবার পর জীবের যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা নিবৃত্তির জন্য জীবকে বাধ্য হইতে হয়।

জীবের স্থূল আবরণটী জড়ীয় স্থূল শরীর। জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিণাম ও অবক্ষয় এই ছয়টী বিকার স্থূলদেহের ধর্ম্ম; ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতিও দেহের অভাব। ভোগবাসনার দ্বারা চালিত জড়দেহাসক্ত জীব আহার, নিদ্রা, সঙ্গ, ইত্যাদির বশীভূত। বিষয়ভোগের জন্য তিনি সদসৎ কামাকর্ম্ম করিতে বাধ্য হন। তজ্জন্য কখনও পুণ্যফলে স্বর্গলোকে স্বর্গসুখ ভোগ, কখনও বা পাপাচরণ ফলে নরকে তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তিনি এইরূপ কর্ম্মচক্রে পড়িয়া অহরহঃ নিষ্পেষিত হইয়া এই সংসার-কারাগারে দুঃখ পাইতে থাকেন।

এই প্রকার দুঃখ কষ্টে পতিত জীব তন্নিবারণের জন্য অনেক প্রকার কর্ম্ম করিতে থাকেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আহার্য্য ও পেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের যত্ন, সেই সেই দ্রব্যসকল সহজে পাইবার জন্য বহু পরিশ্রম দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিবার যত্ন তাঁহাকে করিতে হয়। শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করেন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসাধন নিবৃত্তির জন্য বিবাহাদি কার্য্যে নিযুক্ত হন, কুটুম্ব ও সন্তানাদির সুখসমৃদ্ধি ও অভাব নিবৃত্তির জন্য বহুবিধ পরিশ্রম করেন, রোগ নিবারণের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করেন; বিষয় রক্ষার জন্য বাদবিবাদে প্রবৃত্ত হন। মোট কথা, কামক্রোধাদি ষড়রিপুর বশীভূত হইয়া অনেক প্রকার দুষ্কর্ম্মে রত হন। এইরূপ ভাবে স্বার্থনিষ্পত্তি করিতে করিতে তাঁহার জীবনান্ত হইয়া যায়। ফলে অভিলাষ সুখ কোনকালেই তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না; তাঁর কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফলের ভোগ নষ্ট করিতে গিয়া ক্রমাগত কর্ম্মফলেই আবদ্ধ হইয়া পড়েন, কর্ম্মভোগ হইতে কোনদিন ছুটী পান না।

এইরূপ সংসার চিন্তা করিতে করিতে আর পরমার্থ চিন্তার অবসর ঘটে না। মায়াবদ্ধ জীবের চিন্তায় বার্ত্তা হই। যান, তাহার একটী চিত্র শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে দেখাইয়াছেন,—নিজগৃহে নরকুঞ্জর ব্যাপৃত হয়। দিবা চারিপ্রহর রাত্রিও কুটুম্বভরণেই যায়। অর্থাৎ মায়াবদ্ধ জীবের দিবাভাগ অর্থচেষ্টায় ও তদ্দ্বারা কুটুম্বভরণ-কার্য্যে, রাত্রিকাল নিদ্রাতে এবং মৃত্যুকালে রোগযন্ত্রণাতে ব্যয়িত হইয়া যায়।

এইরূপে শ্রীভগবান্ তিনপ্রকার মায়িক নিগড়ের কথা উল্লেখ করি। নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। এই মায়িক নিগড় হইতে মুক্ত হইবার উপায়ও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও ত্রিগুণ জীবের পক্ষে এই শৃঙ্খলমুক্ত হওয়া খুবই কঠিন, তথাপি যাঁহারা আমারই ভগবৎস্বরূপের প্রতি অনন্যাগতি স্বীকার করেন, তাঁহারাই উহা হইতে মুক্ত হইতে পারেন, অন্য কোন প্রকারে নহে; অতএব সেবক-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥" এই আদেশবাণী পালন করিতে থাকিলেই জীব মায়ানিগড় হইতে মুক্ত হইবার যোগ্য হইতে পারেন।

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার রচিত নদীয়াকাহিনী পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, হেষ্টিংসের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শেষ জীবনে সোপার্জ্জিত অতুল বিত্তবৈভব লালা বাবুকে দান করিয়া দুই তিন শত বৈষ্ণবী সঙ্গে নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপসন্নিহিত রামচন্দ্রপুরে একটী ৬০ ফুট উচ্চ শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া অতিথি অভ্যাগত বৈষ্ণব-দিগের সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই রামচন্দ্রপুর কোথায়? উহা নবদ্বীপ-সন্নিহিত একটী গ্রাম এবং উহা গঙ্গানগরের পশ্চিমাংশে ও শ্রীমায়াপুর হইতে একক্রোশ (?) দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। বর্ত্তমান কালের নদীর ভাঙ্গনে আরও একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে।

কাজি-উদ্ধারের সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু যে পথ দিয়া কাঁঠালে বাহির হইয়াছিলেন, তাহার নাম চৈতন্যডাঙ্গাতে আছে। উহা পাঠে দেখা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনার মায়াপুর ঘাটে আগে বহু নৃত্য করিয়া মাঝাইয়ের ঘাটে, বারকোনা ঘাটে ও নাগরিয়া ঘাটে পার হইয়া গঙ্গানগরে পৌঁছিয়াছিলেন অর্থাৎ তখনকার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বাড়ীর সন্নিকট পৌঁছিয়াছিলেন। উহা এইরূপ বর্ণিত আছে :—

আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য কৈল।
তবে মাঝাইয়ের ঘাটে গৌরহরি॥
বারকোনা ঘাটে নাগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলীয়া॥

* * *

নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলীয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥

রামচন্দ্রপুর গ্রাম যে জমীতে দেখান হয়, তাহা কাগজাদিতে 'বাহিরদ্বীপের মাঠ' নামে আখ্যাত আছে। সুতরাং উহা নবদ্বীপের বাহিরের জমি। সেই জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেখকগণ সকলেই রামচন্দ্রপুরকে নবদ্বীপের বহির্ভূত ভূমি লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ রামচন্দ্রপুর বাগোয়ান পরগণাভুক্ত ও শ্রীমায়াপুরসংলগ্ন ভূমি হইতে পৃথক্ ও ভিন্ন। ইসলামপুর পরগণাভুক্ত ভূমিতে শ্রীমায়াপুর অবস্থিত ও উহাকে দ্বীপের মঠ, অর্থাৎ প্রকৃত নবদ্বীপের ভূমি বলিয়া কাগজাদিতে দেখান আছে।

যৎকিঞ্চিৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩১ সংখ্যার পর)

যাহারা অর্থের দাস, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করা। তদ্দ্বারা কৃষ্ণদাস হওয়া যায় না। অনন্যভক্ত না হইতে পারিলে কৃষ্ণপ্রীতি হয় না। যাঁহারা অনন্যভক্ত, তাঁহারা কখনও ইতর দেবদেবীর উপাসনার কথা প্রচার করেন না অথবা লোকরঞ্জন করিতে গিয়া অর্থের লোভে অসিদ্ধান্তের প্রশ্রয় দিয়া প্রেমকথার প্রচার করেন না।

বেদেষ্বিহানাস্ত পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাঃ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তু
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥

অত্রিসংহিতা বলেন,—বেদ শাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপাদন করিতে অসমর্থ হইলে লোকে স্মৃতিশাস্ত্রের আশ্রয় করেন। তাহাতে শ্রুতির অর্থ করিয়া ফল উৎপাদন করিতে অক্ষম হইলে পুরাণপাঠক হন। পুরাণ বাখানে অসমর্থতা ঘটিলে কৃষির দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন। বলা বাহুল্য, বেদশাস্ত্রপাঠ, স্মৃত্যর্থবোধন, পুরাণশাস্ত্রব্যাখ্যান প্রভৃতিকে উদরের জন্য বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিলে এবং তাহাতে লক্ষ্য রাখিয়া অজ্ঞাত প্রকারে শ্রুতিস্মৃত্যাদির অন্যথাবোধ তাহাকে ব্রাহ্মণের পাষণ্ডত্ব ঘটিলে কৃষির দ্বারাই ব্রাহ্মণের পাষণ্ডত্ব দূরীকরণ। তাহাতে ও উদরভরণে অযোগ্যতা হইলে সকল প্রকার বৃত্তির ও অর্থচিন্তার অভাবে বৈষ্ণবের গৃহে সাধিয়া অযোগাচ্ছন্ন পূর্ব্বক আপনাকে ভাগবত বলিয়া প্রচার করাই অধিকার উপায় স্থির করেন।

যাহারা অর্থার্থী, তাহারা অর্থের জন্য এমন কোন বৃত্তি নাই, যাহা করিতে কুণ্ঠিত হন। তজ্জন্যই শাস্ত্রে তাদৃশ লোভ-পরায়ণের চিত্র উপরিউক্তরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

গত ১২৯ সংখ্যা নদীয়াপ্রকাশের ৪র্থ পৃষ্ঠার ৪র্থ স্তম্ভে ১ম পংক্তিতে "বৈশ্লিক" স্থানে "মল্লিক" এবং ১৩০ সংখ্যার ৩য় পৃষ্ঠায় 'সাময়িক সন্দেশ' শীর্ষক প্রবন্ধের ১৭শ পংক্তিতে 'কলিকুলশিরোমণিগণের' স্থানে "কবিকুলশিরোমণিগণের"—এইরূপ পাঠ হইবে। মুদ্রাকরের প্রমাদবশতই ঐরূপ ভুল হইয়াছে। আশা করি, পাঠকগণ উহা সংশোধন করিয়া লইয়া পড়িবেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও গ্রন্থশব্দ, তথ্য ও বিদুষ্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিস্তৃতভাবে, অধ্যায়বিবরণ, পাঠ ও পাদসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ [illegible] পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম [illegible] স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৷৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; [illegible]

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' গ্রন্থে গৌরাঙ্গ বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সহলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও পাঠ ও পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে বর্ণনার দেওয়া আছে শ্লোক, পয়ার, বঙ্গ, পাদ-টীকা প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত ডবল ক্রাউন অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে গ্রন্থ প্রায় ১৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-সূচী পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সহ-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী ভক্তিপ্রকাশোদ্দীপিনী কলি-কাল্যনিবারিণী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার একমাত্র সম্প্রদায় বৈষ্ণবরাজ্ঞানাধারের মৌলিক কথা—পরমার্থ ও ভাগবতের সমন্বয়কর—মহাজন-জীবনচরিত শিক্ষক চিদ্বিলাসচমৎকার-অচিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভাব, শ্রীবর্ণাশ্রমী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সদ্যুক্তি রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্বাদ, ঈশ্বর স্বামিত্বাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও নাম-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও নামসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, ঔরুক্রমিকভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল পদ্য-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ -ইত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। মূলগীত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য প্রতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্বাসুদেবাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও উৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জীবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সাধন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক নের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ৫৲ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষষ্ঠোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার [illegible] গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার [illegible] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ [illegible] গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়ে সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে [illegible] নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ২৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ছাগ শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, স্নায়ুভঙ্গ প্রভৃতি যত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালীর পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পত্রের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ মৈকাটী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইটিং ডিস্পেন্সারী, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাটনা বোমার মামলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সাক্ষ্য

বাঁকীপুর জেলে মিঃ আর রূপমোহন আই, সি, এস, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাটনা বোমা মামলার আসামী হাজারিলালের বিচারের আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। সরকারী তরফ হইতে তিনজন চিকিৎসকের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

পাটনা প্রিন্স অব ওয়েলস্ মেডিক্যাল কলেজের অস্ত্রবিদ্যার অধ্যাপক মেজর এইচ, জি, এলেকজাণ্ডার বলেন যে আসামীকে ২৮শে জুন সন্ধ্যায় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। তাহার শরীরে আটটি আঘাতের চিহ্ন ছিল।

অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাঃ বি, চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, সাব-ইনস্পেক্টার রামনারায়ণ সিংহের শব-ব্যবচ্ছেদ তিনিই করেন এবং যে সকল আঘাত তাহার শরীরে তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই আঘাতের ফলেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

পাটনা জেনারেল হাসপাতালের হাউস সার্জ্জন ডাঃ এস. চৌধুরী তাঁহার সাক্ষ্যে হেড কনষ্টেবল বীরেন্দ্রনাথ সেনের আঘাতগুলির বর্ণনা করেন।

আগামী ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে।

ঢাকার বিখ্যাত চিকিৎসকের মৃত্যু

ডাঃ নেপালচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া গত ৩০শে জুলাই ঢাকায় এক বিরাট জন-সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে :—

"এই সভা ডাঃ নেপালচন্দ্র রায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। ডাঃ রায়ের মত একজন নিঃস্বার্থ নীরব অক্লান্ত কর্ম্মীর অকাল বিয়োগে এই সহর অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ঢাকা সহরের বহু জনহিতকর কার্য্যে তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সভা ভগবৎ চরণে তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি কামনা করিতেছে। এই প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের নিকট প্রেরিত হউক।

প্রধান চীফ এক্সিকিউটিব অফিসারপদে মিঃ ইয়াকুব

প্রকাশ যে, গত ২রা আগষ্ট মোমেন কাউন্সিলার সমিতির এক অধিবেশনে মিঃ এস, এম, ইয়াকুবকে প্রথম ডেপুটী চীফ এক্সিকিউটিব অফিসার পদে দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত করা হইয়াছে। আরও জানা যায় যে, সমিতি মেশার্স আব্দার রেজ্জাক এণ্ড রফিককে মিঃ ইয়াকুবের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কংগ্রেস দলের সহিত আলোচনার্থে পাঠাইয়াছেন।

চুরির অভিনব ফন্দি

পাঁশকুড়া হইতে প্রকাশ যে শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে চাঁচিয়ারা গ্রামে সেখ দিলু নামে একজন মুসলমান ও সুন্দরনগর গ্রামে চন্দ্রসামন্ত নামে জনৈক হিন্দু আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। উক্ত গ্রামদ্বয়ের ব্যবধান প্রায় এক মাইল। এতদঞ্চলে চোরেরা ঘরে সিন্ধ দিয়া চুরির পরিবর্ত্তে জানালার গরাদের গোড়ার কাঠ কাটিয়া গরাদে সরাইয়া চুরির এক নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। জানালার ফ্রেমের ভিতর দিকে উপরে ও নীচে লোহার পাত দিয়া গরাদে বসাইলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে বলিয়া সকলে ঐ উপায় অবলম্বন করিবে ভাবিতেছে।

নারায়ণপুর মেল ডাকাতির জের

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, গত ২৯শে জুলাই বৈঠকখানা পাড়ায় অবস্থিত নরেন্দ্রনাথ গুপ্তরায় ও সহরের মধ্যে বাকার রোডে অবস্থিত ভুবনমোহন দত্তের বাটী খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ উক্ত তদন্তের ফলে আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় নাই বা কোন গ্রেপ্তার ও করা হয় নাই। নারায়ণপুর মেল ডাকাতি সম্পর্কেই এই সমস্ত খানাতল্লাস করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা

হাওড়া জেলার আমতা থানার সিংটী শিবপুর অঞ্চলে গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় স্থানীয় বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কর্ম্মীগণ কাজ করিতেছিলেন। সিংটী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় ২৯ জন কর্ম্মীর বিরুদ্ধে ১০৭ ধারায় মামলা করেন। পরে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী এই মামলা প্রত্যাহৃত হয়। পুনরায় ২৮ জন কর্ম্মীর বিরুদ্ধে উক্ত প্রেসিডেণ্ট ১০৭ ধারার মামলা চালাইয়াছেন। এই মামলা উলুবেড়িয়া কোর্টে হইতেছে।

আসামীগণের কলসকাঠী ছোরার মামলার জামীন ব্যবস্থা

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, কলসকাঠী ছোরা মামলা সম্পর্কে বিভিন্ন তারিখে ধৃত নারায়ণ দত্ত, পরিমল সেন এবং তারাপদ গাঙ্গুলী নামক কতিপয় যুবকের প্রত্যেককে ৮০০৲ শত টাকা হিসাবে জামীন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই আগষ্ট আসামীদের আবেদন সম্পর্কে শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে।

প্রোমে আড়াই হাজার ডাকাতের আত্মসমর্পণ

সিমলা হইতে প্রকাশ যে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মের অবস্থা সম্পর্কে এই সপ্তাহের যে রিপোর্ট পাইয়াছেন অভিন্যান্স জারী হওয়ায় তাহা প্রকাশ করা দরকার।

উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ, অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের আক্রমণ গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়াছে এবং প্রোম জেলায় এ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার ডাকাত আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

কর্ত্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হইতেছে এইরূপ আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তবে ডাকাতির সংখ্যা এখনও খুব বেশী। মধ্যে মধ্যে ভারতীয় ও চীনাদের উপর আক্রমণ চলিতেছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য কিছু আছে কিনা সন্দেহ।

জমিদার অভিযুক্ত

ছাপরার প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এরাকিল এ, খানের এজলাসে মসম্মতের বিশিষ্ট জমিদার বাবু কিরণিপ্রসাদ সিংহ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪২, ২৮০, ৪৩৪, ৩৮০ এবং ১০০ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রকাশ, মসম্মত রামকেলিয়া এই মর্ম্মে অভিযোগ আনিয়াছেন যে, আসামী তাহার (ফরিয়াদীর) গৃহে প্রবেশ করিয়া মসম্মত গঙ্গালিয়াকে জোরপূর্ব্বক অন্যত্র নিয়া আটক রাখে এবং তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া তাহার অলঙ্কারাদি ছিনাইয়া নেয়।

স্থানীয় পুলিশ জোর তদন্ত করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে উপরোক্ত ধারানুযায়ী চার্জ্জ আনয়ন করে।

অর্ডিন্যান্স জারীর অধিকারে বাধা

সিমলা হইতে প্রকাশ যে সেপ্টেম্বর মাসে ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন বসিবে তাহাতে আলোচনার জন্য মিঃ সি, এস, আয়ার নিম্নলিখিত প্রস্তাবটির নোটিশ দিয়াছেন।

"এই সভা সপারিষদ গবর্ণর জেনারেলকে সুপারিশ করিতেছে যে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতিসহ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি ভারত সম্রাটকে জানান হউক।"

"এই সভার মতে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের অধিকার কানাডার গবর্ণর জেনারেলের অধিকারের সমতুল্য না হওয়া পর্য্যন্ত যে কোন প্রকার শাসনতন্ত্রই ভারতবাসীর গ্রহণীয় হইবে না। সুতরাং আইনের তালিকায়, গবর্ণর জেনারেলের অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তন কিম্বা অন্যান্য যে সকল অতিরিক্ত ক্ষমতার উল্লেখ আছে, তাহা আর থাকিবে না এবং শাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন সভা সমূহের হাতেই বর্ত্তমান থাকিবে।

মাদুরায় অগ্নিকাণ্ড ২৫০০০৲ ক্ষতি

৩১শে জুলাই রাত্রিকালে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটী বৃহৎ কফি হোটেল ও দুইখানি কাপড়ের দোকান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ২৫০০০৲ টাকা বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

নীলাম ইস্তাহার

নীলামের দিন ৮ই আগষ্ট ১৯৩১

প্রথম মুন্সেফ আদালত

১৮২০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪৭২৸৶০

ডিঃ শ্রীবৈদ্যনাথ পাল দিং সাং মুগপুর

দেঃ শ্রীপ্রমথভূষণ পালচৌধুরী দিং মোং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৪২ নং তৌজিভুক্ত মহাল ডিহি বেতাই সামীল মৌজে বেতাই দীঃ বাবদ শালিয়ানা ১৩০০৲ তেরশ টাকা পত্তনী জমায় মৃত নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে ডিক্রীদারগণের সেরেস্তায় প্রচলিত আছে। উক্ত বাকীপড়া পত্তনী জমা ষোল আনা মূল্য আন্দাজ ৫০০০৲ টাকা।

থানা তেহট্ট এলাকা মৌজে বেতাই-জিতপুর খং নং ৫৫৭, মৌজে চক্রবলরাম-পুর খং নং ৬৪, মৌজে ভাটপাড়া খং নং ২২২, মৌজে ছিটকা খং নং ১১, মৌজে বাগাডোব খং নং ১৬৭, মৌজে ঘোষারক-পুর খং নং ২৯৯, মৌজে ইমানগঞ্জ খং নং ২, মৌজে বেতাই খং নং ৯৪৯ ও থানা মেহেরপুরের সামিল মৌজে ইদা-খালি খং নং ৮৩ ও থানা কুষ্টিয়পুরের সামিল মৌজে মোক্তারপুর খং নং ৪২, মৌজে জয়নাবাদ খং নং ১০।

টেলি- "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
গদ্য কলম ৩৷৷০
পাঁচ কলম ২৲
চিঠির হার
স্বতন্ত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ৭ই আগষ্ট ১৯৩১

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মেলন

৬ জন বাঙ্গালী যুবকের কারাদণ্ড

হিন্দু মহিলার আত্মহত্যা

ত্রিশ কোটী মার্কের প্রফারেন্স সেয়ার

বোরষ্টাল জেলে দাঙ্গা

বন্দুক গ্রহণের চেষ্টার মামলা

পুরুলিয়ায় ১৪৪ ধারা

শ্রীযুত সত্য মূর্ত্তির উক্তি

আকস্মিক মৃত্যু

বরিশালে খানাতল্লাস

নানা কথা

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মেলন

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ যে গত ২রা আগষ্ট স্থানীয় টাউন হলে শ্রীযুক্তা অশোকলতা দেবীর সভানেত্রীত্বে নদীয়া জেলা মহিলা সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। ১০০ প্রতিনিধি সহ জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৩০০ মহিলা সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বালিকাদির দ্বারা 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটি গীত হইলে সম্মিলনের কাজ আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী নির্ম্মলনলিনী ঘোষ অত্যন্ত শক্তিপূর্ণ এক অভিভাষণ প্রদান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা বিভা দেবী জিলা ও জিলার বিশিষ্টা মহিলা কর্ম্মীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তার ও পত্রগুলি পাঠ করেন। সভানেত্রী বরণের পর শ্রীযুক্তা অশোকলতা দেবী তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন পরদিন ৩টা পর্য্যন্ত সম্মিলন মুলতুবী রাখা হয়।

২রা আগষ্ট তারিখে প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরিয়া বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে আলোচনা চলিয়াছিল। ৪টার সময় সম্মিলনের অধিবেশন হইলে, কলকারখানার শ্রমিক রমণীদের দুর্দ্দশার প্রতীকার, শিশু ও মাতৃমঙ্গলের ব্যবস্থা করিবে বলিয়া কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হিন্দু মহিলার আত্মহত্যা

শ্যামপুকুর থানার এলাকাধীন শশী ঘোষের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্তা অমিয়বালা বিশ্বাস নামক ৩২ বৎসর বয়স্কা জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি প্রায় ৯টি সন্তানের জননী ছিলেন। তাঁহার আত্মহত্যার কারণ জানিতে পারা যায় নাই।

পুরুলিয়ায় ১৪৪ ধারা

পুরুলিয়ার সদর মহকুমা হাকিম ১৪৪ ধারা জারি করিয়া পুরুলিয়ার শ্রীযুত বীর রাঘব আচারি ও শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ দত্তকে উত্তেজনামূলক বক্তৃতা করিতে ও ঝালদা থানার এলাকাধীন কোন স্থানে সাধারণের শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে এইরূপ কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহাদের উপর আর একটি নোটিশ জারি করিয়া তাঁহাদিগকে বাগমুদী থানার অধীন ঐরূপ বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং এই আদেশ যেন বলবৎ হইবে না। আগামী ১০ই আগষ্টের মধ্যে তাহার কারণ দেখাইতে বলা হইয়াছে।

বোরষ্টাল জেলে দাঙ্গা

গত ২রা আগষ্ট রাত্রিতে স্থানীয় বোরষ্টাল জেলে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, সামান্য একটা বিষয় লইয়া তিন জন শিখ ও একজন মুসলমান কয়েদীর মধ্যে বিবাদ বাধে, এবং শেষ পর্য্যন্ত উহা হাতাহাতিতে পরিণত হয় ফলে মুসলমানটী আহত হয় পাহারায় নিযুক্ত রক্ষীরা বিপদ জ্ঞাপন করিলে কর্ম্মচারীরা সময় মত উপস্থিত হওয়ায় ঘটনা আরও গুরুতর হইতে পারে নাই।

ত্রিশ কোটি মার্কের প্রেফারেন্স সেয়ার

বার্লিন হইতে প্রকাশ যে সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ জার্ম্মাণ সরকার শতকরা সাতটাকা সুদের ড্রেডনার ব্যাঙ্কের ত্রিশকোটি মার্ক প্রেফারেন্স সেয়ার লইতেছেন। এই পরিমাণ প্রেফারেন্স সেয়ার লওয়ার জার্ম্মাণীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক সমূহের উপর সরকারের বিশেষ আধিপত্য হইবে। ঐ পরিমাণ অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাঙ্কে প্রদত্ত হইবে।

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

সাতারপাড়ার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় অর্ডিন্যান্স অনুসারে এখানে আটক ছিলেন। গত ৩রা আগষ্ট তিনি অপর ৭ জন রাজবন্দীর সহিত হিজলী জেলে প্রেরিত হইয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কটক

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

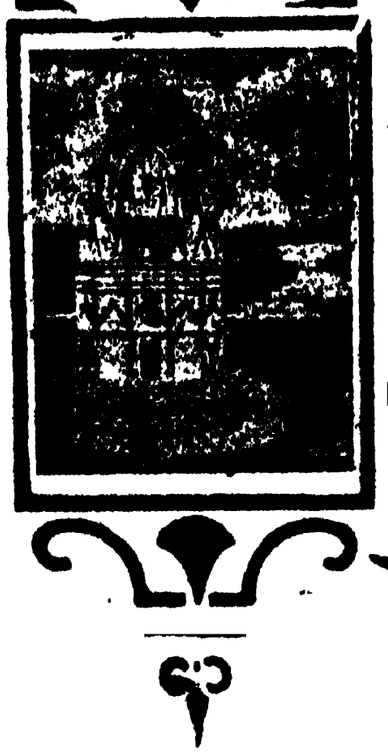

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পায়

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ৯ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২২শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৭ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শুক্রবার ১৩৩তম সংখ্যা

সাময়িকী

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ ভক্তি-সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ৩রা আগষ্ট তারিখের তারে জানাইতেছেন,—

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক মহোৎসব গতকল্য সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বহুসংখ্যক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা মনোরমদর্শন শ্রীগৌরবিনোদরমণজীউ এর দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর সেবা সৌষ্ঠবে শ্রীবিগ্রহ অতি রমণীয়ভাবে সজ্জিত হইয়াছিলেন।

সমাগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা অতীব মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মহোৎসবের উদ্দেশ্য-বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ এবং শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সকলেই এক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি এবং অন্তে সুললিত সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। তিনঘণ্টা কাল সমবেত জনমণ্ডলী নীরবে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সকলেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্নপ্রভু এবং অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু অদ্য অপরাহ্নে পুরী যাত্রা করিয়াছেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ ও বোধায়ন মহারাজ অদ্য রাত্রে প্রচারে বহির্গত হইতেছেন।

গত ৩০শে জুলাই পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন পূর্ব্বক যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

Being requested by the revered Hd. master Swami Bhakti Pradip Tirtha Maharaj I visited the Thakur Bhakti Vinode Institute today with a friend of mine. We had the good fortune to listen to the instructive discourse of the respected Hd. master Mahashaya explaining the aim and objects of the school. This is an Institution quite unique in its kinds. Its object is to impart the boys modern education with a religious back ground.

It aims to give the boys an idea of the Spiritual Self and mould their character like a true Brahmachari. Education is going to be imperted irrespective to all Hindu and Mahammedans. This school is really a boon to the society in its present condition. The boys are fortunate that they have got a Hd. Master like Tirtha Maharaj.

I pray to God that He will give prosperity to this institution.

30. 7. 31. { Harikumar Gupta
Dy. Supdt. of Police
C. I. D. Bengal.

অনুবাদ—পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের অনুরোধে আমার একজন বন্ধুসহ আমি অদ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন করিলাম। এই বিদ্যালয়ের যে কি উদ্দেশ্য, তাহা মাননীয় হেডমাষ্টার মহাশয়ের উপদেশপূর্ণ ভাষায় শ্রবণ করিবার পরম সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। এবম্প্রকারের বিদ্যালয় পূর্ব্বে কোথাও স্থাপিত হয় নাই। বালকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষার সহিত আধুনিক শিক্ষা-প্রদানই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

বালকগণের যথার্থ ব্রহ্মচারীর ন্যায় চরিত্র গঠন করা ও মানসিক উন্নতিবিষয়ক শিক্ষা দেওয়াও অপর একটী উদ্দেশ্য। এ বিদ্যালয়ে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রবৃন্দকে সমভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যালয় সমাজের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন। পরম সৌভাগ্য বশতঃ বালকগণ তীর্থ মহারাজের ন্যায় হেডমাষ্টার পাইয়াছেন। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধান করেন।

৩০।৭।৩১ { শ্রীহরিকুমার গুপ্ত
ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
অব পুলিস্ সি, আই ডি,
বেঙ্গল

গত ৩০ বামন পূর্ণিমা দিবস প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। তথায় শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জীউ শ্রীবিগ্রহ বড়ই মনোরম-দর্শন, সমাগত জনগণ শ্রীবিগ্রহের দর্শন লাভ করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন।

গত ৩০শে জুলাই বৃহস্পতিবার দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ কটক মেডিক্যাল কলেজে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথায় জনৈক এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন "পরমেশ্বর কে এবং কাহার ভজন করা উচিত?" এইরূপ প্রশ্ন করিলে শ্রীপাদ বোধায়ন স্বামীজী প্রায় এক ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রশ্নের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন।

গত শনিবার ১ আগষ্ট ১৬ই শ্রাবণ তারিখে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের' ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতিসূত্রে 'অদৃষ্ট ও পুরুষকার' বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন। এই দুইটী বিষয় লইয়া যাঁহারা দ্বন্দ্বরত, আশা করি এই অভিভাষণ পাঠ করিলে তাঁহারা লাভবান্ হইতে পারিবেন। আমরা বারান্তরে উহা শ্রীপত্রে প্রকাশিত করিব।

আগামী শনিবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের বাদানুবাদ- ভায় বিদ্যা ও ধন সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

ভক্তিবৃদ্ধি হয় না কেন ?

"স.কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার-নাশন
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥

অর্থাৎ সংকীর্ত্তনপ্রভাবে নামাশ্রয়-কারীর অহংমমবুদ্ধিরূপ সংসারের বিনাশ হয়, স্বরূপভ্রম, অসৎতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ প্রভৃতি অনর্থচতুষ্টয়ের নিবৃত্তি হইয়া চিত্তদর্পণটী নির্ম্মল হয়; এইরূপে ক্রমে ক্রমে রুচি, আসক্তি, ভাব এবং সর্ব্বশেষে কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ হয়। তখন তিনি কৃষ্ণসেবামৃত সমুদ্রে নিমজ্জিত হন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, শ্রীনামাশ্রয় করিয়াছি, শ্রীনামকীর্ত্তন করিতেছি বলিয়া অভিমানও করিয়া থাকি, কিন্তু কই, আমার হৃদয়ের মধ্যে পাপসংসারের ত বিনাশ হয় নাই। যদিও আমি ত্যাগীর বেষ গ্রহণ করিয়াছি—সাধারণ লোকের নিকট বিশেষ সম্মানের পাত্র হইয়াছি, তথাপি যদি একবার নিরপেক্ষ হইয়া চিত্তবৃত্তিগুলি বিচার করি, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারিব যে, আমার হৃদয়ের মধ্যে সংসারের স্রোত পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যবাণী আমার কানাকড়ি-ছিদ্র-সম কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাই আমার হরিকীর্ত্তন না হইয়া নামাপরাধ, বিষয়কীর্ত্তন বা ছুঁচোর কীর্ত্তন হইয়া পড়িতেছে—আমার আচারবিহীন প্রচার হইতেছে—আমার প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত কথাগুলি গ্রামোফোনের মত প্রাণহীন, তাই তাহার দ্বারা আত্মমঙ্গল হইতেছে না বা পরউপকার করিতে পারিতেছি না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" এই বাণীটী কি আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে? এই শ্লোকটী কি আমার কণ্ঠহার হইয়াছে? আমার আচারে, প্রচারে, আমার প্রতি কথায়, প্রত্যেক কার্য্যে, কি শয়নে, কি ভোজনে, কি জাগরণে অহর্নিশ এই শ্লোকটী কি আমার অন্তরে ও বাহিরে ফুটিয়া উঠিতেছে? যদি সত্য কথা বলিবার আমার সাহস থাকে, তবে আমি বলিতে বাধ্য হইব যে, ঐ বাণীটী শত শত বার শ্রবণের অভিনয় করিয়াও উহা আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাই আমার আচরণে তৃণাদপি সুনীচতার পরিবর্ত্তে দাম্ভিকতা দেখা যাইতেছে, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু না হইয়া অতিশয় অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি, আমার কোন গুণ না থাকিলেও প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ নৃত্য করিতেছে বলিয়া

হরিকথায় রুচি উদয়ের উপায়

হরিকথায় শ্রদ্ধাবানের রুচি কি প্রকারে উদিত হয়, তদ্রূপণে শ্রবণকারী বা রুচির গ্রাহকের পক্ষে দুইটী সেবা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ভগবদ্ভক্তের হৃদয়—পুণ্যতীর্থ এবং ভগবদ্-ভক্তের অধিষ্ঠিত ভূমিও পুণ্যতীর্থনামে কথিত হয়। এই দুই প্রকার তীর্থ হইতে উদ্দীপনযোগে হরিকথায় রুচি হয়। তীর্থ-সেবা ব্যতীত রুচ্যুৎপত্তির অপর কারণ মহতের সেবা। কৃষ্ণেতর বিষয়বিরক্ত সদ্গুণসম্পন্ন হরিজনগণই মহান্। কৃষ্ণভজনহীন সঙ্কীর্ণহৃদয় ভোগলুব্ধ জনগণ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক। সেই সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সঙ্কীর্ণতা বুঝিতে পারিয়া যাবতীয় সঙ্কীর্ণবুদ্ধি জনগণকে সমন্বয় করিতে গিয়া মহতের চিত্র অঙ্কন করেন, কিন্তু তাহাতে হরিসেবা না থাকায় তাহা কৃষ্ণেতর বিষয়সেবামাত্র হইয়া যায়। এই উদারব্রুব কৃসাম্প্রদায়িকগণ ক্ষুদ্রের সেবা করিতে করিতে মহৎ হরিজনকেও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনে করেন। সেকালে তিনি অসতের সহিত সমন্বয়ভাব পরিত্যাগ করিয়া মহৎ সজ্জনের সঙ্গ করেন, তৎকালে তাঁহার অসৎ কুরুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া হরি-কথায় রুচি হয়। সুমহান্ ভগবানের সেবা-নিরত হইলেই বদ্ধজীবের ইতর বিষয়ে রুচিগত সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হয়। মহতের সেবায় জীবের যথেচ্ছাচারজাত তর্কপথ নিরস্ত হয়। তিনি তখন হরিকথাশ্রিত পথ গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয় করেন। কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি হরি ও নামের সহিত সমন্বয়পন্থা ত্যাগ করি কেবল হরিসেবায় আত্মনিয়োগ করেন

অমানী হইতে পারি নাই এবং সর্ব্বজীবে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ারূপ মানদ-ধর্ম্মও আমার দেখা যায় না।

আমার মত বঞ্চিত ও বঞ্চকের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে উহি লভ অধিকার ॥
তৃণাদিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি অহঙ্কার ॥
বৃক্ষসম ক্ষমা-গুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি অন্যে করবি পালন ॥
জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পরউপকারে নিজ সুখ পাসরিবে ॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি কর অমানী হৃদয়।
কৃষ্ণঅধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা ॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই কর হরি কীর্ত্তন ॥

ধাম প্রসঙ্গ

শ্রীধাম কিছু মেটে বস্তু নহে, যে গায়ের জোরে তাহাকে নিজ আয়ত্তাধীন করিয়া ফেলিব। মহাজনগণ বলেন,—

মাথুরমণ্ডলে ষোলক্রোশ বৃন্দাবন।
গৌড়ে নবদ্বীপ তথা দেখুক নয়ন ॥
একের প্রকাশ দুই অনাদি চিন্ময়।
প্রভুর বিলাসভেদে শুদ্ধ ধামদ্বয়॥
প্রভুর অচিন্ত্যশক্তি অনাদি চিন্ময়ে।
জীব নিস্তারিতে আনে প্রপঞ্চনিলয়ে ॥
সেই কৃষ্ণকৃপাবলে জড়বদ্ধজন।
বৃন্দাবন নবদ্বীপ করুক দর্শন ॥
যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময় বিশেষ সুধা করে আস্বাদন ॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র জড়বলি তারে নিন্দে বারে বারে ॥
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তকৃপা যোগ্যতা কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে যেই জন ॥
জ্ঞানকর্ম্মযোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়।
জড়জ্ঞান জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেই ক্ষণ।
জীবচক্ষু করে ধামশোভা দরশন ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান দর্শন করিবার দুইপ্রকার বুদ্ধি আছে। মেকীবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মেকী চক্ষুর সাহায্যে মেকী স্থানকেই মায়াপুর বলেন। মেকী মায়াপুরকে আসল বলিয়া চালাইতে গিয়া প্রাচীন মায়াপুর নাম দেন। তদ্দ্বারা উহা-দের কপটতা ধরা পড়িয়া যায়।

মিছাভক্তের কথায় মিছাভক্তগণই আসল বস্তু ছাড়িয়া মেকীর আদর করেন। তাহারা উহার আদর করিলেই যে মেকীটা আসল হইয়া যাইবে, তাহা কখনই হইতে পারে না।

শুদ্ধভক্তের চিন্ময় চক্ষেই শ্রীগৌর-জন্মস্থান প্রতীত হইয়া থাকেন। উহা কখনই কপট, মিছাভক্ত, স্ত্রীসঙ্গী, মৎসর-প্রকৃতির দৃশ্য বস্তু নহেন।

'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া তাহা প্রাকৃত স্থান নহে, কিন্তু অপ্রাকৃত ধাম। সুতরাং প্রাকৃত বস্তুর গোচরীভূত হইতে পারে না। প্রাকৃত ব্যক্তির প্রাকৃত বুদ্ধিবলে অপ্রাকৃত ধাম আবিষ্কৃত হইতে পারে না। বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, অন্যাভিলাষী, কপট, মিছাভক্ত, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাযুক্ত ভোগী মানবের দর্শন ত দূরের কথা, অপ্রাকৃত ধাম তাহাদের চিন্তার ও বহুদূরে। নিষ্কপট গৌরসেবা-পরায়ণ হইতে পারিলে—গৌরমনোভীষ্ট-প্রচারৈকরত হইতে পারিলে গৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের অপ্রাকৃত আলোক দর্শন লাভ ঘটে।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

যাহারা ভাড়াটিয়া পাঠক বা প্রচারক, তাহাদের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন করা। সুতরাং যে বৃত্তিতে অধিক অর্থ লভ্য হয়, তাদৃশ বৃত্তিই তাহাদের অবলম্বনীয় হইয়া থাকে।

যাহারা প্রকৃত ভাগবতকীর্ত্তনকারী, তাহাদের উদ্দেশ্য ভগবান ও ভাগবতের প্রীতি উৎপাদন করা; কিন্তু অর্থকামীর অভিলাষ অন্যরূপ, তাঁহারা ভগবান্ বা ভাগবতের সেবার জন্য ভাগবত কীর্ত্তন করেন না। যদি ভাগবত কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অধিক অর্থাগম হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ভাগবত-ব্যাখ্যা বা প্রচার পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠা বোধ করেন না।

শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ১৭শ অধ্যায়ের ৩৮শ শ্লোকে কলি স্থানের বর্ণন আছে। যথা,—

"অস্মাবিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ কলির প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বাসোপযোগী যে যে স্থানে দ্যূত অর্থাৎ অবৈধ ক্রীড়া, পান অর্থাৎ মদ্য-পান, ধূম পান, চা পান, তাম্বূল সেবন, নস্য, গাঁজা, অহিফেনাদি সেবা, স্ত্রী অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ অথবা অত্যন্ত স্ত্রী আসক্তি এবং সূনা অর্থাৎ যথায় জীবহিংসা অবস্থিত,—এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্মস্থান কলিকে প্রদান করিলেন। সুতরাং সুধী ভগবদ্ভক্তগণ উহা কলির স্থান বুঝিয়া ঐ সকল স্থান হইতে অপরকে সতর্ক করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বয়ং ভাগবতবক্তা হইয়া ভাগবতের এই বাণী যথাযথ পালন না করেন, স্বয়ং আচরণ করিতে বা অন্যকে আচরণ করাইতে না পারেন, তিনি কখনই 'ভাগবত-রত্ন' হইতে পারেন না। ভাগবত-বাণী পালন না করিয়া ভাগবত-স্পর্শ—অপরাধ-জনক।

সাত্বতপুরাণের অন্যতম পদ্মপুরাণ বলেন—

কলৌ ভাগবতীবার্ত্তা গেহে গেহে জনে জনে।
কারিতা ধনলোভেন কথাসারস্ততো গতঃ ॥

কলিকালে গৃহে গৃহে জনে জনে ভাগবতবক্তা হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাদৃশ ভাগবতকথা শ্রবণের কোনও মূল্য নাই। কারণ তাহা কথা মাত্রে পর্য্যবসিত, সাধারণ কথা, গ্রাম্য কথা, নাটক, নভেল উপন্যাসাদির কথার সমান হইয়া যায় মাত্র। নাটক নভেলাদির অসৎকথা শ্রবণে বা পাঠে যেমন কোন লাভ হয় না, পরন্তু বিপরীত ফল আনয়ন করে, ইহাও তদ্রূপ।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিস্তৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৯০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি নোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, ঘাব, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ রয়েল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের অর্দ্ধাংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার মূল্য ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকানুগতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কাম্যানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কোস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভবসিদ্ধান্তাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীনবদ্বীপাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্ম-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়ত শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল, বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবোধ্য ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভক্তিরস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রয়েল বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমল্লামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ঔজ্জ্বল্যম্

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। 'সচ্চিদানন্দস্বামি-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ভূত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, নেতার অগ্রে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় প্রকৃত স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের সারতত্ত্ব বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্যোক্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সাধনকল্প

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কল্প

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ত্তব্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (জগদ্গৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ৩৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালাদলর গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার নিম্ন গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার নিম্ন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবদিগ্দর্শনের পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বারে নামের বিভর-বৈভবশ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রিকাতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ২ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাবা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানার অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৬নং ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়

২৪৩২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

'চাকরীতে বৈরাগ্য'

(শ্রীকৃষ্ণমোহন বিষ্ণু বি. এস্. সি)

সমস্ত বাংলা জুড়ে আজ প্রচণ্ড হাহাকারের তাণ্ডব লীলা চ'ল্‌ছে। বাঙ্গালী—আশৈশব জনকজননী ভ্রাতা ভগিনীর যথাসর্ব্বস্ব নিলামে চড়িয়ে, স্বীয় সুখশান্তি স্বাস্থ্য সম্পদ্ অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়ে, বিনিময়ে লাভ কর্চ্ছে এক বিদ্যা—সে বিদ্যা ভুলিয়ে দেয় মানবকে তার কর্ত্তব্য—ভুলিয়ে দেয় তার ভগবদ্ বিশ্বাস—টেনে আনে তায় পল্লীর নিভৃত নিকুঞ্জ থেকে সহরের বিরাট চাঞ্চল্যের কমনীয় রোশনাইয়ের মাঝে—অর্থের অদম্য লালসায়।

চাকরী—কেরানীগিরি—পদাঘাতের বিনিময়ে পাদপূজা এই শুধু যেন তাদের সম্বল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি অনুপরমাণু যেন এই শিক্ষাই তাদের মজ্জাগত ক'রে দিয়েছে। তারা জানে না—মানুষ কত বড়, তার লক্ষ্য কত মহৎ—কত উদার।

ভাব্‌বার সময় নেই—চিন্তা কর্‌বার সময় নেই। সংসার—বিশাল সংসার মাথার উপর—মর আর বাঁচ তাদের ভরণপোষণ কর্ত্তেই হবে।

জনকজননীর বড় আদরের নয়নপুত্তলী একটু বয়স হতেই কোন্ এক লজ্জানতবদনা কোকিলকলভাষিনী নারীর যথাসর্ব্বস্ব তার ঘড়ে চাপিয়ে দেয়।

ভরা সোহাগে অঙ্কে নেয় তুলে যতনে, সেই রতনে। কিন্তু পরিণাম ভাবে কে? ক্ষণিকের কি এক স্ফূর্ত্তির নেশায়, ছুটে যায় সে কোন এক ব্যর্থ উদ্দ—মরীচিকার ন্যায় উদ্ভ্রান্ত, উৎফুল্ল হ'য়ে ক্ষণিকের শান্তির উচ্ছ্বাসে—কিন্তু হায়! পরিণাম তার ডুবে যায় নিরাশার হাহাকারে।

চাকরী চাই! জীবন যাক, সর্ব্বস্ব যাক—ওগো তোমাদের আজীবন ক্রীতদাস হ'য়ে থাকব—আমার একটা চাকরী দাও। নইলে আমার স্ত্রীপুত্র পোষ্যবর্গ যে বাঁচে না॥

হৃদয়ের আবেগে ধনীর দ্বারে দ্বারে ধন্না দিতে হয়। কত তোষামোদ, কত আকুলতাময় ব্যাকুল প্রার্থনা হা হুতাশে মিশে যায়। বলে:—"ওহে Degree holder! 2000, টাকা Agreement দাও, বিশ টাকার চাকরী পাবে।

হায় অশ্রু! ঘৃণ্য তুচ্ছতম অর্থের ব্যর্থ লালসায় কার পদযুগল বিধৌত ক'রে দিচ্ছ। রে অজ্ঞান! তোমার প্রাণের ঠাকুর কি কেউ নাই? তোমার প্রাণের প্রাণ, পূজ্যের পূজ্য, ভক্তি-প্রীতি-প্রেম-দিয়ে গড়া অন্তরের দেবতা কি কেউ নাই? যদি থাকে, তার জন্য কি এক বিন্দুও অশ্রু তোমার দগ্ধ হৃদয়ে সঞ্চিত নাই?

ওগো! তাই দাও। ভুলে যাও তোমার সংসার—ভুলে যাও তোমার স্ত্রী-পুত্র—ভুলে যাও তোমার আত্মীয়স্বজন! তারা কি তোমার? সঙ্গে ক'রে এনেছিলে কি তাদের—তোমার জীবনযাত্রার প্রারম্ভে। মূঢ়! একবার ভেবে দেখ—তুমি কে? তুমি কোথায়? তুমি কার? কার দ্বারে নিঃস্ব ভিখারীর ন্যায় ধন্না দিয়ে পড়ে আছ?

সুখ নাই—এ অনিত্য সংসারে সুখ নাই। তুমি মনে করেছ—৫০৲ টাকা মাসে পেলে একরূপ চালাতে পারবে—কিন্তু ভুল—যতই পাবে ততই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হ'তে থাকবে। একশত বা দুইশত বা হাজার টাকায়ও তোমায় সন্তুষ্ট কর্ত্তে পার্ব্বে কি?

ভোগে সুখ নাই। "ন জাতু কাম কামানামুপ ভোগেন শাম্যতি" ছেড়ে দাও ভাই ভোগের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। সংসার চ'লে যাবে—যার সংসার তাঁর পায়ে সব সঁপে দাও। আমার ব'লে অহঙ্কারে মেতে উঠেছ—তাই ত তোমার এ দুর্গতি তুমি ও কেন দাও না ঢেলে তোমার সর্ব্বস্ব—অঞ্জলিরূপে তাঁর শ্রীচরণে কায়মনোবাক্যে তাঁরে স্মরণ লও। তিনি তোমায় উদ্ধার করবেন। তোমায় পথ দেখিয়ে দেবেন। অহঙ্কারে অত মাথা উঁচু করে থেক না—সংসারের জ্বালাযন্ত্রণার প্রবল ঝঞ্ঝায় তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। শরণাগত, দীন, বিনীত জনেই তাঁর করুণা অধিক প্রকাশ পায়।

নারায়ণগঞ্জে গ্রেপ্তার

যে দিন শ্রীযুত নলিনীনাথ দাসগুপ্ত নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়, প্রকাশ, তাঁহার নিকট একতাড়া চাবি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাকে এখন স্থানীয় সাব জেলে আটক রাখা হইয়াছে।

লাল বিজ্ঞাপন বিলির জের

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশ যে লাল বিজ্ঞাপন বিলি সম্পর্কে ধৃত ছাত্র শ্রীমান বিমল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান শান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমান অমিয় সেনকে ১লা আগষ্ট ঢাকার কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১১৭ ধারা অনুসারে অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে।

বন্দুক গ্রহণের চেষ্টার মামলা

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, বলপূর্ব্বক ডাক্তার ললিত পালের বন্দুক গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবার অভিযোগ সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩১৯ ধারা অনুসারে ধৃত শ্রীযুত ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ হইতে গত ১লা আগষ্ট সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে জামীনের আবেদন উপস্থিত করা হয়। উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বরিশালে খানাতল্লাস

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, গত ১লা আগষ্ট প্রাতঃকালে ২ জন পুলিস সাব্ ইন্সপেক্টর ১ দল কনষ্টেবল লইয়া গভর্ণমেণ্ট টেকনিকেল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত রামগোপাল চক্রবর্ত্তী এবং কনট্রাক্টর শ্রীযুত অবলাবন্ধু দাসের বাড়ী খানাতল্লাস করে। খানাতল্লাসে দূষণীয় কিছু পাওয়া যায় নাই, প্রকাশ।

শ্রীচৈতন্য স্কুলের ছাত্র অনন্তরাম চক্রবর্ত্তী এবং বাগেশ্বর স্কুলের ছাত্র প্রাণকুমার দাসকে কোতোয়ালীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহাদের বিরুদ্ধে গ্রহণান্তর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রদ্বয় যথাক্রমে শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত দাসের পুত্র।

আকস্মিক মৃত্যু

২৫শে জুলাই সকালে সোনমুখী ষ্টেশনের নিকট জঙ্গলে এক বৃদ্ধাকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়। বৃদ্ধা জঙ্গল হইতে শাল পাতা আনিয়া বিক্রয় করিত। সেদিনকার শ্রমই বৃদ্ধার শোচনীয় মৃত্যুর কারণ বলিয়া প্রকাশ।

নীলামে ৩০টির মধ্যে মাত্র ১১টীর তাড়ির দোকান বিক্রীত

কাঙ্গালী হইতে প্রকাশ যে, সম্প্রতি ৩০টি তাড়ির দোকানের মধ্যে মাত্র ১১টি নীলামে বিক্রীত হইয়াছে। অবিক্রীত দোকানগুলিকে ৪ বার নীলামে বিক্রয় করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কেহই ক্রয়ে অগ্রসর হয় নাই।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদিগের পিকেটিং আগা গোড়া শান্তিপূর্ণ হইয়াছে। অবিক্রীত দোকানগুলির নীলাম আগামী ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত মুলতুবী থাকিবে।

ব্রহ্মবিদ্রোহের অবস্থা

সিমলা হইতে প্রকাশ যে নূতন অর্ডিনান্স জারির ফলে বর্ত্তমান সপ্তাহের ব্রহ্ম সরকারের রিপোর্টে নূতনত্ব আছে। রিপোর্টে প্রকাশ, কয়েকটি স্থানে গ্রাম-

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

২৭শে জুলাই সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী গৃহের মধ্যে মৃত অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে ছিন্ন কণ্ঠে রক্তের স্রোতে ভাসমান দেখা যায়। মৃত দেহ দুইটী পরীক্ষার জন্য পুলিশ চালান দিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে। কারণ এখনও অজ্ঞাত।

শ্রীযুত সত্য মূর্ত্তির উক্তি

শ্রীযুত সত্য মূর্ত্তির প্রশ্নের উত্তর মাদ্রাজের কালেক্টর মিষ্টার এ, আর, কক্স বলিয়াছেন যে, তিনি গোপনে তাড়ির দোকানগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন কিন্তু দোকানদারদিগকে কোনও অবৈধ কার্য্য করিতে দেখেন নাই।

উক্ত পত্রের উত্তরে শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, কালেক্টর তাঁহার সহিত গমন করিলে তিনি প্রদর্শন করিবেন যে, আবগারী লাইসেন্সের বিধান ভঙ্গ হইয়াছে।

বাসীরা বিদ্রোহীদিগকে সাফল্যের সহিত বাধা দিয়াছে। প্রোম জিলায় এ পর্য্যন্ত মোট ২৫০০ বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

কুঙ্গীদের আহত সভাসমূহের ফল ভাল হইতেছে এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এখনও নানাস্থানে বহু ডাকাতি হইতেছে। ভারতবাসী ও চীনদের উপরেও স্থানে স্থানে আক্রমণ হইতেছে, কিন্তু সেগুলির মূলে সাম্প্রদায়িক কোন কারণ আছে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।

৬ জন বাঙ্গালী যুবকের কারাদণ্ড

ঘরিসার ডাকাতির মামলা ৩রা আগষ্ট ফরিদপুরের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ফরিদপুর জিলা জজ মিঃ এ. এন, সেন এই ট্রাইব্যুনালের সভাপতি ছিলেন। মামলার বিচারে ট্রাইব্যুনাল ৬ জন বাঙ্গালী যুবককে ৩ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। যুবকগণের মধ্যে ৪ জন ঢাকা জিলার অধিবাসী, বাকী ২ জনের একজন ফরিদপুর অপর ১জন বরিশাল নিবাসী।

আসামীরা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের কয়েকটি ধারারও বিস্ফোরণ আইন বলে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ঘরিসার গ্রামের ডাকাতি সম্পর্কে উক্ত যুবকগণ গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছিল।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৮, ৮ই আগষ্ট ১৯৩১

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
মধ্য কলম ৩৲
সাত কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

নানা কথা

গান্ধীজীর বোম্বাই প্রত্যাবর্ত্তন

মহাত্মা গান্ধী পুণা হইতে বোম্বাই ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি দাদর ষ্টেশনে অবতরণ করিলে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত হন। তিনি মোটরে গমন করিয়া ৭টার সময় মণি ভবনে পঁহুছেন।

সরকারের সহিত কথাবার্ত্তার ফল

বোম্বাই হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, গান্ধীজী দাদরে আসিয়া পঁহুছিলে তিনি পুণায় বোম্বাই গবর্ণরের সহিত সাক্ষাতে আশ্বস্ত হইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় প্রত্যুত্তরে বলেন যে, তিনি আশ্বস্তও নহেন, অনাশ্বস্তও নহেন এবং এ বিষয়ে বেশী কিছু বলিতে পারেন—তা' তাঁহারা যাহা সুবিধাজনক ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন।

গান্ধীজীর ১৪ই আগষ্ট লণ্ডন যাত্রা নিশ্চিত কি না, তিনি বলিতে পারেন না।

দেবীদাসকে গুলীর চেষ্টা

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী, খাঁ বাহাদুর গফুর খাঁ প্রমুখ কয়েকজন যে মোটরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, উহাতে গুলীবর্ষণের চেষ্টা সম্পর্কে সীমান্ত গান্ধী গফুর খাঁ বলিয়াছেন "এই গুলীবর্ষণের চেষ্টা পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল এবং উহা ভাড়াটিয়া লোকের কাজ। বন্ধ থাকায় এবং চালক পূর্ণবেগে উহা চালাইয়া দেওয়ায়, আক্রমণকারীরা গুলীবর্ষণে কৃতকার্য্য হয় নাই মনে হয়, পাঠানরা যে বর্ব্বর, লণ্ঠন-প্রিয়, বিশ্বাসের অযোগ্য এবং শক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট না থাকিলে তাহারা যে হিন্দুদের তাড়াইয়া দিবে তাহাই ভারতের অবশিষ্ট অংশকে দেখাইয়া দিবার জন্য এই চক্রান্ত হইয়াছিল।"

তিনি আরও বলেন,—"আমি যে কয়জন রাজনৈতিক বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তাঁহারা খারাপ খাদ্য এবং দুর্ব্ব্যবহারের অভিযোগ করিয়াছেন। এই গ্রীষ্মের দিনেও তাঁহাদের পায়ে গুরুভার বেড়ী সমেত জাতা কলে কাজ করিতে হয়।"

দেবীদাসকে গুলীর চেষ্টা

গান্ধীজীর বোম্বাই প্রত্যাবর্ত্তন

ঢাকা ডাকাতির জের

আমেদাবাদে প্রধান সেনাপতি

শিখদিগের প্রতিবাদ

গান্ধীজীকে পরামর্শ দিবার জন্য প্রতিনিধি

চীৎপুরে ভীষণ দাঙ্গা

২ দিনের রোগে মহারাজের মৃত্যু

পাটনা বোমার জের

প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

ঢাকা ডাকাতির জের

মিউনিসিপ্যাল ফটকের সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

ঢাকায় এরূপ ঘটনা এবার লইয়া এই ৫ বার হইল। প্রথম ঢাকা ইণ্টারকলেজের ঘটনা, দ্বিতীয় ভাওয়াল কর্ম্মচারীকে গুলী, তৃতীয় ফরিদাবাদ পোষ্ট অফিসের ব্যাপার, চতুর্থ ঢাকার জেনারেল পোষ্ট অফিসের নিকট লুণ্ঠন-চেষ্টা সকল ঘটনাতেই হৃত ব্যক্তিদিগকে প্রমাণাভাবে অব্যাহতি দিতে হইয়াছে।

মোটরের সহিত ট্রেণ সংঘর্ষ

পাইডমণ্ট টরটোনের নিকট কাষ্টিনোভোর লেভেল ক্রসিং এ রেলওয়ে ট্রেণের সহিত একখানি মোটর গাড়ীর সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। গাড়ী খানিতে ৮ জন রমণী ছিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়াছেন, মোটর চালকও সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে।

শিখদিগের প্রতিবাদ

লাহোর হইতে প্রকাশ যে জাতীয়তাবাদী শিখদিগকে গোল টেবিল বৈঠকে স্থান দেওয়া হয় নাই বলিয়া শিরোমণি আকালী দলের ওয়ার্কিং কমিটী এক প্রতিবাদমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

শিখলীগের সেক্রেটারী গিয়াণী কর্ত্তার সিং এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি বাহির করিয়াছেন।

আমেদাবাদে প্রধান সেনাপতি

৫ই আগষ্ট সন্ধ্যায় প্রধান সেনাপতি স্পেশ্যাল ট্রেণযোগে বরোদা হইতে আমেদাবাদে আগমন করেন। তিনি সাহিবাগে ২ ঘণ্টা অবস্থান করিয়া পুনরায় বরোদায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্মরণ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিমেরি	কলিকাতা।
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কটক

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যা-রত্নার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅমৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নাকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাবধূত গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রমাণকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) জাজীয় সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বারাণসী, পয়াগ ঘাট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমাধবেন্দ্রমঠ

মাউগাছি, জয়নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগৎগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনব-গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতভজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া অপরাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীবারকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পগলাঘাট, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগদ্গুরুপুরা, কাশী।

রক্ষক ব্রহ্মচারী ভূতেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীমন্মথলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

দুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেববর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া অপরাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ যাদু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীজন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-অপরাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সুন্দর ভক্তিসাধু, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভগবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) রাজগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পার

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ১০ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৩শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৮ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শনিবার ১৩৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতার পু ডিপার্টমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সরলহৃদয় সদাশয় ব্যক্তি। তিনি বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিতেছেন তিনি প্রায়ই সন্ধ্যার পর শ্রীভাগবতপ্রেসে আসিয়া প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম ও শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নিকট অধিকাংশ সময় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া এবং বিষয়-সেবায় অতিবাহিত করিয়াও বৃদ্ধ বয়সে বৈষ্ণবের কৃপায় অনিত্য মনুষ্য-জীবনের সুদুর্ল্লভত্ব ও অর্থদত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীযুত বসু মহাশয় যে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

অনেকে হয় ত প্রশ্ন করিবেন,—বৃদ্ধ বয়স ত ধর্ম্মালোচনার নিমিত্তই, সুতরাং বসু মহাশয় বিশেষ একটা কি করিলেন, যাঁহার নিমিত্ত তিনি প্রশংসার্হ? ইহার প্রথম উত্তর এই যে, যখনই মানবের চিত্ত আত্মধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাঁহার প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য-নাম-ধারণের সার্থকতা এবং তখন হইতে প্রকৃত মঙ্গলজনক কার্য্যে নিযুক্ত হন বলিয়াই প্রশংসার্হ। যাহারা মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া আত্মধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত নহে, শাস্ত্রে তাহাদিগকে মনুষ্য-চর্ম্মাবৃত শ্বাপদ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা আত্মঘাতী।

উপরিউক্ত প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর এই যে, জীবনের অধিকাংশ সময় ভোগবিলাসে প্রমত্ত থাকিয়া বৃদ্ধকালে ইন্দ্রিয় শিথিল হইলেও ভোগপ্রবৃত্তির প্রশমন বা ভোগ-পিপাসু মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয় না। পক্ষান্তরে যযাতিরাজোক্ত—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" শ্লোক আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, ঐ অবস্থায় বরং মনের ভোগপিপাসা প্রবল হইতে প্রবলতর হয় সুতরাং এহেন বার্দ্ধক্যে ভগবদনুশীলনের প্রবৃত্তি—সৌভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের সহিত শ্রীভাগবত প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষের প্রথম আলাপের সময় শ্রীমদ্ভাগবতের "লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং" শ্লোকটীর শ্রীগুরুমুখশ্রুত সারমর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। তাহাতে মনুষ্যজীবনের সুদুর্ল্লভত্ব, অনিত্যত্ব এবং বর্ত্তমান মনুষ্যজন্ম-লব্ধ জনের পক্ষে উহার সুলভত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহ সুষ্ঠুরূপে বর্ণনানন্তর একমাত্র ভগবদ্ভজনদ্বারাই যে মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণিত হয়।

অপর একদিন—কলিযুগে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনপথ, তদ্বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ বদ্ধজীবের নিকট একই বস্তু বলিয়া প্রতীত হইলেও ঐগুলি যে এক জিনিষ নহে এবং তাহাদের ভিতর আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহাও উদাহরণসহ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আর একদিন করুণাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের প্রথম দুই শ্লোকাবলম্বনে শ্রীনাম প্রভুর অপার করুণার বিষয় 'তৃণাদপি' শ্লোক ব্যাখ্যাদ্বারা নাম ভজনের প্রণালী বর্ণিত হয়। 'তৃণাদপি' শ্লোক সুষ্ঠুরূপে পালন না করিলে যে কেহ শ্রীনাম প্রভুর শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হইতে পারে না, তাহা বর্ণনানন্তর উক্ত শ্লোকের নিষ্কপট সেবা এবং প্রতিষ্ঠার আশায় কপটতার সহিত তৃণাদপি সুনীচতার ভানের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা মঠাধ্যক্ষ মহাশয় বর্ণন করেন।

মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম প্রভু তৎপ্রসঙ্গে বলেন, শ্রীধামে বাস করিবার অভিনয় করিয়া শ্রীধামসেবার পরিবর্ত্তে ব্যবসায়াদি দ্বারা উদরপূর্ত্তির চেষ্টা যে প্রকার ধামাপরাধ সৃষ্টি করে, তদ্রূপ কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের সুষ্ঠু আচরণ না করিয়া প্রতিষ্ঠা বারবনিতার আলিঙ্গন লাভার্থ 'আকু-পাকু' ভাব প্রদর্শন—ভীষণতম নামাপরাধের সৃষ্টিকর্ত্তা।

'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের সারার্থ অপ্রাকৃত রসিক কবি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অমৃত ভাণ্ডার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (অন্ত্য ২০শ অঃ)—

"উত্তম হঞা আপনারে মানে তৃণাধম"

পয়ারে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভজনোন্নতিলাভে উত্তম হইয়াও আমার কিছুমাত্র ভজন হইল না, আমি শ্রীকৃষ্ণের কিছুমাত্র সেবা করিতে পারিলাম সুতরাং আমার জীবন বৃথায় অতিবাহিত হইতেছে,—হৃদয়ে এই প্রকার ভজনের অভাবময় বোধই 'তৃণাদপি' শ্লোক ব্যক্ত করিতেছে

শ্রীহরিনাম করিতে হইলে 'তৃণাদপি' শ্লোক সুষ্ঠুরূপে পালন করিতে হইবে। নতুবা হরিনাম না হইয়া অন্য কিছু হইবে। তাহাতে—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।

অথচ শ্রীনাম একবার মাত্রও জিহ্বাগ্রে উদিত হইলে প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সর্ব্বপ্রকার পাপ, পাপ-বীজ অবিদ্যা প্রভৃতি সমূলে ধ্বংস করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে বিশুদ্ধা ভক্তির উদয় করাইয়া থাকেন।

গত ১লা আগষ্ট শনিবারে মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে কৃষ্ণস্বামী নামক একটী যুবক আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজদ্বয়ের নিকট বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

স্বামিপাদগণের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অভিনব বলিয়া মনে হইয়াছিল। তিনি এরূপ সুদার্শনিক বিচার আর কোথাও শুনেন নাই—এইরূপ ভাব প্রকাশ করত স্বামিপাদগণের বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় শ্রীমঠে আগমনের ইচ্ছা জানাইয়া গিয়াছেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

আকর্ষণ

(১)

চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড-সহ অগণিত বিশ্বের রাজরাজেশ্বর শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রীতি সাধনোদ্দেশে আমাদের কোনই আকর্ষণ নাই। তবে আকর্ষণের বস্তু কি? কে সেই মনোহরণ-দেবতা? কাহার বিলাস-লাস্যযুক্ত ললিত নর্ত্তনভঙ্গীতে ও মধু-মনোহর বচনবিন্যাসে মুগ্ধ হইয়া আজ আমরা মৃত্যুহারী অমৃত-ভাণ্ডে বঞ্চিত? আজ আমরা অসুর! কে সেই নিত্যবৈরী প্রচ্ছন্ন শত্রু? একনিষ্ঠ সেবার পরিবর্ত্তে কাহার নিকট হইতে পুষ্পমালোর আবরণে কৃষ্ণ-অহিকে প্রাপ্ত হইয়াছি? যাহার বিষ-দংশনের তীব্র বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া দিবা রজনী অতিবাহিত হইতেছে। এই বিষজ্বালা নিবারণের যোগ্য সুনিগ্ধ প্রলেপ কে দিবে? পুনঃ পুনঃ দংশন বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও সেই নরশোণিত কৃষ্ণসর্পের মোহ ছাড়াইতে পারিতেছি না, তাহার মস্তকে উজ্জ্বল 'রত্নমণি'র জ্বালাময়ী শিখা—সেই-দীপ্ত-ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ আমরা। অন্তরাত্মা ক্রন্দন করে, তথাপি মণিলুব্ধ মন ঐ অঙ্গারকেই আলিঙ্গন করিতে ছুটিতেছে! ঐযে চিন্ময় করুণাঘনমূর্ত্তি লোকপাবন সাধুগণ এই প্রপঞ্চাতীত সত্যাগারের শান্তিনিকেতন হইতে গুরুগম্ভীর উদাত্তস্বরে গাহিতেছেন,—"ওরে ভাগ্যহত বিদ্রোহীদল, বিষ্ণুবাসী-রূপিণী মাতাদেবীকে ভোগদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছ, লোভীরাক্ষসের ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ ভগবৎপূজানৈবেদ্যের অগ্রভাগ অপহরণ করিয়া নিজেন্দ্রিয় তর্পণ করিয়াছ; জড়া প্রকৃতির তাণ্ডবনৃত্য তোমার মন হরণ করিয়াছে। তোমার আরাধ্যদেবী—ভুবনজননী মা ঠাকুরাণী; তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান কৃষ্ণের ছায়াশক্তি। তোমার স্বরূপধর্ম্ম—ভগবৎসেবা, তাহাই তোমার স্বতঃসিদ্ধ সুব্যবহার। তটস্থ শক্তির অপব্যবহার-দোষে তুমি বিমুখজীবের বন্ধনকর্ত্রী মহামায়ার নিকট হইতে কৃষ্ণ-অঙ্গারকল্প সংসৃতিক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছ। জড়া প্রকৃতির সম্মোহন-যাদু তোমার বিবেকবুদ্ধি বিনাশ করিয়াছে। তোমার আকর্ষণের একমাত্র সুধাস্নিগ্ধ বাস্তব বস্তু—অন্তস্তলে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন হরির অভয় অশোক পাদপদ্ম। এখনও আইস,—সেই দামোদরের শ্রীপাদারবিন্দসমীপে লুণ্ঠিত হও।

"তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমাহেন কত, দীনহীন জনে,
করিলেন ভব পার॥"

অসত্যের পিচ্ছিলপথে পঙ্কলিপ্ত বিদ্রোহী সন্তান,—নিত্য ধর্ম্মিমুখ পাষণ্ড সন্তানাধম,—তাহার প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের করুণার সীমা নাই; সাধুগুরুরূপে, মানবের বেশে, মানবের ভাষায় সততই কৃপাবর্ষণ করিতেছেন; কিন্তু স্বভাব বিপর্য্যস্ত, আসুরিক ভাবাপন্ন আমাদের শ্রবণে সেই অপ্রাকৃত সুরলহরী প্রবিষ্ট হয় না। হইবে কেন? জড়শব্দ তরঙ্গে কর্ণপটহ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মায়ার ক্রীড়ামৃগ আমরা—তাই প্রাণঘাতক ব্যাধের, মাসা-বন্দীর মরণ-রাগিণীই আমাদের চিত্তাকর্ষক। বিশ্বাত্মা বিভুচেতন শ্রীকৃষ্ণের করধৃত গোলোক-মুরলীর সুধা-মধুর ধ্বনিশ্রবণের যোগ্যতা আমাদের নাই।

চেতন শোনে পরিপূর্ণ চেতন-সম্রাটের অমৃত আহ্বান। স্বাভাবিক চেতনধর্ম্ম আমাদের বিলুপ্ত; স্থূল সূক্ষ্ম ঔপাধিক ভূমিকা ও অহংমম-ভাবের ঘনকৃষ্ণ যবনিকা সেই অণুচেতন নির্ম্মল স্বরূপকে আবৃত করিয়াছে। তাই আজ আমরা অসুর; চণ্ডাসুরবধায়িনী মহিষাসুরমর্দ্দিনী বিষ্ণুমায়া সেইজন্যই আমাদের বক্ষে তাঁহার শূল বিদ্ধ করিয়াছেন করুণাবারিধি শ্রীহরির মূর্ত্তপ্রকাশ শ্রীগুরুদেব, এই ভয়াবহ যাতনাপ্রদ আবাস হইতে মুক্ত করিবার জন্য কতই না যত্ন করিতেছেন; কিন্তু হায়, অসুর আমরা সেই মরণহরণবাণী শুনিলাম না। পতিতপাবনাবতারী শ্রীশ্রী-গৌরসুন্দর যখন ঝারিখণ্ড-বনপথ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তখন সিংহ, শার্দ্দূল, মত্তকরীযূথ এবং মৃগগণ পর্য্যন্ত তদীয় শ্রীবদন-বিনিঃসৃত কৃপাহ্বানে সচেতন হইয়াছিল। তাঁহারাও পরমানন্দের সহিত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' উচ্চারণ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমাকর্ষণের আরতি করিয়াছিল; নিবিড় বনানীর মৃগ বিহঙ্গকুল এবং নৃত্যচঞ্চল ময়ূর ময়ূরীগণ পর্য্যন্ত মধুর কাকলীতে গৌরাহ্বানের প্রত্যভিনন্দন করিয়াছিল। শ্রীপ্রভুর প্রেমগদ্গদ উচ্চ হরিধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অরণ্যজাত প্রফুল্ল কুসুমসমূহ বৃন্তচ্যুতিচ্ছলে সেই গোকুলাকর্ষণ-বিগ্রহের শ্রীপদে অর্ঘ্যাঞ্জলি নিবেদন করিতেছিল।

অচেতন স্থাবর বস্তুও সেই দুর্লভ নিধির অর্চ্চন করিয়াছিল; যথা-

"ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবারে উন্মত্ত॥"

আর আমরা? আমাদের বজ্রসদৃশ কঠিন হৃদয়; তাই জগৎপতির শ্রীচরণারবিন্দ পূজনে একবিন্দুও আকর্ষণ নাই। আমরা শ্রবণ করি—মায়ার মৃত্যুগীতি, কীর্ত্তন করি—মায়ার গুণাবলী; আমরা স্মরণ করি—মায়িক প্রতিমাগুলি; আর দিবা-নিশি সোৎসাহে জড়ের পাদসম্বাহন করি। সমুদয় শ্রেষ্ঠ দ্রব্যগুলি—যে গুলি একমাত্র শ্রীগোবিন্দেরই পূজাযোগ্য—সেগুলি দিয়া পরমাগ্রহে প্রকৃতির পূজা করি।

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান কোথায়?—এই বিষয় লইয়া অনেকে আন্দোলন করিতেছেন। কিন্তু এতদ্বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হইতে না পারিয়া বিভিন্ন লোকে বিভিন্নরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, গৌরজন্মস্থান ভাগীরথীগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের এরূপ বিচারের কোন মূল্য নাই। মনোধর্ম্মবশে ভাগবতবাণীকে উল্টাইয়া দিতে গেলে বিদ্বৎসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

শ্রীভগবানের আবির্ভাবভূমি—তাঁহার নিত্যলীলাক্ষেত্র। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাদেবী কখনই উক্ত স্থানের আভিজাত্য লোপ করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্তি আছে যে, শ্রীহরি দ্বারকালীলা অপ্রকট করিলে সমুদ্র তাহার চতুর্দ্দিক জলে প্লাবিত করিয়াছিল; কিন্তু শ্রীহরিধাম স্পর্শ করিতে পারে নাই। অদ্যাপি তাহা অনুচ্চভাবে বর্ত্তমান। শ্রীগৌরধামও তদ্রূপ।

অনেকে গায়ের জোরে—বক্তৃতার জোরে—বিজ্ঞানের জোরে, মুষ্টিমেয় লোকের অপস্বার্থ সাধনের উদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রমাণেরই অভাব নাই।

(১) প্রাচীন ইতিহাস, (২) পৌরাণিক ভৌগোলিক তথ্য (৩) শাস্ত্র, (৪) প্রত্নতত্ত্বিদ, (৫) মহাজনবাক্য, (৬) স্থানীয় প্রাচীন-গণের শ্রুত সুপ্রাচীন প্রবাদ, (৭) নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞমণ্ডলীর স্বীকারোক্তি, সকলেই একবাক্যে বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরাদিন্দুনারায়ণ রায় এম, প্রাচ্য বেদাঙ্গভূষণ মহাশয়ের সঙ্কলিত 'চিত্রে নবদ্বীপ' নামক গ্রন্থখানি (গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত) যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন মতবাদের অসত্যতা উপলব্ধি করিয়া বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বর্ত্তমানকালে ঐতিহ্যবিদ্গণের সম্রাট। তিনিও উক্ত চিত্রে নবদ্বীপ গ্রন্থের পরিচয় মধ্যে শ্রীমায়াপুরের অবস্থিতি এবং মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে ভাগীরথীর পূর্ব্বভাগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুরের অবস্থিতির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

যেস্থানকে এখন রামচন্দ্রপুর বলা হইতেছে তাহা বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জের অন্তর্গত। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নামানুসারে 'দেওয়ানগঞ্জ' নাম হয়। পরে যখন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঐস্থানে রামসীতার মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তখন দেওয়ানগঞ্জের কতকাংশের নাম 'রামচন্দ্রপুর' বলিয়া খ্যাতি লাভ করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে যাঁহারা রামচন্দ্রপুরে অপসারিত করিতে চাহেন, তাহাদের ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠকবর্গকে অবগত করাইব।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

কবিরাজ শ্রীযুত কিশোরীমোহন গুপ্তের সম্প্রতি কলিকাতায় নিধন। ইনি মহেশ্বরপাশার জনৈক অধিবাসীর নিকট অনুগ্রহ লাভ করেন। দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক থাকিয়া পরে ব্যাকরণতীর্থ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং চিকিৎসা-বিদ্যার্জ্জনে নিযুক্ত আছেন।

কবিরাজ অধ্যাপক মহাশয় দৈববর্ণাশ্রমের বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি অদৈব-বর্ণাশ্রমের বিচার লইয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য ও কালে ব্যস্ত থাকেন। "সমস্ত শ্লোকার্থং প্রোক্তং" শ্লোকটীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

হরিভক্তিবিলাসেও তাঁহার অধিকার নাই, দেখা যায়। হরিসেবাবিমুখ স্মার্ত্তের বিচারই তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানে অবলম্বন। তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরে তাঁহার প্রীতির অভাব।

কেবল যে শ্রীগৌরসুন্দরেই তাঁহার প্রীতির অভাব, এরূপ নহে; গৌরজনগণের সহিতও তাঁহার মতৈক্যতা থাকায় তিনি মহাপ্রভুবিরোধী হইয়াছেন। ভারতের 'অনুশাসন' পর্ব্ব বলেন—"শ্রদ্ধাহপ্যাগম-সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ"—এই কথায় তাঁহার আস্থা নাই। কিন্তু 'অনুশাসন'পক্ষ লিখিত অনুলোম সঙ্করাদিগকে তিনি পিতৃ-জাতীয়ত্বে বিচার করিতে ব্যস্ত আছেন। কিন্তু কুল্লুকভট্ট বলেন—মাতৃজাতির বিচারে অনুলোমগুলিকে বিচার করিতে হইবে।

নারদপঞ্চরাত্রেও তাঁহার অধিকার নাই, দেখা যায়। "স্বয়ং বক্ষ্যতি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ। বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃতা প্রতিবোধয়েৎ॥"—এই শ্লোকের অর্থগ্রহণেও তিনি পশ্চাৎপদ।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত শীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যাশ্রমামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরিচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র

ব্রজধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়-গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্রয়সহ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভাবসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, নিষ্কপটতা, ভজনলালসা, নববিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্তৎপযোগী গীতমঞ্জু প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'শ্রীল সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (তর্কসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীআদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিখিত এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকগুলি সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। রায় সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাচ্য (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গ শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্র নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গ নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর প্র আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রি উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামা সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্প মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপ বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্প্র শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরিব্রাজকবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদা ইতিহাস সংক্ষেপাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্প্র শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরিব্রাজকবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্ম এবং তদনুগ পরমহংস মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়া সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবদ্বিজ পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৹ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারম মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বারে নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতে কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষ এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্র দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা গুরুতারলা, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী ষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানার অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৩৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন ষ্টেটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রি[illegible] র্কস

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

গান্ধীজীকে পরামর্শ দিবার জন্য প্রতিনিধি

নাগপুর হইতে প্রকাশ যে, বেরারের সর্ব্বদল সম্মিলন যে কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শেষ সভায় সম্পাদকদের খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী স্থির হইয়াছে যে, গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীও অন্যান্য প্রতিনিধিদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য শ্রীযুত আর এ কামেটকর এম এল সিকে বেরারের পক্ষ হইতে পাঠান হইবে। বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে বেরারের স্বতন্ত্রীকরণ সম্বন্ধে ভেদ করা হইবে। এই প্রতিনিধি-প্রেরণের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ১০ হাজার টাকা তুলা হইতেছে।

সাইকেলে টোকিও হইতে গ্লাসগো

সাইকেলে টোকিয়া হইতে গ্লাসগো যাত্রী মিঃ এন, বি, মহম্মদ গত মাসে কলিকাতায় আসেন। তিনি আরোগ্য লাভের পর গত ৩রা আগষ্ট এসপ্লানেড হইতে আবার যাত্রা করিয়াছেন। তিনি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও লাহোর হইতে বোম্বাই যাইবেন। তাঁহার যাত্রাকালে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল।

চিৎপুরে ভীষণ দাঙ্গা

চিৎপুর রোডে দাঙ্গা ও কয়েকখানি বাস ও পুলিশের উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপের অভিযোগে গত ৪ঠা আগষ্ট মঙ্গলবারে ৪ ব্যক্তিকে উত্তর বিভাগের ডেপুটী পুলিস কমিশনারের নিকট উপস্থিত করা হয়।

প্রকাশ, গত ৩রা আগষ্ট চিৎপুর ও শ্যামো ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে একখানি মোটর বাসের সহিত একখানি ইষ্টক বোঝাই গরুর গাড়ীর সংঘর্ষ হয়। পরে পাড়োয়ান ও বাস চালকের সহিত বচসা হওয়ায় উক্ত পাড়োয়ান বাস চালককে মারপিঠ করিতে চেষ্টা করে। জনৈক কনেষ্টবল এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে পাড়োয়ান তাহাকে প্রহার করে। ইত্যবসরে ঘটনাস্থলে বিস্তর লোক সমবেত হয় এবং পাড়োয়ানগণ উক্ত রাস্তায় কোন মোটর বাস চলাচল করিতে দেখিবামাত্র তাহার উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে থাকে। স্থানীয় পুলিস সংবাদ পাইবামাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং ৪ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় থানায় লইয়া যায়।

ডেপুটী কমিশনার সকল আসামীকে বিচারার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রেরণ করিয়াছেন।

পাবনা দুর্ভিক্ষে সাহায্য

পাবনা জিলায়, সিরাজগঞ্জ মহকুমায় দুর্ভিক্ষের প্রতিকারকল্পে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে একটি সাহায্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং সাহায্যের জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েকজনের স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদনও বাহির হইয়াছে। প্রকাশ লাহোরের ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, উহার কলিকাতা শাখার মারফত পাবনা জিলা কংগ্রেসের সাহায্যসমিতির সভাপতির নিকট বেশী কিছু টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

পাটনা বোমার জের

পাটনা জেনারল হাসপাতালে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হওয়া গিয়াছে যে রামবাবুর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে গত ৩১শে জুলাই পাটনা সহরের একটি বাটীতে বোম বিস্ফোরণ হইয়াছিল।

এই বোমার ব্যাপার সম্বন্ধে আর কোন নূতন তথ্য এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

দিল্লীতে পীতবসনে ৫০ জন মহিলার পিকেটিং

দিল্লীর বিদেশী বস্ত্রব্যবসায়ীদিগকে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করিবার জন্য কয়েক সপ্তাহ অনুরোধ করার পর গত ২রা আগষ্ট প্রাতঃকাল হইতে দিল্লীতে পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে। চাঁদনীচকে ক্লক টাওয়ারের নীচের দোকানগুলিতে ঐ তারিখে পিকেটিং করা হয়। শ্রীমতী সত্যবতী, বেদকুমারী ও ইন্দ্রের নেতৃত্বে পীতবসন-পরিহিতা প্রায় ৫০ জন মহিলা প্রাতে পিকেটিংএ বাহির হয় বলা বাহুল্য, দোকানদাররা তাঁহাদের ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তবে কোন গোলমাল হওয়ার সংবাদও পাওয়া যায় নাই।

ভীষণ বন্যা
বিক্রমপুরের অবস্থা

বিক্রমপুর এখনও জলমগ্ন অবস্থাতেই আছে। উন্নতির কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। পদ্মার জল এখনও বাড়িতেছে। ফলে শস্য হানি হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষকগণের দুর্দ্দশাও বর্দ্ধিত হইতেছে। তার উপর লৌহজং, ব্রাহ্মণগাঁও, কালিকল প্রভৃতি অঞ্চলের লোক কীর্ত্তিনাশার কোপে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল স্থানে কীর্ত্তিনাশা তাহার ধ্বংস কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। সমৃদ্ধশালী গ্রাম লৌহজং একরূপ নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে। ধানকুনিয়ার বিখ্যাত বাজার প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে উহা এখন জলশূন্য।

বোম্বাই দাঙ্গায় ১৫জন আহত

৩রা আগষ্ট সন্ধ্যায় জাতীয়তাবাদী মুসলমান সভায় দাঙ্গার ফলে ১৫ জন আহত হইয়াছেন।

বিরোধী দলের কয়েকজন সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্তের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা দিল্লীর মুসলিম সম্মিলনের দাবীগুলি সমর্থিত হয়।

কংগ্রেস হাসপাতালে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে ১৫ জনের সম্বন্ধেই সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় ১০ জনের আঘাত গুরুতর বলিয়া তাঁহাদের হাসপাতালে রাখা হইয়াছে।

জাতীয় মুসলমান দল হইতে যে বিবৃতি বাহির করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, মিঃ জেলভি, ছাগলা ও নরীম্যান প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মিঃ নরী ম্যানেজ মোটর চুরমার হইয়া গিয়াছে।

---

২ দিনের রোগে মহারাজের মৃত্যু

কাশীর মহারাজ সার প্রভুনারায়ণ সিং বাহাদুর ৪ঠা আগষ্ট প্রাতে ৮টার সময় নন্দেশ্বর চাউলে মারা গিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল মহারাজ মাত্র ২ দিন অসুস্থ হইয়াছিলেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁর ঠিক ছিল।

প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মীর গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ যে প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী আবুমিয়া চৌকদারী কার্য্য বিধির ১০৭ ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তিনি প্রজাদিগের সমক্ষে এই বলিয়া বক্তৃতা করেন যে, জমিদারদিগকে যেন খাজনা না দেওয়া হয়। তাঁহাকে জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে।

ট্রেণ চলাচলের হ্রাস

শিয়ালদহ হইতে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ডিবিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানাইতেছেন :—

গোয়ালন্দে নদীর জল বর্দ্ধিত হওয়ায় ট্রেণের সংখ্যা কমাইয়া দিয়া সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে। বেঙ্গল ৮: আপ ও ৮২ ডাউন ট্রেণ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেল ট্রেণগুলি গোয়ালন্দ ঘাট পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেছে। অন্যান্য ট্রেণগুলি রাজবাড়ী পর্য্যন্ত যাইয়া থামিবে সুতরাং যাত্রীদিগের ট্রেণ বদল করিবার প্রয়োজন হইবে। নদীর জল হ্রাস হইলেই স্বাভাবিক ভাবে সকল ট্রেণ চলাচল করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

আফগান রাজ্যে বৃটিশ সৈন্য

সিমলা হইতে ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, আফগানিস্থানের রাজা বৃটিশ বাহিনীকে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই সংবাদ একেবারেই ভিত্তিহীন।

পোষ্টাফিসে বোমার জের
আসামীগণের হাজতবাস

শ্রীযুত ফণীভূষণ গুপ্ত ও অপর ৬ ব্যক্তিকে শ্যামবাজার পোষ্টাফিসে একটি তাজা বোমা প্রাপ্তি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদিগকে পুনরায় গত ৪ঠা আগষ্ট জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর এম, এফ, করিমের এজলাসে হাজির করা হয়।

তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সকল আসামীকে আগামী ১৯ই আগষ্ট পর্য্যন্ত পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বাজার দর

চাউলের দর

দাদখানি	১০৲
কাটারি ভোগ	৬৲
বাদশা ভোগ	৫৷৶০
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৬৷৶০
ঐ কোরা	৫৷০ হইতে ৫৷৶০
ঐ আতপ	৷৬৲ হইতে ৬৷৶০
ভাসা মাণিক	৪৷৶০ হইতে ৪৷৵০
নাগরা অথবা ঝিঙ্গাসাল	৪৷০ হইতে ৪৷৶০
পাটনাই (সরেশ)	৪৷০ হইতে ৪৷৵০
কলমা	৪৲ হইতে ৪৶০
ছাঁচ মোটা	৫৷৶০ হইতে ৫৷৵০
ছাঁটা বালাম	৪৷৶০ হইতে ৫৷৵০

বঙ্গলক্ষ্মী চাউলের আড়ৎ, ৩নং মহেন্দ্র সরকার লেন

আটা-ময়দা

পেটেণ্ট ময়দা	৪৶০—৪৷০
উৎকৃষ্ট	৪৷৵০—৪৷৵০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৵০—৪৶০
সুজী	৪৷৵০—৪৷৶০
আটা (বি)	৪৵০—৪৶০
আটা (২)	৩৷৵০—৩৷৵০
আটা (এস)	৩৷৵০—৩৷৵০
আটা (ও)	২৷৵০—২৷৵০
পোলাণ্ড	২৵০—২৷০
ব্রাণ্ড	২৵০—২৷০

'শ্রীধাম'
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

নবদ্বীপের হার
প্রতিমাসে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৫৷০
সিকি কলম ২৲
চতুর্থাংশ হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে শ্রাবণ সোমবার, ১৩৮, ১০ই আগষ্ট ১৯৩১

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে জন-সভা

২রা আগষ্ট তারিখে কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে কৃষ্ণনগরে একটি জনসভা হইয়া গিয়াছে। মহিলা সম্মিলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাসী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাটোপার সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভায় দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কিশোরগঞ্জের লোক পুরুলিয়ায় গ্রেপ্তার

এক বিকৃতমস্তিষ্ক যুবক পুলিস কর্ত্তৃক পুরুলিয়াতে গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহার বাড়ী ময়মনসিংহ জিলায় কিশোরগঞ্জের অধীন ক্যাওলিয়া বলিয়া প্রকাশ। কয়দিন হইল সে পুরুলিয়াতে আসিয়াছিল। কিশোরগঞ্জের দাঙ্গার সময় যে কৃষ্ণচন্দ্র রায় সপরিবারে নিহত হন, যুবকটি তাঁহারই আত্মীয় বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেছে। তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

ঢাকায় ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি

ঢাকা জেনারেল পোষ্ট-অফিস সশস্ত্র ডাকাতির সংস্রবে যে সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদিগকে ৭ই আগষ্ট মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে জ্যোতিপ্রসন্ন রায়কে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরে জনসভা

কিশোরগঞ্জের লোক পুরুলিয়ায় গ্রেপ্তার

ঢাকা সহর জলতলে

বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে গভর্ণরের অর্থ দান

ব্রহ্মে সেনাদল আক্রান্ত

গান্ধীজীর লণ্ডনগমনে সংশয় দূর

পুরুলিয়ায় অর্থকষ্ট

ঢাকায় ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি

আলিপুর হত্যার জের

উপাসনা মন্দিরে পুলিস

ব্রহ্মে সেনাদল আক্রান্ত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে গত ৬ই আগষ্ট প্রত্যূষে এক দলে প্রায় ২০ জন বিদ্রোহী কামা সীমান্তের নিকটে পদায়ুন সহরের এলাকাধীন একটী গ্রামে একটি ক্ষুদ্র অবস্থিত সেনাদলকে আক্রমণ করে। এই সংঘর্ষের ফলে একজন বিদ্রোহী নিহত এবং কয়েকজন আহত হয় ঐ সেনাদলের মধ্যে কেহ হতাহত হয় নাই।

কতিপয় দস্যু পিনু নামক রক্ষিত বটিনের মধ্যে একখানি কুটীর আক্রমণ করিলে গ্রামবাসীরা তাঁহাদিগকে বাধা দেয়, ফলে তিন জন গ্রামবাসী নিহত এবং ৫ জন আহত হয়।

থারাবাড়ি ও প্রোমে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ চলিতেছে।

টুঙ্গুতে একজন মোড়ল আহত হইয়াছে এবং তাহার বন্দুক এবং গুলী প্রভৃতি দস্যুরা লইয়া গিয়াছে।

ঢাকা সহর জলতলে

গত ৬ই আগষ্ট হইতে ঢাকায় প্রবল বৃষ্টি হইতে থাকে, ফলে জল এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, বাকল্যাণ্ড বাঁধ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। সহরের অনেকগুলি রাস্তাও জলতলে নিমগ্ন হইয়াছে। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রোডও ডুবিয়া গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত মোটর চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মফঃস্বলের অধিবাসীদের কষ্টের পরিসীমা নাই।

পুরুলিয়ায় অর্থ কষ্ট

পুরুলিয়া জিলায় বিশেষ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, অধিকন্তু যথাসময়ে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় অর্থ কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে ইহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে।

বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে গভর্ণরের অর্থদান

গৌহাটি হইতে প্রকাশ যে সরকারী ও বে-সরকারী লোকদিগের চেষ্টায় বন্যা-পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থে যে অর্থ ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে আসামের গভর্ণর ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে কার্ত্তুজভরা পার্শেল আবিষ্কার

সংবাদে প্রকাশ কোতোয়ালীর জনৈক দারোগা চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে একটী পার্শেল পাইয়াছেন। এই পার্শেলের মধ্যে ৫টি কার্ত্তুজ, কিছু বারুদ ও ১ খানি সন্দেহজনক পত্র পাওয়া গিয়াছে। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বাগেশ্বর, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

২০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীহৃদয়ানন্দজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পায়

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ১২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৫শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১০ আগষ্ট ইং ১৯৩১ সোমবার ১৩২তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৩০শে জুলাই শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের রক্ষক শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারীজী বাদসাহীমণ্ডী নামক স্থানের অধিবাসী শ্রীযুত অভয়চরণ দে মহাশয়ের আহ্বানে তদীয় গৃহে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বহু শ্রোতার সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

শ্রোতৃগণের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেন যে, বর্ত্তমান সমস্যাময় যুগে শ্রীহরিকীর্ত্তনে কি ফল লাভ হইবে? বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান না হইলে হরিকীর্ত্তনে রুচি জন্মিবে কেন?

তদুত্তরে ব্রহ্মচারীজী বলেন,—শ্রীহরিকীর্ত্তনে বিরতির জন্যই জগতে যাবতীয় অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনই কলিকালের যুগধর্ম্ম, কিন্তু ভোগবুদ্ধিপরিচালিত হইয়া আমরা ভোগের বস্তু সংগ্রহে রুচিবিশিষ্ট। এই ভোগসমস্যার সমাধান কোনদিনই হইবে না। কারণ, আমরা ভোগবাঞ্ছা লইয়াই এ জগতে আগমন করিয়াছি। আর আমাদের সর্ব্বক্ষণের প্রয়াস, উদ্যম এবং আশা—ঐ ভোগের নিমিত্ত; কিন্তু ভোগানলে যতই ইন্ধন প্রদান করুন না কেন, ভোগপ্রবৃত্তির শান্তি কিছুতেই হইবে না।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করিতে পারিলেই পরিশান্তির অধিকারী হইতে পারা যায়। তাহাতেই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভ হইবে; পরন্তু হরিকীর্ত্তনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ইতর বিষয়ের প্রয়াসে সমূহ অমঙ্গল ও অশান্তি আনয়ন করিবে।

ব্রহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমে গত ১১ই শ্রাবণ তারিখে শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গমন করিয়াছেন। তথায় প্রত্যহ পাঠ কীর্ত্তন হইতেছে। বহু সজ্জন স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া পরমানন্দিত হইতেছেন। নিকটবর্ত্তী ত্রিপুরাপুর গ্রামের শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস মহাশয়ের আন্তরিক উৎসাহক্রমে মহারাজের শুভাগমন উপলক্ষে শ্রীগৌরসুন্দরকে বিচিত্র ভোগ প্রদান পূর্ব্বক উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ দান করা হয়। আমরা যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিষ্কপট সেবাবৃত্তির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। শ্রীমঠের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে এবং তিনি বহুভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় সহায়তা করিতেছেন। তিনি শ্রীমঠের জন্য একটী বড় Clock দিয়াছেন এবং শ্রীমঠে যখন যাহা প্রয়োজন হয়, যজ্ঞেশ্বর বাবু কায়মনোবাক্যে তাহাই সম্পাদন করেন। তাঁহার নিষ্কপট সেবাবৃত্তি আদর্শস্থানীয়।

গত ৩০।৭।৩১ তারিখে বড়দলপ্রবাসী শ্রীযুত কান্তিলাল দাস অধিকারীপ্রমুখ ব্যবসায়ী ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিয়মানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ নীলরতন ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরিচরণ ভক্ত সহ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজকে খুলনা মেলে বড়দলে প্রচারার্থ প্রেরণ করেন।

তাঁহারা গত ২লা আগষ্ট অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্র বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং পল্লীবাসী সুধীবৃন্দ বিচিত্র পতাকা, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর পুষ্পমালা, ধূপ ধূনা ইত্যাদি সহ এবং বহু দলে বিভক্ত হইয়া সংকীর্ত্তনসহ স্বামিজী মহারাজকে ষ্টীমার হইতে অভ্যর্থনা করেন।

ষ্টীমার বহু দূরে দৃষ্ট হইতেই বন্দর হইতে তোপধ্বনির ন্যায় গগন পবন মুখরিত করিয়া ঘন ঘন শ্রীল প্রভুপাদের জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। মহিলাগণ উলুধ্বনি ও শঙ্খ নিনাদ করিতেছিলেন। বাদ্যকরগণ সানাই ও জয়ঢক্কার নিনাদে শ্রীমৎ প্রভুপাদের জয় ঘোষণা করিতেছিল।

স্বামিজী ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিলে পুষ্পমালা দ্বারা স্বামিজীর অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। বন্দরে বহু গৃহ বিচিত্র বর্ণের পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং বহু বহু স্থান কদলীবৃক্ষ ও মৃৎকলস আম্রপল্লবাদি সংযোগে সজ্জিত এবং বিজয় বিজয়-তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিরাট্ শোভাযাত্রা এবং সংকীর্ত্তনের দল স্বামিজী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া বন্দরের প্রধান রাস্তা দিয়া নর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়া পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কনককান্তি দাস অধিকারী মহোদয়ের বিপণিতে আগমন করেন। তথায় সুসজ্জিত গৃহে বক্তৃতার স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও জনতাপ্রবল্য বশতঃ স্বামিজী মহারাজ গৃহের বাহিরে আগমন পূর্ব্বক সুউচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কিয়ৎকাল যাবৎ শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য এবং জীবমাত্রেরই শ্রীহরিনাম আশ্রয় করা কর্ত্তব্য—এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

গত ৩০শে জুলাই প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের কটকে ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এইচ, সি, পাটী এবং ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, এম, পট্টনায়কের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুত পাটীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি বিশেষ প্রীতি আছে। তিনি চিকাকোলে শ্রীগৌরপাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দিরাদি-নির্ম্মাণকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া যেকালে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সগণে শ্রীগৌরপাদপীঠার্চ্চা স্থাপনের নিমিত্ত তথায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন, তৎকালে ইঁহার সগোষ্ঠী আচার্য্যপ্রবরের সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শ্রবণে উভয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং শ্রীহরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবানিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত

কর্ম্মকাণ্ডনিরত গৃহব্রতকে প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান কখনই পাপ হইতে মোচন করিতে সমর্থ হয় না। কর্ম্মকাণ্ডগত প্রায়শ্চিত্তে ফলভোগ অঙ্গনিবিষ্ট থাকায় ফলভোগ দ্বারা ফলভোগজনিত বিপর্য্যয়ের সংশোধন সম্ভবপর নহে। পঙ্কপূর্ণ জল দ্বারা পঙ্ক বিধৌত হয় না, কেননা পঙ্কজলেই পঙ্কের অবস্থিতি। সুরাপায়ী পুনরায় সুরাপান করিলে সুরাপান-দোষ নষ্ট হয় না। যজ্ঞে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণার্থ পশুবধ করিয়া যে হিংসার উৎপত্তি হয়, পুনরায় হিংসা দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না।

যাঁহারা গৃহমেধীয় কর্ম্মকাণ্ডদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে মনে করেন, তাঁহাদের গৃহমেধীয় শ্রৌতবিধি পুনরায় তাঁহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডেই নিযুক্ত করে। কিন্তু শ্রীনারায়ণকথিত পাঞ্চরাত্রিক হরি-সেবাকর্ম্ম দ্বারা জীবের ভোগপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়। হরিসেবা ব্যতীত গৃহমেধীয় কর্ম্ম কখনই জীবকে ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে না। গৃহমেধিগণ পুনঃ পুনঃ পাপ ও পুণ্যে আবদ্ধ হন। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে পরীক্ষিত এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন,—

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎপাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্।
কর্ম্মণা তদপোহেত ভূয়ো বিদ্বান্ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্॥

—পাপ করিলে ইহ লোকে রাজদণ্ড ও লোকনিন্দাদি ভয় এবং পরলোকে নরকপাতাদি ঘটিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া শুনিয়া জীবগণ পাপকে অহিতকর বলিয়া জানিতে পারে। কিন্তু জানিয়াও, প্রায়শ্চিত্তের পরেও বিবশভাবে পুনঃ পুনঃ সেই পাপকর্ম্মই করিয়া থাকে। অতএব যাদৃশ বাস্তিকরভাবিকে কিরূপেই বা 'প্রায়শ্চিত্ত' বলা যাইতে পারে? অর্থাৎ ঐ সকলের দ্বারা যখন প্রায়শ্চিত্তের পরও পুনঃ পুনঃ পাপপ্রবৃত্তিই হইয়া থাকে, তখন উহারা প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত শব্দবাচ্য নহে।

শ্রীশুকদেব তদুত্তরে বলিতেছেন,—

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥

পাপাচরণ-সমূহ—কর্ম্ম, আবার চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহও কর্ম্ম, অতএব কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের সমূলে উচ্ছেদ আশা করা যায় না। কারণ, ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের অধিকারিগণ সকলেই অবিদ্বান্ (অজ্ঞ)। তাঁহাদের অবিদ্যা-ধ্বংস না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপক্ষয় হইলেও সংস্কার বশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপবৃক্ষেরই অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। হে রাজন্, আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন,—'প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত কি'? তদুত্তর এই যে, অবিদ্যা নিবর্ত্তনার্থ ভগবজ্জ্ঞানই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

আকর্ষণ

(২)

আমরা বন্দনা করি কাহার? অতি হেয় অপস্বার্থ—অতিদূষ্য জড়কামের বন্দন মালিকা-গ্রন্থনেই নিযুক্ত আছি। কত সচন্দন কুসুমস্তবক বন্দনার নাম দিয়া কামনা বাসনার প্রদীপ্তানলে নিক্ষেপ করিতেছি। ক্রীতদাসাপেক্ষাও সহস্রশক্তি ধারণ করিয়া নির্ব্বিবাদে সেই রাক্ষসী মায়াবিনীর চরণ-দাসত্বে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। দুষ্টার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত কত অন্যায় কার্য্য—কত অসৎ আদেশ পালনে দ্বিধা বোধ করিতেছি না। আর সত্যের কথা কি বলিব! মায়িকসংসারে কি যে প্রীতির সহিত মোহময় সখ্য স্থাপন করিয়াছি, তাহা আধুনিক কবিগণের লিখিত উচ্ছ্বাস-ময় কবিতাগুলির স্বাদামোদী রসিক (?) ব্যক্তিরা ভালরূপেই জানেন। তাঁহারা সংসারপ্রীতিবশে, "যদিবেকণা কৃষ্ণ-কুশলা মধুরহাসিনী" প্রভৃতির রূপ-মধু পানের জন্য কোটী কোটী বার এই রঙ্গিনী ধরিত্রীসুন্দরীর স্নেহবক্ষে (?) আশ্রয় পাইতে চাহেন।

আত্মনিবেদনের বিষয়ে বলাই বাহুল্য; কেননা মায়ার গোলাপী মদিরাসক্ত কোন্ ভাগ্যবান (?) ব্যক্তিই বা জড়ীয় বিভব বিভূষার নিকট আত্মাকে বিক্রয় না করিয়াছেন? মনোধর্ম্ম-মহাজনের নিকট স্বীয় নিরপেক্ষ চেতনবৃত্তিকে 'বন্ধক' দিয়া আমরা ত সম্পূর্ণরূপেই তদীয় আনুগত্য করিতেছি। হায়, নিত্যবিমুখ আমাদের আজ স্বরূপবিস্মৃতির ফলে কি দারুণ দুর্গতিই না ঘটিয়াছে!

একটী শত্রুর বৈরিতায় কত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, আর কৃষ্ণপাদপদ্মবৈমুখ্য বশতঃ আমরা দশটি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধি-রাজ 'মন,' এই একাদশ শত্রুর ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইতেছি। অতৃপ্ত তাহারা আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা দুরন্তরূপে আমাদের কেশাকর্ষণ করিয়া ঘুরাইতেছে। পরমহংসসঙ্ঘের নিত্যোপাস্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত বিষয়াসক্ত আমাদের দুর্গতির সম্বন্ধে অনন্ত প্রমাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ত্বিন্দ্রিয়কৃতোঽচ্যুত বিক্রিয়তি ন বিদ্মহে
ত্বন্মায়য়ামৃতবৃধস্তব পাদমূলম্।
মোহিতস্য ন তবেহজ ভবোঽপবর্গো
ভ্রাম্যন্ রজস্তমসি কর্ম্মপথে কুতস্চিৎ॥
ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥"

অর্থাৎ হে অচ্যুত, বিষয়রসলিপ্সু, অসতী স্ত্রিজিহ্বা প্রবল লালসা-সহকারে মধুরাদি রসের দিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে; শিশ্ন ও ত্বক্ এক একদিকে আকর্ষণ করিতেছে। ক্ষুধায় জঠরানল উদ্দীপ্ত হইয়া যে কোন

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

রামচন্দ্রপুরের চড়া বা কাঁকড়ার মাঠ নামক স্থান ও কাজীর বাড়ী কোনদিন ভাগীরথীর একতীরবর্ত্তী ছিল না এবং থাকিতেও পারে না। ঐরূপ কল্পিত হইলে কাজি-দলন-দিবসের সংকীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কাজীর বাড়ী আসিতে গঙ্গাপার হইতে হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, কাজি দলনের দিবস নগর-সংকীর্ত্তন-কালে মহাপ্রভু গঙ্গা পার হন নাই।

কাঁকড়ার মাঠ কাজির বাড়ী হইতে প্রায় ৪।৫ মাইল দূরে। ঐস্থান হইতে গঙ্গানগর হইয়া রামনপুকুর আসিতে হইলে রুদ্রপাড়া (একটী প্রসিদ্ধ স্থান) পার না হইয়া আসিবার উপায় নাই। কিন্তু কীর্ত্তনের পথে গঙ্গার তীরে তীরে কয়েকটী ঘাট পার হইয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গানগরে পৌঁছিয়া সিমুলিয়া (রামনপুকুর) কাজির বাড়ী আসিয়াছিলেন।

রুদ্রপাড়াই রুদ্রদ্বীপ এবং ইহা বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জ ও গঙ্গানগরের মধ্যবর্ত্তী স্থান। অধিকন্তু কাঁকড়ার মাঠ হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে সমগ্র কীর্ত্তনের পথটী ২৫।২৬ মাইল দীর্ঘ হইয়া যায়। ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

শ্রীনবাস আচার্য্যের ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও আমরা দেখিতে পাই, অন্তর্দ্বীপ হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্য সিমুলিয়া গিয়াছিলেন। অন্তর্দ্বীপ কাজির বাড়ী ও সমাধি—সিমুলিয়া হইতে শ্রীমায়াপুরের পথে অবস্থিত। এক্ষণে কাঁকড়ার মাঠে (যাহা বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জের সহিত জড়িত হইয়াছে) জন্মস্থান অনুমানিত এবং ঐস্থানকে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুররূপে গঠন করিতে চাহিলে ঐস্থান হইতে সিমুলিয়া যাইতে রুদ্রপাড়া বা রুদ্রপুর (যাহা ভক্তিরত্নাকরে 'রুদ্রদ্বীপ' বলিয়া লিখিত হইয়াছে) পার না হইয়া সিমুলি যাইবার উপায় নাই।

অমেধ্য বস্তুর প্রতি ধাবিত হইতেছে। শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চপল নয়ন-যুগল নানাবিধ বিষয়ের প্রতি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ বিভিন্ন কর্ম্মের প্রতি আমাকে সবলে আকর্ষণ করিতেছে। কামুকী সপত্নীগণ যেমন হতভাগ্য গৃহপতিকে ব্যতিব্যস্ত করে, তদ্রূপ উদ্দাম ইন্দ্রিয়গুলিও বিভিন্ন দিকে আমাকে আকর্ষণ করিয়া নিয়ত বিব্রত করিতেছে।

ভবব্যাধিবিনাশন শ্রীশ্রীগুরুদেবের শোকমোহভয়াপহা শ্রীচরণাব্জে নিষ্কপট শরণাপত্তি স্বীকার না করা পর্য্যন্ত আমরা নিজচেষ্টায় কখনই এই ক্লেশকর অবস্থা হইতে মুক্ত হইব না।

যৎকিঞ্চিৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩৪তম সংখ্যার পর)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত তন্ত্রসাগর-বচন তাঁহার আগলেই আসে না—"তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্" এই শ্লোকের 'নৃণাম্' পদের অর্থ তিনি ঋষি কুলকেই লক্ষ্য করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'নৃণাম্' পদে মানবমাত্রকেই বুঝায়। ইহাতে তাঁহার হয় কোষজ্ঞানের অভাব, নতুবা নির্ম্মৎসর ভাগবতগণের বিচার প্রণালীতে দোষারোপ বশতঃ যেরূপ মৎসরতাই প্রকাশ পায়, তাহারই অনুগমন হইয়া পড়ে।

কবিরাজ মহাশয়ের "আগম প্রামাণ্য" অধীন নাই। তিনি ভাগবতগণকে অব্রাহ্মণ বলিতে উদ্গ্রীব তাঁহার বিশ্বাস-মতে, সংস্কারবর্জ্জিত ব্যক্তির অধ্যয়নমার্গে অধিকার আছে; কিন্তু ইহা শাস্ত্রবিশ্বাস না ও হইতে পারে। বৈষ্ণবসতিগণের প্রতি বীতরাগ হওয়ায় তিনি গৃহে ব্যাডল-মতে দৃঢ় থাকিতেই বাসনা করেন। সুতরাং গৌড়ীয়মঠের প্রাচার্য্য বিষয়ে তাঁহার প্রবেশ কষ্টসাধ্য। কৃষ্ণেতরাভিলাষী হইয়া অন্যাভি লাষী থাকিলেই তাঁহার মতে শুদ্ধভক্তি অর্জ্জিত হয়। তজ্জন্য তিনি সন্ধীর্ত্তকী-গণের ছদ্মাগানের পক্ষপাতী। তজ্জন্যই তিনি বিদ্বদ্বৈষ্ণবগণের সভার বক্তা হইয়া রুদ্ধবাক্ হইতে বাধ্য হন।

কবিরাজ মহাশয়ের সোদ্যম স্মরণ আছে যে, কএকবৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণাড়ার এক সভায় তাঁহার বাণী রুদ্ধা হইয়াছিল।

---

(১)

অধ্যাপক এম্, টি, নরসিংহ আইঙ্গার রামানুজীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তিনি ২৩ বৎসর ধরিয়া বি এ এবং এম-এর পরীক্ষক ছিলেন। এক্ষণে "ভগবদবতার" (?) সাজিয়াছেন। বাঙ্গালা-দেশেই কএকটি মানব অবতার হইতে-ছিলেন। এক্ষণে এই সংক্রামকব্যাধি মাল্লেশ্বরম্, বাঙ্গালোর, মহীশূরেও ব্যাপ্ত হইল।

এই নরসিংহ আয়েঙ্গার আপনাকে বিষ্ণু (?), নৃসিংহ (?), শ্রীচৈতন্যদেব ?) প্রভৃতি বলিয়া আত্মনির্দ্দেশ করায়, হয় লোকটীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, না হয় মায়াবাদ-দোষে দুষ্ট হইয়া হিতাহিত জ্ঞান-রহিত হইয়াছে।

শ্রীযুত ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার ত্রিদণ্ডি-স্বামিপাদ কার্য্যোপলক্ষে বাঙ্গালোরে গিয়া-ছিলেন। এই নবীন অবতারের কথা তিনিও বোধ করি শ্রবণ করিয়াছেন।

নরসিংহ আয়েঙ্গার আপনাকে সন্তানের কল্কি বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপঞ্চক' নামক পাঁচটি শ্লোকে আপনাকে ভগবদ্বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত করিয়া নানা অমঙ্গলের কথা বলিয়া মানবে দেবত্বারোপবাদে স্বয়ং দুষ্ট হইয়াছেন। এই শ্রেণীর মায়াবাদ নিরসন করিবার জন্যই গৌড়ীয়মঠের প্রচার-চেষ্টা।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী পদ্যসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৮/০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি ওঁ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী চিদানন্দস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দদায়িনী ত্রিদণ্ড-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাভিভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও রথসঙ্কীর্ত্তন—১৩টী অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদে গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র

ভজন

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট [illegible]—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় লীপূর্ণ [illegible] গ্রন্থ। লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা [illegible] আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্বজ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাশালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ কর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ২৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাবা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কষ্ট রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখিতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখা ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ষ্ট্যাম্প টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, বন্ধ্যা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত জি পাল সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, ভাটপোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৩নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্ট্রীট, ডিপা টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার - গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আলিপুর হত্যার জের

গত ৫ই আগষ্ট গোয়েন্দা পুলিসের বিশেষ বিভাগের কর্ম্মচারিগণ খানা-তল্লাসী পরোয়ানা লইয়া সরকার বাই লেনে ও চীৎপুর স্ট্রীটে অবস্থিত দুইটী মেস বাটীতে হানা দেয়। তথায় বহুক্ষণ ধরিয়া খানাতল্লাসের ফলে পুলিস কতক-গুলি কাগজপত্র হস্তগত করে। প্রকাশ, গোয়েন্দা কর্ম্মচারীগণ তিনটী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় থানায় লইয়া যায়। তথায় জবানবন্দী লিখিয়া লইয়া তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

আলিপুরের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ গারলিকের হত্যা সম্পর্কে এই খানাতল্লাস হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

কাশ্মীর হাঙ্গামার মূল কারণ

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ যে সংপ্রতি কাশ্মীর রাজ্যে যে গোলযোগ ঘটিয়াছিল আবদুল কাদিরই তাহার মূল কারণ। স্থানীয় জেলে দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারার অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছিল। তাহাকে কাশ্মীর রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে।

গান্ধীজীর লণ্ডনগমনে সংশয় দূর

সিমলা হইতে প্রকাশ যে গান্ধীজী লণ্ডন যাইবেন কিনা সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ দেখা যাইতেছে না, কেন না শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বড়লাট ভবনে এক তার করিয়া জানাইয়াছেন যে, 'মুলতান' জাহাজে তাঁহার জন্য যেন একটী কক্ষ রিজার্ভ করা হয়।

ফেরীওয়ালা বালক নিহত

গয়া হইতে প্রকাশ যে মরুয়াগঞ্জ মহল্লায় মহাদেব নামক ১৮ বৎসর বয়সের একটি বালককে তাহার বাড়ীতে কে বা কাহারা হত্যা করিয়াছে। গত ৪ঠা আগষ্ট বেলা ৪॥টার সময় সে কাপড় ফেরী করিয়া বাড়ী ফিরে, বৈকালে ৫॥টার সময় তাহাকে নিহত দেখা যায়। পুলিস ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

পার্লামেণ্ট সদস্যের কারাদণ্ড

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, মিঃ জে, ম্যাকগভর্ণ একজন পার্লামেণ্টের সদস্য কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার আচরণে কমন্স সভায় মারামারি আরম্ভ হইয়াছিল। এই অপরাধে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। ৪ঠা আগষ্ট বিচার হইয়া গিয়াছে. বিচারে ম্যাক গভর্ণের ৩ পাউণ্ড জরিমানা বা ২০ দিনের জন্য কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। স্থানীয় ময়দানে বিনা আদেশে সভা করিয়াছেন বলিয়া আসামীর এইরূপ শাস্তি বিধান হইয়াছে।

এই সঙ্গে আরও ৭ জনের শাস্তি হইয়াছে। আসামী বলিয়াছেন, আমি জরিমানা দিতে পারিব না। আমি জেলে যাইব।

লয়েড জর্জ্জ আরোগ্যের পথে

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, উদার-নীতিক দলের নেতা মিঃ লয়েড জর্জ্জ চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছেন।

মৎস্য শিকারে দাঙ্গা

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ যে, কিশোরগঞ্জ ফৌজদারী আদালত হইতে প্রায় ২ মাইল দূরবর্ত্তী দীঘিরপাড় গ্রামে দাঙ্গার ফলে স্থানীয় উকিল শ্রীযুত হরেন্দ্র-কুমার দেব বক্ষঃস্থলে গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও অল্পবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রও সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে।

দাঙ্গার কারণ চণ্ডীচরণ দীঘি নামক একটা পুষ্করিণীর অধিকার প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহু মুসলমান তথায় মৎস্য শিকার করিতে আইসে। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত দেব পুলিসে সংবাদ দিবার জন্য একজন চৌকিদার ডাকিয়া পাঠান। তাহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মুসলমানগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মৎস্য ধরিতে আরম্ভ করে। ফলে উভয় পক্ষে দাঙ্গা বাধিয়া যায় মুসলমানদিগের পক্ষে একজন গুরুতররূপে আহত ও কয়েক জন অল্প বিস্তর আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

উভয় পক্ষেরই বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। শ্রীযুত দেব ও তাঁহার ভ্রাতা পুলিসের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন। তাঁহারা এখন জামীনে মুক্ত আছেন। পুলিস প্রায় ২২ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পেণ্ডী হত্যার মামলা

গত ৩রা আগষ্ট মেদিনীপুরে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনের এজলাসে মিঃ পেণ্ডী হত্যার মামলা উঠে। আসামী জ্যোতিজীবন ঘোষ, বিবেকানন্দ বসু, ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—যাঁহারা ১০ হাজার টাকা হিসাবে জামীনে মুক্ত ছিলেন, তাঁহারা আদালতে হাজির হয়েন। মামলা ৩রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

কানপুরে আবার সশস্ত্র ডাকাতি

৬ই আগষ্ট প্রকাশ্য দিবালোকে কালুকঠি নামক প্রধান বস্ত্র বাজারে এক সশস্ত্র ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে এই স্থানে প্রায় ২ মাস পূর্ব্বে এইরূপ একটি ডাকাতী হইয়া গিয়াছে।

ঐ তারিখে ডাকাতীর বিবরণে প্রকাশ রামস্বরূপ নামক দোকানের সিল-কালেক্টর সূর্য্যপ্রসাদ প্রায় ১১ শত টাকা আদায় করিয়া দোকানে ফিরিবার সময় পথি-মধ্যে ২ জন রিভলভারধারী যুবক তাঁহাকে আক্রমণ করে। সুন্দর সিংহ ও দীন-দয়াল নামক ২ জন পথিক ঐ সময়ে ঘটনাস্থলে আসিয়া সূর্য্যপ্রসাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়েন। দুর্ব্বৃত্তেরা তখনই তাঁহাদের প্রতি গুলী করে। পথিক ২ জন গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছেন। হাস-পাতালে তাঁহাদের অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছে। দীনদয়ালের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিস পরে একজন আততায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উহারা কোন টাকা-কড়ি লইয়া পলাইতে পারে নাই।

বি, এ, ক্লাসের ছাত্র ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার

রংপুর হইতে প্রকাশ যে ৩১শে জুলাই তারিখে মহীগঞ্জে ডিমনা জংসনে যে ডাকাতির চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার সহিত সম্পর্ক আছে মনে করিয়া স্থানীয় পুলিস ৫ই আগষ্ট প্রাতে ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এবং বিমলাকান্ত মৈত্র নামক বি, এ, ক্লাসের দুইজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহাদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে এবং তদন্ত চলিতেছে।

পুলিসের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ

নাগপুর হইতে প্রকাশ যে, পণ্ডিত শুক্ল 'এ' শ্রেণীর সত্যাগ্রহী বন্দীরূপে কিছুকাল জেলে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি জেলে থাকিবার কালে পুলিস তাঁহার নিকট হইতে জোর করিয়া আঙ্গুলের ছাপ লইয়াছিল। পণ্ডিত শুক্লের পক্ষে সার হরি সিং গৌর উক্ত অভিযোগে সিওনীর ডেপুটী কমিশনার মিঃ সীম্যান ও অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার মিঃ পেস্কারকারের বিরুদ্ধে ১৫ হাজার টাকার দাবীতে এক ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিয়াছেন।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা

যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার বিচার হইতেছে, ঐ ট্রাইব্যুনালে আসামী গঙ্গানন্দ পোদ্দারের পক্ষে জামিনের আবেদন করা হইয়াছিল। আসামীর স্বাস্থ্য খারাপ বলিয়া ট্রাইব্যুনাল ইহাকে ২ মাসের মেয়াদে জামিনে খালাস দিয়াছেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীর অনশন

পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভাগ-রাম বর্ত্তমানে লাহোরের সেনট্রাল জেলে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকাশ, গত ৯দিন যাবৎ তিনি প্রায়োপবেশন করিতে-ছেন।

পিকেটিং মামলায় আসামীদের ৩ মাস কারাদণ্ড

আমৃতসরে মদের দোকানে পিকেটিং সম্পর্কে প্রহার ও বে-আইনী আটকের অভিযোগে অভিযুক্ত শ্রীযুত নটেসন, খাদেবনাশা, ভোরাইস্বামী, চিন্নাস্বামী এয়াঙ্গন ও বরদুর সাব ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে গত ৪ঠা আগষ্ট ৩ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

গোল টেবিলে সদস্য মনোনয়ন

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে গোল-টেবিল সম্মেলনের এবং সংখ্যায় লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিছারক সাব কমিটির নব মনোনীত সদস্যগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন মুসলমান সদস্যের এবং বৈদেশিক-গণের স্বার্থ সংরক্ষক সদস্যগণের আধিক্য এবং জাতীয় ভাবাপন্ন মুসলমান সদস্যের অভাব দেখিয়া স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক মহলে নিতান্ত হতাশার সৃষ্টি হইয়াছে।

উপাসনা অজুহাতে পুলিস

ভিলনা হইতে সংবাদ আসিয়াছে একদল গুপ্ত পুলিস সীমান্ত রুষিয়ার একটি গ্রামে ক্যাথলিকদিগের গির্জ্জায় অত্যাচার করিয়াছে। উহারা সাতজন লোককে গুলী করিয়া মারিয়াছে এবং উপাসনা করিবার সময় ১৪৫ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পুলিসের কর্ত্তা বলিয়াছেন গির্জ্জার ভিতর বিপ্লববাদীদিগের একটা সভা হইবে শুনিয়া আমি তথায় দলবল লইয়া গিয়া-ছিলাম তথায় পৌঁছিবার পর গির্জ্জায় প্রবেশ করিবার অনুমতি না পাওয়ায় পুলিসের দল ঠেলিয়া এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

[illegible] ড়িতেছে

ল[illegible]ীর চেষ্টা

নন্দনগাদিতে হি[illegible]ান ঐক্যের কথা

কোচম্যানের কীর্ত্তি

সালিশী কর্ম্মীর নামে ১০৭ ধারা

বরিশালে জনসভা

গোল টেবিলের প্রতিনিধি

মালপত্র বোঝাই দিয়া গাড়ীতে চাপিয়া কোচম্যানকে বড়বাজারের বাঁশতলা লেনে গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করেন। তথায় পৌঁছিয়া মালপত্র গাড়ী হইতে নামাইবার সময় একটি বাক্স কম দেখা গেল। উক্ত বাক্সে মূল্যবান গহনা ও দামী কাপড় জামা বোঝাই ছিল। কোচম্যানকে বাক্সটির কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে কোচম্যান সদুত্তর দিতে পারে নাই। সন্দেহক্রমে কোচম্যানকে পুলিসে ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় বাজারের পুলিস এই বিষয়ে তদন্ত করিতেছে।

বরিশালে জন-সভা

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে বরিশালবাসীর পক্ষ হইতে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গত ৬ই আগষ্ট সন্ধ্যায় রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র দাস-গুপ্তের সভাপতিত্বে অশ্বিনীকুমার হলে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত সেন এম, এ, বি, এল, সার সুরেন্দ্রনাথের জীবন ও কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বর্গীয় মহাপুরুষ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর সভা ভঙ্গ

রেঙ্গুণ ব্যারিষ্টারের মৃত্যু

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে ৮ই আগষ্ট প্রাতঃকালে ব্যারিষ্টার মিঃ ই, এ, ভিলা নিমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ফৌজদারী আদালতের একজন বিখ্যাত ব্যবহারাজীব এবং সুনিপুণ খেলোড়ার ছিলেন।

ধুবড়ীতে জনসভা

শ্রীযুক্তা সাধনা দেবী নাম্নী একজন মহিলা কর্ম্মী গৌহাটী হইতে গত ৬ই তারিখে প্রাতঃকালে ধুবড়ীতে পৌঁছিয়াছেন। এবং সন্ধ্যায় গৌরীপুর ময়দানে ওজস্বিনী ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে প্রায় ১ সহস্র ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়াছিল। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে মহিলা ও বালিকার সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক ছিল। তিনি মহিলা-দিগকে খদ্দর ও চরকাগ্রহণ করিতে এবং মাসের মধ্যে এক দিন সভাধিবশনের ব্যবস্থা করিয়া দেশের অভাব ও অভিযোগের আলোচনা করিতে অনুরোধ করেন।

কোচম্যানের

জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া গাড়ীর ছাদে নিজের

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ডাঃ এম, এ, আন্সারী ভূপালের নবাবের সহিত তাঁহার চিকিৎসকরূপে বিলাত গমন করিতেছেন। ভূপালের [illegible] এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন [illegible] আন্সারী নবাবের সঙ্গীরূপে [illegible]তেছে

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিমেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাম্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' বন্ধালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগন্নাথাশ্রম দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅমরজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচিহ্ন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নাকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীলতাকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনীলমণি দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

নয়াগঞ্জ, প্রয়াগ ষ্টেশন, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমাধবেন্দ্রমহন্ত

মাউগাছি, জাহানগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আশ্রম

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীরামনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

রক্ষক- ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন এলবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঘুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীজগদীশজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫০নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরক্ষ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবল্লভ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম, কাপেন্টার্স, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগন্নাথানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১৩ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ২৬শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১১ আগষ্ট ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার | ১৩৬তম সংখ্যা।

সাময়িকী

গত ২০শে শ্রাবণ ৫ই আগষ্ট বুধবার ঢাকাস্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে পণ্ডিতবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পদবিদ্যাবিনোদ এম্‌ এ 'শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা' সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্বারা সমাগত জনগণকে ভবরোগের ঔষধস্বরূপ শুদ্ধভাগবতবাণী প্রাণের সহিত দিয়া পথ্যস্বরূপ বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল। ভক্তাগ্রণ শ্রীযুত জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করিয়াছেন।

মাদ্রাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার গণেশ নারায়ণ গত ৪ঠা আগষ্ট কতকগুলি ভদ্রলোকের সহিত মাদ্রাজগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়াছিলেন। তিনি মাদ্রাজগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ২৯শে জুলাই তারিখে "বাবু কানাইলাল থিয়েটার হলে" "গীতার বাণী" সম্বন্ধে ইংরাজীতে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। লালা কেশোরাম শিখরী, স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ এ্যাড্‌ভোকেট ও ছগিয়ানা মন্দির সভার সভাপতি উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন এবং স্থানীয় বহু উচ্চ শিক্ষিত উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার, প্রফেসার ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বিশেষ মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

উক্ত স্থানে প্রচারের জন্য রায় সাহেব বসন্ত লাল, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইনকমটাক্স কমিশনার, বাবু লালচাঁদ এম্‌ এ, ইনকামটাক্স অফিসার, মিঃ জি, আর সেটী, বাবু হরনাম দাস ডেভিসার, বি, এ, বাবু নলিনাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইনষ্টিটিউটের প্রিন্সিপাল, মিঃ বি, সি, দত্ত, রায়সাহেব হরিরাম কোহলী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। ইহা ছাড়া বাবু ত্রিলোচন মেহারা, বাবু চুনীলাল প্রভৃতি ভদ্রলোকগণও প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, গত ৭ই জুলাই হইতে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে এবং গত ২রা আগষ্ট রবিবার তারিখে সাধারণ মহা মহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। মহামহোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

যাহাতে বহু নরনারীর শ্রীহরিকথা-শ্রবণের বিশেষ সুবিধা হয়, তজ্জন্য মহোৎসবের পূর্ব্ব হইতে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সুদর্শনসনাতন দাস অধিকারী মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে একটী সুবৃহৎ অস্থায়ী নাট্যমন্দির রচিত হইয়াছিল এবং ভক্তগণ তাহা নানাপ্রকারে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।

মহোৎসবের দিন মঙ্গলারাত্রিকের পরই শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা ও শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক-কীর্ত্তনান্তে 'জীব জাগ, জীব জাগ' প্রভৃতি অরুণোদয় কীর্ত্তনে এবং খোল করতালের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া পড়িল। সেই ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ভাগ্যবান্ জনগণ মঠের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন।

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মহোৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যোগ্যতা বুঝিয়া মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণকে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টী, শ্রীযুক্ত যোত্তম-মঠের রক্ষক, স্থাপত্যবিদ্যা বিশারদ ও কারুকার্য্যে সুনিপুণ শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রী শ্রীগৌরবিনোদ-রমণজীউর শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীমন্দির সুসজ্জিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি তাঁহার প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরমণ-জীউকে এবং শ্রীমন্দিরটীকে বিচিত্র পত্র, পুষ্প, পুষ্পমাল্য ও বিভিন্ন সেবোপকরণ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া সর্ব্বচিত্তাকর্ষক করিয়াছিলেন। দর্শকগণ দর্শন করিবার সময় মনে মনে ভাবিতেছিলেন--যিনি এই শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহকে এইরূপ অপূর্ব্ব ভাবে সজ্জিত করিয়াছেন, না জানি, তিনি তাঁহার হৃদয়মন্দিরে শ্যাম-সুন্দরের কিরূপ ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন!

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবক শ্রীপাদ নদীয়া-নন্দ ব্রহ্মচারীজী বিবিধ পাককার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

সুকণ্ঠগায়ক শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী মহাশয় মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

গৃহস্থভক্তগণের কিরূপে প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধিদ্বারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করা কর্ত্তব্য, তাহার আদর্শ শ্রী যুক্ত সুদর্শন সনাতন দাসাধিকারী প্রভু দেখাইয়াছেন।

কটকনগরের সৌভাগ্যক্রমে এবৎসর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মহোৎসবের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে অবস্থান করায় এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সন্নিধিতে পরিদর্শন ও পরিচালন করায় মহামহোৎসবটী সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

আর একটী আনন্দের সংবাদ এই যে, মহোৎসবের দিন অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুইবার আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং মনে হইতেছিল, এখনই মুষলধারে বারি বর্ষিত হইয়া আনন্দোৎসবের বিঘ্ন ঘটাইবে, কিন্তু সহরের কোন কোন স্থানে প্রবলভাবে বারি বর্ষিত হইলেও শ্রীমঠে এবং নিকটস্থ পল্লী সমূহে দুই এক মিনিট বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইয়াছিল মাত্র। তাহাতে মনে হইল, যেন দেবগণ মহোৎসব দর্শন করিতে আসিয়া লোকলোচনের অগোচরে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিলেন। শ্রীগুরুদাস-গণের এই অলৌকিকী শক্তি দর্শন করিয়া সাধারণ লোক অতিশয় আনন্দিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীগুরুসেবকগণের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীচৈতন্যবাণীকীর্ত্তন-প্রভাবে ভাগ্যবান্ জীবের হৃদাকাশ হইতে অনাদি-কালের অবিদ্যারূপ ঘোর মেঘ বিদূরিত হইতেছে দেখিয়া শুদ্ধভক্তগণ অধিকতর আনন্দিত এবং মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে
প্রভুপাদের বক্তৃতা

বিগত ২৭শে জুলাই তারিখে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে' শুভাগমন পূর্ব্বক যে নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মানব-জাতির প্রধান পুরুষ মনুর সময় হইতে শিক্ষার প্রণালী বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। Old Testamentএও মুসা জেরিমিয়া প্রভৃতি আদিম পুরুষগণ শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; শিক্ষার আদর পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে।

অশিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য—অশিক্ষিত ব্যক্তির উপর প্রভুত্ব করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে।

শিক্ষা—নানাবিধ। কতকগুলি শিক্ষা শারীরিক কল্যাণ বিধান করে, কতকগুলি শিক্ষা মানসিক কল্যাণ বিধান করে; আবার কতকগুলি শিক্ষা নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধান করে। শিক্ষাবিধান-বিচারে ন্যায়ানুগত শিক্ষাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। অন্যায় শিক্ষা চিত্তকে অসংযত করে। সংযত জীবন (Regularity of life) শিক্ষার পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয়। উচ্ছৃঙ্খল জীবন (Irregular life) শিক্ষার অভাবজ্ঞাপক। জনসাধারণের উপকারের জন্য যে শিক্ষার উপযোগিতা, উহাই ন্যায়শিক্ষা। যে শিক্ষায় জনসাধারণের উপকার হয় না, তাহা অন্যায় শিক্ষা।

প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য কতকগুলি Civic বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। সেগুলি লঙ্ঘন করা নীতিবিরুদ্ধ। সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় রীতি-নীতি, ক্রিয়াকলাপ যেখানে উদারতার অভাব প্রকাশ করে, সেখানে দেশবিশেষের বা কার্য্যবিশেষের জন্য উদ্দিষ্ট হইলেও সেগুলি মানবকল্পিত সাম্প্রদায়িকতা মাত্র।

আমাদের দেশে শুক্রনীতি, চানক্যনীতি প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেগুলি বর্ত্তমান সময়ে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া দেশ-কাল পাত্র-বিশেষ-সমন্বয়ে (Toleration) আকার ধারণ করিয়াছে। উদারতার অভাব দ্বারা নীতির অভাব জ্ঞাপন করে।

নীতি আর ধর্ম্ম বলিয়া দুটী জিনিষ আছে। যে নীতি—ধর্ম্মবর্জ্জিত, তাহা উদার নীতি নহে। ধর্ম্মবর্জ্জিত অবস্থাতে কতকগুলি নীতি পালনীয় বটে, কিন্তু যে সমস্ত নীতি ধর্ম্মের বিরোধ বা পরস্পরের বৈষম্য উৎপাদন করে, সেগুলি ঐহিক সাধারণ নীতি; সুতরাং তাৎকালিক মানবকল্পিত মনোধর্ম্মপর; কিন্তু ধর্ম্মজিনিষটা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়-সম্বন্ধী ব্যাপার, পরলোকবিচাররহিত সাধারণ নীতিগুলি ঐহিক সুখকর। সুতরাং ধর্ম্মের অন্তর্গত নীতি হওয়া আবশ্যক; নীতির অন্তর্গত ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক নহে। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ নিরীশ্বর-নৈতিক জীবন অপেক্ষা সেশ্বর-নৈতিক জীবনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং সেশ্বর নৈতিক জীবন অপেক্ষা সাধন ভক্তের জীবন, তদপেক্ষা ভাবভক্তের জীবন এবং সর্ব্বোপরি প্রেমভক্তের জীবন ভাবত্রয়-বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য মনীষিগণ বলেন,—নীতির অন্তর্ভুক্ত ধর্ম্ম। আগে নীতি (Morality), পরে ধর্ম্ম (Religion)। নীতি (Morality)—মুখ্য (Primary), আর ধর্ম্ম (Religion) গৌণ (Secondary)। সুধী শ্রোতৃবর্গ বিচার করিবেন, নীতির অন্তর্ভুক্ত ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত নীতি।

যাহা অপরের অন্যায় সাধন করে না, তাহা নৈতিক। আর যাহা অপরকে আপনার করিয়া তুলে—সকলের প্রতি সমদর্শন আনয়ন করে, তাহা ধর্ম্ম। সুতরাং যাহা উভয়ের প্রতি বৈষম্য আনয়ন করে, তাহা সৎশিক্ষা নহে; সেরূপ শিক্ষা কুফলপ্রদ। শিক্ষার মধ্যে অশান্তি বা অন্যায় বলিয়া কোন জিনিষ থাকা উচিত নহে। সমতার অভাব থাকিলে সৎশিক্ষার অভাব বুঝিতে হইবে।

ইহজগতে অবস্থান-কালে ধর্ম্ম ও নীতি বিপর্য্যস্ত হইলে অশান্তি-ফল প্রসব করে। অভক্ত জীবন নীতিপুষ্ট হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে। সৎশিক্ষার অভাবনিবন্ধনই জীবন শান্তিহীন। উদারতা ও অনুদারতার আলোচনার অভাব ধর্ম্ম ও নীতে বৈষম্য আনয়ন করে। নীতিবিগর্হিত কার্য্যে অপরের অপকার উৎপাদন করে। অবিবেচনার কার্য্যফলে পরস্পর মনোমালিন্য ঘটে, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে

এই নীতিবিগর্হিত কার্য্যকে দণ্ডিত করিবার জন্য ফৌজদারী শাসন ব্যবস্থা ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code), ফৌজদারী কার্য্যবিধি (Criminal Procedure Code) সৃষ্ট হইয়াছে। আইন সভার মুখপাত্রদিগের দ্বারা দণ্ডবিধির প্রবর্ত্তন। অন্যায় করিলে—লোভবশতঃ পরের দ্রব্য আক্রমণ করিলে (Civil court এ) (দেওয়ানী আদালতে) দ্রব্যিণক্ষয়-শাস্তিবিধানের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩৫ সংখ্যার পর)

শ্রীনিবাসআচার্য্য জাজিগ্রাম এবং তৎপরে মাটিগাছি, মহেশপুর (মাহেশপুরাদি) পার হইয়া সর্ব্বশেষে রুদ্রদ্বীপে গিয়াছিলেন। যদি ক্যাঁকড়ার মাঠ হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু যাত্রা করিয়া থাকেন এবং প্রথমে সিমুলিয়া (সীমন্তদ্বীপ), পরে গাদিগাছা (গোদ্রুমদ্বীপ), তৎপরে মাজিদা (মধ্যদ্বীপ), তৎপরে রাতুপুর (ঋতুদ্বীপ), তৎপরে জাজিগ্রাম (জহ্নুদ্বীপ), তৎপরে মাউগাছি (মোদদ্রুমদ্বীপ) পার হইয়া মাতাপুর হইয়া রুদ্রপাড়া (রুদ্রদ্বীপে) যান, তাহা হইলে তাঁহাকে যাইবার মুখে এক বার রুদ্রদ্বীপ পার হইয়া যাইতে পুনরায় ক্যাঁকড়ার মাঠকে পশ্চাতে রাখিয়া, রুদ্রপুর গিয়া তথা হইতে স্বর্ণবিহার হইয়া পুনরায় মধ্যদ্বীপের মধ্যদিয়া ১০।১২ মাইল হাঁটিয়া ক্যাঁকড়ার মাঠে ফেরৎ আসিতে হয়। ইহা ভক্তিরত্নাকর প্রদত্ত বর্ণনার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের যে ভ্রমণ বিবরণ অন্তর্দ্বীপ সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে, তাহা যদি এই পরিক্রমা ম্যাপের সহিত বা কোন সেটেলমেণ্ট ম্যাপের সহিত মিলাইয়া পাঠ করা যায় তাহা হইলে ক্যাঁকড়ার মাঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান কদাচ কোনমতেই বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য করা যাইবে না।

আবার দেখুন, আতোপুর বা অন্তর্দ্বীপ হইতে স্বর্ণবিহার দৃষ্ট হয়, ভক্তিরত্নাকরে ইহা লিখিত আছে। যদি বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জের সংলগ্ন মাঠ আতোপুর হয়, তবে ঐস্থান হইতে ৫।৬ মাইল দূরে অবস্থিত স্বর্ণবিহার কোন মতেই দেখা যাইবে না।

গঙ্গানারায়ণ সিংহ যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিয়া সেই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় সেই মন্দিরে শ্রীশ্রীরামসীতার বিগ্রহ স্থাপন না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিতেন এবং ঐস্থানটীকে নিশ্চয়ই শ্রীনারায়ণপুর বলিয়া ঘোষণা করিতেন। তাহা হইলে ঐস্থান অদ্য রামচন্দ্রপুরের চড়া, বাহির দ্বীপের মাঠ বা ক্যাঁকড়ার মাঠ নামে খ্যাত না হইয়া অন্তর্দ্বীপের মাঠ বা শ্রীনারায়ণপুরের চড়া বলিয়াই খ্যাত হইত।

সহিত মিশ্রিত হইয়া গগনস্পর্শ করিতেছিল। তদ্দ্বারা দিগ্‌মণ্ডলের যাবতীয় অমঙ্গল দূরীভূত হইয়াছিল।

"ঘণ্টা ফণ্টা গুলো জলে ফেলে দেওয়া" মায়াবাদি-সম্প্রদায় অপেক্ষা এই লেখকের বিচার সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠকর।

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা ১৬ই শ্রাবণ (১৩৩৮) শনিবারের বঙ্গবাসী পত্রিকায় "আলিপুরের কাণ্ড" শীর্ষক প্রবন্ধে একস্থানে এইরূপ লেখা দেখিতে পাইলাম,—"যে বাড়ীতে বা পল্লীতে মঙ্গল-আরতির ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বালক-যুবক জাগরিত হয় ও সন্ধ্যার শঙ্খ-ঘণ্টার সুরাগত কল্যাণধ্বনি প্রাণে পৌঁছায়, সেখানে খুনে ডাকাত উদ্ভব হইতে পারে না।"

আমরা লেখকের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না; তিনি যথার্থই লিখিয়াছেন। মঙ্গল আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে শুধু ডাকাতের উদ্ভব কেন, জগতের যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৬।১ শ্লোকেও এইরূপ উক্তি আছে,—

নয়ন শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥

যেস্থলে মানবগণ নিজ নিজ ঐহিক এবং পারলৌকিক কল্যে সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষসভয়বিনাশক শ্রবণাদি (ভক্তাঙ্গের) আচরণ করেন না, সেইস্থলেই রাক্ষসীগণ অত্যাচারে সমর্থ কিন্তু যেস্থলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান, সেখানে ভয়ের আশঙ্কা কি?

উপরিউক্ত শ্লোকে শ্রবণাদীনি পদটীর আদি শব্দে কীর্ত্তনাদি যাবতীয় ভক্তাঙ্গকেই বুঝায়। আপাতিকের শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি ও ভক্তাঙ্গের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

ভগবানের শ্রবণাদি ভক্তাঙ্গে শুধু রাক্ষস বা ডাকাতের ভয় বিদূরিত হয় না, ডাকিনী, যাতুধানী ও কুষ্মাণ্ড নামক শিশু-বিঘ্নজনক গ্রহগণ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, বিনায়ক, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা প্রভৃতি দেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের হিংসকগণ, অপস্মার ও উন্মাদরোগ, স্বপ্নদৃষ্ট মহোৎপাতসকল বৃদ্ধগ্রহ ও বালগ্রহসকল বিষ্ণুর নাম গ্রহণে ভীত হইয়া বিনষ্ট হয়, এইরূপ উক্তিও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাই ভক্তাঙ্গযাজনের মুখ্যফল নহে কিম্বা ভগবদ্ভক্তগণ আত্মতোষণার্থ তাদৃশ আচরণ করেন না।

শ্রীউদ্ধব যেকালে ভগবদাদেশে নন্দব্রজে গমন করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনিও এইরূপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্যশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্॥
(ভাঃ ১০।৪৬।৪৬)

গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহাদের সেই কীর্ত্তন-ধ্বনি দধিমন্থন-শব্দের

(অতঃপর ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; মগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য- পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধাময়াহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জ্ঞানবর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ১০ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাঙ্গালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত অরিন্দম সিংহ, ১১৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, শাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৩নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন হস্টিং ডিস্পেন্সারী, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

লণ্ডন গমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ

বোম্বাই হইতে এরূপ এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ডাঃ এম, এ আন্সারী নিশ্চিতরূপে তাঁহার লণ্ডন যাত্রা বন্ধ করিয়াছেন

তিনি প্রথমতঃ গান্ধীজীর সহিত আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখে লণ্ডন যাত্রা করিবেন, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি যখন গত সপ্তাহে দিল্লী হইতে বোম্বাই যাত্রা করেন, তখন তাঁহাকে এ জন্য বিদায় অভিনন্দনে সম্মানিত করা হইয়াছিল।

রিভলভার চুরি

সিউড়ী হইতে প্রকাশ যে রবিবার ২রা আগষ্ট সন্ধ্যাকালে সিউড়ীর ডাক্তার অঘোরচন্দ্র রায়ের একটা ৮ নলা রিভলভার, ১০টা টোটা ও ১ শত টাকার নোট চুরি গিয়াছে। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

গোল টেবিলের প্রতিনিধি

গোল টেবিল বৈঠকের স্বাস্থ্যতন্ত্র গঠন কমিটীর সদস্য সার সুলতান আমেদ আগামী ১২ই আগষ্ট পাটনা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিবেন। তথা হইতে মুলতান জাহাজে ১৫ই তারিখে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। বিহারের অন্যান্য নেতা—দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ধিরাজ, সার আলি ইমাম ও মৌলভী সফী দাউদী এই সেপ্টেম্বর রণপুরা, জাহাজে যাত্রা করিবেন। আর আলি ইমামের সহিত লেডী ইমামও যাইবেন।

শিখ লীগের দাবী

গত বৃহস্পতিবারে শিখ যুব সমিতির উদ্যোগে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় সরকারকে নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে যে, গোলটেবিল বৈঠকে সেন্ট্রাল শিখ লীগ হইতে কোন সদস্যকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। এই হেতু তাঁহে সভা স্থির করিয়াছেন যে লণ্ডনে বৈঠকের যে সিদ্ধান্ত হইবে উহা শিখরা গ্রহণ করিবেন না।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির জের
কতিপয় ছাত্রের জরিমানা

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ যে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর কয়েক জন ছাত্রের জরিমানা হইয়া গিয়াছে। এই ছাত্রেরা নাকি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীর সংবাদ পাইয়া ক্লাশ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

এম এল সি'র বাটীতে পুলিস

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রদত্ত পরোয়ানা-বলে পুলিশ ৬ই আগষ্ট খারাবডির এম এল সি ইউসর রেহমতের বাটীতে খানা তল্লাস করিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে বাঙ্গা বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি যে সকল প্রশ্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সংক্রান্ত কাগজপত্র তাহারা লইয়া গিয়াছে।

ইহার কিছুক্ষণ পরে পুলিস ষ্ট্রংহাম নামক একজন চীনার বাঙ্গা গাজিয়ান প্রেসেও খানাতল্লাস করে। ঐ বাড়ীতে শান প্রেসের ডাইরেক্টারও অবস্থান করেন। প্রায় ২ ঘণ্টা খানা-তল্লাসের পর পুলিস ৪টি কথা ও ইউ সংলিখিত ১৩ খানা পুস্তিকা লইয়া যায়। প্রকাশ, পুস্তিকায় নানাস্থান হইতে বক্তৃতা ও বিবিধ লোকের লেখা সংগৃহীত আছে।

ময়ূরভঞ্জের রাজার ১ লক্ষ টাকা দান

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে পরলোকগত মহারাজ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেবের নামে একটি শিল্প শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। ছোট রাজমাতা মহারাণী তাঁহার স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে উক্ত প্রতিষ্ঠানে একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজ সাহেব নিজে গত ১৬ই জুলাই উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

উত্তর কলিকাতায় দিনে চুরি

প্রকাশ, জনৈক পশ্চিমা মুসলমান যখন কলিকাতা মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে জনৈক বেঙ্গার গৃহে প্রবেশ করে, তখন সে গৃহে উপস্থিত ছিল না। সুতরাং আসামী বাক্স ভাঙ্গিয়া মূল্যবান দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিতেছিল, এমন সময়ে উক্ত রমণী তথায় উপনীত হইয়া চীৎকার করিলে বাটীর অন্যান্য অধিবাসীরা তথায় উপনীত হয়। কিন্তু তাহারা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আসামী গৃহ ভঙ্গ করিবার যন্ত্রগুলি ফেলিয়া পলায়ন কালে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়। তাহাকে গত শুক্রবারে উত্তর কলিকাতার পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের আদালতে উপস্থিত করা হয়। তিনি আসামীকে পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

পঞ্জাব লাটকে গুলীর চেষ্টা

পঞ্জাব গভর্ণরকে গুলীমারা ষড়যন্ত্র মামলার দায়রা জজ মিঃ গর্ডন ওয়াকার সরকার পক্ষের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ চাহেন যে, কতকগুলি অপছন্দসই ব্যাপার সংক্রান্ত কাগজপত্র সরকারী উকিল কেন আনেন নাই। জজ তাঁহাকে প্রস্তুত হইয়া আসিতে বলেন যে সাক্ষ্যের সূত্র ছিন্ন করিতে নিষেধ করেন

এপতার বাসন্তরমের সাক্ষ্য ৬ই আগষ্ট তারিখে শেষ হয়। তিনি জেরায় বলেন, বাল্যকাল হইতেই তিনি বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। লাহোর কংগ্রেসে নেতাদের বক্তৃতা শুনিয়া এবং ভগৎ সিংএর কথা ও তাহার মামলার বিবরণ পড়িয়া তাহার ঐ আদর্শ পুষ্টিলাভ করে। ছাত্র যুনিয়নের উদ্দেশ্য না জানিয়াই তিনি উহাতে যোগদান করেন।

সালিশী কর্ম্মীর নামে ১০৭ ধারা

ত্রিপুরা কংগ্রেসের সালিশী বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্ত গান্ধীজীর নিকট টেলিগ্রাম করিয়া কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে উক্ত জিলায় যে সকল সালিশী বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভাবগতি সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। শ্রীযুত দত্ত তাঁহার অভিযোগ সম্পর্কে সালিশী আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ৩৯ জন কর্ম্মীর বিরুদ্ধে কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে যে মামলা আনা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ম্মীদের মধ্যে মৌলবী আবদুল মতিন ও আবদুল করিমের নাম উল্লেখযোগ্য।

গত আন্দোলনের সময় এই সালিশী আদালতের কাজ চালানো বিশেষ সাফল্য লাভ করায়। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরও উহার কাজ বেশ চলে। গত বৎসর মিঃ ওয়েজউডকে লণ্ডনে পার্লামেণ্ট মহাসভায় যে প্রয়োজনীয় বিবৃতি করেন, তাহাতে তিনি গুজরাটের সহিত এই সালিশী আদালতের উল্লেখ করিয়াছিলেন

নন্দনগাছিতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা

শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ মৈত্রের সভাপতিত্বে এখানে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। পুটিয়া কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন লাহিড়ী, রাজসাহী জিলা কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সভাপতি শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী ও মৌলভী মুজিবর রহমান হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং আদর্শ বুঝাইয়া দেন। প্রকাশ, নন্দনগাছিতে শীঘ্রই একটি শাখা কংগ্রেস কমিটী গঠিত হইবে।

এস, আই, রেল ধর্ম্মঘটের জের

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথের ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত কতিপয় অপরাধে যাহাদিগকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তাহাদিগকে মুক্তি প্রার্থনা করিবার জন্য একদল প্রতিনিধি সেক্রেটারিয়েটে লাটের সহিত সাক্ষাৎ করে। প্রকাশ, গভর্ণর বলেন কয়েদীরা গুরুতর অপরাধ করিয়া জেলে গিয়াছে কাজেই এক্ষেত্রে আর দয়া করা যায় না।

মেদিনীপুরে লাল ইস্তাহার ও খানাতল্লাস

মেদিনীপুর, গত ৫ই আগষ্ট প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে "সাধীন বিমল" "রক্তের বদলে রক্ত চাই" প্রভৃতি এইরূপ লেখাযুক্ত লাল ইস্তাহার সকল সহরের থানা বাড়ীর দেওয়ালে মারা দেখা যায়। ফলে সহরে একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়।

পুলিশ রাত্রিতে নিম্ন-লিখিত বাড়ী-গুলিতে যুগপৎ খানাতল্লাস করে;—(১) সান্যাল কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সদানন্দ সান্যালের তামাকের দোকান, (২) সান্যাল রাদার্সের শ্রীযুত পূর্ণানন্দ সান্যালের সোডা ওয়াটারের কারখানা (৩) উকিল শ্রীযুত অন্নদাপ্রসাদ অধিকারীর বাটী (৪) হেমিওপ্যাথ ডাক্তার হরপ্রসন্ন ঘোষের বাটী। ও (৫) মোক্তার শ্রীযুত চারুচন্দ্র দাসের বাটী। প্রকাশ, কোথাও সন্দেহ-জনক কিছু পাওয়া যায় নাই। কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

বিঠলভাই প্যাটেলের জ্বর বাড়িয়াছে

ভিয়েনা হইতে প্রকাশ যে ম্যালে-রিয়ার দরুণ বিঠলভাই প্যাটেলের জ্বর একটু বাড়িয়াছে। জ্বরের জন্য কোনও ভয়ের কারণ নাই। তাঁহার অন্যান্য অবস্থা ভাল। ডাক্তারগণ তাঁহাকে এখন নিরাপদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ভাগরামের অনশনের অপরাধে দণ্ডের আয়োজন

পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভাগরাম জেল কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের প্রতিবাদ-কল্পে গত ১পক্ষকাল যাবৎ অনশনব্রত পালন করিতেছে ৭ই আগষ্ট কারা আইনের ৫২ ধারামতে তাহার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

শিখ ও মুসলমানে দাঙ্গা

পঞ্জাবের চক্সুভাগ নদীর তীরে একদল মুসলমান ও একদল শিখের মধ্যে কোন কারণে দাঙ্গা হওয়ায় একজন শিখ নিহত ও দুইজন গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে।

টেলি— শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৭ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৩৮, ১২ই আগষ্ট ১৯৩১

হাওড়ায় তাজা কার্ত্তুজ

বাঁকুড়া আদালতে গামছায় বাঁধা দুইটী নরমুণ্ড

ভীষণ নারীহত্যা

বিচারাধীন বন্দীর অনশন ধর্ম্মঘট

রাজবন্দীর মুক্তি

পুলিশ কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরু অপরাধ

লাহোর জেলে চাঞ্চল্য

রামকৃষ্ণের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ

রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড

মহিষশাবকের সাতখানি পা

নানা কথা

হাওড়ায় তাজা কার্ত্তুক

হাওড়া হিগেট ম্যানসনের বাহির বাড়ীতে খানতল্লাসের ফলে পুলিশ অন্যান্য জিনিষের মধ্যে পিস্তলের দুইটি তাজা কার্ত্তুজ ও আর দুইটী অনুরূপ রাইফেলের কার্ত্তুজ পাইয়াছে। ই, আই রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপের শ্রমিক দীন মহম্মদ ঐ বাড়ীতে থাকিত। ২৪ পরগণা জেলার কোন স্থানে ডাকাতি সম্পর্কে সে সম্প্রতি আলিপুর পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল। পুলিশ বিবেচনা করে যে ঐগুলি সামরিক বিভাগের কার্ত্তুজ, কারণ উহাতে তীর চিহ্ন আছে। লাইসেন্স ব্যতীত কার্ত্তুজ রাখার অভিযোগ অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুসারে দীন মহম্মদের বিরুদ্ধে মামলা উপস্থাপিত হইয়াছে।

বাঁকুড়া আদালতে গামছায় বাঁধা দুইটি নরমুণ্ড

৮ই আগষ্ট অপরাহ্ণ প্রায় তিন ঘটিকার সময় আদালতে মনগোবিন্দ দলপতি নামে জনৈক ব্যক্তি গত ৬ই আগষ্ট ভাটুয়া থানায় দুইটি নরমুণ্ড উপস্থিত করিয়াছিল। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, এন মুখার্জ্জীর এজলাসে উপস্থিত হইয়া সে ঐ তারিখে অপরাধ স্বীকার করে। একটি মুণ্ড হাটগ্রামের ধনী মহাজন ও জমীদার মাখনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এবং অপরটি রমণী দেবী নাম্নী শ্রোত্রীয় জাতীয়া এক স্ত্রীলোকের। আসামী মনগোবিন্দ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার অপরাধ স্বীকার করে এবং নিহত ব্যক্তিদ্বয়কে আঘাত করে বলিয়া ঘোষণা করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে জবানবন্দী করে,—

"আমি তাহার পর মুণ্ড দুইটি একটি গামছায় বাঁধিয়া বাঁকুড়ায় আসিতেছিলাম। চৌকীদারকে আমার সহিত আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম এবং দুই ব্যক্তিকে আমি হত্যা করিয়াছি [illegible] তাহাকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে আমার সহিত আসে নাই। আমি তখন মুণ্ড দুইটী কাঁধে লইয়া একাকীই আসি।

মিঃ হাচিনসনের অবস্থা শঙ্কাজনক

মীরাট মামলার আসামী মিঃ হাচিনসন টায়ফয়েড জ্বরে ভুগিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার অবস্থা খুবই শঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ৬ই আগষ্ট রাত্রিতে তাঁহার শরীরের উত্তাপ ১০৪'৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ডাক্তার ভূপাল সিং, ব্যানার্জ্জী, মেজর ক্লাইড, সিভিল সার্জ্জন এবং মেজর ইভান্স প্রভৃতি চিকিৎসকগণ তাঁহাকে দেখিতেছেন।

প্রথমে মিঃ হাচিনসনকে মিলিটারী হাসপাতালে নেওয়ার কথা হয়। কিন্তু হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ মিঃ হাচিনসন "বলশেভিক" বন্দী বলিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে নিতে অস্বীকৃত হন। পরে অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষ রাজী হন। মিঃ হাচিনসনের মাতাকে ইংলণ্ডে এ সংবাদ তার করিয়া জানান হইয়াছে।

বিচারাধীন বন্দীর অনশন ধর্ম্মঘট

পাঞ্জাবের রাজনৈতিক বন্দী, বিশেষতঃ ভাগরামের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার যাবতীয় বিচারাধীন বন্দী অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন আসামী শুকদেব রাজকে অপর একটি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনিও উপরোক্ত কারণ জন্য প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

রাজবন্দীর মুক্তি

ডাঃ সুরীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত গত ৫ই জুলাই বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে নাজিরপুর থানার সেরাণ্ডকাঠীতে গ্রেপ্তার হন এবং তাহার পর যশোহর জেলে আটক থাকেন। গত ৪ঠা আগষ্ট প্রাতে তিনি জেল লইতে মুক্তি পাইয়া বরিশাল আসিয়া পৌঁছিবেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদর্শনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

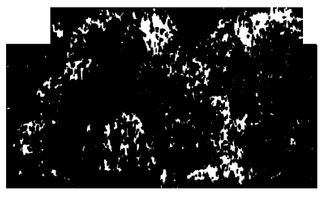

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম – মায়াপুর – নদীয়া

বর্ষ ৪র্থ | ১৪ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৭শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১২ আগষ্ট ইং ১৯৩১ বুধবার | ১৩৭তম সংখ্যা।

সাময়িকী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩৬তম সংখ্যার পর)

রবিবারে মহোৎসবের দিন থাকায় অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিরই তাহাতে যোগদানের সুযোগ হইয়াছিল। তাই অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার পর হইতেই বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং মহিলা দলে দলে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সুবিস্তৃত অস্থায়ী নাটামন্দিরটী পূর্ণ হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সমস্ত প্রাঙ্গণও পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থগণ অভ্যাগতজনের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের পর সাড়ে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত বক্তৃতা হইয়াছিল।

প্রথমে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রভৃতি নাতিদীর্ঘা বক্তৃতা করেন এবং শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুও কিছুক্ষণ বিচারপূর্ণ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া জীবকুলকে ভক্তিসুধা বিতরণ করেন। পরে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু আবেগময়ী ভাষায় ভক্তিসিদ্ধান্তের বিচার দ্বারা একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ অতি সরল প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পচ্ছলে এক ঘণ্টার অধিক কাল বক্তৃতা করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন এবং সকলেই নির্নিমেষচিত্তে তাঁহার উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া 'ভক্তগণের অনুষ্ঠিত মহোৎসবের তাৎপর্য্য কি', তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

বক্তৃতার পর খোল-করতাল-সংযোগে কিছুক্ষণ গৌরনিহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত সমাগত সহস্র সহস্র নরনারীকে বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। সাধুমুখকীর্ত্তিত শ্রীমহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে সকলেই আকণ্ঠ প্রসাদ সেবন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতেও বহু ব্যক্তিকে এবং শত শত কাঙ্গালীকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তরাজ অম্বরীষের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। মহৈশ্বর্য্যের ভিতর থাকিয়াও ভগবদ্ভক্ত কিপ্রকারে সতত প্রীতিপূর্ব্বক নিজ ইষ্টদেবের সেবা করেন, তাহা অম্বরীষের চরিত্র পাঠে হৃদয়ঙ্গম হয়।

বৈরাগ্য কিছু বস্তুর প্রতি বিদ্বেষভাব নহে। পরন্তু বিশিষ্টে বা পরমপুরুষে রতি। পর-পুরুষ শ্রীভগবানে এবং ভগবদ্ভক্তে যাঁহার যে পরিমাণে রতি আছে, তিনি সেই পরিমাণেই ভগবদিতর বস্তুতে অরতিবিশিষ্ট। মহাভাগবত অম্বরীষের জীবনে এইটী বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

সাধারণ রাজন্যবর্গ রাজ্যপালনে ব্যস্ত। আর অসাধারণ মহারাজাধিরাজ অম্বরীষ কেবল বাহিরের রাজ্যশাসনে নিযুক্ত ছিলেন না,—অন্তর-রাজ্যে উন্মুখী হইয়া, ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয়ে নিয়োগ না করিয়া, ইন্দ্রিয়পতি ভগবানের সেবায় সতত নিযুক্ত রাখিয়া মুকুন্দসেবনেই ইন্দ্রিয়বান্ মনুষ্যজীবনের পরম-সার্থকতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

বদ্ধজীবকুল ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় সম্ভোগে আত্মবিস্মৃতির সাগরগর্ভে নীত হয়। আর মুক্ত ভাগবতগণ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি ও বিরক্তিরহিত হইয়া কিপ্রকারে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বিষয়সমূহ কেবলমাত্র মাধবের সেবায় যুক্ত করেন, তাহাই বুঝাইবার জন্য পুরাণার্ক-ভাগবত এবং জীবের অজ্ঞানতমো বিনাশকারী ভক্ত-ভাগবতের আবির্ভাব। ভাগবতসেবাই নিত্য ভগবদ্দাস জীববৃন্দের একমাত্র কৃত্য, জানাইবার জন্যই জগদ্গুরু শ্রীপ্রভুপাদের এই ভাগবতোৎসবের আয়োজন।

গত ১৬ই শ্রাবণ সন্ধ্যাকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীপাদ কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারীসহ শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মঠে শুভ বিজয় করেন। সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব এবং 'শুদ্ধভক্ত চরণরেণু' পদটী কীর্ত্তন হইলে স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে সিদ্ধান্তবাণীশ্রবণপিপাসু ভক্তমণ্ডলীর নিকট স্বামিজী মহারাজ অতি প্রাঞ্জলভাষায় শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। শক্তিমানের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া শক্তির পূজা হইতে পারে না। বৈষ্ণবগণই শুদ্ধ শাক্ত, কারণ তাঁহারা অন্তরঙ্গাশক্তির উপাসক।

এতদ্ব্যতীত স্বামিজী মহারাজ 'সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে জীবের আত্মমঙ্গলের পরম উপায়' সম্বন্ধে কিছুকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্বামিজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের বিদায় অভিনন্দন উপলক্ষে মাদ্রাজে গত আগষ্ট অপরাহ্ণে একটী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী শ্রীপাদ বন মহারাজের কলিকাতা শুভবিজয়বার্ত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ অবশেষে একটী সিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

২রা আগষ্ট প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ মাদ্রাজ যক্ষ্মা-হাসপাতালের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র পাইএর টেনিয়াম্পেট-স্থিত বাসভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি বহু বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট এবং মাদ্রাজের মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক। তিনি মহারাজদ্বয়ের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে
প্রভুপাদের বক্তৃতা

(১)

ভারতবর্ষে যখন খরোষ্টি ভাষা প্রচলিত ছিল না, তখন হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক্ ভাষা এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। Alexander The Greatএর পর গ্রীসীয় সভ্যতা এদেশে কিছু কিছু প্রবল ছিল। (Second Century B.C) পর্য্যন্ত অনেক গ্রীক অধোক্ষজ-সেবক ছিলেন। বিশনগরের স্তম্ভ ও প্রস্তরলিপি উহার সাক্ষ্য দিতেছে। তৎপরে চীনদেশের উত্তরাংশে Scythianগণ ভারতের পশ্চিমে Persia, Afganisthan এবং Punjab প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

তৎকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের বিচারপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। মন্বাদি ভারতীয় নীতিশাস্ত্রকারগণ পারত্রিক বিচার-রহিত ঐহিক সুখের জন্য কতকগুলি নীতি প্রবর্ত্তিত করেন। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐ সকল নীতি ন্যূনাধিক প্রচলিত আছে। স্বার্থের জন্য মিথ্যার আবরণ বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা নৈতিক শিক্ষার অপব্যবহার।

বর্ত্তমান সময়ে বিশুদ্ধ নীতির প্রতি লক্ষ্য অনেকটা কম হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ধর্ম্মবিষয়ে তাহারা বিশেষ অমনোযোগী। ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়া যে শিক্ষার প্রণালী বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহা মানব-কল্পিত সামাজিক প্রথা বা নীতিমাত্র। ঐরূপ নীতি অবলম্বিত হইলে পারলৌকিক শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়। তৎফলে পাশ্চাত্য-দেশীয় সমন্বয়বাদের চিন্তাস্রোত আমাদের মধ্যে অল্পবিস্তর প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ঐরূপ Short-sighted policy বা সমন্বয়বাদ বিগত ১৯১৪ হইতে ১৯২০সাল পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার লাভ করিয়া মানব-জাতির মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বালিত করিবার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে।

পারত্রিক-সম্বন্ধী বিচার বন্ধ করিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে যে নীতির একটা আলোচনা দেখা যায়, তাহাতে শ্রেয়ঃ আনয়ন করা দূরে থাকুক, উহা প্রেয়ঃপথেরও পরিপন্থী। পারত্রিক নীতি বাদ দিয়া ঐহিক নীতির প্রাধান্য হওয়ার আবশ্যকতা নাই। পারত্রিক নীতির প্রাধান্যে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় মঙ্গল।

ঐহিক নীতির প্রাধান্যফলে জগতে রীতিমত অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে। এইরূপ চিন্তাস্রোত মনঃকল্পিত (Conventional)। ইহা উন্নত চিন্তাস্রোতকে বিমর্দ্দিত করিয়া পরিণামে যথেচ্ছাচারিতা আনয়ন করে। নীতিশিক্ষার আইনকানুন-গুলি এরূপ হওয়া কর্ত্তব্য নয়, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত দায়িত্ব-বোধ আনয়ন করার পরিবর্ত্তে পরদ্রোহিতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জালিয়াতি, জুয়াচুরির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। নীতির নামে একের প্রতি অপরের আক্রমণ—উদারতার নামে অনুদারতা—ভ্রাতৃত্বের নামে পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগুলি কোন কোন স্থলে বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে ন্যূনাধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত ব্যাধি-গুলি সমূলে উৎপাটিত হওয়া দরকার। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাপ্রণালীর Back-groundএ ধর্ম্ম-শিক্ষার দুর্ভিক্ষ হওয়ার দরুণ উহারা অনুন্নত শিক্ষার আকর-ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধার্ম্মিক জীবনের প্রয়োজনীয়তার অস্তিত্ব সংরক্ষণ—শিক্ষা-প্রণালীর মূলভিত্তি। মালব্য মহাশয়ের কাশীস্থ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যান্য সাম্প্র-দায়িক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ঐহিক নীতির বিচারই প্রবল। তথায় পারত্রিক নীতি-বিচারের প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। য়ুরোপ, আমেরিকা বা জাপানদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে ধর্ম্মনীতির আলোচনা বিশেষভাবে না হওয়ার দরুণ তথায় পারত্রিক মঙ্গলবিষয়ে অনেকেই উদাসীন। বাস্তবিক সত্যপথ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ তাহারা তাৎকালিক সত্য ঐহিক নীতির প্রতি বিশেষ মনো-যোগী—পারত্রিক নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়া মনোধর্ম্মোত্থ ভদ্রাভদ্রবিচারে দক্ষতা লাভ করিয়াছে।

আমরা শিশুকাল হইতে ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য করিব না—অপরের অন্যায় আমাদের প্রতি চাই না। আমাদেরও অন্যায় অপরে চায় না—শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ নীতি বুঝাইয়া দিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম্মমূলা সৎশিক্ষার অভাবে আমাদের মধ্যে তথা-কথিত শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কগণের চরিত্রে ঐসমস্ত নীতিগুলির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই সকল বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয় হওয়া একান্ত আবশ্যক। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ভবিষ্যতে আমাদের এই সকল কথা আদরণীয় হইবে।

১৫।১০ বৎসর হইল, কতকগুলি জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রণালীতে ঐহিক-নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার দরুণ প্রকৃত শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারিতেছে না। ফলকুলে শোভিত হওয়া দূরে থাকুক, সাধারণ নৈতিক শিক্ষার বিরোধ উৎপাদন করিতেছে। এইরূপ সঙ্কীর্ণ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার বিষময় ফল বর্ত্তমানে অল্পবিস্তর সকলকেই ভোগ করিতে হইতেছে।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

প্রসিদ্ধি আছে যে, রামচন্দ্রপুরে খুব রামসীতার মহামহোৎসব হইত। আর রামচন্দ্রপুর রামসীতার লীলাস্থলী মোদদ্রুম দ্বীপেরই অন্তর্গত। কাজেই সেখানে কোনও মতেই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর কল্পিত হইতে পারে না।

কাজি-দলন দিবসে কীর্ত্তনের বিবরণে দৃষ্ট হয়,—কাজীর বাড়ীর পরেই শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তন-সহিত তন্তুবায়পল্লী (যাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান) এবং তৎপরে শঙ্খবণিক পল্লী ও তৎপরে গাদিগাছা গিয়াছিলেন। নক্সাতে আমরা কাজির বাড়ী বামনপুকুর ও গাদিগাছার বালিচর এই দুইটী স্থান পাই, সুতরাং তন্তুবায়পল্লী ও শঙ্খবণিকপল্লী—ঐ দুইটী স্থানের মধ্যে। এই স্থান রামচন্দ্রপুরের চড়া ও কাঁকড়ার মাঠ হইতে ৫ মাইল দূর। এখানে যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ভ্রমণের বিবরণ আমরা পাঠ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর তন্তুবায় ও শঙ্খবণিকের ঘরে আসিতে হইলে ৫ মাইল আসিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া আবার ৫ মাইল হাঁটিয়া ফেরৎ যাইতে হইবে। ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কাঁকড়ার মাঠ বা রামচন্দ্রপুরের চড়া যদি অন্তর্দ্বীপ ও মায়াপুর হয়, তাহা হইলে ইহার পশ্চিমে গঙ্গা এবং তৎপশ্চিমে কোলদ্বীপ বা কুলিয়া হইতে হয়। কারণ গঙ্গার একদিকে শ্রীমায়াপুর ও অন্যদিকে কুলিয়া; কিন্তু এই সংক্রান্ত ম্যাপখানি বা যে কোন সেটেলমেণ্ট ম্যাপ দেখিলে জানা যাইবে যে, বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জের পশ্চিমে আহান-নগর, (যাহা ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থে 'জহ্নুদ্বীপ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে) বা মোদদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত মাতাপুর পড়ে। সুতরাং কোনক্রমেই রামচন্দ্রপুরের চড়াকে শ্রীমায়াপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

"কাম ও প্রেম"

উপবনে প্রস্ফুটিত
যুগল মানব তথা
নিরখি' দু'জনে হল
তুলে ফুল প্রিয়তরে
গাঁথি'মালা সযতনে
একজন লয়ে যায়
আরজন ভক্তিভরে
প্রেমময় ভগবানে
এই মত জগতের
কামুক কররে
আসক্তিরহিত হ'য়ে
প্রেমিক কররে
কুসুমনিকর,
হল উপনীত।
প্রফুল্ল অন্তর,
হ'য়ে হরষিত॥
কায় মনো-প্রাণে,
যারাজনা-স্থান।
মিশায়ে চন্দনে,
করে নিবেদন॥
বস্তু সমুদয়,
নিজ কামাগ্নি-ইন্ধন।
লয়ে দ্রব্যচয়,
কৃষ্ণ-ইন্দ্রিয়-তোষণ॥

যৎকিঞ্চিৎ

বর্দ্ধমান জেলার আমলাজোড়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত প্যারীমোহন ঘোষ মহাশয় আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে বিবিধ সেবা করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ নিমিত্ত এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার্থ একটী কূপ খননের জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার নিমিত্ত আরও বিবিধভাবে আনুকূল্য করিতে তাঁহার প্রয়াস ও উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়।

পরমকারুণিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমলা-জোড়া-নিবাসী জনগণকে ভগবৎসেবার সুযোগ দানার্থ তথায় শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন।

ভগবৎসেবা ব্যতীত আমাদের কোন-প্রকারেই মঙ্গলের উপায় নাই। অনেকেরই আর্থিক দুরবস্থাবশতঃ সেবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না; কিন্তু এইরূপ মঠাদি থাকিলে সকলেরই স্ব-স্ব-সামর্থ্যানুযায়ী সেবা করিবার সুযোগ হয়।

ভগবানের অর্চ্চাবতারসমূহ ভগবান্ হইতে অভিন্ন বলিয়া সকলকেই "কৃষ্ণ" "গোবিন্দ" প্রভৃতি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক বিগ্রহই লক্ষণানুসারে এক একটী স্বতন্ত্রনামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সুতরাং আমলাজোড়ার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীশ্রীবিনোদ-কিশোর-জীউ-নামে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-মঠের যাবতীয় ভক্তিপ্রতিষ্ঠানের শ্রীবিগ্রহগণের এইরূপ বিভিন্ন নাম আছে। যেমন শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহযুগলের নাম শ্রীশ্রী-বিনোদপ্রাণজীউ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ-যুগলের নাম শ্রীশ্রীবিনোদানন্দজীউ ইত্যাদি।

ভগবানই সকল বিষয়ের ভোক্তা। দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর দ্বারা ভগবৎসেবা হইতে পারিলেই তাহার সার্থকতা; জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প, যাবতীয় ঐশ্বর্য্য-দ্বারা ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণ ও ভগবানের অন্যান্য সেবা করিতে পারিলেই সেবকের সেবায় ভগবানের প্রীতি হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রীতে নিজভোগ ত্যাগ করাই প্রকৃত সেবকের পরিচয়।

অত্যুত্তম শ্রীমন্দিরে বৈষ্ণবতিক আলোক প্রভৃতি দ্বারা ভগবৎসেবা রাজসিক বা তামসিক ভাব নহে। ভগবৎসেবা—নির্গুণ; ধনী বা দরিদ্র সকলেরই অবস্থানুসারে ভগবৎসেবার বিধান আছে। কিন্তু দরিদ্রের যে অর্থব্যয়ে ভগবৎসেবা হইয়া থাকে, ধনীও তাহার অনুকরণ করিতে গেলে বিত্তশাঠ্য-দোষদুষ্ট প্রতারণাগ্রস্ত হইবেন। আমরা আশা করি, প্যারীবাবু যখন নিজে বৈষ্ণব অভিমান করেন, তখন এই সেবাবিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি তিনি জানেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত্ত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অচিন্ত্য-বিধ্বংসিনী ভাবাত্মকরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তনানন্দদায়িনী ভাবস্থ-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কোস্তুভমণি সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যাপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-জ্ঞান, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, রাগভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়। প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ রাজ ২৲ টাকা, অর্দ্ধ ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্র সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সংরক্ষিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তি—শ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি ৬ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

গুরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত [illegible] কথাসার ইত্যা[illegible] দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট [illegible]ই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গৌরবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অ[illegible] পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্ত[illegible] অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলা[illegible] বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্র[illegible] অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে [illegible]ন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থক[illegible] পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ [illegible]া মাত্র।
দশ

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গ ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (তর্কসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমধ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে যোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ।০ আনা, আবাধাই ৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, ভূগা, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীমদ্গোদ্রুম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বারে চারি নূতন বিষয়-বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাবা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অম্লত্ব প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালীর পাঁচন

সর্ব্বরোগে জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ডবল ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং ভল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

গঘত প্রেস

গোয়াড়ী ষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কে ঞ্চি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রথায়াতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাঁচশত খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইয়া পত্র লিখিয়া রোগী দেখা হয় অথবা প্রত্যহ আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীযুক্ত ঈশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ মৈকাড়ী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন,

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ঈশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবনিয়া) ওল্ড ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইষ্টিং ডিস্পেন্সারী, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সুন্দর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ হইতে—ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম এল. এম. এস. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মৃত্যু-রহস্য

৭ই আগষ্ট প্রাতে বাঁকুড়া সহরের সন্নিকটে স্থানীয় ফটোগ্রাফার গতি ব্যানার্জ্জির মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতের শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না।

আবার বায়স্কোপে পতাকা-দৃশ্য

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে জাতীয়-পতাকা সম্বন্ধে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মিঃ নরীম্যান যে ঘোষণা করেন, সেই অনুসারে ৮ই আগষ্ট প্রাতে কংগ্রেস হাউসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও সদস্যরা নূতন জাতীয় পতাকা অভিবাদন করেন। এই অভিবাদনোৎসবের বায়স্কোপ চিত্র লওয়া হয়। মিঃ নরীম্যান বলেন, এই বায়স্কোপে প্রদর্শন করিয়া সেন্সারী কর্তৃপক্ষের কংগ্রেস পতাকা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা পরীক্ষা করা হইবে।

ভীষণ নারীহত্যা

সংবাদ আসিয়াছে যে, কিষাণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ইসলামপুর থানার এলাকাধীন কোন দরিদ্র গ্রামবাসীর খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। সে অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়। অতঃপর সে তাহার খুল্লতাত পত্নীর নিকট গমন করিয়া সামান্য কিছু অর্থ ঋণ করিবার প্রস্তাব করে; কিন্তু উক্ত খুল্লতাত পত্নী ইহাতে অসম্মতা হয়। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া মতলব স্থির করিয়া রাখে। প্রকাশ পরদিন সে তাহার খুল্লতাত-পত্নীকে একখানা 'দা' দ্বারা আক্রমণ করিয়া তাহার দেহ বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে, ফলে সে অবিলম্বে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। পরে উক্ত হতভাগ্য ক্রুদ্ধ লোকটি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

দস্যুদলের সহিত সংঘর্ষ

গত ৮ই আগষ্ট রাত্রিতে ৯টার সময়, কোয়াদন হইতে ৩ মাইল দূরে, টাঙ্গি নামক স্থানে কাজী সম্প্রদায়ের একটা দল—৬ জন আকাখোল আক্রান্ত, ৪ জন দস্যু ও সিনোয়ারীর একজন লোক কোয়াদন গ্রামে একদল লোক কর্তৃক পথিমধ্যে আক্রান্ত হয়। কোয়াদন গ্রামের আকবর হোসেন শেষোক্ত দল পরিচালিত করেন। যুদ্ধে একজন কাজী ও আর একজন নিহত এবং ২ জন আকাখেল আহত হয়। একজন আকাখেলের অবস্থা সাংঘাতিক। দস্যু দলের নিকট হইতে ৩টা পিস্তল, ২টা রাইফেল, একটা দোনালা বন্দুক, একখানা ওয়াচ ও কিছু নগদ টাকা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। উহারা অশ্বতর পৃষ্ঠে ঐ সকল জিনিষ লইয়া যাইতেছিল।

রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড
হত্যাকারীর আত্মসমর্পণ

ইন্দুপুর থানার এলাকাধীন জাতগ্রামবাসী শ্রীযুত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন সঙ্গতিপন্ন মহাজনকে ও রমণী বিবি নামক জনৈক স্ত্রীলোককে গত ৬ই আগষ্ট কে হত্যা করিয়াছে। প্রকাশ নিহত লোক দুটির মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, হত্যাকারী ঐ তারিখেই সন্ধ্যায় চাতনী থানার দারোগার নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

মহিষশাবকের সাতখানি পা

পাটনা সিটির লোদী কাটরা নামক পল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, তথাকার অধিবাসী মিঃ সৈয়দ আমিনুদ্দীন আমেদের একটী মহিষ অদ্ভুত রকমের বাছুর প্রসব করিয়াছে। বাছুরটীর সাতখানি পা, একটী মুখ ও দুইটী লেজ হইয়াছে। বাছুরটী জন্মিবার অল্পকাল পরেই মারা গিয়াছে।

রামকৃষ্ণের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ

গত ৮ই আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীতে মৃত্যু হওয়ার শোক প্রকাশ করিবার জন্য একটী জনসভার অধিবেশনে শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী জ্ঞানানন্দ ও শ্রীযুত গাঙ্গুলী সভায় রামকৃষ্ণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন। তাঁহারা হিংসা নীতির নিন্দাবাদ করেন ও পরলোক গত আত্মার শান্তি কামনা করেন।

শ্রীযুত গাঙ্গুলী যুবকগণকে দেশের মুক্তি সংগ্রামে গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত নিরুপদ্রব অহিংসা নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন অহিংসা ব্যতীত ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। রামকৃষ্ণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া হিংসাবাদের নিন্দা করিয়া এবং ডালহৌসী স্কোয়ারের এক সভায় কর্পোরেশনের প্রতি আক্রমণের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

অজুলে গ্রেপ্তার

ডাক্তার কৃপাসিন্ধু ভক্ত, শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ দ্বিবেদী, রত্নাকর নায়ক, আনন্দচন্দ্র প্রধান, গোপালচন্দ্র প্রধান, রঘানন্দ প্রধান এবং কাঠানী মিশ্রকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, উপরিউক্ত কংগ্রেসকর্ম্মিগণ স্থানীয় মন্দিরের সীমানার মধ্যে নির্ম্মিত একটি চালাঘরে কাজ করিতেছিলেন। স্থানটি অজুল খাসমহলের অধিকারভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের উহা ছাড়িয়া দিবার জন্য নোটীশ দেওয়া হয়। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা উক্ত জমী পত্তনী লইবার জন্য ডেপুটী কমিশনারকে লিখিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য স্থানীয় তদন্তও হইয়াছিল। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পুলিশ কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরু অপবাদ

কিষাণগঞ্জ হইতে প্রকাশ যে, গত ৩রা আগষ্ট তারিখে দারোগা শ্রীযুত জলেশ্বরপ্রসাদ রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন। এই ব্যাপারে বহু রহস্য বিজড়িত আছে। প্রকাশ, মৃত ব্যক্তির নিকট যে পত্র পাওয়া যায় সেই পত্রে পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, একজন ইনস্পেক্টার ও কিষাণগঞ্জ রাষ্টার কলষ্টেবল মৌলবী আয়ুব হোসেনের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের উল্লেখ আছে। এক্ষণে নানাপ্রকার সংবাদ শ্রুত হইতেছে, উহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মৃত দারোগার সহিত তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীদের সহিত কিছু দিন যাবৎ বনিবনাত হইতেছিল না। ইহার পর তিনি আত্মহত্যা করায় ব্যাপারটি বড়ই জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান বিশেষ প্রয়োজন।

লাহোর জেলে চাঞ্চল্য

রাজনীতিক আসামীগণের বিশেষ করিয়া আসামী ভাগরামের প্রতি জেল কর্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদে গত ৭ই আগষ্ট শুক্রবার অপরাহ্ণ হইতে পঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার শুকদেবরাজ এবং অপর ২৫ জন আসামী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আরও কতিপয় রাজনীতিক আসামী জেলের মধ্যে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

বোধ হয় ইহা পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, ভাগরাম গত এক পক্ষকাল প্রায়োপবেশনে আছে, ৭ই আগষ্ট তারা আইন অনুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করা হয়। এই অভিযোগ আনয়ন করিবার সময় তাহাকে ষ্ট্রেচারে করিয়া আদালতে আনয়ন করা হইয়াছিল। প্রকাশ, প্রায়োপবেশনকারিগণকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

কারা আইনানুসারে ভাগরামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের শুনানীর সময় অনেক রোমাঞ্চকর রহস্য প্রকাশ পাইবে বলিয়া অনুমান হইতেছে।

পুলিসের রিপোর্ট অবিশ্বাস্য

কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে একটি বায়স্কোপ ভবনের দ্বারদেশে ট্যাক্সি বহুক্ষণ রাখিবার অভিযোগে ট্যাক্সি চালক জগদীশ সিং কলিকাতা অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে, কে, বিশ্বাসের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত ৮ই আগষ্ট শনিবারে আসামীকে মুক্তিদান করিয়াছেন।

প্রমাণে প্রকাশ, ট্যাক্সিখানি উক্ত দ্বার হইতে ৩০।৪০ গজ দূরে ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলিয়াছেন, কনষ্টেবলের রিপোর্টটী বিশ্বাসযোগ্য নহে। আবশ্যক বিভাগীয় ব্যবস্থার জন্য মামলার বিবরণ পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন।

কাছাড় জিলাকে বাঙ্গালার অন্তর্গত করার প্রস্তাব

গত ৬ই আগষ্ট সন্ধ্যায় শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে কাছাড় কংগ্রেস কমিটির এক সাধারণ সভা হয়। সভায় এই মর্ম্মে ২টি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, (১) কাছাড়কে বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করা কর্ত্তব্য, কেননা ভাষা ও শিক্ষা দীক্ষায় কাছাড় অধিবাসীরা বাঙ্গালীদেরই অনুরূপ এবং (২) আসাম সংরক্ষিণী সভার সীমান্ত প্রদেশ গঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সভা ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেছেন।

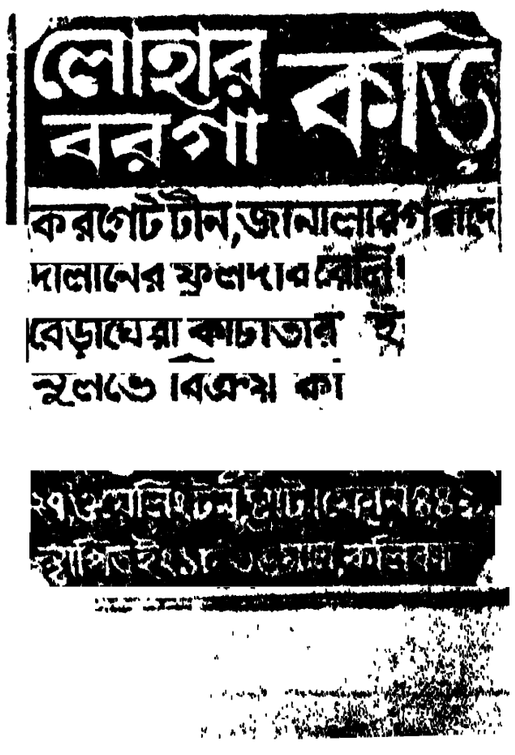

টেলি— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

আপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৮ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ১৩ই আগষ্ট ১৯৩১

নানা কথা

ডাকঘরে বোমা ফাটিল

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যে, ১০ই আগষ্ট হিমকল্যাণ সাব পোষ্ট অফিসে ভীষণ শব্দ সহকারে এক বোমা ফাটায় ডাকঘরের দরজা ধরিয়া পড়িয়াছে জলের পাইপ নড়িয়া গিয়াছে এবং বারান্দায় একটী নিদ্রিত বালক আহত হইয়াছে। এই ভীষণ শব্দ দুই মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। বোমা-বিস্ফোরণের ফলে ডাকঘরের সংবাদে প্রকাশ, ঐ ডাকঘরে টাকা থাকিত না সুতরাং বোমা ফেলিবার যে কি উদ্দেশ্য তাহা এখনও উদ্ঘাটন করা যায় নাই।

বিদ্রোহীদের সরকারী লঞ্চ আক্রমণ

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, গত ৫ই আগষ্ট জাংটের নিকট পাগান নদীর উত্তরঅঞ্চলে উপত্যকায় বিদ্রোহীরা সরকারীলঞ্চে গুলী চালাইবার ফলে একজন কারেন-সিপাহী ও একজন সারেং গুরুতর জখম হইয়াছে। বিদ্রোহী অঞ্চলে স্থানীয় বদমায়েসরা এখনও সাধারণভাবে ডাকাতি করিয়া বেড়াইতেছে। গত সপ্তাহে চেনজাদা জিলায় ৭ জায়গায় ডাকাতি হইয়াছে।

থারাবডি, থায়েটনিয়ো ও পেগু হইতে কয়টা নরহত্যার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। একদল পুলিস পাহারায় বাহির হইয়া একজন ডাকাতকে গুলী করে। এই লোকটী সম্প্রতি আর কয়েকজনের সহিত মিলিত হইয়া পেগু জিলায় একজন পল্লীবাসীকে আক্রমণ করিয়াছিল।

থারাবডিতে এ পর্য্যন্ত ২১৩ জন আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

ডাকঘরে বোমা ফাটিল

কলেজ ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলার শুনানী

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

বিদ্রোহীদের সরকারী লঞ্চ আক্রমণ

বেনিয়াপুকুরে মহিলা সভা

৩ জন স্ত্রীলোক লবণ বিক্রয়ে গ্রেপ্তার

গীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

আজাদময়দানে ভবানীদয়ালের বক্তৃতা

হটসন-গান্ধী সংবাদ

পুরুলিয়ায় টেক্সির ধাক্কায় বালকের পতন

বন্যার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা

রবিবার দিবস অপরাহ্নে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ বন্যা ও দুর্ভিক্ষের অবস্থার বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। নির্য্যাতিত কর্ম্মী শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী জ্ঞানানন্দ, শ্রীযুত অজিত দাশগুপ্ত, নরেন্দ্রচন্দ্র সেন, প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আবেদনে বন্যা প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়।

অতঃপর অধিকরাত্রে সভা ভঙ্গ হয়।

বার্ম্মা বিদ্রোহীদের প্রতি সরকারের দয়া

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, দেদায়া বিদ্রোহ মামলা সম্পর্কে যে জন কয়েদী সরকারের নিকট আবেদন করায় সরকার তাহাদের ৬২ জনের মধ্যে ১৮ জনকে প্রাণদণ্ডে এবং ৪৪ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ৪ জন কয়েদীর আবেদন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। ১৩ জনকে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট ১ জন সদ্ভাবে থাকিবার মুচলেকা দিলে মুক্তি পাইবে বলা হইয়াছে।

যাহাদের প্রাণদণ্ড মকুব করা হইল তাহাদের মধ্যে ২ জনের বিষয় ৫ বৎসর পরে এবং আর ৮ জনের বিষয় ২ বৎসর পরে বিবেচনা করা হইবে।

যে ৪৪ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৪০ জন সদ্ভাবে থাকিবার জামীন দিলে মুক্তি পাইবে বলা হইয়াছে।

৩ জন স্ত্রীলোক লবণ বিক্রয়ে গ্রেপ্তার

তাড়ির দোকানের নীলামে পিকেটিং করিবার জন্য শ্রীযুত সুন্দর রাজন ১৩ জন স্বেচ্ছাসেবকসহ আসিয়াছিলেন।

মুড়াবেলাওরের রাজপথে লবণ বিক্রয়ের অভিযোগে বেদুনগুলামের ৩ জন স্ত্রীলোককে লবণ বিভাগের দারোগা গ্রেপ্তার করিয়াছেন তাহাদিগকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা।
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাম্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল. এম. এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ. বি. এল. সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

ছাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

জমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগোরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ১৫ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪১, ১৮শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৩ আগষ্ট ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার | ১৩১তম সংখ্যা

সাময়িকী

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, গত ১৩ই আষাঢ় ২৮শে জুন রবিবার গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিআনন্দপুরুষ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটবাটী সেবাভার গ্রহণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে চাকদহে বক্তৃতা কীর্ত্তন এবং মহানন্দোৎসব হইয়াছিল। গ্রামবাসীর ঐকান্তিক অনুরোধে এবং শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারিসহ গত ২২শে শ্রাবণ, ৭ই আগষ্ট শুক্রবার বৈকালে চাকদহে আগমন করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর স্বামিজী শ্রীযুত আশুতোষ দে কর্ম্মকারের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মানবজন্মের সুদুর্লভত্ব, ক্ষণভঙ্গুরত্ব এবং অর্থপ্রদত্বের কথা এমন সহজ এবং হৃদয়স্পর্শীভাবে বুঝাইয়াছেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী ভগবদ্ভজনেই মানবদেহের একমাত্র সার্থকতার কথা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

অর্থাদিলাভের আশায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং সাংসারিক সুবিধা বা পুণ্যাদি লাভের আশায় পাঠশ্রবণ যে অন্তরায়ই পরিচায়ক, শ্রোতৃবর্গ ঐকথাও বুঝিয়া বহু কালের ভ্রম সংশোধন করিবার অবকাশ পাইয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য, কুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের এষ্টেটের নায়েব শ্রীযুক্ত রাইচরণ ভট্টাচার্য্য, স্থানীয় রামলাল একাডেমির প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পটুক লাল মুখোপাধ্যায় বি, এ, সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিবারণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ দত্ত বি, এ, হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিকাপ্রসাদ কাব্যতীর্থ, সুহাস চন্দ্র বসু, দেবেন্দ্র নাথ পণ্ডিত, বলাই নাথ মিস্ত্রিপ্রমুখ বহু সজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাঠান্তে ব্রহ্মচারিগণ সুমধুর কণ্ঠে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিতেছিলেন শ্রোতৃবর্গ বলিতেছেন যে, তাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্তসম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবতের এরূপ বিধি ব্যাখ্যা পূর্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই।

গত ৪ঠা আগষ্ট অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বড়দলের বিশিষ্ট ব্যবসায়িবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তি মহারাজ বিরাট্ জনসভায় শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য এবং অসমোর্দ্ধ্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সমাগত ব্যক্তিগণ রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ পূর্ব্বক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ, মাড়োয়ারীগণ এবং মুসলমানগণ পুনঃ পুনঃ স্বামীজী মহারাজের নিকট শুশ্রূষু হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই এইরূপ শুদ্ধ হরিকথাশ্রবণের পিপাসা—প্রশংসনীয়।

গত ১১ই শ্রাবণ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত সাগর মহারাজ রাত্রি ৭॥টা হইতে প্রায় ৯॥টা পর্য্যন্ত শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের নিকট মনুষ্যজন্মের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমঠের প্রতি যতীন বাবুর আন্তরিক সহানুভূতি আছে। তিনি নানাভাবে মহাপ্রভুর সেবা করেন। গত ১৩ই শ্রাবণ রাত্রেও শ্রীল সাগর মহারাজ তাঁহার নিকট বহুক্ষণ ধরিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি একাগ্রচিত্তে হরিকথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন।

গত বুধবার ২০শে শ্রাবণ ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস অধিকারী মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর একাদশাহে মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে শ্রাদ্ধকার্য্য যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছে।

ঐদিবস শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নামাচার্য্য শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহাপ্রয়াণলীলা পাঠ করেন। পাঠান্তে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদ ও মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন হইলে সমাগত ভক্ত ও ভদ্রমণ্ডলী সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন,—স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের প্রধান ও প্রবীণ সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পাল, উক্ত কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মার্চ্চেন্ট, স্থানীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন কবিশেখর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পীনবন্ধু দত্ত বিদ্যাবিনোদ; ইংপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মুকুন্দদাস পুরকায়স্থ; উকীল শ্রীযুক্ত ভবতোষ চক্রবর্ত্তী বি, এল; শ্রীযুক্ত জগবন্ধু চৌধুরী, বি, এল; শ্রীযুক্ত সারদা চরণ অধিকারী মোক্তার এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত চৌধুরীপ্রমুখ অনেক প্রতিষ্ঠিত ভদ্র লোক ও ভদ্রমহিলা মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। এই জেলার প্রায় সকল শুদ্ধবৈষ্ণবগণই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ২৩শে শ্রাবণ সান্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোপদিষ্ট একমাত্র চরণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ বৈষ্ণবসেবা এবং নামসংকীর্ত্তনের বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল।

গত ৬ই আগষ্ট মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ভগবানের অবতারাবলী সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। বিভিন্ন অবতারাপেক্ষা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার বৈশিষ্ট্য সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

গত ৭ই আগষ্ট শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাস মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে
প্রভুপাদের বক্তৃতা

(৩)

শিক্ষাপ্রণালী এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে সকলের উপকার—সকলের নিত্য-মঙ্গল সাধিত হয়। স্বার্থপরতা ও পরার্থ-পরতার অপূর্ব্ব সম্মিলন শিক্ষানীতির মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। অপরের অধি-কারের প্রতি হস্তক্ষেপ করার অবৈধ বুদ্ধি আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করিয়াছে। আমরা মনে করি, অপরকে ফাঁকি দিতে পারিলেই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও চতুর। একদেশের লোক অপরদেশকে অনুন্নত বলিয়া বাহাদুরি লওয়া উন্নত শিক্ষার পরিচয় কি না, সুধী শ্রোতৃবর্গ তাহার বিচার করিবেন। Symbolised formএ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতনীতির ধর্ম্মে নিপুণ (ওয়াকিফ্‌হাল) হইয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নহে কি?

সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে Telegraphic বা Wireless communication, Rail-way train বা Steamer service এ যাতায়াত আজকালকার দিনের বৃহত্তম ভারতবর্ষের আলোচ্য বিষয়। পৃথিবী হইতে ৫ মাইল উর্দ্ধে উঠা, আবার তরিয়ে ১মাইল বা ১॥ মাইল প্রবিষ্ট হওয়া, পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহগুলির সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া সৌরজগৎ—আবার এই সৌরজগতের ধ্রুবনক্ষত্রকে কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রদক্ষিণ, পৃথিবীর একটী, Jupitorএর ৫টী ও শনির ৯টী চন্দ্র প্রভৃতি বিষয়গুলির মীমাংসা জানিয়াও আমরা হয় নাস্তিক, না হয় নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ি।

কিছু দিন পূর্ব্বে ম্যাক্সমুলার সাহেব এরূপ ধরণের পঞ্চোপাসনা (Henotheism) বা বহুঈশ্বরবাদ (Cathenotheism) ন্যূনাধিক প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—হিন্দুমতগুলি Henotheist বা Cathenotheist মতবাদ—নির্ব্বিশেষ (Pantheism)এর অন্তর্গত মতবাদমাত্র।

হামপোদাই ভাসে বা অহংগ্রহোপাসনা-মূলে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—সেবা, সেব্য ও সেবক এই ত্রিপুটী বিনাশ সাধিত হয়। শিক্ষানীতির মূলে এরূপ আত্মবিনাশ বাঞ্ছনীয় নহে। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা কুশিক্ষারই ফল। ভগবদ্ভক্তের নীতিমূলে সেব্য, সেবক ও সেবার প্রাধান্যই লক্ষিত হয়। সেই নীতির মূলোচ্ছেদের প্রতি অজ্ঞানভাবে আক্রমণ বুভুক্ষু (Elevationist) ও মুমুক্ষু-গণের (Salvationist) অবৈধভাবে সমাজে প্রচলন হওয়া শিক্ষাক্ষেত্রের শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে হইবে।

১৫ গৌরাব্দ ৪৪৫

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগ্‌বাজার
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১৫ শ্রীধর, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৩৮,
১৩ আগষ্ট, ১৯৩১

বিপুল-সম্মানপুরঃসর নিবেদন,

আগামী ৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট রবিবার হইতে ৯ই আশ্বিন, ২৬শে সেপ্টেম্বর, শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্‌-যোগে অখিল-লোকমঙ্গলের জন্য মাসাধিকব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবি-র্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। এতৎসম্পর্কে একটি পারমার্থিক প্রদর্শনীও সংগঠিত হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে ও প্রদর্শনীতে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে মহোৎসব-পঞ্জী সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা সান্ন্যাল (এম্ এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীকুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)
শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ।

উৎসব-পঞ্জী

সোমবার	৭ই ভাদ্র,	২৪শে আগষ্ট	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা এবং শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীমদ্-গৌরদাস পণ্ডিতের অভিধান
শুক্রবার	১১ই ,,	২৮শে ,,	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-পূর্ণিমা ও শ্রীমদ্‌বলদেবের আবির্ভাব
শনিবার	১৯শে ,,	৫ই সেপ্টেম্বর	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপবাস
রবিবার	২০শে ,,	৬ই ,,	শ্রীনন্দোৎসব
মঙ্গলবার	২২শে ,,	৮ই ,,	একাদশীর উপবাস
বুধবার	৩০শে ,,	১৬ই ,,	শ্রীঅদ্বৈতপত্নী-সীতাবির্ভাব
শুক্রবার	১লা আশ্বিন,	১৮ই ,,	শ্রীললিতা সপ্তমী
শনিবার	২রা ,,	১৯শে ,,	শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী
মঙ্গলবার	৫ই ,,	২২শে ,,	পার্শ্বৈকাদশী
বুধবার	৬ই ,,	২৩শে ,,	বামন ও শ্রবণা দ্বাদশী
বৃহস্পতিবার	৭ই ,,	২৪শে ,,	শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব (সাধারণ-মহোৎসব)
শুক্রবার	৮ই ,,	২৫শে ,,	অনন্তচতুর্দ্দশী ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অন্তর্দ্ধান
শনিবার	৯ই ,,	২৬শে ,,	শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব (সমাপ্তি)

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

উষঃকালে	মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-কীর্ত্তন
প্রাতে	দ্বাদশাধ্যায়ি-শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা
পূর্ব্বাহ্ণে	নগর-কীর্ত্তন
মধ্যাহ্নে	ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদ-সম্মান
অপরাহ্ণে	হরিকথালোচনা ও সদাচার-শিক্ষা
সন্ধ্যায়	সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা
প্রদোষে	কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

দৈবানুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য

যৎকিঞ্চিৎ

পরমভাগবত শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ দাস অধিকারী মহাশয়ের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবাপ্রাপ্তিতা অতুলনীয়া। তাঁহার বাসস্থান মেদিনীপুর জেলায় দাঁতনগর থানার অধীন মীরগোদা নামক স্থানে। তিনি গত মাঘ মাসে শ্রীধাম পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রী-পুরুষোত্তমদেবের দর্শনার্থ আগমন করেন এবং কতিপয় মাস তথায় অবস্থান করেন।

"সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুরৈতৈঃ পূর্ব্ব-সঞ্চিতৈঃ।" শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ বাবুর পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত সুকৃতিফলে সাধুসঙ্গ লাভ ঘটিল। তিনি পুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ-রক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভুর সঙ্গ লাভ করেন। তাঁহার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে হরিকথা শ্রবণ করিয়া এবং মঠের আদর্শ-চরিত্র সেবকগণের ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া তাঁহারও বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায় ইচ্ছা জন্মে।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দের শ্রীশ্রী-গুরুগৌরাঙ্গসেবায় একনিষ্ঠতা দর্শনে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, তাঁহার শেষজীবন মঠ-সেবকদের আনুগত্যে অতিবাহিত করিবার বাসনায় একটী গৃহ খরিদ করেন।

পরমারাধ্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মে তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি গত মাঘমাসে নিজ বাসগৃহ খরিদ করেন, কিন্তু তাঁহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা—পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ সেই গৃহে পদার্পণ না করিলে তিনি গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবেন না। প্রভুপাদ সেই গৃহে অগ্রে বাস করিলে তাঁহার সেবকবৃন্দ তাঁহারা প্রভুপাদের সেবার নিমিত্ত অবস্থান করিবেন।

এইরূপে তিনি ছয় মাসেরও অধিক-কাল গৃহে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি ও হৃদয়ের আর্ত্তিদর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ বিগত রথযাত্রার কতিপয় দিবস-পূর্ব্বে ৯ই জুলাই তারিখে কৃষ্ণপ্রসাদ বাবুর গৃহে পদার্পণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধা-নস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥ মহৎসেবা এবং পুণ্যতীর্থ-নিষেবণফলে শুশ্রূষু ও শ্রদ্ধালু কৃষ্ণপ্রসাদ বাবুর শ্রীহরিকথায় রুচি উৎপন্ন হয়। তজ্জন্যই তিনি ওঁবিষ্ণুপাদ গোস্বামী মহারাজের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন। তিনি শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবার্থ পরমারাধ্য প্রভুপাদের পাদপদ্মে পঞ্চসহস্র মুদ্রা প্রদান করেন।

তিনি শ্রীপুরুষোত্তমমঠে একটী চিরস্থায়ী সেবার বন্দোবস্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া-ছেন এবং অন্যান্য সেবাকার্য্যেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। তাঁহার এই সেবাদর্শ সকলেরই অনুসরণীয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৸০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি নোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সুদৃশ্যাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যা ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্‌রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্তাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা [illegible] এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ [illegible] আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা [illegible] আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা [illegible] আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ করে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার [illegible] গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার [illegible] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ [illegible] ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে [illegible] নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ২৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটার ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, নড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রি[illegible]র্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

৪ঠা আগষ্ট কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ শ্যামগঞ্জ বাজারে গাজার দোকানে পিকেটিং করিবার সময় সেখানকার পুলিশ শ্রীযুক্ত সুধীর রায় চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করিয়া সদরে আনয়ন করে। তাঁহাকে ৩৯২ ধারায় অভিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। জামিন না দেওয়ায় বর্ত্তমানে তিনি হাজতে আছেন।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

গত ২৯শে জুলাই সোনামুখীর নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীতে একটী কৃষক রমণীর মাঠে কার্য্য করিবার সময় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাতের আবেদন অগ্রাহ্য

খুলনা হইতে প্রকাশ যে বিচারাধীন রাজনৈতিক মামলা সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভৌমিক অনুমতি চাহিয়াছিলেন। প্রকাশ, উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

পুরুলিয়ায় টেক্সির ধাক্কায় বালকের পতন

গত ৭ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টার পর বাজারে বড় রাস্তার উপর এক মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটী ছোট বালক একখানা ট্যাক্সির ধাক্কা খাইয়া পড়িয়াছিল।

বন্যার প্রকোপে চারিশত লোকের মৃত্যু

হ্যাঙ্কো হইতে প্রকাশ যে বন্যার জলে হ্যাঙ্কো সহর প্লাবিত হইয়াছে, এখনও এই জল নামিয়া যায় নাই।

ইউনিয়ন মিশন হাসপাতালের বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। ফলে চারিশত লোক মারা গিয়াছে।

ঢাকার নবাবগঞ্জে জলপ্লাবন

কয়েকদিন অতিরিক্ত জল বৃদ্ধি পাওয়ায় নবাবগঞ্জ জলমগ্ন হইয়াছে। এমন কি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের উচ্চ রাস্তাও ডুবিয়া গিয়াছে। সড়কের উপর দিয়া নৌকা চলাচল করিতেছে। কয়েকটা হাটও জলের নীচে, লোকের কষ্টের একশেষ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভাতাবৃদ্ধি না-মঞ্জুর

হিজলি বন্দী নিবাসে আবদ্ধ রাজবন্দী সুধীরকুমার আইচের মাতা শ্রীযুক্তা মানদা সুন্দরী আইচ তাঁহার পুত্রকে কিছুদিনের ছুটীদান এবং পারিবারিক ভাতা বৃদ্ধি করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তদুত্তরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জানান যে তাঁহারা তাঁহার দুইটী প্রার্থনাই মঞ্জুর করিতে অক্ষম এবং তাঁহাদের পারিবারিক দেনাও চুকাইয়া দেওয়ার ভার লইতে পারেন না।

আবার পিকেটিং চাঁদপুরে বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

পুরাণবাজারের কয়েকজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া বিলাতী কাপড় বিক্রয় করিতেছে এবং নূতন করিয়া আমদানীও করিতেছে—এই সংবাদ পাইয়া কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পিকেটিং আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। খরিদ্দারগণ স্বেচ্ছাসেবকগণের মিনতি শুনিয়া বিলাতী কাপড় ক্রয় করিতেছেন না।

গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

টাঙ্গাইল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ গান্ধীজী ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে টাঙ্গাইলের জনসাধারণ তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলির চিহ্নস্বরূপ একজোড়া হাতে বোনা খদ্দর উপহার দিয়াছেন।

কাশী বস্ত্র ও রেশম কলে ধর্ম্মঘট

বারাণসী বস্ত্র ও রেশম কলের শ্রমিকরা এখনও ধর্ম্মঘট চালাইতেছে। কলের সকল বিভাগ বন্ধ রহিয়াছে। ৮ই আগষ্ট সন্ধ্যায় ধর্ম্মঘটীরা কলের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির করিয়া টাউনহলে লইয়া যায়। তথায় একটী সভার অধিবেশন হয় শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে বেতন হ্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া তাহারা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মঘটী ও স্থানীয় কর্ম্মীবৃন্দের সহযোগে একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। ধর্ম্মঘটের অবসান করিয়া মিলকর্ত্তৃপক্ষদের সহিত মিটমাটের ব্যবস্থা করাই উক্ত কমিটীর উদ্দেশ্য।

বেনিয়াপুকুরে মহিলা সভা

গত ৯ই আগষ্ট অপরাহ্নে বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে (ইটালী) এক বিরাট মহিলাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রায় চারিশত মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং মহিলাগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা শান্তিদাস সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহিলা-সমিতির প্রয়োজনীয়তা, তাহাদিগের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা এবং দেশের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

বেনিয়াপুকুরে একটী নূতন মহিলা সমিতি তখনই গঠিত হইয়াছে। উক্ত মহিলাসমিতির ভবিষ্যত কর্ম্মপন্থাও সভায় নির্দ্ধারিত হয়।

কলিকাতানগরীর অন্যান্য স্থানেও এইরূপ মহিলাসভার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলেজ ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলার শুনানী

পুণা হইতে প্রকাশ যে ফারগুসন কলেজে গবর্ণরের উপর গুলী নিক্ষেপ সম্পর্কে যে মামলা রুজু হইয়াছে ৮ই আগষ্ট তাহার শুনানী আরম্ভ হইয়াছিল। কলেজের অধ্যক্ষ মহাজনী এবং গবর্ণরের পার্শ্বচর ক্যাপ্টেন পেটো ঘটনার দিনের জলন্ত বর্ণনা দিয়াছেন। অধ্যক্ষ মহাজনী বলেন যে, গবর্ণরকে কলেজ পরিদর্শনের জন্য ১৯ই জুলাই তারিখে আমন্ত্রণ পাঠানো হইয়াছিল।

ক্যাপ্টেন পেটো বলেন যে, গবর্ণরের উপর গুলী নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরই তিনি ঘাতক গগেটের দিকে ছুটিয়া গিয়া তাহার গলদেশে তরবারি ধরিয়া তাহাকে তৃতীয়বার গুলী চালাইতে বাধা দেন এবং পরক্ষণেই তাহাকে নিরস্ত্র করিয়া ফেলেন।

সাক্ষ্যে আরও প্রকাশ যে, গগেটের পকেটে গবর্ণরের একখানি ফটো একটি রিভলভার ও ছোরা ছিল।

আজাদ ময়দানে ভবানীদয়ালের বক্তৃতা

গয়া হইতে প্রকাশ যে, সম্প্রতি আজাদময়দানে একটি বিরাট সভায় স্বামী ভবানীদয়াল একটি বক্তৃতায় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীরা পুনঃ প্রেরণ স্কীমের জন্য কত কষ্ট পাইতেছে, বিবৃত করেন। ভবিষ্যতে যাহাতে পুনঃ প্রেরণ আর না হয় এবং যাহারা পুনঃ প্রেরিত হইয়া মেটীয়াবুরুজ ও অন্যান্য স্থানে আসিয়া কষ্ট পাইতেছে তাহাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত সরকারকে অনুরোধ করা—এই উভয় বিষয়ে একটা সতেজ জনমত গঠন করিবার জন্য তিনি উপস্থিত সকলকেই অনুরোধ করিয়াছেন।

সভায় ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

(১) পুনঃ প্রেরিত ভারতবাসীদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা (২) আগামী দক্ষিণ আফ্রিকা গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীকে প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা (৩) উক্ত গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করা যেন তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবাসীদের পুনঃ প্রেরণব্যবস্থায় কোনরকমে রাজী না হন।

শিবপুর সশস্ত্র ডাকাতির জের

হাওড়ার দ্বিতীয় এডিসন্যাল সেসন জজঃ মিঃ আর. আর মুখার্জ্জী জুরিগণের সহিত একমত হইয়া হরনাম দাসকে সাত বৎসর এবং কলিকাতার পুলিশ কনষ্টেবল বরকত আলি এবং সিরাজউদ্দিন কুর্ম্মীকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণ এই, গত ২২শে মার্চ্চ অর্দ্ধরাত্রির অব্যবহিত পর ছয়জন লোক শিবপুরের তারিণী দাসের বাড়ীতে জোর করিয়া প্রবেশ করে। তারিণী এবং বাড়ীর অন্যান্যলোক চীৎকার করিয়া উঠিলে বহুলোক তথায় জড় হয়। এই অবস্থায় ডাকাতগণ ঐ স্থান হইতে চম্পট দেয়। ঘটনার অব্যবহিত পরে শিবপুর রেল লাইন অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সময় বরকত আলি, হরলাল দাস এবং সিরাজুদ্দি গ্রেপ্তার হয়।

গত ২৪শে মার্চ্চ ইন্‌স্পেক্টার কে, সি, ঘোষ আসামী বরকত আলিকে লইয়া কলিকাতা পুলিশ কমিশনারের বাড়ী যান। তথা হইতে তাঁহারা রেললাইনে গিয়া আসামীর পাঁচনালা রিভলভার ও ৪টি কার্ত্তুজ উদ্ধার করেন।

হুটসন-গান্ধী সংবাদ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, কংগ্রেস কমিটীতে গান্ধী যে বিবৃতি দিয়াছেন তৎসম্পর্কে গণেশখণ্ডের লাটপ্রাসাদে টেলিফোন করিয়া জানা গিয়াছে যে, যে ব্যাপারের উপর গান্ধীজীর বিলাত যাত্রা নির্ভর করিতেছে তাহা এখনও বিবেচনাধীন আছে। তবু সকলের বিশ্বাস যে মহাত্মা গান্ধী লণ্ডন যাইবেন।

Reg No C.1544

লেখ— নবদ্বীপ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সাঁচ কলম ২৲
চিকিৎসার হার
স্বতন্ত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ১৪ই আগষ্ট ১৯৩১

নানা কথা

নিরুদ্দেশ

আমার স্ত্রী শ্রীমতী দুর্গাদাসী দেবী ৪.৫ মাসের দুগ্ধপোষ্য ছেলে সহ বিকৃত-মস্তিষ্কাবস্থায় কালীবাড়ী যাইবার নাম করিয়া গত ১১ই আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা ৯টায় কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানেও তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। স্ত্রীর রং উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ, একহারা মাঝারী সাইজের। যৎনীতে একটী আচালি আছে, ছেলের নাম কালিকানন্দ। কোন সহৃদয় ব্যক্তি নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব এবং অনুসন্ধান প্রদানকারী পুরস্কৃত হইবেন। ইতি—

নিবেদক—শ্রীপাঁচুগোপাল সিংহরায়
ওরফে প্রেমানন্দ অধিকারী
কাঠালপোতা, বৈষ্ণবপাড়া
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

কুচবিহারে দিনে চুরি

কুচবিহার সহরের শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র বসুর বাটীতে দিনের বেলায় চোর ঢুকিয়া নগদ ২৯০৲ টাকা ও আনুমানিক ৫০০৲ টাকা মূল্যের গহনাপত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ, বঙ্কিমবাবুর সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া চোর এই কুকার্য্য করিয়াছে।

দুশ্চরিত্রা মাতার খালের জলে কন্যা নিক্ষেপ

বারুইপুরের পাঁচী দাসী ও তাহার প্রেমাস্পদ পালান পাল পাঁচীর দশ বৎসর বয়স্কা কন্যা হিমি দাসীকে হত্যা করিবার চেষ্টার অপরাধে আলীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, পি, ঘোষের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, গত ২রা মে রাত্রিকালে পাঁচী ও পালান দুইজনে মিলিয়া হিমির হাত পা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহাকে খালের জলে নিক্ষেপ করে। ঘটনাচক্রে এক জেলে উক্তখালে মাছ ধরিতেছিল। হিমি হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় তাহার জালে আটক পড়ে। জেলে বড় মাছ মনে করিয়া জাল টানিয়া তীরে তুলিয়া মানুষ জালে পড়িয়াছে দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে থাকে। তাহার চীৎকারে লোকজন দৌড়াইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া জড় হয়। চিকিৎসকের চেষ্টায় হিমির জীবন রক্ষা পাইয়াছে।

নিরুদ্দেশ

দুশ্চরিত্রা মাতার খালের জলে কন্যা নিক্ষেপ

গান্ধীজীর সম্বর্দ্ধনা

বণিক সঙ্ঘের গোল টেবিল প্রস্তাব

বন্দীর মুক্তি

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রতিকৃতি

অদ্ভুত সন্তান প্রসব

চট্টগ্রামে আবার ৫ জন যুবক ধৃত পরে মুক্ত

অতিরিক্ত খাজনা আদায়

রেল কর্ম্মচারীর মহিলার বিরুদ্ধে মামলা

বণিক-সঙ্ঘের গোল টেবিল বর্জ্জন প্রস্তাব

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, মিঃ জামাল মহম্মদ এবং শ্রীযুত জি, ডি, বিরলাকে সার পুরুষোত্তমদাসের সহিত গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি সরকার মনোনীত না করায় ভারতীয় বণিক-সঙ্ঘের কার্য্য পরিচালনসমিতি সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, গোলটেবিলবৈঠকে তাঁহাদের প্রতিনিধি কেহ যাইবেন না। কারণ উপরোক্ত তিন ব্যক্তিকেই প্রতিনিধি মনোনীত করা হইবে এইরূপ আশ্বাসই লর্ড আরউইন প্রদান করিয়াছিলেন। সেজন্য বোধ হয় সার পুরুষোত্তম দাস সংহিত রাষ্ট্র গঠন সমিতিতে তাঁহার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবেন।

বোম্বাই লাটের আক্রমণকারী গগেটের উক্তি

বোম্বাইয়ের লাট সাহেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্ত গগেটের মামলার আরও ছয় জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়। সাক্ষীগণ সকলেই লাট সাহেবকে দুইবার গুলি করার কথা সমর্থন করেন।

এই সকল প্রমাণ সম্বন্ধে আসামীর কি বক্তব্য আছে তাহা ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেন।

আসামী উত্তর করে,—"হাঁ আমি গুলি করিয়াছিলাম।" কিন্তু আসামীর এই উক্তি লিপিবদ্ধ করা সম্বন্ধে আসামী-পক্ষীয় ব্যারিষ্টার আপত্তি প্রকাশ করেন। কারণ কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই আসামী নিজেই এই মর্ম্মে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন যে, সে এই আদালতে কিছুই প্রকাশ করিবে না। ইহা লইয়া বাদীপক্ষীয় ও প্রতিবাদী পক্ষীয় ব্যারিষ্টারের মধ্যে বাকযুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর উক্ত উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাবধূত গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমাদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমদানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাড়ী পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযদিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ১৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৯শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৪ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শুক্রবার ১৩৯তম সংখ্যা

সাময়িকী

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধানতম শাখামঠ কলিকাতা মহানগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভাগবত-মহামহোৎসবের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইতোমধ্যেই তথায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছে।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ভাগবত-প্রদর্শনীর বিবিধ সেবা কার্য্যের জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ প্রভৃতি প্রচারকবর্গও কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছেন।

কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে বহির্ম্মুখ জীবকুল সর্ব্বদা কলিপঞ্চকের সেবায় রত: মনুষ্যজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? জীবগণ কেন এই ভবকারাগারের রক্ষয়িত্রী মায়া-দেবীর ত্রিগুণ-নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তদ্বিষয়ে কাহারও চিন্তা নাই; দুঃখ-দৈন্যে, রোগ-শোকে, অভাব-অসুবিধায় সর্ব্বদা ক্লিষ্ট হইয়াও তাহার প্রতিকারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া সকলেই দুর্দ্দান্ত কলির দাসত্বে সতত নিযুক্ত। বিমুখমোহিনী মায়াদেবী কি যে মোহ-মদিরা পান করাইয়াছেন, যাহার দুর্দ্দমনীয় প্রভাব কলিহত বদ্ধজীবকুলকে স্বরূপবিস্মৃত করাইয়া কলির দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছে। সেই মোহ-মদিরার নেশা ছুটাইয়া দিবার জন্যই মহামহা-কারুণ্যাবতার জগদ্গুরুবরের এই ভাগবত-মহোৎসবের আয়োজন।

বালক-বালিকাদিগকে কটু, তিক্ত ঔষধ পান করাইবার কালে যেমন মিষ্ট-দ্রব্যের লোভ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, অবিদ্যাপিত্তোপতপ্ত রসনায় অরুচিকর ভগবৎকথামৃত পান করাইবার জন্য জগদাচার্য্যদেবও তদ্রূপ বিবিধ লীলা প্রদর্শন করিতেছেন।

মোহিনী মায়ার মনোহারী বিপণির দ্রব্যগুলিতে ভগবদ্বিমুখজীবের নয়ন সর্ব্বদা আকৃষ্ট হয় বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম নয়নের তৃপ্তি-বিধানার্থ ভাগবত-প্রদর্শনী খুলিতেছেন। জড়-রসাস্বাদন-লোলুপ রসনাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের লোভ প্রদর্শন করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন সঙ্গীতপ্রিয় জনগণকে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের সুমধুর সুরতাল লয়াদিতে আকৃষ্ট করিয়া আনিতেছেন। এইরূপে পরোক্ষভাবে এবং আরও নানা-প্রকারে প্রত্যক্ষভাবে কি যে মহৎ উপকার জগদ্গুরুবরের দ্বারা সাধিত হইতেছে, তাহা বহির্ম্মুখ-বিচারপ্রবণ বিদ্বদ্গণেরও বুঝিবার সাধ্য নাই।

কবিকুল-মুকুটমৌলি শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ জীবের অজ্ঞানতমোরূপ-কৈতব বিনাশ করিতে গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে উদিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষবাঞ্ছাই কৈতব বা অজ্ঞানতমঃ। কৃষ্ণভক্তির বাধক শুভাশুভকর্ম্ম সবই জীবের অজ্ঞানতমো-ধর্ম্ম। গৌরনিত্যানন্দ দুই ভাই জীবের সেই অজ্ঞানতমঃ বিনাশ করিয়া বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা দুই ভাই অজ্ঞানজীবের হৃদয়ের অন্ধকার ক্ষালন করিয়া দুই ভাগবত সঙ্গে সাক্ষাৎকার করাইয়াছিলেন এবং সেই দুই ভাগবতের দ্বারা ভক্তিরস প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়াছিলেন।

ভাগবতদ্বয়ের কৃপা না হইলে জীবের অবস্তুতে বস্তু-ভ্রম বিদূরিত হয় না; তাই তাহারা অধনে যতন করিয়া পরমার্থধনে উপেক্ষা প্রদর্শন করে। শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-প্রচারকবর জগদ্গুরুদেব আজ গৌরনিত্যানন্দের ইঙ্গিতে তাঁহাদের সেই লীলাই প্রদর্শন করিতেছেন। নষ্টদৃষ্টি কলিজীবের জ্ঞানচক্ষু-প্রকাশক পুরাণ-সূর্য্য শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রদর্শনী, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তভাগবতের সঙ্গদান, ভক্ত-ভাগবত-সঙ্গে ভক্ত ও গ্রন্থভাগবতের মহাকারুণ্যের কথা-প্রচারের জন্যই এই ভাগবতোৎসবের আয়োজন।

বালেশ্বর জেলার কোবণ্ট গ্রামনিবাসী শ্রীযুত লালমোহন মহাপাত্র মহাশয় লিখিয়াছেন,—

মদীয় ভবনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ শুভাগমন করিয়াছেন।

গত ৩রা আগষ্ট তারিখে তাঁহার আদেশে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারিজী 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য—সদ্গুরুচরণে আশ্রয় করিয়া হরিভজন করা'—এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বালকের মুখে এরূপ শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ কথা আমরা আর কখনও শুনি নাই।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বোধায়ন মহারাজ গুরুকরণ এবং ছড়াগান ও মহামন্ত্রের পার্থক্য সম্বন্ধে ৩।৪ ঘণ্টাকাল এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখে বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই সদ্গুরু ও গুরুব্রুবের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছেন।

বর্ত্তমানে কলিহত জীবগণের উদ্ধারার্থ পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামী মহারাজ জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এতদঞ্চলের অধিবাসিগণের হৃদয়ে তাঁহার পাদপদ্মদর্শনলালসা জাগিয়াছে।

২রা আগষ্ট সন্ধ্যায় শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। হরিকথা শ্রবণান্তে মিঃ ভেনকাতেশ পেরুমল প্রস্তাব করেন যে, আগামী রবিবারে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের হেডমাষ্টার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ৯ই আগষ্ট তারিখে স্কুলের বাসানুবাদ সভার সভাপতি-সূত্রে বিদ্যা ও ধন সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে
প্রভুপাদের বক্তৃতা

(৪)

ভক্তির systemটী সমূলে উৎপাটিত করিয়া কর্ম্ম-জ্ঞানের আলোচনা, জীবহিংসার প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে, উহা ধর্ম্মবিগর্হিত ও নীতিবিগর্হিত শিক্ষা। এইরূপ অবৈধ শিক্ষাপ্রভাবে মানব-জাতিকে ক্রমশঃ নিম্নস্তর অবলম্বন করাইয়া মনুষ্যত্বের বিলোপ সাধন করিবে। সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম—জ্ঞানবিকাশ, রজোগুণের ধর্ম্ম—প্রকৃতি, তমোগুণের ধর্ম্ম—জড়ত্ব বা চেতনের বিলোপ সাধন। যে শিক্ষায় সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম জ্ঞানবিকাশ রজোতমোগুণে চালিত করিয়া লোককে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, তাহা সৎশিক্ষা-পদবাচ্য নহে। শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশে ভগবজ্জ্ঞান লাভ হয়। সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, অপর যাহা কিছু—অজ্ঞানতাবিজৃম্ভিত, প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য তাহা নহে।

ভগবদ্‌বিশ্বাসই ভক্তির মূল। সেব্যের সেবা—আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। ঈশ্বর প্রভু—সেবা, জীব বস্তু সেবক। সেবা তাহার ধর্ম্ম। এটী বড় কথা। নির্ব্বিলাস (Abstracts) বা (Impersonal form of Godhead) জড় বিচারের বাতিরেক ভাব। উহা প্রকৃত আস্তিক্য বিচার নহে। মানব স্বভাবতই আস্তিক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট। ভগবদ্ভক্তি বাল্যকাল হইতেই অর্জ্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৬।১) বলেন,—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্
ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

Let us pray and pray unceasingly. Forced labour and prayer must be avoided by all means Let us be conversant with the general principles of Religion and Morality. Let us have a peep into the next world. It is a matter of great regret that the so called Professors and Philosophers of the world have shown their back to these fundamental principles. Let us enquire after Theism with a true heart and submissive spirit. It would be extremely profitable and very interesting not only to us but to the whole world. Those who are much interested in our welfare must not lose sight of this fundamental factor of life. Our education must be well-grounded on Ethical and Theistic principles.

আমরা যেন অবিরত ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করি। কিন্তু অনিচ্ছাপ্রবর্ত্তিত সেবাকার্য্য ও প্রার্থনা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। প্রথমতঃ নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক সাধারণ রীতিনীতিগুলি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া পরে পরজগতের অনুসন্ধানে প্রচেষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত অধ্যক্ষ ও দার্শনিকবর্গ এই প্রকৃত মূল তথ্যগুলির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। যদি আমরা আস্তিকতার বিষয় সরল অন্তঃকরণে ও বিনীতভাবে অনুসন্ধান করি, তবে শুধু আমরা কেন, জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই এ বিষয়ে যথেষ্ট লাভবান্ হইতে পারিবেন এবং বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন। যাঁহারা আমাদের অভিনন্দনে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা জীবনের এই মূল কর্ত্তব্যটীর বিষয় বিস্মৃত হইবেন না। নৈতিক ও পারমার্থিক সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই আমাদের শিক্ষামন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীগুরুদেব ও আমি

(১)

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য)

আমি তটস্থ জীব, শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। আমি নিত্যবদ্ধ, শ্রীগুরুদেব মুক্তকুলমুকুটমণি। আমি অজ্ঞ, শ্রীগুরুদেব বিজ্ঞচূড়ামণি। আমি অন্ধ, শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা। আমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণে অপটু, শ্রীগুরুদেব বিশ্ববাসী জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ-সমর্থ। আমি আত্মকল্যাণ লাভে বিমুখ, শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবের আত্মকল্যাণপ্রদাতা। আমি পরমার্থে অলস, শ্রীগুরুদেব জীবমাত্রেরই অলসতা ও জাড্যদোষ বিদূরিত করিবার জন্য সচেষ্ট।

আমি আপ্তকামী হইয়া ভবঘুরের ন্যায় ইতঃস্ততঃ বিচরণ করি, শ্রীগুরুদেব জীবের আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা অপনোদন করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিতে নিয়োগ করাতে চেষ্টিত। আমি মন্দমতি ও ধৈর্য্যহীন, শ্রীগুরুদেব জীবের সুবুদ্ধি দান করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন। আমি গুরুবুদ্ধিহীন, গুরুদেবে সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধি করি, শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধে যাবতীয় জীবে গুরুবুদ্ধি করিয়া তিনি যে সাধারণ মনুষ্য নহেন, ইহা জানাইয়া প্রত্যেক জীবকে গুরুজ্ঞান-সঞ্চারের সুযোগ প্রদান করিতেছেন।

আমি শ্রীমদ্ভাগবতাদি সচ্ছাস্ত্রে শ্রদ্ধাযুক্ত নহি, শ্রীগুরুদেব নিরন্তর শ্রীমদ্ভাগবতাদি সচ্ছাস্ত্রের শ্রবণ-কীর্ত্তন করাইয়া সকল জীবকে শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে আকৃষ্ট করিতেছেন। আমি ভগবদ্বিগ্রহে পুতুল-বুদ্ধি করি। অপরাধ করি, শ্রীগুরুদেব "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" বাণীর জলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার প্রচারফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থানের সন্ধান আজকাল অনেকেই পাইতেছেন। তজ্জন্য বহুব্যক্তি প্রত্যহই শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিতেছেন এবং শ্রীধাম দর্শন ও ধামবাসী বৈষ্ণবগণের অলৌকিক চরিত্র ও আচার-ব্যবহার দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইতেছেন।

গত ৩রা আগষ্ট তারিখে কুলিয়া রাধাবাজারনিবাসী শ্রীযুত প্রিয়নাথ বসু বি, এ, মহাশয় এবং রংপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ রায়ত মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শনার্থ আগমন করেন। তাঁহারা শ্রীযোগপীঠে কয়েকঘণ্টাকাল অবস্থান করিয়া তত্রত্য দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দর্শন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান-সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য লাভ করেন।

ঢাকা আরেলাপুরনিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী শ্রীযুত নবদ্বীপ চন্দ্র সাহা তাঁহার বন্ধু শ্রীযুত জগদীশ চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শন করিতে আগমন করেন এবং শ্রীধাম মায়াপুরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান কিনা তদ্বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীযোগপীঠের রক্ষক শ্রীযুত রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহোদয় নবীন বাবুকে শাস্ত্র, ঐতিহ্য, প্রাচীন ভৌগোলিক তথ্য, মহাজনবাক্য, এবং নিরপেক্ষ বিদ্বজ্জনগণের স্বীকারোক্তি প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরেই যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান এবং তাহা ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, ইহা প্রমাণ করিয়া দেন।

অতঃপর গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদিগকে প্রসাদ পাইতে অনুরোধ করিলে তাঁহারা উত্তর দেন, আমরা ইতঃপূর্ব্বেই কুলিয়াতে প্রসাদ পাইবার জন্য কোনও প্রসাদ-ব্যবসায়ীর নিকট বায়না দিয়া আসিয়াছি। আমরা আগে এস্থানের মহিমা জানিতে পারিলে এরূপ বঞ্চিত হইতাম না। যাহা হউক, সুযোগ পাইলেই আমরা পুনরায় এখানে আসিব এবং এখানের ধর্ম্মশালায় বাস করিয়া সাধুমুখবিগলিত শ্রীহরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিব। এবারে আসিলে আর ওপারে যাইব না। সেখানে হরিকথা শ্রবণ করিবার কোন সুযোগই নাই; অধিকন্তু সকল কাজেই পয়সার কারবার। ঠাকুর দেখা, প্রসাদ পাওয়া, এমন কি একটুক চরণামৃত লাভ করিতে হইলেও পয়সা ছাড়া উপায় নাই। পরম কারুণিক অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার দোহাই দিয়া এ বণিগ্‌বৃত্তি কি গুরুতর অপরাধ নহে?

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

শ্রীযুত হৃষীকেশ সেন, টেলাস স্কোয়ার, নূতন দিল্লী হইতে জানাইয়াছেন যে, 'ভক্তমাল' গ্রন্থ প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ, উভয়কেই একই ব্যক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ তাহার বিপরীত কেন?

---

(১) শ্রীপ্রকাশানন্দ উত্তর-ভারতবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী এবং শ্রীপ্রবোধানন্দ দাক্ষিণাত্যনিবাসী ও 'শ্রী'বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং উভয়ে 'এক' ব্যক্তি হইতে পারেন না।

---

(২) দ্বিতীয়তঃ, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর খুল্লতাত ও গুরুদেব শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী। তিনি পূর্ব্বে শ্রীবঙ্গদেশে বাস করিতেন। পরে শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যে মাথুরমণ্ডলে কামবনে বাস করিতেন। তিনি কোন দিন বারাণসীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন না।

---

(৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী কখনও একদণ্ডী প্রকাশানন্দের সহিত 'এক' নহেন। একদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের শিখাসূত্র থাকে না, কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণের প্রত্যেকের শিখা-সূত্র থাকে।

শ্রীভক্তিবিলাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের শিষ্যই তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট। শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় কাশীতে প্রকাশানন্দকে "মায়াবাদী সন্ন্যাসী" বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন নাই। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীবঙ্গদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। তৎকালে শ্রীপ্রবোধানন্দ শ্রীগোপাল ভট্টের পিতা শ্রীবেঙ্কট ভট্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'শ্রী' রামানুজীয় বৈষ্ণবগণ কেবলাদ্বৈতবাদী মায়াবাদী নহেন। আবার, উহার ২।১ বৎসর পরেই সেই প্রকাশানন্দকে কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসী দেখিতেছেন। ত্রিদণ্ডিবৈষ্ণব সন্ন্যাসী কিরূপে পূর্ব্বে মায়াবাদী থাকেন, পরে ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী, পরে আবার মায়াবাদী হন—এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল সুঅক্ষরে মুদ্রাঙ্কণ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিখণ্ডের ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি খণ্ডের ভিক্ষা ৩৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'সরিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সময়য় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার -সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যাশ্রমামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবত্তত্ত্ব—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোর্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রকাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন; ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ শ্রীখণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী জীবন্তরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে [illegible] কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিঃ ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত; এই পুস্তকে অতি সুগবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীর [illegible] গ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা [illegible] এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও [illegible] লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, [illegible], ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র॥

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার নিত্য গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার নিত্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে [illegible] নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদি দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস— ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানার অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার— গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চট্টগ্রামে আবার ৫ জন যুবক ধৃত, পরে মুক্ত

গত ৯ই আগষ্ট চট্টগ্রামে একটি গৃহস্থ বাটীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। তল্লাসের ফলে পুলিস নাকি একটি ভরা রিভলভার, কতকগুলি কার্তুজ ও সোনার মত কতকগুলি গটকা পাইয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, পুলিস সন্দেহক্রমে ৫ জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরে উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রতিকৃতি

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে রানাডে-হলে পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে ভারত সরকারের নব নিযুক্ত আইন-সদস্য সার সি পি, রামস্বামী আয়ার পণ্ডিতজীর রাজনীতি জ্ঞানের ও দেশ-হিতৈষিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, পণ্ডিত মতিলালজী সমস্ত কার্য্যই দৃঢ়তার সহিত করিতেন বা বলিতেন।

অতিবৃষ্টির ফলে মাদ্রাজ রেলপথের বিঘ্ন

১০ই আগষ্ট সোমবার দিবস যুবলী জংসন হইতে মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মারহাট্টা রেলপথের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানাইয়াছেন যে, উক্ত রেলপথের সোলালিম এবং ভবসাগর ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে অতি বৃষ্টির ফলে গাড়ী চলাচলে বাধা উপস্থিত হইয়াছে। ইহা চারিদিবসকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

অদ্ভুত সন্তান প্রসব

জনৈক ধোবীর পত্নী মাদারীপুর দাতব্য হাসপাতালে দুইটি মস্তক, চারি হস্ত ও চারি পা বিশিষ্ট একটি অদ্ভুত মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছে।

তুমুল বৃষ্টি

হুবলী হইতে প্রকাশ যে এম, এস, এম, রেলপথের ডিষ্ট্রীক্ট ট্রফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তারযোগে জানাইতেছেন:-

সোণালিম ও ভবসাগরের মধ্যে অনবরত তুমুল বৃষ্টির জন্য ট্রেণ চলাচলে যে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আরও ৪ দিন থাকিবে।

আবার অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার

জামালপুর ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ যে গত ৮ই আগষ্ট প্রাতঃকালে স্থানীয় পুলিস শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মজুমদার বি, এল-কে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গোগেটের গলদেশে তরবারি

৮ই আগষ্ট সুরক্ষিত আদালতকক্ষে বাসুদেব বলবন্ত গোগেটের মামলার বিচার আরম্ভ হয়। সাক্ষী পুনার ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মহাজানি ও গভর্ণরের এডিকং কাপ্তেন পেটো গত ২২শে জুলাই ফার্গুসন কলেজে যে কাণ্ড হয়, তাহার বিবরণ প্রদান করেন।

অধ্যক্ষ শ্রীযুত মহাজানি বলেন, গভর্ণরকে কলেজ পরিদর্শনের জন্য ১৪ই জুলাই তারিখে নিমন্ত্রণ করা হয়।

কাপ্তেন পেটো বলেন, গবর্ণরকে লক্ষ্য করিয়া গুলী দুইটী ছুড়া হইবার পর তিনি আততায়ীর দিকে ছুটিয়া যান এবং গোগেটের গলার উপর তাঁহার তরবারির অগ্রভাগ ধরিয়া তিনি তাহার তৃতীয় গুলী করায় বাধা দেন। অতঃপর তিনি তাহাকে নিরস্ত্র করেন

সাক্ষ্যে আরও প্রকাশ, গোগেটের পকেটে গভর্ণরের ফটো এবং আর একটা গুলীভরা রিভলভার ও একখানা ছোরা ছিল।

গান্ধীজীর সম্বর্দ্ধনা

বোম্বাই কর্পোরেশনের ১০ই আগষ্ট তারিখের সভায় সভাপতি শ্রীযুত বোমান বেহারাম বলেন যে, গান্ধীজী, ভূপালের নবাব এবং গোলটেবিল বৈঠকের অপর কতিপয় বিশিষ্ট সদস্যগণের সম্মানার্থে এক উৎসবের আয়োজন করা হইবে।

বন্দীর মুক্তি

রংপুর হইতে প্রকাশ যে গাইবান্ধার মোক্তার শ্রীযুত মহিমচন্দ্র রক্ষিতের পুত্র শ্রীযুত শচীন্দ্রচন্দ্র রক্ষিতকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ধারায় গ্রেপ্তার করিয়া হিজলী কারাগারে আবদ্ধ রাখা হয়। তাঁহাকে বিনাসর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

নির্ব্বাচন হাঙ্গামায় অনেকে জখম

বহরমপুর হইতে প্রকাশ যে আজিমগঞ্জ জিয়াগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর বালুচর ওয়ার্ডের কমিশনার নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচক কর্ম্মচারী মনোনয়ন লইয়া বিবাদে অনেক জখম হইয়াছে। একজনের অবস্থা সাংঘাতিক। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন

গভীর রাত্রিতে ডাকাতি

চুঁচুড়া হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, হুগলী জেলার অন্তর্গত সেখপাড়া হইতে পুনরায় আর একটী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাত্রি প্রায় ২টার সময় একদল ডাকাত (সংখ্যায় প্রায় ১০।১২ জন হইবে) লাঠি, ছোরা, দা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হইয়া কবীর নামক স্থানীয় এক মুসলমানের বাড়ীতে হানা দেয়। ঐ সময় বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত ছিল। দুষ্কৃতেরা ঘরে প্রবেশ করিয়াই লোহার সিন্দুকের চাবির জন্য কবীরকে গুরুতর প্রহার করে। পরে কবীর চাবি দিলে, ডাকাতেরা সিন্দুক খুলিয়া নগদ টাকা ও মূল্যবান অলঙ্কারাদি নিয়া পলায়ন করে।

আকোলায় হিন্দু মহাসভা

আগামী গোলটেবিল বৈঠকে হিন্দু প্রতিনিধির সংখ্যা অল্প হইয়াছে বলিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়া হিন্দুমহাসভায় গত ৯ই আগষ্ট এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত গোলটেবিল সম্মেলনের সিন্ধু সাবকমিটীর সিদ্ধান্ত একতরফা এবং সেজন্য উক্ত সিদ্ধান্ত হিন্দুগণের পক্ষে বিশেষ করিয়া সিন্ধুর হিন্দুগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য না হইলেও মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

জুনাগড় রাজ্যের বীরবল নামক স্থানে ৫ শত হিন্দুকে হত্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিনজন সদস্যকে লইয়া একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলাফল হিন্দু মহাসভার নিকট প্রেরণ করিবেন।

কান্দিতে হাইস্কুলে মৌলভীর বক্তৃতা

গত ৮ই আগষ্ট বেলা ১ ঘটিকায় কান্দিতে রাজ উচ্চইংরাজীবিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে মৌলভী বদরুদ্দোজা বর্ত্তমান কালে ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি যুবকদিগকে সত্যের অনুসন্ধান করিতে, মানবজাতিকে ভালবাসিতে, ধর্ম্ম সংক্রান্ত সামাজ বিরোধগুলি পরিহার করিতে ও সাধারণের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত করিতে আবেদন করেন। তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানমিলনের আবেদনে সভায় যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উক্ত স্থানে মৌলভী আবদুল মজিদের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় তিনি বিশ্বের প্রগতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। এতৎ সম্পর্কে তিনি সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছিলেন।

রেল কর্ম্মচারীর মহিলার বিরুদ্ধে মামলা

বিহারের জাতীয় কর্ম্মী শ্রীযুক্তা সাধনা দেবী গত ৫ই আগষ্ট প্রত্যূষে গৌহাটী হইতে ধুবড়ীতে বক্তৃতা করিতে আগমন করেন। প্রকাশ, স্থানীয় রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহার সহিত কতিপয় রেল-কর্ম্মচারীর বচসা হয়, ফলে ভারতীয় রেলওয়ে আইনের ১২১ ধারানুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি মামলা আনয়ন করা হইয়াছে। তিনি এখন জামীনে মুক্ত আছেন, মামলা চলিতেছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, তাঁহার টিকিট প্রদর্শনের পর, জনৈক রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাঁহার দ্রব্যাদি ওজন করিতে চাহিলে তিনি নাকি তাহাতে বাধা প্রদান করেন। প্রকাশ, উক্ত কর্ম্মচারী তাঁহার হাত ধরিয়া টানায় ইহাতে ঐ মহিলা একখানি ছড়ির দ্বারা কয়েকটি আঘাত করেন।

অতিরিক্ত খাজনা আদায়

শ্রীহট্ট কিষাণ সমাজতন্ত্রবাদীদিগের উদ্যোগে মোলানা সিরাজুদ্দিন চৌধুরী বি, এল, এর সভাপতিত্বে ভাটন হলে এক জনসভার অধিবেশনে পৃথিমপাশা জমিদারীর কর্ম্মচারীদের অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর জুলুম করার নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। জমিদারদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে, তাঁহারা যেন দরিদ্র মণি পুরীদের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হন।

জুরির রায়ে জজের মতভেদ

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, শচীর ঝোপে বোমা সম্পর্কে শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরকপদার্থ আইনের ৯ ধ এবং ৫ ধারা অনুসারে যে মামলা চলিতেছিল, তাহাতে জুরী আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্থির করেন। অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ চৌধুরী জুরীর সহিত একমত না হইয়া মামলা হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

"শ্রীধাম"
কোন — নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৷৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪০ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৮, ১৫ই আগষ্ট ১৯৩১

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে মহিলা পাঠাগার

ঢাকার শ্রীযুক্তা আশালতা সেন গত ৯ই আগষ্ট কৃষ্ণনগরে আগমন করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় রামগোপাল টাউনহলে এক সভায় দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

অধ্যাপক শ্রীযুত বীরেশ্বর বসু এম, এ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি কৃষ্ণনগরে মহিলাগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কমলা পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

ইন্দুরের পরাক্রম

মান্দ্রাজে কতকগুলি ইন্দুর অত্যন্ত বড় ও বলবান হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী একটী বড় ইন্দুর দেখিয়াছিল। এই ইন্দুরটী প্রথমে একটী কুকুরের দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হয় এবং একটু পরেই ইন্দুরটী কুকুরের দিকে ছুটিয়া আসে। তখন কুকুরটী মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সীমানায় প্রবেশ করিয়া দুই মিনিটকাল যাবৎ ইন্দুরটীর সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করে। কিন্তু ইন্দুরটীকে জয় করিতে না পারিয়া কুকুরটী অবশেষে পলায়ন করে।

দা[illegible] বিশ্বাসঘাতকতা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ ১০০০৲ টাকা সম্পর্কে হুগলী চুচুড়া মিউনিসিপালিটীর তহবিল তছরূপ করিবার অভিযোগে জিলার কর্ত্তৃপক্ষ জনৈক ট্যাক্সি আদায়কারী দারোগাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এক পরোয়ানা বাহির করিয়াছেন উক্ত দারোগার নিকট ঐ অর্থ গচ্ছিত ছিল। প্রকাশ, তদবধি দারোগা পলাতক আছে।

কৃষ্ণনগরে মহিলা পাঠাগার

দেশ প্রত্যাগত ভারতীয়ের অবস্থা

ইন্দুরের পরাক্রম

অর্থ কষ্টের ভীষণ পরিণাম

ধলভূমে প্রতিবাদ

বারাণসীতে ধর্ম্মঘটের অবসান

নেপালীযুবক গ্রেপ্তার

হোটেলে কোকেন প্রাপ্তি

চট্টগ্রামে দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল

অস্ত্র আইন, বিস্ফোরক পদার্থ আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ষড়যন্ত্র বিষয়ক অপরাধ সম্বন্ধে পুলিস নিম্নলিখিত আসামীগণের বিরুদ্ধে ১১ই আগষ্ট সদর ডেপুটির আদালতে চার্জ্জসিট দাখিল করিয়াছে। আসামীগণের নাম—নিবারণ ঘোষ, নন্দকুমার দে, চন্দ্র বসু, অর্দ্ধেন্দু গুহ, সুশীল সেন, প্রফুল্ল মল্লিক, নিশি দে, রবীন্দ্র সেন, প্রভাত দত্ত, হৃদয় দাস, আশু দে ও অনিল রক্ষিত।

সংবাদে প্রকাশ, এই নূতন মামলা বিচার করিবার জন্য চট্টগ্রামে আর একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হইবে।

আরও প্রকাশ একজন আসামীর স্বীকারোক্তি ইতিমধ্যে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আসামী অর্দ্ধেন্দু গুহ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার একজন পলাতক আসামী।

ধলভূমে প্রতিবাদ

উড়িষ্যাবাসীগণের ও ধলভূমস্থ মুষ্টিমের উড়িয়াগণের ধলভূম তথা শিংভূমকে নব প্রস্তাবিত উড়িষ্যাপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রতিবাদকল্পে আসামী ১৬ই আগষ্ট রবিবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় কোকপাড়া মোকামে একটী মহতী জনসভার অধিবেশন হইবে। এই সভায় ধলভূম রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার মান্যবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সাধারণের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

তমলুকে অনাবৃষ্টি

আর্থিক মন্দা হেতু তমলুকবাসীদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় একমাস যাবৎ বৃষ্টি না হওয়ায় উচ্চ জমিতে চাষ করা সম্ভব হইবে না। বৃষ্টির অভাবে নীচু জমির ছোট ছোট চারাগুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চুচুড়ায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড

হুগলী জিলার ভদ্রেশ্বর থানার এলাকাধীন কোন গ্রাম হইতে একটি নৃশংস-হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। পুলিস উহার তদন্ত করিতেছে। আসামীর নাম যাম্মান্ বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে প্রকাশ, আসামীর সহিত মৃতের সদ্ভাব ছিল না। ঘটনার দিন উভয়েই একটি ধানের ক্ষেতের মধ্যে কলহ করিতেছিল, হঠাৎ আসামী একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করে, ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এখনও আসামীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথান্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীষড়বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

হাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমদনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(১৮) আমলাবোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীরামনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীররুক্ষ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ১৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৩০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৫ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শনিবার | ১৪০তম সংখ্যা

সাময়িকী

কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রত্যহ ভাগবতধর্ম্মের কথা জনমণ্ডলীর সমক্ষে কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ৮ই আগষ্ট বৈকালে বর্ম্মার ডিষ্ট্রাক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখে প্রায় এক ঘণ্টাকাল মানবজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা শ্রবণ করেন। সদ্‌গুরু কিম্বা প্রকৃত সাধুর কৃপায় সত্বসত্বই যে ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারা যায়, একথা শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

গত ৬ই আগষ্ট কাশীর অবসর-প্রাপ্ত ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীজী প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল শুদ্ধাভক্তি, বিদ্ধাভক্তি ও ছলভক্তি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। গোপালবাবু অনুসরণ ও অনুকরণের যে প্রভেদ, তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া আনন্দ-প্রকাশ করিয়াছেন।

বিগত ৩১শে জুলাই বরিশালের স্বনামখ্যাত উকীল শ্রীযুত চাঁদমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীপাদ ভক্তিশাস্ত্রীজীর মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য শুনিয়া বিশেষ সুখী হন। তিনি ভগবৎসেবার জন্য আনুকূল্য করিয়া থাকেন।

বিগত ১০ই জুলাই কাশীর স্বনামধন্য রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের রক্ষকের নিকট বৈষ্ণব দর্শনের কথা শুনিয়া শুদ্ধ-ভক্তির কথা শ্রবণে পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে বারাণসীর খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কাব্য-তীর্থ মহাশয়ের ভবনে শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীজী ভগবানের সহিত জীবের কিরূপ সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি সত্বর কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে যাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনের আগ্রহ জানাইয়াছেন।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ সার্, সি, পি, রামস্বামী আয়ার এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং আবশ্যকীয় সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইনি গভর্ণর জেনারেলের সভার একজন প্রধান সদস্য; বর্ত্তমানে সিমলায় গমন করিতেছেন।

মলয়াপুরের একজন প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত টি, রামস্বামী স্বামিজীদ্বয়ের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিবিধ আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

গত ৯ই আগষ্ট তারিখে মাদ্রাজ জর্জ্জ টাউনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণের এক বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছে, সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বেলা ৪ ঘটিকার সময় ৭নং কৃষ্ণ আয়ার ষ্ট্রীট হইতে বহির্গত হইয়া জর্জ্জটাউনের বড় বড় রাস্তা দিয়া গমন করিয়াছিল। নগরস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ৫।৮।৩১ তারিখে বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত বান্দিয়া নামক গ্রামে শ্রীহরিচরণ মহাপাত্র মহাশয়ের বাটীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসূন বোধায়ন মহারাজ রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়া ছিলেন। তাঁহারা স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অতি আনন্দের সহিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ৬।৮।৩১ তারিখে বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত বাউনপুরনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের শ্রীঠাকুরমন্দিরের প্রাঙ্গণে বোধায়ন মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাক্ষিগোপালচরিত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

উক্ত প্রদেশের লোকের পত্রে প্রকাশ,—স্বামিজী মহারাজ এতদঞ্চলে কয়েকদিন যাবৎ অনর্গল ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

উক্ত দিবস স্বামিজীমহারাজের পাঠে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী প্রভু মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বিপিন বাবুর উৎসাহ ও চেষ্টায় পাঠান্তে শ্রোতৃবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে ইঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য—রমানাথ দে রিটায়ার্ড ইন্‌স্পেক্টর, নরেন্দ্রপ্রসাদ দাস প্লীডার ভদ্রক কোর্ট, জীবনচন্দ্র দাস প্লীডার ভদ্রক কোর্ট, ভীমচন্দ্র মহাপাত্র স্কুল-মাষ্টার, ভদ্রক।

আনন্দোদয়-দয়া-বারিধি শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় পরদুঃখদুঃখী আর কেহই অবতীর্ণ হন নাই। তাঁহার সেই অহৈতুকী দয়ার কথা কিছুদিন যাবৎ মনোধর্ম্মজীবি ব্যক্তিগণ বিকৃতভাবে গ্রহণ করায় তাহা জগতের চক্ষে বিপরীত-ভাবেই প্রতীত হইতেছিল। তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তাঁহারই পরম-প্রিয়তম মহাজন জগতে আগমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের কথা—শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের কথা জগতের নিকট জানাইতেছেন। তাহাতে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাকীটগণ দুরন্ত বিভ্রাটে পড়িয়া গিয়াছে॥

সেই সে বিভার কল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে
শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর

বক্তৃতার চুম্বক

অদ্য শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে মহোৎসব। সেইজন্য আপনাদের ন্যায় সজ্জনগণের দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌরবিনোদরমণজীউর উৎসবে সমাগত আপনাদের নিকট কিছু হরিকথামৃত পরিবেশন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। সত্যপ্রিয় সরলপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করেন যে, অসদ্বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক অচিদনুশীলনের দ্বারা আমাদের নিরানন্দময় গৃহান্ধকূপই লাভ হয় এবং সদ্বস্তুর সহিত যোগযুক্ত হইয়া চিদনুশীলনের দ্বারা আমরা প্রয়োজনরূপ নিত্যানন্দ বা পরমার্থ লাভ করিতে পারি; শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে আসিয়া বাস করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারি।

যেখানে সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌরবিনোদরমণজীউর সেবায় ভগবদ্ভক্তগণ বাস করেন, তাহারই নাম শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ। ঊনবিংশশতাব্দীর শেষভাগে শ্রীসচ্চিদানন্দ' নামা কোনও মহাজন এই কটক সহরে শ্রীগৌরবিনোদরমণজীউর সেবায় সতত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে এই মঠের নাম 'শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ' এবং তাঁহারই সেব্য শ্রীগৌরবিনোদরমণজীউ এখানে প্রকটিত হইয়াছেন। সজ্জনসমাজে তিনি 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' নামে সুপরিচিত। পণ্ডিতগণ বলেন,—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীপাদপদ্ম সেবা দ্বারা সংসাররূপ গৃহান্ধকূপ হইতে ত্রাণ লাভ করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দময় গৃহান্ধকূপের ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ উৎসবে প্রমত্ত হইয়া আমরা নরকপথের পথিক হইয়া পড়ি। আর শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে হৃষীকের দ্বারা শ্রীহৃষীকেশের সেবা করিতে পারি অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীবিগ্রহদর্শন, কর্ণের দ্বারা হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীহরিকথা শ্রবণ, নাসিকাদ্বারা শ্রীহরিপাদপদ্মে অর্পিত তুলসীচন্দনাদির ঘ্রাণ গ্রহণ, জিহ্বাদ্বারা শ্রীহরিগুণগান ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান এবং শ্রীহরিজনগণের শ্রীপাদপদ্মস্পর্শের দ্বারা ত্বকের সার্থকতা সম্পাদনের সুযোগ হয়। ইন্দ্রিয়তর্পণোৎসব ও হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়তর্পণোৎসব এক নহে। খণ্ড কালের মধ্যে অনিত্য, হেয় ও খণ্ড বস্তুর সহিত সম্বন্ধস্থাপন পূর্ব্বক আমরা খণ্ড, হেয় দেশে অর্থাৎ নরকে গমন করি। আর অখণ্ড, অসীম, পূর্ণ, নিত্য সচ্চিদানন্দময় শ্রীহরিপাদপদ্মের নিত্যকাল সেবা দ্বারা আমরা শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করি। দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে আমরা অখণ্ড, অসীম দেশে নিত্যকালের জন্য অনন্তের উপাসক। যেখানে আমাদের আত্মার স্বাস্থ্য লাভ হয়, সেখান হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা খণ্ড দেশ, কাল ও পাত্রের সেবায় নিয়োজিত হইলেই অসুস্থ হইয়া পড়ি। সুস্থ হইবার জন্য তখন শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হাসপাতালে যাইয়া চিকিৎসিত হইতে হয়। আত্মার স্বাস্থ্যের জন্য শ্রীহরি ও শ্রীহরিজনের পাদপদ্মে শরণাগত হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

অনন্তের পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া যখন আমরা ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া অনন্তের সেবার অযোগ্য হইয়া পড়ি, তখন সেই মলিন মনকে শুদ্ধ করিবার জন্য অনন্তের সেবকগণের সঙ্গে তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত শব্দ শ্রবণ দ্বারা প্রশান্তচিত্তে অনন্তের পথে—অমৃতের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি। যাহাতে বিশ্ববাসী অনন্তের পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পান এবং নিত্যানন্দময় ধামে পৌঁছিয়া সচ্চিদানন্দ বস্তুর সেবায় নিত্যকালের জন্য নিযুক্ত হইতে পারেন, তজ্জন্য কোন এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের প্রেরণায় প্রতি মঠেই এই প্রকার মহামহোৎসবের আয়োজন। 'মহোৎসব' অর্থে খাওয়া দাওয়া দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ করা নহে। হাঁসপাতালে যেরূপ ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করা হয়, সেইরূপ এই সচ্চিদানন্দমঠ হাঁসপাতালে ধনী, নির্ধন পণ্ডিত, মূর্খ, আবালবৃদ্ধবনিতা সকল ভবরোগাক্রান্ত জীবকুলকে শ্রীহরিনামরূপ ঔষধ এবং শ্রীমহাপ্রসাদরূপ পথ্য-বিতরণ করাই এই মহোৎসবের উদ্দেশ্য।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আসুন আমরা সকলে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী বৃত্তি লইয়া যুগাচার্য্যের শ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত শ্রীচৈতন্যবাণীরূপ ঔষধ ও তাঁহার প্রদত্ত শ্রীমহাপ্রসাদরূপ পথ্য সেবন করিয়া আত্মার স্বাস্থ্য লাভ করি। তাহা হইলেই আমাদের মহোৎসবে যোগদান করার সার্থকতা হইবে। তখন আমরা স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিত্যকাল অভিন্ননিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে অবস্থান করিয়া অখণ্ড, অসীম, পূর্ণ, নিত্য সচ্চিদানন্দময় শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরমণজীউর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব।

বিদেশ

এসেছি স্বদেশ ফেলি' মায়াময় প্রদেশে;
ভুলে গিয়ে নিজ দেশ, রহি সদা পর দেশ'
দিন মোর যায় চলি চিরদিন বিদেশে।
দেশ মোর পূর্ণদেশে হরিপদভবনে;
পিছু রাখি পথ ভুলি, পশ্চিমেতে সদা চলি,
পড়ি আরো দূরদেশে মরি চিরজীবনে।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

আসল ও নকল

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস শ্রীব্রজমণ্ডলে ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে সর্ব্ববৈষ্ণব-সমাজ-প্রণম্য—এ বিষয়ে আর কোন মতভেদ নাই। সেই মহাত্মার অলৌকিক অনুভবধারা নির্দ্দিষ্ট শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর যে শ্রেণীর লোকের বিবাদমুখে পণ্যদ্রব্য হইয়াছে, তাঁহারা কিছু তাঁহার মত ত্যাগী মহাপুরুষ নহেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগে সিদ্ধ হওয়া আর ত্যাগীর অনুকরণে ত্যাগীর বেশ ধারণ—এক নহে। অনুকরণকারি-সমাজে অনেক প্রকার কৃত্রিম অনুকরণের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

কোনও স্থলে শাখামৃগকেও বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া এক সাহেবের ঘরের মধ্যে চেয়ারে মনুষ্যের ন্যায় উপবেশন করিয়া খবরের কাগজ পড়িতে দেখা গিয়াছিল। খালি বোতল হইতে খালি গ্লাসে বায়ু ঢালিয়া পান করিবার অভিনয় করিতেও দেখা গিয়াছিল। তাই বলিয়া কি অনুসরণকারী শাখামৃগ খবরের কাগজ পড়িয়া উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে, সিদ্ধান্ত হইবে?

শুকপক্ষী নয়ন মুদ্রিত করিয়া উহার মানব-গুরুর নিকট হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়া অনুকরণ-পদ্ধতিতারা "পড় পাখী আত্মারাম, হরেকৃষ্ণ হরেরাম" বাণী উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহার তাৎপর্য্য বিষয়ে পক্ষীবরের সন্দেহ অধিকার আছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। অনুকরণ বা কৃত্রিম পন্থা কখনই আসল জিনিস দিতে সমর্থ হয় না।

যদি বৈরাগীর বেশ জীবকে প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগী করাইত, তাহা হইলে যাবতীয় পশু বসনাদিবিবর্জ্জিত হইয়া সন্ন্যাসিগণের গুরুর কার্য্য করিতে পারিত। "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যের লাঠি হেন বাজে"—প্রবাদ অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা "অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড় চড় করে"—প্রভৃতি নীতিবাক্যের অসম্মাননা করেন, তাঁহারাই হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া আদর্শের কোন সম্বল গ্রহণ না করিয়া অবাধে অগ্রগামী হন।

'মুড়ি' ও 'মিছরি' কখনও একজাতীয় হইতে পারে না। দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের গল্পে তাহা প্রমাণিত আছে। মানুষকে ধাঁধা দেওয়া অতি সহজ; কিন্তু প্রকৃত মানুষকে ধাঁধা দিতে গেলে আপনাকেই ফাঁকিতে পড়িতে হয়।

সিদ্ধবাবাজী মহারাজ জগন্মান্য ও বাস্তব সত্যের উপাসক। তাঁহার নিষ্কিঞ্চন অনুরাগিগণ শুদ্ধভক্ত। অভক্তগণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে গিয়া যে ভক্তের ভাবভাবের অনুকরণ করেন, তাহা কৃত্রিমতা মাত্র

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

ভক্তমাল গ্রন্থখানি আমূলিতলায় লালদাস-বিরচিত। উহা অভক্ত প্রাকৃত সহজিয়াগণেরই পাঠ্য, কেননা, তাঁহারা উহার চিরদিন আদর করেন এবং শুদ্ধ-ভক্তগণ উহাকে অস্পৃশ্য জানিয়া প্রাকৃত সহজিয়া বা জাতিগোস্বামীরই আদরণীয় বলিয়া মানেন।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সহিত শুদ্ধ ভক্তগণের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ইন্দ্রিয়-তর্পণরত সাহজিকগণ কোন দিনই 'ভক্ত' শব্দবাচ্য হইতে পারেন না। কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে ভক্ত বলিয়া নানা উৎপাত করেন।

প্রাকৃত সহজিয়াগণের অনেকেই বাড়ীর সেবাদাসীর পোষ্য মার্জ্জারের জন্য মৎস্যাদি ক্রয় করিবার নামে গোপনে ঐ পক্ক মৎস্যের মলসমূহ গ্রহণ করেন। শুদ্ধ ভক্তগণের সহিত ইহাদের কদাচিৎ স্পর্শ ঘটিলে গঙ্গাস্নানাদি দ্বারা স্বীয় শরীরকে পবিত্র বিধান করেন।

মৎস্যাশীর স্পৃষ্ট জল কোন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু গ্রহণ করেন না। তাহারা জলাচরণীয় জাতি নহে বলিয়াই আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসিগণ তাহাদের স্পর্শ স্মৃতিনিষিদ্ধ জানিয়া উহাদিগকে আদর করেন না। বৈষ্ণবের ত' কথাই নাই।

যাঁহারা প্রাণিগণকে সংহার করিয়া স্বীয় জিহ্বার তৃপ্তি বিধান করেন, সেই সকল জনগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এমন কি, প্রাকৃত সহজিয়াগণ মৎস্য-মাংসের লোভে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণে "মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদঃ" বাক্য শ্রবণ করিতে হইবে বলিয়া নিত্যপাঠ্য গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ-পাঠ হইতে বিমুখ হইয়া ভক্তমালাদি অপাঠ্য গ্রন্থ পাঠ করেন। কেননা, উহাতে মৎস্যভক্ষণের প্রশংসা আছে। সমশীল জনগণই সমশীল সেব্যের সেবা করেন। অশ্বঘোষাদি বৌদ্ধমতবাদীকে সদাচারনিরত শুদ্ধভক্ত গৌড়ীয়গণ কখনও আদর করিতে পারেন না।

মৃতমৎস্যদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে জানা যায় যে, উহাতে রক্ত, পূয় প্রভৃতি বহু অভোজ্য অমেধ্য পদার্থ আছে। উহাতে যাঁহাদের রুচি, তাঁহারাই ইতর প্রাণিগণকে নিজভোজ্য বা খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথা ও বিষয়ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল সুঅক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের** সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্‌রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ সাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ঊর্জ্জস্বধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ত্রিদণ্ডিগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনচ্ছলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আকার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, মোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, নিষ্কপটতা, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনরহরিতীর্থাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবদর্শনমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (তর্কসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাপত্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টক-নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যসঙ্গী বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবদিগ্‌দর্শন পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ঐ নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটী'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীন পাউডার

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ডবল ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী ষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে শিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখা হয়। ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ লইয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নলকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটথোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিদ্রোহী নেতার গ্রেপ্তার

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, বিদ্রোহী নেতা সায়াসান্ ওরফে ইউ. নিয়ান্নার গ্রেপ্তার সম্পর্কে হিপো রাজ্যের সোয়ার-ওয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সরকারী বিবরণে আরও প্রকাশ যে, হিপো পুলিস বাহিনীর দারোগা মং ছাল্ গত ১লা আগষ্ট তারিখ রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় হোথোর এক গ্রামবাসীর নিকট হইতে সংবাদ পান যে, নিয়ান্না ঐ গ্রামের নিকটেই আছে। তখন উক্ত দারোগা লোকজন সংগ্রহ করিয়া সেইস্থলে যান এবং বেলা ৩ ঘটিকার সময় হোথোর ইউ. নিয়েন থুগি, সাংমু নামক একজন কেরাণী এবং উক্ত দারোগা স্বয়ং প্রায় ১৫ জন গ্রামবাসীর সাহায্যে তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। উক্ত দারোগা হোথোর অদূরে এক গ্রামে চারিজন কনষ্টেবল সহ সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন।

নিয়ান্নার পাঁচজন সহচরকে অন্যান্য গ্রামবাসী এবং হেটের পুলিস গ্রেপ্তার করে।

ভাগরাম অনশনে ষোড়শ দিন

লাহোর সেনট্রাল জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের প্রায়োপবেশন আজ ৪ দিন যাবৎ চলিতেছে। আসামী ভাগরাম ১৬ দিন যাবৎ উপবাসে আছে। প্রকাশ, ইহার উপর নাকি বলপ্রয়োগে খাদ্য-প্রয়োগের চেষ্টা চলিতেছে

অর্থকষ্টের ভীষণ পরিণাম

দিনাজপুর জিলায় অদ্যাপি ভীষণ অর্থকষ্ট বিদ্যমান। সহরে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলেও মফঃস্বলের জনসাধারণ তাহাতে উপকৃত হয় নাই। মফঃস্বলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই, ধান্য প্রতি মণ ১ টাকা আট আনা হইতে ২ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। পাটের মূল্যও বৃদ্ধি হয় নাই। ঘোড়াঘাট ও নওয়াবগঞ্জ থানার অধীন স্থানগুলিতে অত্যন্ত অর্থ-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তথায় সকলেরই জন্মে অনশনের করালছায়া পড়িয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, অনশনে কয়েক-জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং অনশন ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে

রিওলভার চুরির মামলা

গত জুনমাসে ডোমোহের সার্কেল অফিসার শ্রীযুত গণাচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অনুপস্থিতিকালে তাঁহার স্যুটকেশ হইতে রিওলভার চুরি যাওয়া সম্পর্কে সন্দেহক্রমে ধৃত শ্রীযুত পূর্ণেন্দুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মোহিতমোহন মুখোপাধ্যায় এবং আনন্দ-চরণ সাহাকে জামীনে খালাস রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের মামলা নীল-ফামারি হইতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ১০ই আগষ্ট জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণাভাবে তাঁহাদের অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

হোটেলে কোকেন প্রাপ্তি

কোনক্রমে সংবাদ পাইয়া গত ৯ই আগষ্ট রবিবার দিবস শ্যামপুকুর থানার পুলিস চিৎপুর রোডস্থ এক হোটেলে অনেকক্ষণ ধরিয়া খানাতল্লাশ করে ফলে, কয়েক প্যাকেট কোকেন পাওয়া যায় এবং ঐ হোটেলের মালিকসহ দুই-জন লোককে গ্রেপ্তার করে।

১৩ই আগষ্ট তারিখে ধৃত ব্যক্তি-দ্বয়কে উত্তরবিভাগের পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের নিকট হাজির করা হইয়া-ছিল। তিনি বিচারের জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।

বারাণসীতে ধর্ম্মঘটের অবসান

বারাণসী তুলা ও রেশম কলের কর্তৃ-পক্ষের সহিত ধর্ম্মঘটকারীদিগের মীমাং-সার ফলে উক্ত কলে শ্রমিকধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন, আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে তাঁহারা কাহারও বেতন হ্রাস করিবেন না। তাঁহারা আরও স্বীকার করিয়াছেন, উক্ত ধর্ম্মঘটে যোগদান করিবার অপরাধে কাহাকেও দণ্ডিত করিবেন না এবং যে কেহ ২ দিনের মধ্যে কার্য্যে পুনরায় যোগদান করিবে তাহাকেই গ্রহণ করিবেন। ইতোমধ্যে শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ ও উক্ত কলের নূতন ম্যানেজার বেতন সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। কলের কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক-গণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তে সম্মত হইবেন। শ্রমিকগণের বেতন শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে হ্রাস করায় গত ১লা আগষ্ট উক্ত ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল।

নেপালীযুবক দণ্ডিত

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ যে, প্রায় ১ মাস পূর্ব্বে ৪টি গুলীভরা টোটা সহ নেপালীযুবক শ্রীযুত বিষেণ সিং মাইজদীর ষ্টেশনে ধৃত হন। অস্ত্র আইনের ১৯ (চ) ধারা অনুসারে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত নিরঞ্জনমোহন বর্দ্ধনের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া ৪ মাস সশ্রমকারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আসামী কোনও প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করায় এবং বাতুলের ভান করায় ফরিয়াদী পক্ষ হইতে সিভিল সার্জ্জন তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। তিনি বলিয়া-ছেন, আসামী বাতুল নহে, সে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

সমগ্র পরিবার নিহত

"রেঙ্গুণ গেজেটের" প্রোমাস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন, একটি সমগ্র ভারতীয়পরিবার—গৃহস্বামী, তাঁহার স্ত্রী ও দুইটি শিশু নিহত হইয়াছে। জনৈক চেটিয়ার গত ৮ই আগষ্ট রাত্রিতে পুলিসের নিকট সংবাদ দিয়াছেন, তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীর বাটী কতিপয় অপরিচিত লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কর্ম্মচারীটি আড়েল হইতে ৬ মাইল দূরে এক গ্রামে বাস করিতেন উহারা বাড়ীর লোকজনকে নিহত করিয়া তাহাদের ঘরও পুড়াইয়া দিয়াছে।

কংগ্রেস আন্দোলনে মদ্যপান বন্ধ

হুগলী জিলার পুড়শুড়া থানায় গত ২৩শে শ্রাবণ শনিবার শ্রীরামপুর হাটতলার বারোয়ারী উপলক্ষে শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস বেলা ১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীরামপুর মদের দোকানে স্বেচ্ছাসেবকগণ বিশেষ-ভাবে পিকেটিং করিয়াছিল সম্পাদক শ্রীযুত সত্যসাধন রায় মদ্যপান নিবারণের জন্য পূর্ব্ব হইতেই চেষ্টিত ছিলেন। ফলে মাতালদের ও অন্যান্য লোকের মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়।

চট্টগ্রামের নূতন ষড়যন্ত্র মামলা আলিপুরে শুনানী

গত ৯ই আগষ্ট পুলিস চৌদ্দজন যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগের বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিল। উপরোক্ত চৌদ্দজনের মধ্যে আটজন পলাতক অবস্থায় আছে। উহাদের মধ্যে কয়েক-জনের বাস নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায়। প্রকাশ, কলিকাতায় আলিপুরে এই মামলার বিচার হইবে।

মিস গেইসলার নির্ব্বাসিত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, গত ৩১শে জুলাই তারিখে জার্ম্মাণ মহিলা মিস লাউইস গেইসলার গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। ইনি মানবেন্দ্র-নাথ রায়কে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া বৈদেশিক আইনের বলে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১১ই আগষ্ট তাঁহাকে 'একুইলা' জাহাজে চড়াইয়া জার্ম্মাণীতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে।

অন্যান্য আসামীরা খালাস

সুন্দর কাবাদি প্রভৃতি যে ১০ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রমাণাভাবে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

দেশ প্রত্যাগত ভারতীয়ের অবস্থা

পাটনায় সার আলি ইমামের সভা-পতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় কেপটাউন চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাগত ভারতীয়ের অবস্থার উন্নতিকল্পে ভারত সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে অনু-রোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি-বর্গকে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাগত ভারতীয়দের ভারতে বসবাস সম্পর্কে তাঁহারা যেন কোন ব্যবস্থায় সম্মত না হন।

স্বামী ভবানীদয়াল বিদেশ প্রত্যাগত ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বোম্বাই হইতে সভার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সমর্থনসূচক একটি বাণী প্রেরণ করেন।

ডুবো সোনা মিলিয়াছে

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে উপকূল হইতে কিছু দূরে 'ইকিষ্ট' নামক একখানি বাণিজ্যপোত কিছুদিন হইল ডুবিয়া যায়। ইহাতে ৬,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সোনা ছিল।

ডুবুরির দল রিলিফজাহাজের সেলু-নের একটা ছিদ্র দিয়া ঐ সোনার তালের মাথা দেখিতে পাইয়াছে।

পঙ্গপালের অত্যাচার

সিমলা হইতে প্রকাশ যে সরকারী কৃষিগবেষণা কাউন্সিলের পঙ্গপাল-বুরো ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত ৬ই জুন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশে পঙ্গপালের অত্যাচার বাড়িয়া গিয়াছে। গত এপ্রিল মাস হইতে খেলুচিস্থানে এই কীটের অত্যাচার হইতেছে।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সাত কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাধারণ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪১ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে শ্রাবণ সোমবার, ১৩৩৮, ১৭ই আগষ্ট ১৯৩১

নানা কথা

শ্রীধাম মায়াপুর যাইবার সুবর্ণ সুযোগ

প্রাচীন খাতে শ্রীগঙ্গাদেবী

যে সকল যাত্রী লাইট রেলওয়ের স্বরূপগঞ্জস্থ নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন হইতে অথবা কুলিয়া (সহর নবদ্বীপ) হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে শ্রীগঙ্গাদেবীর কৃপায় অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগঙ্গাদেবী বর্ষাকালে তাঁহার সুপ্রাচীন খাতে শুভবিজয় করিয়াছেন। তৎফলে পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহ হইতে যাত্রিগণ নৌকাযোগে শ্রীধামস্থ শ্রীগৌরাবির্ভাব গৃহ শ্রীযোগপীঠের এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের পাদদেশে উপস্থিত হইতে পারিবেন। প্রতিবৎসর অল্প কয়েকদিনের জন্য মাত্র এই সুযোগ উপস্থিত হয়, তাই অসংখ্য যাত্রী এই সময়ে শ্রীধাম দর্শনে আসিয়া এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

আটক আসামীর মুক্তি

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, স্থানীয় বি, এম, কলেজের ছাত্র অমলাংশু সেনগুপ্ত কলিকাতা হইতে ফিরিয়া এক্সপ্রেসে ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিবার সময় ১৬ই জুলাই তারিখে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে ধৃত হইয়াছিলেন। গত ১২ই আগষ্ট মধ্যাহ্নে স্থানীয় জেল হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সীমান্ত হাঙ্গামার জের

শ্রীধাম মায়াপুর যাইবার সুবর্ণ সুযোগ

আটক আসামীর মুক্তি

বৃটীশ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর বিবৃতি

পুটলির ভিতর রিভলভার

পাটনায় আইন অমান্য আন্দোলনে উকীলের সাজা

কানপুরে গ্রেপ্তার

আসামীর কৃপাণের ঘায়ে দারোগা জখম

কারামুক্ত কালা সাহেব

কলিকাতায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড

অনিলচন্দ্র সেনগুপ্ত নামক একজন বিলাত-ফেরৎ বাঙ্গালী গ্রাজুয়েট গত ১১ই আগষ্ট রাত্রিকালে দুইজন পশ্চিমা লোকদ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি কালীঘাট ১৯৩, হাজরা লেনে বাস করিতেন।

প্রকাশ, রাত্রি আন্দাজ ৮ ঘটিকায় অনিলচন্দ্র ঐ লেনের ভিতর দিয়া যাইবার সময় ২ জন লোকদ্বারা আক্রান্ত হন। এই দুই জন লোক তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাহারা একযোগে অনিলচন্দ্রকে ছুরি মারিতে থাকায় তিনি শীঘ্রই সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হয়েন। এই সময়ে নিকটবর্ত্তী কোন বাড়ীর কয়েকজন দ্বারবান ঐ স্থানে ছুটিয়া আসিয়া আততায়ীদের তাড়া করিলে তাহারা পিস্তল উঠাইয়া গুলী করিতে আরম্ভ করে, ফলে দ্বারবানরা পশ্চাৎপদ হয়। সুতরাং আততায়ীরা স্বচ্ছন্দে পলায়ন করে।

অনিলচন্দ্রকে তখনই শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় যাইবার পরক্ষণেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে।

শ্যামবাজারে ৭জন অভিযুক্ত

শ্রীযুত ফণীভূষণ দাসগুপ্ত ও অপর ৬ জন লোক পুলিসকে ভীতিপ্রদর্শন করিবার ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। শ্যামবাজার ডাকঘরে বোমা প্রাপ্তি সম্পর্কে আসামীগণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিস্ফোরণ আইনের মামলানুযায়ী অভিযোগ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

পুটুলির ভিতর রিভলভার

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, ১২ই আগষ্ট সন্ধ্যাকালে ২ জন যুবক ছাপরার রেল ষ্টেশনে নামিলে পুলিস কিনিষপত্র তল্লাস করিয়া তাহাদের পুটুলি হইতে একটা ছয়নলা রিভলভার, এক শিশি ক্লোরোফর্ম্ম, সামান্য বারুদ, কিছু কাগজ ও লেখা পাইয়াছে। দেশার পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ধৃত যুবকদ্বয়ের পরিচয় এখনও জানিতে পারা যায় নাই। তবে একজন নাকি বলিয়াছে যে, তাহার নাম বীরেন্দ্র সিংহ। পুটুলির মধ্যে রিভলভার ব্যতীত একটি পুরাতন রকমের দো-নলা পিস্তল, বারুদ, কাগজপত্র ও নোটবহি পাওয়া গিয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

ভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নাথকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

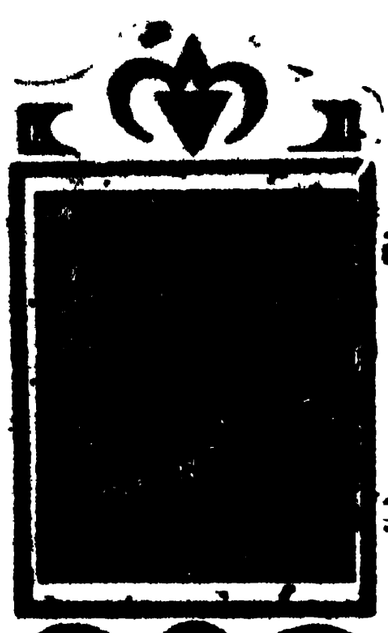

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক সংবাদপত্র

ধাম = মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ১৯ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪১, ৩২শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৭ আগষ্ট ইং ১৯৩১ সোমবার ১৪১তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতা।

বিষয়—অদৃষ্ট ও পুরুষকার

তারিখ—১৬ই শ্রাবণ ১ আগষ্ট শনিবার

বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌর শক্তিস্বরূপায় রূপানুগ বরায়তে ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

সমবেত সুধীমণ্ডলী, অদৃষ্ট ও পুরুষকার বিষয়ের গবেষণা বড় জটিল। ঐ দুটী নিয়ে কত কাল ধ'রে যে আলোচনা চল্‌ছে, তার ইয়ত্তা নাই। কত বড় বড় মনীষি এই দুটীর গবেষণায় কত কাল কাটিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কেউ আর এর সুসমাধান করতে পারেন নাই। ঐদুটী নিয়েই সংসার, সুতরাং সংসারী জীব ঐদু'টীর মীমাংসা করতে পারলে তার সংসার থেকে ছুটী হ'য়ে যাবে। অক্ষজজ্ঞান সম্বল নিয়ে মনোধর্ম্মের প্রভাবে এ জটিল সমস্যার সমাধান অসম্ভব। তবে কি এ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে না? হাঁ হবে, যাঁরা আত্মদর্শী—সর্ব্বদর্শী, তাঁদের নিকট এর মীমাংসা হ'য়ে রয়েছে। আমরা যদি তাঁদের নিকট অভিগমন করতে পারি, তাহ'লে এর যথার্থ সিদ্ধান্ত বুঝ্‌তে পারব।

অদৃষ্ট আর পুরুষকারের মধ্যে কোন্‌টী বড়, কার দ্বারা জীব সুখদুঃখ ভোগ করছে, এ বিষয়ে দুএকটী মতামত আমি আপনাদের নিকট উল্লেখ ক'রে পরে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপায় যে টুকু বুঝতে পেরেছি, তা' জানাব।

যাঁরা অদৃষ্টবাদী, তাঁরা বলেন,—'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।" এবিষয়ে মহাভারতে একটী গল্প আছে,—কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্ম শরশয্যাশায়ী হ'লে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ ও ভ্রাতৃগণসহ ভীষ্মের নিকট গমন করেন। তাঁকে শরশয্যায় শায়িত দেখে যুধিষ্ঠির যৎপরোনাস্তি দুঃখ ক'রে বললেন,—পিতামহ, আপনার এইরূপ দুর্গতির আমিই একমাত্র কারণ, সুতরাং এ পাপের ফলে আমাকে অনন্ত দুঃখ ভোগ করতে হবে। আমি যদি পাঁচভাইএর সঙ্গে প্রাণত্যাগ করতাম, তা'হলে এ পাপের ভাগী হ'তে হ'ত না। যা' হোক, আপনি যখন পরম ধার্ম্মিক, তখন আমাকে কৃপা ক'রে উপদেশ প্রদান করুন, যাতে আমি পাপের হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি।

ভীষ্ম বল্‌ছেন,—যুধিষ্ঠির, তুমি এজন্য দুঃখ করছ কেন? আত্মা কাল, আর অদৃষ্ট ঈশ্বরের অধীন, সুতরাং তাকে কি নিমিত্ত 'পাপপুণ্যের কারণ' ব'লে নিশ্চয় ক'রে দুঃখ পাচ্ছ. একটী উপাখ্যান শুন্‌লে তোমার সব মীমাংসা হ'য়ে যাবে। এই ব'লে তিনি বল্‌তে আরম্ভ করলেন্,—

পূর্ব্বকালে গৌতমী নাম্নী এক ব্রাহ্মণীর একমাত্র পুত্রকে সর্পে দংশন করায় পুত্রের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে, এক ব্যাধ সেই সাপকে পাশ বদ্ধ ক'রে ব্রাহ্মণীর নিকট এনে তাঁকে বল্‌ছে,—ভদ্রে, এই সাপ আপনার পুত্রকে দংশন ক'রেছে। সুতরাং আমাকে আদেশ করুন, এর প্রাণবিনাশ ক'রে ফেলি।

ব্রাহ্মণী বল্‌লেন,—একে মার্‌লে আমার পুত্রকে ত' আর ফিরে পাব না? অনর্থক একে বধ ক'রে কি লাভ? কেবল প্রাণি-বধ ক'রে দুঃখলাভ মাত্র।

ব্যাধ বল্‌ছে,—দেবি, আমি আপনাকে মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট ব'লে জানি, মহদ্-ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ পরদুঃখ-দুঃখী। যাঁরা শান্ত, তাঁরা সকলই কালকৃত জেনে দুঃখ করেন না বা অন্যকে দোষারোপ করেন না। কিন্তু যাঁরা প্রতিকার-পরায়ণ, তাঁরা শত্রুবিনাশ ক'রেই শোকানল নির্ব্বাপিত করেন। অতএব আপনি একে বিনাশ ক'রে পুত্রশোক ত্যাগ করুন।

গৌতমী বল্‌ছেন,—ব্যাধ, এ বালক মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হ'য়েছিল ব'লেই সাপে একে দংশন করেছে, সুতরাং এজন্য একে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ক্রোধ প্রকাশ কর্ত্তব্য নয়। অতএব তুমি একে ত্যাগ কর।

ব্যাধ বলছে,—ভদ্রে, শত্রুবিনাশে কাল-বিলম্ব করা উচিত নয়। বিশেষতঃ বলবান্ শত্রুকে বিনাশ করলে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হবে। একে ছেড়ে দিলে এ আরও অনেকের প্রাণ নষ্ট করবে।

তখন পাশবদ্ধ সর্প কোনরূপে কষ্টে-শ্রষ্টে বল্‌তে লাগল,—ব্যাধ, তুমি আমাকে কেন দোষারোপ করছ? আমি স্বেচ্ছাক্রমে ব্রাহ্মণকুমারকে বিনাশ করি নাই। কিন্তু মৃত্যুই আমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত ক'রেছে, যেমন চক্র দণ্ড কুম্ভকারের অধীন হ'য়ে কাজ করে, সেইরূপ আমিও মৃত্যুর প্রেরণা-বশতঃ একে দংশন ক'রেছি।

তখন মৃত্যু সেখানে উপস্থিত হ'য়ে বললেন,—ভুজঙ্গ, তুমি আমাকে দোষ দাও কেন? আমি কালের দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে তোমাকে বালকের প্রাণ হরণ করতে পাঠিয়েছি; মেঘ যেমন বায়ুর বশীভূত, আমিও সেইরূপ কালের অধীন। এই জগতের সমস্ত বস্তুই কালের অধীন। তিনিই সৃষ্টি সংহারাদি সমস্ত কাজ ক'রে থাকেন।

ইত্যবসরে কাল সেখানে এসে বললেন, হে নিষাদ, সর্প, মৃত্যু বা আমি কেউই এর বিনাশের কারণ নই। এর কর্ম্মই এর মৃত্যুর হেতু। বালক নিজ অদৃষ্ট দোষেই অকাল মৃত্যু লাভ করেছে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় আচরণ দ্বারা জীবকে পাপের থেকে পরিত্রাণ দিয়ে পরম সুখ ভোগ করায়, আবার কর্ম্মই পরম শত্রুর ন্যায় জীবকে অনন্ত দুঃখসাগরে নিমজ্জিত ক'রে দেয়। কর্ম্মই মনুষ্যের পাপপুণ্যের প্রকাশক। মানুষ যেমন কর্ম্মের বশীভূত, কর্ম্মও আবার তদ্রূপ মানুষের আয়ত্তাধীন। কুম্ভ-কার যেমন স্বেচ্ছানুসারে ঘটাদি প্রস্তুত করে, মানুষও তেমনি নিজের ইচ্ছায় কর্ম্ম সৃষ্টি করে।

সুতরাং আপনারা এই উপাখ্যান দ্বারা বুঝ্‌তে পারলেন যে, অদৃষ্ট ও পুরুষকার দুটীই অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিত। অদৃষ্টই পুরুষকারের প্রেরক, আবার পুরুষকার অদৃষ্টের জনক।

সেই সে বিভার কণ জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

ভগবত্তত্ত্বে প্রাকৃত ভাবের আরোপ

নির্ব্বোধগণ-সাধ্য

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"যথা নভসি মেঘৌঘো বেণুর্বা পার্থিবোঽনিলে। এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ॥" অর্থাৎ যেরূপ অজ্ঞমূঢ় ব্যক্তিগণ বায়ু আশ্রিত মেঘরাশির অস্তিত্ব আকাশে আরোপ করেন, অথবা যেরূপ পৃথ্বীস্থিত ধূলিগত ধূসরত্বাদি বায়ুতে আরোপ করিয়া থাকেন, সেইরূপ মূঢ়জীবগণ বিবর্ত্তবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া দ্রষ্টা বা সর্ব্বদর্শী সচ্চিদানন্দ ভগবানে দৃশ্যধর্ম্মাত্মক অচিৎ শরীর আরোপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

ব্যষ্টি স্থূল প্রাকৃত দেহের সমষ্টিকে কেহ কেহ স্থূল বিরাট্ মূর্ত্তি বলেন। প্রত্যেক জীবের নশ্বর সূক্ষ্মদেহগুলির সমষ্টি অজ্ঞমানবগণের নিকট হিরণ্যগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থূল বিরাট্‌রূপ চক্ষু নামক বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য এবং স্থূল বিরাট্‌রূপের অদর্শন কালে যে রূপরহিত সূক্ষ্ম প্রাকৃত তত্ত্ব অজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক অনুভূতির বিষয় হয়, তাহা মন নামক অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণযোগ্য। ভগবান্ দ্রষ্টৃ বস্তু। সুতরাং তিনি ভোগময় দর্শনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারেন না। যে সকল মূঢ়ব্যক্তি দ্রষ্টাকে দৃশ্যজ্ঞানে পার্থিব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মাত্র মনে করেন, তাহারা বায়ুর আশ্রিত মেঘসমূহকে অথবা ধূলিকণকে আকাশে আশ্রিত জ্ঞান করেন। বস্তুতঃ মেঘ বা ধূলিকে বায়ু বা আকাশে আরোপ করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্যরূপের পরিচয় জড়েন্দ্রিয়দ্বারা পাওয়া যায় না। অবিদ্যাগ্রস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির ধারণা মূঢ়তার পরিচয়। আত্মবস্তু কখনই অনাত্মপ্রতীতির সহিত এক নহে, মূঢ়তাবশতই তাহাদের সমন্বয় কল্পিত হয়।

ভগবদ্বিমুখ অজ্ঞ জীবগণের বাসোপযোগী নশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ভগবানের পুরুষাবতারত্রয়রূপ বিভিন্ন লীলা পরিলক্ষিত হয়।

পুরুষাবতারগণ ভগবানের সহিত সমানধর্ম্মা। আদি পুরুষাবতার নিমিত্ত ও উপাদানাদি মহত্তত্ত্ব ষোলকলাবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হন। প্রাকৃত জগতের সৃষ্টবস্তুর ন্যায় তাঁহার শরীর পঞ্চমহাভূত-গঠিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত নহে। প্রাকৃত জগতের ঐষোড়শটী সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে কার্য্যের কারণরূপে তাঁহার সূক্ষ্ম অধিষ্ঠান। এই সূক্ষ্ম অধিষ্ঠানটী প্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত নহে। নিত্য ষোড়শকল ভগবানের প্রাকৃত বৈভবে অবতরণোপযোগী অপ্রাকৃত প্রাকট্যের সহিত জড়জগৎ সৃষ্টির সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহার প্রাকৃত স্পর্শদোষ থাকিতে পারে না। কার্য্যরূপী প্রাকৃত মৃন্ময় কলস দৃষ্টে যেমন উহার কারণরূপ পদার্থকে মৃত্তিকা বলিয়া বুঝা যায়, প্রাকৃত কার্য্যরূপী স্থূল বা সূক্ষ্ম জগৎ-দর্শনে সেই প্রকার উহাদের কারণরূপ তত্ত্বকে প্রাকৃত বস্তু বলিয়া বুঝা অযৌক্তিক; কারণ কলস ও মৃত্তিকা উভয়ে প্রাকৃতবস্তু, কিন্তু জগতের স্রষ্টৃরূপ ভগবান্ অপ্রাকৃত তত্ত্ব, এবং জগৎ প্রাকৃত বস্তু অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌জাতীয় তত্ত্ব।

যখন স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মায় কল্পিত কার্য্যকারণরূপ নিরাকৃত হয়, তখন জীব জ্ঞানৈকস্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ চিদানন্দময় রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। জীবের ব্রহ্ম দর্শন ঘটিলেই ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান হইতে স্বাভাবিকী ভক্তিবৃত্তি উদিতা হয়। তখন সাক্ষী, কেবল, নির্গুণ ও চেতা—এই ধর্ম্মচতুষ্টয়ে ভগবদুপলব্ধি করিয়া বিরূপ অক্ষজ দর্শন প্রভাবে ভগবান্‌কে দ্রষ্টা ব্যতীত দৃশ্য বলিয়া বুঝিতে হয় না। জীবাত্মার নিত্য সেবাবৃত্তির উদয়ে চিদ্বিলাসবিচিত্রতা দর্শনরূপ অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত হইলে ব্রহ্মের ভোগ্যভাব সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিলীন হয়। তখন জগতে প্রকটিত ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ দর্শনে ক্ষুদ্র অচল কাঠ পাথর বুদ্ধি তিরোহিত হয় এবং তত্তৎ শ্রীমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ দ্রষ্টৃরূপ অপ্রাকৃত ভাব ফুটিয়া উঠে। যাহার এইরূপ দর্শন সিদ্ধ হয়, তিনি ভব-বন্ধনমুক্ত হন ও ভগবৎসাক্ষাৎকারজনিত বিমল নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। মনুষ্যজীবনের ইহাই সর্ব্বোচ্চ দশা। ইহার উপর আর মনুষ্য জীবনের গতি নাই।

নামকীর্ত্তন

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

মুরজ মন্দ্রে প্রাণের যন্ত্রে
কীর্ত্তন কর নাম।
বীণা-বংশীতে তুরীতে ভেরীতে
পুলকে অবিশ্রাম॥
মরণ-ধরম ত্যজরে মরম!
অক্ষয় ধন বরি'।
প্রভু জয় গাথা গাহ অবিরত
অমর কণ্ঠ ভরি'॥
নিতাই-গোরার কাহিনী দয়ার
প্রচার বিশ্ব-মাঝ।
পতাকা বহিয়া দ্বারে' দ্বারে গিয়া
ঘুচাও জাড্য-লাজ॥

ধাম-প্রসঙ্গ

আসল ও নকল

আসল ও ভেজাল বা নকল কখনও এক পর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। ভাগ্যহীন জনগণ নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমে আসল ও নকলকে সমান জ্ঞান করে। এইজন্য শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সাম্প্রদায়িক, আর মুড়িমিছরীকে সমজ্ঞানকারী, বিষ্ঠা-চন্দনকে একাকারকারী জনগণ নিজের ফাঁদে নিজেই পড়িয়া গিয়া কু-সাম্প্রদায়িক হইয়া বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া বসেন। ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়া রাবণ একদিন সীতা হরণ করিয়াছিল, শান্তিপুর ফুলিয়ার একজন 'ভক্তি' সজ্জায় ভক্তবিটলেনী করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছিল। কৃত্রিম অশ্রুজল ও ফোঁস ফোঁস দেখাইয়া বৈষ্ণবতার কাপট্যে আমরা যতই না অনুকরণ করিয়া গান করিতে ও ঘিনি বাজাইতে যাই এবং লোমহর্ষণের অভিনয় করি, তাহাতে কয়েকটা নির্ব্বোধ আমাদের চাতুর্য্যে পড়িয়া যাইতে পারে কিন্তু তদ্দ্বারা উভয়েই "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" হইয়া তমিস্রের গহ্বরে পড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবগণের সহিত কপট বৈষ্ণবতার সংগ্রাম চলিতেছে। সত্যের অবশ্যই জয় হইবে। নিত্য সত্যবস্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অক্ষুণ্ণ থাকিবেন, তাঁহার ধাম যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুর অক্ষুণ্ণ থাকিবেন—ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিতে হইবে না। কৃত্রিমচেষ্টা জহুরীর কষ্টিপাথরে ধরা পড়িয়া যাইবে। যেহেতু আমাদের ন্যায় নেশাখোর জগতে অনেক আছে, তজ্জন্য ভোট আমরাই পাইব—এই নীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্পসংখ্যক উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত জনগণের নিকট আদৃত হয় না বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করা হইবে, এরূপ নহে। নির্ব্বোধ, প্রাকৃত ধনলোভী, অবান্তর উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট জনগণের নিকট প্রাচীন নদীয়া গৌড়পুর শ্রীমায়াপুরের বিপ্রলিপ্সামূলে আদর না থাকিলেও ভক্তরাজের নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক সংস্থান কোনও দিনই কক্ষচ্যুত হইবে না। কুলিয়া-সহরের ধনদৌলতের—কলকৌশলের—লোভমোহের অভাব নাই, তাহা সত্ত্বেও যদি মলিন-জীর্ণবসন-পরিধানকারী-বৈষ্ণব-সম্রাটের নির্দ্দিষ্ট স্থানের আদর করিবার লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার বিপরীত-বুদ্ধিকারী জনগণের দুর্ব্বলচেষ্টা কখনই জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিতে পারিবে না। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠামুগ্ধ জনগণ সত্যের উপাসকের নিকট আদর পাইতে পারেন না। যেকাল পর্য্যন্ত জীবের দেহ-দ্রবিণ-লোভ-পাষণ্ডতা প্রভৃতি ভগবন্নাম ও ভগবদ্ধামের স্বরূপোলব্ধিতে বাধা দিবে, তৎকাল পর্য্যন্ত সত্যের উপাসনা তাহাদিগকে শতযোজন দূরে রাখিবে।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তি গত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪০ সংখ্যার পর)

প্রাকৃত সহজিয়াগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসোপকরণ তাম্বূল অথবা সাধারণ্যে প্রচলিত ছোট তামাক ও বড় তামাক প্রভৃতি বহু মাদক দ্রব্য অবাধে গ্রহণ করেন। সুতরাং মাদক দ্রব্যের প্রভাবে তাহাদের বুদ্ধি বিকৃত হওয়ায় সর্ষপতৈলকে তাঁহারা তিলতৈলের ন্যায় সমান জ্ঞান করেন, পরদারগমনকে বৈধপত্নীসহ অবস্থানের সহিত সমজাতীয় মনে করেন এবং দধি ও ছানা প্রভৃতি বিকৃত বস্তুগুলিকে 'আমিষ' জ্ঞান করেন।

ফল্গুবৈরাগী নানা প্রকার বিচারভ্রান্তিতে অবস্থিত থাকায় প্রাকৃত সহজিয়াগণকেই আদর করেন। কিন্তু হৃষীকেশ বাবু এই শ্রেণীর প্রাকৃত সহজিয়াদিগকে গৌড়ীয়ের সমাদর করিতে না দেখিয়া গৌড়ীয়ের প্রাচার্য্য শুদ্ধভক্তিরই আদর করিয়া থাকেন।

আমাদের বিশ্বাস—প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থের তাৎপর্য্য তিনি অবশ্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং 'ভক্তমাল' কোন প্রকারেই প্রামাণিক গ্রন্থ নহে, ইহাই তাঁহার ধারণা।

তিনি 'বৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণবব্রুব' শব্দদ্বয়ের ভেদ বুঝিতে পারেন, সুতরাং ভক্তমাল যে প্রামাণিক গ্রন্থ নহে, ইহা বুঝিতে এবং প্রবোধানন্দ ও প্রকাশানন্দ যে পৃথক্ ব্যক্তিদ্বয়, ইহা জানিতেও তাঁহার বাকী নাই।

যোষিৎসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর"—ইহাই বৈষ্ণবের পরিচয় এবং ইহাই বৈষ্ণবের ধারণা। প্রাকৃত সহজিয়াগণ নানা প্রকার যোষিৎসঙ্গদোষে দুষ্ট। স্ত্রৈণ ও কামুক পরদাররত জনগণই যোষিৎসঙ্গী। শাস্ত্রীয় নিশিচর্য্যাপালনকারী বৈধ গৃহস্থগণ কখনও যোষিৎসঙ্গীয় শব্দবাচ্য নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবত, স্মৃতিশাস্ত্র, পঞ্চরাত্র, শ্রুতি ও গৌড়ীয় কখনও কাহাকেও আক্রমণ করেন না। পরন্তু দুষ্টবিচারপরায়ণ জনগণের সঙ্গও করেন না। পৃথক্ থাকায় অসজ্জনগণ তাহাদের প্রতি আক্রমণ হইল বলিয়া মনে করেন। এই সকল কথা গৌড়ীয় প্রভৃতি শাস্ত্রের বাক্য পাঠ করিলেই বুঝিতে ও জানিতে পারিবেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা স্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ঊর্জ্জবর্ম্ম

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়-স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারল্য ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী পদ্যসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (ওপলৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমধ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীব্যাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ।০ আনা, আবাগাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, প্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসঙ্কলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তকৃষ্ণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামভট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দরাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-পদের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৹ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাবা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

বক্ষঃস্থলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী ষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাতায়াত এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সি০ই, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ২০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৩নং ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ নং ও ৪ নংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন্তরণকারীকে ছোরা দেখাইয়া ২ শত টাকা গ্রহণ

জগদ্বিখ্যাত সন্তরণকারী শ্রীযুত পুষ্কর বাগচীর বাড়ীতে কিছুদিন পূর্ব্বে তিনজন গুণ্ডাশ্রেণীর লোক প্রবেশ করিয়া ছোরা দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে নাকি ২ শত টাকা আদায় করিয়া লইয়া চম্পট দেয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সন্তরণকারী গৃহে উপবেশন করিবামাত্র উক্ত গুণ্ডাত্রয় তাঁহার গৃহে প্রবেশ করতঃ হঠাৎ ছোরা বাহির করিয়া উক্ত টাকা দাবী করে এবং টাকা না দিলে তাহার উপর অত্যাচার করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া টাকা দিতে বাধ্য হন। ঘটনাটি পরে জোড়াসাঁকো পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর পি, এন, ঘোষাল মহাশয়কে জানাইলে ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ হয়। তিনি কোনক্রমে সংবাদ পাইয়া মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের কতিপয় সন্দেহজনকচরিত্রের লোকের উপর দৃষ্টি রাখেন। সেদিন রাত্রিতে ঐ অঞ্চলে একজন লোককে সন্দেহজনক ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া তাহাকে নানা প্রশ্ন করিয়া কোন সন্তোষজনক সদুত্তর না পাইয়া এবং তাহার পলায়নের চেষ্টা দেখে তাহাকে তাড়া করিয়া গ্রেপ্তার করেন। ধৃত ব্যক্তি বলিয়াছে যে, তাহার নাম ফুলান সিং। আরও তদন্ত সাপেক্ষ; তাহাকে হাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

পাটনায় আইন অমান্য আন্দোলনে উকীলের সাজা

গত আইনঅমান্য আন্দোলনের সময় ১৩ই আগষ্ট বে আইনী কার্য্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকায় পাটনার ধরণীধর, রামচন্দন সিংহ রামগোবিন্দ প্রসাদ, হরশঙ্কর দাস ও সরযূপ্রসাদ সিং নামক পাঁচজন উকীলকে ব্যবহারজীবী-আইন মতে কেন সসপেণ্ড করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইতে বলা হইয়াছিল। ১৩ই আগষ্ট হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি কুলবন্ত সহায় ওবট, ফজল আলি ও জেমস সমবেত হইয়া ঐ বিষয়ের বিচার করিয়া রায় দিয়াছেন, যেহেতু রামগোবিন্দ প্রসাদকে বিচারাধীন করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি কোন দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় নাই সেজন্য তাঁহাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হউক। শ্রীযুত ধরণীধর, রামচন্দন সিং এবং হরশঙ্কর দাসকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুত সরযূ প্রসাদকে দীর্ঘ অবকাশের পর আদালত পুনরায় না খোলা পর্য্যন্ত সসপেণ্ড করা হইয়াছে।

নার আলি ইমাম, মিঃ পি আর, দাস ও বলদেব সহায় আসামীপক্ষে উপস্থিত ছিলেন। ১২ই আগষ্ট হইতে হাইকোর্টের দীর্ঘ অবকাশ আরম্ভ হইয়াছে।

কারামুক্ত কালা সাহেব

কালা সাহেব ওরফে শ্রীমান রসময় আচার্য্য শিলচর জেল হইতে কারামুক্ত হইয়া গত ২রা আগষ্ট বড়খিলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি বড়খিলা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মীগণ ও বহু গ্রামবাসী-সহ ষ্টেশনে অভ্যর্থিত হন ও শোভাযাত্রা সহকারে পৌঁছেন। তথায় এক জনসভা হয়।

মিঃ লয়েড জর্জ্জ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে মিঃ লয়েড জর্জ্জ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছেন। পক্ষকালের মধ্যেই তাঁহাকে বাড়ী পাঠান হইবে। তাঁহার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত আর কোনও বুলেটিন প্রকাশ করা হইবে না।

কানপুরে গ্রেপ্তার

১৬ই আগষ্ট সকালে পুলিস দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা, গুলীমারা ব্যাপার প্রভৃতি বিদ্রোহীদলের কয়েকটি দুঃসাহসিক কার্য্যের বিপ্লববাদীদের তল্লাসে যাত্রা করেন। পরিশেষে পুলিস ৭ জন লোককে গ্রেপ্তার করে। আরও কয়েকজনের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা আছে।

খুলনায় নৌকাডুবি

গত ১১ই আগষ্ট রাত্রিতে খুলনা কালীবাড়ীর নিকটে দুইজন মাঝি ও ৯ জন যাত্রীপূর্ণ একটী নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে একজন মাঝি ও ৭ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হইয়াছে। ৫ বৎসরের একটি বালক, দ্বাদশ বর্ষীয়া একটী বালিকা এবং একজন বৃদ্ধ মাঝির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

রেল তদন্ত কমিটীর বৈঠক

চট্টগ্রাম হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, সার জর্জ্জ শুষ্টারের সভাপতিত্বে যে তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছে, মিষ্টার আনারুল আজিম সেই কমিটীর একমাত্র বাঙ্গালী সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত কমিটী এন, ডবলিউ, রেলওয়ে, এ, বি, রেলওয়ে ও অন্যান্য বে-সরকারী রেলওয়ে সমূহকে কিরূপে সরকারের অধীনে পরিচালনা করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবে। গত ৭ই জুলাই তারিখে ঐ কমিটীর একটী অধিবেশন হইয়াছিল। আগামী ২৮শে আগষ্ট সিমলায় উক্ত কমিটীর পরবর্ত্তী বৈঠক বসিবে।

সীমান্তে হাঙ্গামার জের

পেশোয়ার হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১২ই আগষ্ট রাত্রিতে ফ্রন্টিয়ার মেলযোগে সীমান্ত গান্ধী খান, আবদুল গফুর খান বোম্বাই হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গত ১১ই আগষ্ট আকবরপুরা হাঙ্গামায় আহতগণের অবস্থা পরিদর্শনের নিমিত্ত তিনি স্থানীয় হাসপাতালে গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের নিমিত্ত আকবরপুরায় গমন করিয়াছেন। সেখানে পুলিস কড়া পাহারা রাখিয়াছে। আকবরপুরা হাঙ্গামা সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

আসামীর কৃপাণের ঘায়ে দারোগা জখম

অমৃতসহর হইতে প্রকাশ যে, সন্তোষ সিং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারানুসারে আনীত এক মামলার পলাতক আসামী। সারহালির অধীন থারিয়ান গ্রাম হইতে স্থানীয় পুলিশ ১২ই আগষ্ট তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনয়ন করিয়াছে। সে এক পিস্তলের গুলিতে আহত হয়, পরে হস্তস্থিত কৃপাণের দ্বারা এক দারোগাকে আহত করিয়া সে ঐ আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এক্ষণে সন্তোষ সিং পুলিসের হেফাজতে একটি সিভিল হাসপাতালে অবস্থান করিতেছে।

পতাকা উৎসবে সর্দ্দারজীর উক্তি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১৩ই আগষ্ট প্রাতে মাণ্ডবী ওয়ার্ডে জাতীয় পতাকা অভিবাদন উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। এই উপলক্ষে নূতন জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। সর্দ্দারজী সমাগত লোকদিগকে সংগ্রামের ও শান্তির সময় পতাকার সম্মান রক্ষা করিতে বলেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা এখনও শেষে পঁহুছাই নাই, সংগ্রামের ইহা আরম্ভ মাত্র।

কোলাবায় পুলিসের গুলী

আম্বেবালি হইতে সংবাদে প্রকাশ যে সরকারী আবগারী বিভাগের কয়েকজন লোক ঐ গ্রামের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছিল। আবগারী বিভাগের লোকেরা বে আইনী মদ চোলাই ধরিবার অভিপ্রায়ে একস্থানে আক্রমণ চালাইতেছিল। আবগারীর লোকেরা আত্মরক্ষার্থ গুলী করিতে আরম্ভ করে।

একজন গ্রামবাসী নিহত হইয়াছে ও একজন আবগারীর লোক আহত হইয়াছে।

ভাগরামের ১৯ দিন অনশন

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের প্রোযোপবেশন চলিতেছে। তাহাদের মধ্যে আসামী ভাগরাম গত ১৯ দিন যাবৎ অনশনে রহিয়াছে। ১৩ই আগষ্ট সকালে নাকি ইহাকে বলপূর্ব্বক খাওয়ান হইয়াছে এবং তাহার অবস্থা বর্ত্তমান নিতান্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান হইতেছে।

বোরষ্টাল জেলে ইসহাম্ ইলাহি নামক জনৈক রাজবন্দী আবদ্ধ আছে। এই বন্দীও নাকি পঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের প্রতি সহানুভূতিপ্রযুক্ত গত ১২ই আগষ্ট হইতে অনশনে রহিয়াছে।

বৃটিশ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর বিবৃতি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে লণ্ডনের সংবাদপত্র নিউজ ক্রনিকেলের প্রতিনিধি গান্ধীজীকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে না যাওয়ার কারণ বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করেন, উত্তরে গান্ধীজী এক সুদীর্ঘ টেলিগ্রামে বৃটিশ জনসাধারণকে তাঁহার কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। গত ১৩ই আগষ্ট কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী যেরূপ যুক্তি দেখাইয়া বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, গান্ধীজী সেইরূপই বলিয়াছেন। তিনি তারে কেবল বেশীর ভাগ এই জানাইয়াছেন যে, তাঁহার এই সিদ্ধান্তে লর্ড আরউইন যে দুঃখিত হইবেন, এ জন্য তিনি ব্যথিত। তবে তিনি আশ্বাস দিতেছেন, তাঁহার অসুবিধা দূরীভূত হইবামাত্র তিনি লণ্ডন অভিমুখে যাইবেন।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

নদীয়া

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪২ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ১৮ই আগষ্ট ১৯৩১

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সাত কলম ২৲
ভক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নানা কথা

বাবাজীর বিরুদ্ধে মামলা

দুমকা হইতে প্রকাশ যে, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এ, কে, সিংহের এজলাসে মহাবীর দাস নামক এক বাবাজীর বিরুদ্ধে একটি চিত্তাকর্ষক মামলার শুনানী চলিতেছে। সে স্থানীয় মাড়োয়ারী মন্দিরে বাস করে এবং কিছু-দিন যাবৎ ঐ মন্দিরপ্রাঙ্গণে সে 'মৃত-সঞ্জীবনী' বিক্রয় করিতেছে। আবগারী দারোগা শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন চন্দ্র গোপনে সংবাদ পাইয়া উক্ত দ্রব্য পরীক্ষা করিবার জন্য সহরের কয়েকটি লোকের সাহায্যে উহা ক্রয় করেন। পরে একদিন তিনি ঐ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রায় ৫ মণ ওজনের তরল পদার্থ ও কতকগুলি যন্ত্রপাতি হস্তগত করেন। বাবাজীর পক্ষ হইতে আদালতে জানান হয় যে, তিনি একজন পুরোহিত এবং প্রকৃত কবিরাজ, সুতরাং তাঁহার উপরোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিবার অধিকার আছে এবং ইহার জন্য তাহার বিশেষ অনুমতিও লওয়া আছে। মামলা চলিতেছে। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী ফরিয়াদী পক্ষে ও শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও কয়েকজন স্থানীয় মোক্তার আসামীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

সাইকেলে কলিকাতা হইতে বারাণসী

২৪ পরগণা জেলার বজবজ থানার অন্তর্গত বুড়ুল বালিকা-বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ রায়, বুড়ুল উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত উমাশঙ্কর নন্দী, মাল, শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্যাপীঠের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং টালার শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ঘোষ মহাশয়গণ সাইকেলে কলিকাতা হইতে কাশী যাত্রা করিয়াছেন। আবহাওয়া ভাল থাকিলে তাঁহারা আরও অগ্রসর হইবেন।

বাবাজীর বিরুদ্ধে মামলা

ট্রেণ পথচ্যুত হওয়ায় একজন জখম

রেল ষ্টেশনে গুলীর জের

সাইকেলে কলিকাতা হইতে বারাণসী

মহেশপুরে ডাকাতি

বড়বাজার সশস্ত্র ডাকাতির জের

জলে আকস্মিক দুর্ঘটনা

রেঙ্গুণে আবার বিদ্রোহীর উপদ্রব

অর্ডিনান্সের প্রকোপ

ভাইসরয়ের নিকট তার

উদ্যান সম্মিলনে গ্রেপ্তার

গত ১০ই আগষ্ট সন্ধ্যাকালে ঢাকার নবাবের যে সাহরাস নামক বাগানে বাঙ্গালার গভর্ণরের সংবর্দ্ধনার্থ প্রীতি-সম্মিলন করিতেছিল, তাহার ফটকে একজন যুবককে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাকে তথায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়, পুলিস তাহাকে যাইতে বলিলে সে নাকি যায় নাই।

রেল-ষ্টেশনে গুলীর জের

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ যে, গত ৬ই জুলাই রাত্রিকালে কুমারখালি রেলওয়ে ষ্টেশনে যে গুলীর ফলে ডাকপিয়ন আবদুল জলিল মোল্লা আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছিল, সেই পিয়ন আরোগ্য লাভ করিয়া হাসপাতাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

ট্রেণ পথচ্যুত হওয়ায় একজন জখম

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, গত ১৪ই আগষ্ট প্রাতে ৯টা ৪৪ মিনিটের সময় ২৯নং ডাইন নাগপুর এক্সপ্রেস যে সময় বোরগাঁও ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছিল, সে সময় সকল যাত্রী, গাড়ী ও এঞ্জিনের পশ্চাতের কয়লার গাড়ীখানি পথচ্যুত হইয়া পড়ে। একজন যাত্রী অল্প জখম হইয়াছে। ডাউন মেন লাইন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বোরগাঁও ও আকালোর মধ্যে একটা রেলপথ দিয়াই ট্রেণ চলাচল করে।

বর্শার আঘাতে ব্রাহ্মণ হত

ব্রাহ্মণবেড়িয়া হইতে প্রকাশ যে, মিলশুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুত ভগবতী ভট্টাচার্য্য গত ১২ই আগষ্ট রাত্রে আহারান্তে হস্তমুখ ধৌত করিবার সময় একটী বর্শার আঘাত প্রাপ্ত হন। বর্শাটী তাহার উদর ভেদ করিয়া চলিয়া যায়; চিকিৎসার্থ তাঁহাকে ব্রাহ্মণবেড়িয়া আনা হয়, কিন্তু আঘাতে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুজবানবন্দী গ্রহণ করা হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথান্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী ট্রিনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী॥

১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নাকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযদিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল॥

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসেনপাণ্ডব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম মায়াপুর - নদীয়া

বষ্ঠবর্ষ ২০ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১লা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৮ আগষ্ট ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার ১৪১তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৩শে শ্রাবণ ৮ই আগষ্ট শনিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ চাকদহ রামলাল একাডেমির শিক্ষক ও ছাত্রবর্গের অনুরোধে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় উক্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। স্বামিজীর আদেশে প্রথমে শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী মহোদয় "ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে আধ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিবার পর স্বভাবসুলভ সরল ও তত্ত্বপূর্ণ ভাষায় স্বামিজী মহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী ব্যতীত স্থানীয় বহু ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। আচার-প্রচারবান্ সদ্‌গুরুবরের অনুগত পরিব্রাজকের মুখে সৎকথা শ্রবণ করিয়া অনেক বালক কেশ-সেবা, তাম্বূলাদি সেবা পরিত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে।

শ্রীহরিকথা সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী। অপস্বার্থ-শূন্য হইয়া কেবলমাত্র স্বার্থপতি বিষ্ণু-সেবার উদ্দেশ্যে যদি বক্তা ও শ্রোতা শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করেন, তাহা হইলে কীর্ত্তন ও শ্রবণ-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সন্ধ্যায় স্বামিজী শ্রীআশুতোষ দে কর্ম্মকার মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ৮ই আগষ্ট সন্ধ্যায় বহুসংখ্যক ভদ্র মহোদয় ও মহিলা সমবেত হইয়া শুদ্ধভক্তিসমন্বিত ভাগবতকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

৯ই আগষ্ট প্রাতে ৭-৩০ ঘটিকার সময় শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের পাটবাটীতে স্থানীয় বালক, বৃদ্ধ ও যুবকগণ সমবেত হইয়া গ্রামের সর্ব্বত্র গৌরবিহিত কীর্ত্তন প্রচারের জন্য পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামিজী মহারাজের আনুগত্যে সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তনমুখে সমাধিমন্দির পরিক্রমা করিয়া "শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীকি জয়" উচ্চারণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমে "শ্রীগৌড়ীয়মঠে"র নামাঙ্কিত পতাকা, পশ্চাতে বিভিন্ন রংএর নিশান-হস্তে শ্রেণীবদ্ধ বালকবৃন্দ, তৎপশ্চাৎ ত্রিদণ্ডযুক্ত শ্রীল ভারতী মহারাজগঠিত কীর্ত্তন-মণ্ডলী। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, মৃদঙ্গ, করতাল ও উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনরোলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত-গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥"

—কীর্ত্তন করিতে করিতে সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ প্রথমে চাকদহগ্রাম পরিক্রমা করিয়া দেড়মাইল দূরবর্ত্তী যশোড়া গ্রামে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীজগদীশ-পণ্ডিতের পাটবাটীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীরেবতী-রমণজীউকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কীর্ত্তনমুখে উক্ত গ্রাম পরিক্রমা করিতে করিতে বেলা ১১টায় সময় সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়া সকলে শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের পাটে পুনরাবর্ত্তন করিলে স্বামিজী মহারাজ গুরুগম্ভীর স্বরে গাহিলেন :—

"প্রভুর আদেশে মোরা মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ।
কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না গাহিবে আন॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥"

তদনন্তর মহাপ্রসাদ বিতরণে কীর্ত্তন-কারিগণকে সম্মান করা হয়।

সন্ধ্যায় স্বামিজী মহারাজ পুনরায় সুললিত ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে শ্রীহরিভজনের উপযোগিতা ও অত্যাবশ্যকতার উপলব্ধি প্রদান করিয়াছিলেন। বাহ্য জগতের সকল প্রকার শব্দ নিস্তব্ধ করিয়া ঢকাবাদ্যে কীর্ত্তন-নৃত্যকারী শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের স্থানে মায়াবি কোলাহল বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকথা পুনঃ-কীর্ত্তনে সকলেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং তদীয় পার্ষদগণের অহৈতুকী কৃপার বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

গত ৮ই আগষ্ট তারিখে ভদ্রক-গোপালজী-সদাবর্ত্তমঠে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ ও শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রথমে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী আদৌ গুরুপাদপদ্মাশ্রয় সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলে পর স্বামীজী মহারাজ বহুসংখ্যক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র-লোকের সম্মুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে কলিকালের যুগধর্ম্ম যে নাম-সংকীর্ত্তন, তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে বর্ণন করিয়া নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন।

স্বামীজীর বক্তৃতান্তে মহান্ত শ্রীকানুচরণ রামানুজ দাস কাব্যতীর্থ মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অমন্দোদয়-দয়ার প্রশংসা করিয়া স্বামীজীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং সকলেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবে যোগদান করিতে অভিলাষ জ্ঞাপন করেন।

সভায় উপস্থিত বহু ব্যক্তির মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।—

মহান্ত শ্রীকানুচরণ রামানুজ দাস কাব্য-তীর্থ, অধ্যাপক শ্রীবাসুদেব মিশ্র শাস্ত্রী, শ্রীউদয় নারায়ণ মহান্তি হেডমাষ্টার ভদ্রক মধ্য ইংরাজি স্কুল, শ্রীযুক্ত যদুমণি মহাপাত্র হেডপণ্ডিত, শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ পণ্ডা দ্বিতীয় শিক্ষক, শ্রীভগবান ত্রিপাটী দ্বিতীয় পণ্ডিত, শ্রীভগীরথী মহাপাত্র, শ্রীসখীকান্ত মহাপাত্র I. A. ইত্যাদি।

সাত্বত বিধানে শ্রাদ্ধ

বিগত ২৩শে শ্রাবণ (১৩৩৮) মঙ্গল-বার দিবস পরমভাগবত শ্রীযুত নিয়মানন্দ দাস অধিকারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত বিধানানুসারে একাদশাহে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, বৈষ্ণবব্রাহ্মণ-ভোজন ও সাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতা

(২)

এ সম্বন্ধে নীতিবাদিগণেরও বিচার শ্রবণ করুন।

যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়মগদঃ কিং ন পীয়তে॥

(হিতোপদেশ)

অর্থাৎ যাহা হইবার নহে, তাহা কখনই হইবে না, আবার যাহা হইবার, তাহা হইবেই, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। লোকে এইরূপ চিন্তাবিষঘ্ন এই ঔষধ কেন পান করে না?

কিন্তু এর উত্তরে পুরুষকারবাদী বলেন,—

এতৎ কার্য্যাক্ষমাণাং কেষাঞ্চিদালস্যবচনম্॥

কার্য্যকরণাক্ষম ব্যক্তিরা আলস্যনিবন্ধন এই কথা বলিয়া থাকে।

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥

যেমন কেবল একটি চাকাতে রথ চলে না, সেইরূপ পৌরুষের (অধ্যবসায় ও উদ্যমের) সহায়তা ব্যতীত দৈব (ভাগ্য) কখনও ফলপ্রদ হয় না।

পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।
তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥

দৈব কেবল পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের পরিণতি মাত্র বলিয়া অভিহিত। অতএব আলস্য পরিহার পূর্ব্বক অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যসাধনের নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। কেন না,—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য্য) উদ্যমশীল পুরুষসিংহের প্রতিই অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। দৈব (অদৃষ্ট) সমস্ত প্রদান করিবে—একথা কাপুরুষেরা বলিয়া থাকে। "সকলই দৈবের অধীন" এই সংস্কার ভুলিয়া গিয়া সাধ্যানুরূপ অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য সাধনে যত্নবান হও, যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে তাহাতে দোষ নাই।

যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্ম মানবঃ প্রতিপদ্যতে॥

যেমন কুম্ভকার মৃৎপিণ্ড হইতে স্বেচ্ছামত ঘট শরাবাদি প্রস্তুত করে, তদ্রূপ মনুষ্যও আত্মকৃত কর্ম্মসকল প্রাপ্ত হয়।

কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ॥
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে॥

কাকতালীয় ঘটনার ন্যায় নিধিও ধন সম্মুখে উপস্থিত হয়, তথাপি ভাগ্য স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। তাহা গ্রহণ করিতে হইলে পুরুষকার আবশ্যক।

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিলেই তাহা সম্পন্ন হয় না, যত্ন করিলে তবে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। মৃগ কখনও স্বয়ং আসিয়া নিদ্রিত সিংহের মুখে প্রবেশ করে না।

এইরূপে কেউ অদৃষ্টের পক্ষ অবলম্বন ক'রে অদৃষ্টবাদী হন, আবার কেউ বা পুরুষকারের উপাসক হ'য়ে যান। অদৃষ্ট আর পুরুষকারের মধ্যে যে একটী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, সেটী আর কেউ লক্ষ করেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য অদৃষ্ট ও পুরুষকার বিচারে বলেন,—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল এজন্মে ভোগ হইতে হইতে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা পর পর জন্মে ভোগ হইবে। আবার এজন্মের কর্ম্মফল কতক এজন্মেই ভোগ হইতেছে এবং কিয়দংশ পর পর জন্মের জন্য সঞ্চিত হইতেছে। যাহা ভোগ হইতেছে, তাহাই 'অদৃষ্ট' বা দৈব। আর ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে কর্ম্ম করি, তাহাই পুরুষকার। পূর্ব্বজন্মকৃত অভিব্যক্ত পুরুষকারই বর্ত্তমান জন্মে 'দৈব'।"

বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ম্মের সংজ্ঞায় স্বকৃত গোবিন্দভাষ্যে ব'লেছেন,—"কর্ম্ম চ জড়মদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্যম্" অর্থাৎ কর্ম্ম—জড় পদার্থ এবং অদৃষ্টাদি-শব্দ-ব্যপদেশ্য। আবার তাঁহারই গীতাভূষণ ভাষ্যে এইরূপ দেখা যায়—পুরুষপ্রযত্ননিষ্পাদ্যমদৃষ্টাদিশব্দবাচ্যং কর্ম্ম অর্থাৎ পুরুষের প্রকৃষ্টরূপ যত্নের দ্বারা নিষ্পাদিত অদৃষ্টাদি-শব্দবাচ্য বস্তুই কর্ম্ম। 'আদি' পদের দ্বারায় পুরুষকারকে ধরা যেতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে অদৃষ্টবিষয়ে কিরূপ সুন্দর মীমাংসা ক'রেছেন, তা' আপনারা শ্রবণ করুন।

কংস দেবকীর সন্তান বিনাশ ক'রে যখন মায়াদেবীর বাক্যে দৈববাণীর উপর অবিশ্বাস কর্‌লে, তখন বসুদেব ও দেবকীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এইরূপ ব'লেছিল,—

মা শোচতং মহাভাগাবাত্মজান্ স্বকৃতং বৃজঃ।
অনন্তরো ন সদ্যেকস্তদধীনাস্তদাসতে॥
ভূমি ভৌমানি কৃতানি যথা যান্ত্যপযান্তি চ।
নানামাত্মা তথৈতেষু বিপর্য্যেতি যথৈব ভূঃ॥
যথানেবংবিদো ভেদো যত আত্মবিপর্য্যয়ঃ।
দেহযোগবিয়োগৌ চ সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে॥
তস্মাদ্ভদ্রে স্বতনয়ান্ ময়া ব্যাপাদিতানপি।
মানুশোচ যতঃ সর্ব্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেঽবশঃ॥
যাবদ্ভূতেষ্বভূতানাং মানাত্মা ভিদয়া ভিদা।
তাবদ্ভদভিমানিনাং বাধ্যবাধকতামিয়াৎ॥

(ভাঃ ১০।৪।১৮-২২)

-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য মঠ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ)

"মঠন্তি বসন্তি ধর্ম্মায় গুরবঃ শিষ্যাশ্চ যত্র।" যেখানে গুরুবর্গ ও শিষ্যবর্গ কৃষ্ণানুশীলন-উদ্দেশ্যে অবস্থান করেন, সেই স্থানের নাম মঠ। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যঃ, মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, সো হি অন্বেষ্টব্যঃ।" মঠে আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ আত্মার অনুশীলন করেন। শ্রীচৈতন্যমঠ আত্মবিদ্‌গণের আত্মানুশীলনকেন্দ্র বা আকরস্থান। এই আকর মঠরাজে শুশ্রূষু বা তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-অবলম্বনে শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম অনুশীলন করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীজগন্নাথের ভবনে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্যশেখর আচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট-আত্মীয়। ইনি নব-নিধির অন্যতম 'আচার্য্যরত্ন' নামে বিখ্যাত। এই চন্দ্রশেখরের গৃহই 'রত্নগর্ভন' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আভিনয়-কাচ ও দেবীভাবে নৃত্য হইয়াছিল। সেই মধুর লীলাকথা শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ১৮শ অধ্যায়ে (গৌড়ীয় সংস্করণ) সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশে ইহাই প্রথম অভিনয়। এই স্থানেই গৌড়দেশের কৃষ্ণতোষণপর রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বপ্রথম গৌরচন্দ্রিকা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 'রত্নগর্ভন' নামের অপভ্রংশ 'রত্নগর্ভা' নাম এখনও বহু প্রাচীন দলিলাদিতে প্রকাশিত দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্যদেব অধোক্ষজ পরমচৈতন্যবস্তু। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য তাঁহা হইতে অভিন্ন। সুমেধা কাফ্‌র চৈতন্যগণ এই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞস্থলীতে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন। কাফ্‌র চৈতন্যগণই এই নামযজ্ঞের হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা।

যেস্থানে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কীর্ত্তন হয়, সেইস্থানে ভগবানের অধিষ্ঠান, সেই স্থানই বৃন্দাবন।

শ্রীচৈতন্যমঠ—কৃষ্ণবসতিস্থল। শ্রীচৈতন্যমঠ—বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত বাসুদেব-বিহারস্থলী। এই অপ্রাকৃত চেতনভূমিকায় শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভীষ্ট-প্রচারক ও সংস্থাপক শ্রীগুরুদেবের অনুচরবর্গ সেব্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

যৎকিঞ্চিৎ

পরলোকে রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর

গত ৩রা আগষ্ট রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর সহরে একজন সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী ক্ষমতাধিকারী ছিলেন। তাঁহার ব্যবহার অতীব অমায়িক ও প্রীতিপ্রদ ছিল। তিনি শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা স্থাপিত হইবার প্রথম হইতে কয়েক বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত সভার সাধারণসমিতির সম্পাদক ছিলেন। উক্ত সভা তাঁহাকে 'ভক্তি-ভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনে তিনি শ্রীধামের কিছু সেবা করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত। আমাদের মনে হয়, তাঁহার বার্দ্ধক্যই ইহার কারণ। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

---

(২)

যাঁহারা সত্যপিপাসু নহেন, নিরপেক্ষ বিচারক নহেন, সত্যবাদী নহেন, তাঁহারাই অন্যের মুখে ঝাল খাওয়ার ন্যায় অপর কোন মৎসর ব্যক্তির নিকট কল্পিত অসত্য কথা শুনিয়া তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং কোন ব্যক্তিগত বা কোন সম্প্রদায়গত অসত্য ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেন। আবার কেহ কেহ ঐ অসত্যকেই সত্য বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিবার জন্যও উৎসাহবিশিষ্ট হন।

বিষয়কার্য্যে সুনিপুণ ব্যক্তিগণ বাজারে কোন দ্রব্য খরিদ করিবার সময় কাহারও কথায় বিশ্বাস না করিয়া নিজে ভাল করিয়া দেখিয়া লন, কারণ তাঁহারা জানেন যে, বঞ্চকগণ সুযোগ পাইলেই লোক ঠকাইয়া থাকে। পারমার্থিকগণেরও জানা উচিত যে, পরমার্থপথের পথিকগণকে ঠকাইবার জন্য অনেক ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি ধার্ম্মিকের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া লোকবঞ্চনা করে। ঐ প্রকার বঞ্চকগণই নিজের কপটতা ও গলদগুলি যাহাতে প্রকাশ হইয়া না পড়ে, তাহার জন্য প্রকৃত সাধুকে অসাধু বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে এবং পরদুঃখ-দুঃখী-সাধুগণের সাঁচ্চা কথাকে 'পরনিন্দা,' বলিয়া প্রচার করে। সুতরাং যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা কখনও অন্যের কথা শুনিয়া কোন ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত কোন মন্তব্য স্থির করেন না বা প্রচার করেন না। কাহারও সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ভাল করিয়া মিলিয়া মিশিয়া দেখা উচিত যে, সেই ব্যক্তির আচারপ্রচারাদি শাস্ত্রসম্মত ও মহাজনানুমোদিত কিনা? নচেৎ বঞ্চকের হাতে পড়িয়া বঞ্চিত হইতে ত হইবেই, অধিকন্তু সাধুকে অসাধু বলিয়া ধারণা করিয়া সাধুনিন্দারূপ মত্তহস্তী দ্বারা অনন্ত নরকের পথের যাত্রী হইতে হইবে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৸০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অমৃতপূর্ণ সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল ত্রুঅক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে: গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী লীলাস্মরণপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কাঞ্চনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নাগার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীপার্থসারথী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গুহ্য তত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিত্যধামী-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্বাসসহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা প্রাপ্ত করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, বহুবিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রণাম-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্ত্বপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনরহরিদাসাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবদর্শনমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী বানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ।০ আনা, আবাঁধাই ৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, প্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়সি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো পাঁচাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় গ্রন্থকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৹ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বাংলা মাসের বিজয়া-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, শিরঃপীড়া প্রভৃতি যত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালীয় পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাঁচসিকা খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈহাটী, বঙ্গদেশ।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৩৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টিটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লর্ড আরউইনের উক্তি

রয়টারের প্রতিনিধি লর্ড আরউইনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

উত্তরে লর্ড আরউইন বলিয়াছেন :—"কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কথা এখন কিছু বলিতে চাহি না। ভারতের অবস্থা এখন বড়ই সঙ্গীণ, এখন ভারত সম্বন্ধে আমার কোন কথাই বলা উচিত নহে।"

রেঙ্গুণে আবার বিদ্রোহীর উপদ্রব

ইনসিন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ২০ জন বিদ্রোহী বন্দুকহস্তে আসিয়া গত ১১ই আগষ্ট রাত্রিতে একজন গ্রাম্য সর্দারকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলে।

থায়েটমিয়ো হইতেও অনেকগুলি ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তথায় বিদ্রোহীরা গ্রাম্য-সর্দারদের ও বন-বিভাগের কর্ম্মচারীদের বাড়ী পুড়াইয়া দেয় এবং একজন গ্রাম্য সর্দার ও তাহার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যায়।

২ জন ভারতীয়কে তাহারা মুক্তিপণের জন্য ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; অনেক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

থায়েটমিয়োর বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করিতেছে। তাহাদের সংখ্যা এ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে

পেগু, পারাবডী, ইনসিন, হেনজাদা প্রোম ৪ টাঙ্গু হইতেও ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে.পেগোক্ত স্থানে উড়িয়াদের একটী বাসস্থান আক্রমণ করা হইয়াছিল।

আরও অনশন

অমৃতসর হইতে পুনঃপুনঃ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, সালেম কোর্টলা জেলে কয়েদীদের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার হইয়াছে। প্রকাশ যে, ৪ জন রাজনৈতিক কয়েদী অনেকদিনযাবৎ অনশনে থাকায় খুব দুর্বল হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও নির্জ্জনকক্ষে পায়ে বেড়ী দিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঐ স্থানের আরও একটী সংবাদে প্রকাশ, সরকারের বিরোধী কার্য্যকলাপে যোগ দেওয়ার জন্য ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও ৯ জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মাতৃ-অন্বেষণ

একজন স্ত্রীলোক কোলে একটি সন্তানকে লইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে সাউথএণ্ড পুলিস থানার নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিছুক্ষণ পরে সে বলিল,—"দয়া করে আমার মাকে খুঁজিয়া দিতে পার? আমি প্রায় ২০ বৎসর হইল আমার মাকে দেখি নাই; তাঁর দর্শনের কথা আমার মনেই পরে না।"

স্ত্রীলোকটীর নাম মিসেস্ ডরিস্ সাটন এবং বয়স ২৪ বৎসর। তাহার মাতার কি হইল এ বিষয় সন্ধান করিবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। সে আরও বলিল,—"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি বালিকা ছিলাম তখন আমি উইলমস্লেডনে বাস করিতাম। এবং তখন হইতেই পিতা মাকে ত্যাগ করিয়াছে। আজপর্য্যন্ত পিতা মাতার নাম আমাকে বলেন নাই। আমার পিতা ও পিতামহী আমাকে লালন পালন করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কাজ করিতে যাইতাম। মা যে কি জিনিস এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি। আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করুন। মাতৃস্নেহ না জানিয়া আমি বাঁচিতে চাহি না। তাঁহার যাওয়ার পর হইতে তাঁর একখানি ছবিও আমি দেখি নাই আমি জানি যে তিনি লুটনে পূর্ব্বে বাস করিতেন, এবং এখনও সেখানে বোধ হয় থাকিতে পারেন। তাঁহার বয়স আনুমানিক ৫০ বৎসর।"

সপ্রু ও ওয়াদিয়া

গত ১৩ই আগষ্ট রাত্রিতে কার্য্যকরী-সমিতির কার্য্যান্তে একঘণ্টাকাল যাবৎ গান্ধীজীর সহিত সার তেজবাহাদুর সপ্রু ও মিঃ জে, এ, ওয়াদিয়ার অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যাদি সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল। সার তেজবাহাদুর গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে গান্ধীজীর সহিত নানাবিষয়ের আলোচনা করেন।

ভাইসরয়ের নিকট তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, গত ১৩ই আগষ্ট রাত্রিতে গান্ধীজী মণিভবনে প্রত্যাগমন করিলে সার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং মিঃ এম, আর, জয়কার তথায় গমন করিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। গান্ধীজী নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাঁহাদের সহিত প্রায় একঘণ্টাকাল কথোপকথন করেন। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় সম্বন্ধে ভাইসরয়কে একটী টেলিগ্রাফ করেন।

মহেশপুরে ডাকাতি

মহেশপুরের মধ্যে ধনী বাবু নৃত্যগোপাল দাস গত শনিবার প্রাতে একটী ভীতিপূর্ণ পত্র পাইয়াছেন যে, তাঁহার বাটীতে ঐ রাত্রেই একদল ডাকাত আসিবে। তিনি যেন ঐ সময় টাকাকড়ি ও গহনাদি লইয়া প্রস্তুত থাকেন, অন্যথায় তাঁর প্রাণ যাইবে। এই সংবাদ পুলিসকে জানাইলে এসিষ্টেণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এইচ, ডব্লিউ সরকার নৃত্যগোপাল বাবুর বাটীতে কনেষ্টবল প্রেরণ করেন। বাটীর চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র পুলিস রাখা হইয়াছিল। রাত্রে পুলিস সাহেবও কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতে ছিলেন। এইরূপে ডাকাতি বন্ধ করা হয়

জলে আকস্মিক দুর্ঘটনা

ঘাটশিলা সিংভূম হইতে প্রকাশ যে স্থানীয় সাব্ এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন এর দশবর্ষীয়া একটী বালিকা গত ১২ই আগষ্ট অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত কোনও পুকুরে স্নান করিতে গিয়াছিল। অজ্ঞের অলক্ষিতে বালিকাটী পদ্মফুল আনিতে গিয়া পদ্মের ডাটায় আবদ্ধ হইয়া জলমগ্ন হয়। গোলযোগ করায় স্থানীয় লোকগণ সেস্থানে দৌড়িয়া আসে এবং কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর পদ্মের ঝোপ হইতে বালিকাটীকে উত্তোলন করে। বালিকাটীকে আরোগ্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

অতিমাত্রের প্রকোপ

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, স্থানীয় তরুণসঙ্ঘের কর্ম্মী কিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে গত ১২ই আগষ্ট প্রাতে ফৌজদারী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৪ঠা জুন হইতে তাঁহাকে লইয়া সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইল।

এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলিকাতা হইতে ফিরিবার সময় ২০শে তারিখে তিনি ধৃত হন এবং পরদিন তাঁহাকে ফৌজদারীকার্য্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে হাকিমে প্রেরণ করা হয়। পরে তিনি ৫০০ টাকার জামীনে মুক্ত হন এবং তাঁহার মামলার দিন আগামী ২৪শে আগষ্ট ধার্য্য হইয়াছে।

উড়িষ্যার সহিত কাঁথি

১৩ই আগষ্ট কাঁথি মহকুমা কংগ্রেসের ওয়ার্কিংকমিটীতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটী কাঁথি মহকুমার জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং কাঁথির জনসাধারণ বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে অনিচ্ছুক বলিয়া এই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং-কমিটী, উৎকলকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার জন্য উড়িষ্যাদের প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও জানাইতেছেন যে, উৎকলনেতাগণ কাঁথি বা কাঁথির অংশবিশেষকে প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অন্যায় এবং যুক্তিহীন।

এই সভায় বঙ্গীয় ও উৎকল প্রাদেশিক কমিটীকে বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।

বড়সাজায় সশস্ত্র ডাকাতির জের

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ১৩ই আগষ্ট অপরাহ্নে বড়সাজার কটন-ষ্টে একটি সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, পুলিস তদন্তের ফলে আরও ৩ জন লোককে—বেণীমাধব সিংহ, নন্দদেও সিংহ ও শীতলাপ্রসাদ সিংকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

উক্ত দস্যুতার অব্যবহিত পরে ঘটনাস্থলে ধৃত সাত্রনাইন তেওয়ারী ও উক্ত ৩ জন লোককে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর এম, এফ, করিমের আদালতে উপস্থিত করা হয়। আগামী ১৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহাকে পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে; আহত দারবান্ আরোগ্য লাভ করিতেছে।

বাঁকুড়ায় পিকেটিং

বাঁকুড়ার বস্ত্রব্যবসায়িগণ চলতি বৎসরে আর বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিবেন না স্থির করিয়াছেন। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ সোনামুখী এবং পাত্রসায়রে মদ ও মাদকদ্রব্যের দোকানগুলিতে পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে বিক্রয় যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে।

টেলি— [illegible]
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চিঠির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৩ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা ভাদ্র বুধবার, ১৩৩৮, ১৯শে আগষ্ট ১৯৩১

হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা

পুরাতন পাপীর চাদর চুরির জন্য ২০ মাস দণ্ড

মাদুরের জন্য হত্যা

মোটরগাড়ীতে বোমা আবিষ্কার

বিহার গবর্ণরের দান

গান্ধীজীকে পশমী পোষাক উপহার

বক্তৃতা প্রদানে বিপদ

প্রবল বন্যায় সহস্র লোকের সর্ব্বনাশ

মসজিদে পুলিসের হানা

আটক আসামী স্থানান্তরিত

নানা কথা

হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা

গত ১৫ই আগষ্ট রাত্রে মাদ্রাজের লাঙ্গিস গার্ডেন রোডের মন্দির উৎসব উপলক্ষে পুদুপেটে হিন্দু মুসলমানে এক দাঙ্গা হয়। কিন্তু সময়মত পুলিশ আসিয়া পড়ায় উহা ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে নাই। বিবরণে প্রকাশ যে, মন্দিরের বিগ্রহ লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে সৈকুল মুলুক ষ্ট্রীটে প্রবেশ করায় মুসলমানগণ আপত্তি জানায় এবং নিকটস্থ মসজিদ হইতে কয়েকব্যক্তি সহসা আসিয়া শোভাযাত্রাকারীদের আক্রমণ করে। ইহাতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং বহু প্রস্তরাদি নিক্ষেপের ফলে অনেক লোক আহত হয়। বাহকগণ রাস্তার উপর বিগ্রহ ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করে। পুলিশ যথাসময়ে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং শান্তি ফিরাইয়া আনে। দশজন ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

পুরাতন পাপীর চাদর চুরির জন্য ২০ মাস দণ্ড

পুরাতন পাপী হরিহর পাণ্ডে গত ৫ই আগষ্ট ৪৬ নং রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটের বদ্রিনারায়ণ পাণ্ডের বাড়ী হইতে একখানি বিছানার চাদর চুরি করিয়াছিল। সেইজন্য জোড়াবাগান কোর্টের তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্, ওয়াজিদ আলি কর্ত্তৃক ২০ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

মোটরগাড়ীতে বোমা আবিষ্কার

কানপুরের পুলিশ অনুমান করে যে, বড়লাট ১৭ই আগষ্ট তারিখে এখানে আসিতেছেন। সেই সম্পর্কেই বিপ্লবীরা ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

পুলিশ নগরপ্রান্তে একটা পুলের উপর একখানি মোটরগাড়ী সন্দেহক্রমে অনুসন্ধান করিয়া বোমার খোল এবং অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্যাদি পাইয়াছে। মানেশ্বরপ্রসাদ অবস্তিনামক এক নামজাদা বিপ্লবী এবং তাহার তিনজন সঙ্গী পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই সম্পর্কে অনেক কিছু প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা।

সিন্ধুদেশে অতিরিক্ত গ্রীষ্মে কয়েকজনের মৃত্যু

সাধারণ অপেক্ষা ৫ হইতে ৮ ডিগ্রী উত্তাপ বেশী হওয়ায় সিন্ধুদেশবাসীরা ভীষণ কষ্টে পড়িয়াছে। কয়েকস্থান হইতে সর্দ্দিগর্ম্মিতে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সুক্কুরে ছায়ায় উত্তাপ ১০৮ ডিগ্রী। গত ১২ই আগষ্ট সিন্ধুদেশে সর্দ্দিগর্ম্মিতে একজনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সকলকেই কাজ কর্ম্মের ক্ষতি করিয়া বাড়ী থাকিতে হইতেছে। দুইজন লোক গোঁয়ারতুমি করিয়া বাহির হওয়ার ফলে ফুটপাতেই পড়িয়া মারা যায়।

মাদুরের জন্য হত্যা

কালিপদ বিশ্বাস ও প্রিয়নাথ বিশ্বাসের সহিত শ্রীবাস নস্করের একখানি মাদুর লইয়া ঝগড়া ছিল। এই ঝগড়ার ফলে শ্রীবাস কালিপদ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উক্ত মামলার বিচার আলিপুরের এডিসনাল জজ মিঃ আর, সি, ঘোষ জুরীগণের সহিত শেষ করিয়াছেন। তিনি জুরীগণের সহিত একমত হইয়া কালীপদকে ৩ বৎসর এবং প্রিয়নাথকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ডেরা-ইস্‌মাইল-খাঁর অবস্থা

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, ডেরা-ইসমাইল-খাঁর অবস্থা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ শান্ত। অপহৃত দ্রব্যাদির পুনরুদ্ধার করিতে ও অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পুলিস খুবই ব্যস্ত। এ পর্য্যন্ত ৪ জন হিন্দু এবং দুইজন মুসলমান মারা গিয়াছে, এবং ৩৮ জন মুসলমান এবং ৬ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ২৯টি দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮।	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাশ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইষ্ট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাবোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগির্ম্ম পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

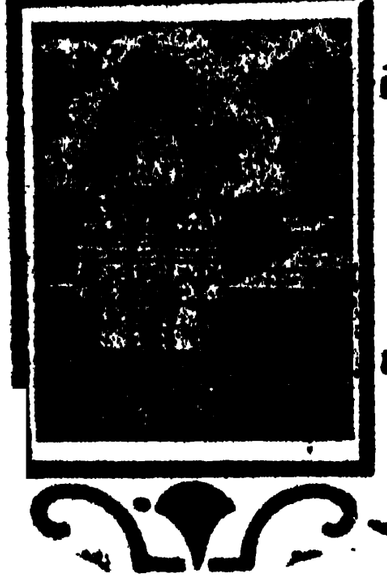

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পায়

দৈনিক পত্র

ধাম—মায়াপুর—নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ ২১ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২রা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৯ আগষ্ট ইং ১৯৩১ বুধবার ১৪৩৬ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৫ই শ্রাবণ (১৩৩৮) শুক্রবার দিবস বিহার প্রদেশের অন্তর্গত লখিমপুরের জমিদারের দেওয়ান শ্রীযুত মহাতাপ প্রসাদ বাবু শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৫॥টার সময় আসাম শ্রীহট্ট জিলার মোলবীবাজার মহকুমার অন্তর্গত অন্তেহারী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাস মহোদয়ও প্রভুপাদের দর্শনাভিলাষী হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে হরিকথা-শ্রবণপিপাসু হইয়া ক্রমে ক্রমে বহু ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হন।

শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু "শ্রীনিত্যানন্দ কি তত্ত্ব?" প্রশ্ন করায় শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তর-প্রদানমুখে শ্রীবলদেব-তত্ত্ব, চতুর্ব্যূহতত্ত্ব, পুরুষাবতারত্রয়-বৃত্তান্ত, চতুর্ব্বিধ আধ্যক্ষিক ও চতুর্ব্বিধ অধোক্ষজ প্রতীতির উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্য, জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের একত্রাবস্থান-কারণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ-দর্শন—অনবসরকালে দর্শন না পাইয়া আল্‌বরনাথ দর্শন, আল্‌বরনাথের চতুর্ভুজ-স্থানে দ্বিভুজ দর্শন, গোপীগণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন ও শ্রীরাধার নিকট চতুর্ভুজ-রক্ষণে অসমর্থতা প্রভৃতি অনেক বিষয় আলোচনা করেন।

গত ৬ই শ্রাবণ (১৩৩৮) শনিবার শ্রীল প্রভুপাদ জোড়াসাঁকো-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বরিশাল নিবাসী সপুত্রক রায়সাহেব পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল এবং কলিকাতার আরও বহু শিক্ষিত, সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট অপরাহ্ণ ৬ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টাকাল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের চরিত্র, পঞ্চোপাসক-গণের বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী জগন্নাথকে বিভিন্নরূপে দর্শন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করায় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে এ সমস্ত বিষয়ে আরও অনেক তথ্য শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

গত ২৮শে শ্রাবণ (১৩৩৮) তারিখে কাশীপ্রবাসী শ্রীযুক্ত গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া "ভগবানকে লীলাময় ভাবিলে কোন অসুবিধা আছে কি না?"—এই প্রশ্ন করেন। প্রভুপাদ তদীয় প্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে ভাগবতের "অহমেবাসমেবাগ্রে", "সর্ব্ববেদান্তসারং যৎ" ইত্যাদি শ্লোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে সৎ ও অসৎ, কৈবল্য অর্থাৎ কেবল ভক্তির প্রয়োজনীয়ত্ব, শুদ্ধসত্ত্ব বা বাসুদেবত্ব, লীলা ও ক্রিয়ার পার্থক্য, লীলার নিত্যত্ব, কালের অখণ্ডত্ব ও খণ্ডত্ব ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা হইতে প্রায় ৬॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমবেত বহু শ্রোতার সম্মুখে কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত কাব্যতীর্থ মহোদয় নিবিষ্টচিত্তে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক বলেন—"আমি আপনার নিকট হইতে আজ যে-সমস্ত কথা শ্রবণ করিলাম, তাহা ধারণা করিতে হইলে এতদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে আসিয়া আপনার নিকট হইতে এই সমস্ত কথা আরও শ্রবণ করিবার চেষ্টা করিব।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইংরাজীতে পাঠ, কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামিজীর শ্রীমুখে নিরস্তকুহক সত্যের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক আত্মকল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে মাদ্রাজবাসী ও প্রবাসী বহু সজ্জন ব্যক্তি প্রত্যহ শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আগ্রহ ও প্রীতির সহিত পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া থাকেন।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ শুদ্ধভক্তি প্রচার ও বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিতেছেন। তাঁহার ঐকান্তিক সেবা-চেষ্টার ফলে বহু আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি তাঁহাদের কায়মনোবাক্য ও অর্থকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভের অধিকারী হইতেছেন

মাদ্রাজ প্রবাসী শ্রীযুক্ত টি, পুনিরুলু পিল্লাই মহোদয় একজন সজ্জন ব্যক্তি। ইনি মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠের সেবায় নানাভাবে আনুকূল্য করিয়া থাকেন। সম্প্রতি শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে আনুকূল্যের জন্যও তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, শ্রীযুক্ত পিল্লাই মহোদয়ের এইরূপ সাধু উদ্দেশ্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার আত্মমঙ্গল সাধন করুক।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব সম্পন্ন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, মাদ্রাজ গৌড়ীয়-মঠ রক্ষক, শৃঙ্গার-সেবায় সুদক্ষ, বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এবং শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব ও পারমার্থিক সেবার জন্য কয়েক দিবস হইল কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রেরণাক্রমে উৎসব ও প্রদর্শনীর বিভিন্ন সেবা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। প্রভুপাদের এই মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবার জন্য তদীয় ইচ্ছাক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে অন্যান্য প্রচারকগণও শীঘ্রই গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন।

যেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতা

(৩)

[হে মহাভাগ দম্পতি, সেই শিশুগণ নিজ নিজ অদৃষ্টের অনুরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে ; অতএব তাহাদের জন্য শোক করিও না। দেহাধীন প্রাণিগণ সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করিতে পারে না। ইহলোকে মৃত্তিকাজাত ঘটাদি বস্তু যেরূপ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পঞ্চভূতাত্মক দেহ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। ঘটাদি নষ্ট হইলেও মৃত্তিকা যেরূপ নষ্ট হয় না, সেইরূপ এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর নষ্ট হইলেও জীবাত্মা স্বয়ং বিকৃত হয় না। বাস্তবিক যথার্থভাবে ইহা অবগত নহে তাহারই দেহাত্মবুদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং হইতে ভেদজ্ঞান ও পুত্রাদির দেহের সঙ্গে যোগ, বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। সেই অজ্ঞানের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত সংসারজনিত সুখ-দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। অতি ভদ্রে, যেহেতু সকল জীবই দৈববাধীন হইয়া নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে, সেইজন্য আমাকর্ত্তৃক নিহত নিজ পুত্রগণের জন্য অনুশোচনা করিও না। যতকাল পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞানশূন্য জীব "আমি হত হইয়াছি, আমি বিনাশ করিয়াছি"—এইরূপে আত্মার উপর বিনাশ্য-বিনাশকভাব কল্পনা করে, ততকাল পর্য্যন্ত দেহাদিতে আত্মাভিমানী মূঢ়জন আত্মার বধ্য-বাধক ভাব অর্থাৎ ইনি বধ্য, ইনি ঘাতক এইরূপ কর্ম্ম-কর্ত্তৃভাব প্রাপ্ত হইয়া তৎফল-স্বরূপ সুখ দুঃখাদি লাভ করে।]

নন্দের প্রতি বসুদেবের উক্তি,—

নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোঽয়মদৃষ্টপরমো জনঃ।
অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি ॥

ভাঃ ১০।৫।৩০)

[মনুষ্য নিশ্চয়ই অদৃষ্টনিষ্ঠ অর্থাৎ অদৃষ্টবশতই পুরুষের ফলভোগাদির সমাপ্তি হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, পুত্রাদি-প্রাপ্তিরূপ সুখপ্রদ অদৃষ্ট যখন হীন হয়, তখন পুত্রাদি থাকে না। অদৃষ্টই পরম, কেননা যদ্যপি পুত্রাদির বিয়োগ হইয়া থাকে, তথাপি অদৃষ্টবশতঃ আবার তাহাদের সহিত পুনর্ম্মিলন হইয়া থাকে। অতএব অদৃষ্টই অবশ্যম্ভাবী সুখ-দুঃখের কারণ—ইহা যিনি জানেন, তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না।]

পূর্ব্বেই উক্ত হ'য়েছে যে, জীবের কর্ম্ম থেকেই সবই হচ্ছে ; সুতরাং কর্ম্মকে কোনরূপে বিনাশ করতে পারলেই সব গোলমাল মিটে যায়।

'অদৃষ্ট' অর্থে যাকে দেখা যায় না। যেমন আমার হঠাৎ একটা বিপদ্ হ'লো। বল্‌লাম—জানি না আমার অদৃষ্টে কি ছিল, যার ফলে এই দুঃখ ভোগ করতে হ'ল। 'পুরুষকার' অর্থে পুরুষের চেষ্টা বা যত্ন, পুরুষকারের ধারাবাহিক স্রোত নিয়েই জীবের জীবন। সুতরাং ঐ দুইটী বস্তু কর্ম্মেরই দুটী দিক মাত্র।

এখন যদি আমরা কর্ম্মের বিষয় ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারি, তা'হলেই ঐ দু'টী বিষয়ের সুন্দররূপে সমাধান হতে পারবে।

যা' করা যায়, তা'কেই 'কর্ম্ম' বলে। জীব মাত্রেই কর্ম্ম করতে বাধ্য। কর্ম্ম না ক'রে কেউ চুপ ক'রে থাকতে পারে না। তাই গীতায় ব'লেছেন,—ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।" কর্ম্মই আমাদের সুখ-দুঃখের জনক। কর্ম্মফলের গুণে স্বর্গাদিসুখ উপভোগ করা যায়, আবার কর্ম্মদোষে নরকাদি দুঃখ ভোগ করতে হয়। কর্ম্মের ফল পুণ্যজনক হ'লে স্বর্গাদি সুখলাভ হয়, আর পাপজনক হ'লে নরকাদিদুঃখ-প্রাপ্তি ঘটে। যদি কর্ম্ম না থাকত, তা'হলে 'অদৃষ্ট' বা পুরুষকার ব'লে কোন কথাই উত্থাপিত হত না। সুতরাং কর্ম্মের বীজ কোথায়, তা'র অনুসন্ধান করা দরকার।

গীতা বলেন,—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥

দেহেন্দ্রিয়ের স্বামী যে জীব,—তিনি নিজের কর্ত্তৃত্ব বা কারয়িতৃত্ব সৃষ্টি করেন না এবং আপনাতে কর্ম্মফলের সংযোগও করান না, তাঁর অবিদ্যাকৃত স্বভাবই ঐ সকলের হেতু। জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই ব'লে আপনারা মনে করবেন না যে, ভগবানই ঐ সব কর্ম্মপ্রবৃত্তি দিয়েছেন, তাহ'লে তাঁর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য স্বীকার করতে হয়, কিন্তু বেদান্তসূত্রে "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন তথাত্বং দর্শয়তি" সূত্রে তাঁর ঐ দু'টী দোষের নিরাস ক'রে দিয়েছেন। জীবের অনাদি অবিদ্যারূপ স্বভাব থেকেই তার কর্ম্মপ্রবৃত্তি হচ্ছে।

মানব-মন দোষচতুষ্টয় সংশ্লিষ্ট। মনোধর্ম্মী জীব ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-নিবন্ধন অদৃষ্টবাদী বা কর্ম্মফলবাদী হ'য়ে পড়েন। কর্ম্মফলবাদীর ইন্দ্রিয়-তোষণমূলে পুরুষকার বা ইন্দ্রিয়তর্পণ। আত্মেন্দ্রিয়-তোষণের বশবর্ত্তী হ'য়ে জীব—দেববাদী। যেখানে ভোগের ঈক্ষন বাধা প্রাপ্ত হয়, সেখানে দৈববল-আশ্রয়ে জীব অদৃষ্টবাদী। সেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলবাদীর নিজেন্দ্রিয়তর্পণ বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত নিজ পৌরুষের উপর নির্ভর ক'রে পুরুষকারবাদী।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীচৈতন্যমঠ জড়জগতের ভূতক অধ্যাপক ও ভূতক অধ্যাপিতের আখড়াবাড়ী নহে। এ স্থান জড়ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন স্থান নহে। সুতরাং কলির স্থান-পঞ্চকের (দ্যূত, পান, স্ত্রীসঙ্গ, জীবহিংসা ও অর্থের অসদ্ব্যবহার) ক্রীড়াভূমি নহে। এখানে কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞক শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে চৈতন্যপ্রেষ্ঠগণের কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অখিলচেষ্টা ছাড়া অন্য কোন কৃত্য নাই।

শ্রীচৈতন্যমঠের সমস্তই চেতন। চাবি সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডিসংযুক্ত শ্রীমন্দির চেতন, তদভ্যন্তরে সানুগ শ্রীগুরুদেব ও গুরুবর্গ রাধাকৃষ্ণমিলিততনু কীর্ত্তনবিগ্রহ পরমচৈতন্য শ্রীগৌরসুন্দরের জগন্মঙ্গলকারী সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। এখানে সপ্তশিখর চিদগ্নি সর্ব্বক্ষণ প্রজ্বলিত।

শ্রীচৈতন্যমঠ সান্ত নহে, অনন্ত। এখানে সেবা, সেবক ও সেব্য তিনটীই নিত্য চিদ্বিলাস। এই চিদ্বিলাসক্ষেত্রে অচিৎ বা জড়বিলাসের কোন চেষ্টা বা নশ্বরতা নাই

কর্ম্মফলবাদীর ভোগ ও নিষ্প্রপঞ্চবাদীর ত্যাগের বিচার অচেতনে চেতনের আরোপ বা চেতনে অচেতনের আরোপ এই চেতনভূমিকায় স্থান পায় না।

"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি ভ্রমি মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়।" কৃষ্ণভক্তগণ এই বিচার জানেন বলিয়া কর্ম্ম জ্ঞানের প্রয়াস করেন না।

"তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।" (ভাঃ ৪।-৯।৪৯) হরিতোষণ-কর্ম্মই কর্ম্ম। বিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই —বিদ্যার অবধি।

কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মের সহিত শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত জনগণের ইন্দ্রিয়-চালনা সমজাতীয় নহে। কর্ম্মীর কর্ম্মানুষ্ঠান—নিজ ভোগ-তাৎপর্য্যপর কিন্তু ভক্তের ক্রিয়া-কলাপগুলি সমস্তই হরিতোষণপর। কর্ম্মী—ইহামুত্র আত্মেন্দ্রিয়-ভোগবিলাসী, আর ভক্ত—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণমূলে কৃষ্ণসুখাভিলাষী। কর্ম্মীর জন্ম, কর্ম্ম, আয়ু, মন, বাক্য, বুদ্ধি, বল, প্রাণ, শৌর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্তই দেশকালপাত্র দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ; সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর ও পরিবর্ত্তনশীল, অসম্পূর্ণ ও নিরানন্দময়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যজনগণের কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে যে অধিষ্ঠান, অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান, তাহা নিত্য ও চিদানন্দময়। তাহাতে হেয়তা, নশ্বরতা, অসম্পূর্ণতা বা পরিবর্ত্তনশীলতা বলিয়া কোন, অনুপাদেয়তা বা নিরানন্দ নাই

যৎকিঞ্চিৎ

(গল্প)

তখন শারদ প্রভাতের কনক-কিরণে চারিদিক্ হাস্যোজ্জ্বল ; নীল নির্ম্মল গগন-পটের উপর কে যেন সুপটু হস্তে সুবর্ণ-সাগরের লীলায়িত গতিহিল্লোল আঁকিয়া দিয়াছে। সবুজবনের মুক্ত বিহগেরা তখন সুমিষ্ট কাকলী-ঝঙ্কারে যেন বিশ্বেশ্বরের বন্দনা গাথা গাহিতেছিলেন ; মৃদু মলয়স্পর্শে সঞ্চালিত হইয়া ফুলগুলি যেন রাজরাজেশ্বরের চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছিল। দিগ্‌দিগান্তে এক বিপুল প্রাণস্পন্দনের পুলক প্রবাহ। স্নিগ্ধ পেলব ঊষার এই অনাবিল সুষমা-সম্ভার যেন শারদ বীণার মধুর রাগিনীতে স্রষ্টার অনন্ত মহিমাই কীর্ত্তন করিতেছিল।

অতীত যুগের স্মৃতি গৌরব মণ্ডিত ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে একটী ক্ষুদ্রপল্লী। পল্লীর শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মাঠের পার্শ্বদেশ দিয়া কলকল স্বরে কি যেন এক করুণ গীতি গাহিতে গাহিতে প্রশান্তবক্ষ বৃড়ী গঙ্গা নদী প্রবাহিতা হইতেছিল। ঠিক নদীরই ধারে একখানা ছোট বাড়ী ; বড় বড় দেবদারু, অশোক, পলাশ প্রভৃতি ঋজু বৃক্ষের ঘন ছায়ার কোলে বাড়ীখানাকে হঠাৎ দেখিলে প্রাচীনকালের সেই শান্ত তপোবনের স্মৃতি মনে জাগে। অতি প্রত্যূষেই ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, বেলা একটু বেশী হইল দেখিয়া বাড়ী ফিরিতেছি, এমন সময়ে তরঙ্গিনী তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র গৃহের পাঠালোচনাতৎপর বালকগণের কলকোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া একটু দাঁড়াইলাম ; চিন্তাহীন বিগত বাল্যজীবনের পাঠস্পৃহপূর্ণ ক্ষীণস্মৃতি মোহালসে আবিষ্ট হইয়া নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই যেন ঐ গৃহপ্রান্তে উপনীত হইলাম। অস্ফুট কুসুম কোরকের মত শুভ্র সুন্দর তিন চারিটী ক্ষুদ্র শিশু উচ্চকণ্ঠে "জল পড়ে, পাতা নড়ে, টুপ্ টাপ্ ঝুপ্ ঝাপ্" ইত্যাদি পাঠ মুখস্থ করিতেছিল। দুইটী বালক অপেক্ষাকৃত বড়, তাহাদের সম্মুখস্থিত পুস্তকরাশি দেখিয়া মনে হইল, চতুর্থ কি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র হইবে ; কারণ, আজকাল বালকগণের দৈহিক ওজনের অপেক্ষা পুঁথির পরিমাণ কিছু বেশী! বালকদ্বয় তাহাদের জ্ঞানানুসারে বঙ্গদেশের ভূগোল ও ইতিহাস সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছিল। বাঙ্গালায় কি কি ব্যবসায় ভাল চলে, কতপ্রকার জাতি বর্ত্তমান, এসব কথাও হইতে লাগিল। কথাগুলি শুনিয়া আমার মনে হইতে লাগিল যে, ইহাদের বুদ্ধি কিছু তীক্ষ্ণ, কেননা এমন অনেক কথাও বলিল, যাহা শুধু মুখস্থ করা বিদ্যার পরিচায়ক নহে, তাহাতে কিছু পারিপার্শ্বিক অবস্থার দৃষ্টিশক্তি আছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসঙ্কলন সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৮/০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৸০।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্বৃন্দাবন দাসঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, টীকা, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারপাটের সহিত স্থূল সুঅক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকা, মেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী কীর্ত্তনাত্মকপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তনানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বেদবাণিজ্য-রত্নমন্দার কোস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শ্রদ্ধা ও বিদ্বা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যাপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদরঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। মুদ্রলিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, নামাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ সাদা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুকৃৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত। উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরিচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মূদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপুঃ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনরায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা। জগৎসৌরভ।

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমধ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গানুবাদ সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতার দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় বিবৃতিঃ এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) ময়রো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দরাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবদেবীপ্রভৃতির পরিচয় সহ নাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৹ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইহার ৩য় ভাগের অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অভিনব পদ্ধতির সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু শুষ্কতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, শরীরভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মহাশৌর্য্য পাচন

সর্ব্ববিধ স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

হজমের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং ভল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার হার বাজার হার অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইউনিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৩।১২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গ্লাসগো সহরে বিভৎসখুন

রবার্ট উইলসন গণবিক ডোনাল্ড নামক এক ব্যাঙ্কের কেরাণী খুন হইয়াছেন। আততায়ীরা নাকি ক্যামারোনিয়ান রেজিমেণ্টের তিনজন সৈনিক। নিহত এবং নিহন্তা সকলেই অল্পবয়স্ক যুবক।

ডোনাল্ড মৃত অবস্থায় ব্যাঙ্কের পশ্চাৎভাগে পড়িয়াছিলেন। তাহার মুণ্ডটি দেহ হইতে অর্দ্ধ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং গায়ে গুলীর আঘাতের চিহ্ন ছিল। ব্যাঙ্ক হইতে ১৫২০ পাউণ্ড মূল্যের নোটও খোয়া গিয়াছে। (বোধ হয় ডোনাল্ড চেক ভাঙ্গাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে এই নোটগুলি লইয়া যাইতেছিলেন। ব্যাঙ্কের বাহিরে রাহাজানি করিয়া সৈনিকযুবকত্রয় ডোনাল্ডকে মারিয়া নোটগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিসের অনুসন্ধান চলিতেছে।

বন্যাপীড়িতদের সাহায্যে সেবকসঙ্ঘ

রাজসাহী হইতে প্রকাশ যে, ১৩ই আগষ্ট প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী বি, এল এর সভাপতিত্বে সমাজসেবকসঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশনে সঙ্ঘের জনৈক কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন মৈত্রকে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে বিপন্ন লোকদিগের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সুতরাং সঙ্ঘের কর্ম্মীদিগকে অর্থ, বস্ত্র, চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে।

আবগারী নীলামে সরকারের আয় হ্রাস

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, ১৪ই আগষ্ট কালেক্টরের অফিসে তাড়ির দোকান নীলাম হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মী এবং শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি, ভক্তবৎসলম্, কৃষ্ণ আয়ার ও কতিপয় মহিলা পিকেটিং আরম্ভ করেন। নীলামে সরকারের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। প্রায় সকল দোকানগুলিই নীলাম হয়াছে।

এই সহরে মোট ৫৪টি তাড়ির দোকান আছে। ১৫ই আগষ্ট এই দোকানগুলির মধ্যে ৬টি দোকান বাদে বাকী সকলগুলি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ গত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৮০৲ টাকা কম।

পিকেটারেরা প্রবেশপথের উভয় দ্বারে দাঁড়াইয়া ক্রেতাদিগকে নীলাম ক্রয় করিতে নিষেধ করেন। পুলিসের এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার একদল পুলিস লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

বক্তৃতা প্রদানে বিপদ

ডুমকা হইতে প্রকাশ যে, সাঁওতাল পরগণা জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত মতিলাল কেডরীয়াল ফৌজদারী আইনের ১০৮ ধারানুসারে অভিযুক্ত হন। গতকল্য ঐ মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১০ই জুন তারিখে সকালে ও সন্ধ্যাকালে শ্রীযুত মতিলাল কেডরীয়াল কখনও আলোকচিত্রের সাহায্যে এবং কখনও মৌখিক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ এ ও ১৬৩ এ ধারা অনুসারে আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচিত হয়।

গত কল্য ৯ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয় তন্মধ্যে ৫ জন পুলিস কর্ম্মচারী সাক্ষ্য প্রদান করেন। আগামী ১৮ই ও ১৯শে আগষ্ট তারিখে সাক্ষিগণকে জেরা করা হইবে। মামলা এখন স্থগিত আছে।

মসজিদে পুলিসের হানা

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ যে, একদল পুলিস আবগারী বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত একটী মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রায় আড়াই সের পরিমিত চরস বাহির করে। পুলিস ২ জন লোককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি যুবক ঐ ঘরে বাস করিত।

মাদ্রাজে নূতন জাতীয় পতাকা

১৪ই আগষ্ট প্রাতঃকালে মহাজনসভাভবনে শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি কর্ত্তৃক নূতন জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়।

তিনি ওয়ার্কিং কমিটীর শেষ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া বলেন, যদি গান্ধীজী শেষ পর্য্যন্ত লণ্ডনে গমন না করেন তাহা হইলে ভারত জাতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভা কিংবা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তিনি বুঝিতেছেন যে, এক্ষণে লর্ড আরউইনের সমস্ত মহৎকার্য্যের অবসান হইয়া গেল।

শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারিয়ার ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, এখানকার কার্য্যক্ষেত্রে অবিচার চলিতে থাকিবে, আর গান্ধীজী লণ্ডনে গমন করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তিনি বিবেচনা করেন, উদারনীতিক রাজনৈতিকগণের পক্ষে গান্ধীজীর লণ্ডন গমনে পীড়াপীড়ি করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রভাব প্রয়োগ করিয়া তাঁহার দাবী সমর্থন করা কর্ত্তব্য।

ঢাকায় ইন্দুমতী দেবী

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার অন্যতম আসামী অনন্ত সিংহের ভগিনী শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী মামলার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে গত ১০ই আগষ্ট রাত্রিতে বরিশালের ষ্টীমারে ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন।

জবানবন্দী প্রত্যাহার করায় রাজসাক্ষী অভিযুক্ত

পুরাতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী ব্রাহ্মণ দত্ত এবং রামশরণ দাস তাঁহাদের বিবৃতি প্রত্যাহার করায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৬৩ ধারানুসারে প্রতারণার অভিযোগ গঠন করা হইয়াছে।

আটক আসামী স্থানান্তরিত

রাজসাহী হইতে প্রকাশ যে, আটক আসামী শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র ভাদিড়ী এবং উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে রাজসাহী জেল হইতে হিজলী জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রথমে তাঁহাদের জনৈক পেস্কারের বাড়ীতে তথাকথিত ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, পরে তাঁহারা মুক্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু আবার তাঁহাদের বঙ্গীয় অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

লণ্ডনে পুলিস সভাপতি গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, স্থানীয় লণ্ডোয়ান ভারত সভার সভাপতি শ্রীযুত মোদ্দিদাস ও উহার সম্পাদক শ্রীযুত মঙ্গলদাস যখন সভার অফিস ব্রাডলগ হলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৮ ধারানুসারে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরও একটি নোটীশ জারী করিয়া তাঁহাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ও ১৫৩ এ ধারানুসারী কেন গ্রেপ্তার করা হইবে না, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে বলা হইয়াছে।

গৃধ্রের বিমান আক্রমণ

বৈমানিক চুণ্ণাল বিমানে আরোহণ করিয়া দিল্লী হইতে কানপুরে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক অতিকায় গৃধ্র বিমানের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করে। গৃধ্ররাজ সবেগে বিমান আক্রমণ করে। কিন্তু মিঃ চুণ্ণাল আক্রান্ত হইয়াও বিমান চালাইতে থাকেন। পরিশেষে গৃধ্র বিমানের উপরে পড়িয়া দেহত্যাগ করে।

গান্ধীজীকে পশমী পোষাক উপহার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, গত ১৩ই আগষ্ট রাত্রিকালে ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকে কংগ্রেসের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের একঘণ্টা পূর্ব্বে একটী প্রীতিপ্রদ ব্যাপার সংঘটিত হয়। লণ্ডনে অবস্থানকালে গান্ধীজীর ব্যবহারের জন্য আমেরিকা হইতে অধ্যাপক রেমণ্ড প্রেরিত একটি হাতে বোনা পশমী পোষাক লইয়া মিস গ্রিভিল মণিভবনে আগমন করেন এবং তাহা গান্ধীজীকে উপহার দেন। অতীব আনন্দ-সহকারে পোষাকটি গ্রহণ করিয়া গান্ধীজী বলেন, যদি তিনি নিতান্তই লণ্ডনে গমন করেন তাহা হইলে তিনি উহা পরিধান করিবেন।

পাঠকের হয়ত স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমেরিকাবাসীদের মধ্যে অধ্যাপক সর্ব্বপ্রথমে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। তিনিও গান্ধীজীকে স্বহস্তনির্ম্মিত লবণপূর্ণ সুন্দর গজদন্তনির্ম্মিত বাক্স প্রদান করেন।

বিহার গবর্ণরের দান

গোয়েন্দা বিভাগের সাব-ইন্‌স্পেক্টার রামনারায়ণ সিংহের সংসার প্রতিপালন জন্য বিহার উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট ১০০ বিঘা জমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তিনি পাটনা বোমা-বিদ্রোহে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত ব্যক্তির পিতা এই বলিয়া চীফ সেক্রেটারীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে যে, উল্লিখিত দান সংসার প্রতিপালন জন্য যথেষ্ট হইবে না।

লোহার বরগা কড়ি
করগেটটীন, জানালারগ্রীল
দালানের ফ্লোরিংওথাম
বেড়াঘেরা কাটিংএর ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্রমুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
৭৩।১বেলিংটন ষ্ট্রীট। ফোন ৪৭৯
ম্যাকিনটস্‌ ও ওভারকোট রিপেয়ারিং

টেলিগ্রাম 'প্রকাশ' নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
সাত কলম ৬৲
ছয় কলম ৩৷৷০
পাঁচ কলম ২৲
চক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাধারণ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ২০শে আগষ্ট ১৯৩১

নানা কথা

পুলিসদল আক্রান্ত

গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে রাত্রিতে ত্রিশ জন বিদ্রোহী খারাবডি হইতে প্রায় ৩২ মাইল দূরে ইরাবতী নদীর তীরে একদল প্রহরী পুলিসবাহিনীকে আক্রমণ করিয়াছিল। প্রায় একঘণ্টাকাল সংগ্রাম চলে। বিদ্রোহী দলের নেতা এবং অন্য লোক নিহত হয়, কিন্তু অবশেষে আর সকল বিদ্রোহী আহত বিদ্রোহীদিগকে লইয়া পলায়ন করে। পুলিসের দালান বিদ্রোহীরা পোড়াইয়া দেয়।

ঐ দিবস প্রাতে সৈনিকগণ থায়েটমিও জেলার মিন্তনের উত্তরে এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত বিদ্রোহীদের এক ছাউনী আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই বিদ্রোহীরা উহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। কেবল একটি স্বদেশী কামান তথায় পাওয়া গিয়াছে।

আর একদল সেনা কামালহরের এক গ্রামে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করতঃ ছয়জন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করে ও বহু অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্ত হয়।

দীনেশ গুপ্তের প্রশংসার অভিযোগ

করিমগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেবকে গত ১৩ই আগষ্ট গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীহট্টের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ১১৭ ধারা অনুসারে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছিলেন। গত সুরমা-উপত্যকা-যুবক-সম্মিলনে দীনেশ গুপ্ত, বিনয় বসু প্রভৃতির আত্মত্যাগের প্রশংসাসূচক এক প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য তিনি ধৃত হইয়াছেন।

রাত্রিতে তাঁহাকে শ্রীহট্টে আনিয়া পুলিশ-হাজতে রাখা হয়। পরদিন তিনি বলেন যে, তাঁহাকে নিদ্রাহীন রজনী যাপন করিতে হইয়াছিল। কারণ ঘরটি মানুষের বাসোপযোগী নহে। ইহাতে কোন জানালা নাই। তাঁহাকে হাতে হাতকড়া এবং দড়ি দিয়া আদালতে হাজির করা হইয়াছিল।

উকীল শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস সুরেশ বাবুর জন্য জামীনের আবেদন করেন। কিন্তু অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। আগামী ২৬শে আগষ্ট তাঁহার মামলার শুনানী আরম্ভ হইবে।

পুলিসদল আক্রান্ত

আদালতে জজের সংজ্ঞা লোপ

এলাহাবাদে জন সভা

দীনেশগুপ্তের প্রশংসার অভিযোগ

কুম্ভীরের কবলে প্রাণত্যাগ

প্রবল বন্যায় সহস্র লোকের সর্ব্বনাশ

ভীষণ বন্যা

মাদ্রাজে তাড়ির দোকান নীলাম

কনেষ্টবল বরখাস্ত

বহরমপুরে জোড়া আত্মহত্যা

আদালতে জজের সংজ্ঞা লোপ

১৭ই আগষ্ট পঞ্জাব লাটকে গুলী করার মামলার বিচার লাহোর দায়রা আদালতে হইতেছিল। দায়রা জজ মিঃ বাটন ওয়াকার আদালতে আসিয়া উপবেশন করিবার পর হঠাৎ সংজ্ঞা হারাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তিনি প্রথমে আসন হইতে অবতরণ করেন, তৎপরে পুনরায় লাফাইয়া আসনের উপরে যাইয়া পড়েন এবং চীৎকার করিতে থাকেন। তখনই ডাক্তার ডাকাইয়া তাহার চিকিৎসা করায় ১৫ মিনিট পরে তিনি পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করেন। তৎপরে তাঁহাকে খাসক মরায় লইয়া গিয়া বেলা ৩টা পর্য্যন্ত তাঁহার চিকিৎসা করা হয়। এই হেতু মামলার শুনানী স্থগিত হইয়া যায়।

এলাহাবাদে জনসভা

শ্রীযুত সুন্দরলালের সভাপতিত্বে গত ১৬ই আগষ্ট রাত্রিতে এলাহাবাদে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত কেশবদেও মালবোর প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে,—যে সকল কারণে গান্ধীজী লণ্ডন গমন ত্যাগ করিয়াছেন, সভা তাহা উপলব্ধি করিয়া কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

কুম্ভীরের কবলে প্রাণত্যাগ

কান্দি হইতে প্রকাশ যে, খরজুনায় ভীষণ বন্যার সময় একটি খাল পার হইবার কালীন নিপ্র শেখরের শিবদাস ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি কুম্ভীরের কবলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যে ব্যক্তি তাহার সঙ্গে ছিল সে কিছুক্ষণ পরে তাহার চাদরখানি ভাসিয়া উঠিতেদেখে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিমেমি	কলিকাতা।
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাহত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' নামের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীশেখর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাবধূত গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মবাসী, শ্রীরাসবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীনীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুরভি-কুঞ্জ

শ্রীযোগপীঠ, অরুণগড় (নদীয়া)

রক্ষক—ভাকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

নরসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবলরাম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউত্তম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনীলমণি দাস।

১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র

মাউগাছি, জায়গঞ্জ, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগোর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরিব্রাজবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ানদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যাত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশবারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যা-রত্নাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅধোক্ষজানন্দ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীভবন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নাথকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(১৮) আমলাযোড়া শ্রীপরমাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পুরীঘাট, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপ্রেমাম্বুজ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীরামবিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িষ্যাবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথগলপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভূতেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ ভেদঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মনাভজী, শ্রীনবীনগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, কাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীচন্দন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামাধবন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, কাপেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সুন্দর ভক্তিসাধু, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) রাজগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম—মায়াপুর—নদীয়া

ষ ২২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৭, ৩রা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২০ আগষ্ট ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার ১৪৪৩ম সংখ্যা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতা।

(৪)

অদৃষ্টবাদী বা কর্ম্মফলবাদী পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গসুখ আর পাপকার্য্যফলে নরক ভোগ করেন। সুতরাং পাপপুণ্যের অতীত রাজ্যের বিষয় কর্ম্মফলবাদীর বা পুরুষকারবাদীর ধারণার বহির্ভূত। ত্রিগুণাত্মক রাজ্যই তাঁহাদের বিচরণভূমিকা। সুতরাং বদ্ধজীবমাত্রেই প্রাকৃত ভূমিকায় পরিক্রমা করতে করতে কখনও নিজ ক্ষুদ্র শক্তির দম্ভভরে পুরুষকারবাদী, কখনও বা কার্য্য-কারণের মূল অনুসন্ধানে অসমর্থতা-নিবন্ধন দৈব-বলের উপর নির্ভর ক'রে অদৃষ্টবাদী হ'য়ে পড়েন। কিন্তু তারা জানেন না যে, তারা কে? কিম্বা তাদের কর্ত্তব্য কি?

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥"

শুদ্ধসত্ত্বাত্মক জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। ত্রিগুণাতীত শুদ্ধসত্ত্ব-জীবের সেবা-ভূমিকায় কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। তার স্বরূপটী জান্‌তে পার্‌লে জীব ভোগ-ভূমিকায় বিচরণ করার পরিবর্ত্তে সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত অবস্থায় সেবাভূমিকায় বিচরণ করতঃ স্বীয় অভীষ্টদেবের আরাধনায় সর্ব্ব-ক্ষণ নিযুক্ত থাকেন। শুদ্ধসত্ত্ব-জীব তখন আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলন ক'রে অপার আনন্দ লাভ করেন। স্বরূপ-ভ্রান্ত জীব ভোগভূমিকায় বিচরণ-ফলে নানা মতবাদ-গ্রাহগ্রস্ত। কিন্তু স্বরূপোপলব্ধ জীবের সেরূপ কোন কথা নাই। তিনি জানেন, সেবাভূমিকায় বা বৈকুণ্ঠ রাজ্যে অচিৎ বা চিদাভাসের অনুশীলন ব'লে কোন জিনিস নাই। শোক-মোহ-ভয়াদিহা ভক্তিদেবীর আনুগত্যে আনুকূল্যে সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনই তথায় নিত্য চিৎকণ জীববৃন্দের নিত্য চিদ্‌বৃত্তি।

শরণাপত্তি হ'লেই জীবের আত্মনিবেদন হয়। আত্মনিবেদন সুষ্ঠুভাবে হ'লেই জীবের নামাশ্রয় হয়। নামাশ্রিত জীব রোচমানাবৃত্তি অবলম্বনে অনুক্ষণ কৃষ্ণানু-শীলন করেন। তিনি সুখে থাকেন বা দুঃখে থাকেন, দীন অকিঞ্চনভাবে ভক্তি-অনুকূল বিষয় স্বীকার ও ভক্তি-প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করেন। সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশে কৃষ্ণের সংসারে তিনি নিত্য কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণই রক্ষক, কৃষ্ণই পালক-জ্ঞানে কৃষ্ণ-প্রীতিবাঞ্ছামূলে তাঁহার সমস্ত প্রয়াস। কৃষ্ণ-ইচ্ছামতই তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে তাঁর ভোগত্যাগ। তিনি সাধুসঙ্গে সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতরস আস্বাদনে সর্ব্বদা ব্যস্ত। নিখিল অবস্থাতেই কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট। তাগবতস্বরূপে কায়-মনোবাক্যে তিনি কৃষ্ণসেবারত। সুতরাং তিনি কর্ম্মফলবাধ্য হন না। জীব যতদিন কর্ম্মভূমিকায় অবস্থান করবে, ততদিন তার অদৃষ্টজনিত সুখদুঃখভোগ ঘুচ্‌বে না। কিন্তু কৃষ্ণদাস্য বরণ কর্‌তে পার্‌লেই ভগ-বান্ তাহার যাবতীয় কর্ম্ম বিনাশ ক'রে দিবেন।

যথা ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মস্তুতি—

যদ্বিভ্রদ্গোপ মধবেন্দ্র মহোদ্যকর্ম্ম
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

'ইন্দ্রগোপ' নামক ক্ষুদ্র কীটই হউন বা দেবতাদিগের ইন্দ্রই হউন, কর্ম্মমার্গি-জীবদিগকে যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাহাদের স্ব-স্ব-কর্ম্মবন্ধানুরূপ ফলভাজন করিতেছেন, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমানদিগের কর্ম্মসকল সমূলে দহন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্রীগুরুসেবা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মসেবা-দ্বারাই মায়াজাল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবার অধিকার লাভ হয়। সুতরাং শ্রীগুরুসেবা বাদ দিয়া কখনও আমরা নিত্য-মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারি না; কি করিলে আমাদের সুবিধা হইবে, তাহা শ্রীগুরুদেবই জানেন। অতএব আমাদের এই বিচার হওয়া উচিত,—

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥"

শ্রীগুরুসেবা করিতে আসিয়া অনেক সময় আমরা কামের সেবা করিয়া বসি—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছানুরূপ সেবা চাহিয়া লই অর্থাৎ আনুগত্য ছাড়িয়া কেবল খেয়ালের তৃপ্তি করি।

কখন কখনও আমরা মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া এই বিচার করি—"কিছু বিদ্যা অর্জ্জন না করিলে সুবিধা হইবে না। কারণ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে কিছু লেখাপড়া জানা আবশ্যক। অতএব যেখানে থাকিলে পড়াশুনার সুবিধা হইবে, আমি সেই মঠে থাকিব এবং যে সেবাকার্য্য করিলে আমার পড়াশুনার বিঘ্ন হইবে না, কেবল সেই কার্য্য ছাড়া অন্য কিছুই করিব না।"

যখন বিশেষ দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত বিচার উপস্থিত হয়, তখন মহাজনের নিম্নলিখিত উপদেশগুলি আলোচনা করিলে সুবিধা হইতে পারে—

"জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥"
(—শরণাগতি)

"মনরে কেন কর বিদ্যার গৌরব।
স্মৃতি শাস্ত্র ব্যাকরণ, নানা ভাষা আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ॥
কিন্তু দেখ চিন্তা করি' বাস না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণপ্রতি আনুকূল্য,সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হইতে তাহা অসম্ভব॥
বিদ্যার অর্জ্জন তার, কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যায় আলোচনে, কৃষ্ণস্মৃতি স্ফুরে মনে,
তাহাই আদর যান সব।
ভক্তি যা'। যাহা হতে,সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।"
(—কল্যাণকল্পতরু)

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীগুরুদেব—অন্তর্য্যামী। তিনি আমার যোগ্যতানুসারে সেবাভার প্রদান করিয়া আমার চিত্তশুদ্ধির যত্ন করিতেছেন। সুতরাং শ্রীগুরুদেব-নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্যে প্রীতিপূর্ব্বক সতত নিযুক্ত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা সুলভ হইবে।

শ্রীগুরুদেব ও আমি

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য)

(২)

আমি স্ব-পর-ভেদবুদ্ধিতে ব্যস্ত, শ্রীগুরুদেব বসুধার জীবমাত্রকেই আত্মীয় বোধ করিয়া সকলের প্রতি সমদর্শী। আমি আমার বদ্ধ ধারণা লইয়া কূপমণ্ডুকের ন্যায় যখন খুব বুঝদার সাজি, তখন শ্রীগুরুদেব তাঁহার ঐকান্তিক নিজজনের বৈভব আমার নিকট প্রকাশ করিয়া আমার বুদ্ধির অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করেন।

আমি যখন গৃহের প্রতি অত্যন্ত মমতা যুক্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম একেবারে ভুলিয়া যাই, তখন শ্রীগুরুদেব উৎসবাদির আয়োজন করিয়া বিশ্ববাসীকে আহ্বান করেন এবং আমাকেও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করত হরিজন-সঙ্গ দান করেন।

আমি গৃহব্রত, শ্রীগুরুদেব সকলকে বাস্তব গৃহস্থ হইবার জন্য সতত উপদেশ প্রদান করেন। আমি অসৎসঙ্গে থাকিয়া আত্মঘাতী হওয়ার জন্য প্রস্তুত, শ্রীগুরুদেব আমাকে সাধুসঙ্গ দান করিয়া আত্মকল্যাণের পথে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন।

আমি ষড়রিপুর বশীভূত হইয়া মহানর্থ-সাগরে নিমজ্জিত, আর শ্রীগুরুদেব,—

"কাম কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধু সঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে
নিযুক্ত করিবে যথা তথা॥"

—এই উপদেশ-দানে রিপুবর্গকে পরম মিত্র করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

আমি গুরুপাদাশ্রয় প্রয়োজন বোধ করি না জানিয়া শ্রীগুরুদেব স্বয়ং মুক্তকুল-চূড়ামণি হইয়াও বদ্ধাভিনয়ে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া আমাকে গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন শিক্ষা দিতেছেন। আমি বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করি জানিয়া শ্রীগুরুদেব—"কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার। যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার॥ কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়, যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"—বাণীর জীবন্ত আদর্শ স্বয়ং আচরণ দ্বারা প্রচার করিতেছেন। আমি বৈষ্ণবের পদজল, পদধূলি ও উচ্ছিষ্টাবশেষ গ্রহণে বিমুখ বলিয়া শ্রীগুরুদেব,—"ভক্ত পদধূলি আর ভক্তপদ জল, ভক্তভুক্তশেষ এই তিন সাধনের বল। বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মম স্নানকেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মননিষ্ঠ, বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস॥ বৈষ্ণবের পদজল, প্রেমভক্তি দিতে বল, আর কেহ নহে বলবন্ত। বৈষ্ণব চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু, আর নাহি ভূষণের ভূষণ॥ তীর্থ জল পবিত্রকরণে, লিখিয়াছে পুরাণে, এসব ভক্তির প্রবঞ্চন। বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ ইত্যাদি বাণীসকল পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়া আমার বিমুখ বুদ্ধিকে উন্মুখ করিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন।

নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে নৃত্য

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

(২)

ভক্তবৎসল শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি ভক্ত-মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য স্বীয় শ্রীহস্তে ভক্তগণকে প্রসাদী মালাচন্দন পরাইয়া দিলেন। পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভগবানের করুণা-সিক্ত শ্রীকর স্পর্শে অপ্রাকৃতপুলকে পুলকান্বিত হইলেন। শ্রীরথাগ্রে নর্ত্তনলীলার প্রধান পরিকর শ্রীস্বরূপ ও শ্রীবাস পণ্ডিত সহ সমুদয় কীর্ত্তনীয়া-গোষ্ঠীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বহস্তে মাল্যচন্দন পরাইয়া দিলেন।

কীর্ত্তনকারিগণকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর মহানর্ত্তন ও কীর্ত্তনানন্দে শ্রীনীলাচল ক্ষেত্র প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন। সাত সম্প্রদায়ে চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গ ও অসংখ্য করতাল। শ্রীরথাগ্রে চারি সম্প্রদায়, দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায়, পশ্চাতের এক সম্প্রদায়। প্রথম সম্প্রদায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর প্রভুর আনুগত্যে, দ্বিতীয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত, তৃতীয়ে মুকুন্দ, চতুর্থে গোবিন্দ ঘোষ, পঞ্চমে কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ, সত্যরাজ প্রভৃতি, ষষ্ঠে অচ্যুতানন্দ, সপ্তমে খণ্ডবাসী-গণের আনুগত্যে বহুভক্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সাত সম্প্রদায়ে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া মহা সংকীর্ত্তনানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—

"সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি হইল বৈষ্ণব পাগল॥
বৈষ্ণবের মেঘ ঘটায় হইল বাদল।
কীর্ত্তনানন্দে সব বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি' উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি' 'হরি' বলি।
'জয় জগন্নাথ' বলেন হস্তযুগ তুলি'॥"

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য মঠ

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১১)

হরিভক্তের হৃদয় কৃষ্ণগুণগণধাম। অভক্তহৃদয় সর্ব্বদাই স্বপ্নমনোরথের ন্যায় অসদ্বিষয়ে প্রধাবিত। তাহার মহদ্গুণ কোথায়?

শ্রীচৈতন্যমঠে পরবিদ্যাপীঠ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ স্থাপিত। এস্থানের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা তথাকথিত অপরা বিদ্যা নহে।

"তাহারে সে বলি বিদ্যা, মন্ত্র, অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যাহা স্থির করে মন॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥"

বিদ্যা—ভাগবতাবধি। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের শাব্দিক অবতাররূপে শ্রীগ্রন্থ-বিগ্রহ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীচৈতন্য মঠাশ্রিত জনগণ এই গ্রন্থরূপী শ্রীভগবানের নিত্য উপাসক। পরবিদ্যাপীঠ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের মূল উদ্দেশ্য—ভাগবত জীবন লাভ করিয়া গ্রন্থ-ভাগবত আলোচনায় কৃষ্ণারাধনা। কর্ম্মীর বিদ্যানুশীলন অবিদ্যাবিজৃম্ভিত, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলে স্বার্থপরতাময় পূতিগন্ধযুক্ত। জ্ঞানীর নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানমূলে যে জ্ঞানা-লোচনা, তাহার পরিণাম চেতনের বিলোপ-সাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। "জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, কৃষ্ণভক্তি বিনে।" সুতরাং কর্ম্ম ও জ্ঞান মায়াধীন দেহমনের ভোগ বা ত্যাগ-প্রবৃত্তি। ত্রিবর্গসাধনমূলে কর্ম্মীর প্রাপ্য—ইহামুত্র ভোগসুখ। শমদমাদি কৃচ্ছ্রসাধনমূলে জ্ঞানীর প্রাপ্য—ব্রহ্মসাযুজ্য-রূপ আত্মবিনাশ। কর্ম্মী প্রকাশ্য ভোগী, জ্ঞানী প্রচ্ছন্নভোগী হইয়া আত্মঘাতী। সুতরাং কর্ম্মী ও জ্ঞানী বিমুখ-মোহিনী মহামায়ার ক্রীড়াপুত্তলী। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতগণ মায়াবশকারী কৃষ্ণের সেবো-মুখ। সেবা-ভূমিকায় মুকুন্দপ্রেষ্ঠের আনু-গত্যে হ্লাদিনী—সম্বিদাশ্লিষ্ট সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীমুকুন্দদেবের নিত্যসেবক। এই চিল্লীলা মিথুনাভিন্ন শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমিতে অচৈতন্য-সেবী কর্ম্মী বা জ্ঞানীর প্রাপ্য মুক্তকুক্ষা বা মুমুক্ষারূপ মলযুক্ত কোন'হের আকাঙ্ক্ষা নাই। আছে কেবল নিরব-চ্ছিন্ন বিমল প্রেমানন্দ—আছে কেবল ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের নিত্য নব নবায়মান সেবা-মৃতরসোৎস।

যৎকিঞ্চিৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যেমন—"বাংলা মায়ের শ্যামল ক্ষেতে ধানের চাষ খুবই ভালহয়; ধানের সোনার 'শীষে'র উপর দিয়া যখন বাতাস বহিয়া যায়— তখন মাঠের সবুজ মখ্‌মল ও ধানের সোনালী আভা মিশিয়া যেন এক স্বপ্ন-লোকের সৃষ্টি করে। এখন পাটের দর মন্দা পড়াতে, কৃষকদের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছে; পাটের ব্যবসায়ে এখন আর লাভ নাই, কতক দিবস কিন্তু খুবই লাভ হইয়া-ছিল; চট্টগ্রামে লঙ্কাশায়িরের কারবার ভাল চলে। মুর্শিদাবাদের খাগ্‌রার দিকে ভাল কাঁসার বাসন তৈয়ার হইয়া নানা দেশে চালান যায়, ঢাকার 'ডেমরা' অঞ্চলে এখনও সূক্ষ্মবস্ত্রের কারবার আছে" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা হইতেছিল। ইতোমধ্যে আবার জাতির কথাও উঠিল; বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় বড় দেখা যায়না, মনে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, এই তিন বর্ণেরই আধিপত্য। এইরূপ নানা আলোচনার মধ্যে বালকেরা যেকয়টী "সারকথা" বলিতেছিল, তাহা আজ পর্য্যন্তও ভুলি নাই। বালক দুটীর একটীর নাম অমল ও অপরটীর নাম সুনির্ম্মল। সুনির্ম্মল বলিল,—"ভাই অমল, ব্যবসায়ের কথা আর যা'ই বল, এখন কোন ব্যবসায়েই তেমন লাভ নাই বলিয়া শুন্‌ছি; আমাদের স্কুলে সেদিন ..... বাবু বক্তৃতাতে ব্যবসায়ের লাভ লোক্‌সানের কথা অনেক বল্‌লেন। আমি কিন্তু খুব সোজা কতকগুলি ব্যবসা লক্ষ্য ক'রেছি। আমাদের এ'দেশে ত এগুলির খুবই প্রচলন; তবে যে 'বাংলার ভূগোলে' কেন লিখেনি তাই ভাব্‌ছি। ইতিহাসে এত কথা রয়েছে, কই ইতিহাসেও তো এসব লেখে নাই। আমি যখন এম, এ, পাশ ক'রে মেজ্‌দার মত বড় প্রফেসর হব, তখন অবিশ্যি বঙ্গদেশের একটা ভূগোল লিখে তা'তে এই সহজ ব্যবসা-গুলির কথা উল্লেখ কর্‌বো, তা' হ'লে জানবার মত কথাগুলি জেনে অনেকের লাভ হবে।" অমল—"আরে তুই যে কেবল বাজেই বক্‌ছিস—বলই না শুনি, সেই সোজা কারবারের কথাটা;"

সুনির্ম্মল—আচ্ছা, তোর বুদ্ধি সম্বন্ধে ত' বেশ সার্টিফিকেট আছে, তুই চিন্তা ক'রে বের্ কর্ দেখি—সে'টা কি বিষয়। লোকে ত ধাঁধাঁর ও উত্তর দেয়।" অমল—"আমার ত' তেমন কোন কিছু মনে আস্‌ছে না, তবে আখ্‌ড়ার 'বৈরাগী' গুলি ও আশ্রম ইত্যাদির 'বাবা ঠাকুর' 'মা ঠাকুরাণী' গুলির কথা মনে পড়্‌ছে। তা'দের প্রতি লোকের যেরকম ভক্তি দেখ্‌তে পাই! তাদের দুঁড়ির যেরকম বহর!"

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাঁপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৸০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল ছত্রাক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিল্লীলাচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রায়ল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিষদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যবাণী অমৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধনাম—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত; এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর [illegible] প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের নিগদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের আবশ্যকীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত; নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্ত্বপযোগী [illegible] শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵ আনা মাত্র

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ত্তব্য সদাচার-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনরহরিতীর্থাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবদর্শনমত। নানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা ।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (তর্কসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমন্মাধবেন্দ্র স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সাম্প্রদায় এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীপাদরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। মাজদিয়াওসাহের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি নাম ও সিদ্ধজীবনের নিত্যসাথী, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ করে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বারে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাবা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। তাহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালীয় পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের গ্রাহকদের জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার হরফ বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পরিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ লইয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বাখরগঞ্জ।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন ষ্টেটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গান্ধী আশ্রমের কর্ম্মী দণ্ডিত

১৫ই আগষ্ট খুলনা-ষ্টেশনে তিন ব্যক্তি রেললাইন অতিক্রম করিবার সময় হঠাৎ একখানা এঞ্জিনে তাহারা চাপা পড়ে, ফলে দুই জনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। ঘটনার কিছুকাল পরে তৃতীয় ব্যক্তিও মারা যায়। প্রকাশ, এই তিন ব্যক্তিই সহরের বিভিন্নস্থানে পাখা-টানার কাজ করিত এবং তাহারা তাহাদের কাজে যোগদান-উদ্দেশ্যেই যাইতেছিল।

ভীষণ বন্যা

কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত চিলমারী ও রৌমারী থানার অধীন গ্রামসমূহে ভীষণ বন্যার ফলে জনসাধারণের অতিশয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বাঁশের মাচা করিয়া গঙ্গার উপর বাস করিতেছে। হাজার হাজার লোক অনশনে রহিয়াছে। এই সকল গ্রামের মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত শিশুদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনা যায়। চিলমারী বাজার হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীরে দাঁড়াইলে তুরা ও গারো পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত কেবল অনন্ত জলরাশি দৃষ্টিগোচর হয়।

অর্থাভাবে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী তেমনভাবে সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। ফলে জনসাধারণ অনশনে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে।

লাইন অতিক্রম করার সময় তিন জনের এঞ্জিন চাপায় মৃত্যু

১৫ই আগষ্ট নারেলার গান্ধী-সেবা-আশ্রমের কর্ম্মী ডাঃ রামকৃষ্ণের প্রতি ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারানুযায়ী একবৎসর সদ্ভাবে থাকিবার এবং ৫০০৲ শত টাকার দুইটী জামিন মুচলেকা দিবার জন্য অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইসার কর্ত্তৃক আদেশ দেওয়া হয়

ডাঃ রামকৃষ্ণ জামিন মুচলেকা দিতে অস্বীকৃত হন। সেইজন্য তাঁহার প্রতি একবৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। তাঁহাকে "বি" শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

কনেষ্টবল বরখাস্ত

হরিপাল (হুগলী) থানার চৌকীদারদিগকে সপ্তাহে দুইদিবস হাজিরা দিয়া যাইতে হয়। হিন্দুস্থানী কনষ্টেবলেরা ঐদিন চৌকীদারদের দিয়া থানার চতুর্দ্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করান প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া লইয়া থাকে। বিগত সপ্তাহে একজন কনষ্টেবলের সহিত সমস্ত চৌকিদারদের ঐরূপ কোন কার্য্য লইয়া বচসা হয়। পরে কনষ্টেবলটি ইতর ভাষায় উহাদিগকে গালাগালি করিলে সমস্ত চৌকিদার রাগিয়া উঠিয়া লাঠি লইয়া তাহাকে মারিবার উপক্রম করে এবং শেষে সমস্ত চৌকিদার চাকুরীতে অবাব প্রদান করে। থানার উচ্চ কর্ম্মচারীরা ঘটনাটি পুলিশ সাহেবের গোচরীভূত করিলে তিনি অনুসন্ধানে আসেন এবং উক্ত কনষ্টেবলকে বরখাস্ত করিয়া চৌকিদারদিগকে শান্ত করেন।

কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে সভা

যতীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে ও শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবিবার ১৬ই আগষ্ট কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের বন্যা প্রপীড়িতদের সাহায্যের জন্য এক বিরাট জনসভার অধিবেশনে শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী জ্ঞানানন্দ, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দে প্রভৃতি বন্যাপীড়িতদের শোচনীয় অবস্থা ব্যক্ত করেন ও জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। সভায় শ্রীযুত শশাঙ্কমোহন পাল, উপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্তা বীণাপাণি পাল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। একটী জাতীয় সঙ্গীত হইবার পর বিপুল "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির মধ্যে অধিবেশনে সভাভঙ্গ হয়।

বহরমপুরে জোড়া আত্মহত্যা

বহরমপুর হইতে প্রকাশ যে, গত ৯ই আগষ্ট বৈকাল ৫ ঘটিকায় খাগড়া বাজারের বারবণিতা যোগমায়া বস্ত্রে কেরোসিন সিক্ত করিয়া অগ্নিসংযোগে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করে। নিকটবর্ত্তী লোকগণ অগ্নি নির্ব্বাপন করে। মহারাণী-স্বর্ণময়ী-সমিতির সেবা-বিভাগের সভ্যগণ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন। তথায় রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হয়।

কয়েকদিন হইল ই, আই, আর-এর খাগড়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী লাইনের উপরে একটী রমণী কাটা গিয়াছে। প্রকাশ, সেও আত্মহত্যা করিয়াছে।

মাদ্রাজে তাড়ির দোকান নীলাম

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, ১৫ই আগষ্ট কালেক্টরের অফিসে তাড়ির দোকান নীলাম হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীরা তথায় যাইয়া পিকেটিং করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি ভক্তবৎসলম্, কৃষ্ণ আয়ার ও কতিপয় মহিলা এই পিকেটিংএ যোগদান করেন। নীলামে সরকারের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। গত বৎসর এতদপেক্ষা অনেক বেশী টাকায় নীলাম হইয়াছিল। প্রায় সকল দোকানগুলিই নীলাম হইয়াছে।

পদব্রজে ভারত ভ্রমণ

২৪ পরগণা ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য ১৯৩০ সালের ৩রা ডিসেম্বর পদব্রজে ভারতভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তিনি গত ১১ই আগষ্ট "শিব সমুদ্রম্" হইয়া মহীশূর রাজ্যে ব্যাঙ্গালোরে পৌছেন। এই "শিব-সমুদ্রম্" পৃথিবীর অন্যতম প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত।

বর্দ্ধমানে ইলেকট্রিক-কর্পোরেশন ভীষণ বন্যা

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইতে বর্দ্ধমান সহরে একটী ইলেকট্রিক কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিজলী আলো জ্বালিবার পর মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনস্থ কর্পোরেশন হইবার পূর্ব্বে সহরে অত্যন্ত চুরি ডাকাতির উপদ্রব ছিল। এখন বিজলী-আলোকিত রাজপথে লোকে নির্ভয়ে গমনাগমন করে। ইহাতে ব্যবসা বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে সহরের যে প্রধান বাজার তাহা সন্ধ্যার কিছুপরেই প্রায় বন্ধ হইয়া যাইত। এখন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সহরে ক্রয় বিক্রয় চলে।

লক্ষ্ণৌয়ে অধিবেশন

১৬ই আগষ্ট যুক্ত-প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের অধিবেশনে কানপুরের শ্রীযুক্ত হরিহরনাথ শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলন-মণ্ডপ রক্তপতাকা এবং বিপ্লবাত্মক বাক্য-সম্বলিত পোষ্টার সমূহ সজ্জিত করা হইয়াছিল। ইহাতে প্রায় আড়াই হাজার লোক যোগদান করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে অধিকাংশই স্থানীয় রেলওয়ে শ্রমিক। কানপুর, মোরাদাবাদ, গোরক্ষপুর বেরেলী ও অন্যান্য ষ্টেশন হইতেও কয়েক জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কালাক্কর কমার ব্রডেশ সিং ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পরে মূল-সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহরনাথ শাস্ত্রী তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। ভাবী স্বরাজগবর্ণমেণ্টের শ্রমিকদের অধিকার ঘোষণার জন্য তিনি কংগ্রেসকে অভিনন্দিত করেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতের পক্ষে শক্তিশালী শ্রমিকসঙ্ঘ সংগঠন করাই প্রধান কর্ত্তব্য। ঐক্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, কেননা আসন্ন নিখিল ভারত রেলওয়েঘটের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলনে যাঁহারা কোনপ্রকারে উৎসাহী আছেন, তাঁহাদিগকে একত্রে কার্য্য করিতে হইবে। মিঃ বেঙ্গ রায়ের গ্রেপ্তারের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে মিঃ রায় শ্রমিকদের জন্য প্রভূত উন্নতিকর কার্য্য করিয়াছেন।

বাঁকা নদীতে বন্যা

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ যে, ভাল বর্ষা না হইলেও বাঁকানদীতে মাঝে মাঝে বান আসিতেছে। বাঁকা দামোদরনদী হইতে বাহির হওয়ায় দামোদরে বন্যা আসিলেই বাঁকা ভাসিয়া যায়। বাঁকার ঘন ঘন বান ডাকিলে সর্পাদির উপদ্রব হয়। এবার সর্পের অত্যন্ত উপদ্রব এবং কয়েকজন সর্পাঘাতে মারাও গিয়াছে।

প্রোমের রাজা অন্তর্দ্ধান

প্রোমের রাজা তিব্বত হইতে পলায়ন করিয়া সাদিয়াতে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সাতবৎসর পূর্ব্বে প্রোমে যখন একটা বিদ্রোহ হয়, তখন তিনি মুচলেকা দেন যে, স্থানীয় সরকারের আদেশ ব্যতিরেকে তিনি তিব্বত বা ভুটানে প্রবেশ করিবেন না।

"আসাম রাইফেল" সৈনিকের একটি দল তাঁহাকে আটকাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা পৌছিবার পূর্ব্বেই রাজা নিজাম ঘাটে সীমানা পার হইয়া গিয়াছিলেন।

গত ১৮ মাস ধরিয়া তিনি সাদিয়াতে রাজবন্দীরূপে ছিলেন।

প্রবল বন্যায় সহস্র লোকের সর্ব্বনাশ

হাংকো হইতে প্রকাশ যে, ইয়াংসি নদীতে বন্যার জল আরও ছয় ইঞ্চি বাড়িয়াছে। এত বড় বন্যা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। চারিদিকে হাহাকার। যে যেখানে পাইতেছে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে। নৌকার অভাব, শয্যাধারকে নৌকারূপে ব্যবহার করিয়া প্রাণের দায়ে লোক ছুটিতেছে। ভগবানের কি অভিশাপ। একেতো বন্যায় দেশময় ভাসিয়া গিয়াছে, কত শত লোকের কত সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার উপর আবার আগুন। আগুন লাগিয়া সহস্র সহস্র লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। উপরে আগুন, নীচে জল, লোকে দাঁড়ায় কোথা?

টেলি— "শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৲৮০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা ভাদ্র শুক্রবার, ১৩৩৮, ২১শে আগষ্ট ১৯৩১

নানা কথা

আসামীশূন্য আদালত

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, ১৭ই আগষ্ট প্রাতে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হইবার কথা ছিল, কিন্তু সেণ্ট্রাল ট্রাইবিউন্যালের আদালতে কেহই উপস্থিত হয় নাই। আসামীপক্ষের ব্যারিষ্টারবাবুগণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর জেলে আবদ্ধ আসামীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং তাঁহারা আসামীদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া জেলকর্ত্তৃপক্ষ ও আসামীদের মধ্যে যে সামান্য ধারণা ছিল, তাহা দূর করিতে সমর্থ হন এবং আসামীগণকে প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিতে সম্মত করান। ফলে সুখদেব রাজ এবং ভগৎরাম প্রমুখ সকল আসামীই প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিয়া আহার গ্রহণ করিতেছেন। ভগৎরাম অত্যন্ত দুর্ব্বল।

নূতন উদ্যমে বোম্বাইয়ে পিকেটিং

মদ্য বর্জ্জনের দিকে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্য খুব জোরে চালান হইতেছে। সহরের প্রত্যেক মদের দোকানে পিকেটিং করা হইবে। তাহার পর মদ্যপানের কুফলের বিষয় প্রচার করিবার পুস্তিকাদি বাহির করা ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে।

বড়লাটের সম্বর্দ্ধনা

বড়লাট ও লেডী উইলিংডন ১৮ই আগষ্ট মধ্যাহ্ন ১২টার সময়ে রাঁচি আসিয়াছেন। রাস্তায় সর্ব্বত্র তোরণাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং স্থানীয় অনার্য্যরা ও ছাত্ররা পতাকা লইয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। লাট প্রাসাদে স্কাউটরা তাঁহাদের প্রতি অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। অতঃপর বড়লাট সার গনেশদত্ত সিংহ ও সার জেমস সিফটনের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন। লর্ড আরউইনের স্মৃতি উপলক্ষে রাজা বলদেও দাস বিরলা যে হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন। লেডী উইলিংডন ঐ হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

আসামীশূন্য আদালত

নূতন উদ্যমে বোম্বাইয়ে পিকেটিং

বড়লাটের সম্বর্দ্ধনা

কানপুরে বোমা প্রাপ্তির জের

মিশনারীর অর্থদণ্ড

ডাকাতের জন্য পুরস্কার ঘোষণা

আসামীর প্রায়োপবেশন

শুকদেবরাজের অনশন ত্যাগ

আসাম বেঙ্গল রেলপথ

বন্যায় সাহায্যের ব্যবস্থা

আসাম বেঙ্গল রেলপথ

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ যে, আসাম বেঙ্গল রেল পথের টাঙ্গাঁ শাখায় গত ১৭ই আগষ্ট হইতে বরাবর গাড়ী চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। সেই দিবস রাত্রি হইতেই ভৈরববাজার এবং নারায়ণগঞ্জের মধ্যে ২২নং ডাউন এবং ২৪নং আপ গাড়ী যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আরও কর্ম্মী গ্রেপ্তার

গত ১৩ই আগষ্ট ভাঙ্গবাই ষ্টেশনে শ্রীহট্টের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী ও শ্রমিক নেতা শ্রীযুত দ্বারকানাথ গোস্বামী দণ্ডবিধির ৩০২ ও ১০৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হন। প্রকাশ, মৌলবীবাজার যুবসম্মিলনে শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দেবের দীনেশগুপ্ত প্রভৃতির ত্যাগের প্রশংসাসূচক প্রস্তাব দ্বারকাবাবু সমর্থন করেন। দ্বারকা বাবুকে মৌলবীবাজারে লইয়া যাইয়া হাজতে রাখা হইয়াছে।

উপাসনারত রইস নিহত

মুলতান হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত খিলাদরাম তানেজা নামক ভাওয়ালপুর রাজ্যের জনৈক ধনী রইস তাঁহার বাড়ীতে উপাসনা করিবারকালে নিহত হইয়াছেন। আততায়ী হইতে কুঠার দ্বারা তাঁহাকে গুরুতররূপে জখম করায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই ব্যক্তিকে তখনই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ জমীদার সমিতির এক প্রতিনিধিমণ্ডলী ১৫ই আগষ্ট গভর্ণমেণ্ট হাউসে রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গবর্ণরের নিকট বলেন যে, ক্রমাগত পাটের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় এবং বন্যার ফলে শস্য ও গবাদির ক্ষতি হওয়ায় জমীদার সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর না হন, তাহা হইলে এই বিরাট সম্প্রদায়ের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

গভর্ণর তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া যথাসম্ভব প্রতিকারের আশ্বাস দিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

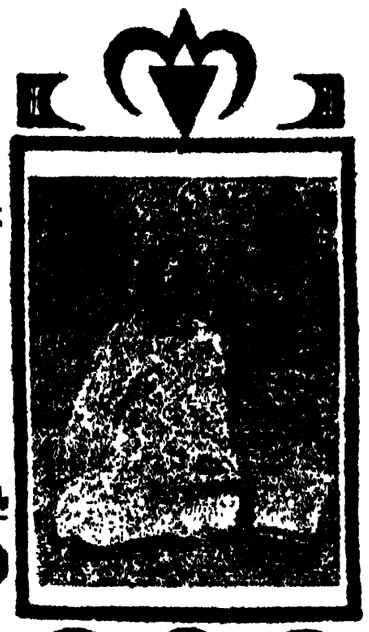

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ	২৩ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গৌরাব্দ ৪৪১, ৪ঠা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২১ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শুক্রবার	১৪৫তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১০ই আগষ্ট সোমবার দিবস বাসুদেবপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত ঋষীকেশ চক্রবর্ত্তী এবং উক্ত গ্রামের জমিদার ও ডাক্তার শ্রীযুত পুলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, মহোদয়দ্বয় চিরুলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে গমন পূর্ব্বক তথাকার ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ লোকনাথজীর নিকট 'মানবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে' প্রশ্ন করেন। ব্রহ্মচারীজি তাঁহাদের প্রশ্নের সুষ্ঠুভাবে উত্তর প্রদান পূর্ব্বক কৃষ্ণভজনই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করিলে আগন্তুকদ্বয় বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ 'দি হিন্দু' পত্রের ২৭।৭।৩১ তারিখের সংখ্যায় মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের স্বামিজিগণ কর্ত্তৃক ভূমির অধিকার গ্রহণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে,—

Madras, July 27. 7. 31.

The Swamijis of Sri Gaudiya Math, North Gopalpuram, celebrated yesterday evening, the occasion of taking possession on behalf of the Math, of the land gifted to the Math, by Mr. Ramchandram I. C. S. son of the late Sir T. Sadasiva Aiyar. The land is the north-eastern portion of the compound of "Moryalaya", Lady Sadasiva Aiyar's residence, and is about six grounds in extent. The swamijis entered it leading a bhajan party. Swami B. H. Bon Maharaj explained the objects of the Math and stated that they intended erecting a hall soon on the site and call it "Sri Krishna Hall" in pursuance of the wish of Sir T. Sadasiva Aiyar. For the erection of hall and Math buildings they required more land and so they were already purchasing the adjoining 6 grounds on the we-t, making in all 12 grounds. After Nagar Kirtan party and distribution of prasadams the gathering broke up.

অনুবাদ। মাদ্রাজ, ২৭শে জুলাই ১৯৩১ নর্থ গোপালপুরম্, শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্বামিজিগণ গতকল্য সন্ধ্যায় মঠের পক্ষ হইতে পরলোকগত সার টী, সদাশিব আয়ারের পুত্র মিঃ রামচন্দ্রম্, আই, সি, এস কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূমির অধিকার-গ্রহণ-কার্য্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। লেডি সদাশিব আয়ারের "মোরালয়" নামক বাস-ভবনের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে এই ভূমি অবস্থিত এবং পরিমাণে প্রায় ৬ গ্রাউণ্ড (এক বিঘা)। স্বামীজিগণ সংকীর্ত্তনমুখে এই ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ এতদুপলক্ষে মঠের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে বিবৃত করেন এবং আরও বলেন যে, তাঁহারা শীঘ্রই এইস্থানে একটী হল গৃহ নির্ম্মাণের ইচ্ছা পোষণ করিতেছেন, সার টি, সদাশিব আয়ারের ইচ্ছানুসারে উক্ত হল-গৃহ "শ্রীকৃষ্ণ হল" নামে অভিহিত হইবে। হল ও মঠ হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণ-কার্য্যে তাঁহারা পূর্ব্বেই আরও ৬ গ্রাউণ্ড জমি পূর্ব্বোক্ত জমির পশ্চিমে খরিদ করিয়াছেন। সর্ব্বসাকুল্যে ১২ গ্রাউণ্ড (দুই বিঘা) জমি নির্দ্ধারিত হইল। নগর কীর্ত্তন সমাপন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণের পর সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্গবাণী ৩০শে শ্রাবণ ১৭ই আগষ্ট ১৯৩১ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহোৎসব ও প্রদর্শনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্ন প্রকাশিত হইল,—

গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব
বাগবাজারে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আগামী ৬ই ভাদ্র (২৩শেআগষ্ট) রবিবার দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া ৯ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর) রবিবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। উৎসব-সময়ে সকলদা হরিকথা আলোচনা, শাস্ত্রাদি পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন প্রভৃতি হইবে।

এই উপলক্ষে ২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) রবিবার হইতে (২৩শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিকটবর্ত্তী বাগবাজার ষ্ট্রীটের উপর কর্পোরেসনের বিস্তৃত মাঠে একটি অপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী খোলা হইবে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক "বাগবাজার মেটাল ডিপো" নামক তাহাদের বিস্তৃত মাঠটীতে এই শিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনী খুলিবার জন্য গৌড়ীয় মঠের কর্তৃপক্ষকে অনুমতি দিয়াছেন। গত বৎসর অপেক্ষা অনেক বড় আকারে ও সুন্দরভাবে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব, ধর্ম্মের বিভিন্ন অবস্থা, মানব জীবনের কর্ত্তব্য, ভক্তির বিচার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের স্বরূপ বহু প্রকার মূর্ত্তি ও নানাবিধ কলা কৌশলের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইবে। জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সরলভাবে লোকের বোধগম্য করিবার জন্য অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদত্ত হইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকাল ৭৷৷০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত দ্বার খোলা থাকিবে। ইহার পরে সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। প্রদর্শনীর কোন প্রবেশ মূল্য নাই। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

গত ১৩ই আগষ্ট সন্ধ্যাকালে পেরিনাকোলামের মিঃ যোগীসুন্দর রাজম্ এফ, টি, এস, এস, এ, আই, এস, এস, পি, এস্ মহোদয় অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে গমন করেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ শ্রীধর মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যামুখে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সুবিমল সনাতন ধর্ম্মের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে ভক্তবৃন্দ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত শরণাগতির গীতি সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করেন। বাস্তবসত্যের কথা শ্রবণে তাঁহারা অতিশয় প্রীত হইয়া সানন্দে বিবিধ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজদ্বয় সংকীর্ত্তনমণ্ডলীসহ পক্ষীতীর্থে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে নৃত্য

(৩)

শ্রীরাসলীলা ও মহিষী-বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ যুগপৎ বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অভিন্ন নন্দনন্দন শ্রীগৌরচন্দ্রও ভক্তবাসনা পূর্ণ করিতে সেই অচিন্ত্যশক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আপনাকে একই সময়ে প্রকাশিত করিয়া রাখিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়স্থ কীর্ত্তনীয়া ভক্তগণই মনে করিতে লাগিলেন, শ্রীগৌরসুন্দর আমার প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ এখানেই বিলাস করিতেছেন। একই সময়ে ভক্তজীবনধন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু সাত সম্প্রদায়ে নর্ত্তন কীর্ত্তন করিতেছেন। 'জয় জগন্নাথ' ও 'হরিবোল হরিবোল' ধ্বনিতে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডসহ শ্রীনীলাচলক্ষেত্র টলমল করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রেমোন্মাদ নৃত্যকীর্ত্তন দর্শনে শ্রীনীলাচলনাথ জগন্নাথদেব বিস্মিত হইয়া রথের গতি বন্ধ করিলেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্য এখানে এক বস্তু হইলেও লীলাময়ের অসীম লীলাবৈচিত্র্যযুক্ত এই অদ্ভুত রহস্যের তাৎপর্য্য দয়াসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় রাজা প্রতাপরুদ্রের উপলব্ধি হইল। শ্রীশচীনন্দনের মহাসঙ্কীর্ত্তন দর্শনে জগন্নাথদেব নিজ রথ স্থগিত রাখিয়াছেন। এই অদ্ভুত লীলামাহাত্ম্য দর্শনে বিস্মিতচিত্ত রাজা প্রতাপরুদ্র কাশীমিশ্রকে গূঢ় কথা বলিলেন এবং হস্তসঙ্কেত দ্বারা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে এই আনন্দবার্ত্তা জানাইলেন। কাশীমিশ্র কহিলেন,—"রাজা, তোমার ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন।" মহারাজ প্রতাপরুদ্র পরম হরিভক্ত ছিলেন এবং রাজার দীনতা ও সেবাবৃত্তি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ রহস্য নিজকৃপায় রাজা প্রতাপরুদ্রকে অবগত করাইলেন। রাজার সৌভাগ্য দেখিয়া সার্ব্বভৌম ও কাশীমিশ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সপার্ষদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এইপ্রকারে গোলোক কীর্ত্তনা-

হইতে যুক্ত করে রথোপরি সমাসীন প্রাণপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। উজ্জ্বল কনকদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরবিগ্রহের শ্রীনয়নে সুরধুনী ধারে প্রেমাশ্রু ধারা বহিতেছে—সর্ব্বাঙ্গ পুলকাবেশে রোমাঞ্চিত, শ্রীমুখচন্দ্র অপ্রাকৃত গোলোক দীপ্তিতে প্রোদ্ভাসিত। প্রাণনাথ শ্রীজগন্নাথের শ্রীপদ্মবদনে নেত্রভৃঙ্গ সংযুক্ত করিয়া স্তব পাঠ করিতেছেন,—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়ত কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥"

এই দেবকীনন্দন জয়যুক্ত হউন। এই বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। এই নবজলদকান্তি শ্যাম কোমল কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। পৃথিবীর ভারহারী এই মুকুন্দ জয়শ্রী লাভ করুন।

"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎস্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥"

জননিবাস দেবকীগর্ভ জন্মগ্রহণকারিরূপে খ্যাত, যদুদিগের সভাপতি, নিজ বাহুদ্বারা অধর্ম্মনাশকারী, স্থাবর জঙ্গমাদির পাপহারী, মধুর-হাস্য মুখের দ্বারা ব্রজপুরবনিতাদিগের কামবর্দ্ধনকারী কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।" আরও বলিলেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ ॥"

—অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় রাজা নহি। বৈশ্য বা শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নাই; কিন্তু উন্মীলিত অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান অদ্বয় বস্তু, নিখিলপরমানন্দপূর্ণ অমৃতরসসমুদ্রকল্প পরমরমণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পদকমলের দাসানুদাস। এইপ্রকার শ্লোকাবৃত্তি পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছেন। উদ্দণ্ড নৃত্য ও হুঙ্কার করিয়া অলাতচক্রবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। জলন্ত অঙ্গার খণ্ড অতি দ্রুতভাবে ঘূর্ণন করিলে অবিচ্ছিন্ন জলন্ত চক্রবৎ দৃষ্ট হয়; বাস্তবিক তাহা জলন্ত চক্র নহে। সেইরূপ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু একলবিগ্রহ হইয়াও সর্ব্বস্থানে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হইতেছিলেন। উদ্দণ্ড-নৃত্য-চঞ্চল শ্রীপদযুগল যে যে স্থানে পতিত হইতেছিল তথায় সাগর, সরিৎ, স্থাবর, জঙ্গমসহ ধরিত্রীদেবী টলমল করিতে লাগিলেন। স্বেদ, কম্প, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য, পুলক, অশ্রু ইত্যাদি অসংখ্য ভাবাবলী শ্রীঅঙ্গে উদ্ভাসিত, ক্ষণে ক্ষণে সেই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত হেমময় তনু আছাড় খাইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়ীয়ের প্রাণনাথ শ্রীশচীনন্দনকে অতি ব্যস্ততার সহিত ধরিতে প্রয়াস পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতর-চিত্ত নিমাই ভূমিতে পড়িয়া ব্যথা পাইবেন, এই ভয়ে শ্রীশচীমাতা দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেন,—হে দেবগণ, আমার অন্ধের নয়ন জীবনধন নিমাইকে তোমরা রক্ষা কর। কখনও স্নেহপ্রবণা জননী হৃদয়ের ব্যাকুল আর্ত্তিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ষষ্ঠীদেবীর নিকট বর চাহিতেন,—মা ষষ্ঠী, আছাড় খাইয়া যখন আমার নিমাই ভূমিতে পড়িয়া যায়, তুমি তখন ক্রোড়ে করিও, নিমাই আমার যেন সুকোমল শরীরে বেদনা না পায়। সেই শচীনন্দন গৌরহরি আজ দিব্যপ্রেমোন্মাদে পুনঃ পুনঃ ভূলুণ্ঠিত হইতেছেন।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীচৈতন্যমঠের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে অভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমার ন্যায় সংসাররূপ-দুঃখসমুদ্রে পতিত কামক্রোধাদি নক্রমকর দ্বারা আক্রান্ত ছন্নাসনা নিপীড়িত নিরাশ্রয় জনগণের পরিত্রাণের জন্যই পতিতোদ্ধারণ জগন্মঙ্গলকর শ্রীচৈতন্যমঠের আবির্ভাব।

বিদ্যাতপোবিত্তপুরুষকুলৈঃ
সতাং গুণৈঃ ষড়ভিরসদ্ভমেতরৈঃ।
স্মৃতৌ হতায়াং ভৃতমানদৃগ্ভিঃ
স্তব্ধা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূময়াম্ ॥
(ভাঃ ৪।৩।১৭)

বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুন্দরদেহ, যৌবন ও আভিজাত্য এই ছয়টী সাধুব্যক্তিদিগেরই গুণ; কিন্তু এই ছয়টীই আবার অসাধু ব্যক্তিগণের নিকট বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। ঐ সকল গুণের দ্বারা অভিমান বৃদ্ধি হওয়ায় অসাধুগণের বিবেকজ্ঞান লুপ্ত হয়। সুতরাং তাহারা অভিমানদৃপ্ত হইয়া মহজ্জনের তেজ বা ধাম দর্শন করিতে পারে না।

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসু যূষা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥"
(ভাঃ ৫।১৯।২৩)

"সেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার ॥
যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥"

অতএব হে বিপদ্ভঞ্জনকারণ বৈষ্ণবগণ! আপনারা কৃপা করুন যেন শ্রীগুরুপাদপদ্মাভিন্ন শ্রীচৈতন্যমঠের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রেণুকণা স্বরূপে নিত্যকাল নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৪।২৪।৩৪ টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীন্যপি ভোগান্ তদুত্থান্ প্রেমানন্দানপি গৃহান্ তত্তচ্চিত-বিবিক্ত-স্থলমপি নৈরপেক্ষ্যত—শ্রীগুরুসেবৈক সুখেন সর্ব্বসাধ্য সিদ্ধ্যর্থমিত্যুপদেশো ব্যঞ্জিতঃ।"

যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ দাস অধিকারী মহোদয়ের শ্রীধাম পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের সেবাকার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাইতেছে। তিনি শ্রীবিনোদমাধবজীউর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের জন্য ইতঃপূর্ব্বেই পঞ্চ সহস্র মুদ্রা আনুকূল্য করিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রস্তাবিত ভূমিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ শ্রীরথযাত্রাদিবস ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের জন্য ইতোমধ্যেই প্রস্তরাদি সংগৃহীত হইতেছে এবং শ্রীমন্দিরের কার্য্যও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি, শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ বাবুর সেবোৎসাহে উক্ত শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত দেখিতে পাইব।

---

(২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪৪ সংখ্যার পর)

সুনির্ম্মল—(আনন্দ সহকারে) "বেশ ভাই বেশ,—তোর উত্তর শুনে বড় খুসী হ'লাম, আমারও ঐ কথা, তবে খুলে সব গুলো কথা বলি। আমি যখন স্কুলের সময় ... সমিতির ভলাণ্টিয়ার হ'য়ে গেলবার কাজ ক'রেছিলাম, তখনও দেখেছি; তা'ছাড়া রথ, জন্মাষ্টমী, 'ঝুলন বিহার' 'রাস যাত্রা' সবগুলি পর্ব্বেই লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে, লোকের কাছ হ'তে পয়সা আদায় করবার জন্য সে সময়ে সহরে অনেক নূতন নূতন 'বাবাজী', 'মাতাজী'র আমদানী হয়; আর তারা যখন আসে তখন নিয়ে আসে একটা ছোট্ট পুঁটুলি—কি ছেঁড়া ঝুলি; আর আদায় উসুল ক'রে ফিরে যাবার বেলা—'মালের' কি রকমারি। ছেলে মেয়েদের জন্য রেশমী ফ্রক, ব্লাউজ, গোলাপী ফিতে, সাবান, 'কুন্তল কুসুম',—নিজেদের জন্য সংসারের 'তালছাকা', 'বেলছাকা' মাছধরার বড়শী, 'মুড়ি-চালুনী' আয়না-চিরুণী, ঢাকাই শাড়ী 'বেলোয়ারী চুড়ি' ইত্যাদি কত কি জিনিষ কিনে, নূতন চক্‌চকে ট্রাঙ্কে বোঝাই ক'রে, মুটে হাঁকিয়ে চলে যায়। যেন যুদ্ধ জয় করে বিজয়ী বীরের দল দেশে ফিরছে। কোন কোন 'বাবাজী ঠাকুরের' হাতে আবার ২ ৪টে ক'রে 'ইলিশ' মাছ ঝুলোনো দে'খে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ও ঠাকুর, তুমি না সেদিন হরি হরি বলে কত কাঁদলে, লোককে কত উপদেশ দিলে, এ আবার কি কাণ্ড! সে বল্‌লে—"দূর ছোকরা, একি আমার জন্য নাকিরে, বিড়ালটা উপোষ ক'রে আছে, তুই কি বুঝ্‌বি পাষণ্ড? জীবের প্রতি দয়া কর্‌তে হয়, মাছ নইলে ভাত খায় না, তার জন্য নিচ্ছি। মুক্তের জীব ত বটে।"

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৷৹, দশম স্কন্ধ ১৲ মাত্র ৸৹।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে প্রতি শ্লোকের বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, গান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সন্নিবেশিত এইরূপ অনুপুঙ্খ সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচীসহ বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি ওঁ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাঙ্গলাচরণ শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই গ্রন্থ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিস্মরণীয়ী চিরানুস্মরণপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ত্তনানন্দদায়িনী ভাবস্তবরাশির মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-বল্লরীর কোস্তুভমণি—সম্প্রদায়ে সেতপরিচালনাগারের মৌলিক তথ্য—গৌড়ীয় ও ভাগবতের সমন্বয়ভূত—মহাজন-চরিতচরিত-শিক্ষক চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যাপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ ৸৹(তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। স্মৃতি-পুরাণাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার ভজনাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীগৌর গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যবাণী অমৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা প্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কৃষ্ণ-কাম, আত্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুকণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সংরক্ষিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্দাস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণ ধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্তসূত্রসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে। ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জ্ঞান ধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সাধনপথ্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা আনা মাত্র

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, ঐ সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবীবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাবা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী ষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানার অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, পরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৩৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বারাকপুরে জনসভা

বারাকপুর হইতে প্রকাশ যে, গত ১৬ই আগষ্ট বিনোদ বাবুর বাজারে শ্রীযুত জগন্নাথপ্রসাদ সিংহ এক সাধারণ সভার অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন। মোক্তার শ্রীযুত চূড়ামণি ঘোষ ও বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা-প্রসঙ্গে হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম সংক্রান্ত অধিকারগুলি রক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'বাসন্তী পুষ্করিণী' অধিকার করিয়া হিন্দুদের ধর্ম্ম সংক্রান্ত অধিকারে ও অর্ডারলি বাজারের শিবমন্দিরের অধিকারের একটি বাগানে অযথা হস্তক্ষেপ করায়, এই সভা ক্যান্টনমেণ্ট বোর্ডের নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও এই দেবোত্তর সম্পত্তির উদ্ধার জন্য ইহাদের ট্রাষ্টিগণকে অনুরোধ করেন। আর এক প্রস্তাবে এই সভা বোর্ডকে এই সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য এক মাস সময় দেন।

রেলপথে দুর্ঘটনা

রাজবাড়ী হইতে প্রকাশ যে, গত ১৫ই আগষ্ট বেলা প্রায় দুইটার সময় গোয়ালন্দ লাইনে রাজবাড়ীর প্রথম মুন্সিফ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুত রামচন্দ্র করের আত্মীয় ২২ বৎসর বয়স্ক যুবক উপেন্দ্রনাথ সরকার একটি খালি ট্রেনে চাপা পড়িয়া যান। গাড়ীটি তখন যাত্রীদের নামাইয়া যাত্রীঘাটে ফিরিয়া যাইতেছিল। প্রকাশ, গাড়ীর একটি খোলা দরজার সহিত উপেন্দ্র বাবুর ছাতাটির ধাক্কা লাগায় তিনি পড়িয়া যান এবং উক্ত পর্য্যন্ত তাঁহার দুইটি পা চাকা ও লাইনের মধ্যে গিয়া পড়ায় পা দুইটী দেহ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পিতা ও অল্প বয়স্কা পত্নী বর্ত্তমান।

বন্যায় সাহায্যের ব্যবস্থা

১৩ই আগষ্ট মাদ্রাজে কালেক্টরের লাইব্রেরীতে রাজসাহী বন্যা সাহায্য-সমিতির অধিবেশনে নাটোর মহকুমার অন্তর্গত গুরুদাসপুর ও দারীগ্রাম থানার এলাকাধীন বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে সাহায্য প্রদানের জন্য আরও ১০০০৲ মঞ্জুর করা হয়। 'ফ্লাড বোর্ড' ও সরকারের নিকট অবিলম্বে যথাক্রমে ১৫০০৲ ও ৩০০০৲ প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বন্যাবিধ্বস্ত স্থানসমূহে বিতরণের জন্য সমস্ত অর্থ নাটোর সাহায্য-সমিতির হস্তে প্রদত্ত হইবে।

আশ্রম কর্ম্মীর কারাদণ্ড

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ যে, নারেলার গান্ধী সেবা-আশ্রমের ডাঃ রামকৃষ্ণ ১৫ই আগষ্ট অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক এক বৎসর ভালভাবে থাকিবার জন্য কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে তাঁহাকে ৫ শত টাকা হিসাবে দুইটা জামীন দিতে হইবে।

ডাঃ রামকৃষ্ণ জামীন দিতে অস্বীকার করায় এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে বি, শ্রেণীতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কানপুরে বোমা প্রাপ্তির জের

গঙ্গার সেতুর উপরে বোমা প্রাপ্তি সম্পর্কে থানাতল্লাসী করিয়া পুলিস জানিতে পারিয়াছে যে, উক্ত কার্য্যে লক্ষ্ণৌ সহরের নম্বরযুক্ত একখানি মোটর ব্যবহৃত হইয়াছিল। মনেশ্বরপ্রসাদ ব্যতীত ঘটনার সময়ে উক্ত মোটরে লক্ষ্ণৌর গোপীকিষেণ আরোগ্য ভবনের কলৌজ বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজকুমার ওরফে ছোটেলাল উপস্থিত ছিল। রাজ-প্রতিনিধির আগমনের সহিত ইহারা সংশ্লিষ্ট কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের তদন্তের ফলে আর কোন সংবাদ জানিতে পারা যায় নাই।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়

১৭ই আগষ্ট বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ উপাধি-বিতরণী সভায় সার দীনেশা মোল্লা বিশ্বেশ্বরাচার্য্য, চন্দ্রশেখর, বেঙ্কটা রমণ, এবং কে, কে, মোদীকে 'ডক্টর অবলি' উপাধি প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণী-হলে সভা চ্যান্সেলর বোম্বাইয়ের অস্থায়ী লাট সার আর্থেষ্ট হ্যাসিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভাইস্‌চ্যান্সেলার মিঃ মেকেজি তাহাদিগকে ডিগ্রি প্রদান করেন এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁহাদের কৃতিত্বের বিষয় উল্লেখ করেন।

প্রকাশ, এই ডিগ্রি গত ১১ বৎসর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আর কাহাকেও প্রদত্ত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে-পাশে কড়া পুলিস পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

পরে কয়াসজী কাহাঙ্গীর হলে সার বেঙ্কটারমণ "রেডিয়েশন" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। বোম্বাই লাট ঐ সভায়ও সভাপতিত্ব করেন। সেখানেও কড়া পুলিস পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

কংগ্রেস সিদ্ধান্তে হতাশা

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী গোলটেবিল বৈঠক বর্জ্জন করিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় লক্ষ্ণৌতে বিশেষ হতাশা দেখা দিয়াছে।

ইতোমধ্যে ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যায় জাতীয় সেবাসঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একটি সভায় কালাকঙ্করের রাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট এবং বিশেষ করিয়া বোম্বাইয়ের গভর্ণর সার আর্থেষ্ট হটসনের যে মনোভাবের ফলে গোলটেবিল বৈঠকে সম্মানজনক-ভাবে কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব হইতেছে না, সভায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের অসন্তোষজনক মনোভাবের ফলে সংগ্রাম যদি আবার আরম্ভ হয়, তজ্জন্য সঙ্ঘের সদস্যগণ গান্ধীজীর আদেশ পালনের জন্য শীঘ্রই প্রস্তুত হইতে পারিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন।

মুন্সীগঞ্জে হিন্দু সভা

গত ১৫ই আগষ্ট মুন্সীগঞ্জে হিন্দুদের এক সভায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিসহ একটি হিন্দু-সভা গঠিত হইয়াছে। উকীল শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেন ও শ্রীযুত নকুলেশ্বর দাসগুপ্ত যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। হিন্দুসভার স্থানীয় শাখাটি কালীমন্দির সত্যাগ্রহ-সংক্রান্ত দলীয় গোল-যোগের ফলে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

স্বেচ্ছাসেবকগণের বিরুদ্ধে প্রহারের অভিযোগ

সালেম হইতে প্রকাশ যে, গুগাই নামক স্থানের দেবঙ্গ সম্প্রদায়ের ৮ জন স্বেচ্ছাসেবকের বিরুদ্ধে তাহাদের সম্প্র-দায়ভুক্ত এক ব্যক্তিকে গত ১১ই আগষ্ট তারিখে মারপিট করিবার অপরাধে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাড়ি পান করিবার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাহা ভঙ্গ করিবার অজুহাতে ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করা হইয়া-ছিল।

শুকদেবরাজের অনশন ত্যাগ

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, পঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার আসামীপক্ষের ব্যারি-ষ্টারের অনুরোধের ফলে অনশনকারী আসামীগণ ও শুকদেবরাজ অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহারা দুগ্ধ ও সোডা পান করিয়াছেন। দুর্ব্বলতা বশতঃ আসামীগণ আদালতে হাজির হইতে পারেন নাই, সেজন্য মামলার শুনানী স্থগিত ছিল।

ডাকাতের জন্য পুরস্কার ঘোষণা

ঢাকা হইতে প্রকাশ যে, সম্প্রতি টোলসহরতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ডাকাতদল প্রায়ই দিবালোকে সহরের মধ্যে সশস্ত্র ডাকাতি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের গ্রেপ্তারের উপযোগী সংবাদ প্রদানের জন্য ৫০০৲ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

সাতাড়ুর বাড়ীতে ডাকাতি

শ্রীযুত পুষ্কর বাগচি নামক একজন প্রসিদ্ধ সাতাড়ুর বাড়ীতে সেদিন ৩ জন লোক উপস্থিত হইয়া ভয় দেখাইয়া ৯ শত টাকা ডাকাতী করিয়া লইয়া আসিয়া-ছিল। এই সম্পর্কে পুলিস পিয়ারী নামক এক ব্যক্তির সন্ধান করিতেছিল। পিয়ারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পণ কর-য়াছে। অপর আসামী দুলাল সিংকে সেদিন জনৈক ইন্‌স্পেক্টার মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি জামিনে খালাস পাইয়াছে।

আসামীর প্রায়োপবেশন

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ যে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রায়োপবেশনকারী আসামীগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার ধন্বন্তরী প্রমুখ তিনজন আসামী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। ধন্বন্তরী স্বয়ং আদালতে এই কথা বিচারকের নিকট প্রকাশ করেন।

মিশনারীর অর্থদণ্ড

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ার-ম্যানের আদেশে গৃহনির্ম্মাণের জন্য অবৈধ-ভাবে সাধারণের গমনাগমনের রাস্তা হইতে মৃত্তিকা খননের অপরাধে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর ডাক্তার সি, এইচ ষ্টারস্‌বর্গকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৫ই আষাঢ় জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর আমেদ আই সি, এসের এজলাসে তাহার মামলার শুনানী হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে স্থানীয় মিউনিসিপাল আইনের ধারানুযায়ী ২০৲ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া-ছেন।

টেলি— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই ভাদ্র শনিবার, ১৩৩৮, ২১শে আগষ্ট ১৯৩১

নানা কথা

৩৮ জনের দ্বীপান্তর ও দুইজনের মৃত্যুদণ্ড

থারাবাড়ির বিশেষ জজের বিচারে বিদ্রোহ সম্পর্কে দুইজন আসামীর মৃত্যুদণ্ড এবং ৩৮ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন ফুঙ্গী আছে। ১৩ জন খালাস পাইয়াছে।

নারায়ণকান্দিতে জোড়া খুন

সংবাদদাতার যশোহর হইতে প্রকাশ যে, সম্প্রতি হরিণাকুণ্ড থানার নারায়ণ কান্দী গ্রামের জনৈকা মুসলমান বিধবা ও তাহার কন্যাকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুর কারণ এখনও অজ্ঞাত। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

মালদহে দুই শত টাকার অলঙ্কার অপহৃত

মালদহ জেলার অন্তর্গত রত্ন থানার অধীন হরিপুর গ্রামে ডাকাতগণ লাঠি ও দা লইয়া ঈশ্বর কফিলের বাড়ী চড়াও করিয়া দুইশত টাকার অলঙ্কার লইয়া গিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

দিনাজপুরে জনসাধারণের শোচনীয় অবস্থা

নবানগঞ্জ এবং ঘোরাঘাট থানার বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে বহু লোক অনাহারে মারা যাইতেছে। জনসাধারণের অবস্থা খুবই শোচনীয়। জমিদারদের অবস্থাও সুবিধাজনক নহে। অনেকেই জুন মাসে তাহাদের দেয় খাজনা দিতে পারে নাই। অথচ জুন মাসের কিস্তীর টাকার পরিমাণ খুবই অল্প।

কংগ্রেসকর্ম্মীর অকাল মৃত্যু

অহিফেন সেবনে উকীলের আত্মহত্যা

গুজরাট যুবলীগের সভা

৩৮ জনের দ্বীপান্তর ও দুইজনের মৃত্যুদণ্ড

পাকা গুণ্ডা গ্রেপ্তার

মালদহে দুই শত টাকার অলঙ্কার অপহৃত

মালদহে বিদেশী বর্জ্জন

দিনাজপুরে জনসাধারণের শোচনীয় অবস্থা

মিষ্টান্নের দোকানে নমঃশূদ্র

হুগলী জেলাবোর্ডের অনুরোধ

বরিশালে চুরি ও ডাকাতির হিড়িক

বরিশাল হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, মেহেদীগঞ্জ পুলিস থানার এলেকাধীন চরসোনাপুর গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। পরলোকগত বৈকুণ্ঠ রায়ের বিধবা পত্নীর পুত্র সহ রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় ১০।১২ জন ডাকাত দা ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে ঐ মহিলা দুর্বৃত্তদের দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে, তখন দুর্বৃত্তগণ তাহাকে অস্ত্রদ্বারা ভয় দেখাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে বলে এবং টাকা পয়সার কথা জিজ্ঞাসা করায় মহিলাটি বলেন যে, তিনি নিতান্ত দীন-দুঃখী, টাকা পয়সা কোথায় পাইবেন? ডাকাতেরা তখন মহিলার ছেলেকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া গলা কাটিয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। পরে উক্ত মহিলা তখন তাহার যাহা কিছু ছিল, সমস্ত ডাকাতদের হস্তে সমস্তই সমর্পণ করে। ডাকাতেরা চলিয়া গেলে পর মহিলাটির চীৎকারে গ্রামবাসিগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পর দিবস এ সংবাদ পুলিশে জানান হয়। বর্ত্তমান তদন্ত চলিতেছে। ইতোমধ্যেই ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন গ্রামে চুরি ও ডাকাতি প্রত্যহই হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু দুর্বৃত্তদের কোনও সন্ধান নাই।

ভিক্ষু ইউ, উত্তম

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, ভিক্ষু ইউ, উত্তম বর্ত্তমানে পীড়িতাবস্থায় কারমাইকেল কলেজে চিকিৎসাধীন আছেন। ইউরোপ ভ্রমণ উদ্দেশ্যে তিনি যে 'পাসপোর্ট' পাইয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহৃত হওয়ায় ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐ আদেশ প্রত্যাহার জন্য এক আবেদন করায় ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী জানাইয়াছে যে, ব্রহ্ম সরকার তাঁহার 'পাসপোর্ট' সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহার বিষয়ে বিবেচনা করিতে অপারগ।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভাক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' সম্পাদক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

টাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীবরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৪ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৭, ৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২১ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শনিবার | ১৪৬তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ধুলিয়াপুরনিবাসী শ্রীযুত কানাইলাল মাইতি এম, এইচ, এস ; সি, এইচ, সি মহোদয় লিখিতেছেন,—শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২৪শে শ্রাবণ রবিবার দিবস মদীয় কুটীরে পদার্পণ করেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যার ৭টা হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্বামিজী মহারাজ "কর্ম্মকাণ্ডনিরত গৃহব্রতকে প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান কখনই পাপ হইতে মোচন করিতে পারে না" এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে। অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥ শ্লোকটী বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

তৎপরদিবসদ্বয়ও তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রসঙ্গে বিষয়াসক্ত গৃহব্রত জীবের দুর্গতি ও শ্রীভাগবতের মাহাত্ম্য বিষয়ে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ কোরোণ্টো গ্রাম নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুত লালমোহন মহাপাত্র মহাশয়ের আহ্বানে গত ১২।৮।৩১ তারিখে বালেশ্বর জেলার ওখরা কাছারিবাটীস্থ এক বিরাট্ সভায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মপ্রণালীই যে জগতে নিত্যমঙ্গল প্রদান করিতে সমর্থ এবং ইহা ব্যতীত অন্য কোন পন্থাদ্বারা যে প্রকৃত জগন্মঙ্গল কার্য্য হইতে পারে না, তাহা তিন ঘণ্টাকাল যাবৎ মর্ম্মস্পর্শী এবং ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য পরমহংস শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এবং তাঁহার অনুগত জনগণের প্রচার প্রণালী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার বিষয়টীকে পূর্ণতমরূপে বিকশিত করিয়াছে এবং এই বৈকুণ্ঠাগত ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীই যে বিশ্বে প্রকৃত সদ্ধর্ম্মের সংস্থাপন, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব বিনাশ, সাধুগণকে পরিত্রাণ এবং অধার্ম্মিকগণের মঙ্গল প্রদান করিয়া সমস্ত জীবজগতের মহদুপকার সাধন করিতেছেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন।

স্বামিজী মহারাজ গত ১৫।৮।৩১ তারিখে শোরো ষ্টেশনে বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভদ্রলোকের সমক্ষে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সনাতনশিক্ষাপাঠ করিয়া জীবের কিরূপ প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন, তাহার একটী দিগ্‌দর্শন প্রদান করেন।

স্বামিজী মহারাজ তথা হইতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিবিধ সেবাকার্য্যে ব্রতী আছেন।

মহামহোৎসবের আগমনী-গীতি

গোকুলের মহামহোৎসবে,
রঞ্জিত ধরা সাজেরে—
নবনটবর শ্যাম শেখরের
মোহন মুরলী বাজেরে।

দিশি দিশি বহি কুসুমগন্ধ,
ঘোষে আগমনী মারুত মন্দ,
ভকতপরাণে অমিয় কন্দ
নন্দকিশোর রাজেরে॥

তাপিত অবনী সুধা-সুশীতল
সমুদিত শ্যাম ইন্দু,
চিত্তচকোর হরষ বিহ্বল
উথলিল সুখসিন্ধু।

মায়াকবলিত অযুত চিত্ত,
সম্বিনাবে চাহে যা' কিছু বিত্ত,
কারা হেন বাসি মায়িক কৃত্য,
পারাবারে ধায় বিন্দু॥

বিশ্বমাঝারে প'ড়ে গে'ছে সাড়া—
"সাজ রে সাজ রে সাজ,
অরঘ বহিয়া তূর্ণ গতিতে
আয়রে হেথায় আজ।

পটুয়া! আঁকগো তুলির লিখনে,
রচ গীতি কবি, ললিত রতনে,
মালা গাঁথি মালী, ভকতিপ্রসূনে
সাজাও হৃদয়রাজ।

খচ হে স্থপতি, মন্দির তাঁর
মনোহর কারুকর্ম্মে,
বীণ্‌কার! তব জীবনযন্ত্র,
লাগাও প্রচার মর্ম্মে।

ডুবুরি! আনগো সাগররত্ন,
সন্ধানী! এসো সাজায়ে প্রস্তু,
আর্ত্ত পথিক! করিয়া যত্ন
আসন পাতহে মর্ম্মে।"

ডাকেন নিতাই,—"এসো সবে এস"
উৎসব কর আসি'—
ভক্ত-ভগবান্ পূত আবির্ভাবে
এসরে জগতবাসী।

এ' উৎসব নহে মেদিনীর মত
নিরাশ-তিমিরে কভু জ্যোতিহত,
নিত্যানন্দধারা হেথা প্রবাহিত,
গোকুল-পুলক রাশি॥

'অমৃত তনয়' তোমার স্বরূপ—
সাজেনা মরণ ভা—
লভি নিত্যধন সফল জীবন
হও উৎসবময়।

হরিকথামৃত করহ শ্রবণ,
হৃদয়-পুরের নিত্য রসায়ন,
করি' 'ফেলা লব' প্রসাদ সেবন,
করহে প্রপঞ্চ জয়॥

আজি, বিশ্বজনের চরণে ধরিয়া
কাতরে মাগি এ' দান,
এস এস ত্বরা, ভাই ভগ্নিগণ
ধন্য করিতে প্রাণ।

অমিয় সাগরে কে করিবে স্নান?
অমৃতের ধারা কে করিবে পান?
কে লইবে হরিপাদপদ্ম ঘ্রাণ?
(হেথা) এসরে ভাগ্যবান॥

নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে নৃত্য

(৪)

এদৃশ্যে গৌড়ীয় ভক্তদের অন্তঃকরণ ব্যথিত হইল। তখন শ্রীগৌরসুন্দরকে কেন্দ্রস্থলে রক্ষা করিয়া লোক-বিমর্দন নিবারণকল্পে ভক্তবৃন্দ আপনাদিগকে বৃত্তাকারে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন দলে সংস্থাপন করিলেন। প্রথম বৃত্তে, অঙ্গাঙ্গ ভক্ত সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, প্রথম বৃত্তকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় চক্রাকার বেষ্টন পূর্ব্বক কাশীশ্বর, মুকুন্দাদি এবং দ্বিতীয় বৃত্তকে কেন্দ্র রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া পাত্র মিত্রসহ বেষ্টন করিয়া প্রতাপরুদ্র রাজা তৃতীয় মণ্ডল রচনা করিলেন। তৃতীয় মণ্ডল দ্বারা আবরণ করিয়া দ্বিতীয়, প্রথম ও তদন্তঃস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে লোক ভিড় হইতে স্বতন্ত্র করিলেন। এই প্রকার করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তৃতীয় মণ্ডল জনসংঘট্টে বিপর্য্যস্ত হইলে, দ্বিতীয় এবং তাহাও সম্বন্ধিত হইলে প্রথম মণ্ডল কার্য্যে আসিবে। রাজা প্রতাপরুদ্র হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বিস্মিত-চিত্তে শ্রীপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য-লীলা দেখিতেছেন। গৌরৈকসর্ব্বস্ব শ্রীবাসপণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ে রাজার সম্মুখে শ্রীশচীনন্দনের নৃত্য কীর্ত্তন দর্শনে আত্মহারা; এমত সময়ে হরিচন্দন বারেবারেই পণ্ডিতের অঙ্গে হস্ত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিতেছেন—একপাশে সরিয়া দাঁড়াও। নৃত্য-কীর্ত্তন-সুখে মগ্নহৃদয় শ্রীবাসপণ্ডিত বাধা-প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধযুক্ত মনে হরিচন্দনকে এক চড় মারিয়া নিবৃত্ত করিলেন। হরিচন্দন চাপড় খাইয়া অত্যন্ত রাগান্বিত চিত্তে পণ্ডিতকে ভর্ৎসনা করিতে উদ্যত হইলে রাজা নিষেধ করিয়া বলিলেন, হরিচন্দন, তোমার মত সৌভাগ্য আমার নাই, তুমি অদ্য গৌরগতপ্রাণ পণ্ডিতের শ্রীহস্তস্পর্শ লাভে ধন্য হইয়াছ। চম্পকদ্যুতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই প্রকার অপূর্ব্ব দিব্যোন্মাদ দর্শনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথগতি স্তব্ধ করিয়া অপলকনেত্রে নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীবলরাম সুভদ্রাদেবী উল্লসিত হইয়া মৃদু মধুর হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথ বলিতে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে 'জয়' 'জয়' 'জয়' 'জয়' ধ্বনি করিতেছেন। পদ্মপলাশনয়নযুগল হইতে ফোয়ারার ধারার মত প্রেমাশ্রু অবিরাম বর্ষিত হওয়াতে চতুর্দ্দিকের লোক স্নাত হইয়া যাইতেছে। এইরূপ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুরুক্ষেত্র মিলনে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ভাব উদিত হইল। যেন ব্রজজনগণ সহ শ্রীমতী সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সমন্তপঞ্চকে উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্ত ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দ্বারকেশবেশে সজ্জিত কুরুক্ষেত্রোপযোগী শ্রীকৃষ্ণের সেই মূর্ত্তি দর্শনে গোপিকাগণ আনন্দিত হইতেছেন সত্য, কিন্তু বৃন্দারণ্যের বনদেবী-সদৃশ তাঁহাদের কুসুমকোমল অন্তঃকরণ এত বৈভবযুক্ত রাজঐশ্বর্য্য মধ্যে রাজবেশধারী প্রাণপতিকে দেখিয়া সম্পূর্ণ হৃষ্ট হইতেছে না। বিশেষতঃ শ্রীমতী গোপিকাকুল শিরোমণিস্বরূপা বার্ষভানবী এইরূপ সমাবেশে হর্ষ মধ্যেও বিশেষ বিষাদ অনুভব করিতেছেন। রাধিকার ভাবসুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এইরূপ ব্রজভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছেন। অদর্শন জনিত দীর্ঘ বিরহান্তে প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রানন দর্শন পাইয়াছেন, তাই আনন্দাতিশয্যে গাহিতেছেন—

"সেই ত পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মর্ম্মাভিজ্ঞ শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর মর্ম্ম বুঝিয়া এই পদটী সুললিত উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে ভাবে এই গীতিটী আস্বাদন করিলেন বা তদীয় ভক্তগণ যে অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া ইহার সেবা করিলেন, প্রাকৃত-রস-রসিকগণ কোটী কোটী জন্ম হরিকীর্ত্তনের ছল প্রদর্শন করিলেও ইহার গূঢ় ভাব বুঝিবেন না। এই গীতিকাটী কামুক ব্যক্তি স্বকীয় ইন্দ্রিয় বৃত্তির দুর্দ্দম লালসার সহিত একীভূত করিয়া থাকেন, তাই তাঁহারা ভাবেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভুও আমাদের ন্যায় ভড়াসক্ত ছিলেন। প্রাকৃত বিষয়ের বিন্দুমাত্র অনুভূতিও বর্ত্তমান থাকিতে কেহ এই অপ্রাকৃত প্রীতি-পরাকাষ্ঠা বুঝিতে পারিবেন না। নীতিবাদী আধ্যক্ষিকগণও অনন্ত বিচিত্রতার সার-সৌন্দর্য্য এই চিন্ময়ী প্রীতি বুঝিবেন না; তাঁহারা অপ্রাকৃতে প্রাকৃত ধারণা আরোপ করিয়া অনন্ত নরকের পথিক হইবেন। মহা জ্ঞানীও এই দুরবগাহ মাধুর্য্য-সমুদ্রের এক কণ স্পর্শ করিবার যোগ্য নহেন তবে কে সেই ভাগ্যবান? যদি আমরা নিষ্কপটে শুদ্ধ ব্রজরসের ভাণ্ডারী স্বরূপ, রূপ, সনাতনাদি গুরুবর্গের শরণাগত হইতে পারি তবে জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিব যে, শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের চরণ-চারণ ভক্ত-মধুপ-কুল ভিন্ন অন্য কোন মক্ষিকাবৃত্তি সম্পন্ন জীবের এই বিশুদ্ধ রস-সুধা গ্রহণের অধিকার নাই—কখনও হইবে না—কখনও ছিল না। সেই অনাবিল প্রীতি আস্বাদনের পথ তাঁহাদের চিররুদ্ধ। এই প্রকার কীর্ত্তনানন্দে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীহস্ত যুগলে গীতের অভিনয় করিয়া চলিলেন—

গৌর যদি পাছে চলে শ্যাম রয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এইমত গৌর শ্যাম দোঁহে ঠেলাঠেলি।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥

ধাম-প্রসঙ্গ

গত ১৭ই আগষ্ট বালেশ্বর জেলাস্থ দেওরি-আনন্দপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত দোল-গোবিন্দ দত্ত মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিলে শ্রীযোগপীঠের রক্ষক শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহোদয় তাঁহাকে ধামের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কীর্ত্তন করেন,—

নয়টী দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ গঠিত। এই নবদ্বীপের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-গ্রাম বা পল্লী অবস্থিত। নয়টী দ্বীপের চারিটী দ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে এবং পাঁচটী ভাগীরথীর পশ্চিমপারে অবস্থিত। পূর্ব্বপারের চারিটী দ্বীপের নাম—(১) অন্তর্দ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুম-দ্বীপ ও (৪) মধ্যদ্বীপ; পশ্চিমপারের পাঁচটী দ্বীপের নাম—(১) কোলদ্বীপ, (২) ঋতু-দ্বীপ, (৩) জহ্নুদ্বীপ, (৪) মোদদ্রুমদ্বীপ এবং (৫) রুদ্রদ্বীপ। যথা অক্রূরভাকর ১২শ তরঙ্গে—

গঙ্গার পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়।
মোদদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ, এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥

ভক্তিরত্নাকর পাঠে আরও জানা যায় যে, নবদ্বীপের মধ্যে এত গ্রাম ছিল যে, শ্রীমায়াপুর যাইতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীমায়াপুরে পৌঁছিতে হইয়াছিল। সাধারণতঃ 'নবদ্বীপ' নামই সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল।

নবদ্বীপ মধ্যে গ্রাম নাম বহু হয়।
লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয়॥
(ভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গ)

আরও জানা যায় যে, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পরিক্রমাকালে নবদ্বীপের অনেক গ্রামই লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অনেক গ্রামের নাম লুপ্ত ও নানাভাবে বিকৃত হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীমায়াপুর গ্রামের নাম সে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিকৃত এবং সাধারণের অজ্ঞাত হইয়া পড়িবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভক্তি-রত্নাকর ও এই কথায় বলিতেছেন,—

"অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির আরম্ভেতে।
নডিল যে নামের ব্যত্যয় কোনমতে॥
যৈছে কলি বৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি সে সব নাম অনুভব হয়॥
কথো কাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল।
কথো গ্রাম-নাম লোকে অন্যথা কৈল॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১২ তরঙ্গ

যৎকিঞ্চিৎ

আর এক 'লম্বাশিখা', তিলকধারী বাবাগোসাই মুটের হাতে দিয়েছেন মস্ত একটা কাত্‌লা—আমরা ক'জন জিজ্ঞেস্ কর্ল্লাম "একি প্রভু, আপনিই না সেদিন 'নিরামিষভক্ষণের' গুণাবলী বিষয়ে পার্কে ব'সে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন! আপনার কথা-গুলি লিখে নিয়ে ছাপানো পর্য্যন্ত হ'ল, এখন এ কি বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার! আপনার কথা ও কাজ ত এক নয়, ফেলুন ফেলুন, কে কোথায় দেখে ফেল্‌বে। আমাদের কথা শুনে গোঁসাই ঠাকুর তো রেগে অগ্নিশর্ম্মা আর কি! "দূর হ কলির তম্‌মন্, বেরো কাছ থেকে, জামাইবাড়ী তত্ত্ব পাঠাবো, আমার শুভ কর্ম্মে বাধা দিতে এসেছ, বিট্‌কেলের দল কোথাকার!" আমরাও পাত্র কম নই, আমাদের·····সমিতির ·····দা' বল্লেন, "থাকনা প্রভু, তোমার কেলেঙ্কারীর কথা কাগজে ছাপিয়ে দেবো।" ঠাকুর বল্লে "দিদি ত দিদি ব'য়ে গেল, আমার টাকা আদায় হ'য়ে গেছে; এদেশে আর শীগ্‌গির আস্‌ছিনা এবার আমার হরিদ্বারের দিকে যাবার নিমন্ত্রণ এসেছে।"

অমল বল্লে, "ভাই সুনির্ম্মল, আচ্ছা কেন বল্ দেখি, বর্ষাকালে আবার অন্য সময়ের চেয়ে এই সকল আলখেল্লা পরা বাউল, চিমটাধারী চূড়াবাঁধা মাতাজীর দল, আর নানারকমের 'সাধু' (?)র দল বেড়ে যায়?" সুনির্ম্মল—"বাড়্‌বেনা? বর্ষার সময় যে অল্প খরচে যাতায়াতের সুবিধা, আর গ্রামে যারা অন্য সময় অন্য ব্যবসা করে, তারা তখন সুবিধা না পেয়ে সহরে চলে আসে, কোন ঝঞ্ঝাট ত নাই। একটি তিলক ক'রে, গেরুয়া প'রে দু'ছড়া কাঠের মালা গলায় দিয়ে একটু আকু পাকু ভাব দেখাতে পার্লেই 'কিস্তি' মাৎ। তখন আর পায়কে; ভাগ্যের জোরে তখন তার কপালে নিত্যই 'দুধ ভাত' জোটে। দেখ্‌ছ ভাই কি সোজা ব্যবসায়। বাংলা দেশে কয়হাজার লোক যে এই ব্যবসা করে তারতো সুমারী হবেনা, নইলে বুঝা যেতো। আর ভাই, গোঁসাইদেরই কি সহজ পাওনা? আমি সন্ধ্যায় যখন বেড়াতে যাই, নদীতে মাল বোঝাই নৌকার বেশীর ভাগই থাকে ঐ গুরুদেব; দেখিস্ নাই, জ্যেঠামশায়ের শ্রাদ্ধের সময় গুরুজী এসে বড়দাদাকে কি রকম ভয় দেখিয়ে 'সম্বচ্ছরের' পোষাকী, ধান, মটর, তিল, সরষে ইত্যাদি নিয়ে গেলেন। আবার ব'লে গেছেন, ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে যদি তাঁকে সোনার চেন না দেওয়া হয়, তবে বাড়ীর ভয়ানক অমঙ্গল হবে। 'শান্তি স্বস্ত্যয়ন' করেও নাকি সে অমঙ্গল দূর হবে না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৩৩৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অণুভাষ্যে' প্রতি শ্লোকাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সুল ১অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ,—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের** সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদবেদান্ত-রত্নমালার কোস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আত্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিনয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজন

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় বস্তুবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের নিগদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকালীর নিত্যানন্দ ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ দশ আনা মাত্র।

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্ত্বপযোগী গীতমমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনরহরিচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরলীলার প্রমাণাবলীসংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (ঋণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত। বঙ্গভাষায় সানুবাদে এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শপুরুষ অবরস্থ মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীব্যাসরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাঁধাই ৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সংক্ষেপাকারে গণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাত্রীদের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইহারা ভারতের অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৬ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু দুর্ব্বলতা, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি যত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালীর পা

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ন্যায় ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী ষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানার অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মিষ্টান্নের দোকানে নমঃশূদ্র

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ যে, কয়েকজন নমঃশূদ্র ভদ্রলোক বলপূর্ব্বক একটি মিষ্টান্নের দোকানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের প্রবেশাধিকার স্থাপনের চেষ্টা করায়, একজন দোকানদার তাঁহাদের নামে নালিশ করিয়াছে।

পাকা গুণ্ডা গ্রেপ্তার

বিশ্বনাথ দে নামক মেছুয়াবাজার অঞ্চলের একজন পাকা গুণ্ডা পুলিস কর্ত্তৃক সন্দেহক্রমে সেদিন ধৃত হইয়াছিল। পুলিস বলিয়া এই ব্যক্তি নাকি ঐ অঞ্চলে বহুদিন হইতে ভীতি উৎপাদন করিয়া বহু লোকের অর্থ অপহরণ করিয়া আসিয়াছে।

গত ১৮ই আগষ্ট মঙ্গলবারে এই আসামীকে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। পরে বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি হাজত বাসের হুকুম দিয়াছেন ও আগামী ২১শে আগষ্ট এই মামলার দিন ধার্য্য করিয়াছেন।

বন্যীদের হস্তে ভারতীয় নিহত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে, বিদ্রোহীদের নূতন কোন গতিবিধির লক্ষণ দেখা যায় নাই, তবে ডাকাতির সংবাদ দক্ষিণ ব্রহ্মের সকল অঞ্চল হইতে পাওয়া যাইতেছে। এই সকল ডাকাতি স্থানীয় দুর্ব্বৃত্তদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নায়অঙনে বিন ভেল হইতে পলাতক কয়েদী সকলও এই ডাকাতিতে যোগদান করিয়াছে।

টুঙ্গু হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ডাকাতরা একস্থানে নরহত্যা করিয়াছে। থাইয়েটমাইও কিলায় কামা অঞ্চলে গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে দুর্ব্বৃত্তরা একটি গ্রাম আক্রমণ করিবার সময় গ্রামবাসী কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন।

পায়াপন অঞ্চলে পুলিস পাহারা থাকায় ভারতীয় অধিবাসীরা কিছুকাল একরূপ বাস করিতেছিল। কিন্তু তথাচ গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে বন্যীরা কৃষিক্ষেত্রের মধ্যস্থ একটি কুটীর আক্রমণ করে ও একজন ভারতীয়কে গুরুতররূপে জখম করিয়া দেয়। এই ব্যক্তি পরে হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

কংগ্রেসকর্ম্মীর অকাল মৃত্যু

গত ১৭ই আগষ্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় হাওড়া প্রসিদ্ধ অক্লান্ত কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত অবনীনাথ বসু মাত্র ষড়বিংশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি হাওড়া সহরের সুতাকাটা ও কাপড় বোনার প্রধান কেন্দ্র চিত্তরঞ্জন কর্ম্ম মন্দিরের প্রাণস্বরূপ ও শিল্পবিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় হিন্দুসভার সভ্য ছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহ ও অস্পৃশ্য উদ্ধারের জন্য খুব পরিশ্রম করিতেন। গত আইন অমান্য আন্দোলন-কালে তিনি তিনটী গ্রামে লবণ আইন ভঙ্গের নেতা ছিলেন।

মালদহে বিদেশী বর্জ্জন

মালদহ হইতে প্রকাশ যে কংগ্রেস প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত অতুলচন্দ্র কুমার স্থানীয় বস্ত্রব্যবসায়িদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে পূজার সময়ে বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিতে নিষেধ করেন। ব্যবসায়ীগণ কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে সমস্ত বিদেশী মাল এখনও গুদামে মজুত আছে তাহার সম্বন্ধে কি করা হইবে সে বিষয়ে শীঘ্রই ব্যবসায়িগণের এক সভা বসিবে।

মহাত্মাজীর সহিত লর্ড আরউইনের সংবাদ ভিত্তিহীন

রয়টারের প্রতিনিধি লর্ড আরউইনের পক্ষ হইয়া বলিতেছেন—গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীকে যোগদান করিবার জন্য লর্ড আরউইন তারযোগে তাঁহার সহিত খবরাখবর করিতেছেন, এ সংবাদের কোনও ভিত্তি নাই।

পঞ্জাব ডাক গাড়ীতে হত্যার মামলা

খান্দোয়া হইতে প্রকাশ যে, রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে গত ১৭ই আগষ্ট পঞ্জাব ডাকগাড়ী হত্যার মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। লেপ্টনাণ্ট হেম্মটের বেহারা কদম খাঁ সাক্ষ্য প্রদান করে। মৃত ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদ তাহাকে প্রদর্শিত হইলে সে উহা সনাক্ত করে। তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইবার পরই বাদীপক্ষীয় সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হয়। অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট, উক্ত মামলার আসামী যশবন্তসিং, দেওনারায়ণ এবং দলপতের বক্তব্য শ্রবণ করিতে চান। তাহারা সকলেই বলে যে, এই আদালতে তাহারা কিছু বলিতে ইচ্ছুক নয় এবং কোন প্রশ্নের উত্তরও প্রদান করিবে না। দায়রা আদালতে তাহাদের বক্তব্য আপামীরা প্রকাশ করিবে বলিয়া জানায়।

আগামী ২৭শে আগষ্ট তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট এই মামলা সম্বন্ধে রায় প্রদান করিবেন।

জাল গোয়েন্দা পুলিস কর্ম্মচারী অভিযুক্ত

জাল গোয়েন্দা পুলিস কর্ম্মচারী সাজিয়া কলিকাতার কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে আবদুল গণিকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিবার অভিযোগে গহর আলী কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল শ্রীযুত সুশীল সিংহের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, আসামী যে সময়ে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময়ে জনৈক কনেষ্টবল আসামীকে ধৃত করিয়া থানায় লইয়া যায়। গত ১৫ই আগষ্ট উক্ত মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। আগামী ২২শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবি আছে।

স্বেচ্ছাসেবকের মৃতদেহ আবিষ্কার

পালামকোটা হইতে প্রকাশ যে রোমান ক্যাথলিকদের গোরস্থানে একটি কবর খুঁড়িয়া জনৈক নিরুদ্দিষ্ট কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের মৃতদেহ আবিষ্কার করা হইয়াছে, এই বিষয়ে ১৭ই আগষ্ট করোনারের প্রশ্নের উত্তরে স্থানীয় কংগ্রেসের সম্পাদক এবং অপর দুইজন স্বেচ্ছাসেবক বলেন, মৃত দেহটি নিরুদ্দিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক সুকিয়া পিলাই এর। পুলিসের তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে।

মীরাট মামলার আসামী বোম্বাইয়ে

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রীযুত এম, সি দেশাই ও এস, জি ঘাটে কয় দিনের ছুটিতে গত ১৭ই আগষ্ট মীরাট হইতে বোম্বাই আসিয়াছেন। ইঁহারা এখন জামীনে মুক্ত আছেন। তাঁহারা ২২শে আগষ্ট মীরাট যাত্রা করিয়াছেন।

মালাবারে জল-প্লাবনে গাড়ী চলাচল বন্ধ

কালিকট হইতে প্রকাশ যে, অবিশ্রাম বারিবর্ষণের ফলে মালাবার অঞ্চলের বহুস্থান জলে ডুবিয়া যাওয়ায় গাড়ী চলাচলের ক্ষতি হইয়াছে।

জিচুরের এক সংবাদে প্রকাশ, স্থানে স্থানে রেল লাইন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আশঙ্কা হইতেছে যে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ন্যায় এবারও ভীষণ জল-প্লাবন দেখা দিবে।

গুজরাট যুবলীগের সভা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ যে, গুজরাট যুবলীগের ওয়ার্কিং কমিটীর গত ১৭ই আগষ্ট বরোদায় এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত মোরারজী দেশাই এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না করিবার সিদ্ধান্ত ঐ সভা মানিয়া লইলেন। এই সভা কংগ্রেসকে জানাইতেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োজন হইলে গুজরাটের যুব-সম্প্রদায় কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহাতে যোগদান করিবেন।

মেজকোপায় মেথর ধর্ম্মঘট

গত ১৬ই আগষ্ট হইতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর মেথরগণ বেতন হ্রাস, সংখ্যা হ্রাস এবং মাহিনা দিবার অনিয়মের জন্যই ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, কতকগুলি মেথরকে জবাব দিবার জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে আপোষে একটা ব্যবস্থা হইয়াছিল। বেতন হ্রাসের কথাও আপোষে স্থির হয়; প্রথমে কেহই ইহার প্রতিবাদ করে নাই। কিন্তু ১৬ই আগষ্টের হাটবারের সন্ধ্যাবেলা মেথরগণ ঢোল সহরতে ঘোষণা করে যে, উপরোক্ত কয়েকটি কারণে তাহারা ১৭ই আগষ্ট প্রাতঃকাল হইতে ধর্ম্মঘট করিবে।

প্রকাশ, মেথরদিগের জমাদারের পুত্র কর্ত্তৃপক্ষকে না জানাইয়া এই স্থান ত্যাগ করায় তাহাকে অস্থায়ী ভাবে কর্ম্মচ্যুত করা হয়।

অহিফেন সেবনে উকীলের আত্মহত্যা

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, গত ১৬ই আগষ্ট স্থানীয় উকীল দুর্গাপদ সেনের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যু ঘটিয়াছে। তিনি সকালে খানিকটা আফিম খান এবং বিকালে তাঁহার আলেকান্দায় বাড়ীতে মারা যান। আত্মহত্যার কারণ এখনও অজ্ঞাত। তাঁহার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়জনসমন্বিত একটী বৃহৎ পরিবার আছে।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৪৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই ভাদ্র সোমবার, ১৩৩৮, ২৪শে আগষ্ট ১৯৩১

নানা কথা

গান্ধীজীর বিলাত গমন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, কমন্‌ওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া লীগ ২০শে আগষ্ট একটা জরুরী সভা করিয়া ভারতে বড়লাট বাহাদুরকে এই মর্ম্মে তার করিয়াছেন :—"গান্ধীর দ্বিতীয় অনুরোধ রক্ষা করুন।"

মিঃ গান্ধীকেও এই মর্ম্মে তার করা হইয়াছে—"আপনার দ্বিতীয় অনুরোধ রক্ষা করা হইলে সত্বর বিলাতে চলিয়া আসুন।"

গান্ধীজীর নিকট মিস লেষ্টারের তার

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যে, লণ্ডনস্থিত মিস মুরিয়েল লেষ্টারের নিকট হইতে গান্ধীজী এক তার পাইয়াছেন—তাহাতে তিনি জানিতে চাহিয়াছেন যে, গান্ধীজী ইংলণ্ডে যাইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন কিনা এবং তিনি গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্যরূপে তথায় না যাইলে শুধু ভ্রমণোদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যাইবেন কিনা তাহাও তিনি জানিতে চাহিয়াছেন।

গান্ধীজী এই তারের এখনও উত্তর দেন নাই।

সায়াসেনের বিচার

খারাবণ্ডা হইতে প্রকাশ যে, শান রাজ্যের বিদ্রোহী দলপতি সায়াসেনের বিচার স্পেশাল ট্রাইব্যুনেলে ১৯শে আগষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

গান্ধীজীর বিলাত গমন

গান্ধীজীর নিকট মিস লেষ্টারের তার

সায়াসেনের বিচার

ঢাকার কমিশনার গুলীর দ্বারা উরুদেশে আহত

কাশী ডাকলুটের মামলা

ব্যাঙ্কের নোট অপহরণে আসামী দণ্ডিত

গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত

কুমিল্লায় গাড়োয়ান ধর্ম্মঘট

স্পেনের নূতন শাসনতন্ত্র

করার অপরাধে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী সায়াসেনকে সনাক্ত করিয়া বলে যে, প্রায় নয় বৎসর ধরিয়া সে আসামীকে চেনে।

কাবুলে স্বাধীনতা দিবস উৎসব

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে কাবুলে চমনহুজুরীতে আফগান স্বাধীনতা দিবস (জাসান) উৎসব হয়। আফগানরাজ নাদির সা তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় আফগানিস্থানের আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক অবস্থার সমালোচনা করেন: কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রজা সাধারণকে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ বলি দিতে প্রস্তুত হইতে বলেন।

বক্তৃতার পর সামরিক কুচকাওয়াজ ও রাজাকে অভিবাদন করা হয়।

এই সকল অনুষ্ঠানের পর এক শোভা যাত্রায় উপজাতি সমূহ বিশেষভাবে যোগদান করে। এই সকল উপজাতি গত আট মাস কাল আফগানিস্থানের সমর সচিবের অধীনে ইব্রাহিম প্রমুখ উত্তরের অনিষ্টকারিগণকে বন্দী করিবার জন্য তাহাদের খোঁজে নিযুক্ত ছিল। সম্প্রতি তাহারা কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

আফগানিস্থানের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বিমানবাহিনী উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত বাহিনী কসরতাদি প্রদর্শন করে।

ঢাকার কমিশনার গুলীর দ্বারা উরুদেশে আহত

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ যে, ২১শে আগষ্ট অপরাহ্ণে এক যুবক আততায়ী ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ আলেক-জেণ্ডার ক্যাসেলসের উরুদেশ গুলীদ্বারা আহত করিয়াছে।

মিঃ ক্যাসেলস সরকারী কার্য্য উপলক্ষে টাঙ্গাইলে আসিয়াছিলেন। ঐ তারিখ অপরাহ্ণে তিনি মহকুমা হাকিম এবং মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের সহিত পদব্রজে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করিতে যাইবার সময় হঠাৎ একটি যুবক তাঁহাদের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া সোজাসুজিভাবে তাহাকে গুলী করে। লক্ষ্য ঠিক না থাকায় গুলী মিঃ ক্যাসেলসের উরুদেশের মাংস ভেদ করিয়া যায়। তখনই আততায়ী ঘিরিয়া পলায়ন করে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাদ্ অনুধাবণ করিলে আততায়ী গোলমালে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ক্যাসেলসের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। প্রকাশ, আঘাত সামান্য রকমের। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঢাকায় লইয়া গিয়া চিকিৎসার্থ তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা।
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সারস্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' সঙ্ঘটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপরমেশ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াল নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, ভক্তিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাবধূত গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবাদাসী শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিস্থল

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাকার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

বারাণসী, রামাঘাট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র

মাউগাছি, আমপুর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হালিশহর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগিরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীগুণনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরী, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভূতনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(১৪) শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র

মাউগাছি, আমপুর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হালিশহর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগিরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীগুণনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরী, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভূতনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুসুমকুঞ্জ, চিরকুঞ্জ, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, চাদড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫০২ গোপীকরণ ডাকার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরুকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবিনোদ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিজন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৭ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৪ আগষ্ট ইং ১৯৩১ সোমবার | ১৪৭ তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন, গত ৩১শে শ্রাবণ (১৩৩৮) ইংরাজী ১৬ই আগষ্ট (১৯৩১) রবিবার কলিকাতা-গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কৃপা-পূর্ব্বক আমাদের ৯নং সাউথ সিমলাদহ রোডস্থ বাসাবাটীতে শুভাগমন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তরাজ প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত কি বস্তু, ভাগবতের বিভিন্নার্থ, সর্ব্বাদৌ শ্রীমদ্ভাগবতের কোথায় অধিবেশন হয়, দ্বিতীয় অধিবেশনের স্থল যাহা এতাবৎকাল অনাবিষ্কৃতাবস্থায় ছিল তাহা কিরূপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয় ও মন্বাদি ঋষিগণকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত চতুর্বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও ভাগবতধর্ম্মের পার্থক্য কি, ইত্যাদি জটিল বিষয়সমূহ স্বামিজী মহারাজ উপস্থিত জনমণ্ডলীকে প্রাঞ্জল ভাষায় শাস্ত্র-প্রমাণ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছিলেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধেরন্যায় মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত চেতনময়ী ভগবদ্বাণী একাগ্রমনে শ্রবণ করিতেছিলেন।

মহারাজ পাঠ সমাপন করিতে চাহিলে সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ আরও একটু সময় পাঠ করিবার জন্য নিবেদন জানাইলেন। তদুপরি মহারাজ অহৈতুকী কৃপাময় বৈষ্ণব ঠাকুর তখন আরও একঘণ্টাকাল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রোতৃবর্গ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে এরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা আর কাহারও মুখে কদাপি শ্রবণ করেন নাই।

পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী মহাশয় তাঁহার সুললিত কণ্ঠে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য;—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব, ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ দে বি,এস্-সি; এম, বি, সিনিয়র হাউস সার্জ্জন কলিকাতা মেডিকেল হাসপাতাল; ডাঃ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল এল, এম, এফ; শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মজুমদার বি, এ; শ্রীযুক্ত অজিৎকুমার গুহ বি,এ; শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী বি-এ, বি-এল; জমিদার শ্রীযুক্ত গোপীমোহন রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত শুকলাল রায় জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট; শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী; শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মোক্তার, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কনট্রাক্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল কণ্ড, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ভৌমিক, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ অধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন চন্দ্র উকিল, শ্রীযুক্ত যোগেশ নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি।

আমরা আশা করি, মহারাজ এরূপ-ভাবে আমাদের ন্যায় কলিহত জীবগণের উদ্ধারকামনায় অযাচিত প্রেম বিতরণ করতঃ ধন্য করিবেন। কলির প্রধান লীলাক্ষেত্র কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে বাস করিয়া বিংশ শতাব্দীর যুবকগণের এরূপভাবে ভাগবতধর্ম্ম প্রচারের যে একান্তিক উৎসুক্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বড়ই প্রশংসনীয়।

এই প্রচারকার্য্যের জন্য প্রাণ ও অর্থ-দ্বারা যে সেবা কার্য্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র চন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত অনিলকুমার মল্লিক ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠগৃহখানি বিচিত্র বর্ণের পত্র, পুষ্প ও মালাদ্বারা অতিশয় সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল।

আশাকরি প্রতিগৃহে এরূপ আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত জগৎ ধন্য হউক।

গত ২৭শে শ্রাবণ বুধবার সন্ধ্যারাত্রিকে অহৈতুকী কৃপাময় বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত [illegible] হরিকথা শ্রবণান্তে শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় আগত স্থানীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন কবিশেখরের নিকট গুরুতত্ত্ব জগদ্গুরু লীলাবিলাস কারী অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত শিক্ষা, শুদ্ধভক্তি ও ভজন সম্বন্ধে কথা প্রায় ২ ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া শ্রীপাদ যদুবর ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভু কীর্ত্তন করেন।

প্রথমে কবিরাজ মহাশয় স্থানীয় কোন এক প্রাকৃত সহজিয়ার নাম উল্লেখ পূর্ব্বক মহাপ্রভুর ও প্রাচীন মহাজনের কৃষ্ণভজন পথ পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক মত ও পথে, গুরুতে কৃষ্ণবুদ্ধি পূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণের ভজন এবং নিজকে রাধা কল্পনা করিয়া কৃষ্ণভজনের কথা উত্থাপন করেন। যদুবর প্রভু শ্রুতি স্মৃতি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এবং মহাজনগণের উক্তি উদ্ধার পূর্ব্বক সুন্দরভাবে প্রকৃত সদ্গুরু তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলে কবিরাজ মহাশয়ের এই সম্বন্ধে সংশয় দূরীভূত হয়।

সদ্গুরুর কৃপালাভে অসমর্থ লৌকিক গুরুর নিকট দীক্ষিতগণের তাদৃশ গুরুকে সদ্গুরুর আরোপ করিয়া দীক্ষিত এই কথার উত্তরে যদুবর প্রভু বলেন—চুণ গোলাজল মিশা দিয়া দুগ্ধসমে খরিদ করা হইল বলিয়া তাহা ত আর দুগ্ধ হইয়া যায় না। এক জন অপর অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করে অথবা চক্ষুষ্মানের অভাবে আশ্রয় করিয়া চলা যায় বা অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না। উহা বেমন কুমে পতনের

নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে নৃত্য

(৫)

দ্বাপরযুগে তিনি দেবকীনন্দন, নব-জলধরশ্যামবর্ণ, গোপীজন মনোমোহনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় গূঢ় বাঞ্ছা পূরণকল্পে এবার এই অধম কলিযুগকে ধন্যতম করিয়া শ্রীনবদ্বীপপুরন্দর শ্রীশচী-দুলাল-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; দ্বাপরের সেই ইন্দ্রনীল কান্তি এবার হেম গৌরী শ্রীরাধারাণীর দিব্যচ্ছটায় মণ্ডিত, আর অন্তরটী ও রাধা-রাণীর সেই চিন্ময় প্রেম রসেই পরিপূর্ণ। তথাপরি যিনি, রথাগ্রে নৃত্যকারীও তিনিই। অথচ প্রকাশ বিচিত্রতায়, ভাব-পারিপাট্যের বিভিন্নতাবশতঃ লীলাময় ভগবান কি অসীম প্রেম লীলাই না প্রকট করিয়াছেন! কুরুক্ষেত্র মিলনে রাধাভাব-বিভাবিত চিত্ত শ্রীগৌরসুন্দর এখন আবার বলিতেছেন—

সেই তুমি সেই আমি সেই নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ॥
ইহা লোকারণ্য হাতী ঘোড়া রথধ্বনি।
তাহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥
এই রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাহা গোপবেশ সঙ্গে মুরলী বাদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সেই সুখ-সমুদ্রের ইহা নাহি এক কণ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়েত পূরণে॥

এই প্রকার অপূর্ব মধুর ভাবাবেশে গৌরহরি উচ্চৈঃস্বরে লোকারণ্য করিতে লাগিলেন, স্বরূপ গোসাঞি ভিন্ন তাহা অপর কেহই বুঝিলেন না। 'যঃ কৌমারহর' শ্লোকটী শুনিলে সাধারণ অজ্ঞ লোকে হয়ত প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কথাই মনে ভাবিবেন; কিন্তু গোলোকাগতির সহিত ভূভারহরণের যেমন পার্থক্য যে কোনও ভাষার দ্বারা তাহা ঠিক ভাবে বুঝাইতে যায় না। ভাব-পারিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ভক্তদের গীতিগুলি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন আমরা হয়ত তাহার কত রকম স্থূল কাল্পনিক-কল্পিত কদর্থ করিয়া বসিব। নয়ত অন্ততঃ চিত্তে সেই মল বুঝিয়াছি বলিয়া ছলনা করিয়া সর্বনাশের দিন ডাকিয়া আনিব।

গোপীভাবপুর শ্রীগৌরসুন্দর নানাবিধ শ্লোকে প্রাণের অসীম ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুনরায় বলিতেছেন,—

"অন্যকামী জনের মন মনোরথপূর্ণ; কিন্তু আমার মন বৃন্দাবন হইতে পৃথক নয়। মন ও বৃন্দাবনকে আমি এক বলিয়া জানি। হে দয়িত, মনোমোহন শ্যাম! আমার সেই বৃন্দাবনতুল্য হৃদয়-দেশে তোমার অভয়ামৃত শ্রীচরণারবিন্দ নিত্য বিরাজিত থাকিলেই তোমার পূর্ণ কৃপা বলিয়া জানিব।" এই ভাবে সংকীর্তনানন্দে মত্ত হইয়া শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি জগন্নাথ-সেবক, পাণ্ডারিগণ ও নীলাচলবাসী অসংখ্য যাত্রিদলের চিত্ত প্রেমামৃত-বর্ষণে আকর্ষণ করিতেন। সেই করুণাতে অভিসিক্ত হইয়া সকলেরই সুদুর্লভ প্রেমের উদয় হইল। অসংখ্য লোক প্রেমোৎফুল্ল চিত্তে 'জয় [illegible]' 'হরি' 'হরি' রবে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"প্রেমে নাচে, গায় লোক, করে কোলাহল।
প্রভু নৃত্যে কৈল যাত্রী চৌদ্দগণ মঙ্গল॥"

এই প্রকার মহাসঙ্কীর্তন ও মহানর্তন দর্শনে সামান্য মানুষ তো দূরের কথা, শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাদেবী পর্যন্ত আনন্দ-ভরে মত্ত হইয়া চলিতে লাগিলেন। কখনও বা রথগতি স্থগিত করিয়া বিস্মিত লোচনে নৃত্যরঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাকুলভাবে রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে পড়িয়া যাইতেছিলেন; সৌভাগ্যশালী নৃপতি সসম্ভ্রমে বাহিত মন শ্রীগৌরসুন্দরকে ধরিলেন, যদিও রাজার স্পৃষ্টিক লীলাবেশের শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপ্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি করিলেন তথাপি নিজজনের সাবধানের জন্য, বাহ্য প্রকাশে, কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ পূর্বক কহিলেন- "ছি! ছি! আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল!" প্রভুর শ্রীমুখে এই বাক্য শুনিয়া রাজার মনে ত্রাসের সঞ্চার হইল; কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্য রাজাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "তোমার প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের বড় কৃপা, তুমি সংশয় করিও না; তোমাকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বগণকে শিক্ষা দিলেন শুভ সূচনা হইলে, আমি সময় বুঝি, দয়ার প্রভুর পদে তোমার ব্যাকুলতার কথা নিবেদন করিব সে সময়ে সকলে মিলিত হইয়া

শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ লীলা প্রদাক্ষণ
করা শ্রীমতঃ দ্বারা রথ ঠেলিতেই হড় হড় শব্দে রথ সুন্দরাচলের দিকে চলিল চতুর্দিকে অগণিত ভক্তকণ্ঠে ব্রহ্মাণ্ডভেদী 'হরি হরি বোল' ধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুলকোচ্ছ্বাসভরে নিজগণ-সঙ্গে শ্রীবলদেব ও সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করিয়া জগন্নাথাগ্রে মহানৃত্য আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে শ্রীজগন্নাথদেব সুখে গমন করিতে করিতে বলগণ্ডি নামক বিশ্রাম স্থানে উপনীত হইলে ধনী-দরিদ্র ও রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকলেই তথায় বহুবিধ উৎকৃষ্ট উপচারের দ্বারা শ্রীজগন্নাথের ভোগ লাগাইলেন। বলগণ্ডিতে সকলেরই ভোগ সমর্পণ করার অধিকার আছে।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(পূর্বপ্রকাশিত ১৪৬ সংখ্যার পর)

কলি অর্থাৎ বিবাদ বা তর্কপথের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীমায়াপুর এবং অন্যান্য দ্বীপ ও গ্রামের নামগুলি লোকে লুপ্ত ও বিকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছে বটে, তথাপি সেই সকল নাম সুধীগণের অনুভবের বিষয় রহিয়াছে।

প্রয়াগরাজ 'ইলাহাবাদ' বা পরবর্তীকালে 'এলাহাবাদ' কিম্বা 'পেরাগ,' মথুরা 'মাট্রা,' অযোধ্যা 'আউধ,' বৃন্দাবন 'বিন্দা-বন' এবং নদীয়া জেলার পাচু 'পেয়ো,' কাঁথা 'কেঁথা,' ডাঙ্গা 'ডেঙ্গা', মাঠের 'মেঠো', মাদুনী 'মেছোনী', টাকা 'টেকা' প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের অসংখ্য বিকৃতি বা রূপা-ন্তর হইলেও যেরূপ প্রকৃত শব্দ সাধুগণের অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে, সেইরূপ [illegible] দ্বারা সংস্কৃত "মায়াপুর" শব্দ অসংস্কৃত 'মেয়াপুর' রূপে কোথাও রূপান্তরিত হইলেও শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষায় বলা যায়,—

যৈছে কলি বৃদ্ধ হৈতে নামের বাহুল্য।
তথাপি যে সব নাম অপ্রকট হয়॥

ভক্তিরত্নাকর পাঠ করিলে অনেকে অনুমান করেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলার পরে এবং শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর নবদ্বীপ-দর্শনে আসিবার পূর্বে কোনও সময়ে [illegible] হইয়া গঙ্গার গতি পরিবর্তন হইয়াছে, সেইজন্য ভক্তিরত্নাকরে [illegible] হইয়াছে।

কোলাদ্বীপ

ইহা হইতে অনুদ্বীপের কিয়দংশ লুপ্ত হইবার কথা প্রকাশ পাইতেছে। এক সময় গঙ্গা সেখানে প্রবাহিত ছিলেন, সেই স্থান হইতে সরিয়া আরও পশ্চিমে গিয়াছিলেন। এইজন্য গঙ্গার পশ্চিমে যে [illegible] ছিল তাহার কিয়দংশ লুপ্ত হইয়া যায় এবং ঐ রুদ্রদ্বীপ বা কি? দেশে অবস্থিত স্থানের পশ্চিমদিকে গঙ্গা প্রবাহিতা হন। রুদ্রদ্বীপ যে গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত একটী দ্বীপ, তাহা ভক্তিরত্নাকর হইতে পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর ভ্রমণকালে যে পূর্বোক্ত রুদ্রদ্বীপ লোপ পায় এবং ইহার অবস্থান যে গঙ্গার পূর্বদিকে আসে, তাহাও ভক্তি-রত্নাকরের বিবরণে জানা যায়।

গঙ্গার পূর্বপারে রাঙপুর গ্রাম হয়।
কেহ কেহ রাঙপুরে 'রুদ্রপুর' কয়॥
এই রাঙপুর পূর্বে রুদ্রদ্বীপ নাম।
গ্রাম লুপ্ত হইল, এবে আছে মাত্র স্থান॥

যৎকিঞ্চিৎ

(পূর্বপ্রকাশিত ১৪৬ সংখ্যার পর)

পূজার সময় যে ঠাকুরবাড়ীগুলিতে সাজানোর এত জাঁকজমক, আর ভোগ দেওয়ার যা কিছু যত্ন দেখিস্—সে সব শুধু লোক দেখানো। অন্যসময়ে ভাই, দু'এক পয়সার চাল কলাও সব সময় দেয় না, ঠাকুর ত আর বলবেন না কিছু; কিন্তু লোকে যে বলবে। তাই লোককে দেখিয়ে ঠাকুরের একটু যত্ন আত্তি করতে হয়। ঠাকুর নিয়ে আখড়া খেতে বসাটাও বাংলা দেশে একটা মস্ত লাভের ব্যবসায়।

আখড়াগুলোর আবার হোটেলও চলে। যে যেরকম চায় সবই ঠাকুর দয়া করে দেন। মটর ডাল, লাফ্‌রা, শুক্ত, ভাজা, শুক্ত, প্রসাদ (?) ও মিলে; আবার মাছের ঝোল, মাছের অম্বল, মাছ ভাজা, ছাতও পাওয়া যায়। এ কি কম লাভের ব্যবসায়!'

বালকদের আলোচনা বটে, কিন্তু অতি সত্য এই কথাগুলি। বালকের মুখে শুনা কথা আমাদের বৃদ্ধের সভায় হাল নাও [illegible] পারে, তবু 'ব্যবসায়ের' লাভের (?) কথা মনে কল্পনা করিতে হইল। মন্ত্রের নামে, দীক্ষার নামে, ও ভগবানের নামে যে সকল জাল ও ঠুনকো মতের চালাচ্ছে তাহাতে কিছুই প্রতীকার নাই?

দেশে নেড়ে ভজিয়াতে, সাদা সাদা গলে তুলিয়া ছোট ছোট নৌকাগুলি কোন্ দূর দেশের দিকে চলিয়া যাইতেছে; অনেক সময়ই, পালের চিহ্নের কথা যেন অজানা মাঝে হইয়া উঠিল। [illegible] প্রতীক্ষা ও [illegible]

আমি বলিতেছি সরল বালক দুইটীর কথা শুনি: 'তাই ত' কত ভাগ্যবান লোকে যে এই সকল ব্যবসা করেন, তাহার ত' সীমাই নাই হইবে না। হায়রে নির্বোধ সমাজ! হায়রে ভাগ্যহীনা দেশমাতা! তোমার বক্ষে কি চিরদিনই প্রেতের তর্পণ করিবে? তুমি কি একবারও চাহিবে না? অন্ধত্বেরও কি মোহ আছে? জ্ঞানাঞ্জনশলাকার দ্বারা, তোমার অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়নের আবরণ ছেদন করিবার জন্য সত্য সত্যই যে মহাজনপ্রবর আসিয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে উপস্থিত হইতে এত হানিমা কেন? শঠের কূটকজ্জল ছিন্ন করিতেই যে তিনি আসিয়াছেন। বঞ্চিত, নিপীড়িত, আর বিশ্বমানবের তাপেই যে তিনি এই প্রপঞ্চে আসিয়াছেন। সত্য বস্তুতে তোমার কি কখনই রুচি জন্মিবে না? সত্য বিমুখ জীবকুলের নিত্যকল্যাণের জন্য সাত্বত শ্রুতি সমূহ তারস্বরে গাহিতেছেন,—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যবিষয়-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাঞ্চীনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪৵০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র

ভক্তিধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে [illegible] কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। [illegible] এই-রূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] মহোদয়ের মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—[illegible] সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় (এম. এ. প্রাক্ত লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম "আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা"।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহুদর্শীর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন;

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৬নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ১৪টঃ ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার - গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম, এস, এক, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কাশী ডাকলুটের মামলা

রামদেব গরাই, লক্ষ্মী ও জয়নারায়ণ দণ্ডবিধির ৩৯৭ ধারা অনুসারে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—কতিপয় ডাক কর্ম্মচারী লরী করিয়া ডাক লইয়া যাইবার সময় উহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। দায়রা জজ জুরীদের সর্ব্ববাদিসম্মত অভিমত গ্রহণ করিয়া আসামীদিগকে মুক্তি দিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে ট্রেণ দুর্ঘটনা

মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ের ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানাইতেছেন যে, গত ৮ই আগষ্ট ডোন্দাজ ষ্টেশনে ৯৫ আপ মালগাড়ী খানির উভয় ইঞ্জিন পাল্টাই করিবার জন্য গাড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইলে ষোলখানি গাড়ী একযোগে দ্রুতবেগে নিম্নদিকে ধাবিত হইয়া লাইনের বাঁধে আটকাইয়া উল্টাইয়া যায়। গাড়ীর গার্ড, ব্রেকম্যান এবং ডোন্দাজ ষ্টেশনের একজন পয়েণ্টম্যান দুর্ঘটনার ফলে আহত হইয়াছে।

কাথীতে রাজ্যাভিষেকের উৎসব

বেনারস হইতে প্রকাশ যে, ১৯শে আগষ্ট নূতন মহারাজ শ্রীযুত আদিত্যনারায়ণ সিংহের রাজ্যাভিষেক উৎসব রামনগর কেল্লায় সমাধা হইয়া গিয়াছে। অপরাহ্নে এই উপলক্ষে দরবারে মহারাজকে অভিনন্দন দেওয়া হয়।

মহারাজা আদিত্যনারায়ণ সিংহ তাঁহার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা ও ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা অবৈতনিক করা হইবে।

অভিষেক উপলক্ষে মহারাজা এক লক্ষ মুদ্রার উপরে রাজস্ব মকুব করিয়াছেন।

পলাতক আসামী ধৃত

আমানৎগঞ্জ ডাক লুটের সম্পর্কে উমারঞ্জন বসু নামক পলাতক ব্যক্তিকে গত ১৮ই আগষ্ট রাত্রিতে কলিকাতা হইতে গ্রেপ্তার করিয়া খুলনা মেলে বরিশালে আনা হইয়াছে। উক্ত ডাকলুট গত জানুয়ারী মাসে হয়।

এই মামলার অপর আসামী পিনাকীরঞ্জন নাগ ইতঃপূর্ব্বে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জনসভায় বন্যার সাহায্যের ব্যবস্থা

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের লোকদিগের সাহায্যের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য গত ১৮ই আগষ্ট টাউনহলে একটি জনসভার অধিবেশনে শ্রীযুত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। একটি প্রতিনিধিমূলক সমিতির অর্থ সংগ্রহ উদ্দেশ্যে শ্রীযুত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি ও শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজাকে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

সভার একটি প্রস্তাবানুযায়ী সভাপতি ও অপর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ১৯১৩ সালে গঠিত বর্দ্ধমান সাহায্য সমিতির সভাপতি জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ বন্যা পীড়িতদের সাহায্যকল্পে তাঁহাকে অনুরোধ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

স্পেনের নূতন শাসনতন্ত্র

মাদ্রিদ হইতে প্রকাশ যে, গত ১৭ই আগষ্ট রাত্রিকালে স্পেনের নূতন শাসনতন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে বলা হইয়াছে, জাতীয় স্বার্থরক্ষার হিসাবে সর্ব্বদাই যুদ্ধ পরিহার করিতে হইবে, সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করিতে হইবে। পার্লামেণ্ট মহাসভা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবে না এবং নিয়ম অনুসারে এমন কয়েকটি সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহার ফলে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পার্লামেণ্টের উপর আধিপত্য দেখাইতে পারিবেন না পক্ষান্তরে স্পেনের পার্লামেণ্টের ও প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের উপর প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

এতদ্ব্যতিরেকে প্রত্যেক দলেই এই ইচ্ছা করিলেই অপর দলকে ভাঙ্গিয়া দিবার অভিপ্রায়ে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

সর্দ্দার খড়্গ সিং

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, সর্দ্দার খড়্গ সিং ও ২৬ জন স্বেচ্ছাসেবক ভাস্কায় দোকান দখলের সম্পর্কে শিয়ালকোটের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আবদাস সাবাদের বিচারে ২ সপ্তাহের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানা দিতে অক্ষম হইলে আরও ২ সপ্তাহ করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সর্দ্দারজীকে বি শ্রেণীতে ও অন্যান্যদিগকে সি শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে।

হুগলী জেলা বোর্ডের অনুরোধ

চুচুড়া হইতে প্রকাশ যে, হুগলী জেলা বোর্ড বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট নলকূপ খনন ও মেরামতের জন্য এক সঙ্গে ৫০০ শত টাকার সাজসরঞ্জাম অফিসে রাখার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক অনুরোধ করিয়াছেন।

কুমিল্লায় গাড়োয়ান ধর্ম্মঘট

কুমিল্লার অশ্বচালিত ভাড়াটীয়া শকটের চালকগণ গত ৩ দিন যাবৎ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। চালকবৃন্দ যাত্রী আনয়ন করিবার জন্য ষ্টেশনে গমন বন্ধ করিয়াছে, রেল কর্ত্তৃপক্ষ ইহার কারণ সম্যক অবগত আছেন। তাহারা ষ্টেশন প্রাঙ্গণের বাহিরে গাড়ীগুলি দাঁড় করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। পুলিস গত ১৮ই আগষ্ট তাহাদের মধ্যে প্রায় ৩০ জনকে পুলিস-আইন ভঙ্গের অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, শকটচালকগণ ষ্টেশন-প্রাঙ্গণের নিকটে গাড়ীগুলি দাঁড় করাইবার জন্য মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছে এবং তাহাদের অভিযোগ সমূহের প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট চলিবে জানাইয়াছে।

গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত

নাগপুর হইতে প্রকাশ যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ব্যারিষ্টার শ্রীযুত এম, ভি, অভয়ঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করা হইলে তিনি গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া বলেন যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের লণ্ডনের দিকে চাহিয়া থাকিবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা যাহা কিছু চাহেন, তাহা ভারতবর্ষেই আছে। তাঁহারা এইরূপ যেন মনে না করেন যে, লণ্ডন হইতে কেহ কিছু আনিতে পারিবেন। শ্রীযুত অভয়ঙ্কর বলিয়াছেন যে, ইহাই কংগ্রেস আন্দোলনের সত্যকার মূল কথা।

রাচিতে গ্রেপ্তার

বড়লাটের আগমন উপলক্ষে স্থানীয় পুলিস বাঙ্গালার গোয়েন্দাদের নির্দ্দেশক্রমে গত ১৮ই আগষ্ট প্রাতে ৯টায় বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার নামক এক যুবককে আর্য্যনিবাস হোটেল হইতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গ্রেপ্তারের কারণ এখনও জানা যায় নাই। এখানে গত ১৫ দিন যাবৎ অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার জিনিষপত্র তল্লাস করা ও থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহাকেও থানায় আটকাইয়া রাখা হইয়াছে।

জালমুদ্রা প্রস্তুতের মামলা

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, নসিরগঞ্জের শ্যামখেলান সোনার ও চুণী সোনার নামক দুই ব্যক্তি জাল মুদ্রা প্রস্তুত ও তৎসংক্রান্ত সরঞ্জামাদি রাখিবার অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৩২, ২৩৫ ও ২৪৩ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হয়। অদ্য ১৮ই আগষ্ট সহকারী দায়রা জজ রায় সাহেব ভুবনেশ্বর পাঁড়ে এই মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন।

সরকারী দায়রা জজ, এসেসরগণের সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইয়া চুণীকে সমস্ত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। কিন্তু রামখেলানের সম্বন্ধে তাঁহাদের মতভেদ উপস্থিত হয়। রামখেলান সকল অভিযোগেই দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় বিচারক তাহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৩২ ধারানুসারে ৩ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড এবং উক্ত আইনের ২৩৫ ও ৩৪৩ ধারানুযায়ী ২ বৎসর কঠোর কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন; উভয় দণ্ডই একসঙ্গে চলিবে।

রেঙ্গুনে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

অনিয়মিতভাবে বারিপাতে শস্য নাশ হওয়ায় মিকচিলা ও মান্দালয় জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার আশঙ্কা হইয়াছে।

সাহায্য দানের ব্যবস্থা করার জন্য সায়াডো ও প্রবীণগণের সম্প্রতি এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় "কাবিং" জমিসমূহ হইতে খাজনা আদায় করা বন্ধ করিতে কিংবা অন্ততঃপক্ষে এই কয়েক মাস উক্ত খাজনা আদায় বন্ধ করিতেও সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান হইয়াছে। কৃষকগণ অনাহারে মরিতে বসিয়াছে।

ব্যাঙ্কের নোট অপহরণে আসামী দণ্ডিত

পাঠকগণের স্মরণ আছে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক হইতে ১৪ হাজার কয়েন্সী নোট অপহৃত হয়। বর্ত্তমান বৎসরে জুলাই মাসে জানা যায়, ঐ সকল নোটের কিয়দংশ সেনট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সহকারী ক্যাশিয়ার শ্রীযুত কানাইলাল ঝিঙ্গানের নামে আমানত করা হয়। সেজন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারার্থ আনয়ন করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট গত ২০শে আগষ্ট উক্ত মামলার বিচারে তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

"শ্রীনাম"
বৈদি— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
ষ্টাণ্ড কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪৲
সাঁত কলম ২৲
চক্তির হার ২৲
• ৩৩৪

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৫

ভারতের বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র।

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক. অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই ভাদ্র মঙ্গলবার.

নানা কথা

ব্রহ্মে এখনও আতঙ্ক

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, এখনও থারালেডি হেনজাদা থাইয়েটমাই ও প্রোম ও টুঙ্গু জিলা হইতে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। থাইয়েটমাই ও জিলায় ৩টি ডাকাতির মধ্যে একস্থলে নরহত্যা হইয়াছে। অপর একটী স্থলে ডাকাতেরা ২ জন পল্লীবাসীকে প্রতিভূ-স্বরূপ ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। পরে উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইনসিন জিলায় কয়েকজন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

কেরল মুসলমান সম্মেলন

তেলীচেরী হইতে প্রকাশ যে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ কামাল মহম্মদের সভাপতিত্বে ২২শে আগষ্ট টাউন হলে প্রথম কেরল মুসলমান সম্মেলনের উদ্বোধন হইয়াছে। কতিপয় হিন্দুও উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

দুইখানি জাহাজ জলমগ্নে
পাঁচ শত লোকের প্রাণনাশ

সাংহাই হইতে প্রকাশ যে, কোরিয়ার উপকূলে প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এই ঝটিকাবর্ত্তে আন্দাজ পাঁচশত লোকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে কয়েকজন য়ুরোপীয়ানও আছে।

রেতার-বার্ত্তায় জানা গিয়াছে 'সিপর' নামক ইংরাজ জাহাজ হইতে কোয়াংসাং নামক ইণ্ডো-চায়না ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর ২২৮৩ টন ভারবাহী জাহাজ কুহি দ্বীপের নিকট ডুবিয়া গিয়াছে।

জাহাজ খানিতে পঞ্চাশ জন লোক ছিল। পঞ্চাশ জনের মধ্যে মাত্র তিন জনের জীবনরক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু পরে চীনা জলদস্যুর হস্তে পতিত হইয়াছে।

কুহী দ্বীপের নিকট সাগরজলে কয়েকটি মৃতদেহ ভাসিতে দেখা গিয়াছে বোধ হয় উপকূলবাহী আর একখানি ক্ষুদ্র জাহাজও জলমগ্ন হইয়াছে। এই জাহাজে তিনশত জন চীনা ছিল। উহাদের মধ্যে ২০০ জন চীনাকে খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না

ব্রহ্মে এখনও আতঙ্ক

পিকেটিংয়ে ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত

কেবল মুসলমান সম্মেলন

কাঁথি বিচ্ছেদ বিরোধী কমিটীর অধিবেশন

বিমান আবিষ্কারকের মৃত্যু

রাজপ্রতিনিধির নিকট গান্ধীজীর তার

খাদ্যদ্রব্যে ধুতুরা বিষ

জেল বয়ন-শিক্ষকের গৃহ তল্লাস

প্রবীণ উকীলের মৃত্যু

শ্রীহট্টে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

জনসভায় ডাক্তার চৈৎরাম

হায়দ্রাবাদে এক জনসভায় সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ডাক্তার চৈৎরাম বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গোলটেবিল বৈঠক বর্জ্জন সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়া তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে অহিংসা ও চুক্তি সর্ত্ত পালন করিতে বলেন। এবং নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি সকলকে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজ করিয়া যাইতে বলেন।

সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী আগামী ৩০শে আগষ্ট সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পতাকাদিবস পালন করিতে বলিয়াছেন।

যুত বিপিন গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার

গত ২২শে আগষ্ট শনিবার সকালে ১৫ নং শাখারী টোলা লেনস্থ বাসভবন হইতে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ৫৪ ধারা অনুসারে ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্যতম কাউন্সিলার শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয় সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পরে তাঁহাকে ইলিসিয়ান রোডে অবস্থিত গোয়েন্দা পুলিসের আড্ডায় লইয়া যাওয়া হয়।

প্রকাশ, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীর সম্পর্কে গত সপ্তাহে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় সভাপতিত্ব করার জন্যই শ্রীযুত গাঙ্গুলী মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিমান আবিষ্কারকের মৃত্যু

প্যারিস হইতে প্রকাশ যে, সর্ব্ব-প্রথম বিমান আবিষ্কারক এম, মরিস ক্লেমেণ্ট বেয়ার্ড আকস্মিক আঘাতে প্রাণ হারাইয়াছেন।

গুলীর আঘাত নিজের হাতেই হইয়াছে। একটা বন্দুক পরীক্ষা করিতে গিয়া হঠাৎ গুলী বাহির হইয়া যায় এবং সেই আঘাতেই বেয়ার্ডের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার জক

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথান্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

ভারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীরামনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

বর্ষবর্ষ ২৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৭, ৮ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৫ আগষ্ট ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার ১৪৮তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৭ সংখ্যার পর)

শ্রীপাদ যদুবরদাস প্রভু আরও বলেন, সদ্‌গুরুর সন্ধান ও কৃপালাভ, সৌভাগ্য এবং কৃষ্ণকৃপা সাপেক্ষ। এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং শুদ্ধভক্তির কথা কিছু আলোচিত হয়।

শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু মনোভিরাম দাসাধিকারী মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া গত ৩০শে শ্রাবণ শনিবার পাটুলী নামক এক গ্রামে ত্রিপুরা মহারাজার নায়েব শ্রীযুক্ত লোকনাথ দে মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসযাত্রার পূর্ব্বদিনে সকলের প্রতি কৃষ্ণভজনের উপদেশ ও প্রার্থনা পাঠ করেন। পাঠকীর্ত্তনান্তে সমবেত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। নায়েব মহাশয়ের ভক্তিমতী পত্নীর সেবোৎসাহ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি শ্রদ্ধা বিশেষ প্রশংসনীয়।

পরদিন রবিবার সন্ধ্যায় লক্ষণপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের বাড়ীতে পাঠকীর্ত্তন হয়। কপিলের ভাবে মহাপ্রভুর জননীর প্রতি জীবতত্ত্ব ও কর্ত্তব্য উপদেশ আলোচিত হয়। পাঠান্তে স্থানীয় অনেক কবিরাজ মহোদয়ের প্রশ্নোত্তরে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল জীবতত্ত্ব, তাহার মায়াবদ্ধতা ও উদ্ধারের বিষয় আলোচিত হয়। শ্রীউদ্ধারণ-দাসপ্রমুখ সেই অঞ্চলের শুদ্ধভক্তবৃন্দ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে প্রত্যহ শ্রীহরিকথা আলাপ ও সন্ধ্যাপরিকের পর রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ সংকীর্ত্তনাদি হইতেছে, অনেকেই পাঠ কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া মুখাচার্য্যের অমন্দোদয় দয়া কথা উপলব্ধি করিতেছেন।

গত ১৬ই আগষ্ট রবিবার তারিখে কটকবাসী বহু সজ্জন ও মহিলাবর্গ শ্রবণপিপাসু হইয়া শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন; শ্রেয়ঃকার্য্যে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও ভজনোৎসাহী জনগণ তাহাতে পশ্চাৎপদ হন না। ভক্তগণের বিচার এই যে—"মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে, কৃষ্ণকথা-আলাপ শূন্য দিনই দুর্দ্দিন।" সেদিন কটকবাসী ভক্তগণ ও এই আদর্শ দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর প্রভু অপরাহ্ণে এক ঘণ্টার অধিক কাল গবেষণাপূর্ণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের মর্ম্ম এই যে—পরমহংস বৈষ্ণবগণ দৈন্যপূর্ব্বক গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীর বেষে অবস্থান করিলেও তাঁহারা গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী নহেন—তাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত পুরুষ। আমরা আমাদের মত অযোগ্য ব্যক্তি যোগ্যতা অর্জ্জনের নিমিত্ত শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে যে কোন আশ্রমে থাকিতে পারি কিন্তু তাই বলিয়া আমরাও তাঁহাদের মত আশ্রমাতীত বৈষ্ণব, এইপ্রকার অভিমান যেন না করি; কারণ, তাহা হইলেই আমরা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিব। অকপটদর্শনে বৈষ্ণবকে দেখা যায় না, তবে আমরা প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নের সহিত যতই তাঁহাদের সেবা করিব, ততই তাঁহাদের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর খোলকরতাল সংযোগে কিছুক্ষণ গৌরবিহিত কীর্ত্তন এবং শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গৃহত্যাগ-লীলাভিনয়ের কথা এবং কেহ নিষ্কপটে হরিভজনের জন্য পিতা মাতা ত্যাগ করিলে তাহা নিষ্ঠুরতা, পিতৃমাতৃদ্রোহিতা বা কোন প্রকার অন্যায় আচরণ নহে ইহাই বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল।

গত ১৭ই আগষ্ট শনিবার (১৯৩১) তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব ও পারমার্থিক প্রদর্শনী সম্বন্ধে 'দৈনিক লিবার্টি' পত্রিকা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

GAUDIYA MATH
ANNUAL EXHIBITION

On the occasion of the Annual Celebrations of the Calcutta Gaudiya Math (from the 23rd August to the 26th September, 1931) a unique exhibition is being organised on a very grand scale in the extensive Corporation lawn on Baghbazar Street near the Gaudiya Math Temple. Such an Exhibition was also held last year and it was so successful and attractive that it drew about a lac of people. To avoid rush and for the facility of the public the Corporation of Calcutta has permitted the authorities of the Gaudiya Math to hold the Exhibition on a bigger scale this year on the piece of Corporation land known as the Baghbazar Metal Depot. The Exhibition will be opened on the 6th September next and will last till 23rd of September.

Corrugated iron fencing and stalls are being erected and beautiful gates are being constructed for the Exhibition. The Exhibition will be a pictorial demonstration of the abstruse principles and methods of religion and the different stages and conditions of its practice in social and individual life. There will be a very educative arrangement for a comparative study of religion, the stages of development of theism, pitfalls and safeguards of a religious life and satisfactory solution of problems of life and such other encyclopedic informations.

The Exhibition will also contain a Museum of various religious antiquities, articles of interest, collection of rare literature and manuscripts, pictures etc.

The exhibition will remain open to the public daily from 7 30 a. m. to 9 p. m. No entrance fee will be charged.

ধাম-প্রসঙ্গ

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে কুলিয়া নামে এক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বর্ত্তমান আছে। যে কুলিয়ার বিষয় আমরা আলোচনা করিতেছি সে কুলিয়া জগতের মধ্যে একটী অতুল্য স্থান বিশেষ। কেন না, ইতিহাস সেই কুলিয়াকে বিশেষ সম্মান করিয়া উক্তি করিয়াছেন। সেই কুলিয়ার নাম শ্রীপাট কুলিয়া। সেইখানে কলিপাবনাবতার শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ প্রভু সাত দিবস অবস্থিতি করিয়া চাপাল গোপাল নামক মহা-অপরাধদণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপবাসী একজন অধ্যাপককে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেইখানে মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালনিবাসী দেবানন্দ-নামক একটী ভাগবতবেত্তা পণ্ডিতের ভক্তাপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক পবিত্র করিয়াছিলেন। সেইখানে কৃষ্ণানন্দ নামক তন্ত্রবিৎ কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহা-রোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এবম্ভূত তীর্থাবতংস কুলিয়ানগর কোথায় স্থির করিতে গেলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের বিরচিত গ্রন্থালোচনা ব্যতীত অন্য উপায় কি থাকিতে পারে? কুমারহট্ট হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে কয়েক বৎসর হইল কুলিয়াপাটের মেলা বলিয়া একটী মেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর পৌষমাসে সেই মেলায় কলিকাতা ইত্যাদি নগর হইতে বহুজন গিয়া থাকেন। এই গতিকে সামান্য সামান্য লোকের নিকটে কুলিয়ার নাম উচ্চারণ করিলে ঐ গ্রামকে কুলিয়া বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অপরাধভঞ্জনের পাট বা দেবানন্দের পাট বলিয়া যে কুলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতসারকাব্যে এবং প্রেমদাস দাস বাবাজীকৃত চন্দ্রোদয় ভাষানুবাদে উল্লিখিত আছে, সে কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপ ষোলক্রোশ পরিধির মধ্যে অবশ্য বর্ত্তমান থাকিবে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই :—

কুলিয়া নগর আইলেন ন্যাসীমণি।
সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনিমাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥
বাচস্পতির গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটী কোটী গুণে সকল বাড়িল॥
[illegible]।

* * * *

কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হৈল॥

নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে নৃত্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৭ সংখ্যার পর)

এই ভোগের সময় লোকের ভিড় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়াতে পরিশ্রান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু একটী উপবনে প্রবেশ করিয়া পুষ্পবাটিকার বারান্দায় গিয়া পড়িলেন। পবনদেব জগৎপতির নর্ত্তনকীর্ত্তনাদিজনিত শ্রম দূর করিবার মানসে শীতল, সুগন্ধযুক্ত মলয়দ্বারা মৃদু মৃদু ব্যজন করিতে লাগিলেন।

গৌরভক্তগণও উপবনের বৃক্ষশ্রেণীর নিম্নে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন এমত সময়ে সার্ব্বভৌমের কৃপাদেশে রাজা প্রতাপরুদ্র রাজবেশ উন্মোচন করিয়া বৈষ্ণবোচিত বেশ গ্রহণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। সমুদয় ভক্তবৃন্দের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আর্ত্তিসহকারে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মযুগল অতি নৈপুণ্যপূর্ণ হস্তে সম্বাহন করিয়া দিতে লাগিলেন ও রাসলীলার স্তব পাঠ করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণলীলার শ্লোকাবৃত্তি শ্রবণে প্রেম-বিহ্বল অন্তরে মহাভাগ্যবান্ প্রতাপরুদ্রকে প্রেমালিঙ্গন প্রদানে কৃতকৃতার্থ করিলেন। মহাপ্রভু রাজাকে বলিলেন—তুমি কে আমার পরম হিতৈষী? হঠাৎ আমাকে মাধুর্য্যপ্রবাহিনী কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইলে! রাজা বলিলেন "প্রভু, আমি আপনার দাসানুদাস। কৃপা করিয়া আপনার ভৃত্যানুভৃত্য করুন।" ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী ভগবান্‌ও রাজাকে কৃপাপূর্ব্বক নিজ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। রাজা কৃতকৃতার্থম্মন্য হইয়া পরমানন্দচিত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদযুগলে দণ্ডবৎ করিয়া যোড়হস্তে সকল ভক্তবর্গের চরণবন্দনা পূর্ব্বক ভক্তগণ সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যাহ্নকৃত্যের জন্য প্রসাদ প্রেরণ ব্যবস্থায় চলিলেন। পরে সার্ব্বভৌম, বাণীনাথ ও রামানন্দের দ্বারা বলগণ্ডি ভোগের উত্তম উত্তম প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বগণসহিত প্রসাদ সেবা করিয়া, যে প্রসাদ বেশী হইল, তাহা সহস্র সহস্র দুঃখী দরিদ্রকে দিলেন। প্রসাদ সেবনকারী সুখী দুঃখী আতুরগণও শ্রীগৌরহরির আজ্ঞায় উচ্চকণ্ঠে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে আবার আর এক নূতন লীলা উপস্থিত; বহুচেষ্টায়ও 'গৌড়'গণ জগন্নাথদেবের রথ চালাইতে পারিতেছেন না। রাজা পাত্রমিত্রগণসহ তথায় উপস্থিত হইয়া মহাবলশালী মল্লগণকে রথ আকর্ষণে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু নিষ্ফল হইল, তখন মদমত্ত হস্তীদিগকে রথ টানিতে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু রথ একপদও নড়ে না, অচল অটল হইয়া রহিয়াছে। এসংবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজগণ সহিত সেখানে আসিয়া দেখিলেন যে মত্তহস্তিসকল ক্রমাগত অঙ্কুশের আঘাতে ভীষণ চীৎকার করিতেছে। রথ কিছুতেই চলে না, অসংখ্য লোক হাহাকার ধ্বনি করিতেছেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর মত্তকারী সমূহকে সরাইয়া নিয়া [illegible] রথের রজ্জু ধরিতে আদেশ করিয়া [illegible] নিজে শ্রীমস্তক দ্বারা [illegible] বেগে গুণ্ডিচাভিমুখে চলিল [illegible] কাছি অর্থাৎ রথ টানিবার দড়িতে কেবলমাত্র হস্ত স্পর্শ করিয়া আছেন রথ নিজে নিজেই হড় হড় শব্দে ধাবিত হইয়াছে। এই অদ্ভুত লীলাদর্শনে ভক্তগণ অসংখ্য কণ্ঠে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীরথ নিজে নিজেই নিমেষকাল মধ্যে গুণ্ডিচা বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অমানুষী লীলা দর্শনে পরমাশ্চর্য্যান্বিত লোকসকল হর্ষপ্লুত কণ্ঠে 'জয় শচীনন্দন কি জয়' 'জয় জয় জগন্নাথ জীকি জয়' ধ্বনিতে শ্রীসুন্দরাচলের পুষ্পারণ্যসকল বিকম্পিক ও দিঙ্মণ্ডল বস্তুত করিয়া তুলিলেন। আমরাও শ্রীপাদ স্বরূপ রূপানুগবর কৃষ্ণচৈতন্য-নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশীর্ষে সম্বর্দ্ধিত হইয়া বলিতেছি—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ॥
কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব কি কীর্ত্তন।
এই মতে অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ॥
সংসার উদ্ধারে সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোর কিরূপে খণ্ডয় মোর পাপ॥
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ॥
পূর্ব্বে তাঁর যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকলে ঘুমিয়া প্রভু করিয়া প্রসাদ॥
কুলিয়া গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য॥

ঐ গ্রন্থে অন্য স্থলে নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে থাকার সময় এইরূপ বর্ণন আছে,—

খালাছড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার প্রভু যায়েন কুলিয়া॥

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

শ্রীযুক্ত মণিনাথ বসু নামক জনৈক ভদ্রলোক কার্য্যোপলক্ষে কিছুদিন কটকে বাস করিতেছেন। তিনি গত ১ই আগষ্ট তারিখে অপরাহ্ণকালে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আসিয়া বলিলেন,—"আমি কলিকাতায় থাকাকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য যাতায়াত করিয়াছিলাম এবং কার্য্যোপলক্ষে যখন পুরীতে গিয়াছিলাম, তখন শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের প্রচারকগণের শ্রীমুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্যও হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই সুকৃতিফলেই আমার ইচ্ছা হয় যে, কোন সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু আমার অগ্রজ সে বিষয়ে বিঘ্ন করিতেছেন ও নানাপ্রকারে ভয় দেখাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন, 'তুমি আমার গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন কর। তিনি তোমাকে কৃপা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং তুমি তাঁহার চরণাশ্রয় না করায় তিনি বিশেষ দুঃখিত আছেন; অতএব যদি তুমি তাঁহার আশ্রয় না লইয়া অন্যত্র যাও তবে তাঁহার কোপে পড়িয়া তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।' এক্ষণে আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে,—আমি যদি আমার অগ্রজের অনুরোধে যোগপথ অবলম্বন করি, তবে কি আমার নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে? আর ২য় প্রশ্ন এই যে, যদি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করি, তবে তাঁহার মনে দুঃখ দেওয়ায় এবং তাঁহার গুরুর কোপে পড়িয়া আমার কি কোন ক্ষতি হইবে?'

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপপুরী মহারাজ তদুত্তরে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে—এসম্বন্ধে আমি আপনাকে নিজের বুদ্ধি দ্বারা বিচারের কথা কিছুই বলিব না এবং ঐরূপ মনোধর্ম্মের কল্পিত কথা কেহ যদি বলেন, তাহাও আপনাকে বিশ্বাস করিতে বলি না। কারণ ঐ প্রকার কথা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবাদি দোষদুষ্ট।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং জীবের নিত্যমঙ্গলের কথা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। সেই নিরস্ত-কুহক সত্য কথাটী শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে এবং উক্ত বাণী শ্রৌতপন্থায় অপরিবর্ত্তিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তি লইয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন করিলে তাহা শ্রবণের সৌভাগ্য ঘটে। সাধুগণ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রৌতবাণীই কীর্ত্তন করেন, সুতরাং সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য অভিন্ন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথা ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যবিষয়-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৷

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষ্য বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। অপার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি দ্বারে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইট্‌স্ ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার- গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৮৩.২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কিশোরগঞ্জে সন্তরণ প্রতিযোগিতা

তরুণ ছাত্রদিগের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব

গত ১৯শে আগষ্ট অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কিশোরগঞ্জে, নরসিন্দু নদীতে একটি সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। এক মাইল প্রতিযোগিতা সকলের পক্ষে উন্মুক্ত ছিল। ইহাতে ২৩ জন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কলিকাতার কেন্দ্রীয় সন্তরণ সমিতির সদস্য শ্রীযুত মতিলাল রায় প্রথম হন ও কুটশিরদীর শোন সামেদ নামক এক তরুণ যুবক দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অর্দ্ধ মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় মাত্র ছাত্রদিগকে অবতীর্ণ হইতে অনুমতি দেওয়া হয়। উহাতে ৩৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে তাস-জাদা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান নিখিল মজুমদার ও কিশোরগঞ্জ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র সেখ বাহিমদ্দি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। দর্শনার্থে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

জল্লাদের হস্তে চীনা

ওয়েলিংটন (নিউজিল্যাণ্ড) হইতে প্রকাশ যে, ছয় জন চীনা একজন ফরাসী প্লান্টারকে হত্যা করিবার অপরাধে ফরাসী আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে উহাদিগকে সর্ব্বসমক্ষে হত্যা করিবার হুকুম হইয়াছে। এই নৃশংস আদেশ হেতু ভিলাবদিরের প্রবাসী ইংরাজ বড়ই উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন।

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ ১৪ জন চীনা হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে চারিজনের যাবজ্জীবন এবং চারিজনের সাত হইতে বারো বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাসের আদেশ হয়। বাকী ছয় জনকে ফরাসী হাসপাতালের সম্মুখে একজন জাপানী জল্লাদ কর্ত্তৃক কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। এই ঘটনাস্থলে কতক-গুলি স্ত্রীলোক ও কতকগুলি বালক উপস্থিত ছিল। তাহারা একবাক্যে বলিয়াছে "এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমরা কখনও দেখি নাই।"

শুনা যাইতেছে তত্রত্য অস্থায়ী বৃটিশ রেসিডেণ্ট বৃটিশ ও ফরাসীর করেন আফিসে প্রতিবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

ডাকসুঠের চেষ্টায় গ্রেপ্তার

নারায়ণপুরে যে ডাকসুঠের চেষ্টা হইয়াছিল তৎসম্পর্কে ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত বারেরকাঠী নিবাসী ষষ্ঠীজনাথ দাসকে গ্রেপ্তার করিয়া গত ১৯শে আগষ্ট বরিশালে আনা হইয়াছে এবং ২০শে আগষ্ট তাঁহাকে আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি হাজতবাসের আদেশ হইয়াছে।

নিহত দারোগার স্ত্রী ও কন্যাকে সাহায্যের ব্যবস্থা

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন ২৯শে জুন তারিখে বোমা বিস্ফোরণের ফলে নিহত পুলিসের দারোগা শ্রীযুত রামনারায়ণ সিংএর পত্নী মুসম্মত জানকী দেবী ওরফে সাবিত্রী দেবীকে তাঁহার মৃত্যু বা পুনর্ব্বার বিবাহ পর্য্যন্ত মাসিক ৪০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করা হইবে। নিহত দারোগার কন্যা মায়াদেবীকেও বিবাহ বা বিবাহের পূর্ব্বে মৃত্যু পর্য্যন্ত মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য করা স্থির হইয়াছে। মায়াদেবী বিবাহ-যোগ্যা হইলে এক হাজার টাকা দিয়া সাহায্য করিবার কথাও গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিবেন।

খাদ্যদ্রব্যে ধুতুরা দিয়া

রামনন্দন তেওয়ারী নামক জনৈক পশ্চিম দেশীয় লোক ভোজ্যের সহিত কোনও বস্তুর কতিপয় বীজ সিদ্ধ করিয়া খাওয়াছিল তাহার ঝড়িয়া কাহারীন ও তাহার স্বামী রামকিষণ অজ্ঞান হইয়া সংবাদ পাইয়া পুলিস আসিয়া ঝড়িয়া রামকিষণকে হাসপাতালে প্রেরণ করে ডাক্তার তাহাদের অন্ত তাহাদের পেটের ম ধ্য হইতে ধুতুরা মিশ্রিত এট্রোপিন বিষ আবিষ্কার করেন। রামনন্দন তেওয়ারীকে পুলিস তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

গত ১৯শে আগষ্ট কোড়াবাগীন আদালতে অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর এম, এফ, করিমের এজলাসে মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছিল। বিচারক আসামীকে তিন শত টাকার জামীনে মুক্তি দিয়াছেন। মামলা স্থগিত আছে।

কাঁথি বিচ্ছেদ বিরোধী কমিটীর অধিবেশন

গত ১৯শে আগষ্ট কাঁথি বিচ্ছেদ বিরোধী কমিটীর এক অধিবেশনে শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ মাইতি সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সম্পাদককে অর্থ সংগ্রহ ও ভারতের রাজপ্রতিনিধি, বাঙ্গালার লাট ও উড়িষ্যা সীমা-নির্দ্ধারণ কমিটীর সভাপতির নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

পিকেটিংয়ে ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত

কুম্ভব হইতে প্রকাশ যে, সাতজন কংগ্রেসকর্ম্মী তাড়ির দোকানে পিকেটিং করিতেছিল। তন্মধ্যে ছয়জনের বিরুদ্ধে সহর অজ্ঞাল আইনানুসারে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। তাহাদের প্রত্যেককে ২০৲ জরিমানা এবং অনাদায়ে তাহাদিগকে ১৪ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ১ জনকে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামীগণ একটি 'ছোকরার' নিকট হইতে একটি আরকপূর্ণ বোতল কাড়িয়া লইয়া তাহাকে মারধোর করে।

জেল বয়ন-শিক্ষকের গৃহ তল্লাস

পঞ্চমারকোটা সেণ্ট্রাল জেলের বয়ন-শিক্ষক মিষ্টার আন্দ্রোসের বাটীতে পুলিস খানাতল্লাস করিয়া কোন দ্রব্যাদি হস্তগত করে নাই বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

রাজপ্রতিনিধির নিকট গান্ধীজীর তার

সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯শে আগষ্ট দ্বিপ্রহরে গান্ধীজী রাজপ্রতিনিধির নিকট এক জরুরী তার প্রেরণ করিয়াছেন তারের মর্ম্ম এবং কি কারণে তিনি অকস্মাৎ রাজপ্রতিনিধির নিকট তার প্রেরণ করিলেন সে বিষয় যত্নের সহিত গোপন রাখা হইয়াছে। তিনি স্বীয় অবস্থা বিবৃত করিতে পুনরায় যদি সিমলা যাত্রা করেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এই সমস্ত কারণে আশার সঞ্চার হইয়াছে।

এলাহাবাদে জনসভায় জহরলালজীর বক্তৃতা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত টি, এ, কে শেরওয়ানির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধে বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেস নীতির যুক্তিযুক্ততা, বিশেষতঃ যুক্তপ্রদেশের সরকার কর্ত্তৃক দিল্লী চুক্তি অবহেলার বিষয় আলোচনা করেন।

ডাক্তার সৈয়দ মামুদ এবং শ্রীযুত শেরওয়ানিও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

প্রহার ও ছুরিকাঘাতের জের

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, ২০শে আগষ্ট আদালতে শ্রীযুত হেমন্তকুমার আইচকে প্রহার ও ছুরিকাঘাত সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩০৭ ধারানুযায়ী চৈতন্য-বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুত সুশীলকুমার সেনগুপ্ত ও বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের শ্রীযুত পান্নালাল গুপ্তকে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীহট্টে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

শ্রীহট্ট জিলা কংগ্রেস কমিটী ১৯শে আগষ্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৫ ঘটিকায় নিজ কার্য্যালয়ে নূতন জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করিয়াছেন। ঐ সময়ে কার্য্যালয়ের সম্মুখে বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিল। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী একটি সুন্দর বক্তৃতায় জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন।

প্রবীণ উকীলের মৃত্যু

মশোহরের প্রবীণ উকীল শ্রীযুত অম্বিকাচরণ বসু গত ১৯শে আগষ্ট রাত্রিতে ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থে মুন্সিফী হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক এবং মিউনিসিপ্যাল টিউবওয়েল বন্ধ হইয়া যায়। ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালতও প্রায় ঘণ্টার সময় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উকীল সমিতির এক সভায় তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কংগ্রেস সভায় হট্টগোল

কানপুর হইতে প্রকাশ যে, বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ ও হিংসামূলক কার্য্যের নিন্দা করিবার জন্য কংগ্রেসের উদ্যোগে ২০শে আগষ্ট সন্ধ্যাকালে এক জনসভায় বক্তারা বক্তৃতা করিতে উঠিলে "ধিক" ও "দেশ-দ্রোহী" শব্দ উত্থিত হয়। যাঁহারা উক্ত নিন্দাসূচক প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে উঠেন, তাঁহারা বক্তৃতা করিতে যাইলে কংগ্রেসের লোকরাও ঐরূপ শব্দ করিয়া তাহাদিগকে বাধা দেন। ফলে, সভায় একটা হট্টগোল উপস্থিত হইয়া গুরুতর গোলযোগে পরিণত হইবারও আশঙ্কা ঘটে। যাহা হউক, শেষে অনেক রাত্রিতে অধিক সংখ্যক ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়

টেলি – "শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৯ তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৩৮, ২৬শে আগষ্ট ১৯৩১

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৩শে আগষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরূপশিক্ষা হইতে "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥"—এই দুই ছত্র ব্যাখ্যা করেন।

বক্তা বলেন,—মায়ামুগ্ধ জীব কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাবশে অনাদিকাল ধরিয়া জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছে। কৃষ্ণের ভোক্তৃত্ব বিচার পরিহার করিয়া স্বয়ং ভোগবাঞ্ছা পূর্ব্বক নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করাই মায়াবদ্ধ জীবের নিসর্গ।

বদ্ধ জীবগণ এইরূপে ৮৪ লক্ষ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতাবীজ লাভ করেন।

এস্থলে 'কোন ভাগ্যবান্' বিষয় বিচার করা আবশ্যক। এরূপ ভাগ্যবান্ কে? যিনি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন,—যাঁহার কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী অন্যাভিলাষী প্রভৃতির অসৎসঙ্গ ত্যাগ হইয়াছে, তিনিই ঐ কৃপালাভে সমর্থ। অসৎসঙ্গ ও করিব, হরিভজনও করিব, এ বুদ্ধি লইয়া গুরুকৃষ্ণে শরণাগতের অভিনয় করিলে ভক্তিলতাবীজ লাভ হয় না।

গুরুর প্রসাদেই কৃষ্ণের প্রসাদ লভ্য হয়। গুরুদেব যদি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তবে কৃষ্ণকৃপা সুলভ হয় না অথবা কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি কখনই কৃপা করেন না। "গুরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।"

সুতরাং গুরুদেবের প্রসাদ কিরূপে লাভ করা যায়, তাহা স্বামীজী শাস্ত্রযুক্তি-মূলে বর্ণন করেন। তিনি বলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

এই নরতনুই ভজনের মূল। ইহা ভবাব্ধি তরণের সুষ্ঠু নৌকা, কিন্তু শুধু নৌকা হইলেই সমুদ্র পার হওয়া যায় না। উপযুক্ত কর্ণধার আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবই তাহার কর্ণধার। সুতরাং, তাঁহার নিকট এ দেহকে সমর্পণ করিতে হইবে। যদি আমরা বলি যে আমাদের এ দেহ গুরু-দেবকে না দিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির নিকট রাখিব, তবে গুরুদেবের নিকট তাহা সমর্পিত হইল না। সুতরাং ভবসমুদ্র পার হওয়ারও উপায় হইল না।

গুরুদেবের নিকট নিষ্কপটে শরণাগত হইলে ভগবৎকৃপা অনুকূল বাতাসের ন্যায় আসিয়া যায়। যিনি এইরূপে শরণাগত না হন, তিনিই আত্মঘাতী।

শ্রীভগবানের ভক্তনৈবেদ্য গ্রহণ

প্রত্যক্ষদর্শী নাস্তিকগণ অর্চ্চাবিগ্রহে কাষ্ঠপ্রস্তরাদি বুদ্ধি করিয়া বলেন যে, শ্রীবিগ্রহ ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্যাদি কিছুই খান না। কারণ যে পরিমাণ নৈবেদ্যাদি প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা সমস্তই ত ফেরৎ আসিল, তবে খাইলেন কি?

যাঁহারা শ্রীবিগ্রহে কাষ্ঠপ্রস্তরাদি বুদ্ধি করেন শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে নারকী বলে। সেইরূপ অপরাধিগণের আত্মার দিব্যচক্ষু অতলজনতিমিরাবরণে আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া শ্রীবিগ্রহের রূপ লীলা দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে না।

ভক্তগণ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচনে শ্রীভগবানের রূপ লীলাদি দর্শন করেন এবং স্বরূপ ও বিগ্রহে কোন ভেদ-বুদ্ধি করেন না।

সেইরূপ প্রেমভক্তগণ শ্রীবিগ্রহকে যে নৈবেদ্যাদি অর্পণ করেন তাহা সমস্তই শ্রীবিগ্রহ প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করেন এবং ঐরূপ ভক্তগণও সেই ভোজন লীলা দর্শন করেন।

শ্রীভগবান্ বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তদত্ত দ্রব্যাদি সমস্তই গ্রহণ করিলেও তাঁহার হস্তস্পর্শে পুনরায় পাত্রগুলি ভগবদনুগ্রহ বা মহাপ্রসাদ দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। অধোক্ষজ ভগবানের এই লীলাটী ভক্তগণ প্রেমনেত্রে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৪র্থ পরি-চ্ছেদে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর উপাখ্যানটী আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে, পুরী গোস্বামীর সমর্পিত অন্নকূট ও অনেক ঘট সুবাসিত জল শ্রীগোপালদেব সমস্তই ভোজন করিলেন। আবার শ্রীবিগ্রহের হস্তস্পর্শে পাত্রগুলি পরিপূর্ণ হইল। ইহা কেবল মাধবেন্দ্রপুরীই দর্শন করিলেন।

হেন মতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরী গোসাঞী গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল।
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল ॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞী।
তাঁর ঠাঁই গোপালের লুকান কিছু নাই।

মায়া

দয়া ক'রে যদি, দিয়েছ হে দেব!
শমন-বন্ধন শিথিল করি।'
তবু কেন হায়, ব্যাকুল হিয়ায়,—
খুঁজিয়া ফিরিছে বন্ধ-দড়ি ॥

এই ধরণীর, রূপ, রস, নীড়,
বারে বারে কত ভুলালো স্নেহে।
মায়াবীর দল, হাসি খল খল,
আবার ডাকিছে মায়িক গেহে ॥

মনে মায়াবীজ, বপন করিছে,
আবার মোহিনী কুহক বালা।
ভুলা'লে ভুলা'লো, পরাণ মোহিল,
ফুল-মেলা ঐ অহির মালা ॥

বিঘ্ন বিনাশন, ওহে মহাজন,
বক্ষা কর আজি ঝটিকা-ঘোরে,
তুমি বিনে আর শক্তি আছে ক'ার?
বিপদের রা'তে রাখিতে মোরে।

কৃপা-পদাঘাতে, কঠিন আঘাতে,
ছিন্ন করহে শতেক মায়া।
পতিত তারণ! ধন্য তবনাম,
দাও হে তোমায় চরণ ছায়া ॥

নীলাম ইস্তাহার

নোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম শ্রেণীর আনা-১৬

নীলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২১

(১)

৭১ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ৬০৬/৯

ডিঃ শ্রীমুক্ত দাস মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ বেনো টী সেস দি, সাং নূতন মৌজা

৯৯৯ নং বাটী, ৩ খানা কোঠা, গোয়াল ইত্যাদি

নোকাম

৩৯৯ খতিয়ানে ২১-১৬ একর জমির বাগান জমা ৮০ আকর আওলাত মূল্য ২১০৲

(২)

২৬৬ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ২০৯

ডিঃ মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী

দেঃ ধর্ম্মদাস পোদ্দার সাং পাকেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীনাথপুর

নবদ্বীপ থানার অধীন পাকেরডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার ৩৮৮ নং খতিয়ানে ১ শতক জমির জমা ।৵০ মূল্য

(৩)

১৯১০ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ২৬১৯

কোং পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার মৌজে মাকালকোল গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৯৯ খতিয়ানে ৩. ৮ একর জমির মূল্য আঃ ১২৲

(৪)

১৩০ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ১৭৮৵৩

ডিঃ শরৎ কুমারী দাসী

দেঃ ক্ষুদিরাম দত্তপুরী দিং সাং নলদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার ৯৯ নং নলদহ মৌজার ৪৪৮ নং খতিয়ানে ১-৩০ শতক জমির জমা ২৸৩ মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

১৩০৪ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ১৭৮৵৩

ডিঃ লক্ষ্মিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

দেঃ রামকৃষ্ণ ধরোয়ানিয়া সাং মাটীয়ারী পোঃ কাশীগঞ্জ

কাশীগঞ্জ থানার মাটীয়ারী বসতপুর প্রভৃতি মৌজার ১০ অংশ নারেব নাজীর কালেক্টরীতে ৩৩৯৷৷ নং তৌজি অন্তর্ভুক্ত আছে। ইহার রাজস্ব ৩২১৷৷৩৷৷ টাকা। উক্ত ১০ অংশের মধ্যে মোট ৫৯৷৷১৬ আনা অংশ মূল্য আঃ ১৯০৲

(৬)

১৩০৫ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ১৭৮৵৩

ডিঃ লক্ষ্মিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

দেঃ রামকৃষ্ণ ধরোয়ানিয়া সাং মাটীয়ারী পোঃ কাশীগঞ্জ

কাশীগঞ্জ থানার মাটীয়ারী বসতপুর প্রভৃতি মৌজার ১০ অংশ নারেব নাজীর কালেক্টরীতে ৩৩৯৷৷ নং তৌজি অন্তর্ভুক্ত আছে। ইহার রাজস্ব ৩২১৷৷৩৷৷ টাকা। উক্ত ১০ অংশের মধ্যে মোট ৫৯৷৷১৬ আনা অংশ মূল্য আঃ ১৯০৲

(৭)

১৩০৬ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ১৭৮৵৩

ডিঃ লক্ষ্মিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

দেঃ রামকৃষ্ণ ধরোয়ানিয়া সাং মাটীয়ারী পোঃ কাশীগঞ্জ

কাশীগঞ্জ থানার মাটীয়ারী বসতপুর প্রভৃতি মৌজার ১০ অংশ নারেব নাজীর কালেক্টরীতে ৩৩৯৷৷ নং তৌজি অন্তর্ভুক্ত আছে। ইহার রাজস্ব ৩২১৷৷৩৷৷ টাকা। উক্ত ১০ অংশের মধ্যে মোট ৫৯৷৷১৬ আনা অংশ মূল্য আঃ ১৯০৲

(৮)

২১৬০ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ৬১৷৩

ডিঃ রাধামোহন সাহা দিং

দেঃ কেশব ঘোষ দি, সাং ৪১ নং পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় ৬ খানি। মধ্যে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১২ নং খতিয়ানে ১৩-৬১ একর জমির ৫৩৷ ২৸৩ মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

২১৬৪ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ১৭৮৵৩

ডিঃ লক্ষ্মিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

দেঃ রামকৃষ্ণ ধরোয়ানিয়া সাং মাটীয়ারী পোঃ কাশীগঞ্জ

কাশীগঞ্জ থানার মাটীয়ারী বসতপুর প্রভৃতি মৌজার ১০ অংশ নারেব নাজীর কালেক্টরীতে ৩৩৯৷৷ নং তৌজি অন্তর্ভুক্ত আছে। ইহার রাজস্ব ৩২১৷৷৩৷৷ টাকা। উক্ত ১০ অংশের মধ্যে মোট ৫৯৷৷১৬ আনা অংশ মূল্য আঃ ১৯০৲

(১০)

২৩০৭ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ১২১৷৷ ৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালে চৌধুরী

দেঃ মহাজন নওদা দিং সাং ছয় ঘরিয়া পোঃ দামুরহুদা

দামুরহুদা থানার মৌজে ছয় ঘরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তা সেঃ ২২—৮৮১ নং খতিয়ানে ৮৬ ৩১ জমির জমা ২৮৫৲ মূল্য আঃ ২০০৲

(১১)

২৩১৮ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ১২৮৷৩৷

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী

দেঃ জগদুর্গাদাসী দিং সাং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার ৯৯ নং কৃষ্ণনগর মৌঃ ৫৯৮ নং খতিয়ানে ১-৪ একর জমির জমা ৩৮৲ মূল্য আঃ ২৫৲

(১২)

২৩৪২ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ১৩৷৵৩

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ পদ্মলুনানী সাং বসতপুর পোঃ কাশীগঞ্জ

কাশীগঞ্জ থানায় ৮৭ নং বসতপুর গ্রামে সেঃ ২৪১ ও ১—২ খতিয়ানে ১-১১ একর জমির জমা বিঘা প্রতি ৸ ১০ মূল্য ৩০৲

(১৩)

২৩৫৩ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ৩৩৷৵০

ডিঃ জগদীশচন্দ্র রায় দিং

দেঃ দুর্গাই সেখ দিং সাং ও পোঃ বামুনপুকুর

নবদ্বীপ থানার ৯নং মৌজা বামুনপুকুর গ্রামে ৯১৫ নং খতিয়ানে ১ ৩৬ একর জমির পাকা ডিক্রীদারসেরেস্তার সেরেস্তায় ডিঃ ৸৩ মূল্য আঃ ২০৲

(১৪)

২৩০৪ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ৫৭৷৵১

ডিঃ অতুল কৃষ্ণ দত্তপুরী

দেঃ উমেশচন্দ্র বিশ্বাস সাং বিটকী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার ১৩৯ নং বসতপুর মৌজার ডিক্রীদার সেরেস্তায় যে ৩৭১ নং খতিয়ানের [illegible]

২৪ ১০ দাবী

৫... দাবী

ডিঃ কি সাং ও পোঃ ডিংপুকুর

নবদ্বীপ থানার ১০ নং মৌজা রাজাপুর [illegible] খানার অধীনে সেঃ ১৮৮ নং [illegible] ১৩২ শতক জমি জমা ১৸৩৷৬ মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

২৫২৯ খাং ভাদ্র ৩১ দাবী ২৩৷৬ পাই

ডিঃ ঐ

দেঃ রামকৃষ্ণ পাল, সাং ৭ পোঃ রামনপুকুর

নবদ্বীপ থানার ১০ নং মৌজা রাজাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে সেঃ ১০২ নং খতিয়ানে ৭৫ শতক জমির জমা ৩।০ মূল্য আঃ ১০৲

(১৮)

৩১৬ সেপ্টেম্বর ৩১ দাবী ২৫৭।১০

ডিঃ মনীগোপাল স্বর্ণকার দিং সাং সড়ক

দেঃ মনোমোহন ভট্টাচার্য্য দিং সাং সড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় সাধনপাড়া মৌজে সড়ক গ্রামে বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের পাকা বসত বাড়ীর পাকা প্রাচীরের উত্তর ৩৩৬ নং দাগের উত্তর অংশে আম কাঠালের বাগান ও ৩৩৭—৩৪০ দাগের বাদী ডিক্রিদারের ।০ আনা অংশে চিহ্নিত নিদিষ্ট জমি বাদে ঐ ঐ দাগে অবশিষ্ট সমুদয় নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ৩১২ দাগের দক্ষিণ অংশের ॥০ কাঠা আম বাগান আর আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩০৲। জমির পরিমাণ ২৯ ইঞ্চি ৪৫ গজ রসির মাপে অনুমান ৪॥ বিঘা

(১৯)

৩১৬ সেপ্টেম্বর ৩১ দাবী ৩২৯৷৵৫

ডিঃ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং নূতনপাড়া দেঃ মথুরামোহন বিশ্বাস সাং আসাননাবাদ পোঃ ফাঁসিতলী

১। ৫ সথানী থানায় মৌজে ভীমপুর গ্রামে মোট ৯২।৩ বিঘা ৮ মির ।০ আনা ৮ গ

২। কৃষ্ণনগর থানার পাকাপোলঃ গ্রামে মোট ৯।৷০।৷০ ব্রহ্মত্তর জমি

(২০)

১৪৭৩ সেপ্টেম্বর ৩১ দাবী ৪৩০৷৵৫

ডিঃ খুসি হপ্রসাদ পাল সাং মাটী রী

দেঃ উমারত মণ্ডল সাং ছাতিয়ান পোঃ গা নী

গাংনী থানায় ছাতিয়ান গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৬নং খতিয়ানে ৩৮০ জমীর জমা ১১৸০ মূল্য আঃ ১০০৲

(২১)

১৪১৮ সেপ্টেম্বর ৩১ দাবী ৪১২৷৵১০

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ মুন্সা চৌকীদার সাং ছাতিয়ান পোঃ গা নী

গাংনী থানায় ছাতিয়ান গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৬নং খতিয়ানে ৮-০২ শতক জমীর জমা ১২।০ মূল্য আঃ ১০০৲

(২২)

১৪৭৯ সেপ্টেম্বর ৩১ দাবী ৬০০৷৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ রাখাল হালদার সাং ভোলাডাঙ্গা পোঃ গাংনী

গাংনী থানায় ভোলাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬১নং খতিয়ানে ২-৯২শঃ জমীর জমা ৮৷৵০ মূল্য আঃ ১০০৲

(২৩)

২০৫৭ সেপ্টেম্বর ৩১ দাবী ৩২২৲

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সেন সাং মাটীয়ারী

দেঃ জোব্বার মোল্লা দিং সাং নওদা মঠমুড়া পোঃ গাংনী

গাংনী থানায় মঠমুড়া গ্রামে ২নং খতিয়ানে ২৫।৩০ জমী।

(২৪)

২১৯২ দেংজারী ৩১ দাবী ১৪১৩৷৷/৫

ডিঃ যশোহর লোণ কোম্পানী সাং যশোহর

দেঃ স্নেহপ্রভা দাসী সাং ও পোঃ রাণাঘাট

রাণাঘাট থানায় রাণাঘাট সহরের মধ্যে মিডল রোডস্থিত রাণাঘাট পালচৌধুরী বাবুদের অধীন ২৷৷৶৯ টাকা কায়েমী জমার প্রায় ।৩ কাঠা জমি মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০০৲

(২৫)

২২১৫ দেংজারী ৩১ দাবী ১৫৬২৲

ডিঃ আমিরালী মণ্ডল সাং আন্দিয়া ধীপচন্দ্রপুর

দেঃ পরিষ্কার বিবি দিং সাং পীতাম্বরপুর পোঃ চাপড়া

চাপড়া থানায় ৩১নং মৌজা পীতাম্বরপুর গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ১৪নং খতিয়ানে ৪৩-৯২ জমীর রায়তি স্থিতিবান জমা ৪১৸৶১০, ৯নং খতিয়ানে ২৭-৯৪ একর জমির জমা ৫০৸৶১০, ১২নং খতিয়ানে ৬-৫০ জমির জমা ৮৸৶০ ও ২৬৯ নং খতিয়ানে ৪-১২ একর জমির জমা ১০।৶৫ দেন্দারগণের এক সপ্তাংশ মূল্য আঃ ২০০৲

(২৬)

২৩১০ দেংজারী দাবী ৫৫৩৷৷৶৫

ডিঃ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ নবীগোপাল চক্রবর্ত্তী সাং দেবগ্রাম পোঃ কালীগ্রাম

কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম গ্রামে শ্রীহিরন্ময় সাহার অধীন মোট ৬৷৷ বিঘা জমীর শালিয়ানা জমা ২৮০ মূল্য আঃ ৩৯৲

(২৭)

২৩৪০ দেংজারী ৩১ বাদী ৮৮২৶

ডিঃ কুমারখালী ব্যাঙ্কিং করপোরেসন লিমিটেড সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায় সাং বাদকুল্লা পোঃ ঐ

১। হাঁসখালী থানায় বাদকুল্লা গ্রামে ৩০৪।৪০৫ ও ৪১৯নং খতিয়ানে ৬৷৪৷৷ বিঘা ব্রহ্মোত্তর মূল্য ২৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৫৪৩নং খতিয়ানে ১।২ বিঘা মৌরসী খাস জমির জমা ২।০ মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১৫৷৷০ বার্ষিক কোর্ফা জমার জমির মূল্য আঃ ১০০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১৮৸০ জমার ৪১৯নং খতিয়ানে ২৫৶ বিঘা জমির মূল্য আঃ ১৩০৲

(২৮)

২৪০৩ দেংজারী ৩১ দাবী ১১৮।৶১০

ডিঃ খোদ্দবানু বিবি সাং মুড়াগাছা

দেঃ ছবিহদ্দি মণ্ডল সাং ও পোঃ মুড়াগাছা

চাপড়া থানায় মুড়াগাছা গ্রামে ১৭৩নং খতিয়ানে মোট ২৶ বিঘা জমীর ১৩১৸৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৯)

২৪১৪ দেংজারী ৩১ দাবী ২৬৮৲

ডিঃ নিতাই চাঁদ গড়াই সাং বাঙ্গালঝি

দেঃ ছউছব মোল্লা দিং সাং কালীনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় সোণাতলা গ্রামে নৃসিংহ পালচৌধুরী অধীন সেঃ ৫৮ নং খতিয়ানে ৫-৪৩ জমীর রায়তি মোকররী জমা ১৭৷৷০ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩০)

২৪২৫ দেংজারী ৩১ দাবী ২৩০১।১০

ডিঃ লক্ষ্মীচাদ আগরওয়ালা সাং কুষ্টিয়া

দেঃ জগবন্ধু সাহা সাং হরেকৃষ্ণপুর পোঃ কুষ্টিয়া

১। কুষ্টিয়া থানায় বাহাদুরখালী গ্রামে ৬০২ নং খতিয়ানে ৶৪৷৷ জমীর বার্ষিক জমা ৪০৲ মায় পাকা ইমারত ইত্যাদি মূল্য ৫০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়বাহাদুর অধীন খতিয়ানে -২১ শতক জমীর জমা ৪৫৷৷৶০ মায় পাকা ইমারত ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩১)

২৪৩৮ দেংজারী ৩১ দাবী ৪১০৲১৫

ডিঃ সরোজাক্ষী দেবী সাং ছোটকাঁদরা

দেঃ হরেন্দ্রনাথ সাহা দিং সাং বড়কাঁদরা পোঃ নাকাশীপাড়া

১। নাকাশীপাড়া থানার ১০৭ মৌজা বাটী কাঁদরা গ্রামে বিভূতিভূষণ পালের অধীন ১৩৭ খতিয়ানে ১-০৯ জমীর জমা ৩৷৶০ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৬নং ও ১৫০।২৫৪ খতিয়ানে ২৶০ জমার ৩০ শতক জমীর মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানায় বিলবসু লক্ষীপুর গ্রামে ঐ অধীন খতিয়ানে ২ ০৮ জমীর রায়তী স্থিতিবান জমা ১১৷৷১০ মূল্য আঃ ১০৲

(৩২)

২৪৭২ দেংজারী ৩১ দাবী ৩৭২।৶০

ডিঃ পাঁচুবালা দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ খুতুমণি দাসী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় গোয়াড়ী গোবিন্দসড়ক মৌজে সদ্‌গোপপাড়ায় ৶১।৶০ জমীর জমা ২৶০ দেঃ ৷৷০ অংশ মায় তদুপরিস্থিত বৃক্ষ ও গৃহাদি মূল্য আঃ ১৫০৲

(৩৩)

৪১৯ মনিজারী ৩১ দাবী ১৯৭৶৯

ডিঃ ইজ্জুরান পাঞ্জাবী সাং কৃষ্ণনগর রেলষ্টেশন

দেঃ পূর্ণচন্দ্র লাহা সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণনগর থানায় গোয়াড়ী গ্রামে শ্রীতারকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৩৪২নং খতিয়ানে ২০ শতক জমীর জমা মায় সেস ৭৶০ মূল্য মায় পাকা গৃহাদি আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীনে ৩৪২ নং খতিয়ানে ১ শঃ জমির জমা ৩৸০ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত পাকা দোকান ঘর আঃ ৫০৲

(৩৪)

১৪৫৫ মনিজারী ৩১ দাবী ২৭৶৬

ডিঃ শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারী

দেঃ অশ্বিনীকুমার প্রামাণিক সাং নসীপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বসন্তপুর মৌজার শ্রীরামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধীন ৭নং খতিয়ানে ২-২৮ জমীর জমা ৫৲ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৫)

১৮২২ মনিজারী ৩১ দাবী ৬৫/০

ডিঃ পাচুগোপাল মোদক দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ এইচ, পি, খৃষ্টান ওরফে হেমন্তকুমার মণ্ডল সাং চাঁদসড়ক খৃষ্টানপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় চাঁদসড়ক খৃষ্টানপাড়া ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় ১৪২০নং, ৬৩১৯। ১৫, ও ৬২১৯।১৬নং খতিয়ানে ৩।৩৷৶০ জমির জমা ৩০৲ দেঃ অংশ মূল্য মায় কোঠা ও বৃক্ষাদি আঃ ৬০৲

(৩৬)

২০৫৮ মনিজারী ৩১ দাবী ৭৬৩৸৯

ডিঃ কিশোরীমোহন রক্ষিত সাং ২১০ নং হারিসন রোড কলিকাতা

দেঃ অভয়চরণ দাস সাং নবদ্বীপ তিলিপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

১। নবদ্বীপ থানায় ২০নং নবদ্বীপ মৌজে মহারাজ ক্ষৌনীশচন্দ্র রায় বাহাদুর অধীন ১২৯৯নং খতিয়ানে ।১ জমীর জমা ৸৶ তদুপরিস্থিত পাকা ইমারতাদি সহ মূল্য আঃ ১৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৪১৯১ খতিয়ানে ২৩ শতক জমির মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৭)

২০৯০ মনিজারী ৩১ দাবী ২৩৭৷৷০

ডিঃ ঝিটকীপোতা পশ্চিমপাড়া কোঅপারেটীভ ব্যাঙ্ক সাং ঝিটকীপোতা

দেঃ মোক্তার খাঁ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণনগর থানায় মৌজে দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে আব্দুল মমিন ওস্তাগর দিং অধীন ৪২নং খতিয়ানে ২-৭ জমীর রায়তী মোকররী জমা ৷৷ টাকা দেঃ এক-ষষ্ঠাংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ১৮৩ নং খতিয়ানে ৮০ শতক জমির জমা ঐ অধীনে ১৷৷৶০ দেন্দারের এক তৃতীয়াংশের মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৯২নং খতিয়ানে ১-৮৭ শতক জমির জমা ২৶৪ পাই দেনদারের অংশ ৶৩।—মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৩৬৮নং খতিয়ানে ১-৪৩ একর নিকর জমিতে দেন্দারের ৵৮= অংশ মূল্য আঃ ২৲

৫। ঐ থানায় মৌজা দোগাছিয়া গ্রামে ঐ অধীন ১৮৫নং খতিয়ানে ৭২ শতক জমীর জমা ১৷৷ দেঃ একষষ্ঠাংশ মূল্য ২৲

৬। ঐ থানায় দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ১৮২নং খতিয়ানে ১ ৯৪ শতক জমির জমা ৪।৶৮, দেঃ অংশে ৶৩।— ; মূল্য আঃ ৫৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১৮০নং খতিয়ানে ঐ অধীনে ৬০৮৪ একর জমির জমা ৪৷৷৩ দেন্দারের একষষ্ঠাংশ, মূল্য ২৫৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৯১নং খতিয়ানে ঐ অধনী ১-১৩ একর জমির জমা ১৷৷০ দেন্দারের একষষ্ঠাংশ মূল্য আঃ ৫৲

৯। ঐ থানায় মৌজে জালালপালি গ্রামে ৩১৯নং খতিয়ানে ২-২৫ একর জমির জমা ৪৷৷৶ দেন্দারের এক তৃতীয়াং মূল্য ১০৲

(৩৮)

২৯০০ মনিজারী ৩১ দাবী ৩৫৷৷৶৯

ডিঃ চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ গরবিনী বাগদিনী সাং পাবাদহ পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার ৩০নং সাজাপুর মৌজে শ্রীহিরন্ময় সাহার অধীন ৩৯নং খতিয়ানে ৫৫ শতক জমির জমা ৷৷৶৬ মূল্য ৫৲

(৩৯)

২১২০ মনিজারী ৩১ দাবী ৬৪৷৶

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ উল্কা মণ্ডল দিং সাং চাঁদপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার ৬৯নং মৌজে পাচাচাঁদপুর গ্রামে শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং অধীন ৮০নং খতিয়ানে ৬ ১৮ একর জমীর কন্জাংসের মতে জমা মূল্য ৫০৲

(৪০)

২১৭৬ মনিজারি ৩১ দাবী ৫৪৸৩

ডিঃ সলীতমোহন নায়েক সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ কুমার নাথ মুকুল সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার ২৯নং কৃষ্ণনগর মৌজে শ্রীনিমাইচন্দ্র রায় দিং অধীন ৩৮০০ খতিয়ানের ২-৫০ জমীর জমা ৬৲ মূল্য আঃ ৩০৲

(৪১)

২৩৮০ মনিজারি ৩১ দাবী ১৮৯৫৲৩

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সাং কুষ্টিয়া

দেঃ কুমারিশচন্দ্র বিশ্বাস সাং শিমুরপুর পোঃ কুষ্টিয়া

১। কুষ্টিয়া থানার কমলাপুর গ্রামে বিজয়কান্ত রায়চৌধুরী দিং ২৬৮

খতিয়ানের -৪৬ শতাংশ জমীর স্বত্বস্থিতিবান জমা ১।৩ মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৮৯ নং খতিয়ানে ২১ শঃ জমির জমা ১।৩ মূল্য আঃ ৮৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৯০ নং খতিয়ানে ৪-৯২ একর জমির জমা ১৪৶৪, মূল্য আঃ ১০০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩১০ নং খতিয়ানে ১-৯৪ জমির জমা ৬৸৶১০, মূল্য ৫০৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭৭৪ নং খতিয়ানে -৮৯ জমির জমা ৫৶০, মূল্য আঃ ২৫৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮২২ নং খতিয়ানে ১৯ শতক জমির জমা ১৲৯ টাকা, মূল্য আঃ ৮৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮২৩ নং খতিয়ানে -৩১ শতাংশ জমির জমা ৩৲ টাকা, মূল্য আঃ ১০৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮৫৩ নং খতিয়ানে ৩৸৹ জমার -৭৬ জমির মূল্য আঃ ২৫৲

৯। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৬৫৯ নং খতিয়ানে -৩২ শতাংশ জমির বার্ষিক জমা ২৲ মূল্য আঃ ১০৲

১০। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৪৯২ নং খতিয়ানে -৬০ শঃ জমির জমা ২৸৶১ মূল্য আঃ ২০৲

১১। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৪৯৭ নং খতিয়ানে -১২ শঃ জমির জমা ১৲ মূল্য ৫

১২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৫৫৩ নং খতিয়ানে ৪৩ শতাংশ জমির জমা ২।৶৩, মূল্য আঃ ১৫৲

১৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৫৫৯নং খতিয়ানে -৩০ শঃ জমির জমা ১৸৶৯, মূল্য

১৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৫৭৫নং খতিয়ানে ৩৮ শঃ জমির বার্ষিক জমা ৫৸৶০ মূল্য আঃ ১২৲

১৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১১০৪ নং খতিয়ানে ১-০৯ শঃ জমির জমা ৫৸৶৩, মূল্য আঃ ৪৫৲

মণিজারি ৩১ দাবী ৪৭৸৬

ডিঃ অধর চন্দ্র দাস সাং কৃষ্ণনগর আমিনবাজার

দেঃ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং নেদিয়ারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার নেদিয়ার পাড়া মধ্যে ১৬১৭ নং খতিয়ানে ৩৬ শতক চিরস্থায়ী রকমের জমি মায় তদুপরিস্থিত পাকা গৃহাদি আঃ ৫০

(৩)

১৭৯২ মণিজারি ৩১ দাবী ৯১২।৶৩

ডিঃ যোগেন্দ্র নাথ সরকার সাং গোয়াড়ী

দেঃ পাচুগোপাল দাস সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণনগর থানার ৯২ নং গোয়াড়ী মৌজায় রাজনন্দিনী দেবী সিং অধীন .৭৪ নং খতিয়ানে -১ শতক জমির জমা .০৯ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারতাদি সহ আঃ ৪০০৲

২। ঐ মৌজে ঐ অধীনে ১৭৫ নং খতিয়ানে -২ শঃ জমির জমা ৩.১ পা, মূল্য মায় পাকা ইমারতাদি সহ আঃ ৪০০

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

৬৭০ মণিজারী ৩১ দাবি ৪৪৬৶৶০

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ শিবদাস ভট্টাচার্য্য সাং বহিরগাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

১। নাকাশীপাড়া থানার দক্ষিণ বহিরগাছি গ্রামে ২৯৬ নং ও তদধীন খতিয়ানে ২১ ৪৯ নিকর ব্রহ্মোত্তর জমীতে দেঃ ।১৭৸৭ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজে ৩১৯ নং খতিয়ানে ও তদধীন খতিয়ানে ১-৬৮ লাখরাজ জমী ও তদুপরিস্থিত বাগানে দেঃ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৩২২ খতিয়ানে -১৬ শতক জমীতে দেঃ ।৶৯ = অংশ মূল্য আঃ ২৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩১৩ খতিয়ানে -২৬ শতক জমী ও তদুপরিস্থিত পাকা বাটিতে দেঃ ।৶৯।= অংশ মূল্য ৫৲

৫। ঐ মৌজায় ৩২৪, ৩২৫ ও ৩২৬ খতিয়ানে -৫৩শঃ লাখরাজ জমী দেঃ ৶৯।= অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ মৌজে ৩২৬ ও ৩২৭ খতিয়ানে ও তদধীন খতিয়ানে ৬-৩০ লাখরাজ জমীতে দেঃ ।৭.১৩ অংশ মূল্য আঃ ১৲

৭। ঐ মৌজে ৩৫৬ ও তদধীন খতিয়ানে ১-৪০ লাখরাজ জমীতে দেঃ ।১৭৸৭ দস্তি অংশ মূল্য আঃ ২৲

৮। ঐ মৌজে ৩৫৮ নং ও তদধীন ৩৫৯।৩৬৯ নং খতিয়ানে মোট ২-২৮ লাখরাজ জমীতে দেঃ ৶১৩।— অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৯। ঐ মৌজে ৩৭০ ও ৩৭. খতিয়ানে ৫-৬৯ লাখরাজ জমীতে দেঃ ।১৭৸৭ দস্তি অংশ মূল্য আঃ ৫৲

১০। ঐ মৌজায় ৪১৬ ও তদধীন ৪৬০।৭ নং খতিয়ানে ০২৭ শতক জমীর জমা ।৶৪ পাই দেঃ ।৶৹।= অংশ মূল্য ১৲

(২)

৬৮১ মণিজারী ৩১ দাবী ৬৭।৶০

ডিঃ কানাইলাল সিংহ রায় দিং সাং সোণাতলা

দেঃ গোপালচন্দ্র প্রামাণিক সাং গোকুরাপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোকুরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৯৩১ নং খতিয়ানে ৫-৭০ জমীর জমা ৮০৳ দেঃ ।৶৷= অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

(৩)

৬৯৭ মণিজারী ৩১ দাবী ২০৫৸৶০

ডিঃ নরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস সাং বহিরগাছি

দেঃ রোমজান মণ্ডল সাং এলাঙ্গি পোঃ বাঙ্গালঝি

১। চাপড়া থানায় ৪৮ ন মৌজায় এলাঙ্গি গ্রামে হৈমবতী দেবীর অধীন ৩৫৭ খতিয়ানে ৩-৫০ জমীর ৮।৬ জমা মূল্য ১৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীনে ৪০২ নং খতিয়ানে ১-৯৬ জমীর জমা ৫৲ দেঃ ।৹ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪০১ নং খতিয়ানে ১-৪১ জমীর বিঘা প্রতি নিষ্কিথে জমা ১।০ মূল্য আঃ ৩১

(৪)

৯৫০ মণিজারী ৩১ দাবী ৫৩৫৸৶০

ডিঃ এরাতিন মল্লিক সাং ডোমপুখুরিয়া

দেঃ উপেন্দ্রনাথ পাকড়াশি দিং সাং ডোমপুখুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ২২নং মৌজায় ডোমপুখুরিয়া গ্রামে রাজগোপাল দে দিং অধীন ৪৯৪ খতিয়ানের অধীন ৪৯৩ খতিয়ানের ৩ ৭৮ শঃ জমীর জমা ১৪।৶০ মূল্য ৪০০৲

(৫)

১৭৯১ দেংজারী ৩০ দাবী ৫৪৸৯

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ নজিরণ বিবি দিং সাং বেথুয়াডহরী পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় বেথুয়াডহরী গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৪২ ও ৪৭ খতিয়ানে ১৪-২৮ জমীর জমা ২।৶৯ মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

১৭৯২ দেংজারী ৩১ দাবী ৬৮৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ কালী সেখ দিং সাং জালশুক গলারদড়িপাড়া পোঃ বেথুয়াডহরী

নাকাশীপাড়া থানায় বেথুয়াডহরী গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৪৪, ৪০৭ ও ১৩৪ খতিয়ানে ৬-৭৮ শঃ জমীর জমা ১৬৶৬ মূল্য আঃ ১৫৲

(৭)

২০৩৯ দেংজারী ৩১ দাবী ৭২৫॥৶০

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং রামনগর

দেঃ যজ্ঞ মণ্ডল দিং সাং রামনগর পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানার রামনগর গ্রামে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৪০৸৹ বিঘা জমীর জমা ১৯৲৭ দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

(৮)

২৮০

——দেংজারী ৩১ দাবী ২০৩৶০

১০৬১

ডিঃ গৌরচন্দ্র দত্ত সাং ধর্ম্মদহ

দেঃ প্রফুল্ল বিবি সাং আদমপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার আদমপোতা গ্রামে বিহারীরাজ মুখোপাধ্যায় দিং অধীন ৩৪ নং খতিয়ানে /৩ কাঠা জমীর জমা ১৬।১১ মায় তদুপরিস্থিত কোঠাবাড়ী ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

৬৫২ দেং জারি ৩১ দাবী ২৩৬৲৯

ডিঃ মহীশ চন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর

দেঃ সবুর মণ্ডল সাং মহেশ নগর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহেশনগর গ্রামে ডিক্রিদারগণের অধীন ২৬৭নং খতিয়ানের ৩৯-৭১ জমীর জমা ৬৮॥৶১০ মূল্য আঃ ১৮০৲

(১০)

৬৫৩ দেং জারি ৩১ দাবী ৩৭।৲

ডিঃ বিভূতি ভূষণ দে সাং ধর্ম্মদহ

দেঃ হৈমবতী বসুজা সাং সুধাকরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। নাকাশীপাড়া থানার সুধাকরপুর গ্রামে স্বতন্ত্র হিসাব অনুসারে ১০৭।৫নং মৌজিতে মহাল বারবাড়িয়া দিগর মধ্যে দরবস্ত হুকুক ৶১০ অংশ, মূল্য আঃ ৩৫৲

২। ঐগ্রামে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল রায় দিং অধীন পত্তনি অংশ ।৫ গণ্ডা-মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ গ্রামে মঙ্গলময়ী বর্ম্মজা দিং অধিন পত্তনি অংশ ।৫ মূল্য আঃ ১৫৲

(১১)

৬২৮ দেংজারী ৩১ দাবী ৮৫৬।৩ পাই

ডিঃ বিলাতালি বিশ্বাস সাং বাগবেরিয়া

দেঃ ময়জানবিবি দিং সাং সাধুঘাটি পোঃ চাপড়া

চাপড়া থানায় রতিকান্ত ঘোষ অধীন ৪৯।২ বিঘা জমির জমা ৩৬৸৩ দেঃ তৃতীয়াংশ

(১২)

৬৬০ দেংজারী ৩১ দাবী ৩৪৪॥৶৯

ডিঃ গোপেশ্বরী দেবী সাং কৃষ্ণনগর সড়ক

দেঃ কুসুমকুমারী দেবী সাং ছোট কান্দুয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

১। নাকাশীপাড়া থানায় ছোট কান্দোয়া গ্রামে রঘুনাথ সাহার জমির

দক্ষিণে ২/ বিঘা জমীর জমা ১৸৵ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগানের দক্ষিণে ১৷৷০ বিঘা জমির জমা ১৷৷০ তদুপরিস্থিত বৃক্ষাদিসহ মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩)

৯৮৮ দেংজারী ৩১ দাবী ১৪৮/৩

ডিঃ চন্দ্রশেখর রায় সাং দাদুপুর।

দেঃ কেদারনাথ মণ্ডল সাং করকরিয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় সুধাকরপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৫৩ নং খতিয়ানে ২·৩৫ জমীর জমা ২৸৵৫ মূল্য আঃ ৩৫৲

(১৪)

৯৩৬ দেংজারী ৩১ দাবী ৫৯২৷৵৯

ডিঃ অশ্বিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং কুড়ালিগাছি

দেঃ ছামেদালি বিশ্বাস দিং সাং মহিষপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। চাপড়া থানায় ৭৯ নং মহিষপুর মৌজে অমুল্য কুমার গঙ্গোপাধ্যায় অধীন ২৬ নং ঐ অধীন ২৭ হইতে ২৯ নং খতিয়ানে ৪০।৭৷৷ বিঘা জমীর রায়তি মকররী জমা ২০৷৵৪ দেঃ ৵৪ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ মৌজা ঐ অধীনে ২৫৩ নং খতিয়ানে ১২৲১০ টাকা রায়তিস্থিতিবান্ জমার ২৮৷৷ বিঘা জমিতে দেনদারের ৵৪ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(১৫)

১৯৯৬ খাংজারী ৩০ দাবী ১৭৸৵১৫

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ পুকারে নিকারী সাং দহিরগাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বাহিরগাছি গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ২-৫৪ একর জমির ৫৷৷৫ জমা মূল্য আঃ ৭৲

(১৬)

৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৪৷৵১

ডিঃ নৃসিংহ দাস সিং সাং কালীগাঙ্গা

দেঃ বিরিঞ্চিমোহন বড়াল দিং সাং যুগপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় যুগপুর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৫৫ খতিয়ানে ১৮-৪৭এঃ জমীর ৯/১৭৷৷০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

৩২৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৯৸০

ডিঃ কানাইলাল সিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা

দেঃ ফুণী মণ্ডল সাং পালিগ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় দোলাছিয়া গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৫৬১ ও ৮৭৭ খতিয়ানে ১০-২২ জমীর জমা ২০।৵ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৮)

৩৯৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬৵

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকশী পাড়া

দেঃ মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৫৮৬ খতিয়ানে ·৭৭ জমীর মূল্য আঃ ৫৲

১৯

৪২১ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৩৵৩

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকরাতাঁখালা

দেঃ ভাজুবিবি দিং সাং মালমগাছা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মালমগাছা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩৭ ও তদধীন ৩৭ হইতে ৪২ নং খতিয়ানে ২৭-৯১ জমীর রায়তি মোকররী জমা দেনদারের ৸০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

৪৮৪ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩৸৵৩

ডিঃ শৈলবালা দাসী দিং সাং বাগিয়া

দেঃ জুবান সেখ সাং পারকুলা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় পারকুলা গ্রামে ৮২ নং খতিয়ানে ১-২২ জমীর ২।৵১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

৫০০ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৭

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাটালপোতা

দেঃ মতিলাল মণ্ডল সাং শোণপুখুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শোণপুখুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৮৭ খতিয়ানে ৬ ২২ জমীর মূল্য আঃ ১৫৲

(২২)

৫০১ খাংজারী ৩১ দাবী ১২০৲

ডিঃ ঐ

দেঃ ছেপাত মণ্ডল সাং শোণপুখুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শোণপুখুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৮১ নং খতিয়ানে ৯-৪২ জমীর মূল্য আঃ ২৫৲

(২৩)

৫০২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭।৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ এজাহার বিশ্বাস সাং সোণপুখুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় সোণপুখুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৪৫নং খতিয়ানে ১-৬৫ শতক জমী মূল্য আঃ ৫৲

(২৪)

৫১২ খাংজারী ৩১ দাবী ৫০৸০

ডিঃ রামপদ পাঁড়ে সাং ময়ূরহাট

দেঃ আবদুলমজিদ মণ্ডল দিং সাং মদনা পোঃ হাঁসখালী

১। হাসখালী থানায় মদনা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৭১ খতিয়ানে ·৩১ শতক কোরফা জমী জমা ২৷৷০ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীন ২০৫ খতিয়ানে ৭৷৷০ টাকা রায়তী স্থিতিবান্ জমার ১-৭৩ শতক জমী মূল্য ১০৲

(২৫)

৫২৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৫৷৵৯

ডিঃ সীতানাথ চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ শ্যামাপদ মণ্ডল দিং সাং প্রতাপপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় প্রতাপপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩৭০।৩৭১ খতিয়ানে ৬-৫৯ জমীর ও ৬১০।২ খতিয়ানে ·৮২ শঃ ও ২৬৪।২ খতিয়ানে ·৯৯৯ শতক একুনে ৮-৪০ শতক জমীর জমা ১১৲ মূল্য ৫০৲

(২৬)

৫৫৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৮১৸০

ডিঃ কেশবচন্দ্র দত্ত দিং সাং মাজদিয়া রেলবাজার

দেঃ রসিক মণ্ডল দিং সাং পুটীখালী পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ৫১নং মৌজায় ষণ্ডাদি গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৬৭৪।১ নং খতিয়ানের অধীন ১৩নং খতিয়ানে ২৪ শঃ জমীর মোকররী জমা ৯৷৷০ মূল্য আঃ ২০৲

(২৭)

৫৬০ খাংজারী ৩১ দাবী ৯৪৷৵৯

ডিঃ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘুর্ণী

দেঃ শুকলাল মণ্ডল দিং সাং জয়পুর পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালী থানায় জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ১০৯২ খতিয়ানে ৩ ৩৯ জমীর জমা ১৩৷৷০ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৮)

৫৬২ খাংজারী ৩১ দাবী ১১৮৸৵৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ বিভূতিভূষণ রায় দিং সাং মৃডাপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মৃডাপুর গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৯৮ খতিয়ানে ১৪-৫৭ জমীর জমা ১৮৸৵৯ মূল্য আঃ ৪৫৲

(২৯)

৫৬৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৮৸৬

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ গণণচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কাঠগড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৮ খতিয়ানে ৫-৮৪ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমীর মূল্য আঃ ১০০৲

(৩০)

৫৬৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭৷৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গগণচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার কাঠগড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫-৮৪ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমীর মূল্য আঃ ১০০৲

(৩১)

৫৬৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৬৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় কাঠগড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৭ খতিয়ানে ১৬-১৯ শঃ জমীর জমা ৯৸৬ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩২)

৫৭০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫।৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় কাঠগড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৭ খতিয়ানে ১৬-১৯ শঃ জমীর জমা ৯৸৬ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৩)

৫৭১ খাংজারী ৩১ দাবী ৩১৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় কাঠগড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৮ খতিয়ান ৫-৮৪ শঃ নিষ্কর জমীর মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৪)

৫৭২ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় কাঠগড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৭, ২৭৮, ২৮৬, ২৮৮, ২৯৩ খঃ ১৬ ১৯ শঃ জমীর জমা ৯৸৬ মূল্য ৫০৲

(৩৫)

৫৭৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৩০।৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ প্রবোধচন্দ্র বক্সী দিং সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মাধবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০০ খতিয়ানে ১০-৭২ শতক জমীর জমা ১৫৷৵০ মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৬)

৬০৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৫৷৵০

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিন খাকার

দেঃ যুগল দাস ভাগাঘাটা সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার খানার মহৎপুর গ্রামে

ডিক্রীদার অধীন ৩২৪১ খতিয়ানে ৮৷৷০৷৷৶ জমীর জমা ৬/১৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

৬১৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬৷৬

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচুদাস নওদা সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার তিলকপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬৬৫ খতিয়ানে ৫/১৷৷৵০ জমীর জমা ৩৷৷/৫ মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

৬১৭ খাংজারী ৩১

ডিঃ ঐ

দেঃ যুগল দাস তামাবাটা সাং তিলক পাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় তিলকপাড়া গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২৭২৫ খতিয়ানে ১০/৪৷৷৵ জমীর জমা ৯৶৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৯)

৬১৮ খাংজারি ৩১ দাবী ৬২৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচুদাস কালান্তরে দিং সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় তিলকপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬১৭ খতিয়ানে ১০৷৷০৷৷৶ জমীর জমা ৮৸৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

৬২২ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৫৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় পুখুরিয়ার বি ব্লক মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ১২০৮ খতিয়ানে ৭৷২৵ জমির জমা ৮,৫ মূল্য ১০৲

(৪১)

৬২৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৷৵

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ পোঃ ঐ

চাড়পা থানায় তিলকপাড়া গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২৬৫৬ খতিয়ানে ২৷৷২৵০ জমীর জমা ২৷৵১০ মূল্য আঃ ৪৲

(৪২)

৭৭৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৭৷/৬

ডিঃ মুরারীমোহন মৌলিক দিং সাং খাটুরা

দেঃ মুরারীমোহন রায় সাং ময়ূরহাট পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালী থানায় গাজনা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৪২ ও ৮৫১ খতিয়ানে ২৪৸০ জমীর জমা ১৩৷৷০ মূল্য আঃ ৪০৲

(৪৩)

৭৭৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৪৷৷/৯

ডিঃ রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ পঞ্চানন বিশ্বাস সা প্রতাপপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার প্রতাপপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬২০, ১৫৯ ও ১১৬ নং খতিয়ানভুক্ত ৫-৬৪ শঃ জমীর জমা ১০৲ মূল্য আঃ ৩০৲

(৪৪)

৭৮১ খাংজারী ৩১ দাবী ৫১৷৷৵৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ এরাজ সেখ সাং হাতীশালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৯২, ৬৪১, ৬৪৩ নং খতিয়ানে ২ ০১ উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ২০৲

(৪৫)

৭৮৪ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮৸৵০

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ জুড়ন সেখ গেয়াতী সাং গোংরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংরা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ১২৮ খতিয়ানে ৪-২১ শতক জমীর জমা ৯৷৷১৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৪৬)

৭৮৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪৷৷৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদ

দেঃ ভুবাই সেখ সাং হাতীশালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৪৯৩ ও ৫০৩ নং খতিয়ানে ০২৭ উটবন্দী জোত জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(৪৭)

৭৯২ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৪৸৵৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ এরাজ বিশ্বাস দিং সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকরা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২২৮ নং খতিয়ানে ২১-৪৫ শঃ জমীর জমা ৪৪৸/২ মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৮)

৭৯৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১১১৷৵৩

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ জাভানী মালিতা সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকরা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ১৫৩ নং খতিয়ানে ১০৷৩/ ওটবন্দী জোত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৯)

৭৯৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৷৷৵৯

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ শিরুমালিতা সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৪১৩ খতিয়ানে ০৬৩ শতক উটবন্দী জোত কনভারসন জমা ১৷৷৵১৫ মূল্য ৫৲

(৫০)

৭৯৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১২৷৬

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ আব্দুল গফুর বিশ্বাস দিং সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৯ ও ১৭ নং দাগে /৩৷৷৵ ওটবন্দী জোত মূল্য আঃ ২৲

(৫১)

৭৯৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৵০

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ পাঁচুসেখ মোল্লা সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকরা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২৮৫ খতিয়ানে ৮১৮৵০ ওটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৫৲

(৫২)

৭৯৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৮৷৵৩

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ রজনী মালো সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩২ খতিয়ানে ১-৩২ শতক ওটবন্দী জোতের কনভারসন মতে জমা ২৷৷৵ মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৩)

৮০০ খাংজারী ৩১ দাবী ৪২৮/৯

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ হীরু মল্লিক সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৫ ও ১৩৮ দাগে ৩৷৩৷ ওটবন্দী জোত মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৪)

৮২৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৮৵৩

ডিঃ রায় হরেন্দ্র লালা বাহাদুর সাং মেচখলিসাদি কাছারী

দেঃ চরণ দত্ত সাং ধর্ম্মদহ

নাকাশীপাড়া থানায় ধর্ম্মদহ গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৪০২ খতিয়ানে ০১৫ শঃ জমির জমা ১৷৵ মূল্য আঃ ১০৲

(৫৫)

৮৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ১২৩৷৷৬

ডিঃ ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু মোং কাছারি মধুপুর

দেঃ বাহার সেখ দিং সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ১০৮ খতিয়ানে ৮-১২ ওটবন্দী জোতের জমা ৩০৷৷৵৫ মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৬)

৮৫২ খাংজারী ৩১ দাবী ৮০৷৵৬

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ হজরত মণ্ডল দিং সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৮৬ খতিয়াতে ৫-৫১ শতক জমীর রায়তী স্থিতিবান্ জমা ১৪৷৵১৬৷৷৩ মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৭)

৫৫৪ খাংজারী ৩১ দাবি ২৪৫৵৩

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ পাঁচুমণ্ডল কুহরী সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৯২ খতিয়ানে ১৭-৩৬ শঃ জমীর করবৃদ্ধিসহ জমা ৪০/৫ মূল্য আঃ ৩০৲

শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব উপলক্ষে

গত ৬ই ভাদ্র রবিবার (২৩শে আগষ্ট) **অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির হইতে একটী বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বাগবাজার ষ্ট্রীট, অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড রোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন্ রোড, অপার চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।**

আগামী রবিবার ১০ই ভাদ্র (৩০ আগষ্ট) অপরাহ্ণ ৪টা এবং পুনরায় তৎপরবর্ত্তী রবিবার ২০শে ভাদ্র (৬ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ণ ২টার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এইরূপ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে। তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

লোহার বরগা কাউ
টটীন,জানালারগরাদে
দালানের ফুলদাররেলিংওথাম
বেড়াথেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্রমুখার্জ্জিএণ্ডসন্স
৭৭৩৭৪লিংটন্ষ্ট্রীট।ফোন৪৪৯
ব্রাঞ্চ—১৮৩৩৬নান,কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

ভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে তি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। দেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন,

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৫ম ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমদনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীগদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকব্যবহার গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী, এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্দ্ধমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাবোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, কাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীমহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী [illegible]

[illegible]

(৩১) [illegible] পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া
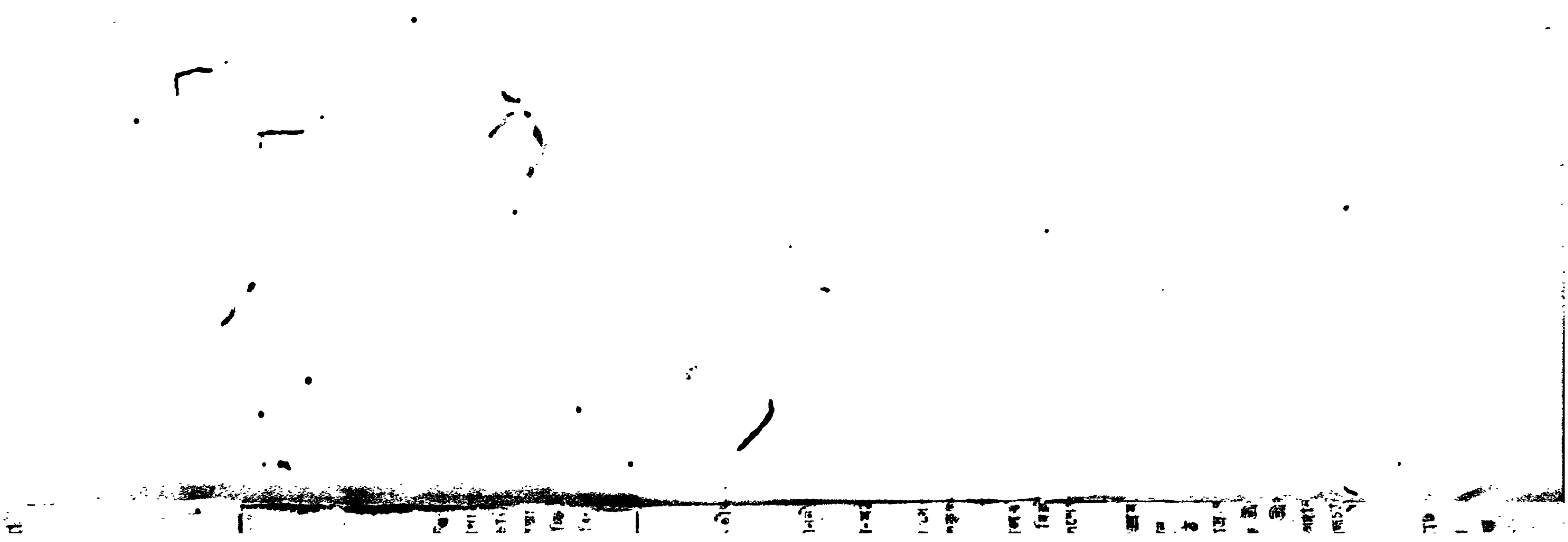
রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ